

10730

বিশ্বকোষ।

অর্থাৎ

ঘাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রামা শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরব্য, পারস্য, হিন্দি, প্রভৃতি ভাষার চলিত
শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম সম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস; মনুষ্যতত্ত্ব এবং
আয়া ও অনাথা জাতির বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্বজাতীয় অসিদ্ধ ব্যক্তি-
গণের বিবরণ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, বাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, স্থায়,
জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোপাখ্য,
হোমীওপ্যাথী, বৈদ্যক, ও হকিমী মতের চিকিৎসাশ্রমালী ও ব্যবস্থা,
শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের
সার সংগ্রহ অকারাদি বর্ণামুকমিক বৃহদভিধান।

প্রথম খণ্ড

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদিত।

রাহতা।

বিশ্বকোষযন্ত্রে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত।

১৯৩৩ সাল।

উপক্রমাণকা

—:—:—

এই পুস্তকে পাণিনি প্রভৃতির যে
সকল প্রত্যয়াদি গৃহীত হইয়াছে
তাহাদের ব্যাখ্যা ।

—:—:—

১। ধাতু এবং প্রাতিপদিকের উত্তর বাহা বিহিত হয় তাহাকে প্রত্যয় কহে। প্রত্যয় পাঁচ প্রকার ; বিভক্তি, কৃৎ, তদ্ধিত, জ্ঞী প্রত্যয় এবং ধাত্ববয়ব।

২। বিভক্তি—প্রাতিপদিকের উত্তর স্ত্রী ও ঔজস্ প্রভৃতি, এবং ধাতুর উত্তর তিপ্ তন্ম্ যি প্রভৃতি যে সকল অন্ত অবয়ব বিহিত হয় তাহাদিগকে বিভক্তি কহে।

৩। কৃৎ—ধাতুর উত্তর তব্য অনীয়র্ প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় বিহিত হয় তাহাদিগকে কৃৎ কহে। পাণিনি এই প্রত্যয়গুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; কৃত্যকৃৎ এবং কৃৎ। তৃতীয় পাদের প্রথম অধ্যায়ের ৯৫ সূত্র হইতে ১০২ সূত্র পর্যন্ত কৃত্যকৃদন্ত প্রক্রিয়ার অধিকার, অবশিষ্টগুলি কৃৎ। (কৃত্য্য: প্রাঙ্ প্লং:। পা ৩। ১। ৯৫)। কৃত্যকৃদন্ত প্রকরণের ভিতরে, ১ তব্য, ২ তব্যৎ, ৩ অনীয়র্, ৪ কেলিমর্, ৫ যৎ, ৬ ক্যপ্ এবং ৭ গ্যৎ এই প্রত্যয়গুলি গৃহীত হইয়াছে। অবশিষ্ট প্রত্যয়গুলি কৃৎ প্রকরণের অন্তর্গত।

৪। তদ্ধিত—প্রাতিপদিকের উত্তর ঠঞ্ কন্ প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় বিহিত হয় তাহাদিগকে তদ্ধিত বলে। এতদ্ভিন্ন তিঙস্তপদের উত্তরেও বহু প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয় বিহিত হয়।

৫। জ্ঞী প্রত্যয়—জ্ঞীলিঙ্গে টাপ্ জীপ্ প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় বিহিত হয় তাহাদিগকে জ্ঞী প্রত্যয় বলে।

৬। ধাত্ববয়ব—ধাতুর উত্তর ইট্ সিচ্ প্রভৃতি, এবং প্রাতিপদিকের উত্তর যক্ কাম্যচ্ প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় বিহিত হয় তাহাদিগকে ধাত্ববয়ব কহে।

৭। প্রত্যয়ের মধ্যে যে সকল বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, কার্যকালে তাহাদের সকল বর্ণ থাকে না। যেমন, যঞ্ একটি প্রত্যয়, কার্যকালে ইহার স্থানে কেবল অ

থাকে, বাকি য এবং ঞ থাকে না। যে সকল বর্ণ কার্যকালে থাকে না, তাহাদিগকে ইৎ বর্ণ কহে। ই ধাতুর অর্থ যাওয়া (ই গতো), ইহার উত্তর কিপ্ প্রত্যয় করিলে 'ইৎ' এই প্রকার শব্দ নিম্পন্ন হয়। ইৎ শব্দের ঠিক অর্থ যাহা চলিয়া যায়, অর্থাৎ যাহা থাকে না। প্রত্যয়ের কোন কোন বর্ণ কার্যকালে থাকে না বলিয়া তাহাদিগকে ইৎ বর্ণ বলা যায়।

৮। কিন্তু পাণিনির একটা বর্ণও নিম্পন্ন নহে। কার্যকালে প্রত্যয়ের কোন কোন বর্ণ থাকে না বলিয়া যে, তাহারা কোন কাজে লাগে না, এমত নহে। এক একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে ইৎ বর্ণগুলি সঙ্কেতের অন্ত গৃহীত হইয়াছে। ইৎ বর্ণ দেখিয়া ধাতুর ও প্রাতিপদিকের গুণ বৃদ্ধি করিতে হয়, ত প্রভৃতির আগম করা যায়, আকার এবং টি প্রভৃতির লোপ করা হয়, উদাত্তাদি স্বর বৃদ্ধিতে পারা যায়, জ্ঞীপ্রকরণের প্রত্যয়বিশেষ বিহিত হয়, ইত্যাদি অনেক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

৯। *। হলন্ত্যম্। পা ১। ৩। ৩। উপদেশ অবস্থায় যে হল্ বর্ণ অন্তে থাকে তাহা ইৎ হয়। যেমন রূপ্ অণ্ ইত্যাদি স্থলে অন্ত্য হল্ প ও ণ ইৎ হইয়া থাকে। কিন্তু বিভক্তির তবর্গ, সকার এবং মকার ইৎ হয় না। (ন বিভক্তৌ তুমা:। পা ১। ৩। ৪।) যেমন, তবর্গ—বৃক্ষ—ঙসি (টা ঙসি ঙসামিনাংস্তা:। পা ৭। ১। ১২। অকারান্ত অঙ্গের টা স্থানে ইন ঙসি স্থানে আৎ, এবং ঙস্ স্থানে স্ত আদেশ হয়) স্ততরাং বৃক্ষ আৎ বৃক্ষাৎ হইল। এখানে ঙসি বিভক্তির স্থানে যে আৎ আদেশ হইয়াছে তাহার তকার ইৎ হয় নাই। সকার যথা,—রাম-অস্ রামা:। পচ্-তস্ পচত:। পচ্-থস্ পচথ:। মকার যথা,—পচ্-তাম্ অপচতাম্। পচ্-তম্ অপচতম্।

১০। কিন্তু এইগুলি বিভক্তির তকার প্রভৃতি না হইলে ইৎ হইয়া থাকে। যেমন—*। অচো যৎ। পা ৩। ১। ৯৭। অজন্ত ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়। জি-যৎ জেয়। এখানে কৃৎ প্রকরণের যৎ প্রত্যয়ের তকার ইৎ হইল। *। উর্ণায়া য়্। পা ৫। ২। ১২৩। উর্ণা-য়্

উর্ণায়। এখানে তদ্ধিতের য্-স্ প্রত্যয়ের শকার ইং হইয়াছে। *। ক্ধাদিত্যঃ শ্রম্। পা ৩।১।৭৮। ক্ধাদি ধাতুর পর শ্রম্ হয়। ইহার শ ও ম ইং হয়, ন থাকে। ক্ধ-তি ক্ধজি। *। কিমোহং। পা ৫।৩।১২। কিম্ শব্দের উত্তর অং প্রত্যয় হয়। তাহার পর,—। *। ক্ধাতি। পা ৭।২।১০৫। অং প্রত্যয় পরে থাকিলে কিম্ স্থানে ক আদেশ হয়। সুতরাং কিম্ অং ক। এখানে তদ্ধিতের অন্ত্য তকার ইং হইয়াছে। ইটোহং। পা ৩।৪।১০৬। লিঙের আত্মনেপদের ইটের স্থানে অং অর্থাৎ অকার হয়। এখানে অং এই তকারের ইং কার্যের নিবেদন হয় নাই।

১১। *। আদির্ঞ টুডবঃ। পা ১।৩।৫। আদিত্বিত ঞ্জি, টু এবং ডু ইং হয়, অর্থাৎ কার্যকালে এই সকল অনুবন্ধগুলি থাকে না। যেমন, ঞ্জি ধ্বা-ক্ত ধৃষ্ট। টু বেপ্-অধুচ্-বেপথু। ডু ক্ধ-ক্ত ক্ধজি।

১২। *। ষঃ প্রত্যয়ন্ত। পা ১।৩।৬। প্রত্যয়ের আদিতে বকার থাকিলে তাহা ইং হয়। যেমন, নৃত-ধুন নৃতক।

১৩। *। চুটু। পা ১।৩।৭। প্রত্যয়ের আদিত্বিত চবর্গ এবং টবর্গের ইং সংজ্ঞা হয়। যেমন,—। *। গোত্রো কুঞ্জাদিত্যঃ চফ্ণঃ। পা ৪।১।৯৮। গোত্র সংজ্ঞক অপত্য অর্থে কুঞ্জাদি শব্দের উত্তর চফ্ণ প্রত্যয় হয়। কুঞ্জ-চফ্ণ কোঞ্জায়ন্ত। এখানে চকার ইং হইয়াছে। রাম-জন্স রামাঃ। এখানে জকার ইং হইয়াছে। *। চরেটঃ। পা ৩।২।১৬। অধিকরণ উপপদের পর চর ধাতুর উত্তর ট প্রত্যয় হয়। কুরু-চর-ট কুরুচর। এখানে ট ইং হইয়াছে। *। সপ্তম্যাং জনৈর্ডঃ। পা ৩।২।৯৭। সপ্তম্যাস্ত উপপদের পর জন্ ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় হয়। যেমন, পঙ্ক-জন্-ড পঙ্কজ। এখানে ডকারের ইং সংজ্ঞা হইয়াছে। এই রূপ প্রত্যয়ের আদিক চবর্গ ও টবর্গ ইং হইয়া থাকে।

১৪। *। লশকতদ্ধিতে। পা ১।৩।৮। প্রত্যয়ের আদিতে ল, শ এবং কবর্গ থাকিলে তাহারা ইং হয়; কিন্তু তদ্ধিত প্রত্যয়ে হয় না। যেমন,—। *। লুট চ। পা ৩।৩।১১৫। নপুংসকলিঙ্গে ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর লুট্ প্রত্যয় হয়। হস-লুট্ হসন। এখানে ক্ধং প্রত্যয়ের আদিত্বিত লকার ইং হইয়াছে। *। কর্তরি শপ্। পা ৩।১।৬৮। কর্তৃবাচ্যে সাক্ষধাতুক পরে থাকিলে

ধাতুর পর শপ্ হয়। ভূ-শপ্-তি ভবতি। এখানে তিঙ্ প্রকরণের প্রত্যয়ের আদির শকার ইং হইয়াছে। *। ক্ত ক্তবত্ নিষ্ঠা। পা ১।১।২৬। ক্ত এবং ক্তবত্ প্রত্যয়ের নিষ্ঠা সংজ্ঞা হইয়া থাকে। স্না-ক্ত স্নাত। এখানে ক্তং প্রত্যয়ের আদিত্বিত ককারের লোপ হইয়াছে। *। প্রিয়বশে বদঃ খচ্। পা ৩।২।৩৮। প্রিয় এবং বশ এই দুই কণ্ঠোপপদের পর বদ ধাতুর উত্তর খচ্ প্রত্যয় হয়। প্রিয়-বদ-খচ্ প্রিয়বদ। এখানে ক্তং প্রত্যয়ের আদিত্বিত থ বর্ণের ইং সংজ্ঞা হইয়াছে। এই রূপ ল, শ ও কবর্গের ইং হইয়া থাকে।

১৫। কিন্তু তদ্ধিত প্রত্যয়ের আদিত্বিত ল, শ এবং কবর্গের ইং হয় না। যেমন,—। *। প্রাণিস্থাদাতো লজ্জতরস্তাম্। পা ৫।২।৯৬। প্রাণীতে যাহা থাকে তহাচী আকারান্ত শব্দের উত্তর অন্ত্যার্থে বিকল্পে লচ্ প্রত্যয় হয়। চূড়া-লচ্ চূড়াল। এখানে তদ্ধিত প্রত্যয়ের আদিত্বিত লকার ইং হইল না। *। লোমাদিপামাদিপিচ্ছাদিত্যঃ শনৈলচঃ। পা ৫।২।১০০। মন্ত্বে লোমাদি শব্দের উত্তর শ, পামাদির উত্তর ন, এবং পিচ্ছাদি শব্দের উত্তর ইলচ্ প্রত্যয় হয়। লোম-শ লোমশ। এখানে তদ্ধিত প্রত্যয়ের আদিত্বিত শকার ইং হয় নাই। *। সংজ্ঞায়াং কন্। পা ৪।৩।১৪৭। পিষ্ট শব্দের উত্তর বিকারে সংজ্ঞা বিষয়ে কন্ প্রত্যয় হয়; পিষ্ট-কন্ পিষ্টক। এখানে তদ্ধিত প্রত্যয়ের আদিত্বিত ক বর্ণের ইং হয় নাই। এই রূপ কোন স্থলেই তদ্ধিত প্রত্যয়ের আদিত্বিত ল, শ এবং কবর্গের ইং সংজ্ঞা হইবে না।

ইং বর্ণের ফল এই রূপ,—

১৬। *। অটো ঞ্গণিত। পা ৭।২।১১৫। ঞ্গ ইং এবং ঞ ইং প্রত্যয় পরে থাকিলে অজস্ত অস্তের বৃদ্ধি হয়। *। যেমন,—ক্-ঘ্ ঞ্গ কার। অত উপধায়াঃ। পা ৭।২।১১৬। ঞ্গ ইং এবং ঞ ইং প্রত্যয় পরে থাকিলে উপধা অকারের বৃদ্ধি হয়। যেমন,—যজ্-ঘ্ ঞ্গ যাগ। পচ-ঘ্ ঞ্গ পাক। কৃজ্-ক্ অণ্ কৃজ্কার।

১৭। *। তদ্ধিতেষচামাদেঃ। পা ৭।২।১১৭। তদ্ধিতের ঞ ইং এবং ঞ ইং প্রত্যয় পরে থাকিলে প্রাতিপদিকের আদ্য অচের বৃদ্ধি হয়। *। কিত্তি চ। পা ৭।২।১১৮। তদ্ধিতের ক ইং প্রত্যয় পরে থাকিলে অস্তের আদ্য অচের বৃদ্ধি হয়।

১৮। বাহার অস্তে পুণাগম (পকার) হয়, কিম্বা যে

অঙ্গের উপধার লঘুস্বর থাকে, সর্গাধাতুক বা আধিধাতুক প্রত্যয় পরে থাকিলে তাহাদের গুণ হয়। *। পুগন্ত-লঘুপদ্য ৮। পা ৭। ৩। ৮৬। পুগন্ত যেমন, ভ্রী-গিচ-পুক্-তি হ্রেপয়তি। লঘু উপধা যেমন, ভিদ্-লুট্-ভেদনম্। এখানে উপধার ইক্ বর্ণের গুণ হইয়াছে।

১৯। *। কুণ্ডিত চ। পা ১। ১। ৫। যে নিমিত্ত
দ্বারা ইকের গুণবুদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা গিং কিং
অথবা গিং হইলে আর গুণ বুদ্ধি হয় না। এই বিধি
তদ্বিত্তের পক্ষে নহে। কিং যথা,—চি-জু চিত। চি-
জু বজু চিতবান্। গ ইং যথা,—জি-গ্মু জিযু। ও ইং
যথা,—ত্ব-নজিও ত্বজক।

২০।*। চক্ৰোঃ কু বিদ্বাতোঃ। পা ৭।৩।৫২।
ঘ ইং প্রত্যয় এবং গ্যাং প্রত্যয় পরে থাকিলে চ স্থানে
ক এবং জ স্থানে গ হয়। যেমন, পচ-ঘঞ্ পাক। ত্যজ্-
ঘঞ্ ত্যাগ। পচ-গ্যাং পাক্য।

২১।*। আতো লোপ ইটি চ। পা ৬।৪।৬৪।
 অজাদি আন্ধিধাতুক প্রত্যয় কিষা ক ইং বাঙ ইং
 প্রত্যয়, অথবা ইট্ আগম পরে থাকিলে আকারান্ত
 ধাতুর আকারের লোপ হয়। যেমন, গো-দা-ক গোদ।
 ইট্-পপিথ। অজাদি, ধা-অত্-স্-ম্-ধতুঃ। ঙ ইং, প্র-দা-
 অঙ প্রদা।

২২। *। টে। পা ৬। ৪। ১৪৩। ড ইং প্রত্যয় পরে থাকিলে ড সংজ্ঞকের টির লোপ হয়। যেমন, পঙ্ক-জন্-ড পঙ্কজ। এখানে ড ইং হইলে ড স্থানে অকার থাকে এই ড ইং প্রত্যয় পরে আছে বলিয়া জন্ ধাতুর টি অর্থাৎ নকার ও তাহার পূর্ববর্তী অকারের লোপ হই-
য়াছে। লোপ হইলে পঙ্কজ্-অ=পঙ্কজ, শেষে এই প্রকার
রূপসিদ্ধি হয়।

২৩। *। অকুর্ষি বদজন্তু মুম্। পা ৬। ৩। ৬৭।
 ৭ ইৎ প্রত্যয়ান্ত উত্তরপদ পরে থাকিলে অকুর্ষ্, দ্বিৎ
 এবং অজন্ত স্থানে মুম্ আগম হয়। কিন্তু অব্যয় উপপদ
 থাকিলে মুম্ হয় না। অকুর্শ-তদ-খশ অকুন্তদ।

২৪। *। শে মুচাদীতাম্। পা ৭। ১। ৫২। শ
 প্রত্যয় পরে থাকিলে মুচাদি ধাতুর হুম্ আগম হয়।
 এ ইতের ফল—*। ঐতঃ ক্ৰঃ। পা ৩। ২। ১৮৭।
 ঐ সাধুবন্ধ ধাতুর উত্তর বর্তমানে ক্ হয়। *। ট্ৰিতো-
 হৃণ্। পা ৩। ৩। ৮২। ট্ সাধুবন্ধ ধাতুর উত্তর অধৃচ্-
 হয়। *। ভিতঃ ক্ৰিঃ। পা ৩। ৩। ৮৮। ড় সাধুবন্ধ
 ধাতুর উত্তর ক্ৰি হয়।

২৫। *। বেরপ্তুক্ত। পা ৬। ১। ৬৭। অপ্তুক্ত সংজ্ঞক
বি, অর্থাৎ যাহার ইকার ইং সংজ্ঞক হয় ঈদৃশ বকারের
লোপ হইয়া থাকে। যেমন, কিপ্ এই প্রত্যয়ের ক
এবং প ইং হইলে কেবল বি থাকে, তাহার পর এই
অপ্তুক্ত সংজ্ঞক বি ইহাও থাকে না। (। *। অপ্তুক্ত
একাল্ প্রত্যয়ঃ। পা ১। ২। ৪১। যে প্রত্যয় একমাত্র
অল্ রূপ হয়, তাহাকে অপ্তুক্ত কহে)।

২৬। *। যিন্দগোরদিভাশ। পা ৪। ১। ৪১। বকার
ইং হয় এমন প্রত্যয় নিশ্পন্ন শব্দ এবং গোর প্রভৃতি
শব্দের উত্তর জ্বীলিঙ্গে ডীষ্ হয়। যেমন, নৃত-ধূন্ নর্তুক।
জ্বী-ডীষ্ নর্তুকী। এখানে ধূন্ প্রত্যয়ের বকার ইং
হইয়াছে বলিয়া জ্বীলিঙ্গে ডীষ্ হয়, এ লক্ষণ সর্বত্র
থাকে না। কারণ, দনশ ছন্দ দংষ্ট্রা এই প্রকার রূপ
হইয়া থাকে। ‘

২৭। *। টিড্‌চাণঞ্, দ্বয়সজ্জদ্বয়ঞ্, মাত্রচ্‌ ত্বয়প্‌-
ঠক্‌ঠঞ্‌কঞ্‌করণ্‌খ্যান্‌। পা ৪। ১। ১৫। ট ইৎ প্রত্যয়,
চ, অণ্‌, অঞ্‌, দ্বয়সচ, দ্বয়চ, মাত্রচ্‌, ত্বয়প্‌, ঠক্‌, ঠঞ্‌
কঞ্‌, করপ্‌, খ্যান্‌ এই সকল প্রত্যয় নিম্নস্ব শব্দের
উত্তর জীলিঙ্গে ঙাণ্‌ হইয়া থাকে। অতএব ইৎ বর্ণধারণ।
জী প্রত্যয় বিধানেরও সঙ্কেত করা হইয়াছে।

২৮। ইং বর্ণ দেখিয়া উদাত্তাদি স্বরও নিশ্চিত
হইয়া থাকে। যেমন,— *। চিতঃ। পা ৬। ১। ১৬৩।
চ ইং কৃৎ প্রত্যয় নিম্ন শব্দ অস্তোদাত্ত হয়। ভঞ্জ-
ঘুরচ্ ভঙ্গুরম্। এখানে প্রত্যয়ের চ ইং হইয়াছে, সে
জন্ম ভঙ্গুর শব্দ অস্ত উদাত্ত। কোন প্রত্যয় চিং হয়,
এমন কথা বলিলে তদ্বারা ইহাই বুঝায় যে, তন্নিম্ন
শব্দ অস্তোদাত্ত। চ ইং প্রত্যয়ে প্রকৃতি প্রত্যয় এই
সমুদায়ের অস্তোদাত্ত হইয়া থাকে।

২২। তদ্বিক্তস্ত। পা ৬।১। ১৬৪। ৫ ইং তদ্বিক্ত
প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দও অস্তোদাস্ত হয়। যেমন,—গোত্রো
কৃষ্ণাদিভ্যঃ চ্ফণ্। কৃষ্ণ-চ্ফণ্-কোজ্ঞায়নাঃ। চিৎ
কারণ ইহা অস্তোদাস্ত। এখানে পরস্থিত ঐণ্ড স্বরের
নিষেধ হইয়াছে।

৩০।*।কিতঃ। পা ৬। ১। ১৬৫। ক ইং তদ্বিত
প্রত্যয় নিশ্পন্ন শব্দ অস্ত উদাহৃত। নড়ানিষ্ঠাঃ ফক্। নড়-
ফক্ নাড়ায়নঃ। ইহা অস্তোদাহৃত।

৩১।*। তিৎ বরিতন্। পা ৬। ১। ১৮৫। ত ইৎ
প্রত্যয় নিশ্পন্ন শব্দ বরিত। কোন প্রত্যয় তিৎ হয়,
এমন কথা বলিগে তন্নিশ্পন্ন শব্দ বরিত হইয়া থাকে

ইহাই বুঝায়। শ্বহলো গ্যৎ। কৃ-প্যৎ কার্যাম্। ইহা স্বরিত।

৩২।*। লিতি। পা ৬। ১। ১৯৩। ল ইং প্রত্যয়
নিম্পন্ন শব্দ প্রত্যয়ের পূৰ্ব্ব অর্থাৎ মধ্য উদাত্ত। যেমন—
ধূল্-নিম্পন্ন চিকীৰ্ষক। ট্রাল্-নিম্পন্ন সায়ন্তন।

৩৩।*। ঞ্ণিত্যাধিনির্ভাত্যম্। পা ৬। ১। ১৯৭। ঞ্
ইং এবং ন ইং শব্দ আছাদাত্ত হয়। গর্গাদিত্যো যঞ্
গার্গ্য। বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বৃন্ বাসুদেবক। এখানে
গার্গ্য ও বাসুদেবক আছাদাত্ত। কোন প্রত্যয় নিং
হয়, এমন কথা বলিলে তন্নিম্পন্ন শব্দ আছাদাত্ত হইয়া
থাকে ইহাই বুঝায়।

৩৪।*। অমুদাত্তৌ স্মৃতিভৌ। পা ৩। ১। ১৪।
স্ববস্ত পদ এবং প ইং প্রত্যয় নিম্পন্ন শব্দাদি অমুদাত্ত।
যেমন, স্পৃ-ভবন্তি। প ইং, কৃ-অপ্-কর।

৩৫।*। উপোত্তমং রিতি। পা ৬। ১। ২১৭। র
ইং প্রত্যয় নিম্পন্ন শব্দ উপোত্তম উদাত্ত হয়। যেমন,
কৃ-অনীয়র্ করণীয়। পচ-কেলিমর্ পচেলিম। এখানে
রেফ ইং হইয়াছে, তজ্জন্ত করণীয় এবং পচেলিম উপো-
ত্তমোদাত্ত। স্বভাবতঃ ত্রি প্রভৃতির অন্ত্য অক্ষরের নাম
উত্তম। উত্তম অক্ষরের সমীপে যে অক্ষর থাকে তাহার
নাম উপোত্তম। বাহার উপোত্তম অক্ষর গুরু, তাহাকে
গুরুপোত্তম কহে।

৩৬।*। আদ্যন্তৌ টকিভৌ। পা ১। ১। ৪৬।
কোন আগমের ট ইং হইলে তাহা আদিতে বসিবে,
এবং ক ইং হইলে তাহা অন্তে বসিবে। যেমন, তু-শপ-
ৎ (লুঙ্ লঙ্ লৃঙ্ কুডুদাত্তঃ। পা ৬। ৪। ৭১। লুঙ্
লঙ্ এবং লৃঙ্ পরে থাকিলে অঙ্গের উদাত্ত অট্ আগম
হয়) স্মৃতরাং ‘অভবৎ’ এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইল।
অট্ এই আগমের ট ইং হইয়াছে, তজ্জন্ত অকার ভূ
এই অঙ্গের আগে বসিয়াছে। পুনশ্চ, ইন্দ্র ভীর্ আহুর্
আগম, ইন্দ্রাণী। আহুর্ ইহার উ এবং ক ইং হয় আন্
থাকে, স্মৃতরাং ক ইং হইয়াছে বলিয়া ইহা ‘ইন্দ্র’ এই
অঙ্গের পরে বসিয়াছে। ইন্দ্র-আন্-ঈ ইন্দ্রাণী।

৩৭।*। ভিচ্চ। পা ১। ১। ৫৩। অনেক অল্
আদেশের ও ইং হইলে তাহা অন্ত্য অলের স্থানে
বসিবে। যেমন, গো—অগ্রচ্ এখানে গো শব্দের
বিকল্পে অবঙ্ আদেশ হয়। অবঙ্ ইহার ও ইং হইয়া
থাকে, স্মৃতরাং ইহা অন্ত্যবয়ব হইবে। গব-অগ্র-গবাগ্র।

৩৮।*। মিচ্চোইন্ত্যাং পরঃ। পা ১। ১। ৪৭। যে
আগমের মকার ইং সংজ্ঞক হয়; সেই আগম, স্বরের

মধ্যে অন্ত্যস্বরের পরে বসিবে এবং তাহার অন্ত অবয়ব
হইবে। যেমন, জ্ঞানানি, পয়াংসি।

৩৯।*। যুবোরনাকৌ। পা ৭। ১। ১। প্রত্যয়ের অমু-
নাসিক যু-স্থানে অন এবং বৃ-স্থানে অক আদেশ হয়।
যেমন, নন্দ্যাদিত্যো ল্যুঃ। নন্দ-ল্যু নন্দন। এখানে
প্রথমে ল ইং হইলে যু থাকে, ঐ যু স্থানে অন আদেশ
হইয়াছে তাই ‘নন্দন’ এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইল।
পুনশ্চ, বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বৃন্ বাসুদেব-বৃন্ বাসু-
দেবক। এখানে প্রথমে নকার ইং হইল, তাহার পর
বৃ-স্থানে অক আদেশ হইয়াছে, তাই ‘বাসুদেবক’ এই
প্রকার রূপসিদ্ধি হইল।

পাণিনির সূত্রে অমুনাসিকের চিহ্ন নাই, কিন্তু
পাণিনির প্রতিজ্ঞা হইতে অমুনাসিক বুঝিতে হয়।
(প্রতিজ্ঞামুনাসিক্যাঃ পাণিনীয়াঃ)। নিরমুনাসিক যু
স্থানে অন এবং বৃ-স্থানে অক হইবে না। যেমন, উর্গায়া
যুস্ উর্গাযুঃ। এখানে যু স্থানে অন হয় নাই। ইত্যাদি।

৪০।*। আয়নেয়ীনীয়িযঃ ফটখচ্ছাং প্রত্যয়াদীনাম্।
পা ৭। ১। ২। প্রত্যয়ের আদিতিস্থ ফ-স্থানে আয়ন, ঢ-
স্থানে এয়, থ-স্থানে ঈন্, ছ স্থানে ঈন্ এবং ঘ স্থানে
ইয় আদেশ হয়। যেমন, নড়-ফক্ নাড়ায়ন। বিনতা-
চক্ বৈনতেয়। কুল-থ কুলীন। গার্গ-ছ গার্গায়। ক্ষত্ৰ-
ঘ ক্ষত্রিয়।

৪১।*। ঠন্তেকঃ। পা ৭। ৩। ৫০। অঙ্গের পরে
প্রত্যয়ের ঠ-স্থানে ইক আদেশ হয়। যেমন, লবণ-
ঠঞ্ লাবণিক। কিন্তু উগাদি প্রভৃতিতে ইক হয় না।
যেমন, কণেঠঃ। কণ্-ঠ কণ্ঠঃ।

৪২।*। ষোহন্তু। পা ৭। ১। ৩। প্রত্যয়ের ষ স্থানে
অন্ত আদেশ হয়। যেমন; ভৃ-ষি ভবন্তি।

কৃৎ, উগাদি, তদ্ধিত ও ত্রী প্রত্যয়াদির

(১) ব্যাখ্যা।

অ

অ (অ) ভাবে কৃৎ। পা ৩। ৩। ১০২-১০৩।; বার্তিক
১০১ সূত্রে।, তদ্ধিতের ৪। ১। ৮৫। সূত্রের বার্তিক ৬। ৪।
৩। ২; ৩১।; ৫। ৪। ৭৪।; উণ্ ৫। ৫৪।

(১) উগাদিতে উচ্চলমন্তের পুস্তকের সূত্রসংখ্যা দেওয়া হই-
রাছে। সিদ্ধান্তকোমূরীর সংখ্যার সঙ্গে ঐ সংখ্যার কিছু অগ্র গণ্য
হয়। ওগাভাব, বৃদ্ধি, উগাত্ত, অমুদাত্ত ইত্যাদির পাশে যে সংখ্যা

অকঙ্ (অক) ঙ ইং, আগম অন্ত্যাদেশ—৩৭। পা ৪।

১। ১৭। স্বত্রে এবং উহার বার্তিকে। সৌধাতকি।

অকচ্ (অক) চ ইং, অন্ত্যাদেশ—২৯। পা ৫। ৩। ৭১-
৭২। সর্লক।

অক্ৰুচ্ (অক্ৰু) চ ইং, সমুদায় অন্ত্যাদেশ—২৮। উণ্
৩। ৮১। বচসু।

অঙ্ (অ) ঙ ইং, গুণাতাব—১৯। পা ৩। ৩। ১০৪-
১০৬। জীলিঙ্গ। ভিদা।

অঙ্কচ্ (অঙ্ক) চ ইং, সমুদায় অন্ত্যাদেশ—২৮। উণ্ ১।
১১৮-১২১। পতঙ্গ।

অচ্ (অ) চ ইং, সমুদায় অন্ত্যাদেশ—২৮। পা ৫। ১।
১৩৪।; ৩। ৩। ৫৬।; ৩। ২। ৯-১৫।; উণ্ ৫। ১২-২০;
৩১-৩২; ৬৪-৬৫। অন্ত্যাদেশ, তদ্ধিতে ৫। ২। ১২৭।;
৫। ৪। ৭৫-৮৭; ১১৮-১২১।

অচ (অচ) উণ্ ৪। ২। কু শব্দে অসঃ। কে চিদচ
প্রত্যয়মিচ্ছন্তি। (উজ্জলদন্ত)। কবচম্।

অজি (অজ্) উণ্ ১। ১৩৫-১৩৭। পারক।

অঞ্ (অ) ঞ ইং, আদ্য অচের বৃদ্ধি—১৭। আছা-
দাত—৩৩। পা ৪। ১। ১০০; ১০৪; ৮৬; ১৪১; ১৬১;
১৬৮-১৬৯।; ৪। ২। ১৪৪-৪৫; ১০৬; ১০৮-১০৯; ৫। ১। ১৫; ২৬;
৪১-৪৩; ৬১।; ৪। ৩। ৭।; ১২৯।; বার্তিক, ৪। ১। ৮৫
স্বত্রে। ঐ, ৪। ২। ২ স্বত্রে। হারিঙ্গম্। পা ৪। ২।
১২।; ৭১-৭৬।; ৪। ৩। ৩৩; ৯৩; ১১৯; ১২২;
১৩৯-১৪১; ১৫৪-১৫৫; ১৬৮।; ৪। ৪। ৪৯।; ৫। ২। ৮৩;
৫। ৩। ১১৭।; ৫। ৪। ১৪; বার্তিক ২৫।

অট্ (অ) আগম, আদ্যবয়ব—৩৬। পা ৬। ৪। ৭১।
অকার্বীং। অকরোং। অকরিয়ং।

অটচ্ (অট) চ ইং, সমুদায় অন্ত্যাদেশ—২৮। উণ্ ৪। ১০৪।
ভরট।

অটন্ (অট) ন ইং, আছাদাত—৩৩। উণ্ ৪। ৮১। শকট।

অটি (অট্) উণ্ ১। ১৩৩-১৩৪। সরট্।

অঠচ্ (অঠ) চ ইং, অন্ত্যাদেশ—২৯। ষট অর্থে তদ্ধিত,
পা ৫। ২। ৩৫। কর্মঠ।

দেওয়া হইয়াছে, এই প্রকরণের আরম্ভে যে সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে,
তাহার মধ্যে উহার বিবরণ দেখ। কোন কোন প্রত্যয় অষ্টাধ্যায়ী
এবং উপাদির কোন কোন স্বত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে, অমান্য সংখ্যার
তাহাই নির্দিষ্ট আছে। ৫—১১ দুই সংখ্যার মধ্যে একপ ব্যবধান
থাকিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ৫ হইতে ১১ স্বত্রে পর্যন্ত উহা
প্রযুক্ত হইয়াছে।

অঠ (অঠ) উণ্ ১। ১০২-১০৩। কর্মঠ।

অড়চ্ (অড়) চ ইং, অন্ত্যাদেশ—২৯। পা ৫। ৩। ৮০।
উপড়।

অণ্ (অণ্) ণ ইং, আদ্য অচের বৃদ্ধি—১৭। পা ৫। ১।
৩৬; ৪১-৪৩।; ৫। ২। ৩৮; ৬১; ১০৩-১০৫।; ৪। ৩। ১৬; ২২;
৪। ২। ১১০-১১২; ১৩২-১৩৩।; ৪। ১। ১১২-১১৯;
১৭০।; বার্তিক, ৪। ২। ৮ স্বত্রে। ঐ ৩৫ স্বত্রে, পৌর্ণ-
মাসী। ৩৮; ৭৭; ১০০।; ৪। ৩। ৩৩; ৫৭; ৭১; ৭৩; ৭৬;
৯৩; ১০৮; ১২৭-১২৮; ১৩২-১৩৩; ১৩৬-১৩৮; ১৫২-১৫৩;
১৬৪-১৬৭।; ৪। ৪। ৪; ১৮; ২৫; ৪৮; ৫৬; ৬৮; ৮০; ৯৪;
১১২; ১২৪; ১২৬।; ৫। ১। ২৭; বার্তিক ৫২; ঐ ৭৭; ৯৭;
ঐ বার্তিক; ১০৫; ১১০; ১৩০-১৩১।; ৫। ৩। ১০৭; ১১৭।;
৫। ৪। ১৫-১৬।; ৩৬-৩৮। কর্তৃবাচ্যে কৃৎ, পা ৩। ২।
১-২। কুন্তকার।

অণুন্ (অণু) ন ইং, আছাদাত—৩৩। উণ্ ১। ১২৮।
করণ। সরণ। ভরণ।

অৎ (অ) পা ৫। ৩। ১২-১৩। ক।

অতচ্ (অত) চ ইং, সমুদায় অন্ত্যাদেশ—২৮। উণ্ ৩।
১১০-১১২। ভরত।

অতস্চ্ (অতস্) চ ইং, অন্ত্যাদেশ—২৯। পা ৫। ৩।
২৮-২৯। দক্ষিণতঃ।

অতি (অৎ) উণ্ ৫। ৫-৭। পাতি। ৪। ৫৯-৬৩।

অতূন্ (অৎ) ন ইং, আছাদাত—৩৩। পা ৩। ২। ১০৪।
জ-অতূন্ অরন্, হুন্।

অত্রন্ (অত্র) ন ইং, আছাদাত—৩৩। উণ্ ৩। ১০৫-
১০৭। অমত্র।

অত্রিন্ (অত্রি) ন ইং, আছাদাত—৩৩। উণ্ ৪। ৬৯।
পতত্রি।

অথ (অথ) উণ্ ৩। ১১৩-১১৬। শয়থ।

অথুচ্ (অথু) চ ইং, সমুদায় অন্ত্যাদেশ—২৮। পা ৩।
৩। ৮৯। টু বেপ্-অথুচ্ বেপথু।

অদি (অদ্) উণ্ ১। ১২৯-১৩২। শরৎ।

অছুক্ (অদ্) ক ইং, আগম অন্ত্যবয়ব—৩৬। পা ৬।
৩। ৭৬। একায়বিহংশতি।

অদৃচ্ (অদ্) আদেশ টিলোপ—২২। পা ৭। ১। ২৫।
কতরৎ।

অধৈ (অধৈ) পা ৩। ৪। ৯। পিষধৈ। কুমর্থে কৃৎ।

অধোন্ (অধৈ) ন ইং, আছাদাত—৩৩। পা ৩। ৪।
৯। পৃণধৈ। কুমর্থে কৃৎ। বৈদিক।

অন্ (অ) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। বাস্তবিক পা ৪।২।

২। নীল্যা রক্তং নীলম্। ৫। ৩। ৪৮-৪৯। উণ্ ৫। ৩৩।

অনঙ্ (অন্) সমাসান্ত অন্ত্যদেশ—৩৭। পা ৫। ৪।

১৩১-১৩৩। কুণ্ড-উধস্-অনঙ্ কুণ্ডায়ী। পা ৭। ১।

২৩-২৪। সখা। পিতা।

অনি (অনি) ভাবে কৃৎ, আক্রোশে। পা ৩। ৩। ১১২।

অজীবনি। জীলিক হয়। উণ্ ২। ১০৩-১০৮; ঋ-অনি

অরপি। ৫। ৬৭।

অনিচ্ (অন্) সমাসান্ত, অন্ত্যোদান্ত—২৯। পা ৫। ৪।

১২৪। কল্যাণধর্ম-অনিচ্ কল্যাণধর্ম।

অনীয়ন্ (অনীয়) র ইৎ, উপোত্তমোদান্ত—৩৫। ভাব-

কর্ম কৃৎ। পা ৩। ১। ৯৬। কৃ অনীয়ন্ করণীয়।

অনুঙ্ (অনু) উণ্ ৩। ৫২। নদহু।

অন্য (অন্য) উণ্ ৩। ১০০-১০৪। রাজহু। শরণ্য।

অনুচ্ (অনু) চ ইৎ, সমুদায় অন্ত্যোদান্ত—২৮। উণ্ ৩।

৮১। স্ব-অনুচ্ সরণ্য।

অপ্ (অ) প ইৎ, অনুদান্ত—৩৪। পা ৩। ৩। ৫৭-৮৭।

কর। সমাসান্ত ৫। ৪। ১১৬। কল্যাণীপঞ্চমা।

অপ (অ) উণ্ ৩। ১৪১। স্ব-অপ্ যুক্ চ সর্ষপ।

অভচ্ (অভ) চ ইৎ, সমুদায় অন্ত্যোদান্ত—২৮। উণ্ ৩।

১২২-১২৫। করভ।

অম্ (অম) উণ্ ৫। ৫৪। অধম। উণ্ ৪। ৮৪। কর্দম।

অমচ্ (অম) চ ইৎ, সমুদায় অন্ত্যোদান্ত—২৮। উণ্ ৫।

৬৮-৬৯। প্রথম। চরম।

অমিন্ (অম্) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। *। ইন্দ্র-

মিন্-কিচ্, ইতি সর্ষপে। ইদম্। কিন্তু শাকটায়ন স্বত্র

করিয়াছেন, ইন্দ্রে: কমিন্ লোপচ্। উণ্ ৪। ১৫৬।

অমু (অম্) বৈদিক। নিরতম্। দৌকিকে আম্ নিত-

রাম্। পা ৫। ৪। ১২।

অম্বচ্ (অম্ব) চ ইৎ, সমুদায় অন্ত্যোদান্ত—২৮। উণ্ ৪।

৮২-৮৩। কদম্ব। উণ্ ৪। ৯৬। স্তম্ব।

অয়ঙ্ (অয়) আগম্, ও ইৎ, অন্ত্যদেশ—৩৭। পা ৭। ৪।

২২। প্রশয্য।

অয়চ্ (অয়) চ ইৎ, অন্ত্যোদান্ত—২৯। পা ৫। ২। ৪৩-

৪৪। ষয়। ত্রয়।

অয়ু। অয়ু বা। (অয়ু। অয়ু) উণ্ ৩। ২২। স্ব-অয়ু-সরয়ু।

অয় (অয়) উণ্ ৩। ১৩১-৩২। ঋজুয়া। ৩২। চিৎস্বয়।

অরন্ (অর) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ৫। ৫৯-৬০।

প্রাতঃ। অন্তঃ। উণ্ ৪। ১৫৪। কবর।

অরু (অরু) উণ্ ৪। ৭৯-৮০। অরক।

অল্ (অ) ল ইৎ, পূর্বোদান্ত—৩২। উণ্ ৫। ১৯-২০।

উদয়।

অলচ্ (অল) চ ইৎ, সমুদায় অন্ত্যোদান্ত—২৮। উণ্ ৫।

৭০। মঙ্গল।

অলিচ্ (অলি) চ ইৎ, সমুদায় অন্ত্যোদান্ত—২৮। উণ্

৪। ২। অঞ্জলি।

অবক (অবক) উণ্ ৪। ৯৬। স্তবক।

অস (অস) উণ্ ৪। ২। কোত্তেরসঃ কবসঃ।

অসচ্ (অস) চ ইৎ, সমুদায় অন্ত্যোদান্ত—২৮। উণ্ ৩।

১১৭-১২১। চমস।

অসানচ্ (অসান) চ ইৎ, সমুদায় অন্ত্যোদান্ত—২৮। উণ্

২। ৮৬-৮৮। অরসান। বৈদিক প্রত্যয়।

অসি (অস্) ভক্তিত, পা ৫। ৩। ৩৯। পুরঃ। উণ্ ৪।

১০৭। সানসি। বর্ণসি। এখানে অসি প্রত্যয়ের ইকার

ইৎ হয় নাই। উণ্ ৪। ২২২-২৩৭।

অসিচ্ (অস্) চ ইৎ, অন্ত্যোদান্ত—২৯। সমাসান্ত। পা

৫। ৪। ১২২। অপ্রজা।

অসূক্ (অস্) ক ইৎ, অন্ত্যদেশ—৩৬। পা ৭। ১। ৫০-

৫১। ক্ষীরস্ততি।

অসুঙ্ (অস্) ও ইৎ, অন্ত্যদেশ—৩৭। পা ৭। ১। ৮৯।

পুমান্, পুমাংসৌ, পুমাংসঃ।

অসুন্ (অস্) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১৮৮-২২০।

অসে (অসে) ভূমর্থে। পা ৩। ৪। ৯। জীবসে।

অসেন্ (অসে) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। পা ৩। ৪। ৯।

অস্ত্যতি (অস্ত্যৎ) পা ৫। ৩। ২৭। ১, ৩০-৩৩; ৪০-৪১।

পুরুস্ত্যৎ।

আ

আ (আ) উণ্ ৪। ৩৬। বি-সো-আ বিধা। উণ্ ৪। ১৭।

সময়া।

আক (আক) উণ্ ৪। ১৩-১৫। বলাকা।

আকিনিচ্ (আকিন্) চ ইৎ, অন্ত্যোদান্ত—২৯। পা ৫।

৩। ৫২। একাকী।

আগুচ্ (আগু) চ ইৎ, সমুদায় অন্ত্যোদান্ত—২৮। উণ্

৩। ৮১। যবাগু।

আচ্ (আ) চ ইৎ, অন্ত্যোদান্ত—২৯। অব্যয়। পা ৫।

৩। ৩৬। দক্ষিণা।

আট্ (আ) ট ইৎ, আদ্যবয়ব—৩৬। পা ৬। ৪। ৭২।

আতীৎ।

আটচ (আট) চ ইং, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫।২। ১২৫
এবং ঐ বাস্তিক। বাচাট।

আণক (আণক) উণ্ ৩।৮৩। লবাণক।

আতি (আৎ) পা ৫। ৩। ৩৪। উত্তরাৎ।

আতু (আতু) উণ্ ১।৮০। জীবাৎ।

আতুকন্ (আতুক) ন ইং, আতুদাত্ত—৩৩। উণ্ ১।
৮১। জৈবাৎক।

আনক (আনক) উণ্ ৩।৮২। ভয়ানক।

আনঙ (আন্) আগম। পা ৬। ৩। ২৫-২৬। হোতা-
পোতারো।

আনচ্ (আন) চ ইং, সমুদার অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ২।
৮৯-৯৩। সংস্তবান।

আনুক (আন) ক ইং, অন্তাবয়ব—৩৬। পা ৪। ১। ৪৯।
ইন্দ্রাণী। উণ্ ৪।২। শুণাদির অভাব। কৃশাঙ্ক।

আন্ত (আন্ত) উণ্ ৩। ১০৪। বদান্ত।

আপুক (আপ্) ক ইং, অন্তাবয়ব—৩৬। *। অর্থবেদ-
সত্যানামাপুথক্ৰব্যঃ। বাস্তিক পা ৩। ১। ২৫। হুজে।
সত্যাপয়তি। বেদাপয়তি। অর্থাপয়তি।

আম্ (আম্) আগম। পা ২। ১। ৮১। ৩। ১। ৩৫-
৪১। কাসঞ্চক্রে।

আমিনিচ্ (আমিন্) চ ইং, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫।
২। ১২৬। স্বামী। মতান্তরে, 'আমিনচ্'।

আমু (আম্) পা ৫। ৪। ১১। কিস্তরাম্।

আয় (আয়) ধাতুংশ প্রত্যয়। পা ৩। ১। ২৮। গোপায়তি।

আয্য (আয্য) উণ্ ৩। ৯৬-৯৭। শ্রবায়। দিধিবায়।

আরক্ (আর) ক ইং, তদ্ধিতে অন্তোদাত্ত—৩০। পা ৪।
১। ১৩০-১৩১। গোধার।

আরকন্ (আরক) ন ইং, আতুদাত্ত—৩৩। বাস্তিক, পা
৫। ২। ১২২। শৃঙ্গারক। সিং কোঁ ১২১।

আরন্ (আর) ন ইং, আতুদাত্ত—৩৩। উণ্ ৩। ১৩৪-
১৪০। অঙ্গার।

আরি (আরি) পা ৫। ৩। ২২। পরারি।

আরু (আরু) পা ৩। ২। ১৭৩। শরারু। শীলার্থে কর্তৃ-
বাচ্যে কৃৎ।

আল (আল) উণ্ ৫। ৫০। মমাপতাল।

আলচ্ (আল) চ ইং, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫। ২। ১২৫,
এবং ঐ বাস্তিক বাচাল। সমুদার অন্তোদাত্ত, উণ্
১। ১১৫। চাখাল। ৪। ১০৭। ঠবাল।

আলঞ্ (আল) ঞ ইং, আতুদাত্ত—৩৩। উণ্ ১।

১১৬। পাতাল।

আলীয়চ্ (আলীয়) চ ইং, সমুদার অন্তোদাত্ত—২৮।

উণ্ ১। ১১৫। মার্জালীয়।

আলু (আলু) বাস্তিক ৫। ২। ১২২। জদয়ালু। সিং কোঁ ১২১।

আলুচ্ (আলু) চ ইং, সমুদার অন্তোদাত্ত—২৮। শীলার্থে
কর্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩। ২। ১৫৮। এবং এই হুজের
বাস্তিকে। দয়ালু।

আবতু (আবৎ) বাস্তিক, ৫। ২। ২৫। সমাবৎ।

আস (আস) উণ্ ৪। ২। ববাস।

আসি (আস্) উণ্ ৪। ২২১। অয়াঃ। (অব্যয়)।

আহঞ্ (আহ) ঞ ইং, আতুদাত্ত—৩৩। বাস্তিক ৪।

২। ১০৪। উত্তরাহ। সিং কোঁ ৮। ৩। ১০১।

আহি (আহি) পা ৫। ৩। ৩৭-৩৮। দক্ষিণাহি।

ই

ই (ই) উণ্ ৪। ১৩৮-১৪৩। রবি। *। ই কৃষাদিত্যঃ।

বাস্তিক পা ৩। ৩। ১০৮। হুজে। কৃষি। মতান্তরে ইক্।

ইক্ (ই) ধাতু নির্দেশ করিবার নিমিত্ত ধাতুর উত্তর ইক্
প্রত্যয় হয়। ইক্শ্চিপৌ ধাতুনির্দেশে ইতি বক্তব্যম্।
বাস্তিক পা ৩। ৩। ১০৮ হুজে। ভিদিঃ।

ইক (ইক) বাস্তিক পা ৩। ৩। ১২৫। হুজে। আধনিক।

ইকট্ (ইক) জীলিলে জীপ্ করিবার অন্ত ট ইং—২৭।
পা ৫। ১। ১১৪। আকালিক।

ইকন্ (ইক) ন ইং, আতুদাত্ত—৩৩। উণ্ ২। ৪৪-৪৫।

ক্রিয়ক। বাস্তিক, ৪। ২। ৬০। [মতান্তরে, 'ইকরক'।

ইকবক (ইকবক) বাস্তিক ৩। ৩। ১২৫। আধনিকবক।

ইচ্ (ই) সমাসান্ত, অব্যয়। চ ইং, অন্তোদাত্ত—২৯।

পা ৫। ৪। ১২৭-১২৮। কেশাকেশি।

ইজি (ইজ্) উণ্ ২। ৭০-৭২। বণিক্।

ইঞ্ (ই) ঞ ইং, আতুদাত্ত—৩৩। প্রস্ন এবং আখ্যানার্থে
ধাতুর উত্তর ইঞ্ প্রত্যয় হয়। পা ৩। ৩। ১১০। বধা-
কাঃ স্বঃ কারিম্ অকারীঃ।

অপত্যার্থে তদ্ধিত। পা ৪। ১। ৯৫-৯৬। ১৭৩;

দাক্ষি। ৪। ২। ৮০। উণ্ ৪। ১২৪-১২৮। বাপি।

ইঞ্ বপাদিত্যঃ। বাস্তিক ৩। ৩। ১০৮ হুজে। বাপি।

ইট্ (ই) আগম; ট ইং, আতুদাত্ত—৩৩। পা ৭। ২।
৩৫। লবিতা।

ইণ্ (ই) উণ্ ৪। ১২৯-১৩৭। জনি। ইণজাদিত্যঃ
বাস্তিক ৩। ৩। ১০৮ হুজে। জন্নি। মতান্তরে এখানে
ইঞ্গ্হীত ইইয়াহে।

ইৎ (ই) সমাসান্ত। পা ৫।৪। ১৩৫-১৩৭। গন্ধ শব্দের
ইকারাদেশ। স্বগন্ধ।

ইত (ইত) উণ্ ৪। ১০৬। কুসিত।

ইতচ্ (ইত) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫।২। ৩৬।
তারকিত।

ইতন্ (ইত) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ৩। ৯৩-৯৫।
হরিত। খেত।

ইতি (ইৎ) উণ্ ১। ৯৯-১০০। হরিৎ। তড়িৎ।

ইত্বচ্ (ইত্ব) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৩।
২৯। স্তনয়িত্ব।

ইত্র (ইত্র) পা ৩।২। ১৮৪-১৮৬। অরিত্র।

ইত্রন্ (ইত্র) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১৭২-
১৭৩ (অন্তোদাত্ত)। অশিত্র।

ইত্বন্ (ইত্ব) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১০৪। জনিত্ব।

ইথিন্ (ইথি) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ২।
অতিথি। অতিথি শব্দের জ্ঞানিৎ অতিথী।

ইথুক্ (ইথ) ডট্ পরে থাকিলে আগম, অন্তাবয়ব। পা
৫।২। ৫৩। যাবতিথ।

ইন্ (ই) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। পা ৩।২। ২৪-২৭।
স্তম্বকরি। উণ্ ৪। ১১৭-২৩। বলি।

ইন (ইন) পা ৪।৪। ১৩৩। পূর্বিগৈঃ।

ইনত্ত্ (ইন) ও ইৎ, অন্তাদেশ—৩৭। পা ৪।১। ১২৬-
১২৭। কালাগিনেয়।

ইনচ্ (ইন) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ২। ৪৬-
৪৯। স্তেন। অন্তোদাত্ত পা ৫।২। ৩৩; ১১৪; বার্তিক ৫।
২। ১২২। চিকিন।

ইনন্ (ইন) উণ্ ২। ৫৬। মাহিন।

ইনন্ (ইন) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ২। ৫০-৫৬।
জাবিণ।

ইনি (ইন্) পা ৩।২। ৯৩; ১৫৬-১৫৭। প্রজবী। লীলার্থে
কর্জ্বাণ্যে কৃৎ। তদ্ধিতে, পা ৪।২। ৫১; বার্তিক ৫।
৬২; ৫।২। ৮৬-৮৮, ১০২, ১১৫, ১১৭, ১২৮-১৩৫। ধনী।
উণ্ ৪। ৬-১২। গমী। পা ৪।২। ১১১; ৮০। প্রেকী।
৪।৩। ১১১। ৪।৪। ২৩। বার্তিক, ৫।২। ৮২;
৮৫-৯১; বার্তিক ১২২; ৫। ১৩৫; ১৩৬।

ইমুণ্ (ইন্) পা ৩।৩। ৪৪। অভিবিধি বুঝাইলে ভাবে
কৃৎ, পরে স্বার্থে অণ্। সাংকুটিল। ৫।৪। ১৫।

ইমনিচ্ (ইমন্) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৬।৪।
১৫৪। পা ৫।১। ১২২-১২৩। প্রমিকা। সমুদায় অন্তোদাত্ত,

উণ্ ৪। ১৪৭। হরিমা।

ইমনিন্ (ইমন্) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১৪৮-
১৪৯। জনিমা।

ইয়ত্ত্ (ইয়) ও ইৎ, অন্তাদেশ—৩৭। পা ৬।৪। ৭৭-
৮০। শ্রিয়ঃ।

ইল (ইল) পা ৪।২। ৮০। কাশিল।

ইলচ্ (ইল) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫।২। ১০৫;
১১৭, ৯৯-১০০। তুলিল। ৫।৩। ৭৯; প্রকৃতি প্রত্যয়
সমুদায় অন্তোদাত্ত, উণ্ ১। ৫৫-৫৮। সলিল।

ইষ্টুচ্ (ইষ্ট) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৪।২।
বনিষ্ট। [ইষ্টুচ্ দেখ]।

ইষ্টচ্ (ইষ্ট) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৪।২।
অঙ্ঘিষ্ট। উজ্জলদন্ত ইষ্টচ্ গাঠগ্রহণ করিয়াছেন। পুস্ত-
কান্তরে ইষ্টচ্ দেখা যায়।

ইষ্টন্ (ইষ্ট) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। পা ৫।৩। ৫৫-৫৮-
৬৫। লবিষ্ট।

ইষ্টুচ্ (ইষ্ট) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। পা ৩।২।
১৩৬-১৩৮। অলঙ্ঘিষ্ট। উণ্ ৩। ১৬। গেষ্টি।
উণ্ ৪।২। বনেরিষ্টুচ্, উজ্জলদন্ত এই রূপ পাঠ গ্রহণ
করিয়াছেন। পুস্তকান্তরে ইষ্টুচ্ দেখা যায়।

ইষ্য (ইষ্য) ৩।৪। ১০। রোহিষ্য।

ইসন্ (ইস) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪।২। অগ্নিস।

ইসি (ইস্) উণ্ ২। ১০৯-১১০। অর্জি।

ইসিন্ (ইস্) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ২। ১১১-
১১৫। জ্যোতিঃ।

ঈ

ঈ (ঈ) উণ্ ৩। ১৫৮-১৬০। অবী।

ঈকক্ (ঈক) ক ইৎ, তদ্ধিতে অন্তোদাত্ত—৩০। পা ৪।
৪।৫৯। শাক্তীক। বার্তিক, ৪।১। ৮৫ হ্রস্বে। ঈ, ৪।
২। ৮ হ্রস্বে। ঐষতীরকম্। ৫।৩। ১১০।

ঈকণ্ (ঈক) ণ ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। বার্তিক, ৪।
১। ৮৫ হ্রস্বে। *। ঈকণ্ ছন্দসি।

ঈকন্ (ঈক) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১৬-২৩।
কবীক। পা ৫।১। ৩৩। বিধারীক।

ঈচি (ঈচি) উণ্ ৪। ৭০-৭১ মরীচি।

ঈট্ (ঈ) আগম, আদ্যবয়স—৩৬। পা ৭।৩। ৯৩-৯৮।

ঈদ (ঈদ) উণ্ ৪। ১০৬। কুসীদ।

ঈদমচ্ (ঈদম) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫।২। ১১৪।
মলীমস।

ঈয় (ঈয়) বার্ষিক, পা ৪।৩।৬০ স্বত্রে।

ঈয়ঙ্ (ঈয়) পা ৩।১।২০। ঙকার আত্মনে পদার্থ।
অতীততে।

ঈয়স্ (ঈয়স্) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। পা ৬।৪।
১৫৪।; ৫।৩।৫৭।

ঈয়চ্ (ঈয়) চ ইৎ, অস্তোদাত্ত—২৯। পা ৫।২।১১১।
কাণ্ডীর। উণ্ ৫।১৮। হিংসীর। সমুদায় অস্তোদাত্ত।

ঈয়ন্ (ঈয়) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। পা ৫।২।১১১।
কাণ্ডীর। অণ্ডীর। উণ্ ৪।৩০—৩৫। শরীর। ৫।১৮।
হিংসীর।

ঈয়ন্ (ঈয়) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪।২৬।২৯। করীষ।

উ

উ (উ) কর্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩।২।১৬৮—১৭০। আশংস্।

উকঞ্ (উক) ঞ ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। পা ৩।২।
১৫৪। অপলায়ক। তটৈ প্রভবতি অর্থে তদ্ধিত, পা ৫।
১।১০৩। কার্ম্মক।

উকন্ (উক) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ২।২৯।
সকলক।

উঙ্ (উ) আগম। বার্ষিক পা ৫।২।৯৭। স্বত্রে। বাতুল।

উড়চ্ (উড়) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪।
১৫৫। গরুড়।

উণ্ (উ) উণ্ ১।১২। কারু। বৃদ্ধি—১৬।

উৎ (উৎ) পা ৫।৩।২২। পরুৎ।

উত্তি (উৎ) উণ্ ১।৯৬।৯৭। গরুৎ।

উত্র (উত্র) উণ্ ৪।১৭২। বরুত্র।

উন (উন) উণ্ ৩।৪৯। শকুন।

উনন্ (উন) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ৩।৫০-৬১।
করণ।

উনন্নি (উনন্) উণ্ ৪।২৩৪। সমুনাঃ।

উনি (উনি) উণ্ ৩।৪৯। শকুনি।

উন্ত (উন্ত) উণ্ ৩।৪৯। শকুন্ত।

উন্তি (উন্তি) উণ্ ৩।৪৯। শকুন্তি।

উম্ (উ) আগম, অস্তাবয়ব—৩৮। পা ৭।৪।২০।
অবোচৎ।

উম (উম) উণ্ ৪।১০৬। কুম্।

উন্ত (উন্ত) উণ্ ৪।১০৬। কুম্।

উয়চ্ (উয়) চ ইৎ, অস্তোদাত্ত—২৯। পা ৫।২।১০৬।
ময়র। উণ্ ১।১০২-১০২। ময়র। সমুদায় অস্তোদাত্ত—২৮।

উয়ন্ (উয়) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ৫।৫৮।

চকুঃ।

উয়ন্ (উয়) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ১।৪৩-৪৫।
ময়র।

উয়িন্ (উয়ি) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ২।৭৩।
জয়রি।

উলচ্ (উল) চ ইৎ, অস্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ১।৯৮। হুল্।

উলন্ (উল) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ৫।৯। তপুল।

উলি (উলি) উণ্ ৪।২। অল্লি।

উবত্ত্ (উব্) ও ইৎ, অস্তাদেশ—৩৭। পা ৬।৪। ৭৭-
৭৮।

উবচ্ (উব) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৪।৭৭।
পল্লব।

উবন্ (উব) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪।৭৩। অল্লব।
ইহার দীর্ঘ উকারও পঠিত হইয়া থাকে।

উসি (উস্) উণ্ ২।১১৬-১২২। অসুঃ। ইহার মধ্যে
১১৮ নিৎ স্বর।

উ

উ (উ) উণ্ ১।৮২-৯২। কর্।

উক (উক) উণ্ ৪।৩৯-৪১। মরুক। পা ৩।২। ১৬৫-
১৬৬। জাগরুক।

উকণ্ (উক) উণ্ ৪।৩৯-৪২। কাণুক। ৭ ইৎ, বৃদ্ধি—১৬।

উথ (উথ) উণ্ ৫।২৫। ময়ুথ।

উত্ত্ (উ) পা ৪।১। ৬৬-৭২। কুম্।

উঠ্ (উ) আদেশ। পা ৬।৪। ১৯-২০। জুঃ। জুরৌ।

উথন্ (উথ) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ২।৬। অরুথ।

উম (উম) উণ্ ৫।২। গোম্।

উয় (উয়) উণ্ ৪।৯০। অয়র।

উয়ন্ (উয়) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ৫।৩-৪।
ময়র। ১।৬৮-৬৯। ময়র।

উলচ্ (উল) চ ইৎ, অস্তোদাত্ত—২৮। সমুদায় অস্তোদাত্ত।
বার্ষিক, পা ৪।২।৪২; বাতুল। ৫।২।১২২।

উলচ্ (উল) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৪।
৯০। পিঙ্গল।

উয়ন্ (উয়) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪।৭৬-৭৮।
পীযুষ।

ঋ

ঋ (ঋ) উণ্ ২।১০০-১০২। দেবা।

ঋতিন্ (ঋৎ) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪।৫৮। শকুৎ।

ঋন্ (ঋ) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ২।৯৭-৯৯। ঋণা।

এ

এ (এ) কৃত্যার্থে। পা ৩।৪।১৫। অবচকে।

এণু (এণু) উণ্ ২।১। করণ।

এণ্য (এণ্য) পা ৪।৩।১৭। প্রাণ্বেণ্য। উণ্ ৩।২৮।
বরেণ্য।

এত্য (এত্য) বার্তিক ৪২।১০৪। দূরত্যা। সিং কোঁ ৮।৩।১০।

এদ্যবি (এদ্যবি) পা ৫।৩।২২। পরেদ্যবি।

এছ্যস্ (এছ্যস্) পা ৫।৩।২২। অস্ত্রোছ্যঃ।

এধাচ্ (এধা) চ ইৎ, অস্তোদাত্ত—২২। পা ৫।৩।৪৬।
ষেধা।এনপ্ (এন) প ইৎ, অমুদাত্ত—৩৪। পা ৫।৩।৩৫।
দক্ষিণেন।

এরক্ (এর) উণ্ ১। ৫২-৬২। কূঠের।

এলিমচ্ (এলিম) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৪।
৩৭। পচেলিম।

এলু (এলু) বার্তিক, ৫২। ১২২। হিমেলু। সিং কোঁ ১২১।

ঐ

ঐ (ঐ) পূতক্রতু শব্দের জ্বীলিঙ্গে জীপ্ প্রত্যয়ের পূর্বে
আদেশ। পা ৪।১।৩৬। পূতক্রতায়ী।ঐরক্ (ঐর) ক ইৎ, তদ্ধিতে অস্তোদাত্ত—৩০। আদ্যচ্
বৃদ্ধি—১৭। পা ৪।১। ১২৮। চাটকৈর।

ও

ওতচ্ (ওত) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ১।
৬৩। কপোত।ওরন্ (ওর) ন ইৎ, আহ্যদাত্ত—৩৩। উণ্ ১। ৬৫-৬৬।
চকোর।ওলচ্ (ওল) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ১।
৬৭। কপোল।

ঔ

ঔ (ঔ) মনু শব্দের উত্তর জ্বীলিঙ্গে জীপ্ হইলে তাহার
পূর্বে উদাত্ত ঔ আদেশ হয়। পা ৪।১। ৩৮। মনায়ী।
মনায়ী। (মনুশব্দ আহ্যদাত্ত)।

ক

ক (অ) কর্তৃবাচ্যে কৃৎ, ণ্ণাভাব—১৯। পা ৩।১। ১৩৫-
৩৬। বুধ। ৩।১। ১৪৪। ৩।২। ৩-৭। ৭৭। ৩।৩।
৮৩। ৮।৩। ১২২। ১৭।বক্রার্থে ক বিধানং দ্বা দ্বা পাব্যধিহিনিবৃদ্ধার্থঃ।
বার্তিক পা ৩।৩। ৪৮ হ্রস্বে। মূলধিকৃৎজাতিভ্যঃ, ঐ পা

৩।২। ৫; উণ্ ৫। ৬২-৬৩। ব্যাভ্র। ৩। ৪০। রুকা।

২। ৬১। তদ্ধিতে পা ৪।২। ৮০। বশ্চক। ৫। ৪। ২৮।

কক্ (ক) ক ইৎ, তদ্ধিতে অস্তোদাত্ত—৩০। আদিবৃদ্ধি—১৭।

পা ৪।২। ৮০। বারাহক। ৪। ৪। ২১; ণ্ণাভাব—১৯।

উণ্ ৩। ৪১-৪২। স্বক।

কক্ণ (কক্ণ) উণ্ ৪। ২৪। মৃডক্ণ।

কক্ণ্ (অ) ঞ ইৎ, আহ্যদাত্ত—৩৩। ণ্ণাভাব—১৯।

পা ৩।২। ৬০। অস্তাদৃশ।

কটচ্ (কট) চ ইৎ, অস্তোদাত্ত—২২। পা ৫।২। ২২-৩০।

সঙ্কট। বার্তিক ঐ।

কট্যচ্ (কট্য) চ ইৎ, অস্তোদাত্ত—২২। সমুদায় তদ্ধিতে।

পা ৪।২। ৫১। রথকট্যা। 'কট্যচ্' এই প্রত্যয়ের স্থলে

পুস্তক বিশেষে 'কড্যচ্' এই ডকার গৃহীত হইয়াছে।

কণ (কণ) উণ্ ৪। ১৭৫। চিক্ণ।

কতু (অতু) উণ্ ১। ৭৮। ক্রতু।

কত্বিচ্ (অত্বি) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৪। ২।

অরত্বি।

কত্রন্ (অত্র) ন ইৎ, আহ্যদাত্ত—৩৩। উণ্ ৩। ১০৮-

১০৯। সুবিদত্র।

কঠৈথ্য (অঠৈথ্য) [অঠৈথ্য দেখ]।

কঠৈন্ (অঠৈথ্য) ন ইৎ, আহ্যদাত্ত—৩৩। [অঠৈথ্য দেখ]।

কন্ (ক) তদ্ধিতে প্রত্যয়। বার্তিক, ৪। ২। ২। পীতকা;

১৩১।; ৪। ৩। ৩২; ৬৫; ১৪৭।; ৪। ৪। ২১; ৫। ৩।

৫১। ৭৫-৭৬।; ৮১-৮৭। উণ্ ৩। ৪৩-৪৮। এক।; ৫।

৫৩।; ৫। ৫৬।; পা ৫। ১। ৫১।; ৫। ২। ৬৪-৬৬।; ৫-

১। ২২-২৩; ৯০।; ৫। ২। ৬৯-৭৫; ৭৭-৮২।; ৫। ৪। ৩-

ঐ বার্তিক; ৪; ২৯-৩০।

কনসি (অনস্) উণ্ ৪। ২৩৮। উল্লনা।

কনিন্ (অন্) ন ইৎ, আহ্যদাত্ত—৩৩। উণ্ ১। ১৫৬-

১৫৮। যুবা।

কন্ধান্ (অন্ত) ন ইৎ, আহ্যদাত্ত—৩৩। উণ্ ৫। ৪৪।

হিরণ্য।

কন্ধ্যচ্ (অহ্য) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৩।

৫১। দ্বিপণ্য।

কপ্ (ক) প ইৎ, অহ্যদাত্ত—৩৪। পা ৫। ৪। ১৫১-১৬০।

ব্যুচোরক্।

কপ্ (অপ) উণ্ ৩। ১৪৪-১৪৫। কৃণপ।

কপন্ (অপ্) ন ইৎ, আহ্যদাত্ত—৩৩। উণ্ ৩। ১৪২-

১৪৩। উপপ।

কমিন্ (অম্) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১৫৬।
ইদম্।

কমুল্ (অম্) ল ইৎ, পূর্কোদান্ত—৩২। গুণবৃদ্ধির
অভাব—১৯। পা ৩৪। ১২। বেদে তুমথৈ প্রত্যয়। যেমন,
অপলুপং নাশরূবন্। অপলোপু মিতার্থঃ।

কয়ন্ (অয়) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। গুণবৃদ্ধির
অভাব—১৯। উণ্ ৪। ১৯২-১০০। তনয়।

করন্ (কর) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ৪। ৩৮। শর্কর।

কল (অল) ক ইৎ, গুণবৃদ্ধির অভাব—১৯। উণ্ ১। ১০৬-
১১২। তপলা।

কলন্ (কল) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ৪। ৫। পুঙ্কল।

কল্পপ্ (কল্প) প ইৎ, অমুদান্ত—৩৪। পা ৫। ৩। ৬৭।
পটুকল্প।

কমুন্ (অস্) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। পা ৩৪। ১৩।
তুমথৈ কৃৎ বৈদিক। ঈষরো বিলিখঃ। বিলিখিতু-
মিতার্থঃ। পা ৩। ৪। ১৭।

কসে (অসে) [অসেন্ দেধ]।

কসেন্ (অসে) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। [অসেন্
দেধ]।

কাকু (আকু) উণ্ ৩। ৭৭-৮০। কটাকু।

কাণ্ড (কাণ্ড) সমূহার্থে তদ্ধিত। বার্তিক, ৪। ২। ৫১।
স্বত্রে। পূর্নকাণ্ড।

কানচ্ (আন) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদান্ত—২৮। গুণ
বৃদ্ধির অভাব। পা ৩। ২। ১০৬; ১০৯।

কাম্ (কা) ম ইৎ, অস্ত্য অচের পর আগম—৩৮। *।
অচ্ প্রকরণে তৃক্ষীমঃ কাম্ বক্তব্যঃ। বার্তিক পা ৫।
৩। ৭৩। স্বত্রে। তৃক্ষীকামান্তে।

কাম্যচ্ (কাম্য) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদান্ত—২৮। ইচ্ছার্থে
ধাৎংশ প্রত্যয়। পা ৩। ১। ১২। পুত্রকাম্যতি।

কার (কার) বর্ণ নির্দেশের জন্ত বর্ণের উত্তর কার হয়।
বর্ণাৎ কারঃ। বার্তিক, পা ৩। ৩। ১০৮ স্বত্রে। অকার।

কালন্ (আল) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ১। ১১৭।
তমাল; ৩। ৭৬।

কি (ই) পা ৩। ৩। ৯২-৯৩। অধি। প্লা ৩। ২। ১১১।
পপি।

ক্লিকন্ (ইক) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ২। ৪০-৪৩।

কিতচ্ (ইত) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদান্ত—২৮। উণ্ ৪।
১৮৫। উচিত।

কিন্ (ই) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। পা ৩। ২। ১১১।

কিন্দচ্ (ইন্) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদান্ত—২৮। উণ্ ৪।
৮৫-৮৬। পুলিন্দ।

কিরচ্ (ইর) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদান্ত—২৮। উণ্ ১। ৫২-
৫৪। ইষির।

কিযন্ (ইয) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১৭৮।

কীকন্ (ঈক) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ৪। ২৪-২৫।
মুড়ীক। ৫। ৫১। ঋজীক।

কীটন্ (ঈট) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১৮৪।

কু (উ) উণ্ ১। ২৩-৩৮। বক্ত।

কুক্ (ক্) আগম অস্ত্যাবয়ব। পা ৫। ২। ১২২। বাতকী।
৪। ১। ১৫৮।

কুক্ (কু) উণ্ ৩। ৮৫। হ্রীকু।

কুকন্ (উক) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ৫। ৫৩।

কুটারচ্ (কুটার) চ ইৎ, অস্তোদান্ত—২৯। পা ৫। ২। ৩০।

কুণপ্ (কুণ) প ইৎ, অমুদান্ত—৩৪। পা ৫। ২। ২৪।

কুরচ্ (উর) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদান্ত—২৮। তাম্বীল্যাদি
অর্থৈ কৰ্ত্ত্বাচ্যে কৃৎ। পা ৩। ২। ১৬২। এবং ঐ স্বত্রে
বার্তিকে। বিহুর।

কুমন্ (উষ) ন ইৎ, আছাদান্ত—২৮। উণ্ ৪। ৭৪।

কু (উ) উণ্ ১। ১৩২৫। নৃত্।

কুত্মুচ্ (কুত্ম) চ ইৎ, অস্তোদান্ত—২৯। পা ৫। ৪।
১৭; ২০। সপ্তকৃৎঃ।

কে (কে) পা ৩। ৪। ১১। দৃশে।

কেন্ (এ) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। পা ৩। ৪। ১৪।
নাবগাহে, অর্থাৎ নাবগাহিতব্যম্।

কেন্ত্ (এন্ত) পা ৩। ৪। ১৪। দিদ্বেগ্য, অর্থাৎ দিদ্বে-
তব্যম্।

কেয্য (এয) উণ্ ৩। ৯৯। স্ববেয্য। বৈদিক প্রয়োগ।

কেলিমন্ (এলিম) র ইৎ, উপোত্তম উদান্ত—৩৫।

গুণবৃদ্ধির অভাব। বার্তিক পা ৩। ১। ১৬ স্বত্রে। পচেলিম।

কর্ম্বাচ্যে কৃৎ। বৃত্তিকারের মতে কর্ম ও কৰ্ত্ত্বাচ্যে।

কৈ (কৈ) পা ৩। ৪। ১০। ঐষৈ।

কু (ত) পা ১। ১। ২৬। জাত। উণ্ ৩। ৮৯-৯২। অকু।
পা ৩। ৩। ১৭৪। দেবদত্ত।

কুবতু (তবৎ) পা ১। ১। ২৬। কৃতবান্।

ক্টিচ্ (তি) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদান্ত—২৮। পা ৩। ৩।

১৭৪। তমুতাৎ তত্তিঃ। পা ৬। ৪। ৩৯।

ক্तिন্ (তি) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। পা ৩। ৩।

৯৪-৯৭। কৃতি। ৯৬ স্বত্রে উদান্ত।

ক্ৰু (ক্রু) উণ্ ৩। ৩০-৩১। ক্রু।

ক্ৰু (ক্র) উণ্ ৪। ১৬৩-১৬৪। ক্রু।

ক্রি (ক্রি) পা ৩। ৩। ৮৮। ক্রিম।

ক্রা (ক্রা) পা ৩। ৪। ১৮-২১। ক্রা।

ক্ৰথন্ (থ) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ২। ২-৩। ক্রুঠ।

ক্ৰথিন্ (থি) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ৩। ১৫৪।

ক্র (ন) উণ্ ৫। ৮। ক্রণ।

ক্রিন্ (নি) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১০৪। ক্রিণ।

ক্র (হু) পা ৩। ২। ১৪০। ক্রু।

ক্ররচ্ (মর) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদান্ত—২৮। পা ৩। ২। ১৬০। ক্রর।

ক্রলন্ (মল) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১৮৬-১৮৭। ক্রটমল।

ক্যক্ত্ (য) ঙ ইৎ, ধাতুংশ প্রত্যয়। পা ৩। ১। ১১-১২। ৩। ১। ১৪-১৮। ক্রেন ইবাচরতি কাকঃ, ক্রেনায়তে।

ক্যচ্ (য) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদান্ত—২৮। পা ৩। ১। ৮। ১০। ১১। আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি, পুত্রীয়তি।

ক্যপ্ (য) প ইৎ, অমুদান্ত—৩৪। পা ৩। ১। ১০৬-১২১। ক্রোদাম্। ৩। ৩। ১৮-১০০। ক্রজ্যা।

ক্যব্ (য) ব ইৎ তজ্জন্ত উভয়পদী। পা ৩। ১। ১৩, ১০। লোহিতায়তি, লোহিতায়তে।

ক্যা (যু=অন—৩৯) উণ্ ২। ৮১-৮৩। ক্রিয়ণ।

ক্যচ্ (অন—৩৯) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদান্ত—২৮। উণ্ ৫। ১৭। উরণ।

ক্যান্ (যু=অন—৩৯) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ২। ৭৯-৮০। ক্রজন।

ক্রন্ (র) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ২। ২৪-২৬।

ক্ররচ্। ক্ররন্ (রর) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদান্ত—২৮। কেহ কেহ আছাদান্ত স্বীকার করেন, তজ্জন্ত ন ইৎ। উণ্ ৩। ১৩৩। ক্রর।

ক্রি (রি) উণ্ ৪। ৬৪। ক্রি। ক ইৎ, গুণাভাব—১১।

ক্রিন্ (রি) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ৪। ৬৫-৬৬।

ক্রু (রু) পা ৩। ২। ১৭৪। তাক্ষীল্যাদি অর্থে কর্ণবাচ্যে ক্রু। ভীক। গুণাভাব—১১।

ক্রুকন্ (রুক) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। বার্তিক, পা ৩। ২। ১৭৪। ক্রুজ্। ভীক। উণ্ ২। ৩১।

ক্রুন্ (রু) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১০৩।

ক্র (ল) উণ্ ৪। ১০৮। ক্রল। গুণবৃত্ত্যভাব—১১।

ক্রুকন্ (লুক) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। পা ৩। ২। ১৭৪।

কন্ (ব) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ১। ১৫১।

কনিপ্ (বন্) প ইৎ, অমুদান্ত—৩৪। পা ৩। ২। ৭৪-৭৫। প্রাতরিত্বা। ৩। ২। ১৪-১৬। উণ্ ৪। ১১৩-১১৬। প্রেত্বা।

করপ্ (বর) প ইৎ, অমুদান্ত—৩৪। পা ৩। ২। ১৬৩-১৬৪। নথয়।

কসু (বসু) পা ৩। ২। ১০৭-১০৯। জগ্নিবান্।

কিন্ () ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। পা ৩। ২। ৫৮-৫৯। মন্তম্পৃক্। উণ্ ৪। ৫৪-৫৬।

ক্রিপ্ () প ইৎ, অমুদান্ত—৩৪। পা ৩। ২। ৬১। ৭৬; ৮৭-৯২; ১৭৭-১৭৯। ৬। ৪। ৪০; ৯৭।; উণ্ ২। ৫৭-৬০।

কুন্ (অক) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ২। ৩২-৩৯।

কসরন্ (সর) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ৩। ৭৫।

ক্রি (সি) উণ্ ৩। ১৫৫-১৫৬। অক্ষি।

ক্সু (সু) উণ্ ৩। ১৫৭। ইক্ষু।

ক্সে (সে) তুমর্থে ক্রুৎ, বৈদিক প্রয়োগ। পা ৩। ৪। ৯। প্রেষে ভগায়।

ক্স (স) উণ্ ৩। ১৭-১৯। অক্ষ।

ক্সু (সু) [গ্নু দেখ]।

খ

খ (খ=ঈন—৩৯) তদ্ধিত প্রত্যয়। পা ৪। ১। ১৩৯-১৪২।; বার্তিক, ৪। ২। ৪২, অহীন।; ৯৩।; ৪। ৩। ৬৪।; ৪। ৪। ৭৮-৭৯; ১৩০; ১৩২-১৩৩।; ৫। ১। ৯; ৩২; ৫৩-৫৫; ৮৫-৮৮; ৯২।; ৫। ২। ৫-১৭।; ৫। ৪। ৭-৮।

খ (খ) উণ্ ৫। ২২-২৪। মুখ্য। উণ্ ১। ১০৪। শখ্য।

খচ্ (অ) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদান্ত—২৮। পা ৩। ২। ৩৮-৪৭। প্রিয়ষদ। থকারো মুমর্থে। চকারঃ খচি হ্রস্ব ইতি বিশেষণার্থঃ।

খঞ্ (ঈন) ঞ ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। আদি বৃদ্ধি। ভবাদি অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয়। পা ৪। ১। ১৪১।; ৪। ২। ৯৪; ৪। ৩। ১।; ৪। ৪। ৯৯।; ৫। ১। ১১; ৭১; ৮১।; ৫। ২। ১; ৪-৫; ১৮-২৩।

খণ্ডচ্ (খণ্ড) চ ইৎ, অস্তোদান্ত—২৯। সমুদার্থে তদ্ধিত। বার্তিক, পা ৪। ২। ৫১ হ্রজে, কমলখণ্ড।

খমুঞ্ (অম্) ঞ ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। পা ৩। ৪। ২৫। চোরকারমাক্রোশতি।

খল্ (অ) ল ইৎ, পূর্বউদান্ত—৩২। পা ৩। ৩। ১২৬-১২৭।

খশ্ (অ) পা ৩। ২। ২৮-৩৭। জনমেজয়। থকার মুমর্থে।

শকার সার্সধাতুক সংজ্ঞার্থঃ।

খিষ্ণুচ্ (ইষ্ণু) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। চি অর্থে,
অচি অস্তে ভূ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩।২।
৫৭। আচ্যান্তবিষ্ণু।

খুক্‌ঞ (উক) ঞ ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। পা ৩।২। ৫৭।
খুন্ (অন—৩৯) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। পা ৩।২। ৫৬।

গ

গ (গ) উণ্ ১। ১২৭। মৃগ। ৫। ৬১। নগ।

গক্ (গ) উণ্ ১। ১২৭। গর্গ। মৃগ।

গণ্ (গ) উণ্ ১। ১২৬। শাক্।

গন্ (গ) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ১। ১২২-১২৫।
গোয়ুগচ্ (গোয়ুগ) চ ইৎ, অস্ত উদাত্ত—২৯। দ্বিত্ব অর্থে
তদ্ধিত। বার্তিক, ৫। ২। ২৯। হ্রস্বে। উষ্ট্রগোয়ুগ।

গোষ্ঠচ্ (গোষ্ঠ) চ ইৎ, অস্ত উদাত্ত—২৯। পশু স্থানার্থে
তদ্ধিত। বার্তিক, ৫। ২। ২৯। হ্রস্বে। গোগোষ্ঠম্।

গ্মিনি (গ্মিন্) পা ৫। ২। ১২৪। মত্বার্থে তদ্ধিত।
বাগ্মী।

গক্ষ্ (ক্ষ) গ ইৎ, গুণবৃদ্ধি নিষেধ—১৯। পা ৩।২।
১৩৯। গ্মাক্ষ। প্রত্যয়ের গকার স্থানে ককারও অনেক
পুস্তকে দৃষ্ট হয়। ককার এবং গকার চত্বৰ্ভূত বলিয়া
গৃহীত হইয়া থাকে। ইহার ফল গুণাভাব।

ঘ

ঘ (অ) পা ৩। ৩। ১১৮-১১৯; ১২৫।; ৬। ৪। ৯৬।
ঘ (ইয়—৩৯) তদ্ধিত প্রত্যয়। ৪। ১। ১৩৮।; ৪। ২। ২৭;
২৯; ৯৩।; ৪। ৪। ১১৭-১১৮; ১৩৫-১৩৬; ১৪১।;
৫। ১। ৭১।

ঘচ্ (ইয়—৩৯) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। তদ্ধিত। পা
৫। ২। ৯৩। ইজ্জিয়।

ঘঞ্ (অ) ঞ ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। পা ৩।৩। ১৬-৪০; ৪২;
৪৫-৫৫; ১২০-১২৪।; ৬। ১। ৪৭।; ৬। ৪। ২৭-২৯।;
২। ৪। ৩৮।

ঘথিন্ (অথি) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ৮৭-৮৮।
ঘন্ (ইয়—৩৯) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। পা ৪। ২। ২৬।
শুক্লিঃ। ৪। ৪। ১১৫।; ৫। ১। ৬৮।; ৫। ৩। ৭৯।

ঘন্ (ঘ-ইয়—৩৯) তদন্ত প্রাপ্তম্ অর্থে পা ৫। ১।
১০৬।

ঘিমুণ্ (ইন্) পা ৩। ২। ১৪১-১৪৫। শমী।

ঘুরচ্ (উর) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। পা ৩। ২।
১৬১। ভূম্বুর।

ঙ

ঙিন্ (ঙ) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। দ্বী প্রত্যয়। পা ৪।
১। ৭৩; ১০৯; বৈদী।

ঙীপ্ (ঙ) প ইৎ, অত্মদাত্ত—৩৪। দ্বী প্রত্যয়। পা ৪।
১। ৫৮।; ১৪-১৬; ২০-২১; ২৬-৩৯।

ঙীয্ (ঙ) পা ৪। ১। ২৫; ৪০-৫৬; ৬২-৬৫;

ঙুনিপ্ (বন্) প ইৎ, অত্মদাত্ত—৩৪। পা ৩। ২। ১০৩।

চ

চট্ (চ) উণ্ ৪। ৯১-৯৩। কূচ।

+ চণপ্ (চণ) প ইৎ, অত্মদাত্ত—৩৪। পা ৫। ২। ২৬।

চতু (অতু) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ১।
৭৯। এধতু।

চরট্ (চর) পা ৫। ৩। ৫৩। আচ্যচর।

চক্ষ্‌ঞ (আয়ন—৩৯) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা
৫। ৩। ১১৩। কোজায়ন।

চানশ্ (আন) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদাত্ত—২৮। তাক্ষী-
ল্যার্থে কৃৎ। পা ৩। ২। ১২৯। মুণ্ডয়মান।

চাপ্ (আ) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৪। ১। ৭৪-৭৫।

চিক্ (চ) উণ্ ২। ৬২-৬৩। ঋক্।

চিণ্ (ই) পা ৩। ১। ৬০-৬২।

চুকুপ (চুকু) প ইৎ, অত্মদাত্ত—৩৪। পা ৫। ২। ২৬।

চি (০) চ ইৎ, অন্তোদাত্ত—২৯। পা ৫। ৪। ৫০-৫১।

ছ

ছ (ঈয়—৩৯) পা ৪। ১। ১৪৩।; ৪। ২। ৬; ২৮; ৩২; ৪৮;
৮৪; ৯০-৯১; ১১৪; ১৩৭-১৪৫।; ৪। ৩। ৬২-৬৩; ৮৮;
৯১; ১৩১।; ৪। ৪। ১৪১; ৫। ১। ৪০; ৬৯-৭০; ৯১-

৯২; ১১১-১১২; ১৩৫।; ৫। ২। ১৭; ৫৯-৬০।; ৫।
৩। ১০৫-১০৬; ১১৬।; ৫। ৪। ৯-১০।

+ পূর্বে ১৩ অকরণে লিখিত হইয়াছে যে,—।*। চুই। পা ১।
৩। ৭। প্রত্যয়ের আদিস্থিত চবর্ণের এবং টবর্ণের লোপ হয়।
কাজেই এই শব্দদ্বয়াদি চণপ্, চরট্, চুকুপ্, আত্ময়, আহচ্,
প্রভৃতি প্রত্যয়ের চ এবং জ প্রভৃতি বর্ণ ইৎ হইত। কিন্তু এই সকল
স্থলে, ব্, চণপ্, ব্, চরট্, ব্, চুকুপ্, ব্, আত্ময়, ব্, আহচ্ এই
রূপ ব্কারের প্রবেশ আছে। তাহার পর,।*। লোপো ব্যোর্বলি।
পা ৩। ১। ৬৬। বন্, প্রত্যাহারের কোন বর্ণ পরে থাকিলে ব্ এবং
ব্কারের লোপ হয়। এই শব্দদ্বয়াদি ব্, চণপ্, প্রভৃতির ব্কারের
লোপ হইয়া থাকে। ব্, চণপ্, প্রভৃতি প্রত্যয়ের আদিতে ব্কারের
প্রবেশ করা হয় বলিয়া, 'চুই' এই শব্দদ্বয়াদি চবর্ণের লোপ হইতে
পারে না।

ছগ্ (ঈয়—৩৯) পা ৪।১।১০২।; ৪।২।৮০; ৪।৩।
৯৪; ১০২। তৈত্তিরীয়।

ছস্ (ঈয়—৩৯) পা ৪।২।১১৫। সকারঃ পদসংজ্ঞার্থঃ।
জ

জাতীয়স্ (জাতীয়) র ইৎ, উপোত্তম উদাত্ত—৩৫। পা ৫।
৩। ৬৯। পটুজাতীয়।

জাহচ্ (জাহ) চ ইৎ, অস্তোদাত্ত—২৯। পা ৫।২।২৪।
ঝ

ঝচ্ (অন্ত—৪২) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদাত্ত—২৮। উণ্
৩। ১২৬-১৩০। জরত।

ঝিচ্ (অন্তি) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদাত্ত—২৮। উণ্
৩। ৫০। অবন্তি।

ঞ

ঞ (অ) ঞ ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। পা ৪।২।৫৮;
১০৬-১০৭। পৌরুষশাল। বার্তিক, ৪।১।৮৫ সূত্রো; ৪।
৪।১২৯।; ৫।৩।৫০।

ঞিঠ (ইক) ঞ ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। পা ৪।২।১১৬-১১৮।

ঞণ্ (উ) ঞ ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ১।৩-৬। দাক্।

ঞ্য (য) ঞ ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। পা ৪।২।৮০।; ৪।
৩।৫৮; ৫৯; ৮৪; ৯২; ১২৯।; ৪।৪। ৯০।; ৫।
১।১৪।; ৫।৩।১১২।; ৫।৪।২৩; ২৬।

ঞ্যঙ্ (য) ঞ ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। পা ৪।১।১৭১।

ঞ্যট্ (য) পা ৫।৩।১১৪। কোণ্ডীহৃত।

ঞ্যূট্ (যু=অন—৩৯) ঞ ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। পা ৩।
২।৬৫-৬৬। কব্যবাহন।

ট

ট (অ) কর্তৃবাচ্যে কৃৎ প্রত্যয়। জী-লিঙ্গে জীপ্ বিধান
জন্ত ট ইৎ। পা ৩।২।১৬-২২। উণ্ ৫। ১০-১১।

টক্ (অ) কর্তৃবাচ্যে কৃৎ। ক ইৎ, শুণাভাব জন্ত। ট ইৎ
জীলিঙ্গে জীপ্ জন্ত। পা ৩।২।৮; ৫২-৫৪। জায়্য।

টচ্ (অ) চ ইৎ, অস্তোদাত্ত—২৯। জীপ্ জন্ত ট ইৎ। পা
৫।৪।৯১-১১২। বহুযাজ।

টন্ (অ) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ৫। ১০-১১; ৩০।

টাপ্ (আ) প ইৎ, অত্মদাত্ত—৩৪। পা ৪।১।৪; ৯।

টিঠন্ (ইক-৩৯) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। পা ৪।৪।৬৭
শ্রাপিক। জীপ্ জন্ত ট ইৎ। ৫।১।২৫।

টিষচ্ (ইষ) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ১।
৪৬-৫১। অবিষ।

টিটচ্ (টিট) চ ইৎ, অস্তোদাত্ত—২৯। পা ৫।২।৩১।

টেণাণ্ (এণ্য) জীলিঙ্গে জীপ্ জন্ত ট ইৎ। পা ৫।৩।
১১৫। বার্কণ্য।

ট্যণ্ (য) 'সা অন্ত দেবতা' অর্থে তদ্ধিত। জীপ্ জন্ত ট
ইৎ। বৃদ্ধি জন্ত ৭ ইৎ। পা ৪।২।৩০। সোম্য।

ট্য (যু=অন-৩৯) জীপ্ জন্ত ট ইৎ। ভবার্থে তদ্ধিত, তকা-
রের আগম। পা ৪।৩।২৩-২৪। সাম্যন্তন।

ট্যাল্ (যু=অন-৩৯) ল ইৎ, পূর্বোদাত্ত—৩২। জীপ্ জন্ত ট
ইৎ। পা ৪।৩।২৩। চিরন্তন।

ঠ

ঠ (ঠ=ইক-৩৯) পা ৫।৩।৮৩। দেবিক। উণাদির ঠ
প্রত্যয় স্থানে ইক হয় না। উণ্ ১। ১০৫। কঠ।
উণ্ ৪। ১০৪। শঠ।

ঠক্ (ইক-৩৯) ক ইৎ, অস্তোদাত্ত—৩০। আদিবৃদ্ধি—১৭।

জীলিঙ্গে জীপ্—২৭। পা ৪।১।১৪৬-১৪৮। রৈবতিক।

৪।২।২; ১৮-১৯; ২২-২৩; ৪৭; ৬০, ঐ বার্তিক, ৬৩;

৮৪; ১০২।; ৪।৩।১৮; ৪০; ৭২; ৭৫; ৯৬; ১২৪।;

৪।৪। ১-৩; ৫; ৮; ১২; ১৫, ১৯; ২২; ২৪; ২৬-

৩০; ৩২-৪৩; ৪৬; ৫০; ৫৫-৬১; ৬৩; ৬৫-৬৬; ৬৯;

৭১; ৭৩; ৮১; ১০২।, ৫।১।১২-২০।; ৫।২।৬৭,

৭৬।; ৫।৩।১০৮।; ৫।৪। ১৩; ৩৪-৩৫।

ঠচ্ (ঠ=ইক-৩৯) চ ইৎ, অস্তোদাত্ত—৩৩। জী-জীপ্। পা ৪।

২।৮০। কুমুদিক। ৪।৪। ৬৪।; ৫।৩। ৭৮; ১০৯।

ঠঞ্ (ঠ=ইক) ঞ ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। জী-জীপ্—। আদি

বৃদ্ধি—১৭। মত্থার্থে তদ্ধিত। পা ৫।২।১১৮-১১৯। এক-

শতিক। ৫।১।৪৪।; ৪।৩।৬-৭; ১১-১৫।; ১৯।;

৪।২। ৩৫; ৪১; ১১৬।; ১১৯-১২০।; ৪।৩। ৫০; ৬০-

৬১; ৬৭-৬৯; ৭৮; ৯৬, ১৫৯।; ৪।৪। ৬; ১১, ৩৮।;

৫২; ৫৮; ১০৩।; ৫।১। ১৮; ৭২-৭৪; ৭৬; ৭৯; ৯৩-

৯৫; ৯৯, ১০১-১০২, ১০৪, ১০৮-১০৯, বার্তিক ১১৪।, ৫।

২। ৭৬।

ঠন্ (ঠ=ইক) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। জী-জীপ্—। পা ৫।

২। ১১৫।, ১১৬। দণ্ডিক। ৫।১। ৪৮, ৫১।, ৪।৪।

৭, ১৩।, ৪। ৪২, ৭০।, ৫।১। ২১, ৮৪, বার্তিক ১১৪।,

৫।২। ৮৫।

ঠপ্ (ঠ=ইক-৩৯) প ইৎ, অত্মদাত্ত—৩৪। পা ৪।৩। ২৬।

প্রাবৃষিক।

ড

ড (অ) কর্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩।২। ৪৮-৫০।, ৯৭-১০১।

পঙ্কজ। উণ্ ৫। ৪৭। উর্ণা। উণ্ ১। ১১৩-১১৪। দণ্ড।

এখানে ড ইং ও টি লোপ হয় নাই। পা ৫।২।৪৫-৪৬।, বাস্তবিক, পা ৩।৩।১২৫ হ্রস্বে। আখ।

ডউ (অউ) টি লোপ। উণ্ ৫।৫২। সন্-বৎ কার্য, অভ্যাস। তিতউ।

ডচ্ (অ) চ ইং, অন্তোদাত্ত—২২। সমাসান্ত প্রত্যয়। পা ৫।৪।৭৩। উপদশ।

ডট্ (অ) ট ইং জী-জীপ্-জন্ত। পূরণাদি অর্থে তদ্ধিত। বাস্তবিক, পা ৫।২।৩৭ হ্রস্বে, ৪৮, ৫৩, ৫৬-৫৮।

ডট (অট) টি লোপ। উণ্ ৪।১০৪। নম্-ডট নট।

ডণ্ (অ) ণ ইং, আদিবৃদ্ধি—১৭। পরিমাণার্থে তদ্ধিত। পা ৫।১।৬২। ত্রৈংশ।

ডতমচ্ (অতম) চ ইং, অন্তোদাত্ত—২২। বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে, তদ্ধিত। পা ৫।৩।৯৩-৯৪।

ডতরচ্ (অতর) চ ইং, অন্তোদাত্ত—২২। দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে, তদ্ধিত। পা ৫।৩।৯২-৯৪।

ডতি (অতি) পা ৫।২।৪১। পূরণার্থে তদ্ধিত। কতি।

ডর (অর) বাস্তবিক, পা ৩।৩।১২৫ হ্রস্বে। আখর।

ডবতুপ্ (অবৎ) প ইং, অহুদাত্ত—৩৪। উণ্ ১।৬৪। ভবৎ।

ডাচ্ (আ) চ ইং, অন্তোদাত্ত—২২। পা ৫।৪।৫৭-৬৭। পটপটা ভবতি।

ডাপ্ (আ) প ইং, অহুদাত্ত—৩৪। জী প্রত্যয়। পা ৪।১।১৩। পামা। সীমা।

ডামহচ্ (আমহ) চ ইং, অন্তোদাত্ত—২২। পা ৪।২।৩৬। পিতামহ।

ডিনি (ইন্) বাস্তবিক, পা ৫।১।৯৪ হ্রস্বে। অবাস্তরদীক্ষী। বাস্তবিক, পা ৫।২।৩১ হ্রস্বে।

ডিমচ্ (ইম) চ ইং, অন্তোদাত্ত—২২। বাস্তবিক, পা ৪।৩।২৩ হ্রস্বে। অগ্রিম।

ডিমি (ইম্) উণ্ ৪।৫৭। কিম্। ড ইং, টি লোপ—২২।

ডু (উ) ড ইং, টি লোপ—২২। পা ৩।২।১৮০। বিহু।

ডুতচ্ (উত) চ ইং, অন্তোদাত্ত—২২। উণ্ ৫।১। অহুত। ড ইং, টি লোপ—২২।

ডুন্ (উ) ন ইং, আহুদাত্ত—৩৩। ড ইং, টি লোপ—২২। উণ্ ৫।২৮-২৯। অশ্র।

ডুপচ্ (উপ) চ ইং, অন্তোদাত্ত—২২। হ্রস্বার্থে তদ্ধিত। পা ৫।৩।৮৯। হ্রস্ব কৃত্ত্বঃ কৃত্ত্বপম্।

ডুমম্ (উম্) ন ইং, আহুদাত্ত—৩৩। ড ইং, টি লোপ—২২। উণ্ ৪।১৭৭। পুন্। পা ৭।১৮৯। হ্রস্বও দ্বেষ।

ডুলচ্ (উল) চ ইং, অন্তোদাত্ত—২২। পা ৫।২।৩৬।

মাতুল।

ডু (উ) ড ইং, টি লোপ—২২। উণ্ ২।৬৮। জ।

ডৈ (ঐ) উণ্ ২।৬৬। টৈ।

ডৈনি (ঐন্) উণ্ ৫।১২-১৩। উট্টৈঃ।

ডো (ও) উণ্ ২।৬৭। গো। টি লোপ—২২।

ডোসি (ওন্) উণ্ ২।৬৯। দ্যোঃ। ড ইং, টি লোপ—২২।

ডো (ও) উণ্ ২।৬৪-৬৫। মৌ।

ডুট্ (র) জীলিঙ্গে জীপ্-জন্ত ট ইং। উণ্ ৪।১৬৫। জী। ড ইং, টি লোপ—২২।

ড্রি (রি) ড ইং, টি লোপ—২২। উণ্ ৫।৬৬। ত্রি।

ডমতুপ্ (মৎ) প ইং, অহুদাত্ত—৩৪। পা ৪।২।৮৭। ম স্থানে ব। নডান্।

ডা (য) দৃষ্টদাম অর্থে তদ্ধিত। পা ৪।২।৯। বামদেব্য। ৪।৪।১১৩। শ্রোত্যা।

ডাং (য) ত ইং, স্বরিত—৩১। পা ৪।২।৯। বামদেব্য। ‘ড্যং’ এবং উপরের লিখিত ‘ড্য’ এই দুইটা প্রত্যয়ের ড ইং, করিবার ফল এই যে, নঞ্ পূর্বক বামদেব্য শব্দ অন্তোদাত্ত হইয়া থাকে, অতএব নঞ্ শূন্য বামদেব্য শব্দে যেন তজ্জপ অর্থ না বুঝায় তজ্জপ ড ইং করা হইয়াছে। পা ৪।৪।১১৩। শ্রোত্যা।

ডাণ্ (য) ণ ইং, আদি বৃদ্ধি—১৭। তত্র ভব এই অর্থে তদ্ধিত। পা ৪।৪।১১১। পাণ্য।

ডবলচ্ (বল) চ ইং, অন্তোদাত্ত—২২। পা ৪।২।৮৮। শাদল। নডল।

ডবুন্ (বু-অক—৩৯) ন ইং, আহুদাত্ত—৩৩। পা ৫।১।২৪। বিংশক। বাস্তবিক, ৫।১।৯৪ হ্রস্বে।

ঢ

ঢ (ঢ=এয়—৩৯) পা ৪।৪।১০৬। সন্তের। ৫।৩।১০২। উণ্ ১।১০১। শট। উগাদিতে ঢ স্থানে এয় হয় না।

ঢক্ (ঢ=এয়—৩৯) ক ইং, অন্তোদাত্ত—৩০। ক ইং আদি বৃদ্ধি—১৭। পা ৪।২।৮; ৩৩; ৯৭।; ৪।১।১১৯-১২৭; ১৪২।; ৪।৩।৯১।; ৪।৪।৭৭।; ৫।১।১২৭।; ৫।২।২। শালের। আশ্রয়।

ঢকঞ্ (ঢক=এয়ক—৩৯) ঞ ইং, আহুদাত্ত—৩৩। পা ৪।১।১৪০।; ৪।২।৯৫-৯৬। কাত্তেরক।

ঢঞ্ (ঢ=এয়—৩৯) ঞ ইং, আহুদাত্ত—৩৩। আদি বৃদ্ধি—১৭। পা ৪।১।১৩৫-১৩৬।; ৪।২।২০; ৮০।; ৪।৩।৪২; ৫৬; ৯৪।; ৪।৪।১০৪।; ৫।৩।১০; ১৩; ১৭।; ৫।৩।১০১। বাস্তবিক।

চিনুক্ (চিন্ = এয়িন—৩৯) ক ইৎ, অস্তোদাস্ত—৩০। আদি
বৃদ্ধি—১৭। পা ৪।৩।১০২। ছাগলেনিয়ঃ।

ঢুক্ (ঢ = এর—৩৯) ক ইৎ, অস্তোদাস্ত—৩০। আদি
বৃদ্ধি—১৭। পা ৪।১।১২২। গোধের।

ণ

ণ (অ) আদি বৃদ্ধি—১৬। কর্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩।১।
১৩৯-১৪০।; বাস্তিক পা ৩।২।১। সূত্রে। জাল।

তদ্ধিত ৪।১।১৫০; ৪।২।৫৭।; ৪।৪।৬২; ৮৫;
১০০।; ৫।১।১০; ৭৬; ৯৮।; ৫।২।১০১। প্রোজ।

ণচ্ (অ) ণ ইৎ, আদি বৃদ্ধি—১৬। চকার বিশেষণার্থ।
কর্মব্যতিহারে ভাবে জীলিঙ্গে অঞ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে,
তখন সেই প্রাতিপদিক আছাদাস্ত হয়। পা ৫।৪।১।

ণমূল্ (অম্)।*। অভাস্তানামাদিঃ। পা ৬।১।১৮২।
।। আদির্গমূল্যত্বতরস্তাম্। পা ৬।১।১৯৪। অজাদি

অনিট্ সার্কধাতুক লকার পরে থাকিলে আছাদাস্ত
হয়। গমূল্ পরে থাকিলে বিকল্পে অভ্যন্তের আছাদাস্ত
হয়। অতএব ইহা আছাদাস্ত এবং মধ্যোদাস্ত এই
উভয়ই হইয়া থাকে। পা ৩।৪।২২; ২৪।২৬-৬৪।
ভোজং ভোজম্।

ণস্ (অ) ণ ইৎ, আদি বৃদ্ধি—১৭। সমূহার্থে তদ্ধিত।
বাস্তিক, ৪।২।৪২। পার্শ্ব।

ণিঙ্ (ই) ধাত্বংশ প্রত্যয়। পা ৩।১।২০। উৎপুচ্ছয়তো
ঙকার আত্মনেপদার্থঃ। গকারঃ সাম্যাত্তগ্রহণার্থঃ। গের-
নিটীতি।

ণিচ্ (ই) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদাস্ত—২৮। আদি বৃদ্ধি—১৬।
প্রেরণা, অধ্যয়ণা, বিজ্ঞাপনা, স্বার্থ প্রভৃতি ব্যাপারে
ধাত্বংশ। পা ১।৩।৬৭-৭১; ৭৪।

ণিত্রন্ (ইত্র) ন ইৎ, আছাদাস্ত—৩০। ণ ইৎ, আদি বৃদ্ধি
—১৭। উণ্ ৪।১৭০-১৭১। ভাবিত্র।

ণিনি (ইন্) ণ ইৎ, আদি বৃদ্ধি—১৬। পা ৩।১।১৩৪।;
৩।২।৭৮-৮২।; ৮৫-৮৬।; তদ্ধিতে, ৪।৩।১০৩-১০৬;
১১০। উত্তর পদ গিনি-নিপ্পন্ন হইলে পূর্বপদ আছাদাস্ত
হয়।*। গিনি। পা ৬।২।৭২। ফলহারী ইত্যাদি।

ণু (ণু) উণ্ ৩।৩৭-৩৯। স্থাণু।

পুকন্ (উক) ন ইৎ, আছাদাস্ত—৩০। ণ ইৎ আদি বৃদ্ধি
এবং কৃৎ—১৭। উণ্ ২।৩০। পাকুক।

ণ্য (য) ণ ইৎ, আদি বৃদ্ধি—১৭। পা ৪।১।৮৫; ১৫১;
১৫২; ১৭২ নৈত্য। ৪।২।৮০।; ৪।৪।৪৪-৪৫; ১০১।

ণাৎ (য) ত ইৎ, স্বরিত—৩১। ণ ইৎ, আদি বৃদ্ধি—১৬।

পা ৩।১।১২৪-১২৯। বয়ন্তর্থে তদ্ধিত, পা ৫।১।৮৩।

গুট্ (যু = অন—৩৯) ট ইৎ, জীলিঙ্গে জীপ্ জন্ত—২৭। ণ
ইৎ, আদি বৃদ্ধি—১৬। পা ৩।১।১৪৭-১৪৮। গায়ন।

ণি () ণ ইৎ, আদি বৃদ্ধি—১৬। পা ৩।২।৬২-৬৪।
ণিন্ () ন ইৎ, আছাদাস্ত—৩০। ণ ইৎ, আদি বৃদ্ধি—১৬।
কর্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩।২।৭১-৭২।

গুচ্ (বু = অক—৩৯) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদাস্ত—২৮। ণ
ইৎ, আদি বৃদ্ধি—১৬। পর্যায়, অর্হণ, ঋণ, এবং

উৎপত্তি অর্থে ভাবে কৃৎ। পা ৩।৩।১১১। শায়িকা।

গুল্ (বু = অক—৩৯) কর্তৃবাচ্যে কৃৎ ল ইৎ, পূর্বো-
দাস্ত—৩২। পা ৩।১।৩।৩।১০।১৩৩। কারক।
রোগাখ্যায় ভাবে কৃৎ। জীলিঙ্গে অভ্যন্তের আছাদাস্ত।
পা ৩।৩।১০৮।

ত

ত (ত) মত্থর্থে তদ্ধিত। পা ৫।১।৫৯, শত; ৫।২।
১৩৮। কস্ত। উণ্ ৫।৫৫। লিপ্ত।

তকন্ (তক) ন ইৎ, আছাদাস্ত—৩০। উণ্ ৩।১৪৮।

তন্ (ত) ন ইৎ, আছাদাস্ত—৩০। উণ্ ৩।৮৬-৮৮। হস্ত।

তনন্ (তন) ন ইৎ, আছাদাস্ত—৩০। উণ্ ৩।১৫০।

তনপ্ (তন) প ইৎ, অমুদাস্ত—৩৪। বাস্তিক, পা ৫।৪।
২৫। সূত্রে। নূতন।

তপ্ (ত) প ইৎ, অমুদাস্ত—৩৪। বাস্তিক ৫।২।১২২।
পর্কত।

তমট্ (তম) ডটের স্থানে আগম, আদ্যবয়ব। পা ৫।
২।৫৬-৫৮। বিংশতিতম।

তমপ্ (তম) প ইৎ, অমুদাস্ত—৩৪। বহুর মধ্য একের
উৎকর্ষ বুঝাইতে, তদ্ধিত। পা ৫।৩।৫৫-৫৬। আঢ্যাতম।

তয়প্ (তয়) প ইৎ, অমুদাস্ত—৩৪। সংখ্যাবয়বে তদ্ধিত।
পা ৫।২।৪২-৪৩। পঞ্চতয়ম্।

তরপ্ (তর) প ইৎ, অমুদাস্ত—৩৪। দুইয়ের মধ্য
একের উৎকর্ষ বুঝাইতে, তদ্ধিত। পা ৫।৩।৫৭।

তল্ (ত) ল ইৎ, পূর্বোদাস্ত—৩২। ভাবসমূহাদি অর্থে
তদ্ধিত, জী। পা ৪।২।৪৩।; ৫।১।১১৯। মূহতা।

পা ৫।৪।২৭। স্বার্থে। দেবতা।

তবেঙ্ (তবে) তুমর্থে কৃৎ, অব্যয়। পা ৩।৪।৯। সূতবে।

তবেন্ (তবে) ন ইৎ, আছাদাস্ত—৩০। পা ৩।৪।৯।

গস্তবে। তুমর্থে কৃৎ, অব্যয়। পা ৩।৪।৯।

তবৈ (তবৈ) তুমর্থে কৃৎ, অব্যয়। পা ৩।৪।৯।

পাতবৈ। কৃত্যার্থে পা ৩।৪।১৪।

তব্য (তব্য) ভাব ও কর্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩।১।২৬।
 তব্যৎ (তব্য) ত ইৎ, স্বরিত—৩১। পা ৩।১।২৬।
 কর্তব্য। এখানে কেবল স্বরের প্রভেদ করিবার নিমিত্ত
 তব্য এবং তব্যৎ এই দুই প্রকার রূপ গৃহীত হইয়াছে।
 ভাব ও কর্তৃবাচ্যে কৃৎ।
 তশন্ (তশ) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ৩। ১৪২।
 তশশুন (তশশ) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ৩। ১৪২।
 তসি (তস্) পঞ্চমী প্রভৃতি অর্থে তদ্ধিত, অবায়। পা ৫।
 ৪। ৪৪-৪২। আদিতঃ। ৪। ৩। ১১৩; ৫। ৩। ৮।
 তসিল্ (তস্) ল ইৎ, পূর্বোদান্ত—৩২। পঞ্চমী প্রভৃতি
 অর্থে তদ্ধিত, অবায়। পা ৫। ৩। ৭-৯। কৃতঃ। তসি
 এবং তসিল্ প্রত্যয়ের রূপ এক প্রকার হয়, কেবল
 বিভক্তি বিশেষের অর্থের জন্য এবং স্বর বিশেষের জন্য
 দুই প্রকার রূপ গৃহীত হইয়াছে।
 তাতিল্ (তাতি) ল ইৎ, পূর্বোদান্ত—৩২। স্বার্থে, বঙ্গী-
 সমর্থে কর এই অর্থে এবং ভাবে, তদ্ধিত। পা ৪। ৪।
 ১৪২ ১৪৪। সর্কতাতি। অরিষ্টতাতি। প্রশংসায়,—পা ৫।
 ৪। ৪১। জ্যোষ্ঠতাতি।
 তি (তি) পা ৪। ১। ৭৭। যুবতি। বস্তি। উণ্ ৪। ১৭২-
 ১৮৩। মূলে হ্রিধেয়ে তদ্ধিত, ৫। ২। ২৫; ১৩৮।
 তিকন্ (তিক) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ৩। ১৪৬-
 ১৪৭। বার্তিক পা ৫। ৪। ৩৯ স্বত্রে। মৃত্তিকা। স্বার্থে
 তদ্ধিত। পা ৫। ১। ৫২, পংক্তি।
 তিথুক্ (তিথ্) ভট্ স্থানে আগম, অন্ত্যাবয়ব—৩৬। পা
 ৫। ২। ৫২। পূর্ণতিথি।
 তিল্ (তি) ল ইৎ, পূর্বোদান্ত—৩২। প্রশংসায়, পা ৫।
 ৪। ৪২। বৃকতি।
 তীয় (তীয়) পূর্ণার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ৫৪-৫৫।
 তু (তু) উণ্ ১। ৭২-৭৫। ধুমকেতু। পা ৫। ২। ১৩৮।
 তুক্ (ৎ) হ্রস্বোপধ ধাতুর পর প ইৎ প্রত্যয় থাকিলে
 আগম, পা ৬। ১। ৭১। অন্ত্যাবয়ব—৩৬।
 তুট্ (ৎ) টা, টাল্ প্রত্যয় হইলে আগম। আদ্যাবয়ব।
 তুন্ (তু) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ১। ৭০-৭১;
 ৭৬-৭৭। বস্ত।
 তুমুন্ (তুম্) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। ভাবে ক্রিয়ার্থে-
 • ক্রিয়ানিতে কৃৎ। পা ৩। ৩। ১০; ১৫৮; ১৬৭;
 ৩। ৪। ৬৫-৬৬। গন্তম্।
 তুচ্ (তু) চ ইৎ, সমুদায় অন্তোদান্ত—২৮। কর্তৃবাচ্যে
 কৃৎ। পা ৩। ১। ১৩৩। কর্তা।

তুন্ (তু) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। পা ৩। ২। ১৩৫। তাকী-
 ল্যাদি অর্থে কৃৎ। কর্তা কটান্।
 তৈলচ্ (তৈল) চ ইৎ, অন্তোদান্ত—২২। বিকারে মেহে
 তদ্ধিত। বার্তিক, পা ৫। ২। ২৯ স্বত্রে। এরও তৈল।
 তোশুন্ (তোস্) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। তুমর্থে কৃৎ,
 অবায়। পা ৩। ৪। ১৩। ঈষরোভিচারিতোঃ, অভিচারিতু-
 মিত্যর্থঃ।
 ত্র (ত্ৰ) ভবার্থে তদ্ধিত। বার্তিক, পা ৪। ৩। ২৩। স্বত্রে।
 ত্রণ্ (ত্ৰ) উণ্ ৪। ১০৪। চৌহ।
 ত্রপ্ (ত্ৰ) প ইৎ, অছাদান্ত—৩৪। বার্তিক, পা ৫। ৪। ২৫।
 স্বত্রে। নৃহ।
 ত্যক্ (ত্যা) ক ইৎ, অন্তোদান্ত—৩০। ভবাদি অর্থে ত্যক্।
 পা ৪। ২। ৯৮। দাক্ষিণাত্য। আদিবৃদ্ধি—১৭।
 ত্যকন্ (ত্যক) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। পা ৫। ২। ৩৪।
 ত্যপ্ (ত্যা) প ইৎ, অছাদান্ত—৩৪। ভবাদি অর্থে তদ্ধিত।
 পা ৪। ২। ১০৪-১০৫। তত্রত্য।
 ত্যাক্ (ত্যা) উণ্ ৩। ২১। মৃত্যু।
 ত্র (ত্ৰ) সমূহার্থে তদ্ধিত। পা ৪। ২। ৫১। গোত্রা।
 ত্রীলিঙ্গ। উণ্ ৪। ১৬৬।
 ত্রন্ (ত্ৰ) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১৬৭-১৬৯।
 হোত্র।
 ত্রল্ (ত্ৰ) ল ইৎ, পূর্বোদান্ত—৩২। সমুদায় অর্থে তদ্ধিত।
 পা ৫। ৩। ১০; ১৩; ১৪। কুত্র।
 ত্রা (ত্রা) দেয় অধীন অর্থে তদ্ধিত। পা ৫। ৪। ৫৫-৫৬।
 ব্রাহ্মণত্রা।
 ত্রিন্ (ত্রিন্) উণ্ ৪। ৬৮। অত্রী।
 ত্রিপ্ (ত্রি) উণ্ ৪। ৬৭-৬৮। রাত্রি। অত্রি।
 ত্র (ত্ৰ) পা ৫। ১। ১১২; ১০৬।
 ত্রন্ (ত্ৰ) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। কৃত্যার্থে, পা ৩। ৪।
 ১৪। কর্তৃৎ—কর্তৃব্যাম্ ইত্যর্থঃ। উণ্ ৪। ১০৪। দাষ।
 থ
 থক্ (থ) গুণাভ্যাস—৫৬। উণ্ ২। ৭-১২। পীথ।
 থকন্ (থক) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। কর্তৃবাচ্যে কৃৎ।
 পা ৩। ১। ১৪৬। গাথক।
 থট্ (থ) ভট্ স্থানে আগম। পা ৫। ২। ৫০। পঞ্চথ।
 থন্ (থ) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ২। ৪-৫। কোষ্ঠ।
 থম্ (থম্) প্রকার বচনে তদ্ধিত। পা ৫। ৩। ২৪-২৫।
 ইথম্, (অর্থাৎ অনেন প্রকারেণ) এই প্রকারে।
 থা (থা) হেতুবচনে তদ্ধিত। (বৈদিক)। পা ৫। ৩।

২৬। কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি। অর্থাৎ কেন হেতুনা গ্রামম্
ইত্যাদি। (কি কারণে ইত্যাদি)।

খাল্ (খা) ল ইৎ, পুর্কোদাত্ত—৩২। প্রকার বচনে তদ্ধিত।
পা ৫। ৩। ২৩; ১১১। তথা— অর্থাৎ (তেন প্রকারেণ)
সেই প্রকারে।

খুক্ (খ) ডট্ স্থানে আগম, অস্তাবয়ব—৩৬। পা ৫। ২।
৫১। চতুর্থ।

খ্যান্ (খ্যা) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। পা ৫। ১। ৮। অজখ্যা।
দ

দ (দ) উণ্ ৪। ৯৭-৯৮। শাদ।

দন্ (দ) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ৯৭-৯৮। শক।

দম্ভচ্ (দম্ভ) চ ইৎ, অস্তোদাত্ত—২৯। প্রমাণে তদ্ধিত।
পা ৫। ২। ৩৭। উক্ৰদম্ভ, উক্ৰঃ প্রমাণমন্ত ইত্যর্থঃ।

দা (দা) কালার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ৩। ১৫; ১৯-২১। তদা।

দানীম্ (দানীম্) কালার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ৩। ১৮; ২০।
ইদানীং।

দৃস (দৃস) অবিদ্বন্ধ অর্থে তদ্ধিত। বাস্তবিক, পা ৪। ২। ৩৬
হুজ্জে। অবিদৃসম্।

দেশীয়র্ (দেশীয়) র ইৎ, উপোত্তম উদাত্ত—৩৫। পা ৫।
৩। ৬৭। পটুদেশীয়। ঈষৎ সমাপ্তি বিশিষ্ট অর্থে তদ্ধিত।

দেশ্য (দেশ্য) ঈষৎ সমাপ্তি বিশিষ্ট অর্থে তদ্ধিত। পা ৫।
৩। ৬৭। পটুদেশ্য।

দ্য (দ্য) পা ৫। ৩। ২২। অদ্য, অদ্বিন্নহনি।

দ্যস্ (দ্যস্) পা ৫। ৩। ২২। সমানে হহনি সদ্যঃ।

দ্যাস্ (দ্যাস্) পা ৫। ৩। ২২। অদ্বিন্নহনি অচেদ্যঃ।

দ্বয়সচ্ (দ্বয়স) চ ইৎ, অস্তোদাত্ত—২৯। প্রমাণ অর্থে
তদ্ধিত। পা ৫। ২। ৩৭। উক্ৰদ্বয়স।

ধ

ধবুঙ্ (ধম্) ঞ ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। বিধার্থে এবং
অধিকরণ বিচালে তদ্ধিত। পা ৫। ৩। ৪৫। দৈধ।

ধা (ধা) বিধার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ৩। ৪২ ৪৬। বিধা।
৫। ৪। ২০। বহুধা।

ধুক্ (ধু) উণ্ ৪। ৩৮। শীধু।

ধুনা (ধুনা) পা ৫। ৩। ১৭। অধুনা।

ধেয় (ধেয়) বাস্তবিক ৫। ৪। ২৫ হুজ্জে। নামধেয়।

ধামুঙ্ (ধাম্) ঞ ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। বিধার্থে তদ্ধিত।
পা ৫। ৩। ৪৪-৪৫। ঐকধ্য।

ন

ন (ন) পা ৫। ২। ১১৪। জ্যোৎস্বা। উণ্ ৩। ৬-১৫।

পর্ণ। বাস্তবিক ৫। ৪। ২৫। প্রণম্।

নক্ (ন) উণ্ ৩। ২-৫। ইন। ক ইৎ, গুণাত্মবাদি—১৯।

নজ্ (ন) ভাবে কৃৎ। ও ইৎ, গুণাত্মবাদি—১৯। পা ৩।
৩। ৯০। যজ্জ।

নজিঙ্ (নজ্) ও ইৎ, গুণাত্মবাদি—১৯। পা ৩। ২।
১৭২। স্বপ্নক্।

নঞ্ (ন) ঞ ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। ভবাদি অর্থে তদ্ধিত।
পা ৪। ১। ৮৭। ত্বৈণ।

নন্ (ন) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। পা ৩। ২। ৯১। স্বপ্ন।

না (না) অসহার্থে পৃথগ্ ভাবে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ২৭।
বিনা।

নাটচ্ (নাট) চ ইৎ, অস্তোদাত্ত—২৯। নাসিকা নত অর্থে
তদ্ধিত। পা ৫। ২। ৩১। অবনাট।

নাঞ্ (না) ঞ ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। অসহার্থে পৃথগ্
ভাবে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ২৭। নানা।

নি (নি) উণ্ ৪। ৪৮-৫২। বেণি। বাস্তবিক, পা ৩। ৩।
৯৪ হুজ্জে। মানি।

নিঙ্ (নি) ও ইৎ, সমাসান্ত অস্তাদেশ—৩৭। পা ৫। ৪।
১৩৪। যুবজানি।

নীক (নী) আগম, অস্তাবয়ব। পা ৭। ৪। ৮৪। বনী-
বচ্যতে।

নু (নু) উণ্ ৩। ৩২-৩৬। ভাহু।

নুক্ (ন) আগম, অস্তাবয়ব—৩৬। পা ৭। ৪। ৮৫।
তন্তুজতে।

প

প (প) উণ্ ৩। ২০-২৮। পাপ।

পটচ্ (পট) চ ইৎ, অস্তোদাত্ত—২৯। বিস্তারে তদ্ধিত।
বাস্তবিক, পা ৫। ২। ২৯। অবিপটম্।

পালন্ (পাল) ন ইৎ, আত্মদাত্ত—৩৩। উণ্ ৪। ৩৮।
শৈপাল।

পাশপ্ (পাশ) প ইৎ, অত্মদাত্ত—৩৪। পা ৫। ৩। ৪৭।
কুৎসিতার্থে তদ্ধিত। বৈয়াকরণপাশ।

পাস (পাস) উণ্ ৫। ৪৫। কর্পাস।

পিঞ্জ (পেজ) তিল নিফল অর্থে তদ্ধিত। বাস্তবিক, পা ৪।
২। ৩৬ হুজ্জে। তিলপিঞ্জ।

পিটচ্ (পিট) চ ইৎ, অস্তোদাত্ত—২৯। নাসিকা নত অর্থে
তদ্ধিত। পা ৫। ২। ৩৩। চিপিট।

পুক্ (প্) ক ইৎ, অস্তাবয়ব—৩৬। পা ৭। ৩। ৩৬। স্থাপ-
নতি। রেপনতি।

পেজ (পেজ) তিল নিফল অর্থে তদ্ধিত। বার্তিক, পা ৪।
২।৩৬ সূত্রে। তিলপেজ।

ফ

ফক্ (ফ = আয়ন—৩৯) ক ইৎ, অস্তোদাস্ত—৩০। আদি-
বৃদ্ধি—১৭। অপত্যার্থে তদ্ধিত। পা ৪। ১। ১১; ৯৯;
১০১-১০৩। ৪। ২। ৮০। গার্গ্যায়ণ।

ফক্ (ফ) ক ইৎ, গুণাভাবাদি—১৯। উণ্ ৫। ২৬। কুল্ফ।
ফঞ্ (ফ = আয়ন—৩৯) ঞ ইৎ, আছাদাস্ত—৩৩। আদি-
বৃদ্ধি—১৭। গোত্রার্থে তদ্ধিত। পা ৪। ১। ১১০-১১১।
আশ্বায়ন। ভার্গ্যায়ণ।

ফিঞ্ (ফি = আয়নি—৩৯) ঞ ইৎ, আছাদাস্ত—৩৩।
আদিবৃদ্ধি—১৭। পা ৪। ১। ১১১; ১৪৯-১৫০; ১৫৪-
১৫৯। ৪। ২। ৮০। গার্গ্যপুত্রায়ণি।

ফিন্ (ফি = আয়নি—৩৯) ন ইৎ, আছাদাস্ত—৩৩। অপ-
ত্যার্থে তদ্ধিত। পা ৪। ১। ১৬০। অহিচুষ্কায়নি।

ব

ব (ব) মত্বার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ১৩৮। কষ।
বহচ্ (বহ) চ ইৎ, অস্তোদাস্ত—২৯। ঈষৎ অসমাপ্ত অর্থে
তদ্ধিত। পা ৫। ৩। ৬৮। বহচ্ প্রত্যয়, শব্দের পূর্বে
বসিয়া থাকে। বহমুহু।

ভ

ভ (ভ) মত্বার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ১৩৮; ১৩৯। শস্ত।
উণ্ ৩। ১৫১। দর্ভ।
ভক্তন্ (ভক্ত) ল ইৎ, পূর্বোদাস্ত—৩২। পা ৪। ২। ৫৪।
ঐয়ুকারিভক্ত।

ভন্ (ভ) ন ইৎ, আছাদাস্ত—৩৩। উণ্ ৩। ১৫২-১৫৩।
গর্ভ। ইভ। অর্ভ।

ভ্রটচ্ (ভ্রট) চ ইৎ, অস্তোদাস্ত—২৯। নাসিকা নত অর্থে।
পা ৫। ২। ৩১। অবভ্রট।

ম

ম (ম) পা ৪। ৩। ৮। এবং উহার বার্তিক। মত্বার্থে, পা
৫। ২। ১০৮। ক্ষম।

মক্ (ম) ক ইৎ, গুণাভাবাদি—১৯। উণ্ ১। ১৪৪-১৪৯।
ইম। ইম্ব। যুম্ব। দম্ব।

মট্ (ম) ডটের আগম, ট ইৎ আদ্যবয়ব—৩৬। পা ৫।
২। ৪৯। পঞ্চম।

মতুপ্ (মৎ) প ইৎ, অমুদাস্ত—৩৪। অন্ত্যার্থে তদ্ধিত।
পা ৪। ২। ৮৫-৮৬। ৫। ২। ৯৪-৯৫; ১৩৬; বৃদ্ধিমৎ।
৪। ৪। ১২৭।

মদিক্ (মদ) ক ইৎ, গুণাভাবাদি—১৯। উণ্ ১। ১৩৮।
অম্বদ্। যুম্বদ্।

মন্ (ম) ন ইৎ, আছাদাস্ত—৩৩। উণ্ ১। ১৩৯-১৪৩।
অম্ব। স্তোম। সোম।

মনি (মন্) উণ্ ৪। ১৫১। সূধর্ম্ম।

মনিণ্ (মণ্) ণ ইৎ, আদি বৃদ্ধি—১৭। উণ্ ৪। ১৫২।

মনিন্ (মন্) ন ইৎ, আছাদাস্ত—৩৩। তাচ্ছীল্যাদি অর্থে
কর্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩। ২। ৭৪-৭৫। সূধর্ম্ম। উণ্ ৪।
১৪৪-১৪৬। কর্ম্ম। ১৫০; ১৫২।

মপ্ (ম) প ইৎ, অমুদাস্ত—৩৪। পা ৪। ৪। ২০। পত্তিম।

ময়ট্ (ময়) তজপ বিকারে ও প্রাচুর্যার্থে তদ্ধিত। ঙীপ্
জন্ট ইৎ। পা ৪। ৩। ৮২; ১৪৩-১৪৬; ১৪৮-১৫১।
৫। ২। ৪৭। ৫। ৪। ২১। অন্নময়।

মরীসচ্ (মরীস) চ ইৎ, অস্তোদাস্ত—২৯। অবিহুগ্ন অর্থে
তদ্ধিত। বার্তিক পা ৪। ২। ৩৬ সূত্রে। অবিমরীস।

মাত্রচ্ (মাত্র) চ ইৎ, অস্তোদাস্ত—২৯। প্রমাণ অর্থে
তদ্ধিত। পা ৫। ২। ৩৭। জামুত্র।

মি (মি) উণ্ ৪। ৪৩-৪৭। নেমি।

মিনি (মিন্) মত্বার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ১১৪। গোমী।
উণ্ ৩। ৮৪। হোমী।

মুক্ (ম) আগম, অন্ত্যবয়ব—৩৬। পা ৭। ২। ৮২।
পবমান।

মুক্ (মুক) উণ্ ৩। ৮৪। উম্মুক।

মুম্ (ম্) আগম, অন্ত্যবয়ব। পা ৬। ৩। ৬৭। অরুহুদ্।

য

য (য) সমূহার্থে তদ্ধিত। পা ৪। ২। ৪৯-৫০। পাশ্চ। ৮০;
৯৪। উণ্ ৪। ১০৯। ময়ী। ৪। ৮৯; ১০৫; ১০৯; ১৩৩;
১৩৭-১৩৮। ৫। ১। ৬৬; ১২৬।

যক্ (য) ধাত্বংশ প্রত্যয়; ক ইৎ গুণাভাব—১৯। পা ৩।
১। ২৭। কণ্ডুয়তে। উণ্ ৪। ১১০-১১১। জায়। ক ইৎ,
তদ্ধিতে অস্তোদাস্ত—৩০। আদি বৃদ্ধি—১৭। ভাব-
কর্ম্মাদি অর্থে, পা ৪। ৩। ৯৪। ৫। ১। ১২৮।

যঙ্ (য) পোনঃ পুত্তার্থে ধাত্বংশ প্রত্যয়। পা ৩। ১। ২২-
২৪। পাপচ্যতে।

যঞ্ (য) ঞ ইৎ, আছাদাস্ত—৩৩। আদিবৃদ্ধি—১৭। অপ-
ত্যাদি অর্থে তদ্ধিত। পা ৪। ১। ১০৫-১০৮। ৪। ২।
৪০; ৪৮। ৪। ১০; ১৬৮। ৫। ৩। ১১৮। আভিজিত্য।

যৎ (য) ত ইৎ, স্বরিত—৩১। ভাবাদি অর্থে কৃৎ। পা ৩।
১। ৯৭-১০৫। ক্ষেয়। উণ্ ৫। ১৫-১৬। পুণ্য। পা ৪।

১। ১৩৭; ১৪০; ১৬১। ৪। ২। ১৭; ৩১; ১০১। ৪।
 ৩। ৪৬; ৫৪-৫৫; ৬৪; ৭১; ৭২; ১১৪; ১২১; ১৬০-
 ১৬১। ৪। ৪। ৭৫-৭৭; ৮২-৮৪; ৮৬; ৯১; ৯৫-৯৮;
 ১০৭-১০৮; ১১০; ১১৬; ১১৯-১২৩; ১২৫; ১২৮;
 ১৩০; ১৩২; ১৩৪; ১৩৯-১৪০। ৫। ১। ২-৭; ৩৪-৩৫;
 ৩৯; ৪৯; ৬৫; ৬৭; ৬৮-৭০; ৮১; ৯৮; ১০০; ১০২;
 ১০৭। বার্তিক, ১১১ হুত্রে; ১২৫। ৫। ২। ৩-৪; ১৬-
 ১৭। ৫। ৩। ১০৩-১০৪। ৫। ৪। ২৪-২৫।
 যতুচ্ (যতু) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদাত্ত—২৮। উণ্ ৪। ২।
 যন্ (য) ন ইৎ, আছাদাত্ত—৩৩। সমুহার্থে তদ্ধিত। পা
 ৪। ২। ৪২। ব্রাহ্মণ্য। ৪। ৪। ১১৪।
 যপ্ (য) প ইৎ, অহুদাত্ত—৩৪। বয়স্বার্থে তদ্ধিত। পা
 ৫। ১। ৮২-৮৩। ৫। ২। ১২০, এবং ঐ বার্তিক।
 যল্ (য) ল ইৎ, মধ্যোদাত্ত—৩২। পা ৪। ৪। ১৩১।
 যস্ (য) মত্বার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ১৩৮। কংয।
 যুক্ (য) আগম, অস্তাবয়ব—৩৬। পা ৭। ৩। ৩৩। দায়।
 যুচ্ (যু=অন—৩৯) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদাত্ত—২৮।
 ভাবাদি অর্থে কৃৎ। পা ৩। ৩। ১২৮-১৩০। ৩। ২।
 ১৪৮-১৫৩। উণ্ ২। ৭৪-৭৮; ৩। ২০। চলন। শব্দন।
 যুন্ (যু=অন—৩৯) ন ইৎ, আছাদাত্ত—৩৩। উণ্ ৫।
 ৪২। ঘটন।
 যুস্ (যু) মত্বার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ১২৩; ১৩৮; ১৪০।
 র
 র (র) মতু স্বার্থে প্রভৃতি বিষয়ে তদ্ধিত। পা ৪। ২। ৮০;
 ৫। ২। ১০৭ হুত্রে এবং উহার বার্তিক, ৫। ৩। ৮৮।
 পা ৩। ২। ১৬৭, তাক্ষীল্যাদি অর্থে কর্তৃবাচ্যে। নম্র।
 উণ্ ৫। ৩৮-৩৯; ৫৫। বিপ্র।
 রক্ (র) উণ্ ২। ১৩-২৩। তক্র।
 রণ্ (র) বার্তিক, পা ৪। ৩। ১২০ হুত্রে। আগ্নীধ্র।
 রদানুক্ (রদানু) জীবেরদানুক্ ইতি পা ৬। ১। ৬৬
 হুত্রে রুতির মথো। জীরদানু।
 রন্ (র) ন ইৎ, আছাদাত্ত—৩৩। উণ্ ২। ২৭-২৮। ইজ্র।
 রিক্ (রি) আগম, অস্তাবয়ব—৩৬। পা ৭। ৪। ৯১-৯২।
 নরিনস্তি। বরিবস্তি।
 রিঙ্ (রি) অস্তাদেশ। পা ৭। ৪। ২৮। অদ্রিগতে।
 রিল্ (রি) ল ইৎ, পূর্বোদাত্ত—৩২। পা ৫। ৩। ৩১।
 উপরি।
 রিষ্টাতিল্ (রিষ্টাৎ) ল ইৎ, পূর্বোদাত্ত—৩২। পা ৫। ৩।
 ৩১। উপরিষ্টাৎ।

রীক্ (রী) আগম, অস্তাবয়ব—৩৬। পা ৭। ৪। ৯১-৯২।
 নরিনস্তি। বরিবস্তি।
 রীজ্ (রী) অস্তাদেশ। পা ৭। ৪। ২৭। মাত্রীয়তে।
 রু (র) আদেশ। পা ৮। ২। ৬৯। অহর্দাদতি।
 রু (রু) শীলাদি অর্থে কৃৎ। পা ৩। ২। ১৫৯। দাক্। উণ্
 ৪। ১০১-১০২। মেফ।
 রুক্ (রু) আগম, অস্তাবয়ব—৩৬। পা ৭। ৪। ৯১-৯২।
 রুট্ (রু) আগমন, আদ্যবয়ব—৩৬। পা ৭। ১। ৬-৮।
 রূপপ্ (রূপ) প ইৎ, অহুদাত্ত—৩৪। প্রশংসায় তদ্ধিত।
 পা ৫। ৩। ৬৬। বৈয়াকরণরূপ, প্রশস্ত বৈয়াকরণ।
 রূপ্য (রূপ্য) তত আগত, ভূতপূর্বসম্বন্ধাদি অর্থে তদ্ধিত।
 পা ৪। ৩। ৮১। ৫। ৩। ৫৪। দেবদত্তরূপ্য।
 হিল (হি) ল ইৎ, পূর্বোদাত্ত—৩২। সমুহার্থে তদ্ধিত,
 অব্যয়। পা ৫। ৩। ১৬; ২০-২১। এতহি।

ল

ল (ল) বার্তিক ৫। ২। ৩৩ হুত্রে। চিল্ল।
 লক্ (ল) উণ্ ৪। ৩৮। শৈবল।
 লচ্ (ল) চ ইৎ, অস্তোদাত্ত—২৯। মত্বার্থে তদ্ধিত। পা ৫।
 ২। ৯৬-৯৮। চূড়াল।
 লাপ্ (য) প ইৎ, পূর্বোদাত্ত—৩৪। পা ৬। ৪। ৩৮; ৬৯;
 ৫৬। ৭। ১। ৩৭। দ্বিধাকৃত্য।
 ল্যু (যু=অন—৩৯) ল ইৎ, মধ্যোদাত্ত—৩২। কর্তৃবাচ্যে
 কৃৎ। পা ৩। ১। ১৩৪। নন্দন।
 ল্যুট্ (যু=অন—৩৯) ল ইৎ, মধ্যোদাত্ত—৩২। ভাবাদি
 অর্থে কৃৎ। পা ৩। ৩। ১১৫। হসন।

ব

ব (ব) মত্বার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ১০৯-১১০। এবং
 ১০৯ হুত্রে বার্তিকে। কেশব। উণ্ ১। ১৫৫।
 বতি (বৎ) ক্রিয়াদি তুল্যার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ১। ১১৫-
 ১১৮। রাজবৎ।
 বতুপ্ (বৎ) প ইৎ, অহুদাত্ত—৩৪। পরিমাণার্থে তদ্ধিত।
 পা ৫। ২। ৩৯-৪০। যাবান্।
 বন্ (ব) ন ইৎ, আছাদাত্ত—৩৩। উণ্ ১। ১৫২-১৫৪।
 ৪। ৯৪-৯৫। শষ। উব। অর্কন্। এথানে ন ইৎ হয় নাই।
 বনিপ্ (বন্) প ইৎ, অহুদাত্ত—৩৪। ভূতে কর্তৃবাচ্যে
 কৃৎ। পা ৩। ২। ৭৪-৭৫। ভূরিদাবা। উণ্ ৪। ১১২।
 বয় (বয়) মানার্থে তদ্ধিত। পা ৪। ৩। ১৬২। ক্রবয়ম্।
 বরচ্ (বর) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদাত্ত—২৮। তাক্ষীল্যাদি
 অর্থে কৃৎ। পা ৩। ২। ১৭৫। স্থাবর।

বরট্ (বর) উণ্ ৫। ৫৭। ঈষর।
 বলচ্ (বল) চ ইৎ, অস্তোদাস্ত—২৯। মত্বাদি অর্থে
 তদ্ধিত। পা ৪। ২। ৮৯। শিখাবল। ৫। ২। ১১২ ১১৩,
 বাস্তিক ১১২; ১১৪। উণ্ ৪। ১০৭। ইষল।
 বালঞ্ (বাল) ঞ্চ ইৎ, আত্মদাস্ত—৩৩। আদিবুদ্ধি।
 উণ্ ৪। ৩৮। শৈবাল।
 বিচ্ (০) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদাস্ত—২৮। কর্তৃবাচ্যে
 কৃৎ। পা ৩। ২। ৭৩। উপযজ্।
 বিট্ (০) কর্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩। ২। ৬৭-৬৯। আমাৎ।
 বিড়চ্ (বিড়) চ ইৎ, অস্তোদাস্ত—২৯। সংহতার্থে তদ্ধিত।
 পা ৫। ২। ৩২। নিবিড়।
 বিধল্ (বিধ) ল ইৎ, মধ্যোদাস্ত—৩২। বিষয়ার্থে তদ্ধিত।
 পা ৪। ২। ৫৪। ভৌরিকবিধ।
 বিন্ (বি) ন ইৎ, আত্মদাস্ত—৩৩। উণ্ ৪। ৫৩। দর্কি।
 বিনি (বিন্) মত্বার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ১০২; ১১১-১১২।
 বিরীসচ্ (বিরীস) চ ইৎ, অস্তোদাস্ত—২৯। সংহ-
 তার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ৩২। নিবিরীস।
 বুক্ (বু=অক—৩৯) ক ইৎ, অস্তোদাস্ত—৩০। পা ৪। ২।
 ১০৩। কাস্ক।
 বুক্ (ব্) আগম, অস্তাবয়ব—৩৬। বাস্তিক, পা ৬। ৪।
 ২২ সূত্রে। ভব্।
 বুচ্ (বু=অক—৩৯) চ ইৎ, অস্তোদাস্ত—২৯। স্বার্থে
 তদ্ধিত। পা ৫। ৩। ৮০। উপক।
 বুঞ্ (বু=অক—৩৯) ঞ্চ ইৎ, আত্মদাস্ত—৩৩। আদি
 বুদ্ধি। তাক্ষীল্যাদি অর্থে কৃৎ। পা ৩। ২। ১৪৬-১৪৭।
 গোত্রে তদ্ধিত, পা ৪। ২। ৩৯-৪০; ৫০; ৮০; ১২১-
 ১৩০; ১৩৪-১৩৬। ৪। ৩। ২৭; ৪৫-৪৬; ৪৯; ৭৭;
 ৯৯; ১১৮; ১২৬; ১৫৭-১৫৮; ৫। ১। ১৩২-১৩৪।
 বুন্ (বু=অক—৩৯) ন ইৎ, আত্মদাস্ত—৩৩। সাধুকারী
 অর্থে কৃৎ। পা ৩। ১। ১৪৯-১৫০। প্রবক। অধীতাদি
 অর্থে তদ্ধিত, ৪। ২। ৬১। ৪। ৩। ২৮-৩০; ৪৮; ৯৮;
 ১২৫। ৫। ২। ৬২-৬৩। ৫। ৪। ১-২। উণ্ ৫। ৩৫-
 ৩৬। করক।
 ব্যৎ (ব্য) ত ইৎ, স্বরিত—৩১। অপত্যার্থে তদ্ধিত। পা
 ৪। ১। ১৪৪। ভ্রাতৃব্য।
 ব্যন্ (ব্য) ন ইৎ, আত্মদাস্ত—৩৩। সপত্নার্থে তদ্ধিত।
 * পা ৪। ১। ১৪৫। ভ্রাতৃব্য।

শ

শ (অ) কৃৎ। পা ৩। ১। ১৩৭-১৩৯। ৩। ৩। ১০০;

বাস্তিক ১০১। বিদ্। জিহা।
 শ (শ) মত্বার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ২। ১০০। লোমশ।
 শক্ (শ) উণ্ ৪। ১০৪। বৃশ।
 শকটচ্ (শকট) চ ইৎ, অস্তোদাস্ত—২৯। স্বার্থে তদ্ধিত।
 পা ৫। ২। ২৮। বিশকট।
 শৎ (শৎ) পা ৫। ১। ৫৯, ত্রিঃশৎ।
 শতিচ্ (শতি) চু ইৎ, অস্তোদাস্ত—২৯। পা ৫। ১। ৫৯,
 বিংশতি।
 শত্ (অৎ) বর্তমানে কৃৎ। পা ৩। ২। ১২৪।
 শবো (তদ্যো) ত্বমর্থে কৃৎ। পা ৩। ৪। ৯। পিবশ্যে।
 শধেয়ন্ (অধেয়) ন ইৎ, আত্মদাস্ত—৩৩। ত্বমর্থে কৃৎ।
 পা ৩। ৪। ৯। পিবশ্যে।
 শস্ (শস্) বীপ্সার্থে কারকে তদ্ধিত, অবায়। পা ৫। ৪।
 ৪২-৪৩। ক্রমশঃ। বছশঃ।
 শাকট (শাকট) ক্ষেত্রে অর্থে তদ্ধিত। বাস্তিক, ৫। ২। ২৯।
 শাকিন (শাকিন) ক্ষেত্রে অর্থে তদ্ধিত। বাস্তিক, ৫। ২। ২৯।
 শানচ্ (আন) চ ইৎ, সমুদায় অস্তোদাস্ত—২৮। কর্তৃকর্ষ
 প্রভৃতি বাচ্যে কৃৎ। পা ৩। ২। ১২৪-১২৭। পচমান।
 শানন্ (আন) ন ইৎ, আত্মদাস্ত—৩৩। তাক্ষীল্যাদি
 অর্থে কর্তৃবাচ্যে কৃৎ। পা ৩। ২। ১২৮। পবমান।
 শালচ্ (শাল) চ ইৎ, অস্তোদাস্ত—২৮। বিপুলার্থে
 তদ্ধিত। পা ৫। ২। ২৮। বিশাল।
 শন্ (শু) ন ইৎ, আত্মদাস্ত—৩৩। উণ্ ৫। ২৭। পশ্।
 শ্চিৎ (চি) প ইৎ, অত্মদাস্ত—৩৪। বাস্তিক ৩। ২। ১০৮।
 পচতি। ধাতুনির্দেশে কৃৎ।
 শ্বণ্ (শ্ব) উণ্ ৫। ২৭। পার্শ্ব।
 য
 য (অ) সমাসাস্ত প্রত্যয়। ক্রীলিঙ্গে ভীষ্—২৬। পা ৫।
 ৪। ১১৫। দিমূর্দ্ধঃ। ত্রিমূর্দ্ধঃ।
 যচ্ (অ) চ ইৎ, অস্তোদাস্ত—২৯। ক্রীলিঙ্গে ভীষ্—২৬।
 পা ৫। ৪। ১১৩-১১৪। পক্ষাদুলম্।
 যড়্গবচ্ (যড়্গব) চ ইৎ, অস্তোদাস্ত—২৯। পশুঘট্-
 কার্থে তদ্ধিত। বাস্তিক, ৫। ২। ২৯ সূত্রে।
 যবন্ (অব) ন ইৎ, আত্মদাস্ত—৩৩। উণ্ ১। ১৫০।
 যাকন্ (আক) ন ইৎ, আত্মদাস্ত—৩৩। তাক্ষীল্যাদি
 অর্থে কর্তৃবাচ্যে কৃৎ। ক্রীলিঙ্গে ভীষ্—২৬। পা ৩। ২।
 ১৫৫। জল্লাক।
 যিকন্ (ইক) বাস্তিক, ৪। ২। ৬০। শতপথিক।
 যিবন্ (ইব) ন ইৎ, আত্মদাস্ত—৩৩। উণ্ ১। ১৫০।

বুক্ (ব্) আগম, অস্ত্যবয়ব—৩৬। পা ৪। ৩। ১৩৮।
 যেন্যণ্ (এন্) আধানার্থে তদ্ধিত। বাস্তিক ৪। ৩। ১২০।
 সামিধেয়।
 ক্ (ক) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। জীলিঙ্গে ভীষ্। পা
 ৫। ১। ৭৫। গমন করা অর্থে তদ্ধিত। পথিক।
 ষ্টরচ্ (তর) চ ইৎ, অস্ত্যাদান্ত—২৯। পা ৫। ৩। ১০-
 ১১। কাস্তরী।
 ষ্ট্রন্ (ত্র) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। বরুণাদি অর্থে কৃৎ।
 পা ৩। ২। ১৮১-১৮৩। উণ্ ৪। ১৫৮-১৬২। বস্ত্র।
 ষ্টচ্ (ঠ—ইক—৩৯) চ ইৎ, অস্ত্যাদান্ত—২৯। সূদ
 গ্রহণ প্রভৃতি অর্থে তদ্ধিত। পা ৪। ২। ৮০। ৪। ৪। ৩১।
 ষ্টন্ (ঠ—ইক—৩৯) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। আচারাদি
 অর্থে তদ্ধিত। ভীষ্ নিমিত্ত বকার। পা ৪। ৩। ৭০।
 ৪। ৪। ১০ ; ১৬-১৭ ; ৩১ ; ৫৩-৫৪। ৫। ১। ৪৬ ; ৫৪।
 ষ্টল্ (ঠ—ইক—৩৯) ল ইৎ, পূর্ব উদান্ত—৩২। পা ৪। ৪।
 ৯ ; ৭৪। আবসথিক।
 ফ্ (ফ=আয়ন—৩৯) সঞস্তের উত্তর তদ্ধিতে জী-ভীষ্।
 পা ৪। ১। ১৭-১৯। গার্গ্যায়ণী।
 ফুক্ (ফ=আয়ন—৩৯) ক ইৎ, অস্ত্যাদান্ত—৩০। ভবাদি
 অর্থে তদ্ধিত। পা ৪। ২। ১৯-১০০। কাপিশায়নী।
 ব্যাণ্ (য) গোত্রার্থে তদ্ধিত। পা ৪। ১। ৭৮-৮১। কৌমুদ-
 গন্ধ্য। কৌণ্ডা।
 ব্যাণ্ (য) ঞ ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। ভবাদি অর্থে তদ্ধিত।
 পা ৫। ১। ১২৩-১২৪। শৌক্য।
 ব্লাণ্ (ল) ঞ ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। পা ৪। ৩। ১৪২।
 শামীলী।
 ধরচ্ (বর) চ ইৎ, সমুদায় অস্ত্যাদান্ত—২৮। উণ্ ২।
 ১২৩-১২৪ ; ৩। ১। শর্করী।
 ধ্বন্ (ব্=অক—৩৯) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। কর্তৃবাচ্যে
 কৃৎ। পা ৩। ১। ১৪৫, এবং উহার বাস্তিক। জীলিঙ্গে

ভীষ্ জন্ত ব। নন্তক।

স

স (স) প্রশংসাদি অর্থে তদ্ধিত। পা ৪। ২। ৮০ ; ৫। ৪।
 ৪০। মৃৎসা। উণ্ ৩। ৬২-৬৯।
 সন্ (স) ইচ্ছার্থে ধাত্বংশ প্রত্যয়। পা ১। ২। ৮-১০ ;
 ২৬। ২। ৪। ৪৭-৪৮ ; ৩। ১। ৫-৭। ৬। ৪। ১৬-১৭।
 ৭। ২। ১২ ; ৪১ ; ৪৯ ; ৭৪-৭৫। ৭। ৪। ৫৪-৫৮। ৮।
 ৩। ৬১-৬২। উণ্ ৫। ২১।
 সমসণ্ (সমস) বৎসরার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ৩। ২২। অগ্নিন্
 সষৎসরে ঐষমঃ।
 সরন্ (সর) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ৩। ৭০-৭৪।
 সাতি (সাৎ) পা ৫। ৪। ৫২-৫৪। অগ্নিসাৎ।
 সিকন্ (সিক) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১৫৩।
 হংসিকা।
 সূচ্ (স্) চ ইৎ, অস্ত্যাদান্ত—২৯। পা ৫। ৪। ১৮-১৯।
 দ্বিভূঙ্ক্রে।
 সে (সে) তুমর্থে কৃৎ। পা ৩। ৪। ৯।
 সেন্ (সে) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। [সে দেথ]।
 সোঢ্ (সোঢ়) দ্ব্যর্থার্থে তদ্ধিত। বাস্তিক, ৪। ২। ৩৬ হৃত্রে।
 অবিসোঢ়ম্, অবির দ্ব্যর্থ।
 স্কক্চ্ (স্কক) চ ইৎ, অস্ত্যাদান্ত—২৯। সমূহার্থে তদ্ধিত।
 বাস্তিক, পা ৪। ২। ৫১ হৃত্রে, নরস্কক।
 স্ন (স্ন) প্রশংসার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ৪। ৪০। মৃৎস্না।
 স্নাণ্ (স্ন) ঞ ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। তদ্ধিত। পা ৪। ১।
 ৮৭। পোৎস্ন।
 স্মন্ (স্ম) ন ইৎ, আছাদান্ত—৩৩। উণ্ ৪। ১৭৬। স্মৃৎ।
 স্ম্য (স্ম) উণ্ ১। ১০৪। মৎস্ম। পক্ষে নিৎ স্বর।
 হ

হ (হ) সপ্তম্যার্থে তদ্ধিত। পা ৫। ৩। ১১-১৩। ইহ।

—ঃঃ—

উপরের প্রকরণে কেবল প্রধান প্রধান ইৎ বর্ণের উল্লেখ
 করা হইয়াছে।

মুক্তাকটক, দ্বিরাঙ্গিক, ত্রিরাঙ্গিক, স্বর্ণমধ্য, বজ্র-গর্ভ, ভূরিমণ্ডল, কুণ্ডল, কর্ণপূর, কর্ণিকা, শৃঙ্গল এবং কর্ণেন্দু এইগুলি কর্ণের অলঙ্কার।

মুক্তাকটক। সমানাকার মুক্তা সরু তারে হালি করিয়া গাঁথিয়া গোলাকার করিয়া জীপুরুষ সকলেই সেই অলঙ্কার পরিভেন। ইহা অদ্যাপি নানা স্থানে চলিত আছে।

দ্বিরাঙ্গিক। ইহার বর্তমান নাম বীর-বউলী। সোনার বালার মত দুই বেড়ের পাশে মুক্তা সাজান এবং মধ্যস্থলে নীলমণি বসান।

ত্রিরাঙ্গিক। বীর-বউলীর মত অলঙ্কার এবং মধ্যস্থলে মুক্তা সাজান থাকিলে তাহাকে ত্রিরাঙ্গিক কহে।

স্বর্ণমধ্য। বীর-বউলীর মধ্যস্থল স্তব্ধ নির্মিত হইলে তাহাকে স্বর্ণমধ্য কহে।

বজ্রগর্ভ। উত্তর পশ্চিমাদি স্থানে ইহাকে এখন গিমদা কহে। ইহার মধ্যস্থলে মাণিক, দুইপাশে মুক্তা এবং মুক্তার মধ্যভাগ হইতে নিয়ে রত্ন নোলক ঝুলান। ইহা এখনকার বাঙ্গালার এক প্রকার ছল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ভূরিমণ্ডল। ইহাও প্রায় বজ্রগর্ভের মত অলঙ্কার। ইহার পাশে মুক্তা, মধ্যস্থলে হীরা এবং তাহার মধ্যে মাণিক বসান।

কুণ্ডল। ইহা সোপানের আয় ধাপে ধাপে নির্মিত, হীরকপংক্তির দ্বারা খচিত এবং তাহাতে ছয়টি কিম্বা আটটি নেমি আছে। এখন পঞ্জাব, রাজপুতানা এবং গুজরাট প্রভৃতি স্থানের জীপুরুষ সকলেই কুণ্ডল পরিয়া থাকেন। কুণ্ডলের অপর নাম কর্ণবেষ্টন।

কর্ণপূর। ফুলের আয় কর্ণের অলঙ্কারের নাম কর্ণপূর। এখন কর্ণফুল, কুম্ভিকা, চাঁপা, ঝাঁপা প্রভৃতি নানা প্রকার কর্ণপূর চলিত আছে।

কর্ণিকা। ইহার অপর নাম তালপত্র বা তাড়পত্র। হিন্দীতে ইহাকে তালবড় কহে। বাঙ্গালায় ইহাকে কানভড়কা কহে। এ দেশে আর চলিত নাই।

শৃঙ্গল। ইহা কানে পরিবার এক প্রকার ঝালা। ইহা বিশুদ্ধ স্বর্ণে নির্মিত হয়। এখনও উত্তর পশ্চিমাদি স্থানের জীলোকেরা এই অলঙ্কার পরিয়া থাকেন।

কর্ণেন্দু। জীলোকেরা এই অলঙ্কার কানের পশ্চাদ্ দিকে পরিভেন।

লঙ্গাটিকা। ইহার অপর নাম পদ্মপাতা। সোনার

চাঁদ কিম্বা চতুর্ভুজ অথবা ষট্ভুজ পাত, তাহার মধ্যস্থলে পাথর বসান। হিন্দুস্থানের জীলোকেরা এখনও এই অলঙ্কার পরিয়া থাকেন।

প্রাঙ্গনিকা, উরঃস্থত্রিকা, দেবচ্ছন্দ, গুচ্ছ, গুচ্ছার্দ্ধ, গোস্তুন, অর্দ্ধহার, মাণবক, একাবলী, নন্দ্রমালা, সরিকা, ভ্রামর, নীললবণিকা, বর্ণসর, বজ্রসঙ্কলিকা, বৈকল্লিক এইগুলি কণ্ঠের অলঙ্কার।

প্রাঙ্গনিকা। নাভি পর্যন্ত লম্বিত সোনার হারের নাম প্রাঙ্গনিকা। নাভি পর্যন্ত লম্বিত হারের সাধারণ নাম ললন্তিকা বা লখন। অমর ইহাকে এক প্রকার মালার মধ্যে গণনা করিয়াছেন।

উরঃস্থত্রিকা। নাভি পর্যন্ত লম্বিত মুক্তাহারের নাম উরঃস্থত্রিকা।

দেবচ্ছন্দ। একশত নলা মুক্তাহারের নাম দেবচ্ছন্দ।

গুচ্ছ। বত্রিশ নরী মুক্তাহারকে গুচ্ছ কহে। (ষাট্রিংশদ্যষ্টিকো গুচ্ছঃ। অমরের টীকায় মহেশ্বর)।

গুচ্ছার্দ্ধ। চব্বিশ নরী মুক্তাহারের নাম গুচ্ছার্দ্ধ বা অর্দ্ধগুচ্ছ। (চতুর্বিংশতিযষ্টিকো গুচ্ছার্দ্ধঃ। অমরের টীকায় মহেশ্বর)।

গোস্তুন। চারি নরী মুক্তাহারের নাম গোস্তুন। (চতুর্গষ্টিকো গোস্তুনঃ। অমরের টীকায় মহেশ্বর)।

অর্দ্ধহার। বার লহর মুক্তাহারকে অর্দ্ধহার কহে। (দ্বাদশযষ্টিকো অর্দ্ধহারঃ। ইতি অমর টীকায় মহেশ্বরঃ। কিন্তু মতান্তরে ৬৪ নরী হারকে অর্দ্ধহার কহে।

মাণবক। বিশ নরী মুক্তাহারের নাম মাণবক। (বিংশতিযষ্টিকো মাণবকঃ। অমরের টীকায় মহেশ্বর)। কিন্তু মতান্তরে ২৪ লতিকা মুক্তাহারকে মাণবক কহে এবং বার নরী হারের নাম অর্দ্ধমাণবক।

একাবলী। এক নরী মুক্তাহারের নাম একাবলী।

নন্দ্রমালা। ২৭ টি মুক্তায় গ্রথিত একাবলী হারের নাম নন্দ্রমালা। (সৈবৈকাবলী সপ্তবিংশতিমৌক্তিকৈঃ কৃত্য নন্দ্রমালা শ্রাৎ)।

ভ্রামর। বড় বড় মুক্তা দিয়া উৎকৃষ্ট একাবলী হার গাঁথিতে হয় এবং মধ্যমাংকার মুক্তা দ্বারা যে হার রচিত হয় তাহার নাম ভ্রামর। (মূলমুক্তাকটকৈঃ কার্য্য্য কণ্ঠে দ্বৈকাবলী বরা। মধ্যমুক্তাকটকৈঃ কুর্ধ্যাদ্ ভ্রামরং সুবিচক্ষণম্। রত্নরহস্যম্ভূত মানসোদ্যোগঃ)।

নীললবণিকা। ইহা পাঁচ, সাত অথবা নয় নরীতে মুক্তা হার নির্মিত। ইহার উপাঙ্গে মনোহর নীলমণি

বসান থাকে। ইহার হালাগুলি সোনার তারে গাঁথিতে হয়। তাহার পর একটীর পর আর একটা হালা ক্রমশঃ ছোট করিয়া আনিয়া সমস্ত তারের অগ্রভাগগুলি একত্র গুটাইয়া বাঁধিবে। বাঁধিয়া তাহাতে ইক্ষ্মণী পাথর বসাইবে। ইহার প্রত্যেক নরের মধ্যস্থলে নীলকান্ত-মণির ধুকধুকী ঝুলিতে থাকে। এইরূপ হারের নাম নীললবণিকা।

বর্ণসর। নীললবণিকার মত মুক্তাহার গাঁথিয়া তাহাতে হরিণ্মণি এবং নীলমণি বসাইলে তাহাকে বর্ণসর কহে।

সরিকা। গলায় ঠিক আঁটিয়া থাকে একরূপ হার নয়টা কিম্বা দশটা মুক্তা দিয়া গাঁথিলে তাহাকে সরিকা বলা যায়।

বজ্রসঙ্কলিকা। সরিকা হারের বাহিরে নীলকান্তমণির ধোপনা লাগাইলে তাহাকে বজ্রসঙ্কলিকা কহে।

বৈককিক। গলা হইতে যে মালা যজ্ঞোপবীতের ভ্রায় বক্র হইয়া বক্ষঃস্থলের উপরে আসিয়া পড়ে তাহাকে বৈককিক কহে।

পদক এবং বন্ধুক এই দুইটা বক্ষঃস্থলের অলঙ্কার। পদক অনেক প্রকার। এই অলঙ্কার আজও সর্বত্র চলিত আছে। সচরাচর সোনার ষট্‌কোণ বা অষ্টকোণ ফুলের বা পত্রের আকারে ইহা নির্মিত হয়। বহুমূল্য পদক দেখিতে পত্রের মত। তাহার ধারে ধারে ও মধ্যস্থলে হীরকাদি খচিত থাকে। রত্নরজ্জু দ্বারা ঝুলাইয়া বক্ষঃস্থলে পদক ধারণ করিলে তাহাকে বন্ধুক কহে।

কেয়ূর, পঞ্চকা, কটক, বলয়, চূড় এবং কঙ্কণ এই-গুলি বাহ্যিক অলঙ্কার।

কেয়ূর। অনন্তের মত, সিংহাদির মুখের আকৃতি বালা এবং তাহাতে রত্ন খচিত হইলে কেয়ূর বলা যায়। ইহা কহুইয়ের উপরে প্রগণ্ডে পরিতে হয়। হিন্দুস্থানীতে ইহাকে বাহুবট বা বাজুবন্ধ কহে। কেয়ূরের অপর নাম অঙ্গদ। মতান্তরে কেয়ূরে ধোপনা না থাকিলে তাহাকেই অঙ্গদ বলে। (রত্নরহস্ত)। ‘সুবর্ণমণিবিভক্ত-মুক্তাজালকমঙ্গলম্’।

পঞ্চকা। সুবর্ণাদি নির্মিত বিবিধ আকারের পৃথক পৃথক গুলি একত্র করিয়া গাঁথিলে তাহাকে পঞ্চকা কহে। ইহার বাঙ্গালা নাম পইচা।

কটক। সোনার পাতের উপর রত্ন খচিত করিলে তাহাকে কটক কহে।

বলয়। বাঙ্গালার ইহাকে বালা বলা যায়। বালা অনেক প্রকার। সরিঙ্গ লোকে সীসের, পিতলের ও রূপার বালা পরে। মধ্যবিত্ত লোকের বালা সুবর্ণ নির্মিত। ধনাঢ্য লোকেরা সোনার বালায় মিনা কাজ করাইয়া তাহাতে অনেক প্রকার হীরকাদি খচিত করেন। হাতের কজায় বালা পরিতে হয়। বাঙ্গালা দেশে কেবল জীলোকেরাই এই অলঙ্কার পরেন। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে জীপুরুষ সকলেই বালা পরিয়া থাকেন। এই অলঙ্কার গোলাকার। উৎকৃষ্ট বালার দুইমুখে বাঘের কিম্বা সিংহের অথবা সাপের মুখ থাকে।

চূড়। হাতের কজায় আঁটিয়া না যায় অথচ অত্যন্ত চল না হয়, একরূপ পরিমাণের গোলাকার অলঙ্কার, সোনার সরু সরু শলাকায় নির্মিত, ইহাদের দুই পাশ খিল দিয়া আঁটিতে পারা যায় একরূপ করত্মণকে চূড় কহে। এই চূড় এখন অনেক প্রকার হইয়াছে।

অর্দ্ধচূড়। চূড়ের অর্দ্ধপরিমাণ অলঙ্কারের নাম অর্দ্ধ-চূড়। এখনকার জলতরঙ্গ চূড়ীর স্তায় ঢেউ-খেলান বলয়কে আবাপক কহে। রত্নখচিত বলয়াকৃতি অলঙ্কারের নাম পারিহার্য্য।

কঙ্কণ। ইহা সুবর্ণ নির্মিত। কজার ঠিক বেড়ের উপযোগী। ইহার ধারে ধারে কঁাকর কাটা। কঙ্কণ অনেক প্রকার আছে।

অঙ্গুলীতে যে অলঙ্কার পরিতে হয় তাহার নাম আঙুটী বা অঙ্গুরীয়ক। অতি প্রাচীন কালেই এদেশে এখনকার মত নামাঙ্কিত ‘সিল্‌ আঙুটীর’ চলন হইয়াছিল। [ইহার বিবরণ অঙ্গুরি শব্দে দেখ]। পূর্বে আঙুটীতে নামাঙ্কিত থাকিত বলিয়া তজ্জপ অঙ্গুরীয়কের নাম মুদ্রা। তাহাকে মুদ্রিকা এবং অঙ্গুলিমুদ্রাও কহে। (সাকরাস্ত্রিমুদ্রা স্তাৎ। অমর)।

এখনকার মত পূর্বে এদেশে হীরকাদি খচিত নানা প্রকার আঙুটী ছিল এবং সেই সকল অঙ্গুরীয়কের অনেক রকম নাম দেওয়া হইয়াছিল। আঙুটীর দুই দিকে দুই খানি হীরা এবং মধ্যস্থলে হরিণ্মণি কিম্বা নীলমণি বসান থাকিলে তাহার নাম ‘বিহীরক’। ত্রিকোণ আঙুটী, মধ্য হীরা এবং তিন কোণে অঙ্গ মণি বসান থাকিলে তাহাকে বজ্র কহে। গোলাকার অঙ্গুরীয়ক, চারি ধারে হীরা এবং মধ্য মণি বসান, তাহার নাম ‘রবিমণ্ডল’। ঋক্ অথচ আরত, চারিটা কোণযুক্ত এবং ক্রমশঃ বাহা

উন্নত হইয়া উঠিয়াছে ও মধ্যস্থলে হীরা খচিত, ভেমন আঙুটিকে 'নন্দ্যাবর্ত' বলা যায়। যে আঙুটিতে সুরাগ মাণিক, উত্তম মুক্তা, সুরমা প্রবাল, মরকত, পুস্পরাগ, হীরক, ইজ্ঞনীল, পীতমণি এবং বৈদূর্য্য খচিত থাকে তাহার নাম 'নবরত্ন' বা 'নবগ্রহ'। আঙুটির বেড় যদি হীরক দ্বারা বেষ্টিত হয় তবে তাহাকে 'বজ্রবেষ্টক' কহে। আঙুটির দুইপার্শ্বে ছোট হীরা এবং মধ্যস্থলে বড় হীরা আঁটা থাকিলে তাহার নাম 'জিহীরক'। যে আঙুটি দেখিতে সাপের কণার মত, যাহার গোল বেড়ে হীরা বসান এবং যাহা বহরত্ন শোভিত তাহার নাম 'স্তম্ভ-মুক্তিকা'।

কাঞ্চী, মেথলা, রসনা, কলাপ, কাঞ্চীদাম, এবং শৃঙ্খল এই কয়েকটি কোমরের অলঙ্কার।

কাঞ্চী। এখনকার গোটের মত একহালী অলঙ্কারকে কাঞ্চী কহে।

মেথলা। আট হালী কাঞ্চীর নাম মেথলা। বোধ হয় এখনকার চক্রহার ও সূর্য্যহার পূর্ব্বে মেথলা নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

রসনা। ষোল হালী কাঞ্চীর নাম রসনা।

কলাপ। পঁচিশ হালী কাঞ্চীর নাম কলাপ।

কাঞ্চীদাম। চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত, সূবর্ণ নির্ম্মিত, ঝালর ও সুব্রুরযুক্ত এবং যাহা নিতম্বের নিম্নে আসিয়া পড়ে, সেই অলঙ্কারের নাম কাঞ্চীদাম। চাবি শিক্লীর দ্বার পূর্ব্বে শৃঙ্খল অলঙ্কার গঠিত হইত।

পাদচূড়, পাদকটক, পাদপদ্ম, কিকিণী, পাদকণ্টক, মুক্তিকা এইগুলি পায়ের অলঙ্কার।

পাদচূড়। হাতের চূড়ের মত সোনার শলাকার দ্বারা নির্ম্মিত, পায়ের মত বেড় এবং তাহাতে নানা প্রকার হীরকাদি বসান, এক্রপ অলঙ্কারকে পাদচূড় কহে।

পাদকণ্টক। সোনার নির্ম্মিত, তিন-খাকযুক্ত, ঘোড়ের স্থান খিল দ্বারা বদ্ধ, চতুর্ভুজ, ষট্‌কোণ অথবা আটকোণ বিশিষ্ট; উপরে সোনার কড়াই বসান; নুন নুন শব্দযুক্ত; এক্রপ অলঙ্কারের নাম পাদকণ্টক। বাঙ্গালার ইহা এখন পাইজোর নামে খ্যাত।

পাদপদ্ম। ইহাকে এখন চরণচাপ বা চরণপদ্ম বলা যায়। ইহাতে তিনটী বা পাঁচটী শৃঙ্খল থাকে; ইহা নানা প্রকার রত্নে খচিত এবং সন্ধিস্থান খিলে বদ্ধ।

কিকিণী। ইহাকে এখন আমরা যুগ্মুর বলি। ইহা সোনার নির্ম্মিত। ইহার ভিতরে কলাই থাকে, তাই

চলিবার সময়ে শব্দ হয়।

মুক্তিকা। ইহা রত্নে নির্ম্মিত। আরত এবং রক্তবর্ণ। চলিবার সময়ে এই অলঙ্কারেও শব্দ হয়।

নুপুর। ইহা সূবর্ণ নির্ম্মিত এবং নানা প্রকার রত্নে খচিত। গোড়ালীর পশ্চাৎ হইতে অঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত পা বেড়িয়া থাকে। ইহার ভিতরে কলাই আছে, তজ্জন্ত চলিবার সময়ে ইহাতেও শব্দ হয়। এখন গৃহ-স্থের জ্বীলোকেরা আর নুপুর পরেন না। যাহারা নৃত্যাদি করে, কেবল সেই সকল লোকেই নাচিবার সময়ে নুপুর পরিয়া থাকে।

মাস্তুষের আদিম অবস্থায় সোনা রূপা কিম্বা মণি মুক্তা ছিল না। কোথাও কচিং এই সকল বহুমূল্য রত্ন থাকিলেও সে সময়ে লোকে ইহাদের ব্যবহার ও আদর জানিত না। তাই প্রথমাবস্থায় মাস্তুষে অস্থি প্রভৃতির অলঙ্কার প্রস্তুত করিত। ধাতুর মধ্যে লোহাই মাস্তুষের প্রথম ব্যবহারে আসিয়াছে। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, পর্ব্বতের অসভ্য ও অশিক্ষিত লোকেরা অস্ত্র কারিকরি কিছু না জামুক, কিন্তু তাহারা খনি প্রভৃতি হইতে লৌহ ভুলিয়া তাহাতে অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে পারে। তাই বোধ হয়, আমাদের দেশে লোকে সর্ব্ব প্রথমে শস্ত্রের ও লোহার অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে পারিত। সেই জন্ত এই দুইটা অলঙ্কারের এখনও এত মর্যাদা। জ্বীলোকদের যতই কেন বহুমূল্য অলঙ্কার হউক না, কিন্তু হাতে লোহা থাকা চাই। লোহা না থাকিলে পতির বড় অকল্যাণ। শঙ্খ পরিবার প্রথা দিন দিন উঠিয়া যাইতেছে। কিন্তু এই অলঙ্কার এখনও যাহারা পরেন, সে সকল জ্বীলোকেরা ইহার বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। শাঁখা পরিবার সময়ে তাহাতে সিন্দূর, দুর্দী ও ধান দিয়া সন্মান করিতে হয়; তন্ত্রির সকলেই শাঁখারীকে একটি ভোজ্য দিয়া থাকেন। তজ্জন্ত স্পষ্টই বোধ হইতেছে, লৌহ এবং শঙ্খই আমাদের দেশের প্রথম অলঙ্কার ছিল।

বাঙ্গালাদেশের স্থানে স্থানে এখন নানা প্রকার অলঙ্কারের চলন হইয়াছে। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের জ্বীলোকদের শিরোভূষণ কিছুই ছিল না। কেবল বালক বালিকা এবং যুবতীরা ঘোঁপা বাঁধিয়া তাহাতে বড় বড় পুঁটে লাগাইয়া দিত। পুঁটের আকার প্রায় মল্লিকা ফুলের কুড়ীর মত; কিন্তু তাহার চেয়ে অনেক মোটা ও বড়। অবস্থা বুঝিয়া পুঁটে, সোনা ও রূপা

এই উভয় ধাতুতেই নির্মিত হইত। এখনও বাঙ্গালার নানা স্থানে পুঁটের চলন আছে। অনেকে চুল বিনাইয়া তাহার শেষভাগে ফুলের মত বড় একটা পুঁটে বাঁধিয়া দেয়।

বাঙ্গালী জীলোকদের এখন মাথার অনেক প্রকার অলঙ্কার হইয়াছে। বালিকা ও যুবতীরা সীথায় সিঁথী পরে। ইহার আকৃতি ঠিক সীমন্তের মত, কানের উপর হইতে মাথার মধ্যস্থল পর্যন্ত বক্র হইয়া আসিয়াছে। ইহার ভূমি সোনার তারে নির্মিত, মধ্য মধ্য পাথর বসান, নিম্নদিকের ধারে ধারে মুক্তার ঝালর, মধ্যস্থল হইতে ধুকধুকী কুলিয়া কপালের উপরে আসিয়া পড়ে, উপর দিকে একটা পেটা খোঁপার সঙ্গে বাঁধা থাকে।

বিনানীতে জড়াইবার নিমিত্ত রূপার বা সোনার জিঞ্জির। খোঁপায় লাগাইবার নিমিত্ত গুঁজী কাটা, নানা প্রকার ফুল ও প্রজাপতি, জরির গোটা ও ফিতা, এতদ্ভিন্ন মাথার আর অধিক অলঙ্কার বড় দেখা যায় না।

বোধ হয়, পূর্বকালে ভারতবর্ষে নাকের অলঙ্কার ছিল না। অমরাদির পুস্তকে ইহার উল্লেখ নাই। নত, মাকড়ী, বেসর, নোলক, বোন্দা প্রভৃতি নাকের অলঙ্কার কখন চলিত হইয়াছে বলা যায় না। নত, সোনার গোলাকার তারে নির্মিত। ইহার এক ধারে বড়শীর মত একটু বক্রাকার কাঁটা থাকে, অল্প ধারে ঐ কাঁটা পরাইবার যোগ্য একটু ছিদ্র রাখিয়া তারের কতক অংশ নতের গায়ে জড়িত করিতে হয়। কাজেই আঁড়ার দিক্ অপর দিকের চেয়ে ছল হইয়া উঠে। এই ছল দিকে লোকে আপনার অবস্থানসারে পলা ও মুক্তা লাগাইয়া দেয়। তাহার পর নতের মধ্যস্থলে একটা নোলক লাগান থাকে। নাকের বাম পাশে নত পরিতে হয়। হিন্দুস্থানের নত অতিশয় ভারী ও বৃহদাকার। তাহা নাকে পরিয়া থাকা হুসর।

নাকের মাকড়ীর গড়ন অতি সামান্য। ইহা সরু তারে নির্মিত। ইহার এক ধারে গুটাইয়া একটু ছিদ্র রাখিতে হয় এবং অপর ধারে ক্ষুদ্র একটু আঁটা থাকে, তাহাতেই মাকড়ী আঁটা যায়। বালিকারা নাকের বামভাগে কিছা ডাঁটিতে মাকড়ী পরে। বেসর ও নোলক নাকের ডাঁটিতে পরিতে হয়। বেসরের গড়ন নানা প্রকার। সচরাচর সোনার তারে অর্ধচন্দ্রাকৃতি পেটীর নিম্নদিকে ছোট ছোট ঝালর লাগান থাকে। নোলকের মধ্যস্থলে কুলকলির মত গোল ও

এক মুখ সরু মুক্তার ভিতরে সোনার তার লাগান থাকে। ঐ তারের নিম্নমুখ গুটান এবং উপরিভাগে আঁটা থাকে, তাহাই নাকে লাগান যায়।

মৃতবংশা জীলোকের সম্বন্ধে কথিলে অনেকে হৃদিকারেরেই সেই সন্ধ্যাপ্রস্থ শিশুর দক্ষিণ দিকের নাক বিধাইয়া তাহাতে লোহার, রূপার বা সোনার মাকড়ী পরাইয়া দেয়। প্রবাদ আছে, তাহাতে নাকি শিশুর জীবন রক্ষা পায়।

কানের অলঙ্কারের মধ্যে ঢেঁড়ী, মাকড়ী, পাশা, কুম্কা, কর্ণফুল, কানবালা, কান, বীরবোঁলী, চোঁলানী, পিপুলপাত, ছল, চাঁপা প্রভৃতি অলঙ্কার অধিক প্রসিদ্ধ। এই সকলের মধ্যে আজি কালি সম্পন্ন ঘরের জীলোকেরা নানাপ্রকার কর্ণফুল, মাকড়ী, এবং কানই অধিক ব্যবহার করেন। পাশা প্রভৃতি গহনা পরিলে নির কানে বড় ছিদ্র হয় তজ্জন্ত ভ্রূলোকের জীলোকেরা প্রায় আর উহা পরেন না। এই সকল কানের অলঙ্কারের মধ্যে কর্ণবেধের পর ঝালকেরা কিছু দিন পর্যন্ত মাকড়ী ও চাঁপা পরিয়া থাকে। কিন্তু এই প্রথা দিন দিন উঠিয়া যাইতেছে।

কণ্ঠমালা, পাঁচনলী, সাতনলী, দানা, মটরমালা, চাঁপাকলি, চিক্, হাঁসলী, বাইচুঁড়ী, মাছলী, পদক, মুক্তারমালা প্রভৃতি গুলি গলার অলঙ্কার। ইহার মধ্যে বাইচুঁড়ী সীসে নির্মিত; ইহা ক্ষুদ্র ও গোলাকার। কার্পাসের বা রেশমের সুতার গাঁথিয়া শিশুদিগকে এই অলঙ্কার পরাইতে হয়। প্রবাদ আছে যে, বাইচুঁড়ী গলার থাকিলে এবং মধ্যে মধ্যে উহা চুষিলে শিশুদের কোন প্রকার পীড়া জন্মে না। আজি কালি এই অলঙ্কারের চলন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

মরদানা, যবদানা, মুড়কীমাছলী, পলাকাঁটা, চুড়ী, বাউটা, পৈঁচে, ঠেংরে নো, নো, গজরা, রসনো, তাড়, বাজু, হাতমাছলী, তাবিজ, জলম, বালা, শাঁখা, রতনচুড়, আঙুটা, নারিকেলফুল, কবচ, অনন্ত, করপল্ল প্রভৃতি গুলিহাতের অলঙ্কার। এই সকল অলঙ্কারের মধ্যে ঝালক বালিকারা তাড়, বাজু ও বালা পরিয়া থাকে। জীপুরুষ সকলেই আঙুটা পরেন। অনন্ত এবং কবচ পুরুষকেও পরিতে দেখা যায়।

চন্দ্রহার, সূর্যহার, গোট, চাঁদির শিখলী, বিচে, ব্যাড্, বোর কোমর পাঁটা, নিমফল এইগুলি কোমরের অলঙ্কার। ইহার মধ্যে বাঙ্গালার ইতর লোকের পুরুষ-

রাও গোট পরিয়া থাকে। বোর কোমর পাটা, ব্যাঙ এবং নিমকল এগুলি শিশুদের অলঙ্কার।

বাঁকমল, গোলমল, আঙ্গুট, ঘুটকী, গুজরী পঞ্চম, পাইজোর, পাওড়া, চরণপদ্ম, বেকী, ঘুজর এই সমস্ত গুলি পারের অলঙ্কার। ইহার মধ্যে বেকী এবং ঘুজর শিশুদের গহনা। কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানের সম্ভ্রান্ত জীলোকেরা গোলমল এবং লচরণপদ্ম পরেন। কিন্তু বর্ধমান, বীরভূম, মানভূম প্রভৃতি অস্তান্ত স্থানে এখনও বাঁকমল প্রভৃতি অলঙ্কার চলিত আছে। বাঙ্গালার হিন্দুরা সোনার অলঙ্কার পায়ে পরেন না। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, রাজপুতানা প্রভৃতি অস্তান্ত স্থানে সকলেই স্বর্ণালঙ্কার পায়ে পরিয়া থাকেন।

মুকুট হার কেয়ুর প্রভৃতি অলঙ্কারে যেমন অঙ্গ সুশোভিত হয় এবং তাহা দেখিলে চক্কের প্রীতি জন্মে, বাক্যেরও সেই রূপ অলঙ্কার আছে। অলঙ্কার সুশোভিত বাক্য শুনিলে কিবা পাঠ করিলে কর্ণের এবং মনের আনন্দ জন্মে। বনবাসী অসভ্য লোকদের ভাল অলঙ্কার নাই; তাহারা ভাল অলঙ্কার গড়িয়া অঙ্গের বেশভূষা করিতে জানে না। মাহুবে প্রথম প্রথম ভাল অলঙ্কার দিয়া ভাষাও সাজাইতে জানিত না। সর্বাঙ্গের সামান্য পদ্যে মিল করিয়া কথা কহিতে পারিলেই তাহা লোকের প্রীতিকর হইত। ‘মাছের মা, শাকের ছাঁ’। ‘রাঙা দিদি খোকর মা, আমি না এলে যেও না’—এই রূপে অল্পে অল্পে রসাত্মক বাক্যের সৃষ্টি হইল। কেহ একটু রসিকতা করিয়া কথা কহিতে গেলেই সে কথা পদ্যে প্রকাশ করিত। অতএব অক্ষর সংখ্যার নির্দিষ্ট পরিমাণ এবং বর্ণের মিল থাকিলে বাক্য শুনিতে মিষ্ট হয় এই জ্ঞান মাহুষের মনে প্রথম উদিত হইয়াছিল।

কিন্তু কেবল কানে মিষ্ট শুনাইলে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না, মনেও একটু চিন্তা করা চাই। অতএব ভাব থাকা আবশ্যক। কিন্তু অত্যন্ত অসভ্য অবস্থায় লোকে গৃঢ় ভাব আনিতে পারে না, সে কারণ একটু একটু হিঙ্গলীর আরম্ভ হইল। উত্তর কালে এই সকল গুণ মার্জিত হইয়া কাব্যরূপ ধারণ করিয়াছে। যথার্থ ভাবসম্পন্ন কাব্য, অত্যন্ত অসভ্য অবস্থারও সম্পত্তি নহে, অত্যন্ত সভ্য সমাজেও ইহার বিকাশ নাই। যে সময়ে মাহুষ প্রথম শিক্ষিত হইয়া আসে, লোকের হৃদয় উদার ও কোমল থাকে, সেই সময়েই আমরা কবিতা হৃদয়ীর

মধুর মুরলী শুনিতে পাই।

কাব্যের অলঙ্কার দুই প্রকার,—শব্দ এবং অর্থযুক্তি। শব্দালঙ্কারে কর্ণের সুখ জন্মে এবং অর্থালঙ্কারে হৃদয় পুলকিত হইতে থাকে। অমুপ্রাস, যমক এবং করুণাদি রসে অল্প ও দীর্ঘপ্রাণাদি বর্ণবিজ্ঞাস করিলে কবিতা শুনিতে মিষ্ট হয়। ইহাকেই শব্দালঙ্কার কহে। এতদ্ভিন্ন কবিতা, নানা প্রকার কোশলে শব্দ সাজাইয়া কবিতা রচনা করেন। অর্দ্ধতম ইহার একটা উদাহরণ। ইহাকেও শব্দালঙ্কার বলা যায়। যেখানে অর্থের চমৎকারিছ থাকে, তাহাকেই অর্থালঙ্কার কহে।

কাব্যে সচরাচর নিম্নলিখিত অলঙ্কারগুলির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক অলঙ্কার আছে। সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, সরস্বতীকথাভরণ পুস্তকে তাহার বিশেষ বিবরণ দেখ।

অতিশয়োক্তি, অধিক, অল্প, অমুকুল, অপগুণ, অমুক্তা, অমুপ্রাস, অমুমান, অমোক্ষ, অপকুতি, অপ্ৰস্তুতপ্রশংসা, অভিধাহেতু, অর্থান্তরজ্ঞাস, অর্থাপত্তি, অন্ন, অবজ্ঞালঙ্ঘতি, অসঙ্গতি, অসদর্থনিদর্শনা, অসম্ভব, আবৃত্তিদীপক, আক্ষেপ, উৎপ্রেক্ষা, উত্তর, উদাত্ত, উপমা, উপমোপমা, উল্লাস, উল্লেখ, একাবলী।

কারকদীপক, কারণমালা, কাব্যলিঙ্গ, চিত্র, তদগুণ, তুল্যযোগিতা, দীপক, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, নিরুক্তি, পরিকর, পরিকরাঙ্কুর, পরিণাম, পরিবৃতি, পরিসংখ্যা, পর্যায়, পর্যায়োক্তি, পিতৃহিত, পুনরুক্তবদ্যভাস, পূর্বরূপ, প্রতিবস্তুপমা, প্রতিষেধ, প্রতীপ, প্রত্যনীক, প্রস্তুতাকুর, প্রহর্ষণ প্রৌঢ়োক্তি, ভাবিক, ভাষাসমাবেশ, ভ্রান্তিমান, মূঢ়া, যমক, যুক্তি, রত্নাবলী, রূপক, ললিত, লেশ, বিকল্প, বিচিত্র, বিধি, বিভাবনা, বিরোধ, বিরোধভাস, বিশেষ, বিশেষোক্তি, বিষম, বিসাদান, ব্যাঘাত, ব্যাজনিলা, ব্যাজস্বতি, ব্যাজ্যোক্তি, ব্যতিরেক, শ্লেষ, সন্দেহ, সম, সমাধি, সমাসোক্তি, সমুচ্চয়, সম্ভাবন, সামান্য, সার, হ্রস্ব, স্তোত্রোক্তি, স্মৃতিমান, স্বভাবোক্তি, হেতু, হেতুপকুতি।

অলঙ্কারি (ত্রি) অলং-পাঠ্য-কুমারি অবিবাহিতাকথাভরণায়। অবিবাহিতা কস্তার ভরণপোষণোপযোগী ধন প্রভৃতি।

অলঙ্কৃত (ত্রি) অলং-ক-কর্মণি ক্ত। ভূষিত।

অলঙ্কৃতি (ত্রি) অলং-ক-ভাবে ক্তি। অলঙ্কার। ভূষণ।

করণে জিন্। যদ্বারা অলঙ্কৃত করা যায়। কাব্যের উপমাাদি অলঙ্কার।

অলঙ্কিত্রা (স্ত্রী) অলম্-কৃ (কৃৎ: শচ। পা ৩।৩।১০০) ইতি শ। ভূষিতকরণ। ভূষা।

অলঙ্কামিন্ (স্ত্রী) অলং পর্যাপ্তং গচ্ছতি অলম্-গম্-নি। যে প্রচুর গমন করে। যে সর্বদা গমন করে। যে শত্রুর প্রতি গমনশীল।

অলঙ্জনীয় (ত্রি) ন লজ্জিতুং শক্যং লজ্জ-অনীয়ন্। যাহা অতিক্রম করা যায় না।

অলঙ্জ্য (ত্রি) ন লজ্যং লজ্জ-ণ্যৎ। যাহা লজ্জন করা যায় না।

অলঙ্জী (স্ত্রী) অলা পর্যাপ্তা সতী জায়তে জন-ড গৌর-ভীষ্। সন্ধিস্থানের রোগ বিশেষ।

অলঙ্কর (পুং) অলং পর্যাপ্তং জ্ঞাতি জ্-অচ্। জালা। মাটির বৃহৎ জলপাত্র। অলিঙ্কর এবং অলঙ্কর এ প্রকার রূপেরও প্রয়োগ আছে।

অলঙ্কীবিক (ত্রি) অলং পর্যাপ্তং জীবিকায়ৈ। জীবিকা-নির্কীর্ষের যথেষ্ট ধনাদি।

অলঙ্কুষ (ত্রি) অলং পর্যাপ্তং জুষাতে অলম্-জুষ-বা-কর্মণি ক। ভক্ষণ করিবার পর্যাপ্ত মাংসাদি।

অলতি (পুং) অল-বা-অতিচ্। (বাহুল্যকালেরপি। অলতির্গীতমাতৃকা, ইতি উজ্জলদত্ত, উণ্ ৪।৬০ সূত্রে)। গীতবিশেষ। স্বর সাধিবার নিমিত্ত সারিগামাদি স্বর বিশেষ।

অলন্তরাম্ (অব্য) অলম্-তরপ্-আমু। অত্যর্থে।

অলঙ্কন (ত্রি) অলং প্রভূতং ধনমন্ত্যন্ত অর্শ আদিহাৎ অচ্। সমৃদ্ধিশালী। যাহার প্রচুর ধন আছে।

অলঙ্কুম (পুং) অলম্ পর্যাপ্তং ধুমঃ। ধূমসমূহ।

অলম্ (অব্য) অল-বা-আমু।। ভূষণ। পর্যাপ্তি। বারণ। নিরর্থক। শক্তি। অত্যর্থ। সম্পূর্ণ। প্রচুর। নিবেদ। সমর্থ।

অলম্পাশু (পুং) অলং যজ্ঞে নিরর্থকঃ পশুঃ। যজ্ঞে যে পশু প্রশস্ত নহে।

অলম্পুরুষীণ (পুং) অলং সমর্থঃ পুরুষায় অলম্পুরুষ-স্বার্থে ষ। [অলঙ্করণ শব্দে সূত্র দেখ]। প্রতিমলাদিপুরুষ। যে অস্ত্রের সঙ্গে মল্লযুদ্ধাদি করিতে পারে।

অলম্বুজি (স্ত্রী) অলং ব্যর্থী পর্যাপ্তা বা বৃদ্ধিঃ। নিরর্থক বৃদ্ধি। পর্যাপ্ত বৃদ্ধি।

অলম্বুয (পুং) অলং পুষ্কতি অলম্-পুষ-ক পু-পকারত

বকারঃ। বমন। প্রহস্ত। রাবণের মন্ত্রি বিশেষ। ঘটোৎ-কচও অলম্বুয নামে এক রাক্ষসকে বিনষ্ট করে।

অলম্বুযা (স্ত্রী) লজ্জাবতী লতা। অঙ্গরোবিশেষ। গভীরী। (অস্ত্রে প্রবেশ করিতে না পারে এরূপ অল-রেখার গভীর)। রামারণে লিখিত আছে, রাম স্বর্ষ্যগ্ন মারিতে বাইবার সময়ে সীতার চারি দিকে জলের গভী দিয়া গেলেন, রাবণ ছল ক্রমে সীতাকে তাহার মধ্য হইতে বাহির করিয়া হরণ করেন।

অলম্বুয়া (পুং) দেশবিশেষ।

অলম্বুয় (ত্রি) অলম্-ভৃ-গৃহু। সমর্থ।

অলর্ক (পুং) অলম্ অর্ক্যতে অর্ক্যতে বা, অর্ক-অচ্-অর্ক-ঘঞ্ বা শক্কাদিহাৎ টেলেপাঃ। কিন্তু কুতুর। শাদা আকন্দ বৃক্ষ। কুমিবিশেষ। মহাভারতের শান্তিপর্বে ইহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। সত্যযুগে ঐ কীট দংশ নামে এক অসুর ছিল। পরে সেই অসুর বলপূর্বক কুতুর ভাষ্যাকে অপহরণ করে। তজ্জন্তু ভৃগু রোষাবিষ্ট হইয়া এই শাপ দেন যে,—‘রে ছন্দ্যতি! তুই যে শাপ করিলি, ইহাতে তুই মৃত্যুশ্লেশভোজী কীট হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবি। পরে আমার বংশে রাম নামে এক পুরুষ অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহার শুভদর্শনে তুই মৃত্যু হইবি’।

দ্বাপর যুগে কর্ণ কণ্ট ব্রাহ্মণ বেশে পরশুরামের কাছে ব্রহ্মাভ্রাদি শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। এক দিন পরশুরাম, কর্ণের কোলে মাথা দিয়া ঘুমাইতেছেন, ইত্যবসরে একটা কীট আসিয়া রক্তপান করিবার নিমিত্ত কর্ণের উরুদেশ ভেদ করিতে লাগিল। ঐ কুমির আটটা পা, তীক্ষ্ণ দন্ত, হৃদির তুল্য লোম এবং দেহিতে ঠিক শূকরের মত। পাছে গুরুর নিজাভঙ্গ হয় সেই ভয়ে কর্ণ স্থির হইয়া থাকিলেন। অতঃপর কর্ণের উরু হইতে রক্তধারা বাহির হইয়া পরশুরামের অঙ্গ প্রাণিত করিল। তিনি চাহিয়া দেখেন নিকটে একটা অসামান্য কীট রহিয়াছে। রামের দৃষ্টিমাত্র সেই কীট শাপযুক্ত হইল।

অলপম্ (স্ত্রী) ন লপ্যতে মরৈতৎ কৃতমিতি ন কথ্যতে লপ্—(সর্লধাতুভ্যোহস্। উণ্ ৪।১৮৮)। ইত্য-স্ম ততো নঞ-তৎ। অর্থবা ন রপঃ পাপম্ রত লকারঃ। অপাপ। পাপ ভিন্ন। পুণ্য।

অলবাল (স্ত্রী) লবং জলকণা ন আলাতি গৃহ্যতি বহি-ভূমির্লব্ধাৎ লব-আ-লা-ক ততো নঞ-তৎ। বৃক্ষে জল সেকার্দ গোলাকার জল বাধ বিশেষ। আইল

বাহার মধ্যে জল দিলে গাছের গোড়া হইতে জল গড়াইরা বাইতে পারে না।

অলস (জি) ন লভতি কশিংশিং কার্যে ব্যাপ্রিয়তে লস-অচ্ ততো নঞ্ তৎ। অবশ্য কর্তব্য কার্য্য করিতে অসিদ্ধক। যে শুইরা ও বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। দীর্ঘস্থায়ী। ‘মলমল পরিস্কৃত আলসঃ পীতকো-
হলসোহৃক্ষঃ। (অমর)। ক্রিয়ামল। কার্য্য করিতে জড় প্রায়। পাকুই। পাদরোগ বিশেষ। (পুং) বৃক্ষ-
বিশেষ। (অলসঃ পাদরোগে স্ত্রাৎ ক্রিয়ামাল্যে ক্রমা-
ন্তরে। বিখ)। (পুং) মূনি বিশেষ। (স্ত্রী) তল, অল-
সতা। (স্ত্রী) হু, অলসহু। ক্রিয়াকরণে অপ্ৰেত্ব।

অলসক (পুং) ন লভতি কশিংশিং কার্যে ব্যাপ্রিয়তে
হমেন বাহু করণে বুনু। উদর রোগ বিশেষ। (জি)
অলস-স্বার্থে কনু। অলস শকার্থ।

অলসগমন (স্ত্রী) কর্ণধাং। মলগমন। আন্তে আন্তে
যাওয়া। (জি) অলসং গমনং বন্ত। বহত্বী। মলগামী।
যে আন্তে আন্তে যায়।

অলসা (স্ত্রী) ন লভতি ব্যাপ্রিয়তে লস-অচ্ ততো নঞ্-
তৎ টাপ্। কার্য্য করিতে অক্ষম স্ত্রী। হংসপদীপতা।
(অলসা হংসপদ্যাক। বিখ)।

অলাত (পুং স্ত্রী) ন লভ্যতে আহন্ততে লত সৌজং কর্ণধি
যঞ্ পূং বা স্ত্রীবহুত্ব। কয়লা। অলার। (অলাত-
বুল্লম্বকং জেরং। হল্যহু)।

অলাতুগ (জি) অলম-তুদ হিংসারাম্-ণ। দকারলোপো
গুণভাবোহলমো মকারন্ত অকারন্ত নিপাত্যভে। অলং
পর্যাপ্তমাতদনং হিংসা যন্ত। ইতি দেবরাজ)। আত-
র্দন শীল। গীড়ন শীল। হিংসক। বহু-উদক-মেঘ।
ইতি নিরুক্ত।

অলাবু। অলাবু (স্ত্রী) ন লভতে শস্যতে লনি-নক্রি-
লধের্বলোপশ। উণ্ ১। ৮৭)। ইতি উ বা উ ন
লোপঃ পিষাধৃজিষ্ঠ। তুহী। তুযক। তুযা। পিণ্ডফলা।
মহাকলা। অলাবু। এলাবু। লাবু। লাবুকা কুটিকা।

অলাবু (Langenaria vulgaris, Bottle gourd)

শব্দের অর্থক্রমে আমরা সচরাচর লাউ বা লাউ বনিয়া
থাকি। হিন্দী ও বাবনিক ভাষায় ইহাকে কহু কহে।
ইহা এক প্রকার লতার জন্মে। লাউ পাতা গোলাকার
এবং বৌটীর কাছের কাটা। পাতার গোড়ার বড় বড়
শোঁরা আছে। মাটার কিছা বৃক্ষস্থিতে লতা উঠিবার
সময়ে ঐ শোঁরা, পালা ও শাখা প্রকৃতিতে জড়িয়া ধরে।

সচরাচর বসন্ত ও শীত কালে লাউ জন্মে। কিন্তু বৃষ্টি
করিলে ঐ লতা অল্প ক্ষুদ্রতর ও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রধানতঃ লাউ দুই প্রকার—লম্বা এবং গোল।
কিন্তু এতদ্বিন্ন ইহার বর্ণ এবং আকার অনেক রূপ দেখা
যায়। কোন কোন লাউ গাঢ় সবুজবর্ণ, কতকগুলি অল্প
শ্বেতবর্ণ, আবার অল্প কতকগুলি শ্বেতবর্ণ লাউয়ের
কিঞ্চিৎ পীতের আভা আছে। কোন কোন লাউয়ের
উপর ভাগ গোল এবং নিম্ন দিক চেপ্টা। ইহাতেই
বীণা, তানপুরা এবং সেতার্য নিশ্চিত হয়। আর কতক
গুলি লাউ গোল বটে, কিন্তু তাহাদের নিম্ন ভাগ তেমন
চেপ্টা নহে। কোন কোন লাউয়ের নিম্ন ভাগ গোল
এবং মাথার উপরে একটি খাঁচ আছে, তাহার উপর
আবার কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া উঠে। ইহাতেই উদাশীন-
দের তুছি নামক জলপাত্র নিশ্চিত হয়। যে লাউয়ের
উপরে ঐ রূপ খাঁচ নাই, বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ
তাহাতে গুণীযন্ত্র প্রস্তুত করে। কোন কোন লাউ তিন
চারি হাত-লম্বা হয়। আর এক জাতীর তুছি লাউকে
‘তিত-লাউ’ কহে। তাহা দেখিতে সবুজবর্ণ বা
স্নেহৎ পীত মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ এবং তাহার আশ্রাদ
কিঞ্চিৎ তিক্ত।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে লাউ মিষ্ট, দৃঢ়, কটিকর, ভেদক ও
গুরুপাক। ইহাতে পিত্ত ও শ্লেমা নষ্ট হয়। কিন্তু রাজ-
বল্লভ কহেন যে, ইহাতে কফ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইউ-
রোপীয় চিকিৎসকগণও ইহার গুণ পরীক্ষা করিয়া
দেখিয়াছেন। ইহার বীজের তৈল কপালে লাগাইলে
মস্তক বেদনা নষ্ট হয়। প্রস্রাব বন্ধ হইলে লাউয়ের,
লাউপাতার, লাউ ডাঁটার কিছা লাউয়ের শোঁয়ার রস
সেবন করাইলে প্রস্রাব হইয়া থাকে। অরুরোগে রোগী
প্রলাপ দেখিলে ইহার সত্ত্ব মস্তকে প্রয়োগ করিলে
অনেক উপকার দর্শে। প্রবাদ আছে যে, অত্যন্ত
প্রসব বেদনা হইলে, ছাইগাদার উপরে যে লাউ গাছ
জন্মে তাহার অথও মূল গর্ত্তীর্ণর চূলে বাধিয়া দিলে
তৎক্ষণাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

লাউয়ের ডাঁটা, ডগা, শাক ও ফল সমস্তই ব্যঞ্জন
ব্যবহৃত হয়। নবনী তিথিতে অলাবু ভোজন নিষিদ্ধ।
শাস্ত্রে গোলাকার লাউ খাইতে নিষেধ আছে।

অলাবুময় (জি) অলাবু-বিকারে ময়ট্। শুদ্ধ লাউয়ের রস
নিশ্চিত পাত্র। যোগিগণের জলপাত্র বিশেষ। বীণা-
প্রকৃতি যন্ত্রের অঙ্গ বিশেষ।

অলাবুকট (ক্ৰী) অলাবুনাং রজঃ অলাবু-রজোহর্থ কটচ্।
নাউয়ের রজঃ। *। কটচ্ প্রকরণে অলাবুতিলোমা-
ভজাভ্যো রজহ্যাপসংখ্যানম্। বার্তিক (পা ৫। ২। ২৯
হুত্রে)। রজঃ বুঝাইলে অলাবু, তিল, উমা এবং ভজা
শব্দের উত্তর কটচ্ প্রত্যয় হয়।

অলায্য (ত্রি) ঋ-বাহু। আয্য রজ লকারঃ। গমনশীল।
অলার (ক্ৰী) অরার্থাতে ঋ-বঙ্ লুক্ অচ্ রজ লকারঃ।
কপাট।

অলাস (পুং) ন লভতি অনেন লস্-করণে ঘঞ। জিহ্বার
রোগ বিশেষ।

অলি (পুং) অলতি দংশে অল-ই। ভ্রমর। বৃশ্চিক।
কাক। কোকিল। মদিরা।

অলিক (ক্ৰী) অল্যতে ভূষাতে অল-কপিলিকাদিভ্যাং
ইকন্। ললাট। যাহা ভূষিত করা হয়, তজ্জন্ত ললাটকে
বুঝায়। (ললাটমলিকম্। অনর)।

অলিকুলনকুল (পুং) অলিকুলেন ভ্রমরসমূহেন সঙ্কুলঃ
ব্যাপ্তঃ। কুজকবৃক্ষ। ভদ্রত্রয়ী। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ।
[কুজক শব্দে বিবরণ দেখ]। (ত্রি) ভ্রমরসমূহ ব্যাপ্ত।

অলিগর্জ (পুং) অলিরিব বৃশ্চিক ইব গৃধ্যতি দংষ্ট্র মাকা-
জ্জতি। অলি-গৃধ-অচ্। অলি কেউটে সাপ। আলাধ।

অলিগু (পুং) অলেভ্রমরশ্চৈব মধুরা গোবানী কান্তিবা
যন্ত। বহুব্রী। গর্গাদির অন্তর্গত ঋষি বিশেষ। [পা ৪।
১। ১০৫ হুত্রে গর্গাদির গণ দেখ]।

অলিঙ্গ (ত্রি) নাস্তি লিঙ্গং জ্ঞাপকহেতু চিহ্নং যন্ত।
নঞ-বহুব্রী। যাহার দ্বারা অহুমান করা যায় তাদৃশ
হেতুশূ। চিহ্নশূ। (পুং) বেদান্ত মতসিদ্ধ পরমায়া।
নঞ-তৎ। লিঙ্গভিন্ন। অহুমানশূ। ছুট্চিহ্ন।

অলিঙ্গিন্ (ত্রি) ন লিঙ্গী বেশধারী। নঞ-তৎ। ভণ্ড-
তপস্বী নহে। ব্রহ্মচারিপ্রভৃতি।

অলিজিহ্বা (ক্ৰী) অলিরিব ক্ষুদ্রকায়া জিহ্বা। কর্মধা।
আলজিব। স্বার্থে কন্ হ্রস্বঃ অত ইষম্ অলিজিহ্বিকা।
আলজিব। আলজিব (uvula) মুখের ভিতরে কঠিন
তালুর প্রান্তভাগে উপর হইতে নিম্নদিকে ঝুলিয়া পড়ি-
রাছে। ইহা কেবল মাংসময়, দেখিতে নোলকের মত।
সর্দি ও কাশি করিলে আলজিব আকারে কিছু বড় হয়
এবং নিম্নে জিহ্বার মূলে ও কণ্ঠের কাছে আসিয়া
লাগিতে থাকে, তজ্জন্ত কাশির আরও উৎসেগ বৃদ্ধি হয়।
আলজিব অধিক বড় হইলে আমাদের দেশের জীলো-
কেরা, ঝুল সাজিমাটা এবং চূণ একত্র মিশ্রিত করিয়া

উহার অগ্রভাগে লাগাইয়া দেয়। এলোপ্যাথী চিকিৎসা
মতে উহাতে কষ্টিক লোশন লাগাইতে হয়। কিন্তু
অত্যন্ত বড় হইলে উহার অগ্রভাগের কিয়দংশ কাটিয়া
ফেলা আবশ্যক। [ইহার চিত্র মুখ শব্দে দেখ]।

অলিঞ্জর (পুং) অলিন্ মক্ষিকানীন্ অরতি ভূচ্ছরতি তির-
স্করোতি বা অলি-জ্-অচ্, পুং মূম্। মণিক। মৃগর
জলাধার। জালা।

অলিদূর্ধ্বা (ক্ৰী) অলিরিব গ্রথিতা দূর্ধ্বা। কর্মধা। মালা-
দূর্ধ্বা। চলিত কথায় ইহাকে গাঁটে দূর্ধ্বা কহে। [মালা-
দূর্ধ্বা শব্দে ইহার গুণাদি দেখ]।

অলিন্ (পুং) অলং বৃশ্চিকপুচ্ছঃ কটকং তদাকারঃ
কটকং বা বিদ্যাতে হস্ত অন্ত্যর্থে ইনি। বৃশ্চিক। ভ্রমর।

অলিন (ত্রি) অল-বাহুঃ ইনন্। পর্যাপ্ত। ইষ্ট। যথেষ্ট।
তপস্তা দ্বারা অতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত।

অলিন্দ (পুং) অল্যতে ভূষাতে অল-কর্মণি বা। কিল্চ।
(বাহুলকাদলতেরপি। অলিন্দো ভবতৈকদেশঃ। উণ্
৪। ৮৫। উচ্ছলদত্তঃ)। দ্বার প্রকোষ্ঠ। বহির্দ্বারহ
চত্বর। বাহির বাটীর উঠান। বাহিরের দ্বারদেশ।

বারাণ্ডা। দেশবিশেষ। ভদ্রেশবাসী। সেই দেশের রাজা।
মহাভারতের উদ্যোগপর্বে উক্ত রাজার নামোল্লেখ
দেখা যায়। (ক্ৰী) গৌরাদিঃ ভীষ্ম অলিনী।

অলিপক (পুং) ন লিপ্যতে একত্র সদা কুপ্যতে লিপ
(বহুলমন্ত্র্যাপি। উণ্ ২। ৩৭) ইতি কর্মণি কুন্। নঞ-
তৎ। ভ্রমর। কোকিল। কুকুর। রথহিণ্ডক। রথী।
(ভবেদলিপকো ভূজে কোকিলে রথহিণ্ডকে। বিখ)।

অলিপত্রিকা (ক্ৰী) অলিবৃশ্চিক ইব পত্রং যন্তাঃ। বহুব্রী।
বৃশ্চিক পত্রাখ্য লতা। অলিপত্রা, অলিপর্ণী প্রভৃতি
শব্দও উক্ত অর্থে প্রযুক্ত হয়।

অলিপ্রিয় (ক্ৰী) অলেঃ ভ্রমরন্ত প্রিয়ঃ। ৬-তৎ। কোকনদ।
রক্তোৎপল। (ত্রি) ভ্রমর প্রিয় বস্ত। (ক্ৰী) পাটলাবৃক্ষ।

অলিমক (পুং) অলিরিব মন্ততে বিরহ বর্ধকত্বেন অলি-মন্
(বহুলমন্ত্র্যাপি। উণ্ ২। ৩৭) ইতি কর্মণি কুন্।
অহুদাত্তোপদেশত্বাৎ (পা ৬। ৪। ৩৭) ন লোপঃ। ভেক।
ব্যাঙ। কোকিল। ভ্রমর। মধুকবৃক্ষ। পদ্মকেশর। (অলি-
মকঃ পিকে ভেকে মধুকে পদ্মকেশরে। বিখ)।

অলিমোদা (ক্ৰী) অলীন ভ্রমরান্ মোদয়তি আচ্ছাদয়তি
অলি-মুদ-গিচ্-অণ্। উপসর্গ। গণিকারী বৃক্ষ।

অলিম্পক (পুং) ন লিম্পতি সর্কদা একত্র তিষ্ঠতি লিপ-
শ-মূম্ ততো নঞ-তৎ সংজ্ঞায়াং কন্। ভ্রমর। কোকিল।

ভেক। মধুকবুক। পদ্মকেশর। (অলিম্বকঃ পদ্ম-
কেশরে। মধুকে কোকিলে ভেকে। হেম)।

অলিম্বক (পুং) পদ্মকেশর। ভেক। ভ্রমর। কোকিল।

অলিল (পুং) ঋচ্ছতি সততং শূন্তে পরিভ্রাম্যতি ঋ-ইলচ্
রত্ন লঃ। বেদান্ত প্রসিদ্ধ গগন বিহারী পক্ষী বিশেষ।

কোন কোন পুস্তকে অলিন একপ পাঠও আছে।

অলিবল্লভ (পুং) অলীনাং বল্লভঃ প্রিয়ঃ। ৬-তৎ। ফলে-
রুহা বৃক্ষ। পাটলী বৃক্ষ।

অলিবাহিনী (স্ত্রী) অলীন বাহয়তি সৌরভেণ ইত্যন্ততো
ভ্রময়তি। অলিবহ-ণিচ্-ণিনি ভীপ্। কোঙ্কণ দেশ প্রসিদ্ধ
কাকা বৃক্ষ।

অলীক (স্ত্রী) অন্যতে ভূষাতে অলতি ইষ্টং নিবারয়তি
বা অল- (অলীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪। ২৫) ইতি কীকন্।
ললাট। অগ্রির। মিথ্যা। মিথ্যাকথন। (অলীকম-
প্রিয়ে ভালে বিতথে। হেম)। (ত্রি) অলীকমন্ত্যন্ত
(স্থবাদিভ্যশ্চ। পা ৫। ২। ১৩১) ইতি মঘর্থে ইনি
অলীকিন্ মিথ্যাবিশিষ্ট। (স্ত্রী) ভীপ্ অলীকিনী
মিথ্যাবিশিষ্ট। (ত্রি) অলীকে ভবঃ (দিগাদিত্যো
যৎ। পা ৪। ৩। ৫৪) ইতি যৎ। অলীক্য। মিথ্যাহেতু
জাত। [স্থবাদি ও দিগাদিগণে অলীক শব্দ দেখ]।

অলীকমন্ত্য (পুং) অলীকঃ ভ্রষ্টঃ মন্ত্য ইব। পিষ্টক
বিশেষ। তিলদ্বারা অকারে ভাজা মাষপিষ্টক।

অলু (স্ত্রী) অর্ঘ্যতে ইয়ন্তি বা ঋ-উ রত্ন লঃ। উণ্ করিলে
আলু, আরু এ প্রকার রূপও হয়। ক্ষুদ্র কলসী। ঘট।
তণ্ডুলাদি প্রক্ষালনের পাত্রবিশেষ।

অলুক্সমাস (পুং) অলুস্তর পদে। পা ৬। ৩। ১।
ইত্যাদি স্বত্রেণ নাস্তি বিভক্তে লুগ্ যজ্ঞ। বছত্রী। অলুক
চাসৌ সমাসশ্চেতি কর্মধা। বিভক্তির লুক শূন্ত সমাস।
দুই প্রভৃতি পদে সমাস করিলে মধ্য পদের বিভক্তির
লোপ হয়। যে স্থলে বিভক্তির লোপ হয় না তাহাকে
অলুক্সমাস কহে। যেমন, জলে চরতীতি 'জলচর'
এরূপ সমাস করিলে এখানে 'জলে' এই সপ্তমী বিভ-
ক্তির লোপ হইয়াছে। কিন্তু, 'জলচর' এপ্রকার রূপ
রাখিলে বিভক্তির লোপ হয় নাই, সুতরাং ইহাকে
অলুক্সমাস কহে। ইচ্ছা করিলেই সকল স্থলে অলুক-
সমাস করা যায় না। বৈরাকরণেরা ইহার বিশেষ
নিয়ম করিয়াছেন। তত্তৎ স্থল ভিন্ন অন্তত অলুক্সমাস
হয় না।

অলুক (ত্রি) ম লুক্। নঞ-তৎ। লোভ শূন্ত।

অলুক (ত্রি) ম লুক্। বেদে রত্ন লঃ। লুক নহে। চিকণ।
বসুধে নহে।

অলে (অব্য) অরে রত্ন লঃ। প্রাকৃত। নীচ সোধন।
মাধু। (অলে। ৭ সম্পদং প অছ। ও রে। তুই-একণে
দে। মুচ্ছকটিক ২ অছ)।

অলেপক (ত্রি) নাস্তি লেপঃ কুত্রাপি কুণ্ডিত। নঞ-
বহত্রী। শেবাধিত্য। পা ৫। ৪। ১৫৪। ইতি শেবাদিত্যো
বা কপ্। নিঃসম্বন্ধ। নিলেপ। (পুং) পরমাত্মা। (ত্রি)
লিপ্। ধুন্। নঞ-তৎ। যে লেপন করে না।

অলেলে (অব্য) পিশাচ ভাবার সোধন। (ইতি শব্দ
রত্নাবলী)।

অলোক (পুং) ন লোকাতে প্রাণিতরীক্যতে লোক-
কর্ম্মণি-ঘঞ্ ততো নঞ-তৎ। পাতালাদি। (ত্রি)
অদৃশ্য বস্ত্র। ইতর লোক। নাস্তি লোকো যজ্ঞ। নঞ-
বহত্রী। নির্জন। (স্ত্রী) লোক শূন্ত। রহস্। (অব্য)
লোকস্তাব। অভাবে অব্যয়ী। লোকের অভাব।
(ত্রি) নাস্তি লোকঃ স্বর্গাদি ভোগ্য লোকো যজ্ঞ।
নঞ-বহত্রী। অকৃত পুণ্য। যাহার পুণ্য নাই। পুরো-
হিত। পুরোহিতেরা যজ্ঞমানের কার্য করিয়া দক্ষিণা
গ্রহণ করেন বলিয়া শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া দ্বারা তাঁহাদের
পুণ্য জন্মে না। ন লোকেতে পশ্চতি কর্তরি অচ্। নঞ-
তৎ। দর্শক নহে। যে দেখে না।

অলোকসামান্য (ত্রি) লোকসামান্যম্ ইতর জন সাধারণং
ন ভবতি। অস্ত্যার্থে নঞ-তৎ। যে ইতর লোকের
সমান নহে। অসাধারণ। মহৎ। (অলোক সামান্যম্।
কুমাং ৫। ৫৭) লোক সামান্যম্ ইতরজনসাধারণং
ন ভবতি। মগ্নিঃ)।

অলোকা (স্ত্রী) নাস্তি লোকো দৃষ্টির্ঘজ চূর্ণ বালুকাদিক্রিয়া-
চ্ছাদনাৎ স্ত্রীযাৎ আপ্। ইষ্টক বিশেষ। ভিত্তিস্থ
ইট। বাহ্য চূর্ণ বালির অমাটের মধ্যে থাকে।

অলোক্য (ত্রি) লোকায় স্বর্গাদি লোকভোগ্য হিতং
তজ সাধু বা হিতার্থে সাধ্বর্থে বা যৎ। ততো নঞ-
তৎ। স্বর্গাদি লোকের অসাধন। যে কার্য করিলে
স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তি হয় না।

অলোভ (পুং) লোভো ধনাদিঘতিস্পৃহা তন্ত অভাবঃ।
নঞ-তৎ। ধনাদিতে অতিস্পৃহার অভাব। (ত্রি)
নাস্তি লোভো যজ্ঞ। নঞ-বহত্রী। লোভরহিত।

অলোভিন্ (ত্রি) লোভোহত্যাশ্চিন্ম ইনি ততো নঞ-তৎ।
লোভশূন্ত।

অলোল (ত্রি) ন লোলহ্। নঞ-তৎ। অচঞ্চল। তৃষ্ণা-
রহিত। (লোলচঞ্চল তৃষ্ণারোঃ। অমর)।

অলোলুপ (ত্রি) নঞ-তৎ। লোভনীর বস্তু সম্মুখে থাকি-
লেও বাহার চিত্ত বিকৃত হয় না। লোভশূন্য।

অলোহ (পুং) ন লোহতি ঐহিক ধনাদি লক্ষ্মিচ্ছতি
লুহ-কর্তরি অচ্-ততো নঞ-তৎ। পাণিহ্যক্ত নড়াতির
অন্তর্গত ঋষিবিশেষ। [নড়াদিগণে অলোহ শব্দ দেখ]।

(স্ত্রী) নঞ-তৎ। লোহা নহে।

অলোহিত (ত্রি) নঞ-তৎ। লোহিতবর্ণ নহে। নাতি
লোহিতং বস্মাৎ। নঞ-৫ বহুব্রী। রক্তপদ্ম।

অলৌকিক (ত্রি) লোকেষু বিদিতং ঠক্। নঞ-তৎ।
লোকে অবিদিত। বাহ্য লোকে জানেন না। নৈয়ায়িক
মতসিদ্ধ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের নিকটস্থ না হইলেও
বস্তুর প্রত্যক্ষ। যেমন একটা ঘট সম্মুখে দেখিলে পৃথিবীস্থ
সকল ঘটের জ্ঞান হয়। নৈয়ায়িকেরা প্রত্যক্ষকে লৌকিক
ও অলৌকিক এই দুই রূপ করেন। তন্মধ্যে নিকটস্থ
যে ঘট দেখা যায়, তাহার নাম লৌকিক প্রত্যক্ষ।
আর যে ঘট সম্মুখে দেখা যায় না অথচ ঘটরূপ এক
ধর্মাক্রান্তহেতু সকলই ঘট, এই রূপ জ্ঞান জন্মে, তাহার
নাম অলৌকিক প্রত্যক্ষ।

অলৌকিকসন্নির্কর্ষ (পুং) ন লোকেষু বিদিতঃ সন্নির্কর্ষঃ।
নঞ-তৎ। প্রত্যক্ষসাধনসন্নির্কর্ষ ইন্দ্রিয় ও বিষয় অর্থাৎ
প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত যে বস্তু এই উভয়ের সম্বন্ধের নাম
সন্নির্কর্ষ। সামান্য লক্ষণা, জ্ঞান লক্ষণা এবং যোগজ
এই তিন প্রকার অলৌকিকসন্নির্কর্ষ। তন্মধ্যে যে কোন
একটা ঘট চক্ষুর নিকটস্থ হইলে ঘটরূপ সামান্য ধর্ম
দ্বারা সকল ঘটের যে জ্ঞান হয়, তাহা সামান্য লক্ষণার
অধীন। ঘট দেখিয়া যে স্থানটিকে ঘট বিশিষ্ট বলিয়া
বোধ হয়, তাহা জ্ঞান লক্ষণার অধীন। এবং যোগীদের
যোগ দ্বারা যে সমস্ত ঘট পটাদির জ্ঞান হয় তাহাকে
যোগজ কহে।

অল্প (ত্রি) অলং তৃষণপর্যাপ্তবারণেযু—(অলিতলিঙ্গ-
রূপাভ্যঃ পঃ)—ইতি প প্রত্যয়ঃ। ইতি নিষট্।
(সিদ্ধান্তকোমূর্ধীর কিবা উচ্ছলদত্তের উগাদি সূত্রে ইহা
দেখিতে পাওয়া যায় না)। ক্ষুদ্র। ক্ষয়ৎ। হ্রস্বম। মর-
ণাহঁ। আর্থে কন্ অল্পক। অল্পার্থ। (পুং) ববাস।
হুয়ালভা। যে বস্তু বত বড় হওয়া উচিত তাহার নূন
হইলেই তাহাকে অল্প কহে। অল্প, জাতিগুণ ক্রিয়া
দ্রব্য এই চারিটাই হইতে পারে। ঘটরূপ ঘটমাত্র থাকে,

একজ্ঞ তাহাকে অল্প অর্থাৎ অল্পদেশবৃত্তি জাতি বলা
বাইতে পারে। পৃথিবীস্থ ঘট পট প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যেই
থাকে, একজ্ঞ তাহাকে বৃহৎ অর্থাৎ অধিক দেশবৃত্তি
জাতি বলা বাইতে পারে। গুণ বধা অল্পজ্ঞান। ক্রিয়া
বধা অল্পপাচক। দ্রব্য বধা অল্প ধন। (বিভেত্যল্পজ্ঞতা-
বোধো মামরহিচ্ছক্রিয়বৃত্তি। স্মৃতি। না জানি এ আমার
কি ছরবহুই করিবে, এই ভাবিয়া বৈদ অল্পজ্ঞের নিকটে
বড়ই ভীত হইয়া থাকেন।

।*। প্রথম চরম তয়ান্নাক্ষ কতিপয় নেমাশ্চ। পা ১।
১। ৩৩। প্রথম, চরম, দ্বিতীয়, ত্রিতীয় ইত্যাদি তয়ান্ন
শব্দ; অল্প, অল্প, কতিপয়, নেম এই সকল শব্দের অস-
কার্যের প্রতি বিকল্পে সর্বনাম সংজ্ঞা হয়। নেম শব্দ
সর্বাদির অন্তর্গত বলিয়া তাহার অল্প বিতক্তিতে নিত্য
সর্বনাম সংজ্ঞা হয়। এই সূত্রের নিয়ম হেতু অল্প শব্দের
জসে অল্পে অল্পাঃ এই দুই রূপ প্রয়োগ হইবে। অল্প শব্দের
অল্প বিতক্তিতে সামান্য অকার্যত্ব শব্দের মত রূপ হইবে।
।*। করণে চ ত্তোকান্ন কৃচ্ছ কতিপয়তাসম্ব বচনন্ত।
পা ২। ৩। ৩৩। ত্তোক, অল্প, কৃচ্ছ, কতিপয়, অত্রব্যবাচী
এই সকল শব্দের করণে তৃতীয়া এবং পঞ্চমী বিতক্তি
হয়। অল্পেন অল্পাধা মুক্তঃ। দ্রব্যবাচী হইলে অল্পেন
বিশেষণে হতঃ, কেবল এই রূপ তৃতীয়াই হইবে।*।
বহুসার্থাচ্ছকারকাদন্ততরতাম্। পা ৫। ৪। ৪২। বহু অর্থ
এবং অল্প অর্থ কারকের উত্তর বিকল্পে শব্দ প্রত্যয় হয়।
অল্পানি দদাতি অল্পশঃ। মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে বহুসার্থা-
দির উত্তর উক্ত প্রত্যয় বিহিত হয়, অর্থাৎ সেখানে
বিকল্পবিধি থাকে না। (যথা কাশিকা—‘বহুসার্থাঙ্গ-
ঙ্গলামঙ্গলবচনম্। যত্র মঙ্গলং গম্যতে তত্রাং প্রত্যয়
ইয্যতে। বহুশো দদাতীত্যাত্মদরিকেষু কর্ণম্। অল্পশো
দদাতীত্যানিষ্টেযু কর্ণম্।’ ভট্টোজ্জীকিতও লিখিয়া-
ছেন—নেহ বহুনি দদাত্যানিষ্টেযু, অল্পদদাত্যাভ্য-
দরিকেষু।

অল্প শব্দ সংখ্যাবাচীর জ্ঞান গুণবাচী বলিয়া ইহার
উত্তরে ইষ্ট, স্রস্রহ্রচ্ ও ইমনিচ্ প্রত্যয় হইলে অস্মিৎ অস্মি-
দান্ এই প্রকার রূপ হয়। (স্ত্রী) অল্পীয়নী। ইমনিচ্
অস্মিমন্।*। সুবাল্লরোঃ কদন্যত্তরতাম্। পা ৫। ৩।
৬৪। ইষ্ট এবং স্রস্রহ্রচ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে হ্রস্বৎ এবং
অল্প শব্দের স্থানে বিকল্পে কন্ আদেশ হয়। কনিষ্ট।
অস্মিষ্ট। কনীদান্। অল্পীয়দান্। (স্ত্রী) কনীয়নী। অল্পীয়নী।
(স্ত্রী) তল অল্পতা। (স্ত্রী) ব অল্পত্ব। অল্প-পরিমাণ।

অন্নকেশী (ত্ৰী) অন্নঃ কৃষ্ণঃ কেশ ইব পত্রমস্তাঃ সাদাৎ
ভীপ্। তৃত্যকেশী বৃক্ষ। যে ত্রীর অন্ন চুল আছে।

অন্নগন্ধ (ক্লী) অন্নো গন্ধো যন্ত। বহত্ৰী। রক্ত কৈরব।

(ত্রি) অন্নগন্ধ যুক্ত বস্তু মাত্র। (ত্রি)। *। অন্নাত্মা-

রাম্। পা ৫।৪।১৩৬। একান্ত সম্বন্ধে অন্নাত্মা বুঝাইলে

গন্ধ শব্দের উত্তর ই প্রত্যয় হয়। অন্নগন্ধি। অন্নগন্ধযুক্ত।

অন্নতনু (ত্রি) অন্ন। কুদ্রপরিমাণ তনুঃ শরীরং যন্ত।

বহত্ৰী। ধর্ম। বামন। বেটে। দুর্বল। অন্ন অস্থিযুক্ত।

অন্নপত্র (পুং) অন্নং পত্রং যন্ত। বহত্ৰী। কুদ্র কুদ্র পত্র-

যুক্ত তুলসীরূপ বিশেষ। অন্ন পত্র যুক্ত বৃক্ষ মাত্র।

অন্নপদ্ম (ক্লী) অন্নম্ অসম্পূর্ণং পদ্মম্। কর্মধা। রক্ত

কমল। রক্তকমল।

অন্নপ্রমাণ (পুং) অন্নং প্রমাণং যন্ত। বহত্ৰী বা কপ্।

অন্ন প্রমাণক তরমুজ গাছ। ধরমুজ গাছ। (ত্রি) অন্ন

প্রমাণযুক্ত।

অন্নপ্রাণ (পুং) অন্নশাস্ত্রো প্রাণঃ প্রাণবায়োঃ বাহু-

প্রযুক্তবিশেষশ্চেতি। কর্মধা। বর্ণবিশেষের উচ্চারণ

বিষয়ে মুখ হইতে বহির্গত প্রাণবায়ুর প্রযুক্ত বিশেষ।

[বাহুপ্রযুক্তদ্ব্যেকাদশ বিধা দিরাবঃ সংরাবঃ শ্বাসো

নাসো বোমো হৃষোব হ্রস্বপ্রাণো মহাপ্রাণ উদাত্তো

হৃদ্যন্তঃ স্বরিতশ্চেতি। (সি। কো। পা ৮।২।১।

সুত্রে)। (পুং) অন্নঃ প্রাণঃ প্রাণক্রিয়া যন্তোচ্চারণে।

বহত্ৰী। বর্ণ বিশেষ। যে বর্ণের উচ্চারণ অন্ন প্রাণ-

ক্রিয়াতেই সম্পন্ন হয় অর্থাৎ অধিক প্রয়াস লাগে না।

নিম্ন লিখিত বর্ণগুলি অন্নপ্রাণ। যথা বর্ণের প্রথম,

তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ। যেমন, ক গ ঙ চ জ ঞ ইত্যাদি

অযুগ্ম লঘু বর্ণ এবং বৈয়াকরণ ও বেদ সিন্ধু বর্ণের

যম নামক পঞ্চম বর্ণের সহিত সংযুক্ত দ্বিকঙ্কের মধ্য-

স্থিত পূর্বে সদৃশ প্রথম ও তৃতীয় লঘুবর্ণ। যেমন, পলি-

ক্কী অগ্নি ইত্যাদি। এই দুই উদাহরণে পূর্বে বর্ত্তি ককার

ও গকারের পরস্থিত তৎসদৃশ এবং নকারের অব্যবহিত

পূর্বে বর্ত্তি ককার গকারটাই যম সংজ্ঞক। পঞ্চম বর্ণের

সহিত সংযুক্ত তাদৃশ দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ যেমন, চৎধুতুঃ

ঘৃন্তি ইত্যাদি বর্ণের নামও যম। কিন্তু তাহারা অন্ন-

প্রাণের মধ্যে পরিগণিত নহে। এবং যণ (য র ল ব)

এই গুলির নাম অন্নপ্রাণ বর্ণ।

অযুগ্ম বর্ণযমগা বর্ণশাস্ত্রানুবঃ সূতাঃ। পা ৮।২।

১। সুত্রে। (সি। কো। দ্রুতশিক্ষা)।

শব্দশুশ্রুতের ইহার ব্যাখ্যা এই রূপ আছে যে,

বর্ণগত এবং যমগত অযুগ্ম বর্ণাযোগ্য প্রথম, তৃতীয়,

পঞ্চম ও প্রথম তৃতীয় বর্ণ এবং য র ল ব ইহার। অন্ন

প্রাণ। যমের ব্যাখ্যা ভট্টোজিদীক্ষিত উদাহরণের

সহিত এইরূপ নিখিরাছেন। যথা (বর্ণবৈয়াকরণানুসারে)

পঞ্চমে পরে মধ্যে যমো নাম পূর্বে সদৃশোবর্ণঃ প্রাভি-

শাখ্যে প্রসিদ্ধঃ। পলিক্কী। চৎধুতুঃ। অগ্নিঃ।

ঘৃন্তি। এবং বর্ণাণাং প্রথমতৃতীয় পঞ্চমাঃ প্রথম তৃতীয়

যমো যরলবাশ্চান্নপ্রাণাঃ। পা ৮।২।১। সুত্রে। সি।

কৌ। (ত্রি) অন্নঃ প্রাণঃ বলং বায়ু যন্ত যত্র বা বহত্ৰী।

অন্ন বলযুক্ত। দুর্বল। অন্নবায়ুযুক্ত স্থান। (প্রাণো-

হনিলে বলে। হেম)।

অন্নমারিষ (পুং) মারিষতি ন কমপি হিনন্তি ইণ্ডপধাৎক

ততো অন্নঃ কুদ্রকায়শাস্ত্রো মারিষশ্চেতি কর্মধা। নটে

শাক বিশেষ। কুদ্র নটে শাক। (তত্ত্বলীমোহর-

মারিষঃ। অমর)।

অন্নমেধস্ (ত্রি) অন্ন। মেধং মেধা ধারণাশক্তির্ভূত। অসিজন্ত

বহত্ৰী। অন্নধারণাশক্তিযুক্ত। হৃদ্যেধ। যাহার অধিক

স্মরণ থাকে না। *। নিত্যমসিচ্ প্রজামেধয়োঃ। পা

৫।৪।১২২। প্রজাও মেধা শব্দের উত্তর নিত্য অসিচ্

প্রত্যয় হয়। ১২১ সুত্রের অনুরূপত্বানুসারে এখানে, নঞ্

হ্রস্ব ইহাদেরই উত্তর প্রজা এবং মেধস্ শব্দ থাকিলে

অসিচ্ হইবে। কিন্তু সুত্রের মধ্যে, 'নিত্য' এই শব্দ

গৃহীত হওয়ায় অন্ত্যও অসিচ্ হইবে এই রূপ বুঝাই-

তেছে। (নিত্যগ্রহণাৎ অন্ত্যাপি ভবতীতি সূচ্যতে।

ইতি বামন)। বোপদেবও এখানে সূত্র করিয়াছেন—

। *। মন্দান্নাচ্চতু মেধায়াঃ। মন্দ এবং অন্ন চকারাৎ

নঞ্ হ্রস্ব এই সকল শব্দের পরস্থিত মেধা শব্দের

উত্তর অস্ প্রত্যয় হয়।

অন্নম্পচ (ত্রি) অন্নম্ অন্নপরিমাণং পচতি অন্ন-পচ-কর্ত্তরি

ধশ্ মুচ্চ উপস। যে অন্ন পরিমিত পাক করে। আত্ম-

স্তরি। রূপণ। অন্নপাকসাধন পাত্র। ছোট হাঁড়ী। পরি-

মাণে পচঃ। পা ৩।২।৩৩। পরিমাণ বাচক উপপদের

পরস্থিত পচ ধাতুর উত্তর ধশ্ প্রত্যয় হয়।

অন্নশরী (ত্ৰী) অন্ন। শাস্ত্রো শরী চেতি কর্মধা। কুদ্রশরীবৃক্ষ।

ছোট শরী গাছ। তদাকার ছোট বৃক্ষ বিশেষ। অন্ন

অর্থে শরী শব্দের উত্তর র প্রত্যয় হইলে শরীর এই রূপ

প্রয়োগ হইবে। 'উক্তার্থনোমপ্রয়োগঃ' এই জ্ঞায়াধীন

তখন আর পূর্বে অন্ন (অপকৃত) পদ থাকিবে না। *।

কুট শরী শুভাত্যো রঃ। পা ৫।৩।৮। অন্নার্থে কুটী,

শরী এবং শুণ্ডা শব্দের উত্তর র প্রত্যয় হয়।

অন্নসরস্ (স্ত্রী) অন্নং সরঃ। কৰ্ম্মধা। ক্ষুদ্রজলাশয়। ডোবা।
(বেশন্তঃ পৰলং চার্সরঃ। অমর)।

অন্নায়ুস্ (পুং) অন্নম্ আয়ুর্জীবিতকালোহস্ত। বহুব্রী।
ছাগল। বোধ হয়, এ স্থলে চতুষ্পদের মধ্যেই আয়ুর
পরিমাণ ধরিয়া ছাগলকে অন্নায়ুঃ বলা হইয়াছে। ডাক
পুরুষের বচনানুসারে—নরা গজা বিশেষ শয়, তার
অর্ধেক বাঁচে হয়। বাইশ বন্দা তের ছাগলা,
শুণে গেঁথে বরা পাগলা। ছাগলের পরমায়ুঃ তের
বৎসর হইতেছে। কিন্তু অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট এক
ঘণ্টার অধিক বাঁচে না। অতএব তাহাদের মত অন্ন-
জীবী আর নাই।

কৰ্ম্মধা০। যে প্রাণীর যত কাল জীবিত থাকা উচিত
তদপেক্ষা নূনকাল। মনুষ্যের পরমায়ুঃ নূনাধিক এক
শত বৎসর। কিন্তু পুরাণাদিতে যে, অধিক পরমায়ুর
কথা লিখিত আছে, তাহা বর্ণনা বাহুল্য ভিন্ন আর
কিছুই নহে।

আমাদের দেশের অনেকের ধারণা আছে যে,
বিধাতা যে রূপ আয়ুঃ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন
তাহার ক্ষয় হয় না। কিন্তু শাস্ত্রকারদের এবং প্রাচীন
বৈদ্যাশাস্ত্রের সে মত নহে। যাক্ষবক্ষ্য কহেন,—

বর্ত্ত্যধার স্নেহযোগাদ্ যথা দীপন্ত সংস্থিতিঃ।

বিক্রিয়াপি চ দৃষ্টৈবমকালে প্রাপসংক্ষয়ঃ।

যেমন সলিতা, আধার এবং তৈলের সংযোগে
প্রদীপ জলিতে থাকে। কিন্তু অধিক বায়ু প্রভৃতি লাগিলে
তৈলাদি থাকিতেও প্রদীপ নিবিয়া যায়; তদ্রূপ ক্রিয়া
বিকার ঘটিলে পরমায়ুঃ থাকিতেও প্রাণীর জীবন নষ্ট
হইয়া থাকে।

চরকেও লিখিত আছে, যে নিয়তি এবং পরিমিত
আয়ুঃ বিশ্বাস করা অসাধু। তাহারা একরূপ বিশ্বাস
করেন, তাঁহাদিগকেও মন্ত্র, যন্তায়ন ও ঔষধাদি ব্যব-
হার করিতে দেখা যায় এবং প্রচণ্ড ও উদ্ভূত জন্তুর
নিকট হইতে তাঁহারা পলায়ন করেন। কাজেই সেরূপ
লোক, মুখে নিয়তি এবং নির্দিষ্ট পরমায়ুর কথা বলেন
বটে, কিন্তু বাস্তবিক মনে মনে তাহা স্বীকার করেন
না। [আয়ুঃ বৃদ্ধির ও ক্ষয়ের বিবরণ আয়ুঃ শব্দে দেখ]।

অন্নান্ন (ত্রি) অন্নঃ প্রকারঃ অন্নঃ (প্রকারে গুণবচনন্ত।
পা। ৮। ১। ১২) ইতি বিরুক্তিঃ। অতি অন্ন। অন্নঃ
পাদঃ তন্মাদন্নম্ অর্জুন। পঞ্চমী তৎ বা। অর্জুন। ততঃ

স্বার্থে কন্। অন্নান্নকং। অর্জুন।

অন্নিক (স্ত্রী) সংজ্ঞায়াং কন্ (পা ৫। ৩। ৭৫)। ইতি
কাপি হ্রস্বঃ অত ইষম্। মুগপর্ণী লতা। অন্ন- (অন্নে।
পা ৫। ৩। ৮৫) ইতি কন্। অন্নমাত্ৰা। (ন চান্তা বেদ-
নাঙ্ক্রে গদা পাতোহন্নিকানপি। চণ্ডী)।

অন্নিত (ত্রি) অন্নং ক্রিয়তে অ অন্ন কৃত্যর্থৈ গিচ্ কৰ্ম্মণি
ক্ত। অন্নীকৃত। যাহা অন্ন করা হইয়াছে।

অন্নিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন অন্নম্ অন্ন (অজ্ঞানী গুণবচনাদেব।
পা ৫। ৩। ৫৮) ইতি ইষ্টনোডিব্ভাবাৎ অন্নস্ত ট-
লোপঃ। অতিশয় অন্ন।

অন্নীয়ন্ (ত্রি) ইদমনয়োঃ অতিশয়েন অন্নম্ ঈয়ন্
ডিব্ভাবাদি অন্নিষ্ঠবৎ। এই দুইটির মধ্যে এটা অতিশয়
অন্ন। (স্ত্রী) ভীপ্ অন্নীয়সী। [হ্রস্ব অন্নিষ্ঠ শব্দে দেখ]।

অন্ন। অন্ন। মুসলমানদের উপাস্ত পরম দেবতা।
আমাদের আখ্যায়িকায় ঐ পরম পুরুষের উপাসনার কথা
উল্লিখিত আছে। কাজেই স্পষ্টরূপে প্রতীতি হইতেছে
যে, মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগুরু মক্কাদের আবির্ভাবের
পর অথর্কবেদের ঐ সূক্ত সঙ্কলিত হইয়াছে। অর্থাৎ
১৩০০ তের শত বৎসরের কম হইবে অথর্কবেদের
অন্ন ইল্লাহ ইত্যাদি সূক্তটা সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে।
উহাতে এই রূপ লিখিত আছে,—

ওঁ অন্নান্নাঃ ইল্লৈ মিত্রাবরুণো দিব্যানি ধন্তে।

ইল্লৈ বরুণো রাজা পুনর্দহঃ।

হয়ামি মিত্রো ইল্লাঃ ইল্লৈতি

ইল্লানাং বরুণো মিত্রো তেজকামাঃ।

হোবারমিত্রো হোতারমিত্রো মাহাশুরিত্রাঃ।

অন্নো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ পরমঃ পূর্ণঃ ত্রাক্ষণমন্নাং

অন্নো রত্নর মহমদরকং বরন্ত অন্নো

অন্নাঃ আদান্নাবুকমেককং।

অন্নাং বুকং নিখাতকম্।

অন্নো যজেন হতহস্তঃ, অন্না

স্বর্ঘ্যচন্দ্রসর্কনক্ষত্রাঃ, অন্নো ঋষীণাং

সবিদ্যা ইজ্ঞাস পূর্ণাঃ মায়াপরমন্ত

অন্তরিক্ষাঃ, অন্নো পৃথিব্যা অন্তরিক্ষঃ

বিশ্বরূপং দিব্যানি ধন্তে, ইল্লৈ

বরুণো রাজা পুনর্দহঃ।

ইল্লাকবর ইল্লাকবর ইল্লৈতি

ইল্লানাঃ ইল্লা ইল্লানা অনাদি-

বরুণা অথর্কণী শাখাঃ ই হ্রী

ত্যাগ) । * । অহুপধাচ্চাপিচূতে: । পা ৩ । ১ । ১১০ ।

রূপ ও চত ভিন্ন ঋৎ উপধ ধাতুর উত্তর কর্ম বাচ্যে।
কাপ্ প্রত্যয় হয়। (অব্য) অব-কৃষ-ল্যপ্। আকর্ষণ
করিয়া।

অকুপ্তি (ত্রি) অব-কৃপ্-ক্তিন্। সম্ভাবনা। অনবকুপ্ত্য-
মর্ষয়েরকিংবুত্তেহপি। ৩। ৩। ১৪৫। পানিনির এই
হৃত্রে, অনবকুপ্তি শব্দের অর্থে বৃত্তিকারেরা অসম্ভাবনা
এই অর্থ লিখিয়াছেন।

অবকেশিন্ (ত্রি) অব অসম্পূর্ণেন কেন সুপেন ঈশতে
ঈশ্বৰ্য্যবান্ ভবতি পল্লবাদি সমুদ্রৈশ্চ ফলরাহিত্যাং অবক-
ঈশ ঈশ্বৰ্য্যো-ইনি। বন্ধাবৃক্ষ। যে বৃক্ষে ফল হয় না।
(বন্ধোহফলোহবকেশী চ। অমর)। অব অসম্পূর্ণাঃ
কেশা বিদ্যাস্তেহস্ত ইনি। অল্লকেশযুক্ত।

অবকোকিল (ত্রি) অবক্রষ্টঃ কোকিলয়া। প্রাদি। সৎ।
কোকিলার আক্রষ্ট। কোকিলার আক্রোশযুক্ত। [অব-
শব্দে ঠহার হৃত্র দেখ]।

অবক্তব্য (ত্রি) ন বক্তব্যাম্। নঞ-তৎ। বলিবার অযোগ্য।
অশ্লীল। নিষিদ্ধ বাক্য। মিথ্যা বাক্য। অকথনীয়।
অবক্ত (ত্রি) মাস্তি বক্তং মুখং যন্ত। নঞ-বহত্ৰী। ত্রণ
বিশেষ। যে ফোড়ার মুখ নাই।

অবক্র (ত্রি) ন বক্রং বিরোধে নঞ-তৎ। সরল। সোজা।
অবক্রক্ষিন্ (ত্রি) অব-কৃষ-ণিনি পং সাধু। অবকর্ষণশীল।
অবক্রক্ষিণং বৃষভং যথাঞ্জুরং গাং ন চর্ষণী সহং। ঋক্
৮। ১। ২। ঈহার ভাষ্যে মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন,—
বৃষভমিব অবক্রক্ষিণম্ অবকর্ষণীলম্।

অবক্রন্দ (ত্রি) অবক্রন্দতি। অব-ক্রন্দ-কর্তৃরি অচ্। যে
ধীরে ধীরে কাঁদে।

অবক্রন্দন (ক্ৰী) অব-ক্রন্দ-ভাবে লুট্। ধীরে ধীরে কাঁদা।
অবক্রম (পুং) অব-ক্রম-ভাবে ঘঞ্। অবগম। নিয়গতি।
অবক্রয় (পুং) অবক্রীণীতে অনেন অব-ক্রী-অচ্। বাহা
দিয়া অপরের কোন দ্রব্য গ্রহণ করা যায়, অর্থাৎ মূল্য।
ক্রয় সাধনদ্রব্য। অবক্রয়ঃ পিওক উচ্যতে, ইতি
কাশিকা। রাজপ্রাঃ দ্রব্যমবক্রয়ঃ, ইতি সিং কোং।
ভাবে অচ্। মূল্যদান পূর্বক গ্রহণ।

অবক্রান্তি (ক্ৰী) অব-ক্রম-ক্তিন্। নিয়গমন।

অবক্রষ্ট (ত্রি) অব-কৃশ-কর্মণি ক্ত। বাহার উপরে আ-
ক্রোশ করা হইয়াছে। অবক্রষ্টঃ কোকিলয়া (সিং কোং।
পা ১। ৪। ৭৯। হৃত্রে)।

অবক্রিয় (ত্রি) অব-ক্রিদ-ক্ত। পচা। গলিত। আর্দ্র।
পচা ফল প্রভৃতি। জলাদি দ্বারা অত্যন্ত ভিজা। পূর্বঃ

পকং পশাদবক্রিয়ং, রাজদস্তাদি পূর্বনিং অবক্রিয়পক।
পাক করার পরে ক্রৈদযুক্ত। (রাজদস্তাদি আকৃতিগণ।
। *। রাজদস্তাদিষু পরম্। পা ২। ২। ৩১।

অবক্রৈদ (পুং) অব-ক্রিদ-ভাবে ঘঞ্। পাকের পর বস্ত
পচিয়া যাওয়া। জলাদি সংযোগে কোন দ্রব্য গলিত
হইয়া যাওয়া, যেমন মাটার কাঁচা ঘট প্রভৃতি জল
লাগিলে গলিয়া যায়। কোন বস্ত পচিয়া তাহা হইতে
কুৎসিত জলের মত যে বস্ত বাহির হয়, চলিত ভাষায়
তাহাকেও ক্রৈদ কহে, যেমন পুঁজ। (ক্ৰী) অব-ক্রিদ-
ভাবে লুট্ অবক্রৈদন। অবক্রৈদার্থ।

অবক্ষয় (পুং) অব-ক্ষি-অচ্। বৃদ্ধির পরে নাশের পূর্ব
অবস্থা। ভাবের বিকার বিশেষ।

অবক্ষয়ণ (ক্ৰী) অব-ক্ষি-গিচ্-লুট্। নাশ জনক ব্যাপার।

অবক্ষিপ্ত (ত্রি) অব-ক্ষিপ্-কর্মণি ক্ত। যে বস্তকে
ক্ষেপণ করা হইয়াছে। বাহা ছুড়িয়া ফেলা হইয়াছে।
গচ্ছিত ধন। যে ধন বায় শূন্য করিয়া বহুজনের নিকটে
রক্ষিত হইয়াছে। যাহা বন্ধক রাখা হইয়াছে।

অবক্ষীণ (ত্রি) অব-ক্ষি-কর্তৃরি ক্ত কেরিকার দীর্ঘঃ তকা-
রন্ত নকারঃ। ক্ষয় প্রাপ্ত। বিনাশোন্মুখ বস্ত। (ক্ৰী)
ভাবে-ক্ত। অবক্ষয়। *। নিষ্ঠায়ামন্তদর্থে। পা ৬। ৪।
৬০। ভাব ও কর্মবাচ্য ভিন্ন নিষ্ঠা পরে থাকিলে ক্ষি
ধাতুর দীর্ঘ হয়। মুদ্রবোধের মতে ভাবে ক্ত পরেও ক্ষি
ধাতুর বিকল্পে দীর্ঘ হয়। *। ক্ষিয়াদীর্ঘাৎ। পা ৮। ২।
৪৬। দীর্ঘ ক্ষীর পরস্থিত নিষ্ঠার ত স্থানে ন হয়।

অবক্ষুত (ত্রি) অব-ক্ষু-ক্ত। যে বস্তুর উপরে কেহ হাঁচি-
য়াছে। সেই সকল বস্ত বৈধ কার্য্যে নিষিদ্ধ।

অবক্ষেপ (পুং) অব-ক্ষিপ্-ভাবে ঘঞ্। অধোদিকে
ফেলিয়া দেওয়া।

অবক্ষেপণ (ক্ৰী) অব-ক্ষিপ-ভাবে লুট্। ছুড়ে ফেলা।
(ক্ৰী) করণে লুট্। জীপ্। অবক্ষেপণী। বালাওষধি।

অবখাত (ক্ৰী) অব-খন-ক্ত। নিয়খাত। গভীর গর্ত।
। *। জন সন খনাং সন্খলোঃ। পা ৬। ৪। ৪২।
ঝলাদি সন্ খলাদি, এবং ক ইৎ, ও ইৎ প্রত্যয় পরে
থাকিলে জন, সন, এবং খন ধাতুর অন্তে আকার
আদেশ হয়।

অবখাদ (পুং) অবজাতো নিশ্চিতো খাদো খাদ্যাম্। প্রা-
সং। নিশ্চিত খাদ্য। নাত্র অবখাদো অস্তি বঃ। ঋক্
৮। ৪১। ৪। অবমন্তব্যঃ খাদো জুগলিতহবির্বিষেষঃ।
ইতি সায়ণ।

অবগণন (ক্ৰী) অব-গণ-ভাবে লুট্। অবজ্ঞা। নিন্দা।
তিরস্কার। পরাজয়।

অবগণিত (ত্রি) অবগণ্যতে স্ব অব-গণ-কৰ্ম্মণি ক্ত।
অনিপ্সিত। নিম্নিত। অবজ্ঞাত। তিরস্কৃত। পরাভূত।

অবগণ্ড (পুং) গণ্ড-(ঐমস্ত্যভ্যঃ। উণ্ ১। ১১১) ইতি
ড নাস্ত্বেষম্। গণ্ডঃ কপোলঃ অব-নিম্নিতো গণ্ডো
যেন। প্রাদি বহুব্রী। গণ্ডস্থ ত্রণ বিশেষ। গালের উপরে
জাত ফোড়া। গণ্ডের উপরে জাত গরগণ্ড নামক রোগ
বিশেষ। চলিত ভাষায় বালককে অবগণ্ড কহে, উহা
অপোগণ্ড শব্দের অপভ্রংশ।

অবগত (ত্রি) অব-গম-ক্ত। নিয়গত। গত। জ্ঞাত। বুদ্ধ।
বৃদ্ধিত। মনিত। বিদিত। প্রতিগত। অবসিত।

অবগতি (ক্ৰী) অব-গম-ভাবে ক্ৰিন্। জ্ঞাত। নিশ্চয়জ্ঞান।
অবগথ (পুং) অব-গুজো অগমৎ অব-গম-(নিশীথ
গোপীথাবগথাঃ। উণ্ ২। ৯) ইতি থক্। প্রাতঃস্নাত।
যিনি প্রাতঃকালে স্নান করিয়াছেন। (অবগথঃ প্রাতঃ-
স্নাতে প্রকীর্তিতঃ'। উণ্ ০ কো০)। (অবগথঃ প্রাতঃ-
স্নাতঃ। উজ্জলদত্ত)।

অবগদিত (ত্রি) অব-গদ-কৰ্ম্মণি ক্ত। অপবাদযুক্ত।
অবগম (পুং) অব-গম-ভাবে-(গ্রহবৃদ্ধিশ্চিগমশ্চ। পা ৩।
৩। ৫৮। ইত্যপ্)। নিশ্চয় জ্ঞান।

অবগাঢ় (ত্রি) অব-গাহ-ক্ত। এখানে অব শব্দের বিকল্পে
অকারের লোপ হইলে 'বগাঢ়' এই প্রকার রূপও হয়।
[অপি শব্দ দেখ]। নিবিড়। অন্তঃপ্রবিষ্ট। চিন্তা বিষয়ের
মধ্যে অথবা জল প্রভৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট। নিমগ্ন। যে
বস্তু ঘন। বিষয়ীভূত পদার্থ। যেমন ঘট স্কানের বিষয়,
ঘট-ঘটত্ব এবং ঘট ও ঘটত্বের সংসর্গ সষক্ক। 'ঘট আন',
এ কথা বলিলে ঘটত্ব বিশিষ্ট ঘট এবং তাহার সষক্ক যে
সমবায় এ তিনটাই মনে পড়ে। তজ্জন্ত অবগাঢ় শব্দে ঐ
তিনটিকেই বুঝায়।

অবগাহ (পুং) অব-গাহ-ঘঞ। স্নান। অন্তঃপ্রবেশ।
অবগতি। জ্ঞানের দ্বারা বিষয়ী করা। আধারে ঘঞ।
স্নানের স্থান। (ক্ৰী) অব-গাহ-লুট্। অবগাহন।
অবগাহার্থ। এখানে বিকল্পে অকারের লোপ হইলে,
বগাহ এই প্রকার রূপসিদ্ধিও হয়। [অপি শব্দ দেখ]।
অবগাহ (ত্রি) অবগাহিতুমর্হম্ অব-গাহ-অর্হার্থে গ্যাৎ।
স্নানাদির যোগ্য জলাদি। অন্তঃপ্রবেশ। বাহার মর্শ
বুঝা যায়। বাহার মধ্যে প্রবেশ করা যায়। বিষয়ী
কার্য ঘটাদি। (অব্য) অব-গাহ-ল্যপ্। অবগাহন

করিয়া। এখানে বিকল্পে অকারের লোপ হইলে বগাহ
এই প্রকার রূপ হয়। [অপি শব্দ দেখ]।

অবগীত (ত্রি) অব-গৈ-ক্ত ঐকারন্ত আষম্ আত ঈষম্।
নির্বাদ। বিবাদশূন্ত। অপবাদগ্রস্ত। ছুট্। গর্হিত।
নিম্নিত। মুহূর্দৃষ্ট। বারংবার বাহা দেখা হইয়াছে।
(অবগীতন্ত নির্বাদে মুহূর্দৃষ্টে বিগর্হিতে। বিখ)। (ক্ৰী)
ভাবে ক্ত। নিন্দা। অপবাদ। *। আদে চ উপদেশে
হ্রস্বিতি। পা ৬। ১। ৪৫। শ ইৎ ভিন্ন প্রত্যয় পরে
থাকিলে উপদেশে এচ্ অন্ত ধাতুর স্থানে আকার হয়।
। *। ঘূমাহ্বাপাজ্জহাতিস্যাং হ্রস্বি। পা ৬। ৪। ৬৬।
ক ইৎ, এবং ও ইৎ, হ্রস্ব পরে থাকিলে দা ও ধা এবং
মা স্থা গৈ পা বা সো এই সকল ধাতুর আকার স্থানে
ঈকার হয়।

অবগুণ (পুং) অব-গুণ্-ক্ত। দোষ।

অবগুণ্ঠন (ক্ৰী) অব-গুণ-লুট্। মুখ আবরণ করা।
ঘোমটা দেওয়া। করণে লুট্। মুখাচ্ছাদনের বস্ত্র।
অবগুণ্ঠনমুদ্রা (ক্ৰী) মুদ্রাবিশেষ। তর্জনী অঙ্গুলি দীর্ঘ
অথচ তাহার অগ্রভাগ অন্ন বক্র রূপে বাহিরে রাখিয়া
বাম হস্তের মুঠো বাঁধিয়া তদবস্থায় সেই মুঠোটি এদিক
ওদিক নাড়ার নাম অবগুণ্ঠন। আর তাদৃশ ভ্রমিত
মুঠোটিই অবগুণ্ঠন মুদ্রা।

অবগুণ্ঠ্য (ত্রি) অবগুণ্ঠ্যতে আচ্ছাদ্যতে অব-গুণ্ঠ চুরাং
গিচ্-কৰ্ম্মণি যৎ গিচ্ লোপঃ। আচ্ছাদ্য। বাহাকে
আবরণ করা কর্তব্য। (অব্য) অব-গুণ্ঠ-ল্যপ্ গিচ্
লোপঃ। আচ্ছাদন করিয়া।

অবগুণ্ঠিকা (ক্ৰী) অবগুণ্ঠয়তি আচ্ছাদয়তি অব-গুণ্ঠ-গিচ্
ধূল্ গিচ্ লোপঃ ক্রীত্যাং টাপ্ অত ইষম্। যে ক্রী মুখ
আবৃত করে। করণের কর্তৃত্ব বিবক্ষা করিলে বস্ত্রকেও
অবগুণ্ঠিকা বলা যায়। অব-গুণ্ঠ-গিচ্-স্বার্থে ধূল্ গিচ্
লোপঃ। অবগুণ্ঠন ক্রিয়া। ঘোমটা দেওয়া।

অবগুণ্ঠিত (ত্রি) অব-গুণ্ঠ-গিচ্-ক্ত ইট্ গিচ্ লোপঃ।
আচ্ছাদিত। আবৃত। চূর্ণীকৃত।

অবগুণ্ঠিত (ত্রি) অব-গুণ্ঠ-কৰ্ম্মণি ক্ত। গ্রথিত।

অবগুণ্ঠ্য (ত্রি) অবগুণ্ঠ্যতে উত্তল্যতে অব-গুণ্ঠ-গ্যাৎ।
মারিবার জন্ত উচাইবার লাঠি প্রভৃতি। (অব্য) ল্যপ্।
মারিবার জন্ত তুলিয়া বা উচাইয়া। উদ্যম করিয়া।

অবগৃহ (ক্ৰী) অবগৃহতে সন্ধিকার্যে নিষিধ্যতে অব-গ্রহ
ক্যপ্। অবগ্রহ বিচ্ছেদ, পদপাঠকালে কিকিৎ অবলান।
অর্থাৎ যেখানে সন্ধি হয় না। যেমন,—হরী এতৌ।

পাণিনি এস্থলে 'প্রগৃহ' এই সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। *। ঈদৃদেদ্বিচনং প্রগৃহম্। পা ১। ১। ১১। দীর্ঘ ঈকার, দীর্ঘ উকার এবং একার দ্বিচন-হইলে তাহাদের প্রগৃহ সংজ্ঞা হয়। অর্থাৎ যথাস্থিত একরূপ অবস্থাতেই থাকে, তাহাদের সন্ধি হয় না। শিক্ষা গ্রহে এই 'প্রগৃহ' শব্দের স্থানে 'অবগৃহ' শব্দ গৃহীত হইয়াছে।

। *। পদাশ্বেষরিবাহ্যাপক্ষেবুচ। পা ৩। ১। ১১৯। পদ, অশ্বেষরী, বাহু এবং পক্ষাশ্রিত অর্থেও গ্রহ ধাতুর উত্তর কাপ্ হয়। (অবগৃহং প্রগৃহং পদম্। সিং কো০)। অবগোরণ (ক্লী) অব-গৃহ-লুট্। বধ করিবার নিমিত্ত অস্ত্রাদি তোলা। মারিবার নিমিত্ত ঠেলা উঠান।

অবগ্রহ (পুং) অব-গ্রহ-অপ্। বিচ্ছেদ। দুই পদের মধ্যে কিঞ্চিৎ অবসান অর্থাৎ সন্ধির প্রতিবন্ধ। যেমন, 'বি-শোজা'। এখানে 'বিড়োজা' একার রূপ হয় নাই। (আক্রোশে কিম্? অবগ্রহঃ পদস্ত। বর্ষপ্রতিবন্ধ ইতি কিম্? অবগ্রহঃ পদস্ত। ইতি সিং কো০)। বৃষ্টিরোধ। প্রতিবন্ধক। হস্তীর ললাট। গজ সমূহ। স্বভাব। জ্ঞান বিশেষ।

অবগ্রহণ (ক্লী) অব-গ্রহ-ভাবে লুট্। প্রতিরোধ। অনাদর। জ্ঞান।

অবগ্রাহ (পুং) অব-গ্রহ-ঘঞ্। বৃষ্টির ব্যাঘাত। শুকা। হস্তীর ললাট। শাপ।

। *। অব্বে গ্রহো বর্ষপ্রতিবন্ধে। পা ৩। ৩। ৫১। বৃষ্টির প্রতিবন্ধ অর্থ বুঝাইলে অব পূর্ষক গ্রহ ধাতুর উত্তর বিকল্পে ঘঞ্ প্রত্যয় হয়; পক্ষে অপ্। *। আক্রোশে হবতোগ্রহঃ। পা ৩। ৩। ৪৫। আক্রোশ অর্থাৎ শপন অর্থ বুঝাইলে অব এবং নি এই দুই উপ-সর্গের পর গ্রহ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হয়।

অবঘট (পুং) অব-ঘট্ট-আধারে ঘঞ্। গর্ত। ছিদ্র। করণে-ঘঞ্। ঘরট্ট। খাঁতা। পেষণ যন্ত্র। ভাবে-ঘঞ্। চালন্। ঘোঁটা বা ঘুরান। (ক্লী) ভাবে-লুট্ অবঘটন অবঘট্টার্থ। (ক্লী) যুচ্ অবঘট্টনা অবঘট্ট অর্থ।

অবঘটিত (ত্রি) অব-ঘট্ট-কর্মণি ক্ত। চালিত। অবঘর্ষণ (ক্লী) অব-ঘৃ-লুট্। নিম্নদিকে রাখিয়া ঘর্ষণ। ঘর্ষণ। মার্জন।

অবঘাত (পুং) অব-হন-ঘঞ্। অবহনন। চাউল প্রভৃতি কাঁড়ান। হনন। তাড়নমাত্র।

অবঘাতিন্ (ত্রি) অবহন্তি অব-হন-গিনি উপধাতুধিঃ হকারস্ত বকারঃ। অবঘাতক। (ক্লী) ভীপ্ অবঘাতিনী।

অবঘাতিকা।

অবঘৃষ্ট (ত্রি) অব-ঘৃ-ক্ত। প্রচারিত।

অবঘূর্ণন (ক্লী) অব-ঘূর্ণ-ভাবে লুট্। সকল দিকে ঘুরিয়া বেড়ান।

অবঘোটিত (ত্রি) অব-ঘূট বিনিময়ে ক্ত। পরিবর্তিত। বদলবস্ত্র। পরিবর্ত্ত বিবাহের বর ও কন্ডাকেও অবঘোটিত বলা যায়। সকল দিকে বেষ্টিত। পরিবৃত্ত। নানা দেশ ঘুরিয়া প্রত্যাগত। ব্যাহত।

অবঘোষণ (ক্লী) অব-ঘূ-ভাবে লুট্। সকল লোকে জানিতে পারে এরূপ উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করা। (ক্লী) যুচ্ অবঘোষণা উচ্চঘোষণা।

অবজ্ঞাণ (ত্রি) অবজ্ঞায়তেস্ম অব-জ্ঞা-কর্মণি ক্ত, বা তকারস্ত নকারঃ। যাহার জ্ঞাণ লওয়া হইয়াছে। যে বস্ত্র সোঁকা হইয়াছে। (ক্লী) ভাবে-ক্ত। আজ্ঞাণ লওয়া। সোঁকো। *। হৃদবিদোলদ্রাঘ্যাক্ষীভ্যোহন্তরত্বাম্। পা ৮। ২। ৫৬। হৃদ বিদ উল্ জৈ ভ্রা হ্রী এই সকল ধাতুর নিষ্ঠা স্থানে বিকল্পে ন হয়।

অবজ্ঞাত (ত্রি) অবজ্ঞায়তেস্ম অব-জ্ঞা-কর্মণি। এখানে নিষ্ঠা প্রত্যয় স্থানে নকার হয় নাই। যাহার জ্ঞাণ লওয়া হইয়াছে। যাহা সোঁকা হইয়াছে। (ক্লী) ভাবে ক্ত। সোঁকা। [নিষ্ঠা স্থানে ন হইবার হ্রত অবজ্ঞাণশব্দে দেখ]।

অবচক্ষণ (ত্রি) অব-কুংসিতং চটে অব-চক্ষ-কর্ত্তরি ল্য। কুংসিতাখ্যান কর্ত্তা। নিন্দাকারী। অপবাদকারী। (চক্ষিঙ্ ব্যক্তায়াং বাচি। অয়ং দর্শনেপি। ইকারো-হৃদদাত্তো বুজর্থঃ বিচক্ষণ প্রথম। সিং কো০)। কাত্যা-য়ন বাস্তিক হ্রত করিয়াছেন যে,— *। অসনয়োশ্চ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। অস্ এবং অন প্রত্যয় বিধান করিলে খ্যা হয় না। তজ্জন্তু, নৃ-চক্ষ-অস্ নৃচক্ষা রাক্ষসঃ। এবং বি-চক্ষ-অন, অব-চক্ষ-অন, এই রূপে বিচক্ষণ অবচক্ষণ ইত্যাদি রূপসিদ্ধি হইয়াছে।

অবচন (ক্লী) ন বচনং কুংসাধ্যাম্। নঞ-তৎ। নিন্দা। অভাবে নঞ-তৎ। বচনাভাব। (ক্লী) নাস্তি বচনং যন্ত। নঞ-বহুব্রী। বাক্যশূন্ত।

অবচনীয় (ত্রি) বক্তুমর্থং বচ-অর্হার্থে অনীয়ন্ ততো নঞ-তৎ। বলিবার অযোগ্য বাক্য। অঙ্গীল বাক্য। বচনীয়ং নিন্দ্যং ততো নঞ-তৎ। অনিলনীয়।

অবচয় (পুং) অব-চি-অচ্। পুশ্চারি চয়ন করা। পুশ্-ফলাদি চুরি করিবার অজ্ঞ গ্রহণ করা।

অবচায় (পুং) অব-চি-ঘঞ্। হস্ত দ্বারা পুশ্ফলাদির

গ্রহণ। যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা অথবা চৌর্যাদি দ্বারা চয়ন হইলে অচ্-প্রত্যয় নিম্ন অবচয় শব্দ হইবে। *। হস্তাদানে চেরন্তেয়ে। পা ৩। ৩। ৪০। যদি হস্তদ্বারা গ্রহণ করা অর্থ বুঝায় তবে চি ধাতুর উত্তর যঞ্-প্রত্যয় হয়। 'হস্তাদানে কিং বৃক্ষগ্রহণানাং ফলানাং যষ্ঠ্যা প্রচয়ং কৰোতি। অন্ত্যে কিং পুষ্পপ্রচয়শ্চৌর্যেণ। (সিংকে) উক্ত হুত্রে)।

অবচিত (ত্রি) অবচীয়েতস্ম অব-চি-কৰ্ম্মণি ক্ত। সঞ্চিত। গৃহীত পুষ্পাদি। (অবচিতবলিপুষ্প। কুমা০। ১। ৬০। যিনি পূজার পুষ্প চয়ন করিয়াছেন)।

অবচূড়। (ক্লী) অবনতঃ চূড়ায়ঃ। ৫ প্রাদি স০। ধ্বজার অধোমুখ বজ্র। ধ্বজার অধোমুখ অঙ্গ চামরাদি। (ত্রি) অবগতা চূড়া কিরীটাদি যন্ত। প্রাদি বহত্ৰী। মন্তকের চূড়া বা কিরীটাদিশূন্ত ধ্বজাশূন্ত। যাহার চূড়া সংস্কার হয় নাই।

অবচূর্ণন (ক্লী) শুক্লতোক্ত ত্রণ বিশেষ। অব-চূর্ণ-ভাবে ল্যুট্। পেষণ। চূর্ণ করা। অব-চূর্ণ-গিচ্-ল্যুট্ গিচ্-লোপঃ অবচূর্ণন। চূর্ণ করিয়া ধ্বংস করা।

অবচূর্ণিত (ত্রি) অব-চূর্ণ পেষণে-কৰ্ম্মণি ক্ত। যাহা চূর্ণ করা হইয়াছে। শুঁড়া করা ত্রব্য। চূর্ণের বধ্বংসতে, অবচূর্ণ এই নাম ধাতুর উত্তর ক্ত। চূর্ণ করিয়া যাহাকে ধ্বংস করা হইয়াছে।

অবচূল (ক্লী) অবনতা চূড়া অগ্রং যন্ত। বহত্ৰী। এখানে ডকার স্থানে পক্ষে লকার হইয়াছে। ধ্বজার অগ্রভাগে বজ্র অধোমুখ বস্ত্র ও চামরাদি। ধ্বজাদির অঙ্গ বিশেষ।

ধ্বজা অচ্-মধ্যে ডকার স্থানে ০ হয়, এবং চ স্থানে ০ হকার হইয়া থাকে। নায়নাচার্য্য, ১। ১। ১ 'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্' ইত্যাদি ধ্বজের ভাষ্যে লিখিত আছে,—স্লে (স্লে স্ততো) ডকারন্ত ০ কারো বহ্-চাধ্যোত্বেস্প্রদায়প্রাপ্তঃ। তথা চ পঠাতে। অজমধ্যস্থ ডকারন্ত ০ কারং বহ্-চা জগুঃ। অজমধ্যস্থ চকারন্ত ০ হকারং বৈ বর্ণাক্রমমিতি।

এই রূপে বর্ণব্যতিক্রম হইয়া পরিশেষে চ বা ০ এই মূর্দ্ধন্ত বর্ণ হইতে লকার হইয়াছে। [ইহার বিশেষ বিবরণ ডকার বর্ণে দেখ]।

অবচূলক (ক্লী) অবচূলমিব প্রকৃতিঃ ইবার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্-প্রত্যয়ঃ। চামর।

অবচ্ছিন্ন (ত্রি) অব-ছিদ-ক্। কোন বিশেষণ দ্বারা যাহাকে বিশেষ রূপে বলা হইয়াছে। যেমন,—'এট-

বচ্ছিন্ন তাপস', এমন কথা বলিলে এই রূপ বুঝায় যে, জটা দ্বারা তাপসকে অজ্ঞাত ব্যক্তি হইতে বিশেষ করা হইয়াছে। অর্থাৎ এখানে জটা বিশেষণ স্বরূপ। জটা দেখিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জটাদারী ব্যক্তি একজন তপস্বী। বিশেষণ দ্বারা বিশেষ করাকে এবং কোন বস্তু দ্বারা সীমা নির্দিষ্ট করা যায় তাহাকেও অবচ্ছিন্ন কহে। যেমন, 'ঘটের কারণতা দণ্ডাবচ্ছিন্ন,' এমন কথা বলিলে ঘটের কারণতা সকল দণ্ডেই আছে, কিন্তু দণ্ডভিন্ন অন্য কিছুতে নাই ইহাই বোধ হয়; সুতরাং এস্থলে দণ্ড দ্বারা ঘটের কারণতার সীমা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। যাহা এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুকে ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ বিভিন্ন করিয়া দেয়, তাহার নাম অবচ্ছেদক। অবচ্ছেদকের ধর্ম্মকে অবচ্ছেদকতা বলা যায়। অবচ্ছেদকতা ধর্ম্ম কোথাও স্বরূপ-সম্বন্ধ বিশেষ, কোথাও বা অনতিরিক্তবৃত্তি দেখা যায়। যেমন, দণ্ডের দণ্ড স্বরূপধর্ম্ম দণ্ডেই থাকে; দণ্ডভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে দণ্ড থাকিতে পারে না। আবার, দণ্ডে যে সমস্ত ধর্ম্ম আছে, তাহার অতিরিক্ত অন্য ধর্ম্মকে উহা বিভিন্ন করিয়া দেয় বলিয়া উহা ঘটাদির কারণতাবচ্ছেদক হয়। কাজেই তদ্বারা দণ্ডের নিরূপণ করা যায়। তাই দণ্ড, ঘটাদির কারণতাবচ্ছেদক অবচ্ছিন্ন।

যাহার অভাব তাহাই সেই অভাবের প্রতিযোগী। যেমন, 'ঘটের অভাব,' এমন কথা বলিলে ঘটই সেই অভাবের প্রতিযোগী। প্রতিযোগীর ধর্ম্মের নাম প্রতিযোগিতা। ঘটের অভাব বলিলে, সেই প্রতিযোগিতা ঘট ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে থাকিতে পারে না। সুতরাং উহা ঘটাদির অভাবের প্রতিযোগিতাকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেয়। তজ্জন্ত ঘট তাহার অবচ্ছেদক। অতএব সেই প্রতিযোগিতাই ঘটাবচ্ছিন্ন।

পরিমাণাদিতে ইয়ত্তা করাকে অবচ্ছিন্ন কহে। যে বস্তুর ইয়ত্তা করা হয়, সেই বস্তুই তাহার পরিমাণাবচ্ছিন্ন। যেমন, দ্রোণ ব্রীহি, দ্রোণ পরিমাণাবচ্ছিন্ন ব্রীহি; অর্থাৎ দ্রোণ পরিমিত ব্রীহি।

বিশিষ্ট অর্থাৎ স্থিত অর্থেও 'অবচ্ছিন্ন' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন,—'গৃহাবচ্ছিন্ন আকাশ,' গৃহ বিশিষ্ট অর্থাৎ গৃহে স্থিত আকাশ।

বেদান্তের মতে, অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্ত জীব, অর্থাৎ অন্তঃকরণবিশিষ্ট বা অন্তঃকরণে স্থিত চৈতন্তের নাম জীবাত্মা।

অবচ্ছিন্নবাদ (পুং) অবচ্ছিন্নস্ত অস্তঃকরণবিশিষ্টতয়া জীবন্ত বানো ব্যবস্থাপনং যত্র। বহুব্রী। বেদান্তে এই রূপ মত স্বীকার করা হইয়াছে যে, অস্তঃকরণে চৈতন্য রূপ জীবাত্মা আছে। অতএব, তৎপ্রতিপাদক মতকে—‘অবচ্ছিন্নবাদ’—বলা যায়।

উক্ত অবচ্ছিন্নবাদ দুই প্রকার। কেহ কেহ বলেন যে, অস্তঃকরণে প্রতিবিশ্ববিশিষ্ট চৈতন্যের নাম জীবাত্মা। আবার কাহার মতে, অস্তঃকরণ বিশিষ্ট চৈতন্যের নামই জীবাত্মা। এই দুই পক্ষের মধ্যে অস্তঃকরণাবচ্ছিন্নবাদীরা, অস্তঃকরণ প্রতিবিশ্বাবচ্ছিন্নবাদীকে এই বলিয়া দোষ দেন যে, রূপবিশিষ্ট বস্তুরই প্রতিবিশ্ব থাকে। কিন্তু চৈতন্য, রূপশূন্য নিরবয়ব বস্তু, সুতরাং তাহার প্রতিবিশ্ব থাকা অসম্ভব। অধিকন্তু, প্রতিবিশ্ব নিজে কিছুই নহে, ইহা অল্প একটা বস্তুর ছায়া মাত্র। ইহার নিজের কিছুই অস্তিত্ব নাই। সুতরাং প্রতিবিশ্বকে জীবাত্মা বলিলে, জীবাত্মারও কিছুই অস্তিত্ব থাকে না। অতএব যাহা নিজে কোন পদার্থ নয়, তাহার বন্ধন এবং মোচন কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

নৈয়ামিকদের মত বৈদান্তিকরাও স্বীকার করেন যে, আকাশ এক বৈ ছই কিম্বা ততোধিক নহে। কিন্তু সেই এক আকাশের স্থান ভেদে বিভিন্ন প্রকার নাম হইয়া থাকে। সেই রূপ চৈতন্যও এক, কেবল অস্তঃকরণ প্রভৃতি আধারবিশিষ্ট বলিলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়। ঘণ্টের চারি দিকে আকাশ বেষ্টিত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই ঘট স্থানান্তরিত করিলে তাহার চতুর্দিকের আকাশ ঘণ্টের সঙ্গে সঙ্গে যায় না। জীবাত্মাও ঠিক তজ্রূপ। উহার ইহলোকে ও পরলোকে গতিবিধি নাই। কেবল উপাধিভেদেই উহার ‘ইহলোক গমন’ কিম্বা ‘পরলোক গমন’ এই রূপ নাম দেওয়া হইয়া থাকে। সে কারণ জীবাত্মার বন্ধনের ও মোচনের কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

যে উপাধিধারা অজ্ঞানানধীন এই সংসারে প্রবৃত্তি জন্মে তাহারই নাম জীব। সেই জীবের বন্ধন হইয়া থাকে। যে উপাধিতে পরমাত্মারূপে সংসারে প্রবৃত্তি হয় না, তাহার বন্ধনও হয় না, সুতরাং মোক্ষ হয়।

অবচ্ছুরিত (ক্লী) অব-ছুর-ভাবে ক্ত। উচ্চহাস। স্বার্থে কন্ অবচ্ছুরিতক। অটহাস। (ত্রি) কন্দগি ক্ত। মিশ্রিত।

অবচ্ছেদ (পুং) অব-ছিদ-ভাবে ঘঞ। ছেদন। সীমাকরণ। বিশেষ করা। অবধারণ। ইয়ত্তা করা। ব্যাপ্তি।

অবচ্ছিদ্যতেহনেন করণে ঘঞ। ইয়ত্তা সাধন। মাপের পাত্র।

যে কোন বস্তু কোন আধারের এক দেশে থাকে, অল্প অবয়বে থাকে না, তাহাকে অব্যাপ্যবৃত্তি কহে।

এই ঘটটা এখানে আছে, ওখানে নাই, ইহাই আধারের অবয়বের দ্বারা নিরূপণ হয় বলিয়া অবয়বই সেই অব্যাপ্যবৃত্তির নিরূপক। যেমন বৃক্ষের অগ্রভাগে বানর বসিয়া থাকিলে, বৃক্ষের অগ্রভাগেই বানরের সঙ্গে সংযোগ থাকে, বৃক্ষের মূলে সংযোগ থাকে না। তজ্জন্ত এস্থলে বানরের সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি। শাস্ত্রকারেরা উহাকে কপিসংযোগ কহেন। বৃক্ষমূলে বানরের সংযোগ থাকে না বলিয়া বৃক্ষমূল অব্যাপ্যবৃত্তিতার নিয়ামক, এই জন্ত সেই বৃক্ষের মূলকে ও অগ্রভাগকে অবচ্ছেদ বলা যায়। অবচ্ছেদ দেশব্যাপী ও কালব্যাপী। তাহার মধ্যে দেশব্যাপী হইলেও সর্বত্র কালব্যাপী না হইতে পারে। তজ্জন্ত কালই অব্যাপ্যবৃত্তিতার নিরূপক। যেমন, জাগ্রৎ আত্মাতে জ্ঞান থাকে; আবার ঘুমাইলে আত্মা থাকে, কিন্তু তৎকালে জ্ঞান থাকে না। তজ্জন্ত এখানে নিদ্রাকালই জ্ঞানের অব্যাপ্যবৃত্তির নিরূপক।

অবচ্ছেদক (ত্রি) অবচ্ছিনন্তি স্বম্মাৎ অন্ততো বা পৃথক্ কয়োতি। অব-চ্ছিদ-ধূল। ছেদক। যে ছেদন করে। ইয়ত্তাকারক। সীমাকারক। অবধারণক। অবচ্ছিন্ন শব্দে যে অব্যাপ্যবৃত্তিতার বিষয় কথিত হইয়াছে তাহার নিরূপক। [বিশেষ বিবরণ অবচ্ছিন্ন শব্দে দেখ]।

অবচ্ছেদকানিরুক্তি (পুং) অবচ্ছেদকত্ব তৎপদার্থ-নির্ণয় বিষয়ে নি নিশ্চয়া উক্তির্বাণিন্। বহুব্রী। নব-দ্বীপ নিবাসী রঘুনাথ শিরোমণিকৃত অবচ্ছেদকত্ব পদার্থ নিশ্চায়ক ভাষ্যশাস্ত্রের অসুমানখণ্ডান্তর্গত গ্রন্থ বিশেষ। (ক্লী) অবচ্ছেদকত্ব তৎপদার্থ নিশ্চয় বিষয়ে উক্তিঃ। ৭-তৎ। অবচ্ছেদকত্ব পদার্থ নিশ্চায়ক উক্তি।

অবচ্ছেদ্য (ত্রি) অবচ্ছেদ্যুর্ অহং অব-ছিদ-অর্হার্থে-ণ্যৎ। ছেদন্যর্হ। কাটিবার যোগ্য। অবধারণীয়। বিশেষ-বণীয়। অবচ্ছেদ্যর্হ পদার্থ। যেমন ঘটনিষ্ঠ ঘটাতাবের প্রতিযোগিতা, ঘটন্ব দ্বারাই অবচ্ছেদ্য হয় অর্থাৎ সেখানে ঘটন্বই অল্প প্রতিযোগিতাকে নিবারণ করিয়া ঘট প্রতিযোগিতাকেই অল্প হইতে বিচ্ছেদ করিয়া রাখে।

অবজয় (পুং) অব-জি-অচ্। পরাজয়।

অবজ্ঞা (ক্লী) অব-জ্ঞা- (আত্মোপসর্গে। পা ৩। ৩।

১০৬) ইতি অঙ্। তন্নিপরে জ্ঞাতোরাকারলোপঃ
পশ্চাৎ জ্ঞীত্যাং টাপ্। অনাদর। অবমাননা। অবহেলা।
অবজ্ঞাত (জি) অব-জ্ঞা-ক্র। অনাদৃত। তিরস্কৃত। অব-
গণিত। অবমত। অবমানিত। পরিভূত।

অবজ্ঞান (ক্লী) অব-জ্ঞা-ভাবে ল্যুট্। অবমান। তির-
স্কার। অনাদর।

অবজ্ঞেয় (জি) অব-জ্ঞা-কর্মণি যৎ। অনাদরণীয়। তির-
স্কার্য। তিরস্কার করিবার যোগ্য।

অবট (পুং) অবঃ তলপর্যন্তমটতি অব-অট-অচ্। গর্ত।
ভূমির মধ্যস্থিত রন্ধ্র। ছিদ্র। কূপ। (অন্তরমবট ছিদ্রঃ
'নিবাথনং রন্ধ্রং রোক কুহরদমাঃ। হলায়ুধ) দেহস্থ নিম্ন
স্থান। কণ্ঠমূলাদি। (পুং) নঞ্-তৎ। বট বৃক্ষ ভিন্ন।

অবটনিরোধন (পুং) অবটে গর্তে নিরুদ্ধাতেহ্ অবট-
নি-রুধ-আধারে ল্যুট্। নরক বিশেষ। যে নরকে গর্তের
মধ্যে পাপীরা কষ্ট ভোগ করে।

অবটি (জী) অবতি রক্ষতি সর্পাদিকন্ অব-অটি। গর্ত।
কূপ। বা ডীপ্ অবটী। গর্ত। কূপ।

অবটীট (জি) নাসিকায় নতম্। অব-নতে নাসিকায়ঃ
সংজ্ঞার্থে টীটচ্ প্রত্যয়ঃ। খাঁদা। যে ব্যক্তির নত
নাসিকা। ছেপড়া নেকো। খাঁদা বা বসা নাক। *।
নতে নাসিকায়ঃ সংজ্ঞায়ঃ টীটঞ্নাটজ্জটচঃ। পা ৫।
২। ৩১। নাসিকা সম্বন্ধে নত এই অর্থ বুঝাইলে, সংজ্ঞায়
অব এই অব্যয়ের পর টীটচ্, নাটচ্ এবং ভটচ্ প্রত্যয় হয়।
তদ্যোগ্যং নাসিকাপি। পুরুষোহপি তথোচ্যতে।
ইতি কৌশ্বত।

অবটু (পুং) অব-টীক্-ডু। গর্ত। বৃক্ষ বিশেষ। কূপ। গ্রীবার
পশ্চাৎ ভাগ। ঘাড়। দেহের নিম্ন স্থান। ন বটুঃ ব্রাহ্মণঃ।
নঞ্-তৎ। ব্রাহ্মণ নহে।

অবটুজ (পুং) অবটৌ অবটৌবা জায়তে অবটু-জন্-ড।
৭ বা ৫-তৎ। মস্তকের চরম কেশ। টিকি। ঘাড়ের চুল।

অবটৌদা (জী) অবটুজ কৃপজ উদকমিব উদকং যন্তাঃ।
৬-বহুব্রী উদকশ্চ উদাদেশঃ ততঃ জ্ঞীত্যাং টাপ্। ভারত-
বর্ষীয় নদী বিশেষ।

অবডঙ্ক (পুং) অব অবগতঃ (বুদ্ধিং গতঃ) শকো যস্মাৎ।
৫ বহুব্রী। ইষ্টস্থান। হাট। মতান্তরে, 'অবডঙ্ক শব্দ এই
অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অবডীন (ক্লী) অব-ওডীন বিহারসাগতো ভাবে ক্র, ওদিত্যন্তশ্চ
নকারঃ। অবরোহণ রূপ পক্ষীর গতি বিশেষ। আকাশের
উর্দ্ধদিক হইতে পক্ষীদের নিম্ন দিকে নেমে আসা।

। *। ওদিতশ্চ। পা ৮। ২। ৪৫। ওকার ইৎ ধাতুর
উত্তরস্থ নিষ্ঠার স্থানে ন হয়। (ওদিত্যন্তো ডীঙঃ পাঠ-
সামর্থ্যাম্বেট্। সিং কোং)।

অবত (পুং) অবততি থত্মানোহধোগচ্ছতি অব-অতি
সাতত্যগমনে-অচ্। শকদ্ধাদিত্যাং পররূপম্। বাস্তবিক,
পা ৬। ১। ৯৪ সূত্রে। ইতি দেবরাজ। কূপ। অবট
এই প্রকার রূপও হয়। নিরুক্তে কূপের এই কয়েকটি
পর্যায় লিখিত হইয়াছে,—কূপ, কাভু, কর্ত, বত্র, কাট,
খাত, অবত, ক্রিবি, হৃদ, উৎস, ঋগুদাৎ, কারোভরাৎ,
কুশয়, কেবট, অবট।

উর্দ্ধং যুহুদে হবতং। ঋক্ ১। ৮৫। ১০। এই ঋকের
ভাষ্যে সায়নাচার্য্য, অবত শব্দের এই রূপ ব্যুৎপত্তি
করিয়াছেন,—অবতাত্তলো ভবতীত্যবতঃ কূপঃ। কূপ-
নামস্ চাবতো হবট ইতি পঠিতম্।

অবতংস (পুং ক্লী) অবতন্ত্যতে অলংক্রিয়তে অনেন।
অব-তন্-করণে ঘঞ্। কর্ণপূর। কর্ণভূষণ। শিরো-
ভূষণ। (অবতংসৌ কর্ণপূরেহপি ভূষণে। অমর)।

অবতংসিত (জি) অব-তন্-ক্র। ভূষিত। অলঙ্কৃত।
এখানে বিকল্পে অকারের লোপ হইলে 'বতংসিত'
এই প্রকার রূপও হয়। [অপিশব্দ দেখ]।

অবতমস (ক্লী) অবততং ব্যাপ্তং তমঃ অজন্ত প্রাদি সৎ।
ব্যাপ্ত অন্ধকার। *। অব সম্বন্ধেভ্যন্তমসঃ। পা ৫। ৪।
৭৯। অব, সম্, অন্ধ এই সকল শব্দের পরস্থিত তমস্
শব্দের উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়।

অবতরণ (ক্ল) অব-তৃ-ভাবে ল্যুট্। উপর হইতে নীচে
নাম। অত্র রূপে প্রাচুর্ভাব। অবতীর্ঘ্যতে যেন করণে
ল্যুট্। নদ্যাতির সোপান। সিঁড়ি। তীর্থ।

অবতরণী (জী) অবতরতি গ্রহো ইনয়্য অব-তৃ-করণে
ল্যুট্। গ্রহের প্রস্তাবের নিমিত্ত মুখবন্ধ। গ্রহ্মারম্ভ।

অবতান (পুং) অব-তন্-ঘঞ্। সন্তান। অধোমুখ।
লতাপ্রতান।

অবতার (পুং) অবতীর্ঘ্যতে অনেনাম্মিন্ বেতি করণে
অধিকণে বা (অবেতৃত্ত্বার্থে ঘঞ্। পা ৩। ৩। ১২০।)
অবে উপপদে ত্ত্বভ্যাং করণাধিকরণয়োঃ পুংসি সংজ্ঞায়
মসংজ্ঞায়াঞ্চঘঞ্ ইতি ঘঞ্। তীর্থ। বাপী। পুরুষগণী কৃপা-
দিসোপান। সিঁড়ি। (অবতারঃ কৃপাদেঃ। সিং কোং)।
ভাবে ঘঞ্। প্রাচুর্ভাব। অবতরণ। নাম। অব সর্কতো-
ভাবেন তীর্ঘ্যতে অভিব্রুজ্যে শত্রবোহনেন ইতি বিগ্র-
হেণ করণে ঘঞ্। দেবতাদের অংশোদ্ধব অবতার।

‘নদীর অবতারণ’ এমন কথা বলিলে এখানে অব-
তার শব্দ সংজ্ঞা হয় নাই, স্তম্ভাঃ অসংজ্ঞা বিষয়েও যৎ
বিধান হইয়াছে। তাহার কারণ এই, পা ৩।৩।১১৮
স্থলে এই রূপ লিখিত হইয়াছে যে, পুংসি সংজ্ঞায়াং যঃ
প্রায়েণ। এই ‘প্রায়’ শব্দের প্রয়োগ থাকায় ১২০ স্থলে
উহার অমুভূতি আসিয়াছে, তজ্জন্ত অসংজ্ঞা বিষয়েও
যৎ বিধানের দোষ হয় নাই। (কথংমবতারো নদ্যাঃ ?
নদীয়াং সংজ্ঞা। প্রায়ামুভূতের সংজ্ঞায়ামপি ভবতি। ইতি
কাশিকা)।

পুরাণাদিতে অসংখ্য অবতারের বিষয় লিখিত
হইয়াছে। তাহার মধ্যে এই কয়েকটি প্রসিদ্ধ—ব্রহ্মা,
নারদ, কপিল, দত্তাশ্রয়, যজ্ঞ, ঋষভদেব, পৃথু, মৎস্য,
কুর্মা, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বেদব্যাস,
ধনন্তরি, মোহিনী, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ, নরনারায়ণ,
বুদ্ধ এবং কঙ্কী।

বিষ্ণু পৃথিবীর ও বেদের উদ্ধারের জন্ত এবং দুইটির
দমনের নিমিত্ত দশবার ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া-
ছিলেন। বিষ্ণুর দশাবতার যথা,—১ মৎসাবতার, ২
কুর্মাভাবতার, ৩ বরাহ অবতার, ৪ নৃসিংহাবতার, ৫ বামন
অবতার, ৬ পরশুরাম অবতার, ৭ রামাবতার, ৮ কৃষ্ণ
ও বলরাম অবতার, ৯ বুদ্ধ অবতার, ১০ কঙ্কী অবতার।
এই সকল অবতারের বিস্তারিত বিবরণ তত্তৎ শব্দে দেখ।

মুণ্ডমালা তন্ত্রের মতে, প্রকৃতি হইতেই এই সকল
অবতার উৎপন্ন হইয়াছিল। কৃষ্ণরূপা কালী, রামরূপা
তারিণী, কুর্মাৰূপা বগলা, মীনরূপা ধ্রুবাবতী, নৃসিংহ-
রূপা ছিন্নমস্তা, বরাহ রূপা ভৈরবী, পরশুরামরূপা সুল্লরী
অর্থাৎ ষোড়শী, বামনরূপা ভুবনেশ্বরী, বুদ্ধরূপা কমলা,
মাতঙ্গীরূপা কঙ্কী।

অবতারণ (ক্রী) অব-তৃ-ণিচ্-লুট্। ভূতাদিতে পাইলে
সেই ভূতাদি নামান। বস্ত্রের অঞ্চল দ্বারা ভূতের অর্চন।
ভূত ঝাড়ান। গ্রহের প্রস্তাবনা। নামান। (ক্রী) করণে
লুট্ অবতারণী। গ্রহের প্রস্তাবনা। (অবতারণ ভূতাদি-
গ্রহে বস্ত্রাঞ্চলার্কনে। বিশ্ব)।

অবতারিত (ক্রি) অব-তৃ-ণিচ্-ক্ত। অবরোপিত। নামা-
ইয়া রক্ষিত।

অবতীর্ণ (ক্রি) অব-তৃ-কর্তৃ-ক্ত। কৃত্যবগাহন। বেনদী
প্রভৃতিতে অবগাহন করিয়াছে। কৃত্যবগাহণ। যে
উপর হইতে নীচে নামিয়াছে। অস্তরূপবিশিষ্ট হইয়া
প্রাকৃত।

অবতুলন (ক্রী) তুলেন অবকৃষ্ণাতি তৃণাং তুলেন অব
যটয়তি অব-তূল অবকৃষ্ণার্থে-ণিচ্-ভাবে-লুট্-ণিচ্-লোপঃ।
তুল দ্বারা অবযটন করা। তুল দ্বারা ওজোন করা। (মুণ্ড
ইত্যাদি। পা ৩।১।২১। ইতি মুণ্ডানিহাৎ ণিচ্)।

অবতোক (ক্রী) অবপতিতং গর্ভস্থাপত্যং যজ্ঞাঃ। প্রাদি
ও বহুব্রী। যাহার গর্ভ থাকে না। অবদগর্ভা। গাবড়া
গাই। গা-ফেলা গাই। (অবতোক তু অবদগর্ভা। অমর)।

অবত (ক্রি) অব-না-ক্ত। খণ্ডিত। দত্ত। দিয়া পুনর্গৃহীত।
।*। অচ উপসর্গান্তঃ। পা ৭।৪।৪৭। ক ইৎ তকা-
রাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে অজন্ত উপসর্গের পরস্থিত
যু সংজ্ঞক দা স্থানে ত হয়।

অবভিন্ (ক্রি) অবন্তমন্ত্যন্ত অবন্ত- (অত ইনিঠনৌ।
পা ৫।২।১১৫) ইতি ইনি। যাহা খণ্ডিত হইয়াছে।
যাহার আশাদি নষ্ট হইয়াছে।

অবৎসার (পুং) ন বৎসং সন্তানম্ ঋচ্ছতি লভতে বৎস-
ঋ-ঘঞ্ ততো নঞ্ তৎ। ঋত্থেদোক্ত জৈনৈক ঋষি।
অবৎসারন্ত স্পৃগ্বাম রণ্ডিঃ। ঋক্ ৫।৪৪।১০। অবৎ-
সারন্ত বৈষামুধীণাম্। ইতি সায়ন।

অবদংশ (পুং) অবদন্ততে মদ্যপানানন্তয়ং চর্য্যতে অব-
দংশ-কর্ম্মণি ঘঞ্। মদ্যপানের কচিকর চর্য্যগ্জব্য।
গজর। চাইট্। শুদ্ধি।

অবদন্ত (ক্রি) অবদাতুং দন্তা পুনর্গৃহীতুং দাতুং বা। আদি
কর্ম্মণি কর্ত্তরি ক্ত দণ্ আদেশঃ। খণ্ডিত। যাহা দিয়া পুন-
র্কার গ্রহণ করা হইয়াছে। দন্ত।*। আদি কর্ম্মণি ক্তঃ
কর্ত্তরি চ। পা ৩।৪।৭১। আদিকর্মে অর্থাৎ কর্ম্মের
পূর্বে ক্রিয়ায় উল্লেখ থাকিলে (আদিভূতঃ ক্রিয়াক্ষণ আদি-
কর্ম্ম) কর্ত্ত্বাচ্যো ক্ত প্রত্যয় হয়। ভাব এবং কর্ম্ম বাচ্যেও
যথাবিহিত ক্ত হইয়া থাকে। আদিকর্মে কর্ত্ত্ব প্রভৃতিতে
ক্ত বিধান যথা,—প্রকৃতঃ কটং দেবদন্তঃ। প্রকৃতঃ
কটো দেবদন্তেন। প্রকৃতঃ দেবদন্তেন।।*। দো দন্
ঘোঃ। পা ৭।৪।৪৬। ক ইৎ তকারাদি প্রত্যয় পরে
থাকিলে যু সংজ্ঞক দা স্থানে দণ্ আদেশ হয়।
[অত্র স্তত্র অবন্ত শব্দে দেখ]।

তান্তে দোবো দীর্ঘত্বং ত্রাদান্তে দোবো নিষ্ঠানম্।

ধান্তে দোবো দ্ব্যপ্রাপ্তিহান্তে হদোবত্বাৎ ধান্তম্।

যদি তু দন্তি (পা ৬।৩।১২৪) ইতি তকারাদৌ
দীর্ঘত্বং তদা তান্তে হপাদোবঃ। দান্তবাত্তোরপি দন্তি-
পাতলকণৌ বিধিরনিমিত্তং তদ্বিবাত্তভেতি, সত্বত্বম্ ন
তদ্বিবাত্ত ইতি ন দোবঃ।

অবদন্তং বিদন্তঞ্চ প্রদন্তঞ্চাদিকর্মণি।

হৃদন্তমহৃদন্তঞ্চ নিদন্তমিতি চেয্যতে।

অচ্ উপসর্গান্তঃ (পা ৭। ৪। ৪৭) ইতি প্রাপ্তে

নিপাত্যন্তে। অমুপসর্গা বা এতে অবাদয়ঃ ক্রিয়াস্তর
বিষয়া বেদিতব্যঃ। (ইতি কাশিকা)।

অবদরণ (ক্লী) অব-দৃ-ভাবে লুট্। বিদারণ। ফেটে যাওয়া।

অবদাঘ (পুং) অবদহতে প্রাণিনোহস্মিন্ অব-দহ-আধারে
ঘঞ্ ঞ্জাদিঘাৎ হস্ত যত্ম্। নিদাঘ। গ্রীষ্মকাল।

অবদাত (পুং) অব-দৈপ্ শোধে-ক্ত। এখানে দা ধাতুর
স্থানে দৎ কিম্বা দথ্ হয় নাই। কারণ দৈপ্ ধাতু যু-
সংজ্ঞক নহে। পানিনি, দাপ্ কাটা এবং দৈপ্ নিশ্চল
করা, এই দুইটা ছাড়িয়া যুসংজ্ঞা করিয়াছেন। *। দাধা
যুদাপ্। পা ১। ১। ২০। শুভ্র। সাদা। পীত। হরি-
দ্রাভ। (ত্রি) শুভ্রাদিবর্ণ যুক্ত। বিগুহ্ব। (ত্রি) মনোজ্ঞ।

(অবদাতং সীতে পীতে বিগুহ্বে প্রবরেশপি চ। বিখ)।

অবদান (ক্লী) অব-দো-দৈপ্ বা-লুট্। প্রশস্ত কর্ম।
যে কর্মে প্রবৃত্ত হইলে সকলে প্রশংসা করে, তজ্জপ
সং কর্ম। খণ্ডন। পরাক্রম। অতিক্রম। শুদ্ধিকরণ।
(ক্লী) অবদ্যতি খণ্ডয়তি চূর্ণকাদ্যনেন করণে লুট্।
বেগার মূল। উশীর। খশ্ খশ্। (অবদানমতিবৃত্তে
খণ্ডনে শুদ্ধকর্মণি। হেম)।

অবদারক (ত্রি) অবদারয়তি অব-দৃ-গিচ্-ধূল বৃদ্ধিঃ গিচ্
লোপঃ। বিদারক। অবয়ব বিভাগ কারক। খস্তা।

অবদারণ (ক্লী) অব-দৃ-গিচ্-ভাবে লুট্। বিদারণ। অব-
য়ব বিভাগ। অবদার্যতে খন্ততে গর্তাদ্যনেন করণে
লুট্। খনিজ। খস্তা। গর্ত করিবার অস্ত্র বিশেষ।

অবদারিত (ত্রি) অবদার্যতে অ অব-দৃ-গিচ্-কর্মণি ক্ত।
বিদারিত। বিভাজিত।

অবদাহ (পুং) অবগতো দাহো গাত্রজ্বালা যেন। প্রাদি
বহুব্রী। উশীর। বেগারমূল। (মূলেহস্তোশীরমস্ত্রিয়া-
মিত্যাদি অবদাহেইকাপথে। অমর)। অব-দাহ-ভাবে-
ঘঞ্। জ্বাদিঅন্ত গাত্রদাহ। অগ্নি দ্বারা দহ হওয়া।
পুড়িয়া যাওয়া।

অবদাহেইকাপথ। শব্দকরক্ৰমে এবং বাচস্পত্যে অবদাহ
এবং ইইকাপথ এই দুইটা একপদ করিয়া 'অবদাহেই-
কাপথ' এই প্রকার রূপ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বস্ততঃ
উহার পৃথক পদ। অমরের টীকাকার মহেশ্বর লিখিয়া
ছেন—অবদাহেইকাপথমিতি চৈটককং পদমিতি।

অবদীর্ণ (ত্রি) অব-দৃ-ক্ত দের দীর্ঘঃ তজ্জারন্ত নকারঃ।

বিদীর্ণ। বিভক্ত। ক্ষুটিত। ক্রত। দ্রবীভূত।

অবদোহ (পুং) অবদুহতে দুহ-কর্মণি ঘঞ্। দুহ। ভাবে
ঘঞ্। দোহন।

অবদ্য (ত্রি) ন বদ-গর্হার্থে-যৎ নিপাত্যতে। অধম।
পাপী। নিম্ন্য। নিম্নার যোগ্য। দোষ। কথনাযোগ্য
নিরুপ্ত। প্রতিকুপ্ত। অর্কা। রেফ। যাপ্য। অবম।
কুপুয়। কুংসিত। খেট। গর্হ্য। অগক।

*। অবদ্যপণ্যবর্ধ্য গর্হ্যপণিতব্যানিরোধেয়ু।

পা ৩। ১। ১০১। গর্হ্য, পণিতব্য, অনিরোধ এই সকল
অর্থ অবদ্য, পণ্য, বর্ধ্য এই পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ
হয়। 'বদেন ঞ্জি উপপদে বদঃ স্মৃতি যৎকাপঃ প্রাপ্ত-
য়োধ্যদেব সোহপি গর্হ্যামেবেতুভ্যর্থঃ নিপাতনম্।
অবদ্যাম্পাপম্। (সিং কো০)। যেখানে গর্হ অর্থ না
বুঝাইবে সেখানে, বদঃ স্মৃতি কাপ্ চ। পা ৩। ১। ১০৬।
এই স্তত্র দ্বারা অমুদ্যম্ এই প্রকার রূপ হইবে। কিন্তু
তদ্বারা গর্হ অর্থ বুঝাইবে না। যথা, অমুদ্যম্ গুরুনাম।
গুরু নাম বলিতে নাই। গর্হাৎ কিম্? অমুদ্যম্ গুরু-
নাম। তন্নি ন গর্হাৎ বচনানর্হক।

অবদ্যোতন (ক্লী) অব-দ্যুত-গিচ্-ভাবে লুট্। প্রকাশ-
করা।

অবদ্যাতব্য (ত্রি) অব-ধ্য-কর্মণি তব্য। মনোযোগের
বিষয়। বোধের বিষয়। বাহ্যতে মনোযোগ করা
কর্তব্য। (ক্লী) ভাবে তব্য। মনোযোগ বিশেষ। বুঝা।

অবদান (ক্লী) অব-ধ্য-লুট্। মনোযোগ বিশেষ।

অবধারণ (পুং) অব-ধ্য-গিচ্-অচ্। নিশ্চয়।

অবধারণ (ক্লী) অব-ধ্য-গিচ্-লুট্। ইয়স্তা। পরিচ্ছেদ।
নিরূপণ। সংখ্যাদি দ্বারা ইয়স্তা করা। পরস্পর বিভিন্ন
রূপে ব্যবস্থাপন।

অবধারণীয় (ত্রি) অব-ধ্য-গিচ্-কর্মণি অনীয়ন্। নিরূপণ
করিবার যোগ্য।

অবধারণিত (ত্রি) অব-ধ্য-গিচ্-কর্মণি ক্ত। সংখ্যাদি দ্বারা
নিশ্চিত। কৃত্তাবধারণ।

অবধারণ্য (ত্রি) অব-ধ্য-গিচ্-কর্মণি যৎ। নিশ্চয়ের যোগ্য।
অবধারণীয়। নির্ণেয়। (অব্য) অব-ধ্য-গিচ্-ল্যপ্। অব-
ধারণ করিয়া।

অবধি (পুং) অব-ধ্য-কি। সীমা। কাল। চিন্তাভিনিবেশ।
অবধান। মনোযোগ। অবধীরতৈহস্মিন্ অব-ধ্য-আধারে
কি। বিল। গর্ত। (অবধিঃ ভাদবধানে কালসীমাবিলে-
ষপি। হেম)। অবধীরতে হস্যং অপানানে কি। অপা-

দান। বাহা হইতে সীমা করা যায়। পঞ্চমী বিভক্তিরও অবধি আছে বথা—‘অপসরতোমেবাদপসরতি মেঘ ইত্যাদৌ একস্তাবধিৎ বিবক্ষ্যতে’। (রামতর্কবাগীশ)। প্রথমে দুইটা মেঘ, রাখালের বাটা হইতে মাঠে যাইয়া দুইটা দুইদিকে গেল, সেই দুইটার গমন বিষয়েই পরস্পর দুইটাকে অবধি করা যাইবে।

পূর্ব এবং পর সীমা এই দুই রূপ। যেমন, কলিকাতা অবধি হইতে কাশী অবধির গাড়ী ভাড়া এত। এখানে কলিকাতা পূর্ব অবধি এবং কাশী পর অবধি। কিন্তু বাঙ্গালার এরূপ প্রয়োগ নাই।

প্রকারান্তরে অবধি তিন প্রকার। দেশকৃত, কালকৃত এবং বুদ্ধি কল্পিত। দেশকৃত, কলিকাতা অবধি হইতে ইত্যাদি। চন্দের গ্রাস অবধি করিয়া মোক্ষ অবধি পর্যন্ত জপ করিবে। এখানে গ্রাস কাল অবধিকে কালকৃত পূর্ব অবধি এবং মোক্ষকাল অবধিকে কালকৃত পর অবধি বলা যায়। কুলকামিনীরা যে কথা বলে তাহা সখীকণাবধি, অর্থাৎ এত ধীরে ধীরে কথা বলে যে, তাহা পার্শ্বস্থ সখীই শুনিতে পায়, আর কেহ শুনিতে পায় না। এখানে কুলকামিনীর মুখকে কবির বুদ্ধি কল্পিত পূর্ব অবধি বলা যায়; এবং যে সখী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করেন সেই সখীর কাণকে কবির বুদ্ধি কল্পিত পর অবধি বলা গিয়া থাকে। (স্বাভিধেয়াপেক্ষো-বধিনিয়মো ব্যবস্থা। (সি. কো. পা ১।১।৩৪ হ্রদে)। *। জনপদ তদবধোচ্চ। পা ৪।২।১২৪। পাণিনির এ সূত্রটিও দেশকৃত অবধি বিধায়ক।

অবধিমং (ত্রি) অবধিরন্ত্যন্ত মত্পূ। অবধিবিশিষ্ট। নব্য নৈয়ায়িকেরা অবধিমন্ত্বেই (অবধিকেই) পঞ্চমীর অর্থ বলিয়া স্বীকার করেন।

অবধীরমান (ত্রি) অব-ধা-কর্শণি শানচ্ আকারস্ত জৈষম্। যে বিষয়ে মনোযোগ করা হইতেছে।

অবধীর। অবজ্ঞায়াম্ অদন্ত চুরাং পং স্কং সেট্। লট্ অবধীরয়তি। লুঙ্ আববধীরং। লিট্ অবধীরয়ামাস।

অবন্ত উপসর্গদ্বৈ লুঙ্ আবদধীরং। ক্তু। অবধীরয়িষা।

অবধীরণা (ক্রী) অবধীর-গিচ্-ভাবে যুচ্। অবজ্ঞা। তিরস্কার। (ক্রী) ভাবে ল্যুট্। অবজ্ঞা। তিরস্কার।

অবধীরিত (ত্রি) অবধীর-গিচ্-কর্শণি ক্ত। অবজ্ঞাত।

বাহাকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে। বাহাকে তিরস্কার করা হইয়াছে। ‘অবধীরিতক্কাব্যাক্য’। (পঞ্চতন্ত্র)।

অবধূত (ত্রি) অব-ধূ-ক্ত। কশিত। কৃষ্ণ বজ্রকোদান্তর্গত

উপনিবদ্ বিশেষ। অভিজুত। নিবর্তিত। অনাদৃত। (পুং) সন্ন্যাসী বিশেষ।

অবধূত সন্ন্যাসীর মধ্যে কতকগুলি শৈব এবং কতক গুলি বৈষ্ণব। মহানির্কারণ তন্ত্রে এবং ষোণসারে শৈব অবধূতদের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। বৃহৎ শঙ্কর-বিজয়েও এই সম্প্রদায়ের বিবরণ দেখা যায়। মহানির্কারণ তন্ত্রে প্রধানতঃ চারি প্রকার অবধূত সন্ন্যাসীর কথা দৃষ্ট হয়,—ব্রহ্মাবধূত, শৈবাবধূত, বীরাবধূত, কুলাবধূত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ব্রহ্মোপাসক হইলে তাঁহাদিগকে যতি বা ব্রহ্মাবধূত বলা যায়। এ অবস্থার তাঁহারা গৃহাশ্রমেও থাকিতে পারেন কিম্বা সংসারত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারেন। বিধিপূর্বক পূর্ণাভিষিক্ত হইলে তেমন সন্ন্যাসীকে শৈবাবধূত কহে।

বীরাবধূতদের মন্তকে দীর্ঘ ও অসংস্কৃত কেশ। কেহ রত্নাকের কেহ বা হাড়ের মালা গলার পরিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা বিবস্ত্র, কাহার বা কোণীন পরা, এবং কাহার অঙ্গে ভস্ম মাখা কাহারও বা অঙ্গ রক্তচন্দনে লিপ্ত। তাঁহাদের হাতে মাছুষের মাথার খুলী, কাষ্ঠদণ্ড, মৃগচর্ম্ম, পরশু, খট্টাক, ডমরু এবং বর্ষর। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা গেকুরা বস্ত্রও পরিধান করেন। বীরাবধূতেরা সকলেই গাজা ও মদ্য সেবন করিয়া থাকেন।

কুলাচার মত অভিবিক্ত হইয়া যে সাধক গৃহাশ্রমে থাকেন তাঁহাকে কুলাবধূত কহে।

শঙ্করবিজয়ে দশ প্রকার অবধূতের কথা লিখিত হইয়াছে,—তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী এবং পুরী।

যে সকল সন্ন্যাসী ত্রিবেণী প্রভৃতি তীর্থ স্থানে থাকিয়া স্নানাদি করেন তাঁহাদের নাম তীর্থ। যে সকল সন্ন্যাসী আশাবিবর্জিত এবং সাধনদ্বারা পুনর্জন্ম হইতে মুক্তিলাভ করেন তাঁহাদিগকে আশ্রম কহে। বনে এবং নির্বরে বাহারা বাস করেন তেমন বৌগীকে বন বলা যায়। বাহারা অরণ্যে বাস করেন এবং সর্বদাই আনন্দিত, তাদৃশ সন্ন্যাসীর নাম অরণ্য। যে সকল সন্ন্যাসী গিরিতে বাস করেন, বাহারা গীতাত্যাসে নিরত এবং বাহাদের বুদ্ধি গভীর ও অচল তাঁহাদিগকে গিরি বলা যায়। বাহারা পর্বতের মূলে বাস করেন, বাহারা ধ্যানে প্রবীণ এবং সারাংশের পরব্রহ্মতত্ত্ব তেমন সন্ন্যাসীকে পর্বত কহে। যে সকল সন্ন্যাসী সাগর

সদৃশ গভীরভাবে বসিয়া জখরের আরাধনা করেন তাঁহাদের নাম সাগর। যে সকল সন্ন্যাসী স্মরণার্থী এবং সুকবি তাঁহাদের নাম সরস্বতী। যে সকল সন্ন্যাসী সন্ধি-বান্ এবং দুঃখবিবর্জিত তাঁহাদিগকে ভারতী বলা যায়। তত্ত্বজ্ঞ এবং পরব্রহ্ম নিরত সন্ন্যাসীর নাম পুরী।

অবধূত বৈষ্ণবেরা রামানন্দের শিষ্য। এখনও বাঙ্গালার নানা স্থানে এবং ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে এই শ্রেণীর বৈষ্ণব অনেক দেখা যায়। ইহাদের আচার ব্যবহার অতিশয় কুৎসিত। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা জাতিভেদ মানে না এবং তাহাদের পান ভোজনেরও কোন নিয়ম নাই। তাহাদের মাথায় বড় বড় চুল, গলার ক্ষটিক প্রভৃতির মালা, কটিতে কোপীন, গায়ে থিঁকা কিছা কাঁথা, হাতে নারিকেলের কিস্তী। ইহারা সর্বদাই অত্যন্ত অপরিষ্কার ভাবে থাকে। লোকে ইহাদিগকে বাউলও বলে। বাঙ্গালার স্থানে স্থানে ইহাদের আখড়া আছে। এক একটা আখড়ার দুই তিন জন অবধূত এবং তাহাদের অনেক গুলি করিয়া সেবাদাসী থাকে। ইহারা ভেক দিয়া সকল জাতিকেই আপনাদের সম্প্রদায়ে গ্রহণ করে। ডুবকী, গুপীবস্ত্র, একতারা প্রভৃতি ইহাদের বাদ্য বস্ত্র। ভিক্ষা করিবার সময়ে ইহারা প্রথমে গৃহস্থের দ্বারে গিয়া 'বীর-অবধূত' এইরূপ নাম স্মরণ করে, তাহার পর বাদ্য বাজাইয়া গান করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেকে গৃহস্থের বালিকাদিগকে নষ্ট করিবার চেষ্টা পায়, তজ্জন্ত তাহারা সমাজের ঘৃণার পাত্র।

অবধূতগীত (ক্লী) ভাগবতের একাদশস্কন্ধে উদ্ধৃত সম্বাদে যত্ন নৃপতির প্রতি কোন অবধূতের উপদেশ বিশেষ।

অবধূনন (ক্লী) অব-ধু-ণিচ্ লুট্। চালন। ঝাড়া। চিকিৎসা বিশেষ।

অবধূলন (ক্লী) ধূলিং করোতি অব-ধূলি কৃত্যর্থৈ পিচ্ ভাবে লুট্। অবচূর্ণন। গুড়া করিয়া ফেলান।

অবধূত (ত্রি) অব-ধু-কৰ্শ্ণণি ক্ত। অবধারিত। নিশ্চিত। নিরমিত। ব্যবস্থাপিত বিষয় বিশেষ। স্থাপিত।

অবধূষ্য (ত্রি) অব-ধূষ-কৰ্শ্ণণি ক্যপ্। অবধর্ষণীয়। তির-স্বায়ের যোগ্য। পরাভবনীয়। (অব্য) অব-ধূষ-ল্যপ্। তিরস্কার করিয়া।

অবধেয় (ত্রি) অব-ধা-কৰ্শ্ণণি যৎ। নিশ্চেতব্য। নিবেদ্য। স্থাপনীয়। প্রস্তুত যোগ্য। যে বিষয়ে মনোযোগ করা যায়। জ্ঞাতব্য। (ক্লী) ভাবে বৎ। মনোযোগ।

অবধ্র। অবধ্র (ত্রি) অব-বধ-রক্ নঞ তৎ। অহিংসক। অবধ্রঃ জ্যোতিরদিতৈর্ষ তাত্বধো দেবত। ঋক্ ৭।৮২। ১০। অবধ্রম্ অহিংসকম্। ইতি সায়ন।

অবধ্রংস (পুং) অব ধ্রনস-ঘঞ্। পরিত্যাগ। নাশ। চূর্ণন। নিম্না। (অবধ্রংসঃ পরিত্যাগে নিম্ননেপ্যেব চূর্ণনে। বিধ)।

অবধ্রন্ত (ত্রি) অব-ধ্রনস-ক্ত। নষ্ট। নিম্নিত। চূর্ণিত। ত্যক্ত। (অবধ্রন্তস্ত চূর্ণিতে। ত্যক্ত নিম্নিতয়োঃ। হেম) অবন (ক্লী) অব-লুট্। প্রীণন। রক্ষা করা। প্রীতি। হর্ষ। (অবনং রক্ষণ প্রীত্যোঃ। হেম)।

অবনত (ত্রি) অব-নম-ক্ত। অধোমুখ। আনত। কৃত-নমস্কার।

অবনতি (ক্লী) অব-নম-ক্তিন্। ঔদ্ধত্যের অভাব। অগর্ভ। বিনয়। নিম্ন দিকে গমন। প্রণাম।

অবনদ্ধ (ত্রি) অব-নহ-ক্ত। খচিত। রোপিত। বেষ্টিত। বদ্ধ। (ক্লী) মৃদল্লাদি বাদ্য। *। নহো ধঃ। পা ৮। ২। ৩৪। ঝল্ পরে এবং পদান্তে নহ ধাতুর হকার স্থানে ধকার হয়।

অবনত্র (ত্রি) অব-নম-র। অতিশয় নম্র। [অজস্র শব্দে হ্রস্ব দেখ]।

অবনয় (পুং) অব-নী-ভাবে-অচ্। অধঃপাতন। নিপাতন।

অবনয়ন (ক্লী) অব-নী-লুট্। অবস্থাপন। গর্ভে প্রো-ক্ষণের শেষ জল ঢালা।

অবনাট (ত্রি) নাসিকায়ঃ নতম্। অব-নতার্থে নাসি-কায়ঃ নাটচ্ প্রত্যয়ঃ। খাঁদা। ঘাহার নাক বসা। খাঁদা নাক। [অবটাট শব্দে হ্রস্ব দেখ]।

অবনায় (পুং) অব-নী-ঘঞ্। অধোনয়ন। অধঃপ্রোপণ। নিম্নদিকে লইয়া যাওয়া। *। অবোদোণিয়ঃ। পা ৩। ৩। ২৬। অব এবং উৎ এই দুই উপসর্গের পর নী ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হয়। (অবনায়োহধোনয়নম্। সিং কোঃ উক্ত হ্রস্বে)।

অবনাম (পুং) অব-নম-ঘঞ্। অবনতি। মাথা নামাইয়া নমস্কার।

অবনি। অবনী (ক্লী) অবতি রক্ততি প্রভাঃ, অব্যক্তে বা ভূপৈঃ অব (অভিস্থায়াস্ত্রবিভূত্যোহনি। উপ্ ২। ১০১।) ইতি অনিঃ। কৃষিকারান্তস্থানং বা ভূমি অবনী ইত্যপি। ভূমি। মেদিনী। নদী। অবনী শব্দে দ্রাঘমাপ লভ্যকোও বুঝায়।

অবন্তি জনং বোধকেন, অব্যক্তে প্রাণিত্তীরাতি

নিষ্খাণেন অব-অনি। নদী। (নিরু०)। অবনি শব্দে নদী বুঝাইলে বেদে প্রায় ইহার বহুবচনান্ত রূপ দেখা যায়। আসিষ্কস্তীরবনয়ঃ সমুদ্রম্। ঋক্ ৫। ৬৫। ৬। অবনয়ো নদাঃ। (সায়ন)। অবস্থি কৰ্শ্বনি, অব্যন্তে বা। অঙ্গুলি। দশাবনিভ্যো দশরক্ষকৈভাঃ। ঋক্ ১০। ৯৪। ৭। কৰ্শ্বণ্যবস্থি গচ্ছন্তীত্যবনয়ঃ। দশাবনয়ো হস্তুলয়ঃ। ইতি সায়ন।

অবনিজ (ত্রি) অব-নিজ্-ক্ত। কালিত। ধোত। শোধিত। অবনিনাথ। অবনীনাথ (পুং) ৬-তৎ। রাজা। নৃপ। অবনিপতি। অবনীপতি (ত্রী) নৃপ। রাজা। ভূস্বামী। অবনিপাল। অবনীপাল (পুং) ৬-তৎ। নৃপ। রাজা। অবনীশ (পুং) ৬-তৎ। ভূপতি। নৃপ। রাজা।

অবনেজন (ত্রী) অব-নিজ্-শুক্লো-লুট্। প্রকালন। শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের নিমিত্ত বিস্তৃত কুশের উপরে যে জল সেক করিতে হয় তাহাকেও অবনেজন বলে। পার্শ্বগ শ্রাদ্ধের অনুদান প্রভৃতি অনেকগুলি কার্য তত্ত্বতায় অর্থাৎ পিত্রাদি বা মাতামহাদি তিনের উদ্দেশে এক বাক্যে তিন জনের নামই উল্লেখ করিয়া একবারে উৎসর্গ করার বিধি আছে। আর অর্ঘ্য, অক্ষযোদক, পিণ্ডদান, অবনেজন, স্বধাবাচন এই কার্যগুলির তত্ত্বতাই নাই। অর্থাৎ এগুলি প্রত্যেকের নিমিত্ত পৃথক পৃথক রূপে করিতে হয়। যথা—

অর্ঘ্যোহক্ষযোদকে চৈব পিণ্ডদানেহবনেজন।

তত্ত্বতাবিনিবৃত্তিঃ স্থাৎ স্বধাবাচন এব চ। (স্মৃতি)।

অবস্থি (পুং) অব-স্থিচ্। (অব-স্থেচ্। ইতি উজ্জলদন্ত উগ্ ৩। ৫০ সূত্রে)। (ত্রী) 'কৃদিকারাদিতি ভীষ্'—এই সূত্রানুসারে 'অবস্থী' এই প্রকার রূপও হয়।

মালবদেশ এবং ইহার প্রসিদ্ধ নগরীর নাম। জনপদ বুঝাইলে 'অবস্থি' শব্দ প্রায় বহুবচনান্ত হইয়া থাকে। কারণ, ১। *। তন্ত্ৰ নিবাসঃ। পা ৪। ২। ৬৯। তাহার নিবাস এই অর্থে দেশনামধেয় বুঝাইলে যথাবিহিত তদ্ধিত প্রত্যয় হয়। তজ্জন্ত এখানে অণ্ করিলে প্রথমে 'আবস্ত' এই প্রকার রূপ হইল। তাহার পর, ১। *। জনপদে লুপ্। পা ৪। ২। ৮১। দেশবিশেষে জনপদ অভিধেয় হইলে চাতুরর্থিক তদ্ধিত প্রত্যয়ের লুক হয়। কাজেই এই সূত্রদ্বারা অণ্ প্রত্যয়ের লোপ হইলে 'অবস্থি' এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইয়া থাকে। পরে— ১। *। লুপি যুক্তব্যক্তিবচনে। পা ১। ২। ৫১। লুপ্ হইলে প্রকৃতির চ্যার লিঙ্গ এবং বচন হয়। এই সূত্রানু-

সারে, 'অবস্থীনাং নিবাসো জনপদঃ' এই বাক্যে 'অব-স্থীনাং' এই প্রকৃতিতে ষষ্ঠীর বহু বচন আছে বলিয়া বহুবচন, এবং পুংলিঙ্গ আছে বলিয়া পুংলিঙ্গ হওয়ায়— 'অবস্থয়ঃ' এই প্রকার বহুবচনান্ত প্রয়োগ হইয়া থাকে। 'প্রাগ্জ্যোতিষাঃ কামরূপা মালবাঃ স্যুরবস্থয়ঃ' (হেমচন্দ্র)। অনুপাস্তগিত্তিকেরাশ্চ বীতিহোত্রা অবস্থয়ঃ। (মৎস্তপুরাণ)। এ সকল স্থলে অবস্থি প্রদেশকে বুঝাইতেছে। কোন কোন স্থলে পূর্বেও নিয়মের অন্তর্গত দেখা যায়। অবস্থী নগরীকে বুঝাইলে ইহা একবচনান্ত হয়।

প্রাগ্যাবস্তীমুদয়নকথাকোবিদগ্রামবুদ্ধান্

পূর্বোদিষ্টামমুসর পুরীং ত্রীবিশালাং বিশালাম্।

বৎসরাজের ইতিহাস জানেন গ্রামে গ্রামে এরূপ বৃদ্ধ-লোকেরা যে অবস্থি প্রদেশে বাস করেন তথায় গিয়া, পূর্বকথিত মহা শ্রীসম্পদ বিশালা নগরীতে গমন কর।

এই শ্লোকে কালিদাস, অবস্থি প্রদেশ এবং তাহার নগরীকে পৃথক রূপে দেখাইয়াছেন। এখানে অবস্থি শব্দে অবস্থি প্রদেশকে বুঝাইতেছে, সে কারণ ইহা বহুবচনান্ত। পূর্বমেঘের ২৭ শ্লোকে কালিদাস লিখিয়াছেন যে, সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাম্ম ভূরুজ্জয়িতাঃ। উজ্জয়িনীর অটালিকার উপর দিয়া একবার পরিচয় করিয়া যাইতে বিমুখ হইও না। অতএব কালিদাসের সময়ে অবস্থী উজ্জয়িনী এবং বিশালা এই তিনটি নামই চলিত ছিল।

হেমচন্দ্র অবস্থীর এই কয়েকটি পর্যায় লিখিয়াছেন—উজ্জয়িনী, বিশালা, অবস্থী এবং পুষ্পকরগিণী। (উজ্জয়িনী স্থাবিশালাহবস্তীপুষ্পকরগিণী)। অবস্থী নগরী কোন সময়ে কে স্থাপিত করিয়াছেন এবং ইহার অপর নামগুলি কোন সময় হইতে চলিত হইয়া আসিতেছে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

অবস্থী নগরী, অবস্থী নদীর কূলে অবস্থিত। অবস্থী নদীর অপর নাম শিপ্রা। উজ্জয়িনী নগরীর বর্ণনাস্থলে কালিদাস এই নদীর নামও উল্লেখ করিয়াছেন,—শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব ইত্যাদি। মৎস্ত পুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, অবস্থীতে মঙ্গলগ্রহের ভ্রম হইয়াছিল। (অবস্থ্যঞ্চ কুজো জাতো মাগধে চ হিমাংস্তজঃ)। পূর্বে অবস্থী নগরীতে কালিকার এবং মহাকাল নামক মহাদেবের মন্দির ছিল। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে লিখিত আছে,—তাত্রপর্ণাং সমাসাদ্য শৈলাদ্ধিশিখরোচ্ছ্রিতঃ।

অবস্তীসংজ্ঞকোদেশে কালিকা তত্র তিষ্ঠতি। কালিদাসের মেঘদূতে মহাকালের বিবরণ দেখা যায়,—‘পুণ্যং যাত্ৰাক্তিভুবনগুরোৰ্ধ্বম চণ্ডীশ্বরম্’। ‘অপ্যস্মিন্ জলধর মহাকালমাসাদ্য’ ইত্যাদি।

অবস্তী নগরী, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী। পূৰ্ব্বকালে ইহা শ্রীসৌন্দর্যের এবং বিদ্যার নিমিত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। রামকৃষ্ণ, অবস্তী নগরীর সান্দী-পনি আচার্যের নিকটে অস্ত্র শিক্ষা করিতে গিয়া-ছিলেন। (ততঃ সান্দীপনিং কাশ্মমবস্তীপুরবাসিনম্। অস্ত্রার্থং জগদুর্বারৌ বলদেবজনাদিনৌ। বিষ্ণু পুং ৫। ২১। ১১)। কিন্তু এইটী কোন অবস্তী তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

অবস্তীর বর্তমান নাম উজিন্। ইহা উজ্জয়িনী শব্দের অপভ্রংশ। এষ্ট নগরী এখন সিন্ধিয়ার অধিকার-ভুক্ত। ইহার পরিধি প্রায় তিন ক্রোশ। এই নগরীর চতুর্দিক প্রাচীরে বেষ্টিত, মধ্যে মধ্যে উচ্চ গোল গুহজ আছে। ইহার মধ্যে প্রায় চারিটা মসিদ, অনেক গুলি হিন্দুদেব মন্দির এবং একটা আধুনিক রাজ অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ৭৫’ ৫৬’ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২৩° ২৬’ উত্তর অক্ষরেখায় অবস্তী অবস্থিত। আমাদের দেশের ভূবেত্তারা বলেন, লঙ্কা হইতে স্মেরু পর্বত পর্য্যন্ত রেখা টানিলে তাহা হইতে ১৬ অংশ দূরে অব-স্তীর স্থান নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু তাহা হইলে উপরের গণনানুসারে ৬ অংশের অধিক দূরবর্তী হয় না।

অবস্তী নদী—ইহার অপর নাম শিপ্রা। অনেকে অনুমান করেন যে, মালব দেশে পূর্বে দুইটী অবস্তী নদী ছিল। ইহার একটা পারিষাৎ পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শিপ্রা নদী, চম্বল নদের সঙ্গে মিশিয়াছে। অপর অবস্তী নদী, সাগরমতীর একটা শাখা।

অবস্তিকা (স্ত্রী) উজ্জয়িনী নগরী। স্বন্দপুরাণে অবস্তিকা নগরীকে মোক্ষদায়িকা বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবস্তিকা।

পূরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ ॥

অবস্তিদেশের ভাস্মকেও অবস্তিকা কহে। আল-কারিকেরা ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, নাটকাদিতে ধূর্ত-দের অবস্তিকা ভাষা হওয়া কর্তব্য। (প্রাচ্যা বিদুষ-কাশীনাং ধূর্তানাং শ্রাদ্ধবস্তিকা। সাহিত্য দং ৬ পরিচ্ছেদ)।

অবস্তিপুর। অবস্তীপুর (স্ত্রী) অবস্তি; অবস্তী বা পুং।

(ঋক্পূর্বব্ধঃ পথ্যমানক্ষে। পা ৫। ৪। ৭৪) ইতি অকা-রাস্ত অচ্ সমাস। অবস্তী নগরী। উজ্জয়িনী। কশ্মীরের রাজা অবস্তিবর্মা বিখ্যোক্তসার নামক স্থানে অবস্তিপুর নামে একটা পুরী স্থাপিত করিয়াছিলেন। ঐ পুরীতে তিনি, অবস্তিস্বামী এবং অবস্তীশ্বর নামে দুইটা মহা-দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাচীন অবস্তিপুর, বেহাত নদের দক্ষিণকূলে অবস্থিত। এখন আর সে নগরী নাই, কেবল সামান্য একটা পল্লীকে লোকে ‘ওয়াস্তিপুর’ বলে। কিন্তু ঐ দুইটা মন্দিরের এবং নগরের চতুর্দিকের প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়।

অবস্তিবর্মা (পুং) কশ্মীরের জনৈক নৃপতি। তিনি সুখ-বর্মার পুত্র। তদানীন্তন মন্ত্রী শূর, উৎপলাপীড় রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অবস্তিবর্মাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তিনি, ৮৫৫ খৃঃ অব্দে রাজা হইয়া ২৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

অবস্তিভ্রম। অবস্তীভ্রম (পুং) অবস্তিষু অবস্তীষু বা ভ্রম। টজস্ত ৭-তৎ। অবস্তী দেশবাসী ভ্রমণ। *। ভ্রম-ণো জ্ঞানপদাখ্যায়াম্। পা ৫। ৪। ১০৪। জনপদজাত অর্থে ভ্রমণ শব্দের উত্তর টচ্ প্রত্যয় হয়।

অবস্তিসোম। অবস্তীসোম (স্ত্রী) অবস্তিষু অবস্তীষু বা জাতঃ সোম ইব। কাঞ্জিক। কাঁজী। আরনালক। সৌ-বীর। কন্মাস। অভিযুত। ধন্যম্। কুঞ্জলা। আরনালক সৌবীর কুন্মাসাভিযুতানি চ।

অবস্তিসোমধন্যাকুঞ্জলানি চ কাঞ্জিকে। অমর)।

অবপন্ন (ত্রি) অব-পদ্-ক্ত। সংস্ফট। সহপক্।

অবপাক (পুং) অব অপকর্ষে পচ-ঘঞ্। অপকৃষ্টপাক। কন্মণি ঘঞ্। অপকৃষ্টপক বস্ত। (ত্রি) অপকৃষ্টঃ পাকো যন্ত। বহুব্রী। যে মন্দ পাক করে।

অবপাত (পুং) অব-পত-ভাবে ঘঞ্। অধঃপতন। অব-পত-গিচ্-অচ্। অধঃপাতন। পাড়া। নামান। অব পততি অস্মিন্। আধারে ঘঞ্। হস্তী ধরিবার জন্ত বড় গর্ত।

অবপাত্র (ত্রি) অব ভোজনেন নিকৃষ্টভ্যাং ভ্রাজ্যং পাত্রং যন্ত। বহুব্রী। পতিত কিম্বা স্নেহজাতির লোক। যে ব্যক্তি ভোজন করিলে পাত্র অপবিত্র হয়।

অবপাত্রিত (ত্রি) অব-পাত্র-কৃত্যর্থো গিচ্-ক্ত ইট্-গিচ্-লোপঃ। অপাংক্তেয়। জ্ঞাতীরা যাহাকে পংক্তি ভোজ-নাদিতে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

অবপাদ (পুং) অব-পদ্-ঘঞ্। অধঃপতন। নীচে পড়া।

অবপান (ক্লী) অব-পা-লুট্। দূরস্থ পানীয় দ্রব্য।
গৌরাদেবীয়া অবপানম্। ঋক্ ৭। ৯৮। ১। অবক্রম্য
স্থিতঃ দূরস্থং পাতবাম্। সায়ন।

অবপাশিত (ত্রি) অব সমস্তাং পাশো জাতোহস্ত তার-
কাদি। ইতচ্। পাশবন্ধ। জালবন্ধ মৃগ প্রভৃতি।

অবপীড় (ত্রি) অবপীড়য়তি অব-পীড়-গিচ্-অচ। সকল বিষয়ে
যে পীড়া দেয়। (পুং) অবগতা পীড়া যেন। প্রাদি
বহত্ৰী। চিকিৎসা বিশেষ। ঔষধ। নাসিকা চিকিৎসা।

অবপীড়ন (ক্লী) অব-পীড়-গিচ্-লুট্। নিপীড়ন। পীড়ন
দোষ বিশেষ। (স্ত্রী) যুচ্। অবপীড়না। নিপীড়ন।

অবপ্লুত (ত্রি) অব-প্লু-ক্ত। সকলদিকে সিক্ত। অর্জ।
অবতীর্ণ। উপস্থিত।

অববন্ধ (পুং) অববধ্যতে আত্রিয়তে চক্ষুস্তেজোহনেন অব-
বন্ধ-করণে ঘঞ্। দৃষ্টি আবরক রোগবিশেষ। ছানি
প্রভৃতি। ভাবে ঘঞ্। সমাক্ বন্ধন।

অববাধা (স্ত্রী) অব-বাধ-(গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩। ৩। ১০৩)
ইতি অ স্ত্রীত্বাৎ টাপ্। সকল দিকে বা সকল প্রকারে
বাধা। প্রতিবন্ধন।

অববাহক (পুং) অব বহো বাহর্যেন। প্রাদি বহত্ৰী।
বায়ু রোগ বিশেষ। যে রোগে হাত বন্ধ হইয়া যায়।
(ত্রি) অবগতো বাহর্যস্ত। প্রাদি বহত্ৰী। শেষাধি-
ভাষেতি কপ্। বাহবিহীন। যাহার বাহ নাই।

অববুদ্ধ (ত্রি) অব-বুধ-কন্মণি ক্ত। জ্ঞাত। কর্তরি ক্ত।
প্রবুদ্ধ। জাগরিত।

অববোধ (পুং) অব-বুধ-ভাবে ঘঞ্। জাগরণ। জ্ঞান।

অববোধক (পুং ক্লী) অববোধয়তি অব-বুধ-গিচ্-ধূল্।
সূর্য্য। সূর্য্য উত্তিবার পূর্বেই লোকে জাগরিত হয় এবং
সূর্য্য দেখিয়া লোকে বেলা বুঝিতে পারে এজন্ত সূর্য্যের
নাম অববোধক। জ্ঞাপক। যে জানাইয়া দেয়।

অববোধন (ক্লী) অব-বুধ-গিচ্-লুট্। জ্ঞাপন। জানান।

অবভঙ্জিত (ত্রি) অব-ভ্রম্-জ-গিচ্-ভজ্ঞাদেশঃ ক্ত। ভাজা
বস্ত। যে বস্ত ভাঙ্গাইয়া লওয়া হইয়াছে।

অবভাষণ (ক্লী) অব-ভাষ-লুট্। কথন। মন্দ কথন।

অবভাস (পুং) অব-ভাস-ভাবে ঘঞ্। জ্ঞান। প্রকাশ।
মিথ্যাজ্ঞান।

অবভাসক (ত্রি) অবভাসয়তি অব-ভাস-গিচ্-ধূল্।
প্রকাশক। (ক্লী) সর্বপ্রকাশক কূটস্থ চৈতন্য। পরমাশ্রা।

অবভাসিত (ত্রি) অব-ভাস-গিচ্-ক্ত ইট্ গিচ্-লোপঃ।
প্রকাশিত।

অবভূথ (পুং) অব অবসানে বিভক্তি পোষয়তি বজ্জং অব-
ভূঞ-(অবে ভূঞঃ। উণ্ ২। ৩) ইতি ক্ধন্থ। প্রধান
বজ্জ সমাপ্ত হইলে অপর বজ্জ। দীক্ষিতান্ত বজ্জ।
কোন বজ্জাদি করিলে যদি কোন ন্যূনাতিরেক দোষ
হইয়া থাকে, তজ্জন্ত তাহা নিবারণের হোম বিশেষ।
অন্ত্যাদিবস। অজ্জাবভূথমোজসা। ঋক্ ৮। ৯৩। ২৩।
অবভূথমন্ত্যাদিবসম্। ইতি সায়ন। (অবভূতোহপি চ।
দীক্ষিতান্তে। উণ্ কো০)। বজ্জাঙ্গ যান। (অবমে-
ধাবভূথে বিনিয়োগঃ। সঙ্খ্যা ১) অষ্টক।

অবভ্রট্ (ত্রি) অব ভ্রশতে ভ্রশতি বা অব ভ্রনশ্ ভ্রশ বা
ক্লিপ্। অধঃপতিত। যে উর্দ্ধ হইতে নিম্নে পড়িতেছে।
অবভ্রট্ (ত্রি) নাসিকায় নতম্। প্রাদি স০। নতার্থে
নাসিকায় ভ্রটচ্ প্রত্যয়ঃ। নিয়নাক। খাঁদ। যে
ব্যক্তির বসা নাক। [অবটীট শব্দে হৃদ্র দেখ]।

অবম (পুং) অবতি সর্ককার্য্যে নৈকুঠ্যাং ধারয়তি অব-
রক্ষণে (অবদ্যাব্যামাধমারেকাঃ কুৎসিতে। উণ্ ৫।
৫৪) ইতি অব-অম নিপাতনে। (অথবা,—।*। অবো-
হৃদসোলোপশ্চ। বার্ষিক পা ৪। ৩। ৮ হৃদ্রে। অবস্
এবং অধম্ শব্দের অন্তস্থ সকারের লোপ হয় এবং তাহার
পর ম প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে)। অধম। নিকৃষ্ট।
যাহার কোন কার্য্যে ক্ষমতা নাই। দিনক্ষয়। ত্রাহস্পর্শ।
একবারে দুই তিথির ক্ষয় হইলে তিন তিথির স্পর্শকে
যেমন দিনক্ষয় বা ত্রাহস্পর্শ, অথবা অবম বলি যায়, তজ্জপ
একটি তিথি যদি তিনটি বারকে স্পর্শ করে তবে তাহারও
নাম দিনক্ষয় বা ত্রাহস্পর্শ অথবা অবম। ক্রমশঃ তিথির
স্থিতিকাল কমিয়া আসিলে বারঘটিত পূর্ব্বোক্ত অবম
ঘটিয়া থাকে। আবার তিথি বাড়িয়া আসিলে পরোক্ত
অবম ঘটে। যেমন রবিবারে চতুর্থী ৫৮ দণ্ড, তাহার পর
সেই দিনেই পঞ্চমী হইলে উহা সমস্ত সোমবার ভোগ
করিয়া মঙ্গলবারেও দুই দণ্ড পর্য্যন্ত থাকিতে পারে।
জ্যোতিষশাস্ত্রে এই দুই প্রকার অবম তিথি যাত্রাদি
অনেক কার্য্যে নিষিদ্ধ। কাজেই তাহা অবম অর্থাৎ
নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। (নিকৃষ্ট প্রতিকৃষ্টাঙ্করেক্ষণ্যপ্যা-
বমাধমাঃ। অমর)।

অবতি রক্ষতি সর্কাপদঃ। রক্ষক। যিনি সকল
আপদ হইতে রক্ষা করেন। পিতৃগণ বিশেষ। পিতৃগণ
তিন প্রকার। যথা,—অবম, উর্দ্ধ এবং কাব্য। অব্যতে
নিম্ন্যভেহনেন করণে অম। পাণ।

অবমত (ত্রি) অব-মন্-ক্ত অনুমানিক লোপঃ। অব-

জ্ঞাত। তিরস্কৃত। অবগণিত। অবমানিত। পরিভূত।
 (অবগণিতমবমতাবজ্ঞাতেহবমানিতকপরিভূতে। অমর)
 অবমতাকুশ (পুং) অবতোহবজ্ঞাতোহকুশস্তাডিনং যেন।
 বহব্রী। হৃদ্যন্ত হত্বী। যে হতীর মাথায় অকুশ মারিয়া
 মাছতেয়া ফিরাইতে পারে না।
 অবমতি (স্ত্রী) অব-মন্-ভাবে ভ্টি অমুনাসিক লোপঃ।
 অবজ্ঞা। অনাদর। তিরস্কার।
 অবমতিথি (স্ত্রী) অবমা সৰ্বমঙ্গলকার্যেণ অধমা চাসৌ
 তিথিষ্চেতি। কৰ্ম্মধা। অবম শব্দোক্ত একবারে স্পষ্ট
 তিন তিথি। তিন বারে স্পষ্ট এক তিথি। [ইহার
 বিবরণ অবম শব্দে দেখ]।
 অবমদিন (ক্লী) অবমমধমঞ্চ তৎ দিনঞ্চতি। একবারে
 লগ্ন তিন তিথি। তিন বারে লগ্ন এক তিথি। [ইহার
 বিবরণ অবম শব্দে দেখ]।
 অবমন্তব্য (ত্রি) অব-মন্-তব্য। অবজ্ঞেয়। অনাদরণীয়।
 অবমন্তৃ (ত্রি) অব-মন্-তৃচ। যিনি অবজ্ঞা করেন।
 (স্ত্রী) ভীপ্ অবমন্ত্রী। যে স্ত্রী অনাদর করেন। (পুং)
 অবমন্তা, অবমন্তারো, অবমন্তারঃ। (স্ত্রী) অবমন্তী,
 অবমন্ত্রো, অবমন্ত্রাঃ। (ক্লী) অবমন্ত্। অবমন্ত্ণী।
 অবমন্ত্ণি।
 অবমন্হ (পুং) অবমথ্ণাতি বিলোড়য়তি অব-মহ্-অচ্।
 তুফ্রতোক্ত শূক দোষ নিমিত্ত রোগ বিশেষ। যাহাদের
 লিঙ্গ ছোট থাকে অথচ বয়ঃপ্রাপ্ত না হইতেই লিঙ্গ
 বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিয়া শূক (শূঁয়া) যুক্ত বস্তুর
 প্রলেপাদি দেয়, তাহাদের সর্পিণ্ড প্রভৃতি আঠার প্রকার
 রোগ জন্মে। অবমহ্, তদন্তগত রোগ বিশেষ।
 অবমর্দ (পুং) অব-মৃদ-ভাবে ঘঞ্। পীড়ন। চূর্ণকরা।
 চূর্ণ হওয়া রাজ্য্যঙ্গ বিশেষ।
 অবমর্ষ (পুং) অব-মৃষ-ঘঞ্। আলোচনা। নাটকের
 সঙ্ঘাংশ বিশেষ। এই অর্থে বিমর্ষ একরূপ পাঠও চলিত
 আছে।
 অবমান (পুং) অব-মন্-ভাবে ঘঞ্। অবজ্ঞা। অনাদর।
 অবমাননা (স্ত্রী) অব-চূরা-মন্-গিচ্-যুচ্-গিচ্-লোপঃ।
 নিত্য স্ত্রীস্বাং টাপ্। অপমান করা। (ক্লী) ভাবে লুট্।
 অবমাননা। অসম্মান করা।
 অবমানিত (ত্রি) অব-চূরা-মন্-গিচ্-জ-ইট্-গিচ্-লোপঃ।
 অপমানিত। যাহার অপমান করা হইয়াছে। অবজ্ঞাত।
 অবগণিত। অবমত। পরিভূত।
 অবমানিন্ (ত্রি) অবমন্ততে অবমানয়তি বা অব-মন্-

গিনি। অপমানকর্তা। (ত্রি) অবমানমন্ত্যন্ত অস্ত্যর্থ
 ইনি। অপমান বিশিষ্ট। অনাদ্রিয়মাণ।
 অবমাননীয় (ত্রি) অব-মন্-চু-অনীয়ন্। অবমান্ত। যাহাকে
 অনাদর করা যায়।
 অবমান্ত (ত্রি) অব-মন্-ণ্যৎ। অবমাননার যোগ্য।
 যাহাকে অবজ্ঞা করা বাইতে পারে।
 অবমার্জন (ক্লী) অব-মৃজ-ভাবে লুট্। ধৌত করণ।
 প্রক্ষালন। অবমৃজ্যতে অনেন করণে লুট্। বন্ধার
 মার্জিত করা যায়, যেমন জল প্রভৃতি। অঙ্গসংশোধক।
 ইমা তে বাজিস্তবমার্জনানীমা। ঋক্ ১। ১৬৩। ৫। অব-
 মার্জনানি অঙ্গসংশোধকানি। ইতি সায়ন।
 অবমূর্দ্ধন (ত্রি) অবনতো মূর্দ্ধা যন্ত। অধোমুখ।
 অবমূর্দ্ধশয় (ত্রি) অবমূর্দ্ধা সন্ শেতে অবমূর্দ্ধ-শী-অচ্।
 ।*। উত্তানাদিষু কৰ্ত্তব্যু। (বাস্তিক পা ৩। ২। ১৫ সূত্রে)।
 অবনতো মূর্দ্ধা যন্ত সঃ অবমূর্দ্ধা অধোমুখঃ শেত ইত্যর্থঃ।
 (সিং কো০)। যে অধোমুখ হইয়া শয়ন করে। প্রস-
 বের সময়ে গর্ভস্থ শিশুর মস্তক ঘুরিয়া নিম্নদিকে আসে,
 বোধ হয় সে জন্ম পূর্বে আমাদের দেশের লোকের
 এই রূপ বিশ্বাস ছিল যে, জন্মতে শিশুর মস্তক নিম্ন-
 দিকে থাকে। এই কারণে ‘অবমূর্দ্ধশয়’ শব্দে মহুষ্যকে
 বুঝায়। ‘উত্তানশয়া দেবা অবমূর্দ্ধশয়া মহুষ্যাঃ। ইতি
 বাচস্পত্যধ্বত।
 অবমূর্দ্ধশায়িন্ (ত্রি) অবমূর্দ্ধম্ অধোমুখং যথা ত্রাৎ তথা
 শয়িতুং শীলমন্ত অবমূর্দ্ধ-শী-গিনি। যে অধোমুখে শয়ন
 করে।
 অবমোচন (ক্লী) অব-মূচ-ভাবে লুট্। উন্মোচন। খোলা।
 অবমোটন (ক্লী) অব-মুট্-গিচ্-লুট্। মোচড়ান।
 অবযজন (ক্লী) অব-যজ-গতো-করণে লুট্। অপগমন
 সাধন। অবযজ্য পৃথক্কৃত্য ইজ্যতে। পৃথক্ করিয়া যাগ।
 অবয়ব (পুং) অবযুয়তে কার্য্যভ্রবেণ সম্বধ্যতে অব-যু-
 মিশ্রণে কশ্মণি অপ্। যে উপাদান দ্বারা কোন দ্রব্য
 নিম্নিত হয়। যেমন—পরমাণু, দ্ব্যণু, ত্রসরেণু, কপাল
 ইত্যাদি। যু অমিশ্রণে-অপ্। অঙ্গ। উপকরণ। সমু-
 দায়ের একদেশ।
 জায়মতসিদ্ধ পরার্থের অসুমান সাধন বাক্যকেও
 অবয়ব কহে। অনেকে মতে উহা পাঁচ প্রকার। কিন্তু
 কেহ কেহ উহাকে তিন প্রকারও বলিয়া থাকেন।
 পাঁচ প্রকার যথা ১ প্রতিজ্ঞা, ২ হেতু, ৩ উদাহরণ, ৪
 উপনয়, ৫ নিগম। পৰ্ব্বত অগ্নিবিশিষ্ট, ইহাই প্রতিজ্ঞা

বাক্য। ধুম হেতু, ইহা হেতুবাক্য। যে যে বস্তুতে ধুম থাকে সেই সকল বস্তুতেই অগ্নি থাকে। যেমন উনান। ইহাকেই উদাহরণ বাক্য কহে। ধুম বহির ব্যাপ্য, এইটাই উপনয়বাক্য। কোন স্থানে ধুম আছে, এমন কথা বলিলে তাহাতে অগ্নিও আছে এই রূপ সিদ্ধান্ত হয়, ইহারই নাম নিগম বাক্য। হেতু, উদাহরণ, উপনয় এই তিন প্রকার; অথবা প্রতিজ্ঞা, হেতু এবং উদাহরণ, অত্র পক্ষের নৈয়ায়িকেরা স্বীকার করেন। চিন্তামণি কৃত যে গ্রন্থে ঐ সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে ইহার প্রতিপাদক বলিয়া লক্ষণা বশাৎ ঐ গ্রন্থকেও লোকে অবয়ব বলিয়া থাকে। যথা,—‘আমি অবয়ব পড়িতেছি।’

অবয়বিন্ (ত্রি) অবয়বঃ কারণেত্যন্তান্ত ইনি। অবয়ব জ্ঞাত্ৰ দ্রব্য। যেমন ছই খানি কপাল অবয়ব। তদ্বারা ঘট জন্মে বলিয়া ঘটকে অবয়বী বলা যায়। জ্ঞাত্ৰ দ্রব্য-ত্বের নাম অবয়বিত্ব। নৈয়ায়িকেরা অবয়বিত্বকে অবয়ব হইতে ভিন্ন বলিয়া অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেন। মুক্তাবলীতে অবয়বীর প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা, বহু পরমাণু একত্রিত হইয়া আছে বলিয়াই অবয়বীকে স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে এই আপত্তি হইতে পারে যে, পরমাণু যখন ইঞ্জিয় গ্রাস্য নহে তখন তজ্জাত ঘটাদির প্রত্যক্ষ কিরূপে হইতে পারে। তাহার উত্তর এই, একটা পরমাণুর প্রত্যক্ষ না হইলেও পরমাণু সমূহের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যেমন একটা কেশ দূর হইতে দেখা যায় না, কিন্তু অধিক কেশ এক স্থানে থাকিলে তাহা দূর হইতেও দেখা যায়।

অবযা (ত্রি) অব-যা-বিচ্ (আতো মনিঙ্কনিব্বনিপশ্চ। পা ৩।২।৭৪। চকারাদ্ বিচ্)। শত্রুদের বর্জনের নিমিত্ত যে গমন করে। যে হিংসা করিবার নিমিত্ত যায় না।

তে শুগ্নিমবযাঃ। ঋক্ ১।১৭৩।১২। যদ্বা অবযাঃ শত্রুণাং বর্জনাং গন্তা। পুনশ্চ, নেহ ভদ্রং বন্ধস্থিমে নাবৈষে। ঋক্ ৮।৪৭।১২। অবযা অস্মান্ হিংসিতুমবগচ্ছতে ন ভবতু ভদ্রং। ইতি সায়ন।

অবযাজ্ (ক্রী) অবযজ্য পৃথক্কৃত্য ইজ্যতে অব-যজ্-কর্ম্মণি গিন্। অবযজন। পৃথক্ করিয়া যাগ। পৃথক্ করিয়া হবির্ভাগ রাখা।

তে শুগ্নিমবযাঃ। ঋক্ ১।১৭৩।১২। অবযাঃ, অব-বজনঃ অবযজ্য পৃথক্কৃত্য যজনং হবির্ভাগঃ। ইতি সায়ন।

। *। অবব যজঃ। পা ৩।২।৭২। অব পূর্নক যজ্-ধাতুর উত্তর মন্ত্রবিষয়ে গিন্ প্রত্যয় হয়। ১ মা—অবযাঃ, অবযাজৌ, অবযাজঃ। ‘অবযাজ্’ শব্দের সম্বোধনে ‘অবযাঃ’ এই প্রকার দীর্ঘান্ত রূপ নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

। *। অবযাঃ শ্বেতবাঃ পুরোডাশ্চ। পা ৮।২।৬৭। অবযাজ্ শব্দের পদত্ব বিষয়ে অর্থাৎ পদসংজ্ঞক প্রত্যয় পরে থাকিলে ডস্ হয়। *। শ্বেতবাহাদীনঃ ডস্পদ-শ্চেতি বক্তব্যম্। বার্তিক পা ৩।২।৭১ সূত্রে। যেমন, অবযোভ্যাম্, অবযোভিঃ। সর্গনাম স্থান পরিত্যাগ করিয়া সূ হইতে ক পর্য্যন্ত অষ্টাধ্যায়ীতে যত প্রত্যয় লিখিত হইয়াছে সেই সকল প্রত্যয়ের পূর্বে যাহা থাকে তাহাকে পদ কহে। (স্বাদিষসর্গনামস্থানে। পা ১।৪।১৭)। ইহার মধ্যে কতকগুলি ডসংজ্ঞা আছে। সর্গনামস্থান পরিত্যাগ করিয়া সূ প্রত্যয় হইতে ক প্রত্যয় পর্য্যন্ত যত যকারাদি বা অজাদি স্বাদি প্রত্যয় আছে তাহার যাহাদের পূর্বে থাকে তাহাদিগের ড সংজ্ঞা হয়। (যচি ভম্। পা ১।৪।১৮)।

অবযজতি ইতি কর্ত্তরি গিন্। যে অপকৃষ্ট যাগ করে। মুক্তবোধের মতে অবযাজ্ শব্দের সম্বোধনে ‘অবযাঃ’ এবং ‘অবযঃ’ এই রূপ বিকল্পে দীর্ঘ হইয়া থাকে।

অবযাতু (ত্রি) অব-যা-তৃচ্। পৃথক্কর্ত্তা। যিনি পৃথক্ করেন। ভবাত্তবযাতো হরসঃ। ঋক্ ৮।৪৮।২। অব-যাতা পৃথক্ কর্ত্তা। ইতি সায়ন।

অবযান (ক্রী) অব-যা-লুট্। অপগম। ইয়ং ধীতুঁয়া অব-যানমেযাম্। ঋক্ ১।১৮৫।৮। এবামুক্তরূপাণাং পাপা-নামপগমম্। ইতি সায়ন।

অবযুন (ত্রি) অজতে অজ্-উনন্ বীভাবঃ বযুনঃ কাস্তিঃ প্রজ্ঞা প্রশস্তঃ। (ইতি নিকৃক্ত)। নাস্তি বযুনঃ যত্। নঞ্ বহুব্রী। কাস্তিশৃত্। প্রজ্ঞাশৃত্। নঞ্ তৎ। অপ্ৰ-জ্ঞান। স ইত্তমোহবযুনং ততঃ সূর্য্যোণ। ঋক্ ৬।২১। ৩। অবযুনম্ অপ্ৰজ্ঞানম্। প্রজ্ঞাননাশনমিত্যর্থঃ। সায়ন।

বীয়তে গম্যতে অত্রৈতি বযুনঃ দেবমন্দিরম্ ততো নঞ্ তৎ। দেবমন্দির নহে। *। অজিযমিশীড়্যাস্। উণ্ ৩।৬১। অজ, যম এবং শী ধাতুর উত্তর উনন্ প্রত্যয় হয়।

অবর। পূজায়াং কণ্ডাদি পং সকং সেট্। লট্ অববর্ততি। লিট্ আববর্ত্যাস। লুট্ আববর্ত্যৎ।

অবর (ত্রি) বৃ ঋদোরবিত্তি অপ্। বরং (দেবাং বৃত্তবরঃ

শ্রেষ্ঠে ত্রিষু ক্লীবে মনাক্ প্রিয়ে। অমর)। বর শব্দে দেবতার বর বুঝাইলে পুংলিঙ্গ, শ্রেষ্ঠ অর্থে ত্রিলিঙ্গ এবং অল্পপ্রিয় অর্থে ক্লীবলিঙ্গ হয়। ন বরং নঞ তৎ। দেবতার বর নহে। শ্রেষ্ঠ নহে। অল্পপ্রিয় নহে। চরম। অধম। কার্য। অর্কাচীন। তৎ পৃচ্ছস্তোহিবরাসঃ। ঋক্ ৬।২১। ৬। অবরাসো অর্কাচীনঃ। ইতি সায়ন। এখানে বৈদিক ভাষায় ‘অবর’ শব্দের প্রথমার বহুবচনে জস্ স্থানে অসৃক্ হইয়াছে। *। আজ্ঞসেরসৃক্। পা ৭।১। ৫০। অবর্ণান্ত অঙ্গের পর জস্ স্থানে অসৃক্ হয়।

(পুং) পশ্চাদ্বর্তী দেশ। পশ্চাদ্বর্তী কাল। (স্ত্রী) পশ্চাদ্বর্তী দিক। (ত্রি) পশ্চাদ্বর্তী। (ক্লী) হস্তিজন্মার পশ্চাত্তাগ। (ত্রি) নাস্তি বরঃ শ্রেষ্ঠো যস্মাৎ। ৫ বহুব্রী। অতিশ্রেষ্ঠ। (পুং) ন বরঃ নঞ তৎ। বর নহে। জামাতা নহে। ব্যবস্থা অর্থে ইহার সর্কনাম সংজ্ঞা হয়। জস্ পরে থাকিলে বিকল্পে সর্কনাম সংজ্ঞা হয়, তাই জসে অবরে অবরাঃ এই দুই প্রকার পদ হইবে। [হ্রদ্র অল্প শব্দে দেখ]। ঙসিতে অবরস্মাৎ, অবরাৎ। ঙিতে অবরস্মিন্ অবরে, এই রূপ দুই দুইটা পদ হইয়া থাকে। অত্র বিভক্তিতে সর্ক শব্দের জায় রূপ হয়। তাই দেশকৃত, কালকৃত ও বুদ্ধি কল্পিত, ব্যবস্থা এই তিন প্রকার। দেশ কৃত যথা, যদবরং বঙ্গভাঃ। যাহা বঙ্গ-দেশের অবর অর্থাৎ পশ্চাদেশ। কালকৃত যথা, যদবরং শ্রাবণ্যঃ। যাহা শ্রাবণী পূর্ণিমার পশ্চাৎ কাল। বুদ্ধি-কল্পিত যথা, যদবরমবরাদীতি। যে অধম অপেক্ষাও অধম। উক্ত স্থলগুলিতে দিগ্ বাচী অবর শব্দের যোগে পঞ্চমী হইয়াছে।

কালেন অবরঃ কালাবরঃ এই তৃতীয়া সমাসে কিছা কালেন অবরঃ, এই তৃতীয়া সমাসের বিগ্রহবাক্যেও ইহার সর্কনাম সংজ্ঞা হইবে না। তজ্জন্তু ঙেতে কালাবরায় কালেনাবরায় এই প্রকার রূপই হইবে। কালাবরস্মৈ কালেনাবরস্মৈ এ প্রকার রূপ হইবে না।

। *। পূর্বপরাবর দক্ষিণোত্তর পরাধরাণি ব্যবস্থায়ামসংজ্ঞায়াম্। পা ১। ১। ৩৪। এই সকল শব্দ সংজ্ঞা ভিন্ন ব্যবস্থা অর্থে সর্কাদিগণে পঠিত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের জস্ভিন্ন অত্র বিভক্তিতে নিত্য সর্কনাম সংজ্ঞা হয়। কিন্তু জস্ পরে বিকল্পে সর্কনাম সংজ্ঞা হইয়া থাকে। । *। পূর্কাদিভ্যো সবভ্যো বা। পা ৭।১। ১৬। পূর্ক, পর, অবর, দক্ষিণ, উত্তর, অপর, অধর, স্ব, অন্তর এই নয়টা শব্দের পরস্থিত ঙসি ও ঙি স্থানে

বিকল্পে স্মাৎ ও স্মিন্ হয়। *। তৃতীয়া সমাসে। পা ১। ১। ৩০। তৃতীয়া সমাসে সর্কাদির সর্কনাম সংজ্ঞা হয় না। (তৃতীয়া সমাসার্থবাক্যেহপি ন। সিং কোঁ)। কালাবরায় (অবরস্তোপসংখ্যানম্। বাটিক। পা ২। ১। ৩১ হ্রদ্রে) অবর শব্দের সহিত তৃতীয়া সমাস হয়। ‘মাসেনাবরঃ মাসাবরঃ’। (সিং কোঁ)। কালেন পূর্কায়। মুদ্র)। (সংজ্ঞোপসর্জনী ভূতাস্ত ন সর্কাদয়ঃ। বাটিক। পা ১। ১। ২৯ হ্রদ্রে) সংজ্ঞা এবং গোণীভূত সর্কাদিগণের সর্কনাম সংজ্ঞা হয় না। নামে যথা, অবরো নামকশি-জ্ঞনস্তস্মৈ দেহি, অবরায় দেহি। গোণে যথা, অবরমতি-ক্রান্তঃ অত্যবরস্তস্মৈ দেহি, অত্যবরায় দেহি ইত্যাদি এই দুই স্থানে স্মৈ হইবে না।

অবরজ (পুং) অবরস্মিন্ কালে জায়তে অবর-জন-ড। কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা। (জবজজ জ্যঃ কনিষ্ঠ যবীষো-হবরজামুজঃ। অমর)। শূদ্র। শূদ্র সকল বর্ণের পরে জন্মিয়াছে বলিয়া উহাকে অবরজ বলা যায়। (স্ত্রী) টাপ্ অবরজা। কনিষ্ঠ সহোদর ভগিনী। শূদ্রা। অবরস্তা জায়তে জন-ড পুষ্টাবঃ। কনিষ্ঠ ভগিনীর পুত্র। ভাগিনেয়। (স্ত্রী) টাপ্ ভাগিনেয়ী। ‘সর্কনামো-বুস্তিমাং পুষ্টং ভাবঃ’। (ভাব্য। পা ৬। ৩। ৩৫ হ্রদ্রে)। অবরত (ত্রি) অব-র-ম্-ক্ত অনুমানিক লোপঃ। বিশ্রান্ত। অনবরত। সতত।

অবরতস্ (অব্য) অবর-তসিন্। অবর। অবরকে। অবরহারা। অবর উদ্দেশে। অবর হইতে। অবরের। অবরে। সকল বিভক্তি স্থানেই তসিন্ প্রত্যয় হয়, সেই জন্ত ঐ অর্থ গুলি বুঝাইতেছে। *। ইতরাভ্যোপি দৃশ্যতে। পা ৫। ৩। ১৪। পঞ্চমী সপ্তমী ভিন্ন অত্র বিভক্তি স্থানেও তসিলাদি প্রত্যয় হয়।

অবরতি (স্ত্রী) অব-র-ম্-ক্-তিন্। বিরাম। নিবৃত্তি। (আর-ত্যবরতি বিরতীয়া উপরমে, অমর)।

অবরবর্ণ (পুং) অবরঃ শেষীভূতোবর্ণঃ। কর্মধা। শূদ্র।

অবরবর্ণজ (পুং) অবরবর্ণে জায়তে অবরবর্ণ-জন-ড। শূদ্র। নিকটবর্ণজাত রঙ।

অবরত্রত (পুং) নাস্তি বরঃ শ্রেষ্ঠঃ যস্মাৎ চরবরং তথোক্তং ব্রতং নিয়মো যত্না বহুব্রী। সূর্য্য। সূর্য্যকে জগতে প্রতিনিয়ত কিরণ দান এবং পৃথিবীর জলাকর্ষণ করিয়া পুনর্বার যথাকালে জলদান করিতে হয়। সূর্য্যর এই দুইটা অতি উৎকৃষ্ট ব্রত হইয়াছে। তজ্জন্তু সূর্য্যকে অবরত্রত বলা যায়। অবরং উৎকৃষ্টং ব্রতং

যশাৎ। ৫ বছরী। অর্কবৃক্ষ। আকন্দগাছ। (ত্রি) অবরং
অধমং ব্রতমন্ত। হীনব্রত। মন্দ নিয়মযুক্ত।

অবরশৈল (পুং) অবরঃ পশ্চাদ্বর্তী শৈলঃ। কৰ্মধা। অন্তাচল।

অবরস্তাৎ (অব্য) অবর প্রথমাদ্যার্থে অন্তাতি। পশ্চাৎ
দেশ, কাল, কিম্বা দিক্। পশ্চাৎ দেশ, কাল অথবা
দিক্ হইতে। পশ্চাৎ দেশে, কালে কিম্বা দিকে।
[অন্তাতির হ্রস্ব অর্ষাচ্ শব্দে দেখ]।

অবরহস (ক্লী) অব অবততং রহঃ অজস্তু প্রাদি স০।

অতি নির্জন। *। অববতপ্তাদ্রহসঃ। পা ৫। ৪। ৮১।

অনু অব তপ্ত বথাক্রমে এই সকল শব্দের পরস্থিত
রহস্ শব্দের উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়।

অবরার্দ্ধ (ক্লী) অবরঞ্চ তৎ অর্দ্ধাংশে কৰ্মধা। অপর-
ভাগ। দেহের পশ্চাদ্ ভাগ। নাভি হইতে পাদ পর্য্যন্ত
দেহের নিম্ন ভাগ।

অবরার্দ্ধা (ত্রি) অবরার্দ্ধে ভবৎ ঘৎ। শেষ ভাগে জাত।
ন বরংহেন অর্দ্ধাংশে অবর-রুধ-গিচ্-কৰ্ম্মণি যৎ গিচ্
লোপঃ। ন্যূন। অল্প।

অবরীণ (ত্রি) অব অপকৃষ্টং রীয়তেন্স। অব-রী-কৰ্ম্মগি-
ক্ত। তিরস্কৃত। দিক্কৃত। (অবরীণোদিক্কৃ তচ্চ। অমর)।

অবরীয়স্ (ত্রি) ন বরীয়ঃ। নঞ-তৎ। শ্রেষ্ঠ নহে।
অতি অল্প। (স্ত্রী) ভীপ্ অবরীয়সী। কনিষ্ঠা।

অবরুগ্ধ (ত্রি) অব-রুজ-ক্ত ওদিত্বাত্তত্ নঃ। রুগ্ধ।

অবরুজ্জ (ত্রি) অব সৰ্ব্বথা রুধ্যতেস্ব অব-রুধ-কৰ্ম্মণি ক্ত।
প্রতিরুদ্ধ। বদ্ধ। অস্ত্রে দেখিতে না পায় একপে গুপ্ত।
(স্ত্রী) অবরুজ্জা—অর্থাৎ গৃহবদ্ধ যে স্ত্রীলোকের কাছে
সাধারণ লোকে যাইতে পারে না। যেমন, অস্ত্রঃপুৰাব-
রুজ্জা কুলকামিনী। রাখনী।

অবরুদ্ধি (স্ত্রী) অব-রুধ-ভাবে ক্তিন্। অবরোধ। বদ্ধ
করিয়া রাখা।

অবরুঢ় (ত্রি) অব-রুহ-ক্ত। কৃতাবরোধণ। যিনি কোন
উচ্চস্থান হইতে নিম্নস্থানে নামিয়াছেন। উৎপাটিত।

অবরোচক (পুং) অব অনাদরে বোচরতি অব-রুচ-গিচ্-
ধূল্ গিচ্ লোপঃ। অরুচিকারক রোগ বিশেষ।

অবরোধ (পুং) অব-রুধ-ভাবে ঘঞ্। বিরোধ। বদ্ধ
করিয়া রাখা। অব-রুধ-কৰ্ম্মণি ঘঞ্। তিরোধান।
রাজার অস্ত্রঃপুৰস্থ স্ত্রী। রাণী। অব-রুধ-আধারে ঘঞ্।
রাজার অস্ত্রঃপুৰ। রাজার গৃহ। (অবরোধস্তিরোধানে
ওকাস্তে রাজবেশ্যনি। বিখ)।

অবরোধন (ক্লী) অব-রুধ-ভাবে ল্যুট্। নিরোধ। বদ্ধ

করিয়া রাখা। অবরুধ্যস্তে রাজ যোধিতো যমিন্ অব-
রুধ-আধারে ল্যুট্। রাজার অস্ত্রঃপুৰ। (ত্ৰ্যাগারং তুচ্ছ-
জামন্তঃপুৰং শ্রাদবরোধনম্। অমর)।

অবরোধক (ত্রি) অবরুণক্তি অব-রুধ-ধূল্। প্রতিরোধক।
আবরক। যে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

অবরোধায়ন (ক্লী) অবরোধস্ত প্রতিরোধস্ত রাজযোধিতো
বা অয়নং গৃহম্। ৬-তৎ। রাজার অস্ত্রঃপুৰ। (অয়নং
পথি গেহে। হেম)।

অবরোধিক (পুং) অবরোধে রাজাস্ত্রঃপুৰস্ত রাজযোধিতো
বা রক্ষণে নিযুক্তঃ (তত্র নিযুক্তঃ। পা ৪। ৪। ৬৯)
ইতি ঠন্। রাজার অস্ত্রঃপুৰ বা রাজার রাণীদের রক্ষা
করিতে নিযুক্ত বামনাদি। (স্ত্রী) অবরোধঃ রাজাস্ত্রঃ-
পুৰং নিবাসচ্ছেনাস্ত্যস্তাঃ (অত ইনিঠনৌ। পা ৫। ২।
১১৫) ইতি ঠন্, স্ত্রীষাট্টাপ্। অবরোধিকা। রাজার
অস্ত্রঃপুৰ বাসিনী স্ত্রী।

অবরোধিন্ (ত্রি) অবরুণক্তি অব-রুধ-শিনি। রোধক।
আবরক। অবরোধো রক্ষকচ্ছেনাস্ত্যস্ত (অত ইনি
ঠনৌ। পা ৫। ২। ১১৫) ইতি ইনি। রাজার অস্ত্রঃপুৰ
রক্ষক বামনাদি। (স্ত্রী) অবরোধো নিবাসচ্ছেনাস্ত্যস্তাঃ
• ইনি ভীপ্ অবরোধিনী। রাজার অস্ত্রঃপুৰ বাসিনী
স্ত্রী। রাণী।

অবরোপণ (ক্লী) অব-রুহ-গিচ্ (রুহঃ পোহততরত্ৰাম্।
পা ৭। ৩। ৪০) ইতি পঃ ততো ল্যুট্ গিচ্ লোপঃ।
উৎপাটন। উপড়াইয়া ফেলা।

অবরোপিত (ত্রি) অব-রুহ-গিচ্-পঃ ক ইট্ গিচ্ লোপঃ।
উৎপাটিত। যাহা উপড়াইয়া ফেলা হইয়াছে।

অবরোহ (পুং) অব-রুহ-ঘঞ্। অবতরণ। উচ্চ স্থান
হইতে নিম্নে নামা। অবরোহতি বৃক্ষশাখাতঃ অধো-
মুখেনাবতরতি কর্তরি সংজ্ঞায়াং ঘঃ। শাখাশিকা।
ডালের শেকড়। বটের বোরা, নাম্না সুরী ইত্যাদি।
(শাখাশিকাবরোহঃ ত্ৰাৎ। অমর)। অবরোহতি
তরোমূলভঃ লগ্নপৰ্য্যন্তরোরোহতি কর্তরি ঘঃ। গুলঞ্চ
প্রভৃতি লতা। যে লতা বৃক্ষমূল হইতে গাছের
উপর পর্য্যন্ত উঠে। (অবরোহোহবতরণে তরোরজে
লতোলগমে। অবরোহতি অপুণ্যকলভোগাৎ পরং বহুব-
লোকে অবতরত্যাম্মাৎ অপাদানে ঘঞ্। স্বর্ণানি লোক।
শাস্ত্রকারেরা বলেন, বাহার বেক্ষণ পুণ্য তদনুসারে
স্বর্গাদি লোকে স্বৰ্গভোগের পর আবার পৃথিবীতে
আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

অবরোহণ (ক্ৰী) অব-রূহ-ভাবে লুট্। অবতরণ। নামা।
 অবরোহশাখিন্ (পুং) অবরোহতি হিমোহপি পুনঃ
 প্ররোহতি অব-রূহ-অচ্। অবরোহঃ তাদৃশঃ বহ্বাঃ
 শাখাঃ সন্ত্যস্ত বাহুল্যে মন্বর্থা ইনি। প্রকৃৎক। বটবৃক।
 বটগাছ। বটের ডাল কাটিয়া পুতিলেও তাহাতে গাছ
 জন্মে, তজ্জন্ত উহাকে অবরোহশাখী কহে। (ত্রি)
 বাহার ডাল কাটিয়া কলম করিলে তাহাতে গাছ জন্মে।
 অবরোহিকা (স্ত্রী) অবরোহতি বৃক্ষশাখাতঃ অধোমুখেন
 গচ্ছতি অব-রূহ-গুল টাপ্ কাপি অত ইষম্। অশ্বগন্ধা।
 অবরোহিত (পুং) অব-রূহ-গিচ্-ক্ত ইট্ গিচ্-শোপঃ।
 বাহাকে উচ্চ স্থান হইতে নামাইয়া দেওয়া হইরাছে।
 অবরম্ অন্নং রোহিতং রুধিরাদি প্রাদি সন্। অন্নরক্ত।
 অন্ন রক্তবর্ণ। অন্নধীর। অন্ন সোভা ইন্দ্রধনুঃ। ছোট রুই
 মাচ। ক্ষুদ্র মৃগ। ছোট রোহিতক বৃক। অন্ন মনোজ।
 ছোট হার। (রোহিতো লোহিতে।। রক্তঃ। অমর)।
 রোহিতং রুধিরে ধীরে ঋজু শক্রশরাসনে।
 রোহিতো মীনমৃগরোহেদে রোহিতকক্রমে ॥ বিশ্ব।
 (রোহিতোহারভেদে ইত্যাদি। হেম)।

অবরোহিন্ (ত্রি) অব রোহঃ শাখাশিকা অন্ত্যস্ত অব-
 রোহ-ইনি। বটবৃক। বটগাছ। [অবরোহিন্ শব্দে ইনি
 প্রত্যয়ের সূত্র দেখ]। (ত্রি) যে নামে। (স্ত্রী) ভীপ্
 অবরোহিণী। যে স্ত্রী উচ্চ দেশ হইতে নিম্ন স্থানে নামে।
 জ্যোতিষোক্ত দশাবিশেষ।

অবর্ণ (পুং) স্বরঞ্জন অকারন্ত সজাতীয়ো বর্ণঃ। শাকং
 তৎ। সকল স্বরবর্ণ। (ত্রি) নাস্তি বর্ণঃ সমূহো বস্ত।
 নঞ-বহুব্রী। বর্ণ শূন্ত।

অবর্ণ (পুং) অকারন্তক স্থানীয়ো বর্ণঃ অক্ষরম্। শাকং
 তৎ। হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্রুত, উদাত্ত, অধুদাত্ত, স্বরিত, অমুনা-
 সিক, নিরমুসাসিক ভেদে অষ্টাদশ সংজ্ঞক অবর্ণ। মুখ-
 বোধের মতে অ আ ই এই হ্রস্ব দীর্ঘ প্রুতের নামই অবর্ণ।
 বর্ণ্যতে জনমনো রজ্যতেহনেন। বর্ণ-চুরাং গিচ্-করণে
 ষঞ্-গিচ্-শোপঃ বর্ণঃ ব্রতাদি ততো নঞ-তৎ। ব্রত
 ভিন্ন। প্রশংসাত্তির। নিম্না। (অবর্ণাক্ষেপ নির্বাদ পরী
 বাদ্যপবায়বৎ। উপক্রোশোজ্ঞপ্তা চ কুৎসানিকা চ
 গর্হণে। অমর)। রূপ ভিন্ন। ব্রাক্ষণাদি চারি বর্ণ ভিন্ন।
 তুরাদি বর্ণ ভিন্ন। স্বর্ণ বা রৌপ্য ভিন্ন। অক্ষর ভিন্ন।
 গুণ ভিন্ন। গীত ক্রম ভিন্ন। চিত্র ভিন্ন। বশোভিত।
 জাল বিশেষ ভিন্ন। অক্ষরাগ ভিন্ন। (ক্ৰী) কুহুম ভিন্ন।
 বর্ণবর্ণে ব্রতেন্তভো।

রূপে বিজাতৌ শুভ্রাদৌ কুপ্যারামকরে শুণে।

ভেদে গীতান্তরে চিত্রে বশস্তালবিশেষয়োঃ।

অক্ষরাগে চ, বর্ণস্ত কুহুমে। হেম)।

অবর্জন (ক্ৰী) ব্রত-লুট্-অভাবে নঞ-তৎ। বর্তমানের
 অস্তাব। অস্থিতি। না থাক। (ত্রি) বর্ততে জীবতি
 অনেন করণে লুট্-বর্তনং জীবিকা ততো নঞ-বহুব্রী।
 জীবিকা শূন্ত।

অবর্জি (স্ত্রী) প্রাশস্তোন বর্ততে অনয়া, বৃত-(হপিবিবৃহি-
 বৃতিবিদ্বিচ্ছিদকীর্ষিত্যচ। উণ্ ৪। ১১৮) ইতি করণে
 ইন্ বর্জিঃ ততো নঞ-তৎ। দরিদ্রতা। জীবনরাহিত্য।
 কিমঙ্গ বাঃ প্রত্যবর্জিঃ। ঋক্ ১। ১১৮। ৩। বাৎ যুবাম-
 বর্জিঃ স্তোতৃগাং দারিদ্ৰ্যাং। পুনশ্চ, প্রত্যবর্জিঃ দান্তবে।
 ঋক্ ৫। ৭৬। ২। বর্জির্জীবনং। তদভাবোহবর্জিঃ।

অবর্জ (ত্রি) বৃত-(দাদিত্যচ্ছন্দসি। উণ্ ৪। ১৮৯)
 ইতি ব্র বর্জম্। নঞ-তৎ। অবারণীয়। অন্নমর্ত্যোহবর্জঃ।
 ঋক্ ৬। ১২। ৩। অবর্জঃ কেনাপি অবারণীয়ঃ। সায়ন।
 অবর্জমান (ত্রি) ন বর্জমানং বিরোধে নঞ-তৎ। বুদ্ধি
 শূন্ত। ক্ষয়শীল।

অবর্ষণ (ক্ৰী) ন বর্ষণম্-অভাবে নঞ-তৎ। বর্ষণাভাব।
 (ত্রি) নাস্তি বর্ষণং যজ। বর্ষণ শূন্ত।

অবলক্ষ (পুং) অবলক্ষ্যতে অব-লক্ষ-ঘঞ্। শ্বেতবর্ণ।
 (অবলক্ষোধবলোচ্ছন্নঃ। অমর)। (ত্রি) অর্শ আদি-
 অচ্। অলক্ষ বিশিষ্ট। এখানে অকারের গোপ হইলে
 বলক্ষ এই প্রকার রূপও হয়।

অবলগ (পুং) অব-লগ-ক্ত নি-ইড়ভাবঃ তস্ত নশ্চ।
 মাজা। দেহের মধ্য ভাগ। (মধ্যমকালগ্রন্থক। অমর)।
 (ত্রি) সংলগ। সংযুক্ত। *। ক্ষুদ্রখাত খাত লগ্ন স্রিষ্ট
 বিরিক ফাণ্টবাটানি মহমনস্তমঃসক্তাবিস্পষ্ট স্বরান-
 রাস ভূশেব্। পা ৭। ২। ১৮। ক্ষুদ্রাদি শব্দের যথাক্রমে
 মহ প্রভৃতি অর্থ বুঝাইলে ক্ষুদ্র প্রভৃতি শব্দগুলি
 নিপাতনে অনিট্-হইয়া সিদ্ধ হয়।

অবলম্বিকা (স্ত্রী) অব অবগতা লম্বিকা জ্যাঘাতোহনরা
 অবলম্বতি জ্যাঘাতান্ নিবারয়তি বা (অব লত সৌত্রঃ
 কৃতিভিদিগতিভ্যঃ কিং। উণ্ ৩। ১৪৩)। ইতি তিক্ণ-
 কিল। গোধা। জ্যাঘাত নিবারণক বাহপট্টিকা আদি
 অঙ্গুলিভ। (লম্বিকা গোধা। সিং কো)। (গোধা-
 ভ্রাতৃ লম্বিকাদিমঃ। উণ্ কো)। অব লত্যতে তত্ত-
 কার্যভিরাহৃততে অব-লত-কর্ষণি তিক্ণ কিল। গোধা।
 গোদাপ।

অবলম্ব (পুং) অবলম্বতেহ্মিন্ অব-লবি-আধারে বঞ্।

আশ্রয় করণে বঞ্। অবলম্বনের আশ্রয় দণ্ডাদি।

ভাবে বঞ্। কোন বস্তুকে আশ্রয় করা।

অবলম্বন (ক্ৰী) অব-লবি-ভাবে লুট্। আলম্বন। আধারে-

লুট্। আশ্রয়। আধার। করণে-লুট্। আশ্রয়ের

যোগ্য দণ্ডাদি।

অবলম্বিত (ত্রি) অব-লবি-কর্মণি ক্ত। আশ্রিত। যাহাকে

আশ্রয় করা হইয়াছে। (ক্ৰী) শীত্ব। (ত্রি) শীত্বতা

বিশিষ্ট। কর্তরি ক্ত। অবতীর্ণ।

অবলম্বিন্ (ত্রি) অব-লবি-গিনি। অবলম্বনকর্তা। অব-

তারক। যিনি উচ্চস্থান হইতে নিম্ন স্থান আশ্রয় করি-

তেছেন। 'ভগবতি মরীচিমালিনি অন্তাচলচূড়াব-

লম্বিনি'। (হিতোঃ)।

অবলা (স্ত্রী) নাস্তি বলঃ যন্তাঃ। নঞ্ বহুব্রী। স্ত্রী।

বোবিৎ। (স্ত্রী) বোবিদবলা। অমর)।

অবলিপ্ত (ত্রি) অব-লিপ-ক্ত। গবিত। 'অবলিপ্তাসি

দেবিস্বম্'। (চণ্ডী)। যাহা লেপন করা হইয়াছে। সকল

দিকে বা সকল প্রকারে লেপন বিশিষ্ট।

অবলীঢ় (ত্রি) অব-লিহ-ক্ত। ভক্ষিত। যে বস্তু ভোজন

করা হইয়াছে। যাহা জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা চাটা

হইয়াছে। ব্যাণ্ড।

অবলীলা (স্ত্রী) অবলা লীলায়াঃ। প্রাদি স०। যাহা ক্রীড়া

অপেক্ষা সহজ। অনায়াস। অনাদর।

অবলুঞ্চন (ক্ৰী) অব-লুঞ্চ-লুট্। ছেদন। উৎপাটন।

কোন বস্তু উপড়াইয়া ফেলা। বন্ধন না করা। এল

করিয়া রাখা। ছড়াইয়া রাখা। অপনয়ন। দূরীকরণ।

লইয়া যাওয়া।

অবলুঞ্চিত (ত্রি) অব-লুঞ্চ উৎপাটনং সা সন্ধাতান্ত।

সন্ধাতার্থে তারকানিহাৎ ইতচ্। উৎপাটিত। অপনীত।

অক্লান্তবন্ধন।

অবলুষ্ঠন (ক্ৰী) অব-লুষ্ঠি-ভাবে লুট্। ভূমিতে পড়িয়া

গড়াগড়ি দেওয়া। পরিবর্তন। মাটিতে উলটাপালটা

করা। মোটান।

অবলোম্ব (পুং) অব-লিহ-ভেদনে-ভাবে বঞ্। ভেদ

করা। পৃথক্ করা।

অবলোপ (পুং) অব-লিপ-ভাবে বঞ্। গর্ভ। লেপন।

ভূষণ। সজ্জ। ভূষণ। ঘোষ দেওয়া।

(অবলোপস্ত গর্ভে ভ্রাত্তোপনে ভূষণে চ। বিশ্ব)।

অবলোপন (ক্ৰী) অব-লিপ-ভাবে লুট্। কিলোপন।

আধান। সজ্জ। গর্ভ। ভূষণ। করণে লুট্। চন্দনাদি।

অবলোহ (পুং) অব-লিহ-ভাবে বঞ্। জিহ্বাগ্রদ্বারা

আবাদন করা। চাটা। কর্মণি-বঞ্। জিহ্বার দ্বারা

চাটরা খাইতে হয় এরূপ ঔষধ বিশেষ।

অবলোহ (ত্রি) অব-লিহ-কর্মণি ব্যং। জিহ্বাগ্রদ্বারা

আবাদনীয়। চাটবার যোগ্য। মধু প্রভৃতি বাহ্য চাটরা

খাইতে হয়।

অবলোক (পুং) অব-লুক লোক বা বঞ্। দর্শন। দেখা।

চাক্ষুস জ্ঞান।

অবলোকন (ক্ৰী) অব-লুক লোক বা লুট্। দর্শন। দেখা।

অনুসন্ধান। বিবেচনা করা। করণে লুট্। নেত্র।

অবলোকিত (ত্রি) অব-লোক-কর্মণি ক্ত। দৃষ্ট। যে বস্তু

দেখা হইয়াছে। (ক্ৰী) ভাবে-ক্ত। দর্শন। (পুং) অব-

লোকিতমন্ত্যন্ত অচ্। বৃদ্ধ বিশেষ।

(অবলোকিতো বৃদ্ধে প্রেক্ষিতেষ্বলোকিতম্। বিশ্ব)।

অবলোকিন্ (ত্রি) অবলোকেতে পত্ততি অব-লুক লোক

বা যিনি। দর্শক। যে দেখে। অনুসন্ধানকারী। বিবেচনা-

কারী। (স্ত্রী) লীপ্ অবলোকিনী। যে স্ত্রী অবলোক-

নাহি করে।

অবলোপ (পুং) অব-লুপ-বঞ্। খণ্ডন। নাশ করা।

বিলোপ।

অবলোম (পুং) অবলম্বং লোম-আনুকূল্যং অজ্ঞত প্রাদি

ভৎ। অনুকূল। [অনুলোম শব্দে স্তত্র দেখ]।

অবলুজ্জ (পুং) অবলোমরশোভনাৎ জায়তে জন-ড। সোম-

রাজী। হাকুচ বীজ।

অবলবর্ণ (ক্ৰী) অব-বৃষ-ভাবে লুট্। কৃৎসবর্ণণ। সর্বভো-

ভাবে বর্ণণ। সকল কালে বা সকল দিকে বৃষ্টি।

অববাদ (পুং) অব-বদ-বঞ্। নিন্দা। বিবাস। আজ্ঞা।

অবলম্বন। (অববাদস্তনিন্দারানাজ্ঞাবিশ্রুতদোরপি। বিশ্ব)

নির্দেশ। শাসন। শিষ্ট। (অববাদস্ত নির্দেশোনিদেশঃ

শাসনক সঃ। শিষ্টশাস্তা চ। অমর)।

অবশ (পুং) ন উক্ততে অভিলষাতে বশ-বঃ। বঞ্-ভৎ।

বশতাপন্ন নহে। পরাধীন। কামাদির বশীভূত।

অবশস্ (ত্রি) অব-শজ-কিপ্। অববাদ। অবশংসন।

অবশাতন (ক্ৰী) অব-শদ-শিচ্-লুট্। শাপ পাওয়ার।

শীর্ণতা করণ। *। শব্দেবগতৌ ভঃ। পা ৭। ৩। ৪২।

গতি ভিন্ন অর্থে শিচ্ পঠে থাকিলে শব্দ বাস্তব অর্থ

আদেশ ভাব হয়।

অবশিরস্ (ত্রি) অবশস্তং শিরোবস্ত্রং প্রাদি ক্রব্রী।

অবাঙ মন্তক। বাহার নীচের দিকে মাথা উপর দিকে পা।
অবশিষ্ট (ত্রি) অব-শি-ক্ত। অতিরিক্ত। পরিশিষ্ট।
অধিক। কার্য সমাধা হইয়া গেলে বাহা শেষ থাকে।
অব অবগতঃ শিষ্টঃ অতিক্রাং তৎ। অব-শাস-ক্ত করিলেও
ঐ পদ সিদ্ধ হইত, কিন্তু তাহার অর্থ শিষ্টকে প্রাপ্ত।
অন্ন শিষ্ট। শিষ্ট নহে ইত্যাদি।

অবশীভূত (ত্রি) ন বশীভূতম্ অভূততভাবে চি অত-ঈষম্।
অনায়ত্ত। বশতাপন্ন নহে। যে অবজ্ঞা করিয়া কথা
শুনে না। অবশীকৃত। ঐ অর্থ।

অবশীর্ষ। অবশীর্ষক (ত্রি) অবনতঃ শীর্ষঃ বস্ত্র। প্রাদি
বহুব্রী বা কপ্। অবাঙ মন্তক। বাহার পা উপর দিকে
এবং মাথা নীচের দিকে থাকে। নেত্ররোগ।

অবশেষ (পুং ক্রী) অব-শি-ভাবে ঘঞ্। কৃতকার্যের বা
কৃতপদার্থের শেষ। সমাপ্তি। কর্ম্মণি ঘঞ্। অবশিষ্ট।
‘পুংনপুংসকরোঃ শেষঃ’। এই অমর উক্তি হেতু অবশেষ
শব্দ ঐ দুই লিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অবশোম (পুং) অব-শু-ভাবে ঘঞ্। অত্যন্ত শুষ্ক হওয়া।
অবশ্য (ত্রি) ন বশ-গ্যৎ। নঞ-তৎ। অনায়ত্ত। অনধীন।
অবশ্যকরণ (ক্রী) অবশ্যঃ করণম্, মকার লোপঃ। নিরত
করণ। অকরণের নিবৃত্তি।

অবশ্যপুত্র (পুং) অবশ্যচ্চাসৌ পুত্রশ্চেতি কর্ম্মধা। যে
পুত্রকে কোন রূপে শাসন করা যায় না।

অবশ্যম্ (অব্য) অব-শ্য-ভব্। নিশ্চয়। নিত্য। প্রযত্ন।
(অবশ্যং নিত্য প্রযত্নরোঃ। বিষ) ভূশ। বাঢ়। অতিশয়।
(অবশ্যং ভূশরোবাচম্। হলায়ুধ)। (ত্রি) অনায়ত্ত।
কৃত্য প্রত্যয় পরে থাকিলে ‘অবশ্যম্’ শব্দের অন্ত মকারের
লোপ হয়। যথা অবশ্যম্-সেব্যঃ অবশ্যসেব্যঃ। অবশ্যম্-
পাচ্যঃ অবশ্যপাচ্যঃ ইত্যাদি।

লুপ্তদবশ্যমঃ কৃত্যে তুম্ কামমনসোরপি।

সমো বা হিততত্ত্বোর্মাস্ত পচিযুড্ ঘঞোঃ।

(ইতি প্রাকঃ পা ৬।১।১৪৪, ৬৩।১০২, ইত্যাদি সূত্রে)।

কৃত্য প্রত্যয় পরে থাকিলে অবশ্যম্ শব্দের অন্ত
মকারের লোপ হয়। যেমন—অবশ্যম্ সেব্যঃ অবশ্য-
সেব্যঃ। তুম্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের পর কাম কিম্বা মনস্ শব্দ
থাকিলে তুম্ প্রত্যয়ের অন্ত মকারের লোপ হইয়া
থাকে। যথা—গন্তঃ কামঃ, কিম্বা গন্তঃ মনঃ গন্তকামঃ
গন্তমনাঃ। সম্ শব্দের পরে হিত কিম্বা তত থাকিলে
সম্ ইহার অন্ত মকারের বিকল্পে লোপ হয়। যথা—
সম্-হিতম্, সম্-ততম্; সহিতম্, সংহিতম্, সততম্, সন্ত-

তম্। মাংস শব্দের পর পচ্ ধাতুর উত্তর হৃৎ কিম্বা
ঘঞ্ বিহিত শব্দ থাকিলে, ‘মাংস’ ইহার অন্ত অকারের
বিকল্পে লোপ হয়। যথা—মাংসন্ত-পচনং, মাংসন্ত-পাকঃ,
মাংস্পচনং মাংসপচনং, মাংস্পাকঃ মাংসপাকঃ।

অবশ্যা (ক্রী) অবশ্যায়তে শৈত্যাং প্রাপ্নোতি অব-শ্য-
(আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।১।১৩৬) ইতি ক টা প্।
কুজ্বাটিকা। ক্রাসা। অবশীভূত ক্রী।

অবশ্যায় (পুং) অব-শ্য-ণ। কুজ্বাটিকা। নীহার। (অব-
শ্যায়ন্ত নীহারঃ। অমর)। অভিমান। দর্প। (অবশ্যায়ো-
হিমে দর্পে। হেম) পুং হ্রস্বঃ অবশ্যয়ঃ। কুজ্বাটিকা।
নীহার। [অত্যয় শব্দে সূত্র দেখ]।

অবশ্যয়ণ (ক্রী) অব-শ্যি-ল্যুট্। উনানের উপর হইতে
স্থানান্তরে নামাইয়া রাখা।

অবক্ষয়ণী। অবক্ষয়িণী (ক্রী) অবস্-ক্ষয়ং চিকিৎসিত জানাতি
দ্রুদানাদিনা অবস্-কি-ল্যুট্-ডীপ্। পক্ষে, মক্ষ গভো
অয়ন্ পুং মকারন্ত বকারঃ। মক্ষর একহায়নো বৎসঃ
সোহস্ত্যস্তাঃ ইনি ডীপ্। নঞ-তৎ। চিরপ্রস্থতা গোক
নহে। যে গোকর অন্ন দিন বাছুর হইয়াছে। মক্ষ ধাতু
এই রূপ দন্ত্য সকার যুক্ত গ্রহণ করিলে ‘অবক্ষয়নী’
এই প্রকার দন্ত্য স ও দন্ত্য ন হইবে। ‘বক্ষয়’ এই শব্দে
বর্গীয় বকারই গৃহীত হয়। (চিরপ্রস্থতা বক্ষয়ণী। ইতি
অমর)। বৎসে বক্ষয়ে হৃদি। ঋক্ ১। ১৬৪। ৫।
বক্ষয়ো নাইমেকহায়নো বৎসঃ। ইতি সায়ন।

অবষ্টক (ত্রি) অব-স্ত-ক্ত-ক বহম্। আসন্ন। আক্রান্ত।
আশ্রিত। অবলম্বিত। প্রতিকল্প। *। অবাচ্চালম্বনা-
বিদূর্যায়োঃ। পা ৮। ৩। ৬৮। আলম্বন এবং আবিদূর্য
অর্থে অব এই উপসর্গের পরস্থিত স্ত-স্ত ধাতুর দন্ত্য
সকার মুর্দ্ধন্ত হয়।

অবষ্টন্ত (পুং) অব-স্ত-ক্ত-ঘঞ্ বহম্। প্রায়ন্ত। অনন্ততা।
আলম্বন। কর্ম্মণি-ঘঞ্। স্তন্ত। স্তবর্ণ। (ক্রী) তাবে
ল্যুট্। অবষ্টন্তন। প্রায়ন্ত। আলম্বন।

অবষ্টভ্য (অব্য) অব-স্ত-ক্ত-ল্যপ্ বহম্। অবলম্বন করিয়া।
অবহাণ (পুং) অব-হ-ণ-ঘঞ্ বহম্। ভোজন। বন্ বন্
এই রূপ শব্দের অর্থ ব্যাহীলে অবহাণ এই রূপই
থাকিবে, তখন মুর্দ্ধন্ত বকার হইবে না। *। বেষ্ট বনো
ভোজনে। পা ৮। ৩। ৬৯। ভোজন অর্থে বি ও অব
এই দুই উপসর্গের পরস্থিত বন্ ধাতুর দন্ত্য সকার
মুর্দ্ধন্ত হয়। মুর্দ্ধন্ত বকারের পরে আছে বলিয়া দন্ত্য
নকার মুর্দ্ধন্ত হইয়াছে

অবস্ (অব্য) অবসরার্থে প্রথমারা: পঞ্চম্যা: সপ্তম্যা: বা
অর্থে অসি অবসরত অবাদেশ:। অবসর শব্দার্থ: পশা-
দর্শ। [অধস্ দেখ]। (ক্রী) অব- (সর্কধাতুভ্যোহিহ্ন)।
উণ্ ৪। ১৮৮) ইতি ভাবে অসুন্। রক্ষা করা। (ক্রী)
কশ্মণি অসুন্। যশ:। অন্ন। ধন। গমন।

অবস (পুং) অবতি রক্ষতি অব (অত্যবি চমি তনি নমি
রতি লতি নতি তপি পতি পনি পণি মহিত্যোহিসচ।
উণ্ ৩। ১১৭) ইতি অসচ্। রাজা। সূর্য। (অব-
তীত্যবসোরাজা ভাহুশ্চ। সিং কোং)। (ভাস্করস্ববসো-
নুপ:। উণ্ কোং)। অন্ন। রক্ষক। যদমুকীতমবসং
পণিং গাং:। ঋক্ ১। ৯৩। ৪। গা অবসং গোরূপমন্নং।
পুনশ্চ, যুং শয়োরবসং। ঋক্ ১। ১১৯। ৬। অবসহ
রক্ষকং। ইতি সায়ন। আকন্দ গাছ। পাথের বিশেষ।

অবসক্ত (ত্রি) অব-সক্ত-ক্ত। সংলগ্ন। (ক্রী) ভাবে ক্ত।
সংসর্গ।

অবসকথিকা (ক্রী) অবসক্তে অববন্ধে সন্ধিনী উক্ত বস্ত্রাম্।
বহুব্রীহি কপ্ টাপ্। পর্য্যঙ্কবন্ধ। যোগ করিবার আসন
বিশেষ।

অবসগুণ (ক্রী) অব-সম্-ভী-ক্ত ওদিশান্তত ন:। পক্ষী-
দের আকাশ হইতে নিম্ন দিকে নামিবার গতি বিশেষ।
অবসথ। অবসথ্য। শব্দকল্পদ্রুমে এবং বাচস্পত্যে এই
হুইটা শব্দ গৃহীত হইয়াছে এবং উহাদের অর্থ গৃহ,
ছাত্রনিলয় অর্থাৎ চৌপাঠী বা পাঠশালা ইত্যাদি লিখিত
হইয়াছে। ঐ উভয় অভিধানেই লেখা আছে যে,
হেমচন্দ্র উক্ত শব্দ হুইটার ঐ রূপ অর্থ করিয়াছেন।
কিন্তু বস্তুতঃ, হেমচন্দ্রের কোষে ‘আবসথ’ এই রূপ
শব্দ দৃষ্ট হয়। যথা—মঠাবসথ্যাবসথা:। উপাদি স্ত্রেও
লিখিত আছে—উপসর্গে বস:। উণ্ ৩। ১১৪। আব-
সথো গৃহম্ ইতি উজ্জল দত্ত:।

অবসন্ন (ত্রি) অব-সদ-কর্তরি-ক্ত। বিবাদ প্রাপ্ত। বিনা-
শোধুৎ। নিজের কার্য সাধনে অক্ষম।

অবসর (পুং) অব-স্-অধিকরণে ঘ। (কথমবসর: প্রসর
ইতি ৭ অধিকরণে পুংসি সংজ্ঞামিতি ঘ:। সিং কোং)।
প্রস্তাব। (প্রস্তাব: স্ত্রাদবসর:। অমর)। জিজ্ঞাসা
নিবৃত্তির নিমিত্ত অবস্র বস্তুব্য। সঙ্গতি বিশেষ। বৎসর।
মন্ত্র বিশেষ। বর্ষণ। বৃষ্টি। সময়ের অবকাশ।

অবসরালয় (পুং) অবসরায় আলয়ো যজ। বহুব্রী। অর্ধ-
রাত্র। মধ্য রাত্রে সকলে অবকাশ পাইয়া আলয়ে
থাকে, তজ্জন্ত মধ্য রাত্রে অবসরালয় এই নাম হইয়াছে।

অবসর্গ (পুং) অব-সৃজ-ঘঞ। অপ্রতিবন্ধ। স্বতন্ত্রতা।
স্বেচ্ছাচার। কামচারাহুজ্ঞা।

অবসর্প (পুং) অবসর্পতি পশাদ্গম্ভতি স্বামিন:। অব-
স্প-অচ্। চর। ভৃত্য। দাস। চাকর।

অবসর্পিন্ (ত্রি) অব-স্প-গিনি। অধোগম্ভ। নিরুগামী।
পশাদ্গামী। (ক্রী) ভীপ্। অবসর্পিণি। অধোগামিনী
ক্রী। বোদ্ধ মতোক্ত কল্পকাল। দশ কোটি কোটি সাগর
বৎসর।

অবসব্য (ত্রি) অপসব্য। দক্ষিণ।

অবসাদ (পুং) অব-সদ-ঘঞ। নাশ। বিবাদ। স্বকার্যে
অক্ষমত্ব।

অবসাদক (ত্রি) অবসাদয়তি অব-সদ-গিচ্-ধূল্। গিচ্-
লোপ:। অবসরকারক। কার্যে অক্ষমতা সম্পাদক।
অবসাদতি অব-সদ-ধূল্। খেদকারী।

অবসাদন (ক্রী) অব-সদ-গিচ্-ভাবে লুট্। বিমোহন।
কার্যে অক্ষমতা সম্পাদন। ওক্ততোক্ত ত্রণ চিকিৎসা।

অবসান (ক্রী) অব-সো-লুট্। বিরাম। (বিরামো-
বসানম্। পা ১। ৪। ১১০)। সমাপ্তি। সীমা। সমাপন।
শেষ। মৃত্যু। অবস্রতি তিষ্ঠতি অগ্নিন্ আধারে লুট্।
স্থান। দহন স্থান। শ্রাণন ভূমি। দদাত্যবসানমস্ট্রে।
ঋক্ ১০। ১৪। ৯। অবসানং দহনস্থানং। সায়ন।

অবসাম (ক্রী) অবসং সাম অজন্ত প্রাদি তৎ। অধম সাম।
মরণকালে যে সাম গান করিতে হয়। [অহুলোম শব্দে
স্বত্র দেখ]।

অবসায় (পুং) অব-সো-ণ। সমাপ্তি। শেষ। নিশ্চয়।
(অব্য) ল্যপ্। সমাপন করিয়া। নিশ্চয় করিয়া।
বিমোচন করিয়া। (বিব্রূচ্য। স্তত্রীপস্বটো বিমোচনে।
নিরুং ১। ১৭)। [অত্যায় শব্দে স্বত্র দেখ]।

অবসায়ক (ত্রি) অব-সো-ধূল্। নিশ্চয় কারক। সমাপক।
অবসিক্ত (ত্রি) অব-সিচ্-ক্ত। কৃতসেক। আদ্রুত।
মাত। কৃতমান।

অবসিত (ত্রি) অব-সো-ক্ত। সমাপ্ত। ঋদ্ধ। রাগীকৃত।
জ্ঞাত। নিশ্চিত। (ক্রী) পাক। মাদ্য ধান। (ত্রি) অব-
সি-ক্ত। সধ্ব।

অবস্রষ্ট (ত্রি) অব-সৃজ-ক্ত। দত্ত। ত্যক্ত। নিঃসৃত।

অবসে (অব্য) অব-ভূমর্থে অসেন্। রক্ষা করিবার নিমিত্ত।

অবসেক (পুং) অব-সিচ্-ঘঞ। সকল দিকে লোক করা।
জল ছিটান। নেত্রবতি রোগ বিশেষ।

অবসেকিম (পুং) অবসেকেন নিবৃত্ত:। অব-সেক-ইহ্ন।

বটক বিশেষ। বড়া।

অবসেচন (ক্ল) অব-সিচ্-ল্যুট্। সকল দিকে সেচন করা।

অধোদিকে রক্তস্রাবক রোগ বিশেষ।

অবসেয় (ত্রি) অবসাতুং শক্যং অর্হং বা অবসো শক্যার্থে
অর্হার্থে বা যৎ। নির্ণয়ের শক্য। বাহা নির্ণয় করা যায়।

সমাপ্য। অবশেষ।

অবস্কন্দ (পুং) অবস্কন্দ্যতে ঘূচ্ছাদনন্তরং বিশ্রামায় প্রতি
গম্যতেহস্মিন্ আধারে-ঘঞ্। জয়েচ্ছুদিগের সৈন্ত নিবেশ

স্থান। শিবির। তাঁবু। ভাবে ঘঞ্। অবতরণ। নামা।

আক্রমণ। অবগাহন।

অবস্কন্দন (ক্লী) অব-স্কন্দ-ল্যুট্। সকল অঙ্গ ডুবাইয়া
স্থান। অবগাহন। অবতরণ। নামা। আক্রমণ।

অবস্কর (পুং) অবকীর্ষ্যতে কোষ্ঠাদধোবিক্ষিপ্যতে অব-
কৃ-কর্মণি-অপ্-সুট্। উচ্চার। শব্দ। শব্দং। গুথ।
পুরীষ। বর্জ্য। বিষ্ঠা। বিষ।

মলমাত্র। অপাদানে অপ্। শুভ্রদেশ। গোপনীয়
অঙ্গ উপস্থানাদি এই সকল অর্থে নিপাতনে সুট্ হই-
য়াছে। (অবস্করো গুথশ্চয়োঃ। বিশ্ব)। [অনবস্কর
শব্দে সুট্ আগমের হ্রস্ব দেখ]।

(ত্রি) অবস্করে জাতঃ বৃন্ অবস্করকঃ। বিষ্ঠাজাত।

গোপনীয় স্থান জাত।

অবস্কব (ত্রি) অব বৈপরীত্যে স্কুনোতি স্কুনোতি বা অব-
স্কু উক্কৃ-কর্তরি অচ্। যে বিপদ হইতে উদ্ধার করে
না। হিংসক।

অবস্করণ (ক্লী) অব-স্কৃ-ভাবে ল্যুট্। বিস্তার।

অবস্কৃৎ (অব্য) অবস্ক্রিয়ম্ অবস্কৃৎ অবস্কৃৎ ইত্যেতেষু
অর্থেষু অন্ত্যাদি তস্মিন্বাদেশঃ। পশ্চাদ্দিগদেশ কালে।
পশ্চাদ্দিগদেশ কাল হইতে। পশ্চাদ্দিগদেশ কাল। *।
বিভাষা হবরন্ত। পা ৫। ৩। ৪১। অবস্কর শব্দের স্থানে
অন্ত্যাদি প্রত্যয় পরে বিকল্পে অব আদেশ হয়।

অবস্কর (পুং) অবস্ক্রিয়তে অব-স্কৃ-কর্মণি ঘঞ্। জব-
নিকা। কানাৎ। পর্দা। চিক। আস্তরণ। শয্যা।
[অবতার শব্দে হ্রস্ব দেখ]।

অবস্কৃ (ক্লী) ন বস্ত্র অপ্ৰাশস্তো নঞ্-তৎ। অপ্ৰাশস্ত বস্ত্র।
তুচ্ছ বস্ত্র। বেষদাস্তমতে—অস্ত্রানাদি জড়সমূহ।

অবস্থা (স্ত্রী) অব-স্থা- (বাসরূপোহস্ত্রিয়াম্) ইতি ক্রিন্
বাধনাৎ অঙ্। স্ত্রীত্বাৎ টাপ্। কালকৃত দেহাদির দশা।
আকার। অবস্থান। স্থিতি। কালকৃত ভাব বিকার
বিশেষ। হাতের মতে ইহা ছয় প্রকার। যথা ১—বাহা

জন্মাইতেছে। ২—বাহা বিদ্যমান আছে। ৩—বাহা
বৃদ্ধি পাইতেছে। ৪—বাহা বিপরীত হইতেছে। ৫—
বাহা ক্ষীণ হইতেছে। ৬—বাহা নাশ পাইতেছে।

যোগশাস্ত্র মতে, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, ঘেব
এবং অভিনিবেশ, এই পাঁচ প্রকার অবস্থা।

অবিদ্যাস্মিতারাগঘেবাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ।

পাতঞ্জল সাধনপাদ হুং ৩।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, ঘেব এবং অভিনিবেশ
ইহাদিগকেই ক্লেশ বলা যায়।

অবিদ্যা ক্লেত্রমিতরেবা প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদরাগাম্।

পাতং সাং পাং হুং ৪।

মোহ অর্থাৎ অনাশ্রয় প্রতি আত্মাভিমানকে
অবিদ্যা কহে। উক্ত অবিদ্যা,—প্রসুপ্ত তনু বিচ্ছিন্ন এবং
উদর এই চারি প্রকারে বিভক্ত অস্মিতার, প্রসুপ্তাদি
চারি প্রকারে বিভক্ত রাগের, প্রসুপ্তাদি চারি প্রকারে
বিভক্ত ঘেবের এবং প্রসুপ্তাদি চারি প্রকারে বিভক্ত
অভিনিবেশের জন্মভূমি।

একথা বলিবার কারণ এই, মোহ না জন্মিলে
অস্মিতাদির উৎপত্তি হয় না, তাই অস্মিতাদি অপেক্ষা
অবিদ্যাই প্রধান।

অনিত্যশুচিহ্নঃখানাস্থানিত্যশুচিস্থাশ্বখ্যাতিরবিদ্যা।

পাতং সাং পাং হুং ৫।

অনিত্যবস্তুকে নিত্য বলিয়া বিশ্বাস, শুচি বস্তুকে
শুচি বলিয়া জ্ঞান করা, হুংথে স্থখবোধ এবং আশ্ব-
ভিন্ন বস্তুতে আশ্বজ্ঞান, এই রূপ মোহের নাম অবিদ্যা।

দৃগ্দর্শনশব্দোরেকাশ্বতৈবাস্মিতা।

পাতং সাং পাং হুং ৬।

দৃক্ শক্তি প্রকৃতি ভিন্ন পুরুষ এবং যে শক্তি দ্বারা
দেখিতে পাওয়া যায়, এই হইকে অভিন্ন বলিয়া
বিশ্বাস করাকে অস্মিতা কহে। যেমন,—আত্মা ও দেহ
সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও আত্মা ও দেহকে অভিন্ন ভাবিয়া
—‘আমি রহিয়াছি’—আমরা এই রূপ বলিয়া থাকি।

স্থখাস্থশরী রাগঃ। পাতং সাং পাং হুং ৭।

স্থখের আশা করাকে রাগ কহে।

হুংখামুশরী ঘেবঃ। পাতং সাং পাং হুং ৭।

যিনি একবার হুংখ ভোগ করিয়াছেন, অতঃপর
আর যেন না হুংখ ঘটে তজ্জন্ত হুংখকর পদার্থ দেখিলে
তাঁহার মনে যে ক্রোধ উপস্থিত হয় তাহাকে বিঘেব
বলা যায়।

অবস্থাপা বিধেয়োপিত্তধারকোহিতিনিবেশঃ ।

পাতঃ সাং পাং হুং ১ ।

অবস্থাপা অর্থাৎ পূর্বজন্মে মৃত্যু হইয়াছিল সেই মুখমনে করিয়া ইহ জন্মে শরীর ও বিষয়াদি বিনষ্ট না হইতে শোকের মনে অকারণ এই রূপ যে ভয় জন্মে পুনঃপুনঃ তাহার সংকল্পকে অভিনিবেশ বলে ।

সাংখ্য মতে অবস্থা তিন প্রকার । যথা—অনাগত অবস্থা, অভিব্যক্ত অবস্থা এবং তিরোভাব অবস্থা । কার্যের প্রকাশ পাইবার পূর্বে উহা সূক্ষ্মভাবে কারণে অবস্থিতি করে । তদ্রূপ প্রাগভাব অবস্থাকে অনাগত অবস্থা কহে । তাহার পর কারণের কার্য দ্বারা যে ফল প্রকাশ পায় তাহাকে অভিব্যক্ত অবস্থা বলে । শেষে কারণের ধ্বংসকে তিরোভাব অবস্থা বলা যায় ।

বৈদ্যাস্তিকদের মতে,—জীবদশায় জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং মৃত্যুর পরে মোক্ষ এই চারি প্রকার অবস্থা । এই মতানুসারে মুদ্ধাবস্থা সুষুপ্তির অন্তর্গত ।

বয়োভেদে কতকগুলি অবস্থা ঘটে । স্মৃতিশাস্ত্রে তাহার নিরূপণ করা হইয়াছে । যথা—পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত কৌমারাবস্থা । দশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত পৌগণ্ডাবস্থা । পনের বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত কৈশোরাবস্থা । তাহার পর যৌবনাবস্থা । মতান্তরে, ষোল বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত বাল্যাবস্থা । তাহার পর তরুণাবস্থা । সপ্তদশ হইতে নব্বই পর্যন্ত বার্ককাবস্থা, শেষে বর্ষীয়াবস্থা ।

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে, পনের বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত বাল্যাবস্থা । ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত কৌমারাবস্থা । পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত যৌবনাবস্থা । তাহার পর বৃদ্ধাবস্থা ।

আলঙ্কারিকদের মতে অবস্থা দশ প্রকার । যথা—নায়ক নায়িকার সম্বন্ধে অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, শ্লগ-কথন, উদ্বেগ, সংলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা এবং মরণ । মতান্তরে, চক্ষে চক্ষে ও মনে মনে মেলন, সঞ্চর, আগরণ, ক্রুশতা, রতি, লজ্জাত্যাগ, কাশোন্মত্ততা, মুচ্ছা এবং মরণ এই কয়েকটা কথিত হইয়াছে ।

অবস্থাপান (ক্রী) অব-স্থা-পিচ্-লুট্-পৃক্ পিচ্-লোপঃ ।

নিবেশনঃ স্থাপনঃ রক্ষণঃ রাখা ।

অবস্থাপিত (ত্রি) অব-স্থা-পিচ্-পৃক্-জ ইট্-পিচ্-লোপঃ ।

নিবেশিতঃ স্থাপিতঃ রক্ষিতঃ ।

অবস্থাপ্য (ত্রি) অব-স্থা-পিচ্-পৃক্-ঘৎ পিচ্-লোপঃ ।

নিবেশনীয়ঃ স্থাপনীয়ঃ (অবা) ল্যাপ্-স্থাপন করিয়া ।

অবস্থায়িন্ (ত্রি) অবস্থিতভূতে অব-স্থা-কর্তৃরি-ণিনি-রুক্ ।

অবস্থান যুক্ত । যে থাকে । (ক্রী) ভীণ-অবস্থায়িনী ।

স্থিতিশালিনী ক্রী ।

অবস্থিত (ত্রি) অব-স্থা-কর্তৃরি-জ্ঞ আত ইষ্ম্ বর্তমান ।

স্থিত । অবস্থিতি বিশিষ্ট ।

অবস্থিতি (ক্রী) অব-স্থা-ক্ৰিন্ আত ইষ্ম্ অবস্থান ।

অবস্থাপ্ত (ত্রি) অবস্থা রক্ষণেন আপত্যঃ পারয়িতঃ অবস্-

পৃ-পিচ্-বাং তন্ পিচ্-লোপঃ । আপদ হইতে পারয়িত ।

অবস্থাপ্তরধিবক্তারমময়ু । ঋক্ ২ । ২৩ । ৮ । অবস্থাপ্তঃ

উপজবেভ্যঃ পারয়িতঃ । যথা, অবস্থা রক্ষণেন আপত্যঃ

পারয়িতঃ । সায়ন ।

অবস্থান্দন (ক্রী) অব-স্থান্-লুট্-করণ । গমন । গলে

পড়া । (ত্রি) গহাং হ । অবস্থান্দনীয় । স্রগজাত ।

অবস্থ্য (ত্রি) অবস্-কাচ্-উ । রক্ষণেচ্ছ । স্বামবহার

চকে । ঋক্ ১ । ২৫ । ১২ । অবস্থ্যঃ রক্ষণেচ্ছঃ । অবস্-

শদ্যাং হ্রপ আদ্বানঃ কাচ্ । ক্যাচ্ছনসীতাপ্রত্যয়ঃ ।

সায়ন ।

অবস্থংসন (ক্রী) অব-স্থংস-লুট্-করণ । অধঃপতন । করণ ।

অবস্থংসিত (ত্রি) অব-স্থংস-পিচ্-জ ইট্-পিচ্-লোপঃ ।

দলিত । পাতিত । যে বস্তু উপর হইতে পাড়া হইয়াছে ।

অবস্থস্ (ত্রি) অবস্থংসতে অব-স্থংস্ (সম্পদাধিভ্যঃ

ক্ৰিপ্-বার্তিক, পা ৩ । ৩ । ১৪ হ্রস্বে) ইতি ভাবে ক্ৰিপ্-

ভ্রংশনশীল । অবপতন । ঋণিত । যাহা পতিত হইতেছে ।

দ্যামবস্থসঃ । ঋক্ ২ । ১৯ । ৫ । অবস্থসঃ অবপতনাৎ ।

সায়ন ।

অবস্থৎ (ত্রি) অবো রক্ষণঃ তদন্ত্যন্ত সত্পৃ-মত্ বঃ ।

রক্ষণযুক্ত ।

অবহ (ত্রি) ন বহতি বহ-অচ্ । নঞ-তৎ । নদ্যাদির

স্রোতঃ শূন্য প্রদেশ । তৃতীর স্বকৃৎ বায়ু বিশেষ ।

অবহত (ত্রি) অব-হন্-কর্তৃগিত্ অহুনাসিক-লোপঃ । অন্ন

আঘাত দ্বারা বিতুবীকৃত ষাণ্ডাদি । আধীক্যাকা চাউন

প্রভৃতি ।

অবহতি (ক্রী) অব-হন-ক্ৰিন্ অহুনাসিক-লোপঃ । অব-

হাত । অন্ন আঘাত দ্বারা বিতুবী করিবার ব্যাপার ।

টেকীতে কিবা উকলীতে অন্ন অন্ন আঘাত ।

অবহনন (ক্রী) অব-হন-ভাবে-লুট্-করণ । অবহাত । ধসজা-

দ্বির বিতুবীকরণ সম্পাদক ব্যাঘাতঃ । টেকির পাক

দেওয়া । উকলীতে ষাণ্ডাদি মাখিয়া তাহারে কড়াতে

করা। অবহন্ততে কথিরমনেন করণে পুট্। দেহস্থ
রক্তবহ হান বিশেষ। হৃৎসু।

অবহরণ (স্ত্রী) অব-হ-লুট্। স্থানান্তরে লওয়া। যুদ্ধ
স্থান হইতে সৈন্তগণকে শিবির স্থানে লওয়া।

অবহন্ত (পুং) অবহণ হন্তস্ত একদেশি-তৎ। হন্তপৃষ্ঠ।
করতলের পৃষ্ঠদেশ। হাতের তেলোর উটাপীঠ।

অবহার (পুং) অবহরতি স্বামিনমজ্ঞাপরিহা গৃহ্মাতি বস্ত্র-
জাতম্ অব-হ-কর্তরিণ। চোর। চোর। হাজোর। কর্মনি
বঞ্। নিমন্ত্রিত বিপ্রগণের উদ্দেশে যে দ্রব্য লইয়া
যাওয়া হয়। দ্রব্য বহন। স্থানান্তরে লওয়া। যুদ্ধ স্থান
হইতে সৈন্তগণকে বিশ্রাম জন্ত শিবিরে লইয়া যাওয়া।
যুদ্ধের কিছা পাশা খেলার বিরাম। [অত্যার শব্দে
সূত্র দেখ]। *। অবহারাদ্বারা বাপানামুপসংখ্যানম্।
(বার্তিক, পা ৩। ৩। ১২২ সূত্রে)।

অবহারক (পুং) অব-হ-লু। হারক নামক জলজন্তু
বিশেষ। জল হস্তী। (ত্রি) যে যুদ্ধ হইতে সৈন্তগণকে
নিবারণ করে। যে স্থানান্তরে লইয়া যায়।

অবহার্য (ত্রি) অব-হ-ণ্যৎ। যাহা হান করা যায়।
সমাপ্য। স্থানান্তরে লইয়া যাইবার যোগ্য।

অবহালিকা (স্ত্রী) অবহলতি অধঃস্থিহা উৰ্দ্ধং শূশতি
অব-হল বিক্ষেপে-লু। ততো টাপ্ ইহম্। প্রাচীর।

অবহাস (পুং) অব-হস্-ঘঞ্। উপহাস। মূছহাস্ত।

অবহাস্ত (ত্রি) অব-হস্-কর্তরিণ্যৎ। উপহাসের যোগ্য।

অবহিত (ত্রি) অব-ধা-ক্ত। সাবধান। বিজ্ঞাত।

অবহিথা (স্ত্রী) ন বহিষ্টিষ্ঠতি অব-হা-ক পৃ° সাধু।
বাহিরের আকার গোপন করা। বথা—শোকাদিতে
মুখের স্নানি লুকান। নায়ক নায়িকার ব্যভিচার ভাব
বিশেষ।

অবহেল (স্ত্রী) অব-হেড হেল বা ঘঞর্থে ক। অনাদর।
অবজ্ঞা।

অবহেলন (স্ত্রী) অব-হেড হেল বা-ভাবে লুট্। অবজ্ঞা।
অনাদর।

অবহেলা (স্ত্রী) অব-হেড হেল বা-ভাবে অঙ্ টাপ্।
অনাদর।

অবহেলিত (ত্রি) অব-হেল-ইতচ্। অবহেলা বিশিষ্ট।
(স্ত্রী) ভাবে ক্ত। অনাদর।

অবহর (ত্রি) অব-হ-অচ্। কুটিল।

অবাকপুন্দ্রী (স্ত্রী) অবাক্ অধোমুখং পুন্দ্রতয়াঃ। বহব্রী।
মূল্য। হেঠালী। চোর ধড়কী। তঁটুই।

অবাকশাখ (পুং) অবাকী শাখা বস্ত্র। বহব্রী। তগবন্-
পীতোক সংসার বৃক্ষ।

অবাকশিরস্ (ত্রি) অবাক্ শিরো বস্ত্র। বহব্রী। অধোমুখ।

অবাক্ক্রতি (ত্রি) নাস্তি বাক্ চ ক্রতিচ্ বস্ত্র। বহব্রী।

যাহার বাক্শক্তি এবং শ্রবণশক্তি নাই। কালা বোবা।

অবাকিন্ (ত্রি) উচ্যতে অনয়া বচ করণে ঘঞ্ বাকঃ,
ন নাস্তি বস্ত্র ইনি। নঞ-তৎ। বাগিজির শূন্ত। (পুং)
পরমাত্মা।

অবাগ্ (ত্রি) অবনতমগ্রং যন্ত। নত্র। যাহার অগ্রভাগ
অবনত।

অবামুখ (ত্রি) অবাত্ মুখং যন্ত। অধোমুখ।

অবান্বনসগোচর (পুং) বাক্ চ মনশ্চ বাঘনসে তয়ো-
র্গোচরো ন ভবতি। বাক্যের এবং মনের অগোচর
পরমাত্মা। যাহাকে বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না
এবং মনের দ্বারা মনন করা যায় না।

অবাচ্ (ত্রি) অবাকতি অব-অক্-কিপ্। অধোমুখ গত।
হেটুমুখ। অধোদেশে। পশ্চাৎ কালে। (স্ত্রী) ভীপ্-
অবাচী। দক্ষিণ দিক্, অধোমুখী। নাস্তি বাক্ বস্ত্র।
বাক্য রহিত। বাগিজির শূন্ত। ব্রহ্ম।

দিগ্বাচী যে শব্দের অন্তে অক্ষ ধাতু থাকে তাহার
উত্তর কালাদি অর্থে অন্ত্যতি প্রত্যয়ের লোপ হয়। *।
অক্শলুক্। পা ৫। ৩। ৩০। অবর দিক্, অবর কাল
ইত্যাদি প্রথমাদি অর্থে অন্ত্যতি প্রত্যয়ের লোপ হয়।

নাস্তি বাক্ স্ততির্হত। স্ততি রহিত। অবহন্তেদ-

বাচঃ। অক্ ৫। ২৫। ৬। অবাচঃ স্ততিরহিতত। সারন।

অবাচ্য (স্ত্রী) বচ-ণ্যৎ ন কৃষম্। নঞ-তৎ। মন্দবাক্য।
গালি। বচনের অযোগ্য। নিন্দ্য। যাহাকে উদ্দেশ করিয়া
বলা হয় না। অভিধেয় ভিন্ন। অবাচ-তবার্থে বৎ (ত্রি)।
অবর কালাদি জাত। যাহা অভিধায়িত্ব দ্বারা বুঝাইতে
পারা যায় না। যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হয় না।

*। বচোহশকলং জ্ঞায়াম্। পা ৭। ৩। ৬৭। লক্ষ-
সংজ্ঞা না বুঝাইলে বচ ধাতুর উত্তর গ্যৎ প্রত্যয় বিহিত
হইলে চ স্থানে ক হয় না।

অবাচ্যদেশ (পুং) জীলোকঁদের অধোদেশ। বোনি।

অবাকিত (ত্রি) অব-অক্-গিচ্-ক্ত। নমিত।

অবাজিন (ত্রি) বাচামিনো বাজিনঃ। নঞ-তৎ। মূর্খ।

নাবাজিনঃ বাজিনা হাসরতি। অক্ ৩। ৫৩। ২৩। অবা-
জিনঃ বাচামিনো বাজিনঃ সর্গজঃ। ভবিষ্যৎ মূর্খ-
জনঃ। সারন।

অবাত (ত্রি) ন বাতঃ নাস্তি বাতঃ হিংসনঃ যত্র ইতি
বহুব্রী বা। অহিংসিত। অণ্ডক। বহুব্রবাতঃ পুরুত্ব
ইন্দ্রঃ। ঋক্ ৬। ১৮। ১। অবাতঃ শক্ভিরহিংসিতঃ।
বনোতেনিষ্ঠান্তত্ব নঞ পূৰ্ণত্ব রূপঃ। যদা বাতেবাতঃ।
অভিগন্তঃ। পুম্শ্চ, ন মূষান্তে যুবতয়োহিবাতাঃ। ঋক্
৬। ৬৭। ৭। অবাতা অণ্ডক। (সায়ন)। বায়ুশূন্তস্থান।
অবাসিন্ (ত্রি) ন বাসী বস-শিনি। অবিরোধী। অবদনশীল।
অবোধ (ত্রি) নাস্তি বাধা যত্র। বাধা শূন্ত। অনর্গল।
অবাধা (ত্রি) নঞ-তৎ। বাধার অযোগ্য। যে নিবেশ
শুনেন না বা বাধা মানে না।
অবান (ত্রি) অব-অন-অচ্। শুষ্ক কলাদি।
অবাস্তুর (ত্রি) অবগতমন্তরং মধ্যম্। প্রাদি স০। প্রধা-
নের মধ্যগত। সামান্তের মধ্যে বিশেষ। প্রসঙ্গক্রমে
যাহা উৎপাদিত হয়।
অবাস্তুরদিশ্ (স্ত্রী) অবাস্তুরা দ্বয়োর্দিশোর্মধ্যে দিক্।
দুই দিকের মধ্যস্থিত দিক্ বা কোণ।
অবাস্তুরাম্ (অব্য) অবাস্তুর-বা০ আম্। সকলের মধ্য-
স্থলে স্থিত।
অবাপিত (ত্রি) বপ-পিচ্-ক্ত পৃক্। নঞ-তৎ। আরোপিত।
যাহা বোনা হয় নাই। যে কেশাদি ছেদন করা হয় নাই।
অবাপিতধাতু (স্ত্রী) ন পাবিতং ধাতুম্। নঞ-তৎ।
রোপিত ধাতু। রোয়া ধান। রাজবরভের মতে বাপিত
ধাতু অপেক্ষা অবাপিত ধাতুর গুণ অল্প।
অবাপ্ত (ত্রি) অব-আপ-ক্ত। প্রাপ্ত।
অবাপ্তব্য (ত্রি) অব-আপ-তব্য। প্রাপ্তব্য।
অবাপ্তি (স্ত্রী) অব-আপ-ক্তিন্। প্রাপ্তি।
অবাপ্য (ত্রি) অব-আপ-প্যৎ। প্রাপ্য। ন বাপ্যম্।
নঞ-তৎ। বপনের অযোগ্য। আরোপ্য। যে কেশাদি
ছেদন করিবার যোগ্য নহে। (অব্য) অব-আপ-
ল্যপ্। পাইয়া।
অবাম (স্ত্রী) ন বামম্। দক্ষিণ। অহুকুল। শোভন।
অবায় (পুং) অব-ইণ্-ঘঞ। অবয়ব। অনবায়ং কিমী-
দিনে। ঋক্ ৭। ১০৪। ২। অনবায়ম্ অব্যবায়ম্ অন-
বরবম্। সায়ন।
অবার (স্ত্রী) ন বার্যতে জলেন গমনাশ্রয় ব্র-আধারে
যঞ। নঞ-তৎ। নদী প্রভৃতির পূর্বে পার। এ পার।
যে পারে বাইতে কোন বাধা নাই। নাস্তি বারো
গমনস্ত বারগয়ত্র। ন বারো বরণম্। বরণ নহে।
প্রার্থনা ত্রি। ব্রতনীলবারতঃ। ঋক্ ১০। ৩৫। ৬।

অবারতঃ অবরণেন অপ্রার্থনেনৈব। সায়ন।
অবারণ (স্ত্রী) বৃ-পিচ্-লুট্-অভারে নঞ-তৎ। নিবেশের
অভাব। নাস্তি বারণঃ যত্র (ত্রি)। নিবেশশূন্ত।
অবারণীয় (ত্রি) ন বারণীয়ম্। যাহাকে নিবেশ করিয়া
রাখা যায় না। যাহাকে দমন করা যায় না।
অবারপার (পুং) অবারমর্ষাক্তীরং পারকোত্তরতীরক্ তে
জো যত্র অর্শ আদ্যচ্। উভয় কূলযুক্ত সমুদ্র।
অবারপারীণ (ত্রি) অবারপারং গামী য। পারগ।
নদী প্রভৃতির পারগত ব্যক্তি। [অত্যন্তীম দেখ]।
অবারিকা (স্ত্রী) নাস্তি বারি যত্র। বহুব্রী কপ্। ধনিয়া।
‘অবরিকা’ এই প্রকার পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।
অবারিত (ত্রি) ন বারিতম্। অনিবিদ্ধ। অনিবারিত।
অবারীণ (ত্রি) অবারং গামী য। পারগ। নদী প্রভৃতির
পারগত। (বিপরীতাক্ষ। নিগৃহীতাবশীৰ্য্যতে। পা ৫।
২। ১১ হুজ্বে)।
অবার্য (ত্রি) নঞ-তৎ। অনিবার্য। অবারণীয়।
অবারট (পুং) কুণ্ডগোলকাদি। দ্বিতীয় পিতাকর্তৃক স্বভা-
তীয়া স্ত্রীতে জাত পুত্র।
অবাবন্ (ত্রি) ওণ্-ভ-বনিপ্ (বিভবনোরহুনাসিকভ্যৎ।
পা ৬। ৪। ৪১। ইতি আৎ ওকারত্ব অব)। অবসারক।
স্ত্রী ভীপ্, বনোরশ্চ—অবাবরী।
অবাসস্ (ত্রি) নাস্তি বাসো যত্র। বহুব্রী। নদ্র। দিগ-
ঘর বোধক।
অবাসিন্ (ত্রি) ন বাসী। নঞ-তৎ। নিবাসশীল নহে।
অবাস্তব (স্ত্রী) নঞ-তৎ। মিথ্যা। অস্বার্থ।
অবাহ (ত্রি) ন বাহম্ বহ-গ্যৎ। বহন করিতে অক্ষম।
বহির্ভবং বাহম্ বহিস্- (বহির্দেবগণজনেভ্যঃ। বাহিক,
পা ৪। ৩। ৫৮) ইতি ঞ্য। নঞ-তৎ। বাহিরের নহে।
অবি (পুং) অব-ইন্। মেঘ। সূর্য। পূর্ণত। নাপ।
মুখিক কছল। আকলগাছ। বায়ু। আচীর। (স্ত্রী)
লজ্জা। অতুমতী স্ত্রী।
অবিক (পুং) অবিরেব স্বার্থেক। *। অবে: কঃ। পা
৫। ৪। ১৮। অবিশকার্ধ। মেঘজাতি। গন্ধারিণামিবা-
বিকা। ঋক্ ১। ১২৬। ৭। গন্ধারিণামবিকেষ। গন্ধারা
দেশঃ। তেবাং সম্বন্ধিতবিজ্ঞতিরিৎ। সায়ন। (স্ত্রী)
হীরক। ইতি রাজনির্ধক্ট।
অবিকট (পুং) অবীনাং সংঘাতঃ অবিকটচ্। বৈকল্যম্।
ভেদার পাল। *। সংঘাতে কটচ্-বক্তব্যঃ। (বাহিক,
পা ৫। ২। ২৯ হুজ্বে)।

(ত্রি) ন বিকটম্ বি-কটচ্। অবিণাল। অবিভার।
 অকরাল। *। সজ্জায়শ্চ কটচ্। পা ৪।২।২৯।
 চকারাশ্চ। লম্, প্র, উৎ এবং বি এই সকল উপসর্গের
 পর কটচ্ প্রত্যয় হয়।
 অবিকটোরণ (পুং) অবিকটে মেঘসংঘাতে দেয়: উরণ:
 মেঘ:। রাজাকে মেঘসমূহ মধ্যে মেঘ রূপ করমান।
 অবিকথন (ত্রি) ক্কাষাশুভ।
 অবিকল (ত্রি) নঞ-তৎ। ব্যাকুল নহে। অবিসমাদী।
 অবিকার (পুং) নঞ-তৎ। বিকারের অভাব। নাস্তি
 বিকারো বস্ত। বিকারশুভ। পরিণামে যাহার যে রূপ
 তাব হয় তাহাকে বিকার কহে।
 অবিকারিন্ (ত্রি) নঞ-তৎ। বিকার জনক নহে।
 অবিকার্য্য (ত্রি) নঞ-তৎ। বিকার্য্যশুভ। পরিণামে
 যাহার কোন বিকৃতি জন্মে না। বিকার্য্য দুই প্রকার।
 ১—কোন বস্তুর পূৰ্ণ প্রকৃতি একেবারে বিনষ্ট হওয়ার
 অবস্থাস্থিরিত হওয়া। ২—গুণের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হওয়া।
 অবিকৃত (ত্রি) নঞ-তৎ। প্রকৃতগুণযুক্ত। অবস্থাস্থিরিত
 নহে। কিন্তু অবিকৃতি (স্ত্রী)। বিকারের অভাব।
 অবিক্রিয় (ত্রি) নঞ-বহত্ৰী। যাহার ক্রিয়া বিকার প্রাপ্ত
 হয় নাই। বিকারশুভ।
 অবিক্রীত (ত্রি) নঞ-তৎ। যে বস্তুর বিক্রীত হয় নাই।
 অবিক্রেয় (ত্রি) নঞ-তৎ। যাহা বিক্রয় করিবার যোগ্য
 নহে।
 অবিক্রত (ত্রি) নঞ-তৎ। অবিনষ্ট। দূষিত নহে।
 অবিক্রিত (ত্রি) নাস্তি বিশেষণ ক্রিতং জন্মে। বস্ত।
 অবিক্রীণ। বিশেষরূপ ক্ষয় শূভ। সংররাণো অবিক্রিতঃ।
 ঋক্ ৮। ৩২। ৮। অবিক্রিতঃ অবিক্রীণম্।
 অবিক্রিপ (ত্রি) বিক্রেপুং ন শক্তম্ ক্রিপ-ক। বিক্রিপ্ত
 করিতে অশক্ত।
 অবিক্রীণ (ত্রি) নঞ-তৎ। বিশেষ রূপে ক্রীণ নহে।
 অবিগচ্ছা। অবিগচ্ছিকা (স্ত্রী) অবৈহাগলভ্য গচ্ছ ইব
 পক্ষঃ পুষ্পাদ্যাদৌ যত্নাঃ। অজগচ্ছা বৃক্ষ।
 অবিগর্হিত (ত্রি) নঞ-তৎ। অনিঙ্গিত।
 অবিগীত (ত্রি) নঞ-তৎ। অনিঙ্গিত।
 অবিগ্র (পুং) বিগ্র-ক্। নঞ-তৎ। করমচ। করমর্দক
 বৃক্ষ। পানি-আমলা। উষ্মি-নহে।
 অবিগ্রহ (ত্রি) নাস্তি বিগ্রহো সমাপদাক্যঃ বস্ত। ব্যাক-
 তপোক্ত যে শব্দের নিত্যসম্বন্ধ ইহা থাকে। নাস্তি
 বিশেষণ গ্রহো বস্ত। যাহা বিশেষ রূপে জাত নহে।

নাস্তি বিগ্রহো দৃষ্টিবস্ত। দৃষ্টিশূভ। পরমেশ্বর। স্বীয়াং-
 সেকোক্ত বিগ্রহশূভ।
 অবিগ্র (পুং) বিহন্তেহেমিন্ বি-হন্-ক্। ক বিগ্রঃ।
 নঞ-তৎ। বিয়াভাব। নঞ বহত্ৰী। বিয়শুভ। (জন্ম)
 অভাবে অব্যবী বিয়াভাব। *। যৎকর্থে কবিধানং যাক্কা-
 পাব্যাদিনিয়ুধ্যর্থম্। বাস্তিক, পা ৩। ৩। ৫৮ শূভে।
 অবিচক্ষণ (ত্রি) চক-লুট্ বিচক্ষণম্। নঞ-তৎ। অপটু।
 মল্। বিচক্ষণ নহে। *। অসনয়োশ্চ প্রতিষেধে
 বক্তব্যঃ। অন্ম এবং অন প্রত্যয় পরে থাকিলে চক
 ধাতুর স্থানে থ্যা আদেশ হয় না।
 অবিচাচলি (ত্রি) চল-ঘঙ্-কি কিন্ বা চাচলিঃ অতি-
 শয়েন চাচলিঃ বিচাচলিঃ ততো নঞ-তৎ। অতিশয়
 চলন রহিত। ঐবন্তিষ্ঠা বিচাচলিঃ। ঋক্ ১০। ১৭৩। ১।
 অবিচাচলিরতিশয়েন চলনরহিতঃ। ইতি সায়ন। *।
 সহিবহিচলিপতিভ্যো যঙন্তেভ্যঃ কিকিনৌ বক্তব্যৌ।
 বাস্তিক, পা ৩। ২। ১৭১ শূভে।
 অবিচার (পুং) নঞ-তৎ। অজ্ঞায়। অত্যাচার। নঞ
 বহত্ৰী। বিচারশুভ। অবীনাং মেধাণাং চারো যত্র
 বহত্ৰী। যেখানে ভেড়া চরিয়া বেড়ায়। ন বিগতচ্চারো
 দূতো বস্ত (ত্রি)। দূতযুক্ত।
 অবিচারিত (ত্রি) নঞ-তৎ। অবিবেচিত।
 অবিচাল্য (ত্রি) ন বিচাল্যম্ অজ্ঞাথ্য কার্য্যম্। নঞ-তৎ।
 স্থিরভাবে।
 অবিচেতন (ত্রি) বিশেষণ চেতনা প্রাদি তৎ, ততো
 নঞ-বহত্ৰী। সংজ্ঞারহিত। বিজ্ঞানরহিত। বদন্ত্য-
 বিচেতনানি। ঋক্ ৮। ১০০। ১০। অবিচেতনানি
 বিজ্ঞানরহিতান্ অপ্রজ্ঞাতানর্থান্। সায়ন।
 অবিচ্ছিন্ন (ত্রি) নঞ-তৎ। যাহাতে বিচ্ছেদ নাই। সন্তত।
 অবিচ্ছেদ (পুং) অভাবে নঞ-তৎ। বিচ্ছেদাতাব। নঞ
 বহত্ৰী। বিচ্ছেদশুভ।
 অবিজ্ঞ (ত্রি) নঞ-তৎ। প্রবীণ নহে। অনিপুণ।
 অবিজ্ঞাত (ত্রি) নঞ-তৎ। বিশেষ রূপে অজ্ঞাত।
 অবিজ্ঞাত (পুং) বিজ্ঞাতা জীবন্তদিলক্ষণঃ। পরমেশ্বর।
 অবিজ্ঞেয় (ত্রি) নঞ-তৎ। হুজের। যাহা সহজে জানা
 যায় না।
 অবিজীন (স্ত্রী) নঞ-তৎ। পক্ষীদিগের সমুদয়দিকে গমন।
 অবিভ (ত্রি) অব-ক্। পালিত। রক্ষিত।
 অবিভৎ (স্ত্রী) নঞ-তৎ। সত্য। (ত্রি) সত্যবিপ্লিঃ।
 অবিভক্ত্য (স্ত্রী) তর্কবিভূষণম্। নঞ-তৎ। তর্ক করিতে

অশক্য। বাহা তর্ক দ্বারা জানা যায় না।

অবিতারিন্ (ত্রি) বিতারো বিতরণম্ অন্ত্যস্ত ইনি, নঞ্ তৎ। জিয়াং ভীপ্। অনপায়িণী। অবিতারিণীঃ ঘূতৈঃ। ঋক্ ৮। ৫। ৬। অবিতারিণীঃ বিতরণং বিগমনমপায়ঃ অনপায়িণীঃ। সায়ন।

অবিতৃ (ত্রি) অব-তৃচ্। রক্ষক। বিশ্বাস্তৃ বিক্ষুবিতেব। ঋক্ ৮। ৭১। ১৫। অবিতেব রক্ষিতা রাজেব। সায়ন।

অবিস্ত (ত্রি) বিদ-ক্ত নঞ্ তৎ। অবিখ্যাত। নঞ্ বহুব্রী। ধনরহিত।

অবিত্তি (স্ত্রী) বিদ-ক্তিন্ অভাবে নঞ্ তৎ। অলাভ। জ্ঞানাভাব। নঞ্ বহুব্রী। জ্ঞানশূন্য। লাভশূন্য।

অবিত্যজ (পুং স্ত্রী) ন বিশেষণে ত্যজাতো রসায়নাদিষু ত্যজ-কশ্মপি বাহুৎ। নঞ্ তৎ। পারদ।

অবিথুর (ত্রি) বাথ-উরচ্ সম্প্রসারণং কিচ্চ। নঞ্ তৎ। অবিযুক্ত। অবিথুরা ঋজীযিণঃ। ঋক্ ১। ৮৭। ১। অবিথুরা অবিযুক্তাঃ। সম্প্রগণরূপেণ সম্বন্ধীভূতা ইত্যর্থঃ। সায়ন। *। বাথেঃ সম্প্রসারণং কিচ্চ। উণ্ ১। ৩৯।

অবিখ্যা (স্ত্রী) অবয়ে হিতা অবিখ্যান্। যুধি গাছ। [অজ্ঞখ্যা শব্দে সূত্র দেখ]।

অবিদুঙ্ক (স্ত্রী) ৬-তৎ। মেঘী হুঙ্ক।

অবিদিত (ত্রি) ন বিদিতম্। নঞ্ তৎ। অজ্ঞাত। বাহা জানা নাই। পরমেস্বর। পরমেস্বর অথ হুঃখ কিছুই জানেন না, সে জন্ত তাঁহার নাম অবিদিত।

অবিদাহিন্ (ত্রি) ন বিদাহি নঞ্ তৎ। অসস্তাপক। যিনি কাহাকেও সস্তাপ দেন না। অনাহক। যিনি দাহ করেন না।

অবিদূর (স্ত্রী) ন বিদূরম্। নঞ্ তৎ। দূর নহে। সন্নীপ। (ত্রি) নিকটস্থ।

অবিদূস (স্ত্রী) অবের্মেঘ্যা হুঙ্কম্। অবি-হুঙ্কে দূসচ্ ন বভূম্। মেঘীহুঙ্ক। ভেড়ীর হুষ্। *। অবের্হুঙ্কে সোড়দূসমরীসচো বক্তব্যঃ। বাস্তবিক পা ৪। ২। ৩৬ সূত্রে।

অবিদ্বকনী (স্ত্রী) অবিদ্বঃ নিশ্চিহ্নঃ পর্ণ এব কর্ণো যশ্চাঃ। বহুব্রী স্ত্রীস্বাং ভীপ্। পাঠা নামক লতা। নিমুই। অঘটা। স্থাপনী। শ্রেয়সী। রসা। একঞ্জীলা। প্রাচীনা। বনভিত্তিকা।

পাঠাঘটাবিদ্ধকর্ণী স্থাপনী শ্রেয়সী রসা।

একঞ্জীলা পাগচেলী প্রাচীনা বনভিত্তিকা। অমর।

ভীপের বিকল্পপক্ষে 'অবিদ্বকর্ণা' এরূপ প্রয়োগ ও হয়।

অবিদ্যমান (ত্রি) বিদ-দিবাৎ-কর্তরি শানচ্ বিদ্যমানং

ততো নঞ্ তৎ। বর্তমান নহে। বাহা বর্তমান নাই।

অবিদ্যা (স্ত্রী) ন বিদ্যা বিরোধে নঞ্ তৎ। বিদ্যাবিরোধিনী। অজ্ঞান। জ্ঞানাভাব। অহম্মতি। আমিই এই রূপ জ্ঞান। (অথাজ্ঞানমবিদ্যাহম্মতিঃ জিয়াম্। অমর)।

[বিশেষ বিবরণ অবস্থা শব্দে দেখ]।

জ্ঞানমতে জ্ঞানাভাবকে অবিদ্যা কহে। সাংখ্যাদি মতে, ইহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত প্রাগভাব জ্ঞান। অনাগতাবস্থা। উহা অবস্থা শব্দোক্ত অবিদ্যা অশ্রুতা ইত্যাদিরূপ পাঁচ প্রকার। এই অবিদ্যাকে নৈয়ায়িকেরা অদৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন। কণিকবিজ্ঞানবাদীরা কহেন যে, বাহ্য বস্তু নাই। কেবল তাহার কণিক জ্ঞান হইয়া থাকে। বাহ্য বস্তু না থাকিলেও মিথ্যাজ্ঞানরূপ অবিদ্যা দ্বারা সকল বাহ্য বস্তুই কল্পিত হইয়া থাকে। সাংখ্য বাদীরা উহার এই বলিয়া দোষ দেন যে, বাহ্য কোনই বস্তু নহে এ রূপ অবিদ্যা কাহারই বন্ধক হইতে পারে না। যে হেতু অধৈতবাদীদের অবিদ্যা না থাকায় তাঁহারা বন্ধ হন না। যেমন স্বপ্ন দৃষ্ট দড়ী দ্বারা প্রকৃত বন্ধন হয় না। এখানে ভাষ্যকার একটা আপত্তি উঠাইয়াছেন।

ন বিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বন্ধো ন চ সাধকঃ।

ন মুমুকুর্ন বৈমুক্ত ইত্যোবা পরমার্থতঃ।

বন্ধমোক্ষৌ সূত্রং দুঃখং মোহাপত্তিশ্চ মায়য়া।

স্বপ্নে যথাস্বপ্নঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন তু বাস্তবী।

উৎপত্তিও নাই বন্ধনও নাই, এবং তাহার সাধকও নাই, মুমুকু নাই মুক্তও নাই। স্বপ্নে আত্মবিষয়ক জ্ঞান হয়, পরে তাহার স্মৃতি মাত্র থাকে। কিন্তু সে সকল যেমন বাস্তবিক নহে, তদ্রূপ অবিদ্যা দ্বারা বন্ধ, মোক্ষ, সূত্র, দুঃখ এবং মোহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরন্তু, বাস্তবিক উহার কিছুই নহে।

অতএব বন্ধাদি বিষয়ে আর কোনই বিরোধ থাকিল না। শেষে ভাষ্যকার এই বলিয়া সমাধান করিয়াছেন যে, তাহা হইলে বিজ্ঞান দ্বারা অদ্বৈত (জ্ঞান ও পরমা-আর একত্ব) প্রাপ্তের পরে বন্ধ নিবৃত্তির জন্ত যোগাভ্যাসের বিরোধ হইয়া যায়। কারণ, প্রথমেই যদি বন্ধ নিখ্যা, এই জ্ঞান জন্মে, তবে বন্ধ মোচনের নিমিত্ত লোকে বহু আয়াস সাধ্য যোগাদির অহুষ্ঠান কি জন্ত করিয়া থাকে? বেদান্তীরা বলেন যে, অবিদ্যা জ্ঞান বিরোধী অজ্ঞানরূপ অপর পর্যায়ধারী পদার্থ বিশেষ। এই অবিদ্যা মূলাবিদ্যা ও তুলাবিদ্যা তেঁহে

দুই প্রকার। তন্মধ্যে হিরণ্যগর্ভ নামক মূলাবিদ্যা এবং প্রতিজীবন নামক তুলাবিদ্যা। এই মারা মূলাবিদ্যারই কার্য। তজ্জন্তু উহাকে অবিদ্যাও বলা যায়। অতএব ‘আবিদ্যাকো জীবঃ’। জীবমারা বিশিষ্ট, ভাষ্যে এই রূপ লেখা আছে। যাহাদের অন্তঃকরণে তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাঁহাদেরই অবিদ্যা বিমুক্ত হইয়া যায়, অস্ত্রের হয় না। কাজেই অবিদ্যা নিবর্ত ব্যক্তিরাই মুক্তিলাভ করেন, অপরে করেন না। অতএব একের মুক্তি হইলে অস্ত্রের মুক্তি হয় না। বেদান্তীমতে বন্ধ এবং মোক্ষের এই রূপ ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে। বৈশেষিকেরা অবিদ্যাকে বিপর্যায় সংশয় জ্ঞান কহেন। এবং তাহা ইন্দ্রিয় দোষে ও সংস্কার দোষে জন্মাইয়া থাকে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। তাঁহারা এই রূপ মীমাংসা করেন যে, বাতপিত্তাদিজনিত শরীরের অপটু-তাই ইন্দ্রিয় দোষ। সংস্কার দোষ বিশেষ শাস্ত্রাদির অদর্শন এই দুই দোষ জন্ম মিথ্যা জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে।

(ত্রি) নাস্তি বিদ্যা শাস্ত্রাদি জ্ঞান যন্ত। নঞ-বহুব্রী।

উপসর্জনত্বাৎ (গোত্রিয়োরূপসর্জনশ্চ। পা ১।২।৪৮। ইতি হ্রস্বঃ)। শাস্ত্রাদিজ্ঞানশূন্য।

অবিদীধু (ত্রি) দীপ্যমান। দাতারমবিদীধুঃ। ঋক্ ৪।৩১।৭। অবিদীধুঃ। বিদীধুঃ দীপ্যমানঃ। ন বিদীধুঃ বিদীধুঃ। তৎ দীপ্যমানমাহঃ। সায়ন।

অবিদ্রিয়া (স্ত্রী) বি-দ্রা কুংসায়ং গতো-কি, ঔণাদিকঃ। আতো লোপ ইটি চ ইত্যাকার লোপঃ। বিদ্রিঃ নিন্দা। ন বিদ্রিঃ অবিদ্রি অনিন্দা, তাং যাতি ইতি বা-বিচ। প্রশস্ত। অনিন্দাগামী। অবিদ্রিয়াভিক্রতিভিঃ। ঋক্ ১।৪৬।১৫। অবিদ্রিয়াভিঃ প্রশস্তাভিঃ।

অবিষেষ (পুং) ন বিষেষঃ অভাবে বিরোধে বা নঞ-তৎ। বিরোধের অভাব। অমুরাগ। (ত্রি) নাস্তি বিষেষো যন্ত নঞ-বহুব্রী। বিরোধশূন্য। অমুরাগযুক্ত।

অবিধবা (স্ত্রী) ধবঃ পতিঃ। বিগতো ধবঃ পতির্যন্তাঃ। বহুব্রী। বিধবা নহে। সধবা। জীবন্তর্ভূকা। ইমানারী-বিধবাঃ। ঋক্ ১০।১৮।৭। অবিগতপতিকা। জীব-ভূকা ইত্যর্থঃ।

অবিধ (ত্রি) নাস্তি বিধা প্রকারো যন্ত। নঞ-বহুব্রী গোণে হ্রস্বঃ। প্রকার শূন্য বিশেষণ শূন্য।

অবিধা (স্ত্রী) অভাবে নঞ-তৎ। প্রকারের অভাব। বিশেষণের অভাব।

অবিধান (স্ত্রী) ন-বিধানম্ অভাবে নঞ-তৎ। বিধানের

অভাব। বিধির অভাব। বৈধকার্য্যে যে কন্দের পরে যাঁহা করা কর্তব্য তাহার অভাব। (ত্রি) নাস্তি বিধানং যন্ত যন্ত বা। যাহাতে বিধান নাই। যাহার বিধান নাই। অবিধিঃ (পুং) ন বিধিঃ অভাবে নঞ-তৎ। বিধির অভাব। পূজা বা শ্রাদ্ধাদি বৈধকার্য্যে যাহার পরে যাঁহা কর্তব্য তাহার অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। বিধান শূন্য।

অবিন (পুং) অবতি রক্ষতি যজ্ঞঃ যথাবিধায়ুষ্ঠানেন। অব (শ্রান্ত্যাক্রুৎবিভ্য ইনচ্। উণ্ ২।৪৬) ইতি ইনচ্। অধ্বর্যু। যজুর্সেদজ্ঞাতা। যাগকর্তা।

অবিনয় (পুং) ন বিনয়ঃ অভাবে নঞ-তৎ। বিনয়ের অভাব। বিরোধে নঞ-তৎ। অবিনীত। ছন্নয়। ছন্নীতি। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। বিনয় শূন্য।

অবিনশ্বর (ত্রি) বিরোধে নঞ-তৎ। বিনশ্বর নহে। অবিনাশী। চিরস্থায়ী। (পুং) কটস্থ পরমেশ্বর।

অবিনাভাব (পুং) বিনা ব্যাপকযুক্তে ন ভাবঃ স্থিতিঃ নঞো ভাবেন সম্বন্ধাৎ স্বর্ঘ্যঃ ন পশ্চতি অস্বর্ঘ্যাম্পশ্চ ইতি বৎ অসমর্থ সৎ। ব্যাপক পদশ্চ লোপঃ শাক পার্ধিবাদিত্বাৎ। ব্যাপকস্থিতির অমুরোধী সম্বন্ধরূপ ব্যাপ্তি। অনন্তজ ভাব সম্বন্ধ। ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সম্বন্ধ। আকাশেই শব্দ হয়, এখানে আকাশ ব্যাপক এবং শব্দ ব্যাপ্য। অতএব ঐ উভয়ের ব্যাপ্যব্যাপ্যক ভাব সম্বন্ধ। অবিনাভাবিন্ (ত্রি) ব্যাপকং বিনা ন ভবতি ভূ-গিনি। অবিনাভাববৎ শাকং অসমর্থ সৎ। ব্যাপ্য।

অবিনাভুত (ত্রি) ব্যাপকং বিনা ন ভূতম্ অবিনাভাব-বৎ শাকং অসমর্থ সৎ। ব্যাপ্ত। ব্যাপ্য ব্যাপক ভাব সম্বন্ধ। সম্বন্ধমাত্র।

অবিনাশিন্ (ত্রি) ন বিনশ্চতি বি-নশ-গিনি। নঞ-তৎ। অবিনশ্বর। নিত্য। (স্ত্রী) ভীপ্ অবিনাশিনী। বি-নশ-গিচ্-গিনি গিচ্-লোপঃ ততো নঞ-তৎ। অবিনাশক। বিনাশকারী নহে।

অবিনীত (ত্রি) ন বিনীতম্। নঞ-তৎ। বিনয় শূন্য। অশিক্ষিত। কুক্রিয়াসক্ত। অদাঙ্ক। উদ্ধত। (অবিনীতঃ সমুদ্ধতঃ। অমর)। (স্ত্রী) টাপ্। অবিনীতা কুলটাজী।

অবিনীয় (পুং) বি-নী-কাপ্ নিপাতনাৎ। ন বিনীয়ঃ। নঞ-তৎ। কক ভিন্ন। পিষ্ট ঔষধ ভিন্ন। পাপ ভিন্ন। (ত্রি) নাস্তি বিনীয়ো যন্ত। নঞ-বহুব্রী। চূর্ণ ঔষধ শূন্য। পাপ শূন্য। (বিনীয়ঃ ককঃ পিষ্ট ঔষধ বিশেষ ইত্যর্থঃ। পাণিনিতি বা। লিৎ কো০। পা ৩।১।১১৭

হুত্রে)। (কপট শূত্র। বাচ০)। (অব্য) ল্যপ্ বিনয় না করিয়া।

অবিনেয় (ত্রি) বিমেন্তুমশক্যং বি-নী-শকার্থে যৎ ততো নঞ-তৎ। চূৰ্দ্মনীয় পদ্মাদি। ব্যাভ্রাদি জঙ্ক।

অবিদ্যা (পুং) রাক্ষস বিশেষ। হরিবংশে ইহার বিবরণ লিখিত আছে।

অবিপট (পুং) অবীনাং বিস্তারঃ অবি-বিস্তারে-পটচ্। মেঘের বিস্তার। (বিস্তারে পটচ্। বার্তিক, পা ৫।২। ২৯ হুত্রে)।

অবিপশ্চিৎ (পুং) ন বিপশ্চিৎ বিরোধে নঞ-তৎ। বিচার শূত্র। তাৎপর্য জ্ঞান শূত্র। অবিবেকী। মূৰ্খ।

অবিপাক (পুং) বিশেষণ পচাতে ফলরূপেণ বি-পচ যঞ্ ততো নঞ-তৎ। ফল রূপে অপরিণত ধর্ম ও অধর্ম প্রভৃতি। বিপাকঃ অগ্নাদেবিশেষেণ পরিপাকঃ ততো নঞ-তৎ। গুস্তোক্ত অপাক রোগ বিশেষ। ফলাদির হ্রস্বরূপ পাকের অভাব।

অবিপাল (ত্রি) অবীন্ পালয়তি অবি-পা-গিচ্-লঃ। মেঘপালক। ভেড়ী ও আলা। (পাতের্গৌ পৃথক্তব্যঃ। বার্তিক। পা ৭।৪। ৬ হুত্রে)।

অবিপুল (ত্রি) ন বিপুলং বিরোধে নঞ-তৎ। বিপুল নহে। ক্ষুদ্র। কম।

অবিপ্র (পুং) নঞ-তৎ। অমেধাবী। অন্ততিক্ষুল। অবিপ্রো বা যদবিপ্রপ্রোঃ। ঋক্ ৮। ৬১। ৯। অবিপ্রঃ অমেধাবী অন্ততিক্ষুলঃ। সায়ন।

অবিপ্রকৃষ্ট (ত্রি) ন বিপ্রকৃষ্টং বিরোধে নঞ-তৎ। দূরস্থ নহে। নিকটস্থ।

অবিপ্রিয় (ত্রি) ন বিপ্রিয়ং অপকারঃ নঞ-তৎ। অপকার। আহুক্য। অবীন্ মেঘান্ প্রীগতি অবি-প্রী-ক। শ্রামাক ভূণ। শ্রামাঘাস। (ত্রি) নাস্তি বিপ্রিয়ং যন্ত। নঞ বহুব্রী। অপকার শূত্র। (স্ত্রী) স্নেহালতা।

অবিপ্লুত (ত্রি) ন বিপ্লুতং নষ্টম্। নঞ-তৎ। অবিনষ্ট। বিপ্লবযুক্ত নহে। রাজাশূল যুদ্ধের নাম বিপ্লব।

অবিভক্ত (ত্রি) বি-ভক্ত-ক্ত। নঞ-তৎ। বিভাগ রহিত। যে বস্তুর বিভাগ হয় নাই। অবিভক্ত বস্তুর স্বামীগণকেও অবিভক্ত বলা যায়। (অবিভক্তা বিভক্তা বা সপিতাঃ স্বাবরে সমাঃ। স্মৃতি)। সংস্কৃষ্ট। অভিন্ন। বাহা ভাঙ্গে নাই। ভেদরহিত। এক ভাবাপন্ন। যেমন অভিন্নাত্মা। এক রূপ অর্থ। অব্যাবৃত্ত। অনিরাকৃত। আশ্রয় রূপে সকলে সধক। বাধাশূত্র হেতু আপনান্তে বর্তমান।

অবিভাবিত (ত্রি) ন বিভাবিতম্। নঞ-তৎ। অনতিক্ত। যাহা লক্ষ্য করা যায় নাই। অচিন্তিত।

অবিমুক্ত (ত্রি) বি-মুক্ত-ক্ত। নঞ-তৎ। মুক্ত নহে। বিদী মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। (ক্লী) কান্দীক্ষেত্র। কাশীখণ্ডে লেখা আছে,

ন বিমুক্তং শিবাভ্যাং যদবিমুক্তং ততো বিহুঃ।

যেহেতু শিব ও শিবা কান্দীকে পরিত্যাগ করেন নাই, সেই জন্য কান্দীকে অবিমুক্ত বলা যায়। মুখা (ব্রহ্ম-রক্ষু) এবং চিবুক (দাড়ি) এই দুয়ের মধ্যস্থান। পর-মাত্মা কখনই ঐ স্থান হইতে বিমুক্ত হন না বলা উহার নাম অবিমুক্ত। কোন কোন মতে কান্দীর নিকটস্থ গঙ্গাতট হইতে পাঁচ কোশ পর্যন্ত স্থানকে অবিমুক্ত-ক্ষেত্র কহে।

অবিরোগ (পুং) অভাবে নঞ-তৎ। বিরোগের অভাব। বিরোধে নঞ-তৎ। সংযোগ। (ত্রি) নাস্তি বিরোগো যন্ত নঞ বহুব্রী। বিরোগশূত্র। সংযুক্ত। পুত্রাদির বিরোগ শূত্র।

অবিরোগব্রত (ক্লী) স্বামিনা অবিরোগজনকং ব্রতম্। শাক০ তৎ। যে ব্রত করিলে স্বামীর সহিত বিরোগ হয় না। অবৈধব্যব্রত। অগ্রহারণ মাসের শুরু তৃতীয়াতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

অবিরণ (ক্লী) বিরমণং বিনাশঃ। নঞ-তৎ বেদে নন্ত লুক্। অবিনাশ। অবিগতরণ। সংগ্রামনাশ। নভোহবি-রণায় পূর্বী। ঋক্ ১। ১। ১৭৪। ৮। অবিরণায় অবি-গতরণায় সংগ্রাম নাশায়। যধা, অবিরমণায় প্রাণিনা-মবিনাশায়। সায়ন।

অবিরত (ক্লী) বি-রম-ভাবে ক্ত অস্থনাসিক লোপঃ বিরামঃ নঞ-তৎ। বিরামের অভাব। সন্তত। অনবরত। অশ্রান্ত। সন্তত। অনিশ। (সন্ততেহনবরতশ্রান্ত, সন্ততা-বিরতানিশম্। অমর)। এই সকল শব্দ প্রায়ই ক্রিয়ার বিশেষণে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কর্তার ক্ত (ত্রি) নঞ-তৎ। বিরামশূত্র। সন্তত জব্য। কার্য হইতে অনিবৃত্ত। অবিরতি (স্ত্রী) বিরামো বিরতিঃ বি-রম-ভাবে ক্তিন্ অভাবে নঞ-তৎ। নিবৃত্তির অভাব। বিবরাদিতে স্থির-চিন্ততা। বিরামের অভাব। (ত্রি) নাস্তি বিরতির্ভবত নঞ বহুব্রী। বিরামশূত্র।

অবিরল (ত্রি) নঞ-তৎ। ঘন। নিবিড়। মধ্যে বিচ্ছেদ রহিত।

অবিরাম (পুং) অভাবে নঞ-তৎ। বিরামের অভাব।

অবিচ্ছেদ (ত্রি) নাস্তি বিরামো যন্ত। নঞ-বহুব্রী।
বিরামশূন্ত। সন্তত।
অবিরুদ্ধ (ত্রি) ন বিরুদ্ধম্। নঞ-তৎ। বিরুদ্ধ নহে।
বিরোধশূন্ত। একত্র। সহাবস্থিত। বন্ধনরহিত।
অবিরোধ (পুং) ন বিরোধঃ। নঞ-তৎ। অবৈর। অবি-
দেব। একত্র অবস্থান। একত্র সমাবেশ। বিবাদের
অভাব।
অবিলক্ষণ (ত্রি) বিলক্ষণো বিজ্ঞাতীয়ঃ। নঞ-তৎ। অবি-
জ্ঞাতীয় তুল্যরূপ। ভেদকধর্মশূন্ত।
অবিলক্ষ্য (ত্রি) নাস্তি বিশেষণ লক্ষ্যং ব্যাজঃ উদ্দেশ্যঃ
শরব্যঃ বা যন্ত। নঞ-বহুব্রী। ব্যাজশূন্ত। উদ্দেশ্যশূন্ত।
শরব্যশূন্ত। প্রতিকারশূন্ত। (অব্য) ল্যপ্। লক্ষ্য না
করিয়া।
অবিলম্বিত (ত্রি) বি-লবি-ক্ত। নঞ-তৎ। বিলম্বশূন্ত।
স্বায়তু দ্রব্য। (ক্লী) ক্রিয়ার বিশেষণ। শীঘ্র। সত্বর।
চপল। (সত্বরং চপলং তূর্ণমবিলম্বিতাত্ত চ। অমর)।
অবিলা (ক্লী) অবিং মেঘং লান্তি পতিত্বেন গৃহ্মাতি অবি-
লা-ক ক্লীত্বাং টাপ্। মেঘী। ভেড়ী। (ত্রি) নাস্তি বিলং
বত্ৰ। নঞ-বহুব্রী। গর্তশূন্ত স্থান।
অবিলাস (পুং) ন বিলাসঃ। নঞ-তৎ। বিলাসের অভাব।
অগ্রকাশ। হাব ভাব আদি কলার অভাব। লীলার
অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। হাব ভাবাদি রহিত।
অবিসংকীর্ণ (ত্রি) নঞ-তৎ। বলিতে অনীপ্সিত। তাৎ-
পর্য্যের বিষয়ীভূত নহে।
অবিবর (ক্লী) ন বিবরম্। নঞ-তৎ। বিবর নহে। ছিদ্র
নহে। (ত্রি) নাস্তি বিবরং যত্র। নঞ-বহুব্রী। নীরদ্ধ।
খন। গর্তশূন্ত স্থান।
অবিবাচ্য (ক্লী) নাস্তি বিশেষণ বাচ্যো মস্তাদির্ষজ্জ।
নঞ-বহুব্রী। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের শেষস্থ দশম দিন। শ্রুতি
প্রভৃতিতে এই রূপ নিষেধ আছে যে, সেই দিবসে যাজ্ঞি-
কেরা কেহ কাহাকেও কোন নস্ত্র বা কন্দাদি বলিবেন না।
অবিবাদ (পুং) বিরুদ্ধো বাদঃ বাক্যং ব্যবহার বিশেষশ্চ
বিবাদঃ। অভাবে নঞ-তৎ। বিরুদ্ধ বাক্যের অভাব।
এক বাক্য। ব্যবহার বিশেষের অভাব। বিরোধের
অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। বিরুদ্ধ বাদাদিশূন্ত।
নির্বিবাদ।
অবিবাহিত (ত্রি) বিবাহ সজ্ঞাতোহস্ত বিবাহিতম্। নঞ-
তৎ। বিবাহিত নহে। অনুচ। একবার যাহার বিবাহ হই-
য়াছে সে যদি অস্ত্র কাহারও সঙ্গে প্রসক্ত হয়,

তবে সেই ক্লীকেও সেই পুরুষের অবিবাহিত বলা যায়।
যেমন—অবিবাহিত শূদ্রাজাত বিষয়ম্। (দায়ভাগ)।
অবিবিক্ত (ত্রি) ন বিবিক্তম্। নঞ-তৎ। অসম্পৃক্ত
নহে। একীভূত। পূত নহে। নির্জ্ঞান নহে। বিবেকী নহে।
(বিবিক্তং শ্রাদ্দসম্পৃক্তে রহঃ পূত বিবেকিশু। হেম)।
অবিবেক (পুং) বিবেকঃ বিশেষণে জ্ঞানম্। অভাবে
নঞ-তৎ। বিশেষ জ্ঞানের অভাব। অবিবেচনা।
অবিমূষ্যকারিতা। অবিবেচনাই বিষম আপদের স্থান।
অর্থাৎ অবিবেচনা হইতেই অতিশয় আপদ ঘটয়া থাকে।
নৈরায়িকেরা বলেন, অস্ত্রোত্তর তাদাত্ম্য আরোপের
হেতু বিশেষ জ্ঞানের অভাবকে অবিবেক কহে। যেমন
শুক্লিতে রজত জ্ঞান। বাস্তবিক শুক্লি রজত নহে।
এখানে অতাদাত্ম্যে (অতৎ স্বরূপে) তাদাত্ম্য জ্ঞান
(তৎ স্বরূপ) জ্ঞান হইতেছে। এ হেতু সেটা বিশেষ
জ্ঞানের অভাব মিথ্যা জ্ঞান বলিয়া উহাকে অবিবেক
বলা যায়। সাংখ্যবাদীরা বলেন অস্ত্রোত্তর তাদাত্ম্য
জ্ঞান রূপ মিথ্যা জ্ঞানই অবিবেক। বাস্তবিক যে বস্তু
যাহা নহে, সে বস্তু তাহাই এই রূপ মিথ্যা জ্ঞান। যেমন
শুক্লিতে রজত জ্ঞান।
অবিবেচক (ত্রি) নঞ-তৎ। বিবেচক নহে। কর্তব্য-
কর্তব্য বিবেচনা রহিত।
অবিবেন (ত্রি) বি-বেন (বেনতেঃ কাস্তিকশ্মণো গতি-
কশ্মণো বার্তিককশ্মণো বা নিরু°) পুংসিসংজ্ঞায়াং ষ
ইতি ষ প্রত্যয়ঃ। বিবেনো বিগতেচ্ছঃ, তদন্তো নঞ-
তৎ। ইচ্ছাশীল। অবিগত কাম। যথাকাম।
পিবন্তি মনসাবিবেনম্। ঋক্ ৪। ২৫। ৩। অবি-
বেনম্ অবিগতকামম্। যথাকামমিত্যর্থঃ। (সায়ন)।
পুনশ্চ, সত্বীচীনেন মনসাবিবেনম্। ঋক্ ৪। ২৪। ৬।
বেনতিঃ কাস্তিকশ্মা। বিবেনো বিগতেচ্ছঃ। তদন্তো-
হবিবেনঃ। (সায়ন)।
অথবা, বি-পূর্বাৎ অজতেঃ (ধাপৃবস্ত্রজ্যতিভ্যো নঃ।
উণ্ ৩। ৬। অজের্বী) ইতি ন প্রত্যয়ঃ। (অজতেঃ,
গচ্ছতি সংকারং লোকে, অবগচ্ছতি অর্থান্ অবগচ্ছতি
অস্মাদর্থসংশয়ান্, গচ্ছন্তোনং বিদ্যার্থিনঃ, ক্রিপাতি
অর্থান্ পাগং বা। ইতি নিরুক্ত)। বিবেনঃ ততো
নঞ-তৎ। মেধাবী নহে। যজ্ঞ নহে। (নিরু)।
অবিশঙ্কা (ক্লী) ন বিশেষণ শঙ্কা অভাবে মঞ-তৎ।
বিশেষ শঙ্কার অভাব। (ত্রি) নাস্তি বিশেষণ শঙ্কা
যন্ত। নঞ-বহুব্রী। বিশেষ শঙ্কা রহিত।

অবিশুদ্ধিত (ত্রি) বিশুদ্ধি-কর্তৃ-কৃত বিশেষণ শব্দ।
সম্ভাভ্যন্তেতি তারকাদিভ্যাদিত্ বা, ততো নঞ-তৎ।
বিশেষ রূপ শব্দারহিত। যাহার শব্দা জন্মে নাই।
অবিশুদ্ধ (ত্রি) নঞ-তৎ। শমিতা। বিশসনে অকুশল।
মা তে গুণু ও বিশস্তাতিহায়। ঋক্ ১। ১৬২। ২০। অবি-
শস্তা বিশসনে অকুশলঃ। শমিতা। (সায়ন)।
অবিশুদ্ধ (ত্রি) বিরোধে নঞ-তৎ। বিশুদ্ধ নহে। পবিত্র
নহে। যাহা যে রূপ হওয়া উচিত তাহা তদ্রূপ নহে।
অবিশুদ্ধি (স্ত্রী) বিরোধে নঞ-তৎ। শুদ্ধির বিপরীত
দোষ। পঞ্চশিখাচার্য বলেন সোমাদি যাগে পশু এবং
যবমুদগাদি বীজের নাশ কারণ বলিয়া অবিশুদ্ধিকে
হিংসা দোষ সাধিকাই বলিতে হইবে। জ্যোতিষ্টো-
মাদিতে যজ্ঞ জন্ত একটা প্রধান অপূর্ণ জন্মে এবং
পশ্বাদি হিংসাজনিত দূরদৃষ্টও জন্মে। কিন্তু অন্ন প্রায়-
শ্চিহ্নেই সেই দূরদৃষ্টের নাশ হইয়া যায়।
অবিশেষ (পুং) ন বিশেষঃ অভাবে নঞ-তৎ। ভেদক
ধর্মের অভাব। অভেদ। ঐক্য। (ত্রি) নাস্তি বিশেষো
যন্ত যত্র বা। বিশেষ শূন্য। তুল্য। সাংখ্যাদি মতাক্ত
শাস্ত্রের ঘোরতর মূঢ়ত্ব রূপ বিশেষ শূন্য স্থল ভূতের উপা-
দান স্বল্প রূপ।
অবিশেষজ্ঞ (ত্রি) বিশেষঃ ন জানাতি বিশেষ জ্ঞা-ক।
ততঃ অস্বার্থ্য্যাপ্তবদসমর্থ সঃ। বিশেষঃ জানাতি বিশে-
ষজ্ঞঃ ততো নঞ-তৎ। বিশেষানভিজ্ঞ। ভেদক ধর্ম-
নভিজ্ঞ। যিনি বিশেষ রূপ জানেন না।
অবিশেষিত (ত্রি) ন বিশেষিতম্। নঞ-তৎ। যাহাকে
অন্ত বস্তু হইতে বিশেষ রূপে ভেদ করা হয় নাই।
অবিশ্রান্ত (ত্রি) বিশ্রাম-কৃত দীর্ঘত্বং যন্ত নতৎ ততো
নঞ-তৎ। বিরাম রহিত। সন্তত।
অবিশ্বসনীয় (ত্রি) বিশ্বাস-অনীয়র্। নঞ-তৎ।
বিশ্বাস করণাযোগ্য। যাহাতে বিশ্বাস করা যায় না।
অবিশ্বস্ত (ত্রি) নঞ-তৎ। বিশ্বাসের যোগ্যতা হীন।
যাহাকে বিশ্বাস করা যায় না।
অবিশ্বাস (পুং) ন বিশ্বাসঃ অভাবে নঞ-তৎ। বিশ্বাসের
অভাব। নঞ বহুব্রী। বিশ্বাসের পাত্র নহে।
অবিশ্বাসিন্ (ত্রি) ন বিশ্বাসিতি বিশ্বাস-গিনি। যিনি
বিশ্বাস করেন না।
অবিশ্লিষ্ট (ত্রি) বিরোধে নঞ-তৎ। বিশ্লিষ্ট নহে। যুক্ত।
অবিষ (পুং) অবতি রত্নাদীন্ জনান্ বা অব-রক্ষণে
(অবি মহোষ্টিষচ্। উণ্ ১। ৪৫) ইতি কর্তৃরি টিষচ্।

সমুদ্র। রাজা। প্রীতিকারী। টিষ্ঠাৎ ভীপ্ অবিষী।
নদী। (ত্রি) রক্ষক মাত্র। (ত্রি) নাস্তি বিষং যন্ত যত্র
বা। নঞ বহুব্রী। বিষশূন্য। (স্ত্রী) টাপ্ অবিষা
বিষরহিত স্ত্রী। অপ ওষধীরবিষা বনানি। ঋক্ ৬।
৩৯। ৫। অবিষা বিষরহিতানি রক্ষকানি বা বনানি।
পুনশ্চ, দ্রেশে হি পিত্তোহবিষশ্চ। ঋক্ ৮। ২৫। ২০।
অবিষন্ত মহতঃ প্রীতিকারিণঃ। সায়ন।
অবিষক্ত (ত্রি) ন বিষক্তঃ বিশ্লিষ্টম্। নঞ-তৎ। অসং-
লগ্ন। অসংযুক্ত।
অবিষম (ত্রি) ন বিষমঃ বিরোধে নঞ-তৎ। বিষম নহে।
সম। ঘোড়। স্তগ্রহ। স্তগম।
অবিষয় (পুং) ন বিষয়ঃ। নঞ-তৎ। অগোচর। অপ্রতি
পাদ্য। (ত্রি) নঞ বহুব্রী। বিষয়শূন্য।
অবিষহ (ত্রি) ন বিশেষণ সহম্। নঞ-তৎ। সহ করিতে
অশক্য। (অব্য) ল্যপ্। সহ না করিয়া।
অবিষ্টন্ত (পুং) অভাবে নঞ-তৎ। আলম্ব্যভাব। আশ্রয়ের
অভাব। (ত্রি) নঞ বহুব্রী। আলম্বনশূন্য।
অবিষ্ট (ত্রি) অতিশয়েন অবিতা রক্ষিতা অবিচ্-ইষ্টন্
তৃণোলোপঃ। অতিশয় রক্ষক। *। তুরিষ্টেময়স্ম্। পা
৬। ৪। ১৫৪। ইষ্টন্, ইমনিচ্ এবং ঈয়স্ম্ প্রত্যয় পরে
থাকিলে ত্ শব্দের লোপ হয়। যো অর্ন্ততো ত্রকৃত্তিম-
বিষ্টঃ। ঋক্ ৭। ২৮। ৫। অবিষ্টঃ অতিশয়েন রক্ষিতা।
(সায়ন)।
অবিষ্যা (স্ত্রী) অব-গতো-ইষ্টন্ অবির্গতিমিচ্ছতি ক্যচ্
ভাবে অ স্ত্রীভ্যাং টাপ্। গমনেচ্ছা। অবিষ্যামহু ত্রতং।
ঋক্ ২। ৩৮। ৩। অবিষ্যাং গমনেচ্ছাম্। (সায়ন)।
অবিষ্য (ত্রি) অবিষ-ক্য-উ। রক্ষা করিবার ইচ্ছাশীল।
পালনকাম। মা ত্বা নূরা অবিষ্যবঃ। ঋক্ ৮। ৩৫। ২৩।
অবিষ্যবঃ পালনকামাঃ। পুনশ্চ, বৃজিনামবিষ্যবঃ। ঋক্
৮। ৬৭। ৯। হে অবিষ্যবো রক্ষিতুমিচ্ছন্তঃ। (সায়ন)।
অবিস্ (স্ত্রী) অব-ভাবে-ইষ্টন্। রক্ষণ। গতি।
অবিসংবাদ (পুং) ন বিশেষণ সংবাদঃ অভাবে নঞ-
তৎ। প্রমাণের অনুসরণাভাব। ন বিসংবাদঃ বিরোধে
নঞ-তৎ। প্রমাণের অনুসরণ। যথার্থ বিষয়ার্থক।
অবিসংবাদিন্ (ত্রি) ন বিসংবাদি গিনি বিরোধে নঞ-
তৎ। প্রমাণানুযায়ী। যথার্থবাদী। সফলপদার্থ।
অবিসোঢ় (স্ত্রী) অব-ভোজ্যঃ অবি-সোঢ়চ্ ন বস্তুম্। মেঘী-
হৃৎ। ভেড়ীরহৃৎ। (ত্রি) ন বিসোঢ়ঃ অভাবে নঞ-তৎ।
অসোঢ়। [অবিদূষ শব্দে সূত্র দেখ]।

অবিস্মল (ক্লী) মহাভারতোক্ত গ্রাম বিশেষ। উদযোগ
পক্ষে ঐ অবিস্মল প্রভৃতি পাঁচখানি গ্রামের উল্লেখ আছে।
অবিস্পষ্ট (ত্রি) ন বিশেষণে স্পষ্টম্। নঞ-তৎ। অস্পষ্টবাক্য।
অবিস্মরণ (ক্লী) ন বিস্মরণম্ অভাবে নঞ-তৎ। বিস্ম-
রণের অভাব। স্মরণ।

অবিস্মৃত (ত্রি) ন বিস্মৃতম্। নঞ-তৎ। বিস্মৃত নহে।
অবিহর্যাতক্রতু (পুং) হর্যতিঃ প্রেঙ্গাকক্ষ্য ইতি যাস্কঃ।
হর্য গতিকাস্তোয়াঃ। কাস্তিরভিলাষঃ। বি-হর্য-অতচ্-
বিহর্যাতো হভিলষিতঃ। অবিহর্যাতো হনভিলষিত
ইত্যর্থঃ। তাদৃশঃ ক্রতুঃ কৰ্ম যন্ত। অনভিলষিত কৰ্ম।
ইন্দ্র। যেনাবিহর্যাতক্রতো অমিত্রান্। ঋক্ ১। ৬৩। ২।
হে অবিহর্যাতক্রতো হপ্রেপ্তিতকৰ্ম্মসিদ্ধি। (সায়ন)।

অবিহিত (ত্রি) ন বেদাদি শাস্ত্রেণ বিহিতম্। নঞ-তৎ।
নিষিদ্ধ। অকৃত। অবৈহিতং। ৬-তৎ। মেঘের হিতকর।
শ্রামাকঘাস।

অবিহৃত (ত্রি) বি-হু-বা० উতচ্-কিচ্চ তেন ন গুণঃ।
নঞ-তৎ। অহিংস্র। হিংসার অযোগ্য। যাহাকে
হিংসা করিতে নাহি। তা হি ক্ষত্ৰমাবিহৃতম্। ঋক্ ৫।
৬৬। ২। অবিহৃতম্ অহিংস্রম্। সায়ন।

অবিস্মল (ত্রি) বিরোধে নঞ-তৎ। ব্যাকুল নহে। স্বস্থ।
অবী (ক্লী) অবত্যাঙ্গানমন্ত স্পর্শাৎ। অব রক্ষণে-অবি-
তৃ স্তু তদ্বিত্য ঙ্গেঃ। উণ্ ৪। ১৫৮। ইতি ঙ্গে। ঋতুমতী
ক্লী। রজস্বলা ক্লী। (অবীনারী রজস্বলা। সিং কো০।
উণ্ কো০) অবী শব্দ উগাদি ঙ্গে প্রত্যয় সিদ্ধ, ভীষন্ত
নহে। এজন্ত উহার স্ত্র বিভক্তির লোপ হয় না এবং
গোণেও হ্রস্ব হয় না।

অবী-তদ্বী-তরী-লক্ষ্মী-ক্লী-হীধী-ভ্যাদি শব্দতঃ।

অনীবস্ততয়া সেন লোপোগোণ্যে ন হ্রস্বতঃ। ইতি প্রাঞ্চঃ
অবীকাশ (পুং) বি-কাশ-ভাবে যঞ্ উপসর্গ দীর্ঘঃ
তস্তার্থঃ প্রকাশঃ ততো নঞ-তৎ। প্রকাশের অভাব।
(ত্রি) নঞ বহুব্রী। প্রকাশ শূন্য।

অবীক্ষণ (ক্লী) ন বীক্ষণম্। নঞ-তৎ। দর্শনের অভাব।
নঞ বহুব্রী। দর্শনশূন্য। অবীনাং ঙ্গক্ষণম্। ৬-তৎ।
মেঘের দর্শন।

অবীক্ষিত (ত্রি) ন বীক্ষিতম্। নঞ-তৎ। দৃষ্ট নহে। ভাবে
ক্ অভাবে নঞ-তৎ (ক্লী)। বীক্ষণাভাব। দর্শনাভাব।
অবিনা মেঘেণ ঙ্গক্ষিতম্। ৩-তৎ। মেঘদৃষ্ট। ভেড়ায়
যাহা দেখিয়াছে।

অবীচি। অবীচী (পুং ক্লী) বয়তি সততং চলতি বেঞ্

(বেঞাডিচ্চ। উণ্ ৪। ৭২। ঙ্গিচি ডিচ্চ) ন বীচিঃ
বীচী বা। নঞ-তৎ। শ্রেণী নহে। তরঙ্গ নহে। অবকাশ
ভিন্ন। স্তূথ নহে। অনন্ন। নরকবিশেষ। (নঞ সমাসে
অবীচিনরকভেদঃ। সিং কো০)। (পুং) নাস্তি বিচি-
রবকাশঃ স্তূথং বা যত্র। নঞ বহুব্রী। নরকবিশেষ
বাচ্য। ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে ইহার বিশেষ বিবরণ
আছে। (ত্রি) নাস্তি বীচিস্তরঙ্গো যত্র। তরঙ্গশূন্য জলাশয়।
অবীজ (ত্রি) নাস্তি বীজমশ্চ। নঞ বহুব্রী। বীজশূন্য
ফলাদি। কদলী। (ক্লী) দ্রাক্ষা। (ত্রি) বীজের অনা-
ধায়ক। নঞ-তৎ। অপ্রশস্ত। অকুরোৎপাদনের অযোগ্য।
তিন বৎসরের বীজ। (ক্লী) বীজং শুক্রং তদ্রাস্তি যন্ত।
নঞ বহুব্রী। শুক্রহীন। ক্লীবাতি। কারণশূন্য। নিশ্চুল।
(পুং) যোগ শাস্ত্রোক্ত নির্বীজ চিত্তবৃত্তির পরিণাম-
নিরোধ। যোগভিন্ন অশ্রুত চিত্তবৃত্তি নিবারণ।

অবীত (ক্লী) ন বীতং চিত্তাদপগতম্। নঞ-তৎ। অকুমান।
অবীর (ত্রি) ন বীরম্। নঞ-তৎ। বীর নহে। বলবান নহে।
বীরঃ পুত্রাদিঃ স নাস্তি যন্ত। নঞ বহুব্রী। পুত্রাদিশূন্য।
পতিপুত্রবতী নারী বীর্য সা ন ভবতি নঞ-তৎ। পতিপুত্র
রহিতা ক্লী। (অবীরা নিম্পতিম্বত। অমর)।

অবু (ত্রি) অব-উ। যিনি হবির্দ্বারা তর্পণ করেন।
অবোবা যদ্বাত্তদুৎসবঃ প্রিয়াসু যজ্ঞিয়াস্ববা। ঋক্ ১০।
১৩২। ৫। অবোবীর্ভিত্তপরিযুতঃ। অবতেরোগাদিক
উ প্রত্যয়ঃ। (সায়ন)।

অবুতবু। পিতামাতা শিশুদিগকে এই রূপ পড়াইয়া
 থাকেন,—অবুতবু গিরিস্থতো, মায়ে বলে পড়ু পুতো।
পড়লে শুনেছি ছুধি ভাতী, না পড়লে পর ঠেকার
 গুতি। এই 'অবুতবু' শব্দ একটী সংস্কৃত শ্লোকের প্রথম
 পাদের অপভ্রংশ মাত্র। যথা—

অবতু বো গিরিস্থতা শশিভূতঃ প্রিয়তমা।

বসতু মে হৃদি সদা ভগবতঃ পদযুগম্।

এই শ্লোকের 'অবতু বো' এই অংশের অপভ্রংশে
'অবুতবু' শব্দ হইয়াছে। এই অপভ্রংশ অনেক দিন
 হইতে চলিয়া আসিতেছে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের
 গানেও দেখা যায়,—'অবুতবু গিরিস্থতো পড়লে পরে
 ছুধি ভাতী। ওম্ন জান না কি ডাকের কথা, না পড়লে
 পর ঠেকার গুতি'।

'জড়হবির' শব্দের অপভ্রংশে 'জবুথবু' শব্দ হইয়াছে।
কোন ব্যক্তি আলস্তে কিম্বা পীড়াদিতে জড়বৎ হইয়া
 থাকিলে আমরা চলিত কথায় বলিয়া থাকি,—'সে জবু-

থবু হইয়া আছে'। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে 'জবু-
থবু' শব্দের স্থানে 'অবুথবু' বা 'অবুতবু' শব্দ ব্যবহৃত হয়।
অবরক (ত্রি) বৃণোতি সমস্তাঘ্যাপ্নোতি বৃ- (বলাকাদয়শ্চ)
উণ্ ৪। ১৪) ইতি কক্। ততো নঞ-তৎ। আবরক নহে।
মৃগভিন্ন। নাস্তি বৃকঃ আবরকঃ মৃগো বা যন্ত যত্র বা
নঞ-বহুব্রী। আবরকশূ। মৃগশূত্বস্থান। হিংসকরহিত।
প্রণো যচ্ছতাদবৃকং। ঋক্ ১ ৪৮। ১৫। অবৃকং হিংসক-
রহিতং। পুনশ্চ, জ্যোতিঃসি কৃণুম্ববৃকানি। ঋক্ ১।
৫৫। ৬। অবৃকানি বৃকেণ আবরকেণ ভেন রহিতানি।
(সায়ন)।

অবুত্তি (স্ত্রী) বৃত্তির্বর্তনাদিঃ। নঞ-তৎ। স্থিতির অভাব।
জীবিকার অভাব। বিবরণের অভাব। (ত্রি) নাস্তি
বৃত্তিঃ স্থিত্যদিবশ্য। স্থিতিহীন। জীবিকাশূ। বিবরণ
রহিত।

অবুদ্ধিক (স্ত্রী) নাস্তি বুদ্ধিঃ লাভরূপঃ (হৃদ) ইতি খ্যাতো
যশ্চিন্। নঞ-বহুব্রী। শেষাধিভাষেতি বা ক্যপ্। বুদ্ধি-
হীন মূলধন। বিনা হৃদী টাকা।

অবুদ্ধ (ত্রি) ন বুদ্ধিতে বৃধ-কর্তৃরি-ক। বুদ্ধিশূ। অস্তত্বৃত-
ণ্যার্থে বৃধ-ক। নঞ-তৎ। অবুদ্ধক। পণী'রশুদ্ধ। অবুধ্যা'
অযজ্ঞান্। ঋক্ ৭। ৬। ৩। অবুধ্যান্ স্তুতিভিরগিমবুদ্ধয়তঃ।

অবুষ্টি (স্ত্রী) অভাবে নঞ-তৎ। বৃষ্টির অভাব। (পুং)
নাস্তি বৃষ্টির্বর্ণঃ যশ্চ। নঞ-৫ বহুব্রী। বৃষ্টিশূ। মেঘ।

অবুষ্টিসংরম্ভ (পুং) নাস্তি বৃষ্টিবর্ণশ্চ সংরম্ভঃ সম্বোগো
যশ্চ। নঞ-৫ বহুব্রী। যে মেঘ হইতে অতি বেগে বৃষ্টি
হয় না। নিবিড় মেঘ। বৃষ্টির পূর্বকালবর্তী গভীর মেঘ।

অবুহৎ (ত্রি) বিরোধে নঞ-তৎ। বৃহস্তিস্। ক্ষুদ্র। ছোট।

অবেক্ষক (ত্রি) অবেক্ষতে বিশেষণালোকয়তি অব-ঈক্ষ-
বুল। দর্শক। পর্যালোচক। আয় ব্যয়াদির অধ্যক্ষ।

অবেক্ষণ (স্ত্রী) অব-ঈক্ষ-লুট্। দর্শন। পর্যালোচনা।
অবধান। প্রতিজ্ঞাগরণ।

অবেক্ষণীয় (ত্রি) অবেক্ষাতে অব-ঈক্ষ-অনীয়র্। দর্শনীয়।
আলোচনীয়।

অবেক্ষা (স্ত্রী) অব-ঈক্ষ-ভাবে (গুরোশ্চহলঃ। পা ৩। ৩।
১১৩) ইতি অ টাপ্। দর্শন। অবধান। পর্যালোচনা।

অবেক্ষিত (ত্রি) অব-ঈক্ষ-কর্মণি-ক্ত। দৃষ্ট। পর্যালোচিত।

অবেক্ষিত্ব (ত্রি) অবেক্ষতে অব-ঈক্ষ-ত্বচ্। দর্শক। পর্যা-
লোচক।

অবেক্ষ্য (ত্রি) অব-ঈক্ষ-কর্মণি-ণ্যৎ। দৃষ্ট। পর্যালোচ-
নীয়। (অব্য) ল্যপ্-দেখিয়া বা বিবেচনা করিয়া।

অবেদনাজ্ঞ (ত্রি) বেদনাং ন জানাতি অবৈদনা-জ্ঞা-ক
অসমর্থ সঃ। বেদনানভিজ্ঞ। যিনি বেদনা জানেন না।

অবেদি (স্ত্রী) বেদিবেদনং অভাবে নঞ-তৎ। জ্ঞানাত্মা।
বেদিঃ পরিত্যক্তা ভূমিঃ সা ন ভবতি নঞ-তৎ। পরিত্যক্তা
ভূমি নহে।

অবেদ্য (ত্রি) বিদ্যাতে জ্ঞায়তে বিদ-কর্মণি-ণ্যৎ বেদ্যম্।
নঞ-তৎ। অজ্ঞেয়। যাহা জানিতে পারা যায় না। বিদ-
লাভে-ণ্যৎ নঞ-তৎ। অলভ্য। (স্ত্রী) অবিবাহ স্ত্রী।
(পুং) গোবৎস।

অবেল (ত্রি) নাস্তি বেলা সীমা যন্ত যত্র বা। নঞ-বহুব্রী।
সীমারহিত। নিশ্চর্য্যাদ। (পুং) অগলাপ। (স্ত্রী)
শুবাক চূর্ণ। সুপারীর শুঁড়া। চিবান সুপারী। (অবে-
লত্বপলাপে স্ত্রাদবেলা পুংগচূর্ণকে। বিশ্ব)। ন বেলা।
নঞ-তৎ। আগ্রশস্ত কাল। অসুচিত কাল। চলিত ভাষায়
শেষ বেলাকেই অবেলা বলিয়া থাকে।

অবেষ্ট (ত্রি) অব-যজ-ক্ত অব ইষ-ক্ত বা। নাশিত।
(ত্রি) বেষ্ট-অ টাপ্ বেষ্টা নাস্তি বেষ্টা যত্র। নঞ-
বহুব্রী। বেষ্টন রহিত।

অবৈধ (ত্রি) বিধেরাগতং তত আগতমিতি অগ্-বৈধঃ
ততো নঞ-তৎ। যাহা বিধিতে নাই। নিষিদ্ধ।

অবৈধব্য (স্ত্রী) বিধবায়্যাঃ বিগতভর্ত্র্যাঃ ভবঃ ভবার্থে
ষ্যঞ্-বৈধব্যং পতিরাহিত্যম্ অভাবে নঞ-তৎ। পতি
রাহিত্য ভাব। সমবাবস্থা।

অবৈমত্য (স্ত্রী) বৈমত্যং অনৈকমত্যম্। অভাবে নঞ-
তৎ। মতভেদাভাব। ঐকমত্য। নঞ-বহুব্রী। ঐক-
মত্য যুক্ত।

অবৈবাত্য (স্ত্রী) বিবাতো দৃষ্টঃ ভাবার্থে ষ্যঞ্-আদ্যাচো
বুদ্ধিঃ বৈবাত্যং নৈলজ্জ্যাঃ অভাবে নঞ-তৎ। ধ্যাষ্ট্যা-
ভাব। সলজ্জ্ব। (ত্রি) নাস্তি বৈবাত্যং যন্ত। নঞ-
বহুব্রী। সলজ্জ্ব যুক্ত। লজ্জাবিশিষ্ট।

অবৈর (স্ত্রী) বৈরং বিরোধো ন বৈরম্। নঞ-তৎ। বিরো-
ধের অভাব। (ত্রি) নাস্তি বৈরং যন্ত। নঞ-বহুব্রী।
বিরোধ শূ। যুধিষ্ঠির।

অবৈরাগ্য (স্ত্রী) বৈরাগ্যং বিষয়বৈমুখ্যং তেন নঞ-তৎ।
বিষয়াভিলাষ। সাংখ্যোক্ত, ধর্মাদর্শ জ্ঞানাজ্ঞান বৈরাগ্যা-
বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য এই আট রূপ প্রকৃতি ধর্মের
অন্তর্গত ধর্ম বিশেষ।

অবৈলক্ষণ্য (স্ত্রী) বৈলক্ষণ্যং ত্তদক ধর্মঃ বৈবাক্যব্যং
ভাবার্থে ষ্যঞ্চি লিঙ্গম্। অভাবে নঞ-তৎ। ত্তদক ধর্মের

অভাব। অভেদ। (ত্রি) নঞ বহুব্রী। ভেদক ধর্মের অভাব বিশিষ্ট। অভিন্ন।

অবোক্ষণ (ক্লী) অব-উক্ষ-ভাবে লুট্। বাক্য হস্তে ক্রল সেক রূপ বৈধ কার্য। [অভ্যক্ষণ শব্দ দেখ]।

অবোদ (পুং) অব-উদ-ভাবে-ঘঞ্ নিং ন লোপঃ। অব-ক্লেদন। আর্জ হওয়া। শ্রাঁৎ সৈতে হওয়া। ততঃ অন্ত্যার্থে আর্জ আদি অচ্। ক্লিন্ন। ক্লেদযুক্ত। শ্রাঁৎ সৈতে। *। অবোদৈদৌদ্র প্রশ্রুতহিমশ্রুতঃ। পা ৬। ৪। ২৯। এতে নিপাত্যন্তে। (অবোদোহবক্লেদনম্। সিং কোঁ)।

অবোদেব (অব্য) দেবানামবস্তাৎ পশ্চাদর্থে অব্যয়ী। দেবতাদের পশ্চাদ্ দেশাদি।

অবোষ (পুং) অব-উষ-কন্মণি-ঘঞ্ (এডি পররূপম্। পা ৬। ১। ৯৪) ইত্যনেন পররূপত্বসিদ্ধিঃ। উষ্ণায়। তপ্তভাত। (ত্রি) অপূপাদি হিতার্থে ছ বা যৎ অবোষীয়। অবোষ্য। তপ্তানের হিতকর বস্ত্র যুতাদি। *। বিভাষা-হবিরপূপাদিভ্যঃ। পা ৫। ১। ৪। হোমের যোগ্য আমি-ক্ষাদির ও অপূপাদির উত্তর বিকল্পে ছ এবং যৎ হয়।

অন্ধ (পুং) অবতীত্যন্ধঃ অব-রন্ধণে কর্তরি (অন্ধাদয়শ্চ। উণ্ ৪। ৯৮) ইতি দ পুং ইডভাবঃ। ববয়োঃ সাম্যাৎ অন্তঃস্থ ব মধ্যতাপি। (যমকাদৌ ভবেদৈক্যং ডলোর্ব্বো-লরোন্তথা। সাহিত্যং দং)। বৎসর। মেঘ। পর্কত বিশেষ। বর্ষপর্কত। পুষ্পক। মুখা। (অন্ধঃ সংবৎসরে মেঘে গিরিভেদে চ পুষ্পকে। বিশ্ব)। [বর্গীয়বকারে অন্ধ শব্দ দেখ]।

অন্ধপ (পুং) অন্ধং বৎসরং পাতি অন্ধ-পা-ক। বৎসর-দিপ। যেমন,—অগ্নিন্ বর্ষে বৃধোরাজা ইত্যাদি।

অব্য (ত্রি) অবৌ ভবৎ অবি-দিগাদিৎ যৎ। মেঘের শরীর জাত লোমাদি। অব্যো বাটের পরিপূরিতঃ। ঋক্ ৮। ২। ২। অব্যোহবেমেষশ্চ বাটৈঃ বাটৈঃ। (সায়ন)।

অব্যক্ত (পুং) বি-অজ্ঞ-ক্ত ব্যক্তঃ। নঞ-তৎ। বিফু। (বিষ্ণাবপ্যজিতাব্যক্তৌ। অমর)। কন্মর্প। শিব। সাংখ্য মতে, সর্ব্বকারণে প্রধান। বেদান্ত মতে, অজ্ঞান। হৃদ্য শরীর। (ক্লী) অসুপ্তি অবস্থা। (ক্লী) শব্দ প্রবৃত্তির কারণ যে জ্ঞাতি গুণ এবং ক্রিয়া তদ্বজ্জিত নিরাকার পর-মেধর। (ত্রি) অস্পষ্ট বস্তু মাত্র। মূর্খ। প্রকৃতি। আত্মা। (অব্যক্তং প্রকৃতা বাহ্যন্তব্যক্তোহক্ষুটমূর্খয়োঃ। হেঁ)

অব্যক্তমূলপ্রভব (পুং) প্রভবত্যাগ্যং প্র-ভূ অপাদানে অপ্-প্রভবঃ কারণং মূলকং তৎ প্রভবশ্চেতি কন্মধা ততঃ অব্যক্তঃ প্রধানঃ অবিদ্যা বা মূলপ্রভবো যন্ত।

বহুব্রী। সংসার বৃক্ষ।

অব্যক্তরাগ (পুং) ন ব্যক্তঃ স্পষ্ট প্রতীতঃ রাগো রক্তিমা। নঞ-তৎ। ঈষদ্ রক্তবর্ণ। অরুণ বর্ণ। (অব্যক্ত রাগঙ্-রুণঃ। অমরঃ)। (ত্রি) অব্যক্তঃ রাগো রক্তিমা যন্ত। বহুব্রী। অরুণ বর্ণ বিশিষ্ট।

অব্যক্তলিঙ্গ (ক্লী) অব্যক্তস্ত লিঙ্গমমুমাংসকম্। সাংখ্য মতলিঙ্গ মহত্ত্বাদি। (ত্রি) অব্যক্তঃ লিঙ্গং চিহ্নং যন্ত। বহুব্রী। অব্যক্ত চিহ্ন রোগাদি। শরীরের উপরে যে রোগের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না। ন ব্যক্তম্ দাস্তি-কত্বেন প্রকাশিতং লিঙ্গং যন্ত। বহুব্রী। গুপ্তাশ্রম বিশিষ্ট সন্ন্যাসী।

অব্যঙ্গ (ক্লী) অবেরঙ্গং শৃঙ্গমিবাক্ষং যন্তঃ। বহুব্রী। শূক-শিখি। (ত্রি) ন বিকলমঙ্গং যন্ত। নঞ-৬ বহুব্রী। বিক-লাঙ্গ ভিন্ন। পূর্ণ। নঞ-তৎ। অব্যক্ত।

অব্যঙ্গী (ক্লী) অবাক্ষং সৌষ্ঠবমঙ্গং যন্তাঃ। বহুব্রী। অঙ্গাৎ ভীপ্। সর্কাদঙ্গ সম্পন্ন ক্লী। যে ক্লীর কোন অঙ্গে কোন ক্ষুৎ নাই।

অব্যঞ্জন (ক্লী) নাস্তি ব্যঞ্জনং শুভাশুভ চিহ্নং শৃঙ্গে যন্ত। নঞ-বহুব্রী। শৃঙ্গহীন পশু। সিংহব্যাঘ্রাদি। (ত্রি) স্তূলক্ষণ শূন্ত। চিহ্ন শূন্ত। উপকরণ শূন্ত।

অব্যঙা (ক্লী) ন বিগতমঙং বীজং যন্তাঃ। শূকশিখি।

অব্যতিকর (পুং) নঞ-তৎ। সংসর্গাভাব। (ত্রি) নঞ বহুব্রী। সংসর্গশূন্ত।

অব্যতিকীর্ণ (ত্রি) বি-অতি-কৃ-ক্ত। নঞ-তৎ। অসঙ্কীর্ণ।

অব্যতী (ক্লী) সপত্নীভিঃ সহ পৰ্য্যায়েন পতিমাগচ্ছতি সা ব্যতী বি-অত-ঙ্ ঔগাদিকঃ। ন তাদৃশী অব্যতী। সপত্নীর সহিত যে নারী পতির কাছে গমন করেন না। মে হব্যাত্যৈ পৃণামি। ঋক্ ১০। ৯৫। ৫।

অব্যর্থ (পুং) ন ব্যর্থতে বিভর্তি ব্যর্থ-ভয় চলনয়োঃ কর্তরি-অচ্। সর্প। (ক্লী) নাস্তি ব্যাথা কিমপি দুঃখং যন্তাঃ সেবনেন। নঞ-৫ বহুব্রী। হরীতকী। শুষ্কী। শুঁট। পদ্মচারিণী বৃক্ষ। ব্যাথাশূন্ত।

(অব্যথা তু হরীতক্যাং পন্নগে নিব্যাথৈপি চ। বিশ্ব)।

(অব্যথাহতিচরা পদ্মাচারটী পদ্মচারিণী। অমর)।

অব্যর্থয় (পুং) ন ব্যর্থয়ন্তি অভিসংগ্রামেষু ব্যর্থ ভয়চল-নয়োঃ (সন্ধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪। ১১৭) ইতি ইন্। অথবা, ব্যথিরিত্তি ক্রোধনাম, আরোহণ-তাড়ন-বন্ধনাদিভির্ন ক্রোধাতীত্যর্থঃ। (নিরুক্ত)। নঞ-তৎ। ঘোড়া। এটা বহুচনাস্ত শব্দ। (অসন্ধেহার্থমেতদ্বাদীনি

বহুবচনান্তানি নানানি। নিরুক্ত)।

অব্যথা (স্ত্রী) ন ব্যথা নঞ-তৎ। ব্যথার অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। শুষ্ক। পদ্মচারিণীকৃৎ। হরীতকী।

অব্যথি (ত্রি) ন ব্যথতে ক্রিঃ ব্যথ-(সর্গ) ধাতুভ্য ইন্। উণঃ। ১১৭। ইতীন্। ব্যথাশূচ। ছঃখশূচ। সমুদ্র-মব্যথির্জগদান। ঋক্ ১। ১১৭। ১৫। অব্যথিঃ ব্যথাং পীড়ামপ্রাপ্ত এব। (সায়ন)।

অব্যথিন্ (ত্রি) ন ব্যথতে ব্যথ-বাং ইনি। নঞ-তৎ। নির্ভর। ব্যথাশূচ।

অব্যথিস (পুং স্ত্রী) ন ব্যথতে ব্যথ-(নঞ) ব্যথেঃ। উণ্ ১। ৪৯। ইতি টিষচ্। স্বর্য। সমুদ্র। (স্ত্রী) টিষ্যৎ ভীপ্ অব্যথিবী। পৃথিবী। রাজি। (অব্যথিষোহস্মি সমুদ্রয়োঃ। অব্যথিবী ধরারাত্রয়োঃ। সিং কোঃ)।

অব্যথ্য (ত্রি) ন ব্যথতে ব্যথ-কর্তৃরি বৎ ততো। নঞ-তৎ। ব্যথাশূচ। যে ছঃখিত নহে। [অক্লষ্টপচ্য শব্দে সূত্র দেখ]।

অব্যাপদেশ্য (ত্রি) ন ব্যাপদিশতে বিশেষণাদিশতে বি-অপ-দিশ্ কন্মপি গ্যৎ ততো। নঞ-তৎ। যাহা সঙ্কল্প-ব্যাক্যে প্রয়োগ করিতে নাই।। যাহা আদেশ করিতে নাই। যাহা বলিতে নাই। (স্ত্রী) জায়মতসিদ্ধ নির্বি-কল্পক জ্ঞান। যে জ্ঞানে কোন বৈধ নাই। জাতি গুণ ক্রিয়াশূচ হেতুক নির্দেশ করা যায় না বলিয়া পরব্রহ্মকে ও অব্যাপদেশ্য বলা যায়।

অব্যাপেক্ষা (স্ত্রী) বিশেষণ অপেক্ষা ব্যাপেক্ষা, ততঃ অভাবে নঞ-তৎ। এক পদের সঙ্গে আর এক পদের বশেষ রূপ সম্বন্ধের অভাব।

। *। সমর্থঃপদবিধিঃ। পা ২। ১। ১। এখানে সামর্থ্য শব্দের অর্থ একার্থীভাব। সামর্থ্য ছই প্রকার,—ব্যাপেক্ষা এবং অব্যাপেক্ষা। এক পদের সঙ্গে অল্প পদের অর্থ বিষয়ে আকাজ্জা থাকিলে তাহার নাম ‘ব্যাপেক্ষা’। যেমন—‘রাজার গৃহ’। এখানে যদি এমন কথা জিজ্ঞাসা করা যায় যে,—‘কাহার গৃহ’? তবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, ‘রাজার’—এই রূপ রাজপদের উল্লেখ হইয়া থাকে। অর্থাৎ, এখানে ‘রাজার’ এই পদের সঙ্গে ‘গৃহ’ পদের অর্থের আকাজ্জা রহিয়াছে।

কিন্তু যদি এমন কথা বলা যায় যে,—‘রাজার গৃহ ও পরিচ্ছদ’। এখানে ‘রাজার’ সঙ্গে ‘গৃহ’ ও ‘পরিচ্ছদ’ এই দুই পদের অর্থাকাজ্জা ও সম্বন্ধ আছে, কিন্তু ‘গৃহ’ এবং ‘পরিচ্ছদ’ এ দুই পদের পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই।

এই রূপ এক পদের সঙ্গে অল্প পদের সম্বন্ধ না থাকিলে তাহাকে অব্যাপেক্ষা কহে।

নঞ-বহুব্রী (ত্রি)। অপেক্ষাশূচ।

অব্যভিচারিত (ত্রি) ন ব্যভিচারিতম্। নঞ-তৎ। ব্যভিচারশূচ হেতু। সাধ্যের অভাববিশিষ্ট পদার্থে যাহা থাকে তাহার নাম ব্যভিচারিত হেতু। সাধ্যের অভাব বিশিষ্ট পদার্থে যাহা না থাকে তাহারই নাম অব্যভিচারিত হেতু। যাহাতে ধূম থাকে তাহাতেই অগ্নি থাকে। অতএব যেহেতু পর্ত্তে ধূম দেখা যায়, সেই হেতু পর্ত্তে যে অগ্নি বিশিষ্ট ইহাই অসম্ভব করিতে হইবে। এখানে পর্ত্তত পক্ষ, অগ্নি সাধ্য, এবং ধূম হেতু, সাধ্য বিশিষ্ট পর্ত্তত, ধূম তাহাতেই থাকে। সাধ্যের অনধিকরণ জলহ্রাদি তাহাতে থাকে না। এই জন্যই পর্ত্তে অগ্নি অসম্ভবানের পক্ষে ধূমকে অব্যভিচারিত হেতু বলা যায়। প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা ইহাকেই ব্যভিচারিত হেতু কহেন। ‘ধূমবান্ বহুঃ’, বহি হেতু ধূম বিশিষ্ট, অর্থাৎ যেখানে বহি থাকে সেই ধানেই ধূম থাকে, তাহা নহে। যেহেতু অগ্নিদগ্ধ লোহপিণ্ডে অগ্নি থাকে, অথচ তাহাতে ধূম থাকে না। তজ্জন্ত উহাকে ব্যভিচারিত বলা যায়। ইংলণ্ডীয় পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, যেখানে অগ্নি থাকিবে, সেখানে অল্প হউক বা অধিক হউক, সংক্ষেপে দৃশ্য হউক বা অদৃশ্য হউক, ধূম অবশ্যই থাকিবে। ধূম ব্যতিরেকে অগ্নি থাকিতেই পারে না।

অব্যভিচারিন্ (ত্রি) ন ব্যভিচারিত বি-অভি-চার-গিনি। নঞ-তৎ। কোনও প্রতিকূল হেতু দ্বারা নিবারণের শক্তি নহে। যাহা কোন রূপেই অসং পথ অবলম্বন করে না। জায়মতে, সাধ্য সাধক ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতু। [অব্যভিচারিত শব্দ দেখ]। যে বিষয়ের কোন রূপেই বাধ হয় না।

অব্যভিচার (পুং) ন ব্যভিচারঃ। অভাবে নঞ-তৎ। ব্যভিচারের অভাব। অত্যাচার অভাব। নৈয়ত্যরূপ। [অব্যভিচারিত শব্দে ইহার বিবরণ দেখ]।

অব্যয় (স্ত্রী) বি-ইণ্ এরজিত্যচ্-ব্যয়ন্ততো। নঞ-তৎ। সকল বিভক্তিতে এবং সকল বচনে একরূপ শব্দ বৃত্তি ধর্ম বিশেষ। যে শব্দ তিন লিঙ্গে এবং সকল বিভক্তিতে ও সকল বচনে এক রূপ থাকে। স্বঃ প্রাতঃ ইত্যাদি। সমুদ্রজিহ্ম লিঙ্গে সর্গ্যন্ত চ বিভক্তিমু।

বচনেষু চ সর্গ্যন্ত যম ব্যোতি তদব্যয়ম্। আধর্জন প্রতি।

। *। স্বরাদি নিপাতনমব্যয়ম্। পা ১। ১। ৩৭।

(পুং) শিব। বিষ্ণু। আদ্যন্তরহিত। (ত্রি) বিকারশূন্য। প্রবাহরূপে সর্বত্র স্থিত। অব্যয়ফলদাতা। নঞ বহুব্রী। ব্যয়হীন। অবিনশ্বর। অবিনয়। গাং ভাগমব্যয়ং। ঋক্ ৮। ৯৭। ২। অব্যয়ং ব্যয়রহিতমবিনশ্বরং। (সায়ন)। অব্যয়ানি পব্যয়া। ঋক্ ৯। ৮৬। ৩৪। অব্যয়ানি অবিনয়ানি। (সায়ন)। (অব্যয়ঃ শব্দ ভেদেহপি নির্ক্যয়ে পরমেশ্বরে। হেম)।

অব্যয়ান্ন (ত্রি) অব্যয় আত্মা স্বভাবো যন্ত। বহুব্রী। অবিনশ্বর ভাব। যাহার বিনাশ নাই। পরমেশ্বর। পরমাণু প্রভৃতি।

অব্যয়ীভাব (পুং) অনব্যয়মব্যয়ং ভবতি ভূ-কর্তরিণঃ তস্মিন্ পরে অব্যয়-চি। ব্যাকরণসিদ্ধ সমাস বিশেষ। যেখানে বিভক্তি প্রভৃতির অর্থে অব্যয় পদের সমর্থের (আকাজিক পদের) সহিত সমাস হয়, তাহাকেই অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

। *। অব্যয়ীভাবঃ। পা ২। ১। ৫। (অধিকারোয়ম্। সিং কোঁ)। *। অব্যয়মিত্যাদি। পা ২। ১। ৬। বিভক্তি, সমীপ, সমৃদ্ধি, বৃদ্ধি, অর্থাভাব, অত্যয়, অসং-প্রতি, শব্দপ্রাচুর্য, পশ্চাৎ, যথানুপূর্ব, যোগপদ্য, সাদৃশ্য, সম্পত্তি, মাকল্য, অন্ত, এই সকল অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। উপরের লিখিত অর্থ ব্যতীত অসাদৃশ্যাদি অর্থেও অব্যয়ীভাব সমাস হইয়া থাকে। যথা, অপদিশম্ ইত্যাদি।

। *। অব্যয়ীভাবশ্চ। পা ১। ১। ৪১। অব্যয়ীভাব-শ্রিত পদও অব্যয় হয়। যথা, ‘অধিহরি’। অব্যয়ীভাবে ক্রীবলিঙ্গের কার্য সাধনের জন্য ক্রীবলিঙ্গও হইয়া থাকে। ‘নিদ্রা সম্প্রতি ন বুজ্যতে ইতি অতিনিদ্রম্’। নপুংসক লিঙ্গ স্বীকার করায়, (ব্রহ্মো নপুংসকে প্রাতি-পদিকশ্চ। পা ১। ২। ৪৭) এই সূত্র দ্বারা নিদ্রাশব্দে আকার ব্রহ্ম হইয়াছে। এবং ‘দিশয়োর্মধ্যমপদিশম্’। (অয়ং নপুংসকং স্ত্রাৎ। সিং কোঁ)। পা ২। ৪। ৮৪ সূত্রে)। (ক্রীবাব্যয়স্বপদিশং দিশোর্মধ্যো। অমর)। অকা-রাস্ত ভিন্ন অন্য অব্যয়ীভাবের পরস্থিত বিভক্তির লুক্ হয়। *। অব্যয়াদাপ্ লুপঃ। পা ২। ৪। ৮২। অব্যয়ের পরস্থিত আপ্ এবং সূপের লুক্ হয়। এখানে আপ্ লুক্কের বিধান অনর্থক। ‘আব্গ্রহণং ব্যর্থমলিঙ্গত্বাৎ। সিং কোঁ উক্ত সূত্রে)। *। নাব্যয়ীভাবাদতোহম্ভপঞ্চম্যাঃ। পা ২। ৪। ৮৩। অকারাস্ত অব্যয়ীভাবের পরস্থিত পঞ্চমীভিন্ন বিভক্তির লুক্ হয় না। কিন্তু তাহার স্থানে অম্ হয়। যথা

কৃষ্ণস্ত সমীপম্ উপকৃষ্ণম্। এখানে বিভক্তির স্থানে অম্ হইয়াছে। ‘উপকৃষ্ণাৎ গতঃ’। কৃষ্ণের সমীপ হইতে গমন করিয়াছেন। এখানে পঞ্চমী বিভক্তির লুক্ এবং তাহার স্থানে অমও হয় নাই। পঞ্চম্যস্ত অকা-রাস্ত শব্দেরই রূপ হইয়াছে। *। তৃতীয়াসপ্তম্যো-বহলম্। পা ২। ৪। ৮৪। অকারাস্ত অব্যয়ীভাবের পর-স্থিত তৃতীয়া এবং সপ্তমীর বহলম্ভাব হয় অর্থাৎ কখন তৃতীয়া ও সপ্তমীর স্থানে অম্ হয়, কখন বা তৃতীয়াস্ত অকারাস্ত শব্দের রূপই ধারণ করে, কখন বা নিত্য অম্ হয়। ‘যথা অপদিশম্ অপদিশেন। অপদিশম্ অপদিশে। বহল গ্রহণাৎ স্মৃদ্রমুন্নতগঙ্গমিত্যাদৌ নিত্যমস্তাবঃ। (সিং কোঁ উক্ত সূত্রে)।

অব্যর্থ (পুং) নঞ-তৎ। সফল। সার্থক।

অব্যলীক (ত্রি) বিরোধে নঞ-তৎ। প্রিয়। সত্য।

অব্যবধান (ক্রী) নঞ-তৎ। ব্যবধানের অভাব। আড়াল না থাকা। নৈকট্য। (ত্রি) নাস্তি ব্যবধানং যন্ত। নঞ বহুব্রী। ব্যবধান শূন্য। যাহার মধ্যস্থানে কোন বস্তু নাই।

অব্যবসায় (পুং) নিশ্চয় উদ্যমশ্চ ব্যবসায়ঃ। অভাবে নঞ-তৎ। নিশ্চয়ের অভাব। উদ্যোগের অভাব। (ত্রি) নাস্তি ব্যবসায়ে যন্ত। নঞ বহুব্রী। নিশ্চয়তা শূন্য। উদ্যোগ রহিত।

অব্যবসায়িন্ (ত্রি) ন ব্যবসয়তি বি-অব-সো-গিনি এচ আত্বং যুক্ত। নঞ-তৎ। উদ্যম শূন্য। অহুদ্যত। নিশ্চয়ের অভাব যুক্ত। নিশ্চয় শূন্য।

অব্যবস্থা (ক্রী) বি-অব-স্থা-অঙ্ টাপ্। ততো নঞ-তৎ। এই কর্তব্য ইহা কর্তব্য নহে এই রূপ নিয়মের অভাব। শাস্ত্রাদির বিরুদ্ধ ব্যবস্থা। অবিধি। (ত্রি) নাস্তি ব্যবস্থা যন্ত। নঞ বহুব্রী। মর্যাদা শূন্য। অবি-হিত। স্থিতি রহিত। চঞ্চল।

অব্যবস্থিত (ত্রি) নঞ-তৎ। শাস্ত্রাদি মর্যাদা রহিত। অনিয়ত রূপ। চঞ্চল।

অব্যবহার্য (ত্রি) বি-অব-হ-র্য-তৎ। নঞ-তৎ। যাহা ব্যবহারের যোগ্য নহে। ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক দ্বারা কোন ব্যক্তি পতিত হইলে যে পর্যন্ত না সে প্রায়-শ্চিত্ত করে তত দিন সে অব্যবহার্য হইয়া থাকে। এই অবস্থায় তাহার যাজ্ঞ, তাহার সঙ্গে বেদপাঠ ও ভোজ-নাদি করিতে নাই। কিন্তু সেই পতিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিলে সপিণ্ড সমানোদকেরা উহার সহিত পবিত্র জলা-

শয়ে স্থান করিয়া জলপূর্ণ নূতন ঘট প্রক্ষেপ করিবেন। এবং কুটুম্বরা তাঁহাকে গৃহে লইবেন। তখন তাঁহার যাজন, তাঁহার সঙ্গে বেদপাঠ ও পূর্বের মত ভোজনাদি সকলি করিতে থাকিবেন। কেহ কদাচ তাঁহার নিন্দা করিবেন না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাঁহার সঙ্গে ব্যবহার করা কর্তব্য নহে।

প্রায়শ্চিত্তে তু চরিতে পূর্ণকৃত্তমপাং নবম্।

তেনৈব সাক্ষিঃ প্রোক্তে যুঃ স্নাত্বা পুণ্যে জলাশয়ে।

মহু ১১।১৮৭।

এনস্থিতিরনির্ণি ক্তৈর্নর্মাং কিঞ্চিৎ সত্চাচরেৎ।

কৃতনির্ণেজনাংষ্টেচ ব ন জুগ্মেত কহিচিৎ।

মহু ১১।১৯০।

প্রায়শ্চিত্তের পর ব্যবহার সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় এই রূপ প্রমাণ বাক্য লিখিত আছে যে—

প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যোনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।

কামতো ব্যবহার্যাস্ত্ব বচনাদিহ জায়তে। ৫।২২৬

যোগিবিজ্ঞানেশ্বর এই শ্লোকের এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে,—প্রায়শ্চিত্ত করিলে অজ্ঞানকৃত পাপ দূর হয়; আর জ্ঞানকৃত ও কামকৃত পাপে দোষী ব্যক্তি উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিলে এই সংসারে সে ব্যবহার্য হয়, কিন্তু তাহার পাপ যায় না। প্রায়শ্চিত্ত বিধায়ক শ্রুতিবচন দ্বারা ইহাই নিশ্চিত হইতেছে।

পরন্তু শূলপানি, ‘কামতো ব্যবহার্যাস্ত্ব’ এখানে ‘ব্যবহার্যাস্ত্ব’ ইহার পূর্বে একটি অকার প্রবেশ করিয়া ‘অব্যবহার্য’ এই প্রকার পদ গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই তিনি বলেন যে, প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপ যায় কিন্তু অপরাধী ব্যক্তি সমাজে ব্যবহার্য হয় না। রতুনন্দন এবং ভবদেব, শূলপানির মত গ্রহণ করিয়াছেন।

‘কামতো ব্যবহার্যাস্ত্ব’—বাস্তবিক এখানে অকার আছে কি না, তাহা বিষম সন্দেহস্থল। কাশীর স্বর্গীয় বালশাক্তী একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার তুল্য ধর্মশাস্ত্রে প্রবীণ ব্যক্তি আজি কালি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, ধর্মশাস্ত্র কাব্য নহে। কাব্যে ছই তিন প্রকার অর্থ হইলে তাহাতে করির গুণপনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে ছই অর্থ ঘটিলে মহাবিপদ। এ পর্যন্ত কোন পুস্তকে ‘ব্যবহার্যাস্ত্ব’ ইহার পূর্বে লুপ্ত অকারের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। অতএব ‘অব্যবহার্যঃ’ এ প্রকার পদ স্বীকার করা সম্ভব নহে। তদ্বিন্ন মহাসংহিতায় মহাপাতকাদি বিনষ্ট পতিত

ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তের পর ব্যবহার্য সম্বন্ধে যে রূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার শ্লোকগুলি ঠিক পরে পরে পাঠ করিয়া আসিলে কোন কোন পাপে পতিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিলেও অব্যবহার্য হয় তাহা নিশ্চিত করা যায়। তাই কোন ব্রাহ্মণ, জ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যাপাপে অপরাধী হইলে (আমার স্মরণ হইতেছে ইন্দোর রাজ্যে) সে প্রায়শ্চিত্তের পর সমাজে ব্যবহার্য হইতে পারিবে, মহাত্মা বালশাক্তী এই রূপ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। ফলতঃ মিতাক্ষরা, মদনপারিজাত, জিকন, নৃসিংহপ্রসাদ, অপার্ক প্রভৃতি বহুমান্ত্র প্রাচীন মতামুসারে মহাপাতকাদির প্রায়শ্চিত্তের পর দোষী ব্যক্তি সমাজে ব্যবহার্য হইয়া থাকে। কেবল যে ব্যক্তি, বালক স্ত্রী এবং শরণাগত ব্যক্তির প্রাণনষ্ট করে এবং উপকার করিলে যে উপকার মানে না, প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহারাই ব্যবহার্য হয় না।

বালদ্ব্যাংশ কৃতদ্ব্যাংশ বিত্তদ্বানপি ধর্মতঃ।

শরণাগতহত্বংশ স্ত্রীহত্বংশ ন সংবসেৎ।

মহু ১১।১৯১।

আমরা কাশী, মিথিলা, গোয়ালিয়র, কশ্মীর, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ প্রভৃতি নানা স্থানের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলাম। তাঁহারও কুত্রাপি ‘কামতো ব্যবহার্যাস্ত্ব’ ইত্যাদি বচনে লুপ্ত অকার দেখেন নাই। জয়পুরাধিপতির পুস্তকালয়ে চারিশত বৎসরের পুরাতন একগাথি হস্তলিখিত পুস্তক আছে। তাহাতেও ‘ব্যবহার্যঃ’ এই প্রকার পদ দৃষ্ট হইল। কলিকাতায় স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে ধর্মশাস্ত্র সংগ্রহ পুস্তক মুদ্রিত করেন, ত্রীযুক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে ধর্মশাস্ত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন, এবং বোম্বাই নগরে যে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের কোন থানিতেই ‘অব্যবহার্যঃ’ পদ গৃহীত হয় নাই। তদ্বিন্ন যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার চারি পাঁচখানি বহুমান্ত্র টাকা আছে। টাকাকারেও ‘ব্যবহার্য’ পদ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব এস্থলে অকার প্রবেশ করা কতদূর বিবেচনাসম্মত বলা যায় না।

ইতঃপূর্বে মিশস্তরীরা এদেশের অনেককেই খুঁটান করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশে এই রূপ প্রথা চলিত আছে যে, হিন্দুরা একবার বসন হইলে পুনর্বার তাহাদিগকে পূর্বসমাজে গ্রহণ করা যায় না। তজ্জন্তু কেহ বুঝিতে না পারিয়া একবার খুঁটখুঁট অবলম্বন

করিলে আর তিনি সমাজে উঠিতে পারেন না। এই অনিষ্টকর প্রথা রহিত করিবার জন্ত স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর বাঙ্গালার সমস্ত পণ্ডিতদিগকে একত্রিত করিয়াছিলেন। সভায় ভাটপাড়া ভিন্ন, নব-দ্বীপ প্রভৃতি সকল স্থানেরই তদানীন্তন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা অনেক বিচারাদির পর এই স্থির করেন যে, কোন হিন্দুসন্তান খৃষ্ট ধর্ম অবলম্বনের পর অভক্ষ্যভক্ষণাদি দোষে দূষিত হইলে যদি পুনর্বার তাঁহার স্বধর্মে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়, তবে চতুর্বিংশতিবার্ষিক ব্রতাহুত কল দানাদিরূপ প্রায়শ্চিত্তের পর পুনর্বার তিনি সমাজে ব্যবহার্য্য হইবেন। ঐ পণ্ডিত সমাজ, ‘কামতো ব্যবহার্য্য’ এখানে অকার প্রণেয় করেন নাই। বস্তুতঃ বিচার করিলে, শূলপাণির অকার প্রণেয় করা অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

অব্যবহিত (ত্রি) বি-অব-ধা-ক্ত। নঞ-তৎ। সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। ব্যবধান রহিত। যে দুই দ্রব্যের মধ্যে অজ্ঞ কোন বস্তু থাকে না।

অব্যবহৃত (ত্রি) নঞ-তৎ। যাহার ব্যবহার করা হয় নাই। ভোগাদি দ্বারা অদূষিত।

অব্যাসন (ক্লী) ন ব্যাসনং নঞ-তৎ। ব্যসনাভাব। হুঃখা-দির অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। ব্যসন রহিত।

অব্যাসনিন্ (ত্রি) নঞ-তৎ। ব্যাসন শূন্য। (ক্লী) ভীপ-অব্যাসিনি। ব্যাসন রহিত।

অব্যস্ত (ত্রি) ন ব্যস্তং বিক্ষিপ্তং বিপর্য্যস্তং পৃথগ্ভূতং বা। নঞ-তৎ। অবিক্ষিপ্ত। বিপর্য্যস্ত। সমস্ত। অপৃথগ্ভূত।

অব্যাকুল (ত্রি) নঞ-তৎ। নিরাকুল। স্বচ্ছন্দ। স্বস্থ।

অব্যাকৃত (ত্রি) বি-আ-কৃ-ক্ত ততো নঞ-তৎ। অপ্র-কাশিত। বেদান্ত মতে অপ্রকটীভূত (অপ্রকাশিত) বীজরূপ জগতের কারণ। অজ্ঞান। সাংখ্যাদি মতে, প্রধান।

অব্যাজ (পুং ক্লী) ন ব্যাজ্জ অভাবে নঞ-তৎ। ছলের অভাব। (ইদং কিল্যাজ্জ মনোহরং বপুঃ। শকু)। শাঠ্যের অভাব। (ব্যাজঃ শাঠ্যেপদেশে চ। হেম)। (নির্ব্যাজ্জনিষ্যাবৃত্তে। ভটি ২। ৩৭। শ্লোকের টীকায় (নির্ব্যাজ্জঃ নির্বিঘ্নঃ। জয়মঙ্গল)। তদর্শনে অব্যাজ শব্দে অবিরণ ও বলা যাইতে পারে।

অব্যাপক (ত্রি) ব্যাপোতি ধূল্য ব্যাপকং ততো নঞ-তৎ। ব্যাপক নহে। পরিচ্ছিন্ন। ইয়ত্তাবিশিষ্ট।

অব্যাপার (পুং) ন ব্যাপারঃ অভাবে নঞ-তৎ। ব্যাপা-

রের অভাব। ক্রিয়াজনক সংযোগের অভাব। নঞ-বহুব্রী। ব্যাপারশূন্য। [ব্যাপার দেখ]।

অব্যাপিন্ (ত্রি) ন ব্যাপোতি বি-আপ-ণিনি নঞ-তৎ। অব্যাপক। পরিচ্ছিন্ন। ইয়ত্তাবিশিষ্ট।

অব্যাপ্ত (ত্রি) ন ব্যাপ্তং নঞ-তৎ। ব্যাপ্ত নহে। পরিচ্ছিন্ন। অব্যাপ্তি (ক্লী) ন ব্যাপ্তিঃ অভাবে নঞ-তৎ। ব্যাপ্তির অভাব। ব্যাপিয়া না থাকা। [ব্যাপ্তি দেখ]।

অব্যাপ্যবৃত্তি (ত্রি) অব্যাপ্য সর্বাচ্ছেদমব্যাপ্য বৃত্তিঃ স্থিতির্থস্ত। বহুব্রী। অব্যাপ্য বর্ত্ততে ইত্যব্যাপ্যবৃত্তিঃ (ভ্যায়ভাষ্য)। স্বীয় অধিকরণে অংশ বিশেষে, কিম্বা কাল বিশেষে অস্থিত পদার্থ। যে পদার্থ অধিকরণাদি ব্যাপিয়া থাকে না। যেমন ঘট ও তাহার সংযোগ গৃহের সকল স্থান ব্যাপিয়া থাকে না। তজ্জপ আত্মাতে জ্ঞান ও সর্লক্ষণ থাকে না। অতএব স্বাধিকরণে অংশ-ভেদে ও কালভেদেই সংযোগাদি থাকে। সেই জন্তই তাহার নাম অব্যাপ্যবৃত্তি। এবং বুদ্ধের অগ্রে কপি সংযোগ আছে, কিন্তু মূলে নাই, ইহাকে দৈশিক অব্যাপ্যবৃত্তি কহে। আত্মায় এখন সূখাদি আছে, আবার অজ্ঞ সময়ে থাকে না, ইহাকেও অব্যাপ্যবৃত্তি বলা যায়।

অতএব দেশ ও কাল ঐ ব্যাপ্যবৃত্তির নিয়ামক।

তাহার মধ্যে দেশে থাকিলে দেশ, কখন বা কালও তাহার অবচ্ছেদক হয়। যেমন গোষ্ঠে এই কালে গোকুল আছে, এস্থলে গোষ্ঠ ও কাল এ উভয়ই গো অবস্থিতি সংযোগের নিয়ামক হইতেছে। এবং এই কালে আত্মায় সূখাদি আছে, এখানে কালস্থিত পদার্থ যে সূখাদি তাহার নিয়ামক আত্মারূপ দেশও হইল। সেই হেতু সংযোগ বিভাগাদি রূপ যে অব্যাপ্যবৃত্তি তাহার। দৈশিক ও কালিক। সেই রূপ আত্মাতে সূখ দুঃখ ইচ্ছা ঘেব যত্ন ধর্ম অধ্যক্ষ ভাবনাখ্য সংস্কার দেহাবচ্ছেদে থাকিলেও ঘটাবচ্ছেদে থাকে না এবং আত্মাতেও সর্লক্ষণ থাকে না, একজ্ঞ উহার। অব্যাপ্যবৃত্তি এবং শব্দ যে দেশে ও যে কালে থাকে, সেই দেশ ও সেই কাল সেই শব্দের নিয়ামক হয়। গন্ধাদিও কালিক অব্যাপ্য-বৃত্তি। তাহার। স্বাধিকরণেই উৎপত্তিকালে থাকে না। নৈমায়িকের। বলেন, ঘটাদির উৎপত্তিকালে গন্ধাদি থাকে না, তৎপরে উহার। উৎপন্ন হয়। এবং সেই গন্ধাদি প্রলয়ে পরমাত্মাতেও থাকে না। অতএব তাহার। অব্যাপ্যবৃত্তি। সংযোগ সম্বন্ধে ঘটাদিও তজ্জপ দৈশিক

৩ কালিক অব্যাপ্যবৃত্তি।

অব্যায়াম (পুং) ন ব্যায়ামঃ নঞ-তৎ। ব্যায়ামের অভাব।
বিশেষ রূপে বিস্তারের অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী।

পরিশ্রমাদি ব্যাপারশূন্য।

অব্যাবর্তক (ত্রি) ন ব্যাবর্তয়তি ইতরেভ্যো নিবারয়তি।
বি-আ-বৃত-ণিচ্-ধূল্-ণিচ্-লোপঃ ততো নঞ-তৎ।

অকৃত নিবারণ। যে অত্মকে ভেদ করে না। অবিশেষক।

অব্যাবৰ্ত্তন (ক্লী) বি-আ-বৃত-ণিচ্-লুট্-ণিচ্-লোপঃ
ততো নঞ-তৎ। অত্ম হইতে নিবারণ না করা। (ত্রি)
নঞ-বহুব্রী। ব্যাবৃত্তিশূন্য। অত্মের নিবারণ শূন্য।

অব্যাহত (ত্রি) ন ব্যাহতং নঞ-তৎ। ব্যাবাহতের অভাব।
নঞ-বহুব্রী। ব্যাবাহত শূন্য। ব্যাহতং মিথ্যার্থকং ভিন্ন
ভবতি। মিথ্যা নহে। সত্য বাক্য। নূতন বস্ত্র।

অব্যাহতত্ব (ক্লী) অব্যাহতত্ব ভাবঃ ত্ব। ব্যাবাহতের
অভাব। হেমচন্দ্রোক্ত পঁচিশ প্রকার বাগ্‌গুণের অন্তর্গত
বাগ্‌গুণ বিশেষ। [কোশ ও তাহার ব্যাখ্যা অনতিবিল-
ম্বিতা শব্দে দেখ]।

অব্যুৎপন্ন (ত্রি) ন ব্যুৎপন্নম্। নঞ-তৎ। বাক্যস্ত সমুদায়
পদের অর্থবোধকতার নাম ব্যুৎপত্তি, তাহা যাহাতে না
থাকে তাহার নাম অব্যুৎপন্ন। শব্দের অবয়বার্থের
(পদের) অর্থ অনভিহ্ন। অবৈয়াকরণ।

অব্যুৎপত্তি (ক্লী) ন বিশেষণেণ উৎপত্তিঃ। নঞ-তৎ। উৎপ-
ত্তির অভাব। না উঠা। বাক্যের গুণ বিশেষ। [অনতি-
বিলম্বিতা শব্দে দেখ]।

অব্রণ (ত্রি) নাস্তি ব্রণো যন্ত। নঞ-বহুব্রী। ব্রণশূন্য।
ক্ষতাদি রহিত। বৃক্ষাদির ছালবৃক্ষ। অক্ষত পরমায়্যা।

স পর্যাগাচ্ছক্রমকার্যমব্রণমস্মাভিরম্।

অব্রত (ত্রি) নাস্তি ব্রতং নিয়মো যন্ত। নঞ-বহুব্রী।
শাস্ত্রবিহিত নিয়মশূন্য।

অব্রত্যা (ত্রি) প্রত্যয় হিতং যৎ। নঞ-তৎ। ব্রতকালে
অনাচরণীয় মিথ্যাবাক্যাদি।

অব্রক্ষণ্য (ক্লী) ব্রক্ষণি বেদে সাধু সাধুার্থে যৎ ব্রক্ষণ্যং
বেদসিদ্ধং কথ্য না হিংস্রাৎ সর্কাসভূতানীতিক্রতেঃ সর্কভূত
হিংস্রাভাবরূপং তৎ সদ্‌শং সাদৃশ্চে নঞ-তৎ। নাট্যবিনয়ে
অবধোক্তি। বধ্য নহে এই রূপ বাক্য। (অব্রক্ষণ্যমব-
ধোক্তো। অমর)। (অব্রক্ষণ্যমব্রক্ষণ্যম্। এ বধের যোগ্য
নয়, বধের যোগ্য নয়। শক্)।

অশ। সংহতৌ ব্যাপ্তৌ চ হাদি। আত্মং সকং বেট্।
লট্-অশ্নুতে, অশ্নু বাতে, অশ্নু বতে। লুঙ-আশিষ্ট, আষ্ট।

লিট্-আনশে। লুট্-অশিতা, অষ্টা। লুট্-অশিষ্যতে,
অক্ষ্যতে। লুঙ-আশিষ্যত, আক্ষ্যত। শানচ্-অশ্নু বান।
কিন্ অষ্টিঃ, ব্যাষ্টিঃ, সমষ্টিঃ।

অশ। ভোজনে ক্রাদি। পরং সকং সেট্। লট্-অশ্নাতি,
অশ্নীতঃ, অশ্নস্তি। লুঙ-আশীৎ। লিট্-অশ। লুট্-
অশিতা। লুট্-অশিষ্যতি। লুঙ-আশিষ্যৎ। বিধিলিঙ-
অশীষ্যৎ। শত্-অশ্নন্। লুট্-অশনম্।

অশকুন (পুং ক্লী) ন শকুনম্ অপ্রাশস্তো নঞ-তৎ। ছমি-
মিত। অনিষ্ট সূচক কাকাদি দর্শন। ইহা দুই প্রকার।
সাধারণ ও অসাধারণ। তন্মধ্যে উৎপাতাদি সাধারণ।
কাকাদি দর্শন অসাধারণ।

অশক্ত (ত্রি) নঞ-তৎ। অসমর্থ। কার্যাক্ষম।

অশক্তি (ক্লী) অভাবে নঞ-তৎ। সামর্থ্যের অভাব।
শক্তির অভাব। অপটুতা। জ্ঞান না জন্মাইবার সাধন।

অশবুন্তী (ক্লী) অশ্নাতি আশু সন্তো ব্যাপ্তোতি অশ-
অচ্-টাপ্-অশা কুন্তয়তি জলমাচ্ছাদয়তি কুন্ত চূরা-
ণিচ্-অচ্-ণিচ্-লোপঃ গৌরাদি। ভীপ্-কুন্তী, অশা
চাসৌ কুন্তী চেতি বিশেষণয়ো কক্ষধা। পূক্ষপদন্ত পুষ-
ভাবঃ। পান। জলের উৎপাত। তৃণ বিশেষ।

অশক্য (ত্রি) ন শক্যং শক-যৎ। নঞ-তৎ। অসাধ্য।
।*। শকিসহোশ্চ। পা ৩। ১। ৯০।

অশঙ্কা (ক্লী) অভাবে নঞ-তৎ। সংশয়ের অভাব।
ভয়ের অভাব। (ত্রি) নাস্তি শঙ্কা যন্ত। নঞ-বহুব্রী।
শঙ্কশূন্য। নিভয়।

অশঙ্কিত (ত্রি) শকি-ক্। নঞ-তৎ। অভীত। সন্দেহরহিত।
অশঙ্ক। (পুং) ন শঙ্কঃ কক্ষণি। নঞ-তৎ। চন্দ্র। মিত্র।

নাস্তি শঙ্করূপ। নঞ-বহুব্রী। শঙ্করহিত। যুগিষ্টির।
অশন (ক্লী) অশ্ লুট্। (পুং) অশ ল্য। পীতসালবৃক্ষ।

চণিত কথায় ইহাকে আসন গাছ কহে। অশন এই
রূপ দন্ত্য সফারেরও প্রয়োগ হয়। ব্যাপ্তি। ভোজন।
কক্ষণি-লুট্-ভোজ্য। (ক্লী) অশ্ন।

স্থান বিশেষে অনেক প্রকার গাছ অশন বা আসন
নামে প্রসিদ্ধ। যথা—(Pterocarpus Marsupium)
ইহার মাড়োয়ারী নাম আসন। হিন্দী এবং উড়িয়াতে
ইহাকে পিয়াসাল কহে। ইহার গাছ অনেকটা বড় হয়।
উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বান্দা প্রভৃতির উত্তরে ইহা প্রচুর
জন্মে। উপরের কাঠ কটাবর্ণ, কালদাগযুক্ত, অত্যন্ত
কঠিন ও স্থায়ী। পাকা আসনকাঠে উত্তম পালিশ হয়।
ইহার ভিতরের কাঠে রক্তবর্ণ আটা আছে। কাঠ

ভিজিলে বা কাঁচা থাকিলে উহাতে পীতবর্ণ দাগ ধরে। ইহার কাঠে দোর, জানালা, কড়ী, নৌকা, পাড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। রেল-গাড়ীর স্লীপার নিৰ্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত ইহা বিস্তর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(*Terminalia tomentosa*) ইহাকে হিন্দীতে আসন কহে। ইহার বাঙ্গালা নামও আসন বা পিয়াসাল। পঞ্জাব, দক্ষিণ ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশে এই গাছ প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ইহার উপরের কাঠ কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ। ভিতরের কাঠ কটা-রক্তবর্ণ, কঠিন, তরঙ্গের মত কাল রেখাযুক্ত। ইহার কাঠ থাকিলে তাহাতে উত্তম পালিশ হয়। সচরাচর ইহাকে লোকে ‘কালী আসন’ কহে।

(*Populus ciliata*) ইহার পঞ্জাবী নাম সফেদা, আসন ইত্যাদি। সিমলা পাহাড়ে ইহাকে বেলুন কহে। নেপালীরা ইহাকে ‘বান্ধীকাঠ’ কহিয়া থাকে। ইহারও গাছ বড় হয়। কাঠ ধূসরবর্ণ, উজ্জল এবং কোমল।

(*Briedelia retusa*) ইহারও মাড়য়ারী নাম আসন। পঞ্জাবে ইহাকে পাণর কহে। অযোধ্যা, বাঙ্গালা, দক্ষিণ ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশে ইহা যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে। ইহার কাঠ ধূসরবর্ণ এবং তাহাতে উত্তম পালিশ হয়।

অশনপর্ণী (স্ত্রী) অশনস্ত পীতসালস্ত পর্ণমিব পর্ণমস্তাঃ। বহুব্রী। পর্ণাস্ত জ্ঞাতিৎ৭ উপ। আরোঢ়ীবৃক্ষ। রক্তনিয়া ঘাস। তাহার পাতা ঠিক আশনের মত, তাই উহাকে অশনপর্ণী কহে। (স্ত্রাদাতকঃ শীতলোপ বাজিতাশনপর্ণ্যপি। অমর)।

১০। পাককর্ণপর্ণপুষ্প ফলমূল বালোত্তরপদাচ্। পা ৪। ১। ৬৪। পাকাদি উত্তরপদযুক্ত জ্ঞাতিবাচক শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গ বিষয়ে উপ। হয়।

অশনা (স্ত্রী) অশনমিচ্ছতি অশন-ইচ্ছার্থে ক্যচ্ পৃ০ অশনায়ঃ ততঃ ক্রিপঃ সর্বাভাবঃ অকার যকারয়োৰ্লোপশ্চ। ভোজন করিবার ইচ্ছা। *। সুপ আশ্বনঃ ক্যচ্। পা ৩। ১। ৮। আশ্ব সধক্টি ইচ্ছা বৃক্ণাইলে সুবস্ত পদের উত্তর ক্যচ্ প্রত্যয় হয়। *। অশনায়োদন্ত ধনয়া বৃক্ষা পিপাসা গর্ভেবু। পা ৭। ৪। ৩৪। ভোজনেচ্ছা, পানেচ্ছা এবং গ্রহণ এই তিন অর্থে ক্রমাবয়ে অশনায়, উদন্ত এবং ধনায় এই তিন পদ ক্যচ্ প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

অশনায় (স্ত্র) অশনমিচ্ছতি অশন-ইচ্ছার্থে ক্যচ্ পৃ০

অশনায়। [অশনা শব্দে সূত্র দেখ]। ততঃ (অ প্রত্য-
য়াৎ। পা ৩। ৩। ১০২) ইতি অ প্রত্যয়স্ততঃ টাপ্।
ভোজনেচ্ছা। (চ্যুতাশনায়ঃ কলবহিভূত্যা। ভট্ট)।
অশনায়িত (ত্রি) অশনমিচ্ছতি অশন-ক্যচ্ পৃ০ অশনায়
কর্তরি ক্ত ইট্ অতো লোপঃ। ভোজনেচ্ছাযুক্ত। স্মৃতিত।
(স্ত্রী) ভাবে ক্ত ভোজনেচ্ছা।

অশনায়ুক (ত্রি) অশনাং ভোক্তুমিচ্ছাং যাতি প্রাপ্নোতি
অশনা-যা (মৃগযাদয়শ্চ। ১। ৩৭) ইতি কু আকার
লোপঃ ততঃ স্বার্থে কন্। ভোজনেচ্ছাযুক্ত।

অশনি (পুং স্ত্রী) অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি তেজসা বিখং অশ্নু
ব্যাপ্তো-(অস্তিস্থধুস্তস্তবিত্ত্যোহনিঃ। উণ ১। ১০১)
ইতি অনি। মেঘোৎপন্ন তেজ। (হাদিনী বজ্রমস্ত্রী স্ত্রাৎ
ইত্যাদি দন্তোহ্লিরশনিবয়োঃ। অমর)। ইজ্র। অনুযাজ।
ইজ্রের অস্ত্র। উকাবিশেষ। বিহ্বাৎ। অগ্নি। বিহ্বাদগ্নি।
চঞ্চল। (অশনিঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ স্ত্রাচ্চঞ্চলায়াঃ পবায়বপি।
মনোরমা)।

ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে লিখিত আছে যে, ইজ্র বৃত্তাস্ত্রকে
বধ করিবার নিমিত্ত দধীচি মুনির অস্থি গ্রহণ করিয়া
বিশ্বকর্মা দ্বারা অশনি নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

অশব্দ (পুং) নঞ তৎ। শব্দভিন্ন অর্থ। বাচ্য। (ত্রি)
নাস্তি শব্দো, বেদাদৌ বাচক শব্দো বা যন্ত। নঞ
বহুব্রী। শব্দহীন। বেদাদিতে বাচক শব্দ বর্জিত প্রধান।
অশরীর (ত্রি) নাস্তি শরীরং তদভিমানো বা যন্ত। নঞ
বহুব্রী। পরমাত্মা। শরীরের অভিমানশূন্য জীবমুক্ত গুরু
নারদাদি। দেহশূন্য। মীমাংসাক্ত দেবমাত্র। পরমেশ্বর।
অশরীরত্ব (স্ত্রী) অশরীরস্ত ভাবঃ স্ব। শরীর সঙ্কর রাহিত্য।
মোক্ষ।

অশরীরিন্ (ত্রি) ন শরীরি নঞ তৎ। দেহশূন্য ব্রহ্ম।
মীমাংসাক্ত দেবমাত্র। শরীরমুচ্চারয়িত্বেনাস্ত্যন্ত
ইনি নঞ তৎ। শরীরে অমুচ্চার্য আকাশের শব্দ।

অশর্ম্মন্ (স্ত্রী) বিরোধে নঞ তৎ। অসুখ। হুঃখ। (ত্রি)
নঞ বহুব্রী। সুখশূন্য।

অশাখা (স্ত্রী) নাস্তি শাখা যন্তাঃ। নঞ বহুব্রী। শূলীভৃগ।
(ত্রি) নাস্তি শাখা যন্ত। নঞ বহুব্রী। শাখাশূন্য বৃক্ষ।
যে গাছের ডাল নাই। যেমন—নারিকেল, তাল,
খেজুর, নেড়ালিঙ্গ প্রভৃতি।

অশাস্ত (ত্রি) ন শাস্তং বিরোধে নঞ তৎ। শাস্ত নহে।
হরস্ত। শাস্তিশূন্যহীন। শমতা রহিত।

অশাস্তি (স্ত্রী) অভাবে নঞ তৎ। শাস্তির অভাব। শমতার

অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। শমতাশূন্ত।
 অশাস্ত (ত্রি) ন শাস্তং নঞ-তৎ। অনিত্য। অস্তির।
 অশাসন (ক্ৰী) অভাবে নঞ-তৎ। শাসনের অভাব।
 (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। শাসনশূন্ত।
 অশাস্ত্র (ত্রি) শাস-বাহুল্যে গ্যৎ নঞ-তৎ। শাসন করিতে
 অশক্য। যাহাকে কোন রূপে শাসন করা যায় না।
 অশিক্ষিত (ত্রি) ন শিক্ষিতং বিরোধে নঞ-তৎ। শিক্ষা-
 শূন্ত। অবিনীত। গতিনৈপুণ্যহীন ঘোটকাদি।
 অশিত (ত্রি) অশ-কক্ষণি ক্ত। ভক্ষিত। কর্তৃরি-ক্ত। অশন
 দ্বারা তৃপ্ত। অশিতস্ববীনঃ ভাবে ক্ত (ক্ৰী)। ভক্ষণ।
 অশিত্র (পুং) অশ সংহর্তো- (অশিত্রাদিত্য ইত্রোক্ত্রৌ।
 উণ্ ৪। ১৭২) ইতি ইত্র। চোর। চোর। অশ্রুতে দেবৈ-
 র্কৃত্যতে অশ ভোজনে-কক্ষণি ইত্র। দেবভক্ষ্য চক্।
 অশিখিল (ত্রি) বিরোধে নঞ-তৎ। শিখিল নহে। দৃঢ়।
 অশিপদ (ত্রি) ন শ্লিপদঃ পদরোগ ভেদঃ বেদে পৃ ৯
 লোপঃ। নঞ-তৎ। শ্লিপদরোগের অভাব। (ত্রি)
 নাস্তি শ্লিপদো যন্ত। নঞ-বহুব্রী। শ্লিপদ নামক পাদ-
 রোগশূন্ত। অশিপদাঃ ভবন্ত। ঋক্ ৭। ৫০। ৪। শ্লিপদঃ
 নামরোগ বিশেষঃ। সারন।
 অশিমিদ (ত্রি) শিমিবধকন্ধ্যা শিমিং হিস্যাং দদাতি শিমি-
 দা-ক উপসং ততো নঞ-তৎ। অহিংসক। অশিমিদাঃ
 ভবন্ত। ঋক্ ৭। ৫০। ৪। শিমিবধকন্ধ্যা। অহিংসাপ্রদাঃ।
 সারন।
 অশির। অশির (পুং) অশ্রাতি সর্কহ ভুঙ্ক্রে অশ-
 (অশেনিৎ। উণ্ ১। ৫২) ইতি কিরচ্-ণিৎ পক্ষে বৃদ্ধিঃ।
 রাক্ষস। অশ্রাতি ব্যাপোতি বিশ্বম্। স্বৰ্ঘ্য। অগ্নি।
 (ক্ৰী) টাপ্-ব্যাপিকা ক্ৰী। (অশিরো রাক্ষসে বহা-
 বশিরন্তপনেহপি চ। বিশ্ব)।
 অশিরস্ (পুং) নাস্তি শিরো মন্তকমন্ত। নঞ-বহুব্রী।
 কবন্ধ। মন্তকহীন। (ত্রি) অগ্রশূন্ত। বা কপ্-অশিরস্।
 কবন্ধ। যাহার মাথা নাই।
 অশিরস্মান (ক্ৰী) শিরসা সহ স্তানমবগাহনং শাকং তৎ।
 স্ততো নঞ-তৎ। মাতা না ডুবাইয়া স্তান। গলা পর্যন্ত
 ডুবাইয়া স্তান বা গা-ধোয়া।
 অশিব (ক্ৰী) ন শিবং বিরোধে নঞ-তৎ। মঙ্গল নহে।
 (ত্রি) মঙ্গলযুক্ত নহে। উগ্র। নাস্তি শিবং কল্যাণমন্ত্যৎ।
 নঞ-বহুব্রী। অমঙ্গলযুক্তক। [অমঙ্গল শব্দ দেখ]।
 অশিশিষ্য (ক্ৰী) অশিত্বমিচ্ছা অশ-সন্ দ্বির্ভাব ইট্-ভাবে
 অ টাপ্-ভোজনেন্দ্ৰা। *। শিপুঙ্রজ্ঞশাং সনি। পা

৭।২।৭৪। শি, পুঙ্র, ঋ, অজ্ঞ, অশ এই সকল ধাতুর
 পরস্থিত সন্ প্রত্যয়ের র স্থানে ইট্ হয়। অশেনরিতো
 গ্রহণাদম্মাতে নির্নামিড়াগমোহন্তেব।
 অশিশু (পুং) ন শিশুঃ বিরোধে নঞ-তৎ। শিশু নহে।
 যুবা। কেহ কেহ বলেন আট বৎসর পর্যন্ত শিশু।
 অশিশু নয় বৎসর হইতে পনের বৎসর পর্যন্ত। (ত্রি) নাস্তি
 শিশুর্গন্ত। নঞ-বহুব্রী। শিশুরহিত। (ক্ৰী) অশিষী।
 শিশু রহিতা ক্ৰী। *। সখ্যশিষীতি ভাষ্যাম্। পা ৪।
 ১। ৬২। সখী এবং অশিষী এই দুই ভীন্ প্রত্যয়ান্ত
 শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। নাত্যঃ শিশুরহীতি অশিষী।
 বেদে 'অশিশু' এই প্রকার রূপই থাকে। ভাষ্যামিতি
 কিম্? অশিশুমিব মামরং শিশুরভিমন্ততে। (কাশিকা)।
 অশিষ্টে (ত্রি) ন শিষ্টং নঞ-তৎ। উপদিষ্ট নহে। যে উপ-
 দেশ পার নাই। যাহাকে শাসন করা হয় নাই। শিষ্টঃ
 সাধুঃ বিরোধে নঞ-তৎ। অসাধু। নাস্তিক। বর্ণসঙ্কর
 কারক ব্যভিচার বিশিষ্ট। যে সকল বর্ণের অম্মাদি ভক্ষণ
 করে। (অশিষ্ট ব্যবহারে দান প্রয়োগে চতুর্থার্থে তৃতীয়া।
 বার্তিক, পা ২। ৩। ২৩ সূত্রে)। অসব্যবহার বিষয়ে যদি
 দান পদের প্রয়োগ থাকে তবে চতুর্থীর অর্থে তৃতীয়া
 হয়। (দাত্তা সংযজ্ঞতে কামুকঃ। ধর্ম্মে তু ভাব্যায়ৈ
 সংযজ্ঞতি। সিং কোঁ)।
 অশিষ্ঠ (ত্রি) অশ্রাতি অশ ভোজনে অচ্। অতিশয়নে
 ইষ্টন্। অতিশয় ভোক্তা। (পুং) অগ্নি সকলই ভক্ষণ
 করে, ভজ্ঞন্ত অগ্নির নাম অশিষ্ঠ।
 অশিষ্য (ত্রি) শিষ্যতে শাস- (এতিস্বশাসনদৃষ্ণঃ ক্যপ্।
 পা ৩। ১। ১০৯) ইতি কক্ষণি ক্যপ্-আত ইষৎ বহুল
 শিষ্যং, ততো নঞ-তৎ। শাসনের অবিসর। যাহার
 প্রতি বা যদিষরে কোন নিরম করা হয় নাই। *। তদ-
 শিষ্যং সংজ্ঞাপ্রমাণত্বাৎ। পা ১। ২। ৫৩। (যুক্তবহ্যক্তি-
 বচনং ন কর্তব্যং সংজ্ঞানাহ প্রমাণত্বাৎ। সিং কোঁ)।
 পাপিনি প্রথমে একটা সূত্র করিয়াছেন যে, (লুপি যুক্ত-
 বহ্যক্তিবচনে। পা ১। ২। ৫১) প্রত্যয়ের লুপ্ হইলে
 প্রকৃতির লিঙ্গ ও বচন হয়। তাহার পর তদশিষ্যং
 ইত্যাদি সূত্র করিয়াছেন। উহার ভাষ্যার্থ এই যে,
 লুপ্ করিলে প্রকৃতির লিঙ্গ ও বচন হওয়ার শাসন
 অর্থাৎ নিয়ম থাকে না। কারণ সংজ্ঞাই তাহার প্রমাণ,
 অর্থাৎ পূর্বাচায্যোরা প্রত্যয়ের লুপ্ করিয়া যে সকল
 শব্দে প্রকৃতির ভাষ্য লিঙ্গ ও বহুবচন প্রয়োগ করিয়াছেন,
 সেই সকল শব্দই বহুবচনান্ত হইবে এবং সেই প্রকার

সাধিত পদের স্থলে যেখানে এক বচনান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন সেই খানেই এক বচনান্ত প্রয়োগ হইবে। অবশীমাং নিবাসো জনপদঃ অবন্তয়ঃ, এখানে এই রূপ বহুবচনান্ত হয়। আবার ব্রহ্মাবর্তানাং নিবাসো জনপদঃ ব্রহ্মাবর্তঃ, এখানে এই রূপ এক বচনান্তই প্রয়োগ হইয়া থাকে। তাই, কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস, মেঘদূতের মধ্যে ঐ উভয় প্রকার প্রয়োগ গ্রহণ করিয়াছেন। যথা,—‘প্রাপ্যাবন্তীন্’। পৃ. মেঘ.। ৩০। ইহা বহুবচনান্ত পদের নিদর্শন। ‘ব্রহ্মাবর্তঃ জনপদমখচ্ছায়য়া গাহমানঃ’। পৃ. মেঘ.। ৪৮। তৎপরে ব্রহ্মাবর্ত নামক জনপদে (দেশে) ছায়া দ্বারা অবনত হইয়া। ইহা এক বচনান্ত পদের নিদর্শন। তজ্জন্তু বিশ্বকোষের অবন্তি শব্দে এককর্তা বহুবচনান্ত জনপদশব্দ দেখাইয়া অবশেষে লেখা হইয়াছে যে, ইহার অর্থও দেখা যায়।

অশীত (ক্লী) ন শীতঃ বিরোধে নঞ-তৎ। উষ্ণস্পর্শ। যে বস্তু স্পর্শ করিলে উষ্ণ বোধ হয়। (ত্রি) কালভেদে নাস্তি শীতঃ যস্য। নঞ-বহুব্রী। শীতশূন্য। যাহাদের শীত গত হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রাচীন একটা শ্লোক আছে। যথা,—

অশীতান্তরবো মাঘে ফাল্গুনে পশুপক্ষিণঃ।

চৈত্রে জলচরাঃ সর্পে বৈশাখে নরবানরাঃ।

মাঘমাসে বৃক্ষ সকল শীত রহিত হয়, ফাল্গুন মাসে পশু ও পক্ষীগণের শীত যায়, চৈত্র মাসে জলচর জন্তু সকলের শীত থাকে না এবং বৈশাখ মাসে মানুষ ও বানরের শীত এককালে বিদূরিত হয়।

অশীতকর (পুং) অশীতঃ উষ্ণঃ করঃ করণো যন্ত। বহুব্রী। উষ্ণাংক। সূর্য্য। অশীতকরণ প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে প্রযুক্ত হয়।

অশীতম (পুং) অশ্মাতি অশ ভোজনে-সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ.। ৪। ১২৭। ইতি ইন্ ততঃ মতৃপ্। বেদে দীর্ঘঃ। ভোক্তার প্রধান, অগ্নি। যিনি সকলই ভোজন করেন।

অশীতি (স্ত্রী) অষ্টানাং দশতাম্ অশীতাবঃ তিঃ প্রত্যয়শ্চ। অষ্টো দশতঃ পরিমাণমন্ত। অশী সংখ্যা। অশী সংখ্যা বিশিষ্ট। (ত্রি) অশী সংখ্যা পরিমিত। চলিত কথায় অশীতিকে অশী কহে। *। পঙ্ক্তি বিংশতি ত্রিংশচ্ছা-রিংশং পঞ্চাশং ষষ্টিসপ্তত্যশীতিনবতিশতম্। পা ৫। ১। ৫৯। পংক্তি, বিংশতি, ত্রিংশৎ, চত্বরিংশৎ, পঞ্চাশৎ, ষষ্টি, সপ্ততি, অশীতি, নবতি, শত এই শব্দগুলি নিপা-

তনে দিক্ হয়।

অশীর্ষিক (ত্রি) নাস্তি শীর্ষঃ যন্ত। *। ত্রীহাদিত্যশ্চ। পা। ৫। ২। ১১৬। ইতি ঠন্। মস্তক রহিত। অস্ত্রশূন্য। **অশীল** (ক্লী) ন শীলং বিরোধে নঞ-তৎ। ছুঁইশীল। ছুঁইস্বভাব। (ত্রি) নাস্তি শীলং যন্ত। নঞ-বহুব্রী। শীলতাশূন্য। ছুঁশীল।

অশুচ্ (স্ত্রী) ন শুক্ অভাবে নঞ-তৎ। শোকে অশুভ। (ত্রি) নাস্তি শুগন্ত। নঞ-বহুব্রী। শোকশূন্য।

অশুচি (ত্রি) অভাবে নঞ-তৎ। অগ্নি নহে। আষাঢ় মাস নহে। শুক্ল বর্ণ নহে। কৃষ্ণ বর্ণ। শৃঙ্গার রস নহে। শৌচ শূন্য। অপবিত্র। (স্ত্রী) ভীপ্ অশুচী। অশুচি অর্থ। (ত্রি) কৃষ্ণবর্ণ যুক্ত। (ক্লী) অশুচের্ভাবঃ অশু অশৌচ। যাঞ। আশৌচ্য। অশুচিভাব। বা পূর্ব্বপদ বৃদ্ধি অশৌচ। অশুচিভাব। অশুচৌ ভবঃ (ত্রি) অশৌচ্য আশৌচ্য। যাহা অশৌচে জন্মিয়াছে।

অশুদ্ধ (ত্রি) ন শুদ্ধং বিরোধে নঞ-তৎ। শুদ্ধ নহে। দোষযুক্ত। অপবিত্র। কোন বিষয় নানা প্রকারে অশুদ্ধ হইতে পারে। কোন একটা পদ লিখিবার সময়ে ব্যাকরণাদি লক্ষণানুসারে বিহিত কার্য না করিলে তাহাকে ছুঁ বা অশুদ্ধ বলা যায়।

শাস্ত্র নির্ধিক কর্ম্মের অহুষ্ঠানের নাম দোষ। উক্ত দোষে দূষিত ব্যক্তি বা দ্রব্যকে ছুঁ বা অশুদ্ধ বলা যায়। যে দ্রব্য স্পর্শ করিলে স্নান না করিলে শুদ্ধিলাভ করা যায় না, তাহার নাম ছুঁ। তৎস্পর্শকারী ব্যক্তিকেও ছুঁ বা অশুদ্ধ বলিয়া থাকে। স্বাস্থ্যের অভাবে শারীরিক যে বাতপিত্তাদির দোষ জন্মে, তদ্বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ছুঁ বা অশুদ্ধ কহে। রজস্বলা হইলে স্ত্রীলোকেরা অশুদ্ধ হইয়াছে, এই রূপ কথিত হয়। বৃহস্পতি ও শুক্রের বার্কিক্য, অশু ও বাল্যাদিতে কাল অশুদ্ধ হয়। কোন একটা শব্দ লিখিতে লিপিকর প্রমাদ বা স্থলনাদি দোষ জন্মিলে তাহাকেও অশুদ্ধ কহে।

অশুদ্ধি (স্ত্রী) নঞ-তৎ। শুদ্ধির অভাব। দোষ। (ত্রি) নাস্তি শুদ্ধিযন্ত। নঞ-বহুব্রী। শুদ্ধিহীন। ছুঁ। অশুদ্ধ। **অশুভ** (ক্লী) নঞ-তৎ। অমঙ্গল। তৎসূচক মঙ্গলাদি পাপগ্রহ। অপবিত্র। (ত্রি) নাস্তি শুভং যন্ত। নঞ-বহুব্রী। অশুভবিশিষ্ট। (ক্লী) পাপ। যাত্রাকালে কাকাদির ডাক ও শূন্য কলসী প্রভৃতিও অশুভের মধ্যে পরিগণিত।

অশুভ (পুং) নঞ-তৎ। শুভ নহে। কৃষ্ণ। (ত্রি) কৃষ্ণবর্ণ।

অশ্বয় (ত্রি) ন শুভাতি ইণ্ডপদ্বাং কঃ। নঞ-তৎ।

অশেষক। বাহা শুক হয় না।

অশূন্য (ত্রি) নঞ-তৎ। অহীন। পূর্ণ।

অশূন্যশয়নব্রত (ক্লী) ন শূন্য শয়ন শয্যা যেন যশ্মাদ্বা।

নঞ-বহুব্রী। ব্রতবিশেষ। পুরুষ যে ব্রত করিলে তাঁহার শয্যা ভাষ্যশূন্য হয় না এবং স্ত্রীলোক যে ব্রত করিলে শয্যা পতিশূন্য হয় না। ভবিষ্য পুরাণে নিখিত আছে, বর্ষা-কালস্থ চাতুর্মাস্তের মধ্যে শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়াতে আরম্ভ করিয়া প্রতিকৃষ্ণদ্বিতীয়ার কাষ্টিক মাস পর্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত চারি বৎসরে সমাপন হয়। নিযতেস্ত্রিয় হইয়া এই ব্রত যে করিতে পারে তাহার শয্যাশূন্য হয় না।

অশূত (ত্রি) ন শূতং পক্ষম্। নঞ-তৎ। পক্ষ নহে। বিক্লিন্ন নহে। শ্রী-কৃত শূতম্। *। শূতং পাকে। পা ৬। ১। ২৭। নিজন্তু কিম্বা পিচ্ ভিন্ন শ্রা ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে ক্ষীর এবং হবিঃ বিষয়ে পাক অর্থে শ্রা ধাতুর নিন্য শূ ভাব হয়। অজ্ঞত্ব হয় না। যেমন, শ্রাণা যবাগুঃ, শ্রবিতা যবাগুঃ। কিন্তু ক্ষীর এবং হবিঃ থাকিলে, শূতং ক্ষীরম্, শূতং হবিঃ, এই রূপ হইবে।

অশেব (ত্রি) শীঙ্ স্বপ্নে-ইণ্ডাভ্যাং বন্। উণ্ ১। ১৫০। ইতি বন্। শেবমিতি স্থখনাম। (নিরুক্ত ১০। ১৭) ইত্যাদি ভাষ্যে। শিষ্যতেরূপাদিত্য বেত্তে। শেষতি হিনস্তি ক্লেশং, শেষয়তি বিশেষয়তি বা সাশ্রয়ম্। (নিরুক্ত)। নঞ-তৎ। অস্বথকর। ক্লেশকর। ব্যেতু দিহ্যদ্বিষাম্-শেবা। ঋক্ ৭। ৩৪। ১৩। দিহ্যদ্যুধমশেবাস্বথকরী। (সায়ন)।

অশেষ (পুং) অভাবে নঞ-তৎ। শেষাভাব। (ত্রি) নাস্তি শেষোহস্তো যন্ত। নঞ-বহুব্রী। শেষশূন্য। বাহার শেষ নাই।

অশোক (পুং) নাস্তি শোকো যস্মাৎ। নঞ-বহুব্রী। স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। কবির বর্ণন করিয়া থাকেন যে, অশোক বৃক্ষ স্ত্রীলোকের পাদাঘাত পাইলে পুষ্প প্রসব করে। ‘পাদাঘাতাদশোকঃ’ ইত্যাদি। কিন্তু এ বর্ণনের কারণ কি তাহা কিছুই স্থির করা যায় না।

অশোক চুর্ণোৎসবের নবপত্রিকায় লাগে। যথা—

কদলী দাড়িমী ধাতং হরিদ্রা মানকং কচুঃ।

বিবোহশোকোজয়ন্তীচ বিজ্ঞেয়া নবপত্রিকাঃ।

অশোকের ফুল রক্ত বর্ণ এবং পীতবর্ণ, সেই জন্ত তাহার বৃক্ষের নামও রক্তাশোক ও পীতাশোক। শাস্ত্র-

কারেরা লিখিয়াছেন, চৈত্র মাসের শুক্ল অষ্টমীতে আটটি অশোকের কলিকা ভক্ষণ করিলে আর শোক থাকে না। অশোকপানের মন্ত্র—

স্বামশোক হরাভীষ্ট মধুমাসসমুত্তমঃ।

পিবামি শোকসমুত্তমো মামশোকং সদা কুরু।

হে চৈত্রমাসকৃত শিবের ইষ্ট সাধন অশোক! আমি শোক সমুত্তম হইয়া তোমাকে পান করিতেছি, তুমি আমাকে সর্বদা শোকরহিত কর।

বকুলবৃক্ষ। (ক্লী) পারা। (স্ত্রী) কটুকবৃক্ষ। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। শোকশূন্য। (পুং) বিষু।

(Saraca indica)। অশোকের এই কয়েকটি পর্যায় দেখা যায়। শোকনাশ, বিশোক, বঞ্জুলক্রম, বঞ্জল, মধুপুষ্প, অপশোক, কঙ্কেন্নি, কেলিক, রক্ত-পল্লব, চিত্র, বিচিত্র, কর্ণপূর, সুভগ, দেহলী, তাম্র-পল্লব, রোগিতক, হেমপুষ্প, রামা, বামাশ্রিযাতন, পিণ্ডীপুষ্প, নটী, পল্লবক্র।

অশোক গাছ দেখিতে ঠিক নিচু বা নাগকেশর গাছের মত। বসন্তকালে ইহার ফুল ফুটে। ফুল থলো থলো, ঈষৎ গোলাপী বর্ণ এবং দেখিতে অনেকটা রঙ্গন ফুলের ন্যায়। ফুল প্রফুল্লিত হইলে ইহার সৌন্দর্য্যে জগৎ আলো করিয়া রাখে।

ভাব প্রকাশের মতে ইহার ছাল শীতল, তিক্ত এবং কষায়। ইহাতে তৃষ্ণা, দাহ, কৃমি, শোথ, এবং বিষ নষ্ট হয়। বৈদ্যেরা স্ত্রীলোকের রজোদোষে ইহার শুষ্ক ব্যবহার করেন।

অশোক ঘৃত—এক সের গব্যঘৃত প্রথমে মুছা করিয়া লইবে। তাহার পর কাথার্থ—অশোক ছাল অর্দ্ধসের, জল চারি সের, শেষ এক সের, ঘৃতের সঙ্গে পাক করিবে। চেলুনীর জল এক সের ঘৃতের সঙ্গে পাক করিবে। ছাগছত্র এক সের। কেণ্ডুরের রস এক সের, পৃথক পৃথক করিয়া ঘৃতের সঙ্গে পাক করিবে।

বঙ্গদ্রব্য—গুলঞ্চ, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, কঁাকলা, ক্ষীরকঁাকলা, মুগানী, মাষাগী, জীবন্তী, পিয়ালকাঠ, পুরুষফল, অশোকমূলের ছাল, কিস্মিন্, শতমূলী, কাটানটে মূলের ছাল, প্রত্যেক এক তোলা চারি আনা। জোঠমধু আড়াই তোলা, সমস্ত অন্ন কুটিয়া ঘৃতের সঙ্গে পাক করিবে। পাক শেষ হইলে নামাইয়া বংশলোচন এক তোলা উত্তম চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। তাহার পর রসায়ন, গোড়া নেমুর রসে মাড়িয়া শুক করিয়া

তাহার চূর্ণ ঘূতের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া রাধিবে।
মাত্রা ৥০ তোলা। জ্বীলোকদের রজোরোগে ইহা বিশেষ
উপকার করিয়া থাকে।

অবধৌতমতে, অশোকমূলের ছাল সোনার মালুীর
ভিতর পুরিয়া কোমরে ধারণ করিলে অর্শরোগ নিবা-
রণ হয়।

অশোকতীর্থ (ক্লী) অশোক নামক তীর্থ শাক. তৎ।
কাশীক্ষেত্রের অন্তর্গত তীর্থ বিশেষ।

অশোকত্রিাত্র (ক্লী) ত্রয়ো রাত্রয়ঃ সমাহৃতাঃ ত্রয়াণাং
রাত্রিণাং সমাহারঃ বা অচ্ সমা. ততঃ অশোকাখ্যং
ত্রিাত্রাং শাক. তৎ। নাস্তি শোকো যেন তাদৃশং
ত্রিাত্রাং বা। হেমাদ্রিরত্রত খণ্ডে ধৃত বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত
ব্রতাদ্ধ বিশেষ। অগ্রহায়ণ, জ্যৈষ্ঠ কিম্বা ভাদ্র মাসের
পূর্ণিমায় এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসরে উদ্‌যাপন
করিতে হয়। সেই দিন একবার ভোজন করা আব-
শ্যক। যথা নিয়মে এই ব্রত করিলে শোকভয় হয় না।
অশোকনৃপতি (পুং) মগধের রাজা বিশেষ। ইহার
অপর নাম কাকবর্ণ। ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে যে সকল
বুদ্ধবিহার আছে, তাহাতে 'প্রিয়দর্শী' এই প্রকার নাম
দেখা যায়। এ দিকে অশোকরাজ ভারতবর্ষের প্রায়
সকল স্থানেই বুদ্ধ বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন।
তজ্জন্তু কেহ কেহ অসুমান করেন যে, অশোক নৃপতি
এবং প্রিয়দর্শী একই ব্যক্তি।

প্রথম অশোক মগধের প্রথম রাজা। তাহার
পিতার নাম শিশুনাগ। অশোকের মাতা দৈশালী
রাজের নর্তকী ছিলেন। পরিশেষে মহারাজ তাহাকে
বিবাহ করেন। শিশুনাগ মৌর্য্যবংশীয় নৃপতিদের সেনা-
পতি ছিলেন। তিনি মৌর্য্যবংশীয় নৃপতিদিগকে বিনষ্ট
করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন।

দ্বিতীয় অশোকনৃপতি চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। খৃঃ ২৫৫
বৎসর পূর্বে তিনি রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন।
অশোকের সাহস, অধ্যবসায় এবং বীরত্বের তুলনা নাই।
তিনি ভারতবর্ষের স্ত্রমেরূ হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত পরা-
জয় করিয়াছিলেন। ২৫১ খৃঃ পূঃ তিনি বৌদ্ধ ধর্ম অব-
লম্বন করিয়া চারিদিকে ধর্মপ্রচারক পাঠাইতে
লাগিলেন। বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা বুদ্ধভঙ্গ এবং বোধিজ্ঞানের
শাখা লইয়া সর্বত্র ধর্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।
সিংহলদ্বীপে অশোকের পুত্র মহেন্দ্র এবং তাহার কন্যা
সদমিন্দ গিয়াছিলেন। এদিকে ব্রহ্মদেশে (সৌবর্ণভূমি)

সোনো এবং উত্তর ধর্মপ্রচার করিতে যান।

অশোকের নির্মিত বৌদ্ধমঠ ভারতবর্ষের প্রায়
সকল প্রধান প্রধান স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়।
তাহার মধ্যে মগধ, আলাহাবাদ, দিল্লি, গুজরাটের
অন্তর্গত গির্গার, উড়িষ্যার মধ্যে ধৌলী, পেশোয়ারের
মধ্যে কপূরদিগিরি, অমরাবতী, সাক্ষী প্রভৃতি স্থানের
বিহারগুলি অধিক প্রসিদ্ধ। ঐ সকল মঠের প্রস্তরে
পূর্ববিবরণ ক্ষোদিত আছে। কালক্রমে পাথর ক্ষয়
হওয়ায় এখন সকল স্থান পড়িতে পারা যায় না। কথিত
আছে তিনি সর্বসমেত ৮৪,০০০ বুদ্ধচৈত্য নির্মাণ করা-
ইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের অনেক নিয়ম ও উপ-
দেশ বাক্যও রচনা করেন।

খৃঃ পূঃ ২৫৫ অশোক রাজা হইয়া তিন বৎসর পরে
তিনি রাজগৃহ হইতে পাটলীপুত্রে তাহার রাজধানী
স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ইনি সেলিউকস্ নিকিত-
রের সমসাময়িক লোক। তিনি গ্রিক সেনাপতি আর্টি-
ওকস্কে যুদ্ধে পরাভূত করেন। ঐ জয় বিবরণ গিরি-
চৈত্রে ক্ষোদিত করা হয়। মিশর, সাইরিন, ম্যাসি-
ডোনিয়া প্রভৃতি স্থানে তিনি দূত পাঠাইয়াছিলেন।
২৩২ খৃঃ পূর্বে, ৪১ বৎসর রাজত্বের পর অশোকের
মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যু হইলে তৃতীয় জ্যেষ্ঠপুত্র ভদ্রসেন
রাজা হইলেন।

অশোকপূর্ণিমা (ক্লী) নাস্তি শোকো যয়া। নঞ বহুব্রী
ততঃ তথোক্তা পূর্ণিমা কস্ম বা পূর্বপদন্ত পুঙ্খভাবঃ।
ফাল্গুন পূর্ণিমা হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত কর্তব্য হেমা-
দ্রিরব্রতখণ্ড ধৃত বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রতাদ্ধ বিশেষ। এই
ব্রত ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় আরম্ভ করিয়া এক বৎসর
করিতে হয়। ইহাতে ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এই
চারি মাসের পূর্ণিমায় উপবাস করা আবশ্যক। আষা-
ঢ়াদি চারি মাসের পূর্ণিমায় কেবল জল খাইয়া থাকিতে
হয়। কাষ্টিকাদি চারি মাসের পূর্ণিমাতেও কেবল জল-
পান করিয়া পরিশেষে মাঘী পূর্ণিমায় ইহার উদ্‌যাপন
হইয়া থাকে।

অশোকরোহিণী (ক্লী) অশোক ইব রোহতি অশোক-
মারোহতি বা অশোক-রুহ-গিমি। কটুকা। কটুকী-
লতা। কটু। কটুঘরা। কটুরোহিণী।

অশোকবন্তী (ক্লী) নাস্তি শোকো বন্তাঃ। নঞ বহুব্রী
ততঃ কস্মধা পূর্বপদন্ত পুঙ্খভাবঃ। চৈত্র মাসের গুরুবন্তী।
চৈত্র মাসের কৃষ্ণ ও গুরুপক্ষের বন্তীতে বন্তী পূজা করিতে

হয়। তাহা করিলে আর শোক হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রীলোকেরা চৈত্র মাসের শুক্লষষ্ঠীতে বস্ত্রীপূজা এবং ছয়টা করিয়া অশোক কলিকা পান করিয়া থাকেন। উহাকেই অশোকবস্ত্রী বলা যায়।

অশোকা (স্ত্রী) নাস্তি শোকো হৃৎখং সেবনেন যন্তাঃ ।
নঞ-৬-বহুব্রী । কটুকা ; কটুকীলতা । চৈত্র শুক্লষষ্ঠী ।
অশোককানন । অশোকবন । লঙ্কাধীপে অশোক বৃক্ষের বন । রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া তাঁহাকে এই অশোক বনে রাখিয়াছিলেন ।

অশোকারি (পুং) অশোকোহর্য্যতে গম্যতে অনেন
ঋ গর্তো (সর্ধধাতুভ্য ঈন্ । উৎ ৪। ১১৭) ইতি ইন্
শুণঃ ততঃ ৬-তৎ । অশোকদায়ক । কদম্ববৃক্ষ ।

অশোকাষ্টমী (স্ত্রী) নাস্তি শোকঃ যন্তাঃ । নঞ-৫-বহুব্রী ।
ততঃ কন্দ্রধা পূর্নপদন্ত পুংস্তাবঃ । যদ্বা অশোকাখ্যা
অষ্টমী শাক-০-তৎ । চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমী । হেমাদ্রির ত্রতখণ্ডে লিঙ্গ পুরাণের একটা বচন যত হইয়াছে। তাহার অর্থ এই, পুনর্ক্সন নক্ষত্রযুক্ত চৈত্র মাসের শুক্ল অষ্টমীতে যে আটটা অশোক কলিকা পান করে, সে শোক প্রাপ্ত হয় না। ইহাতে অশোক কলিকা দ্বারা রুদ্র অর্চনার বিধান আছে।

যে দিবসে বেলা আড়াই প্রহরের সময়ে অষ্টমী থাকিবে সেই দিনে অশোক কলিকা পান বিধেয়। পুনর্ক্সন নক্ষত্রে ফলাধিক্য মাত্র। পুনর্ক্সন নক্ষত্রের যোগ না হইলে কেবল অষ্টমীতেই অশোক পান করিবে। পুনর্ক্সন নক্ষত্রযুক্ত চৈত্র মাসের শুক্ল অষ্টমীতে বৃষলমে ব্রহ্মপুত্র নদের জলে স্নান করা আবশ্যক। পৃথিবীতে যত ভীর্থ, নদী বা সাগর আছে, তাহার সকলেই ঐ তিথিতে ব্রহ্মপুত্র নদে আইসে। কাজেই তাহাতে স্নান করিলে সমস্ত পাপ দূর হয়। স্নানের মন্ত্র মথা,—

ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শাস্তনোঃ কুলনন্দন ।

অমোঘা গর্তুসমুত পাপং লৌহিত্য মে হয় ।

ঐ তিথিতে ব্রহ্মপুত্রে স্নানের নিমিত্ত বিস্তর যাত্রি গিয়া থাকে। তথাকার পুলিশ বিশেষ যত্নের সহিত যাত্রীদের রক্ষণাবেক্ষণ করে।

লৌহিত্য সরোবরে ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তজ্জন্তু উহার নাম লৌহিত্য। কালিকা পুরাণে আর একটা বিধান আছে যে, নিরতেজস্র হইয়া সমগ্র চৈত্র মাসে লৌহিত্যের জলে স্নান করিলে ব্রহ্মপদ লাভ হয়। বিষ্ণুর মতে বুধবারে পুনর্ক্সন নক্ষত্রযুক্ত চৈত্র শুক্ল অষ্ট-

মীতে সমস্ত নদীর স্রোতোজলে স্নান করিলে বাজপের যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে।

অশোচ (পুং) শুচ-অচ্-নঞ-তৎ । শোকাভাব ।

অশোচ্য (ত্রি) শুচ-কর্ম্মণি গ্যৎ । নঞ-তৎ । শোকানহ ।

যাহার উদ্দেশে শোক করিতে নাই। আশ্রয়্যাতী ।

অশোধন (স্ত্রী) অভাবে নঞ-তৎ । শোধনভাব । (ত্রি)

নাস্তি শোধনং যন্ত । নঞ-বহুব্রী । শোধনশূন্য ।

অশোধিত (ত্রি) শুধ-গিচ্-ক্ত ইট্-শুণঃ গিচ্-লোপঃ

ততঃ নঞ-তৎ । যাহা জলাদি দ্বারা ধৌত করা হয়

নাই। যে খণাদি পরিশোধ করা হয় নাই।

অশোভন (স্ত্রী) শুভ-ভাবে ল্যুট্-অভাবে নঞ-তৎ ।

মঙ্গলের অভাব। (ত্রি) কর্তরি ল্যু নঞ-তৎ । সুন্দর

নহে। কুৎসিত ।

অশোষ্য (ত্রি) শুষ্-গিচ্-গ্যৎ গিচ্-লোপঃ । নঞ-তৎ ।

শোষণ করিতে অশক্য। যাহা শোষণ করা যায় না।

অশৌচ (স্ত্রী) শুচৈর্ভাবঃ শৌচং ততো নঞ-তৎ । শুদ্ধির

অভাব। শুচিবেশের অভাব। স্মৃতিশাস্ত্র প্রসিদ্ধ বিহিত

কর্ম্মে অনধিকার সম্পাদক অন্ত্যাবস্থা।

নিকট জ্ঞাতিকুটুম্বাদির কাহারও মৃত্যু হইলে কিম্বা কাহারও পুত্র কন্যা জন্মিলে শরীর কিছু দিনের জন্য অশুদ্ধ থাকে। ইহাকেই আমরা সচরাচর অশৌচ বলি। চলিত কথায় ইহার নাম ‘অশুধ্’। অশুধ্, অশুদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ।

শাস্ত্রে দুই প্রকার অশৌচ নির্দিষ্ট হইয়াছে,—কাল-কৃত এবং বস্তুর স্বাভাবিক ধ্বংসকৃত। শরীরে ক্ষতাদি জন্মিলে যত দিন না তাহার উপশম হয়, সে পর্য্যন্ত দেহ অশুচি হইয়া থাকে। নিকট জ্ঞাতির কাহারও পুত্র কন্যা জন্মিলে কিম্বা কাহারও মৃত্যু হইলে কিছু দিনের জন্য শরীর অশুচি হইয়া থাকে। ইহার নাম কালকৃত অশৌচ। মলমূত্র, চাণ্ডালাদি জাতি ইহারো স্বভাবতঃ অশুদ্ধ।

জ্ঞাতির পুত্রকন্যা জন্মিলে যে অশৌচ হয় সচরাচর তাহাকে আমরা শুভ অশৌচ বলি। জ্ঞাতির মৃত্যু হইলে যে অশৌচ জন্মে তাহার নাম অশুভ অশৌচ।

অতি প্রাচীন কাল হইতে সকল দেশে সকল জাতিই গুরুজনের মৃত্যুর পরে কোন না কোন রূপে অশৌচ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। অশৌচের সময়ে অনেকে শোক প্রকাশের জন্য শোকহুচক পরিচ্ছদ পরিয়া থাকে। আমাদের দেশের হিন্দুরা পিতামাতার মৃত্যুর পরে

গলায় কাচা বাঁধিয়া থাকেন। অশৌচের সময়ে তাঁহার তৈলাদি মাখেন না, পায়ে জুতা ও মাথায় ছত্র দেন না এবং ক্ষৌরকর্ম করেন না। দিবসে কেবল হবিষ্যন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, রাত্রিতে অন্ন দুধাদি সেবন করেন। এই সময়ে ক্রীসংসর্গাদি সকল প্রকার সুখ-ভোগ নিষিদ্ধ।

প্রাচীন ইহুদীদের মধ্যে অশৌচকাল প্রায় সাত দিন থাকিত, কেহ কেহ ত্রিশ দিনও অশৌচ গ্রহণ করিতেন। অশৌচের সময়ে সকলে চুল কামাইয়া ফেলিতেন, কাপড় ছিড়িতেন, পায়ে জুতা দিতেন না, তৈল মাখিতেন না, স্নান করিতেন না; সকলেই সংযত হইয়া মুক্তিকায় শুইয়া থাকিতেন। গ্রিসদেশ বাসীরা ত্রিশ দিন অশৌচ লইতেন। তাহার মধ্যে কেবল স্পার্টানদের দশদিন অশৌচ গ্রহণের পদ্ধতি ছিল। অশৌচের সময়ে তাঁহার চুল কামাইয়া কৃষ্ণবর্ণ কাপড় পরিয়া থাকিতেন এবং কাহার সম্মুখে বাহির হইতেন না। রোমদেশে স্বামীর মৃত্যুর পর ক্রীলোকেরা এক বৎসর অশৌচ গ্রহণ করিতেন; কিন্তু পুরুষের অশৌচ কাল অল্প দিন থাকিত। অশৌচের সময়ে ক্রীলোকেরা শুভ বস্ত্র পরিয়া থাকিতেন এবং পুরুষের কৃষ্ণবর্ণ কাপড় পরিতেন। পূর্বে স্পেনবাসীরাও অশৌচের সময়ে শাদা কাপড় পরিয়া থাকিতেন। আজি কালি সাধারণ ইউরোপ-বাসীরা অশৌচের সময়ে কৃষ্ণবর্ণ কাপড় পরিয়া থাকেন, কেহ কেহ হাতে কাল কাপড় জড়াইয়া দেন এবং পত্র লিখিবার সময়ে চতুর্দিকে কাল রেখাযুক্ত কাগজ ও খাম ব্যবহার করেন। তুরস্ববাসীরা অশৌচের সময়ে বায়লেটবর্ণ কাপড় পরেন; চীনবাসীরা স্বেতবর্ণ; মিশর-বাসীরা হরিদ্রাবর্ণ; এবং ইথিওপিয়াবাসীরা কটাবর্ণ।

হিন্দুদিগের জনন ও মরণ অশৌচের নিয়ম এই রূপ,—সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত ভ্রাতৃগণের ১০ দিন; ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন; টৈবশের ১৫ দিন; শূত্রের এক মাস। চণ্ডাল, হাড়ী, মুচি প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতিরা ১০ দিন অশৌচ গ্রহণ করে।

অশৌচের কিছু দিন গত হইলে পর জাতি কুটুম্বরা যদি সেই সংবাদ পায় তবে তাহার অবশিষ্ট কয়েক দিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। মরণাশৌচ গত হইলে যদি এক বৎসরের মধ্যে জাতিরা সেই সংবাদ পায় তবে ত্রিরাত্র অশৌচ থাকে। এক বৎসরের পরে মরণাশৌচ শুনিলে সপিওগণ স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। কিন্তু

সম্বৎসর পরে পিতামাতার মৃত্যু সংবাদ পাইলে পুত্রের একদিন অশৌচ থাকে। এক বৎসর পরে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পাইলে ক্রীলোকের এক দিন অশৌচ হয়। দ্বিতীয় বৎসরে শুনিলে সদ্যঃ অশৌচান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু শুভ অশৌচ কিম্বা খণ্ডাশৌচ গত হইলে পর তাহা শুনিলে আর অশৌচ গ্রহণ করিতে হয় না।

দীক্ষাশুর মৃত্যুর পর ত্রিরাত্র অশৌচ হয়। বাহার নিকট বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করা যায় তাঁহার মৃত্যুতে অহোরাত্র অশৌচ।

সকল বর্ণের পক্ষে দশ পুরুষ পর্য্যন্ত জনন ও মরণ অশৌচ ত্রিরাত্র। চৌদ্দ পুরুষ পর্য্যন্ত পক্ষিণী। (পূর্ব-দিন এবং মধ্যরাত্রি ও পরের দিন, এই সময়ের নাম পক্ষিণী)।

জন্মনাম স্মরণ পর্য্যন্ত অর্থাৎ উভয় পূর্বপুরুষের নাম স্মরণ পর্য্যন্ত সকল বর্ণের এক দিন অশৌচ হয়; তাহার পর জাতিরা স্নান করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। মাতামহ মরণে ত্রিরাত্র।

মাসীতুতা ভাই, পিসীতুতা ভাই, মামাতুতা ভাই, ভাগিনেয়, পিতামহভগিনীপুত্র, পিতামহীভগিনীপুত্র ও পিতামহীভ্রাতৃপুত্র, দৌহিত্র ভগিনী, মামী, মাতুল, মাসী, পিসী, গুরুপত্নী, মাতামহী, এবং একগ্রামবাসী স্বশুরশ্বশুড়ী মরিলে পক্ষিণী।

মাতামহভগিনীপুত্র, মাতামহীভগিনীপুত্র, মাতামহীভ্রাতৃপুত্র ও একগ্রামবাসী স্বগোত্রব্যক্তি মরিলে অহো-রাত্র। পিতামাতার মরণে বিবাহিতা কস্তার ত্রিরাত্র অশৌচ। [বিশেষ বিশেষ কারণে বিশেষ বিশেষ অশৌচ কালের বিবরণ শুদ্ধিতবে দেখ]।

অশৌচের কাল গত হইলে সজ্জাতি হিন্দুরা পাক করিবার হাড়ী প্রভৃতি পরিত্যাগ করেন। মরণাশৌচের শেষ দিনে ক্ষৌরকর্মাদি করিতে হয়। জাতিরা গৃহ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে কিম্বা গ্রামের প্রান্তে ক্ষৌর কর্ম করেন। ক্ষৌর কর্মের পর স্নান করিয়া সকলে বাটীতে আসেন। পিতামাতার মরণাশৌচে পুত্রেরা এই দিন পুরক শিঙাদি দেন; শেষে ক্ষৌরকর্মের পর স্নানাদি করিয়া ক্রীলোকদের সঙ্গে গৃহে আসিয়া পূর্ণঘট এবং অন্নব্রজ-নাদি দর্শন করেন।

পূর্বকালে আর্যদের মধ্যে অশৌচান্তের দিন যে সকল ক্রিয়া চলিত ছিল, এখন আর তাহার কিছুই নাই। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ইহাকে ‘শাস্তিকর্ম’ বলিয়া

উল্লিখিত হইয়াছে। আশ্বলায়ন, ঋশানে এই ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। জ্ঞাতীদের মধ্যে জীপুরুষ সকলেই একত্রিত হইয়া রক্তবর্ণ বুধচন্দ্রের উপরে বসিতেন। ঐ চন্দ্রের মাথা পূর্বদিকে রাখিয়া সমস্ত চুলগুলি উত্তরদিকে ফিরান থাকিত। বুধচন্দ্রের বিবাহ মন্ত্র এই,—

আরোহত্যুর্জরসং গুণানা অহুপূর্বং যতমানা যতিষ্ঠ।
ইহ শুষ্ঠা সূজনিমা সুরক্সো দীর্ঘমায়ুঃ করতু জীবসে বঃ।
যথাহ্যাহুপূর্বং ভবন্তি যগন্তব ঋতুভিযন্তি কপূষাঃ।

যথান পূর্বমপরো জহাতোবা ধাতরায়ুঃ বি কল্পয়ৈষাং।

তোমরা দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, এই আয়ুষ্কর চন্দ্রে আরোহণ কর। এই চন্দ্রের সূজাত এবং সুরভূষিত অগ্নি তোমাদিগকে দীর্ঘমায়ুঃ দান করুন। দিনের পর যেমন দিন আসে, এবং ঋতুর পর ঋতু আসিয়া থাকে; যেমন জ্যেষ্ঠদিগকে কনিষ্ঠেরা পরিত্যাগ করে না; হে ধাতাঃ! সেই রূপে তুমি ইহাদের পরমায়ুঃ বৃদ্ধি কর।

তাহার পর মৃতব্যক্তির পুত্র অগ্নি জালিয়া বরণ-কাঠের স্কন্ধ দ্বারা চারিবার আহুতি দিতেন। পরে জ্ঞাতিরা অগ্নির উত্তর দিকে পূর্বমুখে দাঁড়াইয়া রক্তবর্ণ বুধস্পর্শপূর্বক একটা মন্ত্র পড়িতেন। শেষে জীলোকেরা, ‘ইমা নারীরবিধবাঃ’ ইত্যাদি (১) মন্ত্র পাঠপূর্বক চক্ষে কাজল পরিতেন। উক্ত কাজল (২) হিমালয় পর্বতের ত্রৈককুন্দ হইতে প্রস্তুত। উহা কুশের অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষে লাগাইতে হইত।

জীলোকদের চক্ষে কাজল দেওয়া হইলে সকলে বুধকে চালাইতে চালাইতে পূর্বাভিমুখে যাইতেন। যাইতে যাইতে এই রূপ মন্ত্র পড়িতে হইত,—

ইমে জীবা বি মূতৈরাববর্তিস্তুভুদ্রা দেবহতির্নো অন্য।

(৩) প্রাকোংগামা নৃতমে হসায় দ্রাবীয আয়ুঃ প্রতরায়
দধানাঃ।

ইহারা মৃতব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া

(১) বোধায়নের মতে শান্তিকর্মে চক্ষে কাজল লাগাইবার সময়ে ‘ইমা নারীরবিধবাঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র প্রযুক্ত হইত। অনুরূপ এবং অমৃ-মৃত্যু শব্দ দেখ।

(২) যশাঙ্গনৈককুন্দপ্রাতঃ হিমবৎসরি।

তেনামৃতস্ত স্লেহনারীতীর্জস্ব্যমসি। তৈঃ আ° ৬। ১০। ২।

(৩) ঋষেদের ১০ম মণ্ডলে ১৮ সূক্তে এই মন্ত্র আছে। এখানে তাহার কিঞ্চিৎ প্রভেদ দেখা যায়।

যাইতেছেন। আমাদের কল্যাণ, জয় ও আশ্বলাদের নিমিত্ত আমরা দেবতাদিগকে আশ্বান করি। আমরা দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়া পূর্বমুখে গমন করিতেছি।

এই রূপ মন্ত্র পড়িয়া জীলোকেরা সকলের আগে আগে গৃহে যাইতেন। মৃত ব্যক্তির পুত্র, শমীশাখা দ্বারা বুধের পদরেখা মুচিত্তে মুচিত্তে যাইতে থাকিতেন। তাহার পর অক্ষর্যু মন্ত্রপাঠ পূর্বক সকলের পশ্চাতে লোট দ্বারা বৃত্ত করিতেন। পরিধি সাজাইয়া তৎকালে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইত—

ইমং জীবন্ত্যঃ পরিধিং দধামি মা নোহুগাদপরো
অর্দ্ধমেতং।

শতং জীবন্ত শরদঃ পুরুচীতিরো মৃত্যুং দদ্যহে পর্বতন।

জীবিত ব্যক্তিদের জন্য আমি এই পরিধি দিতেছি; অর্দ্ধবয়সে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ অল্প কাহাকে যেন ইহা অতিক্রম করিতে না হয়। এই পর্বতাকার লোট দ্বারা মৃত্যুকে আড়ালে রাখিয়া আমরা যেন শত শত বৎসরকাল জীবিত থাকি। (শত বৎসর)।

অবশেষে সকলে গৃহে আসিয়া যবাগু ও ছাগমাংস খাইতেন।

অশৌচসঙ্কর (পুং) অশৌচায়োঃ সঙ্করঃ। ৬-তৎ। জনন এবং মরণ অশৌচের মধ্যে পুনর্বার জনন এবং মরণ অশৌচ ঘটিলে তাহাকে অশৌচসঙ্কর কহে। (শুদ্ধিতবে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে)।

অশৌচান্ত (পুং) অশৌচন্ত অস্তো যত্র। যে দিন অশৌচের কাল গত হয়। যেমন ব্রাহ্মণের দশমদিন, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিন ইত্যাদি।

অশৌর্য্য (ক্লী) অভাবে নঞ-তৎ। বীরত্বের অভাব। নঞ-বহুব্রী (ত্রি)। পরাক্রমশূন্য।

অশ্ম (ত্রি) অশ্মুতে ব্যাপ্রোতি অশ্মাতি বা অশ-নন্। ব্যাপক। ভোজনশীল। ব্যাপ্ত। (পুং) অশ্মরবিশেষ। সোমলতা ছেঁচিবার পাথর। মেঘ।

স্বহৃৎব্যমৃগো নান্দ্রো অতি যজুঃশ্রুত্যাৎ। ঋক্ ১।

১৭৩। ২। অশ্মো ব্যাপকঃ + অয়সিঙ্গ্রোহশ্মোহশন-শীলঃ। হোতৃশ্রুত ভ্রাতা মধ্যমো অন্ত্যশ্মঃ। ঋক্ ১। ১৬৪।

১। স চ অশ্মঃ সর্কজঃ ব্যাপ্তঃ। স্তবানশ্রুত। ঋক্ ২। ২০।

৫। অশ্মুতে স্বতেজসা সর্কঃ জগদিত্যশ্মঃ কশিদস্মরঃ।

অধর্য্যাবো বঃ স্বশ্মঃ। ঋক্ ২। ১৪। ৫। অশ্মাতি ভক্ষয়তি

প্রাণিজাতমিতি। অশ্মৈরব্যো বাটৈঃ পরিপূতঃ। ঋক্ ৮।

২। ২। অশ্মৈরশ্মতিপ্রাণিভিঃ। (সায়ন)।

অশু ব্যাপ্তৌ স্বা° আ°, অশ ভোজনে ক্র্যা° প°-
বাহু° নক্। উভাবপি ব্যাপ্তত আকাশমশ্রীতশ্চোদকন্,
একো বর্ষিতব্যমপরো বৃষ্টন্। (নিরুক্ত)। মেঘ।

অশ্রীতপিবতা (স্ত্রী) অশ্রীত পিবত ইত্যাচাতে যস্তাং
নিদেশক্রিয়ায়াম্, ময়ূরব্য° স°। ভোজন কর, পান কর,
এই রূপ আদেশ।

অশ্বক (পুং) অশ্বেব স্থিরঃ নিশ্চলস্তাং ইবার্থে কন্।
ঋষিবিশেষ। মহাভারতের মতে, ভারতবর্ষের দক্ষিণের
দেশবিশেষ। কিন্তু বৃহৎসংহিতার মতে, ঐ দেশ উত্তর
পশ্চিম দিকে অবস্থিত। কোন কোন মতে ভারতের
মধ্যস্থলে এই দেশ ছিল। (ঋগ্বেদাভিঃ কঃ। পা ৪।২।

৮° হৃত্রে)। অশ্বক। *। সাধাবয়বপ্রত্যগ্র্থ কলকটাস্থকা-
দিঞ°। পা ৪।১। ১৭০। সাধাবয়ব শব্দ এবং প্রত্যগ্র্থ
কলকট ও অশ্বক শব্দের উত্তর অপত্য ও তদ্দেশের রাজা
এই অর্থে ইঞ° প্রত্যয় হয়। অশ্বক-ইঞ° আশ্বকি।

অশ্বকদলী (স্ত্রী) অশ্বকৃতে অশ-মনিন্ কন্ধধ°। কাঠকদলী।
অশ্বকুট (পুং) অশ্বনি প্রস্তরে ধাতাদিকং কুটয়তি কুট-
অণ্। উপ° স°। বানপ্রস্থবিশেষ। ইহাঁদের উদুখল
প্রভৃতি নাই, ইহাঁরা প্রস্তরে ধাতাদি কুটিয়া থাকেন।
ঐ অর্থে ‘অশ্বকুটক’ শব্দও চলিত আছে।

অশ্বকেতু (স্ত্রী) অশ্বেব কেতুরস্তাঃ। ক্ষুদ্র পাষণভেদবৃক্ষ।
অশ্বগন্ধা (স্ত্রী) অশ্বান ইব গন্ধো লেশোহস্তাঃ। পৃষ্টি-
পর্ণী লতা।

অশ্বগর্ভ (পুং) অশ্বেব কৃতো গর্ভো যস্ত। মরকত।
হরিণগণি। অশ্বগর্ভজ শব্দও মরকত মণিকে বুঝায়।
অশ্বগুড় (পুং) অশ্বনির্মিতো গুড়ঃ। পাথরের গোলা।
পাথরের বাটুল।

অশ্বয় (পুং) অশ্বানং হস্তি হন্-টক্ (অমলুষ্য কর্তৃকে চ।
পা ৩।২। ৫৩)। পাষণভেদন বৃক্ষ। হাতাজুড়ী।

অশ্বজ (স্ত্রী) অশ্বনো জায়তে জন-ড। শিলাজতু। অশ্বেব
জায়তে। লৌহ।

অশ্বজতু (স্ত্রী) অশ্বনো জায়তে জন-তুন্ ডিচ্চ। শিলা-
জতু। ‘অশ্বজতুক’ এ প্রকার প্রয়োগও হয়।

অশ্বজাতি (স্ত্রী) অশ্বনো জাতিঃ সামান্যমন্ত। পান্না নামক
মণি বিশেষ। অশ্বান ইব জাতিরন্ত। রত্নমাত্র।

অশ্বদারণ (পুং) অশ্বানং দারয়তি দৃ-ণিচ্-ল্য। পাথর
বিধিবার অস্ত্র। ঢাকী।

অশ্বদ্ব্য (ত্রি) অতিশয়েন দ্যোততে বঙ্ লুক্ (হ্র্যতি
গমিচ্ছোতীনাং ধ্ব চ। বার্তিক, পা ৩।২। ১৭৮) ইতি

অভ্যাসে, (হ্র্যতিস্বাপ্যোঃ সস্তসারগম্। পা ৭।৪।
৬৬) ইতি সস্তসারগে বাহুলকাৎ ডু প্রত্যয়ঃ দ্ব্য আয়ু-
ধম্ অশ্ব ব্যাপকম্ অশ্বময়ং বা দ্ব্য যস্ত। ব্যাপ্ত আয়ুধ।
অশ্বময় আয়ুধ। বিদ্যামহসো নরো অশ্বদ্ব্যাবঃ। ঋক্
৫।৫৪।৩। অশ্বদ্ব্যাবো ব্যাপ্তায়ুধা অশ্বসারময়াযুধা
বা। (সায়ন)।

অশ্বান্ (পুং) অশ ব্যাপ্তৌ, অশ ভোজনে-(অশিশকিভ্যাং
ছন্দসি। উপ° ৪।১৪৬) ইতি মনিন্। পাষণ। পর্কৃত।
(ত্রি) ব্যাপক। অশ্বান্ শব্দ উৎকরাদি গণ মধ্যে পঠিত
হইরাছে, তজ্জন্তু চাতুরর্থিক বিষয়ে (উৎকরাদিভ্যচ্ছ।
পা ৪।২। ৯০) ইতি ছ প্রত্যয়ঃ। অশ্বীয়।

অশ্বান্ত (স্ত্রী) অশ্বনোহন্তোহন্ত। শক° পররূপত্বম্। অন্তভ।
মরণ। চুল্লী। অনবধি। ক্ষেত্র। ‘অশ্বন্ত’ এই প্রকার
রূপেরও ব্যবহার আছে।

অশ্বান্তক (স্ত্রী) অশ্বানম্ অন্তয়তি অন্ত-গিচ্-ধূল-শক°
পররূপত্বম্। চুল্লী। মল্লিকা আচ্ছাদন। দীপাধার, সেজ
আধারিয়া ইত্যাদি। (পুং) অশ্বোটকবৃক্ষ। অশ্বকুচাই।
ভূগবিশেষ। আউড়। আবুটা গাছ। অশ্বপত্র। কোবি-
দারক বৃক্ষ।

অশ্বান্ময় (ত্রি) অশ্বনো বিকারঃ ময়ট বেদে ন নলোপঃ।
পাষণময়। লৌকিক ভাষায় ‘অশ্বময়’ এই প্রকার রূপ
হইবে।

অশ্বাপ্প (স্ত্রী) অশ্বানঃ পুস্পমিব। শিলাজতু।

অশ্বভাল (স্ত্রী) অশ্বেব ভাজয়তি চূর্ণিতঃ করোতি। ভজ-
গিচ্-অণ্-পু° জকারন্ত লভ্ভম্। হামামদিস্তে। দ্রব্য চূর্ণ
করিবার পাত্র বিশেষ।

অশ্বভিদ্ (পুং) অশ্বানমুদ্ভিদ্য জায়তে। পাষণভেদী
বৃক্ষ। এই অর্থে অশ্বভেদী শব্দও প্রযুক্ত হয়।

অশ্বযোনি (পুং) অশ্বা যোনিরন্ত। মরকত মণি।

অশ্বর (ত্রি) অশ্বান্-চতুরর্থ্যাম্ র। প্রস্তর সম্বন্ধীয়। পাথু-
রিয়া। (অশ্বাদিভ্যো রঃ। পা ৪।২। ৮০)।

অশ্বরথ (পুং) অশ্বেব হর্ভেদো রথো যস্ত। ঋষিবিশেষ।

অশ্বরী (স্ত্রী) অশ্বানং রাতি রা-ক গোঁরা° ভীষ্। মুত্র-
কচ্ছুরোগবিশেষ। পাথুরী। যক্লং, প্যাংক্রিয়াস্ এবং
মূত্র বস্ত্রে পাথুরী জন্মিভে পারে। মলুষাভিন্ন, গোকর,
ঘোড়া, ভেড়া, শূকর, শশক প্রভৃতি অস্ত্রান্ত জন্তুরও
বৃক্কে পাথুরী জন্মে। তাহার পর মূত্রাহুপ্রণালী দিয়া
উহা মূত্রাশয়ে আসিয়া পড়ে। মূত্রাশয়ের ভিতরে ক্রমশঃ
উহা বড় হইতে থাকে। কখন কখন এক একটা বড়

পাথুরীর ওজন অর্দ্ধ সের পর্য্যন্ত হয়।

বৃককে পাথুরী জন্মিলে এই রূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, —কটিতে বেদনা, উপরে টিপিলে কিঞ্চিৎ কোমল বোধ হয়, প্রস্রাবের বর্ণ বিকৃত হইয়া থাকে; মূত্রতাগের সময়ে কখন কখন রক্ত বাহির হয় এবং শরীর ক্লশ ও অসুস্থ হইয়া পড়ে। বৃককের ভিতরেও কখন কখন পাথুরী অত্যন্ত বড় হয়। এরূপ অবস্থা ঘটিলে কুঁচকীর কাছে ফুলিয়া পাকিয়া উঠে। তখন অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা পাথুরী বাহির করিতে হয়।

বৃকক হইতে মূত্রাশুপ্রণালী দিয়া মূত্রাশয়ে পাথুরী আসিবার সময়ে রোগীর অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকে। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা হয়; প্রস্রাব পরিমাণে অল্প এবং রক্তসংযুক্ত থাকে; অঙ্কোবেবেদনা করে এবং উহা শুটাইয়া উপর দিকে উঠে। উরুর ভিতর দিকেও অত্যন্ত বেদনা হয়। কখন কখন এই অবস্থায় রোগীর বমন হইয়া থাকে।

মূত্রাশুপ্রণালী হইতে মূত্রাশয়ে পাথুরী আসিয়া পড়িলে রোগীর পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব ভাগ করিতে ইচ্ছা হয়, মূত্রপথে গুরুবাস্ত্র এবং কুঁচকিতে বেদনা করে; কখন কখন মূত্রপথের দ্বারে পাথুরী আসিয়া পড়িলে হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ হয়; পাথুরীর উগ্রতাতে সময়ে সময়ে রক্ত-মিশ্রিত মূত্রও বাহির হইতে পারে। বৃকক হইতে পাথুরী না নামিয়া প্রথম হইতেই মূত্রাশয়েও উহা জন্মে।

মূত্র যন্ত্রের পাথুরী অনেক প্রকার। তাহার মধ্যে ছয় রকম সচরাচর দেখা যায়। যথা—

১। ইউরেট্ অব্ এমোনিয়া। ইহা প্রায় শৈশবাবস্থায় হইয়া থাকে। এই পাথুরীর বর্ণ কাদার মত, উপর মসৃণ, কখন কখন দানাবৃত্ত। ফুকানলে কর্কশ শব্দ হয়; লিকর পোটাসী সহযোগে এমোনিয়া বাহির হয়; কার্বোনেট্ অব্ পোটাস বা সোডা সহযোগে গলিয়া যায়; ইউরিক অম্লের পাথুরী উহাতে দ্রব হয় না। এই জাতীয় পাথুরী অতি অরুচি দৃষ্ট হয়।

২। ইউরিক অম্ল বা লিথিক অম্লের পাথুরী। ইহা কটা রক্তবর্ণ। উপরিভাগ মসৃণ এবং কখন কখন দানাবৃত্ত। ফুকানলে বিকৃত হইয়া যায়, তখন উগ্র গন্ধ বাহির হয়, পরিশেষে দগ্ধ হইলে অল্প ভস্ম থাকে; পোটাস দ্রবে গলিয়া যায়; ঐ দ্রবে সিক্কান্ মিশাইলে খেতবর্ণ চূর্ণ অধঃপতিত হয়। এই জাতীয় পাথুরী সচরাচর দেখা যায়।

৩। অগ্জেলেক্ট্ অব্ লাইম। ইহা কটা কৃষ্ণবর্ণ, উপরিভাগ বন্ধুর; ফুকানলে বিকৃত হইয়া যায়; লবণ দ্রাবকে দ্রব হয়।

৪। ফস্ফেট্ অব্ লাইম্। পাণ্ডটে কটাবর্ণ। মসৃণ। ফুকানলে দ্রব হয় না। লবণায়ে দ্রব হইয়া যায়।

৫। এমোনিয়া ম্যাগ্নেসিয়ান্ ফস্ফেট্। প্রায় খেতবর্ণ। উচ্চনীচ। ফুকানলে এমোনিয়া নির্গত হয়। জল-মিশ্র লবণ দ্রাবকে ইহা দ্রব হয়।

৬। সিষ্টিক্ অক্সাইড। ইহা খেতবর্ণ। উপরিভাগ বন্ধুর। ফুকানলে ধূম নির্গত হইয়া যায়। জলমিশ্র লবণ দ্রাবকে দ্রব হয়।

মূত্রাশয়ে শলাকাখণ্ড কিম্বা অল্প কোন দ্রব্য পড়িয়া থাকিলে তাহারও চারিদিকে নানা প্রকার পদার্থ জন্মিয়া যায়। উহারও লক্ষণ পাথুরীর মত।

এলোপ্যাথী চিকিৎসা—এই রোগের চিকিৎসায় তিনটা উদ্দেশ্য সাধন করিতে হয়। ১ম—রোগীর বল-বৃদ্ধি ও যন্ত্রণা নিবারণ করা; ২—যেন নূতন পাথুরী আর না জন্মে এবং যেসকল পাথুরী জন্মিয়াছে তাহারাত্তাৎ যেন আর না বাড়িতে, পায়; ৩—মূত্রাশয় হইতে পাথুরী বাহির করা।

প্রথম উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত রোগীকে পুষ্টিকর লঘু পথ্য দিবে; কটিতে বেদনা থাকিলে বেলেডোনা পল-জায় তাহার অনেকটা উপশম হয়। মূত্রাশয় দিয়া রক্ত-প্রস্রাব হইলে টিক্সার গিল্ ১০ বিন্দু জলের সঙ্গে, অথবা ৫। ৬ গ্রেণ গেলিক এসিড সেবন করাইবে। বৃকক হইতে মূত্রাশুপ্রণালী দিয়া মূত্রাশয়ে পাথুরী নামিবার সময়ে অতিশয় যন্ত্রণা হয়। এই অবস্থায় উষ্ণজলে স্নান, যবমণ্ড, ৭ বিন্দু আফিমের অরিষ্ট সেবন প্রভৃতি ব্যবহার দ্বারা উপকার দর্শে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত পাথুরীর বিধানোপ-দানের অবস্থা বুঝিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। ইউরিক এসিড দ্রাব্যে নিরামিষ পথ্য প্রশস্ত। যবমণ্ডে বিলক্ষণ উপকার করে। যাহাতে নিত্য কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, এমন উপায় করা আবশ্যিক। এই প্রকারে পাথুরীতে আর ঔষধ বিলক্ষণ উপকারী। তাহার মধ্যে বাইকার্বো-নেট্ অব্ পটাশে পীড়ার অনেক উপকার হয়। লিকার পটাশও বিশেষ হিতকর। ফস্ফেট্যিক দ্রাব্যে নাইটো-মিউরেটিক দ্রাবক সেবনে পীড়ার প্রতীকার হয়। ইহাতে অধিক মানসিক চিন্তা করা কর্তব্য নহে। আগ্জেলিক্

এসিড অধিক্য ধাতুতে শর্করা সেবন করা বিধেয় নয়।
ইহাতেও নাইট্রোমিউরেটিক্ ড্রাবক উপকার করে।

৩—থাথুরী মৃত্যুশয়ের ভিতরে আসিয়া পড়িলে
কিছা মৃত্যুশয়ে পাথুরী জন্মিলে প্রথমে অনেক ক্ষণ প্রস্রাব
তাগ করিবে না। তাহার পর জোরে মূত্রতাগ করিলে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঙ্কর নির্গত হইতে পারে। পাথুরী বড় হইলে
অন্ত্রপ্রায়োগ করা আবশ্যক।

আমাদের দেশের বৈদ্যেরা বরুণছালের কাথ সেবন
করাইয়া থাকেন। ইহাতে পাথুরী গলিয়া যায়।

অশ্মরীষ্ম (পুং) অশ্মরীঃ হস্তি হন্-টক্। বরুণবৃক্ষ।

অশ্মরীহর (পুং) অশ্মরীঃ হরতি হ-অচ্। দেধান।

অশ্মবৎ (ত্রি) অশ্মা অন্ত্যত্র মতুপ্ মকারস্ত বকারঃ।

পাষণ বিশিষ্ট দেশ। অশ্মন ইব তত্র তন্ত্বেব ইতি বতি।
পাষণের স্থায় কঠিন।

অশ্মসার (পুং স্ত্রী) অশ্মনঃ সার ইব। লৌহ।

অশ্মহন্মন্ (স্ত্রী) হন্ততে অনেন হন্-মনিন্ হন্ম আয়ুধম্,

অশ্মনির্মিতং হন্ম। শাকং তৎ। লৌহ নির্মিত অস্ত্র।

দিবস্পর্ষাঘাতস্তেভিষুবমশ্মহন্মভিঃ। ঋক্ ৭।১০৪।৫।

অশ্মহন্মভিরশ্মসারভূতস্থায়সো বিকটৈরহননসাধনৈস্তে-
রাযুধৈঃ। (সায়ন)।

অশ্মাদি। (অশ্মাদিভ্যো রঃ। পা ৪।২।৮০ স্বত্রে)।

চাতুরথিক র প্রায়ের নিমিত্ত পাণিনি উক্ত শব্দ গণ
বিশেষ। অশ্মন্, যুথ, উষ, মীন, নদ, দর্ভ, বৃন্দ, শুদ,
থণ্ড, নগ, শিখা, কোট, পাম, কন্দ, কান্দ, কুল, গল্ল,
শুড়, কুণ্ডল, পীন, শুহ।

অশ্মার্ম (স্ত্রী) অশ্মকারকমর্ষ। পাথুরীরোগ।

অশ্মীর (পুং স্ত্রী) অশ্মাত্যস্ত ইরন্। পাথুরীরোগ।

অশ্মোথ (স্ত্রী) অশ্মনঃ উত্তিষ্ঠতি উৎ-স্থ-ক। শিলাজতু।

অশ্র (স্ত্রী) অশ্রুতে নেত্রম্ অশ-বাহ্ রক্। চক্ষুর জল।

অশ্রদ্ধধান (ত্রি) অশ্র-ধা-শানচ্। শ্রদ্ধাহীন।

অশ্রদ্ধা (স্ত্রী) অশ্র-ধা-অঙ্ (শ্রদ্ধারোরূপসর্গবদ্রুতিঃ।

পা ৩।৩।১০৬ স্বত্রে) অশ্রদ্ধা। নঞ-তৎ। অভক্তি।

অদ্রুত প্রত্যয়। নঞ বহুব্রী। শ্রদ্ধাশূন্ত।

অশ্রদ্ধেয় (ত্রি) অশ্র-ধা-যৎ। নঞ-তৎ। আদরের অযোগ্য।

অশ্রদ্ধভোজিন্ (ত্রি) শ্রদ্ধং ন ভুঙ্তে ভুজ-গিনি।

অশ্রুৎ পশুবৎ অসমর্থ সঃ। যে শ্রদ্ধার অন্ন ভক্ষণ
করে না।

অশ্রাদ্ধিন্ (পুং) শ্রাদ্ধং ভুক্তমনেন শ্রাদ্ধ-ইনি (শ্রাদ্ধমনেন
ভুক্তমনিষ্ঠনো। পা ৫।২।৮৫) ইতি শ্রাদ্ধী। নঞ-

তৎ। যিনি শ্রাদ্ধের অন্নাদি ভক্ষণ করেন নাই।

অশ্রাদ্ধেয় (পুং) নঞ-তৎ। শ্রাদ্ধের অযোগ্য। পিতার
গৃহে যে কত্থা অনুচাবস্থায় ঋতুমতী হয়, তাকে যে
বিবাহ করে, তাদৃশ ব্রাহ্মণ অশ্রাদ্ধেয় এবং অপাংক্তেয়।
অশ্রাস্ত (ত্রি) শ্রম-কর্ত্তরি ক্ত। নঞ-তৎ। শ্রমরহিত।
ক্রিয়াবিশেষণে ভাবে ক্ত (স্ত্রী) অবিশ্রাম। অনবরত।
নিত্য।

অশ্রি। অশ্রী (স্ত্রী) আ-শ্রি- (আঙি শ্রিহনিভ্যাং হ্রস্বশ্চ।

উণ্ ৪।১৩৭) ইতি ইণ্ হ্রস্বো ডিদ্ভাবশ্চ। গৃহাদির কোণ।

অশ্রাদির অগ্রভাগ।

অশ্রীক (ত্রি) নাস্তি শ্রীৰ্থস্ত। বহুব্রী বা ক্যপ্। শোভাশূন্ত।

অশ্রীর (ত্রি) ন শ্রীঃ অশ্রীঃ অন্ত্যার্থে র। কুৎসিত। অমঙ্গল।

অশ্রীরং চিৎ কৃণুথা। ঋক্ ৬।২৮।৬। অশ্রীরং চিৎ

অমঙ্গলমপি।; অশ্রীর ইব জামাতা। ঋক্ ৮।২।২০।

অশ্রীর ইব,—ন শ্রীরশ্রীঃ। তদন্ত্যাত্তীত্যশ্রীরঃ। মত্বর্থাযো

রঃ। শুটৈর্বিহীনঃ কুৎসিতঃ। (সায়ন)।

অশ্রু (স্ত্রী) অশ্রুতে ব্যাপ্রোতি নেত্রমদর্শনায় অশ- (জত্ৰা-

দয়শ্চ। উণ্ ৪।১০২) ইতি ক্ত নিপাতাতে। অথবা

অশ-ডুন্ ক্রট্ চ (অশ্রাদয়শ্চ। উণ্ ৫।২৯)। চক্ষুর

জল। 'অক্ষ' এই প্রকার দন্ত্যসকারও হয়।

অশ্রুত (ত্রি) নঞ-তৎ। যাহা শুনা যায় নাই।

অশ্রুপাত (পুং) ৬-তৎ। ক্রন্দন। চক্ষুর জল ফেলা।

অশ্রুমুখ (ত্রি) অশ্রুপূর্ণং মুখং যন্ত। নেত্রজলপূর্ণ মুখযুক্ত।

অশ্রেয়ন্ (ত্রি) ন শ্রেয়ান্। হীনতর। অকল্যাণ।

অশ্রোত (ত্রি) নঞ-তৎ। শ্রুতিবিরুদ্ধ।

অশ্রিষ্ট (ত্রি) নঞ-তৎ। অসঙ্গত। অসম্বন্ধ। শ্লেষশূন্ত কাব্য।

অশ্রীক (ত্রি) নাস্তি শ্রীৰ্থস্ত ক্যপ্ রেফস্ত লকারঃ। শ্রীনাশক।

অশ্রীল (স্ত্রী) শ্রিয়ং লাতি গৃহ্নাতি লা-ক রেফস্ত লকারঃ।

শ্রীরস্ত্যস্ত (সিদ্ধাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭) ইতি লচ্

বা। পূর্ববৎ রেফস্ত লভ্য়ম্। নঞ-তৎ। যে বাক্যে

লজ্জার উদয় হয়। গ্রাম্যভাষা। কাব্যের দোষবিশেষ।

বিদ্যাসুন্দরের অনেক স্থান অশ্রীল দোষযুক্ত। পাঁচালীর
খেঁউড় অতিশয় অশ্রীল।

অশ্লেষা (স্ত্রী) ন শ্লিষ্যতে আলিঙ্গতে পিত্রাদিভির্ষত্রোৎ-

পন্নঃ শিশুরাবগ্নাসং শ্লিষ-ষঞ। নঞ-তৎ। সাতাইশ নক্ষ-

ত্রের অন্তর্গত নবম নক্ষত্র। ইহা চক্রাকার ও ষড়্ নক্ষত্র-
স্বক। সর্প ইহার অধিদেবতা। অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্ম

গ্রহণ করিলে মানুষ চুষ্ট ও লোকের উৎপীড়ক হয়।

অশ্লেষা নক্ষত্রে পুত্র জন্মিলে ছয় মাস পর্যন্ত তাহার

মুখ দেখিতে নাই, তজ্জন্ত ঐ নক্ষত্রের নাম অশ্লেষা।
 অশ্লেষাজ (পুং) অশ্লেষা নক্ষত্রে জায়তে জন-ড। ৭-তং।
 কেতুগ্রহ। ‘অশ্লেষাভব’ শব্দেও কেতুগ্রহকে বুঝায়।
 অশ্লেষাশাস্তি (স্ত্রী) অশ্লেষায়াং জনননিমিত্তা শাস্তিঃ।
 শাকং তং। অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্ম নিমিত্ত শাস্তিকর্ম।
 অশ্ব (পুং) অশ্বুতে ব্যাপ্রোতি অশ্বানং অশ- (অশুপ্রশিলটি-
 কণিখটিবিশিভাঃ কন্। উণ্। ১। ১৪৯) ইতি ক্লন্। অশ্বা-
 তেৰী বাহুলকাৎ। অশ্বু বতে হশ্বানং মহাশনা ভবন্তীতি
 চ। (নিরু)।

ঘোটক। অশ্বশব্দের এই কয়েকটা পর্যায় দেখা
 যায়,—পীতি, পীতী, বীতি, ঘোট, ঘোটক, তুরগ,
 তুরঙ্গ, তুরঙ্গম, বাজী, বাহ, অর্কী, গন্ধর্ব, হয়, সৈন্ধব,
 সপ্তি। নিরুক্তে অশ্বশব্দের এই ২৬টা নাম লিখিত হই-
 যাচ্ছে—অতাঃ, হয়ঃ, অর্কী, বাজী, সপ্তিঃ, বহিঃ, দধিক্রাঃ,
 দধিক্রাবা, এতথা, এতশঃ, গৈষঃ, দৌর্গাহঃ, ঔচৈঃ-
 শ্রবসঃ, তাক্ষ্যঃ, আশুঃ, ব্রহ্মঃ, অরুণঃ, মাংসচত্বঃ, অব্য-
 থয়ঃ, খেনাসঃ, স্থপর্ণাঃ, পতঙ্গাঃ, নরঃ, হব্যর্ধ্যাপাম্,
 হংসাসঃ, অশ্বাঃ।

কোন অশ্ব কোন দেবতার, নিরুক্তে তাহারও
 নির্দেশ করা হইয়াছে। ১—হরী ইন্দ্রস্ত। ২—রোহিতো-
 হস্বেঃ। ৩—হরিত আদিত্যস্ত। ৪—রাসভাবশ্বিনোঃ।
 ৫—অজাঃ পুষঃ। ৬—পৃষতো মরুতাম্। ৭—অরণ্যো
 গাব উষসঃ। ৮—শ্রাবাঃ সবিতুঃ। ৯—বিশ্বরূপা বৃহ-
 স্পতেঃ। ১০—নিবৃত্তো বায়োঃ।

(১) ইন্দ্রের অশ্বের নাম হরি। (সোমপানাদিক্রি-
 য়ায়াঃ সাধনাত্মাৎ)।

(২) অগ্নির রোহিত। (নিত্যপক্ষে আলা অশ্বা
 ব্যাপ্তিমত্যাঃ)।

(৩) আদিত্যের হরিত। (হরিতবর্ণা রশ্ময়ঃ প্রাতরা-
 দিত্যস্ত)।

(৪) অশ্বিনীকুমারের রাসভ। (অশ্বিভোগ কালে
 রাসভবর্ণঃ, তৎকালোচিতেন শ্রামলেন বর্ণনায়ং
 ব্যপদেশঃ)।

(৫) পুষার অজ। (অজা অজনাৎ। পুষঃ কালে
 রশ্ময়ো গচ্ছন্তি)।

(৬) মরুতের পৃষভীগণ। (প্রাবৃষি সর্বতঃ পৃষতো
 বিচিত্রা মেঘমালা মরুতাম্)।

(৭) উষসের অরুণী গো। (উষসঃ কালে তমোহভি-
 ভবে অরুণিমায়ামাগস্তাঃ)।

(৮) সবিতার শ্রাম। (সবিতুঃ কালে শ্রামবর্ণা
 ভবন্তি)।

(৯) বৃহস্পতির বিশ্বরূপ। (চন্দ্রাংসি বৈ বিশ্বরূপাণি)।

(১০) বায়ুর নিবৃত্ত। (অপ্-প্রবৃত্তৌ তৃণপর্ণানাম-
 বাদেঃ সশ্চরণান্নিশ্রণান্নিযুতঃ)।

অমৃতাদি সপ্তস্থান হইতে ঘোড়ার উৎপত্তি হইয়াছে,
 তজ্জন্ত অশ্বোৎপত্তিস্থান বলিলে সপ্তসংখ্যাকে বুঝায়।
 রতিশাস্ত্রানুসারে অশ্বজাতীয় পুরুষ। তাহার লক্ষণ,—
 কাষ্ঠতুল্য দেহ, ষষ্ঠ, নির্ভয়, মিথ্যাবাদী, দরিদ্র এবং
 ছাদশাস্ত্রল মেটুযুক্ত।

ঘোড়া কোন স্থানের আদিম জন্তুসে বিষয়ে অনেক
 মতভেদ দেখা যায়। বেদে ঘোড়ার কথা উল্লিখিত
 আছে। অতএব পূর্বে হইতেই আসিয়ার নানা স্থানে
 ঘোড়া পাওয়া যাইত এবং আর্থোর রথাদিতে ঘোড়া
 যুত্বিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন,
 আফ্রিকা ঘোড়ার আদিম বাসস্থান এবং মিশরের লোক
 প্রথম ঘোড়া পুষিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আসিয়া,
 ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকায় বহুকালের মৃত
 ন্যামথ এবং গড়ারের অস্থির সঙ্গে ঘোড়ার অস্থিও
 দেখিতে পাওয়া যায়। কলম্বুস যে সময়ে আমেরিকা
 আবিষ্কার করেন, তখন সেখানে ঘোড়া ছিল না।
 তাই অস্থি দেখিয়া বোধ হয়, অতি পূর্বকালে আমে-
 রিকায় ঘোড়া ছিল, পরে কলম্বুসের সময়ে তথাকার
 অশ্বজাতি বিনষ্ট হইয়া থাকিবে। ইউরোপীয়েরা আমে-
 রিকায় ঘোড়া ছাড়িয়া দিলে এখন সেখানে বিস্তর বন্ত
 ঘোড়া জন্মিয়াছে।

স্থানভেদে ঘোড়ার আকৃতি ও বর্ণ নানা প্রকার।
 কোন কোন ঘোড়া বড়, আবার কোন কোন ঘোড়ার
 আকার ছোট। সচরাচর অন্ন রক্তবর্ণ, এবং খেত ও
 কৃষ্ণবর্ণের ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়া,
 আরব, এবং বার্বারির ঘোড়াই অধিক প্রসিদ্ধ। কচ্-
 দেশের ঘোড়া মধ্যমাকার। ব্রহ্মদেশের ঘোড়া থর্ব।
 অশ্বজাতি নাট্রেই বলবান, কষ্টসহিষ্ণু, বুদ্ধিমান এবং
 প্রভুতন্ত। আরবের ঘোড়া এই সকল গুণের জন্ত
 অধিক বিখ্যাত।

পূর্বে আর্থোর ঘোড়া কাটিয়া বন্ধ করিতেন।
 উহার নাম অশ্বমেধ। বন্ধ সমাপ্ত হইলে ষাঙ্জিকেরা
 উহার ছত্রের বসা এবং মাংস দিয়া হোম করিতেন ও
 ক্রিয়দংশ মাংস ভক্ষণও করিতেন। এখন কোন কোন

দেশের লোক ঘোড়ার মাংস খাইয়া থাকে। ফ্রান্স দেশে ইহার বিলক্ষণ চলন হইয়াছে। লণ্ডনে বিড়াল এবং কুকুরের খাদ্যের জন্য ইহার মাংস বিক্রীত হয়। অনেক জাতি ঘোড়ার ছুঁও খাইয়া থাকে। ক্যান্সকেরা ঘোড়ার ছুঁও হইতে এক প্রকার স্রাব প্রস্তুত করে। ঘোড়ার কেশর ও বাল্যাক্ষিতে পাখী ধরিবার ফাঁস, ছাঁকন, পাপোষ এবং এক প্রকার কাপড় প্রস্তুত হয়। ইহার চর্ম দ্বারা মেজ আবৃত করা হইয়া থাকে।

অশ্বশালা শুষ্ক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। ঘরের মধ্যে যাহাতে উত্তম রূপে বায়ু খেলিতে পারে এ রূপ ব্যবস্থা করিবে। ছোলা, যব, গম, যবের ও গমের ভূবি এবং শুষ্ক ঘাস ঘোড়ার প্রধান খাদ্য। আমাদের দেশের ধনী লোকেরা ঘৃত, চিনি এবং গুড়ও ঘোড়াকে খাইতে দেন। ডাকপুরুষের বচনামুসারে ঘোড়া ৬০ বৎসর বাঁচিয়া থাকে। পোষা ঘোড়া ৩০, ৩৫ এবং ৪০ বৎসর জীবিত থাকিতে দেখা যায়।

ঘোড়া চতুষ্পদ জন্তু। শরীরের পরিমাণামুসারে গাধার চেয়ে ইহার কান ছোট। ঘাড় এবং লাম্বুলে পুচ্ছ আছে। ইহাদের খর ঘোড়া। চারি পায়েরই হাঁটুর উপরে ভিতর দিকে অস্থিময় চিহ্ন আছে। তাই লোকে এই রূপ বিশ্বাস করে যে, পূর্বে ঘোড়ার পক্ষ ছিল। সেই পক্ষ এখন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কেবল তাহার স্থানে কটাবর্ণ দাগ আছে। প্রাচীন লোকে পক্ষিরাজ ঘোড়ার গল্পও করিয়া থাকেন। পক্ষীরাজ ঘোড়ার পালক আছে, উহার শূন্যে উড়িতে পারে। অশ্বজাতি দাঁড়াইয়া ঘুমাইয়া থাকে।

আইন আকবরীতে ঘোড়াকে সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে;—আরবী, পারসী, মুজন্ননী, তুর্কী, যাবু, তাজী এবং জংলা। ছোট ছোট ঘোড়াকে সচরাচর আমরা টাট্টু বলিয়া থাকি। ঘোড়া, পা উচ করিয়া দীর্ঘভাবে চলিলে তাহার নাম টাপ্। পা শুটাইয়া ধীরে ধীরে চলিলে তাহাকে কদম কহে। পিঠ ভুলাইয়া ছুটিলে তাহার নাম ছুধী। লোহার ক্রস্ দিয়া ঘোড়ার গা পরিষ্কার করিতে হয়। ঘোড়ার খুরে লৌহময় নাল বাধাম থাকে, তাহাতে ছুটিবার সময়ে পায়ের আঘাত লাগে না। ঘোড়ার পিঠে বসিবার যে আসন থাকে তাহার নাম জিন। জিন চর্ম বা বস্ত্রে নিষ্পিত। জিনের দুই পার্শ্বে পা রাখিবার রেকাপ বুলিয়া থাকে। ঘোড়ার মুখের লাগাম টানিয়া ইঙ্গিত করিলে উহাকে ইচ্ছামত

চালান যায়। পূর্বে স্তজাতিরাই রথের অশ্ব চালাইত। নলরাজ অশ্ববিদ্যায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। (মহা০ বন০)। ‘অশ্বের শিক্ষায় নল বিপক্ষে অনল’। (ভারতচন্দ্র)।

অশ্বাতি সর্কম্ অশ-কন্। অগ্নি বিশেষ। অশ্বুতে ব্যাপ্পোতি (ত্রি)। ব্যাপক। (পুং) যজুবংশীয় চিত্রকের পুত্র।

।*। অশ্বাদিত্যঃ ফঞ। পা ৪।১।১০০। গোত্র ও অপত্য অর্থে অশ্বাদি শব্দের উত্তর ফঞ হয়। আশ্বায়ন। অশ্বের গোত্রাপত্য।

কুমুদাদিত্যচ্ ঠক্ চ। (পা ৪।২।৮০ সূত্রে)। অশ্বিক। অশ্বিক। ঘোড়ার নিকটস্থ দেশাদি।

অশ্বেন চরতি পর্পা০ ঠন্। অশ্বিক। ঘোড়ার দ্বারা গমনকারী। কুংসিতোহশ্বঃ কঃ। অশ্বক। ইব প্রতিকৃতো ক। অশ্বানাং সমূহঃ ছ। অশ্বীয়। অশ্বস্ত পাদা ইব পাদৌ অস্ত অশ্বপাদ। এখানে অশ্ব শব্দ হস্তাদি ভজ পাদ শব্দের অন্ত লোপ হয় নাই।

অশ্বকন্দা। অশ্বকন্দিকা (স্ত্রী) অশ্বস্ত গন্ধঃ ইব গন্ধঃ কন্দে যন্তাঃ। বহুব্রী বা কাপ্। অশ্বগন্ধা বৃক্ষ।

অশ্বকর্ণ (পুং) অশ্বস্ত কর্ণ ইব পত্রং যন্ত। শাল বৃক্ষবিশেষ। লতাশাল। ইহার অপর পর্যায় জরণক্রম, তার্ক্যপ্রসব, শস্ত্রসম্বরণ, ধন্ত, দীর্ঘপর্ণ, কুশিক, কোশিক। ‘অশ্বকর্ণক’ শব্দও উক্ত অর্থে প্রযুক্ত হয়। ৬তৎ। ঘোড়ার কান।

অশ্বকিনী (স্ত্রী) অশ্বস্ত কং মুখং তৎসদৃশাকারোহন্ত্যস্ত ইনি স্ত্রীস্বাং ভীপ্। অশ্বিনী নক্ষত্র।

অশ্বক্রন্দ (পুং) দেবসেনাপতি বিশেষ।

অশ্বখরজ (পুং) অশ্বশ্চ খরী চ, অশ্বা চ খরশ্চ বা, তাভ্যাং জায়তে পুংবস্তাবঃ। খচর।

অশ্বখুর (পুং) অশ্বস্ত খুরমিব অশ্বকৃতিস্ত। নথী।

অশ্বগন্ধা (স্ত্রী) অশ্বস্ত গন্ধ ইব গন্ধো মূলে যন্তাঃ। বৃক্ষ বিশেষ। (Withania somnifera)। অশ্বগন্ধার অপর পর্যায়,—হরগন্ধা, বাজিগন্ধা, অশ্বগন্ধিকা, বলা, তুরগ-গন্ধা, কঙ্কুকা, অশ্বাবরোহিকা, কঙ্কুকাঠ, অবরোহিকা, বারাহকণী, বাতরী, শ্রামলা, কামরূপিনী, কালা, প্রিয়-করী, গন্ধপত্রী, হরপ্রিয়া, বরাহপত্রী।

বৈদ্যশাস্ত্রমতে ইহা কটু, উষ্ণ, তিক্ত, বলকর, শুক্র-বুদ্ধিকারী; ইহাতে বায়ু, কাশ, শ্বাস, ক্ষয়, ব্রণ, জরা প্রভৃতি নষ্ট হয়।

এই গাছ ভারতবর্ষের উষ্ণ ও শুষ্ক স্থানে জন্মে। ইহা বাজালায় কচিং দেখিতে পাওয়া যায়। সচরাচর

ইহার পরিবর্তে আড়শ্ গাছ ব্যবহৃত হয়। অনেকের মতে অশ্বগন্ধা এবং আড়শ্ একই গাছ।

অশ্বগন্ধার মূল বলকর, ধাতুপরিবর্তক ও শুক্রবৃদ্ধিকর। ইহা ক্ষয়কাশ, শিশুদের দৌর্দল্যরোগে এবং বাতের পীড়ায় বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহাতে প্রস্রাব ও নিদ্রা হয়। পৃষ্ঠাবাত, পুরাতনক্ষত এবং কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে ইহার পাতা ও ছালের প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। অস্থি ভাঙ্গিয়া গেলে কিম্বা বাতের পীড়ায় গ্রন্থি কন্ কন্ করিলে অশ্বগন্ধার প্রলেপে যন্ত্রণা নিবারণ হয়। ইহার কল মূত্রকর। ইহাতে অশ্বগন্ধা তৈল, অশ্বগন্ধা ঘৃত প্রভৃতি নানা প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয়।

অশ্বগন্ধাঘৃত।—গব্য ঘৃত ৪ চার সের প্রথমে মুছাই করিয়া লইবে। পরে কাথার্থ—অশ্বগন্ধার মূলের ছাল ১২।। সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সের, সিদ্ধ করিয়া শেষ ১৬ সের; ছাগদুগ্ধ ১৬ সের; ছাগমাংস ২৫ সের, জল ১২৮ সের, সিদ্ধ করিয়া শেষ ৩২ সের; এই সকল দ্রব্য পৃথক পৃথক করিয়া ঘৃতের সঙ্গে পাক করিবে।

কন্ধার্থ—কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, শ্বেতবেড়েলা, গোরক্ষাকুলে মূলের ছাল, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, বংশলোচন, আলকুশী বীজ, বড় এলাচ, জ্যেষ্ঠমধু, মনকা, মাষাণী, মুগানী, জীবন্তী, পিপ্পল, বেড়েলা, শতমূলী, ভূমীকুমাণ্ড, সমস্ত মিলিত ১ সের। ঘৃতের সঙ্গে পাক করিবে। পাক শেষে ছাঁকিয়া, ঘৃত শীতল হইলে তাহাতে মধু ১।। সের এবং চিনি ১।। সের মিশাইবে। এই ঘৃত ধাতুপোষক ও পরিবর্তক। ইহা সেবন করিলে বলবীৰ্য্যাদি বৃদ্ধি হয়।

অশ্বগোয়ুগ (ক্লী) অশ্ব-দ্বিগ্বে গোয়ুগচ্। (দ্বিগ্বে গোয়-গচ্। পা ৫।২।২৯)। অশ্বদ্বয়। এক ঘোড়া ঘোড়া।

অশ্বগোষ্ঠ (ক্লী) অশ্বানাং স্থানং স্থানার্থে গোষ্ঠচ্। (গোষ্ঠা-দয়ঃ স্থানাদিষু পশুনাмаदिभ्य উপসংখ্যানম্। বার্তিক, ৫।২।২৯)। অশ্বশালা। আতাবল।

অশ্বগ্রীব (পুং) অশ্বস্ত গ্রীবা ইব গ্রীবা যন্ত। বিষ্ণুদেষ্ঠা

অজুর বিশেষ। হরগ্রীব নামে বিষ্ণুর অবতার বিশেষ।

অশ্বস্ত্র (পুং) অশ্বং হস্তি হন- (অমমুখ্যাকর্ষকে চ। পা ৩।

২।৫৩) ইতি টক্। উপং নং। করবীর বৃক্ষ।

অশ্বচক্র (ক্লী) শতরঞ্জ খেলায় মাত না করিয়া ঘোড়ার কিস্তি দ্বারা রাজাকে ঘুরাণ। জয়চাৰ্য্যোক্ত চক্রবিশেষ। অশ্বসমূহ। (পুং) শব্দরদৈত্যের সেনাপতি বিশেষ। জাঘ-

বতীপুত্র শাঘ তাহাকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

অশ্বচিকিৎসা (ক্লী) ৬-তৎ। ঘোড়ার রোগ নিবারণের উপায়। (জয়দত্তকৃত গ্রন্থে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে)।

অশ্বচেষ্টিত (ক্লী) অশ্বস্ত চেষ্টিতম্। ৬-তৎ। অশ্বের চেষ্টিত। ঘোড়ার কায়কৃত ব্যাপার বিশেষ। দৈব শুভ ও অশুভ সূচক চিহ্ন। বৃহৎ সংহিতায় তাহার বিবরণ আছে। যথা,—ঘোড়ার সর্বাঙ্গ জলিয়া উঠিলে বা ঘোড়ার সর্বাঙ্গ অগ্নিকণায়ুত হইলে ছই বৎসর ব্যাপিয়া বৃষ্টি হয় না। মেটু জলিয়া উঠিলে রাজার অস্তঃপুর নাশ পায়। উদর প্রদীপ্ত হইলে ধনাগার শূন্য হয়। গুহে, ও পুচ্ছে অগ্নি লাগিলে পরাজয় হয়। মুখ ও মস্তক জলিলে জয় হইয়া থাকে।

অশ্বতর (পুং) অশ্বরথঃ অশ্ব-তনুদ্বয়ে ঠরচ্। ঘুড়ীর গর্ভে গাধার গুরমজাত পশুবিশেষ। খচর। সর্পবিশেষ। গন্ধর্ব্ব বিশেষ। বেসর। (অশ্বতরো বেসরো চ না প রাজাস্ত-রেহপি চ। বিশ্ব)। *। বৎসোক্ষাশ্বৰ্ভেভ্যশ্চ তনুদ্বয়ে। পা ৫।৩।৯১। তনুদ্বয় বুঝাইলে বৎস উক্ত অশ্ব এবং ঋষভ এই কয়টা শব্দের উত্তরেও ঠরচ্ প্রত্যয় হয়। (অশ্বেনাশ্বায়ামুৎপন্নো হশ্বস্তস্ত তনুদ্বয়মশ্বপিতৃকতা। ইতি কাশিকা)। (ক্লী) শিষ্যঃ ভীপ্-অশ্বতরী।

অশ্বথ (পুং) অশ্ব পর্বতাদিবাগ্-প্রদেশে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক সকারস্ত তকারঃ।

(Ficum religiosa) স্বনাম খ্যাত বৃক্ষবিশেষ। চলিত কথায় ইহাকে ‘অশ্বথ গাছ’ কহে। ইহার হিন্দী নাম পিপল বা পিপল। পিপল শব্দ, পিপ্পল শব্দের অপভ্রংশ। অনেক স্থানে ইহা পাকুড় নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু পাকুড় স্বতন্ত্র গাছ।

অশ্বথের এই কয়েকটা পর্য্যায় দেখিতে পাওয়া যায়,—বোধিদ্ৰুম, চলদল, পিপ্পল, কুঞ্জরাশন, অচ্যুতাবাস, চলপত্র, পবিত্রক, শুভদ, বোধিবৃক্ষ, যাজ্ঞিক, গজভক্ষণ, ক্রীমান, ক্ষীরদ্ৰুম, বিপ্র, মঙ্গলা, শ্রামল, গুহপুষ্প, সেবা, সত্য, উচিদ্ৰুম, ধমুবৃক্ষ।

অশ্বথবৃক্ষের কয়েক প্রকার জাতি আছে। যথা—গর্দভাণ্ড, গজহণ্ড, বেলিয়া পিপ্পল, নন্দীবৃক্ষ ইত্যাদি। অশ্বথ অতি বৃহৎ বৃক্ষ। চতুর্দিকে ইহার শাখা প্রশাখা বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে। চৈত্র বৈশাখ মাসে নূতন পাতা বাহির হইয়া যখন বাহুর হিল্লোলে তন্ তন্ করিয়া কাঁপিতে থাকে, সে সময়ে এই গাছের অপূর্ণ শোভা

হয়। ইহার কোন কোন গাছের নূতন পাতা ঈষৎ হরিৎ মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ। কোন গাছের নূতন পাতা রক্তবর্ণ; কবিরা তাই ইহার সঙ্গে জীলোকদের করপল্লবের তুলনা করিয়া থাকেন। অশ্বখ গাছের গায়ে আঘাত করিলে শ্বেতবর্ণ আটা বাহির হয়। ব্যাধেরা এই আটায় পাখী ধরে। অশ্বখের আটায় গটাপাঠা প্রস্তুত হইতে পারে। এই বৃক্ষ ডুমুর জাতীয়, তজ্জন্তু ইহার ফল ফুটে না। বৎসরের মধ্যে প্রায় দুইবার ফল ধরিতে দেখা যায়। ঐ ফল পার্কিলে পাখীতে তাহা খাইয়া থাকে। হাতী, গোক, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি জন্তু অশ্বখের পাতা খাইতে ভাল বাসে।

অশ্বখ আমাদের দেশের পবিত্র বৃক্ষ। ইহার পাতা ছিঁড়িতে নাই, এই বৃক্ষ ছেদন করিয়া কাঠ করিতে নাই। কিন্তু এই নিয়ম সকলে প্রতিপালন করেন না। বৈশাখ মাসেই অনেকে ইহার পত্রাদি ছিঁড়েন না এবং শূভ্রেরা প্রায় এই বৃক্ষ কাটিতে চাহে না। অশ্বখ বৃক্ষ স্বয়ং বিফুরূপী। পদ্মপুরাণে (উত্তরখণ্ড ১৬০ অধ্যায়ে) লিখিত আছে যে, এক দিন হরপার্ষতী নিজ্জনে ক্রীড়া-কৌতুক করিতেছেন এমন সময়ে দেবগণ, অগ্নিকে ব্রাহ্মণবেশে সেই থানে পাঠাইয়া দিলেন। অগ্নি, তথায় উপস্থিত হইলে সুখভঙ্গের অস্ত্র পার্শ্বতী ক্রুদ্ধ হইয়া দেব-গণকে এই শাপ দিলেন—‘তোমরা বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হও’। সেই শাপে ব্রহ্মা পলাশবৃক্ষ, বিষ্ণু অশ্বখবৃক্ষ এবং রুদ্র বটবৃক্ষ হইলেন। ভগবদগীতাতেও লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন—‘সকল বৃক্ষের মধ্যে আমাকে অশ্বখবৃক্ষ বলিয়া জানিবে’।

অশ্বখবৃক্ষের মূল বাধাইয়া দিলে এবং বৈশাখ মাসে অশ্বখমূলে জল ঢালিলে মহা ফল হয়। অশ্বখবৃক্ষ দেখিয়া প্রণাম করিলে আয়ুঃ ও সম্পদ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যদি বামদিক নৃত্য করে কিম্বা অস্ত্র কোন দুর্নিমিত্ত ঘটে, তবে অশ্বখমূলে জল দিলে কোন অনিষ্ট হইতে পায় না। জল দিবার মন্ত্র এই,—

চক্ষুঃস্পন্দং ভূজস্পন্দং তথা হৃৎস্পন্দং নম্।

শত্ৰুগাণাং সমুখানমশ্বখ শময়াতু মে।

বৈদ্যশাস্ত্রমতে অশ্বখ, মধুর, কষায় ও শীতল। ইহাতে কফ, পিত্ত ও দাহ নষ্ট হয়। ইহার ফল শীতল এবং অতিশয় ক্ষয়। ইহাতে রক্ত পিত্ত, বিষ, দাহ, ছর্দি, শোথ, অরুচি, এবং বোনিদোষ নষ্ট হয়।

ইহার বৃক্ষ সঙ্কোচক। কোমল ছাল এবং নূতন

পাতার কলি পুরাতন প্রমেহ রোগে উপকার করে। ফল চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় এবং তাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে। ইহার বীজ শীতল ও ধাতুপরিবর্তক। চর্মরোগে ইহার ছালের কাথ সেবন করিলে উপকার দর্শে। ইহার নূতন পল্লবাকুর বিরচক। অবধূতেরা হরিভাল ভস্ম করিবার সময়ে অশ্বখভস্ম ব্যবহার করেন। হোমাদি কার্যে অশ্বখ কাঠ লাগে। শাঁইগাছে যে অশ্বখ জন্মে, ঋষিরা তাহাতে অরুণি প্রস্তুত করিতেন। অশ্বখের তক্তা দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে এবং তাহাতে পালিশও হয় না।

(ত্রি) পর্বতাদিব্যাপ্ত প্রদেশে স্থিত। যমশ্বখমুপ-
তিষ্ঠন্তুং। ঋক্ ১।১৩৫।৮। পর্বতাদিব্যাপ্তপ্রদেশে
স্থিতম্। (সায়ন)।

সংস্কার বৃক্ষ। অগ্নিনী নক্ষত্র। *। নক্ষত্রেণ যুক্তঃ-
কালঃ। পা ৪।২।৩। ইতি অণ্। *। সংজ্ঞায়াং শ্রবণা-
শ্বখাভ্যাম্। পা ৪।২।৫। ইতি অণোলোপঃ। অশ্বখো
মূহূর্তঃ। সংজ্ঞা না বৃক্বাইলে—‘আশ্বখ’ এই প্রকার রূপ
থাকিবে। ইহার অর্থ অগ্নিনী নক্ষত্র যুক্ত দিবস।

*। কাশাদিত্য ইল। (পা ৪।২।৮০ হৃত্রে)।
অশ্বখিল। *। উৎকরাদিত্যশ্চঃ। পা ৪।২।৯০। অশ্ব-
খীয়। এই দুই শব্দে অশ্বখের নিকটবর্তী দেশাদিকে
বুঝায়।

*। আগ্রহায়ণ্যশ্বখাট্ ঠক্। পা ৪।২।২২।
অশ্বখক।

অশ্বখক (পুং) অশ্বখস্ত ফলম্ অশ্বখঃ তদ্যুক্তঃ কালোইপ্য-
শ্বখঃ, তস্মিন্ দেয়মৃণম্ ইত্যর্থঃ (কলাপ্যশ্বখববুসাদ্
বুন্। পা ৪।৩।৪৮) ইতি বুন্। যে সময়ে অশ্বখের
ফল ধরে তৎকালে দেয় ঋণ। স্বার্থে কন্। অশ্বখবৃক্ষ।
অশ্বখকুণ (পুং) অশ্বখস্ত পাকঃ পীষাদি কুণচ্ (পা ৫।
২।২৪)। পাকা অশ্বখের ফল।

অশ্বখভেদ (পুং) অশ্বখস্ত ভেদো বিশেষো যত্র। নন্দীবৃক্ষ।
অশ্বখা (স্ত্রী) পূর্ণিমাতিথি।

অশ্বখামন (পুং) অশ্বস্তেব হাম শব্দে। যন্ত পৃ. সকারস্ত
তকারাদেশঃ। কৃপীর গর্ভে এবং জোপাচার্যের গুহসে
জাত বীর বিশেষ। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া উচ্চৈশ্রবা
অশ্বের ত্রায়শল করিয়া উঠেন। তজ্জন্তু তাঁহার অশ্বখামা
এই নাম হইয়াছে। (অশ্বস্তেবাস্ত যৎ হাম নদতঃ প্রদিশো
গতম্। অশ্বখামৈব বালোহয়ং তন্মারামা ভবিষ্যতি।
মহাভারত আ. পৃ. ১৩০। ৪৭-৪৮। হাম শব্দ সকারস্ত

তকারাদেশে হৃদ্বথামেতি । ইতি নীলকণ্ঠঃ) ।

অশ্বথামা কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে মহাবীরত্ব করেন। কথিত আছে, তাঁহার নাকি মৃত্যু নাই,—তিনি অমর।

। * । স্থানোহকারঃ । (বাস্তিক, পা ৪।১।৮৫) ।
অশ্বথামঃ । পাণ্ডবপক্ষের মালবরাজ ইন্দ্রব্রম্মার হস্তী। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্য মহাবিক্রম সহকারে পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট করিতেছিলেন। তজ্জন্ত ত্রীকৃষ্ণ, অর্জুনকে বলিলেন,—‘এখন দ্রোণকে উদ্মনা করিয়া তাঁহার প্রাণ নষ্ট না করিতে পারিলে আর রক্ষা নাই। অতএব সকলে উঁহার নিকট এই সংবাদ দাও যে, অশ্বথামা হত হইয়াছে’। পাণ্ডবপক্ষের লোকে তাহাই করিল; কিন্তু দ্রোণাচার্য্য কাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন,—‘যুধিষ্ঠিরের মুখে এই সমাচার না শুনিলে আমার প্রত্যয় হয় না’। যুধিষ্ঠির সত্যবাদী, মিথ্যাকথায় তাঁহার নরকের মত দুঃখ। এদিকে অশ্বথামা হত হইয়াছে, এক কথা না বলিলে যুদ্ধে হারিতে হয়। এই সময়ে মালবরাজের অশ্বথামা হস্তীর মৃত্যু হইয়াছিল। তাই যুধিষ্ঠির কৌশল করিয়া ‘অশ্বথামা হত’, এই টুকু কিছু উট্টেঃস্বরে বলিয়া—‘ইতি গজঃ’—এই কথাটুকু অন্ন ধীরে ধীরে বলিলেন। স্মরণ্য দ্রোণাচার্য্য শেষ কথা শুনিতে না পাইয়া বুঝিলেন সত্য সত্যই তাঁহার পুত্র অশ্বথামা বিনষ্ট হইয়াছে। আজি পর্য্যন্ত কেহ দুইভাবে কথা কহিলে আনন্দা বলিয়া থাকি,—‘তিনি অশ্বথামা হত ইতি গজঃ গোচ্ করিয়া বলিলেন’। অর্থাৎ মনের কথা স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিলেন না।

অশ্বথিক (ত্রি) অশ্বথেন চরতি অশ্বথ- (পর্পাদিভ্যঃ ঠন্। পা ৪।৪।১০) ইতি ঠন্। যে জন্তু চরিয়া অশ্বথ ফল খায়। (জী) বিষাৎ ভীপ্ অশ্বথিকী।

অশ্বথী (জী) পিপ্লমাদেৱাকৃতিগণৱাং ভীষ্। ছোট অশ্বথ গাছ। ছোট ছোট অশ্বথের ত্রায় পাতায়ুক্ত বনজাত ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। স্বার্থে কন্। অশ্বথিকা। অশ্বথী শব্দের এই কয়েকটা পর্য্যায় দেখা যায়,—লঘুগণ্ডী, পবিত্রা, হৃষ্যপত্রিকা, পিপ্ললিকা, বনহা, অশ্বথিকা। রাজনির্যন্তের মতে, ইহা মধুর ও কষায় এবং ইহাতে অন্নপিত্ত এবং বিষ ও দাহ নষ্ট হয়।

অশ্বদংষ্ট্রী (জী) অশ্বস্ত দংষ্ট্রী দন্ত ইব আকারেণ তৎসাদৃশ্যং। গোক্ষুর বৃক্ষ।

অশ্বনায়া (পুং) অশ্বং নয়তি অশ্ব-নী-অণ্ উপসং। যবা-

নয়তি (হৃদ্বোরহূপসর্গে। পা ৩।১।১৪২) ইতি কৰ্ত্তরিণঃ নায়ঃ অশ্বস্ত নায়ঃ। ৬-তৎ। অশ্বপালক। সহিস। অশ্বস্ত (ত্রি) অশ্বস্ত ষোটকস্ত বহুঃ ব্যাপকস্ত ধ্বস্ত বা অস্তো নাশো যত্র শক্কাদি টেলেপঃ। বহত্বী। অশুভ। ক্ষেত্র। মৃত। চুল্লী। অনবধি। মরণ। প্রাণিহিংসার স্থান। (অশ্বস্তনশুভে ক্ষেত্রে চুল্ল্যামনবধৌ মৃতৌ। হেম)।

অশ্বপ (পুং) অশ্বং পাতি রক্ষতি অশ্ব-পা-ক। অশ্বপালক। ঘোড়ার সহিস। অশ্বিপালক। সায়িক।

অশ্বপতি (পুং) ৬-তৎ। অশ্বপালক। ঘোড়ার সহিস। রামায়ণে সিন্ধু কৈকেয় রাজবিশেষ।

অশ্বপত্যাঙ্গি (পুং) অশ্বপতিরিত্তি শব্দ আদির্বেবাম্। বহত্বী। প্রাগ্দীব্যাতীয় অর্থে অণ্ প্রত্যয়ের নিমিত্ত পাণিহ্যাক্ত শব্দ সমূহ। যথা অশ্বপতি। জ্ঞানপতি। শতপতি। ধনপতি। গণপতি। স্থানপতি। যজ্ঞপতি। রাষ্ট্রপতি। কুলপতি। গৃহপতি। ধাত্তপতি। বহুপতি। ধ্বপতি। সভাপতি। প্রাণপতি। ক্ষেত্রপতি। পশুপতি। অধিপতি। এই কয়েকটা অশ্বপত্যাঙ্গিগণ। *। অশ্বপত্যাঙ্গিভ্যঃ। পা ৪।১।৮৪। (এভ্যোহণ্ড্যং)।

অশ্বপর্ণ (ত্রি) অশ্বানাং পর্ণং গমনং যত্র। বহত্বী। অশ্বের গমনযুক্ত রথ। অশ্ব ব্যাপ্তৌ পৃ- ব অশ্বং ব্যাপিপর্ণং পতনং যন্ত। ব্যাপিগমন। মেঘ। সমশ্বপর্ণাশ্চরন্তি। ঋক্ ৬।৪৭।৩১। অশ্বপর্ণা অশ্বপতনা অশ্ববাহাশ্চ। ঋষ্টি-মত্তিরপশ্বর্গেঃ। ঋক্ ১।৮৮।১। অশ্বানাং পতনং গমনং যেষামন্তি। অথবা, অশ্বং ব্যাপ্তং পর্ণং পতনং গমনং যেষাম্। (সায়ন)।

অশ্বপাদ (ত্রি) অশ্বস্ত পাদ ইব পাদো যন্ত। বহত্বী। অশ্বের পায়ের ত্রায় পাদযুক্ত জন্তু। গর্দভাদি। অশ্ব শব্দ হত্যাঙ্গিগণের মধ্যে পরিগণিত বলিয়া (পাদস্ত লোপো-হত্যাঙ্গিগণঃ। পা ৫।৪।১৩৮) এই স্বত্র দ্বারা পাদ শব্দের অন্তের লোপ হয় নাই। লোপ হইলে অশ্বপাৎ এই প্রকার রূপ হইত।

অশ্বপাল (পুং) অশ্বান্ পালয়তি পা-ণিচ্-লুক্-অণ্-অচ্-বা-ণিচ্-লোপঃ। ষোটক রক্ষক। ঘোড়ার সহিস। ধূল অশ্বপালক। অশ্বরক্ষক। পাতের্গৌ লুগ্ধব্যঃ। (বাস্তিক পা ৭।৪।৬ স্বত্রে)। (পুকেহপবাদঃ পালয়তি। সিং কো)।

অশ্বপুচ্ছী (জী) অশ্বস্ত পুচ্ছমিব পুচ্ছং কেশরো যন্তাঃ। বহত্বী। মাষপর্ণীয়ুক। (পুচ্ছাক। বাস্তিক পা ৪।১।৫৫)। সংযোগ স্বত্রে উপধা প্রযুক্ত ভীপের বাধ হইতে পারিত, তজ্জন্ত ‘পুচ্ছাক’ এই বাস্তিক স্বত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

অশ্বপেজ (পুং) ঋষি বিশেষ। তেন প্রোক্তমধীতে শৌন-
কাদিং গিনি। অশ্বপেজিনঃ। দ্বাহারা অশ্বপেজ প্রণীত
গ্রহ অধ্যয়ন করেন। অশ্বপেজিন্ শব্দ বহুবচনান্ত।

অশ্বপেশস্ (ত্রি) অশ্বেন পেশস্ রূপং নিরূপণীয়ং যন্ত।

অশ্ব দ্বারা নিরূপণীয়। অশ্বপেশসমগ্ধে। ঋক্ ২।১।

১৬। পেশ ইতি রূপ নাম। অশ্বেন নিরূপণীয়ঃ। (সায়ন)।

অশ্ববড়ব (পুং) অশ্বশ্চ বড়বা চ দ্বন্দ্বঃ। অশ্ব এবং অশ্বা।

ঘোড়া ও ঘোড়ী। অশ্ববড়ব শব্দ বিকল্পে পূর্ব লিঙ্গ হয়।

বিকল্প পক্ষে ক্লীবলিঙ্গ হয়। ঘোড়া ঘোড়ীর সমাহার
দ্বন্দ্বসমাসে ক্লীবলিঙ্গের এক বচন হয়; ইতরেতর দ্বন্দ্ব-
সমাসে পুংলিঙ্গের দ্বিবচন ও বহুবচন হইয়া থাকে।

।*। বিভাষা। বৃক্ষ মুগ তৃণ ধাতু ব্যঞ্জন পশুশকুতশ-

বড়ব পূর্বাপরাদরোত্তরাণাম্। পা ২।৪।১২। এই

কয়েকটা শব্দের দ্বন্দ্বসমাসে বিকল্পে এক রূপ ভাব হয়।

অশ্ববাল (পুং) অশ্বশ্চ বালঃ কেশর ইব তদাকার পুশ্পত্বাৎ।

কাশ। কেশে তৃণ ঘোড়ার ঝুঁটের তায় দেখিতে, তাই

উহাকে অশ্ববাল কহে।

অশ্ববাহু (পুং) অশ্বো দীর্ঘৌ বাহু যন্ত। বহুত্রী। যদ্রবংশীয়

চিত্রকের পুত্র। হরিবংশে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে।

অশ্বমহিষিকা (স্ত্রী) অশ্বমহিষয়োর্বৈরং বৃন্। অশ্ব এবং

মহিষের বৈর। ঘোড়া ও মহিষের বিরোধ।*। দ্বন্দ্বাদ্-

বৃন্ বৈরমৈথুনিকরোঃ। পা ৪।৩।১২৫।

অশ্বমার (পুং) অশ্বং মারয়তি অশ্ব-মৃ-শিচ-অণ্। উপসং।

করবীর গাছ। ধূলু অশ্বমারক। করবী ফুলের গাছ।

অশ্বমুখ (পুং) অশ্বশ্চ মুখমিব মুখমন্ত। বহুত্রী। কিম্বর।

কথিত আছে যে, কিম্বরগণের মুখ ঘোড়ার তায়। অশ্ব

অঙ্গ মহুঘোর মত। (স্ত্রী) স্বাস্ত্রাৎ ঙীপ্। অশ্বমুখী।

অশ্বমেধ (পুং) অশ্বঃ ঘোটকঃ প্রাধাত্তেন মেধ্যতে হিংস্ততে

হজ্র মেধ হিংসনে-আধারে যজ্ঞ্। পূর্বকালের প্রধান

যজ্ঞ বিশেষ। এই যজ্ঞে ঘোড়া বলি দেওয়া হইত।

অশ্বমেধের ঘোড়া মেঘের তায় কৃকবর্ণ, মুখ সূর্যের

তুল্য, উভর পার্শ্ব অর্ধচন্দ্রাকার চিত্রে অঙ্কিত, পুচ্ছ বিজ্যা-

তের তায় প্রভাযুক্ত, উদর কুন্দফুলের তায় শ্বেতবর্ণ, পা

সবুজ, কর্ণ সিন্দূরের মত রক্তবর্ণ, জিহ্বা প্রজলিত অগ্নির

সদৃশ, চক্ষু সূর্যের তায় তেজস্কর, বেগবান্ এবং

সর্বাঙ্গ সুগন্ধযুক্ত।

পূর্বে রাজারাই অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন। প্রথমে

মিরানকইটা যজ্ঞ করিয়া শেষে অশ্বমোচন করিতে

হইত। ঘোড়ার রূপালে জরপত্র বাঁধা থাকিত এবং

তাহার সঙ্গে সেনাসামন্ত থাকিতেন। কথিত আছে,
সেই ঘোড়া আপন ইচ্ছার পৃথিবী ঘুরিয়া আসিত।
কোন পরাক্রান্ত রাজা ঘোড়া বাঁধিয়া রাখিলে রক্ষকেরা
তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেন।

এই যজ্ঞে একুশটা যুগ নির্মাণ করা চাই,—ছয়টা
বেলকাঠের, ছয়টা খদির কাঠের, ছয়টা পলাশের, দুইটা
দেবদারু এবং একটা স্লেয়াতক কাঠের। এই যজ্ঞে
গোক, ছাগল ও মেঘ সর্বসমেত তিনশত পশু যুগে বদ্ধ
করা হইত। তাহার পর অশ্বকে বধ করিয়া ব্রাহ্মণেরা
তাহার বক্ষঃস্থলের মেদ অগ্নিতে সংস্কার করিতেন।
দেহের অবশিষ্ট অঙ্গ দ্বারা হোম করা হইত। কথিত
আছে সে কালে যাজ্ঞিকেরা না কি যজ্ঞের পর অশ্বের
কিছু কিছু মাংসও খাইতেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে মোক্ষ ও স্বর্গলাভ হয় এবং
ব্রহ্মহত্যাাদি সকল প্রকার পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে। অশ্ব-
মেধ যজ্ঞের অমূল্য পৃথিবীর সকল তীর্থে ভ্রমণ। বৃহ-
স্পতিরীয় এবং ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতিতে কলিকালে অশ্বমেধ
যজ্ঞ নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু আমেরের রাজা
সেওয়ার জয়সিংহ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

পূর্বে সাইথিয়া প্রভৃতি স্থানেও অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রচ-
লিত ছিল। সাইথিয়ানরা নানা প্রকার অহুষ্ঠানের পর
যজ্ঞের ঘোড়া ছাড়িয়া দিতেন। পরে রাজা প্রভৃতি
কোন প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে সেই ঘোড়া বধ
করিয়া যজ্ঞ করা হইত। সাইরসের সময়ে পিট্‌সরাও
নাকি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিত। স্বাণ্ডিনেভিয়াতেও পূর্বে
এই প্রথা চলিত ছিল।

অশ্ব এব প্রাধাত্তেন মেধ্যো যন্ত; রাজর্ষি। প্রাযোচ-
ত্যশ্বমেধায় স্তরয়ে। ঋক্ ৫।২৭।৪। অশ্বমেধায় রাজ-
র্ষয়ে; অশ্বমেধে সূবীর্ধ্যং। ঋক্ ৫।২৭।৬। অশ্বমেধে
রাজর্ষৌ। (সায়ন)।

(ঋগ্বেদের ১ মণ্ডল ১৬২ সূক্তে এবং যজুর্বেদের
২৪ অধ্যায়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ দেখ)।

অশ্বমেধ (পুং) অশ্বো মেধ্যতে হিংস্ততেহনেন মেধ হিংসনে-
করণে যজ্ঞ্। রাজর্ষি বিশেষ। ইনি ভারতের পুত্র। যথা
ঋগ্বেদ ৫ মণ্ড ২৭ সূক্তের অমূল্যমণিকার সায়ন, ত্রিযুক্ত
পুত্রজ্ঞারণঃ, পুরুকুৎসন্ত পুত্রস্তমসহাঃ, ভারতন্ত পুত্রোহি-
মেধ এতে ত্রয়োহপি রাজানঃ সংভূতাস্য স্তুতস্য ঋষয়ঃ।
অশ্বমেধিক (স্ত্রী) অশ্বমেধমধিকৃত্য কৃতঃ প্রযঃ ঠক্ ঠন্ বা।
মহাভারতের অন্তর্গত চতুর্দশ পর্ক।

অখমেদীর (পুং) অখমেধায় হিতঃ হিতার্থে ছ। অখ-
মেধের যোগ্য পশু। [অখমেধ শব্দ দেখ]।

অখবু (ত্রি) অখমিচ্ছতি অখ ক্যচ্ (ন চক্ষতপ্তপুত্রস্ত।
পা ৭।৪।৩৫) ইতি নেতৃদীর্ঘে। ক্যাচ্ছন্দসি। পা
৩।২।১৭০। ইতি উঃ। ঘোড়ায়ুক্ত। ঘোড়ার ইচ্ছায়ুক্ত।

অখযুক্ত (স্ত্রী) অখেন অখমুখেন যুক্তায়ে যুক্ত-কিপ্।
অখিনী নক্ষত্র। অখযুক্তি জাতঃ। *। তত্রজাতঃ। পা ৪।
৩।২৫। ইতি অণ্। *। বংশশালাভিজিৎস্বক্শতভি-
বজো বা। পা ৪।৩।৩৬। ইত্যণো লুক্। (ত্রি) অখিনী
নক্ষত্রে জাত। লুগভাবপক্ষে অখযুক্ত এই প্রকার রূপ
হইবে। (স্ত্রী) ভীপ্ অখযুক্তী (অখযুক্ত্যামুপ্তা অখ
যুক্তা মাযাঃ। সিং কোং। পা ৪।৩।৪৫ সূত্রে)।
অখযুক্তা নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ (নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ।
পা ৪।২।৩) ইত্যণ্। লুববিশেষে। পা ৪।২।৪।
ইত্যণো লুপ্। অখিনী নক্ষত্রযুক্ত কাল। অখেন তদা-
কার মুখবতা নক্ষত্রেণ যুক্তায়ে পৌর্ণমাস্ত্যগ্নিন্ মাসে,
অখ-যুক্ত-আধারে কিপ্ চান্দ্র আখিন মাস। (অখযুক্ত-
রূপক্ষেত্। স্থতি)। অখেন তদাকার মুখবতা নক্ষত্রেণ
যুক্তপৌর্ণমাসী অন্ত্যগ্নিন্ অর্শ আদিং অচ্ অখযুক্তঃ।
চান্দ্র আখিনমাস। (অখবাস্বযুক্তে মাসি। স্থতি)। অখ-
যুক্তা যুতা পৌর্ণমাস্ত্যগ্নিন্ মাসে। প্রজ্ঞাদিং অণ্। অখ-
যুক্ত। চান্দ্র আখিন মাস। অখেন যুক্তায়ে কক্ষণি কিপ্।
অখযুক্ত রথাদি। (ত্রি) অখেন যুক্তি রথাদি কর্তরি
কিপ্। রথাদিতে অখ যোজক। যে রথে বা গাড়িতে
ঘোড়া যোগ করে। সারথী।

অখরক্ষক (পুং) অখং রক্ষতি রক্ষ-ধূল্। ঘোটক পালক।
ঘোড়ার সহসি।

অখরত্ন (স্ত্রী) অখো রত্নমিব। উপমিতি সৎ। ঘোটক শ্রেষ্ঠ।
উটৈঃশ্রবা। ইন্দ্রের ঘোড়া। (উটৈঃশ্রবস সংজ্ঞাস্তমখ-
রত্নঃ। চণ্ডী)।

অখরথ (পুং) অখযুক্তো রথঃ। শাকং তৎ। ঘোটকযুক্ত
রথ। (স্ত্রী) অখো রথ ইব যন্তাম্। গন্ধমাদন পর্বতের
নিকটস্থ নদী বিশেষ।

অখরাজ (পুং) অখানাং অখেষু মধ্যে বা রাজা। উটৈঃ-
শ্রবা নামক ঘোটক। ইন্দ্রের ঘোড়া।

অখরোধক (পুং) অখং রূপকি রূধ-ধূল্। করবীহুলের গাছ।

অখরোহ (পুং) অখং রোহতি রূধ-অণ্। উপ সৎ। অখা-
রোহী। সাদী।

অখল (ত্রি) অখং লাতি লাক্। ৬-তৎ। অখগ্রাহক ঋষি

বিশেষ। উক্ত ঋষির যাক্ষবক্যের প্রতি প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর
রূপ আখ্যায়িকা প্রতিপাদক ব্রাহ্মণ (বেদাংশ) বিশেষ।
গোত্রাপত্যে নড়াদিং ফক্। আখলায়মঃ। অখলের
গোত্রাপত্য। তিনিই শ্রোতহৃত্র ও গৃহহৃত্র করিয়াছেন।
অখলক্ষণ (স্ত্রী) লক্ষ্যতে জায়তে শুভাশুভমনেন লক্ষ-
করণে লুট্ লক্ষণম্। ৬-তৎ। ঘোড়ার শুভাশুভ হৃৎক
চিহ্ন বিশেষ।

অখললিত (স্ত্রী) বৃত্ত রত্নাকরোক্ত তেইশটি অক্ষরে পাদ
যুক্ত বর্ণবৃত্ত বিশেষ। তাহার লক্ষণ,—২০। বিহৃতৌ।
৮৩৮৮৬০৮।

যদিহ নজৌ ভজৌ ভজতলগাস্তদাখললিতঃ হরার্ক-
যতি মৎ। যে বৃত্তে যথাক্রমে ন জ ভ জ ভ জ ভ ল গ এই
গণগুলি থাকে ও যাহার অষ্টাক্ষরে ও বার অক্ষরে যতি
পড়ে তাহার নাম অখললিত। ছন্দোমঞ্জরীকার ইহা-
কেই অদ্রিতনয়া কহিয়াছেন।

অখলালা (স্ত্রী) অখস্ত লালেব আকারেণ। ত্রক্ষসর্প।
হলাহল সর্প। পুস্তক বিশেষে 'অখলোমা' এরূপ পাঠও
আছে। তাহার বাক্য. (অখস্ত লোমেব)।

অখবক্ত (পুং) অখস্ত বক্তৃমিব বক্তৃমন্ত। শাকং বহতী।
কিন্নর। কিস্পুরুষ। দেবযোনি বিশেষ। হরগ্রীব। বিষ্ণু-
মূর্তি বিশেষ। তত্ত্বসারে তাহার এই রূপ ধ্যান আছে,—
শরচ্ছশাক প্রভমম্ববক্তৃঃ মুক্তামরৈরাতরগৈঃ প্রদীপ্তঃ।

রথালশআকিত বাহুযুগ্ম জাম্বুয়জ্ঞস্তকরং ভজামঃ।

অখবৎ (ত্রি) অখা সন্ত্যক্ত ভূমি মতুপ্ মন্ত ব। অখযুক্ত।

অখে ইব অস্ত বা বতি। (অব্য) ঘোড়ার মত। (অখেন

তুল্যং ক্রিয়া বতি অখরুত ক্রিয়া তুলাক্রিয়া বিশেষ।

অখমর্হতি বতি। (অব্য) অখ পাইবার যোগ্য। ০।

তেন তুল্যং ক্রিবা চেহতিঃ। পা ৫।১।১৫। *। তত্র-

তন্ত্বেব। পা ৫।১।১৬। *। তদহং। পা ৫।১।১৭।

অখবহ (পুং) অখেনোহতে অখ-বহ-কর্দপি বা অচ্।

অখের বহনীয়। সাদী। অখারোহী।

অখবার (পুং) অখং বারয়তি অখ-চুরাং বৃ পিচ্ অণ্। উপ

সৎ। হয় নিবারক। সাদী। অখারোহী। ধূল্ অখবারক।

সাদী। অখারোহী। লু অখবারণ। সাদী। অখারোহী।

অখবাহ (পুং) অখং বহতি উদ্বিষ্টযজ্ঞস্থানং প্রাপয়তি

অখ-বহ-(বহচ্। পা ৩।২।৬৪) ইতি শি উপধায়ুজিঃ।

যিনি অখমেধের অখ যজ্ঞ স্থলে লইয়া যান। অখবাই-তু।

অখবাহৌ। অখবাহঃ।

অখবাহ (পুং) অখং বাহয়তি চার্লয়তি বহ-শিচ্-অণ্।

গিচ্ লোপঃ। ঘোড়সোয়ার। সাদী। ধূল্ অশ্ববাহক, ল্যা অশ্ববাহন। অশ্বো বাহনং যন্ত এ বাক্যেও ‘অশ্ববাহন’ শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে।

অশ্ববিক্রয়িন্ (ত্রি) অশ্বং বিক্রতুং শীলমন্ত শি-ক্রী-শীলার্থে ইনি। ৬-তৎ। যে ঘোড়া বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

অশ্ববিদ্ (পুং) অশ্বং লক্ষণয়া তন্মানসং বেত্তি বিদ্-কিপ্। ৬-তৎ। নলরাজ। মহাভারতে বনপর্বের ৭২ অধ্যায়ে নলরাজের অশ্বতত্ত্বজ্ঞতার বিষয় বর্ণিত আছে। (ত্রি) অশ্বশাস্ত্রকর্তা।

অশ্ববৈদ্য (পুং) অশ্বস্ত অশ্বানাং বা বৈদ্যঃ চিকিৎসকঃ। ৬-তৎ। ঘোড়ার চিকিৎসক। জয়দত্তকৃত অশ্বশাস্ত্রে অশ্ব চিকিৎসা বর্ণিত আছে।

অশ্বশকু (পুং) অশ্বস্ত শকুঃ। ৬-তৎ। ঘোড়া বাঁধিবার গোঁজ। অশ্বস্ত শকুরিব। দহুর পুত্র বিশেষ। মহাভারতের আদিপর্বে ৬০ অধ্যায়ে দহুর চল্লিশ পুত্রের মধ্যে অশ্বশকুর নাম পরিগৃহীত হইয়াছে।

অশ্বশালা (স্ত্রী) অশ্বস্ত অশ্বানাং বা শালা গৃহম্। ৬-তৎ। মন্দুরা। ঘোড়ার ঘর। আস্তাবোল। ঘোড়া রাখিবার স্থান। জয়দত্তকৃত অশ্বশাস্ত্রে অশ্বের গৃহনির্মাণ করিবার এই রূপ বিধি আছে,—আস্তাবোলের স্থান পূর্ক ও উত্তরদিকে কিছু ঢালু হইবে। সেখানে বালি, কাঠ কিম্বা কোন ছুট কাঁট থাকিবে না। ঘরের ভিতর উত্তমরূপ শুক হওয়া চাই। আস্তাবোলের এক পাশে কুল কাঠের একটা লাঠী রাখিতে হয়। ঘরের সম্মুখের উঠানে বালি ছড়ান থাকে, ইচ্ছা হইলে ঘোড়া সেই খানে গড়াগড়ি দেয়।

অনেকে আস্তাবোলে বানর বাঁধিয়া রাখে। লোকের বিশ্বাস এই যে, তাহাতে ঘোড়ার পীড়া হয় না।

অশ্বশাস্ত্র (ক্লী) অশ্বস্ত লক্ষণজ্ঞাপকং শাস্ত্রম্। শাক° তৎ। শালিহোত্র কৃত ঘোড়ার লক্ষণাদি জ্ঞাপক শাস্ত্র। জয়দত্তের কৃতও একখানি অশ্বশাস্ত্র আছে।

অশ্বশিরস্ (ক্লী) অশ্বস্ত শিরঃ। ৬-তৎ। অশ্বের মস্তক। অশ্বস্ত শির ইব শিরো যন্ত। বহুব্রী। দানব বিশেষ। মহাভারতে দহুর চল্লিশ পুত্রের মধ্যে ইহার নাম গৃহীত হইয়াছে। হয়গ্রীব নামক বিষ্ণুমূর্তি বিশেষ।

অশ্বশৃগালিকা (স্ত্রী) অশ্ব শৃগালঘোড়ৈরং দ্বন্দ্বাৎ বৈরে বৃন্ টাপ্ অত ইকম্। ঘোড়া ও শৃগালের বিরোধ।

অশ্বশ্রো (ত্রি) অশ্বশ্রে: ঘোটকৈ: চত্রেতি আশ্লাদয়তি

চদি-গিচ্ রক্ গিচ্ লোপঃ টাপ্। ৩-তৎ বেদে পৃ° সুড়াগমঃ। যে স্ত্রী অশ্ব দ্বারা আশ্লাদ করান।

অশ্বযড়্গব (ক্লী) অশ্বানাং যট্ কং অশ্ব যট্কে যড়্গবচ্। ছয়টা ঘোড়া। (প্রকৃত্যর্থন্ত যট্ হে যড়্গবচ্। বার্তিক, পা ৫।২।২৯। হৃত্রে)।

অশ্বদনি (ত্রি) অশ্বং সমুতে দদাতি সন্ (সর্বধাতুভ্যো ইন্। উণ্ ৪।১১০) ইতি ইন্। ৬-তৎ। অশ্বদাতা। যিনি ঘোড়া দান করেন।

অশ্বদা (ত্রি) অশ্বং সমুতে অশ্ব সন-জনসনধনক্রমগমো বিট্। পা ৩।২।৬৭) ইতি বিট্। (বিড়ুনোরহুনাসিক-স্ত্রাৎ। পা ৬।৪।৪১) ইতি আত্ম। ৬-তৎ। অশ্বদাতা।

অশ্বনাদ (পুং) অশ্বং সাদয়তি গময়তি অশ্ব-সদ-গিচ্ উপধা বৃদ্ধি: অণ্ গিচ্ লোপঃ। উপ স°। অশ্বচালক। সাদী। অশ্বনাদিন্ (পুং) অশ্বেন সীদতি গচ্ছতি সদ-গিনি। ৩-তৎ। অশ্বারোহী। সাদী। ঘোড়সওয়ার।

অশ্বসেন (পুং) অশ্বানাং সেনা যন্ত। বহুব্রী। জিনপিতৃ বিশেষ। নৃপ বিশেষ, তাঁহার পুত্র সনৎকুমার। তক্ষক পুত্র সর্প বিশেষ।

অশ্বসেননৃপনন্দন (পুং) ৬-তৎ। সনৎকুমার।

অশ্বস্তন (ত্রি) স্বোভবঃ স্বন্-চ্যু তুট্ চ স্তনঃ। নঞ-তৎ। বাহা কেবল বর্তমান দিনজাত, পর দিনে থাকে না। ১*। স্বনস্তট্ চ। পা ৪।৩।১৫।

অশ্বস্তনিক (ত্রি) হস্তনমন্ত্যন্ত মত্থর্থে ঠন্। নঞ-তৎ। যে গৃহস্থ কেবল বর্তমান দিনের পর্যাপ্ত ধনসঞ্চয় করিতে পারে। বাহার ধন পর দিনে থাকে না।

অশ্বস্তোমীয় (ক্লী) অশ্বস্ত স্তোমঃ স্ততিরন্তি অশ্ব-মত্থর্থে ছ। অশ্বের স্ততিযুক্ত স্তুত বিশেষ। ঋগ্বেদের ১ মণ্ডলে ১৬২ হুক্তে অশ্বের স্ততি আছে।

মা নো মিত্রো বরুণো অর্যামাযুরিজ্ঞ ঋভুকা মরুতঃ পরিধান্।

যদ্বাজিনো দেবজাতস্ত সপ্তে: প্রবক্ষ্যামো বিদধে বীৰ্য্যগি।

আমরা অশ্বের স্ততি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মিত্র, বরুণ, অর্যমা, আয়ু, ইজ্র, ঋভুকা, মরুৎ প্রভৃতি দেবতারা যেন নিন্দা করেন না। যে হেতু বহু-অন্নবান্ দেবজাত ঘোড়ার যজ্ঞবিষয়ে বীৰ্য্যের কথা আমরা বলিব।

এই রূপ বাইশটি ঋকে অশ্বের স্তব করা হইয়াছে।

অশ্বস্থান (ক্লী) ৬-তৎ। ঘোড়া রাখিবার ঘর। আস্তাবোল।

অশ্বহস্ত (পুং) অশ্বং হস্তি হন-তৃচ্। ৬-৩৭। করবীর
ফুলের গাছ। (ত্রি) অশ্বনাশক।

অশ্বহয় (পুং) অশ্বেন হিনোতি গচ্ছতি হি-কর্তরি অচ্।
যিনি অশ্বযুক্ত রথে সর্বদা গমন করেন। প্রত্যাধিগ্জ্ঞানা-
মশ্বয়ো ব রথানাং। ঋক্ ১০। ২৬। ৫। হয়তিগতিকশ্বা।
রথানাং সমক্ৰিভিরৈর্গমনশীলো ভবতি। (সায়ন)। যিনি
অশ্ব দ্বারা গমন করেন।

অশ্বেন হীরতে ব্যাপ্যতে হি-কর্মণি অচ্। অশ্বদ্বারা
ব্যাপ্য। অশ্বহয়েরনিশিতং। ঋক্ ৯। ৯৬। ২। অশ্বহয়ে-
ব্যাপ্যে। (সায়ন)।

অশ্বহৃদয় (ক্ৰী) অশ্বস্ত হৃদয়ং মনোগতভাবাদি। অশ্ববিদ্যা
বিশেষ। অশ্বাভিলাব।

অশ্বাক্ষ (পুং) অশ্বস্ত অক্ষী ব অচ্ সৃ। দেব সরিষার গাছ।
অশ্বাদি। গোত্রাগতো ফঞ্ প্রত্যয় বিধানের নিমিত্ত
পানিহ্যুক্ত শব্দগণ বিশেষ। (অখাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।
১। ১১০)। অশ্ব, অশ্বন, শজ, বিদ, পুট, রোহিণ,
ধর্জুর, ধর্জুল, গিজুর, ভড়িল, ভঙিল, ভড়িত, ভঙিত,
ভঙিক, প্রহৃত, রামোদ, শজ্র, গ্রীবা, কাশ, গোলাক্ষ্য,
অর্ক, শ্বন, ধ্বন, পাদ, চক্র, কুল, পবিত্র, গোমিন, শ্রাম,
ধুম, ধ্বন, বাগিন্, বিশ্বানর, কুট, বেশ, আত্রেয়, নত,
তড, নড, গ্রীষ্ম, অর্হ, বিশম্য, বিশালা, গিরি, চপল,
চুনম, দাসক, বৈলা, ধর্ম, আনডুহ, পুংসিজাত, অর্জুন,
শুভ্রক, স্মননল, হ্র্মননল, ক্ষান্ত, প্রোচ্য, কিত, কাণ, চুল্ল,
প্রবিষ্ঠা, বীক্ষ্য, পবিন্দা, আত্রেয়ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজ
আত্রেয়, কুংস, আতব, কিতব, শিব, খদির, পথ, বহু,
শ্রব, স্রু, কর্কটক, রুক্ষ, তরুক্ষ, তলুক্ষ, প্রচুল, বিলম্ব,
বিষ্কজ। এইগুলি অখাদি।

অশ্বামষ (ত্রি) অশ্বো মঘং ধনং যন্ত বেদে দীর্ঘঃ। যাহার
অশ্বরূপ ধন আছে। যিনি অশ্বরূপ ধন দান করেন।
অশ্বামঘা গোমঘা বাং হবেম। ঋক্ ৭। ৭১। ১। হে অশ্ব-
মঘাশ্বধনো হে গোমঘা গোধনো। উভয়োঃ প্রদাতারা-
বিত্যর্থঃ। (সায়ন)।

অশ্বযুক্তর্কেদ (পুং) অশ্বস্ত আয়ুর্বিদ্যাতেহনেন বিদ-গিচ্-
ষঞ্। ঘোড়ার আয়ুঃ ও চিকিৎসা জানিতে পারা যায়
এরূপ শাস্ত্র। শালিহোত্র আপনার পুত্র যুশ্বতকে ঐ
বিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। পরে জয়দত্ত ঐ বিদ্যা সম্বলন
করেন।

অশ্বারি (পুং) ৬-৩৭। মহিষ। ঘোড়ার শত্রু।

অশ্বারূঢ় (পুং) অশ্ব আরূঢ়ঃ অনেন। বহুব্রী। সাগী।

ঘোড়সোয়ার।

অশ্বারোহ (পুং) অশ্বারোহতি আ-কহ-অণ্। উপ। সৃ।
ঘোড়ার বাহক। অশ্বস্তম্মেটমিবারোহো মূলমন্ত। (ক্ৰী)
অশ্বগচ্ছা। এই অর্থে অশ্বারোহক শব্দও প্রযুক্ত হয়।

অশ্বাবতান (পুং) অশ্বস্ত ইব অবতানো যন্ত। ঋবিবিশেষ।
বিদ্য। অপত্যে অঞ্। অশ্বাবতান।

অশ্বিন (পুং) দিবং। অশ্বাঃ সন্তি যয়োঃ ইনি। অশ্বিন্যাং
নক্ষত্রে ভবৌ (সন্ধিবেলাদ্যতুনক্ষত্রেভ্যোহণ্। পা ৪।
৩। ১৬) ইতি অণ্, ততঃ ক্ৰীপ্রত্যয়ন্ত লুক্। অশ্বা উৎ-
পত্তিঃ স্থানত্বেন সন্ত্যন্ত ইনি বা। অশ্বিনীকুমারদ্বয় নামক
স্বর্গ বৈদ্য।

নিরুক্তে অশ্বিন শব্দের এইরূপ বিবরণ দেখা যায়,—

অথাতো দ্যৌস্থানা দেবতাঃ। তাসামশ্বিনৌ প্রথম-
গামিনৌ ভবতঃ। অশ্বিনৌ যদ্যশ্ব বতে সর্বং রসেনাত্তো
জ্যোতিষাত্তঃ।

অশ্বিন্দুরদৈত্যদ্ব্যন্তো রাজানৌ পুণ্যকৃত্যবিত্যোর্ণতাবঃ।
+ + অশ্বৈরশ্বিনাবিতি। ৩৭ কাবশ্বিনৌ প দ্যাবাপৃথি-
ব্যাবিতি একে। অহোরাত্রাবিতি একে। সূর্য্যোচক্ষ্রমসা-
বিতি একে। রাজানৌ পুণ্যকৃত্যাবিতি ঐতিহাসিকঃ।
তয়োঃ কালঃ উর্দ্ধমর্করাত্রাৎ প্রকাশীভাবস্তাহুবিষ্টমহু।
তমোভাগো হি মধ্যমো জ্যোতির্ভাগ আদিত্যঃ। তয়োঃ
কালঃ সূর্য্যোদয়পর্য্যন্তঃ। (নিরুং ১২। ১)।

তাহার পর অন্তরীক্ষের দেবতা। তাঁহাদের মধ্যে
অশ্বিনরা প্রথম। তাঁহাদের একজন রস দ্বারা এবং অস্ত্র
জন জ্যোতিঃ দ্বারা সর্বত্র ব্যাপিয়া আছেন, সেজন্য
তাঁহাদিগকে অশ্বিন কহে।

ঔর্ণভাবের মতে, অশ্বযুক্ত পুণ্যবান রাজহরের নাম
অশ্বিন। কিন্তু ঐ অশ্বিনরা কে?—কাহার মতে, পৃথিবী
এবং অন্তরীক্ষ। কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা দিন এবং
রাত্রি। কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা সূর্য্য এবং চন্দ্র।
ঐতিহাসিকেরা বলেন, তাঁহারা পুণ্যবান রাজা।
আলোক প্রকাশের কিঞ্চিৎ বিলম্ব থাকিতে অর্দ্ধরাত্রের
পূর্বে তাঁহাদের সময় নির্দিষ্ট আছে; অন্ধকার ভাগ
মধ্যম, এবং জ্যোতির্ভাগকে আদিত্য কহে; তাহাদের
সময় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত।

মহাভারতের অশ্বশাসন পর্কে লিখিত আছে,—
'চ্যবন ইন্দ্রকে কহিলেন যে, অস্ত্রান্ত দেবতার সঙ্গে
অশ্বিনরাও যেন সোমরস পান করিতে পান'। ইন্দ্র এ
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন,—‘অশ্বি-

নরা দেবতাদের সমকক্ষ নহে। সে জন্ত তাহাদের সঙ্গে আমরা সোমপান করিতে পারি না। চাবন পুনর্বার কহিলেন,—অশ্বিনরা স্বর্ঘ্যের সন্তান, অতএব তাঁহারা দেবতা। সূতরাং তাঁহাদের সঙ্গে সোমপান করিতে ক্ষতি নাই। ইহু তথাপি সম্মত হইলেন না।

অতঃপর চাবন একটা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; সেই যজ্ঞে দেবতারা পরাস্ত হন। দেবরাজ সেই যজ্ঞের অমুষ্ঠান দেখিয়া একটা পর্কত উপাড়িয়া তাঁহার বজ্র সমেত চাবনের অভিমুখে ছুটিলেন। কিন্তু মহর্ষির যোগবল অসামান্য। তিনি তৎক্ষণাৎ জল ছিটাইয়া ইহুকে ধৃত করিলেন। পরে তাঁহার বজ্রকুণ্ড হইতে মদ নামে একটা রাক্ষস উৎপন্ন হইল। সেই রাক্ষস স্বর্গ মর্ত্য ব্যাপিয়া মুখ বিস্তীর্ণ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার মুখের ভিতরে গিয়া পড়িলেন। কাজেই দেবগণ তখন অল্প উপায় না দেখিয়া অশ্বিনদের সঙ্গে সোমপান করিলেন।

এই উপাখ্যান দ্বারা অনুমান হইতেছে যে, আর্যেরা সহজে অশ্বিনদের দেবতা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এদিকে অনেক ঋগ্বেদে (৩।৫৮।১১; ৮।৮।৫১; ৮।৩৫।১-১০) দেবা যায়, ঋষিরা সোমপান করাইবার জন্ত অশ্বিনদ্বিগকে যজ্ঞস্থলে আহ্বান করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদে অশ্বিনদের এই রূপ জন্ম বিবরণ লিখিত আছে,—(১) ঋষ্টা আপনার কন্যা সরণ্যার বিবাহ দিতে অভিলাষ করেন। এই সংবাদ পাইয়া জগতের দেবতাদি উপস্থিত হইলেন। বিবস্থানের বিবাহিত ভাৰ্য্যা, যমের মাতা, পলাইয়া গেলেন। তাহার পর মর্ত্যলোকের নিকট হইতে অমর কন্যাকে (সরণ্যাকে) গোপন করা হইল। শেষে সরণ্যার মত আর একটা কন্যা সৃষ্টি করিয়া দেবতারা তাঁহাকে বিবস্থানের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সেই অশ্বরূপিণী সরণ্যার গর্ভে বিবস্থানের ঔরসে অশ্বিনদের জন্ম হয়। (১০।১৭।১-২)।

এস্থলে সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, সরণ্য এবং বিবস্থান অশ্বিনী এবং অশ্বরূপে সন্তোষ করিয়াছিলেন, তাই অশ্বিনদের জন্ম হয়। (যদ্যদা তজ্জান্যপতিভ্যামশ্বরূপান্মনা সন্তোষকালে রৈতঃ পতিতমাসীং তদাশ্বিনৌ জনয়ামাসেত্যর্থঃ)।

(১) ঋষ্টা হইলে বহুতঃ কৃণাভীভীঃ বিধঃ ভুবনং সমেতি।

যমস্ত মাতা পূর্য্যমানা যথা জায়া বিবস্তো নন্য।

অপাগৃহরম্ভাতঃ মর্ত্যোভ্যঃ কন্যী সর্বাশ্বদ্বিবিস্বতে।

উতাবিন্যবতরদ্যজ্ঞাসীদমহাঃ দা মিথুনা সরণ্যঃ। ১০।১৭।১-২।

নিরুক্তে (১২।১০) ঐ দুইটা ঋকের এই রূপ বিবরণ লিখিত হইয়াছে,—তজ ইতিহাসঃ সমাচকতে; ঋষ্টী সরণ্যাবিস্বত আদিত্যাদ্যমৌ মিথুনৌ জনয়াক্ষকার। সা সর্বাশ্বজাঃ প্রতিনিধায়াশ্বরূপাং কন্যী প্রদত্বাব। স বিবস্থানাদিত্যোহশ্বমেব রূপং কন্যী তামমুস্বত্যা সধভুব। ততোহশ্বিনৌ জজ্ঞাতে সর্বাশ্বাঃ মনুঃ।

ঋষ্টার কন্যা সরণ্যার গর্ভে, আদিত্য বিবস্থানের ঔরসে যমজ সন্তান জন্মিয়াছিল। পরে তিনি আপনার মত আর একজনকে রাখিয়া ঘূড়ার রূপ ধরিয়া নিজে পলায়ন করিলেন। বিবস্থান ঘোড়ার রূপ ধরিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া তাঁহাকে সন্তোষ করেন। তাহাতে অশ্বিনদের জন্ম হয়। মনু সর্বাশ্বার গর্ভে স্বর্ঘ্যের ঔরসে জন্ম লইয়াছিলেন।

ঋগ্বেদের ৭ মণ্ডলের ৭২ ঋকের ২ ঋকের ভাষ্যে সায়নাচার্য্য অশ্বিনদের এই রূপ জন্ম বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন,—(২) ঋষ্টার দুইটা যমজ সন্তান হয়, তাহার মধ্যে সরণ্য কন্যা এবং জিহিরা পুত্র সন্তান। বিবস্থানের সঙ্গে তিনি সরণ্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে বিবস্থানের ঔরসে যম এবং যমী নামে যমজ পুত্রকন্যা জন্মিয়াছিল। সরণ্য স্বামীর অজ্ঞাতসারে ঠিক আপনার মত একটা জ্বীলোক সৃষ্টি করিয়া তাহার কাছে নিজ যমজ সন্তান রাখিয়া দিলেন। পরে তিনি ঘোড়ার রূপ ধরিয়া প্রস্থান করেন। বিবস্থান না জানিয়া সেই কাল্পনিক সরণ্যাকে সঙ্গত হন, তাহাতে মনুর জন্ম হয়। মনু

(২) অভবদ্বিধুনং ঋষ্টঃ সরণ্যাদিরা সহ।

স বৈ সরণ্যঃ প্রায়চ্ছং স্বমেব বিবস্ততে।

ততঃ সরণ্যাং জ্ঞাতে তে যমযমৌ বিবস্ততঃ।

তানপুভৌ যদাবেব হ্যাতাঃ যম্যা চ বৈ যমঃ।

ঋষ্টা ভর্তৃঃ পরোকস্ত সরণ্য সপৃষ্ঠীঃ স্মিয়ঃ।

নিরুপ্য মিথুনং তস্তামবা ভূত্বা প্রচক্রেম।

অবিজ্ঞানাস্বিবাংশু তস্তামজনয়মুহুঃ।

রাজর্ষিরাণীং স মহাবিবস্থানিব তেজসা।

স বিজায় অপজ্ঞাতাঃ সরণ্যামান্নরপিনীঃ।

ঋষ্টীঃ প্রতিজগামাণ্ড বাকী ভূত্বা সলক্ষণঃ।

সরণ্যাস্ত বিবস্তন্ত বিজায় হররূপিণঃ।

মৈথুনাদ্যোপচকাম তাক তত্রাকরোহ সঃ।

ততস্তয়োস্ত বেগেন শুক্রং তদপতভূবি।

উপাজিহ্বস্ত সা ত্বা তক্ষুঃ গর্ভকাম্যয়া।

আগ্রাসমাতাক্ষুঃ তং কুমারৌ সধভুবতুঃ।

নাসত্যাকৈব দশশ্ব বৌ জ্ঞতাবিধাবপি।

স্বীয় পিতার স্তায় তেজস্বী রাজর্ষি হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে বিবস্বান্ বৃষিতে পারিলেন যে, স্ত্রীর কন্যা প্রকৃত সরগু কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তখন তিনি সরগুর মত ঘোড়া হইয়া শীঘ্র তাঁহার অনুসরণ করিলেন। সরগু স্বামীকে চিনিতে পারিয়া নৈনথুনের নিমিত্ত তাঁহার নিকটে আসিলেন। তাহাতে অশ্বরূপি বিবস্বান্ তাঁহার অভিশাপ পূর্ণ করেন। তৎকালে অতিশয় বেগপ্রযুক্ত ভূমিতে গুরু পতিত হয়। তখন অশ্বরূপিণী সরগু গর্ভ-কামনায় সেই গুরুর আশ্রয় করিল। গুরু আশ্রয় করিবামাত্র দুইটা কুমারের জন্ম হয়, তাহার একজনের নাম নাসত্য এবং অপরের নাম দশ। অশ্বিন নামে তাঁহাদেরই স্তব করা হয়।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় (অশ্বিনৌ বৈ দেবানামমু-
শাবরৌ। ৭।২।৭।২) অশ্বিনদ্বিগকে অস্ত্রাত্ত দেব-
তার কনিষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। (৫।১।১১৬।
১৭) ঋকের ভাষ্যে সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, সবি-
তার কন্যা স্বর্গ্যার সঙ্গে অশ্বিনদের বিবাহ হইয়াছিল।
ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৪।৭) এই ইতিহাসের কিঞ্চিৎ বিব-
রণ দেখিতে পওয়া যায়।

অশ্ব-অন্ত্যর্থ ইনি। (ত্রি) অশ্বযুক্ত।

অশ্বিনী (স্ত্রী) অশ্বস্তুতমাস্তাকারোহস্ত্যস্ত ইনি ভীপ্।
সাতাইশ নক্ষত্রের অন্তর্গত প্রথম নক্ষত্র। সাতাইশ
নক্ষত্র দক্ষের কন্যা, তজ্জন্ত অশ্বিনীকে দাক্ষায়ণী কহে।
ইহার দুইটা পর্য্যায় দেখা যায়,—অশ্বযুক্ত ও দাক্ষায়ণী।
অশ্বিনী চন্দ্রের ভাৰ্য্যা। ইহার আকার ঘোটকের মুখের
মত; অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অশ্বারূঢ়পুরুষ। অশ্বিনী নক্ষত্রে
জন্মগ্রহণ করিলে মানুষ বিনীত, সম্পত্তিশালী, সম্বাদিত
এবং পুত্রবান্ হয়। ইহা নন্তকোপরি উদিত হইলে
কর্কটনগ্নের এক দণ্ড ত্রিশ পল গত হইয়া থাকে।

অশ্বিনীকুমার (পুং) দ্বিবং। বড়বারূপধারিণী স্বর্গ্যগন্ধী
স্বাঙ্গীর গর্ভে, অন্তরীক্ষে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হইয়া-
ছিল। ইহারা স্বর্গের বৈদ্য। উক্ত অর্থে, অশ্বিনীপুত্র,
অশ্বিনীমুত, স্বর্ভদ্যা, দশ, নাসত্য, অশ্বিনেয়, নাসিক্য,
গদাগদ, পুরুষজ্ প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়।

অস্বীয় (স্ত্রী) অস্বানাং সমূহঃ ছ। ঘোড়ার পাল। হিতার্থে
অপূপং ছ, যৎ চ। ঘোড়ার হিতকর।

অশ্বোরস (স্ত্রী) অশ্বানামুর ইব মুখ্যন্ অচ্ সৎ। প্রধান
ঘোড়া।

অশ্ব। দীপ্তি অর্থে অকং, গতি এবং গ্রহণ অর্থে সকং ভা°

উভং সেট্। লট্—অযতি অযতে। লিট্—আবীৎ
আবিষ্ট।

অযড়ক্ষীণ (ত্রি) অবিদ্যমানানি বড়ক্ষীণ্যভ্যন্তি বহুব্রীহিঃ।
(বহুব্রীহৌ স্কথ্যাক্ষোঃ স্বাক্ষাৎ বচ্। পা ৫।৪।১১৩)
ইতি বচ্, ততঃ খ প্রত্যয়ঃ। [অলংকর্মণ শব্দে সূত্র
দেখ]। যে মন্ত্রণা দুই জনে করা হয়। যে মন্ত্রণা করি-
বার সময়ে ছয় চক্ষু থাকে না, অর্থাৎ তিন জনে যে
মন্ত্রণা করা হয় না।

অষাঢ়। অশাঢ় (পুং) আষাঢ়স্য নক্ষত্রেণ বা যুক্তা পৌর্ণ-
মাসী আষাঢ়ী সাযত্র মাসে অণ্ বা হ্রস্বঃ। আষাঢ়মাস।
আষাঢ়ী পূর্ণিমা প্রয়োজনমন্ত্র প্রয়োজনার্থে অণ্।
ব্রহ্মচারীর পলাশ দণ্ড। স্বার্থে কন্ অষাঢ়ক।

অষাঢ়। অশাড়া (স্ত্রী) ষাঢ়ি সাহনং সহ-গিচ্-জিন্।
চত্বন্ অর্শং অচ্। নঞ তৎ পূ° বা শব্দঃ উদ্বক। অশ্বিনী
হইতে পূর্বদিকে বিংশ এবং উত্তরদিকে একবিংশ নক্ষত্র।

অষ্টক (স্ত্রী) অষ্টৌ অধ্যায়াঃ পরিমাণমস্যা সূত্রস্যা অষ্টন-
সংজ্ঞায়াং স্বার্থে কন্। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রগ্রন্থ।
অষ্টাধ্যায়যুক্ত ঋগ্বেদের অংশ বিশেষ। (ত্রি) অষ্টসংখ্যা-
পরিমিত। অষ্টাবৃত্ত অধ্যয়ন। আটসংখ্যা। অষ্টঃ বিদস্তি
অধীযতে বা। অধোভবেদিত্ প্রত্যয়স্যা বাহুল্যে লুক্।
বহবং। বাহারা পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী পাঠ করেন। *।
সংখ্যায়াঃ সংজ্ঞাসংজ্ঞ্য সূত্রাধ্যায়নম্। পা ৫।১।৫৮।
সংখ্যাবাচি শব্দের উত্তর সংজ্ঞ্য, সূত্র এবং অধ্যয়ন বুঝা-
ইলে সংজ্ঞাবিষয়ে স্বার্থে যথাবিহিত প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়।
অষ্টকর্ণ (পুং) অষ্টৌ কর্ণা যস্য। চতুর্থ ব্রহ্মা। প্রত্যেক
মস্তকে দুই দুই কর্ণ থাকে, অতএব ব্রহ্মার চারিমুখে
সর্বসমেত আট কান।

অষ্টকর্মণ (পুং) অষ্টৌ কর্মণ্যস্য। আট প্রকার কর্মযুক্ত
রাজা। অষ্টগতিক শব্দেও ঐ অর্থ বুঝায়। রাজার আট
প্রকার কর্ম যথা,—

আদানে চ বিসর্গে চ তথা প্রৈবনিবেধরোঃ।

পঞ্চমে চার্ঘবচনে ব্যবহারস্ত চেকণে।

দণ্ডশুল্ক্যোঃ সদা রক্তন্তে নাষ্টগতিকো নৃপঃ।

১—করাদির আদান; ২—বিসর্গ অর্থাৎ ভৃত্যাদিকে
ধন প্রদান; ৩—ঐব অর্থাৎ অন্যাত্যাদির দৃষ্টাদৃষ্ট অশ্ব-
ষ্ঠান; ৪—নিবেধ অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্টের বিক্রয়ক্রিয়া; ৫—
অর্থবচন অর্থাৎ কার্য্যসম্বন্ধের নিমিত্ত তাহার নিয়ম
করা। ৬—ব্যবহার দ্রব্য অর্থাৎ প্রজাদিগের শরণানা-
দির প্রতি দৃষ্টি। ৭—দণ্ড অর্থাৎ পরাজিত ব্যক্তির নিকট

হইতে অর্থগ্রহণাদি ব্যাপার। ৮—শুদ্ধি অর্থাৎ পাপাদি করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত।

মেধাভিধির মতে অকৃতারম্ভ, কৃতানুষ্ঠান, অনুষ্ঠিত বিশেষণ, কর্মফলসংগ্রহ, সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড।

অষ্টকা (স্ত্রী) অশক্তি পিতরোহিত্যঃ তিণৌ অশ্- (ইষ্য-ভ্যাস্তকন্। উণ্ ৩। ১৪৮) ইতি তকন্। শ্রাদ্ধ বিশেষ। তিথি বিশেষ। গোণ চান্দ্র পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসীয় কৃষ্ণাষ্টমী। অষ্টকা শ্রাদ্ধ তিন প্রকার,—অপূণাষ্টকা, মাংসাষ্টকা এবং শাকাষ্টকা। উহা যথাক্রমে গোণচান্দ্র পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে করিতে হয়। অষ্টকাদ (স্ত্রী) অষ্টমঙ্গং যন্ত। পাশা খেলিবার ছক। উহার প্রত্যেক পংক্তিতে আটটি ঘর থাকে বলিয়া উহার নাম অষ্টকাদ।

অষ্টকিক (ত্রি) অষ্টকাহস্তান্ত্র ত্রীহাং ঠন্। অষ্টকায়ুক্ত। উক্ত অর্থে ‘অষ্টকী’ এ প্রকার শব্দও প্রযুক্ত হয়।

অষ্টকুড়স্ (অব্য) অষ্টন্- (সংখ্যায়াঃ ক্রিয়াভ্যাবৃতিগণনে কৃষ্বহচ। পা ৫। ৪। ১৭) ইতি কৃষ্বহচ। আটবার।

অষ্টকোণ (ত্রি) অষ্টৌ কোণা ক্ত। অষ্টকোণযুক্ত ক্ষেত্র। যন্ত্রবিশেষ। কুণ্ডবিশেষ। চলিত কথায় ইহাকে ‘আট-কোণা’ বলা যায়। [ক্ষেত্র শব্দে ইহার কালি দেখ]।

অষ্টক্য (ত্রি) অষ্টকেন ক্রীতঃ গবাং যৎ। অষ্টসংখ্যক দ্রব্য দ্বারা বাহা ক্রয় করা হইয়াছে।

অষ্টগব (স্ত্রী) অষ্টানাং গবাং সমাহারঃ অচ্ প্রত্যয়-বেতাদ্রাজিতি বোগবিভাগাৎ অচ্। আটটি গোক। ‘আট গোরুর গাড়ী’—এরূপ অর্থ বুঝাইলে—‘অষ্টাগব’ এই প্রকার রূপ হইবে। *। গবি চ যুক্তে। (বার্তিক, ৬। ১। ৪৬ সূত্রে) ইতি অষ্টন আত্ম।

অষ্টগুণ (ত্রি) অষ্টভিগুণাতে গুণ-অভ্যাসে কর্মণি ক। আটগুণ। ৫×৮, ৬×৮ ইত্যাদি।

অষ্টগৃহীত (ত্রি) অষ্টকৃডো গৃহীতন্। বাহা আটবার গ্রহণ করা হইয়াছে।

অষ্টচত্বারিংশৎ। অষ্টাচত্বারিংশৎ (স্ত্রী) অষ্টাধিকা চত্বারিংশৎ। (বিভাষা চত্বারিংশৎ প্রভৃতৌ সর্কেষাম্। পা ৬। ৩। ৪২)। ৪৮ আটচল্লিশ সংখ্যা।

অষ্টতয় (ত্রি) অষ্টাবয়বা অস্ম্যু অষ্টন-তয়প্। আট অব-য়যুক্ত। (স্ত্রী) ৮ আট সংখ্যা।

অষ্টতারিণী (স্ত্রী) বহবং। কর্মধাং। ভগবতীর আটমুষ্টি। যথা—তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী, চামুণ্ডা।

তারা চোগ্রা মহোগ্রা চ বজ্রা কালী সরস্বতী।

কামেশ্বরী চ চামুণ্ডা ইত্যষ্টৌ তারিপোমতা।

অষ্টত্রিক (স্ত্রী) অষ্টাবৃত্তং ত্রিকন্ম। ৮×৩ আটগুণ তিন অর্থাৎ ২৪ চব্বিশ। (ত্রি) চব্বিশ সংখ্যায়ুক্ত।

অষ্টত্ৰ (স্ত্রী) অষ্টানাং ভাবঃ ত্ৰ। আট সংখ্যা।

অষ্টদংষ্ট্র (পুং) ৬-বহুব্রী। ঋগ্বেদোক্ত দানববিশেষ।

অষ্টদল (স্ত্রী) অষ্টৌ দলানি যস্য। অষ্টপত্র পদ্ম।

অষ্টদিশ্ (স্ত্রী) বহবং। পূর্ব, অগ্নি, দক্ষিণ, নৈঋত, পশ্চিম, বায়ু, উত্তর, ঈশান এই আট দিক।

অষ্টদিক্‌রিণী (স্ত্রী) বহবং। অষ্টদিক্‌স্থাঃ করিণাঃ। অশ্বিন, কপিল, পিঙ্গলা, অশ্বপমা, তাম্রকর্ণী, শুভ্রদন্তী, অঙ্গনা, অঙ্গনাবতী, এই আট ঐরাবতের পত্নী।

অষ্টদিক্‌পাল (পুং) অষ্টৌ দিশঃ পালয়তি পা-গিচ্-অণ। উপং সৎ। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিখতি, বরুণ, বায়ু, সোম, ঈশান, এই অষ্টদিক্‌পাল।

অষ্টদিগ্‌জ (পুং) বহবং। অষ্টদিক্‌স্থা গজাঃ। ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঙ্গন, পুষ্পদন্ত, সার্কভোম, সুপ্রতীক, ইহার দিগ্‌জ।

অষ্টদ্রব্য (স্ত্রী) বহবং। অশ্বখ, ডুম্বর, প্লক্ষ, হ্রগ্ৰোধ, সমিধ, তিল, সিদ্ধার্থ এবং পায়সাজ্য এই আটদ্রব্য।

অষ্টধা (অব্য) অষ্টন্-প্রকারে ধাচ্। আট প্রকার।

অষ্টধাতু (পুং) বহবং। অষ্টৌ ধাতবঃ। কর্মধাং। ইহা সংজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া দ্বিগু সমাস হয় নাই। আট প্রকার ধাতু। যথা,—স্বর্ণ, রূপা, তামা, রাং, দস্তা, সীস, লৌহ এবং পারদ। দানসাগরের মতে,—সোনা, রূপা, কাঁসা, তামা, সীস, রাং, লৌহ এবং পিতল। সুশ্রুত, প্রথমোক্ত আট প্রকার ধাতু হইতে পারা পরিভ্যাগ করিয়া সাত প্রকার ধাতু গ্রহণ করিয়াছেন। অষ্টধাতুর প্রতিমা নির্মাণ করিতে হইলে শেষোক্ত কয়েকটি ধাতু গৃহীত হয়। অষ্টধাতুর অঙ্গুরীয়ক প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমোক্ত কয়েকটি ধাতু গৃহীত হইয়া থাকে। কথিত আছে, অষ্টধাতুর আংটিতে তাড়িত থাকে বলিয়া উহাতে নানা প্রকার রোগ নিবারণ হয়।

অষ্টন্ (ত্রি) বহবং। অশ ব্যাপ্তৌ- (সপ্যশূভ্যাস্ত্ চ। উণ্ ১। ১৫৪) ইতি কনিন্ তুট্ চ। ৮ আট সংখ্যা। (ত্রি) আটসংখ্যা বিশিষ্ট। এই কয়েকটি শব্দে আট বুঝাইয়া থাকে,—বোগাদ, কারণ যোগের আটটি অঙ্গ কথিত হইয়াছে (১ যম, ২ নিয়ম, ৩ আসন, ৪ প্রাণায়াম, ৫ প্রত্যাহার, ৬ ধারণা, ৭ ধ্যান, ৮ সমাধি)।

বসু—কারণ বসুগণ সংখ্যাতে আটজন (১ ধর, ২ ধর, ৩ সোম, ৪ সাবিত্র, ৫ অনিল, ৬ অনল, ৭ প্রত্যাষ, ৮ প্রতাস)।

শিবমূর্ত্তি—কারণ ভবিষ্যপুরাণে শিবের আটটি মূর্ত্তি কথিত হইয়াছে (১ ক্ষিতিমূর্ত্তি সর্ব, ২ জলমূর্ত্তি ভব, ৩ অগ্নিমূর্ত্তি রুদ্র, ৪ বায়ুমূর্ত্তি উগ্র, ৫ আকাশমূর্ত্তি ভীম, ৬ বজ্রমানমূর্ত্তি পশুপতি, ৭ সোমমূর্ত্তি মহাদেব, ৮ সূর্য্যমূর্ত্তি দৈশান)।

দিগ্গজ,—[আটটি দিগ্গজ অষ্টদিগ্গজ শব্দে দেখ]।

সিদ্ধি,—অষ্টসিদ্ধি যথা,—১ অগ্নিমা, ২ মহিমা, ৩ লঘিমা, ৪ প্রাপ্তি, ৫ প্রাকাম্য, ৬ দৈশিত্ব, ৭ বশিত্ব এবং ৮ কামাবসায়িত্ব।

দিক্‌পাল—[অষ্টদিক্‌পাল শব্দে দেখ]।

নাগ, অহি ইত্যাদি,—১ অনন্ত, ২ বাসুকি, ৩ কঞ্চল, ৪ কর্কোটক, ৫ পদ্ম, ৬ মহাপদ্ম, ৭ শঙ্খ এবং ৮ কুলিক।

কুলপর্ষত, কুলাদ্রি ইত্যাদি,—১ মহেন্দ্র, ২ মলয়, ৩ সহ্য, ৪ শুক্তিমান, ৫ ঋক্ষবান, ৬ বিক্র্য, ৭ পারিপাত্র, ৮ হিমালয়। (পদ্মপুরাণে কেবল সাতটি কুলাচল গৃহীত হইয়াছে)।

ঐশ্বর্য্য—সিদ্ধি শব্দে উক্ত অগ্নিমানি।

অষ্টপাং। অষ্টপাদ (পুং) অষ্টৌ পাদা যন্ত। বহুব্রী বা অন্ত্যলোপঃ। মাকড়শ। শরভ নামক মৃগবিশেষ।

অষ্টপাদিকা (স্ত্রী) লতাবিশেষ। হাপরমালী।

অষ্টপুষ্পী (স্ত্রী) অষ্টানাং পুষ্পানাং সমাহারঃ। পুষ্পাষ্টক।

‘অষ্টপুষ্পিক’ এই প্রকার রূপও হয়।

অষ্টভূজা (স্ত্রী) অষ্টৌ ভূজা অন্তাঃ। দেবীর মূর্ত্তিবিশেষ।

অষ্টম (ত্রি) অষ্টানাং পূরণঃ ডট্‌ মট্‌ চ। আট সংখ্যার পূরণ।

অষ্টমকালিক (ত্রি) অষ্টমঃ কালঃ ভোজনেহন্ত্যস্য ঠন্‌। যে বানপ্রস্থ সাড়ে তিন দিন উপবাস করিয়া চতুর্থ দিনের রাত্রিতে ভোজন করেন।

অষ্টমঙ্গল (স্ত্রী) অষ্টপ্রকারঃ মঙ্গলদ্রব্যম্‌। শাকং তৎ‌।

আট প্রকার মঙ্গল দ্রব্য। চলিত কথায় ইহাকে ‘আট-মঙ্গল’ কহে। আট প্রকার মঙ্গলদ্রব্য যথা,—মৃগরাজ, বৃষ, নাগ, কলস, চামর, বৈজয়ন্তী, ভেরী এবং দীপ। লোকে,—ব্রাহ্মণ, গো, হতাশন, স্বর্ণ, স্নাত, আদিত্য, জল এবং রাজা, এই গুলি গৃহীত হয়। হুর্ণোৎসব, বিবাহাদি কর্ষে অষ্টমঙ্গলের দ্রব্য লাগে। (পুং) ষ্বেত-বর্ণমুখবন্ধঃখুরকেশপুচ্ছযুক্ত ঘোটক।

অষ্টমঙ্গলদ্রুত (স্ত্রী) অষ্টভির্দ্রুতৈর্মঙ্গলার্থং দ্রুতম্‌। আট প্রকার ঔষধযুক্ত পাক করা দ্রুত। দ্রুত, বহু, কুড়, ব্রাহ্মী-শাক, ষ্বেতসরিসা, অনন্তমূল, সৈন্ধবলবণ, পিপ্পল, এই কয়েক দ্রব্য দিয়া দ্রুত পাক করিতে হয়। ইহা প্রোতাহ প্রাতঃকালে পান করিলে বালকদের বুদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অষ্টমান (স্ত্রী) অষ্টৌ মৃগয়ঃ পরিমাণমস্যা। এক কুড়া পরিমাণ। শরাবের অর্দ্ধ।

অষ্টমিকা (স্ত্রী) শুক্তি পরিমাণ। চারি তোলা।

অষ্টমী (স্ত্রী) অষ্টানাং পুরণী। তিথি বিশেষ। চজের ষোলকলার মধ্যে প্রতিপৎ হইতে অষ্টম কলা। শুক্লপক্ষে শুক্লাষ্টমী এবং কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণাষ্টমী হয়। অশু-কৃত অষ্টঃ সংঘাতং ব্যাপ্তিং বা মাতি মা-ক গোরাং ভীক্‌। ক্ষীর-কাকোলী। কোটালতা।

অষ্টমী পঞ্চপর্ষের মধ্যে একটি পর্ষ, তজ্জন্ত উহাতে বেদপাঠ স্ত্রী তৈল মাংস প্রভৃতি নিষিদ্ধ। এই তিথিতে নারিকেল খাইতে নাই। পূর্বে অষ্টমী তিথিতে কোন অপরাধীর পরীক্ষা করা হইত না। অষ্টমীতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে নাই।

অষ্টমুষ্টি (পুং) অষ্টৌ মৃগয়ঃ পরিমাণমস্যা অণ্‌, বিগোলুর্‌ক্‌ ইতি লুক্‌। কুঁচি পরিমাণ।

অষ্টমূর্ত্তি (পুং) অষ্টৌ ভূম্যান্যো মূর্ত্তয়ো যস্য। বহুব্রী। ভূমি প্রভৃতি অষ্টমূর্ত্তিধর শিব। [অষ্টন্‌ শব্দে এই আট মূর্ত্তির বিবরণ দেখ]। (স্ত্রী) কর্ম্মধাং। আটটিমূর্ত্তি।

অষ্টমূর্ত্তিধর (পুং) অষ্টানাং মূর্ত্তিনাং ধরঃ। ভূমি প্রভৃতি আট প্রকার মূর্ত্তিধারী শিব। [অষ্টন্‌ শব্দে অষ্টমূর্ত্তির বিবরণ দেখ]।

অষ্টরত্নি (ত্রি) অষ্টৌ রত্নয়ঃ উর্দ্ধমানমস্যা। আট মৃটোম হাত পরিমাণ। হাত মৃটা করিয়া তাহার আট হাত পরিমাণ।

অষ্টলোহক (স্ত্রী) বহুব্‌। অষ্ট ধাতু বিশেষ। যথা,—১ সূবর্ণ, ২ রজত, ৩ তাম্র, ৪ রাং, ৫ নীস, ৬ কাঙ্কিলাতা, ৭ মুণ্ডলোহা, ৮ তীক্ষ্ণলোহা।

অষ্টবর্গ (পুং) অষ্টবিধানামৌষধি দ্রব্যানাং বর্ণো গণঃ। আট প্রকার ঔষধ বিশেষের গণ। যথা—১ মেদ, ২ মহামেদ, ৩ ঋদ্ধি, ৪ বৃদ্ধি, ৫ জীবক, ৬ ঋষভক, ৭ কাকোলী, ৮ ক্ষীরকাকোলী। অষ্টবর্গের মধ্যে সমস্ত দ্রব্যগুলি এখন পাওয়া যায় না, এবং সেগুলি কি পদার্থ তাহাও কেহ বলিতে পারেন না। এখন তাহাদের অন্তর্ভ

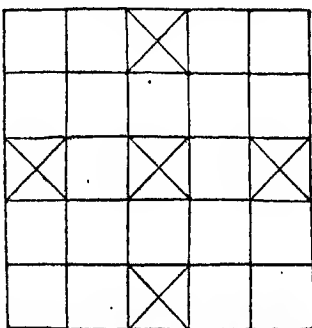
পদার্থই ব্যহত হয়। যথা—মেদের পরিবর্তে অশ্বগন্ধা, মহামেদের পরিবর্তে অনন্তমূল, জীবকের স্থলে গুলঞ্চ, অম্বতকের স্থলে বংশলোচন, ঋজির পরিবর্তে শ্বেত-বেড়েলা, বৃদ্ধির অভাবে গোরক্ষাকূলে।

অষ্টানাং রাহুভিন্নরবাদীনাং বর্ণো যত্র। বহুতী। শুভাশুভ ফলসূচক জন্মকালীন রাহুভিন্ন অষ্টগ্রহসমুদায়ের চক্র। যেমন—স্বাদিনক্লং শুভদ ক্ষিতিপক্ষসমুদ্রনগাদিক-পক্ষগতো (১।২।৪।৭।৮।৯।১০।১১)। অর্থাৎ সূর্য যদি আপনার গৃহ সিংহ রাশিতে কিম্বা স্বরাশি হইতে ২, ৪, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, রাশিতে থাকেন তবে শুভফল দেন। আবার বিভাবরিত্ত জ্যৈষ্ঠদেশগতো (৩।৬।১০।১১)। বিভাবরির ভর্তা চন্দ্র, তাঁহার গৃহ কর্কট। তথা হইতে সূর্য যদি ৩, ৬, ১০, ১১ রাশিতে থাকেন তবে শুভফল দেন। এই রূপ অস্ত্রাশ্রু গ্রহের ফলাফলের কথা জ্যোতিষ শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে।

অষ্টশ্রবণ। অষ্টশ্রবস্ (পুং) অষ্টৌ শ্রবণানি শ্রবাংসি বা বস্যা। ব্রহ্মা। ইহার চারি মাথার আট কান আছে। অষ্টকপাল (ত্রি) অষ্টানু কপালেবু সংস্কৃতম্ অণ্ তস্য নুক্। অষ্টকপালে সংস্কৃত পুরোডাশাদি। যজ্ঞবিশেষ। যে যজ্ঞে আটটি কপালে পুরোডাশ পাক করিয়া দেব-তাকে আহ্বান করা হয়। (অষ্টনঃ কপালে হবিষি। বার্তিক, পা ৬।৩।৪৬ হ্রদে)।

অষ্টাক্ষী। কড়ী ও ঘুঁটা দ্বারা এক প্রকার খেলা। বালিকা বয়সে অনেকেই অষ্টাক্ষী খেলিয়া থাকে। ‘অষ্টাক্ষী’ এই নাম শুনিলে বোধ হয় যে, শব্দটি ‘অষ্টকোক্ষী’ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ ইহার চকের প্রত্যেক পংক্তিতে আটটি করিয়া ঘর। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। যে রূপ ছক চলিত আছে, তাহার প্রতি পংক্তিতে ৫, ৭ বা ৯টি এই রূপ বিঘোড় ঘর আঁকা হয়।

এখানে একটা পাঁচ-ঘরা ছকের চিত্র দেওয়া গেল।



ইহার প্রতি ধারের তৃতীয় ঘরে চেঁরাগ মত চারিটি চিক্

আছে এবং ঠিক মধ্যস্থলেও আর একটা চিক্ আছে। চারি জনে এই খেলা খেলিতে হয়। ইহার চাইল প্রায় পাশা খেলার মত। প্রত্যেক ধারের চারিটি চিকে চারিটি করিয়া বোলটা ঘুঁটা থাকে। এক এক ধারে এক জন করিয়া বালিকা বসে। তাহার পর এক জন বালিকা পাশটার মত চারিকড়া কড়ী চালে। দানের নিয়ম এই রূপ,—৪টা কড়ীর মধ্যে ১টা চিত ৩টা উপুড় হইলে তাহাকে কষ্টে কহে; দুইটা চিত হইলে তাহার নাম দুই; তিনটা চিত হইলে তাহার নাম তিন; চারিটা চিত হইলে তাহাকে চক্ বলে; চারিটা উপুড় হইলে তাহার নাম অষ্ট। অতএব দানের অষ্টা এবং কষ্টে হইতে এই খেলার নাম ‘অষ্টাক্ষী’ হইয়াছে। লোকে ইহাকে অষ্টাকষ্টেও বলিয়া থাকে।

ইহার ঘুঁটা বাম দিক্ দিয়া চলিয়া দক্ষিণ দিক্ দিয়া মধ্যস্থলের চিকের ঘরে তুলিতে হয়। পথে কোন ঘরের মধ্যে অন্তের ঘুঁটা পাইলে তাহা কাটা যায়।

অষ্টাক্ষর (ত্রি) অষ্টাক্ষরাণি যত্র পাদে। আট অক্ষরযুক্ত অনুষ্টুভ্ জাতীয় বর্ণ বৃত্ত বিশেষ।

অষ্টাঙ্গ (পুং) অষ্টৌ অঙ্গানি যস্য। যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধি ইত্যাদি অষ্টাঙ্গ যোগবিশেষ। হাঁটু, পা, হাত, বক্ষঃস্থল, মস্তক এইগুলি মাটিতে পাতিয়া, প্রণাম্য ব্যক্তির প্রতি চাহিয়া সাদর সম্ভাষণ পূর্বক প্রণাম করিলে তাহাকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম কহে। তন্ত্রসারানুসারে—

পদ্ম্যাং জাহ্নুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।

বচসা মনসা চেতি প্রণামোহষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ।

পদদ্বয়, করদ্বয়, দুই হাঁটু, বক্ষঃস্থল ও মস্তক ভূমিতে ঠেকাইয়া পরে একবার মস্তক তুলিয়া নমস্তকে ভক্তি-ভাবে দর্শন করিবে। পরে প্রণামের মন্ত্রগুলি বলিতে বলিতে গদগদমনে পুনর্বার ভূমিষ্ঠ হইবে। কেহ কেহ বলেন, বচনস্থ ‘দৃশা’ এই পদ দ্বারা এই রূপ বুঝায় যে, প্রণাম করিবার সময়ে প্রথমে দক্ষিণ চক্ষুর কোণ, পরে বাম চক্ষুর কোণ মাটিতে স্পর্শ করাইবে। জল, দুগ্ধ, কুশাণ্ড, দধি, ঘৃত, তণ্ডুল, যব, শ্বেতসরিষা, ইহা-দিগকে অষ্টাঙ্গ অর্থাৎ কহে। সূর্য্যার্থের এই করেকটি দ্রব্য—জল, দুগ্ধ, কুশাণ্ড, ঘৃত, মধু, দধি, রক্তচন্দন ও রক্তকরবী।

শরীফলক অর্থাৎ পাশা খেলিবার ছক। ঐ ছকের প্রত্যেক পংক্তিতে আটটি করিয়া ঘর থাকে তৎসং

উহাকে অষ্টাঙ্গ কহে। অষ্টাঙ্গ চিকিৎসা, যথা—১ শল্য, ২ শালাক্য, ৩ কায়চিকিৎসা, ৪ ভূতবিদ্যা, ৫ কৌমার-ভূত্যা, ৬ আগদত্ত, ৭ রসায়নতন্ত্র, ৮ বাজীকরণ।

১। শল্য—শরীরের কোন স্থানে তীর প্রভৃতি অস্ত্র কিম্বা অস্ত্র কোন দ্রব্য বিধিলে তাহার প্রতিবিধান।

২। শালাক্য—উর্দ্ধক্লপ্প্রদেশস্থিত (Supraclavicular region) এবং চক্ষু কর্ণমুখ নাসিকা প্রভৃতি স্থানের চিকিৎসা।

৩। কায়চিকিৎসা—সকল শরীরের পীড়া, যথা জ্বর, উদরাময়, উন্মাদ ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা।

৪। ভূতবিদ্যা—ভূতপিশাচ প্রভৃতির চিকিৎসা।

৫। কৌমারভূত্যা—শিশুপালনের নিমিত্ত দ্ব্যঙ্গীবিদ্যা এবং ছুগ্ধাদির দোষ সংশোধন।

৬। অগদত্ত—সর্প কীটাদি কামড়াইলে ঝাড়ান ও ঔষধ প্রয়োগ।

৭। রসায়নতন্ত্র—যাহাতে শরীর শীঘ্র বৃদ্ধির মত না হইয়া পড়ে এবং আয়ুঃ ও বলবৃদ্ধি হয়, এই প্রকার উপায়।

৮। বাজীকরণতন্ত্র—শরীর ক্ষীণ ও শুষ্ক প্রভৃতি দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহার প্রতিবিধান। (ক্লী) কর্মধা। তত্ত্বং অঙ্গ।

অষ্টাঙ্গধূপ (পুং) কন্দমাং। গুণ্ণুল, নিষপত্র, বচ, কুড়, হরীতকী, যব, সর্ষপ, ঘৃত, এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া কাপড়ে দৃঢ় রূপে বাধিবে। পরে রোগীর সর্দাঙ্গে বস্ত্র ঢাকা দিয়া নিধুম অঙ্গারে উক্ত ধূপের পুঁটুলী ফেলিয়া ধূপ দিবে। ইহাতে বিষম জ্বর নষ্ট হয়।

অষ্টাঙ্গমৈথুন (ক্লী) মৈথুনের আট প্রকার অঙ্গ বিশেষ। স্মরণ, কীর্তন, কেলি, দর্শন, গোপনীয় কথাবার্তা করা, সংকল্প, অধ্যবসায়, ক্রিয়ানিষ্পত্তি, এই আট অঙ্গ।

অষ্টাঙ্গযোগ (পুং) ১ যম, ২ নিয়ম, ৩ আসন, ৪ প্রাণায়াম, ৫ প্রত্যাহার, ৬ ধারণা, ৭ ধ্যান এবং ৮ সমাধি।

[যমাদি তত্ত্বং শব্দে উহাদের বিবরণ দেখ]।

অষ্টাঙ্গাবলেহিকা (ক্লী) কটফল, কুড়, কাকড়াশুঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরীচ, ছুরালভা, কৃষ্ণজীরা, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুর সঙ্গে অবলেহ করিলে অত্যন্ত কঠিন সন্নিপাত জ্বর, হিক্কা, শ্বাস, কাস, কঠরোধ প্রভৃতি উপসর্গ নিবারণ হয়। কিন্তু উর্দ্ধগ স্লেষ্মার উষ্ণ স্বেদাদি আবশ্যক হইলে মধু না দিয়া আদার রসে অবলেহ প্রস্তুত করিবে।

অষ্টাদশ (ত্রি) অষ্টাদশানাং পূরণঃ ভট্ জিহ্বাঃ ত্রিপ্।

আঠার সংখ্যার পূরণ। অষ্টৌ চ দশ চ, অষ্টাধিকা দশ বা, অষ্টাদশন্। ১৮ আঠার সংখ্যা। আঠার সংখ্যা বিশিষ্ট। বিদ্যা, পুরাণ, স্মৃতি এবং ধাতু ইহাদের প্রত্যেকের সংখ্যা আঠার বলিয়া ঐ সকল শব্দে আঠার সংখ্যাকে বুঝায়।

অষ্টাদশবিদ্যা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকৃষ্ট, ছন্দঃ, জ্যোতিষ এই বড়ঙ্গ; চতুর্বেদ, মীমাংসা, শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্বেদ, ধর্মুর্বেদ, গান্ধর্ব, অর্থশাস্ত্র, এই আঠার প্রকার বিদ্যা।

পুরাণ—১ ব্রাহ্ম, ২ পদ্ম, ৩ বৈষ্ণব, ৪ শৈব, ৫ ভাগবত, ৬ নারদীয়, ৭ মার্কণ্ডেয়, ৮ অগ্নেয়, ৯ ভবিষ্য, ১০ ব্রহ্মবৈবর্ত, ১১ লিঙ্গ, ১২ বারাহ, ১৩ স্বাম্ভ, ১৪ বামন, ১৫ কৌর্ম, ১৬ মাংস্ত, ১৭ গারুড়, ১৮ ব্রহ্মাণ্ড।

স্মৃতিকার—১ বিষ্ণু, ২ পরাশর, ৩ দক্ষ, ৪ সম্বর্ত, ৫ ব্যাস, ৬ হারীত, ৭ শাতাতপ, ৮ বশিষ্ঠ, ৯ যম, ১০ আপ-স্তম্ব, ১১ গোতম, ১২ দেবল, ১৩ শঙ্খ ও লিখিত, ১৪ তর-বাহ, ১৫ উশনা, ১৬ অত্রি, ১৭ শৌনক, ১৮ বাজবল্য।

পুনশ্চ, ১ মনু, ২ অত্রি, ৩ বিষ্ণু, ৪ হারীত, ৫ বাজ-বল্য, ৬ উশনা, ৭ অদ্রিরা, ৮ যম, ৯ আপস্তম্ব, ১০ সম্বর্ত, ১১ কাত্যায়ন, ১২ বৃহস্পতি, ১৩ পরাশর, ১৪ ব্যাস, ১৫ শঙ্খ ও লিখিত, ১৬ দক্ষ, ১৭ গোতম, ১৮ শাতপ, ১৯ বশিষ্ঠ।

অষ্টাদশধাতু—১ যব, ২ গোধূম, ৩ ধাতু, ৪ তিল, ৫ কন্ডু, ৬ কুলোথকা, ৭ মাষ, ৮ মুগ্ধ, ৯ মসুর, ১০ নিষাব, ১১ সর্ষপ, ১২ গবেধূক, ১৩ নীবার, ১৪ আঢ়কা, ১৫ সতী-নকা, ১৬ চণক, ১৭ অশ্বীনক, ১৮ শ্রাম।

অষ্টাদশভুজা (ক্লী) অষ্টাদশ ভূজা যথাঃ। দেবীমাহাত্ম্যোক্ত মহালক্ষ্মী। [মহালক্ষ্মী শব্দ দেখ]।

অষ্টাদশবিবাদপদ (ক্লী) বহুবো। ঋণাদানাদি আঠার প্রকার বিবাদের স্থল। (মহু ৮। ৩-৭) যথা—১ ঋণাদান, ২ নিষ্ফেপ, ৩ অস্বামিবিক্রয়, ৪ সজ্বর সমুখান, ৫ দত্তাপ্রদা-নিক, ৬ বেতনাদান, ৭ সন্ধিঘাতিক্রম, ৮ ক্রয়ক্রিয়ামুশর, ৯ স্বামিপাল, ১০ সীমাবিবাদ, ১১ বাচ্ পাক্ষ্য ও দণ্ড-পাক্ষ্য, ১২ স্তেয়, ২৩ সাহস, ১৪ জীসংগ্ৰহণ, ১৫ জীপুংস ধর্ম, ১৬ বিভাগ, ১৭ দ্যুত, ১৮ আত্মর।

১ ঋণাদান—অর্থাৎ কর্জ দেনা লেনা। শাস্ত্রকারেরা ইহাকে সাত প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। কোন প্রকার ঋণ পরিশোধ করা কর্তব্য এবং কোন প্রকার ঋণের অস্ত্র পুত্র প্রভৃতি দায়ী নহে, এই সকল বিবর

লইয়া ঐ সাত শ্রেণীর বিভাগ করা হইয়াছে। যেমন,—
১ পিতা ঋণ করিলে পুত্র সেই ঋণ পরিশোধ করিবে।
২—কিন্তু পিতা সুরাপানাদি দোষে আসক্ত হইয়া ঋণ করিলে তাহার ঋণ পুত্র দায়ী নয়। ৩—যে পুত্র পিতৃ ধনের অধিকারী হয় না, সে পিতার ঋণও পরিশোধ করিবে না। ৪—যে পুত্র পিতৃধনের অধিকারী হইবে, পিতার ঋণের ঋণ সেই দায়ী। ৫—বিদেশস্থ পিতার ঋণ বিশ বৎসরের পরে পরিশোধ করিতে হয় এবং বৃদ্ধিতে ঋণ করা হয় তাহা বৃদ্ধির সঙ্গে পরিশোধ করা আবশ্যক। ৬—উত্তমর্ণে ঋণ দান। ৭—উত্তমর্ণে ঋণ আদান, সর্ব-সমেত এই সাত প্রকার।

২ নিক্ষেপ—নিজের ধন অপরের কাছে গচ্ছিত রাখিলে তাহাকে নিক্ষেপ কহে। ৩ অস্বামিবিক্রয়—যে ধনে যাহার সম্বন্ধ নাই তেমন ধন যদি সেই ব্যক্তি বিক্রয় করে, তবে তাহাকে অস্বামিবিক্রয় বলা যায়। ৪ সজ্জয় সমুখান—অনেকে মিলিয়া বাণিজ্যাদির অনুষ্ঠান করিলে তাহার নাম সজ্জয় সমুখান। ৫ দত্তাপ্রদানিক—যে বস্তু একবার কাহাকে দেওয়া হইয়াছে কোথাপি করিয়া পুনর্বার তাহা ফেরত লইলে তাহাকে দত্তাপ্রদানিক কহে। ৬—বেতনাদান—ভৃত্য প্রভৃতিকে বেতন না দিলে তাহার নাম বেতনাদান। ৭ সন্ধিহ্যতিক্রম—সকলে মিলিয়া কোন কার্য করা হইবে এরূপ প্রতিজ্ঞার পর তাহার অন্যথা করিলে ইহাকে সন্ধিহ্যতিক্রম বলে। ৮ ক্রয়বিক্রয়ানুশর—কোন দ্রব্য কিনিয়া তাহা বিক্রয়ের পর যদি অধিক লাভের আশায় অনুশোচনা করা হয়, তবে তাহাকে ক্রয়বিক্রয়ানুশর বলা যায়। ৮ স্বামিপাল—স্বামী এবং পশুপালকের সঙ্গে যে বিবাদ হয় তাহার নাম স্বামিপাল। ১০ সীমাবিবাদ—ভূমি প্রভৃতি সীমা লইয়া প্রজার মধ্যে যে বিবাদ হয়, তাহাকে সীমাবিবাদ কহে। ১১ বাক্পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য—অর্থাৎ গালাগালি ও মারামারী। ১২ স্তেয়—অন্তের দ্রব্য চুরি করাকে স্তেয় কহে। ১৩ সাহস—বলপূর্বক অপরের দ্রব্য কাড়িয়া লইলে তাহাকে সাহস বলা যায়। ১৪ ক্রীসংগ্রহণ—কোন ক্রীলোকের সঙ্গে পরপক্ষের প্রসক্তি ঘটিলে তাহার নাম ক্রীসংগ্রহণ। ১৫ ক্রীপুংসবর্ধ—দম্পতীর মধ্যে যে রূপ সম্বন্ধ ও নিয়মাদি থাকে আবশ্যক তাহাকে ক্রীপুংসবর্ধ বলে। ১৬ বিভাগ বিবাদ—পৈতৃক ধন বিভাগ করিবার ঋণ উপস্থিত হইলে তাহার নাম বিভাগবিবাদ। ১৭ দ্যুত—বাজি রাখিয়া ছুয়া পাশা প্রভৃতি ক্রীড়াকে

দ্যুত কহে। ১৮ আছয়—বাজি রাখিয়া ভেড়াকে কিম্বা পক্ষী প্রভৃতি জন্তকে যুদ্ধ করাইলে তাহাকে আছয় বলে। অষ্টাদশাঙ্গ (পুং ক্রী) অষ্টাদশ অঙ্গানি যত্র। আঠারটা দ্রব্যের পাঁচন বিশেষ। ইহা চারি প্রকার। যথা—১ দশমূল্যাদি, ২ ভূনিষাদি, ৩ দ্রাকাদি, ৪ মূল্যকাদি। দশমূল্যাদি যথা—দশমূলী, শঠী, শূঙ্গী, পুষ্করমূল (ইহার পরিবর্তে কুড় ব্যবহৃত হয়), ছুরালভা, ভাগী, কুটজ-বীজ, পটোল, কটকী। প্রত্যেক মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই পাঁচন সন্নিপাত-জরে বিশেষ হিতকর। ইহাতে কাস, হৃদগ্রহ, পার্শ্ব-বেদনা, হিকা, শ্বাস এবং বমি নষ্ট হয়।

ভূনিষাদি—চিরাতা, দেবদারু, দশমূল, শুঠ, মৃতা, কটকী, ইক্ষুযব, ধনের চাউল, গজপিপলী, প্রত্যেক মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই পাঁচন সেবন করিলে তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ এবং শ্বাস ও জর নষ্ট হয়।

দ্রাকাদি—দ্রাক্ষা, গোলঞ্চ, শঠী, শূঙ্গী, মুখা, রক্ত-চন্দন, শুঠ, কটকী, পাঠা, চিরাতা, ছুরালভা, বেণারমূল, পদ্মকাঠ, ধনে, বালা, কণ্ঠকারি, পুষ্করমূল, নিষাচাল, প্রত্যেক মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহা পান করিলে জীর্ণজর, শ্বাস, কাস এবং সন্নিপাত উপশমিত হয়।

মূল্যকাদি—মুণা, ক্ষেতপাপড়া, বেণারমূল, দেবদারু, শুঠ, ত্রিফলা, ছুরালভা, বননীল, কাম্পিল্য, তেউড়ী, চিরাতা, পাঠা, বালা, কটকী, জোষ্ঠমধু, পিপুলমূল, প্রত্যেক মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহা সেবন করিলে সন্নিপাত, পার্শ্ববেদনা, শিরোরোগ প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হয়।

অষ্টাদশোপচার (পুং) বহুব। তত্ত্বোক্ত পৃজার আঠার প্রকার উপচার। আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বস্ত্র, উপবীত, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, অন্ন, তর্পণ, মাল্যানুলেপন, নমস্কার, বিসর্জন।

অষ্টাদিশাঙ্গিক (পুং) শব্দং বেত্তি অধীতে বা শাঙ্গিকঃ, আদিভূতঃ শাঙ্গিকঃ শাক-ভং। ততঃ অষ্টৌ চ তে আদিশাঙ্গিকাশ্চেতি কথ্যং। ১০ সংজ্ঞায়াং দ্বিগুণঃ। আটজন প্রসিদ্ধ শাঙ্গিক। ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকুণ্ডল, আগিণী, শাকটায়ন, পাগিনি, অমর ও জৈনেন্দ্র। এই আটজনে প্রথমে শব্দশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তজ্জন্ত ইহাদিগকে 'অষ্টাদিশাঙ্গিক' কহে।

অষ্টাপদ (পুং ক্রী) অষ্টৌ অষ্টৌ পদানি পংক্তৌ বিদ্যান্তে
অশ্বিন্। সংখ্যা শব্দস্ত বীক্ষ্যাম্ আত্মম্ অর্ধচ্ছাদিঃ।
পাশা খেলিবার ছক। অষ্টম্ ধাতুস্ পদং প্রতিষ্ঠা যন্ত।
স্বর্ণ। শরভ। মাকড়শার আট পা, তজ্জন্ত উহাকে অষ্টা-
পদ কহে। ধূতুরা। অষ্টং যথা ত্রাং তথা পদ্যতে, কুনি।
চন্দ্রমল্লিকা। অষ্টম্ দিক্ আপদ্যতে, খিল। কৈলাস-
পর্বত। অষ্টাভিঃ সিদ্ধিভিরাপদ্যতে, অণিমাণি অষ্টসিদ্ধি।
(স্ত্রী) অষ্টাপদী, চন্দ্রমল্লিকা। [অষ্টাপদ শব্দের বৃদ্ধির
স্থলে অষ্টাবক্র শব্দে দেখ]।

অষ্টাপাদ্য (ত্রি) অষ্টভিরাপদ্যতে গুণ্যতে আ-পদ কশ্মনি
ণ্যাৎ। আটগুণ।

অষ্টাবিংশতি (স্ত্রী) অষ্টাধিকা বিংশতি আৎ-অস্তাদেশঃ।

[অষ্টচত্বারিংশ শব্দ দেখ]। ২৮ আটাইশ সংখ্যা।

(ত্রি) আটাইশ সংখ্যাবিশিষ্ট। পূরণে উট্, অষ্টাবিংশ।
পূরণে তমপ্, অষ্টাবিংশতিতম।

অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব (স্ত্রী) অষ্টাবিংশতিস্থানেষু তত্ত্বং। রঘু-
নন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত মলমাসাদি অষ্টাবিংশতি বিষয়ের
স্মৃতিশাস্ত্র বিশেষ। যথা—মলমাস, দায়তত্ত্ব, সংস্কার,
শুদ্ধিনির্গম, প্রায়শ্চিত্ত, বিবাহ, তিথি, জন্মাস্তমীভ্রত,
ভূগোৎসব, ব্যবহার, একাদশী প্রভৃতির নির্ণয়, তড়াগ
উৎসর্গ, গৃহোৎসর্গ, বৃষোৎসর্গ, দীক্ষা, সামবেদের শ্রাদ্ধ,
যজুর্বেদের শ্রাদ্ধ, শূদ্ৰদের কৃত্য।

অষ্টার (ত্রি) অষ্টৌ অরা ইব কোণা যন্ত। আটকোণ
যুক্ত। উক্ত অর্থে, 'অষ্টাশ্র' 'অষ্টকোণ' ইত্যাদি শব্দও
প্রযুক্ত হয়।

অষ্টারচক্রবৎ (পুং) অষ্টারম্ অষ্টকোণং চক্রমন্ত্যস্ত মতুপ্
মন্ত বঃ। জিন বিশেষ। ইহাদের হাতে আটকোণা
চক্র থাকে বলিয়া ইহাদিগকে 'অষ্টারচক্রবান্' কহে।
ইহার অপর পর্যায়,—মঞ্জুশ্রী, জ্ঞানদর্পণ, মঞ্জুভদ্র, মঞ্জু-
ঘোষ, কুমার, স্থিরচক্র, বজ্রধর, প্রজ্ঞাকার, বাদিরাত্,
নীলোৎপলী, মহারাজ, নীল, শাদ্‌লবাহন, ধিয়াম্পতি,
পূর্বজিন, ধ্বজী, দণ্ডী, বিভূষণ, বালভ্রত, পঞ্চটীর, সিংহ-
কেলী, শিখধর, বাণীধর।

অষ্টাল। ঘোড়ার দেশ বিশেষ।

অষ্টাবক্র (পুং) অষ্টকৃৎ বক্রঃ বৃত্তৌ সংখ্যাস্তজ্জর্থ পরা
(অষ্টনঃ সজ্জাম্। পা ৬। ৩ ১২৫) ইতি দীর্ঘঃ। ঋষিবি-
শেষ। ইনি স্মৃতির গর্ভে ও কহোড়ের গুণসে জন্মগ্রহণ
করেন। উদালকের কাছে কহোড় শাস্ত্রাদি পাঠ করি-
তেন। উদালক, শিষ্যের সেবাশ্রম্যায় ভূষ্ট হইয়া তাঁহার

সঙ্গে আপনার কন্তা স্মৃতির বিবাহ দিলেন। স্মৃতির
অপর নাম সূজাতা।

কিছু কাল পরে স্মৃতি গর্ভবতী হইলেন। একদিন
কহোড় পত্নীর কাছে বসিয়া বেদপাঠ করিতেছেন।
বেদ পড়িতে পড়িতে স্থানে স্থানে তাঁহার ভুল হইতে
লাগিল। স্মৃতির গর্ভস্থ সন্তান পিতার সেই সকল ভুল
ধরিয়া দিল। ইহাতে কহোড় ক্রোধ করিয়া বলিলেন,—
'এখনও তুমি ভূমিষ্ট হও নাই। গর্ভে থাকিয়াই তোমার
স্বভাব এত বক্র, অতএব তুমি অষ্টাবক্র হইয়া জন্ম
লইবে'। শিশু জন্ম লইলে সেই শাপে তাহার শরীরের
আট স্থান বক্র হইয়াছিল।

অষ্টাবক্র যখন গর্ভে, সেই সময়ে স্মৃতি এক দিন
কহোড়কে বলিলেন,—'আমার দশম মাস উপস্থিত ;
তোমার অর্থ নাই ; অতএব তুমি জনক রাজার কাছে
গিয়া অর্থ ভিক্ষা কর'। কহোড় জনকের কাছে অর্থ
ভিক্ষা করিতে গেলেন। সেখানে বন্দী নামে বক্রণের
এক পুত্র ছিলেন। বেদে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা।
তিনি কহোড়কে বেদবিচারে পরাস্ত করিয়া সমুদ্রের
জলে ফেলিয়া দিলেন। কহোড় সাগরের তলে বক্রণের
কাছে গিয়া তাঁহার যজ্ঞ অভিষিক্ত হইলেন।

এখানে অষ্টাবক্রের জন্ম হইল। তিনি বার বৎসর
বয়সের সময়ে পিতার ছরবহার কথা শুনিয়া জনক-
পুরীতে গেলেন। সঙ্গে মাতুল খেতকেতু। সেইখানে
বেদবিচারে বন্দীকে পরাস্ত করিয়া পিতাকে উদ্ধার
করিয়া আনিলেন। কহোড় পুত্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া
তাঁহাকে সমঙ্গা নদীতে স্নান করিতে বলেন। অষ্টাবক্র
সমঙ্গায় স্নান করিলে তাঁহার শরীরের বক্রতা সারিয়া
গেল, কিন্তু জন্মাবচ্ছিন্নে বক্র নাম আর ঘুচিল না।

অষ্টাবক্র, জনকরাজকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন
তাঁহার নাম অষ্টাবক্র সংহিতা। ইহারই আশীর্বাদে
ভগ্নীরথ দিব্যাস্ত্র লাভ করেন এবং ইহারই শাপে কৃষ্ণের
মহিষীরা দম্ভ্যর হাতে পতিত হন।

অষ্টাবক্ররস। শোধিত পায় ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, স্বর্ণ
১ ভাগ, পোপ্য ১০ ভাগ ; সীসা, তামা, ধূপার, বঙ্গ,
প্রত্যেক ১০ ভাগ, এই সকল দ্রব্য বটের কুরীর রসে
এক প্রহর কাল ও ঘৃতকুমারীর রসে এক প্রহর কাল
মর্দন করিবে। পরে সমতল বোতলের মধ্যে রাখিয়া
তাঁহার মুখে একখণ্ড চা-খড়ী ঢাকা দিবে। শেষে
বালুকা পূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যে ঐ বোতল বসাইবে। বোত-

লের গলা পর্যন্ত বাগি ঢাকা থাকিবে। তাহার পর ক্রমাগত তিন দিন আল দিবে। বোতলের গলার উর্দ্ধ-পাতিত হইয়া যে ঔষধ লাগিবে তাহাই বাহির করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা ২ রতি, পানের রসের সঙ্গে সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে সম্পূর্ণ রূপে বল-বীৰ্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অষ্ট্রাবক্রীয় (ক্ৰী) অষ্টাবক্রমধিকৃত্য কৃতঃ গ্রন্থঃ ছ। অষ্টা-বক্রকে অধিকার করিয়া যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মহা-ভারত বনপর্কে ১৩২ অধ্যায় হইতে ৩ অধ্যায়। অষ্টা-বক্র, বিচারে বক্র পুত্র বন্দীকে পরাস্ত করিয়া আপনার পিতা কহোড়কে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ঐ কয়েক অধ্যায়ে তাহার বিবরণ আছে।

অষ্টি (স্ত্রী) অন্ততে তুমৌ দ্বিপ্যতে অস্-কিন্ পৃ० যত্নম্। ফলাদির বীজ। আঁটি। ‘অষ্টি’ এই প্রকার প্রয়োগও হয়। ষোল অক্ষরের ছন্দোবিশেষ। ষোল সংখ্যা। অক্ষ ব্যাপ্তো-কিন্। ব্যাপ্তি। অশ-করণে কিন্। ভোগসাধন দেহ।

অষ্ট্রী (স্ত্রী) অক্ষ্যতে চালাতে অনয়া অক্ষ-করণে ষ্ট্রন্। হাতা। তাড়ু। যদ্বারা অন্নাদি নাড়া যায়। রথচক্রের অক্ষ বিশেষ। শুনমষ্ট্রীমুদিতম। ঋক ৪ : ৪৭। ৪। অষ্ট্রাং প্রতোদং। অষ্ট্রাং পূবা। ঋক ৬। ৫৮। ২। অষ্ট্রাম্ আরাম।

অষ্ট্রীয়া। অষ্ট্রীয়া (অষ্ট্রীয়া এবং হঙ্গারির সাম্রাজ্য)। ইহা ইউরোপের একটা বৃহৎ সাম্রাজ্য। ইহার পরিধি প্রায় ২৬৭৫ ক্রোশ। ইহার উত্তরে সাক্সনি, প্রুসিয়া এবং রুশিয়া আছে; পশ্চিমে বেবেরিয়া, সুজার্লন্দ এবং ইতালী; দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তুরস্ক; পূর্বদিকে তুরস্ক এবং রুশিয়া। অষ্ট্রীয়ার ভূমি পরিমাণ ১১৫,৯০৩ বর্গ মাইল + হঙ্গারির ভূমি পরিমাণ ১২৪,৬৩৩ বর্গ মাইল, মোট ২৪০,৫৩৬ বর্গ মাইল। ১৮৮০ সালের গণনায়, অষ্ট্রীয়ার লোক সংখ্যা ২২,১৩০, ৭০৫ + হঙ্গারির লোক সংখ্যা ১৫,৬১০, ৭১৯; মোট ৩৭,৭৪১,৪২৪।

এইগুলি অষ্ট্রীয়ার প্রদেশ এবং নগর—

প্রদেশ	নগর
উপর-অষ্ট্রীয়া এবং নিম্ন অষ্ট্রীয়া। ইহাদের অপর নাম অষ্ট্রীয়ার আর্কডিচ।	বিয়েনা, লিন্স, স্তেয়ার।
সাল্‌সবর্গ	সাল্‌সবর্গ।
স্তাইরিয়া	গ্রেট্‌স।
কারিথিয়া	ক্লাগেন্‌ফুর্, ব্রিলাচ।
কারিঙলা	লেবাচ।

গোরিট্‌স্, গ্রাদিস্কা, ইজিয়া, ত্রিস্তি } ত্রিস্তি, কেপো-দি-ইজিয়া।

তাইরোল এবং বোরা-রলবর্গ } ইন্সব্রুক, ত্রেস্ত, বত্সেন।

বোহিমিয়া } প্রেগ, রিচেনবর্গ, ইজার, কোনিগ্রাস।

মোরেবিয়া } ব্রন্, ওলমস্, অন্তারলিস।

সিলিসিয়া } ত্রোপাউ, তেচেন।

গেলিসিয়া এবং লদো-মেরিয়া } লেহবার্গ, ব্রোদী, ক্রাকো।

বকোইনা } জার্ণোইস।

দালমেশিয়া } জারা, স্পালেত্রো, রগুসা।

হঙ্গারি } বুদা, পেস্ত, প্রেস্‌বর্গ, কোমর্ন, শেমনিস, তোকে, দেব্রেজিন।

ক্রাঙ্গিলবেনিয়া } ক্রুসেনবর্গ, হার্মান্সতদ, ক্রুস-দাত।

সার্বিয়া এবং তেমিসের বানাট } তেমেশ্বর

ক্রোশিয়া এবং স্লাবো-নিয়া } অগ্রাম, এসেক।

সৈনিক সীমা প্রদেশ } কাল্‌স্তাদ, পিতর্বর্দিন, স্তেম-লিন, বার্সেজ।

পর্বত—কার্পেথিয়ান পর্বত, সদেরিক শ্রেণী এবং রিথিয়ান বা তাইরোলিশ আল এখানকার প্রধান পর্বত। অষ্ট্রীয়ার প্রায় বার-আনা ভাগ পর্বতে ঢাকা।

হ্রদ—হঙ্গারির মধ্যে নসিদ্‌লার এবং প্লাতেন হ্রদই অধিক প্রসিদ্ধ। ইহার প্রথমটীর পরিমাণ ৪০০ বর্গ মাইল, দ্বিতীয়টীর পরিমাণ ১০০ বর্গ মাইল। নসিদ্-লারের উপর বারমাস বাষ্পীয় জাহাজ যাতায়াত করে। এই দুইটা হ্রদের চারিধার আবুকের বাগানে সুশোভিত। এতদ্ভিন্ন এখানকার পর্বতের মধ্যে অনেকগুলি হ্রদ আছে। তাহাদের মধ্যে ইলিরিয়ার অন্তর্গত জার্কলিস্ সকলের প্রধান।

নদ নদী—দায়াব নদের প্রায় ৮৪৯ মাইল অষ্ট্রীয়ার ভিতর দিয়া পসাউ হইতে ওর্সোবা দিয়া চলিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ ভাগে ইন, ব্রোন, এন্স, লিথা, রাব, দ্রৌ এবং সেব; বামভাগে মার্চ, ওবাগ, নিউত্রা, গ্রান, থিস, বেগাওভিসিস, এইগুলি ইহার শাখা। বিশ্চুলা নদীও

এইখানে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার শাখার নাম বগ। এল্‌ব নদ; ইহার শাখার নাম মোলদো এবং এজার। নিস্তার এবং আদিজ। রাইন নদের কেবল সাতকোশ অংশ কম্পতাপ হ্রদের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইসজো, জার্মাণী, কার্ক এবং নারেস্তা নদী আফ্রিয়াতিকা সমুদ্রে গিয়া মিশিয়াছে।

কৃষিকর্মের সুবিধার জন্য অষ্ট্রীয়ার স্থানে স্থানে খাল খনন করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল খাল অধিক প্রাচীন নয়। নিম্ন অষ্ট্রীয়ার বিয়ান। হইতে নিউস্তদ পর্যন্ত যে খাল আছে তাহা ২০ কোশ দীর্ঘ। হঙ্গারির অন্তর্গত দাভ্যাব এবং থিসের মধ্যে ব্যাক্সার খাল আছে, তাহা প্রায় ৩৫ কোশ দীর্ঘ। বেগা এবং তেমিসের মধ্যে রোমকেরা একটা খাল খনন করিয়াছিলেন। উহাকে বেগা খাল কহে। উহার দৈর্ঘ্য ৪২ কোশ।

অষ্ট্রীয়ার নানা প্রকার ধাতু এবং পার্থিব পদার্থের আকর আছে। এখানে বৎসরবৎসর প্রায় ২০,০০০,০০০ টাকার থনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে পাথুরিয়া কয়লা ৪৫,০০০,০০০ টাকার; লোহা ১৮,০০০,০০০ টাকার; লবণ ৯,০০০,০০০; সোনা রূপা প্রায় ৬,০০০,০০০ টাকার। হঙ্গারি, ট্রান্সিলবেনিয়া, সাল্‌সবর্গ এবং তাইরোলে সোনা মিলে। এই সকল স্থানে এবং বোহিমিয়াতে রূপার থনি আছে। ইজিয়া, হঙ্গারি, ট্রান্সিলবেনিয়া স্তাইরিয়া এবং কারিছিয়াতে পারা পাওয়া যায়। বোহিমিয়াতে টিন; ক্রাকো এবং কারিছিয়াতে দস্তা, কারিছিয়াতে দীস এবং এথাকার অনেক স্থানেই তাম্র এবং লৌহ মিলে। হঙ্গারিতে স্ত্রুয়া; সাল্‌সবারি এবং বোহিমিয়াতে শজবিষ; হঙ্গারি, স্তাইরিয়া এবং বোহিমিয়াতে কোবল্ট; গেলিসিয়া, বোহিমিয়া, হঙ্গারি, সাল্‌সবর্গ প্রভৃতি স্থানে গন্ধক; বোহিমিয়া, মোরেবিয়া, কারিছিয়া প্রভৃতিতে গ্রাফাইট পাওয়া যায়।

এখানে অট্টালিকা প্রভৃতি নিৰ্মাণেরও প্রচুর দ্রব্য মিলে। চীনাবাসন প্রস্তুত করিবার মাটী, মাৰ্‌বল, গিপ্‌সম, খড়ী, গোদস্তমণি, গার্‌গেট নামক রক্তবর্ণ মণি, অকিক, আগেট, বেরিল, আমেথিষ্ট, জাম্পার, পদ্মরাগ, সাফায়ার, তোপাজ প্রভৃতি অনেক প্রকার মণি এখানকার আকরে জন্মে।

অষ্ট্রীয়া এবং হঙ্গারির পূর্বাংশে যথেষ্ট সৈন্ধব লবণ জন্মে। বৎসর বৎসর অন্যান ২১,০০০০০ মণ লবণ বাহির করা হয়। এতদ্বির সমুদ্রের এবং থনিজ জল ফুটাইয়াও

লবণ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মত অষ্ট্রীয়াতেও লবণ ব্যবসা রাজ্যের একচেটিয়া। এখানে প্রায় ১৬০০ থনিজকুণ্ড আছে। তাহার মধ্যে নিম্ন অষ্ট্রীয়ার গন্ধক কুণ্ড এবং কাল্‌সবাদের, মারিনবাদের এবং ওফেনের লবণ কুণ্ডই অধিক প্রসিদ্ধ। পীড়িত লোকে ঐ সকল কুণ্ডের জলে স্নান করিবার জন্য তথায় গিয়া বাস করে।

অষ্ট্রীয়ার অনেক প্রকার উদ্ভিদ এবং শস্তাদি জন্মে। গম, ধান, আলু, কমলা নেচু, নেবু, পাট, শোন, তামাক, হপ, নীল প্রভৃতি যথেষ্ট ইংপন্ন হইয়া থাকে। এখানে প্রচুর মন্যও প্রস্তুত করা হয়। হাঙ্গারির ভোকে মদ সর্বত্র প্রসিদ্ধ।

বস্ত্র পশুর মধ্যে ভালুক, নেকড়েবাগ, শৃগাল, শিরাগোশ, বিবর, মামত, ওত্তর, ছাগল, সামর হরিণ, খেত খরা প্রভৃতি এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে রেশমের শুটার চাষ বিলক্ষণ চলিত আছে। পালিত পশুর মধ্যে ঘোড়া, গাধা, ভেড়া, ছাগল এবং শূকরই প্রধান। ফলতঃ, ইংলণ্ডের মত এখানে গৃহপালিত পশুর প্রতি লোকের তাদৃশ যত্ন নাই। গভর্নমেন্ট কর্তৃক ঘোড়া এবং ভেড়া পোষা হয়। মোরেবিয়া, বোহিমিয়া, সিলিসিয়া, নিম্ন অষ্ট্রীয়া, হঙ্গারি এবং গেলিসিয়াতে কতকটা ভাল পশম জন্মে, কিন্তু বুকিয়া দেখিলে তাহার অধিকাংশই নিকৃষ্ট। অষ্ট্রীয়ার বার-আনা লোক কৃষিকর্ম করে।

এখানে শিল্পকর্মের আজও তাদৃশ উন্নতি হইয়া নাই। কার্পাস, রেশম এবং পশমের বস্ত্রাদি, কাচের কাঁচ, লৌহের এবং ইস্পাতের দ্রব্যই অধিক জন্মিয়া থাকে। অষ্ট্রীয়া পার্শ্বতীয় দেশ; আফ্রিয়াতিকা সমুদ্র ভিন্ন অন্যান্য দিক দিয়া দেশান্তরে যাইবারও ভাল সুবিধা নাই, সেজন্য এখানে বাণিজ্যের উন্নতি হইতেছে না। আফ্রিয়াতিকা সমুদ্রে বাণিজ্যের প্রধান বন্দর এইগুলি—ইজিয়া, ত্রিস্ত, রোবিথ, পাইরেগো, সিজা ও নিউবা।

অষ্ট্রীয়ার লোক এক জাতীয় নয়। তাহাদের ধর্ম এবং ভাষাও এক প্রকার নহে। এখানকার নিবাসীর মধ্যে সাল্‌ব, রোমক, লাতিন, ইহুদী, আর্ম্যাদী এবং গিগাই অধিক। অষ্ট্রীয়ার বিদ্যালয়গুলি এক প্রকার দাতব্য বলিলেই চলে। প্রায় সর্বত্রই কিছু কিছু মূলধন আছে। উহার আর হইতে বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে। ছাত্রদিগকে প্রায় বেতন দিতে হয় না।

কচিং কোন স্থলে বেতন থাকিলেও তাহা অতি সামান্য মাত্র। অষ্ট্রীয় কতকগুলি জাতীয় বিদ্যালয় আছে। ছয় বৎসর হইতে বার বৎসর বয়সের সকল বালককেই এই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে হয়। তন্মিত্ত সকলেই যেন কিছু কিছু লেখা পড়া শিখিতে পারে এরূপ অনেকগুলি পাঠশালা সম্প্রতি স্থাপিত করা হইয়াছে। বিয়েনা, প্রেগ, গ্রেট, ইন্সব্রক, প্রেন্স, ক্রাকৌ, ক্লুসেনবর্গ, লেবার্গ এবং জার্গেইচ নগরে বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

অষ্ট্রীয়র শাসনভার সম্রাটের অধীন। হাঙ্গবর্গ—লোথিংজেন পরিবারের লোকেরা সম্রাট হইয়া থাকেন। দৈবাৎ রাজপরিবারের মধ্যে কেহ বংশধর না থাকিলে বোহিমিয়া এবং হঙ্গারির রাজকীয় লোকেরা নতুন রাজা মনোনীত করেন। কিন্তু অজ্ঞাত বিভাগগুলির শেষ রাজা আপনার উত্তরাধিকারী ঠিক করিয়া যান। এখানকার সম্রাটের রোমান-ক্যাথলিক মতাবলম্বী হওয়া আবশ্যক। ইংলণ্ডের লর্ড এবং কমন্স সভার মত এখানেও উচ্চ এবং নিম্ন সভা আছে। ভূস্বামী, আর্ক-বিশপ, বিশপেরা এবং রাজারা এখানকার উচ্চ সভার সদস্য। স্বয়ং সম্রাট এই সকল সভাকে মনোনীত করেন। নিম্ন সভায় ৩৫০ জন সভ্য থাকেন। তাহার মধ্যে বোহিমিয়া হইতে ৯২ জন, দালামেশিয়া হইতে ৯ জন, গেলেশিয়া হইতে ৬০ জন, উচ্চ অষ্ট্রীয়া হইতে ১৭ জন, নিম্ন অষ্ট্রীয়া হইতে ৩৭ জন, সালসবর্গ হইতে ৫ জন, স্তাইরিয়া হইতে ২০ জন, কারিন্থিয়া হইতে ১০ জন, কার্ণিওলা হইতে ৯ জন, বুকোবিনা হইতে ৯ জন, মোরেবিয়া হইতে ৩৬, সিলিসিয়া হইতে ১০ জন, তাইরোল হইতে ১৭ জন, বোরারলবর্গ হইতে ৩ জন, ইস্ত্রিয়া এবং ক্রিভ হইতে ৪ জন সভ্য মনোনীত করা হয়।

অষ্ট্রীয়র শাসনভার সাত মন্ত্রীবিভাগের হাতে অর্পিত আছে। যথা—১-সাধারণশিক্ষা এবং ধর্মকার্যের বিভাগ, ২-কৃষিবিভাগ, ৩-রাজস্ববিভাগ, ৪-রাজ্যের অন্তর্ভূত বিষয়ব্যাপার, ৫-জাতীয় রক্ষা, ৬-বাণিজ্য বিভাগ, ৭-বিচার বিভাগ।

এখানকার রাজস্বের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে একাদিক্রমে পনের বৎসর বুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহাতে অষ্ট্রীয়র বিস্তর অর্থব্যয় হয়। লোকের বিশ্বাস অতিশয় কমিয়া আসিল। শতকরা ২৫ টাকা বাটাতেও কেহ গভর্ণমেন্টকে টাকা ঋণ দিতে চাহিত না। অবশেষে ৫০ টাকা বাটার শতকরা ৫

টাকা হুদে টাকা কর্ক লইতে হইয়াছিল। তাহার পর ক্রিমিয়া, ইতালী এবং প্রুশিয়ার যুদ্ধে ঋণ আরও বাড়িয়া উঠিল। ১৮৮১ সালে সমগ্র অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের আয় ১১৫,৮৪৫,৯১০ টাকা; বার্ষিক ব্যয় প্রায় ১২২,১৮৪,০১০ টাকা। ঐ সালে সমগ্র সাম্রাজ্যের ঋণ ৪১১,২২৯,০৬০ টাকা। আমাদের ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনা করিলে অষ্ট্রীয়র আয়ব্যয় নিতান্ত অল্প। ১৮৮১ সালে ভারতবর্ষের আয় প্রায় ৭০৯,৮১০,০০০ টাকা; ব্যয় প্রায় ৭৫০,৯৯০,০০০ টাকা; ঋণ ১৫,১৫৬,৩৮,০২০ টাকা।

আগে অষ্ট্রীয়া এমন বৃহৎ সাম্রাজ্য ছিল না। এন্স নদের নিম্নে একটি ক্ষুদ্র স্থান ছিল। ৮৮০ খৃঃ অব্দে শার্লমেনের সময়ে উহার দক্ষিণ-পূর্বদিকে অষ্ট্রিচে একটি সীমা নির্দেশ করা হয়। ১১৫৬ খৃঃ অব্দে ইন্সের উপরের দেশগুলির সঙ্গে এই স্থান একত্রিত করা হইয়াছিল। তাহার পর ১২৮২ সালে হাম্সবর্গ পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় এই রাজ্য ক্রমে বলবান হইয়া উঠে। হাম্সবর্গের রাজারা কোথাও বিবাহ স্ত্রী নতুন স্থান পাইয়াছিলেন, কোথাও বা ক্রমে ক্রমে নতুন স্থান ক্রয় করিতে লাগিলেন; এই রূপে অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্য প্রবল হইয়া উঠিল। শেষে ১৪৩৮ সাল হইতে তাঁহার জার্মানীরও অধিপতি হইলেন। ১৪২৬-২৭ সালে বোহিমিয়া এবং হঙ্গারি রাজ্য হস্তগত হয়। এই সময়ে অষ্ট্রীয়া একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য হইয়া পড়িল। ১৮০৪ সালে ফান্সিস্, পুত্রপৌত্রাদি বংশাবলী ক্রমে এখানকার সম্রাট হইলেন। দুই বৎসর পরে তাঁহাকে জার্মানীর সম্রাট এবং ইতালীর রাজা বলিয়া স্বীকার করা হয়।

এখন যে স্থান অষ্ট্রীয়র ডচী নামে প্রসিদ্ধ, অতি পূর্বকালে সেখানে তরিসিকস্ নামে কেল্টিক জাতীয় লোকের বাস ছিল। খৃঃ জন্ম ১৪ বৎসর পূর্বে রোম-কেরা দাখ্যব নদের উত্তরে নোরিকম জয় করেন। মার্কো-মারিয়া তখন ঐ প্রদেশের অধীশ্বর। দাখ্যবের দক্ষিণে রোমকদের নোরিকম এবং পান্নোনিয়া প্রদেশ ছিল। সে সময়ে তাইরোল, রিশিয়ার একটি বিভাগ মাত্র। খৃঃ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে বো-আই, বন্দন, গথ, হুন, লম্বার্ড এবং অবরী প্রভৃতি জাতিরা ঐ সকল স্থান অধিকার করিল। শেষে লম্বার্ড জাতিরা ইতালীতে গিয়া বাস করে। তৎকালে এন্স নদের এক ধারে অবরী এবং অল্প ধারে এক জাতীয় জার্মানদের অধিকার ছিল। ৭৮৮ খৃঃ অব্দে অবরীরা বাবেরিয়া আক্রমণ

করে, কিন্তু শাৰ্লেমিন তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দিয়া ইন্স নদের কূলবর্তী প্রদেশ জামগীর অন্তর্গত করিয়া লইলেন। তাহার পর ১০০ খৃঃ অব্দে হঙ্গারির রাজা এই স্থান জয় করিয়া লইয়াছিলেন। অবশেষে ১৫৫ খৃঃ অব্দে প্রথম ওতো পুনর্ব্বার উহা জামগীর অন্তর্ভুক্ত করেন।

১৮৩ খৃঃ অব্দে সম্রাট, বাবেনবর্গের লিওপোল্ডকে এই স্থানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১১৪১-১১৭৭ সালে হেনিরি জেসোমিগৎ এন্স নদের উপর এবং নিম্ন প্রদেশগুলি মিলিত করিয়া লইলেন। এই বংশের ষষ্ঠ লিওপোল্ড হঙ্গারির সঙ্গে কয়েকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১২৪৬ সালে তাহার উত্তরাধিকারী ফ্রেদারিক, মাগিয়ারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া বিনষ্ট হন। তাহার সম্ভ্রান্তসম্ভতি ছিল না, সুতরাং বাবেনবর্গ রাজবংশ এইখান হইতে ধ্বংস হইয়া যায়।

দ্বিতীয় ফ্রেদারিকের সময়ে অষ্ট্রীয়ায় অতিশয় বিশৃঙ্খল ঘটে। কিন্তু পরিশেষে হাঙ্গবর্গ পরিবারের প্রথম আলব্রেস্ট সম্রাট হইলে অষ্ট্রীয়ার অভ্যুদয়ের স্বত্রপাত হইল। তিনি হঙ্গারি এবং বাবেরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। শেষে সুইজারল্যান্ডের সংগ্রামে জন্মাবিয়া তাহাকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তাহার পাঁচ সন্তান। ভ্রাতৃত্ব ফ্রেদারিককে কেহ কেহ সম্রাট করিতে অভিলাষ করেন। কিন্তু বাবেরিয়ার ডুক এই প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইয়া তাহাকে পরাস্ত করিলেন। পরিশেষে তাহার ভাই দ্বিতীয় আলব্রেস্ট ডুক হইয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তৃতীয় আলব্রেস্ট এবং রদল্ফ অষ্ট্রীয়ার ডুক হন। ১৩৯৫ সালে চতুর্থ আলব্রেস্ট ডুক হইলেন। পঞ্চম আলব্রেস্ট, সম্রাট সিগিসমুন্দের কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই সময়ে তাহাকে হঙ্গারি এবং বোহিমিয়ার রাজ্য করা হইল; এদিকে দ্বিতীয় আলব্রেস্ট এই নামে তিনি জামগীরও সম্রাট হইলেন। ১৪৫৭ সালে তাহার সন্তান লাদিসলার মৃত্যুর পরে অষ্ট্রীয়ার রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়া গেলে সুইজারিয়ার রাজপরিবারের হাতে তাহাদের স্বত্বাধিকার আসিয়া পড়িল।

সুইজারিয়ার রাজপরিবারের তৃতীয় ফ্রেদারিক সম্রাট হইলেন। তাহার পুত্রের নাম প্রথম মোক্ষমিলন। ১৪৭৭ সালে চার্লস-দি-বোল্ডের কন্যা মেরিয়াকে বিবাহ করিয়া তিনি নেথারল্যান্ডের অধিকার পাইলেন। ফ্রেদারিকের মৃত্যুর পরে মোক্ষমিলন, আপন সন্তান

ফিলিপকে নেথারল্যান্ডের রাজা করিলেন। স্পেনের জোহানার সঙ্গে ফিলিপের বিবাহ হয়। সেই সময়ে সুয়েড হাঙ্গবর্গরাজপরিবার স্পেনের অধীস্থ হইলেন। ১৫০৬ সালে ফিলিপের মৃত্যু হয়। ১৫১৯ সালে মোক্ষমিলনও পরলোক গমন করেন। সে সময়ে তাহার পৌত্র প্রথম চার্লস স্পেনের রাজা ছিলেন। এখানে জামগীর সিংহাসন শূন্য হওয়ায় তিনি পঞ্চম চার্লস নামে তথাকার সম্রাট হইলেন। এদিকে সন্ধিপত্রের সর্ব অমুসারে কেবল নেথারল্যান্ড ভিন্ন জামগীর অজ্ঞা সমস্ত স্থান তাহার ভাই প্রথম ফার্দিনান্ডের হাতে অর্পণ করিতে হইল।

ফার্দিনান্ড, হঙ্গারির রাজা দ্বিতীয় লুইসের ভগিনীপতি। লুইসের মৃত্যু হইলে অনেক বিবাদের পর ফার্দিনান্ড নিম্ন হঙ্গারিতে অধিকার পাইলেন। শেষে পঞ্চম চার্লসের মৃত্যুর পর ফার্দিনান্ডকেই সম্রাট করা হইল।

১৫৫৬ সালে সম্রাটের মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠ দ্বিতীয় মোক্ষমিলন অষ্ট্রীয়া, হঙ্গারি এবং বোহিমিয়ার সম্রাট হইলেন। তাইরোল এবং উপর অষ্ট্রীয়া, দ্বিতীয় পুত্র ফার্দিনান্ডের অংশে পড়ে। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কারল। তিনি আপনার অংশ সুইজারিয়া এবং কারিথিয়া প্রভৃতি স্থান পাইলেন। ১৫৭৬ সালে মোক্ষমিলনের মৃত্যু হয়। তাহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় রদল্ফ সম্রাট হইলেন। ইহার সময়ে সাম্রাজ্যে অবস্থা তাদৃশ ভাল ছিল না। তুরস্ক এবং বোহিমিয়ার সঙ্গে তাহার বিরোধ ঘটে। এদিকে জেসুটরা বোহিমিয়ার প্রোতেস্তান্ত মতাবলম্বীদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। সে জন্য তিনি প্রোতেস্তান্তদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। কিন্তু রদল্ফের হাতে সাম্রাজ্য অধিক দিন থাকিল না। তিনি তাহার কনিষ্ঠ মাথিয়াসের হাতে সাম্রাজ্য অর্পণ করেন। ইহারই সময়ে রোমান কথলিক এবং প্রোতেস্তান্তদের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই বিরোধ একাদিক্রমে ত্রিশ বৎসর চলিয়াছিল।

মাথিয়াসের পরে দ্বিতীয় ফার্দিনান্ড সম্রাট হইলেন। তাহার পর তৃতীয় ফার্দিনান্ড। এই সময়ে অষ্ট্রীয়ায় অনেক দিন পর্য্যন্ত ধর্ম যুদ্ধ চলিয়াছিল। তাহার পর তৃতীয় ফার্দিনান্ডের পুত্র প্রথম লিওপোল্ড সম্রাট হন। এখানে স্পেনের রাজসিংহাসন নুগতিশূন্য। এই সিংহাসনের জন্য লিওপোল্ডের সঙ্গে জাপানের সম্রাট

চতুর্দশ শতাব্দির বিরোধ উপস্থিত হয়। কিন্তু যুদ্ধ শেষ না হইতেই ১৭০৫ সালে লিওপোল্ডের মৃত্যু হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথম জোসেফ সম্রাট হইয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। ১৭১১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। সে কারণ তাঁহার ভ্রাতা ষষ্ঠ কারল সম্রাট হইলেন। ইহার সময়ে সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ মিটিয়া যায়। আত্মপ্রতি সন্ধি শেষ হইয়া গেল। সেই সন্ধিস্থিতে নেথারল্যান্ড, মিলান, মাঞ্চুয়া, নেপলস এবং সিসিলি, অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত হইয়া পড়ে। তৎকালে অষ্ট্রিয়ার ভূমি পরিমাণ ১৯০,০০০ বর্গ মাইল হইয়াছিল; লোক সংখ্যা ২২,০০০,০০০। সৈন্য সংখ্যা ১৩০,০০০; বার্ষিক আয় প্রায় ২৮,০০০,০০০ টাকা। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই ফ্রান্স এবং স্পেন দেশের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিল। তাহাতে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট পরাস্ত হন। ১৭৩৭ সালে বিয়ানায় সন্ধিপত্র লিখিত হয়। তাহার সর্ব্ব অঙ্গসারে আপনার অধিকার হইতে নেপলস এবং সিসিলি স্পেনের দান কারলকে দিতে হইয়াছিল। এ দিকে সার্দিনিয়ার রাজাকে মিলানের কিয়দংশ দিয়া তাহার পরিবর্তে কেবল পার্মা এবং পাইসেঞ্জা পাইয়াছিলেন। ১৭৩৯ সালে বেলগ্রেডে আর একটা সন্ধি হয়। সেই সন্ধি অঙ্গসারে তিনি তুরস্কের সম্রাটকে বেলগ্রেড, সার্কিয়া এবং ব্ল্যাচিয়া ও বসনিয়ার কিয়দংশ সমর্পণ করেন।

১৭৪০ সালে সম্রাটের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র ছিল না, সম্রাটের মধ্যে একটা কন্যা, তাঁহার নাম মেরিয়া থেরিসা। লোরেনের ডাক ফ্রাঙ্ক স্তেফানের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। মেরিয়া আপনার হাতে রাজ্যের ভার লইলেন। কিন্তু এই কাজ সকলের মনঃপূত হইল না। চারি দিক্ হইতে আপত্তি উঠিল, ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কেবল ইংলণ্ড মেরিয়ার পক্ষে দাঁড়াইলেন। এই অবসরে প্রুসিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেদারিক সিলিসিয়া জয় করিয়া লইলেন। এবং অষ্ট্রিয়ার ইলেক্টরকে সপ্তম কারল নাম দিয়া সম্রাট করা হইল। কিন্তু ১৭৪৫ সালে কারলের মৃত্যু ঘটিলে মেরিয়ার স্বামী প্রথম ফ্রাঙ্ক নামে জার্মানীর সম্রাট হইলেন। সিলিসিয়া ফিরিয়া পাইবার জন্য ফরাসিস্, রুশ, সাক্সন্স এবং স্পেনের সঙ্গে মন্ত্রণা করা হইল। একাদিক্রমে সাত বৎসর যুদ্ধ চলে। কিন্তু সকলি নিষ্ফল,—অষ্ট্রিয়ার ভাগ্যে সিলিসিয়া ঘটিল না। রাজ্যের বার কুলানের নিমিত্ত এই সময়ে প্রথম গুণের কাগজ অষ্ট্রিয়ার প্রচ-

লিত হয়।

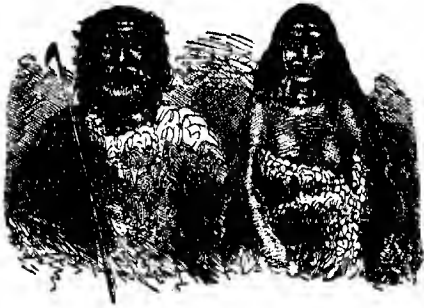
ফ্রাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জোসেফ জার্মানীর সম্রাট হইলেন। জোসেফের পর তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় লিওপোল্ড নামে জার্মানীর সম্রাট হন। লিওপোল্ডের পুত্রের নাম দ্বিতীয় ফ্রাঙ্ক। ১৮০৪ সালে ইনি পুত্রপৌত্রাদি বংশাবলীক্রমে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট হইলেন। ফ্রাঙ্ক, মেরিয়া লুইসার পিতা এবং ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ সম্রাট নেপোলিয়নের স্বশুর। ইনিই উদ্যোগী হইয়া আপনার জামাতাকে এলবা দ্বীপে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। ফ্রাঙ্কের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র প্রথম ফার্দিনান্দ সম্রাট হইলেন। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে প্রুসিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের পর সম্রাট ফ্রাঙ্কস জোসেফ জার্মানীর সঙ্গে সকল প্রকার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পর বৎসরে মহা উৎসব করিয়া তাঁহাকে হজারির রাজ্য করা হয়।

অষ্ট্রেলিয়া। অষ্ট্রেলিয়া। পৃথিবীর সমস্ত দ্বীপের মধ্যে বৃহৎ দ্বীপ। ইহা ভারতবর্ষের পূর্ব দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরে ১০° ৪৭' এবং ৩৯° ১২' দক্ষিণ অক্ষাংশের, এবং ১১৩° ও ১৫০° ৩০' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। পূর্ব হইতে পশ্চিমে ইহা ১২৫০ ক্রোশ দীর্ঘ এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে ইহা ৯৭৫ ক্রোশ প্রশস্ত। ইহার ভূমি পরিমাণ ৩,০০০,০০০ বর্গ মাইল। অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর সীমা নবগিনি এবং পূর্ব দ্বীপপুঞ্জ; ইহার দক্ষিণে তাসমানিয়া দ্বীপ; ইহার পশ্চিম দিকে ভারত সমুদ্র এবং পূর্ব দিকে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর।

ইউরোপীয়েরা যে সময়ে এই দ্বীপ প্রথম আবিষ্কার করেন, তখন এখানে এক জাতীয় অসভ্য লোকের বাস ছিল। তাহাদের আকার দেবিতে অনেকটা আফ্রিকার নিগ্রোদের মত। সে জন্য অনেকের বিশ্বাস যে, ইহারা আফ্রিকা হইতে এই দ্বীপে আসিয়া থাকিবে। অসভ্য লোকেরা ডোন্না বা শালতী চড়িয়া সমুদ্রের ধারে ধারে মাছ ধরিয়া বেড়ায়। ইচ্ছাৎ বড় উঠিলে সেই শালতী ভাসিতে ভাসিতে অধিক জলে আসিয়া পড়ে। তখন কোন খানি ডুবিয়া যায়, কোন খানি বা ভাসিতে ভাসিতে দ্বীপান্তরে আসিয়া লাগে। অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য লোকেরা এই প্রকারে আফ্রিকা হইতে আসিয়া থাকিবে।

অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা নিগ্রোদের মত; কিন্তু সর্বাংশে নর। তুলনা করিলে একটু প্রভেদ দেখা যায়। অষ্ট্র-

লিয়া বাসীরা খাদ্য, কিন্তু নিগ্রোদের মত ততটা নয়। অষ্ট্রেলিয়াবাসীদেরও হয় উচ, কিন্তু নিগ্রোদের কিছু বেশী বেশী। অষ্ট্রেলিয়াবাসীদের কপালও নিগ্রোদের চেয়ে অনেকটা প্রশস্ত। ইহাদের নীচের ঠোঁঠ পুরু, কিন্তু নিগ্রোদের মত উন্টিয়া বাহির হইয়া নাই। ইহাদের চক্ষু বস, বড় এবং তারা কাল। নিগ্রোরা মিসমিসে কৃষ্ণবর্ণ, অষ্ট্রেলিয়াবাসীদের কৃষ্ণবর্ণের উপর এক পৌচ মেটে রঙ মাথানো। বোধ হয় জলবায়ুর



অষ্ট্রেলিয়ার স্থানীয় পুরুষ।

গুণে এই প্রভেদ ঘটয়া থাকিবে। এখানকার লোক সাধারণতঃ মধ্যমাকার এবং বলিষ্ঠ। অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত পাপুয়ার লোকদের মাথার চুল পসমের মত, কিন্তু অস্ট্রালা জাতির চুল সোজা কিংবা কৌকড়া। অষ্ট্রেলিয়ার প্রায় সমস্ত পুরুষেই মুখে ছোট ছোট দাড়ী গোঁপ রাখে। ইহাদের বুদ্ধি নিতান্ত মন্দ নহে। ইহাদের ভাষাতে অনেক কথা আছে। কিন্তু একজাতীয় বস্তু-মাত্রকে ব্যুহাইবার সামান্য কোন নাম নাই। যেমন,—গাছ বলিলে, শূল গুঁড়ী শাখা পল্লব পত্র সংযুক্ত দ্রব্য মাত্রকেই আমরা বুঝিয়া থাকি। তাহার পর এক একটা জাতীয় গাছ বিশেষ করিয়া ব্যুহাইবার জন্ত অল্প শব্দ আছে। কিন্তু উহাদের ভাষায় সরূপ শব্দ নাই। কাজেই সকল দ্রব্যেরই এক একটা পৃথক্ নাম আছে। সংস্কৃত ভাষার মত ইহাদের ভাষার ধাতুর অনেক প্রকার রূপ হইয়া থাকে; এবং ক্রিয়াপদের, বিশেষ্যের ও বিশেষণের একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন, এই প্রকার তিনটি বচন আছে।

তাম্রানিয়াতে আর পূর্বের লোক নাই, এখানকার আদিম অসভ্য জাতি নির্মূল হইয়া গিয়াছে। সমস্ত অষ্ট্রেলিয়ার আদিম লোকের সংখ্যা এখন ৮০,০০০ আশী হাজারের অধিক নয়।

অষ্ট্রেলিয়াবাসীদের সামাজিক কাজ পঞ্চায়ত দ্বারা

নির্বাহ করা হয়। প্রাচীন লোকেরাই পঞ্চায়তের বোধ্য। আক্ষামানের লোকেরা গায়ে আঁচড় কাটিয়া দাগ করে। সেই প্রথা এখানেও চলিত আছে। ইহাদের যৌবন বয়সে শরীরে দাগ করা হয়। দাগ কাটিবার সময়ে পঞ্চায়তের সভা বসে। সভার সমুপে যুবক যুবতীর বুক ও পিঠ কাটিয়া দাগ দেওয়া হয়।

ইহাদের মধ্যে ওষা আছে। কাহার মৃত্যু হইলে ওষারা সেখানে একত্রিত হয়। একত্রিত হইয়া মৃত-শরীরকে জিজ্ঞাসা করে,—‘তুমি মরিলে কেন?’ মানুষ মরিলে আর কথা কয় না, ওষারা তহু বুদ্ধিগলে সব বুঝিতে পারে। নিকটের কোন শত্রু বাহু করিয়া মানুষ মারিয়া ফেলে, ইহাই নিশ্চিত হয়। পীড়ার মানুষের মৃত্যু হয়, অষ্ট্রেলিয়াবাসীদের সে বিশ্বাস নাই। যুদ্ধ করিতে গিয়া কাহারও মৃত্যু হইলে ইহারা তাহার মাংস খায় এবং বৃক্ষের মেদ দিয়া ঘষ করে। ঈশ্বর কিংবা দেব দেবী কি, অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা সে সকল কথার কিছুই মর্ম্ বুঝে না। তবে দেবতাই বল আর বাহাই বল, মোটামুটি তাহারা এই জানিয়া রাখিয়াছে যে, একজন মহাবল পরাক্রান্ত যুদ্ধ মানুষ বহুকাল হইতে কোথা নিজা বাইতেছে। তাহার শরীর প্রকাণ্ড,—নাম বৃদ্ধাই। তিনি একটা হাতের উপরে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছেন, এ দিকে হাতের কনুই পর্যন্ত বালিতে পুতিয়া গিয়াছে। কবে ঠিক নাই, কিন্তু এক দিন তাহার ঘুম ভাঙিবে। তখন আগিয়া উঠিয়া সে এই সমস্ত চরাচর উদরস্থ করিয়া ফেলিবে।

অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা কৃষিকর্ম্ জানে না। তাহাদের স্থায়ী বাসস্থান নাই, গৃহপালিত পশুপক্ষীও নাই। থাকিবার মধ্যে কেবল গোবা কুকুর আছে। অনেকে অনুমান করেন যে, তাহারা পূর্বনিবাস হইতে ঐ কুকুর সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়ার কুকুর ভক্ ভক্ করিয়া ডাকিতে জানে না। তাহাদের লেজ লম্বা এবং তাহাতে শৃগাশের মত লোম আছে; কান ছোট ও সোজা। এই জাতীয় কুকুর তথাকার জঙ্গলেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অতিশয় ভেজস্বী।

অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য লোকদের ঘর নাই, তাহারা এক স্থানেও থাকে না। বধন বেধানে ঘর, তখন সেই খানে গাছের ডালপালা দিয়া সামান্য কুটার নির্মাণ করিয়া শয়ন। ইহারা কিছুই শিল্পকর্ম্ জানে না। পশুচর্চ এবং গাছের ছাল ইহাদের পরিবেশ বস্ত্র। বস্ত্র এবং

জাল শিকারের দ্রব্য। বন্যমে লোহার ফলা নাই ; সামান্য লাঠির ডগায় পাথর কিছা জস্তর হাড় লাগানো। গাছের আঁশ কিছা ঘাস দিয়া ইহার। মাছের মত এক প্রকার কাপড় বুনিতে পারে। পালক কিছা পশুর লেজ মাথার অলঙ্কার। গলায় গেঁড়ী শুঙলীর মালা। তাহাদের মধ্যে কোন কোন জাতীয় লোক যৌবন কাল আসিলেই উপর মাড়ীর সম্মুখের দুইটা দাঁত ভাঙ্গিয়া দেয়। অঙ্গের আর পাঁচটা শোভার মধ্যে নবীন বয়সে সমুখ মাড়ীর দাঁত না থাক। একটা বেশী শোভা। ইহাদের আর এক সম্প্রদায় আছে। তাহাদের মধ্যে স্তম্ভ দিবার প্রথাও দেখা যায়।

বন্যম ভিন্ন ইহাদের দা এবং কুড়ালও আছে। কিন্তু এগুলিও লোহার অস্ত্র নয়, বস্ত্র পশুর হাড়ে নির্মিত। উহাতেই তাহারা যুদ্ধ ও শিকার করে। ইহাদের আর এক প্রকার আশ্চর্য্য অস্ত্র আছে, তাহার নাম বুমেরাং। ইহা এক খানি বাঁকা কাঠের ফলা ; কিন্তু ইহার নির্মাণ কৌশল অনেকটা আশ্চর্য্য। সমুখ দিকে ছুড়িয়া মারিলে ইহা পুনর্বার পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া আসে। জ্বীলোকেরা মৃত পশুর শিরা ও গাছের আঁশ দিয়া জাল বুনেন। ঐ জাল দ্বারা তাহারা কান্দাক প্রভৃতি বস্ত্র পশু এবং মৎস্ত প্রভৃতি ধরিয়া থাকে। সমুদ্রে মাছ ধরিবার জন্ত ইহাদের ভেলা এবং ডোঙ্গা আছে। আজি কালি অসভ্য জাতির সংখ্যা ক্রমে কমিয়া আসিতেছে।

এখানকার লোকের বিবাহের কিছু ঠিক নাই। কাহারও এক পত্নী, আবার অনেকের বহুপত্নীও আছে। কিন্তু বিবাহিতা জ্বীলোকেরা প্রায় সকলেই পতিব্রতা। তবে কেহই অসতী নাই এমন কথা নয়। কচিং কাহারও চরিত্র দোষ ঘটিলে ইহারা সেই অসতী নারীর প্রাণ বধ করে। কিন্তু কুমারী কিছা বিধবাদের চরিত্র দোষ ততটা গুরুতর বলিয়া ধর্তব্য নয়। ইউরোপীয়দের মধ্যে ছুটলোকেরা ইহাদের অনেককে ব্যভিচারিণী করিয়া দিয়াছিল, সে জন্ত মধ্যে মধ্যে বিরোধ ঘটিত।

তিন শত বৎসরের কম নয় ইউরোপের লোকে, অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপ আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথম কে এখানে আসেন তাহার ঠিক নাই। উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কৃত হইল ; পশ্চিমে আমেরিকা,—তাহাও সভ্য জগতের চক্ষে পড়িল। নূতন দেশ, নূতন দ্বীপ বাহির করিবার জন্ত চারিদিকে ইউরোপীয়দের জাহাজ ছুটিল।

এই রূপ প্রবাদ, ১৬০৬ খৃঃ অব্দে তরেন্ নামক জনৈক স্পেনবাসী পেরু হইতে অষ্ট্রেলিয়া আসেন। তাহার পর ববদ্বীপ হইতে ওলন্দাজেরা এখানে উপস্থিত হন। ১৬৪২ সালে তাস্মান নামক এক জন ওলন্দাজ অষ্ট্রেলিয়ার নানা স্থান দেখিয়া যান। তাঁহারই নাম হইতে অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণকূলবর্তী দ্বীপের নাম তাস্মানিয়া। ১৬৮৬ সালে ইংরাজেরা প্রথম এখানে আসেন। সেই বৎসরেই কাপ্তেন উইলিয়ম দাম্পিয়র নামে একজন সমুদ্র দস্যু উহার উত্তর-পশ্চিম কূল দিয়া ফিরিয়া ঘুরিয়া যায়। দুই বৎসর পরে, অষ্ট্রেলিয়ার বিশেষ অন্বেষণ করিবার জন্ত ইংরাজেরা দাম্পিয়রকে এখানে পাঠাইয়া দিলেন।

১৭৬৯ সাল হইতে ১৭৭৭ সাল পর্য্যন্ত বিখ্যাত নাবিক কাপ্তেন কুক অষ্ট্রেলিয়ার চারিদিকের সমুদ্র-কূল ভাল করিয়া দেখিয়া যান। ১৭৮৮ সালে ইংরাজেরা অপরাধীদিগকে অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পূর্ব প্রদেশে নব-দক্ষিণ-ওয়েলসে নির্বাসিত করিতে আরম্ভ করেন। যে স্থানে ইংরাজ অপরাধীরা আসিয়া থাকিত এখন সেখানকার নাম জাক্সন বন্দর। আজি কালি সেই বন্দর প্রসিদ্ধ সিদ্দনী নগর হইয়া উঠিয়াছে। ১৮০৩ সালে বান-দি-মান দ্বীপেও অপরাধীরা প্রেরিত হইতে লাগিল। কালক্রমে নির্বাসিতদের পুত্রপৌত্রেরা স্বাধীন হইল। কিন্তু তাহারা হ্রস্ব লোকের সন্তান, এ পরিচয় দিতে বড়ই ঘৃণা। সে কারণ তাহারা বান-দি-মান দ্বীপের নাম তাস্মানিয়া রাখিল। ১৮২৫ সাল পর্য্যন্ত তাস্মানিয়া, নব-দক্ষিণ-ওয়েলসের অধীনে ছিল, তাহার পর উহা পৃথক হইয়া পড়ে।

১৮৩৫ সালে তাস্মানিয়ার কতকগুলি গোক সমুদ্রের খাড়ী পার হইয়া নব-দক্ষিণ-ওয়েলসের দক্ষিণদিকের ভূভাগ অধিকার করে। পূর্বে ঐ স্থানের নাম ফিলিপ বন্দর ছিল, এখন উহা বিক্টোরিয়া নামে একটা পৃথক প্রদেশ হইয়াছে। ইহার প্রধান নগরের নাম মেলবোরন। ১৮২৭ সালে এক সম্প্রদায় ইংরাজ বণিক পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশ সংস্থাপিত করেন। ইহার প্রধান নগরের নাম পার্থ। অপর এক বণিক সম্প্রদায় দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশ সংস্থাপিত করেন। উহার প্রধান নগরকে আদিলেদ কহে। ১৮৫৯ সালে নব-দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর ভাগ পৃথক প্রদেশ হইয়া পড়ে। উহা এখন কুইন্সল্যান্ড নামে খ্যাত। ইহার রাজধানী

ত্রিসবেন।

অষ্ট্রেলিয়ায় এখন এই কয়েকটি প্রদেশ ও প্রধান
প্রধান নগর আছে,—

প্রদেশ	নগর
কুইন্সল্যান্ড (পূর্ব নাম মোর্টন)	ত্রিসবেন, বোথামতন, মেরিবর্গ।
নব-দক্ষিণ-ওয়েলস	সিডনী, পারামেত্তা ও উইলশর, লিবারপুল, বাথষ্ট।
বিক্টোরিয়া	মেলবোরন, গিলফ, বাল্লারাড।
দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়া	আদিলেড।
পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়া	পার্থ, ফ্রিমাস্তল।

পর্বত—নীল পর্বত, লিবারপুল শ্রেণী, অষ্ট্রেলিয়ার
আল, ইহার অপরাধ নাম বরগঙ্গ পর্বত; গ্রান্পিয়ান,
পিরিনি, ফিল্মার, স্যুয়াট শ্রেণী, সৌলার শ্রেণী, বিক্টো-
রিয়া পর্বত, দার্লিং শ্রেণী। ●

নদনদী—হোেকসবরী, হট্টর, হেট্টংস, ত্রিসবেন;
মের এবং ইতার শাখা—মাকোইরি, দার্লিং, লচলান,
মরম্বিজী, টইমমেরা, যর-যর, সোয়ান, বিক্টোরিয়া,
আলবার্ট, ফিল্মার, গিলবার্ট, মিচেল, গ্রাগরী, লিচহার্ট।

হ্রদ—বিক্টোরিয়া বা আলফ্রাজিয়া; তোরেমস,
গেয়ার্দনার, এয়ার, হোপ।

অন্তরীপ—যুর্ক, মেলবিল্লী, ফ্রাতারী, সন্টী, হাউ,
উইলসন, ওতবে, স্পেন্সার, চাতাম, লিউবিল, উত্তর-
পশ্চিম-অন্তরীপ, দেবিক, লন্দলারী, দেল।

উপসাগরাদি—পূর্বদিকে, শেলবোরন, প্রিন্সেস
শার্লোত্তী, হালিফাক্স, ব্রড সাউণ্ড, হার্বি, মোর্টন,
মাকোয়ারী বন্দর, ষ্টেফেন্স বন্দর, জাফন বন্দর। দক্ষিণে
—পশ্চিম বন্দর, ফিলিপ বন্দর, পোন্টলাও, এনকাউ-
ন্টার, সেন্ট বিনসেন্ট, স্পেন্সার, বৃহৎ অষ্ট্রেলিয়ান
বাইট, কিং জর্জের সাউণ্ড। পশ্চিমে—ফিল্মার, জিও-
গ্রাফী, ফেসিন্ডস বন্দর, শার্ক, একমাউথ, কিং সাউণ্ড,
কোলিয়ার, আদমিরালিটী, কাম্বিজ, বান-দিমান,
এস্টিন বন্দর। উত্তরে—কাসলরিয়াগ, আরন্থেম,
লেবিল্লী, কার্পেস্তারিয়া।

তাস্মানিয়া—ইহার প্রধান নগর, হোবার্ট এবং
লস্টোন। উপসাগর—বৃহৎ সোয়ান বন্দর, ষ্টরম, নর-
ফোক, দালরিল্পল বন্দর, দেবী বন্দর, মাকোয়ার
বন্দর। অন্তরীপ—গিনার, দক্ষিণ অন্তরীপ, দক্ষিণ-
পশ্চিম অন্তরীপ, সোরেল, পশ্চিম পইন্ট, গ্রিম। পর্বত-

বেনলোমন, ওয়েলিটন, পশ্চিমগিরি, কাম্বেল শ্রেণী,
হুন্ট। নদ—দার্বেন্ট, তমর, জর্দান।

অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশের অনেক স্থান এখনও পতিত
আছে, সেখানে আজও অধিক লোকের বাস হয় নাই।
উত্তরভাগ একে অতিশয় উষ্ণ তাহাতে আবাস সেখানে
জলের অনাটন। তজ্জন্ত ইউরোপীয়েরা তথায় উপ-
নিবেশ করিতে পারেন নাই। এই দ্বীপের দক্ষিণদিকই
সমৃদ্ধিশালী।

অষ্ট্রেলিয়ায় তাদৃশ উচ্চ পর্বত নাই। পশ্চিম ও
পূর্বধারে দুইটা পর্বত শ্রেণী আছে, তাহার মধ্যে পূর্ব
দিকের পর্বতশ্রেণী ৮৫০ ফুট দীর্ঘ এবং গড়ে ১৫০০
ফুট উচ্চ। ইহার পূর্বধার হইতে অনেক ছোট ছোট
নদী আছে। তাহার পশ্চিম বাহিনী হইয়া অষ্ট্রেলিয়ার
মধ্যে হ্রদ ও বিলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার
একপ আকার দেখিয়া ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা অনুমান
করেন যে, পূর্বে এখানে সমুদ্র ছিল। পরে সাগরগর্ভে
অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহাতে ক্রমে মাটি জাগিয়া উঠিয়াছে।
কিন্তু মধ্যস্থলে এখনও ভালরূপ মাটি হয় নাই, তাই
সে স্থান খাল বিলে পরিপূর্ণ।

অষ্ট্রেলিয়ার জল বায়ু শরীরের পক্ষে শুণকর। কিন্তু
দ্বীপটি অতি বৃহৎ, তজ্জন্ত সকল স্থানের অবস্থা সমান
নহে। উত্তর এবং মধ্যভাগ উষ্ণ, দক্ষিণ দিক নাতি-
শীতোষ্ণ। মধ্যভাগে জলের অতিশয় অভাব। সেখানে
গ্রীষ্মকালে লুচলে এবং ভূমি তাতিয়া তন্দুরের মত
হইয়া উঠে। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে জলবাপ উড়িয়া
আসে, তাহাতেই উত্তর-পশ্চিম দিকে বর্ষাকাল হয়।
সেখানকার বর্ষাকাল অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন মাস
পর্যন্ত। অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণদিকের সমুদ্র হইতেও বাষ্প
উড়িয়া আসে। কিন্তু উচ্চ পর্বত নাই, তজ্জন্ত সেই বাষ্প
কিছুতে আটকাইয়া জমিয়া জল হইতে পারেনা। আমা-
দের দেশে রাজপুতানায় যেমন কখন কখন অল্প বর্ষা
হয়, এখানেও সেই রকম। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার আদি-
লেড নগরে গড়ে বৃষ্টির পরিমাণ ১৫—২০ ইঞ্চির অধিক
নয়। কিন্তু বিক্টোরিয়া এবং নব-দক্ষিণ ওয়েলসে পর্বত
আছে, তাই সেখানকার বৃষ্টির গড় পরিমাণ ৪৪—৪৮
ইঞ্চি। কুইন্সল্যান্ডে ৫০ ইঞ্চি। আরও উত্তরদিকে বড় বড়
পর্বত আছে, তাই সেখানকার পরিমাণ প্রায় ২০ ইঞ্চি।
বিক্টোরিয়া প্রভৃতি স্থানের ঋতু এই রূপ,—ভাদ্র
মাসের ঋতু হইতে অগ্রহায়ণ মাসের ঋতু পর্যন্ত

বসন্ত। অগ্রহায়ণের অর্দ্ধ হইতে ফাস্তন মাসের অর্দ্ধ পর্যন্ত গ্রীষ্ম। ফাস্তনের অর্দ্ধ হইতে জ্যৈষ্ঠের অর্দ্ধ পর্যন্ত শরৎ। জ্যৈষ্ঠের অর্দ্ধ হইতে ভাদ্রের অর্দ্ধ পর্যন্ত শীত।

আমাদের দেশের মত অষ্ট্রেলিয়ায় অধিক জীব জন্তু নাই। এখানে চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কাস্কারুই প্রধান। ইহাদের সম্মুখের পা ছোট এবং পশ্চাতের পা বড়। তাই অল্প জন্তুর মত ভাল ছুটিতে পারে না। কিন্তু ইহাদের লাঙ্গলে অত্যন্ত বল। দৌড়বার আবশ্যক হইলে লেজের উপরে ভর দিয়া এক এক বারে ১৯।২০ হাত লাফাইতে পারে। কেহ ঘোড়ার উপর চড়িয়া কাস্কারু শিকার করিতে গেলে ইহারা ঘোড়ার পিঠের উপর দিয়া লাফাইয়া পলাইয়া যায়।

কাস্কারুদের তলপেটের উপরে চর্মের থলী আছে। ছোট ছোট সস্তানেন্দ্রা সেই থলীর ভিতরে লুকাইয়া থাকে। থলীর উপর দিকে বন্ধস্থলে স্তন। ক্ষুধা পাইলে বাচ্ছারা সেই থলীর ভিতরে থাকিয়া অনায়াসে স্তন পান করে। অত্যাশ্চর্য চতুষ্পদ জন্তুর গর্ভে বাচ্ছা জন্মিলে বাচ্ছার নাড়ীর সঙ্গে ধাড়ীর ফুলের সংযোগ থাকে। সেই ফুল দিয়া জননীর শরীরের রস বাচ্ছার দেহে আসে, তাহাতে সে দৃষ্টপুষ্ট হয়। কাস্কারু জাতির সে রূপ নাই। ইহাদের জরায়ুতে একটা থলী আছে তাহাতে বাচ্ছার পোষণ কাজ চলে।

অষ্ট্রেলিয়ায় আর এক প্রকার জন্তু আছে, তাহাকে একগুহু কহে। গো মেষাদির মলমূত্র ত্যাগ করিবার ভিন্ন ভিন্ন পথ। একগুহুদের সে রূপ নয়, ইহারা পক্ষীর মত একদ্বার দিয়া মলমূত্র ত্যাগ করে। ইহাদের স্তন নাই। কাস্কারুর মত ইহাদেরও পেটে থলী আছে। ঐ থলীতে আপনাই দুগ্ধ চুষিয়া পড়ে, বাচ্ছারা তাহাই পান করে। এই দ্বীপে প্রায় ৬৯০ রকম পাখী আছে। কাকাতুরা এবং টিয়া নানা বর্ণের। এমু নামে এক প্রকার বড় পাখী আছে, ইহারা দেখিতে আফ্রিকার উষ্ট্রপক্ষীর মত। এই দ্বীপে ৬৩ রকম সাপ আছে, তাহার মধ্যে ৪২ রকম বিষাক্ত। পাঁচ প্রকার সাপের বিষ ঠিক এ দেশের কেউটির গোথুরার মত মারাত্মক। অষ্ট্রেলিয়ায় গোমেষাদি চরিবার যোগ্য প্রচুর জমি পড়িয়া আছে। পশুচরের এমন উপযুক্ত স্থান জগতে আর দ্বিতীয় নাই। ইংরাজেরা অল্প অল্প দেশের জন্ত এই দ্বীপে লইয়া আসিয়াছে। ভেড়ার চাস চারি দিকে। বৎসর বৎসর বিস্তর পশম অপর দেশে প্রেরিত হয়।

ভেড়ার মাংসও যথেষ্ট। পূর্বে অষ্ট্রেলিয়ার লোকে মাংস খাইয়া ফুরাইতে পারিত না, অনেক মাংস নষ্ট হইত। এখন জাহাজে এক প্রকার কল বসান হইয়াছে, তাহাতে অনেক গুলি কামরা উত্তর-মেরু প্রদেশের মত অত্যন্ত শীতল হইয়া থাকে। তাহার ভিতরে মাংস রাখিলে বহুকালেও নষ্ট হয় না। ব্যবসায়ীরা ঐ সকল জাহাজে মাংস বোঝাই করিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেয়। তাহাতে বৎসর বৎসর বিস্তর লাভ হয়। অষ্ট্রেলিয়ার ঘোড়ার চাসও প্রসিদ্ধ। পূর্বে এখানে ঘোড়া ছিল না। ইংরাজেরা ঘোড়া লইয়া গিয়া ইহার চাস আরম্ভ করে। এখন অষ্ট্রেলিয়ার ঘোড়া নানা স্থানে প্রেরিত হইতেছে। এখানকার মদনদীতেও অনেক রকম মাছ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

বৃক্ষাদির মধ্যে এনকালিপ্তস গাছই প্রধান। ইহার পাতায় কাছপুত তৈলীর মত এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়। উহা বাতের পীড়ার ঔষধ। ঐ গাছের আটাও অনেক দামে বিক্রীত হয়। এখানে ঝাউ গাছের ছালে চামড়ায় কস করা হয়। বাবলার মত ছুই প্রকার গাছ আছে, তাহাদের ছালেও বিলক্ষণ কস। কসের জন্ত বৎসর বৎসর অনেক ছাল ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। এখন এই দ্বীপে গম, যব, ভুট্টা, সরিষা, মটর, ইক্ষু, আলু এবং নানা প্রকার শাক সবজী ও ফল উত্তম রূপে জন্মিতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ার সোনা, রূপা, তামা, লোহা, সীস, কয়লা, টিন্ প্রভৃতি নানা প্রকার ধাতু পাওয়া যায়। সোনার জন্তই এস্থান এত সমৃদ্ধিশালী। ১৮৫১ সালে সোনার ধনি আবিষ্কৃত হয়। সোনার আকর বাহির হইলে সকল লোকেই আপন আপন কাজ ফেলিয়া সোনা তুলিতে ছুটিল, তাহাতে দিন কতক অষ্ট্রেলিয়াতে অত্যন্ত গোলযোগ ঘটয়াছিল। ১৮৫১ সাল হইতে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত সর্বসমেত ২৯৬,০০,০০,০০০ টাকার সোনা তোলা হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ায় এ পর্যন্ত কত সোনা তোলা হইয়াছে, বিলাতের গত প্রদর্শনীতে একটা হলকরা স্তম্ভ দ্বারা তাহা দেখানো হইয়াছিল।

অষ্ট্রেলিয়া এবং নব-জিলন্দ ইংরাজদের উপনিবেশ। তথাকার লোকে ঐ দেশ আপনাই শাসন করিয়া থাকেন। ইহাদের পাল্লোমেন্ট সভা আছে; সভার সভ্য তাঁহারা নিজেই মনোনীত করেন। অষ্ট্রেলিয়ার প্রত্যেক প্রদেশে ইংলণ্ড হইতে শাসনকর্তা প্রেরিত হন। শাসন-

কর্তা, মহাসভার মত ভিন্ন কোন কাজ করিতে পারেন না। রাজ্যশাসন প্রশালী ঠিক ইংলণ্ডের মত। এখানকার প্রত্যেক বিভাগের সভা পৃথক পৃথক। এক বিভাগের সঙ্গে অল্প বিভাগের কোন সম্পর্ক নাই। ইংলণ্ডের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার যে সম্বন্ধ আছে তাহা কেবল নাম মাত্র। ইংলণ্ড তথাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন, ইংলণ্ডের অতিরিক্ত লোক অষ্ট্রেলিয়ায় আসিয়া বাস করিতে পারে, এবং অল্প কোন জাতি যদ্যপি এখান আক্রমণ করেন তবে ইংলণ্ড আসিয়া রক্ষা করিবেন। সম্পর্কের মধ্যে এই। অষ্ট্রেলিয়ার প্রত্যেক বিভাগে নিজেরও অল্প সৈন্য আছে। তদ্ভিন্ন এখানকার সকল লোকেই বীরপুরুষ এবং সাহসী। পূর্বে অষ্ট্রেলিয়ায় কিছুই আয় ছিল না, কিন্তু এখন তথাকার অবস্থা এই রূপ,—

[illegible]

অষ্ট্রেলেশিয়া। ইহা কতকগুলি দ্বীপপুঞ্জ। নব-গিনি, অষ্ট্রেলিয়া, তাস্মানিয়া, নব-জিলাও, নব-ব্রিটানিকা, সোলোমন-দ্বীপ, নব-হিব্রাইদিস, নব-কালিদোনিয়া, লয়াল্টি দ্বীপ প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। ইহার ৫০° দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ১১০° হইতে ১৮০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ মধ্যে অবস্থিত। অষ্ট্রেলেশিয়া শব্দের অর্থ—‘দক্ষিণ-আসিয়া সম্বন্ধীয়’। এরূপ নাম হইবার কারণ এই, ঐ সকল দ্বীপ আসিয়ার দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরে আছে।

অষ্ট্রীল (দ্বী) অষ্ট্রিসদৃশ কঠিনাশ্মাৎ রাস্তা রা-ক রস্তু লকারঃ দীর্ঘঃ। এক প্রকার গুল্মরোগ। ইহা প্রায় হাতু-ডীর মত। নাভির নিম্নে জন্মে। ইহাতে খন গাঁট থাকে। ঐ কঠিন পদার্থ কাহার কাহার পেটে যেন নড়িয়া বেড়ায় এবং কাহার পেটে নড়িয়া বেড়ায় না। ইহার উপর দিক লক্ষ্য এবং বাঁকাভাবে কিঞ্চিৎ উন্নত। ইহার চিকিৎসা গুল্মরোগের মত। [গুল্ম দেখ]।

অষ্টীবং (পুং স্ত্রী) নাশ্চি অতিশয়িতমশ্চি যদ্বিন্ মতুপ্ পু-
 নিপাতনাবং সিদ্ধঃ। জাহু। আঁটু বা হাঁটু। জানুস্ক-
 পর্কস্টিবদস্ত্রিয়াম্। (অমর)। (জি) থুথু ফেল' নহে।
 অস। দীপ্তি অর্থে অকং, গ্রহণ ও গতি অর্থে স্কং, ভ্রা-
 উভং সেট্। লট্—অসতি, অসতে। লিট্—আস,
 আসে। অতি পূর্ষক হইলে অভ্যাস অর্থব্রায়, 'বিদ্যা-
 মভ্যাসেৎ'। নি-নিষ্কেপ, পাদং ব্রসেৎ। সম্ + নি—
 সম্ভ্যাস। বি + নি—বিভ্যাস।

অস। বিদ্যমানতা, অদাং অকং পং সেট্—অস্তি,
স্তঃ, সস্তি। মধ্যম পুং—অসি, নঃ, হ্। উত্তম পুং—অস্মি,
নঃ, ন্মঃ। লিঙ্—স্তাৎ, স্তাতাৎ, স্তাঃ। লোট্—অন্ত,
স্তাম্, সন্ত। হি—এধি, অসানি। লঙ্—আসীৎ, আস্তাম্,
আসন্। লিট্—বভূব। লুট্—ভবিত। লৃট্—ভবিষ্যতি।
লৃঙ্—অভূৎ। শত্—সৎ; সন্, সন্তৌ, সন্তঃ। সন্—
বভূবতি। যঙ্—বোভূয়তে। বাতি—বাতিস্তে। বাতিবে।
ব্যতিহে। অভি—অভিষ্যাৎ। প্রাহুঃ—প্রাহুর্ভাব, প্রাহুরাস।
অস। ক্লেপণ করা, অপনোদন করা, দিবাং পরং সকং
সেট্। উপসর্গ থাকিলে ইহা উভয়পদী (উপসর্গাদন্তত্যা-
হোকেঁতি বাচ্যম্। বাস্তিক, পা ৭। ১। ৭ সূত্রে)।
লট্—অস্ততি। লোট্—অন্ততু। লঙ্—আস্তৎ। লিট্—
আস। লুট্—অসিতা। লৃট্—অসিষ্যতি। লৃঙ্—
আহুৎ (আসীৎ আহুৎ। মুদ্রা)। (অন্ততেমুৎ। পা ৭।
৪। ১৭)। লিচ্—আসয়তি। সন্—অসিসিষতি। ক্রা—
অসিষা, অষা। ক্র—অন্ত। ল্যপ্—অভ্যাস্ত। ক্রুস্—

অসিতুম্, অজুম্ । শত্—অন্তং । শানচ্—অন্ত-
মান । অতি—অতিদূরে ক্ষেপণ; অত্যন্ত । বি+
অতি—বিপরীত স্থাপন, ব্যতাস। অধি—আরোপ,
অধ্যাস। অহু—পশ্চাৎ ক্ষেপণ; অত্যাশ। অব—অব-
ক্ষেপ, অবাস্ততি । নি—নিক্ষেপ, ভাগ; হ্রাস। বি+নি
—বিভ্রাস। নিৰ্—নিরসন, অপসারণ; নিরাশ্রুং । পরি
—ক্ষেপণ, পতন; পর্যন্তেং । বি+পরি—বিপর্যাস্ত,
বিপর্যাস। প্র—প্রক্ষেপ, প্রাণ্ণেয়ুঃ । উদ্—উর্দ্ধে ক্ষেপণ
করা, উদন্ততি । পরি+উদ্—বিভিন্ন বোধ, পৰ্য্যদাস।
বি+উদ্—বাদন্ত । উপ—সমীপে স্থাপন, উপাস্ততি ।
উপ+নি—কথারন্ত, উপহ্রাস। সম্+নি—ত্যাগ, সন্নাস্ত ।
পরা—নিরাকরণ, পরাস্ত । প্রতি—প্রতিরূপ ক্ষেপণ,
প্রত্যস্ত । সম্—সংক্ষেপ, সমাস ।

অসংযত (ত্রি) নঞ-তৎ । অবদ্ধ । বদ্ধনশূন্য । মিলিত নহে ।
অসংযুক্ত (ত্রি) নঞ-তৎ । বিযুক্ত । দুই বা অধিক ব্যঞ্জন
বর্ণ মিলিত নহে । দুই বা অধিক দ্রব্য মিলিত নহে ।

অসংযুত (ত্রি) নঞ-তৎ । মিলিত নহে ।

অসংযোগ (পুং) অভাবে নঞ-তৎ । সংযোগের অভাব ।
নঞ-বহুব্রী (ত্রি) । সংযোগশূন্য ।

অসংলগ্ন (ত্রি) নঞ-তৎ । বিভক্ত । অসম্বন্ধ । যাহা ঠিক
লাগে না বা খাটে না । যেমন—অসংলগ্ন বাক্য ।

অসংবৃত্ত (ত্রি) নঞ-তৎ । অনাবৃত্ত । নরকবিশেষ ।

অসংশয় (পুং) অভাবে নঞ-তৎ । সন্দেহের অভাব ।
নাস্তি সংশয়ো যত্র । নঞ-বহুব্রী । সন্দেহশূন্য ।

অসংশ্রব (ত্রি) নাস্তি সংশ্রবঃ সম্যক্ শ্রবণং যত্র । বহুব্রী ।
দূরদেশ । পৃথক্ । যাহাতে সংশ্রব নাই ।

অসংশ্লিষ্ট (ত্রি) নঞ-তৎ । বিভক্ত । সংশ্লেষশূন্য । অসঙ্গত ।

অসংসর্গ (পুং) অভাবে নঞ-তৎ । সংসর্গের অভাব ।
নঞ-বহুব্রী । সম্বন্ধশূন্য ।

অসংসর্গাগ্রহ (পুং) অসংসর্গস্ত পরস্পরসম্বন্ধাভাবস্ত অগ্রহঃ ।
মীমাংসকদের মতানুসারে, 'ইহা রক্তত্' এই রূপ জ্ঞান
হয়ের পরস্পর সম্বন্ধাভাবের বোধ না হওয়া ।

অসংসৃষ্ট (ত্রি) নঞ-তৎ । সংসর্গ রহিত ।

অসংস্কৃত (ত্রি) নঞ-তৎ । গর্ভাধানাদি সংস্কার রহিত ।
অপরিস্কৃত । (পুং) অপশব্দ ।

অসংস্তুত (ত্রি) নঞ-তৎ । অপরিচিত । সম্যকরূপে বাহার
স্তুত করা হয় নাই ।

অসংস্থিত (ত্রি) নঞ-তৎ । পরলোকগত নহে । চঞ্চল ।

অসংহত (ত্রি) নঞ-তৎ । একত্রিত নহে । অসংলগ্ন ।

অসক্লং (অব্য) নঞ-তৎ । পৌনঃপুন্ত ।

অসক্ল (ত্রি) নঞ-তৎ । সক্তি শূন্য । সঙ্গশূন্য । ফলাভিলাষশূন্য ।
অসকথ । অসকথি (ত্রি) নাস্তি সক্তি যন্ত, বা ষচ্ স-
(বহুব্রীহৌ সক্তিযাক্লেঃ স্বাক্ষাৎ ষচ্ । পা ৫।৪।১১৩)।
উরুশূন্য ।

অসক্রা (স্ত্রী) সম-ক্রম-বিট্ পুং সমোহন্তলোপঃ । নঞ-
তৎ । অপ্রাপ্ত পূর্বা । অসক্রা তাং যাবজ্জীবনমপাখিনী-
মশ্মৎসজাতৈতরপ্রাপ্তপূর্কামিত্যর্থঃ । (ইতি দেবরাজ) ।
ধেয়ুং ন ইষং পিষতমসক্রাং । ঋক্ ৬।৬৩।৮ । অসক্রাং
মন্তোহন্ত্রা অসংক্রমণীং । (সায়ন) । অসক্রামসং-
ক্রমণীং । (নিরুং ৬।২৯) ।

অসখী (পুং) ন সখা, ন টচ্ স- । বন্ধু নহে । শত্রু ।

অসগোত্র (ত্রি) ন সমানং গোত্রমন্ত । বা সমানন্ত সং ।
ভিন্ন গোত্র । এক গোত্রের লোক নহে ।

অসঙ্কল্প (পুং) বিরোধে নঞ-তৎ । সঙ্কল্পের অভাব ।
নঞ-বহুব্রী । সম্বন্ধশূন্য ।

অসঙ্কসুক (ত্রি) নঞ-তৎ । স্থিরমান ।

অসঙ্কুল (ত্রি) নঞ-তৎ । পরস্পর বিরুদ্ধ । গ্রামাদির
পথ । (পুং) বিস্তীর্ণ পথ ।

অসংক্রান্তমাস (পুং) নঞ-তৎ । শুক্লপ্রতিপদাদি দর্শান্ত
চন্দ্রমাসের মধ্যে সূর্য্যের সংক্রমণ শূন্য মলমাস ।

অসংক্ষেপ (পুং) নঞ-তৎ । সংক্ষেপ নহে ।

অসম্ভ্যা (ত্রি) ন সম্ভ্যাম্ । নঞ-তৎ । অসম্ভবীয় । অগণ-
নীয় । ন বিদ্যাতে সম্ভ্যা যন্ত । বহুব্রী । ইয়ন্তা শূন্য ।
যাহার সংখ্যা নাই । (পুং) বিষ্ণু ।

অসম্ভ্যাত (ত্রি) ইয়ন্তা শূন্য । অনেক ।

অসম্ভেয় (ত্রি) নঞ-তৎ । যাহার সম্ভ্যা করা যায় না ।

অসঙ্গ (পুং) অভাবে নঞ-তৎ । সম্বন্ধের অভাব । নঞ-
বহুব্রী । সম্বন্ধ শূন্য ।

অসঙ্গত (ত্রি) নঞ-তৎ । অসংযুক্ত । অসম্বন্ধ । অত্যাশ,
অযুক্ত; যেমন—অসঙ্গত বাক্য । বাদ্য গীত প্রভৃতির পর-
স্পরের সঙ্গে লয় না থাকা; যেমন—অসঙ্গত বাদ্য,
অর্থাৎ গানের সঙ্গে বাদ্যের সঙ্গত বা লয় হইতেছে না ।
উপগত নহে; যেমন—ঐ স্ত্রী এক পুরুষের প্রতি সঙ্গত,
সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে অসঙ্গত ।

অসঙ্গতি (স্ত্রী) অভাবে নঞ-তৎ । সঙ্গতির অভাব ।

অসঙ্গম (পুং) অভাবে নঞ-তৎ । সঙ্গমের অভাব । মেল-
নের অভাব । (ত্রি) নাস্তি সঙ্গমো যন্ত । নঞ-বহুব্রী ।
সঙ্গম শূন্য । মেলনরহিত ।

অসজ্জিন্ (ত্রি) সজ্জ-ঘিহুণ্ জন্ত গাষম্। নঞ-তৎ। সঘঙ্কশূন্ত।
অসজ্জাত্ত্ব (ক্ৰী) অসৎ অসদ্বিবরকত্বেন অনিষ্টপ্রযোজকং
শাস্ত্রম্। কর্ণধা। বৌদ্ধদের শাস্ত্র। তাহাতে কেবল অস-
দর্থই প্রতিপাদিত হইরাছে। অতএব উহা বৈদিক
কর্ণের বিরুদ্ধ। তজ্জন্ত উহার নাম অসজ্জাত্ত্ব।

অসজ্জন (পুং) বিরোধে নঞ-তৎ। সজ্জন নহে। দুর্জন।
অসংজ্ঞা (স্ত্রী) নঞ-তৎ। সংজ্ঞার অভাব। (ত্রি)
নঞ-বহুব্রী। সংজ্ঞাশূন্ত। জ্ঞানরহিত। ইতিতাদি দ্বারা
বিজ্ঞাপনহীন।

অসৎ (ত্রি) অস্-শত্ অকার লোপঃ সৎ ততো নঞ-তৎ।
সৎ নহে। অসাধু। নিন্দিত। ছুটাচার। অবিদ্যমান।
অকিঞ্চিংকর। অব্যক্ত। অনিত্য। নিরুপাধ্য নিঃস্ব-
রূপ নিবেদ্য রূপে প্রতীয়মান অভাবজ্ঞাপ্তর (অভাব)।
ব্রহ্মভিন্ন বস্ত। জড়বর্ণ। যে তপস্তা পূজা হোমাদি অশ্র-
দ্ধার সহিত করা হয়। নিষ্কল। (পুং) ন চিরং সন্ বিদ্যা-
মানঃ। ইন্দ্র। এক ইন্দ্র চিরকাল থাকেন না, তজ্জন্ত
ইন্দের নাম অসৎ।

অসৎকর্মান্ (ক্ৰী) অসচ্চ তৎ কর্ম চেতি কর্ণধা। বেদাদি
শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম। (ত্রি) নাস্তি সংকর্ম যন্ত। নঞ-
বহুব্রী। সাধু আচারশূন্ত। (স্ত্রী) ডাপ্ অসৎকর্মী।
অসাধী। কুলটা।

অসৎকৃত (ত্রি) নঞ-তৎ। অনাদৃত। পূজিত নহে।

অসংখ্যাতি (স্ত্রী) অসতঃ সর্বশূন্ত অনির্লচনীয়স্ত
খ্যাতিজ্ঞানম্। ৬-তৎ। অনির্লচনীয় রজত প্রপঞ্চের
জ্ঞান। যেমন শুক্লিতে রজত জ্ঞান অনির্লচনীয় রূপে
উৎপন্ন হয়। এবং পরম ব্রহ্মে যেরূপ জগৎ অনির্লচনীয়
রূপে প্রতীয়মান হয়, ইহা বেদান্তিগণের মত। 'ইহা
রজত' এই প্রকার জ্ঞান সকল লোকেই প্রসিদ্ধ এবং
সকল লোকেই স্বীকার্য, অতএব তাহা প্রকৃত জ্ঞান
নহে। ইহা চারি প্রকার; ১ অখ্যাতি। ২ অজ্ঞা-
খ্যাতি। ৩ আখ্যাখ্যাতি। ৪ অসংখ্যাতি।

অসতী (স্ত্রী) অসৎ-ভীপ্। ভট্টা। কুলটা। ব্যভিচারিণী।
পুংসলী। ধর্মিণী। বন্ধকী। ইদ্রী। সৈরিণী। পাংগুল।
খুটা। ছুটা। ধর্মিতা। লক্ষা। নিশাচরী। জপারণ্ডা।

অসতীশূন্ত। অসতীশূন (পুং) ৬-তৎ। কুলটাপুত্র।
ইহার এই কয়েকটা পর্যায়—বাক্কিনের, বহুল, কোল-
টের, কোলটের।

অসত্তা (স্ত্রী) অসতো ভাবঃ ভাবে তল্ টাপ্। অবিদ্যা-
মানতা। অসাধু। অব্যক্ততা। চলিত কথায় সৎ+

তল্ 'সততা' এবং ইহার বিরোধে 'অসত্ততা' এই রূপ
শব্দের ব্যবহার আছে, কিন্তু তাহা ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ।

অনত্ব (ক্ৰী) সতো ভাবঃ ভাবে তল্ নঞ-তৎ। অবিদ্যা-
মানত্ব। অব্যক্তত্ব। অসাধুত্ব। সৎ-ভাবঃ নঞ-তৎ।
ভব্য নহে। ক্রিয়া। সৎ-প্রকাশাদি সম্পাদকং ঐক্যভে-
দগুণভেদঃ ততো নঞ-তৎ। রজোগুণ। তমোগুণ।
সৎ-জন্তমাশ্রম। নঞ-তৎ। জন্ত নহে। (ত্রি) নাস্তি
সৎ-জন্তব্রত। নঞ-বহুব্রী। জন্তশূন্ত স্থান। সৎ-
সাধিকঃ গুণভেদঃ। নঞ-বহুব্রী। সাধিকগুণ রহিত।
তামসিক গুণাদিযুক্ত। সত্ত্বমর্থক্রিয়াকারিণম্। নঞ-তৎ।
প্রয়োজন্যের অহুপযুক্ত।

অসৎপথ (পুং) সন্ পথাঃ (ঋক্গুরবধুঃ পথ্যমানকে।
পা ৫। ৪। ৭৪) ইতি অঃ সৎপথঃ ততো নঞ-তৎ।
শাস্ত্রাদি নিষিদ্ধ কার্যাদি। মন্দ পথ। কুপথ।
কাপথ। ব্যধ। দুরধ। অপথ। কদম্বা। বিপথ।
কুংসিতবয়্র।

অসৎপরিগ্রহ (পুং) পরিগ্রহতে পরি-গ্রহ-(গ্রহবৃদ্ধিনিষ্টি-
গমচ। পা ৩। ৩। ৫৮) ইতি কর্ণধি অপ্ পরিগ্রহঃ
পরিজনাদিঃ। (পরিগ্রহঃ পরিজনে পত্ন্যাং স্বীকার-
মূল্যায়োঃ। বিশ্ব)। ততো নঞ-তৎ। অসৎ পরিবার।
ছুষ্ট পরী। মন্দ পথের অবলম্বন। অশুচিত মূল্য। (ত্রি)
নাস্তি সৎপরিগ্রহো যন্ত। নঞ-বহুব্রী। সৎ পরিবার
শূন্ত। সৎপত্নী রহিত। অসৎপক্ষাশ্রিত। অজ্ঞার মূল্য যুক্ত।

অসৎপ্রতিগ্রহ (পুং) অসতঃ নিষিদ্ধস্ত তিলাদেঃ অসত্যো
বা শূদ্রাদিতাঃ প্রতিগ্রহঃ। নিষিদ্ধ ভব্য গ্রহণ। অসৎপাত
হইতে ব্রাহ্মণ কর্তৃক দান গ্রহণ।

অসত্য (ক্ৰী) ন সত্যং বিরোধে নঞ-তৎ। সত্য নহে।
মিথ্যাভূত। মিথ্যাবাক্যাদি। মিথ্যাবানী। (ত্রি) মিথ্যা-
ভূত ভব্য। শুক্লিতে রজত জ্ঞান প্রভৃতি মিথ্যাজ্ঞান।
ত্রৈকালিকবোধ শূন্যই সত্য, তৎ শূন্যই অসত্য। (স্ত্রী) টাপ্
অসত্যা-সংযুপ্রজাপতির ভার্য্যা বিশেষ।

অসত্যসন্ধ (ত্রি) অসত্যে মিথ্যাভূতে সন্ধা অভিসন্ধানং
যন্ত, গোত্রিয়োরুপসন্ধন ইতি ব্রহ্মঃ। বহুব্রী। মিথ্যা
অভিসন্ধিযুক্ত। বিশ্বাস ব্যতক। নীচ। অজরূপে স্থিত।
আত্মার অজ্ঞ রূপ অভিমানে যুক্ত। যেমন—অসত্য
দেহাদিতে আত্মাভিমান অসত্য সন্ধা তদ্বিশিষ্টই অসত্য-
সন্ধ। ছানোগ্য উপনিষদে লেই আত্মাভিমান যে অন-
র্থের হেতু ইহা দৃষ্টান্তের সহিত প্রকাশিত হইরাছে।

অসদ্ব্যোক্ত (পুং) অসৎ নিন্দিতঃ নিষিদ্ধঃ বা অধীতে অসৎ

অধি-ইঙ-তৃচ্। নিম্নিত শাস্ত্রের অধ্যয়ন কর্তা।
অসদধ্যয়নশালী। অজপ। বেদের নিজ শাখা পরি-
ত্যাগ করিয়া যে অন্য শাখা অধ্যয়ন করিতে শ্রম
করে। কণ্ঠশাখাধ্যয়নকারী ব্যক্তি যদি কুখ্যমী শাখা
অধ্যয়ন করেন, তবে তাঁহাকে অসদধ্যোতা বা শাখা-
রঙ কহে।

অসদাগম (পুং) ন সদাগমঃ বিরোধে নঞ-তৎ। সৎ-
শাস্ত্র নহে, নাস্তিকাদির শাস্ত্র। কুৎসিত দ্রব্যের আগম।
হুষ্ট দ্রব্যের লাভ। অসচ্ছাদো আগমশ্চেতি কৰ্ম্মধা।
নিম্নিত শাস্ত্র। অধর্মোপার্জন।

অসদাচার (পুং) ন সদাচারঃ অভাবে নঞ-তৎ। স্তম্ভর
আচারের অভাব। (ত্রি) নাস্তি সদাচারো যন্ত।
নঞ-বহুব্রী। সদাচার শূন্ত।

অসদৃশ (ত্রি) ন সদৃশম্। নঞ-তৎ। অযুক্রূপ। অননু-
রূপ। অসমান। যে ছই বস্তু ঠিক সমান নহে। (স্ত্রী)
ভীপ্ অসদৃশী।

অসদগ্রহ (পুং) অসতি অবিদ্যামানে বস্তুনি গ্রহঃ আগ্রহঃ।
৭-তৎ। বালকদিগের আবদার। খোইট। আগ্রহ
বিশেষ। ৬-তৎ। মিথ্যাজ্ঞান। শুক্তিকাতে রক্ততাদি
জ্ঞান।

অসঙ্কেত (পুং) সন্ ব্যভিচারাদিদোষরহিতো হেতুঃ
সঙ্কেতুঃ। বিরোধে নঞ-তৎ। জ্ঞায়শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ব্যভি-
চারাদি দোষযুক্ত হেতু। যেমন ‘ধূমবান্ বহুঃ’, বহি
হেতুক ধূমবিশিষ্ট অর্থাৎ যেখানে অগ্নি থাকে সেইখানে
ধূম থাকে। জ্ঞায়শাস্ত্রমতে ইহা অসঙ্কেত কারণ। অগ্নি
গোলকে অগ্নি থাকে অথচ ধূম দেখা যায় না। জ্ঞায়-
মতে, পাঁচ প্রকার হেতুদোষ; বথা ১—অনৈকান্ত।
২—বিরুদ্ধ। ৩—অসিদ্ধ। ৪—কালাত্যয়োপদিষ্ট। ৫—
হেতুভাঙ্গ।

অসম্ভাব (পুং) সমতো বিদ্যমানস্ত ভাবঃ অভাবে নঞ-
তৎ। অবিদ্যমান পদার্থে বিদ্যমান অভিপ্রায়। বিরোধে
নঞ-তৎ। হুষ্ট অভিপ্রায়। নঞ-বহুব্রী। হুষ্ট অভিপ্রায়াদি-
যুক্ত। চলিত কথায় অপ্রণয়কে অসম্ভাব কহে।

অসম্ভুতি (স্ত্রী) সমী বেদাদিবিহিতা বৃত্তিঃ স্বভাবঃ
ব্যবহারঃ বর্তনঃ বিবরণঃ বা। অভাবে নঞ-তৎ। মন্দ
স্বভাব। সদাচারের অভাব। সম্ভাবহারের অভাব।
অসম্মীবিদ্যা। স্তম্ভর বিবরণ নহে। বিরোধে নঞ-তৎ।
নিবদ্ধ আচারাদি। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। অসংস্বভাব
যুক্ত। মন্দ ব্যবহার যুক্ত। মন্দ বর্তন বা ভীষিকায়ুক্ত।

মন্দ বিবরণযুক্ত গ্রন্থাদি।

অসম্ভাবহার (পুং) সন্ সাধুঃ ব্যবহারঃ। নঞ-তৎ।
মন্দ ব্যবহার। নঞ-বহুব্রী। হুষ্ট ব্যবহার বিশিষ্ট।

অসন (পুং) অস ক্ষেপে-ল্য। পীতসাল বৃক্ষ। পিয়ারসাল
গাছ। (স্ত্রী) ভাবু ল্যুট্। ক্ষেপণ। (ত্রি) ধাতুনা-
মনেকার্থে কর্তৃর যুচ্। চলনশীল। [অশন দেখ]।
অসনপর্গী (স্ত্রী) অসনস্ত পীতসালস্ত পর্ণমিব পর্ণমস্তাঃ।
বহুব্রী। পোঁরাদি। ভীপ্। সাতল বৃক্ষ।

অসনি (ত্রি) অস-অনি। ক্ষেপক। ঋশাদি। চতুরর্থ্যঃ
ক অসনিক। ক্ষেপকের নিকটস্থ দেশাদি।

অসন্ততি (স্ত্রী) সন্ততিধারা অভাবে নঞ-তৎ। ধারার
অভাব। সন্ততিবংশশচ নঞ-বহুব্রী। ধারা রহিত।
বংশ হীন।

অসন্তান (পুং) সন্তানঃ দেবতরুঃ। নঞ-তৎ। দেবতরু
নহে। (ত্রি) নাস্তি সন্তানো যত্র। নঞ-বহুব্রী। সন্তান
নামক দেবতরু রহিত স্থান। সন্তানো বিস্তারশচ অভাবে
নঞ-তৎ। বিস্তারের অভাব। (ত্রি) সন্তানো বংশশচ
নঞ-বহুব্রী। বিস্তারশূন্ত। বংশরহিত।

অসন্তাপ (পুং) অভাবে নঞ-তৎ। সন্তাপের অভাব।
(ত্রি) নঞ-বহুব্রী। সন্তাপরহিত।

অসন্তুষ্ট (ত্রি) নঞ-তৎ। সন্তোষশূন্ত। অধিক ধনলাভেও
আরও ধনাভিলাষী।

অসন্তোষ (পুং) অভাবে নঞ-তৎ। সন্তোষের অভাব।
তৃপ্তির অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। সন্তোষশূন্ত। অধিক
ধনাভিলাষী।

অসন্দিগ্ধ (ত্রি) নঞ-তৎ। সন্দেহের অবিষয়। যে
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সন্দেহশূন্ত।

অসন্দিত (ত্রি) সম্-দো অবথওনে-কর্ম্মণি ক্ত (দ্যতিস্ততি
ইত্যাদি পা ৭। ৪। ৪০) ইতি ইষ্মম্। নঞ-তৎ। বন্ধন-
শূন্ত। অনিরুদ্ধ। পতঙ্গানসন্দিতঃ। ঋক্ ৪। ৪। ২। অস-
ন্দিতঃ পটেরনিরুদ্ধঃ। (সায়ন)।

অসন্দিন্ (ত্রি) সন্দা বন্ধনমন্ত্যস্ত ইনি। নঞ-তৎ। বন্ধন
শূন্ত। বহিষ্ঠহাবসন্দিনং। ঋক্ ৮। ১০২। ১৪। অসন্দিন-
ম্ অবদ্ধম্। (সায়ন)।

অসমরু (ত্রি) সমরুঃ স্বকার্যো ক্ষমঃ। নঞ-তৎ। দৃপ্ত।
গর্জিত। পণ্ডিতাভিনানী। যে বথার্থ পণ্ডিত নহে অথচ
মনে মনে আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া জানে।

অসপত্ন (ত্রি) বিরোধে নঞ-তৎ। শত্রু নহে। মিত্র।
(ত্রি) নঞ-বহুব্রী। শত্রু শূন্ত।

অসপিণ্ড (পুং স্ত্রী) সাক্ষাৎ ভোক্তৃষ্মৈন দাতৃষ্মৈন সমানঃ
পিণ্ডঃ দেহাৱন্তকাবয়বভেদশ্চ যেষাং বা তে সপিণ্ডাঃ
নঞ-তৎ। সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত পুরুষ ও স্ত্রী।

অসভ্য (ত্রি) সভায়াং সাধুঃ সাধু-য। নঞ-তৎ। সভাতে
অহুপযুক্ত। অসামাজিক। খল। প্রাকৃত। যাহার স্বভা-
বাদি মার্জিত হয় নাই। *। সভায়া যঃ। পা ৪। ৪। ১০৫।

অসম (ত্রি) নাস্তি সমো যন্ত। অতুল্য। অসদৃশ। সমঃ
যুগ্মসংখ্যাদিতঃ তত্ত্বিন্নম্। বিযোড়। ১, ৩, ৫ প্রভৃতি
বিযোড় সংখ্যা বিশিষ্ট। মেঘাদি দ্বাদশ রাশির মধ্যে মেঘ,
মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনুঃ, কুম্ভ এই সকল অযুগ্ম রাশি।
(পুং) বৃদ্ধবিশেষ।

অসমক্ষ (স্ত্রী) ন সমক্ষম্। নঞ-তৎ। অপ্রত্যক্ষ। অহুমি-
ত্যাঙ্গি জ্ঞান। (ত্রি) অর্শ আদি-অচ্। অপ্রত্যক্ষের বিষয়।
অসমগ্র (ত্রি) নঞ-তৎ। অসম্পূর্ণ। অসমস্ত।
অসমঞ্জস (স্ত্রী) সমঞ্জসং যুক্তিযুক্তম্। নঞ-তৎ। অসঙ্গত।
অহুপযুক্ত। যুক্তিযুক্ত নহে।

অসমঞ্জস (পুং) সম সম্যক্ অনক্তি দীপ্যতে সম-অঞ্জ (সর্ব-
ধাতুভ্যোহনুন্। উণ্ ৪। ১৮৮) ইতি অনুন্। নাস্তি
সমঞ্জা যন্তাৎ। নঞ-৫-বহুব্রী। সগর রাজের জ্যেষ্ঠপুত্র।
ইহার মাতার নাম কেশিনী। বালককালে তিনি অতিশয়
হুট্ট ছিলেন। পুরবাসীদিগকে সর্বদা পীড়া দিতেন, সে
কারণ সগর রাজ তাঁহাকে নগর হইতে বাহির করিয়া
দেন। অসমঞ্জার পুত্রের নাম অংগুমান।

অসমদ (ত্রি) সহ মদেন গর্বেণ বর্ততে সমদঃ স নাস্তি
যন্ত যজ বা। গর্বি রহিত। কলহ হীন। বিরোধ শূন্য।
অসমন (ত্রি) ন সমং সহ নীরতে ভোজনাদৌ সম-নী-বাহ-
কর্ম্মণি ড। নঞ-তৎ। বিভিন্নবর্ণ।

অসমনেত্র (পুং) অসমানি অযুগ্মানি নেত্রাণ্যন্ত। ত্রিনেত্র।
শিব অসমলোচনাদি শব্দও এই অর্থে প্রযুক্ত হইতে
পারে। (স্ত্রী) অসমঞ্চ তৎ নেত্রক্ষেতি কর্ম্মধা। কপালের
তৃতীয় নেত্র।

অসময় (পুং) অপ্রাপ্তো নঞ-তৎ। অপ্রাপ্ত কাল।
হুট্ট কাল। অহুপযুক্ত সময়।

অসমর্থ (ত্রি) সমর্থং শব্দম্। নঞ-তৎ। অশক্তি। দুর্বল।
কার্যে অক্ষম। সমর্থঃ সঙ্গতার্থঃ। নঞ-তৎ। অসঙ্গ-
তার্থ। ব্যাকরণশাস্ত্র প্রসিদ্ধ যে ধানে যাহার অধর
যোগ্যতা থাকে, তাহার সহিত অপেক্ষা না থাকে।
যেমন 'শ্রদ্ধাঃ ন ভুঙ্কতে', এখানে ভুঙ্-ধাতুর সহিত
নঞের অধর হওয়া আবশ্যক, কিন্তু তাহা না হইয়া

শ্রদ্ধের সহিত অধর হইয়া, অশ্রদ্ধভোজী এই প্রকার
রূপ হইবে।

অসমর্থসমাস (পুং) কর্ম্মধা। যাহার সহিত যাহার অধর
হইতে পারে তাহা না হইয়া অস্ত পদের সমাস। যেমন,
অনুর্থ্যাপ্ত ইত্যাদি [অসমর্থ শব্দ দেখ]।

অসমবাণ (পুং) অসমা অযুগ্মা (পঞ্চ) বাণা যন্ত। বহুব্রী।
কন্দর্প। পঞ্চশর। যাহার বিযোড় বাণ।

অসমষ্টে (ত্রি) সম-অক্ষ-ক্ কলোপঃ নঞ-তৎ। অব্যাপ্ত।
অসমবায়িকারণ (স্ত্রী) সমবৈতি সম-অব-ইণ্-গিনি
সমবায়ি ততঃ নঞ-তৎ। অসমবায়ি চ তৎ কারণক্ষেতি
কর্ম্মধা। জ্বায় মতে সমবায়ি কারণ জ্বায, তত্ত্বিন্ন জ্বা-
স্থিত গুণাদি কারণ। সমবায়ি কারণের আসন্ন কারণ।
যেমন—তত্ত্ব সংযোগ, বস্তুর অসমবায়ি কারণ।

অসমবায়িন্ (ত্রি) সমবৈতি সম-অব-ইণ্-গিনি। নঞ-
তৎ। অসম্বন্ধ। অমিলিত। জ্বায়োক্ত সমবায় সম্বন্ধশূন্য
জাত্যাদি। অসমবায়ি কারণ।

অসমব্রত (স্ত্রী) ন সমানি ভিন্নলক্ষণকথাৎ অতুল্যানি
পদানি যজ তদসমং তথোক্তঞ্চ তৎ ব্রতক্ষেতি কর্ম্মধা।
ছন্দঃ শাস্ত্রোক্ত বিধমব্রত। যেরূপে পূর্বাপর পাদে সমান
অক্ষর থাকে না।

অসমস্ত (ত্রি) সম-অস্-ক্। নঞ-তৎ। অসংক্ষিপ্ত। ব্যস্ত।
ব্যাকরণোক্ত সমাসশূন্য। (ত্রি) বিভক্ত্যাদি কার্যযুক্ত
বিগ্রহবাক্য।

অসমাতি (ত্রি) সমং সাম্যমতি অত-ইন্। নঞ-তৎ।
অতুল্য। অহুপম।

অসমান (ত্রি) নঞ-তৎ। অতুল্য। স্বজাতীয় নহে।
অসমানবানকর্ম্মন (পুং) ন সমানং তুল্যকালিকং বান-
কর্ম্ম গতিক্রিয়া যজ। সন্ধি বিশেষ। 'তুমি অগ্রে বাও
পরে আমি যাইব' এই রূপ নিয়ম করিয়া যে স্থলে
পূর্বাপর গমনোচ্চক ব্যক্তি ঘর গমন করে, তাদৃশ গমন
কর্ম্ম রূপ সন্ধি বিশেষ।

অসমাপ (স্ত্রী) অভাবে নঞ-তৎ। অসমাপ্তি। (ত্রি)
নঞ-বহুব্রী। সমাপ্তি শূন্য।

অসমাপ্ত (ত্রি) নঞ-তৎ। অসম্পূর্ণ। সমাপ্তি রহিত।
সম্যক্ রূপ অপ্রাপ্ত।

অসমাপ্তি (স্ত্রী) অভাবে নঞ-তৎ। সমাপ্তির অভাব।
(ত্রি) নঞ-বহুব্রী। সমাপ্তি শূন্য। (স্ত্রী) সম্যক্ রূপ
প্রাপ্তি নহে।

অসমাব্রত (পুং) নঞ-তৎ। পূর্বে উপনয়নের পরে

ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন করিয়া গুরুর বাটীতে বেধবেদান্ত
বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইত। পরে কৃত-
বিদ্যাহইয়া গৃহস্থধর্ম আশ্রয় করিবার মানসে যিনি গুরুর
নিকটে অল্পমতি লইয়া বাটী আসিতেন, তাঁহারই নাম
সমাবৃত্ত। আর যাহার তৎকাল উপস্থিত না হইত
কিন্তু যিনি যাবজ্জীবন গুরুরগৃহে থাকিতেন, তাঁহারই নাম
অসমাবৃত্ত। স্বার্থে কন্ অসমাবৃত্তক।

অসমাহার (পুং) সমাহারো মেলনং সংঘাতঃ সমাগা-
হরণঞ্চ অভাবে নঞ-তৎ। মেলনের অভাব। সংঘাতের
অভাব। সম্যক্ আহরণের অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী।
মেলনাদিশূন্ত।

অসমাহিত (ত্রি) নঞ-তৎ। সমাধিশূন্ত। চিন্তের একা-
গ্রতাশূন্ত। যোগশূন্ত। অসম্মিবেশিত। রক্ষিত নহে।

অসমীক্যকারিন্ (ত্রি) সমীক্য বিবিচ্য ন কুরোতি
অসমীক্য কৃ-ণিনি। যে বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করে।

অসমুদ্বি (স্ত্রী) সম্ সম্যক্ ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ নঞ-তৎ। সমৃ-
দ্ধির অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। সমৃদ্ধিশূন্ত।

অসম্প্রাপ্তি (স্ত্রী) সদৃশাত্মলাভঃ লক্ষীশ সম্প্রাপ্তিঃ নঞ-তৎ।
সদৃশাত্মের অভাব। ধনের অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী।
সম্প্রাপ্তিশূন্ত।

অসম্পন্ন (ত্রি) সম্পন্নঃ সম্পদ্যুক্তঃ অধুরূপাধ্বরূপ
লাভশ্চ ততো নঞ-তৎ। সম্পত্তিশূন্ত।

অসম্পর্ক (পুং) অভাবে নঞ-তৎ। সম্বন্ধের অভাব। (ত্রি)
নঞ-বহুব্রী। সম্বন্ধশূন্ত।

অসম্পূর্ণ (ত্রি) নঞ-তৎ। যে পর্য্যন্ত করিলে কার্য্য সমাপ্তি হয়
তাহার নাম সম্পূর্ণ। যে কার্য্য বা যে বস্তু সে পর্য্যন্ত
না হয় তাহার নাম অসম্পূর্ণ।

অসম্পৃক্ত (ত্রি) নঞ-তৎ। অসম্বন্ধ। অসংযুক্ত।

অসম্প্রজাত (ত্রি) ন সম্যক্ জাতঃ জাতব্যাদিভেদো
বন্ধঃ নঞ-বহুব্রী। পাতঞ্জলোক্ত জ্ঞেয়, জ্ঞান, জ্ঞাতা, ইহা-
দের ভেদশূন্ত নির্বিকল্প সমাধি। যে সমাধিতে জ্ঞেয়,
জ্ঞান ও জ্ঞানকর্তার ভেদ থাকে না। ঐ সকল বস্তুর
একতা জ্ঞানের যোগ। সমাধি দুই রূপ; সম্প্রজাত এবং
অসম্প্রজাত। তন্মধ্যে যে সমাধিতে জ্ঞাতব্য, জ্ঞান ও
বোদ্ধার ভেদ জ্ঞান থাকে, তাহারই নাম সম্প্রজাত
(লবিকল্প), তৎশূন্ত সমাধির নামই অসম্প্রজাত (নির্লবিকল্প)।

সম্যক্ রূপ অজ্ঞাত। যিনি স্থলরূপ জ্ঞানেন না।

অসম্প্রতি (অব্য) তিষ্ঠন্তু প্রা° স°। অযোগ্য কাল। অল্পপ-
হিত কাহ। যে কার্য্যের যে সময় নহে। *। তিষ্ঠন্তু

প্রভৃতীনি চ। পা ২। ১। ১৭। তিষ্ঠন্তু প্রভৃতি পদগুলি
নিপাতনে সিদ্ধ হয়। [তিষ্ঠন্তুগণে অসম্প্রতি শব্দ দেখ।]

অসম্বন্ধ (স্ত্রী) সম্বন্ধঃ পরস্পরম্বিভং ন ভবতি সম্-বন্ধ-স্ত্রী।
নঞ-তৎ। অর্থের অবোধক অনবিত্তার্থ বাক্য।
সম্বন্ধশূন্ত। যাহার সঙ্গে কোন মিল নাই।

অসম্বন্ধপ্রাপ (পুং) কর্ম্মধা। অসম্বত বাক্য। অপ্রস্বত
বাক্য। নিশ্চরোক্তন কথন। ইহা স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত দশ
প্রকার পাপের মধ্যে একটি পাপ বিশেষ।

অসম্বন্ধ (পুং) অভাবে নঞ-তৎ। সম্বন্ধের অভাব। দুই
বা অধিক পদের পরস্পর অর্থের অভাব। (ত্রি) নঞ-
বহুব্রী। সম্বন্ধশূন্ত।

অসম্বাধ (ত্রি) ন সম্যগ্ধাধা পরস্পরং ব্যাধা প্রতিবন্ধো বা
যত্র। পরস্পর সংঘর্ষরূপগীড়া রহিত। বিরল। বাধারহিত।
(স্ত্রী) ন সম্যক্ বাধা অভাবে নঞ-তৎ। সম্যক্ বাধার
অভাব। চৌদ অক্ষরের পাদযুক্ত বৃত্তবিশেষ। বৃত্তরত্না-
করে তাহার এই রূপ লক্ষণ আছে,—১৪ অথ শব্দগ্যাং।
মৃতৌ নৃসৌ গাবক্ষগ্রহবিরতিরস্বাধা ১। যে বৃত্তে ক্রমে
মগণ তগণ নগণ সগণ দুইটা গগণ থাকে এবং পাঁচ
অক্ষরে ও নয় অক্ষরে যতি পড়ে তাহার নাম অসম্বাধ।

অসম্ভব (পুং) অভাবে নঞ-তৎ। সম্ভবের অভাব।
ত্য়্যারোক্ত লক্ষ্যমাত্রে লক্ষণ না যাওয়া। (ত্রি) ন সম্ভ-
বতি অচ-নঞ-তৎ। যাহা সম্ভব নহে।

অসম্ভবৎ (ত্রি) সম্-ভূ-শত্। নঞ-তৎ। অসম্ভব বস্তু।

অসম্ভব্য (ত্রি) ভবত্যসৌ ভব্যমনেনেতি বা সম্-ভূ (ভব্য
গের প্রবচনীয়োপস্থানীয় জ্ঞাপ্রাপ্যাপাত্য। বা। পা
৩। ৪। ৬৮) ইতি কর্ত্তরি নি° বা ২ৎ গুণঃ যকারস্ত
অজ্জবত্বাবো অব্ চ। নঞ-তৎ। যাহার সম্ভব নাই।
যাহা হইবে না। (স্ত্রী) ভাবে বৎ। অসম্ভব মাত্র। *।
ও রাবস্তকে। পা ৩। ২। ১২৫। ইতি কর্ম্মণি (ত্রি) ভাবে
বা (স্ত্রী) গ্যৎ। অসম্ভব্য। যাহা হইবে না।

অসম্ভাবনা (স্ত্রী) অভাবে নঞ-তৎ। সম্ভাবনার অভাব।
উৎকট-তোটিক সংশয় অর্থাৎ 'যদি এ প্রকার হয়'—
এইরূপ তর্ককে এবং যোগ্যতা প্রকাশের জন্য অভ্যু-
ক্তিকে সম্ভাবনা কহে। তাহার অভাব—অসম্ভাবনা।

অসম্ভাবনীর (ত্রি) সম্-চূরা° কৃ-অনীরন্। নঞ-তৎ।
সম্ভাবনার অযোগ্য বস্তু। যাহা হইবে না।

অসম্ভূতি (স্ত্রী) সম্-ভূ-ক্-ভূ-অভাবে নঞ-তৎ। সম্ভবের
অভাব। সম্ভূতিঃ কার্য্যোৎপত্তিঃ সা নাস্তি যত্নাঃ। অব্যা-
কৃত নাবক প্রকৃতিরূপ কারণ।

অসন্তুত (ত্রি) নঞ-তৎ। অব্যক্ত সিদ্ধ। যাহা সুন্দর রূপ পালিত হয় নাই।

অসন্তোদ (পুং) সন্তোদো মেলনং ভেদশ্চ অভাবে নঞ-তৎ। মেলনের অভাব। ভেদের অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। মেলনশূন্য। ভেদরহিত।

অসম্মম (পুং) সম্মমঃ উৎসুকতয়া কার্যব্যস্ততা সম্যক্ ভ্রান্তিশ্চ অভাবে নঞ-তৎ। স্থিরতা। কার্যে ব্যস্ততার অভাব। ভ্রমের অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। সম্মমশূন্য। চলিত কথায় অসম্মান বা অনাদরের নাম অসম্মম।

অসম্মত (ত্রি) সম্-মন্-ক্ত অভাবে নঞ-তৎ। সম্মত নহে। অস্বীকৃত।

অসম্মতি (ত্রি) অভাবে নঞ-তৎ। সম্মতির অভাব। অস্বীকার। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। সম্মতিশূন্য। অস্বীকৃত।

অসম্মিত (ত্রি) সম্-মা-ক্ত। নঞ-তৎ। অপরিমিত।

অসম্মুক্ত (ত্রি) সম্-মুহ-ক্ত। নঞ-তৎ। অকৃতসন্দেহ। যিনি সন্দেহ করেন নাই। পাণ্ডিত্যে অভিমানরহিত।

অসম্মৃত (ত্রি) সম্-মুহ-ক্ত। নঞ-তৎ। স্থির নিশ্চয়। ভ্রান্তি রহিত।

অসম্মৃষ্ট (ত্রি) সম্-মৃশ্-ক্ত। নঞ-তৎ। পরস্পর সন্তর্ষণ-শূন্য। বাধারহিত। সম্-মৃশ-ক্ত। নঞ-তৎ। ক্ষমার অবি-সয়। যাহাকে ক্ষমা করা হয় নাই।

অসম্মোহ (পুং) সম্-মুহ-ভাবে ঘঞ। নঞ-তৎ। ভ্রমের অভাব। বিরোধে নঞ-তৎ। যথার্থ জ্ঞান। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। ভ্রম রহিত। স্থির বুদ্ধি।

অসম্ম্যচ্ (ত্রি) সম্যক্‌তি সম্-অঞ্চ-কিপ্। নঞ-তৎ। সুন্দর নহে। অসুচিত। (স্ত্রী) ভীপ্। অসম্মীচী।

অসরু (পুং) স্রিয়তে দুর্গন্ধেন জায়তে স্-উন্। নঞ-তৎ। কুকুর সোঁকা গাছ।

অসল (স্ত্রী) অশ্রুতে ক্ষিপ্যতে অনেন অস-কলচ্। অশ্র-ক্ষেপের উপযুক্ত মস্তক বিশেষ। লোহ।

অসবর্ণ (ত্রি) ন সমানো বর্ণো যন্ত। নঞ-বহুব্রী। সমা-নস্ত্র সাদেশঃ। অসজাতীয়। বিভিন্ন বর্ণ। একজাতি নহে। যথা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি। ব্রাহ্মণাদির ক্ষত্রিয় প্রভৃতি কস্তার সঙ্গে বিবাহ অর্থাৎ বর উৎকৃষ্ট জাতীয় এবং কস্তা তদপেক্ষা হীন জাতীয় হইলে তাহাদের বিবাহকে অসবর্ণ বিবাহ কহে।

অসচ্চ (ত্রি) সচ্চতির্গতিকর্মা, সচ্চতিরন্ততের্বার্থে বর্ততে সচ্চ-শত্ সচ্চ (নিরুক্ত)। নঞ-তৎ। পরস্পর আশ্রিত। অগমনশীল। সঙ্গতবর্জিত। (স্ত্রী) ভীপ্ অসচ্চতী।

গৃহেহসচ্চতী দিবেদিবে। ঋক্ ৮। ৩১। ৪। সচ্চতির্গতি-কর্মা। অগমনশীল। মধুজিহবা অসচ্চতঃ। ঋক্ ৯। ৭০। ৪। অসচ্চতঃ সঙ্গতবর্জিতাঃ। (সায়ন)।

অসচ্চুস্ (ত্রি) সচ্চ-বা-উস্। নঞ-তৎ। অপ্রতিবন্ধ। (স্ত্রী) ভীপ্ অসচ্চুসী। অপ্রতিবন্ধ। ত্রিরহস্যসচ্চুসী। ঋক্ ৯। ৮৬। ১৮। অসচ্চুসী অপ্রতিবন্ধ। (সায়ন)।

অসসৎ (ত্রি) সস-অপ্পে-শত্। নঞ-তৎ। জাগরুক। নিজ-কার্যে মনোযোগী। (স্ত্রী) ভীপ্ অসসতী। রেজন্তে অসসন্তো অজরাঃ। ঋক্ ১। ১৪৩। ৩। অসসন্তঃ স্বব্যাপা-রেষু অস্বপন্তোহবিরতাঃ। (সায়ন)।

অসহ (ত্রি) ন সহতে সহ-অচ্। নঞ-তৎ। অক্ষম। সহ করিতে অশক্ত।

অসহন (পুং) ন সহতি সহ-ল্য। নঞ-তৎ। শত্রু। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। ক্ষমাশূন্য। (স্ত্রী) ভাবে স্মৃট্। অভাবে নঞ-তৎ। ক্ষমার অভাব।

অসহায় (ত্রি) নাস্তি সহায়ো যন্ত। নঞ-বহুব্রী। সহচর শূন্য। অস্ত্রের আয়ুজ্য রহিত। (স্ত্রী) ভীপ্ অসহায়ী। অসহিষ্ণু (ত্রি) ন সহিষ্ণু। নঞ-তৎ। অক্ষম। অসহন শীল। যে সহ করিতে পারে না।

অসহ্য (ত্রি) ন সহ্যম্। যাহা সহ করা যায় না।

অসাক্ষাৎ (অব্য) ন সাক্ষাৎ। পরোক্ষ। ইন্দ্রিয়ের অযোগ্য। যাহা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে।

অসাক্ষাৎকার (পুং) নসাক্ষাৎকারঃ। অভাবে নঞ-তৎ। প্রত্যক্ষের অভাব। বিরোধে নঞ-তৎ। পরোক্ষ জ্ঞান। অদৃশ্য বা ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়ের জ্ঞান। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। প্রত্যক্ষের অবিষয়। প্রত্যাক্ষশূন্য।

অসাক্ষিক (ত্রি) নাস্তি সাক্ষী সাক্ষাৎপ্রাপ্তি অধিষ্ঠাতা বা যন্ত, শেষাদ্বিত্যেতি কপ্। সাক্ষিশূন্য।

অসাক্ষিন্ (ত্রি) ন সাক্ষি। নঞ-তৎ। বচনহেতু বা দোষাদিহেতু সাক্ষ্যে অগ্রাহ্য। শ্রোত্রিয়াদিকে সাক্ষি করিতে বাচনিক নিবেদন আছে। আর বাহ্যদের সাক্ষ্যে

মিথ্যাবাদ প্রভৃতি দোষ আছে, তাহারাও সাক্ষীর মধ্যে পরিগণিত নহে। পিতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয় ব্যক্তির সাক্ষী হইতে পারেন না। জী, বালক, প্রব-ক্ষক, উন্মত্ত, পরিবাদগ্রস্ত, রজাবতারা, পাষণ্ড, কূট-কারী, বিকলেন্দ্রিয়, ইহারাও—সাক্ষী হইতে অযোগ্য।

কিন্তু সংগ্রহণে, চৌক্যে, পার্শ্ব সাহসে ঐ সকল মিথি-ব্যক্তির সাক্ষী হইতে পারিবেন।

অসাধন (স্ত্রী) অভাবে নঞ-তৎ। সম্পাদনের অভাব।

সাধনং হেতুঃ নঞ-তৎ। (ক্ৰী) অকারণ। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। কারণশূন্ত।

অসাধারণ (ত্রি) সাধারণঃ সামান্যধর্মযুক্তম্। নঞ-তৎ। সামান্য ধর্মশূন্ত। অসামান্য। যাহা সকলের নাই। বিশেষ। (পুং) জায়মতে, সপক্ষ বিপক্ষ এই উভয় হইতেই ব্যাবৃত্ত হেতু। যেমন বহু সাধনে গগনাদি হেতু। 'সেই হেতু পক্ষপর্কতাদিতে পক্ষ ভিন্ন জলাদিতে কোথাও থাকে না। অতএব সে উভয় হইতেই ব্যাবৃত্ত (নিরাকৃত) হইয়াছে। যাহাতে কেবল নিজের স্বয়ং আছে। (স্ত্রী) ভীষ্ম-অসাধারণী।

অসাধারণানৈকান্তিক (পুং) অসাধারণঃ তৎ অনৈকান্তিকভেদে কৰ্মধা। জায়শাজ্জাত্য সর্ব সপক্ষ ব্যাবৃত্ত হেতুভাস বিশেষ। যথা 'শব্দো নিত্যঃ শব্দত্বাৎ'। যে হেতু শব্দত্ব বিশিষ্ট, এজন্ত শব্দ নিত্য পদার্থ। শব্দত্ব সকল নিত্য পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত অথচ শব্দ মাত্রে স্থিত, এজন্ত শব্দত্বের উক্ত নাম হইয়াছে।

অসাধু (ত্রি) ন সাধু। নঞ-তৎ। সাধু নহে। অসচ্চরিত। দুষ্ট। সংস্কৃত শব্দ নহে। অশুদ্ধ পদ। অপভ্রংশাদি। (স্ত্রী) গুণবাচক উকারান্তত্বাৎ বা ভীপ্ অসাধ্বী।

অসান্তাপিক (ত্রি) সন্তাপায় ন ভবতি ঠক্। সন্তাপে অসমর্থ।

অসাধ্য (ত্রি) সিধ-পিচ্-ষৎ, সাধ-বৎ বা সাধ্যম্। নঞ-তৎ। সিদ্ধ করিতে অশক্য। যাঁহা সিদ্ধ করিতে পারা যায় না। যেমন অসাধ্য রিপু এবং অসাধ্য রোগ।

অসাম্প্র (ত্রি) বিরোধে নঞ-তৎ। অনিবিড়। বিরল। ফাঁক ফাঁক। বেশাঘেসি নহে।

অসামঞ্জস্য (ক্ৰী) অভাবে নঞ-তৎ। সামঞ্জস্যের অভাব। মীমাংসার অভাব। অযুক্তত্ব। সন্নিবেশের অভাব। অরক্ষণ। অস্থাপন। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। সামঞ্জস্যের অভাব যুক্ত। অমীমাংসাবিশিষ্ট। অসন্নিবেশিত।

অসামর্থ্য (ক্ৰী) অভাবে নঞ-তৎ। সামর্থ্যের অভাব। পটুত্বের অভাব। অক্ষমত্ব।

অসাময়িক (ত্রি) সময়োহন্ত প্রাপ্তঃ ঠঞ্। নঞ-তৎ। অপ্রাপ্ত কাল। ঠিক সময়ের নহে।

অসামান্য (ত্রি) নাস্তি সামান্যঃ তুল্যতা যন্ত। তুল্যত্বের অভাব। অসাধারণ। অসাম্য শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অসাম্প্রতম্ (অব্য) নঞ-তৎ। অযুক্ত। অহুচিত। অজ্ঞায্য। অসার (পুং ক্ৰী) নাস্তি সারো যন্ত। সার হীন। ভেরঙা

গাছ। (ত্রি) সারশূন্ত। (ক্ৰী) নাস্তি সারো যন্তাৎ ৫ নঞ-বহুব্রী। অশুষ্ক চন্দন। নঞ-তৎ। সারশূন্ত।

অসাবধান (ত্রি) নঞ-তৎ। অবধানহীন। প্রমত্ত।

অসাহায্য (ক্ৰী) অভাবে নঞ-তৎ। সাহায্যের অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। সাহায্য শূন্ত।

অসি (অব্য) অস দীপ্তো-ইন্। বিভক্তির প্রতিকূলক। স্বং এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অসি (পুং ক্ৰী) অন্ততে ছেদনাদ্যর্থঃ ক্ষিপ্যতে অস ক্ষেপণে-(খনিকব্যাজ্যসি ইত্যাদি উণ্ ৪। ১৩৯) ইতি ই। খঙা। অসি শব্দের এই কয়েকটা পর্যায় দেখা যায়,— নিস্ত্রিংশ, চন্দ্রহাস, রিষ্টি, কোক্ষেরক, মণ্ডলাগ্র, করপাল, কুপাণ, প্রবালক, ভদ্রায়জ, রিষ্ট, ঋষ্টি, ধারাবিধ, কোক্ষের, তরবারি, তরবাজ, কুপাণক, করবাল, কুপাণী শস্ত্র, বিষসন। অসির স্ততি এই রূপ,—

অসির্বিষসনঃ খঙাস্তীকৃধারো দুরাসদঃ।

শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্মপালো নমোহস্ত তে ইত্যাদি

অসিঃ প্রহরণমস্ত (প্রহরণম্। পা ৪। ৪। ৫৭)

ইতি ঠক্ অসিক। খঙাধারী।

বা ভীপ্ বারাগসীর দক্ষিণে ক্ষুদ্র নদীবিশেষ। অসি নদী গঙ্গার সঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে। বরণা এবং অসি এই দুই নদীর নাম হইতে 'বারাগসী' নাম হইয়াছে। যথা কাশীধণ্ডে—

অসিচ্চ বরণা যত্র ক্ষেত্ররক্ষাকর্ত্তো কৃতো।

বারাগসীতি বিখ্যাতা তদারভ্য মহামুনে।

পুণ্যভূমি বারাগসী, বেষ্টিত বরণা অসি,

বাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিত। (ভারত)।

অন্ততে ক্ষিপ্যতে অস-ইন্। বাস। ক্ষিপ্ত।

অসিক্ (ক্ৰী) 'অসি-সংজ্ঞায়াং কন্। অধর ও চিবুকের মধ্য ভাগ। মুখ ও নাড়ীর মধ্যস্থান।

অসিক্ (স্ত্রী) সো-ক্ত সিতা কেশাদৌ শুভ্রা জরতী তস্তিন্না ভীপ্ ন কাদেশো বা। অন্তঃপুরচারিণী অবুদ্ধা দাসী। নদী বিশেষ। রাজি। কন্ডা বিশেষ।* অসিতপলিতরোঃ প্রতিবেধঃ। অসিতা।* ছন্দসি ক্রমিত্যেকে। (ব্যাক্তিক, পা ৪। ১। ৩৯। সূত্রে)। অসিক্। 'অসিক্কা' এই প্রকার রূপও হয়।

অসিগণ্ড (পুং) অসিঃ ক্ষিপ্তো গন্তো যজ্ঞ। গালবালিস।

অসিজীবিন্ (পুং) অসিনা তথ্যপারেন জীবতি অসি-জীব-দিনি। যে ব্যক্তি অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধাদি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। ইহা ব্রাহ্মণের অতি নিম্ননীর কার্য।

অসিত (পুং) সোক্তসিতঃ বিরোধেন নঞ-তৎ। শাণা নহে।

কৃষ্ণবর্ণ। (ত্রি) কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট। (পুং) কৃষ্ণপক্ষ। নীলগাছ।

অসিত শব্দ অমৃদাত্তান্ত এবং ইহার উপধায় তকার আছে, তজ্জন্ত—(বর্ণাদমৃদাত্তান্তোপধাত্তে নঃ। পা ৪।

১। ৩৯) এই হ্রস্বস্বসারে ইহার জ্ঞীলিঙ্গে ‘অসিতা’ এবং ‘অসিনী’ এই দুই প্রকার রূপ হইত। কিন্তু বিশেষ বাস্তবিক হ্রস্ব দ্বারা উহার নিষেধ করা হইয়াছে। সে কারণ ইহার জ্ঞীলিঙ্গে, ভাষায় ‘অসিতা’ এবং বেদে ‘অসিতা’ ও ‘অসিকী’ এই উভয় প্রকার রূপ হইবে।

[অসিকী শব্দে বাস্তবিক হ্রস্ব দেখ]।

যমুনা নদীর জল কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া তাহারও নাম অসিতা।

(পুং) দেবল ঋষি বিশেষ। হরিবংশের অষ্টাদশ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ আছে। শনি। (স্ত্রী) হরিবংশধৃত অপ্সরা।

অসিতকার্কিস্ (পুং) অসিতয়তি অসিত-কৃত্যর্থ্যে গিচ্-ধূল্ গিচ্-লোপঃ তথোক্তা অর্কিঃ শিখা যন্ত। অগ্নি। আগুনের শিখা লাগিলে সকল বস্তুই কাল হইয়া যায়, একজ্ঞ আগুনকে অসিতকার্কিঃ কহে।

অসিতগিরি (পুং) কক্ষধা। নীলগিরি। নীলপর্বত।

অসিতগ্রীব (পুং) অসিতাগ্রীবা ধুমোদ্রমেন বিধপানেন বা যন্ত। অগ্নি। নীলপর্বত শিব। ময়ূর।

অসিতফল (পুং) অসিতং কৃষ্ণবর্ণং ফলং যন্ত। মধুনাকিকেল।

অসিতমৃগ (পুং) কক্ষধা। কৃষ্ণসার মৃগ।

অসিতাভ্রশেখর (পুং) বৃদ্ধবিশেষ।

অসিতামুজ (স্ত্রী) কক্ষধা। নীলপদ্ম।

অসিতার্কিস্ (পুং) অসিতা কৃষ্ণা অর্কিঃ শিখা যন্ত। অগ্নি। আগুন হইতে ধূঁয়ার কৃষ্ণবর্ণ শিখা উঠে, তজ্জন্ত ইহাকে অসিতার্কিঃ কহে।

অসিতালু (পুং) কক্ষধা। নীলালু। কালকলসি।

অসিতাশ্বন্ (পুং) কক্ষধা। অশ্বনো জাতিয়েহপি সমাস বিধেরনিত্যতয়া ন সমাসান্ত প্রত্যয়ঃ। মণি বিশেষ। ইন্দ্রনীলমণি। নীলকান্তমণি।

অসিতৃ (ত্রি) অস-ক্ষেপে তৃচ্। ক্ষেপক।

অসিতোৎপল (স্ত্রী) কক্ষধা। নীলপদ্ম।

অসিতোপল (পুং) কক্ষধা। ইন্দ্রনীলমণি।

অসিদংষ্ট্র (পুং) অসিরিব তীক্ষ্ণা দংষ্ট্রী যন্ত। মকর। জল-জন্ত বিশেষ।

অসিদ্ধ (ত্রি) সিদ্ধং নিষ্পন্নং পক্ষঃ। নঞ-তৎ। অনিষ্পন্ন।

অপক। (পুং) জারমতে, আশ্রয় দ্বারা অসিদ্ধ প্রভৃতি দ্বায়ে দুর্বৃত্ত কারণ। অসুমান দ্বারা বাহা আনা দ্বারা

না। সিদ্ধিশূন্য।

অসিদ্ধি (স্ত্রী) সিদ্ধ-ক্ৰিন্। নঞ-তৎ। অনিষ্পত্তি। পাকের অভাব। যোগশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধির অভাব। জারমতে আশ্রয়সিদ্ধি প্রভৃতি হেতু দ্বায়ে। তাহা তিন প্রকার। ১—আশ্রয়সিদ্ধি। ২ স্বরূপসিদ্ধি। ৩ ব্যাপ্যতাসিদ্ধি। সিদ্ধিঃ সাধ্যবত্তা নিশ্চয়ঃ অভাবে নঞ-তৎ। সাধ্যবিশিষ্টের নিশ্চয়ের অভাব।

অসিধারা (স্ত্রী) ৬-তৎ। খড়্গের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ।

অসিধারাত্রত (স্ত্রী) নরকে অসিধারামুক্তিঃ ত্রতম্। শাক-তৎ। যেত্রতে স্থলনাদি দ্বায়ে ঘটলে নরকে অসিধারার আঘাত হয়। বাদব লিখিয়াছেন, সুন্দর ধূবা যুবতীর সঙ্গে পতির জ্ঞান আচরণ করিবেন, কিন্তু কাম ভাব প্রকাশ বা সঙ্গ করিতে পারিবেন না। তাহাকে অসিধারা ত্রত কহে।

অসিধাব (পুং) অসিৎ খড়্গাঃ ধাবয়তি মার্জয়তি ধাব-অণ্। খড়্গা মার্জনকারী। যে অস্ত্রাদির শিকল ধরে।

ধূল্, অসিধাবক। খড়্গা মার্জনকারী।

অসিধেনু। অসিধেনুকা (স্ত্রী) অসিঃ ধেনুকেবা উপ-স-চুরিকা। ছুরী।

অসিধতী (স্ত্রী) বিষ্ণু বন্ধনে। অনেকার্থদ্বাং ধাতুনামত্র সম্বাদনর্থঃ। লটঃ শতরি ধুঃ। (উগিতশ্চ। পা ৪। ১।

১৬) ইতি ভীপ্। পূর্বস্ববর্ণদীর্ঘঃ। অসম্বাদন্ত্যাবিত্যর্থঃ।

হন্ বিশেষ্যতে। (নিরুক্ত)। অসম্বাদ। অসিধতী বঙ্গভী ভূধন্তঃ। ঋক্ ১০। ৭৯। ১। অসিধতী অসম্বাদন্তো। (সায়ন)।

অসিপত্র (পুং) অসিরিব তীক্ষ্ণধারং পত্রমন্ত। বহতী। ইক্ষু বৃক্ষ। আকের পাতায় অত্যন্ত ধার, সে জন্ত উহাকে অসিপত্র কহে। শুণ্ড নামক তৃণ। (স্ত্রী) অসেঃ পত্র-মিব আচ্ছাদকদ্বাং। খড়্গাকোষ। তলোবারের খাপ।

উভয় দিকে ধার যুক্ত খড়্গা বা তলোয়ার। নরক বিশেষ। অসিপত্রবন (স্ত্রী) অসিরিব পত্রমন্ত তথোক্তং বনং বন্ধিন্। নরক বিশেষ। যে নরকে দুই দিকে অসির জ্ঞায় ধারযুক্ত পাতার বন আছে।

অসিপত্রত্রত (স্ত্রী) অশ্বমেধের মধ্যে কর্তব্য ত্রত বিশেষ।

অসিপুচ্ছ (পুং) অসিরিব ধারায়ুক্তঃ বক্রঃ স্ফুটাত্রো বা পুচ্ছোহন্ত। শুণ্ডক। বার্ষে কন্-অসিপুচ্ছক।

অসিপুত্রিকা (স্ত্রী) অসেঃ পুত্রীবা বার্থে কন্-উকার দ্বায়ে টাপ্। ছুরিকা। ছুরী।

অসিপুত্রী (স্ত্রী) অসেঃ পুত্রীবা স্ত্রুত্বাং। ছুরিকা। ছুরী। (জাজ্জী চাসিপুত্রী চ ছুরিকা চাসিধেনুকা। অমর)।

অসিমেদ (পুং) অসিঃ কিশো মেদো নির্ধাসরূপাবসা
যস্যৎ। বিট খদির।

অসির (ত্রি) অস-ক্ষেপে কিরচ্। ক্ষেপক।

অসিলোমন (পুং) অসয় ইব তীক্ষ্ণাণি লোমানস্তত্। দহুর
পুত্র বিশেষ। মহাভারতের আদি পর্বে ৬৫ অধ্যায়ে
চল্লিশ জন দহুর পুত্রের মধ্যে উহার নাম উল্লিখিত হই-
য়াছে। হরিবংশে দেবাসুর যুদ্ধে বায়ুর সহিত ইহার
যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। চণ্ডীতেও ইহার নাম দেখিতে
পাওয়া যায়।

অসিহত্য (ত্রি) অসিনা হত্যং ঘাত্যং অসি-হন-বাহ-
ক্যপ্। ৩-তৎ। খণ্ডাধারা বধের যোগ্য। ভবাদৌ অসু-
শতিকাদি। অণ্ ষিপদবৃদ্ধি অসিহাত্য।

অসিহেতি (পুং) হস্তেহিনোতেবা (উতি যুতি ভূতি
সতি-হেতি-কীর্তয়চ্। পা ৩। ৩। ২৭) ইতি নিং জিন্
হেতিঃ শত্ৰুন্। অসিরেব হেতিঃ শত্ৰুং যন্ত। বহত্ৰী। খণ্ডা-
ধারা যুদ্ধকারী। (নৈজিংশিকোহসিহেতিঃত্যাং। অমর)।

অসু (পুং) অস্ততে কিপ্যতে অস ক্বেপে-শৃষ্মিহিঅপ্য-
সিবসি হনি ক্লিদি বন্দি মনিভ্যশ্চ। উণ্ ১। ১০) ইতি
উ। চিত্ত। কর্তরি উ। তাপ। অস্ততে কিপ্যন্তে
(চাল্যন্তে) প্রাণিনো এতিঃ করণে উ বহবঃ। প্রাণ-
বায়ু। (পুংসি ভূম্যসবঃ প্রাণাঃ। অমর)। প্রজ্ঞা।
প্রাণ। (নিরুক্ত ৩। ৮)।

অসু। উপতাপে অসুং কয়োতি (কণ্ডাদিত্যো যক্। পা
৩। ১। ২৭) ইতি যক্। লট্ অসুয়তি-তে। লুঙ্ অসু-
রীৎ। লিট্ অসুয়ামাস অসুয়া। (অস্ অসুঞ ইত্যেকো
সি। কো)।

অসুকর (ত্রি) সুধেন জিয়তে সু-ক্-খল্, বিরোধে নঞ-
তৎ। হ্রস্ব।

অসুখ (ক্লী) ন সুখং বিরোধে নঞ-তৎ। হ্রঃখ। নঞ
বহত্ৰী। সুখশূন্ত।

অসুগম (ত্রি) সুধেন গম্যতে বায়তে বুধ্যতে বা সু-গম-
খল্ বিরোধে নঞ-তৎ। হ্রগম। হ্রস্বোদধ।

অসুতৃপ (পুং) অসবঃ পরকীয়াঃ প্রাণান্তর্যাসেন তৃপ্যতি
তৃপ্ ইণ্ডপধাৎ-ক। ৩-তৎ। সমৃদ্ধত বিশেষ।

অসুধারণ (ক্লী) অসুনাং প্রাণাদিগণকবায়ুহস্তীনাং ধারণম্।
৬-তৎ। জীবন ধারণ। জীবিত থাক। জীব। (জীব
অসুধারণঃ। অমর)।

অসুনীতি (ক্লী) অসু শব্দে উপপদে নী-ক্জিন্ অসু-
নয়তি। প্রাণবায়ু। (নিরুক্ত)। ন সুনীতিঃ। নঞ-

তৎ। উত্তম নীতি নহে।

অসুদ্ব (ত্রি) সুঞ-অভিববে বাহ-শ (স্বাদিভ্যঃ দ্বুঃ।

পা ৩। ১। ৭৩) ইতি দ্বু উকারন্ত বঃ। নঞ-তৎ।

সোমলতার অভিবব কর্তা নহে। যিনি সোমলতা
ছেঁচেন না।

অসুভূৎ (ত্রি) অসুন্ প্রাণান্ বিভর্তি অসু-ভূ-কিপ্ তৃগা-
গমঃ। ৬-তৎ। প্রাণধারী। প্রাণী।

অসুমৎ (ত্রি) অসবঃ সম্যাস্ত মতৃপ্। প্রাণী।

অসুর (পুং) অস্ততি কিপতি দেবান্ অসু-ক্ষেপণে (অসে-
করন্। উণ্ ১। ৪৩) ইতি উরন্। সুরবিরোধী দৈত্য।

(অসু ক্ষেপণে অসুহুরন্ প্রত্যয়। অস্ততীত্যসুরো-
দৈত্যঃ। উজ্জলদত্ত)। অসতি নীপ্যতে অস দীপ্যো উরন্।

সূর্য্য। (স্ত্রী) অস্ততি কিপতি জনান্ অন্ধকারেণ অসু
ক্ষেপণে উরন্ টাপ্। রাত্রি। রাশি। (অসুরঃ সূর্য্য

দৈত্যয়োঃ অসুরা রজনীরাশ্রোঃ। হেম)। জাতিত্যাং ভীপ্
অসুরী। রাইসরিষ। (ক্ষেবঃ ক্ষুধাভিজ্ঞাননোরাজিক।

কৃষ্ণিকাসুরী। অমর)। মহাভারতের আদিপর্বে অসুর
বংশাবলী লিখিত হইয়াছে। অসুরের অধ্যক্ষ মাত্র।

স্বার্থে প্রজাদিহাদণ্। অসুর। দৈত্য।

অস্ততি কিপতি ভূমৌ জলম্। যদা, অস্ততে কিপ্যতে
স্থানে ইন্ধ্রেণ বর্ষাধম্। বহা, অস্তি তিষ্ঠতি (শৃষ্মি
হি ত্র্যপ্যসি বসি। উণ্ ১। ১০) ইত্যাদিনা উ-প্রত্যয়ঃ

অসুঃ। শরীরে বসতীত্যসুঃ প্রাণঃ। 'প্রাণা বা আপঃ'—

'পানীয়ঃ প্রাণিনাং প্রাণাঃ'—ইত্যাদি দর্শনাৎ অসু-
শব্দেনাত্র জলম্চ্যতে। তদ্রূপে অসু-রা-ক। অসুর-

মেঘ। অথবা, অসু-মন্মথীং র। জলবান্। প্রাণবান্।

অসতি গচ্ছতি অস্তরীক্ষে, দীপ্যতে স্বয়ম্, আদন্তে বা
জলম্। বহা, সুর ঐশ্বর্য্যে, সুরতীতি সুর-ক স্বেষঃ স্বতন্ত্র

ইত্যর্থঃ। অসুরঃ অনীশ্বরঃ, ইন্দ্রাদিপরতন্ত্র ইত্যর্থঃ।

(নিরুক্ত)।

অসুরক্ষ (ত্রি) সুধেন রক্ষ্যতে সু-রক্-খল্। নঞ-তৎ।

বাহা স্বচ্ছন্দে রক্ষা করা যায় না।

অসুররাজ্ (পুং) অসুরেব রাজতে রাজ-কিপ্। ৭-তৎ।

বলিরাজ, ইনি প্রজ্ঞাদের পোত্র। অসুর নিগের অধ্যক্ষ।

অসুররিপু (পুং) ৬-তৎ। অসুরারি। বিষ্ণু। অসুরারি

প্রভৃতি শব্দে বিষ্ণুকে বুঝায়।

অসুরমা (স্ত্রী) ন স্তুত্ব রসো যন্তাঃ। নঞ-৫-বহত্ৰী।

তুলসী বিশেষ। বাবুই তুলসী।

অসুরহন (ত্রি) অসুরং হন্তি অসুর-হন্ (বহলং হন্তি

পা ৩।২।৮৮) ইতি কিপ্। অসুর নাশক। (জী)
নাস্ত্যং ভীপ্ অসুরয়ী।
অসুরাচার্য্য (পুং) অসুরাণামাচার্য্যো গুরুঃ। ৬-তৎ।
গুজাচার্য্য।
অসুরাধিপ (পুং) ৬-তৎ। প্রহ্লাদপৌত্র। বলিদৈত্য।
অসুরের অধ্যক্ষ মাত্র।
অসুরাস্ত্র (ক্ৰী) অসুরস্তাস্ত্রা সংজ্ঞা যন্ত। শাকং বহত্ৰী।
কাস্ত্র। কাঁসা।
অসুর্য্য (ত্রি) অসুরায় হিতঃ গবাং যৎ। অসুরের
হিতকর।
অসুষ্টি (ত্রি) স্-বাহু। কি দ্বিভাবঃ। নঞ-তৎ। সোম-
লতার পীড়ক নহে। যিনি সোমলতা ছেঁচেন না।
অসুলভ (ত্রি) স্ত্রুথেন লভ্যতে স্-লভ-থল্ বিরোধে
নঞ-তৎ। সুলভ নহে। হুস্তাপ্য।
অসুসু (পুং) অসুন্ প্রাণান্ সুবতি যম সদনং প্রেরয়তি
অসু-সু-প্রেরণে কিপ্। বাণ।
অসুস্থ (ত্রি) স্ত্রুথেন তিষ্ঠতি স্-স্থ-ক বিরোধে নঞ-
তৎ। হুঃস্থ। হুঃস্থেস্থিত। রোগে অভিভূত।
অসু (জী) ন যতে স্-কিপ্। নঞ-তৎ। যে জী প্রসব
করেন নাই।
অসুক্ষণ। অসুক্ষণ (ক্ৰী) স্-ক্ষ-ক্ষ বা লুট্। নঞ-তৎ।
অনাদর। অবজ্ঞা। অবহেলা।
অসুপ্ত (ত্রি) স্ত্রুচ- (স্রুচঃ স্মন্। উণ ৪।১৭৬) ইতি স্মন্
সুপ্তঃ বিরোধে নঞ-তৎ। সুল। মোটা।
অসুত (ত্রি) স্ত্রুতে স্-সু-ক। নঞ-তৎ। অপ্ৰসুত।
যে প্রসব করে নাই। যিনি কোন কন্ম করেন নাই। (পুং)
সুতঃ সারথিঃ। নঞ-তৎ। সারথি নহে। (ত্রি) নাস্তি
সুতো যন্ত। নঞ-বহত্ৰী। সারথিশূত্র। স্ প্রসবে লুট্
আন্ধনেপদ প্রথম পুরুষের এক বচনের রূপ। (অসুত
স। নাগবধুপভোগ্যম্। কুমাং ১।২০০)।
অসুরক (ত্রি) অসুঙ্ কণ্ডাদি। বক্ ধূল্। গুণে দোষা-
রোপশীল। যে পরের গুণে দোষ দেয়।
অসুয়া (জী) অসু অসুঙ্ বা (কণ্ডাদিত্যো বক্। পা ৩।
১।২৭) ইতি বক্। (অ প্রত্যয়াৎ। পা ৩।৩।১০২)
ইতি অ টাপ্। পরগুণে দোষারোপ। পরের গুণে দোষ
দেওয়া। মহু অসুয়াকে পাপের মধ্যে গণনা করিয়াছেন।
(অসুয়া তু দোষারোপো গুণেবপি। অমর)। *। ক্রুধ
ক্রোধেয়াসুয়ার্থানাং বস্তুতি কোপঃ। ১।৪।৩৭। ক্রুধ
আদি ধাতুর প্রারণে বাহার প্রতি কোপ প্রভৃতি অর্থ

ব্যাহ তাহা সস্ত্রদানসংজ্ঞ হর। (অসুয়া গুণে
দোষাবিকরণম্। সিং কো। উক্ সূত্রে)।
অসুয়ু (ত্রি) অসু অসু বা কণ্ডাং বক্ উন্। অসুরাশীল।
অসুর (ত্রি) স্ত্রী স্ত্রুত্বে ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ স্ত্রুতো ভাবে
ঘঞ। নঞ-বহত্ৰী। স্তোত্ররহিত। স্তবরহিত।
অসুষ্ঠ (ত্রি) স্ত্রী স্ত্রুত্বে ক্ত বাহু। ন তন্ত নস্ম। নঞ-তৎ।
অপ্রেরিত। অসুষ্ঠে,—অসু-স্তের গতো-ক্ ক্তসি ইডভাবঃ
ঈকারস্ত পূর্বসবর্ণপূর্বত্রদীর্ঘস্মানসত্বাৎ। প্রাণবাত।
(নিরুক্ত)।
অসুখ্যাম্পশ্য (ত্রি) স্ত্র্যমপি ন পশতি অসুখ্য-দৃশ-খশ্
মূন্ চ। অসমর্থ সঃ। অত্যন্তগুপ্ত। যিনি স্ত্র্যাকেও
দেখিতে পান না। অস্তঃপুরবাসিনী রাণী প্রভৃতি। *।
অসুখ্য ললাটয়োদৃশিতপোঃ। পা ৩।২।৬৩। অসুখ্য
এই উপপদের পর দৃশ ধাতুর উত্তর এবং ললাট
এই উপপদের পর তপ ধাতুর উত্তর খশ্ প্রত্যয় হয়।
অসুক্ষর (পুং) অসুক্ষ রক্তং করোতি অসুক্ষ-ক্-ট। উপ-
সঃ। শরীরস্থ রস ধাতু। বৈদ্যাশাস্ত্রমতে অমাদি ভক্ষণ
করিলে প্রথমে তাহা একপ্রকার রস রূপে (কাইল) পরি-
ণত হইয়া তাহাই পরে রক্ত হয়। সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত
আছে, রস হইতে রক্ত জন্মে, রক্ত হইতে মাংস, মাংস
হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, এবং
মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভাবপ্রকাশে
লিখিত আছে, প্রাণবায়ু ভুক্ত দ্রব্যকে প্রথমে আমাশয়ে
লইয়া যায়। তথায় সেই ভুক্তদ্রব্য কষায়, মধুর, লবণ,
কটু, তিক্ত, অন্ন এই ছয় রসযুক্ত হইয়া কেন আকার
ধারণ করে। তাহারই নাম রস।
অসুক্ষরা (জী) অসুক্ষ রক্তং ধরতি-অসুক্ষ-ধৃ-অচ্-টাপ্।
চর্ম। অণ্ অসুক্ষরা এ প্রকার রূপও হয়।
অসুধহা (জী) অসুক্ষ শোণিতঃ বহতি সর্জন সঞ্চালয়তি।
অসুজ্-বহ-অচ্। নাড়ী। নাড়ী, শরীরের সকল স্থানে
রক্ত বহন করে একজন্ত উহার ঐ নাম হইয়াছে।
অসুখিমোক্ষণ (ক্ৰী) অসুখো রক্তস্ত দেহাখিমোক্ষণঃ নিঃসা-
রণম্। ৬-তৎ। দেহের মধ্যে যদি রক্ত বৃদ্ধি হয় বা কোন
রূপে দূষিত হয় তবে সেই রক্ত দেহ হইতে নিঃসারণ
করা কর্তব্য। সেই নিঃসারণের নাম অসুখিমোক্ষণ।
পূর্বকালে সকল দেশের চিকিৎসকেরাই অর প্রভৃতি
নানা প্রকার রোগে রক্তমোক্ষণ করিতেন। রগ
এবং কহুইয়ের উপর হইতেই সচরাচর রক্তমোক্ষণ
করা হয়। রক্তমোক্ষণ করিবার পূর্বে রোগীকে শয্যা

উপরে বসাইয়া রাখিবে। কারণ, মাথা নিম্ন হইয়া থাকিলে হঠাৎ অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে পারে, তাহাতে রোগীর প্রাণ সংশয় হইবার সম্ভাবনা। রোগীকে বসাইয়া হাঁড়ের উপরে একটি বাঁধন দিবে। ভাহার পর শিরঃ স্কুলিয়া উঠিলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চাপিয়া শিরটি তেঁতলা চিরিয়া দিবে। পরে প্রয়োজনানুরূপ রক্ত বাহির হইলে কিংবা রোগী মুক্তি হইয়া পড়িলে কতস্থানের উপরে অঙ্গুলি দিয়া বাঁধন খুলিয়া ফেলিবে। পরিশেষে কতস্থান চাপিয়া বাঁধিলে আর রক্তস্রাব হয় না।

রগে ধমনীর মধ্যস্থলে উহা আড়া-আড়ি কাটিয়াও রক্তমোক্ষণ করা হয়। প্রয়োজনানুরূপ রক্ত বাহির হইলে ঐ ধমনীটা আড়া-আড়ি একেবারে কাটিয়া দেওয়া চাই। না কাটিয়া দিলে তথায় এম্বোলিজম নামক অর্ধ-ম-জন্মিতে পারে। কিন্তু কাটিয়া দিলে উহার উভয়মুখ শুটাইয়া শুষ্ক হইয়া যায়। কহুইয়ের শিরার মত পায়ের শিরা হইতেও রক্ত মোক্ষণ করা হয়। নাসারোগে কিংবা অরকালে অত্যন্ত মস্তক বেদনা এবং মাথাভার হইয়া থাকিলে অনেক নাসিকার ভিতর হইতে রক্তমোক্ষণ করেন। লচরাচর নাকের অভ্যন্তরিক পর্দা (Schneiderian membrane) কাটিয়া রক্তমোক্ষণ করা হয়।

তিন প্রকার প্রণালীতে রক্তমোক্ষণ করা হয়।

১. অঙ্গ-প্রয়োগ। ইহার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

২. বাটা-ও শিকারসামে। ৩. জৌক-প্রয়োগ।

বাটা বসাইবার অস্ত্র ছোট ছোট কাচের পিঙ্গালা আছে। বাটা বসাইতে হইলে কাচের বাটা, চুরী, সুরার প্রদীপ-প্রভৃতি নিকটে প্রস্তুত রাখিবে পরে যে স্থান হইতে রক্তমোক্ষণ করিতে হইবে আগে সেই স্থান খোঁজ করিয়া উক্তবস্ত্রে উত্তমরূপে ঘসিবে। তাহার পর বাটার ভিতরে অন্ন সুরা দিয়া আগুন লাগাইবে। অগ্নির তাপে বাটা অন্ন উত্তপ্ত হয় এবং ভিতরের বায়ু বাহির হইয়া যায়। তখন খোঁজস্থানে ঐ বাটা উপুড় করিয়া লাগাইবেই উহা চর্মের উপরে জাঁটিয়া ধরে। এই সকল প্রক্রিয়া শীঘ্র শীঘ্র করা চাই। চর্মের উপরে বাটা জাঁটিয়া দিলে ক্রমে সেই স্থান রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। তখন বাটা তুলিয়া রক্তবর্ণ স্থান তাড়া-আড়ি করিয়া চিরিয়া দিবে এবং তৎক্ষণাৎ আবার পূর্বের মত বাটা বসাইবে। ক্রমে বাটার ভিতরে রক্ত বাহির হইয়া আসে। প্রয়োজন মত রক্ত বাহির হইলে বাটা তুলিয়া কতস্থানে গিলি

বস্ত্র লাগাইয়া দিবে। অধিক রক্ত বাহির করা আবশ্যক হইলে দুই তিনটা বাটা বসাইতে হয়।

পশ্চিম দেশের বেদিয়া, মাল প্রভৃতি জাতির কাচের বাটা নাই, তাহারা শিকার বসায়। মহিষের শৃঙ্গের দুই-দিকেই ছিজ করা। শরীরের কোন স্থান অন্ন চিরিয়া তাহার উপরে শৃঙ্গের মোটা রিক্ লাগাইয়া দেয়। পরে সন্ধ্যা দিকে মুখ দিয়া জোরে টানিতে থাকে, তাহাতে শরীরের রক্ত বাহির হইয়া আসে।

জৌক খরাইতে হইলে আপে শরীরের উপরিভাগ উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিবে। পরে কাপড় দিয়া জৌক-গুলির গা মুচিয়া ফেলিবে। শেষে একটি মাসে কিংবা পিঙ্গালায় ভিতরে জৌক রাখিয়া চর্মের উপরে উহা উপুড় করিয়া রাখিলে জৌক কামড়াইয়া ধরে। চর্ম একটু চিরিয়া দিলেও সে স্থানে জৌক বসাইতে কষ্ট হয় না। জৌক থসিয়া পড়িলে কতস্থানের উপরে শ্বেদ কিংবা মসিনার উচ্চ প্রলেপ দিবে, তাহা হইলে আরও কিংবা রক্ত বাহির হইয়া আসে। কিন্তু অধিক রক্ত-স্রাব হইলে কতস্থানের উপরে মাড়ুসার একটু ক্ষুদ্র জাল বসাইয়া দিলে কিংবা তাহাতে কটিক লাগাইবে। অবশেষে সেই স্থান বস্ত্র দ্বারা বাঁধিয়া দিবে।

চূর্ণল ব্যক্তির, বালকের, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের এবং যে সকল পীড়ায় শরীর সহজেই চূর্ণল হইয়া পড়ে, তেমন স্থলে রক্তমোক্ষণ করা কর্তব্য নহে। কিন্তু বিশেষ আবশ্যক হইলে সাবধানে যৎসামান্য রক্ত বাহির করিয়া লইবে।

অস্থি (জী) কতক্কে কিপ্যতে ইত্যন্তো নাড়ীতি: অস্থি—অস্থি। যখন অস্থিতে অস্ত্ররক্তঃ শরীরেণ সমসেব জাতত্যাং সূক্ষ্ম-কিন্। রক্ত। অস্ত্ররক্তোবে অস্থির এই কয়টা পর্যায় সিদ্ধি হইয়াছে, ক্রমিক, লোহিত, অন্ন, রক্ত, কতক্কে, শোণিত। মঙ্গলগ্রহ রক্তবর্ণ বলিয়া উহাকে অস্থি কহে। কৃষ্ণাং বিকৃত হইতে মোড়ল যোগ। অস্থি যোগে জন্ম লইলে শাহুর, ধনী কুৎসিত এবং দুঃখী হয়। যে বিদেশে গমন করে, এবং মহা-প্রলোভনী ও বলবান হইয়া থাকে।

অস্থিপাতী (জী) অস্থিভো রক্তপাতী গবননন্য। রীত্যা গুণাধু। রক্তধারা।

অসেচনক (জি) ম সিক্তি ননো হস্যং সিচ্ অস-দানে লুট্-সংজ্ঞায় কন। যদ্য সিক্তি রনভোভকতি সিচ্-কৃত্য স্যুটৌ বহনম্ প্য ২। ৩। ১১৩) ইতি

কর্তরি কুট্ স্বার্থে কন্। নাস্তি সেচনকঃ মনস্তোষকো
যশাৎ। নঞ্-৫-বহত্ৰী। অত্যন্ত প্রিয়দর্শন। বাহ্যতে
দেখিলে তৃপ্তির শেষ হয় না। সেচনং সেকঃ স্বার্থে
কন্ অজ্ঞাবে নঞ্-তৎ। সেকের অভাব। (ত্রি) নঞ্
বহত্ৰী। সেকশূন্ত।

অসেবন (ক্লী) অভাবে নঞ্-তৎ। সেবার অভাব।
কৃষ্ণবা না হওয়া। (ত্রি) নঞ্-বহত্ৰী। সেবাশূন্ত।

অসৌ (অব্য) সৌ বাহু-ভৌ। নঞ্-তৎ। অদৃশ শব্দের
অর্থ। বহু বস্তু অসৌ শব্দ সাক্ষাদাদি, তজ্জন্ত উহার
সহিত সমাস করিয়া ল্যপ্ প্রত্যয় বিধান করিলে
অসৌকৃত্য এই প্রকার রূপ হয়। গগনস্থে সাক্ষাদাদির
মধ্যে অসৌ শব্দ গৃহীত হয় নাই। তাহাতে অসৌ শব্দ
আছে। তাহার অর্থ ভীক্স। অসৌ শব্দের সঙ্গে সমাস
করিয়া ল্যপ্ প্রত্যয় বিধান করিলে অসৌকৃত্য এই
প্রকার রূপ হয়।

অসৌন্দর্য্য (ক্লী) অভাবে নঞ্-তৎ। সৌন্দর্য্যের অভাব।
(ত্রি) নঞ্-বহত্ৰী। সৌন্দর্য্যশূন্ত।

অসৌম্য (ত্রি) বিরোধে নঞ্-তৎ। সুন্দরতার বিরোধী
ভয়ঙ্করব্যক্ত। অপ্রিয়। প্রিয়দর্শন নহে।

অসৌম্যস্বর (ত্রি) অসৌম্যঃ কুৎসিতঃ স্বরো যন্ত।
বহত্ৰী। কাকের ভায় মন্দ স্বরযুক্ত। কর্কশ স্বরযুক্ত।
অসৌষ্ঠব (ক্লী) স্তূঠ্ ভবঃ স্তূঠ্-অণ্ সৌষ্ঠবম্। নঞ্-তৎ।
সৌন্দর্য্যের অভাব। অলঙ্কার শাস্ত্রে স্বরলক্ষ্য বিশেষ।
(ত্রি) নঞ্-বহত্ৰী। সৌষ্ঠব রহিত।

অস্কর (ত্রি) স্বন্দ-ক্। নঞ্-তৎ। ক্ষরিত নহে।
অস্করন (ত্রি) স্বন্দ-কুট্। নঞ্-তৎ। বোধের অভাব।
নঞ্-বহত্ৰী। বোধশূন্ত।

অস্কুধোয়ু (ত্রি) কৃতী ক্ষেদনে বাহু-কু-তকারন্ত ধকারঃ।
কধু হ্রস্বনাম। নঞ্-পূর্বম্, ধাতোঃ অকার উপজনঃ,
ধু-শব্দন্ত ধো-ভাবঃ। যধা, নঞ্-পূর্বাৎ-(ক-ক) করো
তেনিষ্ঠারামকৃতশব্দন্ত অস্কু-ভাবঃ। দধাতেত্রির্ভূতর্ভা-
(এতিগিক্স। উণ-২। ১৭) ইতি বাহুলকাৎ উসি-
প্রত্যয়ঃ। গিহ্বাদ্ যুগ্মগমঃ, ধকারন্ত ধোভাবঃ। (নিকৃক্স)
অহুস্ব। অনন্ন। অবিচ্ছিন্ন। অশ্বে ধৃতঃ যমদধুধোয়ু,
বুরং। ঋক্ ৭। ৫০। ১১। অস্কুধোয়ু, কধুকো হ্রস্বঃ।
অহুস্বমনন্নম্। যো অস্কুধোয়ুরজর। ঋক্ ৬। ২২। ৩।
অস্কুধোয়ুরবিচ্ছিন্ন। (সায়ন)।

কুট্রি-পক্ষে, ইহার অর্থ-দীর্ঘায়ুঃ। (নিকৃক্স ৬-৩)।
যুবো-প্রিয়ারকণবয়স্কোয়ু। ঋক্ ৬। ৬৭। ১১। অস্কু-

ধোয়ুরকৃষ্ণায়ুঃ। (সায়ন)।

অস্কুলিত (ত্রি) নঞ্-তৎ। বাহার-খলন হ্রস্ব-নাইন অপ্রমত্ত।
অস্ত (ক্লী) অস্তন্তে সারং প্রোতর্ভা স্ব্যাত-চাস্তত বা কিলপা
যত্র অস্কু-ক্ষেপণে-আধারে-ক্ত। পশ্চিমাচল। অস্তপর্কস্ত।
কিপ্ত। অবসিতঃ অবসানপ্রাপ্ত। (ত্রি) নিরস্তঃ (ক্লী)
ভাবে ক্ত। দর্শনের অযোগ্যক্। আধারের ক্ত। জ্যোতি-
যোক্ত লগ হইতে সপ্তম স্থান। অদর্শনপ্রাপ্ত। আকাশে
দেখিতে দেখিতে, বৃহস্পতি ও শুক্র যদি অদৃশ হন,
তখন ঐ উভয়েরও অস্ত কহে।

অস্তক (পুং) অস্তম্ অপুনরাবৃত্তিম্ অবসানং বা করোতি-
অস্ত-গিচ্-গুল্। নির্কাণমোক্ষ।

অস্তগ (ত্রি) অস্তমদর্শনং পশ্চিমাচলং বা গচ্ছতি-অস্ত-গম-
ড। ৬-তৎ। স্ব্যাকিরণে আচ্ছন্ন হওয়ার অদৃশ্যগ্রহ।
অদৃশ্যগ্রহ মাত্র। পশ্চিমাচলপতঃ স্ব্যাক চক্রাদি। অস্তপত
প্রকৃতি, শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে।

অস্তগমন (ক্লী) অস্তমদর্শনতঃ গমনং প্রাপ্তিঃ। ৬-তৎ।
গ্রহ সকল প্রথমে এক রাশিতে থাকিরা, পরে তাহার
সপ্তম রাশিতে উদয় এবং অদৃশ হইলে তাহাকে অস্ত-
গমন কহে। স্ব্যাক চক্রাদির অক্ষাংশে যাওয়ারও অস্ত-
গমন বলা যায়।

অস্তম্ (অব্য) অসু-তমি। নাপ। অদর্শন। (অস্তমদর্শনে।
অমর)। *। অস্তক। পা ১। ৪। ৬০। (অস্তমিতি মাস্ত-
মব্যয়ং গতিসংজ্ঞং ত্রাৎ। অস্তমত্যা। সি-কৌ-১)।
অস্ততে আদীয়তে স্বীকিরতে বা তদর্থিতঃ, ক্ষিয়ন্তে
হস্মিন্ পদার্থাঃ ইতি বা, অস ক্ষেপণে-বাহু-তন্ অস্তম্
বিভীতৈকবচনম্। গৃহ। বসত্যাক্ষং ন গাভো নকন্ত
ইকম্। ঋক্ ১। ৬৬। ৫। অস্তমিতি গৃহনাম। (নিকৃক্স
১০। ২১)।

অস্তমতী (ক্লী) অস্তমততি অস্ত-অচ্-গৌরাদি-ভীম্।
সালগর্পীযুক্ত।

অস্তমন (ক্লী) অন বাহু-ভাবে অণ্ অস্তং অদর্শনতঃ
অনঃ গতিঃ। ভূগোলকক্ষার আচ্ছাদনহেতু স্ব্যাকির
অদর্শনপ্রাপ্তি। ভূগোলের অপরপক্ষে গমনহেতু স্ব্যাকি-
নিকে দেখিতে না পাওয়া। অস্তং স্ব্যাক্যদেদর্শনতঃ
অনঃ প্রাপ্তিরহ্মিন্-কালে। বহত্ৰী। অস্তগমনকাল। স্ব্যাকিদি
বে সময়ে অস্ত গিয়া থাকে।

অস্তমর (পুং) অস্তম্ ভীততে গম্যতে-হস্মিন্। অসু-ইণ-
এরজিভি-অচ্। প্রসন্ন। স্ব্যাকির অদর্শন। অস্ত-গ্রহ
সকলের স্ব্যাকের সহিত যোগ।

অস্তমীকে (অব্য) অস্তং মাতেঃ (অলীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪। ২৫) ইতি কীকন্ প্রত্যয়ঃ, ধাতোলোপশ্চ নিপাত্যাতে।

অস্তং প্রাপ্যতেহশ্বিন্। অস্তিকে। (নিরুক্ত)।

অস্তরণ (ক্লী) অভাবে নঞ-তৎ। স্তরণের অভাব।
বিস্তার না করা। তত্র দীয়েতে কার্যং বা।*। বৃষ্টাদি-
ভ্যোহণ্। পা ৫। ১। ৯৭। আস্তরণ। বিস্তৃত কুশাসনা-
দিতে দেয় অথবা কার্য।

অস্তাঘ (ত্রি) অস্তং নষ্টম্ অঘম্ আবিণ্য যত্র। বহত্ৰী।
অতি গভীর।

অস্তাচল (পুং) কৰ্ম্মধা। পশ্চিমাচল। অস্ত পৰ্ব্বত।

অস্তি (অব্য) অস্-শ্চিতিপ্। স্থিতি। বিদ্যমানতা।
স্বরাদির অস্তর্গত অস্তি শব্দের সহিত অস্ত শব্দের সমাস
হয়। যথা, 'অস্তিকীরং যস্তা অস্তিকীরা গোঃ'। অস্তি
পরলোক ইখং মতির্থস্ত স আস্তিক, তদ্রাস্তি যস্ত স
নাস্তিক। (অস্তিনাস্তিদিষ্টং মতিঃ। পা ৪। ৪। ৬০)।
চাতুরর্থ্যাং পক্ষাদিৎ ফক্ (ত্রি) আস্তায়ন। স্থিতির
নিকটস্থ দেশাদি।

অস্তিকায় (পুং) অস্তিকারঃ স্বরূপং যস্ত। বহত্ৰী। জৈন
মতসিদ্ধ বিদ্যমান স্বরূপ পদার্থ বিশেষ। অস্তিকায়
পাঁচ প্রকার। যথা, ১—জীবাস্তিকায়। ২—পুঙ্গলান্তি-
কায়। ৩—ধর্মাস্তিকায়। ৪—অধর্মাস্তিকায়। ৫—
আকাশাস্তিকায়। শাক্তরভাষ্যে এইগুলি ধরিয়া তাহা-
দের মত নিরাকরণ করা হইয়াছে।

অস্তিকীরা (স্ত্রী) অস্তি কীরং যস্তাঃ, বহত্ৰী টাপ্। বহ
হৃদবতী গোক প্রভৃতি।*। সুবধিকারে হস্তিকী-
রাদীনাং বহত্ৰীর্হিবর্তব্যঃ। (পা ২। ২। ২৪ সূত্রে
কাশিকা)। অস্তীতি বিভক্তিপ্রতিরূপকমব্যয়ম্। (ইতি
সিৎকো)।

অস্তিত্ব (ক্লী) অস্তি-ভাবে তৎ। বিদ্যমানতা।

অস্তিমৎ (ত্রি) অস্তি বিদ্যমানঃ ধনমস্ত মতৃপ্। ধনী।
বাহার ধন আছে। (স্ত্রী) ভীপ্। ধনবিশিষ্টা স্ত্রী।

অস্ত (অব্য) অস-ভাবে তুন্। অস্থজ্ঞা। পীড়া। প্রতি-
ক্ষেপ। অস্থরা। প্রকর্ষ। অসীকার। প্রেংসা। লক্ষণ।
অস্থর পূর্বক অসীকার।*। অস্ত সত্যাগদস্ত কার
ইতি বক্তব্যম্। বার্তিক, পা ৬। ৩। ৭০ সূত্রে। অস্ত-
কার। স্বীকার।

অস্তেন (ত্রি) নঞ-তৎ। চোর নহে। সাধু।

অস্তের (ক্লী) অভাবে নঞ-তৎ। স্তেরের অভাব।
চৌর্যের অভাব। পাতঞ্জল সূত্রে লিখিত আছে,

অহিংসা সত্য অস্তের ব্রহ্মচর্যের পরিগ্রহ এই গুলি বম
অর্থাৎ নিয়ম।

অস্তোভ (ত্রি) স্তভ্যাতে যেন স্তভ-করণে ষঞ্। নাস্তি

স্তোভঃ হংফড়াদিঃ নিরর্থকঃ শব্দো যত্র। অনর্থক শব্দশূন্য।

অস্ত্য (ক্লী) অস্তি বিদ্যমানস্যার হিতং যৎ ইকার লোপ।
গৃহ। ঘর। আশ্রয়।

অস্ত্যান (ক্লী) স্ত্যে-ভাবে ক্। নঞ-তৎ। নিন্দা। ভৎ-
সন। কণ্ঠরি-ক্ স্ত্যানঃ সংহতঃ নঞ-তৎ। (ত্রি) সংহত
নহে। সমূহ নহে।*। সংযোগাদেহাতো ধাতোর্ধ্যধতঃ।
পা ৮। ২। ৪৩। এই সূত্রানুসারে নিষ্ঠা স্থানে নকার
হইয়াছে। কিন্তু এখানে প্র-পূর্ব স্ত্যা ধাতুর উত্তর ক্
বিধান করিলে 'প্রস্তীম' এবং 'প্রস্তীত' এই দুই প্রকার
রূপ হইত।*। স্ত্যাঃ প্রপূর্বস্ত। পা ৬। ১। ২৩।*।
প্রস্তোহস্ততরস্তাম্। পা ৮। ৩। ৫৪।

অস্ত্র (ক্লী) অস্ত্রতে ক্রিপ্যাতে অস্ত্র ক্লেপণে-(সর্কধাতুভ্য
ঐন্। উণ্ ৪। ১৫৮) ইতি ঐন্। ক্লেপণীয় বাণাদি। হাতি-
য়ার। প্রহরণ। আঘাৎ। করণে ঐন্। চাপ। ধনুক। রিপু
কর্তৃক প্রহার সাধন খড়্গাদি।

অস্ত্রকণ্টক (পুং) অস্ত্রং কণ্টক ইব। বাণ। বাণের অগ্র-
ভাগ কণ্টকের দ্বারা এজন্ত উহার ঐ নাম হইয়াছে।

অস্ত্রকার (ত্রি) অস্ত্রং কেরোতি নির্মিতীতে অস্ত্র-কৃ-অণ্।
উপ সৎ। অস্ত্র নির্মাণকর্তা। ধূল্। অস্ত্রকারক ঐ অর্থ।

অস্ত্রচিকিৎসা (স্ত্রী) অস্ত্রেণ চিকিৎসা। ৩-তৎ। অস্ত্র দ্বারা
রোগ উপশমের উপায়। শরীরের কোন পীড়িত স্থানে
অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া রোগোপশম করিবার উপায়।

অস্ত্রজিৎ (পুং) অস্ত্রং তদাঘাতজং ত্রণং অয়তি তদ্বিবাক-
ত্বাৎ। অস্ত্র-জি-কিপ্। তুক্। কবাটবেট্ বৃক্ষ বিশেষ।
'অস্ত্রজিৎ' এই প্রকার পাঠান্তরও দেখা যায়।

অস্ত্রজীবিন্ (পুং) অস্ত্রেণ তথ্যাপারেণ জীবতি গিনি।
যে ব্যক্তি অস্ত্র দ্বারা বৃদ্ধাদি করিয়া জীবিকা নির্বাহ
করে। অণ্-অস্ত্রজীব।

অস্ত্রধারিন্ (ত্রি) অস্ত্রং ধরতি ধারয়তি বা অস্ত্র-ধ-চুরা-
ধারি বা গিনি। অস্ত্রধারক। যে অস্ত্রধারণ করে। ধূল্-
অস্ত্রধারক ঐ অর্থ।

অস্ত্রমন্ত্র (পুং) অস্ত্রাণাং বিপ্রকর্ষকর্ষয়োর্মন্ত্রঃ। ৬-তৎ।
অস্ত্র প্রয়োগ এবং প্রেক্ষিত অস্ত্রের আকর্ষণ এই উভয়ের
মন্ত্র। তন্ত্রোক্ত কট্ এই মন্ত্র।

অস্ত্রমার্জ (পুং) অস্ত্রং মার্জি অস্ত্র-মৃজ-অণ্। উপ সৎ। যে
অস্ত্রে ধার করিয়া দেয়। শালকর। শিকলকর। ধূল্

অস্ত্রমার্জক। অস্ত্রতীক্ষ্ণকারক।

অস্ত্রযুদ্ধ (ক্ৰী) ৩-তৎ। অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ।

অস্ত্রবিদ্ (পুং) অস্ত্রং তৎ প্রয়োগাদি বেত্তি। অস্ত্র-বিদ-
কিপ্। ৬-তৎ। অস্ত্র প্রয়োগাদিতে অভিজ্ঞ। যিনি অস্ত্র
নিঃক্ষেপাদি ভাল রূপ জানেন।

অস্ত্রবিদ্যা (ক্ৰী) ৬-তৎ। অস্ত্রক্ষেপণ এবং আকর্ষণ জ্ঞাপক
বিদ্যা। অস্ত্রক্ষেপণাদি জ্ঞান। তদ্বোধক শাস্ত্র।

অস্ত্রবেদ (পুং) বিদ্যাতে জ্ঞায়তে যেন বিদ-করণে ঘঞ্।
অস্ত্রস্ত তৎক্ষেপণাদেঃ বেদেঃ শাস্ত্রম্। ৬-তৎ। ধর্মবেদ।

অস্ত্রসায়ক (পুং) অস্ত্রং ক্ষেপ্যং সায়ক ইব। নারাচাস্ত্র।
নারাচাস্ত্র বাণের স্থায় ক্ষেপণ করিতে হয়, এজন্য উহার
ঐ নাম হইয়াছে। অস্ত্রতে কিপ্যতে শত্রুরনেন অস-
করণে ঠুনু ততঃ কৰ্মধা। সকল লৌহময় বাণ।

অস্ত্রহীন (ত্রি) অস্ত্রেণ তৎ প্রয়োগেণ বা হীনম্। ৩-তৎ।
অস্ত্রশূন্য। অস্ত্রব্যাপার শূন্য। বাক্য যুদ্ধাদি।

অস্ত্রাগার (ক্ৰী) ৬-তৎ। অস্ত্র রাখিবার গৃহ।

অস্ত্রাঘাত (পুং) ৬-তৎ। অস্ত্রের আঘাত। অস্ত্রপ্রহার।

অস্ত্রাহত (ত্রি) ৩-তৎ। অস্ত্রদ্বারা আহত।

অস্ত্রিন্ (ত্রি) অস্ত্রং ধরুস্ত্যস্ত ইনি। ধর্মধর। শত্রুধারী।

অস্থাগ (ত্রি) অস্থামস্থিতিঃ গচ্ছতি অস্থা-গম-ড। অগাধ।
অতলম্পর্শ।

অস্থান (ক্ৰী) অপ্ৰাশস্ত্যে নঞ্-তৎ। অপকৃষ্ট স্থান।
অযোগ্য স্থান।

অস্থানে (অব্য) স্থানে যুক্তম্। নঞ্-তৎ। অযুক্ত।

অস্থায়িন্ (ত্রি) ন তিষ্ঠতি স্থা-গিনি যুক্ত। নঞ্-তৎ।
চঞ্চল। স্থিতিশীল নহে। (ক্ৰী) ভীপ্ অস্থায়িনী।

অস্থাবর (ত্রি) বিরোধে নঞ্-তৎ। স্থাবর নহে। জঙ্গম।
যে দ্রব্য সরাইতে পারা যায়। যাহা চলিয়া বেড়ায়।
।*। হেঁশভাসপিসকদো বরচ্। পা ৩। ২। ১৭৫।

অস্থি (ক্ৰী) অস্থতে অস্-(অসিসম্ভিভ্যাং ক্ধিন্। উণ্
৩। ১৫৪) ইতি ক্ধিন্। হাড়। অস্থি শব্দের এই কয়েকটা
পর্ধ্যায় দেখা যায়,—কীকস, কুলা, মেদোজ। ফলের
বীজ বা আঁটিকেও অস্থি কহে।*। অস্থি দধিসন্ধ্যাক্কা-
মনভূদান্তঃ। পা ৭। ১। ৭৫। ১ মা—অস্থি, অস্থিনী,
অস্থীনি। ৩ যা—অস্থ্য। ৪ ষী—অস্থে। ৫ মী—অস্থঃ।
৭ মী—অস্থি, অস্থিনি।

ভাবপ্রকাশের মতে, মেদ শরীরের অস্থিতে পক
হয়। তাহার পর বায়ুর দ্বারা শোষিত হইলে অস্থি জন্মে।
হাড় শরীরের সারভাগ। যেমন বৃক্ষের সারভাগ বৃক্ষকে

রক্ষা করিয়া থাকে, সেই রূপ শরীরের সার পদার্থ হাড়
দেহকে রক্ষা করে। তজ্জন্ত শরীরের মাংস চর্ম নষ্ট
হইয়া গেলেও অস্থি নষ্ট হয় না।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা মানুষের হাড়ে শতকরা
এই সকল দ্রব্য পাওয়া যায়—

জাস্তবপদার্থ (জিলেটিন)	...	৩৩.৩০ ভাগ
ফস্ফেট্ চূণ	...	৫৩.০৪ ,,
কার্বন চূণ	...	১১.৩০ ,,
ফস্ফেট অব মেমেশিয়া	...	১.১৬ ,,
সোডা এবং লবণ	...	১.২০ ,,

প্রথম অবস্থায় হাড়ের গড়ন মাংসপেশীর মত।
ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র একত্র মিলিত থাকে। কিন্তু
মাথার খুলী এবং কাঁধের হাড়ে সে রূপ থাকে না।
ক্রমে ঐ মাংসপেশীতে পার্থিব পদার্থ, ফস্ফেট চূণ এবং
কার্বন চূণ জমিলে উহা শক্ত হইয়া আসে। কোন
প্রকার জলমিশ্র দ্রাবকে হাড় ডিজাইয়া রাখিলে পার্থিব
পদার্থ গলিয়া যায়, তখন পুনর্বার উহা কোমল এবং
স্থিতিস্থাপক হয়। আবার, হাড়ে অত্যন্ত তাপ লাগা-
ইলে জাস্তব পদার্থ থাকে না, কাজেই তখন সামান্য
নাড়িলে উহা গুঁড়ো হইয়া যায়। অতএব উভয় প্রকার
পদার্থ না থাকিলে হাড় কঠিন হয় না।

শৈশবকালে হাড়ে পার্থিব পদার্থ কম থাকে, তজ্জন্ত
শিশুরা খেলা করিতে করিতে এত পড়িয়া যায়, তবু
সহজে তাহাদের হাড় ভাঙ্গে না। আবার পরিপক
বয়সে অল্প আঘাত লাগিলেই অত্যন্ত যন্ত্রণাবোধ হয়
এবং সহজেই হাড় ভাঙ্গিয়া যায়।

শিশুদিগকে যথেষ্ট দৃঢ় প্রকৃতি দিয়া লালন পালন
না করিলে তাহাদের হাড়ে পার্থিব পদার্থ জন্মে না,
সুতরাং উহা কোমল হইয়া থাকে। তাই অনেক রুগ
শিশু উঠিয়া বেড়াইলে শরীরের ভরে ক্রমে তাহাদের
পা বক্র হইয়া আসে। ইহার নাম রিকেটস রোগ।
দরিদ্র লোকের ঘরেই ইহা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

অস্থিই শরীর নির্মাণের প্রধান উপাদান। দেহের
প্রধান প্রধান ইঞ্জির থাকিতে পারিবে বলিয়া অস্থিতে
গহ্বর নির্মিত হয়। দেহ স্ক্রকোশলে চালিত হইতে
পারিবে বলিয়া কোমলাংশ শুনি ইহার সঙ্গে মিলিত
থাকে। হাড় বেতবর্ণ, কঠিন এবং স্থিতিস্থাপক। হাড়ের
উপর ভাগ কঠিন, সংবত এবং মৃদু। উহার অভ্যন্তর
ঠিক মৌচাকের মত ছিদ্রযুক্ত।

শরীরের হাড় চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—
দীর্ঘাস্থি, ক্ষুদ্রাস্থি, প্রশস্তাস্থি এবং বিবরাস্থি। শরীরের
উর্দ্ধ এবং অধঃশাখাতে দীর্ঘাস্থি আছে। এই সকল
হাড় ফাঁকা এবং উহাদের ভিতরে মজ্জা থাকে।

সমুদায় কঙ্কালে ২৯৪ খানি পৃথক্ পৃথক্ হাড় আছে।
যথা—মেরুদণ্ডে ২৬, করোটি ৮, কর্ণাস্থি ৬, মুখাস্থি ১৪,
পঙ্কর এবং বক্ষোস্থি ২৬, উর্দ্ধশাখা ৬৪, অধঃশাখা ৬০।
এভস্তির দাঁত, প্যাতেল্লা সেসাময়েদ এবং অস্ত্রাঙ্ক ও রামি-
রন অস্থি ৯০ খানি।

আমাদের দেশের শল্যাতন্ত্রের মতে মানুষের শরীরে
সর্বসমেত ৩০০ খানি অস্থি আছে। তাহার মধ্যে দুই
হাতে ও দুই পায়ে ১২০; পার্শ্ববক্ষ, কটদেশ, বক্ষঃস্থল,
পৃষ্ঠ এবং উদরে ১১৭; গ্রীবার উপরে ৬৩, এই ৩০০
খানি অস্থি।

প্রত্যেক পার্শ্বের অস্থিলিতে তিনটি করিয়া ১৫, পদ-
তলে ৬, কর্ণে (ক্ৰ মধ্য) ২, গোড়ালীতে ১, গুল্ফে ২,
জাহুতে ১, উরুদেশে ১; এই রূপ অস্ত্র পায়েও ৩০ খানি।
হুতরাং হাতে ও পায়ে সর্বসমেত ১৬০ খানি হইল।

প্রত্যেক পার্শ্ব ৩৬ করিয়া ৭২, লিঙ্গে বা যোনিতে
১, গুল্ফে ১, দুই নিত্যে ২, ত্রিকে অর্থাৎ পৃষ্ঠবংশে ১,
বক্ষঃস্থলে ৮, পৃষ্ঠে ৩০, অক্ষবয়ে ২ খানি।

গ্রীবাদেশে ৯, কর্ণনালাতে ৪, হৃদযন্ত্রে ২, দন্তে ৩২,
নাসিকায় ৩, ভ্রালুতে ১, গণ্ডস্থলে ২, কর্ণবয়ে ২,
শব্দে (নলাটে) ২, মস্তকে ৬ খানি।

শল্যাতন্ত্রে এই সকল অস্থিকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত
করা হইয়াছে। যথা—১ তরুণাস্থি, ২ কপালাস্থি, ৩
রুচকাস্থি, ৪ বলরাস্থি, ৫ নলকাস্থি।

অন্ধিকোষে, নাসিকায়, কর্ণে এবং গ্রীবাতে তরু-
ণাস্থি; মস্তকে, শব্দে, ভ্রালুতে, গণ্ডে, হৃদে, জাহুতে
এবং নিত্যে কপালাস্থি; দন্তে রুচকাস্থি; হস্তে, পদে,
পার্শ্ব, পৃষ্ঠে, বক্ষে এবং উদরে বলরাস্থি; হস্তের ও
পদের অস্থিলিতে, কর্ণদেশে, বগিবক্ষে, বাহুবয়ে এবং
জ্ঞাভাতে নলকাস্থি।

শরীরের কোন কোন স্থানের অস্থি কয়খানি এবং
তাহাদের গঠনাদি কি রূপ, ইহার বিস্তারিত বিবরণ
তত্তৎ শব্দে দেখ।

মহাযন্ত্র প্রভৃতির কতকগুলি হাড়ের ভিতরে মজ্জা
আছে। অনেক মাহের কাঁটার ভিতরে চিহ্ন নাই।
হস্তি প্রভৃতি কতকগুলি জন্তুর মাথার হাড়ের ভিতরে

বায়ু থাকে। আমরা ইচ্ছা করিলেই নিশ্বাস টানিয়া
লইয়া কুস্কুস্ক বায়ুতে পরিপূর্ণ করিতে পারি। কুস্কুস্ক
বায়ুতে পরিপূর্ণ থাকিলে জলে ডুবিলেও শরীর উপরে
ভাসিয়া উঠে। পাখীরাও ঠিক সেই রূপ নিশ্বাস টানিয়া
লইয়া হাড়ের ভিতর বায়ুতে পরিপূর্ণ করিতে পারে।
তাই ইচ্ছা করিলেই তাহারা ভূমি হইতে উপর দিকে
অনায়াসে উড়িয়া যায়।

হৃৎকল ব্যক্তির জন্ত মাংসের ঝোল পাক করিবার
সময়ে তাহাতে হাড় থাকা আবশ্যক। কারণ, হাড়ের
জিলেটিন ঝোলের সঙ্গে মিশিলে উহা লঘু পথ্য
হয়। জিলেটিন পুষ্টিকর কি না, এ বিষয়ে সকলের মত
সমান নহে। কিন্তু কুকুর প্রভৃতি মাংসাশী জন্তু, হাড়
থাইয়া দৃষ্টপুষ্টি হয়, ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।
আবার ইহাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, চুর্ভিক্ষের সময়ে
নরোরে এবং স্ত্রীদেহের লোকেরা মাছের কাঁটা এবং
অনেক জন্তুর হাড় থাইয়া প্রাণ ধারণ করে।

সচরাচর হাড় দিয়া ছুরী চিক্কাণী প্রভৃতি নানা প্রকার
অস্ত্রের বাট প্রস্তুত হইয়া থাকে। অসভ্যালোকেরা
হাড় দিয়া তীরের ও বন্দ্রামের ফলা করে। দক্ষিণ
আমেরিকা এবং তাতারের কোন কোন আতি কাঠের
অভাবে হাড় জালাইয়া আগুন করে। সেই আগুনে
তাহাদের পাকাদি সকল কার্যই চলে। অস্থিভগ্ন ভূমিতে
ফেলিলে উহার উর্ধ্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হয়। হাড়ের
কয়লা দিয়া চিনি প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য পরিতৃপ্ত
করা হইয়া থাকে।

অস্থিকৃৎ (পুং) করোতি কৃ-কিপ্ কৃৎ অস্থিঃ কৃৎ। ৬-তৎ।

অস্থিকারক মেদোদাত্ত বিশেষ। বৈদ্যশাস্ত্র মতে মেদো-
দাত্ত হইতেই অস্থির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

অস্থিচ্ছলিত (স্ত্রী) স্তম্ভতোক্ত কাণ্ডস্তম্ভ নামক রোগ
বিশেষ।

অস্থিজ (পুং) অস্থৌ জারতে অস্থি-জন-ড। অস্থি দাত্ত-
জাত মজ্জা। বৈদ্যশাস্ত্র মতে অস্থি হইতেই মজ্জা
জন্মিয়া থাকে।

অস্থিতি (স্ত্রী) অভাবে নঞ-তৎ। স্থিতির অভাব।
অস্থিহী। মধ্যাধার অভাব। (স্ত্রী) নঞ-বহুব্রী। মধ্যাদা-
শূন্য। হৈর্য্যরহিত।

অস্থিভূগ (পুং) অস্থীৰ কঠিনঃ ভূগুণত। পক্ষী।

অস্থিধন (পুং) অস্থিময়ঃ ধনরূপঃ অনঙুলং। শিব।
শিবের ধনুক অস্থি নির্মিত, তজ্জাত শিবকে অস্থিধন।

কহে। *। ধনুশ্চ। পা ৪। ৪। ১০২। ধনুশ্ শব্দ অন্তে
ধাকিলে বহুব্রীহি সমাসে অনঙ্ আদেশ হয়।

অহিপঞ্জর (পুং) অহি পঞ্জর ইব। শরীরস্থ অস্থি সমূহ।
পিঞ্জরাকার কঙ্কাল। [কঙ্কাল শব্দ দেখ]।

অস্থিপ্রক্ষেপ (পুং) মৃতস্ত অস্থ্যাং গদ্যায় যথাবিধি
প্রক্ষেপঃ। ৬-তৎ। সংকারের পর মৃতব্যক্তির অস্থি
বিধান ক্রমে গদ্যায় সমর্পণ করা।

অস্থিভঙ্গ (পুং) অস্থি ভঙ্গতি অস্থি-চুরাং ভঙ্গ-ণ।
হাড়গিলা পক্ষী। কুকুর। অস্থিভৃঙ্ প্রভৃতি শব্দও ঐ
অর্থে প্রযুক্ত হয়।

অস্থিভঙ্গ (পুং) অস্থে। ভঙ্গঃ। ৬-তৎ। অস্থিভঙ্গন। হাড়
ভাঙ্গিয়া দেওয়া।

অস্থিমৎ (ত্রি) অস্থীনি সম্ভ্যস্ত মতৃপ্। অস্থি যুক্ত প্রাণী।

অস্থিময় (ত্রি) অস্থৌবিকারঃ ময়ট্। অস্থি নির্মিত
অস্ত্রাদি। (স্ত্রী) ভীপ্ অস্ত্রময়ী।

অস্থিমালা (স্ত্রী) অস্থিনির্মিতা মালা। অস্থি নির্মিত
জপের গুটিকা। ৬-তৎ। হাড়ের মালা। অস্থিশ্রেণী।

অস্থিমালিন (পুং) অস্থিমালা স্ত্রপ্রথিতাস্থিসমূহোহস্ত্যস্ত
অস্থিমালা ইনি। শিব।

অস্থিযুক্ত (পুং) অস্থি যুক্তি যুক্ত-কিন্। হাড়যোড়াগাছ।
হাতীভৃৎকার গাছ।

অস্থির (ত্রি) ন স্থিরং নঞ তৎ। স্থির নহে। চঞ্চল।

অস্থিবিগ্রহ (পুং) অতিকীর্ণস্বাং অস্থি সারো বিগ্রহো
হোহো বস্ত্র। বহুব্রী। শিবের অশুচর ভূদরীট। ভূদী।
(ত্রি) অতি কীর্ণশরীরযুক্ত।

অস্থিশৃঙ্খলা (স্ত্রী) অস্থ্যাং শৃঙ্খলেব যোজননহেতুঃ। হাড়যোড়া
গাছ। গ্রহিমান্ বৃক্ষ।

অস্থিশেষ (ত্রি) অস্থিমাৎ শেবো বস্ত্র। শাকং বহুব্রী।
মাংসাদিশূন্ত। অতি কৃশ।

অস্থিসংহার (পুং) অস্থীনি সংহতি যোজনরতি অস্থি সম-
হ-অণ্। হাড়যোড়া গাছ। গ্রহিমান্ বৃক্ষ।

অস্থিসংহারিকা (স্ত্রী) অস্থীনি সংহতি যোজনরতি অস্থি
সম-হ-বুল্ টাপ্ অন্তইবম্। হাড়যোড়া গাছ। গ্রহিমান্
বৃক্ষ।

অস্থিসংস্কর (পুং) মৃতস্ত রাহানস্তরং অস্থ্যাং সংস্করঃ। শবদাহ
করা হইলে চিত্তার অস্থি সংগ্রহ করা। বৈদিক
সময়ে অস্থি সংস্কর করিয়া ব্রাহ্মণেরা তাহা স্তুতিকার
পুতিয়া রাখিতেন। এখনও অগ্নিহোত্ৰী ব্রাহ্মণেরা
এবং ছেত্রী রাজারা অস্থি সংস্কর করিয়া তাহা স্তুতিকার

পুতিয়া থাকেন। সুবিধা হইলে প্রায় সকলেই ঐ তত্ত্ব
এবং অস্থি গন্ধার জন্য নিক্ষেপ করেন। [অন্তেষ্টী শব্দ
দেখ]। (স্ত্রী) স্যুট্। অস্থিসংস্করন। ঐ অর্থ। সর্বত্র লিখিয়া-
ছেন প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম অথবা নবম দিনে
জাতিদের সহিত চিত্তা হইতে অস্থিসংস্কর করা কর্তব্য।
কোন স্থলে দ্বিতীয় দিনেও অস্থিসংস্করের বিধান আছে
বৈষ্ণবেরা চতুর্থ দিবসে অস্থি সংস্কর করেন।

অস্থিসম্ভব (পুং) অস্থি সম্ভবঃ কারণং বস্ত্র। বহুব্রী। অস্থি
জাত মজ্জা ধাতু। বজ্র। ইন্দ্র, দ্বীপী মূনির হাড় দিয়া
বজ্র নির্মাণ করা হইয়াছিলে, তজ্জন্ত উহাকে অস্থিসম্ভব
কহে। (ত্রি) যাহা হাড় হইতে জন্মে।

অস্থিসার (পুং) অস্থ্যাং সারঃ পাকপরিণামঃ। ৬-তৎ।
মজ্জা ধাতু। (ত্রি) অস্থ্যেব সারো বস্ত্র। বহুব্রী। রক্ত
মাংসশূন্ত দেহ। চলিত ভাষায় অতি লীর্ণ ব্যক্তিকেও
অস্থিসার বলিয়া থাকে।

অস্থিম্বেহ (পুং) অস্থ্যাং মেহঃ। ৬-তৎ। মজ্জা ধাতু।

অস্থুরি (পুং) ন তিষ্ঠতি স্থা-বাহু ক্রি। নঞ তৎ। বহু
অশ্বযুক্ত রথ। অস্থুরি নো গার্হপত্যানি সঙ্ঘ। ঋক্ ৬।
১৫। ১৯। একাশ্বযুক্তঃ শকটঃ স্থিরিত্ত্যচ্যতে, তদ্বি-
পরীতো বহুতিরথৈকপেতঃ শকটোহস্থুরিঃ। (সারণ)।

অস্থৈর্য (স্ত্রী) অভাবে নঞ তৎ। স্থিরতার অভাব।
বিরোধে নঞ তৎ। চাকল্য। (ত্রি) নঞ বহুব্রী।
স্থৈর্যহীন।

অস্মাবির (ত্রি) স্মাবাঃ শিরাঃ বস্মিন্ ন বিদ্যন্তে। নঞ-
বহুব্রী। শিরাবর্জিত। মূলশরীরশূন্ত। 'স পর্যাগচ্ছুক্ৰম-
কায়মত্রগমস্মাবিরম্'।

অস্মিকদারু (স্ত্রী) অস্মিৎ চাক্চিক্যশূন্ত দারু। কর্শ্বা।
দেবদারু বিশেষ।

অস্মেহ (পুং) অভাবে নঞ তৎ। মেহের অভাব। (ত্রি)
নঞ বহুব্রী। মেহশূন্ত। তৈলাদির গুণ বিশেষের এবং
গ্ৰেনের নাম মেহ। তাহার অভাব। ঋক্ খসে।

অস্পন্দন (স্ত্রী) অভাবে নঞ-তৎ। চলনের অভাব।
(ত্রি) নঞ বহুব্রী। ক্রিয়াক্রান্ত। যাহা নড়ে না।

অস্পর্শ (পুং) স্পৃশ-ভাবে ঋণ্, অভাবে নঞ-তৎ।
স্পর্শের অভাব। না ছোঁয়া। (ত্রি) নঞ বহুব্রী।
স্পর্শশূন্ত।

অস্পর্শযোগ (পুং) নাভি স্পর্শঃ বিবরণসম্বন্ধে বস্ত্র তাহুশো
যোগঃ। কর্শ্বা। বিবরণ পূরাশূন্ত। নির্জিকরকঙ্কনে।

অস্পট (ত্রি) নঞ-তৎ। অব্যক্ত।

অস্পৃশ্য (ত্রি) ন স্পৃষ্টমর্হ্যম অর্হার্থে কাপ্। নঞ-তৎ।
স্পর্শের অযোগ্য। বাহা ছুঁইতে নাই।

অস্পৃহা (স্ত্রী) অভাবে নঞ-তৎ। ইচ্ছার অভাব। (ত্রি)
নঞ-বহুব্রী। স্পৃহারহিত। নিস্পৃহ।

অস্পৃট (ত্রি) ন স্পৃটঃ প্রকাশম্। নঞ-তৎ। প্রকাশ
রহিত। অব্যক্ত।

অস্পৃটবাচ্ (ত্রি) অস্পৃটা অব্যক্তা বাগ্ যস্ত। যাহার
বাক্যে অজ্ঞতা আছে। শিশু। (স্ত্রী) অস্পৃটা চান্দী
বাক্ চেতি কর্মধা। অব্যক্ত বাক্য।

অস্মদ্ (ত্রি) অস্ততে ক্ষিপ্যতে দেহনাশাৎ পশ্যাৎ অস্ম-
ক্ষেপণে- (যুয়সিভ্যাং মদিক্। উণ্ ১। ১০৬) ইতি
মদিক্। উত্তম পুরুষ। আমি এই অর্থ বুঝাইবার সর্ব-
নাম বিশেষ। দেহাভিমাত্রী জীব। অস্মদ্ শব্দের রূপ
তিন লিঙ্গেই এক প্রকার।

। *। যুয়দ্ ও অস্মদ্ শব্দের উত্তর ইদমর্থে ছ এবং
অণ্ প্রত্যয় হয়। আবয়োগে অস্মাকং বা অস্মং অস্মদীয়ঃ।
ইহা আমাদের দুই জনের বা বহুজনের। *। তস্মিন-
নিচ যুয়াকাস্মাকৌ। পা ৪। ৩। ২। ৬। ৭। ৮। অণ্ ও অণ্ প্রত্যয়
পরে থাকিলে বহুবচনার্থে যুয়দ্ শব্দ স্থানে যুয়াক অস্মদ্
শব্দ স্থানে অস্মাক আদেশ হয়। আস্মাকীনঃ। আস্মাকঃ।
ইহা আমাদের দুই জনের। *। তবকমমকাবেকবচনে।
পা ৪। ৩। ৩। ৬। ৭। ৮। অণ্ এবং অণ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে
এক বচনার্থে যুয়দ্ শব্দ স্থানে তবক এবং অস্মদ্ শব্দ স্থানে
মমক আদেশ হয়। মমকীনঃ। মমকঃ। ইহা আমার।
মম অয়ম্ অস্মদ-ছ। মদীয়। *। প্রত্যয়ান্তরপদ-
যোগ্য। পা ৭। ২। ১৮। প্রত্যয় বা উত্তর পদ পরে
থাকিলে ম পর্য্যন্ত একার্থ যুয়দ্ শব্দ স্থানে যুয়দ্ এবং
অস্মদ্ শব্দ স্থানে মম আদেশ হয়। মদীয়ঃ। উত্তর পদ পরে
থাকিলে, মৎপুত্রঃ এই প্রকার রূপ হইবে। তসিল্
অস্মত্তঃ। এক বচনে মত্তঃ। আমিচ্ছতি। (সুপ আশ্বানঃ
কাচ্। পা ৩। ১। ৮। মদ্যতি। অস্মানিচ্ছতি অস্মদ্যতি।
নামাচঠে মাপরতি সিং কোঃ। পা ৩। ১। ২১ হ্রস্বে)
মাদয়তীতি জাহ্যম্। সিং কোঃ উক্ত হ্রস্বে)।

অস্মজ্ঞা (অব্য) অস্মদ্ বাহ-জ্ঞাচ্। অস্মদ্ শব্দের সপ্ত-
মীর বহু বচনের অর্থ।

অস্মদ্রাক্ষ (ত্রি) অস্মানকতি অস্মদ-অক-কিন্ অত্র্যাদেশঃ।
অস্মদভিমুখ। আমাদের প্রতি প্রসন্ন। *। বিষদেব-
য়োশ টেরদ্রাক্ষভৌ ব প্রত্যয়ে। পা ৬। ৩। ২২। ব
প্রত্যয়ান্ত অক ধাতু পরে থাকিলে বিষক্, দেব এবং

সর্বনাম শব্দের টি স্থানে অত্রি আদেশ হয়।

অস্মদ্বিধ (ত্রি) অস্মাকমিব বিধা ধর্মোহস্ত। বহুব্রী।

অস্মাদৃশ। আমাদের মত। এক বচনে মবিধ।

অস্ময়ু (ত্রি) আশ্বান অস্মান ইচ্ছতি অস্মদ-কাচ-উ বাহ-
দশোপঃ। হবিধারণের জন্য আস্মাতে অস্মদ্ ইচ্ছা।
আমি এই রূপ ইচ্ছা। [অস্ময়ু শব্দে যু প্রত্যয়ের সূত্র দেখ]।

অস্মাক (ত্রি) অস্মাকমিদং অস্মদ্ অণ্ অস্মকাদেশঃ পৃ-
বেদে বুদ্ধ্যভাবঃ। অস্মং সঞ্চকী। ইহা আমাদের।
লৌকিক ভাষায় 'আস্মাক' এই প্রকার রূপ হইবে।

অস্মি (অব্য) অস্ম-মিন্। আমি এই অর্থে।

অস্মিতা (স্ত্রী) অস্মিতারঃ তল্। আমি বা আমার এই
রূপ অভিমান। [অবিদ্যা শব্দে বিবরণ দেখ]।

অস্মৃতি (স্ত্রী) অভাবে নঞ-তৎ। স্মরণের অভাব। মনে
না থাকে।

অস্তবামীয় (স্ত্রী) অস্তবামেনতি শব্দোহস্ত্যজ হ্রস্বে মত্বর্থে
ছ। অস্তবাম এই শব্দযুক্ত হ্রস্ব।

অস্তহত্যা (পুং) হন-বাহ-কাপ্। নঞ-তৎ। অসিনা
অহত্যাঃ। ৩-তৎ। খড়্গাঘাতা হননীয় নহে। যাহা খড়্গা
ঘাতা হনন করিতে নাই।

অস্তহেতি (পুং) অসিঃ খড়্গা অহেতির্থস্ত। বহুব্রী। যে
যোদ্ধার খড়্গা অস্ত্র নাই। অস্তহত্যা শব্দ অশুশক্তিকাদি
গণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে, এজন্য ঐনাদি প্রত্যয়
পরে থাকিলে উহার উভয় পদের আদ্যচের বৃদ্ধি হয়।

অস্মদ্যাত (ত্রি) অসিরদ্যাত উখাপিতো যেন বাহ-পর
নিপাতঃ। বহুব্রী। উক্ত খড়্গা। যিনি খড়্গা উছাইয়া-
ছেন। প্রহরণার্থেভ্যাক পরে নিষ্ঠা সপ্তম্যো ভবত ইতি
বক্তব্যম্। বার্ষিক পা ২। ২। ৩৭ হ্রস্বে। যদ্বারা প্রহার করা
যায় তাহার নাম প্রহরণ, তদর্থবাচক শব্দের পরস্থিত
নিষ্ঠা ও সপ্তম্যস্ত পদের সহিত ব্যাধিকরণ হইলেও
বহুব্রীহি সমাস হয়। (অস্মদ্যাতঃ। দণ্ডপাণিঃ। কচির।
বিবৃতাশিঃ। সিং কোঃ উক্ত হ্রস্বে)।

অস্র (পুং স্ত্রী) অস্র ক্ষেপণে- (উণ্ ২। ১৩ হ্রস্বস্ত বাহ-
লকাৎ রন্)। কোণ। কেশ। রক্ত। চক্ষুর জল।

অস্রকণ্ঠ (পুং) অস্রঃ কোণ ইব কণ্ঠো যস্ত। বাণ। বাণের
অগ্র চূঁচলা, এজন্য এবং বৃদ্ধ কালে তাহাতে রক্তলাগে
তজ্জন্ত উহাকে অস্রকণ্ঠ কহে।

অস্রখদির (পুং) অস্রবর্ণঃ রক্তবর্ণঃ খদিরঃ। শাক-কর্মধা।
বিট খদির।

অস্রপ (পুং) অস্রং রক্তং পিবিতি অস্র-পা-ক। রাক্ষসঃ

তাহার দেবতা মূল্য নক্ষত্র। (রাক্ষসঃ কোণপঃ ক্রব্যঃ
ক্রব্যাদোহস্রপ আশরঃ। অমর)।

অস্রপত্রক (পুং) অস্রমিব লোহিতঃ পত্রমন্ত। বহব্রী।
সংজ্ঞায়াং কন্। রক্তশাক। ভিণ্ডাবুক।

অস্রপা (স্ত্রী) অস্রঃ রক্তং পিবতি অস্র-পা-কিপ্ ক বা।
কপক্ষে স্ত্রীত্বাৎ টাবপি। জলৌকা। জৌক। অনেকের
মতে উহা বহুবচনান্ত।

অস্রফলা। অস্রফলী (স্ত্রী) অস্রমিব রক্তঃ ফলমন্তাঃ।
সন্নকী বৃক্ষ। কুন্দরুকী গাছ।

অস্রমাতৃকা (স্ত্রী) অস্রন্ত রক্তন্ত মাতেব উৎপাদিকা সংজ্ঞায়াং
কন্। অন্নাদি খাইলে আমরসে তাহা মিশ্রিত হইয়া
পাক যন্তে প্রথমে দুগ্ধবৎ যে রস জন্মে। (কাইণ)।

অস্ররোধিনী (স্ত্রী) অস্রং কৃতাৎ রসং রুগন্ধি। অস্র-রুধ-
গিনি। লজ্জালু লতা। লজ্জাবতী লতা।

অস্রবৎ (ত্রি) ন স্রবতি ক্রতি স্র-গতো-শতৃ। নঞ-তৎ।
স্রবন্তি। অক্ষরিত। যাহা গলিয়া পড়ে নাই। (স্ত্রী) ভীপ্
অস্রবতী। অস্রমন্ত্যন্ত মতুপ্ মন্ত বঃ। রক্তযুক্ত।

(অব্য) অস্রস্তেব তত্র তস্তেবেতি বতি। রক্তের ছায়।

অস্রবিশুদ্ধা (স্ত্রী) অস্রবিশুঃ রক্তবিশুঃ রিব ছদঃ পর্ণং
বস্তাঃ। বহব্রী। লক্ষণানামক বৃক্ষ।

অস্রার্জক (পুং) অস্রং রক্তং অর্জয়তি সেবনয়া অস্র-
চুরা। অর্জ-ধূল্। যেতুলসী বৃক্ষ। রক্তোৎপাদক রস।
(ত্রি) রক্তোৎপাদক দ্রব্য মাত্র।

অস্রি (স্ত্রী) অস্-ক্রি। রক্ত। কোণ।

অস্রিধ্ (ত্রি) ন স্রোধতে চ্যোততি। স্রিধ-কিপ্। নঞ-
তৎ। অক্ষরণ। গলিয়া না পড়া। যাহা গলিয়া না পড়ে।

অস্র্ফ (স্ত্রী) অস্রতে কিপ্যতে অস্র-ক্ষেপণে-জদ্ভাদয়শ্চ।
উণ্ ৪। ১০২) ইতি ক্। চক্ষুর জল। (অস্র-ক্ষেপণে
অস্র নয়নজলং। অশ্রোতেরপি অস্র তালব্যত্বাৎ।
উচ্চলদন্ত)।

অস্রেমন্ (ত্রি) স্রিব-সর্গ ধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪।
১৪৪) ইতি মনিন্। শুণো ব লোপশ্চ। প্রেশন্ত। প্রেশন্ত।

অস্র (ত্রি) নাস্তি স্বং ধনমন্ত। বহব্রী। নির্ধন। স্বঃ
আত্মীয়। নঞ-তৎ। আত্মীয় নহে। এই অর্থে ইহা
সর্গনাম হয়, তজ্জন্ত ইহার উত্তর অকচ্ প্রত্যয় করিলে
'অস্রক' এই প্রকার রূপ হইয়া থাকে। (স্ত্রী) টাপ্
অত-ইত্বে অস্রিকা। আত্মীয় নহে।

অস্রচ্ছন্দ (ত্রি) বিরোধে নঞ-তৎ। স্বচ্ছন্দ নহে।
পরোধীন।

অস্রজাতি (স্ত্রী) ন স্বজাতিঃ। নঞ-তৎ। স্বজাতি নহে।
যেমন ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াদি স্বজাতি নয়। (ত্রি) ন স্বস্তেব
জাতিবন্ত। নঞ-বহব্রী। ভিন্নজাতি। যেমন ব্রাহ্মণের
ক্ষত্রিয়। গো অশ্ব ইত্যাদি।

অস্রতন্ত্র (ত্রি) ন স্বতন্ত্রঃ বিরোধে নঞ-তৎ। স্বাধীন
নহে। পরাধীন।

অস্রন্ত (স্ত্রী) অস্রনাং কুত্র জন্তপ্রাণানাং অস্তো নাপো
যস্মাৎ। ঙ-বহব্রী। চুলী। উনোন। (ত্রি) স্রষ্টু ন অস্তো
যন্ত অসমর্থ বহব্রী। যাহার পরিণাম ভাল নহে।
(পুং) মরণ।

অস্রপ্ন (পুং) নাস্তি স্বপ্নো নিদ্রা অজ্ঞতা বা যন্ত। নঞ-
বহব্রী। দেবতা। (ত্রি) নিদ্রারহিত। কার্যদক্ষ।

অস্রর (পুং) অপ্রশস্তঃ স্বরো যজ্। মন্দ স্বর যুক্ত। স্বর
বর্ণ রহিত ব্যঞ্জন বর্ণমাত্র। উদাত্তাদি স্বর বর্জিত
লৌকিক উচ্চারণ। (শ্রাদ্দসৌম্য স্বরো ২স্বরঃ। অমর)।

অস্ররূপ (ত্রি) ন স্বস্তেব রূপম্ যন্ত। নঞ-বহব্রী।
সমান স্বভাব নহে। এক রূপ স্বভাব নহে।

অস্রর্গ্য (ত্রি) স্বর্গায় হিতং স্বর্গ-যৎ। নঞ-তৎ। স্বর্গের
অসাধন। যে কার্য করিলে স্বর্গ হয় না।

অস্রহ (ত্রি) ন স্বস্রিন্ স্বভাবে তিষ্ঠতি স্ব-হা-ক। নঞ-
৭-তৎ। স্বহ নহে। অপেক্ষতিহ। রোগাদিতে অভিভূত।

অস্রাচ্ছন্দ্য (স্ত্রী) অভাবে নঞ-তৎ। স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব।
পরোধীনতা। (ত্রি) নাস্তি স্বাচ্ছন্দ্যঃ যন্ত। নঞ-বহব্রী।
স্বাচ্ছন্দ্য শূন্য। পরাধীন।

অস্রাতন্ত্র্য (স্ত্রী) ন স্বাতন্ত্র্যম্ অভাবে নঞ-তৎ। স্বাত-
ন্ত্র্যের অভাব। পরাধীনতা। (ত্রি) নঞ-বহব্রী। পরাধীন।

অস্রাতুকণ্টক (পুং) অস্রাতুরমধুরঃ কণ্টকো যন্ত। গোখুরী।

অস্রাধ্যায় (ত্রি) নাস্তি স্বাধ্যায়ো বেদাধ্যয়নমন্ত। বিধি
পূর্বক বেদাধ্যয়ন রহিত। অধ্যয়ননিবন্ধকাল। যেমন,
অষ্টমী প্রভৃতি তিথি। অধীয়েতে অধি-ইঙ-কন্ধপি যঞ
অধ্যায়ঃ যন্ত অধ্যায়ঃ স্বাধ্যায়ঃ নঞ-তৎ। স্বীয় অগাঠা
শাস্ত্রাদি। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ।

অস্বামিক (ত্রি) নাস্তি স্বামী যন্ত। বহব্রী। শেষাধিতাবেতি
কপ্। স্বামিরহিত। বে-ওয়ারিস। অরণ্য, পর্বত,
পুণ্য, নদী, তীর্থ, শাস্ত্রকারেরা এই সকলকে অস্বামিক
কহিয়াছেন। এ সকল স্থানে প্রতিগ্রহ করিতে নাই।
দারভাগের টাকার নহারণের বৃক্ষকে, লম্বাদির জলকে
এবং নিধিকেও অস্বামিক বলা হইয়াছে।

অস্বামিকৃত (ত্রি) স্বামিনা কৃতম্। নঞ-তৎ। স্বামিভিন্ন

অন্ত দ্বারা দান বিক্রয়াদি।

অস্বামিবিক্রয় (পুং) ন স্বামিনা কৃতো বিক্রয়ঃ। শাক०
নঞ-তৎ। স্বামিত্ত্বি অন্ত দ্বারা বিক্রয়। তদ্বিষয়ক
ব্যবহার। তাহার বিচার। (ইহার বিচার বাজবল্য
সংহিতায় বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে)।

অস্বাম্য (ক্ৰী) অভাবে নঞ-তৎ। সমতার অভাব।
স্বামিত্বের অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। সমতা শূন্য।
স্বামিত্ব শূন্য।

অস্বাবেশ (ত্রি) স্বস্বিনি আত্মনি স্বস্থানে স্বভাবে বা
আবিশতি স্ব-আবিশ-অচ্। ৭-তৎ। আত্মাতে স্বস্থানে
স্বভাবে বা অস্থিত।

অস্বাস্থ্য (ক্ৰী) অভাবে নঞ-তৎ। স্বাস্থ্যের অভাব।
উষেগ। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। উষিগ। পীড়িত।

অস্বীকার (পুং) ন স্বীকারঃ অভাবে নঞ-তৎ। স্বীকা-
রের অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। স্বীকার, অস্বীকার
এবং প্রতিগ্রহ ইত্যাদি রহিত।

অস্বীকৃত (ত্রি) ন স্বীকৃতম্। নঞ-তৎ। অনস্বীকৃত।
অপ্রতিগ্রহীত। চলিত ভাষায় যিনি স্বীকার না করেন
তাঁহাকে অস্বীকৃত কহে।

অশ্বৈরিন্ (পুং) শ্বৈরী স্বাধীনঃ নঞ-তৎ। পরাধীন।
(ক্ৰী) ভীপ্ অশ্বৈরিনী।

অহ। গতো আত্মা জ্বাদি। সক० সেট্ ইনিৎ। লট্—
অংহতে। লঙ্—আংহত। লিঙ্—আংহিষ্ট। লিট্—
আনংহে। বেদে নকারের লোপ হইয়া যায়।

অহ। দীপ্তৌ চুরাং ইদিৎ পর० সক० সেট্। লট্—
অংহরতি। লুঙ্—আঞ্জিহং।

অহ। ব্যাস্তৌ স্বাদি। পর० সক० সেট্। লট্—অহোতি।
লুঙ্—আহীৎ। লিট্—আহ।

অহ (অব্য) অহি-অঞ্ পুং ন লোপঃ। প্রাশংসা। আক্ষেপ;
নিরোগ। নিগ্রহ। আচারাতিশয়। অর্চন।

অহংযু (ত্রি) অহমহঙ্কারোহস্ত্যন্ত অহং-বৃন্। গর্কযুক্ত।
অভিমানী। *। অহং শুভমোর্সু। পা ৫।২। ১৪০।
মহর্ষে অহং এবং শুভ শব্দের উত্তর বৃন্ প্রত্যয় হয়।
(অহমিতি মাস্তমব্যয়মহঙ্কারে। অহংযুঃ অহঙ্কারবান্।
সি० কে०) (অহঙ্কারবানহংযুঃ ত্যাৎ। অমর)।

অহংপ্রায়স্ (ত্রি) অহমিত্যব্যয়ম্ অহমেব প্রোদান্ যজ।
বহুব্রী। 'আমিই প্রেরঃ' এই রূপ নির্ণয় প্রোদান্।
বহুপনিষদের ভাষ্যকার লিখিয়াছেন, 'অহংপ্রায়স্'
এই প্রোদানে বিচার করিলে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়।

অহংকর। অহঙ্কর (পুং) অহঃ করোতি অহন্-ক-ট
পক্ষে কঙ্কানিহাৎ সম্বন্ধ। সূর্য্য। আকন্ম গাছ।

অহংপতি। অহংপতি (পুং) অহংপতিঃ উদয়েন প্রকাশক-
ত্যাৎ। সূর্য্য। আকন্ম গাছ। এখানে কৃ স্থানে বিকল্পে
রেফ হইয়াছে।

অহংশেষ। অহংশেষ (পুং) অহঃ শেষঃ। দিবসের শেষ।
অবসান। অহংশেষো যজ। বহুব্রী। অশৌচ ব্রতাদি যত
দিনে শেষ হইবার সময় নির্দিষ্ট আছে তাহার শেষ দিন।

অহঙ্কার (পুং) অহমিতি জ্ঞানং ক্রিয়তেহেনেন। অহং-কৃ-
করণে ঘঞ্। অহং এই অভিমান। আত্মাতে উৎকর্ষের
অবলম্বন। গর্ক। গর্কের আশ্রয় অন্তঃকরণ বিশেষ।
বেদান্ত পরিশিষ্টে মনোবুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত এই সকলকে
অন্তঃকরণ বলা যায়। সাংখ্যমতসিদ্ধ মহাব্জন্ত অভি-
মানের কারণ। পঞ্চতন্মাত্রের কারণ তত্ত্ববিশেষ।

অহঙ্কারিন্ (ত্রি) অহমিত্যভিমানঃ করোতি অহং-কৃ-
গিনি। অভিমানযুক্ত। গর্কযুক্ত।

অতঙ্কতা (ত্রি) অহমিতি জ্ঞানং কৃতং যেন। বহুব্রী।
মর্গর্ক। অভিমানী।

অহঙ্কৃতি (ক্ৰী) অহম্-কৃ-ক্তিন্। অহঙ্কার শব্দের অর্থ।

অহত (ক্ৰী) ন হন্ততে স্ব হন্-ক্ত। নঞ-তৎ। নূতন বস্ত্র।
যে বস্ত্র কেহ পরিধান করে নাই এবং যাহা অন্তর্ধোত,
সাদা ও ছিলাযুক্ত। নির্ভেদক দ্বারা ক্ষালিত বস্ত্রের নাম
অহত। (ত্রি) ভোগ দ্বারা যাহা বিনষ্ট হয় নাই। হতভিন্ন।

অহতি (ক্ৰী) ন হতিঃ অভাবে নঞ-তৎ। হননের
অভাব। অবিনাশ। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। অবিনষ্ট।

অহন্ (ক্ৰী) ন জহাতি ত্যজতি স্বকালং হা-কনিন্
আ-লোপঃ। দিবস। 'অহোরাত্রঃ' 'অহঙ্করঃ' ইত্যাদি
স্থলে অহন্ শব্দ কেবল দিবাকে বুঝায়। দশাহ অশৌচ,
অহঙ্কর ইত্যাদি স্থলে অহন্ শব্দ দিবা ও রাত্রি এই
উভয় বুঝাইয়া থাকে। এক লঘু অক্ষর উচ্চারণের কালকে
মাত্রা বা নিমেষ কহে, দুই নিমেষের নাম ক্রটি, পাঁচ
ক্রটিতে এক প্রাণ, ছয় প্রাণে এক বিনাড়িকা বা বিপল,
ষাট্ বিনাড়িকাতে এক নাড়িকা বা দণ্ড, ষাট্ নাড়িকাতে
অহোরাত্র, এক অহোরাত্রের ত্রিশ মুহূর্ত্ত।

তৎপুরুষ সমাসে অহন্ শব্দের উত্তর (রাক্ষাহঃ
সখিত্যট্। পা ৫।৪। ১১) ট্ প্রত্যয় হয়, এবং
(অহোহং এতেভ্যঃ। পা৫।৪। ৮) সর্ক একদেশ, সংখ্যাত-
পুণ্য এবং সংখ্যাবাচক অব্যয় এই সকল শব্দের পরস্থিত
অহন্ শব্দ স্থানে অহ আদেশ হয়। *। অহো-

হদস্তাৎ। পা ৮। ৪। ৭। অকারান্ত পূৰ্ণ পদস্থিত
রেফের পর অহাদেশের নকার গণ্য হয়। তজ্জন্ত সৰ্ব্বাহঃ,
পূৰ্ব্বাহঃ, প্রভৃতি শব্দে গণ্য হইয়া থাকে। মধ্যাহঃ, সারাহঃ,
সংধ্যাতাহঃ ইত্যাদি স্থলে রেফ না থাকায় গণ্য হয়
না। কুভাদিগণের উত্তর অহ আদেশ হইলে গণ্য
হয় না। *। কুভাদিষু চ। পা ৮। ৪। ৩৯। সংধ্যাদি
সমাহার দ্বিগুতে অহাদেশ হইবে না। *। ন সংধ্যাদে:
সমাহারে। পা ৫। ৪। ৮৯। 'বয়োরহো: সমা-
তার: দ্ব্যঃ জাহঃ। সিং কোং। *। উত্তমৈকা-
ভাষ্ণ। পা ৫। ৪। ৯০। পুণ্য ও এক শব্দের পরস্থিত
অহন্ শব্দ স্থানেও অহ আদেশ হয় না। কেহ কেহ
সংধ্যাত শব্দের পরেও অহন্ শব্দ স্থানে অহাদেশ
করেন না। পুণ্যাহম্, একাহঃ সংধ্যাতাহঃ এই
সকল স্থলে (অহুঠেথোরব। পা ৬। ৪। ১৪৫) ট এবং
থ প্রত্যয় পরে থাকিলে অহন্ শব্দের টির লোপ হয়।
এই হ্রস্ব দ্বারা টির লোপ হইয়াছে। পুণ্যাহ সূদিনাহ
ব্যতীত সৰ্ব্বত্র (রাভ্রাহাঃ পুংসি। পা ২। ৪। ২৯) রাভ্রাহঃ,
অহান্ত, অহান্ত, হ্রস্ব ও তৎপুরুষ পুংলিঙ্গ হয়। এই
নিয়মামুসারে পুংলিঙ্গ হইয়াছে। পা ৮। ৪। ৭ সূত্রে
অকারান্ত পূৰ্ণ পদস্থিত রেফের পরস্থিত অহাদেশের
বিধান হইয়াছে বলিয়া 'পরগতমহঃ পরাহঃ' এখানে
গণ্য হয় নাই। (পুণ্যসূদিনাভ্যামহঃ ক্রীতেঠে। বাস্তিক
পা ২। ৪। ১৭ সূত্রে)। এই নিয়মে পুণ্যাহ ও সূদিনাহ
শব্দ ক্রীবলিঙ্গ হয়। দীর্ঘাণি অহানি যত্র 'দীর্ঘাহী প্রাবৃট্',
এখানে হ্রস্ব বা তৎপুরুষ সমাস নহে বলিয়া পুংলিঙ্গ
হয় নাই। 'দীর্ঘাহী' শব্দ প্রাবৃট্ ইহার বিশেষণ বলিয়া
ক্রীলিঙ্গ হইয়াছে। 'দীর্ঘাহী' এই পদে অহাদেশ হইতে
অহী এ প্রকার রূপ হয় নাই। দীর্ঘাহন্ শব্দের উত্তর
ক্রীলিঙ্গে নাস্ত দ্বারা ভীপ্ হওয়ার দীর্ঘাহী এই প্রকার
রূপ হইয়াছে। বিজু। বিজুও বিশ্বপরিভাগ করেন না,
এজ্জন্ত তাঁহাকে অহন্ বলা যায়।

অহনা (ক্রী) অহরন্ত্যন্ত পরবর্ত্তিভেন। অহন্ অর্শ আদি
অচ্ টাপ্ নিং টিলোপাভ্যাবঃ। উবা।

অহস্তা (ক্রী) অহমিত্যব্যয়মদর্পে তন্ত ভাবঃ তল্ টাপ্।
অহমদর্পে ভাবঃ। আমার ভাবঃ।

অহম্ (অব্য) অহ-অম্। অহকার্থঃ। ইহা অহম্ শব্দের
প্রথমস্ত রূপ। আমি। (অহমিত্যব্যয়মদর্পে ভাবঃ।
সিং কোং। পা ৫। ২। ১৪০ সূত্রে)।

অহমহমিকা (ক্রী) অহমহঃ শব্দোহস্ত্যন্ত বীপ্যাহাং দি-

ভাবঃ ঠন্ নিপাতনাং ন টেলোপঃ। পরস্পর অহকার।
আমি বড় আমি বড় বলিয়া পরস্পর অহকার। আমিই
পূৰ্ণে যাইব এই রূপ পরস্পরের উক্তি। এই শব্দ মনু-
বাংলকাদি গণ মধ্যে পঠিত হইয়াছে।

অহম্পূৰ্ণ (ক্রী) অহং পূৰ্ণং করোমি অহং পূৰ্ণং
করোমি ইত্যভিধানং যন্ত। উৎসাহ হেতু আমি পূৰ্ণে
করিব এই রূপ উক্তিবিধিষ্ট।

অহম্পূৰ্ণিকা (ক্রী) অহংপূৰ্ণ অহংপূৰ্ণ ইত্যভিধানং
যত্র। যোচ্ছাদিগের উৎসাহ হেতু আমিই পূৰ্ণে যাইব
আমিই পূৰ্ণে যাইব এই রূপ উৎসাহ বাক্য।

অহম্প্রত্যয় (পুং) অহমেবং রূপপ্রত্যয়ঃ বিশ্বাসঃ। রূপ-
কর্ম্মধা। এই আমি, এটা আমার এই রূপ জ্ঞান।
অহং শকাবলম্বী আত্মা। উহা দেহ মধ্যেই থাকে এই
কথা চার্কাকেরা বলেন। বৌদ্ধেরা ইহাকে কণিক
বিজ্ঞান কহেন। আন্তিক দর্শনামুসারে ইহাকে দেহাদি
ব্যতিরিক্ত কহে।

অহম্ভুজ (ক্রী) অহমেব ভুজ ইতি নির্ণয়ো যত্র। আমিই
ভুজ এই রূপ নির্ণয়ের প্রয়োজন।

অহম্মতি (ক্রী) অহমিত্যেবং মতিঃ জ্ঞানম্। রূপ-
কর্ম্মধা। অজ্ঞান।

অহর (ক্রী) ন হরতি হ-অচ্। নঞ-তৎ। হারক নহে।
নাস্তি হরো হারকো যন্ত। নঞ-বহুব্রী। হারক শূন্ত।
বাহনহীন। (পুং) গণিত শাস্ত্রমতে, তত্ত্বরাশি অর্থাৎ বে-
রাশিকে আর তাপ করা যায় না। (পুং) অহরবিশেষ।
অহরর। এই শব্দ,—অড়র, অরহর প্রভৃতি নানা প্রকারে
উচ্চারিত হয়। ইহা সংস্কৃত 'আড়কী' শব্দের অপভ্রংশ।
চলিত কথার সচরাচর আমরা 'অরহর' বা 'অড়র'
নাউল বলিয়া থাকি। ইহার আর কয়েকটা সংস্কৃত
পৰ্য্যায় এই,—তুবরী, বর্ষা, করবীরভূজা, বৃন্তবীজা,
পীতপুষ্পা।

অরহর (cajanus indicus) গাছ প্রায় ৩ হাত
হইতে ৫।৬ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। এ গাছ সকল
স্থানেই জন্মে, কিন্তু বেহার এবং উত্তর পশ্চিমভাগেই
ইহার চাষ অধিক। পাটনাই অহরর সৰ্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।
অহরর দাইল তিস প্রকার; খেত, রক এবং হরিজাবর্ণ।
হরিজাবর্ণ অহররই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।
অরহরের ফুলে শুভী ধরে, শুভীর ভিতরে দানা থাকে।
শুভী থাকিলে ভাল মাড়িয়া দানা বাহির করিতে
হয়। তাহার পর দানা ভাঙিলে দাইল হয়। ইহা

পশ্চিম দেশীয়দের রুটী খাইবার প্রধান উপকরণ।
বাল্যাদেশেও আমরা অহরর দাউল রাখিয়া অন্ন খাই।
টুর বা টুঙ্গুর জাতীয় অহরর দাইল কিছু বড় হয়।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে অহরর দাইল,—কষায় ও মধুর
এবং উহাতে কফ ও পিত্ত নষ্ট হয়। ইহার আভাঙ্গা
দাইল,—রুচিকর, গুরু, গ্রাহী এবং বাতবৃদ্ধিকর।
শ্বেত অহররে নানা প্রকার দোষ জন্মে। রক্ত অহরর,—
রুচিকর; তাহাতে বলবৃদ্ধি হয় এবং পিত্ত তাপাদি নষ্ট
হইয়া থাকে।

কাঁচা অহরর পাতার রস খাইলে বসন্ত ও বহুমূত্র
রোগে উপকার করে। ইহার কাঠে খুড়ী ও চুবড়ী হয়।
করলা হাকী বলিয়া তাহাতে বারুদ প্রস্তুত হইয়া থাকে।
অহরাদি (পুং) অরুঃ আদিঃ। ৬-তৎ। প্রাতঃকাল।
ভাষ্যোক্ত পত্যাঙ্গি শব্দ পরে রু স্থানের হইবার নির্মিত
অহন, গিন্, ধুন্ এই শব্দগণ (অহরাদীনাম্পত্যাঙ্গি
বা রেফঃ। (ভাষ্য)।

অহর্গণ (পুং) অহাং গণঃ। মাস। দিনসমূহ। ইহার এই
কয়েকটি পর্যায় দেখা যায়—দ্যাবুন্, দিনৌম, দ্যুগণ,
দিনপিণ্ড।

এহদিকের মধ্য ভাবাদি জ্ঞাপক, সৃষ্টি অবধি, শ্বেত
বরাহ কল্প অবধি কিম্বা কল্প আরম্ভ অবধি ইষ্ট
(মধ্য) দিন পর্য্যন্ত যত দিন গত হইয়াছে, সেই
দিন সমূহ। তন্মধ্যে সৃষ্টি অবধি এক হাজার যুগে
ব্রহ্মার এক দিন, তাহাকে মহাযুগের কল্পও কহে।
ব্রহ্মার রাজ্যমানও এক হাজার যুগ। সেই দুই যুগ
সহস্রকে ৩৬০ দিয়া গুণ করিলে ব্রহ্মার এক
বৎসর হয়। তাহারই এক শত বর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ুঃ।
পূর্বোক্ত কালের অর্ধই ব্রহ্মার অর্ধ পরমায়ুঃ। ব্রহ্মার
সেই অর্ধ পরমায়ুর মধ্যে সন্ধির সহিত ছয় মনু গত
হইয়াছে। বৈবস্বতমনুর যুগের তিন ঘন গত হইয়াছে।
ঋতুর মধ্য হইতে ২৮ যুগে সত্যযুগ গত হইরাছিল।
সূর্য্যসিদ্ধান্ত নিম্নলিখিত নিয়মে তাহার গণনা করিয়া-
ছেন,—মহাযুগ ৪৩২০০০০০০ বৎসরে ব্রহ্মার এক দিন
এবং উক্ত পরিমিত কালই ব্রহ্মার রাজি। ঐ উত্তরে
যোগ করিয়া ব্রহ্মা অহোরাত্রমাস ৮৬৪০০০০০ বর্ষ,
তাহাকে ৩৬০ দিয়া গুণ করিলে ৩১১০৪০০০০০ বর্ষ
হয়, উহাই ব্রহ্মার এক বর্ষ। উহাকে একশত দ্বারা গুণ
করিলে ৩১১০৪০০০০০০ বৎসর হয়। ইহাই ব্রহ্মার
পরমায়ুঃ। উহার অর্ধ ১৫৫৫২০০০০০০ বর্ষ ব্রহ্মার

অর্ধ পরমায়ুঃ। তাহা গত হইয়াছে। মহাস্তর সংখ্যা
৩০৬৭২০০০০ বর্ষ ইহাকে ছয় গুণ করিয়া ১৮৪০৩২০০০০
বর্ষে ছয় মনু গত হইয়াছেন।

অহর্জর (পুং) অহোভিঃ পরিবর্তমানো লোকান্ জরয়তি
অহন-জ-জদোরপ্। পা ৩। ৩। ৫৭ ইতি করণে
অপ্। অহানি বা অগ্নিন্ জীর্ঘ্যন্তি অন্তর্ভাবন্তি আধারে
অপ্ বা। (ইতি শাকুরভাষ্য)। সংবৎসর।

অহর্দিব (স্ত্রী) অহনি চ দিবা চ নিঃ অজন্ত সমাহাঃ দ্বন্দ্বঃ।
দিনেদিনে। প্রতিদিনে। [অন্ধিভব শব্দ দেখ]। এখানে
বাচস্পতি এই রূপ বাক্য করিয়াছেন,—‘অহশ্চ দিবা
চ’। বস্তুতঃ তাহা হর না। মাঘ ১। ৫১ শ্লোকের টীকায়
‘অহনি চ দিবা চাহর্দিবঃ অহন্তহনীত্যর্থঃ। অচতুর-
ত্যাদিনা সপ্তমার্থবৃত্তৌ দ্বন্দ্বে সমাসাত্তো নিপাতঃ’।
(মল্লিঃ)। (বীণ্মায়াং দ্বন্দ্বো নিপাতাত্তে। সিং কোঃ)।
অর্শ আদ্যাচ্ (ত্রি) দিন দিন বিশিষ্ট।

অহর্নাথ (পুং) অহো নাথঃ। ৬-তৎ। দিননাথ। সূর্য্য।
আকন্দগাছ।

অহর্নিশ (স্ত্রী) অহশ্চ নিশা চ সমাহাঃ দ্বন্দ্বঃ। দিব্যরাত্রি।
।*। সনপুংসকম্। পা ২। ৪। ১৭ সমাহার দ্বিগুণ ও দ্বন্দ্ব নপুং-
সক লিঙ্গ হয়। ত্রুতো নপুংসকে প্রাতিপদিকন্ত। পা ১।
২। ৪৭। ক্রীবাগ্নিঃ অজন্ত প্রাতিপদিকের ত্রুত্ব হইয়া থাকে।

অহর্বাঙ্কব (পুং) অহি বাঙ্কব ইব অন্ধকারদূরীকরণাৎ॥
সূর্য্য। আকন্দগাছ।

অহর্ভাঙ্ক (স্ত্রী) অহর্কহৃদিবসঃ ভজতি তিষ্ঠতি অহন-ভজ-
ণি। ইষ্টকা বিশেষ। যে ইট বহুকাল থাকে।

অহর্মণি (পুং) অহি অহো বা মণিরিব প্রকাশকত্বাৎ॥
সূর্য্য। আকন্দগাছ।

অহর্লোক (পুং) অহর্বহ দিবসঃ লোকাতে দৃষ্টতে অহন-
লোক-কন্দণি ঘঞ্। ইষ্টকানিশেষ। বহুকালস্থায়ী ইট।

অহর্বিদ্বি (পুং) অহঃ একাহসাধ্যঃ অগ্নিষ্টোমং বেত্তি॥
অহন-বিদ্ব-ক্টিপ্। একাহসাধ্যা অগ্নিষ্টোমবেত্তা।

অহর্কন্দ (স্ত্রী) অরুঃ কন্দঃ সমূহঃ। ৬-তৎ। দিনসমূহ।

মেবাদীনামহর্কন্দং ষণ্মাং সপ্তাষ্টচক্রকম্।

তুলাদীনামষ্ট সপ্তচক্রকন্ত লিখৎ পৃথক্।

(মলমাসতত্ত্বত জ্যোতিষ)।

মেবাদি ছয় মাসের দিন সমূহ

১৮৭

তুলাদি ছয় মাসের দিন সমূহ

১৮৮

জ্যোতিষের এই নিয়ম অনুসারে বৎসরে ৩৬৫ দিন গণনা করা হয়।

অহল্যা (ত্রি) ন হলেন কুব্যম্। হল দ্বারা অকুব্য ক্ষেত্র। যে ভূমি লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করা যায় না। (পুং) দেশ বিশেষ। (স্ত্রী) টাপ্। অঙ্গরো বিশেষ। গৌতমপত্নী। পুরাণে কথিত আছে যে, অহল্যার নাম করিলে মহাপাতক নাশ হয়।

অহল্যা দ্রোণদী কুন্তী তার্য মন্দোদরী তপা।

পঞ্চকন্ধ্যাঃ শ্রেরিত্যং মহাপাতকনাশনম্।

ইনি বৃদ্ধাশ্রমের কন্যা। ইহার স্বামীর নাম গৌতম। ইন্দ্র, গৌতমের রূপ ধরিয়া অহল্যার ধর্ম নষ্ট করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত গৌতমের শাপে ইন্দের শরীরে সহস্র ঘোনি হইয়াছিল এবং অহল্যা পাষণ্ডরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। পরে ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের পাদম্পর্শে তিনি পুনর্ব্যাক্তি লাভ করিয়াছেন। (রামায়ণ)।

যোগবাসিষ্ঠেও অহল্যা নামক একজন রমণীর কথা উল্লিখিত আছে। তিনি, রাজা ইন্দ্রজয়ের পত্নী। তিনি, গৌতমপত্নী অহল্যা এবং ইন্দের বৃত্তান্ত শুনিয়া ইন্দ্র নামক একজন ব্যক্তির প্রণয়ে আগ্রহ হন। তজ্জন্ত রাজা তাহাদিগকে নগর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে (৩০ অ. ১২—৩১) অহল্যার এই রূপ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বলিতেছেন,—হে অমরেন্দ্র! আমি বুদ্ধি দ্বারা কল্পনা করিয়া প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদের সকলেরই এক বর্ণ, এক ভাষা এবং সকল বিষয়েই তাহার এক প্রকার। কোন লক্ষণে কিম্বা আকৃতিতে তাহাদের কিছুই ইতর বিশেষ ছিল না। তাহার পর আমি একাগ্রচিত্তে প্রজাদের বিষয়ে চিন্তা করিলাম। তাহাদের মধ্যে বিশেষ করিবার জন্ত আমি একটা জীলোক সৃষ্টি করিলাম। যে প্রাণীর যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উৎকৃষ্ট, আমি তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। তাহা হইতে রূপগুণসম্পন্ন অহল্যা কন্যাকে নির্মাণ করি। হল শব্দে বৈরূপ্য; এবং হল হইতে বাহ্য প্রভূত হইয়াছে, তাহাকে হল্য কহে। বাহার শরীরে কিছুই বৈরূপ্য নাই তাহাকে অহল্যা বলা যায়। (হল্যঃ নামেহ বৈরূপ্যং হল্যং তৎপ্রভূতং ভবেৎ। বস্তা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যোতি বিকৃতা)। আমি তাহার অহল্যা এই নাম রাখিয়াছিলাম। যে দেবেন্দ্র! তাহার পর সেই কন্যা নির্মাণ করা হইলে সে কাহার

হইবে, আমার এই চিন্তা হইতে লাগিল। হে পুরুষ! তুমি স্বর্ণের রাজা, তাই তুমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলে যে, ঐ কন্যা তোমারই হইবে। কিন্তু আমি তাহাকে গৌতমের তত্ত্বাবধানে গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম। অনেক বৎসর গচ্ছিত রাখিয়া তিনি তাহাকে প্রত্যাশ করেন। সেই মহামুনির স্বৈর্য্য এবং তপঃসিদ্ধি জানিতে পারিয়া আমি তাহাকেই সেই কন্যা সম্ভ্রাদান করিলাম। মহামুনি তাহাকে লইয়া রম্যভাবে সহবাস করিতে লাগিলেন। গৌতমকে কন্যাদান করা হইলে দেবতার নিরাশ হইলেন। তুমি কামাতুর হইয়া ক্রুদ্ধমনে মুনির আশ্রমে গিয়া সেই দীপ্ত অগ্নি সূদৃশ জীকে দেখিয়াছিলে। তৎকালে তিনি কামাভি এবং ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিলেন এবং তুমি তাঁহার ধর্ম নষ্ট করিয়াছিলে। মহর্ষি তোমাকে আশ্রমে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন সেই তেজস্বী ঋষি এই শাপ দিলেন যে, তোমার যেন দশর ও ভ্রাতৃগণ বিপদগ্রস্ত হউন।

কুমারিলভট্ট কহেন যে, অহল্যা এবং ইন্দের গল্প কেবল রূপক বর্ণনামাত্র। অহল্যা শব্দে রাজ্যকে বুঝায়, এবং স্বর্য্যকে ইন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দিবসে স্বর্য্যোদয় হইলে রাজ্য থাকে না (অহনি নীচ-মানতয়া), এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া অহল্যা এবং ইন্দের বৃত্তান্ত কল্পনা করা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে (৪। ১২। ১৬), মূল্যল হইতে মৌল্যল গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। তাহার ক্ষত্রিয়ের অংশ। মূল্যলের পুত্রের নাম বুদ্ধাশ্ব। বুদ্ধাশ্ব হইতে দিবোদাস এবং অহল্যা এই যমজ পুত্রকন্ডার জন্ম হইয়াছিল। শরদ্বানের ঔরসে এবং অহল্যার গর্ভে শতানন্দের জন্ম হয়।

এই স্থলের টীকার জীহরস্বামী লিখিয়াছেন যে, শরদ্বান এবং গৌতম একই ব্যক্তি। (শরদ্বন্তো গৌতমাৎ স্বয়ং ঋণিতম্)।

ভাগবত পুরাণেও দেখা আছে (৪। ২১। ৩০),—মূল্যল হইতে মৌল্যল গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের জন্ম হইয়াছিল। মূল্যল ভাষ্য হইতে দিবোদাস এবং অহল্যা এই যমজ পুত্র কন্ডার জন্ম হয়। গৌতমের ঔরসে এবং অহল্যার গর্ভে শতানন্দের জন্ম হইয়াছিল।

অহল্যানন্দন (পুং) ৬-তৎ। শতানন্দ ঋষি।

অহল্যারাজ (পুং) ৬-তৎ। ইন্দ্র।

অহল্যাবাই। ইনি মালব প্রদেশের রাজা কবীরাড়ের

শ্রী। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রের নাম মালীরাও। কণ্ঠীরাওয়ের মৃত্যুর পরে মালীরাও অল্পকাল রাজত্ব করিয়া ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। অহল্যার কন্যার নাম মৃত্যাবাই। তিনি যশোবন্ত রাওকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

মালীরাওয়ের মৃত্যুর পর অহল্যাবাই নিজে রাজ্যোপধী হইলেন। তিনি স্বভাবতঃ অতিশয় ধর্মশীল ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। কিন্তু তিনি আপনার হাতে রাজ্যভার লইলে গঙ্গাধর যশোবন্ত নামে একজন রাজপুরোহিত বিরোধী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, রাণী একজন দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলে তিনি নিজে রাজ্যের কর্তা হইয়া থাকিতে পারিবেন। কিন্তু অহল্যাবাই সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। রাখবদাদা নামে মহারাষ্ট্রীয় রাজার পিতৃব্য, গঙ্গাধরের সপক্ষ হইয়া অহল্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সজ্জা করিতে লাগিলেন। এই কথা শুনিয়া অহল্যাবাই, মহারাষ্ট্রদেশের রাজা মধুরাওকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। মধুরাও পত্র পাইয়া আপনার ভাইপো রাখবদাদাকে বিরোধ হইতে দ্বাস্ত করিলেন। কাজেই আর যুদ্ধ ঘটিল না।

তাঁহার পর অহল্যাবাই গঙ্গাধরকে ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী করিলেন। এদিকে ততকালী হুলকার নামক জনৈক ব্যক্তিকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হইল। ততকালী অতি বিচক্ষণ লোক। সে জন্ত শীঘ্রই তিনি অস্ত্র অস্ত্র কাজেরও ভার পাইয়াছিলেন। অহল্যাবাই নিজে মহীশূরে থাকিয়া শান্তপুরা পর্বতের উত্তরে যে সকল দেশ আছে তাহার রাজস্ব আদায় করিতেন। এদিকে মালব, নিমাদ ও এবং দক্ষিণ অঞ্চলের করও তাঁহার নিকটে আসিয়া পৌঁছিত। ততকালী শান্তপুরা পর্বতের দক্ষিণে থাকিয়া হুলকারের অধিকারস্থ সকল দেশের রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন।

অহল্যাবাইয়ের সময়ে রাজ্যে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ছিল না। সকল কর্মচারীই নিয়মিতরূপে বেতন পাইত। কর্মচারীদের বেতন দিয়া যে টাকা উদ্ধৃত থাকিত যুদ্ধাদির ব্যয়ের নিমিত্ত তাহা সঞ্চয় রাখা হইত। দিন দিন অহল্যাবাইয়ের প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। ভারতবর্ষের সকল রাজ্যের উকীল ও প্রতিনিধি আসিয়া তাঁহার সভাতে উপস্থিত থাকিতেন। এদিকে অহল্যাবাইয়ের প্রতিিনিধি পুনা, হায়দ্রাবাদ,

শ্রীরঙ্গপত্তন, নাগপুর, লক্ষৌ ও কলিকাতা নগরে থাকিয়া তথাকার সকল কাজ নির্বাহ করিতেন। ফলতঃ রাজকার্য্যের এমন সুব্যবস্থা পূর্বে আর কখন হয় নাই।

হিন্দু মহিলারা অস্ত্রপূরে বন্ধ থাকেন, কিন্তু অহল্যাবাই রাজসভায় বসিয়া মহী ও পার্শ্বদেশিগকে লইয়া সকল কাজের পরামর্শ করিতেন। তিনি প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্বে উঠিয়া আগে স্থানাদির পর প্রাতঃকৃত্য সারিতেন। পূজা আহিকের পরে কিছুকাল ধর্মগ্রন্থ পড়া হইলে নিজ হাতে কয়েক জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শেষে আপনি ভোজন করিতেন। তিনি মৎস্য মাংস খাইতেন না। ভোজনান্তে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া বেলা আড়াই প্রহরের সময়ে রাজপরিচ্ছদ পরিয়া সভায় বাইতেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দরবার হইত। সাংস্কৃত্য এবং রাজ্যে ভোজনের পরেও আবার তিনি সভায় বসিতেন।

পূর্বে ইন্দোর অতি সামান্য গ্রাম ছিল। অহল্যাবাইয়ের যত্নে ক্রমে এই স্থান সমৃদ্ধিশালী ও একটি প্রসিদ্ধ নগর হইয়া উঠিল। তিনি কখন প্রজার ঐশ্বর্য্যের প্রতি লোভ করিতেন না। তাঁহার নিজ ব্যয়ের জন্য বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি নির্দিষ্ট ছিল। তদ্বিত্ত হুলকার রাজ্য হইতে তিনি দুই কোটি টাকা পাইয়াছিলেন। এই টাকা সংকল্পেই ব্যয় করা হইয়াছিল।

প্রথমে তিনি কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার পর বিদ্যাপক্করের উপরে জাম নামক দুর্গে একটি রাস্তা বাধাইয়া দেন। বেদায়নাথের যাত্রীদের সুবিধার জন্য একটি ধর্মশালা ও একটি কুণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ ধর্মশালা মন্দির নামক স্থানের উত্তরে আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। মহীশূরে এবং মালব প্রদেশেও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেক ধর্মশালা ও কুণ্ড আছে। এতদ্বিত্ত, দেতুবন্ধ রামেশ্বর, জ্রাবড় এবং শ্রীক্ষেত্রও তাঁহার এক একটা কীর্তি রহিয়াছে। কিন্তু সকল স্থানের চেয়ে তাঁহার গয়াধামের কীর্তিই অধিক প্রশংসার বিষয়। গরায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেক দেবাশ্রম আছে, তাহার মধ্যে বিষ্ণুদ মন্দির এবং লাট মন্দির অতিশয় আশ্চর্য্য। মন্দিরের কারিকর গুলি বিশ্বকর্মা যেন নিজের হাত দিয়া সারিয়াছেন। উপরের ধিলান অতি চমৎকার,—যেন শূন্তের উপরে আপনি

কুলিয়া রহিয়াছে। আর একটা মন্দিরে রামসীতার প্রতিমূর্তি; নিকটে অহল্যাবাই,—ভক্তিভাবে বসিয়া শিবপূজা করিতেছেন।

অহল্যাবাইয়ের সমস্ত দেবালয়েই বৎসর বৎসর বিস্তর অর্থ ও খাদ্য দ্রব্যাদি দান করা হইত। তন্নিমিত্ত তিনি নিত্য দরিদ্র লোকদিগকে ভোজন করাইতেন। গ্রীষ্মকাল আসিলে পথিকদের জন্ত স্থানে স্থানে জলসত্র দিতেন। শীতকালে দরিদ্রলোককে বস্ত্র বিতরণ করিতেন। পণ্ডপক্ষীর নিমিত্তও খাদ্যদ্রব্য নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া ছিল। কৃষকেরা শতক্ষেত্রে পাখী বসিতে দিত না। অসংখ্য অসংখ্য পাখী কোঁকে কোঁকে আসিয়া উপরে উড়িয়া বেড়াইত, কিন্তু কিছুই খাইতে পাইত না। অহল্যারাগী, কৃষকদের কাছে ফসলের ক্ষেত কিনিয়া পাখীদের খাইবার নিমিত্ত তাহা ছাড়িয়া দিতেন। এই রূপে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল স্ত্রীতে রাজত্ব করিয়া ষাট বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

অহল্যাহ্রদ (পুং) অহল্যার কৃতো হ্রদঃ। শাকং ৩-তৎ। গোতমের আশ্রমস্থ স্বনামখ্যাত তীর্থ বিশেষ।

অহল্লিক (পুং) অহনি নীরতে জনৈনং দৃশ্যতে অহন-লী-নি-ড। সংজ্ঞায় ঠন্। প্রেত।

অহঙ্কর (পুং) অহঃ করোতি অহন-কৃ-ট। উপং ১০। অহি করো যন্ত বহব্রী বা। কঙ্কাদিহ্মাং সঃ। স্বর্ধ্য। অর্কবৃক্ষ। অহন্ত (ত্রি) ন স্তঃ হন্তো যন্ত। নঞ বহব্রী। হন্তশূত্র। ছাগাদি প্রাণী। বাহাদের স্বতন্ত্র হস্তের কার্য্য নাই। ছিন্নহস্ত। হস্তরহিত। নাস্তি হস্তঃ শুভো যন্ত। শুঁড় রহিত হাতী।

অহম্প্রতি (পুং) অহঃ পতিঃ। ৬-তৎ বা সম্ভব্। স্বর্ধ্য। আকন্দগাছ।

অহহ (অব্য) অহম্ অহঙ্কারঃ জহাতি অহম্-হা-ক পৃ-সাধু। সম্বোধন। আশ্চর্য্য। হায় হায় এই রূপ বেদবাক্য। ক্লেশ। প্রকর্ষ।

অহহা (অব্য) অহম্ আত্মাভিমানঃ জহাতি অহম্-হ-ডা। [অহহ শব্দে ইহার অর্থ দেখ]।

অহার্য্য (পুং) ন হ্রিয়তে হসৌ জ-ণ্যৎ। নঞ তৎ। পর্তত। (অহার্য্যক্ষর পর্ততাঃ। অমর)। (ত্রি) হরণ করিতে

অশক্য। বাহা হরণ করা যায় না। অভেদ্য। ব্রাহ্মণ দ্রব্য।

অহি (পুং) আহসি আহন্ততে বা আ-হন- (আতিপ্রি-হনিভ্যাং হ্রস্বশ্চ। উণ্ ৪। ১৩৭) ইতি ইণ। তন্ত্ৰডিঙ্

ডিহ্মাং টিলোপঃ আভোহ্রস্বশ্চ। সর্প। বুজাস্র। ঋথে-দোক্ত অস্র বিশেষ। এই অস্র ইন্দ্রের অতিশয় শত্রু ছিল। স্বর্ধ্য। রাহ। পথিক। খল। বঞ্চক। সর্প স্বামিক অপ্রেম। নক্ষত্র। (ত্রি) আঘাতকর্তা। অহ-ব্যাণ্ডো (সর্ষধাতুভ্য ইন্। উণ ৪। ১১৭) ইতি ইন্। জল। (ত্রি) ব্যাপক। ব্যাপ্ত। দ্যাবাপৃথিবী। (আকাশ পৃথিবী। দ্বি বং)। (স্বী) বা ভীপৃ। পৃথিবী। গাইগোক। সীমধাতু। নিঘণ্টুতে অহি শব্দের এই রূপ ব্যাপ্ত্যাদি লিখিত হইয়াছে,—

ইণ্ গতো (অন্যং পং) ইন্ সর্ষধাতুভ্যঃ (উণ্ ৪। ১১৭) ইতি ইন্ প্রত্যয়ঃ। গুণস্ততো যকা-রন্ত হকারো ব্যত্যয়েন। এতাস্তরিক্ষে। অস্রভেরেব গত্যর্থাদিন্-প্রত্যয়ে পূর্ববদ্ ব্যত্যয়ঃ। যবা, অহি গতো (ভাং আং) ইন্-প্রত্যয়ঃ, বাহুলকাৎ ন লোপঃ, আগ-মানিত্যাদ্বা হুম্ ন ক্রিয়তে। ই-প্রত্যয়াধিকারে ত্রীভোজদেবঃ—‘আহিকুণ্ডলিকং পাত্ৰলোপশ্চ’—ইতি। যবা, অহ ব্যাণ্ডো (স্বাং পং) ইন্, অহোতি ব্যাণ্ডোতি আকাশং দিগন্তরাপি বা। যবা, আঙ্ পূর্বাঙ্কস্তেঃ হিংসা-র্থাদ্ গত্যর্থাদ্বা,—আতি-প্রি-হনিভ্যাং হ্রস্বশ্চ (উণ্ ৪। ১৩৭)—ইতি ইণ্-প্রত্যয়ো ডিঙ, আ-সমস্তাৎ হস্তি ভিনস্তি উচ্চমাতিমুখ্যেন, হস্তি গচ্ছন্ত্যস্তরিক্ষম্। যবা, কেবলাদেব হস্তেরূপাচ্ছলকাৎ ইণ্-প্রত্যয়ো ডিঙ; হিঃ হস্তা, ন হস্তা অহস্তা, অহিঃ অহিংসক ইত্যর্থঃ। সর্ষধা লোকস্ত বর্ষপ্রদহ্মাৎ। মাধবেন তু,—

ধমপামপিধানা বুণোরপাধারয়ঃ পর্ততে দাহুমবহু।

বুত্রঃ যদিহ্ম শবসাধীরাহিমাসিং স্বর্ধ্যাং দিব্যারো-হয়ো দৃশে। ঋক্ ১। ৫১। ৪।

ইত্যত্র, বাজসনেয়ে তু,—সোহমিষোমাবডিসমভূব সর্ষাং বিদ্যাং সর্ষঃ যশঃ সর্ষমরাদ্যং সর্ষাং প্রিয়ং স বৎ সর্ষমৈতৎ সমভবৎ তদ্ব্যং অহিঃ,—ইতি প্রকর্ষিতম্।

অহি শব্দোহস্রবচক আত্মাদাত্তঃ। (যদিহ্মাহন প্রথমজামহীনাং। ঋক্ ১। ৩২। ৪)-ইতি। (কিন্তু অত্রাহি মেঘনামধেয়ঃ। সাহনঃ)। নদীবচনোহস্তোদাত্তঃ। (ইন্দ্রো দক্ষং পরি জানাদহীনাং। ঋক্ ৮। ১৪৮। ৬০)-ইতি। অত্রাহি শব্দমেঘনামধেনোভাবয়ৎ স্বমস্বামী।

অহি শব্দে মেঘকে বুঝায় এবং বুত্র শব্দেও মেঘকে বুঝাইয়া থাকে। ঋথেন্দে ইন্দ্রের সঙ্গে অহিবুত্রের বিরোধের কথা অনেক স্থলেই উল্লিখিত হইয়াছে। নিঘণ্টু এবং সায়নাচার্য্যের ভাষ্যে ঐ সকল শব্দের এক স্থলেই

অসুর এবং মেঘ এই দুই প্রকার অর্ধ করা হইয়াছে।
বোধ হয়, ইন্দ্র এবং বৃজাসুরের বিরোধ রূপক বর্ণনা
মাত্র। বৈদিক সময়ের প্রথম অবস্থা গত হইলে উহা
প্রকৃত ঘটনা বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকিবে।

অহিংসক (ত্রি) ন হিনন্তি হিংস-বৃঞ্। নঞ্ তৎ।
হিংসারহিত।। নিল্হিংস ইত্যাদি বৃঞ্। পা ৩।২।১৩৬।
অহিংসা (স্ত্রী) হিংস-শুরোশ্চ হ্রঃ। পা ৩।৩।১০০)
ইতি অ টাপ্। নঞ্ তৎ। বাক্য মন কায় দ্বারা পর-
পীড়ার অভাব। প্রাণিপীড়া নিবৃত্তি। অশাস্ত্রীয় প্রাণি-
পীড়ার অভাব। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন,
বেদবিহিত হিংসাকে অহিংসা বলা যায়। মনুও বলিয়া-
ছেন যে, বৈধ হিংসায় দোষ নাই। মীমাংসকেরাও
এই মতাবলম্বী। কিন্তু সাংখ্যমতে বৈধ হিংসাও পুরুষের
পাপজনক এবং যজ্ঞের উপকারক।

অহিংসান (ত্রি) ন হিনন্তি হিংস-লীলার্থে শানচ্। নঞ্
তৎ। হিংসালীল নহে। বিনি কাহার হিংসা করেন না।
অহিংস্র (ত্রি) ন হিংস্রম্। নঞ্ তৎ। হিংসালীল নহে।
অহিংসক। (পুং) কুলিকবৃক্ষ। কুলেখাড়া শাক।
অহিকা (স্ত্রী) অহি-কৈ-ক টাপ্। শাল্ললীবৃক্ষ। শীমূল-
গাছ। (পুং) ধ্রুব নক্ষত্র।

অহিকান্ত (পুং) অহিভিঃ কামাতে স্ত কন্ম-ক্। ৩-তৎ।
বায়ু। প্রবাদ আছে যে, সাপ বায়ু খাইয়া প্রাণধারণ
করিতে পারে।

অহিন্দেত্র (পুং) অহিনা পোভিতঃ ক্ষেত্রম্। শাক্ ৩-তৎ।
হস্তিনার পূর্বদেশবর্ষি দেশবিশেষ। (স্ত্রী) যে ভূমিতে
সাপ থাকে। [অহিচ্ছত্র শব্দে ইহার বিবরণ দেখ]।

অহিগণ (পুং) বৃক্ষবিশেষ। যে বৃক্ষের আদিতে একটি
শুকমাত্রা ও অন্তে তিনটি লবুমাত্রা থাকে। ৬-তৎ।
সর্পসমূহ।

অহিচ্ছত্র (পুং) অহেঃ বণাকারঃ হ্রঃ হ্রাদকঃ। শাক্
৬-তৎ। মেঘশৃঙ্গীবৃক্ষ। (স্ত্রী) টাপ্। নগরীবিশেষ। (পুং)
দেশবিশেষ। অর্জুন সেই দেশ জয় করিয়া জ্রোণা-
চার্য্যকে দিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র কোবে, ইহার নাম
'প্রত্যগ্রয়' বলিয়া লিখিত হইয়াছে। অহিচ্ছত্রে ভবঃ
অণ্ অহিচ্ছত্রঃ। (স্ত্রী) ভীপ্ অহিচ্ছত্রী।

অহিচ্ছত্র ; ইহার অপর নাম অহিন্দেত্র। পূর্বে ইহা
উত্তর পঞ্চালের রাজধানী ছিল। এই রূপ প্রবাদ আছে
যে, একজন আহির মাঠে শুইয়া ঘুমাইতেছিল, এমন
সময়ে একটা সর্প আসিয়া তাহার মাথার উপরে কণা

বিস্তারিত করিয়া থাকিল। সেই আহির পরে রাজা
হইয়াছিল; তাহাকে লোকে আহিরাজ্য কহিত। উক্ত
অহিচ্ছত্রের আর একটি নাম 'আদিকোট'।

কৌরবেরা ক্রপদরাজকে বুদ্ধে পরাজয় করিয়া
পঞ্চালদেশ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তাহার
মধ্যে গঙ্গাতীরস্থ মাকন্দী দেশ হইতে চন্দ্রগুপ্তী নদী
পর্যন্ত দক্ষিণ পঞ্চাল ক্রপদের অংশে পড়িয়াছিল।
ইহার রাজধানীর নাম কাম্পিল্য। উত্তর পঞ্চাল জন-
পদের নাম অহিচ্ছত্র। তাহার রাজধানী অহিচ্ছত্র নামে
প্রসিদ্ধ ছিল। জ্রোণতথাকার রাজা হইয়াছিলেন।

হর্যেং সিয়াং কহেন যে, এই স্থানে একটি নগর
ছিল। সেই নগরের ধারে বুদ্ধদেব একাদিক্রমে সাতদিন
ধরিয়া আপনার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। হর্যেং
সিয়াঙের সময়ে এখানে বারটী মঠ ছিল। তথায়
প্রায় এক হাজার সন্ন্যাসী বাস করিতেন। উত্তিন্ন
ব্রাহ্মণদেরও নয়টী দেবাগর ছিল। সেখানেও প্রায়
তিন শত ব্রাহ্মণ মহাদেবের পূজা করিতেন।

অহিচ্ছত্রের চারিদিক প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। উহার
পরিধি প্রায় তিন ক্রোশ। এখানে রামগঙ্গা এবং
গভান নদীর মধ্যে একটি কেল্লা আছে। এখানকার
অনেক মসিদ আলি মঙ্গল খাঁ নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।
অহিজিৎ (পুং) অহিং সর্পং অসুরবিশেষঃ বা জিতবান্
অহি-জি-কিপ্ ভুক্ত। কৃষ্ণ। ইন্দ্র। কৃষ্ণ যমুনানদীতে
কালীয় অহি অর্থাৎ সর্পকে দমন করিয়াছিলেন, উক্ত
তাঁহাকে অহিজিৎ কহে। ঋগ্বেদে লিখিত আছে যে,
অহি নামক অসুরকে ইন্দ্র বিনষ্ট করেন, তাই ইন্দ্রকে
অহিজিৎ বলা যায়।

অহিজিহ্বা (স্ত্রী) অহেজিহ্বেব। নাগজিহ্বানামক লতা।
তাহার অগ্রভাগ সাপের জিহ্বার স্থান, উক্ত তাহাকে
অহিজিহ্বা কহে।

অহিষ্টিকা (স্ত্রী) হিঙ-উক্ টাপ্। মঞ্ তৎ। সুশ্রুতাক্ত
কীট বিশেষ।

অহিত (পুং) নঞ-তৎ। শত্রু। (ত্রি) কুপথ্য।

অহিতুণ্ডিক। আহিতুণ্ডিক (পুং) অহেতুণ্ডঃ মুখং তেন
দীব্যতি ঠন্ ঠঞ্ বা। ব্যালগ্রহী। সাপুড়ে।

অহিদিব্ (পুং) অহিঃ সর্পঃ বৃজাসুরঃ বা ষিষ্টবান্।
অহি-দিব্ ভুক্তে কিপ্। গরুড়। ময়ূর। বেঘী। ইন্দ্র।
ইতপদমাংসক অহিদিব, ঐ অর্ধ।

অহিনকুল (স্ত্রী) সমাহাৎ বহ্নঃ। সর্প ও মকুল। সাপ ও

বেজি। *। ঘেষাঞ্চ বিরোধঃ শাস্তিকঃ। পা ২। ৪।
৯। বাহাদের স্বাভাবিক বিদেহ থাকে তাহাদের দ্বন্দ্ব
হয়। অহিনকুলন্ত ভাবঃ তল্ টাপ্। অহিনকুলতা।
সর্প ও বেজির বিদেহ ধর্ম। চির বিদেহভাব।

অহিনকুলিকা (জী) অহিনকুলয়োর্বৈরং বৃন্। সাপ
ও বেজির স্বাভাবিক বিরোধ। নিত্য বিদেহভাব।
[অশ্বমহিষিকা শব্দে সূত্র দেখ]।

অহিনির্মোক (পুং) অহিনা নির্মুচ্য ত্যজ্যতে অহি-
নির্মুচ্-কর্ম্মণি ঘঞ্। ৬-তৎ। সাপের খোলস।

অহিনির্লয়ণী (জী) অহিঃ নিলীযতে অস্ত্রাঃ অহি-নি-লী
আধারে লুট্ ভীপ্। অহিকঙ্ক। সাপের খোলস।

অহিপতাক (পুং) অহিষু মধ্যে পতাকা তদাকারো
হস্তান্ত অর্শ আদিং অচ্। সর্প বিশেষ।

অহিপতি (পুং) ৬-তৎ। বাসুকি নাগ। অহিনাথ প্রভৃতি
শব্দও এই অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে।

অহিপুত্রক (পুং) অহেঃ পুত্র ইব কায়তি শোভতে গতি-
কালে, অহিপুত্রকৈ-ক। নৌকাবিশেষ। ছিপ। মুর্শি-
মাবাদের নবাবের এই ছিপ নৌকা অনেকগুলি আছে।
এই নৌকা ৩ হাতের অধিক প্রশস্ত নহে, কিন্তু দীর্ঘে
৩০। ৪০ হাত পর্যন্ত দেখা যায়। ইহাতে ২০। ২৫ টা
দাঁড় থাকে। পর্ক উপলক্ষে বাইচ প্রভৃতিতে এই
নৌকা সাজাইয়া চালান হয়।

অহিপুতন (ক্লী) কুদ্র রোগ বিশেষ। (Intertrigo) ফুল-
কায় শিশুদের অন্তস্ত বস্তু হইলে কিম্বা ঘর্ষণ লাগিলে
কুচকী প্রভৃতি স্থান রক্তবর্ণ হয়। কিম্বা মলদ্বার অপ-
রিষ্কার থাকিলে কণ্ডু জন্মে। ইহার চিকিৎসায় ধাত্রীর
স্তনজঙ্ঘের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। ঐ সকল ক্ষত স্থান
ত্রিফলার জলে ধৌত করিবে এবং তাহাতে নারিকেল
তৈল লাগাইবে।

অহিফেন (পুং) অহেঃ ফেনং গরলমিব তৈক্ষ্ণ্যং। আফিঙ্।
৬-তৎ। সাপের লাল।

আফিম পোস্ত নামক গাছের ফলের আটা।
ভারতবর্ষ, পারস্ত, তুরস্ক, মিশর, জাম্বী, ফ্রান্স এবং
ইংলণ্ডে আফিম জন্মে। ইহাদের মধ্যে ভারতবর্ষেই
অধিক আফিম জন্মিয়া থাকে। কিন্তু তুরস্কের আফিম
সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট।

সচরাচর দুই জাতীয় আফিমের গাছ দেখিতে
পাওয়া যায়। এক জাতীয় পোস্তের (Papaver som-
niferum) ফুল রক্তবর্ণ এবং বীজ কাল। আর এক

জাতীয় পোস্তের (Papaver officinale) ফুল ও দানা
শাদ। ভারতবর্ষে শাদ। পোস্তের চাষই অধিক। গন্ধার
ফুলবর্তী ভূমিতে ইহা প্রচুর জন্মিয়া থাকে। পাটনা
এবং বারাণসী বিভাগে প্রায় ৩০০ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ১০০
ক্রোশ প্রশস্ত ভূমির মধ্যে আফিমের চাষ আছে।
ভারতবর্ষে আফিমের ব্যবসা গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া।
পাটনা এবং গাজিপুর্নে আফিমের প্রধান কারখানা
আছে। ঐ সকল স্থান ভিন্ন মালব, খলেশ এবং কুচ
দেশেও আফিম উৎপন্ন হয়। ১৮৭৫ সালে আফিম
বেচিয়া গভর্ণমেণ্টের সর্বসমেত ৪,৪৭,২৫,৫০০ টাকা
লাভ হইয়াছিল। চীন, ব্রহ্মদেশ এবং মলকাজেই ভারত-
বর্ষের আফিম অধিক বিক্রীত হয়।

আফিমের ভূমি বিলক্ষণ উর্বরা হওয়া চাই। কৃষ-
কেরা বর্ষাকালে ক্ষেত্রে সার ফেলিয়া উত্তমরূপে চাষিয়া
রাখে। তাহার পর কার্তিক মাসে ক্ষেত্র পুনর্বার চাষিয়া
এবং মই দিয়া বীজ ছড়ায়। বীজ ছড়াইয়া পুনর্বার
চাষিতে হয়। শেষে ৬৭ হাত লম্বা এক একটা চৌক ডিলী
বাঁধে। চৌকার ধারে ধারে জল সঁচিবার নালা থাকে।
১০। ১৫ দিনে বীজ অঙ্কুরিত হয়। চারাগুলি অল্প বড়
হইলে কৃষকেরা গোড়া খুঁড়িয়া ঘাস ও কাঁটাগাছ
মারিয়া দেয়। মাঘ মাসের শেষে ফুল ধরে। ফুলের
পাপড়ী ঝরিয়া পড়িলে কৃষকদের জীলোক ও বালক-
বালিকারা তাহা কুড়াইয়া আনে। সেই সকল পাপড়ী
মাটির খোলায় অল্প গরম করিয়া তাহাতে রুটা করিয়া
রাখে। এই রুটিতে আফিমের তাল মুড়িতে হয়। ফুল
ফুটিলে প্রায় এক মাসের মধ্যে পোস্তের টেড়ী ছোট
ডালিমের মত বড় হইয়া উঠে। তখন কৃষকেরা অতি
প্রত্যাষে নস্তর দিয়া টেড়ীর গায়ে লম্বালম্বি আঁচড় দেয়।
সেই আঁচড় দিলে দুধের মত আটা বাহির হইয়া আসে।
সূর্য্যোদয়ের পর আঁচড় দিলে অধিক আটা বাহির হয় না।
বৃষ্টি হইলেও আটা খুইয়া যায়, কাজেই সে দিন আফিম
জমে না। পরদিম প্রাতঃকালে কৃষকেরা সিন্দুহা দিয়া
আটা চাচিয়া করাসীতে রাখে। করাসী সরার মত
মাটির পাত্র। সমস্ত গাছের আটা কুড়ান হইলে কৃষকেরা
বাটী গিয়া একখানি কাঁসার থালায় সেই পাতলা
আফিম রাখিয়া দেয়। কিছুক্ষণ থালায় রাখিলে আটা
হইতে পসিয়া বাহির হইয়া আসে। ঐ জল বাহির
করিয়া না ফেলিলে আফিম নষ্ট হইয়া যায়। সেখেনে
প্রতিদিন ঐ আটা এক একবার নাড়িলে উহা ঘন হয়।

উত্তম রূপ ঘন হইতে কমবেশী এক মাস লাগে। তাহার পর সমস্ত আফিম কুড়াইয়া মাটির পাত্রে রাখিয়া দেয়।

আফিম প্রস্তুত হইলে কৃষকেরা তাহা গভর্ণমেন্টের গুদামে আনিয়া দেয়। আফিম ওজন করা হইলে কুলিরা তাহা একটা চোবাচ্চার ভিতরে জমা করিয়া রাখে। তাহার পর কুলীরা বারকোসের উপরে আফিম চটকাইয়া তাল বাধে। সেই তালের উপরে আফিমের পাতার রুটা ঢাকা দিয়া তাহাতে লেওয়া মাখাইয়া দেয়। লেওয়া আটার মত। নিরুপ্ত আফিম দিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। পাতার রুটা ঢাকা দেওয়া হইলে ঐ সকল তাল টিন পাত্রে রাখিয়া দেয়। ঐ টিন পাত্রের নাম তগর। তগরগুলি র্যাকের উপরে তোলা থাকে। সেই খানে বালকেরা উহা নাড়া-চাড়া করে, তাহাতে আফিম ক্রমে বায়ুতে শুকাইয়া যায়।

ভারতবর্ষে, চীনে, ব্রহ্মদেশে এবং মলক্কাতে কাঁচা আফিম এবং পাক করা চণ্ড ও গুলি খাইবার জন্ত লোকে ইহা ক্রয় করে। ইউরোপে আফিম হইতে ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। ভারতবর্ষের অনেক স্থানের লোক পোস্তের বীজে বড়া করিয়া খায়। আফিম বাহির করা হইলে ঢেঁড়ী শুকাইয়া যায়। তখন পশ্চিম দেশের দরিদ্র বালকেরা তাহা হইতে বীজ বাহির করিয়া কাঁচাই খাইয়া থাকে। পোস্তের ঢেঁড়ী জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে বেদনা স্থানে স্বেদ দিলে যন্ত্রণার লাঘব হইয়া থাকে।

আফিম দেখিতে কটাবর্ণ। গ্রীষ্মকালে কঠিন হয়, বর্ষাকালে অপেক্ষাকৃত পাতলা ও চট চটে হয়। ইহা তিক্ত ও এক প্রকার বিশেষ গন্ধযুক্ত। ইহা অগ্নিতে দগ্ধ হয়। জল, সুরা এবং জলমিশ্র দ্রাবক দ্বারা ইহার ধর্ম গৃহীত হইয়া থাকে। লিটম্‌স্ কাগজে ইহার জলীয় দ্রাবক লাগাইলে আরক্তিম বর্ণ হয়।

আফিমে যে কয়েকটা পদার্থ আছে তাহাদের বিবরণ এই,—

১। আফিমে মেকোনিক এসিড নামে এক প্রকার অম্ল আছে। ঐ অম্ল পাতলা, দানায়ুক্ত, আঁইসের স্থায় এবং মুক্তার মত শুভ্র স্বচ্ছবর্ণ। উহা জলে গলিয়া যায়। লোহ ঘটিত পার্সাল্টের সঙ্গে উহা মিশাইলে রক্তবর্ণ হয়। চূণ, বেরাইটা, লোহ এবং সীস ধাতুর সঙ্গে মিশাইলে এক প্রকার লবণ প্রস্তুত হয়, তাহা জলে গলিয়া যায় না।

২। আফিমের প্রধান বীর্ঘের নাম মর্ফিয়া। ইহা শ্বেতবর্ণ এবং ইহার জন্তই আফিম খাইলে নেমা হয়।

৩। অত্র একটা বীর্ঘের নাম কোডাইয়া। ইহা চতুঃপ্রদেশ বা অষ্টপ্রদেশ দানায়ুক্ত। সুরা, ইথর এবং ক্ষুটিত জলে মিশাইলে ইহা গলিয়া যায়।

৪। আর একটা বীর্ঘের নাম পেপেবেরিন। ইহা সূচের মত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানায়ুক্ত; গন্ধক দ্রাবকের সঙ্গে মিশাইলে নীলবর্ণ হয়।

৫। থিবাইয়া বা ব্যারেমর্ফিয়া আর একটা বীর্ঘ। ইহা চেপ্টা ও চতুঃকোণ দানায়ুক্ত, দেখিতে রূপার স্থায় উজ্জল।

৬। নার্কোটিন, আফিমের সমন্ধারাম্ লবণ। ইহা তিন প্রদেশ যুক্ত, উজ্জল এবং সুরা, ইথর ও দ্রাবকে গলিয়া যায়। এডল্টিস, নার্সিয়া, মেকোনাইন প্রভৃতি আরও কয়েকটা পদার্থ আছে।

উত্তম আফিমে শতকরা ৪—৮ মেকোনিক এসিড আছে; ৪—১২ মর্ফিয়া; ১ অংশের কম কোডিয়া; থিবাইয়া ঐ; পেপেবেরিন ঐ; ৬—১০ নার্কোটিন; ৬—১০ নার্সিয়া; ৪—৬ কোচোক; ২—৪ গঁদ; অত্যাশ্রয় পদার্থ ৪০—৫০ পর্যন্ত।

আফিম মস্তিষ্কের উত্তেজক; মাদক; নিদ্রাকারক; ধারক; স্বেদজনক; বেদনা নিবারক; স্পর্শহারক এবং পর্যায় নিবারক। ইহার ক্রিয়া মস্তিষ্কেই অধিক প্রকাশ পায়। আর আর ঔষধের অভাবে অত্র কোন দ্রব্য ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, কিন্তু আফিমের সদৃশ দ্বিতীয় পদার্থ আর নাই। শিশু এবং জ্রীলোকদের পক্ষে আফিম ঘটিত ঔষধ তেমন প্রশস্ত নহে। নিত্যন্ত আবশ্রুক হইলে অতি সাবধানে প্রয়োগ করিবে। কিন্তু শিশুদিগকে ইহা প্রয়োগ করা অবিধেয়। শিশুদের কোমল শরীরে আফিম ঘটিত ঔষধ দ্বারা মর্দন করিলেও বিবক্রিয়া করিতে পারে। আফিম খাইলে কোন কোন যন্ত্রে কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশ পায় নিয়ে তাহার বিবরণ লিখিত হইতেছে,—

স্নায়ুমণ্ডল।—পূর্ণমাত্রায় আফিম খাইলে ১০। ১৫ মিনিট পরে প্রথমে মাথায় একটু ভার বোধ হয়। তাহার পর শরীর স্থূহ ও সবল এবং প্রকৃত হইয়া উঠে। মুখ অন্ন শুকাইতে থাকে। ক্রমে মুখমণ্ডল অন্ন উজ্জল ও কনীনিকা কুঞ্চিত হয়। কিছুক্ষণ পরে এই রূপ উত্তেজনা কমিয়া যায়, তখন স্ননিদ্রা আসে। ৮। ১০

ঘণ্টার পর ঘুম ভাঙে। তখন দেহ অবসন্ন, মন উদ্যম-শূন্য; শরীর মানিযুক্ত এবং কোন কাজ করিতে ইচ্ছা হয় না। মাত্রা অধিক হইলে সর্দাঙ্গ চুলকাইতে থাকে এবং শীঘ্র নিদ্রা আসে না। আফিমের মাত্রা কম হইলে উত্তম নিদ্রা হওয়া দুর্ঘট। যাহারা নিত্য আফিম সেবন করে, ঠিক নিয়মিত সময়ে মৌতাত না পাইলে ঘন ঘন হাই উঠে, গা-ভাঙে, চক্ষু দিয়া জল পড়ে এবং অত্যাচার অনেক উপসর্গ ঘটে।

আফিম খাইলে স্পর্শশক্তি কমিয়া আসে, তাই উহাতে বেদনা নিবারণ হয়। কিন্তু অধিকমাত্রায় আফিম সেবনে বিষাক্ত না হইলে জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য ঘটে না।

রক্তসঞ্চালন যন্ত্র।—আফিম সেবন করিলে ১০। ১৫ মিনিট পরে নাড়ী পুষ্ট ও চঞ্চল হইয়া উঠে; শরীর উষ্ণ এবং মুখ উজ্জল হয়। ক্রমে নেমা কমিয়া আসিলে নাড়ী ক্ষীণ ও মুহুগামিনী হইয়া পড়ে।

শ্বাসযন্ত্র।—আফিম সেবনের পর নাড়ী চঞ্চল হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস প্রশ্বাসও কিছু ঘন ঘন বহিতে থাকে। মুখমণ্ডল প্রথমে উজ্জল থাকে, পরে শ্বাসক্রিয়া মুহু হইয়া পড়িলে মুখ মলিন হয়। আফিম সেবনে শ্বাসযন্ত্রের শৈল্পিক ক্রিয়ার স্পর্শশক্তিরও লাঘব হইয়া থাকে।

স্রাবক্রিয়া।—আফিম সেবন করিলে শরীরের সকল স্রাব ক্রিয়ার লাঘব হয়। মুখের গ্রন্থি হইতে ভালরূপ রস বাহির হয় না, তজ্জন্ত মুখ শুকাইতে থাকে। পাকশয়ে আমরস স্ফুচাক্রূপে নিঃসৃত হয় না, তাই ক্ষুধামান্দ্য ও অজীর্ণরোগ উপস্থিত হয়। পিত্ত, প্যাংক্রিয়াসের রস, অস্ত্রের রস প্রভৃতি কিছুই যথেষ্ট মাত্রায় বাহির হয় না, সে কারণ কোষ্ঠবদ্ধ ও মল কঠিন হইয়া থাকে। অনেক স্থলেই প্রস্রাব পরিমাণে অল্প হয়। কিন্তু কাহারও কাহারও অধিক মূত্র হইতে দেখা যায়। আফিম খাইলে সকল স্রাব ক্রিয়াই কমিয়া যায়, কিন্তু ইহাতে বিলক্ষণ ঘর্ষ নির্গত হয়।

আফিম খাইলে পোষণক্রিয়া কমিয়া আসে; কিন্তু তাহাতে শরীর ক্লান্ত হইতে পায় না, কারণ আফিমে দেহের পেশীস্বত্বের ক্ষয় হইতে দেয় না। ঘোবনকালের পর স্বভাবতই শরীরের বিধানোপাদানের ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়। আফিমে সেই ক্ষয় নিবারণ করে। তজ্জন্ত অনেকই বলেন যে, চল্লিশ বৎসরের পর সকলেরই

আফিম খাওয়া উচিত।

উদরাময়, কান্দি, বাত প্রভৃতি নানা প্রকার পীড়ার উপলক্ষে অনেকে আফিম খাইতে ধরেন। প্রথম প্রথম তাহাতে বিলক্ষণ উপকারও হয়। কিন্তু ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি না করিলে আফিমে আর উপকার দর্শে না। অনেক আফিমখোর প্রত্যহ এক ভরিরও অধিক আফিম সেবন করেন। বিলাতেও অনেক ব্যক্তি পীড়ার দ্বারা প্রত্যহ দেড় বোতল আফিমের অক্লিষ্ট সেবন করিয়া থাকে।

ক্রমে ক্রমে অভ্যাস না করিলে ১৫—২০ গ্রেণ আফিম সেবন করিলেই মানুষের মৃত্যু হয়। অধিক মাত্রায় আফিম খাইলে রোগী শীঘ্রই অজ্ঞান হইয়া পড়ে; ধীরে ধীরে শ্বাস প্রশ্বাস বহে; গলা ঘড়ঘড় করে; মুখ মলিন; চক্ষু রক্তবর্ণ ও মুদিত; কনীনিকা কৃষ্ণিত; প্রথম অবস্থায় নাড়ী স্থল ও ধীরে ধীরে বহিতে থাকে; রোগীকে ডাকিলে সে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখে, কিন্তু ইঙ্গিত করিতে বড়ই বিরক্ত হইয়া থাকে।

তাহার পর ক্রমশঃ নাড়ী আরও ক্ষীণ হয় এবং অনেকক্ষণ পরে এক এক বার উহার স্পন্দন হইতে থাকে। শ্বাস প্রশ্বাসের অতিশয় বিশৃঙ্খল ঘটে। শরীর শীতল এবং ঘর্মাক্ত হয়। অটৈচত্য়াবস্থায় অনেকের মুখ হইতে ফেন নির্গত হইতে দেখা যায়। আফিম সেবনের ৬ ঘণ্টা হইতে ২০ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

আফিম খাইয়া মৃত্যু ঘটিলে মৃতদেহে এই সকল লক্ষণ দেখা যায়,—মস্তিকে রক্তাধিক্য; মস্তিষ্কদ্বারে রস সঞ্চয়; হৃৎহৃৎ রক্তাধিক্য; রক্ত পাতলা ও মলিন এবং মস্তিষ্ক মধ্যে রক্ত বাহির হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—আফিমদ্বারা বিষাক্ত হইলে আমাদের দেশে কলমী ও শুণ্ডনী শাকের রস, পুরাতন কাগজ-ভিজানো জল প্রভৃতি অনেকে অনেক প্রকার জব্য খাওয়াইয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে কিছুই উপকার হয় না। প্রথমেই তাহাতে বমনের সঙ্গে আফিম উঠিয়া যায় একরূপ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। সলফেট অব জিঙ্ক ৩০ গ্রেণ, কিংবা ইপেকাকুয়ানা এক ড্রাম সেবন করাইয়া উষ্ণ জল খাইতে দিবে। বমন করিতে করিতে বমন আফিমের গন্ধহীন পরিষ্কার জল উঠিতে থাকিবে তখন জানিবে যে, উদরে আর আফিম নাই। ষ্টমাক-

পশ্চ দ্বারাও উদর পরিষ্কার করা উচিত।

বসনের পরে রোগীর মাথায় অবিরত শীতল জল ঢালিবে। রোগীকে কদাচ নিজা যাইতে দিবে না, কিম্বা স্থির ভাবে রাখিবে না। ছই জনে বগল ধরিয়া তাহাকে হাঁটাইবে, এক জন পশ্চাতে কাপড়ের কোড়া পাকাইয়া মারিবে, কখন বা চুল ধরিয়া টানিতে থাকিবে।

ঔষধের মধ্যে বেলেডোনা এবং ধূতুরা উৎকৃষ্ট। বেলেডোনার অরিষ্ট ৫। ৬ বিন্দু জলের সঙ্গে এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইলে আর সেবন করাইবে না। আমাদের দেশের সন্ন্যাসীরা বলেন যে, অল্প মাত্রায় ধূতুরার বীজ খাইতে দিলে রোগীর প্রাণরক্ষা পায়। সর্িকা, নেম্বর রস, মাজুলের কাথ, কাওয়া, চা প্রভৃতি দ্রব্যও কতক পরিমাণে উপকার করিয়া থাকে। রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে এমোনিয়া ও ত্রাণ্ডী খাইতে দিবে এবং বক্ষঃস্থলে সর্ষপ পলস্তা লাগাইবে। শ্বাসকৃচ্ছ ঘটিলে কৃত্রিম শ্বাস ক্রিয়া করাইবে। এ অবস্থায় তাড়িত ব্যবস্থা করাও কর্তব্য। অধিক আফিম উদরস্থ হইয়া যদি তাহা নির্গত না হয়, তবে রোগীকে বাঁচাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

কখন কখন রোগীকে অধিক মাত্রায় আফিম প্রয়োগ করিলে শীঘ্র তাহার কোন ফল দেখা যায় না। কিন্তু হঠাৎ এক দিন সহসা মৃত্যু ঘটিতে পারে। ডাক্তার পার্সিভাল এই রূপ একটা ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহারা নিয়মিত রূপে আফিম, গুলি ও চণ্ডু খায়, সে সকল লোক কিছুতে আফিম ছাড়িতে পারে না। প্রথমে ইহাদের শরীর তাদৃশ বিকৃত হয় না। ক্রমে অধিক মাত্রায় দীর্ঘকাল আফিম প্রভৃতি খাইলে ক্ষুধা-মন্দা, শরীর ক্লেশ ও নিস্তেজ, মুখ মলিন ও অল্প পান্ডুবর্ণ; মেহ ক্রমে কুঁজা হইয়া পড়ে, স্রবণশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, কখনই উত্তম রূপ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, মধ্যে মধ্যে উদরাময় হয়; এই অবস্থায় কিছু দিন বাঁচিয়া তাহার পর অকালে মৃত্যু ঘটে।

আমরিক প্রয়োগ।—অস্ত্রাবরক ঝিল্লির প্রদাহ, অস্ত্র প্রদাহ এবং অতিসার রোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অস্ত্রাবরক ঝিল্লি প্রদাহে ১ গ্রেণ. ক্যালামেল, সিকি গ্রেণ পরিষ্কার আফিম চূর্ণ এবং ২ গ্রেণ কর্পূর একত্র মিশ্রিত করিয়া একটা পুরিয়া করিবে। এই রূপ এক একটা

পুরিয়া ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে বিলক্ষণ ফল দর্শে।

মস্তিষ্ক এবং ফুসফুস প্রদাহে আফিম প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। শ্বাসনাশী প্রদাহের প্রথমাবস্থায় ডাক্তার ফ্লিট ইহার বিস্তর প্রশংসা করেন। কিন্তু শ্বাসরোধের সম্ভাবনা থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। অতএব মুখ ও গুঠ মলিন দেখিলে কদাচ ইহা প্রয়োগ করিবে না। মস্তিষ্কের উত্তেজনা জন্ত প্রলাপাদি উপসর্গ থাকিলে অনেকে ইহা টাটার এমিটিক্ কিম্বা ইপেকাকুয়ানার সঙ্গে ব্যবস্থা করেন। ডাক্তার ষ্টোন্স কহেন যে, স্নায়ু এবং শৈল্পিক ঝিল্লিতে প্রদাহ থাকিলে অবসাদক চিকিৎসা সুব্যবস্থা নহে। তেমন স্থলে আফিম বিশেষ উপকারী। যে সকল পীড়ার অধিক যন্ত্রণার নিমিত্ত নিজা হয় না, তাহাতে আফিম বিলক্ষণ হিতকর।

জ্বর বিকারে প্রলাপ, অস্থিরতা ও অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গে আফিম ব্যবস্থা করিতে হইলে এই কয়েকটা বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক,—

১। যদ্যপি রোগীর নিজা না হয় এবং পুনঃ পুনঃ প্রলাপ দেখিতে থাকে, তেমন স্থলে যদি অচেতনাবস্থা ঘটিবার কোন সম্ভাবনা না দেখা যায় তবে আফিম প্রয়োগ করিবে।

২। যদ্যপি অস্থিরতা ও প্রলাপ থাকে এবং তাহার সঙ্গে নাড়ী কোমল, জিহ্বা পরিষ্কার ও সরস থাকিলে আফিম ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু মুখমণ্ডল আরক্তিম এবং জিহ্বা শুষ্ক ও পাটলবর্ণ এবং নাড়ী কঠিন হইলে আফিম সেবন করানো নিষিদ্ধ।

৩। দুর্বলতা, প্রলাপ, হস্তপদের পেণীর আক্ষেপ, অনিদ্রা, অস্থিরতা এবং উদরাময় থাকিলে আফিমে উপকার হয়।

৪। নাড়ী স্থূল ও কঠিন, মুখমণ্ডল ও চক্ষু উজ্জ্বল এবং রক্তবর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে আফিম সেবন করাইবে না।

৫। যদি কনীনিকা অতি সামান্য ও কুঞ্চিত থাকে, তবে কদাচ আফিম সেবন করাইবে না। এ অবস্থায় আফিম সেবন করাইলে রোগী শীঘ্রই অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং নিশ্চিত মৃত্যু ঘটে। ডাক্তার গ্রেন্স কহেন যে, কনীনিকা কুঞ্চিত থাকিলে বেলেডোনার সঙ্গে আফিম সেবন করাইলে কোন অপকার হয় না। কিন্তু একথা সর্বত্র সঙ্গত নহে।

সবিরাম এবং স্বল্প বিরাম জরের কম্পের সময়ে আফিম দ্বারা বিলক্ষণ উপকার করে। জ্বর আসিবার পূর্বে হস্ত পদ শীতল হয়। তাহার পর কাহার অধিক, কাহার বা অল্প কম্প হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে হস্ত পদ অল্প শীতল হইলেই ৭।৮ বিন্দু আফিমের অরিষ্ট ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। ইহাতে শীঘ্র কম্প ভাঙ্গে, জ্বরকালে অধিক কষ্ট হয় না এবং জরের ভোগের কালও কমিয়া আসে।

মদাত্তরোগে আফিমের তুল্য ঔষধ নাই। সামান্য অবস্থায় ১৫।২০ বিন্দু মাত্রায় ডিজিটেলিসের অরিষ্টের সঙ্গে কিম্বা কপূরের সঙ্গে আফিমের অরিষ্ট ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবে। রোগী অত্যন্ত দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িলে জ্বরার সঙ্গেও ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু কনীনিকা কুঞ্চিত এবং ট্রাইটস্ নামক প্রস্রাবের পীড়া থাকিলে আফিম নিষিদ্ধ।

উন্মাদরোগে এবং স্মৃতিকোন্মাদ পীড়ায় আফিম সেবন করাইলে ফল হয়। কিন্তু নাড়ী পৃষ্ঠ ও বেগবতী, মস্তক উষ্ণ এবং চর্ম শুষ্ক থাকিলে অতি সাবধানে আফিম ব্যবহার করিবে।

পুরাতন কাস রোগে অধিক স্লেয়া নির্গত হইলে আফিম সেবনের পর কাসির উগ্রতা কমিয়া আসে এবং অধিক স্লেয়া বাহির হয় না। হৃৎকাসিতে সিকি বিন্দু হইতে ১।২ বিন্দু মাত্রায় ১।২ ঘণ্টা অন্তর আফিম সেবন করাইলে শীঘ্রই যন্ত্রণার লাঘব হয়।

সর্দি হইবার প্রথমেই সন্ধ্যার পর কিঞ্চিৎ আফিম খাইলে আর সর্দি হইতে পার না।

অতিসার রোগে, ইপেকাকুয়ানা, ট্যানিক এসিড, খড়ীচূর্ণ, সীসশর্করা, তুতিয়া, নাইট্রেট অব সিল্ভার প্রভৃতি ঔষধের সঙ্গে আফিম সেবন করাইলে উপকার হয়। অশ্বশূল রোগে ক্লোরিক ইথরের সঙ্গে আফিম সেবন করাইলে যন্ত্রণা থাকে না। কিন্তু আফিম সেবনের পরে বিরোচক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য।

অনেক কঠিন উদরাময় রোগে, টাইফয়েড্ জরের উদরাময়ে এবং অন্ত্রাশ্ম পীড়ার সঙ্গে উদরাময় থাকিলে, কখন কখন অল্পকাল মধ্যে প্রাণ বিনাশ হইবার সম্ভাবনা হয়। তেমন স্থলে অর্ধ ছটাক খেতসারের সঙ্গে আফিমের অরিষ্টের পিচকারি দিলে জীবন রক্ষা পায়।

অগ্নাবরোধ পীড়ায় আফিম বিলক্ষণ হিতকর। অশ্ব-বৃদ্ধি, অশ্বরী রোগ, মূত্রাশয়ের তরুণ প্রদাহ সীসশূল

প্রভৃতি রোগেও ইহা উপকার করে। উৎকট কোষ্ঠবদ্ধ রোগে আফিম ভিন্ন প্রায় অল্প কোন ঔষধ নাই। ইহা ক্যালামেলের সঙ্গে প্রয়োগ করিতে হয়। মধুমেহ রোগে আফিম সেবন করিলে পীড়ার দমন হয় না, কিন্তু ইহাতে চিনির পরিমাণ কমিয়া আসে এবং মায়-বীয় উগ্রতাও থাকে না। মূত্রমেহ রোগেও আফিম মহৌষধ।

গর্ভস্রাবের উপক্রম হইলে আফিমে উপকার হয়। কিন্তু গর্ভে সন্তান অত্যন্ত পীড়িত হইলে কিম্বা মরিয়া গেলে, পানমুচী হইতে জল ভাসিলে এবং জরায়ুর মুখ কোমল ও শিথিল হইয়া থুলিয়া গেলে গর্ভস্রাব নিবারণ করা যায় না। তেমন অবস্থায় আফিম সেবন করাইলে অনিষ্ট ঘটে। প্রসব বেদনার পূর্বেও জরায়ু সঙ্কুচিত না হইয়া যদি আক্ষেপযুক্ত হয়, তবে আফিম সেবন করাইবে। প্রসবের পর হেঁতাল ব্যাথায়, অধিক রক্তস্রাবে, ওলাউঠায়, মায়শূল রোগে এবং মূত্রবদ্ধ হইলে ইহাতে উপকার হয়। কিন্তু ইউরিমিয়াতে ইহা ব্যবহার করিবে না।

কতকগুলি বিশেষ ঔষধের সঙ্গে আফিম প্রয়োগ করিলে কাহার দোষ নষ্ট হয়, কাহারও ক্রিয়াধিক্য হইয়া থাকে। কুইনাইনের সঙ্গে আফিম প্রয়োগ করিলে পরস্পর পরস্পরের দোষ নষ্ট করে।

ইপেকাকুয়ানার সঙ্গে আফিম প্রয়োগ করিলে ইহার বর্ধকর গুণ বৃদ্ধি হয়। তজ্জন্ত ডোবস চূর্ণ প্রশস্ত ঔষধ।

বেদনা বা আক্ষেপ নিবারণের নিমিত্ত পূর্ণমাত্রায় আফিম প্রয়োগ করিবে। অর্ধ ঘণ্টার ভিতরে কোন উপকার দেখিতে না পাইলে পুনর্বার সেবন করাইবে। কিন্তু যে পরিমাণে আফিম খাইলে বিযাক্ত হয়, কদাচ তত আফিম এক দিনের মধ্যে সেবন করাইবে না। কারণ হঠাৎ এককালে উহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইলে রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে। বেদনার বিরাম কালেই আফিম সেবন করা কর্তব্য। নিদ্রার জন্ত আফিম সেবন করাইতে হইলে শয়ন করিবার ২।৩ ঘণ্টা পূর্বে উহা সেবন করা উচিত। কারণ আফিমের উত্তেজন কমিয়া না আসিলে ঘুম হয় না।

আফিমে কনীনিকা কুঞ্চিত হয়; বেলেডোনার কনীনিকা প্রসারিত হয়। অতএব ইহাদের পরস্পরের ক্রিয়া ঠিক বিপরীত। তজ্জন্ত আফিমদ্বারা বিযাক্ত

হইলে বেলেডোনা ব্যবস্থা করা যায় এবং বেলেডোনা দ্বারা বিবাক হইলে আফিম ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।
অহিবুধ (পুং) অহেরিব বুধো গ্রীবা যন্ত। রুদ্র বিশেষ।
রুদ্রাধিষ্ঠিত উত্তরভাত্রগদ নক্ষত্র। মুহূর্ত্ত বিশেষ। 'বুধ'
এই শব্দে বর্গীয় ও অন্তঃস্থ এই উভয় বকারই হয়।
ঐ অর্থে অহিবুধ শব্দও প্রযুক্ত হইতে পারে।

অহিবুধা (পুং) যো হ হি স এব বুধাশ্চেতি সমানাদি-
করণশ্চাহিবুধাশ্লোকঃ সমস্তঃ। তথাচ অহিনা বুধান
(ঐং ব্রাং ৩। ৩। ১২)—ইতি শ্রুতৌ লিঙ্গম্। (ইতি
নিরুং)। অগ্নি। মধ্যস্থান দেবতা। মা মোহিবুধো
রিবে ধাম্মা। ঋক্ ৭। ৩৪। ১৭। বুধে হস্তরিক্ষে ভবো
বুধাঃ। অহিষ্টানৌ বুধাশ্চেতি অহিবুধোহগ্নিঃ। (সায়ন)।
অহিভয় (ক্লী) অহেরিব ভয়ম্। সর্প ঘরে থাকে বলিয়া
সর্বদাই গৃহস্থের যে রূপ ভয় হয়, রাজার স্বপক্ষ হইতে
তক্রপ ভয়। (মহীভূজামহিতয়ঃ স্বপক্ষ প্রভবং ভয়ং।
অমর)। ৬-তৎ। সর্পভয়।

অহিভয়দা (ক্লী) অহিভয়ং দ্যতি খণ্ডয়তি অহি-ভয়-
দ্যো-ক। সর্পের ভয় নাশক ভূম্যামলকী। ভূই আমলা।
অহিভানু (পুং) অহির্ভাপ্যঃ ভানুঃ লক্ষণা ভানুগতিঃ
যন্ত। বাহার ব্যাপ্য সূর্য্যের গতি। প্রবাহবায়ু। প্রবাহ
বায়ু দ্বারাই সূর্য্যের গতি হয়, জ্যোতিষে এই রূপ
লিখিত আছে।

অহিভূজ (পুং) অহিং ভূক্তে অহি-ভূজ-কিপ্। গরুড়।
ময়ূর। নকুল। বেজি।

অহিভূং (পুং) অহিং সর্পং বিভক্তি ভূষণরূপেণ ধারণতি।
অহি-ভূ-কিপ্। ভূক্। শিব।

অহিম (ক্লী) ন হিমং বিরোধে নঞ-তৎ। উকম্পর্শ।
(ত্রি) উকম্পর্শমুক্ত।

অহিমচ্যুতি (পুং) অহিমা উচ্চা চ্যুতিরন্ত। সূর্য্য। অর্ক-
কক্ষ। ঐ অর্থে অহিমকর প্রভৃতি শব্দও প্রযুক্ত হয়।

অহিমমু্য (ত্রি) অহিরিব হিংস্রো মমু্যঃ ক্রোধো যন্ত।
বহুব্রী। হননশীল। হিংস্র। (পুং) ৬-তৎ। সর্পের ক্রোধ।

অহিমর্দনী (ক্লী) অহিঃ মৃদাতেহনয়া অহি-মৃদ-করণে
শ্রুট্। গন্ধনাকুলী নামক কন্দ বিশেষ।

অহিমার (ত্রি) অহেরিব কুটীলা মার্য যন্ত। বুভ্রাসুরাদি।

অহিমার (পুং) অহিং মারয়তি অহি-মৃ-গিচ্-অণ্-বিচ্-
লোপঃ। উপ্। ৯। অরিমেরক বৃক্। গরুড়। ময়ূর।
বুভ্রাসুর নামক ইন্দ্র।

অহিমেদ। অহিমেদক (পুং) অহিং মেদতি হিততি

অহি-মিদ-অণ্-ধূল্-বা। অরিমেদবৃক্।

অহিরিপু (পুং) ৬-তৎ। গরুড়। ময়ূর। নকুল। কক্ষ। ইন্দ্র।

অহিলতা (ক্লী) অহিলোকন্ত পাতালন্ত লতা। শাক-
তৎ। অহিরিব দীর্ঘা লতা বা। তাম্বুলী। পাণলতা।

অহিবেদীলতা শাক-তৎ। গন্ধনাকুলী লতা।

অহিবিদিস্ (পুং) অহিং বিদিত্বান্ অহি-বিদিস্-ক্ৰিপ্।
৬-তৎ। গরুড়। ময়ূর। বেজি। কক্ষ। গন্ধনাকুলীবৃক্।
বুভ্রাসুর শক ইন্দ্র।

অহিশুশ্র (ত্রি) অহোতি ব্যাপোতি অহ ব্যাপোতি-(সর্ক-
ধাতুত্ব ইন্। উপ্। ৪। ১১৭) ইতি ইন্। অহি ব্যাপি-
শুশ্রঃ যন্ত। বহুব্রী। ব্যাপকবল।

অহিসক্ধ (ক্লী) অহিরিব দীর্ঘং সন্ধি যন্ত ষচ্-বহুব্রী।
সর্পতুল্য দীর্ঘ সন্ধিযুক্ত। (পুং) তদাকার দেশ। তদৈশ-
ত্বাদূর ভবং সুবাহ্যং অণ্- (ত্রি)। আহিসক্ধ। সেই
দেশের অদূর জাত দেশাদি।

অহিহত্য (ক্লী) ইত্যা হননং ভাবে ক্যপ্ বেদে ক্লীং।
অহেং হত্বাম্। ৬-তৎ। বুভ্রাসুরের হনন। লৌকিক
ভাবান্, (হনন্ত চ। পা ১। ১০৮) ইতি ক্যপ্ টাপ্।
সর্প হনন।

অহিহন (পুং) অহিং সর্পং বুভ্রাসুরং বা হত্বান্ অহি-
হন-ভূতে কিপ্। গরুড়। ইন্দ্র।

অহী (ক্লী) অহি-ক্লিকারাত্। বার্ষিক পা ৪। ১৪৮, সূত্রে
ইতি ঙীপ্। প্রমত্তে হনয়া কীরাদিহবিঃ, প্রমত্তে মন্তয়া
পুণ্যম্; অংহতি শূলাদিনা মন্তব্যান্, ন হন্তব্য্য কা।
(নিঘণ্টু)। গোরু। (হিবং) ছ্যালোক এবং পৃথিবী।

অহীন (পুং) অহাং সমূহঃ, অহর্গণসাধ্যো বা ঋং-
সিনসাধ্য বিরাজ্যাদি বাগ। অহীনান্নিঃ স্বামী।
সর্পরাজ বাহুকি। (ত্রি) নহীমং নঞ-তৎ। ন্যূন নহে।
। *। অহঃ ঋং ক্রোভৌ। (বার্ষিক, পা ৪। ২। ৪০
সূত্রে) অহর্গণসাধ্যঃ সংপাকঃ ক্রুরিত্যর্থঃ। (সিং কোং)।

অহীনন্ত (পুং) অহীনা সমগ্রা গো পৃথিবী যন্ত। বহুব্রী।
পুষ্টাব গোস্ত্রিয়োরূপসর্জনন্তেতি হ্রস্বঃ। সূর্য্যবংশীর
রাজবিশেষ। ইনি দেবানীকের পুত্র।

অহীনর (পুং) চন্দ্রবংশীয় উদয়নের পুত্র।

অহীনবাদিন্ (ত্রি) ন হীনঃ বাদী। নঞ-তৎ। অভি-
যোগের অভাব প্রমাণবাদী ভিন্ন। প্রত্নিপন্থের-সাক্ষ্যাদি-
ক্রিয়াস্বকী, বিচারকালে অল্পপন্থিত নিরুদ্ভব, বিচার
হলে ডাকিলে কে পলায়ন করে, এই পাঁচ প্রকার হীন-
বাদী। তন্মধ্যে অহীনবাদী।

অহীমতী (স্ত্রী) অহিরন্ত্যস্তাঃ অহি-মতৃপ্-স্ত্রীপ্। শরাদি-
স্তাৎ দীর্ঘঃ। নদীবিশেষঃ।

অহীর (পুং) আভীর শব্দন্ত নিং সাধু। আভীর।

অহীরগাদি (পুং) পা ৪।২।৮০। হ্রস্ব অহীরগাদি গণে
অহীরগাদি এই পাঠান্তরিত গণবিশেষ। [সেই গণ
অহীরগ শব্দে দেখ]।

অহীরনি (পুং) অহীন্ ভীররতি দুরীকরোতি অহি-ভীর-
নি। দ্বিমুখসর্প। শাখনীসাপ। কথিত আছে, সেই
সাপ দেখিলে অস্ত্র সকল সাপই পলাইয়া যায়।

অহীশুব (পুং) অহীং শুবতি শু-ক। যঃ স্তবিন্দমনশনিং
পুংসঃ দাসমহীশুবং। ঋক্ ৮।৩২।২। অহীশুবঞ্চ শব্দং।
পুনশ্চ,—অহন্ ব্রহ্মমৃতীষিম ঔর্ণবভামহীশুবং। ঋক্ ৮।
৩।২৬। অহীশুব নামকঞ্চ শব্দং। পুনশ্চ,—অব দীধে-
দহীশুবঃ। ঋক্ ১০।১৪৪।৩। অহীশুবো হহীনব্যাপনান-
হীনব্রহ্মীন্। (সায়ন)। শব্দবিশেষ। বৃদ্ধিযুক্ত।

অহু (ত্রি) অহ-ব্যাণ্টো উন্। ব্যাপক। (স্ত্রী) ভীপ্ অহ্বী।
ব্যাপিকা। অংহতেঃ আধারে উন্ অংহ। (ক্ৰী) ভগ।
অহত (পুং) নাস্তি হতং হবনং যত্র। নঞ বহুব্রী। হোম-
শূন্ত বেদপাঠ। (ত্রি) ঘৃতাদি দ্বারা যে হোম করা হয়
নাই তদৃশ ঘৃতাদি।

অহুগান (ত্রি) হুগী রোষণে কণ্ঠাদি। তাচ্ছিল্যে শানচ্
বেদে নিং সাধু। নঞ তৎ। অক্ৰোধন। অক্ৰোধী।
লৌকিক ভাষায় এবং বেদেও ‘অহুগীয়মান’ এই প্রকার
রূপও দেখা যায়। তাহারও ঐ অর্থ। কিং মে হব্যমহু-
গানঃ। ঋক্ ৭।৮৬।২। অহুগানোহকুধ্যান্। (সায়ন)।

অহুগীয়মানঃ (ত্রি) পাপ গত হইলে অলঙ্ঘ্যমান। অক্ৰো-
ধন। প্রাচ্যচ্ছন্দহুগীয়মানঃ। ঋক্ ১০।১০৯।২। অহু-
গীয়মানঃ, পাপাপগমনেন অলঙ্ঘ্যমানঃ। পুনশ্চ, রাজানো
কৃত্রমহুগীয়মানা। ঋক্ ৫।৬২।৬। অহুগীয়মানা,
অক্ৰোধার্থো। (সায়ন)।

অহে (অব্য) অহ-এ। কেপ। বিরোগ। সম্বোধন। চলিত
কথায় ‘ওয়ে’ ইহা অহে শব্দের অপভ্রংশ।

অহেড় (ত্রি) হেড়-অনাদরে অচ্। নঞ তৎ। অবজ্ঞাশূন্ত।
অনাদর রহিত।

অহেড়মান (ত্রি) হেড় শানচ্। নঞ-তৎ। আদ্রিয়মাণ।
অবজ্ঞাশূন্ত।

অহেতু (পুং) নঞ তৎ। হেতুভিন্ন। (ত্রি) নঞ বহুব্রী।
হেতুশূন্ত। বা ইপ্ অহেতুক, ঐ অর্থ।

অহেরু (স্ত্রী) ন হিনোতি গচ্ছতি হি-ক। নঞ-তৎ।

শতমূলী। (শতমূলী ইত্যাদি—শতাবরী। অহেরুঃ।
অমর)।

অহৈতুক (ত্রি) হেতুত আগতং (তত আগতমিতি ঠঞ)।
নঞ-তৎ। হেতুর অপ্রাপ্য। যাহা হেতু হইতে পাইয়া
যায় নাই। কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় যে কার্য্য করা হয়
নাই। উপপত্তি শূন্ত। সাহায্য শূন্ত।

অহো (অব্য) অহ-ডো। শোক। বিগর্হ। বিবাদ। দ্বন্দ্ব।
সম্বোধন। বিস্ময়। প্রশংসা। বিতর্ক। অহুহু।

অহোরাত্র (পুং) অহশ্চ রাত্রিশ্চ অজন্ত সমাহাৎ বহু।
দিবরাত্র। এক সূর্য্যোদয় হইতে অস্ত্রদিন সূর্য্য উঠিবার
পূর্ববর্ত্তি ষাট দণ্ড মনুষ্যের দিন। মনুষ্যের এক মাসে
পৈত্র এক অহোরাত্র, মনুষ্যের এক বৎসরে দৈব এক
অহোরাত্র। (সহ ত্রিংশদহোরাত্রঃ ইতি। মাসেন
স্তাদহোরাত্রঃ পৈত্রো বর্ষেণ দৈবতঃ ইতি চ। অমর)।

১০। অহঃ সর্বেকদেশে সংখ্যাত পুণ্যাক্ষ রাত্রিঃ।
পা ৫।৪।৮৭। অহন্ সর্ব্ব একদেশ (রাত্রির এক এক
দেশে বর্ত্তমান পূর্বাদি) সংখ্যাত পুণ্য এই সকল শব্দের
পরস্পর রাত্রি শব্দের উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়। (অহ-
প্রাংগং বহ্মার্থম্।

অহোরথন্তর (ক্ৰী) অহি গেয়ং রথন্তরং সামভেদঃ নরোরঃ।
দিবসে গেয় রথন্তর নামক সামবেদ। যে সামবেদ
কেবল দিনে গান করিতে হয়। (অহো রুবিধৌ
রূপরাত্রিরথন্তরেযুগপৎস্থানং কর্ত্তব্যম্। (বার্ত্তিক পা ৮।
২।৬৯ হ্রস্বে)।

অহোরূপ (ক্ৰী) অহো রূপম্। দিবসরূপ। এখানে রু-
স্থানে রেক হয় নাই। [অহোরথন্তর শব্দে হ্রস্ব দেখ]।

অহোবত (অব্য) অহো চ বত চ বহুৎ। খেদ। সম্বোধন।
অহুকম্পা।

অহোবল (পুং) সঙ্গীত পারিজাত রচরিতা। সঙ্গীত
রত্নাকরের পরে সঙ্গীত পারিজাত রচিত হইয়াছে।

অহুবায্য (ত্রি) হু বাহু-আয্য। নঞ-তৎ। বিনি অপ-
লাপ করেন না। সত্যং তত্ত্বকূর্শে যদৌ বিদ্যামো অহু-
বায্যঃ। ঋক্ ৮।৪৫।২৭। অহুবায্যমহুবায্য নামকং
তয়োঃ শব্দং। (সায়ন)।

অহুয় (অব্য) হু-বৎ বৃদ্ধিঃ পুং বকারন্ত বহু। নঞ তৎ।
শৈল্য। শীততা। ঝটিতি। (প্রাগ্ধটিতাক্রমাবকারগপদি-
ক্রাডমৎস্ক ক্রতে। অমর)। (অব্য) পুরাতন।

অহুর্ (ত্রি) অহিং আহস্তারং শব্দন্ত্যভতি অহি-অহ-উ।
যিনি শব্দর প্রতি অভিযুগ হইয়া গমন করেন। অহুর্গাং

চির্যসি। অবিধ্যানম্। স্বক্ ২। ৩৮। ৩। অহর্যণাং অহি- মাহন্তারং শত্রুমভিগচ্ছতীত্যর্ধবঃ। (সায়ন)।	বোহবিভ্যো দাতুং ন শক্নোতি ন হীতো গচ্ছতি, তদন্ত নান্তি, অতঃ স্নাত্যগমন ইত্যর্থঃ।
অহর্য (ত্রি) ন জিহেতি হ্রী-অচ্। নঞ-তৎ। নিলজ্জ। উপভূতিং ভোজঃ সুরিণো অহর্যঃ। স্বক্ ৮। ৭০। ১০।	অহ্রি (পুং) হৃ-ক্রি। নঞ-তৎ। কবি। শুক্র। শুক্রং বৃহহে। অহর্যঃ। স্বক্ ৯। ৫৪। ১।
অহর্যঃ, অনবনতঃ। পুনশ্চ, বৃগীমহে অহর্যং বাজমৃগিরং। স্বক্ ৩। ২। ৪। অহর্যমলজ্জাবহং। পুনশ্চ, যোতো বাজ্য- হর্যঃ। স্বক্ ১। ৭৪। ৮। হ্রী লজ্জায়াম্। জিহেতীতি হর্যঃ।	অহ্রত (ত্রি) হৃ-কৃ পৃ° সাধু। নঞ-তৎ। বক্ত নহে। অহ্রীক (পুং) নান্তি হ্রী লজ্জা। যন্ত। নঞ-বহত্ৰী। কপ- শক। কপশক লজ্জাহীন, এতন্ত তিনি বিবস্ত্র থাকিতে। (ত্রি) লজ্জাহীন। নিলজ্জ।
ন হ্রয়োহহর্যঃ। লজ্জারহিতঃ। (সায়ন)।	অহরল (ত্রি) ন হরতি হরল অচ্। নঞ-তৎ। ভরাতক বৃক্। (ত্রি) বিহরল নহে।
অহর্যণ (ত্রি) হ্রী-বাহ° আনচ্। নঞ-তৎ। নিলজ্জ। লজ্জাহীন। হ্রীত শব্দত হ-ভাবে। অহ্রীয়মাণ। অলজ্জিত।	

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

অপ্রহ্ম (ত্রি) ন প্রহস্তি প্র-হন্-ক্ৰিপ্। নঞ-তৎ। অহু-
গ্রাহক।

অপ্রাকরণিক (ত্রি) প্রকরণে ভবং ঠক্ প্রাকরণিকম্।
নঞ-তৎ। বাহ্য প্রস্তাব করা হয় নাই। বাহ্য গ্রন্থের
অংশ বিশেষে নাই।

অপ্রাকৃত (ত্রি) প্রকৃতে স্বভাবস্ত ইদম্ অণ্। নঞ-তৎ।
অনৈসর্গিক। অসামান্য। সংস্কৃত। বিশেষ। ঐশ্বরিক।

অপ্রাগ্ধা (ত্রি) ন প্রাগ্ধাম্। নঞ-তৎ। অপ্রধান। অধম।

অপ্রাপ্ত (ত্রি) ন প্রাপ্তম্। নঞ-তৎ। অলব্ধ। বাহ্য
প্রমাণান্তরে পাওয়া যায় নাই। অমুপস্থিত।

অপ্রাপ্তকাল (ত্রি) ন প্রাপ্তঃ কালো যন্ত। অপ্রাপ্ত সময়।
বাদীর ব্যত্যস্ত নামক দোষ বিশেষ। অপ্রাপ্ত বয়স্ক।
নাবালগ।

অপ্রাপ্তপ্রাপক (পুং) অপ্রাপ্তঃ প্রাপয়তি বোধয়তি প্র-
আপ-নিচ-ধূল্। ৬ তৎ। প্রমাণান্তর দ্বারা পাওয়া যায়
না এরূপ যাগাদি বোধক লিঙাদি শব্দ।

অপ্রাপ্তব্যবহার (ত্রি) ন প্রাপ্তঃ ব্যবহারযোগ্যঃ কালো
যন্ত। যে বালক ব্যবহার জানে না। ষোড়শবর্ষের
অনধিক বয়স্ক বালক। নাবালগ। নারদ ব্যবস্থা করি-
য়াছেন, গর্ভস্থঃ সদ্গো জ্ঞেয় আষ্টমাৎ বৎসরাংশিতঃ।
বাল আষোড়শাৎ বর্ষাৎ পোগণ্ডোপি নিগদ্যতে।
পরন্তো ব্যবহারজঃ স্বতন্ত্রঃ পিতরাবৃতে। অষ্টমবর্ষ
বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিশুকে গর্ভস্থের তায় বিবেচনা করিবে।
যোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাল কিম্বা পোগণ্ড বলা
যায়। তাহার পর মানুষ ব্যবহারজ হইয়া থাকেন।
পরে পিতা মাতা মরিয়া গেলে তিনি স্বতন্ত্র হয়েন।

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, নাবালগদের ধন কেহ
বায় করিবে না। তাহা বদ্ধ কিম্বা মিত্র গণের কাছে
গচ্ছিত রাখিবে।

অপ্রাপ্তা (স্ত্রী) ন প্রাপ্তঃ বিবাহ কালো যন্তাঃ। উত্তর
পদলোপঃ। কুমারী। যে বালিকার বিবাহ কাল উপস্থিত
হয় নাই।

অপ্রাপ্তি (স্ত্রী) ন প্রাপ্তিঃ। অভাবে নঞ-তৎ। অলাভ।
বাহ্য পাওয়া যায় নাই। যে জ্ঞান প্রমাণান্তর দ্বারা
পাওয়া যায় নাই। অসম্ভব। অমুপপত্তি। (ত্রি) নাস্তি
প্রাপ্তিগন্ত। নঞ-বহুব্রী। লাভ শূন্য।

অপ্রাপ্য (ত্রি) ন প্রাপ্যম্। নঞ-তৎ। দুষ্প্রাপ্য। অপ্রা-
পকীয়। বাহ্য পাইবার যোগ্য নহে।

অপ্রামাণিক (ত্রি) প্রমাণে সিদ্ধং প্রমাণং বেত্তি বা ঠঞ্।

নঞ-তৎ। বাহ্য প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ নহে। প্রমাণ অন-
ভিদ্ধ। প্রমাণ রহিত। মিথ্যা। অযৌক্তিক। (স্ত্রী) ভীপ্
অপ্রামাণিকী।

অপ্রামাণ্য (স্ত্রী) ন প্রামাণ্যম্। অভাবে নঞ-তৎ। প্রা-
মাণ্যের অভাব। যথার্থ্যের অভাব। নঞ-বহুব্রী।
প্রামাণ্যশূন্য।

অপ্রামি (ত্রি) প্রকর্ষণে অম্যতে হিংস্রতে ইদং প্র-অন-
নিচ-কর্ষণি ইণ্। নঞ-তৎ। অহিংসিত।

অপ্রায়ু (ত্রি) প্র-আ-যুমিশ্রণে-বাহলকাৎ ক প্রায়ুঃ। নঞ-
তৎ। অপ্রগত মনস্ক। অপ্রমাদী। যে যায় না।

অপ্রায়ুস্ (ত্রি) ন প্রকৃষ্টং প্রগতং বা আয়ুশ্চ। প্রকৃষ্ট
আয়ুঃ নহে। গতায়ুঃ নহে।

অপ্রিয় (ত্রি) ন প্রিয়ম্। বিরোধে নঞ-তৎ। অপ্রীতিকর।
অনভীষ্ট। অনীপ্সিত। অস্বহৃৎ।

অপ্রিয়া (স্ত্রী) শূদ্রীমৎস্ত। সিদ্ধি মাচ।

অপ্রেতরাক্ষণী (স্ত্রী) ন প্রেতা প্রাপ্তা রাক্ষসীম্। অত্যা-
তৎ। তুলসী বৃক্ষ।

অপু (ত্রি) অপ-বেঞ্-ড অপবয়তি অপগময়তি স্থণৎ
প্রাণংচ। এখানে বেদে অপ এই উপসর্গের অন্ত্য-
স্বরের লোপ হইয়াছে। ভয়। ব্যাধি। (স্ত্রী) টাপ্
অপা। আপ বাহলকাৎ বা পুর্বোদরাদি-
হৃষঃ। প্রাপ্য।

অপা (স্ত্রী) আপোতি আপ-বন্। বায়ু। ব্যাধি। ভয়।
।*। শেব যজ্ঞজিহ্বাগ্রীবাণীমীবাঃ। উণ্ ১। ১৫২।
এই হুক্তে ‘আপা’ এ প্রকার রূপসিদ্ধি হয়। কিন্তু
নিপাতনে অপা এই রূপ হইবে।

অপ্স (স্ত্রী) অপ-বাহলকাৎ স। রূপ। রস।

অপ্সরঃপতি (পুং) অপ্সরসাং পতিঃ। ৬ তৎ। স্বর্গ বেত্তা
দিগের পতি। ইন্দ্র।

অপ্সরস্ (স্ত্রী) অভ্যাস্যঃ সরস্তি অপ-স্ব-অহন্। স্বর্গের
বেত্তা। সাগর মন্থন কালে ইহার সমুদ্রের জল হইতে
উঠিয়াছিল বলিয়া ইহাদের নাম অপ্সরা হইয়াছে।
অপ্সরস্ শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত। কিন্তু ক্চিৎ ইহার এক
বচনান্ত প্রয়োগও দেখা যায়। রামায়ণে লিখিত আছে
যে তাহাদের সংখ্যা ষাট কোটি। (ষষ্টি কোটো ভবং
স্তাসামপ্সরাণাং স্ববর্জসাং)। কিন্তু ষাট কোটি নাম
কুত্রাপি দেখা যায় না। যুতাচী, মেনকা, রম্ভা, উর্কশী,
তিলোত্তমা, সূকেশী, মিশ্রকেশী, মঞ্জুবোষা, অলম্বুবা,
বিখাচী, পঞ্চচূড়া, ভাহুমতী, অবলা, রম্যা, পুঞ্জিকাঙ্কলা,
মহারম্বতী, বিদ্যাংপর্ণা, অরুণা, রক্ষিতা, কেশিনী,

সুবাহু, সুরতা, সুরসা, সুপ্রিয়া, অতিবাহু, উগ্রম্পশা, উগ্রজিৎ প্রভৃতি নাম গুলি দৃষ্ট হয়।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে লিখিত আছে, প্রজাপতির মংস হইতে অরুণগণ, কেতুগণ এবং বাতরশনগণ জন্ম গ্রহণ করেন। সেই অরুণ কেতু অঞ্জলিতে জল লইয়া উপরে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—‘দেবগণ এই রূপ হউক’? অমনি দেবগণ, মনুষ্যগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং অপ্সরোগণ উৎপন্ন হইল। তাহাই উর্দ্ধদিক্। (অথারুণঃ কেতুরূপরিষ্টাভূপা-দধাৎ। এবা হি দেবা ইতি। ততো স্বেমমুখ্যাঃ পিতরঃ। গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চোদতিষ্ঠন্। সোদ্ধা দিক্। ১। ২৩। ৭)।

অগর্কবেদে লিখিত আছে যে, অপ্সরোগণ গন্ধর্ব্ব-দেবর স্ত্রী। গন্ধর্ব্বেরা পূর্বে পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্যদের কলকামিনীগণকে ভূলাইয়া লইয়া যাইত। কিন্তু অপ্স-রোগণকে পাইয়া তাহারা সেই চন্দ্রস্বর্ষ পরিত্যাগ করে। মহাভারতে অপ্সরোবংশের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তদ্বিধ কখন কোন মহাত্মা তপস্তা আরম্ভ করিলে ইন্দ্র সেই তপস্তাতে বিশ্ব ঘটাইবার নিমিত্ত প্রায় সর্ব্বত্রই স্বর্গের বিদ্যাধরীদিগকে পাঠাইয়া দিতেন। ঋগ্বেদে (৭। ৩৩। ১৩) লিখিত হইয়াছে যে, উর্দ্ধশী হইতে বশিষ্ঠের জন্ম হইয়াছিল।

অপ্সরোগণ সহজে ভূতের মত দেখিতে। কিন্তু তাহারা সায়ারূপিণী। ইচ্ছা করিলে মনোহর রূপও ধারণ করিতে পারে। অগর্ক বেদে দেখা যায় যে, ইত্যাদের পাশা খেলায় অতিশয় আসক্তি। মনে করিলে তাহারা মানুষকে ভাগ্যবান করিতে পারে। পূর্বে এই রূপ বিশ্বাস ছিল যে, মানুষকে যেমন ভূতে পাইয়া থাকে, তদ্রূপ অনেককে অপ্সরাতে পায়। অপ্সরাতে পাইলে লোকে উন্মত্ত হইয়া উঠে। তজ্জন্ত ভূত ঝাড়াই-বার মত রোগীকে অপ্সরা ঝাড়াইতে হইত।

অপ্সরোগণ অক্ষক্ৰীড়ায় একরূপ প্রবীণ ছিল যে, বৈদিক সময়ে কেহ পাশা খেলিতে বসিলে তাহাদিগকে আহ্বান করিতেন।

যদ্ব হস্তাভ্যাং চক্রম কিলিষাণি অক্ষাণাং গণমূপ-লিপ্সমাণাঃ। উগ্রম্পশে উগ্রজিতৌ তদ্যাপ্সরসাবহু-দন্তমুণং নঃ। (অথর্ক ৬। ১১৮। ১)।

হে উগ্রম্পশে এবং উগ্রজিৎ অপ্সরা আমরা পাশা খেলিতে গিয়া হস্তদ্বারা যে পাণ করিয়াছি, অন্য সেই ঋণ শোধ কর।

পুনশ্চ, অথর্কবেদ ৪। ৩৮। উত্তিন্তীং সঞ্জয়ন্তী-মপ্সরাং সাধুদেবিনীম্। মতে কৃতানি কৃণানামপ্সরাং তামিহ হবে। বিচিঘ্ণতীমকিরন্তীমপ্সরাং সাধুদেবিনীম্। মতে কৃতানি গৃহানামপ্সরাম্। যা আয়ৈঃ পরিনৃত্যতি আদদানা কৃতং মহাৎ। সা নঃ কৃতানি সীযতি প্রহামা-প্রোতু মায়া। সা নঃ পয়স্বতী ঔতু মা নৌ জৈয়ুর্দং ধনম্। যা অক্ষেষু প্রমোদন্তে শুচং ক্রোধঞ্চ বিব্রতি। আনন্দিনীং প্রমোদিনীমপ্সরাং তামিহ হবে।

আমি অক্ষক্ৰীড়াপ্রবীণা অপ্সরাকে এখানে আহ্বান করি, তিনি উদ্বেদ করেন, জয়লাভ করেন এবং অক্ষক্ৰীড়ায় দান জিতিয়া থাকেন। আমি অক্ষ-ক্ৰীড়াপ্রবীণা অপ্সরাকে এখানে আহ্বান করি, তিনি চয়ন করেন ও ছড়াইয়া দেন, এবং তিনি অক্ষক্ৰীড়ায় দান জিতিয়া থাকেন। যিনি অক্ষ লইয়া নৃত্য করেন, যিনি অক্ষক্ৰীড়ায় বাজি জিতিয়া থাকেন, তিনি আমা-দিগকে লাভবান করুন এবং বাজি জিতাইয়া দিউন। তিনি প্রচুর খাদ্য লইয়া আমাদের কাছে আসুন। তাহারা যেন আমাদের এই ধন জিতিয়া না লয়। আমি এখানে আমোদিতা অপ্সরাকে আহ্বান করি, তাহারা অক্ষক্ৰীড়ায় আমোদলাভ করেন, তাহারা শোক এবং ক্রোধ ধারণ করেন।

অপ্সরস্তীর্থ (পুং স্ত্রী) অপ্সরসাং তীর্থঃ। ৬-তৎ। তীর্থ বিশেষ। অপ্সরোভিঃ প্রত্যাবেক্ষিতস্তীর্থঃ। অপ্সরোভিঃ গন্ধাজলাবতারস্তীর্থবিশেষো বা। অপ্সরা কর্তৃক দৃষ্টকোন তীর্থ কিম্বা অপ্সরাদের গন্ধাজলে নামিবার সিড়ী বিশেষ। অথবা, অপ্সরসামিব তীর্থং দর্শনং যশাঃ। বহুত্ৰী। দেখিতে অপ্সরার ছায়। (স্ত্রীসংস্থানমপ্সরস্তীর্থমায়াৎ। শকুন্তলা)। অপ্সরা (স্ত্রী) ক্ষুর ক্ষু লনে-অচ্ প্সরঃ রূপম্। পৃষো-দরাদি হেতু উকারের লোপ এবং ফকার স্থানে পকার ও সকার এবং পকারের বাত্যয় হইয়াছে। নাস্তি প্সরঃ রূপং যশাঃ। নগ্র ৫ বহুত্ৰী। যাহাদের অপেক্ষা অস্ত্র কাহারও রূপ নাই।

অথবা, অপ্সং রূপমন্ত্যস্তাঃ অপ্স কুঞ্জাদিহাং প্রাশস্ত্যে-র। স্বর্গের বেশা। বিদ্যাধরী।

অপ্সরায়মাণা (স্ত্রী) দেহ সৌন্দর্যের নিমিত্ত অপ্সরার ছায় আচরণ করে এই অর্থে অপ্সরস্-কাঙ্-কর্তরি শানচ্। ক্যঙ্-বিধানের পর অপ্সরস্ শব্দের সকারের লোপ হইয়াছে। যে স্ত্রী অপ্সরার ছায় হৃন্দরী।

অপ্সব (ত্রি) অপ্সং জগ রসং বাতি হিনস্তি বা-ক।

৬-তং। জল রস শূন্ত সমুদ্র।

অপ্‌ব্যা (পুং) অপ্‌ জলে ভবো দিগাদিহাং যং। জল জাত। জলে ভব। *। অপো যোনি যমত্বু সপ্তম্যা অলুৎকব্যঃ। বার্তিক, পা ৬।৩। ১৮। সূত্রে। অপ্‌ শব্দের পর সোনি ও যং এবং মত্বুপ্‌ থাকিলে সপ্তমী বিভক্তির লোপ হয় না।

অপ্‌স্‌ (ত্রি) ন প্‌স্‌তি প্‌স্‌ অহ্ন বাহুলকাৎ আকার লোপঃ। রূপ।

অপ্‌স্‌ (ত্রি) অপো জলানি সনোতি দদাতি অপ্‌-সন্-বিট্‌ দাতা।

অপ্‌স্‌ (ত্রি) ক্ষুরতীতি ক্ষুর ক্ষুলনে যগয়ু আদির নিমিত্ত ভূন্‌। এখানে নিপাতনে ফকার স্থানে পকার এবং সকার ও পকার ব্যত্যয় হইয়াছে। প্‌স্‌ রূপং নাস্তি প্‌স্‌ যন্ত। নঞ্‌ বহুব্রী। রূপ হীন। অপ্‌শাস্তো নঞ্‌ বহুব্রী। অস্বর।

অপ্‌স্‌ক্ষিৎ (ত্রি) অপ্‌স্‌ অন্তরিক্ষে ক্রিয়তি নিবসতি অপ্‌স্‌-ক্ষি-কিপ্‌ তকারের আগম। অলুক্‌ সমাস। অন্তরিক্ষ বাসী দেবতাদি।

অপ্‌স্‌চর (ত্রি) তপ্‌ চরতীতি চর-ট। অলুক্‌ সমাস। জলচর।

অপ্‌স্‌জ (ত্রি) অপ্‌ জলে অন্তরিক্ষে বা জায়তে জন-ড। অলুক্‌ সমাস। জলজাত। অন্তরিক্ষ জাত।

অপ্‌স্‌জা (পুং) অপ্‌স্‌ জায়তে জন-বিট্‌। অলুক্‌ সমাস। অশ্ব। বেতস লতা। (ত্রি) জলজাত।

অপ্‌স্‌জিৎ (ত্রি) অপ্‌স্‌ অন্তরিক্ষে জয়তি জি-কিপ্‌। অলুক্‌ সমাস। অস্বর জেতা দেবতাদি।

অপ্‌স্‌মৎ (ত্রি) অপ্‌স্‌ আপঃ জলানি সম্যাস্ত মত্বুপ্‌। অলুক্‌ সমাস। এখানে সপ্তমী বিভক্তির পর মত্বুপ্‌ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। [অপ্‌ব্যা শব্দে সূত্র দেখ]। জল সংযুক্ত আবারাজ্য ভাগ। যথেষ্ট জল লাভকর্তা।

অপ্‌স্‌যোগ (পুং) অপ্‌স্‌ যোগঃ। ৭-তং। জলে যোগ।

অপ্‌স্‌যোনি (ত্রি) অপ্‌স্‌ জলে যোনিরূপত্ত্বিগন্ত। অলুক্‌ সমাস। জলজাত। অশ্ব। [অপ্‌ব্যা শব্দে সূত্র দেখ]।

অপ্‌স্‌যদ্‌ (ত্রি) অপ্‌স্‌ জলে সীদতি সদ্‌-কিপ্‌-বহু। জলস্থ অগ্নি।

অপ্‌স্‌যোম (পুং) অপ্‌স্‌ অতিঃ সোম ইব পবিত্রঃ সত্বম্‌। অলুক্‌ সমাস। জল পূর্ণ চরস বিশেষ।

অপ্‌স্‌শংসিত (পুং) অপ্‌স্‌ অত্যাঃ শংসিতঃ। অলুক্‌ সমাস।

জল নিমিত্তীভূত বিষ্ণুর বিচরণ স্থান অন্তরিক্ষ।

অফল (ত্রি) নাস্তি ফলঃ যন্ত। নঞ্‌ বহুব্রী। ফল শূন্ত। যে বৃক্ষাদিতে ফল হয় না। রাঁড়া গাছ। যে কার্যাদিতে ইষ্ট লাভ হয় না। নিষ্ফল।

(পুং) ঝাবুক বৃক্ষ। ঝাউ গাছ।

নাস্তি ফলমিব বৃষণো যন্ত। ফলের জায় অণুকোষ বাহার নাই অর্থাৎ দেববাজ ইন্দ্র। রামায়ণের আদি কাণ্ড ৪৮ সর্গে লিখিত আছে যে, অহল্যার ধর্ম্‌ নষ্ট করিলে ইন্দ্রকে গোতম ঋষি এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন—‘চূর্ম‌তে তুই বিফল হ’। মুনির এই শাপে তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের মুখ খসিয়া পড়িল। তাই ইন্দ্রকে বিফল বা অফল বলা যায়।

মেঘ। মেঘের মুক্‌ লইয়া ইন্দ্রের মুক্‌ পুনর্বার গতি হইয়াছিল বলিয়া ভেড়াকে অফল অর্থাৎ মুক্‌শূ বলা হয়। নিম্নয়োজন।

অফলা (স্ত্রী) অফল-টাপ্‌। ভূমি আমলা। ঘৃতকুমারী।

অফল্‌ (ত্রি) বিরোধে নঞ্‌-তং। ফল্‌ নহে। উর্ধ্বরা।

অফুল্ল (ত্রি) ন ফুল্‌ম্‌। নঞ্‌-তং। মুকুলিত। প্রফুল্ল নহে। ঐ ফলা-ক্‌ ফুল্ল। এখানে নিষ্ঠা প্রত্যয়ের তকার স্থানে ল হইয়া ফুল্ল এই রূপ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। *। অহুপসর্গাৎ ফুল্ল কীব্‌ কুশোলাধাঃ। পা ৮।২। ৫৫। উপসর্গ না থাকিলে ফুল্ল, কীব্‌, কৃশ, উল্লাঘ এই সকল শব্দ নিষ্ঠা প্রত্যয় দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ হয়। উপসর্গ থাকিলে প্রকৃত এই প্রকার রূপ হইয়া থাকে।

অফেন (স্ত্রী) নিম্নিতং ফেনং নির্ধাসো যন্ত। অহিফেন।

(ত্রি) নাস্তি ফেনং যন্ত। ফেন শূন্ত।

অব। অশ্ব্‌। ভা° স্ক° প°। গমন করা। লট্‌ অশ্বতি। অবি ইদিং ভা° আ° স্ক° সেট্‌ শব্দ করা। লট্‌—অশ্বতে। লুট্‌—অশ্বিতা। লিট্‌—আনশ্বে। লুঙ্‌—আশ্বিষ্টে।

অবদ্ধ (ত্রি) বদ্ধ-ক্‌। নঞ্‌-তং। অসম্বদ্ধ। অনর্থক কথা। প্রকৃতির অহুপযোগী বাক্য। অর্থ শূন্ত বাক্য। অসংযত। স্বাধীন। মুক্ত। স্বার্থে কন্‌ ‘অবদ্ধক’ এই প্রকার রূপও প্রচলিত আছে।

অবদ্ধমুখ (ত্রি) ন বদ্ধং সংযতং মুখং মুখব্যাপারং বাক্যং যন্ত। নঞ্‌ বহুব্রী। চুদুখ। অগ্রির বাদী। যে ব্যক্তি সাবধান হইয়া কথা কহে না।

অবধ (পুং) ন বধঃ তাড়নং দণ্ডঃ প্রাণনাশনং বা। অভাবে নঞ্‌-তং। তাড়ন বা দণ্ডাদির অভাব। প্রাণ

বিমোহের অভাব।

অবধা। অবধা। আবধা (স্ত্রী) ন বধ্যতে আবধাতে চ
হস্ততেন্থেন। ত্রিভুজের মধ্যে লম্ব (perpendicular)
টানিলে তাহার উভয় পার্শ্বস্থ ভূমি। এই লম্ব দ্বারা
ত্রিভুজের কালি করা যায়। [ত্রিভুজ ও কালি দেখ]।
অবধা (ত্রি) বধমহতি হন-বৎ বধ্যদেশো বধ্যাম্। নঞ
তৎ। প্রাণ দণ্ড করিবার আঘাৎ। যেমন স্ত্রীলোক ও
ব্রাহ্মণাদি। *। হনো বা বধশচ বক্তব্যঃ। (বাঙিক পা
৬। ৪। ৬৫। সূত্রে। হন ধাতুর উত্তর বিকল্পে বৎ প্রত্যয়
হয় এবং বধ আদেশ হইয়া থাকে। পক্ষে গাং প্রত্যয়
বিহিত হয়। গাং প্রত্যয় করিলে 'ঘাত্য' এই প্রকার
রূপসিদ্ধি হইবে। অথবা বধ-গাং বধ্যাম্। ততো নঞ।
। *। জনি বধ্যোশচ। পা ৭। ৩। ৩৫। জনি ও বধি
ধাতুর উত্তর চিৎ এবং কৃৎ প্রত্যয়ের ঞ ও ণ ইৎ প্রত্যয়
পরে থাকিলে উপধার বৃদ্ধি হয় না।

বন্ধ—বাহুলকাৎ কাপ্ বধ্যাম্। নঞ তৎ। অনর্থক
বাক্য।

অবন্ধক (স্ত্রী) বধ্যতে স্বধনমজ্ঞাত আধীয়েতে বন্ধঃ।
আপনার ধন অজ্ঞাত বাধা রাখিলে তাহাকে বন্ধ কহে।
পরে, স নাস্তি যত্র বহত্ৰীহি সমাসে কপ্। যে ঋণ
গ্রহণে বাধা রাখা দ্রব্য নাই।

অবন্ধুর (ত্রি) ন বন্ধুরম্। নঞ-তৎ। উচ্চ নীচ নহে।
নম্র নহে। স্নানর নহে। বন্ধ-উরচ্-বন্ধুর বন্ধুর বা।
। *। মদগুরাদয়শ্চ। উণ্ ১। ৪১। বন্ধুর বন্ধুরৌ স্থাতাম-
ম্নস্বন্দরয়োস্তিষু ইতি রন্তিদেবঃ।

অবন্ধ্য (ত্রি) ন বন্ধ্যামফলম্। বাজা নহে। ফলের সময়ে
যে বৃক্ষাদিতে ফল জন্মে। সফল। ফলেগ্রহি। ফল-
গ্রহি। অমোঘফলোদয়।

অবল (স্ত্রী) ন বলম্ অভাবে নঞ-তৎ। বলের অভাব।
উৎকর্ষের অভাব। নাস্তি বলং যন্ত। নঞ বহত্ৰী। দুর্বল।
(পুং) নাস্তি বলং যন্তাং। নঞ-বহত্ৰী। বরুণবৃক্ষ।
(স্ত্রী) অবলা-নারী। 'আমি সহজে অবলা, তায় না
অচলা, তত্ত্ব কহতে পারি না'।

অবলিমন্ (পুং) বলস্ত ভাবঃ ইমনিচ্ বলিমন্ ততো
বিরোধে নঞ-তৎ। পীড়াদির নিমিত্ত শরীরের দুর্বলতা।

অবাধ (পুং) ন বাধঃ। অভাবে নঞ-তৎ। বাধার
অভাব। প্রতিবন্ধের অভাব। নাস্তি বাধো যন্ত।
(ত্রি)। নঞ বহত্ৰী। বাধশূন্ত। পীড়ামুক্ত। অনিবারিত।
নিরর্গল। অনর্গল। উৎশৃঙ্খল। উন্মাদ। অনিয়ন্ত্রিত।

নিরহুশ।

অবাধক (ত্রি) ন বাধকঃ। নঞ-তৎ। বাধক নহে। সদৃশ।

নাস্তি বাধো যন্ত বহত্ৰীহি সমাসে বা কপ্। বাধশূন্ত।

অবাধিত (ত্রি) ন বাধিতম্। বাধিত নহে। যথার্থ।

অবাধা (ত্রি) ন বাধ্যতে প্রতিবন্ধাতে অপোদ্যতে বা
বাধ-গাং। নঞ-তৎ। অপ্ৰতিরোধ্য। অনবীন।

অবাল (ত্রি) ন বালম্। নঞ-তৎ। বাল নহে। তরুণ।

অবিক্রন (পুং) আপ এব ইক্চনমুদীপনসাধনমস্ত। বহত্ৰী।
বাড়বানল।

অবুদ্ধ (ত্রি) বৃধ-কর্তরি কন্মনি বা ক্ত বুদ্ধম্ ন বুদ্ধম্।
নঞ-তৎ। বোধের অবিষয়ীভূত। যে বুদ্ধে না।

অবুদ্ধি (স্ত্রী) বৃধ-ক্চিন বুদ্ধিঃ। অভাবে নঞ-তৎ। জ্ঞানের
অভাব। (ত্রি) নঞ বহত্ৰী। বুদ্ধিহীন।

অবুদ্ধিপূরক (ত্রি) অবুদ্ধিঃ পূর্য্য যন্ত। বহত্ৰী। যথার্থ
বুদ্ধি পূরক নহে।

অবুধ (পুং) ন বৃধঃ। অপ্ৰাশস্ত্যো বিরোধে বা নঞ-তৎ।
পণ্ডিত নহে। অপকৃষ্ট পণ্ডিত। মূর্খ।

অবুধ্য, অবোধা (ত্রি) বৈদিক ভাষায় বৃধ কাপ্, এবং
লৌকিক ভাষায় বৃধ-গাং, এই প্রকারে যথাক্রমে উভয়
রূপসিদ্ধি হয়। জানিতে অশক্য।

অবুধ্ণ (স্ত্রী) বন্ধ বন্ধনে-নক্ বৃধঃ মূলম্ নাস্তি বৃধং যন্ত।
অস্তরিক্। (ত্রি)। মূলশূন্ত। *। বন্ধেত্রিধিবুধী চ।
উণ্ ৩। ৫। বন্ধ ধাতুর স্থানে ত্রিধি ও বৃধি আদেশ হয়
ও তাহাদের উত্তর নক্ প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে।
(বৃধো না মূলক্ভয়োঃ। মে)।

অবোধ (ত্রি) নাস্তি বোধো যন্ত। নঞ বহত্ৰী। অজ্ঞান।
(পুং) অভাবে নঞ-তৎ। বোধের অভাব।

অবোধগম্য (ত্রি) বোধেন গম্যং গ্রাহ্যম্। নঞ-তৎ।
জ্ঞানের অগম্য। জ্ঞানের দ্বারা যাহা বুঝিতে পারা
যায় না।

অজ (স্ত্রী) অপূ জলে জায়তে অপ্-জন্-ড। ৭-তৎ।
পদ্ম। দশার্কুদ অর্থাৎ একশত কোটি (১০০,০০,০০০০)
সংখ্যা। তৎসংখ্যাবিশিষ্ট বস্তু। (পুং স্ত্রী) শব্দ। (পুং)
চন্দ্র। ধ্বস্তরি। নিচুল বৃক্ষ। কপূর। (ত্রি) জলজাত
দ্রব্য।

অজকর্ণিকা (স্ত্রী) অজস্ত কর্ণিকা। ৬-তৎ। পদ্ম ফুলের
ভিতরের সযুগ্মিকা। পদ্মের পাপড়ীর মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম।
বেষ্টিত ফলের আধার যাহা কোঁপল হয়।

অজ্জ (পুং) অজাৎ বিকোর্নাতিপদ্মাৎ জায়তে অজ-

জন ড। ৫-তং। ব্রহ্মা। পুরাণাদিতে কথিত আছে যে, ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে জন্ম লইয়াছিলেন। জ্যোতিষমতে বাত্মারযোগ বিশেষ।

অজবাক্ষব (পুং) অজানাং বাক্ষবঃ। ৬-তং। সূর্য্য। কবিপ্রসিদ্ধ এই প্রবাদ আছে যে, সূর্য্যকে দেখিলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, তজ্জন্ম সূর্য্যকে কমলিনীকান্ত প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে।

অজভোগ (পুং) অজন্ত শাস্ত্র ভোগঃ অবয়ব ইব ভোগো যন্ত। বহুব্রী। শব্দের মত আকার বরাটক। কড়ী।

অজন্ত পদ্ম ভোগঃ ভোজ্যাংশঃ। ৬-তং। পদ্মের মূল যে অংশ লোকে ভোজন করে। শালুক। পদ্মের গেউড়।

অজ্যোনি (পুং) অজং বিফোর্নাভিপদ্মং যোনিঃ জন্ম স্থানং যন্ত। বহুব্রী। ব্রহ্মা।

অজবাহন (পুং) অজন্ত চন্দ্রস্ত বাহনঃ ধারণং যন্ত বেন বা অজবৎ শুভ্রং বাহনং বৃষভং যন্ত বা। বহুব্রী। চন্দ্র-চূড় শিব। (স্ত্রী) অজং কমলং বাহনং আসনং যন্তাঃ। কমলাসনা লক্ষ্মী।

অজস্ (স্ত্রী) আপ্যতে জন্মতঃ আপ-অস্ জুট্ হৃস্বশ্চ। রূপ। *। রূপে জুট্। উণ্ ৪। ২০৮। রূপ বুঝাইলে আপ ধাতুর উত্তর অস্ প্রত্যয় হয় এবং জকায়ের আগম হইয়া থাকে।

অজস্মিত (পুং) অজ্জবিফোর্নাভিপদ্মে স্থিতঃ স্থা-ক্ৰ। ব্রহ্মা।

অজহন্ত (পুং) অজং পদ্মং হন্তে যন্ত। সূর্য্য। সূর্য্যের ধ্যানে লিখিত আছে যে, তিনি পদ্মের উপরে বসিয়া আছেন এবং তাঁহার হস্তে পদ্ম আছে।

অজা (ত্রি) অপ জায়তে জন্-বিট্। ৭-তং। জলজাত।

অজিনী (স্ত্রী) অজানাং সমূহঃ অজ-ইনি স্ত্রীহ্মাৎ ঙীপ্। পদ্মসমূহ। অজগন্তা অস্তি ইনি। পদ্মলতা।

অজিনীপতি (পুং) অজিন্তাঃ পদ্মসমূহস্ত পতিঃ। ৬-তং। সূর্য্য।

অক্ষ (পুং) অপো দদাতি দা-ক। ৬-তং। মেঘ। অবতি সীমানং রক্ষতি অব-দন্। বর্ষগর্কত বিশেষ। মুস্তক। মুখা। সঘৎসর। (অক্ষঃ সঘৎসরে মেঘে গিরিভেদে চ মুস্তকে। বিশ্বপ্রকাশঃ)। *। অক্ষাদয়শ্চ। উণ্ ৪। ৯৮। অক্ষাদি শব্দগুলি দন্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হয়। অবতী-ত্যক্ষঃ ইতি উজ্জলদত্তঃ।

পৃথিবীর সকল সত্য দেশেই এক একটা অক্ষ প্রচলিত আছে। সময়ের সীমা নিশ্চিত করিবার নিমিত্ত অক্ষ আবশ্যক। চীনেরা আপনাদিগকে অতি প্রাচীন

জাতি বলিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের ইতিহাসে যে কোন ঘটনা ঘটয়াছে, তাহা অতিশয় পুরাতন বলা চাই। কিন্তু অক্ষ লিখিয়া রাখার প্রথা চলিত থাকিলে আধুনিক ঘটনাকে পুরাতন বলা কঠিন। সে কারণ পূর্বে চীন দেশে যে পুস্তকে অক্ষ সমুদায় লিখিত ছিল, ২২০ খৃঃ পূর্বে তথাকার সম্রাট সেই সকল পুস্তক পোড়াইয়া দিলেন। তন্নিম্ন যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তি সেই সমস্ত অক্ষ অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে জীবন্ত পুতিয়া ফেলা হইল।

অতি প্রাচীনকালে আমাদের ভারতবর্ষেও অক্ষ লিখিয়া রাখার সুপ্রথা ছিল না। জ্যোতিষবিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হইলে সত্য, ত্রুতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারি প্রকার যুগ বিভাগ করা হইল। তাহার পর, ব্রাহ্মা, দিব্য, পিত্রা, প্রাজাপত্য, বার্ষ্পত্য, সৌর, সাবন, চান্দ্র এবং নাক্ষত্র এই নয় প্রকার অক্ষ নির্দ্ধারিত করিবার উপায় অবলম্বন করা হয়। কিন্তু যুধিষ্টির সময় হইতেই প্রকৃত অক্ষ রাখিবার প্রথা চলিত হইয়া আসে। যুধিষ্টির রাজত্বকাল হইতে যে অক্ষ প্রচলিত হয়, তাহার নাম যুধিষ্টিরাঙ্গ। কলির গতান্ডও অনেক স্থলে লিখিত আছে। খেতবরাহ কল্লাঙ্গ, কলির গতান্ড, সঘৎ, শকান্ড, সন, ফল্গী, বিলায়তি, হিজরা, মগী এবং খৃষ্টান্দ প্রভৃতি অনেক প্রকার অক্ষ বাঙ্গালার পঞ্জিকায় লিখিত থাকে। কিন্তু বাঙ্গালা কাজে ইংরাজি অক্ষ এবং সাল অধিক প্রচলিত হইয়াছে, কেবল সংস্কৃত কাজে সঘৎ ও শকের চলন দেখা যায়।

ব্রাহ্ম্য।—৪:২০০০০ লৌকিক বৎসর চারিযুগের পরিমাণ। ইহাকে ১০০০ দ্বারা গুণ করিলে ব্রহ্মার এক দিনমান হয়। সুতরাং উহাকে দুই দিয়া গুণ করিলে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র হইয়া থাকে। অর্থাৎ ৮৬৪০০০০০০০ লৌকিক বর্ষে ব্রহ্মার এক এক অহোরাত্র। পরে ঐ রাশিকে ৩৬০ দিয়া গুণ করিলে এক ব্রাহ্ম্য অক্ষ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ৮৬৪০০০০০০০ × ৩৬০ = ৩১১০৪০০০০০০০ বর্ষে ব্রহ্মার এক অক্ষ হয়। (দৈবে যুগসংক্ষেপে ব্রাহ্ম্যঃ কলৌ তু তৌ নৃণাম্। অমরঃ)।

দিব্য।—লৌকিক দ্বাদশ মাসে অর্থাৎ এক বৎসরে দেবতাদের এক দিন হয়। সুতরাং ১ এক বৎসরকে ৩৬০ দিয়া গুণ করিলে এক দৈব বর্ষ হইয়া থাকে। (মাসেন স্যাদহোরাত্রঃ পৈত্রো বর্ষেণ দৈবতঃ। অমরঃ)। অতএব ৩৬০ লৌকিক বৎসরে দেবতাদের এক বর্ষ।

পিত্র্য।—৩০ তিথিতে এক বৌদ্ধিক মাস হয়। এক মাসে পিতৃলোকের এক দিন হইয়া থাকে। অতএব ৩০ তিথিকে ৩৬০ দ্বারা গুণ করিলে পিতৃলোকের এক বর্ষ হয়। $৩৬০ \times ৩০ = ১০৮০০$ চান্দ্রদিনে এক পিত্র্যবর্ষ।

প্রাজাপত্য।—মহাস্তরেরই আর একটা নাম প্রাজাপত্য। অতএব চারি যুগের পরিমাণকে ৭১ দ্বারা গুণ করিলে প্রাজাপত্য বর্ষ নিশ্চিত হইতে পারে। (মহাস্তরং তু দিব্যানাং যুগানামেকসপ্ততিঃ। অমরঃ)। $৪৩২০০০০ \times ৭১ = ৩০৬৭২০০০০$ বৎসরে এক প্রাজাপত্য অক্ষ হয়।

বার্ষিক্য।—বৃহস্পতির উদয় ও অস্ত অনুসারে অক্ষ গণিত হয়। বার্ষিক্য অক্ষ ১২ বার প্রকার। যথা—

১।—কৃত্তিকা কিম্বা রোহিণী এই দুই নক্ষত্রের কোনটীতে বৃহস্পতির উদয় অথবা অস্ত হইলে তাহাকে কার্তিক নামক বর্ষ কহে।

২।—মৃগশিরা কিম্বা আর্দ্রা ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহাকে মার্গশীর্ষ বর্ষ কহে।

৩।—পুনর্বসু কিম্বা পুষ্যা ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহাকে পৌষ বর্ষ কহে।

৪।—অশ্লেষা কিম্বা মঘা ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহাকে মাঘ বর্ষ কহে।

৫।—পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী কিম্বা হস্তা ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম ফাল্গুন বর্ষ।

৬।—চিত্তা কিম্বা স্বাতি ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম চৈত্র বর্ষ।

৭।—বিশাখা কিম্বা অনুরাধা ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম বৈশাখ বর্ষ।

৮।—জ্যেষ্ঠা কিম্বা মূল্য ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম জ্যেষ্ঠবর্ষ।

৯।—পূর্বাষাঢ়া কিম্বা উত্তরাষাঢ়া ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম আষাঢ় বর্ষ।

১০।—শ্রবণা কিম্বা ধনিষ্ঠা ইহাদের মধ্যে কোন

নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম শ্রাবণ বর্ষ।

১১।—শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ কিম্বা উত্তর ভাদ্রপদ ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম ভাদ্র বর্ষ।

১২।—রেবতী, অশ্বিনী কিম্বা ভরণী ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম আশ্বিন বর্ষ।

সৌর।—এ দেশের প্রাচীন গণনানুসারে ৩৬৫ দিনে এক সৌর বৎসর হয়। সুতরাং ৩৬৫ দিনে সৌর অক্ষ হইয়া থাকে। ইহাতে মতান্তর আছে।

সাবন।—সূর্যের এক উদয় কাল হইতে অপর উদয় কাল পর্যন্ত এক সাবন দিন। সুতরাং ৩৬১ সৌর দিনে এক সাবন বর্ষ হয়।

চান্দ্র।—চন্দ্রের দৈনিক গতি ১৩ অংশ ২০ কলা। সূর্যের দৈনিক গতি ১৩ অংশ ৫৯ ক ৮ বি ১০ অনুকলা। প্রাতঃকালে চন্দ্রের সংক্রমণ হইলে ৩৫৪ দিন ১৮ দণ্ডে এক চান্দ্র বর্ষ হয়। এবং রাত্রিতে সংক্রমণ হইলে ৩৫৫ দিনে চান্দ্র বর্ষ হইয়া থাকে।

নাক্ষত্র।—৩৬০ নাক্ষত্র দিনে নাক্ষত্র সাবন বর্ষ হয়।

আমাদের পুরাণাদির মতে জলমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বিষ্ণু, ঋতবরাহ মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। জ্যোতির্বিদগণের গণনানুসারে (আজি ১২৯৩ সালে) ১৯৭,২৯,৪৮,৯৮৭ বৎসর গত হইল বিষ্ণু বরাহ অবতার হন। এবং ১৯৫৫৮৮৪৯৮৭ বৎসর গত হইল বরাহরূপী ভগবান্ দত্ত দ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ঋত বরাহ কল্পাব্দের পরিমাণ সর্বসমেত ৪৩২০০০০০০০ বৎসর।

বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে রবিবারে সত্যযুগের উৎপত্তি হয়। সত্যযুগের পরিমাণ ১৭২৮০০০ বৎসর। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে সোমবারে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি হয়। ত্রেতাযুগের পরিমাণ ১২৯৬০০০ বৎসর। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে শুক্রবারে দ্বাপরযুগের উৎপত্তি হয়। ইহার পরিমাণ ৮৬৪০০০ বৎসর। মাঘমাসের পূর্ণিমা তিথিতে শুক্রবারে কলিযুগের উৎপত্তি। ইহার পরিমাণ ৪৩২,০০০ বৎসর।

মহাসংহিতার মতে, মহাব্যদের এক বৎসরে দেবতাদের এক অহোরাত্র হয়। চারি সহস্র দৈব বৎসরে শত

যুগ হইয়া থাকে। তিন সহস্র দৈব বৎসরে ত্রেতা যুগ। দুই সহস্র দৈব বৎসরে দ্বাপর যুগ এবং এক সহস্র দৈব বৎসরে কলি যুগ। এই চারি যুগের দ্বাদশ সহস্র গুণে দেবতাদের এক যুগ হয়। দৈব যুগের দুই সহস্র গুণে এক্ষর অহোরাত্র হইয়া থাকে।

রাজতরঙ্গিণীর মতে কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরু পাণ্ডবেরা প্রাভূত হইয়াছিলেন। অতএব ৪৯৮৭—৬১৩=৪৩৩৪ বৎসর গত হইল যুধিষ্ঠিরাদি প্রচলিত হয়। পূর্বে এই অন্ধ ইন্দ্রপ্রস্থ এবং কশ্মির প্রভৃতি অনেক স্থানে চলিত ছিল।

মালবাধিপতি বিক্রমাদিত্য দিল্লির শকরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিলে সঘৎ শব্দ আরম্ভ হয়। ইতিহাসে অনেক বিক্রমাদিত্যের নাম দেখা যায়। যাহার নামে সঘৎ চলিয়া আসিতেছে তিনি কোন বিক্রমাদিত্য, সে বিষয়ে সময়ে সময়ে অনেক বিরোধ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বোধ হয় তিনিই মালবাধিপতি প্রথম বিক্রমাদিত্য রাজা। সঘৎ অন্ধ চান্দ্র মাসের হিসাবে গণিত হইয়া থাকে। খৃষ্ট জন্মের ৫৭ বৎসর পূর্বে এবং কলির ৩০৪৪ বৎসর গত হইলে এই অন্ধ স্থাপিত হয়। আজি ১২৯৩ সালে, ১৮৮৬ খৃঃ অঙ্গে, ১২৪৩ সঘৎ চলিতেছে। কেহ কেহ খৃষ্ট ৫৬ বৎসর পূর্বে সঘৎ অন্ধের আরম্ভ গণনা করেন। কিন্তু তাহাতে এক বৎসরের ভুল হয়। সঘৎ এবং বর্তমান চলিত সালে ৬৫০ বৎসরের প্রভেদ। গুজরাটে, উত্তরভারতে ও রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে ইহা অধিক চলিত।

শালিবাহন নরসিংহের রাজা ছিলেন। তাঁহার সময় হইতে শকাব্দ প্রচলিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, শালিবাহনের মৃত্যুর পরে শকাব্দ আরম্ভ হয়। কিন্তু এ বিষয়ের নিশ্চিত মীমাংসা করা সুকঠিন। কলির ৩১৭৯ বৎসর গত হইলে, ১৩৫ সঘৎ অঙ্গে, খৃষ্ট ৭৮ বৎসরে শকাব্দের আরম্ভ হইয়াছে। এখন ১৮০৮ শকাব্দ চলিতেছে। শকাব্দ এবং চলিত সালে ৫১৫ বৎসরের প্রভেদ। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শকাব্দ অধিক চলিত।

মুসলমান সম্রাটদিগের কর্তৃক তিন প্রকার অন্ধ চলিত হইয়াছে। যথা, ১—বাক্সালার সাল। ২—বিলায়তি। ৩—ফসলী।

বাক্সালার প্রচলিত সাল মুসলমানী হিজিরা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এখন বাক্সালা সাল ১২৯৩ এবং

হিজিরা ১৩০৩। এ প্রকার প্রভেদ হইবার কারণ এই, মুসলমান বৎসর চান্দ্র মাসে গণিত, কিন্তু এখনকার সাল সৌরমাসে গণিত হইতেছে। তাই হিজিরা হইতে আমাদের বাক্সালা সাল প্রায় ৯ বৎসর অগ্রবর্তী হইয়া পড়িয়াছে। চান্দ্র বৎসর অপেক্ষা সৌর বৎসর প্রায় ১০ দিন ২১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট অধিক। সুতরাং পশ্চাদ্ দিকে গণনা করিয়া আসিলে বাক্সালা সাল এবং হিজিরা ইংরাজি ষোড়শ শতাব্দীতে সমান ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, হোসেন শাহ নামক বাক্সালার জনৈক রাজা বাক্সালা সাল প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন।

বারাণসীতে পারসী ভাষায় লিখিত এক থানি সরকারী কাগজ পাওয়া যায়। তাহাতে এই রূপ লিখিত ছিল যে, আমির তৈমুরের সময় হইতে অকবরের রাজ্যভার গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এ দেশে তিন প্রকার অন্ধ প্রচলিত ছিল—হিজিরা, তুর্কী এবং জেলালী।

মুসলমানদের মতানুসারে তুর্কী অন্ধ সৃষ্টির পর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই অন্ধ দ্বাদশ বর্ষাবৃত্তিতে গণিত হয় অর্থাৎ ১২ বার বৎসর অন্তর অন্তর ইহার এক একটা অন্ধ হইয়া থাকে। ৪৬৪ হিজিরার ৫ ই শ্রাবণ হইতে জেলালী অন্ধের আরম্ভ হইয়াছে।

ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে নানাপ্রকার অন্ধ প্রচলিত। আবার কোন বৎসর চান্দ্র মাসে গণিত হয়, কোন বৎসর সৌর মাসে গণিত হয়। ইহাতে রাজস্ব আদায়ের অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিত। তজ্জন্ত অকবরের কাম্বাচারীরা সম্রাটকে এ বিষয় জ্ঞাত করিলেন। সম্রাট এই বিশৃঙ্খলার প্রতীকারের নিমিত্ত ভারতবর্ষের উত্তরে যে সকল স্থানে সঘৎ অন্ধ প্রচলিত ছিল সেখানে ফসলী অর্থাৎ ফসলের অন্ধ চলিত করিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন এই অন্ধ ৯৬৩ হিজিরা আখিন মাস (১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৫৫৬ খৃঃ অন্ধ) হইতে অকবরের রাজত্বের দুই বৎসর পরে আরম্ভ হইয়াছিল। এখন ফসলী অন্ধ ১২৯২। ৯৩ বৎসর। সেই সময়ে দক্ষিণ প্রদেশে ১২ই ভাদ্র হইতে বিলায়তি অন্ধ প্রচলিত করা হইয়াছিল। এখন বিলায়তি অন্ধ ১২৯২। ৯৩।

উড়িষ্যা অঞ্চলে এই বিলায়তি অন্ধকে উল্লী কহে।

মক্কাদ ৬২২ খৃঃ অঙ্গে যেক্ষা হইতে মদিনায় পলায়ন করেন। সেই সময় হইতে হিজিরা অন্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এই অন্ধ চান্দ্র মাসে গণিত হইয়া থাকে।

হিজিরা অন্ধ, মঙ্গদের ঠিক পলায়নের দিন হইতে গণিত হয় নাই। ফলতঃ তাঁহার পলায়নের ৬৮ দিন পূর্বে হইতে ইহা গণিত হইয়া আসিতেছে। কোরি শাইটগন মঙ্গদের প্রাণ বিনাশ করিবার নিমিত্ত অস্ত্র শস্ত লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাইতে লাগিল। মঙ্গদ, আবুবেকরকে লইয়া মেক্কার নিকটে একটি নির্জন গিরিগুহায় তিন দিন লুকাইয়া থাকিলেন। পরে ৯ই রবিয়া (২২ সেপ্টেম্বর ৬২২ খৃঃ অন্ধ) তিনি সেখান হইতে মদিনায় প্রস্থান করেন। কিন্তু হিজিরা অন্ধ, তাঁহার পলায়নের পূর্বে, ১শা মহরম মাস (৬২২ খৃঃ অন্ধ, ১৬ই জুলাই, শুক্রবার) হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ ১৫ই জুলাই হইতে হিজিরা অন্ধ গণনা করিয়া থাকেন। কথিত আছে, দ্বিতীয় কালিফ ওমার এই অন্ধ স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। (বাস্তালার পঞ্জিকায় যে মণী অন্ধ লিখিত হয়, তাহার আদি আমরা নিশ্চিত করিতে পারিলাম না)।

বাস্তালার কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে চৈতন্য অন্ধ প্রচলিত আছে। ১৪০৭ শকের ফাস্তন মাসের পূর্ণিমার তিথিতে চৈতন্যের জন্ম। সেই সময় হইতে এই বর্ষ গণনা করা হইতেছে। এখন ৪০১।২ চৈতন্য অন্ধ চলিতেছে। কোন কোন পঞ্জিকার মধ্যে রাজেন্দ্র অন্ধও লিখিত থাকে। ইহা নবদ্বীপের কৃষ্ণ চন্দ্র রাজার সময় হইতে গণিত হয়।

মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে শাহর নামে এক অন্ধ চলিত আছে। ৭৪৩ হিজিরায় (১৩৮২ খৃঃ অন্ধে ৬ই জুন, বৃহস্পতিবার) তগলক্ শাহ এই অন্ধ স্থাপিত করেন।

পূর্বে গুজরাট অঞ্চলে বল্লভী সন্থ চলিত ছিল। সোমনাথে এবং অম্বাজ স্থানে এই অন্ধের উল্লেখ দেখা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, ৩৭৫ সন্থ (৩১৮ খৃঃ অন্ধ) হইতে বল্লভী অন্ধ চলিত হয়। শেষে ৮০২ সন্থের পরে আর ইহার চলন ছিল না।

দেবদ্বীপে শিবসিংহ সন্থের চলন ছিল। ১১৬৯ সন্থে (১১১৩ খৃঃ অন্ধে) গোহিলেরা এই অন্ধ প্রচলিত করিয়াছিলেন।

মালব, মঙ্গালোর, ত্রিবাঙ্গুর প্রভৃতি অঞ্চলে পরশুরাম অন্ধ প্রচলিত আছে। কলিযুগের ১৯৩৫ বৎসর (১১৭৬ খৃঃ পূঃ) অতীত হইলে, সূর্য্য কত্তারশিতে গমন করিলে, আশ্বিন মাসে এই অন্ধ প্রথম স্থাপিত হয়। ইহা সহস্র বৎসর পরিবর্তিতে গণিত হইয়া থাকে। এই

অন্ধের ১৭৭ বৎসরের প্রথমে তৃতীয় পরিবর্তি শেষ হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন ১৭২৩ শকের ১লা আশ্বিন (১৮০০ খৃঃ অন্ধের ১৪ই সেপ্টেম্বর) ছিল।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে গ্রহপরিবর্তি নামে আর একটি অন্ধ চলিত আছে। ৯০ বৎসর অন্তর ইহার পরিবর্তির গণনা হইয়া থাকে অর্থাৎ নব্বই বৎসর অন্তর ইহার এক একটি অন্ধ হয়। ইহার বর্ষ গণনার প্রণালী নূতন প্রকার। মঙ্গলের ভ্রমণ ১৫ গুণ, বুধের ভ্রমণ ২২ গুণ, বৃহস্পতির ভ্রমণ ১১ গুণ, শুক্রের ভ্রমণ ৫ গুণ, শনির ভ্রমণ ২৯ গুণ এবং সূর্য্যের ভ্রমণ ১ গুণ, এই সকল একত্র মিলিত করিলে একটি বর্ষ হয়। ৩০৭৮ কলির গতাব্দে (২৪ খৃঃ পূঃ) এই অন্ধের আরম্ভ হইয়া থাকিবে। খৃষ্ট অন্ধের সঙ্গে ইহার পরিবর্তির মেলন করিতে হইলে খৃষ্টাব্দে ২৪ যোগ করিয়া পরে সেই সমষ্টিকে ৯০ দিয়া বিভাগ করিলে পরিবর্তি নির্দ্ধারিত হইবে। যথা, ১৮৮৬ খৃঃ অন্ধে $\frac{১৮৮৬+২৪}{৯০} = ২১$ পরিবর্তি, ২০ বৎসর।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে, তিব্বৎ, চীন, এবং আসিয়ার অন্যান্য স্থানে বৃহস্পতি চক্র নামে এক প্রকার অন্ধ প্রচলিত ছিল। ঐ অন্ধ এখনও আসিয়ার কোন কোন স্থানে চলিত আছে। ৬০ বাট বৎসর অন্তর ইহার পরিবর্তির গণনা হইয়া থাকে। এই পরিবর্তি স্থির করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকারে বৃহস্পতির সঞ্চার গণনা করা হয়। তাহার মধ্যে সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত, জ্যোতিষত্বের মত এবং তৈলঙ্গের মতই অধিক চলিত।

সূর্য্য সিদ্ধান্তের মতে, বৃহস্পতির ৩৬৪,২২০,০০০ গতি নির্দ্ধারিত আছে। শুক্রর এক সৌর বৎসরের গতি স্থির করিলে প্রায় এক রাশি (১ রা—০°—২১'—৪") হয়। চক্ৰ এক বৃহস্পতি বর্ষের ঠিক পরিমাণ (অর্থাৎ রাশি চক্রের সমস্ত এক রাশিতে ভ্রমণকাল) ৩০° ২' ০৪" : ৩৬৫ দিন ১৫ ঘণ্টা ৩১ পল :: ৩০° : ৩৬১ দিন ২ ঘণ্টা ৫ পল। অর্থাৎ কক্ষদৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিনে সূর্য্য ১২ বারটা রাশি একবার ভ্রমণ করিয়া আসেন, আর একটা রাশিতে ভ্রমণ করিতে বৃহস্পতির কক্ষিৎ অধিক ৩৬১ দিন লাগে। ইহাই বৃহস্পতি চক্রাংশ।

নেপালে শক এবং সন্থ এই উভয় অন্ধই চলিত আছে। তস্তির নেবার নামে আর একটি অন্ধেরও চলন দেখা যায়। নেপালের অসভ্য জাতিরা ১০০৬ বৎসর পূর্বে এই অন্ধ স্থাপিত করিয়াছিল।

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষণসেনের সময়ে লক্ষণ সংবৎ চলিত হইয়াছিল। ঐ সংবতের সাক্ষেতিক চিহ্ন 'লসং'। মাঘ মাসে উহার বৎসর আরম্ভ হয়। ১১০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে লক্ষণ সংবৎ চলিয়া আসিতেছে। (শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস দেখ)। মিথিলায় লক্ষণাব্দ চলিত আছে এবং তথায় শিবসিংহ রাজা ও বিদ্যাপতি কবির নিবাস ছিল, বঙ্গদর্শনে এই রূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমরা বিশেষ অসন্ধান করিয়া জানিলাম বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ছাতনা গ্রামে শিবসিংহ রাজা ও বিদ্যাপতির নিবাস ছিল। [বিদ্যাপতি শব্দ দেখ]।

পূর্বে গ্রিস দেশের অন্তর্গত ইলিন্দ প্রদেশের ওলিম্পিয়া নামক ক্ষেত্রে গ্রিসবাসীরা মিলিত হইয়া মল্লক্রীড়া করিতেন। চারি বৎসর অন্তর অন্তর মহাসমারোহে এই উৎসব সম্পন্ন হইত। এই উৎসব হইতে ওলিম্পিয়াদ নামক অব্দের সৃষ্টি হয়। খৃষ্টের জন্মের ৭৭৬ বৎসর পূর্বে ১লা জুলাই হইতে এই অব্দের আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার পর রোমনগরের নির্মাণকাল হইতে আর একটি অন্ধ প্রচলিত হইয়া পড়ে। এই মহানগর ঠিক কোন সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সকলের মত সমান নহে। কাহার মতে ৭৪৭ খৃঃ পূর্বে, কাহার মতে ৭৫০ খৃঃ পূর্বে, কাহার মতে ৭৫১ খৃঃ পূর্বে, কাহার মতে ৭৫২ খৃঃ পূর্বে, আবার কেহ কেহ বলেন খৃষ্ট জন্মের ৭৫৩ বৎসর পূর্বে এই নগর স্থাপিত হয়। ২১শে এপ্রেল হইতে রোমনগরের অন্ধ গণনা করা হইত।

এখন খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সর্বত্রই খৃষ্টাব্দ চলিত হইয়াছে। তন্নিম্ন যে যে স্থানে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের অধিকার বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, সে সকল স্থানেও খৃষ্টাব্দের চলন দেখা যায়। কোন সময় হইতে খৃষ্টাব্দ চলিত হইয়াছে, সে বিষয়ে বিরোধ অনেক। কেহ কেহ বলেন যিশু খৃষ্টের জন্মের পর হইতেই খৃষ্টাব্দ গণনা করা হইয়া থাকে। পূর্বে অনেকে ২৫ মার্চ হইতে খৃষ্টাব্দ গণনা করিতেন। ১১০০ খৃষ্টাব্দে জার্মান প্রভৃতি দেশে খৃষ্টের জন্ম দিন হইতে বৎসর আরম্ভ করা হইত।

অতি প্রাচীন কালে খৃষ্টধর্মাবলম্বীরা পৃথিবীর সৃষ্টির সময় হইতে একটি অন্ধ গণনা করিতেন। কিন্তু কতকাল হইল পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে, বাইবেল দেখিয়া তাহা নিশ্চিত করা সুকঠিন। হিব্রু, সমরিতান এবং সেপ্তুজিস্ত, বাইবেলের এই তিন প্রকার প্রামাণিক পুস্তক

দেখিয়া সৃষ্টির কাল নিরূপণ করিতে হয়। কিন্তু এই তিনখানি পুস্তকে মতের সামঞ্জস্য নাই, অতএব বাইবেল দেখিয়া সৃষ্টির কাল নিশ্চিত করা বিড়ম্বনামাত্র। দি-বিমোল্ অন্ততঃ দুইশত প্রকার গণনা দৃষ্টে স্থির করিয়াছেন যে, খৃষ্ট জন্মের পূর্বে ৩৪৮৩ বৎসরের নূন নহে এবং ৬৯৮৪ বৎসরের অধিক নহে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু সচরাচর খৃষ্ট জন্মের পূর্বে ৪০০৪ বৎসরই গৃহীত হইয়া থাকে।

ইহুদীদিগের অন্ধ এখনকার খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের মত নহে। ইহারা মুষাকে ভক্তি করেন, কিন্তু যিশু খৃষ্টকে মুষা বলিয়া মানেন না। তাঁহারা বলেন যে, মানুষের ত্রাণকর্তা এখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তজ্জন্ত ইহুদী জাতির মধ্যে খৃষ্টাব্দের চলন নাই। ইয়েলাইটরা মিশর হইতে যে সময়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাহার পূর্বের হরিপদ সংক্রান্তি হইতে ইহুদীরা একটি বর্ষ গণনা করেন। তাহার পর নিশান বা আবিদ মাসে তাঁহারা শত্ৰুর হস্ত হইতে মুক্তি পাইলে বিজুপদ সংক্রান্তি হইতে আর একটি বর্ষ গণনা করা হয়। অতঃপর এই ঘটনার প্রসঙ্গে খৃঃ পূঃ ১৬২ বৎসর হইতে একটি অন্ধ চলিয়া আসে। কাহার মতে ২২১ বৎসর খৃঃ পূঃ হইতে ঐ অন্ধ চলিয়া আসিতেছে। এই অন্ধ ৮৪ বৎসর পরিবর্তিতে চলিয়া থাকে। ইহুদীদের মধ্যে পৃথিবী সৃষ্টির অন্ধও চলিত আছে। তাঁহাদের মতে খৃষ্ট জন্মের ৩৭৬০ বৎসর পূর্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল।

পারস্ত্র দেশে মন্দের অন্ধ চলিত নাই। তৃতীয় জেদগার্ড রাজা হইলে ৬৩২ খৃঃ অব্দের ১৬ই জুন হইতে একটি নূতন বর্ষ চলিয়া আসিতেছে। পূর্বে ৩৬৫ দিনে উহার এক একটি বৎসর হইত। কিন্তু ইহাতে ক্রমশঃ বৎসরের গোল হইতে লাগিল। তাই ১০৭৯ খৃঃ অব্দে খোরাসানের সুলতান জেলালুদ্দিন মালেক শা বর্ষ গণনার সংশোধন করিয়া মলমাসের হিসাব গ্রহণ করিলেন। এই অন্ধ এখনও ভারতবর্ষের পার্শ্বজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু পার্শ্বীরা সর্বত্র এক সময় হইতে বর্ষ গণনা করেন না। কোথাও সেপ্টেম্বর, কোন স্থানে বা অক্টোবর মাস হইতে তাঁহারা বৎসর গণনা করিয়া থাকেন।

খৃষ্ট জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্বে স্মাউ সম্রাটের রাজত্বকালে চীন দেশে দুই প্রকার বৎসর চলিত ছিল। রাজকীয় কার্যাদি চান্স বৎসরের হিসাবে সম্পন্ন করা

হইত, আর জ্যোতিষের কার্য্য সৌর বৎসরের হিসাবে চলিত। অতি প্রাচীন কাল হইতেই চীনেরা ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় সৌর বৎসর গণনা করিতেন। আমাদের দেশে অহোরাত্রকে যেমন প্রহর, দণ্ড প্রভৃতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে, চীন দেশের নিয়ম সে প্রকার নয়। তাঁহারা অহোরাত্রকে ১০০ কে'তে বিভাগ করিতেন। এক এক কে'র পরিমাণ ১০০ মিনিট এবং প্রত্যেক মিনিটের পরিমাণ ১০০ সেকেন্ড। কিন্তু আজি কালি ইংরাজি প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

চীনে ৬০ ঘাট বৎসর পরিবর্তিতে দিন, চন্দ্র ও বর্ষ গণনা করা হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, খৃঃ পূর্ব ২৩৫৭ বৎসর হইতে ঐ পরিবর্তির আরম্ভ হইয়াছে। খৃঃ পূর্ব ১৬৩ বৎসর হইতে বর্ষ গণনার নতুন প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। প্রত্যেক নতুন সম্রাটের অভিষেক কাল হইতে এক একটা নতুন বর্ষ গণনা করা হয় এবং অন্ধেরও নাম পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই সকল অন্ধকে চীনভাষায় 'মিন্-হো' কহে।

সিংহল, আবা, পেণ্ড, শ্রাম প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ অন্ধ চলিত ছিল। অদ্যাপি অনেকে ঐ অন্ধের ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে শেষ জিন মহাবিহার হইতে একটা অন্ধের স্মৃতি হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশে খৃঃ ৭৯ খৃঃ অন্ধ হইতে সম্রাট একটা অন্ধ স্থাপন করেন। এই অন্ধ শকাব্দের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। আবার বর্তমান অন্ধ ৬৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হয়। ইহা পল্লা-চান-রা-হন দ্বারা স্থাপিত। গোতমের পিতামহ অজ্ঞান খৃঃ ৬৯১ বৎসরে মহাঅন্ধ স্থাপিত করেন। ইহাও তথায় প্রচলিত আছে।

অন্ধপ (পুং) অন্ধ পাতি পা ক। বর্ষাধিপ।

অন্ধনার (পুং) অন্ধস্ত মুক্তকস্ত সারঃ রসাদিঃ। কপূর বিশেষ।

অন্ধবাহন (পুং) অন্ধো মেঘো বাহনমন্ত। ইন্দ্র।

অন্ধিবান্ (ত্রি) অপাং দানং দা-বাহলকাং ভাবে কি অন্ধিঃ ততো অস্ত্যর্থো মতুপ্। জলদানবান্।

অবতুর্গ (ক্লী) অস্তিঃ বেষ্টিতং দুর্গম্। শাকপার্থিবাদি তৎ। জল বেষ্টিত দুর্গ।

অন্ধৈবত (ত্রি) আপো দেবতা যন্ত। বহুব্রী। জলোপাসনার মন্ত্র বিশেষ। জল দেবতাক পূজাষাঢ়া নক্ষত্র।

অন্ধি (পুং) আপো দীপ্তেহুগ্নিন্ ধা-আধারে কি। উপপদ সঃ। সমুদ্র। সরোবর।

অন্ধিকক (পুং) অন্ধেঃ সমুদ্রস্ত কক ইব। সমুদ্রফেন।

অন্ধিজ (পুং) অন্ধৌ সমুদ্রে জায়তে জন-ড। ৭-তৎ। চন্দ্র। শঙ্খ। (দ্বিবচন) অশ্বিনীকুমার। (ত্রি) সমুদ্রজাত। (স্ত্রী) অন্ধিজা লক্ষ্মী।

অন্ধিদীপা (স্ত্রী) অন্ধিসংখ্যাতা লবণাদি সপ্তসংখ্যাতা দীপা যন্তাঃ। সপ্তদীপা পৃথিবী।

অন্ধিনগরী (স্ত্রী) অন্ধৌ সমুদ্রসমীপে নগরী। দ্বারকা।

অন্ধিনবনীতক (পুং) অন্ধৈর্নবনীতমিব ইবে প্রতিকৃতো ইতি কন্। চন্দ্র। যাহা নবনীতের প্রতিকৃতি। যাহা সমুদ্রের নবনীতের দ্বারা।

অন্ধিফেন (পুং) অন্ধেঃ ফেনঃ। ৬-তৎ। সমুদ্র ফেন।

অন্ধিমণ্ডকী (স্ত্রী) অন্ধিঃ মণ্ডয়তি মণ্ড-উক গৌরাদি-ঊষ্। ৬-তৎ। শুক্লি। সমুদ্রের কিছুক বাহাতে মুক্তা জন্মে।

অন্ধিশয় (পুং) অন্ধৌ শেতে শী-অধিকরণে অচ্। ৭-তৎ। সমুদ্রস্থ বটপত্র-শায়ী বিষ্ণু। *। অধিকরণে শেতেঃ। পা ৩। ২। ১৫। অধিকরণে সুবস্ত উপপদের পর শী ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়।

অন্ধ্যগ্নি (পুং) অন্ধৌ সাগরে স্থিতঃ অগ্নিঃ। বাড়বানল।

অবাস। ইনি মুসলমান ধর্ম প্রবর্তক মঙ্গদের খুড়া। মঙ্গদ আপনার ধর্ম স্থাপিত করিলে অবাস প্রাণপণে তাহা প্রচার করিবার নিমিত্ত যত্ন করিয়াছিলেন। অবাসাইদ কালিফ বংশও এই মহাপুরুষ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ বংশের কালিফেরা ৭৪২ খৃঃ অন্ধ হইতে ১২৫৮ খৃঃ অন্ধ পর্যন্ত বোগদাদে আধিপত্য করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৫১৭ খৃঃ অন্ধ পর্যন্ত তাঁহারা মামেলিউকদের আশ্রয়ে থাকিয়া মিশরের ধর্মকার্যের অধ্যক্ষতা করিতেন। শেষে তুরস্কের সুলতান সেই কাজের অধিনায়ক হইলেন।

অবাস বংশের কোন কোন ব্যক্তি এখনও তুরস্কে এবং ভারতবর্ষে বাস করিতেছেন। পারস্য দেশেও অবাস বংশের অনেক সুপ্রসিদ্ধ লোক বাস করিতেন। তাঁহারা হুফিকুলে জন্ম গ্রহণ করেন, কালিফ আলী তাঁহাদের আদি পুরুষ। ইহার ১৫০০ খৃঃ অন্ধে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, পরে ১৭৩৬ খৃঃ অন্ধে এই বংশের লোপ হইয়া যায়। ইতিহাসে প্রথম অবাসেরই নাম অধিক বিখ্যাত। তিনি তুরস্কের সেনাগণকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। পরে ১৬২১ খৃঃ অন্ধে ইংরাজদের সহায়তায় অর্মজ বন্দরে পর্তুগিজদের উপ-

নিবেশ নষ্ট করিয়া দেন।

অক্সাস মির্জা। ইনি পারস্তের শা ফেত-আলীর পুত্র। ১৭৮৩ খৃঃ অঙ্গে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি, সাহস এবং রণনৈপুণ্য ছিল। অতি অল্প বয়সেই তিনি আফগানিস্তান প্রদেশের শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। এইখানে ইংরাজ সেনাপতিদের সঙ্গে তাঁহার প্রণয় হয়। ইংরাজেরা তাঁহাকে সর্বদা যুদ্ধ-কৌশল শিখাইতেন। কাজেই শীঘ্র তিনি আপনার সৈন্তগণকে রণপণ্ডিত করিয়া তুলিলেন। ১৮১১ খৃঃ অঙ্গে পারস্ত ও রুশিয়ার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই বিরোধে ফরাসিদের পারস্তের সহায় ছিলেন। অক্সাস পারস্ত সৈন্তের প্রধান অধিনায়ক হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তিনি জয় লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮১৩ খৃঃ অঙ্গে গুলিস্তানে সন্ধিবদ্ধ হইলে, সেই সন্ধিতে রুশেরা ককেশস প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন এবং কাস্পিয়ান সাগরের কূল পর্য্যন্ত তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তারিত হইয়া পড়িল।

১৮২৬ খৃঃ অঙ্গে রুশের সঙ্গে পারস্তের আবার বিরোধ আরম্ভ হইল। অক্সাস পুনর্বার অপারিসীম সাহস ও বিক্রম সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবারও তিনি পরাস্ত হইয়াছিলেন। এবারকার সন্ধিতে আর্মিনিয়ার মধ্যে পারস্তের যে অধিকার ছিল, তাহা রুশের হস্তে সমর্পণ করিতে হইল। পূর্বে হইতে ইংলণ্ডের সঙ্গে পারস্তের যে সংগ্রহ ছিল তাহা আর থাকিল না। এখন রুশই পারস্তের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন।

ক্রমে রুশের যোগে অক্সাস পারস্তের রাজা হইলেন। তখনও তাঁহার পিতা ফেত-আলী জীবিত ছিলেন; কিন্তু তিনি দুর্বল, সহায়হীন, স্ত্রতরাং কিছুই করিতে পারিলেন না। ১৮২৯ খৃঃ অঙ্গে তেহারানগরে পারস্তের লোকে রুষদূতকে বিনষ্ট করে। তাহাতে অববাসের মনে অতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইল। পাছে কোন বিপদ উপস্থিত হয় সে কারণ তিনি সেন্ট-পিতার্সনগরে রুষ সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রুষ সম্রাট তাঁহার সৌজন্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া পারস্তে প্রেরণ করেন। ১৮৩২ খৃঃ অঙ্গে অক্সাসের মৃত্যু হয়। তাহার পর ১৮৩৪ খৃঃ অঙ্গে ফেত-আলী পরলোক গমন করিলে, অক্সাসের পুত্র মক্কদ মির্জা পারস্তের রাজা হইলেন।

অব্ভক (পুং) আপো ভক্ষয়তি অপ্-ভক-ণ। উপা. সো।

সর্প বিশেষ। (ত্রি) যে কেবল জল ভক্ষণ করে। (দ্রী)—অব্ভক। *। শীলকামিত্তকচরিত্যো. ৭ঃ। বাস্তিক, পা ৩। ২। ১। সূত্রে। কৰ্মোপপদের পর শীল, কামি, ভক্ষ, আচরি ইহাদের উত্তর ৭ প্রত্যয় হয়।

অব্ভ্র। অদ্ভ্র (ক্লী) আপো বিভক্তি ভূ-ক। অথবা, অদ্ভ্র-গতো-অচ্-মেঘ। গগন। আকাশ। মুখা। ত্রিদিব। স্বর্ণ। ধাতু বিশেষ। [এই ধাতুর বিশেষ বিবরণ অদ্ভ্র শব্দে দেখ]।

অদ্ভ্র-অচ্ এই প্রকারে রূপ সাধিলে বিকল্পে ভকারের দ্বিত্ব হইবে। *। অনচি চ। পা ৮। ৪। ৪৭। অচের পরস্থিত যে বস্তু, তাহাদের বিকল্পে দ্বিত্ব হয় যদি পরে অচ্ না থাকে। এখানে অকারের পর ভ আছে এবং তাহার পরে র আছে, অচ্ নাই; তজ্জন্ত এই সূত্রানুসারে—অদ্ভ্র-এই প্রকার রূপ হইল। পরে—*। ঝলাং জশ্ ঝশি। পা ৮। ৪। ৫৩। ঝশ্ পরে থাকিলে ঝলের স্থানে জশ্ হয়। এই সূত্রানুসারে ভ স্থানে ব হইল। অদ্ভ্রং মেঘে চ গগনে ধাতুভেদে চ কাঙ্কনে। মেদিনী। অদ্ভ্রস্ত ত্রিদিবে গগনে ২ শ্বুদে। হেমচন্দ্র।

অব্ভ্র শব্দ আরও কয়েক প্রকারে সিদ্ধ হয়।

(১) আপো রাতীতি অপ্-রা দানে-ক অব্ভ্র। এখানে পকার স্থানে ভকার হইয়াছে এবং পূর্বোক্ত সূত্র দ্বারা দ্বিত্ব হওয়ায় এই রূপ সিদ্ধ হইয়াছে। (২) ন ভ্রংশতি অস্মাদাপো বর্ষা সময়াদন্ত্যেতি। নঞ্ পূর্বাং-ভ্রংশ অধঃপতনে-ড (অন্তেষ্মপি দৃশ্যতে। পা ৩। ২। ১০১)। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্তসময়ে যাহা হইতে জল পতিত হয় না। (৩) ন ভ্রাজতে বর্ষাস্থ মলিন বর্ণত্যাং। নঞ্ পূর্বাং-ভ্রাজ দীপ্তো-পূর্ববং ড। বর্ষাকালে মলিনতা হেতু যাহা শোভা পায় না।

এই সকল ব্যুৎপত্তি দ্বারা সর্বত্রই মেঘকে বুঝাই-তেছে। যাক্ষ মেঘের ৩০ টি পর্য্যায় করিয়াছেন। যথা—

১—অদ্ভি। ২—গ্রাবা। ৩—গোত্র। ৪—বল। ৫—অশ্ব। ৬—পুরুভোজা। ৭—বলিশান। ৮—অশ্বা। ৯—পর্কৃত। ১০—গিরি। ১১—ভ্রজ। ১২—চক্র। ১৩—বরাহ। ১৪—শবর। ১৫—রৌহিণি। ১৬—রৈবত। ১৭—ফলিগ। ১৮—উপর। ১৯—উপল। ২০—চমস। ২১—অহি। ২২—অদ্ভ্র। ২৩—বলাহক। ২৪—মেঘ। ২৫—দৃতি। ২৬—ওদন। ২৭—বৃষক্কি। ২৮—বৃত্র। ২৯—অহর। ৩০—কোশ।

অব্ভংলিহ। অদ্ভংলিহ (পুং) অব্ভ্রং লেঢ়ি শ্মশতি

অব্জ-লিহ-খণ্। উচ্চশিখর। বায়ু। (ত্রি) গগন-
স্পর্শী। *। বহাদ্রে লিহঃ। পা ৩। ২। ৩২। বহ এবং
অত্র এই দুই কর্ণোপপদের পর লিহ ধাতু থাকিলে
তাহার উত্তর খণ্ প্রত্যয় হয়। খ ইৎ জন্ত মকারের
আগম হইয়া থাকে। [বিকল্পে ভকারের দ্বিত্ব হইবার
স্থলে অব্জ শব্দে দেখ]।

অব্জক। অব্জক (পুং) অত্রমিব প্রতিকৃতিঃ অব্জ-কন্।
মেঘের প্রতিনিধি অর্থাৎ অব্জ ধাতু। গিরিজ। অমল।
[বিকল্পে ভকারের দ্বিত্ব হইবার স্থলে অব্জ শব্দে
দেখ]। *। ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫। ৩। ৯৬।
প্রতিনিধি অর্থ বুঝাইলে বর্তমান প্রাতিপদিকের উত্তর
স্বার্থে কন্ প্রত্যয় হয়।

(অত্রকং গিরিজামলে। অমর)। অমরের এস্থলে
কেহ কেহ গিরিজামল এই রূপ একটা পদ স্বীকার
করেন।

অব্জংকষ। অব্জংকষ (পুং) অব্জং মেঘং কষতি শোষ-
য়তি কষ-খচ্। পর্ষত। বায়ু। (ত্রি) গগনস্পর্শী।
অতিশয় উচ্চ। *। সর্ষকূল্যব্রুকরীষেযু কষঃ। পা ৩।
২। ৪২। সর্ষ, কূল, অব্জ, করীষ এই সকল কর্ণোপ-
পদের পর কষ ধাতু থাকিলে তাহার উত্তর খচ্ প্রত্যয়
হয়। (অব্জংকমো গিরিঃ ইতি কাশিকা)।

অব্জপিষাচ। অব্জপিষাচ (পুং) অব্জে গগনে পিষাচ
ইব। রাহ। চন্দ্রস্বর্যাকে গ্রহণের সময়ে গ্রাস করে
বলিয়া রাহকে অব্জপিষাচ কহে।

অব্জপুষ্প। অব্জপুষ্প (ক্লী)। অব্জ পুষ্পমিব শুভ্রহাৎ।
জল। (পুং) অত্রমিব পুষ্পমন্ত। বহুত্ৰী। বেতস বৃক্ষ।
বেতগাছ।

অব্জমাতঙ্গ। অব্জমাতঙ্গ (পুং) অব্জাধিপঃ মাতঙ্গঃ।
শাকং তৎ। ঐরাবত। এই রূপ প্রসিদ্ধি আছে যে,
ঐরাবত মেঘের নায়ক। (ঐরাবতো হ্রস্বমাতঙ্গৈরাবণা-
ভ্রমুবল্লভাঃ। অমরঃ)।

অব্জমু। অব্জমু (ক্লী) অব্জাধিপে ঐরাবতে মাতি মা-ডু।
ঐরাবত হস্তীর ক্লী। পূর্বাঙ্গিগহস্তীর ক্লী।

অব্জমুবল্লভ। অব্জমুবল্লভ (পুং) অব্জমোঃ বল্লভঃ পতিঃ।
৬-তৎ। ঐরাবত হস্তী।

অব্জরোহস্। অব্জরোহস্ (পুং) অব্জাং মেঘগর্জনাং
রোহতি রুহ-অহস্। বৈদূর্য্যমণি। কুমার সম্ভবে লিখিত
আছে যে, নব মেঘশূল্য দ্বারা বৈদূর্য্যমণি উৎপন্ন হয়।
(বিদূরভূমিন্ নবমেঘশূল্যাহুস্তিনয়া রত্নশল্যকয়েব। ১। ২৪।

নূতন মেঘের শূল্য হেতু উদ্ভূত রত্নশল্যাকার দ্বারা কৃত্রিম
বিদূর ভূমির জ্ঞায়)।

অব্জি। অব্জি (ক্লী) অব্জ গতো-ইন্। নৌকাদির মল
পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত কাঠের কোদাল। এই শব্দ
বিকল্পে (অত্রী) দীর্ঘ দ্বেকারান্তে হয়।

অব্জিয়। অব্জিয় (ত্রি) অব্জে ভবঃ ঘ। মেঘভব।
আকাশীয়। যথা,—অব্জিয়া আগঃ। অব্জিয় আসারঃ।
অব্জিয়ং জলম।

অব্জোথ। অব্জোথ (ক্লী) অব্জাং মেঘবর্ষণাৎ উত্তিষ্ঠতি
অব্জ-উৎ-স্থ-ক। বজ্র। বিদ্যুৎ। (ত্রি) অব্জজাত দ্রব্য।
অব্জচ্চর্চ্য (ক্লী) ন অব্জচ্চর্চ্যাম্। বিরোধে নঞ-তৎ। স্বার্থে
কন্ করিয়া অব্জচ্চর্চ্যাক এপ্রকার রূপও হয়। মৈথুনাদি।
ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী কার্য্য। নাস্তি ব্রহ্মচর্য্যং যত্র।
(ত্রি)। নঞ-বহুত্ৰী। ব্রহ্মচর্য্য রহিত।

অব্জগ্য (ক্লী) ব্রহ্মণি ব্রাহ্মণোচিতকর্ম্মণি অহিংসাদৌ
সাধু যৎ। বিরোধে নঞ-তৎ। ব্রহ্মকর্ম্মে অসাধু।
যে ব্রহ্মকার্য্য জানে না। হিংসা। হিংসাজনক বাক্য।
'নাটক উক্তিতে—'ও বধ্য নহে'—এ প্রকার বলা।
অবধ্যাজ্ঞা। অবধ্যোক্তি। নাট্যোক্তিতে যথা—'ভো
অব্রহ্মণ্যমব্রহ্মণ্যং বর্ত্ততে'। (অব্রহ্মণ্যমবধ্যোক্তৌ।
অমর)।

অব্রাহ্মণ (পুং) ন ব্রাহ্মণঃ। অপ্রাশস্ত্যে নঞ-তৎ। অপ-
কৃষ্ট ব্রাহ্মণ। বিগুহ ব্রাহ্মণ নহে।

শাস্ত্রে ছয় প্রকার অব্রাহ্মণের বিষয় কথিত হই-
য়াছে। ১ রাজার অন্নপালিত, ২ যে বাণিজ্য করে, ৩
বহুযাজক, ৪ গ্রাম যাজক, ৫ গ্রাম্য বা নাগরিক সকল
লোকেই কাৰ্য্যবিশেষে যাহাকে বরণ করে তাদৃশ
ব্রাহ্মণ, ৬ যে সন্ধ্যাবন্দনাদি করে না।

সাদৃশ্যে নঞ-তৎ। ব্রাহ্মণ সদৃশ, যেমন ক্ষত্রিয়,
ভাট, দৈবজ্ঞ ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত্রজাতি, যেমন
শূদ্র প্রভৃতি।

অব্রুকৃত (ক্লী) ন ক্রবে কৃতম্। বাক্য প্রতিরোধক।
অব্রুদ্ধ (ত্রি) অপাং লিঙ্গবোধনসামর্থ্যং বজ্র। জল-
রূপার্থে প্রকাশক অব্-দেবতাক মন্ত্র।

অভক্ত (ত্রি) ভজ্য সেবায়াং বিভাগে চ কর্ত্তরি কর্ম্মণি বা
কৃত। নঞ-তৎ। সেবক নহে। বিভাগ করা নহে।

অভক্তি (ক্লী) ভজ্য-জিন্ ভক্তিঃ। অভাবে নঞ-তৎ।
ভক্তির অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুত্ৰী। যাহার ভক্তি
নাই।

অভক্ষণ (ক্লী) ভক্ষ-ল্যুট্ ভক্ষণম্। নঞ-তৎ। ভক্ষণের অভাব। উপবাস।

অভক্ষ্য (ত্রি) ভক্ষিতুম্‌যোগ্যং ভক্ষি-ণাৎ। নঞ-তৎ। শাস্ত্র নিষিদ্ধ ভোজন দ্রব্য। অখাদ্য। পলাতু, লগুন প্রভৃতি কোন কোন দ্রব্য স্বভাবতঃ অখাদ্য বলিয়া ধরা হইয়াছে। কোন কোন দ্রব্য সময় বিশেষে খাইলে দোষ হয় না, আবার সময় বিশেষে খাইলে দোষ হয়। কোন কোন দ্রব্য স্থান বিশেষে অভক্ষ্য হয়, কোন কোন দ্রব্য অল্প কোন বিশেষ দ্রব্যের সঙ্গে মিশ্রিত করিলে অখাদ্য হয়, কোন কোন দ্রব্য পাত্র বিশেষে রাখিলে অখাদ্য হয়, কোন কোন দ্রব্য অসংযুক্তি হইতে গ্রহণ করিয়া খাইতে নাই, কোন কোন দ্রব্য জাতি বিশেষে স্পর্শ করিলে খাইতে নাই।

অভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করা আয়ুঃক্ষয়ের প্রধান কারণ। মহুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমে এই রূপ ভূমিকা আছে,—ঋষিরা ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা সকলেই ত আপন আপন ধর্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তবে তাঁহারা বেদবিহিত চারিশত বৎসর পরমায়ু ভোগ করিতে পারেন না কেন? কি নিমিত্ত তাঁহাদের অকালমৃত্যু ঘটতেছে? এই কথা শুনিয়া ভৃগু বলিলেন,—ব্রাহ্মণেরা আর ভাল করিয়া বেদ পড়েন না, তাঁহারা আচারব্রত হইয়াছেন, দিন দিন অতিশয় অলস হইতেছেন, বিশেষতঃ তাঁহাদের খাদ্য দোষ ঘটয়াছে, এই গুলিই অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ। তাহার পর মহুপুত্র ভৃগু অভক্ষ্য দ্রব্যগুলির নাম করিতে লাগিলেন।

এখানে কতকটা প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিশ্চয় করা যাইতেছে। ‘চতুপাং সকলো ধর্মঃ সত্যক্বেব কৃতে যুগে’। মহুসংহিতাতে লেখা রহিয়াছে যে, সত্যযুগে চারিপোয়া ধর্ম এবং সত্য ছিল। কিন্তু সত্যযুগেই ঋষিরা ভৃগুর কাছে অকালমৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভৃগু তাহার উত্তরে আচারব্রততা ও খাদ্যদোষাদির কথা বলিলেন। অতএব সত্যযুগেও লোকে যথেষ্টাচারী ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ভোজনাদির অত্যাচার না করিলে লোকে সকালে দীর্ঘজীবী হইত; ভোজনাদির অত্যাচার না করিলে লোকে এখনও দীর্ঘজীবী হইতে পারে।

ভৃগু কহিলেন,—গাজর, রসুন; পলাতু; ছত্রাক, ইহাকে ছাতু ছাতা এবং কৌড়কও কহে; এবং বিষ্ঠাদিতে

যে সকল শাকাদি জন্মে, তাহা ভোজন করিতে নাই। (শাস্ত্রকারেরা এই সকল দ্রব্য ব্রাহ্মণাদির পক্ষে নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু শূদ্র প্রভৃতির পক্ষে নিষেধ করেন নাই)।

বৃক্ষের যে রক্তবর্ণ নির্ধাস নির্গত হইয়া কঠিন হইয়া গিয়াছে; বৃক্ষ ছেদন না করিলে যে নির্ধাস বাহির হয় না; চালতা; এবং প্রসবের পর দশ দিন গত না হইলে যে গোহৃদ্ধ জাল দিবার সময়ে কঠিন হইয়া যায়, তাহা অভক্ষ্য।

যে সকল পশুর দুগ্ধপান করিতে ব্যবস্থা আছে, প্রসবের পর দশ দিন গত না হইলে তাহাদের দুগ্ধ খাইতে নাই। উটের দুগ্ধ; অথ প্রভৃতি যে সকল পশুর খুর ঘোড়া, তাহাদের দুগ্ধ, মেঘের দুগ্ধ; ঋতুমতী গাভীর দুগ্ধ; এবং বাছুর না থাকিলে তাদৃশ গোবৃদ্ধ দুগ্ধ খাইতে নিষিদ্ধ। জ্রীলোকের দুগ্ধ এবং হরিণ প্রভৃতি বস্ত্র পশুর দুগ্ধও পান করা অকর্তব্য। কিন্তু মহিষের দুগ্ধ খাইতে নিষেধ নাই।

যে সকল দ্রব্য স্বভাবতঃ মিষ্ট, কিন্তু বিকৃত হইয়া বিস্বাদ বা অন্ন হইয়া গেলে তাহা ভোজন করা অনুচিত। বিকৃত দধি ও নবনীত অখাদ্য নহে। যে সকল উত্তম ফল ফল মূল জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়, তাহা খাইতে আছে।

মাংসাশী পক্ষী; গ্রাম্য পক্ষী; গ্রাম্য কুকুট; গ্রাম্য শূকর; এক খুর বিশিষ্ট পশু; টিটিভ পাখী; চড়ুই; গুড়ুগুড়ু; হংস; চক্রবাক; ডাক; শালিক; টিয়া; যে সকল পক্ষী ঠোঁট দিয়া কীটাদি মারিয়া খায়; যে সকল পক্ষী নখ দিয়া মাটি আঁচড়াইয়া খাদ্য অনুেষণ করে; লিপ্তপদ পক্ষী; পানকোড়ী প্রভৃতি পক্ষী বাহারা জলে ডুবিয়া মৎস্য ধরে; বক; কাক; খঞ্জন প্রভৃতির মাংস অখাদ্য। শুক মাংস এবং কসাইয়ের দোকানের মাংস কদাচ ভক্ষণ করিবে না।

বোয়াল, কই, রাজীব, কাতলা এবং আইসযুক্ত মাছ দৈব, পৈত্ৰ্য এবং পীড়াদিতে ভোজন করা যায়। (স্বতরাং সহজে ভোজন করিবে না)। পুস্তকান্তরে কাকড়া, গুগলি, শামুখ, শাঁখ, কড়ী প্রভৃতি খাইতে নিষেধ আছে। সর্প প্রভৃতি যে সকল প্রাণী একাকী চরিয়া বেড়ায়; যে সকল মৃগাদিকে কেহ চিনে না; বিশেষ রূপে নিষেধ না থাকায় বাহাদের মাংস খাইতে পারা যায় এ রূপ অনুমান হয়;

সজ্জা, গোসাপ, গণ্ডার, কচ্ছপ এবং ধরগদ ভিন্ন অল্প পঞ্চনখ জন্তুর মাংস; এবং একপাটা দস্তবিশিষ্ট পশু-মাংস ভোজন করিবে না। কেবল যজ্ঞে উটের মাংস খাইতে ব্যবস্থা আছে। (১)

(১) শাস্ত্রকারেরা যে সকল দ্রব্য খাইতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি অহিতকর বলিয়া বেশ বৃথিতে পারা যায়। কিন্তু আর কতকগুলি দ্রব্য কেন নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার গুঢ় কারণ বুঝিয়া উঠা দুষ্কর।

আমাদের শাস্ত্রে যে সকল পশু খাইতে নিষেধ করা হইয়াছে, বাইবলে এবং কোরাণে প্রায় সেইরূপ নিষেধ দেখা যায়। বাইবলে (লিভিটিকস্ ১১) লিখিত আছে যে, যে সকল পশুর পুর দ্বিখণ্ডিত কিম্বা ঘোড়া এবং যাহারা জাবর কাটে, তাহাদের মাংস খাইতে পারা যায়। উট রোমন্থ করে, কিন্তু ইহার দ্বিখণ্ডিত পুর নাই, তজ্জন্য উটের মাংস অভক্ষ্য। এই কারণে বাইবলে শশকও অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

শূকরের পুর ঘোড়া এবং দ্বিখণ্ডিতও আছে, কিন্তু ইহা জাবর কাটে না। তজ্জন্য শূকর মাংস অখাদ্য। জলজন্তুর মধ্যে যাহাদের ডানা এবং আঁইস আছে, তাহাদের মাংস খাইতে পারা যায়, কিন্তু কুটীরাদির মাংস অভক্ষ্য।

ইগল, চিল, শকুনী, কাক, পেঁচা, কোকিল, বাজবউরী, শিকরা, সোয়ান রাজহংসাদি, বাঘুড়, বক, উষ্ট্রক এবং যে সকল পক্ষী বৃকে হাঁটে, তাহাদের মাংস খাইতে নাই।

কোরাণেও লিখিত হইয়াছে যে, পীড়াতে কিম্বা আঘাত লাগিয়া কোন জন্তু মরিয়া গেলে তাহার মাংস খাইতে নাই। রক্ত এবং শূকরও অখাদ্য। যে সকল পক্ষী ঠোঁট দিয়া কীটাদি আছড়াইয়া নারে, যাহারা নখ দিয়া মাটি আছড়াইয়া খাদ্য দ্রব্য অনুসন্ধান করে, তাহাদের মাংস ভক্ষণ করা অমুচিত।

স্মৃতিকাগৃহে স্ত্রীলোকেরা অশুচি থাকে, এ কথা বাইবলেও লিখিত আছে। (লিভিটিকস্ ১২) ঈশ্বর মোজেস্কে এইরূপ উপদেশ করিলেন যে, পুত্র প্রদান করিলে স্মৃতিকা ঘরে স্ত্রীলোকেরা সাত দিন অশুচি থাকে। কিন্তু কন্যা সন্তান হইলে অশুচির কাল এক পক্ষ।

স্মৃতিকাগৃহে স্ত্রীলোকদের অনেক প্রকার রোগ জন্মে। তাহার মধ্যে এক একটা রোগ অতিশয় সংক্রমক। অতএব তাদৃশ অশুচি প্রভৃতি কোন খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করিলে তাহা ভোজন করা কর্তব্য নহে।

পেঁয়াজ এবং রসুন মানুষের স্বপথ্য কি না, সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। এলোপ্যাথী চিকিৎসার পুস্তকে এই দুইই কক্ষকে আগ্নেয় ও উত্তেজক বলিয়া লিখিত আছে। হার্কিনেরাও ইহাদিগকে আগ্নেয় ও ধাতুপোষক কহেন। বৈদ্যক গ্রন্থে পেঁয়াজের শুণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—ইহা ঝাল, ধাতুপোষক, পাকে মধুর, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, বলকর, পিত্তকর নহে, কফনাশক, তৃপ্তিজনক এবং গুরুপাক। রসুন, স্ফারয়ুক, মধুর, কঠোর স্বর বর্দ্ধক, ধাতুপোষক, বলকর ও

মাস, তিথি এবং বার বিশেষেও শাস্ত্রকারেরা নানা প্রকার দ্রব্য খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। যথা, কার্তিক-মাসে; বসন্ত, অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্তা এবং পূর্ণিমাতে, ও রবিবারে মংস্তমাংস ভোজন করা অবিধেয়। হরিশয়নে শ্বেতশিম, মাস কলাই, কলসী প্রভৃতি দ্রব্য খাইতে নাই। তন্তিন্ন, নবমীতে লাউ, ত্রয়োদশীতে বেগুণ এইরূপ তিথি বিশেষে অনেক নিষিদ্ধ দ্রব্য আছে। ইহার ঠিক তাৎপর্য্য কি বুঝিতে পারা যায় না।

তাহার পর মনুসংহিতায় নানাবিধ অভক্ষ্য অপ্নের বিষয় লিখিত হইয়াছে। উন্নত, ক্রোধপরবশ এবং ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিতে নাই। অগ্নে কেশ ও কীট পড়িয়া থাকিলে কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্ন মাড়াইলে তাহা ভোজন করিবে না। যাহারা ক্রণহতা করে, সে সকল লোক অন্ন পানে চাহিলে তাহা অভক্ষ্য হয়। কাকাদি পক্ষী কোন অগ্নে মুখদিলে কিম্বা রজস্বলা স্ত্রী অথবা কুকুরে স্পর্শ করিলে তাহা ভোজন করা অমুচিত।

মঠের অন্ন, বেস্তার অন্ন এবং গোরুতে কোন অন্ন ভ্রাণ করিলে তাহা ভোজন করিতে নাই। চোর, বৃষ্টি-উপজীবী, স্তন্যখোর, কৃপণ, কয়েদী, মহাপাতকী, স্ত্রীব, ব্যভিচারিণী, ছলকারী, চিকিৎসক, ব্যাধ, পুরোহিত, শত্রু, অধীরা স্ত্রী এবং স্মৃতিকা ঘরের স্ত্রীর অন্ন অভক্ষ্য। পরের উচ্ছিষ্ট এবং বাসী ভাত খাইতে মনু নিষেধ করিয়াছেন। খাদ্য দ্রব্যের উপর কেহ হাঁচিলে তাহাও ভোজন করিতে নাই।

পক্ষী ব্যভিচারিণী হইয়াছে ইহা জানিতে পারিয়াও যে সহ্য করিয়া থাকে; যে ব্যক্তি স্ত্রীর পরামর্শ শুনিয়া কাজ করে; কর্ম্মকার, নিষাদ, নট, গায়ন, স্বর্ণকার, লৌহবিক্রয়ী; ডোম, ধোবা এবং যাহারা বস্ত্রে রঙ করে

বিরেচক। অগ্নি প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া গেলে ইহার প্রলেপ ধারা ভয় অগ্নি ঘোড়া লাগে। ইহাতে রক্তপিত্ত রোগ বৃদ্ধি হয়।

যাহারা নিত্য পেঁয়াজ ও রসুন ব্যবহার করেন, সে সকল লোকের মুখে ইহাদের কোন দোষ শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু যাহারা কচিং কোন দিন ইহা ভোজন করেন, সে সকল লোক ইহাদের কতকগুলি দোষ স্পষ্ট জানিতে পারেন। পেঁয়াজ রসুন দিয়া ব্যঞ্জন পাক করিলে তরকারি হুঁষা ছ হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু অতিশয় গুরুপাক হইয়া উঠে এবং রক্ত গরম হয়। সে কারণ আমাদের উক্তগ্রন্থান দেশে বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে ইহা ভক্ষণ করা কল্যাণ উচিত নহে।

ও শীকার করিবার জন্ত কুকুর পুসিয়া রাখে তাহাদের
অন্ন খাইতে শাস্ত্র নিষিদ্ধ।

ছন্দের সঙ্গে লবণ কিম্বা মংস্ত্র মাংস নিশাইয়া খাইবে
না। সূত্রান্তে লিখিত আছে যে, মংস্ত্রের সঙ্গে কিম্বা
মংস্ত্র ভোজনের পর ছদ্ম পান করিলে কুষ্ঠ রোগ জন্মে।
কাসার পাত্রে নারিকেল জল ঢালিয়া খাইবে না। তাত্র-
পাত্রে ও মধুর রস ঢালিয়া খাইতে নাই।

অভঙ্গ (পুং) ন ভঙ্গঃ। নঞ-তৎ। ভঙ্গের অভাব। পলা-
য়নের অভাব। (ত্রি) নাস্তি ভঙ্গে যত্র। নঞ-বহুব্রী।
স্লেষমূলক শঙ্কালঙ্কার বিশেষ।

অভঙ্গুর (ত্রি) ভঙ্গ-ঘুরচ্ ভঙ্গুরম্। নঞ-তৎ। যাহা ভাঙ্গে
না। স্থির। *। ভঙ্গভাসনিন্দো ঘুরচ্। পা ৩। ২। ১৬১।

ভঙ্গ, ভাস এবং মিদ এই সকল ধাতুর উত্তর ঘুরচ্ হয়।

অভঙ্গ (ক্লী) ভদি- (ঋজেন্দ্র ইত্যাদি উণ্ ২। ২৮) ইতি
বচ্ ভঙ্গম্। নঞ-তৎ। স্থখ নহহ। ছঃখ। (ত্রি) নঞ-
বহুব্রী। অমঙ্গল। অমঙ্গলকর। অমঙ্গলাশ্রয়।

অভয় (ক্লী) ন ভয়ম্। অভাবে নঞ-তৎ। ভয়ের অভাব।
(ত্রি) নঞ-বহুব্রী। যাহা হইতে ভয় নাই। পর-
মায়া। তত্ত্বজ্ঞান। নঞ-বহুব্রী। ভয় শূন্য। যাহার
ভয় নাই। সর্কগরিগ্রহশূন্য। ধর্মের পুত্রবিশেষের নাম
অভয়, ইনি দয়াগর্ভজাত।

দেবী প্রভৃতির ধ্যানে 'অভয়বরদ' এই প্রকার
প্রয়োগ অনেক স্থলে দেখা যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই,
যে হস্তে দেবী বর এবং অভয় দিতেছেন অর্থাৎ হাত
তুলিয়া বলিতেছেন যে—'ভয় নাই'। অভয় শব্দের
স্থানে 'অভীতি' শব্দেরও প্রয়োগ আছে। যেমন,
'পরশুম্ভগবরাভীতিহস্তঃ'। অর্থাৎ, যাহার হস্তে পরশু,
মৃগ, বর এবং অভীতি অর্থাৎ অভয় আছে। কেহ
কাহার হস্তে পড়িয়া বিপদগ্রস্ত হইলে সচরাচর বলিয়া
থাকেন,—'আমাকে অভয় দিউন'। অর্থাৎ,—'তোমার
কোন অনিষ্ট করিব না, এই রূপ আশ্বাস দিউন'।
অভয়চরণ, অভয়পদ—অর্থাৎ যে চরণে বা যে পদে
শরণ লইলে কোন ভয় থাকে না।

(ক্লী) বেণার মূল। জাগ। (পুং) আশ্বনিষ্ঠ।
যাত্রিক যোগ বিশেষ।

অভয়ক্লৎ (ত্রি) অভয় জাগৎ করোতি ক্ল-কিপ্। ৬-তৎ।
জাগকর্তা। অভয়দাতা। ন ভয়ক্লৎ। নঞ-তৎ। ভয়কর
নহে। সৌম্য।

অভয়কর (ত্রি) ভয়-কৃ-থচ্ ভয়করম্। বিরোধে নঞ-তৎ।

ভয়কর নহে। সৌম্য। *। মেঘস্তিভয়েষু ক্লৎঃ। পা
৩। ২। ৪৩। মেঘ, ঋতি, ভয় এই সকল কক্ষোপপদের
পর কৃ ধাতুর উত্তর থচ্ প্রত্যয় হয়। 'ভয়শঙ্কেন তদন্ত-
বিধিঃ অভয়করঃ'। ইতি ভট্টোজি।

অভয়ক্লৎ (ক্লী) দিবচনাস্ত। অভয়ং ক্লতঃ ক্ল-কিপ্ বেদে
পৃষোদরাদিত্যাং মুমাগমঃ। ত্র্যলোক এবং পৃথিবী।

অভয়জাত (পুং) অভয়ায় জাতঃ। গর্গাদিগণ মধ্যে গঠিত
মুনি বিশেষ। তাঁহার অপত্য এই অর্থে যঞ্ প্রত্যয়
দ্বারা অভয়জাত্য এই প্রকার রূপ হয়। ক্লীলিঙ্গে ভীপ্
প্রত্যয় করিলে যকারের লোপ হইয়া থাকে, সুতরাং
অভয়জাতী এই প্রকার রূপ হয়।

অভয়ডিণ্ডিম (পুং) অভয়ায় স্বযোধভয়াভাবায় ডিণ্ডিমঃ।
আপনার পক্ষের যোদ্ধাদিগকে অভয় দিবার নিমিত্ত
যুদ্ধের ঢকা বিশেষ।

অভয়দ (ত্রি) অভয়ং দদাতি দা-ক। ৬-তৎ। জাগকর্তা।
বিষ্ণু।

অভয়দক্ষিণা (ক্লী) অভয়ায় জাগায় দেয়া দক্ষিণা। মধ্য-
পদলোপী কণ্ধ্যাণ। বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার
নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে ধনাদি দান। শূদ্রাদির নিকট হইতেও
ব্রাহ্মণে অভয়দক্ষিণা গ্রহণ করিতে পারেন তাহাতে
অপ্রতিগ্রহ গ্রহণের দোষ হয় না। (সর্কতঃ প্রতিগৃহী-
য়াং মল্লখাভয়দক্ষিণাম্। মহু ৪। ২৪৭)।

অথবা, অভয়ং দক্ষিণেব দেয়ত্বাৎ। অভয়স্বরূপ
দক্ষিণা। অথবা, অভয়মেব দক্ষিণা। রূপককণ্ধ্যাণ।
অভয় রূপ দেয়। অভয়দান। (অভয়দক্ষিণা অভয়দানং।
স্বার্থ)।

অভয়মুদ্রা (ক্লী) অভয়নাম্নী মুদ্রা। তন্ত্রোক্ত মুদ্রা বিশেষ।
অভয়বাচ্ (ক্লী) অভয়ার্থা বাক্। ভয় নাই, এই রূপ
আশ্বাসবাক্য।

অভয়া (ক্লী) নাস্তি ভয়ং যত্নাঃ। ৫-বহুব্রী। হরীতকী।
ভগবতীর সিংহবাহিনী অষ্টভুজা মুষ্টি বিশেষ। শুভ
নিশুভদৈত্যদের শত্রু হইতে দেবগণকে অভয়দান করি-
বার নিমিত্ত হুর্গার শরীরকোষ হইতে কোবিকী উৎপন্ন
হইয়াছিলেন। তাঁহার অস্ত্র নাম অম্বিকা। এবং দেব-
গণকে তিনি অভয় দিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার অভয়া
এই নাম হইয়াছে।

রাজবল্লভের মতে, চম্পাদেশের হরীতকী। ইহার
পাঁচটা শির। এই হরীতকী নেত্র রোগে প্রশস্ত।

অভয়াদ্য (পুং) অভয়া হরীতকী আদ্যা যন্ত। বৈদ্য-

শাক্তোক্ত মোদক বিশেষ। হরীতকী, পিঁপুলমূল, মরীচ, শুঁঠ, দারুচিনি, তেজপাত, পিঁপুল, মূতা, বিড়ঙ্গ, আমলকী প্রত্যেক ২ তোলা, দস্তীমূল ৬ তোলা, শর্করা ১২ তোলা, স্বেত তেউড়ী ১৬ তোলা। এই সকল দ্রব্য উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। তাহার পর মধু মিশাইয়া ৩২টা মোদক করিবে। প্রাতঃকালে উষ্ণজলের সঙ্গে ২। ৩টা মোদক সেবন করিলে ২। ৩ বার বিরচন হয়। শীতল জলের সঙ্গে একটা মোদক সেবন করিলে বিরচন না হইতে পারে। ইহা কৃমি ও অগ্নিমান্দ্য রোগের উত্তম ঔষধ।

কৃষ্ণতেউড়ী কদাচ ব্যবহার করিবে না। উহা অতি-শয় বিরচক এবং বিষক্রিয়া করে। আবশ্যক হইলে উক্ত মোদক আরও অধিক সেবন করিতে পারা যায়। কিন্তু অতি মাত্রায় তেউড়ীর পরিমাণ যেন ১৮ তোলায় অধিক না হয়।

অভয়ালবণ (ক্লী) পালিতা ছাল, পলাশ ছাল, আকন্দ, সিন্ধুর ছাল, আপাণ্ড, চিতামূল, বরুণ ছাল, গণিয়ারি ছাল, স্বেতপুনর্নবা, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, নাট্য, হাপরমালী, কুড়চি ছাল, ঘোষালতা, গাধা পুনর্নবা, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে কুটিয়া হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া তিলের কাঁচকের জাল দিবে। পরে হাঁড়ীর সমস্ত দ্রব্য ভস্ম হইয়া গেলে তাহার দুই সের ক্ষার ৬৪ সের জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। শেষে ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। ছাঁকা হইলে পুনর্বার সেই ক্ষার জল পরিষ্কার হাঁড়ীতে রাখিয়া তাহাতে সৈন্ধবলবণ ২ সের, হরীতকীচূর্ণ ১ সের, এবং গোমূত্র ১৬ সের দিয়া সিদ্ধ করিবে। গাঢ় হইলে নামাইয়া তাহার সঙ্গে কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, পিঁপুল, মরীচ, হিঙ, যমানী, কুড় এবং শঠী চূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা মিশ্রিত করিবে। ইহা প্রীহা রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত, প্রাতঃকালে শীতল জলের সঙ্গে সেবন করিবে। উদরাময় থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য নহে।

তিলের শুদ্ধ গাছকে কাঁচকে কহে। এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে কৃষ্ণতিলের কাঁচকেই প্রশস্ত। তাহার অভাবে কাঁঠ তিলের গাছ। তদভাবে সরিষার গাছ অনেক ব্যবহার করেন।

অভব (পুং) ভূ-অপ্ ভব উৎপত্তিঃ। অভাবে নঞ-তৎ। জন্মের অভাব। বিনাশ। নঞ-বহুব্রী। মোক্ষ।

অভব্য (ক্লী) ভূ-অৎ ভব্যম্। অপ্রাশস্ত্যে নঞ-তৎ। অমঙ্গল। দুর্ভাগ্য। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। দুর্ভাগ্যবান্। উপসর্গ ভিন্ন সুবস্ত উপপদের পরস্থিত ভূ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্যপ্ প্রত্যয় হয়। অজ্ঞাত যৎ হইয়া থাকে। *। ভূবেষ্য ভাবে। পা ৩। ১। ১০৭। (ভব্যম্। অল্পপসর্গ ইত্যোব। অভব্যম্। সিং কোঁ)।

অভাগি (পুং) ভজ-কর্মণি ঘঞ্ কুত্বম্ ভাগঃ। অভাবে নঞ-তৎ। অংশের অভাব। নাস্তি ভাগোহংশো যত্র। নঞ-বহুব্রী। অংশ শূন্য। পূর্ণ। যে বিষয়াদি বিভাগ করা হয় নাই।

অভাগিন্ (ত্রি) ন ভাগী। নঞ-তৎ। যে বিষয়ের অংশ পাইবার অধিকারী নহে। ভাগ শূন্য।

অভাগ্য (ক্লী) ভজ-গ্যৎ কুত্বম্। অপ্রাশস্ত্যে নঞ-তৎ। মন্দভাগ্য। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। মন্দভাগ্যবান্ ব্যক্তি। ইহার অপভ্রংশে, অভাগা শব্দ চলিত আছে।

অভাজন (ক্লী) অপ্রাশস্ত্যে নঞ-তৎ। মন্দ পাত্র। অনা-ধার। অসৎ পাত্র। মৃত।

অভার্য (পুং) নাস্তি ভার্যা তৎসম্বন্ধো বা যন্ত। বহুব্রী। গোণে হ্রস্বঃ। যাহার জ্বী নাই। শাস্ত্রে বাহাদেব ভার্য্যা করিতে নিষেধ আছে, যেমন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

ভূ ভৃঙ্ হ্রাদৌ অথবা ভৃ ক্র্যাদৌ পোষণে-গ্যৎ ভার্য্যা। পানিনি হ্রজ করিয়াছেন, ভৃঞোহসংজ্ঞায়াম্। ৩। ১। ১১১। সংজ্ঞা না বুঝাইলে ভৃ ধাতুর উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয় হয়। যেমন ভৃ-ক্যপ্ ভৃত্য কর্মকার অর্থাৎ যাহাকে ভরণ করা যায়। সংজ্ঞা অর্থাৎ কাহারও নাম বুঝাইলে ভৃ ধাতুর উত্তর গ্যৎ প্রত্যয় হয়। যেমন ভৃ-গ্যৎ ভার্য্যা। (ভার্য্যা নাম ক্রিয়ায় ইতি)। পুনশ্চ, সংজ্ঞা অর্থাৎ বিশেষ অর্থের উপাধি বুঝাইলে পানিনি আর একটা হ্রজ করিয়াছেন—সংজ্ঞায়াঃ সমজ ইত্যাদি ৩। ৩। ৯৯। ইতি ক্যপ্। তাহাতে ভৃত্য এই প্রকার রূপ হয়। এই সকল দেখিয়া বধু অর্থক ভার্য্যা শব্দ কি রূপে সিদ্ধ হইল ভট্টোজিদীক্ষিত তাহার সমাধান করিয়াছেন যে, হ্রাদিগণীয় ভৃ কিম্বা ক্র্যাদি। ভৃ ধাতুর উত্তর গ্যৎ প্রত্যয় করিলে ভার্য্যা এই রূপসিদ্ধি হয়। অথ কথং ভার্য্যা বধুরিতি? ইহ সিং সংজ্ঞায়াঃ সমজৈতি ক্যপা ভাব্যম্ সংজ্ঞাপর্য্যাদাসক্ত পুংসি চরি-তার্থঃ সত্যম্ বিভক্তেঃ ভৃ ইতি দীর্ঘাস্তাৎ ক্র্যাদের্কা গ্যৎ ক্যপ্ ভৃ ভরতেরেব তদধুবন্ধগ্রহণে ইতি পরিভাষয়া।

অভাব (পুং) ভূ-ভাবে ঘঞ্ ভাবঃ। নঞ-তৎ। ভাব

নহে। অবিদ্যমান। না থাকে।

বৈশেষিকদের মতে সাত প্রকার পদার্থ আছে, 'অভাব' তাহার মধ্যে একটি পদার্থ। ইহাই সকলের শেষে পরিগণিত হইয়াছে। নৈয়ায়িকেরাও ইহাকে সাত প্রকার পদার্থের মধ্যে সর্বশেষে গণনা করিয়াছেন। ভাষা পরিচ্ছেদে লিখিত আছে,—

দ্রব্যং গুণান্তথা কৰ্ম সামান্ত্যং সবিশেষকম্।

সমবায়ন্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্তকীৰ্ত্তিতাঃ।

দ্রব্য, গুণ, কৰ্ম, সামান্ত্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব এই সাত প্রকার পদার্থ, পদার্থবিৎপণ্ডিতেরা স্বীকার করেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ভাব না থাকিলে তাহাকেই অভাব বলা যায়। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা স্পষ্ট নহে। বিশেষতঃ, অভাব বুঝিতে হইলে ভাব কি তাহা বুঝা আবশ্যক। সুতরাং ইহাতে অন্তোন্তাশ্রয় দোষ ঘটে। [অন্তোন্তাশ্রয় শব্দ দেখ]। তজ্জন্ত আধুনিক পণ্ডিতেরা অভাবকে অখণ্ডোপাধি বলেন। (লক্ষণ শূন্ত জাতি বিশেষকে অখণ্ডোপাধি কহে)।

ভাব এবং অভাব এই উভয়েই অভাব পদার্থ থাকে। যেমন, যদ্যপি বলা যায়,—‘ইহা ঘট নহে—কিন্তু পট’। এখানে ঘটের অভাব, ভাব পদার্থ পটে যে রূপ থাকে, সেই রূপ পটের অভাবেও থাকে।

সাংখ্যহুজ্জ্বলার ছয় প্রকার পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ছয় প্রকারের উল্লেখ করিলেও শেষে লিখিয়াছেন যে, ‘ন বয়ং ঘট-পদার্থবাদিনঃ’। আমরা ঘটপদার্থবাদী নই অর্থাৎ আমরাও সাত প্রকার পদার্থ স্বীকার করি।

অভাবকে পদার্থ বলিয়া না মানিলে, ‘ঘট নাই’ এ প্রতীতি আর অস্ত্র কোন রূপে হইতে পারে না। সে কারণ আধুনিক পণ্ডিতেরা অভাবকে পদার্থ কহেন। মীমাংসকেরা অভাবকে অধিকরণ স্বরূপ কহেন।

বৌদ্ধদের অস্ত্র মত। তাঁহারা অভাবকে শূন্ত, আকাশ, নিরাবরণ বা নিরূপাখ্য রূপে ব্যবহার করেন। গীতার মতে, বাহা নাই, তাহা কখনই নাই। আর যে বস্তু আছে, তাহার অভাব কখনই হয় না। অর্থাৎ এক্ষণে যে জীবাদি আছে তাহার মহাপ্রলয়কালে পর-মেখরে লীন হইয়া থাকে। পরে মহাপ্রলয় শেষ হইলে, পুনর্বার তাহারা জীবরূপে প্রকাশ পায়। এবং এখন যে সকল বস্তু স্থূল রূপে দেখা যাইতেছে কালক্রমে

তাহাদের নাশ হইলে তাহারা পরমাণুরূপে পরিণত হয়। অতঃপর তাহারাই আবার সময় বিশেষে স্থূল রূপ ধারণ করিয়া থাকে।

জ্ঞানাদির মতে অভাব প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যথা—সংসর্গাতাব ও অন্তোন্তাভাব। তাহার পর, সংসর্গাতাব আবার ধ্বংসাতাব, প্রাপ্তাতাব এবং অন্তোন্তাভাব এই তিন প্রকারে বিভক্ত।

সাংখ্য মতে প্রাগভাব, উৎপত্তির পূর্বস্থিত কারণের হৃদ্রাবস্থা বিশেষ। উৎপত্তি অর্থাৎ আবির্ভাব, এবং ধ্বংস অর্থাৎ তিরোভাব।

অভাব শব্দে মরণকেও বুঝায়। (অভাবঃ স্তাদ-সন্তান্যামভাবো নিধনেহপি চ। বিশ্বপ্রকাশ)।

রিক্তং মৃত্যুরাঃ কন্তায়া গৃহীয়ঃ সোদরাঃ স্বয়ম্।

তদভাবে ভবেন্মাতুলস্তদভাবে ভবেৎ পিতৃঃ। (বৌদায়ন)

কন্তা মরিলে তাহার ধন ভ্রাতারা পাইবে; ভ্রাতারা মরিলে সেই ধন মাতার হইবে, এবং মাতার মরণের পর তাহা পিতা পাইবেন।

(ত্রি) অলঙ্কার শাস্ত্রমতে, রত্যাঙ্গি স্থায়ীভাব শূন্ত। অমুরাগরহিত। মীমাংসক প্রভৃতির মতে, অভাবের গ্রাহক যোগ্য বিষয়ের অনুপলব্ধি রূপ প্রমাণ বিশেষ। নাস্তি ভাবঃ সত্ত্বং বস্তু। নঞ-বহুব্রী। মিথ্যাভূত।

অভাবনীয় (ত্রি) ভূ-শিচ্-অনীয়ন্। নঞ-তৎ। অচিস্ত-নীয়। অমুৎপাদনীয়। যে বিষয় চিন্তা করা যায় না। বাহা উৎপাদন করা যায় না।

অভাবদম্পত্তি (স্ত্রী) অভাবস্ত মিথ্যাভূতস্ত সম্পত্তিঃ। ৬-তৎ। মিথ্যাভূত পদার্থ জ্ঞান। অধ্যাস। যেমন গুপ্তি দেখিয়া রজত ভ্রম। [বিবরণ অধ্যাস শব্দে দেখ]।

অভাষণ (স্ত্রী) অভাবেনঞ-তৎ। ভাষণাতাব। মৌনভাব। অভি (অব্য) ন ভাতি স্বয়ং শব্দান্তর যোগং বিনা ভাবাহলক্যং কি। সমস্তাৎ অর্থ। সকলদিক্। উভয়র্থ। লক্ষণ। বীপা। ইখন্তাব। ধরণী। (অভির এই ছয়টা অর্থ পুরুষোত্তম দেব লিখিয়াছেন)। পূজা। ভূশার্থ (অতিশয়ার্থ)। ইচ্ছা। সৌম্য (মাধুর্য্য)। আভিমুখ্য (সামুখ্য)। সৌরূপ্য (স্বরূপতা)। বচন। আহার। স্বাধ্যায়। (অভির এই নয়টা অর্থ গণরত্নে দৃষ্ট হয়)।

পূজায়,—স্বামহমভিবন্দে। তোমাকে আমি বন্দনা-

করি। ভূশার্থে,—পরদ্রব্যোষভিধানং। পরের দ্রব্যে অতিশয় অভিনিবেশ। ইচ্ছায়,—কামোহিতীশাঃ। কামতোহভিকঃ। সৌম্যে,—অভিজাতবাচি। মধুর

ভাষীণীতে। অভিযুথো,—অভ্যুপেত্য। সম্মুখে যাইয়া।
বচনে,—অভিধন্তো বলিতেছে। আহারে,—অভ্যবহৃতঃ।
ভক্ষিত। স্বাধ্যায়ে,—বেদাভ্যাসঃ। বেদের অভ্যাস।

বস্তুতঃ, অভি ইহার পরে যে শব্দ থাকে তাহারই
অর্থ প্রকাশ পায়। অভি সেই অর্থের দ্যোতক মাত্র।

অপি শব্দের ত্রায় অভিরও ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ থাকিলে
উপসর্গসংজ্ঞা এবং গতিসংজ্ঞা হয়। *। অভিরভাগে।
পা ১।৪।৯১। ভাগ ভিন্ন লক্ষণ, ইথন্তুতাত্থান এবং
বীপ্সা এই সকল অর্থে অভি কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞা হয়
অর্থাৎ লক্ষণাদি অর্থে অভির সহিত যে শব্দের যোগ
থাকিলে তাহাতে কর্ম্য হইবে এবং তাহার পরস্থিত
ধাতুর সকার যন্ত হইবে না। লক্ষণে—হরিমভিবর্ত্ততে।
হরিকে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে। ইথন্তুতাত্থানে—ভক্তো
হরিমভি। ভক্ত হরিবিষয়ে ভক্তিবিশিষ্ট। বীপ্সায়—
দেবং দেবম্ অভিসিঞ্চতি। সকল দেবতার মাথায় জল
দিতেছে। ভাগার্থ হইলে তাহার যোগে কর্ম্য হইবে
না এবং যন্ত হইবে। যথা, ভাগে কিং? যদত্র মমা-
ভিষ্যাং তদীয়তাং। (সিং.কৌ.)। এখানে আমার
যে ভাগ আছে তাহা দাও। [লক্ষণ ইথন্তুতাত্থান
প্রভৃতির অর্থ অল্প শব্দে এবং অভি এই অব্যয়ের উত্তর
বিত্তিক্তি থাকার কারণ অপি শব্দে দেখ]।

অভিক (ত্রি) অভিকাময়তে অভিকন্। কামুক।
মৈথুনেচ্ছাবিশিষ্ট। কামতোহভিকঃ। (অমর)। [অল্পক
শব্দে হ্রস্ব দেখ]।

অভিকাজ্জা (স্ত্রী) অভি কাজ্জাতে অভি-কাজ্জ-ভাবে অ
টাপ্। অভিলাষ। বাঞ্ছা।

অভিকাজ্জিত (ত্রি) অভিকাজ্জাতে অপি অভি-কাজ্জ কর্ম্মণি
কৃত্ত। অভিলষিত। বাঞ্ছিত। লিপ্সিত।

অভিকাজ্জিন্ (ত্রি) অভিকাজ্জাতে অভি-কাজ্জ-গিনি।
অভিলাষ যুক্ত। আকাজ্জাযুক্ত। যে আকাজ্জা করে।

অভিকাম (ত্রি) অভিকাময়তে অভি-কম-গিচ্-অচ্।
কামমান। ইচ্ছুক। (পুং) ভাবে ঘঞ্। অভিলাষ।
নোদাত্তোপদেশস্ত ইত্যাদি হ্রস্ব দ্বারা [অভিক্রম শব্দে
দেখ] এখানে ‘কম’ ইহার উপধার বুদ্ধি হইত না।
কিন্তু বিশেষ বাস্তবিক দ্বারা স্থল বিশেষে ঐ স্বত্রের নিষেধ
আছে। *। অনাচমিকমিবমীনামিতি বক্তব্যম্। আ
পূর্বক চমি এবং কমি ও বমি ধাতুর উপধার বুদ্ধি হয়।
(ত্রি) অভিকামাদাগতঃ ঠঞ্ অভিকামিকং। অভি-
লাষ হেতু প্রাপ্ত। (স্ত্রী) ভীপ্ অভিকামিকী।

অভিক্রুত্ব (ত্রি) অভি-কৃ-বনিপ্ তুগাগমঃ। অভিযুথ্য-
কারী। যে সম্মুখে আসে। (স্ত্রী) ভীপ্ অভিক্রুত্বরী।
। *। বনো র চ। পা ৪।১।৭। বন্ প্রত্যয়ান্ত প্রাতি-
পদিকের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ভীপ্ হয় এবং অন্তে যেকের
আদেশ হইয়া থাকে।

অভিকুপ্ত (ত্রি) অভি-কৃপ্-ক্ত এখানে যেকের স্থানে
লকারের আদেশ হইয়াছে। সম্পন্ন। নিয়ত। সর্বথা
প্রকাশিত। সম্মুখে প্রকাশিত।

অভিক্রুত (পুং) অভিযুথ্যেন ক্রুতুঃ যুদ্ধকর্ম্ম যন্ত। বহুব্রী।
বলবান্। যিনি যুদ্ধ কর্ম্ম করিতে সমর্থ।

অভিক্রম (পুং) অভি-ক্রম-ভাবে ঘঞ্ ন বুদ্ধিঃ। আরম্ভ।
আরোহণ। যুদ্ধের নিমিত্ত শত্রু সম্মুখে গমন। কর্ম্মণি
ঘঞ্। আরম্ভ। অভিক্রমতে ক্রমাতে বা অগ্নিমিতি
অধিকরণে ঘঞ্। যুদ্ধ। *। নোদাত্তোপদেশস্ত মাস্তস্তা-
নাচমেঃ। পা ৭।৩।৩৪। চিণ্ এবং ঞ্ ও ণ ইং কৃৎ
প্রত্যয় পরে থাকিলে আঙ্ পূর্বক চমি ধাতু ভিন্ন
উপদেশ অবস্থায় যে সকল মকারান্ত ধাতু উদাত্ত নির্দিষ্ট
হইয়াছে, তাহাদের উপধার বুদ্ধি হয় না।

অভিক্রান্তি (স্ত্রী) অভি-ক্রম-ক্তিন্। অভিক্রম। উপক্রম।
অভিক্রান্তিন্ (স্ত্রী) অভিক্রান্তমনেন ইষ্টাদি। ইনি।
উপক্রমকর্তা। উদ্যোগকর্তা।

অভিক্রামম্ (অব্য) অভি-ক্রম-আভীক্লেণ গমূল্। অভিযুখে
গমন করিয়া। *। আভীক্লেণ গমূল্ চ। পা ৩।৪।২২।
পুনঃপুনঃ অর্থে পূর্ববিষয়ে গমূল্ এবং ক্রু প্রত্যয় হয়।

অভিক্রোশ (পুং) অভি-ক্রুশ-ভাবে ঘঞ্। নিন্দা।

অভিক্রোশক (ত্রি) অভি-ক্রুশ-গূল্। নিন্দক। আক্রোশক।

অভিক্রুত (ত্রি) অভি-কৃ-তৃচ্। হিংসক। যে হিংসা
করে। (স্ত্রী) ভীপ্ অভিক্রুতী।

অভিক্রুদ (ত্রি) অভি-কৃ-দ-অচ্। হিংসক। যে হিংসা
করে।

অভিখ্যা (স্ত্রী) প্রকর্ষণে কথ্যন্তে আহর্যতেহনয়া অভি-খ্যা-
প্রকথনে অঙ্। আলোপঃ টাপ্ চ। অভিধান।
শোভা। কীর্ত্তি। নাম। মাহাত্ম্য। প্রজ্ঞা। ‘অভিখ্যা’
শোভায়াং। কীর্ত্তি সংজ্ঞায়াঃ। (হেম)। বাস্তব ১১ একা-
দশটি প্রজ্ঞার পর্যায় করিয়া তাহার মধ্যে অভিখ্যা
শব্দ ধরিয়াছেন। অভি-খ্যা-কিপ্। প্রসিদ্ধ। যে
অভিযুখে যায়।

অভিখ্যাতৃ (ত্রি) অভিখ্যাতি অভি-খ্যা-তৃচ্। যে বলে।
যে গমন করে। যে দেখে। (স্ত্রী) ভীপ্ অভিখ্যাভী।

অভিগত (ত্রি) অভি-গম-ক্ত। আহুকূল্য প্রাপ্ত। সেবিত।
অভিমুখে গত।

অভিগম্য (ত্রি) অভি-গম-তব্য। অভিগম্য। যাহার
কাছে যাওয়া যায়। যাহাকে সেবা করিতে হয়।

অভিগন্তৃ (ত্রি) অভি-গম-তৃচ্। যে যুদ্ধের নিমিত্ত অভি-
মুখে গমন করে। আহুকূল্য হেতু যে গমন করে। (জী)
ভীপ্ অভিগন্তী।

অভিগম (পুং) অভি-গম-ঘঞ্। অভিমুখে গমন। আহু-
কূল্য হেতু গমন। জীসঙ্গ। [উপধাবৃদ্ধি না হওয়ার কারণ
অতিক্রম শব্দে দেখ]।

অভিগমন (ক্ৰী) অভি-গম-লুট্। অভিমুখে গমন।
আহুকূল্য হেতু গমন। জীসঙ্গ।

রামাহুজ বৈষ্ণবদিগের মতামুসারে ভগবানের পাঁচ
প্রকার উপাসনার এক প্রকার উপাসনা বিশেষ। পাঁচ
প্রকার উপাসনা যথা—অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা,
স্বাধ্যায় এবং যোগ। দেবালয় এবং দেবপ্রতিমাকে
পরিকার করা ও স্তবজিতাদি করাকে অভিগমন কহে।

অভিগম্য (ত্রি) অভিমুখ্যে গন্তব্য শক্যম্। অভি-গম-
শকার্থে যৎ। অভিমুখে গমন করিতে শক্য। যেখানে
অভিমুখে গমন করা যায়। (অব্য) অভি-গম-ল্যপ্।
অভিমুখে গমন করিয়া। জীসঙ্গ করিয়া।

ল্যপ্ পরে মকারের লোপ এবং ভূগাগম হইলে
অভিগতা এই প্রকার রূপও হয়।

অভিগর (পুং) অভি-গৃ-স্ততো-অপ্। সমীপে স্তব।

অভিগামিন্ (ত্রি) অভিগচ্ছতি অভি-গম-গিনি। অভি-
গমনকর্তা। যে জীসংসর্গ করে।

অভিগীত (ত্রি) অভি-গীতেশ্চ অভি-গৈ-ক্ত। আহুকূল্যের
নিমিত্ত স্তব। সমীপে স্তব।

অভিগুপ্তি (জী) অভি-গুপ-রক্ষণে-ক্তিন্। অভিরক্ষণ।

অভিগূর্ণ (ত্রি) অভি-গু-র-ক্ত। এখানে নিষ্ঠা প্রত্যয়ের তকার
স্থানে নকার হইয়াছে এবং র পরে আছে বলিয়া উপ-
ধা দীর্ঘ হইয়াছে। উক্ত। অভ্যাদাত।

অভিগূৰ্ভি (ত্রি) অভি-গু-র-ক্ত বেদে নদ্ব্যভাবঃ। হিংসিত।
উদ্যত। কথিত।

। * । নসন্ত-নিষন্ত-অহুন্ত-প্রতৃত্ত-হৃত্ত-গূৰ্ভানি ছন্দসি।

পা ৮। ২। ৬১। বেদ বিষয়ে এই সকল ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দ
নিপাতনেসিদ্ধ হয়। লৌকিক ভাষায় নিষ্ঠার তকার স্থানে
নকার হইবে। যেমন, অভিগূর্ণ।

অভিগূৰ্ভি (জী) অভি-গু-র-ক্তিন্। সঙ্গম। উদ্যম।

অভিগৃহীতপাণি (ত্রি) আহুকূল্যার্থঃ গৃহীতঃ পাণিঃ হস্তো
যেন। বহতী। আহুকূল্য পাইবার নিমিত্ত যে কৃতঞ্জলি
হইয়া থাকে।

অভিগেয়ু (ত্রি) অভি-গৈ-ইকৃচ্। সমীপে গায়ক। যে
ভাল গান করে। * । গাদাত্যামিকৃচ্। উণ্ ৩। ১৬। গৈ
ও দা ধাতুর উত্তর ইকৃচ্ প্রত্যয় হয়। (গেয়ুগায়নঃ।
ইতি উজ্জলদত্ত)।

অভিগোপ্তৃ (ত্রি) অভি সৰ্ব্বতোভাবেন গোপায়তি অভি-
গুপ-তৃচ্। সকল প্রকারে রক্ষক।

অভিগ্রস্ত (ত্রি) অভি-গ্র-স্ত। আক্রান্ত। যাহাকে শত্রুতে
আক্রমণ করিয়াছে। কবলীকৃত। ভক্ষণের নিমিত্ত
যাহাকে মুখের মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে। অভিগ্ন।

অভিগ্রহ (পুং) অভি-গ্রহ-অপ্। লুঠ করা। প্রকাশ
হরণ। অভিযোগ। নালিশ। অভিমুখে উদ্যম।
গৌরব। যুদ্ধ।

(অভিগ্রহোহভিযোগেভিগ্রহণে গৌরবেপি চ। বিশ্ব)।
অভিগ্রহণ (ক্ৰী) অভি-গ্রহ-লুট্। লুঠ করা। অভিযোগ।
নালিশ। সম্মুখে উদ্যম। গৌরব। যুদ্ধ।

অভিঘর্ষণ (ক্ৰী) অভি-ঘ-ভাবে লুট্। পরস্পরের যোগে
ঘর্ষণ। দুইটা পদার্থে পরস্পর মর্দন।

অভিঘাত (পুং) অভি-হন-ভাবে-ঘঞ্। নিঃশেষ রূপে
হনন। সমূল নাশ। তাড়ন। অভিহন্ততে হস্তৈ ফলায়
উদ্ধিষ্টার্থে বাহুলকাৎ ঘঞ্। দুইটা বস্তুতে পরস্পর
আঘাত লাগিলে শব্দ হয়। যেমন দুই হাতে জোরে
সংযোগ করিলে তালির শব্দ হইয়া থাকে। বৈশেষিকেরা,
শব্দের কারণ সেই সংযোগকে অভিঘাত কহেন।

(ত্রি) অভিঘাতোহস্তান্ত অর্শ আদি° অচ্। অভিঘাত
যুক্ত। প্রমাদিতে কবর্গ প্রভৃতি বর্গের পূর্বস্থিত চতুর্থ,
দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ সমুদায় ক্রমামুসারে পরস্থিত
বর্গের এক একটা, দুইটা, ও তিনটা বর্ণে সংযুক্ত করা।
যথা—শব্দকল্পদ্রুম

অভিঘাতং শ্রুতং পূর্বং বেদদ্বিত্যাদি বর্ণাশ্চেৎ।

নগবর্ণাণাং পরতোধরণীচন্দ্রদ্বিরামাচ্যাঃ।

(ইহার ঠিক মর্ম বুঝা গেল না)।

নিদান মতে—দণ্ডাদিহারা আঘাত।

অভিঘাতক (ত্রি) অভিহন্তি অভি-হন-বুল্। শত্রু।
রিপু। অভিঘাত সংযোগ কারক। সমূল নাশক।

অভিঘাতি (পুং) অভিঘাতয়তি অভি-হন-স্বার্থে-গিচ্-
ইনি। রিপু। শত্রু।

অভিঘাতিন্ (ত্রি) অভিহস্তি অভি-হন-গিনি । শক্র ।
নাশক । অভিঘাত সংযোগ কারক । অভিঘাতয়তি
অভি-হন-গিচ্-গিনি । শক্র । যে নাশ করায় ।

অভিঘার (পুং) অভিঘার্যতে অভিতোহগ্নৌ সিচ্যতে
অভি-ঘৃ সেচনে-স্বার্থে গিচ্-ভাবে ঘঞ্ । হোম । ঘূতের
সংস্কার বিশেষ । কৰ্ম্মণি ঘঞ্ । সিচ্যমান দ্বত ।

অভিঘারণ (ক্লী) অভিভোয়ারণং জলাদিভিঃ বিধিনা
সেচনং । অভি-ঘৃ-গিচ্-ভাবে ল্যুট্ । ঘূতাদির সংস্কার
বিশেষ ।

অভিচক্ষণ (পুং স্ত্রী) অভিচষ্টে অভি-চক্ষ-ল্যু । অতি-
বিচক্ষণ । কৰ্ম্মকুশল । (স্ত্রী) টাপ্ অভিচক্ষণা । * । চক্ষিওঃ
খ্যাঞ্ । পা ২ । ৪ । ৫৪ । আৰ্দ্ধধাতুক প্রত্যয় পরে
থাকিলে চক্ষি ধাতু স্থানে খ্যা আদেশ হয় । এই
সূত্রানুসারে এখানে ‘অভিখ্যান’ এই প্রকাররূপ হইতে
পারিত । কিন্তু বিশেষ ব্যক্তিক দ্বারা ইহার নিষেধ
আছে । * । অসনয়োশ্চ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ । অস্ এবং
অন প্রত্যয় পরে থাকিলে চক্ষি স্থানে ‘খ্যা’ আদেশ
হয় না । যেমন, অস্—নৃচক্ষ্ রাক্ষস । অন—বিচক্ষণ,
অভিচক্ষণ পণ্ডিত ইত্যাদি ।

অভিচর (ত্রি) অভিভঃ আজ্ঞাপালনার্থং সমুখে চরতি
অভি-চর-অচ্ । ভূত্যা । সমুখে আগত । (স্ত্রী) ভীপ্
অভিচরী । [অমুচর শব্দে সূত্র দেখ] ।

অভিচরণ (ক্লী) অভি-চর-ল্যুট্ । শক্র মরণের মিনতি
বিহিত শ্রেন বাগাদি । মারণাদি ক্রিয়া ।

অভিচরণীয় (ত্রি) অভিচরণমৰ্হতি । অভিচর-ছ । যে
শত্রুকে মারিবার জন্য অভিচার করা আবশ্যক ।

অভিচার (পুং) অভি-আভিমুখ্যোন বিদ্যাভ্যাপাদনার্থং চার
আচরণং । অভি-চর-ভাবে ঘঞ্ । হিংসা কৰ্ম্ম । পূর্কে
অথর্কবেদোক্ত মারণ উচ্চাটনাদি অভিচার এবং মূল
কৰ্ম্ম প্রভৃতি নানা প্রকার ক্রিয়া সম্পন্ন করা হইত ।

তন্ত্রে পাঁচ প্রকার অভিচারের উল্লেখ আছে । যথা,—

১ মারণ, ২ মোহন, ৩ স্তম্ভন, ৪ বিবেষণ, ৫ উচ্চাটন,
৬ বশীকরণ । ১ মারণ—ক্রিয়াদি দ্বারা কাহার প্রাণ
নষ্ট করা । ২ মোহন—কাহারও মনকে ভুলান । পূর্কে
রাজসভা প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলে কোন কোন
ব্যক্তি এক একটা ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া যাইতেন ।
লোকের এই রূপ বিশ্বাস ছিল যে, প্রভুরা তদ্বারা মুগ্ধ
হইয়া তাহার প্রতি সম্ভট হইতেন । ৩ স্তম্ভন,—মন্ত্র
প্রভৃতির দ্বারা মন্ত্র অগ্নি প্রভৃতির শক্তি নষ্ট করা । পূর্কে

লোকের এই রূপ বিশ্বাস ছিল যে, এমন মন্ত্র ও ঔষধাদি
আছে, যদ্বারা শরীরে অস্ত্রাঘাত লাগে না, আগুন
দিলে পুড়িয়াও যায় না । ৪ বিবেষণ—দুই জনের পর-
স্পর অতিশয় প্রাণর আচ্ছে, কিন্তু বিশেষ ক্রিয়াদি দ্বারা
তাহাদের মন ভাঙ্গিয়া বিরোধ জন্মাইয়া দেওয়া ।
৫ উচ্চাটন—মন অস্থির করিয়া দেওয়া । উদ্ভ্রান্ত করিয়া
দেওয়া । ৬ বশীকরণ—কোন স্ত্রীলোক প্রভৃতিকে
বশীভূত করা ।

১ মারণ—পূর্কে মারণ অনেক প্রকারে করা হইত ।
এখনও কোন কোন স্থানে অজ্ঞালোকের মধ্যে এই
ক্রিয়া চলিত আছে । তন্ত্রসারের মতে মারণ প্রক্রিয়া এই
রূপে সম্পন্ন করিতে হয় ।

প্রথমে যথানিয়মে দেবীর পূজা হোমাদি করিবে ।
তাহার পর বধ্য শত্রুর নাম ধরিয়া বজ্রা অভিমন্ত্রিত
করা আবশ্যক । ওম্ বিরুদ্ধে রূপিণি চণ্ডিকে বৈরিণম-
মুকং দেহি দেহি স্বাহা । পরে একটা ছাগল লইয়া—
ছাগাদিকমমুকোসি—এই রূপে শত্রুর নাম করিয়া অভি-
মন্ত্রিত করিবে । এই প্রকরণ শেষ হইলে ছাগলের মুখের
তিনস্থান রক্তবর্ণ স্ততার দ্বারা বাধিয়া শত্রুর নাম উচ্চা-
রণ পূর্বক তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয় । তাহার
মন্ত্র এই,—ওম্ অয়ং স বৈরী যো দ্বেষ্টী তমিমং পশু-
রূপিণং । বিনাশয় মহাদেবি ফেং ফেং খাদয় খাদয় ।

এই মন্ত্র পাঠ করা হইলে ছাগলের মাথায় পুষ্প দিয়া
তাহার পূজা ও বলিমন্ত্র পাঠ করিবে । পরে এই মন্ত্র
পড়িয়া বলিকে উৎসর্গ করিতে হয়,—অদ্যাশ্বিনে মাসি
মহানবম্যাং অমুকগোত্রোহমুকদেবশৰ্ম্মা অমুকশক্রনাশায়
ইমং ছাগং অমুক দৈবতং ভগবতৌ দুর্গায়ে তুভ্যমহং
সম্প্রদদে । অতঃপর,—আং কুং ফট্—এই মন্ত্র পড়িয়া
বলিকে ছেদন করিবে । এতদ্রুধিরং দুর্গায়ে নমঃ,—
এই বলিয়া রক্ত ও মস্তক দিয়া শেষে মূল মন্ত্র পাঠপূর্বক
অষ্টাদ্ভের মাংস দিয়া হোম করিলে তৎক্ষণাৎ শত্রুর
প্রাণ নষ্ট হয় ।

তান্ত্রিক লোক এবং সাধারণ ছষ্টব্যক্তিরা এখনও
মারণাদি অভিচার করিয়া থাকে । কথিত আছে, শত-
ভিষা নক্ষত্রে রাত্রি দুই প্রহরের সময় জলে ডুবিয়া
শত্রুর নাম করিয়া বাতি দ্বারা এক চাপে একটা সুপারি
কাটিলে শত্রুর প্রাণ নষ্ট হয় । আমরা প্রাচীন লোকদের
মুখে গল্প শুনিয়াছি, পূর্কে বাহারা মারণাদি অভিচার
ক্রিয়া করিত, রাজা এবং বাঙ্গালার জমিদারেরা সে

সকল লোককে দণ্ড দিতেন।

২ মোহন—তান্ত্রিক লোকে হোম, মন্ত্র এবং ঔষধাদি দ্বারা কাহাকে মুগ্ধ করিয়া থাকেন। কথিত আছে সম্ভব জীর চিত্তাভ্যাস, বুদ্ধীগোপন এবং অগুরু চন্দন একত্র মিশাইয়া বাম হাতের প্রদেশিনী কিশা কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দ্বারা কপালে ফোটা করিলে, তাহাকে দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হয়।

৩ স্তম্ভন—তান্ত্রিক লোকে নানা প্রকার চাতুরী করিয়া কাহার বাকস্তম্ভন, কাহারও হস্তাদি স্তম্ভন, শত্রু সৈন্তের আগমন স্তম্ভন প্রভৃতি অভিচার করিতেন। অগ্নিস্তম্ভনের প্রক্রিয়া এই রূপ প্রসিদ্ধ আছে,—বেলের আটা এবং জৌক একত্র পেথন করিয়া তাহা হস্তে লাগাইলে অগ্নিস্তম্ভন হয়। স্তম্ভন অভিচার শীতকালে করা প্রশস্ত, ইহাই তান্ত্রিকদিগের মত।

৪ বিদেবণ—বিদেবণ ক্রিয়া গ্রীষ্মকালে পূর্ণিমা তিথিতে মধ্যাহ্নসময়ে করিতে হয়। বাহাদের মধ্যে বিদেব জন্মাইতে হইবে, মহিষ এবং ঘোড়ার বিষ্ঠা গোমূত্রে গুলিয়া তাহাতে সেই সকল লোকের নাম লিখিলে শীঘ্রই বিরোধ ঘটে।

৫ উচ্চাটন—তন্ত্রের মতে, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী কিশা অষ্টমীতে শনিবার হইলে সেই দিন এই ক্রিয়া করিতে হয়। এই অভিচার ক্রিয়ার দেবতা দুর্গা। চুলের স্ততা করিয়া ঘোড়ার দাঁতের মালা করিতে হয়। তাহার পর দুর্গার পূজা করিয়া বাহার নাম ঐ মালায় জপ করিবে, অবিলম্বে তাহার উচ্চাটন ঘটয়া থাকে।

৬ বশীকরণ—তান্ত্রিকেরা জীলোক প্রভৃতিকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করেন। কোন কোন জীলোকেও পুরুষকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত তাহুল প্রভৃতির সঙ্গে ঔষধ খাওয়াইয়া দেয়। এই কুক্রিয়ার দ্বারা অনেক সময়ে বিয় ঘটয়াছে।

কথিত আছে, বামুনহাটা বচ কুড় প্রিয়ঙ্গু এবং নাগকেশর পানের সঙ্গে জীলোককে খাওয়াইলে সে বশীভূত হয়। স্বেত অপরাঞ্জিতার মূল গোঁরোচনার সঙ্গে বাটিয়া বাহাকে বশীভূত করিতে হইবে, শতবার তাহার নাম স্মরণ করিয়া কপালে ফোটা কাটিবে; ইহাতে রাজা, প্রভু, জীলোক, শত্রু এবং অস্ত্রাস্ত্র সকলেই বশীভূত হয়।
অভিচারকল্প (পুং) অভিচারস্ত্র সাধনং কল্পঃ। মধ্যপদ লোপী ৬-তৎ। অপর্যবেদের অন্তর্গত গ্রন্থ বিশেষ। ইহাতে অভিচার ক্রিয়ার বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

অভিচারিন্ (ত্রি) অভিচারন্তি অভি-চর-ণিনি। অভিচার কৰ্তা। যে স্তেন যাগ করে। (স্ত্রী) ভীপ্ অভিচারিনী।
অভিচ্ছায় (ত্রি) অভিগতং ছায়াং। অতিক্রা-তৎ। ছায়া প্রাপ্ত। অভিমুখী-ভূতা-চ্ছায়া যন্ত। বহুব্রী। বাহার সম্মুখে ছায়া আসিতেছে, ছায়া প্রাপ্ত। (অব্য) ছায়ায়া অভিমুখঃ। অব্যয়ী। ছায়াভিমুখ্য। ছায়ায়াকে সম্মুখ করিয়া। ছায়ায় দিকে।

অভিজ্ঞন (পুং) অভিজায়তে অগ্নিন্ অভি-জ্ঞন-অধিকরণে ঘঞ্জন বৃদ্ধিঃ। কুল। অভিমতোজনঃ প্রাধান্ত্যং। প্রাদি স-। কুলশ্রেষ্ঠ। অভিমত উৎপত্তি। পূর্ববান্ধব। পূর্ববান্ধব সম্বন্ধীয় দেশ। পূর্বপুরুষের বাস স্থান। (অভি-জনশ। পা ৪। ৩। ৯০)। পাণিনির এই সূত্রের ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি, বামনজয়াদিত্য, ভট্টোজিদীক্ষিত প্রভৃতি সকলেই নিবাস এবং অভিজ্ঞন এই দুই শব্দের অর্থ কি বিশেষ আছে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। নিবাসাভিজ্ঞনয়োঃ কো বিশেষঃ? যত্র সম্প্রদায়তে স নিবাসঃ। যত্র পূর্বৈক্যবিতং সোহভিজ্ঞনঃ। (কাশিকা)। অভিজায়তে সংপুরুষোভবতি যেন করণে ঘঞ্। যশ। কীর্তি। (ত্রি) অভিজ্ঞনাদাগতং অণ্ অভিজ্ঞনং। বংশ সম্বন্ধ হইতে আগত। [অভিজ্ঞন শব্দে উপধা বৃদ্ধি না হইবার কারণ অবধা শব্দে দেখ]।

অভিজাত (ত্রি) অভিমতং জাতং জন্ম যন্ত। বহুব্রী। কুলীন। পণ্ডিত। বৃধ। জ্ঞাত্য। শ্রেষ্ঠ। মনোহর। মধুর। (অভিজাতবাচি।) (কুমার ১। ৪৫। মধুর ভাষিণীতে) (স্ত্রী) অভিজাতস্ত্র ভাবঃ ব্যঞ্। অভিজাত্যং। কোলিহ।
অভিজাতি (স্ত্রী) অভি অভিমত। জাতি জ্ঞনং। প্রাদি স-। প্রশস্ত বংশ জন্ম। (ত্রি) অভিমতা জাতিঃ জন্ম যন্ত। বহুব্রী। উৎকৃষ্ট জন্ম। সার্থক জন্ম।

অভিজিৎ (ত্রি) আভিমুখ্যেন জয়তি শত্রুন্। অভি-জি-কিপ্ তুগাগমঃ। অভিমুখ হইয়া শত্রু জয়কারী। অভি-তোজয়ত্যানেন করণে কিপ্। সকল দিকে জয় সাধন। অভিজয়তি উদ্ধাধঃ স্থিহা অপর্যগি নক্ষত্রাণি বর্ত্তিরি কিপ্। নক্ষত্র বিশেষ। ইহা দুইটা তারাবিশিষ্ট। দেখিতে শিঙ্গাড়ার মত। ব্রহ্মা ইহার অধিপতি। উত্তরা-ষাঢ়া নক্ষত্রের শেষ ১৫ দণ্ড, এবং শ্রবণা নক্ষত্রের প্রথম ৪ দণ্ড, এই ১৯ দণ্ডে অভিজিৎ নক্ষত্র হয়। অভিজিৎ নক্ষত্রে জন্ম লইলে মানুষ সুশ্রী ও সজ্জন হইয়া থাকে।

আভিমুখ্যেন পশ্চিমাবস্থিতাং ছায়াং জয়তি প্রাগ্-দিগ্গামিনীং কয়োতি বা অভি-জি-কিপ্। পশ্চিম-

দিকের ছায়ার পূর্বেদিকে ঘুরিয়া আসিবার কাল।
দিবসের অষ্টম মুহূর্ত। কৃত্তিক কাল।

অপরাক্রান্ত তুসম্প্রাপ্তে অভিজিহ্মোৎপাদয়ে।

যদত্র দীর্ঘতে জন্তোন্তদক্ষর মদাহতঃ। (মংস্ত্র পূঃ)।

অভিজিৎ এবং রৌহিণী রূপ গোণ অপরাক্রান্ত প্রাপ্ত হইলে তৎকালে জন্তুর অর্থাৎ পিতৃ উদ্দেশে বাহা প্রেত হইয়া তাহার কখন ক্ষয় হয় না। (অভিজিহ্মোৎপাদিকা রৌহিণী নবম ঘটিকা। আর্ন্ত)। যাত্রা করিবার লগ্ন বিশেষ। অগ্নিষ্টোম যাগাঙ্গ যাগ বিশেষ। পঁচিশ দিন অধিক পাঁচ মাস। পঁচিশ দিন অধিক পাঁচ মাসে কর্তব্য অতিরিক্ত যোগাদি।

যদ্বংশীয় ভবের বা চন্দ্রনোদকচন্দ্রভির পুত্র। (বিষ্ণুপুরাণ)। অভিজিতোৎপত্ত্যম্ অভিজিৎ অণু ততো যঃ অভিজিত্য। অভিজিতের পুত্র। *। অভিজিৎ ইত্যাদি। পা ৫। ৩। ১১৮। অভিজিৎ প্রভৃতি অণু অন্ত প্রাপ্তিপদিকের উত্তর স্বার্থে যঃ প্রত্যয় হয়। অভিজিতাঃ। অভিজিতো। অভিজিতাঃ।

অভিজিতে—মুহূর্ত্তো, স্থানীপাক ইত্যাদি অর্থে স্বার্থে যঃ হইবে না।

অভিজিত (পুং) অভিজীয়াং অজান্ অভিজি-সংজ্ঞায়াং ক্ত। অর্দ্ধরাত্র সপক্ষী মুহূর্ত্ত। *। ত্রিচ্ছন্দো চ সংজ্ঞায়াং। পা ৩। ৩। ১৭৪। সংজ্ঞা বসাইলে আশীর্বাদ অর্থে ধাতুর উত্তর ত্রিচ্ছন্দঃ এবং ক্ত প্রত্যয় হয়।

অভিজিতি (স্ত্রী) অভিজি-ভাবে জিত্ব। অভিজয়। মর্কটপ্রকারে জয়।

অভিজ্ঞ (ত্রি) অভিজ্ঞানতি অভিজ্ঞা-ক। নিপুণ। পণ্ডিত। জ্ঞানাস্রয়।

অভিজ্ঞা (স্ত্রী) অভিজ্ঞা-অঙ্ টাপ্। প্রথমে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। স্মৃতি। পূর্বে দেখিয়া শুনিয়া মনে যে দৃঢ় সংস্কার হইয়া থাকে, তাহাকে অভিজ্ঞা কহে।

অভিজ্ঞাত (ত্রি) অভিজ্ঞাতে অ অভিজ্ঞা-কর্ম্মণি ক্ত। পূর্ক পরিচিত। যে বিষয়ে পূর্ক হইতে সংস্কার জন্মিয়া আছে। প্রতীত। জানিত। ধৃত।

অভিজ্ঞান (স্ত্রী) অভিজ্ঞাতে (জ্ঞাতুং শক্যতে) অনেন অভিজ্ঞা-করণে লুট্। চিহ্ন। বাহা দেখিয়া শুনিয়া পূর্ক বিষয় স্মরণ হইতে পারে একরূপ চিহ্ন। স্মারক চিহ্ন। ভাবে লুট্। নিশ্চয় জ্ঞান।

অভিজ্ঞানশকুন্তল (স্ত্রী) অভিজ্ঞানং অঙ্গুরীয়দর্শনেন পূর্ক-বিবরণস্মরণং শকুন্তলায়া যত্র। বহুব্রী, গোণে হ্রস্বঃ। *।

অধিকৃত্য কৃত্তে গ্রহে। পা ৪। ৩। ৮৭। *। লুবাখ্যায়িকা-র্থস্ত প্রত্যয়স্ত বহুলম্। তাহাকে অধিকার করিয়া কৃত্ত গ্রহ, এই অর্থে প্রাপ্তিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব তদ্ধিত প্রত্যয় বিহিত হয়। আখ্যায়িকা বসাইলে অনেক স্থলে প্রত্যয়ের লোপ হইয়া থাকে। এখানে বার্ত্তিক সূত্রানুসারে—অভিজ্ঞানশকুন্তলমধিকৃত্য কৃত্তা আখ্যায়িকা ইতি অণু অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। এখানে প্রত্যয়ের লোপ হইল। লোপ না করিলে, ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ এই প্রকার রূপ হইবে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল সংস্কৃত ভাষায় সর্কোৎকৃষ্ট নাটক। কথিত আছে, বাজা বিক্রমানদিতোর সভাসদ মহাকবি কালিদাস তাঁহার রচনা করিয়াছেন। পূর্ককালে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্তা আরম্ভ করেন। তাঁহার তপে বিদ্র ঘটাইবার জন্ত দেববাজ ইন্দ্র, মেনকাকে পাঠাইয়া দিলেন। সেই সময়ে বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে একটা কচ্ছা জন্মে। মেনকা কচ্ছাকে বনে ফেলিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। কয়েকটা শকুন্ত (পক্ষী) তাহাকে পাণ্য ঢাকা দিয়া রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া ঐ কচ্ছার নাম শকুন্তলা হইল।

তাহার পর কশ্ম্মুনি সেই কচ্ছাকে প্রতিপালন করিতেন। ক্রমে শকুন্তলার যৌবন কাল উপস্থিত হইল। মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে নাই,—সোমতীর্থে গিয়াছেন। এই সময়ে দ্রুপদ রাজা তাঁহার আশ্রমে আসিয়া শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্বনিয়মে বিবাহ করিলেন।

দ্রুপদ মহারাজচক্রবর্ত্তী, অন্তঃপুরে অসংখ্য রাজ মহিষী। মৃগয়া করিতে গেলে সেখানে তাঁহার সঙ্গে পুষ্পমালাভূষিত যবন কচ্ছা গিয়া থাকে। তিনি তপোবনে আসিয়া বঙ্গলধারিণী ঋষি কচ্ছাকে গোপনে বিবাহ করিয়া গেলেন। অতএব নিজ নগরে ফিরিয়া গেলে শকুন্তলাকে ক-দিন মনে থাকিবে? পাছে তাঁহাকে ভুলিয়া যান, তাই স্মরণের নিমিত্ত আপনার হাতের অঙ্গুরীয় পুলিয়া শকুন্তলাকে দিলেন।

মহারাজ আপনার নগরে ফিরিয়া গেলেন, এখানে শকুন্তলা এক মনে আপনার প্রাপ্তপতিকে ভাবিতেছেন; দ্রুপদেব ধ্যানে তিনি ভুলিয়া আছেন,—বাহিরে জ্ঞান নাই। এমন সময়ে দ্রুপদা অতিথি হইবার জন্ত দ্বারে উপস্থিত। শকুন্তলা তাঁহার অভ্যর্থনাও করিলেন না। তজ্জন্ত দ্রুপদা যুনি ক্রোধে এই শাপ দিলেন,—‘তুমি বাহাকে ভাবিতেছ, সে তোমাকে ভুলিয়া যাইবে।’

এই অভিধাপে শকুন্তলার হস্ত হইতে শচীতীরে অঙ্গুরীয় পড়িয়া যায়। কিছু দিন পরে মহারাজ সেই অঙ্গুরীয় পাইয়া তখন শকুন্তলাকে চিনিতে পারিলেন।

অঙ্গুরীয় দ্বারা অভিজ্ঞান অর্থাৎ শকুন্তলার স্মরণ হইয়াছে যাহাতে, এই রূপ বহুব্রীহি সমাসে ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তল’ রূপসিদ্ধি হইয়াছে। কালিদাস সেই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহার নামও অভিজ্ঞান শকুন্তল।

সাধারণ ব্যবহারানুসারে এই নাটক সাত অঙ্কে সমাপ্ত। ইহাতে একটা শুদ্ধ বিকল্পক, একটা বিকল্পক এবং একটা প্রবেশক আছে। এই নাটকের প্রধান চরিত্র শকুন্তলা এবং ছদ্মস্ত রাজা। মূল আখ্যায়িকাটী মহাভারত হইতে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু মহাভারতের শকুন্তলায় এবং কালিদাসের শকুন্তলায় প্রভেদ অনেক। কালিদাস শকুন্তলার নাম হইতে পুস্তকখানির নাম দিয়াছেন বটে, কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে ইহাকে নায়ক-প্রধান নাটক বলা কর্তব্য। ইহার গল্প প্রধানতঃ তিন অংশে বিভক্ত। ১ শকুন্তলার বিবাহ, ২ শকুন্তলার প্রস্থান এবং ৩ ছদ্মস্তের সঙ্গে শকুন্তলার পুনর্মিলন। নাটক খানির চতুর্থ অঙ্ক অতিশয় উৎকৃষ্ট, তন্নিম্ন আদ্যোপান্ত আখ্যায়িকাতে মহুযা চরিত উত্তম রূপে চিত্রিত হইয়াছে। ইউরোপেও এই পুস্তকের সকলেই আদর করিয়া থাকেন। ছদ্মস্ত রাজা যে রূপ ধার্মিক ও প্রবীণ, কালিদাস তাঁহার চরিত্র আঁকিতে গিয়া একটু দোষ করিয়াছেন, তন্নিম্ন এ পুস্তকের আর কোথাও দোষ নাই। কিন্তু ছদ্মস্তের চরিত্রে যে দোষ দেখা যায়, সে দোষ কালিদাসের নয়,—কালিদাসের সময়ের দোষ।

অভিজ্ঞু (ত্রি) অভিতঃ সম্মুখে জাহ্ননী অস্ত অভি- (প্রসং-ভ্যাং জাহ্ননোজ্ঞু ইত্যাদি বৎ) বেদে জাহ্ন শব্দস্ত জ্ঞু আদেশঃ। প্রাদি বহুব্রী। যে সম্মুখে হাঁটু রাখিয়া বসিয়া থাকে।

অভিতরাম্ (অব্য) অভি প্রকর্ষে তরপ্ আম্। অতিশয় আভিমুখ্য। শনৈঃ শনৈঃ আভিমুখ্য। অত্যন্ত সম্মুখীন হওয়া। অগ্রে অগ্রে সম্মুখীন হওয়া।

অভিতম্ (অব্য) অভি তসিল্। সামীপ্য। আভিমুখ্য। উভয়ার্থ। শীঘ্রতা। সাকল্য। উদয়তঃ। অভিতম্ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়।

উভ সর্বতসোঃ কার্ধ্যা দিগুপর্ধ্যাদিষু ত্রিষু।

দ্বিতীয়াত্রেড়িতাস্তেবু ততোহুত্ৰাপি দৃশ্যতে। (প্রাক)।

উভতম্ সর্বতস্, দিক্ এবং দুই তিনবার উক্ত, উপরি অধস্, অধি, এই সকল শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয় এবং ইহার অন্তত্ৰও দ্বিতীয়া দেখা যায়। ‘অভিতঃ পরিতঃ সময়া নিকষা হা প্রতি যোগেহপি। অভিতঃ কৃষ্ণম্’। *। পর্য্যভিত্যাক্। পা ৫। ৩। ৯। পরি এবং অভি ইহাদের উত্তর তসিল্ প্রত্যয় হয়।

অভিতাপ (পুং) অভি-তপ-ঘঞ। অতিশয় সন্তাপ।

অভিতাত্র (পুং) অভি-তম-ঐণাদিক রক্ দীর্ঘশ্চ। অতি-শয় তাত্র। অত্যন্ত তাত্র বর্ণ। (ত্রি) অতিশয় তাত্রবর্ণ বিশিষ্ট। *। অমিতম্যোদীর্ঘশ্চ। উৎ ২ ১৬। অম ও তম ধাতুর উত্তর রক প্রত্যয় হয় এবং ইহাদের দীর্ঘ হইয়া থাকে।

অভিতোমুখ (ত্রি) অভিতো মুখমন্ত। বহুব্রী। সকল দিকে যাহার মুখ। যেমন ত্রক্ষ।

অভিদর্শন (ক্লী) আভিমুখ্যেন দর্শনং। অভি-দৃশ-ভাবে লুট্। আভিমুখ্যে দর্শন। সম্মুখে দর্শন।

অভিদ্ভা (ক্রী) অভি-ভ্রা-অঙ্। পলায়ন। অভিধা রূপ স্থিতি।

অভিদিপ্পু। অভিধিপ্পু (ত্রি) অভি-দন্ত-সন-উ বৈদিকে নদন্ত ধঃ লোকিকে-তু দন্ত ধ এব। অভিতবনের ইচ্ছা-যুক্ত। পরাভবের ইচ্ছা যুক্ত। *। দন্ত-ইচ্চ। পা ৭। ৪। ৫৬। অনিট সন্ পরে থাকিলে দন্ত ধাতুর অচের স্থানে ইৎ ও ঙ্গ হয়।

অভিদ্ভব (পুং) অভি-ভ্র-অপ্। বেগে গমন।

অভিদ্ভবণ (ক্ল) অভি-ভ্র-লুট্। বেগে গমন।

অভিভ্রহ্ (ত্রি) অভি-ভ্রহতি অভি-ভ্রহ-ক্টিপ্। অপ-কারক। অভিভ্রক্, অভিভ্রগ্, অভিভ্রট্, অভিভ্রড্। অভিভ্রহৌ। অভিভ্রহে।

অভিভ্রোহ (পুং) অভি-ভ্রহ-ঘঞ। আক্রোশ। অনিষ্ট-চিন্তন। অপকার।

অভিধর্ষণ (ক্লী) আভিমুখ্যেন ধর্ষণঃ। অভি-ধৃষ-ভাবে লুট্। নিষ্পীড়ন। আফালন। ভূতাদির আবেশ। ভূতাদিতে পাওয়া। (পুং) কর্তরি ধু। রাক্ষস।

অভিধা (ক্রী) অভি-ধা-ভাবে অঙ্। কখন। শব্দ নিষ্ঠ অর্থ বোধজনক শক্তি বিশেষ। অভিধীয়তে অনেন করণে অঙ্। বাচক শব্দ। ভট্ট মতে, ফলজনক ব্যাপার রূপ শব্দ নিষ্ঠ ভাবনা বিশেষ।

অলঙ্কারশাস্ত্রে মতে, যদ্বারা সংক্ৰান্ত অর্থ বুঝায়

এরূপ শব্দের শক্তি বিশেষ। (তত্র সংকেতিতার্থস্ত বোধনাদ প্রিমাভিধা। সাহিত্য দং। তাহাদের মধ্যে সংকে-
তিত অর্থ বুঝাইয়া দেয় বলিয়া অভিধা প্রধান)।

অভিধান (ক্লী) অভি-ধা-ভাবে লুট্। কথন। অভি-
ধীয়তে কণ্যতে অনেন করণে লুট্। নাম। ধ্বনি।
নির্ঘোষ। শব্দের অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ বিশেষ।

সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি অভিধান চলিত আছে।
তাহার মধ্যে কতকগুলি পুস্তকেরই অধিক আদর। অমর
সিংহ বিরচিত নানার্থবর্গযুক্ত নামলিঙ্গানুশাসন। এই
পুস্তক সচরাচর অমরকোষ নামে প্রসিদ্ধ। মহেশ্বরের
বিরচিত বিশ্বপ্রকাশ। হেমচন্দ্রের বিরচিত অভিধান-
চিণ্ডামণি। হলায়ুধ প্রণীত রত্নাবলী। পুরুষোত্তম দেব
বিরচিত ত্রিকাণ্ডশেষ। তাঁহার রচিত আর একখানি
পুস্তকের নাম হারাবলী। মেদিনীকার প্রণীত নানার্থ-
শব্দকোষ। অনেকাংশে ধ্বনিমঞ্জরী। মাতৃকা নিঘণ্টু।
শাশ্বত। একাক্ষর কোষ। অব্যয় কোষ। কেশব রচিত
কল্পদ্রু কোষ। ধরণী কোষ। উগাদি কোষ। শকাব্দ।

এই সমস্ত অভিধানের মধ্যে অমরকোষই অধিক
প্রাচীন। ইহা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ অমর
সিংহের বিরচিত। ইতিহাসে তিন জন বিক্রমাদিত্যের
নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বাহার নামে সংবৎ চলিয়া
আসিতেছে, তিনিই প্রথম। খৃষ্ট পঞ্চম ও একাদশ
শতাব্দীতে আরও দুই জন বিক্রমাদিত্য রাজা হইয়া-
ছিলেন। অমর সিংহ তাঁহাদের মধ্যে কোন রাজার
সভায় থাকিতেন, সে কথা বলা কঠিন।

অমর বৌদ্ধ ছিলেন। প্রবাদ আছে, তাঁহার রচিত
অনেক গুলি কাব্যও ছিল। খৃষ্ট পঞ্চম শতাব্দীতে ব্রাহ্ম-
ণেরা প্রবল হইয়া উঠিলে সমস্ত পুস্তক দগ্ধ করিয়া
দিয়াছিলেন। সে সময়ে কেবল অভিধান খানি
নষ্ট হয় নাই। অমরকোষ তিন কাণ্ডে বিভক্ত,
তজ্জন্ম কেহ কেহ ইহাকে ত্রিকাণ্ডও বলিয়া থাকেন।
এই পুস্তকে প্রায় ১০,০০০ শব্দ আছে। নানার্থ প্রকরণে
শব্দগুলি সাজাইবার অল্প কোন নিয়ম নাই, কেবল অন্ত্য-
বর্ণধরিতা গ্রথিত হইয়াছে। ইহার আত্মকুল্যে লিঙ্গ এবং
শব্দের অর্থবোধ হয়। কিন্তু আমাদের দেশে পূর্বে
আন্যবর্ণনানুক্রমে অভিধান রচনা করা হইত না, সে
কারণ কোন শব্দ বাহির করিতে হইলে বিস্তর কষ্ট হয়।
তন্ত্রির আরও একটা দোষ আছে। অনেক স্থলে এক
এক চরণের মধ্যে পৃথক পৃথক শব্দ ও তাহাদের অর্থ

লিখিত হইয়াছে, অতএব কোন শব্দের কি অর্থ, ইহাও
বুঝিয়া লইতে একটু বিবেচনা চাই।

বোধ হয়, অমরকোষের পর বিশ্বপ্রকাশ রচিত
হইয়াছিল। এই পুস্তক সচরাচর কেবল 'বিশ্ব' নামে
প্রসিদ্ধ। মহেশ্বর, খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে জীবিত
ছিলেন। বিশ্বপ্রকাশে একাক্ষর, দ্ব্যাক্ষর, ত্র্যাক্ষর ইত্যাদি
প্রণালীতে শব্দ গ্রথিত হইয়াছে। অন্ত্য প্রত্যয়ানুসারে
ইহার শব্দ সাজাইবার আর একটা প্রণালী দেখা যায়।
যাহা হউক ইচ্ছা করিলে কোন শব্দই সহজে বাহির
করা যায় না।

হেমচন্দ্র ও খৃষ্টের দ্বাদশশতাব্দীতে প্রোতুভূত হইয়া-
ছিলেন। কিন্তু ইনি মহেশ্বরের পরবর্তী লোক। হেমচন্দ্র
অনেক স্থলে মহেশ্বরের প্রণালী অনুসারে শব্দ সংগ্রহ
করিয়াছেন।

হলায়ুধ গোঁড়ের রাজা লক্ষ্মণসেনের সভায় বর্তমান
ছিলেন। এ পরিচয় তিনি নিজেই ব্রাহ্মণসম্বন্ধের
প্রারম্ভে দিয়াছেন। প্রথম লক্ষ্মণসেন খৃষ্ট একাদশ
শতাব্দীতে প্রোতুভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের
অনুমান হয়, হলায়ুধ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দ্বিতীয় লক্ষ্মণ-
সেনের সময়েই বর্তমান ছিলেন।

পুরুষোত্তমদেব হলায়ুধের বংশধর। তিনি খৃষ্ট
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তাঁহার রচিত
ত্রিকাণ্ডশেষ অমরসিংহের অভিধানের পরিশিষ্ট মাত্র।
ইহা অমরকোষের প্রণালীতেই সঙ্কলিত হইয়াছে। যে
সকল শব্দ সচরাচর অল্পদেখা দেখা যায় না, পুরুষোত্ত-
মের ত্রিকাণ্ডশেষ সংগ্রহে তাহার কতক দৃষ্ট হয়।

মেদিনীকার খৃষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রোতুভূত
হন। ইহার শব্দ সঙ্কলনের প্রণালী কতকটা বিশ্বপ্রকা-
শের মত ও কতকটা হেমচন্দ্রের নানার্থের মত। বোধ হয়
মেদিনীকারের সময়ে ভারতবর্ষের লোক জলপথে
ব্রহ্মদেশে যাইতেন। তজ্জন্ম মঘের দেশ একটা দ্বীপ বলিয়া
তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। মেদিনীকার লিখিয়াছেন, 'মঘো
দ্বীপান্তরে'। মঘদেশ দ্বীপান্তর বিশেষ। এই কোষ
অনেক স্থলে বিশ্বপ্রকাশের অনুকরণ মাত্র।

শাশ্বতের নানার্থ সমুচ্চয় অতি প্রাচীন পুস্তক।
বোধ হয় ইহা খৃষ্ট দ্বাদশ শতাব্দীতে সঙ্কলিত হইয়াছিল।
নানার্থধ্বনিমঞ্জরী, মাতৃকাকোষ, একাক্ষরকোষ, অব্যয়-
কোষ, উগাদিকোষ প্রভৃতি অভিধানগুলি অধিক দিনের
রচিত নহে।

অভিধানচিন্তামণি। এই শব্দ কোষ জৈনাচার্য হেম-
চন্দ্রের সঙ্কলিত। হেমচন্দ্র নিজের স্বৈরাচার জৈন ছিলেন,
তজ্জন্ত তাঁহার পুস্তকে প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন জৈন-
ধর্মের অনেক পারিভাষিক শব্দও গৃহীত হইয়াছে।

অভিধানী (স্ত্রী) অভিধীয়তে অভিযুখ্যোন প্রিয়তে স্থাপ্যত
ইতি যাবৎ বস্তুবন্ধনেন অনয়া, অভি-ধা-করণে লুট্।
রজ্জু। দড়ী। দড়ীদ্বারা বাধিয়া সকল বস্তুকেই সম্মুখে
রাখা যায় বলিয়া ইহাকে অভিধানী কহে।

অভিধামূল্য (স্ত্রী) অভিধা-শক্তি বিশেষে। মূলং যন্তাঃ।
অলঙ্কার মতে, ব্যঞ্জনা বৃত্তি বিশেষ। এ স্থলে ‘অভিধা-
শ্রয়া’ এরূপ শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অভিধা লক্ষণা মূল্য শব্দজ ব্যঞ্জনা দ্বিধা।

অনেকার্থশব্দ শব্দজ সংযোগাদৌ নিয়মিত।

একত্রার্থেহেতুধীহেতু ব্যঞ্জনাভিধাশ্রয়াঃ(সাহিত্যাদং)
ব্যঞ্জনাযুক্তি—অভিধামূল্য এবং লক্ষণামূল্য এই দুই
প্রকার। তন্মধ্যে অনেকার্থ শব্দের একটী অর্থ, সংযো-
গাদি দ্বারা নিয়মিত রূপে প্রতিপাদিত হইলে, তাহাতে
অন্ত আর একটী অর্থ যে কারণে বুঝা যায় তাহাকে
অভিধামূল্য ব্যঞ্জনা বলে। প্রথমে সংযোগাদি দ্বারা
নিয়মিত অর্থ বোধ করাষ্টয়া অভিধাশক্তি নিবৃত্ত হইলে,
পরে বিশেষ পর্যালোচনা দ্বারা অন্ত অর্থের বোধ হয়
বলিয়া অর্থাৎ পূর্ব অর্থের বোধ না হইলে পরের অর্থের
বোধ হয় না, এ জন্ত উহাকে অভিধামূল্য ব্যঞ্জনা কহে।
যেমন রাম লক্ষণ বলিলে সাহচর্য্য হেতু প্রথমে দশরথ
পুত্রকেই বুঝায়, পরে পর্যালোচনা দ্বারা রাম শব্দে
অন্ত রামকেও বুঝায়, কিন্তু পূর্ব বোধ না হইলে এ পর
বোধটা হয় না বলিয়াই এস্থলে অভিধামূল্য ব্যঞ্জনা
বলিতে হইবে।

অভিধায়ক (ত্রি) অভিধত্তে অর্থং ধারয়তি অভি-ধা-ধূল্।
বাচকশব্দ। যেমন ঘটের বাচক ঘট এই শব্দ। শব্দের
উচ্চারণক।

অভিধায়িন (ত্রি) অভিধাতি-অভি-ধা-নি যুক্।
শব্দ প্রয়োগ কর্তা। (স্ত্রী) ভীপ্ অভিধায়িনী।

অভিধাবক (ত্রি) অভিযুখ্যোন ধাবতি অভি-ধাব-জবে-
ধূল্। সম্মুখ হইয়া বেগে গমন কর্তা।

অভিধিংসা (স্ত্রী) অভিধাতুমিচ্ছা অভি-ধা-সন্ অ টাপ্।
কহিব্যার নিমিত্ত ইচ্ছা। বিবক্ষা। *। সনিমীমাষুরভল-
ভশক পত পদামচ ইন্। পা ৭।৪।৫৪। অনিট্ সন্
পরে থাকিলে মী মা ঘু (দাধা) রত লভ শক পত পদ

এই সকল ধাতুর অচের স্থানে ইস্ হয়। *। অত্রলোপো-
হভ্যাসন্ত। পা ৭।৪।৫৮। সনি মী মা ইত্যাদি স্বত্ব
পর্য্যন্ত অভিধায়ের লোপ হয়। *। সং: স্তাৰ্দ্ধধাতুকে।
পা ৭।৪।৪৯। সকারাদি আৰ্দ্ধ ধাতুক পরে থাকিলে
স স্থানে ত হয়।

অভিপ্লবু (ত্রি) অভিধর্ষিতুং শীলমন্ত অভি ধম-কু। অত্যন্ত
ধর্ষক। নিপ্পীড়নকারী। আশ্বালনকর্তা। *। ত্রিসি
গৃধি ধ্বি ক্রিপে: ক্রুঃ। পা ৩।২।১৪০। ত্রস্ গৃধ ধ্ব
ক্রিপ ধাতুর উত্তর কু প্রত্যয় হয়।

অভিধেয় (ত্রি) অভিধীয়তে অভিধাতৃভ্যা জায়তে অভি
ধা-কন্মি বৎ। বাচ্যার্থ। সঙ্কেত যুক্ত অর্থ। বাচ্য।
অর্থ। ‘অর্থোহভিধেয়ো বৈ বস্তু প্রয়োজন নিবৃত্তিযু।
(অমর)। গ্রহের প্রতিপাদ্য (বর্ণনীয়)। ‘ইতি প্রয়োজনা
ভিধেয় সধ্বকাঃ’। (সুখৃৎ)। এই সকল শব্দের সহিত
ব্যাকরণের প্রয়োজন কিম্বা এই সকল শব্দই ব্যাকর-
ণের প্রয়োজন ও প্রতিপাদ্য এবং এই সকল শব্দের
সহিত ব্যাকরণের সধ্বকাঃ। স্বার্থে কন্ করিলেও প্রতি
পাদ্য অর্থ বুঝায়।

গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সধ্বকঃ সাভিধেয়কঃ। (ভট্ট)
সেই হেতু গ্রন্থের আদিতে সধ্বক এবং অভিধেয়ের
সহিত প্রয়োজন বক্তব্য।

অভিধ্যা (স্ত্রী) অভিধ্যায়তে অভি-ধৈ চিন্তনে-অঙ্
টাপ্। পরধন হরণেচ্ছা। বিষয় প্রার্থনা। চিন্তা।
আলোচনা।

অভিধ্যাতব্য (ত্রি) অভি-ধৈ-তব্য। সর্বদা চিন্তনীয়।
অভিধান (স্ত্রী) অভি-ধৈ-লুট্। পুনঃ পুনঃ পর ধনে
অভিনিবেশ। হরণেচ্ছা। বিষয় প্রার্থনা। আলোচনা।
(পরজ্ঞবোধভিধানং?। স্মৃতি। অভিধ্যানং পুনঃ পুন-
রভিনিবেশঃ)। স্বার্থ।

অভিনন্দ (ত্রি) অভিনন্ততে স্ব। অভি-নহ-ক্ত। সন্ধা-
বদ্ধ। *। নহোধঃ। পা ৮।২।৩৪। ঝল পরে থাকিলে
পদান্ত বিষয়ে নহ ধাতুর হ স্থানে ধ হয়।

অভিনন্দ (পুং) অভি-নন্দ ঘঞ্। সন্তোষ। প্রতিপাদ্যের
গুণকথন দ্বারা আনন্দ। প্রশংসা। অল্পসুখ। সন্তোষ
জনক। চতুর্থ জৈন তীর্থঙ্কর।

(ত্রি) উৎসাহপ্রদর্শন দ্বারা প্রবর্তক। অভিভোনন্দঃ
হুংখাভাবো যজ্। ৭-বহুব্রী। পরত্রজ্। পরমাত্মা। পর-
মেত্বরে সর্বদাই আনন্দ থাকে এজন্ত তাঁহার নাম অভি-
নন্দ। সচ্চিদানন্দ। সদানন্দ। নিত্যানন্দ। ইত্যাদি।

অভিনন্দন (ক্লী) অভিনন্দ-ভাবে লুট্। সন্তোষ। অমু-
মোদন। গিচ্ লুট্। সন্তোষ নিমিত্ত প্রশংসা করা।

(ত্রি) কর্তরি ল্যু। আনন্দজনক। উৎসাহ প্রবর্তক।

প্রশংসাকারী। (পুং) চতুর্থ জৈন তীর্থঙ্কর মুনি।

অভিনন্দনীয় (ত্রি) অভিনন্দ্যতে অভিনন্দ-গিচ্-অনীয়র্।
প্রশংসনীয়। উৎসাহ দ্বারা প্রবর্তনীয়।

অভিনন্দিত (ত্রি) অভিনন্দ্যতে অ অভিনন্দ-গিচ্-ক্ত।
প্রশংসিত। অমুমোদন দ্বারা প্রোৎসাহিত।

অভিনন্দিন্ (ত্রি) অভিনন্দতি অভিনন্দ-গিনি। সন্তোষ-
শীল। প্রেরণে গিচ্ গিনি। অমুমোদন দ্বারা উৎসাহ-
বর্দ্ধক। (ক্লী) ভীপ্—অভিনন্দিনী।

অভিনন্দ্য (ত্রি) অভিনন্দ্যতে প্রশংসতে অভিনন্দ-গিচ্-
যৎ। প্রশংসনীয়। (দ্বাব্যপ্যভূতামভিনন্দ্যাসম্বোধে। রঘু ৫।
৩১। রঘু এবং মুনি এ দুই জনেই প্রশংসনীয় ব্যবসায়
হইয়া ছিলেন)।

(অব্য) অভিনন্দ-গিচ্-ল্যপ্। প্রশংসা করিয়া।

অভিনন্দ্র (ত্রি) আভিনন্দ্যোন নন্দ্রঃ নতম্। প্রাদি স০।
অভিনুখে নত। সমুখে নত। নমি-র নন্দ্রম্। [অজস্র
শব্দে-সূত্র দেখ]।

অভিনয় (পুং) অভিনয়তি হৃদ্যতভাবান্ প্রকাশয়তি
অভিনী-কর্তরি অচ্। হৃদ্যত ক্রোধাদিভাবের অভি-
ব্যঞ্জক শরীর চেষ্টা। ভাবে-অচ্। শরীরের চেষ্টা দ্বারা
অমুরূপ করণ। সাজ করিয়া কৃত্রিম অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি
ব্যাপার দ্বারা কোন একটা বিষয়ের প্রকৃত রূপ অমুকরণ
করিয়া দেখাইতে পারিলে তাহাকে অভিনয় কহে।
কিন্তু অভিনয়ে বাহ্য ব্যাপার প্রকাশ করা তত অভি-
প্রেত নহে। প্রকৃত মনের ভাব ব্যক্ত করাই ইহার
প্রধান উদ্দেশ্য। রাধিকা মান করিয়া আছেন, শ্রীকৃষ্ণ
তাঁহার মান ভাঙ্গিবার জন্ত কি রূপে পায়ে ধরিয়া
ভূমিতে লুটাইয়া পড়িতেছেন, এই প্রকার নানা বিষয়ের
ঠিক অমুকরণ করাকে অভিনয় বলা যায়।

অলঙ্কার শাস্ত্রমতে অভিনয় কার্য চারি প্রকারে
সম্পন্ন করা হয়। যথা—১ আঙ্গিক, ২ বাচিক,
৩ আহাৰ্য্য, ৪ সঙ্গিক। চক্ষু ও মুখভঙ্গী এবং হস্ত পদাদি
অঙ্গ দ্বারা কোন প্রকৃত বিষয়ের অমুকরণ করাকে
আঙ্গিক কহে। নাট্যশাস্ত্রপ্রবীণ ব্যক্তির কহিয়া
থাকেন যে, যেমন নৃত্য করিবার সময়ে নানা প্রকার
কৌশলে ভাবভঙ্গীর সহিত হস্ত পদ কটি প্রভৃতি অঙ্গ
চালনা করিলে নৃত্য অতি সুন্দর দেখায় এবং দর্শক-

দেরও নয়ন মন মুগ্ধ হয়। অভিনয় কার্যেও বিশেষ
বিশেষ স্থলে যখন যেমন আবশ্যক হইবে, তখন ঠিক
তদমুরূপ কৌশলে ভাবভঙ্গী করিয়া হস্তপদাদি চালনা
করিতে পারিলে অভিনয়ও সুন্দর হইয়া থাকে। নটনটী
প্রভৃতি কাহাকে বসিতে বলিবে, সেখানেও হস্ত তুলিয়া
সম্ভাষণ করিবার সময়ে একটু ভাব থাকা চাই। পুরুষ
পুরুষের মত মুখ প্রভৃতি অঙ্গের ভাব প্রকাশ করিবে;
স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের মত। এই রূপ বালক, বৃদ্ধ, ভৃত্য
প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ স্বভাবানুসারে অঙ্গভঙ্গী
করিলে দৃশ্য মনোহর হয়। নাট্য রসজ্ঞ ব্যক্তির আরাও
বলিয়া থাকেন যে, সময় এবং স্নেহাদির পাত্র বুঝিয়াও
বিশেষ বিশেষ রূপ অঙ্গভঙ্গী করা আবশ্যক। শোক
ক্রোধ প্রভৃতির সময়ে যে রূপ অঙ্গভঙ্গী করিবে, সমালাপ
ও পরিহাসের সময়ে সে প্রকার অঙ্গভঙ্গী শোভা পায়
না। পুনশ্চ, প্রিয়ার সঙ্গে প্রিয়সম্ভাষণের সময়ে এক
প্রকার অঙ্গভঙ্গী আবশ্যক, আবার পুত্রের প্রতি বাৎ-
সল্য ভাব প্রকাশের সময়ে অল্প প্রকার ভাবভঙ্গী আব-
শ্যক। কিন্তু বীরকার্য্য প্রভৃতিতে অভিনেতৃগণ অতিরিক্ত
বাচাল ও উদ্ধত হইয়া উঠিবে না।

রাম, লক্ষণ ও সীতা চিত্রপট দেখিতেছেন। এ দিক্
ও দিক্ দেখিতে দেখিতে লক্ষণ বলিলেন—ইয়মার্য্যা,
ইয়মার্য্যা মাওবী, ইয়মপি বধুঃ শ্রুতকীর্টিঃ। এই আর্য্যা
জানকী, এই আর্য্যা মাওবী আর এই বধু শ্রুতকীর্টি।
লক্ষণ, রাম ভরত ও শক্রব্রের পত্নীদিগকে অঙ্গুলি দিয়া
দেখাইলেন, কিন্তু আপনার পত্নীকে দেখাইলেন না,
লজ্জা হইল। কিন্তু জানকী তাহা শুনিবেন কেন?
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—বচ্ছ ইঅং বি অবরা কা?
বাচা ও বউটা কে? এখানে পরিহাস করিবার জন্ত
সীতা কি রূপ মুহুমন্দ হাসিয়াছিলেন, হাসিয়া কোমল
হস্তে অঙ্গুলি তুলিয়া উর্শ্বলাকে দেখাইয়াছিলেন; এবং
সে সময়ে লক্ষণ কি রূপ লজ্জিত হইয়া অম্পষ্ট মুহূষ্মরে
বলিয়াছিলেন—অয়ে উর্শ্বলাং পৃচ্ছত্যার্য্যা; তাহা
মুখাদির ভঙ্গীর দ্বারা বিশেষ রূপে অমুকরণ করিতে না
পারিলে ইহার কিছুই সৌন্দর্য্য থাকিবার উপায় নাই।

শকুন্তলা দুহ্যাস্তের নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছেন।
কিন্তু যাইতে মন নাই, তবু যাওয়া চাই। আবার যদি
যান্,—অধিক না হয়, চল করিয়া আর একটু থাকি-
বেন,—মুহূর্ত্তের জন্ত থাকিবেন। থাকিয়া মহারাজের স্নান-
পূর্ণ মুখশশী আর একটু দেখিয়া যাইবেন। কিন্তু উপায়

কি?—সহজে ত বিলম্ব করিতে পারেন না। সহজে বিলম্ব করিলেই সখীরা বিক্রম করিবে। তাই চতুরা বালিকা চাতুরী করিয়া বলিলেন—

অনহুয়ে! অহিণবকুসহুদ্রেএ পরিক্ধদং মে চলণং কুরবঅসাহাপরিলগ্গং অ বজ্জলং।

অনহুয়ে! আর ত আমি চলিতে পারি না; নূতন নূতন কুশের অঙ্কুরগুলি পায়ে যেন ছুঁচের মত বিধিতেছে। আবার কুরুবক ডালে আমার বাকল লাগিয়া গিয়াছে। এই বলিয়া কুরুবক ডাল হইতে বাকল ছাড়াইতেছেন আর আড় চক্ষে রাজাকে দেখিতেছেন।

এই হল করিয়া শকুন্তলা মুখ শিট্কাইলেন,— পায়ে যেন কত ব্যথাই পাইয়াছেন। মুখ শিট্কাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন;—

রাধিকা গোপবালিকাদের লইয়া যমুনায় জল লইতে আসিয়াছেন। দেখেন, বাটে জগতের মন ভুলানো শ্রামশলী যমুনা আলো করিয়া আছেন। গোপিকারা জলে চেউ দিয়া কলসী পূরিতেছেন আর চক্ষু ভরিয়া কেবল সেই কাল রূপ দেখিতেছেন। রাধিকা সকলের আগে আসিয়া কূলে উঠিলেন,—

সব জন তেজিয়া আঙুলরি চুকরই

আড় বদন তাঁহি ফেরি।

তাঁহি পুন মোতি—হার টুটি ফেলল,

কহত হার টুটি গেল।

সব জন এক এক চুনি সঞ্চক

শ্রাম দরশ ধনী কেল।

রাধিকা সঙ্গিনীদের ছাড়িয়া আগে উপরে আসিয়া উঠিলেন। উঠিয়া সহচরীদের ডাকিতেছেন,—‘এসো না বেলা গেল যে’। এই বলিতেছেন আর আড় চক্ষে কেবল কুম্ভের পানে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছেন। কিন্তু বিলম্ব করা চাই; বিলম্ব না করিলে কুম্ভ দেখা হয় না। তাই শেষে ছল করিয়া গলার মতির মালা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ছিঁড়িয়া সখীদের বলিলেন;— ‘এই যা মতিহার ছিঁড়ে গেল’। এই বলিয়া সকলে এ দিক ও দিক বেড়াইয়া মতি কুড়াইতে কুড়াইতে চক্ষু ভরিয়া কুম্ভকে দেখিতে লাগিলেন।

এই সকল স্থলে নায়ক দর্শনে নায়িকার মনে প্রকৃত যে ভাব হইয়াছিল; মনের যে প্রকার স্বার্থ-বিকারের নিমিত্ত শকুন্তলা যাইতে যাইতে দাঁড়াইয়াছিলেন, রাধিকা মতিহার ছিঁড়িয়াছিলেন,—অভিনয় ব্যাপারে

ঠিক সেই রূপ মনের ভাব প্রকাশ করা আবশ্যক। অঙ্গ-ভঙ্গী দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করাই অভিনয়ের জীবন। দুয়ান্তের নিকট হইতে শকুন্তলা যাইতেছেন, পায়ে কুশাঙ্কুর বিধিতেছে, গাছে বাকল লাগিয়া গিয়াছে,— সামান্যভাবে এ সকল অম্লকরণ করা কঠিন নয়। কিন্তু ঠিক তখনকার শকুন্তলার মত চলিতে চলিতে না দাঁড়াইতে পারিলে তাহা অভিনয় হইবে না,—সে দাঁড়ানোতে সৌন্দর্য্য থাকিবে না।

বিতংস রোদ্র করণ প্রভৃতি রসযুক্ত বাক্য দ্বারা মনের ভাব অম্লকরণ করিলে তাহাকে বাচিক কহে। নাটকে বাক্য দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইলে,— অল্প কথায়, একটু একটু ছল রাখিয়া, কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট করিয়া মনের কথা বলা চাই। এ জন্ত নাট্যশাস্ত্রজ্ঞ লোকে বলিয়া থাকেন যে, অভিনয় এক জনের গুণে মনোহর হয় না। প্রথমে, নাটক ধানি স্রুকের রচিত হওয়া আবশ্যক, তাহার পর অভিনেতৃগণ সঙ্গীতা, সুগায়ক, স্ত্রী এবং অম্লকরণনিপুণ হইবে। এই সকল গুণগুলি না থাকিলে অভিনয় প্রীতকর হওয়া অসম্ভব।

দুয়ান্তরাজার জন্ত শকুন্তলার অন্তঃকরণে সহস্র বিহার জালা উপস্থিত হইয়াছে। অত্যন্ত গাত্রদাহ, শরীর অলিয়া পুড়িয়া গেল, এই ভান করিয়া তিনি চক্ষু মুদিয়া শুইয়া আছেন। প্রিয়দর্শী এবং অনহুয়া কাছে আসিয়া পদ্ম পাতার বাতাস করিতে লাগিল। বাতাস করিতে করিতে একবার সোহাগ করিয়া শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসা করিল,—

হলা সউন্দলে! অবি সুহঅদি মে গলিগিপত্তবাদো?

কেমন শকুন্তলে! পদ্ম পাতার বাতাসে এইবার একটু স্বস্তি বোধ হচে না?

কিন্তু স্বস্তি বোধ হইবে কি, শকুন্তলা বলিয়া বসিলেন,—কিং বীঅঅস্তি মং সহীও? সখীরা আমাকে বাতাস করিতেছ নাকি?

মনের বেগ আর ধরে না! কেবল চারিটা শব্দ।

চারিটা শব্দে শকুন্তলার যত জালা একেবারে জীবন্ত হইয়া সকলই প্রকাশ পাইয়াছে। দুয়ান্তরাজার নিমিত্ত তাহার এরূপ কষ্ট হইয়াছে যে, সখীরা পদ্ম পত্রের বাতাস করিতেছেন, শকুন্তলা তাহা জানিতেও পারেন নাই। এখানে কেবল কয়েকটা শব্দে মনের কথা বলা হইয়াছে, হৃদয়ের বেগনা খুলিয়াও বলা হয় নাই, অথচ সকল বিধর এরূপ প্রকাশিত হইয়াছে যে, মনোভাব

এরূপে আর কিছুতে ব্যস্ত হয় না। বাক্য দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে এই টুকুই তাহার সৌন্দর্য। শকুন্তলা যদি বলিতেন,—‘না নাথি! আমার এপ্রকার মনঃকষ্ট হইয়াছে যে, তোমরা পদ্ম পত্র দ্বারা বাজন করিতেছ তাহা আমি জানিতেও পারিতেছি না’—তাহা হইলে কিছুই সৌন্দর্য থাকিত না, শকুন্তলার কাতর বাক্যে আমাদের হৃদয়ের মর্ম্মস্থান পর্য্যন্ত স্পর্শ করিত না।

সীতা বনবাসে আছেন, এক দিন হঠাৎ রামের মত মধুর কথা শুনিয়া তমসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—জলভরা নবীন মেঘের মত গম্ভীর শব্দ এ আমার অর্ঘ্য-পুত্রের ভিন্ন আর ত কাহারও নয়? তমসা ছুই একবার চাতুরী করিলেন; কিন্তু শেষে গোপন করিয়া আর না রাখিতে পারিয়া বলিলেন,—

ঋতে তপস্ততঃ শূদ্রস্ত দণ্ডধারণার্থম্ ঐক্ষাকৌ রাজা জনস্থানমাগত ইতি।

শুনিয়াছি, ইক্ষাকু বংশের রাজা নাকি কোন শূদ্রের তপস্তার জন্ত দণ্ড করিতে এ জনস্থানে আসিয়াছেন। বার বৎসর স্বামীর সঙ্গে দেখা নাই; এমনস্থলে সামান্য ঘরের সামান্য প্রকৃতির দ্বীলোক হঠলে আত্মদে ও দুঃখে কত কাঁদিতেন, ছুটিয়া গিয়া স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়িতেন। কিন্তু সীতা জনক কন্যা, রঘুকুল-বধূ, বীরপত্নী; তাহার উচ্চ হৃদয়ে উচ্চ তেজ, অগাধ গাম্ভীৰ্য্য, আবার মন অভিমানে ভরিয়া আছে। তিনি আত্মদে করিলেন না, কেবল বলিলেন,—দিটিউআ অপরিহীণাঅধম্মো কথু সো রাআ। ভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিতেছে ত?

এখানে এই কয়েকটি শব্দে সীতার তেজ, অভিমান ও মনের ভাব একেবারে উথলিয়া উঠিয়াছে। এমন সৌন্দর্য আর কিছুতে নাই। অভিনয় ব্যাপারে সীতার মত অভিমান করিয়া ঠিক সে সময়ের মত কাতরোক্তি করাই যথার্থ সৌন্দর্য।

রসজ্ঞ ব্যক্তির বলিয়া থাকেন, সৌন্দর্য একেবারে খুলিয়া দেখাইলে তাহার তেমন শোভা থাকে না। পূর্ণচন্দ্র দেখাইতে হইলে অল্প ভাঙ্গা ভাঙ্গা লঘু মেঘের কোলে একটু ঢাকিয়া দেখাইলে অধিক সুন্দর দেখায়। নাটকেরও ভাব একেবারে খুলিয়া বলিলে তাহার রস নষ্ট হয়। কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট রাখিয়া মনের কথা বলিলে অধিক মিষ্ট হইয়া থাকে।

বেশভূষাদি রচনা দ্বারা প্রকৃত মূর্তির অনুকরণ করাকে আচার্য্য কহে। প্রকৃত ঘটনার মধ্যে যে ব্যক্তির যেমন বয়ঃক্রম এবং যে ব্যক্তির যেমন বেশভূষা হওয়া উচিত, অভিনয়কালে ঠিক তক্রূপ হওয়া আবশ্যক। এই নিয়মানুসারে কাজ না করিলে অভিনয় মনোহর হয় না। আজি কালি যাত্রার মধ্যে অনেকস্থলে এই নিয়মের প্রতি লোকের দৃষ্টি থাকে না, তজ্জন্ত দৃষ্ট্য অতি কুৎসিত হইয়া উঠে। লব কুশ সাজিতে হইলে দ্বাদশ বৎসরের বালক হইলেই শোভা পায়। আবার তাহার বনবাসী; বনে রাজবসন, রাজভূষণ নাই; অতএব লব কুশকে বালকের মত কোন কাপড় এবং বন ফুল দিয়া সাজাইলেই ভাল দেখায়।

শুভ্র শ্বেদ রোমাঞ্চাদিকে সাস্থিক ভাব কহে। এই ভাব, মুখ এবং হস্তপদাদির বিশেষ ভঙ্গী দ্বারা, এবং রোমাঞ্চ ও অশ্রুপাত দ্বারা সাধিত হয়।

অভিনয়ে কয়েকটা গুণ নিত্য আবশ্যক। যথা—অনুকরণনৈপুণ্য, দৃষ্ট্যসৌষ্টব, ঐতিমাদৃর্ঘ্য এবং পরি-হাস। মানুষের প্রকৃতি এই, মনে যথার্থ বস্তুর সংস্কার হইয়া থাকিলে, পরে তাহার নকল বস্তু দেখিলে অতি-শয় আত্মদে জন্মে। মানুষের স্বাভাবিক এই ধর্ম্ম আছে বলিয়া আমরা বানরের নানাপ্রকার কোতুক দেখিতে ভাল বাসি। কারণ তাহার অনেক সময়ে মানুষের অনুকরণ করে। পট এবং পুতুল দেখিতেও আমাদের কোতূহল জন্মে, কারণ এ গুলিও স্বাভাবিক বস্তুর অনুকরণ। কিন্তু অনুকরণে ঠিক সৌমাদৃষ্ট্য না থাকিলে কিছুই আত্মদে জন্মে না। অভিনয় কার্য্যও অনুকরণ। কিন্তু চিত্রপট এবং পুতুলের চেয়ে এ অনুকরণ আরও কঠিন। ইহাতে হৃদয়ের প্রত্যেক ভাবভঙ্গী উপরে আনিয়া দেখাইতে হয়। মনে যথার্থ শোক দুঃখ নাই, তবু অনুকরণের উপরোধে একবার কাঁদিতে হইবে। কিন্তু সে সময়ে হাসি মুখে শুধু কাঁদা কাঁদিলে চলিবে না। গাল ফুলাইয়া, ঠোঁঠ কাঁপাইয়া, চক্ষু ছল ছল করিয়া ঠিক শোকের সময়ের মত মলিন মুখে অশ্রুপাত করিতে হইবে। এই রূপ নকল বিষয়েই যথার্থ অনুকরণনৈপুণ্য না থাকিলে অভিনয় শ্রীতিকর হয় না।

দৃষ্ট্যসৌষ্টব সকল সময়ে অনুকরণের জন্ত আবশ্যক না হইতে পারে, কিন্তু রসভূমিতে ইহা শ্রোতা এবং দর্শকদের শ্রীতি জন্মাইবার একটা প্রধান উপকরণ।

আমরা গুণেরই অধিক আদর করি। কিন্তু গুণ দেখিলে ও গুণের কথা শুনিলে সেই গুণের আধার দেখিতে ইচ্ছা হয়। চর্যোদনের লোহার শরীর, পর্কত শৃঙ্গের মত কঠিন। যে ভীম, লোহগদা দিয়া সেই চর্যোদনের উরু ভাঙ্গিয়াছিলেন, তাঁহাকে কোলে করিয়া দেখিবার নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্রের সহজেই ইচ্ছা হইয়াছিল। বনে থাকি, গাছের উপর বনের পাখী মধুর সুরে গান ধরে, অমনি পাখীটা দেখিতে সাধ হয়। গোকুল বিপিনে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশীতে সুর পুরিয়া রাধা-নামে গান ধরিতেন, এখানে বাঁশীর রবে রাধিকার কাণ ভরিয়া যাইত, প্রাণপাখী চঞ্চল হইয়া উঠিত। তাই এক দিন শ্রীকৃষ্ণকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোন্‌রুদ্ধে পুরোধনি, রাধায় কর উদাসিনী, সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও।

অতএব গুণ শুনিতে তাহার আধার দেখিবার নিমিত্ত লোকের স্বভাবতই ইচ্ছা জন্মে। কিন্তু গুণের সদৃশ আধার হইলে দেখিতে অধিক মনোহর হয়। সে কারণ অভিনেতৃগণকে সুভাষা, রূপবান্ এবং সুসজ্জিত হওয়া আবশ্যক। এবং রঙ্গভূমি ও রঙ্গভূমির পটাদি সূচিক্রিত করা কর্তব্য। যাহারা ইউরোপীয় এবং পারস্যী ভাষা বুঝিতে পারেন না, সে সকল লোকও বাঙ্গালীদের চেয়ে ইউরোপীয় এবং পারস্যীদের রঙ্গভূমি এবং নটনটীরা উত্তম সজ্জিত বলিয়া তাহা দেখিয়া অধিক মুগ্ধ হইয়া থাকেন।

শ্রুতিমাধুর্য অভিনয়ের আর একটি প্রধান অঙ্গ। এই গুণ না থাকিলে অভিনয়কার্য বিরক্তিকর হইয়া উঠে। বিজ্ঞলোকেরা বলেন, এই প্রধান গুণের অভাবে আঙ্গিকালিকার যাত্রা অতিশয় কুৎসিত হইয়া উঠিয়াছে। বীরত্ব দেখাইবার সময়ে কেবল চীৎকারে আকাশ পাতাল কাটাইলে বীরত্ব প্রকাশ করা হয় না। মৌখিক দম্ভ, হুক্মর, চীৎকারের সঙ্গে আঙ্গালন—এ শরতের মেঘ গর্জন। নিষাদ চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ লোকেই এরূপ করে; বীরবংশের মহারাজদের এসকল কাজ নহে। তাঁহারা মনের তেজ, মনের দম্ভ এবং বীরোচিত কার্য দেখাইয়া বীরত্ব প্রকাশ করিবেন। হুক্মর এবং অঙ্গালনেরও সীমা আছে। শ্রুতিকটু না হয়, ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বীরত্ব প্রকাশ করা কর্তব্য।

আর দুইটা কারণে যাত্রা প্রভৃতির অভিনয় কার্যে মাধুর্য থাকে না। সে দুইটা কারণ—দীর্ঘ দীর্ঘ শব্দে

অধিক বক্তৃতার ছটা এবং অযথা বিলাপ। অভিনয় স্বভাবের অলঙ্করণ। আমরা সহজে যেমন কথা কই, নাটকের ভাষা ঠিক তরুণ হওয়া উচিত। ভক্তলোকে ভক্তের মত কথা কহিবেন, কিন্তু দীর্ঘচ্ছন্দে বড় বড় শব্দ দিয়া কথা কহিবেন না। ভবভূতির নাটক সকল গুণের আকর, কিন্তু কবি এই দোষ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। আজি কালিকার যাত্রাও এই দোষে অতিশয় দূষিত হইয়াছে। সে কারণ যথার্থ গুণগ্রাহী শ্রোতাদের প্রীতিকর হয় না। সরল ও সচরাচর প্রচলিত শব্দে অভিনয়ের বিষয় রচিত হইলে লোকে সহজে মুগ্ধ হয়। অতি সুপণ্ডিত লোকেও কথা কহিবার সময়ে ‘মা’ বলিয়া ডাকেন, ‘মাতঃ’ বলেন না। সে কারণ করুণ-স্বরে ‘মা’ বলিয়া ডাকিলে কাণে স্নেহ ঢালিয়া দেয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কিন্তু ‘মাতঃ’ এ শব্দ মনকে ততটা আকর্ষণ করিতে পারে না।

শোক সময়ের বিলাপ রঙ্গভূমির আর একটি বিপদের স্থল। আজি কালিকার যাত্রার কথা ত কহিতেই নাই, সংস্কৃত মহানাটক এবং উত্তরচরিতেও এ বিপদের স্থল অনেক। রামচন্দ্র, কাপুরুষের মত সীতার জন্ত এ রূপ বিলাপ করিয়াছেন যে, তাহা শুনিতে বিরক্তি জন্মে। নাটকে নায়ক নায়িকার চরিত্র রক্ষা করাই প্রধান কাজ। মাহুষ শোকের সময়ে কাতর হইবে, কিন্তু তখনও আপনার চরিত্র রক্ষা করা চাই।

এ দেশের যাত্রা প্রভৃতিতে পরিহাস করিবার জন্ত অভিনেতৃগণ সংস্কৃত্য থাকে। অঙ্গীলতা, বাথিতা কুৎসিত বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া হাস্যরসোদ্দীপক কোঁতুককর ব্যাপারে এই কাজ করা আবশ্যক। তাহা হইলেই লোকের অধিক প্রীতিকর হয়।

দৃশ্যকাব্য, নাটক এবং যাত্রার পালা অভিনয়ের বিষয় এবং রঙ্গভূমিতে যে ব্যাপার দর্শিত হয়, তাহাই অভিনয়। যে রঙ্গভূমিতে পটক্ষেপাদি দ্বারা কার্য সম্পন্ন হয়, তাহাকে এখন আমরা নাটকোভিনয় কহি। এবং খোলা আসরে যেখানে পটক্ষেপাদি নাই, তাহাকে যাত্রা বলিয়া থাকি। কিন্তু পূর্বে এ প্রভেদ ছিল না। সে কালে নাটকোভিনয়কেও লোকে যাত্রা বলিত। বিদর্ভ নগরে কালপ্রিয়নাথ নামে মহাদেবের নিকট উত্তরচরিত যখন প্রথম অভিনীত হয়, ভবভূতি সেই সময়ে নান্দীতে বলিয়াছেন যে,—অদ্য খলু ভগবতঃ কালপ্রিয়নাথশ্চ যাত্রায়াম্। আজি ভগবান্ কালপ্রিয়নাথের যাত্রাতে।

যাত্রা শব্দে উৎসবকে বুঝায়, তাই বাঙ্গালার অনেক স্থানে এখনও যাত্রাকে ‘পরব’ অর্থাৎ পর্বে কহে।

পূর্বকালে নাট্যাদির অভিনয় করিবার নিমিত্ত রাজাদের রাজধানীতে নটনটী এক বিশেষ জাতি ছিল। পুরুষ পুরুষের অংশ এবং স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীলোকের অংশ অভ্যাস করিয়া রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিত। স্ত্রীলোকের প্রস্তাব অভিনয় করিবার জন্য পুরুষ স্ত্রীবেশ ধারণ করিত না। কিন্তু রঙ্গভূমি এবং নেপথ্যের অবস্থা নিশ্চিত করা একটু কঠিন কাজ। এখন যেমন রঙ্গভূমির পশ্চাতে নেপথ্য এবং সম্মুখে যবনিকা থাকে। এবং এক একটা দৃশ্য সমাপ্ত হইলে পটক্ষেপ করিতে হয় ও অঙ্ক সম্পূর্ণ হইলে যবনিকা ফেলিতে হয়, পূর্বে এপ্রণালী চলিত ছিল কিম্বা কেবল সাংঘবরের সম্মুখে পট ঝুলিত, সকল স্থানে ইহা ঠিক নিশ্চিত করা যায় না। এখন যাত্রায় এক দল লোক সাঙ্গিয়া আসিলে আসরে তাহারা প্রায় সকলেই বসিয়া থাকে, পূর্বে এ রীতি ছিল না। আপন আপন প্রস্তাব শেষ হইলে সকলেই নেপথ্যে ফিরিয়া যাইত। ততঃ প্রবিষতি যোগ্যতাব্যাপার সহ স্থাভ্যাং শকুন্তলা। নিষ্কান্তঃ। ইত্যাদি প্রয়োগ দ্বারা তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে। আবার, প্রবিষ্ণাপটী-ক্ষেপেণ চিত্রফলকহস্তা—ইত্যাদি প্রয়োগ দেখিয়া বোধ হয়, নেপথ্য ভিন্ন এখনকার রঙ্গ ভূমির মত তখনও পটক্ষেপ করা হইত।

বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে অভিনয় কার্য প্রচলিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় মুচ্ছকটিক সকলের চেয়ে অধিক প্রাচীন পুস্তক। এই পুস্তকের কাল নির্ণয় করিলে বোধ হয়, দুই সহস্র বৎসর পূর্বে এ দেশে নাট্যকালিনয় চলিত হইয়া থাকিবে। [মুচ্ছকটিক দেখ]।

অভিনয়তি বোধয়তি অর্থম্ অত্র আধারে অচ্। শরীরচেষ্টাদি দ্বারা দৃশ্যপদার্থজ্ঞাপক। রূপকাদিদৃশ্য কাব্য। অভিনব (পুং) অভি-নু-ভাবে-অপ্। আহুকুল্যের নিমিত্ত স্তব। (ত্রি) অভিভূতঃ প্রশস্তঃ নবম্। প্রাদি সৎ। প্রথমেভূত। নূতন। অভিনব গুণ্ড। শৈবদিগের আচার্য্য বিশেষের নাম। ইনি মন্ত্রদ্বারা শিবপূজাপদ্ধতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

অভি নব নৃসিংহ ভারতী আচার্য্য } শঙ্করাচার্য্যের
অভিনব সচ্চিদানন্দ ভারতী আচার্য্য } ত্রীনগরী মঠের
২৪ শ ও ২৮ শ মহাস্তরের নাম। পশ্চিম ঘাটের তুঙ্গভদ্রের
নিকট শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত মঠ আছে। ইহার। সেই

স্থানের মঠধারী হইয়া শিষ্যদিগকে শৈব ধর্ম্মে উপদেশ করিতেন।

অভিনবতামরস (ক্লী) বার অক্ষরের বৃত্ত বিশেষ। অভিনবং নূতনং তামরসং পদ্মম্। কণ্ঠধাং। নূতন পদ্ম। অভিনবোদ্ভিদ। অভিনবোদ্ভিদ (পুং) অভিনবম্ উদ্ভি-
নতি অভিনব উদ্-ভিদ-ক্লিপ-ক বা। অক্ষুর। উদ্ভিদের
যে অংশ নূতন বাহির হইয়াছে। (অক্ষুরোদ্ভিনবো-
দ্ভিদি। অমর)।

অভিনহন (ক্লী) অভি-নহ-ভাবে লুট্। সমীপে বন্ধন।
দৃঢ় বন্ধন।

অভিনিধন (ত্রি) অভিগতঃ নিধনং মরণম্। অতিক্রা-
তং। নাশোন্মুখ। মরণোন্মুখ। (অব্য) নিধনাবসান-
য়োরাভিমুখ্যম্। (অব্যয়ী)। মরণের আভিমুখ্য।
সমাপ্তির আভিমুখ্য কোন কার্য্য। মরণকালে পাঠ্য
সামবেদ বিশেষ কোন কার্য্যের সমাপ্তিকালে পাঠ্য
সাম বেদ বিশেষ।

অভিনিধান (ক্লী) আভিমুখ্যেন নিধানং অভি-নি-ধা-
ভাবে লুট্। আভিমুখ করিয়া রাখা। সম্মুখ করিয়া
স্থাপন করা।

অভিনিষ্মুক্ত (পুং) অভিতঃ সর্বতঃ নির্নিশ্চয়েন নিদ্রা-
বশাং শয়নাদিবশাদা সায়ন্তনকর্ণণো নিষ্মুক্তো বিরতঃ।
মধ্যপদলোপী ৫-তৎ। যে শয়নকারী ব্রতনিষ্ঠ ব্যক্তির
মুখ দেখিয়া সূর্য্য অন্ত যান। নিদ্রাবশতঃ সায়ন্তন কর্ণ-
হীন ব্রহ্মচারী। সূর্য্যাস্তকালে নিদ্রিত। পরিত্যক্ত।

সুপ্তে বস্মিন্নন্তমেতি সুপ্তে বস্মিন্নদেতি চ।

অংগুমানভিনিষ্মুক্তাদিতৌ তৌ যথাক্রমম্। (অমর)।
অভিনির্বাণ (ক্লী) অভি লক্ষীকৃত্য শত্রু ন্ নির্নিশ্চয়েন
যানং গমনম্। অভি-নির্-বা-লুট্। যুদ্ধ যাত্রা। শত্রু-
জয়েচ্ছায় সৈন্তের সহিত গমন। *। কৃত্যচঃ।
পা ৮। ৪। ২৯। দস্তা নকার স্থানে মুর্দ্ধন্ত গকার
হইবার নিমিত্ত বিদ্যমান থাকিলে তাহার পরে অচের
উত্তর ক্লং প্রত্যয়ের নকার স্থানে গকার হয়। অর্থাৎ
ক্লং প্রত্যয়—অন, মান, অনীষ, অনি, ইনি এবং নিষ্ঠা
প্রত্যয়ের স্থলে আদিষ্ট নকার স্থানে গকার হইবে।
এখানে নির্-বা-অন এই রূপ আছে। স্তবরাং নিষ্-
ইহার রেক গন্ধ হইবার নিমিত্ত, যা ইহার অচের পর
‘অন’ এই ক্লং প্রত্যয় রহিয়াছে, স্তবরাং নকার স্থানে
গন্ধ হইল।

অভিনিবৃত্ত (ত্রি) অভি-নিবৃত্ত-ক্। নিষ্পন্ন। সিদ্ধ।

অভিনিবৃত্তি (স্ত্রী) অভিনি-বৃত্ত-ক্‌ত্বিন্। নিষ্পত্তি।

অভিনিবর্ত্ত (পুং) অভিনি-বৃত্ত-ভাবে ঘঞ্। সম্মুখে নিবৃত্তি।

অভিনিবর্ত্তম্ (অব্য) অভিনি-বৃত্ত-ণমুল্। বারংবার নিবৃত্ত হইয়া।

অভিনিবিষ্ট (ত্রি) অভিনিবিশতি ঞ্। অভিনি-বিশ-কর্ত্তরি ক্ত্। অভিনিবেশযুক্ত। মনোযোগী। আগ্রহযুক্ত। চিন্তায় ব্যগ্র। চিন্তায় প্রতিষ্ট।

অভিনিবেশ (পুং) অভিতো-নিবেশ অভিনি-বিশ-ঘঞ্। আসক্তি। শাস্ত্রাদিতে প্রবেশ। নিবন্ধ। প্রণিধান। মনঃসংযোগ বিশেষ। যোগ শাস্ত্র মতে, মরণে ভয়জনক অজ্ঞান বিশেষ। দেহাদি অনিত্য হইলেও মরণ না হউক এই রূপ মরণ নিবারণার্থ আগ্রহ বিশেষ।

অভিনিবেশিন্ (ত্রি) অভিনিবিশতে অভিনি-বিশ-ণিনি। আসক্তি যুক্ত। আগ্রহ বিশিষ্ট। মনোযোগী। অমুরাগী। (স্ত্রী) ভীপ্ অভিনিবেশিনী।

অভিনিষ্কারিন্ (ত্রি) অভিতো নিঃশেষণ করোতি অভিনি-কৃ-ণিনি। সম্মুখে নিঃশেষ রূপে কার্য্যকারী। *। ইদ্রুপদস্ত চাপ্রত্যয়স্ত। পা ৮। ৩। ৪১। প্রত্যয় ভিন্ন ইকার ও উকার উপধ বিসর্গ স্থানে মূর্দ্ধন্ত বকার হয়। (স্ত্রী) ভীপ্ অভিনিষ্কারিণী।

অভিনিক্রম (পুং) অভিনি-ক্ৰম-ঘঞ্। অভিমুখে গমন। [উপধারদ্বি না হইবার কারণ অভিক্রম শব্দে ও যত্নের কারণ অভিনিষ্কারিন্ শব্দে দেখ]। অভিনি-ক্ৰম লুট্। অভিনিক্রমণ-অভিগমন।

অভিনিষ্কান্ত (ত্রি) অভিনি-ক্ৰম-কর্ত্তরি ক্ত দীর্ঘশ্চ। নির্গত। *। অঘূনাসিকস্ত ক্ৰিয়লোঃ কৃতিতি। পা ৬। ৪। ১৫। কি এবং ক ও ইং ঝল্ পরে থাকিলে অঘূনাসিক (ঞ ণ ন ও ম) অন্ত উপধার দীর্ঘ হয়। [যত্নের হ্রস্ব অভিনিষ্কারিন্ শব্দে দেখ]।

অভিনিষ্ঠান। অভিনিষ্ঠান (পুং) অভিনি-স্ত-ন-ঘঞ্ শব্দ সংজ্ঞায়াং বা বহুত্বম্। বিসর্জনীয়। বিসর্গ। বর্ণ। অক্ষর। *। অভিনিস্তনঃ শব্দসংজ্ঞায়াম্। পা ৮। ৩। ৮৬। শব্দের সংজ্ঞা বুঝাইলে অভিনি-ক্ৰম একত্র এই দুই উপসর্গের পরস্থিত স্তন ধাতুর সকার বিকল্পে মূর্দ্ধন্ত হয়। কাশিকাকার এই হ্রস্বের বৃত্তিতে লিখিয়াছেন—অভিনি-ক্ৰম ইত্যন্ত আত্মতত্ত্ব স্তনতি সকারস্ত মূর্দ্ধন্তাদেশো ভবতি অস্তত্ত্বস্তম্ শব্দসংজ্ঞায়াং গম্যমানায়াম্। অভিনিষ্ঠানো বর্ণঃ। অভিনিষ্ঠানো বিসর্জনীয়ঃ। অভিনিষ্ঠানো বিস-

র্জনীয়ঃ। কিন্তু শব্দের নাম না বুঝাইলে সমাসও হইবে না এবং বিকল্পে বহুত্বও হইবে না। যথা—অভিনিষ্ঠানতি মূর্দ্ধন্তঃ। সমাস ইত্যাতঃ প্রভৃতি নিবৃত্তম্।

শব্দকল্পদ্রুম, মেদিনী, কানীর পণ্ডিত রাম জ্যোতী প্রভৃতি অনেকে ‘অভিনিষ্ঠান’ এই প্রকার রূপ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহা ভুলবলিয়া বোধ হয়। অকস্মিক স্থা ভিন্ন ঐ শব্দ নিষ্পন্ন হইবার উপায় নাই। ভট্টোজ্জী-দীক্ষিত বিকল্পে অভিনিষ্ঠান রূপ গ্রহণ করেন নাই।

অভিনিষ্পতন (ক্লী) অভিতোনিষ্পতনম্ অভিনি-পত-লুট্। অভিমুখে নির্গমন। সম্মুখে গমন। অভিপতন। [যত্নের হ্রস্ব অভিনিষ্কারিন্ শব্দে দেখ]।

অভিনিষ্পত্তি (স্ত্রী) অভি সমাগ্রুপেণ নিষ্পত্তিঃ অভিনি-পদ-ক্‌ত্বিন্। সম্পত্তি যে রূপে যাহার সিদ্ধি হওয়া উচিত সেই রূপে সিদ্ধি বা নিষ্পত্তি। উৎপত্তি।

অভিনিষ্পন্ন (ত্রি) অভিনি-পদ-ক্ত্। সম্পন্ন। সিদ্ধ। [অচ্ছিন্ন শব্দে হ্রস্ব দেখ]।

অভিনীত (ত্রি) অভিনীয়তে ঞ্ অভিনি-ক্‌ত্বিন্। জ্ঞায়া। যুক্ত। ভূষিত। অতি সংস্কৃত। পূজিত। ক্রোধন। ক্রোধী। হস্তাদি চেষ্টা দ্বারা যাহার অমুকরণ করা হইয়াছে। সম্মুখে প্রাপিত।

অভিনীতি (স্ত্রী) অভিনীয়তে অনয়া অভিনি-ক্‌ত্বিন্। প্রিয়বাক্যাদিযুক্ত যুক্তি। (সাম্পূর্ণমভিনীতি হেতুকম্। কির। ১৩। ৩৬। সাম্পূর্ণ প্রিয়যুক্তি হেতুক)। সম্মুখে পাওয়ান। দেহাদি দ্বারা রূপাদির অমুকরণ। অভিনয়। (অব্য) নীত্যা অভিমুখ্যাম্। অব্যয়ী। নীতির অভিমুখ্য। নীতিতে উদ্যত।

অভিনেতব্য (ত্রি) অভিনীয়তে অভিনি-তব্য। দেহ চেষ্টাদি দ্বারা অমুকরণীয়। অভিনয়। সম্মুখে প্রাপণীয়। (ক্লী) ভাবে তব্য। আবশ্যক অভিনয়।

অভিনেতৃ (ত্রি) অভিনয়তি হস্তাদি চেষ্টয়া পূর্ন ভূতভাবং ব্যঞ্জয়তি অভিনি-তৃচ্। অভিনয়ে দেহাদি চেষ্টা দ্বারা পূর্নভূত কোন প্রসিদ্ধ বিষয়ের অমুকরণকর্ত্তা। অভিনয়কারী। নটাদি। (স্ত্রী) ভীপ্ অভিনেত্রী।

অভিনেয় (ত্রি) অভিনীয়তে অভিনি-কর্মণি যৎ। দেহাদি চেষ্টা দ্বারা অমুকরণ্য। (দৃশ্যং তজাভিনেয়ম্। সাহিদং। তাহার মধ্যে দৃশ্যব্যবহার নাম অভিনেয়)। অভিমুখে প্রাপণীয়। সম্মুখে পাওয়াইবার যোগ্য।

অভিন্ন (ত্রি) ভিন্যতে ঞ্ ভিন্নম্। নঞ্ তৎ। একরূপতাপ্রাপ্ত। পূর্নাপর একরূপে স্থিত। (বিখ্যাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ।

শকু। বিশ্বাস হেতু এক স্থানে একরূপে স্থিত)। অবি-
দলিত। বাহাকে মাড়ান নাই। অবিদারিত। বাহা
কেহ ভেদ করে নাই। বাহা ভাঙ্গে নাই। অপৃথক্।
দৃঢ়। [ন হইবার স্বত্র 'অচ্ছিন্ন' শব্দে দেখ]।

অভিন্নপুট (পুং) অভিন্নং ভেদরহিতং পুটং যন্ত। নব পল্লব।
গধুকপুষ্প। মউল ফুল। পদ্ম। (হর্ষাষবাস্কুরপ্লকত্বেগভিন্ন
পুটোস্তরান্। রঘু। ১৭। ১২। অভিন্নপুটাঃ বালপল্লবাঃ।
অভিন্নপুটানি গধুকপুষ্পানি ইতি কেচিৎ, কমলানি
ইত্যে। মল্লিনাথ)।

অভিন্যাস (পুং) অভিজন্ততে বহিস্ক্রিয়তে শরীরভাস্তরস্থ
ঐয়া যেন অভিনি-অস-করণে ঘঞ। সন্নিপাত অর।
মুচ্ছাযুক্ত অর।

অভিপত্তি (স্ত্রী) অভি-পদ-ক্‌ত্বিন্। নিষ্পত্তি।

অভিপন্ন (ত্রি) অভি-পদ-ক্ত। অপরোধযুক্ত। বিপদগ্রস্ত।
বীকৃত। সম্মুখে গত। অভিবৃত্ত। পীড়িত। পলায়িত।
[কু ও দ স্থানে ন হইবার স্বত্র অচ্ছিন্ন শব্দে দেখ]।

অভিপিষ (স্ত্রী) অভিভঃ সর্বতোভাবেন প্রাপিঃ। অভি-
অপ-ভাবে ঔণাদিক ইছন্। অভিপতন। সম্মুখে পতন।
আগমনকাল। অভিমত প্রাপ্তি। অভিভ প্রাপ্তি। সম্মুখে
বা সকল দিকে প্রাপ্তি। কন্দি ঔণাদিক ইছন্।
অভিপতনীয়। অভিগম্যব্য। অভিপ্রাপ্ত। আসন্নকাল।
অভিপ্রাপ্তকাল।

নিকট 'প্রপিষে' এই শব্দের টীকায় দেবরাজবজ্রন
লিখিয়াছেন, প্রপূর্যাদান্নোতেনিষ্ঠায়াঃ প্রাপ্ত-শব্দস্য
প্রপিষ-ভাবঃ। যথা, 'ইছনাদন্যোহন্তোহপি দৃষ্টন্তে'—
ইতি ইছন্ প্রত্যয়ে বাহুল্যাদান্নোতোরাকারলোপঃ।
পিষ শব্দ আসন্নার্থঃ। প্রকৃষ্টদেশকালয়োঃ প্রাপিঃ
প্রপিষে ইতি।

অর্থাৎ, প্র পূর্যক আপ ধাতুর উত্তর প্রথমে ক
প্রত্যয় বিধান করিলে প্রাপ্ত এই প্রকার রূপ হইবে,
কিন্তু বেদে বর্ণাগম ও বর্ণ বিপর্যয় হওয়ায় 'প্রপিষ'
এই প্রকার রূপ হইয়াছে।

অথবা ঔণাদি প্রত্যয়ের,—অন্তঃ ও ইছন্ হইয়
পাকে,—এই স্বত্রানুসারে আপ ধাতুর উত্তর বাহুল্যক
বিধি দ্বারা ইছন্ প্রত্যয় ও আকারের লোপ করিলে
পিষ শব্দ সিদ্ধ হয়। পিষ শব্দের অর্থ আসন্ন। প্রকৃষ্ট
রূপে দেশ ও কালের প্রাপ্তিকে প্রপিষ কহে।

অভিপিষ শব্দও উক্ত প্রণালীতে সিদ্ধ হইতে পারে।
অভিপুঙ্গ (পুং) অভিভঃ পুঙ্গমন্ত। বহুব্রী। সকল দিকে

পুঙ্গ বিশিষ্ট বৃক্ষ।

অভিপূরণ (স্ত্রী) অভ্যাসেন অভিভো বা পূরণম্। প্রাদি
সং। অভি-পূর-লুট্। অভ্যাসহেতু পূরণ। সকল দিকে
পূরণ।

অভিপ্রজ্ঞা (স্ত্রী) অভিভঃ সর্বদা প্রজ্ঞা চিন্তনম্। প্রাদি
সং। অভি-প্র-জ্ঞা-অঙ্ টাপ্। সর্বদা চিন্তা করা।

অভিপ্রণয়ন (স্ত্রী) অভিভঃ প্রণয়নঃ সংস্কারঃ। অভি-প্র-
নী-লুট্। বেদ বিধানে অগ্নাদির সংস্কার।

অভিপ্রণীত (ত্রি) অভিভঃ প্রণীতম্ অভি-প্র-ণী-ক্ত।
সর্বদা সংস্কৃত। যথাবিধানে সংস্কৃত। (পুং) বেদবিধানে
সংস্কৃত অগ্নি। (যথার্থয়ে বহিরভিপ্রণীতঃ। ভটি ১।
৪। যজ্ঞ সংস্কৃত অগ্নির জায়)।

অভিপ্রমূর্ (স্ত্রী) অভিপ্রমূহতি আহতি দানেন অগ্নিং
বেষ্টয়তি। অভি-প্র-মূহ-কিপ্। জুহু। আহতি দিবার
পাত্র বিশেষ। [অপ্রমূর শব্দ দেখ]।

অভিপ্রাবর্তন (স্ত্রী) অভিভঃ প্রবর্তনম্ অভি-প্র-বৃত্-লুট্।
সকলদিকে প্রবৃত্তি। সকলদিকে প্রবৃত্তি সম্পাদন।

অভিপ্রাতর্ (অব্য) অভিপ্রায়ঃ প্রাতঃ। অভিপ্রায় প্রত্যুষ।
অতিপ্রভাত। *। প্রাতেররন্। উৎ ৫। ৫২। প্র এবং
আ এই দুই উপসর্গের পরস্থিত অত্ ধাতুর পর অরন্
প্রত্যয় হয়। (প্রভাতে প্রাতরিত্যয়ম্। উৎ কো)।

অভিপ্রাপ্তি (স্ত্রী) অভিপ্রাধান প্রাপ্তিঃ। প্রাদি সং।
অভিপ্রাধি প্রাপ্তি। সম্মুখে প্রাপ্তি।

অভিপ্রায় (পুং) অভিপ্রৈতি অভিগচ্ছতি কার্যাসিদ্ধি—
মনেন অভি-প্র-ইণ-করণে অচ্। ছন্দ। আশয়।
ভাব। আকৃত। (অভিপ্রায়চ্ছন্দ আশয়ঃ। অমর)।
অভিপ্রৈতি-কর্তরি-পচাদ্যচ্। অভিগামী। অভিবাচ্য।
অভিপ্রৈতে মোক্ষার্থ কাঙ্ক্ষিভিঃ কন্দি অচ্। প্রলয়-
কালে অভিপ্রৈতি জগদগ্নিন্ আধারে বা অচ্। বিষ্ণু।

অভিপ্রী (ত্রি) অভিপ্রীণাতি অভি-প্রী-কিপ্। যে সকল
প্রকারে তর্পণ করে।

অভিপ্রোত্য (ত্রি) অভিপ্রৈতে য় অভি-প্র-ইণ-ক্ত।
অভিলষিত। বাঞ্ছিত। অভীষ্ট।

অভিপ্রোত্য (ত্রি) অভিপ্রৈতে অভি-প্র-ইণ-ক্যপ্-ভৃগা-
গমঃ। অভিপ্রোতব্য। অভিপ্রায়ণীয়। অভিগমণীয়।
। *। এতিহ্য শাস্ বৃ দ্ জুঃ ক্যপ্। পা ৩। ১। ১০২।
ইণ, জু, শাস্, বৃ, দ্, জু এই সকল ধাতুর উত্তর ক্যপ্
প্রত্যয় হয়। *। ইহুজ-পিত্তি কৃতি-ভূক্। পা ৬। ১।
৭১। প ইং কুৎ-প্রত্যয় পরে থাকিলে ইহুজ ধাতুর

স্থানে তকারের আগম হয়। (অব্য) অভি-প্র-ইণ-
ল্যপ্। অভিপ্রায় করিয়া। উদ্দেশ করিয়া।
অভিপ্রেপ্সু (ত্রি) অভিপ্রাপ্তিমিচ্ছুঃ। অভি-প্র-আপ-
সন্-উ। পাইবার নিমিত্ত ইচ্ছুক। *। আপজ্ঞপ্যামীং।
পা ৭। ৪। ৫৫। আপ, জ্ঞপ, জ্ঞপ এই তিন ধাতুর অচের
স্থানে ঙ্গ হয়। [অভ্যাস লোপের সূত্র অভিধিংসা
শব্দে দেখ]। *। সনাশংসভিফ উঃ। পা ৩। ২। ১৬৮।
সনস্ত এবং আশনস্ ও ভিফ এই সকল ধাতুর উত্তর উ
প্রত্যয় হয়।
অভিপ্ৰোক্ষণ (ক্লী) অভি সর্কতঃ প্রোক্ষণং সংস্কার
বিশেষঃ। সকল দিকে জলাদিদ্বারা সেকরূপ বৈধ
সংস্কার।
অভিপ্লব (পুং) অভিপ্লবন্তে স্বর্লোকমতিগচ্ছন্তি অভি-
প্লু-গতৌ-অচ্। প্রাজাপত্য নামক আদিত্য সকল।
বর্ষদাধ্য গবাময়ন যজ্ঞের প্রতিমাসীয় চব্বিশ দিনের
মধ্যস্থিত চারিটি ছয় দিন, অর্থাৎ চব্বিশকে চারি ভাগ
করিলে প্রত্যেক ভাগে ছয় দিন পড়ে, তাহার এক এক
অংশের ছয় দিন সময়। ছয় দিন সাধ্য স্তোমাদি পাঠ-
সাধক গবাময়নাস্ত্র যাগবিশেষ। ভাবে অপ্। উপপ্লব।
উপদ্রব। সকল দিকে লক্ষন। সকল দিকে সন্তরণ।
সকল দিকে গমন। অভিপ্লবে বিহিতঃ ঠক্ অভিপ্লবিক।
উক্ত ছয় দিনে বিহিত সামাদি।
অভিপ্লুত (ত্রি) সমাক্ প্লুতম্ অভি-প্লু-ক্ত। সকল দিকে
ব্যাপ্ত। সকল প্রকারে সিক্ত। জলসেক যুক্ত।
অভিভঙ্গ (ত্রি) অভিভো ভঙ্গে যস্মাৎ। ৫-বহুব্রী। ভঙ্গের
কারণ। অভিভো ভঙ্গে যন্ত। ভঙ্গশীল। (পুং) সকল
প্রকারে ভঙ্গ।
অভিভব (পুং) অভি-ভূ-অপ্। পরাজয়। তিরস্কার।
অনাদর। রোগাদিদ্বারা জড়ীভাব। জড় হওয়া।
অভিভবন (ক্লী) অভি-ভূ-লুট্। অভিভব। পরাজয়।
রোগাদিদ্বারা জ্ঞান রোধ।
অভিভা (ক্লী) অভি-ভা-অঙ্। অভিভব। পরাজয়।
সকল দিকে দীপ্তি।
অভিভার (পুং) অভি-ভূ-ঘঞ্। অভি অতিশয়িতো
ভারো যন্ত। প্রাদি বহুব্রী। অতিভার যুক্ত।
অভিভাবক (ত্রি) অভিভবতি অভি-ভূ-গুল্। অভিভব
কারী। পরাজয় কারী। তিরস্কার কারী। জড়ীভাব
কারী। চলিত বাঙ্গালায়—আত্মীয় স্বজন, তত্ত্বাবধায়ক,
মুদ্রক প্রভৃতিকে অভিভাবক কহে।

অভিভাবিত্ব (ত্রি) অভি-ভূ-তৃচ। যে তিরস্কার করে।
যে পরাজয় করে। (ক্লী) অভিভাবিত্বী।
অভিভাবিন্ (ত্রি) অভিভবতি অভি-ভূ-গিনি। যে
তিরস্কার করে। যে পরাজয় করে। (সর্কতেজোভি-
ভাবিনা। রঘু ১। ১৪। সকল তেজের পরাজয় কারী।)
(ক্লী) ভীপ্ অভিভাবিনী।
অভিভাবুক (ত্রি) অভি-ভূ-উকঞ্। যে তিরস্কার করে।
যে পরাজয় করে। যে জড়বৎ করিয়া দেয়। *। লঘ-
পত-পদ-স্থা-ভূ-বৃষ-হন্-কম-গম-শূভ্য উকঞ্। এই সকল
ধাতুর উত্তর উকঞ্ প্রত্যয় হয়।
অভিভাবণ (ক্লী) অভিভো ভাষণম্। প্রাদি সৎ। অভি-
মুখ্যে কথন। সমুখ্যে বলা।
অভিভাবিন্ (ত্রি) অভিভূম্যেন ভাষতে অভি-ভাষ-গিনি।
আভিমুখ্যে কথক। যে সমুখ্য হইয়া বলে। (ক্লী) ভীপ্
অভিভাষিণী। (স্মিতপূর্বাভিভাষণম্। রঘু ১৭। ৩১।
ঈষৎ হান্তযুক্ত হইয়া বক্তাকে।)
অভিভূ (ত্রি) অভিভবতি অভি-ভূ-কিপ্। অভিভাবক।
পরাজয় কারী। তিরস্কারক।
অভিভূত (ত্রি) অভি-ভূ-ক্ত। কিং কৰ্তব্য বিমূঢ়। কি
করা যায় এই নিশ্চয় বিহীন। পরাভূত। ব্যাকুল।
অভিভূতি (ক্লী) অভি-ভূ-কিন্। পরাভব। পরাজয়।
অবজ্ঞা। (ত্রি) অভিভবতি কৰ্ত্তরি-ক্টিচ্। অভিভাবক।
পরাজয় কারী।
অভিভূয় (ক্লী) অভি-ভূ-ভাবে ক্যপ্। সকল দিকে হওয়া।
সকল প্রকারে হওয়া। *। ভূবোভাবে। পা ৩। ১। ১০৭।
ভূ ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্যে ক্যপ্ প্রত্যয় হয়। (অব্য)
অভি-ভূ-ল্যপ্। তিরস্কার করিয়া।
অভিভূবন্ (ত্রি) অভিভবতি অভি-ভূ-কৰ্ত্তরি বাহুল্যং
ভূবনিপ্। অভিভাবক। তিরস্কারক। পরাজয় কারক।
(ক্লী) ভীপ্ অভিভূবরী। [অতিক্রমণ শব্দে সূত্র দেখ]।
অভিমন (ত্রি) অভিমন্যতে স্ম। অভি-মন-ক্ত। অভিমানের
বিষয়ীভূত। যাহার উদ্দেশে অভিমান করা হইয়াছে।
সম্মত। আদৃত। অলীষ্ট। (ক্লী) ভাবে ক্ত। অভিমান।
মিথ্যাজ্ঞান।
অভিমতি (ক্লী) অভি-মন্-কিন্। অভিমান। মিথ্যাজ্ঞান।
আদর। সম্মান। অভিলাষ।
অভিমনস্ (ত্রি) অভিমুখং সম্পাদনোন্মুখং মনো যন্ত।
বহুব্রী। কার্য্য করিতে উন্মুখ। কার্য্য করিতে উদ্যত।
তৃপ্ত। তুষ্ট।

অভিমম্বা (ত্রি) অভি-মম্ব-কশ্মণি তব্য।
জ্ঞাতব্য। যাহাকে অধিক মান করা যায়।

অভিমম্ব (ত্রি) অভি-মম্ব-কৃচ্। যে অভিমান করে। যে
সম্ভাবন করে।

অভিমম্বোস্তা (অবা) অভি-মম্ব-তোস্থ। অভিমান দ্বারা
বিষয়ী করিবার নিমিত্ত। অভিমত করিবার নিমিত্ত।

অভিমম্ব (ক্লী) অভি-মম্ব-চরাৎ অচ্। মীমাংসকোক্ত
মন্ত্র পাঠ পূর্বক দর্শনাদি সংস্কার বিশেষ।

অভিমম্বণ (ক্লী) অভি-মম্ব-চরাৎ-ল্যুট্। মীমাংসকোক্ত
মন্ত্রপাঠপূর্বক দর্শনাদি সংস্কার বিশেষ। সম্বোধন। আম-
ন্ত্রণ। অভিপ্রণয়ন।

অভিমম্বা (ত্রি) অভি-মম্ব-চরাৎ যৎ। অভিমম্বণীয়।
গোপনে পরামর্শনীয়। অভি-মম্ব-লাপ্। মন্ত্রণা করিয়া।
মন্ত্রপাঠ করিয়া।

অভিমম্ব। অধিমম্ব (পুং) অভি-অধি বা মথ্যতি নেত্রম্।
নেত্ররোগ বিশেষ। ভাবে-ঘঞ। অতিশয় মদন। (অবা)
মন্তস্তাভিমথাম্। অবায়ী। মদনদণ্ডের সম্মুখে। মদন
দণ্ডের সমীপে। (যণা,—অভিমম্বং বর্ততে নবনীতম্।
মদন দণ্ডের কাছে ননী রহিয়াছে)।

অভিমম্বা (পুং) অভিগতঃ প্রাপ্তঃ যুদ্ধসময়ে মম্বাঃ
ক্রোধো যম্। প্রাদি ২-বচরী। অথবা, অভি লক্ষীকৃত্য
প্রতিষোধারমিতি শেষঃ মম্বাঃ ক্রোধো যজ্ঞ। ৬-বচরী।
অথবা অভি অতিশয়ো মম্বাঃ শোকো যম্বাৎ। ৫-বচরী।
অর্জুনের পুত্র। কৃষ্ণের ভগিনী স্তম্ভদ্বার গর্ভে তাঁহার জন্ম
হয়। বিরাট কন্যা উত্তরাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন।
তাঁহার পুত্রের নাম পরিক্টিং। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমম্বা
অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। অর্জুন নারা-
য়ণী সেনাদের সঙ্গে দূরে যুদ্ধ করিতেছিলেন, এখানে
অভিমম্বা বাহ প্রবেশ করিলেন। মহাতারতে লিখিত
আছে, সেই দিনের যুদ্ধে তাঁহার হাতে চর্যোদানের
ভ্রাতা বৃষ্ণাক, মগধরাজ পুত্র শ্বেতকেতু, অশ্বকেতু ও
কুঞ্জরকেতু, কোশলের রাজা বৃহদল, ছাশাসনের পুত্র
উল্ক প্রভৃতি অনেক বীর নষ্ট হয়। শেষে কর্ণ প্রভৃতি
ভয় জন রথী মিলিয়া অভিমম্বাকে বধ করেন। শাপ
মুক্ত হইয়া তিনি চন্দ্র লোকে গমন করিয়াছিলেন।

বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে, চাক্ষুষ মম্বর পুত্রের
নামও অভিমম্বা। তিনি নবলার গর্ভে জন্ম লইয়া-
ছিলেন। রাধিকার স্বামী আয়ানেরও পূর্ব নাম অভি-
মম্বা।

কশ্মীরে দুই জন অভিমম্বা রাজা ছিলেন। প্রথম
অভিমম্বা রাজার সময়ে সেখানে বৌদ্ধধর্ম অতিশয়
প্রবল ছিল। মহারাজ অভিমম্বা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত
করিয়া তাহার পূজা করিতেন। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ
চন্দ্রাচার্য ইহারই সভায় বিদ্যমান ছিলেন। চান্দ্র ব্যাকরণ
ইহারই রচিত। নাগার্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধেরা রাজসভায়
আসিয়া সর্বদাই পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিতেন
এবং নীলপুরাণের কুংসা করিয়া বেড়াইতেন। তজ্জন্ত
নাগজাতি ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক বৌদ্ধকে বিনষ্ট করে।
কথিত আছে, শেষে কথপ বংশের চন্দ্রদেব নামে
জৈনক ব্রাহ্মণ মহাদেবের আরাধনা করিয়া এই সকল
উপদ্রব নিবারণ করেন। ইনি শকাব্দের ২০০০ বৎসর
পূর্বে প্রাচুর্য হন। তিনি কশ্মীরে অভিমম্বাপুর
নামে একটা নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অভিমম্বা ৮৮০ শকাব্দে প্রাচুর্য হন। তিনি
ক্ষেমগুপ্তের পুত্র। বাল্যকালেই তিনি রাজ্যের ভার
গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অভিমর (পুং) অভি-মুথেন ত্রিয়ন্তে সৈন্তা যজ্ঞ। অভি-
মৃ অধিকরণে অপ্। যুদ্ধ। যুদ্ধ স্থান। রণক্ষেত্র। করণে
অপ্। ভয়। নিজের সৈন্তগণক হইতে বিশ্বাসঘাতকতার
আশঙ্কা। অভি-ত্রিয়তে যম্বাৎ অপাদানে অপ্।
মরণ ব্যাপার। বধ। বধন। অভি-মুখীভূত ত্রিয়ন্তে
কর্তরি অচ্। স্বৈসন্ত। ধনলোভে প্রাণের আশা পরি-
ত্যাগ করিয়া বাহারা হস্তীর বা ব্যাঘ্রের সম্মুখে বাইয়া
যুদ্ধ করিতে উদ্যত হয়।

অভিমর্দ (পুং) অভি-মৃদ-ভাবে ঘঞ। চূর্ণ করা।
সম্প্রায়। নিস্পীড়ন। বিপদ কর্তৃক মর্দন। অধিকরণে-
ঘঞ। যুদ্ধ। মদ্য। (ত্রি) কর্তরি-অচ্। মর্দন কর্তা।

অভিমর্দন (ক্লী) অভি-মৃদ-ভাবে-ল্যুট্। পীড়ন। চূর্ণন।
অভিমর্শ। অভির্মর্শ (পুং) অভি-মৃশ-মৃশ-ভাবে ঘঞ। স্পর্শ।
ধর্ষণ। (পর্যভিমর্শো ন তবাস্তি। কুমা। ১। ৫। ৪০।
তোমাতে অণ্ডের ঘর্ষণ নাই)।

অভিমর্শক। অভির্মর্শক (ত্রি) অভি-মৃশ-বা-মৃশ-ল্যুট্। যে
স্পর্শ করে। যে পরাভব করে।

অভিমর্শন। অভির্মর্শন (ক্লী) অভি-মৃশ-বা-মৃশ-ল্যুট্। স্পর্শ।
ছোঁয়া। ধর্ষণ। পরাভব।

অভিমাতি (ত্রি) অভি-ময়তে অভি-মেঙ-কর্তরি ক্রিন্
ন ইদম্। যাতক। (পুং) শত্রু। পাপু। পাপ।

অভিমাতিম্ (পুং) অভি-মেঙ-ভাবে জ অভিমাতিম্

বেদে পৃ০ ন ইত্ম্। অভিমাতিমনেন ইষ্টাদি০ ইন্। শক্র।
 অভিমাতিবাহ (ত্রি) অভিমাতিং শক্রং সহতে অভি-
 মাতি-সহ-মি যম্। শক্রজিৎ। যিনি শত্রু জয় করিতে
 পারেন। *। ছন্দসি সহঃ। পা ৩। ২। ৬৩। বেদ বিষয়ে
 স্তবস্ত কৰ্ম্মউপপদের পরস্থিত সহ ধাতুর উত্তর ণি প্রত্যয়
 হয়। *। সহঃ সাঢ়ঃ সং। পা ৮। ৩। ৫৬। সহ ধাতুর
 সাড়্ এই প্রকার রূপ হইলে উহার সকার স্থানে ষকার
 হয়। অভিমাতিবাহি, অভিমাতিবাহ্। অভিমাতিসাহে।
 অভিমাতিসাহঃ।

অভিমাতিবাহ (ত্রি) অভিমাতিং শক্রং সহতে অভিমাতি
 সহ-অণ্। উপ-সং। 'সুবাদাদিষু চ'। পাণিনির এই
 সূত্র পঠিত জলাবাহ ইত্যাদি আকৃতি হেতু যম্। শক্রজিৎ।
 অভিমান (পুং) অভি-মন-ঘঞ্। ঐখর্যা প্রভৃতির নিমিত্ত
 গৰ্ব্ব। দৰ্প। অহঙ্কার। প্রণয় মেহ প্রভৃতি স্থলে মনের
 দুঃখ হেতুক আদরের সহিত ক্রোধ। যেমন,—

১। অভিমান কর'র তোমার উমা কত কৈদেছে।

২। আমি তাই অভিমান করি, আমায় করেছ
 সংসারী।

প্রণয়। প্রেমপ্রার্থনা। অবলম্ব। টঙ্ক। স্বরূপজ্ঞান।
 মিথ্যাজ্ঞান। যেমন দেহে আত্মত্ব বুদ্ধি। শুক্লিতে রজত
 জ্ঞান। অম্লংকুট আত্মাতে উৎকৃষ্ট বোধ। মূৰ্খ পাণ্ডিত্য
 বোধ। অভিতো মানঃ কৰ্ম্মধা। শৃঙ্গার রসের অবস্থা
 বিশেষ। মান। হিংসা। হনন। বৈরিনির্ধাতন। (অভি-
 মানধনস্ত। ভারবি ২। ১৯। অভিমানধনস্ত বৈরি-
 নির্ধাতনমাত্র নির্ষ্টস্ত। মল্লি।)

অভিমানিত (ত্রি) অভিমানো গৰ্ব্বঃ সজ্ঞাতোহস্ত অভি-
 মান-ইতচ্। জাতগৰ্ব্ব। বাহার গৰ্ব্ব জন্মাইয়াছে। জাতা-
 ভিমান। বাহার অভিমান জন্মাইয়াছে। (ক্লী) অভি-
 মন-ণিচ্-ভাবে ক্ত। অভিমানের হেতু স্মরত। মৈথুন।

অভিমানিন্ (ত্রি) অভি-মন-ণিনি। গৰ্ব্বযুক্ত। দৃপ্ত। অভি-
 মানবিশিষ্ট। প্রণয়কোপ যুক্ত। মিথ্যা জ্ঞানযুক্ত। (পুং)
 সৌতামহুর দশ জন পুত্রের মধ্যে পঞ্চম পুত্র।

অভিমানুক (ত্রি) অভি-মন-বাহলং উকঞ্। অভিমান
 বিশিষ্ট। বাধ করিতে শক্ত।

অভিমায় (ত্রি) মায়াম্ অবিদ্যাম্ অভিগতম্। অতিক্রা০
 তৎ গোণে ব্রহ্মঃ। ইতি কৰ্ত্তব্যতাশুস্ত। অজ্ঞান হেতু কি
 কৰ্ত্তব্য এই নিশ্চয় রহিত। অতিকৃত্ত।

অভিমিহ। অভিমেহ (ত্রি) অভিমিহতে সিচ্যতে।
 বেদে ক্যপ্ লোকে গ্যৎ। বাহার সম্মুখে মলমূত্রাদি

ত্যাগ করা যায়।

অভিমুখ (ত্রি) অভিগতং মুখম্। অতিক্রা০ তৎ। সম্মুখ
 প্রাপ্ত। সম্মুখ। সমক্ষ। স্বাস্থ্যবাচী মুখ শব্দের উত্তর জীলিঙ্গে
 বিকল্পে ভীপ্ হয়। যেমন, অভিমুখী বা অভিমুখা
 প্রতিমা। স্বাস্থ্যবাচী শব্দ না থাকিলে কেবল টাপ্
 হইবে। যেমন, অভিমুখা শালা। অভিগতং মুখং যন্ত।
 বহুব্রী। কৰ্ম্ম করিতে উদ্যত। (প্রাতঃ প্রয়াগাভিমুখায়
 তস্মৈ। রঘু ৫। ২৯। প্রাতঃকালে গমনোদ্যত তাঁহাকে)।
 (অব্য) মুখমভিলক্ষীকৃত্য। অব্যায়ী। অভিমুখ।
 সম্মুখ। অভিমুখং গত্ব। সম্মুখে গমন করিয়া।

অভিমুখীকরণ (ক্লী) ন অভিমুখঃ অভিমুখঃ ক্রিয়তে অনেন
 অভিমুখ-চি-কৃ-করণে-লুট্। সোধোদন। সোধোদন
 পদ উচ্চারণ করিলে তাহা শুনিয়া শ্রোতা অভিমুখ
 হয়, এজন্ত অভিমুখীকরণ শব্দে সোধোদনকে বুঝায়।
 [অঙ্গীকার শব্দে হৃদ্র দেখ]।

অভিমুখীভাব (পুং) অনভিমুখস্ত অভিমুখরূপো ভাবঃ
 ভবনম্। অভিমুখ-চি-ভূ-ভাবে ঘঞ্। আভিমুখ্য।
 কার্যের অমুকূলতা। ক্রিয়াতে উদ্যম। অভিমুখ-ভূ-
 ণিচ্-ভাবে ঘঞ্। অভিমুখ হওয়ান।

অভিমুষ্ঠ (ত্রি) অভি-মুশ-বা-মুশ-ক্ত। স্পৃষ্ট। বাহাকে
 স্পর্শ করা হইয়াছে। পরাভূত। পরাজিত। ধর্ষিত।
 মিলিত। সংসৃষ্ট। ভাবে ক্ত। স্পর্শ করা। (ত্রি) মূজ-ক্ত।
 মার্জনায়ুক্ত। শুদ্ধ।

অভিমেথক (ত্রি) অভি-মিথ-মূল্। সর্কপ্রাপ্তি সাধন
 বাক্য বিশেষ। যে বাক্য বলিলে সকলই পাওয়া যায়।
 (ক্লী) টাপ্ অত ইত্ম্। অভিমেথিকা।

অভিন্নান (ত্রি) অভিভো মানম্। অভি-মৈ-ক্ত। অতি
 মলিন। অপ্রসন্ন। বিশীর্ণ। *। সংযোগাদেরাতোষাতো-
 ধ্যগুতঃ। পা ৮। ২। ৪৩। য র ল ব সংযুক্ত আকারান্ত
 ধাতুর পরস্থিত ক্ত ও ক্তবতুর স্থানে নকার হয়।

অভিযাচন (ক্লী) অভি-যাচ-লুট্। অভিমুখে প্রার্থনা।
 সম্মুখ হইয়া প্রার্থনা।

অভিযাতি (পুং) আভিমুখোন যাতিঃ যুদ্ধার্থং গতিঃ।
 অভি-যা-বাহলক্যং অতি। রিপু। শত্রু। (ক্লী) ভাবে
 ক্তিন্। যুদ্ধার্থ গমন।

অভিযাতিন্ (পুং) অভিযাতমনেন। অভি-যা-ভাবে ক্ত
 তত্ত ইষ্টাদি০ ইনি। শক্র। [অধীতিন্ শব্দে হৃদ্র দেখ]।

অভিযাত (পুং) অভিমুখঃ যুদ্ধার্থং যাতি অভি-যা-ভূহ্।
 শক্র। (ত্রি) অভিমুখ গমনকারী।

অভিধান (ক্র) অভি-বা-নাট্। যুদ্ধযাত্রা। অভিগমন।
অভিযায়িন্ (ত্রি) অভিযুগ্মেন যাতি অভি-বা-নি।
অভিমুখে গমনকারী। যে সম্মুখ হইয়া যায়।

অভিযুক্ত (ত্রি) অভিযুক্তো অ অভি-যুক্ত-ক্। অন্ম
কর্তৃক রুদ্ধ। তৎপর। আসক্ত। প্রতিবাদী। বাহার
নামে নালিশ করা হর। আসামী। প্রত্যাখ্য।

অভিযুগ্ম। অভিযুগ্মন (ত্রি) অভি-যুক্ত-উনিপ্। বেদে
পুং কৃত্বম্। অভিযোক্তা। অভিযোগ কারী। যে অভি-
যোগ করে। নালিশ কারক। লৌকিক ভাষায় অভি-
যুক্তন এই প্রকার রূপ হইবে। (জী) ভীপ্। অভি-
যুক্তরী। [অভিকৃত্ব শব্দে সূত্র দেখ]।

অভিযুক্ত (ত্রি) অভিযুগ্ম যুক্তি অভি-যুক্ত-কিপ্। যে
অভিযোগ করে। যে নালিশ করে।

অভিযোক্তব্য (ত্রি) অভিযোক্তব্য শক্যম্ অভি-যুক্ত-ভব্য।
বাহার নামে নালিশ করা বাইতে পারে। অভিযুগ্মে
যোজনীয়। নিষেধ। বাহাকে নিষেধ করা উচিত।

অভিযোক্ত (ত্রি) অভিযুগ্ম যুক্তি অভি-যুক্ত-তৃচ্। অভি-
যোগ কর্তা। বাদী। যে নালিশ করে। করিয়াদী।
অর্থী। যুদ্ধার্থ আক্রমণ কর্তা।

অভিযোগ (পুং) অভিযোক্ত রাজসমীপে যোগঃ যোজনম্।
অভি-যুক্ত-বহ্। অন্ম কর্তৃক অপকার নিবারণ করিবার
নিমিত্ত বা ক্ষতিপূরণের জন্য রাজার নিকটে বিজ্ঞাপন।
নালিশ। যুদ্ধার্থ আক্রমণ। শপথ। দীব্য। উদ্যোগ।
আগ্রহ। অভিনিবেশ। অপকার করিবার ইচ্ছায় আক্র-
মণ। দোষারোপ।

অভিযোগিন্ (ত্রি) অভিযোক্ত রাজাদি সমীপে যুক্তি
স্বহঃপ্রমাণবদয়তি অভি-যুক্ত-বাহুলকাৎ ঘিহুগ্। অভি-
যোগ কর্তা। বাদী। যে নালিশ করে। আক্রমণ কর্তা।
আগ্রহযুক্ত। অভিনিবিশ্ট। মনোযোগী। যোজন কর্তা।

অভিযোজন (ক্রী) অভি-পুনঃপুনঃযোজনম্। যোজিত
পদার্থের দৃঢ়তার নিমিত্ত পুনর্বার যোজন। ভাল করিয়া
যোগ দেওয়া।

অভিরক্ষণ (ক্রী) অভিযোক্ত রক্ষণম্। সকল দিক্ রক্ষা।
মন্ত্রাদি দ্বারা সকল দিকে স্বেতসরিষা প্রভৃতি ছড়াইয়া
রাক্ষসাদি হইতে বৈধ কন্দের রক্ষা করা। পূর্বকালে
যজ্ঞাদি কার্য উপস্থিত হইলে রাক্ষসাদি আসিয়া ঘৃত
প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্য থাইয়া যাইত এবং যজ্ঞ ভঙ্গ করিত।
তজ্জন্ত ঋষিরা মন্ত্র পাঠ পূর্বক স্বেত সরিষাদি ছড়াইয়া
তাহাদিগকে নিবারণ করিতেন। এখনও ডাইন ও ভূত

ঝাড়াইবার সময়ে লোকে স্বেত সরিষা ছড়াইয়া থাকে।
অভি-রক্ষ-অ টাপ্। অভিরক্ষণ। মন্ত্রাদি দ্বারা যজ্ঞ প্রভৃতি
রক্ষা করা।

অভিরক্ষিত (ত্রি) অভিযোক্ত রক্ষিতম্। প্রাদি সৎ।
সকল দিকে রক্ষিত।

অভিরক্ষিতৃ (ত্রি) অভিযোক্ত রক্ষতি অভি-রক্ষ-তৃচ্।
সকল দিকে রক্ষাকর্তা। সকল প্রকারে রক্ষা কর্তা।

অভিরত (ত্রি) অভিযুগ্মেন অতিশয়ঃ রতম্। অভি-
রম-ক্। আসক্ত। প্রীতি যুক্ত। নিবৃত্ত।

অভিরতি (ক্রী) অভিযোক্ত রতিঃ। প্রাদি সৎ। অভি-
রম-ক্। অতিশয় আসক্তি।

অভিরম্য (ত্রি) অভি-রম্যতে অভি-রম (পোরূপধাৎ।
পা ৩। ১। ৯৮) ইতি কন্মপি যৎ। রমণীয়। মনোরম।
(অব্য) অভি-রম-ল্যপ্। রমণ করিয়া। ক্রীড়া করিয়া।
মকারের লোপ এবং তুগাগম হইলে অভিরত্য এই
প্রকার রূপও হইতে পারে।

অভিরাজ্ (ত্রি) অভিযোক্ত রাজতে অভি-রাজ-কিপ্।
অধিক দীপ্তিশীল। অধীশ্বর। রাজা। অভিরাত্। অভি-
রাড্। অভিরাজো। অভিরাজঃ।

অভিরাক্ষ (ত্রি) অভিযোক্ত রাক্ষম্। অভি-রাধ্। ক্। সর্বথা-
সিদ্ধ। সকল প্রকারে নিষ্পন্ন। সেবিত।

অভিরাম (পুং) অভিরম্যতে অনেন অগ্নিন্ বা অভি-রম
করণে অধিকরণে বা বহ্। সুন্দর। প্রিয়। মনোজ্ঞ।

অভিরুচি (ক্রী) অভি অতিশয়া রুচিঃ। প্রাদি সৎ।
অভি-রুচ-ইন্। অতিশয় রুচি। অতিশয় দীপ্তি। *।

সর্বধাতুভা ইন্। উণ্ ৪। ১১৭। *। ইণপধাৎ কিং।
উণ্ ৪। ১১৯। সকল ধাতুর উত্তর ইন্ প্রত্যয় হয়।

সেই ইন্ ইণপধ ধাতুর উত্তর থাকিলে কিং হয়
অর্থাৎ তাহা আর শুণ হয় না। *। কৃদিকারাদ-

ক্ৰিন্ঃ (বাস্তবিক) পা ৪। ১। ৪৫। সূত্রে)। ক্ৰিন্ ভিন্ন
ক্ৰৎ প্রত্যয়ের ইকারান্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে ভীপ্ হয়।

অভিরূপ (ত্রি) অভিরূপয়তি সর্বং রূপবিশিষ্টঃ কয়োতি
অভি-চুরাং রূপ-গিচ্-অচ্। মনোহর। প্রিয়। পণ্ডিত।

(অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিবৎ। শক্। বহ পণ্ডিতযুক্ত সভা)।
(পুং) অভি উৎকৃষ্টঃ রূপঃ যন্ত। কন্মর্প। চক্র। বিষ্ণু। শিব।

(প্রাপ্তরূপ স্বরূপাভিরূপা বৃহ মনোজ্ঞরোঃ। অমর)।
অভিরোধ (পুং) অভি-রুধ-বহ্। পীড়ন।

অভিলক্ষ্য (ত্রি) অভিলক্ষ্যতে শরাদি বোধার্থে অতিশয়েন
দৃশ্যতে অভি-চুরাং লক্ষ-গিচ্-যৎ গিচ্-লোপঃ। শরব্য।

যাহাকে শর প্রভৃতি মারিতে হইবে। উদ্দেশ্য। (অব্য) লক্ষ্য শরব্যস্ত অভিযুধ্যাম্। অব্যায়ী। শরবোর সমীপে। লক্ষ্যের সম্মুখে। (অব্য) লাণ্। লক্ষ্য করিয়া।

অভিলঙ্ঘন (ক্লী) অভি-লম্ব-ভাবে লুট্। উল্লঙ্ঘন।

অভিলম্বণীয় (ত্রি) অভি-লম্ব-কর্ম্মণি অনীয়ন্। বাঞ্ছনীয়।

অভিলম্বিত (ত্রি) অভিলম্বাতে ঞ্চ অভি-লম্ব-কর্ম্মণি ক্ত। ইষ্ট। বাঞ্ছিত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। অভিলাষ। ইচ্ছা।

অভিলম্বিতব্য (ত্রি) অভি-লম্ব-তব্য। অভিলম্বণীয়। কাম্য।

অভিলাপ (পুং) অভিলপ্যাতে মানসং কর্ম্ম অনেন। অভি-লপ-করণে ঘঞ্। সঙ্কল্প বাক্য। ভাবে ঘঞ্। কথন। আপনার জ্ঞান সূচক বাক্য। যেমন এখানে ঘট নাই ইহা আমি জানি। এবং এই ঘট,—ইহা আমি জানি ইত্যাদি।

অভিলাব (পুং) অভিলব্য়তে অভি-ল-ভাবে ঘঞ্। ছেদন। (লবোহভিলাবোলবনে। অমর)।

অভিলাষ (পুং) অভি-লম্ব-ঘঞ্। ইচ্ছা। লোভ। অমুরাগ। সারস্বতীর প্রভৃতি অমরটাকায়, ‘অভিলাস’ এই প্রকার দস্ত্য সকারান্তে গৃহীত হইয়াছে।

অভিলাষক (ত্রি) অভি-লম্ব-শুল্। অভিলাষ কারী।

অভিলাষিন্ (ত্রি) অভিলম্বতি অভি লম্ব-গিনি। অভি-লাষ শীল। অভিলাষ কারী। (স্ত্রী) ভীপ্ অভিলাষিণী।

অভিলাষুক (ত্রি) অভিলম্বিতুং শীলমস্ত অভিলম্বতি বা, অভি-লম্ব-বাচলকাং উকঞ্। অভিলাষ বৃত্ত।

অভিবদন (ক্লী) অভি অমুকলং বদনং কথনম্। প্রাদি তৎ। অমুকল বাক্য। নিজ বাক্যের পোষক বাক্য। (ত্রি) অভি অমুকলং বদনং বাক্যং মুখং বা যন্ত। প্রাদি বহত্ৰী। অমুকলবাদী। প্রসঙ্গ মুখ। (অব্য) বদনস্ত মুখস্তাভিযুধ্যাম্। অব্যায়ী। মুখের সম্মুখে। মুখের কাছে।

অভিবদন (ক্লী) অভিভঃ সর্বতঃ আভিমুখ্যেন বা বদনম্। প্রাদি তৎ। সকল দিকে প্রণতি। সম্মুখে প্রণাম।

অভিবয়স্ (ত্রি) অভিমতং বয়ঃ। প্রাদি তৎ। অভি-মত বয়স। বিবাহাদির সময়ে বরের বয়স অধিক বা কম না হইলে তাহার অভিমত বয়স বলা যাইতে পারে।

অভিমতং সম্মতং বয়ো যন্ত। প্রাদি বহত্ৰী বা কব-ভাবঃ। প্রকৃষ্ট বয়স্ক। অভিমত বয়স্ক। অভিবয়স্ক শব্দও ঐ রূপ অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। (পুং স্ত্রী) অভি-বয়াঃ। অভিবয়সৌ। অভিবয়সাঃ। (ক্লী) অভিবয়াঃ। অভিবয়সী। অভিবয়াংসি।

অভিবর্তিন্ (ত্রি) অভিভঃ অভিমুখেন বা বর্ততে। অভি-

বৃত্ত-গিনি। সম্মুখবর্তী। সম্মুখ হইয়া স্থায়ী।

অভিবর্ষক (ত্রি) অভিভো বর্ষতি অভি-বৃষ-শুল্। প্রাদি তৎ। সকল দিকে বর্ষণ কারী।

অভিবর্ষণ (ক্লী) অভিভো বর্ষণম্। প্রাদি তৎ। সকল দিকে বর্ষণ।

অভিবর্ষিন্ (ত্রি) অভিভো বর্ষতি। অভি-বৃষ-গিনি। সকল দিকে বর্ষণকারী। (স্ত্রী) ভীপ্ অভিবর্ষিণী।

অভিবাৎ (ত্রি) আভিমুখ্যেন বাতি গচ্ছতি। অভি-বা-শত্। ভূতা। দাস। (স্ত্রী) ভীপ্ অভিবাস্তী অভিবাস্তী।

অভিবাদ (পুং) অভিভো বাদঃ আশীর্বাদরূপং বাক্যং যেন। প্রাদি বহত্ৰী। অভিবদ করণে ঘঞ্। সম্মুখে প্রণাম। অভিধর্ষকোবাদঃ বাক্যম্। প্রাদি তৎ। পুরুষ বাক্য। কঠিন বাক্য। (পারস্যমভিবাদঃ স্ত্রাৎ। অমর)।

অভিবাদক (ত্রি) অভিভো বদতি অভি-চুৱা-বদ-শুল্। সম্মুখে প্রণতিকারী। বন্দাক। (বন্দাকরভিবাদক। অমর)। (আয়ুয়ান্ ভব সৌমোতি বাচ্যো বিপ্রোহভি-বাদনে। মনু ২। ১২৫। বিপ্রোহভিবাদকঃ। কল্প)।

বিপ্র অভিবাদক, অভিবাদন করিলে প্রত্যভিবাদয়িতা বলিবেন, হে সৌম্য! তুমি দীর্ঘায়ুঃ হও।

অভিবাদন (ক্লী) অভি-পূজাহং বাদনং স্বামহমভিবাদয়ে ইত্যাদিরূপং কথনম্। প্রাদি তৎ। অভি-চুৱা-বদ-গিচ্-লুট্। পূজার্থ বাক্য। গৌরবাহ বাক্য। যেমন আমি আপনাকে প্রণাম করি। যদা অভিঃ সৌম্যো সৌম্যঃ আশীর্বাদ রূপং বাদ্যতে প্রত্যভিবাদয়িত্রা কথ্যতে যেন। নাম গ্রহণ পূর্বক প্রণাম। যেমন, ‘প্রণাম বিপ্রচরণে’। ইহার প্রত্যুত্তরে ‘আশীর্বাদ’ মঙ্গল হউক। এখানে পূর্ব প্রণাম বাক্যই মঙ্গল বাক্যের কারণ।

পদগ্রহণপূর্বক প্রণাম। পদগ্রহণপূর্বক প্রণামও মঙ্গল বাক্যের কারণ। (সমেত পাদগ্রহণমভিবাদনমিত্যুভে। অমর)। বাক্য দ্বারা প্রণাম। যাহার হাতে সমিধ্, জল, জলের কলসি, ফুল, অন্ন, কুশ, অগ্নি, দাঁতোন এবং ভক্ষ্যবস্ত্র থাকে তাঁহাকে অভিবাদন করিতে নাই। কিম্বা যিনি জপ বা যজ্ঞ করিতেছেন, অথবা জলে দাঁড়াইয়া আছেন তাঁহাকেও অভিবাদন করিতে নাই। বয়ঃ কনিষ্ঠ, শব্দর, পিতৃব্য, মাতুল এবং পুরোহিত ইহাদিগকে দাঁড়াইলেই অভিবাদন করা হয় অর্থাৎ ইহাদের পদগ্রহণ করিতে নাই।

অভিবাদ্য (ত্রি) অভিবাদয়িতুম্ হং অভি-চুৱা-বদ-গিচ্-বৎ। অভিবাদনের যোগ্য। যাহাকে প্রণাম করা কর্তব্য।

যেমন পিতা, গুরু, সর্ব্ব বয়োজ্যেষ্ঠ রাজা, পুরো-
হিত, শ্রোত্রিয়, অধর্ম্ম নিবারক, অধ্যাপক, পিতৃব্য, মাতা-
মহ, মাতুল, শ্বশুর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সম্বন্ধি ব্যক্তি এবং
ইহাদের স্ত্রী সকল। এবং মাতা, বয়োজ্যেষ্ঠ মাসী, পিসী,
জ্যেষ্ঠ ভগিনী ইত্যাদি। যুবতী গুরুপত্নীর পায়ে হাত
দিতে নাই। কাঠারও মতে গুরুর পায়ে হাত দিয়া
প্রণাম করা নিষিদ্ধ। (অব্য) ল্যপ্ প্রণাম করিয়া।

অভিব্যক্ত (ত্রি) অভি-বন-সন্তো-কন্মণি গ্যাৎ। সং-
ভজনীয়। সম্যক্ ভজন্যর বোধগা।

অভিবাসন্ (অব্য) বাসস উপরি অব্যয়ী। পরিহিত
বস্ত্রের উপরি ভাগ।

অভিবাছ (ত্রি) অভ্যুহতে অভি-বহ-কন্মণি গ্যাৎ। সকল
দিকে বা সকল প্রকারে বহনীয়। ভাবে গ্যাৎ সর্ব্বথা
বহন।

অভিবিধি (পুং) অভি সমস্তাং বিধিঃ ব্যাপনম্। অভি-
বি-ধা-কি। ব্যাপ্তি। মর্যাদাকেও ব্যাপ্তি কহে,—কিন্তু
তাহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, অবধি ভূতকে পরিভ্যাগ
করিয়া যে ব্যাপ্তি তাহার নাম মর্যাদা। যেমন, ‘নদীং
নাবদরগ্যানি’। নদী পর্য্যন্ত বন। এখানে অবধি ভূত
নদীকে ত্যাগ করিয়া ব্যাপ্তি বুঝাইল। অভিবিধি যথা,—
আষোড়শাচূপনয়েৎ। ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে
উপনয়ন দিতে পারে। এখানে সম্পূর্ণ ষোল বৎসর
কালের ব্যাপ্তি বুঝাইতেছে। *। আঙমর্যাদাবচনে।
পা ১।৪।৮৯। মর্যাদা বচন অর্থে আঙ-কন্ম-প্রবচনীয়
সংজ্ঞ হয়। ‘বচন গ্রহণাভিবিধাবপি’। (সিং কো০)।
বচন গ্রহণ আছে বলিয়া সীমার্থ বশাৎ অভিবিধিরও
গ্রহণ করিতে হইবে।

মর্যাদা এবং অভিবিধি অর্থ বুঝাইলে আঙের যোগে
পঞ্চমী হয়। *। পঞ্চম্যাপাঙপরিভিঃ। পা ২।৩।১০। বর্জনার্থ
পরি অপ এবং মর্যাদার্থ ও অভিবিধ্যর্থ আঙের
যোগে পঞ্চমী হয়। মর্যাদায়—‘আমুক্তেঃ সংসারঃ’।
অভিবিধিতে—‘আসকলাং ব্রহ্ম’। এখানে ‘আসকলাং’
অর্থাৎ সকলকে ব্যাপিয়া, এই রূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।
অভিবিমান (পুং) অভিভঃ বিশেষণে মানঃ দ্বাদশাঙ্গুল-
রূপপরিমাণং যজ্ঞ। প্রাদি বহুব্রী। পরমায়া। (যশ্বেনং
প্রাদেশমাত্রমভিবিমানং বৈশ্বানরমুপাস্তে। যিনি এই
দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত বৈশ্বানরকে উপাসনা করেন)।

অভিরক্তি (স্ত্রী) অভি-বৃত্ত-ক্तिন্। সর্ব্বথা গমন।
অভিব্যক্ত (ত্রি) অভি-বি-অঙ্ক-কন্মণি ক্রু। ফলোদ্ভূতী-

ভূত। (তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌরুষদৈহিকম্।
যাজ্ঞ। তন্মধ্যে পূর্ব্বজন্মকৃতকর্ম্ম ফলদানোদাত হইলে
দৈব কহে। (অভিব্যক্তং ফলোদ্ভূতীভূতম্। অর্থ)। অভি-
ব্যক্তিক্রু। প্রকাশিত। সাংখ্যাদিমতসিদ্ধ আবির্ভাবযুক্ত।
অভিব্যক্তি (স্ত্রী) অভি-বি-অঙ্ক-ক্तिন্। প্রকাশ। সাংখ্যাদি-
মতসিদ্ধ হৃদয় রূপে স্থিত কারণের কার্য্য রূপে আবির্ভাব।
একরূপে স্থিত পদার্থের অল্প রূপে প্রকাশ।

অভিব্যঞ্জক (ত্রি) অভি-ব্যঞ্জয়তি প্রকাশয়তি অভি-বি-
অঙ্ক-পিচ্-পুল্। প্রকাশক। অলঙ্কার শাস্ত্রমতে, ব্যঞ্জন-
বৃত্তি দ্বারা প্রকাশক।

অভিব্যাপক (ত্রি) অভিভো ব্যাপোতি অভি-বি-আপ-
পুল্। সকল দিকে ব্যাপক। যে সকল অবয়ব ব্যাপিয়া
থাকে। যেমন আকাশ বৃক্ষাদির সকল অবয়বের ব্যাপক।
ব্যাকরণ শাস্ত্রমতে, যাহার সকল অবয়বে ব্যাপ্ত হইয়া
আছে, এরূপ আধারকে অভিব্যাপক কহে। যেমন,—
পুষ্পে কোমলত্বম্ভি। পুষ্পস্ত সর্ব্বাবয়বান্ ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ।
‘কূলে কোমলতা আছে’—এমন কথা বলিলে, ফুলের
সকল অবয়ব ব্যাপিয়া কোমলতা আছে ইহাই বুঝাইয়া
থাকে। ‘ঔপল্ল্যেষিকো বৈষয়িকোহভিব্যাপকচেত্যাধার-
স্তিধা। (সিং কো০)। অর্থাৎ আধার তিন প্রকার;
ঔপল্ল্যেষিক, বৈষয়িক এবং অভিব্যাপক।

অভিব্যাপ্তি (স্ত্রী) অভি-বি-আপ্-ভাবে ক্तिন্। সকল
দিকে ব্যাপন। সর্ব্বত্র অবস্থান। সকল অবয়বে ব্যাপ্তি।
অভিব্যাপ্য (ত্রি) অভিব্যাপ্যতে অভি-বি-আপ-কন্মণি
গ্যাৎ। সকল অবয়বে ব্যাপনীয়। (অব্য) ল্যপ্। সকল
অবয়বে ব্যাপিয়া।

অভিব্যাহার (পুং) অভি সৌম্যঃ ব্যাহার উক্তিঃ। অভি-
বি-আ-হ-যঞ্। প্রশস্ত উক্তি। ভাল কথা। (ব্যাহার
উক্তির্নৃপিতঃ ভাষিতঃ বচনং বচঃ। অমর)। অভি-
ব্যাহার শব্দের পূর্বে সম্ এষ্ট উপসর্গ থাকিলে সম্ভি-
ব্যাহার হয়, ইহার অর্থ সহিত। সঙ্গ।

অভিগংমন (স্ত্রী) অভিভঃ শংসনং ক্রোধবচনম্ অভিভ
আরোপ্যাপবাদো বা। অভি-শঙ্ক-লুট্। অপবাদ।
পরুষ বাক্য প্রয়োগ। আক্রোশ।

অভিশঙ্কা (স্ত্রী) অভিভঃ শঙ্কা। প্রাদি তৎ। অভি-শঙ্ক-
ভাবে অ টাপ্। সর্ব্বথা শঙ্কা। সকল প্রকারে আশঙ্কা।
শংসয়। ভ্রম। (ত্রি) অভিভঃ শঙ্কা যজ্ঞ হৃদ্যঃ—অভিশঙ্ক।
প্রাদি বহুব্রী। সর্ব্বথা শঙ্কায়ুক্ত। অভিশঙ্কতে অভি শঙ্ক-
অচ্। সর্ব্বথা শঙ্কারী। শঙ্কায়ুক্ত।

অভিশপ্ত (ত্রি) অভিষপ্যতে স্ব। অভি-শপ-কর্মণি ৬।

অভিশাপ গ্রন্থ।

অভিশপ্ত (ত্রি) অভিষুখেন শপ্তিতম্। সমুখে আহুত। সমুখে কথিত।

অভিশপ্ত (ত্রি) অভি-শপ্ত-কিপ্। সর্কথা আক্রোশ-কারী। সর্কথা অপবাদকারী।

অভিশপ্ত (ত্রি) অভিষপ্যতে স্ব। অভি-শপ্ত-ক্। মিথ্যা-পবাদিত। অভি-শপ্ত-বধে-ক্। হিংসিত। আক্রান্ত। (ক্লী) শপ্ত-শপ্ত-বা-ভাবে ক্ত। আক্রোশ। অপবাদ। হিংসন। অভিষাপ।

অভিশপ্ত (ত্রি) অভিষপ্তে অভিষাপে ভবৎ কন্। দেবতা কিম্বা ব্রাহ্মণাদির অভিষাপ জ্ঞাত্যাদি।

অভিশপ্ত (ক্লী) অভি-শপ্ত-ক্। অভিষাপ। অপ-বাদ। হিংসা। হিংসার হেতু। অভিষুখেন শপ্তি ঘাচনম্। প্রার্থন। (অভিশপ্তিঃ পুনর্লোকাপবাদে প্রার্থন-হপি চ। হেম)।

অভিশপ্ত (ত্রি) অভিষপ্তি অভিষাপম্ অহতি যৎ। অভিষাপার্থ। হিংসার যোগ্য।

অভিশাপ। অভিষাপ (পুং) অভি-শপ-ঘঞ্ বা দীর্ঘঃ। অভিষপ্যাত। আক্রোশ বাক্য। মিথ্যাপবাদ। *। উপ-সর্গস্ত ঘঞ্যমমুযো বহুলম্। পা ৬। ৩। ১২২। মমুযা মা বৃথাইলে ঘঞ্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দের পূর্নস্থিত উপ-সর্গ অনেক স্থলে বিকল্পে দীর্ঘ হয়।

অভিশিরোত্র (ত্রি) শিরসে হস্তিমুখম্ অগ্রমস্ত। বহব্রী। উর্দ্ধদিকে মূল এবং নিম্নদিকে মাথা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধাদি।

অভিশোক (পুং) অভিলক্ষীকৃত্য কমপি শোকঃ। প্রাদি তৎ। কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কৃতশোক। (ক্লী) শুচ-ল্যুট্। অভিষোচন। অভিষোক।

অভিশ্রব। অভিষ্রাব (পুং) অভি-শ্র-অপ্ বেদে ঘঞ্। সর্কথা শ্রবণ। সকল দিকে শ্রবণ।

অভিশ্রোতা (ত্রি) অভি অপগতঃ সৈভ্যং স্বভাবস্ত শুচিভ্যং যন্ত। প্রাদি বহব্রী। শুদ্ধ চরিত্র। যাহার পরিভ্র স্বভাব।

অভিষেক (পুং) অভিষে: সঙ্গো মিলনম্ আসক্তিব্য। যেন। প্রাদি বহব্রী। অভি-সঙ্গ-ঘঞ্। শপথ। আক্রোশ। পরাতব। (অভিষেকস্ত শপথে স্তাদাক্রোশে পরাতবে। বিশ্ব)। আসক্তি। (নববিভ্রমাভিষেকাৎ। মাঘ ৭। ৬৮। নূতন ব্রহ্মণে আসক্তি হেতু)। ব্যসন। হুঃখ। (নবা-ভিষেকাৎ নূতন হুঃখামিতি মন্নি)। ভুতাদিতে পাওয়া। [যজ্ঞের সূত্র অভিষবণ শব্দে, কুজের সূত্র

অভিষেক্য শব্দে দেখ]।

অভিষব (পুং) অভি-স্ব-অপ্। যজ্ঞের স্নান। নিষ্পী-ডন। মদ্যসন্ধান। বাকড় প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যে মদ্য ও দ্রুত হয়। যব ওড়ল শুড় চিনি প্রভৃতি দ্রব্যের সঙ্গে যাহা ভিজাইলে ফুটিয়া মদ হয়। মদ্য প্রস্তুতের কার্য্য বিশেষ। সোমলতার রস পান। সোমলতা ছেঁচা/স্নান। সূর্যতে স্নায়তে অগ্নিন্ অধিকরণে অপ্। যজ্ঞ। [যজ্ঞের সূত্র অভিষবণ শব্দে দেখ]।

বৈদিক সময়ে ঋষিরা শকটে করিয়া সোমলতা আনিতেন। তাহার পর সেই লতা প্রস্তরের উপরে রাখিয়া অস্ত্র প্রস্তর দ্বারা ছেঁচিতেন। উত্তম রূপে ছেঁচা হইলে ভেড়ার চক্ষের মসকের ভিতর তাহা পুরিয়া টিপিয়া রস বাহির করা হইত। মসকে চক্ষের লোমের দিক ভিতরে থাকিত। পরে সেই রস পুনর্বার চক্ষের আধার দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে পরিহার হইত। ঋষিরা সোমরস কুন্তের ভিতর রাখিয়া তাহাতে যব চিনি প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য মিশ্রিত করিতেন। তাহাতে অস্তুরুৎকৃষ্ট হইয়া মদ্য প্রস্তুত হইত।

অভিষবণ (ক্লী) অভি-স্ব-ল্যুট্। যজ্ঞাস্ত স্নান। নিষ্পীড়ন। মদ্য প্রস্তুতের ক্রিয়া বিশেষ। সোম লতার রস পান। *। উপসর্গাৎ স্নোতি-স্বতি-স্তোতি-স্তা-সেনয়-সেধ-সিচ-সঙ্গ-স্বজাম্। পা ৮। ৩। ৬৫। উপসর্গ রূপ নিমিত্তের উত্তরস্থ বুঞ্ স্ব, সো, স্ত, স্তভ, স্বা, সেনয়, সিধ, সিচ, সঙ্গ, স্বজ এই সকল ধাতুর সকার বধ হয়। *। অট্-কৃপাৎ-মুখ্যাব্যয়ে হপি। পা ৮। ৪। ২। অট্-প্রত্যাহারের বর্গ, কবর্গ, পবর্গ, আঙ্ এবং লুন্ এই সকল পৃথক্ পৃথক্ কিম্বা সংযুক্ত অবস্থায় রেফ ও নকার অথবা বকার ও নকার ইহাদের মধ্যে থাকিলেও এক-পদস্থিত রেফ বা বকারের পরস্থিত দন্ত্য নকার মূর্দ্ধন্ত হয়। এখানে লুন্ শব্দ অনুস্বারের উপলক্ষণ।

অভিষহ (ত্রি) অভিষে: সোচুং শক্যম্। অতি-সহ-যৎ। সহিতে শক্য। যাহা সহ্য করিতে পারা যায়। *। শক্তি সহোচ্চ। পা ৩। ১। ৯৯। শক এবং সহ ধাতুর উত্তরেও যৎ প্রত্যয় হয়। *। পূর্নপদাৎ। পা ৮। ৩। ১০৬। পূর্ন-পদে নিমিত্ত বর্তমান থাকিলে বেদ বিষয়ে পরপদে কোন কোন বৈয়াকরণের মতে সকার বধ হয়। যেমন—দ্বিষক্তি। দ্বিসক্তি ইত্যাদি।

অভিষাচ্ (ত্রি) অভি-সচ্-স্বার্থে-ণিচ্-কিপ্। সমুখ হইয়া বন্ধন করিতে সমর্থ। অভিষাবুক।

অভিষাহ্। অভীষাহ্(ত্রি) অভি-সহ-ধি স্বার্থে-ণিচ-ক্ৰিপ্‌বা।

শক্রহরকারী। সননকারী। [অভিষাহ্-দেখ]।

অভিষিক্ত (ত্রি) অভিষিচাতে স্বা অভি-সিচ্-ক্ত। বিধি-পূৰ্ণক স্বাপিত। প্রতিমা প্রতিষ্ঠার, রাজার রাজ্যভার পাটবার সময়ে ইত্যাদি শুভকার্যে তীর্থজলাদি দ্বারা বিধিপূৰ্ণক স্বাপিত। স্নাত।

অভিনুত (ত্রি) অভিষুতে স্বা অভি-সু-ক্ত। নিষ্পীড়িত। কৃতান্তিব্যবসোমাদি। যে সোম দ্বারা যজ্ঞ করা হইয়াছে।

(ক্লী) কান্তিক। কাঁজি। আমানি।

অভিষেক (পুং) অভিষেচনং অভি-সিচ-ভাবে ঘঞ।

যথাবিধানে শাস্তির নিমিত্ত সেচন। অধিকার প্রাপ্তির নিমিত্ত স্নান। স্নান। মন্ত্রাদি দ্বারা মন্তকে জলসেক পূৰ্ণক মার্জন। কৰ্ত্তব্য কর্ণেব শেষে শাস্তি স্নান। যেমন, বিজয় দশমীর দিন শাস্তিজল গ্রহণ। পুরন্দরেশ্বর অন্তর্গত মন্ত্রদ্বারা মন্তকে জলপ্রক্ষেপরূপ তৃতীয় কাব্য। ইষ্টমন্ত্র গ্রহণের সময়ে দশ প্রকার সংস্কারের মধ্যে পঞ্চম সংস্কার বিশেষ। যথা গৌতমীয়ে,—

জননং জীবনং পশ্যন্তাডুনং বোধনং তথা।

অথাভিষেকো বিমলীকরণপারনে পুনঃ।

তর্পণং দীপনং শুভ্রির্দশৈতা মন্ত্রসংস্কারো।

জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, অপায়ন, তর্পণ, দীপন, গোপন, মন্ত্রের এই দশ প্রকার সংস্কার।

মন্ত্রাভিষেকের প্রণালী এই রূপ লিখিত আছে—স্বর্ণ কিম্বা তাম্রাদি পাত্রের উপরে প্রথমে স্বর বাজান ভেদে মন্ত্র গুলি কুঙ্কুমাদি দ্বারা লিখিব পরে তাহার উপরে তালপত্রাদি রাখিয়া তাহাতে কুঙ্কুমাদি দ্বারা সারি সারি করিয়া মন্ত্র লিখিব। শেষে,—অমুকবর্ণমভি-ষিকামি নমঃ—এই মন্ত্র শত বার কিম্বা বার বার অথবা আট বার উচ্চারণ করিয়া কুঙ্কুম লিখিত মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণকে অথবা পল্লব দ্বারা অভিষেক করবে।

শক্তি মন্ত্রে দীক্ষা করিতে হইলে মধু দিয়া অভিষেক করিতে হয়। বিষ্ণু মন্ত্রে কপূরযুক্ত জল প্রশস্ত। শিব মন্ত্রে ঘৃত কিম্বা দুধ দেওয়া চাই।

শিবলিঙ্গাদি প্রতিষ্ঠা এবং দোলযাত্রাদি উৎসবেও অভিষেকের পদ্ধতি আছে। কিন্তু সকল ক্রিয়ার অভিষেকের দ্রব্য সমান নহে।

দোলযাত্রার অভিষেক দ্রব্য এই গুলি,—শীতল জল, গোময়, গোমুত্র, দুধ, দধি, ঘৃত, কুশের জল, শম্বের জল, চন্দনের জল, কুঙ্কুমের জল, কলের জল, ফুলের জল, চন্দন এবং আমলকী একত্র বাটয়া তাহার প্রলেপন, এবং অগ্নিক জল। এই সকল দ্রব্য দ্বারা আট বার স্নান করাইবে। তাহার মধ্যে দ্বিতীয় বার স্নানের সময়ে অভিষেক দ্রব্যের সঙ্গে দুধ মিশাইবে। পঞ্চমবারের সময়ে ঘৃত এবং অষ্টম বারের সময়ে তাহাতে মধু সংযোগ করা আবশ্যক। শেষে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে গজোদক, তীর্থজল, গঙ্গাজল, বন্দীক জল, সর্কৌষধি জল, সহস্রধারা জল, খটের জল এই সকল দ্রব্য দিয়া অভিষেক করিবে।

দুর্গাপূজার অভিষেক এই সকল দ্রব্য গুলি ব্যবহৃত আছে,— আমলকী খাটার সঙ্গে হরিদ্রা মিশ্রিত প্রলেপন, শুদ্ধ জল, শম্বের জল, গঙ্গাজল, গজোদক, পঞ্চগব্য, কুশের জল, পঞ্চামৃত, শিশিরের জল, মধু, ফুলের জল, ইন্দুরস সাগরের জল, সর্কৌষধি মহৌষধি জল, পঞ্চকষায় জল, অষ্ট মৃত্তিকা, কলের জল, উষ্ণ জল, সহস্রধারা জল, বৃষ্টি-মল্যাকিনী-সরস্বতী-সাগর-পদ্মবেণুমিশ্রিত-নিষ্কর-সর্কৌষধি-শুদ্ধজল, এই আট প্রকার জলপূর্ণ অষ্ট কলসী। এই আট প্রকার কলসীর জলে স্নান করাইবার সময়ে আট প্রকার বান্ধা বাজাইবার ও রাগালাপ করিবার বিধি আছে। বৃহদ্রস্মিকেশ্বর, দেবীপুরাণ এবং কালিকাপুরাণে ভিন্ন ভিন্ন বান্ধা ও রাগরাগিণীর নাম দেখা যায়।

বৃহদ্রস্মিকেশ্বরের মতে এই সকল রাগ রাগিণীতে গান করা চাই—
১ মালবী, ২ দেবকীরী, ৩ বারাড়ী, ৪ দেশাল, ৫ ধামুঘী, ৬ ভৈরবী, ৭ গুজরী, ৮ বসন্ত। দেবীপুরাণের মতে,—১ বারাড়ী, ২ মালবগৌড়, ৩ মালব, ৪ দেশাল, ৫ মালবী, ৬ ভৈরবী, ৭ বসন্ত, ৮ কোড়া। কালিকাপুরাণ মতে,—১ মালব, ২ ললিতা, ৩ বিভাবা, ৪ ভৈরবী, ৫ কোড়া, ৬ বারাড়ী, ৭ বসন্ত, ৮ ধামুঘী।

বাদ্যের বিষয়ে এই রূপ লিখিত আছে। বৃহদ্রস্মিকেশ্বরের মতে,—
১ মঙ্গলোৎসব, ২ ভুবনবিজয়, ৩ বিজয়, ৪ রাজান্তিসেক, ৫ মধুরী, ৬ করতাল, ৭ বংশী, ৮ পঞ্চশব্দ। দেবীপুরাণ মতে,—১ ইন্দ্রবিজয় ২ মঙ্গলবিজয়, ৩ দেবোৎসব, ৪ ঘনতাল, ৫ মধুকর, ৬ ঢাকা, ৭ শম্ব, ৮ মৃদঙ্গ। কালিকাপুরাণ মতে,—১ বিজয়, ২ দুন্দুভি, ৩ দুন্দুভ, ৪ বংশী, ৫ ইন্দ্রাভিষেক, ৬ শম্ব, ৭ পঞ্চশব্দ, ৮ বিজয়।

রাজাভিষেকের নিমিত্ত এই কয়েকটা দ্রব্য কথিত হইয়াছে,—
মৃগচন্দ্রাঙ্গণ অলঙ্কৃত স্বর্ণভ্রাসন, গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থানের জল, সমস্ত পুণ্যনদীর জল, পূর্ব মুখ নদীর জল, পশ্চিম মুখ নদীর জল, তিযাঙ্গু নদীর জল, সকল সমুদ্রের জল, ক্ষীরবৃক্ষ প্রবাল পদ্ম নীল পদ্ম প্রভৃতি মিশ্রিত কাকন কুঙ্কমপূর্ণ জল, ঝড়ক, রোচনা, ঘৃত, মধু, দুধ, দধি, পুণ্ডরীক মৃত্তিকা, পুণ্ডরীক জল, মঙ্গলদ্রব্য, মণিধাতুযুক্ত যেতচানরবাজন, মালাভূষিত যেতচ্ছত্র, যেতব্রহ্ম, যেতশব্দ, বৃহৎ হস্তী, উত্তম অলঙ্কারভূষিত অষ্ট কন্যা, সকল প্রকার বাদ্য, অসংখ্যক বন্দা।

অভিষেকের পূর্ব দিনে গণেশ ও মাতৃকাবির পূজা করিয়া নান্দী কাব্য সম্পন্ন করিবে। রাজা এবং রাণী উপবাস করিয়া থাকিবেন। পর দিনে পুরোহিত, অমাত্য এবং সামন্তদিগকে লইয়া স্নানাদির পরে মণি কাকন পুথিবী পুষ্প প্রভৃতি স্পর্শ করা হইলে রাজা ও রাণীকে ব্যাঘ্রচর্ম আচ্ছাদিত আসনে বসাইবেন। তাহার পর অগ্নি-স্থাপন কারয়া পলাশাদি সমিধ দ্বারা ঘূতের আচ্ছাদিত দিবেন। শেষে ঋষিগণ, অমাত্য প্রভৃতি সকলকে লইয়া অষ্ট কন্যা পরিবৃত্ত রাণীসহ রাজাকে অভিষেক করিবেন। অভিষেক করা হইলে সকলে রাজা ও রাণীর কপালে কুঙ্কম অণুর কতুরী প্রভৃতির তিলক দিবেন।

অভিষেক্ত (ত্রি) অভিষিক্তি অভি-ষিচ্-তৃচ্। অভিষেক কর্তা। (স্ত্রী) ভীপ্ অভিষেক্ত্রী।

অভিষেক্য (ত্রি) অভিষেক্তুমিহ্ম অভি-সিচ-ণ্যৎ কৃষ্ম।

অভিষেকের যোগ্য। [বস্ত্রের সূত্র অভিষেগ শব্দে দেখ]।
।*। চ জো কু ঘিঘাতোঃ। পা ৭। ৩। ৫২। ঘ ইং
প্রত্যয় এবং গ্যং প্রত্যয় পরে থাকিলে চ এবং জ স্থানে
কবর্গ হয়, অর্থাৎ চ স্থানে ক এবং জ স্থানে গ হয়।

অভিষেচন (ক্লী) অভি-সিচ-ভাবে লুট্। ইহার অর্থ
অভিষেক শব্দে দেখ]। করণে লুট্ অভিষেক দ্রব্য
জল দ্রুতাদি। (ত্রি) অভিষেচনে হিতং ঠাণ্ অভিষেচ-
নিকম্। অভিষেক দ্রব্য মস্তাদি।

অভিষেচনীয় (ত্রি) অভি-সিচ-কশ্মণি অনীয়র্। অভি-
ষেকের যোগ্য। বাহ্যকে অভিষেক করা উচিত।

অভিষেগন (ক্লী) এতি পরোপকারায় গচ্ছতি ইণ-নক্
ইনঃ রাজা পতির্বা তেন সহ বর্ততে সেনা তয়া অভি-
মুখং যাতি শত্রোঃ অভি সেনা-ণিচ্-লুট্ বস্বং গড্বক্।
যুদ্ধের নিমিত্ত জয়েচ্ছু ব্যক্তির, সেনার সহিত শত্রুর
সম্মুখে গমন। (যং সেনয়াভিগমনমরো তদভিষেগনম্।
অমর। শত্রু সন্নীপে সেনাসহ গমনকে অভিষেগন
কহে)। *। ইণ্ ঘিঞ্ জিদ্দীণ্ড্যবিভ্যো নক্।
উণ্ ৩। ২। ইণ্ ঘিঞ্ জিদ্দীণ্ড্ উষ অব ধাতুর উত্তর
নক্ প্রত্যয় হয়। 'ইনঃ স্বর্গো নৃপে পঠে'। (উজ্জল-
দত্ত)। [বস্ত্রের সূত্র অভিষেগ শব্দে দেখ]। 'সেনয়া
অভিযাতি অভিষেগয়তি। উপসর্গাংসুন্নীতি যঃ।'
(সিংকৌ)। *। রযাত্যাং নো গঃ সমানপদে। পা ৮।
৪। ১। একপদস্থিত রেক এবং যকারের পর দন্ত্য নকার
মুচ্ছত হয়।

অভিষ্টন (পুং) অভিভঃ স্তন অভি-স্তন-অচ্। সিংহনাদ।
[অভিষহ্ শব্দে বস্ত্রের কারণ দেখ]।

অভিষ্টি। অভীষ্টি (ত্রি) ইজ্যতে ইষ্যতে বা অনয়া।
অভি-যজ্ বা ইষ্-জিন্ বেদে পৃ০ একা০। অভিষষ্টব্য।
যাহার যাগ কর্তব্য। অভিলাষ। *। ঋ-যজীষিস্তভাঃ
করণে। যজেরিষেচ—ইষ্টিঃ। (বাঙ্কিক। পা ৩। ৩।
৯৪। হ্রো)। ঋ, যজ, ইষ এবং ঋ ধাতুর উত্তর করণ
বাচ্যে জিন্ প্রত্যয় হয়।

অভিষ্টুত (ত্রি) অভিভঃ স্ততম্ অভি-স্ত-ক্। প্রশস্ত।
প্রশংসিত। বর্ণিত। স্তত। 'অভিষ্টতেড়িতানিস্তত-
র্থানি'। (অমর)। [বস্ত্রের সূত্র অভিষেগ শব্দে দেখ]।

অভিযান্দ। অভিযান্দ (পুং) অভি-যান্দ-ভাবে ঘঞ্।
অগ্রাণি-কর্ত্তরি বা যজম্। অতিবৃদ্ধি। অধিক ক্ষীণত।
স্রবণ। জলাদির ক্ষরণ। জল পড়া। আধারে ঘঞ্।
নেত্ররোগ বিশেষ।

(অভিযান্দ আশ্রাব নেত্ররোগাতিবৃদ্ধিষু'। হেম)। কর্ত্তরি
ঘঞ্। অধিক। (স্বর্গাভিযান্দবমনং কৃষেব। কুমার ৬। ৩৭।
স্বর্গের অতিরিক্ত জনকে যেন নিঃসারণ করিয়াই)। *। অমু-
বিপর্ধ্যাভিনিভ্যঃ স্তনভেতরপ্রাণিষু। পা ৮। ৩। ৭২।
অমু-বি-পরি-অভি-নি এই সকল উপসর্গের পরস্থিত
প্রাণী ভিন্ন বাহার কর্ত্তা এক্রূপ স্তন ধাতুর সকার বিকল্পে
বস্ব হয়। অপ্রাণিষু কিম্ অমুস্তনতে হস্তী'। (সিংকৌ)।

চক্ষুর ভিতরে ধূলা কীট ঘর্ম্ম প্রভৃতি বাহিরের
কোন দ্রব্য উড়িয়া পড়িলে; উগ্র বাষ্পাদির তেজ
লাগিলে; প্রথর রোদ্র, ধূম, পূর্ক কিম্বা উত্তর দিকের
বায়ু অথবা অতি শীতল বায়ু প্রভৃতি লাগিলে; সর্ষদা
সূক্ষ্ম বস্তুর দিকে চাহিয়া থাকিলে; বর্ষা ও শীত
কালে রাত্রির বায়ু লাগাইলে; অতিশয় মদ্যপান, অতি
মৈথুন, অত্যন্ত মানসিক উদ্বেগ, অধিক বমন, কোষ্ঠ
বদ্ধতা, শিরোরোগ, অতিশয় ক্রোধ প্রভৃতি কারণ বিদ্য-
মান থাকিলে অভিযান্দরোগ জন্মিতে পারে। Ophthal-
mia, Suppurative inflammation of the eye, প্রভৃতি
রোগ এখানে এক সঙ্গে গৃহীত হইয়াছে)।

বৈদ্যক পুস্তকে অভিযান্দ রোগ চারি শ্রেণীতে
বিভক্ত; বাতজনিত, পিত্তজনিত, কফজনিত এবং রক্ত-
জনিত। ফলতঃ এই পীড়া কোথাও সহজ ও কোথাও
অতিশয় কঠিন হইয়া থাকে। চক্ষু অন্ন বা অধিক রক্ত-
বর্ণ, ভিতরে ধূলা পড়িবার মত কর্ করিতে থাকে,
অন্ন বা অধিক জল পড়ে, ইহাকে সচরাচর 'চোখ-
উঠা' (Conjunctivitis; Simple Ophthalmia) বলা
যায়। বৈদ্যশাস্ত্রের ইহা বাতজনিত অভিযান্দ।

কফজনিত অভিযান্দ (Ophthalmia cum catarrho;
catarrhal ophthalmia) পূর্ক হইতে কিছু বিভিন্ন।
ইহাতে চক্ষুর ভিতরে তীক্ষ্ণ হৃচির মত সর্ষদাই যেন
বিধিতে থাকে; চক্ষুর পাতার নিম্নে বালুকা প্রভৃতি
পড়িলে যে রূপ কর্ কর্ করে, সেই প্রকার বস্তুরা হয়,
সর্ষদাই অত্যন্ত জল ও পুঞ্জের মত রস পড়িতে থাকে;
রাত্রিতে পিচুচীতে চক্ষু বদ্ধ হইয়া যায়; কশিনিকা
উজ্জল রক্তবর্ণ এবং চক্ষু ক্ষীণ হইয়া উঠে। ঐ রক্তবর্ণের
মধ্যে সরু সরু রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর
রোগ কিঞ্চিৎ সংক্রমক।

পিত্ত ও রক্তজনিত অভিযান্দ—পুয়জনক প্রদাহ
(Ophthalmia purulenta; Purulent ophthalmia)।
এই পীড়া অতিশয় কঠিন ও কষ্টকর। প্রথমে চক্ষু অন্ন

অন্ন চুলকাইতে থাকে, তাহার পর অত্যন্ত কৰ্ক কৰে ও ভিতরে বেদনা বোধ হয়; কোথাও চক্ষুর ভিতরে যেন হঠাৎ কীটাদি পড়িল এই রূপ বোধ হয় এবং দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে থাকে। চক্ষুর পাতা অত্যন্ত কুলিয়া উঠে; প্রথমে চক্ষের জল, তাহার পর পুয় মিশ্রিত জল পড়ে; কণিনিকা রক্তবর্ণ হয়; মস্তক বেদনা করে, শরীর উষ্ণ এবং নাড়ী বেগবতী হয়, মধ্যে মধ্যে বমন ও বমনোদ্বেগ হইয়া থাকে।

চক্ষুরোগে মাদক দ্রব্য সেবন; অধিক মানসিক চিন্তা; রাত্রিজাগরণ; রোদ্র ধূম শীতল বায়ু, পূৰ্ণ ও উত্তরদিকের বায়ুসেবন; অধিক মৈথুন; মৎস্য, শাক, অন্ন, ঝাল, গুরুপাকদ্রব্য প্রভৃতি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

শালী, যব, গম, ছোলা, মুগ, মাংস, ডিম্ব, দুগ্ধ, দ্রুতপক দ্রব্য; তিক্ত রস প্রভৃতি পথা চক্ষুরোগে প্রশস্ত। বাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় রোগী সৰ্ব্বথা একপ যত্ন করিবে। কেশ, চক্ষু, দেহ, পরিধেয় বস্ত্র এবং শয্যাাদি সৰ্ব্বতোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে।

চিকিৎসা—সামান্য পীড়াতে প্রথমাবস্থায় চক্ষুর উপরে উষ্ণ জলের স্বেদ, অথবা জলে পোস্তের ডেঁড়ী সিদ্ধ করিয়া তাহার স্বেদ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। তখন চক্ষের সঙ্গে সাধারণ রস মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর ভিতরে দিলে ফল হয়। বৈদ্যেরা রসাত ও গুনদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া চক্ষে দেন। সন্নাসীরা, তাত্র পাত্রে দুগ্ধ ও দারুহরিদ্রা; কিম্বা হরীতকী, কামিনীকাঠ ও বিণ্ডু গব্যায়ত তাত্র পাত্রে ঘষিয়া চক্ষুর ভিতরে প্রয়োগ করিতে বলেন। এলোপ্যাথী মতে, অর্দ্ধছটাক গোলাপ জল, ২৥ রক্তি ফট্কিরি এবং ২৥ রতি সল্ফেট অব্ জিঙ্ক একত্র মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর ভিতরে দিবে। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসকেরা একোনাইট, ১২ ডা০, কিম্বা বেলেডোনা ১২ ডা০ ২।১ বিশু পরিমাণে জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দেন। ফলতঃ যে কোন ঔষধ হউক না কেন, একটু কালবিলম্ব না হইলে পীড়ার প্রতীকার হয় না।

পূয়জনক প্রদাহের প্রথমাবস্থাতেই চক্ষুর ভিতরে ও উপরে কাষ্টুকী প্রয়োগ করিবে। চক্ষুর ভিতরে প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত গোলাপ জল অর্দ্ধছটাক, কাষ্টুকী অর্দ্ধগ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রতাহ চারি পাঁচ বার চক্ষুর ভিতরে দিবে। গোলাপ জল অর্দ্ধছটাক, কাষ্টুকী ১৫ গ্রেণ ইহা একত্র মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর

পাতার উপরে উত্তম রূপে লাগাইবে। এবং তুল ও বস্ত্র দ্বারা চক্ষু বান্ধিয়া রাখিবে। সেবনের নিমিত্ত কুইনাইন্ লোহ ও পার্থিবান্ন প্রশস্ত। উপদংশ ও প্রমেহ রোগীর এবং শিশুদেরও এই প্রকার রোগ ঘটে। চক্ষুর যে কোন পীড়া হউক না কেন, সত্বর সূচিকিংসকের পরামর্শ লইবে।

অভিযান্দনগর (ক্লী) অভিযান্দেন প্রধান নগরাত্তিরক্ষা কৃতং নগরম্। শাখা নগর। প্রধান নগরে অধিক লোক হইলে, উদ্ধৃত লোক দ্বারা স্থাপিত নূতন নগর। অভিযান্দরমণ (ক্লী) ৬-তৎ। রতিম্মান।

অভিযান্দবমন (ক্লী) ৬-তৎ। নগরের অতিরিক্ত লোকদিগের নিঃসারণ।

অভিযান্দিন্। অভিযান্দিন্ (ত্রি) অভিযান্দতে অভিযান্দ-গিনি। অপ্রাণি কর্তরি বা যত্নম্। যে সকল নিকে ক্ষরিতেছে। [যত্নের স্বত্র অভিযান্দ শব্দে দেখ]।

অভিযুঙ্গ (পুং) অভিযজাতে অভি-যজ্ঞ-ঘঞ। উৎকট রাগ। অতিশয় অমুরাগ। অহংবুদ্ধি। [যত্নের স্বত্র এবং জ স্থানে গ হইবার স্বত্র অভিষেকা শব্দে দেখ]।

অভিসংরক্ত (ত্রি) অভিসংরভাতে অ অভি-সম্-রভ-ক্। জুহ। *। অসন্ততোদ্ধোহঃ। পা ৮। ২। ৭০। ধা ধাতু ভিন্ন ঋষের পরস্থিত ত ও থ স্থানে ধ হয়। *। ঝলাং জশ্ ঝশি। পা ৮। ৪। ৫০। ঋশ্ পরে থাকিলে ঝলের স্থানে জশ্ হয়।

অভিসংরতি (ক্লী) অভি-সম্-বৃ-ক্তিন্। ব্যবহার। অভি-নিপ্পন্ন।

অভিসংশ্রয় (পুং) অভিভতঃ সংশ্রয়ঃ। প্রাদি স০। অভি-সম্-শ্রি-অচ্। সর্বথা আশ্রয়।

অভিসংসার (পুং) অভিভতঃ সম্ সম্যক্ সরতি গচ্ছতি। অভি-সম্-স-ঘঞ। জগৎ। (অব্য) সংসারগ্রাভিমুখ্যাম্। অব্যয়ী। সংসারের অভিমুখ। অভি-সম্-স গমূল্ অভি-সংসারম্। অভিগমন করিয়া। এখানে অভির দ্বারা বীণা অর্থ প্রকাশ হইতেছে বলিয়া দ্বিত্ব হয় নাই।

অভিসংহিত (ত্রি) অভি-সম্-ধা-কক্ষণি-কর্তরি বা ক্। কোন ফলের উদ্দেশে কৃত। অভিসন্ধির বিষয়। অভি-সন্ধি কর্তা। *। দধাতে হিঁ। পা। ৭। ৪। ৪২। ক ইৎ তকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাৎ ধাতু স্থানে হি আদেশ হয়।

অভিসম্ভাপ (পুং) অভি-সম্-তপ্-ভাবে ঘঞ। অভি-সম্ভাপ। অভিসম্ভাপ্যতেহস্মিন্ অধিকরণে ঘঞ্। যুদ্ধ।

অভিসম্ভাষ্যতেহেনেন অভি-সম্-ভপ্-গিচ্ করণে অচ্।
অভিশাপ।

অভিসন্ধক (ত্রি) অভি ধৰ্ম্ণং সন্ধস্তে অভি-সম্-ধা-ক
স্বার্থে কন্। পরের গুণ সহ্য করিতে না পারিয়া আক্ষেপ
কারী। পরগুণাসহিষ্ণু।

অভিসন্ধা (স্ত্রী) অভি-সম্-ধা-ভাবে অঙ্। অভিসন্ধি।
ফলোদ্দেশ। বঞ্চনা।

অভিসন্ধান (স্ত্রী) অভি-সম্-ধা-লুট্। পর বঞ্চন। ফলো-
দ্দেশ। অভিসন্ধি।

অভিসন্ধায় (পুং) অভি-সম্-ধা-বাহুলকাৎ ৭, ষঞ্ বা।
অভিসন্ধি। ফলাদির উদ্দেশ। (অব্য) ল্যপ্। ফলাদির
উদ্দেশ করিয়া।

অভিসন্ধি (পুং) অভি-সম্-ধা-ভাবে কি। ফলাদির উদ্দেশ।
অভিসন্ধান।

অভিসন্ধিত (ত্রি) অভিসন্ধা জাতা অত্র তারকাদি-
ইতচ্। উদ্দেশ বিশিষ্ট। অভিসন্ধির বিষয়।

অভিসম্পত্তি (স্ত্রী) অতিতঃ সম্পত্তিঃ। প্রাদি সৎ। অভি-
সম্-পদ-কিন্। সকল দিকে সম্পত্তি। একরূপ দ্রব্যের
অত্র রূপ হওয়া। [অভিসম্পদ শব্দে সূত্র দেখ]।

অভিসম্পদ (স্ত্রী) অভি অতিশয়া সম্পৎ। প্রাদি সৎ।
অধিক সম্পত্তি। অধিক ধন। *। সম্পদাদিভ্যঃ কিপ্।
কিন্দ্রপীষ্যতে। (বাগ্ভিক, পা ৩। ৩। ৯৪। সূত্রে)। সম্প-
দাদির উত্তর কিপ্ প্রত্যয় হয়। কিন্ প্রত্যয়ও বিহিত
হইয়া থাকে। যেমন, কিপ্-সম্পৎ, বিপৎ, প্রতিপৎ,
আপৎ, ক্ষুৎ। কিন্-সম্পত্তি, বিপত্তি।

অভিসম্পদ (অব্য) সম্পদমভিলক্ষীকৃত্য টজস্ত অব্যয়ী।
সম্পদকে অভিলক্ষ্য করিয়া। *। ঝয়ঃ। পা ৫। ৪।
১১১। ঝয়্ অন্ত অব্যয়ীভাবের উত্তর বিকল্পে টচ্ প্রত্যয়
হয়। টচ্ না হইলে অভিসম্পদ এই রূপই থাকিবে।

অভিসম্পাত (পুং) অভি সামুখ্যেন সম্পত্তস্তি সঙ্কল্পস্তে
হস্মিন্। আধারে ষঞ্। যুদ্ধ। ভাবে ষঞ্। পতন।
সম্পত্তস্তি বিনশস্তি অনেন করণে ষঞ্। অভিশাপ।

অভিসম্বন্ধ (পুং) অভিভঃ সম্বধ্যতে। অভি-সম্-বন্ধ-ষঞ্।
প্রাদি সৎ। অধিক সম্বন্ধ। বিশিষ্ট বৃদ্ধির হেতু। বাক্যা-
দিতে আকাঙ্ক্ষিত পদের অময়।

অভিসর (পুং) অভিভঃ সরতি অভি-স্ব-ব। সহায়।
অমুচর।

অভিসরণ (স্ত্রী) অভিভঃ সরণম্। প্রাদি সৎ। অভিগমন।
সমুদ্যে গমন। নায়কের অমুরাগহেতু নায়িকার জন্ত

সঙ্কেতস্থানে গমন। অথবা নায়িকার অমুরাগহেতু
নায়কের জন্ত সঙ্কেত স্থানে গমন। অমুরণ। অভিসার।
অভিসর্জন (স্ত্রী) অভি স্বজ-ভাবে লুট্। দান। বধ।
উৎসর্গ।

অভিনায় (অব্য) সো-ণ সায়ঃ। আভিমুখ্যং সায়ন্ত অব্যয়ী।
সন্ধ্যাকালাভিমুখে।

অভিনায় (পুং) অভি সরন্তি গচ্ছন্তি অস্মিন্ অভি-স্ব-বঞ্।
যুদ্ধ। বল। সহায়। নায়কের অমুরাগ হেতু নায়িকার
জন্ত সঙ্কেতস্থানে গমন। অথবা নায়িকার অমুরাগ হেতু
নায়কের জন্ত সঙ্কেত স্থানে গমন। কর্ত্তরি ষঞ্। অমুচর।

অভিনায়িকা (স্ত্রী) অভিসরতি অভিসারয়তি বা সঙ্কেত
স্থানম্ অভি-স্ব-ধূল্, গিচ্ ধূল্ বা। স্বীয়াদি যোল
প্রকার নায়িকা মধ্যে অষ্টাবস্থা বিশিষ্ট অষ্টনায়িকার
অন্তর্গত নায়িকা বিশেষ। নায়কের সহিত পরামর্শ-
করিয়া যে নায়িকা সঙ্কেতস্থানে গমন করে। যে নায়িকা
নায়ককে সঙ্কেতস্থানে পাঠাইয়া দেয়।

অভিসারয়তে কাস্তং বা মনুগ বশবদা।

স্বয়ং বাভিসরত্যোষা ধীতৈরুক্তাভিসারিকা। সাহিত্যাদে।

যে স্ত্রী মনুগ পীড়িত হইয়া কাস্তকে সঙ্কেতস্থলে
পাঠাইয়া দেয় অথবা তথায় স্বয়ং গমন করে, পণ্ডিতেরা
তাহাকে অভিসারিকা নায়িকা কহেন।

অভিসারিকা নায়িকার চেষ্টা চারি প্রকার। যথা,—
সময়ানুরূপ বেশভূষা, শঙ্কা, বৃদ্ধির নিপুণতা এবং কপট
সাহসাদি। রসমঞ্জরীতে তিন প্রকার অভিসারিকার
উল্লেখ আছে। দিব্যভিসারিকা, জ্যোৎস্নাভিসারিকা
এবং অন্ধকারাভিসারিকা।

ভারতচন্দ্র রায় রসমঞ্জরীতে অভিসারিকার বিষয়
এই রূপ লিখিয়াছেন,—

স্বামীর সঙ্কেতস্থলে যে করে গমন।

তারে অভিসারিকা বলয়ে কবিগণ॥

নিকট সঙ্কেত সময় আইল।

শুনে রসময়ী মুরলী গাইল।

ধরি ধমুশর মদন ধাইল,

চলে নিধুবনে কামিনী।

অভিসারিন্ (ত্রি) অভি সামুখ্যেন সরতি গচ্ছতি অভি-
স্ব-গিনি। যে সমুখে গমন করে। অমুচর। (স্ত্রী) ভীপ্-
অমুরিগী। অমুচরী। বৈদিকছন্দো বিশেষ। বাহার
হুই পাদ বৈরাজ এবং হুই পাদ জাগত সেই ছন্দের নাম
অভিসারিণী।

অভিসৃষ্ট (ত্রি) অভিসৃজ্যতে স্ম। অভিসৃজ-ক্ত। দত্ত।
উৎসৃষ্ট। যাহার উৎসর্গ করা হইয়াছে। যাহা পরিত্যাগ
করা হইয়াছে। *। ত্রশ্চ ভ্রমজ্জ মজ্জ মজ্জ যজ রাজ ভ্রাজ
ছশাং যঃ। পা ৮। ২। ৩৬। ঝল্ পরে থাকিলে এবং
পদান্ত বিষয়ে ত্রশ্চ আদি সাতটা ধাতুর এবং ছ ও শ
অন্ত ধাতুর অন্ত্যদেশ য হয়।

অভিস্বর (ক্লী) স্ব-ভারে-বিচ্-স্বঃ, অভিতঃ স্বঃ স্বরণঃ
শব্দো বা যন্ত। অতিশয় স্বরণকৃত স্তোত্র বিশেষ। অধিক
শব্দ যুক্ত স্তব।

অভিস্বর (পুং) অভি-স্ব-অপ্। সম্মুখে পাঠান।

অভিহত (ত্রি) অভি-হন-ক্ত। অভিঘাত সংযোগ যুক্ত।
তাড়িত। গুণিত। *। অনুদাত্তোপদেশ বনতিতনো-
ত্যানীনামনুনাসিক লোপো ঝলি কণ্ঠিত। পা ৬। ৪।
৩৭। ক ও ঙ ইং ঝল্ পরে থাকিলে অনুনাসিক অন্ত
অনুদাত্তোপদেশ (যম রম নম গম হন মন) বন তন
ইত্যাদি (তন ক্ষণ ক্ষিণ-ঋণ-তৃণ-দৃণ-বন-মন) এই
সকল ধাতুর অনুনাসিকের লোপ হয়।

অভিহরণ (ক্লী) অভি-হৃ-লুট্। সম্মুখে আহরণ। সম্মুখে
আনা। বিবাহাদিতে যৌতুক দান।

অভিহব (পুং) অভিহুয়তে অভি-হ্বে-অপ্। সম্মুখে
আহ্বান। *। স্বঃ সম্প্রসারণঞ্চ ত্র্যুপবিষু। পা ৩। ৭২।
নি অভি উপ বি, ইহাদের পর হ্বে ধাতুর সম্প্রসারণ হয়
এবং তাহার উত্তর অপ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে।

অভিহস্ত (ত্রি) অভিহস্ততে অভি-হস্-যৎ। উপহসনীয়।
উপহাসের বিষয়। [যতের সূত্র অভিযহ্ শব্দে দেখ]।
(অব্য) অভি-হস-ল্যপ্। উপহাস করিয়া।

অভিহার (পুং) অভি-হৃ-ঘঞ্। অপকার করিবার
ইচ্ছায় সম্মুখে যাইয়া আক্রমণ। সম্মুখে চরণ। আলি-
ঙ্গন। মেলন। চৌর্য্য। চুরি করা। অভিযোগ। বন্ধন।
(অভিহারোভিযোগে চ। চৌর্য্যে সন্নহনে ইপি চ। অমর
বিশৌ)। কবচ ধারণ।

অভিহিত (ত্রি) অভি-ধা-ক্ত। ভাষিত, উদ্ভিত, জল্পিত,
আখ্যাত, লপিত। (উক্লং ভাষিতমুদ্ভিতং জল্পিত-
মাখ্যাতমভিহিতং লপিতম্। অমর)। অভিধা বৃত্তি-
দ্বারা বোধিত। উক্ত। কথিত। *। অনভিহিতে। পা ২।
৩। ১। কক্ষণি দ্বিতীয়া। পা ২। ৩। ২। অনভিহিত
(অনুক্ত)। কর্ণে দ্বিতীয়া হয়। অর্থাৎ উক্ত কর্ণে দ্বিতীয়া
হয় না। ‘অভিহিতেতু কক্ষণি প্রাতিপাদিকার্থ মাত্র ইতি
প্রথমৈব’। (সিং কো)। অভিধানঞ্চ প্রায়েণ তিঙ্

কৃত্তক্তি সমাসে। (সিং কো)। তিঙে যথা,—‘লক্ষ্য
সেবিতা’। লক্ষী কর্তৃক সেবিত হইয়াছেন। তক্টিতে
যথা,—‘শতেন ক্রীতঃ শতাঃ’। যাহাকে শত বস্তু দ্বারা
ক্রয় করা হইয়াছে, তাহার নাম শতা। সমাসে যথা,—
‘প্রাপ্ত আনন্দো যং স প্রাপ্তানন্দঃ’। আনন্দ যাহাকে
প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার নাম প্রাপ্তানন্দ। এখানে তিঙ্
ক্লং তক্টিত এবং সমাস এই সকল দ্বারা যে সকল বস্তু
বা ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে, তৎসমুদায় উক্ত হওয়ায় তাহাতে
প্রথমা হইল। ‘কচিল্পিপাতেনাভিধানম্। যথা, বিষ-
বৃক্ষোপি সম্বন্ধা স্বয়ং ছেতু মসাম্প্রতম্’। বিষবৃক্ষকেও উক্ত
রূপে বদ্ধিত করিয়া নিজে ছেদন করা যুক্তিসঙ্গত
নহে। এখানে সাম্প্রতং এই অব্যয় নিপাতের যোগে
বিষবৃক্ষ উক্ত হওয়ায় তাহাতে প্রথমা হইয়াছে। এবং
‘হিমালয়ো নাম নগাদিরাজঃ’। হিমালয় নামে পর্ব্বত
রাজা। এখানে নাম এই অব্যয় নিপাতের যোগে
হিমালয় উক্ত হওয়ায় তাহাতে প্রথমা হইয়াছে।

অভিহিতাশ্বয় (পুং) অভিহিতানাম্ অভিধায়া লক্ষণায়া
বা পদোপস্থাপিতানাম্ অর্থানাম্ অশ্বয়ঃ সম্বন্ধঃ। মধ্য-
পদলোপী ৬-তৎ। প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে, কোন
বাক্যের প্রথমে প্রত্যেক পদগুলির অর্থ বুঝিতে
পারিলে তাহার পর বাক্যার্থের অশ্বয় বুঝিতে পারা
যায়। কিন্তু ইহাও আবার তাৎপর্যাখ্য বৃত্তিসাপেক্ষ।
এখনকার নৈয়ায়িকেরা তাহাকে সংসর্গমর্যাদা কহেন।
প্রথমে সকল পদার্থের বোধ হইলে পর, বাক্যার্থের
অশ্বয় হয় বলিয়া প্রাচীনেরা ইহাকে অভিহিতাশ্বয়
কহেন। মীমাংসকদের মতে, প্রথমে ক্রিয়া ও কার-
কের অশ্বয়বোধ হয়, পরে তাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায়।
অভিহিতাশ্বয়বাদিন্ (পুং) অভিহিতানাম্ অভিধায়া লক্ষ-
ণায়া বা পদোপস্থাপিতানাম্ অর্থানাম্ অশ্বয়ঃ পরস্পর
সম্বন্ধঃ বদতি অভিহিতাশ্বয়-বদ-গিনি। উপসং। প্রাচীন
নৈয়ায়িক, যাহারা প্রথমে প্রত্যেক পদের অর্থ বোধ
স্বীকার করিয়া পরে বাক্যার্থের অশ্বয় বোধ স্বীকার
করেন।

অভিহুতি (ক্লী) অভি-হ্বে-ক্তিন্। সম্প্রসারণঃ দীর্ঘশ্চ।
আভিমুখে আহ্বান। সম্মুখে আহ্বান। ডাকা। *।
বচি স্বপি যজাদীনাং কিত। পা ৬। ১। ১৫। ক ইং
প্রত্যয় পরে থাকিলে বচ স্বপ ও যজাদির সম্প্রসারণ
হয়। [যজাদিগণে হ্বেঙ্ দেখ]। *। হলঃ। পা ৬।
৪। ২। অঙ্গ অবয়বের উত্তর হলবর্ণের সম্প্রসারণ হইলে

তদন্ত অঙ্গ দীর্ঘ হয়। অভি-ক্-কিন্ পৃ. সাধুঃ। কুটিল
বতাব।

অভিক্ৰুং (ত্রি) অভি-ক্-কর্মণি-অতি বেদে পৃ. ন গুণঃ।
সমুখ হইয়া যাহাকে হরণ করা যায়।

অভিক্ৰু (ত্রি) অভি-ক্-বিচ্। কুটিল গমনকারী।
অভি-ক্-কর্মণি অণ্। অভিক্ৰু। গন্তবাদেশাদি।

অভিক্ৰুং (ত্রি) ক্ কোটিল্যে-কর্তৃণি অতি। সমুখ হইয়া
কুটিল কর্মকারী।

অভী (ত্রি) নাস্তি ভীর্ভয়ং যন্ত। বহুব্রী। নির্ভয়। ভয়-
শূত্র। যাহার ভয় নাই। বা কবতাবঃ।

অভীক (ত্রি) অভি-কন্-দীর্ঘশ্চ। কাময়মান। কামুক।
ইচ্ছুক। ক্রু। উৎসুক। [অভিক শব্দ দেখ]। (ত্রি)
অভি-ইণ্-কচ্ অভিগত। কবি। স্বামী। নাস্তিভীষন্ত
অভী-কপ্। নির্ভীক। ভয় শূত্র। ভয় হীন। অভি-ইণ্
(অলীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪। ২৫) ইতি কীকন্। আভিমুখ্যম্
এতি। সংগ্রাম। আসন্ন। (নিরুক্ত)।

অভীক্ৰু (ত্রি) অভি-ক্-তেজনে-বাহলং ড দীর্ঘশ্চ। অভি-
গতং কণং বা পৃ. সাধুঃ। সন্তত। নিরন্তর। ভূশ। অতি-
শয়। (ক্ৰী) ক্রিয়ার পৌনঃপুণ্য। বারম্বার।

অভীক্ৰুম্ (অব্য) অভি-ক্-বাহলং ডমু পৃ. দীর্ঘঃ। পুনঃ
পুনঃ। মুহঃ। শব্দং। অসক্ৰুণ্যনিত্য। ‘মুহঃ পুনঃ পুনঃ শব্দ-
ভীক্ৰুমসক্ৰুণ্যমাঃ’। (অমর)।

অভীত (ত্রি) অভি-ইণ্-ক্ত। অভিগত। প্রাপ্ত। ন
ভীতম্। নঞ-তৎ। ভীত নহে। উৎসাহাদিত।

অভীতি (ত্রি) নাস্তি ভীর্ভীষন্ত। নঞ-বহুব্রী। নির্ভয়।
ভয় শূত্র। (ক্ৰী) অভাবে নঞ-তৎ। ভয়ের অভাব।
অভয়দায়ক মুদ্রাবিশেষ। (পরশু মৃগবরাভীতিহস্তম্।
শিব ধ্যান)। অভি-ইণ্-কিন্। অভিগমন। অভি-
ইণ্-কর্মণি-কিন্। সমীপ।

অভীপৎ (ত্রি) অভি-পৎ-কিপ্ পৃ. দীর্ঘঃ। অভিগমন
কর্তা। যে অভিগমন করে।

অভীপ্সিত (ত্রি) অভি-আপ্-সন্-ক্ত। অভীষ্ট। অভি-
লবিত। বাঞ্ছিত। [অভিপ্রেপ্সু শব্দে হ্রদ দেখ]।

অভীপ্সু (ত্রি) অভ্যাপ্সু মিচ্ছুঃ অভি-আপ্-সন্-উ। অভি-
লাষুক। [হ্রদ অভিপ্রেপ্সু শব্দে দেখ]।

অভীম (ত্রি) বিভেত্যশ্চ ভী-মক্ ভীমঃ ততো নঞ-
তৎ। অর্জুনের অগ্রজ নহে। ভয়ানক নহে। ভয়ঙ্কর
নহে। *। ভিন্নঃ বুধা। উণ্ ১। ১৪৫। ভী ধাতুর উত্তর
মক্ হয় এবং ষিকরে বুগাগম হয়। বুক্ হইলে ভীম

এই প্রকার রূপ হইবে। (ভীমোহর্জুনাগ্রজে চাখ ভীমো-
গন্ধাঙ্গজে হ্যভৌ। ঘোরে ক্রীবে। ইত্যাদি কোষঃ)।

অভীমান (পুং) অভি-মন-ঘঞ্ বা দীর্ঘঃ। [অভিমান
শব্দের অর্থ দেখ]।

অভীর (পুং) আভিমুখ্যেন ইরয়তি প্রেরয়তি গাঃ অভি-
ঈর-অচ্। গোপ। গয়লা বাহার্য দোড়াদোড়ী
করিয়া গোফুর পাল ফিরায।

পূর্বে কৃষ্ণ এবং গোদাবরীর কূলে বিস্তর অভীর বা
আভীর জাতির বাস ছিল। সিদ্ধু নদের কূলেও ইহার
বাস করিত। পৌরাণিক মতে ইহার অসভ্য মৈচ্ছজাতি।
সিদ্ধু নদের তটবর্তী আভীরের কৃষ্ণের ঘোষণত রমনীকে
হরণ করিয়া লইয়াছিল। এখন এই জাতিকে আমরা
আহির বলিয়া থাকি। কৃষ্ণনদের নিকটে গোবর্দ্ধন
নামে একটা পর্বত আছে। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ পর্বত
নির্ম্মাণ করেন। বনবাসের সময়ে রামচন্দ্র ঐ স্থানে
আসিয়া গোবর্দ্ধন পর্বতকে পবিত্র করিয়াছিলেন ;
তজ্জন্ত ইহা স্বর্গভূম্য স্থান হইয়াছে। ভরদ্বাজমুনি ঐ
স্থানে একটা নগর স্থাপিত করেন। ঐ নগর উদ্যান
ও সরোবরে সুশোভিত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে, ঐ
স্থানকে অভীর দেশও কহে। কথিত আছে, অত্রি এবং
ভরদ্বাজ বংশের কোন কোন জাতি এখনও ঐ স্থানে
বাস করে। বোধ হয়, তাহার অনার্য জাতির স্ত্রীর
গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কান্দিশে—বল্লিক, বল্লব,
বাতধান, অভীর প্রভৃতি নাম শুনিতে পাওয়া যায়।
কলতোয়ক, অপরীত, শূদ্র, পল্লব, চর্ম্মচন্দ্রক, কণ্ঠোজ,
দরদ, বর্কর প্রভৃতি আরও অনেকগুলি নাম প্রসিদ্ধ
আছে।

অভীকু। অভীলু। অভীকুক। অভীলুক (ত্রি) বিভেতি
ভী-ক্, ভী-ক্ৰক্, ভী-ক্কক্। ভয়শীল নহে। ভীকু নহে।
(ক্ৰী) বা উঙ-অভীকু অভীকু। শতমূলী। (শতমূলী
বহুমতী ভীকুরিন্দীবরীবরী। অমর)। *। ভিন্নঃ কুরু-
কনো। পা ৩। ২। ১৭৪। কুরুমপি বাচ্যঃ। (বাস্তবিক
উল্লিখিত হ্রদে)। ভীধাতুর উত্তর ক্ৰু এবং ক্কক্ প্রত্যয়
হয়। এবং ক্কক্ ও হইয়া থাকে। ‘অভীলু’ এখানে
রেফ স্থানে লকার হইয়াছে।

অভীকুণ (ত্রি) অভি-ক্-বাহলং-উনন্ দীর্ঘঃ। সমুখ।

অভীকুপত্রী (ক্ৰী) ন ভীকুণি ভীকুবৎ ন সঙ্কুচিতানি
পত্রাণ্যস্তাঃ। নঞ-বহুব্রী। জাতিস্বাৎ ভীপ্। শতমূলী।
(শতমূলী ইত্যাদি অভীকুপত্রী নারায়ণ্যঃ শতাবরী। অমর)

অভীল (ক্লী) অভিভূতঃ ইরয়তি প্রেরয়তি অভি-ঈর-অচ্-
 রন্ত লভ্‌ম্। যথা অভি ইত্যন্ততঃ এলয়তি গময়তি অভি-
 চূরা-ইল-ক। কষ্ট। ভয়ঙ্কর। (ত্রি) অভি ইত্যন্ততঃ
 ঈলং কষ্টং গমনং বা যন্ত। বহুব্রী। ক্লেশযুক্ত। ভয়যুক্ত।
 অভীলাপ (পুং) অভি-লপ-ভাবে ঘঞ্ বা দীর্ঘঃ। অভি-
 মুখে কথন রূপ শব্দ। [অভিলাপ শব্দে হ্রস্ব দেখ]।
 অভীবর্গ (পুং) অভি-বৃজ-অধিকরণে ঘঞ্। অভিমুখ
 সমূহ। অভিমুখ বহুব্যক্তি। [ক্রুরের হ্রস্ব অভিষেক্য শব্দে
 এবং দীর্ঘের হ্রস্ব অভিলাপ শব্দে দেখ]।
 অভীবর্ত্ত (পুং) অভি-বর্ত্ত-করণে ঘঞ্ উপসর্গ দীর্ঘঃ। ব্রহ্মসাম।
 ব্রহ্মসম্বাদ বিশেষ। অভি-বর্ত্তয়তি সর্গাণি ভূতানি দ্বাদশ
 মাসান্‌ যদুভূতান্‌ বা পরিবর্ত্তয়তি অভি-বৃত্ত-কর্ত্তরি ঘঞ্
 উপসর্গ দীর্ঘঃ। সংবৎসর। হ্রস্ব বিশেষ। অভি-বৃত্তি-
 সাধন ঘটাদি। [দীর্ঘের হ্রস্ব অভিলাপ দেখ]।
 অভীশু (পুং) অভি-অশু ব্যাপ্তৌ বাহুল্যকাৎ উ। দ্বাদশব-
 যন্ত আকারান্তেকারশ্চ। অথবা, অভি-ঈশ ঐশ্বর্যো-উ।
 অথবা, অভি-অশ-উ। রশ্মি। বাহু। অঙ্গুলি। ভূতান
 দেবতা।
 অভীশুমৎ (পুং) অভীশবঃ কিরণাঃ সন্ত্যস্ত বাহুল্যার্থে
 নত্প্। স্বর্য।
 অভীষক (পুং) অভি-সঙ্গ-ঘঞ্ উপসর্গ দীর্ঘঃ। পরাভব।
 শপথ। দিব্য। বাসন। আসক্তি। ভূত ডাইন প্রভৃতিতে
 পাওয়া। আক্রোশ। ‘আক্রোশনমভীষকঃ’। (অমর)।
 [উপসর্গ দীর্ঘের হ্রস্ব অভিলাপ শব্দে, যত্নের হ্রস্ব অভি-
 যবণ শব্দে দেখ]।
 অভীষু (পুং) অভি-ইষাতে বাহুল্যতে অভি-ইষ-কন্‌পি কু।
 কিরণ। অশ্বরজ্জু। প্রগ্রহ। লাগাম। কাম। অমুরাগ।
 (অভীষুঃ প্রগ্রহরোচিবোঃ। হেম)। *। সূত্রঃ। পা ৮।
 ৩। ১০৭। (ইকঃ সূত্রীতি দীর্ঘঃ। নশ্চ ধাতুস্‌হোক্তবৃত্তা
 ইতি গদ্যম্। বার্ত্তিক উক্ত হ্রস্বে)। সূত্রঃ এই নিপাতের
 পূর্বপদে নিমিত্ত বিদ্যমান থাকিলে পর পদে বেদ
 বিষয়ে মূর্দ্ধন্ত আদেশ হয়। সূত্রঃ পরে থাকিলে পূর্বের
 ইক দীর্ঘ হয় এবং ধাতুস্থিত রেফ বা যকার পরে দণ্ড্য
 নকার মূর্দ্ধন্ত হইয়া থাকে। যেমন—অভীষণঃ। উষ্ণঃ
 ইত্যাদি।
 অভীষ্ট (ত্রি) অভি-ইষাতে অ অভি-ইষ-ক। বাঞ্ছিত।
 দরিত। বল্লভ। হৃদ্য। প্রিয়। অভীপ্সিত। (অভীষ্টে
 অভীপ্সিতং হৃদ্যং দরিতং বল্লভং প্রিয়ম্। অমর)। অভি-

যজ-ক। পুঞ্জিত।
 অভুক্ত (ত্রি) ভূক্ত-ভূক্তং ততো নঞ-তৎ। অভক্ষিত
 বস্তু। যাহা ভোজন করা হয় নাই। যাহার ফল ভোগ
 করা হয় নাই। ভূক্ত-ভাবে ক্ত ভূক্তং ভোজনং তদন্তা-
 ত্তীতি অর্শ আদি। অচ্ ততো নঞ-তৎ। অভুক্ত
 ব্যক্তি। উপবাসী। ‘কথং ভুক্তা ব্রাহ্মণা ইতি ভুক্ত-
 মস্তি এষামিতি মত্বর্ধীয়োহচ্’। (সিং কো)।
 অভুক্তমূল (ক্লী) অভুক্তং মূলং পিতৃধনং যস্মিন্‌ যেন বা।
 যে কালে জন্মিলে সন্তান পিতৃধন ভোগ করিতে পায়
 না। জ্যেষ্ঠার শেষ চারি দণ্ড এবং মূলার আদি চারি
 দণ্ড।
 জ্যেষ্ঠান্তে ঘটিকে দ্বৈচ মূলদ্বাঘটিকাধয়ম্।
 অভুক্তমূলগিত্যাহরজ্ঞাতং তত্র বিবর্জ্যেৎ। (বশি)।
 জ্যেষ্ঠানক্ষত্রের শেষ দুই ঘটিকা এবং মূলানক্ষত্রের
 প্রথম দুই ঘটিকার নাম অভুক্তমূল। তৎকালে সন্তান
 জন্মিলে তাহার মৃত্যু হয়; অতএব তাহার জাতফলাদি
 গণনা করিবে না।
 অভুক্ত (ত্রি) ন ভুক্তে ভূক্ত-কিপ্। নঞ-তৎ। অভক্ষক।
 অভূত (ত্রি) ন ভূতম্। নঞ-তৎ। অতীত কাল নহে।
 অতীত হয় নাই। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত নহে। পিশাচাদি
 নহে। জন্ত নহে। মিথ্যাত্ব। অবিদ্যমান। ‘ভূতং
 জ্ঞানৌ পিশাচাদৌ জ্ঞান্যো সত্যোপমানয়োঃ’। (বিশ্ব)।
 অভূততত্ত্বাব (পুং) অভূতস্ত যথাভাবাপ্রাপ্তস্ত তেন
 রূপেণ ভাবঃ উৎপত্তিঃ। ৬-তৎ। কোন বস্তুর পূর্বে
 যে ভাব ছিল না, পরে সেই ভাবপ্রাপ্তি। যেমন, হৃদ
 তরল পদার্থ,—ঘন নহে। কিন্তু ক্ষীর ঘন। তাই ক্ষীরকে
 ‘ঘনীভূত পয়ঃ’ বলা যায়। হৃদের ঘন ভাব ছিল না,
 পরে ঘন ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাকেই ‘অভূততত্ত্বাব’
 কহে।
 অভূতপূর্ব (ত্রি) পূর্বঃ ভূতং ভূতপূর্বঃ ন ভূতপূর্বম্।
 নঞ-তৎ। (ভূতপূর্বের চরভিত্তি নির্দেশ্যং পূর্বনিপাতঃ।
 ভট্টোজি)। যাহা পূর্বে হয় নাই।
 অভূতানিবেশ (পুং) অভূতে অসত্যো বস্তুনি অভি-
 নিবেশঃ সত্যাত্মকলনম্। ৭-তৎ। মিথ্যা বস্তুতে সত্য
 কলনা। মিথ্যা বস্তুতে সত্য বস্তুর আরোপ।
 অভূতি (ক্লী) ভূ-ক্‌তিন্‌ অভাবে নঞ-তৎ। উৎপত্তির
 অভাব। সম্পত্তির অভাব। (ত্রি) নাস্তি ভূতির্ভূত।
 নঞ-বহুব্রী। জয়শূন্য। সম্পত্তিহীন।
 অভূমন্ (পুং) বহু-ইমনিচ্। ইকার লোপঃ ভূয়াদেশশ্চ

ভূমি ততো নঞ-তৎ। অধিক নহে। অন্ন,।*। বহা-
লোপো ভূ চ বহোঃ। পা ৬।৪।১৫৮। বহু শব্দের পর-
স্থিত ইষ্টন্ ইমনিচ্ ও ঈয়হন্ প্রত্যয়ের প্রথম বর্ণের
লোপ হয় এবং বহু শব্দের স্থানে ভূ আদেশ হইয়া থাকে।
(‘লোপঃ’—ইত্যতঃ প্রথমবর্ণ ইষ্যতে। বরদরাজ)।

অভূমি (স্ত্রী) ভূ-মি ভূমিঃ ততো নঞ-তৎ। অনাপ্রয়। অপাত্ন।
অবিষয়।*। ভুবঃ কিং। উণ্ ৪।৪৫। ভূ ধাতুর উত্তর
মি প্রত্যয় হয় এবং তাহা কিং হইয়া থাকে। অপ্রাশস্তো
নঞ-তৎ। অপ্রশস্ত ভূমি। (ত্রি) নাস্তি ভূমিযন্ত নঞ-
বহব্রী। ভূমিশূত্র। স্থানশূত্র।

অভূমিজ (ত্রি) ভূমৌ ভূম্যা বা জায়তে ভূমি-জন-ড
ভূমিজঃ ততো নঞ-তৎ। ভূমিজাত নহে। যাহা ভূমিতে
জন্মে নাই। আকাশাদিতে জাত জলাদি, মেঘাদি। অপ্র-
শস্ত ভূমিতে জাত ধাত্বাদি।

অভূয়িষ্ঠ (ত্রি) বহু-ইষ্টন্ ভূয়িষ্ঠঃ ততো নঞ-তৎ। অধিক
নহে। অন্ন,।*। ইষ্টন্ত যিট্ চ। পা ৬।৪।১৫৯। বহু
শব্দের উত্তর ইষ্টন্ প্রত্যয়ের প্রথম বর্ণ লোপ হইলে যিট্
আগম হয় এবং বহু শব্দের স্থানে ভূ আদেশ হইয়া থাকে।

অভেদ (পুং) অভাবে নঞ-তৎ। ভেদের অভাব। ঐক্য।
নাস্তি ভেদো যত্র (ত্রি)। বহব্রী। অভিন্ন। নির্বিশেষ।

অভেদ্য (ত্রি) ন ভেদন্তুং শক্যং ভিদ-শকার্থে গ্যাৎ ভেদ্যাম্।
নঞ-তৎ। ভেদ করিতে অশক্য। যাহা ভেদ করা
যায় না। (ক্লী) হীরক। হীরা। হীরাকে কোন ধাতু
দ্বারা ভেদ করা যায় না, তজ্জন্ত হীরার নাম অভেদ্য।

অভোজ্য (ত্রি) ন ভোক্তুং শক্যং শাস্ত্রনিষিদ্ধত্বাৎ ভূজ-
গ্যাৎ নিপাতনাৎ ন কৃষ্ম্। অভক্ষ্য। [অভক্ষ্য শব্দ
দেখ]। চণ্ডালাদি যে সকল জাতির অন্ন ভোজন
করিতে নাই।*। ভোজ্যং ভক্ষ্যে। পা ৭।৩।৬৯।
ভক্ষ্য অর্থ বুঝাইলে ভোজ্য শব্দ গ্যাৎ প্রত্যয় দ্বারা নিপা-
তনে সিদ্ধ হয়। তজ্জন্ত জ স্থানে গ হয় না।

অভৌম (ক্লী) ভূমৌ ভবং ভৌমঃ ততো নঞ-তৎ।
ভূমি জাত নহে। আকাশাদি জাত জলাদি।

অভ্যক্ত (ত্রি) অভি-অঞ্জ-ক্ত। আপাদ মন্তক তৈলাক্ত।

অভ্যক্ত (ক্লী) অভি-অশূ-ক্স অক্ষম্। অভিভঃ অক্ষম্।
প্রাদি সৎ। সর্কধা অথঙ। তিল কঙ্ক। খৈল। ঋগ্বেদের
শ্রাক প্রয়োগে অভ্যক্ত এই রূপ পাঠান্তর আছে।*।
কৃত্যশূভ্যাং ক্ক্ষঃ। উণ্ ৩।১৭।

অভ্যগ্র (ত্রি) অভিযুগ্মগ্রং যন্ত। আসন্ন। নিকট। অস্তিক।
অভ্যগ্র। ‘অস্তিকার্থ্যাভ্যগ্রা অপ্যভিতোহব্যয়ম্। (অমর)

অভ্যক্ত (পুং) অভ্যক্তে অঙ্গং দীপ্যতে যেন অতি-অঞ্জ-
করণে ঘঞ্ কৃষ্ণক। আপাদ মন্তক তৈলাদি মর্দন।
তৈলাদি মাখা। করণে লুট্। তৈলাদি। অভ্যক্ত শব্দের
অপভ্রংশে অভাঙ্ শব্দ প্রচলিত আছে। যেমন—তিনি
অভাঙ্ করিয়া তেল মাখিয়াছেন।

অভ্যঞ্জন (ক্লী) অভি-অঞ্জ-ভাবে লুট্। তৈল মর্দন।
চক্ষে কাজল দেওয়া। কাজল প্রস্তুতের দ্রব্য। অভি-
অঞ্জ-গিচ্-লুট্। তৈল মাখাইয়া দেওয়া। অভ্যঞ্জন
সাধনের কার্য বিশেষ।

অভ্যঞ্জনীয় (ত্রি) অভি অঞ্জ-কর্মণি অনীয়ন্। গায়ে
মাখিবার চন্দনাদি। মর্দন করিবার তৈল ঘৃতাদি।

অভ্যধিক (ভি) অভি অতিশয়ম্ অধিকম্। প্রাদি সৎ।
অধিক পরিমাণ। উৎকৃষ্টতম। অতি উৎকৃষ্ট।

অভ্যধ্ব (অব্য) অধ্বন আভিমুখ্যম্। টজন্ত অব্যয়ী।
পথের অভিমুখে। [অধ্যাত্ম শব্দে টচ্-হৃজ্ দেখ]।

অভ্যানুক্তা (স্ত্রী) অভি-অনু-জ্ঞা-অঙ্। অনুমতি।

অভ্যানুক্তাত (ত্রি) অভি-অনু-জ্ঞা-ক্ত। কোন বিষয়ে
নিযোজিত।

অভ্যানুক্তান (ক্লী) অভি-অনু-জ্ঞা-লুট্। অনুজ্ঞা। অনুমতি।

অভ্যানুক্ত (ত্রি) অভি-অনু-জ্ঞ-বচ বা ক্ত। প্রকাশরূপে
কথিত নহে।

অভ্যন্তর (ক্লী) অভিগতং প্রাপ্তম্ অন্তরম্ অবকাশং
মধ্যদেশং বা। প্রাদি সৎ। অন্তরাল। মধ্যস্থান। ‘অভ্য-
ন্তরন্তরালম্। অমর)। উভয়ের মধ্য। অন্তঃকরণ।
(ত্রি) অভ্যন্তরে ভবঃ অণ্ অভ্যন্তরম্ অন্তঃকরণত্ব।

অভ্যন্তরারাম (ত্রি) অভ্যন্তরে পরমাশ্রয়ি আশ্রয়তি
রম-কর্তরি ঘঞ্। আশ্রয়ারাম। আশ্রয়জ। যোগী।

অভ্যমন (ক্লী) অভিভঃ অমনং অম-গত্যা দৌ-ভাবে
লুট্। অভিগমন।

অভ্যমিত্র (ত্রি) অভ্যম্যতে অভি-অম-কর্মণি ক্ত।
কৃষ্ণ। পীড়িত। আতুর।*। কৃষ্যমন্ত্রসংঘূষাশ্রমাম্। পা
৭।২।২৮। কৃষি অমন্ত্র সংঘুষ আশ্রম এই সকল ধাতুর
পরস্থিত নিষ্ঠা প্রত্যয় স্থানে বিকল্পে ইট্ হয়। অতএব,
ইট্ হইলে ‘অভ্যমিত্র’ এই প্রকার রূপ হইবে এবং ইট্
না হইলে অভ্যাস্ত্র এই প্রকার রূপ হইবে। উভয় শব্দের
অর্থ এক রূপ। (আতুরোহভ্যমিত্রোহভ্যাস্ত্রঃ। অমর)।

অভ্যমিত্র (অব্য) অম-ইত্র অমিত্রঃ শব্দঃ। তস্তাভিমুখ্যম্
আভিমুখ্যে অব্যয়ী। শব্দের আভিমুখ্য। শব্দের সম্মুখ।
।*। অশেষবিত্তি চিং। উণ্ ৪।১৭৩। অম ধাতুর

উত্তর ইত্র প্রত্যয় হয় শক্র বন্ধাইলে। অভ্যমিত্র—যৎ
অভ্যমিত্রা। খ—অভ্যমিত্রীণ। চ—অভ্যমিত্রীয়। শক্রর
সম্মুখীন। *। অভ্যমিত্রাচ্চ। পা ৫।২।১৭। দ্বিতীয়া
সমর্থ অলংগামী এই অর্থে অভ্যমিত্র শব্দের উত্তর চ
প্রত্যয় হয় এবং যৎ ও খ প্রত্যয়ও হইয়া থাকে।
(অমিত্রাভিমুখং সূত্র গচ্ছতীতার্থঃ। কাশিকা)।

অভ্যমিন্ (ত্রি) অভি-অম-কর্তরি বিনি। রোগযুক্ত।
সম্মুখবর্তী হইয়া পীড়ন কর্তা।

অভ্যায় (পুং) অভিভঃ সর্বথা অয়ঃ গমনম্। প্রাদি সৎ।
অভি-ইণ-অচ্। অন্তময়। অন্ত যাওয়া।

অভ্যার্চন (ক্লী) অভি-অর্চ লুট্। সকল প্রকারে পূজা।
অমুকুল করিবার জন্য পূজা। ভাবে অ অভ্যর্চা এই
রূপ শব্দও উক্তার্থে প্রযুক্ত হয়।

অভ্যার্চ্য (ত্রি) অভ্যার্চাতে অভি-অর্চ-কর্মণি গ্যৎ। সর্বথা
পূজনীয়। (অব্য) ল্যপ্ পূজা করিয়া।

অভ্যর্গ (ত্রি) অভি-অর্গ-কর্মণি-ক্ত অদূরার্থে ইড়ভাবঃ।
সমীপ। নিকট। অণ্ডিক। *। অতেশ্যাবিদূর্যে। পা ৭।
২।২৫। অনতিদূর অর্থে অভি এই উপসর্গের পরস্থিত
অর্গ ধাতুর উত্তরস্থ নিষ্ঠা প্রত্যয় স্থানে ইট্ হয় না।
(অভ্যর্গং নতিদূরম্ আসন্নং বা। সিং কো)। [তস্থানে
নকারের সূত্র অভিগ্ন শব্দে দেখ]। *। অচোরহাভ্যাং
দে। পা ৮।৪।৪৬। অচোর উত্তর যের ও হ তৎপর-
স্থিত যেরের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়।

অভ্যর্থনা (ক্লী) অভি-অদন্ত চুরা-অর্থ-ভাবে যুচ্।
সর্বথা প্রার্থনা। চলিত বাঙ্গালায় সমাদর করাকে অভ্য-
র্থনা কহে। যেমন—তিনি সমাগত ব্যক্তিদের যথেষ্ট
অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

অভ্যর্থনীয় (ত্রি) অভি-অদন্ত-চুরা-অর্থ-গোণে-কর্মণি-
অনীয়ম্। সর্বথা প্রার্থনীয়।

অভ্যর্থিত (ত্রি) অভি-অদন্ত-চুরা-অর্থ-গোণে-কর্মণি-ক্ত।
প্রার্থিত। যাচিত। গোণ কর্মের বিবক্ষা না থাকিলে
মুখ্য কর্মেই ক্ত হইবে। ক্লী ভাবে ক্ত অভ্যর্থনা।

অভ্যর্থ্য (ত্রি) অভি-অদন্ত-চুরা-অর্থ-কর্মণি-গ্যৎ। প্রার্থ-
নীয়। (অব্য) ল্যপ্ অভ্যর্থনা করিয়া।

অভ্যর্কিত (ত্রি) অভি-অর্গ-ক্ত। অতিশয় পীড়িত।

অভ্যর্ক (ত্রি) অভি-ঋধু বৃদ্ধো-গিচ্-অহ্ গি-লোপঃ।
সম্যক্ প্রকারে বর্ধন।

অভ্যর্কযশ্বন্ (ত্রি) অভ্যর্ক-যজ্ঞ-ভূনিপ্। বিনি রস আহরণ
করিয়া বর্ষণ করেন। বিনি স্তোত্রবর্গকে ধনদান করেন।

। *। সূর্যজোভূনিপ্। পা ৩।২।১০৩। সূ ও যজ ধাতুর
উত্তর ভূনিপ্ প্রত্যয় হয়। (সিধক্তি পূবা অভ্যর্কযজ্ঞা।
ঋক্ ৪।৮।৮।৫)।

অভ্যর্ষ (পুং) অভি-ঋষ গতো-শ। অধ্যোষণ। *। ছন্দ-
স্মারত্যা। পা ৩।৪।১১৭। ইতি শত্কার্ধ্যাতুক্ষে
কিত্বাভাবাৎ গুণঃ। (নিঘণ্টু)

অভ্যর্হণ (ক্লী) অভি-অর্হ-ভাবে লুট্। সর্বথা পূজা।
(ক্লী) অভি-চুরা-অর্হ যুচ্-টাপ্ অভ্যর্হণ। পূজা।
সর্বথা অর্চনা।

অভ্যর্হনীয় (ত্রি) অভি-অর্হ পূজায়াম্-অনীয়ম্। পূজনীয়।
অভ্যর্হিত (ত্রি) অভি-অর্হ পূজায়াং-ক্ত। পূজিত। উচিভ।
অভ্যাবকর্ষণ (ক্লী) অভি-অব-কৃষ-ভাবে লুট্। নির্হার।
শল্যাদির উদ্ধার। বিদ্ধবাণাদি উৎপাটন। (নির্হারো-
হ্যাবকর্ষণম্। অমর)।

অভ্যাবস্কন্দ (পুং) অভি-অব-স্কন্দ-বঙ্। শত্রুর আক্রমণ।
দুর্কল করিবার জন্য শত্রুকে প্রহার করা। প্রহার মাত্র।
অভ্যাসাদন। প্রপাত। আক্রমণ। অবরোধ। লুট্-
অভ্যাবস্কন্দন। ঐ অর্থ(অভ্যাবস্কন্দনং স্বভ্যাসাদনম্। অমর)।

অভ্যাবহরণ (ক্লী) অভি-অব-হ-লুট্। ভোজন।

অভ্যাবহার (পুং) অভি-অব-হ-বঙ্। ভোজন।

অভ্যাবহার্য (ত্রি) অভ্যাবহ্রিয়তে অভি-অব-হ-গ্যৎ।
ভোজনের যোগ্য। ভোজনীয়।

অভ্যাবহৃত (ত্রি) অভ্যাবহ্রিয়তে য়। অভি-অব-হ-ক্ত।
ভক্ষিত। ভুক্ত। খাদিত। (অভ্যাবহৃতাম-জঙ্-এতৎ-মন্তা-
শিতং ভুক্তং। অমর)।

অভ্যাবায়ন (ক্লী) অভি-অব-ইণ-অয় বা লুট্। আভি-
মুখ্যে অপয়ান। অপগমন। পলায়ন।

অভ্যায়ন (ক্লী) অভি-অস-লুট্। অভ্যাস। পুনঃ পুনঃ
এক রূপ ক্রিয়া করা। বারবার আবৃত্তি।

অভ্যাস্ময়ক (ত্রি) অভ্যাস্ততি অভ্যাস্ততি অভ্যাস্ময়তে বা
অভি-অস্ম-উপতাপে অস্ম অস্মঞ্ বা কণ্ডাদিৎ যক্
ধূল্। অভ্যাস্ত অস্ময়া কর্তা। সাধুব্যক্তির গুণে দোষের
আরোপক। সাধুর গুণে দোষদাতা।

অভ্যাস্ময়া (ক্লী) অভি-অস্ম-উপতাপে-অস্ম অস্মঞ্ বা
কণ্ডাদিৎ যক্ প্রত্যয়ান্তাৎ অটাপ্। পর গুণে দোষারোপ।

অভ্যাস্ত (ত্রি) অভ্যাস্ততে য়। অভি-অস্ম-ক্ত। বারবার
এক রূপ কার্যের আবৃত্তিযুক্ত। শিক্তিত। [ধাতু
অভ্যাস্ত হওয়া, ইহার বিবরণ অভ্যাস শব্দে দেখ]।

অভ্যাকাজিত (ত্রি) অভ্যাকাজ্যতে য় অভি-আ-কাজ-

কৰ্ম্মণি ক্ত। ঈপ্সিত। বাহিত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। মিথ্যা
 অভিযোগ। মিথ্যা নালিশ। মিছা দাওয়া।
 অভ্যাত্যান (ক্লী) অভি-আ-ত্যা-লুট্। মিথ্যা অভিযোগ।
 (মিথ্যাভিযোগোহভ্যাত্যানম্। অমর)।
 অভ্যাগত (পুং) অভি-আ-গম-কর্ত্তরি ক্ত। অতিথি।
 অত্র হইতে আগত। (ত্রি) সম্মুখে আগত।
 অভ্যাগম (পুং) অভিমুখতয়া গচ্ছতি যজ। অভি-আ-
 গম-আধারে অপ্। যুদ্ধ। রণস্থল। কৰ্ম্মণি-অপ্। অস্তিক।
 সমীপ। করণে অপ্। বিরোধ। ভাবে অপ্। অভ্যাত্যান।
 অভিঘাত। সম্মুখে আগমন। *। গ্রহবৃদ্ধিনিশ্চিগমশ্চ। পা।
 ৩। ৩। ৫৮। গ্রহ-বৃ-দৃ-নি-স্ পূৰ্ব্বক চি এবং গম এই
 সকল ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় হয়। (অভ্যাগমঃ
 সমরেহস্তিকে। হেম)। (অভ্যাগমোহস্তিকে ঘাতে
 বিরোধাত্মকমাজিষু। বিশ্ব)।
 অভ্যাগমন (ক্লী) অভি-আ-গম-লুট্। সম্মুখে আগমন।
 অভিমুখে উদগমন। অভ্যাত্যান।
 অভ্যাগারিক (পুং) অভ্যাগারে গৃহগতপুত্রাদিপোষ-
 ণাদি কৰ্ম্মণি নিযুক্তঃ ঠন্। গৃহগত পুত্রাদি পোষণরূপ
 কার্যে নিযুক্ত। পুত্রাদি পালনের নিমিত্ত যত্নবান্। *।
 অগারাস্তাট্ ঠন্। পা ৪। ৪। ৭০। তত্র নিযুক্ত এই
 অৰ্থে অগারাস্ত প্রাপ্তিপদিকের উত্তর ঠন্ প্রত্যয় হয়।
 অভ্যাঘাত (পুং) অভি-আ-হন-ঘঞ্। আঘাত। তাড়ন।
 করণে ঘঞ্। আঘাতের উপদেশ। *। হো হস্তে গ্র্ণি
 মেধু। পা ৭। ৩। ৫৪। ঞ্ ইৎ ৭ ইৎ প্রত্যয় পরে এবং
 নকার পরে হন্ ধাতুর হ স্থানে ঘ হয়। *। অত উপ-
 ধায়াঃ। পা ৭। ২। ১১৬। ঞ্ ইৎ ও ৭ ইৎ প্রত্যয় পরে
 থাকিলে অঙ্গের উপধা অকারের বৃদ্ধ হয়। *। হনস্তো-
 হচিল্লোঃ। পা ৭। ৩। ৩২। চিণ্ এবং ৭ ল ভিন্ন ঞ্
 ইৎ ও ৭ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে হন্ ধাতুর অন্ত
 আদেশ তকার হয়।
 অভ্যাঘাতিন্ (ত্রি) অভ্যাঘাত্তি অভি-আ-হন্ তাচ্ছিল্যে
 যিহুণ্। হিংসাক্ষীল। আঘাতকারী। *। সম্পৃজিত্যাদি
 অভ্যাহনশ্চ। পা ৩। ২। ১৪২। সং পূৰ্ব্বক পৃচ আদি
 আ পূৰ্ব্বক হন্ অন্ত ধাতুর উত্তর যিহুণ্ প্রত্যয় হয়।
 [উপধা বৃদ্ধির, হ স্থানে বকারের, ন স্থানে তকারের
 হ্রস্ব অভ্যাঘাত শব্দে দেখ]।
 অভ্যাচার (পুং) অভি-আ-চর-ঘঞ্। সৰ্ব্বতোভাবে
 আচরণ।
 অভ্যাজ্ঞায় (পুং) অভি-আ-জ্ঞা-ঘঞ্ যুক্ত। অভিজ্ঞান।

পূৰ্ব্বজ্ঞাত বিষয়ের ঠিক অমুরূপ জ্ঞান।
 অভ্যাতান (পুং) অভি-আ-তন-ঘঞ্। অত্যন্ত বিস্তার।
 অভ্যাস্ত (পুং) অভ্যাততি সাতত্যং ব্যাপ্নোতি অভি-অত
 সাতত্যে-কর্ত্তরি ক্ত। বেদে নিপাতনাৎ সিদ্ধম্। সৰ্ব্বব্যাপক
 পরমেশ্বর। (ত্রি) অভ্যাদীৰ্তেজ্ঞ অভি-আ-দা-ক্ত গৃহীত।
 যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে। [অপাত শব্দে হ্রস্ব দেখ]।
 অভ্যাদান (ক্লী) অভিমুখ্যেন আদানম্। প্রাদি সং।
 অভি-আ-দা-লুট্। গ্রহণ। আরস্ত। (ওমভ্যাদানে।
 পা ৮। ২। ৮৭। মন্ত্ৰের আরস্তে ওম্ শব্দ থাকিলে তাহা
 প্লুত হয়)। (অভ্যাদানং প্রারম্ভঃ। ইতি বৃত্তিকারঃ)।
 অভ্যাধান (ক্লী) অভীত আধানম্। প্রাদি সং। অভি-
 আ-ধা-লুট্। সৰ্ব্বথা মন্ত্ৰাদি দ্বারা অগ্ন্যাদির আধান।
 যথাবিধানে অগ্নাদি স্থাপন।
 অভ্যাস্ত (পুং) অভি-অম-ক্ত। রোগযুক্ত। নিস্পীড়িত।
 [অভ্যামিত শব্দে হ্রস্ব দেখ]।
 অভ্যাপত্তি (ক্লী) অভি-আ-পদ-ক্ৰিন্। অভিমুখে আগ-
 মন। সম্মুখে যাওয়া।
 অভ্যামর্দ (পুং) মৃদ্যতে নিস্পীড়াতে অশ্বিন্ অভি-আ-
 আধারে ঘঞ্। যুদ্ধ। রণ। ভাবে ঘঞ্। নিস্পীড়ন।
 অভ্যাবৎসেন্ত্র (ত্রি) অভি-আ-যম-বাহৎ সেন্ত্র। অভিভো
 নিয়ন্তব্য। সৰ্ব্বথা নিয়মের যোগ্য।
 অভ্যারম্ভ (পুং) অভি-আ-রভ-ঘঞ্-মুন্। প্রথম আরম্ভ।
 *। রভেরশব্দটিঃ। পা ৭। ১। ৬৩। শপ্ ও লিট্
 ভিন্ন অচ পরে থাকিলে রভ ধাতু স্থানে মুন্ হয়।
 অভ্যারুঢ় (ত্রি) অভি-আ-রুহ-ক্ত। অতি আরুঢ়। যে
 অধিকদূর উঠিয়াছে। বৃদ্ধ।
 অভ্যারোহ (পু) অভি-আ-রুহ-ঘঞ্। অভিমুখে আরো-
 হণ। অভিমুখ্যনারুহতে দেবভাবোহনেন করণে
 ঘঞ্। মন্ত্র জপ বিশেষ।
 অভ্যারোহণীয় (ত্রি) অভ্যারোচুং শক্যম্। অভি-আ-রুহ-
 অনীয়ন্। অভিমুখে আরোহণীয়। আরোহণের যোগ্য।
 ণ্যৎ অভ্যারোহ। আরোহণের যোগ্য।
 অভ্যাবর্ত্ত (ত্রি) অভ্যাবর্ত্ততে অভি-আ-বৃত্ত-কর্ত্তরি অচ্।
 পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তমান্। যে পুনঃ পুনঃ আইসে।
 (পুং) ভাবে ঘঞ্। অতিশয় আবৃত্তি। (ত্রি) অভি-
 আ-বৃত্ত-গিচ-কৰ্ম্মণি অচ্। বারবার আবর্ত্তনীয়।
 আবৃত্তিকরণের যোগ্য।
 অভ্যাবর্ত্তিন্ (ত্রি) অভ্যাবর্ত্ততে অভি-আ-বৃত্ত-গিনি।
 সৰ্ব্বদা স্থিতিশীল। (পুং) বেদোক্ত চয়মান রাজপুত্র।

অভ্যারুত (পুং) অভি-আ-বৃৎ উপনৃষ্টত্বাৎ-ক্ত। অভি-
মুখ্যে আনীত হোমশেষ দ্রব্য। (ত্রি) বারম্বার
অভ্যাস্ত। বারম্বার আবৃত্তিযুক্ত।

অভ্যারুতি (স্ত্রী) অভি-আ-বৃত-ক্তিন্। বারম্বার অভ্যাস।
বারবার আবৃত্তি।

অভ্যাশ (পুং) অভিমুখম্ আশ্রতে ব্যাপ্যতেহেনেন অভি-
আ-অশূ ব্যাশ্রো-করণে ঘঞ্। নিকট। শীঘ্র।

অভ্যাস (পুং) অভিমুখোন আশ্রতে ক্ষিপ্যতে পদাদি
যত্র অভি-আ-অশূ-ক্ষেপে-আধারে ঘঞ্। নিকট।
সমীপ। (সমীপে ইত্যাদি অভ্যাসঃ সবিধঃ। অমর)।
পুনঃপুনঃ অমূলীন। বারম্বার আলোচনা। এক রূপ
ক্রিয়ার বারম্বার করণ। বেদাদির আবৃত্তি। কন্মণি ঘঞ্।
ব্যাকরণোক্ত দ্বিকৃত ধাতু ভাগ দ্বয়। যেমন—চখাদ,
দদৌ, বুবুধে ইত্যাদি স্থলে খকারের অভ্যাসে চ, দকা-
রের দ, বকারের ব হইয়াছে।

অভ্যাসযোগ (পুং) অভ্যাসেন সৰ্বদালোচনয়া যোগঃ।
৩-তৎ। সৰ্বদা এক বিষয় চিন্তা দ্বারা জ্ঞাত সমাধি।
জীবাত্মার পরমাত্মায় যোগ। অভ্যাস দ্বারা কোন কার্যে
মনঃসংযোগ।

অভ্যাসাদান (ক্লী) অভি-আ-সদ-গিচ্-লুট্। শাস্ত্রাদি দ্বারা
শত্রুকে নিব্বল করা। শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করা। ‘অভ্য-
বন্ধনন্দং ভ্যাসাদানম্। অমর)। শত্রুর সম্মুখে গমন।
নিকটে স্থাপন।

অভ্যাহার (পুং) অভিমুখোন আহারঃ আহরণম্ প্রাদি
সং। অপকার ইচ্ছায় সম্মুখে যাইয়া আক্রমণ। সাক্ষাৎ
চৌর্য্য। অভিযোগ। নালিশ। কবচাদি ধারণ। আলিঙ্গন।
মেলন। অভিমুখে আনয়ন।

অভ্যাহিত (ত্রি) অভি-আ-ধা-ক্ত। মন্তাদি দ্বারা যথা-
বিধানে যে বহির সংস্কার করা হইয়াছে।

অভ্যাক্ত (ত্রি) অভিমুখোন উক্তম্। প্রাদি সং। সমক্ষে
উক্ত। সাক্ষাতে উক্ত। প্রকাশিত।

অভ্যাক্ষণ (ক্লী) অভিমুখোন উক্ষণম্। প্রাদি সং। অভি-
উক্ষ-সেচনে লুট্। সেচন। অধোমুখ হস্ত দ্বারা সেচন
রূপ সংস্কার বিশেষ। (মূলেনাভ্যাক্ষণং কুর্য্যাৎ। তত্ত্ব)।
মূলমন্ত্র বলিয়া নিয়মিত হস্ত দ্বারা স্তম্ভে জলের ছিটা
দিবে। তাহার প্রমাণ যথা,—

উস্তানেনৈব হস্তেন প্রোক্ষণং পরিকীৰ্ত্তিতম্।

স্বস্ত্যভ্যাক্ষণং প্রোক্ষণং তিরশ্চাবোক্ষণং স্বতম্। স্বতি।

বৈধকার্য্যে হাত চিত্ত করিয়া যে জনসেক করা হয়

তাহাকে প্রোক্ষণ কহে। আর হাত উপড় করিয়া
জলসেকের নাম অভ্যাক্ষণ। এবং হাত বাঁকাইয়া জল-
সেকের নাম অবোক্ষণ। মীমাংসকেরা দ্রব্য নিষ্ঠ সেই
অভ্যাক্ষণাদি সংস্কারকে অদৃষ্ট বিশেষ রূপ বলেন।

অভ্যাক্ষিত (ত্রি) অভি-উক্ষ-ক্ত। যে পাত্রাদিতে অভ্য-
ক্ষণ করা হইয়াছে।

অভ্যাক্ষ্য (ত্রি) অভ্যাক্ষিতুং যোগ্যম্। অভি-উক্ষ-অর্হার্থে
ণাৎ। অভ্যাক্ষণের যোগ্য। (অব্য) লাপ্ উপড়হস্ত-
দ্বারা জলের ছিটা দিয়া।

অভ্যাক্ষয় (পুং) অভি-উদ্-চি-অচ্। বৃদ্ধি। (সরিমুখা-
ভ্যাক্ষয় মাদধানম্। ভট্টি ২। ৮। গিরিনদীর নির্গম
স্থানের বৃদ্ধিকর)। (অভ্যাক্ষয়স্ত লক্ষীরিতি’। মল্লি-
নাথের এই পাঠ দেখিয়া বাচস্পত্যে লিখিত হইয়াছে,
অভ্যাক্ষয় শব্দে লক্ষীকে বুঝায়। কিন্তু বাস্তবিক মল্লি-
নাথের সে অভিপ্রেত নহে)।

অভ্যাপান (ক্লী) অভিভঃ উত্থানম্। প্রাদি সং। অভি-
উদ্-স্তা-লুট্। কাহাকেও আদর করিবার জন্ত আসন
হইতে দাঁড়ান। প্রত্যক্ষগমন। অগ্রসর হইয়া কাহাকে
আদর পূর্বক আনয়ন। উদ্যম। উত্ত্ব। *। উদঃ স্থা
তন্তোঃ পূর্বস্ত। পা ৮। ৪। ৬। উদ্ এই উপসর্গের উত্তর
স্থা ও তন্ত থাকিলে ইহাদের পূর্বের সর্বণ আদেশ হয়।

অভ্যাপায়িন্ (ত্রি) অভ্যাপ্তিষ্ঠতি অভি-উদ্-স্তা-গিনি যুক্ত।
উন্নতিশীল। দণ্ডায়মান। যে দাঁড়াইয়া আছে। [সহানে
তকারের হ্রস্ব অভ্যাপান শব্দে দেখ]। *। আতোযুক্ত চিণ্
কৃতোঃ। পা ৭। ৩। ৩৩। চিণ্ এবং কৃতের ঞ্ ইৎ ও
ণ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে আকারান্ত ধাতুর স্থানে
যকারের আগম হয়। (স্ত্রী) ভীপ্ অভ্যাপায়িনী।

অভ্যাপিত (ত্রি) অভি-উদ্-স্তা-ক্ত। অভিবাদনের নিমিত্ত
যে দাঁড়াইয়াছে। পূজ্য ব্যক্তির সম্মান রক্ষার জন্ত আসন
হইতে উত্থিত। অভিমুখে উল্লত। [অভ্যাপান দেখ]।

অভ্যাপেষ (ত্রি) অভ্যাপাতুন্ অর্হম্। অভি-উদ্-স্তা উপ-
নৃষ্টত্বাৎ যৎ। অভিবাদ্য। বাহার অভিবাদনের নিমিত্ত
আসনাদি হইতে উঠিতে হয়। [সহানে তকারের হ্রস্ব
অভ্যাপান শব্দে দেখ]।

অভ্যাপতন (ক্লী) অভিমুখোনোৎপতনম্। প্রাদি সং।
অভি-উদ্-পত-লুট্। সম্মুখ ভাবে উল্লগমন। উল্লক্ষন।
উল্লগমন।

অভ্যাদয় (পুং) অভিভঃ উদয়ঃ। প্রাদি সং। অভি-উদ্-
ইণ-অচ্। অভীষ্ট কার্য্যের প্রার্থুর্ভাব। বৃদ্ধি। উন্নতি।

‘অভ্যাসে কমা’ (হিতোঃ) বুদ্ধি সময়ে অপকার সহন।
অভিতঃ উদয়ঃ মঙ্গলম্। প্রাদি সঃ। বিবাহ ও পুত্র-
জন্মাদি রূপ ইষ্টলাভ। (অভ্যাসইষ্টলাভঃ পুত্রজন্ম
বিবাহাদি রূপঃ। স্মার্তঃ)। মনুসংহিতায় অভ্যাসদিক
শ্রাক্ষণেও অভ্যাসপদের প্রয়োগ আছে যথা,—‘সম্পন্ন-
মিত্যভ্যাসয়ে।’ ৩। ২৫৪। ‘অভ্যাসে বুদ্ধিশ্রাক্ষে’। কুর্ম।

অভ্যাসার্থক (ত্রি) অভ্যাসঃ ইষ্টলাভঃ অর্থো নিমিত্তঃ
যন্ত। বহুব্রী কপ্। অভ্যাস নিমিত্ত শ্রাক্ষ। বুদ্ধিশ্রাক্ষ।
অভ্যাসদিক শ্রাক্ষ বিবাহাদি সকল মঙ্গল কর্মের পূর্বেই
করিতে বিধান আছে। কিন্তু পুত্রজন্ম প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি
কর্মের পরেও অভ্যাসদিক শ্রাক্ষের বিধান দেখা যায়।
অভ্যাসানয়ন (ক্লী) অভি-উদ্-আ-নী-ল্যুট্। অগ্নির অভি-
মুখে আনয়ন।

অভ্যাসধারণ (ক্লী) অভি-উদ্-আ-হ-ল্যুট্। অভিমুখে
কথন। সমুখ হইয়া বলা। অভিমুখ হইয়া উৎক্ষেপণ।
অভ্যাসিত (ত্রি) অভিঃ সম্যক্ উদিতম্ উৎক্রান্তম্
অতিক্রান্তঃ বা প্রাতঃবিহিতঃ বৈধকর্ম নিদ্রাদি বশাৎ
যেন যন্ত বা। প্রাদি বহুব্রী। অভি-উৎ-ইণ-ক্ত।
যে ব্রহ্মচারী নিদ্রাবশতঃ প্রাতঃকালের বৈধ কর্ম
করেন নাই।

সুপ্তে যশ্মিনন্তমতি সুপ্তে যশ্মিন্দুদেতি চ।

অংশুমানভিনিমুক্ত্যভ্যাসিতোতো যথাক্রমম্। অমর)।
সর্বোংশে উদিত।

অভ্যাসীকৃত (ত্রি) অভি-উদ্-ঈ-ক্ত। সমুখে কথিত।
(ক্লী) ভাবে ক্ত। কথন।

অভ্যাসাম (পুং) অভি-উদ্-গম-অপ্। অভ্যাসান। উন্নতি।
উত্তর। [অপের হ্রস্ব অভ্যাসগম শব্দে দেখ।]

অভ্যাসামন (ক্লী) অভিঃ উৎসামনম্। প্রাদি সঃ। অভি-
উদ্-গম-ল্যুট্। উৎসামন। উল্কে উঠা। উন্নতি।
উত্তর।

অভ্যাসাত (ত্রি) অভিঃ সম্যক্ উদ্যতম্। প্রাদি সঃ।
অভি-উদ্-যম-ক্ত। উদ্যত। উপক্রম বিশিষ্ট। যে কার্য
করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছে। অযাচিত অথচ কোন ব্যক্তি
কর্তৃক আনীত ফলাদি।

অভ্যাস্কৃত (ত্রি) অভি-উদ্-কৃত। যাজ্ঞা বিনা আনীত।
বিনা যাজ্ঞায় কেহ কোন দ্রব্য আনিয়া দিলে তাহাকে
অভ্যাস্কৃত কহে। অভ্যর্থনা করিয়া প্রদত্ত। অভি-উদ্-
ধত। অভিমুখ হইয়া উত্তোলন দ্বারা ধৃত। উত্তোলিত।

অভ্যাস্ত (ত্রি) অভিঃ সম্যক্ উন্নতম্। অভি-উদ্-নম

কর্তৃরি-ক্ত। সম্যক্ উন্নত। সমধিক উচ্চ। [ম লোপের
হ্রস্ব অভ্যাস্ত শব্দে দেখ।]

অভ্যাপগত (ত্রি) অভি-উপ-গম-ক্ত ম লোপঃ। স্বীকৃত।
অঙ্গীকৃত। যাহা স্বীকার করা হইয়াছে। নিকটে গত।
সমুখে উপস্থিত।

অভ্যাপগম (পুং) অভি-উপ-গম-অপ্। সমীপগমন।
সমীপ। আগু। প্রতিজ্ঞা। নিয়ম। আশ্রয়। সংশ্রব।
অঙ্গীকার। [অপের হ্রস্ব অভ্যাপগম শব্দে দেখ।]

(সমীপগমঃ ইত্যাদি অঙ্গীকারভ্যাপগম। অমর)।

(অভ্যাপগমঃ সমীপাগমেন স্বীকৃত্যবপি। হেম)।

অভ্যাপপত্তি (স্ত্রী) অভি-অতিশয়। উপপত্তিঃ। প্রাদি সঃ।
অভি-উপ-পদ্-জিন্। অনিষ্ট নিবারণ করিয়া ইষ্ট সম্পা-
দন রূপ অমুগ্রহ। (অভ্যাপপত্তিরমুগ্রহঃ। অমর)।
সাম্বনা।

অভ্যাপপত্তুম্ (অব্য) অভিঃ উপপত্তুম্। প্রাদি সঃ।
অভি-উপ-পদ্-তুম্। সাম্বনার নিমিত্ত। অমুগ্রহের
নিমিত্ত।

অভ্যাপপন্ন (ত্রি) অভি-উপ-পদ্-ক্ত তন্ত ন। অমুগ্রহীত।
অভ্যাপায় (পুং) অভিঃ উপায়ঃ। প্রাদি সঃ। অভি-
উপ-ইণ্-অচ্। স্বীকার। অধিক উপায়। উপায়।

অভ্যাপেত (ত্রি) অভি-সমীপম্ উপেতম্। প্রাদি সঃ।
অভি-উপ-ইণ্-ক্ত। অভিমুখ হইয়া সমীপে গত। অঙ্গী-
কৃত। স্বীকৃত। অঙ্গীকার কর্তা।

অভ্যাপেত্য (ত্রি) অভি-উপ-ইণ্-ক্যপ্ তুগাগমঃ। অভি-
গমনীয়। (অব্য) ল্যপ্। স্বীকার করিয়া। সমীপে
যাইয়া।

অভ্যাপেত্যা (স্ত্রী) অভি-উপ-ইণ্-ভাবে ক্যপ্। সেবা।
অভ্যাপেত্যাশুশ্রবা (স্ত্রী) অভ্যাপেতা স্বীকৃত্য অন্তঃকরণ
সেবনাব্যবস্থাঃ। দাসত্বকরিতে স্বীকার করিয়া তাহা অক-
রণ রূপ বিবাদ বিশেষ। ভৃত্য কর্তব্য কর্মের ক্রটি
করিলে, সেই কার্য অবহেলার নিমিত্ত প্রভু ও ভৃত্যের
পরস্পর বিবাদ।

অভ্যাস। অভ্যাস (পুং) অভিঃ উদ্যতে উদ্যতে বা অগ্নিনা
দহতে অভি-উব, উব বা-বাহুলকাৎ কর্মণি ক।
পোলিকা। যব গম প্রভৃতির দ্বীপ। উব ভাবে কর্মণি
বা ঘঞ্। অন্ন দধি অন্ন। ভাজা কলাই। ভাবে ঘঞ্।
কলায়াদির অন্নদহন। অভি-উব-ভাবে ঘঞ্। অভ্যাস
অর্থ ঐ। ধোলায় কলাই, যব প্রভৃতিকে ভাজিলে
যখন চট্ পট্ শব্দ করে, সেই অবস্থার ভাজা কলাইকে

অভূষ কহে। ইহার অপর পর্যায়—দরদঙ্ক। আপক।
পৌলি। অভোষ। অভোষ।

রাজনির্ঘণ্টে অভূষের এই রূপ গুণ লিখিত হই-
য়াছে,—সুধর, গুরু, রোচক, বলকারী; ইহাতে শ্লেষা,
রক্ত ও পিত্ত বৃদ্ধি হয়। অঙ্গারে ভাজিয়া লইলে,—
আগ্নেয়, বায়ুবৃদ্ধিকর, লঘু ও বলকর হইয়া থাকে।

অভূষিত (ত্রি) অভি-বস-ক্ত। যে সম্মুখে থাকে। যে
একত্র বাস করে। [অধুষিত শব্দে হ্রস্ব দেখ]।

অভূহ (পুং) অভি-উহ-ঘঞ। বিতর্ক। অসম্পূর্ণ বাক্যের
সম্পূর্ণতা সাধন।

অভূহনীয়। অভূহ (ত্রি) অভিভূঃ উহনীয়ন্ উহং বা।
অভি-উহ-অনীয়ন্ যৎ বা। তর্কণীয়।

অভ্র। গতৌ, ভ্রাং পং সক্তং সেট্। লট্-অভ্রতি। লিট্-
আনভ্র। লুঙ্-আভ্রীৎ।

অভ্র (স্ত্রী) অভ্র-অচ্। [অস্ত্রাত্ত্র বিবরণ অব্ভ্র শব্দে
দেখ]। মেঘ। মুক্তক। মুতা। আকাশ। ভারতবর্ষ, সাই-
বিরিয়া, পেরু, মেক্সিকো, নরোয়ে, সুইডিন্ প্রভৃতি
নানা স্থানের পার্শ্ববর্তী প্রদেশে এই উপধাতু জন্মে।
সচরাচর দেখিতে কাচের মত পরিষ্কার ও স্বেত বর্ণ।
কোন কোন জাতীয় অভ্রে কেবল সিলিকা ৪৭-৬৩
ভাগ, ম্যাগ্নেসিয়া ৩০-৩৫ ভাগ এবং জল ২-৬ ভাগ
আছে। তন্ত্ৰিগ্ন অস্ত্রাত্ত্র জাতীয় অভ্রে লৌহ, ম্যাগ্নেসিয়,
ক্রোম, ফৌরিন্ প্রভৃতি পদার্থও বিদ্যমান থাকে।
ঐ সকল পদার্থের গুণে স্বেত, ধূসর, সবুজ, রক্তবর্ণ,
কটা, কৃষ্ণবর্ণ এবং কচিৎ পীতবর্ণ অভ্র দেখিতে পাওয়া
যায়। কোন কোন অভ্র চট্টটে, কোন জাতীয় অভ্র
খিলক্ষণ স্থিতিস্থাপক এবং অনেক অভ্রই ভাঙিলে ত্তরে
ত্তরে উহার পর্দা খুলিয়া আসে। অভ্র অতিশয় পাতলা।
সচরাচর ৫০০,০০০ ইঞ্চের অধিক পুরু হয় না। অনেক
খনিতে দুই হাত ব্যাসের বড় বড় অভ্র পাওয়া যায়।
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের পরীক্ষার দ্রব্য নির্দিষ্ট করিবার জন্ত
অভ্র যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। সাইরিয়া, পেরু, মেক্সিকো
প্রভৃতি স্থানে জানালায় কাচের সার্জির পরিবর্তে অভ্র
লাগান হইয়া থাকে। শীতোষ্ণতার পরিবর্তনে অভ্র
ধাতুর গুণের কিছুই ব্যতিক্রম হয় না, কিন্তু কাচের গুণের
অনেক ব্যতিক্রম ঘটে। তজ্জন্ত্র লাঠনেও ভাল অভ্র
লাগাইতে পারা যায়। প্রাচীর উজ্জল ও সূক্ষ্ম দেখাইবে
বলিয়া অনেক দেশের স্থপতি অভ্রচূর্ণ দিয়া দেউল রঙ
করে। ভারতবর্ষের অধ্বন প্রভৃতি নানা স্থানের অষ্টা-

লিকার ভিতরের ছাদে রক্তবর্ণ, সবুজবর্ণ প্রভৃতি অনেক
প্রকার তাম্রের উপর অভ্র ঢাকা আছে। ইহাতে রাজ-
প্রাসাদের বিশেষ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। কামান প্রভৃতির
গভীর শব্দের প্রতিঘাতে কাচ বন্-বন্ করিয়া ভাঙিয়া
যায়, কিন্তু অভ্র ভাঙ্গে না; তজ্জন্ত্র ইহা রণপোতের
সার্জিতেও লাগান হইয়া থাকে। এ দেশের মালীরা
রাস, দোল, বিবাহ প্রভৃতি নানা প্রকার উৎসবে
অভ্রের ঝাড়, গ্লাস, কানস ও অস্ত্রাত্ত্র অনেক দ্রব্য প্রস্তুত
করিয়া থাকে। অভ্রে অনেক প্রকার খেলানা ও প্রস্তুত
হয়। আবীর ও ফাকের সঙ্গে কেহ কেহ অভ্র মিশ্রিত
করে। বৈদ্যেরা বিবিধ রোগে ঔষধের সঙ্গে অভ্র
প্রয়োগ করেন।

বৈদ্যমতে অভ্র চারি প্রকার। যথা, পিনাক, দর্দূর,
নাগ এবং বজ্র। কথিত আছে যে, পূর্বকালে ইজ্র
ব্রত্ৰহ্মরকে বধ করিবার নিমিত্ত বজ্র উৎপাদিত করেন।
সেই বজ্র হইতে ক্ষুদ্রিষ্ণু বাহির হইয়া পর্কতে পতিত
হয়। তাহাতেই অভ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। তজ্জন্ত্র
আজও এই লোক প্রসিদ্ধি আছে যে, মেঘ গর্জন হইলে
অভ্র উৎপন্ন হয়। লোকে আরও এই কথা বলিয়া থাকে
যে, মেঘ হস্তীরূপে সাল পাতা খাইয়া থাকে। সাল
পাতা খাইবার সময়ে তাহাদের মুখ দিয়া লাল পড়ে।
সেই স্বচ্ছ লালে অভ্র উৎপন্ন হয়। রসেশ্বরে লিখিত
আছে যে, গোবীর রক্ত হইতে অভ্রক ধাতুর উৎপত্তি
হইয়াছে।

শাস্ত্রকারেরা কহিয়া থাকেন,—স্বেতবর্ণ অভ্র, জাতিতে
ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ—ক্সত্রিয়, পীত—বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ
শূদ্র। ইহার মধ্যে রৌপ্য মুক্তাদিতে স্বেতবর্ণ অভ্র
বিহিত। রসায়নে রক্তবর্ণ; সূবর্ণাদিতে পীতবর্ণ এবং
রোগাদিতে কৃষ্ণবর্ণ অভ্র প্রশস্ত।

পিনাক অভ্র আগুনে নিক্ষেপ করিলে উহার সমস্ত
পর্দা খুলিয়া যায়। ইহা ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠরোগ জন্মে।
দর্দূর অভ্র অগ্নিতে ফেলিলে তাহার গায়ে গোল গোল
কুণ্ডলী উঠে ও এক প্রকার শব্দ হয়। এই অভ্র খাইলে
মৃত্যু ঘটতে পারে। নাগাত্ত্র আগুনে ফেলিলে সাপের
মত ফোঁস ফোঁস শব্দ উঠে। ইহা খাইলে ভগন্ধর রোগ
জন্মে। বজ্রাত্ত্র দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। ইহা অগ্নিতে নিক্ষেপ
করিলে তাহার কোন ভাবান্তর ঘটে না, তজ্জন্ত্র ইহা
সকল অভ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উত্তর পর্কতে যে সকল কৃষ্ণ
অভ্র জন্মে, তাহাই বিশেষ গুণকর। দক্ষিণ পর্কতের

অত্র তত গুণকর নহে। কৃষ্ণাত্রে সমস্ত ব্যাধি ও জরা নষ্ট হয় এবং ইহা সেবন করিলে অকাল মৃত্যু ঘটে না। কিন্তু অগ্নাত্ম ধাতুর মত অত্রও শোধিত না করিয়া সেবন করিতে নাই। পার্শ্বভীম প্রদেশে কিছা যে সকল পাথুরিয়া স্থানে মৃত্তিকার ভিতরে অত্রের খনি আছে, সেখানকার জল পান করিতে নাই। পান করিলে অনেক প্রকার উৎকট পীড়া জন্মে।

অত্রজারিবার প্রণালী—প্রথমে কৃষ্ণবর্ণ অত্র আগুনে পোড়াইয়া কাঁচা গব্য ছুঁড়ে নিক্ষেপ করিতে হয়। এই প্রক্রিয়া কেহ কেহ একবার করেন, কেহ কেহ ৫। ৭ বার করিয়া থাকেন। তাহার পর অত্র ধুইয়া লইয়া তাহার সমস্ত পর্দাগুলি খুলিয়া ফেলিবে। সমস্ত স্তর পৃথক করা হইলে, পাতিনেশ্বর ও চেলুণী নটিয়ার শাকের রসে তাহা আট দিন ভিজাইয়া রাখিবে।

তাহার পর একগুণ উক্ত শোধিত অত্র ও তাহার এক চতুর্থাংশ শালিধাতু একত্র কষলে জড়াইয়া তিন দিন জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে উহা হস্ত দ্বারা মর্দন করিলে বিশুদ্ধ অত্রকণা কষলের ছিদ্র দিয়া গলিয়া আসে। তাহাই সংগ্রহ করিয়া লইবে। ইহাকে ধাত্বাত্র কহে।

ধাত্বাত্র আকন্দ আটার সঙ্গে প্রস্তরের খলে উত্তম রূপে মর্দন করিয়া চাকী বাধিবে। পরে ঐ চাকী আকন্দের পাতায় জড়াইয়া গজপুটে পাক করিবে। এই রূপ সাতবার আকন্দ আটার মর্দন করিয়া সাতবার পাক করা হইলে শেষে বটের খুরীর রসে পুনর্বার মর্দন করিয়া তিনবার পুষ্কের মত গজপুটে পাক করিতে হয়। পাক করা শেষ হইলে ইহাকে জারিত অত্র কহে।

জারিত অত্র ও তাহার সমান অংশ গব্য ঘৃত একত্র মিশাইয়া লৌহ পাত্রে পাক করিবে। ঘৃত নিঃশেষিত হইলে পাত্র নামাইবে। ইহাকে অমৃতীকরণ কহে। এই রূপ প্রস্তুত করা অত্র কষায়, মধুর, শীতবীৰ্য্য, আয়ুষ্কর, ধাতুপোষক, এবং ইহাতে ত্রিদোষ, ত্রণ, মেহ, কুষ্ঠ, গ্রীহা, উদরী ও গ্রন্থিরোগ এবং কৃমি নষ্ট হয়। মাত্রা ৩-৬ রতি। মধুর সঙ্গে সেবন করিবে। বৈদ্যেরা জারিত অত্রের সঙ্গে নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত করেন।

- অত্রক। অত্রক্কম। অত্রপিশাচ। অত্রপুষ্প। অত্রমাতঙ্গ। অত্রমু। অত্ররোহস্। অত্রি। অত্রিয়। অত্রোথ। [এই সকল শব্দের বিবরণ বকার সংযুক্ত শব্দে দেখ]।

অত্রংলিহ (পুং) অত্রং গগনং লেচি ন্প্রতি অত্র-লিহ-থশ্ মুম্। বায়ু। (ত্রি) অতিশয় উচ্চ। গগনম্পর্শী। *। বহাত্রৈ লিহঃ। পা ৩। ২। ৩২। বহ এবং অত্র এই দুই কর্ণোপপদের পর লিহ ধাতুর উত্তর থশ্ প্রত্যয় হয়। *। অরুদ্বিষদজন্তু মুম্। পা ৬। ৩। ৬৭। থ ইং অন্ত-পদ পরে থাকিলে পূর্বস্থিত অরুদ্বিষৎ এবং অজন্ত শব্দের স্থানে মুম্ হয়। অরুদ্বিষ অত্র অব্যয়ের স্থানে হয় না।

অত্রনাগ (পুং) অত্রস্ত মেঘস্ত নাগঃ হস্তী। ৬-তৎ। ঐরাবত। অত্রপথ (পুং) অত্রে গগনে পস্থা। ৭-তৎ। গগনমার্গ। বিমান। শূন্যপথ।

অত্রম (পুং) ভ্রমোভ্রমণং মিথ্যাজ্ঞানঞ্চ অভাবে নঞ-তৎ। ভ্রমের অভাব। ভ্রমণের অভাব। (ত্রি) নাস্তি ভ্রমো যন্ত যত্র বা। বহত্রী। অত্রাস্ত। ভ্রমশূন্য।

অত্রমাংসী (স্ত্রী) অভ্রমিব জটায়ো মাংসো যন্ত। বহত্রী গোঁরাং গীপ্। আকাশমাংসী লতা। জটামাংসী।

অত্রমালা (স্ত্রী) অভ্রাগাং মেঘানাং মালা শ্রেণী। ৬-তৎ। মেঘসমূহ। মেঘশ্রেণী।

অত্রলিঙী (স্ত্রী) অভ্রেণ লিপ্তম্ স্ত্রীদ্বাং গীপ্। ৩-তৎ। অন্ন মেঘযুক্ত আকাশ।

অত্রবর্ষ (পুং) অভ্রৈর্মেঘৈর্ষাতে বৃষ-কর্মণি ঘঞ্। মেঘ কর্তৃক সিচ্যমান। ভাবে ঘঞ্। মেঘবর্ষণ।

অত্রবাটিক। অত্রবাটিকা (পুং-স্ত্রী) অভ্রেণ শূন্যেন বাটৌ বেষ্টনং যন্ত যস্তা বা। বহত্রী। আত্রাতক বৃক্ষ। আমড়া-গাছ। আমড়া পাতা ঝরিয়া পড়িলে তখন বৃক্ষ কেবল শূন্য দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তজ্জন্তু ইহাকে অত্রবাটিক কহে। অত্রাজ (ত্রি) ন ভ্রাজতে ভ্রাজ-অচ্। নঞ-তৎ। উজ্জল নহে। সামগান দ্রষ্টা ঋষিবিশেষ।

অত্রাতু। অত্রাতুক (ত্রি) নাস্তি ভ্রাতা যন্ত। বহত্রী। বৈদিক প্রয়াগে বহত্রীহ সমাসে কপ্ হয় নাই, লৌকিকে কপ্ হইয়াছে। বাহার ভ্রাতা নাই। ভ্রাতৃশূন্য।

অত্রাতৃব্য (ত্রি) নাস্তি ভ্রাতৃব্যঃ ভ্রাতৃপুত্রঃ শত্রুবা যন্ত। নঞ-বহত্রী। ভ্রাতৃপুত্রহীন। শত্রুরহিত। *। ভ্রাতৃবাচ্য। পা ৪। ১। ১৪৪। *। বান্ সপত্নে। পা ৪। ১। ১৪৫। অপত্য অর্থ ভ্রাতৃ শব্দের উত্তর ব্যৎ ও ছ প্রত্যয় হয়। কিন্তু শত্রু অর্থ বুঝাইলে বান্ হইয়া থাকে।

অত্রাস্ত (ত্রি) ভ্রম-ক্ত ভ্রাস্তঃ। নঞ-তৎ। ভ্রান্তিশূন্য। প্রমাদ রহিত।

অত্রান্তি (স্ত্রী) ভ্রম-জিন্। নঞ-তৎ। ভ্রান্তির অভাব।

প্রমাদের অভাব। ভ্রমণাভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী।
ভ্রান্তি শূন্ত।

অভ্রাবকাশ (পুং) অভ্রম্ আকাশমেব অবকাশঃ অবসরঃ।
আকাশ ভিন্ন অগ্র আবরণ নহে।

অভ্রাবকাশিক। অভ্রাবকাশিনী (ত্রি) অভ্রাবকাশঃ অন্তাশ্চ
ইনি স্বার্থে কন্ বা। আকাশ ভিন্ন অগ্র আবরণ বিশিষ্ট
নহে। কেবল আকাশাবরণ যুক্ত।

অভ্রেষ (পুং) ভ্রেষ চলনে-ঘঞ-ততো নঞ-তৎ। জ্ঞায।
উচিত। (ত্রি) চলন শূন্ত। (অভ্রেষ জ্ঞায়কস্বাস্ত দেশরূপং
সমঞ্জসম্। অমর)।

অভ্ (ত্রি) আ সমস্তাদ্ ভবতি বিদ্যাতে আ-ভূ-বাহুলকাৎ
ক, উপসর্গত্বস্বত্বম্। মহৎ। (ক্ৰী) জল। মাধবাচার্য্য
'অভ্' এই প্রকার রূপও গ্রহণ করিয়াছেন। *। ছন্দ-
স্বভাৱখা। পা ৬। ৪। ৮৬। ইতি স্থি প্ৰত্যায়াবিধীয়-
মানো যণাদেশো ব্যত্যয়েন ক-প্রত্যয়েহপি-ভবতি।
(দেব রাজ)। পাণিনির (ওঃ স্থি ৬। ৪। ৮৩)। হ্রদ্রে
লিখিত হইয়াছে যে, যে উবর্ণের পূর্বের ধাতুর অবয়ব
সংযুক্ত নহে, একরূপ উবর্ণান্ত ধাতু অনেকাচ্-অঙ্গের
পরে থাকিলে অজাদি স্থপ্-প্রত্যয় পরে তাহার স্থানে
যণ্ আদেশ হয়। গতিকারক ভিন্ন অগ্র উপপদের
উত্তর হয় না। তাহার পর ৬। ৪। ৮৫। হ্রদ্রে (ন
ভূস্থিযোঃ) লিখিত হইয়াছে যে, ভূ এবং স্থধী শব্দ
স্থানে যণ্ হয় না। শেষে ৬। ৪। ৮৬। হ্রদ্রে লিখিত
হইয়াছে যে, বেদ বিষয়ে এই দুই শব্দ স্থানে যণ্,
ইয়ঙ, উবঙ এই সকলই যথাক্রমে হইয়া থাকে। তাই
দেবরাজ লিখিয়াছেন যে, ক-প্রত্যয় বিহিত হইলেও সেই
নিয়ম থাকিবে।

অম। গতি, শব্দ, সেবা। ভা০ প০ স্ক০ সেট্। শব্দে অক০।
লট্-অমতি। লিট্-আম। লুঙ্-আমীৎ। গিচ্-আময়াত।
অম। রোগে, চু০ প০ অক০ সেট্। পীড়নে স্ক০। লট্-
আময়তি। একটা বার্তিক হ্রদ্রে আছে—নাঞ্চে মিতোহ-
হেতৌ। (পা ৭। ৩। ৩৬। হ্রদ্রে)। স্বার্থে গিচ্-প্রত্যয়
করিলে কোন হেতু ভিন্ন জ্ঞা প্রতীতি ধাতু ব্যতীত অগ্র
ধাতু হ্রস্ব হইবে না। অম ধাতুর স্থানে ভট্টোজিনীকৃত
ঐ বার্তিক হ্রদ্রের উল্লেখ করিয়া উহা হ্রস্ব করেন নাই।
বৃত্তিকারও অম ধাতু হ্রস্ব করিতে নিষেধ করিয়াছেন।
যথা—আম ইতি চৌরাদিকশ্চ গিচি বুদ্ধৌ সত্যং ভবতি।
তত্র হি মিশ্বঃ নাস্তি। নাঞ্চে মিতোহহেতাবিতি।

অম। আম (পুং) অম গতো অচ্-ঘঞ-বা

প্রাণ। সেবক। বল। (ত্রি) অপক কলাদি। আম চূরা-
অচ্-ঘঞ-বা। রোগ। (আমোরোগে তদ্বিশেষে আ-
মোহপক্ষে তু ব্যচ্যবৎ। বিশ্ব)।

অমগ্ন (পুং) ন মগ্নং যত্র। নঞ-বহুব্রী। একটা সাগর বিশে-
ষের নাম। কুশদ্বীপের অন্তর্গত জালামুখ পর্বতে ভাষা-
য়ন রাজা ছিলেন। তিনি তাঁহার ভগিনী অন্তর্মদাকে
সঙ্গে লইয়া তপোবনে গিয়া তপস্তা করিতে লাগিলেন।
মায়াদেবী নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাদের
তপস্তাতে বিঘ্ন ঘটাইবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিতে
লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইলেন না।
অন্তর্মদা ইহাতে গর্ষিতা হইয়া বলিলেন যে,—‘ত্রিভূ-
বনের লোকে এখন আসিয়া আমার পূজা করুক।
আমি বিশিষ্ট পত্নী অরুন্ধতীর সদৃশ। দেহান্তে আমি
নক্ষত্র-লোকে গিয়া বাস করিব’।

এই গর্ষিত বাক্যে মায়াদেবী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া
উঠিলেন। তিনি ঊর্ধ্বকৈ ডাকিয়া তপোবনে আগুন
লাগাইয়া দিলেন। কিন্তু তপোবলে বিষ্ণু তাঁহাদের সহায়।
চক্রপাণি মায়ার করিয়া একটা পর্বত হইলেন। সেই
পর্বতের গুহার ভিতর রাজা ও তাঁহার ভগিনী লুকাইয়া
থাকিলেন। তজ্জগ্ন সেই স্থানকে স্থানান্ধাদিত বা
পরিরক্ষিত কহে। মায়াদেবী পুনর্বার প্রবল ঝড় ঊঠা-
ইয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু
পুনর্বার বৃহৎ বৃক্ষ হইয়া তাহার গুড়ী ও শাখা দ্বারা
তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন। ঐ স্থানকে রক্ষিত স্থান
কহে। ইহাতেও মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। পরিশেষে
মায়াদেবী, অন্তর্মদাকে ধরিয়া একটা সাগরের জলে
ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু বিষ্ণুর মায়ায় অন্তর্মদা ডুবিয়া
গেলেন না, উপরে ভাসিতে লাগিলেন। সেই পর্য্যন্ত
উহার জলে কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে তাহা ডুবিয়া
যায় না। তজ্জগ্ন ইহার নাম অমগ্ন।

আধুনিক প্রকৃত্ত্বাস্থানস্বাক্ষায়ীরা অমুমান করেন যে,
তাঁহার মিসরের উত্তর প্রদেশে তপস্তা করিতে গিয়া-
ছিলেন, এবং আফ্রান্টাইট্‌স সাগরের নাম অমগ্ন।
এ মীমাংসা কতদূর সঙ্গত বলিতে পারা যায় না।

অমঙ্গল (পুং) মগ্ন-(মঙ্গলচ্। উপ্-৫। ৭০) ইতি
অলচ্-মঙ্গলম্। নাস্তি মঙ্গলং ঐয়োজনং ষম্ভাৎ।
৫-বহুব্রী। এরও বৃক্ষ। এরও বৃক্ষে সার নাই, তজ্জগ্ন
উহা কোন কাজে লাগে না। ৬-বা ৭-বহুব্রী (ত্রি)।
মঙ্গল শূন্ত। অকুশল। (ক্ৰী) নঞ-তৎ। মঙ্গল নহে।

অশুভ। অশুভ সূচক লক্ষণাদি। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বিস্তর অশুভ লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। দিবসে শৃগালের ডাক; কুকুরের রোদন; রাত্রিতে কাল পেঁচার ডাক; দাঁড়কাকের ডাক; গৃহে গুপ্তপতন; যাত্রাকালে ভয় বা শূন্য কুস্ত; তৈল; লবণ, অস্থি, কার্পাস, কচ্ছপ, কুকুর, ছিন্নকেশ, নখ, মল, দেবল ব্রাহ্মণ, গ্রামযাজক, শশক, গোধা, বিষ, তেলী, ব্যাধ, নপুংসক, সাপুড়িয়া প্রভৃতি বিস্তর অমঙ্গলের লক্ষণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

অমঙ্গল্য (ত্রি) মঙ্গলায় হিতং যৎ মঙ্গল্যং ততো নঞ-তৎ। অমঙ্গল জনক।

অমণ্ড (ত্রি) মন- (এমস্তাড্ড। উণ্ ১। ১১১) ইতি ড মণ্ডঃ। নাস্তি মণ্ডো যন্ত। বহুব্রী। যাহার মাড় নাই। মাড়শূন্য ভাত প্রভৃতি। ভূগহীন। (পুং) এরণ্ড বৃক্ষ।

অমত (পুং) অম-অতচ্। রোগ। মৃত্যু। কাল। *। ভৃশু-দৃশি যজি পর্কি পচামিত মিন মিহগোভোহতচ্। উণ্ ৩। ১১০। মন-ক্র। নঞ-তৎ। সম্মত নহে। অজ্ঞাত।

অমতি (পুং) অম-অতি। কাল। চন্দ্র। দণ্ড। অমা-শব্দ আত্মবচনঃ। আত্মময়ী ততির্মতিবা অমতিঃ। তত্ত্বত ইতি ততির্দীপ্তিঃ। মতিরপি প্রকাশরূপত্বাৎ দীপ্তিঃ। ** অমাত্তি-শব্দস্ত আত্মমতি-শব্দস্ত বা অমতি-ভাবঃ। (নিঘণ্টু)। (স্ত্রী) দীপ্তি। রূপ। আত্মময়ী মতি। *। অমেরতি। উণ্ ৪। ৫২। অম ধাতুর উত্তর অতি প্রত্যয় হয়।

(ত্রি) চুষ্ট। মন-ক্লিন্ অভাবে নঞ-তৎ। জ্ঞান-ভাব। অপ্রশস্ত বুদ্ধি। নঞ-বহুব্রী। জ্ঞানহীন।

অমতীবন্ (ত্রি) অমতিরপ্রশস্তা বুদ্ধিস্তয়া বহুতে বন-ক্লিপ্ দীর্ঘঃ। অপ্রশস্ত বুদ্ধিবৃদ্ধ।

অমত্র (স্ত্রী) অমতি অন্নং যত্র। অম—(অমি-নক্ষি-যজি-বধি-পতিভোহত্রন্। উণ্ ৩। ১০৫) ইতি অত্রন্। ভোজন পাত্র। ভাজন। (অমত্রস্তাজনম্ ইতি উজ্জল-দন্তঃ)। চলিত ভাষায় অমিষ্টি কহে। অমিষ্টি শব্দে জল পাত্রকে বুঝায়।

অমাত্র শব্দস্ত ব্রহ্মঃ। মাত্রা পরিমাণমপরিমাণো-হভ্যমিতো বা। মিত শব্দস্ত মত্রভাবঃ। (নিঘণ্টু)। অহিংসিত। অপরিমিত।

অম গত্যাদৌ অত্রন্ (ত্রি)। শত্রুর অভিভাবক। গমনশীল। (স্ত্রী)। বল।

অমত্ত (ত্রি) ন মত্তন্। নঞ-তৎ। মত্ত নহে।

অমৎসর (পুং) মদ-(কৃ-ধু-মদিভ্যঃ কিং। উণ্ ৩। ৭৩।—সরন্) ইতি সরন্ প্রত্যয়ঃ মৎসরঃ। ততো নঞ-তৎ। অজ্ঞের মঙ্গলে হিংসার অভাব। নঞ-বহুব্রী। মাৎসর্য-রহিত। অজ্ঞের প্রতি ঘেব শূন্য।

অমনন্ (ত্রি) নাস্তি প্রশস্তত্বাৎ কার্যক্ষমং মনো যন্ত। কার্য-ক্ষম মনোহীন; যেমন বালকাদি। মনোবৃত্তিশূন্য যোগী প্রভৃতি। পক্ষে কপ্। অল্পমনস্ক। যাহার মন বিষয়াস্তরে নির্বিষ্ট আছে। অনিগৃহীতমন। স্নেহ শূন্য। (পুং)। যোগসাধনের গ্রন্থ বিশেষ।

অমনি (স্ত্রী) অম—(অস্মি স্ব ধ্রু ধম্যামাশু বিশ তভোহস্মিঃ। উণ্ ২। ১০১) ইতি অনি। গতি। (অমনির্গতিঃ ইতি উজ্জল দন্তঃ)। পথ।

চলিত বাঙ্গলায় বিনামূল্যে, তৎক্ষণাৎ, রিক্তহস্তে শুদ্ধ বা কেবল এই সকল অর্থে অমনি ও অগ্নি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন,—‘তিনি এই দ্রব্যটী অমনি বা অগ্নি পাইয়াছেন’। অর্থাৎ বিনামূল্যে। ‘দড় বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক’। অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ। ‘ভিধারীরে অমনি বা অগ্নি ফিরাইতে নাই’। অর্থাৎ রিক্তহস্তে। ‘হরি-প্রেম কি অমনি মুখের কথা?’ অর্থাৎ শুধু বা কেবল কি মুখের কথা?

এই ‘অমনি’ শব্দ ‘এমন’ অর্থাৎ ‘এই মত’ শব্দের অপভ্রংশ। হিন্দীতে প্রচলিত আছে—‘ইস্কতের মিল্ গেই’। অর্থাৎ বিনা পরিশ্রমে, বিনা ব্যয়ে শুধু শুধু ইত্যাদি।

অমনুয্য (পুং) অভাবে নঞ-তৎ। মনুষ্য ভিন্ন পশু, দেবতা বৃক্ষাদি। যেমন,—‘অমনুয্যকর্তৃকে চ’। অপ্রা-শস্ত্যে নঞ-তৎ। মনুষ্যোচিত গুণশূন্য।

অমনোগত (ত্রি) ন মনোগতম্। নঞ-তৎ। অনভিপ্রেত। অমনোনীত (ত্রি) ন মনোনীতম্। নঞ-তৎ। মনঃপূত নহে। অনভিপ্রেত।

অমনোযোগ (পুং) অভাবে নঞ-তৎ। মনোযোগের অভাব। অবধানের অভাব। নঞ-বহুব্রী। অল্পমনস্ক। মনোযোগ শূন্য।

অমন্ত (ত্রি) মন-তুন্ মন্তঃ। নঞ-তৎ। যে জানে না। নাস্তি মন্তঃ অপরাধো যন্ত। নিরপরাধ।

অমন্ত্র (ত্রি) নাস্তি মন্ত্রো বেদপাঠো যস্মিন্ কস্মিণি। বহুব্রী। বেদপাঠ শূন্য। মন্ত্রশূন্য কস্মাদি।

অমন্দ (ত্রি) ন মন্দম্। পটু। উৎকৃষ্ট। শব্দকল্পদ্রুম, শব্দ-চক্রিকা ইহাতে ‘অমন্দ’—শব্দে ‘বৃক্ষ’ এই অর্থ উদ্ধৃত

করিয়াছেন।

অমর (পুং) ভাবী জিন বিশেষ। (ত্রি) নাস্তি মম ঈত্য-
ভিমানঃ গৃহাদিষু যন্ত। বলত্রী। মমতাশূচ। গৃহাদির
প্রতি যাহার মায়া নাই। উদাসীন।

অমর (পুং) মৃ-অচ্ মরঃ ততো নঞ-তৎ। দেবতা।
কুলিশ বৃক্ষ। পারদ। অস্তি সংহার বৃক্ষ। মরুদগণ বিশেষ।
জরায়ু। সিজ বৃক্ষ। বিবাহের জোটক নক্ষত্র বিশেষ।

(ত্রি) নঞ বহুব্রী। মরণশূচ। (পুং) অমরকোষ অভি-
ধানের রচয়িতা। মোকে ইহাকে অমরসিংহ কহেন। তিনি
বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের
সভায় থাকিতেন। সোমগিরির অন্তর্গত সরোবর
বিশেষ। ইহাকে অমর বা দেবসরোবরও কহে।

অমরকণ্টক। ছত্রিশগড়ের উত্তরে রতনপুরের অন্তর্গত
পর্বতবিশেষ। বোধ হয়, ইহাই মেঘদূতের আশ্রকট
পর্বত। ‘বক্ষ্যতাক্ষশ্রমপরিগতং সাত্তমানাকটং’। পৃঃ ১৭।
মালবের মধ্যে জবলপুরের প্রায় ৮০ ক্রোশ পূর্বে অমর
কটক অবস্থিত। ইহার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরী ৩,৫৯০ ফিট
উচ্চ। পাঁচ কুণ্ড হইতে নন্দদা নদী অবতীর্ণ হই-
য়াছে। এখানকার উচ্চতা প্রায় ৩,৫০৪ ফিট।

অমরকোট। সিন্ধুনদের পরপারে একটি প্রসিদ্ধ স্থানের
নাম। এইখানে প্রসিদ্ধ পাদশা অকবরের জন্ম হইয়া-
ছিল। [অকবর দেখ]।

অমরকোষ (পুং) অমরসিংহেন প্রণীতঃ কোষোহভিধা-
নম্। অমরসিংহ প্রণীত অভিধান বিশেষ। ইহা তিন
কাণ্ডে ও অষ্টাদশবর্গে বিভক্ত। কেহ কেহ ইহাকে
ত্রিকাণ্ড বা লিঙ্গানুশাসনও কহেন। চতুর্পাঠার ছাত্রেরা
এই অভিধান আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন।
ইহার বর্গগুলি যথাক্রমে এই রূপে বিভক্ত করা হই-
য়াছে—১—স্বর্গবর্গ। ২—পাতালবর্গ। ৩—ভূমিবর্গ।
৪—পুরুবর্গ। ৫—শৈলবর্গ। ৬—বনৌষধিবর্গ। ৭—
সিংহাদিবর্গ। ৮—মহুর্ষ্যবর্গ। ৯—ব্রহ্মবর্গ। ১০—ক্ষত্রিয়-
বর্গ। ১১—বৈশ্যবর্গ। ১২—শূদ্রবর্গ। ১৩—প্রাণিবর্গ।
১৪—বিশেষ্য নিম্নবর্গ। ১৫—সংকীর্ণবর্গ। ১৬—নানার্থ-
বর্গ। ১৭—অব্যয়বর্গ। ১৮—লিঙ্গাদি সংগ্রহবর্গ। মহে-
শ্বর, মলিনাথ, নীলকণ্ঠ, ভোজরাজ, রাজদেব, ভরত-
মল্লিক, রামতর্কবাগীশ, রঘুনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি অনেকে
ইহার টীকা করিয়াছেন।

অমরজ (পুং) অমরঃ হর্মর ইব জায়তে অমর-জন-ড।
দ্রুযধদির বৃক্ষ। কালকন্দ খদির।

অমরদারু (পুং-রূপী) অমরাণাং প্রিয়ং দারু। শাক-তৎ।
দেবদারু বৃক্ষ।

অমরদ্বিজ (পুং) অমরাণাং দেবানাং পূজকঃ দ্বিজঃ।
শাক তৎ। দেবল ব্রাহ্মণ। পূজারী ব্রাহ্মণ।

অমরনাথ (পুং) কশ্মীরের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থ বিশেষ।
এখানে মহাদেবের যে স্বয়ম্ভু তুষারলিঙ্গ আছে তাহার
নাম অমরনাথ বা অমরেশ্বর। প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসের
রাকী পূর্ণিমাতে ভারত বর্ষের নানা দেশের যাত্রিগণ
এই তীর্থস্থানে গমন করিয়া থাকেন।

অমরনাথ কশ্মীরের পূর্বদিকে অবস্থিত। ইহার
উত্তরে তিব্বৎ দেশ। এখানকার পর্বতমালা অতিশয়
উচ্চ নীচ; উর্দ্ধে প্রায় ১৫,০০০। ১৬,০০০ ফিট হইবে।
শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই,—চারিদিক বারমাস তুষারে আবৃত।
পথ দুর্গম; প্রাণিশূচ, তৃণশূচ; আবার সহস্র সহস্র প্রস্তর
খণ্ড ও হিমশিলা পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। হাঁটবার
সময়ে যাত্রীরা একটু উচ্চস্বরে কথা কহিলে কিম্বা
জোরে পায়ের শব্দ করিলে তাহার প্রতিঘাতে সেট
সকল শিলা খসিয়া আসিয়া মাথার উপরে পড়ে।
এদিকে আবার ভাদ্রমাস, রাত্রিদিন বৃষ্টি হইতে থাকে;
কখন কখন বরফও পড়ে। এত বিষয় বিপত্তি, তবু এট
স্বয়ম্ভুলিঙ্গ দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রতিবৎসর প্রায় দুই
হাজার যাত্রী অমর নাথে গিয়া থাকেন।

পথ এত দুর্গম বলিয়া কশ্মীরের মহারাজ যাত্রীদের
বিশেষ সহায়তা করেন। এই মহাতীর্থ দর্শন করি-
বার নিমিত্ত ভারতবর্ষের অতি দূরতর স্থান হইতে যাত্রী
আসে। তাহার মধ্যে ধনী দরিদ্র, যোগী সন্ন্যাসী,
সকল সম্প্রদায়ের লোক দেখা যায়। দরিদ্র লোককে
মহারাজ নিজে পাথেয় দিয়া থাকেন।

রাকী পূর্ণিমার চৌদ্দ পনের দিন পূর্বে শ্রীনগরের
নিকটে রামবাগে রাজ-ঝাণ্ডী উড়াইয়া দেওয়া হয়।
এই পতাকা দেখিয়া যাত্রীরা ক্রমশঃ একত্রিত হইতে
থাকে। তাহার পর পূর্ণিমার আট দিন থাকিতে সকলে
শ্রীনগর হইতে যাত্রা করে। অনন্তনাগে রাজ-ছটা
পৌছিলে যাত্রীরা আর কেহকোথাও থাকেন না, সকলে
আসিয়া একত্র মিলিত হয়। এখান হইতে অমরনাথ
২৮ ক্রোশ দূর; পাঁচ আড্ডা হইয়া তাহার পর তীর্থ-
স্থানে পৌছিতে হয়। পথে কিছুই পাওয়া যায় না;
অমরনাথেও হাট বাজার নাই, লোকের বসতি নাই;
তজ্জন্ত যাত্রীরা অনন্তনাগ হইতে দ্রব্য সামগ্রী কিনিয়া

লইয়া যায়।

রাজ-পতাকা আগে আগে, পশ্চাতে বাজ্রিগণ—
প্রাণ হাতে করিয়া চলিতে থাকে। অমরনাথে যাত্রা
করিয়া পথের মধ্যে সকলে একুশটা তীর্থস্থানে স্নান
করে। যাত্রীরা প্রথমে বিতস্তা নদী পার হইয়া কল্পপ
মুনির ত্রীর্থ বা ত্রীম্বানে গিয়া পৌঁছে। এখানে কোন
দেবমূর্তি নাই। কথিত আছে, এখানে কেহ স্নান
করিলে শৌর্য ও ত্রীসম্পন্ন হন।

দ্বিতীয় তীর্থ ‘পাণ্ডুতন’। বোধ হয় ইহা ‘পদস্থান’ শব্দের
অপভ্রংশ। ভগবতী পলায়ন করিতেছিলেন, মহাদেব
তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছেন। এইখানে শিব
ভগবতীর পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন; সে জন্ত অমুমান
হয়, পাণ্ডুতন—পদস্থান শব্দের অপভ্রংশ। বহুকাল
পূর্বে এখানে কশ্মীরের রাজধানী ছিল। মহারাজ
অশোক এই নগরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রতি-
ষ্ঠিত একটা মন্দিরে বুদ্ধদেবের দন্ত ছিল। তাহার পর
কাশ্যপজ্যেষ্ঠের রাজ্য অভিমহ্য আগুন লাগাইয়া সমস্ত
নগর নষ্ট করেন। তাহাতে দেবালয়াদি পুড়িয়া যায়।
কেহ কেহ বলেন, ১১৩ খৃষ্টাব্দে পার্থ রাজা এই নগর
স্থাপন করেন। অভিমহ্য যে নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন
তাহা ইহার নিকটে ছিল। শেষে শাহা উদ্দিন সিকন্দার
কশ্মীরে উপদ্রব করিয়াছিলেন, তখনও এনগর বিনষ্ট
হয় নাই। এখানে ৮০ হাত চতুষ্কোণ একটা শিবকুণ্ড
আছে। অমরনাথে বাইবার সময়ে যাত্রীরা সেই কুণ্ডে
স্নান করে। পাণ্ডুতনে এখনও অনেক দেবালয় ও
অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

তৃতীয় তীর্থস্থানের নাম পদ্মিনাপুর বা পাম্পুর।
ইহা পদ্মপুর শব্দের অপভ্রংশ। পদ্ম নামে কোন রাজা
এই নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন। এখন কেবল স্থানে
স্থানে বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভ ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে
পাওয়া যায়।

ইহার পর যাত্রীরা যেখানে স্নান করে তাহার নাম
যজ্ঞপুর। এখানে মহাদেবের একটা লিঙ্গ আছে।

যজ্ঞপুর ছাড়াইয়া তাহার পর অবন্তীপুর। মহারাজ
অবন্তীবর্মা এই নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। কথিত আছে,
মহাদেবের বরে তিনি জলের উপরে হাঁটিতে পারিতেন।
তৎকালে একবার মহাজলপ্লাবনে কশ্মীর ডুবিয়া যায়।
কিন্তু অবন্তীবর্মা আপনার সাধনবলে বিপদগ্রস্ত হন
নাই। অবন্তীপুরে এখন অনেক দেবালয়াদির ভগ্নাবশেষ

পড়িয়া আছে। তাহার পর বাগ্‌হু উৎস। ৮—হস্তী-
কি-নর-কুন্-নর্গম। ৯—চক্রধর। ১০—দেবকী স্থান।
১১—বিজয়েশ্বর। ১২—হরিশ্চন্দ্ররাজ। ১৩—ভেজাবর।
১৪—সুরি গুফর (সৌর গহবর)। ১৫—সুফর গা।
১৬—বক্রর। ১৭—সলর। ১৮—গণেশবুল। ১৯—নীল-
গঙ্গা। ২০—হ্যাধেশ্বর। সর্বশেষে পঞ্চতরঙ্গিণী। এই
নির্ব্বরের পাঁচটা শাখা, তজ্জন্ত লোকে ইহাকে পঞ্চ-
তরঙ্গী কহে। যাত্রীরা এইখানে স্নান করে। স্নানের
পর বস্ত্র ত্যাগ করিয়া ভূজপত্রের বস্ত্র পরে। কেহ
কেহ বিবস্ত্র হইয়াই মনের উল্লাসে হর হর জয় জয়
শব্দ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকে। পঞ্চতরঙ্গিণী
অমরেশ্বর হইতে এক ক্রোশ দূরে। যাত্রীরা আপন
আপন খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতি এই আড্ডায় রাখিয়া যায়।

এই বার অমরেশ্বরের গুহা। ইহার প্রবেশ পথ
প্রায় ৩২ হাত প্রশস্ত। গুহার প্রবেশ করিলে প্রথমে
প্রায় ৫০ হাত সরল পথ। তাহার পর দক্ষিণ দিকে
একটু ফিরিয়া আবার প্রায় ১৬ হাত অগ্রসর হইতে
হয়। গুহার ভিতর অত্যন্ত শীতল; উপর হইতে সর্ব-
দাই টপ্ টপ্ করিয়া জল করিতেছে। মহাদেবের
স্বয়ম্ভু তুষারলিঙ্গ এইখানে—নির্ম্মল স্ফটিকের ত্রায় ধপ্
ধপ্ করিতেছে। কথিত আছে, চন্দ্রের মত এই শিব-
লিঙ্গের নাকি হাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্ণিমাতে
মহাদেবের পূর্ণমূর্তি দেখা যায়। তাহার পর প্রতিপদ
হইতে এক এক কলা করিয়া কমিয়া আসে। অমা-
বস্ত্রাতে তুষারলিঙ্গের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না,—
সমস্ত অবয়ব অদৃশ্য হইয়া যায়। আবার শুক্লপক্ষের
প্রতিপদ হইতে ঐ লিঙ্গ প্রত্যহ এক এক কলা করিয়া
বাড়িতে থাকে। এ স্থান জনশ্রুত, অতিশয় ভয়ানক;
বার মাস তথার কেহই থাকিতে পারে না। কচিং
যোগী সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেহ কেহ সেখানে তিন চারি
মাস অবস্থিতি করেন। তাঁহারাই বলিয়া থাকেন যে,
চন্দ্রের হাসবৃদ্ধির সঙ্গে অমরনাথের হাসবৃদ্ধি হয়। মহা-
রাজ গোলাব সিংহ একবার সেখানে রাজিবাস করিয়া-
ছিলেন। কথিত আছে, মহাদেব সর্পরূপে তাঁহাকে
দেখা দিয়া অন্তর্হিত হন। আরও প্রবাদ আছে, এই
স্বয়ম্ভু লিঙ্গ নাকি কপোতরূপে ধারণ করিয়া থাকেন।
ফলতঃ, সে কথা মিথ্যা। অমরনাথে বাইবার সময়ে
পাণ্ডুরা কতকগুলি পায়রা কাপড়ের ভিতরে লুকাইয়া
লইয়া যায়। শেষে অমরনাথের গুহার কাছে উপস্থিত

হইয়া সেই সকল পায়রা উড়াইয়া দেয়। যাত্রীরা কপোতরূপী মহাদেবকে দেখিয়া ভক্তি করে। অমরনাথে আরও কয়েকটা দেবদেবী এবং পাষাণময় বুয়ের মূর্তি আছে।

উজ্জয়িনীতেও অমরনাথ বা অমরেশ্বর নামে একটি শিব লিঙ্গ ছিল।

অমরপতি (পুং) অমরাণাং দেবানাং পতিঃ রাজা। ৬-তৎ। ইঙ্গ। দেবরাজ।

অমরপুর। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন রাজধানী। ইহা ঐরাবতী নদীর পূর্বকূলে অবস্থিত। অনেকে এই রূপ অনুমান করেন যে, এই নগর ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে একটি মন্দিরই বিশেষ প্রসিদ্ধ। উহার চারি দিক ২৫০টা হলকরা কাঠের স্তম্ভে স্তম্ভোভিত। মন্দিরের ভিতরে বৃহদাকার ধাতুময় বৌদ্ধের মূর্তি আছে। পূর্বে অমরপুরের চারিদিক ২০ ফিট উচ্চ এবং ৭০০০ ফিট দীর্ঘ প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। ১৮১০ খৃঃ অব্দে অগ্নি লাগিয়া নগর বিনষ্ট হইয়া যায়। তাহার পর ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে ভূমিকম্পে ইহার বিস্তর ক্ষতি হয়। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন রাজাদের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও নগরের মধ্যস্থলে স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, অমরপুর নগর আধুনিক নহে। এই রাজধানী অনেক দিনের প্রাচীন। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ইহার কেবল নাম পরিবর্তিত হইয়াছে। তলেমি আবার নদের দুইটা শাখার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার তটবর্তী দুইটা নগরের বিষয়ও লিখিয়াছেন। সে দুইটা নগরের নাম উরথেনা এবং নর্দন। উরথেন শব্দ—রাধন শব্দের অপভ্রংশ। ইহাই অমরপুরের প্রাচীন নাম। ইহাকে পূর্বে আবা ও রন্ধামরকোট বলা হইত। কিন্তু প্রকৃত আবা নগর ও অমরপুরে প্রভেদ আছে।

ব্রহ্মদেশে এই রীতি চলিত ছিল যে, কোন নূতন রাজা রাজপদে অভিষিক্ত হইলে তিনি পূর্বের নগর হইতে উঠিয়া আবার একটি নূতন স্থানে আপনাদের রাজধানী করিতেন। এই প্রথানুসারে আবা হইতে অমরপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।

অমরপুঙ্গক (পুং) অমরম্ অনানং পুঙ্গং যন্ত কপ্। কল্প বৃক্ষ। কাশতৃণ। কেশে। (স্ত্রী) অমরপুঙ্গিকা—ইক্ষুগন্ধা।

অমরপুঙ্গী (স্ত্রী) অমরম্ অনবনতং পুঙ্গং যন্তাঃ জাতি-হাং ভীপ্। অবাকপুঙ্গ। অধঃপুঙ্গা বৃক্ষ। অমরপুঙ্গিকা এপ্রকার পদও ব্যবহৃত আছে।

অমররত্ন (স্ত্রী) অমর ইব শুক্লং রত্নম্। ক্ষটিক।

অমররাজ (পুং) অমরাণাং রাজা রাজাহ সখিভ্যো উচ্-ইতি উচ্ সমাসঃ। দেবরাজ। ইঙ্গ।

অমরলোক (পুং) অমরাণামুদিতঃ লোকঃ। ৬-তৎ। স্বর্ণ।

অমরবল্লী (স্ত্রী) অমরা উচ্ছেদনেহপি ন স্মিয়মাণা বল্লী।

কর্ম্মধা। আকাশবল্লী। আলগলতা। আলগোচলতা।

অমরসরিং (স্ত্রী) সূ- (হৃস্বকৃহিষুভ্যা ইতিঃ। উণ্ ১।

৯৭) ইতি ইতি প্রত্যয়ঃ, সরিং নদী। অমরে স্বর্ণে

প্রবাহিতা সরিং। ৭-তৎ ৬-তৎ বা। মন্দাকিনী। স্বর্ণদী।

অমরসিংহ (পুং) অমরকোষ অভিধানের রচয়িতা।

ইনি বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার সভ্য ছিলেন।

অমরসিংহ নামে জনৈক মহাবীর ব্যক্তি গুজরাতের

সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার অপরিসীম সাহস, যুদ্ধ-

কৌশল ও বাহুবল ছিল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে নেপাল যুদ্ধের

সময়ে তিনি অষ্টালুর্নী সাহেবকে অনেকবার বিপদগ্রস্ত

করিয়াছিলেন। শেষে বিলাসপুরের রাজা ইংরাজদের

পক্ষ হইয়া পড়িলেন, গুজরা সেনারাও ইংরাজদের বশী-

ভূত হইল; অগত্যা তিনি নেপালের রাজধানী কাটামুণ্ডে

গিয়া আশ্রয় লইলেন। সচরাচর লোকে এই অমর-

সিংহকে 'ওমোরসিং' কহিয়া থাকে।

অমরা (স্ত্রী) ঘৃতকুমারী। গৃহকন্ডা। দুর্কী। শুড়ুচী।

ইঙ্গপুরী। স্থণা। জরায়ু। ইঙ্গবাক্লী বৃক্ষ। বটী বৃক্ষ।

মহানীলী বৃক্ষ। নাভিনালা।

অমরাক্ষনা (স্ত্রী) অমরেশু ইঙ্গপুরেশু বিরাজিতা অক্ষনা।

৭-তৎ। অক্ষরা। ৬-তৎ। দেবজ্ঞী।

অমরাস্ত্রি (পুং) অমরাণামধিষ্ঠিতোহস্ত্রিঃ। শাক-তৎ। স্ত্রমেক।

অমরাপগা (স্ত্রী) অমরাং দেবলোকাৎ অবতীর্ণা আপগা

নদী। মধ্যপদলোপী ৫-তৎ। ৬-তৎ, ৭-তৎ বা। সুরত-

রঙ্গিণী গন্ধা।

অমরালয় (পুং) ৬-তৎ। স্বর্ণ। ইঙ্গপুরী।

অমরাবতী (স্ত্রী) অমরা দেবা বিদ্যাশ্চে যন্তাম্ অন্ত্যার্থে

মতৃপ্ মন্ত বকারঃ মতো দীর্ঘঃ। ইঙ্গালয়। এই নগর

বিশ্বকর্মা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা স্ত্রমেক পর্বতের

উপরে অধিষ্ঠিত। এখানে জরা মৃত্যু শোক তাপ কিছুই

নাই। ইঙ্গপুরে দেবতারা বাস করেন। এখানে সুরভি

ধেহু, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, অক্ষরা, এবং নন্দন

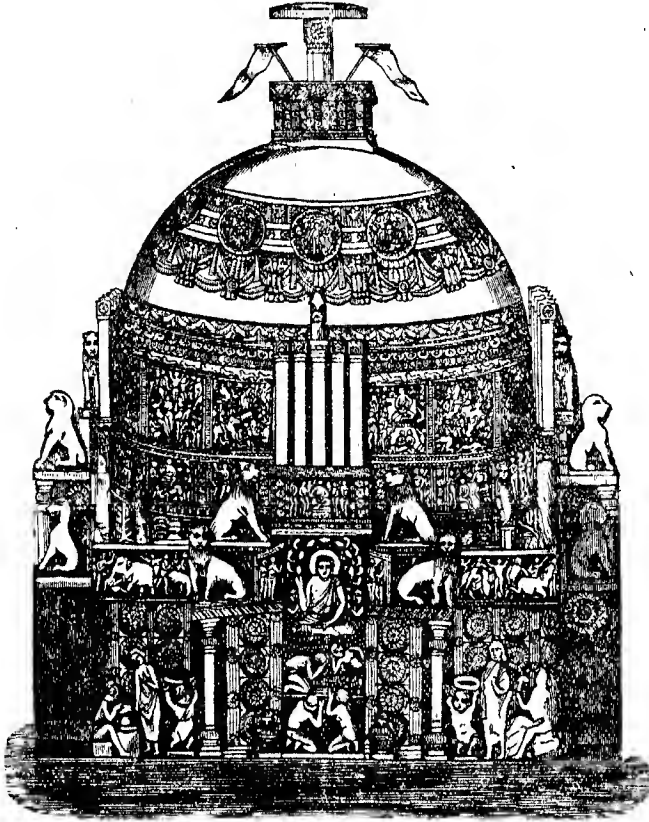
কানন প্রভৃতি অনেক অদ্ভুত ব্যাপার আছে। নন্দন

কাননে মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ এবং ইরি-

চন্দন এই পাঁচটা বৃক্ষই বিশেষ প্রসিদ্ধ। অলকানন্দা

ইন্দ্রপুরের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। দেব-রাজ ইন্দ্র এখানকার অধীশ্বর। বোথরা প্রভৃতি স্থানের নিকটে 'ইন্দ্রালয়' নামে একটি স্থান আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তাহাই প্রাচীন ইন্দ্রালয় বা অমরাবতী এবং অলকানন্দার আধুনিক নাম অক্ষসু। বেদ ও পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্বে অক্ষুরেরা ইন্দ্রের সঙ্গে অনেক বার বিরোধ করিয়াছিল। বোধ হয় ইন্দ্রের রাজধানী প্রভৃতি বাড়িয়া লইবার নিমিত্তই তাহার পুনঃ পুনঃ বিরোধ করিয়া থাকিবে।

কুষ্মানদীর কূলে অমরাবতী নামক একটি প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। উড়িষ্যার বিবরণে দেখা যায় যে, তথাকার রাজা সূর্য্যদেব খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে অমরাবতী নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে অনরনাথ বা অমরেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গ এইখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল; তাহার পর এখানে বৌদ্ধ মন্দির ও গুফা প্রভৃতি নির্মিত হয়। এখনও বৌদ্ধদের অনেক মন্দিরাদি ভাঙ্গিয়া তুপাকার হইয়া আছে। কোন কোন দেবা-



লয়াদির প্রস্তরে নানা প্রকার বিবরণ খোদিত ছিল। তাহার ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু বিস্তৃত নহে। অক্ষর সিংহল সিওনী এবং অন্ধ্রের মত। কেহ কেহ বলেন যে, ৬০০ এবং ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঐ সকল বৌদ্ধ মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিলে উড়িষ্যার বিবরণের সঙ্গে অনেক বিরোধ ঘটে।

এখানে অমরাবতীর একটি টোপের চিত্র দেওয়া হইল। খৃষ্ট অনুমান ৩০০ বা ৪০০ বৎসরের বৌদ্ধেরা নাগ, চক্র এবং বুদ্ধের পূজা করিতেন। এই তিনটা

বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্গ ইহাদের বিভূতি। কিন্তু এ সম্বন্ধে অনেক মতান্তরও দেখা যায়। এই চিত্রের মধ্যস্থলে একটি মূর্তি রহিয়াছে। তাহার মস্তক নাগফণায় সুশোভিত। সম্মুখে চারিজন ভক্ত প্রণাম করিতেছে। নিম্নের দুই পার্শ্বে কয়েক জন ব্যক্তি মাথায় করিয়া কি লইয়া যাইতেছে। উপরের দুই পার্শ্বে সিংহ এবং আরও কতকগুলি প্রতিমূর্তি রহিয়াছে। চূড়ার উপরে চক্র।

অমরাবতীর আরও কয়েকটা স্থলে নাগ, চক্র এবং বুদ্ধের প্রতিমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এক স্থানের

প্রস্তরের মধ্যস্থলে একটি নাগ, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বৃক্ষ এবং উপরে ও বামপার্শ্বে চক্র।

এদেশে ভারতের এবং অমরাবতীর পাথরের রেলই অধিক প্রসিদ্ধ। সাক্ষির রেলও মন্দ নহে। কিন্তু অমরাবতীর রেল সকলের চেয়ে বৃহৎ ও সুচিহ্নিত। ইহার প্রধান রেলের পরিধি ১৯৫ হাত। ভিতরের রেলের পরিধি ১৬৫ হাতের কম নহে। বাহিরের বড় রেল প্রায় ৯ হাত উচ্চ; ভিতরের বড় রেল প্রায় ৮ হাত দীর্ঘ হইবে। দেবালয়ের বনিয়াদের উপরে বালকের ও নান্য প্রকার পুষ্পের মূর্তি খোদিত করা। স্তম্ভের নিম্নে ও উপরে অর্ধচন্দ্র, মধ্যস্থলে পূর্ণচন্দ্রের আকৃতি; এই সকল স্থলে নান্য প্রকার চিত্র বিচিত্র করা। দ্বারের নিকটবর্তী স্তম্ভের চিত্র অল্প প্রকার। এক স্থানে জনৈক রাজা সিংহাসনে বসিয়া আছেন। ধড়া করিয়া কাপড় পরা, মাথায় পাগড়ী; পাগড়ীর উপরে গণিময় চাঁদ বসান। দুই হাতে সোণার বাল্য। শরীরের মধ্যে আর কোথাও পরিচ্ছদ নাই। দক্ষিণ পার্শ্বে ও পশ্চাদ্ দিকে সভাসঙ্গণ। তাহাদেরও বেশ ভূষা রাজার মত। জনৈক মন্ত্রী হাত ঘোড় করিয়া রাজাকে কি বলিতেছেন। রাজা স্থিরচিন্তে তাহাতে মনোনিবেশ করিয়া আছেন। সম্মুখে অস্ত্রধারী প্রহরী। তাহার সম্মুখে যুদ্ধ সজ্জা। পদাতিকেরা অস্ত্র তুলিয়া আছে। কোন কোন সৈনিক পুরুষ ঘোড়ার উপর চড়িয়া রহিয়াছে, কেহ বা গজপৃষ্ঠে। অজস্রায় যে সকল মূর্তি খোদিত আছে, তাহাদের অনেকের গায়ে জামা, টাপকান প্রভৃতি পরিচ্ছদ দেখা যায়। অনেককে গ্রীসের এবং পারস্যের লোক বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু অমরাবতীতে কাহারও গায়ে পরিচ্ছদ নাই এবং কোন ব্যক্তিকে বিদেশীয় বলিয়া বোধ হয় না।

অনেকে অনুমান করেন যে, ৩১৯ খৃঃ অব্দে পুরী হইতে লঙ্কাদীপে বৃদ্ধের দন্ত লইয়া যাইবার সময়ে অমরাবতীর ভিতর দিয়া ঐ দন্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেই সময়ে এখানকার বাহিরের রেল নির্মিত হয়। ভিতরের রেল সম্ভবতঃ খৃষ্ট চারি শতাব্দীতে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ইহার কতকগুলি প্রস্তরে পূর্বে আরও কি খোদিত ছিল। তাই বোধ হয়, কোন পুরাতন অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া এই নূতন দেবালয় নির্মিত হইয়া থাকিবে।

৩৩৯ খৃঃ অব্দে চীন পরিব্রাজক হিয়াঙ্ সিয়াং এই স্থানে আসিয়াছিলেন। তাহার প্রায় শত বৎসর পূর্বে

এই স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তবু তিনি অমরাবতীর বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন।

অমরি (দেশজ শব্দ) হাওদা। হাতীর উপর বসিবার আসন ও তাহার উপরে আচ্ছাদন থাকিলে তাহাকে অমরি কহে। ইহাকে আমারি বা আমিরিও কহে। অমরিষু (ত্রি) মৃ-বাহ্ ইক্ষুচ্ মরিষুম্। নঞ-তৎ। মরণধর্মশীল নহে।

অমরশতক (ক্ৰী) এক ধানি কাব্য। কথিত আছে অমর রাজার নাম দিয়া শঙ্করাচার্য্য এই কাব্য থানি রচনা করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য কঠোর সাধনেই জীবন কাটাইয়াছিলেন, তিনি রসলাপ বৃত্তিতে ন। তজ্জন্ত মদনশিশু রসবিদ্যার বিচারে তাঁহাকে পরাস্ত করিতেন। ইতি মধ্যে অমররাজের মৃত্যু হইল। মৃত্যু হইলে শঙ্করাচার্য্য আপনার দেহ রাখিয়া নিজে অমরুর শরীরে প্রবেশ করিলেন। অমরু জীবিত হইয়া মদন-মিশ্রের পত্নীর সঙ্গে রসসম্ভাষণ করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। তাহার পর শঙ্করাচার্য্য অমরুর দেহ হইতে বাহির হইয়া আবার আপনার শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। অমরুর পুনর্বার মৃত্যু হইল। এই সময়ে শঙ্করাচার্য্য অমরশতক পুস্তক রচনা করেন। কাহারও মতে, অমরু নামে জনৈক কবি ছিলেন। এই পুস্তক তাঁহারই রচিত। (কবিরমরঃ কবিরমরঃ কবিশৌর্যো ময়ুরকঃ)।

অমরেশ (পুং) ৬-তৎ। ইন্দ্র। দেবরাজ।

অমর্ত (ত্রি) মৃ-তন্ মর্তম্। নঞ-তৎ। অমর। মরণধর্ম-শূন্য। মমুষ্য নহে। *। হসি মৃ গ্রিণ্ বা হমিদমিলু পু ধুবিভাস্তন্। উণ্ ৩। ৮৬। এই দশ ধাতুর উত্তর তন্ প্রত্যয় হয়।

অমর্ত্য (ত্রি) মৃঙ্ প্রাণত্যাগে—(অম্রাদয়শ্চ। উণ্ ৪। ১১১) ইতি যৎ-প্রত্যয়ান্তো নিপাত্যতে বিকল্পেন তুড়া-গমশ্চ, গুণঃ। (নিরুক্ত)। অথবা, মর্ত-স্বার্থে যৎ। নঞ-তৎ। মরণশূন্য। দেবতা। অমর্ত্যভুবন—স্বর্গলোক। অমর্ত্যাদ (ত্রি) নাস্তি মর্যাদা সীমা সমানো বা যন্ত যজ্ঞ বা বহুব্রী গোণে ব্রহ্মঃ। সীমা রহিত। সমান রহিত। অমর্ষ (পুং) মৃষ ক্ষাত্তৌ-ঘঞ্ বিরোধে নঞ-তৎ। ক্রোধ। অক্ষমা। (কোপ ক্রোধামর্ষরোধপ্রতিবা। অমর)। অলঙ্কার শাস্ত্রমতে বাড়িচারী ভাব বিশেষ।

অমর্ষণ (ত্রি) মৃষ-ল্যু মর্ষণম্। নঞ-তৎ। ক্রোধী। অস-হন। ভাবে ল্যুট্ (ক্ৰী)। ক্রোধ। অক্ষমা।

অমর্ষিত (ত্রি) মৃষ-ক্ মর্ষিতম্। নঞ-তৎ। ক্রুদ্ধ। ক্ৰমা-
বান্ নহে। *। মৃষস্তিতিক্যাম্। পা ১।২।২০।
তিতিক্ষা অর্থে মৃষ ধাতুর উত্তর ইটযুক্ত নিষ্ঠা প্রত্যয়
থাকিলে কিং হয় না অর্থাৎ গুণ হইয়া থাকে। তিতিক্ষা
অর্থ না বুঝাইলে—মৃষিত, এই প্রকার রূপ হইবে।
যেমন, অপমৃষিত বাক্য অর্থাৎ অবিস্পষ্ট।

অমর্ষিন্ (ত্রি) মৃষ-ণিনি। নঞ-তৎ। ক্রোধী।

অমল (ক্লী) মৃজ্যতে শোধ্যতে মৃজুস শুদ্ধো-কল মলং
ততো নঞ-তৎ। অত্র। সাতলা বৃক্ষ। নাস্তি মলমস্য
নঞ-বহত্ৰী। নির্মল। দোষ রহিত। *। মৃজ্জি লোপশ্চ।
উণ্ ১। ১০৭। মৃজ্ ধাতুর উত্তর কল প্রত্যয় হয় এবং
টির লোপ হইয়া থাকে।

অমলপতত্রিন্ (ত্রি) পতাৎ পতনাৎ ত্রায়তে পতত্রঃ পক্ষঃ
সোহস্যাস্তীতি পতত্রী। অমলাশ্যাসৌ পতত্রী চেতি
কর্মধা। বহু কুকুট। বনকুকুটের পালক দেখিতে অতি
সুন্দর, তজ্জন্তু ইহাকে অমলপতত্রী কহে।

অমলা (ক্লী) নাস্তি মলং দোষঃ কোপি যস্যঃ। বহত্ৰী।
লক্ষ্মী। ভূমি আমলকী। সাতলা বৃক্ষ। নাভিনালা।

অমলাগ্নন্ (পুং) অমলো দোষরহিতঃ আত্মা যন্ত।
বহত্ৰী। বিগুণান্তঃকরণ যোগী।

অমবৎ (ত্রি) অমা সহার্থাবয়ং-মতুপ্ হ্রস্বঃ। সসহায়।
অথবা, অম রোগস্ততো মতুপ্। রোগবান্। অথবা,
আত্মশব্দন্ত বা অমভাবঃ। (আত্মা জীবে যত্নে কলৌ
মনৌ চাতপি। নিঘণ্টু)। ইতি অমবান্—যত্নবান্।

অমস (পুং) অম-অসচ্। কাল। নির্কোষ। রোগ।

অমা (অব্য) মা-কা মা, ন মা। সহ। নিকট। অমাবস্তা।
চন্দ্রের ষোলকলা। মহাকলা।

ন মীয়তে অসৌ মা-কস্মণি কিপ্। (ত্রি)—পরিমাণশূন্না
পুং—আত্মা। গৃহ। অম গতিভক্ষণশব্দে—(পুংসি
সংজ্ঞায়াং ঘ প্রায়েণ। পা ৩। ৩। ১১৮) ইতি ঘ; অম্যন্তে
হস্মিন্ ভক্ষ্যন্তে শব্দায়ন্তে বা। যদ্বা, নিপাতোহয়ম্।
অমা গৃহবচনঃ সহবচনো বা। (নিরুক্ত)। অম্যতে
গম্যতে চন্দ্রলোকাং অত্র অম-আধারে ঘঞ্। ইহ লোক।

অম্যৎস (ত্রি) নাস্তি মাংসং যন্ত। বহত্ৰী। হৃক্ল।

অমাত্য (পুং) অমা সহ বসতি-তাপ্। মত্ৰী। সচিব।
যিনি শাস্ত, বিনীত, কার্যকুশল, সংকুলীন, শুভলক্ষণ,
যুক্ত, শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ, শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকেই রাজার
অমাত্যের যোগ্য বলিয়া থাকেন।

শাস্তো বিনীতঃ কুশলঃ সংকুলীনঃ শুভাশ্রিতঃ।

শাস্ত্রার্থতত্ত্বগোহমাতো। ভবেদুন্নিভুজামিহ ॥

অমাত্র (পুং) মা-উণ্ ত্রন্ টাপ্ মাত্রা মানং। নাস্তি মাত্রা
মানং পরিচ্ছেদো বা যন্ত। নঞ-বহত্ৰী গোণে হ্রস্বঃ।
অপরিমিত। ইয়ন্তাশূন্ত। পরমাত্মা। তুরীয় ব্রহ্ম। (ত্রি)
অসীম গগনাদি। *। হযামাত্রভসিত্যত্ন। উণ্ ৪। ১৬৭।
হ যা মা ঞ্ এবং ভস্ ধাতুর উত্তর ত্রন্ প্রত্যয় হয়।

অমাননা (ক্লী) মান চুরাং পূজায়াং যুচ্ টাপ্ মাননা
অভাবে নঞ-তৎ। আদরের অভাব। সম্মানের অভাব।
(ত্রি) নঞ-বহত্ৰী। মানশূন্না। গৌরবহীন।

অমানস্ত্র (ক্লী) মানসে মনসি সাধু মানস-যৎ ততো নঞ-
তৎ। যাহা মনে ভাল লাগে না। হৃৎখ।

(পীড়াবাধাবাখ্যাত্ত্বঃখমমানস্ত্রং প্রসূতিজন্ম। অমর)।

অমান্য (ত্রি) মান-ণ্যৎ। নঞ-তৎ। অমাননীয়। অনাদরণীয়।
অমামনী। অমামনী (ক্লী) অমা সহ স্বর্ঘ্যো মাঃ মাসো
বা চন্দ্রো যন্তাম্। বহত্ৰী গৌরাদি। ভীপ্। মাস ইতি
মাঃ এব ইতি মস্-স্বার্থে-অণ্।

যে তিথিতে স্বর্ঘ্যের সহিত এক রাশিতে চন্দ্র থাকেন।

অমাবস্তা। অমামস্ত্যামামাসী। (শব্দার্থব)।

অমায় (ত্রি) নাস্তি মায়্য যন্ত। নঞ-বহত্ৰী। মায়্যশূন্না।
কৃপাহীন। কপটতা রহিত। অবিদ্যাহীন। (ক্লী) ব্রহ্ম।
শাস্ত্রী বিদ্যারহিত। ঐজ্জাল বিদ্যাসূত্র। (শ্রান্নায়
শাস্ত্রী কৃপা। দস্তোবুদ্ধিশ্চ। হেম)। মায়ৌ পীতাস্থরম্
অস্থরং বা তন্নাস্তি যন্ত। নঞ-বহত্ৰী। পীতাস্থরশূন্না।
বস্ত্রশূন্না। (মায়ঃ পীতাস্থরেহস্থরং। বিশ্ব)। মায়ো-
মানম্। স নাস্তি যস্য। পরিমাণশূন্না। ইয়ন্তাশূন্না।

অমায়ৎ (ত্রি) মাঃ মানং তাং যন্ প্রাপ্নুবন্ মা ইণ্-শত্
মায়ৎ ততো নঞ-তৎ। যাহার পরিমাণ নাই। অপরি-
মিত। (মা চ মাত্রি মানেচ। একং কোষ)।

অমানিন্ (ত্রি) ন মানয়তে চুরাং-মন-ণিচ্-ণিনি। অগ-
র্জিত। যদ্বা ন মন্ততে আত্মানম্ অহমিত্যাকারেণ দিবাং
মন-ণিনি। অহঙ্কারশূন্না। অভিমানহীন।

অমার্জিত (ত্রি) মৃজ-ক্ ইট্ বৃজি-মার্জিতং ততো নঞ-
তৎ। অশুদ্ধ। অপরিষ্কৃত। *। মৃজ্জি বৃজিঃ। পা ৭। ২।
১১৪। 'মৃজেরিকো বৃজিঃ শ্রাদ্ধাত্তপ্রত্যয়ে পরে। কৃভিত্য
জাদৌ বেধ্যতে। ধাতু প্রত্যয় পরে থাকিলে মৃজ্ ধাতুর
ইকের বৃজি হয়। ক ইৎ ও ঙ ইৎ অজাদি প্রত্যয় পরে
থাকিলে বিকল্পে বৃজি হয়। বৃজির বিকল্প পক্ষে অমৃজিত
এবং ইটের বিকল্পে অমৃষ্ট হইবে।

অমাবসী। অমাবসী (ক্লী) অমা সহ বসতোহস্তাং চন্দ্রাকৌ

অমা-বস-অপ্-ষণ্ণ-বা পূ. সাধু। ততো গৌরা. ভীপ্।
অমাবস্তা। (অমাবস্তাপ্যমাবাসী। শঙ্কারণ)।

অমাবস্তা। অমাবাস্তা (জ্যৈ) অমা-সহ বসতোহস্তাঃ
চন্দ্রার্কে। অমা-বস-অধিকরণেণাৎ নিপাতনাৎ হ্রস্বোপি।
কৃষ্ণ পক্ষীয় পঞ্চদশ তিথি। শাস্ত্রকারেরা বলেন যে,
অমাবস্তার দিন সূর্য্য উপরে এবং চন্দ্র নিম্নে এই অবস্থায়
এক রশ্মিতে অবস্থিতি করেন। তাঁহারা আরও কহিয়া
থাকেন যে, অমাবস্তা তিথিতে চন্দ্র, সূর্য্যের কিরণে
আচ্ছন্ন থাকে, তাই উহাকে কেহ দেখিতে পায় না।
'অমাবস্তাভ্রমাবস্তা দর্শঃ সূর্য্যেন্দুস্বয়ঃ'। (অমর)।
'সূর্য্যোচ্ছন্নমসৌর্য্য পরঃ সন্নিবর্ধঃ সামাবাস্তোতি'। (গোভি.)
'পরঃ সন্নিবর্ধঃ উপর্য্যাদোভাবাপন্ন সমস্বত্রপাতস্ত্রায়ৈ-
নৈকরাশ্তবচ্ছদেন সতাবস্থানরূপঃ'। (স্মৃতি)।

বিষ্ণুপুরাণের ২ অংশ ১২ অধ্যায়ে লিখিত আছে
যে, কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ ও পিতৃগণ চন্দ্রের স্তুতপান করিতে
থাকেন। শেষে এক কলা অবশিষ্ট থাকিতে সূর্য্য সন্মুখ-
নামক রশ্মিদ্বারা তাঁহাকে পুনর্বার পরিপুষ্ট করেন।

* * * *

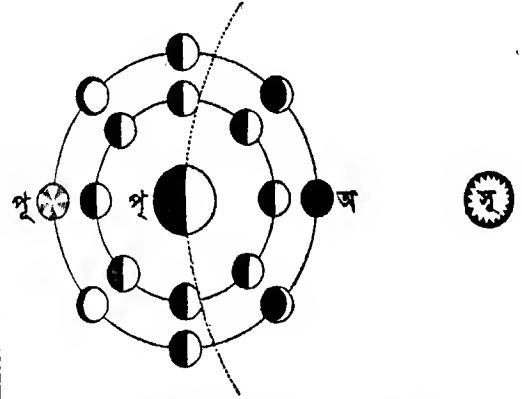
যখন দুই কলা বাকি থাকে, সেসময়ে চন্দ্র, অমা নামক
সূর্য্যরশ্মিতে প্রবেশ করেন, তজ্জন্ত সে দিবসকে অমাবস্তা
কহে। (অমাধারশ্যো বসতি অমাবস্তা ততঃ স্মৃতা)।

অমাবস্তার দিন অহোরাত্র মধ্যে চন্দ্র প্রথমে জলে,
তাহার পর লতার মধ্যে, পরিশেষে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট
হন। তজ্জন্ত অমাবস্তায় কেহ লতা কিম্বা লতার পত্রাদি
ছিঁড়িলে ব্রহ্মহত্যার পাপগ্রস্ত হইয়া থাকে।

অমাবস্তা তিথিতে চন্দ্র এবং সূর্য্য কি রূপে অবস্থান
করেন উপরের গোভিল সূত্রে স্মার্ত্ত তাহার স্পষ্ট
ভাব প্রকাশ করেন নাই। চন্দ্র সূর্য্য এবং পৃথিবী এই
তিনটির সমস্বত্রপাত হইলে তৎকালে চন্দ্র যদি পৃথিবীর
ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হয়, তবে সেই দিন অমাবস্তা
হইয়া থাকে। এখানকার এই চিত্রে স্ব-সূর্য্যমণ্ডল।

৪—অমাবস্তার চন্দ্র, পূ—পূর্ণিমার চন্দ্র, মধ্যস্থলে পূ—
পৃথিবী। বিন্দু বিন্দুরেখা দ্বারা বৃত্তের যে কিয়দংশ দর্শিত
হইয়াছে, ঐ পথ দিয়া পৃথিবী সূর্য্যকে বেড়িয়া ভ্রমণ
করে। পৃথিবী, সূর্য্যকে বেড়িয়া ভ্রমণ করিতেছে, এ
দিকে চন্দ্রমণ্ডল আবার সেই সঙ্গে পৃথিবীকে বেড়িয়া
ভ্রমণ করিতেছে। তজ্জন্ত সূর্য্য, পৃথিবী এবং চন্দ্র এই
তিনটি প্রতীমাসে ছুইবার করিয়া সমস্বত্রে অবস্থিতি
করে। তাহার মধ্যে যে বার সূর্য্য এবং পৃথিবীর মধ্য-

স্থলে চন্দ্র আসিয়া পড়ে, সেই বার অমাবস্তা হয় এবং
যে বার সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যস্থলে পৃথিবী আসিয়া পড়ে,
সেই বার পূর্ণিমা হইয়া থাকে। একরূপ ঘটবার কারণ



এই, নিজের চন্দ্র জ্যোতির্ম্ময় গ্রহ নহে—উহাতে সূর্য্য-
কিরণ প্রতিবিম্বিত হইলেই চন্দ্রমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় হয়।
কাজেই চন্দ্রের যে দিক সূর্য্যের দিকে ফিরিয়া থাকে,
কেবল সেই দিকে রোজ লাগে, অল্প দিক্ অন্ধকারে
আবৃত থাকে। অতএব চন্দ্রমণ্ডলের যে অংশ পৃথিবী
এবং সূর্য্য এই উভয়ের দিকেই ফিরিয়া থাকে, কেবল
সেই অংশই আমরা দেখিতে পাই। এই চিত্রে অ—
অমাবস্তার চন্দ্র। উহা সূর্য্য এবং পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী
হইয়া পড়িয়াছে, সে কারণে উহার যে অংশ পৃথিবীর
দিকে ফিরিয়া আছে সে দিকে সূর্য্য কিরণ লাগিতেছে
না, তাই আমরা চন্দ্রকে দেখিতে পাই না। তন্নিম্ন
অমাবস্তার তিথিতে চন্দ্রমণ্ডল, পৃথিবীর নিকট হইতে
অল্প কোণাও অন্তর্হিত হইয়া যায় না। সূর্য্যগ্রহণের
দিন গ্রহণের সময়ে চন্দ্রমণ্ডল ঠিক পৃথিবী এবং সূর্য্যের
মধ্যস্থলে থাকে। তজ্জন্ত চন্দ্রদ্বারা আড়াল পড়ে বলিয়া
আমরা সূর্য্যের কিয়দংশ কিছু কালের নিমিত্ত দেখিতে
পাই না। আবার চন্দ্র সরিয়া গেলে তখন পুনর্বার
সূর্য্যমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। এই রূপ চন্দ্রের ছায়া-
পতনই সূর্য্যগ্রহণের কারণ। অমাবস্তার দিন সূর্য্য,
চন্দ্র এবং পৃথিবী সমস্বত্রে থাকে এবং চন্দ্রমণ্ডল উভয়ের
মধ্যস্থলে আসে বলিয়া এই দিন সূর্য্য গ্রহণ হয়, তন্নিম্ন
অল্প তিথিতে সূর্য্যগ্রহণ হইতে পারে না।

এখন এই সন্দেহ হইতে পারে যে, প্রতি অমা-
বস্তাতেই ত সূর্য্য, চন্দ্র এবং পৃথিবী সমস্বত্রে থাকে এবং
চন্দ্রমণ্ডলও উভয়ের মধ্যস্থলে আসিয়া পড়ে, তবে
প্রত্যেক অমাবস্তা তিথিতে সূর্য্যগ্রহণ হয় না কেন?

তাহার কারণ এই, এই চিত্রে পৃথিবীর এবং চন্দ্রের ভ্রমণপথ যে প্রকার সমতলক্ষেত্রে দর্শিত হইয়াছে, বস্তুতঃ আকাশে ইহাদের পথ এরূপ সমতল নহে। সমতল হইলে প্রতি মাসেই একবার করিয়া সূর্য্যগ্রহণ হইত। চন্দ্রের ভ্রমণ পথ, পৃথিবীর ভ্রমণ পথের দিকে একটু হেলিয়া আছে। সূক্ষ্ম হিসাব করিলে ঐ বক্রতার কোণের পরিমাণ $৫^{\circ} ৮' +$, হয়; কাজেই চন্দ্রমণ্ডল ঘুরিতে ঘুরিতে কখন পৃথিবীর ভ্রমণ পথের উর্দ্ধে কখন অধোদিকে আসিয়া পড়ে, তাই যে সময়ে চন্দ্র, পৃথিবীর ভ্রমণপথের উপর দিয়া আড়া আড়ি পার হইয়া যায় সেই দিন অমাবস্তা হইলে সূর্য্যগ্রহণ ঘটে।

চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল ক্ষীত হইয়া উঠে, তাই গঙ্গা প্রভৃতি নদীতে সে সময়ে জোয়ার হয়। অমাবস্তা এবং পূর্ণিমার কোটালে সমুদ্রের জল অত্যন্ত ক্ষীত হইয়া উঠে, তজ্জন্ত সে সময়ে বান ডাকে। কোন স্থানের দ্রাঘিমার উপরে চন্দ্র উপস্থিত হইলে তাহার তিন ঘণ্টা পরে জোয়ার হয়। চন্দ্রের দিকের দ্রাঘিমায় এবং তাহার বিপরীত দিকেও জোয়ার হইয়া থাকে। চন্দ্র, একবার ঘুরিয়া পুনর্বার আপনার দ্রাঘিমাতে আসিয়া পৌঁছিতে ২৪ ঘণ্টা ৫০ মিনিট লাগে, সুতরাং ১২ ঘণ্টা ২৫ মিনিট অন্তর অহোরাত্রের মধ্যে দুইবার জোয়ার হয়।

। *। অমাবস্তাদন্ততরস্তাম্। পা ৩। ১। ১২২। অমা এই উপপদের পরস্থিত বস ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে গ্যৎ প্রত্যয় হয়। বুদ্ধি হইলে নিপাতনে বিকল্পে হ্রস্বও হইয়া থাকে। বুদ্ধীসত্য্যং পাক্কিকো হ্রস্বশ্চ নিপাত্যতে। অমা সহ বসতোহস্তাঞ্চজ্যাকৌ অমাবস্তা অমাবস্তা'। (সিং কো০)। 'অমাবস্তা গুরুং হস্তি শিষ্যং হস্তি চতুর্দশী'। (মহু ৪। ১১৪)। অমাবস্তায় ছাত্র অধ্যয়ন করিলে গুরুকে হনন করে এবং চতুর্দশীতে অধ্যয়ন করিলে শিষ্যকে হনন করে।

শাস্ত্রকারেরা বিশেষ বিশেষ কর্তব্য কর্মের জন্ত অমাবস্তাকে কয়েক প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। চতুর্দশীযুক্ত অমাবস্তার নাম সিনীবালা এবং ক্ষয়যুক্ত অমাবস্তার নাম কুহ। অমাবস্তাতে তৈল মাখিতে নাই, ক্ষৌরকর্ম, মংস্ত্র মাংস ভোজন এবং জ্বীসন্তোগও নিবিদ্ধ। এই তিথিতে ধাত্ত বা তৃণাদি ছেদন করিতে নাই। পুষ্যা নক্ষত্রে বা জ্যেষ্ঠ নক্ষত্রে, ব্যতীপাত বা বৈষ্ণুতি যোগে অমাবস্তা হইলে সেদিন নদী স্নান করিলে

সপ্তকুল পবিত্র হয়। মঙ্গলবারে অমাবস্তা হইলে সেদিন নদীস্নানে সহস্র গোদানের ফল হইয়া থাকে। সোমবারে সিনীবালা বা কুহ অমাবস্তা হইলে, তাহাতে মৌন হইয়া স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। মূখ্য চান্দ্র পৌষের অমাবস্তায় যদি রবিবার এবং ব্যতীপাত যোগ ও শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তবে তাহার নাম অক্লোদয় যোগ। এই যোগ কচিং কখনও ঘটয়া থাকে। ১২৭০ সালের ২৬ মাঘ এই যোগ ঘটয়াছিল, হিন্দুরা বহু দূরতর স্থান হইতে গঙ্গা স্নান করিতে আসিয়াছিলেন।

অমাবস্তাই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল, সে জন্ত প্রতিমাসের কৃষ্ণপক্ষ নিমিত্তক পার্শ্ব শ্রাদ্ধ অমাবস্তাতেই করিতে হয়। অমাবস্তা শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল অপরাহ্ন। দিনকে পাঁচ ভাগ করিলে তাহার চতুর্থ ভাগের নাম অপরাহ্ন, সেই সময়ে পার্শ্ব শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। উভয় দিনে মূখ্য অপরাহ্ন না পাইলে পরদিন অষ্টম ও নবম মুহূর্ত্ত-রূপ গৌণ অপরাহ্নেও শ্রাদ্ধের বিধান আছে। সৌর আশ্বিন মাসের অমাবস্যাকে মহালয়া কহে। মহালয়ায় শ্রাদ্ধ করিলে উনিশটা পিণ্ডদান করিতে হয়। তাহার নাম বোড়শ পিণ্ডদান। কার্তিক মাসের অমাবস্যার নাম দীপাবিত্তা। দীপাবিত্তায় শ্রাদ্ধের পরে উদ্ধাদান করিতে হয়। প্রতিমাসে অমাবস্যার এক একটা ব্রতও প্রচলিত আছে।

অমাবস্তু (পুং) উর্দ্ধলীনার গর্ভকাত পুরুষবার পুত্র। ইহার সাত ভাই। যথা—আয়ু, অমাবস্তু, বিধায়ু, ক্রতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু, এবং শতায়ু। (হরিবংশ)। চন্দ্রবংশীয় কুশের চতুর্থ পুত্রের নামও অমাবস্তু। ইনি বহু এবং কুশিক নামেও প্রসিদ্ধ। (বিষ্ণুপুরাণ)।

অমিত (ত্রি) ন মিতম্। নঞ তৎ। পরিমিত নহে। অপরিচ্ছিন্ন। ইয়ন্তা রহিত। অজ্ঞাত।

অমিতধ্বজ (পুং) চন্দ্রবংশীয় ধর্মধ্বজের পুত্র।

অমিতবিক্রম (পুং) অমিতা অপরিচ্ছিন্না বিক্রমাস্ত্রয়ঃ পাদনিক্কেপরূপা যন্ত। অমিতঃ বিক্রমঃ শৌর্য্যমশ্রুতি বা বহুব্রী। বিষ্ণু। (ত্রি) বহু বিক্রমশালী। অধিক শৌর্য্য সম্পন্ন।

অমিতাভ (পুং) সাবর্ণী মহাস্তরের দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং রৈবত মহাস্তরের প্রথম শ্রেণীর দেবতা।

অমিতাশন (পুং) অমিতম্ অন্নাতি প্রলয় সময়ে অমিত-অশ-ল্যু। মর্কটভক্ষক পরমেশ্বর। বিষ্ণু। (ত্রি) অমিতম্ অশনং যন্ত। বহুব্রী। অপরিমিতভোজী। অতিভোজী।

অমিতৌজস্ (ত্রি) অদন্ত-চূরাং ওজ-অম্-ওজস্ অমিতম্ ওজো বহু। বহুব্রী। অপরিমিত বলশালী।

অমিত্র (ক্লী) অম-উণ্-ইত্র। মিত্র নহে। শত্রু। শত্রু-জয়কারী। [অমিত্র সাধিবার হুত্র অভ্যমিত্র শব্দে দেখ]।

অমিত্রজিৎ (পুং) অমিত্রঃ শত্রুং জয়তি জি-ক্-প্। ঠেক্ষাকুবংশের স্ববর্ণরাজের পুত্র। মৎস্য পুরাণে ইহাকে অমন্ত্রজিৎ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে ‘অমিত্রজিৎ’ এই নাম দেখা যায়।

অমিত্রসহ (ত্রি) অমিত্রঃ শত্রুং সহতে অমিত্র-সহ-অচ্। রিপুজয় শীল। বলবান্।

অমিত্রসাহ (ত্রি) অমিত্রঃ সহতে অমিত্র-সহ-অণ্। শত্রু-জ্ঞেতা। বলবান্।

অমিন্ (ত্রি) অমঃ অস্তাস্তি অম-ইনি। গমনশীল। রোগী। পীড়িত।

অমিন (ত্রি) মি হিংসা বধকৰ্ম বা-বাহুলকাৎ ঔণাদিক নক্ মিনম্ ততো নঞ-তৎ। অহিংসিত। বিনষ্ট নহে। অথবা নিষ্ঠা ক্তঃ। তন্ত নকারঃ। (নিরুক্ত)।

অথবা, মাঙ্ মানে—ক্ মিতং ততো নঞ তন্ত নকারঃ ইতি অমিন ভাবঃ। অপরিমাণ। অপরিগণিত কাল। (নিরুক্ত)। অক্ষপণীয়।

অমিয় (প্রাকৃত)। অমৃত। অমিয়া বরিধে জহু শরদ পূর্ণিমা শশী।

অমিষ (ক্লী) অম ভোগে-কৰ্মণি টিষচ্। লৌকিক স্মৃথ। ভোগ্য বস্তু। (ত্রি) নাস্তি মিষচ্ছলং যন্ত যত্র বা। নঞ বহুব্রী। ছল শৃথ। *। অমেদীঘশ্চ। উণ্ ১। ৪৬। অম ষাতুর উত্তর টিষচ্ প্রত্যয় হয় এবং দীর্ঘও হইয়া থাকে। পক্ষে দীর্ঘ হইলে ‘আমিষ’ এই প্রকার রূপ হইবে। আমিষ শব্দের অর্থ মাংস। (আমিষং ত্বস্ত্রিয়াং মাংসে কথা শ্রাত্তোগ্য বস্তুনি। উজ্জলদত্তঃ)। হরিদীক্ষিত পুরোদরাদিত্বাৎ হৃষ করিয়াছেন। (আমিষে পুরোদরাদিত্বাদানৌ পক্ষে হৃষদৃষ্ণ। ভোগ্য বস্তুনি আমিষ-মিবািমিষমিতি বর্ণবিবেকঃ)।

অমীত (ত্রি) মী বধে-কৰ্মণি ক্ত মীতম্। নঞ-তৎ। অহিংসিত।

অমীব (ত্রি) অম রোগে-ঈব। (অমেরীবঃ)—ইতি ঈব প্রত্যয়ঃ। (নিরুক্ত)। রোগ। হিংসিত। পাপ। হুঃখ। অথবা, অম-বাহুলকাৎ বন্ ঈভাগমে নিপাত্যতে। উণাদির শেবযহ্মজিষ্মাত্রীবাপুসীবা। ১। ১৫২। হুত্রে উজ্জলদত্ত, মীঙ্-বন্ মীবা এই প্রকার রূপ করিয়া তাহার

অর্থে উদরকুমি লিখিয়াছেন।

অমীবচাতন (ত্রি) অমীবং রোগং চাতয়তি চত বাচনে গিচ্-ল্য। রোগ নাশক। শত্রুঘাতক। (স্ত্রী) গৌরাদি-ভীপ্। অমীবচাতনী।

অমুক (ত্রি) অদস্-টেরক্চ উঃ মশ্চ। অদস্ শব্দের অর্থ। চলিত ভাষায় বাবনিক ‘ফলনা’ শব্দ ব্যবহৃত হয়। *। অব্যয় সর্জনাম্যাকচ্ প্রাক্ টেঃ। পা ৫। ৩। ৭১। অব্যয় এবং সর্জনামের টির পূর্বে অকচ্ প্রত্যয় হয়। [অদভ্যাক্ষ শব্দে উকার ও মকারের হুত্র দেখ]।

অমুতন্ (অব্য) অমুত্মাৎ অদস্-তসিল্ উঃ মশ্চ। উহা হইতে। [উকার ও মকারের হুত্র অদভ্যাক্ষ শব্দে দেখ]।

অমুত্র (অব্য) অমুয়িন্ অদস্-ত্রল্ উঃ মশ্চ। পরকালে। [ত্রণের হুত্র অত্র শব্দে দেখ এবং উ ও মকারের হুত্র অদভ্যাক্ষ শব্দে দেখ]।

অমুত্রডুয় (ক্লী) অমুত্রস্ত পরকালস্ত ভাবঃ। অমুত্র-ভূ-ভাবে ক্যপ্। পরকালের ধর্ম। *। ভূবো ভাবে। পা ৩। ১। ১০৭। উপসর্গ ভিন্ন স্তব্ধ উপপদের পরস্থিত ভূধাতুর উত্তর ভাবে ক্যপ্ প্রত্যয় হয়। স্তপ্ উপপদ না হইলে ভব্যং। এবং উপসর্গের উত্তর হইলে প্রভব্যং হইবে। [উ ও মকারের হুত্র অদভ্যাক্ষ শব্দে দেখ]।

অমুখা (অব্য) অমুনা প্রকারেণ অদস্-খাল। সেই বা ঐ প্রকার। [উ ও মকারের হুত্র অদভ্যাক্ষ শব্দে দেখ]।

অমুদ্র্যচ্ (ত্রি) অমুমঞ্চতি অদস্-অঙ্ গতো-ক্-প্ ন লোপঃ অদ্র্যাদেশঃ উঃ মশ্চ। অদ শব্দের অর্থ প্রাপ্ত। অর্থাৎ পূর্বে অদস্ শব্দের যে কয়েকটি অর্থ লেখা হইয়াছে, তৎপ্রাপ্ত। যেমন অদস্ শব্দের অর্থ যখন সেই বুঝাইবে, তখন অমুদ্র্যচ্ শব্দের অর্থ তাহাকে প্রাপ্ত। অদস্ শব্দের অর্থ যখন ঐ বুঝাইবে তখন অমুদ্র্যচ্ শব্দের অর্থ উহাকে প্রাপ্ত। অমুদ্র্যঙ্। অমুদ্র্যকৌ। অমুদ্র্যক। (স্ত্রী) অমু-দ্রীচী। [অত্রি আদেশের এবং উ ও মকারের হুত্র অদ-ভ্যাক্ষ শব্দে দেখ]।

অমুদ্র্যাক্ষ (ত্রি) অমুমঞ্চতি অদস্-অঙ্ পূজায়াং-ক্-প্ ন লোপাভাবঃ অদ্র্যাদেশশ্চ। তাহার পূজক। (স্ত্রী) ভীপ্ অমুদ্র্যাক্ষী। [অত্রি আদেশের এবং উ ও মকারের হুত্র অদভ্যাক্ষ শব্দে দেখ]।

অমুমুয়চ্ (ত্রি) অমুমঞ্চতি অদস্-অঙ্ গতো-ক্-প্ ন লোপঃ অদ্র্যাদেশঃ অদ্রেরপি উচ্চমত্বে। অদস্ শব্দের অর্থ প্রাপ্ত। (স্ত্রী) ভীপ্ অমুমুয়চী। [অমুদ্র্যচ্ শব্দে দেখ] [লক্ষ নিষ্পত্তির বিবরণ অদভ্যাক্ষ শব্দে দেখ]

অমুমুয়ঞ্চ (ত্রি) অমুমঞ্চতি অদস্-অঞ্চ পূজারাম্-কিপ্-
নলোপাত্যবঃ অস্ত্রাদেশঃ অস্ত্রেরপি উত্তং মতঞ্চ। তাহার
পূজক। উহাকে যে পূজা করে। (স্ত্রী) ভীপ্ অমুমুমুয়ঞ্চী।
[অদস্ত্রাঞ্চ শব্দে হ্রস্ব দেখ]।

অমুবৎ। অদোবৎ (অব্য) অমুব্যব অদস্-বতি।
বৈদিক প্রয়োগে উকার এবং মকার হইবে, কিন্তু
লৌকিক ভাষায় ‘অদোবৎ’ এই প্রকার রূপ থাকিবে।
তাহার জায়। *। তত্র তত্ত্বেবা পা ৫। ১। ১১৬। সপ্তমী
ও বগী সমর্থবাক্যে তুল্য। (ইব) এই অর্থে বতি প্রত্যয় হয়।
অমুয্যকুল (স্ত্রী) পৃ-অলুক্-৬-তৎ। প্রসিদ্ধকুল। মনো-
জ্ঞাদি-বৃঞ্-আমুয্যকুলিকা। প্রসিদ্ধকুলের ভাব।
কৌলীভ। [হ্রস্ব অমুয্যপুত্র শব্দে দেখ]।

অমুয্যপুত্র (পুং) পৃ-অলুক্-৬-তৎ। প্রসিদ্ধবংশ। কুলীন।
(ত্রি) তন্তু ভাবঃ মনোজ্ঞাদি-বৃঞ্-আমুয্যপুত্রিকা।
কৌলীভ। *। আমুয্যায়গাঃ আমুয্যপুত্রিকাঃ আমুয্যকুলি-
কেতি চালুৎকব্যঃ। (বার্তিক) পা ৬। ৩। ২১। হ্রস্বে।
আমুয্যায়গ, আমুয্যপুত্রিকা এবং আমুয্যকুলিকা এই
সকল শব্দ যথাক্রমে ফক্ এবং বৃঞ্-প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ
হয়। এবং তাহাদের পূর্বস্থিত অদস্ শব্দের বগী প্রত্য-
য়ের লুক হয় না। (অমুয্যপুত্রস্ত ভাব আমুয্যপুত্রিকা।
মনোজ্ঞাদিহাং বৃঞ্-।

অমুয্যায়গ। আমুয্যায়গ (পুং) অমুয্যাপত্যং ফ অমুয্যায়গঃ
অমুয্যাপত্যং নড়াদি ফক্ আমুয্যায়গঃ অলুক্ স-।
বিধাত্য বংশোৎপন্ন অপত্য। তাহার অপত্য। উহার
অপত্য। [হ্রস্ব অমুয্যপুত্র শব্দে দেখ]।

*। নড়াদিভ্যাঃ ফক্। পা ৪। ১। ৯৯। নড়াদি
শব্দের উত্তর অপত্য অর্থে ফক্ প্রত্যয় হয়।

অমুদৃক্ষ (ত্রি) অমুমিব পশুতি অসাবিব দৃশ্যতে বা অদস্-
দৃক্ষ অথবা দৃশ্-ক্ সর্জনায়ঃ আ অস্ত্রাদেশস্ততো আকারস্ত
উৎসং দস্য মকারঃ। এব্যক্তি দেখিতে যেন তাহার মত বা
উহার মত। *। দৃক্ষে চেতি বক্তব্যম্। (বার্তিক) ৬। ৩।
৯০। হ্রস্বে। কসোইপি বাচ্যঃ। *। আ সর্জনায়ঃ।
পা ৬। ৩। ৯১। সর্জনাম শব্দের অস্ত্রাদেশ আকার হয়।
দীর্ঘ মছোছে। (সি-কৌ-।) দ স্থানে ম হইলে, অস্ত্রা-
দেশ আকার স্থানে দীর্ঘ উকার হয়।

এ দেখিতে যেন তাহার মত বা উহার মত। (স্ত্রী)
ভীপ্ অমুদৃক্ষী। এ ভীলোক দেখিতে যেন সেই ভী-
লোকের মত।

অমূর (ত্রি) মুচ্ছ-কিপ্-মূঃ মুচ্ছ-তত্ত্বা অভাবঃ অমূঃ

অমূরস্ত কুজাদির। মূচ নহে। মোহ শূন্য। [অক্ষধূর
শব্দে ছকার লোপের হ্রস্ব দেখ]।

অথবা, মূহ বৈচিত্রে নিষ্ঠারাম্ উৎসম্, ঠুৎ-
চ লোপ দীর্ঘাঃ, চকারস্ত রেফঃ। (নিরুক্ত)। অর্থাৎ
মূহ ধাতুর উত্তর ক্ প্রত্যয় করিলে মূচ এই প্রকার
রূপসিদ্ধি হয়, তাহার পর চকার স্থলে রেফ আদেশ
হইলে মূর এই প্রকার রূপ হইয়া থাকে। পরিশেষে
নঞ্-সমান হইয়াছে।

অমূর্ত্ত (ত্রি) মুচ্ছ-ক্ ছ লোপঃ মূর্ত্তং ন মূর্ত্তম্। নঞ্-তৎ।
মূর্ত্ত নহে। অবয়ব শূন্য। আকার রহিত। অপরিচ্ছিন্ন
পরিমাণ শূন্য। [ছ লোপের হ্রস্ব অক্ষধূর শব্দে দেখ]।
*। ন ধাতুয়া পূ মুচ্ছি মদাম্। পা ৮। ২। ৫৭। ধা
ধা পূ মুচ্ছি মদ এই সকল ধাতুর পরস্থিত ক্ ও ক্তবতুর
ত স্থানে ন হয় না। [দ্বিষের হ্রস্ব অভ্যর্গ
শব্দে দেখ]।

অমূর্ত্তগুণ (পুং) অমূর্ত্তস্য গুণঃ। ৬-তৎ। অমূর্ত্ত আকা-
শাদির গুণ বিশেষ।

অমূর্ত্তি (ত্রি) মুচ্ছ-কিন্ মূর্ত্তিঃ নাস্তি মূর্ত্তিবন্ত। নঞ্-
বহত্বী। মূর্ত্তিশূন্য। আকৃতিহীন। গগনাদি। বিষ্ণু।
[ছ লোপের হ্রস্ব অক্ষধূর শব্দে এবং তকাব দ্বিষের হ্রস্ব
অভ্যর্গ শব্দে দেখ]।

অমূর্ত্তিমৎ (ত্রি) মূর্ত্তিরন্ত্যস্ত মূর্ত্তি-মতুপ্-ন মূর্ত্তিমৎ। নঞ্-
তৎ। বাহার মূর্ত্তি নাই। গগনাদি। বিষ্ণু।

অমূল (ত্রি) নাস্তি মূলং যন্ত। নঞ্-বহত্বী। আদিকারণ
শূন্য। যাহার গোড়া নাই। মূলশূন্য বৃক্ষ। (স্ত্রী) মূলা-
স্তহাৎ ন ভীপ্ টাপ্-অমূলা। অগ্নিশিখা বৃক্ষ।

অমূলক (ত্রি) নাস্তি মূলং যন্ত কপ্-বহত্বী। আদিকারণ
শূন্য। নির্মূল। প্রমাণাদি রহিত।

অমূল্য (ত্রি) মূল্যতে অ মূল্য ওঙ্কো-ক্ বেদে ন বহঃ
মূল্যম্। নঞ্-তৎ। অশোধিত। অপ্রকালিত।

অমৃত (ত্রি) মৃঙ-মরণে-নিষ্ঠা ক্ত, অথবা ঔণাদিক তন্-
মৃতম্। নঞ্-তৎ। মরণশূন্য। জীবিত। দেবতা। অযা-
চিত ভ্রব্য। *। তনি মৃঙ ভ্যারিচ্চ। উণ্-৩। ৮৮। তন্
ও মৃ ধাতুর উত্তর তন্ প্রত্যয় হয় এবং তাহা কিং হইয়া
থাকে। (বিভূতমুদিতঃ ততঃ, হি নিজীবঃ মৃতমেতৌ
ক্ৰমস্তাবুজম্। উণ্-কৌ-।)

(স্ত্রী) ভাবে ক্ মৃতং নাস্তি মৃতং মরণমেনে।
নঞ্-৩-বহত্বী। অমৃত। পীযুষ। সুধা। রগিত আছে যে,
পৃথ্বীর ভয়ে পৃথিবী গো রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

তৎকালে দেবতারাই ইহাকে বৎস করিয়া স্ববর্ণপাত্রে সেই গোরুপা পৃথিবীকে দোহন করেন। তাহাতে পৃথিবীর স্তন হইতে অমৃতরূপ দুগ্ধ বাহির হয়। পরে জ্বাসার শাপে সেই অমৃত সমুদ্রে পতিত হইয়াছিল। শেষে দেবাসুর কীরোদ সাগর মছন করিলে অমৃত পুনর্বার উথিত হয়। এই রূপ প্রবাদ আছে যে, অমৃত পান করিলে জরা মৃত্যু প্রভৃতি কিছুই ঘটে না।

জল। (ন স্ত্রিয়স্তে হি প্রাণিনো হনেন পীতেন। অথবা, অত্যন্ত স্বাদুরসদ্ব্যং অমৃতমিত্যুচ্যতে। অমৃতো হ্যাপঃ—ইতি শ্রুতিঃ। নিরুক্ত)। সমুদ্র নবনীতক। বজ্রশেষ দ্রব্য। ন স্ত্রিয়তে পাত্রে প্রতিপাদিতেন দ্রিয়-মাণেন বা আয়ুষ্করত্বাৎ। স্বর্ণ। (আয়ুর্বে হিরণ্যম্। ইতি শ্রুতিঃ)। তৈলিক মস্ত্রেণ লিখিত আছে,—(যো বিভর্তি দাক্ষায়ণং হিরণ্যং স দেবেষু রুণুতে দীর্ঘমায়ুঃ স মনুষ্যেষু রুণুতে দীর্ঘমায়ুঃ। ইতি যং বাং সঃ ৩৪। ৫১)। আয়ুর্বেদক—ঘৃত, দুগ্ধ, অন্ন, স্বাদুদ্রব্য। রোগ নাশক—ঔষধ, বিধ, পারদ, বৎসনাভ। ধন। মুক্তি। (ত্রি) হৃদ্য। স্নানর। (পুং) কর্তরি ক্ত। বারাহী কন্দ। মুগ্ধ। বনমুগ। অমৃতমস্তি অশ্ব অশ্বাদিঃ অচ্। ধমস্তরি। দেবতা। শ্রুতিতে জল অর্থে ‘অমৃত’ শব্দের পুংলিঙ্গ প্রয়োগ দেখা যায়।

মরণশূন্য বিষ্ণু। বার ওতিধিঘটিত যোগ বিশেষ। বার ও নক্ষত্র ঘটিত যোগ বিশেষ। মাহেন্দ্রে প্রভৃতি যোগের অন্তর্গত যোগ বিশেষ। (ক্লী) ব্রহ্ম।

অমৃতগর্ভ (পুং) অমৃতং ব্রহ্ম গর্ভে অভ্যন্তরে যন্ত। বহব্রী। জীব। ব্রহ্ম।

অমৃতজটা (ক্লী) অমৃতমিব রোগনাশিনী জটা যন্তাঃ। বহব্রী। জটামাংসী।

অমৃতত্ব (ক্লী) অমৃতস্য ভাবঃ ত্ব। মুক্তি।

অমৃততরঙ্গিণী (ক্লী) অমৃতস্য তরঙ্গিণী ইব। জ্যোৎস্না।

অমৃতদীপ্তি (পুং) অমৃতমিব তৃপ্তিকরী দীপ্তিঃ কিরণো হস্য। বহব্রী। চন্দ্র।

অমৃতদ্ব্যুতি (পুং) অমৃতমিব তৃপ্তিকরী দ্ব্যুতিদীপ্তি-র্যস্য। বহব্রী। চন্দ্র।

অমৃতধারা (ক্লী) অমৃতস্য ধারা। ৬-তৎ। অমৃত বিস্তার। গড়ান অমৃতের ধারা। আট অঙ্করে প্রথম পাদ, দশ অঙ্করে দ্বিতীয় পাদ, ছন্দো বিশেষ।

অমৃতনাদ (পুং) অমৃতমিব আপ্যায়কঃ নাদঃ স্বরো বজ্র। বহব্রী। কৃষ্ণবজ্রবেদান্তর্গত উপনিষৎ বিশেষ।

অমৃতনালিকা (ক্লী) অমৃতস্য স্বাদুরসস্য নালীবা। ৬-তৎ। কপূর নালিকা বিশেষ। পক্ষ্ম বিশেষ।

অমৃতপ (পুং) অমৃতং সমুদ্রমছনোদ্যুতং পাতি রক্ষতি অমুরভ্যঃ পা রক্ষণে-ক। বিষ্ণু। সমুদ্র মছনে অমৃত উঠিলে দৈত্যেরা তাহা লইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু বিষ্ণু মোহিনী মূর্তি ধারণ করিয়া সেই অমৃত দেবতাদের নিমিত্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত বিষ্ণুর নাম অমৃতপ অর্থাৎ অমৃতের রক্ষাকর্তা।

অমৃতং পিবতি অমৃত-পা পান-ক। দেবতা। (ত্রি) অমৃততুলা মধু প্রভৃতি পানকর্তা।

অমৃতপক্ষ (পুং) অমৃতস্য স্ববর্ণস্য পক্ষঃ অবিনাশকত্বাৎ আত্মীয় ইব। অগ্নি। অগ্নি সকল বস্তুকে নষ্ট ও বিনষ্ট করিয়া ফেলে, কিন্তু স্বর্ণকে নষ্ট করিতে পারে না। বরং স্ববর্ণের গুণাগুণ প্রকাশ করিয়া দেয়, এজন্ত অগ্নির নাম অমৃতপক্ষ হইয়াছে। সোণার জ্বায় বর্ণের পাখা যুক্ত পক্ষী।

অমৃতপ্রাশ। কাশ প্রভৃতি নানা প্রকার রোগের মহোপকারী ঘৃত বিশেষ। গব্য ঘৃত ৪ চারি সের অন্ন হরিত্রা সংযোগে মুচ্ছা করিয়া ১৫ দিন রাখিয়া দিবে। পরে কাথার্থ সুপক আমলকীর রস, ভূমিকুম্ভাণ্ডের রস, ইক্ষু রস, নপুংসক ছাগমাংসের কাথ, ছাগদুগ্ধ প্রত্যেক ৪ চারি সের। সাত দিন অন্তর অন্তর এক একটা দ্রব্য ঘৃতের সঙ্গে পাক করিবে।

কদ্ধার্থ—জীবক, ঋষিভক, বেণার মূল, জীবন্তী, শুঠ, শঠী, শালপাণি, চাকুলে, মাষাণী, মুগাণী, মেদ, মহামেদ, কঁকলা, ক্ষীর কঁকলা, কণ্টকারি, বৃহতী, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, জ্যোষ্ঠমধু, আলকুণ্ঠী বীজ, শতমূল, ঋদ্ধি, পরুষ ফল, বায়ুনহাটীর মূল, মনকা, বৃহতী, শিঙ্গেড়া, ভূমি আমলা, ভূমি কুম্ভাণ্ড, পিপুল, বেড়েলা, কুলের বীজের শাঁস, আকরোট, বাসাম, পিণ্ডীখেজুর, ফলসা, প্রত্যেক ২ তোলা।

পাক সিদ্ধ হইলে কদ্ধ দ্রব্য ছাঁকিয়া শীতল ঘৃতে মধু ২ ছই সের চিনি ১৬ সের; মরীচচূর্ণ, দাক্তচিনি চূর্ণ, বড় এলাচ চূর্ণ, তেজপত্র চূর্ণ, এবং নাগকেশর সুল প্রত্যেক ১০ পল একত্র মিশ্রিত করিবে।

প্রকারান্তর—গব্য ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ নপুংসক ছাগ-লের মাংস ১২ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে; অখণ্ডা কাথার্থ ঐ রস; ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। ৭ দিন অন্তর এক একটা দ্রব্য ঘৃতের সঙ্গে পাক

করিবে। কষার্থ ষেতবেড়ের মূল, গম, অধগন্ধা, গুলঞ্চ, গোন্ধুর, কেণ্ডুর, ত্রিকটু, ধনে, তালানুর, ত্রিকলা, মৃগনাভি, আলকুশী বীজ, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষিভক, শঠী, দারু হরিত্রা, প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাছকা, তালী-শপত্র, এলাইচ, তেজপত্র, দারুচিনি, নাগকেশর, জাতী-পুষ্প, রেণুক, সরল কাষ্ঠ, কৈতরী, ছোট এলাইচ, উৎপল, অনন্তমূল, তেলাকুচার মূল, জীবন্তী, ঋদ্ধি, বুদ্ধি, ডুমুর, প্রত্যেক ২ তোলা। পাক সিদ্ধ হইলে বহু দ্রব্য ছাঁকিয়া শীতল ঘূতে এক সের চিনি মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ তোলা।

এই সমস্ত ঘৃত অন্ন উষ্ণ দুগ্ধের সঙ্গে সেবন করিতে হয়। ইহাতে সকল প্রকার কাস রোগ, ধ্বজভঙ্গ, দৈহিক দুর্বলতা প্রভৃতি নষ্ট হইয়া থাকে এবং শরীর পুষ্ট, বুদ্ধির তেজোবুদ্ধি ও কল্পপের জ্ঞান কলেবর হইয়া থাকে।

অমৃতফল (ক্লী) অমৃতমিব স্বাদ ফলম্। মধ্যপদলোপী কর্মধা। রুচিফল। নাসপাতি। পেঁপেকেও অমৃতফল কহে। (পুং) অমৃতমিব কলং যস্য। বহত্ৰী। পটোল বৃক্ষ। পারাবৎ বৃক্ষ। (স্ত্রী) অমৃতমিব ফলং যস্যাঃ। বহত্ৰী। আমলকী বৃক্ষ। ত্রাক্ষা লতা।

অমৃতবন্ধু (পুং) অমৃতস্য বন্ধুঃ সোদরঃ একসমুদ্রোৎপন্ন-স্বাৎ। চন্দ্র। দেবমাত্র।

অমৃতভল্লাতক। অমৃতভল্লাতকী (স্ত্রী) ভেলা প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত কুষ্ঠাদি রোগের উপযোগী ঘৃত বিশেষ। ৮ সের সুপক ভেলা ইটের গুড়ির মধ্যে ফেলিয়া অল্প একখানি ইটের দ্বারা উত্তম রূপে ঘর্ষণ করিবে। ঘর্ষণ করিবার সময়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। হাতে আটা লাগিলে সর্সাকে কণ্ডু বাহির হইতে পারে এবং শরীর ফুলিয়া উঠে।

উত্তম রূপে ঘর্ষণ করা হইলে বুড়ী কিম্বা পেচের মধ্যে রাখিয়া জলে পুনঃ পুনঃ ধৌত করিবে। পরে রৌদ্রে শুক করিয়া সমস্ত ভেলা ঝাড়ির দ্বারা ছই খণ্ড করিয়া কাটিবে। তাহার পর ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে সেই কাথ ছাঁকিয়া ৮ সের গোদুগ্ধের সঙ্গে সিদ্ধ করিবে। ২ সের থাকিতে নামাইয়া কীরের অংশ ছাঁকিয়া ফেলিয়া অবশিষ্ট কাথ ৮ সের গব্য ঘূতের সঙ্গে পাক করিবে। পাক শেষ হইলে নামাইয়া রাখিবে। তাহার পর শীতল হইলে ৪ সের পরিষ্কার চিনি মিশাইয়া উত্তম রূপে

নাড়িয়া লইবে। ইহার মাত্রা ১০ তোলা। হইতে ১১০ তোলা বা ততোধিক, অন্ন দুগ্ধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে দ্বিতীয় রক্ত পরিষ্কার হয় এবং শরীর বলবান হইয়া উঠে।

অমৃতভুজ্জ (পুং) অমৃতং ভুজ্জক্কে অমৃত-ভুজ্জ-ক্লিপ্। ৬-তৎ। দেবতা। (ত্রি) অমৃতমযাচিতং যজ্ঞশিষ্টাঙ্গং বা ভুজ্জক্কে। অযাচিত অথচ অল্প কর্তৃক প্রস্তুত হইত আনীত বস্তুর ভক্ষক। যজ্ঞের শেষাঙ্গভোক্তা।

অমৃতযোগ (পুং) অমৃত নামা যোগঃ। মধ্যপদলোপী কর্মধা। বার ও নক্ষত্র ঘটিত যোগ বিশেষ। বার এবং তিথি ঘটিত যোগ বিশেষ। যেমন,—রবি এবং সোম-বারে পূর্ণা; মঙ্গলবারে ত্রয়োদশী; বুধ ও শনিবারে নন্দা; বৃহ-স্পতিবারে জয়া; এবং শুক্রবারে রিক্তা হইলে তাহাকে তিথ্যমৃত যোগ কহে। এবং মাসভেদে দিবার মধ্যে মাহেন্দ্র আদির অন্তর্গত যোগ বিশেষ।

অমৃতরস (পুং) অমৃতস্য রস ইব রসো যস্য। মধ্যপদ-লোপী বহত্ৰী। অমৃতের জ্ঞান সুস্বাদু বস্তু। অমৃতস্য রসঃ সারঃ। ৬-তৎ। সুধারস। অমৃতং নির্কাণং রস ইব-যস্য। বহত্ৰী। পরমাত্মা।

অমৃতরসা (স্ত্রী) অমৃতস্য রস ইব রসো যস্যাঃ। মধ্যপদ-লোপী বহত্ৰী। কপিলাত্রাক্ষা। অম্বরসা। আদোলসা।

অমৃতলতা (স্ত্রী) অমৃত্য চাসৌ লতা চেতি কর্মধা। পূর্ব-পদস্য পুংস্ভাবঃ। গুড়চী। অমরলতা।

অমৃতবপুঃ (পুং) অমৃতময়ং অমৃতেন বর্জিতং বা বপুঃ শরীরং যস্য। মধ্যপদলোপী বহত্ৰী। চন্দ্র। সূর্য্য আপ-নার কিরণ দ্বারা চন্দ্রের সূর্য্য রূপ অমৃত বৃদ্ধি করিয়া দেন, তাহাতে-রুক্ষপক্ষের পর চন্দ্র পরিবর্জিত হয়। এই রূপ প্রবাদ আছে যে, চন্দ্রের শরীর অমৃতময়। তিনি আপনার দেহের অমৃতময় শীতল জলীয় কণা দ্বারা উদ্ভিদগণকে বর্জিত করেন।

অবিনশ্বর পরমাত্মা এবং বিষ্ণুকেও অমৃতবপুঃ কহে। অমৃতবল্লী (স্ত্রী) অমৃত্য বলী লতা। কর্মধা। গুলঞ্চ। গুলঞ্চ সহজে নষ্ট হয় না, তাই ইহাকে অমৃতবল্লী কহে। অমৃতসম্ভবা (স্ত্রী) অমৃত্য এব সম্ভবতি সম্-ভূ-অচ্। গুড়চী। গুলঞ্চ।

অমৃতসংযাব (ক্লী) অমৃতমিব সংযাবম্। মধ্যপদলোপী কর্মধা। ঘৃতপক্ক ববচূর্ণ প্রস্তুত পক্কানবিশেষ। ইহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী এই, প্রথমে ববচূর্ণ ঘৃত দ্বারা পাক করিয়া নূতন পাণ্ডে রাখিবে। পরে গোলমরিচ

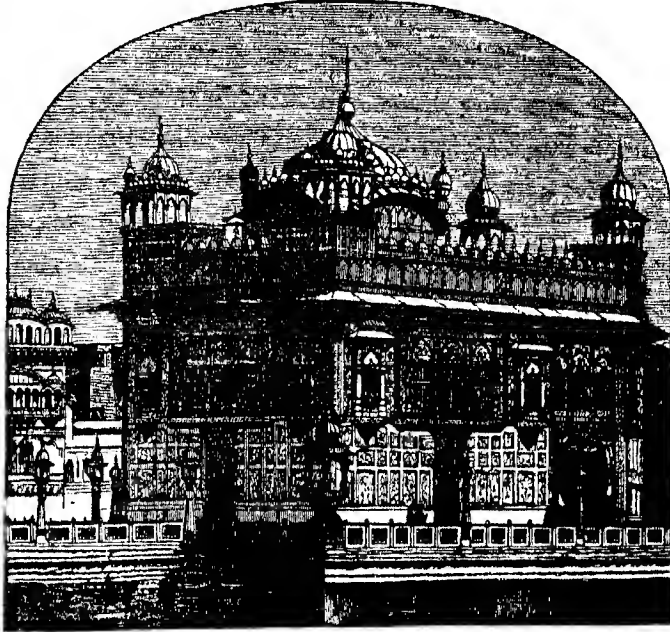
ও চিনি এবং কপূরের সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা বিলক্ষণ সুস্বাদু ও পিত্তরূপ।

অমৃতসর। পঞ্চাবের অন্তর্গত শিখদিগের প্রধান পবিত্র স্থান। এই নগর বাণিজ্যের নিমিত্তও বিশেষ প্রসিদ্ধ। আমরা কাশী বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানকে যে রূপ ভক্তি করি, মুসলমানেরা মক্কাকে যে রূপ পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন, বৌদ্ধদের পক্ষে গয়া যে রূপ পুণ্যক্ষেত্র এবং ইচ্ছদী ও খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের পক্ষে জেরুজালেম যেমন পবিত্রভূমি, শিখদের চক্ষে অমৃতসর ঠিক সেই রূপ। এখানে ‘অমৃতসর’ নামে একটা বৃহৎ সরোবর আছে, তাই শিখরা এই নগরকেও ‘অমৃতসর’ कहিয়া থাকেন।

চারি শত বৎসর পূর্বে এখানে সামান্য একটা পল্লী-

গ্রাম বৈ আর কিছুই ছিল না। তখন লোকে ইহাকে ‘চক’ বলিয়া ডাকিত। পরে অকবর বাদশার রাজত্বকালে ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে শিখদের চতুর্থ শত্রু রামদাস সিংহ বর্তমান সরোবর খনন করাইয়া তাহার চারিদিক ছোট ছোট মন্দিরে সুশোভিত করিলেন। সে সময়ে এই নগরের নাম রামদাসপুর হইল। শেষে শত্রু রামদাসের সন্তান অর্জুনসিংহ এখানে শিখদের রাজধানী করিয়া ইহার ‘অমৃতসর’ নাম দিলেন। সেই নাম অব্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। এখানে শিখ, হিন্দু এবং মুসলমান এই তিন জাতির লোক বাস করে। সর্বসমেত লোকসংখ্যা প্রায় ১৪৩,০০০ হইবে।

অমৃতসর নগর প্রাচীরে বেষ্টিত এবং তাহাতে



তেরটা ফটক আছে। পূর্বে ইহার চারিদিকে গড়বাই ছিল। তদ্বির শত্রুর আক্রমণ হইতে নগর রক্ষা করিবার নিমিত্ত শিখরা এখানে কেল্লাও নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, এখন সেই দুর্গ আর নাই এবং উত্তরদিকের গড়ের খাতও বুজাইয়া ফেলা হইয়াছে। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে মহারাজ রণজিৎ সিংহ গোবিন্দগড় নামে পরিখা বেষ্টিত একটা দুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন, কেবল তাহাই আজও নষ্ট হয় নাই।

১৭৬২ খৃঃ অব্দে আকবর শাহ পুত্র তৈমুর অমৃতসরের প্রধান প্রধান মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। শিখরা সেই সকল মন্দির পুনরুদ্ধার নির্মাণ করেন। তাহার পর আকবর শাহ স্বয়ং আসিয়া সমস্ত নূতন মন্দির আবার

ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কিন্তু কেবল মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার মনের ক্ষোভ মিটিল না; তিনি সেই সকল দেবালয়ের উপর গোহত্যা করিয়া স্থান অপবিত্র করিয়া দিলেন। এই সময়ে অমৃতসরের স্থানে স্থানে মুসলমানদের মসিদও নির্মাণ করা হইয়াছিল। আকবর শাহ চলিয়া গেলে শিখরা সমস্ত মসিদ ভাঙ্গিয়া সেখানে শূর কাটিতে লাগিলেন। শেষে বর্তমান মন্দির নির্মিত হইল।

অমৃতসর বৃহৎ সরোবর। গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই বারমাস জলে পরিপূর্ণ থাকে। সরোবরের ঠিক বক্ষঃস্থলের উপর শিখদের দেবালয়। এখানে রাজিদিন শিখদের গ্রন্থ পাঠ হয়। সরোবরের চারিদিকে রাজাদের, রাজমন্ত্রীদেব, প্রধান প্রধান সর্দারের এবং অন্যান্য

ধনাঢ্য লোকের অট্টালিকা।

অমৃতসরের এই মন্দিরের নাম 'দরবার সাহেব'। ইহা খেত পাথরে নির্মিত, দেখিতে অধিক বড় নয়। মন্দিরের গুহজ্ঞ তামার পাতে মোড়া; তাহাতে সোণা দিয়া হলকরা। তাই লোকে ইহাকে সূবর্ণমন্দির বলিয়া থাকে। সোণা দিয়া হল করিবার জন্ত মহারাজ রণজিৎ সিংহ বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তন্নিম্ন শিখরা, জাহাজির প্রভৃতি বাদশাদের কবর হইতে বহুমূল্য প্রস্তরাদি আনিয়া ভিতর দিকে লাগাইয়া দিয়াছেন। সরোবরের ধারে ধারে খেত পাথর বদান। ঘাট হইতে মন্দিরে আসিবার জন্ত খেত পাথরের প্রশস্ত বাধান পথ। মন্দিরের চতুর্দিকে, চক্ৰবর্তী বারান্দা। প্রায় পাঁচ শত অকালী পুরোহিত এই দেবালয়ের পরিচর্যায় নিযুক্ত আছেন।

সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে সম্মুখে অকালীদের 'ভূঙ্গ' প্রাসাদ। এখানে শিখ গুরুদের অস্ত্র শস্ত্র আছে। এইখানে অনেক গায়ক এবং বাদ্যকরও বসিয়া থাকে। প্রত্যহ ধর্মবিষয়ে সঙ্গীত করিবার নিমিত্ত তাহারা নিযুক্ত আছে। মন্দিরের ভিতরে প্রসিদ্ধ 'গ্রন্থসাহেব'। পুরোহিতেরা পুষ্পাদি দিয়া প্রত্যহ সেই গ্রন্থসাহেবের পূজা করেন। শিখদের সর্বসমেত দশজন গুরু,—নানক, অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাস, অর্জুন, হরগোবিন্দ, হররাস, হরকৃষ্ণ, তেজ বাহাদুর এবং গোবিন্দ সিংহ। গ্রন্থ সাহেব বা আদি গ্রন্থ নানকের রচিত। দর্শকেরা দেবালয়ে আসিয়া ভক্তিভাবে গ্রন্থ সাহেবকে প্রণাম করিলে পুরোহিতেরা তাহাদের হাতে এক একটা আশীর্বাদী ফুল দেন।

মন্দিরের চারিদিকে কোথাও যাত্রীরা আসিয়া স্নান করিতেছে; কোন খানে সাধু সন্ন্যাসীরা বসিয়া আছেন; কোন স্থানে বা শিখরা ভক্তিভাবে বসিয়া ধর্মপুস্তকের নকল করিতেছেন। কোন স্থানে ব্যবসায়ীরা কাপড়, চিকুণী, লৌহ অলঙ্কার প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে। সরোবরের পূর্বধারে দুইটা বৃহৎ স্তম্ভ আছে। তাহার উপর উঠিলে চতুর্দিকের দৃশ্য অতি মনোহর বোধ হয়। 'বাবা অতল' নামে একটা সমাজ আছে, তাহার গঠন প্রণালী অতি চমৎকার। বাবা অতলের পাশে কৌলসর। গুরু গোবিন্দ সিংহের জীয় নাম কৌল। তিনি বন্ধ্যা ছিলেন। 'কৌলসর' তাহারই নামে প্রতিষ্ঠিত। যাত্রীরা মন্দিরে

বাইবার পূর্বে প্রথমে এই সরোবরে স্নান করিয়া থাকেন। সরোবরের ধারে সুরমা বৃক্ষ জলের উপর শাখা মেলিয়া আছে। ডালে শত শত পক্ষবান্ কাঠ-বিড়ালী (flying fox) ঝুলিতেছে। একটা বৃক্ষতলে সোণার হলকরা তাম্র ফলক আছে। গুরু গোবিন্দ সিংহ, কিরূপে তাহার পত্নী কোলকে লাহোর হইতে আনিয়াছিলেন, ঐ তাম্রফলকে সেই সময়ের দৃশ্য খোদিত করা রহিয়াছে। অমৃতসরের 'সন্তোষসরও' অতি মনোহর স্থান।

অমৃতসরের সাত ক্রোশ দক্ষিণে 'তারণ-তারণ' আর একটা প্রসিদ্ধ স্থান। এখানেও একটা পুণ্য সরোবর আছে। ইহা প্রায় ৫৯৪ হাত লম্বা এবং ৪৮০ হাত প্রস্থ। ইহার চারি দিক পাথরে বাধান। মহারাজ রণজিৎ সিংহের পৌত্র নবনিহাল সিংহ, ঐ সরোবরের স্বেচ্ছাশ্রমে একটা স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা এখনও বিদ্যমান আছে। ইহার কূলে কুঠরোগীরা বাস করে এবং নিত্য পুণ্য সলিলে স্নান করিয়া থাকে। গুরু অর্জুন সিংহের নাকি কুঠরোগ ছিল। তিনি এই সরোবর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, ব্যাধিগ্রস্ত লোক ঐ সরোবর সাঁতার দিয়া পার হইতে পারিলে সে নীরোগ হয়। প্রতি মাসের কৃষ্ণ পক্ষের ত্রয়োদশীতে এই খানে অমাবস্তা নামে একটা করিয়া মেলা হয়। মেলায় দিন যাত্রীরা আসিয়া তারণ-তারণের জলে স্নান করিয়া সরোবরের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে। মেলায় দ্রব্যাদিরও ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

অমৃতসরের নিকটবর্তী ভূমি বিলক্ষণ উর্বরা। কৃষকেরা বড় দোয়াবের খাল, বিয়া এবং রাবি নদী হইতে জল তুলিয়া ভূমিতে দেয়। গম, যব প্রভৃতি নানা প্রকার শস্ত, কার্পাস, ইক্ষু, পাট, কুঙ্কম, তামাক, আফিম এবং অন্যান্য অনেক দ্রব্য এখানে জন্মে। তিব্বৎ প্রভৃতি স্থানের ছাগলের লোম দ্বারা এখানে উত্তম সালও প্রস্তুত হয়। অমৃতসরে আনু ৫,০০০ তাঁত আছে। কস্মীরের দরিদ্র লোকেরা এখানকার মহাজনের কাছে আসিয়া সেই সকল তাঁতে সাল প্রস্তুত করে। এতদ্ভিন্ন অমৃতসরে উত্তম রেশমও উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে নানা স্থানের ব্যবসায়ীরা আসিয়া বহুবিধ দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় করে। কথিত আছে, বৎসর বৎসর প্রায় চারি কোটি টাকার দ্রব্যের আমদানী রপ্তানি হয়।

অমৃতসর (পুং) অমৃতস্ত হৃৎস্ত সারঃ। ৬-তৎ। বৃত।

লোহ পাক বিশেষ।

অমৃতসারজ (পুং) অমৃতমিব সারঃ তন্মাং জায়তে জন-ড। ৫-তং। শুড়।

অমৃতসু (পুং) অমৃতং কিরণরূপং হতে বিকিরতি হৃ-
কিপ্। চন্দ্র। অমৃতানাং দেবানাং সুঃ প্রসূতিঃ। ৬-তং।
দেবমাতা। অদिति।

অমৃতসোদর (পুং) অমৃতস্ত পীয়ুষস্ত সোদরঃ একস্থানোৎ-
পন্নত্বাৎ। ৬-তং। উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব। সমুদ্র মন্থনের সময়ে
অমৃতের সঙ্গে সেই ঘোড়া উঠে, তজ্জন্ত তাহার নাম
অমৃতসোদর। ঘোটকমাত্র। *। বিভাবোদরে পা ৬।
৩। ৮৮। উদর শব্দ পরে বিকল্পে সমান শব্দ স্থানে
স আদেশ হয়।

অমৃতস্রবা (স্ত্রী) অমৃতমিব স্রবতি স্র-পচাদ্যচ্ টাপ্।
রুদন্তীলতা। (পুং) ভাবে অপ্। ৬-তং। অমৃতক্ষরণ।

অমৃতাতা (স্ত্রী) ন মৃতং মরণমনয়া টাপ্। গুলঞ্চ। ইক্ষ-
বাকুণী। জ্যোতিষ্মতী। গোরক্ষছায়া। অবিষা। লাল
তেউড়ী। দুর্কা। আমলকী। হরীতকী। তুলসী। পিপূল।
ফুলমাংস হরীতকী। সুরা। সূর্য্য মরীচি।

অমৃতাত্মশু (পুং) অমৃতমিব তৃপ্তিকরঃ অংশবো বস্ত্র।
বহত্রী। চন্দ্র।

অমৃতাত্মশূদ্ভব (পুং) অমৃতাত্মশোশস্ত্রশ্চ উদ্ভবঃ উৎপত্তি-
র্ঘ্যত্বাৎ। বিষ্ণু। সমুদ্র। অত্রিনেত্র। (ত্রি) অমৃতাত্ম-
শোশস্ত্রাৎ উদ্ভবঃ। ৫-তং। চন্দ্র হইতে জাত।

অমৃতাত্মস্ (পুং) অমৃতম্ অন্ধঃ অন্নমিব তৃপ্তিকরঃ যেষাম্।
সকল দেবতা।

অমৃতাকল (স্ত্রী) অমৃতাত্মাঃ কলম্। ৬-তং। পটোল।

অমৃতায়মান (ত্রি) অমৃতমিব আচরতি অমৃত-ক্যাঙ-শানচ্।
অমৃততুল্য। *। কর্তৃঃ ক্যাঙ-সলোপশ্চ। পা ৩। ১। ১১।
সুবস্ত কর্তৃ উপমান বাচক শব্দের উত্তর আচার অর্থে
বিকল্পে ক্যাঙ-প্রত্যয় হয় কর্তৃবাচক সকারান্তের বিকল্পে
সকারের লোপ হয়।

অমৃতাত্মশ (পুং) অমৃতে জলে আসম্যাকরূপেণ শেতে
প্রলয়কালে, অমৃত-আ-গী-ড। বিষ্ণু। অমৃতম্ অন্নপ্রতি
অমৃত-অশ-অণ্। দেব।

অমৃতাত্মশন (পুং) অমৃতম্ অন্নপ্রতি অমৃত-অশ-ন্যা অমৃতম্
অশনং বস্ত্র ইতি বা। দেবতা।

অমৃতাত্মা (পুং) অমৃতো জীবিতঃ অশ্মা। টজন্ত কর্ণধা।
প্রস্তর বিশেষ। জীবিত প্রস্তর। এক রূপ পাথর আছে
তাহা প্রাণীর স্থায় জলে ভাসিয়া বেড়ায়। *। অনো-

হ্মায়ঃ সরসাং জাতিসংজ্ঞায়োঃ। পা ৫। ৪। ৯৪। অনস্
অশ্মান্ অয়স্ এবং সরস্ এই সকল শব্দের উত্তর জাতি
এবং সংজ্ঞা বুঝাইলে তৎপুরুষে টচ্-প্রত্যয় হয়।

অমৃতাত্মক (পুং) অমৃতাত্ম শুভ্রচীপ্রভৃতীনাং মটকং যত্র।
বহত্রী। পাঁচন বিশেষ। গুলঞ্চ, ইক্ষুবৎ, নিমছাল,
পটোল পত্র, কটুকী, শুঠ, রক্তচন্দন এবং মুখা সমস্ত
মিলিত ২ তোলা, তাহার ১৬ গুণ জল দিয়া সিদ্ধ
করিয়া অমুমান সিকি অংশ থাকিতে নামাইয়া অর্দ্ধ
তোলা পিপূল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ইহা পান করিলে
পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, হ্রাস, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ
নিবারণ হয়।

অমৃতাত্মক (স্ত্রী) অমৃতস্ত্র বিবস্ত্বেব আসলো যত্র। বহত্রী।
এক প্রকার তুঁতে। কর্পরিকা তুঁতে। অজ্ঞান।

অমৃতাত্ম (ত্রি) অমৃতাত্ম বিয়োগরহিতা অসব প্রাণা যন্ত।
বহত্রী। যাহার প্রাণ বিয়োগ হয় না। দীর্ঘজীবী।

অমৃতাহরণ (পুং) অমৃতং পীয়ুষম্ আহরতি। অমৃ-আ-
হ-লুট্। অমৃতস্ত্র আহরণং যেন বা। গুরুড়। [গুরুড়ের
অমৃতাহরণ বিবরণ অধিজিহ্ব শব্দে দেখ]।

অমৃতাত্ম (স্ত্রী) অমৃতম্ আহরতে তুল্যাস্বাদকলশেন
স্পর্ধতে। অমৃত-আ-ল্লে-ক। নাসপাতি বৃক।

অমৃতেশয় (পুং) অমৃতে জলে শেতে অমৃত-গী-(অধিকরণে
শেতে। পা ৩। ২। ১৫)-ইতি অচ্-অলুক্ স০। বিষ্ণু।
প্রলয়কালে জলে শুইয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাম
অমৃতেশয়। [অস্ত্রবাসিন্ শব্দে স্ত্র দেখ]।

অমৃতোৎপন্ন (স্ত্রী) অমৃতং বিষমিব উৎপন্নম্। মধ্য
পদলোপী কর্ণধা। স্বর্পরীতুখ। স্বর্পরীতুতে।

অমৃতোৎপন্ন (স্ত্রী) অমৃতমিব স্বাহ মধু উৎপন্নং বস্ত্রাঃ।
৫-বহত্রী। মক্ষিকা। মোমাছী। মোমাছী ফুল হইতে
মকরন্দ আহরণ করিয়া চাকে মধু সঞ্চয় করে বলিয়া
মোমাছীকে অমৃতোৎপন্ন কহে।

অমৃতোদ্ভব (স্ত্রী) অমৃতং বিষমিব উদ্ভবতি অমৃত-উদ্-
ভূ-অচ্। স্বর্পরীতুখ। তুতে। অমৃতং মৃত্যুজয়ং শিব-
মিতি যাবৎ উদ্ভবতে প্রাপ্নোতি ভক্তদেবত্বেন অমৃত-
উদ্-ভূ-অচ্। (পুং) বিলবৃক। বেল গাছ।

অমৃধ (ত্রি) মধু উন্মানে বাহ০ রক্ মধুং ততো নঞ-তৎ।
অহিংসিত। যাহাকে কেহ হিংসা করে নাই।

অমৃষা (অব্য) নঞ-তৎ। মিথ্যা নহে। সত্য।

অমেধস্ (ত্রি) নাতি মেধা ধারণাতী ধীর্ঘত্বাৎ। নঞ-
বহত্রী। যাহার ধারণাশক্তি অল্প। যাহার কিছুই অল্প

ধাকে না। * । নিত্যমসিচ্ প্রজামেধয়োঃ। পা ৫। ৪। ১২২। নঞ্ হুন্ অ এই তিন অব্যয়ের পরস্থিত প্রজা ও মেধা শব্দের উত্তর নিত্য অসিচ্ প্রত্যয় হয়।
 অমেধা (ত্রি) ন মেধ্যং পবিত্রং বিরোধে নঞ্-তৎ। অপবিত্র। অশুদ্ধ। (যদমেধ্যমশুদ্ধক। স্মৃতি)। বাহা অপবিত্র হইয়াছে। (ক্লী) বিষ্ঠা। (অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্য প্রভবানি চ। মনু ৫। ৫। অমেধ্যপ্রভবানি বিষ্ঠাদিজাতানি। কুহূক)।

অয়েনি (ত্রি) মি-নি মেনি। নঞ্-তৎ। পরিচ্ছেদের অভাব। ইয়ন্তার অভাব।

অমেয় (ত্রি) নমেয়ম্। নঞ্-তৎ। ইয়ন্তা করিতে অশক্য। জ্ঞানের অশক্য।

অমোঘ (ত্রি) ম মোঘং নিফলম্। নঞ্-তৎ। সকল। অব্যর্থ। (পুং) নদবিশেষ। (স্ত্রী) পটোল লতা। পলতা। হরীতকী। বিড়ঙ্গ। (পুং) বিষ্ণু।

অমোত্ত (ক্লী) ব্যো-ক্ত উত্তম্ অমা সহ-উত্তম্। অচ্ছিন্ন সদশ বস্ত্র যুগ্ম। অচ্ছিন্ন ছিলাশুদ্ধ এক বোড়া কাপড়।

অম্ব। গতো ভা পরং স্কং সেট্। লট্-অম্বতি। লুঙ-আম্বীৎ। লিট্-আনম্ব। কেহ কেহ এই ধাতুকে ইদিৎ কহেন। তাহার অর্থ শব্দ করা।

অম্ব (পুং। অব্যয়) অম্ব-যঞ্ অচ্ বা। সম্বোধন। গমন।

অম্বক (ক্লী) অম্বতি দূরত্বমপি বস্ত্র আপ্রোতি অম্ব-মূল। নেত্র। (ত্রিষষ্কং সংযমিনং দদর্শ। কুমার ৩। ৪৪)।

এস্থলে—(ইকো যণচি। পা ৬। ১। ৭৭)। এই সূত্রানুসারে সন্ধি করিলে ত্র্যম্বক হইত। কিন্তু ছন্দের অম্ব-রোধে কালিদাস, বৈদিক সূত্রানুসারে সন্ধি করিয়া 'ত্রিষষ্ক' এই প্রকার রূপ সন্ধি করিয়াছেন। * ।
 ছন্দস্যুভরথা। পা ৬। ৪। ৮৬। * । তদ্বাদীনাং ছন্দসি বহুলম্। বার্তিক। বেদ বিষয়ে তু এবং সুধী শব্দ স্থানে যণ্ ইয়ঙ্ এবং উবঙ্ এ সকলিই হয়। তন্মু প্রভৃতি শব্দের বেদ বিষয়ে ঐ প্রকার বিকল্পে রূপ হয়। যথা,—
 তম্বং তম্ববং। ত্র্যম্বকং ত্রিষষ্কম্।

অম্বতি-স্বেহাৎ ধাবতি যঞ্ স্বার্থে ক। পিতা।

অম্বর (ক্লী) অম্বন্তে শব্দায়ন্তে হসিন্ মেধাঃ, অবিঙ্ শব্দে (কুদরাদরশ্চ। উণ্ ৫। ৪১)—ইতি অরচ্-প্রত্যয়ান্তো নিপাত্যতে। আকাশ। অজিক। বস্ত্র। অস্ত্র ধাতু। কার্শাস। গুষ্ঠ। পাপ। অম্বর নামক গন্ধদ্রব্য বিশেষ। এই গন্ধদ্রব্য ভামাকে দিলে তাহাকে আমরা 'অম্বর ভামাক' বলি।

নিঘণ্টুতে অম্বর শব্দের অনেক প্রকার ব্যুৎপত্তি আছে। যথা,—অম্ব জলং তদ্ রাতি দদাতি অম্ব-রা-ক। পৃষোদরাদিস্বাৎ উকারন্ত অকারঃ। অর্থাৎ, অম্ব শব্দে জল, রৈ ধাতুর অর্থ দান করা। যে জল দেয়। অথবা, অম্ব শব্দে উপপদে রাজতের্ধাতোঃ ড প্রত্যয়ঃ। অথবা, অম্বমৎ ভবতি রো মম্বর্ষীয়ঃ। পূর্ববদ্ উকারন্ত অকারঃ।
 অম্বর। জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী। ইহা বর্তমান জয়পুর নগর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। মহারাজ মানসিংহ এই নগর সুরম্য প্রস্তর অট্টালিকায় সুশোভিত করিয়াছিলেন।

অম্বর সহরের চলিত নাম আমের। কেহ কেহ ইহাকে মুজুবর এবং অম্বকেস্বরও বলিয়া থাকেন। এই নগর প্রথমে কে স্থাপিত করেন, সে কথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। আমেরে এবং আমেরের নিকট-বর্তী স্থানে মিনা নামে এক প্রকার অসভ্য জাতি আছে। মিবারের ভিলদের সঙ্গে মিনা জাতির অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। পূর্বে এখানকার অনেক স্থানে মিনাদের এক একটা ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। সম্ভবতঃ অম্বরও মিনা রাজধানী হইবে। তাহার পর ইহা কি রূপে মানসিংহের পূর্বপুরুষদের হাতে আসিয়া পড়িল, সে বৃত্তান্ত বেশ স্পষ্ট নহে।

জয়পুরের রাজারা সূর্যবংশের ক্ষত্রিয়। ইহারা রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র কুশের সন্তান। কুশ হইতে গণনা করিয়া আসিলে এখন এক শত ঊনচন্দ্রিশ পুরুষ চলিতেছে। প্রথমে কুশবংশের অনেক রাজা অযোধ্যা হইতে আসিয়া শোণনদের নিকটে একটা পর্বতের উপরে রোহতস গড় নামে দুর্গ নির্মাণ করেন। এইখানে কুশবংশের রাজারা কিছু কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা এখান হইতে গিয়া লাহোরের সন্নিকটে সিদ্ধ এবং পহলু নদের কাছে কছুরা গড়ে কিছু কাল রাজত্ব করেন। আবার ২৭৫ খৃঃ অব্দে এখান হইতে ২৫ ক্রোশ পশ্চিমে গোয়ালিরের রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। শেষে ২৯৫ খৃঃ অব্দে নল নামে জনৈক রাজা বুলন্দশহরে গিয়া নরবার রাজ্য সংস্থাপন করেন।

কুশরাজ হইতে বত্রিশ পুরুষ চলিয়া গেল। তাহার পর সোধাসিংহ নরবারের রাজা হইলেন। ইহার পুত্রের নাম হুল্ল রাও। সোধাসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ আপমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাজ্য দিলেন না। তাঁহাকে নরবার হইতে দূরীভূত করিলেন। হুল্ল রাও তখন

নিতান্ত শিশু। ৯৬৭ খৃঃ অব্দে তিনি আপনার মাতার সঙ্গে জয়পুর হইতে আড়াই কোশ দক্ষিণে মিনাদের খো-নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

অধিক বেলা হইয়াছে, ক্ষুধায় ও পথশ্রমে শিশুর দেহ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। হতভাগ্য জননী পুত্রকে একটা নির্জন স্থানে রাখিয়া নিজে আহার অন্বেষণ করিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, শিশু ধূলায় নিমজ্জিত,—মাথায় উপরে এক বৃহৎ সর্প ফণা মেলিয়া আছে। প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। এক দিন যিনি রাজ-রাণী ছিলেন, আজি তিনি পথের ভিখারিণী। অন্ধের যষ্টি এক শিশু সন্তান সম্বল; অদৃষ্ট দোষে তাহাও বৃক্ষ ফরায়। হর্ভাগ্য জননী কাদিতে কাদিতে পুত্রের দিকে ছুটিলেন। সাপটা শব্দ পাইয়া চলিয়া গেল। দূর হইতে জনৈক ব্রাহ্মণ এই ব্যাপার দেখিয়া রাণীকে বলিলেন,—‘তুমি ভয় করিও না। দেখিবে, শীঘ্রই তোমার এই পুত্র রাজ্যেশ্বর হইবেন’। তাহার পর ছুঃখিনী জননী আপনার সন্তানকে লইয়া নগরের মধ্যে মিনা সর্দারের পরিচারিকা হইলেন। কথিত আছে, পরিশেষে জল্হ রাও মিনা সর্দারের না কি প্রাণনষ্ট করিয়া নিজে রাজা হইয়াছিলেন। কাহার মতে, জয়পুর হইতে প্রায় ১৭ কোশ দক্ষিণ পূর্ব দিকে দোসা নগরের সর্দারের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। দোসারাজ নিঃসন্তান ছিলেন, সে জন্ত তাঁহার মৃত্যুর পর জল্হ রাও রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। এই রূপ এবিষয়ে অনেক মতান্তর।

প্রবাদ আছে যে, জল্হ রাও, মিনা প্রভৃতি জাতির সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে তিনি সৈন্যে হত হন। পরে রাজ্যে অধা অর্থাৎ মাতা ভগবতী সদয় হইয়া জল্হ রাওকে বাচাইয়া দিলেন। মিনারা এই অক্লুত ব্যাপার দেখিয়া তাঁহাকে রাজ্যপদে অভিষিক্ত করিল। দেবীর বরপুত্র জল্হ রাও অম্বরে অধা দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলেন, জল্হ রাওয়ের পুত্র কজল রাও অম্বর জয় করিয়াছিলেন। আবার কাহারও মতে, মৈদল রাও নামে তাঁহার জনৈক পুত্র অম্বর জয় করেন। মৈদল হইতে আঠার পুরুষ পরে বিহারী বা বাহার মন্দের জন্ম হয়। বাহার মন্ড বাবারের এক জন প্রিয়পাত্র ছিলেন। হুমায়ুনও তাঁহাকে ‘মানসব’ অর্থাৎ পাঁচ হাজারী সৈন্তের সেনাপতি করেন। মানসিংহ এই বিহারী মন্দের সন্তান। ইনিই অম্বর নগর অম্বর

অট্টালিকা প্রভৃতিতে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন ‘অধা’ দেবীর নাম হইতে এই সহরকে লোকে অম্বর কহে এবং ‘আম্বর’ অম্বর শব্দের অপভ্রংশ। অম্বরে অম্বকেশ্বর নামে একটা শিবলিঙ্গ আছে, সেজন্ত অনেকে একথাও বলিয়া থাকেন যে, অম্বকেশ্বর হইতে এই সহরের অম্বর নাম হইয়াছে। ধুম্বর বা ধুম্বর নামের কারণ লোকে এই রূপ কহিয়া থাকেন যে, পূর্বে গলতা পাহাড়ে ধুম্ব নামে এক দৈত্য বাস করিত। তাহারই নাম হইতে এই প্রদেশকে সকলে ধুম্বর বা ধুম্বর কহে। [জয়পুর শব্দে অম্বর রাজ-বংশের বিশেষ বিবরণ দেখ]।

এই বার সহর অম্বর। নির্জন নিভৃত স্থানে, দুই দিকের পর্বতের কোলে এই সুরম্য রাজভবন,—যেন অমরাবতীর সকল সৌন্দর্য্য দিয়া সাজান হইয়াছে। জয়পুরের জৈশান কোণের কটক দিয়া বাহির হইয়া উত্তর মুখে যাইতে হয়। বরাবর প্রশস্ত পাকা পথ। এই দিক দিয়া পূর্বে সকলে দিল্লিতে যাতায়াত করিত। কটকের বাহিরে কিঞ্চিৎ বাম ভাগে জয়পুরের পূর্বতন প্রধান মন্ত্রী চমুর ঠাকুরের গ্রামাদ। পথের দুই দিকে পর্বতমালা, বিস্তীর্ণ শরীর পাতিয়া পড়িয়া আছে। গ্রীষ্মকালে এখানকার পাহাড়ের গাৱের তরু গুল্ম ও কা-ইয়া যায়; আবার বর্ষার জলধারা পাইলে তাহার পুনর্বার মঞ্জরিত হইয়া উঠে। তখন নগরের শোভার সঙ্গে তরুলতাও হাসিতে থাকে।

দুই পাশে পর্বতের নিম্নে স্থানে স্থানে গভীর হ্রদ; তাহাতে কজপ, কুম্ভীর, মৎস্য প্রভৃতি জলজন্ত সকল ভাসিতেছে, ডুবিতেছে, কেহ কেহ স্নাতার দিয়া বেড়াইতেছে। দক্ষিণ দিকে মানসাগর। গ্রীষ্মকালে এই স্থান বেশ সুশীতল ও মনোহর হয়। কিন্তু আজিকালি এখানে বারমাস জল থাকে না। তাহার পর কিঞ্চিদূরে বাম ভাগে চন্দ্রবাগ। পথের ধারে ধারে দেশী বিলাতী নানা জাতীয় গাছ, শাখা মেলিয়া ছায়া করিয়া আছে। দক্ষিণ দিকে রাণীদের ছদ্দী, বামপাশে অভ্রান্ত লোকের সমাধি। রাণীদের সমাজগুলির কতক গাঁথা হইয়াছে, কতক গাঁথা হয় নাই; ছাদ অসম্পূর্ণ,—উপরে চূড়া নাই। রাজারা, জীলোকদের ছদ্দী সম্পূর্ণ করেন না। রাস্তার ধারে এক একটা ক্ষুদ্র দেবালয় এবং পথিকদের বিশ্রাম স্থানও আছে। অম্বরের বাহিরে ঘাটের নিম্নে প্রসিদ্ধ ‘কালা মহাদেবের’ মন্দির। প্রবাদ

আছে যে, মহারাজ মানসিংহ এই মহাদেবকে যশোহর হইতে আনিয়াছিলেন।

ক্রমে দুই ক্রোশ পথ ফুরাইল, বাকি এক ক্রোশ। কিন্তু এই এক ক্রোশ হাঁটিবার শ্রম এক যোজনের চেয়ে বেশী। সোজা চালু পথ ক্রমে ক্রমে উপর দিকে উঠিয়াছে; তাঙ্গাম প্রভৃতি লইয়া বাইতে হইলে বেহারাদিগকে গলদ্বন্দ্ব হইতে হয়। চারি জন বেহারা তাঙ্গাম কাঁধে বহন করে, দুই জনে সম্মুখের বাট ধরিয়া টানে, আর দুই জনে দুই পাশ ধরিয়া থাকে, তবে উপরে উঠিতে পারা যায়। নামিবার সময়েও এই রূপ কষ্ট। উট, হাতী, ঘোড়া, গোরু প্রভৃতি বলবান পশুয়াও ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া উঠিতেছে আর নামিতেছে।

এই রূপ ছুরারোহ পথ দিয়া কিছু কম অল্প ক্রোশ উঠিয়া আবার নামিতে হয়। তাহার পর অম্বর সহর। প্রথমে বাম ভাগে 'দিলারাম' বাগ। এই উদ্যানে নানাবিধ ফলের ফুলের গাছ; মধ্যস্থলে অনেক গুলি জলের কোয়ারা; পশ্চিম দিকে অট্টালিকা। বাগানে পালে পালে বস্ত্র ময়ূর চরিয়া বেড়াইতেছে; কেহ গাছের উপর হইতে দীর্ঘ পুচ্ছ বুলাইয়া দিয়া চাহিয়া আছে; কেহ মাটির উপর ছায়ার গুঁইয়া ঘুমাইতেছে; কেহ বা চাঁদসাজান পাখা ছড়াইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছে। কাছে বাও, শব্দ নাই। জয়পুরের মহারাজের আজ্ঞায় এ প্রদেশে ময়ূরকে কেহ হিংসা করিতে পারে না। দিলারাম বাগানের পশ্চিম পাশে মহৎ সরোবর।

এই উদ্যান হইতে বাহির হইয়া একটি পথ উত্তর দিকে ভগ্ন নগরে চলিয়া গিয়াছে, আর একটি পথ কিঞ্চিদূরে পশ্চিমে রাজ প্রাসাদের দিকে আসিয়াছে। সহরে আর কিছুই নাই, কতকালের ধুমধামের পর নগর এখন ঘুমাইয়া আছে, হাট বাজার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পূর্বে এই থানে উৎকৃষ্ট বন্দুক এবং নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত প্রস্তুত হইত। এখনও সেই সকল অস্ত্র জয়পুরের রাজবাটীতে রহিয়াছে; দেখিলে বিলাতী অস্ত্র অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। মহারাজ মানসিংহের হাতের লাঠী এই থানে প্রস্তুত হইয়াছিল। বিধাতার হাতের নৈপুণ্য সন্ধ্যার আকাশে, আর কতকটা ময়ূরের পাখায়; মাহুকের হাতের নৈপুণ্য মানসিংহের সামান্য একগাছি লাঠীতে,—জগতে এমন সুন্দর আর কিছুই নাই। লাঠীর উপরে হলকরা; কত

রঙ, কত চিত্র বিচিত্র। প্রায় তিন শত বৎসর হইতে চলিল, আজও নতুন, আগাগোড়া সৌন্দর্য-ভরা,—এখনও কেমন ঢল ঢল করিতেছে। সে কালে এই নগরে অত্যন্ত আরও অনেক শিল্প কাজের উন্নতি হইয়াছিল।

এখন অম্বরের শিল্পীরা জয়পুরে উঠিয়া আসিয়াছে। এখানে আর ধনী লোক নাই, কেবল সামান্য অবস্থার প্রজারাই কষ্টে সৃষ্টে বাস করে। দোকানে ভাল খাদ্য সামগ্রী মিলে না, কেবল ছোলা ভাজা, গম, যব, ছাতু প্রভৃতি সামান্য জব্যই পাওয়া যায়। তবে কোন কোন দোকানে ক্ষীরের মিষ্টান্নও মিলে।

অম্বরের রাজ প্রাসাদ উচ্চ পর্বতের নিয়ে একটি উন্নত স্থানে নির্মিত। ইহার পূর্বদিকে একটি বৃহৎ সরোবর। এই সরোবরের নিকটে দিলারাম বাগ, তাহার পর রাজপথ। রাজপথের পূর্বদিকে আর একটি পর্বতমালা। রাজ বাটার দক্ষিণে উচ্চ পাহাড়ের উপরে বিখ্যাত জয়গড়। মানসিংহের ভ্রাতা-জগৎসিংহের পৌত্র মহারাজ মির্জা জয়সিংহ এই কেলা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। জয়গড়ে মানসিংহের বহুমূল্য সম্পত্তি ভাঙারে বদ্ধ আছে। দ্বারে মোহর করা। সেই ভাঙার কাহারও খুলিবার অমুমতি নাই। জয়পুরের স্বয়ং মহারাজও তাহা চক্ষে দেখিতে পান না। মিনারা অম্বর রাজবংশের পরম-বিশ্বাসী প্রজা। পূর্বে তাহার রাজপুতনার চারিদিকে চুরী ডাকাইতি করিয়া বেড়াইত, কিন্তু এখানকার রাজাদের কখন কোন ক্ষতি করে নাই। অম্বরের সমস্ত রাজভাণ্ডার এখনও এই মিনা জাতির হাতে আছে। তাহার। অষ্টপ্রহর সেই সম্পত্তি চৌকী দেয়। মহারাজ মানসিংহ বাগালা জয়ের পর এক অত্যাচ্ছ বিজয় স্তম্ভ এই জয়গড়ে স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই কীর্তিস্তম্ভ আজও বিনষ্ট হয় নাই।

রাজ বাটার পশ্চিমে কিঞ্চিদূরে উচ্চ পাহাড়ের উপর প্রাচীন কুস্তলগড়। এই গড় হাজার বৎসরের পুরাতন; এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, চারি দিকে জঙ্গল গজাইয়াছে। ভিতরে বাঘ ও বনশূকর লুকাইয়া থাকে। কুস্তলগড়ের আরও উপরে ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দির। ইহাও অতিশয় প্রাচীন। উত্তর দিকের প্রাচীরের কাছে একটি বৃহৎ মসিদ আছে। আজমীর হইতে যাতায়াতের সময়ে জনৈক মুসলমান সম্রাট এই মসিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

নীচের পথ হইতে রাজ প্রাসাদ অনেক উচ্চে অবস্থিত। কিন্তু উপরে উঠিবার বেশ পথ আছে। চাতী, ঘোড়া অথবা পাকী প্রভৃতিতে চড়িয়া অক্লেশে উপরে যাওয়া যায়। প্রথমতঃ পূর্বমুখে প্রশস্ত ও দীর্ঘ সিংহদ্বার। দ্বারের উপরে ঠংরাজি ঘড়ী। সিপাহীরা দরজায় দাঁড়াইয়া অষ্টপ্রহর চৌকী দিতেছে। এই দ্বার দিয়া পশ্চিম মুখে প্রবেশ করিলে রাজবাটীর প্রথম মহলের প্রশস্ত উঠান। পূর্বে এই থানে চাতীর লড়াই ও অগ্ন্যাজ্ঞ অনেক প্রকার ধুম হইত। তাহার পর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গিয়া আর একটু উঠিতে হয়। উঠিলেই সম্মুখে যশোহরেশ্বরী কালীর মন্দিরে প্রবেশ করিবার দ্বার, বাম দিকে মহারাজের দেওয়ান থানা।

২৪ পরগণার অন্তর্গত টাকী হইতে প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণে প্রাচীন যশোহর নগর। এই থানে প্রতাপাদিত্য রাজার রাজধানী ছিল। এখন যশোহরের আর কিছুই নাট, নগর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অনেক স্থান বনে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ঠাহার নিকটবর্তী স্থানে রাজা চন্দ্রনাথ রায়ের বংশের অনেক যশস্বী কায়স্থ এখনও বাস করিতেছেন। প্রতাপাদিত্য রাজা দিল্লির বাদশাকে স্মরণিতেন না। তজ্জন্ত তাঁহাকে শাসন করিবার নিমিত্ত বাদশার প্রধান সেনাপতি মানসিংহ সসৈন্তে বাঙ্গালায় আসিলেন। এখানে ভবানন্দ মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া যশোহরে গেলেন। ঘোরতর যুদ্ধ হইল, শেষে প্রতাপাদিত্য পরাস্ত হইলেন।

স্বদেশে বাইবার সময়ে মানসিংহ যশোহরের শিলাদেবীকে লইয়া গিয়া অম্বরে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই শিলাদেবী এখনও বিদ্যমান রহিয়াছেন। দেবীর সেবার জন্ত মহারাজ দশ ঘর পূজারীও লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এখনও তাঁহাদের বংশধরেরা যশোহরেশ্বরীর পূজা করিতেছেন। এই ব্রাহ্মণদের জটনৈক আত্মীয় ব্যক্তি বেশ কৃতবিদ্যা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার নাম বিদ্যাধর। বর্তমান জয়পুর সহর নির্মাণ করিবার সময় তিনিই নক্সা করিয়া দেন। সেই নক্সা দেখিয়া এই অপূর্ব নগর নির্মিত হইয়াছে। মানসিংহ শিলাদেবীকে লইয়া আসিলে কচুরার আর একটী প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া যশোহরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ধুমঘাটের দেবালয়ে আজও সেই শিলাদেবী বর্তমান আছেন।

এখানে যশোহরেশ্বরীর একখানি ছবি দেওয়া হইল। দেবী অষ্টভুজা,—মহিষমর্দিনী মূর্তি। কটদেশ হইতে

পদতল পর্য্যন্ত ঘাগরার ঢাকা থাকে, তাই সিংহ প্রভৃতির মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। দেবী বাম দিকের হস্তে ঢাল, ধনু ও মহিষাসুরের জিহ্বা ধরিয়া আছেন। আর একটা হস্তে ব্রাহ্মণেরা ফুলের স্ক্রুড তোড়া দিয়া রাখা। বোধ করি, পূর্বে ইহাতে চক্র ছিল। দক্ষিণ হস্তে ধুজা, তীর ও ত্রিশূল; আর একটা হস্তে কি অস্ত্র আছে,



দেখিলে ঠিক চিনিতে পারা যায় না। বোধ হয়, দেবী এই হস্তে বর ও অভয় দিতেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা কি রূপে গোল করিয়া বাম হাতের অস্ত্র দক্ষিণ হস্তে দিয়া থাকিবেন। (১)

(১) গোড়ের নবাব দায়দের শাসনকালে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজা বিক্রমানিত্য এবং তাঁহার ভৃড়া বসন্তরায় সুলতানবনের জঙ্গল কাটাইয়া যশোহর নগর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। লোকে ইহাদিগকে সাগরবীপের রাজা বলিত। পরে প্রতাপাদিত্য রাজা, তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় যশোহরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ধুমঘাটে আর একখানি পুরী নির্মাণ করাইয়া সেই থানে রাজ্য করিতেন।

শিলাদেবী সম্বন্ধে আশ্চর্য্য প্রবাদ আছে। কমল খোজা নামে জনৈক সৈনিক পুণ্ড্র রাজার সিংহাসনে থাকিতেন। ধুমঘাটের নিকটে মাঠের মধ্যে একটা জঙ্গলে রাতি ছই এইরকম বন্যে কালো হইয়া উঠিত। কমল খোজা তাহা দুই দিন দেখিলেন। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া কিছুই জানিতে পারিলেন না। পরে এক দিন দ্বাখা-লেয়া গোর ছাড়িয়া দিয়া সেই জঙ্গলের মধ্যে একটা চিপীর উপরে কেহ কালী সাজিয়াছে, কেহ পুরোহিত হইয়া ফুল বিলুপক-ঘাটা

দেবীর মন্তকের উপরে পশ্চাদ্ দিকে গণেশ, ব্রহ্মা
বিষ্ণু, শিব এবং কাষ্ঠিকের মূর্তি। এই প্রতিমা পাষণ-
ময়ী, উজ্জ্বল রক্তবর্ণ; জানি না, কি জন্তু বাম ভাগে
মুখ একটু বক্র করিয়া আছেন। এ কথার গল্প অনেক।
কেহ কেহ বলেন, মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে প্রতা-
পাদিত্য শঙ্কটে পড়িয়া দেবীর কাছে স্তব করিয়া-

কালীর পূজা করিতেছে। কোন রাখাল পাঠা সাজিয়া হাড়োকাঠে
গলা দিয়া পড়িল। এক জন বালক তাহার হাত, এক জন বালক
তাহার পা টানিয়া ধরিল; অন্য এক জন বালক কামার হইয়া
একগাছা হোগলা দিয়া তাহার গলায় আঘাত করিল। অমনি দুই
ধড়, —গলা কাটরা মাথা এক দিকে আর দেহ এক দিকে পড়িয়া
ধড়, ফড়, করিতে লাগিল। রাখালেরা ভয়ে চারিদিকে ছুটিয়া
পলাইল। কমল খোজা এই সংবাদ পাইয়া জঙ্গলের ভিতর গিয়া
দেখেন, —সতাই বটে, এক গাছা হোগলায় রক্তমাখা রহিয়াছে,
রাখালের শরীর সেই খানে পড়িয়া আছে।

তিনি মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে রাখালের আশ্চর্য্য মৃত্যুর বিবরণ
এবং রাত্রিকালের আলোর কথা জানাইলেন। প্রতাপাদিত্য সেই
মৃতদেহ সিক্ককে বন্ধ করিয়া রাত্রিতে নিজে কমল খোজার কাছে
সিংহদ্বারে থাকিলেন। রাত্রি দুই প্রহর, গভীর নিশীথকাল; দেখেন,
আকাশ হইতে একটা জ্যোতিঃপুঞ্জ নামিয়া বনের ভিতরে পড়িল।
রাজা কমল খোজাকে সঙ্গে লইয়া দেখিতে গেলেন। কিন্তু বনের
মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দুই জনে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন এই
আকাশবাণি হইল—আমি তোমার ইষ্টদেবতা। তোমার প্রতি প্রসন্ন
হইয়াছি। কল্যা এই চিণী খনন করাইলে আমার মূর্তি পাইবে।
আমি তাহাতে অধিষ্ঠান করিব, তুমি সেই মূর্তির পূজা করিতে
থাকিবে। আর তোমার প্রজা রাখাল মরে নাই, সে আপনার
জননীর কাছে ঘুমাইয়া আছে'।

রাজা সজ্ঞান হইয়া চাহিয়া দেখেন, বনে আর কিছুই নাই।
দৈববাণি কেবল স্বপ্নের মত তাঁহার একটু একটু মনে পড়িতে
লাগিল। তিনি প্রথমে সিক্ককের কাছে আসিয়া দেখেন তাহাতে
মৃত রাখালের শরীর নাই, সিক্কক খোলা পড়িয়া আছে। কমল
খোজাকে লইয়া রাখালের বাটতে গেলেন, দেখেন বাস্তবিক সে
জননীর কাছে শুইয়া ঘুমাইতেছে। পর দিন প্রাতঃকালে মহারাজ,
জঙ্গলের ভিতরের চিণী খনন করাইতে লোক লাগাইলেন। কিঞ্চিৎ
খনন করিলেই একটা শিলাময়ী মূর্তির গলদেশ পর্যন্ত বাহির হইল।
তখন দেবী আকাশবাণি দ্বারা এই প্রত্যাদেশ করিলেন যে, 'আর
খনন করিও না। এই খানে মন্দির নির্মাণ করিয়া আমার পূজা
করিতে থাক'।

শিলাদেবীর উৎপত্তির কথা এই রূপ শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ
কেহ বলেন, ধুমঘাটে এখনও যে পাষণমূর্তি রহিয়াছে, ইহাই প্রতা-
পাদিত্যের প্রকৃত শিলাদেবী। মানসিংহ দেবীকে অম্বরে লইয়া
যান নাই।

ছিলেন; কিন্তু যশোরেশ্বরী তাহা শুনিলেন না, রুগ্ন
হইয়া মুখ ফিরাইলেন। তাই দেবীর মুখ বাম দিকে
একটু বক্র হইয়া আছে। ভাগ্নতচন্দ্রও লিখিয়াছেন,—
শিলাময়ী নামে, ছিলো তাঁর ধামে,

অভয়া যশোরেশ্বরী।

পাপেতে ফিরিয়া, বসিয়া রুবিয়া,

তাহারে অরুপা করি।

এই গেল এক মত। আর এক প্রবাদ আছে,—
পূর্বে মানসিংহের সময়ে শিলাদেবীর নিকটে প্রতাহ
নাকি নরবলি হইত। কিছু দিন পরে এই কুপ্রথা
রহিত হইয়া যায়। সে কারণ দেবী রুগ্ন হইয়া মুখ ফিরা-
ইয়াছিলেন। শেষে মহারাজ জয়সিংহ স্বপ্নে এই সকল
ব্যাপার জানিতে পারিয়া প্রতাহ একটা করিয়া ছাগ-
বলি দিতে লাগিলেন। এখনও সেই নিয়ম চলিয়া
আসিতেছে। কেবল আশ্বিন মাসের মহাষ্টমীতে এবং
বাসন্তীপূজার সময়ে অধিক জাঁক হয়। ঐ দুই উৎসবে
জয়পুরের মহারাজ স্বয়ং পূজা দেখিতে যান, সঙ্গে
প্রধান প্রধান সর্দার এবং অনেক কর্মচারী গিয়া
থাকেন।

বলিদান মন্দিরের ঠিক সম্মুখে হয় না। দেবীর মুখ
বাম দিকে একটু বক্র বলিয়া বলিদানও মন্দিরের বাম
পাশে হয়। মিনেরাই প্রতাহ বলিদান করে; কিন্তু
মহাষ্টমীতে এবং বাসন্তীপূজায় অসংখ্য মহিষ ও ছাগ
বলি হয়। তখন সর্দারেরা নিজেই তলবার দিয়া বলি-
দান করেন।

শিলাদেবীর মন্দির হইতে বাহির হইয়া একটু পূর্ব
মুখে গেলে আর একটা সিংহদ্বার। ইহার কপাট
পিতলের পাতে মোড়া। এখানেও প্রহরী আছে।
মহারাজের অনুমতি পত্র না দেখাইলে প্রহরীরা এখান-
কার পথ ছাড়িয়া দেয় না।

এই পথ দিয়া প্রবেশ করিলে সম্মুখে বিস্তীর্ণ বাধান
উঠান। উঠানের পূর্ব দিকে প্রসিদ্ধ দেওয়ান খানা।
ইহাতে চল্লিশটা রক্তবর্ণ পাথরের থাম; থামের গায়ে
শ্বেতবর্ণ পলত্ৰা লাগান। উপরের সমস্ত ছাদ খিলান
করা। মহারাজ মানসিংহ এই খানে দরবার করিতেন।
প্রথমে থামের গায়ে পলত্ৰা ছিল না। কথিত আছে,
এই দেওয়ান খানা নাকি অকবরের দেওয়ান—ই—
আমের অনুকরণ করিয়া নির্মাণ করা হইয়াছিল।
সন্ধ্যাট, এই কথা শুনিয়া আমেরে কতকগুলি লোক

পাঠাইয়া দেন। এখানে মানসিংহও পূর্বাঙ্কে সংবাদ পাইয়াছিলেন। সে জন্ত তিনি শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত থাম শ্বেতবর্ণ পলস্ত্রাঙ্কারা ঢাকা দিয়া ফেলিলেন। কাজেই সস্ত্রাটের লোকেরা আসিয়া আর কোন আপত্তি করিতে পারিল না। দেওয়ান খানার পাশে পূর্ব দিকে কয়েকটি ছোট ছোট কুঠারী আছে।

তাহার পর দক্ষিণ দিকে আর একটি পিতলের দরজা। এই দরজা দিয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। মধ্যস্থলে প্রশস্ত উঠান। উঠানে মনোহর উপবন; ফল ধরিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, বাতাসে গাছের শাখা ছলিয়া বেড়াইতেছে। ইহার পূর্ব দিকে আর একটি বৃহৎ দালান। এই দালানের প্রস্তরে তাজমহলের নিপুণ হাতের শির কৌশল। ঘরের কারিকরি দেখিলে সেই দিকে চক্ষু স্থির হইয়া থাকে, নড়িতে চায় না। থাম গুলি শ্বেত পাথরের, তাহাতে ফুল কাটা; ফুলের উপরে প্রজাপতি উড়িয়া উড়িয়া বসিতেছে। ছাদ খিলান করা। খিলানের নিম্নে ও জানালার মাথায় অনেক চিত্র বিচিত্র রঙ, তাহার উপরে কাচ বসান। নীচে একজন মানুষ দাঁড়াইলে উপরে কত মানুষ; হাত নাড়িলে প্রতিবেশের সঙ্গে সঙ্গে উপরে কত হাত নড়িতে থাকে।

এই দালানের উত্তর দিকে একটি ছোট দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে মানসিংহের স্নান করিবার হাম্মাম, তাহার পর পশ্চিম দিকে সুড়ঙ্গ পথ দিয়া গেলে দেবার্জনার ঘর। স্নানের ঘরে শ্বেত প্রস্তর দিয়া চৌবাচ্চা রাখা। তাহার ধারে ধারে জল প্রণালী। স্নানের পর সহসা গায়ে শীতল বাতাস লাগাইতে নাই, সে জন্ত হাম্মাম হইতে উঠিয়া অতি অপ্রস্তুত সুড়ঙ্গ পথ দিয়া পূজার ঘরে যাইতে হয়।

পশ্চিম দিকের নিম্ন তলায় গ্রীষ্মকালে রাণীরা আসিয়া বসিতেন। এখানে জলের ফোয়ারা ও জল-প্রণালী আছে। উত্তর দিকে নিম্নতলা হইতে উপরে উঠিবার নিমিত্ত সিড়ি নাই। আগাগোড়া প্রশস্ত ঢালু পথ, তাহাতে উঠিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। উপরের ঘরে অনেক প্রকার চিত্র বিচিত্র করা; একস্থানে মধুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি নগর আঁকা আছে। গঙ্গা যমুনার জলে মাছ খেলিয়া বেড়াইতেছে; মন্দিরের মধ্যে দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; বিচারালয়ে বিচারপতিরা বসিয়া বিচার করিতেছেন,—চিত্রে এই রূপ কত বিব-

রণ দৃষ্ট হয়। শিলান্দেবী পূজার সময়ে সকালে রাণীরা উপর হইতে উৎসব দেখিতেন, সে কারণ মেউলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক কাটা আছে। তাহার পর পূর্ব দিকে নিম্নের দালানের উপরে আর একটি ছোট দালান। ইহা শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত এবং দেখিতে অতি সুন্দর। এখানকার ঘরগুলির এক একটি নাম আছে। কোনটার নাম ‘জয়মন্দির’, কোনটা ‘সোহাগমন্দির’ কোনটা ‘যশোমন্দির’, কোনটার গায়ে ‘সুখমন্দির’ এই রূপ লেখা রহিয়াছে। উপরের দালানে রাণীদের দরবার হইত।

উপরের ছাদে গিয়া দাঁড়াইলে সকল মনোহর। যে দিকে চাহিবে, সেই দিকেই অপূর্ণ দৃশ্য। বাটীর নিম্নে পূর্বদিকে সরোবর; তাহার মধ্যস্থলে দ্বীপ। দ্বীপের উপর মনোহর উদ্যান। উত্তর দিকে ভগ্ন নগর; মধ্যে মধ্যে দেবালয়; দক্ষিণ দিকে অতিদূরে সুরমা জয়পুর সহর, পূর্বপশ্চিমে পাহাড়,—ইচ্ছা করে সেই থানে দিবা-রাত্র কেবল চক্ষু ভরিয়া চারিদিকের শোভা দেখিতে থাকি।

আবার উঠানে নাড়িয়া দক্ষিণ দিকে যাও,—রাণীদের অন্তঃপুর। কিন্তু রাণীদের ঘর বলিয়া এখানে সোণার অঙ্গ যত্নে রাধিবার নিমিত্ত মণির অট্টালিকা নাই। উপরে নিম্নে সারি সারি ছোট ছোট সামান্য কুঠারী, তাহাতেই রাণীরা বাস করিতেন। উঠানে একটি নাটমন্দির আছে, এবং জলকীড়ার নিমিত্ত একটি হোজ ও কয়েকটি ফোয়ারা আছে। উত্তর ধারের নীচের একটি ঘরে গোৱী দেবীর মন্দির ছিল। সেই থানে রাণীরা গোৱী পূজা করিতেন। রাণীদের গোৱী পূজার নিয়ম অদ্যাপি চলিত আছে।

আমেরের রাজবাটীর সৌন্দর্য্য আজও কিছুই নষ্ট হয় নাই। দেখিলে বোধ হয় যেন সেদিন এই সকল অট্টালিকা নির্মাণ করা হইয়াছে। ঘরের ভিতরের দরজার হাতীর দাঁত বসান ছিল, এখন সে সমস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কতিং কোন কপাটে কিছু কিছু নিদর্শন দেখা যায়। সোভাগ্য লক্ষীর পূর্ণ দৃষ্টির সময়ে মানসিংহ এই সুরমা অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে তিনি যে বাটীতে থাকিতেন তাহা অতি সামান্য। সদর বাটীর পশ্চিম দ্বার দিয়া নামিয়া সেই পুরাতন রাজবাটীতে বাইতে হয়।

সদর বাটীর পশ্চিম দ্বার দিয়া অনেকটা নিম্নে

নামিতে হয়। নীচে অপ্রশস্ত পথ। পূর্বে পশ্চিম দিকের পাহাড়ের গায়ে নগর বাসীদের ছোট ছোট ঘর ছিল। এখন সেই সকল ঘর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কোন খানে ছুই একটা ভাঙ্গা প্রাচীর উচ হইয়া আছে, কোন খানে প্রাচীরের সমস্ত পাথর খসিয়া পথের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। তখনকার গৃহের সমস্ত গাঁথনী কাঁচা। রাজবাটারও পশ্চাদ্ দিক্ হইতে কাঁচা গাঁথনী দেখিতে পাওয়া যায়। পাথুরে মাটির কাদা দিয়া ছোট বড় পাথর গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। কিন্তু এই কাঁচা গাঁথনীও বেশ দীর্ঘকাল স্থায়ী। তিন শত বৎসরের ঘর আজও নষ্ট হয় নাই।

নিম্নের পথ দিয়া উত্তরমুখে গেলে দক্ষিণ ভাগে বিগ্রহের একটা উচ্চ মন্দির। তাহার পর আর কিঞ্চিৎ উত্তরে রত্নাকরের বাসস্থান। রত্নাকর অম্বররাজের কুলগুরু ছিলেন। এই বাটীতে এখন আর কেহ বাস করে না, ইহার অনেক স্থান ভাঙ্গিয়াও গিয়াছে। বাম ভাগের উচ্চ পাহাড়ের পশ্চিম দিকে রত্নাকরের ছত্ৰী, খড়ম এবং রত্নাকরসাগর আছে। রত্নাকরসাগর দেখিতে অতি সুরম্য সরোবর, স্থানটাও অতি মনোহর। গুরুর মৃত্যুর পর তাঁহার অস্ত্যোষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে ঐ সরোবরের কূলে তাঁহার ভস্ম সমাহিত করা হইয়াছিল। এই ছত্ৰী সেই সমাধিস্থান।

আর একটু উত্তরে গিয়া তাহার পর বাম দিকে উঠিতে হয়। এখানকার পথ অত্যন্ত উচ্চ নীচ। বাম দিকে কিঞ্চিৎ দূর গেলে সম্মুখে নৃসিংহদেবের মন্দির। এই মন্দিরের উঠানের পশ্চিম দিকে ‘হিম্মোলা’ মঞ্চ। মহারাজ জয়সিংহের মহিষী সৌদামনী রাণী এই দোল মঞ্চ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মঞ্চের গায়ে একখানি ষ্ঠেত পাথরে উৎসর্গের সম্বৎ দিন প্রভৃতি খোদিত আছে।

উঠানের পূর্বদিকে শূর সিংহের গৃহ। শূর সিংহের সঙ্গে অম্বর রাজবংশের কি রূপ সম্বন্ধ, অনেক অনুসন্ধান দ্বারা তাহা আমরা নিশ্চিত করিতে পারিলাম না। তিনি মিমালের সর্দার, কিম্বা মানসিংহের কোন পূর্ব-পুরুষের হর তুই ভিনটা নাম ছিল, সে কারণ এই নামের গোলা হইয়াছে,—এ সকল কথার ঠিক মীমাংসা করা শ্রুতিন। কিন্তু শূর সিংহ মানসিংহের বিশেষ কোন আত্মীয়, এবং তাঁহারই অভ্যুদয়ে অম্বর রাজবংশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কারণ এই শূর সিংহের বাটীতেই অদ্যাবধি জয়পুর রাজবংশের রাজতিলক হইয়া থাকে, এবং সেই সময়ে রাজাদের মাথার শূর সিংহের ছত্র ধরিতে হয়।

শূর সিংহের বাটী অতি সামান্য। উঠান সংকীর্ণ, উপর নীচের ঘর অত্যন্ত ক্ষুদ্র; উপরে উঠিতে হইলে বিপদ বোধ হয়,—সিঁড়ী নিত্যন্ত ছোট ও সোজা। মহারাজ যে ঘরে বসিয়া সভা করিতেন তাহার পশ্চিম দক্ষিণ কোণে একটা বেদী আছে। সেই বেদী শূর সিংহের রাজসিংহাসন। এই ঘরের উত্তর দিকের দেউলে পূজারী ব্রাহ্মণেরা এখন অনেক গুলি ছোট ছোট দেবমূর্তি রাখিয়া দিয়াছেন। দেবমূর্তি গুলির নিত্য পূজা হইয়া থাকে।

রাজবাটার দক্ষিণ দিকে বালা বাই রাণীর মন্দির। বালা বাই শূর সিংহের মহিষী। প্রবাদ আছে, শূর সিংহ এবং বালা বাই দুই জনেই নাকি গুটিকাসিদ্ধ ছিলেন। সন্ধ্যাকালে তাঁহার বিমানে চড়িয়া শূন্য পথে পুরীতে জগন্নাথদেব দর্শন করিতে যাইতেন। কিন্তু মহারাজ একথা রাণীকে কখন বলেন নাই; রাণীও কখন কথার ছলে ইহার গন্ধ বাষ্প রাজাকে জানিতে দেন নাই। কাজেই একথা পরম্পর কেহই জানিতেন না। পরে এক দিন জগন্নাথ দেবের মন্দিরের দ্বারে রাণী, রাজাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইয়া ভয়ে ও লজ্জায় অনেকটুকু সঙ্কুচিত হইলেন। কিন্তু রাণীর মুখ ঘোমটার ঢাকা ছিল, তিনি আপনার মহিষীকে চিনিতে না পারিয়া শিষ্টাচার করিয়া বলিলেন,—‘ভয় কি বাছা! লজ্জা কেন?—তুমি কছার সমান, স্বচ্ছন্দে প্রেতিমা দর্শন কর’। জগন্নাথ দর্শন করিয়া রাণী গৃহে আসিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহাকে কত্না সম্বোধন করিয়াছিলেন বলিয়া, সেই দিন হইতে আর তাঁহাকে আপনার শয়নগৃহে প্রবেশ করিতে দিলেন না। বালা শব্দে কত্না এবং বাই শব্দে স্ত্রী, তজ্জন্ত এই মন্দিরের নাম ‘বালা বাই’ হইয়াছে।

শূর সিংহের বাটার পূর্ব পাশে মহারাজ মানসিংহের পূর্ব বাসস্থান। এই রাজভবন সামান্য ধনী লোকের গৃহের মত। এখানে কোন প্রকার কারিগরি কিম্বা ঐশৌন্দর্য্য কিছুই ছিল না। এখন অট্টালিকার অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাদশার নিকট মানসিংহের দিন দিন প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল, সোভাগ্যবান্ধী দিন দিন প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন, সেই সময়ে অম্বরের

প্রসিদ্ধ রাজবাটী নির্মাণ করা হইল।

রাজ বাটী হইতে বাহির হইয়া, আবার পূর্বের পথ দিয়া কিঞ্চিৎ উত্তর পশ্চিম মুখে গেলে বাম দিকে দ্বৈত প্রস্তরের 'অমরীষ' মহাদেব। কাহারও মতে, এই মহাদেবের নাম হইতেই সহরের নাম অমর হইয়াছে। তাহার পর বৃক্খবট গাছের শাখার নীচে দিয়া আরও একটু উত্তর দিকে গেলে একটা বৃহৎ চৌরাঙ্গা। ইহার কিঞ্চিৎ দূরে পশ্চিম দিকে ভৈরব নাথের মনোহর পীঠস্থান। গ্রীষ্মকালে এই স্থানটি অতিশয় মনোহর। চারিদিকে বটপত্র ছায়া করিয়া আছে, নিম্নে রৌদ্রের লেশ মাত্র প্রবেশ করিতে পারে না। মাটির ভিতরের একখানি প্রস্তর হইতে ভৈরবনাথের মূর্তি খুদিয়া বাহির করা। তাই লোকে ইহাকে অনাদি লিঙ্গ কহেন। ভৈরবনাথের সর্বাঙ্গে সিন্দূর মাখান। এখান হইতে পুনরায় পূর্ব পথে নগরের ভিতর দিয়া আসিলে জয়পুরের রাজপথ পাওয়া যায়।

অমর। সম্যক ভরণ কণ্ডুদি। অমর্যতি।

অমরীষ (পুং ক্লী) অমর্যতে উর্জ্জনকালে শস্যতে হ্রস্ব অবি-ঈষন্ রকারাগমে নিপাত্যতে। শব্দকল্পদ্রুম এবং বাচস্পত্যে 'অমরীষ' এই প্রকার হ্রস্ব ইকারও গৃহীত হইয়াছে। *। অমরীষঃ। উণ্ ৪। ২৯। শব্দার্থক অবি ধাতুর উত্তর ঈষন্ প্রত্যয় দ্বারা নিপাতনে অমরীষ শব্দ সিদ্ধ হয়। (অমরীষঃ পুমান্ ব্রহ্মণ্যম্। অমরন্ত ক্লীবৎ-রীমং ভ্রাত্ৰো না। উচ্ছলদত্ত)।

ভাজনা খোলা। সূর্য্য। বিষ্ণু। শিব। যুদ্ধ। কিশোর। অমৃতাপ। নরক বিশেষ। আমড়া। (পুং) নৃপ বিশেষ।

পুলহ নামক ব্রহ্মর্ষির পুত্র। বিষ্ণুমতীর গর্ভে এবং মাক্কাভার ঔরসে অমরীষ নামে এক সন্তান জন্মে। তাঁহার অপর নাম ধর্ম্মসেন। সূর্য্যবংশের জটনৈক রাজা। তিনি সূর্য্যকের পুত্র। কোন সময়ে তিনি একটা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; কার্য্য সম্পন্ন হইবার পূর্বে ইন্দ্র আসিয়া যজ্ঞের পণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সে কারণ অমরীষ, ঋচিক মুনির সন্তান শুনঃশেফকে বধ করিবার জন্ত ক্রয় করিয়া আনেন।

ভাগবতে লিখিত আছে,—অমরীষ, নাভাগের পুত্র। তিনি পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। সে কারণ ভক্তের রক্ষার নিমিত্ত বিষ্ণু তাঁহাকে আপনায় চক্র দিয়াছিলেন। অমরীষ বিপদে-পড়িলে চক্র আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিত। একবার কার্ত্তিক মাসের বাদপৌ ত্রতের পারণার

দিনে ছর্কাসা মুনি তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হন। মহা-রাজ যথোচিত সমাদরের পর তাঁহার গৃহে ভোজন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। ছর্কাসা সম্মত হইয়া স্নান করিতে গেলেন। অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল, ছর্কাসা ফিরিলেন না। তাই অমরীষ, পুরোহিতের অমুমতি লইয়া নিজে ভোজন করিলেন,—অধিকক্ষণ আর ছর্কাসার প্রতীক্ষা করিয়া থাকিলেন না। শেষে ছর্কাসা আসিয়া এই ব্যাপার শুনিলেন, ক্রোধে তাঁহার সর্বাঙ্গ জলিয়া উঠিল। তিনি মহারাজকে বধ করিবার নিমিত্ত জটা হইতে উগ্রদেবতার সৃষ্টি করিলেন। এমন সময়ে বিষ্ণুর স্বদর্শন আসিয়া সেই উগ্রদেবতাকে বিনষ্ট করিল এবং ছর্কাসার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল। মুনি, কোনখানে নিস্তার না পাইয়া শেষে অমরীষের শরণাপন্ন হন।

অমরোকন্ (পুং) অমর আকাশ ওকঃ স্থানং যন্ত। বহব্রী। দেবতা।

অমরঠ (পুং) অমর্যঃ মাতৃগৃহে তিষ্ঠতি অম-ম্ম-ক বহুম্ আকার লোপশ্চ। [অমুঠ শব্দে যজ্ঞের সূত্র দেখ]। বৈশ্বকস্তার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সর্গীয় বর্ণ বিশেষ। বৈদ্য। চিকিৎসক। মাহত। দেশবিশেষ। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রসিদ্ধ কায়স্থ জাতি বিশেষ।

হৃদয়পুরাণে লিখিত আছে, গালব ঋষি তীর্থ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। একবার পথের মধ্যে তাঁহার অন্তস্ত ক্ষুধা ও পিপাসা পায়। এমন সময়ে তিনি দেখিলেন, জটনৈক যুবতী কস্তা কলসী পূরিয়া জল আনিতেছেন। গালব কাতর হইয়া তাঁহার কাছে জল পান করিতে চাহিলেন; কস্তা জল দিলেন। মহর্ষি তৃপ্ত হইয়া আশীর্বাদ করিলেন,—‘বাছা! তুমি পুত্র-বতী হও’।

বালিকার নাম বীরভদ্রা। তিনি বৈশ্বকস্তা। যৌবনকাল হইয়াছে, কিন্তু তখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই। তাই তিনি কাদিতে কাদিতে বলিলেন,—‘দেব! আজও আমি কুমারী; আপনি পুত্রবতী হইতে আমাকে আশীর্বাদ করিলেন, ইহার উপায় কি?’

বীরভদ্রার পিতা এই কথা শুনিয়া মহর্ষির সঙ্গে আপনায় কস্তার বিবাহ দিতে চাহিলেন। কিন্তু গালবের সে ইচ্ছা নয়। তিনি উত্তর করিলেন,—‘পিপাসায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল, কস্তা সে সময়ে জল দিয়া আমার জীবন রক্ষা করেন, অতএব তিনি

জননী স্বরূপ, আমি তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারি না'।

গালবের বাক্য মিথ্যা হইবার নয়। কাজেই অম্বাভ
ঋষিরা মন্ত্রণা করিয়া একটা কুশের পুতুল নির্মাণ
করিলেন। পরে বেদমন্ত্রদ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইলে
সেই কুশ নির্মিত কুমারকে বীরভদ্রার কোলে দিলেন।
ইনিই অম্বতাচার্য্য ধনন্তরি। তাঁহার পিতা নাই, পিতৃ-
কুলও নাই। মাতাই তাঁহার সব, জন্মাবধি অম্বা অর্থাৎ
মাতৃকুলে থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া 'দোকে 'অম্বষ্ঠ'
কহে। এবং বেদমন্ত্র দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল
বলিয়া তিনি বৈদ্য নামেও প্রসিদ্ধ হন। তাঁহারই
বংশধরদিগকে আমরা অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য কহি। ইহঁারা
চিকিৎসা ব্যবসায়ী।

মহুও লিখিয়াছেন যে, বৈশ্বকল্পার গর্ভে ব্রাহ্মণের
ওরসজাত সন্তানকে অম্বষ্ঠ কহে। (ব্রাহ্মণাঐশ্বকল্পায়-
মম্বষ্ঠো নাম জায়তে। মহু ১০। ৮। ব্রাহ্মণাঐশ্ব-
কল্পায় উঢ়ায়ামম্বষ্ঠো জায়তে। ইতি কুম্ভক) অর্থাৎ
অম্বষ্ঠজাতিকে শূদ্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

পঞ্জাবের অন্তঃপাতী প্রাচীন স্থান বিশেষের নাম
অম্বষ্ঠ। এখানকার কজ্রিয় জাতি অম্বষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ।
অম্বষ্ঠকী (স্ত্রী) অম্বষ্ঠঃ কায়তি রোগবিনাশায় গ্রন্থার্থ-
মাহ্মরতি অম্বষ্ঠ-কৈ-ক। লতা বিশেষ। আকনাদি।
ইহার এই কয়েকটা পর্য্যায় দেখা যায়—পাঠা, অম্বষ্ঠা,
কুচেলী, পাপচেলিকা, একচীলা, রবা, তিজ্জা, প্রাচীনী,
একোশিকা, বৃকা, বৃদ্ধকর্ণী, স্থাপনী, শ্রেয়নী, রসা,
বনতিজ্জিকা, অবিদ্ধকর্ণী, অবিদ্ধকর্ণা, অম্বষ্ঠিকা, যুধিকা,
বিদ্ধকর্ণিকা, দীপনী, তিত্তপুশা, বৃহতিজ্জা, শিশিরা,
বৃকী, মালতী, দেবী, বৃত্তপর্ণী।

এই লতা দেখিতে ঠিক সরু গুলফের মত। গুল-
ফের চেয়ে পাতা ছোট, ডাঁটাও সরু; কিন্তু গঠনের
কোন প্রভেদ নাই। বাঙ্গালার বনে ও বেড়ার বিস্তার
জন্মে। ইহার গুল ও ক্রিয়া আকনাদি শব্দে দেখ।

অম্বষ্ঠা (স্ত্রী) অম্বা-স্থ-ক। কূপ বিশেষ। অম্বাড়া।
বালিকা। বাংলা। শঠাষা। অম্বা। অম্বালিকা। অম্বিকা।
মাটিকা। দৃঢ়বন্ধ। ময়ুরিকা। গন্ধপত্রী। চিত্রপুশ্পী।
শ্রেয়নী। মুখবাটিকা। হিরণ্যপত্রী। তুরিমল্লী। এই লতা
হিমালয় পর্বতে জন্মে। ইহা কষায়। সেবন করিলে কফ,
বাতরোগ ও কর্করোগ নষ্ট হয় এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি ও আহারে
রুচি হইয়া থাকে।

অম্বা প্রভৃতি অভিধানে ইহার পর্য্যায় সংগৃহীত

পাঠা, চাঙ্গেরী এবং বৃধিকাও লিখিত হইয়াছে।

অম্বষ্ঠিকা (স্ত্রী) অম্বষ্ঠা এব স্বার্থে কনু হ্রস্ব ইত্ম। আক-
নাদি। বামনহাটীকেও অম্বষ্ঠিকা কহে।

অম্বা (স্ত্রী) অম্বতি মেহাৎ গজ্জতি অম্ব-অচ্ স্ত্রীদাদাকারঃ।
মাতা। লৌকিক ভাষায় অম্বা শব্দের সম্বোধনে 'অম্ব'
এই প্রকার হ্রস্ব হইয়া থাকে। *। অম্বাধনদ্যোহ্রঃ।
পা ৭। ৩। ১০৭। ছই অক্ষর বিশিষ্ট অম্বাধক শব্দ এবং
নদ্যন্ত শব্দ সম্বোধনে হ্রস্ব হয়। যেমন,—অম্ব, অক,
অন্ন। নদ্যন্ত যেমন—হে কুমারি।

বৈদিক প্রয়োগে অম্বা শব্দের সম্বোধনে 'অম্বে' এই
প্রকার রূপ হইবে। যজুর্বিষয়ে অম্বে অম্বালে শব্দ অধিকে
শব্দের পূর্বে প্রকৃতিবৎ থাকে অর্থাৎ অকার পরে
একাদেশ হয় না। *। আপোজুবাণোবৃক্ষোবর্ষিষ্ঠেধে-
ষালেধিকে পূর্বে। পা ৬। ১। ১৮।

নাট্যোক্তিতেও মাতাকে অম্বা কহে। চূর্ণা। কাশী-
রাজের জ্যেষ্ঠা কস্তা। ভীষ্ম, নিজ বৈমাত্রেয় ভাই
বিচিত্রবীর্ষের জন্ম অম্বা ও তাঁহার আরও ছই ভগিনীকে
স্বয়ম্বর সভা হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু
পূর্বে তিনি মনে মনে শাশুরাজকে প্রাণ সমর্পণ করিয়া-
ছিলেন বলিয়া ভীষ্ম তাঁহাকে পুনর্বার পাঠাইয়া দেন।
শাশু অপহৃত্য কস্তাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন না।
অম্বা মনের খেদে কঠোর তপস্তার দেহ ত্যাগ করিলেন।
ভীষ্মই তাঁহার যত কষ্টের কারণ হইয়াছিলেন বলিয়া
মহাদেবের বরে পরজন্মে তিনি শিখণ্ডী হইয়া জন্মগ্রহণ
করেন। সেই শিখণ্ডীই ভীষ্মবধের কারণ।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক গ্রামে
অম্বা দেবীর পূজা হয়। সেখানকার সকল গ্রামে ইহার
এক নাম নহে। অম্বা, অম্বনী অম্বা, অম্বল অম্বান,
মং-কালী-অম্বা, পুনী অম্বা, কানী অম্বা, মতিরা অম্বা,
পলেরী অম্বা এই রূপ অনেক নাম। মহারাষ্ট্রের পল্লি-
গ্রামেও অম্বা (অলী) দেবীর পূজা হয়। দেবীর বিশেষ
কোন প্রতিমূর্তি নাই। পুরোহিতেরা এক এক খণ্ড
প্রস্তরের তেলসিন্দুর মাখাইয়া পুপাদিতে তাহার পূজা
করেন এবং ছাগমেঘাদি বলি দেন। গ্রামে ওলাউঠা,
বসন্ত প্রভৃতি উপদ্রব ঘটিলে এই গ্রাম দেবতার পূজার
অধিক আঁক হইয়া থাকে।

অম্বালা (স্ত্রী) অম্বতি শব্দঃ লাতি ধত্তে অম্বা-লা-ক।
মাতা। পঞ্জাবের অন্তঃপাতী দেশ বিশেষ। খৃষ্ট চতুর্দশ
শতাব্দীতে অম্বা নামক জনৈক রাজপুত এই নগর স্থাপন

করিয়াছিলেন, তাই লোকে ইহাকে অম্বালা কহে। ইহা ঘগ্গর এবং সরস্বতী নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। অগ্নেদের অনেক স্থানে এই সরস্বতীর নামোল্লেখ আছে। পূর্বে অম্বিরা অম্বালা সহরের নিকটে পঞ্চদশ প্রদেশে বাস করিতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে সর্দার গুরবক্সের পত্নী দয়া কুরের অধিকারে অম্বালা সহর ছিল। তাহার পর মহারাজ রণজিৎ সিংহ ইহা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টাঙ্গুণী সাহেব পুনর্ব্বার ইহা দয়া কুরকে প্রত্যাৰ্পণ করেন। ১৮২০ খৃঃ অব্দে দয়া কুরের মৃত্যু হয়। সেই অবধি অম্বালা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়িল।

অম্বালা সহর চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত। ইহার লোক সংখ্যা অল্পমান ২৬,০০০ হইবে। এখন সেনা-নিবাসের জন্যই এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ। অম্বালা প্রদেশের অন্তঃপাতী কোটাঙ্গ নামক একটা স্থান আছে। সেখানকার মরগী নামক জঙ্গলের চুইটা হ্রদ বিখ্যাত। ঐ হ্রদের জল কখন শুকাইয়া যায় না। উহার ধারে অনেক দেবালয় আছে। এই প্রদেশের অনেক স্থানে পর্ব্বতের নির্ধরে বাগের চোঙ্গা বসান থাকে। চোঙ্গার ভিতর দিয়া জল করিয়া পড়িতেছে। শীত এবং গ্রীষ্মকালে স্ত্রীলোকেরা আপন আপন শিশু সন্তানকে সেই চোঙ্গার নিম্নে ঘাসের বালিস করিয়া শোয়াইয়া দেয়। ব্রহ্মতালুর উপরে ঝর ঝর করিয়া কলধারা পড়িতে থাকে। কথিত আছে যে, রোগ থাকুক বা না থাকুক, ছেলের এ প্রকার চিকিৎসা না করিলে অনেকেই শৈশবাবস্থায় প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া দ্বারা সর্দি, কাসি, জ্বর, বসন্ত প্রভৃতি কোন উপসর্গ ঘটতে পার না।

অম্বালা সহর হইতে প্রায় ১৭ ক্রোশ দূরে ভৈশান কোণে ক্রীমুর বা নহন রাজ্য। এই থানে রাজা বাগের জঙ্গল আছে। এ প্রদেশে তাম্র, সীস, লৌহ এবং লবণ জন্মে। অম্বালা হইতে সিমলা পাহাড় ৪০ ক্রোশ দূরবর্তী।

অম্বালিকা (স্ত্রী) অম্বালৈব অম্বালা-স্বার্থে কনু হ্রস্বঃ উব্বন্। মাতা। অম্বষ্ঠা। কাশীরাজের কনিষ্ঠা কন্যা। স্বরস্বর সভা হইতে ভীষ্ম ইহাকে হরণ করিয়া আনিয়া বিচিত্রবীৰ্য্যের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। পরে বিচিত্র-বীৰ্য্যের মৃত্যু হইলে ইহারই গর্ভে ব্যাসের ঔরসে পাণ্ডু-রাজের জন্ম হয়।

অম্বিকা (স্ত্রী) অম্বৈব অম্বা-স্বার্থে কনু হ্রস্বঃ ইব্বন্। মাতা।

চুর্গা। জৈনদেবী বিশেষ। কটুকী। অম্বষ্ঠা। কাশীরাজের মধ্যমা কন্যা। স্বরস্বর সভা হইতে ভীষ্ম ইহাকে দল-পূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়া বিচিত্রবীৰ্য্যের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। বিচিত্রবীৰ্য্যের মৃত্যুর পর ইহার গর্ভে ব্যাসের ঔরসে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছিল।

অম্বিকৈয়। অম্বিকৈয়ক। অম্বিকৈয় (পুং) অম্বিকার্য্য অপত্যম্ অম্বিকা-ঢ, ঢক্। গণেশ। ধৃতরাষ্ট্র। অম্বিকৈয়ক সংজ্ঞায়াং কন্। গণেশ।

অম্বু (স্ত্রী) অমতি গচ্ছতি দেশান্তরম্ অম্যাতে গম্যাতে বা প্রাণিভিঃ অম-উ বৃগাগমচ। (মিক্তক)। জল। বাল্য নামক ঔষধ। লগ্ন হইতে চতুর্থ স্থান। চারি সংখ্যা।

অম্বুকণ (পুং) অম্বুনঃ কণঃ। ৬-তৎ। জলকণা। শীকর। ‘অম্বুকণা’ এ প্রকার রূপও হয়।

অম্বুকণ্টক (পুং) অম্বুনি জলে কণ্টকঃ শব্দঃ। ৭-৬ বা-তৎ। কুস্তীর। শিঙ্গড়া।

অম্বুকীরাত (পুং) অম্বুনি জলে কীরাত ইব হিংস্রঃ। ৭-তৎ। কুস্তীর।

অম্বুকীশ (পুং) অম্বুনি অম্বুনো বা কীশো বানর ইব। শিশুমার। শুণ্ডক। জলজন্ত বিশেষ।

অম্বুকূর্ম্ম (পুং) অম্বুনি কূর্ম্ম ইব। ৭-তৎ। শুণ্ডক।

অম্বুকেশর (পুং) অম্বুনি জাতঃ কেশরো যন্ত। বহব্রী। ছোলঙ্গ বৃক্ষ।

অম্বুচর (স্ত্রী) অম্বুনি জলে চরতি অম্বু-চর-ট। জলচর।

অম্বুচামর (স্ত্রী) অম্বুনঃ চামরমিব। শৈবাল। শেওলা।

অম্বুচারিন্ (স্ত্রী) অম্বুনি চরতি অম্বু-চর-গিনি। ৭-তৎ। জলচর। (স্ত্রী) ভীপ্ অম্বুচারিণী।

অম্বুজ (স্ত্রী) অম্বুনি জলে জায়তে জন-ড। ৭-তৎ। পদ্ম। সারস পক্ষী। চন্দ্র। কপূর। হিজল বৃক্ষ। (পুং স্ত্রী) শব্দ। বজ্র।

অম্বুজন্মন্ (স্ত্রী) অম্বুনো জন্মান্ত। বহব্রী। পদ্ম। সারস পক্ষী। (পুং স্ত্রী) শব্দ।

অম্বুজাসন (পুং) অম্বুজঃ পদ্মম্ আসনং যন্ত। বহব্রী। ব্রহ্ম। স্বর্ঘ্য। কর্ম্মধা। পদ্মাসন। যোগের আসন বিশেষ।

অম্বুজাসনা (স্ত্রী) অম্বুজাসনং যন্তাঃ। বহব্রী। লম্বী।

অম্বুতাল (পুং) অম্বুনি তালরতি তিষ্ঠতি চূরাং তল প্রোতি-ষ্ঠায়াং-অচ্। শৈবাল। শেওলা।

অম্বুদ (পুং) অম্বু দদাতি অম্বু-দা-ক্। মেঘ। মূতা।

অম্বুধর (পুং) অম্বুনি ধরতি অম্বু-ধ-অচ্। মেঘ। মূতা।

অম্বুধি (পুং) অম্বুনি ধীরতে ২য় অম্বু-ধা-অধিকরণ্যকি।

সমুদ্র। জলপাত্র। চারি সংখ্যা। *। কৰ্ম্মপাধি-
করণে চ। পা ৩। ৩। ২৩। কৰ্ম্মোপপদের পর যু
সংজ্ঞক সা ও ধা খাতুর উত্তর অধিকরণে কি প্রত্যয় হয়।
অম্বুধিপ্রসবা (স্ত্রী) অম্বুধিমিব প্রভৃৎ প্রেহতে অম্বুধি-
প্র-স্ব-অচ্-টাপ্। স্বতকুমারী।
অম্বুনিধি (পুং) অম্বুনঃ নিধিঃ। ৬-তৎ। সমুদ্র। [অন্তর্জি
শব্দে স্বত্বে দেখ]।

অম্বুপ (পুং) অম্বুনি পাতি রক্ততি পিবতি বা অম্বু-পা-ক।
জলাধিপ বরুণ। সমুদ্র। (ত্রি) বে জলপান করে।
অম্বুপত্রা (স্ত্রী) অম্বুনি শীকরাঃ পত্রে যন্তাঃ। বহুব্রী।
উচ্চটাবৃক্ষ। ভীপ্-চ। অম্বুপত্রী।

অম্বুপ্রসাদ (স্ত্রী) অম্বুনি প্রসাদয়তি অম্বু-প্র-সদ-গিচ্-
অণ্। উপ স০। কতক বৃক্ষ। নির্মাণ্য ফলের গাছ।
ইহার ফল ঘসিয়া জলে দিলে বোলা জল পরিষ্কার হয়।
অম্বুপ্রসাদন (স্ত্রী) অম্বুনি প্রসাদয়তি অম্বু-প্র-সদ-গিচ্-
ল্যা। ৬-তৎ। কতক ফল। নির্মাণ্য ফল। ইহার
ফল ঘসিয়া জলে দিলে বোলা জল পরিষ্কার হয়।

অম্বুভূৎ (পুং) অম্বুনি বিভক্তি অম্বু-ভূ-ক্ৰিপ্-ভূগাগমঃ।
মেঘ। (বারিদোহম্বুভূৎ। অমর)। মূতা। সমুদ্র।
(ত্রি) ঘটাদি জলপাত্র।

অম্বুমৎ (ত্রি) অম্বুনি সন্তান্ধিন্ অম্বু-বাহল্যে মতুপ্।
বহু জলযুক্ত স্থান। ভীপ্-অম্বুমতী। নদী বিশেষ।

অম্বুমাত্রজ (পুং) অম্বুমাত্রে অল্পজলে জাহতে অম্বুমাত্র-
জন-ড। ৭-তৎ। শামুক।

অম্বুমুচ্ (পুং) অম্বুনি মুঞ্চতি-অম্বু-মুচ্-ক্ৰিপ্। ৬-তৎ।
মেঘ। মূতা।

অম্বুর (পুং) অম্বু-বাহল্যে উরন্। হারের অধঃকাঠ।
গোবরাট। চৌকাঠের নীচের কাঠ।

অম্বুরাশি (পুং) অম্বুনাঃ রাশয়ো যত্র। বহুব্রী। সমুদ্র।
(নৈতরভোমণ্ডলমম্বুরাশিঃ। সাহিত্যং দ০)।

অম্বরুহ (স্ত্রী) অম্বুনি জলে রোহতি অম্বু-রুহ-ক্ৰিপ্। পদ্ম।

অম্বরুহ (পুং স্ত্রী) অম্বুনি জলে রোহতি অম্বু-রুহ-ক।
৭-তৎ। পদ্ম। যাহা জলে জন্মে।

অম্বরুহা (স্ত্রী) অম্বরুহমিব পুষ্পমন্ত্যন্তাঃ অম্বরুহ অর্শ
আদিং অচ্-টাপ্। স্থলপদ্ম গাছ।

অম্বরুহিণী (স্ত্রী) অম্বরুহমন্ত্যন্তাঃ অম্বরুহ-মন্ত্যন্ত্যে ইনি।
ঋগ্বেদো ভীপ্। পদ্মলতা। *। অত ইনিঠনৌ। পা
৫। ২। ১১৫। অকারান্ত প্রোতিপদিকের উত্তর প্রথম
সমর্থে বঠ্যর্থ ইনি এবং ঠনু প্রত্যয় বিকল্পে হয়। পক্ষে

মতুপ্-হইয়া থাকে।

কিন্তু একাক্ষর শব্দ, কৃৎ প্রত্যয়ান্ত প্রোতিপদিক,
জ্যোতিষাচক শব্দ কিম্বা সপ্তম্যার্থে উক্ত ইনি এবং ঠনু
প্রত্যয় 'বিহিত' হয় না। (একাক্ষরাৎ কৃতো জ্যোতিঃ
সপ্তম্যাক্ষ ন তৌ স্বতৌ। ইতি প্রাক্ষ)। একাক্ষর
যেমন,—স্ব, স্ববান্। কৃৎ,—কারক, কারকবান্। জ্যোতি-
ষাচক,—সিংহ, সিংহবান্। সপ্তম্যার্থে,—অম্বরুহমন্ত্যন্ত্যিন্
অম্বরুহবান্। এখানে, স্বী, কারকী, সিংহী, অম্বরুহী
এপ্রকার ইনি প্রত্যয় বিহিত হইবে না। কিন্তু কচিং
কোন কোন স্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।
যথা,—কার্য্যী, হার্য্যী ইত্যাদি।

অম্বরুহাণাং সমূহঃ অম্বরুহ—(খলাদিভ্যাং বা ০ ৪।
২। ৫১ পা০ স্বত্বে)—ইতি ইনি প্রত্যয়ঃ। [অন্ধিনী শব্দে
স্বত্বে দেখ]। পদ্ম সমূহ।

অম্বরুহাণাং সন্নিহুতদেশঃ অম্বরুহ-পুঙ্করাদিভ্যাং ইনি।
পদ্মযুক্ত দেশ। *। পুঙ্করাদিভ্যো দেশে। পা ৫। ২।
১৩৫। দেশ ব্রূহাইলে পুঙ্করাদি প্রোতিপদিকের উত্তর
ইনি প্রত্যয় হয়।

অম্বরোহিন্ (স্ত্রী) অম্বুনি জলে রোহতি অম্বু-রুহ-গিনি।
পদ্ম। সারস পক্ষী।

অম্বুবাচী (স্ত্রী) অম্বু বাচয়তি তদ্বর্ণণং সূচয়তি অম্বু-চুরা০
বচ-গিচ্-অণ্-গিচ্-লোপঃ। উপ স০ ভীপ্। যে সময়ে
সূর্য্য আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদে থাকে, সেই
স্থিতি কালের নাম অম্বুবাচী। সূর্য্যের মৃগশিরা নক্ষত্র
ভোগের পর তিন দিন বিশ দণ্ড মাত্র ঐ স্থিতিকাল।
ঐ সময়ে পৃথিবী নাকি ভিতরে ভিতরে রজঃস্থলা হন।
যথা রাজ মার্ত্তণ্ডে 'মৃগশিরসি নিবৃত্তে রোদ্র পাদে
হম্বুবাচী ঋতুমতি থলুপৃথী'। (ঋতুমতীতি হ্রস্বমার্ষম্।
কালী)। সূর্য্য, মাসে দুই নক্ষত্র ও এক পাদ ভোগ
করেন। তাই বৈশাখ মাসে অশ্বিনী ও ভরণী এই দুই
নক্ষত্র এবং কৃত্তিকার এক পাদ সূর্য্যের ভোগ হয়।
জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃত্তিকার শেষ তিন পাদ, সম্পূর্ণ রোহিণী
ও মৃগশিরার দুই পাদ সূর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন।
পরে আষাঢ় মাসের প্রথমের ছয় দিন চরিশ দণ্ডে
মৃগশিরার শেষ দুই পাদ সূর্য্যের ভোগ হয়। তাহার
পরে যে তিন দিন বিশ দণ্ড পর্য্যন্ত সূর্য্য আর্দ্রার প্রথম
পাদে থাকেন, তাহারই নাম অম্বুবাচী। সেই সময়
হইতে বর্ষার সূচনা হয়, তাই লোকে ইহাকে অম্বুবাচী
কহে। কৃত্তিকার লিখিত আছে,—

প্রারম্ভিকালে সমায়াতে রৌদ্র ঋক্ষগতে রবৌ।

নাড়ীবেধ সমাযোগে জলযোগং বদাম্যহম্।

স্বর্ঘ্য, আর্দ্রা নক্ষত্রে গমন করিলে বর্ষা উপস্থিত হইবে। সেই সময়ে নাড়ীবেধ হইলে আমি তোমাকে জলযোগ অর্থাৎ বর্ষাকালের যোগ বলিব।

জ্যোতিষে লিখিত আছে, যে বারের যে সময়ে স্বর্ঘ্য মিথুনে (আষাঢ়ে) গমন করেন, পুনর্বার সেই বারের সেই সময়ে প্রায়ই অম্বুবাচী হয়। অম্বুবাচীতে বেদ ও বেদান্তের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। তাহাতে ভূমি কর্ষণ করিতে নাই। শৌচের নিমিত্ত অনেকে তোলা মাটা ব্যবহার করেন। যতি, বিধবা, ব্রতস্থ ব্রাহ্মণ ইহাদের কেহই স্বপাক বা পরপাক ভক্ষণ করেন না। ভক্ষণ করিলে চণ্ডালান্ন ভোজনের পাপ হয়। অম্বুবাচীর মধ্যে বিধবাদিগকে অগ্নি স্পর্শ করিতে নাই বলিয়া তাঁহারা প্রদীপ প্রভৃতিও স্পর্শ করেন না। অম্বুবাচী পড়িবার পূর্বে থৈ প্রভৃতি ভাজিয়া রাখেন। অম্বুবাচীর তিন দিন তাঁহারা তাহাই ভোজন করেন। অনেকে আবার ফল মূল খাইয়া থাকেন। (নাহিভী হুঙ্কপানতঃ। স্মৃতি)। অম্বুবাচীতে হুঙ্ক পান করিলে সর্পভয় থাকে না।

অম্বুবাসিন্ (ত্রি) অম্বুনি জলপ্রধানে দেশে বসতি অম্বু-বস-গিনি। মধ্যপদলোপী ৭-তৎ। পাটলা বৃক্ষ। (স্ত্রী) ঙীপ্ অম্বুবাসিনী অর্থ ঐ। (ত্রি) জলবাসী মাত্র।

অম্বুবাসী (স্ত্রী) অম্বুনি জলপ্রধানে দেশে বাসো যন্তাঃ। ঙীপ্। পাটলা বৃক্ষ।

অম্বুবাহ্ (পুং) অম্বুনি বহতি অম্বু-বহ-গি। উপ সৎ। মেঘ। মূতা। *। বহচ্। পা ৩। ২। ৬৪। কর্ষ উপপদের পরস্থিত বহ ধাতুর উত্তরে বেদবিধয়ে ধি প্রত্যয় হয়।

অম্বুবাহ (পুং) অম্বুনি বহতি অম্বু-বহ-অণ্। উপপ সৎ। মেঘ। মূতা।

অম্বুবাহিন্ (ত্রি) অম্বুনি বহতি দধতি অম্বু-বহ-গিনি। ৬-তৎ। জল পাত্র। (পুং) মেঘ। মূতা।

অম্বুবাহিনী (স্ত্রী) পুনঃ পুনঃ অম্বুনি বহতি হানাস্তরং নয়তি অম্বু-বহ-পৌনঃপুন্তে গিনি। ৬-তৎ। দ্রোণী। শত্ৰুক্ষেত্রে জল দিবার পাত্র বিশেষ।

অম্বুবিহার (পুং) বি-হ-ঘঞ্ বিহারঃ অম্বুনি জলে বিহারঃ। ৭-তৎ। জলক্রীড়া। সস্তরপাদি। (ত্রি) বহত্বী। জলক্রীড়া যুক্ত।

অম্বুবিজ্ঞবা (স্ত্রী) অম্বুনঃ বিজ্ঞবা বি-জ্ঞ-অচ্। দ্ব্যতকুমারী। বাহার পাতার মধ্য হইতে জল বাহির হয়।

অম্বুবেতস (পুং) অম্বুজাতো বেতসঃ। শাক° তৎ। জল বেতস। জলের বেত। পরিবাধ। বিহুল। নাদেয়ী। (যৌ পরিব্যাধ বিহুলো নাদেয়ী চাষুবেতসে। অমর)।

অম্বুশিরীষিকা (স্ত্রী) অম্বুজাতঃ অমঃ শিরীষঃ অম্মার্থে কন্ জীহ্বাৎ ইষম্। জলশিরীষ। শিরীষিকা। টিট্টিকা। ছর্ষলা। বারিশিরীষিকা। ইহাতে ত্রিদোষ, বিষ, কুষ্ঠ এবং অর্শ নষ্ট হয়।

অম্বুসংরোধ (পুং) অম্বুনি সংরুধ্যতে ইগ্নিন্ অম্বু-সম-রুধ-আধারে ঘঞ্। সমুদ্র।

অম্বুসুরণ (স্ত্রী) অম্বু-স্ব-লুট্। জলপ্রবাহ।

অম্বুসপিণী (স্ত্রী) অম্বুনি জলে সর্পতি গচ্ছতি অম্বু-স্ব-প-গিনি। ৭-তৎ। জলোকা। জৌক।

অম্বুসেচনী (স্ত্রী) অম্বুনি সিচ্যন্তে নৌকাতঃ অনয়া অম্বু-সিচ-করণে লুট্। ৬-তৎ। ঙীপ্। নৌকা হইতে জল ছেঁচিয়া ফেলিবার কাঠময় পাত্র। সঁউতী। কান্ডো।

অম্বুকৃত (স্ত্রী) অনম্বু অম্বুকৃতম্ অম্বু-চি-কৃ-ক্ত। নিম্নীবন যুক্ত বাক্য। যে বাক্য বালিতে বলিতে তাহার সঙ্গে মুখ হইতে থুখ বাহির হয়। [অঙ্গীকার শব্দে হ্রস্ব দেখ]।

অম্বু (পুং) অবি-ক্ল। অল্পরস। (ত্রি) অল্পরস বিশিষ্ট। ইহার অপভ্রংশ অম্বল শব্দ আমরা চলিত ভাষায় ব্যবহার করি। এবং দধি প্রস্তুত করিবার অম্বলকে আমরা 'দম্বল' বলিয়া থাকি। *। মুশক্যবিভ্যাঃ ক্লঃ। উণ্ ৪। ১০৮। সু, শকি এবং অবি ধাতুর উত্তর ক্ল প্রত্যয় হয়।

অম্বু। শব্দে ভা° আ° অক° সেই। লট্ অস্ততে। লুঙ্ আস্তিষ্ট। লিট্ আনস্তে। কেহ কেহ ইহাকে ইদিং ধাতু কহিয়া থাকেন।

অম্বুস্ (স্ত্রী) আপ্রোতি বিশ্বঃ ব্যাপ্রোতি আপ-অম্বুন্, হ্রস্বঃ হ্রস্ব ভাষ্য। *। উদকে হুস্তো। উণ্ ৪। ২০৯। জল অর্থ বুঝাইলে আপ ধাতুর উত্তর অম্বুন্ প্রত্যয় হয়, ধাতু হ্রস্ব হয়, মকারের আগম এবং ভকার অন্ত্যদেশ হইয়া থাকে।

জল। বহুবচনে—দেব, মনুষ্য এবং পিতৃলোককে বুঝায়। বালা নামক ঔষধ। লগ্ন হইতে চতুর্থ রাশি। বৈদিক ছন্দোবিশেষ।

দ্বিবচনে—অম্বুসী—অম্বু উদকমনরোরতি, মধ্যযীয়ত লুক্। ছালোক ও পৃথিবী লোক। (নিরুক্ত)।

অম্বুসার। অম্বুসার (স্ত্রী) অম্বুসাঃ সারঃ শ্রেষ্ঠম্। ৬-তৎ। মূক্তা। *। বাশরি। পা ৮। ৩। ৩৬। শব্দ গবে থাকিলে বিসর্গ স্থানে বিসর্গ বিকল্পে হয়। অর্থাৎ সার

ন হইয়া থাকে।

অস্তঃসু। অস্তঃসু (পুং) অস্তাংসি জলানি হতে অস্তঃ-
সু-ক্ৰিপ্। ধূম্। ধূম্। ধূম্। হইতে মেঘ হয়, তাহার
পর মেঘ হইতে বৃষ্টি হইয়া থাকে, তাই ধূম্যাকে অস্তঃসু
কহে। ফলতঃ ধূম্, বহু পদার্থের জলীয়ংশ ভিন্ন আর
কিছুই নহে। (বিকরে সকার হইয়াছে। অস্তঃসার দেখ)
ধূমঃ স্তাষ্যযুবাহোহগ্নিবাহো দহনকেতনম্।

অস্তঃসুঃ করমালশ্চ সুরী জীমূত বাহুপি। হেম।

অস্তসাংনিধি (পুং) অস্তসাং জলানাং নিধিঃ। অলুক্।
৬-তৎ। সমুদ্র।

অস্তৃণ (পুং) অম-ক্ৰিপ্ অম্। ততো ভূ-বাহুলকাৎ ন।
মহৎ। (নিরুক্ত)। ভয়ঙ্কর শব্দকারক।

অস্তোজ (ক্লী) অস্তসি জলে জায়তে অস্তস্-জন-ড।
৭-তৎ। পদ্ম। সারস পক্ষী। চক্র। (পুং) কপূর। (পুং
ক্লী) শঙ্খ। (ত্রি) জলজাত মাত্র।

অস্তোজখণ্ড। অস্তোজশণ্ড। অস্তোজঘণ্ড (পুং) অস্তোজ-
খণ্ডচ। পদ্ম সমূহ।*। কমলাদিভ্যাঃ খণ্ডচ্ প্রত্যয়ো
ভবতি। বাস্তিক ৪।২।৫১। হুদ্রে)। কমল প্রভৃতি
শব্দের উত্তর খণ্ডচ্ প্রত্যয় হয়।

যম বৈব্রব্যো- (এমস্তাডঃ। উণ্ ১।১১১) ইতি ডঃ
বাহুলকাৎ সস্ত্যভাঃ। (যণ্ডঃ সস্ত্যভঃ তালবাদিরিত্য
পরে। উজ্জলদন্ত)। ততঃ অস্তোজানাং পদ্মানাং শণ্ডঃ
যণ্ডো বা। ৬-তৎ। পদ্ম সমূহ। নাগজীভট্ট, খণ্ডচ্
প্রত্যয়ান্ত অস্তোজখণ্ড এবং মূর্দ্ধন্ত বকার যুক্ত অস্তোজযণ্ড
শব্দ অধিক মনোনীত করেন। মাঘের ১১।৬৪।
শ্লোকে—কুমুদবনমপশি শ্রীমদস্তোজযণ্ডম্—এই রূপ
বকার গৃহীত হইয়াছে।

অস্তোজজন্ম (পুং) অস্তোজে পদ্মে জন্ম যন্ত। বহুব্রী।
চতুর্মুখ্। হরির নাভিপদ্মজাত ব্রহ্মা।*। সপ্তমী বিশেষণে
বহুব্রীহৌ। পা ২।২।৩৫। সপ্তম্যন্ত পদ এবং বিশেষণ
পদ বহুব্রীহি সমাসের পূর্বে প্রযুক্ত হয়। এখানে ব্যখি-
করণ থাকিলেও তজ্জন্ত দোষ ঘটিতেছে না।

অস্তোজযোনি (পুং) অস্তোজঃ হরিনাভিপদ্মঃ যোনিঃ
উৎপত্তি স্থানং যন্ত। বহুব্রী। ব্রহ্মা।

অস্তোজিনী (ক্লী) অস্তোজানাং সমূহঃ অস্তোজ-সমূহার্থে
ইনি ভীপ্। পদ্ম সমূহ। [অকিনী শব্দে হুত্র দেখ]।

অস্তোজমন্ত্যগ্নাঃ সন্নিকৃষ্ট দেশে বা। পদ্মলতা। পদ্ম
বৃক্ষ দেশ। [অবুকহিণী শব্দে হুত্র দেখ]।

অস্তোদ (পুং) অস্তো জলঃ সদাতি অস্তস্-দা-ক। মেঘ।

মূতা। (ত্রি) জলদান কর্তা।

অস্তোধর (পুং) অস্তো জলঃ ধরতি অস্তস্-ধ-অচ্। মেঘ।
মূতা। সমুদ্র।

অস্তোধি (পুং) অস্তাংসি ধীরন্তে ইন্দ্ৰিন্। অস্তস্-ধা-
আধারে কি। সমুদ্র। [অবুধি শব্দে হুত্র দেখ]।

অস্তোধিবল্লভ (পুং) ৬-তৎ। প্রবাল। পলা।

অস্তোনিধি (পুং) অস্তসঃ নিধিঃ। ৬-তৎ। সমুদ্র। [অস্তর্দ্ধি
শব্দে হুত্র দেখ]।

অস্তোরানি (পুং) অশ্বতে বহুস্থানং ব্যাপ্রোতি অশ-
ব্যাপ্তৌ ইণ্ কট্ চ রাশিঃ। অস্তসাং রাশিঃ যত্র বহুব্রী।
সমুদ্র।*। অশিপণ্যযো রুড়ায়লুকৌ চ। উণ্ ৪।১৩২।

অশ এবং আয় প্রত্যয়ান্ত পণ (ঙপু-ধূপ-বিজ্ঞ-পণি-
পনিভ্য আয়। পা ৩।১।২৮। পণি-আয় পণায়)
ধাতুর উত্তর ইণ্ প্রত্যয় হয়। অশ ধাতুর অকার স্থানে
রেক হয় এবং পণায় ধাতুর আয় প্রত্যয়ের লুক্ হইয়া
থাকে। (রাশিঃ পুঞ্জঃ। উজ্জলদন্ত)।

অস্তোরহ (ক্লী) অস্তসি রোহতি অস্ত-রহ-ক। ৭-তৎ।
পদ্ম। সারস পক্ষী। (ত্রি) জলজাতমাত্র।

অম্ময় (ত্রি) অপাং বিকারাদি অপ-ময়ট্ প স্থানে মঃ।
জলের বিকার। ফেনাদি। জলের প্রচুর।*। যরোহমুনাসিকে
প্রত্যয়ে ভাষায়াং নিত্যবচনং কর্তব্যম্। বাস্তিক। পা ৮।
৪।৪৫। অমুনাসিকাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে লৌকিক
ভাষায় যরের স্থানে নিত্য অমুনাসিক হয়।

অম্যাক্ (অব্য) মা উপপদে অঞ্চ-ক্ৰিপ্ নিপাতনাৎ।
অথবা, অতি-অঞ্চ-কিন্ ক্ষভাক্ ভকারন্ত মকারঃ।
সহভূতা। (নিরুক্ত)।

অম্র (পুং) অম্যতে সৌরভেন দূরাং জায়তে অম্-রক্।
আম্র বৃক্ষ। আম্রের ফল বা পাতা বুঝাইলে ক্লীবলিঙ্গ
হয়।*। অমিতমোদীর্ঘশ্চ। উণ্ ২।১৬। অম এবং
তম ধাতুর উত্তর রক্ প্রত্যয় হয়, এবং ঐ চুই ধাতু
দীর্ঘও হইয়া থাকে।

অম্র বা আম্র (Mangifera indica)—ইহার চলিত
নাম আম বা আম। ছোটনাগপুরে, নাগাপুরতে এবং
ভারতবর্ষের দক্ষিণে ইহা পূর্বে আপনিই জন্মাইত।
এখন ভারতবর্ষের সকল স্থানেই এই গাছ রোপণ করা
হইয়াছে এবং সর্বত্রই ইহার প্রচুর ফল হইয়া থাকে।

আম্র শব্দের এই কয়েকটা পর্যায় দেখা যায়—
অম্র। আম্র। চূত। রসাল। সহকার। কামশর। কাম-
বল্লভ। কামাদ। কীরেট। মাধবক্রম। ভূজাতীষ্ট। সীধু-

রস। মধুদী। কোকিলোৎসব। বসন্তদূত। অম্লকল।
মোদাখ্য। মন্থাশয়। মধ্বাবাস। স্নানদন। পিকরাগ।
নূপপ্রিয়। প্রিয়াধু। কোকিলাবাস। মাকল। বটপদা-
তিথি। মধুভূত। বসন্তকু। পিকপ্রিয়। জীপ্রিয়। গন্ধবন্ধু।
অলিপ্রিয়। মদ্যাসথ।

বৈদ্যশাস্ত্রমতে কচি আশ্র কষায়, রুচিকর, ঈষৎ
অম্ল, স্নগন্ধি; খাইলে বায়ু রক্ত ও পিত্তবৃদ্ধি হয়। কিন্তু
ইহাতে কফ এবং অনেক প্রকার রোগও নষ্ট হইয়া
থাকে। অপর বড় আম পিত্তকর।

পাকা আমের অনেক গুণ। লোকে কথায় বলিয়া
থাকে,—‘যদি পাই আমের রসী, খাই না খাই গায়ে
ঘনী’। সুমিষ্ট পাকা আশ্র সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। ইহাতে
ত্রিদোষ নষ্ট হয়। খাইলে বর্ণ, রুচি, শরীরের কাস্তি,
বল এবং মাংস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পাকা আম মধুর
সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া খাইলে, ক্ষয়রোগ প্রীতি বাত
শ্লেষ্মা প্রভৃতি অনেক প্রকার পীড়ার উপকার দর্শে।
দ্রুতের সঙ্গে মিশাইয়া খাইলে, বাত ও পিত্ত নষ্ট হয়
এবং অগ্নি বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দুগ্ধ সংযুক্ত
আশ্র শীতল, সুস্বাদু, স্নিগ্ধ, কিঞ্চিৎ গুরুপাক ও অম্ল
বিরেচক। বাত পিত্তাদি রোগে ইহা হিতকর। ইহাতে
শুক্র, রক্ত এবং বলবৃদ্ধি হয়।

পাকা আশ্রের প্রধান গুণ এই, ইহাতে বিলক্ষণ
কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে, তজ্জন্ত অনেক রোগই ইহা
হিতকর। গৃহস্থেরা কচি আশ্র তৎ সমেত শুকাইয়া
রাখে। শিশুদের উদরাময় হইলে তাহার কাথ খাইতে
দিলে ২। ৩ দিনেই উপকার দর্শে। আঁবের কচি পাতা,
মূল এবং কসিও সল্ফোচক। সে কারণ জলে সিদ্ধ করিয়া
খাইতে দিলে উদরাময় রোগ নষ্ট হয়। পশ্চিম দেশের
দরিদ্র লোকে পাকা আঁবের কসী আগুনে পোড়াইয়া
খায়। কসীচূর্ণ উত্তম রূপে দোত করিয়া অনেকে
তাহাতে রুচী প্রস্তুত করে। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা
আমের কসী, শুঁঠ এবং কাঁচা বেল একত্র সিদ্ধ করিয়া
রক্তমাশয় এবং উদরাময় রোগে ব্যবস্থা করিয়া বিল-
ক্ষণ উপকার হইতে দেখিয়াছেন। নাসিকা দিয়া রক্ত
পড়িলে, কসীর রস নাচক টানিয়া লইলে রক্ত বন্ধ হয়।
ইণ্ডিয়ান কার্মেকোপিয়াতে লিখিত হইয়াছে যে আঁবের
কসীতে প্রচুর পরিমাণে গ্যালিক এসিড আছে।
ইহাতে কুসি নষ্ট হয় এবং বাধক ও অর্শ রোগে, ইহার
কাথ খাইলে রোগী সুস্থ হইয়া আসে। বৈদ্য রাজবর-

তের মতে, ইহাতে তৃষ্ণা, হৃদ্বি, মেহ এবং অতিসার
নষ্ট হয়। আশ্রের মুকুল রুচিকর এবং অম্লদীপন।

ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা কহেন যে, কচি আঁব
এবং কচি আঁবের কসী চক্ষুপ্রদাহে, কণ্ঠরোগে এবং
হাঁপানী কাসিতে বিশেষ উপকার করে। কচি পাতা
শুকাইয়া তামাকের মত তাহার ধূঁয়া হাঁকায় টানিয়া
খাইলে শ্বাসরুদ্ধ ও কণ্ঠরোগের প্রতিকার হয়। ডাক্তার
আন্দ্রিলি কহেন যে, আম গাছের আঁটা, নেবুর রস
অথবা তৈলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া চক্ষুরোগে লাগা-
ইলে উপকার হয়। আশ্রের তক্তা তাদৃশ কঠিন এবং
স্থায়ী নহে, তবু সাধারণ লোকে ইহার কপাট প্রভৃতি
প্রস্তুত করে। কাপড় রঙ করিবার পূর্বে অনেকে
আঁবের পাতার ও ছালের কষ ব্যবহার করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে অনেকেই অপর আম শুকাইয়া
রাখে। তাহাকে আমরা আমচুর বা আমসী বলি।
পর আমের রস পাতলা করিয়া শুকাইলে তাহাকে
আমসব্ব কহে। সর্বদা রৌদ্রে দিয়া যত পূর্বক রাখিলে
আমসী ও আমসব্ব বার মাস থাকে, তাহাতে পোকা
লাগিতে পারে না। কিন্তু আমচুরে হরিদ্রা এবং লবণ
মিশ্রিত না থাকিলে বর্ষাকালে কীটাদিতে নষ্ট করিয়া
ফেলে। স্বভাবতঃ বাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ ধাতু, সে সকল
লোক নিত্য আমচুর ও আমসব্ব খাইলে পেটের উবেগ
কমিয়া আসে।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত অম্বুখণ্ড অতি উপাদেয় সামগ্রী।
ইহাতে নেত্ররোগ, বায়ুরোগ, অন্নপিত্ত জনিত রোগ,
অম্বুবৃদ্ধি, মেহ প্রভৃতি অনেক প্রকার পীড়া নষ্ট হয়,
এবং দেহের কাস্তি ও বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা প্রস্তুত
করিবার প্রণালী এই,—সুমিষ্ট আশ্রের রস কাপড়ে
ছাঁকিয়া লইবে। ঐ রস ৮২ সের, পরিষ্কার চিনি ৮,
গব্য ঘৃত ৮, শুঁঠচূর্ণ ৮, মরীচ চূর্ণ ৮, পিপ্পল চূর্ণ ৮,
হুঙ্ক ৮, মুছিত দ্রুতের সঙ্গে সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক
করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে, পিপ্পলমূল, মূতা, চৈ, ধনে,
জীরে, কৃষ্ণজীরে, শর্ষা, বড় এলাইচ, দারুচিনি, তালিশ
পত্র, সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া প্রত্যেক দ্রব্য
৮০ সের লইবে। তরমুজবীজ, লবঙ্গ, নাগকেশর, চূর্ণ
করিয়া প্রত্যেক দ্রব্য ২৪ তোলা, খাঁটা মধু ৮ সের।
এই সমস্ত দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ঐ
খণ্ড দ্রুতের ভাঁড়ে রাখিয়া দিবে। মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে
দেওয়া আবশ্যক। মাত্রা ২ তোলা, ঈষৎ উষ্ণ হুঙ্কের

সঙ্গে সেবন করিবে।

আম্রের মোরঝাও খাইতে কতকটা সুস্বাদু। কিন্তু ইহাতে বিলক্ষণ কোষ্ঠশক্তি রাখে। যে আঁবে আদৌ আঁশ নাই এবং পাকিলে কঠিন থাকে, তাহা বড় বড় করিয়া কাটিয়া প্রথমে ঘূতে অন্ন ভাজিয়া লইবে। পরে তাহা মিশ্রিত রসের মত গাঢ় চিনির রসে ফেলিয়া ভাঁড়ে তুলিয়া রাখিবে। আঁবের মোরঝা অধিক দিন থাকে না।

আমাদের বঙ্গদেশের অনেক স্থানে আঁবের যে আচার প্রস্তুত হয় তাহাকে কাসুন্দী কহে। ইহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী এই,—প্রথমে সরিষা ও হরিদ্রা উত্তম-রূপে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিবে। শুষ্ক হইলে ঐ হুই ড্রবের স্ফুল্ধ করিয়া লইবে। তাহার পর অপর আম্র ১০ সের, উপরের স্বক এবং ভিতরের কসী ফেলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে। পাকা তেঁতুল ৩ সের, আঁটি কাটিয়া ফেলিবে। তাহার পর সরিষা চূর্ণ ২ সের এবং হরিদ্রা অর্দ্ধ সের, আম্র ও তেঁতুলের সঙ্গে একত্র ঢেঁকিতে কুটিবে। কুটিত হইলে তাহা হাঁড়ীর ভিতর তুলিয়া রাখিবে। চারি দিন পরে আবার উহার সঙ্গে পূর্ববৎ ১০ সের আম্র ও ৩ সের তেঁতুল কুটিবে। এক সপ্তাহ পরে পুনর্বার উহার সঙ্গে পূর্ববৎ ১০ সের আম্র ও ৩ সের তেঁতুল ও ২১০ সের লবণ একত্র কুটিয়া উত্তমরূপে ঠানিয়া মিশ্রিত করিবে। এই আচার হাঁড়ীর ভিতরে পুরিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। মধ্যে মধ্যে রোদ্রে দিলে ইহা পচিয়া যায় না। ইহা মুখরোচক ও আয়েষ। ইহাতে আম্রের ব্যঞ্জন পাক করিলে তাহা খাইতে বেশ সুস্বাদু হয়। বাঙ্গালার স্থান বিশেষে আরও অত্যাশ্চর্য অনেক প্রকার কাসুন্দী প্রস্তুত হয়।

পশ্চিম দেশের আচারও খাইতে কচিকর। তাহা এই রূপে প্রস্তুত করিতে হয়। আঁবের ভিতর বাকড়া বাধিলে এক একটা আমকে চারি খণ্ড করিয়া কাটিবে। তাহার ভিতরের অর্ধখণ্ডের কসী ফেলিয়া দিবে, অর্দ্ধেক কসী রাখিবে। পরে পাথরের পাত্রে সেই সকল আম্র উত্তম রূপে সৈন্ধব লবণ মাখাইয়া রোদ্রে দিবে। জল নিঃসৃত হইলে তাহা গালিয়া ফেলিবে। এই প্রক্রিয়া তিন দিন করিতে হয়। শেষে ঘোটাই, ছোট মেথী, কুম্ভজীরে, ঘোঁরী এবং লক্ষা অর্দ্ধ কুটিত, কতকগুলি লক্ষা সমগ্রও রাখিবে,—এই সমস্ত মসলা অহুমান অর্দ্ধ তোলা প্রত্যেক আম্রের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া ঝাঁটা সরিষার তৈলে আঁবগুলি ভিজাইয়া রাখিবে এবং

তাহার উপরেও কিঞ্চিৎ ঐ সকল মসলা এবং সৈন্ধব লবণ ছড়াইয়া দিবে। তাহার পর হাঁড়ীর মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। মধ্যে মধ্যে ইহা রোদ্রে দেওয়া আবশ্যক। কিছু দিন পরে আম্র জরিয়া গেলে আচার প্রস্তুত হয়।

ভারতবর্ষই আম্রের জন্ম স্থান। ইহা গ্রীষ্ম প্রধান দেশের গাছ, শীত প্রধান দেশে আঁব গাছ জন্মে না। অন্ন লবণাক্ত সরস মৃত্তিকাতে আঁব গাছ অধিক তেজ করে; নীরস বেলে ও কাঁকুরে মাটিতেও ইহা জন্মিয়া থাকে। আঁটির চারা, গুলকলম এবং যোড়কলম এই তিন প্রকারে আঁবের গাছ রোপণ করা হয়। পূর্বে এ দেশে আঁটি পুতিয়াই সকলে আঁব গাছ করিত। তাহার পর ইউরোপীয়দের নিকটে আমরা কলম করিতে শিখিয়াছি। আঁটির গাছ বিলক্ষণ বড় ও সতেজ হয়, কলমের গাছ তাদৃশ বড় ও তেজস্কর হয় না। ভাঙ্গা প্রাচীরের মাটি এবং শুষ্ক পাক মাটি আম গাছেব গোড়ায় দিলে গাছ অধিক তেজ করিয়া উঠে। ডাক পুরুষের বচন আছে,—‘গোয়ে গোবর, আমে মাটি। নারিকেলের শিকড় কাটি’।

আমাদের নিম্ন বঙ্গে পৌষ মাসের শেষে আনের মুকুল বাহির হইতে আরম্ভ হয়; মাঘ মাসে কোন গাছে মুকুল বাহির হইতে বাকি থাকে না। মুকুল ফুটিলে তাহাতে বুটীর জল লাগিলে বীজকোষ জলিয়া যায় সুতরাং আর ফল ধরে না। মাঘ মাসের শেষে এবং ফাল্গুন মাসে ছোট ছোট আম ধরে। তাহাকে আমরা কড়িয়া বলি। কোন কোন স্থানের লোক তাহাকে গুটা কহে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে প্রায় সমস্ত আঁব পাকিয়া যায়। কিন্তু ভগলপুর, মালদহ হইতে পশ্চিমের সকল স্থানে মাঘ ফাল্গুন মাসে মুকুল ধরে এবং আষাঢ় মাসে আঁব পাকিতে আরম্ভ হয়। মিথিলার অন্তর্গত মংরাউনীতে কবি কালিদাস জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি মালবদেশে থাকিতেন। মেঘদূতে আষাঢ় মাস এবং সেই সময়ে আম্র স্থপক হইয়াছিল, ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব ঐ হুই স্থানের যে থানেই তিনি মেঘদূত রচনা করিয়া থাকুন, আষাঢ় মাসে তথায় আম্র পরিপক হইয়া থাকে। ছন্দোপাস্ত: পরিণত কলদ্যোতিভি: কাননাত্রে:। পৃ. মে. ১৮। ইহাতে মল্লিনাথ লিখিয়াছেন, আষাঢ়ে বনচূতা: কলস্তি পচ্যন্তে চ মেঘবাতেন ইত্যাদি। ইহাতে এই রূপ সন্দেহ হইতে

পারে যে, অস্ত্রাশ্র আশ্র ইহার পূর্বে পরিপক হয়। কিন্তু বস্তুতঃ দেখা যায়, বিশেষ কতকগুলি গাছ ভিন্ন উত্তর পশ্চিমাঙ্গ প্রদেশে আবার মাসেই আশ্র পাকিয়া থাকে। ফলতঃ বাংলাদেশের চেয়ে সেখানে অনেক পরে আশ্র পরিপক হয়। বোম্বাইয়ের, মালদহের এবং লেঙ্গাড়া আঁবের সকলে অধিক আদর করিয়া থাকেন। কলিকাতার দক্ষিণে এবং আসাম প্রভৃতি অনেক স্থানে আশ্র পরিপক হইবার সময়ে তাহার ভিতরে কীট জন্মে। কতক আশ্রের কসীর ভিতরে এক প্রকার পতঙ্গ হয়, পাকা আম কাটিলে সেই কীট ভেঁত করিয়া উড়িয়া যায়। এ প্রকার কীট জন্মিলে আঁবের অর্ধেকাংশ নষ্ট হয় না। কিন্তু অল্প প্রকার কীট অত্যন্ত ক্ষুদ্র। পরিপক আশ্রে তাহা কিল্ বিল্ করিয়া নড়িতে থাকে। এ প্রকার কীট জন্মিলে, সে আশ্র খাইতে পারা যায় না। এই সকল পরাদৃষ্ট বাহির হইতে স্বাস্থ্য হ্রিৎ দ্বারা আশ্রের ভিতরে প্রবেশ করে, তাহার পর বড় হয়।

অশ্রাত। অশ্রাত (পুং) অশ্রবৎ সর্বত্র অত্যন্তে প্রাপ্যতে অশ্র-অত-ঘঞ। শাক० তৎ। (বিকল্পে রেফের স্থানে লকার হয়)। অথবা অশ্রঃ রসঃ সর্বত্র ফলপত্রাদৌ অততি ব্যাপ্নোতি অত-অণ্। আমড়া গাছ। স্বার্থে কন্ করিলে তদ্রাতক বা অশ্রাতক শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

অন্ন (স্ত্রী) অম-বাহুল্যে স্ত্রী। তজ্জ। ঘোল। (পুং) রস বিশেষ। টকরস। (ত্রি) অন্নরসযুক্ত। (বৃশ্যকাবিভাঃ স্ত্রীঃ। উণ্ ১। ১০৮। স্বত্রে। বাহুল্যকাদম্যেঃ। অন্নঃ। উজ্জলদন্তঃ)। অন্নবেতস। (অন্নোরসে হ্রসবেতসে। হেম)।

অন্ন চুই প্রকার—পাথিবীম্ন এবং উদ্ভিজ্জাম। লবণ, গন্ধক, যবক্ষার প্রভৃতি খনিজদ্রব্য হইতে যে অন্ন প্রস্তুত হয়, তাহাকে পাথিবীম্ন কহে। ইহার অপর নাম দ্রাবক। উদ্ভিজ্জ হইতে যে অন্ন সংগৃহীত হয় তাহার নাম উদ্ভিজ্জাম। উদ্ভিদের নীলবর্ণের সঙ্গে অন্নরস মিশ্রিত হইলে রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। তাই কাপড়ে কিম্বা কাগজে জবা ফুল ঘসিয়া তাহাতে নেবুর রস দিলে রক্তবর্ণ হয়। অনেক প্রতারক ব্যক্তি পূর্বাঙ্কে ছুরীতে জবাহুল ঘসিয়া রাখে। তাহার পর প্লীহারোগী আসিলে সে একটা নেবুর ভিতরে সেই ছুরী বিধিয়া দিয়া নেবুটা টিপিয়া ধরে, আর টস্ টস্ করিয়া রক্তবর্ণ রস পড়ে। তখন সে অজ্ঞানোকদিগকে বুঝাইয়া দেয় যে, মন্ত্র দ্বারা প্লীহা কাটা গিয়াছে, সে জন্ত রক্ত পড়িতেছে। অন্নের মধ্যে

কড়ী কিম্বা কোন প্রকার অস্থি এবং রৌপ্য বা স্বর্ণ খাতু ফেলিয়া রাখিলে জরিয়া যায়। অজ্ঞারবাসযুক্ত ক্ষার দ্রব্যের সঙ্গে অন্ন মিশ্রিত করিলে তাহা উজ্জলিত হইয়া উঠে। অধিক বা তেজস্কর অন্নরস দাঁতে লাগিলে ‘দাঁত টকিয়া’ যায়। তখন কোন দ্রব্য চর্ষণ করিতে কষ্ট হয়। দাঁত টকিলে শক্ত মিষ্ট দ্রব্য চর্ষণ করা কর্তব্য। অনেকে বলেন, বাঁহারা অজ্ঞার প্রভৃতি ক্ষার দ্রব্যে প্রত্যহ দাঁত মাজেন, অন্ন অন্নরসেই তাঁহাদের দাঁত টকিয়া যায়।

জল মিশ্রিত না করিয়া দ্রাবক সেবন করিতে নাই। সেবন করিলে অন্ননাশী পুড়িয়া যায় এবং তাহাতে প্রাণবিয়োগ হইতে পারে। অন্নমাত্রায় অন্নরস সেবন করিলে পাচক ও বলকর হয়। আমরা আহারের পর অন্নের ব্যঞ্জন খাইয়া থাকি, তাহা পরিপাকের পক্ষে উপকারী। কিন্তু দুর্বল ব্যক্তি, প্রত্যহ কিম্বা অধিক পরিমাণে উদ্ভিজ্জাম খাইবে না। তাহাতে রক্তের লাল কণা নষ্ট হয় এবং শরীর আরও দুর্বল হইয়া পড়ে। আদৌ কিছুমাত্র অন্নরস না খাইলে স্বর্জি এবং অজীর্ণ রোগ জন্মে। সুপথ্যের মধ্যে নেবু এবং আমই প্রশস্ত। কোন কোন দিন চালুয়া এবং পুরাতন তেঁতুল খাইতে পারা যায়। নবজরে অন্ন সেবন করিলে পিপাসা, রক্তের উষ্ণতা এবং জরের তেজ কম হইয়া আসে। পুরাতন জ্বর প্রভৃতি রোগে পাথিবীম্ন হিতকর।

বৈদ্যশাস্ত্রমতে অন্ন—হৃদ্য, শীতল, বায়ুনাশক ও স্নিগ্ধ। কটুরসের চেয়ে ইহা অধিক তেজস্কর। ইহাতে জিহ্বা এবং দন্তের উদেগ জন্মে। পণ্ডিতেরা শাক এবং অন্নের এক প্রকার দোষ নির্দেশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ইহাতে শরীর, রক্ত, চক্ষু, সকলি দূষিত হয়। এতদ্বারা প্রজ্ঞা ও অরশক্তি নষ্ট হইয়া থাকে। অন্ন সকল রোগের আকর। তজ্জন্ত ইহা পরিত্যাগ করিবে। [শাক দেখ]।

অন্নক (পুং) অন্নোহন্নঃ অন্নার্থে কন্। মান্দার বৃক্ষ। মান্দার গাছ। লতুচ বৃক্ষ।

অন্নকাণ্ড (স্ত্রী) অন্নম্ অন্নরস বিশিষ্টং কাণ্ডং নালং বস্ত্র। বহবী। লবণ তৃণ।

অন্নকেশর (পুং) অন্নঃ কেশরো বস্ত্র। বহবী। বীজ পূর্ণ। মাহুলু। গোঁড়া নেবু।

অম্মুচুক্রিকা (স্ত্রী) কন্দ্বা। অন্নশাক। চূকাপালং।

অন্নচূড় (পুং) অন্নং চূড়া অগ্রভাগো বস্ত্র। বহবী। অন্নশাক।

অমুজান। বর্ণ ও আকার হীন বাপ বিশেষ। [অক্লিজে নথ]।

অম্লজখীর (পুং) কৰ্মধা। গোঁড়া নেবু। অখীরবৃক্ষ।

অম্লনারক (পুং) অম্লং রসং নয়তি অম্ল-নী-বুল। অম্লবেতস।

অম্লনিশা (স্ত্রী) অম্লা নিশা। কৰ্মধা। শঠীবৃক্ষ। অম্ল হরিত্রা।

অম্লপঞ্চফল (ত্রি) অম্লং পঞ্চফলম্। কৰ্মধা। কুল, দাড়িম, তেঁতুল, চুক্রিকা এবং অম্লবেতস এই পাঁচ ফল। অথবা গোঁড়ানেবু, নারঙ্গা, অম্লবেত, তেঁতুল এবং বীজপূর এই পাঁচ ফল।

অম্লপত্র (পুং) অম্লং পত্রং যন্ত। বহত্ৰী। অশ্মন্তক বৃক্ষ।

অম্লপত্ৰী (স্ত্রী) অম্লং পত্রং যন্তাঃ। পলাশীলতা।

অম্লপনস (পুং) অম্লঃ তদ্রসঃ পনসঃ। কৰ্মধা। মাদার।

লকুচ বৃক্ষ। [অভ্যস শব্দে পনস সাধিবার স্থত্র দেখ]।

অম্লপিত্ত (ত্রি) অম্লং অজীর্ণং জাতং পিত্তম্। রোগ বিশেষ। যে রোগে আহারের পরে উদরের মধ্যে অম্ল বোধ হয়। [শূল দেখ]।

অম্লপূর (স্ত্রী) অম্লেন পূর্ঘাতে অম্ল-পূর-কৰ্মণি যঞ্। ৬-তৎ। বৃক্ষান্ন। তেঁতুল গাছ।

অম্লফল (পুং) অম্লং ফলং যন্ত। বহত্ৰী। তেঁতুল গাছ।

অম্লবক্ষ্য (স্ত্রী) অম্লং রসং বধ্নতি অম্ল-বন্ধ উণ্ বন্ধ স্ত্রী-ভ্যং টাপ্। অম্লরসকন্দ। টক ডেঁউড়। অম্ল্যাদয়শ্চ। উণ্ ৪। ১১১। অম্ল্য প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে যচ্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হয়। (ববয়োঠৈক্যং বক্ষ্য। উজ্জল-দন্ত)। বক্ষ্য শব্দে উভয় বকারই হয়।

অম্লভেদন (পুং) অম্লার্থম্ অম্লরস প্রাপ্তার্থং ভিদ্যাতে হসৌ অম্ল-ভিদ-কৰ্মণি-লুট্। অম্লবেতস।

অম্লরস (পুং) রসভেদে স্বাদ্যভেদে-রস-ব রসঃ অম্লরসৌ রসশ্চেতি কৰ্মধা। অম্লরস। টকরস। (ত্রি) অম্লরস বিশিষ্ট।

অম্লরুহা (স্ত্রী) অম্লার রোহতি অম্ল-রুহ-ক টাপ্। মালব দেশ জাত নাগবল্লী। রাজ নির্ঘণ্টের মতে, ইহা উগ্র, মধুর ও রুচিকর। ইহাতে দাহ, পিত্ত ও গুণ্ডা নষ্ট হয়। এবং অগ্নি ও বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অম্ললোগিকা। অম্ললোনিকা (স্ত্রী) অম্লং রসং লাতি গুল্লাতি অম্ল-লা-ক অম্ললঃ তং উনয়তি হীনয়তি অম্লস্ত চুহাং উন-বুল-স্ত্রীভ্যং টাপ্ পুং বাণধম্। আমরুললতা। (চালেরী চুক্রিকা দন্ত-শটা-স্ত্রাদম্ললোগিকা। অমর)।

কন্ডাদিতে লৌহের বা অস্ত্র কোন কষায় চিহ্ন লাগিলে ইহাতে উঠিয়া যায়। ইহাতে কক, বায়ু ও গ্রহণী রোগ

নষ্ট হয় এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অম্লবতী (স্ত্রী) অম্লং রসং অন্ত্যস্তাম্। অম্ল-রসাদিঃ মতুপ্-মন্ত বহম্। আমরুল লতা।

অম্লবর্গ (পুং) অম্লানাং তদ্রসবতাং বর্গঃ সমূহঃ। ৬-তৎ।

অম্লরস প্রধান দ্রব্য সমূহ। প্রধান অম্লদ্রব্যের গণ। বথা—দাড়িম, আমলকী, মাতুলুঙ্গ, আম্রাতক, কপিথ, করমর্দ, বনর, কোল, তেঁতুল, কোশাম্ব, ভবা, পারাবত, বেত্রফল, লকুচ, অম্লবেতস, দন্তশঠ, দধি, তক্র, সুরা, শুক্ল, সৌবীরক, ত্ববাদক, এবং ধাত্মান্ন।

অম্লবল্লী (স্ত্রী) অম্ল তদ্রসবতী বল্লী যন্তাঃ। পূর্কপদন্ত পুষ্পভাবঃ। ত্রিপিণিকা নামক কন্দ বিশেষ। বাহার গেঁড় হইতে অম্লরস লতা হয়।

অম্লবাটিকা (স্ত্রী) বাটী এব বাটিকা স্বার্থে কন্ টাপ্ হস্ত ইবম্। অম্লস্ত বাটিকা স্থানমিব। ৬-তৎ। নাগবল্লী।

অম্লবাস্তুক (পুং) অম্লরসান্বিতো বাস্তুকঃ। কৰ্মধা। শাক বিশেষ। চুক পালং। চুক্র। অম্লবেতস।

অম্লবীজ (স্ত্রী) অম্লস্ত বীজং কারণম্। ৬-তৎ। তেঁতুল।

অম্লবৃক্ষ (স্ত্রী) অম্লরসো বৃক্ষে যন্ত। বহত্ৰী। তেঁতুল।

অম্লবেতস (পুং) অম্লং রসং বয়তি সৰ্ব পত্রেষু বহতি বেঞ্-উণ্-অসচ্ তুট্চ। বাহলকাৎ ন আত্মম্। চুক পালং। চুক্র। (সহস্রবেদী চুক্রোহম্লবেতসঃ শতবেদ্যপি। অমর)। *। বেঞ্-উট্চ। উণ্ ৩। ১১৮। বেঞ্-ধাতুর উত্তর অসচ্ প্রত্যয় হয় এবং তকারের আগম হইয়া থাকে। (বাহলকান্নাস্বাভাবঃ। বেতসঃ। উজ্জলদন্ত)।

অম্লশাক (পুং) অম্লোহম্লরসঃ শাকো যন্ত। বহত্ৰী। চুক্র। চুক পালং। অম্লযুক্ত শাক।

অম্লসার (পুং) অম্লরস এব সারঃ প্রধানং যন্ত। চুক্র।

চুকপালং। নিম্বুক। হিষ্টাল। (স্ত্রী) কাক্তিক। আমানি।

অম্লহরিত্রা (স্ত্রী) অম্লা অম্লরসাধিকা হরিত্রা। কৰ্মধা।

আম হরিত্রা। শঠী বৃক্ষ। আম হলুদের গাছ।

অম্লা (স্ত্রী) অম-উণ-ক্। অম্লরসোহন্ত্যস্তাম্ অর্শ আদিং অচ্ ততটাপ্। তিস্তিষ্ঠী। তেঁতুল। [অম্ল শব্দ দেখ]।

অম্লানুশ (পুং) অম্লম্ অনুশঃ অনুশাকারাগ্রং যন্ত। বহত্ৰী। চুক্র। চুকপালম্।

অম্লাতক (পুং) অম্লং রসম্ অততি গচ্ছতি প্রাপ্নোতি।

অম্ল-অত-বুল্। ৬-তৎ। অম্লবেতস। চুক্র। চুকপালং।

অম্লানন (পুং) অম্লভ্যতে অম্-কৰ্মণি লুট্। অম্লম্ অদনং ভক্ষ্যম্। কৰ্মধা। কুরটক বৃক্ষ।

অম্লান (পুং) মৈ ক্রীদাৎ তন্ত নক্ষত্রানং ততো নক্ষ-

তৎ। অমলা বা আবলা ফুলের গাছ। মহাসহা। ক্রিষ্টি বিশেষ। (ত্রি) স্নান নহে। প্রকৃত। (ক্ৰী) পদ্ম। (অস্নানস্ত মহাসহা। অমর)। (অস্নানস্তমলে ক্রিষ্টিভেদে। হেম)। অম্মানিনী (ত্রি) অস্নানানং সমূহঃ ইনি। পদ্ম সমূহ। [অস্নানী শব্দে হৃদ্র দেখ]।

অম্মিকা (ক্ৰী) অম্মৈব স্বার্থে কন্ টাপ্ অতো বৃষঃ ইষক্। তিস্তিভী। উৎতুল। (তিস্তিভী চিৎসামিকা। অমর)। পলাশী লতা। খেতামিকা। কুদ্রামিকা। আম ফল। অম্মোহস্ত্রাৎ উল্লগারে বা ঠন্। অম্ম উল্লগার। (অম্মিকা-তিস্তিভিকাম্লোকারচালেকরিকাস্থ চ। বিশ্ব)।

অম্মী (ক্ৰী) অম্মো রসোহস্ত্রাত্ম অম্ম অর্শ আদি-অচ্-ভীপ্। চান্দ্রেরী। আমরুল লতা। (অম্মী চান্দ্রের্যাম্। হেম)।

অম্মোটক (পুং) অম্মন্ উটং পত্রং যন্ত। অশস্তক বৃক্ষ। অম্মকুচ।

অম্মোল্লগার (পুং) উদ্-গৃ-ঘঞ্ উল্লগারঃ অম্মন্ত উল্লগারঃ। ৬-তৎ। অম্মরসসংযুক্ত উল্লগার। যে উল্লগার উঠিলে অম্ম বোধ হয়।

অয়। গতৌ ভাদি° আ° সকং সেট্। লট্ অয়তে। লুঙ্ আয়িষ্টে। লিট্ অয়াস্বত্ব অয়ামাস অয়াক্ষ্রে।

অয় (পুং) ক্রিয়তে প্রাপ্যতে শুভমনেন ইণ্ করণে অচ্। পূর্ষজন্মে কৃত শুভ কর্ম। পূর্ষজন্মে যে কার্য্য করিলে পর জন্মে সুখ হয়। শুভদায়ক দৈব। (অয়ঃ শুভাবহো-বিধিঃ। অমর)। বিধান। এতি জয়মনেন ইণ্-করণে অচ্। এক ছুট ইত্যাদি অল্পযুক্ত খেলিবার কড়ী বা পাশটী। পাশা। যন্তি শারাঃ দাতসাধনোপকরণানি অগ্নিন্ আধারে অচ্। পাশক্ৰীড়ার বড় চালিবার বিচিত্র ছক্। অয়তে অয়-কর্ত্তরি পচাদাচ্। (ত্রি) গমনকর্ত্তী।

অয়ঃপান (ক্ৰী) ক্রিয়তে সুলভত্বয়া প্রাপ্যতে ইণ্ (সর্ষ-ধাতুভ্যোহস্বন্। উণ্ ৪। ১৮৮) ইত্যস্বন্। অয়োদ্রবীভূতং তপ্তলোহং পীয়তে অত্র অধিকরণে লুট্। নরক বিশেষ। যে নরকে গেলে যম দূতেরা পানীকে তরল অগ্নিবর্ণ লোহ পান করাইয়া দেয়।

অয়ঃপ্রতিমা (ক্ৰী) অয়সঃ প্রতিমা। ৬-তৎ। লৌহপ্রতিমা। স্বর্ণী। হুণা। (স্বর্ণী হুণা ইয়ঃপ্রতিমা। অমর)।

অয়ঃশূল (ক্ৰী) রক্তাদি করণে অয়সঃ শূলমিব। ৬-তৎ। লৌহনির্মিত তীক্ষ্ণ অস্ত্র বিশেষ। অপরাধীর প্রাণদণ্ডের নিমিত্ত লৌহকীলক্। তীক্ষ্ণ উপার। অয়সঃশূলমিব সস্তা-পকম্। শূল যোশ্। (শূলং ক্রগস্তয়োঃ। যোগে শূলাতৃ-পণ্যে ক্ৰী বধহেতুশ্চ কীলকঃ। হেম) পক্ষ বিসর্গ স্থানে

শকার হইলে ‘অয়ঃশূল’ এই প্রকার রূপও হইবে। [অস্ত্রঃসার শব্দ দেখ]। *। অয়ঃশূলকণ্ডাজিনাতাৎ

ঠক্ ঠঞো। পা ৫। ২। ৭৬। অয়ঃশূল এবং দণ্ডাজিন এই দুই শব্দের উত্তর তৃতীয়া সমর্থ অধিক্। অর্থে ঠক্ এবং ঠঞ্ প্রত্যয় হয়। অয়ঃশূল-ঠক্ ঠঞ্ বা, আয়ঃ-শূলিক—অর্থাৎ সাহসিক। দণ্ডাজিন—ঠক্ ঠঞ্ বা, দণ্ডাজিনিক—অর্থাৎ দান্তিক। এখানে উত্তর প্রত্যয়ের ফল এক। কেবল স্বার্থ পাণিনি, প্রত্যয়ের ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত অস্ত্র উদ্দেশ্য দেখা যায় না।

অযস্ব (ত্রি) নাস্তি যস্মা যন্ত বেদে অচ্-সমা°। রোগ শূন্ত। নীরোগ। নাস্তি যস্মা রোগবিশেষো যন্ত। অযস্মা। কয়রোগ শূন্ত।

অযজ্ঞ (ত্রি) নাস্তি যজ্ঞো যন্ত। নঞ্ বহব্রী। অকৃত যজ্ঞ। যে যজ্ঞ করে না। অনার্য্য। অত্রাঙ্গণ।

অযজ্জিয় (ত্রি) যজম্ অর্হতি যজ-য যজিয়ং ততো নঞ্-তৎ। যজ্ঞে দিব্য অযোগ্য যন্ত। ‘অযজ্জিয়া বৈ মাযাঃ। (শ্রুতি)। মাষ কলাই যজ্ঞের যোগ্য দ্রব্য নহে। *। যজ্জিগ্গ্ভাতাঙ্ ঘথঞো। পা ৫। ১। ৭১। অর্হতি অর্থে যজ্ঞ শব্দের উত্তর ঘ এবং যজ্জিগ্গ্ শব্দের উত্তর থঞ্ প্রত্যয় হয়।

অযজু (ত্রি) যজতি যজ-যুচ্। নঞ্-তৎ। যাগকর্ত্তা নহে। অধ্বর্য্য নহে। *। যজি মনি শুক্লানসি জনিত্যো যুচ্। উণ্ ৩। ২০। এই সকল ধাতুর উত্তর যুচ্ হয়। (যজুর-ধ্বর্য্যঃ। ইতি উজ্জলদন্ত)। যুবোরনাকো। ৭। ১। ১। পাণিনির এই সূত্রে অজুনাসিক যণের প্রত্যয় গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সূত্রানুসারে যু স্থানে অন এবং বৃ স্থানে অক হয়। কিন্তু উপরের লিখিত সূত্রে পাণিনি অজুনাসিকের প্রতিজ্ঞা করেন নাই, তজ্জন্ত যুচ্ স্থানে অন হয় নাই। (নিরনুনাসিকত্বাদনাদেশো ন ভবতি। ইতি উজ্জলদন্তঃ)।

অযজ্বন্ (পুং) বিধিনা ইষ্টবান্ যজ-ভূনিপ্ যজ্ঞা। নঞ্-তৎ। অকৃত যজ্ঞ। যিনি যজ্ঞ করেন নাই। *। সুযজো-ভূনিপ্। পা ৩। ২। ১০০। সু এবং যজ ধাতুর উত্তর ভূনিপ্ প্রত্যয় হয়।

অযত্ন (ত্রি) যম ক্ত যতঃ ততো নঞ্-তৎ। অকৃত যম। নিরম হীন। যিনি ইচ্ছির দমনে অশক্ত। যততে যত-অচ্। নঞ্-তৎ। যতশূন্ত।

অযত্ন (পুং) ন যত্ন অভাবে নঞ্-তৎ। যত্নের অভাব। আরাসাত্য। (ত্রি) নাস্তি যত্নো যন্ত। নঞ্-বহব্রী।

যত্নশূন্য। [অন্নযজ্ঞ শব্দে সূত্র দেখ]।

অযথা (অব্য) যথা তুল্যযোগ্যে ন যথা। নঞ-তৎ।
বিশৃঙ্খল রূপে। অস্থাপন রূপে। ঠিক বিধানানুসারে
নহে। (ত্রি) নাস্তি যথা তুল্য যোগ্যতা যন্ত যত্র বা।
বহুব্রী। অযোগ্য। অযত্ন।

অযথাতথ্য (ত্রি) যথা যোগ্যং তথা ন ভবতি। নঞ-তৎ।
অযথা। যাহা যে নিমিত্ত করিতে হয় তন্নিমিত্ত তাহা
না করা। যে কার্য যে রূপে করা কর্তব্য সে রূপে
না করা। অস্থাপন। তন্তু ভাবঃ কৰ্ম্ম যাক্ বা পূৰ্ণ
পদ বৃদ্ধিঃ। (ক্লী) অযথাতথ্য। অযথাতথ্য অযথা-
র্থের ভাব। *। সথাতথ্যযথাপুরয়োঃ পর্যায়েণ। পা
৭। ৩। ৩১। নঞের পরস্থিত যথাতথ্য এবং যথাপুর
শব্দের পর ঞ্জৎ, নিৎ বা কিং প্রত্যয় থাকিলে আদি
অচের পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ একবার অযথা-
তথ্য শব্দের অকারের বৃদ্ধি হয় পক্ষে আবার যকার স্থিত
অকারের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অযথার্থ (ত্রি) নাস্তি যথা অর্থো যন্ত। নঞ বহুব্রী।
মিথ্যাত্বত। (পুং) বিরোধে নঞ-তৎ। যথার্থ নহে।
অযথাবৎ (অব্য) যথা যোগ্যং রূপমর্থতি অর্হার্থে বতি
যথাবৎ ততো নঞ-তৎ। অননুরূপ। যথোচিত নহে। *।
তদর্হম্। পা ৫। ১। ১১৭। দ্বিতীয়া সমর্থতৎ অর্থতি
এই অর্থে প্রাপ্তিপদিকের উত্তর বতি প্রত্যয় হয়।

অযথেষ্ট (অব্য) ইষ্টমনতিক্রম্য যথেষ্টং ততো নঞ-তৎ।
ইচ্ছানুরূপ নহে। (ত্রি) অর্শ আদিং অচ্। অন্ন।

অয়ন (ক্লী) অয় ইণ্ বা ভাবে লুট্। গমন। সূর্য্য এবং
চন্দ্রের দক্ষিণ হইতে উত্তরে গমন এবং উত্তর হইতে
দক্ষিণে গমন। অযাতে ঈয়তে বা হনেন করণে লুট্।
পথ। অযাতে ঈয়তে বা হসিন্ আধারে লুট্। গৃহ।
আশ্রয়। স্থান। (অয়নং পথি গেহেহর্কজ্ঞোদগদক্ষিণাতো
গতো। হেম) তিন ঋতুতে এক অয়ন হয় এবং দুই
অয়নে এক বৎসর হইয়া থাকে।

যৌ যৌ মাধাদিমাসৌ স্মাদৃত্তস্তরয়নং জিতিঃ।

অয়নে যে গতিকদগদক্ষিণার্কস্ত বৎসরঃ। অমর।

অয়ন নামক সংক্রান্তি। ‘অয়নে বিবুবে চৈব সংক্রান্ত্যাম্।
(স্মৃতি)। উক্ত অয়নসাধন শাস্ত্র। সৈন্তনিবেশ রূপ
বাহু প্রবেশের পথ। রাশি চক্রের ক্রান্তি বৃত্তারম্ভ
স্থান বিশেষ। অংশ। এতি সূর্য্যো দক্ষিণায়নস্তাং বাজ
আধারে লুট্। সূর্য্যের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গমনের
কাল। অয়নান্তিমানি দেবতার বাগবিশেষ। (সজ্ঞাণি

গবাময়নাদীনি। স্মার্ত) অয়নেন নিবৃত্তম্ অয়নভেদং
বা অণ্। (ত্রি) আয়ন। অয়নসাধ্য। অয়ন সম্বন্ধীয়।
অয়নে ভবৎ ঠঞ্। (ত্রি) আয়নিক। অয়নজাত। (ক্লী)
আয়নিকী।

পূর্বে সকল দেশের লোকেরই এই রূপ বিশ্বাস
ছিল যে, পৃথিবী সমতল ভূমি। সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ
গণ এই পৃথিবীকে বেটন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।
পরে আমাদের দেশের আর্য্যভট্ট লোকের এই ভ্রম
দূর করিয়া দেন। কিন্তু তথাপি তিনি সূর্য্যের ঠিক
গতি নিশ্চিত করিতে পারেন নাই। আজি কালি ইউ-
রোপেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।
সূর্য্য এক স্থানে আছে, কিন্তু স্থির নহে। ইহা আপনার
স্থানেই পঁচিশ দিনের মধ্যে একবার ঘুরিয়া আসিতেছে।
পৃথিবী, চন্দ্র এবং আরও অনেকগুলি গ্রহ সূর্য্যকে
প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়,—এ সকল বিবরণ
ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সূচ্যাক্রম রূপে নিশ্চিত করিয়াছেন।

পৃথিবী, সপ্তর্ষসরের মধ্যে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ
করিয়া ঘুরিয়া আসে। আবার অহোরাত্রের মধ্যে
নিজেও একবার করিয়া ঘুরিয়া থাকে। কিন্তু সহজ
বিবেচনার পৃথিবীর গতিকে ঠিক সূর্য্যের গতি বলিয়া
বোধ হয়। তন্নিমিত্ত পৃথিবী পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্বদিকে
ঘুরিয়া আসিতেছে, সহজ চক্ষে ইহারও ঠিক বিপরীত
দেখায়।

রাশিচক্র ৩৬০ অংশে বিভক্ত। রাশিচক্রে,—মেঘ,
বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু,
মকর, কুম্ভ, মীন এই বারটা রাশি আছে। অতএব এক
একটা রাশির পরিমাণ ৩০ অংশ। রাশিচক্রে ২৭টা
নক্ষত্র আছে। কাজেই দুইটা পূর্ণ নক্ষত্র এবং আর
একটার একপাদ লইয়া এক একটা রাশি হয়। অর্থাৎ
প্রত্যেক নক্ষত্রের পরিমাণ ১৩ অংশ ২০ কলা। পৃথি-
বীর মধ্যরেখা এবং ত্ত্রকের মধ্যরেখা যেখানে সম-
সূত্রপাতে মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম ক্রান্তিপাত।
ঐ ক্রান্তিপাতের উপর হইতে উত্তর দক্ষিণে লম্ব যে
একটা রেখার কল্পনা করা যায়, তাহাকে বিবুবরেখা
কহে। এ দেশের জ্যোতিষানুসারে এই রূপ গণনা করা
হয় যে, সূর্য্য ঐ রেখার ২৭ অংশ উত্তরে এবং ২৭ অংশ
দক্ষিণে গমনাগমন করিতেছে। সেই গতির নাম অয়ন-
গতি এবং উহার এক এক অংশের নাম অয়নাংশ। কোন
কোন মতে ৬৬ বৎসর ৮ মাসে এক এক অয়নাংশের

গতি শেষ হয়। কাজেই ৫৪ অংশ যাইতে ৩৬০০ বৎসর লাগে। কিন্তু এক এক অয়নাংশ যাইতে ৭২ বৎসর লাগে, ইহাই অনেকে স্বীকার করেন। অয়নাংশ গতি দ্বারা দিবা রাত্রির ব্যতিক্রম ঘটে। সম্প্রতি অয়নাংশ ২০। ৪৬। ১০। তজ্জন্ত এখন ১০ আশ্বিন এবং ১০ চৈত্র দিবারাত্রি সমান হয়। যেবার অয়নাংশ শুভ্রে আসিয়া পড়িবে, সে বৎসর ৩০ আশ্বিন এবং ৩০ চৈত্র দিবারাত্রি সমান হইবে। কারণ সে দিন সূর্য্য ক্রান্তিপাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার পর অয়নাংশ যত বৃদ্ধি হয়, ততই পশ্চাদ্ দিকে আসিয়া দিবারাত্রি সমান হইতে থাকে। [অয়ন, অয়নাংশ, অয়নসংক্রান্তি ইত্যাদির বিশেষ বিবরণ এবং চিত্র প্রভৃতি,—চন্দ্র পৃথিবী এবং সূর্য্য শব্দে দেখ]।

অয়নকাল (পুং) অয়নাধারঃ কালঃ। মধ্যপদলোপী ৬-তৎ। অয়নাংশস্থিত কাল।

অয়নচলন। অয়নবলন (ক্লী) অয়নস্ত চলনং বলনং বা।

৬-তৎ। অয়নাংশের পূর্ক বা পশ্চিমে স্থানান্তরে চলন।

অয়নজ (পুং) অয়নাং রাশীনাং স্বস্থ স্থানচলনাং জায়তে জন-ড। অয়নাংশজাত মাসাদি।

অয়নভাগ (পুং) অয়নস্ত বোধকো ভাগঃ। শাক० তৎ। অয়নাংশ।

অয়নমণ্ডল (ক্লী) ৬-তৎ। (Ecliptic) রাশিচক্র ও রাশিচক্রস্থ সূর্য্যগমনের পথ।

অয়নমাস (পুং) অয়ন নিরূপিতো মাসঃ। শাক० তৎ। অয়নাংশসূত্রে দিনমানাদি জ্ঞানার্থ কল্পিত মাস।

অয়নসংক্রম (পুং) অয়নাংশসূত্রেণ সংক্রমঃ। শাক० তৎ। যেবা দি রাশির অয়নাংশে গ্রহগণের সঞ্চার।

অয়নসংক্রান্তি (ক্লী) অয়নঘটিতা সংক্রান্তিঃ। শাক० তৎ। সূর্য্যের দক্ষিণায়নঘটিত সংক্রান্তি। কর্কট সংক্রান্তি। সূর্য্যের উত্তরায়নঘটিত সংক্রান্তি। মকর সংক্রান্তি। চল সংক্রান্তি।

অয়নাংশ (পুং) ৬-তৎ। সূর্য্যগতি বিশেষের ভাগ।

অয়নাংশজ (পুং) অয়নাংশাৎ জায়তে অয়নাংশ-জন-ড।

প্রথম ক্রান্তিবৃত্তান্তস্থানকে অতিক্রম করিয়া জাত মাস।

অযব (পুং) অন্নো যবঃ সদৃশো বা ইতি অন্নার্থেন সদৃশার্থেন বা নঞ-তৎ। বিষ্ঠাজাত কৃমি বিশেষ।

(ত্রি) নাস্তি যবো যজ্ঞ সাধনদ্বাং যজ্ঞ। যবহীন তিল সাধ্য পিতৃ কৃত্যাদি। যু মিশ্রণে কর্তব্যি অচ্।

ততো নঞ-তৎ। অসম্বন্ধ। পক্ষ। চন্দ্র সূর্য্যের বিধো-

জক কৃষ্ণ পক্ষ।

অযবস্ (পুং) ন যতঃ মিলিতঃ চন্দ্র সূর্য্যৌ যজ্ঞ যু-আধারে (সর্কধাতুভ্যোহস্মন্। পা ৪। ১৮৮) ইত্যস্মন্। অর্দ্ধমাস। পক্ষ। আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে, অর্দ্ধমাসে অর্থাৎ পূর্ণিমাতে চন্দ্র এবং সূর্য্য অতিদূরবর্তী সপ্তম রাশিতে অবস্থান করেন, কোন রূপে তাহাদের মেলনের সম্ভব নাই, সে জন্ত অর্দ্ধ মাসের নাম অযব।

অযশস্ (ক্ল) অশ্রুতে তু যতে অশু-অস্মন্ যট্ চ। যশস্ ততো বিরোধে নঞ-তৎ। যশের বিরোধী অপবাদ। অকীর্তি। (ত্রি) নাস্তি যশো যশ্। নঞ বহুব্রী বা কপ্ অযশস্। কীর্তি শূন্য। *। অশেষবনে যট্ চ। উণ্ ৪। ১৯০। দেবনে স্ততো। দেবন অর্থাৎ স্ততি অর্থে অশ ধাতুর উত্তর অস্মন্ প্রত্যয় হয় এবং অকার স্থানে যকার হইয়া থাকে।

অযশস্কর (ত্রি) যশঃ করোতি যশস্-কৃত্বাচ্ছিল্যাদৌ ট। ততো নঞ-তৎ। অকীর্তিকর। অপবাদজনক।

অযশস্ত (ক্লী) যশসে হিতং হিতার্থে-যৎ যশস্তং বিরোধে নঞ-তৎ। অকীর্তিকর। অপবাদজনক।

অয়স্ (ক্লী) এতি আগহতি অয়স্কাস্ত মণিকর্ষণাৎ ইণ্ (সর্কধাতুভ্যোহস্মন্। উণ্ ৪। ১৮৮) ইত্যস্মন্। লৌহ ধাতু বিশেষ। অয়স্কাস্ত মণি। চুষক। উহা লৌহকে আকর্ষণ করে, এজন্ত উহার নাম অয়ঃ।

এতি গচ্ছতি অস্থলীয়কাদিরূপেণ শরীরম্, ঋক্-ক্রয়-সম্বিতাগাদিনা বা, পুরুষাৎ পুরুষাস্তরং গচ্ছত্যনেন ধর্মদানাদিনা বা। হিরণ্য। স্বর্ণ। (নিরুক্ত)।

(ক্লী) ভাবে অস্মন্। গমন। (পুং) অয়ি।

লৌহ নির্মিত অস্ত্র। মধুর মতে, লৌহ পাত্র কটাহ প্রভৃতি কোন রূপে অপবিজ্ঞ হইলে তাহা দশ দিন ব্যবহার্য্য নহে। পরে তাহা ভস্ম দ্বারা মার্জন করিলেই ব্যবহার্য্য হয়। (ক্লী) ভাবে অস্মন্। গমন। অয়সা নির্মিতম্ অণ্। অয়স। লৌহময় কড়া প্রভৃতি। ময়ট্-অয়োময়। কড়া প্রভৃতি।

অয়স্কংস (পুং ক্লী) অয়ো বিকারঃ কংসঃ অয়সো বা কংসঃ পাত্রং সম্বন্। লৌহ নির্মিত পানপাত্র। *। অতঃ কৃ-করি-কংস-কৃন্ত-পাত্র-কুশাকর্ণীধনব্যয়স্ত। পা ৮। ৩। ৪৬। কৃ, কমি, কংস, কৃন্ত, পাত্র, কুশা, কর্ণী এই সকল শব্দ পরে থাকিলে অব্যয় ভিন্ন ও উত্তর পদরহিত অকারান্ত শব্দের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে সমাসে নিত্য সকার আদেশ হয়। যেমন—অয়স্-কংস অয়স্কংস। অব্যয় শব্দ স্থানে হইবে

না, যেমন,—পুনঃ-কার পুনঃকার। সমাস না হইলে
সকার হইবে না; যেমন,—পয়ঃ করোতি। অস্ত পদ
পূর্বে থাকিলে হইবে না; যেমন,—পরমবশঃ কার।

অয়ক্ষণী (স্ত্রী) অয় ইব কণাবস্তাঃ সত্বং ভীষ্। লৌহতুল্য
কঠিন কর্ণযুক্ত স্ত্রী। স্ত্রীলিঙ্গে নাসিকা ইত্যাদি বা ভীষ্।

[অয়দর শব্দে ভীষের সূত্র এবং অয়কংস শব্দে সত্বের
সূত্র দেখ]।

অয়কান্ত (পুং) অয়স্ মধ্যো কান্তঃ রমণীয়ঃ। ৭-তৎ।
কন্সাদিত্বাৎ সত্বম্। কান্তি লৌহ নামক লৌহ বিশেষ।
অয়সাং কান্তঃ প্রিয়ঃ নৈকট্যমাত্রেন আকর্ষকত্বাৎ।
চুষক পাথর। বিদ্ধ বাণাদি লৌহাস্ত্র দ্বারা উত্তোলন
রূপ চিকিৎসা বিশেষ। শল্য উদ্ধার চিকিৎসা।

অয়কাম (ত্রি) অয়ো লৌহং কাময়তে অয়স্-কম্-অণ্
উপসং। সত্বম্। লৌহাভিলাষী। যে লৌহ পাইবার
ইচ্ছুক। [অয়কংস শব্দে সত্বের সূত্র দেখ]।

অয়কার (ত্রি) অয়ো বিকারং করোতি অয়স্-কৃ-অণ্
উপসং। সত্বম্। লৌহকার। কামার। জন্মার উদ্ধভাগ।
[অয়কংস শব্দে সত্বের সূত্র দেখ]।

অয়কুন্ত (পুং) অয়োবিকারঃ কুন্তঃ সত্বম্। শাকং তৎ।
লৌহ নিম্নিত ঘট। লোহার ঘড়া। [অয়কংস শব্দে
সত্বের সূত্র দেখ]।

অয়কুশা (স্ত্রী) অয়ঃ সহিতা কুশা। শাকং তৎ। সত্বম্।
লৌহের সহিত বন্ধা। লৌহের সহিত লাগাম। [অয়কংস
শব্দে সত্বের সূত্র দেখ]।

অয়কুতি (স্ত্রী) অয়সা কুতিঃ চিকিৎসা ভেদঃ। ৩-তৎ।
মহাকুষ্ঠের চিকিৎসা বিশেষ।

অয়স্থূণা (স্ত্রী) স্থা—(রাসানাস্থূণাবীণাঃ। উণ্ ৩।
১৫) ইতি ন বাহলং উত্থ গত্বে। (স্থূণা গৃহস্তম্ভঃ। উজ্জল-
দত্ত)। অয়োনির্মিতাঃ স্থূণা। শাকং তৎ বাবিসর্গ লোপঃ।
লৌহময় গৃহস্তম্ভ। লৌহ প্রতিমা। (পুং) অয়োনির্মিতা
স্থূণা যন্ত। ৬-বহত্ৰী গোণে হ্রস্বঃ। লৌহ স্থূণা যুক্ত গৃহস্থ।
(ত্রি) ৭-বহত্ৰী। অয়োময় অক্ষযুক্ত রথাদি। লোহার
ধুরোয়ুক্ত গাড়ী প্রভৃতি। (পুং) ঋষিবিশেষ। তস্ত
অপত্যম্ অণ্ আয়স্থূণ। অয়স্থূণের অপত্য। বহুবচনে
অণের লুক্ হয়। গৌরাদি। ভীষ্ অয়স্থূণী। অয়স্থূণ
শব্দ শিবাদি গণমধ্যে গৃহীত হইয়াছে।

অয়স্পাত্ৰ (স্ত্রী) অয়োময়ং পাত্ৰম্। মধ্যপদলোপী কর্ণধা।
সত্বম্। লৌহময় পাত্ৰ। [অয়কংস শব্দে সূত্র দেখ]।

অয়স্ময় (ত্রি) অয়োবিকারঃ অয়স্-ময়ট্। লৌহময়।

এখানে বেদ বিষয়ে ত সংজ্ঞা গৃহীত হইয়াছে, নচেৎ
ইহা পদ সংজ্ঞাধিকারের অন্তর্গত। শৌকিকে ‘অয়োময়’
এই প্রকার রূপ হইবে। *। অয়স্ময়াদীনী চক্ষুসি।
পা ১। ৪। ২০। অয়স্ময়াদি রূপ বেদ বিষয়ে সাধু হইয়া
থাকে। স্ত্রী-ভীপ্-অয়স্ময়ী।

অযাচিত (স্ত্রী) যাচ-ক্চ যাচিতম্। নঞ-তৎ। অমৃতাত্মা
বৃন্তি। (ত্রি) অপ্রার্থিত। দুহ্ যাচ্ পচ্ ইত্যাদি দুহাদি
মধ্যে যাচ্-ধাতু পঠিত হইয়াছে, তজ্জন্ত ইহার উত্তর
গোণে কর্ণবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় বিহিত হয়। যাহার কাছে
কোন বস্তু প্রার্থনা করা হয় নাই।

অযাজ্য (ত্রি) ন যাজয়িতুমর্হঃ যজ-গিচ্-যৎ। নঞ-তৎ।
পতিতাদি স্মৃতি নিষিদ্ধ যাজন। যাহাদের যাগ পূজাদি
করা নিষিদ্ধ। যাহাদিগের যাগ করান নিষিদ্ধ।

অযাজ্যযাজন (স্ত্রী) অযাজ্যানাং যাজনম্। ৬-তৎ।
অযাজ্য পতিতাদির যাজন। পতিতাদির যাগ পূজাদি
করা। পতিতাদিগণকে যাগ কিম্বা পূজাদি করান।

অযাজ্যসংযাজ্য (স্ত্রী) অযাজ্যন্ত পতিতাদেঃ সম্ সমাক্
যাজ্যম্। ৬-তৎ। অযাজ্য-সম-যজ-গিচ্-যৎ। পতিতাদির
পূজাদি বৈধ কর্ম করা।

অযাত্যাম (ত্রি) যাতো গতঃ যামঃ প্রেরকালো যন্ত
যাত্যামঃ নঞ-তৎ। জীর্ণ নহে। বাসী নহে। পরিভুক্ত
নহে। যাহার কাল গত হয় নাই। বিগত দোষ। (জীর্ণক
পরিভুক্তক যাত যামমিদং দ্বয়ম্। অমর)।

অযাতু (ত্রি) যা-তু। নঞ-তৎ। রাক্ষস নহে। অহিংসক।
। *। কমি মনি জনি গা ভা যা হিত্যশ্চ। উণ্ ১। ৭২।
এই সকল ধাতুর উত্তর তু প্রত্যয় হয়। (যাতুরধ্বগ
কালয়োঃ রক্ষসি স্ত্রীবাঃ। উজ্জলদত্ত)।

অযাতাতথ্য। আযাতাতথ্য (ত্রি) ন যতাতথাভাবঃ ব্যাঞ্।
নঞ-তৎ। মিথ্যাভাব। অযথার্থত্ব। [অযাতাতথ্য শব্দে
বিবরণ দেখ]।

অযান (ত্রি) নাস্তি যানং চলনং যন্ত। নঞ-বহত্ৰী।
স্বরূপ। প্রকৃতি। স্বভাব। যাহার যেরূপ স্বভাব
তাহা কখনই যায় না, এজন্ত উহার নাম অযান। যজ্ঞ।
নঞ-তৎ। গমনাভাব। নাস্তি যানং বাহনং গতির্বা
যন্ত। নঞ-বহত্ৰী। বাহন হীন। গতি হীন। (যান-
যুগো গতো। হেম)।

অয়ানয় (পুং) অয়ঃ প্রদক্ষিণম্, অনয়ঃ প্রসব্যম্। প্র-
দক্ষিণ প্রসব্যগামিনাং শারাণাং যস্মিন্ পরশাঠৈঃ পদা-
নামসমাবেশঃ। প্রাজ্ঞীকার স্বীকৃতি, যেখানে পাদা-

গেলে বিপকের পাশা কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।
অয়ানয়ঃ নেয়ঃ থ-অয়ানয়ীনঃ। শীর্ষ স্থানপ্রাপ্ত পাশা।
।*। অমুপদ সর্কায়ানয়ঃ বন্ধা ভক্ষয়তি নেয়ৈয়ু।
পা ৫।২।৯। অমুপদ শব্দের উত্তর বন্ধন করিয়া এই
অর্থে, সর্কায় শব্দের উত্তর ভক্ষণ করিতেছে এই অর্থে,
এবং অয়ানয় শব্দের উত্তর নেয় অর্থে দ্বিতীয়া সমর্থ
থ প্রত্যয় হয়।

অয়াশু (ত্রি) অয়ম্ অশ্রুতি অয়-অশ-উণ্। রাফস।

অয়াসু (অব্য) এতি গচ্ছতি সর্বত্র ইণ্-আসি। অয়ি।

।*। ইণ্ আসি। উণ্ ৪।২২। ইণ্ ধাতুর উত্তর
আসি প্রত্যয় হয়। (অয়াঃ বহিঃ। স্বরাদি পাঠ্যব্যয়ম।
উচ্ছদন্ত)। আন্তস্তাব্যমেকোঃগিরয়াঃস্তাৎ। উৎকোঃ)।

অয়াশু (ত্রি) যস্-গিচ-য়ৎ। নঞ-তৎ। ক্ষেপণ করাইতে
অশক্য। বাপন করিতে অশক্য। যাহা ক্ষেপণ করা
যায় না। যুদ্ধ দ্বারা যে শত্রুকে বশ করিতে পারা
যায় না। আন্তাং মুখায়নতে বহিঃগচ্ছতি ইণ্ অয়
বা অচ্-অয়ঃ, ততঃ পূঃ পদব্যত্যয়ঃ। মুখ হইতে বহিঃ-
গামী প্রাণবায়ু। অঙ্গিরা বংশের মুনি বিশেষ।
তিনি সকল লোকের বন্ধু স্বরূপ ছিলেন। ঋগ্বেদের
এক স্থানে লিখিত আছে,—ইমাং ধিয়ং সপ্তশীর্ষীং
পিতা ন ঋতপ্রজাতাং বৃহতীমবিন্দৎ। তুরীয়ঃ স্বিজন
বহিঃস্বজন্তোহয়াশু উক্থমিদ্ভায় শংসন্। ১০।৬৭।১।
আমাদের পিতা সত্য হইতে জাত এই সপ্তশীর্ষ বৃহতী
রচনা করিয়াছেন। বিশ্বজনের স্তব্ধ অয়াশু, ইজের
যজ্ঞে এই চতুর্থ উক্থ রচনা করিয়াছেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শাখায়ান শাখায় লিখিত আছে
যে, যজ্ঞস্থলে গুনঃশেপের প্রাণনষ্ট করিবার সময়ে,
বিশ্বামিত্র হোতা, জমদগ্নি অধ্বর্যু, বশিষ্ঠ ব্রহ্মা এবং
অয়াশু উদগাতা হইয়াছিলেন। (তত্ত্ব হ বিশ্বামিত্রো
হোতাসীজমদগ্নিরধ্বর্যুবসিষ্ঠো ব্রহ্মায়াশু উদগাতা)।

অয়ি (অব্য) ঈয়তে মেহেনোচ্ছাধ্যতে ইণ্-(সর্কধাতুভ্য
ইণ্ ৪।১১৭) ইতি ইণ্ প্রত্যয়ঃ। এই অব্যয় প্রস্নে,
অমুনয়ে, সম্বোধনে, অমুরাগে এবং স্নেহ আমন্ত্রণে
ব্যবহৃত হয়। চলিত বাঙ্গালায় ইহার স্থলে, হে,
হাঁ, গো এই রূপ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অয়ি
ক্রিয়াধং স্তলভং সমিৎ কুশম্?

অযুক্তদ্ব (পুং) ন যুক্তান্তে সমতয়া ইত্যুক্তঃ অসমাঃ ছদাঃ
পজাগ্যন্ত। সপ্তপর্ণ বৃক্ষ। ছাতিম গাছ। ছাতিম গাছের
প্রত্যেক ডাঁটার বিঘোড় সাড়ী করিয়া পাতা থাকে,

এজন্ত তাহার নাম অযুক্তদ্ব। ছাদ্যন্তে হনেনচ্ছদঃ।*।
ছাদেবর্থে হৃদ্যপসর্গন্ত। পা ৬।৪।৯৬। বিপ্রভৃতি উপ-
সর্গ রহিত ছাদি ধাতুর উত্তর য প্রত্যয় করিলে উপধা
হ্রস্ব হয়। বিপ্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে ‘সমুচ্ছাদ’ এই
প্রকার রূপ হইবে, অর্থাৎ গিচের লোপ হইবে না।

অযুক্ত (ত্রি) যুক্ত-কৃত যুক্তঃ। নঞ-তৎ। অস্ত বিষয়ে
মনোযোগ হেতু কর্তব্য বিষয়ে অনবহিত। অস্তমনস্ক।
অহুচিত। আপদ্যত। অসংযুক্ত। অযোগ্য। বহিমুখ।
(ত্রি) যুক্তি শূন্ত। অনিয়োজিত।

অযুক্তি (ত্রি) অভাবে নঞ-তৎ। যুক্তির অভাব। অস্তায়।

(ত্রি) নাস্তি যুক্তির্যন্ত। নঞ-বহুব্রী। যুক্তি শূন্ত।

অযুগ (ক্লী) নঞ-তৎ। যুগ ভিন্ন। বিঘোড়। বিষম।
যেমন ৩, ৫, ৭ ইত্যাদি সংখ্যা। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী।
যুগল নহে। ভগ্নযুগ রথাদি।

অযুগপদ (অব্য) ন যুগপৎ। নঞ-তৎ। যুগপৎ নহে।
এককালীন নহে। ক্রমে ক্রমে। একে একে।

অযুগু (ক্লী) অযুক্তমবিতীয়ম্ একসন্তানমিতি যাবৎ অবতি
গর্ভে ধারয়তি অব-কিপ্ উট্। যে প্রসূতি কেবল এক
সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে। কাকবক্ষা। যাহার একটা
বৈ আর সন্তান জন্মে না।

অযুগ্ম (ক্লী) যুক্তান্তে সমতয়া যুক্ত-মক্-কুশ্চ। নঞ-তৎ।
যুগ্ম নহে। বিঘোড়। বিষম। যেমন ৩, ৫, ৭ ইত্যাদি।
(ত্রি) নঞ-বহুব্রী। একাদি সংখ্যাবিশিষ্ট। ষাট
রাশির মধ্যে বিষম রাশি। স্নোকে প্রথম পাদ ও
তৃতীয় পাদ।*। যুক্তি রুচি তিজাং কুশ্চ। উণ্ ১।১৪৩।
যুক্ত, রুচ এবং তিজ ধাতুর উত্তর মক্ প্রত্যয় হয় এবং
অস্তে কবর্গ আদেশ হইয়া থাকে।

অযুগ্মনেত্র (পুং) নীয়তে বস্ত গৃহতে এভিঃ নী করণে
ত্র নেত্রাদি অযুগ্মানি যুগ্মভির্নানি নেত্রাগ্যন্ত। বহুব্রী।
শিব। শিবের ললাটে অতিরিক্ত একটা নেত্র আছে,
তাই তাহার নাম অযুগ্মনেত্র। (ক্লী) যুগ্মভিন্নম্ অযুগ্ম
নঞ-তৎ। অযুগ্মক তৎ-নেত্রকেতি কপ্পধা। যুগ্ম ভিন্ন
নেত্র। কপাল নেত্র।

অযুক্তদ্ব (পুং) অযুগ্মাঃ অসমাঃ ছদাঃ পজাগ্যন্ত। বহুব্রী।
সপ্তচ্ছদ বৃক্ষ। ছাতিম গাছ।

অযুক্তবাহ (পুং) অযুগ্মাঃ বিবমা সপ্ত বাহা যন্ত। বহুব্রী।
সপ্তাধ। স্রব্য।

অযুক্তশর (পুং) অযুগ্মাঃ বিবমাঃ পঞ্চশরা যন্ত। বহুব্রী।
পঞ্চশর বিশিষ্ট। কন্দর্প।

অযুক্ত (ত্রি) ন যুক্তান্তে সমতয়া যুক্ত-ক্ति। নঞ-তৎ।
অযুগ্ম। বিষোড়। বিষম।

অযুত (ত্রি) যুক্ত-ভূতঃ। নঞ-তৎ। অসংযুক্ত। অসম্বন্ধ।
(ক্ৰী) ১০,০০০ দশ হাজার। অযুত সংখ্যা বিশিষ্ট।

অযুতনায়িন্ (পুং) অযুতঃ পুরুষ মেধানাম্ অযুতং নয়তি
শ্র। নী-ভূতে গিনি। পুরুবংশের নৃপতি বিশেষ। তিনি
প্রোসেনজিৎ কন্যা স্বয়জ্ঞার গর্ভে এবং মহাভোমের
ওরসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অযুতসংখ্যক নরমেধ
করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাম অযুতনায়ী হইয়াছে।
পুণ্ড্রবীর কন্যা কামার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। কামার
গর্ভে অক্রোধন নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। (মহাভারত
সম্বত পর্ব ৯৫ অধ্যায়)।

অযুতশস্ (অব্য) অযুতম্ অযুতং দদাতি বীজার্থে কার-
কাৎ শস্। অযুত অযুত। দশ হাজার দশ হাজার।
[অক্ষরশস্ শব্দে স্ত্র দেখ]।

অযুতসিদ্ধ (ত্রি) যুতং পৃথগ্ ভূতং সং সিদ্ধং যুতসিদ্ধম্।
ন যুতসিদ্ধম্। নঞ-তৎ। উপাদান অর্থাৎ সমবায়ী
কারণ পরিত্যাগ করিয়া বাহ্যর উৎপত্তি বা জ্ঞান করা
যায় না। যেমন কপাল পরিত্যাগ করিলে ঘটের উৎ-
পত্তি হইতে পারে না এবং ঘট কি প্রকার বস্তু তাহাও
আমরা বুঝিতে পারি না। তাই ঘট ও কপালকে
'অযুতসিদ্ধ' অথবা অপৃথকসিদ্ধ বলা যায়। (কুস্তকারেরা
যে ছই ভাগ শূর্বে নির্মাণ করিয়া ঘোড়া দিলে ঘট হয়,
সেই কাঁচা ছই খণ্ডের নাম কপাল)।

ইহার স্থল তাৎপর্য এই যে, খানে কতকগুলি অঙ্গ
প্রত্যঙ্গ একত্র করিয়া লইলে তবে একটি বিশেষ বস্তুর
উৎপত্তি হয়, এবং তাহার গুণ ও ক্রিয়াদি প্রকাশ পায়।
কিন্তু সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিত্যাগ করিলে আর সে
বস্তুর উৎপত্তি হয় না এবং তাহার গুণ কিম্বা ক্রিয়াদিও
প্রকাশ পায় না। যথা,—বৃক্ষ কেমন ইহা বুঝিতে
হইলে পত্র শাখা পল্লব মূল গুড়ী কাঠ এই সমস্ত গুলি
একত্র গ্রহণ করা চাই। এই সমস্ত গুলি একত্র গ্রহণ
করিলে তবে বৃক্ষ কি প্রকার পদার্থ তাহা আমরা
বুঝিতে পারি। কিন্তু পত্র পল্লব প্রভৃতিকে পরিত্যাগ
করিলে বৃক্ষ কি প্রকার তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

উপরে 'উপাদান কারণ' বলা হইয়াছে। একথা
বলিবার তাৎপর্য এই যে, কুস্তকারের দণ্ড ঘটের
নির্মিত কারণ। যে ছেতু লাঠীদ্বারা কুস্তকার চাক
ঘুরাইয়া দিলে তবে তাহাতে ঘট নির্মাণ করা যায়।

কিন্তু ঘট নির্মাণ করা হইলে তখন আর দণ্ডের
সঙ্গে ঘটের কোন সম্পর্ক থাকে না,—দণ্ড এক স্থানে
এবং কুস্ত অস্ত্র স্থানে পড়িয়া থাকে। কলসীর কপালের
সঙ্গে কলসীর সে প্রকার সম্বন্ধ নহে। ইহারা পৃথক্
হইয়া পড়িলে আর ঘটের অবয়ব থাকে না; এবং ঘট
না থাকিলে, তাহা গুরু বর্ণ কিম্বা ক্লৃষ্ণ বর্ণ ইত্যাদি
গুণও থাকিতে পারে না। ঘটের নড়া চড়া কোন
প্রকার ক্রিয়াও অসম্ভব হইয়া পড়ে। তজ্জন্ত গুণও
ঘটের অযুতসিদ্ধ। কিন্তু বৈদ্যাস্তিকেরা একথা স্বীকার
করেন না।

অযুতসিদ্ধি (ক্ৰী) যু অমিশ্রণে-ক্ত যুতম্। যুতয়োঃ পৃথগ্-
রূপেণ স্থিতয়োঃ সিদ্ধিঃ। অভাবে নঞ-তৎ। পৃথগ্-
রূপে অসিদ্ধি। যেমন, অবয়ব ও অবয়বীর পৃথক্ পৃথক্
রূপে সিদ্ধি হয় না। অর্থাৎ হস্ত পদাদি অবয়ব এবং
মানুষ অবয়বী, এখানে অবয়ব এবং অবয়বীর পৃথগ্-
রূপে সিদ্ধি হওয়া অসম্ভব। আর দ্রব্যের ও গুণের,
এবং দ্রব্যের ও ক্রিয়ার পৃথগ্-রূপে সিদ্ধি হইতে পারে
না। অর্থাৎ দ্রব্য না থাকিলে তাহার গুণ কিম্বা ক্রিয়াও
থাকিতে পারে না।

অযুব (ত্রি) ন যৌতি যু-বা° ক। অসংসৃষ্ট। সংসর্গশূন্য।
অযুপ্য (ত্রি) যুপে-সাদু যৎ যুপাম্। নঞ-তৎ। যে কাঠে
যুপ প্রস্তুত হয় না। যজ্ঞীয় পণ্ডবন্ধনের নিমিত্ত যে কাঠ
অযোগ্য। নিম্ন নেবু প্রভৃতির কাঠে যুপ প্রস্তুত হয় না,
তজ্জন্ত ইহাদিগকে অযুপ্য কাঠ কহে; এবং পলাশ,
খদির, বিব প্রভৃতির কাঠে যুপ নির্মিত হয়, তাই ইহা-
দিগকে যুপ্য কাঠ বলা যায়।

অয়ে (অব্য) ইগ্-এচ্। কোপ, বিষাদ, সংজ্ঞম, স্মরণ,
সম্বোধন প্রভৃতি স্থলে এই অব্যয় প্রযুক্ত হয়।

অযোগ (পুং) যুক্ত-ঘঞ্ অভাবে নঞ-তৎ। যোগের
অভাব অর্থাৎ বিশ্লেষ। ধ্যানের অভাব। ঔষধের
অভাব। জ্যোতিষোক্ত তিথিবারাদি জাত দুই যোগ।
কাতর। কঠিনোদ্যম। বমন দ্বারা উপশমনীয় রোগ।

অয়স্ গম্-ড অযোগঃ। কুট। স্বর্ণকারের হাতুড়ী।

অযোগব। অযোগব (পুং) অয় ইব কঠিনা গোবান্দী
যন্ত নিপাতনে অচ্। বৈজ্ঞ কস্তার গর্ভে এবং শূত্রের
ওরসে যে সস্ত্র জাতি উৎপন্ন হয়, তাহাকে অযোগব
কহে। শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, প্রতিলোম জাতিতে
এক বর্ণের ব্যবধান থাকিলে সে জাতিকে স্পর্শ করা
যায়। বৈজ্ঞ এবং শূত্র কেবল এক বর্ণের ব্যবধান

রহিয়াছে, সে কারণ অযোগব জাতিকে স্পর্শ করা যাইতে পারে। এখন প্রকৃত অযোগব জাতি নির্ধারিত করা সুকঠিন। পশ্চিম দেশে ইহার নানা বর্ণের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। তাহার কৃষিকার্য ও গভ-পালন করে।

অযোগবাহ (পুং) নাস্তি যোগ উল্লেখরূপ সম্বন্ধে ইক্ষর-সমাম্ময়স্বত্রেণ যেবাং তে অযোগাঃ। অযোগা উল্লেখ-রূপসম্বন্ধরহিতা। অপি বাহয়ন্তি গবত্বক্যার্থঃ নির্বাহয়ন্তি ইতি বহু-শিচ্-অচ্-বাহাঃ। অযোগাশ্চ তে বাহাশ্চৈতি কথ্য। অহুস্বার ও বিসর্গ। এবং জিহ্বামূলীয় ও উপস্থানীয়। পানিনি স্বর এবং ব্যঞ্জন বর্ণের অ ই উ ণ্। ঋ ঌ। ইত্যাদি যে সমাহার সংজ্ঞা করিয়াছেন তাহার মধ্যে অহুস্বার বিসর্গ, জিহ্বামূলীয় ও উপস্থানীয় এই কয়েকটির যোগ অর্থাৎ কোন উল্লেখ নাই। তাই ইহাদিগকে অযোগ বলা যায়। কিন্তু যোগ অর্থাৎ উল্লেখ না থাকিলেও ইহার গদ্যাদি কার্য নির্বাহ করে। তজ্জন্ত বাহ এই নাম হইয়াছে। বাহাতে অযোগ এবং বাহ এই উভয় ধর্ম আছে, সে বর্ণকে অযোগ বাহ কহে।

অথবা, যোগঃ আশ্রয়স্থানং তদ্যতিরেকেন ন উহতে উচ্চাযাতে অযোগ-বহ-ঘঞ্। শাক० তৎ। যে বর্ণ আশ্রয় স্থানের যোগভিন্ন উচ্চারিত হয় না। (অযোগবাহা বিজ্ঞেয়া আশ্রয়স্থানভাগিনঃ। শিক্ষাগ্রন্থ)।

বিসর্গের জিহ্বামূলীয় এবং উপস্থানীয় এই আরও দুইটি রূপ আছে। ককার ধকারের পূর্ব এবং অর্দ্ধ বিসর্গ সদৃশ যে চিহ্ন, তাহাকে জিহ্বামূলীয় কহে। যেমন, + ক + খ। আর পকার ফকারের পূর্ব যে অর্দ্ধ বিসর্গের তুল্য চিহ্ন, তাহাকে উপস্থানীয় কহে। যেমন, (প) ফ। অচের পর এক বিন্দ্ থাকিলে তাহাকে অহুস্বার কহে, দুই বিন্দ্ থাকিলে তাহাকে বিসর্গ বলা যায়। অচ্ ভিন্ন হলন্ত বর্ণের পর ইহার প্রযুক্ত হয় না। যেমন, অং বং। অঃ বঃ। (+ ক + ক ইতি কথ্যভ্যাং প্রাগর্দ্ধ বিসর্গ সদৃশো জিহ্বামূলীয়ঃ। (প) ফ ইতি পক্ষ্যভ্যাং প্রাগর্দ্ধবিসর্গসদৃশ উপস্থানীয়ঃ। অং অঃ ইত্যচঃ পরাবহুস্বারবিসর্গৌ)।

মুখী পূর্বেণ সবন্ধৌ, মূতৌ তু পরগামীনৌ।

চম্বারো যোগবাহাখ্যাঃ, গবত্বক্যচোমতাঃ।

মু অর্থাৎ অহুস্বার, বি অর্থাৎ বিসর্গ, ইহাদের পূর্ববর্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে, অর্থাৎ ইহার পূর্ববর্ণের

সঙ্গে উচ্চারিত হয়। মু অর্থাৎ জিহ্বামূলীয়, নী অর্থাৎ উপস্থানীয়, পর বর্ণের সঙ্গে ইহাদের উচ্চারণ হয়। এই চারিটা বর্ণের নাম অযোগবাহ। গবত্বক্যে ইহার অচের জ্ঞায় ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ মূর্দ্ধন্ত বকার, রেফ, ঋবর্ণ এবং নকারের মধ্যে অচ্ ব্যবধান থাকিলে যে রূপ গতের কোন ব্যাঘাত ঘটে না, তজ্জপ অহুস্বারাদি ব্যবধান থাকিলেও গবত্বক্যের কোন ব্যাঘাত হয় না। অযোগস্ (ক্লী) য্জ-অস্নন্ কৃৎ যোগস্। নঞ-তৎ। অস-মাধি। নঞ-বহুব্রী। যোগহীন। সমাধিহীন।

। *। অধ্যাক্ষিযুক্তি ভুক্তিভাঃ কৃচ্। উণ্ ৪। ২১৫।

অঞ্চ অঙ্ক যুক্ত ভুক্ত ধাতুর উত্তর অস্নন্ প্রত্যয় হয় এবং অঞ্চ ধাতুর চ স্থানে ক আর অঙ্ক যুক্ত ভুক্ত ধাতুর জ স্থানে গ হইয়া থাকে। (যোগঃ সমাধিঃ। উচ্ছলদত্ত)। অয়োণ্ডল। অয়োণ্ডড় (পুং) অয়স্য নির্মিতো গুলঃ গুটিকা। শাক० তৎ। লোহার গুল। লৌহময় গুটিকা। লোহার বাঁটুল। (এখানে লকার স্থানে বিকরে ড হইয়াছে)।

অয়োগু (পুং) অয়ো লৌহবিকারং গচ্ছতি অয়স্-গম-উঙ-মলোপঃ। কশ্মকার। অয়স্বার। যে সর্ষদা লোহা নাড়া চাড়া করে। [অগ্রেণ শব্দে স্বত্ব দেখ]।

অযোগ্য (ত্রি) যুজ্যতে য্জ-ণ্যৎ যোগ্যস্। নঞ-তৎ। যোগ্য নহে। অনর্হ। অহুচিত।

অয়োগ্র (পুং) অয়োগ্রে মুখে যন্ত। মুষল। ঢেঁকীর মোনা। ঢেঁকীর মোনার মুখে লোহার গুলা লাগান থাকে বলিয়া উহার ঐ নাম হইয়াছে। (অয়োগ্রঃ মুষলো-ইদ্রী স্তাৎ। অমর)।

অয়োগমন (পুং) অয়ো হত্বতে হনেন অয়স্-হন্-করণে-অপ্ ঘনাদেশশ্চ। লৌহ মূলগর। হাতুড়ী। *। করণেহয়োবি দ্রঘু। পা ৩। ৩। ৮২। অয়স্ বি ক্র এই তিন উপপদের পরস্থিত হন ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে অপ্ প্রত্যয় হয় এবং হন স্থানে ঘন আদেশ হইয়া থাকে।

অয়োজাল (ক্লী) অয়োবিকারঃ জালস্। মধ্যপদলোপী কথ্য। লৌহ নির্মিত জাল। (ত্রি) অয় ইব হৃর্ভেদ্যং জালং মায়। যন্ত। বহুব্রী। হৃর্ভেদ্য কপট অনুরাদি। বাহাদের কপটতা খণ্ডন করা যায় না।

অয়োদণ্ড (ত্রি) অয়োমদ্রী দণ্ডো অগ্রধারা যন্ত। বহুব্রী ধোণে হ্রস্বঃ। যে রথের চক্রের অগ্রভাগ লৌহময়। যে রথের চাকার উপরে লৌহার বেড় থাকে।

অয়োদতী (ত্রি) অয় ইব কঠিনা দত্তা যন্তাঃ। বহুব্রী সংজ্ঞায়াং দত্তস্ত দদাদেশঃ। লৌহময় কঠিন দত্ত যুক্ত

রাক্ষসী।

বৈদিক ভাষার সকল লিঙ্গেই সমাসান্ত বহুব্রীহি সমাসে দন্ত শব্দ স্থানে দন্ত আদেশ হইতে পারে। কিন্তু লৌকিক ভাষায় কেবল ক্রীলিঙ্গে সংজ্ঞাবিশয়ে দন্ত আদেশ হয়। *। ছন্দসি চ। পা ৫।৪।১৪২। *। স্ত্রিয়াম সংজ্ঞারাম্। পা ৫।৪।১৪৩। এখানে দন্ত ইহার ঋকার ক্রীলিঙ্গে ভীপ্ বিধানের নিমিত্ত গৃহীত হইয়াছে। ঋরেভ্যো ভীপ্ ইতি।

অযোধ্য (ত্রি) বোদ্ধুং শকাং যুধ-ণ্যৎ। নঞ-তৎ। যুদ্ধ করিতে অশকা। তাহার সঙ্গে কিছা যেখানকার লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসাধ্য।

অযোধ্যা (স্ত্রী) সূর্য্যবংশীয় রাজগণের রাজধানী। এখানকার রাজাদিগকে যুদ্ধে কেহ পরাস্ত করিতে পারিত না, তজ্জন্ত তাঁহাদের রাজধানীকে লোকে অযোধ্যা কহে।

অযোধ্যা প্রদেশ বা আউধ। পূর্বে এই প্রদেশ কোশল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার উত্তর পূর্ব দিকে নেপাল রাজ্য; উত্তর পশ্চিম দিকে রোহিলখণ্ড; দক্ষিণ পশ্চিমে গঙ্গা; পূর্বদিকে বস্তি এবং দক্ষিণ পূর্বদিকে বারাণসী বিভাগ। অযোধ্যাপুরী কোশলের প্রাচীন রাজধানী। মুসলমানদের সময়ে লঙ্কো নগরে রাজধানী ছিল।

অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যে চারিটা প্রধান বিভাগ আছে। যথা,—লঙ্কো, সীতাপুর, কৈক্যবাদ এবং রায়বেরিলী। লঙ্কো বিভাগের অন্তর্গত আবার তিনটা উপবিভাগ আছে; লঙ্কো, উনাও এবং বারবাকি। সীতাপুরের অন্তর্গত তিনটা উপবিভাগ; সীতাপুর, হর্দই এবং খেরী। রায়বেরিলীর অন্তর্গতও তিনটা উপবিভাগ; রায়বেরিলী, সুলতানপুর এবং প্রতাপগড়। সমস্ত আউধ প্রদেশের পরিমাণ প্রায় ২৩,৯৯২ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ১১,২২০,২৩২। এখানকার জালুকদারেরা প্রতিবৎসর গড়গমেন্টকে প্রায় ১০,০০০, ০০০ টাকা রাজস্ব দিয়া থাকেন।

অতি প্রাচীনকালেই ভারতবর্ষের মধ্যে অযোধ্যা অতি প্রসিদ্ধ স্থান হইয়াছিল। সূর্য্যবংশীয় নৃপতিরা এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। রামায়ণে লিখিত আছে যে, শ্রবঃ মহু অযোধ্যাপুরী নির্মাণ করেন। ইহার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ১২যোজন এবং প্রস্থে ২যোজন। মহাকবি বাম্বীকি এই নগরী যে রূপে বর্ণনা করিয়াছেন; তাহা

পড়িয়া বোধ হয় সে সময়ে অযোধ্যা রাজধানী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ এবং ঋষিরা শিষ্যদিগকে বিদ্যাভ্যয়ন করাইতেন, শিল্পীরা নানা প্রকার শিল্প-কার্য্য করিত, নানা দেশ হইতে বণিকেরা আসিয়া পণ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতেন। এখন যেমন কলিকাতা প্রভৃতি নগরের রাজপথে প্রত্যহ জল ছড়াইয়া দেওয়া হয়, পূর্বে অযোধ্যা নগরীতেও এই নিয়ম চলিত ছিল। মহু হইতে এক শত বার পুরুষ এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর রাজা সুমিত্র অযোধ্যাপুরী পরিত্যাগ করেন। সুমিত্র অযোধ্যা নগরী পরিত্যাগ করিলে সমস্ত অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া গেল, ক্রমে চারিদিক জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সূর্য্যবংশীয়েরা অযোধ্যা পরিত্যাগ করিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত এখানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ প্রাচুর্য্য হইয়াছিল। তাহার পর বিক্রমাজিৎ নামে জনৈক রাজা এখানকার জঙ্গল কাটাইয়া রামায়ণের লুপ্ত কৃতি উদ্ধার করিতে লাগিলেন। আমাদের শাস্ত্রে অযোধ্যাকে মোক্ষদায়িকা পুরী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (অযোধ্যা মধুরা ময়া কাশী কাশী অবস্তিতা। পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা)। অযোধ্যার এরূপ মাহাত্ম্য দেখিয়া বোধ হয় বিক্রমাজিৎ এই পুরীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি সরযু নদীর স্থান নির্দেশ করেন। তাহার পর তিনি নাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির উদ্ধার করিলেন। বৌদ্ধ বিপ্লবের সময়ে এই মন্দির বিনষ্ট হয় নাই।

কথিত আছে বিক্রমাজিৎ রাজা অযোধ্যায় ৩৬০টা দেবালয় নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন ৪২ টা মন্দিরের অধিক বিদ্যমান নাই। অযোধ্যার প্রাচীন লোকেরা এই রূপ গল্প করেন যে, মুসলমান সম্রাটদের রাজত্বকালে এখানে তিনটা বৈ প্রাসাদ মন্দির ছিল না। তাই বোধ হইতেছে অজ্ঞাত মন্দিরগুলি অধিক প্রাচীন নহে।

অযোধ্যার মধ্যে রামকোট বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থান। কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র এই স্থানে হুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই হুর্গের চারি দিকে বিশটা বুরুজ ছিল। হুম্মান, সুগ্রীব, জাম্ববান প্রভৃতি সেনাপতিরা সেই বুরুজের উপরে থাকিয়া নগর রক্ষা করিতেন। হুর্গের ভিতরে ৮টা রাজ প্রাসাদ ছিল।

অযোধ্যায় গেলে এখন আমরা রামলীলার অনেক

গুলি বিবরণ দেখিতে পাই। পাণ্ডারা সন্ধে সন্ধে গিয়া বাত্মীদিগকে সেই সকল বিবরণ বুঝাইয়া দেয়। রাম ভূভার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই জন্মস্থান এখনও রহিয়াছে। এখানে কোন মূর্তি নাই; কেবল শ্রীরামচন্দ্রের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-অঙ্কিত পাদপদ্মের চিহ্ন পড়িয়া আছে।

জন্ম স্থানের কাছেই মুসলমান সম্রাটের এক বৃহৎ মসিদ। ১৫২৮ খৃঃ অব্দে বাবর এই ধানে মগরা করিতে আসিয়া কিছু দিন অবস্থিতি করেন। সেই সময়ে এই মসিদ নির্মাণ করা হয়। মসিদের গায়ে দুই খানি পাথরে ৯৩৫ হিজরি (১৫২৮ খৃঃ অব্দ) খোদিত আছে। এই মসিদ নির্মাণ করিবার জন্ত অনেক দেবালয়ের প্রস্তরাদি খুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। জন্ম স্থানের মন্দির কষ্টী পাথরে নির্মিত ছিল। বাবরের মসিদে তাহার কয়েকটা স্তম্ভ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। উক্ত মসিদ নির্মাণ করা হইলে দিন কতক হিন্দু মুসলমানের সন্ধে অত্যন্ত বিরোধ চলিয়াছিল। তাহার পর অযোধ্যা ইংরাজদের অধিকারে আসিল। সেই অবধি জন্ম স্থান ও মসিদের মধ্যে রেল দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং হিন্দু মুসলমানে আর বিরোধ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

স্বর্গদ্বার এবং রাম সীতার স্থানেও দুইটা মসিদ আছে। স্বর্গদ্বারের মসিদ অরঙ্গজিব নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু রামসীতার নিকটবর্তী মসিদ কোন সময়ে নির্মিত হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। স্বর্গদ্বারের এখন অতিশয় ভগ্নাবস্থা। দুই শত বৎসর হইল কালুর রাজা রাম সীতার মন্দিরের সংস্কার করাইয়াছিলেন, তাহার পর ইহার প্রতি অহল্যা বাইয়ের দৃষ্টি পড়ে। অহল্যা বাই, ইন্দোরের হুদার যশোবন্ত রাওয়ের পত্নী। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে রাম সীতার নিকটবর্তী ঘাট তিনিই বাধাইয়া দিয়াছিলেন। এখনও এই দেবালয়ের ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত ইন্দোর হইতে প্রতিবৎসর ২০১ টাকা বৃত্তি আদায় হইয়া থাকে।

রামচরিতের অন্তান্ত মূর্তিও অনেক স্থানে গঠিত আছে। কোথাও তপোবন হইতে বিখ্যাত অশ্বি আসিয়া পাড়াইয়া আছেন। কোন ধানে রত্ন শালায় সীতাদেবী রত্ন-প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এখনও বেলন প্রভৃতি পড়িয়া আছে। কোনখানে দশরথ রাজা; কাছে কৈকেয়ী, অতিমান করিয়া শুইয়া আছেন।

রামকে বনে পাঠাইয়া প্রাণের পুত্র ভরতকে রাজা করিবেন, তাই দুইটা বর চাহিবার জন্ত চকু হল হল করিয়া রহিয়াছেন। প্রতিমূর্তি গুলির গড়ন ভাল নয়, তাহাতে শিল্পনৈপুণ্য নাই, তবু এই কঠিন স্থানে আসিলে অযোধ্যার সেই পূর্ব শোকের দিন আকণ্ঠে জাগিয়া উঠে। অশ্বমেধ যজ্ঞের অহুতান হইল, কিন্তু সীতা তখন বনবাসে; সত্বীক না হইলেও যজ্ঞের সঙ্কর হয় না; তাই রামচন্দ্র কনকসীতা গড়াইয়া যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন। পাণ্ডারা এখনও ত্রেতাযুগের সেই কনকসীতা দেখাইয়া দেয়। এই ধানেই পূর্বের উল্লিখিত একটা মসিদ আছে।

রাম নিজে রাজা হইলেন। কিন্তু হুম্মান রামের প্রধান অমুচর; প্রাণ সমর্পণ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিল। তাই উক্তবৎসল রামচন্দ্র মহাবীর হুম্মানকেও রাজা করিয়াছিলেন। একস্থানে সেই অপূর্ণ দৃশ্য আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। হুম্মান রাজবেশে উপবিষ্ট, মাথায় রাজমুকুট, পাশে রাজ অস্ত্রের উপর চামর ব্যজন হইতেছে।

অযোধ্যার প্রবেশ করিলেই নিকটে মণিপর্কত। লক্ষণ শক্তিশেলে পড়িলে হুম্মান বিশল্যকরণী আনিতে গিয়াছিল। কিন্তু সে বানর জাতি, বিশল্যকরণী কেমন তাহা জানে না, তাই সমস্ত গন্ধমাদন পর্কত মাথায় করিয়া শূন্যপথে আসিতে লাগিল। অযোধ্যার উপরে আসিলে ভরত না জানিয়া তাহাকে বাণাঘাত করেন। তীক্ষ্ণ শরের আঘাতে ব্যথিত হইয়া হুম্মান ভূমিতে পড়িয়া যায়, তাহাতে না কি গন্ধমাদনের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই মণিপর্কত সেই ভগ্নাংশ পড়িয়া আছে।

মণিপর্কত অন্যান্য ৪৪ হাত উচ্চ। ইহা তাক্কা ইট ও কাঁকরে পরিপূর্ণ। তাই বোধ হয় অট্টালিকার ইট পাথর ও কাঁকর ফেলিয়া এই পর্কত নির্মাণ করা হইয়াছে। এই স্থানের নিয়ে একবার একখানি কলক পাওয়া গিয়াছিল। তাহাতে এই রূপ খোদিত ছিল যে, মগধ রাজবংশের নন্দবর্দ্ধন নামক জনৈক রাজা মণিপর্কত নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

সুগ্রীবপর্কত এবং কুবেরপর্কত নামে আরও দুইটা স্থাপ আছে। সুগ্রীব পর্কত প্রায় ৬ হাত উচ্চ এবং কুবের পর্কত প্রায় ১৪ হাত উচ্চ। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এ গুলি বৌদ্ধদিগের স্থাপ হইবে

পারে।

সরযুক্ষে অনেক গুলি ঘাট, কিন্তু সকল গুলি বাধান নহে। রামঘাট, ডরতঘাট, লক্ষণঘাট, শত্রুঘ্নেরঘাট, এই রূপ এক একটা ঘাটের এক একটা নাম। এ সকল ঘাটে পূর্ব কৃতি কিছুই নাই। রামের ঘাটে এখন ধোবারা কাপড় কাচিতেছে। গুপ্তঘাটে একটা স্নান আছে। পাণ্ডুরা বলে, ঐ স্নান দিয়া রামচন্দ্র সরযু-জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। স্বর্গঘাট পাকা করিয়া বাধান। উপরে মনোহর বৃক্ষশ্রেণী। বাত্রীরা এইখানে স্নান দান ও ভোজ্যাদি উৎসর্গ করেন। বর্ষরা হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরে কর্ণালগঞ্জের কাছে অগস্ত্য মুনির সমাধি স্থান।

অযোধ্যায় সাত সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবের সাতটি মঠ আছে। প্রত্যেক মঠে এক এক জন মহাস্ত্র ও তাঁহাদের চেলা অবস্থিত করেন।

হুম্মান গড়ে নির্ঝাঙ্গী সম্প্রদায়ের মঠ। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—কৃষ্ণদাসী তুলসীদাসী, মণিরামী এবং জানকীশরণদাসী। নির্ঝাঙ্গী আখড়ায় প্রায় ছয় শত চেলা আছে, তাহার মধ্যে প্রায় তিন শত চেলা সর্বদা উপস্থিত থাকে।

রামঘাটে এবং গুপ্তঘাটে নির্ঝাঙ্গী সম্প্রদায় বৈষ্ণব-দিগের আখড়া। কথিত আছে, প্রায় দুই শত বৎসর অতীত হইল জয়পুর হইতে গোবিন্দদাস নামে জনৈক বৈরাগী কতকগুলি নিষ্কর ভূমি পাইয়া অযোধ্যার রামঘাটে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পর গুপ্তঘাটেও আর একটা আখড়া স্থাপিত হয়। বত্তি, মক্কপুর এবং খুর্দাবাদে এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের নিষ্কর ভূমি আছে।

দিগম্বরী আর একটা সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। প্রায় দুই শত বৎসর অতীত হইল শ্রীবলরাম দাস অযোধ্যায় আসিয়া এই মঠ সংস্থাপন করেন। এই আখড়ায় ১৪। ১৫ জনের অধিক চেলা থাকে না। ইহাদেরও নিষ্কর ভূমি আছে।

সুজা-উ-দৌলার শাসনকালে দয়্যারাম নামে জনৈক ব্যক্তি চিত্রকূট হইতে আসিয়া থাকী সম্প্রদায় বৈষ্ণব-দের আখড়া স্থাপন করেন। প্রবাদ আছে, লক্ষণ বনে যাইবার সময়ে সর্কাজে ভ্রম্য মাথিয়া রামের অহুগমন করিয়াছিলেন। তাই থাকী বৈরাগীরা সর্কাজে ভ্রম্য মাথিয়া থাকে। এই আখড়ায় প্রায় ১৮০ জন চেলা আছে। তাহার মধ্যে প্রায় ৫০ জন চেলা সর্বদা উপ-

স্থিত থাকে।

মহানির্ঝাঙ্গী সম্প্রদায়ের আখড়াও সুজা-উ-দৌলার শাসনকালে স্থাপিত হয়। পুরুষোত্তমদাস মহাস্ত্র কোটা-বন্দী হইতে আসিয়া এই আখড়া স্থাপন করেন। এই আখড়ায় প্রায় পঁচিশজন চেলা আছে। তাহার একলেই প্রায় তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

মন্সর আলিখার শাসনকালে রতিরাম নামে জনৈক মহাস্ত্র জয়পুর হইতে আসিয়া সন্তোষী সম্প্রদায়ের মঠ স্থাপন করেন। কিন্তু দুই জন মহাস্ত্রের পরে বৈরাগীরা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, আখড়াও ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পর নিধিসিংহ নামক জনৈক ধনবান ব্যক্তি পুরাতন মঠের স্থান নির্দিষ্ট করিয়া একটা মন্দির স্থাপন করিলেন। অবশেষে কুশলদাস নামে জনৈক সন্তোষী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব আসিয়া একটা অশোক বৃক্ষের নূলে বাস করিতেন। সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মহাস্ত্রের মৃত্যু হইলে রামকৃষ্ণ তথায় বর্তমান মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

সুজা-উ-দৌলার শাসন কালে শ্রীবীরমল দাস কোটা হইতে আসিয়া নিরালম্বী সম্প্রদায়ের মঠ স্থাপন করেন। কিন্তু কিছু দিন পরে এই আখড়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তাহার পর নুসিংহ দাস নামে আর এক জন বৈরাগী আসিয়া বর্তমান মন্দির সংস্থাপন করেন।

অযোধ্যা পুরী স্থাপিত হইলে পর এখানে অনেক রাজবিপ্লব ও ধর্মবিপ্লব হইয়া গিয়াছে। উপরে বিক্রমাজিৎ রাজার বিষয় কথিত হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি নাকি আশি বৎসর অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে সমুদ্র পাল নামক জনৈক যোগী অভিচার মন্ত্রদ্বারা তাঁহার প্রাণাশ্বাকে উড়াইয়া দিলেন। প্রাণবায়ু দেহ ছাড়িয়া গেল, তখন সিন্ধুযোগী সেই মৃতশরীরে নিজে প্রবেশ করিলেন। এই যোগীর সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত নাকি অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বকাল যে রূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা আদৌ বিশ্বাস করা যায় না। প্রবাদ আছে, ছয় শত তেতাশি বৎসর পর্যন্ত অযোধ্যায় সমুদ্র পালদিগের আধিপত্য ছিল। অন্ততঃ হিলাব করিলে প্রত্যেক রাজার রাজত্বকাল ৯১ বৎসরেরও অধিক হইয়া পড়ে।

কোশলের মধ্যে শ্রাবস্তী আর একটা প্রাচীন এলিঙ্গ স্থান। ইক্ষাকু হইতে অষ্টম পুরুষ পরে বৃক্ণাশ্বের পুত্র

শ্রাবস্ত রাজা এই নগর স্থাপন করেন। অনেক দিন পর্যন্ত এখানে বৌদ্ধ ধর্মের অহুশীলন হইয়াছিল।

কশিণবস্তিতে শাকা মুনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর অযোধ্যার আসিয়া তিনি ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। খৃষ্ট ৫৫০ বৎসর পূর্বে কালীনগরে তিনি নির্মাণ মুক্তি লাভ করেন।

৪০০ খৃঃ অব্দে চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান শ্রাবস্তীতে আসিয়াছিলেন। তখন নগরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, প্রাচীরের ভিতরে ভাস্কর্য মন্দির ও অট্টালিকা রাশি হইয়া পড়িয়া আছে। কয়েক জন দরিদ্র সন্ন্যাসী ভিন্ন নগরে আর কেহই নাই। তাহার পর সপ্তম শতাব্দীতে হুয়ঙ্-সিয়াঙ্ অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন। আসিয়া দেখেন, তখনও প্রায় বিশটি বৌদ্ধ মন্দির আছে। সেই মন্দিরে প্রায় তিন হাজার মহাস্ত বাস করেন। সে সময়ে ব্রাহ্মণদেরও প্রায় বিশটি মন্দির বিদ্যমান ছিল। হুয়ঙ্-সিয়াঙ্ অযোধ্যাকে অযুত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অযোধ্যায় ছয়টি জৈন মন্দির আছে। আদিনাথ জৈনদিগের প্রথম তীর্থঙ্কর। এই অযোধ্যা নগরীই তাঁহার জন্ম স্থান। ১৬০ খৃঃ অব্দে আবু পূর্বতে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বর্গদ্বারের কাছে মুরই-তোলার একটা জুপের উপরে তাঁহার মন্দির আছে। মন্দিরের কাছে মুসলমানদের অনেকগুলি কবর এবং একটা মসিদও আছে। দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর অজিতনাথ। ইনিও অযোধ্যায় জন্ম গ্রহণ করিয়া পারশ্বনাথে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। ইতোয়ার সরোবরের পশ্চিম ধারে ইহার মন্দির স্থাপিত আছে। অভিনন্দননাথ জৈনদিগের চতুর্থ তীর্থঙ্কর। ইনিও অযোধ্যায় জন্ম গ্রহণ করিয়া পারশ্বনাথে দেহত্যাগ করেন। অযোধ্যায় সরাইয়ের নিকটে ইহার মন্দির আছে। ষষ্ঠ তীর্থঙ্করের নাম স্মস্তনাথ। চতুর্দশ অনন্তনাথ। অযোধ্যানগর ইহাদের সকলেরই জন্মস্থান এবং ইহারা সকলেই পারশ্বনাথে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। রামকোটের ভিতরে স্মস্তনাথের মন্দির। অনন্তনাথের মন্দির গোলাঘাট নালার ধারে স্থাপিত আছে। এই পাঁচটি দিগ্বর জৈনদিগের মন্দির। এতদ্ভিন্ন শেতাশ্বর জৈনদিগেরও একটা মন্দির আছে। জৈন মন্দির গুলি অধিক প্রাচীন নয়।

দর্শন সিংহের মন্দিরে একটা রক্তবর্ণ পাথরের মহা-

দেব আছেন। নন্দীনা মন্দির প্রস্তর দিয়া সেই দেবমূর্তি খোদিত করা হইয়াছে। মন্দিরটা চুণারের পাথরে নির্মিত। এইখানে একটা বৃহদাকার ঘণ্টা আছে। সেই ঘণ্টা বাজাইলে তাহার গভীর নাদে চারিদিকে প্রতিধ্বনি হইতে থাকে। রাজা দর্শন সিংহ এই রূপ একটা বড় ঘণ্টা প্রস্তুত করিবার জন্য নেপালের কারিকরদের কাছে বোক পাঠাইয়া দেন। ঘণ্টা প্রস্তুত হইল। কিন্তু নেপাল হইতে অযোধ্যায় আনিবার সময়ে পথে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। স্মৃতরাং নেপালের নমুনা দেখিয়া বর্তমান ঘণ্টাটি অযোধ্যাতেই ঢালাই করা হয়।

মণিপূর্বতের কাছে দুইটা কবর আছে। মুসলমানেরা বলেন যে, ঐ কবরে সেখ এবং জব পৈগম্বর সমাহিত আছেন। পূর্বে এইখানে গণেশ কুণ্ড নামে একটা কূপ ছিল। এখানে সোমগিরি নামে দুইটা ছোট ছোট স্তূপ আছে। সোমগিরি কি, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত কিছুই জানিবার উপায় নাই। এখান হইতে অর্দ্ধ কোশ দূরে আর একটা কবর দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানে এক জন দরবেশী সন্ন্যাসী থাকেন। তিনি বলেন যে, ইহাই বাইবেলের উল্লিখিত নোয়ার সমাধিস্থান। মহাবীর সিকন্দর রুমী (আলেকজান্দার) এই কবর নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

বহু বেগমের কবরও একটা উৎকৃষ্ট স্থান। বহু বেগম এবং অযোধ্যায় নবাব ইংরাজ গভর্ণমেন্টের সঙ্গে এই রূপ বন্দবস্ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সম্পত্তি হইতে তিন লক্ষ টাকা কবর নির্মাণ করাইবার নিমিত্ত পৃথক রাখা হইবে। তন্নিমিত্ত ঐ গোরস্থানে যে সকল দাস দাসী থাকিবে ও অতিথি ফকির আসিবে, তাহাদের ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত তাঁহার জমিদারী হইতে বার্ষিক দশ হাজার টাকা নির্দিষ্ট থাকিল। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে বেগমের মৃত্যু হয়। কবরের কার্য আরম্ভ হইল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে অনেক বিষ বিপত্তি ঘটিয়াছিল। শেষে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পর কবর সম্পূর্ণ হয়। সম্পত্তি এখানকার ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত গভর্ণমেন্ট বার্ষিক ৪৮০০ টাকা দেন এবং কবরের লঙ্কারের নিমিত্ত ১০০০ টাকা গচ্ছিত রাখেন।

অযোধ্যায় এখন সর্বসমেত ৯৬ টি মন্দির আছে; তাহার মধ্যে ৩৩টি বিষ্ণুমন্দির এবং ৩৩টি শিব মন্দির। এতদ্ভিন্ন মুসলমানদের ৩৬টি মসিদ আছে। প্রতি বৎসর রামনবমীর সময়ে এখানে মেলা হইয়া থাকে।

সেই মেলায় অনুম ৫০০,০০০ লোকের সমাগম হয়।

অতি প্রাচীন কাল হইতে অনেক রাজবিশ্ববের পর ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে অযোধ্যা ইংরাজ অধিকৃত হইয়াছে। সর্ব প্রথমে সূর্যবংশীয় রাজারা এইখানে রাজত্ব করিতেন। তাহার পর শ্রাবস্তীর রাজারা অনেক দিন পর্যন্ত এই নগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচুর্য কালে রাজা অশোকের এখানে বিশেষ আধিপত্য ছিল। কাম্বীরের রাজা মেঘবাহনের সময়ে অযোধ্যা তাঁহার অধীনে ছিল, এ রূপ অনেক জনপ্রবাদ আছে। বিক্রমাজিৎ মেঘবাহনকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া রামচরিতের লুপ্তকৃতি উদ্ধার করেন। বিক্রমাজিৎের পরে সমুদ্র পালবংশীয়েরা ৬৪৩ বৎসর এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর অযোধ্যা নগরী পুনর্বার জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়।

খৃষ্ট ষষ্ঠ শতাব্দীতে থাক নামে এক অসভ্যজাতি হিমালয় পর্বত হইতে আসিয়া অযোধ্যার জঙ্গল পরিষ্কার করিতে লাগিল। কিন্তু বোধ হয়, কৃষিকার্য্য ভিন্ন ইহাদের অন্য উদ্দেশ্য ছিল না। তাই রাজ্য বিস্তার করিবার নিমিত্ত তাহারা কখন যত্ন করে নাই। এক শত বৎসর স্বখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল। তাহার পর উত্তর পশ্চিম দিক হইতে সোমবংশের রাজারা আসিয়া থাক দিগকে অযোধ্যা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। সোমবংশীয়েরা জৈন মতাবলম্বী। একাদশ শতাব্দীর শেষে কণোজের রাজা চন্দ্রদেব, চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগকে দূরীভূত করিয়া অযোধ্যা ও উত্তর কোশল অধিকার করিলেন। তাহার পর অযোধ্যাপুরী ভড় নামক এক অসভ্য জাতির হাতে আসিয়া পড়ে। ভড়েরাও জৈনমতাবলম্বী ছিল।

১১৯৪ খৃঃ অব্দে শাহা-উদ্দিন ঘোরী কণোজ জয় করিয়া অযোধ্যা লুণ্ঠ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে বহুকালের প্রাচীন আর্য্য রাজধানী যবন অধিকার ভুক্ত হয়। [অযোধ্যার মুসলমান রাজাদের বিবরণ লক্ষ্যে শব্দ দেখ]।

অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যে গঙ্গা, গৌমতী, ঘর্ঘরা এবং রাণ্ডি এই চারিটা নদীই প্রসিদ্ধ। এখানে অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ আছে। এখানকার মৃত্তিকা বিলক্ষণ উর্বরা। কিন্তু আজি কালি অনেক স্থান উষ্মভূমি হইয়া বাইতেছে। যব, গম, ছোলা, ভুট্টা, ভিল, সরিষা, বঙ্গরা, নানাবিধ ডাউল, ইক্ষু, তামাকু, নীল, কাগস,

সোরা, আত্র প্রভৃতি নানা প্রকার ফল এখানে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্বে এখানে অপরিাপ্ত লবণ প্রস্তুত হইত। এখন গভর্ণমেন্ট কর্তৃক তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্বে এখানে বনহতী, মহিষ, বাঘ, শূকর প্রভৃতি বস্ত্র পশু অত্যন্ত উপদ্রব করিত। এখন আর প্রায় তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু নীলগাই, হরিণ এবং ময়ূর উষ্ম ভূমিতে পালে পালে চরিয়া বেড়ায় এবং মধ্যে মধ্যে কৃষকের ক্ষেত্রে আসিয়া উপদ্রব করে। বৃন্দাবনের মত অযোধ্যাপুরীর ভিতরেও অসংখ্য বানর। রাজীরা তাহাদিগকে ছোলা ও লাড়ু খাইতে দেন।

অযোধ্যার অন্তর্গত ধররাগড়ের সালকাঠ অত্যন্ত বিখ্যাত। ঐ সালবন গভর্ণমেন্টের অধিকারে আছে। গভর্ণমেন্টের লোকে সাল গাছ কাটিয়া ঘর্ঘরা নদীতে মাড় বাঁধে। তাহার পর জল দিয়া ভাসাইয়া বাহারাম-ঘাটে লইয়া আসে। এইখানে সেই সকল কাঠ কলে চেরাই করা হয়। অযোধ্যার মধ্যে বিস্তর মৌল ও শিশম বৃক্ষও জন্মে।

অযোধ্যারাম (আজু গোসাঁই)। অযোধ্যারাম গোস্বামীর নিবাস হালিসহরে। তাঁহার পিতার নাম রামরাম গোস্বামী। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। আজু গোসাঁই তেমন প্রসিদ্ধ লোক নহেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র একটু কৌতুকাবহ বটে। তিনি কতকটা পাগলের মত ছিলেন; কিন্তু সেই পাগলামীর ভিতরে একটু কবিত্বশক্তি ছিল। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনও হালিসহর নিবাসী; অতএব উভয়েই এক গ্রামের লোক। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র হালিসহরে আসিলে দুই জনকে আপনার কাছে ডাকাইয়া কৌতুক দেখিতেন। রামপ্রসাদ কোন গান রচনা করিলে আজু গোসাঁই বিক্রপ করিয়া সেই গানের উত্তর দিতেন। রামপ্রসাদের একটা গানে আছে—

ভ্রামা ভাব সাগরে ডোব নারে মন,

কেন আর বেড়াও ভেসে। ইত্যাদি।

আজু গোসাঁই কৃষ্ণচন্দ্র রাজার সম্মুখে উত্তর দিলেন,—

একে তোমার কোপো নাড়ী,

ডুব দিও না বাড়াবাড়ি,

হলে পরে জরজাড়ি,

বেতে হবে যমের বাড়ী।

রামপ্রসাদের কালীকীর্তনে লিখিত আছে,—

গিরিশ গৃহিণী গৌরী গোপবধু বেশ ।

কবিত কাকন কান্তি প্রথম বয়েস ।

সুৰভির পরিবার সহস্রেক দেখু ।

পাতাল হইতে উঠে গুনি মার বেণু ।

আজু গোলাই বিজ্ঞপ করিয়া ইহার উত্তর দিয়া-
ছিলেন,—

না জানে পরম তব্ব, কাঁটালের আমসব্ব

মেয়ে হয়ে দেখু কি চরায় রে ।

তা যদি হইত, যশোদা বাইত,

গোপালে কি পাঠায় রে ?

রামপ্রসাদ সেন ও আজু গোলাইয়ের মধ্যে এই
রূপ বাক্‌চাতুরীর অনেক গল্প আছে। অযোধ্যারাম
নামে আরও একজন ব্যক্তি সত্যনারায়ণের কথা রচনা
করিয়াছিলেন। তিনি তাদৃশ প্রসিদ্ধ নহেন।

অযোধ্যাকাণ্ড (ক্রী) অযোধ্যায়া স্তনগরী বৃন্তাস্ত বিবৃতে:
কাণ্ডঃ বর্গঃ । ৬-তং । তাদৃশ্যঃ কাণ্ডঃ বর্গো যশ্মিন্
পুস্তকে । বহুব্রী বা । সপ্ত কাণ্ড রামায়ণের দ্বিতীয় কাণ্ড ।
ইহাতে রামের রাজ্যাভিষেক প্রস্তাব হইতে অত্রিমুনির
আশ্রমে গমন পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

অযোনি (ক্রী) ব্যুতে মিশ্রাতে শুক্র শোণিতাদি কারণ
সামগ্রী অনরা অস্ত্রাঃ বা যু-মিশ্রণে (বহিঃশ্রিঃ শ্রু যুক্র মা
হা স্বরিত্যো নিং । উৎ ৪৫১) ইতি নি যোনিঃ । নঞ-
তং । যোনি ভিন্ন অস্ত্র স্থান । (ক্রি) নাস্তি যোনিরূপ-
পত্তি স্থানং যন্ত । নঞ বহুব্রী । অজন্ত । নিত্য ।

অযোনিক (ক্রি) ন আয়াতা যোনির্ঘট । নঞ বহুব্রী
কপ্ । বাহার উৎপত্তির কারণ কথিত হয় নাই তাদৃশ
গ্রহরূপ যজ্ঞপাত্র বিশেষ ।

অযোনিজ (ক্রি) ন যোনেজায়তে জন-ড । ৫-তং ।
যোনি হইতে বাহ্য জন্মে নাই । শুক্র শোণিত ব্যতি-
রেকে উৎপন্ন । ব্রহ্মার মানস জাত মনু নারদাদি ।
বাহ্য আপনি উৎপন্ন হয় । (ক্রী) টাপ্ । অযোনিজা ।
নীতা । আদ্যাশক্তি । শ্রোপদী ।

অয়োময় (ক্রি) অয়সো বিকারঃ বিকারে ময়ট্ । লৌহ-
বিকার জাত অস্ত্রাদি ।

অয়োমল (ক্রী) অয়সো মলমিব । ৬-তং । লৌহকিটু ।
মণ্ডুর । লোহার গু । লোহা পোড়াইলে কামার মত যে
বস্তু বাহির হয়, তাহার নাম লোহার গু । ইহার গুণ
লৌহের মত । এক শত বৎসরের লৌহমল উত্তম ।
আশি বৎসরের লৌহমল মধ্যম । ষাট বৎসরের লৌহ

মল অধম ।

অয়োমুখ (ক্রী) অয়োবিকাররূপঃ মুখং যন্ত । লাললাদি ।
(ক্রি) বাহার আগায় লৌহ থাকে ; যেমন টেকীর
মোনা প্রভৃতি । লৌহ তুল্য কঠিন মুখযুক্ত পক্ষী প্রভৃতি ।
(পুং) অমুর বিশেষ ।

অয়োরস (পুং) ৬-তং । লৌহমল । [অয়োমল শব্দ দেখ] ।
অয়োহৃদয় (ক্রি) অয়োবৎ কঠিনঃ হৃদয়ঃ মনো যন্ত ।
বহুব্রী । কঠিন চিত্ত । নির্দয় চিত্ত । দয়াশূন্ত ।

অযান্ (ক্রি) অয়তে গচ্ছতি অয় গতো (সর্গধাতুভ্যো মনিন্ ।
উৎ ৪ । ১৪৪) ইতি কৰ্ত্তরি মনিন্ । গমনকর্তা । অযাতে
গম্যতেহনেন করণে মনিন্ । গমনের সাধন শব্দটাদি ।

অর (পুং) অর্য্যতে গম্যতেহনেন ইয়র্থে ঋচ্ছতের্বা-অপ্ ।
জৈনদিগের অষ্টাদশ তীর্থঙ্কর । জিনদিগের কালচক্রের
দ্বাদশাংশ । অবসর্পিণী কালের ষষ্ঠভাগ । (দশকোটি
কোটিসাগর বর্ষে জিনদিগের এক একটা অবসর্পিণী
কাল হইয়া থাকে) । (ক্রী) চক্রের নেমির অর্থাৎ
গোলবেড়ের ও নাভির মধ্যস্থিত কাঠ । চক্রাদ ।
চাকার পাখী । (ক্রি) শীঘ্র । শীঘ্রগ । (অরং শীঘ্রে চ চক্রাদে
শীঘ্রগে পুনরন্তবৎ । মে) । সংজ্ঞায়াং কন্ অরক—
শৈবাল । পর্পট ।

অরক্ষণী । অরক্ষণীয়া (ক্রী) ন রক্ষতে ন রক্ষিতুং শক্যা
বা রক্ষ-লুট্ অনীয়ন্ বা । নঞ-তং । অবিবাহিতা
দশম বৎসরের অধিক বয়স্কা বালিকা ।

অরক্ষন্ (ক্রি) নাস্তি রক্ষো রক্ষন্তল্যং বাধকং যন্ত । নঞ-
বহুব্রী । বাধক রহিত ।

অরহধ (পুং) পৃ° আকার হ্রস্বঃ । আরথধ বৃক্ষ ।
শোঁখালিগাছ ।

অরঘট (পুং) অরশ্চক্র কাঠবৎ ঘটাদি ঘট্যাতে ঢালাতে
যত্র ঘেন বা । মহাকূপ । ইন্দার । ইন্দারার উপরে
দাঁড়াইয়া জল তুলিবার জন্ত চক্রের মধ্যস্থিত কাঠের
জায় কাঠ বসান থাকে । তাই ইহাকে অরঘট কহে ।

অরং শীঘ্রং ঘট্যাতে অর-ঘট-কর্ষণি ঘঞ্ বা । ইন্দার
বা কূপ হইতে জল তুলিবার কাঠ বিশেষ ।

অরঙ্ক (ক্রি) অলং করোতি অলম্-ক-কিপ্ তুগাগঃ ।
যে অলঙ্কৃত করে । পর্যাপ্তকারী । এখানে লকারের
স্থানে রেক হইয়াছে ।

অরঙ্কত (ক্রি) অলঙ্কৃতেন । অলম্-ক-ক লত রহম্ ।
অলঙ্কৃত । ভূষিত ।

অরঙ্কতি (ক্রী) অলম্-ক-কিন্ লত রঃ । অলঙ্কার । ভূষা ।

অরঙ্গজিব (অউরঙ্গজিব)। ইনি শাজেহানের তৃতীয় পুত্র এবং জাহাঙ্গিরের পৌত্র। ইহার মাতার নাম সুলতানা কুন্হিয়া। মুসলমানী ১১ শ্বেরদ মাসে ১০২৮ হিজরীর (১৬১৮ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে) অরঙ্গজিবের জন্ম হয়। তাঁহার প্রথম নাম মজ্জত। বাল্যকালেই তিনি অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করেন, তাই শাজেহান আদর করিয়া তাঁহাকে অউরঙ্গজিব অর্থাৎ সিংহাসনের আভরণ এই নাম দিয়াছিলেন। এতদ্বিত্তি তিনি নিজের ‘আলা-খাকান’ এই উপাধিও গ্রহণ করেন। আরও দুইটা নাম আছে। অরঙ্গজিব সে দুইটা নামেও জনসমাজে প্রসিদ্ধ। একটা নাম মহীদ্দিন অর্থাৎ ধর্মের উদ্ধারকর্তা। আর একটা নাম আলমগীর অর্থাৎ বিশ্ববিজয়ী। ইনি ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে রাজা হন। ছেচল্লিশ বৎসর রাজত্বের পর প্রায় ৮৯ বৎসর বয়ঃক্রমে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৭০৭ খৃঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

যে অরঙ্গজিবের নাম শুনিলে এখনও মুসলমানদের মহাপ্রাণী কাপিয়া উঠে, হিন্দুদের চক্ষে জলধারা বহিতে থাকে; আজি একশত সাতাত্তর বৎসর হইল তাঁহার নিষ্পন্দ প্রেতশরীর ইলোরার অধিত্যকায় ঘুমাইয়া আছে। শাজেহানের হৃৎশিরত্বের নিমিত্ত সাত বৎসর বরসের সময়ে তিনি, স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা ও সুলজা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদ তাঁহাদের পিতামহ জাহাঙ্গিরের কাছে আবদ্ধ ছিলেন। শাজেহান পুনর্বার পিতার প্রতি অসম্মত করিলে ইহাদের জীবন রক্ষা পাওয়া কঠিন হইত। জাহাঙ্গিরের মৃত্যুর পর দশ বৎসর বয়ঃক্রমে অরঙ্গজিব পিতার কাছে আগরায় ফিরিয়া আসেন।

১৬৩৩ খৃঃ অব্দে বৌদেলায় রাজা জগৎসিংহের সঙ্গে শাজেহানের বিরোধ ঘটে। সে সময়ে অরঙ্গজিবের বয়ঃক্রম চৌদ্দ বৎসরের অধিক নয়। যে শোণিত-পিপাসার তিনি চিরকাল ক্ষুধার্ত সিংহের স্তায় ঘুরিয়া বেড়াইরাছিলেন, আপনার ভ্রাতৃগণকেও অব্যাহতি দেন নাই, এই ধানে সেই দারুণ পশুবৃত্তির সূত্র পাড়। অরঙ্গজিব, দারাবের স্বা নসেরিতেই সঙ্গে বৌদেলায় গেলেন। একাদিক্রমে দুই বৎসর যুদ্ধ হইল। জগৎসিংহ দেখিলেন আর রক্ষা নাই, দিন দিন সমস্ত সৈন্য অসুচরিত্বের সঙ্গে নশ্বদা পায়ের একটা বনের মধ্যে আসিয়া লুপাইলেন।

অখণ্ডে তাঁহার অনেক দূর আসিয়াছিলেন; আহা নাই, নিজা নাই। তাই গৃহে ঘোড়া বাধিয়া সকলে ধূলার উল্লসে উল্লসেন। নিজা আসিল। সেই বনের চারিদিকে অসভ্য লোকের বাস। তাহার কুটারে থাকে, মৃগয়া করিয়া বেড়ায়; পশুচরিত্রের, বনের ফল মূল ও মদ্য মাংস খায়,—তাহাদের রাজভোগ, রাষ্ট্রস্বর্গ্য নাই। বনের ভিতরে ঘোড়ার ডাক শুনিয়া সকলে দেখিতে আসিল। আসিয়া দেখে, গাছে কয়েকটা ঘোড়া বাধা, তাহাদের পিঠে বহুমূল্য সোণা রূপার সাজ। মাটিতেও কয়েক জন সুপুরুষ শুইয়া ঘুমাইতেছেন। তাঁহাদেরও সর্ব্বাঙ্গ মণিমাণিক্যে ভূষিত। নীচলোকের নীচপ্রবৃত্তি,—মনে লোভ আসিয়া জুটিল। লোভেই পাপ; তাহার নিদ্রাবস্থাতেই জগৎসিংহ ও তাঁহার অসুচরিত্বকে বিনষ্ট করিল। কিন্তু পাপের ধন ভোগে আসিল না। অরঙ্গজিব এবং নসেরিত গিয়া সেই দস্যুদিগকে বধ করিলেন। জগৎসিংহের ভাণ্ডারে সোণা রূপা হীরা মুক্তায় ত্রিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ছিল। অরঙ্গজিব সেই সম্পত্তি লইয়া গিয়া পিতার পাদপদ্মে ধরিয়া দিলেন।

জগতে বিজয়-ডঙ্কা বাজিল। অরঙ্গজিব যুদ্ধে পদার্পণ করিলেই সৌভাগ্যলক্ষ্মী আগে আগে পতাকা ধরিয়া চলিতেন। উজ্জ্বল এবং পারস্তেরা সে সময়ের প্রসিদ্ধ রণপণ্ডিত জাতি। অরঙ্গজিব তাহাদিগকে সংগ্রামে পরাস্ত করিলেন। পুত্রের অসাধারণ সাহস ও রণনৈপুণ্য দেখিয়া শাজেহানের আত্মাদের সীমা থাকিল না। কিন্তু দারা জ্যেষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যের অধিকারী। অতএব সত্ৰাট দারাকে অতিক্রম করিয়া অত্কে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে পারিবে না, অরঙ্গজিব তাহা মনে মনে জানিতেন। তদ্বিত্তি দারার প্রতিও তাঁহার আন্তরিক দ্বেহ ছিল। সে কারণ অরঙ্গজিব এই স্থির করিলেন যে, বিশেষ কৌশল না করিলে তাঁহার ভাগ্যে রাজসিংহাসন ঘটিয়া উঠা দুরূহ। তাই বাল্যকাল হইতে তিনি কপট ধার্মিক সাজিয়া থাকিতেন। কিন্তু দারার প্রতি তাঁহার বিশেষ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। নিকটে থাকিলে চক্ষু লব্ধ হয়, তজ্জন্ত সামান্য একটা ছল পাইয়া পিতার অসুচরিত্বকে তিনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশের শাসনকর্তা হইয়া গেলেন। এই ধানে গোলকন্দার রাজার সেনানায়ক নিয়তুয়া আপনার প্রভুকে পরিত্যাগ

করিয়া অরঙ্গজিবের সঙ্গে মিলিত হন। তখন হাইদ্রাবাদ গোলকন্দা রাজের অধিকারে ছিল। অরঙ্গজিব, মিরজুন্নাহকে সঙ্গে লইয়া হাইদ্রাবাদ লুণ্ঠ করিলেন। সমস্ত গোলকন্দা অধিকার করিতেও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এইবার তাঁহার চিরকালের ছরভিসন্ধি পূর্ণ হইবার অবসর আসিল।

সম্রাট শাজেহান পীড়িত; তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন। রাজ্যে পাছে কোন অনিষ্ট ঘটে সে জন্ত দ্বারা সম্রাটের কার্য নিরীহ করিতে লাগিলেন।

সুজা বাদশাহ ছিলেন। তৎকালে তিনি বাদশাহের শাসনকর্তা। জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম্রাট হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার সর্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সমরসজ্জা করিয়া দিল্লির অভিমুখে ছুটিলেন।

অরঙ্গজিব অতিশয় ক্ষুব্ধ, বালক কাল হইতে বাহিরে কপট ধার্মিক সাজিয়া থাকিতেন। এই গোলাযোগের সময়ে তিনি শাস্ত্রপ্রকৃতিতে ধীরে ধীরে আপনার ছরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার উপায় স্থির করিলেন। কনিষ্ঠভ্রাতা মুরাদ তখন গুজরাটের শাসনকর্তা। অরঙ্গজিব তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—‘ভাই? পিতার ত এই আসন্ন মৃত্যুকাল। আমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতার সকলই অলস, ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং বিলাসী। এই বিশাল রাজ্য শাসনে রাখিতে তাঁহার অযোগ্য। আমার নিজের কথা তোমার কিছুই অবদিত নাই। কি করি, পরমশত্রু পিতার অহরোধ, তাই বিষয় কর্ম দেখিতেছি; নতুবা সংসারে তিলান্নকাল স্পৃহা নাই। যাঁহা হউক, এখন সচ্যক্তি এই যে, তোমার হাতে রাজ্যসমর্পণ করিয়া আমি মেকা যাইব। অতএব আইস আমাদের উভয়ের সৈন্ত লইয়া আগ্রাতে যাই’।

খেলের কূচক্রে দেবতার পড়িয়া যান, মানুষ কোন ছার। অরঙ্গজিবের কুহকবাক্যে মুরাদের মন ভুলিয়া গেল। তিনি নরমহাতীরে আসিয়া, অরঙ্গজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। শাজেহানের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, এত দিনে পীড়ার প্রকোপ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। দ্বারা, নিরীহবাদের পিতাকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু সুজা প্রভৃতির সে কথা বিশ্বাস হইল না। তাঁহার বুদ্ধিগেল, লোকে যে আরোগ্যের সংবাদ রটাইছে, সে জনবদমাত্র। ইহার ভিতরে দ্বারার কোন চাতুরী আছে। সুতরাং যুদ্ধ করাই তাঁহারের হৃৎ সঙ্কম।

দ্বারা পূর্বাঙ্কেই সুজার ছরভিসন্ধির সংবাদ পাইয়াছিলেন। সে কারণ আপনার পুত্র সলিমান এবং রাজা জয় সিংহকে প্রয়াগের দিকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু গৃহবিচ্ছেদ ঘটে, সম্রাটের তেমন ইচ্ছা নয়। তজ্জন্ত শাজেহান গোপনে জয়সিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন সুজাকে বুঝাইয়া পুনর্বার বাদশাহ্য পাঠাইয়া দেন। বিরোধে প্রয়োজন নাই। সলিমান এবং জয়সিংহ কানীতে উপস্থিত হইলেন, অপরপারে শাহজা। সম্রাটের আজ্ঞামুতাবে জয়সিংহ তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। ভাই ভাই বিরোধ করিলে রাজ্যের অনিষ্ট ঘটিবে, সুজাও তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি নিরীহবাদের বাদশাহ্য কিরিয়া যাইতেন; কিন্তু সলিমান সহজে ছাড়িবার লোক নহে। তিনি প্রত্যাঘে সৈন্ত সাজাইয়া গঙ্গা পার হইলেন। সুজা তখনও নিদ্রিত। সলিমান সেই নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার তাবু আক্রমণ করিলেন। শাহজা জাগিয়া অনেক ক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন; শেষে পরাস্ত হইয়া মুগ্ধেরে পলায়ন করেন।

এখানে উজ্জয়িনীতে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ ছাউনী করিয়া আছেন। তিনি সম্রাটের পক্ষের সেনানায়ক। অরঙ্গজিব এবং মুরাদের গতি রোধ করিবার জন্ত তাঁহাকে প্রেরণ করা হয়। নরমহাতার অপরপারে যুবরাজ অরঙ্গজিব। মুরাদ আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবেন, সেই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। উভর সৈন্ত মিলিত হইল, ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল; যশোবন্ত পরাস্ত হইলেন। তাহার পর স্বয়ং দ্বারাও কনিষ্ঠদিগকে শাস্তি দিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও পরাস্ত হইয়া পলাইয়া যান।

যশোবন্ত মনের স্থগায় আপনার রাজধানীতে চলিয়া আসিলেন; সম্রাটের কাছে কিরিয়া যাইতে পারিলেন না। কিন্তু গৃহে নারী-গঞ্জনা, তাহার চেয়ে মৃত্যু সহস্র গুণে প্রেয়ঃকল্প ছিল। মহারাজ পুরীর কাছে আসিলেই রাণী দ্বারা রুদ্ধ করিলেন। তিনি গর্জিত তৎসনার বলিতে লাগিলেন,—‘আমরা বীরকন্তা, বীরপুরুষকে বরণ করি, বীরপুরুষের গলায় আমরা বরমালা দিই। কাপুরুষকে বিবাহ করা রাণাকুলকন্তাদের অভ্যাস নাই। রাজপুত্রদের প্রাপ্তের চেয়ে মানের গৌরব অধিক। যুদ্ধে পরাস্ত হওয়া নতুন কথা নয়; কিন্তু যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া আসা, রাজপুত্র বংশের মধ্যে তোমার কাছে আজি এই নতুন দেখিতেছি। বোধ হয় তুমি আমার

সে পতি নও, কোন প্রতারণক,—ছল করিয়া দ্বারের কাছে ডাকিতেছে। আমার যিনি পতি, আজি তিনি সমরক্ষেত্রে বীরশয্যায় শুইয়া আছেন। হৃদয়! দ্বার ছাড়িয়া দে, আমি চিতা সাজাইয়া পতির অঙ্গগমন করিব। রাজপুত্র বীরমহিলাদের এত স্পর্ধা, বীরদের এত আদর! তাঁহাদের শিরায় শিরায় তপ্ত শোণিত স্রোতঃ ছুটিয়া বেড়াইত; রণোন্মত্ত প্রাণপুতলী যুদ্ধের নাম শুনিলে নাচিয়া উঠিত। আজি কালের গতিতে সকলি নির্বাণ হইয়া যাইতেছে।

অরঙ্গজিবের ক্ষোষ্ঠভ্রাতারা যাহা হউক এক প্রকার নিরস্ত হইয়াছেন। জয়সিংহ প্রভৃতি যে সকল মহাবীর দারার প্রধান সেনাপতি, অরঙ্গজিব পুনঃপুনঃ পত্র লিখিয়া এবং চর পাঠাইয়া তাঁহাদের মন ভাঙ্গিয়া দিলেন। সেনাপতিরাও ভাবিলেন, দারার আর কল্যাণ নাই। শাজেহানেরও দিন ফুরাইয়াছে; বুঝিতে গেলে এই বিশাল রাজ্য অরঙ্গজিবের হাতে। তাই সেনাপতিরা ও সিপাহীরা দারার অব্যাহত হইয়া পড়িলেন।

সম্প্রতি সিংহাসনের প্রধান কণ্টক নিজে সম্রাট। মুরাদ আর এক জন প্রতিযোগী। এই দুই জনকে নিরস্ত করিতে পারিলে মনোরথ পূর্ণ হয়। শঠের অসাধ্য কিছুই নাই। অরঙ্গজিব বুঝিয়া দেখিলেন, এখনও বল প্রকাশের সময় আসে নাই, তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির জন্ত কৌশল এক মাত্র উপায়। সে জন্ত মুরাদকে সঙ্গে লইয়া তিনি আগরার কাছে আসিয়া ছাউনী করিলেন, কেহায় সম্রাট। অরঙ্গজিব এক জন বিশ্বাসী চর দ্বারা সম্রাটকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন,—তুমি মাটা ছুইয়া পিতাকে বলিবে, আমি যে কাজ করিয়াছি তাহা সন্তানের অযোগ্য। কিন্তু তাহাতে আমার দোষ নাই, সে দোষ দারার। যাহা হউক, তিনি যে কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, তাহাই মঙ্গল। এখন পুত্র বলিয়া এ দাসকে ক্রমা করিলে আমার হৃদয় শীতল হয়।

চর আসিয়া সম্রাটকে অরঙ্গজিবের নিবেদন জানাইল। বৃদ্ধ বয়সে বুদ্ধি যায়; যাহা হউক, তবু পিতা,—শাজেহান নিজ পুত্রকে ভাল করিয়াই চিনিতেন। অবসর পাইলে মোগলরাজ্যের সম্রাট হইতে হইবে, অরঙ্গজিবের এ সাধ বালক কাল হইতে। অস্ত্র না বুঝুক, শাজেহান সে হুস্তিসন্ধি অনেক দিন হইতে বুঝিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ভিতরের কথাটা কি,

তাহা ঠিক জানিবার জন্ত আপনার কন্যা জাহানারাকে পুত্রদের তাবুতে পাঠাইয়া দিলেন।

জাহানারা প্রথমে মুরাদের তাবুতে গেলেন। গত যুদ্ধে তাঁহার সর্বাঙ্গ অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। তিনি কাতর হইয়া শুইয়া ছিলেন। এমন সময়ে জাহানারা উপস্থিত। মুরাদ জানিতেন, তাঁহার সম্পূর্ণ মনের টান দারার প্রতি। সে কারণ তিনি কিছুই সমাদর করিলেন না, বরং অনেক কটু কথা বলিয়া ভগিনীর অপমান করিলেন। চর গিয়া অরঙ্গজিবকে গোপনে এই সকল বৃত্তান্ত জানাইল।

কুচক্র অরঙ্গজিবের সকল কাজের বীজমা! জাহানারা ক্রোধ করিয়া উঠিয়া যাইতেছেন অরঙ্গজিব দৌড়াদড়ী সেই খানে আসিলেন। থলে! হৃদয়ে বিষ, মুখে মধুরষ্টি; তিনি জাহানারার হাতে ধরিয়া বলিলেন,—‘ভগিনি! সে কি? আমি কি কেহই নই? আসিয়াছ যদি, ভাই বলিয়া একবার ত তত্ত্ব লইতে হয়। এত দিন বিদেশে ছিলাম বলিয়া কি ভুলিয়া গিয়াছ? পিতা এত পীড়িত হইয়াছিলেন, লোক পাঠাইয়াও ত সংবাদ দিতে হইত’। এই রূপ তোষামোদ করিয়া তিনি জাহানারাকে আপনার তাবুতে লইয়া গেলেন। লইয়া গিয়া বলিলেন,—‘ভগিনি! বলিবে কি, লোকের ভাবগতি দেখিয়া সংসারে আমার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। তুমি পিতার কাছে আমার এই সান্ন্যয় নিবেদন জানাইবে, আমি একবার তাঁহার ত্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিব। অতএব আর বিলম্বে কাজ নাই, পরশ্ব তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি’।

জাহানারা চলিয়া গেলে অরঙ্গজিব পিতাকে কারারুদ্ধ করিবার চেষ্টায় থাকিলেন। শাজেহানও বুঝিতে পারিলেন যে, শঠের এত ভক্তি সুলক্ষণ নয়। তিনি দারাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে,—‘হুই দিন পরে অরঙ্গজিব আমার কাছে আসিয়া শরণ লইবে। মুরাদের প্রতি সে বিরক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, বলকে বিশ্বাস নাই। তুমি সৈন্ত সামন্ত লইয়া শীঘ্র আগরায় আসিবে। অরঙ্গজিবকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে’।

দারা তখন দিল্লিতে ছিলেন। সম্রাট রাজি ছই প্রহরের সময়ে নহিরদিলা নামক জনৈক বিশ্বাসী চাকরের হাতে পত্রখানি দিয়া বিদায় করিলেন। সেই খানে শায়িতা খাঁর গুপ্ত চর উপস্থিত ছিল। সে ব্যক্তি

আসিয়া পত্রের কথা ব্যক্ত করিয়া দিল; কিন্তু পত্রে কি লেখা হইয়াছে, তাহা বলিতে পারিল না। ইতি পূর্বে সম্রাট, শায়ান্তা খাঁর প্রাণরঙের আত্মা দিয়া-ছিলেন। সেই রাগে তিনি কয়েক জন ঘোড়সোয়ার পাঠাইয়া পোপনে নহিরিদিলকে ধরিয়া আনাইলেন। পত্র পড়িয়া দেখেন তাহাতে অরঙ্গজিবের কথা। তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভাষুতে গিয়া পত্র খানি দিলেন। অরঙ্গজিব স্থিরচিত্তে আদ্যোপান্ত পড়িলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না। কেবল নহিরিদিলকে একটা গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিলেন।

সাক্ষাৎ করিবার দিন আসিল। সসৈন্তে দারা আসিয়া পৌছিবেন,—কৈ তিনি আসিলেন না। অরঙ্গজিবও সাক্ষাৎ করিতে গেলেন না। তিনি এই বলিয়া সম্রাটকে এক খানি পত্র লিখিলেন,—‘আপনি জানেন, আমি অপরাধী। অপরাধীর মনে সর্বদা ভয় ও সন্দেহ হইয়া থাকে। সে জ্ঞাত সহসা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আমার আশঙ্কা হইতেছে। অতএব প্রথমে কতকগুলি দেহরক্ষকের সঙ্গে আপনার কাছে আমার সন্তান মক্কেদকে পাঠাইব। মক্কেদ যদি সে খানে গিয়া এমন কথা আমাকে বলিয়া পাঠায় যে, কেল্লার ভিতরে অস্ত্রধারী সিপাহী কেহই নাই, তবে আমি আপনার কাছে বাইতে সাহস করিতে পারি’।

পত্র পাইয়া শাজেহান অনেকক্ষণ ভাবিলেন। ভাবিয়া শেষে অরঙ্গজিবের প্রস্তাবেই সন্মত হইলেন। কিন্তু হুর্ন্ত সন্তানকে গ্রেপ্তার করা চাই। সেজ্ঞাত কেল্লার স্থানে স্থানে কয়েক জন অস্ত্রধারী লোক লুকাইয়া রাখিলেন। তন্নিম্ন তাঁহার অন্তঃপুরে তাতার দেশীয় অনেক পরিচারিকা ছিল। তাহারা বীর মহিলা। সম্রাট তাহাদিগকেও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাজাইয়া রাখিলেন।

এখানে অরঙ্গজিব, পূর্বেক সকল কথা শিখাইয়া শাজেহানের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। মক্কেদ কেল্লায় প্রবেশ করিয়া একবার চারিদিক ঘুরিয়া আসিলেন, কোথাও কেহ নাই। হারামের কাছে গিয়া দেখেন, সেখানে অনেক গুলি অস্ত্রধারী লোক লুকাইয়া আছে। তিনি সম্রাটকে স্পষ্টই বলিলেন,—‘এই সকল লোক দেখিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে। ইহারা কেল্লায় থাকিলে পিতা আসিবেন না’। শাজেহানের হৃৎকি ঝটিল, তিনি তাহাদিগকেও বাহির করিয়া দিলেন। মক্কেদ দেখিলেন চারিদিক পরিষ্কার হইয়াছে, এখন সম্রাটের চেরে

কেল্লার ভিতরে তাঁহার নিজের লোকই অধিক।

অরঙ্গজিবের কাছে সংবাদ গেল। তৎক্ষণাৎ লোক আসিয়া বলিল যে, যুবরাজ প্রস্তুত হইয়াছেন, এখনই আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন। সম্রাট তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলেন। অরঙ্গজিব, আপনার দেহরক্ষক ও পারিষদদিগকে লইয়া অস্বারোহণে একবার কেল্লার দিকে আসিলেন। কিন্তু দূর আসিয়া অকবরের কবরের দিকে চলিয়া গেলেন। শাজেহান এই সংবাদ পাইয়া ক্রোধভরে মক্কেদকে বলিলেন,—‘তোমার পিতা যদি এখানে আসিবে না, তবে তুমি কি করিতে আসিয়াছ’? মক্কেদ বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,—‘মহাশয়! আমি কেল্লার ভার বুঝিয়া লইতে আসিয়াছি। আমাকে ভাণ্ডারের চাবি দিউন’। সম্রাট তখন আপনার ফাদে আপনি পড়িয়াছেন, আর উপার নাই। কাজেই মক্কেদের হাতে সমস্ত চাবি ফেলিয়া দিতে হইল।

পিতাকে কারাকদ্ধ করিয়া অরঙ্গজিব মুরাদকে কহিলেন,—‘ভাই! এত দিনে আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল। আজি হইতে তুমি দিল্লির সম্রাট। এখন আমার একটা ভিক্ষা আছে, তুমি আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ নাও। আমি মেকাতে গিয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করি’। মুরাদ সেই প্রস্তাবে সন্মত হইলেন।

অরঙ্গজিবের বাহিরে এই রূপ ধর্মনিষ্ঠতা, কিন্তু অন্তঃকরণে হলাহল; তিনি মনে মনে মুরাদের প্রাণবিনষ্ট করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে সংবাদ আসিল যে, দারা দিল্লিতে অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। শীঘ্র আগরাতে আসিয়া শাজেহানকে মুক্ত করিবেন। অরঙ্গজিব তৎক্ষণাৎ মুরাদকে লইয়া দিল্লির অভিমুখে ছুটিলেন। ছই জনে মথুরায় উপস্থিত। এইখানে মুরাদের পারিষদেরা কহিলেন,—‘আপনি কদাচ আর অরঙ্গজিবের সঙ্গে থাকিবেন না। শঠ বড় কঠিন সামগ্রী, সে আপনার প্রাণবিনাশের চেষ্টায় আছে। আমাদের পরামর্শ এই, আপনি পূর্নাঙ্কেই তাহাকে বিনষ্ট করুন। নতুবা আর নিষ্ফলি নাই’।

কাজেই অরঙ্গজিবকে বধ করিতে হইবে, এই যুক্তি স্থির হইল। মুরাদ জ্যেষ্ঠকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এখানে পাশের ভাষুতে কয়েকজন অস্ত্রধারী লোক লুকাইয়া থাকিল, ইন্দিব পাইলেই তাহারা আসিয়া অরঙ্গজিবের মস্তকচ্ছেদন করিবে। স্বভাবতঃ, মুরাদ অর-

পট উদার-পুরুষ। শত্রুমিত্র সকলের প্রতিই তাঁহার সমান ব্যবহার। তাই অরঙ্গজিব নিঃশঙ্কচিত্তে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। দুই ভাই ভোজন করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে নাজির শাবাস নামক জনৈক ব্যক্তি কাছে আসিয়া মুরাদের কাণে কাণে কি বলিল। খল-বিদ্যার অরঙ্গজিব ইষ্টগুরু। উভয়ের আকার ইঙ্গিত দেখিয়া তাঁহার মনে কেমন সন্দেহ জন্মিল। তিনি কাতর হইয়া মুরাদকে বলিলেন,— ‘ভাই! আজি আমোদ করা হইল না। আমার পেটে অত্যন্ত বেদনা ধরিয়াছে। তুমি সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিবে, আমি আবার কাল আসিব’। এই কথা বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি তাবুর বাহিরে আপনার দেহরক্ষকদের কাছে উঠিয়া গেলেন।

অরঙ্গজিব ভান করিয়া তিন চারি দিন শয্যাগত থাকিলেন। উদরবেদনার চিকিৎসা চলিতে লাগিল। মুরাদের সরল মন, তিনি বুঝিলেন, সভ্যই তবে গীড়া হইয়াছে, ইহাতে কোন প্রকার চাতুরী নাই। তিন চারি দিনে গীড়া কমিয়া গেল। অরঙ্গজিব মুরাদকে বলিয়া পাঠাইলেন,— ‘ভাই! সে দিনের তত উদ্যোগে আমি বড় ব্যাঘাত ঘটাইয়াছি। সে জন্ত আমার অত্যন্ত মনঃকষ্ট হইয়াছে। বাহা হউক, অন্য আমার তাবুতে তোমার নিমন্ত্রণ। কয়েক জন সুন্দরী গায়িকা ও নর্তকী আসিয়াছে। তাহাদের রূপ যৌবন স্বর্গের বিদ্যাধরীর চেয়ে অধিক’।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলে বিপদ হাতে হাতে; মুরাদের পারিষদেরা সে কথা অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু তিনি কাহার নিবেদন মানিলেন না। দেহরক্ষকেরা বাহিরে থাকিল, তিনি চারিজন প্রধান সর্দারকে সঙ্গে লইয়া অরঙ্গজিবের তাবুতে প্রবেশ করিলেন। নৃত্য গীত চলিতে লাগিল। কিন্তু এ সকল আমোদের মদ্যপান একটা প্রধান অঙ্গ। অরঙ্গজিব সে আয়োজনেরও ক্রটি করেন নাই। তাবুতে আমোদের ষটা উছলিয়া উঠিল। মুরাদ হতচৈতন্ত, মুরাদের পারিষদেরা হতচৈতন্ত; বাবতীর দেহরক্ষক মদের ঝোঁকে ঢুলিয়া পড়িয়াছে। এই সুযোগে অরঙ্গজিব আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বধিয়া আগরার পাঠাইয়া দিলেন। কথিত আছে, আগরার পৌছিলে তাঁহার নাকি মস্তকচ্ছেদন করা হইয়াছিল।

অরঙ্গজিব দেখিলেন, এখন সিংহাসন অবিকার

না করিলে লোকে তাঁহাকে সর্বস্বতোভাবে মানিবে না; নানা জনে নানা কথা কহিবে। পারিষদেরাও বুঝিলেন যে, অরঙ্গজিব রাজ্যদিন যে ধর্মের মোহাই দিয়া থাকেন, তাহা ছল মাত্র, পিতাকে ও ভ্রাতৃগণকে রাজ্যে বঞ্চিত করাই তাঁহার অভিপ্রেত। অতএব মনের কথা বলিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। এই ভাবিয়া সকলেই তাঁহাকে যথাবিধানে রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার নিমিত্ত



অমুরোধ করিতে লাগিলেন। অরঙ্গজিব প্রথমে উদাসীর স্থায় কত ঠাট করিয়া শেষে বলিলেন,— ‘দেখিতেছি, তোমাদের নিজের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্ত আমাকে তোমরা সংসার ত্যাগ করিতে দিলে না। ভাল, না দাও; সন্ন্যাসীর নিৰ্জন গিরিগুহার বসিয়া যে শান্তি-সুখ লাভ করেন, ঈশ্বর কখন,—এই রত্নসিংহাসনে বসিয়া আমি যেন সেই সুখ ভোগ করি। রাজকাৰ্য্য দেখিতে হইলে ঈশ্বরচিন্তা করিতে আমি অবসর পাইব না, তাহা সত্য। কিন্তু কাজ লইয়া কথা। দিল্লির অধীশ্বর হইলে আমি ভুরি ভুরি সংকল্প করিতে পারিব তাহাতে ভুল নাই’। লোককে এই রূপ বুঝাইয়া, ১৬৫৮ খৃঃ অব্দের ২ আগস্টে দিল্লির নিকটবর্তী আজাবাদের উদ্যানে অরঙ্গজিব যথাবিধানে রাজপদে অভিষিক্ত হন।

অরঙ্গজিব সম্রাট হইয়াছেন, বাঙ্গালার সংবাদ পৌছিল। শা সুজা পুনরায় সময় সজ্জা করিয়া প্রাণ-গের কাছে উপস্থিত হইলেন। অরঙ্গজিবও সটেন্ত্রে তাঁহার গতিরোধ করিতে গেলেন। কিঞ্চিৎ গ্রামে দুই পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। সে দিনের যুদ্ধে শা সুজা একটু অস্থির থাকিতে পারিলে সৌভাগ্যসম্মী তাঁহারই কপালে বিজয়পত্র পরাইয়া দিতেন। অরঙ্গজিব যে হাতীতে চড়িয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন অস্বেভাবে তাহার

পা ভাঙ্গিয়া যায়। সূজার হস্তীও আহত হয়। দুই জনেই আপন আপন হস্তী হইতে নামিয়া অস্ত্র হস্তীতে চড়িবার জন্ত উপক্রম করিতে লাগিলেন। মিরজুন্না, অরঙ্গজিবকে কহিলেন,—‘প্রভু! এখন হস্তী হইতে নামিলে আপনার রাজ্য গেল জানিবেন’। অরঙ্গজিব নামিলেন না। কিন্তু সূজা আপনার হস্তী পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রের উপরে গিয়া চড়িলেন। কাজেই তাঁহার সৈন্তেরা প্রভুকে আর না দেখিতে পাইয়া চারিদিকে পলাইয়া গেল।

সূজা বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু অরঙ্গজিবের জ্যেষ্ঠপুত্র মক্কা এবং উজির মিরজুন্না পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া বাঙ্গালা হইতেও তাঁহাকে দূরীভূত করেন। ভারতে পলাইবার আর স্থান নাই; যে দিকে যাইবেন, সেই খানেই অরঙ্গজিবের বিজয় পতাকা উড়িতেছে। অবশেষে তিনি অনেক ভাবিয়া আরাকানে গেলেন। তাঁহার সঙ্গে বহুমূল্য রত্ন এবং প্রায় দেড় হাজার লোক ছিল। কিন্তু আরাকানের জনবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। দেড় হাজার লোকের মধ্যে ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলেই মরিয়া গেল। কেবল শা-সূজা নিজে, তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী, দুইটা পুত্র, তিনটা কন্যা এবং চল্লিশ জন অমুচর জীবিত থাকিলেন। বিধাতা বিমুখ হইলে চারিদিকে বিপদ ঘটে। আরাকানের রাজা একে ত অরঙ্গজিবের ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত, তাহার উপর আবার সূজার রূপবতী কন্যাদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সঙ্গে বহুমূল্য হীর মুক্তা ছিল, তাহাও কাড়িয়া দইতে লোভ জন্মিল। তজ্জন্ত তিনি নানা প্রকার ছল করিয়া আশ্রিত রাজপুত্রকে আপনার রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। সূজা আপনার পরিবারবর্গ ও সঙ্গের অমুচরদের লইয়া একটা পর্বতের খেড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থান অত্যন্ত দুর্গম। দুই দিকে পাহাড়, পাশে গভীর খড়; নিম্নে বেগবতী নদী কল্ কল্ করিয়া বহিতেছে। এই দুর্গম স্থানে আরাকান রাজের সৈন্তেরা আসিয়া সূজা ও তাঁহার সঙ্গের লোকদের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল। কেহ কেহ পর্বতের উপর হইতে বড় বড় পাথর গড়াইয়া ফেলিয়া দিল। শা-সূজা অনেক ক্ষণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, শেষে একটা বড় পাথরের আঘাতে তিনি অভিভূত হইয়া পড়েন। রাজ সেনারা তাঁহাকে ও তাঁহার দুই জন অমুচরকে একটা ডোঙ্গার উপরে তুলিয়া নদীর মধ্যস্থলে ছাড়িয়া দিল। তাঁহারা সেই প্রবল স্রোতে সাঁতার দিয়া উঠিতে পারিলেন না,

দুই একবার অঙ্গাঙ্গালন করিয়া শেষে অগাধ জলে ডুবিয়া গেলেন।

তাহার পর সৈন্তেরা, সূজার অস্ত্রাস্ত্র অমুচরদিগকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার স্ত্রী, তিনটা কন্যা এবং পুত্র দুইটাকে রাজার কাছে আনিয়া দিল। রাজা, স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে রাখিলেন। কিন্তু হতভাগ্য বালক দুইটার প্রাণ বিনষ্ট করা হইল। সূজার পত্নী সুলতানা পেয়ারা বাণা পরমাসুন্দরী। তিনি সে সময়ের রমণীকুলের অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। তৈমুর কুলবধুর এবং তৈমুর কুলকন্যার চরিত্রে কলঙ্ক পড়িবে, তাহার চেয়ে মৃত্যু ভাল। কিন্তু শত্রুকে মারিয়া না মরিতে পারিলে তেমন মরণে মর্যাদা কি? তজ্জন্ত পেয়ারা বাণা কাপড়ের ভিতরে একখানি ছুরী লুকাইয়া রাখিলেন। পিশাচবৃন্তি রাজা গৃহে প্রবেশ করিলেই তাঁহাকে বিনষ্ট করিবেন। কিন্তু দাসীরা কি রূপে জানিতে পারিয়া ছুরী খানি কাড়িয়া লইল। তখন আর অস্ত্র উপায় নাই; সুতরাং তিনি আপনার মুখের মাংস ছিড়িয়া ক্ষত বিক্ষত করিলেন। মুখচত্বের সৌন্দর্য্য কমিয়া গেল। তাহার পর একখানি পাথরে মাথা চুকিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন। সূজার দুই কন্যা বিষ খাইয়া মরিল। অবশিষ্ট আর একটা কন্যাও অধিক দিন জীবিত ছিল না।

সূজার দুর্দশার সংবাদ পাইয়া অরঙ্গজিব পুলকিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে একদিনের জন্ত সুখ জন্মে নাই। শাজেহান বৃদ্ধদশায় আটবৎসর কারারুদ্ধ ছিলেন। পাছে তাঁহার অমুগত সিপাহীরা কখন বিপদ ঘটায়, তজ্জন্ত তিনি সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকিতেন। এ দিকে দারা এখনও জীবিত আছেন; তাঁহার পুত্র সলিমান শ্রীনগরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। অবসর পাইলে তাঁহারাও বিপদ ঘটাইতে পারেন। তত্ক্ষিণ পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাজ্যভারের যে সহজ কৌশল তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার নিজের পুত্রেরাও যে সেই কৌশল শিখিয়া লয় নাই, তাহাই বা বিচিত্র কি? রাজাদের মন সর্বদা সন্দেহ। ক্ষমতাবান লোক তাঁহাদের চক্ষুশূল। নিজের ছায়া দেখিলেও রাজাদের মন দীর্ঘায় শিহরিয়া উঠে। সুতরাং সকল আশঙ্কা হইতে নিরূপেণ হইবার জন্ত তিনি আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র মক্কাহকে গোয়ালিররের দুর্গে বাবজীবন আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। মক্কাহদের একটা অপরাধও হইয়াছিল। বাঙ্গালায় যুদ্ধের সময়ে তিনি শা-সূজার কন্যার

রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। কাজেই তিনি পিতৃপক্ষ ছাড়িয়া দিন কতক স্বপুত্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। অরঙ্গজিব বিশেষ কৌশল করিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেন।

দারা, লাহোরে এবং আজমীরে কয়েকবার যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু অরঙ্গজিবের কাছে পরাস্ত হন। পরিশেষে তিনি অস্ত্র উপায় না দেখিয়া ভাবিলেন যে, এমন হুঃসময়ে পারস্তে গিয়া আশ্রয় লওয়া শ্রেয়ঃ। সে কারণ তিনি অমুচরগণের সঙ্গে পারস্তাভিমুখে চলিলেন। সিদ্ধপারে তত্তার কাছে আসিয়া তাঁহার পত্নী সুলতানা নাদিরা বাণা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। তত্তার সর্দারের নাম জাইহন খাঁ। পূর্বে ছইবার তিনি খুনী মোকদ্দমায় পড়িয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতির কাছে তাঁহার অপরাধ সপ্রমাণ হয়। তজ্জন্ত সম্রাট শাজেহান তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি জব্দ করিয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন। কিন্তু কেবল দারার অমুরোধে জাইহন খাঁ ছই বারই অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। তাই দারা ভাবিয়াছিলেন যে, এমন বিপত্তিকালে তাঁহার উপকৃত হুঃ অবশ্য ছই চারি দিনের নিমিত্ত আশ্রয় দিতে পারেন। জাইহন আশ্রয় দিলেন। এইখানে সুলতানা নাদিরা বাণার মৃত্যু হয়।

দারা জীবিয়োগে কাতর হইয়া আছেন, ইতি মধ্যে শুনিলেন যে, অরঙ্গজিবের সেনানায়ক খাঁ-জেহান মুলতান হইতে তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছেন। দারা ব্যস্ত হইয়া জাইহনের কাছে বিদায় লইলেন। তত্তানগর ছাড়াইয়া অর্ধ ক্রোশ গিয়াছেন, তাহার পর দেখেন পশ্চাতে জাইহন, সঙ্গে প্রায় এক হাজার অশ্বারোহী। দারা হির করিলেন,—আমার সঙ্গে অধিক লোক নাই। যাহারা আছে, সে সকল লোকও পীড়ায় ও পথশ্রমে কাতর। সে কারণ জাইহন আমাকে পারস্ত পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিবার জন্ত সঙ্গে আসিতেছেন।

কিন্তু জাইহনের তেমন অভ্যাস নাই। উপকার করিলে কৃতজ্ঞ হইতে হয়, গুরুর কাছে সে পাঠ লইতে জাইহন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি অর্থের মাহাত্ম্যই অধিক বুঝেন। দারাকে ধরিয়া দিতে পারিলে অরঙ্গজিবের কাছে পুরস্কার মিলিবে, সেই লোভে তিনি দারা ও তাঁহার মধ্যম পুত্রকে ধরিয়া খাঁ-জেহানের হাতে সমর্পণ করিলেন।

দারার এখন অতিশয় হুঃদশা। সর্বদা ছিন্ন বস্ত্র ;

মাথায় মলিন পাগড়ী। তাঁহার পুত্রেরও অবস্থা সেই রূপ। খাঁ-জেহান তাঁহাদিগকে একটি হাতীর উপরে চড়াইয়া দিল্লিতে আনিলেন। দারার হুঃবস্থা দেখিয়া নগরের পণ্ডপক্ষীরাও কাদিতে লাগিল ; কিন্তু অরঙ্গজিবের মন গলিল না। তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার ও ভ্রাতৃপুত্রের হুঃদশা প্রজাবর্গকে দেখাইবার জন্ত তাঁহাদিগকে একবার নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া একটি নির্জন স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। দারা জানিয়াছিলেন, মৃত্যু নিশ্চিত। তিনি পূর্ব হইতে কাপড়ের ভিতরে একখানি ছুরী, একটি কলম, দোয়াত ও কয়েক খানি কাগজ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কারাগারে কলম কাটিতেন আর বসিয়া বসিয়া হুঃখের কবিতা লিখিতেন। যখন শোকের বেগ উথলিয়া উঠিত, এক একবার পুত্রের গলা ধরিয়া কাদিতেন।

অরঙ্গজিবের দরবার বসিল। দারা জ্যেষ্ঠ, তাড়া-তাড়ি রাজা হইতে গিয়াছিলেন, তাঁহার কি দণ্ড করা কর্তব্য? অনেকেই বলিলেন যে, তাঁহাকে যাবজ্জীবন গোয়ালিয়রের দুর্গে আবদ্ধ রাখা উচিত। কিন্তু অরঙ্গজিবের সে মন নয়, ইহা বুঝিতে পারিয়া ছই এক জন সভাসদ কহিলেন,—‘দারা নাস্তিক। নাস্তিকের প্রাণ-বধ না করিলে মন্ত্রদের প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়’। এখন কথাটা বেশ মনের মত হইল। অরঙ্গজিব কহিলেন,—‘সে কথা ঠিক। দারা আমার যে কতি করিতে হয়, করুক ; আমি তাহা সহিতে পারি। কিন্তু নাস্তিকতা অসহ’। অতএব সেই রাজিতেই দারার প্রাণবিনষ্ট করিবার নিমিত্ত নাজির এবং সিক নামক ছই জন আফগান সর্দারের উপর ভার দেওয়া হইল।

রাত্রি ছই প্রহর। দারার ঘরের পাশে হঠাৎ অস্ত্রের বন্ বন্ শব্দ হইল। হতভাগ্য রাজকুমারের শোকের রাত্রি কতক জাগরণে গিয়াছে ; কতক কাকনিদ্রায় যাইবে, চক্ষু অবসন্ন হইয়া আসিতেছে,—এমন সময়ে অস্ত্রের বন্ বন্ শব্দ কাণে আসিল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন ; বুঝিলেন, আজি অস্ত্রকাল উপস্থিত। পুত্র ঘুমাইতেছিল, তাহাকে জাগাইলেন। বাতকেরা দ্বার খুলিল। দারা কলমকাটা ছুরী খানি লইয়া ঘরের একটি কোণে দাঁড়াইলেন। হুঃদৈতারা দারার পুত্রকে পাশের একটি ঘরে বাধিয়া রাখিল। প্রথমে তাহার মনে করিয়াছিল, গলা টিপিয়া দারার প্রাণ নষ্ট করিবে।

কিন্তু এ রূপে প্রাণদণ্ড করা রাজপুত্রের পক্ষে ঘণাকর। সে জন্ত দার্য্য অসীম বিক্রম করিয়া জনৈক ঘাতকের বৃকে আপনাদি ছুরী বিধিয়া দিলেন। অগত্যা, শেষে তাঁহার। তলবার দিয়া তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করে। দার্য্য পুত্র সমস্ত রাজি পিতার রুধিরাক্ত মৃতদেহ কোলে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নাজির ছিন্ন মুণ্ডটা লইয়া চলিয়া আসিল।

সে নিবস সারা রাজি অরঙ্গজিবের নিদ্রা হয় নাই। জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃতমুখ দেখিবেন, তবে তাঁহার স্বস্তি হইবে। প্রাতঃকাল না হইতেই নাজির তাঁহার মস্তক আনিয়া দিল; রক্তমাখা, বিশ্রী, বিবর্ণ,—সম্রাট্ দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎ কাল জলে ভিজাইয়া আপনাদি হাতের রুমালে রক্ত মুচিয়া ফেলিলেন। তখন বেশ চেনা গেল। অরঙ্গজিব বলিলেন,—‘হাঁ, এই আমার হৃদয়দুঃখ দার্য্য ভাই’। এই কথা বলিতে বলিতে পাষাণ কাটিয়া দুই বিন্দু জল পড়িল। ইহার পরে সলিমান ও দার্য্য মধ্যম পুত্রকে গোয়ালিয়রের ভূর্গে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। অরঙ্গজিবের মধ্যম পুত্র মহম্মদ মোজিম দক্ষিণ অঞ্চলে ছিলেন। কি জানি, পাছে তিনি কোন বিপদ ঘটান তজ্জন্ত তাঁহাকে আপনাদি কাছে আনিয়া রাখিলেন।

অরঙ্গজিবের রাজ্যশাসনের কৌশল এই। কিন্তু ইহাতে নিষ্ঠুরতা ভিন্ন বুদ্ধিমত্তার অধিক পরিচয় কিছুই নাই। পিতা পুত্র, ভাই ভাইয়ে এবং প্রভু ভূত্যে কাজ। তখন অবিশ্বাস, আবার একটু কাঁদিলে পরক্ষণেই স্নেহ, মমতা ও বিশ্বাস আসিয়া পড়ে। এমন স্থানে যে অধিক পাষণ্ড তাহারই জয় হইয়া থাকে।

কুকর্মান্বিত লোকেরা আপনাদের কলঙ্ক ঢাকিবার নিমিত্ত এক একটা সংকল্প করে। অরঙ্গজিবও এই কৌশল বেশ বুঝিতেন। একবার ভারতবর্ষের সর্বত্র অত্যন্ত হুতিক হয়। তিনি রাজকোষ হইতে টাকা দিয়া প্রজার আয়ুর্কল্যাণ করিয়াছিলেন। যতপূর্বক বিদ্যা শিক্ষা করা, আমাদের দেশের রাজপুত্রদের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। তাঁহাদের বালককাল প্রায় আফ্রাদে আমোদেই কাটিয়া যায়। কিন্তু অরঙ্গজিব বিদ্যাভ্যাসে কখন আলস্য করেন নাই। আরবী এবং পারসী ভাষায় তিনি বিলক্ষণ সুপণ্ডিত ছিলেন। তন্ত্রি ভারতবর্ষের নানা স্থানের ভাষায় তিনি কথা কহিতে ও পত্রাদি লিখিতে পারিতেন। সর্বত্র বিদ্যাভ্যাসের উৎকর্ষ

সাধনের নিমিত্ত তিনি অনেক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল বিদ্যালয় থাকিলে হয় না, তত্ত্বাবধান না থাকিলে বিদ্যালয় স্থাপন করা নিফল। সে জন্ত তিনি অনেকগুলি চতুর ও কৃতবিদ্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মুসলমান সম্রাটদের মধ্যে প্রায় সকলেই বিলাসী ও অপব্যয়ী। কিন্তু অরঙ্গজিবের এ সকল দোষ ছিল না। সচরাচর তিনি সামান্ত পরিচ্ছদ পরিয়া থাকিতেন। বিবাহ প্রভৃতি সমারোহ কাজ ভিন্ন অনর্থক নাট্য তামাশায় কখনও তাঁহার অর্থ নষ্ট হয় নাই। তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে পথিকদের নিমিত্ত আশ্রম নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সেই সকল আশ্রমে ধান্য সামগ্রীও সঞ্চিত থাকিত। প্রজা মাঝেই সম্রাটের কাছে বাইতে পারিত। বিচারালয়ে কাহারও প্রতি অশ্রয় হইলে সে স্বয়ং সম্রাটকে তাহা জানাইত। কাজেই বিচারপতিরা ইচ্ছা করিলেই উৎকোচ লইতে পারিতেন না।

সম্রাট্ দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন না, কিন্তু বিলক্ষণ মিষ্টভাষী ছিলেন। তিনি প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ঘান আফ্রিক সারিতেন। তাহার পর বেলা এক প্রহর পর্যন্ত রাজকাৰ্য্য দেখিতেন। একপ্রহরের পর ভোজনের সময় নির্দিষ্ট ছিল। ভোজন করিয়া হাতী, ঘোড়া, বাঘ প্রভৃতি পশুদের খেলা ও লড়াই দেখিতেন। ইহাই তাঁহার আফ্রাদ আমোদ।

আফ্রাদ আমোদের পর দেওয়ান-ই-আম গৃহে সভা করিয়া বসিতেন। এই সময়ে আমীর ওমরাও বিশেষের রাজদূত প্রভৃতি সকলে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। শুক্রবার দরবার বন্ধ। খুঁটখুঁতাব-লদীদের পক্ষে যেমন রবিবার, মুসলমানদের পক্ষে শুক্রবার তজ্জপ। তাই সম্রাট্ এ দিন বিষয় কর্ম দেখিতেন না। অস্তান্ত মুসলমান সম্রাটের অন্তরমহল অসংখ্য রূপবতী মহিলায় পরিপূর্ণ। অরঙ্গজিবের অন্তঃপুরে অনেক বাদী ছিল, কিন্তু সে কেবল রাজবাড়ীর শোভার জন্ত; কলতঃ বিবাহিতা স্ত্রী ত্রি তিনি কখন অন্তঃপুরীর মুখ দেখিতেন না।

অতএব অরঙ্গজিবের গুণরাশি দোষের ঠিক বিপরীত। এক দিকে পূর্ণচন্দ্রের হিমধারা মাঝান জ্যোতিঃ সৌন্দর্য্যে জলর জুড়াইতে থাকে; আবার অন্য দিকে অমাবস্তার নিবিড় অন্ধকার,—নিষ্ঠুরতার কঠিন হস্ত

দেখিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। বাহা হউক, তাঁহার হৃদয়ই যোগল সাম্রাজ্য পতনের প্রধান কারণ। প্রজা সন্তুষ্ট না থাকিলে রাজ্য থাকে না, ইজের ইজ্রও টলিয়া উঠে—কুটিল রাজনীতি এবং অস্ত্রবল মিথ্যা। অরঙ্গজিব আপনার শঠতা চাকিবর জন্ত সকলকে ভাল বাসিতেন, পূর্বে যে সকল লোক তাঁহার বিরোধী ছিলেন, তাঁহাদিগকেও স্নেহ করিতেন। কিন্তু লোকে বুঝিয়াছিল এ কৌশল বৈ আর কিছু নয়, তাই হিন্দুর কথা কি?—মুসলমানেরাও মনে মনে তাঁহার শত্রু ছিলেন। খলের প্রেম কালসাপের সঙ্গে বাস, বিপদ ঘটিতে অধিকক্ষণ লাগে না।

এই গেল সাধারণ লোকের কথা। হিন্দুরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদিগকে মুসলমান করিবার নিমিত্ত উৎপীড়ন করিতেন। তাই, যে সকল রাজপুত বীরের ভূজবীর্যের জন্ত তৈমুরবংশের এত প্রতিপত্তি, অবশেষে তাঁহারাও সম্রাটকে ছাড়িয়া গেলেন। অরঙ্গজিবের বৃদ্ধাবস্থায় যখন চারি দিকে বিপ্লব উপস্থিত হইল, সে ছঃসময়ে তাঁহারা কেহ ফিরিয়াও দেখিলেন না। ও দিকে মহারাষ্ট্র দেশে শিবাজি, ভয়ের ভিতরে অগ্নিস্কুলিঙ্গের মত লুকাইয়া ছিলেন, ক্রমে প্রধুমিত হইয়া তিনি অকাণ্ডের কুণ্ড জালিয়া তুলিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের মর্ধের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপিয়া গেল। অরঙ্গজিবের তত তেজঃ, তত উদ্যম,—এখন আর কিছুই নাই। সে জলন্ত দীপশিখা নিবিয়া আসিয়াছে। পূর্বে যে সকল হৃদয় করিয়াছিলেন, আজ সেই পাপের জন্ত হৃদয়ে সহস্র বিছার জ্বালা ধরিয়াছে। তিনি লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারেন না। ক্রমে অহুতাপে জীর্ণ, ক্লিষ্ট ও জর জর হইয়া পাপ প্রাণ, পঞ্চভূত দেহ হইতে পৃথক হইয়া গেল।

অরঙ্গজিব শেষাবস্থায় প্রায় দাক্ষিণাত্য প্রদেশেই থাকিতেন। আন্ধ্রদনগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। এইখানে বিবিধ মসলার তাঁহার মৃতদেহ রক্ষিত করা হইয়াছিল। পরে ইলোরা ও গোদাবরীর সন্নিকটে রোজা নামক স্থানে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। কথিত আছে, তিনি এক প্রকার টুপী নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই টুপী বিক্রয় করিয়া তাঁহার সমাধির ব্যয় নির্বাহ করা হইয়াছিল।

অরঙ্গম (পুং) অলং পর্য্যাপ্তং গমো গতিঃ লভ্য রঃ। গতি। পরিমিত গমন।

অরঙ্গবাদ (অউরঙ্গাবাদ)। দাক্ষিণাত্য প্রদেশের একটি বৃহৎ নগরের নাম। গোদাবরীর শাখা হুদনা নদীর উপরে এই নগর অবস্থিত। ইহা হাইদ্রাবাদের নিজামের অধিকারভুক্ত। আর্মিনিয়া দেশীয় মালিক অম্বর নামক জনৈক ব্যক্তি ১৬২০ খৃঃ অব্দে এই নগর স্থাপন করেন। তখন ইহার নাম গুরু ছিল। তাহার পর অরঙ্গজিব এইখানে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের রাজধানী করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত ইহার নাম অরঙ্গবাদ হইয়াছে। এখানে অরঙ্গজিবের কত্মার কবর আছে। তাহার গঠন প্রণালী তাজমহলের মত। এই নগরে অরঙ্গজিবের মনোহর প্রাসাদও ছিল। কিন্তু এক্ষণে চারিদিকের প্রাচীর এবং রাক্তপ্রাসাদ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

অরঙ্গম্ (ত্রি) রঙ্গ-অঙ্গু ন লোপঃ। নাস্তি রঞ্জোংগো যন্ত। রঞ্জোংগের কার্য্য কাম ক্রোধাদি শূন্ত।

অরঙ্গু (ক্ৰী) নাস্তি রঙ্গুঃ বন্ধন সাধনং যত্র। বন্ধনাগার। রঙ্গু না থাকিলেও যেখানে বন্ধ থাকিতে হয়।

অরটু। অরলু (পুং) অরং শীঘ্রম্ অটতি অট অল বা উণ্ পুং সাধু। শোনা বৃক্ষ। স্বঘ্যাदि० ক। ডলয়োঠৈরক্যাং অরডুক। শোনাগাছোত্তব।

অরট (পুং) ন রটতি গুপ্ত মন্ত্রণাং প্রকাশয়তি রট-বন্। নঞ-তৎ। পৃথুশ্চ বা নৃপতির মন্ত্ৰ বিশেষ।

অরণ (ত্রি) রণ্যতে গর্জতে হস্মিন্ রণ শব্দে-আধারে ঘরণায়ুধং নাস্তি রণো যুদ্ধং যন্ত। নঞ-বহত্ৰী। যুদ্ধশূন্ত। নাস্তি রণঃ শব্দো যেন। যে রিপুকে দেখিলে ভয়ে বাক্য ক্ষুণ্ণি হয় না। ক্রীড়াহীন। ছঃখিত।

অরণি (পুং) ঋচ্ছতি গচ্ছতি ঋ (অর্ন্তিস্থধ্বমশ্রাবিতৃ-ভ্যোহনিঃ। উণ্ ২। ১০১)। ইত্যনি। অম্ম্যুৎপাদক মন্থন কাঠ। (অরণিরঘর্ষোনিঃ। সিং কো०)। (স্ত্রী) কৃদিকারাস্ত্রাৎ ঙীপ্। অগ্নি মন্থন কাঠ। গণিয়ারি বৃক্ষ। কাঠে কাঠে ঘর্ষণ। ‘অরণির্ঘর্ষি মন্থেপি স্মৃতো-নির্দ্ব্য মারুণি। বিধ্ব)। সূর্য্য।

অরণিক (পুং) অরণয়ে অগ্নিমন্থনায় সাধুঃ ঠন্। অগ্নিমন্থন করিবার উপযোগী অগ্নিমন্থন বৃক্ষ।

অরণীকেতু (পুং) অরণী কেতুরন্ত। অগ্নিমন্থন বৃক্ষ।

অরণীসুত (পুং) অরণী-বয়-ঘর্ষণেন জাতঃ সূতঃ। ৩ শাক० তৎ। শুকদেব। মহাভারতে লিখিত আছে, বেদবাস্য দেবতার নিকট উৎকৃষ্ট বর লাভ করিয়া অরণীঘর ঘর্ষণ দ্বারা অম্ম্যুৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে রূপবতী দ্ব্যতী অঙ্গদাকে

দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র ঋষির মনে
বিকার জন্মিল। যুতাচী তাহা বৃত্তিতে পারিয়া শুকী
পক্ষিণীর রূপ ধারণ করিল। ব্যাসদেব ইন্দ্রিয় দমনের
নিমিত্ত অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য
হইতে পারিলেন না। হস্তস্থিত অরণীর উপরে তাঁহার
শুক্র পাত হইল, তথাপি অরণী মছন করিতে লাগি-
লেন। তাহাতেই শুকদেবের জন্ম হয়। তজ্জন্ত তাঁহার
নাম অরণীমুত হইয়াছে।

অরণ্য (ক্ৰী) অর্যতে গম্যতে পঞ্চাশৎ বর্ষাৎ পরং তদ-
নন্তরং বা যত্র। ঋ গতো আধারে (অর্ন্তে) নিচ। উৎ ৩।
১০২) ইতি অত্র প্রত্যয়ঃ। বন। (অটব্যরণ্যং বিপি-
নম্। অমর)। শাস্ত্রকারেরা পঞ্চাশৎ বৎসর বয়ঃক্রমের
পর বনে যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তজ্জন্ত বনের
নাম অরণ্য হইয়াছে। (পুং)। রৈবত মধুর পুত্র।

অপ-পূর্বাৎ রিণাতের্গতিকর্মণো, নঞ-পূর্বাৎ রম-
তের্বা অর্যাদিহ্মাৎ বৎ-প্রত্যয়ে রূপসিদ্ধিনিপাত্যতে।
অপাণম্ অপগতং গ্রামাৎ হি অরমণং বা, ন হি তদ্র-
ময়তি অরণ্যম্। (দেবরাজ)। স্বার্থে কন্। ঐ অর্থ।
(পুং) কট্ফল বৃক্ষ। *। উৎকরাদিত্যশ্চঃ। পা ৪।
২। ১০। ইতি ছ (ত্রি) অরণীয়, অরণ্যের নিকটস্থ
দেশ। অরণ্যে অধোয়ঃ বৃঞ্, আরণ্যক। বনে পাঠ্য
বেদের অঙ্গ বিশেষ। অরণ্যমধিকৃত্য কৃতঃ গ্রন্থঃ
আরণ্যম্। রামায়ণের অন্তর্গত কাণ্ড বিশেষ।

অরণ্যকদলী (ক্ৰী) অরণ্যস্তৈব কদলী। ৬-তৎ। গিরি-
কদলী। পাহাড়ের কলার গাছ।

অরণ্যকাণ্ড (ক্ৰী) অরণ্যস্ত কাণ্ডো যত্র। বহুব্রী। রামা-
য়ণের অন্তর্গত রামের বন ব্যাপার বর্ণিত গ্রন্থ।

অরণ্যকার্পাসী (ক্ৰী) অরণ্যে অরণ্যস্ত বা কার্পাসী।
৭ বা ৬-তৎ। বনকাপাস। ভারদ্বাজী। বনোন্তবা।
বনজা। বৈদ্যশাস্ত্র মতে ইহা হিম ও রুক্ষ। ইহাতে
ত্রণ ও অস্ত্রকৃত নষ্ট হয়।

অরণ্যকুলথিকা (ক্ৰী) অরণ্যস্ত কুলথিকা। ৬-তৎ। বন-
কুলথিকা। বনের কুষ্ঠি কলাই।

অরণ্যকুমুদ (পুং) ৬-তৎ। বনকুমুদ। বনকুমুম কুল।
বৈদ্যশাস্ত্র মতে ইহা পাকে কটু। ইহাতে স্নেহা নষ্ট
হয় এবং ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অরণ্যগজ (পুং) অরণ্যস্থো গজঃ। কর্ণধা। বনহস্তী।

অরণ্যগান (ক্ৰী) অরণ্যে গায়ত্রে অরণ্য-গৈ-কর্ণণি ল্যাট্।
সামবেদের অন্তর্গত অরণ্যে গের গান বিশেষ।

অরণ্যঘোলা (ক্ৰী) অরণ্যস্ত ঘোলা। ৬-তৎ। বন ঘোলা।
শাক বিশেষ।

অরণ্যচটক (পুং) ৬-তৎ। বনচটক। পক্ষীবিশেষ। ধূমর।
ভূমিশয়। রাজনির্ঘণ্টের মতে, ইহার মাংস শীতল ও
লঘু এবং ইহাতে বল ও শুক্রবৃদ্ধি হয়।

অরণ্যচন্দ্রিকা (ক্ৰী) অরণ্যে পতিতা চন্দ্রিকা জ্যোৎস্না-
স্নেহ। ৭-তৎ। নিম্ফল বেশভূষা। গ্রামের জ্যোৎস্না
সকলে উপভোগ করে, কিন্তু নির্জন বনের জ্যোৎস্না
কেহ উপভোগ করে না, তজ্জন্ত তাহা নিম্ফল। সেই
রূপ, যে বেশ ভূষায় পতির মন ভুলে না, তাহাও
নিম্ফল।

অরণ্যচর। অরণ্যে চর (ত্রি) অরণ্যে চরতি অরণ্য-চর-
ট। ৭-তৎ বা অলুক্ স০। বনচর ব্যাঘ্রাদি। *। তৎ-
পুরুষে কৃতি বহুলম্। পা ৬। ৩। ১৪। তৎপুরুষ সমাসে
কৃত্ত পদ পরে থাকিলে সপ্তমী লুকের বহুলস্তাব হয়,
অর্থাৎ কখন লুক হয় এবং কখন লুক হয় না।

অরণ্যজার্কক (ক্ৰী) অরণ্যজম্ জার্ককম্। কর্ণধা। বন আদা।

অরণ্যজীর (পুং) অরণ্যস্ত জীরঃ। ৬-তৎ। বনজীরা।

অরণ্যজীব (ত্রি) আরণ্যেন অরণ্যজেন ফলাদিনা জীবতি
অরণ্য-জীব-ইণ্ডপদস্থান্ ক। বনোন্তব ফলাদি দ্বারা
জীবিত বানপ্রস্থাদি।

অরণ্যধর্ম (পুং ক্ৰী) অরণ্যে আচরণীয়ো ধর্মঃ। ৭ শাক-
তৎ। বানপ্রস্থ ধর্ম। [বানপ্রস্থ শব্দে ইহার বিশেষ
বিবরণ দেখ]।

অরণ্যধান্য (ক্ৰী) প্রাণান্ দধাতি ধা (দধাতের্থৎ মুট্ চ।
উৎ ৫। ৪৮) ইতি যৎ মুটৌ ধাত্বম্ অরণ্যে জাতং
ধাত্বম্। শাক-তৎ ৬-তৎ বা। নীবারাদি। বনধান্য।

অরণ্যপতি। অরণ্যানাপতি (পুং) অরণ্যানাং লক্ষণয়া
তদ্রূপ চৌরাগাং পতিঃ বা অলুক্ স০। ৬-তৎ। চৌরের
অধিষ্ঠাতা রুদ্র। রুদ্রই লীলাক্রমে চৌর রূপ ধারণ
করেন। অথবা রুদ্রই বিশ্বময়। এ হেতু চৌরাদিকে রুদ্র
রূপে ধ্যান করা কর্তব্য। কিম্বা চৌরাদি শরীরে জীব এবং
ঈশ্বর এই দুই রূপে রুদ্র থাকেন। তাহার মধ্যে জীবেরই
পর্যায় চৌরাদি এবং সেই জীবই ঈশ্বর রূপ রুদ্রকে
লক্ষ্য করিয়া থাকেন। (মাধব)। অরণ্যচর ব্যাঘ্রের পতি।
অরণ্যভব (ত্রি) অরণ্যে ভবতি অরণ্য-ভূ-অচ্। ৭-তৎ।
বনজাত। বনোৎপন্ন।

অরণ্যমক্ষিকা (ক্ৰী) ৬-তৎ। দংশ। উঁশ।

অরণ্যমার্জার (পুং) ৬ বা ৭-তৎ। বনবিড়াল।

অরণ্যানুদা (পুং) ৬-তৎ । বনমুগা । বনমুগ ।

অরণ্যযান (ত্রি) অরণ্যে যারতে যেন অরণ্য-যা-করণে
লুট্ । বনে যাইবার বাহন বিশেষ । ভাবে লুট্ । বনে
গমন ।

অরণ্যরক্ষক (পুং) অরণ্যে রক্ষতি অরণ্য-রক্ষ-ল্য । ৬-
তৎ । বনরক্ষক । প্রান্তবর্তী প্রদেশের তত্ত্বাবধায়ক ।

অরণ্যরাশি (পুং) অরণ্যজাতঃ রাশিঃ । মধ্যপদলোপী
কর্মধা । বহুপদজাতীয় রাশি । জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত
সিংহাদি রাশি ।

অরণ্যরুদিত । অরণ্যরুদিত (ক্রী) অরণ্যে রুদিতং
রোদনম্ । সন্তমী বা অলুৎ । অরণ্যে রোদন । বৃথা
আক্ষেপ । যে বিলাপ শুনিবার লোক নাই ।

অরণ্যবায়স (পুং) অরণ্যস্ত বায়সঃ । দাঁড় কাক ।

অরণ্যবাস (পুং) অরণ্যে বাসঃ বসতিঃ । বনবাস ।

অরণ্যবাসিন্ (ত্রি) অরণ্যে বসতি অরণ্যে-বস-গিনি ।
বনবাসী মুনি প্রভৃতি । (ক্রী) ভীপ্ অরণ্যবাসিনী ।
অত্যন্নপর্ণী লতা ।

অরণ্যবাস্তুক (পুং) ৬-তৎ । বনবেতোর শাক ।

অরণ্যশালি (পুং) অরণ্যজাতঃ শালিঃ । মধ্যপদলোপী
কর্মধা । বনজাত নীবারাদি ধাত্ত ।

অরণ্যশূকর (পুং) অরণ্যস্তঃ শূকরঃ । মধ্যপদলোপী
কর্মধা । বনবরাহ । বুন শূকর ।

অরণ্যশূরণ (পুং) অরণ্যজাতঃ শূরণঃ । শাকং তৎ ।
বুনো ওল ।

অরণ্যশ্বন (পুং) অরণ্যে অরণ্যস্ত বা শ্বেব হিংস্রঃ । বৃক ।
মৃগ । নেকড়ে বাঘ ।

অরণ্যবন্তী (ক্রী) অরণ্যে পূজনায় বন্তী । শাকং তৎ ।
জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্ল বন্তী । বাটা বন্তী । জামাই বন্তী ।
অরণ্যে পূজা বন্তী । শাকং-তৎ । জ্যৈষ্ঠশুক্লবন্তীতে উপাস্ত
দেবী বিশেষ ।

জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে বন্তী চারণ্যসংজ্ঞিতা ।

ব্যক্তনৈককরাস্তত্ত্বামটন্তি বিপিনে ক্রীয়ঃ ।

তাং বিজ্ঞাবাসিনী বন্দবন্তীমারায়ন্তি চ ।

কন্দমূলফলাহার লভন্তে সন্ততীঃ শুভাম্ । (রাজমার্গত) ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের বন্তীর নাম অরণ্যবন্তী ।
ক্রীলোকেরা এক একটা চামর হাতে লইয়া বনে যায়
এবং তথায় বিজ্ঞাচল বাসিনী বন্তীর আরাধনা করে ।
এই বন্তীতে ওল, ফল, মূল আহার করিয়া থাকিলে শুভ
সম্ভাব লভ হয় ।

স্থানে স্থানে ঐ তিথিতে বন্তীর প্রতিমা গড়িয়াও
পূজা করা হইয়া থাকে । বন্তীর ধ্যান বধা,—

দ্বিজাং গৌরবর্ণাভাং পট্টবস্ত্রোপশোভিতাম্ ।

বরাভয়প্রদাং বন্তীং রত্নভরণভূষিতাম্ ॥

গন্ধর্কৈঃ সংস্তুতাং দেবীং ক্রোড়ে চার্চিতপুজিকাম্ ।

অরণ্যাধ্যক্ষ (পুং) অরণ্য রক্ষণাদৌ নিযুক্তোহধ্যক্ষঃ
শাকং তৎ । বনে প্রজার রক্ষার নিমিত্ত রাজার নিযুক্ত
রক্ষক ।

অরণ্যানী (ক্রী) মহদরণ্যম্ অরণ্য-ভীষ্ আনুচ্ চ । মহা-
রণ্য । বৃহৎ বন । * । হিমারণ্যরোমহর্ষে । (বাহিক
পা ৪ । ১ । ৪৯ । সূত্রে) । হিম ও অরণ্য শব্দের স্থানে
মহর্ষ অর্থে আনুচ্ ও তাহার উত্তর ভীষ্ হয় । অরণ্য-
পালরিত্রী অধিদেবতা । (নিরুত) । সে কালে ঋষিরা
বন দেবীর স্তব করিতেন । ঋগ্বেদে অরণ্যানীর এই
রূপ স্তব করা হইয়াছে,—

অরণ্যাত্মরণ্যাত্মসৌ বা প্রেব নশ্চসি ।

কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন স্তা ভীরিব বিন্দতি ॥

বৃষাববায় বদতে যজুপাবতি চিচ্চিকঃ ।

আবাটিভিরিব ধাবয়ন্নরণ্যানিমহীয়তে ॥

উত গাব ইবাদদ্ব্যত বেশেব দৃশ্ততে ।

উতো অরণ্যানিঃ সায়ং শকটারিব সর্জতি ॥

গামদ্বৈষ আ হ্বরতি দার্ষদ্বৈষো অণাবধীং ।

বসন্নরণ্যাত্মাং সায়মক্কুদ্বিতি মজ্জতে ॥

ন বা অরণ্যানির্হস্ত্যাত্মশ্চৈরাতিগচ্ছতি ।

স্বাদো কলস্ত স্গগ্ধবায় যথাকামং নি পদ্যতে ॥

আঞ্জানগন্ধিং সুরভিৎ বহুস্মামকুবীবলাং ।

প্রাহং মৃগাণাং মাতরমরণ্যানিমশংসিষং ॥ ১০।১৪৬।

অরণ্যানি, অরণ্যানি, তুমি যেন বিনষ্ট হইয়া যাই-
তেছ । কি অস্ত্র তুমি গ্রামের পথ জিজ্ঞাসা করিয়া লও
না ? তোমার কি ভয় হয় না ? বৃষের ডাকের সঙ্গে
বখন চিচ্চিকপক্ষী যেন বাদ্য বাজাইয়া ডাকিতে ডাকিতে
উড়িতে থাকে, অরণ্যানী তখন আনন্দিত হন । গোরু
যেন চরিতে থাকে, মহুঘোর গৃহ যেন দেখিতে পাওয়া
যায়, সায়ংকালে অরণ্যানি যেন শকট চালাইতে থাকেনা-
কেহ গোরুকে ডাকিতেছে, কেহ বৃক কাটিতেছে,
অরণ্যে বাস করিলে বোধ হয় তিনি যেন চীৎকার
করিতেছেন । অরণ্যানী কাহাকেও বিনষ্ট করেন না ।
তবে অস্ত্র কেহ (বনের পশু প্রভৃতি) বিনষ্ট করিতে
পারে । অস্বাহ কল খাইয়া লোকে সেখানে বধ্যভি-

লাব বাস করে। আমি অরণ্যানীর স্তব করি, তিনি ভূগর্ভগিরের মাতা। তিনি আশ্রয়দাতা সুরতি এবং অকুণ্ঠ ক্ষেত্র হইতে প্রচুর অন্ন দান করেন।

এই স্তোত্রের সকল শ্লোকের প্রকৃত মৰ্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

অরণ্যায়ন (ক্ৰী) অরণ্যে অয়নং বানপ্রস্থধৰ্ম্মা অন্ত্য-
শ্মিন্ অর্শ আদি। অচ্। ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মবিশেষ।
অরণ্যেতিলক (পুং) সপ্তম্যা অলুক্। ৭-তৎ। বনতিল।
অরণ্যেহনুচ্য (ত্রি) অরণ্যে বনে অনুচ্যঃ নিয়ত পাঠ্যো
মন্ত্রো যন্ত। অলুক্ বহব্রী। অরণ্য মাত্রে পাঠ্য মন্ত্রদ্বারা
সংস্কৃত পুরোডাশাদি। (পুং) অরণ্যে পাঠ্য মন্ত্র বিশেষ।
অরণ্যোকম্ (পুং) অরণ্যম্ ওকঃ স্থানং যন্ত। বহব্রী।
মুনি। বানপ্রস্থ।

অরত (ত্রি) ন রতম্। নঞ-তৎ। বিরত। অহুরক্ত নহে।
অরত্ৰপ (পুং) অরতা বিরতা ত্রপা লজ্জা যন্ত। বহব্রী।
কুকুর। (ত্রি) লজ্জাহীন।

অরতি (পুং) ঋচ্ছতি গচ্ছতি ঋ গতো (অর্ন্তেষ্চ। উণ্ ৫।
৭) ইত্যতিঃ। উৎসেগ। (অরতিরূপেগঃ। উজ্জলদত্ত)।
(বহিবস্তৃষ্টিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ৪। ৬০) ইত্যতিঃ।
ক্রোধ। (উজ্জলদত্ত)। রম-ক্ৰিন্ রতিঃ। নঞ-তৎ (ক্ৰী)।
অস্থির চিত্ত। মনের ব্যাকুলী ভাব। রাগের অভাব।
রতিবিরহ। উৎসেগ। ইষ্ট বিরোগ। অসন্তোষ। কন্দর্প
জনিত নায়কের দশাবিশেষ। (ত্রি) নাস্তি রতির্যন্ত।
নঞ-বহব্রী। অহুরাগহীন।

অরতি (পুং) ক্র্যাতিঃ ঋ গতো (অর্ন্তেঃ কচ্চিচ্ যণ্
উণ্ ৪। ২) ইতি কচ্চিচ্ যণ্চ রতিঃ বদ্ধমুষ্টিকরঃ।
নঞ-তৎ। কনিষ্ঠাঙ্গুলি ত্রিঃ মুটা করা হাত। (বদ্ধ-
মুষ্টিঃ করো রতিঃ সোহরতিঃ প্রস্তুতাস্থলিঃ। উজ্জলদত্ত)।
কহুই হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত পরিমাণ। কুর্পর।
(ত্রি) কহুই হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত পরিমিত।
কফোণি। কহুই। বাহু। স্বার্থে কন্ অরতিক, এই
শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

অরথী (পুং) ন রথিঃ সারথিঃ। নঞ-তৎ বেদে সর্ষঃ।
সারথি ভিন্ন।

অরদ (ত্রি) ন সন্তি রদা মস্তা যন্ত। নঞ-বহব্রী। যে
বালকের দাঁত উঠে নাই। ভগ্নদন্ত বৃদ্ধ। যে ভগ্নদন্ত দাঁত
নাই।

অরধ (ত্রি) রাধে হিংসনে-কর্ম্মণি রন্ ব্রহ্মশ্চ। ততো
নঞ-তৎ। শব্দ কর্ত্ত্বক অহিংস্র। শক্য়া বাহার হিংসা

করিতে পারে না। লম্বুচ।

অরন্তক (ক্ৰী) কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত সমস্ত পঞ্চকের সীমা-
ভূত স্থান বিশেষ।

অরন্ধন (ক্ৰী) অভাবে নঞ-তৎ। পাকের অভাব।
ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে এবং আশ্বিন মাসের সংক্রা-
ন্তিতে অরন্ধনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বাহালায় স্থানে
স্থানে দশহরার দিন হইতে শ্রাবণ মাসের শেষ সংক্রান্তি
পর্য্যন্ত প্রতি পঞ্চমীতে ও 'সীমলা' এবং 'পাভাল কোড়'
প্রভৃতি অনেক দিনে অরন্ধন হইয়া থাকে। চলিত
ভাষায় ইহাকে 'আরন্দ' কহে।

অরন্ধনের পূর্বে দিনে জ্বীলোকেরা অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন
করিয়া রাখেন। অন্ন বাসী হইলে নষ্ট হইয়া যায়,
তজ্জন্ত তাহাতে জল দিয়া পান্ডভাত করিয়া রাখিতে
হয়। ব্যঞ্জনের মধ্যে মুছরীর ডাউল এবং কচুর শাকই
প্রসিদ্ধ। পর দিন আরন্দ। সে দিন উমান জাগ্রিতে
নাই। গৃহিণীরা উনানের উপরে ও ভিতরে আলিপনা
দেন এবং ঘরে ঘরে মনসা পূজা করেন। পত্নীর মধ্যে
পরস্পর সকলেই সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন।
বালক বালিকারা সকলের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া
বেড়ায়। লোকের সংস্কার এই, আরন্ধের দিন পাক
করিলে সর্পাঘাত হয়। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে যে
আরন্দ হয়, তাহার নাম 'বুড়ী আরন্দ'।

অরন্ধু (ত্রি) নাস্তি রন্ধুং ছিত্রং যন্ত। নঞ-বহব্রী।
নিবিড়। ছিত্রশূন্ত। নির্দোষ।

অরপম্ (ত্রি) রপ্যতে কথার্থং সর্ব্ব সমকং কথ্যতে রপ-
কর্ম্মণি অস্বন্। নাস্তি রপঃ পাপং যন্ত। নঞ-বহব্রী।
পাপ শূন্ত।

অরম্ (অব্য) অল্-অম্। শীঘ্রতা। অতিশয়। এখানে
লকার স্থানে বিকল্পে রেফ হইয়াছে।

অরম (ত্রি) ন রম্যতে হেননাত বা, রম-করণে হৃদিকরণে
বা অচ্। নঞ-তৎ। অধম। নিকৃষ্ট।

অরমতি (ক্ৰী) অরা অভ্যর্থ্য মতিঃ। কর্ম্মধা পূর্বে পদন্ত
পুষন্তাবঃ। পর্য্যাপ্ত বুদ্ধি। দীপ্তি। পৃথিবী। ধন।
পর্য্যাপ্ত জ্ঞতি। অস্থির। সর্ব্বত্রগামিনী।

ঋগ্বেদের অনেক স্থানে 'অরমতি' শব্দ দেখিতে
পাওয়া যায়। সামনাচার্য্যও ইহার নানা প্রকার অর্থ
করিয়াছেন। যথা—

অরমতিঃ সবিতা দেব আগাৎ। ২। ৩৮। ৪। ইহার
ভাবে সায়ন লিখিয়াছেন, অরমতিঃ—অহুগ্নরতিঃ।

অর্থাৎ স্থির নহে। এখানে ইহা সবিভার বিশেষণ।

আ নো মহীমরমতিঃ। ৫। ৪৩। ৬।—ভাষ্যে, আ সমস্তাং রমমাণাং সর্বত্র গন্তীং বা। সর্বত্র রমমাণা, অথবা সর্বত্র গামিনী। বা দেবতা।

প্র বো মহীমরমতিঃ। ৭। ৩৬। ৮।—ভাষ্যে, উপ-
রতিরহিতাম্। উপরতিশূন্না। স্থির নহে। ইহা মহীর
নাম। ৭। ৪২। ৩। ঋকেও। অরমতি শব্দে ভূমি অর্থ
গ্রহণ করা হইয়াছে। ৭। ১। ৬। ঋকে, সায়ন ইহার
'দীপ্তি' এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

অথ মা নো অরমতিঃ। ৫। ৫৪। ৬।—ভাষ্যে,
অরমমাণং ধনাদিকং। ভোগ করিবার ধনাদি।

প্রতি নঃ স্তোমঃ ষষ্ঠী জুবেত স্তাদস্মৈ অরমতির্ব-
ন্যুঃ। ৭। ৩৪। ২১।—ভাষ্যে, পর্যাণ্তবুদ্ধিঃ, সর্ববিষয়-
ব্যাপিবুদ্ধির্বা। বাহার পর্যাণ্ত বুদ্ধি। উক্ত ঋকে ইহা
ষষ্ঠীর বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে।

অরমতিরনর্কণো বিশো দেবস্ত মনসা। ৮। ৩৪।
২১।—ভাষ্যে, অরমতিঃ পর্যাণ্তবুদ্ধিঃ। এখানে 'অর-
মতি' শব্দে লকার স্থানে বিকরে রেক হইয়াছে। ইহার
অর্থ, বাহার পর্যাণ্তবুদ্ধি করা হয়। পূর্ব ঋকের পূষা
শব্দের বিশেষণ স্বরূপ ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই রূপ অস্তান্ত আরও অনেক ঋকে 'অরমতি'
শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

অরর (ক্লী) ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি হারম্। ঋ গতো-অর।
কপাট। ঋষি বিশেষ। বংশ কোষ। করীর কোষ।
আচ্ছাদন। *। অর্ধি কমি ত্রিমি বসি দেবি বাসি-
ভ্যশ্চিৎ। উণ্ ৩। ১৩২। এই সকল ধাতুর উত্তর অর
প্রত্যয় বিহিত হয় এবং তাহারা অন্তোদাত্ত হইয়া
থাকে। (অররং কপাটম্। উজ্জলদত্ত)।

অররি (ক্লী) রা দানে-কি। *। আদু গম হন জন
কিকিনো লিট্ চ। পা ৩। ২। ১৭১। আকারান্ত ধাতু,
ঋদন্ত ধাতু, গম, হন, জন এই সকল ধাতুর উত্তর বেদ-
বিষয়ে তাম্বিল্যাদি অর্থে কি এবং কিন্ প্রত্যয় হয়
এবং তাহার পরে লিটের স্থায় কার্য হইয়া থাকে।

ররিদাতা, ররিব্যস্ত নবিদ্যতে তদররি। নঞ্-বহত্বী।
অস্ত কৰ্তৃক বাহা অদন্ত। স্থখ। (নিরুক্ত)।

ঋ-বিট্-অনু গমনম্। অরঃ গমনস্ত অরিঃ বাধকঃ।
কপাট।

অরবিন্দ (ক্লী) অররি অনৈঃ অদন্তঃ স্তমিতি শেষঃ
দধতি ঙা-ক। নকার উপজানঃ। (দেবরাজ)। জল।

উদকেন যদিযতে স্তম্যাদিকং তচ্ছাট্টেঃ পৃথিব্যা-
দিতিঃ দাতুমশক্যম্ভাং অদন্তমিত্যুচ্যতে। (নিষক্ট)।

অররিবন্ (ক্লী) রা দানে-কন্থ ররিবান্। নঞ্-তৎ। যে
দান করে নাই। ১—অররিবান্, অররিবাংসৌ, অররি-
বাংসঃ। ২—অররিবাংসম্, অররিবাংসৌ, অররুবাংসঃ।

। *। বস্বেকাজাদ্ ঘসাম্। পা ৭। ২। ৬৭। অভ্যন্ত
হইলেও যে ধাতু একাচ্ থাকে, তাহাও আকারান্ত ধাতু
এবং ঘন্ ধাতু ইহাদের কন্থ স্থানে ইট্ হয়। *। বসোঃ
সম্প্রসারণম্। পা ৬। ৪। ১৩১। বহু প্রত্যয়ান্ত ত সংজ্ঞার
সম্প্রসারণ হয়। সম্প্রসারণ হইলে আর ইট্ হয় না।

অররু (পুং) ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি অরিভাবম্ ঋ গতো
(অর্ন্তেরক্। উণ্ ৭। ৪। ৭৯) ইত্যক্। শক্র। আয়ুধ।
অরক্। অররু। অররবঃ। (ত্রি) গমনস্বভাব। উণাদির
ব্যাখ্যায় ভট্টোজ্জীৱিক্তি কেবল শক্র অর্থ গ্রহণ
করিয়াছেন। উজ্জলদত্ত শক্র অর্থ গ্রহণ করেন নাই,
তিনি কেবল আয়ুধ অর্থ লিখিয়াছেন।

অররুন্ (পুং) ঋ-বাহু-অরুন্। যে শত্রু উপজব করিতে
আসিয়াছে।

অররে (অব্য) অরং শীঘ্রং রাতি রা-ডে। শীঘ্র প্রত্যুত্তর
পাইবার জন্ত অতি ব্যগ্র সোধোদন। এই সোধোদন বাক্য
মাত্র ব্যক্তির পক্ষে নহে, কিন্তু স্নেহের পাত্রের প্রতি বা
নীচ ব্যক্তির প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অরলু (পুং) অরং লায়তে গৃহ্যতে অর-লা-কু। শোনা-
গাছ। স্বার্থে কন্। শোনাগাছ। শ্রোনা ক বৃক্ষ।

অরব (পুং) রু-অপ্-রবঃ। নঞ্-তৎ। রবের অভাব।
নিষেধের নিমিত্ত বাক্যের অভাব (ত্রি)। নঞ্-বহত্বী।
রবশূন্না।

অরবিন্দ (ক্লী) অরাঃ চক্রস্ত নাভিনেম্যোরস্তরালম্বকাষ্ঠানি
তাদৃশানি দলানি বিন্দন্তে অর-বিন্দ-শ। পদ্য। *। গবা-
দিবু বিন্দেঃ সংজ্ঞায়াম্। (বার্তিক পা ৩। ১। ১৩৮ সূত্রে)।
সংজ্ঞা বুঝাইলে গবাদি শব্দের পর বিন্দ ধাতুর উত্তর শ
প্রত্যয় হয়। *। শে মুচাদীনাম্। পা ৭। ১। ৫৯। শ
প্রত্যয় পরে থাকিলে মুচাদি ধাতুর স্থানে হুম্ আগম হয়।

নীলোৎপল। রক্তকমল। সারসপক্ষী। তাম্র।

অরবিন্দনাভ (পুং) অরবিন্দং নাভৌ যন্ত। বহত্বী অচ্-
সং। পদ্যনাভ। বিষ্ণু।

অরবিন্দনাভি (পুং) অরবিন্দং নাভৌ যন্ত। বহত্বী।
সমাসান্ত বিধেয়নিত্যস্বাম্ অচ্ সৎ। বিষ্ণু। (প্রজা ইবা-
জাদরবিন্দনাভেঃ। মাঘ ৩। ৬৫। অরবিন্দনাভি বিষ্ণুর

অঙ্গ হইতে প্রকার ভায়)।

অরবিন্দিনী (জী) অরবিন্দন্ত নিকটস্থ দেশাদি ইনি ভীপ্।
পদ্মযুক্ত দেশ। তেষাং সমূহঃ ইনি ভীপ্। পদ্মসমূহ।
অরবিন্দমন্ত্যন্ত্যাম্ ইনি। পদ্মলতা। স্বার্থে ইনি। পদ্মিনী।
[অধুরুহিণী শব্দে সূত্র দেখ]।

অরশ্মন্ (ত্রি) নাস্তি রশ্মিরন্ত বেদে বাহুল্যে অন্ সন্।
রজ্জু রহিত রথাদি।

অরস (পুং) অভাবে নঞ-তৎ। আশ্বাদের অভাব।
রত্নতে আশ্বাদ্যতে কৰ্ম্মণি ঘ অচ্ বা আশ্বাদ্য মধুরাদি
ততো নঞ-তৎ। মধুরাদি রস নহে। নিকৃষ্ট রস। (ত্রি)
নাস্তি রসো যন্ত। নঞ বহুব্রী। রসশূন্ত। নীরস। অসার।
অরসিক (ত্রি) রসং বেত্তি রস-ঠন্। নঞ-তৎ। অর-
সজ্ঞ। অবিদগ্ধা। যাহার রসবোধ নাই।

অরাজক (ত্রি) নাস্তি রাজা যস্মিন্। নঞ বহুব্রী কপ্।
রাজশূন্ত দেশাদি। যেখানে রাজা নাই।

অরাজিন্ (ত্রি) ন রাজতে রাজ-গিনি। নঞ-তৎ। দীপ্তি-
শূন্ত। রাজা অধিষ্ঠাতৃদেনাত্যাস্মিন্ ব্রীহাদি। ইনি ততো
নঞ-তৎ। যে স্থানে রাজা নাই।

অরাজীব (পুং) অরং রথাক্ষং তৎ প্রস্তুতেন আ সম্যক্
জীবতি। অর-আ-জীব-অচ্। রথকার ছুতোর। (ত্রি)
নাস্তি রাজীবং যত্র। নঞ বহুব্রী। পদ্মশূন্ত জলাদি।

অরাতি (পুং) ২। রাতি দদাতি কিমপি কুশলং বা নানে—
অতি। শক্র। (রিপৌ ইত্যাদি অভিঘাতি পরারাতি।
অমর)। জ্যোতিষোক্ত ষষ্ঠ স্থান। কামাদি ছয় রিপু।
কামাদি রিপুর ছয় সংখ্যা বলিয়া ছয় সংখ্যাকেও
অরাতি কহে। (ত্রি) অভিগমন শীল। ভাবে তিন্
অভাবে নঞ-তৎ (স্ত্রী)। দানাভাব। অরাতিরিবাচরতি
আত্মনঃ অরমিচ্ছতি বা ক্যচ্ অরাতীরতি।

অরাতীযু (ত্রি) অরাতিরিবাচরতি অরাতি-ক্যচ্-উ।
শক্রতুল্য আচরণশীল।

অরাতীবন্ (ত্রি) অরাতিরিবাচরতি অরাতি-বেদে-
বনিপ্। শত্রুর ভায় আচারযুক্ত।

অরাধন্ (ত্রি) রাধোতি সৰ্গঃ সিধ্যতি অনেন রাধ সিদ্ধৌ
(সৰ্গ ধাতুভোহিহন্। উণ্ ৪। ১৮৮) ইতি করণে
অহন্ রাধা ধনং তদ্রাস্তি যন্ত। নঞ বহুব্রী। ধনরহিত।

অরায় (ত্রি) রায়তে যজ্ঞাদৌ দীপ্যতে দক্ষিণাদিভ্যেন রা
নানে-কৰ্ম্মণি ঘঞ্ যুক্ত চ রায়ো ধনঃ স নাস্তি যন্ত।
ধনশূন্ত। ভাবে ঘঞ্। যজ্ঞাদিতে দান। (ত্রি) নঞ
বহুব্রী। দান শূন্ত। যথা অয়ম্ অত্যর্থঃ শীঘ্রং বা দৈয়তে

উপার্জ্যতে অর-ইণ-কৰ্ম্মণি ঘঞ্ অরায়ঃ।

অরাল (পুং) অরং শীঘ্রম্ আলাতি গৃহাতি মনঃ অর-আ-
লা-ক। মনশ্রাবী হস্তী। মন্ত হস্তী। বক্র। কুটিল।
সজ্জরস। ধুনা। (অরালঃ সমদ্বিগে। বক্রে সজ্জ-
রসে চ। হেম)।

অরাবন্ (ত্রি) রা-বনিপ্ রাবা। নঞ-তৎ। অদাত্তা।
রূপণ। (স্ত্রী) ভীপ্ বনো রশ্চ। অরাবরী।

অরি (পুং) ঋচ্ছতি গচ্ছতি অনিষ্টার্থম্ ঋ গতো-ই (অচ
ইঃ। উণ্ ৪। ১৩৮)। অজন্ত ধাতুর উত্তর ই প্রত্যয় হয়।
শক্র। রথাক্ষ। চক্র। বিট্ খদির। কাম ক্রোধ লোভ
মদ মাৎসর্য্য এই ছয় বৃত্তি। কামাদির ছয় সংখ্যা
বলিয়া অরি শব্দে ছয় সংখ্যাকেও বুঝায়। জ্যোতি-
ষোক্ত লগ্নস্থান হইতে ষষ্ঠ স্থান। দৈশ্বর। দৈশ্বর অপ-
রাধীকে শাস্তি প্রদান করেন, একজ্ঞ তাঁহার নাম অরি।
জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত পরস্পর অরিগ্রহ। যথা—রবির অরি
গুরু ও শনি। চন্দ্রের কেহই অরি নাই। মঙ্গলের অরি
বুধ। বুধের অরি চন্দ্র। বুধস্পতির অরি বুধ ও গুরু।
গুরুর অরি রবি ও চন্দ্র। শনির অরি, রবি চন্দ্র ও
মঙ্গল। বুধস্পতি ও গুরু অরিগৃহ গত হইলে তাহাতে
উপনয়ন প্রভৃতি সমস্ত বৈধ কৰ্ম্ম নিবন্ধ। এই গুলি
গ্রহদিগের স্বাভাবিক অরি। তত্ত্বিকোন রাশিই গ্রহ অথ
রাশিই গ্রহ হইতে প্রথম, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম
স্থানে থাকিলে তাহারা সেই সকল রাশিই গ্রহের তৎ-
কালীন অরি হয়। কিন্তু তাহারা স্থানান্তরে গেলে আর
তাহাদের অরিভাব থাকে না। অকথহ ও অকড়ম চক্রের
চতুর্থ কোঠ। সেই সকল চতুর্থ কোঠই মন্ত্র। [বিবরণ
অকথহ এবং অকড়ম শব্দে দেখ]। (ত্রি) প্রেরক।

অরিক্খভাজ্ (ত্রি) ঋক্খং পিতৃপিতামহাদি ক্রমাগত
ধনং ন ভজতে পাতিত্যাদিনা ন লভতে অরিক্খ-ভজ-ঘি।
অস্ব্যাপ্পাশ্রা ইতি বদসমর্থসমাসঃ। (অস্ব্যাপ্পাশ্রমিত্য-
সমর্থ সমাসঃ দৃশিনা নঞঃ সম্বন্ধাৎ। সিং কো-)।
অনংশ। ক্রীষ পতিতাদি যাহার পিত্তাদি ধনে অধি-
কার নাই। এখানে, 'রিক্খং ন ভজতি' এই বাক্যে ন
এই নিবেদ বোধক শব্দ ভজতি এই ক্রিয়া পদের সঙ্গে
ধাকার 'অরিক্খ' ইহা অসমর্থ পদ হইতেছে। কিন্তু,
এস্থলে 'রিক্খভাজ্' প্রথমে এই প্রকার রূপ সাধিয়া
তাহার পর নঞ সমাস করিলে অধিক সঙ্গত হয়।
কারণ, 'অরিক্খ' এই অসমর্থ পদের সঙ্গে সমাস করি-
বার নিমিত্ত বিশেষ সূত্র নির্দিষ্ট হয় নাই।

অরিগূর্ভ (পুং) অরয়ে তদধায় গূর্ণ উদ্যতঃ।
শাক্ ০ তৎ। শক্ৰ বধ করিবার নিমিত্ত উদ্যত।

এখানে বৈদিক প্রয়োগে নকার হয় নাই। [অভি-
গূর্ভ শব্দে হ্রস্ব দেখ্]।

অরিভা (স্ত্রী) অরৈর্ভাবঃ তল্ টাপ্। শক্রতা। অনিষ্ট
সম্পাদন।

অরিতু (পুং) ক্ষুধতি গময়তি পারাস্তরম্ ঋ-অস্তত্ তণ্যার্থে
তচ্ বেদে ইট্। নাবিক। কর্ণধার। যে পার করে।

অরিত্র (স্ত্রী) অর্য্যতে হনেন ঋ-করণে ইত্ৰ। নৌকা
চালাইবার হাইল। কেনি পাতক। নৌকার কেয়াল।
(অরিত্রঃ কেনিপাতকম্। অমর)। গমনসাধন বাহনাদি।
। *। অর্ন্তি লু ধৃ স্ব খন সহ চর ইত্ৰঃ। পা ৩। ২। ১৮৪।
ঋ লু ধৃ স্ব খন সহ চর এই সকল ধাতুর উত্তর করণ
বাচ্যে ইত্ৰ প্রত্যয় হয়। কাশ্মাদি ঠঞ্ঞিঠৌ। (ত্রি)
আরত্রিক। অরিত্র সম্বন্ধী। অরিত্রে জাত। ঠঞ্ঞ (স্ত্রী)
ঙীপ্। আরত্রিকী। *। কাশ্মাদিত্য ঠঞ্ঞিঠৌ। পা
৪। ২। ১১৬। কাশ্মাদির উত্তর ঠঞ্ঞ ও ঐঠ্ প্রত্যয়
বিহিত হইয়া থাকে।

অরিদাস্ত (পুং) অরিঃ শক্রঃ দাস্তঃ দমিতো যেন। ঈক্
ভক্তিতী ইতি বৎ বিশেষণোত্তর পদোহপি। বহুব্রীহি।
যজুবংশীয় ক্ষত্রিয় বিশেষ।

অরিদ্বাদশ (পুং) অরীণাং গ্রহাণাং পরস্পরং দ্বাভ্যাং
দ্বাদশ গ্রহাঃ যত্র। ডজন্ত বহুব্রী। বিবাহের নিষিদ্ধ
যোগ বিশেষ। ধম্ব মকর। কুম্ভ মীন। মেঘ বুধ।
মিথুন কর্কট। সিংহ ও কচ্ছা। তুলা ও বিছা। ইহা-
দের পরস্পর যোগে অরিদ্বাদশ যোগ ঘটে। অর্থাৎ
বরের রাশি যদি ধম্ব হয়, এবং কচ্ছার রাশি যদি মকর
হয় তবে তাহাতে বিবাহ নিষিদ্ধ। সেই রূপ কুম্ভ মীনা-
দিও নিষিদ্ধ। দ্বাদশ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে,
মকর রাশি হইতে গণনা করিলে ধম্ব দ্বাদশ হয় এবং
ধম্ব হইতে উল্টা গণনা করিলে মকর দ্বাদশ হয়, তাই
দ্বাদশ বলা হইয়াছে। *। বহুব্রীহৌ সংখ্যারে ডজবহগ-
ণাৎ। পা ৫। ৪। ৭৩। বহু ও গণ ভিন্ন সংখ্যা বিহিত
বহুব্রীহির উত্তর ডচ্ প্রত্যয় হয়।

অরিধায়স্ (ত্রি) অরিভিরীষরৈর্ধায়তে অরি-ধা অস্থন্।
ঈষরধার্য্য। *। বহিহাধাঞ্যাস্থন্সি। উণ্ ৪। ২২০।
বেদ বিষয়ে বহু, হা, এবং ধাঞ ধাতুর উত্তর অস্থন্
প্রত্যয় হয়। উপাদির এই চতুর্থ পাদের ২১৭ হ্রস্বে,
'বদেগিৎ' এই রূপ শিৎ বিধান করা হইয়াছে। তাহার

পর ২১৯ হ্রস্বে, 'পতিবচিভ্যাং হ্রট্ চ', এই রূপ হ্রট্
বিধান করা হইয়াছে। এক্ষণে ২২০ হ্রস্বে ঐ হ্রট্‌টির
মধ্যে কোনটীর অম্বুভুক্তি আসিতেছে সে বিষয়ে বৈয়া-
করণদের মতান্তর দেখা যায়। উজ্জলদত্ত হ্রট্ অম্বু-
ভুক্তি গ্রহণ করিয়াছেন। ভট্টোজ্জিগীকিত শিৎ অম্বুভুক্তি
স্বীকার করেন। তাই ধা, আতো যুক্ ইতি যুক্।

অরিনন্দন (ত্রি) অরীন্ শত্রুন্ নন্দয়তি তোষয়তি অরি-
নন্দ-গিচ্-ল্য। উপ স০। যে শত্রুকে সন্তুষ্ট করে।
ইঞ্জিয়াসক্ত। ব্যাসনাসক্ত।

অরিনন্দম (ত্রি) অরীন্ শত্রুন্ দাময়তি শময়তি বা
দমি শমনায়াং-খচ্ মুন্ চ। পরাভিত্যাবক। যে শত্রুকে
জয় করে। কাম ক্রোধাদির নিবারক।

দম ধাতুর অর্থ উপশম করান, এজন্ত সাক্ষ্যক।
কাহারও মতে দম ধাতু অন্তত্ তণ্যর্থ। (দমিঃ শমনায়া-
ন্তেন সাক্ষ্যক ইত্যুক্তম্। মতান্তরে তু অন্তর্ভাবিতণ্যার্থো-
হত্র দমিঃ। সিং কোঁ ০)। *। সংজ্ঞায়াস্তু ভুবুজিধারিস-
হিতপিদমঃ। পা ৩। ২। ৪৬। সংজ্ঞা অর্থে ভূ, তু, বু, জি,
ধু, সহ, তপ, দম, এই সকল ধাতুর উত্তর খচ্ প্রত্যয়
হয়। কাশ্মাদি ঠঞ্ঞিঠৌ। আরিনন্দমিক। (ত্রি) অরিনন্দম
সম্বন্ধী। ঠঞ্ঞ (স্ত্রী) ঙীপ্। আরিনন্দমিকী।

অরিপ্র (ত্রি) ঈঙর হ্রস্বঃ পুট্ চ রিপ্রঃ পাপঃ
তদ্রাস্তি যন্ত। নঞ্-বহুব্রী। পাপ রহিত। (স্ত্রী) রিপ্রঃ
কুংসিতঃ ততো নঞ্-তৎ। কুংসিত নহে। *।
লীড়ীড়োহ্রস্বঃ পুট্ চ তরৌ প্লেষণকুংসিতয়োঃ। উণ্ ৫।
৫৫। প্লেষণ লেগে থাকা। এবং কুংসিত অর্থে লীড়-
ধাতুর উত্তর ত এবং ঈড় ধাতুর উত্তর র প্রত্যয় হয়
এবং ঐ দুই ধাতুর ঈকার হ্রস্ব হয় এবং উহাদের স্থানে
পকারের আগম হইয়া থাকে।

অরিমর্দ (পুং) অরিম্ অনিষ্টকারিহ্মাং রোগ বিশেষ রূপঃ
মৃদনাতি নাশয়তি অরি-মৃদ-অণ্। উপ স০। কাসমর্দবৃক্ষ।
(ত্রি) যে শত্রুকে দমন করে।

অরিমর্দন (ত্রি) অরীন্ মৃদনাতি মৃদ-ল্য। যে শত্রুকে
মর্দন করে। (পুং) ঋক্কের ওরসে গান্ধিনীর গর্ভজাত
যজুবংশীয় ক্ষত্রিয় বিশেষ। অকুরের সহোদর।

অরিমেজয় (পুং) অরীনেজয়তি কম্পয়তি অরি-এজ-গিচ্-
খন্ মুন্ চ। উপ স০। যে শত্রুকে কম্পিত করে।
অকুরের সহোদর। যজুবংশীয় ক্ষত্রিয় বিশেষ। *। এজো-
বন্। পা ৩। ২। ২৮। পিজন্ত এজ ধাতুর উত্তর
বন্ প্রত্যয় হয়।

অরিমেদ (পুং) অরিং রোগরূপং মেদতি হিনস্তি মিল-অচ্।
 গুয়ে বাবলা। বৃক্ষ বিশেষ। বিট খদির। (অরিমেদো
 বিট খদিরে। অমর)। সংজ্ঞায়াঃ কন্, অরিমেদক
 কৃমি বিশেষ।

অরিল্লা (স্ত্রী) অরিরপি লায়তে গৃহতে গমনান্নিবার্যতে
 যয়া অরি-লা-করণে কিপ্। মাজ্জাবৃত্ত বিশেষ। যে বৃত্ত
 পাঠ করিলে শত্রুরও মন আর্জ হয়।

অরিষ (পুং) রিষ্যতি হিনস্তি রিষ হিংস্যাং-ক রিষঃ
 বাধকঃ নাস্তি রিষো মলস্ত বাধকো যন্মাং। নঞ-৫-বহুব্রী।
 অপানমাংসজ রোগ বিশেষ। মলবদ্ধকারী রোগ বিশেষ।
 ন রিষ্যতে কেনাপি প্রকারেণ বাধ্যতে রিষ-কর্মণি-
 ক। নঞ-তৎ। (স্ত্রী)। অবিচ্ছিন্ন ধারা বর্ষণ।

অরিষড়ষ্টক (স্ত্রী) অষ্টাবাব স্বার্থে কন্ অষ্টকং ষট্ চ
 অষ্টকঞ্চ দৃশ্যং ততঃ অরিভূতং ষড়ষ্টকম্। মধ্যপদলোপী
 কর্মধা বহুব্রী বা। বিবাহে নিষিদ্ধ যোগ বিশেষ। বর এবং
 কন্যা উভয়ের রাশি গণনাতে ষষ্ঠ ও অষ্টম হইলে তাহাকে
 ষড়ষ্টক কহে। এই মেলকে বিবাহ করিলে দম্পতীর
 মৃত্যু কিম্বা কলহ হয়। জ্যোতিষে ষড়ষ্টক দুই প্রকারে
 বিভক্ত করা হইয়াছে ; অরিষড়ষ্টক ও মিত্রষড়ষ্টক।
 তাহার মধ্যে সিংহ মকর, কন্যা মেঘ, মীন ভূলা, কর্কট
 কুম্ভ, বুধ ধনু, মিথুন বৃশ্চিক, ইহাদের ষড়ষ্টককে অরি-
 ষড়ষ্টক কহে। যেমন, বরের রাশি সিংহ ও কন্যার
 রাশি মকর হইলে তাহাকে অরিষড়ষ্টক বলে।
 কারণ সিংহ হইতে গণনা করিলে মকর ষষ্ঠ স্থানে পড়ে ;
 আবার মকর হইতে গণনা করিলে সিংহ অষ্টম স্থানে
 হয়।

অরিষড়্ বর্গ (পুং) ষষ্টিং বর্গঃ ষড়্ বর্গঃ অরীণাং অন্তঃ-
 শত্ৰুণাং কামক্রোধাদীনাম্ ষড়্ বর্গঃ শিবভাগবতবৎ
 সমাসঃ। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য এই ছয়
 অন্তঃশত্রু।

অরিষণ্য (ত্রি) ন রিষ্যতি হিনস্তি রিষ হিংস্যাং-অন্তক্।
 নঞ-তৎ। অহিংসক।

অরিষ্ট (পুং) রিষ হিংস্যাং-ক্ রিষ্টঃ। নঞ-তৎ। রক্তন।
 নিষ। লঙ্কার নিকটবর্তি পুরুষবিশেষ। কাক। কঙ্ক।
 ফেনিল বৃক্ষ। বুধভানুর। ইহাকে কৃষ্ণ বিনষ্ট করিয়া-
 ছিলেন। বলির পুত্র দৈত্যবিশেষ।

অনিষ্টস্থচক ভুঙ্ক্ষাদি উৎপাত। অনিষ্ট স্থানের
 সবি প্রভৃতি গ্রহ। মদ্য বিশেষ। ঔষধ বিশেষ
 অর্থাৎ সুরা প্রভৃতিতে ধাতু কিম্বা উদ্ভিজ্জাদি ভিজাইয়া

রাখিলে যে আরক প্রস্তুত হয়, তাহাকে অরিষ্ট কহে।
 বৈদ্যেরা ইক্ষুরসের সিকীতে হরীতকী, চিতা, দস্তীমূল,
 পিপ্পল প্রভৃতি বহুবিধ ঔষধ ভিজাইয়া অরিষ্ট প্রস্তুত
 করেন। নাস্তি রিষ্টং যন্মাং। নঞ-৫-বহুব্রী। যাহা অপেক্ষা
 অধিক আর রিষ্ট নাই। মরণচিহ্ন। শুভদায়ক বিধান।
 (ত্রি) অবিনাশী। (স্ত্রী) কটকী। কল্পপত্রী বিশেষ।
 (স্ত্রী) সুখে অবস্থান। সুখে থাকা। শুভ। অশুভ
 চিহ্ন। তক্র। সূতিকা গৃহ। স্বার্থে কন্ অরিষ্টক, রিঠা-
 করজ। নিষ। (ত্রি) অরিষ্টেন নিবৃত্তং কৃশাশ্বাদি। ছগ্।
 অরিষ্টীয়।

অরিষ্টগাতৃ (পুং) অরিষ্টম্ অহিংসিতং গচ্ছতি গম-তু
 নিপাতনাং আকারাদেশঃ। অহিংসিত গমন।

অরিষ্টতাতি (স্ত্রী) অরিষ্টস্ত ভাবঃ অরিষ্ট-তাতিল্।
 সুখের ভাব। *। ভাবে চ। পা ৪।৪।১৪৪। শিব,
 শং এবং অরিষ্ট শব্দের উত্তর বেদ বিষয়ে ভাব অর্থে
 তাতিল্ প্রত্যয় বিহিত হয়। লৌকিক ভাষায় তার-
 ক্তিন্ যলোপঃ। অরিষ্ট বিস্তার। অহিংসা বিস্তার।
 অরিষ্টদুষ্টধী (ত্রি) অরিষ্টেন মরণ স্থচক নিমিত্তেন দুষ্টা
 অসাক্ষী ধীবুদ্ধিযন্ত। বহুব্রী। আসন্নমরণ নিমিত্ত দুষ্ট
 বুদ্ধি যুক্ত। আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধি যুক্ত।

অরিষ্টনেমি (পুং) নীঞ্ মি নেমিঃ অরিষ্টস্ত শুভ-
 লক্ষণস্ত নেমিঃ রথচক্রান্ত ইব। ৬-তৎ। বিনতার গর্ভে
 কল্পপের ওরস জাত পুত্র বিশেষ। তীর্থকর জিন বিশেষ।
 সকল শুভ কার্যের স্বস্তিবাচনে অরিষ্ট নেমির নাম
 কীর্তন করা হইয়া থাকে। 'স্বস্তিনস্তাক্ষোহরিষ্টনেমিঃ'।
 অরিষ্টি (স্ত্রী) রিষ-ক্ তিন্ রিষ্টিঃ। অভাবে নঞ-তৎ।
 রিষ্টির অভাব। হিংসার অভাব।

অরিষ্টুত (ত্রি) অরিভিঃ প্রেরকৈঃ স্ততম্। ৩-তৎ।
 প্রেরকের স্তত। প্রেরকের প্রশংসিত। এখানে বৈদিক
 ভাষায় স্ত ধাতুর যকার মূর্দ্ধন্ত হইয়াছে। লৌকিক
 ভাষায় মূর্দ্ধন্ত হইবে না।

অরিষ্ঠ (ত্রি) অরয়ে অরৌ বা তিষ্ঠতি অরি-হা-ক বেদে
 যদ্বম্। শত্রু নাশের নিমিত্ত স্থিত।

অরিহ (ত্রি) অরীন্ শত্ৰুন্ বধ্যাৎ অরি-হন্-ড। যে
 শত্রু নাশ করে। পুরুষাংশীর নৃপ বিশেষ। *। আশিষি
 হনঃ। পা ৩।২।৪৯। আশীর্বাদ বিষয়ে কর্ষোপপদের
 পর হন্ ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় হয়।

অরীঢ় (ত্রি) লিহ আশ্বাদে-ক্ত। নঞ-তৎ। শত্রু হারা
 অনভিতুত। অনাশ্বাদিত। এখানে লঙ্কার স্থানে রেক

হইয়াছে। বেদে চ স্থানে মূর্ধন্ত লকার সংযুক্ত হ বাব-
হন্ত হইয়া থাকে। যথা—অরী ০ হং বৎসং চরথার
মাতা স্বয়ং গাতুং তথ ইচ্ছমানম্। ঋ ৪। ১৮। ১০।

অরীহণ (পুং) অরিঃ হন্তি অরি-হন্-অচ্ পূর্ষদীর্ঘশ্চ।
রাজা বিশেষ। অরীহণেন নিবৃত্তং বুঞ্। অরীহণক।
অরীহণ কর্তৃক নিষ্পন্ন। চতুর্থ্যাং উৎকরাদিং ছ। (ত্রি)
অরীহণীয়। অরীহণের নিকটস্থ দেশাদি। [অরীহণা-
দিগণে এবং উৎকরাদিগণে অরীহণ শব্দ দেখে]।

। *। বৃহৎ কঠজি লসেনিরচঞাষ ফক্ ফিঞ এক-
কঠকোহরীহণকৃশাখশ্চ কুমুদ-কাশ-ভৃগ-প্রেকাশ-সখি-
সদ্ধাশ বল-পক্ষ-কর্ণ-সুতঙ্গমপ্রগদিঘরাহ কুমুদাদিভাঃ।

পা ৪। ২। ৮০। তৎকর্তৃক নিবৃত্ত অর্থে অরীহণাদি
সতরটা গণের উত্তর বুঞ্ আদি সতরটা প্রত্যয় হয়।

। *। উৎকরাদিভাঃ। পা ৪। ২। ৯০। উৎকরাদি-
গণের উত্তর ছ প্রত্যয় হয়।

অরীহণাদি (পুং) অরীহণ আদির্ঘশ্চ। বহুব্রী। নিবৃত্ত
অর্থে বিহিত বুঞ্ প্রত্যয়ের নিমিত্ত পাণিনিয়াক্ত শব্দ
সমূহ। যথা, অরীহণ, ক্রবণ, ক্রহণ, ভগল, উলজ্জ,
কিরণ, সাম্পরায়ণ, ক্রোষ্টায়ণ, ঔষ্টায়ণ, ত্রৈগর্তায়ণ,
মৈত্রায়ণ, ভাস্ত্রায়ণ, বৈমতায়ন, গোমতায়ন, সৌম-
তায়ন, সৌসায়ন, ধোমতায়ন, সৌমায়ন, ঐন্দ্রায়ণ,
কোজ্রায়ণ, খাড়ায়ন, শাণ্ডিগ্যায়ন, রায়স্পোষ, বিপথ,
বিপাশ, উদগু, উদগুন, খাণ্ডবীরণ, বীরণ, কাশকুংস,
জাহবন্ত, শিংশপা, রৈবত, বৈব, সূর্যজ, শিরীষ, বধির,
জম্বু, খদির, সূশর্শন, দলত, ভললন, খণ্ড, কনল, যজ্ঞ-
দন্ত, সার এই গুলি অরীহণাদি। [অরীহণ শব্দে সূত্র দেখে]।

অরুণিকা (স্ত্রী) অরুণি মর্যস্থানাথিকৃত্য জাতা ঠন্
পুং মুম্। ক্ষুদ্র রোগ বিশেষ।

অরুণ (ত্রি) রুজ্-কৃত্ত কথম্ ততো বিরোধে নঞ-তৎ।
স্বহ। রোগশূন্ত।

অরুচ্ (ত্রি) নাস্তি রুচ্ দীপ্তির্ঘশ্চ। বহুব্রী। দীপ্তিহীন।

অরুচি (পুং) রুচ্ (ইণ্ডাৎ কিং।) উণ্ ৪। ১১৯। ইতি
ইন্। নাস্তি রুচির্ভোজনাভিলাষো যত্র। নঞ বহুব্রী।
ভোজনে অনিচ্ছা। যে পীড়ায় মুখে কোন দ্রব্য স্বাচ্ছ
লাগে না। (ত্রি) নঞ ৬-বহুব্রী। নিরভিলাষ। নিষ্পৃহ।
ইচ্ছাহীন। আসক্তিহীন। দীপ্তিহীন। (স্ত্রী) ন রুচিঃ।
নঞ-তৎ। সন্তোষের অভাব। ইচ্ছার অভাব। আসক্তির
অভাব। দীপ্তির অভাব। [অরোচক দেখে]।

অরুজ্ (ত্রি) রুজ্-ক্লিপ্ রুচ্ নাস্তি রুচ্ রোগো যন্ত।

নঞ-বহুব্রী। রোগশূন্ত। নীরোগ।

অরুজ্ (পুং) ন রুজতি রুজ্-ক। নঞ-তৎ। সৌদাল গাছ।
দানব বিশেষ। (ত্রি) নাস্তি রুজা রোগো যেন যন্তাষা।
নঞ ৩। ৫ বহুব্রী। রোগ নাশকারী বস্ত্র। নাস্তি রুজা
রোগো যন্ত। নঞ ৬ বহুব্রী গোপে হৃষ্যঃ। রোগশূন্ত।
অরুণ (পুং) ঋচ্ছতি ইয়র্ষি বা সততং গচ্ছতি ঋ- (অর্ভেচ।
উণ্ ৩। ৬০) ইতানন্। সূর্য্য। সূর্য্যের সারথি। গরুড়।
সন্ধ্যারাগ। সন্ধ্যাকালে আকাশে যে রক্তবর্ণ রঙ হয়।
নিঃশব্দ। দানব বিশেষ। কুষ্ঠরোগ বিশেষ। পুরাগ বৃক্ষ।
অব্যক্তরাগ। অপ্ৰকাশিত রঙ। কৃষ্ণ মিশ্রিত রক্ত বর্ণ।
কাল ও রাঙা এই দুই মিশ্রিত বর্ণ।

(ত্রি) কাল ও রাঙা রঙযুক্ত দ্রব্য। (স্ত্রী) কুরুম।
সিন্দূর।

আদিত্য বিশেষ। (অরুণো মাঘ মাসে বৈ।
আদিত্যাহুদয়ঃ। মাঘ মাসে যে সূর্য্য উদিত হন তাঁহার
নাম অরুণ)। ঋষি বিশেষ। তাঁহার প্রজাপতির মাংস
হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। (তোতাহরুণাঃ কেতবো
বাতরশনা ঋষয় উদতিষ্ঠন্। তৈত্তিরীর আরণ্যক
১। ২৩। ২)। দেশ বিশেষ। ধূমাদি। বুঞ্।
(ত্রি) আরুণক। অরুণ দেশে বা রঙে জাত।
(পুং) গুণবচনাৎ ভাবে ইমনিচ্ অরুণিমন্ অরুণ-
বর্ণের ভাব। (স্ত্রী) ব্যঞ্ আরুণা, অরুণ বর্ণের ভাব।
(স্ত্রী) তল্ অরুণতা। (স্ত্রী) ত্ব অরুণত্ব। রক্তাদি বর্ণ।
অপত্যার্থে ইঞ। আরুণি। জটায়ু। সূর্য্য পুত্র, শনি।
যম। কর্ণ। বৈবস্বত মহু। সূর্য্যীব। ঋষি বিশেষ।
দ্বিবচন,—অশ্বিনী কুমারদ্বয়। (স্ত্রী) যমুনা। তপতী।
গুণবচনাৎ ভূশাদি। ক্যঙ্। অরুণায়তে। অরুণায়মান।
(স্ত্রী) পিঙ্গলাদেৱাকৃতি গণ হেতু ভীষ্ অরুণী,—
রক্তবর্ণা গোক। উষা। পক্ষে অরুণা। (স্ত্রী) মন্দার পর্বতস্থ
সরোবর। তাহার জল রক্তবর্ণ এ জন্ত তাহার নাম
অরুণ হইয়াছে।

অরুণা (স্ত্রী) ঋ-উনন্ টাপ্। রক্তবর্ণা গো। (অরু-
ণয়া একহায়ণ্যা গবা সোমং ক্রীণাতি। ইতি শ্রাঙ্ক
বিবেক টীকায় উদ্ধৃত শ্রুতি। অরুণ বর্ণ এক বৎসরের
বাছুরের দ্বারা সোমলতা ক্রয় করা কর্তব্য)। অজিষ্ঠা।
শ্রামাধাস। অতিবিষা। নদী বিশেষ। কদম্ব পুষ্প।
তৈউড়ী। ইন্দ্রবারুণী। শুক্লা।

অরুণকমল (স্ত্রী) কৃষ্ণসর্পবৎ নিত্য কন্দম্বা। রক্তোৎপল।

অরুণদূর্বা (স্ত্রী) কৃষ্ণসর্পবৎ নিত্য স্। রক্ত দূর্বা।

অরুণপ্রিয়া (স্ত্রী) অরুণস্ত সূর্য্যস্ত প্রিয়া। ৬-তৎ। সূর্য্যোর
ভাৰ্য্যা। সংজ্ঞা। ছায়া। সৰ্বণা। প্রধার কস্তা বিশেষ। (পুং)
অরুণবর্ণং পুষ্পাদি প্রিয়মন্ত। বহুব্রী। সূর্য্য। (ত্রি)
অরুণবর্ণ পুষ্পাদি বাহার প্রিয়।

অরুণপ্প (ত্রি) অরুণঃ রক্তবর্ণঃ প্পুঃ রূপং যন্ত। বহুব্রী।
বাহার রূপ রক্তবর্ণ।

অরুণলোচন (পুং) অরুণে রক্তে লোচনে যন্ত। বহুব্রী।
পারাবত পক্ষী। পায়রা। (ত্রি) রক্তবর্ণ চক্ষুযুক্ত।

অরুণনারিখি (পুং) অরুণঃ গরুড়াগ্রজঃ সারথিযন্ত।
বহুব্রী। সূর্য্য। [ইহার বিবরণ অনুস্ক শব্দে দেখ]।

অরুণাশ্বজ (পুং) অরুণস্ত আশ্বজঃ। ৬-তৎ। সূর্য্যপুত্র।
শনি। সাবর্ণমহু। কর্ণ। সূত্রীব। যম। দিবচন—অশ্বিনী
কুমারদয়।

অরুণাশ্বজা (স্ত্রী) অরুণস্ত আশ্বনা স্বরূপেণ জায়তে
জন-ড টাপ্। ৬-তৎ। সূর্য্যকস্তা। যমুনা। তপতী।

অরুণানুজ (পুং) অরুণস্ত অনুজঃ। ৬-তৎ। গরুড়।

অরুণাবরজ (পুং) অরুণস্ত অবরজঃ। গরুড়।

অরুণিত (ত্রি) অরুণং ক্রিয়তে অ অরুণ-কৃতার্থে-ণিচ-
কর্মণি ক্ত তারকাদিং ইতচ্ বা। যাহাকে রক্তবর্ণ
করা হইয়াছে। রক্তবর্ণ বস্ত্র।

অরুণোদ (স্ত্রী) অরুণং রক্তবর্ণম্ উদকং যন্ত। বহুব্রী।
উদকস্তোদাদেশঃ। সরোবর বিশেষ। (স্ত্রী) মন্দর পর্ব্ব-
তের উপর হইতে নিঃসৃত নদী বিশেষ। [অচ্ছাদ শব্দে
স্বত্বে দেখ]।

অরুণোদক (স্ত্রী) অরুণং রক্তবর্ণম্ উদকং জলং যন্ত।
বহুব্রী। সমাস বিধের নিত্যস্তোদাদাদেশঃ। সরোবর
বিশেষ। মন্দর পর্ব্বত স্থিত সরোবর।

অরুণোদয় (পুং) অরুণস্ত সূর্য্য সষষ্কাৎ তৎ কিরণস্ত
উদয়ঃ আকাশে যত্র। বহুব্রী। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারি-
দণ্ড সময়। (চতস্রোঘটিকাঃ প্রাতররুণোদয় উচ্যতে।
স্মৃতি। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারি দণ্ডের নাম অরুণোদয়)।

অরুণোদয়বিজ্ঞা (স্ত্রী) অরুণোদয়ে সূর্য্যোদয়াৎ প্রাক্
বক্তাবলোকন সময়ে বিজ্ঞা। ৭-তৎ। সূর্য্যোদয়ের
পূর্ব্ব যখন মহুঘোর মুখ দেখিলে চিনিতে পারা যায়,
সেই সময়ে দশমীর সহিত যুক্ত একাদশী। (গরুড় পুরাণে)।

দশম্যাঃ শেষ সংযুক্তো যদি স্তাদরুণোদয়ঃ।

নৈবোপোষ্যাৎ বৈষ্ণবেণ তদ্বিনৈকাদশীত্রয়ম্।

যদি সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বই দশমীর সহিত
একাদশীর যোগ থাকে, তবে বৈষ্ণবেরা সেই দিনে

উপবাস করিবেন না। (অরুণোদয়বিজ্ঞা কু স্বাদশী পারণ-
শ্রালাভোহপি বৈষ্ণবৈর্বনোপযা'। স্মৃতি। পারণের
দিনে পারণ যোগ্য স্বাদশী না থাকিলেও অরুণোদয়-
বিজ্ঞা একাদশীতে বৈষ্ণবের একাদশীর উপবাস করিতে
নাই)। এই নিষেধ শুক্লপক্ষের অন্তই করা হইয়াছে।
কারণ, বৈষ্ণবদের কৃষ্ণপক্ষে অরুণোদয়ে দশমীবিজ্ঞা
একাদশীতে উপবাসের বিধান আছে। যথা
একাদশীং দশাবিজ্ঞাং বর্দ্ধমানে বিবর্জয়েৎ।

পক্ষহানৌ স্থিতে সোমে লজ্যয়েদশমীযুতাম্। (স্মৃতি)।
অরুণোদয় বিজ্ঞা একাদশীর আর একটি নাম সংযুক্তা।
অরুণোদয়নগুমী (স্ত্রী) অরুণোদয়কালে পূর্ণ্যবিশেষ
সাধিনী সপ্তমী। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী। মাকরী
সপ্তমী। ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে যে, অরুণোদয়
সপ্তমীতে গঙ্গান্নান করিয়া অর্থাদি দান করিলে আয়ুঃ,
আরোগ্য, সম্পৎ এবং কোটি সূর্য্যগ্রহণ কালীন গঙ্গা-
নানের ফললাভ হয়।

অরুণোপল (পুং) অরুণঃ রক্তাভমধ্যঃ উপলঃ প্রস্তরঃ।
বাহার মধ্য হইতে অতি সুন্দর রক্তবর্ণ আভা বাহির
হয়। প্রস্তর বিশেষ। পদ্মরাগ মণি। চূর্ণী।

অরুণুখ্যতি (পুং) ব্রাহ্মণবেশধারী অস্থর বিশেষ। ইন্দ্র
ইহাদিগকে শৃগালাদি দ্বারা ভক্ষণ করাইয়াছিলেন।
ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে,—
যত্র ইন্দ্রং দেবতাঃ পর্য্যাবুজন্ত বিধরূপঃ স্বাষ্ট্রম্ অভ্যা-
মংস্ত বৃত্রম্ অন্তত যতিন্ শালাবৃকেভ্যঃ প্রোলাদকর্ম্মবান-
বধিৎ ইত্যাदि। ৭।২৮। টীকা—অরুণুখান্ যতিন্
শালাবৃকেভ্য প্রাঘচ্ছম্ ইতি।

অরুস্তদ (ত্রি) অরুঃ মর্দ্দ তদতি অরুস্ত-তদ-খশ্-মুশ্
অন্তলোপশ্চ। ছুঃখকর। যে মর্দ্দে বেদনা দেয়। মর্দ্দ-
ম্পৃক্। (অরুস্তদস্ত মর্দ্দম্পৃক্। অমর)। *। বিধ-
রুযোস্তদঃ। পা ৩।২। ৩৫। বিধু ও অরুস্ত শব্দের
পর তদ ধাতুর উত্তর খশ্ প্রত্যয় হয়।

অরুস্ততী (স্ত্রী) ন কমপি রুস্ততি রুধ্-শত্ ডীপ্। নঞ-
তৎ। যে স্ত্রী কাহাকেও রোধ করে না। বশিষ্ঠপত্নী।
কর্দ্দম মূনির কস্তা। নক্ষত্র বিশেষ। কথিত আছে
পরমায়ুঃ শেষ হইয়া আসিলে অরুস্ততী নক্ষত্র দেখিতে
পাওয়া যায় না।

দীপনির্লীপগন্ধক্ অহরাকামরুস্ততীম্।

ন জিহ্বস্তি ন শ্রুস্তি ন পশ্চস্তি গতাহুযঃ।

যাহাদের আয়ুঃ শেষ হইয়াছে, তাহাদের স্মারিকায়

এদীপ নির্বাণের গন্ধ লাগে না, তাহার। বহুলোকের
বাক্য শুনে না এবং অরুণকর্তী নক্ষত্র দেখিতে পায় না।

অক্ষমালাও বশিষ্ঠের পত্নীর নাম। তিনি শূদ্রকন্যা
ছিলেন। পতির সঙ্গুণে এবং নিজের পতিপরায়ণতার
জন্ত তিনি সকলের পূজিত হইলেন। বোধ হয়, অক্ষ-
মালা এবং অরুণকর্তী এক জনেরই নাম। আকাশে
সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে বশিষ্ঠের কাছে অরুণকর্তী বাস করি-
তেছেন। বিবাহে সপ্তপদী গমনের পর জামাতা বধুকে
অরুণকর্তী নক্ষত্র দেখাইয়া থাকেন।

মহাভারতে লিখিত আছে, বশিষ্ঠ অতিশয় সচ্চরিত্র
ছিলেন। কিন্তু অরুণকর্তী মনে মনে জানিতেন যে,
বশিষ্ঠের ব্যভিচার দোষ ঘটিয়াছে; তজ্জন্ত তিনি
পতিকে অবজ্ঞা করিতেন। সেই পাপে তাঁহার প্রভা
ধুমাক্ষণের মত মলিন হইয়া গিয়াছে; তাঁহার স্ত্রী নাই;
তাঁহাকে কখন দেখিতে পাওয়া যায়, আবার কখন তিনি
অলক্ষ্য হইয়া ছুনিমিত্তের ভ্রায় লোকের দৃষ্টিগোচর
হইয়া থাকেন। (আদিপঃ ২৩৪ অঃ)।

দক্ষ কন্যা ধর্মের পত্নী। দক্ষের পঞ্চাশ কন্যা।
তন্মধ্যে দশটী ধর্মকে, তেরটী কল্পকে, এবং সাতাইশটী
চক্রকে প্রদান করিয়াছিলেন।

ধর্ম যে কয়েকটী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন,
তাঁহাদের নাম এই, অরুণকর্তী, বহু, যামী, লজ্জা, ভায়ু,
মরুত্বতী, সঙ্করা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা, বিখা, এবং জিহ্বা।
অরুণকর্তীর পারিভাষিক নাম জিহ্বা। মৃত্যুকাল নিকট
হইলে লোকে জিহ্বার অগ্রভাগ দেখিতে পায় না।
অতএব মৃত্যুর পূর্বে অরুণকর্তী দৃষ্ট হয় না, একথা
নক্ষত্র এবং জিহ্বার অগ্রভাগ এই উভয়পক্ষেই
থাটিতেছে।

অরুণকর্তীজানি (পুং) অরুণকর্তী জায়া যন্ত। নিঙ্ সঃ।
বশিষ্ঠ মুনি। [অজানি শব্দে হ্রদ্র দেখ]।

অরুণকর্তীদর্শনস্ত্রায় (পুং) অরুণকর্তা দর্শনমিব স্ত্রায়ঃ।
শাকঃ ৩৩। অরুণকর্তী নক্ষত্র দর্শন করিতে হইলে যেরূপ
প্রথমে সূর্য দর্শন দ্বারা সেই স্থানটী নির্ণয় করিয়া পরে
সূর্য দর্শন দ্বারা অরুণকর্তীকে দর্শন করিতে হয়, সেই
রূপ প্রথমে সূর্য দর্শন দ্বারা দেখিয়া পরে সূর্য দর্শন রূপ
স্ত্রায়। অর্থাৎ কোন বস্তুকে প্রথমে সামান্য রূপে
দেখিয়া পরে বিশেষ রূপে দেখা।

অরুণর্ষ (পুং) ব্রাহ্মণ বৈশ্বারী অহুর বিশেষ। ইজ্ঞ ইহা-
দিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। [অরুণাং যতি দেখ]।

অরুণ (ত্রি) রুদ-ক্ষিপ্-রুট্-নাস্তি রুট্-বহু। অক্রোধ।
স্রী-টাপ্ অরুণা,—অহিংসা।

বষ্টি ভাণ্ডারিরনোপমবাপ্যোরূপসর্গয়োঃ।

আপক্ষেপ হলন্তানাং যথা বাচা নিশা নিশা (সিংকৌঃ)

ভাণ্ডারি অব এবং অপি এই দুই উপসর্গের অকারের
লোপ বিধান করেন এবং হলন্ত শব্দের উত্তর আপের
ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যথা—অবগাহ, বগাহ। অপি-
ধানম্,—পিধানম্। নিশ্-নিশা। ইত্যাদি। স্তুতরাং
রুয-রুযা এপ্রকার রূপ হইবে।

অরুণ (ত্রি) ন রোষতি জুধাতি রুয-ক। নঞ-তৎ।

অক্রোধন। যাহার ক্রোধ হয় না। রোচমান। যাহার
সকল বিষয়েই রুচি থাকে। যাহার সকল কার্যে বা
ব্যক্তিতে অভিলাষ বা সন্তোষ থাকে।

ঋণাতি অভ্যামুখং গচ্ছতি, অর্ঘ্যাতে বা তদর্থিভিঃ,
ঋ-উষন্ (নিঘণ্টু)। (পুং) অন্।

অথবা অরুণমিতি রূপ নাম (নিঘণ্টু ৩। ৭), মতর্জী-
য়োৎকারঃ। (ক্লী) প্রশস্ত রূপ। (নিঘণ্টু)। নাস্তি
রুযা হিংসা যন্ত। নঞ-বহুব্রী। গোণে ব্রহ্ম। হিংসা
রহিত।

অরুণী (স্ত্রী) ইয়র্ষি গচ্ছতি বাদিত্যোদয়েনাস্তং প্রতি-
দিনং প্রাপয়তি বা স্তোতৃন্ ঐশ্বর্যাদি। ঋ-উষন্।
পিপ্লবাদেয়াক্রুতিগণদ্বাদীকারঃ। অথবা, আ-রুচ্ দীপ্তৌ
ভূষচ্, টিলোপঃ, আঙো হ্রস্বঃ; আরোচতে অরুণী।
অথবা, অরুণমিতি রূপ নাম সামর্থ্যাদত্র গুরুবিষয়ম্।
গুরুবর্ণা অরুণী। উষা। গুরুবর্ণা। রূপবতী। (নিঘণ্টু)।

মহাভারতে লিখিত আছে, মহুর কন্যার নাম
অরুণী। ভৃগুপুত্র চ্যবনের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়া-
ছিল। অরুণীর পুত্রের নাম ওর্ক। তিনি জননীর উরু-
দেশ ভেদ করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অরুণী তু মনোঃ কন্যা তন্ত পত্নী যশস্বিনী।

ওর্কস্তস্তাঃ সমতবদুর্কঃ তিস্তা মহাযশাঃ।

(আদি পঃ ২৯১০ শ্লোকঃ। সকল পুস্তকে এই পাঠ নাই)।

উগাদির, ঋহিনিভ্যাম্বন্ ৪। ৭৩। এই হ্রদ্রে দীর্ঘ
উকার গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু নিক্কলের টীকার দেব-
রাজ হ্রস্ব উকার গ্রহণ করিয়াছেন।

।*। অমৃতো ভীষ্। পা ৪। ১। ৪০। অমৃতাত্ত

বর্ণবাচী প্রাতিপদিকের উত্তর স্রীলিঙ্গে ভীষ্ হয়। এই
হ্রদ্রাস্থ্যের অরুণী হইয়াছে।

অরুণ (পুং) অরুণর্ষহান পর্যন্তঃ কায়তি ব্যধয়তি

অরুস্-কৈ-ক যচ্ছ্। ভেলা। ভল্লাতক বুক। ভেলার আটা গাজে লাগিলে ক্ষত হয় এজন্ত তাহাকে অরুক্ষ কহে।

অরুক্ষর (পুং) অরুঃ ব্রণং পীড়াং বা করোতি অরুস্-কু-ট। উপসং যচ্ছ্। বাহার কলের রস গাজে লাগিলে ক্ষত হয়। ভেলা। (বীরব্রজোহরুক্ষরোহ্মিমুখী ভল্লাতকী ত্রিভু। অমর)। পীড়া দায়ক। (ব্রণ কার্যোপ্য-করঃ। অমর)।

অরুস্ (পুং) ঋচ্ছতি সততং গচ্ছতি ঋ (অষ্টি-পূ-বপি-যজি-তমি-ধনি-পতিভ্যো-নিং ২। ১১৬)। ইতি উস্। ঋ-পূ-বপ-যজ-তম-ধন-পত ধাতুর উত্তর উস্ প্রত্যয় হয় এবং তাহা আদ্যোদান্ত হইয়া থাকে। সূর্য্য। রক্ত খদির। (ক্লী) মর্ষ স্থান। (পুং ক্লী) ব্রণ। অরুদাদিত্যো ব্রণশ্চ। উচ্ছদদন্ত)। ক্ষত। নেত্র। অনরুঃ অরুঃ করোতি অভূত-তত্ত্বাবে-চি অন্তলোপঃ দীর্ঘশ্চ অরু-ক-রোতি। *। অরুর্ধনশ্চক্বেচোরহোরজসাং লোপশ্চ। পা ৫। ৪। ৫১। অরুস্, মনস্, চক্স্, চেতস্, রহস্, রজস্, এই সকল শব্দের উত্তর অভূত তত্ত্বাব অর্থে চি প্রত্যয় হয় এবং উহাদের অন্ত্যবর্ণের লোপ হইয়া থাকে। অরুহা (স্ত্রী) ন কিমপি রোহতি রুহ-ক। ভূমি আমলকী। অরুক্ষ (ত্রি) ন রুক্ষং বিরোধে নঞ-তৎ। স্নিগ্ধ। মৃৎণ। অরুক্ষিত (ত্রি) বিরোধে নঞ-তৎ। স্নিগ্ধ। মৃৎণ। অরুক্ষ (ত্রি) রুক্ষ-নন্ বিরোধে নঞ-তৎ। স্নিগ্ধ। মৃৎণ। অরুপ (ত্রি) নাস্তি রূপং যন্ত। বহুব্রী। রূপ শূন্ত। সাংখ্যোক্ত প্রধান। (ক্লী) বেদান্তোক্ত ব্রহ্ম। কুৎসিতার্থে নঞ-তৎ। কুৎসিত রূপ।

অরুপহার্য্য (ত্রি) রূপেণ হ্রিয়তে রূপ-হ-ণ্যৎ। ৩-তৎ। ততো নঞ-তৎ। যদা রূপেণ ন হার্য্যম্ অসমর্থ সৎ। সৌন্দর্য্যাদিহারা হাহাকে বশ করা যায় না।

অরুয (পুং) ঋচ্ছতি গচ্ছতি ঋ- (ঋহনিভ্যামৃষন্। উণ্ ৪। ৭৩) ইতি উষন্ প্রত্যয়ঃ। সূর্য্য। (অরুযঃ সূর্য্যঃ। উচ্ছদদন্ত)। সর্প।

অরে (অব্য) ঋ-এ। সোধোদন বাক্য বিশেষ। ক্রোধের সময়ে কিবা নীচ ব্যক্তিকে এই বাক্য দ্বারা সোধোদন করা হয়। কিন্তু আপনায় ক্রীকেও 'অরে' বলিয়া সোধোদন করা হইয়াছে, সাধুপ্রায়েণে তাহার উদাহরণ দেখা যায়। অপকার। অসুখ। অরে এই অব্যয়ের অপ-ব্রংশে বাঙ্গালার আদমরা 'ওরে' বলিয়া থাকি।

অরোপস্ (ত্রি) রেপতে লরকে শকারতে যেন রেপ-অস্

রেপঃ পাপং তন্নাস্তি যন্ত। নঞ-বহুব্রী। নিশাপ। পাপ শূন্ত। মিশ্রল।

অরেহরে (অব্য) অরে বীপ্সায়াং বির্ভাবঃ। নীচ সোধোদন। সক্রোধ সোধোদন।

অরোক (ত্রি) রুচ্ দীপ্তৌ যঞ্ রোকশ্চিৎ দীপ্তিশ্চ। নঞ-বহুব্রী। ছিদ্র শূন্ত। দীপ্তি শূন্ত। (নিশ্রুতে বিগত-রোকৌ। অমর)।

অরোকদৎ (ত্রি) অরোকা নিশ্চিহ্না দন্তা অন্ত। বহুব্রী বা দত্তাদেশঃ। অরোকদন্। অরোকদন্তঃ। বাহার ঘন দাঁত। বাহার দীপ্তিশূন্ত দাঁত। *। বিভাষা শ্রাবারোকাত্যাম্। পা ৫। ৪। ১৪৪। বহুব্রীহি সমাসে শ্রাব ও অরোক শব্দের পরস্থিত দন্ত শব্দের স্থানে বিকল্পে দত্ত আদেশ হয়।

অরোগ (ত্রি) নাস্তি রোগাঃ। নঞ-বহুব্রী। রোগ শূন্ত। (ক্লী) অরোগন্ত ভাবঃ ব্যাঞ্ আরোগ্য। রোগের অভাব। (স্ত্রী) তল্ অরোগতা। (ক্লী) অরোগত্ব।

অরোগণ (ত্রি) রোগোহন্ত্যন্ত বাহুল্যে মত্বর্থে ন ততো নঞ-তৎ। রোগশূন্ত।

অরোগিন্ (ত্রি) রুজতি রুজ-যিণ্ ততো বিরোধে নঞ-তৎ। রোগশূন্ত। নীরোগ।

অরোচক (পুং) ন রোচয়তি ক্লীর্ণয়তি রুচ্-গিচ্-গুল। নঞ-তৎ। রোগবিশেষ। যে রোগে ক্ষুধা ও ইচ্ছা থাকিতেও খাওয়া যায় না। অরুচি। বাহাতে তক্ষ্য বস্ত্র সূত্ৰাচ্ লাগে না।

অরোচক অর্থাৎ অরুচি রোগ নিজে একটী স্বতন্ত্র পীড়া নহে। ইহা অন্ত রোগের উপসর্গ মাত্র। ক্লীলো-কের গর্ভাবস্থায় অরুচি জন্মে। নবজর, পুরাতন জর, অক্লীরোগ, কাস, কৃমি প্রভৃতি অনেক পীড়াতেই অরুচি হইয়া থাকে। ক্রোধ, শোক, অধিক মানসিক চিন্তা এবং অলস স্বভাব এগুলিও অরুচির প্রধান কারণ।

অরুচি ঘটবার কারণ এই, পীড়া প্রভৃতিতে পাক-যন্ত্রের ব্যতিক্রম ঘটে। পাক যন্ত্রের ব্যতিক্রম ঘটিলে জিহ্বার ও মুখগ্রন্থির রস নিঃসৃত হয় না। ভিতরে আম-রস, প্যাংক্রিয়াটিক রস, পিত্ত এবং অজের রসও বধা নিয়মে বাহির হয় না। তাই কোন দ্রব্য খাইলে তাহা পরিপাক করা হুক্ষর হইয়া পড়ে। বৈদ্যক গ্রন্থে অরো-চক রোগ প্রধানতঃ তিন প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে; বধা—বাতিক, শৈতিক ও সৈমিক। ভিতর, আঁশবৃক ও ত্রিদোষজনিত অরুচিও আছে।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, অরুচি হইলে কাহারও মুখ দিয়া অন্নজল, কাহারও মুখ দিয়া লবণাক্ত জল এবং কাহার মুখ দিয়া তিক্তরসযুক্ত জল উঠে। শরীর দুর্বল, মন সর্বদা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে। কোন কার্য করিতে ইচ্ছা হয় না। খাদ্য দ্রব্যে হয় ত কোন প্রকার চূর্ণাদি লাগে কিম্বা হয় ত কোন প্রকারই স্বাদ বৃদ্ধিতে পারা যায় না। কিন্তু এই উপসর্গ ঘটিলে আমাদের দেশে প্রায় সকল রোগী অন্ন খাইতে ভাল বাসে।

অরোচকের চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে মূল পীড়ার প্রতীকার করা আবশ্যক। মূল পীড়া থাকিতে কেবল আধেয় ঔষধ প্রয়োগ করিলে কোন ফল দর্শে না। অতএব যে পীড়ার সঙ্গে অরুচি থাকিবে তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা করা কর্তব্য। ঔষধের মধ্যে এলো-প্যাথী মতের পেপ্সিন বিশেষ হিতকর। ভোজনের পূর্বে ইহা ৩/৪ চারি গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিয়া তাহার পর আহার করিবে। কুইনাইন ৪ গ্রেণ, ইপিক্যাক্ চূর্ণ ১ গ্রেণ, জেলিসিয়ানের সার ৮ গ্রেণ, ইহাতে ৪ টা বড়ী করিয়া ভোজনের পূর্বে এক একটা সেবন করিলে আহারে রুচি জন্মে।

বৈদ্যশাস্ত্রমতে বায়ুজনিত অরুচিতে বস্তিক্রিয়, পৈত্তিক পীড়ায় বিরচন এবং শ্লেষ্মা জনিত অরুচিতে বমন করাইবার ব্যবস্থা আছে। জোয়ান, তেঁতুল, শুঁঠ, অন্নবেতস, দাড়িম, অন্নকুল, প্রত্যেক ২ তোলা। ধনিয়া, লবণ, জীরা, দারুচিনি, প্রত্যেক ১ তোলা। পিপ্পল ১০০ টা, মরীচ ১০০ টা, চিনি ৪ পল। সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দন করিবে। ইহার অন্ন অন্ন চূর্ণ মুখে রাখিয়া ক্রমে ক্রমে গিলিলে অরুচি রোগ নষ্ট হয়।

অরোচক পীড়া জন্মিলে রোগী যথা সম্ভব ব্যায়াম ও নির্মল বায়ু সেবন করিবেন। কিন্তু জ্বর ও কাসাদি রোগ থাকিলে ব্যায়াম নিষিদ্ধ। সহজে পরিপাক হয় একশ লবু অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করা উচিত। শরীর দুর্বল হইবে বলিয়া জোর করিয়া অধিক ভোজন করা কর্তব্য নহে, কারণ তাহাতে উদরাময় ঘটতে পারে।

অরোদন (ক্লী) অভাবে নঞ-তৎ। রোদনের অভাব।

(ত্রি) নাস্তি রোদনং যন্ত। নঞ-বহত্বী। রোদনশূন্ত।

অরোদন (ক্লী) অভাবে নঞ-তৎ। রোদাভাব। (ত্রি) নঞ-বহত্বী। আবদ্ধ নহে। আবরণরহিত।

অরোধ্য (ত্রি) ন রোধ্যম্। নঞ-তৎ। যাহাকে রুদ্ধ

করিতে পারা যায় না।

অরোপণ (ক্লী) অভাবে নঞ-তৎ। রোপণের অভাব।

(ত্রি) নাস্তি রোপণং যন্ত। নঞ-বহত্বী। রোপণশূন্ত।

অরোষ (পুং) অভাবে নঞ-তৎ। ক্রোধাভাব। (ত্রি) নঞ-বহত্বী। ক্রোধশূন্ত।

অরোদ্র (ত্রি) রোদয়তীতি রুদ-গিচ্ (রোদের্গি লুক্ চ।

উণ্ ২। ২২) ইতি রক্ গিলুক্ চ। গিজন্ত রুদ ধাতুর উত্তর

রক্ প্রত্যয় হয় এবং গিচের লুক্ হইয়া থাকে। রুদ্রঃ স

দেবতা অস্ত্র অণ্ রোদ্রঃ ততো বিরোধে নঞ-তৎ।

ভীষণ নহে। স্তম্ভর আকৃতি। রাগবেষাদিশূন্ত। বিষ্ণু।

অর্ক তাপে স্ততো চ চুরাং পং সক্রং সেট্। লট্ অর্কয়তি।

লুঙ্ আর্চ্চিকং। লিট্ অর্কয়ামাস।

অর্ক (পুং) অর্ক্যতে অসৌ। অর্ক-কর্ম্মণি (রুদাধারার্চি

কলিভাঃ কঃ। উণ্ ৩। ৪০)। ইতি ক প্রত্যয়ঃ। কু,

দা, ধা, রা, অর্ক, কল এই সকল ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয়

হয়। যদা অর্কয়তি উপতাপয়তি চুরাং অর্ক-কর্ত্তরি

অচ্। অর্ক্যতে স্তুয়তে বা-কর্ম্মণি ঘঞ্। হৃধ্য। ইন্দ্র।

তাম্র। ক্ষটিক। বিষ্ণু। পণ্ডিত। আকন্দগাছ। কাথ।

জ্যোষ্ঠ। রবিবার।

অন্ন। বজ্র। মস্ত্র। বৃক্ষ। (নিরুক্ত)। সপ্তমীতিথি।

উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র। দ্বাদশ সংখ্যা। (ত্রি) অর্চনীয়।

অর্কস্তাপত্যং ইঞ্। (পুং) আর্কি, যম, শনি প্রভৃতি।

(স্ত্রী) যমুনা। তপতী। পঞ্চার্ক এবং অর্কের গুণ,

জাতি ভেদ ও আময়িক প্রয়োগ প্রভৃতি আকন্দ শব্দে

দেখ]।

অর্ককলা (স্ত্রী) ৬-তৎ। শারদাতিলকগ্রহোক্ত সূর্য্যের

উপাসনার প্রয়োজনীয় দ্বাদশ সংখ্যক পীত বর্ণ ককারাদি

ডকারাস্ত বর্ণ ভূষিত কলা বিশেষ। যথা তপিনী,

তাপিনী, ধূম্রা, মরীচি, আলিনী, রুচি, সূর্য্য, ভোগদা,

বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী, কমা।

অর্ককান্তা (স্ত্রী) অর্কঃ সূর্য্যঃ সূর্য্যকিরণে বা কান্তঃ

প্রিয়ো যন্তাঃ। বহত্বী। হৃড়্‌হৃড়ে গাছ। বহত্বী। ৬-

তৎ বা। সূর্য্যপ্রিয়া। সংজ্ঞা। ছায়া। পন্ন।

অর্কক্ষেত্র (ক্লী) অর্কস্ত ক্ষেত্রম্। ৬-তৎ। সিংহ রাশি।

সৌর ভাদ্র মাস।

অর্কচন্দন (পুং ক্লী) অর্কস্ত প্রিয়ঃ প্রিয়ং বা চন্দনঃ চন্দনং

বা। শাকং তৎ। রক্তচন্দন।

অর্কজ (পুং) অর্কাজায়তে অর্ক-জন-ড। ৫-তৎ। যম।

শনি। দিবচন অধিনীকুমার ময়। সূর্য্যীব। কর্ণ। (স্ত্রী)

যমুনা। তপতী।

অর্কতনয় (পুং) ৬-তৎ। কণ। যম। বৈবস্বতমহু।
লাবণিমহু।

অর্কদুষ্ক (স্ত্রী) অর্কস্ত তন্মামক বৃক্ষস্ত হৃৎং হৃৎবৎ শুভ্রহাং
নির্ধাসঃ। ৬-তৎ। আকন্দের আটা।

অর্কনয়ন (পুং) অর্কঃ সূর্য্যো নয়নং যন্ত। বহত্ৰী। বিরাট-
পুরুষ। পুরাণে লিখিত আছে বিরাট পুরুষের সূর্য্য চন্দ্র
এবং অগ্নি এই তিনটি নেত্র। (ত্রি) অর্ক ইব রক্তং হৃদর্শং
বা নয়নং যন্ত। যাহার রক্তবর্ণ চক্ষু। যাহার চক্ষু
দেখিলে ভয় হয়।

অর্কনামন (পুং) অর্ক ইতি নাম যন্ত। বহত্ৰী। রক্ত
আকন্দের গাছ।

অর্কপত্র (পুং) অর্কবৎ প্রশস্তং পত্রং যন্ত। বহত্ৰী। অর্ক-
বৃক্ষ। আকন্দ গাছ। (স্ত্রী) অর্কপত্রা—ইশের মূল।
সুনন্দা। অর্কমূল। (স্ত্রী) অর্কস্ত পত্রম্। ৬-তৎ। আকন্দ
গাছের পাতা।

অর্কপর্ণ (পুং) অর্কবৎ প্রশস্তং পর্ণং যন্ত। বহত্ৰী।
আকন্দ গাছ। মন্দার বৃক্ষ। (মন্দারশ্চাৰ্কপর্ণে। অমর)।
(স্ত্রী) ৬-তৎ। আকন্দের পাতা।

অর্কপাদপ (পুং) পাদৈর্মূলৈঃ পিবতি পাদেভ্যঃ সূর্য্য-
কিরণেভ্যঃ পানি রক্ষতি বা পাদপঃ। অর্কঃ অর্ক-
বৃক্ষ ইব উগ্ররসঃ পাদপঃ। শাকং তৎ। নিম্ব বৃক্ষ। নিম
গাছ। কৰ্ম্মধা। আকন্দ গাছ।

অর্কপুশ্পী (স্ত্রী) অর্কস্ত অর্কবৃক্ষস্ত পুশ্পমিব পুশ্পঃ যন্ত।
জাতি বাচকহাং ভীপ্। কুটুম্বিনী বৃক্ষ। অর্কপুশ্পিকা
শব্দেও কুটুম্বিনী বৃক্ষকে বুঝায়।

অর্কপ্রিয়া (স্ত্রী) অর্কং প্রীণতি অর্ক-প্রী-ক। জবাকুল। ৬-তৎ।
সূর্য্যপ্রিয়া। সংজ্ঞা। ছায়া প্রভৃতি।

অর্কবন্ধু (পুং) স্নেহেন বধাতে বন্ধ (শৃ স্ব-স্নিহি-ত্রপা-
সিবসি হনি ক্রিদিবন্ধি মনিভ্যশ্চ। উণ্ ১। ১০) ইতি
উ। অর্কস্ত বন্ধুঃ স্ববংশীয়হাং বিদ্যাবন্ধাঃ। গোতম।
তিনি ইক্ষাকুকুলোত্তব শাক্যবংশীয় বৃদ্ধ। (গোতমশ্চাৰ্ক-
বন্ধুশ্চ। অমর)। অর্কো বন্ধুরস্ত বহত্ৰী। পদ্ম। এই রূপ
কবি প্রসিদ্ধি আছে যে, সূর্য্যকে দেখিলে পদ্ম প্রস্ফুটিত
হয়। তাই অর্কবন্ধু শব্দে পদ্মকে বুঝায়।

অর্কভ (স্ত্রী) অর্কেন বৃক্ষম্ আক্রান্তং বা তং নক্ষত্রম্।
শাকং তৎ। সূর্য্য আক্রান্ত নক্ষত্র। সূর্য্যের এক রাশি
নক্ষত্র। ৬-তৎ। সূর্য্যাস্মিক সিংহরাশি। উত্তরফল্গুনী
নক্ষত্র। (ত্রি) অর্কস্তেব ভা দীপ্তিবন্ত। বহত্ৰী। তেজস্বী।

রক্তবর্ণ বস্ত্র।

অর্কভক্তা (স্ত্রী) অর্কস্ত অর্কে বা ভক্তা আসক্তা অর্ক
কিরণসম্বন্ধেই স্বসৌন্দর্য্যাৎ। হৃদহৃদে লভা। যে স্ত্রী
সূর্য্যের উপাসনা করে।

অর্কমূল (পুং) অর্কং সর্পনিবারণে প্রশস্তং মূলং যন্ত।
বহত্ৰী। ইশের মূল গাছ।

অর্করেতোজ (পুং) অর্কস্ত রেতসঃ জায়তে অর্ক-রেতস-
জন-ড। সূর্য্যের পুত্র বিশেষ। ইহার অপরা নাম—
রেবন্ত, প্লবণ, এবং হয়বাহন।

অর্কলুঘ (পুং) লুঘয়তি যজ্ঞে পশুন্ হিনস্তি চুরাং লুঘ
বধে-ক অর্কঃ পণ্ডিতশাস্ত্রো লুঘয়তি কৰ্ম্মধা। অগ্নি
বিশেষ।

অর্কবল্লভ (পুং) অর্কস্ত বল্লভঃ প্রিয়ঃ অর্ক পূজা প্রশস্ত
রক্তবর্ণ পুষ্পহাং। বন্ধুক বৃক্ষ। বাঁহুর গাছ। দেশ
ভেদে ইহাকে দুর্গা মাহুলি বলে। (পুং স্ত্রী) অর্কো-
বল্লভো যন্ত। বহত্ৰী। পদ্ম।

অর্কবিবাহ (পুং) অর্কস্ত কল্যাণেন কলিতস্ত বিবাহঃ।
৬-তৎ। তৃতীয় বিবাহ সিক্তির নিমিত্ত আকন্দ গাছকে
কল্যাণ রূপে কল্পনা করিয়া বিবাহ বিশেষ। বিধান পারি-
জাতে এই রূপ ব্যবস্থা আছে যে, চতুর্থবার বিবাহ
করিবার সময়ে প্রথমে আকন্দগাছকে বিবাহ করা
চাই। তাহার পরে কল্যাণকে বিবাহ করা কর্তব্য। এই
রূপ আকন্দগাছের সঙ্গে বিবাহকে 'অর্কবিবাহ' কহে।

অর্কবেধ (পুং) অর্কস্ত অর্কবৃক্ষস্তেব বেধো বেধনং যন্ত।
তালীশপত্র বৃক্ষ। যে বাটার উঠান পূর্বে পশ্চিমে লগ্না
তাহাকে অর্কবেধ বলা যায়।

অর্কব্রত (পুং স্ত্রী) অর্কোপাসনার্থং ব্রতং ব্রতো বা।
৬-তৎ। মাঘ মাসের শুক্ল সপ্তমীতে কর্তব্য ব্রত বিশেষ।
আরোগ্য সপ্তম্যাদি সূর্য্য ব্রত। অর্কো যথা পৃথিব্যা
রসং গৃহ্নাতি তদ্বৎ রাজসঃ করগ্রহণরূপং ব্রতম্। কর-
গ্রহণ। রাজস্ব গ্রহণ। (নিত্যমর্কব্রতং হি তৎ। মহু)।

অর্কসুহু (পুং) সুরতে সু (সুবঃ কিং। উণ্ ৩। ৩৫)
ইতি সু-সুহুঃ অর্কস্ত সুহুঃ। ৬-তৎ। সূর্য্য পুত্র। যম।
শনি। সূগ্রীব। শ্রাবদেব। শিবচন—অশ্বিনী কুমার স্বয়।
(স্ত্রী) যমুনা। তপতী।

অর্কসোদর (পুং) অর্কস্ত ইন্দ্রস্ত সোদর ভ্রাতৃত্ব উপ-
কারকহাং। ঐরাবত হস্ত। ভয়ানক ব্যক্তি। বাহ্যকে
দেখিলে ভয় হয়।

অর্কহিতা (স্ত্রী) ৬-তৎ। অর্কভক্তা। হৃদহৃদে লভা

(ত্রি) স্বর্ঘ্যের হিতকর।

অর্কানন্দ (পুং) অন্নোতি ব্যাপ্নোতি সংহতি বা অশ-
(অশি কশিভ্যাং ছন্দসি। উণ্ ৪। ১৪৬) ইতি মনি-
অশ্মা অর্কঃ অর্কগুণোহশ্মা। শাকং তৎ। স্বর্ঘ্যের কিরণ
লাগিলে যে প্রস্তর স্বর্ঘ্যের দ্বারা দাহিকা শক্তি পায়।
স্বর্ঘ্যকান্ত মণি। আতনী পাথর। অর্ক ইব রক্তঃ অশ্মা।
শাকং তৎ। অরুণোপল। চুণী।

অর্কিন্ (ত্রি) অর্চ্যতে হেনন মন্নেণ অর্চ করণে-ঘঞ
অর্কঃ সোহস্তান্তি ইনি। অর্চন সাধন মন্তযুক্ত। যাহাতে
অর্চন সাধন মন্ত আছে।

অর্কেন্দ্রসুন্দর (পুং) অর্কশ্চ ইন্দ্রশ্চ তয়োঃ সন্ধ্রমো মেলনঃ
যত্র। বহুব্রী। অমাবস্তা তিথি। [অমাবস্তা দেখ]।

অর্কোপল (পুং) অর্কগুণঃ উপলঃ। শাকং তৎ। স্বর্ঘ্য-
কান্ত মণি। পদ্মরাগ। চুণী।

অর্ক্য (ত্রি) অর্ক-কর্মণি গ্যৎ। অর্চনীয়। স্তবনীয়।

অর্গল (ক্লী) অর্জতে ঋজুতয়া তিষ্ঠতি ঋজ-অলচ্-ত্বঙ্-
দিত্বাৎ কৃষ্ম্। কপাট বন্ধ করিবার কাঠদণ্ড। ছাঁড়কো।
তসলা। ধিল। প্রতিবন্ধ। (বিজ্ঞি সার্গলমাত্মনঃ। রঘু ১।
৭৯। সার্গলং সপ্রতিবন্ধম্। মল্লি)। দেবী মাহাত্ম্য পাঠের
পূর্বে স্তোত্র বিশেষ। যথা,—

ব্রহ্মন্ কেন প্রকারেণ দুর্গামাহাত্ম্যমুত্তমম্।

শীত্ৰং সিধ্যতি তৎ সর্বং কথয়স্ব মহাপ্রভো।

মার্কণ্ডেয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! কি
প্রকারে দুর্গামাহাত্ম্য শীত্ৰ ফলপ্রদ হয়, মহাপ্রভু! সেই
সমস্ত বিবরণ আমাকে বলুন।

ব্রহ্মা কহিলেন,—

অর্গলং কীলককাণ্ডো পঠিত্বা কবচং পঠেৎ।

জপেৎ সপ্তশতীং পশ্চাৎ ক্রম এষ শিবোদিতঃ।

প্রথমে অর্গল ও কীলকের স্তব পাঠ করিয়া পরে
কবচ পাঠ করিবে। পশ্চাৎ সপ্তশতী জপ করা কর্তব্য।
শিব এই রূপ কহিয়াছেন।

(ক্লী) কল্লোল। কপাট। (ক্লী) কুজ অর্গল। ধিল।

অমরকোষে লিখিত আছে,—‘অর্গলং ন না’।

ইহাতে এমন বুঝাইতেছে না যে, অর্গল শব্দই ক্লীবলিঙ্গ
ও ক্লীলিঙ্গ হইবে। পরন্তু ইহার ক্লীলিঙ্গে ‘অর্গলা’ এই
প্রকার রূপ হইবে। (ভৎক্লীনপুংসকরোঃ ক্লিরাং তু
অর্গলা। মহেশ্বর)। ক্লী-অর্গলী, ক্লীলিঙ্গে এ প্রকার
রূপও হয়।

অর্থ (পুং) পৃং সাধুঃ। আরম্ভযুক্ত। সোমাদী গাছ।

অর্থ, মূল্যে ভাদি০ পং সকং সেট্। লট্ অর্থতি। লুট্
আর্থীৎ। লিট্ আনর্থ।

অর্থ (পুং) অর্থ্যতে ক্রৈয়বন্তনঃ মূল্যেণ দীরতে অর্থ-
কর্মণি ঘঞ। কোন বস্তু ক্রয় করিবার নিমিত্ত দেয়
মূল্য। দাম। *। সংজ্ঞায়ামর্থোহর্থত্বার্থঃ। (বার্তিক।
পা ৭। ৩। ৫০। স্বত্রে)। অর্থ পুজার্যঃ করণে ঘঞ ত্বঙ্-
দিত্বাৎ কৃষ্ম্। পুজার উপচার দূর্কা, আতপচাউল প্রভৃতি।
‘পাদার্থভ্যাং ঘৎ’ পাণিনির এই স্বত্রানুসারে নিশ্চয়
নপুংসক যকার যুক্ত ‘অর্থ্য’ শব্দ সামবেদীরা ব্যবহার
করেন। কিন্তু অজ্ঞ বেদীরা ‘অর্থ’ এই রূপ যকার শূন্য
পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

অর্থীশ (পুং) অর্থঃ পূজোপচার বিশেষোহস্ত্যস্ত ভক্তদেয়-
ত্বেন অর্থ-ইনি অর্থী স চাসৌ দৈশশ্চেতি কর্মধা অর্থিবু
দৈশঃ প্রধানঃ ৭ তদ্বা। সকল দেবতার মধ্যে পূজ্যতম
মহাদেব।

অর্থ্য (ত্রি) অর্থ্যতে পূজ্যতে অর্থ-গ্যৎ ত্বঙ্-
দিত্বাৎ কৃষ্ম্। অর্থমর্থতি অর্থ-যৎ বা। পূজনীয়। অর্থ্যয় দেয়ং যৎ।
পূজা করিবার দূর্কা জল প্রভৃতি উপকরণ। দেবার্চনার
সময়ে পান্য অর্থ্য দিয়া দেবতার পূজা করিতে হয়। সে
কালে গৃহে অতিথি কিবা পূজনীয় ব্যক্তি আসিলে গৃহ-
স্থেরা পান্য অর্থ্য দিয়া তাহাদের পূজা করিতেন।
(উড় আদো ফলমিষ্মং অগ্ধ ভা অয়ং উপহর। শকুং।
কুটার হইতে ফলযুক্ত অর্থ্য পাত্র অইয়া আইস)।
[অনর্থ শব্দে স্বত্ৰ দেখ]।

অর্থং মূল্যমধিকমর্থতি যৎ। (ক্লী) জরৎকাক তপো-
বনের বৃক্ষজাত মধু। তাহার অতিশয় মূল্য বলিয়া তাহার
নাম অর্থ্য হইয়াছে।

অর্থ্যার্থ জলদানের ব্যবস্থা সামান্য ও বিশেষ ভেদে
হই প্রকার। সামান্য অর্থ্যের নিয়ম এই,—প্রোক্লী
পাত্রে বামপাশে প্রথমে একটি ত্রিকোণবৃত্ত আঁকিবে।
পরে তাহাতে আধার শক্তির পূজা করিতে হয়। আধার
শক্তির পূজা করা হইলে অত্রময় দ্বারা পাত্রটি ধৌত
করিয়া ফেলিবে। ধৌত করিয়া প্রণবাদি মন্ত্র উচ্চারণ
পূর্বক সেই পাত্র জলে পূর্ণ করা আবশ্যক। তাহার
পর অজুশ মুদ্রা দ্বারা গলে চ বসুনে ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ
করিতে করিতে স্বর্ঘ্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিবে।
শেষে প্রণবমন্ত্র দ্বারা গুরুপুশাদি দিয়া পূজা করিয়া
ধেয় ব্রজা দেখাইবে এবং আটবার কিবা দশবার প্রণব
পাঠ করিবে। ইহাই সামান্য অর্থ্য। *

বিশেষ অর্থের নিয়ম এই,—কোষার বামভাগে ত্রিকোণ মণ্ডল আঁকিয়া তাহার উপরে ত্রিপদিকা বসাইবে। তাহার পর অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা শঙ্খ ধৌত করিয়া তাহা ত্রিপদিকার উপরে রাখিবে এবং উন্টাদিকে মাতৃকা মন্ত্রপাঠ পূর্বক গন্ধপুষ্পাদি দিয়া শঙ্খ জলে পরিপূর্ণ করিবে। এই সকল প্রক্রিয়া শেষ হইলে ত্রিপদিকাতে বহুমণ্ডলের পূজা করিতে হয়, শঙ্খে সূর্য্যমণ্ডলের পূজা এবং জলে সোমমণ্ডলের পূজা করিতে হয়। তাহার পর অক্ষুশ মুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে গজা প্রভৃতি তীর্থেকে আবাহন করিবে। গজাদি তীর্থ আবাহন করা হইলে মন্ত্রপাঠ পূর্বক হৃদয় হইতে দেবতাকে আবাহন করিতে হয়। কূর্চ্চমন্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠন করিয়া অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা গালিনী মুদ্রা দেখাইয়া সেই জল একবার দৃষ্টি করিবে। অবশেষে অস্ত্রগ্রাস মন্ত্র দ্বারা বিভক্ত করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দিয়া দেবতার পূজা করিতে হয়। দেবতার পূজা করা হইলে মন্ত্রমুদ্রা দ্বারা তাহার উপরে হাত ঢাকা দিবে এবং আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। সর্ব্বশেষে দেখু মুদ্রা দেখাইয়া শঙ্খ হইতে কিঞ্চিৎ জল কোষাতে ঢালিয়া দিবে।

অর্চ। পূজায়াং, সকং উভং ভাদিং সেট্। লট্ অর্চতি-তে। লুঙ্ অর্চিৎ। অর্চিষ্ট। লিট্-আনর্চ। আনর্চে।

অর্চ। পূজায়াং, চুরাং সকং পং সেট্। লট্ অর্চয়তি। লুঙ্ অর্চিচৎ। লিঙ্-অর্চয়ামাস।

অর্চক (ত্রি) অর্চতি অর্চয়তি বা অর্চ-ধূল্। পূজক। (স্ত্রী) টাপ্-ইত্বম্, অর্চিকা।

অর্চত্রি (ত্রি) অর্চ-বেদে বাহু-অত্রি। অর্চনীয়।

অর্চত্ৰা (ত্রি) অর্চ-ভাবে-অত্রি অর্চত্ৰিম্ অর্চনমর্হতি যৎ। পূজনীয়।

অর্চন (স্ত্রী) অর্চ-ভাবে লুট্। পূজন। পূজা।

অর্চনা (স্ত্রী) চুরাং অর্চ-যুচ্ টাপ্। পূজা। *। গ্যাস-প্রহো যুচ্। পা ৩। ৩। ১০৭। গিজন্ত ধাতু, এবং আস ও শ্রু ধাতু ইহাদের উত্তর জ্ঞীলিঙ্গে যুচ্ প্রত্যয় হয়।

অর্চনীয় (ত্রি) অর্চতে অর্চ-অনীয়ন্। পূজনীয়।

অর্চা (স্ত্রী) অর্চ-আধারে (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩। ৩। ১০৩।) ইতি অ প্রত্যয়ঃ। প্রতিমা। (অর্চা প্রতিমা।

স্মার্ত্ত)। ভাবে-অ, পূজা। (অর্চা পূজাপ্রতিময়োঃ। বিখ)।

অর্চি (স্ত্রী) অর্চ-ইন্। অগ্নির শিখা। উজ্জলদন্ত অর্চিস্ শব্দের ব্যাখ্যাশ্লে লিখিয়াছেন যে, ইহা ইকারান্তও হয়। (ইদম্ভোহপ্যর্চি শব্দঃ। তথাচ রূপরসাকরঃ—

রজনীধমনিকালাভর্চিভূতিঃ পুরহি রিতি)। হড্চজ, 'কালানি' এই শব্দের স্থানে কাকিনি পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।

অর্চিত (ত্রি) অর্চ-ক্ত। পূজিত।

অর্চিরাদিমার্গ (পুং) অর্চিরাদিত্তদভিমানিদেবৈঃ উপ-লক্ষিতো মার্গঃ। শাকং তৎ। দেবতাদের গমনাগমনের উত্তর পথ।

অর্চিবৎ। অর্চিমৎ (ত্রি) অর্চিরন্ত্যন্ত মতুপ্ বেদে মন্ত বহুম্। দীপ্তিযুক্ত। [অর্চি শব্দ দেখ]।

অর্চিষৎ (পুং) অর্চিরন্ত্যন্ত মতুপ্। সূর্য্য। অগ্নি। উপদেব বিশেষ। বিষ্ণু। (ত্রি) দীপ্ত। স্ত্রী-অর্চিষতী,— অগ্নিপুত্রী।

অর্চিস্ (স্ত্রী) অর্চ্যতে অর্চ (অর্চি শুচি হৃ-শৃশ্চাদিবহু-দ্ভিত্য ইসিঃ। উণ্ ২। ১০৭) ইতি ইসি প্রত্যয়ঃ। শিখা। (অর্চিহেতিঃ শিখা স্ত্রিষাং। অমর)। (পুং) ময়ুধ। কিরণ। অগ্নি। (স্ত্রী) দীপ্তি মাত্র। (জালাভা-সোনপুংশ্চিঃ। অমর)। (অর্চিময়ুধশিখয়োঃ। হেম)।

অর্চ্য (ত্রি) অর্চিতুমর্হ্যং ভাদি। অর্চ-ণ্যৎ চুরাং অর্চ-যৎ ঋচ স্ততো-ণ্যৎ বা। পূজনীয়। অর্চনীয়। স্ত্য। এই কয় ধাতুর নিষ্ঠাতে ইট্ হয় বেলিয়াচ স্থানে ক হয় নাই। (নিষ্ঠায়মনিট্ ইতি বক্তব্যম্। বাস্তিক। পা ৭। ৩। ৫২। সূত্রে)। (তমর্চ্যমারাদভিবর্তমানম্। রঘু। ২। ১০। নিকটস্থ অর্চনীয় সেই দিলীপ রাজকে)।

অর্জ্জ। অর্জ্জনে, ভাদি। পং সকং সেট্। লট্ অর্জ্জতি। লুঙ্ অর্জ্জীৎ। লিট্-আনর্জ্জ।

অর্জ্জ। সংস্থারে, চুরাং পং সকং সেট্। অর্জ্জয়তি। লুঙ্ অর্জ্জিচৎ। লিট্-অর্জ্জয়ামাস।

অর্জ্জক (পুং) অর্জ্জয়তি নিষ্পাদয়তি সূত্রাণি বহ্মাণি বা স্বজাতত্বেন অর্জ্জ-গিচ্-ধূল্। কাপাস বৃক্ষ। কাপাস গাছ। অর্জ্জতি অর্থান্ অর্জ্জ-কর্তরি ধূল্। উপার্জ্জক। যিনি উপার্জন করেন।

অর্জ্জন (স্ত্রী) অর্জ্জ-ভাবে লুট্। স্বহৃৎকৃত ব্যাপার বিশেষ। উপার্জন। আয়। (অর্জ্জযিত্ব্যাপারো-হর্জনম্। দায় ভা°)। মহু সাত প্রকার ধন লাভকে ধর্ম্মসঙ্গত অর্জ্জন কহিয়াছেন। যথা—

সপ্তবিভাগমাধর্ম্মা দারোলাভঃ ক্রয়োজয়ঃ।

প্রয়োগঃ কর্ম্মযোগশ্চ সংপ্রতিগ্রহ এব চ। ১০। ১১৫।

পৈতৃক ধন; কেহ কোন সম্পত্তি কাহারও দ্বিকট গচ্ছিত রাখিলে যদি সেই ধনাধিকারীর মৃত্যু হয় এবং

তাহার অস্ত্র কেহ অধিকারী না থাকে, তবে তাদৃশ গচ্ছিত ধন ; বজ্রবাক্তব কর্তৃক দত্ত ধন, এবং মূল্য দিয়া যাঁহা ক্রয় করা যায়, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণের পক্ষে ইহাদিগকে ধর্মসম্বত অর্জন কহে। অত্বে জয় করিয়া যে ধন লাভ হয়, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাহাও ধর্ম সম্বত অর্জন। স্ত্রী খাটাইয়া এবং কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা যে ধন লাভ হয়, বৈশ্যের পক্ষে তাহাও ধর্মসম্বত অর্জন। সংপ্রতিগ্রহও ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্ম সম্বত অর্জন।

ব্রাহ্মণেরা যাজন দ্বারা এবং শিষ্যকে বিদ্যাধ্যয়ন করাইয়া যে দক্ষিণা পাইয়া থাকেন, তাহাকেও ধর্ম সম্বত অর্জন বলা যায়। শূত্র এবং সঙ্কর জাতি দাস্ত্র-বৃত্তি দ্বারা যে ধন লাভ করে, ইহা তাহাদের ধর্ম সম্বত অর্জন।

অর্জুন (পুং) অর্জয়তি যশঃ অর্জ-গিচ্ (অর্জ্জগিলুক্চ। উণ্ ৩। ৫৮) ইতি উনন্ গিচ্ লোপশ্চঃ। পার্থ। পাণ্ডু-পুত্র। অর্জুন তৃণ। হৈহয় কান্তবীৰ্য্য। করবীর। ময়ূর। শ্বেতবর্ণ। রূপ। (ত্রি) শুভ্রশুণ বিশিষ্ট। নেত্র রোগ বিশেষ। চলিত বাঙ্গালায় ইহাকে আঞ্জুনে ও আজনাই কহে। পুত্র। ইন্দ্র। অর্জুন বৃক্ষ। (তৃণাখ্যায়ঃ চিং। উণ্ ৩। ৫৯। চিবাৎস্তোদাত্তঃ অর্জুনতৃণে। উজ্জলদত্ত)। অর্জুন শব্দে পার্থ প্রভৃতি অন্ত্রাত্ত্ব অর্থ বুঝাইলে ইহা আদ্যাদাত্ত্ব হয়। কিন্তু অর্জুন নামক তৃণকে বুঝাইলে ইহা অন্তোদাত্ত্ব হইয়া থাকে। (তথাচ শাস্ত্রনবঃ— অর্জুনস্ত তৃণাখ্যা চেৎ। ফিট্ ১। ১৭। উনব্রহ্মন্তান-নিত্যাহ্বাদান্তাপবাদঃ)।

অর্জুনবৃক্ষ (Terminalia Arjuna)। পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের নামের পর্যায়ও অর্জুন বৃক্ষে প্রযুক্ত হয়। তস্তিন্ন অস্ত্রাত্ত্ব আরও পর্যায় আছে। নদীসর্জ। বীর-তরু। ইন্দ্রতরু। ককুভ। শম্বর। পার্থ। চিত্রযোধী। ধন-ঞ্জয়। বৈরাতক। ক্রিটী। গাণ্ডীবী। শিবমল্লক। সব্য-সাতী। কর্ণারি। করবীরক। কোস্তেয়। ইন্দ্রহু। বীরদ্রা। কৃষ্ণসারথি। পৃথাজ। ফাস্তন। ধম্বী। এই গুলি অর্জুন বৃক্ষের পর্যায়। ইহা অবোধায়, বাঙ্গালায়, মধ্যভারতে এবং দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচুর জন্মে। এই গাছ দেখিতে অনেকটা পেয়ারা গাছের মত। পাতা এবং ছাল প্রায় পেয়ারা গাছের তুল্য বলিলে হয়। কিন্তু ইহা পেয়ারা গাছের চেয়েও অধিক বড় হইয়া থাকে। বর্ষাকালে ইহার ফুল ফুটে। ফুল ক্ষুদ্র ও অল্প শ্বেতবর্ণ এবং তাহা

হইতে অত্যন্ত উগ্র মিষ্ট গন্ধ বাহির হয়।

ইহার ছাল রক্তবর্ণ, অত্যন্ত সংকোচক এবং বলকর। চর্ম্মে কষ করিতে এবং বস্ত্র রক্ষাইতে ইহা ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যশাস্ত্রমতে ইহা হৃদরোগের মহৌষধ। হৃৎপিণ্ডের সকল পীড়াতেই বৈদ্যেরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার কাথ দ্বারা দুই কত স্থান ধৌত করিলে আর পুয় ও রস নির্গত হয় না এবং ক্ষতস্থান শীঘ্র শুকাইয়া যায়। অস্থি ভাঙ্গিলে ইহার কাথ কিঞ্চিৎ চূর্ণ সেবন করিতে হয় তাহাতে বেদনা কমিয়া আসে এবং অস্থি যোড়া লাগে।

অর্জুন ঘৃত। মুচ্ছিত গব্য ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ অর্জুন ছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ইহা ঘূতের সঙ্গে পাক করিবে। কক্কার্থ অর্জুন ছাল ১ সের, ইহা ঘূতের সঙ্গে পাক করিবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা। ইহা সকল প্রকার হস্ত্রোগে বিশেষ উপকার করে।

অর্জুন রোগ (Stye or hardeolum) অর্থঃ আঞ্জুনে বা আজনাই। ইহা সামান্য ক্ষেটক রোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। দুর্বল ব্যক্তির চক্ষের পাতার ধারে এই ফোড়া হইয়া থাকে। উষ্ণ জলের স্নেহ ও মসিনার প্রলেপ দিলে ফোড়া পরিপক হয়। তাহার পর উপরি ভাগ একটু কাটিয়া দিলে পুঁজ নির্গত হইয়া যায়। আমাদের দেশে আঞ্জুনে হইলে সচরাচর লোকে তাহাতে অঙ্গার ঘসিয়া দেয় এবং আঙ্গুর পাতার আটা প্রয়োগ করে। একটা আঞ্জুনে হইলে তাহার সঙ্গে আরও ৩। ৪টা বা অধিক আঞ্জুনে হইতে পারে।

অর্জুন পাণ্ডুরাজের তৃতীয় পুত্র। ইন্দের ঔরসে এবং কুন্তীর গর্ভে তাহার জন্ম হয়। ইনি পূর্বে একজন ইন্দ্র ছিলেন। পরে রাজ্যভ্রষ্ট ও হীনবল হইয়া হিমালয়ের একটা গর্ভের ভিতরে বাস করিতেন। অবশেষে মহাদেবের আজ্ঞানুসারে মর্ত্যে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন।

অর্জুন দ্রোণাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য। তিনি মহা ধর্ম্ম-বীর ও মহাযোদ্ধা ছিলেন। ইহার অক্ষয় তুগীর, গাণ্ডীব ধনুক, এবং কপিধ্বজ রথ ছিল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইহার সারথি ছিলেন। অর্জুনের বীরত্ব পৃথিবীবিশিখাত। তিনি লক্ষ্য বিধিয়া দ্রোণদীকে লাভ করেন। খাণ্ডব বন দগ্ধ করিয়া অমিকে তুষ্ট করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ইহার বীরত্ব অপরিমীম। তিনি, দ্রোণদী, হুভদ্রার এবং চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করেন। অভিমত্যা অর্জুনের পুত্র

এবং পরিস্ফিট তাঁহার পৌত্র ।

মহাভারতের বিরাটপর্বে অৰ্জুনের দশটা নাম লিখিত হইয়াছে। যথা—অৰ্জুন, ফাল্গুন, জিষ্ণু, কিরীট, শ্বেতবাহন, বীভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সবাসাচী এবং ধনঞ্জয়। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটা নাম প্রচলিত আছে। যথা—পার্থ, শক্রনন্দন, গাণ্ডীবী, মধ্যমপাণ্ডব, শ্বেতবাজী, কপিধ্বজ, রাধাভেদী, হৃদদেশ, গুড়াকেশ এবং বৃহন্নল।

তাঁহার অৰ্জুন প্রভৃতি দশটা নাম কিকারণে হইয়াছিল, সে কথা তিনি বিরাটপুত্র উত্তরকে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন। অৰ্জুন কহিলেন,—পৃথিবীর মধ্যে আমার তুল্য কাঁহার বর্ণ নাই এবং সর্বদা আমি বিশুদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তাই লোকে আমাকে অৰ্জুন কহে।

পৃথিব্যাং চতুরস্তায়াং বর্ণো মে ভূতঃ সমঃ ।

করোমি কর্ম শুক্লং তস্মান্মাঅৰ্জুনং বিদুঃ ।

বিরাট পৃ., ৪৪ অ. ২০।

নীলকণ্ঠ ইহার টীকায় লিখিয়াছেন,—অৰ্জুন ইতি, ঋজু গতিস্থানার্জনোপার্জনেষু ইত্যত উনন্ প্রত্যয়ে ভবতি বর্ণোদীপ্তিঃ সম ঋজুঃ দীপ্তিমব্ধাং সমব্ধাং শুদ্ধ-কর্মকরত্বাচ্চ অৰ্জুন ইত্যর্থঃ ।

তিনি সমস্ত জনপদ জয় করিয়া কেবল ধনগ্রহণ পূর্বক তাহাতে অবস্থিতি করিতেন, সে কারণ তাঁহার নাম ধনঞ্জয় হইয়াছে। অৰ্জুন যুদ্ধে গেলে জয়ী না হইয়া ফিরিতেন না, তজ্জন্ত তাঁহার নাম বিজয়। যুদ্ধস্থলে অৰ্জুনের রথে শ্বেতবর্ণ অশ্ব সংগোজিত থাকিত, তাই লোকে তাঁহাকে শ্বেতবাহন কহে। হিমালয়পৃষ্ঠে দিব্যভাগে উত্তরফল্গুনী এবং পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রের সন্ধিস্থানে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, তজ্জন্ত তিনি ফাল্গুন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। দানব যুদ্ধের সময়ে ইন্দ্র তাঁহার মস্তকে উজ্জল রত্ন কিরীট পরাইয়া দিয়াছিলেন, সে কারণ লোকে তাঁহাকে কিরীট বলিয়া ডাকে। অৰ্জুন যুদ্ধস্থলে কখন ঘৃণিত কর্ম করেন নাই বলিয়া তিনি বীভৎসু নামে প্রসিদ্ধ। তিনি দক্ষিণ হস্তের মত সব্য অর্থাৎ বামহস্তেও গাণ্ডীব আকর্ষণ করিয়া বাণ ছুড়িতে পারিতেন, সে জন্ত তাঁহার আর একটি নাম সবাসাচী। (সর্বোদ্যমবাসোহপি হস্তেন সচিৎ জ্যাকর্ষণাদি ক্রিয়ায়াং সম্বন্ধঃ শীলমন্তেতি সবাসাচী ইত্যর্থঃ)। অৰ্জুনকে কেহই পরাভূত করিতে পারিত না, তজ্জন্ত তিনি জিষ্ণু

নাম পাইয়াছিলেন। অৰ্জুন দেখিতে উজ্জল কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, তাই বালককাল হইতেই পাণ্ডুরাজ তাঁহাকে আদর করিয়া কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতেন।

অৰ্জুনধ্বজ (পুং) ৬-তৎ। যে অৰ্জুনের রথের ধ্বজ অর্থাৎ হস্তমান।

অৰ্জুনপাকী (স্ত্রী) অৰ্জুনঃ শুভ্রঃ পাকঃ ফলাদিবৃন্তাঃ গোণে জাতিত্বাৎ ত্রীপ্। শ্বেতপাকী। লতা বিশেষ। হরীতক্যাদিভ্যাং ফলার্থে জাতন্ত অণো লুপ্ লুপি প্রকৃতে-লিঙ্গম্ অৰ্জুনপাক্যাঃ ফলানি অৰ্জুনপাক্যাঃ। অৰ্জুনপাকীর ফল সকল। এখানে ‘অৰ্জুনপাক্য’ এই শব্দে অৰ্জুনপাকীর ফল এই অর্থ বুঝাইতেছে, তজ্জন্ত অৰ্জুনপাকীর উত্তর বিহিত অণ্ প্রত্যয়ের লোপ হইয়াছে। প্রত্যয়ের লোপ হইলে হরীতকী প্রভৃতি শব্দ প্রকৃতির লিঙ্গ পায়, তাই এখানে ‘অৰ্জুনপাক্যঃ’ এই রূপ স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে। এবং ফল শব্দে বহুবচন আছে, সে কারণ ‘অৰ্জুনপাক্যঃ’ পদও বহুবচনান্ত হইয়াছে।

। * । হরীতক্যাদিভ্যাং। পা ৪। ৩। ১৬৭। ফল এই অর্থ বুঝাইলে হরীতকী প্রভৃতি শব্দের উত্তর প্রত্যয়ের লোপ হয়। (হরীতক্যানীনাং লিঙ্গমেব প্রকৃতিবৎ। সিং কো.)। * । হরীতক্যাদিষু ব্যক্তিঃ। ভাষ্য পা ১।

২। ৫১। কোন কোন বৈয়াকরণ এখানে প্রকৃতির কেবল লিঙ্গ স্বীকার করেন; আবার পূর্বাচাৰ্যদের মধ্যে অনেকে লিঙ্গ ও বচন উভয়ই গ্রহণ করিয়াছেন।

অৰ্জুনী (স্ত্রী) অন্ততো ভীষ্। [অরুণী দেখ]। উষা। (অৰ্জুনগিতি রূপ নাম। তচ্চাত্মাদিত্যরশ্মিসম্বন্ধাৎ শ্বেতম্, অৰ্জুনী শ্বেতা। যথা, অৰ্জুন্তো গাবঃ তা অন্তাঃ সন্তি বাহনন্তেন মত্বর্থাৎ ঈকারঃ, ব্যত্যয়েন হল্যাদি-লোপঃ। নিঘণ্টু)। বাহদা নদী। করতোয়া নদী। গাই গোয়াল। কুটনী। (অৰ্জুনী গবি। উষায়াং করতোয়ায়াং কুটন্যামপি চ কচিং। বিখ)।

অৰ্জুনোপম (পুং) অৰ্জুনঃ বৃক্ষভেদঃ উপমা যন্ত গোণে বৃক্ষঃ। শাক দ্রুম। সেগুন গাছ। মহাপত্রাখ্য বৃক্ষ।

অর্ণ (পুং) তনাদি-ঋণ-অচ্। অকারাদি বর্ণ। (সাধকার্ণাঃ তদ্র)। (জি) গমন স্বভাব। (স্ত্রী) জল। অর্ণঃ জলমন্ত্যত্যা অর্ণ আদি-অচ্। (স্ত্রী) টাপ্—অর্ণা, নদী।

অর্ণব (পুং) অর্ণাংসি জলানি দাত্বেন সন্ত্যক্ত ব সলোপঃ। জলরাতা। সূর্য্য। ইন্দ্র। সমুদ্র। অর্ণাংসি সন্তি অস্মিন অত্যর্থে

বঃ সলোপঃ। জলযুক্ত। সমুদ্র। (অন্ততোহ্যপি দৃষ্টে)।

অর্ণসো লোপশ্চ। বার্তিক পা ৪। ২। ১০২। (অর্ণে)।

ব প্রত্যয় পরে থাকিলে অর্গস্ শব্দের সকারের লোপ হয়।
অর্গবজ (পুং) অর্গবাৎ জায়তে অর্গব-জন-ড। ৫-তৎ।

সমুদ্র কেন। (ত্রি) সমুদ্র জাত দ্রব্য মাত্র।

অর্গবমন্দির (পুং) অর্গবঃ মন্দিরমিব যন্ত অর্গবে মন্দিরং
যন্ত বা। বহুব্রী। বক্ষণ।

অর্গবোদ্যব (পুং) উদ্যবত্যাং উদ্-ভূ-অপাদানে অপ-
অর্গবঃ উদ্যবঃ উৎপত্তি স্থানং যন্ত। বহুব্রী। অগ্নিকার
বৃক্ষ। চক্র। (ক্লী) অমৃত। (স্ত্রী) স্ত্রী। লক্ষ্মী।

অর্গস্ (ক্লী) ঋচ্ছতি গচ্ছতি ঋ-(উদকে হ্যট্ চ। উণ-
৪। ১১৬) ইতি অস্তন্- হুট্ চ। ঋ ধাতুর উত্তর অস্তন্-
প্রত্যয় হয় এবং উদক অর্থে তাহার স্থানে নকার
হইয়া থাকে। জল।

অর্গস (পুং) অর্গোহস্ত্যন্ত অর্গস্ অর্গ আদি। অচ্। সমুদ্র।
(ত্রি) জল বিশিষ্ট।

অর্গস্থং (পুং) অর্গাংসি সন্ত্যস্মিন্ অর্গস্-মতৃপ্-মন্ত বঃ।
সমুদ্র। (ত্রি) জলবিশিষ্ট। *। মাহুপধায়াশ্চ মতো-
র্কো-হ্যবাদিত্যঃ। পা ৮। ২। ৯। যবাদিভিন্ন মকা-
রান্ত অবর্ণান্ত মকার উপধ এবং অবর্ণ উপধ শব্দের
পরস্থিত মতুর ম স্থানে ব হয়।

অর্গস্মিন্ (পুং) অর্গাংসি সন্ত্যস্মিন্ অর্গস্-বিনি। সমুদ্র।
(ত্রি) জলবিশিষ্ট। *। অম্মায়ামেধান্তজো বিনিঃ।
পা ৫। ২। ১২১। অস্ ভাগান্ত এবং মায়ামেধা শ্রজ
এই সকল শব্দের উত্তর অন্ত্যার্থে বিনি প্রত্যয় হয়।

অর্গোদ (পুং) অর্গাংসি দদাতি অর্গস্-দা-ক। মেঘ। মূতা।
(ত্রি) জলদাতা।

অর্গোভব (পুং) অর্গসি ভবতি অর্গস্-ভূ-অচ্। ৭-তৎ।
শব্দ। (ত্রি) জলজাত দ্রব্য মাত্র।

অর্ন্তগল। অর্ন্তগল (পুং) অর্ন্তস্ত পীড়িতস্ত ইব গলঃ গলনং
পত্রপুষ্পাদেহ্মাৎ। যদা আর্ন্তা ইব গলা ক্লীণকণ্ঠ
ভাগো যন্ত। বহুব্রী। পুং বা ক্রমঃ। নীলখিণ্টী। নীল
ঝাটী গাছ।

অর্ন্তন (ক্লী) ঋত-লুট্-পক্ষে ইয়ঙভাবঃ। নিম্না।

অর্ন্তি (স্ত্রী) অর্দ-জিন্। পীড়া। অর্দতি যেন করণে জিন্।
ধহুফোটি। ধহুকের কোণ। ধহুকের দুই অগ্রভাগ।
(অর্ন্তিঃ পীড়াধহুফোটোঃ। অমর)।

অর্ন্তিকা (স্ত্রী) ঋত-লুট্। নাটোক্তিতে জ্যেষ্ঠ ভগিনী।

অর্ন্তুক (ত্রি) ঋত-বাহ্-উকঞ্। স্পর্ধক। স্পর্ধাকারী।
অন্তকে পরীভূত করিতে ইচ্ছুক।

অর্থ। যাচনে, অদন্ত-চুরা। আয়নেপদী স। বিক। সেট্।

লই অর্থযতে। অর্থাপরতে। লুঙ-আর্ন্তিথত আর্ন্তিথগত।
(সিং কোং মতে, আর্ন্তিথত)। লিট্ অর্থরাষভূব। অর্থয়ামাস।
অর্থরাধকে। অর্থাপরাষভূর। অর্থাপয়ামাস। অর্থাপরা-
ধকে। কন্মণি অর্থ্যতে। ধূল্ অর্থক। গিনি অর্থিন্। ক্ত
অর্থিত। তব্য অর্থয়িতব্য। যৎ-অর্থ্য। অনীয়স্,—অর্থনীয়।
তুম্-অর্থয়িতুম্। লুট্-অর্থন। যুচ্-অর্থনা। ক্তা-অর্থয়িত্বা।
ত্বন্-অর্থয়িতা। সম্-সমর্থন করা, সমর্থয়তে। সমর্থন প্রমা-
ণাদি দ্বারা দৃষ্টীকরণ। কু-কদর্থয়তে। অভি আভিমুখ্যে
প্রার্থনা করা। প্রতি-প্রতিকূলচরণ।

অম্লোপিষৎ স্থানিবদ্ভবাদন্তত্ব প্রয়োজনম্।

যত্র ত্বেতে ন বিদ্যোতে তজ্জাম্লোপবিকল্পনম্।

তদ্বলাদন্তদীর্ঘশ্চ পুচ্ চেত্যাকাপয়ত্যতঃ। কামধেয়।

অক্লোপিষৎ এবং স্থানিবদ্বই অকারান্ত ধাতুর
প্রয়োজন। যে ধাতুর এই দুই কার্যের আবশ্যকতা
নাই, সে স্থানে বিকল্পে অকারের লোপ হয়। বিকল্প
কার্যের জন্য যে বার অকারের লোপ হইবে না, সে বার
অকারের দীর্ঘ ও পকারের আগম হইবে। সেই হেতু
‘অকাপয়তি’ এই প্রকার রূপ সিদ্ধি হয়।

এই বিধানানুসারে অর্থাপয়তে রূপসিদ্ধি হইয়াছে।

অর্থ (পুং) অর্থ্যতে ঋ-(উষি-কুশি-গাষ্ঠিভা)হন্। উণ-২।

৪) ইতি থন্। যদা-অর্থ্যতে অর্থ-ভাবে কন্মণি বা অচ্।

অভিধেয়। বাচ্য। শব্দের শক্তি দ্বারা বোধ্য পদার্থ

অর্থাৎ ‘ঘট’ এই রূপ শব্দ উচ্চারণ করিলে যে বস্তুকে

বুঝায়, তাহাই ঘট শব্দের অর্থ। আলঙ্কারিকদের মতে

অর্থ তিন প্রকারে বিভক্ত। বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ, ব্যক্তার্থ।

যে শব্দদ্বারা যে অর্থ প্রতিপন্ন হয় তাহাকে বাচ্যার্থ

কহে। যেমন ‘গৃহ’ বলিলে ঘরকে বুঝাইল। লক্ষণা-

দ্বারা যে অর্থ বোধ হয় তাহাকে লক্ষ্যার্থ কহে। যেমন,

গঙ্গায় গোপগণ বাস করে। গঙ্গার জলে মানুষ বাস

করিতে পারে না। অতএব লক্ষণাদ্বারা এই অর্থ

বুঝাইতেছে যে, গঙ্গার কুলবর্তী গোপগণ। অথবা

ব্যঞ্জনা শক্তি দ্বারা যে অর্থ বোধ হইয়া থাকে তাহাকে

ব্যক্তার্থ কহে।

ধন। সকলেই ধনের প্রার্থনা করে বলিয়া ধনের

নাম-অর্থ হইয়াছে। অর্থ, গুরু বর্ণ, শবল বর্ণ

এবং কৃষ্ণ বর্ণ এই তিন প্রকার। গুরু বর্ণ অর্থদ্বারা ঐহিক

কার্য্য করিলে দেবদ্বন্দ্ব লাভ হয়। শবল বর্ণ অর্থদ্বারা ঐহিক

কার্য্য করিলে মনুষ্যদ্বন্দ্ব লাভ হয়। কৃষ্ণ বর্ণ অর্থদ্বারা কার্য্য

করিলে তিথ্যক্ যোনিদ্বন্দ্ব লাভ হইয়া থাকে। চতুর্বর্ণের

নিজ নিজ বৃত্তি দ্বারা উপার্জিত অর্থের নাম গুরু। যেমন ব্রাহ্মণের যাজ্ঞন অধ্যাপনাদি দ্বারা অর্জিত ধন। ক্ষত্রিয়ের জয় লব্ধ ধন। বৈশ্যের কৃষি বাণিজ্যাদি লব্ধ ধন। শূত্রের দাস্তোপার্জিত বেতনাদি।

অনন্তর বৃত্তি দ্বারা উপার্জিত অর্থের নাম শবল। অর্থাৎ আপনার নিজ জাতির বৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জন করিলে তাহাকে শবল কহে। যেমন ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বৃত্তি দ্বারা উপার্জিত ধন। ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য বৃত্তি দ্বারা উপার্জিত ধন ইত্যাদি। অন্তরিত বৃত্তি দ্বারা উপার্জিত অর্থের নাম কৃষ্ণ। অর্থাৎ নিজের একবর্ণ অতিক্রম করিয়া তাহার পরবর্ণের বৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জন করিলে তাহাকে কৃষ্ণ কহে। যেমন ব্রাহ্মণের বৈশ্য বৃত্তি দ্বারা এবং ক্ষত্রিয়ের শূত্র বৃত্তি দ্বারা উপার্জিত অর্থ। সকল বর্ণের পক্ষেই পৈতৃক ধন, কিসা বন্ধুবান্ধবেরা যে ধন দান করেন অথবা বিবাহ কালে যে ধন পাওয়া যায়, তাহা গুরু। আর উৎকোচ, শুষ্ক এবং যে দ্রব্য বিক্রয় করিতে নাই তাহা বেচিয়া যে ধন পাওয়া যায়, অথবা পরের উপকার করিয়া যদি কেহ অর্থ লাভ করে তবে তাহাকে শবল কহে।

পাশা প্রভৃতি ক্রীড়া দ্বারা যে ধন লাভ হয়; এবং নৃত্য গীত, চৌর্য্য বৃত্তি, পরপীড়ন, প্রতারণা ও দুঃসাহসিক কার্য্য দ্বারা যে ধন পাওয়া যায়, আমাদের শাস্ত্রকারেরা তাহাকে কৃষ্ণ কহেন।

অর্থ শব্দে প্রয়োজনকেও বুঝায়। প্রয়োজন দুই প্রকার, মুখ্য ও গোণ। যাহা অল্প ইচ্ছার অধীন নহে তাহাকে মুখ্য অর্থ কহে। ‘আমার যেন সুখ হয়, আমি যেন কখন দুঃখ না পাই’। এই দুই ইচ্ছার বিষয় সুখ ও দুঃখাভাব মুখ্য প্রয়োজন। আর যাহা অল্প ইচ্ছার অধীন তাহাকে গোণ অর্থ কহে। যেমন ভোজন করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। এখানে ক্ষুধানিবৃত্তি, ভোজনেচ্ছার অধীন বলিয়া গোণ। যদিচ প্রয়োজন নানা প্রকার, তথাপি শাস্ত্রকারেরা প্রাধান্য হেতু, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারি প্রকার অর্থ স্বীকার করেন। কারণ অত্যন্ত প্রয়োজন, এই সকলগুলির মধ্যেই পড়িয়া যায়। সাম্যবাদীরা সর্গ ও অপবর্গ এই দুই প্রকার পুরুষার্থ স্বীকার করেন। দুঃখের অভ্যন্ত নিবৃত্তি অর্থাৎ মোক্ষ রূপ প্রয়োজন অল্প ইচ্ছার অধীন নহে বলিয়া প্রধান, ধর্ম্ম অর্থ কাম ইহারা তাহার সাধন। তাহার মধ্যেও ধর্ম্ম অর্থের সম্বন্ধ এবং অর্থ কামের সাধন। অর্থাৎ

ধর্ম্ম করিলে অর্থ হয়, এবং অর্থ হইলে কাম্য কর্ম্ম অনায়াসেই হইয়া থাকে।

নিমিত্ত। *। তামর্থ্যে চতুর্থী বাচ্যা (বার্ত্তিক। পা ১। ৪। ৪৪। সূত্রে)। *। নিমিত্তপর্যায় প্রয়োগে সর্কাসাং প্রায়ো দর্শনম্ (বার্ত্তিক। পা ২। ৩। ২৭। সূত্রে)। (প্রায়ঃ গ্রহণাদসর্কনামঃ প্রথমাহিতীয়ে ন স্তঃ। সি কো উক্ত সূত্রে)। বার্ত্তিককার নিমিত্ত পর্যায় শব্দের যোগে সর্কনাম শব্দের উত্তর সকল বিভক্তির বিধান করিয়াছেন। ভট্টোজিদীক্ষিত প্রায় পদের দ্বারা সর্কনাম ভিন্ন অল্প শব্দের উত্তরেও সকল বিভক্তির বিধান স্বীকার করিয়া এই মাত্র বিশেষ করিয়াছেন যে, নিমিত্ত পর্যায় যোগে অসর্কনামের উত্তর প্রথমা ও দ্বিতীয়া হইবেন।

(অর্থেন নিত্য সমাসো বিশেষ্য লিপ্ততা চেতি বক্তব্যম্। বার্ত্তিক। পা ২। ১। ৩৬। সূত্রে)। অর্থ শব্দের সহিত নিত্য সমাস হয় এবং বিশেষ্যের লিপ্ত হয়। দ্বিজায়াং দ্বিজার্থঃ সূপঃ। দ্বিজার্থা যবাগুঃ, দ্বিজার্থম্পয়ঃ। (সি কো)।

কর্ম্মণি অচ্। বিষয়। শব্দাদি। জ্ঞেয়বস্ত। জানিবার বিষয়। তত্ত্ব আবাপাদি। [অর্থচিত্তা শব্দ দেখ]। যথার্থ। বস্ত্ত স্বভাব। নিবৃত্তি। জ্যোতির্বোক্ত লগ্ন হইতে দ্বিতীয় গৃহ। প্রকার। ভাবে অচ্। অভিলাষ। প্রার্থনা। কর্ম্মণি অচ্। অর্চনীর বিষ্ণু। ফল।

অর্থকর (ত্রি) অর্থং করোতি অর্থ-কৃ-হেত্বান্দো-ট। ধনের সাধন। প্রয়োজন নিষ্পাদক। (স্ত্রী) ভীপ্—অর্থকরী। (অর্থকরী চ বিদ্যা। হিতো)।

অর্থকৃচ্ছ্র (স্ত্রী) অর্থং অর্থস্ত বা কৃচ্ছ্রম্। ৭ বা ৬-তৎ। ধনের কষ্ট। কষ্টসাধ্য প্রয়োজন। যে প্রয়োজন কষ্টে সিদ্ধ হয়।

অর্থকৃৎ (ত্রি) অর্থং করোতি অর্থ-কৃ-কিপ্ তুকা অর্থকর। অর্থক্রম (পুং) অর্থস্ত ক্রমঃ। ৬-তৎ। জৈমিনির উক্ত চয়টাক্রমের অন্তর্গত ক্রম বিশেষ। ছয় প্রকার ক্রম যথা,—শব্দক্রম, অর্থক্রম, পাঠক্রম, স্থানক্রম, মুখ্যক্রম এবং প্রবৃত্তিক্রম। ইহার মধ্যে শব্দক্রম ও অর্থক্রম উপস্থিত হইলে অর্থক্রম বলবান বলিয়া অর্থ ক্রমাহুসারেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। যথা,—অগ্নিহোত্রঃ জুহোতি যবাগুং পচতি। (শ্রুতি)। যবাগু পাক করিয়া তদ্বারাই অগ্নিহোত্র বাগ করিতে হয়। এই হেতু ঐ শ্রুতির শব্দক্রম অগ্রাহ্য করিয়া অর্থক্রমেই অগ্নি যবাগু পাক করা হয়।

অর্থগত (ত্রি) অর্থঃ গতম্ । ৬-তৎ । অর্থনিষ্ঠ । (পুং) ।
অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত অর্থপ্রিত দোষ বিশেষ । গতোহর্থো-
হত আহিতাশ্রাদিঃ পরনিঃ । (ত্রি) গতার্থঃ । * বাহি-
তাশ্রাদিষু । পা ২ । ২ । ৩৭ । আহিতাশ্রিগণ বিকলে
পর নিপাত হয় ।

অর্থগৌরব (স্ত্রী) ৬-তৎ । অল্প কথায় অর্থের আধিক্য ।
অল্প কথায় অধিক অর্থ প্রকাশ । এই রূপ শব্দই প্রশংস-
নীয় । ভারবি কবির রচনা প্রায়ই এই গুণ সম্পন্ন, সেই
জন্ত জন সমাজে তাঁহার প্রণীত কীরাতাজুর্নীয় অতি
আদরের সামগ্রী হইয়াছে ।

গুণের সহিত বঞ্জী সমাসের সর্বত্র নিষেধ নাই,
তজ্জন্ত এখানে (পুরণ গুণেতাদি । পা ২ । ২ । ১১) সূত্র
দ্বারা বঞ্জী সমাস নিষিদ্ধ হয় নাই । (অনিত্যোহয়ং গুণেন
নিষেধঃ তদশিষ্যং সংজ্ঞা প্রমাণত্বাদিত্যি নিদেশাৎ ।
তেনার্থগৌরববুদ্ধিমান্যমিত্যাদি সিদ্ধম্ । সিং কোঃ) ।
অর্থশ্র (ত্রি) অর্থঃ হস্তি তাচ্ছীল্যাদৌ ট । অর্থনাশক । (স্ত্রী)
ভীপ্ অর্থশ্রী । [অনিলয়ক শব্দে সূত্র দেখ] ।

অর্থচিন্তা (স্ত্রী) অর্থানাং মস্ত্রিকর্তব্য তত্ত্বাবাপাদীনাং
চিন্তা । ৬-তৎ । মস্ত্রীর কর্তব্য রাজ্য তত্ত্ব ও আবা-
পাদির চিন্তা । (স্বরাজ্যে ক্রিয়মাণ কর্মের নাম তত্ত্ব
এবং পররাজ্যে ক্রিয়মাণ কর্মের নাম আবাপ) ।

অর্থজাত (স্ত্রী) অর্থানাং জাতম্ । ৬-তৎ । অর্থ সমূহ ।
(ত্রি) অর্থঃ জাতো যন্ত । বহুব্রী । যাহার ধন আছে ।

অর্থজ্ঞ (ত্রি) অর্থং জ্ঞানতি অর্থ-জ্ঞা-ক । প্রয়োজনজ্ঞ ।
অর্থতন্ (অব্য) অর্থ-তসিল্ । অর্থহেতু । অর্থানুসারে ।
বস্ত্ত্ব ভাব ।

অর্থদ (ত্রি) অর্থান্ ধনানি দদাতি অর্থ-দা-ক । ধনদ ।
ধনদাতা । (পুং) ধনদান দ্বারা সন্তোষকারী শিষ্য বা
ছাত্র । কুরের ।

অর্থদূষণ (স্ত্রী) অর্থানাং দূষণম্ । ৬-তৎ । অর্থনাশক
ব্যসন বিশেষ । তিথ্যাদিতত্ত্বে স্বার্থ, ধনের অপহরণ এবং
দেয় পদার্থের অদানকেও অর্থদূষণ কহিয়াছেন ।

অর্থনা (স্ত্রী) অর্থ-যুচ্ টাপ্ । যাক্কা । ভিক্ষা । অর্দনা ।
(যাক্কা ভিক্ষার্থনার্দনা । অমর) ।

অর্থপতি (পুং) অর্থানাং পতিঃ । ৬-তৎ । রাজা । কুবের ।
অধীশ্বর ।

অর্থপ্রকৃতি (স্ত্রী) অর্থানাং প্রয়োজনানাং প্রকৃতিঃ
কারণম্ । ৬-তৎ । প্রয়োজনের হেতু নাটকাদি কার্যের
কারণ শব্দক ।

অর্থপ্রয়োগ (পুং) অর্থানাং ধনানাং তত্ত্বাবাপাদীনাঞ্চ
প্রয়োগঃ নিয়োগঃ । ৬-তৎ । ঋণদান বাণিজ্যাদি রূপ
ধন বৃত্তিকর বৃত্তি বা ব্যবহার । বৃত্তিকীৰ্ত্তিকা । সুদ
দেওয়া, বাড়ী দেওয়া ইত্যাদি । মস্ত্রীর কর্তব্য তত্ত্ব ও
আবাপাদির যথাক্রমে নিয়োগ ।

অর্থপ্রাপ্ত (পুং) শব্দং বিনা কেবলেনার্থেন প্রাপ্তঃ । ৩-তৎ ।
কোন অর্থ প্রকাশ করিবার তষাচক শব্দ না থাকিলেও
তাৎপর্য দ্বারা যাহা বুঝিতে পারা যায় ।

অর্থবন্ধ (পুং) অর্থঃ বিষয়ৈঃ শব্দাদিভিঃ বন্ধঃ । শব্দাদি
দ্বারা বন্ধ । যেমন মধুর সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিলে তাহাতে
আসক্তি হয় । ধনকৃত বন্ধন । যেমন অর্থ বন্ধ থাকিলে
অতি দুর্গম দেশেও যাইতে হয় । অর্থপ্রাপ্তিহেতু এক
স্থানে স্থিতি ।

অর্থভাবনা (স্ত্রী) অর্থানাং ভাবনা । ৬-তৎ । সর্গজনক
যাগ সাধন ভাবনা । তাদৃশ চিন্তাকর্তার ব্যাপার উৎ-
পাদন । অর্থচিন্তা ।

অর্থমর্যাদা (স্ত্রী) অর্থস্ত কারণস্ত মর্যাদা । সকল কারণ
বস্ত্ত্ব মেলন ।

অর্থমাত্র (স্ত্রী) অর্থএব ময়ূরব্যংসকাদিত্যাং চিদেব চিন্নাত্র-
মিতিবৎ অবধারণার্থ মাত্র শব্দেন নিত্যসং । অবধারিত
অর্থ ।

অর্থমাত্রা (স্ত্রী) অর্থস্ত মাত্রা । ৬-তৎ । অল্প ধন । অল্প
ধনাংশ । বহু ধন । ধন বাহুল্য । ধনের পরিমাণ ।

অর্থবৎ (ত্রি) অর্থোহন্ত্যন্ত অর্থ-মতুপ্ মন্ত বঃ ।
অর্থযুক্ত । সার্থক । অর্থবিশিষ্ট । প্রয়োজনযুক্ত ।
ফলযুক্ত । ধনবিশিষ্ট । (পুং) পুরুষ । (অব্য) অর্থেন
তুল্যঃ ক্রিয়া, অর্থেষ্টব অর্থন্তেব অর্থমহিতি বা বতি ।
অর্থতুল্য ক্রিয়া । অর্থেষ্টে রূপ বাহাদি তদ্ভপ । অর্থের
স্থায় । অর্থযোগ্য । * তেনতুল্যঃ ক্রিয়া চেতি । পা ৫ ।
১ । ১১৫ । তত্র তন্ত্বেব । পা ৫ । ১ । ১১৬ । তদর্হৎ । পা
৫ । ১ । ১১৭ ।

অর্থবাদ (পুং) অর্থস্ত লক্ষণস্ত স্ত্যর্থস্ত নিন্দার্থস্ত বা
বাদঃ বদ-করণে-ঘঞ্ । ৬-তৎ । প্রশংসনীয় গুণবাচক শব্দ ।
প্রশংসনীয় বাক্য । নিন্দনীয় দোষবাচক শব্দ । নিন্দ-
নীয় বাক্য । ভাবে ঘঞ্ । স্ত্যর্থ কথন । নিন্দার্থ কথন ।

গৌতম সূত্রের মতে বেদের দুই বিভাগ ; মন্ত্র এবং
ব্রাহ্মণ । তাহার মধ্যে, আকৃষ্ণেন রজস্য ইত্যাদিকে
এবং সঙ্খ্যাবন্ধনাদিকে মন্ত্রভাগ কহে ।

বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ আবার তিন ভাগে বিভক্ত ।

যথা,—বিধি, অর্থবাদ এবং অনুবাদ। (বিধার্থবাদানু-
বাদবচন বিনিয়োগাৎ। গৌ. সূ. ২। ৬১)।

যে বাক্য দ্বারা কোন ব্যবস্থা করা হয়, সেই বিধা-
য়ক বাক্যের নাম বিধি। (বিধিবিধায়কঃ। গৌ. সূ.
২। ৬২)। যেমন, ‘যে ব্যক্তি স্বর্ণ লাভ করিতে ইচ্ছা
করেন তিনি অগ্নিহোত্র যাগ করিবেন’। এখানে স্বর্ণ-
লাভেচ্ছুক ব্যক্তিদের পক্ষে অগ্নিহোত্র যাগের বিধি
করা হইল।

অর্থবাদ চারি প্রকার,—স্বত্বার্থবাদ, নিম্নার্থবাদ,
পরকৃত্যার্থবাদ এবং পুরাকল্পার্থবাদ। (স্তুতিনিম্না পর-
কৃতিঃ পুরাকল্প ইত্যর্থবাদঃ। গৌ. সূ. ২। ৬৩)।

যে কার্যের বিধি করা হইয়াছে, সেই বিহিত
কার্যের ফল দেখাইয়া প্রশংসা করাকে স্বত্বার্থবাদ কহে।
যেমন, সক্ষ্যাবন্দনাদি করিলে দৈনিক পাপ ক্ষয় হয়
এবং নিরাপদ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

কোন কার্যে অনিষ্ট দেখাইয়া বিহিত কার্যে প্রবর্ত
করাকে নিম্না কহে। যেমন, ‘অমাবস্তা প্রভৃতি পর্ক-
দিনে জ্বীতৈলাদি ব্যবহার করিলে লোকে নরকগামী
হয়’। এখানে পর্কদিনে জ্বীতৈলাদি ব্যবহারের নিম্না
করিয়া তাহা নিবারণের বিধি করা হইল।

যাহা কোন ব্যক্তির পক্ষে কর্তব্য, আবার কোন
ব্যক্তির পক্ষে কর্তব্য নহে, এই রূপ পরস্পর বিরুদ্ধ
বাক্যের নাম পরকৃতি। যেমন, শাক্তের পক্ষে মদ্যমাংস
দ্বারা পূজার ব্যবস্থা আছে, আবার বৈষ্ণবের পক্ষে
তাহা নিষিদ্ধ।

পূর্বের আচরিত বাক্যের নাম পুরাকল্প।

স্মৃতি লিখিয়াছেন, বিধিবাক্যও কোন স্থলে
অবসন্ন হইয়া পড়ে। তেমন স্থলে স্বত্বার্থবাদ দ্বারা
কার্য্য করিতে হয়। আবার কোন স্থলে বিধিবাক্যের
সঙ্গে একত্র পাঠ থাকার অর্থবাদ প্রামাণ্য হয়। শ্রীকৃষ্ণ
তর্কালঙ্কার কহেন, বিধিরসঙ্গে অসমতিব্যাহত বাক্যের
নাম অর্থবাদ। [অনুবাদ দেখ]।

গ্রন্থের তাৎপর্য্য অবধারণের নিমিত্ত উপক্রম এবং
উপসংহারাদি চিহ্ন ষটকের অন্তর্গত চিহ্ন বিশেষকেও
অর্থবাদ কহে।

অর্থবিজ্ঞান (কী) অর্থস্ত বিজ্ঞানম্। ৬-তং। শুক্রবাদি
অষ্টবিধ ধী গুণান্তর্গত গুণবিশেষ।

শুক্রাশ্রবণকৈব গ্রহণং ধারণং তথা।

উদ্বোধনোদ্বোধবিজ্ঞানস্তবজ্ঞানক ধীগুণাঃ। হেম०।

শুক্র যে শাস্ত্রোপদেশ করেন তাহা শুনিবার ইচ্ছা,
তাহা শ্রবণ করা, তাহা স্বীকার করা, তাহা মনে করিয়া
রাখা, তর্ক করা, তর্কপরিভ্যাগপূর্ব্বক তাহা বুঝিয়া
লওয়া, পরে নিশ্চিত করা, এই আট প্রকার বুঝির গুণ।
অর্থবিদ্ (ত্রি) অর্থং কার্য্যং প্রয়োজনাদি বা বৈত্তি অর্থ-
বিদ-ক্ৰিপ্। কার্য্যজ্ঞ। প্রয়োজনাজ্ঞ। যিনি কার্য্যাদি
বুঝিতে পারেন।

অর্থবিপ্রকর্ষ (পুং) অর্থস্ত অর্থবোধস্ত বিপ্রকর্ষঃ দূরত্বঃ
বিলম্ব ইতি যাবৎ। ৬-তং। বিলম্বে অর্থবোধ। শীঘ্র
অর্থবোধ না হওয়া। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা উত্তর উত্তরের
বিলম্বে অর্থবোধ।

বাক্যের মধ্যে যে সকল পদ থাকে, স্থল বিশেষে
সেই সকল পদের মধ্যে প্রথমে কারকের অর্থ বুঝিতে
পারা যায়, তাহার পর লিঙ্গাদির অর্থ বোধ হইয়া
থাকে, সেই জন্ত কারক অপেক্ষা লিঙ্গ ও বাক্যাদির
অর্থ বুঝিতে বিলম্ব হইয়া পড়ে।

শ্রীকৃষ্ণবৈবেকের টীকায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার লিখিয়া-
ছেন,—অত্র জৈমিনি-স্বত্বং প্রতিলিঙ্গ বাক্য প্রকরণ
স্থান সমাখ্যানাং সমবাস্তে পারদৌর্লভ্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ।
প্রতি,লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ,স্থান,সমাখ্যান,এই সমস্ত স্থায়
গুলিই যদি এক স্থানে উপস্থিত হয়, তবে পর পর
স্থানের দৌর্লভ্য ঘটে, অর্থাৎ অর্থবোধের বিলম্ব হয়।
ইহার ভাষ্যে এই রূপ লিখিত হইয়াছে—

প্রতি দ্বিতীয়া, ক্রমস্তা চ লিঙ্গং,

বাক্যং পদান্তেব চ সংহতানি।

সা প্রক্রিয়া বা কথমিত্যপেক্ষা

স্থানং ক্রমো যোগবলং সমাখ্যান।

দ্বিতীয়া প্রভৃতি কারকের নাম প্রতি। অনেক
স্থলে প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিবার জন্ত বিশেষ শব্দের
প্রয়োজন করে না, কেবল দ্বিতীয়াদি বিভক্তি দ্বারা
সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়। যেমন,—‘অন্নং পচতি’। অন্ন
পাক করিতেছে। এখানে ‘অন্ন’ শব্দে কেবল দ্বিতীয়া
বিভক্তি দেখিয়াই পচ ধাতুর কর্মবোধ হইতেছে; এই
কর্ম বুঝিবার নিমিত্ত অজ্ঞ পদের প্রয়োজন নাই।

আবার উপপদেও দ্বিতীয়া দ্বারা এই রূপ অর্থ
বোধ হয়। যেমন,—‘মাসমবীতে’,—এক মাস পড়িতে-
ছেন। এখানে সমস্ত কথা ঠিক প্রকাশ করিয়া বলিতে
হইলে,—‘মাসং ব্যাপ্য অবীতে’। এক মাস কাল
ব্যাপিয়া পড়িতেছেন, এই রূপ বুঝিয়া বলা চাই।

অতএব, ‘তিনি এক মাস পড়িতেছেন’, এমন কথা বলিলে, ‘এক মাস কাল ব্যাপিয়া’ এই রূপ ইহাতে অল্পপদের অপেক্ষা থাকিতেছে বলিয়া বিলম্বে অর্থ বোধ হয়। ইহার বারগের জন্তই কারকের কথা বলা হইয়াছে।

উপরের ভাষ্য কেবল দ্বিতীয়া বিভক্তির কথা লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তদ্বারা সকল কারকই বুঝিতে হইবে। কারণ সকল কারকেই যে বিভক্তি থাকে, তাহারাই প্রকৃতির সহিত অধিত হইয়া স্বীয় স্বীয় অর্থ প্রকাশ করে। এবং অর্থ প্রকাশের সময়ে তাহার অল্প পদের অপেক্ষা রাখে না। বাচস্পতি মিশ্র বেদান্তের টীকায় এই সকল বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তর্কালঙ্কার ইহার এই রূপ উদাহরণ দিয়াছেন, যথা—‘ব্রীহীনব-হস্তি’। আশুপাশ্রবণ করিবে অর্থান্বেষক। এখানে, ‘ব্রীহি’ শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকায় ধানকে ডানিয়া তুষণ্ড করা হইবে এই রূপ ধাত্বর্থ প্রকাশ পাইতেছে। এখানে এই অর্থ প্রকাশের জন্ত অল্প পদ আবশ্যক হয় নাই।

ভাষ্যে লিঙ্গ শব্দের অর্থ ক্ষমতা বলা হইয়াছে। সেই ক্ষমতা শব্দে অর্থের সামর্থ্যকে বুঝায়। যেমন,—‘হবির্দেবসদনং দামি’। এই মন্ত্রটি কোথায় নিয়োগ করিতে হয় তাহা লেখা না থাকিলেও—‘দাপ লবণে’—এই ছেদনার্থ দা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন দামি এই পদের হবিশ্ছেদ সামর্থ্য হেতু হবিশ্ছেদনেই ইহার বিনিয়োগ হয়, ইহা বুঝা যাইতেছে।

পরম্পর অর্থযুক্ত তিঙন্ত ও বস্তু পদসমূহের নাম বাক্য। কোন কাজ কি প্রকারে করিতে হয় সেই অপেক্ষার নাম প্রক্রিয়া বা প্রকরণ। সমান দেশ বা ক্রমকে স্থান কহে। যোগবল বা যোগিকের নাম সমাখ্যা।

লিঙ্গের চেয়ে ক্রতির অর্থ বলবৎ। যেমন, ‘পায়-সেন দয়া জুহোতি’। (ক্রি)। পায়সের দ্বারা (পয়ঃ প্রকাশক মন্ত্র, পয়ঃ পৃথিব্যা ইত্যাদি দ্বারা) দধির দ্বারা হোম করিবে। এখানে, দধির দ্বারাই হোম করা ক্রতি সম্বন্ধ। তাহাতে অল্প কোন পদের অপেক্ষা নাই বলিয়া প্রথমে তাহারই অর্থবোধ হইতেছে, অতএব তাহাকেই প্রধান বলা যায়। পরে পয়ঃ পৃথিব্যা ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে, এ বোধটি, মন্ত্রের সামর্থ্য হেতু বিলম্বে হইতেছে। তজ্জন্ত ক্রতি অপেক্ষা ইহাকে দুর্বল বলা

যায়। এই রূপ লিঙ্গ আবার বাক্যাদি অপেক্ষা বলবান। অর্থব্যয়জ্ঞ (জি) অর্থজ্ঞ ধনজ্ঞ ব্যয়প্রণালীঃ জানাতি অর্থব্যয়-জ্ঞা-ক্। ৬-তৎ। কোন ধন কি প্রকারে কোথায় কি পরিমাণে ও কি উদ্দেশ্যে ব্যয় করিতে হয়, ইহা বিশেষ রূপে যিনি জানেন। জ্ঞাব্যায়ী।

অর্থব্যাপাশ্রয় (পুং) অর্থজ্ঞ প্রয়োজনজ্ঞ ব্যাপাশ্রয়ঃ স্থানম্। ৬-তৎ। প্রয়োজন সম্বন্ধ। অভিধেয়ের আশ্রয়। (জি) বহুব্রী। সপ্রয়োজন।

অর্থশাস্ত্র (ক্লী) অর্থজ্ঞ মন্যাদিপ্রণীতরাজনীত্যাতি দৃষ্ট বিষয়জ্ঞ শাস্ত্রম্। ৬-তৎ। তৎ প্রতিপাদকং শাস্ত্রম্। শাক্যং তৎ বা। অর্থনীতি বিষয়ের শাস্ত্র।

অর্থশৌচ (ক্লী) অর্থানাং অর্থোপার্জনানাং শৌচং শুচি-ত্বম্। ৬-তৎ। অর্থায় উপার্জন ত্যাগ করিয়া জায়োপার্জন। অর্থার্জনের শুদ্ধি। মহু সকল প্রকার শৌচের মধ্যে জায়ার্জনেই প্রধান শৌচ কহিয়াছেন।

অর্থসংগ্রহ (পুং) অর্থানাং সংগ্রহঃ। ৬-তৎ। ধনসঞ্চয়।

অর্থসংস্থান (ক্লী) অর্থানাং সংস্থানং স্থিতির্ঘন্যং যেন বা অর্থ-সম-স্থা অপাদানে করণে বা লুট্। ধনোপার্জন সাধন প্রতিগ্রহাদি। ভাবে লুট্ ৬-তৎ। ধনের স্থিতি।

অর্থসঞ্চয় (পুং) অর্থানাং ধনানাং সঞ্চয়ঃ সমুচ্চয়ঃ সমু-হশ্চ। ৬-তৎ। ধন সংগ্রহ। ধন সমূহ।

অর্থসমাজ (পুং) অর্থানাং ধনানাং অভিধেয়ানাং কার-ণানাং বা সমাজঃ সমূহঃ। ৬-তৎ। ধনসমূহ। অভিধেয়-সমূহ। কারণসমূহ।

জায়শাস্ত্রমতে, যেখানে দ্রব্যের কোন বিশেষ ধর্ম অর্থান্বেষণ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত অজ্ঞাত কারণের সঙ্গে আরও বিশেষ কোন কারণের আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে সেই কারণ সমূহকে অর্থসমাজ কহে। এবং সেই সকল কারণ মিলিত হইয়া যে ধর্মবিশিষ্টকে উৎপাদন করে, তাহার নাম অর্থসমাজগ্রন্থ।

যেমন, কাপড় বুনিতে হইলে মাকু, তাঁত ও সূতা চাই। নীলবর্ণ বস্ত্র বুনিতে হইলেও মাকু প্রভৃতি আবশ্যক হয়, রক্তবর্ণ কাপড় বুনিতে হইলেও মাকু প্রভৃতি না হইলে কাজ চলে না। অতএব মাকু, তাঁত এবং সূতা কাপড় মাত্রেরই সামান্য কারণ,—সকল প্রকার বস্ত্র বুনিতে হইলেই এই কয়েকটি উপকরণ আবশ্যক হইয়া থাকে।

যে কারণ, সকল প্রকার বস্ত্রেরই উৎপত্তির পূর্বে বিদ্যমান থাকে, তাহাকে বস্ত্র মাত্রেরই প্রতিকারণ

বলা যায়। মাকু, সূতা প্রভৃতি যদ্যপি নীলবর্ণ বস্ত্রের প্রতিকারণ হইত, তাহা হইলে রক্তবর্ণ বস্ত্র বুনবার সময়ে ঐ গুলি আবশ্যক হইত না। যে হেতু, মাকু প্রভৃতি বস্ত্রমাত্রের সামান্য কারণ বটে, কিন্তু বর্ণের সামান্য কারণ নহে। অতএব নীল প্রভৃতি বর্ণ উৎপাদনের নিমিত্ত অল্প কারণ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক।

দেখিতে পাওয়া যায়, সূতা নীলবর্ণ হইলে বস্ত্রেরও বর্ণ নীল হইয়া থাকে। কিন্তু কেবল সূতার নীলবর্ণ টুকু লইলে নীলবর্ণ বস্ত্র হয় না। সূতা, সূতার নীলবর্ণ, মাকু ও তাঁত এই সমস্ত কারণগুলি একত্র মিলিত হইলে, তবে নীলবর্ণ বস্ত্র উৎপন্ন হয়। অতএব নীল-বস্ত্রের কোন পৃথক কারণ না থাকিলেও উভয় কারণ মিলিত হইলে উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। তজ্জন্ত নীল-বস্ত্রই অর্থসমাজগ্রস্ত হইল। তাই, যে ধর্ম পৃথক কারণের কার্য্যতাবচ্ছেদক না হইয়া সামান্য কারণের মিলিত হইলে সিদ্ধ হয়, সেই ধর্মকে অর্থসমাজগ্রস্ত কহে।

অর্থসমাহার (পুং) অর্থানাং ধনানাং সমাহারঃ সম্যক্ আহরণম্। ৬-তৎ। ধনোপার্জন। ধনসংগ্রহ। অর্থানাং অভিধেয়ানাং সমাহারঃ সংক্ষেপঃ। ৬-তৎ। অর্থের সংক্ষেপ করা।

অর্থসম্বন্ধ (পুং) অর্থানাং ধনানাং সম্বন্ধঃ সংশ্রবঃ। ৬-তৎ। ধন সম্বন্ধ। ধন সংসর্গ। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন যাহার সহিত বিশেষ প্রণয় রাখিবার ইচ্ছা থাকে, তাহার সহিত কোন রূপ অর্থসম্বন্ধ রাখিবে না।

যেনেচ্ছেদ্বিগ্নাঃ প্রীতিং তেন সার্কমরিন্দম।

ন কুর্যাদর্থসম্বন্ধং দ্বিগ্নাঃ সন্দর্শনং তথা। (স্মৃতি)।

ধন সম্বন্ধের প্রয়োজক শাস্ত্রীয় অপত্তিত পুত্রহাদি। লৌকিক ক্রয়াদি। অর্থশ্র বাচ্যাদ্যর্থ সম্বন্ধঃ। ৬-তৎ। বাচ্যাদি অর্থের সম্বন্ধ। অভিধেয় সংসর্গ।

অর্থসিদ্ধ (ত্রি) অর্থেন অর্থযোগ্যতা বিশেষণেণ সিদ্ধম্। ৩-তৎ। সে রূপ শব্দ না থাকিলেও কেবল যোগ্যতা দ্বারা যে পদার্থ সিদ্ধ হয়। যেমন, 'জল আনিবার জন্ত ঘট আন',—এই কথা বলিলে, ছিদ্র ঘটে জল আনা যায় না বলিয়া যে ঘটে ছিদ্র নাই তজ্জপ ঘট আনিতে হইবে, ইহাই বুঝাইয়া থাকে। ঐ ছিদ্র ঘটে জল আনা যায় না, অতএব ছিদ্রশূন্য ঘট আন, এমন কথা প্রকাশ করিয়া না বলিলেও, ছিদ্রশূন্য ঘট আনা আবশ্যক ইহাই বুঝায়। কারণ ছিদ্রশূন্য ঘটে জল আনিতে পারা যায়। এই জন্ত ইহাকে অর্থসিদ্ধ বলে। ইহা সীমান্তকের মত।

অর্থসিদ্ধি (স্ত্রী) অর্থেন তাৎপর্যেণ যোগ্যতাবিশেষণ বা সিদ্ধিঃ। ৩-তৎ। তাৎপর্য দ্বারা সিদ্ধি। ৬-তৎ। ধনের সিদ্ধি।

অর্থহর (ত্রি) অর্থান্ ধনানি হরতি অস্ত্রাদেন, তাক্ষি-ল্যারৌ ট। যে পরের ধন হরণ করে। চোর।

অর্থহীন (ত্রি) অর্থেন হীনঃ। ৩-তৎ। ধনহীন। দরিদ্র। যে কথার অর্থ নাই।

অর্থাগম (পুং) অর্থানামাগমঃ। ৬-তৎ। আর। ধনা-র্জন। অর্থ আগম্যতেহেনেন করণে ঘঞ। ধন উপার্জনের হেতু ক্রয় বিক্রয়াদি। শব্দার্থের উপস্থিতি।

(দণ্ডাপূপিকয়াত্মার্থাগমোহর্থাপত্তিরিত্যতো সাহিত্যং দং)

অর্থাস্তর (স্ত্রী) অস্ত্রোহর্থ অর্থাস্তরম্ অস্ত্রো রাজা রাজা-স্তরবৎ ময়ুরব্যং তৎ। অস্ত্র অর্থ। জায় মতে, যে বাক্য উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত প্রযুক্ত হয়, অথচ তাহা অহ-দেশ্য সিদ্ধির অমুকূল হইয়া থাকে। নিশ্চয়োজন বাক্য। প্রকৃতির অতুপযুক্ত বাক্য। বাইশ রূপ নিগ্রহ স্থানের অন্তর্গত নিগ্রহ স্থান বিশেষ। যে বাক্য বলিলে প্রতিবাদী কর্তৃক বাদীর নিগ্রহ হয়। অস্ত্রকারণ।

অর্থাস্তরস্তাগ (পুং) অর্থাস্তরঃ স্ত্রুততেহ্য অর্থাস্তর-নি-অস-আধারে ঘঞ। অর্থাস্তরস্ত্রুত স্ত্রাসো যত্র বা। অর্থাল-কার বিশেষ। যেখানে এক প্রকার অর্থদ্বারা অস্ত্র প্রকার অর্থের সমর্থন করা যায়, তাহার নাম অর্থাস্তরস্তাগ। আলঙ্কারিকেরা ইহাকে আট প্রকারে বিভক্ত করিয়া-ছেন। যথা,—

সামান্য বা বিশেষণ বিশেষন্তেন বা যদি।

কার্য্যক কারণেনেদং কার্যেণ চ সমর্থ্যতে।

সাধর্ম্যেণেত্তেরণার্থাস্তরস্ত্রাসোহষ্টথা ততঃ।

বিশেষ অর্থদ্বারা সামান্য অর্থের সমর্থন; সামান্য অর্থদ্বারা বিশেষার্থের সমর্থন; কারণদ্বারা কার্য্যের সমর্থন এবং কার্য্য দ্বারা কারণের সমর্থন। এই আট প্রকারকে আবার সমান ধর্ম ও বিধর্ম দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

বিশেষ দ্বারা সামান্যের সমর্থন যথা—

বৃহৎসহায়ঃ কার্য্যাস্তং ক্ষৌদ্রানপি গচ্ছতি।

সমুদ্রাধোদধিমভ্যোতি মহানর্যা নগাপগা।

অতিক্রান্তর ব্যক্তিও মহত্তের সহায়তার কার্য্যের পার পাইয়া থাকে। তাই গিরি-নির্ব্বাণী, মহানরী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রকে প্রাপ্ত হয়।

এখানে, দ্বোকের দ্বিতীয় পাদে—গিরি-নির্ব্বাণী,

বৃহৎ সহায় গন্ধার সঙ্গে মিলিত হইয়া সমুদ্রকে প্রাপ্ত হয়,—এই বিশেষ দ্বারা, ক্ষুদ্রতর ব্যক্তি মহতের আশ্রয় পাইলে কার্য উদ্ধার করিতে পারে এই সামান্তের সমর্থন করা হইতেছে।

সামান্ত দ্বারা বিশেষের সমর্থন যথা—

যাবদর্থপদাং বাচমেবমানায় মাধবঃ ।

বিররাম মহীয়াংসঃ প্রকৃত্য মিতভাষিণঃ ।

মহৎ ব্যক্তির স্বভাবতঃ অজ্ঞাতবী। তাই মাধব, এই-রূপ অর্থযুক্ত একটি বাক্য বলিয়া নিন্তক হইলেন।

এখানে, শ্লোকের দ্বিতীয় পাদে,—মহৎ ব্যক্তির অধিক কথা কহেন না,—এই সামান্ত দ্বারা, শ্লোকের প্রথমপাদে—মাধব সারবান্ অল্প কথা কহিলেন, এই বিশেষের সমর্থন করা হইতেছে।

কারণ সাধর্ম্য দ্বারা কার্যের সমর্থন যথা—

পৃথি! স্থিরা ভব; ভূজ্ঞ! ধারয়ৈনাং;

স্বং কুর্মরাজ! তদিদং দ্বিতয়ং দধীথাঃ ।

দিক্কুজ্জরাঃ! কুরুত তত্রিতয়ে দধীর্ধা-

মাধ্যাঃ কুরোতি হরকানু কমাততজ্যাং ।

জনকালয়ে রামচন্দ্র হরধনুক ভঙ্গ করিতে উঠিলে লক্ষ্মণ পৃথিবী প্রভৃতিকে কহিলেন,—হে পৃথিবি! তুমি স্থির হও। অনন্ত! তুমি ইহাকে ধারণ কর। কুর্মরাজ! তুমি পৃথিবী ও নাগরাজ এই উভয়কেই ধারণ কর। হে অষ্টদিগ্গজ! তোমরা এই পৃথিবী, অনন্ত, এবং কুর্মরাজ এই তিনটিকেই ধারণ করিতে ইচ্ছা কর; কেন না আর্ধ্য রামচন্দ্র ধনুক জ্যারোপণ করিতেছেন।

এখানে, রামচন্দ্র ধনুক জ্যারোপণ করিতেছেন—এই কারণ দ্বারা, পৃথিবী প্রভৃতির স্থির হওয়া ইত্যাদি কার্যকে সমর্থন করা হইতেছে।

কার্য সাধর্ম্য দ্বারা কারণের সমর্থন যথা—

সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাম্পদং
বুগতে হি বিমুগ্ধকারিণঃ গুণলুপ্তাঃ স্বরমেব সম্পদঃ ।

সহসা কোন কার্য করিবে না। কারণ অবिवেচনাই পরম আপদের স্থান। গুণাহুরাগিনী লক্ষ্মী বিবেচক লোককে আপনিই বরণ করিয়া থাকেন।

এখানে, লক্ষ্মী আপনিই বরণ করেন—এই কার্য দ্বারা, সহসা কোন কার্য করিতে নাই, এই বিবেচনা রূপ কারণের সমর্থন করা হইতেছে।

উপরের সমস্ত শ্লোক গুলিই সমানধর্মবিশিষ্টের উদাহরণ। বৈধর্ম্য বিশিষ্ট যথা,—

ইথমারাধ্যমানোপি ক্লিশাতি ভুবনজয়ম্ ।

শাম্যেৎ প্রত্যপকারেণ নোপকারেণ দুর্জনঃ ।

তারকাত্মর এই রূপে পূজ্য হইলেও ত্রিভুবনকে কষ্ট দিতেছে। কারণ, দুর্জনের প্রতি অপকার করিলেই তাহার শাস্ত হয়, উপকার করিলে তাহার শাস্ত হয় না।

এখানে, দুর্জনের অপকার করিলে তাহার শাস্ত হয়, এই বৈধর্ম্য দ্বারা, দুর্জনের প্রতি সদয়াচরণ করিলে তাহার শাস্ত হয় না ইহাই সমর্থিত হইতেছে। এই শ্লোকে, দুর্জনের অপকার করিলে সে নিরস্ত হয়,—ইহাই সামান্ত; এবং দুর্জনের প্রতি অমুক্লাচরণ করিলে সে শাস্ত হয় না,—ইহাই বিশেষ। এবং পূর্ব শ্লোকে,—সহসা কার্য না করা আপদ কর নহে এই রূপ কার্য বৈধর্ম্যের সমর্থন করিতেছে।

অর্থাপত্তি (জী) অর্থস্ত অমুক্তার্থস্ত আপত্তিঃ প্রাপ্তিঃ সিদ্ধি-
রিতি যাবৎ। মীমাংসকের মতে, যে বিষয় প্রকাশ করিয়া বলা হয় নাই, কোন শব্দ দ্বারা সেই বিষয়ের সিদ্ধি। যথা,—‘স্থলকায় দেবদত্ত দিবসে ভোজন করেন না’। দেবদত্ত দিবসে ভোজন করেন না, অথচ তাঁহার শরীর স্থল। সুতরাং তাঁহার স্থলত্ব দেখিয়া এই রূপ বৃত্তিতে পারা যাইতেছে যে, তিনি রাত্রিতে ভোজন করেন। কারণ একেবারে অনাহারে থাকিলে তিনি ক্লশ হইয়া পড়িতেন। দেবদত্ত ক্লশ হইতেন এই অমুপ-
পত্তি জ্ঞান, দেবদত্ত রাত্রিতে ভোজন করেন সেই জ্ঞানের জনক হইল। কাজেই দেবদত্ত রাত্রিতে ভোজন করেন এই জ্ঞানকে অর্থাপত্তি বলা যায়। নৈয়ায়িকেরা ব্যতিরেক ব্যাখ্যাজ্ঞান বলিয়া ইহাকে অহুমানের অন্ত-
ভূত কহেন, অতিরিক্ত প্রমাণ বলেন না। যে ব্যক্তি রাত্রিতে ও দিবসে ভোজন করে না, তাহার শরীরও স্থল থাকিতে পারে না, ইহাকেই তাঁহার ব্যতিরেকব্যাখ্যি বলেন।

অর্থস্তাপত্তির্ভাব্যঃ । ৫-বহতী। অর্থাপত্তির সাধন। উপপাদ্য জ্ঞান। বাহ্য ব্যতিরেকে যে জ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় না, তাহার নাম উপপাদ্য। রাত্রি ভোজন ব্যতি-
রেকে স্থলতা থাকিতে পারে না, এজ্জ স্থলতা উপ-
পাদ্য। আর যাহার অভাবে যে বস্তুর অসিদ্ধি হয়, তাহাকে সেই বস্তুর উপপাদক কহে। রাত্রি ভোজনের অভাবে স্থলতা থাকিতে পারে না, অতএব রাত্রি ভোজনই উপপাদক। রাত্রি ভোজন কল্পনারূপ প্রমীতি

জ্ঞানের বিষয়।

অর্থালঙ্কার বিশেষ। (দণ্ডাপুপিকরাঅর্থাগমোর্থ-পত্রিবিধাতে। সাং দং)।

দণ্ডাপুপত্বেয় দ্বারা যে অর্থের সিদ্ধি হয়, তাহার নাম অর্থাপত্তি। যেমন, এক স্থানে কতকগুলি পিটে ও এক গাছি লাঠী ছিল। প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে, পিটেগুলি নাই, আর লাঠীতে ইন্দুরের দন্ত চিহ্ন রহিয়াছে। কাজেই লাঠীতে ইন্দুরের দন্ত চিহ্ন দেখিয়া এই স্থির হইল যে, পিটগুলিকেও ইন্দুরে খাইয়াছে। ইহারই নাম দণ্ডাপুপত্বেয়। এই রূপ ত্বেয় দ্বারা যে জ্ঞান সিদ্ধ হয়, তাহাকে অর্থাপত্তি কহে। ইহাতে কখন প্রস্তাবিত অর্থদ্বারা অপ্রস্তাবিত অর্থের, কখন বা অপ্রস্তাবিত অর্থদ্বারা প্রস্তাবিত অর্থের উপস্থিতি হয়।

প্রস্তাবিত অর্থ প্রস্তাবিত অর্থের উপস্থিতি বথা—
হারোহয়ং হরিণাক্ষীগাং লুঠতি স্তনমণ্ডলে।

মুক্তানামপ্যবস্থেয়ং কে বয়ং স্মরকিঙ্করাঃ। সাং দং।

এই হার, রমণীর স্তনের উপরে লুপ্তিত হইতেছে। মুক্তাবলীরই যখন এই দশা, তখন আমরা ত কল্পপের দাস, আমাদের আর কথা কি? অর্থাৎ আমরা ত তাহার উপরে লুপ্তিত হইতেই পারি।

এই শ্লোকে ‘মুক্তানাং’ এই পদের দুইটি অর্থ। ১ম—মুক্তার অর্থাৎ রত্ন সমূহের। ২য়—মুক্ত অর্থাৎ যে সকল লোক মুক্তি লাভ করিয়াছেন। মুক্তাবলী অচেতন পদার্থ। তাহাদের রমণীর আলিঙ্গন অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভব হইলেও তাহারাই যখন স্ত্রী-আলিঙ্গন করিতেছে, তখন আমাদের পক্ষে ইহা ত নিতান্ত সম্ভবপর। ইহা-কেই অর্থাপত্তি কহে। এখানে মুক্তাবলী বর্ণনীয় বলিয়া ইহা প্রস্তাবিত বিষয়, এবং কামপীড়িত ব্যক্তির কথা অপ্রস্তাবিত।

অপ্রস্তাবিত অর্থদ্বারা প্রস্তাবিতের উপস্থিতি বথা,—
বিললাপ সবাঙ্গগঙ্গাদং সহজামপ্যাহারধীরতাম্।
অতিতপ্তময়োঃ পিমাঈবং ভজতে কৈব কথা শরীরিণাম্॥

অজরাজ স্বাভাবিক ধৈর্য পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গগঙ্গাদং স্বরে বিলাপ করিয়াছিলেন। অতিতপ্ত হইলে লোহাই যখন গলিয়া যায়, তখন শরীরীর আর কথা কি? অর্থাৎ শরীরী ত অবশ্যই চঞ্চল হইতে পারে। অতি তপ্ত লোহাই যখন গলিয়া চঞ্চল হয়, তখন প্রাণী ত চঞ্চল হইবেই। এখানে এইটাই অর্থাপত্তি। বর্ণনার

বিষয় নহে বলিয়া নৌহ অপ্রস্তাবিত, শরীরী প্রস্তাবিত। অধিক (পুং) অর্থয়তে অদন্ত চুরা। অর্থ-গিচ্-গিনি অর্থ-বাচকঃ ততঃ কুৎসিতার্থে কন্। প্রাতঃকালে নিদ্রিত রাজাদের যাহারা স্ততি পাঠ করিয়া নিদ্রাতঙ্ক করে। অধিত (ত্রি) অদন্ত-চুরা। অর্থ-গিচ্-গোণে কর্মগি ক্ত। বাচিত। যাহার নিকটে যাক্সা করা হইয়াছে। গোণ কর্মের বিবক্ষা না থাকিলে মুখ্য কর্মেই ক্ত হইবে এবং বাচিত বস্তুকে বুঝাইবে। যেমন এ বস্তুটা আমার বাচিত। অথিনো যাচকস্ত ভাবঃ তল্ (স্ত্রী) অধিতা। যাক্সা। কামনা।

অধিন (ত্রি) অর্থয়তে অদন্ত চুরা। অর্থ-গিচ্-গিনি গিচ্-লোপঃ। যাচক। সেবক। অমুজীবী। (সেবকার্যমুজী-বিনঃ। অমর)। অর্থো ধনমত্ভি অত্যর্থ ইনি। ধন-শালী। ধনস্বামী। কার্যাকাজী। (স্ত্রী) ভীপ্-অর্থিনী। অর্থিসাৎ (অব্য) অধিত্যোদেয়মধীনঃ করোতি অধিন্-সাতি। যাচকের অধীনীকৃত। ‘বিভজ্য মেরুন বদধিসাৎ কৃতঃ। (নৈবধ ১। ১৬) স্মেরু পর্বতকে ভাগ করিয়া যে যাচকদিগকে দেওয়া হয় নাই। *। দেয়ে জা চ। পা ৫। ৪। ৫৫। তাহার অধীন রূপ দেয় অর্থে ক্ত ভূ অস পরে থাকিলে জা এবং সাতি প্রত্যয় হয়।

অর্থো (অব্য) অর্থ-ডে অর্থকৃত্য অর্থকৃত্বা। অসার্থককে। সার্থকরূপে সম্পাদন করিয়া। নিমিত্তে। *। সাক্ষাৎ প্রভৃতীনি চ। পা ১। ৪। ৭৪। কৃৎ ধাতু পরে থাকিলে সাক্ষাৎ প্রভৃতি গণের গতি সংজ্ঞা বিকল্পে হয়। যেবার গতি সংজ্ঞা হইবে, সেবার ক্ত। স্থানে লাপ্ করিয়া সাক্ষাৎ কৃত্য এই রূপ হইবে। আর যেবার গতি সংজ্ঞা হইবে না, সেবার অর্থকৃত্বা এই রূপই থাকিবে।

(বিকল্পনে প্রভৃতীনামেদম্বং লবণাদীনাঞ্চ মাস্তবং গণপাঠসামর্থ্যাদেব। যবা সপ্তমী প্রতিরূপকং দ্বিতীয়াপ্রতিরূপকঞ্চ নিপাতনাৎ। ইতি গণরত্ন)।

বাঙ্গালায় দ্বিতীয়া বিভক্তির রূপ সংস্কৃতের মত নহে। দ্বিতীয়া স্থলে আমরা ‘কে’ এই বিভক্তি ব্যবহার করি। আবার কোন স্থলে দ্বিতীয়ার কিছুই বিভক্তির রূপ থাকে না। যেমন, ‘আমাকে জল দাও’। ‘আমি অন্ন ভোজন করি’। এখানে ‘জল’ ও ‘অন্ন’ পদে কোন বিভক্তি নাই। তজ্জন্ত,—‘আমি দেবদর্শনার্থ যাইতেছি,’ এখানে ‘দর্শনার্থ’ এই পদে কোন বিভক্তির রূপ নাই। এরূপ স্থলে, ‘দর্শনার্থ’ বা ‘দর্শনার্থে’ ‘তন্নিমিত্ত’ বা ‘তন্নিমিত্তে’ এই উভয় প্রকার রূপই হইতে পারে।

অর্থোপমা (ক্রী) অর্থেনৈব উপমা ন তু শব্দেনোক্তা।
উপমালঙ্কার বিশেষ।

(আখ্যাতুল্য সমানাম্যাস্তুল্যার্থে যত্র বা বতিঃ। সাংদং)

যেখানে তুল্য বা সমানাদি শব্দ থাকিবে, অথবা
তেন তুল্যঃ ক্রিয়া চেষতিঃ। পা ৫। ১। ১১৫।

এই সূত্রানুসারে তুল্যার্থে বতি থাকিবে, তাহার নাম
অর্থোপমা বা আখ্যি উপমা। তুল্য সমানাদি শব্দ থাকিলে,
'কমলের তুল্য মুখ' একথা বলিলে উপমের মুখে
কমলের সাদৃশ্য বুঝায়, এবং 'কমল মুখের তুল্য,'
একথা বলিলে, উপমান কমলে মুখের সাদৃশ্য বুঝায়,
আর কমল এবং মুখ তুল্য, একথা বলিলে উভয়ে
উভয়ের সাদৃশ্য বুঝায়। এই রূপ অর্থের অনুসন্ধান হেতুই
সাদৃশ্য বোধ হয়, এই জন্ত উহার নাম আখ্যি
উপমা বা অর্থোপমা। তুল্যার্থে বিহিত বতি থাকিলে
সেখানেও এই রূপ অর্থানুসন্ধান সাদৃশ্য বোধ হয়,
অতএব সেখানেও আখ্যি বা অর্থোপমা বলিতে হইবে।
[বিশেষ বিবরণ উপমা শব্দে দেখ]।

অর্থোপক্ষেপক (পুং) অর্থান্ প্রয়োজনানি উপক্ষিপতি
অর্থ-উপ-ক্ষিপ-ধূল-। নাটকের অঙ্গ বিশেষ। বিদ্রুপক,
প্রবেশক, চুলিকা, অজ্ঞাবতার এবং অন্ধমুখ, নাট্যশাস্ত্রে
এই পাঁচটিকে অর্থোপক্ষেপক কহে।

অর্থ্য (ত্রি) অর্থ্যং প্রয়োজনাৎ অনপেতম্ অর্থ-যৎ।
জ্ঞাত্য। সার্থক। সপ্রয়োজন। ধনবান্। পণ্ডিত।*।
ধর্মপথার্থজ্ঞানানপেতম্। পা ৪। ৪। ৯২। ধর্ম, পথি,
অর্থ এবং জ্ঞান এই সকল শব্দের উত্তর পঞ্চমী সমর্থে
অনপেত অর্থ্যং বিশিষ্ট অর্থ্যং প্রত্যয় হয়।

অর্থ-কর্ম্মণি যৎ। যাচ্য। প্রার্থনীয়। অর্থ্য সাধু
বৎ। অর্থসাধন। (ক্রী) শিলাজতু। গেরীমাতী।

অর্দ। পীড়ন, ভাং। উৎ। সৎ। সেট্। লট্। অর্দতি-তে। লিট্।
আনর্দ। লুট্। অর্দিতা। লুঙ্। আর্দীৎ।

বাচনে গতো সৎ। পীড়ায়ং অকং ভাং পরং সেট্।

চুরাং বধে উভং সৎ সেট্। অর্দয়তি; অর্দয়তে।

বোপদেব ইহা পরম্পরী গ্রহণ করিয়াছেন।

নি, বি এবং সম্ পূর্বক এবং নিকট অর্থে অভি
পূর্বক অর্দ ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা প্রত্যয় করিলে ইট্ হয়
না, কাজেই ত ও দ স্থানে লকার হয়।*। অর্দে: সন্নি-
বিভ্যঃ। পা ৭। ২। ২৪। যেমন, নি-অর্দ-ক্ত, ভ্রগ্। বি-
অর্দ-ক্ত, ব্যগ্। সম্-অর্দ-ক্ত, সমগ্। অতি-অর্দ-ক্ত, অভ্যগ্।
[ইহার স্ত্রজ অভ্যগ্ শব্দে দেখ]।

অর্দন (ক্রী) অর্দ-লুট্। বাচন। পীড়ন। হনন। গমন।
অর্দনা (ক্রী) অর্দ চুরাং-ভাবে যুচ্। ভিক্ষা। বধ।
হিংসা।

অর্দিত (ত্রি) অর্দ-ক্ত। বাচিত। গত। পীড়িত। বায়ু-
ব্যাদি বিশেষ। মুখ মণ্ডলের পক্ষাঘাত। (Facial
paralysis)। বাড় প্রভৃতি আড়ষ্ট হওয়া।

মুখমণ্ডলের দুই প্রকার স্নায়ু দ্বারা স্পন্দন কার্য
সম্পন্ন হয়। যথা,—পোর্শিও ডিউরা (portio dura)
বা সপ্তম যুগল স্নায়ুর মুখমণ্ডলস্থিত শাখা, এবং পঞ্চম
যুগল স্নায়ুর তৃতীয়াংশের আবু-বিহীন (Non ganlionic)
শাখা। পঞ্চম যুগল স্নায়ুর প্রথম শাখা এবং দ্বিতীয়াংশ
ও তৃতীয়াংশের আবুযুক্ত শাখা দ্বারা এখানকার স্পর্শ-
ভাবকতা কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

পোর্শিও ডিউরা এবং পঞ্চম যুগলের তৃতীয়াংশের
স্পন্দনকর শাখার উপরে কোন আঘাত লাগিলে কিম্বা
অন্ত কোন কারণে ঐ স্থানের ব্যতিক্রম ঘটিলে মুখ-
মণ্ডলের পক্ষাঘাত হয়। সচরাচর মুখের এক দিকেই
পক্ষাঘাত হইয়া থাকে। যে দিকে পক্ষাঘাত হয়, রোগী
সে দিকের চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারে না। মুখের দুই
দিকের ভাব ভুলনা করিলে বিস্তর বৈলক্ষণ্য দেখিতে
পাওয়া যায়। অসুস্থ দিকের নাসিকার স্পন্দন হয় না,
রোগী মনে করিলে সে দিক কুঞ্চিত করিতে পারে না।
হস্ত অর্থাৎ গালের অস্থি কিঞ্চিৎ ঝুলিয়া পড়ে এবং
কস দিয়া লাল। ও খাদ্য দ্রব্য পড়িয়া যায়। রোগী
হাসিলে অসুস্থ দিক এক প্রকার বক্র হইয়া আসে এবং
অতিশয় কুৎসিত দেখায়। রোগী পরিষ্কার রূপে কথা
কহিতে কিম্বা গুণ্ণ উচ্চারণ করিতে পারে না।
কিন্তু মুখের এ প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিলেও রোগী অনা-
য়াসে খাদ্য দ্রব্য চর্বণ করিতে পারে। তাই বুঝিতে
পারা বাইতেছে যে, অসুস্থ দিকে সাড় থাকে না বটে,
কিন্তু পঞ্চম যুগল স্নায়ুর কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না।
মুখের দুই দিকেরই পক্ষাঘাত প্রায় দৃষ্ট হয় না। তবে
কিচিৎ কোন কোন ব্যক্তির ইহা হইতে পারে। তেমন
স্থলে চক্ষু ও নাসিকার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিলে তবে
রোগ বুঝিতে পারা যায়।

শারীরিক দুর্বলতার জন্ত এবং দুর্বল ব্যক্তির নিজ-
তাবস্থার মুখে শীতল বায়ু লাগিলে এই পীড়া উপস্থিত
হয়। পচা দাঁত, স্নায়ুশূল, করোটির ভিতরে অর্দুদ,
কাণের নিকটবর্তী শাখাগুলির প্রদাহের রোগ প্রভৃতি

অস্ত্রাশ্র নানা কারণে মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত ঘটিতে পারে। এই পীড়া প্রায় মারাত্মক হয় না। কিন্তু মস্তিষ্কের পীড়া থাকিলে বিপদ ঘটিতে পারে।

চিকিৎসা—যদি কোন মূল পীড়া থাকে, তাহার প্রতীকার করা নিতান্ত কর্তব্য। লৌহঘটিত বলকর ঔষধ, মুছ বিরেচক, আওড়ি অব্ পটাশ প্রভৃতি ঔষধে বিশেষ উপকার করে। অম্লহৃদিকে তাড়িতবেগ দিলে এবং ঘর্ষণ করিলেও উপকার হয়।

অবদ্যোত মস্তের মর্দন করিবার স্মৃত, —নকুলের চর্কি, শূকরের চর্কি, ছাগলের চর্কি, পুরাতন স্মৃত প্রত্যেক অর্ধ পোয়া। কুঁচিলা বীজ পাঁচটি, সৈন্ধব লবণ অর্ধ পোয়া, অখগন্ধার ছালের রস অর্ধ পোয়া। প্রথমে সমস্ত চর্কি ও স্মৃত একখানি পাথরের উপরে মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে হস্ত দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। পর দিন রৌদ্রে উক্ত সৈন্ধব লবণ দ্বারা সমস্ত চর্কি ঘর্ষণ করিবে। ঘর্ষণ করিতে করিতে লবণ ক্ষয় হইয়া যাইবে। তাহার পর এক একটা কুঁচিলা বীজ দ্বারা চর্কি ঘর্ষণ করিতে থাকিবে। এই রূপে সমস্ত বীজগুলি ক্ষয় হইয়া যাইবে। সর্বশেষে অখগন্ধার রস দ্বারা সমস্ত চর্কি রৌদ্রে মর্দন করিবে। এই রূপে প্রত্যহ এক প্রহর কাল মর্দন করিয়া চর্কি রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। অখগন্ধার রসের জলীয়াংশ শুষ্ক হইয়া গেলে ঔষধ ব্যবহারোপযোগী হয়। উহা পক্ষাঘাতের উপরে মর্দন করিলে পীড়ার শীঘ্র প্রতীকার হইয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথী চিকিৎসকেরা মুখের পক্ষাঘাতে বেলেডোনা, একোনাইট, ব্যারাইটা কার্বোনিকা, কষ্টিক প্রভৃতি ঔষধের ব্যবস্থা করেন। চক্ষের উপরের পাতা স্পন্দনশূন্য হইলে জেলসিমিনম মহৌষধ।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে,—শ্বেদ, অভ্যঙ্গ, শিরোবস্তি, পান, নস্ত এবং ভোজনের পর স্নতপান করিলে অর্ধিত রোগ বিনষ্ট হয়।

মুখের পক্ষাঘাতে সাধারণতঃ বৈদ্যেরা কটুতৈল মর্দন, অখগন্ধার প্রলেপ, স্নত মর্দন ও মাংস ভোজনাদি ব্যবস্থা করেন। অস্ত্রাশ্র বিস্তারিত বিবরণ পক্ষাঘাতশব্দে দেখ। অর্ধিতিন, (ত্রি) অর্ধিতমস্তি অস্ত ইনি। মুখের পক্ষাঘাত যুক্ত রোগী।

অর্ধ (পুং) ঋধ হৃদৌ-ভাবে ঘঞ। বৃদ্ধি। আধারে ঘঞ। গৃহ প্রভৃতি। করণে ঘঞ। এক দেশ। ভিত্ত। শকল। খণ্ড। বৃদ্ধিপ্রাপ্তির আধার বায়ু। সর্দীপ। ঋধ-গিহ-

কর্শনি অচ্। (ত্রি)। খণ্ডিত। বহবঃ অর্ধাঃ, অর্ধে। (স্ত্রী)। সমানাংশ। কোন ভ্রব্যের সমান হই তাগের এক অংশ। চলিত কথায় ইহাকে আমরা আধ বা আধা অথবা অর্ধেক বলিয়া থাকি।

‘খণ্ড’ অর্থে অর্ধ শব্দ পুংলিঙ্গ হয়। ‘সমানাংশ এই অর্থে ইহা স্ত্রীলিঙ্গ। এবং সমানাংশযুক্ত এই অর্থে ত্রিলিঙ্গ বিশেষ্যেরই লিঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (অর্ধঃ পুংস্তেব। যথা,—কবলস্তাৰ্দ্ধঃ খণ্ড ইত্যর্থঃ। বাঢ়ালিকো-হপি। যথা,—অৰ্দ্ধা শাটী, অৰ্দ্ধঃ পটঃ, অৰ্দ্ধং বজ্রং। অর্ধমিত্যেকং সমে বিভাগে তদ্বপুংসকমেব। মহে०)।

পাণিনিও স্মৃত করিয়াছেন,—অর্ধঃ নপুংসকম্। ২। ২। ২ অর্ধ শব্দে সমানাংশ বুঝাইলে ইহা স্ত্রীব লিঙ্গ। এক বচনান্ত অবয়বীর সহিত তৎপুরুষ সমাস হয়। ইহা ষষ্ঠী সমাসের অপবাদ। যেমন—অর্ধঃ পিন্নল্যাঃ, অর্ধঃ লিন্নলী। কিন্তু অর্ধ শব্দ স্ত্রীবলিঙ্গ না হইলে একপ সমাস হইবে না। যথা—গ্রামস্ত অর্ধঃ, গ্রামার্ধঃ।

অর্ধকৃত (ত্রি) অর্ধং কৃতম্। যাহা সম্পূর্ণ করা হয় নাই। অর্ধকৌড়বিক। আর্ধকৌড়বিক (ত্রি) অর্ধকুড়ব পরিমাণমহতি অর্ধ-কুড়ব-ঐঞ। অর্ধকুড় পরিমাণের যোগ্য। অর্ধখার (স্ত্রী)। অর্ধখারী (স্ত্রী) অর্ধং খার্যাঃ। একদেশী বা ট্‌স্‌স०। খারী পরিমাণের অর্ধেক অংশ। ১। খার্যাঃ প্রাচাম্। পা ৫। ৪। ১০১। দ্বিত্ব সমাসের অন্তে খারী শব্দের তৎপুরুষ সমাস হইলে প্রাচ্য আচার্য্যদের মতে বিকল্পে সমাসান্ত ট্‌ প্রত্যয় হয়।

অর্ধগঙ্গা (স্ত্রী) অর্ধং গঙ্গায়াঃ। একদেশী তৎ। কাবেরী নদী। কাবেরী নদীতে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের অর্ধেক ফললাভ হয়, তজ্জন্ত ইহার নাম অর্ধগঙ্গা। [সমাসের স্মৃত অর্ধ শব্দে দেখ]।

অর্ধগর্ভ (ত্রি) অর্ধে বৎসরস্তাৰ্ধে অগ্রহায়ণাদৌ পৌষাদৌ বা ব্রহ্মাণ্ডস্তাৰ্ধে গগনে বা গর্ভং গর্ভস্থানীরমুদকং যেন। সূর্যের কিরণবিশেষ। অগ্রহায়ণ এবং পৌষাদি মাসে সূর্য, রশ্মিদ্বারা পৃথিবীর জল আকর্ষণ করিয়া আকাশের গর্ভরূপ মধ্যস্থলে ধূমাদির সঞ্চার করিয়া থাকেন, তজ্জন্ত জ্যোতিষে উক্ত রশ্মিকে অর্ধগর্ভ কহে।

অর্ধগুচ্ছ (পুং) অর্ধঃ চত্বস্রসমঃ গুচ্ছঃ। কর্শ্বা। চতুর্বিংশতি গুচ্ছক হার। চবিশ নরী দানা।

অর্ধগুণা (স্ত্রী) অর্ধঃ গুণায়াঃ। একদেশী তৎ। এক কুঁচের অর্ধেক পরিমাণ। এক বব পরিমাণ। [সমাসের স্মৃত অর্ধ শব্দে দেখ]।

অর্দ্ধচন্দ্র (পুং) অর্দ্ধং চন্দ্রত্ব। একদেশী তৎ। চন্দ্রের অর্দ্ধভাগ। নথ বায়। ক্ষতচিহ্ন। গলহস্ত। গলাটিপিয়া কাহাকেও বহিষ্কৃত করিবার সময়ে অঙ্গুলিতে ঠিক অর্দ্ধচন্দ্রের আকৃতি হয়, তজ্জন্ত গলাটিপুনীকে অর্দ্ধচন্দ্র কহে। ‘তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় কর’। অর্থাৎ গলা টিপিয়া তাহাকে দূরীভূত কর।

বাণবিশেষ। অর্দ্ধচন্দ্রবাণের ফলাও ঠিক আধখানি চাঁদের মত। চলিত ভাষায় সন্ধিতে কোন কথা বলিতে হইলে অর্দ্ধেক টাকা অর্থাৎ আধূলীকেও অর্দ্ধচন্দ্র কহে।

অর্দ্ধচন্দ্রক (পুং) অর্দ্ধচন্দ্র ইব কন্ত ময়রন্ত। সুপুং সৎ। ময়রগৃচ্ছের চাঁদ। অর্দ্ধচন্দ্র-স্বার্থে কন্। হ্রস্বে অত ইবে অর্দ্ধচন্দ্রিকা—কর্ণফোটক লতা। চিত্রপর্ণী।

অর্দ্ধচন্দ্রা (স্ত্রী) কাল তেউড়ী।

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি (স্ত্রী) অর্দ্ধচন্দ্রস্ত আকৃতিরিব আকৃতিবর্ত্ত। গলহস্ত।

অর্দ্ধচোলক (স্ত্রী) অর্দ্ধং চোলস্ত। একদেশী তৎ সংজ্ঞায়াং কন্। কাঁচুলী।

অর্দ্ধজরতীয়ন্যায় (পুং) ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, এক বস্ত্র এককালে দুই বিপরীত ধর্মযুক্ত হইতে পারে না। যাহা বৃদ্ধ তাহাই আবার তরুণ হওয়া অসম্ভব। কুকুটীর কিয়দংশ রক্তন করা হইতেছে, আবার সেই কুকুটী কিয়দংশে অণ্ড প্রসব করিতেছে, ইহা কখন ঘটিতে পারে না।

‘অর্দ্ধজরতীয়ন্যায়’—এই বাক্যের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। কোন বৃদ্ধ নৈয়ায়িকের একটা গোরু ছিল। তিনি হাটে সেই গোরুটী লইয়া গেলেন। ক্রেতারা আসিয়া, গোরুর বয়স কত এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ মনে মনে এই বিচার করিলেন যে,—‘বৃদ্ধেরই অধিক আদর। নিমন্ত্ৰণে গমন করিলে সভায় আমার সকলেই সম্মান করিয়া থাকেন এবং সর্বত্র আমি অধিক বিদায় পাইয়া থাকি’। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন,—‘গোরুটীর বয়স অনেক হইয়াছে’। বৃদ্ধ পোক কোন কাজে আসিবে? সুতরাং কেহই তাহা ক্রয় করিল না।

নৈয়ায়িক গোরু লইয়া বাটীতে আসিয়া ব্রাহ্মণীকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। ব্রাহ্মণী তখন ভৎসনা করিয়া বলিলেন,—‘তোমার যেমন বুদ্ধি? তুমি এমন পোককে বৃদ্ধ বলিলে কেন? বৃদ্ধ বলিলে কে গোরু কিনিবে’।

ব্রাহ্মণ পুনর্বার পর দিন হাটে গেলেন। এবার

ক্রেতারা গোরুর বয়স জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—‘বাপু? এটা সে দিনের বাছুর। কেবল একবার বৈ প্রসব করে নাই’। এই কথা শুনিয়া সকলেই হাসিতে হাসিতে কহিল, আপনি ইহাকে কল্যা বৃদ্ধ বলিয়াছেন, আজ আবার তরুণ বলিলেন,—ইহাও কি হইতে পারে? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—‘একথা অসম্ভব নয়। আবার গোরুটা বৃদ্ধ এবং তরুণও বটে। শাস্ত্রকারেরা আত্মাকে পুরাতন কহেন। অতএব এই গোরুর নূতন দেহে পুরাতন আত্মা আছে। সুতরাং গো শব্দ বলিলে এই গোদেহাবচ্ছিন্ন পুরাতন আত্মা এবং তরুণ গোরুকে বুঝাইতেছে।

অর্দ্ধজাহ্নবী (স্ত্রী) অর্দ্ধং জাহ্নব্যাঃ। একদেশী তৎ। অর্দ্ধ-গঙ্গা। কাবেরী নদী। কাবেরী নদীতে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের অর্দ্ধেক ফললাভ হয়, তজ্জন্ত ইহাকে অর্দ্ধ-জাহ্নবী ও অর্দ্ধগঙ্গা কহে।

অর্দ্ধতিক্ত (পুং) অসম্পূর্ণঃ তিক্তঃ। নেপাল নিষ।

অর্দ্ধদিন (স্ত্রী) অর্দ্ধং দিনস্ত। একদেশী তৎ। সাড়ে সাত মুহূর্ত্তকাল।

অর্দ্ধদেব (পুং) অর্দ্ধে সমীপে দেবানাম্। দেবতার সমীপে বর্তমান।

অর্দ্ধদ্রৌণিক। অর্দ্ধদ্রৌণিক (ত্রি) অর্দ্ধদ্রোণেন ক্রীতম্ ঠঞ। অর্দ্ধ দ্রোণ পরিমিত দ্রব্যদ্বারা ক্রীত বস্ত্র। এখানে প্রথম পদের আদ্যস্বরের বিকল্পে বৃদ্ধি হইয়াছে এবং পর পদের আদ্যস্বরের নিত্য বৃদ্ধি হইয়াছে। *। অর্দ্ধাৎ পরিমাণস্ত পূর্বস্ত তু বা। পা ৭। ৩। ২৬। অর্দ্ধ শব্দের পর পরিমাণবাচী শব্দ থাকিলে তদ্ধিতের ঞ, ণ ও ক, ইৎ প্রত্যয় পরে উত্তর পদের আদ্য অচের নিত্য বৃদ্ধি হয়, এবং পূর্ব পদের আদ্য অচের বিকল্পে বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অর্দ্ধধার (স্ত্রী) অর্দ্ধে ধারা অন্ত। বৈদ্যোশাস্ত্রোক্ত অস্ত্র বিশেষ।

অর্দ্ধনারায়ণ (স্ত্রী) অর্দ্ধম্ অর্দ্ধপরিমিতং স্থানং যন্ত তাদৃশো নারায়ণো বজ্র। গঙ্গার প্রবাহ হইতে চারি হস্ত পরিমিত নারায়ণ স্বামিক স্থান।

অর্দ্ধনারীশ (পুং) অর্দ্ধাঙ্গে বা নারী তস্তা ঈশঃ স্বামী। মহাদেব। শিবের যে মূর্ত্তিতে অর্দ্ধেক নারী ও অর্দ্ধেক পুরুষ। তন্ত্রসারে মহাদেবের অর্দ্ধনারীশ মূর্ত্তির এই রূপ ধ্যান লিখিত হইয়াছে,—

নীল প্রবাল কচিৎ বিলসজ্জিনেত্রং

পাশাকণোংপলকপালক শূলহস্তম্।

অৰ্দ্ধাধিকেশমনিশং প্রবিভক্তভূঃ

বালেন্দ্রবন্ধমুটং প্রণমামিরূপম্।

অৰ্দ্ধনারীশ্বর (পুং) অৰ্দ্ধাঙ্গে বা নারী তন্ত্ৰা চৈশ্বরঃ। উমা-
মহেশ্বর। মহাদেব যে মূৰ্তিতে অৰ্দ্ধেক নারী ও অৰ্দ্ধেক
পুরুষ হইয়া আছেন। [অৰ্দ্ধনারীশ শব্দে ধ্যান দেখ]।

অৰ্দ্ধনাব (স্ত্রী) অৰ্দ্ধঃ নাবঃ। একদেশী তৎ উজ্জন্তঃ।

নৌকার অৰ্দ্ধাংশ। *। অৰ্দ্ধাচ্। পা ৫। ৪। ১০০।

অৰ্দ্ধ শব্দের পর নৌ শব্দের তৎপুরুষ সমাস হইলে সমা-
সান্ত টচ্ প্রত্যয় হয়। এখানে নৌকিক প্রয়োগে ক্রী-
লিঙ্গ হইয়াছে। নতুবা পর লিঙ্গের প্রয়োগ হইত।

[সমাসের সূত্র অৰ্দ্ধ শব্দে দেখ]।

অৰ্দ্ধনিশা (স্ত্রী) অৰ্দ্ধঃ নিশায়াঃ। একদেশী তৎ। অৰ্দ্ধ-
রাত্র। [সমাসের সূত্র অৰ্দ্ধ শব্দে দেখ]।

অৰ্দ্ধপথ (পুং) অৰ্দ্ধঃ পথশ্চ। একদেশী তৎ। পথের অৰ্দ্ধ।
কাকিণীহয়। কুড়িগুণার অৰ্দ্ধেক অর্থাৎ দশ গুণ।

অৰ্দ্ধপথ (স্ত্রী) অৰ্দ্ধঃ পথঃ। একদেশী তৎ অজ্জন্তঃ।
পথের অৰ্দ্ধাংশ।

অৰ্দ্ধপাঞ্চালক (ত্রি) অৰ্দ্ধপঞ্চালে ভবঃ বৃঞ। অৰ্দ্ধপঞ্চাল
দেশ জাত। সুসর্বাঙ্গাজ্জনপদশ্চ। পা ৭। ৩। ১২।

অৰ্দ্ধপাদিক। অৰ্দ্ধপাদিক (ত্রি) অৰ্দ্ধপাদং তচ্ছেদমহতি
ঠঞ্। অৰ্দ্ধপাদচ্ছেদ যোগ্য। অৰ্দ্ধপাদ পরিমাণ।

অৰ্দ্ধপারাবত (পুং) অৰ্দ্ধেন অগ্নেন পারাবত ইব। চিত্র-
কণ্ঠ পায়রা। তিত্তিরি পক্ষী।

অৰ্দ্ধপুলায়িত (স্ত্রী) অৰ্ধের গতি বিশেষ।

অৰ্দ্ধপ্রস্থিক। অৰ্দ্ধপ্রস্থিক (ত্রি) অৰ্দ্ধপ্রস্থেন ক্রীতম্ ঠঞ্।

অৰ্দ্ধপ্রস্থ পরিমিত দ্রব্য দ্বারা ক্রীত। *। নাতঃ পরশ্চ।

পা ৭। ৩। ২৭। অৰ্দ্ধ শব্দের পর পরিমাণবাচী শব্দের

আদ্য অচের অকারের বৃদ্ধি হয় না। পূৰ্ব পদের আদ্য
অচের বিকল্পে বৃদ্ধি হয়।

অৰ্দ্ধভাগ (পুং) অৰ্দ্ধঃ ভাগশ্চ। একদেশী তৎ। ভাগের
অৰ্দ্ধেক।

অৰ্দ্ধভাজ্জ (ত্রি) অৰ্দ্ধং ভজতি ভজ-ষি। উপ স০। [অংশ-
ভাজ্ শব্দে সূত্র দেখ]। যে অৰ্দ্ধাংশের অধিকারী।

অৰ্দ্ধভ্রম (স্ত্রী) অৰ্দ্ধং চরণাৰ্দ্ধপৰ্য্যন্তং ভ্রমো বর্ণসাজাত্যাং
পাঠক্রমেণ আবর্তনং যত্র। বহুব্রী। যে শ্লোকের অৰ্দ্ধ-

চরণের অক্ষর গুলি এক একটী করিয়া, বাম দিক্
হইতে দক্ষিণ দিকে, অথবা দক্ষিণ দিক্ হইতে বাম
দিকে; কিম্বা উপর দিক্ হইতে নিম্ন দিকে, অথবা

নিম্ন দিক্ হইতে উপর দিকে পাঠ করিয়া গেলে এক
রূপ হয়, তাহাকে অৰ্দ্ধভ্রম কহে। (আহরৰ্দ্ধভ্রমং
নাম শ্লোকার্দ্ধভ্রমং যদি। সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)। ইহা
শব্দালঙ্কার বিশেষ। ইহাতে শব্দ সাজাইবার কৌশল
ভিন্ন কোন অর্থ বৈচিত্র্য নাই। এরূপ শ্লোকে উপরের
লিখিত মত নানা দিক্ হইতে বর্ণ গুলি পড়িয়া গেলে
ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয় না।

অ ভী ক ম তি কে নে ঙ্গে

ভী তা ন ন্দ ত্ত না শ নে।

ক ন ংস কা ম সে না কে।

ম ন্দ কা ম ক ম ত্ত তি।

(মাঘ ১৯। ৭২)।

এই শ্লোকের প্রথম চরণের প্রথমার্দ্ধের চারিটী
অক্ষর বাম দিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে পাঠ করিলে
'অভীকম' এই রূপ হয়। আবার প্রত্যেক চরণের
আদ্যক্ষর উপর হইতে নিম্নে পাঠ করিয়া আসিলে
'অভীকম' হইয়া পড়ে।

পুনশ্চ, দ্বিতীয় চরণের প্রথমার্দ্ধের চারিটী অক্ষর
বাম দিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে পাঠ করিয়া গেলে
'ভীতানন্দ' এই রূপ হয়। আবার প্রত্যেক চরণের
প্রথমার্দ্ধের দ্বিতীয় বর্ণগুলি উপর হইতে নিম্নে পড়িয়া
আসিলে 'ভীতানন্দ' হইয়া থাকে।

তৃতীয় চরণের প্রথমার্দ্ধের চারিটী অক্ষর বাম দিক্
হইতে দক্ষিণ দিকে পাঠ করিয়া গেলে 'কনংসকা' হয়।
এদিকে প্রত্যেক চরণের প্রথমার্দ্ধের তৃতীয় বর্ণ উপর
হইতে নিম্নে পড়িয়া আসিলে 'কনংসকা' হইয়া পড়ে।

চতুর্থ চরণের প্রথমার্দ্ধের চারিটী অক্ষর বাম দিক্
হইতে দক্ষিণদিকে পড়িয়া আসিলে 'মন্দকাম' এই রূপ
হয়। আবার প্রত্যেক চরণের প্রথমার্দ্ধের চতুর্থ বর্ণগুলি
উপর হইতে নিম্নদিকে পড়িয়া আসিলে 'মন্দকাম'
হইয়া থাকে।

সকল চরণের প্রথমার্দ্ধের বর্ণগুলি এই রূপে বাম-
দিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে এবং উপর হইতে নিম্নদিকে
পড়িয়া আসিলে এই রূপ এক প্রকারই হইল।

পুনশ্চ প্রথম চরণের শেষার্দ্ধের চারিটী অক্ষর বাম-
দিক্ হইতে দক্ষিণদিকে পড়িয়া গেলে 'তিকেনেঙ্কে'
হয়। আবার প্রত্যেক চরণের শেষার্দ্ধের শেষ বর্ণগুলি
নিম্নদিক্ হইতে উপর দিকে পড়িয়া আসিলে 'তিকে-
নেঙ্কে' হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় চরণের শেষার্ধ্বের চারিটি অক্ষর বামদিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে পড়িয়া গেলে ‘অনাশনে’ হয়। তদ্রূপ প্রত্যেক চরণের শেষার্ধ্বের উল্টাদিকের দ্বিতীয় অক্ষরগুলি নিম্ন হইতে উপর দিকে পড়িয়া আসিলে ‘অনাশনে’ হইয়া থাকে।

তৃতীয় চরণের শেষার্ধ্বের চারিটি বর্ণ বাম দিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে পড়িয়া গেলে ‘মসেনাকে’ হইয়া থাকে। তদ্রূপ প্রত্যেক চরণের শেষার্ধ্বের উল্টাদিকের তৃতীয় বর্ণ নিম্ন দিক্ হইতে উপর দিকে পড়িয়া গেলে ‘মসেনাকে’ হয়।

চতুর্থ চরণের শেষার্ধ্বের চারিটি অক্ষর বামদিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে পাঠ করিয়া আসিলে ‘কমন্ততি’ হয়। তদ্রূপ প্রত্যেক চরণের শেষার্ধ্বের প্রথম বর্ণগুলি নিম্ন দিক্ হইতে উপর দিকে পড়িয়া গেলে ‘কমন্ততি’ হইয়া থাকে।

অঙ্ক অঙ্ক চরণে অক্ষরের এই রীতিতে ভ্রম অর্থাৎ ভ্রমণ বা আবর্তন আছে বলিয়া এ রূপ শ্লোককে অঙ্ক-ভ্রম কহে। অগ্নিপুরাণে ‘অঙ্কভ্রম’ শ্লোককে ‘অঙ্কভ্রমক’ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অঙ্কভ্রম বা অঙ্কভ্রমক শ্লোক অষ্টদ্বিপু ভিন্ন অস্ত্র ছন্দে রচিত হয় ন। ভারবির ১৫শ সর্গের ১৭ শ্লোক এই রূপ।

অ	ভী	ক	ম	তি	কে	নে	ক্ষে
ভী	তা	ন	ন্দ	স্ত্র	না	শ	নে
ক	ন	ংস	কা	ম	সে	না	কে
ম	ন্দ	কা	ম	ক	ম	স্ত্র	তি

অগ্নিপুরাণে, এই রূপ লম্বা পাঁচটি এবং আড়ে নয়টি রেখা টানিয়া বক্রিণী ঘর করিবার ব্যবস্থা আছে। এক একটা ঘরে শ্লোকের বর্ণগুলি যথাক্রমে বসাইয়া পূর্বের মত পাঠ করিতে হয়। কিন্তু মাঘ ও ভারবিতে এরূপ রেখা টানিয়া কোঠ আঁকিবার ব্যবস্থা নাই।

অঙ্কমাণবক (পুং) অঙ্কং মাণবকস্ত। একদেশী তৎ।

যাদশ বটিক হার। বার নলী হার।

অঙ্কমাত্রা (স্ত্রী) অঙ্কং মাত্রায়াঃ। একদেশী তৎ। বিদ্ব-
কচন্দ্রাকার ব্রহ্ম। অঙ্ক পরিমাণ। সঙ্গীত শাস্ত্রে ও পদ্যে

অঙ্কমাত্রার উচ্চারণ কাল। (ত্রি) হল্ বর্ণ।

অঙ্কমাস (পুং) অঙ্কং মাসস্ত। একদেশী তৎ। এক পক্ষ।
পনের দিন। [সমাসের হ্রস্ব অঙ্ক শব্দে দেখ]।

অঙ্কযাম (পুং) অঙ্কং যামস্ত প্রহরস্ত। একদেশী তৎ।
দিবা ও রাত্রির অষ্টাংশ।

অঙ্করথ (পুং) রথঃ অস্তি অস্ত্র অচ্ রথঃ রথী, অঙ্কঃ
অসম্পূর্ণঃ রথঃ। অসম্পূর্ণ রথী।

অঙ্করাত্র (পুং) অঙ্কং রাত্রৈঃ। একদেশী অজন্তঃ। রাত্রির
অঙ্ক ভাগ। দুই প্রহর রাত্রি। নিশীথ। মহানিশা।
অবসরালয়। নিসম্পাত। স্তম্ভজন। (পা ৫।৪।৮৩)।

অঙ্কর্চ (পুং স্ত্রী) অঙ্কম্ ঋচঃ। একদেশী অচ্ স০। ঋকের
অঙ্কভাগ।

অঙ্কচ্ছাদি (পুং) অঙ্কর্চ ইতি শব্দ আদৌ যেযাম্। পাণি-
নির উক্ত শব্দ বিশেষের গণ। এই গণের শব্দ গুলি
পুংলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গও হয়। *। অঙ্কচ্ছাঃ পুংসি চ।
পা ২।৪।৩১। অঙ্কর্চ, গোময়, কবায়, কাষীপণ,
কৃতপ, কপাট, শম্ব, চক্র, গৃথ, বৃথ ধ্বজ, কবক,
পদ্ম, গৃহ, সরক, কংস, দিবস, যুব, অন্ধকার, দণ্ড,
কমণ্ডলু, মণ্ড, ভূত, স্বীপ, দ্যুত, ধর্ম, কন্দন, মোদক,
শতমান, যান, নথ, নথর, চরণ, পুচ্ছ, দাড়িম,
হিম, রক্ত, সজু, পিধান, সার, পাজ, ঘৃত, সৈন্ধব,
ঔষধ, আঢ্যক, চবক, ত্রোণ, খলীন, পাজীব, ষটিক,
বার, বাণ, প্রোধ, কপিথ, শুক, শীল, গুব, সীধু, কবচ,
রেণু, কপট, সীকর, মুসল, স্তবর্ণ, যুপ, চমস, বর্ণ, ক্ষীর,
কর্ষ, আকাশ, অষ্টাপদ, মঙ্গল, নিধন, নির্ঘাস, জুস্ত,
বৃত্ত, পুস্ত, ক্ষেড়িত, শূল, শূল্যল, মধু, মূল, মূলক,
শরাব, শাল, বস্ত্র, বিমান, মুখ, প্রাণীব, শূল, বজ্র,
কপট, শিখর, কঙ্ক, নাট, মস্তক, বলয়, কুসুম, তৃণ,
পঙ্ক, কুণ্ডল, কিরীট, অর্কুদ, অজুশ, তিমির, আশ্রম,
ভূষণ, ইক্স, মুকুল, বসন্ত, তড়াগ, পিটক, বিটক, মাঘ,
কোশ, ফলক, দিন, দৈবত, পিনাক, সমর, স্থাপু,
অনীক, উপবাস, শাক, কর্পাস, চমাল, ঋণ, দর,
বিটপ, রণ, বল, মল, মৃগাল, হস্ত, স্ত্রু, তাত্ত্ব, গাণ্ডীব,
মণ্ডপ, পটহ, সোধ, পার্শ্ব, শরীর, ফল, ছল, পুর, রাষ্ট্র,
বিশ্ব, অঘর, কুটিম, মণ্ডল, ককুদ, তোমর, তোমরণ,
মঞ্চক, পুচ্ছ, মধ্য, বাল, বস্ত্রীক, বর্ষ, বস্ত্র, দেহ, উদ্যান,
উদ্যোগ, দেহ, স্বর, সঙ্গ, নিফ, ক্ষেম, শূক, ছত্র,
পবিত্র, যৌবন, পালক, মুষিক, বহুল, কুজ, বিহার,
লোহিত, বিবাহ, ভবন, অরণ্য, পুলিন, দৃঢ়, আসন,

ঐরাবত, শূর্ণ, তীর্থ, লোমশ, তমাল, লোহ, দণ্ডক, শপথ, প্রতীসর, দাক্ষ, ধনুস, মান, শুক, বিভঙ্গ, মব, সহস্র, ওদন, প্রবাল, শকট, অপরাহু, নীড়, শকল। কুণ্ডপ। ঋণ। পূর্ব। বৃত্ত। নিগড়। স্থল। নাল। কটক। কণ্টক। কুমুদ। ইয়াস। বিড়ঙ্গ।। পিণ্যাক। বিশাল। আর্দ্র। হন। বোধ। কুঙ্কট। কুড়ব। খণ্ডল। পঞ্চক। ছাল। বহু। স্তেন। স্তন। ক্ষত্র। কলহ। মণ্ডল। বর্জক। তণ্ডক। তণ্ডুল। এই গুলি অর্জুর্জাদি।

ইহাদের মধ্যে কোন কোন শব্দ অর্থ বিশেষে পুং লিঙ্গ, আবার অর্থ বিশেষে ক্রীবা বা ত্রিলিঙ্গ হইয়া থাকে। যেমন, পদ্ম ও শঙ্খ শব্দে নিধি বুঝাইলে ইহা পুংলিঙ্গ; এবং জলজাত দ্রব্য বুঝাইলে উভয় লিঙ্গ। ভূত শব্দে পিশাচকে বুঝাইলে ইহা পুং ও ক্রীবলিঙ্গ হইয়া থাকে। কিন্তু ভূ এই ধাতু বুঝাইলে ত্রিলিঙ্গ। সৈন্ধব শব্দে লবণকে বুঝাইলে ইহা পুং ও ক্রীবলিঙ্গ। কিন্তু সিদ্ধ শব্দ হইতে ইহার যৌগিক রূপমাত্রের অর্থ করিলে ইহা ত্রিলিঙ্গ। সার শব্দে উৎকর্ষ বুঝাইলে ইহা পুংলিঙ্গ। আর জায় হইতে বিশিষ্ট (জায়াদানপেত) এই অর্থে নপুংসক। ধর্মশব্দ, ধর্মসাধন অর্থে নপুংসক, অত্যাধর্মশব্দ পুংলিঙ্গ।

অর্জুনীহরি (পুং) অর্জুন লক্ষ্মী আকারে যন্ত তাদৃশো হরিঃ। বিষ্ণু। যে মূর্তিতে বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হইয়া আছেন।

ঋষিঃ প্রজাপতিচ্ছন্দো গায়ত্রী দেবতা পুনঃ।

অর্জুনীহরিঃ প্রোক্তঃ ত্রীবিজ্ঞেন বড়ঙ্গকম্। (গৌতমীয়)

অর্জুনীহরির এই রূপ ধ্যান লিখিত হইয়াছে,—

উদ্যৎ প্রদ্যোতনশতরুচিং তপ্তহেমা বদাতং

পার্শ্বদ্বন্দ্বৈ জলধিস্ততয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টম্।

নানা রত্নোন্নতিং বিবিধাকল্পমাপীতবত্নং

বিষ্ণুং বন্দে দরকমলকোমোদকীচক্রপাণিম্।

অর্জুবিসর্গ (পুং) অর্জুন বিসর্গস্ত। একদেশী তৎ। অর্জু-

বিসর্গ সদৃশ কথ্য ইহাদের পূর্বে জিহ্বামূলীয় এবং পঞ্চ ইহাদের পূর্বে উপস্থানীয় বর্ণ বিশেষ।

অর্জবীক্ষণ (ক্রী) অর্জুন বীক্ষণস্ত। একদেশী তৎ। অপাঙ্গ-দর্শন। আড় চক্ষু দেখা।

অর্জবৈনাশিক (পুং) অর্জুন অসম্পূর্ণ বৈনাশিকঃ বৌদ্ধ-বিশেষঃ। বৈশেষিকশাস্ত্র প্রণেতা।

অর্জবৈশল (ক্রী) অর্জুন বৈশলং বহঃ। অর্জবিশাল।

অর্জশন (ক্রী) অর্জুন অশনস্ত। একদেশী তৎ, নিঃ সাধু।

অর্জু ভোজন। বিশসতি হিনতি বিশঙ্গ-অচ্-বিশসন্ত—
কর্ম বৈশসম্ যুবা দিব্যাদম্ পা ৫। ১। ১৩০।

অর্জশফর। অর্জশফর (পুং) অর্জুন অসম্পূর্ণঃ সফরঃ।
ক্ষুদ্র মন্ত্র বিশেষ। দণ্ডপাল। ডানিকোনা বা দাঁড়িকা
মাছ।

অর্জুল্লোক (পুং) অর্জুন ল্লোকস্ত। একদেশী তৎ। ল্লোকের
অর্জুভাগ। প্রথম পাদবয়।

অর্জুসম (ত্রি) অর্জুন সমঃ। অর্জুনের সমান। (ক্রী) বৃত্ত
বিশেষ। যে বৃত্তের প্রথমপাদ তৃতীয়পাদের সঙ্গে সমান,
এবং দ্বিতীয়পাদ চতুর্থপাদের সঙ্গে সমান, তাহাকে
অর্জুসম বৃত্ত কহে।

অর্জুনীরিন্ (পুং) অর্জুন সীরস্ত হলকুষ্ঠশস্ত্রাদিকলস্ত অর্জু-
নীরঃ স অস্তি অস্ত অস্ত্যার্থে ইনি। যে কৃষক অস্ত্রের
ক্ষেত্রে চাস করিয়া ফসলের অর্জুভাগ পায়।

অর্জুহার (পুং) অর্জুন হারঃ। চৌবাটিন নরী হার।

অর্জুংশ (পুং) অর্জুন অংশস্ত। একদেশী তৎ। অর্জুভাগ।

অর্জুর্জ (পুং) অর্জুন অর্জুস্ত তুল্যাংশস্ত। একদেশী তৎ।
সমান ভাগের অর্জুংশ। চতুর্থাংশ।

অর্জুশন (ক্রী) অর্জুন অশনস্ত। একদেশী তৎ। অর্জু-
ভোজন। অর্জুন এই প্রকার রূপেরও প্রয়োগ আছে।

অর্জাসন (ক্রী) অর্জুন আসনস্ত। একদেশী তৎ। আস-
নের অর্জুভাগ। অর্জুন সম্পন্ন অসনং ত্যাগঃ। মেহ-
দান। অকুৎসন।

অর্জিক (ত্রি) অর্জুনমহতি টিঠন্। অর্জুভাগের যোগ্য। যে
কৃষক পরের ক্ষেত্রে চাস করিয়া ফসলের অর্জুভাগ পায়।
ক্রী-ভীপ্-অর্জিকী।

অর্জিন্ (ত্রি) অর্জুন প্রীত্বৈন অস্ত্যস্ত ইনি। যে অর্জু-
ভাগ গ্রহণ করে।

অর্জুক (ত্রি) ঋধ-বাহু উকঞ্। বৃদ্ধিশীল। সম্পন্ন।

অর্জেন্দু (পুং) অর্জুন ইন্দোঃ। একদেশী তৎ। চন্দের
অর্জুভাগ। অর্জুচন্দ্র। নথচিহ্ন। অতি প্রৌঢ় জীলোকের
যোনিতে অর্জুলি প্রয়োগ। অর্জুচন্দ্রবাপ। গলহস্ত।

অর্জেন্দুমোলি (পুং) অর্জেন্দুঃ মৌলৌ মন্তকে অস্ত। চন্দ্র-
চূড় শিব।

অর্জোক্ত (ক্রী) অর্জুন উক্তম্। অর্জু কথন। লম্বাট করিয়া
সম্পূর্ণ রূপে না বলা।

অর্জোদক (ক্রী) অর্জুদেহব্যাপকম্ উদকম্। শাকং তৎ।
মেহের নির্যাসভাগ পর্যন্ত জল। অস্ত্রজলী করিবার
সময়ে মেহের অর্জুভাগ পর্যন্ত জল।

অৰ্জোদয় (পুং) অৰ্জুত সমুদ্রত পুণ্যত উদয়ো বজ্র।
বহুব্রী। যোগ বিশেষ। পৌষমাসের অমাবস্তায় রবি-
বার, ব্যতীপাতযোগ এবং শ্রবণা নক্ষত্র হইলে অৰ্জোদয়
যোগ হয়। এই রূপ ঘটনা কচিং হইয়া থাকে। ১২৭০
সালের মাঘ মাসে এই যোগ হইয়াছিল। অৰ্জোদয়
যোগে স্নান করিলে পরম পুণ্য লাভ হয়। এই যোগ
দিবা ভাগেই হইয়া থাকে, রাত্রিতে কদাচ হয় না।
(দিষ্টেব যোগঃ শস্তোহয়ং ন চ রাত্রৌ কদাচন। স্বল্প-
পুরাণ)।

অৰ্জোদয়াসন (ক্লী) অৰ্জুত উদয়েন উৰ্দ্ধক্ষেপেন আস-
নম্। সাধনকালের আসনবিশেষ।

অৰ্জোদয়ক (ক্লী) অৰ্জোদয় তত্র কাশতে কাশ-ড। চণ্ডা-
তক। জীলোকের অৰ্জোদয় পর্যন্ত চেলনাকার পরিধেয়
বস্ত্র। যাগরা।

অৰ্জ্য (ত্রি) অৰ্জুত ইদং তত্র ভব বা অৰ্জ-যৎ। অৰ্জ
সম্বন্ধী। অৰ্জজাত। *। অৰ্জাদ্ যৎ। পা ৪। ৩। ৪।
অৰ্জ শব্দের উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়।

অৰ্পণ (ক্লী) ঋ-গিচ্-পুচ্-লুট্। প্রদান। নিক্ষেপ।
স্থাপন। ত্যাগ। কৰ্ম্মণি লুট্, হবিঃ প্রভৃতি। অধিকরণে
লুট্, অগ্নি প্রভৃতি যাহাতে হোম করা হয়। সম্প্রদানে
লুট্, দেবতা প্রভৃতি। (জী) করণে লুট্ মজাদি।
জুহু প্রভৃতি।

*। অস্তি হ্রী স্বী রী ক্লী স্মাযাতাং পুণ্ণে।
পা ৭। ৩। ৩৬। ঋ, হ্রী, স্বী, রী, ক্লী, স্মাযী এই
সকল অঙ্গের এবং আকারান্ত ধাতুর উত্তর গিচ্ বিধান
করিলে পকারের আগম হয়।

তর্পিত (ত্রি) ঋ-গিচ্-পুচ্-কু। প্রদত্ত। স্থাপিত। স্তুত।
গচ্ছিত। [পকারের সূত্র অৰ্পণ শব্দে দেখ]।

অর্পিস (পুং) ঋ-গিচ্-পুচ্-ইসন্। অগ্রমাংস। হৃদয়।
*। অর্পয়তেরিসন্। উণ্ ৪। ২। গিজন্ত ঋ ধাতুর
উত্তর ইসন্ প্রত্যয় হয়। অর্পিসোহগ্রমাংসম্। শব-
কল্পক্রমে তালব্য শকার গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাহা
উণাদির সূত্রানুসারে সিদ্ধ হয় না। [পকারের সূত্র
অৰ্পণ শব্দে দেখ]।

অর্পা (ত্রি) ঋ-গিচ্-পুচ্-যৎ। ত্যাজ্য। নিবেশনীয়।
দেবতা। [পকারের সূত্র অৰ্পণ শব্দে দেখ]।

অর্বা। গতি, হিংসা করা। ভাং পরং সৎ সেট্। লট্
অর্বাতি। লিট্ আনর্বা। লুট্ আর্বাৎ।

অৰ্জুদ (ক্লী) অৰ্জ-বিচ্ তন্মৈ উদেতি উদ-ইণ্-ড। আব

রোগ। মাংসপিণ্ড। ১০,০০০০০০ দশ কোটি সংখ্যা।
(বিংশতিবিদশতঃ শতং, দশদশতঃ সহস্রং, সহস্রদশতঃ
নিযুতং প্রযুতং তত্তদভ্যাস্তমবুদো মেঘো ভবত্যরণমমু
তদোহুদোহুদমস্তাভীতি, বাহুযন্তবতীতি বা স যথা
মহান্ বহুভবতি বর্ষংস্তদিতরাবুদম্।

ইহার টীকায় এই রূপ লিখিত হইয়াছে,—
অরণশীলম্ ‘অম্ব,’ তন্ত দাতা মেঘঃ, সঃ ‘অম্বদঃ,’
তন্ত ; ‘স যথা’ উদকভাবমাপদ্যমানো ‘মহান্ বহুভবতি
বর্ষন্ তদিবার্কুদম্,’ তদিব বর্ষন্ যদ্ বহুদ্রব্যজাতং
ভবতি, তদর্কুদমিত্যুচ্যতে। নিরুক্ত)।

অম্বুনি দদাতি অম্বু-দা-ক, মকারন্ত রেকঃ। মেঘ।
পর্কত বিশেষ। অম্বর বিশেষ। (পুং) কক্ষর সন্তান
সর্প বিশেষ।

উপরের চর্ম্মের নিম্নে মাংসের মধ্যে, ও পেণী,
ধমনী, এবং অস্থি প্রভৃতি শরীরের নানা স্থানে পিণ্ডা-
কার হয়। ঐ পিণ্ড দেহ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে বাড়িতে
থাকে। ইহাকেই আমরা অৰ্জুদ বা আব (tumour)
বলি।

আব রোগ অনেক প্রকার। তাহাদের মধ্যে
কতকগুলি সামান্য অৰ্জুদ। সামান্য অৰ্জুদ রোগে প্রাণ
নষ্ট হয় না। আর কতকগুলি মারাত্মক। যেমন ককট
প্রভৃতি রোগ। রক্তে বিশেষ কোন দোষ ঘটিলে এই
জাতীয় আব জন্মে। দেহে ককট প্রভৃতি জাতীয় আব
জন্মিলে জীবন রক্ষার কোন উপায় নাই। এতদ্ভিন্ন
আরও এক জাতীয় আব আছে। সেই সকল আব
প্রথমে উৎকট বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু পরিশেষে
মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়।

সচরাচর আবার ভিতরে একটা গোলাকার কোষ
থাকে এবং সেই কোষ কাটিয়া ফেলিলে তাহার ভিতর
হইতে কিঞ্চিৎ রস নির্গত হয়। কোন কোন স্থলে চুল,
দাঁত এবং হাড়ও বাহির হইয়া থাকে। অনেকের আব
হইতে রক্ত, মেদ এবং কৃষ্ণবর্ণ এক প্রকার গলিত
পদার্থও নির্গত হয়।

আঁচিল এক প্রকার আব রোগ। কাহার কাহার
সর্কাসে ফুলুরীর মত কাল কাল বড় আঁচিল জন্মে।
কোন কোন ব্যক্তির পৃষ্ঠের উপরিভাগ কৃষ্ণবর্ণ হয়,
তাহার উপর ভীমকূলের চাঁকের মত উচ্চ নীচ এবং
স্থানে স্থানে ফুলুরীর মত আঁচিল বাহির হয়। উহা-
দিগকে গৈশিক অৰ্জুদ-কহে।

কোন কোন ব্যক্তির কপালের উপরে এবং শরীরের অন্ত্রস্থ স্থানে পর্দা পর্দা এপিথিলিয়াম জন্মিয়া তেড়ার ছোট শৃঙ্গের মত শৃঙ্গ বাহির হইয়া থাকে।

বক্ষঃস্থলের ভিতরে, মূত্রাশয়ে, মস্তিষ্কের ভিতরে, কাণের ভিতরে, নাকের ভিতরে, যকৃত, জিহ্বাতে, অণ্ডাধারে, যোনিতে, এবং জরায়ু প্রভৃতি শরীরের নানা স্থানে অর্কুদ জন্মে।

উপদংশ রোগের শেষ অবস্থায় কিম্বা কৌলিক উপদংশ রোগে অস্থিতে আব হয়। দাঁতের মাড়ীর অস্থি হইতেও অস্থি ক্রমশঃ বড় হইয়া এক প্রকার আব জন্মে, ইংরাজিতে ইহাকে এপিউলিস্ কহে। অস্থি না তুলিয়া ফেলিলে এ প্রকার আব রোগ নিবারণ হয় না। কিন্তু এই চিকিৎসাও অতিশয় উৎকট। বড় বড় ধমনী হইতেও আব বাহির হয়। ইংরাজিতে তাহাকে এথ্রিজম কহে। এই পীড়াও অতিশয় কঠিন। ককট প্রভৃতি আবও অসাধ্য। পুরুষের অণ্ডকোষে আব হইলে সচরাচর তাহাকে আমরা জলদোষ বা কোরও বলি।

কোন কোন জাতীয় আব প্রথমে এক স্থানে জন্মিয়া ক্রমে অন্ত্র সরিয়া যায়। উৎকট আব রোগ অন্ত্রদ্বারা তুলিয়া ফেলিলে পুনঃ পুনঃ সেই স্থানে কিম্বা দেহের অন্ত্র বাহির হয়। আবার অন্ত্র প্রয়োগ না করিলে ক্রমে তাহা গলিত হইয়া রোগীর প্রাণবিনাশ করে।

সামান্য আব জন্মিলেও অন্ত্র চিকিৎসা ভিন্ন প্রায় তাহার প্রতীকার হয় না। আব জন্মিলে একবার সূচিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া কর্তব্য। অব্যবসায়ী লোকে আবেদ উপরে নানা প্রকার ঔষধ দিয়া ক্ষত করিয়া থাকে, কিন্তু স্থল বিশেষে তাহাতে বিপদ ঘটিতে পারে। অর্কুদি (পুং) অর্কুদ ইবাচরতি অবুদ-ক্লিপ্ ইতি নাম ধাতোঃ (সর্ক ধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪। ১১৭)। ইতি ইন্। সর্কব্যাপক ঈশান।

অর্ড (পুং) গচ্ছতি গচ্ছতি স্বরং প্রাপ্তোতি স্তৃং বা ঋ (অষ্টি গৃত্যন্তন্। উণ্ ৩। ১৫২) ইতি ভন্। বালক। অম।

অর্ডক (পুং) ঋধাতি বর্দ্ধতে ঋধু-বুন্ ভকারশাস্তাদেশঃ। বালক। (ক্লী) অম, ইতি নিরুক্ত।

। *। অর্ডক পৃথুক পাক। বয়সি। উণ্ ৫। ৫০।

ঋধু-বুন্, অতো বুন্ ভকারশাস্তাদেশঃ। (উচ্ছলদত্ত)।

বুন্ প্রত্যয়ান্ত অর্ডক শব্দ, কুকন্ প্রত্যয়ান্ত পৃথুক শব্দ এবং কন্ প্রত্যয়ান্ত পাক শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। ঋধু ধাতুর উত্তর বুন্ করিলে ঋ স্থানে ভ আদেশ হয়।

নিবট্ট্র মতে ঋ-ক, হ স্থানে ভ, এবং ণ্ণে র ও অকার উপজাত হয়। (হরতে: ক প্রত্যয়ে, হকারন্ত ভকারে ণ্ণে রপরন্তে অকারে চোপজনে চ অর্ডকমিতি নিপাতাতে। অবকৃতমুনপরিমাণমিত্যর্থঃ)।

(অর্ডক: পৃথুক: পাকস্ত্রয়োহমী বালবাচকঃ।

উৎকোং)। মূর্খ। ক্লশ। (ত্রি) সদৃশ।

অর্ডগ (ত্রি) অর্ডম্ অন্নং গায়তি গৈ-শব্দে-টক্। বালক। (ক্লী) ভীপ্ অর্ডগী। *। গাপোষ্টক্। পা ৩। ২। ৮। কক্ষোপপদের পর, পূর্বে উপসর্গ না থাকিলে গা ও পা ধাতুর উত্তর টক্ প্রত্যয় হয়।

অর্শ্ম (পুং ক্লী) ঋচ্ছতি চক্ষুঃ ঋ-অষ্টিস্তমূহ-স্তৃধকি কৃতা-যাবাপদি যক্ষিনীভ্যো মন্। উণ্ ১। ১৩৭) ইতি মন্। চক্ষুরোগ বিশেষ। (অর্শ্মশ্চক্ষুরোগঃ। উচ্ছলদত্ত)। (ক্লী) বহুকালের গ্রাম ও নগরাদি। *। অর্শ্মে চাবর্ণং স্বাচ্ ত্রাচ্। পা ৬। ২। ৯০। অর্শ্ম শব্দ পরে থাকিলে ছই অচ্ বা তিন অচ্ বিশিষ্ট অবর্ণান্ত শব্দ পূর্বে থাকিলে সেক্ষণ অবর্ণান্ত শব্দ আত্মাদান্ত হয়। যেমন 'গুপ্তাশ্মম্। কুক্ষ্টাশ্মম্'। অর্থাৎ গম্যতে কক্ষণি মন্। গম্যব্য দেশ। যে দেশে গমন করা কর্তব্য। কুৎ-সিতার্থে কন্। অর্শ্মক। কুৎসিত স্থান। শ্মশানাদি।

অর্শ্মরোগ বা মাসতেলা (Pterygium) পাঁচ প্রকার; প্রস্তারী অর্শ্ম, গুল্ল অর্শ্ম, রক্ত অর্শ্ম, মাংস অর্শ্ম এবং ঋয়ু অর্শ্ম।

চক্ষুর ঋতবর্ণ ক্ষেত্রের উপরে এক প্রকার পাতলা চর্ম গজায়। চলিত কথায় ইহাকে মাসতেলা কহে। ঐ চর্ম নালিকার নিকটের চক্ষুর কোণ হইতে প্রায় সর্বত্রই গজাইতে দেখা যায়। এলোপ্যাথী মতে ঋদ্রি-বৎ পাতলা মাসতেলা গজাইলে তাহাকে প্রস্তারী অর্শ্ম (membranous) কহে। কিন্তু ঐ মাসতেলা পুরু হইলে তাহার নাম মাংস অর্শ্ম (fleshy)। বৈদ্যেরা এই রোগকে উপরের লিখিত মত পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন।

১। মাসতেলা পাতলা, বিস্তীর্ণ, অন্ননীলবর্ণ, তাহাতে ঈষৎ রক্তবর্ণ মিশ্রান, প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে তাহাকে প্রস্তারী অর্শ্ম কহে।

২। মাসতেলা অন্ন ঋতবর্ণ ও কোমল হইলে তাহার

নাম শুদ্ধার্থ।

৬। মাসতেলা পদ্মকুলের পাপড়ীর স্থান দ্বৈবং রক্ত-বর্ণ ও কোমল হইলে তাহার নাম রক্তার্থ্য।

৪। মাসতেলা বড়, কোমল ও পাতলা এবং যকৃ-তের স্থান বর্ণযুক্ত হইলে তাহাকে মাংসার্থ্য কহে।

৫। মাসতেলা কঠিন, গুরুবর্ণ, বহুমাংসযুক্ত এবং প্রস্তারী অর্শ্ব হইতে উৎপন্ন হইলে তাহাকে স্নায়ু অর্শ্ব বলে।

বৈদ্যেরা এই রোগে চক্ষে লাগাইবার নিমিত্ত চন্দ্র-প্রভাবর্তী, নয়নস্থাবর্তী প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করেন এবং ত্রিফলা স্নাত খাইতে দেন।

এলোপ্যাথী মতে প্রথমাবস্থায় চক্ষে লাগাইবার নিমিত্ত সঙ্কোচক ঔষধ প্রাপ্ত। তাহার মধ্যে ৫ বিন্দু টিঞ্চার আওড়িন্ এবং গোলাপজল ৪ ড্রাম একত্র মিশ্রিত করিয়া চক্ষে দিলে অনেক উপকার হয়। কিন্তু মাংস বাড়িয়া চক্ষের তারার উপরে আসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা হইলে অস্ত্রদ্বারা উহা তুলিয়া ফেলিতে হয়।

অর্শ্মণ (পুং) ঋ-বাহু-মন। বৈদ্যাকোক্ত পরিমাণ বিশেষ। স্রোণ পরিমাণ।

অর্থ্যন্ (স্ত্রী) ঋচ্ছতি চক্ষুঃ ঋ (সর্ব ধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪। ১৪৫) ইতি মনিন্। চক্ষুরোগ বিশেষ।

অর্থ্য (পুং স্ত্রী) অর্থ্যতে গম্যতে ধনলাভার রোগনাশায় বা ঋ গতো কশ্মণি যৎ। স্বামী। বৈশ্ব। লোক ধন লাভের জন্ত স্বামীর কাছে যায়; এবং রোগ নাশের জন্ত চিকিৎসা ব্যবসায়ী বৈশ্বের নিকট গিয়া থাকে। অথবা ঋণাদি লইবার নিমিত্ত বৈশ্বের নিকট গমন করে। সেই জন্ত স্বামী ও বৈশ্বের অর্থ্য নাম হইয়াছে। (অর্থ্যঃ স্বামি বৈশ্বয়োঃ। অমরঃ)। *। অর্থ্যঃ স্বামি বৈশ্বয়োঃ। পা ৩। ১। ১০৩। স্বামী এবং বৈশ্ব অর্থে ঋ ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়। (স্ত্রী) টাপ্ অর্থ্য। ভীষ্ আয়ুচ্ চ অর্থ্যানী, বৈশ্ব জাতি স্ত্রী। স্বামিনী। *। অর্থ্যাক্রি-য়াভ্যাং বা (বাঙিক। পা ৪। ১। ৪৯। সূত্রে)। অর্থ্য এবং কক্রিঃ শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে স্বার্থে বিকরে ভীষ্ এবং আয়ুচ্ হয়। অর্থ্য বৈশ্বস্ত পত্নী। অর্থ্য। বৈশ্বের পত্নী। পুংযোগে তু অর্থ্য। *। পুং যোগাখ্যায়াম্। পা ৪। ১। ৪৮। যে শব্দ প্রয়োগ করিলে পুংলিঙ্গ শব্দের আবর্তক হয়, যেমন গোপের পত্নী ভাদ্রশব্দে পত্নী অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে ভীষ্ হইয়া থাকে।

(স্ত্রী) স্রোণ। পুংলীষ। ঋশ্বর। (গম্যতে হি সর্বৈ-

রীষরঃ। নিঘট্ট)।

অর্থ্যমন্ (পুং) অর্থ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ মাতি মিমীতে বা অর্থ্য-মা-কনিন্। *। ঋয়ুক্ষন্ পূষন্ প্রীহন্ ক্লেশন্ মেহমূর্ছম-জ্জনর্থ্যমন্ বিধ্বজ্জন্ পরিজ্জন্মাতরিখম্বধবন্ ইতি। উণ্ ১। ১৫৬। এতে ত্রয়োদশ কনিরস্তা নিপাত্যন্তে। স্বর্ধ্য। উত্তরকক্ষনীলক্ষজ্। অর্কবৃক্ষ। পিতৃগণের রাজা। যম। দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আদিত্য বিশেষ। অর্থ্যমা, অর্থ্যমণৌ, অর্থ্যমণঃ। (স্ত্রী) স্বর্ধ্যাক্তা।

অর্থ্যমিক (পুং) অমুকম্পিতঃ অর্থ্যমদন্তঃ অমুকম্পায়াঃ ঠন্। অর্থ্যমনামক ব্যক্তি দয়া পূর্বক যাহা প্রদান করিয়াছেন। *। শেবল সুগরি বিশাল বক্রার্থ্যমাদীনঃ তৃতীয়াং। পা ৫। ৩। ৮৪। ঠ প্রভৃতি অজাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে মমুষ্য নামক এই সকল শব্দের তৃতীয় অচের পরভাগের লোপ হয়। এখানে তৃতীয় অচ্-অর্থ্যম এই মকারের অন্তস্থিত অকার পরস্থিত দন্ত ভাগের লোপ হইয়াছে। ঐ অর্থে অর্থ্যমিয় এবং অর্থ্য-মিল এক রূপ প্রয়োগ হইতে পারে।

অর্থ্যম্য (পুং) অর্থ্যমৈব স্বার্থে বেদে যৎ। স্বর্ধ্য।

অর্থ্বন্ (পুং) ঋচ্ছতি গচ্ছতি অধ্বানং প্রাপয়তি অধ্বনঃ পারমিতি বা (স্বামিদিপদ্যস্তিপূশকিভ্যো বনিপ্। উণ্ ৪। ১১২) ইতি ঋ-বনিপ্। ঘোটক। গোকর্ণ পরিমাণ। (অর্থ্য তুরদ গর্হায়োঃ। উজ্জলদন্ত)। অধম। ইক্ষু। (ত্রি) গমনশীল। (স্ত্রী) ভীপ্-অর্থ্বভী, বড়বা। কুটিনী। নিকৃষ্ট। প্রতিকৃষ্ট। রেফযাপ্য। অবম। 'নিকৃষ্ট প্রতিকৃষ্টার্কে রেফযাপ্যাবমাদমাঃ।' [মিৎ কো-ধৃত এই কোষ অর্থ্যচ্ শব্দে দেখ]। (পুং) অর্থ্য, অর্থ্বভৌ, অর্থ্বভুঃ। *। অর্থ্বগন্ত্যাবনঞঃ। পা ৬। ৪। ১২৭। স্তম্ভিন্ন বিভক্তি পরে থাকিলে নঞ রহিত অর্থ্বন্ এই অস্ত্রের স্থানে তু আদেশ হয়। ভাষ্যকারের মতে লৌকিক প্রয়োগেই তু আদেশ হয়, কিন্তু বৈদিক প্রয়োগে অর্থ্যণৌ অর্থ্যণঃ এই রূপ হইয়া থাকে। (স্ত্রী) ভীপ্ রশট্যাদেশঃ অর্থ্বরী। নঞ পূর্বক হইলে, অনর্থ্য, অনর্থ্যণৌ, অনর্থ্যণঃ এই রূপ হইবে।

প্রার্থ্যতে কসাদিনা প্রতিকণং পাক্যাদিনা ইতি বা ঋ-গিচ্-বনিপ্। অস্ত্রের আশ্রিত, অস্ত্রতন্ত্র, অশ্ব। ইতি নিঘট্ট। 'অর্থ্যেররগবান্ (নিকৃ-১০। ৩১)—ইতি ভাষ্যে স্বলক্ষ্যমী)।

অর্থ্যাক (ত্রি) আ-অর্থ্য-আক। গন্তা। অস্তিক। আসন্ন। লমীপ। (আহুতুপার্বক্ষ্যেণ উপপদেণ ক্রাম্যন্তে—

(বলাকাদয়শ্চ। উণ্ ৪। ১৪)—ইতি আক প্রত্যয়ে ধাতোলোপশ্চ নিপাত্যতে। অর্কাৎ গন্তা। আক্রমাতে উপক্রমাতে গন্তৃভিঃ। ক্রমাতে চ হি আসন্নম্। ইতি দেবরাজ)।

অর্কাৎকাল (পুং) অর্কাৎ অবরঃ কালঃ। কৰ্ম্মধা। অবরকাল। পশ্চাৎকাল। মধ্যকাল। অর্কাৎকালে ভবঃ ঠঞ্ ন বৃদ্ধিঃ (ত্রি)। অর্কাৎকালিক। পশ্চাৎকালজাত। মধ্যকালজাত। অবরকালজাত।

অর্কাৎস্রোতস্ (পুং) অর্কাৎ অধোগামি স্রোতো রেতঃ স্রাবো যন্ত। বহত্ৰী। উর্দ্ধরেতা নহে। যাহাদের রেতঃ নির্গত হয়। অর্কাৎ নিয়গামি স্রোতঃ প্রবাহো যন্ত। নদ। (স্ত্রী) নদী। (ত্রি) অর্কাৎ অধোগামি স্রোতো রেতঃস্রাবো যেন। অধইন্দ্রিয়। লিঙ্গ, যোনি। অর্কাংঘিল (পুং) অর্কাংঘিলো যন্ত। বহত্ৰী। চমস। যজ্ঞের পাত্র বিশেষ।

অর্কাচ (ত্রি) অর্কন্তম্ অধমম্ অঞ্চতি প্রাপ্নোতি অর্কন্-অঞ্চ কিন্ অন্ত্যতিঃ তন্ত লুক্।

(নিরুপ্ত প্রতিকৃষ্টার্কে রেফাপ্যাবমাধমা ইতি কোষাৎ অর্কা নিরুপ্তঃ। অর্কন্তমঞ্চতীতি অর্কাৎ। সিং কোং। পা ৫। ৪। ৮। সূত্রে)। পশ্চাৎ কালবর্তী। আধুনিক। নূতন। অজ্ঞ। অর্কাৎ-গ্। অর্কাঙ্কো। অর্কাঙ্কঃ। (স্ত্রী) অর্কাচী। বিপর্যাস্ত। ব্যতিক্রান্ত। বিপরীত। (অব্য) অর্কাগ্দেশে দেশাৎ দেশো বা অর্কাৎ কালে কালো কালো বা অন্ত্যতি তন্ত লুক্। পশ্চাদ্দেশে, পশ্চাদেশ হইতে, পশ্চাদেশ। পশ্চাৎ কালে, পশ্চাৎ কাল হইতে, পশ্চাৎ কাল। মধ্যে। মধ্য হইতে। মধ্য। *। দিচ্-ক্লেভ্যঃ সপ্তমী পঞ্চমী প্রথমাত্যো দিদেশকালেস্ত্যতিঃ। পা ৫। ৩। ২৭। দিক্, দেশ বা কাল। বাচী সপ্তম্যস্ত বা পঞ্চম্যস্ত বা প্রথম্যস্ত দিক্ শব্দের উত্তর অন্ত্যতি প্রত্যয় হয়। *। অঞ্চতে লুক্। পা ৫। ৩। ৩০। দিগ্ বাচী শব্দের উত্তরস্থ কিন্ অন্ত অঞ্চ ধাতুর অচ্ ভাগের পর-স্থিত অন্ত্যতি প্রত্যয়ের লুক্ হয়। অত্র ভবার্থে ট্যল্ ভূট্ চ। (ত্রি) অর্কাৎকতন। পশ্চাৎ কাল জাত। মধ্য জাত। (স্ত্রী) ভীপ্ অর্কাৎকতনী।

অর্কাৎসু (পুং) অর্কাৎ মধ্যে বসু জলরূপং ধনং যন্ত। বহত্ৰী। মেঘ।

অর্কাচীন (ত্রি) অর্কন্তমঞ্চতি-ধ। পশ্চাৎ কালে জাত। পর কালে জাত। আধুনিক। অজ্ঞ। নূতন। *। বিভা-বাক্যের দিক্ দ্বিগাম্। পা ৫। ৪। ৮। দিক্ ভিন্ন ত্রীলিঙ্গে,

অঞ্চ অন্ত প্রাপ্তিপদিকের উত্তর স্বার্থে বিকল্পে ধ প্রত্যয় হয়। (নিরুপ্ত প্রতিকৃষ্টার্কে রেফাপ্যাবমাধমা ইতি কোষাৎ অর্কা নিরুপ্তঃ।

অর্কাবৎ (ত্রি) অর্কা অধম উত্তর ইতি বাবৎ কালঃ অন্ত্যন্ত জন্মকালজেন। অর্কন্-মতৃপ্ মন্ত বঃ ন লোপঃ পুং দীর্ঘশ্চ। অর্কাচীন। আধুনিক।

অর্কাবসু (পুং) অর্কা লক্ষণয়া অর্কণা ক্রিয়মাণোহখ-মেধযোগাদিরশ্মিন্ আসমাগ্ রূপেণ বসতি অর্কন্ বস-উ। দেবতাদের হোতৃবিশেষ। হোম কর্তা।

অর্কুক (পুং) অর্কতি হিনন্তি শত্ৰূন্ অর্ক-হিংসনে বাহ-উকঞ্। আটবিক দক্ষিণ দেশস্থ নৃপবিশেষ। মহাদেব দিগ্বিজয়ে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে জয় করিয়া-ছিলেন।

অর্শ (ত্রি) অর্শতি গচ্ছতি পাপঃ সৌত্রঃ ঋশ-অচ্। অন্নীল। পাপিষ্ঠ। (স্ত্রী) অর্শরোগ।

অর্শাদি (পুং) অর্শস্ ইতি শব্দ আদির্বেষাম্। বহত্ৰী। অন্ত্যার্থে অচ্ প্রত্যয়ের নিমিত্ত শব্দ সমূহ। অর্শস্। উবস্ তুন্দ। চতুর। পলিত। জটা। বাটা। অঘ। কর্দম। অন্ন। লবণ। স্বীয়। অঙ্গাঙ্গী। ভাব। বর্ণ। আকৃতিগণ। অর্শ-আদিভ্যোহচ্। পা ৫। ২। ১২৬। অর্শাদিগণের উত্তর অন্ত্যার্থে অচ্ প্রত্যয় হয়।

অর্শাদ্যা (পুং) অর্শঃ শুদব্যাদিঃ আদ্যো যেষাম্। বহত্ৰী। অতিপাপোন্তব রোগ সমূহ।

অর্শস্। অর্শস্ (স্ত্রী) ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি শুদম্ ঋ- (ব্যাদৌ-শুট্ চ। উণ্ ৭। ১২৫) ইত্যন্তন্ শুট্ চ (সুট্ দন্ত্যাদি-রিত্যন্তে)। গুহরোগ বিশেষ। অর্শরোগের প্রায়-শ্চিত্তে ত্রিশ কাহন কড়ী কিছা তন্নূল্যলতা রূপা বা সোনা উৎসর্গ করিতে হয়।

অর্শরোগ (Hæmorrhoids, piles) সরলাত্মের নিম্নে মলহারের বাহিরে এবং ভিতরেও জন্মে। ইহাতে ভেড়ার বাটের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলিক। বাহির হয়। ঐ কলিকাকে চলিত কথায় বুটী বা বলি কহে। ইহা হারিস্ নামেও প্রসিদ্ধ। কোন কোন স্থলে ঐ বলি মলহারের বাহিরে জন্মে, কাহার মলহারের ভিতরে জন্মে, আবার কোন কোন ব্যক্তির মলহারের ভিতরে এবং বাহিরে এই উভয় স্থলে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অর্শ হইতে মধ্যে মধ্যে অন্ন বা অবিক রক্ত নির্গত হয়। কখন কখন উহাতে প্রবাহ হইলে বলি অত্যন্ত স্থলিয়া উঠে, তাহার পর স্থিত রস এবং পুঁজও বাহির হইয়া

থাকে। তখন পীড়া কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

বালককালে কিছা বৌবনাবস্থার এ রোগ প্রায় কাহার হয় না। বৌবনকাল অতীত হইলেই অর্শরোগ জন্মিয়া থাকে। পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের ইহা অধিক জন্মে। স্বভাবতঃ বাহাদের কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, এবং বাহারা কায়িক পরিশ্রম করে না, তাহাদেরই অর্শ হইবার অধিক সম্ভাবনা। তন্নিম্ন পিতামাতার অর্শ থাকিলে সন্তানদের ঐ রোগ জন্মিতে পারে। অতি বিরেচক ঔষধ সেবন করিলে, নানা প্রকার মসলা দিয়া মংস্ত মাংস ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া খাইলে এবং নিয়ত সৌধীনভাবে থাকিলে অর্শ হয়। যে সকল পীড়ায় যকৃতের ক্রিয়ামান্দ্য ঘটে, অথবা মলদ্বার হইতে স্ফটিকরূপে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া আসে না, তেমন স্থলে অর্শ হইবার আশঙ্কা থাকে। স্ত্রীলোকদের উদরের ভিতরে আব জন্মিলে এবং গর্ভাবস্থায় কাহার কাহার অর্শ হয়।

বৃদ্ধিতে গেলে অর্শ রোগ নিজে একটি স্বতন্ত্র পীড়া নহে। ইহা অস্থির রোগের উপসর্গমাত্র। স্তত্রাং ইহার মূল কারণ দূরীভূত করাই চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য। বাহারা স্বভাবতঃ অত্যন্ত অলস, সে সকল লোক প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময়ে নিম্নলি বাতাসে অনেকক্ষণ ভ্রমণ করিবেন। উপযুক্ত ব্যায়ামও এ রোগে বিলক্ষণ প্রশস্ত। অনেক ভদ্রলোকে ঘরের ভিতরে কাঁধে ভার বহন করেন। এই রূপ প্রবাদ আছে, বাঁকে করিয়া ভার বহন করিলে অতিশয় কঠিন অর্শরোগ নিবারণ হয়। বোধ করি, ব্যায়ামাদি দ্বারা এই উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইতে পারে। ইহাতে যকৃত এবং অস্ত্রের রক্তাধিক্য দূরীভূত হয়, উত্তম রূপে রক্তসঞ্চালিত হইতে থাকে, মূত্রাশয়ের উগ্রতা কমিয়া যায় এবং পরিপাকশক্তি তীক্ষ্ণ হইয়া আসে, স্তত্রাং অর্শরোগের মূল কারণ আর থাকিতে পারে না।

আর একটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বাহাতে প্রত্যহ সহজে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, এমন ব্যবস্থা করিবে। মলত্যাগের সময়ে জোরে বেগ দেওয়া কর্তব্য নহে। স্থপথ্য দ্বারা রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা উচিত। পুনঃপুনঃ বিরেচক ঔষধ সেবন করিলে অল্প নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে খুনা নারিকেল, পেপে, হিলক-শাক, মুগ ও বুটের ডাউল, আম্র, এঁচোড়, ছত্র প্রভৃতি স্থপথ্য খাইলে প্রতিদিন কোষ্ঠজঙ্কি হইতে পারে।

বিশেষ আবশ্যক হইলে মধ্যে মধ্যে মৃদুবিরেচক ঔষধ সেবন করা আবশ্যক। বৈদ্যশাস্ত্র মতে ওলে অর্শরোগ নিবারণ হয়।

অবধৌত ঔষধের মধ্যে কালকচুর মূল কিছা অশো-কের মূল তামার মাজুলীর ভিতরে পুরিয়া কোমরে ধারণ করিলে অনেক স্থলে অর্শরোগ নিবারণ হইতে দেখা যায়। সিঁতার আটার সহিত কিঞ্চিৎ হরিদ্রা মিশ্রিত করিয়া বলির উপর অল্প মাত্রার লাগাইলে, কিছা বলির উপরে ঘোষা ফল চূর্ণ ঘর্ষণ করিলে উহা পতিত হয়। আকন্দ আটা, সিঁজের আটা, তিত লাউয়ের পত্র, ডহর করঞ্জার কল সমানার্থে ছাগচূর্ণের সহিত বাটিয়া বলির উপরে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। কিন্তু কোন প্রকার উপায়ে ফল না হইলে সূচিকিৎসক দ্বারা বলি কাটাইয়া ফেলিবে।

অর্শসি (ত্রি) অর্শোণ্ডদব্যাদিরস্ত্যস্ত অর্শস্ অন্ত্যার্থে-অচ্। অর্শোরোগযুক্ত। (অর্শোরোগযুক্তোহর্শসঃ। অমর) অর্শরোগ হইলে যে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহার কোন বৈধ ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার থাকে না। [সূত্র অর্শ আদি শব্দে দেখ]।

অর্শসান (ত্রি) ঋজুতি নাশরিষা গচ্ছতি ঋ (অর্ন্তেণ্ডগঃ শুট্ চ। উণ্ ২। ৮৭।) ইতি অসানচ্ শুণঃ শুট্ চ। অগ্নি। (অর্শসানোহগ্নিঃ। উজ্জলদত্ত)। 'অর্শসানঃ পাব-কে স্থাৎ সপ্তাসানচি, কীষ্টিতাঃ। (উণ্ কো০)। বাধক। হিংস্রক। মন্দেহ নামক অসুর।

অর্শিন্ (ত্রি) অর্শমস্ত্যস্ত ইনি। অর্শোরোগ যুক্ত। (স্ত্রী) ভীপ্ অর্শিনী। অর্শতি স্তরতি গচ্ছতি বা অত্র গিনি। স্তরণকারী। গমনকারী।

অর্শোন্ন (পুং) অর্শো ণ্ডদব্যাদিঃ হস্তি অর্শস্-হন্-ট উপ। স০। ওল। শূরণ। ভন্নাতক। কন্। (স্ত্রী) ভীপ্ অর্শোন্নী। তালমূলী। মুষলী বৃক্ষ। (অর্শোন্নীতাল-মূল্যাং স্থাদর্শোন্নঃ শূরণেহপি চ। বিশ্ব)।

অর্শোহিত (পুং) অর্শসি তদ্রোগে হিতঃ তন্নাসকদ্বাং ৭-তৎ। ভন্নাতক। ওল। শূরণ। (ত্রি) অর্শোহিতকর বস্ত্র মাত্র। (ত্রি) অর্শসি অহিতং ৭-তৎ। বাহাতে অর্শো-রোগ বৃদ্ধি পায়।

অর্ষণ (ক্ৰী) ঋষ-গতৌ ভাবে লুট্। গমন। ঋষ্যতেহনেন করণে লুট্। গমন সাধন শকটাদি। (স্ত্রী) ভীপ্ অর্ষণী। অর্হ পুঞ্জে বোধ্যায়েভাদি। পর। অক। পেট্। লট্ অর্হতি। লুঙ্ অর্হীৎ। শিট্ আনর্হ। প্রাপ্তি অর্থে অর্হ ধাতু স্ক-

শ্রুত হয়। বথা—‘কুশীদপথমাহতং পঞ্চকং শতমহতি’। (মহু ৮। ১৫২। অকৃত্য বৃদ্ধি দ্বিজাতির নিকটে শতকরা পাঁচগুণ লইতে পারে, কিন্তু মবাদি তাহাকে কুৎসিত পথ বলিয়া থাকেন)। রামায়ণের মধ্যে মধ্যে ইহার আত্মনে পদের প্রয়োগ দেখা যায়, সেগুলি অর্ধ প্রয়োগ। কিম্বা ‘আত্মনেপদমিচ্ছন্তি পরশ্মৈপদিনাং কচিৎ’। পণ্ডিতেরা পরশ্মৈপদী ধাতুর উত্তরেও কোন কোন স্থলে আত্মনেপদ ইচ্ছা করিয়া থাকেন। এই নিয়মানুসারেই আত্মনেপদ হইতে পারে। যাহা হউক এ প্রথা বিধিসম্মত নহে।

অহঁ। পূজনে চুরাং পরং সকং সেট্। লট্ অহঁয়তি। লুঙ্ আর্জিহৎ। লিট্ অহঁয়ামাস। যুচ্ অহঁণা। (অহঁণা মহঁতে চকুঃ’ রঘু ১। ৫৫। অহঁণাং পূজাং, মল্লি০)। ঐ শ্লোকস্থ চতুর্থ্যস্ত অহঁতে এই পদটাই শত্ প্রত্যয়ের উদাহরণ। স্তব ও নমস্কারাদি দ্বারা সম্মানের নাম পূজা। অতি আভিমুখে সম্মান।

অহঁ (পুং) অহঁতে পূজাতে অহঁ-চুরাং-কর্মণি ঘঞ্। স্তুতি ও নমস্কার প্রভৃতি দ্বারা আরাধনীয় ঈশ্বর। ইন্দ্র। (ত্রি) পূজনীয়। (পুং) বিষ্ণু। তাবে ঘঞ্। পূজা। গতি। যোগ্যত্ব। (ত্রি) কর্তরি অচ্। যোগ্য। (নার্হঃ স্তাৎ পৈতৃকে ধনে। স্তুতি। পৈতৃক ধন লাভের যোগ্য নহে)। কর্মণি ঘঞ্। মূল্য

অহঁণ (ক্লী) অহঁ-ভাবে ল্যুট্। পূজা। অহঁতেহনেন করণে ল্যুট্। সম্মান সাধন দ্রব্য। যুচ্ টাপ্ অহঁণা, পূজা। (পূজানমস্তাপচিতিঃ সপর্ষ্যার্চাংগাঃ সমাঃ। অমর)।

অহঁণীয় (ত্রি) অহঁতে অহঁ কর্মণি অনীয়ন্। পূজনীয়। অহঁতেহনেন করণে অনীয়ন্, অহঁণে সাধু ছ বা। পূজাসাধন দ্রব্য।

অহঁৎ (ত্রি) অহঁ প্রশংসায়াম্-শত্। পূজা। (পুং) জৈন-দেব। ইহার এই কয়েকটি পর্যায় দেখা যায়,—কপণক। বুদ্ধ। জিন। পরাগত। ত্রিকালবিৎ। ক্ষীণাটকর্ম্মা। পর-মেষ্ঠী। অধীশ্বর। শঙ্কু। স্বয়ম্ভু। ভগবান্। জগৎপ্রভু। তীর্থঙ্কর। তীর্থকর। জিনেশ্বর। বাদী। অভয়দ। সার্স। সর্বজ্ঞ। সর্বদর্শী। কেবলী। দেবধিদেব। বোধদ। পুরুষোত্তম। বীতরাগাপ্ত। *। অহঁঃ প্রশংসায়াম্। পা ৩। ২। ১৩৩। প্রশংসা অর্থে অহঁ ধাতুর উত্তর শত্ প্রত্যয় হয়।

অহঁন্ত (পুং) অহঁ-বাহ্-ন্ত (অন্ত)। জৈনদেব। অহঁৎ। অহঁন্তী (ক্লী) অহঁতঃ পূজ্যস্ত ভাবঃ ব্যঞ্হুন্ ভীপ্ বলোপঃ। পূজ্য। পূজ্যোর ভাব। অহঁৎ-ভীপ্-হুন্। পূজ্য।

যোগ্য। *। শপ্ শ্রনোনিত্যম্। পা ৭। ১। ৮১। শী এবং নদী পরে থাকিলে শপ্ ও শ্রনের অকারের পর যদি শত্ প্রত্যয়ের তকার থাকে, তবে শত্ প্রত্যয়ান্ত অব-য়বের স্থানে নিত্য হুন্ হয়। অকারান্ত সর্কনামের উত্তর জস্ স্থানে শী (ঈ) আদেশ হয়। এবং আকারান্ত ও নপুংসক অঙ্গের ঔঙ্ স্থানে শী হইয়া থাকে। (পা ৭। ১। ১৭-১৯)। এখানে ‘শী’ শব্দে এইগুলি বুঝাইতেছে।

দীর্ঘ ঙ্কারান্ত এবং দীর্ঘ উকারান্ত নিত্য জীলিঙ্গ শব্দের নদী সংজ্ঞা হইয়া থাকে। (পা ১। ৪। ৩।)।

শপ্—ভাদি গণীয় ধাতু। শ্রন্—দ্বিবাঙ্গি গণীয় ধাতু। অহঁ (ক্লী) চুরাং অহঁ (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩। ৩। ১০৩) ইতি অ টাপ্ চ। পূজা।

অহঁত (ত্রি) অহঁ-ক্ত। পূজিত। (স্তাদহঁতে নমস্বিতং নমসিতমপচারিতার্থিতাপচিতম্। অমর)।

অহঁ (ত্রি) অহঁতে ভাদি অহঁ-ৎ চুরাং অহঁ-ণ্যৎ। পাই-বার যোগ্য। স্তবের যোগ্য। পূজা।

অল। ভূষণে বারণে চ, ভাদি। উভং সকং সেট্। পর্যাপ্তৌ অকং। লট্ অলতি-তে। লুঙ্ অলীৎ অলিষ্ট। লিট্ অল, অালে।

অল (ক্লী) অলতি ভূষয়তি বারয়তি পর্যাপ্তোতি বা অল-অচ্। বৃশ্চিকের পুচ্ছস্থিত কণ্টকাকার পদার্থ বিশেষ। হল। ইহারই অপভ্রংশে বিছা ও মোমাছি প্রভৃতির হলকে লোকে ‘অল’ কহে। অস্ত্রাদির এবং ষড়শীর অগ্রভাগকেও অল বলে। হরিতাল।

অলক (পুং ক্ল) অলতি ভূষয়তি মুখম্ অল-কুন্। জুন্নি। ঝাঁপ্টা। কাক। কপালের উপরে ছোট ছোট কুঞ্চিত কেশ। (পুং) ক্ষিপ্ত কুকুর। অলক্। জী-টাপ্। ক্ষিপকা-দিত্বাৎ কাপ্যপি ন ইষম্। (ক্ষিপকাদীনাঞ্চ ন। বাঙ্গিক, পা ৭। ৩। ৪৫)। ললাটস্থিত ছিন্নাগ্র বক্রকেশ। ঝাঁপ্টা। জুন্নি। জীলোকদের কপালের উপর এবং কাণের কাছে যে কেশগুলি পড়িয়া থাকে তাহাকে অলকা কহে। আট বৎসর হইতে দশ বর্ষবয়স্ক কস্তা। কুবেরপুরী। (কৈলাসস্থানমলকা। পুং। অমর)। (অলকাং জাত্তসে কামচারিন্। পুং মেঘ ৬৪)। (অলকাং কুবেরপুরীম্। মল্লি০)।

অলকনন্দা (ক্লী) নন্দতি হ্লাদতে নন্দ-অচ্-টাপ্ নন্দা অলকা কুবেরপুরী নন্দা আনন্দিতা বয়া। বহুব্রী পূর্ব পদস্ত পুংস্তাবঃ। ববা অলকে শিবকেশকলাপে নন্দতে অচ্ টাপ্। ৭-তৎ। ভারতবর্ষীয় গদ্য। কুমারী।

অলঙ্কপ্রভা (স্ত্রী) অলঙ্কা পর্যাপ্তা প্রভা বভাঃ । বহুব্রী ।
প্রচুর প্রভাশালিনী । কুবেরপুরী । অলঙ্কা ।

অলঙ্কপ্রিয় (পুং) প্রীণাতি চিকণী করোতি প্রী-ক প্রিয়ঃ
অলঙ্কানাং চূর্ণকুঙ্কলানাং প্রিয়ঃ । ৬-তৎ । পীতশালবৃক্ষ ।
পিয়াসাল গাছ ।

অলঙ্কাধিপ (পুং) অধি অধিকৃত্য পাতি রক্ষতি অধি-পা-
ক অলঙ্কায়াঃ অধিপঃ স্বামী । ৬-তৎ । কুবের ।

অলঙ্কানন্দ । নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের স্থাপিত
গঙ্গাবাসের নিম্নে একটা প্রসিদ্ধ বিল বিশেষ । ইহা নব-
দ্বীপ হইতে প্রায় এক ক্রোশ পূর্বে অবস্থিত ।
পূর্বে এইখানে গঙ্গা ছিলেন, তজ্জন্ত কৃষ্ণচন্দ্র রাজা
উহার পাড়ে একটা বাটা এবং কতকগুলি দেবমূর্তি
স্থাপিত করেন । এখানকার হরিহর মূর্তি অতি মনোহর ।
ইহার একভাগ শাদা পাথরে নির্মিত, অল্প দিকের
গড়ন কষ্টি পাথরের ।

অলঙ্কানন্দ বিলের জলে এক শিব আছেন ; তাহার
নাম হংসবাহন । কেহ কেহ ইহাকে হংসবদনও কহে ।
এই শিবমূর্তি বারমাস জলের ভিতরে থাকে, কেবল
গাজনের সময়ে সন্ন্যাসীরা তাহা তুলিয়া আনে । পরে
গাজন ফুরাইলে বৈশাখ মাসের প্রথম দিনেই আবার
সেই শিব জলে ডুবাইয়া রাখে ।

অলঙ্ক (পুং) নাস্তি রক্তঃ লোহিতবর্ণো বস্মাৎ । ৫-বহুব্রী ।
এখানে র স্থানে বিকল্পে লকার হইয়াছে । পক্ষে অরক্ত
এই প্রকার রূপও হয় ।

অশ্বখ, নাকুড়, পলাশ, ধোয়া প্রভৃতি নানা প্রকার
গাছের সরু সরু ডালের অগ্রভাগে এক প্রকার পরাল-
পুষ্ট কীট জন্মে । এই জাতীয় কীটের হল আছে । সেই
হল দ্বারা তাহার গাছের রস চুষিয়া খায় । ইহাদের
পুরুষের পরিপক্বাবস্থায় চারিটা করিয়া পালক গজায় ।
শরীরের দক্ষিণ দিকে দুইখানি এবং বামদিকে দুইখানি ।
দুইদিকের সম্মুখের দুইখানি পালক পাতলা ও স্বচ্ছ ।
পশ্চাত্তের পালক সোজা ও পুরু । জীজাতির পক্ষ নাই ।
তন্নিম্ন পুরুষ জাতীয় কীট, জীজাতি অপেক্ষা দেখিতে
প্রায় বিশৃঙ্খল বড় । অনেকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখি-
রাছেন যে, এক একটা পুরুষের কাছে অন্যান্য পাঁচ
হাজার জীজাতীয় কীট বাস করে । সুতরাং ইহাদের
পুরুষের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ।

এই কীট গাছের কোমল ছালে ছিদ্র করিয়া
তাহাতে প্রবেশ করে । পরে সেই ছিদ্র দিয়া গাছের

রস ও আটা বাহির হয় । তাহার সেই রস খাইতে
থাকে । ক্রমে ক্রমে ঐ আটা ফুলিয়া ও অস্বচ্ছ-
যুক্ত হইয়া উচ্চ হইয়া উঠে । তখন সমস্ত কীট তাহার
ভিতরে বাস করে । জীজাতিরা অণু প্রবেশ করিলে
আর জীবিত থাকে না, সমস্তই মরিয়া যায় । ডিম
ছুটিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাচ্ছারা মৃতকীটের শরীরের কোষের
ভিতরে বাস করে । এই সময়ে লাক্ষাকোষের ভিতরে
রক্তবর্ণ রঙ জন্মে । কোন গাছে একবার লাক্ষা জন্মিলে
ক্রমে সমস্ত গাছ তাহাতে পরিপূর্ণ হইয়া যায় । কুমিদানার
মত লাক্ষা, পোকার গায়ে রঙ নহে । রাসায়নিক
পরীক্ষা দ্বারা এই রূপ নিশ্চিত হইয়াছে যে, লাক্ষাকীটেরা
বৃক্ষের রস দ্বারা ঐ রূপ বর্ণক দ্রব্য উৎপন্ন করে । তন্নিম্ন
ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ রস লাক্ষাকীটদের
খাদ্যদ্রব্য । কারণ লাহা কাটিয়া শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত কীট
মরিয়া ফেলিতে না পারিলে তাহার ভিতরের রস খাইয়া
ফেলে, সুতরাং আর ভাল রঙ জন্মে না । অনেকে
কহেন, জীবিতাবস্থায় জীজাতীয় কীটের শরীর হইতে
এক প্রকার গোলাপী বর্ণের রস নির্গত হয় । গাছের
আটার সঙ্গে মিশিয়া উহাই লাক্ষার রস হইয়া থাকে ।

শ্রাম, আসাম এবং বঙ্গদেশেই অধিক লাক্ষা জন্মে ।
আমাদের দেশে বৎসরের মধ্যে দুইবার লাহা উৎপন্ন
হয় ; একবার বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে, আর একবার
কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে । যে সকল সরু সরু ডালে
লাহা ধরে, প্রথমে গাছ হইতে সেই সকল ডাল কাটিয়া
ফেলিতে হয় । তাহার পর ডালের যে যে অংশে লাহা
থাকে, সেই সেই স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া
রৌদ্রে শুকাইলে কীট মরিয়া যায় । ইহাকে খুলী লাহা
কহে । পরে সেই লাহা থলের ভিতরে পুরিয়া জলের
সঙ্গে সিদ্ধ করিলে লাল রঙ পৃথক হইয়া পড়ে । শেষে
সেই থলে সরু সরু কাটির উপরে ধরিলে গালা গলিয়া
আসে । কোন কোন স্থলে আগে খুলী লাহা চূর্ণ
করিয়া জলে ধোত করিলে বর্ণক দ্রব্য বাহির হইয়া
যায় । তাহার পর গালা গলাইয়া লয় ।

সমস্ত লাহা এবং লাহার রঙকে সংস্কৃত ভাষায়
অলঙ্ক, লাক্ষা, বাব প্রভৃতি কহে । অলঙ্ক শব্দের অপ-
ভ্রংশ আলঙ্কা । আলঙ্কা বলিলে আমরা কেবল অলঙ্ক
রসকে বুঝিয়া থাকি । লাক্ষার জল আঙুলে মালা দিয়া
প্রথমে একটু গাঢ় করিতে হয় । কেহ কেহ উহার সঙ্গে
কিকিং ফটকিরি মিশাইয়া দেয় । পরে পাট পাট তুলিয়া

গোলাকার করিয়া তাহার উপরে ঐ রঙ চাליয়া দিলে আলতা প্রস্তুত হয়। এই আলতা স্ত্রীলোকের পক্ষে পরম মঙ্গলময় সামগ্রী। সধবা স্ত্রীলোকেরা অঙ্গের বেশ-বিশ্রাস করিতে হইলে আগে পায়ে আলতা পরিয়া থাকেন। পূর্বে এদেশের পুস্তক ও মস্তাদি আলতায় লিখিত হইত। এখন ধারণ করিবার নিমিত্ত কবচাদি লিখিতে হইলে আলতা ব্যবহৃত হয়। পরিবার আলতা ভিন্ন বৈদ্যের তৈলে এবং ঔষধের অমুপানে লাঙ্গারস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে বস্ত্রের এবং চর্মেরও রঙ করা হয়। ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর প্রায় পনের হাজার মণ লাঙ্গারসের কাটুতি হইয়া থাকে। সেখানে সৈনিক বিভাগের বস্ত্র রঙ্গাইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে প্রায় ৩৭০,০০০ টাকা মূল্যের লাঙ্গা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল। এক্ষণে কুমিদানার চলন হওয়ায় লাঙ্গা রসের আদর দিন দিন কমিয়া আসিতেছে।

লাঙ্গার অপভ্রংশ লা বা লাহা। চলিত বাঙ্গালায় লাহা শব্দে কাটা লাহা বা খুণী লাহাকে বুঝায়। গালিত লাঙ্গার অপভ্রংশে আমরা গালা বলিয়া থাকি।

জতু বা যাব শব্দের অপভ্রংশে আমরা জউ বলি। বাঙ্গালায় জউ শব্দে কেবল গালাকে বুঝায়।

সংস্কৃত ভাষায় লাহার এই কয়েকটি পর্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। অলঙ্ক, রাক্ষা, লাঙ্গা, জতু, যাব, ক্রমাময়, রক্ষা, অরক্ত, জতুক, যাবক, অলঙ্কক, রক্ত, পলঙ্কবা, কুমি, বরবর্ণিনী।

আলতা অর্থাৎ লাঙ্গারসের এই কয়েকটি পর্যায় দৃষ্ট হয়,—অলঙ্কক, জতুরস, রাগ, নির্ভংসন, জননী, জনকরী, সম্পদ্যা, শুক্রবর্ধিনী।

বৈদ্য শাস্ত্রমতে লাঙ্গারস তিক্ত ও উষ্ণ। ইহাতে কফ, বায়ুরোগ, রক্তবমন, ব্রণ, কঠরোগ প্রভৃতি নষ্ট হয়।

অলঙ্কক (পুং) অলঙ্ক-স্বার্থে কন্। আলতা। লাঙ্গা। অলঙ্কণ (স্ত্রী) লঙ্ঘ্যতে দৃষ্টতে চুরা। লঙ্ক-(লঙ্কেয়ট্ চ। উপ্ ৩। ৭) ইতি ন অজাগম্। ন লঙ্কণম্। নঞ-তৎ। অচিহ্ন নহে। হ্রস্বমিত্ত। মঙ্গ চিহ্ন।

(ত্রি) নাস্তি লঙ্কণং অচিহ্নং যন্ত। নঞ-বহুব্রী। অচিহ্নশূন্ত। নাস্তি লঙ্কণা শব্দ্য সম্বন্ধবিশেষো যত্র। নঞ-বহুব্রী। লঙ্কণশূন্ত বাক্য।

অলঙ্কিত (ত্রি) ন লঙ্কিতম্। নঞ-তৎ। অজাত। লঙ্কণ দ্বারা অলঙ্কৃত। অকৃতচিহ্ন।

অলঙ্কা (স্ত্রী) লঙ্ঘ্যতে চুরা। লঙ্ক-(লঙ্কেয়ট্ চ। উপ্

৩। ১৬০) ইতি জ মুট্ চ। ততো বিদ্যোদে নঞ-তৎ। লঙ্কার বিরুদ্ধ। নিষ-তি। অলঙ্কা এই শব্দের স্থানে অলঙ্কা শব্দের ব্যবহার আছে।

অলঙ্কা শব্দের এই কয়েকটি পর্যায় দৃষ্ট হয়,—নরক দেবতা। কালকর্ণী। কালকর্ণিকা। জ্যোষ্ঠাদেবী। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে অলঙ্কার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই রূপ বিবরণ লিখিত হইয়াছে,—প্রথমে একবার সমুদ্র মন্থন হইয়া গেল। পরে পুনর্বার দেবতারারা মহাদেবকে প্রণাম করিয়া ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে লাগিলেন। এই বার সমুদ্র হইতে জ্যোষ্ঠা দেবী উঠিলেন। তাহার পলায় রক্তমালা, এবং তিনি বস্ত্রাবৃত। অলঙ্কা দেবী উঠিয়া দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে, তোমরা বল’! দেবতারারা বলিলেন,—‘যে গৃহে সর্কদা কলহ হয়; যাহাদের গৃহে খাপ্রা, তুষ, অঙ্গার, অস্থি, ভস্ম, কেশ প্রভৃতি পড়িয়া থাকে; যে মিথ্যাবাদীরা নিয়ত কর্কশ বাক্য করে; যে চন্দ্রতিরা সন্ধ্যাকালে শয়ন করে; যে ব্যক্তি আগে পা না ধুইয়া প্রথমে আচমন করে; যে নরাদম তৃণ, অঙ্গার, খাপ্রা, প্রস্তর, বালুকা, লৌহ কিম্বা চর্ম দিয়া দস্তধাবন করিয়া থাকে; যাহারা তিলের পিটা, নক্ত, কাঁকড়, সন্ধিনা, গুঞ্জন, ছত্রক, বিড়রাহ, বেগ, ঝিড়ে, লাউ এবং শ্রীকল ভোজন করায় অথবা ভোজন করে—হে দেবী! তুমি সেই নরাদমদের বাটীতে গিয়া বাস কর।’

দ্বীপাবিত্তা অমাবস্তার রাজিতে অলঙ্কার পূজা হয়। সন্ধ্যার পর প্রথমে আচারাহুসারে গৃহের মধ্যে লঙ্কার পূজা হইয়া থাকে। তাহার পর পূজক বাটীর বাহিরে আসিয়া গোবরের পুত্রে লঙ্কপুষ্প দিয়া অলঙ্কার পূজা করেন। অলঙ্কার ধ্যান এই রূপ,—

অলঙ্কাঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ বিভূজাঃ কৃষ্ণবস্ত্রপরিধানাঃ লোহা-ভরণভূষিতাঃ শর্করাচন্দনচর্চিতাঃ গৃহসম্মাননীহতাঃ গর্ভভারুঢাঃ কলহপ্রিয়াঃ।

শেষে মুখ ফিরাইরা কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প দ্বারা পূজার পর প্রণাম করিবে—

অলঙ্কাঃ কুরুপাসি কুংসিতস্থানবাসিনী।

সুধরাজ্যে যয়া দস্তাঃ গুরু পূজাক শাশ্বতীঃ।

দারিদ্র্যকলহপ্রি়ে দেবী যঃ ধননাশিনী।

বাহি শজ্যোগৃহে নিত্যং হিরা তজ্জ ভবিষ্যসি।

গচ্ছ স্বং বলিরং শজ্যোগৃহীষা চাত্তং যঃ।

যদাশ্রয়ং পরিত্যজ্য হিতা তজ্জ ভবিষ্যসি।

তাহার পর কুলঙ্গ বাদ্য করিয়া বালকেরা বলিতে থাকে,—‘আলঙ্গী দুঃ হ, মা লঙ্গী বরে এস’।

অলঙ্কা (ত্রি) লঙ্কতে লঙ্ক-কর্মণি যৎ। নঞ-তৎ।

অজের। বাহা লঙ্ক করা যায় না। লঙ্কা শক্তি দ্বারা বাহার বোধ হয় না। (ত্রি) ব্যাজ শূন্য।

অলঙ্কাস্বামিন্। জনৈক ধর্ম প্রচারক। ধৃঃ ১৮৬২। ৬৩

সালে এই ব্যক্তি, অধোধ্যা নেপাল প্রভৃতি হিমালয়ের নিয়ে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার কটিতে কোপীন, হাতে একটা চিম্টা থাকিত; তন্নিমিত্ত তাঁহার আর কিছুই ছিল না। দুরন্ত শীতেও তিনি গাত্রে বস্ত্র দিতেন না। সাধনের মধ্যে সর্বদাই আকাশপানে চাহিয়া ‘অলঙ্কা’ ‘অলঙ্কা’ এই রূপ চীৎকার করিতেন। পরিশেষে অলঙ্কা-স্বামী, কটকের নিকটবর্তী পর্বতের কুস্তপত্রী নামক অসভা জাতির মধ্যে গিয়া বৃদ্ধরূপী আরম্ভ করিলেন। সেইখানে তাঁহার মহিমা বিনষ্ট হইয়া যায়।

অলঙ্গর্দ (পুং) ন লঙ্গতে লঙ্গতে কুত্রাপি গমনে লঙ্-কিপ্ লঙ্ ততো নঞ-তৎ। অলঙ্ ভেকস্তমর্দয়তি অর্দতি বা অলঙ্-অর্দ-অচ্। জলব্যাণ। জলবোড়া। জলচোঁড়া সাপ। কেহ কেহ কেউটিয়া সাপও কহেন। অলঙ্গর্দ এই প্রকার রূপও হয়।

অলঙ্ঘ (ত্রি) ন লঙ্ঘ লঙ্ঘ বা ক্ত লঙ্ঘ ততো নঞ-তৎ। লঙ্ঘ নহে। অসংস্পৃষ্ট। (স্ত্রী) জ্যোতিষোক্ত পাপগ্রহযুক্ত লঙ্ঘ। অপ্রশস্ত লঙ্ঘ।

লঙ্ঘ এবং লঙ্ঘ ধাতুর অমুবক ওকার ইৎ হয়, তজ্জন্তু নিষ্ঠা প্রত্যয় স্থানে ন হইয়া থাকে। লঙ্ঘ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। ক্লৃষ্ণাস্তম্বাস্ত লঙ্ঘ ইত্যাদি। পা ৭।২। ১৮।

অলঘু (ত্রি) ন লঘু বিরোধে নঞ-তৎ। লঘু নহে। লঘু বর্ণ নহে অর্থাৎ গুরুবর্ণ। (চত্বারো যত্র বর্ণাঃ প্রথম-মলম্ববঃ। ঐতবোধ। যে বৃত্তে প্রথম চারিটা বর্ণই গুরু থাকে)। গৌরবযুক্ত। লঘবশূন্য। দীর্ঘ। (স্ত্রী) বিক্রেতে ভীপ্ অলঘী, অলঘু।

অলঙ্করণ (স্ত্রী) অলঙ্-কৃ-ভাবে লুট্। ভূষণ। করণে লুট্। কঙ্কণাদি ভূষণের দ্রব্য।

অলঙ্কারিণী (ত্রি) অলঙ্কর্তৃঃ শীলমন্ত অলঙ্-কৃ-ইচ্চু। ভূষণকারী। অলঙ্কর্তা। ভূষণশীল। অলঙ্কারযুক্ত ব্যক্তি। মণ্ডিত। ভূষিত। পরিহৃত। *। অলঙ্কৃৎ-নিরাকৃৎ-প্রজনাৎপচোৎপতোদ্রকচাপজপবৃক্ষবৃক্ষচর ইচ্চু। পা ৩।২। ১৩৬। অলঙ্ পূর্বক কৃৎ, নিহ পূর্বক ও

আ পূর্বক কৃৎ, প্রজন, উৎপচ, উৎপত, উদ্ভদ, কচ, অপজপ, বৃভ, বৃধ, সহ, চর এই সকল ধাতুর উত্তর কর্তৃ-বাচ্যে শীলার্থে ইচ্চু প্রত্যয় হয়।

অলঙ্কর্তৃ (ত্রি) অলঙ্-কৃ-তৃচ। ভূষণকর্তা। বেষণ ভূষা করে। (অলঙ্কর্তালঙ্কারিণীশ্চ। অমর)। (স্ত্রী) ভীপ্ অলঙ্কর্তা।

অলঙ্কর্ম্মণী (ত্রি) কর্ম্মণে ক্রিয়ায়ৈ অলং সমর্থঃ থ। কর্ম্ম-কর্ম। কার্য্যদক্ষ। (কর্ম্মকর্ম্মোহলঙ্কর্ম্মণীঃ। অমর)। *। অবড়কাশিতংঘলঙ্কর্ম্মালম্পুরুষাধুত্তরপদাৎ থঃ। পা ৫। ৪। ৭। অবড়ক, আশিতক, অলঙ্কর্ম্ম, অলম্পুরুষ এই সকল শব্দের উত্তর এবং কোন শব্দের উত্তর অধি থাকিলে তাহারও পর স্বার্থে থ প্রত্যয় হয়।

অলঙ্কার (পুং) অলঙ্-কৃ-ভাবে ঘঞ্। ভূষা। অলংক্রিয়া। অলংক্রিয়তেহেনেন অলম্-কৃ-করণে ঘঞ্। ভূষণ। আভরণ। হারকেয়ুর প্রভৃতি। (অলঙ্কারস্বাত্তরণং পরিহারো-বিতৃষণঃ। মণ্ডনক। অমর)। বাক্যের গুণ বিশেষ। সাহিত্যবিষয়ক দোষগুণ প্রতিপাদক শাস্ত্র বিশেষ। সরস্বতীকথাভরণ, কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি।

কিসে ভাল দেখাইবে এবং কিসে ভাল শুনাইবে, মনুষ্য জাতির ইহা স্বাভাবিক ইচ্ছা। পশুপক্ষীদেরও এ সাধ নিত্য কম নহে। ময়ূরীর মন ভুলিবে বলিয়া ময়ূর প্যাকম ছড়াইয়া তাহার সম্মুখে নাচিয়া বেড়ায়। পক্ষিণীর চিত্তাকর্ষণ হইবে বলিয়া অনেক পাখীরই কর্ণস্বর স্মৃষ্টি।

মাহুষ স্রসজ্জা দেখিতে ভাল বাসে বলিয়া কি ধনী, কি দরিদ্র; কি সভ্য, কি অসভ্য, সকলেই আপন আপন রুচি, সম্ভাবনা এবং নিগুণতাহুসারে নগরের, গৃহের এবং দেহের সজ্জা করিয়া থাকে। অসভ্য জাতির অর্থবল নাই, রুচিও মার্জিত নহে, তেমন শিল্পনিগুণতাও নাই, সে তজ্জ তাহারা সামান্য দ্রব্যে আপনাদের গৃহ ও অঙ্গ সাজাইয়া রাখে। অনেক অসভ্য জাতির গৃহ সজ্জা কেবল মৃত দেহের স্তম্ভি। তাহাদের অঙ্গের ভূষণও সামান্য। কড়ী, ফলের বীজ, শূকরের দাঁত, পাখীর পালক, পশুর পুচ্ছ, ইহাদের সম্ভাবনা। আবার সভ্য-লোকেরা কাঠ, কাচ, প্রস্তর, বস্ত্র প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যে গৃহ সাজাইয়া থাকেন। এই সকল দ্রব্যে কত প্রকার চিত্র বিচিত্র করা। তাহাদের অঙ্গের অলঙ্কার মনোহর। স্বর্ণ, রৌপ্য, মতি, মণি, বিচিত্র বস্ত্র প্রভৃতি দিয়া তাহারা অঙ্গের বেশভূষা করেন।

অতি প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষে নানা প্রকার বহুমূল্য অলঙ্কার চলিত হইয়াছিল। এ দেশ উষ্ণপ্রধান, তাই সর্কাদ বস্ত্রে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক হয় না, কাজেই ভারতবর্ষে সর্কাদে অলঙ্কার পরিবার বিশেষ সুবিধা। পুরাতন দেব মন্দিরে যে সকল মূর্তি ক্ষোদিত আছে, তাহাতে অনেক প্রকার অলঙ্কার দেখা যায়। অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক, গলায় মুক্তামালা, হাতে কঙ্কণ, কানে কুণ্ডল, — আর কত নাম করিব? প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে বিবিধ অলঙ্কারের নাম আছে। দৈত্যবধের সময়ে দেবতার দেবীকে নানা প্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত করেন। শকুন্তলা পতি গৃহে যাউবেন; পতিগৃহে যাইবার সময়ে উত্তম উত্তম বেশভূষা পরা চাই। কিন্তু অননুয়া ও প্রিয়ম্বদা বনবাসিনী; তাহারা চিরকাল বনে রহিয়াছে, কাজেই ভূষণ পরাইবার কি জানে? সে জন্ত চিত্রপটের কোথায় কোন অলঙ্কার আছে তাহাই দেখিয়া সখীরা শকুন্তলাকে সাজাইয়া দিল। সংস্কৃত ভাষায় মানসোল্লাস, অমর, হেমচন্দ্র প্রভৃতি পুস্তকেও অলঙ্কারের বিশেষ বিবরণ আছে। তাই বৃত্তিতে পারা যাইতেছে, অতি পূর্বকালেও এদেশে বহুমূল্য রত্নালঙ্কারের বিশেষ চলন ছিল। সংস্কৃত পুস্তকে যে সকল অলঙ্কারের বিবরণ আছে তাহা এই,—

(১) মস্তকের অলঙ্কার—মালা, গর্ভক, ললামক, আপীড়, বালপাশা, পারিতথ্যা, হংসতিলক, দণ্ডক, চূড়ামণ্ডন, চূড়িকা, লঘন, মুকুট।

মালা। ইহার অপর পর্যায় মালা ও স্রক। জীলোকেরা ফুলে মালা গাঁথিয়া খোঁপায় পরিয়া থাকেন।

গর্ভক। ইহার অপর নাম প্রভ্রষ্টক। কেহ কেহ বলেন ইহা খোঁপার মালা বিশেষ। কাহারও মতে ইহা এখনকার গুঁজিকাটির মত এক প্রকার কাঁটা। জীলোকেরা উহা খোঁপার ভিতরে গুঁজিয়া দিতেন। অমরের টীকার মহেশ্বর লিখিয়াছেন যে, চুলের মধ্যে যে মালা পরিতে হয় তাহার নাম গর্ভক এবং শিখায় যে মালা লঘমান থাকে তাহাকে প্রভ্রষ্টক কহে। (কেশমধ্যে ধৃতা মালা গর্ভক ইত্যুচ্যতে। যন্মালাং শিখায়াং লঘমানং তৎপ্রভ্রষ্টকম্)।

ললামক। অমরকোষে এই অলঙ্কার এক প্রকার মালার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে সোজা

তিন সারি সোনার পাত থাকিত, মধ্যস্থলে মণির চাঁদ এবং উহার দুই পাশে রত্নখচিত, নিম্নে মন্দির ঝালর। দেখিতে অনেকটা সীঁথির মত। জীলোকেরা ইহা মস্তকের সম্মুখে পরিতেন। ঐ অলঙ্কারের দুই পার্শ্ব এবং মধ্যস্থলের চাঁদের উপরিভাগ খোঁপায় লাগান থাকিত। ইহার মুক্তাঝালর ললাটের উপর ঝুলিত বলিয়া ইহার নাম ললামক হইয়াছে। (পুরো হস্তং ললাটপর্যন্তং ক্ষিপ্তং ললামকম্। ইতি মহেশ্বর)।

আপীড়। ইহার অপর নাম শেখর। শিখায় পরিবার মালাকে আপীড় বা শেখর কহে।

বালপাশা। মহেশ্বরের মতে ইহা সীঁথার অলঙ্কার। কিন্তু স্বামী কহেন যে, চুলে জড়াইবার মুক্তামালাকে বালপাশা কহে। (স্বামী তু প্রথমং বালং বন্ধনং মুক্তাবলী নামিত্যাহ। মহেশ্বর ধৃত)।

পারিতথ্যা। এই অলঙ্কার এখনকার সীঁথি। ইহা স্বর্ণ নিষ্প্রিত এবং প্রস্তরাদি জড়িত। অমরসিংহের মতে, বালপাশা এবং পারিতথ্যা একই অলঙ্কার।

হংসতিলক। ইহা স্বর্ণে নিষ্প্রিত, দেখিতে অশ্বখপত্রের মত। ইহার মধ্যে মণিমুক্তা জড়িত থাকিত। জীলোকেরা ইহা সীমস্তের উপরে পরিতেন।

দণ্ডক। এই অলঙ্কার বালার মত। ইহা সোনার পাতে গাঁথা, ইহার উপরে মুক্তা বসান থাকে। এই অলঙ্কার হইতে বুন বুন শব্দ হয়।

চূড়ামণ্ডন। দণ্ডকের উপরিভাগের শোভার নিমিত্ত সেকালে চূড়ামণ্ডনের চলন ছিল। এই অলঙ্কারের আকৃতি কেতকীদলের ত্রায়। ইহা স্বর্ণে নিষ্প্রিত।

চূড়িকা। ইহা স্বর্ণে নিষ্প্রিত এবং ইহার আকৃতি পদ্মের ত্রায়। ইহা খোঁপার পশ্চাতে পরিতে হয়।

লঘন। এই অলঙ্কার চূড়িকা হইতে ঝুলিয়া থাকিত বলিয়া ইহার লঘন নাম হইয়াছে। ইহাকে পশ্চিমাঞ্চলে এখন ঝালা কহে। ছোট ছোট সোনার ফুল, তাহার দুই ধারে মুক্তা ঝুলান এবং মধ্যস্থলে ইস্ত্রনীল প্রভৃতি মণিখচিত। এই অলঙ্কার এখন অনেক প্রকার হইয়াছে।

মুকুট। ইহা স্বর্ণ ও মণিমুক্তায় রচিত। ইহার দুই পাশে কান্ধরা উঠান এবং মধ্যস্থলে উচ্চ চূড়া। চূড়াতে পাখীর সূক্ষ্ম পালাক লাগান। মুকুট অনেক প্রকার। পূর্বে এ দেশের রাজা ও রাজমহিষীরাই মুকুট পরিতেন। এখনও ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশের সম্রাটবংশের প্রায় সকল মহিষীরাই মুকুট পরিয়া থাকেন।

(১) ইহার অধিকাংশ হল, কৃতবিদ্যা শ্রীযুক্ত ডাক্তার রামদাস সেন মহোদয়ের রচনাকৃত হইতে গৃহীত হইয়াছে।

ইমা নারীরবিধবা: সুপত্নীরাঙ্গনেন সর্পিষা সং বিশস্ত।
 অনশ্রবোহনমীবা: সুরত্না আ রোহস্ত জনয়ো যোনিমগ্রে।
 ধ্যেদ ১০। ১৮। ৭।
 (ইমা:। নারী:। অবিধবা:। সুপত্নী:। আঙ্গনেন।
 সর্পিষা। সং। বিশস্ত। অনশ্রব:। অনমীবা:। সুরত্না:।
 আ। রোহস্ত। জনয়:। যোনিম্। অগ্রে।)

অবিধবা:—ধব: পতি:। অবিগতপতিকা:, জীবন্ত-
 র্ত্তকা ইত্যর্থ:। সুপত্নী:—শোভনপতিকা:। ইমা নারী-
 নারী আঙ্গনেন সর্পিতো হঙ্গনসাধনেন সর্পিষা যুতেনাক্ত-
 নেত্রা: সত্য: বিশস্ত। তত্রানশ্রবোহশ্রবজ্জিতা অক-
 দতোহনমীবা:। অনমীবা রোগ:। তদ্বজ্জিতা:। মানস-
 দু:খবজ্জিতা ইত্যর্থ:। সুরত্না: শোভনধনসহিতাজনয়:।
 জনয়ন্ত্যপত্যমিতি জনয়ো ভাৰ্য্যা:। তা অগ্রে সর্পেবাং
 প্রথমত এব যোনিং গৃহমারোহস্ত। আগচ্ছত।

দেবরাদিক: প্রেতপত্নীসুদীর্ঘ নারীতানয়া তুর্ভসকা-
 শাদুখাপয়েৎ। সৃজিতঞ্চ। এইখানে আখ্যায়নীর সূত্র
 উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পরে তাহা লেখা যাইতেছে।

ইমা:—এই সকল। নারী:—স্ত্রীলোকেরা। অবি-
 ধবা:—সধবা। সুপত্নী:—উত্তমপতিযুক্ত। আঙ্গনেন—
 বাহাতে অঙ্গন প্রস্তুত হয়, তৎসহ। সর্পিষা—যুতসহ।
 সং—সং। বিশস্ত—প্রবেশ করুন। অনশ্রব:—অশ্র-
 শূতা। অনমীবা—দু:খশূতা। সুরত্না:—সুরত্নযুক্ত।
 আ—অ। রোহস্ত—আগমন করুন। জনয়:—ভাৰ্য্যা।
 যোনিম্—গৃহে। অগ্রে—প্রথমে।

এই সকল সধবা স্ত্রীলোকেরা, বাহাদের উত্তম পতি
 আছেন, তাঁহারা অঙ্গনজনক যুত চাক দিয়া (অথবা
 যুতাদি লইয়া) প্রবেশ করুন। তাঁহাদের চক্ষে জল নাই,
 মনে দু:খ নাই, সেই সকল রত্নভূষিতা জায়াসকল
 অগ্রে গৃহে আসুন।

সায়নাচার্য্য, ‘অগ্রে’ এই রূপ পাঠ ধরিয়া—
 ‘সর্পেবাং প্রথমত এব’, সকলের প্রথমে—এই অর্থ
 করিয়াছেন, এখানে অগ্নিপাঠ গ্রহণ করিলে অর্থ ঠিক
 থাকে না। সধবা স্ত্রীলোকেরা কেন অগ্নিতে প্রবেশ
 করিবেন?

উদীর্ঘ নারীভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি।
 হস্তগ্রাভস্ত দিধিবোধমেতং পত্ন্যর্জনিম্মতি সং বভূথ।

ধ্যেদ ১০। ১৮। ৮।

উদীর্ঘ। নারি। অতি। জীবলোকং। গতাসুম্।
 এতম্। উপ। শেষে। এহি। হস্তগ্রাভস্ত। দিধিবো:

তব। ইদম্। পত্ন্য:। জনিমম্। অতি। সং। বভূথ।

হে নারি যুতস্ত পত্নি। জীবলোকং জীবানাং পুত্র-
 পৌত্রাদীনাং লোকং স্থানং গৃহমভিলক্ষ্যাদীর্ঘ।
 অস্মাংস্থানাহুষ্টিষ্ঠ। ঈর গতৌ, আদাদিক:। গতাসুমেত-
 ত্রাস্তপ্রাগমেতং পতিমুপশেষে। তস্ত সমীপে স্থপিষি।
 তস্মাৎ স্বমেহি—আগচ্ছ। স্বস্মাৎ স্বং হস্তগ্রাভস্ত পাণি-
 গ্রাহং কুর্ন্তো। দিধিবোর্গর্ত্তস্ত নিধাতুস্তবাস্ত পত্ন্য:
 সধ্বজ্জাদাগতমিদং জনিমং জায়াস্মভিলক্ষ্য সং বভূথ
 সমুতাস্তসুসরণনিশ্চয়মকারীতস্মাদাগচ্ছ।

হে নারি! উঠ, তুমি জীবিত মানুষের কাছে এস।
 তুমি যুতপতির কাছে শুইয়া আছ। তুমি তোমার
 পতির দ্বারা সমস্ত প্রসব করিয়াছিলে। (অতএব
 তোমার কর্তব্য কর্ম করা হইয়াছে, তুমি উঠিয়া
 আইস।)

এই ঋকটীর দ্বিতীয় চরণে আর একটি অর্থ হয়।
 যথা,—হস্তগ্রাভস্ত—পাণিগ্রহণকারীর। দিধিবো:—
 পুনর্বারবিবাহেচ্ছুর। পত্ন্য:—পতির। ইদম্—এই।
 জনিমম্—জায়াস্মম্। তব—তোমার। অতি সং বভূথ—
 সম্যক্ প্রকারে যোগ্য হইয়াছ। অর্থাৎ পুনর্বার
 তোমার যিনি পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন,
 তাঁহার ভাৰ্য্যা হইতে তুমি যোগ্য হইয়াছ।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ঠিক
 ঐরূপ একটি মন্ত্র আছে। ঐ মন্ত্রের শেষার্ধ্বে কিছু প্রভেদ
 দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। মন্ত্রটীতে
 বিধবা বিবাহের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। যথা,—
 ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নিপদ্যত উপ স্বা মন্ত্য
 প্রেতং।

বিধং পুরাণমহু পালরন্তী তৈস্ত প্রজাং ত্রিবিগ্ধেহ

ধেহি ১৩।

উদীর্ঘ নারীভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি।
 হস্তগ্রাভস্ত দিধিবোধমেতং পত্ন্যর্জনিম্মতিসম্বভূব ১৪।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৬। ১। ৩।

সায়নাচার্য্যের টীকা—অথাত্ত ভাৰ্য্যাসুপসংবেশয়তি।

*** হে ‘মন্ত্য’,—মন্ত্য, যা ‘নারী’ যুতস্ত তব ভাৰ্য্যা,
 সা ‘পতিলোকং’ ‘বৃণানা’ কাময়মানা; ‘প্রেতং’ স্বাং,
 ‘উপনিপদ্যতে’—সমীপে নিতরাং প্রাপ্নোতি। কীদৃশী?
 —‘পুরাণং বিধং’ অনাদিকালপ্রবৃত্তং ক্লংহং স্ত্রীধর্মং,
 অনুক্রমেণ ‘পালয়ন্তী’,—পতিব্রতানাং স্ত্রীণাং পত্যা
 সত্বেব বাস: পরমো ধর্ম:। ‘তৈস্ত’ ধর্মপট্টয়া, স্বং ‘ইহ’

লোকে, নিবাসার্থমুজ্জাং দদ্যা, 'প্রজাঃ' পূর্ববিদ্যমানাং পুত্রাদিকাং, 'দ্রবিশং' ধনং 'চ' 'দেহি' সম্পাদয়, অমৃত-জানীহীত্যর্থঃ। ১০।

স্বাং প্রতি গতঃ সর্বো পাণাবতিপদোথাপয়তি, **
হে নারি, ত্বং 'ইতাম্'—গতপ্রাণং, 'এতং'—পতিং,
'উপশেষে'—উপেত্য শয়নং করোষি, 'উদীৰ্ঘ'—
অমৃতং পতিসমীপাদ্ উত্তিষ্ঠ, 'জীবলোকমভি'—জীবন্তং
প্রাণিসমূহমভিলক্ষ্য, 'এহি'—আগচ্ছ। 'ত্বং' 'হস্ত-
প্রাভন্ত'—পাণিগ্রাহবতঃ, 'দিধিষোঃ'—পুনর্বিবাহেচ্ছোঃ,
'পত্ন্যঃ এতং জনিত্বং'—জাম্বাত্বং, 'অভিসম্ভব'—আভি-
মুখ্যেন সমাক্ প্রাপ্নুহি। ১৪।

হে মহিষা। এই নারী পতিলোক কামনা করিয়া
নিকটে আগমন পূর্বক মৃত ভোমাকে সমাক্ রূপে
পাইয়াছেন। তিনি চিরকাল জীর্ধর্ম পালন করিয়া
আসিয়াছেন। তাঁহাকে ইহলোকে থাকিবার জন্ত অমু-
মতি করিয়া প্রজা ও ধন প্রদান কর। ১০।

হে নারি। তুমি মৃতপতির কাছে শয়ন করিয়া
আছ; তুমি এখান হইতে গাত্রোত্থান কর, জীবিত
প্রাণিদের নিকটে আইস। তোমার যিনি পাণিগ্রহণ
করিবেন, সেই পুনর্বার বিবাহেচ্ছু পতির সমাক্ রূপে
ভায়া হও। ১৪।

ঋগ্বেদের এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মন্ত্র দুই-
টির প্রত্যেক শব্দের অর্থ তুলনা করিলে দুইটিরই এক-
ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু দুইটি মন্ত্রেরই কাল সম্বন্ধে গোল
আসিয়া পড়ে। কারণ, বৈদিক ভাষায় ভূধাতুর বর্তমান
কালে মধ্যম পুরুষে অমৃত্যু বৃথাইলে 'বভূবি' এই
প্রকার রূপ হয়। 'অভি সং বভূব' ইহা ভূত কালের
মধ্যম পুরুষের বহুবচনের রূপ, আর প্রথম ও উত্তম
পুরুষের একবচনেও প্রযুক্ত হয়। কিন্তু তৈত্তিরীয়
আরণ্যকের মন্ত্রে সায়নাচার্য্য আপত্তি করেন নাই।
'জাম্বা হও' বলিয়া তিনি অমুজ্জাতেই অর্থ করিয়াছেন।

তামুখাপয়েদেবরঃ পতিস্থানীয়োহস্তেবাসীজরদাসো
বোধীর্ধ' নার্য্যভি জীবলোকমভি। আং গৃং ৪। ২। ১৮।
গার্গ্যনারায়ণ এই মন্ত্রের এই রূপটীক করিয়াছেন—
অথ পত্নীমুখাপয়েৎ কঃ? দেবরঃ পতিস্থানীঃ। স
পতিস্থানী ইত্যাচ্যতে। অনেন জায়তে পতিকর্ষকং
কর্ম পুংসবনাদি পত্যসম্ববে দেবরঃ কুর্যাদিতি। অস্তে-
বাসী শিষ্যঃ। যো বহুকালং দাতং কৃষ্য বৃক্ষোৎকৃৎ
স বা।

দেবর যিনি পতির সদৃশ, হয় তিনি কিম্বা শিষ্য
অথবা পুরাতন চাকর-তাঁহাকে এই বলিয়া তুলিবেন,—
হে নারি! উঠ, জীবলোকে আইস ইত্যাদি।

পতিস্থানীয় শব্দের অর্থে টীকাকার লিখিয়াছেন যে,
পতিকর্ষক পুংসবনাদি কর্ম যিনি সম্পন্ন করেন।

এই সকল প্রমাণ দেখিয়া স্পষ্টই জানা গেল যে,
বৈদিক সময়ে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবারা পুনর্বার
বিবাহ করিতেন, তাঁহারা মৃতপতির সঙ্গে পুড়িয়া মরিতেন
না। কিন্তু একটা বড় সন্দেহ আসিয়া পড়িতেছে।
আসল বস্ত্র না থাকিলে তাহার নকল বস্ত্রের স্ফটি হয়
না। আসল মুক্তা আছে, তাই দেখিয়া বুটো মুক্তা
প্রস্তুত হয়। পূর্বে যজ্ঞোপবীত হইলে ব্রহ্মচারীরা গুরু
আশ্রমে যাইতেন; গিয়া বেদ পাঠ করিতেন। এখন
আর সে প্রথা নাই; যজ্ঞোপবীত হইলে কেহ গুরু
গৃহে বেদ পড়িতে যান না। কিন্তু পূর্বের সেই আসল
নিয়মের একটা নকল আজও রহিয়া গিয়াছে। যজ্ঞো-
পবীত হইলে ব্রহ্মচারী বাটী হইতে চলিয়া যাইবার
নিমিত্ত করেক পা অগ্রসর হন, পরে জননী গিয়া
তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন। এটা কেবল পুরাতন
নিয়ম রক্ষা মাত্র, বস্ত্রতঃ আর কিছুই নয়।

বৈদিক সময়ে সহমরণ বিষয়েও আমাদের সন্দেহ
এই যে, স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারী মৃতপতির
চিতায় গিয়া শুইতেন কেন? আমাদের বোধ হয় বৈদিক
কালের পূর্বে লোকে যখন অত্যন্ত অসভ্য ছিল, সেই
সময়ে আর্ধ্যজ্ঞাতির মধ্যে সহমরণ চলিত ছিল। জীবিত
মানুষকে পোড়াইয়া মারা পণ্ডর কাজ বৈ আর কিছু
নহে। সাধ করিয়া জীহত্য, মাতৃহত্যা করা ধার্মিক
লোকের বুদ্ধিতে আসে না, এ কেবল পাষাণ
নরপিশাচদের মনের ঘোর অন্ধতার পরিচয়। বেদের
সময়ে আর্ধ্যেরা সুশিক্ষিত ও সভ্য হইয়াছিলেন,
ধর্মের নিম্নলি জ্যোতিঃ তাঁহাদের মনকে আলো-
কিত করিয়াছিল। তেমন অবস্থায় মিথ্যা আশায়
ভুলিয়া কখনই তাঁহারা জীহত্যা করিতে পারেন না।
কিন্তু একটা প্রথা দেশে অনেক দিন চলিয়া আসিলে
একেবারে তাহা উঠাইয়া দেওয়াও কঠিন হয়। বৈদিক
সময়ের পূর্বে সহমরণ চলিত ছিল, তাই বৈদিক
কালে ঋষিরা ঐ প্রথা একেবারে রহিত করিতে পারেন নাই।
সে অস্ত্র স্বামীর মৃত্যুর পর, পুরাতন নিয়ম রক্ষা করিবার
নিমিত্ত বিধবা নারী মৃতপতির চিতায় শয়ন করিয়া এক-

বার শয়ন করিতেন। শেষে তাঁহাকে উঠাইয়া আনা হইত। এটা আসল নিয়মের নকল নিয়মই আর কিছুই নহে, অহুমান করিয়া এখন এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

ক্রমে রাজবিপ্লবে ও ধর্মবিপ্লবে হিন্দুরা আবার অজ্ঞ হইয়া পড়িলেন। পূর্বের মত জ্ঞানানুশীলন ও ধর্মালোচনা থাকিল না, এই অবস্থায় বঠিন ভ্রমে পড়িয়া তখনকার অদূরদর্শী শাস্ত্রকারেরা পুনর্বার সহমরণ চলিত করিলেন। জীলোকের উপর এত অত্যাচার, জাতীয় নিস্তেজস্বতা এবং সমাজের অবনতির লক্ষণ। পতির মৃত্যুর পর পুড়িয়া মরিবে—জীলোক, পতি মরিলে একাদশী করিবে—জীলোক; আর পক্ষী মরিলে গোড়া পুরুষ, কোলের গৃহলক্ষ্মীকে লইয়া পুড়িয়া মরিবে না, একাদশীও করিবে না; তিনি কেবল নূতন বর সাজিয়া আর একটা বিবাহ করিবেন। কেন?—এত অস্থায়ি কি জন্ত? যে দিন হইতে জীলোকদের প্রতি এই সকল অত্যাচার ঘটয়াছে, সতীদাহও সেই সময় হইতে চলিয়া আনিয়াছিল।

ইহার মধ্যে আর একটা কথাও আছে। যত দিন বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, সে পর্য্যন্ত সহমরণ বড় আবশ্যক ছিল না। বিধবা বিবাহ বন্ধ হইলে সমাজে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। তাই শাস্ত্রকারেরা, পরকালে স্ত্রের আশা দেখাইয়া অবলা বিধবাদিগকে ভুলাইয়া বধ করিতে লাগিলেন।

এই গেল সহমরণাদির পূর্ব ইতিহাস। এখন, পঞ্চাশ বৎসর আগে বাঙ্গালার জীলোকেরা কিরূপে পুড়িয়া মরিতেন, তাহাই লেখা যাইতেছে। ঋতুমতী ও গর্ভবতী নারী এবং কোলে ছোট ছেলে থাকিলে সে সকল জীলোক পতির সঙ্গে মরিতে পাইতেন না। (কল্পতরু ও রত্নাকর)। তবে ঋতুর তৃতীয় দিবসে স্বামীর মৃত্যু হইলে একদিন শব রাখিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ১৮২২।২৩ সালে গভর্ণমেন্ট চারিদিকে তীব্রদৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করিলেন; পুলিশের বিশেষ অনুমতি না লইয়া কেহ সতীদাহ করিতে পারিতেন না, তজ্জন্ত সে সময়ে চারি পাঁচ দিনের বাসী-মড়া পড়িয়া থাকিত। যে কয়েক দিন মড়া পচিতে থাকিত তত দিন পর্য্যন্ত হতভাগ্য বিধবা নারী কিছুই খাইতেন না। সে ব্যবস্থা ভাল ছিল। চূপ করিয়া নিতান্ত বেকার থাকিতে হয়, তাহার চেয়ে বেগারে দাঁতে দাঁত দিয়া, শুকাইয়া মৃত্যুর দিকে অনেকটা আগ্রসর হইতে পারিতেন।

অন্তোষ্টি ক্রিয়ার আয়োজন করিয়া আগে মৃতদেহকে চিতার উপর রাখা হইত। প্রেত পিণ্ডাদি দেওয়া হইলে নাপিত আসিয়া সতীর নথ কাটিয়া দিত। তাহার পর তিনি, অলঙ্কার খুলিয়া, হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া স্নান করিয়া আদিতেন। স্নান কবা হইলে আত্মীয় স্বজনরা তাঁহাকে ঢেলীর কাপড় পরাইত, রাজ্য হুতা দিয়া হাতে আলতা বাধিয়া দিত, চুলের উপর ধরে ধরে চিরুণী সাজাইয়া দিত এবং কপাল যুড়িয়া সিন্দুর মাখাইত। এই রূপ বেশভূষা হইলে সতী, আচমন করিয়া তিল জল ও কুশহস্তে পূর্বমুখে এই রূপ সজ্জা করিতেন—

অদ্যমুকে মাসি, অমুকে পক্ষে, অমুকে তিণ্ডো; অমুকগোত্রা, শ্রীমতী অমুকী দেবী; অরুদ্রতী সন্ম। চারদ্বপূর্বক—স্বর্গলোকমহীয়মানত্ব—মানবাধিকরণক—লোমসংখ্যাদাবচ্ছিন্ন—স্বর্গবাসভর্ষসহিতমোদমানত্ব—মাতৃপিতৃ—স্বশুরকুলত্রয়পুত্ৰত্ব—চতুর্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্ন—কালাদিকরণকাঙ্গারোগণত্বয়মানত্ব—পতিসহিতক্ৰীড়া—মানত্ব—ব্রহ্মব্রহ্মকৃতগ্নিগ্নয়পতিপুত্ৰত্ব—কামা—ভর্ষজল-চ্চিত্তারোহণমহং করিষ্যে।

আজি অমুকমাসে, অমুক পক্ষে, অমুক তিথিতে, অমুক গোত্রের শ্রীমতী অমুক দেবী,—বশিষ্ঠকে লইয়া স্বর্গে অরুদ্রতী যেনন মহিমাম্বিতা হইয়াছেন—আমিও যেন সেই রূপ, মাতৃষের শরীরে যত লোম আছে তত বৎসর স্বর্গে পতিকে লইয়া স্ত্রণে থাকিতে পারি; আমার পিতার, মাতার ও স্বশুরের কুল যেন পবিত্র হয়; যত দিন চতুর্দশ ইন্দের অধিকার থাকিবে, তত কাল পর্য্যন্ত যেন অপ্সরোগণ স্তব করিতে থাকে; পতির সঙ্গে যেন ক্রীড়া করিতে পাই; ব্রহ্মহত্যা, মিত্রহত্যা ও কৃতঘ্নতা জন্ত যদি পাপ ঘটয়া থাকে, আমার স্বামী যেন সে পাপ হইতে মুক্ত হন,—এই সকল কামনা করিয়া আমি পতির জলন্ত চিতায় আরোহণ করিতেছি।

এই রূপ সজ্জা করা হইলে, সতী স্বর্ঘ্যার্থ দিয়া দিক্‌পালাদিকে সাক্ষী করিতেন—

অষ্টৌ লোকপালা আদিত্যচন্দ্রানিলাগ্ন্যাকাশভূমি-জলহৃদয়াবস্থিতাস্তর্গামিপুরুষমদিনরাত্রিসন্ধ্যাধর্ম্য। যুগং সাক্ষিপোভবত অলচ্চিত্তারোহণেন ভর্ষশরীরাহুগমনমহং করিষ্যি।

অষ্টলোকপাল, আদিত্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, আকাশ,

ভূমি, জল, স্বদরস্থিত অন্তর্ধামিপূর্বক, বস, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, বর্ষ, তোমরা সকলে সাক্ষী থাক—আমি অলস চিতারোহণ করিয়া স্বামীর অহুগমন করিতেছি।

এই রূপে লোকপালাদিকে সাক্ষী মানিয়া সতী আঁচলে খই, খও এবং কড়ী লইয়া সাতবার (ব্যবস্থার তিনবার আছে) চিতা প্রদক্ষিণ করিতেন। প্রদক্ষিণ করা হইলে, ‘ইমা নারীর্’ ইত্যাদি ঋগ্বেদ পাঠ করিতে হইত। শেষে তিনি চিতার উপর উঠিয়া স্বামীর পাশে শয়ন করিতেন। আত্মীয় স্বজনেরা কক্ষির বেতী এবং গাছের কাঁচা ছালের দড়ী দিয়া তাঁহাকে মৃতদেহ ও বড় বড় কাঠের কুঁদার সঙ্গে শক্ত করিয়া বাঁধিত। তাহার পর অগ্নি সমর্পণ করা হইত, চারি দিক হইতে লোকে ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া বড় বড় কক্ষির, শরের ও পাকাঠির বোঝা চিতার উপরে ফেলিয়া দিত। কেহ কেহ চিতার উপরে বড় বড় বাঁশ ফেলিয়া দিয়া চাপিয়া থাকিত। এ দিকে পাঁচ সাতটা ঢাক বাজিতেছে, কীর্তনীয়রা খোল করতাল বাজাইয়া আকাশ পাতাল তুলিয়া ফেলিতেছে। চিতার ভিতর ঘোর আর্তনাদ হইলেও তাহা শুনিবার উপায় নাই। কচিং আশ্বনের আলায় ছট্ ফট্ করিতে করিতে কেহ কেহ চিতা হইতে পড়িয়া যাইতেন। চিতাভ্রষ্ট সতীকে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। প্রায়শ্চিত্তের পর গৃহস্থেরা আর তাঁহাকে ঘরে লইতেন না। কাজেই মুর্দার ফরাশেরা তাঁহাকে লইয়া যাইত। তাই চিতা হইতে কদাচিং কেহ পড়িয়া গেলে, আত্মীয় স্বজনেরা জ্বীলোকটার মাথার লাঠি মারিয়া তাহার প্রাণ নাশ করিতেন। চিতা প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে অনেকেরই শরীর দিয়া দর দর ঘর্ষধারা বহিতে থাকিত এবং অল্পক্ষণ পরেই তাঁহারা মুচ্ছা যাইতেন। কাহারও কাহারও এই সময়ে হঠাৎ মৃত্যু হইয়াও গিয়াছে। বাহার এই সকল ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, অদ্যাবধি সে সকল বুদ্ধ লোক জীবিত আছেন।

সে কালে সহমরণ দেখিবার নিমিত্ত বালক, বালিকা এবং অনেক সধবা জ্বীলোক শ্রাণে যাইতেন। তাঁহারা সতীর হাতের ভাঙ্গা শাঁখা, কপালের সিন্দূর এবং ছড়ান খই কুড়াইয়া আনিতেন। কোন বালবধু পতিপরায়ণা না হইলে তাহাকে সেই সিন্দূর পরাইয়া দিত। সেই খই বিছানার রাধিলে ছারিশোকা হইত না। কাহাকে পেত্তিনীতে পাইলে সেই শাঁখা ভাঙ্গা রোগীর গলায়

বাঁধিয়া দেওয়া হইত। [অহুমরণাদির ঐতিহাসিক বিবরণ অহুমরণ শব্দে দেখ এবং অশৌচাদির বিবরণ সহমরণ শব্দে দেখ]।

অনুমোদ (জি) অহুমীরতে অহু-মা-কর্মণি ১৭। অহুমান করিবার যোগ্য। অহু-মি-কর্মণি ১৭। পশ্চাৎ ক্ষেপের যোগ্য। অহু-মী-কর্মণি ১৭। পশ্চাৎ বধ্য। যে পরে বধের যোগ্য।

অনুমোদ (পুং) অহু-মুদ-নিচ-ঘঞ্। সম্মতিজনক ব্যাপার। সম্মতি প্রকাশ। আশ্লাদ প্রকাশ।

অনুমোদন (ক্লী) অহু-মুদ-লুট্। সম্মতি দান। সানন্দ প্রবর্তন। ‘আমি তোমার এই কাজে অহুমোদন করিতেছি’। অর্থাৎ আশ্লাদপূর্বক সম্মতি দিতেছি।

অনুমাদিত (জি) অহু-মুদ-ভাবে আদিকর্মণি চ জ।

কোন বিষয়ে সম্মতি বা আশ্লাদ প্রকাশ করা। প্রীত।

। * । আদিকর্মণি ক্তঃ কর্তরি চ ৯ পা ৩। ৪। ৭১।

আদি কর্মে যে ক্ত প্রত্যয় বিহিত হয়, তাহা কর্তৃবাচ্যে এবং ভাব ও কর্মবাচ্যেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আদিকর্ম অর্থাৎ আদিভূত ক্রিয়া (আদিভূতঃ ক্রিয়াকণ আদিকর্ম)।

। * । উৎপাদ্যবাদিকর্মণোরত্তরন্তাম্। পা ১। ২। ২১।

যে সকল দাতুর উপধায় উকার থাকে, তাহাদের পর ভাবে ও আদিকর্মে নিষ্ঠাপ্রত্যয় বিহিত হইলে ইট হয় এবং বিকল্পে কিং হয় না। অতএব, অনুমুদিত এবং অহুমোদিত এই উভয় প্রকার রূপসন্ধি হইয়া থাকে। অহু মুদ-গিচ্-ক্ত। সম্মতিদান। আশ্লাদ প্রকাশ। অনুযব (অব্য) যবে এই রূপ বিভক্ত্যর্থ অব্যায়ী।

অনুযাজ (পুং) অহু প্রধানং পশ্চাদ্ ইত্য্যতে অহু-যজ-ঘঞ্ নিপাতনাৎ ন কৃষ্ম্। দর্শপৌর্ণমাসী যাগে প্রধান অঙ্গের পরের অঙ্গ। যাগের শেষ অঙ্গ। দেবীষার প্রভৃতি একাদশ দেবতা। * । প্রযাজাহুযাজৌ যজাজে। পা ৭।

৩। ৬২। প্রযাজ ও অহুযাজ শব্দ যজাজ বিষয়ে নিপাতনে সন্ধি হয়। নিপাতন বিধি করিবার তাৎপর্য এই, যঞ্ প্রত্যয় বিধান করিলে প্রযাগ, অহুযাগ এই প্রকার জ স্থানে গ হয়, কিন্তু এখানে তাহা হয় নাই। এখানে কেবল উদাহরণ স্বরূপ প্রযাজ এবং অহুযাজ শব্দ দেখান হইয়াছে, নতুবা অন্তর্ভুক্ত এমন স্থলে জ স্থানে গ হয় না। বধ্য,— উপযাজ,—একাদশোপযাজাঃ। উপাংগুযাজমন্তরা যজতি। অষ্টৌ পত্নীসংযাজা তবতি। ‘প্রযাজাহুযাজগ্রহণং প্রদর্শ-নার্থমন্ত্রাপ্যোব্যং প্রকারে কৃষ্ম ন ভবতি’। (যুক্তিকার)।

অহুযাজ, প্রযাজ এবং উপযাজ এই নামগুলি যে

কি, এখন তাহা বুঝিতে কতকটা কষ্ট হয়। বহুকাল পূর্বে যাক্ত ও এই সকল শব্দ লইয়া বিস্তর গোল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে অমুযাজ, প্রযাজ শব্দে অগ্নি-দেবতাকে বুঝায়। যথা, নিরুক্ত ৮।২১।

অথ কিং? দেবতা: প্রযাজামুযাজা: ? আয়েয়া ইত্যেকে। * * আয়েয়া বৈ প্রযাজা আয়েয়া অমুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্। ছন্দোদেবতা ইত্যপরম্। ছন্দাংসি বৈ প্রযাজাছন্দাংসমুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্। ঋতুদেবতা ইত্যপরম্। ঋতবো বৈ প্রযাজা ঋতবোহমুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্। পশুদেবতা ইত্যপরম্। পশবো বৈ প্রযাজা: পশবোহমুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্। প্রাণদেবতা ইত্যপরম্। প্রাণা বৈ প্রযাজা: প্রাণা বৈ অমুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্। আত্মদেবতা ইত্যপরম্। আত্মা বৈ প্রযাজা আত্মা বৈ অমুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্। আয়েয়া ইতি তু স্তুতি:। ভক্তিমাত্রমিতরং। কিমর্থস্পুনরিতি? উচ্যতে, —যন্তৈ দেবতাঃ ইবির্গৃহীতং স্তাৎ, তং মনসা ধ্যয়েদ্ বযট্ করিষ্যন্তি হ বিজায়তে।

তাহার পর, প্রযাজ ও অমুযাজের দেবতা কে? কাহার মতে, ‘আয়েয়া’। কারণ ব্রাহ্মণের মতে, প্রযাজ ও অমুযাজ অগ্নি দেবতার। অল্প মতে, ইহাদের দেবতা ছন্দা:। কারণ, ব্রাহ্মণের মতে, প্রযাজ ও অমুযাজ ছন্দোদেবতার। অল্পের মতে, ইহাদের দেবতা ঋতু। প্রযাজ ও অমুযাজ ঋতুদেবতার, ইহা ব্রাহ্মণের মত। অপর মতে, ইহাদের দেবতা পশু। কারণ ব্রাহ্মণের মতে, প্রযাজ ও অমুযাজ পশুদেবতার। অল্প মতে, ইহাদের দেবতা প্রাণ। কারণ ব্রাহ্মণের মতে, প্রযাজ ও অমুযাজ প্রাণদেবতার। অপর মতে, ইহাদের দেবতা আত্মা। কারণ ব্রাহ্মণের মতে, প্রযাজ ও অমুযাজ আত্মদেবতার। কিন্তু এই সকল নামের অগ্নিই দেবতা। অস্তান্ত মত ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু সে সকল মত হয় কেন? কথিত আছে, যে দেবতাকে হবির্দান করিতে হইবে, বযট্কারের সময় মনে মনে তাঁহাকে ধ্যান করা চাই, তাহা সকলেই জানেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে স্পষ্টই লেখা আছে যে, অমুযাজ দেবতা বিশেষকে বুঝায় এবং তাঁহার। সংখ্যায় এগার জন। যথা,—

ত্রয়ত্রিংশতৈ দেবা: সোমপাত্তয়ত্রিংশদসোমপা:।

অষ্টৌ বসব একাদশরুদ্রা: ষাটশাদিত্যা: প্রজা-
পতিশ্চ বযট্কারৈশ্চ দেবা: সোমপা:।

একাদশ প্রযাজা একাদশামুযাজা একাদ-

শোপযাজা এতে অসোমপা: পশুভাজনা:।

সোমেন সোমপান্ প্রীণাতি পশুনা

অসোমপান্। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২।১৮)।

তেত্রিশ জন দেবতা সোমরস পান করেন, আর তেত্রিশ জন দেবতা সোম পান করেন না। অষ্টবহু, একাদশ রুদ্র, ষাটশ আদিত্য, প্রজাপতি এবং বযট্কার, ইহারা সোম পান করেন। একাদশ প্রযাজ, একাদশ অমুযাজ এবং একাদশ উপযাজ, ইহারা সোম পান করেন না, তাঁহারা পশুবলি গ্রহণ করেন। ষাটার সোম পান করেন, ঋত্বিক তাঁহাদিগকে সোমরস দিয়া তৃপ্ত করেন, আর ষাটার সোম পান করেন না, তাঁহাদিগকে পশুবলি দিয়া তৃপ্ত করিতে হয়।

এগার জন প্রযাজ দেবতা এই,—১। দেবীহার। —২। উষা নক্ষা।—৩। দেবীজোষ্টি।—৪। উজ্জ ও আহতি।—৫। দেবহোতা।—৬। তিস্রদেবী: (তিনটি দেবী, ইলা সরস্বতী এবং ভারতী)।—৭। বহিস।—৮। নরাশংস।—৯। বনস্পতি।—১০। বহির্বারিতী-নাম্ (জলপূর্ণ কুন্তে নিক্ষিপ্ত কুশ)।—১১। অগ্নি-স্বিষ্টকৃৎ।

যজ্ঞ করিবার পূর্বে ঋত্বিক প্রথমে হোমাগ্নি প্রজ্জলিত করিতেন। তাহার পর প্রযাজ মন্ত্রাদি পাঠ করা হইলে পশু বলি দেওয়া হইত। সেই পশুমাংস দিয়া ঋত্বিক হোম করিতে থাকিতেন। যজ্ঞের শেষভাগে অমুযাজ মন্ত্র পড়িতে হইত। প্রথম মন্ত্র বহির্দেবতাকে (যজ্ঞীয় বেদী বা কুশাসনকে) উদ্দেশ করিয়া পঠিত হইত। যথা,—‘দেবং বহির্বহুবনে বসুধেয়ন্ত বেতু’। এই ধানে যে ধন (বলি) রাখা হইবে, হে ধনদেবতা (অগ্নি)! বহির্দেবতা তাহা গ্রহণ করুন। এই রূপে এক একটা মন্ত্র পড়িয়া একাদশ অমুযাজের নামে হোম করার বিধি আছে।

অবশেষে উপযাজ অজ। হোতা বলি স্থানের কাষ্ঠ আহরণ করিয়া একটা বিক্ষ্যতে রাখিতেন। রাখিয়া তাহার পশ্চাতে নিজে বসিতেন। বিক্ষ্যের এক দিকে অগ্নি, অল্প দিকে মার্জালি অগ্নি থাকিত। তাহার পর ঋত্বিক বলি দেওয়া পশুর লাঙ্গুল, আনিয়া বিক্ষ্যের অগ্নিতে হোম করিতেন। একাদশ অমুযাজাদির পত্নীরা ঐ লাঙ্গুলের হোমে অতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন। (অমুযাজাদি যজ্ঞের বিস্তারিত বিবরণ ৪।১৩।১৭। হিরণ্যকেশি

শ্রোত হুত্রে লিখিত আছে। তত্ত্বিন্ন আখ্যলারনীয় শ্রোত হুত্রে এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ দেখ)।

প্রযাজ শব্দে যজ্ঞের প্রথম অঙ্গকে বুঝায়। অমুযাজ শব্দে শেব অঙ্গ এবং উপযাজ পরিশিষ্ট অঙ্গ। ইহাদের তেত্রিশ জন দেবতার নাম প্রায় এক প্রকার।

প্রযাজ্ঞাম্যে অমুযাজ্ঞাংস্ কেবলানুর্জ্জ্বন্তঃ হবিষো দত্ত ভাগং। ঋত্বেদ ১০।৫১।৮। সায়নাচার্য্য, ইহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—* প্রযাজ্ঞান্ প্রধানন্ত প্রমুখে যষ্টব্যানেনতন্মাকান্ হবির্ভাগান্। তথামুযাজ্ঞান্ অমু প্রধানাং পশ্চাদ্ যষ্টব্যানেনতন্মাকান্ কেবলানুসাধারণান্ দত্ত। প্রযচ্ছ।

অনুযাত (ত্রি) অমু পশ্চাৎ সহ বা—বা—ক্ত। যে সঙ্গে গমন করে। পশ্চাৎগামী। কর্মণি—ক্ত। অগ্রগামী।

অনুযাত্র (অব্য) যাত্রায়াঃ পশ্চাৎ অব্যায়ী। যাত্রার পশ্চাৎ। যাত্রায়াম্ অব্যায়ী। যাত্রাতে। অমুগতা যাত্রা। প্রা° স। যাত্রার অমুগত। অমুরূপীকৃত। যাত্রা যেন। প্রা° বহতী। অমুযায়িবর্গ। বাহার। সঙ্গে যায়।

অনুযাত্রিক (ত্রি) অমু পশ্চাদ্ যাত্রা অন্ত্যস্ত ঠন্। অমু-চর। পশ্চাৎগামী।

তনুয়ান্ (ত্রি) অমু পশ্চাদ্ যাতি গচ্ছতীতি অমু-যা-গিনি। অমুচর। পশ্চাৎগামী। সেবক। সদৃশ। যে প্র-ধানের সঙ্গে গমন করে অর্থাৎ শিশু।

অনুযুক্ত (ত্রি) অমুযুক্ত্যতে অমু-যুক্ত-কর্মণি ক্ত। জিজ্ঞা-সিত বিষয়। তিরস্কৃত।

অনুযুগ (অব্য) যুগে এই রূপ বিভক্ত্যর্থ্যে অব্যায়ী।

অনুযুপ (অব্য) যুপে এই রূপ বিভক্ত্যর্থ্যে অব্যায়ী।

অনুযোক্তৃ (ত্রি) অমু-যুক্ত-তচ্। অমুযোগকারী। প্রপ্ন-কারক। বেতনগ্রাহী অধ্যাপক।

অনুযোগ (পুং) অমু-যুক্ত-যঞ্। জিজ্ঞাসা। প্রপ্ন। আক্ষেপ। তিরস্কার। সাধন। ধর্মচিন্তা।

অনুযোগকৃৎ (পুং) অনুযোগং প্রপ্নবিষয়সংশয়ঃ কৃত্ততি চিনন্তি অনুযোগ-কৃত ছেদনে-কিপ্। আচার্য্য। যিনি জিজ্ঞাস্ত বিষয়ের সন্দেহ দূর করেন। অনুযোগ-কৃ-কিপ্ (ত্রি)। যিনি জিজ্ঞাসা করেন।

অনুযোগিন্ (ত্রি) অমু-যুক্ত-যিগ্ন্ তচ্ছীলাদিবু। যে প্রপ্ন করে। সঙ্কল্পধার।

অনুযোজ্য (ত্রি) অমুযোক্তৃং শকাঃ অমু-যুক্ত-প্যাৎ। যন্। নিম্নার্হ। আজ্ঞাকারক। দাস।

অমুরক্ত (ত্রি) অমু-রন্জ-ক্ত। অমুরাগবিশিষ্ট। আসক্ত।

অমুগত। অমুগতং রক্তং রাগং। অত্যা° তৎ। রক্তবর্ণ-প্রাপ্ত। রঙ করা। রঞ্জিত।

অমুরক্তি (ক্ৰী) অমু-রন্জ-ক্তিন্। আসক্তি। অমুরাগ।

অমুরঞ্জক (ত্রি) অমু-রন্জ-গিচ্-কর্মণি ক্ত। যাহার অমু-রাগ জন্মান হইয়াছে। শ্রীতিসম্পাদিত। রঙ করা।

অমুরঞ্জন (ক্ৰী) অমু-রন্জ-গিচ্-ভাবে লুট্। আসক্ত-করণ। কর্তরি নন্দাদিহাৎ ল্যা (ত্রি)। অমুরঞ্জক।

অমুরঞ্জিত (ত্রি) অমু-রন্জ-গিচ্-কর্মণি ক্ত। যাহার অমু-রাগ জন্মান হইয়াছে। শ্রীতিসম্পাদিত। রঙ করা।

অমুরগন (ক্ৰী) অমু-রগ-ভাবে লুট্। শব্দের পর শব্দ। প্রতিধ্বনি। অমুগত স্বর।

অমুরত (ত্রি) অমু-রম-কর্তরি ক্ত। অমুরক্ত। আসক্ত।

অমুরতি (ক্ৰী) অমু-রম-ক্তিন্। আসক্তি। অমুরাগ।

অমুরস (ত্রি) অমুগতং রসম্। অত্যা° স°। মাধুর্য্যাদি রসের অমুগত।

অমুরহস (ত্রি) অমুগতং রহঃ নির্জনস্থানং রতং বা। অত্যা° অচ্ স°। নির্জন দেশের অমুগত। সুরত-প্রাপ্ত। তবপ্রাপ্ত। রহো গুহ্যে রতে তষে। (হেম)।

ইচ্ছামুরহসং পতিম্। ভট্টি ৪ ২৪।

অমুরাগ (পুং) অমু-রন্জ-যঞ্। আসক্তি। স্নেহ। শ্রীতি।

অমুরাগ। অমুগতঃ রাগং রক্তবর্ণং (ত্রি)। অত্যা° তৎ। রক্তবর্ণ প্রাপ্ত।

অমুরাগিন্ (ত্রি) অমু-রন্জ-যিগ্ন্। অমুরাগযুক্ত।

অনুরাত্র (ত্রি) অমুগতং রাত্রিম্। অত্যা° তৎ অচ্ স°।

রাত্রির অমুগত। রাত্রৌ অর্থাৎ রাত্রিতে এই রূপ বিভক্ত্যর্থ্যে অব্যায়ী।*। অহঃ সর্বেকদেশ সংখ্যাত পুণ্যাক্ত রাত্রোঃ। পা ৫।৪।৮৭। অহর্ আদি পরে এবং আদিতে সংখ্যা এবং অব্যয় থাকিলেও তাহাদের পরে রাত্রি শব্দের তৎপুরুষ সমাসে সমাসান্ত অচ্ প্রত্যয় হয়।

অমুরাধপুর। লঙ্কারীপে বৌদ্ধদিগের একটা তীর্থস্থান।

ইহার আর একটা নাম অমুরাজপুর। প্রথম প্রথম ইহাকে লোকে অমুরাধ বলিয়া ডাকিত। তাহার পর এই স্থান অমুরাধপুর নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই সহরের পূর্ব গোঁরব, পূর্ব ত্রীসোলখা আর কিছুই নাই। তখন-কার রাজাদের সঙ্গে সে সকল হুথের দিন কুরাইরা গিয়াছে। এখন সেই পুরাতন ভাঙ্গা নগরের ভাঙ্গা অট্টালিকা নিবিড় লঙ্গলের স্তিত্তর রাশি হইয়া পড়িয়া আছে। রাত্রি নাই, দিন নাই, কেবল বনের পত

শাকালিক করিয়া বেড়াইতেছে। কাছে বড় বড় পাহাড়, পাহাড়ের উপর দেবালয়। দূর হইতে তাহার পানে চাহিলে পূর্বের দিন মনে পড়ে আর প্রাণের ভিতর কেমন যেন করিয়া উঠে।



অম্বুরাধপুর হুদিনের সহর নয়। ভূগোলবেত্তা টলে-মীও এ স্থানকে চিনিতেন। বিদেশীয় লোকের মুখ দিয়া এদেশের কথা বাহির হয় না, তাই অম্বুরাধপুরকে তিনি ‘অম্বুরোগ্রামম’ বলিয়া গিয়াছেন। সিংহলে মহা-বংশ নামে একখানি ইতিহাস আছে। ঐ পুস্তকে লঙ্কার অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। যে বংশের বুদ্ধদেবের মৃত্যু হয়, সেই বারে বিজয় নামে জনৈক ব্যক্তি ভারত-বর্ষ হইতে গিয়া সিংহল জয় করিয়াছিলেন। এই বুদ্ধই চতুর্থ গৌতম। ইউরোপীয়দের হিসাবে খৃষ্টের ৫৪৩ বৎসর পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। এই হিসাবে যদি ভুল হইয়া না থাকে, তবে অম্বুরাধপুর কত দিনের সহর তাহা সহজেই নিশ্চিত করা যাইতেছে।

বিজয় সিংহলের রাজা হইলেন। এক দিকে রাজা, অত্মদিকে প্রজাদের ধর্মগুরু—লঙ্কার প্রথম বৌদ্ধধর্মের প্রচার তাঁহা হইতেই ঘটয়াছিল। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, দেবানন প্রিয়তিষা সিংহল বাসীদিগকে বৌদ্ধ ধর্মে নীক্ষা করিয়াছিলেন। অম্বুরাধ নামে বিজয়ের জনৈক শিষ্য ছিলেন। এই নগর তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে এখানে সামান্য একটা পল্লিগ্রাম বৈ আর কিছুই ছিল না। খৃষ্টের ৪৩৭ বৎসর পূর্বে পাণ্ডুকাব্য সিংহলের রাজা হন। তিনিই অম্বুরাধপুরকে সুরম্য অট্টালিকা দিয়া সাজাইয়া আপনার রাজধানী করেন। অতএব, অন্যান্য ২৩০০ হুই হাজার তিনশত বৎসর গত হইয়া গেলে এই নগর নির্মাণ করা হইয়াছে। পূর্বে এই নগর চারিদিকে বজ্রিণ ক্রোশ যুক্তিয়া প্রাচীরে ঘেরা ছিল। এখন সেই পাঁচিল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে তাহার চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌতম একটা বুদ্ধবৃক্ষের তলে বসিয়া কঠোর ওপভা করিতে করিতে সিদ্ধ হন। প্রবাদ আছে, সিংহলে লাকি দৈববাণী হইল যে, সেই গাছের একটা শাখা আসিয়া লঙ্কার পড়িবে। দৈববাণী মিথ্যা হইবার নয়। খৃষ্টের ৩০৭ বৎসর পূর্বে সত্য সত্যই একটা শাখা আসিয়া লঙ্কার পড়িল। তখন দেবানন প্রিয়তিষা সিংহলের রাজা। শাখা দেখিয়া তাঁহার ভক্তির স্রোত উথলিয়া উঠিল। তিনি প্রজাদিগকে বৌদ্ধধর্মে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমে অম্বুরাধপুর বৌদ্ধদের একটা তীর্থস্থান হইল। সেই বুদ্ধতরু আজও মরে নাই; দৈবের কেমন মাহাত্ম্য, হুই হাজার বৎসর গত হইল, তবু যেমন বৃক্ষ তেমনি রহিয়াছে। তাহার হাস নাই, বুদ্ধি নাই। ৯৯৬ খৃঃ অব্দে অম্বুরাধপুর হইতে রাজধানী উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার তীর্থ মাহাত্ম্য এখনও নষ্ট হয় নাই।

বুদ্ধতরুর পিঠস্থানের নাম মহাবিহার। এই পিঠে হুইটা মহল আছে। প্রথম মহলটা চতুষ্কোণ প্রাচীরে ঘেরা। ঐ পাঁচিল দৈর্ঘ্যে ২১০ হাত, প্রস্থে ১৬০ হাত এবং উচ্চে ৬ হাত। উত্তর দিকের মধ্যস্থল হইতে একটা উঠান বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইহার পরিসর প্রায় ৪০ চল্লিশ হাত। ঐ উঠানের হুইধারে ছোট ছোট ঘর আছে, তাহাদের ভিতর দিয়া পিঠস্থানে প্রবেশ করিতে হয়। ঐ ঘরগুলির সম্মুখে পাথরের খোদাই প্রতিকৃতি বসানো আছে।

তাঁহার পর বুদ্ধবৃক্ষের পাঁচিল। সেখানে ধাপে ধাপে পৈঠা আছে, সেই পৈঠা দিয়া বৃক্ষের কাছে বাইতে হয়। লঙ্কার বৌদ্ধেরা এই গাছকে অত্যন্ত ভক্তি করেন। খৃঃ ৩৯৯ সালে ফা হিন্ নামক জনৈক চীন পরিব্রাজক সিংহলে তীর্থযাত্রা করিতে আসিয়া এই বটবৃক্ষ দেখিয়া যান। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লেখা আছে যে, তখন ঐ গাছের শাখা হইতে চারিদিকে কুরী নামিয়াছিল। ১৮২৯ সালে চাপ্‌মান সাহেব ঐ গাছটা দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন, সে সময়ে উহাতে পাঁচটা বড় বড় শাখা ছিল এবং চারি পাঁচটা ছোট গাছ সিঁড়ির নীচা হইতে গজাইয়া উঠিয়াছিল। এই ছোট গাছগুলি নীক এক রকম নয়। সিংহলের বৌদ্ধেরা বলেন যে, পাঁচ জন বুদ্ধই পৃথক পৃথক বৃক্ষমূলে বসিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন; সে জন্য এই পাঁচটা গাছ এক রকম নহে।

মহাবীর ছাড়াইয়া এক পোয়া পথ দূরে পুরাতন শৈল চৈতন্য লুপ্তপাকার হইয়া পড়িয়া আছে। এই

খানে বুদ্ধদেবের দক্ষিণ কন্ডের অস্থি সমাহিত রহিয়াছে এবং তৃতীয় বুদ্ধ এইখানে তীর্থ পর্যটন করিতে আসিয়াছিলেন, তাই এখানকার এত মহাশ্রা। খৃঃ ৩০৭ পূর্বে দেবাননপ্রিয়তিব্য এই চৈতর্য নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে, দেবাননপ্রিয়তিব্য রাজা হইলে, বুদ্ধদেবের কেমন রূপা!—তাঁহার দক্ষিণ কন্ডের অস্থি আসিয়া রাজমুকুটের উপর পড়িল। নৃপতি ভক্তিপূর্বক সেই অস্থি লইয়া সমাহিত করিলেন। এই সমাধিমন্দিরের গড়ন ঠিক একটি ঘণ্টার মত ছিল। পূর্বে এই চৈতর্যের চারিদিকে ১৬৮ টা খাম ছিল। এখন প্রায় সকলগুলিই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; কচিং কোন খানে অল্প অল্প ছাদ আছে, ছাদের ঢালুমুখে অজস্র মত মামুষের চিত্র আঁকা রহিয়াছে।



মহাবিহারের পশ্চিমে মরীচবতী। খৃঃ ১৬১ পূর্বে দত্তগমুনি রাজা ইহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মহাবিহারের ঠিক উত্তরে রাধবতী। এই পিঠস্থানটাও দত্তগমুনি রাজা আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন, পরে তাঁহার ভাই সাধ্যতিব্য উহা সমাপ্ত করেন। জল বিধ দেখিয়া এই বিহারটা নির্মাণ করা হইয়াছিল। মহাবংশে ইহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। [উর্গার সাহেবের মহাবংশ ১৭ হইতে ৩৩ অধ্যায় দেখ]।

অভয়গিরি মহাবিহারের সৈন্যকোণে অবস্থিত। খৃঃ ১০৪ পূর্বে বলগম্বাহ রাজা ইহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই রাজার অপর একটি নাম বত্তগমুনি অভয়। পূর্বে সেইখানে একটি দেবমন্দির ছিল, গিরি নামে জটৈক পুরোহিত সেই দেবতার সেবা করিতেন। গিরি দেবকের দেবমন্দিরের স্থানে অভয় রাজা এই বিহার নির্মাণ করাইয়াছেন বলিয়া ইহার নাম অভয়গিরি হইয়াছে। মহাবিহারের বাহুকেণে লঙ্কারা বিহার। ২৬১ খৃঃ অব্দে আভাতিব্য রাজা এই বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মহাবিহারের উত্তরে

জৈতবন রাম। মহাসেন রাজা এই বিহারের স্থাপত্য করিয়া যান, পরে ৩০ খৃঃ অব্দে তাঁহার ভাই উহা সমাপ্ত করেন।

ইল্ল নামক জটৈক মালব লঙ্কার আসিয়া দত্তগমুনিকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। কিছু কাল পরে দত্তগমুনি তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করেন। এই যুদ্ধ জয়ের চিহ্নস্বরূপ একটি সমাধিমন্দির নির্মাণ করা হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। অমুরাজী? অমুরাজী। লেবানন্ প্রদেশের অসভ্য জাতি বিশেষ। ইহাদের লোকসংখ্যা প্রায় ২০,০০০ হইবে। অমুরাজীদের এক সম্প্রদায়ের নাম সাম্ভী। ইহারা সামন্ অর্থাৎ সূর্য্যদেবের পূজা করে। তাহাতেই বোধ হইতেছে যে, ইহারা পাবস্তদেশের শিরা ধর্ম হইতে সূর্য্যের উপাসনা করিতে শিখিয়াছে। অমুরাজীদের বাসস্থান ঠিক সমুদ্রকূলে, উত্তরে তরতোবা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। ইহার পূর্বদিকে অমুরাজী গিরি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া আছে। এই অমুরাজী পর্বত হইতেই অমুরাজী জাতির নামকরণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ‘অমুরাজী’ এই শব্দ বোধ হয় অমুরাজী শব্দের অপভ্রংশ। আমাদের দেশে সামান্য লোক বেমন বাতাসাকে বাসাতা কহে, বাকারিকে কাবারি কহে, সেই রূপ বর্ণ উদ্ভিগ্না গিয়া অমুরাজী শব্দ হইয়া থাকিবে। অনেকে ইহাদিগকে থেল্‌বাই, সামসাই এবং মোথলাজাইও কহিয়া থাকেন।

অমুরাজীদের রাজা নাই, এ পর্যন্ত তাহারা কাহারও বশীভূত হয় নাই। তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহারা আপনাই তাহার মীমাংসা করিয়া লয়।

অমুরাধা (স্ত্রী) অমুরগতা রাধাং বিশাধাম্। অত্যা০ তৎ। রাশিচক্রের সাতাইশ নক্ষত্রের মধ্যে সপ্তদশ নক্ষত্র। ইহার দেবতা মিত্র। ইহার রূপ সপ্ততারাময় সর্পের আকৃতি। অমুরাধা, জ্যোষ্ঠা, মৃগশিরা, হস্তা, অশ্বিনী, চিত্রা, স্বাতী, রেবতী এবং পুনর্বসু, ইহাদিগকে পার্শ্বমুখগণ কহে। এই সকল নক্ষত্রে যন্ত্র ও রথাদি নির্মাণ, নৌকাগঠন, গৃহপ্রবেশ এবং হস্তী, অশ্ব, গর্দভ, গো ইহাদিগকে প্রথম দমন করিলে (দৌয়াইলে) কিবা গাড়ীতে জোতাইলে স্তম্ভ হয়। অমুরাধা নক্ষত্র মূহুর্তের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। মূহুর্ত নক্ষত্রে মিত্র, অর্থ, সুরতখিবি, বস্ত্র, ভূষণ, মঙ্গলগীত প্রভৃতি কাব্য হিতকর হইয়া থাকে।

অমুরাধা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে, লোকে কলংজ্ঞ এবং কীৰ্ত্তি ও কাঙ্ক্ষিত হইবে। সৰ্ব্বদা উৎসবে রত থাকে এবং রিপুদিগকে জয় করে।

অমুরুদ্ধ (ত্রি) অমু-রুদ্ধ-ক্ত। অপেক্ষিত। যাহাকে অমুরোধ করা হইয়াছে। উপরুদ্ধ। অমুসৃত।

অমুরুদ্ধ (ত্রি) অমু-রুদ্ধ-কিপ্। যে অমুরোধ করে। যে অপেক্ষা করে। কৰ্ম্মণি কিপ্ বৈদিকে দীর্ঘঃ। অমুরুদ্ধ। যাহাকে অমুরোধ করা হইয়াছে।

অমুরূপ (অব্য) রূপস্ত যোগ্যঃ সদৃশঃ বা অব্যয়ীঃ। রূপের যোগ্য, রূপের সাদৃশ্য। অমুগতং রূপং। (ত্রি) অত্যাঃ তৎ। রূপামুগত। সদৃশ। যোগ্য।

অমুরোধ (পুং) অমু-রুদ্ধ-ঘঞ্। উপরোধ। অমুবর্তন। অভীষ্টসাধনেচ্ছা।

অমুরোধিন্ (ত্রি) অমু-রুদ্ধ-গিনি। যে অমুরোধ করে। যে অপেক্ষা করে।

অমূলাপ (পুং) অমু বীজ্যায়ঃ পুনঃ পুনঃ লপ্যতে কথ্যতে লপ-ভাবে ঘঞ্। পুনঃ পুনঃ কথন। পুনরুক্তি। মুহূৰ্ত্তাব। অমূলিপ্ত (ত্রি) অমু-লিপ্-ক্ত। অমুরঞ্জিত। অঙ্গে গন্ধাদি লেপনযুক্ত।

অমূলেপ (পুং) অমু-লিপ্-ভাবে ঘঞ্। স্নগন্ধাদি মর্দন। লিপ্যতে অনেন ইতি করণে ঘঞ্। চন্দনাদি গন্ধ দ্রব্য। অমূলেপক (ত্রি) অমু-লিপ্-ধূল্। যে স্নগন্ধাদি লেপন করে।

অমূলেপন (ক্লী) অমু-লিপ্-ভাবে লুট্। স্নগন্ধাদি মর্দন। করণে লুট্। লেপন সাধন চন্দনাদি।

অমূলেপিত (ত্রি) অমু-লিপ্-গিচ্-কৰ্ম্মণি ক্ত। অমূলিপ্তীকৃত।

অমূলেপিন্ (ত্রি) অমু-লিপ্-গিনি। অমূলেপক।

অমূলোম (অব্য) যথাক্রমে অব্যয়ীঃ অচ্ সঃ। অমু-ক্রম। ক্রমামুসারে। অমুগতং লোম আমুরূপ্যম্। (ত্রি) আমুরূপ্য প্রাপ্ত। লোমামুগত। শ্রেষ্ঠবর্ণের পুরুষ তদপেক্ষা অধম বর্ণের কন্তাকে বিবাহ করিলে তাহাকে অমূলোম বিবাহ কহে। যেমন, ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয় কন্তাকে বিবাহ করেন, তবে তাহাকে অমূলোম বিবাহ বলা যাইবে। অমূলোম শব্দের বিরোধী শব্দ— 'প্রতিলোম'। নীচ বর্ণের পুরুষ শ্রেষ্ঠ বর্ণের কন্তাকে বিবাহ করিলে তাহাকে প্রতিলোম বিবাহ কহে। এই বিবাহ অত্যন্ত গর্হিত। *। অচ্ প্রত্যয়বপূর্বাৎসাম-লোমঃ। পা ৫। ৪। ৭৫। প্রতি অমু অব ইহাদের পরে

সামন্ এবং লোমন্ শব্দের সমাস হইলে সমাসাক্ষ অচ্ প্রত্যয় বিহিত হয়।

অমূলোমজ (ত্রি) অমূলোমসম্বন্ধাৎ জাতঃ জন-ড। উৎ-কৃষ্ট বর্ণের ঔরসে এবং নিকৃষ্ট বর্ণের গর্ভে জাত পুত্রাদি। অমুজ। অপ্রতিলোমজ।

অমূলোমজন্মন্ (ত্রি) অমূলোমঃ শ্রেষ্ঠবর্ণমমুক্রমা জন্ম যন্ত। অমূলোমজাত।

অমূলোমন (ক্লী) যে দ্রব্য অপক বাত পিত্ত এবং স্নেহের পরিপাক পূর্বক বহুবায়ুকে ভেদ করিয়া মল নিঃসরণ করার, তাহাকে অমূলোমন কহে। যেমন হরীতকী। কৃষ্ণা পাকং মলানাং যৎ ভিত্তা বহুমধোনরেন্।

তচ্চামূলোমনং জ্জয়ং যথা প্রোক্তা হরীতকী। (ভাঃ প্রঃ)

অমুবংশ (অব্য) বংশে এই রূপ বিতক্তার্থে অব্যয়ীঃ। বংশে।

অমুবচ্ (ত্রি) অমু সদৃশঃ ওক্ৰমুখোচ্চারিতামুরূপং বদ-ভীতি অমু-বচ্-ভৃচ্। ওক্ৰ যে প্রকার উপদেশ দেন, তদমুরূপ যে পাঠ অভ্যাস করে।

অমুবক্র (ত্রি) অমুক্রমেণ বক্রম্। আড়ে আড়ে বক্র। অত্যন্ত বক্র। অতিবক্র।

অমুবচন (ক্লী) অমুরূপং বচনম্। প্রাঃ সঃ। অমুরূপ কথন। যজ্ঞের মন্ত্রাদি বিশেষ। জাতুকর্ণ্যস্তমলীকয়ুঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ শব্দং বামুবচনং বা নিগদং বা যাজ্ঞাং বা যদা-স্তৎসৰ্ব্বং তৎপুনরুক্রয়াদিতি। (কৌষীতিকব্রাহ্মণ ২৬। ৫)। জাতুকর্ণ্য পুনরুক্রয় অলীকযুক্তে জিজ্ঞাসিলেন যে, তাহা কি শব্দ না অমুবচন, না নিগদ, না যাজ্ঞা, কিম্বা অন্ত কিছুর, আপনি সেই সকল পুনরুক্রয় বলুন।

অমুবৎসর (পুং) অমুকুলো বৎসরো দানাদি বিশেষায়। (বাচঃ)। *। বসেচ্। উণ ৩। ৭১। বস ধাতুর উত্তর সরন্ প্রত্যয় হয়। বস্-সরন্ বৎসর।

বিকুপুরাণে লিখিত আছে, সাবন সৌর চাক্স ও নাকজ এই চারি প্রকার মাসে বৎসর গণনা হইয়া থাকে। এই চারি প্রকার মাসের সম্বন্ধে পাঁচ বৎসরে এক যুগ হয়। ঐ এক যুগের প্রথম বৎসরের নাম সুষৎ-সর, দ্বিতীয় বৎসরের নাম পরিবৎসর, তৃতীয় বৎসরের নাম ইদংসর, চতুর্থ বৎসরের নাম অমুবৎসর এবং পঞ্চম বৎসরের নাম যুগবৎসর (বিকুপুরাণ ২। ৮। ৬৬-৬৭)। অমুবৎসরে দান করিলে মহা ফল হয়।

অমুবর্তন (ক্লী) অমু-বৃত্ত-লুট্। অমুসরণ। অমুগমন। ব্যাকরণাদিতে, অমুয়ের নিমিত্ত পূর্ব হ্রস্বের কোন বিবরণ পর হ্রস্বে আকর্ষণ করা। অমুবদ্ধ।

অনুবর্তিন্ (ত্রি) অমু-বৃত্ত-পিনি । পশ্চাদ্দশমী ।

অনুবাক (পুং) অনুচ্যতে অমু-বচ-বঞ্ । বেদের অংশ বিশেষ । ঋগ্বেদে ।

অনুবাকসংখ্যা । যজুর্বেদের আঠারটি পরিশিষ্টের মধ্যে একটি পরিশিষ্টের নাম । চরণব্যাং এই রূপ আঠারটি পরিশিষ্টের নাম দেওয়া হইয়াছে ।—

১।—যূপলক্ষণ । ব্যাসের মতামুসারে ইহা উপজ্যোতিষ চরণব্যাং ।

২।—ছাগলক্ষণ । ব্যাসের মতে, মাজললক্ষণ ।

৩।—প্রতিজ্ঞা । ব্যাসের মতে, প্রতিজ্ঞামুবাক্য

৪।—অমুবাকসংখ্যা । ব্যাসের মতে, পরিসংখ্যা ।

৫।—চরণব্যাং । ৬।—শ্রাদ্ধকল্প । ৭।—শুলভিকানি ।

৮।—পার্বদ । ৯।—ঋগ্যজুর্নবী । ১০।—ইষ্টকাপুরণ ।

১১।—প্রবরাধ্যায় । ১২।—উক্খশাস্ত্র । ১৩।—ক্রতুসংখ্যা ।

১৪।—নিগম । ব্যাসের মতে, আগম ।

১৫।—যজ্ঞপার্শ্ব । ১৬।—হোত্রক । ১৭।—প্রসবোখান ।

১৮।—কুশলক্ষণ ।

অনুবাকানুক্রমণী । শৌনকের বিরচিত বেদের অমুক্রমণী পুস্তক ।

অনুবাক্য (স্ত্রী) অমু-বচ-ণ্যৎ । ঋগ্বেদে বিশেষ । দেবতা-স্থানী ঋক্ ।

অনুবাহ (পুং) অমু-বচ-গিচ্-ক্ৰিপ্ । অধ্যাপক । অমুবাহক ।

অনুবাতন- (স্ত্রী) অমু-বচ-গিচ্-ল্যুট্ । অধ্যাপন ।

অনুবাতনীয় (ত্রি) অমুবাতনং প্রয়োজনমন্ত অমুপ্রবতনা-দিহাং ছ (ত্রি) । অধ্যাপক ।

অমুবাত (পুং) অমুকুলো বাতঃ । যে দিকে কেহ বাই-তেছে, ঠিক সেই দিক পানে যে বায়ু বহিতে থাকে । অমুকুল বাতাস । শিষ্যের দিক্ হইতে যে বায়ু গুরুর দিকে বহে ।

অমুবাদ (পুং) অনুচ্যতে অমু-বদ-বঞ্ । কুংসিতার্থ বাক্য । নিন্দা । অমুকুরণ । ভাষান্তরকরণ । পশ্চাৎ কথন । পুনঃ কথন ।

পূর্বে কোন বিধি দ্বারা যে বিষয় নির্দিষ্ট হইয়াছে,

কর্তব্যবিশেষের নিমিত্ত তাহার পুনরুল্লেখ করা যথা—

‘দশগ্রহান্ গৃহাতি’ । দশটি গ্রহ (যজ্ঞের পাত্রবিশেষ)

গ্রহণ করিবে । এখানে এই বিধি দ্বারা ‘গ্রহ’ পাওয়া বাইতেছে । তাহার পর বলা হইল,—‘গ্রহং সম্বাতি’ ।

গ্রহ মার্জন করিবে । এখানেও আবার সেই ‘গ্রহের’ উল্লেখ রহিয়াছে । এই পুনরুক্তি হইল বলিয়া ইহাকে

অমুবাদ বলা যায় । এই শেষ বিধিতে নূতন কথাই মধ্যে, ‘মার্জন করিবে’, এই বিধান করা হইয়াছে ।

মামুহের ইচ্ছার বে কাজ হইতে পারে শাস্ত্রে সে বিষয়ের উল্লেখ থাকিলে তাহাকেও অমুবাদ কহে । যথা,—‘তন্মাৎ প্রবৃত্ততঃ কুর্য্যান্তিবিভাক্তে চ পারগম্’ । তিথি ও নক্ষত্র গত হইয়া গেলে পারগ করিবে । ব্রতের শেষে মামুহ ইচ্ছা করিলেই ভোজন করিতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রে আবার তাহা কথিত হইল বলিয়া ইহাকে অমুবাদ বলা যায় ।

যে বিষয় স্বতঃ সিদ্ধ ; আপনা আপনি সকলেই জানে, সকলেই বুঝে ; তেমন বিষয়ের উল্লেখ করিলে, তাহাকেও অমুবাদ কহে । যেমন,—‘আকাশ হইতে ফুল পাড়িও না’ । ‘আগুনে হিম নিবারণ হয়’ । সকলেই জানে যে, আকাশে ফুল ফুটে না, এবং আগুনে হিম নিবারণ হইয়া থাকে । অতএব এই সকল স্বতঃ সিদ্ধ বিষয়ের উল্লেখ করা হইল বলিয়া ইহাকে অমুবাদ কহে ।

অর্থবাদ তিন প্রকার । যথা,—

বিরোধে গুণবাদঃ ত্বাদমুবাদোইবধারিতে ।

ভূতার্থবাদস্তদ্বানাবর্থবাদদ্বিধামতঃ ।

বিরোধে অর্থ্যাৎ বেধানে বিশেষ্য বিশেষণের অর্থ-য়ের বিরোধ ঘটে, তেমন স্থলে গুণবাদ কহে । যথা,—‘বজ্রমানঃ প্রস্তরঃ’ । এখানে প্রস্তর শব্দে কুশমুষ্টি । বজ্র-মান বাহা, প্রস্তরও তাহাই, এই প্রকার অভেদরূপ অর্থের বিরোধ আছে বলিয়া বজ্রমানের কুশমুষ্টি ধারণরূপ অঙ্গকে বলা হইতেছে, তজ্জন্ত ইহাকে গুণবাদ কহে ।

‘অবধারিত’ অর্থ্যাৎ যে বিষয় নিশ্চিত আছে, পুন-র্কীর তাহা বলা । যেমন,—‘অগ্নিহিমন্তভেবজম্’ । আগুনে হিম নষ্ট হয় । এ কথা অবধারিত আছে বলিয়া ইহাকে অমুবাদ বলে ।

গুণবাদ এবং অমুবাদের বাধস্থলে ভূতার্থবাদ (সিদ্ধার্থবাদ) কহে । যথা,—‘ইজ্রোব্রহ্ম’ । ব্রাহ্মের হননকারী ইজ্র ।

ভূতার্থবাদ দুই প্রকার । ভূতার্থবাদ এবং নিদ্বার্থবাদ ।

সদ্ব্যামুপাসতে যে তু সত্যং শংসিতব্রতাঃ ।

বিধূতপাপাস্তে বাস্তি ব্রহ্মলোকমনামরম্ ।

যাহারা সম্যক্ নিরমাসুসারে তিনবার সদ্ব্য উপা-সনা করেন, সে সকল ব্যক্তি নিশ্চাপ হইয়া ব্রহ্ম-লোকে গমন করিয়া থাকেন ।

এখানে সন্ধ্যা উপাসনার প্রশংসা করা হইল, তাই ইহার নাম স্তব্যার্থবাদ।

স্রীতৈলমাংসসন্তোষী পর্ষেত্তেবু বৈ পুমান্।

বিশ্বমুত্তোজনং নাম প্রযতি নরকং মৃতঃ।

যে সকল পুরুষ এই সমস্ত পর্ষে, স্রী তৈল এবং মাংস ভোগ করে, তাহার মল মূত্র তোজনের নিমিত্ত নরকে যায়।

এখানে বিশেষ পর্ষদিনে স্রী তৈল এবং মাংস সন্তো-
গের নিন্দা করা হইল বলিয়া ইহার নাম নিন্দার্থবাদ।

‘বিধার্থবাহুবাদবচনবিনিয়োগাৎ’। (গৌতমসূত্র ৬১)। ব্রাহ্মণ বাক্য তিন রূপ বিনিযুক্ত হইয়া থাকে।

যথা,—বিধিবাক্য, অর্থবাদবাক্য এবং অনুবাদবাক্য।

‘বিধিবিধায়কঃ’। (গৌতমসূত্র ৬২)। যে বাক্য কার্যের বিধায়ক হইবে তাহার নাম বিধিবাক্য।

‘স্বতিনির্দিশ্যপরাধিঃ পুরাকর ইত্যর্থবাদঃ’ (গৌতম-
সূত্র ৬৩)। স্তুতি, নিন্দা, পরকৃতি এবং পুরাকর এই চারি প্রকার অর্থবাদ।

‘বিধিবিহিতস্তাহুবাদমহুবাদঃ’। (গৌতমসূত্র ৬৪)।
বিধিহারা বিহিত বিষয়ের পশ্চাৎ কথনের নাম অনুবাদ।

অনুক্রম কথন। প্রমাণান্তর হইতে যে অর্থ অবগত
হওয়া যায়, তাহার শব্দদ্বারা সংকীর্ণনকে অনুবাদ
কহে। সিদ্ধবিষয়ের উপস্থান। যথা,—অনুবাদে চরণা-
নাম্। পা ২। ৪। ৩। পাণিনির এই সূত্রে কাশিকা-
কার অনুবাদ শব্দের অর্থ এই রূপ লিখিয়াছেন,—
প্রমাণান্তরাবগতস্তার্থস্ত শব্দেন সংকীর্ণনমাত্রমহুবাদঃ।
ভট্টোজিনীপিত্ত ঐ সূত্রের অনুবাদ শব্দের এই রূপ অর্থ
করিয়াছেন—সিদ্ধস্তোপস্থানঃ।

অনুবাদক (ত্রি) অনুবাদতে অনু-বদ-ধূল। যে অনুবাদ
করে। *। অনোরকর্ষকাৎ। পা ১। ৩। ৪৯। ব্যক্ত
বাক্য দুখাইলে অহু পূর্বক অকর্মক বদ ধাতুর উত্তর
আত্মনেপদ হয়। অনু-বাদয়তি অনু-বদ-গিচ্ ধূল। যে
অনুবাদ করায়।

অনুবাদিন্ (ত্রি) অনুবাদতে-অনুবদ-গিনি। অনুবাদ
কারক। অনু-বদ-গিচ্ গিনি। যে অনুবাদ করায়।

অনুবাদ্য (ত্রি) অনু-উদ্যতে অনু-বদ-গ্যাৎ। অনুকথনীয়।
অনুকরণীয়। উদ্দেশ্য। উপসর্গ না থাকিলে স্তব্ধ
উপপদেশ পর বদ ধাতুর উত্তর ক্যপ্ ও বৎ প্রত্যয়
বিহিত হয়। আর উপসর্গ থাকিলে শ্যৎ প্রত্যয় বিহিত
হইয়া থাকে। *। বদঃ স্থি-ক্যপ্ চ। পা ৩। ১। ২০৬।

উপসর্গে তু থাকেব। (ভট্টোজি)। আলঙ্কারিকদের
মতে প্রথমে অনুবাদ্য (উদ্দেশ্য) বলিয়া তাহার পর
বিধের বলিতে হয়। উদ্দেশ্য না বলিয়া বিধের বলিলে
তাঁহার ‘বিধের বিমর্শদোষ’ কহিয়া থাকেন। যথা—

অনুবাদ্যমহুত্বেব ন বিধের মুদীরয়েৎ।

অনুবাদ্য (উদ্দেশ্য) না বলিয়া বিধের বলিবে না।
‘শ্লক্কারোহর্যমেব মে, বদরসঃ’।

আমার দিক্কার এই যে, আমার আবার শত্রু।
এই শ্লোকে, ‘শ্লক্কারোহর্যমেব’ না বলিয়া, ‘অয়মেব
শ্লক্কার’ এই রূপ বলিলে আর বিধের বিমর্শদোষ
হইত না।

ভাষান্তর করণীয়। পশ্চাৎ বাজাইবার যোগ্য।

অনুবাসন (ক্লী) অনু-বস-চুরাদি পিচ্ লুট্। ধূপাদিহারা
স্বগন্ধীকরণ। বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত স্নেহাদিহারা বস্তি কর্ম।
স্তাদনুবাসনং স্নেহেন ধূপেন ইতি হেম্। পিচ্কারী দ্বারা
পাতলা ঔষধ প্রয়োগ। এই চিকিৎসা বৈদ্যদের বস্তি
ক্রিয়া মধ্যে গণ্য। কষায় দ্রব্যের পিচ্কারীর নাম
নিরুহ এবং স্নেহদ্রব্যের পিচ্কারী নাম অনুবাসন।
সে কালের বৈদ্যেরা চর্ম্মের কিছা মোটা কাপড়ের
পিচ্কারী প্রস্তুত করিতেন। তদ্বারা মলদ্বারে, যোনি-
মার্গে ও মূত্র মার্গে ঔষধ প্রয়োগ করা হইত।

অনুবাসিত (ত্রি) অনু-চু- বস-পিচ্ ক্ত। বস্তিকর্ম্মদ্বারা
চিকিৎসিত। স্বগন্ধীকৃত।

অনুবাস্ত (ত্রি) অনু-চু- বস-পিচ্ কর্ম্মণি-গ্যাৎ। স্বগন্ধি-
করার যোগ্য। বস্তিকর্ম্মদ্বারা চিকিৎসার যোগ্য।

অনুবিধায়িন্ (ত্রি) অনু পশ্চাৎ বিদধাতি জনয়তি অনু-
বি-ধা গিনি যুগাপমঃ *। আতোবৃচ্ চিপ্লকতোঃ।
পা ৭। ৩। ৩৩। চিপ্ এবং ক্লুতের ঞ ইৎ গ ইৎ প্রত্যয়
পরে থাকিলে আদন্ত ধাতুর স্থানে যুকের (য) আগম
হয়। অনুবিধানকর্ত্তা। পশ্চাৎজনক। অনুগত। ব্রহ্মার
সৃষ্টির অবশিষ্ট সৃষ্টিকর্ত্তা। মরীচি, অত্রিঃ অদ্রিস্ পুলস্ত্য
পুলহ জেতু বশিষ্ঠ এই সপ্ত ঋষি। বিশ্বামিত্র। কথিত
আছে বিশ্বামিত্রও নাকি ব্রহ্মার সৃষ্টির পরে কতকগুলি
বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যেমন ব্রহ্মার সৃষ্ট যুগ, তাহার
পরিবর্ত্তে বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট বাব কলাই। ব্রহ্মার সৃষ্ট
আমন ধান, বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট আউস ধান। ব্রহ্মার সৃষ্ট
কুশ, বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট কেশে ইত্যাদি।

অনুবিক্ত (ত্রি) অনু-বিধাতে অনু-ব্য-ধি- কর্ম্মণি-ক্।
সংসৃষ্ট। সংলগ্ন। পশ্চাৎ বোধিত। পশ্চাৎ দ্বিপ্ত।

তাড়িত। খচিত। সরসিজ মনুবিদ্ধঃশৈবলেনাপি রম্যং।
(শকুং)। বিদ্ধঃস্তাধেধিতেক্ষিণে সাধুস্তেহপি-
গদ্যতে। (বিধ)

অনুবিন্দ (পুং) অমু পশ্চাৎ বিন্দতীতি বিন্দ-শ সংজ্ঞায়াম্।

। *। গবাদিযু বিন্দে: সংজ্ঞায়াম্। (বার্তিক পা ৩। ১।
১০৮ হ্রদে)। সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম বুঝাইলে গবাদির পর
বিদ ধাতুর উত্তর শ প্রত্যয় হয়। রাজ্য বিশেষ। ইনি
কুরুক্ষেত্রে আসিয়া ভীষ্মের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া পাণ্ডব-
দের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

শকুনি: সৌবল: শল্য আবস্তোথ জয়দ্রথঃ।

বিন্দাহবিন্দো কৈকেয়া: কাষোজশ্চ হৃদক্ষিণঃ।

ভীষ্ম পং ১৬। ১৫।

অনুবিন্ধ্য (অব্য) বিদ্ধাৎ পর্ততঃ অতিক্রম্য অতিক্রমে
অব্যয়ী। বিদ্ধাপর্তুতকে অতিক্রম বা উল্লঙ্ঘন করিয়া
'নামুবিন্ধ্য' (বৃত্তি)। বিদ্ধাপর্তুতকে উল্লঙ্ঘন করিবে
না। অবস্তিদেশের রাজ্য।

অনুরূপ (ত্রি) অমু-পশ্চাৎবর্ততে অমু-বৃত্ত-কিপ্। পশ্চাদ্
বর্তী। পশ্চাদ্ভাবী। যে পশ্চাত্তাণে দাঁড়ায়ে থাকে।
অমুগত। অমুপশ্চাদ্ বৃণোতি-বৃণু-তে স্বা-বৃণাতি বৃণীতে
ক্রা-বরতি-তে ভা-বা-কিপ্-ভুক্ত। পশ্চাদ্ বরণকারী।
পশ্চাৎ প্রার্থনাকারী।

অনুরূপ (ত্রি) অমু-বৃত্ত-ক্। অমুগত। পশ্চাদ্গত।
ব্যাকরণে, পূর্বে হ্রদে হইতে পর হ্রদে আকাঙ্ক্ষাপূরণের
নিমিত্ত অধিত পদ। বাহ্য ক্রমশঃ গোল হইয়াছে।
অমুগতঃ বৃত্তঃ শীলম্। অতিক্রা-তং। শীলামুগত।
সুশীল। সচ্চরিত্র। পদ্য শ্লোক প্রাপ্ত। দৃঢ়তা প্রাপ্ত।
অভীত। 'বৃত্তং পদ্যে চরিত্রে ত্রিধতীতে দৃঢ়নিস্তলে।
(অমর)। পশ্চাৎ খ্যাত। যে পরে বিখ্যাত হইয়াছে।
পশ্চাৎ মৃত। পশ্চাৎ বৃত। যাহাকে পরে বরণ করা
হইয়াছে। 'বৃত্তোহতীতে দৃঢ়ে খ্যাতে বর্তুলেহপি বৃত্তে
বৃত্তে। বাচ্যবধর্ত্তকে (বিধ)।

'বাচ্যবধর্ত্ততে' ইহার তাৎপর্য এই, প্রথমে বৃত্ত এই
রূপ পুংলিঙ্গ নির্দেশ করা হইয়াছে—কিন্তু সর্বত্র পুংলিঙ্গ
থাকে না। কলতঃ বাচ্যের যে লিঙ্গ, সেই লিঙ্গ হয়।

অনুবৃত্তি (ত্রী) অমু-বৃত্ত-ক্। পশ্চাৎ গমন। পূর্ক
হ্রদের পদ্যাদির পরহ্রদে আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিমিত্ত
আকর্ষণ। অধিকার। হ্রদের ছয় প্রকার লক্ষণের মধ্যে
একটি লক্ষণ। বধা—

সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধিনিয়ম এব চ।

অতি দেশোহধিকারশ্চ বড়বিধং হ্রদলক্ষণম্ ॥

সংজ্ঞা, পরিভাষা, বিধি, নিয়ম, অতিদেশ, অধিকার
এই ছয় প্রকার হ্রদের লক্ষণ। 'পূর্কহ্রদস্থিত পদ্য
পরহ্রদেবৃপস্থিতিরধিকারঃ। সত্ব ত্রিবিধঃ।

সিংহাবলোকিতাখ্য মণ্ডুক প্লুতিরেব চ।

গঙ্গাস্রোত ইতিখ্যাতঃ অধিকারান্ত্রয়োমতাঃ।

আকাঙ্ক্ষায়ান্ত সর্কেষামমুবৃত্তিপরে ভবেৎ।

পূর্কহ্রদস্থিত পদের পর হ্রদে উপস্থির নাম অধিকার
(অনুবৃত্তি)। অনুবৃত্তি তিন প্রকার। ১। সিংহাবলোকিত।
সিংহ যেমন কিছু দূর পর্য্যন্ত লক্ষ্য রাখে, অনুবৃত্তির কার্যও
সেই রূপ কিছু দূর পর্য্যন্ত থাকে। ২। মণ্ডুক প্লুতি।
মণ্ডুক (ব্যাং) যেমন কিছু দূর লাফ দিয়া যায়, তাহার
মত দুই চারি হ্রদ ছাড়াইয়া অন্ত হ্রদে অধিকারও গিয়া
থাকে। ৩। গঙ্গাস্রোত, গঙ্গার স্রোত যেমন হিমালয় পর্বত
হইতে বাহির হইয়া বহু দূর দেশ ব্যাপিয়া চলিতেছে,
তাহার ছায়, অতিশয় দূর পর্য্যন্ত অনুবৃত্তি যায়। [সংজ্ঞা
প্রভৃতি শব্দের অর্থ সংজ্ঞা প্রভৃতি শব্দে দেখ]।
একটি থাকিলে সেই সম্বন্ধে আর একটি থাকে, এপ্রকার
অবয়। সমবয়। সেবা।

'যে মমামুগতা নিত্যং প্রসাদধন ভোক্তনৈঃ।

অমুবৃত্তিঃ ঐবস্তেহদ্যকুর্সন্ত্যন্তমহীভূতাং। (চণ্ডী)।

অমুগ্রহ দত্ত ধন ভোগে যাহারা সর্বদা আমার অমু-
গত ছিল, তাহারা এখন অন্ত রাজার সেবা করিতেছে।
অনুবোধ (পুং) অমু বিধাতে অনুবেধনঃ বা অমুবিধ ভাবে
বঞ্। সংসর্গ।

অনুবোল (অব্য) বেলাং বেলাং অমু ইতি বীক্ষার্থে
অব্যয়ী। প্রতিক্ষণ। সর্বদা। বেলা সমুদ্রতীরং তদমু
সমীপে সামীপ্যার্থে বীক্ষার্থে বা অব্যয়ী। সমুদ্রতীরের
নিকটে। সমুদ্রের তীরে তীরে। উপকূলে।

অনুবোলিত (ক্রী) অমু-বেল-ক্ বোলিতঃ বক্রং গোলা-
কারঃ ইতি যাবৎ তদমুগতং। অতিক্রা-তং। বৈদ্য সমুদ্র
তীরের লেপন বিশেষ। ফোড়ার প্রলেপ। (অব্য)
বোলিতঃ কুটিলং তদমু সমীপে সামীপ্যার্থে অব্যয়ী।
কুটিলের নিকটে। আবিদ্ধঃ কুটিলং ভুয়ং বোলিতঃ
বক্রমিত্যপি। (অমর)।

অনুবোধ্য (পুং) অমুবৃত্তিতে প্রবিষ্টতে অমু-বিশ-ভাবে
বঞ্। ভ্যোষ্টকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠের বিবাহ।

অনুবোধ্য (ত্রি) অমুক্রমেণ পৌরুষপর্য্যন্তপেণ বিস্তৃত্তে
প্রবিষ্টতে বৎ। অমু-বিশ-কর্ষনি শ্যৎ। প্রতিবাসীদের

এক জনের বাটীর পরে আর এক জনের বাটী। সমুদ্রের স্থান। অমুক্রমেণ বেষম্ প্রবেশম্ অর্হতি অমু-বিশ-অর্হার্থে গ্যৎ। প্রতিবেশীর অন্ত গৃহবাসী।

অমুবেণেয়। অযোধ্যার একটি পুরাতন প্রদেশ। ইহার অন্তর্গত মনের নামে একটি নগর ছিল। ললিতবিস্তরের মতে, সেইখানে বৃদ্ধদেব অনোয়া নদী পার হইয়া মাথা মুড়াইয়াছিলেন। অমুচরেরা সেইখানে সিদ্ধার্থের কাছে বিদায় লইয়া কপিল নগরে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

যে স্থান বৈণেয় নদের সঙ্গে বিস্তীর্ণ হইয়া আছে, কিম্বা বৈণেয় নদের সমীপে অথবা নিম্নে যে প্রদেশ আছে, তাহাকে অমুবেণেয় বলা যাইতে পারে। কিম্বা পূর্বে এ স্থান বেণু অর্থাৎ বাশে পরিবেষ্টিত ছিল, তাই লোকে ইহাকে অমুবেণেয় কহিত। তজ্জন্ত বোধ হয়, 'বাংশীর' আর একটি নাম অমুবেণেয় ছিল।

ইহার নিকটবর্তী আর কয়েকটি স্থান চিনিতে পারিলে অমুবেণেয় প্রদেশও সহজে চেনা যাইতে পারিবে। অনোয়া নদী পার হইয়া সিদ্ধার্থ, চন্দক নামক তাঁহার অমুচরকে কপিল নগরে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। তজ্জন্ত, সেখানে 'চন্দক-নিবর্তন' নামে স্তূপ নির্মাণ করা হইয়াছিল। বোধ হয় অনোয়া নদীর পূর্বপারে, গোরক্ষপুর হইতে পাঁচ কোশ দক্ষিণে 'চন্দক-নিবর্তন' স্থান ছিল, তাহাই এখনকার 'চন্দন-বলি' গ্রাম।

সিদ্ধার্থ চন্দককে বিদায় করিয়া হাতের তলবার দিয়া মাথার চূড়া কাটিয়া ফেলিলেন। চূড়া কাটিয়া চুলের গোছা উপর পানে ছুড়িয়া দিতে লাগিলেন। দেব-তারা, চূড়ার সেই চুলগুলি সংগ্রহ করিয়া একটি পীঠ নির্মাণ করেন, তাহার নাম 'চূড়াপতি-গ্রহ'। এই স্থানের আধুনিক নাম 'চুড়ের' বা 'চুরের'। ইহা চন্দবলি হইতে দেড় কোশ উত্তরে অবস্থিত।

তাহার পর সিদ্ধার্থ আপনার কাষায় বস্ত্র ছাড়িয়া গেক্ষয়া বস্ত্র পরিলেন। লোকে সেই কাষায় বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া একটি পীঠ নির্মাণ করিয়াছিল, তাহার নাম 'কাষায়গ্রহণ'। চন্দবলি হইতে দেড় কোশ দূরে 'কাষায়ের' নামে একটি গ্রাম আছে। বোধ করি, উহাই সেকালের 'কাষায়গ্রহণ' হইবে। চীন পরিব্রাজক হিয়াং শিয়াং এই সকল তীর্থস্থান যে রূপ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে কিছু প্রভেদ হয়। (See Cunningham's Ancient G. of India.)

অমুব্যা (ত্রি) অমু-ব্যতি-তে অমুগচ্ছতি অমু-ব্যো সং-বৃত্তৌ ক। অমুগত। পশ্চাৎকারী। অমুব্যতি-তে আচ্ছাদয়তি। আচ্ছাদনকারী।

অমুব্যাখ্যান (ক্লী) অমুরূপং সদৃশং ব্যাখ্যানং অমু-বি-আ-খ্যা-ভাবে লুট্। প্রাদিসং। মন্তাদির অবিকল অর্থপ্রকাশ। পশ্চাদ্ব্যাখ্যা। (পুং) শকার্হত্বাদ্ যুচ্। [অমুকম্পন শব্দে স্মৃত দেখ]।

অমুব্যাহার (পুং) অমু-বি-আ-হ-ভাবে যঞ্। অমুপশ্চাদ্ব্যাহারঃ উক্তিঃ। কর্মধা। অমুরূপোব্যাহারৈঃ প্রাদিসং বা। অমুবাদ। পশ্চাৎ কথন। অমুরূপ কথন।

ব্যাহার উক্তির্নপিতং ভাষিতং বচনং বচঃ। (অমর) অনুব্রজন (ক্লী) অমু-ব্রজ-ভাবে-লুট্। পশ্চাদ্গমন। অমু-ব্রজ-যুচ্ চলনর্থত্বাৎ। পথিক। [অমুকম্পন দেখ]।

অনুব্রজ্যা (ক্লী) অমুপশ্চাদ্গমনম্ অমু-ব্রজ-ভাবে-ক্যপ। ১*। ব্রজযজোর্বাবে ক্যপ। পা ৩। ৩। ৯৮। ব্রজ ও যজ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে জীলিঙ্গে ক্যপ্ প্রত্যয় হয়। পশ্চাদ্গমন। পশ্চাদ্গমনরূপ সেবা। গোবধ প্রায়-শ্চিত্তের ক্রিয়াবিশেষ। শাস্ত্রাদ্ গোবধে যথা,—

তিষ্ঠন্তীষ্মুতিষ্ঠেতু ব্রজন্তীষ্ম্যমুব্রজেৎ।

গোরু দাঁড়াইলে, দাঁড়াইবে এবং গমন করিলে তাহাদের পশ্চাদ্গমন করিবে। অপালন গোবধে যথা, আর্জমেবহিতক্রম্য পরিধায় সগাং ব্রজেৎ।

গোহত্যাকারী রক্তশুদ্ধ হত গোরুর চর্ম পরিধান করিয়া গোরুর পশ্চাদ্গমন করিবে।

জীলোকের গোবধাদি পাপ ঘটিলে গোরুর অমুগমন প্রভৃতি কতকগুলি কার্য নিষিদ্ধ আছে। যথা ভবদেব-ভট্ট দ্বতবচন,—

বপনং নৈব নারীণাং নানুব্রজ্যাজপাদিকং। ইত্যাদি

জীলোকের মস্তক মুণ্ডন নাই, গোরুর পশ্চাদ্গমনও নাই, এবং গোমতীমন্ত্র জপও নাই ইত্যাদি।

অনুব্রত (ত্রি) অমু অমুকুলং সঙ্কুশং বা ব্রতং নিয়মঃ কর্ম বা যন্ত। অমুকুল নিয়মযুক্ত। ভাল কর্মশালী। সমান নিয়মকারী। কর্মধা। পশ্চাদ্ভ্রত।

অনুশতিকাদি (ক্লী) অনুশতিকং আদিত্যন্ত। ৬-বহুব্রী। তদ্ধিতের ঞ ইৎ, ণ ইৎ এবং ক ইৎ প্রত্যয় পরে ছই পদের আদি অচের বৃদ্ধির গণ। *। অনুশতিকাদীনাম্। পা ৩। ৩। ২০। অনুশতিক, অনুহোড়, অনুসম্বরণ, অনুসম্বৎসর, অজারবেণু, অসিহত্যা, অন্তহত্যা, অন্তহেতি, বধোগ, পুঙ্করসদৃশ, অনুহরৎ, কুরুকত, কুরুপালাস, উদক-

শুভ্র, ইহলোক, পরলোক, সৰ্বলোক, সৰ্বপুরুষ, সৰ্ব-
ভূমি, প্রয়োগ, পরত্নী, রাজপুরুষ, বৃহন্নড, অভিগম,
অধিভূত, অধিদেব, অধ্যাত্ম, চতুর্বিদ্যা, শতকুস্ত, পর-
দার। (আকৃতি গণ)।

অনুশয় (পুং) অনু-শীঙ-অচ্। অনু পশ্চাৎ শয়ঃ শয়নং
যেন। ৩ বহুব্রী। অতিশয়দেব। অনুতাপ। পশ্চাৎসন্তাপ।
পূর্ববিরোধ। অনুগতঃ শয়ং হন্তম্। হন্তপ্রাপ্ত। বাহা
হন্তগত হইয়াছে।

অনুশয়োদীর্ঘবেদামুতাপয়োঃ (অমর)

ক্ৰীষাবিক্রীয় বা কিস্কিদ্ যন্তেহানুশয়োভবেৎ।

সোহিহুদিশাহান্তদ্ব্যং নদ্যটেকবাদদীত বা।

মহাসংহিতা ৮। ২২২।

কোন বস্ত্র ক্রয় করিয়া কিম্বা বেচিয়া যাহার মনস্তাপ
হয়, সে দশ দিনের মধ্যে সেই বস্ত্র ফিরিয়া দিতে
পারিবে এবং বিক্রোতা ফিরিয়া লইতে পারিবে।

অনুশয়ানা (স্ত্রী) অনুশেতে পরনায়ক বাকোন ক্রুধাতি
অনু-শীঙ-শানচ্। পরকীয় নায়িকাবিশেষ। যে নায়িকা
ইষ্টহানির নিমিত্ত অনুতাপ করে। অনুশয়ানা নায়িকা
তিন প্রকার। ১—বর্তমান সঙ্কেত স্থানে বিঘটন ঘটিলে
যে অনুতাপ করে। ২—ভাবি সঙ্কেত স্থানের অভাব
আশঙ্কায় যে অনুতাপ করে। ৩—সঙ্কেত স্থানে পতি
আসিয়াছে, কিন্তু নিজে এখন যাইতে পারিতেছে না,
তজ্জন্ম যে হুঃখ করে। (ত্রি) যে অনুতাপ করে।

অনুশয়িন্ (পুং) অনুশেতে অনুতপ্যতে অনু-শীঙ-ইনি।
নিজ পুণ্য অনুসারে চক্রলোকে বাস করিয়া পুণ্য হ্রা-
ইলে অনুতাপযুক্ত হইয়া ভুলোকে আগমনেচ্ছু ব্যক্তি।
(ত্রি) অনুশয়োহুতাপ্তি ইনি। পশ্চাত্তাপযুক্ত।

অনুশরী (স্ত্রী) অনু-শীঙ ভাবে অচ্ অনু পশ্চাৎ শয়তাপো
যয়া। বহুব্রী। গৌরাং ভীষ্। পাদ রোগ। পায়ের পীড়া।
। *। এরচ্। পা ৩। ৩। ৫৬। ইবর্ণাস্ত ধাতুর উত্তর
ভাবে অকর্জকারকেও সংজ্ঞা বিষয়ে অচ্ প্রত্যয় হয়।

অনুশর (পুং) অনুপ্রতিকরণং শৃণাতি হিনস্তি প্রাণিনঃ
কর্তরি অচ্ অপ্ বা। রাক্ষস।

অনুশার (পুং) অনু-শৃ-করণে ঘঞ্। শারং বায়ুং বর্ণং
আবরণং বা অনুগতঃ। অতিক্রাং তৎ। বায়ুর অনুগত।
বায়ু প্রাপ্ত। বর্ণ প্রাপ্ত। আবরণ প্রাপ্ত। *। শৃ বায়ু
বর্ণ নিবৃত্তেষ্। (বার্তিক পা ৩। ৩। ২১ হুত্রে) বায়ু
বর্ণ আবরণ অর্থে শৃ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হয়।

অনুশাসন (স্ত্রী) অনুশাসনং বাথার্থেন নিরূপণং অনু-

শাস-ভাবে লুট্। বথার্থ জ্ঞাপন। আদেশ। ত্রিক জ্ঞান।
নিরূপণ। কর্তব্যের বিধান। অনুশিষাতে যেন করণে
লুট্। তন্তৎ নিরূপকশাস্ত্র। ‘অথ শকাংশাসনম্’।
‘সম্পূর্ণমুচ্যতে বর্ণের্ণাম লিঙ্গাংশাসনম্’। (অমর)।
অনুশাসনং ধর্ম নিরূপণং প্রয়োজনমন্ত ঠক্ অনুশাস-
নিক মহাভারতের অষ্টাদশ পর্কের অন্তর্গত পর্ব
বিশেষ।

অনুশাসিত্ (ত্রি) অনু-শাস্তি বাথার্থেন কার্যমাদিশতি।
অনুশাস-তৃচ্। কর্তব্য উপদেশ কর্তা। (স্ত্রী) অনুশা-
সিত্রী। অনু-শাস-তুন্ ঔগাদিকঃ। (ত্রি) অনুশাস্ত্।
(স্ত্রী) অনুশাস্ত্রী।

অনুশাসিন্ (ত্রি) অনু-শাস্তি কার্যমুপদিশতি অনু-শাস-
নিনি। কর্তব্যের উপদেশকর্তা। মিয়ন্তা। দণ্ডবিধাতা।
অনুশিষ্টে (ত্রি) অবশাসি অনুশাস-কর্মণি ক্র। বাহ্যকে
শাসন করা হইয়াছে। বাহ্যকে হিত উপদেশ দৈওয়া
হইয়াছে। যে দণ্ডিত হইয়াছে। *। শাস ইন্ড্ হলোঃ।
পা ৬। ৪। ৩৪। অঙ্ এবং ক ইং ও ও ইং হন্ পরে
থাকিলে শাস ধাতুর উপধা স্থানে ই হয় অর্থাৎ শাস
স্থানে শিষ্ হইয়া থাকে।

অনুশিষ্টী (স্ত্রী) অনু শাস-কিন্। অনুশাসন। পশ্চাৎ
শাসন। উপদেশ। শাস অনুশিষ্টী (সিং কোঃ)।

অনুশীত (অব্য) শীতে বিভক্ত্যর্থো অব্যয়ীঃ। শীতে।

অনুশীলন (স্ত্রী) অনু-শীল-ভাবে লুট্। অনুক্ষণং শীলনম্
আন্দোলনম্। প্রাদি সৎ। সতত অভ্যাস। সর্বদা
আন্দোলন। প্রতিক্ষেণে আচরণ।

অনুশুচিত (স্ত্রী) অনু-শুচ-ভাবে ক্র। অনুশোচিষ্মারক
ইতি আরম্ভার্থে ক্র বিকল্পে কিদ্রিতি বা শুণঃ। [অনু-
মোদিত শব্দে শূত্র দেখ]। পশ্চাৎ শোক। (ত্রি)
কৃতান্তশোচনারম্ভ।

অনুশোক (পুং) অনু-পশ্চাচ্ছোকঃ অনুশুচ-ভাবে ঘঞ্।
পশ্চাৎশোক।

অনুশোচন (স্ত্রী) অনুশুচ্যতে অনু-শুচ-ভাবে লুট্। পশ্চাৎ
শোক। (স্ত্রী) স্বার্থে পিচ্ বুচ। অনুশোচনা পশ্চাৎ
শোক। পশ্চাৎ শোক প্রকাশ।

অনুশোচনীয় (জি) অনুশুচ্যতে বৎ অনু-শুচ-কর্মণি
অনীয়ত্ব। অনুশোকাহঁ। বাহ্যকে মনেকরিয়া পশ্চাৎ
শোক করা যায়।

অনুশোচিত (স্ত্রী) অনু-শুচ-ভাবে ক্র। শোচিষ্মারক
ইতি আরম্ভার্থে বা ক্র। পশ্চাৎ শোক। (ত্রি) বাহ্যকে

মনে করিয়া পশ্চাৎ শোক করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে।

[অমুদোষিত শব্দে নৃত্য দেখ]।

অমুল্লোক (পুং) অমুল্লোকাতে অমুল্লোকাতে রূপেণ সংহৃত্তে কবিত্তিঃ অমুল্লোক সংঘাতে (ভূ. আ.)-ব।

[পুংসি ইত্যাদি নৃত্য অধর শব্দে দেখ]। অথবা, অশ্রবণে (ইণ্, ইত্যাদি উণ্ ৩। ৪০)। বাহুলকাৎ কনুণঃ। কপিলকাদিভ্যং লঘু। অমুল্লোকাতে ইতি অমুল্লোকঃ। (নিরুক্ত)।

মহাত্মে গান করিবার সামবিশেষ। বেদের গান।

অমুল্লোকা (ত্রি) অমুল্লোকাতে অমুল্লোকাৎ কৰ্মণি ক্ত। সংলগ্ন।

অমুল্লোকা। পূৰ্ণ নৃত্যের কার্য বিশিষ্ট।

অমুল্লোকা (পুং) অমুল্লোকাৎ অমুল্লোকা-ভাবে যজ্ঞ। দয়া।

যেখানে কোন প্রধান কার্যের অধিক উদ্দেশ্য থাকে, তাহার মধ্যস্থ কোন সামান্য কার্যের উদ্দেশ্য। প্রধান উদ্দেশ্যের অন্তর্গত সামান্য উদ্দেশ্য।

যথা—‘ভিক্ষামট যদি পশ্চাৎ তদা গাফানয়’।

ভিক্ষা করিতে যাও। যদি দেখিতে পাও, তবে গোন্ধটাকেও আনিবে। এখানে ভিক্ষা করিতে যাওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য, তাহার মধ্যে গোন্ধ আনাটা সামান্য উদ্দেশ্য, তজ্জন্ত গোন্ধ আনাকে অমুল্লোকা বলা যায়।

তীর্থপ্রাপ্যামুল্লোকাৎ জানান তীর্থ সমাচরণং।

জানকঃ ফলমাপ্নোতি তীর্থযাত্রা ফলং নতু। (শঙ্ক)।

প্রধান উদ্দেশ্যের অন্তর্গত সামান্য উদ্দেশ্যে তীর্থে যাইয়া জান করিবে। তাহাতে সেই জানের জন্ত ফল পাইবে, কিন্তু তীর্থযাত্রা জন্ত ফল পাইবে না। কারণ, যথানিয়মে তাহার তীর্থযাত্রা করা হয় নাই। বাচস্পত্যে ও শঙ্করসম্মতে প্রসঙ্গ ও অমুল্লোকা দুইটা একার্থক শব্দ বলিয়া লেখা আছে, কিন্তু তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব লিখিত স্মার্তের একটা পাঠ সঙ্গত হয় না। যথা—

‘অতএব প্রাসঙ্গিকামুল্লোকাৎ ফলসিদ্ধিরপ্যপন্য’।

‘অতএব প্রাসঙ্গিক ও অমুল্লোকাৎ ফলসিদ্ধিও সঙ্গত হইল’। প্রাসঙ্গিক শব্দে এক প্রকার অর্থ বুঝাইলে এখানে একটা শব্দ বলিলেই চলিত, এরূপে দুইটিরই উল্লেখ করিতে হইত না। ফলতঃ, এক উদ্দেশ্যে কোন কাজে প্রবৃত্ত হইলে, কেউকিছই ছিল না, তাহাও যদি পূর্ণ হয়, তেমন স্থলে প্রসঙ্গ শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। [প্রসঙ্গ শব্দ দেখ]।

এক স্থলে যে শব্দের উল্লেখ থাকে, অজ্ঞ বাক্যের অবর করিবার জন্ত তাহার আকর্ষণ বা অমুল্লোকা।

‘মন্ত্রাণামিত্যমুল্লোকাতে’ (স্মার্ত) ‘মন্ত্র সকলের ইহাই অমুল্লোকা হইবে।

অমুল্লোকা (ত্রি) অমুল্লোকাতে প্রতিক্ষণমবতিষ্ঠতে অমুল্লোকা-বিশেষ। সর্গদা প্রসঙ্গ। নিরত অবস্থিত। ব্যাপক। ‘বিভূতামুল্লোকা ভয়মেতি জনঃ’। (কিরাম ৬। ৩৫।) অমুল্লোকা ব্যাপকমিতি। (মল্লিনাথ)।

অমুল্লোকা (অব্য) অমুল্লোকা-কিপ্। অমুল্লোকা। পূৰ্ণ অবধি (অব্য)। অমুল্লোকা পূর্ণ বুদ্ধি: অমুল্লোকা। অমুল্লোকা।

অমুল্লোকা (অব্য) যজ্ঞ: পদ্যসমুদয়নিব বিভক্ত্যর্থং অব্যয়ী। পদ্যসমূহে। (ত্রি) কচ্ছাদি অণ্ অমুল্লোকা অমুল্লোকাভ্যে।

। *। কচ্ছাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ২। ১০৩। দেশবাচী কচ্ছাদি-শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়। [কচ্ছাদিগণ কচ্ছ শব্দে দেখ]।

অমুল্লোকা (ত্রি) অমুল্লোকাতে অমুল্লোকা-কৰ্মণি ক্ত। সর্গদা-সিদ্ধ। পশ্চাৎ সিদ্ধ। যাহাতে জলাদি সেক করা হইয়াছে।

অমুল্লোকা (ক্লী) অমুল্লোকা-ভাবে লুট্। প্রতিক্ষণ সেচন। পশ্চাৎ সেচন।

অমুল্লোকা (ক্লী) অমুল্লোকা-ভাবে ক্তি। অমুল্লোকাতে স্তবকরা। যিনি যে রূপ স্তবনীয় তাঁহার তদনুসারে স্তব করা।

অমুল্লোকা (ক্লী) অমুল্লোকাতে গর্তে যজ্ঞ। ৬-বচনী। আদি পাঁচটা অক্ষরে এক পাদ পরে তিন অক্ষরে এক পাদ এই রূপ ছন্দোবিশেষ।

অমুল্লোকা (ক্লী) অমুল্লোকাৎ ক্রমেণ পূৰ্ণমকারান্বনা ততঃ স্পর্শাদিভির্ব্যজ্যমানা ত্তোভতে বর্ধতে অমুল্লোকা বৃদ্ধার্থে-কিপ্। অকারো বৈ সর্গা বাক্ সৈব স্পর্শোদ্যভির্ব্যজ্য-মানা বহ্বীনানারূপা ‘পর’ ‘পশুভী’ ‘মধ্যমা’ ‘বৈখরী’, (ইতি উপনিষৎ)। অথবা, পূৰ্ণ পঞ্চাশদক্ষরান্বনা ততো গদ্যপদ্যাদিরূপেণ বর্ধতে। অথবা, ত্তোভতিরুচি-কৰ্ম্মা, অমুল্লোকা ত্তোভি দেবতা।

বাক্। সরস্বতী। অষ্টাক্ষর পাদ ছন্দোবিশেষ। অমুল্লোকা পূর্ণ ছন্দের পুরাতন বিবরণ আলোচনা করিয়া দেখিলে কতকটা ঐতিহাসিক রহস্য বাহির হইয়া পড়ে। বৈদিক সময়ের গদ্যপদ্যের ধারা কেমন এক অদ্ভুত প্রকার। সহজে পড়িয়া গেলে, শুনিতে তত ভাল লাগে না। কিন্তু স্মরণ করিয়া পড়িলে মিষ্ট বোধ হয়। বৈদিক সময়ের শেষ ভাগে অমুল্লোকা পূর্ণ ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। যথেষ্ট অমুল্লোকা পূর্ণ ছন্দের নাম দেখা যায়। (অমুল্লোকা সোম উক্তৈঃ ইত্যাদি ১০। ১০০। ৪। সোম অমুল্লোকা পূর্ণ ছন্দে উক্ত পাঠ করিয়াছিলেন)।

সকল ভাষাতেই ছন্দ দেখিয়া ভাষার কতক কতক কাল নিরূপণ করা যায়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পয়ার ও ত্রিপদী আছে, কিন্তু তাহাতে বেশ শৃঙ্খলা নাই। তাহার পর, কবিকঙ্কণের পুস্তকে কতকটা পদ্য রচনার শৃঙ্খলা আসিয়া দাঁড়াইল। শেষে, ভারতচন্দ্র রায় একটা নির্দিষ্ট নিয়ম ধরিয়া ছন্দ ঠিক রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল কবিদের পুস্তকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ নাই। অতএব অমিত্রাক্ষর ছন্দ দেখিলেই বুঝা যায় যে, আমরা বিদ্যাপতির সময় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। সংস্কৃত ভাষার পক্ষে অমৃতভূপ্ ছন্দও ঠিক সেই প্রকার। ঋষিরা যখন প্রথম বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, সে সময়ে অমৃতভূপ্ ছন্দ ছিল না। তাহার পর অমৃতভূপ্ ছন্দের যত অধিক চলন দেখা যায়, ততই বুঝিতে পারি যে, আমরা প্রথম বৈদিক কাল হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বেদের সময়ে এই ছন্দ অল্প অল্প চলিত হইয়াছিল। তাহার পর পৌরাণিক সময়ে সকলেই ইহার আদর করিতেন। এখন ইহা সর্বত্রই বিশেষ প্রচলিত। অমৃতভূপ্ ছন্দ সরল ও মিষ্ট এবং ইহাতে সহজে শ্লোক রচনা করা যায়।

পূর্বে বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষরছন্দ ছিল না। পদ্যের শেষে কথার মিল না থাকিলে, বাঙ্গালায় সে কবিতার কেহই আদর করিতেন না। মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষরছন্দে কাব্যাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা বেশ মিষ্ট ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। কিন্তু এই অমিত্রাক্ষর প্রচলিত হইলে পাঠকেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। ষাহারা ইংরাজি জানেন, ইংরাজি ভাষার মিণ্টন প্রভৃতি মহাকবিদের অমিত্রাক্ষর রচিত অপূর্ণ কাব্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা মধুসূদনের কাব্যের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অমিত্রাক্ষরছন্দ তাঁহাদের মিষ্টও বোধ হইল। কিন্তু ইংরাজি অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহার রস পাইলেন না। তাঁহারা মেঘনাদবধাদির নিন্দা করিতে লাগিলেন। অমৃতভূপ্ ছন্দের ভাগ্যেও তাহাই ঘটয়াছিল। ইহা প্রথম চলিত হইলে কেহ কেহ ইহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন, কেহ কেহ প্রকারান্তরে ইহার নিন্দা করিতে লাগিলেন।

ঐতর্য্য আরণ্যকে লিখিত আছে যে, অমৃতভূপ্ ছন্দে স্বর্গকামনা পূর্ণ হয়। (অমৃতভূভো স্বর্গকামঃ কুর্বাতি)। দুইটা অমৃতভূভে চৌষট্টি অক্ষর আছে। তাহার তিনটা অক্ষরে এই তিন লোক। তাহাতে আবার একুশ লোক

হইয়াছে। প্রত্যেক একুশ অক্ষর দ্বারা তিনি সেই সকল লোকে আরোহণ করেন এবং চতুঃশষ্টিতম দ্বারা স্বর্গলোকে অধিষ্ঠিত হন। (দ্বয়োবা অমৃতভূভোচতুঃষষ্টিরক্ষরাণি। ত্রয় ইম উক্কা, একবিংশা লোকা, একবিংশতো-কবিংশট্যাবমানোকান্ রোহতি স্বর্গ এব লোকে চতুঃষষ্টিতমেন প্রতিষ্ঠিততি)।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে,—একবিংশস্তোম, অথর্কবেদ, আপ্যোয়াম নামক যাগ, অমৃতভূপ্ ছন্দ এবং বৈরাজ সাম ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। (একবিংশমথর্ক্যাগমাপ্যোয়ামাগমেব চ। অমৃতভূভঃ স বৈরাজম্ উত্তরাদম্বজন্ মুখাৎ। ১। ৫। ৫৫)। এদিকে ভাগবতপুরাণের মতে,—প্রজাপতির মাংস হইতে ত্রিষ্টুপ্, ঋগ্ হইতে অমৃতভূপ্, এবং অগ্নি হইতে জগতী ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছিল। (ত্রিষ্টুর্মাংসাৎ ঋতৌ ঋষ্টুর্ব্জগতাত্; প্রজাপতেঃ। ৩। ১২। ২৯)।

নিরুক্তে লিখিত আছে যে,—শরৎ, অমৃতভূপ্, একবিংশস্তোম এবং বৈরাজসাম ইহারা পৃথিবী—আত্মক। (শরদমৃতভূবেকবিংশস্তোমো বৈরাজং সাম ইতি পৃথিব্যা-আনি। ৭। ১১)। বাম্বীকি কিম্বা তৎপরবর্ত্তী কবিদের কাছে অমৃতভূপ্ বিলক্ষণ আদরের ছন্দ হইয়াছিল। তাই বাম্বীকি যাহাতে ঐ ছন্দের জন্মদাতা হন, সে জন্ত ‘মানিষাদ’ ইত্যাদি কবিতা রচনা করিয়া কেহ কেহ একটা গল্পের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বাম্বীকি আদি কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ, অতএব অমৃতভূপ্ ছন্দ বাহির করার যশঃ তাঁহাকেই শোভা পায়। কিন্তু বাস্তবিক বাম্বীকির অনেক পূর্বেই অমৃতভূপ্ ছন্দ চলিয়া আসিতেছিল। তবে, ছন্দটা ভাল বলিয়া এক এক জনে তাহা বাহির করিবার যশঃ পাইতে ইচ্ছা করিতেন।

সেকালে অমৃতভূপ্ ছন্দ ষাহাদের মনোনীত হইয়াছিল, এই গেল তাঁহাদের মত। কেহ কেহ প্রকারান্তরে ইহার নিন্দাও করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতায় লিখিত আছে যে,—প্রজাপতি আপনার পা হইতে একবিংশস্তোমের সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর অমৃতভূপ্ ছন্দ, বৈরাজ সাম, মহুযোর মধ্যে শূত্র এবং পত্তর মধ্যে ঘোড়ার সৃষ্টি করিলেন। তজ্জন্ত ঘোড়া ও শূত্র অমৃতভূপ্ ছন্দকে বহন করে। তজ্জন্ত শূত্র যজ্ঞ করিতে পায় না, কারণ তাহার পর আর দেবতার সৃষ্টি করা হয় নাই। তজ্জন্ত পা দ্বারা তাহার জীবিকা লাভ করে, কারণ তাহার পা হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল। (পত্ত একবিংশঃ মিম্বীকী)

তমমুঠুভ্ছল্লোহবস্বজ্যাস্ত। বৈরাজঃ সাম শূদ্রো মমুঘা-
গামখাঃ পশূনাম্। তস্মাস্তৌ ভূতসংক্রামিণাবস্বশ্চ শূদ্রশ্চ।
তস্মাৎ শূদ্রো যজ্ঞে হনবকপো ন হি দেবতা অহস্বজ্যাস্ত।
তস্মাৎ পাদাবুপজীবতঃ। পন্তো হস্বজ্যোতাম্। ৭।১।১।)

অমুঠুপ্ ছন্দ, শূদ্র, বোড়া প্রভৃতি প্রজাপতির পা
হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। পা, শবীরের নিকৃষ্ট স্থান,
তজ্জন্ত শূদ্র ও অশ্বের দুর্গতির কথা বলা হইল। কিন্তু
অমুঠুপ্ ছন্দের কথা ব্যক্ত করা হইল না। সংহিতাকার
এখানে এক প্রকার চাতুরী করিয়াছেন, বলিতে হইবে।
নাম ও জন্মসাহচর্য্য হেতু একটীর নিন্দা করিলে সকল
গুলিরই নিন্দা করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব অমুঠুপ্ ছন্দের নিন্দাও আছে, প্রশংসাও
আছে। এ প্রকার ভিন্ন মত ঘটবার কারণ এই,—সকল
দেশেই, বাহা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, অনেকে
সেই পুরাতন প্রথার পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। কোন
নূতন প্রথা ভাল হইলেও, সকল লোকের চক্ষে তাহা
প্রশস্ত বোধ হয় না। তাই, বাহারা বেদের প্রথম অব-
স্থার গদ্য পদ্য পড়িয়া আসিতেছিলেন, সে সকল
লোককে তাহাই বেশ ভাল লাগিত। শেষে অমুঠুপ্
বৃত্ত বাহির হইলে কবিতা যখন এই নূতন ছন্দে মস্ত
লিখিতে লাগিলেন, সে সময়ের প্রাচীন লোকেরা
অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাহার পর পৌরাণিক
সময় হইতে ইহার আদর বাড়িতে লাগিল, তখন কেহই
আর অমুঠুপ্ ছন্দের নিন্দা করিতেন না।

এখন আর অমুঠুপ্ ছন্দের নিন্দা নাই, সকলেই
ইহাতে কবিতা রচনা করিয়া থাকেন। অমুঠুপের
লক্ষণ এই—

পঞ্চমং লঘু সর্ষত্ৰ সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।

ষষ্ঠং গুরু বিজানীয়াদিত্যমুঠুভলক্ষণম্। (ঋতবোধ)

সকল পাদেদেরই পঞ্চমবর্ণ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদেদের
সপ্তমবর্ণ লঘু আর সকল পাদেদেরই ষষ্ঠ অক্ষর গুরু হইলে,
তাহাকে অমুঠুপ্ ছন্দঃ কহে।

কিন্তু কোন কোন স্থলে পঞ্চমবর্ণও গুরু দেখা যায়।
যথা,—‘তিথ্যাদিত্যং তৎপ্রীতৈ’। (স্মৃতি)। বৃহতস্মা-
করে প্রথমে অমুঠুপ্ ছন্দঃ ধরিয়া তাহার মধ্যে চিত্রপদ্য,
মানবক, বিদ্যামালা, সমানিকা, প্রমাণিকা এবং অগতী
এই ছয় প্রকার ছন্দের লক্ষণ করা হইয়াছে। আবার
ছন্দোমঞ্জরীতে, ইহার ভিত্তর বক্ত্র ও পথ্যাবক্কে নাম
দেখা যায়। [ইহারের লক্ষণ তত্তৎ শব্দে দেখ]।

অনেক পণ্ডিত, লোকে বা ছন্দঃশাস্ত্রে বক্ত্রের
লক্ষণ নানা প্রকারে কহিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ
লোকের কাছে ইহা অমুঠুভ নামেই প্রসিদ্ধ। অমুঠুপ্
ছন্দে আটটি অক্ষর থাকে। তাহার নানাধিক ঘটিলে
বিষমাক্ষর হয়। লোকে তাহাকে ‘গাথা’ কহে। বিষ-
মাক্ষর পাদ অর্থাৎ গাথা এই,—মধুকৈটভৌ ছুরাঅানৌ’।
এখানে নয়টি অক্ষর আছে, অর্থাৎ অমুঠুপ্ ছন্দের
চেয়ে একটি অক্ষর বেশী হইয়াছে।

অনুষ্ঠ (ত্রি) যথাক্রমেণ তিষ্ঠতি অমু-স্থা-ক স্বত্ম (উপ-
সর্গাৎ সুনোতি ইত্যাদি। পা ৮।৩।৬৫)। যত্নের
নিমিত্ত উপসর্গের উত্তর স্প্রভৃতি ধাতু থাকিলে স্বত্ব হয়।
যথাক্রমে স্থিতি শীল। ঠিক পরে পরে স্থায়ী।

অনুষ্ঠাতৃ (ত্রি) অনুতিষ্ঠতি কার্য্যানাচরতি অমু-স্থা-তৃচ।
কার্য্যের অনুষ্ঠান কর্তা। বিধান কর্তা। কার্য্যের
অনুক্রমে স্থিতিসম্পাদক। (স্ত্রী) ঙীপ্ অনুষ্ঠাত্রী।

অনুষ্ঠান (ক্লী) অমু-স্থা-ভাবে লুট্ স্বত্ম। কর্ম্মারম্ভ।
বিহিত কর্ম্মের আচরণ। ‘তদনুষ্ঠানমাত্রেণ স্বর্গলোকে-
মহীয়তে’। (স্বতি)।

অনুষ্ঠিত (ত্রি) অমু-স্থা-কর্ম্মণি ক্ত। আচরিত। যথা-
বিধানে সম্পাদিত। (ক্লী) ভাবে ক্ত অনুষ্ঠান। ধর্ম্মকাণ্ড।
[স্থা ধাতুর সক্রম্য হইবার হ্রস্ব অনুজাত শব্দে দেখ]।
ঐষ্ঠা স্থানে স্থা ধাতু ঐ ইং, এজন্ত ইহার উত্তর বর্ত্ত-
মান কালেও ক্ত হইতে পারে। *। ঐতঃ ক্তঃ। পা ৩।
১৮৭। ঐ ইং ধাতুর উত্তর বর্ত্তমান কালে ক্ত হয়।

অনুষ্ঠু (অব্য) অমু-স্থা-বাহুলকাৎ কু ঙ্গাদিকঃ। সমাক্।
সুন্দর। *। অপহৃস্বস্থঃ। উণ ১।২৫। অপ হ্র এবং
স্থ এই সকল উপপদের পর স্থা ধাতুর উত্তর কু প্রত্যয়
হয় এবং স্বত্ব হইয়া থাকে। বাহুলক নিয়মে অমু এই
উপপদের পরেও স্থা ধাতুর উত্তর কু প্রত্যয় এবং স্বত্ব
বিধান হয়। স্তৃষ্ট শব্দ স্বরাদি মধ্যে পঠিত ; তদনুসারে
অনুষ্ঠু শব্দও স্বরাদি অব্যয়।

অনুষ্ঠ্যাত (ত্রি) অমু-ষ্ঠিব-ক্ত। অবিচ্ছিন্ন। পরস্পর সঞ্চক।

অনুষ্ঠেয় (ত্রি) অনুষ্ঠীয়তে অমু-স্থা-কর্ম্মণি যৎ। বিধেয়।

অনুষ্ঠ (ত্রি) ন উকম্। নঞ-তৎ। উক্ নহে। শীতল
পদার্থ। অলস। অহৃক-কন্ (ক্লী)। উৎপল।

অনুষ্ঠগু (পুং) ন উকাঃ শীতলাঃ গাবঃ কিরণা অন্ত্র।

চক্ষু। হিমাংসু।

অনুককিরণ (পুং) ন উকাঃ শীতলাঃ কিরণা বস্ময়ো বস্ত্র।
নঞ-বহবী। চক্ষু।

অনুসংবলিকা (স্ত্রী) অনুসংবলিকা শীতলা বলী লতেব ইবার্থে
কনি টাপ্। নীলদূর্কা।

অনুসংবৎসর (অব্য) সংবৎসরে ইতি বিভক্তার্থে বীপায়াং
বা অব্যয়ী০। বৎসরে। প্রতিবর্ষে।

অনুসংবরণ (স্ত্রী) অনু-সং-ব-লুট্। অমুক্রমে গোপন।

অনুসংহিত (ত্রি) অনু-সং-ধা-কর্মণি ক্ত। যাহার অনুসন্ধান
করা হইয়াছে। (অব্য) সংহিতায়ামিতি বিভক্তার্থে
অব্যয়ী০। সংহিতাতে।

অনুসন্ততি (স্ত্রী) অনুক্রমেণ সন্ততিঃ। অবিচ্ছেদে ধারা।

অনুসন্ধান (স্ত্রী) অনু-সং-ধা-লুট্। অন্বেষণ। চিন্তা।

অনুসর (পুং) অনু-স-ব-অধিকরণে। অভিসর। পশ্চাৎ-

মন। স্ব-ধাতুর উত্তর প্রত্যয় বিধান করিবার নিমিত্ত

পাণিনি কয়েকটা নিয়ম করিয়াছেন। *। পুরোহগ্রতো-

হগ্রেশু সর্ভে:। ৩। ২। ১৮। *। পূর্বে কঠরি। ৩। ৩।

১৯। পুরস্, অগ্রতন্ ও অগ্র এবং কর্তৃবোধক পূর্ব এই

সকল উপপদের পর স্ব-ধাতুর উত্তর ট প্রত্যয় হয়।

তাহার পর—*। স্ব-স্থিরে। ৩। ৩। ১৭। স্থির এই

অর্থ বুঝাইলে স্ব-ধাতুর উত্তর ঘঞ প্রত্যয় হয়। তাহার

পর আর একটা বিধি আছে—*। ঋদোরপ্। ৩। ৩।

৫৭। ঋবর্ণান্ত এবং উবর্ণান্ত ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয়

হয়। কিন্তু পাণিনি, স্ব-ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় বিধা-

নের একটা বিশেষ নিয়ম করিয়াছেন। *। প্রজনে

সর্ভে:। ৩। ৩। ৭১। প্রজন অর্থাৎ প্রথম গর্ভগ্রহণ বুঝা-

ইলে স্ব-ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় বিহিত হয়। কাজেই

সাধারণতঃ স্ব-ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় বিহিত হইতে

পারে না। উপ পূর্বক স্ব-ধাতুর উত্তর প্রজন অর্থেই অপ্

বিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু উপ এই উপসর্গের কথা

সূত্রে কথিত নাই, বৃত্তিকারেরা উহা স্বীকার করিয়া

গিয়াছেন। অতএব অবসর প্রসর ইত্যাদি শব্দ কি

রূপে সিদ্ধ হইতে পারে এই আশঙ্কায় ভট্টোজ্জিদীক্ষিত

লিখিয়াছেন,—‘কথমবসর: প্রসর ইতি ? অধিকরণে

পুংসি সংজ্ঞায়ামিতি ঘঃ’। কাজেই, অমুসর অভিসর,

অপসর অবসর প্রসর প্রভৃতি শব্দ ষ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ

করা যুক্তিসঙ্গত ও প্রাচীন বৈয়াকরণদের মতের অমুগত।

বাচস্পতি মহাশয় অমু পূর্বক স্ব-ধাতুর উত্তর ট প্রত্যয়

বিধান করিয়া অমুসর শব্দ সাধিয়াছেন। বোধ করি,

তিনি বাহুল্য নিরমামুসারে ট গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

ট প্রত্যয় করিলে অমুসর (ত্রি) পশ্চাৎগামী। স্ত্রী ভীপ্-

—অমুসরী এই রূপ হইবে।

অনুসন্ধিৎসা (স্ত্রী) অনু-সন্-ধা-সন্-আ। অন্বেষণ করি-
বার ইচ্ছা।

অনুসন্ধেয় (ত্রি) অনু-সন্-ধা-কর্মণি অর্হার্থে ষং যৎ।

অনুসন্ধানের যোগ্য। যাহাকে অনুসন্ধান করিতে হয়।

অনুসরণ (স্ত্রী) অনু-স-লুট্। পশ্চাদ্গমন। সদৃশীকরণ।

অনুসবন (অব্য) সবনস্ত পশ্চাৎ অব্যয়ী০। স্নানের

পশ্চাৎ। যজ্ঞের স্নানের পশ্চাৎ। সোমের পশ্চাৎ।

স্বত্যাভিষবঃ সবনঞ্চসা। (অমর)। *। স্মৃকৃবৃঞো

যুচ্। (উণ্ ২। ৭৭)। যুঞ্, যু, কৃ এবং বৃ ধাতুর উত্তর

যুচ্ প্রত্যয় হয়। অমু-সু-যুচ্ অমুসবন।

অনুসায় (অব্য) সায়ে বিভং অব্যয়ী০। সায়াহুে।

অনুসার (পুং) অনু-স-ব-অধিকরণে। অনু-স-গতো-ভাবে ঘঞ

অমুসরণ। রীতি।

অনুসারণা (স্ত্রী) অনু-স-গিচ-যুচ্। অমুচালনা। পশ্চাৎ

চালনা। অমুধাবন। বিবেচনা। অপসারণ। বাহির

করিয়া দেওয়া।

অনুসারিন্ (ত্রি) অনু-পশ্চাৎ সরতি গচ্ছতি-অমু-স-গিনি।

অমুগস্তা। পশ্চাৎগামী। ‘মৃগামুসারিণম্’। (শকু)।

অনুসূয়া। শকুন্তলার সহচরীর নাম অনসূয়া। কিন্তু কোন

কোন পুস্তকে ‘অনুসূয়া’ এই রূপ লিখিত আছে। এ

পাঠ সঙ্গত নহে।

অনুসূতি (স্ত্রী) অনু-স-ভাবে ক্রিন্। অমুগমন।

অনুস্বর (পুং) অনু-স্ব-অপ্। (ং) এইরূপ বিন্দুমাত্র

বর্ণবিশেষ। [অমুসর দেখ]।

অনুস্বার (পুং) অনুস্বার্যতে সংলীনঃ শব্দ্যতে অনু-স্ব-

কর্মণি ঘঞ্। অথবা—স্বর্য্যতে শব্দ্যতে স্ব-শব্দে-অপ

স্বরঃ শব্দঃ। স্বর এব স্বার্থে অণ্ স্বারঃ। অমু সহ-স্বারঃ

শব্দঃ উচ্চারণমিতি যাবৎ যজ্ঞ। বহুব্রী। বহা, স্বর্য্যন্তে

পরানপেক্ষা স্বয়ং শব্দ্যন্তে উচ্চর্য্যন্তে ইতি যাবৎ স্বরাঃ

অচঃ, স্বর এব স্বারঃ অণ্। অমু গতাদিকার্য্যো সদৃশঃ

স্বারোণ অচা। প্রাদিসং। অথবা, স্বারঃ স্বরং অমুগতঃ

পশ্চাৎগতঃ। অতিক্রাং তৎ। অথবা, অমুগতত্বেন স্

সুহৃৎ আরঃ প্রাপ্তির্ভজ্ঞ। বহুব্রী। অনু-স্ব-স্ব-ভাবে ঘঞ্।

অর্থাৎ, যে বর্ণ অন্ত বর্ণের সঙ্গে মিলিত হইয়া

উচ্চারিত হয়। যে বর্ণ অন্ত কোন বর্ণের আশ্রয় ব্যতি-

রেকে উচ্চারিত হইতে পারে না। অথবা যে বর্ণের

গতাদিকার্য্যো স্বরের দ্বারা ব্যবহার হইয়া থাকে। (২)

এই রূপ শব্দ বা বিন্দুর মত অমুনাসিক বর্ণ। ‘অঃ অঃ

ইত্যচঃ পরাবহুস্বারবিসর্গে’। (সিং কো০)। অঃ অঃ

এই রূপ অচের পর বিন্দুর নাম অনুস্বার এবং দুই বিন্দুর নাম বিসর্গ।

ধা কাশ শৃঙ্গদহনা ধলু সাধকার্গাঃ।

(ঋগিধনি চক্র)। ধ—আকাশ, শৃঙ্গ এসকলগুলিই শৃঙ্গ পর্যায়। দহন তিন ইত্যাদি সাধকবর্ণ অর্থাৎ এই গুলি সাধক অঙ্ক। ‘ঠকারো লিপিসাম্যাদ্বিন্দুচ্যতে’। (রাঘবভট্ট)। ঠ বর্ণ লিখিতে বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বারের মত।

স্বর বর্ণের সঙ্গে অনুস্বার পঠিত হইয়া থাকে ; কিন্তু বস্তুতঃ ইহা স্বরবর্ণ নহে। স্বরের আশ্রয় ভিন্ন কেবল অনুস্বারের উচ্চারণ হইতে পারে না। কাজেই হলন্ত বর্ণের সঙ্গে অনুস্বার প্রযোজিত হওয়া অসম্ভব। ক+অ=ক, ন+আ=না, এই রূপ হলন্ত বর্ণের সঙ্গে স্বর-বর্ণ প্রযুক্ত হইতেছে, কিন্তু কং নং এরূপ হলন্ত বর্ণের গায়ে অনুস্বার দেওয়া যায় না। স্বতরাং অনুস্বার স্বর-বর্ণ নহে। তন্নিম্ন অনুস্বারের কার্য কারণভাব দেখিলেও ইহাকে ব্যঞ্জন বর্ণ বলিয়া প্রতীতি জন্মে। ন এবং ম এই দুই ব্যঞ্জন বর্ণ স্থানে অনুস্বার হইয়া থাকে, এবং অনুস্বারের স্থানে ঙ ঞ ণ ন ম য ব ল এই সকল ব্যঞ্জন বর্ণ হয়। কাজেই অনুস্বার, ব্যঞ্জন ভিন্ন কিছুতেই স্বর-বর্ণ হইতে পারে না।

অনুহরণ (ক্লী) অহু-হ-ভাবে-লুট্। দেশভাষা বা চেষ্টাদি দ্বারা সদৃশীকরণ। সাদৃশ্য ধর্মের প্রকাশ। কোন ধর্মের সর্বদা পরিশীলন করা। *। হরতেগততাচ্ছিল্যে। (বার্তিক পা ১। ৩। ২১। হ্রস্বে)। অহু পূর্বক হু ধাতুর উত্তর গতিতাক্ষীল্য বুঝাইলে আত্মনে পদ হয় ‘গতস্ত্রকারঃ পৈতৃকমখা অনুহরন্তে মাতৃকদ্রাবঃ। পিতৃমাতৃশ্চ গত-স্ত্রকারঃ সততস্ত্পরিশীলয়ন্তীত্যর্থঃ’। (সিং কো)।

অনুহার (পুং) অহু-হু-ভাবে ঘঞ্। অহু করণ। সদৃশীকরণ। ‘অহুহারোহুকারঃ শ্রাৎ’ (অমর)। পশ্চাদ্ হরণ।

অনুহাৰ্য্য (ত্রি) অহু-হু-কর্মণি গ্যাৎ। সদৃশীকার্য্য। সাদৃ-শ্যের বোধ্য।

অনুহত (ত্রি) অহুহ্রিয়তে অহু-হু-কর্মণি ক্র। অনুকৃত। সদৃশীকৃত।

অনুহোড় (অব্য) হোডাতে গম্যতে হেনেনেতি হোড়-করণে ঘঞ্। হোড় নৌকাবিশেষ। হোড়ে বিভক্তি অব্যয়ী০। হোড়ে হুড়িনামক নৌকাবিশেষ। (ত্রি) চুরি করা ধন।

অনুক (পুং) অহু-উচ-সমধায়ে-ক পৃ কুস্বং। গতজ্ঞা।

(ক্লী) হুশীল। বংশ। পৃষ্ঠের অস্থি। (ক্লী) বজ্রীয় পাত্র বিশেষ। পুরুষের লক্ষণ বিশেষ। ‘অনুকমম্বরে। শীলে হ্নকোগত জন্মনি’। (হেম)।

অনুকাশ (পুং) অনোঃ হীনস্ত কাশঃ প্রকাশঃ। ৬ তৎ। অহু-কাশ ঘঞ্। উপসর্গস্ত দীর্ঘত্বং কিপ্ ঘঞাদৌ কচিভুবেৎ। কিপ্ এবং ঘঞস্ত কৃৎ পরে কোন কোন স্থলে উপসর্গ দীর্ঘ হইয়া থাকে। অধো অঙ্গের প্রকাশ। অনুকে গতজন্মাদৌ আশা যন্ত। বহতী। গত জন্মে আশাবিশিষ্ট। শীলতাকাজী। বংশপ্রত্যাশী।

অনুচান (পুং) অহু-বচ্-কানচ্-নিপাতনাৎ। [অনাশ্বশ্দকে হ্রস্ব দেখ]। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ জ্যোতিষ্ এই ছয় অঙ্গের সহিত বেদের অধ্যয়ন কর্তা। বেদার্থ ব্যাখ্যাসমর্থ। ‘অনুচানঃ প্রবচনে সাস্ত্রে হৃদীতী’। (অমর) বিনয়ান্বিত। ‘অনুচানঃ সাস্ত্রবেদকোবিদে বিনয়ান্বিতে’। (হেম)।

(সিং কো) অনুচানঃ বেদের অহুবচন করিয়াছেন।

অনুচা (ত্রি) অহু পশ্চাদ্ উচ্যতে কথ্যতে অহু-বচ্-কর্মণি ক্যপ্। অনুবাচ্য। পশ্চাৎ কথনীয়। পাঠ্য। (অব্য) অহু-পশ্চাদ্ভুক্তা অহু-ত্র বা বচ্-ল্যপ্। পশ্চাৎ বলিয়া। *। সমাসে হ্নঞ পূর্বে জ্যোত্বাপ্ পা ৩। ১। ৩৭। নঞ ভিন্ন অব্যয়ের সহিত ধাতুর সমাস হইলে তাহার উত্তর জু। স্থানে ল্যপ্ প্রত্যয় হয়।

অনুচ (ত্রি) ন উহ্যতে অহু-বহ-কর্মণি ক্র। অবি-বাহিত। ‘বিকৃত রূপা কন্ঠা অনুচা জ্যোষ্ঠা কনিষ্ঠায়াঃ উচায়াঃ পরিবেদনায় ন ভবতি’। (স্মার্ত)।

কুংসিত, অবিবাহিত, জ্যোষ্ঠভগিনী, কনিষ্ঠ সছো-দর বিবাহিত ভগিনীর পরিবেদনের (পূর্ব বিবাহ জন্ত দোষের) কারণ হয় না।

অনুতি (ক্লী) অহু বে-ক্তিন্ অভাবে নঞ তৎ। গমনের অভাব।

অনুদিত (ত্রি) অহু পশ্চাৎ উদিতম্ উক্তম্ অহু-বদ-কর্মণি ক্র। যাহার অশ্র ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে। অহু (ক্লী) ভাবে ক্র পশ্চাৎ কথন। পরে বলা।

অনুদ্য (ত্রি) অহু পশ্চাৎ উদ্যতে কথ্যতে ক্যপ্। অহু বাদের বিবয়। যাহার অনুবাদ করা যায়। *। বদঃ স্থপি ক্যপ্ চ। পা ৩। ১। ১০৬। উপসর্গ না থাকিলে শ্রবস্ত উপপদের পর বদ ধাতুর উত্তর ক্যপ্ ও ঘৎ হয়। এখানে অহু উপপদ স্বরূপ রহিয়াছে, তজ্জন্ত ক্যপ্ বিহিত হইল। (অব্য) অহু-বদ-ল্যপ্। অনুবাদ

করিয়া। ‘সর্বান্ গ্রহানন্দা, মার্জনমাত্রঃ বিধেয়ম্’ (স্মৃতি)। সকল গ্রহকে অমুবাদ করিয়া কেবল মার্জনের বিধান হইল। [অমুবাদ শব্দ দেখ]।

অনুন (ত্রি) ন উনং হীনম্। নঞ-তৎ। পরিপূর্ণ। সমগ্র। হীন নহে। ‘উনহীন রহিতাঃ উনার্থাঃ’। (ছগদাস)। উন, হীন এবং রহিত এই সকল শব্দে উন বুঝায়। ন নূনঃ নিশ্চিতম্। নঞ-তৎ। নিশ্চিত নহে।

অনুনক (ত্রি) ন উনং হীনম্। নঞ-তৎ ততোহনুনমনেন স্বার্থে কন্। সকল। বিশ্ব। অশেষ। কুৎস্ন। নিখিল। অখিল। নিঃশেষ। ‘অথ সমং সর্বং। বিশ্বমশেষং কুৎস্ন সমস্তনিখিলাখিলানি নিঃশেষম্। সমগ্রং সকলং পূর্ণম-খণ্ডং শ্রাদদনকে। (অমর)।

অনূপ (ত্রি) অমুগতাঃ প্রাপ্তা আপো জলানি যজ। ৭-বহুব্রী। অকারান্তঃ সন্ অতউষম্। *। ঋকপূর্ববধঃ পথ্যমানকে। পা ৫। ৪। ৭৪। ঋক পূর্ব অপ্ পূর্ব পথিন্ এই সকল শব্দ যে সমাসের অন্তে থাকে, তাহাদের অন্ত অবয়ব অপ্রত্যয় হয়। কিন্তু ঋক শব্দ পরে থাকিলে হয় না। *। উদনো-দ্রুশে। পা ৬। ৩। ৯৮। দেশবাচী হইলে অমুর পরস্থিত অপ শব্দের উপধ অকারের স্থানে দীর্ঘ উকার হয়। জল প্রায়স্থান। জলা ভূমি। ‘জলপ্রায়মনুপং শ্রাৎ’। (অমর)। (পুং) জলপ্রায় স্থানে সর্বদা বাসকারী মহিষ। দেশ বিশেষ। ‘অনুপরাজস্ত গুণৈরনুনাম্’ (রঘু)। ৬। ৩৭।

অনূপ্যতে অমুকীৰ্য্যতে নিত্যকালম্ উদকেন ইতি অনূপঃ বপতের্ধাতোঃ অসাবপি। নদী। সমুদ্র।

অমুবপস্তি লোকান্ স্বেন স্বেন কর্মণা। এতদমুবপনং লোকানাং যদ্ বর্ষাদিভিঃ। অনুপ—মেঘ, পর্জন্ত। (ইতি নিরুক্ত)। যে অমুপূর্ষক বপন করে। ত্রয়স্তপস্তি পৃথিবীমনুপা। ঋক ১০। ২৭। ১৩। বর্ষাদিনামাহু-পূর্ষেণ বপ্তারঃ প্রভাবয়িতারঃ। প্রক্ষেপ্তার ইত্যর্থঃ। (সায়ন)।

অনূপে—নিম্নে। অনুপে গোমান্ গোভিরক্ষাঃ। ঋক ৯। ১০৭। ৯। অনুপে—নিম্নে দেশে। (সায়ন)। অনুপজ (ক্লী) অনুপে জলবহলে দেশে জায়তে জন-ড। ৭-তৎ। আর্দ্রক। আদা। (ত্রি) জলা ভূমিতে যে দ্রব্য ক্রমে।

অনূপা (ত্রি) অনুপে জলবহলদেশে ভবঃ। জলাভূমিতে জাত। জলপ্রায়দেশে উদ্ভূত।

অনুমি (ত্রি) ন উমিঃ। উমির্হিংসাকক্ষা। অহিংস্ত। শত্রুর অগম্যব্য। স্বংহীজঃ ব্যাধবদনুর্মিঃ। ঋক ৮। ২৪। ২২।

উমির্হিংসাকক্ষা। কৈশ্বিদপি অহিংস্তম্। অথবা শত্রু-ভিরগম্যব্যম্। (সায়ন)।

অনুবন্ধা (ত্রি) অমু-যাগঃ লক্ষীকৃত্য বধাতে যৎ। উপ-সর্গস্ত দীর্ঘত্বম্। বধের নিমিত্ত বজ্রের বন্ধনীয় পশু।

অনুযাজ (পুং) অমুপশাদিজাতো অর্ঘ্যো অমু-যজ-যঞ্ উপসর্গস্ত বা দীর্ঘত্বম্। [অমুযাজ দেখ]।

অনুবাধ (ত্রি) অমুরাধাতে অমু-রাধ-কর্মণি যঞ্ উপসর্গস্ত দীর্ঘত্বম্। অমুরাধনীয়। আরাধনীয়। আরাধনার যোগ্য। উপাস্ত। ভাবে-ঘঞ্। আরাধনা।

অনুরু (পুং) ন ত্ত উরু যন্ত। নঞ-বহুব্রী। উরুশূন্ত। স্বর্ঘ্যের সারথি। বিনতার জ্যেষ্ঠপুত্র। গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কশ্যপের পুত্র। হরহতোহরুণোহনুরুকশ্যপির্গ-রুড়াগ্রজঃ। (অমর) [ইহার উরু না থাকার কারণ অনুরুসারথি শব্দে দেখ]।

অনুরুসারথি (পুং) অনুরুঃ অরুণঃ সারথিঃ রথচালকো যন্ত। বহুব্রী। স্বর্ঘ্য। অরুণ, কি কারণে স্বর্ঘ্যের সারথি হইয়াছেন, সে বৃত্তান্ত মহাভারতে লেখা আছে। কশ্য-পের কক্ষ ও বিনতা নামে দুইটা পত্নী ছিলেন। পতি-ভক্তি ও পতিসেবা করিতে তাঁহাদের ক্রটি ছিল না, সে কারণ কশ্যপ দুই জনকে দুইটা বর দিতে চাহিলেন। কক্ষ, স্বামীর কাছে এই বর লইলেন,—‘আমার গর্ভে যেন এক সহস্র তেজস্বী সর্প জন্মে’। বিনতা বলিলেন—‘আমি দুইটা পুত্র চাই; কিন্তু তাহার যেন কক্ষের সন্তানদের চেয়ে অধিক বলবান্ হয়’। মহর্ষির বাক্য নিফল হইবার নহে, কক্ষ এবং বিনতা উভয়েই গর্ভ-বতী হইলেন। কিছু কাল পরে কক্ষ পাঁচ সহস্র ডিম্ব প্রসব করিলেন, আর বিনতার গর্ভ হইতে দুইটা ডিম্ব ভূমিষ্ট হইল। দাস দাসীরা সেই ডিম্বগুলি ভাঁড়ের ভিতর রাখিয়া দিল। পাঁচ শত দিন, পাঁচ শত মাস, গণিতে গণিতে পাঁচ শত বৎসর গত হইয়া গেল; তাহার পর কক্ষের ডিম্বগুলি ফুটিল, তাহা হইতে এক সহস্র তেজস্বী সর্প বাহির হইল। বিনতার ডিম্ব দুটা ফুটিল না। সরলা রমণী জাতির প্রাণে সকল সহে, কিন্তু সপত্নীর সম্পদ সহ হয় না,—তদয়ে কঠিন বজ্রের মত গিয়া লাগে। বিনতা মনের কোতো আপনার একটা ডিম্ব ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সন্তান বাহির হইল; কিন্তু তাহার শরীর তখনও পরিপক্ব হয় নাই; কেবল মস্তক আছে, হস্ত আছে, চক্ষুঃস্থল আছে,—পা হয় নাই। তাই অরুণকে শোকে অনুরু কহে। তিনি শীতে

জড়ীভূত হইয়া স্থবীর সারথি হইলেন। [গুরুদেব]।

অনুক্র (ত্রি) ন সন্তি ঋকরা: কণ্টকা যত্র। বহুব্রী। কণ্টক-
শূত্র। অনুক্রা ঋজব: সন্ত পথা:। (ঋক্ ১০। ৮৫। ৩২)।

ঋকরা: কণ্টক উচ্যতে। অনুক্রা: কণ্টকরহিতা:। (সায়ন)।

অনুচ (পুং) নাস্তি ঋক্ যত্র। নঞ বহুব্রী অকারান্ত:।

অনভ্যন্ত ঋক্ মন্ত্র। অহুপনীত বালক। বাহার উপনয়ন

সংস্কার হয় নাই। উপনয়নের নিমিত্ত উপনয়নের স্থলে

আনীত হইয়াছে, অথচ ঋজ্ঞ অভ্যাস করিতে পারে

নাই একরূপ বালক। [অনুপ শব্দে সূত্র দেখ]। (অনুচ

বহুচাবাধোত্তর্যেব)। (সিংকো)। অধ্যয়নের যোগ্যতা

বুঝাইলে অনুচ ও বহুচ এইরূপ সমাসান্ত অপ্রত্যয়

হইবে। অজ্ঞ হইবে না। যথা, অনুক্ সাম। অনুচ্

অর্থং স্তুতিশূত্র। যথা—

অব নো বৃজিনা শিশীহ্যাচা বনেশানুচ:। (ঋক্ ১০।

১০৫। ৮)। হে ইন্দ্র! নো হস্মাক: বৃজিনা বৃজিনানি

বর্জনীয়ানি পাপাত্তেব শিশীহি। অত্যাং তনুকু।

বিনাশয়েত্যর্থ:। বয়ং চর্চা স্তুত্যা সাধনেনানুচোহস্তুতি-

কানযজমানান্ বনেম। হিংসাম। (সায়ন)।

অনুজ (ত্রি) ন ঋক্। নঞ তৎ। শঠ। বক্র। কুটিল।

অনুণ (ত্রি) নাস্তি ঋণম্ উদ্ধারো যত্র। নঞ বহুব্রী। ঋণ-

শূত্র। বাহার ধার নাই। ঋণ পরিশোধ না করিলে পাপ

হয়। যেমন উত্তমর্ণের (ধনস্বামীর) নিকট ধনাদি

ধার করিলে তাহাকে ঋণ বলা যায়, সেইরূপ মাহুষের

আরও তিন প্রকার ঋণ আছে। যথা,—

‘যজমানো বৈ পুরুষস্তিভি ঋণৈ ঋণী ভবতি,

স্বাধ্যায়েন ঋবিভ্য: যজেন দেবভ্য: প্রজয়া পিতৃভ্য:।

যজমান ঋষিদের কাছে, দেবতার কাছে এবং পিতৃ-

লোকের কাছে, স্বাধ্যায়, যজ্ঞ ও পুত্রোৎপাদনরূপ এই

তিন প্রকার ঋণে বদ্ধ হইয়া থাকেন। স্বাধ্যায় অর্থাৎ

বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিগণ পরিশোধ করিতে হয়। যজ্ঞ

দ্বারা দেবগণ শোধ করিতে হয়, এবং পুত্রোৎপাদন

দ্বারা পিতৃগণ পরিশোধ করিতে হয়।

অনুগিন্ (ত্রি) ন ঋণী। নঞ তৎ। ঋকার অর্দ্ধস্বরবর্ণ,

স্বাই অঋণী এ প্রকার হয় নাই। এখানে হুট্ অর্থাৎ

অনু এই প্রকার রূপ হইয়াছে। ঋণী নহে। বাহার ঋণ

নাই। [অঋণী শব্দে সূত্র দেখ]।

‘পঞ্চমেহনি বটে বা শাক: পচতি যে গৃহে।

অনুগী চাপ্রবাসী চ স বারিচর যোদতে।

মহাভারত ৩। ৩১২। ১১০।

হে বারিচর হংস! দিবসের পঞ্চম ভাগে কিছা বট

ভাগে যিনি আপনার গৃহে শাক রাখিয়া থান, তিনি

অনুগী আর অপ্রবাসী হইলে তাহাকেই স্থধী বলা যায়।

অনৃত (ক্লী) ন ঋতং সত্যম্। নঞ তৎ। সত্য নহে।

মিথ্যা। মিথ্যাবাক্য। ‘বিতথস্বনৃতং বচ:’ (অমর)।

অনৃতক (ত্রি) অনুতে মিথ্যাবাক্যে প্রবৃত্তং কন্। মিথ্যা-

বাক্য কহিতে রত। যে মিথ্যা বাক্য কহিতে ভাল

বাসে।

অনৃতদেব (ত্রি) অনুতা অসত্যভূতা দেবা যন্ত। বাহার

দেবতা মিথ্যা। যদি বাহমনৃতদেব। ঋক্ ৭। ১০৪। ১৪।

অনুতা: অসত্যভূতা: দেবা: যন্ত তাদৃশা:। (সায়ন)।

অনৃতবাদিন্ (ত্রি) অনুতম্ মিথ্যাবাক্যং বদতি বদ-গিনি।

মিথ্যাবাদী। যে মিথ্যা কথা কহে।

অনৃতু (পুং) ন ঋতুর্বর্ষাদিকাল:। নঞ তৎ। বর্ষাদিকাল

নহে। বর্ষাদি ভিন্ন কাল। নাস্তি ঋতু: জ্যৈষ্ঠপূর্ণবিকাশো

যস্মিন্ কালে। জ্যৈষ্ঠপূর্ণ বিকাশের ভিন্নকাল। নগ্নিকা-

বস্থা। যে সময়ে ঋতু হয় না।

অনৃশংস (ত্রি) ন নৃশংসং বিরোধে নঞ তৎ। অহিংস্র।

অনেক (ত্রি) ন একম্। নঞ-তৎ। একভিন্নস্তয়া বহু-

বচনাস্ততা। এক নহে। দুই তিন ইত্যাদি একের অধিক

সংখ্যা। বহুসংখ্যক। কিন্তু অনেক শব্দ এক বচনেও

প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা,—অবিরহিতমনেনেকেনাঙ্কাজা

ফলেন। (ভারবি ৫। ৫২)। অনেকন বহুনা (মহাভাষ্য)

অনেকজ (ত্রি) অনেকবারং অনেকভ্যো বা জ্ঞাস্তে

জন-ড। উপসং ৫-তৎ বা। সমাসের মধ্যে সংখ্যাবাচক

শব্দ থাকিলে বার এইরূপ অর্থও বুঝায়। দুইবার জাত

পক্ষী। বহু হইতে জাত।

অনেকধা (অব্য) ন একধা। নঞ-তৎ। এক-ধা। বহু

প্রকার। *। সংখ্যার বিধার্থে ধা। পা ৫। ৩। ৪২।

বিধার্থে অর্থাৎ প্রকারার্থে বর্তমান সংখ্যাবাচী প্রাতি-

পদিকের উত্তর স্বার্থে ধা প্রত্যয় বিহিত হয়।

অনেকপ (পুং) অনেকাভ্যাং বাভ্যাং মুখণ্ডাভ্যাং পিবতি

পা-ক। বিপ। হস্তী। হাতী। ‘দন্তীদন্তাবলোহন্তীদ্বিরদো-

হনেকপোদ্বিপ:। (অমর)।

অনেকমূর্তি (পুং) ন একা অবতারভেদে বহু: মূর্তয়ো

যন্ত। পরমেশ্বর।

অনেকরূপ (পু) অনেকানি রূপাণি যন্ত। বহুরূপ। পরমে-

শ্বর। (ত্রি) অনেক রূপযুক্ত বস্তু। অনেককর্ত্তং রূপ-

ক্ষেতি। কর্ম্মধা। একরূপ ভিন্ন।

অনেকলোচন (পূঃ) অনেকানি লোচনানি বহু । বহুব্রী ।
সহস্র লোচন ইন্দ্র । পরমেশ্বর ।

অনেকবর্ণসমীকরণ । যে সমীকরণে একের অধিক
অজ্ঞাত রাশি থাকে, তাহাকে ‘অনেকবর্ণসমীকরণ’
(Simultaneous Equation) কহে ।

ক + ২ = ৭ ; এখানে ক একটি অজ্ঞাত রাশি ;
আবার, ৪ক + ৩খ = ৩১

৩ক + ২খ = ২২ ; এখানে ক এবং খ এই দুইটি
অজ্ঞাত রাশি রহিয়াছে । ঐ দুই অজ্ঞাত রাশি কত
সংখ্যার সঙ্গে সমান তাহা বাহির করিতে হইলে, প্রথম
সমীকরণকে ৩ দিয়া এবং দ্বিতীয় সমীকরণকে ৪ দিয়া
গুণ কর, তাহা হইলে

$$১২ক + ৬খ = ৬৬$$

$$১২ক + ৮খ = ৮৮, \text{ এই রূপ হইবে ।}$$

বিয়োগ কর, $খ = ৫$; এই বার প্রথম সমীকরণে খ
স্থানে ৫ দাও, তাহা হইলে

$$৪ক + ১৫ = ৩১, ৪ক = ৩১ - ১৫,$$

$$৪ক = ১৬, ক = ৪ ।$$

সুন্দর কথা, একের অধিক অজ্ঞাত রাশি থাকিলে
সমীকরণের রাশিগুলিকে এমন অন্ত রাশি দিয়া গুণ
কিছু ভাগ করিবে যেন যোগ অথবা বিয়োগ দ্বারা
একটি অজ্ঞাত রাশি অদৃশ্য হয় ।

$$শক + ৫খ = ২০$$

জক - টখ = ৫ ; ক এবং খ রাশি কত বাহির কর ।
প্রথম রাশিকে জ দিয়া এবং দ্বিতীয় রাশিকে শ দিয়া
গুণ কর, জশক + জ৫খ = জন

$$জশক - টশখ = ৫মট ; \text{ বিয়োগ কর,}$$

$$জ৫খ + টশখ = জন - ৫মট ; \text{ অর্থাৎ,}$$

$$(জ৫ + টশ) খ = জন - ৫মট,$$

$$\text{জন - ৫মট}$$

$$\text{তজ্জন্ত, } খ = \frac{\text{জন - ৫মট}}{\text{জ৫ + টশ}} ;$$

পুনরায় প্রথম রাশিকে ট দিয়া এবং দ্বিতীয়
রাশিকে শ দিয়া গুণ কর ;

$$টশক + ট৫খ = টন,$$

$$জ৫ক - ট৫খ = ৫ম ; \text{ যোগ কর,}$$

$$টশক + জ৫ক = টন + ৫ম ; \text{ অর্থাৎ,}$$

$$(টশ + জ৫) ক = টন + ৫ম,$$

$$\text{তজ্জন্ত ক} = \frac{\text{টন + ৫ম}}{\text{টশ + জ৫}}$$

$$\text{টশ + জ৫}$$

একটি রাশিতে দুইটি অঙ্ক আছে । সেই দুইটি অঙ্ক
যোগ করিলে ৫ হয় । আবার সমস্ত রাশিতে ৯ যোগ
করিলে রাশির অঙ্কগুলি উল্টিয়া যায় । সেই রাশি কত
স্থির কর ।

মনে কর, ক বাম ভাগের অঙ্ক ।

খ দক্ষিণ দিকের অঙ্ক ।

কাজেই প্রস্তাবানুসারে,

$$ক + খ = ৫,$$

এবং, $১০ক + খ + ৯ = ১০খ + ক$, অঙ্ক উল্টিয়া গেল ;
অতএব, $৯ক - ৯খ = -৯$, অথবা

$$ক - খ = -১, \text{ উপরের সমীকরণে}$$

যোগ কর, $২ক = ৪$, $ক = ২$; $খ = ৩$;

কাজেই অজ্ঞাত রাশি ২৩ ।

অনেকবিধ (ত্রি) অনেকা বিধা প্রকারে যন্ত বজ্ঞ বা ।

বহুব্রী । বহুপ্রকার । * । গোপ্ত্রিয়োকপসর্জনশ্রু । পা ১ ।

২ । ৪৮ । অপ্রধান গোলক এবং জ্বলিত আবস্ত ঐবস্ত
উবস্ত প্রাতিপদিকের হ্রস্ব হয় । অনেক বিধা এই
অপ্রধান জ্বলিত আবস্ত প্রাতিপদিক, তজ্জন্ত হ্রস্ব হইয়া
অনেকবিধ এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইয়াছে ।

অনেকশস্ (অব্য) অনেকান্ দদাতি অনেক বীক্ষার্থে
কারকে শস্ । অনেক বার । * । সংখ্যকবচনান্তবীক্ষা-
নাম্ । পা ৫ । ৪ । ৪৫ । বীক্ষা অর্থ ব্রূহাইলে সংখ্যাবাচক
ও একবচনান্ত শব্দের উত্তর শস্ প্রত্যয় হয় ।

অনেকাণ্ড (ত্রি) ন একাণ্ডম্ একনিরতম্ অনাকুলং বা ।
নঞ-তৎ । যে আসক্ত নহে । একচিত্ত নহে । আকুল ।

অনেকান্ত (ত্রি) ন একে মূখ্যোহন্তোনিশ্চয়ো যেন বজ্ঞ
বা । নঞ-বহুব্রী । অসঙ্গত । অন্তর্থাযুক্ত । ব্যাভিচার
বিশিষ্ট । দুষ্ট হেতু । ন একান্তং নিতান্তম্ অতিমাত্রমিতি
যাবৎ । নঞ-তৎ । নিতান্ত নহে । অতিশয় নহে ।

অনেকান্তবাদিন্ (পূঃ) একান্তম্ একনিশ্চয়ম্ ঐশ্বর্য-
স্তিত্বং ন বদতি অনেকান্ত-বদ-গিনি । বৌদ্ধ বিশেষ ।
তিনি ঐশ্বরের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব কিছুই নিশ্চয় করিয়া
বলিতেন না, তজ্জন্ত তাঁহার উক্ত নাম হইয়াছে ।

অনেকার্ধ (ত্রি) অনেকে বহবো হর্থা অভিধেয়া বহু ।
বহুব্রী । নানার্থ বোধক শব্দ । যেমন, হরি । হরিশব্দে,—
বিষ্ণু, সিংহ, ভেক, সর্প প্রভৃতি অনেককে বুঝায় ।

নানার্থ বোধক ধাতু । এক একটি ধাতুর অনেক
অর্থ আছে । কিন্তু যে অর্থ অধিক প্রসিদ্ধ তাহাই পুচরা-
চর লিখিত থাকে । অন্ত অর্থ প্রয়োগ-দেখিয়া বুঝিতে

হয়। তত্ত্বিন্ন, উপসর্গ দ্বারাও এক একটা ধাতুর অনেক প্রকার অর্থ হয়। (উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্ত্র নীয়তে)। যেমন, প্র-হু প্রহার। আ-হু আহার। উপ-হু উপহার। সং-হু সংহার। এই রূপ উপসর্গের জন্তু ছ ধাতুর কত অর্থ হইল।

কোন শব্দের অধিক অর্থ থাকিলে, কোথায় কোন অর্থ সঙ্গত হইবে তাহা বুঝিয়া লইবার কয়েকটা উপায় আছে। সে উপায় কয়েকটির নাম—সংযোগ, বিপ্রয়োগ, সাহচর্য্য, বিরোধিতা, অর্থ, প্রকরণ, লিঙ্গ, অস্ত্রশব্দের সামিধা, সামর্থ্য, ঔচিত্য, দেশ, কাল, ব্যক্তি, স্বর ইত্যাদি।

সংযোগো বিপ্রয়োগশ্চ সাহচর্য্যং বিরোধিতা।

অর্থঃ প্রকরণং লিঙ্গং শব্দস্ত্রাশ্রয় সামিধিঃ।

সামর্থ্যমোচিভী দেশঃ কালো ব্যক্তি স্বরাদয়ঃ।

শব্দার্থস্তানবচ্ছেদে বিশেষস্থ্যতিহেতবঃ। (ভট্টহরি)।

একটা বস্তু অস্ত্র বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হইলে তাহাকে সংযোগ কহে। যেমন,—‘সচক্রো হরিঃ’। সূদর্শনচক্রযুক্ত হরি। এখানে, সচক্র শব্দ বিশেষণ। ঐ বিশেষণ হরি শব্দের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। হরি শব্দে বিষ্ণু, সিংহ প্রভৃতি অনেককে বুঝায়। কিন্তু এখানে ‘সচক্র’ এই শব্দের সঙ্গে হরি শব্দ মিলিত হইয়াছে বলিয়া অর্থের কোন গোল হইতেছে না। আমরা সহজেই জানিতে পারিতেছি যে, এ স্থলে হরি শব্দে বিষ্ণুকে বুঝাইতেছে। কারণ, বিষ্ণু ভিন্ন সিংহ প্রভৃতির চক্র নাই। আবার যদি বলা যায়,—উরত কেশরাশ্রো হরিঃ। তাহা হইলে সিংহকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, সিংহ ভিন্ন বিষ্ণুর কিছা সর্পাদির জটা নাই। স্থূল কথা, কোন শব্দের অনেক অর্থ থাকিলে, তাহার বিশেষণ দেখিয়া কোথায় কোন্ অর্থ খাটিবে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

একটা বস্তুর সঙ্গে অস্ত্র বস্তুর সংযোগের অভাব নির্দেশ করিলে তাহাকে বিপ্রয়োগ কহে। যেমন,—‘অচক্রো হরিঃ’। চক্ররহিত হরি। ইহার অর্থ এই,—বিষ্ণুর হাতে চক্র আছে, কিন্তু এ অবস্থায় কিছা এই স্তূতিতে তাঁহার হাতে চক্র নাই। সিংহ প্রভৃতির হাতে চক্র থাকে না। অতএব ‘অচক্র’ এরূপ অভাব বোধক বিশেষণ আছে বলিয়া ‘হরি’ শব্দে এখানে সিংহকে বুঝাইতে পারে না। কারণ সিংহ কোন কালে চক্রধারী নহে, কাজেই তাহাকে চক্রহীন বলা অসঙ্গত হয়।

পরস্পর সহায়তা বুঝাইলে তাহার নাম সাহচর্য্য।

যেমন, ‘রামলক্ষণ’। দশরথ রাজার পুত্রদের নাম রাম ও লক্ষণ, অস্ত্রান্ত্র লোকেরও রাম ও লক্ষণ এই রূপ নাম আছে। কিন্তু দশরথের পুত্রেরা এক সঙ্গে থাকিতেন, এক সঙ্গে বনে বনে ফিরিয়াছেন, পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিতেন, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। তাই ‘রাম লক্ষণ’ বলিলে দশরথের পুত্রকেই বুঝায়।

পরস্পরের শত্রুভাবে বিরোধিতা কহে। যেমন, ‘রামার্জুন’। ‘রাম’ বলিলে দশরথের পুত্রকে কিছা বলরামকে বুঝায়। পাণ্ডুর পুত্রের নাম অর্জুন। কিন্তু রামার্জুন শব্দে ইহাদের কাহাকেও বুঝাইবে না। ইহা দ্বারা পরশুরাম এবং কাশ্যবীৰ্য্য অর্জুনকে বুঝিতে হইবে। পরশুরামের সঙ্গে কাশ্যবীৰ্য্য অর্জুনের বিরোধ ঘটিয়াছিল, তাহা চিরপ্রসিদ্ধ।

অর্থ শব্দে প্রয়োজনকে বুঝায়। প্রয়োজন দেখিয়া অনেক স্থলে শব্দের অর্থ নিশ্চিত হইয়া থাকে। যেমন, সুবাস শব্দে উত্তম বস্ত্র এবং সুগন্ধি দ্রব্যকে বুঝায়। কেহ স্থানান্তরে যাইবেন, বস্ত্রাদি পরিতে হইবে, অতএব তিনি যদি বলেন, ‘সুবাস আনিয়া দাও।’ এখানে প্রয়োজন দেখিয়া সুবাস শব্দে উত্তম বস্ত্রকে বুঝিতে হইবে। আবার কেহ পূজা করিতে বসিয়া যদি বলেন, ‘সুবাস আনিয়া দাও।’ তাহা হইলে সুগন্ধাদি বুঝিতে হইবে।

প্রস্তাবে প্রকরণ কহে। প্রস্তাবের ভাব বুঝিয়া শব্দের কোন অর্থ সঙ্গত হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যেমন, ‘সর্ব্বং জানাতি দেবঃ’। রাজার কাছে বিচার হইতেছে, এমন সময়ে বাদী কিছা প্রতিবাদীর মধ্যে কেহ বলিল,—‘দেব সকলি জানেন’। এখানে প্রস্তাবের ভাব দেখিয়া দেব শব্দে রাজাকে বুঝাইতেছে, কোন দেবতাকে বুঝাইতেছে না।

লিঙ্গ শব্দে চিহ্ন বা লক্ষণকে বুঝায়। ‘কুপিভো মকরধ্বজঃ’। মকরধ্বজ কুপিত হইয়াছেন। সচেতন পদার্থই কুপিত হইতে পারে। অতএব কোপের লক্ষণ দেখিয়া মকরধ্বজ শব্দে মদনকে বুঝিতে হইবে। মকর-ধ্বজ ঔষধ কিছা অস্ত্র কোন অর্থ হইবে না।

অস্ত্র শব্দের সামিধি। যেমন, ‘ঘটা বাটী, কলসী’। এখানে, ঘটা ও কলসী শব্দের কাছে বাটী শব্দে প্রয়োগ আছে বলিয়া ইহা দ্বারা ভোজনের পাত্র বিশেষকে বুঝাইতেছে। আবার, ‘বাটী বাগান পুষ্করিণী’ এরূপ বলিলে এখানে বাটী শব্দে গৃহ বুঝিতে হইবে।

নিম্নত শব্দের শক্তিকে সামর্থ্য কহে। যেমন, ‘মধুন মন্তঃ কোকিলঃ’। মধুতে কোকিল মন্ত হইয়াছে। বসন্ত কালেই কোকিল মন্ত হইয়া উঠে, তাই এখানে মধু শব্দে বসন্ত কালকে বুঝাইতেছে, মদ্য কিংবা ফুলের মধুকে বুঝাইতেছে না।

ওচিতি অর্থাৎ ওচিতি। ‘বাতু তে দয়িতামুখম্’। তোমার প্রিয়ার সম্মুখে বাউক। ‘তোমার প্রিয়ার মুখে যাউক’ এমন কথা বলা কখন উচিত হয় না, তজ্জন্ত এখানে মুখ শব্দে সম্মুখ বুঝাইতেছে।

দেশ অর্থাৎ স্থান বুঝিয়া কোথায় কেমন অর্থ সঙ্গত হয়, তাহা নিশ্চিত করা যায়। যেমন,—‘এই রাজ্যে পরমেশ্বর বিরাজ করিতেছেন’। রাজ্যের ভিতরে সর্বনিম্নস্তা ঈশ্বর বিরাজ করিবেন, ইহা কখন সঙ্গত নহে, কাজেই এখানে পরমেশ্বর শব্দে রাজাকে বুঝিতে হইবে। আবার, ‘সর্বত্র পরমেশ্বর বিরাজ করিতেছেন’। এমন কথা বলিলে সর্বত্র ঈশ্বরকে বুঝাইবে।

কাল অর্থাৎ বিশেষ সময় দেখিয়া কোথায় কোন অর্থ সঙ্গত হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যেমন, ‘চিত্রভানুবিভাতি দিনে’। দিবসে চিত্রভানু শোভা পাইতেছেন। চিত্রভানু শব্দে সূর্য্য এবং অগ্নিকে বুঝায়। কিন্তু এখানে ‘দিন’ এই শব্দের উল্লেখ থাকায় ‘চিত্রভানু’ শব্দে সূর্য্য অর্থই সঙ্গত হইতেছে। আবার যদি বলা যায়, ‘চিত্রভানু রাত্রিতে শোভা পাইতেছে,’ তাহা হইলে অগ্নি অর্থই সঙ্গত হইবে।

বাক্তি শব্দে পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ প্রভৃতিকে বুঝায়। শব্দের লিঙ্গ দেখিয়া কোথায় কি অর্থ সঙ্গত হইবে তাহা নিশ্চিত হইয়া থাকে। যেমন, ‘মিত্রভাতি’। মিত্র শোভা পাইতেছেন। এখানে মিত্র শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, তজ্জন্ত ইহা দ্বারা সূর্য্যকে বুঝাইতেছে। আবার, ‘মিত্রোভাতি’। এখানে মিত্র শব্দ পুংলিঙ্গ, সে কারণ ইহা দ্বারা সূর্য্যকে বুঝাইতেছে।

উদাত্ত, অমুদাত্ত ও স্বরিতকে স্বর কহে। সূর্য্য কথ্য, শব্দ বিশেষের উপর জোর দিয়া মস্তাদি উচ্চারণ করিলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায়। উদাত্ত, অমুদাত্ত, স্বরিত প্রভৃতি স্বরভেদে বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে, এ বিষয়ে একটা গল্প আছে। পূর্বকালে ব্রাহ্মণ (?) ইজের বধের নিমিত্ত বজ্র অঙ্গরস্ত্র করে। ঋষিগণ, ব্রহ্মের শ্রীহৃদ্রির জন্ত,—‘ইন্দ্রশত্রুর্ধ্ব’—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। মন্ত্র শুনিয়া ব্রহ্ম মনে করিল যে,

যজ্ঞ দ্বারা তাহারই মঙ্গল হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ, তাহা ঘটে নাই। কারণ, ঋষিগণ যদি ‘ইন্দ্রশত্রুঃ’ ইহা উচ্চারণ করিবার সময়ে শত্রু শব্দের উপরে জোর দিতেন, তাহা হইলে ‘ইজের শত্রু’ এই রূপ তৎপুরুষ সমাস হইয়া ব্রহ্মেরই মঙ্গল হইত। কিন্তু ঋষিকরা তাহা না করিয়া ইন্দ্র শব্দের উপরে জোর দিয়াছিলেন। তজ্জন্ত বহুব্রীহি সমাস হওয়ায় এই অর্থ বুঝাইল যে, ইন্দ্র বাহার শত্রু অর্থাৎ ঘাতক তাহারই শ্রীহৃদ্রি হইত।

মস্তোহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যাশ্রয়কো ন তমর্থমাহ,
স বাথজ্ঞো বজমানঃ হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোহপরাদাৎ।

মস্তের স্বর কিংবা বর্ণহীন হইলে, কিংবা মিথ্যাশ্রয়োগ করিলে, সেই বাক্য রূপ বজ্র বজমানকে নষ্ট করে। যেমন স্বরপ্রয়োগ বিষয়ে অপরাধ হওয়ায়, ‘ইন্দ্রশত্রু’ এই শব্দ বজমানকে নষ্ট করিয়াছিল।

ইন্দ্রশত্রুর্ধ্বশ্বেতান্মিত্র ইন্দ্রশত্রুর্ধ্বাতক ইত্যামিন্ বিবক্ষিতেহর্থং তৎপুরুষ সমাসঃ, সমাভেতি স্বত্রেন সমা- সম্বাদস্তোদাদন্তেন ভবিতব্যং, আদ্যাদান্তস্ত প্রযুক্তঃ। তথা সতি পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরভেদে বহুব্রীহিাদিস্তো- ঘাতকো যন্তেতি তাৎপর্যার্থঃ সম্পদঃ। (সায়ন)।

অনেকাশ্রিত (পুং) অনেকের বহুবু আশ্রিতঃ যুক্তঃ। ৭-তৎ। সংযোগাদি। সামান্ত। ‘সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ সংখ্যাষিদ্ধাদিকান্তথা। দ্বিপৃথক্বাদয়ন্তদেতেহনেকা- শ্রিতাণ্ডণাঃ। (ভাষাণ)। সংযোগ বিভাগ ষিদ্ধাদি- সংখ্যা এবং ছুরের পৃথক্ব প্রভৃতি অনেকাশ্রিতগুণ। (হি) অনেকের শরণাপন্ন। অনেকের গৃহাগত।

অনেকজং (স্ত্রী) এককম্পে শত্ৰু ন একজং। নঞ-তৎ। একনং কম্পনং স্বভাবাৎ করণং তদ্বর্জিতং সর্বদা একরূপত্বাৎ। সর্বদা এক রূপ পরব্রহ্ম। (ত্রি) কম্পন রহিত। (স্ত্রী) ভীপ্ অনেকস্তী। *। শপ্শনোরিত্যৎ। পা ৭।১।৮২। গী (ঈ) এবং নদী (ভীপ্) পরে থাকিলে শপ্ এবং বনের পরস্থিত পৃষ্ঠস্থানে নিত্য হুম্ হয়।

অনেকমুক (ত্রি) এড়ো বধিরঃ মুকো বাক্শক্তিহীনস্ত- নাস্তি বশ্মাৎ। অতিশয় বধির। অতিশয় বোবা। বাহার চেয়ে আর কালা নাই। বাহার চেয়ে আর বোবা নাই। অনেক (ত্রি) গিদি কুৎসারাম্বেদ্যতে নিদ-প্যৎ ন নৈদ্যম্। নঞ-তৎ। আগমানিত্যস্বাস্ত্রম্ ন ক্রিষতে। (নিরুক্ত)।

অনিন্দনীয়ঃ। অপ্রশস্ত। প্রধান। মাধ্যমিনস্ত সৰলস্ত
বৃত্তহয়নেনা। (ঋক্ ৬। ৩। ১৯। ১।)

অনেনস্ (ত্রি) নাস্তি এনঃ বাসনঃ পাপং বা রক্ত। নঞ
৬ বহুব্রী। বাসন শূন্ত। পাপশূন্ত। ইণ উণ্ অসুন্। *।
ঈণ আগসি। উণ্ ৪। ১৯। অপরাধ অর্থে ঈণ ধাতুর
উত্তর অসুন্ প্রত্যয় হয়। 'রাজাভবেতানেনাস্ত মৃচাস্তে
চ সভাসদঃ' এনোগচ্ছতি কর্তারং নিন্দাহোযত্র নিন্দাতে।
(মত্ ৮। ১৯)। যেখানে মিথ্যাবাদী কর্তাকে লোকে
নিন্দা করে। সেখানে রাজা নিষ্পাপ হন, মন্ত্রী প্রভৃতি
সভাসদ গণও পাপ হইতে মুক্ত হন, কেবল মিথ্যাবাদী
কর্তাই পাপী হয়। যথা পুরানেনাঃ শুর মন্তসে। ঋক্ ১।
১২৯। ৫। অনেনাঃ সর্কেরপাপস্বেন। (সায়ন)।

অনৈমন্ (পুং) নী মনিন্ নৈমন্ ন নৈমা। নঞ তৎ।
প্রশস্ত।

অনৈহন্ (পুং) কেনাপি ন হন্ততে অসৌ হন উণ্ অস্
হন এহাদেশঃ। কাল। সময়। 'কালোদিষ্টোপ্যনৈহাপি
সমরোহপি (অমর)। (ত্রি) অহিংসনীয়। *। নঞ
হন এহচ। উণ্ ৪। ২২৩। চকার হেতু ৪২ সর্লধাতুভ্যো-
হসুন্। উণ্ ৪। ১৮৮। এই সূত্রে অসুন্ হয় এবং নঞ
উপপদ হইলে অসুনের অপবাদ অস্ প্রত্যয় বিহিত
হয়। পনস্ততেহনেনসঃ। ঋক্ ৩। ৫১। ৩। অনেনসঃ—
হস্তেন্নঞাপপদে নঞ হন এহ চেতাসি প্রত্যয় এহ
ইতারং চাদেশো ধাতোঃ। (সায়ন)।

অনৈকাগ্রা (ক্রী) একাগ্রস্ত এক চিত্তস্ত ভাবঃ য্যঞ ন
ঐকাগ্রম্ অভাবে নঞ তৎ। একচিত্ততার অভাব।
(ত্রি) নঞ বহুব্রী। একচিত্ততাপূত্র।

অনৈকাস্ত (পুং) একাস্ত এব স্বার্থে অণ্ ঐকাস্তঃ ন
ঐকাস্তঃ। নঞ তৎ। একাস্ত নহে। অতিশয় নহে।

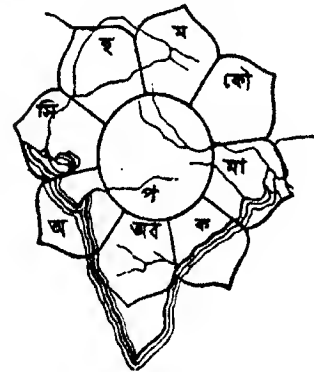
অনৈকাস্তিক (পুং) একাস্তম্ অতিমাত্রঃ ব্যাপ্রোতি-
একাস্ত-ঐক্। একাস্ত। অতিশয়। একাস্তা নিয়তা ব্যাপ্তি
রস্ত্যস্ত ঐক্ ঐকাস্তিক শকাৎস্বার্থে অণ্ বা ততো নঞ
তৎ। একাস্ত। নিত্যাস্ত। অতিমাত্র।

অনৈক্য (ক্রী) একস্ত ভাব ঐক্যং ন ঐকম্ অভাবার্থে
নঞ তৎ। ঐক্যের অভাব। একতার অভাব।

অনৈতিহ্য (ত্রি) পরম্পরোপদেশেত্যনৈতিহ্যঃ (অমর)।
পরম্পরায় প্রবণের নাম ঐতিহ্য। ন ঐতিহ্যং নঞ-তৎ।
পরম্পরায় স্তত্র প্রমাণ শূন্ত।

অনৈপুণ (ক্রী) অনিপুণস্ত ভাব অণ্ নিপুণতার
অভাব। [অকৌশল শব্দে সূত্র দেখে]।

অনৈশ্বর্ত, অনর্ন্ত। বরাহমিহির, ভারতবর্ষকে নবখণ্ডে
বিভক্ত করিয়াছিলেন। অনৈশ্বর্ত বা অনর্ন্ত তাহার এক-
খণ্ডের নাম। নবখণ্ডের নাম এই,—(১) মধ্য ভারতবর্ষ
লইয়া পাঞ্চালখণ্ড। (২) পূর্ব দিকে মগধ। (৩) দক্ষিণ
পূর্ব দিকে কলিঙ্গ। (৪) দক্ষিণে অবন্ত। (৫) দক্ষিণ
পশ্চিমে অনর্ন্ত। (৬) পশ্চিম দিকে সিদ্ধসৌবীর।
(৭) উত্তর পশ্চিম দিকে হারহোর। (৮) উত্তরে মজ্জ।
(৯) উত্তর পূর্ব দিকে কোনিঙ। (বরাহ সংহিতা ১৪।
৩২—৩৩)। এই নয়টা নাম করিয়া তাহাদের বিশেষ
বর্ণনা স্থলে বরাহমিহির একটু গোল করিয়াছেন।
সেখানে অনর্ন্ত এবং সিদ্ধ সৌবীর এতটাই ভারতবর্ষের
দক্ষিণ পশ্চিম দিকে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু টেহা ভুল
বলিয়া বোধ হয় না, বরং ঠিক পশ্চিম দিকে সিদ্ধ
সৌবীর বলিলে ভুল হইয়া পড়ে। বৃহৎ সংহিতার এবং
মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে অনর্ন্ত এবং সিদ্ধসৌবীর ভারত-
বর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত।



গ—পাঞ্চাল। ম—মজ্জ। ক—কলিঙ্গ।

অব—অবন্ত। অ—অনর্ন্ত। সি—সিদ্ধসৌবীর।

হ—হারহোর। মা—মগধ। কো—কোনিঙ।

কিন্তু মহাভারতের লিখিত ভারতবর্ষের বিভাগ অল্প
প্রকার। ভাস্করাচার্যের সঙ্গেও বরাহমিহিরের মতের
ঐক্য হয় না। চন্দ্র, কশেকমং, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমং,
কুমারিকা, নগ, সৌম্য, বাক্রণ, গান্ধার্য প্রভৃতি অল্প
প্রকার নাম দেখা যায়।

অনৈশ্বৰ্য্য (ক্রী) অনীশ্বরস্ত ভাবঃ আদ্যাচোঃ বা বুদ্ধি। অনী-
শ্বর্য। অধীনত্ব। (ত্রি) নাস্তি ঐশ্বৰ্য্যং বস্ত। নঞ বহুব্রী।
ঐশ্বৰ্য্য শূন্ত। [অকৌশল দেখে]।

অনো (অব্য) ন নী ডো। অতার। অভাবে নননোনাপি
নহি অনো ন এই তিনটা অতাবার্থক অব্যয়। আমেকে

নহি অ নো ন এই চারটা অভাবার্থক অব্যয় এই কথা
কহিয়া থাকেন।

অনোকহ (পুং) অনসঃ শকটন্ত অকং গতিং হস্তি পুরো
বর্তনাং নিবারয়তি অনস্-অক-হন-ড। বৃক।

‘বুকোমহীকৃৎ শাখী বিটপী পাদপন্তকঃ।

অনোকহঃ’ (অমর)

অনোদন (ত্রি) নাস্তি ওদনঃ অন্নং বজ্র। নঞ্ বজ্রতী।
যে খাদ্য বস্তুর মধ্যে অন্ন নাই। ত্রতের অন্ন ভিন্ন ভক্ষ্য-
দ্রব্য।

‘নক্তঃহবিষ্যন্ননোদনং বা’। (শ্রুতি)

রাত্রিতে হবিষ্যন্ন ভক্ষণ করিবে অথবা দিবসে
অন্নভিন্ন অন্ন কোন বস্তু ভক্ষণ করিবে। নাস্তি ওদনো-
দনং বজ্র। নিরন্ন। বাহার অন্ন মিলে না।

অনোক্ত (ত্রি) ন ওঁ কারোচ্চারণ পূর্বং কৃতং ওঁ-কৃ-ক্ত।
নঞ্ তৎ। যে কার্য ওঁকার উচ্চারণ পূর্বক করা হয়
নাই। ওঁ এই মন্ত্র না বলিয়া বাহা করা হইয়াছে।
(ত্রি) ও স্বীকারে তৎ ন কৃতং নঞ্-তৎ।
অস্বীকৃত।

অনোমা (স্ত্রী) একটা ক্ষুদ্র নদীর নাম। ইহা কপিল-
নগরের পূর্বদিক দিয়া বহিয়া গোরক্ষপুরের নিকটে
রাপতী নদীর সঙ্গে মিশিয়াছে। এই নদীর অধিকাংশ
একণ্ঠে মজিয়া গিয়াছে। অনোমা নদীর ধারে বোধি-
সঙ্ঘ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন তজ্জন্ত ইহা প্রসিদ্ধ।
এই নদীর অপর নাম ওমী বা অবমী। সিদ্ধার্থ, কপিল-
বস্তু ইহাতে ঝোড়া চড়িয়া যাত্রা করিলেন। চন্দক
প্রভৃতি কয়েক জন অমুচর সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল।
তিনি, কপিলনগর হইতে প্রথমে বৈশালীতে প্রবেশ
করিলেন। পরে বৈশালীনগরের ভিতর দিয়া দেব-
কালীতে আসিলেন। তাহার পরেই সংগ্রামপুরের
নিকট অনোমা নদী। এইখানে ‘ওমীয়র’ নামে
একটা হ্রদ আছে। বকানন (Dr. Bachanar). এই
হ্রদকে ‘নবর’ বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রাজকীর মান-
চিত্রে ইহার নাম ‘অমীয়র তাল’ বলিয়া লিখিত আছে।
অনেকে অস্বীকার করেন যে, সিদ্ধার্থ এই হ্রদের ত্রিক
উপরেই নদী পার হইয়াছিলেন। লালতবিস্তরে লেখা
আছে যে, অমুচৈবেণের প্রদেশের মনোর গ্রামের কাছে
বুদ্ধদেব নদী পার হন, পার হইয়া চন্দক প্রভৃতি অমু-
চরদিগকে বিদায় করেন। [অমুচৈবেণ দেখ]।

অনট। অন্-ভ্যন্তে ত্রিকর চু-সক-সেট্-অকরতি।

অকতি। লুঙ-অকিচৎ। সন্ অকিচিষতি। কশ্মপি অক্যাতে
গিচ্ বিধান না করিলে অচ্যতে।

অঙ্গগতো অচিরৎ [২৪ পৃষ্ঠে দেখ]। উত্তং সকং
গতো অকং অব্যক্ত শব্দ করণে। অকতি-তে। লিট্
আনক্। লুট্ অকিতা। লুঙ অকিষ্যতি-তে। লুঙ্ অকীৎ।
আকিষ্টাঃ আকিষুঃ। আকিষ্টে আকিষাতাম্। আকিষত।
কশ্মপি অচ্যতে। স্বতন্ত্রা কথমকসি। (ভট্টি ৪। ৩২।
সন্ অকিচিষতি-তে। গিচ্ অকরতি। ক্কা-অকিষা।

অনজ্। অনজ্। ইহার অর্থ, গতি কাস্তি মাথা বাক্ত করা।
রধ-পং, বিকল্পে ইট্ হয়। এটা উৎ ইৎ ঞ্জি ইৎ ধাতু
তজ্জন্ত ইহার উত্তর বর্তমান কালে ক্ত বিহিত হইয়া থাকে।

লট্ অনক্। অঙ্কঃ। অঙ্কতি। লোট্ অনক্।
অঙ্কতি। অনক্। লিঙ্ অক্যাৎ। লঙ্ আনক্।
আঙ্কতাম্। আঙ্কন।

লিট্ আনক্। আনক্। আনক্। আনক্। আনক্।
আনক্। আনক্। লুট্ অকিতা। অঙ্কত। লুট্ অকি-
ষ্যতি। অঙ্ক্যতি। লুঙ্ অকীৎ। অকিষ্টাম্। অকিষুঃ।
সন্ অকিষিষতি। গিচ্ অকরতি। অকিষ্টৎ। অকি-
জতাং। অকিজন। চু-পং দীপ্তৌ। অকরতি। অকিষ্টৎ।
অক্কায়াস্তব্। অক্কায়াস। অক্কায়াসকার-চক্রে। ক্কা-অকিষা
অঙ্কত। অক্। ক-অক্।

অন্ত্। ভা-পং। ই। *। পা ৭। ১। ৫৮। অস্ততি। লুঙ
আস্তীৎ। লিট্ আনস্ত। আনস্ততুঃ আনস্ততুঃ। ই কশ্মপি
অস্ত্যতে। *। পা ৬। ৪। ২৪।

এই অতি অস্ত-ধাতুকে কাস্তপ প্রভৃতি তিঙন্ত স্বীকার
করেন না। অস্তান্ত অনেকে তিঙন্ত স্বীকার করেন।

অন্ত (পুং স্ত্রী) অস্ততি জীবনাদীনঃ সীমানং বধ্যতি অন্ত
পচাদিৎ অচ্। অথবা অমতি গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি অম-
গতো-উণ্ তন্। *। হসি মুগ্রিণ্ বাহমিদমি লুপ্ধুর্বিভ্যন্তন্।
উণ। ৩। ৮৬। হস মু গ্র্ ইণ্ বা অম্ লম লু প্ ধুর্ব এই
দশটা ধাতুর উত্তর তন্ প্রত্যয় হয়। জবজ্। চরম।
অন্ত্য। পাশ্চাত্য। পশ্চিম ‘অথাস্তিরাঃ। অস্তোজবজ্
চরমমন্ত্যঃ পাশ্চাত্য পশ্চিমাঃ। (অমর)। নাশ।
মৃত্যু। নিধন। ‘অস্তোনানোশোর্বোমুর্ভার্মরণং নিধনো
হস্তিরাঃ। অবগান। সমাপ্তিরম্য। ‘মৃত্যাববসিতে রম্যে
সমাপ্তাবস্ত ইষ্যতে’। (শকার্ণব)। স্বরূপ। নিকট।
প্রান্ত। নিশ্চর। নাশ। শেষ। অবয়র। ‘অন্তঃস্বরূপে
নিকটে প্রান্তে নিশ্চরনাশনো। অবয়বোহপি’। (হেম)।
অতি মনোহর। ‘অন্তঃপ্রান্তেহস্তিকে নাশে স্বরূপ

হৃতি মনোহরে। (বিশ্ব)। অন্ত শব্দের লিঙ্গ বিময়ে মেদিনীকার অর্থের একটু বিশেষ করিয়াছেন। যথা,—

‘অন্তঃ স্বরূপে নাশে না নস্তী শেষেষ্টিকৈত্রিব। (মে০)

অন্ত শব্দ স্বরূপ অর্থে ক্রীষ লিঙ্গ, নাশ অর্থে পুং লিঙ্গ, শেষার্থে (পুং ক্রী) হুই লিঙ্গ, নিকটার্থে ত্রিলিঙ্গ। স্বরূপে যথা—‘বনিভা বনাস্তাং’। (রঘু ২। ১৯)।

সুদক্ষিণা বন চইতে আগত রাজাকে। ‘বনাস্তভুবং’।

(ভারবি ৬। ১৩)। বনের ভূমি ‘অন্তঃ শব্দঃ স্বরূপ

বচনঃ (মল্লিনাথ)। নাশে যথা,—‘শক্তেরন্তকরোরণে’

(ভটি ৫। ৭৮)। যুদ্ধে শক্তির নাশকারী। রম্যে

যথা,—পরিণত ফলশ্রাম জম্বুবনাস্তাঃ। (পুং মেঘ ২০)।

পাকা কাল জামদ্বারা রম্য। অবসানে যথা,—‘শাপাস্তো

মে’ (উং মে ৪৭)। আমার শাপের অবসান হইলে।

নিকটে যথা, ‘অন্তেবাসী’। নিকটে থাকিয়া পড়ে।

(স্মৃতি)। শেষ সীমায় যথা, ‘পত্রাস্তপর্থাগলদচ্ছবিন্দুঃ’।

(ভটি ২। ৪)। পাতার শেষসীমা হইতে জলবিন্দু

গলিতেছে। সীমা (অবধি) হুই রূপ। ১ ম, দেশের

সীমা; ২ য, কালের সীমা। যথা—দশাস্তাঃ কৃষ্ণ-

পক্ষেতাঃ পূর্ণিমাস্তাশ্চ শুক্লকে। (স্মৃতি)। সেই তিথি-

গুলি কৃষ্ণপক্ষে অমাবস্তাস্ত আর শুক্লপক্ষে পূর্ণিমাস্ত

হইয়া থাকে। ‘অমাবসিপোর্ণমাস্তাস্তা’। (স্মৃতি) অন্য

আদি এবং পূর্ণিমা অন্তে হইয়াছে যাহাদের সেই সকল

চন্দ্রের কলার নাম তিথি। ‘অশোচাস্তাদ্বিতীয়েহহি-

শয্যাং দদ্যাদিলক্ষণাম্’। (স্মৃতি)। অশোচাস্তের অশোচ

সীমার দ্বিতীয় দিবসে বিলক্ষণ শয্যাদান করিবে।

স ভাবে, শুদ্ধাস্ত। মরণে যথা, ‘স্থিত্যন্তামন্তকালে-

হপি’। (গীতা ২। ৭২)। ‘অন্তকালে মরণকালে (স্বামী)।

নিশ্চয়ে বা নির্ণয়ে যথা,

‘নাস্তোবিদ্যতে ভাবোনাভাবোবিদ্যতেসতঃ।

উভয়োরপিদৃষ্টোহন্ত্বনয়োস্তদ্বদশিতিঃ।

(গীতা) ২। ১৬।

অসত্তের অর্থাৎ শীত উষ্ণ প্রভৃতির ভাব (সদ্বা)

সর্বদা থাকে না, সংস্রভাবের কখনই অভাব হয় না।

সং ও জসং এই দুই রূপের অন্ত অর্থাৎ নিগম যথার্থ

দর্শী পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন।

অন্তঃকরণ (ক্রী) ক্রিয়ান্তে নিম্পদ্যন্তে কর্ম্মণ্যনেন করণং

করণে লুট্। *। করণাধিকরণয়োশ্চ। পা ৩। ৩। ১১৭।

করণ এবং অধিকরণ বাচ্যেও লুট্ প্রত্যয় হয়। অন্তঃ

শরীর মধ্যস্থমুত্তমিত্তি-যাবৎ করণমিচ্ছিয়ম্। কর্ম্মধা।

শরীরস্থ পদার্থানাং স্রবাদীনাম্ করণং জ্ঞান সাধকতমম্।

৬ তৎ। করণং সাধকতমং ক্ষেত্র গাত্রৈশ্চিয়েষপি।

(অমর)। জ্ঞান এবং স্রবাদির জনক শরীরের মধ্যস্থিত

মন বুদ্ধি চিত্তাদি নামক ইচ্ছিয়। বেদান্তের মতে অন্তঃ-

করণ চারি প্রকার।

মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিৎতং করণমন্তরম্।

সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্বঃ স্ররণং বিষয়া ইমে।

মনের দ্বারা সংশয় হয়, বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় হয়,

পৃথিবীতে আমিই এক ধনবান ইত্যাদি মনুষ্য বৃত্তি

দ্বারা গর্ব হয়, আর চিত্ত দ্বারা স্ররণ হয়। অতএব সংশ-

য়াদি এই চারি কার্য্যভেদে মন আদি শরীরের অভ্যন্ত-

রস্থ ইচ্ছিয় চারিটা।

শাস্ত, ঘোর এবং মূঢ় নামক অন্তঃকরণের তিনটা

বৃত্তি আছে। বৈরাগ্য, ক্ষান্তি ও ঔদার্য্য এই তিনটির

নাম শাস্ত বৃত্তি। তৃষ্ণা, স্নেহ, অমুরাগ, লোভ প্রভৃতির

নাম ঘোর বৃত্তি। মোহ ভয় প্রভৃতির নাম মূঢ় বৃত্তি।

সাংখ্যাবাদীরা বলেন যে, শাস্ত প্রভৃতি বৃত্তিগুলি

এককালেই মনে উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু নৈয়া-

য়িকদের সে রূপ বিশ্বাস নহে। তাঁহারা কহেন,

অন্তঃকরণ অতি ক্ষুদ্র পদার্থ। (অন্তঃকরণমণ্ডপরিমামম্)।

অতএব তাহাতে এককালে এতগুলি জ্ঞান জন্মিতে পারে

না। শাস্ত প্রভৃতি বৃত্তি একে একে উৎপন্ন হয়।

(অযোগপদ্যাজ্ঞানানাম্)। সকল জ্ঞান এককালে

হইতে পারে না। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত এই

চারিটা চক্ষু, ব্রহ্মা, শিব, ও বিষ্ণু স্বরূপ অন্তঃকরণের

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

অন্তঃকুটিল (পুং) অন্তর্মধ্যে কুটিলং বক্রম্। ৭-তৎ। যে

শব্দের মধ্যস্থল বক্র। (ত্রি) কুটিলান্তকরণ। যে অতি

কুটিল। বক্রমন।

অন্তঃকুমি (পুং) অন্তর্মধ্যে কুমিঃ কীটবিশেষো যন্ত। কুমি-

কোষ। গুটি। বাহার ভিতরে পোকা আছে অর্থাৎ

কোয়া। (ত্রি) মধ্যে কুমিযুক্ত।

অন্তঃকোটরপুঙ্গী (স্ত্রী) অন্তঃকোটরে পত্রমধ্যে পুঙ্গুঃ

যজ্ঞাঃ। বছরী। জাতি-ভীপ্। বাহার পাতার ভিতরে

ফুল ঢাকা থাকে। নীলবুহা।

অন্তঃপদবী (স্ত্রী) অন্তর্মধ্যে মধ্যস্থ বা পদবী পদ্যঃ।

৭ বা ৬-তৎ। মধ্যস্থ বা পদবী মধ্যপদ লোপী কন্মধ্যা।

সুযুমা নাড়ীর মধ্যগত পথ।

অন্তঃপশু (পুং) অন্তঃপ্রামৃত্য মধ্যে তিষ্ঠতি পশবো যস্মিন্

কালে। বহরী। গ্রামের মধ্যে পশু থাকিবার সময়।
প্রাক। প্রাতঃকাল। সারাহ। সায়ংকাল। সন্ধ্যাকাল।
সন্ধ্যাবেলা পশু সকল মাঠ হইতে গ্রামের ভিতরে আসে
এবং প্রাতঃকালে তাহারা গ্রাম হইতে বাহির হইয়া
মাঠে যায় না, আর এই দুই সময়ে অগ্নিহোত্র যাগ
হইয়া থাকে, তজ্জন্তু ঐ দুই সময়ের নাম অন্তঃপশু।
(ত্রি) যে কোন স্থানে পশু থাকে।

অন্তঃপাত (পুং) অন্তঃসীমায়োর্মধ্যে পততি ভিত্তি।
পত-কর্তৃরিণ। *। জলিতিকসন্তোভো ৭ঃ। পা ৩। ১।
১৪০। সন্ধিস্থান। ভাবে ঘণ্। মধ্যে পতন।

অন্তঃপাতিন্ (ত্রি) অন্তর্মধ্যে পততি প্রবিশতি। ৭-তৎ।
মধ্য প্রবিষ্ট। অন্তর্গত। (স্ত্রী) ভীপ্ অন্তঃপাতিনী।

অন্তঃপাত্য (পুং) অন্তর্মধ্যে পাত্যতে যস্মিন্ দেশে। পত
গিচ্ আধারে-যৎ। যাহার মধ্যে পাত করা যায় সেই
দেশ। যেখানে ফেলিয়া দেওয়া যায় সেই দেশ। (অব্য)
অন্তঃ পত গিচ্ ল্যপ্। মধ্যে ফেলাইয়া।

অন্তঃপুর (স্ত্রী) অন্তর্মধ্যস্থঃ পুরম্। কর্মধা। অকারান্ত স০।
[অনুপ শব্দে সূত্র দেখ]। অবরোধ। রাজবাটীর মধ্য-
স্থান। যেখানে রাণীরা থাকেন। চলিত কথায় অন্তঃ-
পুরকে আমরা ‘অন্দর’ বলি। ইহা পাবনী শব্দ। জ্যাগারঃ
ভূভূজামন্তঃপুরং স্তাদবরোধনম্। (অমর)। অন্তঃপুরে
বাস করেন বলিয়া রাজমহিষীগণেরও নাম অন্তঃপুর।
যথা,—‘অন্তঃপুরপ্রচারকঃ। (মহু ৭। ১৫০।) ‘অন্তঃপুর-
জ্ঞীণাশেষিতং’। (কুল্ল কভট্ট)। অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীগণের সং ও
অসং কার্য্যাকার্য্য দাসীগণ দ্বারা জানিবে। পুর শব্দের
সমাসে। *। অনুপশব্দেদর্শিত। পা ৫। ৪। ৭৪। এই সূত্র
দ্বারা অপ্রত্যয় হইলে (স্ত্রী) অন্তঃপুরী হইবে।

অন্তঃপুরচর (পুং) অন্তঃপুরে চরতি রাজাজ্ঞয়া গচ্ছতি
চরট্-অচ্। ৭-তৎ। রাজার অন্তঃপুরচারী কঙ্কী প্রভৃতি।
কঙ্কীর লক্ষণ। যথা,—

‘অন্তঃপুরচরোবৃদ্ধো বিপ্রোণ্ড গগাশিতঃ।

সক্কায্যার্থ কুশলঃ কঙ্কীভ্যভিধীরতে।

জরা বৈষ্ণব্যযুক্তেন বিশেদগাজেণ কঙ্কী।’

অনেক গুণযুক্ত, সর্বকার্য্য কুশল, অন্তঃপুরচারী বৃদ্ধ
ব্রাহ্মণের নাম কঙ্কী। জরা এবং ললিত মাংস হইলে
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিবে।

অন্তঃপুরের নিমিত্ত বিশেষ চর রাখার প্রথা অতি
প্রাচীন কালে সকল সভ্যদেশে চলিত ছিল। রোম,
গ্রিস, মিশর প্রভৃতি সকল স্থানের ধনাঢ্য লোকেরা অন্তঃ-

পুরের জন্ত খোজা রাখিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষের হিন্দু-
দের গৃহে সচ্চরিত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ থাকিতেন। অনেকে
অমুমান করেন যে, খোজা রাখিবার প্রথা প্রথমে
আফ্রিকাতে চলিত হইয়াছিল। তাহার পর রোম,
গ্রিস এবং আসিয়া প্রভৃতির লোকেরা ঐ কুপ্রথা অব-
লম্বন করেন। সেকালে সকল দেশেরই ধনাঢ্য লোকেরা
বহু বিবাহ করিতেন। বোধ হয়, সেই বহু বিবাহই এই
কুপ্রথার মূল কারণ। সর্বত্র মুসলমান সম্রাটেরা
বিস্তর খোজা রাখেন। তাঁহাদের দেখিয়া শেষে হিন্দু
রাজাদেরও মধ্যে উহা চলিত হইয়া আসে। আজি কালি
আফ্রিকা হইতে অনেকে খোজা ক্রয় করিয়া আনেন।
অন্তঃপুরসহায় (পুং) অন্তঃপুরে সহায়ঃ। ৭-তৎ। রাজার
অন্তঃপুরের সহচর। বিদূষক। কঙ্কী প্রভৃতি।

অন্তঃপুরাধ্যক্ষ (পুং) অন্তঃপুরস্থ অধ্যক্ষঃ। ৬-তৎ। অন্তঃ-
পুরের তত্ত্বাবধায়ক। বৃদ্ধ সংকুলোদ্ভব সমর্থ পিতৃ পিতা-
মহ ক্রমে কর্মকারী। শুদ্ধান্তঃকরণ এবং সুশিক্ষিত
ব্যক্তিই রাজার অন্তঃপুরের অধ্যক্ষ হইতে পারেন।

অন্তঃপুরি (ত্রি) পু-ই-পুরি অন্তর্মধ্যা পুরিঃ। কর্মধা। মধ্য-
নগর। মধ্যরাজা। মধ্যনদী। *। কৃগৃশ্ পৃকুটিভিচ্ছিদি-
ভাশ্চ। উণ্ ৪। ১৪২। কৃগৃশ্ পৃকুট ভিদি ছিদি এই
কয় ধাতুর উত্তর ই প্রত্যয় হয় এবং তাহা কিং হইয়া
থাকে। পুরির্নগরং রাজা নদীচ। (উজ্জলদত্ত)।

অন্তঃপুরিক (ত্রি) অন্তঃপুরে নিযুক্তঃ ঠক্ ন বুদ্ধিঃ।
অন্তঃপুরের অধ্যক্ষ। কঙ্কী প্রভৃতি।

অন্তঃপুষ্প (স্ত্রী) অন্তর্গতঃ পুষ্পঃ স্ত্রীরজঃ। দ্বাদশ বর্ষ
বয়স্কা স্ত্রীর অপ্রকাশিত রজঃ। বার বৎসরেও যে রক্ত
বাহিরে নির্গত হয় না।

অন্তঃপূজা (স্ত্রী) আন্তরিকী পূজা তত্ত্বোক্ত মনঃ কল্লিত
বস্তুভিঃ বলিদান হোমাদিক্রমা দেবার্চনা। কর্মধা।
তত্ত্বোক্ত মনঃ কল্লিতবস্তুদ্বারা দেবতার অর্চনা।

অন্তঃপূজার সময়ে কুণ্ডলিনীকে মূল্যধার হইতে
হৃদয়রূপ স্তূপ্যমণ্ডলে লইয়া কর্ণিকার অন্তর্গত চক্রে
সুধাধারা মূলমন্ত্রকে সেচন করিবে। পরে বিষয়রূপ
পুষ্পদ্বারা পূজা করিতে হয়। অমায়া, অনহঙ্কার, অরাগ
(অহুরাগের অভাব), অমদ (মত্ততার অভাব), অমোহ,
অদম্ভ, অদেব, অক্ষোভ, অমাৎসর্য্য, অলোভ, এই
দশ প্রকার বিষয়পুষ্প অন্তঃপূজায় বিহিত হইয়াছে।
এতদ্ভিন্ন, অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা এবং জ্ঞান
এই আর পাঁচটা পুষ্পের কথা উল্লিখিত আছে। ইহাতে

পরমাত্মার একত্বচিন্তারূপই জ্ঞান। সোহং এই মন্ত্রের অক্ষর গুলি কুণ্ডলিনীতে গাঁথা আছে এই রূপ চিন্তা করিবে। এবং 'পরম অমৃতপূর্ণ ব্রহ্মরক্ষুঃ সহস্রদল পদ্মে শূজা ও হোম ব্যতিরেকে সেই গ্রথিত অক্ষর গুলিকে আত্মীয় রূপে দেখাইবে।

মানসিক হোম,—আত্মাকে অপরিমিত বিবেচনা করিয়া আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা, জ্ঞানাত্মা স্বরূপচারি কোণ—আনন্দ মেধণায়ুক্ত অর্জুমাাত্রাকৃতি যোনি ভূষিত চৈতন্ত কুণ্ডকে নাভিতে বিবেচনা করিয়া তন্মধ্যস্থিত জ্ঞানাগ্নিতে হোম করিবে। প্রথমে মূল মন্ত্র বলিয়া 'ও' চৈতন্তরূপার্থে বিষয়হবিষা মনসাত্ত্ববা জ্ঞানেপ্রদীপিতে নিতামক্ষবৃত্তাজ্জ'হোম্যং স্বাহা' ইতি প্রথমাহতিং দদ্যাৎ।
অন্তঃপঞ্চমকারযজ্ঞ (ক্লী) অন্তর্মনসা পঞ্চমকারাণাং যজ্ঞঃ যজ্ঞঃ। ৬-তং গর্ভ ৩-তং। মনে মনে তন্ত্রোক্ত মদ্যাদি পঞ্চমকারের চিন্তারূপ যজ্ঞ। কুলার্ণব তন্ত্রে অন্তর্যজ্ঞের মধ্যে লেখা আছে, সূরা শক্তি রূপ, মাংস শিব রূপ ভৈরব ঐ উভয়ের ভোক্তা। সেই মদ্য ও মাংসের ঐক্য হইলে যে আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহাই মোক্ষ। সেই মোক্ষের কারণ দেহে আনন্দরূপ পর-ব্রহ্মের উদয়। সেই পরব্রহ্মের উদ্ভাবক বলিয়া সেই মদ্য ও মাংস যোগীদের ভক্ষ্য হইয়াছে।

পুং ক্লী ক্লীব এই ত্রিবিধ বিশেষরূপে জ্ঞাত হইবে এবং ঘটক্রুর দ্বারভেদ করিতে শিখিবে। পরে পীঠস্থানে আসিয়া মহাপদ্ম বনে গমন করিতে হয়। মূলাধার হঠাতে ব্রহ্মরক্ষু পর্যন্ত বারবার গমন করিয়া মহোদয় ব্যক্তি জ্ঞানরূপ চন্দ্র কুণ্ডলিনীশক্তি এবং সমতাগুণে রম্য হইয়া আকাশ পদ্ম (ব্রহ্মরক্ষুঃ সহস্রদলপদ্ম) হইতে ক্ষরিত স্নানপানে রত হইবেন। সেই স্নানপানকেই মধুপান কহে, তত্ত্বিন্ন সূরাদিপানের নাম মদ্যপান। জ্ঞানরূপ খজাছারা পুণ্য ও পাপ রূপ পশুকে হনন করিয়া যোগী চিত্তকে পরমেশ্বরে লয় করিবেন। তাহা করিলেই তাঁহাকে মাংসালী বলা যায়। ফল কথা অন্ত-যজ্ঞে ইহারই নাম মাংস ভক্ষণ। মনদ্বারা ইন্দ্রিয়-গণকে সংযত করিয়া আত্মাকে নিযুক্ত করিলে, তাঁহাকে মংস্তালী বলা যায়। ইত্যাদি বিস্তার প্রকরণ এই যজ্ঞে লিখিত আছে।

অন্তঃপ্রকৃতি (ক্লী) রাজ্যাত্ত্বর্ধ্বিনী প্রকৃতিঃ রাজ্যাসম্। স্বামী (রাজা), অমাত্য, সূত্রং, কোশ (ধনাগার), রাষ্ট্র (রাজ্য), দুর্গ (গড়), বল (সৈন্য), রাজার এই ছয় প্রকৃতি।

অন্তঃ সর্গভূতাত্ত্ব্যাপিনী প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ পর-মাত্মা বা। 'প্রকৃতি সহজ্ঞেয়ানারমাত্যে পরমাত্মনি'। (বিষ্ণু)। অন্তর্জগদ্যত্মা প্রকৃতিঃ পঞ্চভূতানি প্রধানং মূলকারণং বা। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চভূত। প্রধান। মূল কারণ।

'প্রকৃতিঃ পঞ্চভূতেষু প্রধানেন মূল কারণে। (যাদব)। অন্তঃপ্রবিষ্ট (ত্রি) অন্তঃ মধ্যে প্রবিষ্টম্। অন্তঃকরণ মধ্যে প্রবিষ্ট। হৃদয়। অভ্যন্তরগত।

অন্তঃশরীর (ক্লী) অন্তঃস্থলদেহমধ্যস্থঃ শরীরম্। কন্দুর্বা। স্থল শরীরের মধ্যবর্তী। বেদান্ত প্রসিদ্ধ সূক্ষ্ম শরীর।

অন্তঃশল্য (ক্লী) অন্তঃকরণস্ত শল্যমিব। অন্তঃকরণের পক্ষে যাহা শল্য অর্থাৎ শেলের মত কষ্টদায়ক।

অন্তঃসংজ্ঞা (ত্রি) অন্তঃ মধ্যবর্তিনী অপ্ৰকাশ্য। ইতি যাবৎ সংজ্ঞা চৈতন্ত্যং যন্ত। বহুব্রী। বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্মাদি। আমাদের মূনি ঋষিদের মতে, বৃক্ষাদি পূর্ব জন্মের পাপে জড়িত হইয়া আছে; কিন্তু ভিতরে ইহার স্তব্ধ হুঃখ অমুভব করিতে পারে। (মহাসংহিতা ১ অধ্যায় ১৪৬-১৪৯ শ্লোক দেখ)।

অন্তঃসত্ত্বা (ক্লী) অন্তরভ্যন্তরে গর্ভে ইতি যাবৎ সত্ত্বং প্রাণী যন্তাঃ। ৬-বহুব্রী। বাহার গর্ভে প্রাণী অর্থাৎ সন্তান আছে। গর্ভবতী। (ত্রি) অন্তঃ শরীর মধ্যে সত্ত্বং গুণঃ পিশাচাদি বলম্ আত্মা বাবদায়ঃ অস্তং ধনং প্রাণা বা যন্ত। বহুব্রী। বাহার মধ্যে দ্রব্য আছে। বাহার দৈর্ঘ্য গাভীর্ঘ্যাদি গুণ আছে। বাহার মধ্যে স্বেত কৃষ্ণবর্ণ আছে। যে গৃহে পিশাচাদি আছে। বাহার বল আছে। বাহার আত্মা আছে। যেখানে বাণিজ্য আছে। বাহার নিশ্চয় আছে। অন্তঃযুক্ত। ধনশালী। প্রাণযুক্ত।

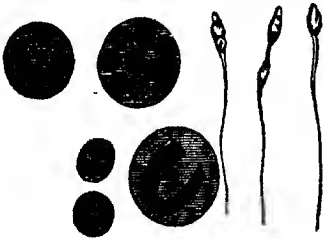
সন্তান উৎপন্ন হইবার জন্ত গর্ভের ভিতর তিনটি প্রধান স্থান আছে। যথা, জরায়ু (uterus), অণ্ড-প্রণালী (Fallopian tubes) এবং অণ্ডাধার (ovaries)। তত্ত্বিন্ন যোনিকেও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে গণনা করা যায়। জরায়ু, তলপেটে বস্তিগহ্বরের ভিতরে আছে। ইহার আকার দেখিতে কঁতকটা পেয়ারার মত; অগ্র-ভাগ হইতে ক্রমশঃ পশ্চাদ্ দিকে কিছু চেপ্টা হইয়া আসিয়াছে। গর্ভসঞ্চার হইলে এই জরায়ুর ভিতরেই সন্তান কষ্টপুষ্ট ও পরিপক হয়। তজ্জন্ত ইহাকে গর্ভাশয়ও কহে। ইহার আর একটি নাম কলল। [অণ্ড দেখ]।

মাতৃবের অণ্ডপ্রণালী দুইটি; জরায়ু হইতে তল-পেটের দুই পাশে কুঁচকির দিকে চলিয়া আসিয়াছে।

ঐ অণুপ্রণালী হইতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা বাহির হইয়াছে। জরায়ুর কাছে উহার। ঝালরের মত ঝিল্লিতে মোড়া। অণুপ্রণালী দ্বারা ছইটী কাজ সিদ্ধ হয়। এক,— অণুপ্রণালীর ভিতরে অণুপরিপক হইলে, তাহারা এই পথ দিয়া জরায়ুর মধ্যে আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয়,— পুরুষসংসর্গ ঘটিলে শুক্রের সঙ্গে বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণু আছে, তাহারা ঐ অণুপ্রণালী দিয়া অণুধারের ভিতরে প্রবেশ করে।

মানুষের অণুধার ছইটী; তলপেটে কুঁচকির নিকটে আছে। অণুপ্রণালী জরায়ু হইতে আসিয়া এই অণুধারের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। অণুধারের উপরে প্রায় বিশটী ছোট ছোট কোষ আছে; ইংরাজিতে তাহাদিগকে গ্রাফিয়ান্ ভেসিকল্ (Graafian vesicles) কহে। ঐ সকল কোষ লালার মত তরল পদার্থে পরিপূর্ণ। তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের মত বিস্তার ছোট ছোট দানা এবং ছই একটি ডিম ভাসিতে থাকে। গ্রাফিয়ান্ ভেসিকল্ পরিপক হইলে অণুধারের উপরে আসিয়া ফাটিয়া যায়, তখন তাহার ভিতর হইতে ডিম বাহির হয়। ঐ ডিম কোষগুলি স্ত্রীলোকের ঋতুর পরেই সচরাচর ফাটিয়া গিয়া থাকে। ফাটিয়া গেলে তাহারা অণুপ্রণালীর ঝালরের মধ্যে প্রবেশ করে। আমাদের অস্থের এবং কোন কোন পেশীর ক্রিমির মত এক প্রকার গতি আছে। অণুপ্রণালীর পেশীস্থত্রের ক্রিমির মত অকুঞ্জন ক্রিয়ার (peristaltic action) চাপে অণুগুলি জরায়ুর দিকে আসিতে থাকে।

স্ত্রীলোকের ঋতু হইলে পুরুষসংসর্গ আবশ্যক। পুরুষ সংসর্গ ভিন্ন গর্ভসঞ্চার হয় না। কারণ, শুক্রই প্রাণীদের



শুক্রকীট।

উৎপত্তির প্রধান উপায়। শুক্র, পুরুষের অণুকোষের ভিতরে থাকে। ইহাতে এক প্রকার কীটাণু আছে। ঐ কীটাণু অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অণুবীক্ষণ না হইলে খালিচক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে

বেশ স্পষ্ট জানিতে পারা যায়, কীটাণুগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাপের মত,—মাথা মোটা, লেজের দিক্ ক্রমে অত্যন্ত সরু হইয়া গিয়াছে। ইহারা তিলার্দ্ধিকাল স্থতির হইয়া থাকে না, কেবল কিল্ কিল্ করিয়া নড়িয়া বেড়াইতেছে। মানুষের শরীরের বে রূপ স্বাভাবিক তাপ (৯৮ ডিগ্রি), সেই রূপ তাপে শুক্র রাখিতে পারিলে ঐ কীটাণু প্রায় তিন দিন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। মানুষ মরিয়া গেলেও শুক্রকীটদের শীঘ্র মৃত্যু হয় না। চব্বিশ ঘণ্টার বাসী মড়া কাটিলেও শুক্রকীটগুলিকে জীবিত থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু প্রদল রোগের পূঁজের সঙ্গে কিছা ছুট শোণিতের সঙ্গে মিশিলে উহার। শীঘ্রই মরিয়া যায়, তজ্জন্ত যোনিরোগ থাকিলে স্ত্রীলোকের প্রায় সম্ভাবন হয় না।

ঋতুর পরে পুরুষসংসর্গ ঘটিলে শুক্রকীট যোনি হইতে জরায়ুতে যায়। শেষে জরায়ু হইতে অণুপ্রণালীর দিকে উঠিতে থাকে। সেই সঙ্গে অল্প অল্প শুক্রও ক্রমশঃ ভিতরে প্রবেশ করে। শুক্র, ভিতরে প্রবেশ করিলে শুক্রকীট পরিপক অণুর (ovum) মধ্যে বাইতে থাকে। অণুর ভিতরে অধিক কীটাণু গেলে সেবার নিশ্চিত গর্ভসঞ্চার হইবার সম্ভাবনা।

এই রূপে অণু ও শুক্র একত্র মিশ্রিত হইলে দশবার দিন পরে জরায়ুর মধ্যে অণুগুলি আসিয়া পড়ে। যদি গর্ভসঞ্চার হয়, তাহা হইলে এ অবস্থায় সম্ভাবনের কোন অবয়ব থাকে না। ডিমের ভিতরে কেবল সামান্য একটু জল (embryo) লালাবৎ তরল রসের মধ্যে (liquor amnii) ভাসিয়া বেড়ায়। এক খানি পাতলা চর্ম ঐ জল ও রসকে বেড়িয়া থাকে। উহাকেই আমরা চলিত কথায় পানমুচি বলি। উক্তর কালে যাহা হইতে ফুল জন্মে, এ অবস্থায় তাহা দেখিতে কুসুমের মত। ঐ কুসুমের রসে জল বাড়িতে থাকে। (১)।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, প্রথম মাসে জন্মের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

(১) আমাদের বৈদ্যশাস্ত্রে এখানে অনেকটা ভ্রম দেখা যায়।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে,—

গর্ভাশয়ে নিশ্চিতঃ বাদুক শুক্র অধার্তব্যঃ।

ভাসুণেব স্ত্রীদুতঃ প্রথমে দাসি তিষ্ঠতি।

গর্ভাশয়ে বে রূপ তরল অবস্থায় শুক্র পতিত হয় এবং শোণিত, এবং মাসে ঠিক সেই রূপই থাকে।

হয় না। এ সময়ে কেবল আটার মত ঈষৎ স্বচ্ছ সামান্য একটু পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাও নিত্যন্ত ক্ষুদ্র—এক হত্যার অধিক লম্বা হইবে না।



প্রায় ২০ দিনের জগ।

দ্বিতীয় মাসে জগের আকার অনেকটা স্পষ্ট হইয়া আসে। সমস্ত শরীর সাত আট হতা লম্বা, ওজন করিলে ন্যূনাধিক ৩২ রতি হইয়া থাকে। মাথা ও সক্ষ সক্ষ হাত পা গুলি বৃকের দিকে গুটানো। চক্ষু ফুটে নাই, কেবল মুখের দুই পাশে অতি হৃদয় ছটা কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তিষ্ক প্রভৃতি বড় বড় জন্তুর হৃৎপিণ্ডের ভিতর চারিটা প্রকোষ্ঠ আছে। তাহার মধ্যে দুইটির নাম হৃৎকোষ (ventricle) এবং আর দুইটির নাম জহ্নদর (auricle)। দুই মাসের ছেলের হৃৎপিণ্ড জন্মে, কিন্তু প্রথমে তাহাতে এই চারিটা প্রকোষ্ঠই থাকে না। এ অবস্থায় কেবল একটা হৃৎকোষ ও একটা জহ্নদর দেখিতে পাওয়া যায়। মেরুদণ্ডের অস্থিগুলি অনেকটা পৃথক পৃথক হইয়া আসে। তন্ত্রিঙ্গ কুস্কুস্কু, শ্রীহা ও নাভি হইতে নাড়ীরক্ষু অল্প অল্প বাহির হয়। (২)।

তিন মাসে পড়িলে ছেলের ওজন প্রায় ৩৫ রতি হইতে ১৫০ রতি পর্য্যন্ত হয় এবং দৈর্ঘ্যও প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চি হইয়া থাকে। হাতের অগ্রভাগ বেশ স্পষ্ট হইয়া আসে, তাহাতে একটু একটু আঙ্গুলের চিহ্নও দেখা যায়। সমস্ত শরীরের সঙ্গে তুলনা করিলে মাথা ও চক্ষু

(২) ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে,—

মক্ষপিত্তককৈশ্বর্যঃ পচ্যমানো দ্বিতীয়কে।

কললহ মহাত্তসমুদায়ো ঘনো ভবৎ।

দ্বিতীয় মাসে জগায়তে মহাত্তত, বায়ু পিত্ত ও কফ দ্বারা পচ্যমান হইয়া বন হয়।

হৃৎজেরও এই মত। বলা,—দ্বিতীয়ে শীতোষ্ণানিলেরভি প্রপচ্যমানানঃ মহাত্ততানঃ সংঘাতো বনঃ সজায়তে। যদি পিত্তঃ পুমান্, ক্রীচৎ পেশী, নপুংসকক্ষেপক্কুর্মিতি। দ্বিতীয় মাসে পচ্যমান মহাত্তত সকল, শীত উষ্ণ এবং বায়ুর দ্বারা বন হয়। সেই ঘনীভূত পদার্থ পিত্তাকার হইলে পুত্র জন্মে, পেশীর আকার হইলে কন্তা জন্মে এবং অর্কৃদের মত হইলে নপুংসক জন্মে।

অত্যন্ত বড় দেখায়। এই অবস্থায় মাহুষের সন্তানের কাছে কুকুরের ও পাখীর বাচ্চা রাখিলে, কোনটা মানুষ আর কোনটা কুকুর বা পাখী তাহা চিনিয়া লওয়া স্বকঠিন হইয়া উঠে। (৩)।

চারি মাস আসিলে ছেলের ওজন প্রায় অর্ধ পোয়া হইতে তিন ছটাক পর্য্যন্ত হয় এবং দৈর্ঘ্যও অন্যান ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এ সময়ে মস্তিষ্কের বেড়গুলি কিছু কিছু স্পষ্ট হইয়া আসে। এবং ছেলেটা পুত্র কিম্বা কন্তা তাহা নিশ্চিত রূপে চিনিতে পারা যায়। (৪)।

পাঁচ মাসের ছেলের ওজন প্রায় ৫ ছটাক। এবং শরীরও কমবেশী ৯। ১০ ইঞ্চি লম্বা হয়। এই অবস্থায় সমস্ত মাথা চুলে ঢাকিয়া যায়; এ দিকে হাতে পায়ে একটু একটু নখও গজাইতে থাকে।

ছয় মাসের ছেলের ওজন সচরাচর প্রায় অর্ধসেরের কম নহে। শরীর মাপিলে ১১। ১২ ইঞ্চি লম্বা হয়। চুল কাল হইয়া আসে; চক্ষু মুদিত, তাহাতে একটু একটু পল্লবও গজাইতে আরম্ভ হয়। এ অবস্থায় পুত্র সন্তানের অঙবাচী তলপেটের ভিতরে থাকে।

সপ্তম মাসে ছেলের ওজন দেড় সের হইতে দুই সের এবং দৈর্ঘ্য ন্যূনাধিক ১৩। ১৪ ইঞ্চি। এই অবস্থায় চক্ষু ফুটে এবং অঙবাচী তলপেট হইতে বাহিরে কোষের ভিতরে নামিয়া আসে। (৫)।

(৩) তৃতীয়ে মাসি শিরসোঃ হস্তয়োঃ পাদয়োস্তথা।

পিণ্ডিকাঃ পক্ষ সিন্ধুস্তম্ভা অবয়বান্তয়োঃ। (ভা. প্র. ১)।

তৃতীয় মাসে দুইটা হাত, দুইটা পা এবং মাথা এই পাঁচ অবয়বের স্থানে পাঁচটা মাংসপিণ্ড প্রকাশ পায় এবং শরীরের হৃদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বাহির হয়।

(৪) হৃৎপ্রত্য ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি বৈদ্যক পুস্তকে লেখা আছে যে, চতুর্থ মাসে সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল প্রকাশ পায় এবং হৃদয় জন্মে। হৃদয়, প্রাণীদের চৈতন্যের স্থান। কাজেই হৃদয় জন্মিলে সন্তানের চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। গতিগিরি নিজের হৃদয় আছে, এবং চতুর্থ মাসে গর্ভের ভিতর সন্তানেরও হৃদয় হয়, তজ্জন্য সে সময় জীলোককে দৌছানী কহে। দৌছানী নারীর বাহাতে সাধ হয়, তাহা পুরণ না করিলে সন্তান কাশা, খোঁড়া, কঁজ হইয়া থাকে।

(৫) হৃৎপ্রত্য লিখিত আছে যে, পঞ্চম মাসে সন্তানের মনঃ জন্মে। ষষ্ঠ মাসে বুদ্ধি হয়। সাত মাসের ছেলের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। অষ্টম মাসে গর্ভের সন্তান অস্থির হইয়া উঠে এবং তাহার শরীরের মধ্যে ওজো ধাডু জন্মে। ওজো ধাডু না জন্মিলে নিরোজ ও নৈকৃতভাব প্রযুক্ত অষ্টম মাসে কুসিট হইয়া সন্তান বাঁচিতে পারে না।

আট মাসের ছেলের ওজন দুই সের হইতে আড়াই সের পর্যন্ত, দৈর্ঘ্য ১৭।১৮ ইঞ্চ। এই অবস্থায় প্রায় কোন অঙ্গ গজাঠিতে বাকি থাকে না। শরীরও বেশ জট পুষ্ট ও পরিপক হয়। তাই সাত আট মাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া অনেক সন্তান জীবিত থাকে।



পূর্ণগর্ভাবস্থা। এখানে স্বাভাবিক সংস্থানের কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে।

৯।১০ মাসে পূর্ণগর্ভাবস্থা উপস্থিত হয়। পূর্ণগর্ভাবস্থায় সন্তানের ওজন প্রায় ৩ সের হইয়া থাকে, এবং দৈর্ঘ্য নূন্যাদিক ২০ ইঞ্চ পর্যন্ত হইতে পারে। কিন্তু, জনক জননী দীর্ঘাকার হইলে অনেক স্থলে গর্ভের সন্তানও দীর্ঘাকার হয়। নভাহোসিয়াতে একটা স্ত্রীলোক ৭ ফিট ৯ ইঞ্চ দীর্ঘ ছিলেন, তাহার স্বামী ৭ ফিট ৭ ইঞ্চ দীর্ঘ ছিলেন। ঐ স্ত্রীলোকের একটা সন্তান জন্মে। শিশুটা ভূমিষ্ঠ হইয়াই প্রাণত্যাগ করে। তাহার ওজন, কিছু কম ১২ সের হয়, এবং দৈর্ঘ্য ৩০ ইঞ্চ হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল। তবে, ১১।১২ মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক ভারী ও বড় হইবার সম্ভাবনা।

জন্মের ভিতর ছেলের মাথা নিম্ন দিকে থাকে। চিবুক, কণ্ঠার নিম্নে বক্ষস্থলে চাপা। হাত দুইটা পরস্পর বাহুর উপর দিয়া বৃকের মধ্যে গুটান; পা, উরুর নিম্ন দিয়া পেটের উপরে টানিয়া রাখা। নাভি-রজ্জু, উরু এবং বাহুর মধ্যস্থলে থাকে, সে জন্ত তাহাতে চাপ লাগিতে পায় না। ছেলের এই রূপ সংস্থানের অন্তথা হইলে প্রসবের সময়ে বিষ ঘটতে পারে। কিন্তু সং-

স্থানের সামান্য রূপ ব্যতিক্রম হইলে কিছুই অনিষ্ট ঘটে না।

গর্ভের ভিতরে সন্তান মুখ দিয়া খায় না; কিন্তু তবু বাচিয়া থাকে, দিন দিন হুট পুষ্ট হয়। তাহার কারণ এই, ভোজনের ফল অল্প প্রকারে সিদ্ধ হইয়া থাকে। গর্ভসঞ্চারের প্রথমাবস্থায় অণ্ডের কি রূপে পরিপোষণ হয়, সে বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, অণ্ড-প্রণালীর ভিতর হইতে এক প্রকার রস বাহির হয়। জন্মের দিকে অণ্ড আসিবার সময়ে সেই রস তাহার আবরণে মিশ্রিত হইয়া যায়। প্রথম প্রথম তাহাতেই জন্মের পোষণ হইয়া থাকে। গর্ভাশয়ের ভিতরে অণ্ড আসিয়া পড়িলে তখন নাভি-পদার্থে উহার পোষণ হয়। তাহার পর ফুল ও নাভি হইতে নাড়ীরজ্জু জন্মে, তখন জননীর শরীরের রসে সন্তান দিন দিন বাড়িতে থাকে।

আমরা নাক মুখ দিয়া নিশ্বাস লই, নিশ্বাসের বায়ুতে অন্নজান আছে। সেই অন্নজানে শরীরের রক্ত পরিকার হয়। আর প্রাশাস ফেলিলে তাহার সঙ্গে শরীরের ছোট পদার্থ বাহির হইয়া যায়। গর্ভের ভিতরে সন্তানের এ প্রকার নিশ্বাস প্রাশাস নাই। ফুল দিয়া গর্ভিণীর শরীরের পরিকার রক্ত সন্তানের দেহে আসে এবং ফুল দিয়া সন্তানের শরীরের অপরিষ্কার পদার্থ বাহির হইয়া যায়। ইহাতেই শ্বাস প্রাশাসের ফল সিদ্ধ হয়। গর্ভের ভিতরে সন্তানের ফুসফুস বন্ধের মত নিরেট থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া কাঁদিয়া উঠে, তখন ফুসফুসে ছিড় হয়। অতএব, ছেলের নাভির সঙ্গে জননীর গর্ভে যে নাড়ী ও ফুল লাগিয়া থাকে, তাহাই সন্তানের জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়। রক্ত সঞ্চালন, শ্বাস প্রাশাস, পরিপোষণ এবং স্বাভাবিক সমুৎসর্গ সকলি ঐ ফুল দিয়া হইতে থাকে।

যমজ লস্কান হয় কেন, এ কথার ঠিক উত্তর দেওয়া সুকঠিন। (৬) তবে এই কথা অনেকে বিশ্বাস করেন যে, একটা পানমূত্রির ভিতরে দুইটা সন্তান থাকিলে একটা পুত্র ও আর একটা কন্যা হয়। এমন অবস্থায় ফুল ও একটা থাকে। প্রথম হইতে অণ্ডের মাধ্য দুইটা অঙ্কুর থাকিলে

(৭) আমাদের বৈদ্যশাস্ত্রে স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক জন্মাইবার এই রূপ কারণ নির্দিষ্ট আছে;

যুগ্মাশ্ব পুত্রা জায়ন্তে ত্রিরোহযুগ্মাশ্ব রাজিহু।

এতদ্বয় যুগ্মাশ্বিত্রে পুরুষ সংসর্গ ঘটিলে পুত্র হয় এবং ত্রিরোহাশ্বিত্রে কন্যা জন্মে।

এই রূপ যমজ সন্তান জন্মে। আবার দুইটা পানমুচির ভিতরে দুইটা সন্তান থাকিলে ফুলও পৃথক্ পৃথক্ হয়। কিন্তু কি কারণে পুত্র আর কি কারণে কন্যা জন্মে তাহার কিছুই ঠিক নাই।

কখন কখন গর্ভ হইতে হস্তপদহীন সন্তান ভূমিষ্ট হয়। পানমুচির ভিতরে লালাবৎ রস অল্প পরিমাণে থাকিলে ক্ষুদ্র জগ্ন অবস্থায় সন্তানের হস্তপদ প্রভৃতি যে অঙ্গে নিয়ত চাপ লাগে, সেই অঙ্গ বাড়িতে পার না। সে কারণ অনেকের হস্তপদ থাকে না। কাহারও কাঁধের কাছে কেবল দুই একটা অঙ্গুলি বাহির হয়, চাপের জন্ত সমস্ত হাত গজাইতে পারে না। আর এক প্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায়। অঙ্গহীন সন্তান ভূমিষ্ট হইলে পর তাহার ছিন্ন হস্তপদ পৃথক্ বাহির হইয়া আসে। ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, কোন কোন স্থলে গর্ভের ভিতরে অঙ্গহীন সন্তানদের হস্তপদ জন্মে, শেষে কোন ব্যাঘাত ঘটিলে তাহা কাটিয়া যায়। কি রূপে কাটিয়া যায়, সে বিষয়ে সকল চিকিৎসকের মত সমান নহে। কেহ কেহ অচুমান করেন যে, নাভি-রজ্জু হস্তপদে জড়াইয়া যায়, তাহাতে ঐ সকল অঙ্গ গলিত হইয়া শেষে খসিয়া পড়ে। কিন্তু ডাক্তার প্লেফেয়ার এই আপত্তি করেন যে, কোন অঙ্গে নাভি-রজ্জু দৃঢ় রূপে জড়িত হইলে তাহার ভিতর দিয়া রসের গতি-বিধি বন্ধ হইবার সম্ভাবনা, কাজেই তেমন স্থলে সন্তান বাচিয়া থাকিতে পারে না।

১ মাস।—যথার্থ গর্ভসঞ্চার হইয়াছে কিনা প্রথম মাসে তাহা স্থির করা অতিশয় কঠিন। কিন্তু গর্ভ হইলে অনেক স্থলেই ঋতুবন্ধ হইয়া যায়। ‘গা বমি বমি’ করে এবং সর্বদাই মুখ দিয়া জল উঠে। কোন দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হয় না। জরায়ুর অধোভাগ (cervix) ও মুখ (os) কোমল হয়। এবং উহার ছিদ্র আড়ে বিস্তৃত থাকে না, কিঞ্চিৎ গোলা হইয়া আসে। এ দিকে যোনির উষ্ণতা ও রসনিঃসরণ বৃদ্ধি পায়।

২ মাস।—দুই মাসে পড়িলে উপরের লক্ষণগুলি আরও স্পষ্ট হইয়া পড়ে। চারি সপ্তাহ গত হইলেই স্তন কিছু শক্ত, স্থূল এবং গুটিকায়ুক্ত হয়। স্তনের অগ্র-ভাগ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসে এবং ভিতরে দুগ্ধ জন্মে। এই সময়ে জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণ গোলাকার হইয়া থাকে।

৩ মাস।—তৃতীয় মাসে অল্প নিজস্থান হইতে সরিয়া যায় বলিয়া উদর একটু বড় দেখায়। স্তনের মুখ আরও

অধিক কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসে এবং নীলবর্ণ শীরা উচ হইয়া উঠে। স্তন টিপিলে অল্প অল্প ঘন দুগ্ধ বাহির হয়। এই অবস্থায় গর্ভের ভিতরের ফুল হইতে এক প্রকার মৃদু মৃদু শব্দ উঠে, জরায়ুর উপরে কাণ রাখিলে তাহা শুনিতে পাওয়া যায়।

৪ মাস।—চতুর্থ মাসে উদর স্পষ্টরূপে বড় দেখায়। এই অবস্থায় তলপেট টিপিয়া দেখিলে একটা পিণ্ডের মত পদার্থ হাতে লাগে। জরায়ুর উপরে কাণ দিলে গর্ভস্থ সন্তানের হৃৎস্পন্দন শুনিতে পাওয়া যায়।

৫ মাস।—পাঁচ মাসে যোনির ভিতরে অঙ্গুলি দিয়া সন্তানকে উর্দ্ধে ঠেলিয়া দিলে আবার অঙ্গুলির উপরে আসিয়া পড়ে। গর্ভের মধ্যে সন্তান নড়িতে থাকে, গর্ভিণী তাহা নিজে জানিতে পারে। এই সময় হইতে গর্ভ সম্বন্ধে প্রায় আর কোন সন্দেহ থাকে না।

কখন কখন স্ত্রীলোকের মিথ্যা গর্ভ হয়। মিথ্যা গর্ভ হইলে উদর বড়, অরুচি এবং প্রসব বেদনা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে। বায়ুরোগগ্রস্ত (hysterical) স্ত্রীলোকদেরই এই রূপ গর্ভ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এমন স্থলে স্ত্রীলোককে ক্লোরাফরম ওষধের আঘ্রাণ দিয়া অজ্ঞান করিলে, উদরের পিণ্ড কমিয়া যায়। রোগিণী সজ্ঞান হইলে আবার উদর বড় হইয়া উঠে। মিথ্যা গর্ভ কি না তাহা চিনিবার ইহাই প্রশস্ত উপায়।

গর্ভবতী স্ত্রীলোককে বিশেষ যত্নে রাখা চাই। যাহাতে শোক দুঃখ প্রভৃতি মনের উত্তেজনা জন্মে, এমন কাজ কিছুই করিবে না। উচ্চনীচ স্থানে গমনাগমন, যানারোহণ, ব্যায়াম, অতিরিক্ত পরিশ্রম, মৈথুন, রাত্রি জাগরণ, রক্তমোক্ষণ, অতিবিরেচক ওষধ সেবন প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

গর্ভাবস্থায় অনেক প্রকার পীড়া জন্মে। তাহার মধ্যে অরুচি এবং বমন প্রায় সকল স্ত্রীলোকেরই হয়। অল্প বমন কিম্বা সামান্য অরুচি তয়ের কারণ নহে। কিন্তু কচিং কাহারও অতিশয় অরুচি এবং বমন হইয়া থাকে। কোন দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হয় না, ভোজন করিলেও কিছুই উদরে সঞ্চিত হয় না। রোগিণী দিন দিন দুর্বল হইয়া শেষে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল।

গর্ভসঞ্চার হইলে ক্রমে জরায়ু বড় হইতে থাকে, তাহাতে উহার স্নায়ুমাণ্ডলে উত্তেজনা জন্মে, তজ্জন্মই গর্ভবতী স্ত্রীলোকের বমন বা বমনোষেগ হয়।

সচরাচর সহজ অবস্থায়, ৫ গ্রেণ সোডা বাইকার্ব।
কিছা বিস্মৃৎ ৫ গ্রেণ, গুঁঠচূর্ণ ২ গ্রেণ, সোডা বাইকার্ব ৩
গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ভোজনের অব্যবহিত পূর্বে
বা পরে সেবন করিবে। অথবা পেপসিন ৫ গ্রেণ ভোজনের
পরে সেবন করিবে। কিছা জলমিশ্রিত হাইড্রোসোএনিক
এসিড ৩ বিন্দু। কিছা কুচিশার অরিষ্ট ৩ বিন্দু। ক্রিওজোট
৩ বিন্দু এবং গদের মণ্ড অর্দ্ধ ছটাক একত্র মিশ্রিত
করিয়া এক মাত্রা। কিছা আফিমের অরিষ্ট ৭ বিন্দু অল্প
জলের সঙ্গে সেবন করাইবে। এই সকলের মধ্যে কোন
কোন ঔষধে কিছু কিছু উপকার হইতে পারে।

কোন কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোক প্রাতঃকালে শয্যা
হইতে উঠিলেই বমন করিতে আরম্ভ করে। তেমন
স্থলে রোগিণীকে প্রথমে কিছু খাইতে দিবে। ভোজনের
পরে শয্যা হইতে উঠিলে প্রায় বমনোদগ হয় না।
বমন অনিবার্য হইয়া পড়িলে লঘু পথ্য ব্যবস্থা করা
চাই, এবং এক এক বারের কোন দ্রব্যই অধিক খাইতে
দিবে না।

অনেক স্থলে চক্ষের খোলের ভিতর বরফ পুরিয়া
সেই থলে গর্ভিণীর মেরুদণ্ডে, কোটিদেশে এবং পাক-
স্থলীর উপর রাখিলে বমন নিবারণ হয়। আফিমের
অরিষ্ট ৬০ বিন্দু, শীতল জল অর্দ্ধ সের একত্র মিশ্রিত
করিয়া তাহাতে একখানি ছোট পাতলা কাপড় ভিজা-
ইবে। সেই বস্ত্রখানি পাকস্থলীর উপর রাখিলে বমনো-
দ্রেক কমিতে পারে। কিন্তু পীড়া কঠিন হইলে এ সকল
প্রক্রিয়ায় কিছুই ফল দর্শে না। তখন গর্ভস্রাব না করা-
ইলে নিশ্চিত রোগিণীর মৃত্যু ঘটে। বিজ্ঞ চিকিৎসক
ভিন্ন এই কঠিন কাজে অত্র কাহারও হস্তক্ষেপ করা
কর্তব্য নহে।

গর্ভাবস্থায় অনেক স্ত্রীলোক পাতখোলা, সোঁদাগন্ধ-
যুক্ত মাটি, চা-খড়ী, মরম পাথর প্রভৃতি নানা প্রকার
কুখাদ্য খাইয়া থাকেন। সে জন্ত সময়ে সময়ে পাণ্ডু-
রোগ এবং উদরাময় উপস্থিত হয়। উদরাময় ঘটিলে
অসময়ে প্রসববেদনা এবং গর্ভস্রাবও হইতে পারে।
অতএব অজীর্ণের লক্ষণ দেখিলেই আগে গর্ভবতী
নারীর স্নপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। পাতখোলা,
মাটি প্রভৃতি অখাদ্য খাইতে দিবে না। কেহ কেহ
বলেন যে, গর্ভাবস্থায় সহজেই উদরের মধ্যে অগ্নি সঞ্চার
হয়। খড়ী, পোড়ামাটি প্রভৃতি খাইলে সেই অগ্নি নষ্ট
হইতে পারে। কিন্তু একথা যুক্তি সংকত নহে। উদরা-

ময়ের চিকিৎসা, অগ্নিমান্দ্য এবং অতিসার শব্দে দেখ।

কোন কোন স্থলে গর্ভিণীর রক্তের লালকণা অতি-
শয় কমিয়া যায় এবং রক্তে জলাধিক্য হয়। সে জন্ত
দেহ দুর্বল, সর্বাঙ্গ নীরক্ত ও ধিবর্ণ, ক্রমে হস্ত পদ ও
মুখে শোথ উপস্থিত হয়। অনেক স্থলে প্রসবের পরে
এই শোথ আরোগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু ঝায় মণ্ডল
এবং ফুস্ফুস বিকৃত হইলে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটে। ফন্-
ফরাস্ এবং লোহ ও মৃত্তকর দ্রব্যই এ অবস্থার উৎকৃষ্ট
ঔষধ। কিন্তু গর্ভাবস্থায় অনেকে লোহ ঘটিত ঔষধ দিতে
ভয় করেন। তাহাদের মত এই যে, লোহঘটিত ঔষধ
সেবন করাইলে গর্ভস্রাব হয়। এ কথা অমূলক নহে;
তবে, রোগিণী নিত্য দুর্বল হইয়া পড়িলে লোহ ভিন্ন
রোগনিবারণের প্রশস্ত উপায় আর কিছুই নাই। গর্ভ-
বতীর এ প্রকার কঠিন উপসর্গ ঘটিলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের
পরামর্শ লইবে।

অনেক স্ত্রীলোকেরই অসময়ে গর্ভস্রাব জন্ত স্থান
নষ্ট হইয়া যায়। কি নীতপ্রধান দেশ, কি গ্রীষ্ম প্রধান
স্থান, সর্বত্রই এই বিষয় অতিশয় প্রবল। যে সকল
জাতির পূর্ণ যৌবনাবস্থায় বিবাহ হইয়া থাকে, তাহা-
দের মধ্যেও বিস্তর গর্ভস্রাব হয়। আবার, আমাদের
হিন্দুদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রথা চলিত আছে; অনেক
বালিকা প্রায় ১৩। ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমেই গর্ভবতী হয়,
তাহাদের মধ্যেও গর্ভস্রাব কম নহে। সচরাচর দেখা
যায়, অনেকেরই প্রায় প্রথম গর্ভ রক্ষা পায় না। এ
দিকে প্রৌঢ় কাল উপস্থিত হইলে ঋতু বন্ধ হইবার
সময়, তখনও অসময়ে বিস্তর স্ত্রীলোকের গর্ভ নষ্ট হইয়া
থাকে। একবার গর্ভপাত হইলে এই বিষয় পুনঃ পুনঃ
ঘটিবার সম্ভাবনা। ডাক্তার হেগার স্থির করিয়াছেন
যে, প্রায় ৮। ১০ টীর মধ্যে একটি গর্ভস্রাব হয়।
ডাক্তার হোয়াইটহেডের মতে, শতকরা ৯০ জনের
গর্ভস্রাব হইয়া থাকে। উপদংশ, স্ত্রীলোকের নানা-
প্রকার যোনিরোগ, গর্ভাবস্থায় মরমাস্তিক শোক,
প্রবল জ্বর, ওলাউঠা, উদরাময়, স্থানিক আঘাত প্রভৃতি
গর্ভস্রাবের প্রধান কারণ।

গর্ভস্রাব হইবার পূর্বে প্রথমে অল্প অল্প রক্তস্রাব
হয়। কিঞ্চিৎ শোণিত নির্গত হইয়া আবার বন্ধ হইয়া
যায়। দুই তিন দিন পরে আবার রক্ত দেখা দেয়।
ইহার সঙ্গে উদরে ও জন্বাতে বেদনা থাকিলে কিছুতেই
গর্ভ রক্ষা করা যায় না। কিন্তু কেবল সামান্য বেদনা

কিছা সামান্য রক্তস্রাব হইলে গর্ভ রক্ষা পাইতে পারে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, গর্ভপাতের পূর্বে অন্ন অন্ন ও শীতবোধ হয়, তাহার পর শোণিত নির্গত হইতে থাকে। এই সকল উপসর্গের সঙ্গে মুচ্ছা ঘটিলে গর্ভিণীরও প্রাণরক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে।

রক্তস্রাব হইলে যোনির মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া দিবে। যদি জরায়ুর মুখ প্রসারিত হইয়া থাকে, তবে গর্ভ রক্ষা করা অসম্ভব। এমন অবস্থায় শীঘ্র শীঘ্র জগ্ন নির্গত হইয়া গেলেই মঙ্গল। কিন্তু যৎসামান্য রক্তস্রাবের পর জরায়ুর মুখ প্রসারিত না হইলে বিদ্যুৎ ঘটিবার ততটা আশঙ্কা নাই। গর্ভিণীকে যত্নপূর্বক শীতল গৃহে শোয়াইয়া রাখিবে; মলমূত্র ত্যাগ করিবার নিমিত্তও উঠিতে দিবে না। ঔষধের মধ্যে আফিমের অরিষ্ট অমৃততুল্য। দুর্দল জীলোককে ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ১০।১৫ বিন্দু অরিষ্ট অন্ন শীতল জলের সঙ্গে সেবন করাইবে। গর্ভিণী সবল থাকিলে এক এক মাত্রায় ২০।৩০ বিন্দু অরিষ্ট ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক ক্লোরোডাইনের বিস্তার প্রশংসা করেন। ইহা ১০ বিন্দু মাত্রায় অন্ন জলের সঙ্গে ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে রক্তস্রাব নিবারণ হইবার সম্ভাবনা। জীলোকদের ধাতুতে আফিম ভাল রূপ সহ্য হয় না। অতএব এই সকল ঔষধ সেবনের সময় মাদকতা উপস্থিত হইতেছে কি না, তাহা দেখা চাই। চক্ষু ঘোর ঘোর এবং মুখ শুকাইলে আরও অন্ন মাত্রায় অধিক বিলম্বে বিলম্বে আফিম প্রয়োগ করিবে। আফিমে আর একটা উপসর্গ ঘটবার আশঙ্কা আছে। ইহাতে অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ হয়। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে মলের উত্তেজনায গর্ভস্রাব হইতে পারে, তজ্জন্ত অন্ন মাত্রায় এরও তৈল সেবন করাইয়া অল্প পরিষ্কার রাখিবে। শীতল জলে বস্ত্র ভিজাইয়া তাহা তলপেটের উপর বাধিয়া দিলে অনেক স্থলে উপকার দর্শে। এই সকল প্রক্রিয়ার সঙ্গে রোগিণীকে কেবল অন্ন অন্ন লঘু পথ্য খাইতে দিবে।

যে জীলোকের পুনঃ পুনঃ গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়, তেমন স্থলে একটু বিশেষ বিচক্ষণতা আবশ্যক। উপদংশ রোগের সন্দেহ থাকিলে ২ গ্রেন আইওডিড অব পটাশ এবং ২০ বিন্দু কডলিবর্গ তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া ভোজনাশ্তে দুগ্ধের সঙ্গে সেবন করাইবে। ইহাতে সারিবাধি কষাঘ ও উৎকৃষ্ট ঔষধ। [অনন্তমূল দেখ]। কিন্তু ঐ ঔষধের সঙ্গে কুচুম, গোয়াকম ও জঙ্গীহরীভকী

দিবে না। ক্লিশ জীলোকের পক্ষে, প্যারিশেজ্ কেমিক্যাল ফুড মহোপকারী। আহাৰাস্তে অন্ন জলের সঙ্গে ২০।২৫ বিন্দু সেবন করিতে দিবে। তন্তিন্ন, বাহাতে শরীর সবল হয়, এমন সংপথ্যও ব্যবস্থা করিবে।

অন্তঃসত্ত্বা জীলোক কদাচ স্বামিসহবাস করিবেন না। তাঁহার্য পৃথক্ গৃহে পৃথক্ শয়ন করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাই বলিয়া একাকিনী থাকা কর্তব্য নহে। তাহাতে নানাপ্রকার উদ্বেগ ও দুর্ভাবনা জন্মিতে পারে। যে সকল জীলোকের পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব ঘটয়া থাকে, গর্ভাবস্থায় তাঁহাদিগকে সর্বদা প্রসন্ন রাখিবে। নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদে মন ভুলাইয়া রাখিতে পারিলে অনেক স্থলে গর্ভ থাকিয়া যায়। আমাদের দেশের মৃতবৎসা জীলোকেরা দেবতার কবচ ধারণ করেন। ইহাতে ভ্রম থাকুক, কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাসের জন্ত অনেক জীলোক গর্ভাবস্থায় নিশ্চিন্ত থাকেন। তাই দুই একটা সন্তান বাচিয়া যায়। [মৃতবৎসা দেখ]।

অতিরিক্ত রক্তস্রাবের পর জরায়ুর মুখ প্রসারিত হইলে, জগ্ন যোনির কাছে সরিয়া আসে। তখন উহাকে অনায়াসে অঙ্গুলি দিয়া বাহির করা যায়। কিন্তু এই সকল উপসর্গ ঘটিলে শীঘ্রই বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে। [প্রসব দেখ]।

অন্তঃসলিলবাহিনী (জী) অন্তর্মধ্যে সলিলেন জলেন বহতি সাগরং প্রাপ্নোতি অন্তঃসলিল-বহ-গিনি-ভীপ্। ৩-তৎ। গঙ্গার মধ্যে অনেক স্থলে চড়া পড়িয়াছে, কাজেই গঙ্গার ভিতরে জল বহিতেছে ইহা স্বীকার করিতে হয়। স্মার্ত লিখিয়াছেন,—

প্রবাহ মধ্যে বিচ্ছেদে তু অন্তঃসলিলবাহিনীত্বান্দোষঃ।

অথবা ইদানীং গঙ্গয়াং সাগরগামিনীত্বানুপপাত্তঃ।

ভগীরথ খাতের মধ্যে জল না থাকিলে গঙ্গা ভিতরে ভিতরে বহিতেছেন বলিয়া তাহাতে দোষ হয় না। সেক্ষেপ স্বীকার না করিলে এক্ষণে গঙ্গার সাগরগামিনী-ত্বের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে।

অন্তঃসলিলা (জী) অন্তর্গতং সলিলং জলং যন্তাঃ। বহত্বী। যেমনদীর জল বালির মধ্যে থাকে। সরস্বতী, তাপ্তী, নির্ধিক্যা, বেণবা, বৈতরণী, কুমুদ্বতী, নীপা, মহাগৌরী প্রভৃতি অনেক নদী অন্তঃসলিলা। (জি) বাহার মধ্যে জল থাকে। নারিকেল তরমুজ প্রভৃতি।

অন্তঃসার (জি) অন্তর্দেহ মধ্যে গৃহ মধ্যে বা সারো বলং স্থিরাংশো যন্ত। বহত্বী। বলবান্। ধনবান্।

‘অন্তঃসারং ঘন ! তুল্যিতুং নানিলাঃ শক্ষ্যতি স্বাঃ ।
পুং মেঘঃ ২০ ।

হে মেঘ ! তুমি বলবান্ হইলে আকাশের বায়ু আর
তোমাকে তুলিয়া ফেলিতে পারিবে না ।

কাষ্ঠ প্রভৃতি যাহার ভিতরে সার হইয়াছে ।

সাধারণ লোকের এষ্ট রূপ ভ্রম আছে যে, মলয়-
পর্বতের কাছে অন্তঃসার বৃক্ষে বাতাস লাগিলে চন্দন
হয় । কিন্তু বাতাসের ভিতরে সার নাই, সে কারণ বাতাসে
মলয়পর্বতের বাতাস লাগিলে চন্দন হয় না । ‘বিনা
অন্তঃসার মলয়ায় না হয় চন্দন’ ।

অন্তঃসুখ (ত্রি) অন্তরাস্থানং সুখয়তি অন্তঃ সুখ-অদন্তচু-
পচাদি° অচ্ । যিনি আত্মাকে সুখী রাখেন । অন্তরাস্থানি
তদনুসন্ধানে সুখং যন্ত । বচত্রী । যিনি আত্মার অনু-
সন্ধানে সুখী হন ।

অন্তঃস্থ (ত্রি) অন্তর্মধ্যে তিষ্ঠতি স্থা-ক । মধ্যস্থিত ।
(পুং) য র ল ব এই চারিটী বর্ণ । ইহার ঋষ এবং
উদ্ববর্ণের মধ্যে থাকে বলিয়া ইহাদিগকে অন্তঃস্থ কহে ।
‘অন্তঃস্থা’ এ রূপও লিখিত হয় ।

অন্তঃস্বৈদ (ত্রি) অন্তর্মধ্যে স্বৈদো ঘর্ষস্তাপো বা যন্ত ।
৬-বহত্রী । যাহার শরীরের মধ্যে ঘর্ষ হইয়াছে । যাহার
শরীরের মধ্যে তাপ হইয়াছে বা তাপ দেওয়া যায় । হস্তী ।

অন্তক (পুং) অন্তয়তি সমস্তং বদ্ধয়তি অতিবদ্ধনে গিচ্
ধূল্ । যদা অন্তঃ করোতি অন্ত-গিচ্-ধূল্ । মৃত্যু । যম ।

অন্তকর (ত্রি) অন্তঃ নাশং করোতি অন্ত-কৃ-ট উপ-সং ।
নাশ কারক । (স্ত্রী) ভীপ্ অন্তকরী ।

অন্তকরণ (ত্রি) অন্তঃ নাশং করোতি কর্তরি ল্যু ।
নাশকারী । অথবা অন্ত-কৃ-কর্তরি ল্যুট্ । * । কৃত্যল্যুটো
বহুলম্ । পা ৩ । ৩ । ১১৩ । কৃত্য সংজ্ঞক প্রত্যয় এবং
ল্যুট্ প্রত্যয়ের ব্যবহার নানা প্রকার । অর্থাৎ এই
প্রত্যয়গুলি বাহুল্যক বিধির সমস্ত নিয়মানুসারে ব্যব-
হৃত হয় ।

অন্তকর্ম্ম (স্ত্রী) অন্তঃ নাশঃ পরিচ্ছেদন্ত বা কর্ম্ম
ক্রিয়া । নাশ করা । কর্ম্মধা । শেষ কর্ম্ম । অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ।
[অন্ত্যেষ্টি দেখ] ।

অন্তকারক (ত্রি) অন্তঃ করোতি অন্ত-কৃ-ধূল্ । নাশকারী ।

অন্তঃ কারয়তি অন্ত-কৃ-গিচ্-ধূল্ । যে নাশ করায় ।

অন্তকারিন্ (ত্রি) অন্তঃ করোতি অন্ত-কৃ-গিনি । ৬-তৎ ।

অন্তকারক । বিনাশকারক । গিচ্, যে নাশ করায় ।

(স্ত্রী) ভীপ্ অন্তকারিণী ।

অন্তকাল (পুং) অন্তঃ নাশঃ কালঃ সময়ঃ । ৬-তৎ ।
মৃত্যুকাল ।

অন্তরুৎ (ত্রি) অন্তঃ নাশং করোতি অন্ত-কৃ-কিপ্ ।
৬-তৎ । বিনাশক ।

অন্তরুদশা (স্ত্রী) জৈনদিগের ধর্ম্মপুস্তক বিশেষ । ইহাতে
তীর্থঙ্করদের কর্তব্য কর্ম্ম দশটি অধ্যায়ে লিখিত হই-
য়াছে । ঋতাধ্বর জৈনদের এগার খানি ধর্ম্মপুস্তক এবং
আর এক খানি পরিশিষ্ট দেখা যায় । ১—আচারাদ্ ।

এই পুস্তকে নিষ্ঠাচার এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি সাধকদের
অনুষ্ঠিত কর্ম্ম লিখিত আছে । ২—সূত্ররুদশ । ইহা

উপদেশমালার পূর্ণ । ৩—স্থানাদ্ । শুদ্ধাচার এবং
দেহের যে যে দশ ইন্দ্রিয় মধ্যে জীবাত্মা অধিষ্ঠিত আছে,

তাহার বৃত্তান্ত এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে । ৪—সম-
বায়াদ্ । ইহাতে একশত পদার্থের বিবরণ আছে ।

৫—ভগবতাদ্ । ইহাতে পূজা পদ্ধতির নিয়ম আছে ।

৬—জ্ঞাতধর্ম্মকথা । পুণ্যাশ্রয় কি রূপে জ্ঞানলাভ
করেন, এই পুস্তকে তাহাই লিখিত হইয়াছে । ৭—উপা-

সক দশা । এই গ্রন্থে শ্রাবক জৈনদের আচারের কথা
দশ অধ্যায়ে লিখিত আছে । ৮—অন্তরুদশা । ইহাতে

তীর্থঙ্করদের কর্তব্য কর্ম্ম দশ অধ্যায়ে লিখিত আছে ।
৯—অনুত্তরোপপাটিকদশা । ইহাতে তীর্থঙ্করদের জন্ম

বিবরণ দশ অধ্যায়ে লিখিত আছে । ১০—প্রশ্নব্যাকরণ ।
এখানি জৈনধর্ম্ম প্রশ্নের ব্যাকরণ পুস্তক । ১১—বিপাক-

সূত্র । ইহাতে কর্ম্মফলের কথা নিবন্ধ হইয়াছে ।

অন্তগ (ত্রি) অন্তঃ শেষসীমানং গচ্ছতি অন্ত-গম-ড ।
উপসং । অন্তগামী । পারগামী । শেষদর্শী । ‘অপি
বেদান্তগোষিঞ্জ’ । (স্মৃতি) । সর্ববেদান্তদর্শী ব্রাহ্মণও ।

অন্তে গায়তি অন্তগ । শেষ গায়ক । যিনি সকলের
শেষে গান করেন ।

অন্তচর (ত্রি) অন্তে শেষে চরতি অন্ত-চর-ট অধিকরণে ।
শেষগামী । যে কার্যের শেষ পর্য্যন্ত করে । * । চরেট্ ।

পা ৩ । ২ । ১৬ । অধিকরণ উপপদের পর চর ধাতুর
উত্তর ট প্রত্যয় হয় ।

অন্ততস্ (অব্য) অন্ত-তসিল্ । অন্ত, অন্তকে, অন্তধারা,
অন্ত উদ্দেশে, অন্ত হইতে, অন্ত স্থানে, অন্তে । স্থল

বিণেবে,--অপেক্ষা, সম্ভাবনা, অবয়ব, শাসন, উৎপেক্ষা,
এই সকল অর্থ বুঝায় । নিদান পক্ষে ।

অন্তপাল (পুং) অন্তঃ স্বারূপসীমানং পালয়তি পালতি
বা অন্ত-পাল-চু° পচাদি° অচ্ । স্বারপাল । স্বাররক্ষক ।

অন্তরু (ত্রি) অস্তিক-তমপ্ 'তাদেশশ্চেতি' বেদে তিক শব্দ লোপঃ। অস্তিকতম। অত্যন্ত নিকটস্থ।

অন্তরু (অব্য) অম-অরন্ তুডাগমশ্চ। *। অমেজুট্ চ। উণ্ ৫। ৬০। অম ধাতুর উত্তর অরন্ প্রত্যয় হয় এবং তকারের আগম হইয়া থাকে। মধ্য। প্রাপ্ত। স্বীকার। অন্তর্মধ্যে তথা প্রাপ্তে স্বীকারার্থেপি দৃশ্যতে। (বিশ্ব)। সদৃশ। 'অরনন্তং হব্যায়ঞ্চ মধ্যোহন্তঃ পূর্ন-সন্নিভঃ'। (উণাদিকোষ)।

মধ্য অর্থ বুঝাইলে অন্তরু শব্দের সঙ্গে অল্প শব্দের অব্যয়ীভাব সমাসে সভায়া অন্তঃ অন্তঃসত্তম্। বেশ্মনোহন্তঃ অন্তর্বেশ্মন্ এই রূপ অবয়ব হইবে। 'অধ্যা ত্তেহন্তর্গিরং'। (ভট্টি ৫। ৮০।) পর্বতের মধ্যে আছে। সর্ব মধ্যস্থ পরমেষ্ঠর। দেহ মধ্যস্থ জীব। প্রাপ্ত চিত্ত। হৃদগত ভাব। 'অন্তর্গতং প্রাণভূতাং হি বেদ'। (রঘু ২। ৪৩)। আপনি প্রাণীদের হৃদগত সকল ভাবই জানেন।

অন্তরু (ক্লী) অন্তঃ কার্যশেষঃ সীমানং বা রাতি দদাতি অন্ত-রা-ক। অবকাশ। অবধি। পরিধান বস্ত্র। অন্তর্ধান। ভেদ। পরমায়া। পরস্পর বৈলক্ষণ্যরূপ। বিশেষ। তাদর্শ্য (নিমিত্তার্থ)। ছিদ্র। আত্মীয়। বিনা। বহিস্। ব্যবধান। মধ্য। বিরল। সদৃশ। (ত্রি) আসন্ন। (নিকটস্থ)। অন্তর্গত। অন্তরয়তি দূরীকরোতি অন্তর-গিচ্-পচাদি-অচ্। অপসারণ। বাহির করিয়া দেওয়া।

'অন্তরমবকাশাবধি পরিধানান্তর্জি ভেদতাদর্থ্যে।

ছিদ্রাত্মীয় বিনাবহিরবসর মধ্যে হন্তর ৩ নি। (অমর)

অবকাশে যথা—'ভাবদি বস্তুকে দেহি মে অন্তরম্। (শকু)। ভগবতি বস্তুকে দেহি মে অন্তরং। হে পৃথিবী আমাকে অবকাশ দাও। মধ্যে যথা—'তদন্তরে সা বিররাজ ধেমুঃ'। (রঘু ২। ২০)। তাহার মধ্যে সেই গোক দীপ্তি পাইয়াছিল। বিশেষে যথা—'ক্রিয়ান্তর মন্তরায়মন্তরেণ'। (মুদ্রারাক্ষস ৪। ২৯)। বিরল কার্য বিশেষ না হইলে। বিরলে যথা—'ততান্তরং সান্তরবারিশীকটরঃ'। (ভারবি ৪। ২২)। বিরল জল-কণা দ্বারা ব্যাপ্ত মধ্যভাগ। ছিদ্রে যথা—'আলোল পাদপলতান্তর নির্গতানাম্'। (ভারবি ৫। ৪১)। চঞ্চল তরুশাখার রন্ধুর মধ্যে নির্গতের। 'নিরন্তরাভি'। (মাধ ৩। ৩২)। ব্যবধানে যথা—'অনোকহান্তরে'। (ভারবি ১৩। ৭০)। গাছের আড়ালে। ভেদে যথা—'শরীরস্ত গুণানাঞ্চ দূরমতান্তমন্তরং'। (হিতোপ০)।

শরীর এবং গুণের ভেদ অতি মহৎ। অন্তর শব্দে কোথাও অল্প অর্থও দেখা যায়। যথা—'অন্তো রাজা রাজান্তরম্'। (সিং কোং)। অল্প রাজা। 'বনান্তরাত্তপাবৃত্তে'। (রঘু ১। ৪৯)। অল্প বন হইতে আগত। উরগত্বে গ্ ত্রক্ষত্বান্তরঃ। (শকু ৭। ৩৬)। সাপের খোলোসটাই যেন আর একটা ত্রক্ষ-ত্বতুল্য হইয়াছে যাহার। *। অন্তরং বহির্যোগোপসংখ্যা-নয়োঃ। পা ১। ১। ৩৬। বাহিরের বস্ত্র ও পরিধান বস্ত্র বুঝাইলে অন্তর শব্দের জন্ম পরে সর্বনাম সংজ্ঞা বিকল্পে হয় অর্থাৎ অল্প বিতর্কিত্তে নিত্য হয়। বহিরর্থে যথা—অন্তরে অন্তরা গৃহঃ বাহ্য ইত্যর্থঃ (সিং কোং)। বাহিরের ঘর। পরিধান বস্ত্র অর্থে যথা—'অন্তরে অন্তরা বা শাটকাঃ পরিধানীয়া ইত্যর্থঃ'। (সিং কোং)। পরিবার ধৃতি বা শাটী। অন্তর শব্দের পুরি ভিন্ন অর্থে সর্বনাম সংজ্ঞা হয়। যথা—'অন্তরং বহির্যোগেতি গণত্বত্রেহপুতীতি বক্তব্যম্'। অন্তরং বহির্যোগ ইত্যাদি গণ ত্বত্রে পুর ভিন্ন অর্থ বলিতে হইবে। 'অন্তরন্তে শালায়ৈ বাহ্যায়ৈ ইত্যর্থঃ'। (সিং কোং)। প্রাচীরের বাহিরের ঘর। 'অপূরীত্বাক্তে-র্নেহ। অন্তরায়ে নগর্যে' (সিং কোং)। অন্তরশব্দের পুর ভিন্ন অর্থে সর্বনামের বিধান আছে বলিয়া বাহিরের নগর এখানে পুর অর্থ বুঝায়, তাই। *। সর্বনামঃ স্তাড্-ত্বশ্চ। পা ৭। ৩। ১১৪। সর্বনামের আবস্ত অঙ্গের উত্তর ভিতের স্থানে স্তাট্ হয় এবং আপের ত্ব হয়। এ ত্ব দ্বারা স্তাট্ ও ত্ব হইল না।

পরিধান বস্ত্রে যথা—'অমেষসামন্তরন্তে'। অমুচ্চি লোকের পরিধান বস্ত্র স্বরূপ। সদৃশে যথা—*। স্থানে হস্তরতমঃ। পা ১। ১। ৫০। আদেশের প্রাপ্তি থাকিলে কোন বর্ণাদির স্থানে তাহার সদৃশ বর্ণেরই আদেশ হইয়া থাকে।

গণিতশাস্ত্রে,—বাকি, ব্যবকলিত অঙ্ক।

অন্তরুগ্নি (পুং) অন্তরুদরমধ্যস্থিতোহগ্নিঃ। কন্দুধা। জঠরা-নল। (অব্য) অগ্নের অন্তর্মধ্যে অব্যয়ী। অগ্নির মধ্য।

অন্তরুক্ষ (ত্রি) অন্তরং হৃদগতং গচ্ছতি অববুধ্যতে অন্তর-গম-থচ্ ডিঙাৎ মকারলোপঃ। আত্মীয়। গমে: স্থপি বাচ্যঃ। (বাস্তিক)। *। থচ্ ডিঙাচ্যঃ (বাস্তিক)। পা ৩। ২। ৩৮। ত্বত্রে)। স্থবস্ত উপপদ থাকিলে গম ধাতুর উত্তর থচ্ প্রত্যয় হয়। কোন স্থলে থচ্ প্রত্যয় বিকল্পে ডিঙ হইয়া থাকে। বিহঙ্গমঃ বিহঙ্গঃ ভূজঙ্গমঃ ভূজঙ্গঃ। অথবা অন্তরে নিকটে অঙ্গ শরীরং যন্ত পৃ০ অকারলোপঃ। বহুব্রীহি। আত্মীয় ব্যক্তি। অথবা অন্তরং

ভিন্ন অঙ্গ শরীরমাত্রঃ যন্ত। অঙ্গ ভিন্ন, যাহার মন ক্রিয়া প্রকৃতি সমস্ত এক। (অব্য) অঙ্গদেশস্ত অন্তরমধ্যে। অব্যয়ী। অঙ্গদেশের মধ্যে। (ক্ৰী) অন্তর্নিকটস্থম্ অঙ্গঃ গুণঃ। কর্মধা। ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রকৃতির কার্য। (ত্রি) অন্তর্ভূতম্ অঙ্গং নিমিত্তং যন্ত যত্র বা। বহুব্রী। প্রকৃতি কার্যের বিধি। প্রকৃতি কার্যাবিধায়ক শাস্ত্র। বহিরঙ্গ প্রত্যয়ের কার্য। বহিরঙ্গ কার্য হইতে অন্তরঙ্গ কার্য বলবান্। যথা—

‘বহিরঙ্গ বিধিভ্যাঃ শ্রাদ্ধান্তরঙ্গবিধিবদী।

প্রত্যয়াশ্রিত কার্যন্ত বহিরঙ্গমুদাহৃতম্।

প্রকৃত্যশ্রিত কার্যং শ্রাদ্ধান্তরঙ্গমিতিব্রবম্।

বহিরঙ্গের বিধি অপেক্ষা অন্তরঙ্গের বিধিই বলবান্।

প্রত্যয়ের কার্যের নাম বহিরঙ্গ এবং প্রকৃতির কার্যের নাম অন্তরঙ্গ।

যেমন নির্জর শব্দের তৃতীয়ার একবচনে টা (আ) বিভক্তি করিলে, নির্জর আ-এইরূপ থাকে। এখানে প্রথমে। *। টাঙসিঙসা। মিনাংস্তাঃ। পা ৭। ১। ১২। অকারান্ত অঙ্গের পর টাঙসিঙন্ ইহাদের স্থানে যথা-ক্রমে ইন্ আং স্ত হয়। এই স্বত্রদ্বারা ইন্ হইতে পারিত, কিন্তু তাহা না হইয়া অন্তরঙ্গ অর্থাৎ প্রকৃতি কার্য বলবান্ বলিয়া। *। জরায়াজরসতত্তরস্তাম্। পা ৭। ২। ১০১। অচ্ আদি বিভক্তি পরে থাকিলে জরা শব্দের স্থানে বিকল্পে জরস্ আদেশ হয়। এই স্বত্রদ্বারা প্রথমে জরস্ আদেশ হইয়া নির্জরসা এই প্রকার রূপ সিদ্ধি হইবে। ‘সন্নিহিতে বৃদ্ধিরন্তরঙ্গা। (ছায়)। নিকটের বস্তুতে প্রথমে বৃদ্ধি যায়। ‘অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে’। (সি० কো०)। অন্তরঙ্গ কার্যের সম্ভব থাকিলে বহিরঙ্গ কার্য সিদ্ধ হইতে পারে না। আত্মসাক্ষাৎকারের উপকারী অঙ্গ বিশেষ।

অন্তরঙ্গতর (ত্রি) অতিশয়েন অন্তরঙ্গঃ অন্তরঙ্গ-তরপ্।

অতিশয় আত্মীয়। (ক্ৰী) প্রকৃতির প্রথম কার্য।

‘প্রকৃতে: পূর্বপূর্বঃশ্রাদ্ধান্তরঙ্গতরস্তথা’।

প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্ব পূর্ব কার্য। যেমন ইদম্ শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে বা চতুর্থীর বহুবচনে প্রথমে টি স্থানে অ ও দ স্থানে ম এবং সমস্ত ইদম্ শব্দের স্থানে অ আদেশ, এই সকল কার্য গুলির নাম অন্তরঙ্গতর। এই অন্তরঙ্গতর কার্য না হইলে একার রূপ অন্তরঙ্গ কার্য হইতে পারে না।

অন্তরঙ্গতা (ত্ৰী) আত্মীয়তা। স্বসম্পর্কীয়ভাবে।

অন্তরচক্র (ক্ৰী) অন্তরং মধ্যবর্ষি চক্রম্। কর্মধা। তত্ত্বোক্ত দেহ মধ্যস্থ পদ্মাকার ছয়টা চক্র। তাহাদের নাম ১—মূলধার। ২—স্বাধিষ্ঠান। ৩—মণিপুরক। ৪—অনা-হত। ৫—বিম্বক। ৬—আজ্ঞা। [ইহাদের বিশেষ বিবরণ ষট্ চক্র শব্দে দেখ]।

অন্তরজ্ঞ (ত্রি) অন্তরম্ অন্তর্ভূত বিষয়ং বিশেষং বা জানাতি—অন্তর-জ্ঞা-ক। ৬-তৎ। মর্মজ্ঞ। বিশেষজ্ঞ। যিনি ভিতরের বিষয় জানেন। যিনি বিশেষ রূপ জানেন।

অন্তরণ (ক্ৰী) অন্তরং ব্যবধানং কেরোতি অন্তর গিচ্-ভাবে লুট্। ব্যবধান করা। অন্তরিত করা। আড়াল করা।

অন্তরতম (ত্রি) অতিশয়েন অন্তরং সদৃশং অন্তর-তমপ্। অতিশয় সদৃশ। অতিশয় আত্মীয়।

অন্তরতন্ (অব্য) সপ্তমার্থে তসিল্। মধ্যে।

অন্তরদৃশ্ (পুং) অন্তরে দৃগবধানং যন্ত দৃশ-কিপ্। বহুব্রী। মর্মজ্ঞ। হৃদয়দর্শী। অন্তরং ভেদং পশুতি অন্তর দৃশ-কিপ্। ৬ তৎ। (ত্রি) ভেদজ্ঞ।

অন্তরদেশ (পুং) কর্মধা। মধ্যদেশ। [তাহার বিবরণ মধ্যদেশ শব্দে দেখ]।

অন্তরপুরুষ (পুং) অন্তর্দেহমধ্যস্থঃ পুরুষঃ। কর্মধা। পরমেশ্বর। যিনি সকলের অন্তর্ধ্যামী।

অন্তরপুরুষ (পুং) অন্তর্দেহভাস্তরস্থিতঃ পুরুষঃ। কর্মধা। দেহের মধ্যস্থিত পুরুষ। পরমেশ্বর। অন্তর্ধ্যামী।

অন্তরপূজা (ক্ৰী) অন্তরে মনোমধ্যে পূজা মনঃকল্পিত বস্তুনা অর্চনা। তত্ত্বোক্ত মনঃকল্পিত দ্রব্যদ্বারা পূজা। [অন্তঃপূজা শব্দ দেখ]।

অন্তরপ্রভব (পুং) অন্তরেভ্যো ভিন্নবর্ণমাতৃপিতৃভ্যাঃ প্র-ভবতি প্র ভূ অচ্। ৫-তৎ। সক্রীণবর্ণ। মূদ্ধাভিষিক্তাদি। অন্তরপ্রভব দুই রূপ। তন্মধ্যে উত্তমবর্ণ পুরুষ ও তদপেক্ষা হীনবর্ণ স্ত্রীর মিলনে যে সন্তান জন্মে তাহার নাম অহ্ন-লোমজ। যেমন ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ব্রাহ্মণের গুণসম্পন্ন পুত্র। হীনবর্ণ পুরুষ ও উৎকৃষ্ট বর্ণ স্ত্রীর মিলনে যে পুত্র জন্মে তাহার নাম প্রতিলোমজ। যেমন ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়াদির উৎপাদিত পুত্র।

‘ভগবন্। সর্ববর্ণানাং যথাবদহুপূর্বশঃ।

অন্তরপ্রভবানাঞ্চ ধর্মাসো বক্তুমর্হতি। মহু। ১। ২।

হে ভগবন্! আপনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণের এবং অন্তরপ্রভবদিগের যে যে ধর্ম তাহা যথাক্রমে আমাদিগকে বলিয়া দিউন।

অন্তরয় (পুং) ইণ্ অচ্ অয়ঃ। অন্তর্মধ্যে অয়ঃ গমনম্।

৭-তং। মধ্যগমন। ব্যবধান। (ত্রি) অন্তরং যাতি যা-ক।
দেহমধ্যস্থিত। চিত্তগত। (ত্রি) অন্তর্মধ্যে অরোগমনঃ
যন্ত। বহুব্রী। ক্লমগত। আত্মীয়। অন্তরঙ্গ।

অন্তরয়ণ (ক্লী) অন্তর্মধ্যে অয়নং গমনম্ ইণ্ স্রাট্ ভাবে।

৭-তং। মধ্যে গমন। (ত্রি) অন্তর্মধ্যে অয়নং গমনং
যন্ত। মধ্যগত। ‘অন্তরয়ন’ শব্দে দেশ বুঝাইলে দন্ত্য
নকার হইবে। *। অয়নঃ। পা ৮। ৪। ২৫। অন্তরয়ণম্,
অদেশে ইত্যেব। অন্তরয়নো দেশঃ। (ভট্টোজি)।

অন্তরশায়িন্ (পুং) অন্তরে দেহমধ্যে শেতে তিষ্ঠতি
শী-গিনি। চিত্তস্থ। জীব।

অন্তরস্থ (পুং) অন্তরে দেহমধ্যে তিষ্ঠতি অন্তর স্থা-ক।

৭-তং। দেহমধ্যস্থ জীব। (ত্রি) মধ্যস্থিত।

অন্তরা (অব্য) অন্তরেতি ইণ্-ডা। নিকটে। মধ্য।
বিনা। ‘অন্তরাপি বিনার্থে স্থান্যর্থ্য নিকটার্থনোঃ’।
(বিশ্ব)। মধ্যে যথা ‘অন্তরা গমনেনৈব বিদ্যাং নৈব পঠে-
ন্নরঃ। (স্মৃতি)। গুরু এবং শিষ্যের মধ্যদিয়া কেহ
গমন করিলে সে দিবস আর অধ্যয়ন করিবে না। এই
বচনের মধ্যে ‘গুরু ও শিষ্যের মধ্যে’ এরূপ লিখিত নাই,
এ অস্ত্র কাহার সহিত অব্যয় হয় নাই, সে কারণ দ্বিতীয়া
হইল না। কিন্তু কোন পদের সঙ্গে অস্বয় হইলে
তাহাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা ‘অন্তরা স্বাং মাং
হরিঃ’। (সিং কো०)। হরি তোমার এবং আমার মধ্যে
আছেন। এখানে অন্তরা শব্দে তোমার এবং আমার
সহিত অস্বয় হইতেছে বলিয়া ‘স্বাং মাং’ এই দুই পদে
দ্বিতীয়া হইয়াছে। *। অন্তরাস্তরেন যুক্তে। পা ২। ৩।
৪। অন্তরা এবং অন্তরেন এই দুই অব্যয়ের যোগে
দ্বিতীয়া হয়। গানের দ্বিতীয় চরণ।

অন্তরাশূন্ (পুং) অন্তর্হৃদয়মধ্যবর্তী আত্মা। কর্মধা।
আবাস্তা।

অন্তরাপত্যা (স্ত্রী) অন্তর্গর্ভমধ্যে অপত্যং সন্ততিঃ যন্তাঃ।
বহুব্রী। গর্ভবতী। অন্তরাপত্যা অথবা অন্তবর্ত্তী শব্দের
অপভ্রংশে সচরাচর সাধারণ লোকে ‘অন্তাপতী’ বলে।

অন্তরাভবদেহ (ত্রি) অন্তরা মরণজন্মগোরস্তরালে ভবো
দেহো যন্ত। বহুব্রী। গন্ধর্ব। (হেম)।

অন্তরাভবনস্থ (ত্রি) অন্তরা মরণজন্মনোরস্তরালে ভবঃ
স্থিতঃ সঃ এগী। গন্ধর্ব।

অন্তরায় (পুং) অন্তরঃ কার্যাস্তান্তর্জ্ঞানং বাধমিতি যাবৎ
অবধে প্রাপ্নোতি অন্তর কর্ত্তরি অচ্। অন্তরস্ত্র আয়ঃ
প্রাপ্তির্থেন আয় ইতি ইণ্ ভাবে যঞ্। বিয়। প্রকৃৎ।

বাহা দ্বারা কার্যের বাধ হয়। প্রতিবন্ধ। বাধা।

অন্তরারাম (পুং) আরম্যতে আরাম-ভাবে যঞ্-অন্ত-
রাশ্মিনি আরাম আশ্রয়কর্ত্তিঃ। বহুব্রী। আশ্রয়রত।
আত্মবিষয়ে অভিরত।

অন্তরাল (ক্লী) অন্তরং ব্যবধানং আ সম্যক্ রূপেণ লাতি
গৃহাতি অন্তর আ-লা-ক। মধ্যভাগ। অভ্যন্তর। অব-
কাশ। ব্যবধান। ‘অভ্যন্তরস্তন্তরালং’। (অমর)। অন্ত-
রাল শব্দের অপভ্রংশে,—‘আড়াল’।

অন্তরালদিক্ (স্ত্রী) অন্তরাল দিক্। কর্মধা०। দুই দিকের
মধ্যস্থিত কোণ। যেমন অগ্নি কোণ। দৈশান কোণ
ইত্যাদি।

অন্তরাবেদিন্ (ত্রি) অন্তরা মধ্যং বেত্তি বিদ্-গিনি।
মর্মজ্ঞ। যিনি ভিতরকার সব জানেন। অন্তরাং ভিন্ন
বর্ণাং স্ত্রিয়ং বিদতি বিবাহ রূপেণ লভতে অন্তরা-আ-
বিদ-ভুদ্বাং গিনি। যে আপনার অপেক্ষা হীনবর্ণা
স্ত্রীবিবাহ করে। যেমন ‘শূদ্রাবেদী পতন্ত্যত্রঃ’ ইত্যাদি।

অন্তরাবেদি (স্ত্রী) অন্তরা মধ্যস্থা বেদিঃ উণ্ ইন্।
(অন্তরাবেদী শব্দে সূত্র দেখ)। পরিক্রতা ভূমি।
যুধ্যমান দুই গজের মধ্যস্থিত মুক্তিকার বেদি। (বাচঃ)।

অন্তরাবেদী (স্ত্রী) অন্তরা মধ্যস্থা বেদী বা ভীপ্। যুগ্ম
পরিক্রতা ভূমি। *। হু পিষিরুহিবৃতিবিদীচ্ছিদিকীষ্টিভ্যশ্চ
উণ্ ৪। ১১৮। হুপিষ রুহ বৃত বিদ ছিদ কৃত এই সকল
ধাতুর উত্তর ইন্ প্রত্যয় হয়। বেদিকা। ‘পেযিবজ্জং
ব্রতীরোহি দর্শাবষ্টিহি’ বেদিকা। বেদিচ্ছেদির্মতচ্ছেতা
যশঃ কীষ্টি রিমেষ্মিনি। (উগাদিকোষ)। *। কুদিকারা-
দক্চিনঃ (বার্ত্তিক পা ৪। ১। ৪৫। সূত্রে)। ক্চিন্ ভিন্ন
কুদন্ত ইকারান্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে ভীপ্ হয়। *।
সর্বতোহক্চিন্মর্থাদিত্যে। (বার্ত্তিক পা ৪। ১। ৪৫।
সূত্রে)। কেহ কেহ বলেন কোন প্রকারেই যে শব্দের
ক্চিনের অর্থ নাই, সেই রূপ ইকারান্ত কৃতের উত্তরই
ভীপ্ বিকল্পে হয়। একথা বলার তাৎপর্য এই, যেখানে
ক্চিনের অর্থে অস্ত্র প্রত্যয় হইবে সেখানে ভীপ্ হইবে
না। যথা—অজনি।

অক্চিন্মর্থং কিং ৭ অজনিঃ। (সিং কো०)। সমুহ।

অন্তরিক্ (ক্লী) ঈক্যতে দৃশ্যতে তেন স ঈকঃ দৃশ্যাপারস্ত
অবিদ্ব ইত্যর্থঃ ঈক ইতি পৃ० হ্রস্বঃ। অন্তর্মধ্যঃ ঈকঃ
দৃষ্টিবিঘাতশূন্তঃ যন্ত। বহুব্রী। আকাশ। যাহার মধ্যভাগ
দৃষ্টির ব্যাঘাত শূন্ত। যথা—ঈক্যতে অহুর্মীযতে নহু
দৃশ্যতে শূন্তত দর্শনাসক্তবাং ঈক কর্ম্মণি যঞ্ পৃং হ্রস্বঃ।

অস্ত: প্রান্ত: পৃথিবী স্বর্গপর্যন্তব্যাপিতয়া সৈকোহুমেয়ো বস্ত। পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্যন্ত বাহার সীমা অনুমান করিয়া লইতে হয় অর্থাৎ দেখা যায় না। অথবা অস্ত-মধ্যে ঋক্ষাণি নক্ষত্রাণি যন্ত। পুং ঋ, রি, 'নভোহস্তরিকং গগনং'। (অমর)। অস্তরিক শব্দের ইকার হ্রস্ব ও দীর্ঘ এ দুই রূপই হয়।

কলস্বামী, অস্তরিক শব্দের এই কয়েক প্রকার ব্যাং-পত্তি গ্রহণ করিয়াছেন,—‘অস্তরা মধ্যে সর্বভূতানাং ক্রান্তং শান্তং নিঃক্রিয়ং বা, শান্তমবাহং বিকল্পস্থানান্য-কত্বাং। সর্বভূত বাহার মধ্যভাগের পরিমাণ করিতে না পারিয়া ক্রান্ত হইয়াছে। বাহার মধ্যভাগ গগনাদির বিয় রহিত। বাহার কোন ক্রিয়া নাই। অস্তরা ইমে রোদসৌ ক্ষিয়ন্তীতি বা। বাহারা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে আছে। অস্তরেমে ক্ষৌণ্যাবিতি বা। ইহার আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যগত। পূর্বেশরীরেষস্তরক্ষয়মিতি বা’। ইহার পূর্বে শরীরের মধ্যে ক্ষয় নাই। সর্বত্র, পুণোদরাদিত্বাং সাধু।

নিরুক্তে অস্তরিক শব্দের এই যোলটা নাম লিখিত হইয়াছে। অথর। বিয়ং। ব্যোম। বর্হিঃ। ধ্ব। অস্ত-রিক্। আকাশ। আপ। পৃথিবী। হ্র। স্বয়ভূ। অধ্ব। পুঙ্কর। সগর। সমুদ্র। অধ্বর।

বেদে,—‘অদিতিই দ্রালোক, অদিতিই অস্তরিক’ এই রূপ মন্ত্র আছে। ইহাতে, অদিতি শব্দে অস্তরিক-কেও বুঝাইত এ রূপ অর্থ করা যায়। কিন্তু সায়নাচার্য্য বলেন, ‘তুমিই মাতা, তুমিই পিতা’ এই রূপ স্তুতি যেমন এক ব্যক্তিকে করা যায়, তদ্রূপ ‘অদিতিই দ্রালোক, অদিতিই অস্তরিক’ ইহাতে স্তবভিন্ন অদিতি শব্দে দ্রালোক, কিম্বা অস্তরিককে বুঝাইতে পারে না। যথা—‘অদিতিদ্যৌরদিতিরস্তরীকমিতি মন্ত্র আশ্রায়তে। যদেব দ্যৌস্তদেবাস্তরীকমিত্যয়মর্থো বিপ্রতিষিদ্ধঃ। + +নহু স্বমেব মাতা চ পিতা স্বমেব ইত্যাদিবদস্তরী-ক্ষাদিরূপত্বেনাদিতিঃ সূরতে। (ঋগ্বেদভাষ্য উপং)।

অস্তরিকপ্রা (ত্রি) অস্তরিকং প্র্যতি পূরয়তি অস্তরিক-প্রা-পূরণে-বিচ্। অস্তরিক পূরক। যিনি নিজের তেজ-দ্বারা অস্তরিক পূরণ করেন।

অস্তরিকপ্রং (ত্রি) অস্তরিকং আকাশং প্রবতে চরতি অস্তরিক-প্রং গতো-কিপ্। অস্তরিকচর। খেচর।

অস্তরিকসদ (ত্রি) অস্তরিকে আকাশে সীদতি চরতি অস্তরিক-সদ গতো-কিপ্। আকাশচর। খেচর।

অস্তরিকসত্ত (ত্রি) অস্তরিকে সদ্যতে অস্তরিক-সদ-ভাবে যৎ। অস্তরিক সদন। আকাশগমন।

অস্তরিক্য (ত্রি) অস্তরিকে ভবঃ যৎ। অস্তরিক জাত।

অস্তরিত (ত্রি) অস্তঃ অস্তর্দানম্ ইতং প্রাপ্তম্। ২-তৎ। অস্তর্-ইন্-কর্ত্তরিত্ত। অস্তর্গত। অস্তরং ব্যবধানং কেরোতি গিচ্-কর্ম্মণি ক্ত। ব্যবধান প্রাপ্ত। অস্তর্হিত। অদৃশ্য। ব্যবধান প্রাপিত। তিরস্কৃত। আচ্ছাদিত। অপসারিত। নিমোজিত। বাকি, ব্যবকলিত অন্ধ।

অস্তরিন্দ্রিয় (ক্রী) অস্তরস্তর্গতমিন্দ্রিয়ম্। কর্ম্মধা। অস্তঃ-করণ। ভিতরের ইন্দ্রিয়।

অস্তরীক (ক্রী) আকাশ। অত্র ধাতু। (রাজনির্ঘণ্ট)। [অস্তরিক শব্দ দেখ]।

অস্তরীক্ষজল (ক্রী) অস্তরীক্ষাং পতিতং জলম্। শাকতৎ। আকাশ হইতে যেজল পতিত হইয়াছে। দিব্যোদক।

অস্তরীপ (ক্রী) অগাং অস্তর্গতম্। অচ্ সৎ। ৬-তৎ। যে ভূভাগের কিঞ্চিৎ অংশ সমুদ্রের জলের মধ্যে গিয়াছে, তাহার অগ্রভাগকে অস্তরীপ (Cape) কহে। [সমাসান্ত অ প্রত্যয়ের স্বত্র অনুপ শব্দে দেখ]। দ্বীপো-হস্ত্রিয়ামস্তরীপং যদন্তরীপগন্তম্। (অমর)। *। দ্ব্যস্তরূপসর্গেভ্যোহপ ঙ্গে। পা ৬। ৩। ৯৭। দ্বি, অস্তর্ এবং উপসর্গের উত্তর অপ্ শব্দের অকার স্থানে দীর্ঘ ঈকার হয়।

অস্তরীর (ক্রী) অস্তরে ভবং গহাদিত্বাং ছ। পরিধান বস্ত্র। অধোবস্ত্র। ধুতি। অস্তরীরোপসংব্যান পরিধানান্ত্র-ধোংগুকে’। (অমর)।

অস্তরুদক (অব্য) উদকস্ত অস্তর্মধ্যে। অব্যারী। জলের মধ্যে। ‘অস্তরুদকে আচাত্তঃ অস্তরেব পূতো ভবতি’। (স্মৃতি)। জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া আচমন করিলে, জলের মধ্যে থাকিয়া তর্পণাদি সকল কার্য্যই করিতে পারিবে। অস্তরে (অব) অস্তরেতি-ইণ-বিচ্। মধ্য। ‘অধাস্তরে-হস্তরা। অস্তরেণ চ মধ্যে স্নাঃ’। (অমর)।

অস্তরেণ (অব্য) অস্তরেতি ইণ-ণ। বিনা। মধ্য। ‘অস্তরেণাস্তর্বিনার্থয়োঃ’। (হেম)।

বিনার্থ অস্তরেণ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়। যথা—‘অস্তরেণ হরিং ন স্নুখম্’। (সিং কোং)। হরি বিনা স্নুখ হয় না। *। অস্তরাস্তরেণ যুক্তে। পা ২। ৩। ৪। অস্তরা এবং অস্তরেণ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়।

অস্তরগড় (পুং) অস্তঃ পৃষ্ঠমধ্যং মাংসযোগে ভেদঃ। কর্ম্মধা। পৃষ্ঠ গড়। কুজ। কুজ। (ত্রি) অস্তঃপৃষ্ঠ মধ্যে গম্বুর্ভূত।

কুজ প্রাণী। অন্তর্মধ্যং গড়ুরির বক্রং যন্ত। সপ্তাধনুক
প্রভৃতি। অন্তঃকুটিল। ‘গড়ঃ পৃষ্ঠ গুড়ো কুজ্জ’ (হেম-
বিশ্বং)। নিরর্থক। বৃথা। (শব্দ-ক-ক্র-এবং বাচ-০)।
অন্তর্গত (ত্রি) অন্তর্মধ্যস্থে গতম্। ৭-তৎ। হৃদয়স্থ ভাব।
বিস্মৃতি। ‘অন্তর্গতঃ বিস্মৃতং স্মৃতি’ (অমর)।
মধ্যগত। ‘অন্তর্গতঃ পুনঃ। মধ্যপ্রাপ্ত বিস্মৃতয়োঃ’ (হেম)
অন্তর্গর্ভ (ত্রি) অন্তর্মধ্যস্থে গর্ভে যন্ত। বহব্রী। গর্ভযুক্ত।
ভিতরে মাইজ বা শিশু যুক্ত। কলাগাছ। কুশ ইত্যাদি।
(স্ত্রী) অন্তর্গর্ভা গর্ভবতী।

অন্তর্গর্ভিন্ (ত্রি) অন্তর্মধ্যে গর্ভে অন্ত্যস্ত ইনি। গর্ভ-
যুক্ত। কুশ। কলাগাছ। (স্ত্রী) ভীপ্ অন্তর্গর্ভিণী।
অন্তর্গিরি (অব্য) গিরিবৃ পর্বতেষু অন্তঃ বিভক্ত্যর্থ
অব্যয়ী। পর্বতের মধ্য। ‘অধ্যাত্তেহন্তর্গিরং’ (ভট্ট ৫।
৮৫)। পর্বতের মধ্য আছে। *। গিরেশ সেনকন্ত।
পা ৫। ৪। ১১২। সেনকের মতে গিরি অন্ত অব্যয়ী-
ভাবের উত্তর বিকল্পে টচ্ প্রত্যয় হয়।

অন্তর্গিরি (অব্য) গিরিবৃ পর্বতেষু অন্তঃ বিভক্ত্যর্থ
অব্যয়ী। পর্বতের মধ্য। অন্তর্গিরি। (ভারবি ১। ৩৪)।
পর্বতের মধ্য। এখানে বিকল্পে টচ্ প্রত্যয় হয় নাই।
[ব্রহ্ম অন্তর্গিরি শব্দে দেখ]।

অন্তর্গৃহ (স্ত্রী) অন্তর্মধ্যস্থং গৃহম্। কক্ষধা। কাশীস্থিত
সাতটী আবরণ যুক্ত স্থান। গৃহ বিশেষ। মধ্যস্থিত গৃহ।
(অব্য) গৃহেহ্ অন্তঃ অব্যয়ী। গৃহের মধ্য।

অন্তর্গেহ (স্ত্রী) অন্তর্মধ্যস্থং গেহম্। কক্ষধা। কাশীস্থিত
সাতটী আবরণ যুক্ত স্থান। গৃহ বিশেষ। মধ্যস্থিত গৃহ।
(অব্য) গেহস্তাস্তঃ অব্যয়ী। গৃহের মধ্য।

অন্তর্ঘণ (পুং) অন্তর্হন্ততে ক্রোড়ীভবত্যান্মিন্ অন্তর্ হন-
অপ্। পুং ঘনাদেশ গন্তং। দ্বারের বাহিরে থোলা স্থান।
‘তন্নিম্নস্তর্ঘণেহপশুন্ প্রঘাণে সৌধসম্মনঃ’ (ভট্ট ৭। ৬২)
বানরেরা সেই গুহার মধ্যে দ্বারের নিকটে
চুপকাম করা কোঠার দ্বারের বাহিরের কাছে মনোজ্ঞ
রূপ এক জীকে দেখিয়াছিল। [অন্তর্ শব্দের উত্তর
হম-ধাতুর পরে অপ্ প্রত্যয়ের ব্রহ্ম অনর্থন শব্দে দেখ]।

অন্তর্ঘন (পুং) অন্তর্মধ্যেন ক্রোড়হৃদাদ্যঙ্গেন হন্ততে
(মালাম) ইতি প্রসিদ্ধ ক্রিয়াস্ত পীড়্যতে ইন্মিন্ অন্তর্-
হন-অধি-করণে অপ্। ঘনশ্চাদেশঃ। গ্রামের বাহিরের
স্থান। যেখানে মল্ল (মালাম) ক্রীড়া হয়। *। অন্ত-
র্ঘনো দেশে। পা ৩। ৩। ৭৮। দেশ অর্থে অন্তর্ শব্দের
পর্যন্ত হন ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় হয় এবং হন

স্থানে ঘন আদেশ হইয়া থাকে। এখানে অন্তর্ঘণ
এই রূপ পাঠান্তরও আছে। যথা, ‘বাহীক গ্রামবিশেষস্ত
সংজ্ঞায়ঃ অন্তর্ঘণ ইতি পাঠান্তরম্’। (সি-কৌ-০)।
অন্তর্জঠর (অব্য) জঠরস্থ মধ্যে। অব্যয়ী। জঠরের মধ্য।
উদরের মধ্য। (স্ত্রী) উদরস্থ কোষ্ঠবিশেষ।
অন্তর্জল (পুং) অন্তঃস্রব্যাং নাভিপর্ধ্যস্তং জলং যেন
আচারেণ যস্মিন্ বা। বহব্রী। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে
বন্ধুগণ কর্তৃক মুমূর্ষু ব্যক্তির অঙ্গাঙ্গ জলে মগ্ন করা রূপ
আচার বিশেষ। [অন্তর্জলাচার দেখ]।

অন্তর্জলাচার (পুং) অন্তর্মধ্যদেশপর্ধ্যস্তং জলে মজ্জনরূপা-
চারঃ। ৭-তৎ। আসন্ন মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে মুমূর্ষু
ব্যক্তির পা হইতে নাভি পর্যন্ত জলে মগ্ন করা রূপ আচার
বিশেষ। পবিত্র স্থানে প্রাণত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ হয়
এই বিশ্বাসে অনেকে বৃদ্ধাবস্থায় কাশীবাসী বা গঙ্গাবাসী
হন (১)। যাহারা তীর্থবাসী নহেন, মৃত্যুকাল উপস্থিত
দেখিলে বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাদিগকে গঙ্গাযাত্রা করেন।
যে সময়ে প্রাণ কঠাগত হইয়া আসে, রোগী নাভিখান
টানিতে থাকেন, তখন আত্মীয় স্বজনদেরা তাঁহাকে গঙ্গার
জলে পা হইতে নাভি পর্যন্ত ডুবাইয়া ধরে। কেহ পায়ের
ছুইটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মাটিতে টিপিয়া থাকে। পুত্র আসিয়া মুমূর্ষু
ব্যক্তির মস্তক আপনার কোলের উপর তুলিয়া লয়। কিন্তু
শাস্ত্রে, মস্তকের নীচে বালির বালিস করিয়া দিবার
ব্যবস্থা আছে। পরে চারিদিকে বন্ধুবান্ধবেরা উচ্চৈঃ-
স্বরে—‘গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম’—এই রূপ দেবতার নাম
গুনাইতে থাকেন। কেহ কেহ মুখে, কর্ণে, কণ্ঠে ও
চক্ষুতে তুলসীপত্র বসাইয়া দেন। কেহ কপালে ও বক্ষঃ-
স্থলে গঙ্গামূর্ত্তিকা লেপন করেন এবং তাহার উপর
কালী বা রাম নাম লিখিয়া দেন।

গঙ্গাযাত্রা করিলে দৈবাৎ যদি কাহারও মৃত্যু না
হয়, তবে অঙ্কলোকে তাহা গৃহস্থের অমঙ্গলের কারণ
বলিয়া জানে। তজ্জন্ত অনেক দোষখণ্ডনের পর কেহ
কেহ তাহাকে বাটীতে ফিরাইয়া লয়, কেহ কেহ বাটীতে
ফিরাইয়া লয় না। গঙ্গাতীর হইতে কাহাকে বাটীতে
ফিরাইয়া আনিতে হইলে সদর দ্বারে একটি পূর্ণ ঘট,

(১) গঙ্গায়াক জলে মোক্ষো বরাণস্ধ্যং জলে স্থলে।

জলে স্থলে চান্তরীক্ষে গঙ্গাসাগরসময়ে। (পদ্ম পু-০)।

গঙ্গার জলে মোক্ষ লাভ হয়। কাশীতে কি জলে আর কি
স্থলে সর্বত্রই প্রাণত্যাগ করিলে মুক্তি হয়। আবার গঙ্গা সাগরসময়ে,
জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে এই তিন স্থানে মরিলেই জীব মুক্ত হয়।

একটা কেলে হাঁড়ী এবং এক গাছি মুড়া বেঙ্গার রাথ
হয়। ফিরিয়া আসিবার সময়ে গঙ্গাপ্রত্যাগত ব্যক্তির
কেহ মুখ দেখে না। লোকের বিশ্বাস এই, তাঁহার মুখ
দেখিলে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটে। তজ্জন্ত গৃহে আসিয়া
আগে তিনি পূর্ব ঘটাদি দর্শন করেন। তাহাতে দোষ
বশত হইয়া যায়, তাহার পর আত্মীয় ব্যক্তিগণ আসিয়া
সাক্ষাৎ করে। পূর্বে অনেক গৃহস্থ কাহাকেও গঙ্গাবাত্রা
করিলে দৈবাৎ যদি তাঁহার মৃত্যু না ঘটিত, তবে আর
তাঁহাকে গৃহে লইতেন না। এই প্রথা এখনও কোন
কোন স্থানে চলিত আছে। গঙ্গাতীর হইতে বাটীতে
ফিরিয়া আসিতে নাই, অগত্যা তাঁহার বাবজীবন
গঙ্গাবাসী হইয়া থাকেন। পূর্বে শান্তিপুরে বিস্তর
গঙ্গাবাত্রী এই রূপ বাস করিয়া পুনর্বার সংসার বন্দ
করিয়া গিয়াছেন। (২)।

গঙ্গা দূরবর্তী হইলে সকলে সজ্ঞানে আসিয়া ভাগী-
রথীর কোলে মরিতে পারিতেন না। তবু অনাথ ব্যক্তি-
দিগকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিলে বন্ধুবান্ধবেরা তাহা-
দিগকে ২০।২৫ ক্রোশ দূর হইতে আনিয়া গঙ্গার
গর্ভে রাখিয়া বাইত। নিকটস্থ পল্লীর লোকেরা স্নান
করিতে আসিয়া তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ হুঙ্ প্রভৃতি
খাওয়াইয়া দিতেন।

গঙ্গার তীরে না আনিতে পারিলে অন্তর্জালের আর
একটা ব্যবস্থা আছে। উঠানের মধ্যে ছোট একটা গর্ত
কাটিতে হয়। সেই গর্ত জলে পরিপূর্ণ করিয়া আত্মীয়
স্বজনেরা তাহাতেই মুমূর্ষু ব্যক্তির পা ডুবাইয়া ধরেন।
মৃত্যুকালে জলের ভিতর পা টিপিয়া ধরিলে কি রূপে

(২) When a patient, thus situated, happens
to recover, he considers that he has, as it were,
acquired a new life, and thenceforth all his
former relations and friends are treated as
strangers; he never returns to the dwelling in
which he had formerly resided, but wanders
down the Ganges, until he arrives at Santipur,
near Calcutta, where he settles himself; and
it is a curious fact, that the whole population
of Santipur is composed of such persons.
(Honigberger). বোধ হয়, এটা কিছু অভিরিক্ত
বর্ণনা।

লক্ষ্য হই, সে কথা আমরা বলিতে পারি না।
পুত্রিণী প্রভৃতিতে অন্তর্জাল করিলে তাহার জল অগুরু
হইয়া যায়। [শুদ্ধি জলাশয় দেখ]।

সে কাশে অন্তর্জালের প্রথা ছিল না। [অস্তোষ্টি
দেখ]। এখনও বঙ্গালী দেশ ভিন্ন আর কোথাপি নাই।
রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কতকগুলি পৌরাণিক প্রমাণ তুলিয়া
এই কুপ্রথা বঙ্গালীর চালাইয়া গিয়াছেন। (৩) কিন্তু
ঐ সকল প্রমাণের প্রতি লোকের ভাদৃশ ভ্রম থাকিলে
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও অন্তর্জালের নিয়ম চলিত থাকিত।

পীড়িতাবস্থার রোগীকে আশা ভরসা দেওয়া চাই।
সে সময়ে আসন্ন মৃত্যুর কথা শুনাইলে রোগ ব্যক্তির
প্রাণে বজ্রের মত আঘাত লাগে। অতএব, এ কুপ্রথা
রহিত হইলেই মঙ্গল। ১৮৬৫ সালে কোন নিষ্ঠুর ব্যক্তি
এক জন গঙ্গাবাত্রীর মুখে বালি পুরিয়া দিয়াছিল।
তজ্জন্ত, গর্ভর্মমেন্টে গঙ্গাবাত্রা করার প্রথা রহিত করিতে
উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গালীরা বিরোধী হইয়া
উঠিলেন বলিয়া এই নিষ্ঠুর ব্যবহার নিবারণ হইল না।
অন্তর্জাত (ত্রি) অন্তর্মধ্যে জাতম্। ৭-তৎ। দেহের মধ্যে
জাত। মনোমধ্যে জাত স্বপ্ন হুং ঘেব কোধ ইত্যাদি।
অন্তর্জানু (অব্য) জাহ্নুর্নাম্যে। অব্যয়ী। দুই হাঁটুর
মধ্যভাগে। দুই হাঁটুর মধ্যে হাত রাখিয়া বৈদিক কার্য
করিতে হয়।

(৩) গঙ্গার প্রাণত্যাগ করিলে মুক্তিবাত হয়, এ সম্বন্ধে কতক-
গুলি প্রমাণ পাওয়া যায়।

গঙ্গারাজ্য: প্রাণান্ কথয়ামি, বরাদনে।

কর্ণে তৎপরং ব্রহ্ম বদামি মামকং পদম্। (পাণি)।

(শুদ্ধিতবোধোক্ত ১৫৭)।

হে হুম্বি। গঙ্গার প্রাণত্যাগ করিলে কি বল হয় তাহা আমি
তোমাকে বলিতেছি। আমি তাঁহার কর্ণে পরব্রহ্ম সত্য এবং তাঁহাকে
আমার পদ দান করি।

অর্জুনকে তু জাহ্নবাং শ্রিততেহনশনেন বঃ।

ন যতি ন পুনর্জন্ম ব্রহ্মসামুদ্র্যমেতি চ। (অরি পুঃ)।

(প্রায়শ্চিত্ততবোধোক্ত ২২২)।

অনশন থাকিয়া দেহের অর্জেক জলে ডুবাইয়া যিনি গঙ্গার
প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না, তিনি ব্রহ্মের সাক্ষ্য
প্রাপ্ত হন।

সম্ভাব্য দেহং গঙ্গারাজ্য ব্রহ্মহাণি চ মুক্তয়ে।

(ক্রিয়াবোধ ৫৫)।

ব্রাহ্মণব্রাহ্মণ গঙ্গার দেহত্যাগ করিলে মুক্ত হয়।

অন্তর্জ্যোতিস্ (ক্লী) অন্তর্মধ্যে জ্যোতিঃশ্চতস্ত স্বরূপম্ ।
 কক্ষধা । পরমেখর । পরমেখর জ্যোতির্ময় । (ত্রি)
 অন্তর্মধ্যে জ্যোতিঃ নক্ষত্রঃ দীপ্তিঃ দৃষ্টবী যন্ত । বহুব্রী ।
 আকাশ । যে গৃহাদির মধ্যে দীপ্তি (আল) আছে ।
 যোগী । যিনি অন্তর্নেত্রদ্বারা পরমাত্ম সাক্ষাৎকার করেন ।
 অন্তর্জ্বলন (ক্লী) অন্তঃ শরীরভ্যন্তরন্ত জগনম্ । শরীর
 মধ্যে দাহ । পিত্তাদিক্য জরাদিতে অন্তর্জ্বলন হয় ।
 অন্তর্দর্শন (ক্লী) অন্তর্দৃষ্টিতঃ লক্ষণয়া মনোগত বাক্যং বা
 দধ্যাতে দীর্ঘতে যেন অন্তর্দৃ-দধ-করণে লুট্ । কিণু
 প্রভৃতি । মদ্যবীজ । বাহ্য ঠাইয়া লোকে মন বা মনের
 কথা দেয় অর্থাৎ সকল কথাই খুলিয়া কহে ।
 অন্তর্দর্শা (ক্লী) দশানামন্তর্গতা দশা । গ্রহদিগের অন্তর্গত
 আধিপত্য কাল । [দশা শব্দ দেখ] ।
 অন্তর্দর্শাহ (অব্য) দশাহন্ত মধ্যে । অব্যয়ী । দশ দিনের
 মধ্যে ।
 ‘অন্তর্দর্শাহে স্ত্রীতাক্ষে পুনর্মরণ জন্মনী ।
 তাবৎস্তাদশচিবিপ্রোযাবন্তং স্তাদনির্দশম্ । মমু ৫ । ৭৯ ।
 একটা অশোচের দশ দিনের মধ্যে যদি আর একটা
 অশোচ হয়, তবে ব্রাহ্মণাদি পূর্ণ অশোচের শেষ পর্য্যন্তই
 অন্তর্দর্শি থাকিবেন ।
 এখানে দশাহ শব্দে ব্রাহ্মণাদির নিজ নিজ অশোচ-
 কাল বুঝিতে হইবে । স্থূল কথা যে জাতির পক্ষে যত দিন
 অশোচের কাল নির্দিষ্ট আছে, তাহার ভিতরে আর
 একটা অশোচ ঘটিলে সেই পূর্ব্বের অশোচেই অশোচাস্ত
 হইবে ।
 অন্তর্দহন (ক্লী) অন্তর্দেহ মধ্যে দহনং সন্তাপঃ । ৭-তৎ ।
 অন্তর্দাহ । জরাদি জাত দেহমধ্যস্থিত সন্তাপ । (পুং)
 জঠরানল ।
 অন্তর্দাহ (পুং) অন্তর্দেহ মধ্যজাতঃ দাহঃ । দেহের মধ্যের
 দাহ । শরীরের ভিতরের তাপ ।
 অন্তর্দুষ্ট (ত্রি) অন্তর্মনসি দুষ্টং দোষো যন্ত । বহুব্রী ।
 কুটিলমন । বাহার মন দোষ যুক্ত ।
 অন্তর্দ্বার (ক্লী) অন্তরন্তর্গতং দ্বারম্ । কক্ষধা । গৃহের মধ্য
 স্থিত গুপ্ত দ্বার । জানালা । খিড়কী । ‘প্রচ্ছন্নমন্তর্দ্বারং
 স্ত্রাৎ’ । (অমর) ।
 অন্তর্জা (ক্লী) অন্তর্জানং অন্তর্-ধা-ভাবে অঙ্ । অন্তর্জান ।
 তিরোধান । লুকান । ব্যবধান । ‘অন্তর্জাব্যবধা’ । (অমর)
 । * । আতশোপসর্গে । পা ৩ । ৩ । ১০৬ । উপসর্গের
 পরস্থ আকারান্ত ধাতুর উত্তর অঙ্-প্রত্যয় হয় । অঙ্-প্রত্য

রাস্ত শব্দ জ্রীলিপ্য শ্রং ও অন্তর্-শব্দের উপসর্গের দ্বার ব্যব-
 হার হইয়া থাকে । ‘শ্রদন্তরোপসর্গবহু-স্তিঃ’ । (সিৎকো০)
 অন্তর্জান (ক্লী) অন্তর্-ধা-ভাবে-লুট্ । তিরোধান । দৃশ্ত-
 পদার্থের অদৃশ্যহানে স্থিতি । লুকান ।
 অন্তর্জি (পুং) অন্তর্-ধা-কি । আচ্ছাদন । ব্যবধান । অন্ত-
 ধান । তিরোধান । লুকান । অদৃশ্য হওয়া ।
 ‘অন্তর্জাব্যবধা পুংসিত্ত্বস্তদ্ধিরপবারণং ।
 অপিধান তিরোধান পিধানচ্ছদনানিচ । (অমর) ।
 । * । উপসর্গে যোঃ কিঃ । পা ৩ । ৩ । ১০৩ । উপসর্গের
 পরস্থিত যু সংজ্ঞক (অপিং দা ও ধা) ধাতুর উত্তর কি
 প্রত্যয় হয় । * । অন্তর্জ্যো যেনাদর্শনমিচ্ছতি । পা ১ । ৪ ।
 ২৮ । ব্যবধানে থাকিয়া যাহাকে দেখা দিব না এই
 ইচ্ছা করা যায়, তাহার অপাদান সংজ্ঞা হয় ।
 অন্তর্নগর (অব্য) নগরন্ত অন্তর্মধ্যে । অব্যয়ী । নগরের
 মধ্যে । অন্তঃ নগরম্ । কক্ষধা । মধ্য নগর । অন্তঃপুর ।
 অন্তর্ভাব (পুং) অন্তর্মধ্যে ভাবঃ প্রবেশঃ প্রবেশনং
 বা । ৭-তৎ । মধ্যে প্রবেশ করা । মধ্যে প্রবেশ করান ।
 অন্তঃ অন্তর্গতো ভাবঃ । কক্ষধা । মনের ভাব । অভিপ্রায় ।
 অন্তর্ভাবনা (ক্লী) অন্তর্গতা ভাবনা চিন্তা অন্তর্-ভূচ্-
 গিচ্-যুচ্ । শরীরের চেষ্টা ও স্বপ্ন হুং প্রকাশক মুখের
 চিহ্ন দ্বারা অপ্রকাশিত চিন্তা । অন্তঃগুদ্ধি । ‘ভূচ্ গুদ্ধি-
 ভাব চিন্তয়োঃ’ । (কবিকল্পদ্রুম) ।
 অন্তর্ভাবিত (ত্রি) অন্তর্মধ্যে ভাবিতং প্রবেশিতম্ । ৭-তৎ ।
 অন্তর্-ভূ-গিচ্-ক্ত । মধ্য প্রবেশিত । যাহাকে মধ্যে প্রবেশ
 করান হইয়াছে । ভূচ্-গিচ্-ক্ত । চিন্তিত । অন্তঃগুদ্ধি ।
 ‘ভাবিতাত্মা’ । (রঘু ১ । ৭৪) । (গুহ্যস্তঃকরণ ইতি
 মল্লিনাথ) ।
 অন্তর্ভাব্য (ক্লী) অন্তর্-ভূ-ভাবে গ্যাৎ । অবশ্য মধ্যে হওয়া ।
 । * । ওরাবশ্যকে । পা ৩ । ২ । ১২৫ । আবশ্যক অর্থে
 উবণাস্ত ধাতুর উত্তর গ্যাৎ প্রত্যয় হয় । (ত্রি) অন্তর্-
 ভূ-গিচ্-যৎ । মধ্যে প্রবেশ করার যোগ্য । * । অচো
 যৎ । পা ৩ । ১ । ২৭ । অচ্ অন্ত ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয়
 হয় । (অব্য) অন্তর্-ভূ গিচ্-ক্তা ল্যপ্ । মধ্যে প্রবেশ
 করাইয়া ‘তমন্তর্ভাব্যেব নিয়োগধীঃ’ (দার্ভ) । তাহাকে
 মধ্যে রাখিয়াই, বিধিবাক্য করিতে হইবে ।
 অন্তর্ভূত (ত্রি) অন্তর্মধ্যে ভূতম্ । মধ্যস্থিত । অন্তর্গত ।
 ‘কালভাবাৎদেশানামন্তর্ভূত ক্রিয়াস্তরেঃ ।
 সটেকরকর্মটেকর্থেগে কর্মস্থগুপজায়তে’ । (ভট্টহরি) ।
 সকল অকর্ম্মক ধাতুর যোগ থাকিলেও তাহার

মধ্যে ব্যাপ্য ইত্যাদি অন্ত্র ক্রিয়ার অধ্যাহার করিলে কাল, ভাব, অক্ষন্ (পথের পরিমাণ ক্রোশ যোজন প্রভৃতি) এবং দেশ এই সকলের কর্ণ সংজ্ঞা হয়। নচেৎ দ্বিতীয়া মাতৃধাতুকে।

অন্তর্মদাবস্থ (পুং) অন্তর্দেহ মধ্যে মদাবস্থা দানাবস্থা যন্ত। বহুব্রী। যে হাতীর শুণ্ডাদি দ্বারা মদ ক্ষরিত হয় নাই। যে হাতীর মদ ভিতরে জন্মিয়াছে।

‘অন্তর্মদাবস্থ ইব দ্বিপেঙ্গুঃ’। (রঘু ২। ৭)। অন্তরে মদ জন্মিয়াছে এমন হাতীর ত্রায়।

অন্তর্মনস্ (ত্রি) অন্তঃ বহিরপ্রকাশতয়া অন্তর্হিতমেব মনো যন্ত। বহুব্রী। ব্যাকুলচিত্ত। ছন্দনা। বিমনা। অন্তর্মধ্যে নিবিষ্টঃ মনো যন্ত। সমাহিত চিত্ত।

অন্তর্মুখ (ত্রি) অন্তঃ পরমাত্ম্যেব মুখং প্রবেশোপায়ো যন্ত। যে চিত্ত পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করিয়া নিবিষ্ট হইয়াছে। (ক্লী) অন্তর্মধ্য স্থলে মুখং স্থচীবদ্রুণ নিঃসারকো হগ্রভাগো যন্ত। ত্রণাদি কাটিবার নিমিত্ত হুচের মত তীক্ষ্ণ অন্ত্র। (পুং ক্লী) অন্তর্দেহমধ্যে মুখং মন্তকং যন্ত। বহুব্রী। কচ্ছপ। (অব্য) মুখস্ত অন্তর্মধ্যে অব্যায়ী। মুখের মধ্যে।

অন্তর্মাতৃকা (ক্লী) অন্তর্মধ্যগতাঃ ঘটক্রস্থা মাতৃকা অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণাঃ। কন্দুধা। তদ্ব্যাক্ত ঘটক্রস্থ অকারাদি পঞ্চাশ বর্ণ।

অন্তর্মাতৃকাত্মাস (পুং) অন্তঃ স্থানাম্ অকারাদি পঞ্চাশ-মাতৃকার্বণনাং ত্রাসঃ তন্তুদ্বর্ণোচ্চারণ পূর্বকং তন্তুনিবাস-স্থানাহুপরি স্থিতি অঙ্গুলিক্ষেপঃ। ৬-তৎ। শরীরমধ্যস্থ মাতৃকাবর্ণের নাম উচ্চারণ ও স্মরণ করিয়া তাহাদের স্থানের উপরে অঙ্গুলি নিক্ষেপ করা। কোন স্থলে কোন বর্ণের নামোচ্চারণ পূর্বক অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহার বিবরণ জ্ঞানার্ণবে এই রূপ লিখিত আছে,—

ঘাটপত্রাযুজে কঠে স্বরান্ বোড়শ বিজ্ঞসেং।

দ্বাদশচ্ছদন্তং পদ্মে কাদীন দ্বাদশ বিজ্ঞসেং।

দশপত্রাযুজে নাভৌ ডকারাদীন্যাসেদশ।

বটপদ্ম মধ্যে লিঙ্গস্থে বকারাদীন্যাসেচ্চ বট।

আধারে চতুরোবর্ণান্ ত্রসেং বাদীন চতুর্দলে।

হকৌ ভ্রমধ্যগে পদ্মে দ্বিদলে বিজ্ঞসেং প্রিয়ে।

ঘোল দল যুক্ত কণ্ঠস্থিত পদ্মে অকারাদি ঘোলটী স্বরবর্ণের পৃথক পৃথক নাম উচ্চারণ করিয়া অঙ্গুলিক্ষেপ করিবে। দ্বাদশদলযুক্ত হুংপদ্মে ককারাদি দশ বর্ণের নামে জ্ঞাস করিবে। নাভিস্থিত দশপত্র কমলে ডকারাদি

দশ বর্ণের নামে জ্ঞাস করিবে। লিঙ্গমূলস্থ ঘটদল পদ্মে বর্গীয় বকারাদি ছয় বর্ণের নামে বিজ্ঞাস করিবে। মূলাধারস্থিত চতুর্দল পদ্মে অন্তঃস্থ বকারাদি চারিটী বর্ণের নামে জ্ঞাস করিবে। পরে, ভ্রমধ্যস্থিত দ্বিদলপদ্মে হ ও ক্ষ এই দুই বর্ণের নামে জ্ঞাস করিবে।

অন্তর্মূর্ত (পুং ক্লী) অন্তর্জরায়ো মূর্তঃ। ৭-তৎ। গর্ভের ভিতরে মূর্ত বালক বালিকা। গর্ভের ভিতরে সম্ভবান মরিয়া গেলে কিরূপ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহার বিবরণ প্রসব শঙ্কে দেখ।

অন্তর্মধ্য (ত্রি) অন্তর্মধ্যে ভবং দিগাং যৎ। মধ্যভব। মধ্যে জাত। *। দিগানিভ্যো যৎ। পা ৪। ৩। ৫৪। দিগাদিগণের উত্তর ভব অর্থে যৎ প্রত্যয় হয়।

অন্তর্মজন (ক্লী) অন্তর্মনসা তদ্ব্যাক্ত কল্পিতোপচাটের যজনম্। মনে মনে কল্পিত উপচার দ্বারা দেবতার আরাধন। [বিবরণ অন্তঃপূজা শঙ্কে দেখ]।

অন্তর্ম্যাগ (পুং) অন্তর্মনসা যাগঃ। ৩-তৎ। মনে মনে কল্পিত উপকরণ দ্বারা পূজা হোমরূপ আরাধন করা। [বিবরণ অন্তঃপূজা শঙ্কে দেখ]।

অন্তর্ম্যাম (পুং) অন্তর্ম্যামঃ সংযমো যম্মাৎ। (যামৌ প্রহর সংযমৌ)। (হেম)। গ্রহরূপ যাম নামক যজ্ঞের পাত্র বিশেষ। অন্তর্মধ্যো যামঃ প্রহরঃ। কন্দুধা। মধ্যস্থ প্রহর। ‘যৌ যাম প্রহরৌ সমৌ’। (অমর)। (অব্য) যামস্ত প্রহরস্ত অন্তর্মধ্যে অব্যায়ী। প্রহরের মধ্যে।

অন্তর্ম্যামিন্ (পুং) অন্তঃ সর্বাণ্ডঃ করণং ব্যাপ্য যাময়তি পরিবেষ্টতে অন্তর্-যম-পিচ্-ণিনি। যম চূং বা ঘটাদি। ‘যমক্মি পরিবেষণে ইতি কবি কল্পদ্রুমঃ’। ক্মি যময়তি যাময়তি ইতি কামধেয়ঃ’। ‘পরিবেষণমিহ পরিবেষ্টন-মিতি’। (সিং কো)। পরমেশ্বর। যিনি সকলের অন্তঃকরণ বেষ্টন করিয়া আছেন। যিনি বাহার নিকটে থাকেন, তিনি তাহার সুমন্তই জানেন, অতএব পরমেশ্বর সকলের অন্তঃকরণের ভাববেত্তা। বায়ু। অধ্যাত্মবায়ু সকলের দেহের মধ্যে আছে। অথবা, অন্তর্মনসি যামঃ জীবিত করণরূপং ব্রতমস্তাস্তীতি। অন্তর্ম্যাম-অন্ত্যার্থে ইনি। বাহার হৃদয়ে জীবের হিত করণরূপ ব্রত আছে। পরমেশ্বর। ‘যামস্ত প্রহরে ব্রতে’। (বিশ্ব)। (ত্রি) সকলের অন্তর্গত ভাববেত্তা।

অন্তর্ম্যামিত্রাক্ষণ (ক্লী) অন্তর্ম্যামিনঃ পরমেশ্বরস্ত জ্ঞাপকং ব্রাক্ষণং মন্ত্রেতর বেদভাগঃ। বৃহদারণ্যকের অন্তর্গত জৈবর নির্ণায়ক বেদের অংশ বিশেষ।

অস্তর্লোম (ত্রি) অস্তঃ অস্তর্গতানি আচ্ছাদিতানি লোম-
ক্রান্ত। অবস্ত বহব্রী। যাহার লোম আচ্ছাদিত আছে।
যাহার লোম দেখা যায় না। *। অস্তর্বহিত্যাক্ষ লোমঃ।
পা ৫।৪।১১৭। অস্তর্ এবং বহিস্ শব্দের পরস্থিত
লোমন্ শব্দের উত্তর বহব্রীহি সমাসে অপ্ প্রত্যয় হয়।
অস্তর্বংশিক (পুং) অস্তর্বংশে অস্তর্বংশানাং রাজ্যমন্তঃ
পুরস্ত কুলজীবাং রক্ষণে নিযুক্তঃ নিযুক্তার্থে ঠক্। সংজ্ঞা
পূর্বক বিধের নিত্যবাদবুদ্ধিঃ। রাজ্যের অস্তঃপুরস্থ জী
রক্ষক পুরুষ।

অস্তঃপুরে বুদ্ধিকৃতঃ স্ত্রানস্তর্কঃ শিকোক্তনঃ। (অমর)।
। *। তত্র নিযুক্তঃ। পা ৪।৪।৬৯। তাহাতে নিযুক্ত
এই অর্থে ঠক্ প্রত্যয় হয়।

অস্তর্বণ (অব্য) বনস্ত অস্তর্মধ্যে গৎ অব্যয়ী। বনের
মধ্যে। *। প্রনিরন্তঃ শরেক্ষ প্লকান্ত কার্ধ্যা খদির পীযূ-
ক্ষাত্যোহসংজ্ঞায়ামপি। পা ৮।৪।৫। প্র, নির, অস্তর্,
শর, ইক্ষু, প্লক্, আন্ত্র, কার্ধ্যা, খদির, পীযূক্ষা এই সকল
শব্দের উত্তর সমাসস্থ বন শব্দের নকার সংজ্ঞা হউক
বা না হউক, মূর্দ্ধন্ত হয়।

অস্তর্বদ্বী (স্ত্রী) অস্তরন্ত্যস্তাং গর্ভঃ। অস্তর মতৃপ্ মন্ত বঃ
মূক্ আগমঃ ভীপ্। গর্ভিণী স্ত্রী। অস্তর্বদ্বী চ গর্ভিণী।
(অমর)। *। অস্তর্কং পতি বতোহুর্ক্। পা ৪।১।৩২।
অস্তর্কং এবং পতিবৎ শব্দের উত্তর স্ত্রী লিঙ্গে মকারের
আগম হয়। *। ঋমেভ্যো ভীপ্। পা ৪।১।৫। ঋকা-
রান্ত এবং নকারান্ত প্রাপ্তিপরিকের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ভীপ্
হয়। অস্তর্ শব্দ অধিকরণ বাচী বলিয়া বিশেষণ হইতে
পারে না, তচ্ছন্ত মতৃপ্ প্রত্যয় নিপাতনে সিদ্ধ হইরাছে।
‘অস্তঃ শব্দভাষিকরণ শক্তি প্রধামতয়া অস্তি সামান্যধি-
করণ্যভাবাদপ্রাপ্তৌ মতৃপ্ নিপাতাতে। গর্ভিণী অর্থ না
বৃথাইলে, ‘অস্তর্বতী’ এই প্রকার রূপ হইবে। অস্তর্বতী
অর্থে গৃহের ভিতরে যে স্ত্রীলোক আছেন। ‘অস্তরস্তাং’
শালায়াং বিদ্যাতে’। পতিবদ্বী অর্থাৎ জীবৎপতি।
অন্তথা, ‘পতিমতী’ এই প্রকার রূপ হইবে।

অস্তর্বৎ পতিবতোহুর্ক্ মতৃব্ বভে নিপাতনাৎ।

গর্ভিণ্যাং জীবৎপত্যাং বা চন্মসি তু হৃদ্বিধিঃ।

(ত্রি) মধ্যস্থিত পদার্থ বিশিষ্ট।

অস্তর্বিমি (স্ত্রী) অস্তঃ কণ্ঠমধ্যগতৈব বিমিঃ। কর্মধা।
অস্তর্-ই বন-উর্গগিরণে ভাবে ইন্। উর্গার। ঢেকুর।
হিঙ্গা। অজীর্ণ নামক রোগ বিশেষ। *। স্কন্ধাভ্যুত্থা
ইন্। উণ্ ৪।১১৭। সমস্ত ধাতুর উত্তর সকল বাচ্যেই

ইন্ প্রত্যয় হয়। ‘ইনি বহবঃ স্তুঃ’। (উৎ কোবঃ)।
অস্তর্বর্তিন্ (ত্রি) অস্তর্মধ্যে বর্ততে বৃত্ত-গিনি। মধ্যবর্তী।
মধ্যস্থিত।

অস্তর্বা (ত্রি) অস্তঃ সমীপং বাতি অস্তরলক্ষ্যাদৃগ্গতি
অস্তর্-বা-গতি হিংস্রোঃ-বিচ্। পুত্র। প্রতিপালিত
গোক প্রভৃতি পশু। মেহ হেতু যাহারা কাছে
যায়।

অস্তর্বাণি (ত্রি) অস্তর্গতা চিত্তস্থা বিবিধ শাস্ত্রাত্মিকা
বাণী বাগ্ যন্ত। বহব্রী। ত্রুত্বানিপাতনাৎ কবভাবঃ।
বিবিধ শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত। ‘অস্তর্বাণিস্ত শাস্ত্রবিৎ’।
(অমর)। ‘অস্তর্বাণিশিরোমণেঃ’। (মুদ্র)। পণ্ডিত
শিরোমণির। *। গোক্তিরোরুপসর্জনন্ত। পা ১।২।৪৮।
পদের অস্তস্থিত গোণ গো শব্দের এবং গোণ স্ত্রী প্রত্যয়
(আপ্ ঙ্গেপ্ ঙ্গেপ্) অস্ত প্রাপ্তিপরিকের হ্রস্ব হয়। পাণিনির
কতক হ্রস্বে এই রূপ কপ্ হয় নাই এবং হ্রস্ব হইরাছে
যথা। *। নিশ্রবাণিশ্চ। পা ৫।৪।১৬০। নিশ্রবাণি
শব্দ ও কপ্ না হইয়া নিপাতনে সিদ্ধ হয়। ‘কবভাবো-
হত্র নিপাত্যতে’। (সিং কোঃ)।

অস্তর্বাৎ (ত্রি) অস্তর্বাঃ পুত্রাদিঃ সোহন্ত্যস্ত অস্তর্বা মতৃপ
মন্ত বঃ। পুত্রাদি বিশিষ্ট।

অস্তর্বাঙ্গ (পুং) অস্তর্গতোহবহির্ভূতো বাঙ্গো নেত্রজলম্।
কর্মধা। বাহিরে অপ্রকাশিত নেত্রজল। ‘অস্তর্বাঙ্গ
ভরোগরোধি’ (শকু) ৪।৯৭। মধ্যস্থিত নেত্রজলের
ভরে বদ্ধ। (ত্রি)। বহব্রী। নেত্রজল বিশিষ্ট।

অস্তর্বিগাহ (পুং) অস্তর্মধ্যে বিগাহঃ। ৭-তৎ। অস্তর্-বি-
গাহ-ভাবে যজ্ঞ্। মধ্যে প্রবেশ।

অস্তর্বিগাহন (স্ত্রী) অস্তর্মধ্যে বিগাহনম্। ৭-তৎ। অস্তর্
বি-গাহ ভাবে-লুট্। মধ্যে প্রবেশ।

অস্তর্বেদি (স্ত্রী) অস্তর্মধ্যস্থা বেদিঃ পরিকৃতা ভূমিঃ। কর্মধা।
মধ্যস্থিত পরিকৃতভূমি। (পুং)। অস্তর্গতা বেদির্যজ্ঞ-
ভূমির্যশ্মিন্ দেশে। যে দেশের মধ্যে পরিকৃত বহু যজ্ঞ
ভূমি আছে। ব্রহ্মাবর্ত। গঙ্গা এবং যমুনা এই উত্তর
নদীর মধ্যপ্রদেশ। [অস্তর্বেদী দেখ]। (অব্য) বেদ্যা
অস্তর্মধ্যে অব্যয়ী বেদীর মধ্যে।

অস্তর্বেদী (স্ত্রী) অস্তর্গতা বেদির্যজ্ঞ। অস্তর্ বেদি ভীপ্।
[অস্তরাবেদী শব্দ হ্রস্ব দেখ]। ব্রহ্মাবর্ত। গঙ্গা ও
যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব। সাহারনপুর, মুজাকর নগর,
মিরট, আলিগড়, আগ্রা, ইটা, ইটৌওয়ার, করখাবাদ,
কাণপুর, কতেপুর ও আলাহাবাদ এই জেলাগুলি

অন্তবেদীর মধ্যে আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উহাকে ‘অন্তবেদ’ কহে।

অন্তবেশিক (ত্রি) অন্তবেশে রাজাস্তঃপুরে নিযুক্ত ঠন অনিত্যস্থান বৃদ্ধিঃ। অন্তঃপুর রক্ষণের নিমিত্ত নিযুক্ত কঙ্কাকী প্রভৃতি।

অন্তবেশিক (ত্রি) বেশানো গৃহস্থ অন্তর্মধ্যে নিযুক্ত ঠন ন বৃদ্ধিঃ। অন্তঃপুর রক্ষণের নিমিত্ত নিযুক্ত কঙ্কাকী প্রভৃতি।

অন্তর্ভা (অব্য) অন্তর্-ভন-লাপ্। মধ্যে হনন করিয়া।
। *। অন্তরপরিগ্রহে। পা ১।৪।৬২। পরিগ্রহ (গ্রহণ) অর্থ না বুঝাইলে অন্তর্ শব্দের গতি সজ্ঞা হয়। তাহার পরে। *। কুগতিপ্রাদয়ঃ। পা ২।২।১৮। কু ও গতি সংজ্ঞক শব্দ এবং প্রাদি উপসর্গের একপদ বোধক শব্দের সঙ্গে সমাস হয়। সমাস হইলে। *। সমাসেহনঞ্ পূর্বে ক্তোলাপ্। পা ৭।১।৩৭। নঞ্ ভিন্ন অব্যয়ের সহিত যে ধাতুর সমাস হয়, সেই ধাতুর উত্তর ক্তা স্থানে লাপ্ হয়। পরিগ্রহ অর্থ বুঝাইলে অন্তর্ শব্দের গতি সংজ্ঞা হয় না, তাহা না হইলে সমাসও হয় না। কাজেই ক্তা স্থানে লাপ্ ও হইতে পারে না। ‘অপরিগ্রহে কিম্? অন্তর্ভা গতঃ হতস্পরিগ্রহ গত ঈত্যাংঃ।’ (সিং কো০)।

অন্তর্হাস (পুং) অন্তর্গুপ্তো হাসঃ। কর্ম্মধা। অন্তর্-ভন-ভাবে-দণ্ড্। গূঢ়হাস্ত। অপ্রকাশিত হাস্ত। (ত্রি) অন্ত-র্হাসো যন্ত। বহুব্রী। গুঢ় হাস্ত বিশিষ্ট।

অন্তর্হিত (ত্রি) অন্তর্-ধা-ক্ত। গুপ্ত। তিরোহিত। ‘অন্ত-র্হিত শশিনি’ (শকু ৪।৪১।) চন্দ্র অন্তে গেলে। এখানে কোন শব্দের সহিত অন্তর্হিত শব্দের যোগ হয় নাই, তজ্জন্ত পঞ্চমীও হয় নাই। যোগ থাকিলে পঞ্চমী হয়। যথা, ‘অন্তর্হিতোদুষ্টাং’ (মুদ্র)। বিতীষণ দুষ্ট রাবণ হইতে —লুক্কারিত হইরাছিলেন।

অন্তবৎ (ত্রি) অন্তো নাশঃ পরিচ্ছেদো বা অন্ত্যন্ত মতুপ্ মন্ত বঃ। বিনাশী। নাশবিশিষ্ট। ‘অন্তবন্তুলন্তেবাং।’ (গীতা ৭।২০)। তাহাদের বিনাশী কল হয় অর্থাৎ সে কলের ভোগ চিরস্থায়ী নহে। পরিচ্ছেদযুক্ত। সীমাবিশিষ্ট। ‘অন্তবৎনাশবৎ’। (স্মার্ত)। ‘অন্তবদ্বিনাশি’। (শাকর-ভাষ্য)। (স্ত্রী) ভীপ্ অন্তবতী।

অন্তবাসিন্ (পুং) অন্তে সমীপে বসতি অন্ত-বস-গিনি। শিবা।

অন্তবেলা (স্ত্রী) অন্তর্ভা নাশক বেলা সীমা সমরো বা। ৩-তৎ। শেষ সীমা। নাশের সময়। মরণ কাল। অন্তা-

চাসৌ বেলা চেতি। কর্ম্মধা। অপরাহ্। শেষ বেলা। সমুদ্রের তট।

অন্তশয্যা (স্ত্রী) শয়নং শয্যা-শীড় ভাবে কাপ্। অন্তার নাশার শয্যা। ৩-তৎ। মরণের নিমিত্ত ভূমিশয্যা। শ্মশান। অন্তাএব শয্যা শয়নম্। কর্ম্মধা। শেষশয্যা। মরণ।

অন্তসদ্ (ত্রি) অন্তে সমীপে সীদতি গচ্ছতি অন্ত-সদ-ক্টিপ্। অন্তেবাসী। শিবা। নিকটগামী।

অন্তস্নানলি (স্ত্রী) অন্তর্-অপ্রকাশমানং সলিলং জলম্। কর্ম্মধা। পৃথিবীর মধ্যস্থিত জল। যে জল উপরে দেখা যায় না। [অন্তঃসলিল শব্দ দেখ]। এখানে অন্তর্-শব্দের রহানে বিসর্গ হইয়া আবার তাহারই স্থানে স হইয়াছে, এই মাত্র বিশেষ। (অব্য) সলিলন্ত অন্ত-মধ্যে। অব্যয়ী। জলের মধ্যে।

অন্তস্তাপ (পুং) অন্তর্-অপ্রকাশমানস্তাপঃ। কর্ম্মধা। মনস্তাপ। দেহের মধ্যস্থিত স্তাপ।

অন্তস্তোয় (ত্রি) অন্তর্গতঃ তোয়ঃ জলং যন্ত। বহুব্রী। মেঘ। বাহার মধ্যে জল থাকে। ‘অন্তস্তোয়ং’। (উ ‘মে’ ১)। জলবিশিষ্ট। কর্ম্মধা। মধ্যস্থিত জল।

অন্তস্থ (পুং) অন্তঃস্পর্শোন্নয়নমোর্ম্মধ্যে তিষ্ঠতি অন্তর্-স্থ-ক। স্পর্শ এবং উন্নয়নের মধ্যস্থিত ব র ল ব এই চারি বর্ণ। ‘অন্তস্থ’ এই শব্দে বিকল্পে বিসর্গের লোপ হইয়াছে। তাহা না হইলে ‘অন্তঃস্থ’, এই রূপ প্রয়োগ হইত। *। ধর্পরে শরি বা বিসর্গঃ লোপো বক্তব্য। (বার্তিক। পা ৮।৩।৩৬। সূত্রে)। শব্ (শবস) যুক্ত, থব্ (থ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ক প শ ব স) পরে থাকিলে বিকল্পে বিসর্গের লোপ হয়। ‘যরলবাঃ অন্তঃস্থাঃ’। (সিং কো০)। (ত্রি) মধ্যস্থিত।

অন্তস্থা (পুং) অন্তঃস্পর্শোন্নয়নমোর্ম্মধ্যে তিষ্ঠতি অন্তর্-স্থ-ক্টিপ্। ক হইতে ম পর্যন্ত স্পর্শ বর্ণ, শ ব স হ এই চারিটা উন্নয়ন, ঐ দুয়ের মধ্যস্থিত ব র ল ব এই চারি বর্ণের নাম অন্তস্থা। এখানে অন্তঃস্থা একপদ শব্দেরও ব্যবহার হইয়া থাকে। [অন্তস্থ দেখ]।

অন্তাদি (ত্রি) অন্তেন সহিত আদিঃ। ৩-তৎ। অন্তের সহিত আদি। অথবা, আদিশ্চ অন্তশ্চ বন্দ রাজদক্ষাদি বাপরনিপাত। আদ্যন্ত।

অন্তানল (পুং) অন্তস্ত প্রলয়কালন্ত অননোহিহিঃ। ৩-তৎ। প্রলয়কালের অগ্নি। অন্তস্ত চরমকালন্ত অননোহিহিঃ। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অগ্নি। চিত্তাঙ্গি।

অস্তার (পুং) অস্তঃ বনাস্তপর্যাস্তঃ ঋচ্ছতি গচ্ছতি। অস্ত-
খ-অণ্। পত্ৰপালক।

অস্তাবশায়িন্ (পুং স্ত্রী) অস্তে গ্রামাস্ত দেশে অবশেষে
অবশী-গিনি। চণ্ডালাদি হীনজাতি। চণ্ডালাদির বাস
প্রায়ই গ্রামের প্রান্তে থাকে।

অস্তাবসায়িন্ (পুং স্ত্রী) অস্তে দিনান্তে অবশ্রুতি স্বকার্য্য
বিরমতি। অর্থবা, অস্তে চরমে অবশ্রুতি ধনাভাবা-
দৈচ্ছন্তং প্রাপ্নোতি। অস্ত-অব-সো-গিনি-যুক্। নাপিত।
কুরিকুণ্ডিদিবাকীর্ণিনাপিতাস্তাবসায়িনঃ। (অমর)।
অস্তে শেখাবস্থায়ং অবসাত্ত্বং তত্ত্বং নির্ণেত্বং শীলং যত্ন।
মুনি বিশেষ। অস্তায় স্বপোষণার্থং প্রাণিবধায় অবশ্রুতি
অধ্যবসায়ং প্রাপ্নোতি। প্রাণিজীবী চণ্ডালাদি জাতি।

অস্তি (স্ত্রী) অস্ত্যতে সম্বধ্যতে অস্ত-ই। নাট্যোক্ত জ্যোষ্ঠা
ভগিনী।

অস্তিক (ত্রি) অস্তঃ সমীপএব অস্ত-স্বার্থে-ঠন্। সমীপ।
নিকট। ‘সমীপে ইত্যাদি উপকঠাস্তিকান্ত্যভ্যগ্ৰা’।
(অমর)। ‘অস্তিকেহপি স্থিতা পত্ন্যঃ’। (ভটি ৫।১৭)।
পতির নিকটে থাকিয়াও। ‘পত্ন্যঃ,’ এখানে অস্তিক
শব্দের যোগে ষষ্ঠী বা পঞ্চমী হইয়াছে। *। দূরাস্তি-
কার্থেভ্যো দ্বিতীয়া চ। পা ২।৩।৩৫। দূরার্থ এবং
অস্তিকার্থ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া এবং পঞ্চমী
বিভক্তি হয়। গ্রামাস্ত অস্তিকং অস্তিকং অস্তিকেন বা।
অসম্ভবচনস্তেভ্যমুভেদেহ। দূরঃপশ্চাঃ’। (সিং কো০)।
‘দূরঃপশ্চাঃ’ এখানে দূর শব্দ পথের বিশেষণ, সে কারণ
জ্যাবাচী হইয়াছে। তাই ইহার উত্তর দ্বিতীয়াদি
বিভক্তি হয় নাই।

অস্তিকতম (ত্রি) অতিশয়েন অস্তিকম্ অস্তিক-তমপ্।
অতি নিকট। ‘নেদিষ্টমস্তিকতমম্’। (অমর)।

অস্তিকা (স্ত্রী) অস্তিঃ নাট্যোক্তো জ্যোষ্ঠা ভগিত্রেব অস্তি
স্বার্থে ক-টাপ্। নটের অভিনয়কালে, সে যাহাকে
জ্যোষ্ঠা ভগিনী বলে। ‘অস্তিকা ভগিনী জ্যোষ্ঠা’। (অমর)।

অস্তিকাশ্রয় (ত্রি) অস্তিকং সমীপম্ আশ্রয়তি অস্তিক
আ-শ্রি-অচ। অস্তিকে আশ্রয়ো বা যত্ন। নিকটস্থ।
কন্থবা। অবলম্বন স্থান।

অস্তিতস্ (অব্য) অস্তি-তসিল্। অস্তিকে। নিকটে।

অস্তিম (ত্রি) অস্তে শেষে ভবঃ অস্ত-ডিমচ্। অস্তভব।
চরম। *। অস্তাচ্চ। (বার্ষিক ৪।৩।২৩ হুত্রে)।

অস্তিবাম (ত্রি) অস্তি-অস্তিকে বামং ধনমস্ত। বহুব্রী।
বাহার নিকটে ধন আছে।

অস্তেবসৎ (পুং) অস্তে সমীপে বিদ্যাগ্রহণার্থং বসতি অস্ত
বস-শত্। ৭-তৎ অলুক্ স০। শিষ্য। ছাত্র। যদি অস্ত
শব্দের সহিত সমাস না হয়, অথচ তাহার সহিত অম্বয়
থাকে, তাহা হইলেও শিষ্য অর্থ বুঝাইবে। যথা ‘বসন্তি-
বাস্তে বিনয়েন জিহুঃ’। (ভারবি ৩।২৪)। বিনয়ী
অর্জুন, শিষ্যের ছাত্র।

অস্তেবাসিন্ (পুং) অস্তে নিকটে বিদ্যাশিক্ষার্থং বসতি
বস-গিনি। ৭-তৎ বা অলুক্ স০। শিষ্য। ছাত্র।
‘ছাত্রোস্তেবাসিনোশিষ্যো’। (অমর)। (ত্রি) অস্তে চতু-
বর্ণাঘ্রহিঃ, গ্রামাস্তে বা বসতি। চণ্ডাল। ‘নিবাদ স্বপচা-
বস্তেবাসি চণ্ডালপুত্রনাঃ’। (অমর)। *। শয়বাস বাসিধ-
কালোৎ। পা ৬।৩।১৮। শয়বাস ও বাসিন্ শব্দ পরে
থাকিলে কাল ভিন্ন শব্দের উত্তর সপ্তমীর বিকল্পে অলুক্
হয়। (স্ত্রী) ভীপ্। অস্তেবাসিনী।

অস্তোদাত্ত (স্ত্রী) অস্তে শেষে উদাত্তঃ স্বরো যত্ন। অস্ত
উদাত্ত স্বরযুক্ত পদ।

অস্ত্য (ত্রি) অস্তে ব্রহ্মণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রেতি
চতুর্বর্ণ সৃষ্টিরবসানে ভবঃ। *। দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪।
৩।৫৪। চণ্ডাল। স্নেহ। যবনাদি। ‘অস্ত্য স্নেহাঃ
স্বপচ যবনাদয়ঃ’। (স্মার্ত)। অস্ত্য শব্দে স্নেহ চণ্ডাল
যবনাদি। ‘অস্তেভবা অস্ত্য যতোহধম জাতীয়া ন সন্তি’।
(যাজ্ঞবল্ক্য দীপকলিকা)। যাহারা সৃষ্টির শেষে হই-
য়াছে, তাহারাই অস্ত্য অর্থাৎ যাহাদের হইতে অস্ত্য জাতি
আর নাই।

(ত্রি) যাহারা শেষে হয় বা শেষরূপে পরিগণিত হয়।
যেমন--মীনরাশি, চৈত্রমাস, মতান্তরে আশ্বিনমাস। বর্ণের
মধ্যে হকার। নক্ষত্রের মধ্যে রেবতী। জন্মরাশি বা জন্মলগ্ন
হইতে যে কোন দ্বাদশ রাশি। নক্ষত্রে যথা—চিত্রামিত্র
মৃগাশ্রভঃ মৃদুগণঃ’। (জ্যোতিঃ)। চিত্রা, অম্বুরাধা, মৃগ-
শিরাঃ, রেবতী এই সকল নক্ষত্রে মৃদুগণ হয়। রাশিতে যথা—
‘জন্মাস্তজ্যাস্ত্যথ ধন্য সংস্থে নিশাকরে’। প্রথম আট,
সাত, দ্বাদশ, নবম রাশিতে চন্দ্র বা সূর্যের গ্রহণ হইলে
তাহা দেখিতে নাই। মাসে যথা—অস্ত্যোপাস্ত্যো
জ্যোতিঃ’। (জ্যোতিঃ)। আশ্বিন এবং ভাদ্রমাস তিনটী
নক্ষত্রে হয়। ‘অস্ত্যং আশ্বিনং’। (স্মার্ত)। প্রথম।
‘অস্ত্যস্বস্তভবেহধমে’। (হেম)। অস্ত্যএব স্বার্থে যৎ।
‘অস্ত্যোজ্জঘন্তঃ চরমমস্ত্যং’। (অমর)। (স্ত্রী) মৃত্য।
মৃত্য। (স্ত্রী) সংখ্যা বিশেষ। ‘অস্ত্যং মধ্যং পরাঙ্ক’।
[অঙ্ক শব্দ দেখ]। গণিত-শাস্ত্রোক্ত সকলের বামভাগে

স্থিত অক্ষ। (স্ত্রী) ত্রিজ্যা। পৃথিবীর অন্ত্যরেখা বিশেষ।
অন্ত্যাকর্ষ্মন্ (স্ত্রী) অন্তে নাশে ভবং অন্ত্যং তচ্চ তৎ কৰ্ম্ম-
ক্ষেতি কৰ্ম্মধা। অন্তের কৰ্ম্ম। মরণকালের কর্তব্য কৰ্ম্ম।
অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া। [অন্ত্যোষ্টি দেখ]। অন্ত্যান্ত নিকৃষ্ট বর্ণস্ত।
কৰ্ম্ম। ৬-তং। হীন জাতির কৰ্ম্ম।

অন্ত্যজ (পুংস্ত্রী) অন্ত্যে জায়তে জন-ড। শূদ্র। (ত্রি) অন্ত্যজাত
মাত্র। (পুংস্ত্রী) অন্ত্যাং শূদ্রাং শ্রেষ্ঠবর্ণদ্বিয়াং জায়তে
জন-ড। চণ্ডাল। চণ্ডালের সদৃশসাত হীন জাতি। ধোপা।
মুচী। নট। বরুড়। কৈবৰ্ত্ত। মেদ। ভিন্ন।

রজকশ্চৰ্ম্মকারশ্চ নটোবরুড় এ১৮।

কৈবৰ্ত্ত মেদ ভিন্নাশ্চ সটপ্তে অন্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ।

অন্ত্যজ শব্দের অপভ্রংশে সৰ্বদা ‘অন্তজ’ এই রূপ
উচ্চারিত হয়।

অন্ত্যজন্মন্ (পুংস্ত্রী) অন্ত্যং জন্ম যন্ত। বহুব্রী। শূদ্র। (ত্রি)
শেষ জাত।

অন্ত্যজাতি (পুংস্ত্রী) অন্ত্যা নিকৃষ্টা জাতিঃ। কৰ্ম্মধা।
অন্ত্য জাতির্যন্ত। বহুব্রী। শূদ্র। চণ্ডালাদি। ‘মান-
সৈরন্ত্যজাতিতাম্’। (মহু ১২। ৯)। মানসিক পাপ
করিলে অন্ত্যজাতিত্ব প্রাপ্ত হয়।

অন্ত্যভ (স্ত্রী) অন্ত্যঞ্চ তং ভংনত্রক্ষেতি কৰ্ম্মধা। রেবতী-
নক্ষত্র। ‘চিত্রা মিত্রমৃগান্ত্যভং মূহুগণঃ’। (জ্যোতিঃ)।
অন্ত্যভ অর্থাৎ রেবতী নক্ষত্র সকল নক্ষত্রের অন্তে আছে
বলিয়া ইহার নাম ‘অন্ত্যভ’ হইয়াছে। (পুং) মীন-
রাশি। ইহাও রাশির শেষে আছে।

অন্ত্যযোনি (পুংস্ত্রী) অন্ত্যে যোনিরূপত্বস্থানং যন্ত।
বহুব্রী। শূদ্র। চণ্ডালাদি।

অন্ত্যবর্ণ (পুংস্ত্রী) অন্ত্য্যচাসৌ বর্ণশ্চেতি কৰ্ম্মধা। শূদ্র।
পদের অন্তেস্থিত অক্ষর। বাক্যের অন্তেস্থিত অক্ষর।

অন্ত্যানুপ্রাস (পুং) অন্ত্য্যচাসৌ অহুপ্রাসশ্চেতি কৰ্ম্মধা।
শব্দালঙ্কার গত অহুপ্রাস বিশেষ। যথা—

‘বাজ্ঞনক্ষেদ্ যথাবহুং সহাদ্যেন স্বরেণ তু।

আবর্ত্যন্তেহন্ত্য্যোজ্যোত্বাদন্ত্য্যহুপ্রাস উচ্যতে’। সাং দং।

আদ্যস্বরের সহিত অহুস্বার, বিসর্গ, বা স্বর সংযুক্ত
বাজ্ঞন বর্ণ যেখানে ছই পাদের বা ছই পদের অন্তে এক
রূপে আবর্ত্তি করা যায়, তাহার নাম অন্ত্যানুপ্রাস।
পদান্তে যথা—

‘কেশঃ কাশস্তবক বিকাশঃ

কারঃ প্রকটিতঃ করভবিলাসঃ’।

এখানে, প্রথম পাদের শেষে ‘বিকাসঃ’ এই শব্দের

‘আসঃ’ এবং পর পাদের অন্তে ‘বিলাসঃ’ ইহারও
‘আসঃ’ এড়ইটা এক প্রকার উচ্চারিত হইতেছে বলিয়া
ইহাকে অন্ত্যানুপ্রাস বলা যায়। পদান্তে যথা—‘মনঃ
হসন্তঃ পুলকং বহন্তঃ’। এখানে ‘হসন্তঃ’ ও ‘বহন্তঃ’
এই দুইটা পদেরই অন্তে ‘অন্তঃ’ ইহা এক প্রকার
উচ্চারিত হইতেছে, তাই ইহাকে পদগত অন্ত্যানুপ্রাস
বলা যায়।

অন্ত্যাবসায়িন্ (পুংস্ত্রী) অন্তে ভবং অন্ত্যং বস্তাদিকং
অবস্রতি গৃহাতি। অন্ত্য-অব-সো-গিনি। উপসং। বাহারা
মৃত ব্যক্তির কাপড় লেপ প্রভৃতি গ্রহণ করে। নিষাদ-
স্ত্রীতে চণ্ডালের গুরস জাত। মূদারফরাস। (স্ত্রী) ভীপ্
অন্ত্যাবসায়িনী। অঙ্গিরামুনি সাত প্রকার হীন-
জাতিকে অন্ত্যাবসায়ী কহেন। যথা—

‘চণ্ডালঃ স্বপচঃ ক্ষত্যাযুতো বৈদেহকস্তথা।

মাগধাযোগর্বো চৈব সপ্তৈতেহন্ত্যাবসায়িনঃ’। (অঙ্গিরস্)

চণ্ডাল, স্বপচ, ক্ষত্যা, যুত, বৈদেহক, মাগধ, আযোগব,
এই সাত প্রকার অন্ত্যাবসায়ী।

অন্ত্য্যশ্রম (পুংস্ত্রী) অন্ত্য্যচাসৌ আশ্রমশ্চ। কৰ্ম্মধা।
চতুর্থ্যশ্রম। ভিক্ষু রূপ চতুর্থ আশ্রম।

অন্ত্য্যশ্রমিন্ (পুং) অন্ত্য্য আশ্রমোহন্ত্য্যন্ত। অন্ত্য্য-আশ্রম-
ইনি। চতুর্থ আশ্রম যুক্ত। ভিক্ষু।

অন্ত্য্যভ্রতি (স্ত্রী) অন্ত্য্য চাসৌ আহতিশ্চেতি। কৰ্ম্মধা।
অন্ত্যোষ্টি ক্রিয়া। সাগ্নিকদিগের মৃত্যুর পর সংস্কার
বিশেষ। ‘অন্ত্য্যাহতিং হাবয়িতুং সবিপ্রাঃ’। (ভট্ট ৩। ৩৩।

অন্ত্য্যুতি (স্ত্রী) অন্তি অন্তিকন্ত বা উতিঃ রক্ষণম্। অব-
ভাবে ক্ৰিন্ উট্ পক্ষে ক লোপশ্চ। আসন্ন রক্ষণ। শরণ
প্রাপ্তের রক্ষা। *। উতি-যুতি-জুতি-সাতি-হেতি-কীর্ত্তয়শ্চ।
পা ৩। ৩। ৯৭। এই সকল শব্দ গুলি ক্ৰিন্ প্রত্যয় দ্বারা
নিপাতনে সিদ্ধ হয়। *। অরত্বরশ্রিব্যবিমবামুপধায়াশ্চ।
পা ৬। ৪। ২০। জর, ত্বর, শ্রিবি, অব, মব, এই সকল
অঙ্গের বকার এবং উপধা স্থানে উট্ আদেশ হয় যদ্যপি
কি অথবা ঝলাদি ক ও ইং প্রত্যয় পরে থাকে। এই
মৃত্যুম্বারের অব ধাতুর স্থানে উ আদেশ হইয়াছে।

অন্ত্যোষ্টি (স্ত্রী) অন্তে ভবা ইষ্টিঃ বাগাদিক্রিয়া কৰ্ম্মধা। মৃত্যুর
পর সাগ্নিকদিগের দেহ সংস্কারাদি ক্রিয়া। নিরশ্মিদের
কেবল দাহ করিবার ব্যবস্থা আছে। পতিত ব্যক্তির
দাহ কার্য্য নিষিদ্ধ। তত্ত্বি জাতি ও দেশাচার ভেদে
কেহ কেহ মৃতদেহ গোর দেন, কেহ পচিতে দিয়া
থাকেন। এই সকল শেষ ক্রিয়ার নাম অন্ত্যোষ্টি।

মৃত্যুর পর শরীর নিষ্পন্ন অসাড় হয়; তখন সে মলিন মুখ পানে চাহিলে পাষণ্ড হৃদয়ও কাঁপিয়া উঠে। আবার দুই এক দিনেই মৃতদেহ পচিতে থাকে, দুর্গন্ধে লোকের পীড়া জন্মে। তাই মানুষ মরিলে শীঘ্র শীঘ্র শব স্থানান্তরিত করা আবশ্যিক। মাঠে ফেলিয়া দেওয়া, জলে নিক্ষেপ করা, কিম্বা গোর দেওয়া এইগুলিই সহজ উপায়। প্রথম প্রথম অসভ্য অবস্থায় সকল জাতি তাহাই করিত। কাহারও মৃত্যু হইলে বন্ধুবান্ধবেরা হয় তাহাকে জলে ডুবাইয়া দিত, কিম্বা মাটিতে পুতিয়া ফেলিত, অথবা লোকালয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ফেলিয়া দিয়া আসিত।

কিন্তু মানুষ মরিলে ভূত হয়, এ আতঙ্ক অজ্ঞ লোকেরই অধিক। কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি সমস্ত অসভ্য জাতি ভূত মানে, তাহারা ভূতের পূজা করে। সকল দেশের লোকই অসভ্য অবস্থায় ভূতকে ভয় করিয়া চলিত, এখনও চলে। তাই, মৃত্যুর পর যেন ভূতের দৌরাণ্ডা না ঘটে, সে কারণ অস্তোষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে ক্রমে দুই একটা করিয়া শাস্তি স্বস্ত্যান্ন আরম্ভ হইয়া পড়িল।

ভূত গেল। তাহার পর স্নেহ ও ভক্তি। যাহাকে ভালবাসি; অষ্টপ্রহর চক্ষের উপর দেখি। মনে মনে দেখি, হৃদয়ে হৃদয়ে দেখি; ঘুমাইলে স্বপ্নেও দেখিতে পাই। বিদেশে গেলে, ক্র-দিনে না হয় তবু ছু-বৎসরেও আবার একবার দেখিতে পাইব, এই ভরসা আশা-পথ চাহিয়া থাকি। কালি সে ছিল, আজি নাই! মরিল ত জন্মের মত সকল সধন্ব ঘুচিল; আবার যে দেখিতে পাইব সে আশা ফুরাইয়া গেল। তাই, অস্তোষ্টি ক্রিয়ার সঙ্গে স্নেহ ও ভক্তির জন্তও অনেকে অনেক কাজ করিয়া থাকেন। ভক্তিন্ন লোকের মত ও বিশ্বাসানুসারেও অস্তোষ্টি ক্রিয়ার নানা প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাড়িয়াছে।

এখন সকল জাতির অস্তোষ্টি ক্রিয়ার প্রথা এক প্রকার নয়। পূর্বে যে রূপ ছিল, দিন দিন তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়া আসিয়াছে। তবু বুঝিয়া দেখিলে আদিম অবস্থার কোন না কোন আভাস অদ্যাপি সকল জাতির মধ্যেই বর্তমান দেখা যায়।

সে কালের ক্যালমক জাতির কোথাও নির্দিষ্ট বাস-স্থান ছিল না। তাহারা পশু পালন করিত, স্থানে স্থানে টোল ফেলিয়া বেড়াইত। এক স্থানের তৃণশস্তাদি ফুরাইলে আবার অন্তত্বে উঠিয়া যাইত। ইহাদের অস্তোষ্টি

ক্রিয়ার কোন আড়ম্বর ছিল না। কাহার মৃত্যু হইলে তাহারা সেইখানে মৃতদেহ ফেলিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া আবার টোল ফেলিত। পূর্বকালের ইথিওপিয়ায় লোকে মৃতদেহ জলে ডুবাইয়া দিত। এখনও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ঐ প্রথা চলিত আছে। ইতর জাতির মৃতদেহের গলায় কলসী ও দড়ী বাঁধিয়া নদীর জলে ডুবাইয়া দেয়।

বোম্বাইয়ের পারসী জাতি সভ্য ও স্তম্ভকিত। ভারতে তাঁহাদের মত ধনাঢ্য জাতি আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু তাঁহাদের অস্তোষ্টি ক্রিয়া মানব জাতির প্রথমাবস্থার মত অতি সহজ উপায়েই নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। দধ্মা অর্থাৎ ‘নীরব মন্দির’ নামে তাঁহাদের সংকারের স্থানে গর্ভের উপর লোহার ঝাঁজ পাতা আছে। পারসীরা তাহাতে মৃতদেহ শোয়াইয়া আসেন। ক্রমে রৌদ্রে ও শিশিরে শরীর গলিয়া আসে এবং কাকে ও শকুনীতে মাংস খাইয়া ফেলে। শেষে দেহের অস্থিগুলি খসিয়া খসিয়া নীচের গর্ভের ভিতরে পড়ে। তখন সেই হাড়-গুলি কুড়াইয়া গোর দেওয়া হয়।

সাইবিরিয়ার দক্ষিণ পূর্ব দিকে কামস্কাটকা উপ-দ্বীপ। ঐ উপদ্বীপে কামস্কাডেল্ নামে এক প্রকার অসভ্য জাতি আছে। ইহারা মৃতদেহ পোড়ায় না, পুতিয়াও ফেলে না,—কুকুরকে খাইতে দেয়। মৃতদেহ খাইতে দিবে বলিয়া তাহারা ঘরে ঘরে কুকুর পুসিয়া রাখে। কামস্কাডেলদের ধারণা এই, মৃতশরীর কুকুরে খাইলে প্রেতাশ্মা পরলোকে গিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল-যাপন করে। ঐ জাতির কুকুরের একটা আশ্চর্য গুণ আছে। তাহারা ডাকিতে পারে না, একেবারে ডাকিতে জানে না; কিন্তু মানুষের অনেক কাজে লাগে।

কুকুর পরকালের সহায়, এ বিশ্বাস অনেক জাতিই করিয়া থাকে। গারো জাতি মৃতদেহ সংকারের সময়ে কুকুর বলি দেয়। চিংমাং পর্কত গারোদের প্রেতপুরি। কুকুর বলি দিলে তাহার আত্মা মৃতব্যক্তিকে পথ দেখাইয়া প্রেতলোকে লইয়া যায়। তজ্জন্ত তাহারা সং-কারের সময়ে কুকুর কাটিয়া থাকে। গ্রিন্‌লাণ্ড-বাসীদের মধ্যেও কতকটা এই রূপ নিয়ম চলিত আছে। ছোট ছেলের মৃত্যু হইলে প্রেতলোকের পথ দেখাইয়া দিবে বলিয়া তাহারা মৃতদেহের সঙ্গে কুকুর পুতিয়া রাখে।

কুকুর প্রেতলোকের পথ দেখাইতে পারে, কেবল অসভ্য লোকেরাই এ বিশ্বাস করে না; প্রাচীন আর্য্যদেরও ঠিক এই রূপ ধারণা ছিল। আর্য্যেরা

অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে যমের কুকুর দুইটিকে প্রেতা-
স্মার কাছে দিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেন।
(১)। যুদ্ধির সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন। একটি
কুকুর তাহার আগে আগে গিয়া স্বর্গের পথ দেখাইয়া
দিয়াছিল। প্রাচীন গ্রিকরাও এই রূপ বিশ্বাস করিতেন
বে, প্রেতলোকের দ্বারে কার্কেরস্ নামে একটি কুকুর
আছে। উহার তিনটি মাথা এবং সর্পের কেশর ও সর্পের
লাঙ্গুল। কার্কেরস্ দিবারাত্র স্বর্গের দ্বার চোকা দিতেছে।
প্রেতাশ্মারা তাহাকে মধুর পিঠা খাইতে দিলে তবে
সে স্বর্গের পথ ছাড়িয়া দেয়।

কুকুর প্রেতলোকের পথ দেখাইতে পারে, এ রূপ
বিশ্বাস করিবার কারণ কি, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠা
কঠিন। কিন্তু এটি মানুষের অসভ্যাবস্থার ধারণা তাহা
ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছে। বনবাসীরা মৃগয়া করিয়া
জীবিকা নির্বাহ করে। শিকারীদের সঙ্গে কুকুর থাকে।
কুকুর তাহাদের সঙ্গে সহচর, মৃগয়ার সহায়, বিপত্তি-
কালের রক্ষাকর্তা। সাঁওতাল, ধাঙ্গড় এবং অসভ্য
পাহাড়ী লোকেরা আপন আপন কাজে যায়; তাহাদের
কুকুর, বাটী ও ছুতপোষ্য শিশুকে রক্ষা করে। স্ত্রীরা
এই সকল দেখিয়া অজ্ঞ লোকের মনে ধারণা হইয়া
থাকিবে যে, কুকুর এ সংসারে মানুষের বিস্তর কাজে
লাগিতেছে, তবে পরকালেও অবশ্য কোন উপকারে
আসিতে পারে। প্রেতপুরে থাইবার জন্য মৃতদেহের
সঙ্গে কেহ চাউল দেয়, কেহ মদ্য ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী
দেয়; আমরা পিণ্ডদান করি; অসভ্য লোকেরাও তজ্রপ
প্রেতলোকের পথ চিনাইয়া দিবে বলিয়া সঙ্গে কুকুর
দেয়। আর্থোরা যখন অসভ্য ছিলেন, সে সময়ে তাহারাও
গারোদের মত বিশ্বাস করিতেন যে, কুকুর প্রেতপুরের
পথ দেখাইয়া দিতে পারে। পরে সেই সংস্কার বংশপর-
ম্পরায় বৈদিক কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল।

মানুষ মরিলে ভূত হয়। কাজেই ভূতের শাস্তির
নিমিত্ত অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বিস্তর অঙ্গ বাড়িয়া গিয়াছে।
পূর্বকালের মিশরবাসীরা মৃতদেহকে পুনঃ পুনঃ ঘুরাইয়া

বাটীর বাহির করিত। কারণ, মৃতদেহ ঘুরাইলে প্রেত-
টারও মাথা ঘুরিয়া উঠে, কাজেই সে পথ চিনিয়া
বাটীতে ফিরিয়া আসিতে পারে না। ব্রহ্মদেশের
করেন্ জাতিরা মৃতব্যক্তির প্রেতাশ্মাকে অতিশয় ভয়
করে। সংস্কারের পূর্বে তাহারা মশাল কিম্বা বাতি
জালিয়া লয়। পরে, সেই জলন্ত বাতি পরিবর্তন করিতে
করিতে মৃতদেহকে বেড়িয়া উল্টা দিকে প্রদক্ষিণ করে।
শেষে প্রেতাশ্মাকে বলে,—‘তুমি বাটী হইতে যাও,
আমাদের অনিষ্ট করিও না’। কিন্তু ইহাতেও ভূতের
আশঙ্কা একেবারে দূর হয় না। তাই, কোন গ্রামের
ভিতরে মানুষ মরিলে তাহারা সেই গ্রামখানি পোড়া-
ইয়া ফেলে। শ্রাম এবং গ্রিনলাওবাসীদের বিশ্বাস এই,
মৃতদেহকে যে পথ দিয়া বাটীর বাহির করা যায়, তাহার
প্রেতাশ্মা সেই পথ দিয়া পুনর্বার বাটীতে প্রবেশ করে।
তজ্জন্ত শ্রামবাসীরা বাটী হইতে শব বাহির করিবার
সময়ে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া একটি নূতন দ্বার করিয়া লয়,
পরে সেই দ্বার আবার গাথিয়া দেয়। গ্রিনলাওবাসীরা
জানালা দিয়া শব বাহির করে। সাইবিরিয়ার লোকে
মৃতদেহ বাটীর বাহির করিবার সময়ে তাহাতে গরম
চিল ছুড়িয়া মারে। অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা মৃতদেহের নখ
তুলিয়া ফেলিয়া হাত পা বাধিয়া দেয়। কাজেই, প্রেতা-
শ্মাটা আর মাটি আঁচড়াইয়া বৃকে হাঁটিতে হাঁটিতে বাটী
আসিতে পারে না।

পূর্বকালে কোন কোন দেশের লোক মৃতদেহ
পোড়াইত না, পুতিয়াও ফেলিত না; কামান্কাডেলরা
মৃতশরীর কুকুরকে খাইতে দেয়, কিন্তু প্রাচীন শকদের
মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় মৃতদেহ আপনাই খাইয়া
ফেলিত। সে কালে দেহোমী প্রদেশেও এই কুৎসিত
আচার চলিত ছিল। কাহারও মৃত্যু হইলে কুলপুরোহিত
আসিয়া তাহার নাংস পোড়াইয়া খাইতেন। পূর্বে
ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলের কোন কোন অসভ্য জাতিরা
আত্মীয় স্বজন মরিলে তাহার মাংস পোড়াইয়া ভক্তি-
পূর্বক ভোজন করিত।

মহাভারতে দেখা যায়, পাণ্ডবেরা আপনাদের অস্ত্র-
শস্ত্র কাপড়ে জড়াইয়া একটি শমী গাছে ঝুলাইয়া রাখি-
য়াছিলেন। রাখিয়া তাহারা সকলের কাছে এই রূপ
রটনা করিয়া দিলেন যে, শমীবৃক্ষের উপরে শব ঝুলা
থাকিল। তাই লোকে জানিত, গাছে শব ঝুলা
আছে, তজ্জন্ত ধর্ম্মবানাদি কেহ চূরি করে নাই। বোধ

(১) যৌতে যানৌ যম রক্ষিত্যৌ চতুরঙ্গৌ পথিরক্ষৌ নৃচক্ষসা।

তাভ্যাং রাজন্ পরিদেহোনঃ স্বস্তি চান্মা অননীষক গেহি।

ভৈত্তিরীয় আরণ্যক ৩।১।

হে যমরাজ! চারিচক্ষু বিশিষ্ট তোমার যে দুইটি কুকুর আছে,
যাহারা পথ ও তোমার গৃহ চোকা দেয় এবং যাহাদের হইতে মম-
বোরা দূরে থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে এই প্রেতের কাছে
দাও। এবং তাহাদিগকে দিয়া এই প্রেতকে হৃৎ ও নীরাগে রাখ।

হয়, পূর্বে এ দেশের কোন কোন জাতি গাছে শব বাধিয়া রাখিত, তাই লোকে সে কথা সহজে বিশ্বাস করিয়াছিল। শব বাধিয়া রাখার প্রথা না থাকিলে পাণ্ডবদের কথা কেহ মানিত না, সকলেই উপহাস করিত। শুনিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন কল্চিসের লোকেরা পুরুষের মৃত শরীর গাছে ঝুলাইয়া রাখিত এবং স্ত্রীলোকদিগকে গোর দিত। অতএব, ভারতবর্ষেও তদ্রূপ কোন নিয়ম চলিত ছিল, এমন অসম্ভব করা অসঙ্গত নহে। এরূপ সন্দেহ করিবার আরও একটা কারণ আছে। সমাজে যে কোন নিয়ম অধিক কাল চলিয়া আসে, পরে তাহা একেবারে উঠিয়া গেলেও তবু তাহার কিছু একটু আভাস থাকিয়া যায়। বোধ হয় পূর্বে এদেশে গাছে শব বাধিয়া রাখিবার প্রথা ছিল, তাই বৈদিক সময়ে সায়িক ব্রাহ্মণের অস্থিচয়ন করিয়া তাহা পলাশ কিম্বা শমী গাছে ভুই এক দিন ঝুলাইয়া রাখা হইত।

ভারতবর্ষের পূর্বে অনেক অসভ্য জাতি বাস করে। তাহাদের দেবতা প্রায় এক রূপ; সকলেই বনস্পতি, নদী, পর্বত, ভূত, বায় প্রভৃতির পূজা করে। কিন্তু তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এক প্রকার নয়। খন্দ ও ভিল জাতিরা পুরুষকে দাহ করে এবং স্ত্রীলোককে পুতিয়া ফেলে। নীলগিরির তদা জাতির ব্যবহার ঠিক আমাদের মত। তাহারা শিশুদিগকে গোর দেয়, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীপুরুষকে দাহ করে। হিমালয়ের প্রায় সকল অসভ্য লোকেরা মৃতশরীর পুতিয়া ফেলে।

মৃত ব্যক্তির প্রতি স্নেহ মমতা এবং ভক্তি হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনেক ধুমধাম এবং আড়ম্বর বাড়িয়াছে। তাহার উপর আবার প্রেতলোকের প্রতি বিশ্বাস আছে। মানুষ মরিলে কি হয়, এসমস্তার মর্ম্ম যে জাতি যেমন বুঝিয়াছিল, প্রেতাচার স্বথস্বচ্ছন্দতা এবং সঙ্গতির নিমিত্ত তাহারা সেই রূপ এক একটা কাজের নিয়ম করিয়া গিয়াছে। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে পাক করিবার পাত্র, নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য, বসন ভূষণ এবং ধনুর্বাণ দেয়। প্রেতলোকে দীর্ঘকাল থাকিতে হইবে, কাজেই পরিধানের মৃগচর্ম্ম ছিঁড়িয়া গেলে তালী দেওয়া চাই, তজ্জন্ত তাহারা অতিরিক্ত কিছু চর্ম্ম গোরের ভিতরে রাখে। আফ্রিকার অন্তর্গত দেহোমীর লোকে মৃত ব্যক্তির কাছে সংবাদ পাঠাইবার জন্ত মধ্যে মধ্যে এক এক জন ক্রীতদাসের

প্রাণ নষ্ট করে। সেই চাকরের আত্মা লোকান্তরে বাটার সমাচার লইয়া যায়। কোন কোন হাফ্‌সী সম্প্রদায় আত্মীয় ব্যক্তির অস্থি রাখিয়া দেয়। ইচ্ছা হইলে তাহারা সেই অস্থির সঙ্গে কথোপকথন করে। অন্মান দীপবাসীরা ভক্তি ও স্নেহ দেখাইবার জন্ত মৃতব্যক্তিদের মুণ্ডে মালা গাঁথিয়া গলায় পরে। ভারতবর্ষের বনবাসী অসভ্য লোকেরা মৃতশরীরের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য এবং বসন ভূষণ পুতিয়া রাখে। আমরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে মৃত ব্যক্তির মুখে পিণ্ডদান করি। শ্রাদ্ধের সময়ে জনপাত্র, ভোজনপাত্র এবং শয্যাাদি উৎসর্গ করিয়া থাকি; তদ্বিন্ন পিতৃলোকের উদ্দেশে তর্পণ এবং পার্শ্বণ শ্রাদ্ধও করি। অতএব, দেশভেদে এবং জাতিভেদে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অর্থুতানগুলি ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু সকলের উদ্দেশ্য এক প্রকার।

সেকালে ওয়েল্‌স্ (Wales) একটা আশ্চর্য্য নিয়ম চলিত ছিল। আমাদের দেশে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ যেমন প্রেতপিণ্ড ভোজন করে, ওয়েল্‌স্ দেশে তদ্রূপ এক সম্প্রদায় পাপভোজী লোক ছিল। কাহাকে গোর দিবার সময়ে তাহারা শবের হাত হইতে একখানি রুটী লইয়া খাইত, তাহাতে প্রেতাচার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যাইত। এই রীতির কতকটা আভাস উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থানে এবং পঞ্জাব ও কশ্মীরাদি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। অশৌচান্তের দিন হিন্দুরা, জনৈক ব্রাহ্মণকে কাঁদা ধূলা মাখাইয়া প্রেত সাজান। পরে পিণ্ডদান হইলে তাহাকে সেই পিণ্ড খাইতে দেন। এই সকল প্রেত ব্রাহ্মণক্রিয়ার শেষে বিলক্ষণ বিদায় পাইয়া থাকে। পূর্ণিমা জেলায় শ্রাদ্ধের দিন একটা কুটার নির্মাণ করা হয়। তাহার ভিতরে নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী দিয়া প্রেতনৈবেদ্য সাজান থাকে। অগ্রদানী ব্রাহ্মণ এবং তাহার স্ত্রী সেই নৈবেদ্য ভোজন করিতে বসিলে গৃহস্থেরা কুটারের দ্বার বন্ধ করিয়া আগুন লাগাইয়া দেয়। তখন অগ্রদানী ব্রাহ্মণ ও তাহার স্ত্রী কোন প্রকারে দ্বার কাটিয়া বাহির হয়।

প্রেতাচার বৈতরণী পার হইবে বলিয়া আমরা গোন্ধ উৎসর্গ করি। পূর্বকালের রুম্ব এবং গ্রিস্ দেশেও কতকটা এই রূপ নিয়ম চলিত ছিল। রুম্ববাসীরা মৃতশরীর পুতিবার সময়ে তাহার হাতে একখানি 'চালান পত্র' লিখিয়া দিতেন। প্রেতাচার সেই চালান পত্র পিতরকে (Peter) দেখাইলে আমাদের স্বর্গ

উঠিতে পারিত। গ্রিকরা মৃতদেহকে স্নান করাইয়া সর্কাদ্রে স্নগন্ধাদি মাখাইয়া দিতেন। তাহার পর উত্তম বস্ত্রালঙ্কার, মাথায় ফুলের মালা, ফুলের মুকুট পরাইয়া তাহাকে নূন শয্যায় শোয়াইয়া রাখিতেন। গ্রিকদের বৈতরণীর নাম ‘আচরণ নদ’ (২)। বৃদ্ধ চারণ দেবতা সেই নদের কর্ণধার। প্রেতাঙ্গারা সেইখানে গিয়া চারণ দেবতার হাতে এক একটা রূপার মুদ্রা দিলে তিনি তাহাদিগকে আচরণ নদ পার করিয়া দিতেন। কিন্তু পাবের মূল্য দিতে না পারিলে দুর্ভাগ্য প্রেতাঙ্গারা জলের ধারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইত। পাছে আচরণ নদের কাছে আসিয়া কোন বিষ ঘটে কিম্বা কার্কেরস্ কুকুর প্রেতপুত্রির দ্বার ছাড়িয়া না দেয়, তজ্জন্ত গ্রিকদের স্ত্রীলোকেরা আসিয়া মৃতদেহের মুখে একটা রূপার মুদ্রা এবং একখানি মধুর পিঠা রাখিয়া দিতেন। তাহার পর পুরমহিলারা মৃতশব্দের চারিদিকে বসিয়া কাঁদিতেন থাকিতেন; কাঁদিতে কাঁদিতে আপনাদের বস্ত্র ও কেশ ছিঁড়িতেন।

গ্রিকরা মৃত্যুর দিনেই অস্তোষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন না। তাঁহারা, তৃতীয় দিবসে মাটির কফনের ভিতর শব রাখিয়া নগরের বাহিরে তাহা পুতিয়া আসিতেন। গোরস্থানে গেলে সকলকেই স্নান করিতে হইত। স্নান না করিলে কেহ দেবালয়ে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। তৃতীয়, নবম এবং ত্রিংশৎ দিবসে পিণ্ডদান করা হইত। রোমকেরা মৃতদেহ পাড়াইতেন। আমরা সংস্কারের পর স্নান করি এবং অগ্নিস্পর্শ করিয়া থাকি। রোমকেরা মৃতদেহ দাহ করিয়া জলস্পর্শ করিলে কিম্বা অগ্নি মাড়াইলেই শুদ্ধ হইতেন। নবম দিবসে ইহীদের

(২) থেম্পুসিয়ার মধ্যে একটা আচরণ নদ আছে। ইহা আচাকসিয়া হ্রদের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আয়োনিয়ান সাগরে পড়িয়াছে। এলিন্ প্রদেশেও আর একটা আচরণ নদ আছে। ইহার বর্তমান নাম সাকুটো। পৌষেনীয়া বলেন যে, মহাকাবি হোমর থেম্পুসিয়ার আচরণ নদেরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের বৈতরণী নদীর জল দুর্গন্ধ এবং উষ্ণ, সর্পদাই টপ্ বগ্ করিয়া স্রুটিতেছে; এবং তাহা শোণিত ও অস্থিকেশে পরিপূর্ণ। গ্রিকদের আচরণ নদের জল কৃষ্ণবর্ণ, তিক্ত এবং সর্পিদাই তাহাতে বাষ্প উঠিতেছে।

চারণ দেবতা নিরানন্দ, মুখে হাসি নাই; সর্পিদাই তিনি শোকগন্তীর ভাবে নিস্তব্ধ আছেন। মুখে ছিন্ন ভিন্ন দাড়ী কুলিতেছে, মাথার কেশ শুষ্ক; পশ্চিমানের বস্ত্র মলিন ও জীর্ণ। ইট্রুস্কানের স্তন্যে চারণদেবতার হাতে হাড়ুড়ী আছে।

অর্শোচাস্ত হইত। সে কালে গ্রিক এবং রোমকেরা মৃতদেহকে যে রূপে সাজাইয়া পথে বাহির করিতেন, এখনও ভারতবর্ষের শিংশানী প্রভৃতি কোন কোন জাতি মৃতদেহকে উত্তম বেশ ভূষা পরাইয়া বাজনা বাজাইতে বাজাইতে পথ দিয়া চলিয়া যান।

পূর্বকালের মিশরবাসীদের অস্তোষ্টি ক্রিয়া কিছু অভূত রকম ছিল। তাঁহারা মৃতদেহ পাড়াইয়া কিম্বা পুতিয়া নষ্ট করিতেন না। নানা প্রকার মসলায় শরীর পাক করিয়া সর্কাদ্রে কাপড় জড়াইয়া রাখিতেন। তাহাতে কোনখানের একটু মাংসও গলিয়া যাইত না, একখানি হাড়ও থসিয়া পড়িত না। মিশরবাসীদের এই রূপ বিশ্বাস ছিল যে,—শরীর, আত্মা, জ্ঞান এবং আকার (কা) লইয়া মানুষের জীবন। এইগুলি পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পড়িলে মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পরে জ্ঞান ইত্যন্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, আত্মা অধোলোকে গিয়া নানা প্রকার কষ্ট সহ করে, তদ্বারা তাহার ধর্মনিষ্ঠতার পরীক্ষা হয়। অবশেষে, কোথাও তিন হাজার, কোন খানে বা দশ হাজার বৎসরের পরে পুনর্বার সেই জ্ঞান ও আত্মা পূর্বশরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু শরীর নষ্ট হইয়া গেলে আর তাহারা প্রবেশ করিতে পারে না। সে কারণ মিশরবাসীরা যত্নপূর্বক মৃতদেহ রক্ষা করিয়া রাখিতেন।

মৃতদেহ প্রস্তুত করিয়া দিবার নিমিত্ত সে কালে মিশরে প্রায় ৭০০।৮০০ কারিকর ছিল। কেহ নাড়ী-ভুঁড়ী বাহির করিয়া দিত, কেহ ক্ষার জলে শরীর ভিজাইত, কেহ ঔষধ পূরিত, কেহ বারঙ করিত। মিশরে পুরুষ মরিলে মৃতদেহকে তৎক্ষণাৎ কারিকরদের কাছে দেওয়া হইত। স্ত্রীলোক মরিলে মড়াটা কিছু দিন ঘরে পড়িয়া থাকিত। মৃত শরীর কি রূপে রক্ষা করিতে হয়, হিরোডোটস্ এবং ডায়োডোরস তাহার বিশেষ অহুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে, ধনবান্ ব্যক্তির দেহ যে প্রণালীতে প্রস্তুত করা হইত তাহার বায় অনেক। এক একটা শরীর মসলা দিয়া পাক করিতে ও সাজাইতে অনূন ৭২৫০ সাত হাজার ছই শত পঞ্চাশ টাকা খরচ পড়িত। ইজিপ্তে মুর্দারক্ষাসের মত এক প্রকার নীচ জাতীয় কারিকর ছিল। তাহারা মৃতদেহের বাম দিকের পাঁজরার নিম্নে চিরিয়া পেটের নাড়ীভুঁড়ী বাহির করিয়া দিত। আর এক সম্প্রদায়ের মুর্দারক্ষাস বুক চিরিয়া ফুস্ফুস ও হৃৎপিণ্ড

বাহির করিত। তৃতীয় সম্প্রদায়ের লোক নাকের ভিতর দিয়া বক্স লোহার শলা পুরিয়া মস্তিষ্ক বাহির করিয়া আনিত। শেষে পিচ্কারীর ভিতরে তালের তাড়ী পুরিয়া উদর, বক্ষঃস্থল এবং মস্তক পুনঃ পুনঃ ধুইয়া ফেলিলে কোথাও আর গলিত দ্রব্য পড়িয়া থাকিত না। তাহার পর পেটের মধ্যে হিরাবোল প্রভৃতি মসলা পুরিয়া উপরের চর্ম সেলাই করা হইলে, অল্প কারিকরের কাছে সেই দেহ পাঠাইতে হইত। মৃতদেহ কাটিতে নাই, তাহাতে আঘাতও করিতে নাই, তজ্জন্ত এই সকল প্রক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া গেলে মৃত ব্যক্তির বন্ধুবান্ধবেরা কপট রাগ দেখাইয়া মর্দারফরাসদিগকে ঢিল ছুড়িয়া মারিত।

অল্প মস্তিষ্ক প্রভৃতি পরিষ্কার করিতে প্রায় ১৬। ১৭ দিন লাগিত। তাহার পর ক্ষার কৰ্ম্ম। এই কাজ অল্প এক সম্প্রদায়ের হাতে ছিল। কারিকরেরা ক্ষার জলে ১৯। ২০ দিন মৃতদেহ ভিজাইয়া রাখিত। মিশরের অনেক মৃতদেহের মাংস নিটোল দেখা যায়। তাহার কারণ এই, কারিকরেরা নানা প্রকার ঔষধ পিচ্কারী-দ্বারা শিরার ভিতরে পুরিয়া দিত, তাই কোন স্থান চূপদিয়া যাইত না। এই সকল প্রক্রিয়া শেষ হইয়া গেলে নিম্নশ্রেণীর এক সম্প্রদায় পুরোহিত সেই শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কাপড় জড়াইয়া দিতেন।



মিশরের রক্ষিত মৃতদেহকে মমী কহে। এখানে ছইটী মমীর চিত্র দেওয়া গেল।

মিশরের এক একটী মৃতদেহ হইতে ৪ ইঞ্চি চোড়া এবং ২৫০০ হাত লম্বা কাপড় বাহির হইয়াছে। কথিত আছে, মরিয়া গেলে মৃতদেহে জড়াইবার নিমিত্ত কাপড় লাগিবে বলিয়া সকল লোকেই জীবদ্দশায় আপন আপন জীর্ণ বস্ত্র সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। হিরো-

ডোটস্ লিখিয়াছেন যে, মৃত শরীরে মসলা পুরিতে এবং বস্ত্র দিয়া জড়াইতে প্রায় ৩৪। ৩৫ দিন লাগিত। অতএব ৭০। ৭২ দিনের কমে কোন শরীর প্রস্তুত করা হইত না।

দ্বিতীয় উপায় অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুলভ। ইহাতে ২৪৩০ টাকার অধিক ব্যয় পড়িত না। কারিকরেরা পেটের ভিতরে মসলা না দিয়া কেবল আলকাতরার পরিপূর্ণ করিত। তাহার পর ক্ষার জলে ভিজাইয়া রাখিলে ভিতরের সমস্ত গলিত পদার্থ আপনি বাহির হইয়া যাইত।

দরিদ্র লোকের অর্থ নাই। কাজেই নির্ধন ব্যক্তির শরীরের নাড়ীতুঁড়ী প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া তাহা ক্ষার জলে ডুবাইয়া রাখা হইত। তাহার পর সর্বাঙ্গে কাপড় জড়াইয়া দিলে আর তাহা নষ্ট হইয়া যাইত না। এই রূপে মৃতদেহ প্রস্তুত করা হইলে পুরোহিতেরা তাহা সিন্ধুকের ভিতরে রাখিয়া গোর দিতেন।

ইথিওপিয়া, পারস্য, কেনারীদ্বীপ, আসিরিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি অনেক দেশে মৃতদেহ রক্ষা করার প্রথা চলিত ছিল। কিন্তু মিশরের মত এত আড়ম্বর আর কোথাও দেখা যায় না। পারস্যের লোকেরা কেবল মোম দিয়া মৃতদেহ রক্ষা করিতেন। আসিরিয়ার লোকে মধু দিয়া রাখিতেন, তাহাতে মৃত শরীর পচিয়া যাইত না। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর তাঁহার শরীর মধু ও মোম দিয়া রক্ষা করা হইয়াছিল। এখনও অধিক দূরে মৃতদেহ লইয়া যাইতে হইলে নানা প্রকার মসলা দিয়া তাহা রক্ষা করিতে হয়। অন্দামানদ্বীপে শের-আলী, লর্ড মেওর প্রাণবধ করিলে তাঁহার শরীর অধিক দিন রাখিবার জন্ত চিকিৎসকেরা তাহা, বায়ী-তৈল, মোম, সূরা, কপূর, সিনেবার, সোরা প্রভৃতি অনেক দ্রব্য ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন।

সে কালে ভারতবর্ষে সার্বিক ব্রাহ্মণদের যে রূপ অস্ত্যোষ্টি ক্রিমার প্রথা ছিল, এখন আর তাহার কিছুই নাই। বৈদিক সময়ে গঙ্গাবাত্তা ছিল না, কেহ আপনার গৃহ ছাড়িয়া স্থানান্তরে মরিতে যাইতেন না। পরিবার ও আত্মীয়বর্গে বেষ্টিত হইয়া সকলেই আপন আপন বাটীতে প্রাণত্যাগ করিতেন। মৃত্যুর পরেই প্রথমে একটী হোম করা হইত। বোধায়ন ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, মৃতব্যক্তির দক্ষিণহস্ত স্পর্শ করিয়া গার্হপত্য অগ্নিতে চারিবার আহুতি দিবে। কিন্তু ভরদ্বাজ, আব্রহ্মণীয়

অগ্নিতে হোম করিতে বলেন। এদিকে আশ্বলায়নীয় স্বত্রে দেখা যায় যে, পিতৃমেধের প্রথম হোম এ সময়ে না করিলেও চলে।

হোম সান্ন হইল, তাহার পর গৃহ হইতে জনের মত বিদায়ের ব্যবস্থা,—বন্ধুবান্ধবেরা যজ্ঞডুমুর কাঠে একখানি খাট নির্মাণ করিলেন। খাট নির্মাণ করিয়া তাহাতে কৃষ্ণসারচর্ম বিছাইলেন। চর্মখানির লোমের পৃষ্ঠ নিম্ন দিকে উল্টান থাকিত। আত্মীয় স্বজন আসিয়া শবেব মাথা দক্ষিণদিকে রাখিয়া তাহাকে চিত করিয়া খাটের উপরে শোয়াইলেন। মৃতব্যক্তির পুত্র, শবকে একখানি নূতন কাপড় পরাইলেন এবং উপরে ঢিলা-যুক্ত আর একখানি নূতন কাপড় ঢাকা দিলেন (৩)। পুত্র না থাকিলে সহোদর কিম্বা কোন নিকট জ্ঞাতিকে এই কাজ করিতে হইত।

এখন ব্রাহ্মণের মড়া শূদ্রে স্পর্শ করিতে পারে না। মনু(৪) প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা তাহার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পূর্বে এ নিয়ম চলিত ছিল না। ব্রাহ্মণ মরিলে বাটীর চাকরেরা মৃতদেহ স্পর্শানে লইয়া যাইত। কিন্তু মনুষ্য দ্বারা শব লইয়া যাইতে অসুবিধা হইলে গোবৃক্স গাড়ীতে মৃতদেহ বহন করার প্রথা ছিল (৫)।

স্পর্শানে যাইবার সময়ে পথে তিনবার মৃতদেহ নামাইতে হইত। শব নামাইয়া সহগামীরা তিনটা মন্ত্র পাঠ করিতেন। এই মন্ত্র দেগিয়া স্পষ্টই জানা যায়, আর্যেরা প্রেতলোকের পথ চিনিবার নিমিত্ত অনেকটা চিন্তা করিতেন, তাঁহারা পথের সহচর খুঁজিতেন।

(৩) ইদং হা বস্ত্রং প্রথমং দাগন্। অগ্নৈতদুহ যদিহাবিভঃ পুরা। (তৈত্তিরীয় আ. ৬।১।) এই বস্ত্র তোমার কাছে প্রথম আহুক। তুমি পূর্বের যে বস্ত্র পরিয়া আছ, তাহা ত্যাগ কর।

(৪) ন বিপ্রং শ্বেষ্ তিষ্ঠৎস্ব মৃতং শূজেণ নায়তেৎ।

অস্বর্গা হাহতিঃ সা স্ত্রাক্ষুঃসংস্পর্শদুযিতা। মনু ৫।১০৪।

ব্রাহ্মণদির স্বজাতি থাকিতে শূদ্র দ্বারা মৃতদেহ বহাইবে না। কারণ শূদ্র স্পর্শ করিলে সেই আহুতিদ্বারা তিনি স্বর্গ লাভ করিতে পারেন না।

বিষ্ণু যম প্রভৃতি অন্যান্য দ্যুতিকারদের পুস্তকেও এই রূপ নিষেধ আছে।

(৫) ইমৌ যুনজ্জি তে বহ্নী অহ্ননীথায় বোচবে। যাত্যাং যমস্ত সাদনং স্কৃতাক্ষণি গচ্ছতাৎ। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৬।১।৪। তোমাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আমি এই দুইটা বৃষকে গাড়ীতে বুদ্ধি দিতেছি। ইহারা তোমাকে যমের আলয়ে এবং পুণ্যাস্থানের স্থানে লইয়া যাইবে।

একটা মন্ত্বে লেখা আছে,—‘পূষা পথ উত্তম রূপে জানেন, তোমাকে বহন করিবার নিমিত্ত তাঁহার অশিক্ষিত শাস্ত্র পণ্ড আছে, তিনি ভুবনের রক্ষাকর্তা; তিনি এখন হইতে তোমাকে পিতৃলোকে লইয়া যাউন। এবং অগ্নি তোমার সকল পুণ্যকর্ম জানেন, তিনি তোমাকে লইয়া যাউন (৬)।

বঙ্গদেশে এখন শব নামাইবার প্রথা নাই। ইহাকে সকলেই ভয় করিয়া চলেন। লোকের বিশ্বাস এই যে, পথে মড়া নামাইলে গ্রামে মহামারী হয়। তজ্জন্তু দৈবাৎ কেহ মড়া নামাইলে কিম্বা মৃতদেহ ছিঁড়িয়া পড়িলে গৃহস্থেরা দ্বারে দ্বারে সাতটা গেটে কড়ী এবং সাত কলসী জল ঢালিয়া দেয়।

আর্যেরা মৃতদেহের সঙ্গে স্পর্শানে একটা গোরু লইয়া যাইতেন। ঐ গোরুর নাম অমৃতরগী বা রাজগবী। বৃদ্ধ গোরু পাইলেই ভাল হইত। তাহা না मिलিলে, যে গোরুর লোম, চক্ষু কিম্বা খুর কাগ তাহাতেও কাজ চলিত। গোরুর অভাবে কেহ কেহ কৃষ্ণবর্ণ তরুণ ছাগলও লইয়া যাইতেন।

স্পর্শানে গিয়া বন্ধুবান্ধবেরা আগে চিতার গর্ত কাটিতেন। গর্তটা বার অনুলি গভীর, পাঁচ প্রাদেশ প্রশস্ত এবং মৃতব্যক্তি মাথার দিকে সোজা করিয়া হাত ছড়াইলে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল হইতে হাতের তর্জনী পর্য্যন্ত যত লম্বা হয়, গর্তটাও ঠিক তত বড় দীর্ঘ করা হইত। চিলু কাটা হইলে তাহার উপরে সকলে চিতা সাজাইতেন।

তাহার পর শবকে কামাইয়া এবং স্নান করাইয়া চিতার উপরে শোয়ানো হইত। পূর্বে কোন কোন স্থানে একটা আশ্রয় নিয়ম চলিত ছিল। উদরে মল-মূত্র থাকে। মানুষ মরিয়া পিতৃলোকে যান। কিন্তু মল-মূত্র লইয়া পুণ্যস্থানে যাওয়া কর্তব্য নয়, তাই কেহ কেহ নাড়ী ভুঁড়ী বাহির করিয়া উদর ঘুতে পরিপূর্ণ করিতেন।

এই সকল প্রক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া গেলে মন্ত্রপাঠ পূর্বক রাজগবীকে বধ করা হইত। গোরুটা কি রূপে বধ করা হইত, তাহার কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু একরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে যে, তাহার পা হইতে মাথা

(৬) পূষা শ্বেতশ্যাবরজুঃ অধিহাননষ্টপশুভূবনস্ত গোপাঃ। স তৈত্তেভ্যাঃ পরিদদাৎ পিতৃভ্যোহগ্নির্দেবেভ্যাঃ হবির্দ্রজ্ঞেভ্যাঃ। (তৈ. আ. ৬।১।৫)।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মন্ত্রের মর্মও আর এই রূপ।

পর্যন্ত সমগ্র চর্মখানি খুলিয়া শবের উপরে ঢাকা দেওয়া চাই (৭)। সেকারণ বোধ হইতেছে, এখন আমরা ছাগ মেঘাদি যে রূপে বলি দিই, তাহাতে মাথা পৃথক হইয়া পড়ে। সুতরাং পা হইতে মস্তক পর্যন্ত চর্মখানি সমগ্র থাকে না। অতএব মুসলমানদের মত আর্যেরা রাজগবীকে জবাই করিতেন কিম্বা অল্প কোন প্রকারে মারিতেন, এখন তাহা নিশ্চিত করা কঠিন। (৮)

তাহার পর যজ্ঞীয় পাত্র গুলি শবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর সাজান হইত। দধি এবং দ্ব্যতপূর্ণ অগ্নিহোত্রহবনী মুখে রাখা হইত; নাকে ঋব; চক্ষুে স্বর্ণ খণ্ড কিম্বা আজ্যক্রম; প্রাশিত্রহরণ কাণে; কপালপাত্র ভাঙ্গিয়া মস্তকের উপরে রাখা হইত; ললাটের উপর এক-কপাল; মস্তকে চমসও দিবার প্রথা ছিল। আখলায়নীয় হুত্রে অল্প প্রকার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। যথা,— দক্ষিণহস্তে জুহু; বাম হস্তে উপভূং; দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষ্য ছুরিকা; বাম ভাগে অগ্নিহোত্রহবনী; দন্তে গ্রাভ্র; মস্তকে কপাল; বক্ষঃস্থলে ঋব; নাসিকায় ঋব; নাসারন্ধ্রে প্রাশিত্রহরণ; উদরে চমস ও পাত্রী; জননেন্দ্রিয়ে শমি; উরুর নিম্নে উহুথল ও মূল; উরুর উপরে অরণি; পায়ে স্বর্ণ।

রাজগবীর মাংসও দেহের স্থানে স্থানে দিবার নিয়ম ছিল। আখলায়ন তাহার এই রূপ ব্যবস্থা করিয়া-

(৭) পুরুষস্ত সযাবধেদধানি মূজ্জমহে। যথা নো অত্র নাপরঃ পুরা জরস অয়তি। তৈ. আ. ৬। ১। ২। ১০।

পুরুষস্ত সযাবরি বি তে প্রাণমসিস্রসং। শরীরেণ মহীনিহি স্বধ-
য়েহি পিতৃমূপ প্রজয়াহ্মানিহাবহ। ৬। ১। ২। ১১।

মৈবং মাংস্তা প্রিয়েহং দেবী সত্যী পিতৃলোকং যদেধি। বিশ্ববারা
নস্তস্য সংব্যরস্ত্যভৌ নো লোকো পয়স্য হভ্যাববুৎস্ব। ৬। ১। ২। ১২।

মৃতব্যক্তির সহগামিনি (রাজগবি) ! আমরা তোমার দ্বারা প্রেতাচার্য্যর পাপ হইতে এক্ষণে শোধন করিলাম, যেন জরা কিম্বা পুষ্করের অপর কোন পাপ আমাদের কাছে না আসিতে পারে।

হে মৃতব্যক্তির অনুগামিনি ! আমরা তোমার আণকে শিখিল করিয়া দিলাম। তুমি শরীরের দ্বারা ভূমি প্রাপ্ত হও, যথা দ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হও। এই পৃথিবীতে পুত্রাদি সহ আমাদের গকে ক্ষমা কর।

হে শ্রিয়ে (রাজগবি) ! আমি হত হইলাম এমন কথা মনে করিও না। কারণ তুমি দেবী ও সত্যী এবং দ্ব্যলোক দিয়া পিতৃ-
লোকে বাইতেছ। আমাদের গকে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষীরপূর্ণ কর।

(৮) অথেনং চর্মনা সঙ্গীধবালপাদেন উত্তরলোমা প্রোত্রাতি।
(সায়ন, আ. ভাষ্য)।

ছেন যে, গোরুর চৰ্ব্বী মৃতদেহের মাথায় ও চক্ষুে দেওয়া চাই। বৃক্ষ হাতে; হৃদয় বক্ষঃস্থলে; গোরুর মাংস এবং অস্ত্রাত্ত ইন্দ্রিয় শবের অপরাপর অঙ্গে দেওয়া হইত।

রাজগবীকে বধ করিবার সময়ে কোন বিষয় ঘটিলে তাহার সম্মুখের বাম পার খুর ভাঙ্গিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার নিয়ম ছিল। এক্ষণে স্থলে আর্যেরা গোমাংসের অভাবে চাউল কিম্বা যব বাটিয়া তাহাই মৃতদেহের স্থানে স্থানে দিতেন। আবার গোরুর অভাবে শ্মশানে ছাগল লইয়া গেলে তাহাকে বধ করা হইত না। এক গাছী সরু দড়ীতে ছাগলটী চিতার কাঠে বাধা থাকিত। শেষে আঙনে দড়ী পুড়িয়া গেলে সে পলাইয়া যাইত। এই সকল আয়োজন শেষ হইয়া গেলে, মৃত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলে তাহার হাতে এক খণ্ড স্বর্ণ দেওয়া হইত; ক্ষত্রিয়ের হাতে ধনুক, বৈশ্যের হাতে রত্ন। তাহার পর, মৃতপতির বিধবা নারী স্নানাদি করিয়া চিতার উপরে স্বামীর বাম পাশে শুইতেন। কিন্তু আখলায়ন, পতির মস্তকের কাছে শুইতে ব্যবস্থা করিয়া-
ছেন। অগ্নি সমর্পণ করিবার পূর্বে ঋত্বিক, কিম্বা মৃত ব্যক্তির পুত্র, সহোদর অথবা অল্প কোন নিকট কুটুম্ব কাছে আসিয়া বলিতেন,—‘হে প্রেত ? এই নারী পতিলোক কামনা করিয়া তোমার মৃতদেহের কাছে শুইয়া আছেন। তিনি পূর্বে পতিপরায়ণতার কণ্ডবা বন্দু সম্পন্ন করিয়াছেন। তাহাকে ইহলোকে থাকিতে অনুমতি করিয়া প্রজা ও ধন দাও (৯)। অবশেষে মৃত ব্যক্তির কনিষ্ঠ সহোদর, শিষ্য কিম্বা পুরাতন চাকর এই কথা (১০) বলিয়া বিধবা নারীর হস্ত ধরিয়া তুলিয়া আনিতেন। ‘হে নারী ! তুমি মৃত পতির কাছে শুইয়া আছ। তুমি মৃত পতির নিকট হইতে উঠিয়া জীবিত লোকদের কাছে আইস। তোমার যিনি পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে বিবাহ কর’। এই মন্ত্র পাঠ করা হইলে বিধবা নারী পতির হাত হইতে স্বর্ণাদি লইয়া চিতা হইতে উঠিয়া আসিতেন। কিন্তু কোন কোন শাস্ত্রকার বলেন যে, ঋত্বিক কিম্বা মৃত

(৯) ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নিপল্যত উপ ত্বা মর্ত্য প্রেতম্।

বিধং পুরাণমমুপালয়ন্তী তন্ত্বে প্রজাঃ ত্রিবিধক্ষেহ ধেহি।

(১০) উদীৰ্ষ নাথতি জীবলোকমিতাহনেতমুপশেষ এহি।

হস্তগ্রাস্ত দধিযোত্মেনতং পত্ন্যর্জনিম্মমতিসম্বভূব।

ব্যক্তির পুত্র প্রভৃতি সুবর্ণ অথবা ধনুকাদি তুলিয়া লইতেন।

অন্ত্যোক্তি ক্রিয়া উপলক্ষে (১১) 'ইমা নারীরবিধবাঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করার পর সধবা জ্বীলোকেরা অঞ্জন পরিয়া সকলের অগ্রে গৃহে প্রবেশ করিতেন। কিন্তু কোন সময়ের ক্রিয়ায় এই মন্ত্রের প্রয়োগ করা হইত, সে বিষয়ে অনেক মতান্তর দেখা যায়। ত্রিহত এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে যে সকল অগ্নিহোত্রী

(১১) ঋক্ এবং যজুর্বেদে এই মন্ত্রের একটু পাঠান্তর আছে। সায়নাচাৰ্য্যও উভয়ের টীকায় একটু একটু ভেদ করিয়াছেন। তন্ত্রিন্ন বাঙ্গালার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ ঐ বেদ মন্ত্রের ঠিক অর্থ বুঝিতে না পারিয়া পাঠেরও বিস্তর গোল করিয়াছেন। মুদ্রিত পুস্তকে ঋগ্বেদের পাঠ যথা—

ইমা নারীরবিধবাঃ স্থপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিবা সংবিশন্ত।

অনশ্রবো হনমীবাঃ হরত্বারোহন্ত জনয়ো যোনিমগ্রে।

কলিকাতার আর্সিয়াটিক সোসাইটির কোন কোন হস্ত লিখিত পুস্তকে, 'সংবিশন্ত' ইহার স্থানে 'সম্ শস্তাম্', এবং 'হরত্বা' ইহার স্থানে 'হ্রশেবা' এই রূপ পাঠান্তর আছে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ও কোন কোন হস্ত লিখিত পুস্তকে এই রূপ পাঠান্তর দেখিয়াছেন। আবার কয়েকখানি হস্ত লিখিত যজুর্বেদে ঠিক এই রূপ পাঠ দেখা যায়।

ইমা নারীরবিধবাঃ স্থপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিবা সম্ শস্তাম্।

অনশ্রবোহনমীবাঃ হ্রশেবা আরোহন্ত জনয়ো যোনিমগ্রে।

প্রথম যে পাঠটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার ভাষা অমুমরণ শব্দে দেখ। সায়নাচাৰ্য্য যজুর্বেদে ঐ মন্ত্রের এইরূপ টীকা করিয়াছেন,—

'ইমা নারী'—এতাদ্ভিন্নঃ, এই সকল জ্বীলোক। 'অবিধবাঃ'—বৈধবারহিতাঃ, বৈধব্যাশূন্যা। 'স্থপত্নী'—শোভনপাতব্যুতাঃ সত্যঃ, উত্তমপতিযুক্ত হইয়া। 'আঞ্জনেন'—অঞ্জনহেতুনা, অঞ্জনের নিমিত্ত। 'সর্পিবা'—ঘুতহারা। 'সম্ শস্তাম্'—চক্ষুবা সংশ্ৰুত, চক্ষু লিপ্ত করণ। 'অনশ্রবঃ'—অশ্রুহিতাঃ, চক্ষুর জল শূন্য। 'অনমীবাঃ'—রোগ-রহিতাঃ, রোগরহিত। 'হ্রশেবাঃ'—হৃষ্ট, সেবিতুং যোগ্যাঃ, উত্তম রূপে সেবা করিবার যোগ্যা। 'জনয়ো'—জায়া, জায়া। 'অগ্রে'—ইতঃ পরং, ইহার পরে। 'যোনিঃ'—স্বস্থানং, স্বস্থান। 'আরোহন্ত'—প্রাপু নন্ত, প্রাপ্ত হউন।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ভুল ক্রমে যে মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা এই,

ইমা নারীরবিধবাঃ স্থপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিবা সংবিশন্ত।

অনশ্রবোহনমীবাঃ হরত্বা আরোহন্ত জনয়োনিমগ্রে।

আবার, এই মন্ত্রটী সহমরণের অমুকূলে হইবে বলিয়া এ দেশের পণ্ডিতগণ কোলকাতা সাহেবকে যে পাঠ লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা জারও অকৃত। যথা,—

ইমা নারীরবিধবাঃ স্থপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিবা সংবিশন্ত বিভাবহাঃ।

অনশ্রবোহনমীবাঃ হরত্বা আরোহন্ত জনয়োনিমগ্রে।

ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, চিতা হইতে মৃত ব্যক্তির জ্বী উঠিয়া আসিলে এই সকল সধবা নারী তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাটীতে আনিতেন। বৌদ্ধায়ন লিখিয়াছেন,—'স্বীণাম্ অঞ্জলিষু সম্পাতান-বনয়তীমানারীতি'—জ্বীলোকদের হাতে সম্পাত দিবার নিমিত্ত 'ইমা নারী' ইত্যাদি মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। আবার আশ্বলায়নে লিখিত আছে যে,—'ইমা নারীরবিধবাঃ স্থপত্নীরিত্যাজ্জামা ঈক্ষেত'—জ্বীলোকেরা যখন কজ্জল পরিবেন, মৃত ব্যক্তির পুত্রাদি সেই সময়ে তাঁহাদের পানে চাহিয়া 'ইমা নারী' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন।

হুল কথা এই মন্ত্র সহমরণের নয়। কিন্তু সময়-ভেদে এবং বেদের শাখাভেদে উহা নানা প্রকারে প্রযুক্ত হইয়াছিল। অনেকে স্বীকার করেন যে, অশৌ-চাস্তের দিন ক্ষৌরকর্ণের পর জ্বীলোকেরা স্নানাদি করিয়া কজ্জল পরিতেন, সেই সময়ে ঐ মন্ত্র পাঠ করা হইত।

অন্ত্যোক্তির সমস্ত আয়োজন হইলে চিতার অগ্নিকর্ত্তা অগ্নি সমর্পণ করিতেন। তাঁহাকে এই রূপ মন্ত্র পাঠ (১২) করিতে হইত। 'হে অগ্নি! ইহাকে একেবারে দগ্ধ করিয়া ফেলিও না। ইহাকে কষ্ট দিও না, কিম্বা ইহার ঘৃক ও শরীর বিক্লিপ্ত করিও না। হে জাতবেদস! ইহার শরীর পক হইয়া গেলে পিতৃলোকের কাছে ইহার আত্মা লইয়া যাও'।

'হে প্রেত! তোমার চক্ষু হৃদ্যে প্রবেশ করুক; বায়ুতে তোমার আত্মা যাউক; তুমি আপনার ধর্ম্মাঙ্ক-সারে পৃথিবীতে, ছালোকে, অথবা জলে, যেখানে তোমার হিত হয় সেইখানে যাও; সেইখানে তুমি ওষধি (শস্তাদি) লাভ করিয়া শরীরী হইয়া থাক'।

আর্য্যোরাষ্ট্রধমে মৃতদেহকে গোর দিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরে তাঁহারা দেখিলেন যে, অগ্নিই সকলের প্রধান উপাস্ত দেবতা; অতএব প্রাণান্তে অগ্নিতে দেহ সমর্পণ করিলে এই পঞ্চভূতাত্মক শরীর শীঘ্রই পঞ্চভূতে মিশিতে পারে। উপরের উদ্ধৃত মন্ত্র তাহার একটী প্রমাণ। অস্থি সমাহিত করিবার সময়ও যে মন্ত্র পাঠ করিতে হইত, তাহাতেও স্পষ্ট বুঝা যায়

(১২) মৈনমগ্রে বিদহো মাহতিশোচো মাহন্ত স্বচং চিক্খিপো মা শরীরম্। যদা শূতং করবো জাতবেদোহবেদেনং অহিগুতাং পিতৃভ্যাঃ। হৃদ্যাং তে চক্ষুর্গজ্জু বাতমাস্মা দ্যাক গজ্জ পৃথিবীক ধর্ম্মনা। আপো বা গজ্জ যদি তত্র তে হিতমোষবিষু প্রতিতিষ্ঠা শরীরেঃ।

বে, পঞ্চভূতে শরীর সহজে মিশাইয়া দিবার জন্য আর্যেরা বিশেষ যত্ন করিতেন। যথা—পৃথিবীতে যাও অস্তরিক্কে যাও, ছালোকে যাও, চারিদিকে যাও, স্বর্গে, যাও। স্বর্গে যাও, চারি দিকে যাও, ছালোকে যাও, অস্তরিক্কে যাও, পৃথিবীতে যাও, কিম্বা জলে যাও, যেখানে তোমার মঙ্গল হইবে, সেইখানে তুমি শরীরী হইয়া শস্তাদিতে স্নেহে থাকিবে (১৩)।

মৃতদেহ দগ্ধ হইলে অগ্নিদাতা চিতার উত্তর দিকে তিনটা গর্ত কাটিয়া তাহার চারিদিকে প্রস্তর ও বালি সাজাইতেন। পরে সেই তিনটা কর্ণ অযুগ্ম কলসীর জলে পরিপূর্ণ করা হইত। সন্দের জ্ঞাতি বন্ধুরা তাহাতে স্নান করিতেন। স্নান করা হইলে দহনকর্তা গর্তের দুইধারে দুইটা পলাশশাখা পুতিয়া তাহাদের অগ্রভাগ দড়ী দ্বারা বাঁধিয়া দিতেন। প্রথমে জ্ঞাতি বন্ধু সকলেই তাহার কাঁক দিয়া গলিয়া যাইতেন, কেবল স্বয়ং অগ্নিদাতাকে সকলের শেষে যাইতে হইত। স্নানাদির পর বাটীতে ফিরিয়া আসিবার দুই প্রকার নিয়ম ছিল। কোথাও, আকাশে তারা উঠিলে সকলে বাটীতে ফিরিয়া আসিতেন; কোন স্থলে সুর্যোদয় না হইলে কেহ ফিরিতেন না। এই প্রথা এখনও অনেক স্থানে চলিত আছে।

তাহার পর অস্থিচয়ন। বাঙ্গালায় আর সাগ্নিক ব্রাহ্মণ নাই, কাজেই এ প্রথা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। কেবল, এদেশে যে সকল মৈথিলী ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাহাদের মধ্যেই অস্থিচয়নের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। সেকালের আর্যেরা, শবদাহের তৃতীয় (১৪) পঙ্কম বা সপ্তম দিবসে চিতার দুগ্ধ ও জল ঢালিয়া বজ্র-ভূমুরের শাখা দিয়া নাড়িতে নাড়িতে অঙ্গার এবং অস্থি-গুলি পৃথক করিয়া ফেঁটিতেন। এই রূপ ধৌত করা হইলে, অঙ্গারগুলি চিতার দক্ষিণদিকে ফেলিয়া দেওয়া হইত। পরে মৃতব্যক্তির বিধবা স্ত্রী আসিয়া একগাছি লাল

(১৩) পৃথিবীং গচ্ছাতরিক্কং গচ্ছ দিবং গচ্ছ দিশো গচ্ছ স্বর্গগচ্ছ।

স্বর্গগচ্ছ দিশোগচ্ছ দিবং গচ্ছাতরিক্কং গচ্ছ পৃথিবীং গচ্ছাপো বা গচ্ছ বদি তত্র তে হিতমৌষধিষু প্রভিভিষ্ঠা শরীরেঃ। তৈ. আ.।

(১৪) এষুদে, অপরেদ্র্যাত্তৃতীয়স্তাং পঞ্চম্যাং সপ্তম্যাং বা অহীনী সন্ধি-
বন্তি, এই রূপ 'তৃতীয়া' 'পঞ্চমী' ইত্যাদি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে প্রযুক্ত হই-
রাছে। অতএব, 'তৃতীয়া দিবস' এরূপ প্রয়োগ কিছুতেই হইতে পারে
না। বোধ হয়, এখানে তৃতীয়াদি ত্রিবিধী প্রস্তুতকারের অভিপ্রেত।
আশ্বলায়ন, কৃৎসন এবং একাদশী, ত্রয়োদশী বা অমাবস্তাতে অস্থিচয়ন
করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। বোধায়নের মতে, তৃতীয়া পঞ্চমী বা
সপ্তমী ত্রিবিধে ঐ কার্য সম্পন্ন করা আবশ্যিক।

ও আর একগাছি নীল স্ততার অগ্রভাগে প্রস্তর বাঁধিয়া
তদ্বারা বাম হাতে অস্থিগুলি তুলিয়া আনিতে। অস্থি
তুলিবার সময়ে তিনি এই রূপ মন্ত্র পাঠ করিতেন,—
(১৫) 'এখান হইতে উদ্ভিত হও। তুমি শরীর ধারণ
কর। এখানে তোমার গাত্রে কিম্বা শরীরের কিছুই
ফেলিয়া রাখিও না। যে স্থলে যাইতে তোমার কামনা
হয় সেইখানে যাও। সবিতা দেব তোমাকে সেইখানে
রাখিয়া দিউন। এই তোমার একখানি অস্থি; তুমি
তৃতীয় অর্থাৎ অস্থিগুলির সঙ্গে মিলিত হইয়া
প্রকাশমান হও। তুমি উৎকৃষ্টস্থানে দেবতাদের প্রিয়
হইয়া থাক'।

অস্থি চয়ন করা হইলে সেগুলি ধৌত করিয়া কুণ্ডের
ভিতরে রাখিতে হইত। কেহ কেহ কক্ষসার চর্শ্মে জড়া-
ইয়া রাখিতেন। ঐ অস্থি সোমযাজীর হইলে জ্ঞাতির
পুনর্কার তাহা পোড়াইতেন। কিন্তু সোমযাজীর অস্থি
না হইলে সে দিন তাহা পলাশ কিম্বা শমী গাছে বুলি-
ইয়া রাখিতেন, পরে সমাহিত করা হইত।

অস্থি সমাহিত করা সে কালের একটা মহা উৎসব
ছিল। অগ্নিদাতা, কুণ্ডের ভিতরে অস্থি, দধি এবং সর্কৌষধি
বাধি দিয়া তাহার উপরে দূরী ঢাকা দিতেন। তাহার
পর একটীস্থান চর্শ্ব কিম্বা শমী বা পলাশ শাখা দিয়া
পরিষ্কার করিয়া লাঙ্গল দ্বারা পূর্বপশ্চিমে লম্বা ছয়টা গর্ত
করিতেন। সেই গর্তের মধ্যস্থলে কুণ্ড পুতিতে হইত।
কুণ্ড পোতা হইলে দাহনকর্তা তাহার উপরে বালি,
প্রস্তর ও ইষ্টক সাজাইয়া দিতেন। মিশরের মেমফিস
প্রভৃতি সমাধিস্থান হইতে নানাপ্রকার শস্ত পাওয়া
গিয়াছে। তিন চারি হাজার বৎসর গত হইল এখনও
সে শস্ত নষ্ট হয় নাই,—রোপণ করিলে তাহাতে গাছ
বাহির হইয়াছে। আর্যেরা সমাধির চারি দিকে কুশ,
তিল এবং ভাজা যব ছড়াইয়া তাহার উপরে নল
খাঁকড়া পুতিয়া দিতেন।

অস্থির সঙ্গে দধি, মধু এবং সর্কৌষধি মিশ্রিত
থাকিত। ইহার কোন গুঢ় কারণ আছে কি বলিতে
পারি না। পূর্বে বলা হইয়াছে, আসিরিয়ান প্রভৃতি

(১৫) উপতিষ্ঠা ২তন্তুদ্বয়ং সম্ভরষ মেহ গাজমবহা মা শরীরম্।
যত্র ভূম্যে বৃশসে তত্র গচ্ছ তত্র বা দেবঃ সবিতা দধাতু। ইদন্ত
একস্মর উত একং তৃতীয়েন জ্যোতিষা সংবিশম। সংবেশনন্তুইবে
চাকরেধি প্রিয়ো দেবানাং পরমে সখ্যে।

দেশের লোক মধু ও মোম দিয়া মৃত শরীর রক্ষা করিতেন। বোধ হয় হিন্দুরাও সেই কৌশল জ্ঞাত ছিলেন, তাই অস্থি রক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণের ভিতরে মধু ও সর্কৌষধি দিতেন [অস্ত্যস্তির অস্ত্রান্ত্র বিবরণ অনুসরণ, অনুমুতা, অশৌচাস্ত্র, কবর, শবদাহ এবং সহমরণ শব্দে দেখ]।

অন্ত্র (ক্লী) অস্ত্যেতে দেহো বধ্যতেহনেন অতি বন্ধনে-করণে ব্রূন। অথবা, অম্যতে হৃষ্টবাতাদিনা শক্যতে রোগ উৎপনাতে ইতি বা অমি-করণে ক্রু ঔণাদিকঃ। *। অমি-চি-মিদি-শসিভ্যঃ ক্রুঃ। উণ্ ৪। ১৬৩। পেটের নাড়ী। ‘নাড়ীভূঁড়ী’ বলিলে, সমস্ত পাকস্থলী এবং অন্ত্রকে বুঝায়। অন্ত্র শব্দের অপভ্রংশে ‘অঁত’। ‘অঁতমরা’, ‘অঁতপোড়া’, ‘অঁতে ঘা’, ‘অঁতে করতাল’ বাঙ্গালার চলিত কথায় এই রূপ সমস্তপদ সন্ধান ব্যবহৃত হয়। ‘অঁতমরা’—অর্থাৎ যে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিতে পায় না, সে কারণ পেট মরিয়া গিয়াছে, আর অধিক খাইতে পারে না। ‘অঁতপোড়া’—যে সময়ে খাইতে পায় না, তজ্জন্ত ক্ষুধা সহ করিয়া পিত্তাদিতে পেট পুড়িয়া গিয়াছে, আর ক্ষুধার উদ্বেগ হয় না। ‘অঁতে ঘা’—অন্ত্র দেহের একটি মর্শস্থান স্বরূপ। সেই মর্শস্থানে আঘাত লাগা। ‘অঁতে করতাল’—বাজাইবার করতাল যেমন পাতলা, ক্ষুধায় উদর তজ্জপ পাতলা হয়। গিয়াছে।

মানুষের অন্ত্র, উদরের দক্ষিণ দিকে পাকস্থলীর দক্ষিণ মুখ হইতে আরম্ভ হইয়া শেষে অনেক ফিরিয়া ঘুরিয়া মলবার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আসিয়াছে। বৈদ্য শাস্ত্রের মতে, পুরুষের অন্ত্র সাড়ে তিন ব্যাম এবং স্ত্রী লোকের অন্ত্র তিন ব্যাম দীর্ঘ। এটা ভুল। মানুষের অন্ত্র আপন আপন হাতের বোল হাত লম্বা। এক এক ব্যামে সাড়ে তিন হাত হয়। অতএব সাড়ে তিন ব্যামে ১২ হাতের কিছু উপর। কাজেই ঠিক হিসাবে প্রায় চারি হাত ভুল হইতেছে। গড় হিসাবে, মানুষের অন্ত্র শরীরের চেয়ে প্রায় ছয় গুণ বড়।

আমরা যে সকল দ্রব্য খাই, তাহা অন্রনালী (oesophagus) দিয়া পাকস্থলীর ভিতরে আসিয়া পড়ে। মানুষের পাকস্থলী দেখিতে প্রায় ভিত্তির মত। কিঞ্চিৎ বামপাশের উপর দিকে উহার একটি মুখ আছে, তাহার নাম হৃদহার (cardiac orifice)। এই মুখ দিয়া ভুক্ত দ্রব্য পাকস্থলীর মধ্যে প্রবেশ করে। পেটের দক্ষিণ

দিকে উহার আর একটি মুখ আছে, তাহার নাম অধোহার (pylorus)। এই অধোহার হইতে অন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে। পাকস্থলীর ভিতর আমরা ভুক্ত দ্রব্য কিছু কিছু পরিপাক হইলে তাহা ক্রমে অন্ত্রের মধ্যে আসিয়া পড়ে। মানুষের পাকস্থলীর মধ্যে একটি বৈ গহ্বর নাই। কিন্তু গোক, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি যে সকল জন্তু জাবর কাটে, তাহাদের পাকস্থলীতে চারিটা করিয়া গহ্বর। উদ্ভিজ্জীবী পশুরা কঠিন দ্রব্য খায়, কাজেই রোমহ না করিলে তৃণাদি ভাল রূপ পরিপাক হয় না, তজ্জন্ত বিধাতা তাহাদের পাকস্থলীতে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ করিয়া দিয়াছেন। ইহার বিবরণ পরে লেখা যাইতেছে।

অন্ত্র ঠিক নলের মত। শৈল্পিক, সিরস্ এবং পেশীর আবরণ দিয়া অন্ত্র গঠিত, তাই দেখিতে খেতবর্ণ। অন্ত্রের উপরে একখানি শাদা পাতলা আবরণ ঢাকা আছে, তাহার নাম অন্ত্রাবরক কিল্লি (peritoneum)। চিকিৎসকেরা কাজের সুবিধার নিমিত্ত প্রথমে সমস্ত অন্ত্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে এক ভাগের নাম কুদ্রান্ত এবং অপর ভাগের নাম বৃহদন্ত্র। মনুষ্য এবং গো মেঘ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জীবী প্রাণীদের কুদ্রান্তের চেয়ে বৃহদন্ত্র কিছু অধিক মোটা, এবং উহার ভিতরের ফাঁকও অপেক্ষাকৃত বড়। কিন্তু সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাদী জন্তুর অন্ত্র প্রায় আগাগোড়া সমান।

কুদ্রান্ত—কুদ্রান্ত প্রায় ২০ ফিট লম্বা। পাকস্থলীর দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ হইয়া অনেক ফিরিয়া ঘুরিয়া দক্ষিণ কক্ষের নিম্নে ইহা শেষ হইয়াছে। কাজের সুবিধার নিমিত্ত ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে পাকস্থলীর কাছে যে অংশ আছে, তাহার নাম দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্র (duodenum); মধ্যস্থলে যে অংশ আছে, তাহার নাম শূন্যন্ত্র (jejunum); এবং দক্ষিণ কক্ষের কাছে যে অংশ আসিয়া বৃহদন্ত্রের সঙ্গে মিশিয়াছে, তাহার নাম জড়িতান্ত্র (ileum)। এই তিনটা অংশ স্পষ্ট করিয়া চিনিয়া দিবার স্বাভাবিক কোন চিহ্ন নাই।

দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্র, পাকস্থলীর দক্ষিণ দিক হইতে ক্রমে বাম দিকে অগ্র বক্র হইয়া আসিয়াছে। ইহা প্রায় বার অঙ্গুলি (৮। ১০ ইঞ্চ) লম্বা, তাই ইহার নাম দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্র। এই অন্ত্রের বক্র প্রদেশের মধ্যস্থলে পিত্ত ও প্যাংক্রিয়েটিক রস নিষ্সৃত হইয়া পড়িতেছে। কুদ্রান্তের বাকি অংশের মধ্যে ২২ ইঞ্চ শূন্যন্ত্র এবং অবশিষ্ট ১৩৮ ইঞ্চ জড়িতান্ত্র।

মৃত্যুর পরে ষাটশাঙ্গুল্যন্তের নিম্নে প্রায় কিছুই থাকে না, তজ্জন্ত ইহাকে শূন্যন্ত্র কহে। শূন্যন্ত্রের নিম্ন-ভাগ অনেক ঘুরিয়া কিরিয়া দক্ষিণ শ্রোণিপ্রদেশের কাছে আসিয়াছে বলিয়া উহার নাম জড়িতান্ত্র।

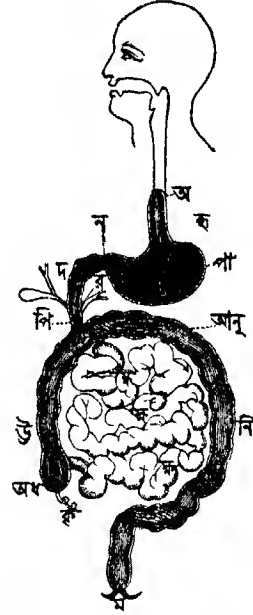
কুদ্রান্ত্র হইতে যে খানে বৃহদন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে, সে খানকার নির্মাণ কৌশল অতি চমৎকার। পাছে নীচের বিষ্ঠাদি উপর দিকে উঠিয়া যায়, তজ্জন্ত বিধাতা এই স্থানে এক প্রকার কপাট (ileo-caecal valve) নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সেই কপাটের গড়ন অতি আশ্চর্য্য। উপরের ভুক্ত দ্রব্য অনায়াসে তাহার ভিতর দিয়া নিম্ন দিকে চলিয়া আসিতে পারে; কিন্তু নীচের কোন দ্রব্য সেই কপাট ঠেলিয়া অন্ত্রের উপরে উঠিতে পারে না। কঠিন টাইফয়েড্ জ্বর হইলে সচরাচর এই অন্ধান্ত্র কপাটের দুই ইঞ্চির মধ্যে প্রায় ছিন্ন হইয়া থাকে। [অস্ত্রজর দেখ]।

ঐ কপাটের কিঞ্চিৎ দূরে বৃহদন্ত্রের গায়ে অন্ধান্ত্র (caecum)। অন্ধান্ত্র হইতে ঠিক কুমির মত একটু উপমাংস (vermiform appendix) বাহির হইয়া আসিয়াছে। ভালুক প্রভৃতি যে সকল জন্তু শীতকালে কিছুই খায় না, কেবল ঘুমাইয়া থাকে, তাহাদের অন্ধান্ত্র নাই। মাংসাপী জন্তুর অন্ধান্ত্র ক্ষুদ্র, কিন্তু গোরু, মহিষ প্রভৃতি যে সকল পশু জাবর কাটে, তাহাদের অন্ধান্ত্র অনেকটা বড়, দেখিতে ঠিক পাকস্থলীর মত। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, অন্ধান্ত্র পরিপাকের একটি প্রধান সহায়।

অন্ধান্ত্র হইতে বৃহদন্ত্র আরম্ভ হইয়া প্রথমে উর্দ্ধমুখে যকৃতের দিকে উঠিয়াছে। তাহার নাম উর্দ্ধগামী অন্ধান্ত্র (ascending colon)। পরে উহা দক্ষিণ দিক হইতে পেটের উপর দিক বেড়িয়া বাম পাশে চলিয় আসিয়াছে। ইহাকে আনুপ্রস্থ অন্ধান্ত্র (transverse colon) কহে। অবশেষে, উহা বাম কক্ষ হইতে নিম্ন দিকে নামিয়া মলদ্বারে পরিণত হইয়াছে। এই অংশের নাম অধোমুখ অন্ধান্ত্র (descending colon)। সমস্ত বৃহদন্ত্র প্রায় পাঁচ ফিট লম্বা।

আগা গোড়া সমস্ত অন্ত্রের স্লেয়িক ঝিল্লিতে ছোট ছোট গ্রন্থি আছে। কুদ্রান্ত্রের কতকগুলি গ্রন্থি একটা একটা করিয়া ছড়াইয়া আছে, তজ্জন্ত তাহাদের নাম অসমবেত গ্রন্থি (solitary glands); এবং আর কতকগুলি গ্রন্থি ১৯।২০ টা করিয়া একত্র মিলিত হইয়া

আছে, তজ্জন্ত তাহাদিগকে সমবেত গ্রন্থি (Agminated glands or Peyer's patches) কহে। ঐ সকল গ্রন্থি হইতে রস নির্গত হইয়া অন্ত্রের ভিতরে



এখানে মানুষের মুখ হইতে মলদ্বার পর্যন্ত স্পষ্টরূপে দেখা-ইবার জন্ত একটা চিত্র দেওয়া গেল। অ—অন্ননালী। ক—অন্ননালী দিয়া পাকস্থলীর ভিতর ভুক্তদ্রব্য অবশেষ করিবার হৃদযন্ত্র। পা—পাকস্থলী। ন—পাকস্থলী হইতে ভুক্তদ্রব্য অন্ত্রে নামিবার নিয়ন্ত্রণ। দ—ষাটশাঙ্গুল্যন্ত্র। পি—পিণ্ড-কোষ; এই কোষ হইতে ষাটশাঙ্গুল্যন্ত্রে পিত্ত পড়ে। র—এই পথ দিয়া প্যাংক্রিয়েটিক্ রস অন্ত্রে পড়ে। ক—কুদ্রান্ত্র। অধ—অন্ধান্ত্র। কু—কুমিবৎ উপমাংস। উ—উর্দ্ধগামী অন্ধান্ত্র। আনু—আনুপ্রস্থ অন্ধান্ত্র। নি—অধোমুখ অন্ধান্ত্র। ম—মলদ্বার।

আসিয়া পড়ে। কিন্তু সেই রসে পরিপাক ক্রিয়ার কি রূপ উপকার হয়, এখনও তাহা নিশ্চিত হয় নাই। তবে কোন কোন জন্তুর শরীর পরীক্ষা করিয়া এই রূপ বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ রসের সঙ্গে খেতসার মিশিলে শর্করা হয়। এবং ইহা, মাংস কিম্বা ডিম্ব অথবা তাহাদের মত অল্প কোন প্রোটিন্ দ্রব্যকে (protieds) তরল করিয়া দেয় (peptone)। ষাটশাঙ্গুল্যন্ত্রেরও গোড়াতে কতক গুলি ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে। তাহারাও শরীরের কি রূপ উপকারে লাগে, সে কথা কেহ বলিতে পারেন না। টাইফয়েড্ জ্বরে অন্ত্রের সমবেত এবং অসমবেত গ্রন্থিই অধিক বিকৃত হয়। [অস্ত্রজর দেখ]।

অন্ত্রের ভিত্তর-পিঠ, আড়ে আড়ে শৈল্পিক বিল্লির বেড় (valvulae conniventes) দ্বারা মোড়া। ঐ বেড়ের উপর মকমলের শোঁয়ার মত সরু সরু সূতা (villi) পাশাপাশি সাজান আছে। কিন্তু বৃহদন্ত্রের মধ্যে ঐ সকল শোঁয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। শোঁয়া গুলির অভ্যন্তরে অতি স্থল স্থল কোষ আছে। কোন শোঁয়াতে কেবল একটা কোষ, আবার কোনটাতে অধিক কোষও থাকে। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাহাদের নান ছদ্ম-কোষ (lac-teals)। কারণ ভুক্ত দ্রব্য কিঞ্চিৎ পরিপাক হইলে ঠিক ছন্ধের মত দেখায়। তাহার পর অন্ত্র হইতে ঐ পায়েরস (chyle) আকর্ষণ করিয়া লইলে শোঁয়ার কোষগুলিও তখন ছন্ধের স্তায় স্বৈতবর্ণ হইয়া উঠে। তাই, উহা-দিগকে ছন্ধকোষ কহে। শোঁয়া গুলির ভিতরেও বিস্তর স্থল স্থল ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্র দিয়া ভুক্ত দ্রব্যের কতক সারাংশ রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। তাহাতে শরীরের পোষণ হইয়া থাকে।

দেহের সকল স্থানেই নিয়ত রক্তসঞ্চালন হইতেছে। অন্ত্রের মধ্যেও পরিষ্কার রক্ত আসিতেছে, এবং ইহার ভিতরের দূষিত রক্ত বাহির হইয়া যাইতেছে। জুংপিও হইতে যে বৃহদ্বহনী (aorta) উদরে নামিয়া আসিয়াছে, তাহার দ্বারা অন্ত্রে বিগুরু রক্ত প্রবেশ করে। পরে ভেনাপোর্ট। নামক শিরা দিয়া সমস্ত অপরিষ্কার রক্ত বাহির হইয়া যায়।

আমরা যে সকল দ্রব্য ভোজন করি ক্রমে তাহা পাকস্থলী হইতে অন্ত্রে প্রবেশ করে। তাহার পর ক্রমশঃ অন্ত্রের নিম্ন দিকে নামিয়া শেষে তাহা মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়। উপর দিক হইতে ভুক্তদ্রব্য ক্রমে ক্রমে নিম্নে আসিতে পারিবে বলিয়া অন্ত্রগুলি অতি আশ্চর্য্য কোশলে নির্মাণ করা হইয়াছে। অন্ত্রের লম্বা দিকে ও আড় দিকে দুই প্রকার পেশীস্থ আছে। লম্বা দিকের পেশীস্থ আড়দিকের গোলাকার পেশীর চেয়ে কিছু সরু। অন্ত্রের এড়ো গোলাকার পেশীগুলি ক্রমে কুঞ্চিত হইতে হইতে নিম্ন দিকে আসে। উহার নাম ক্রমিবৎ আকৃঙ্কন (peristaltic contraction)। ঐ আকৃঙ্কনের চাপ পাইলে উপরের ভুক্তদ্রব্য ক্রমশঃ সরিয়া সরিয়া নিম্ন দিকে আসিতে থাকে। বৃহদন্ত্রে কিতার স্তায় তিনটা পেশীবন্ধন আছে। ঐ পেশীবন্ধন অন্ত্রের প্রাচীর অপেক্ষা ছোট। মলদ্বারের পেশীগুলি প্রাচীর মত। উহার সর্বদাই চূড়ঙ্গপে কুঞ্চিত হইয়া

থাকে, কেবল মল নিঃসরণের সময়ে প্রসারিত হয়। ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হইতে হইতে উহা ক্ষুদ্রাক্সে আসে। কিন্তু ক্ষুদ্রাক্সে তাহাতে বিষ্টার মত বর্ণ কিঞ্চিৎ থাকে না। বৃহদন্ত্রে আসিলেই ক্রমশঃ উহাতে বিষ্টার মত বর্ণ ও ঘর্গন্ধ জন্মে।

পশু, পক্ষী, সর্পাদি উরগ, ভেক, মৎস্ত এবং কীট পতঙ্গাদির পাকস্থলী ও অন্ত্র ঠিক মানুষের মত নহে। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুর পাকস্থলী মানুষের চেয়ে ক্ষুদ্র এবং তাহাতে একটা বৈ গহ্বর নাই। শজার, কাঠবিড়ালী প্রভৃতির পাকস্থলীর ভিতরে দুই তিনটা করিয়া প্রকোষ্ঠ থাকে। সিটেসিয়া নামে তিমি জাতীয় এক প্রকার মাছ আছে, তাহাদের পাকস্থলীর ভিতরে ৫।৭ টি প্রকোষ্ঠ। গো, মেঘ প্রভৃতি যে সকল জন্তু রোমন্থ করে, তাহাদের পাকস্থলীর ভিতরে চারিটা করিয়া প্রকোষ্ঠ আছে। এই চারিটা প্রকোষ্ঠের আকার, গঠন এবং ক্রিয়া সমান নহে। প্রথম প্রকোষ্ঠ (rumen) সকলের চেয়ে বড়। তৃণ শস্তাদি খাইলে ভুক্ত দ্রব্য প্রথমে এই প্রকোষ্ঠের ভিতরে আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ (reticulum) দেখিতে ঠিক মোঁচাকের মত। তাহার পর চতুর্থ প্রকোষ্ঠ। চতুর্থ প্রকোষ্ঠের নিম্নে দ্বাদশাঙ্গুল্য।

পশুরা ভূপশুভাদি গিলিয়া ফেলিলে সর্বাংশে তাহা প্রথম প্রকোষ্ঠের ভিতরে গিয়া সঞ্চিত হয়। ঐ প্রকোষ্ঠের গা দিয়া এক প্রকার লাল নিঃসৃত হয়। ভুক্ত দ্রব্য সেই লালার সঙ্গে মিশিয়া ক্রমে সরস ও কোমল হইয়া আসে। গো মেঘাদি জলপান করিলে তাহা প্রথম প্রকোষ্ঠে যায় না, একেবারে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে আসিয়া পড়ে। জাবর কাটিবার সময়ে প্রথম প্রকোষ্ঠের ভুক্ত দ্রব্য অন্ন অন্ন করিয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের ভিতরে প্রবেশ করে, তাহার পর মুখের মধ্যে উঠিয়া যায়। মুখে উঠিলে উত্তম রূপে চর্ষণ করিয়া গিলিয়া ফেলিলে এবার তাহা তৃতীয় প্রকোষ্ঠে গিয়া পড়ে।

জাবর-কাটা জন্তুদের অন্ননালীর নিম্নে যে ছিদ্র আছে, তাহার গঠন অতি আশ্চর্য্য। উহার গঠনের গুণেই গো মেঘাদি পশুরা কোন দ্রব্য গিলিবার সময়ে পাকস্থলীর যে কোন প্রকোষ্ঠে হউক ইচ্ছা করিলেই তাহা ফেলিতে পারে। অন্ননালীর নিম্নমুখে ওষ্ঠের মত দুই খণ্ড মাংস আছে। ঐ ওষ্ঠ দুইটা একত্র মিলিত হইলে অন্ননালী দিয়া তৃতীয় প্রকোষ্ঠের ভিতরে ভুক্ত দ্রব্য

যাইবার পথ প্রশস্ত হয়। আবার ঐ ছুটি ওষ্ঠ খুলিয়া থাকিলে, প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের ভিতরে ভুক্ত দ্রব্য প্রবেশ করে। বিচালী, ধান, চাউল প্রভৃতি শুষ্ক দ্রব্য গিলিলে ঐ ওষ্ঠ দুইটির মুখ খুলিয়া যায়, কাজেই ঐ সকল দ্রব্য সর্বাগ্রে প্রথম প্রকোষ্ঠে গিয়া পড়ে। কিন্তু জাবর কাটিলে পর ভুক্ত দ্রব্য মণ্ডের মত কোমল ও সরস হইয়া আসে, তজ্জন্ত উহা গিলিলে একেবারে পাকস্থলীর তৃতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে এবং সে সময়ে ওষ্ঠের মুখ খুলিয়া যায় না। তৃতীয় প্রকোষ্ঠের ভিতরে ভুক্ত দ্রব্য কিঞ্চিৎ পরিপাক হইলে শেষে চতুর্থ প্রকোষ্ঠে আসিয়া পড়ে।

উটের পাকস্থলীর দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের গায়ে ছোট ছোট ছিদ্র আছে। তন্মধ্যে জল থাকে। ছিদ্রগুলির চারি দিক পেশীস্থিত্র বেষ্টিত। সেই পেশীস্থিত্র কুঞ্চিত হইলে ছিদ্রের মধ্যে ভুক্ত দ্রব্য প্রবেশ করিতে পারে না। কেবল পরিপাকের সময়ে তাহাদের ভিতর হইতে অল্প অল্প করিয়া জল বাহির হইয়া আসে। তাই উষ্ট্রেরা অনেক বিলম্বে বিলম্বে জল পান করে, ইহাদের শীঘ্র পিপাসা লাগে না।

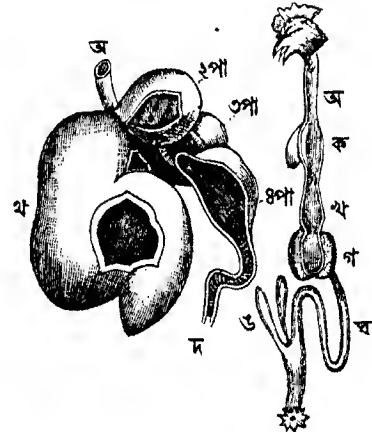
গো মেঘাদির অস্ত্র বৃহদাকার,—শরীরের চেয়ে প্রায় ত্রিশগুণ বড়। ইহাদের অন্ধ্রাশ্র ও অতিশয় বৃহৎ, দেখিলে ঠিক পাকস্থলী বলিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু তাহাতে কুমির মত উপমাংস নাই।



শশকের পাকস্থলী ও অস্ত্র।

ক—বকঃস্থলের গহ্বর। খ—ভায়েস্ত্রা; এই স্থানের আবৃ-
কন জন্ত মাহুকের হিকা হয়। ঘ—মকুৎ। গ—পাকস্থলী।
অ—কুস্ত্রাশ্র। ঙ—অন্ধ্রাশ্র; উদ্ভিদজীবীদের অন্ধ্রাশ্র এত
বৃহৎ হইয়া থাকে। স—নিয়মিত অন্ধ্রাশ্র। ম—মলবার।

পক্ষী, ভেক এবং অন্যান্য প্রাণী যে রূপ দ্রব্য আহা-
র করে, তাহাদের অন্ত্রাদিও তত্পরযোগী হইয়া থাকে।
এখানে একটি মোরগের পাকস্থলের চিত্র দেওয়া গেল।
অন্ননালীর নিম্নে তিনটি থলী আছে। ঐ তিনটি থলী
পক্ষিজাতির পাকস্থলী। মোরগে কিছু খাইলে প্রথমে
সেই ভুক্ত দ্রব্য উপরের থলীতে আসিয়া পড়ে। তাহার
পর দ্বিতীয় থলীতে পড়িয়া ভুক্ত দ্রব্য আমরসে মিশ্রিত
হয়। তৃতীয় থলী বিলক্ষণ দৃঢ়। তাহাতে অতিশয় কঠিন
সামগ্রী পড়িলেও তাহা চূর্ণ হইয়া যায়। বিশেষতঃ,
তন্মধ্যে ছোট ছোট পাথর থাকিলে খাদ্যদ্রব্য পিষিয়া
ফেলিবার আরও সুবিধা হয়। তাই বিধাতা পাখীদের
কেমন একটু স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়াছেন, তাহারা আহা-
র খুঁটিয়া খাইবার সময়ে ছোট ছোট কঁকরও কুড়াইয়া
থায়। পাখীদের ক্ষুদ্রান্ত্রের এবং বৃহদন্ত্রের আকারের
কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু কোন কোন পাখীর অন্ধ্রান্ত্রের
কাছে দুইটি উপমাংস, কাহারও কেবল একটি উপমাংস
আছে, তাহাই দেখিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রের ও বৃহদন্ত্রের প্রভেদ



বৃ

মো

বৃ—বৃষের পাকস্থলী ও হৃদশাশূল্যত্র অ—অন্ননালী।

খ—পাকস্থলীর প্রথম প্রকোষ্ঠ; তৃণাদি কঠিন দ্রব্য খাইলে
তাহা প্রথমে এইখানে সঞ্চিত হয়। ২পা—পাকস্থলীর
দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ। ৩পা—পাকস্থলীর তৃতীয় প্রকোষ্ঠ। ৪পা

—পাকস্থলীর চতুর্থ প্রকোষ্ঠ। দ—হৃদশাশূল্যত্র।

মো—মোরগের পাকস্থলী ও অস্ত্র। অ—অন্ননালী। ক—
প্রথম থলী। খ—দ্বিতীয় থলী। গ—তৃতীয় থলী। ঘ—

অস্ত্র। ঙ—কুমিবৎ উপমাংস।

বৃক্কা বায়। টিয়া, পায়রা, ঘূঘু প্রভৃতি যে সকল পাখী
ভুক্তদ্রব্য উগারিয়া তাহা আপন আপন শাবকে খাওয়া-

ইয়া দেয়, তাহাদের পাকস্থলীর একটা আশ্চর্য গুণ আছে। ঐ সকল জাতীয় পক্ষীর নিম্নপাকস্থলীর দুই দিকে দুইটা কোষ থাকে। বাচ্চা হইলে উভয় পক্ষী ও পক্ষিণীর সেই কোষ হইতে দুগ্ধের মত এক প্রকার রস নিসৃত হইয়া তাহা ভুক্তদ্রব্যে মিশ্রিত হইয়া যায়। পরে তাহা উগারিয়া শাবককে খাওয়াইলে বাচ্চাগুলি শীঘ্র দৃষ্ট পুষ্ট হয়। বাচ্চা বড় হইলে আর ঐ রস নিসৃত হয় না।

ক্ষুদ্র বেঙ্গাচীরা জলের ছোট ছোট তৃণলতার কোমলাংশ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। এ অবস্থায় তাহাদের পাকস্থলীর গঠন লম্বা, এবং অন্ত্রও বৃহদাকার,—পাক দিয়া উপরে উপরে গুটান থাকে। ক্রমে বড় ভেক হইয়া উঠিলে, উহার কীটপতঙ্গ ধরিয়া খায় তখন অন্ত্রও ছোট হইয়া আসে।

নাছের শরীরের চেয়ে অন্ত্র অনেক ছোট। কোন কোন মৎস্তের অন্ত্র সোজা, আবার কোন কোন জাতির অন্ত্র পাক দিয়া গুটান। কৈচুয়া প্রভৃতি সামান্য প্রাণীর মত হইতে মলদ্বার পর্যন্ত একটা সোজা ছিদ্র আছে। কিন্তু ঐ ছিদ্র এরূপ কোণে নিম্নিত যে, তাহাতে ভুক্ত দ্রব্যের রস সহজে শোষিত হয়। অনেক প্রকার ছোট ছোট জলকীট আছে তাহাদের মলদ্বার নাই। হৃদয় হৃদয় কীটাদি ধরিয়া খাইলে তাহাদের সব দেহে শোষিত হয়, পরে অসার অংশ উগারিয়া ফেলে। আবার এরূপ অনেক জলকীট আছে যে, তাহাদের মুখও নাই, মলদ্বারও নাই,—শরীরের মধ্যে কোন প্রকার ছিদ্র নাই। তাহারা শিকার পাইলে তাহার চারিদিকে নিজের শরীর বেঁধেন করিয়া পরে তাহাতেই শিকারের সারাংশ উহাদের দেহ মধ্যে প্রবেশ করে।

[অত্যাশ্চর্য বিবরণ পরিপাক শব্দে দেখ]।

গোবৃ গুভাইলে কিম্বা অন্ত্র কোন কারণে পেটের চর্ম ছিঁড়িয়া অন্ত্র বাহির হইয়া পড়িলে তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞ চিকিৎসককে ডানাইবে। চিকিৎসক আসিবার পূর্বে রোগীকে বিশেষ রূপে সূস্থির করিয়া রাখিবে। তাহাকে কাশিতে কিম্বা কাঁদিতে দিবে না। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি হইলে ১৪ বিন্দু আফিমের অরিষ্ট অর্দ্ধছটাক জলের সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে দিবে। দুর্বল ব্যক্তিকে এবং স্ত্রীলোককে ৭ বিন্দু প্রয়োগ করিবে। দুই এক বৎসরের শিশুকে আফিম প্রয়োগ করিতে হইলে অনেকটুকু বিজ্ঞতা চাই। কিন্তু অর্দ্ধ বিন্দু কিম্বা এক বিন্দু অরিষ্ট

সেবন করাইলে কোন বিষ ঘটে না। এই সকল সাবধানতা ভিন্ন, অন্ত্রে যেন কাদাধলা না লাগে তাহার প্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নিকটে চিকিৎসক না পাইলে গৃহস্থ নিজে একটু সাহস করিয়া অন্ত্র পেটের ভিতরে প্রবেশ করাইতে পারেন। অন্ত্রের যে দিক শেষে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহাই প্রথমে প্রবেশ করাইতে হয়। কাজেই যে অংশ প্রথমে বাহির হইয়া আসে, তাহা সর্বশেষে প্রবেশ করানো আবশ্যক। অন্ত্র প্রবেশ করাইয়া পেটের উপরের চর্ম সেলাই করিয়া দিবে। সন্ধ্যা তার দিয়া সেলাই করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহার অভাবে সূতা দিয়া সেলাই করিবে। চর্ম ঘোড়া লাগিলে ঐ তার কিম্বা সূতা খুলিয়া কেলিবে।

ক্ষত স্থান সেলাই করা হইলে উপরে এক খানি পাতলা বস্ত্র বাঁধিয়া দিবে। এবং পূর্বের মত রোগীকে অন্ন অন্ন আফিম সেবন করাইবে। তিন চারি দিন, দুগ্ধ মাংসের ঝোল প্রভৃতি তরল দ্রব্য ভিন্ন কঠিন পথ্যের ব্যবস্থা করা উচিত নহে। কখন কখন অন্ত্রে এরূপ আঘাত লাগিলে অন্ত্রপ্রদাহ এবং পেরিটোনাইটিস ঘটিতে পারে। তৎক্ষণাৎ সত্বর বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে।

অন্ত্রজ্বর বা আন্ত্রিকজ্বর। (Enteric or Typhoid fever)। এক প্রকার কঠিন একজর। ইহার বিরাম কাল প্রায় বৃদ্ধিতে পারা যায় না। অত্যাশ্চর্য ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা ইহাতে অন্ত্রই অধিক বিকৃত হয়, তাই ইহার নাম অন্ত্রজ্বর। আমাদের দেশে সচরাচর ইহাকে ত্রিদোষজনিত সান্নিপাতিক বিকার কহে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ঠিক অন্ত্রজ্বর ভারতবর্ষে অতি বিরল। মেলেরিয়া জনিত স্বল্প বিরাম জরের সঙ্গে কঠিন উদরাময় থাকিলেই কোন কোন স্থলে টাইফয়েড জ্বরের কতকগুলি উপসর্গ ঘটয়া থাকে।

অনেক স্থলে এই জ্বর হঠাৎ একেবারে প্রকাশিত হয় না। পীড়ার লক্ষণাদি প্রকাশ পাইবার পূর্বে শরীর যেন কেমন কেমন করিতে থাকে। ভাল কুধা হয় না, আহারে অরুচি জন্মে, ভোজন করিতে বসিলে গা বমি বমি করে। কোন দিন প্রাতঃকালে পিত্ত এবং অন্ন জল বমন হইয়া যায়। মন সর্বদাই অস্থখী, কোন কাজ করিতে উদ্যম জন্মে না। রাত্রিতে নিদ্রা হয় না; অন্ন নিদ্রার আবেশ হইলেও রোগী স্বপ্নদেখিয়া চমকিয়া

উঠে। কখন কখন নাক দিয়া রক্ত পড়ে এবং প্রথম হইতেই অন্ন অন্ন উদরাময় উপস্থিত হয়। কটিদেশ ও হস্ত পদের গ্রন্থি কামড়াইতে থাকে। রোগী শুইলে উঠিতে চায় না, উঠিলে বসিতে পারে না। এই অবস্থায় পাঁচ সাত দিন কাটিয়া যায়।

কোন কোন স্থলে এ সকল লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় না। রোগী কেবল অসুখী ও অসুস্থ হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করিলে, নিজে পীড়ার কথা কিছুই বলিতে পারে না। ডাক্তার বড় কহেন যে, এই অবস্থা ১০ দিন হইতে ১৪ দিন পর্যন্ত থাকিতে পারে। ডাক্তার ফিল্ট কহেন যে, এরূপ অবস্থা ১০ দিন থাকিবার সম্ভাবনা।

এই সকল লক্ষণের পর অন্ন প্রকাশিত হয়। রাত্রিকালে দেহের সস্তাপ প্রথর হইয়া উঠে। তিন চারি দিন পরে জিহবার নিম্নে তাপমান যন্ত্রদিলে 100° , 103° এবং অভ্যন্ত কঠিন অবস্থায় 105° পর্যন্ত তাপ হইয়া থাকে। রোগী গাত্রদ্বায়ে সর্বদা এ পাশ ও পাশ করে, কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি বোধ হয় না। পিপাসায় মুখ শুকাইয়া উঠে, বুক ফাটিয়া যায়। স্থলীতল জল, বরফ প্রভৃতি দ্রব্য খাইলেও তৃষ্ণা নিবারণ হয় না।

সচরাচর প্রাতঃকালে দেহের তাপ কিছু কম থাকে, এবং রাত্রিতে দেহের সস্তাপ বৃদ্ধি হয়। আসন্ন মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে প্রাতঃকালে 106° হইতে 108° পর্যন্ত সস্তাপ বৃদ্ধি হয়। ডাক্তার ওয়াওলিক্, তাপমান যন্ত্রদ্বারা পীড়ার শুভাশুভ ফল নিশ্চিত করিতে কয়েকটি উপদেশ দিয়াছেন। অকস্মাৎ সস্তাপ বৃদ্ধি হইলে শরীরের আভ্যন্তরিক কোন যন্ত্রে প্রদাহ হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। আবার পীড়ার উপসর্গগুলি বিদ্যমান থাকিলেও যদি দেহের তাপ কমিয়া আসে, তাহাও অতিশয় কুলক্ষণ। অল্প হইতে রক্তস্রাব হইবার পূর্বে অনেক স্থলে আগে শরীরের তাপ কমিয়া আসে।

প্রথমে রোগীর মানসিক অবস্থার বিশেষ কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। প্রথমে কপালের সমুখ অন্ন অন্ন বেদনা করে এবং চিত্ত একটু চঞ্চল হইয়া উঠে। তাহার পর রোগী সর্বদা অন্তমনস্ক হইয়া থাকে। জ্ঞান আছে, কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দেয় না। উত্তর দিতে গেলেও হয় ত একটা ভুল কথা বলিয়া ফেলে। উপরের অবস্থা দেখিলে বোধ হয়, রোগী যেন কিছুই শুনিতে পাইতেছে না; বাহা শুনিতেছে, তাহারও যেন অর্থ বুঝিতেছে না। শেষে চ।

১০ দিন, কোন কোন স্থলে ১৩।১৪ দিনের পর পীড়া উৎকট হইয়া উঠিলে অতিশয় প্রলাপ বৃদ্ধি হয়। রোগী শয্যার উপর পুনঃ পুনঃ জোর করিয়া উঠিয়া বসে এবং পলাইতে চায়। কখন হাসিতে থাকে, কখন কাঁদে, কখন বা আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠে। মৃতব্যক্তিদিগকে সমুখে দেখে, মৃতব্যক্তিদের নাম ধরিয়া ডাকে; মৃতব্যক্তির যেন নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছে, তাহাদের সঙ্গে যাইতে চায়। আবার কখন নিজের মনে মৃত্যুর আশঙ্কা হয়; কখন বা ‘বাড়ী যাইব’ বলিয়া পুনঃ পুনঃ আবদার করে।

দুই তিন দিনের ভিতরে মুখমণ্ডলের স্পষ্ট কোন পরিবর্তন হয় না। তাহার পর গাল উজ্জল রক্তবর্ণ হইয়া আসে। বিশেষতঃ, এই অয়ের সঙ্গে ফুস্ফুস্ প্রদাহ ঘটিলে গাল প্রায় সর্বত্রই রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু ফুস্ফুস্ প্রদাহ না থাকিলে মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ না হইতে পারে। অনেক স্থলে মুখ বিরস ও নীরক্ত হইয়া আসে এবং চক্ষু ভিতরে বসিয়া যায়। পীড়া অভ্যন্ত কঠিন হইলে রোগী অঙ্গুলি দিয়া আপনার বিছানা খুঁটিতে থাকে। নিকটে কেহ বসিলে তাহার বস্ত্র কামড়াইতে যায়; মধ্যো মধ্যো দাঁত কড়্ মড়্ করে; কথা কহিবার সময়ে ভোতলা মানুষের মত কথা কহে। সর্বদাই হস্ত পদের পেশীতে আক্কেপ হয়, তজ্জন্ত অঙ্গুলি গুলি থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠে। এবং রোগীর নাড়ী দেখিতে গেলে সে পুনঃ পুনঃ হাত টানিয়া লয়।

চক্ষু, কোথাও রক্তবর্ণ হইয়া উঠে; কোথাও ইহার বর্ণের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। পীড়া কঠিন হইলে চক্ষু অর্ধেক মুদ্রিত হইয়া থাকে। এ অবস্থায় রোগীকে ডাকিলে কিম্বা শরীর নাড়া দিলে চক্ষু মিলিয়া চাহিতে পারে; কিন্তু রোগ মারাত্মক হইলে কিছুই গ্রাহ করে না। কোন কোন স্থলে রোগী চক্ষু প্রসারিত করিয়া স্পষ্ট চাহিয়া থাকে; কিন্তু কিছুতেই জ্ঞাপন নাই,—সমুখ দিয়া কেহ চলিয়া গেলে, তাহা জানিতেও পারে না। চক্ষুর তারা কোথাও প্রসারিত হয়।

নাড়ী প্রথমে ক্ষীণ ও দ্রুতগামিনী হয়। কখন কখন কেঁচুয়ার মত স্থল হইয়া পিছলিয়া পিছলিয়া চলিতে থাকে। জ্বপিরও ক্রিয়া নিস্তেজ হইয়া আসিলে নাড়ীর বেগ ক্রমশঃ অধিক হয় এবং গতিও বক্র হইয়া আসে। প্রথমে প্রতি মিনিটে ১২০ স্পন্দন প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। কিন্তু কঠিন অবস্থায় উত্তরোত্তর বেগ বাড়িতে

থাকে। ১৩০, ১৪০ স্পন্দন অতিশয় কুলক্ষণ। সুস্থ অবস্থায় হৃৎপিণ্ডে দুইটা শব্দ হইতেছে। হৃদয়ের প্রসারণ জন্ত একটা শব্দ বড়, এবং হৃদয়ের আকৃষ্টন জন্ত আর একটা শব্দ ছোট। উৎকট জরাদি রোগে নাড়ী ক্ষীণ ও বেগবতী হইলে দ্বিতীয় শব্দ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় মণিবন্ধে নাড়ীমান যন্ত্র (sphygmograph) লাগাইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলে ভূব লাগানো কাচে তিনটা রেখা পড়ে। তন্মধ্যে একটা রেখা হেলিয়া উর্দ্ধ দিকে উঠে। এই রেখাটা ক্ষুদ্র। আর একটা রেখা নিম্নদিকে নামিয়া আসে। সেটা অপেক্ষাকৃত বড়। এই রেখার পরে কিঞ্চিৎ স্থান কুঞ্চিত হইয়া যায়। নাড়ীর এ প্রকার আকৃতি কুলক্ষণের মধ্যে গণ্য।

অঙ্গুজরে, পেটে ও বক্ষঃস্থলে গোলাপী রঙের এক প্রকার চিহ্ন বাহির হয়। দাগগুলি অল্প গোলাকার, কিঞ্চিৎ উচ, —হাত ব্লাইলে বেশ স্পষ্ট জানিতে পারা যায়। এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অল্প টিপিয়া দিলে ক্ষণকালের নিমিত্ত মিলাইয়া যায়, তাহার পরেই আবার বাহির হয়। অনেক স্থলেই এই চিহ্নগুলি সাত দিন হইতে চৌদ্দ দিনের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে অঙ্গুজরের অত্যন্ত লক্ষণ স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হইলেও রক্তবর্ণ চিহ্ন কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপে টাইফয়েড জ্বর অতিশয় প্রবল; কিন্তু সেখানেও সকলের গায়ে এই চিহ্ন বাহির হয় না।

পরিপাক যন্ত্রের বিশৃঙ্খলাই এই জ্বরের প্রধান লক্ষণ। পীড়া প্রকাশের পূর্বে হইতেই রোগী কিছুই খাইতে চায় না। যৎসামান্য ভোজন করিলেও তাহা পরিপাক হয় না। কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত লক্ষণও কোন কোন স্থলে বিদ্যমান থাকে। রোগী অন্ত্রানাবস্থায় পড়িয়া থাকিলেও মুখে যাহা দিবে, তাহা খাইয়া ফেলে, কিছুতেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু এ প্রকার লক্ষণ কচিং দেখা যায়। অনেক স্থলেই জিহ্বা শুষ্ক, ফাটা ফাটা ও কণ্টকযুক্ত। কোথাও কৃষ্ণবর্ণ, কোথাও স্বেতবর্ণ, কোথাও কটাবর্ণ লেপধারা উপরিভাগ ঢাকা থাকে। মুখে রসের লেশ মাত্র দেখা যায় না। রোগীকে জিহ্বা বাহির করিতে বলিলে অল্পমনস্কতার জন্ত শীঘ্র বাহির করিতে পারে না। আবার বাহির করিলেও শীঘ্র মুখের ভিতরে গুটাইয়া লইতে পারে না। কোন কোন অবস্থায় জিহ্বা বাহির করিবার সময়ে উহা কাঁপিতে থাকে।

উৎকট অবস্থায় কোন কোন রোগীর গুঠ কৃষ্ণবর্ণ

হয় ও ফাটিয়া যায় এবং মাড়ী হইতে রক্ত পড়ে। রক্তও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসে।

প্রথর জ্বরের সময়ে, কোথাও বা জ্বরের শেষাবস্থায় এক দিকের, কোন স্থলে বা দুই দিকেরই কর্ণমূল ফুলিয়া উঠে। দুর্বল রোগীর কর্ণমূল গ্রন্থি ক্ষীত হইয়া পাকিয়া উঠিলে তাহা কঠিন লক্ষণ মধ্যে গণিতে হইবে। কারণ তাহাতে অধিক পুয় নিসৃত হইলে এবং ক্ষতস্থান পচিয়া গেলে রোগী ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

উদরাময় অঙ্গুজ্বরের একটা প্রধান লক্ষণ। প্রথমে দিনের মধ্যে দুই তিন বার তরল মল নির্গত হয়। পরে পুনঃ পুনঃ দুর্গন্ধ মল নিঃসরণ হইতে থাকে। মলের বর্ণ হরিদ্রার মত। কিন্তু হরিদ্রাবর্ণ হইলেও তাহাতে প্রায় পিত্ত থাকে না। একটা আধারে মল রাখিয়া দিলে নিম্নে অজীর্ণ দ্রব্য, ইপিথিমিয়ম কোষ এবং অন্ত্রের ক্ষত স্থানের গলিত পদার্থ আধারের নিম্নে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে মল নিঃসরণের সময়ে রোগী কিছুই জানিতে পারে না। অট্টেতজ্ঞাবস্থায় শয্যাতেই পুনঃ পুনঃ মল ত্যাগ করে। এই সকল উপসর্গের সঙ্গে উদর ক্ষীত হইয়া উঠে। দক্ষিণ দিকের শ্রোণিপ্ৰদেশ টিপিলে গড়্ গড়্ শব্দ করে। অঙ্গু হইতে রক্তস্রাব এই জ্বরের আর একটা উৎকট লক্ষণ। কিন্তু ইহা সকল স্থলে ঘটে না। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, অল্প পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে জ্বরের বিব শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, অতএব ইহা সুলক্ষণ বলিতে হইবে। কিন্তু একথা সকলে যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন না। না করিবার কারণ এই, যৎসামান্য রক্তস্রাবের পরেও অনেক ব্যক্তি দুর্বল ও হিমাদ্র হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

হিক্কা মহা কষ্টকর উপসর্গ। টাইফয়েড জ্বরে এই উপসর্গ অনেক রোগীর হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, অস্ত্রে ছিদ্র হইবার পূর্বে সকলেরই হিক্কা হয়।

এই পীড়ায় কখন কখন ক্ষুদ্রাঙ্গে ছিদ্র হইয়া থাকে। জ্বরের শেষ অবস্থাতেই এই কঠিন উপসর্গ ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা। কিন্তু আরোগ্যের সময়েও কচিং অস্ত্রে ছিদ্র হইতে দেখা গিয়াছে। তজ্জন্ত অঙ্গুজর হইতে আরোগ্যলাভ করিলেও রোগীকে অনেক দিন পর্য্যন্ত কঠিন দ্রব্য খাইতে দিবে না। কঠিন দ্রব্য ভোজন করিলে তাহার উত্তেজনায় অস্ত্রে অকস্মাৎ ছিদ্র হইতে পারে। ছিদ্র হইলে তাহার ভিতর দিয়া বিষ্ঠাদি পেরি-

টোনিয়ন্স গহ্বরে প্রবেশ করে। তখন আরও অতিরিক্ত আশ্বাস, উদরবেদনা, উদরের দৃঢ়তা বাড়িয়া উঠে। নাড়ী ক্ষীণ ও অতিশয় চঞ্চল হয়। কোথাও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ষ বাহির হয়, কোন স্থলে সর্কাস দিয়া দর্শন করিয়া ঘর্ষ পড়িতে থাকে। রোগী বারম্বার বমন করে এবং শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া পড়ে। সচরাচর অক্ষায় কপাটের দুই ইঞ্চির মধ্যেই অস্ত্রে ছিদ্র হইতে দেখা যায়।

রোগী অনেক দিন শয্যাগত থাকিলে শ্বাস যন্ত্রেও প্রদাহাদি জন্মে। কখন কখন ১৩।১৪ দিন পরে ফুস-ফুসে কিম্বা শ্বাসনলীতে প্রদাহ হয়। ঘন ঘন শ্বাস গ্রন্থাস, কাশি, শ্লেষ্মা নিঃসরণ, বক্ষঃস্থলে বেদনা ও টান বোধ প্রভৃতি ইহার বাহ্য লক্ষণ। এই সময়ে বুকের উপরে কাণ দিয়া শুনিলে কুক কুক শব্দ হয়। এই শব্দ শ্বাসনলী প্রদাহের লক্ষণ। আবার কাণের কাছে আপনার এক কোষা চুল লইয়া ঘর্ষণ করিলে যে রূপ চূড়-চূড় শব্দ হয়, ফুসফুস প্রদাহ হইলে বক্ষঃস্থলের ভিতর হইতে সেই রূপ শব্দ উঠিতে থাকে। কখন কখন প্রদাহের জগ্ন ফুসফুস যন্ত্রের মত নিরেট হইয়া যায়। সে অবস্থায় পীড়িত স্থানের উপর বক্ষঃস্থল অঙ্গুলি, দিয়া বাজাইলে আর কাঁফা শব্দ হয় না। নিরেট বস্তুর উপরে আঘাত করিলে যে রূপ টিপ্ টিপ্ করে, ফুসফুসেও ঠিক তজ্রপ শব্দ হইতে থাকে।

বক্ষঃস্থলে কোন প্রকার প্রদাহ না থাকিলেও রোগী যদি মধ্যে মধ্যে দমে দমে নিশ্বাস ফেলে, তাহাও অতিশয় কুলক্ষণ মধ্যে গণ্য। এই রূপ সশব্দ ও উদ্বিগ্ন যুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাসের পরে অধিকাংশ স্থলে রোগী হতজ্ঞান হইয়া পড়ে। সকল প্রকার জ্বরেই এটা কঠিন উপসর্গ।

মূত্রাবরোধ সকল প্রকার জ্বরের আর একটি কঠিন উপদ্রব। কোন কোন স্থলে মূত্রাশয়ে প্রস্রাব সঞ্চিত হয়, কিন্তু রোগী তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহা হইলে এই উপসর্গকে ততটা কঠিন বলা যায় না। সঞ্চিত মূত্র শলাকা দ্বারা সহজেই বাহির করিতে পারা যায়। কিন্তু মূত্রাশয়ে প্রস্রাব নিশ্চয় হইয়া না পড়িলেই রোগীর জীবন রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। মূত্রের সঙ্গে ইউরিক এসিড নামে এক প্রকার ক্ষার দ্রব্য আছে, তাহা বিষভূল্য। সেই বিষবৎ দ্রব্য প্রস্রাবের সঙ্গে বাহির হইয়া যায় বলিয়া আমাদের রক্ত পরিষ্কার ও নির্দোষ থাকে। কিন্তু মূত্রাশয়ে মূত্রনিঃসরণ না হইলে ইউরিক এসিড রক্তে মিশ্রিত হয়। তজ্জন্ত রোগী অজ্ঞান

হইয়া পড়ে এবং হস্তপদে আক্ষেপ হইতে থাকে। মূত্রের সঙ্গে কখন কখন মেদমিশ্রিতও থাকে, তাহাও সহজ উপদ্রব নহে।

রোগী অনেক দিন শয্যায় পড়িয়া থাকিলে কটদেশে ক্ষত হয়, ক্রমে সেই ক্ষতস্থান পচিতে থাকে। অতএব ইহাও একটি মারাত্মক উপসর্গ।

এই জ্বরে সচরাচর ক্রান্তান্ত্রের সমবেত ও অসমবেত গ্রন্থি এবং মেসেন্টেরিক গ্রন্থিই অধিক বিকৃত হইয়া থাকে। পীড়ার প্রথমাবস্থায় মৃত্যু হইলে জড়িতান্ত্রের সমবেত এবং অসমবেত গ্রন্থিতে প্রদাহের লক্ষণ দেখা যায়। গ্রন্থি গুলি ফুলিয়া ৩।৪ হুতা উচ হইয়া উঠে, এবং তাহাদের চারিদিকের শ্লেষ্মিক ঝিল্লি লালবর্ণ দৃষ্ট হয়। আর কিছু দিন জীবিত থাকিলে গ্রন্থির ঐ সকল স্থান কোমল ও গলিত হয়, শেষে ঐ সকল স্থানে ক্ষত জন্মে। চিকিৎসকেরা অনুমান করেন যে, অস্ত্রের ঐ সমস্ত স্থান দিয়া জ্বরের বিষ বাহির হইয়া যায়, তজ্জন্ত প্রথম হইতেই অক্ষান্ত্রে উত্তেজনা উপস্থিত হয় এবং সেই উত্তেজনার নিমিত্তই উদরাময় আগিয়া পড়ে। টাইফয়েড জ্বরের বিষ মলমূত্র দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে নিগত হইতে না পারিলে উহার কতক অংশ যন্ত্রের ভিতরে প্রবেশ করে, তাই পিত্তও দূষিত হয়।

অস্ত্রের ক্ষতস্থান কখন কখন অস্ত্রাবরক ঝিল্লির সঙ্গে লাগিয়া যায়, সেকারণ ঐ ঝিল্লিতেও ছিদ্র দৃষ্ট হয়। অস্ত্রে ছোট ছোট ছিদ্র হইলে রোগী আরোগ্যলাভ করে, কিন্তু অস্ত্রাবরক ঝিল্লিতে ছিদ্র হইলে প্রাণরক্ষা হওয়া দুর্ঘট। অস্ত্র ছিদ্রিত হইয়া গেলেও রোগী যদি আরোগ্যলাভ করে, তাহা হইলে ক্রমে ঐ ছিদ্রের উপরে একটি পাতলা পরদা পড়ে। পরে সেই পরদা উত্তরোত্তর পুরু ও দৃঢ় হইয়া আসে। কিন্তু ছিদ্রের চারি দিক হইতে মাংস গজাইয়া ছিদ্র যোড়া লাগিতে কোথাও দেখা যায় না। ডাক্তার লাত্রে বলেন যে, অস্ত্র গজাইয়া ছিদ্র যোড়া লাগিতে পারে। কিন্তু একথা সকলে স্বীকার করেন না।

অন্ত্রজ্বরে অধিকাংশ রোগীর প্রীহা কিছু কিছু বড় ও কোমল হইয়া থাকে। কাহার প্রীহা অকস্মাৎ ফাটিয়া যায়। প্রীহা ফাটিলে পেরিটোনিয়াল গহ্বরে রক্ত প্রবেশ করে। মেলেরিয়া জনিত সবিরাম ও স্থল বিরাম জ্বরে এই দুর্ঘটনা সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। অকস্মাৎ মূর্ছনা (sudden syncope) দ্বারা

হঠাৎ মৃত্যু ঘটবার ইহা একটা প্রধান কারণ। কচিং কোন কোন রোগীর অনমনালীতে এবং খাসনালীতেও ক্ষত হইয়া থাকে। ফুস্ফুস্ প্রদাহ এবং ফুস্ফুস্ রক্তাধিকার লক্ষণ অনেক মৃতদেহে দৃষ্ট হয়।

মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লিতে প্রদাহ অতি বিরল। কিন্তু মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য এবং আরেকন্ডয়েড্ গহ্বরে সিরস রসসঞ্চয় অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়ের পেশীমূত্র কোমল হয়। হৃদয় কাটিলে ভিতর হইতে অত্যন্ত তরল ও কৃষ্ণবর্ণ রক্ত বাহির হইয়া আসে। তন্নিম্ন ফুস্ফুস্ প্রদাহ কিম্বা অন্ত্রাবরক ঝিল্লি প্রদাহের পর মৃত্যু ঘটিলে হৃদয়ের গহ্বর মধ্যে কাইব্রিনের পিণ্ড ও জমিয়া থাকিতে দেখা যায়। ভির্থ কহেন যে, ইহাতে রক্তের স্বেতকণা অতিশয় বৃদ্ধি হয়।

কোন কোন স্থলে বৃককে রক্তাধিক্য দেখা যায় ; আবার কাহারও বৃকক (kydneys) পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে।

টাইফয়েড্ জ্বর চিনিয়া লওয়া কঠিন নহে। একবার দেখিলে সহজেই ইহাতে সকলের ব্যাপত্তি জন্মে। মোহকজ্বর অর্থাৎ টাইফস্ জ্বর, স্বপ্নবিরাম জ্বর এবং মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লিপ্রদাহের সঙ্গে ইহার কিছু গোল হইতে পারে। টাইফয়েড্ জ্বরে পেটে, বৃকের উপরে এবং পৃষ্ঠে যে চিহ্ন বাহির হয়, সে সকলের বর্ণ গোলাপের মত ; কিন্তু টাইফস্ জ্বরের দাগগুলি ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ। টাইফয়েড্ জ্বরের চিহ্ন ৭ দিন হইতে ১৪ দিনের মধ্যে বাহির হয় ; টাইফস্ জ্বরের চিহ্ন ৪ দিন হইতে ৭ দিনের ভিতরে বাহির হইয়া থাকে। টাইফস্ জ্বরে উদরাময় কিম্বা অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব প্রায় ঘটে না ; কিন্তু অন্ত্রজ্বরে সর্বত্রই উদরাময় দেখা যায়। তন্নিম্ন, দক্ষিণ শ্রোণিপ্ৰদেশ টিপিলে বেদনা করে ও বজ্ বজ্ শব্দ করিয়া উঠে। ইহাই টাইফয়েড্ জ্বরের প্রধান স্পষ্ট লক্ষণ। এ প্রকার লক্ষণ আর কোন পীড়াতেই দেখা যায় না। এই জ্বরে অনেক রোগীর অন্ত্র হইতে রক্তস্রাবও হইয়া থাকে।

অন্ত্রজ্বর, বালক এবং যুবা ব্যক্তিদেরই অধিক হয়।

চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমের পর এ পীড়া প্রায় আর ঘটিতে দেখা যায় না। কিন্তু মোহক জ্বর সকল বয়সেই হইতে পারে। টাইফয়েড্ জ্বর প্রায় ২১ দিন হইতে ৩০।৪০ দিন পর্য্যন্ত থাকে। টাইফস্ জ্বর ২১ দিনের অধিক

থাকে না। ইহার ভিতরে রোগী আরোগ্যলাভ করে কিম্বা প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

অন্ত্রজ্বরে শতকরা কত রোগীর মৃত্যু হয়, ইহার ঠিক তালিকা দেওয়া অসম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা যে সকল হিসাব রাখিয়াছেন, তাহার ফল সর্বত্র সমান নহে। সমান না হইবার কারণ এই, কোন বৎসর পীড়ার প্রকোপ অধিক হ্রাস হয়, আবার কোন বৎসর তত কঠিন হয় না। আবার কোন কোন রোগীর হয় ত নানা প্রকার উৎকট উপসর্গ ঘটিতে পারে, কোন স্থলে অতি সামান্য ও সহজ উপসর্গ ঘটে। তন্নিম্ন চিকিৎসার প্রণালী ভেদেও মৃত্যু সংখ্যার কমবেশী হয়। কোথাও এরূপও ঘটে, রোগীকে নিতান্ত মুমূর্ষু দশায় দেখিলে তাহাকে চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কাজেই যে মরিতে আসিয়াছে বৈ চিকিৎসা করাইতে আসে নাই, তাহার ভাগ্যে মৃত্যু ভিন্ন আর কি লাভ হইবে ? এ সকল কারণে টাইফয়েড্ জ্বরের শুভাশুভ ফল ঠিক নিশ্চিত করা যায় না।

ডাক্তার মর্চিশন, চৌদ্দ বৎসরের তালিকা হইতে ১৮,৫৯২ জন রোগীর হিসাব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহাতে শতকরা ১৮-৭৮ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। অর্থাৎ ৫-২৭ জন রোগীর মধ্যে ১ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এ রোগে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের মৃত্যু সংখ্যা অনেক অল্প। ইহা বালকদের পক্ষেও তত মারাত্মক নহে। সচরাচর সবলকায় যুবাব্যক্তিরই মৃত্যুর ভাগ অধিক দেখা যায়। আমাদের সাম্রাজ্যী কুইন্ ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স আলবার্ট এই জ্বরে একাক্রমে একুশ দিন ভুগিলেন। অতুল ঐশ্বর্যের পতি, কত চিকিৎসা! কত যত্ন! কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না। শেষে ১৮৬১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর দিবসে তিনি মাটির দেহ মাটিতে রাখিয়া যোগ্যধামে চলিয়া গেলেন।

ভাবিফল—শুভলক্ষণের মধ্যে, যদিও জ্বরের প্রখরতা এবং উপসর্গ অল্প হয় ; নাড়ীর স্পন্দন প্রাতঃ মিনিটে ১২০ বার বা তদপেক্ষা কম ; দেহের সস্তাপ ১০০° বা তদপেক্ষা কম ; সামান্য উদরাময় ; এবং অন্ত্রে যদি ছিন্ন না হয় ও প্রলাপ না থাকে, তাহা হইলে নিশ্চিত আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা।

অশুভ লক্ষণের মধ্যে দেহের সস্তাপ ১০৫° অধিক ; প্রথম হইতেই নাড়ীর স্পন্দন ১২০ বারের অধিক ; নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ, বক্র এবং টিপিয়া ধরিলে অস্বভাব

করা যায় না ; কিছা ক্ষণে ক্ষণে উহার স্পন্দন বিলুপ্ত হইয়া যায় ; কিছা কেঁচুয়ার মত স্থল হইয়া পিছলিয়া পিছলিয়া চলিতে থাকে ; নাড়ীমান যত্নে পরীক্ষা করিলে যদ্যপি উর্দ্ধরেখা হেলিয়া চোট হইয়া আসে, নিম্নরেখা বড় হয় এবং তলায় দুইটা কিছা তিনটা কুঞ্চিত রেখা পড়ে, তবে ইহাকে নিত্যন্ত কুলক্ষণ বলিতে হইবে। হৃদয়ের স্পন্দন যদি অত্যন্ত জোরে হইতে থাকে, এবং তৎকালে নাড়ী ক্ষীণ, ক্ষুদ্র ও দ্রুত-গামিনী হয়, তাহা হইলে মৃত্যু নিশ্চিত। হৃদয়ের প্রতি-ঘাতের অভাব এবং তৎকালে হৃৎপিণ্ডের দ্বিতীয় শব্দ যদ্যপি শুনিতে না পাওয়া যায়, তবে রোগীর প্রাণরক্ষা করা দুর্ঘট। মৃত্যাবরোধ। অত্যন্ত প্রলাপ। শ্বাস যন্ত্রের প্রদাহ এবং তাহার সঙ্গে নিদ্রাভাব ও প্রলাপ। কঠিন, শুষ্ক এবং পাণ্ডুবর্ণ কিছা কৃষ্ণবর্ণ জিহবা। অতিশয় হিক্কা। অত্যন্ত অবসন্নতা। হস্তপদের পেশীর আপেক্ষ। শিব-নেত্র। পীড়ার চরমাবস্থায় কতিদেশে কিছা মুখে ক্ষত। কর্ণমূল প্রদাহ। এইগুলি সকল অরুরোগেরই অতিশয় কুলক্ষণ।

রোগের প্রতীকার না হইলে প্রায় ১২ দিন হইতে ২০ দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে কোন কোন রোগী বালিস হইতে সরিয়া সরিয়া আসে। কেহ এ পাশ ও পাশ করিতে থাকে। সশব্দ ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস বহে। আন্তরিক কণ্ঠের নিমিত্ত কোন কোন রোগী কৌতাহীতে থাকে। কাহারও মলদ্বার ফাঁক হইয়া যায় এবং রোগী অচেতনাবস্থায় মলত্যাগ করে। হস্ত পদাঙ্গির অগ্রভাগ শীতল ; নাড়ী ক্ষীণ ও অত্যন্ত দ্রুত-গামিনী ; কোন স্থলে বা মৃত্যুর ৭।৮ ঘণ্টা পূর্বে নাড়ীস্থল ও দড়্‌বড়্‌ করিয়া বহিতে থাকে, অবশেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়। রূপালে বিন্দু বিন্দু ঘন নির্গত হইতে থাকে, তাহার পর প্রাণপ্রদীপ নিবিয়া যায়।

এই অরের ঠিক কারণ কি, তাহা বলা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসকদের মধ্যে নানা জনে নানা কথা কহেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার বিষ মেলেরিয়ার মত। জন্তুর শরীর ও উদ্ভিদ পচিয়া গেলে সেই গলিত পদার্থ হইতে এক প্রকার বাষ্প উঠে। তাহাই মানুষের শরীরে প্রবেশ করিলে টাইফয়েড্‌ জ্বর হয়। ডাক্তার বড়্‌ কহেন যে, টাইফয়েড্‌ জ্বরাক্রান্ত রোগীর বিষ্ঠা হইতে ইহার বিষ অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু ডাক্তার মর্চিসন এ মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

টাইফয়েড্‌ জ্বরের উপযুক্ত চিকিৎসা কিছুই নাই। বরং নানা প্রকার কঠিন ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগীর অবস্থা আরও মন্দ হইয়া পড়ে। অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক প্রথমে বমন করাইতে পরামর্শ দেন। পাকস্থলীতে ভুক্ত-দ্রব্য সঞ্চিত থাকিলে বমন করান যাইতে পারে। ১০। ১৫ গ্রেণ ইপিক্যাক্‌ চূর্ণ উষ্ণ জলের সঙ্গে সেবন করা-ইবে। ডাক্তার ট্যানার, অর্ধ ছটাক ভাইনম্‌ ইপি-ক্যাক্‌ সেবন করাইতে পরামর্শ দেন। আমাদের বৈদ্যেরা বলেন যে, রোগীর সমস্ত গাত্র চালিত করিবে, কিন্তু মলভাণ্ড কদাচ চালিত করিবে না, অর্থাৎ রোগীকে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। সে ব্যবস্থা ঠিক এই রোগের জন্ত। টাইফয়েড্‌ জ্বরে বিরে-চক ঔষধ অত্যন্ত অনিষ্টকর। কিন্তু দুই তিন দিনের জ্বরে, উদরাময় উপস্থিত হইবার পূর্বে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে,—

হাইড্রার্ক কন্‌ ফ্রিটা ৩ গ্রেণ
সুগন্ধ খড়ীচূর্ণ ৫ ,,
সোডা বাইকার্ব ৫ ,,
চিনি ৩ ,,

একত্র মিশ্রিত করিয়া একটা পুরিয়া করিবে। এই ঔষধ ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে পেটের অধিক উত্তে-জনা ঘটিতে পায় না। ডাক্তার হার্লি, সুগন্ধ খড়ীচূর্ণ না দিয়া আফিম্‌ সম্বলিত খড়ীচূর্ণ প্রয়োগ করেন। বাহা হউক, এই পায়দ ঘটিত মুহূ বিরেচক ঔষধ এক দিনের অধিক সেবন করাইবে না।

তাহার পর, হস্‌, চেম্বার্স, রিচার্ডসন, মর্চিসন, ট্যানার, ফিল্ট প্রভৃতি চিকিৎসকগণ পার্থিবানের বিশেষ প্রশংসা করেন। যবক্ষার লবণ ত্রাবক (Nitro-muriatic acid) গুঁঠের পাকের সঙ্গে মিশাইয়া প্রত্যহ ৩।৪ বার ১৫। ২০ বিন্দু মাত্রায় সেবন করান যাইতে পারে। অন্ত্রজ্বরে রক্তে অতিশয় ক্ষার জন্মে। ঐ ত্রাবক সেবন করাইলে সেই ক্ষার দোষ নষ্ট হইয়া যায়।

জার্মানীতে জলসেক চিকিৎসার আদর আছে। ডাক্তার ফিল্টও আমেরিকাতে ইহার পরীক্ষা করিয়া-ছিলেন। পরীক্ষা করিয়া তিনিও ইহার প্রশংসা করেন। রোগীর গায়ের অত্যন্ত তাপ বৃদ্ধি হইলে জলসেক করা আবশ্যক। প্রথমে ঘরের সমস্ত দ্বার বন্ধ করিবে। তাহার পর দুই খানি কঞ্চল শীতল জলে ভিজাইয়া দুইটা শয্যা পাতিয়া রাখিবে। আগে একটা কঞ্চলে রোগীকে

জড়াইয়া তাহার উপরে আর একখানি শুষ্ক কপড় ঢাকা দিবে। ১০। ১৫ মিনিট পরে এই শয্যা হইতে তুলিয়া আবার অন্ত্র শয্যার কপড়ে জড়াইয়া রাখিবে। শরীরের বল ও দেহের সস্তাপ বৃদ্ধিয়া এই প্রক্রিয়া ৩০। ৪০ মিনিট পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে। শেষে রোগীর সর্সান্দ মুচাইয়া শুষ্ক শয্যায় শোয়াইবে এবং গায়ে শুষ্ক কাপড় ঢাকা দিবে। জলসেকের পর কদাচ শীত ঘরের দ্বার খুলিবে না। যে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেও শীতল বাতাস আসিতে পারে, তেমন স্থলে জলসেক করা কর্তব্য নহে। জলসেক করিতে সাহস না হইলে, উষ্ণজলে বস্ত্র ভিজাইয়া তাহাতে বারম্বার রোগীর সর্সান্দ মুচাইয়া দিবে। ইহাতেও সস্তাপের লাভ হয়। দুঃসহ পিপাসা নিবারণের নিমিত্ত শীতল জল ও বরফ বিশেষ হিতকর। অত্যন্ত মাথার বেদনা থাকিলে সমস্ত চুল কামাইয়া বরফ ও শীতল জলধারা প্রয়োগ করিবে, ইহাতে মাথার উত্তেজনা কমিয়া যায় এবং নিদ্রারও আবির্ভাব হয়।

প্রথমেই বলা হইয়াছে, অন্ত্রজ্বরের ঠিক চিকিৎসা কিছুই নাই। কোন ঔষধে এই কঠিন জ্বরের প্রতীকার হয় না। পীড়ার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত চিকিৎসকের কর্তব্য এই যে, তিনি লঘু পথ্য এবং সুয়ার দ্বারা রোগীর বল রক্ষা করিবেন। তত্ত্বিন্ন, যখন যে উপসর্গ উপস্থিত হইবে, যৎসামান্য ঔষধ দ্বারা তাহার শাস্তি করিবার চেষ্টা পাইবেন। অতিরিক্ত ঔষধ সেবন করাইলে কিম্বা ব্যস্ত হইলে অনিষ্ট বৈ ইষ্টলাভের প্রত্যাশা নাই। ডাক্তার গুলডেন, ডগা প্রভৃতি চিকিৎসকগণ এই রোগে কুইনাইন প্রয়োগ করেন। কিন্তু তাহা সুব্যবস্থা নহে। বিজ্ঞ বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ দেখিয়াছেন, টাইফয়েড্ জ্বরে কুইনাইন সেবন করাইলে অনিষ্ট ঘটে এবং পীড়া আরোগ্যের অনেক বিলম্ব পড়িয়া যায়। তবে এস্থলে এক কথা এই বিবেচনা করিতে হইবে যে, আমাদের দেশে মেলেরিয়া অতিশয় প্রবল। এখানে অন্ত্রজ্বরে প্রাতঃকালে যদি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম পাওয়া যায়, তাহা হইলে অল্প মাত্রায় কুইনাইন প্রয়োগ করিলে ক্ষতি নাই। কিন্তু অতিশয় আত্মান, রক্তস্রাব, অল্পে ছিদ্র প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে কুইনাইন প্রয়োগ করিবে না।

উদরাময় নিবারণের নিমিত্ত এই রূপ ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে—

খদিরের অরিষ্ট অর্দ্ধ ড্রাম্

কাইনোর অরিষ্ট ঐ
আফিমের অরিষ্ট ৫ বিন্দু
পেপারমেন্টের জল অর্দ্ধ ছটাক।

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা। এই ঔষধ চারি ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। অত্যন্ত প্রলাপ এবং মস্তকবেদনা থাকিলে একেবারে উদরাময় নিবারণ করিবে না। কিন্তু পুনঃ পুনঃ জলবৎ মল নির্গত হইলে তাহার প্রতীকার করা আবশ্যক। নিম্ন লিখিত ঔষধেও উদরাময়ের বিলক্ষণ শাস্তি হয়—

জলমিশ্র গন্ধক দ্রাবক ৩ বিন্দু
শুগার অব্‌লেন্ড্ ৩ গ্রেণ
মর্ফিয়া হাইড্রোক্লোরেট সিকি গ্রেণ
দারুচিনির জল অর্দ্ধ ছটাক

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা। এই ঔষধ ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। প্রবল উদরাময় উপস্থিত হইলে নিম্ন লিখিত ঔষধ পিচ্কারী দ্বারা মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে—

তার্পিন তৈল ৩০ বিন্দু
টিং কাইনো ২ ড্রাম
টিং ওপিয়ম্ ২০ বিন্দু
গঁদের মণ্ড এক ছটাক।

এই ঔষধ প্রত্যহ দুইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রক্তস্রাব হইলে গ্যালিক এসিড্‌ মহৌষধ।

গ্যালিক এসিড্‌ ১০ গ্রেণ
টিং ওপিয়ম ৭ বিন্দু
জলমিশ্র গন্ধক দ্রাবক ১০ বিন্দু
জল অর্দ্ধ ছটাক।

একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪। ৬ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিবে।

অতিশয় পেট ফাঁফিয়া উঠিলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে সমস্ত পেটে তার্পিন তৈল মাখাইয়া উষ্ণজলের স্নেহ করিবে। অতিশয় আত্মান বিদ্যমান থাকিলে কোমল বস্ত্রে পেট বাঁধিয়া রাখা কর্তব্য। তত্ত্বিন্ন লম্বা নলীর দ্বারা হিন্দুর পিচ্কারী দিলেও আত্মান কমিতে পারে।

রাত্রিতে নিদ্রা না হইলে রোগীর অত্যন্ত শ্রানি জন্মে। তাহাতে দিন দিন শরীর দুর্বল হয় এবং সমস্ত উপসর্গও বাড়িতে থাকে। তজ্জন্ত বাহ্যতে নিদ্রাবেশ হয়, সে পক্ষে বস্ত্র করা উচিত। ৫ গ্রেণ ডোভার্স পাউ-

ডার প্রয়োগ করিলে অনেকস্থলে স্নানিত্রা হয়। কিন্তু মস্তকে রক্তাধিক্য থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্তব্য নহে। কারণ ইহাতে আফিম আছে। মস্তকে রক্তাধিক্য থাকিলে আফিম সহ হয় না। ফুস্ফুস প্রদাহ কিম্বা শ্বাসনালী প্রদাহ থাকিলে যদি শ্লেষ্মা নিঃসরণ না হয়, তাহা হইলে আফিমে অনিষ্ট করে। রোগী, একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলে এরূপ পূর্ণলক্ষণ জানিতে পারিলেও আফিম ব্যবস্থা করিবে না। যাহা ইউক, কোন প্রকারে রোগীর স্নানিত্রা হইলে এক দিনে উৎকট উপদ্রব সকল দূরীভূত হয়।

বক্ষঃস্থলের প্রদাহ জগ্গ কাশি বর্তমান থাকিলে বৃকের উপর তর্পিন তৈল দিয়া মর্দন করিবে; পাতলা কাপড় তর্পিন তৈলে ভিজাইয়া তাহা বৃকের উপরে বিছাইয়া দিবে; এবং মসিনার উষ্ণ প্রলেপ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে। সেবনের নিমিত্ত টিং সেনেগা ২০ বিন্দু, সিরপ্ অব্ স্কুইল ৩০ বিন্দু, ক্লোরিক ইথর ২০ বিন্দু, কপূরের জল অর্দ্ধছটাক। এক মাত্রা। এই ঔষধ ৬ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। উদরাময়, কাশি ও একজ্বর এই উপসর্গগুলির আর একটা মহোষধ আছে। যথা—লিকর সোডা ক্লোরিনেট ২০ বিন্দু, সিরপ্ অব্ টলু ৩০ বিন্দু, ক্লোরিক ইথর ২০ বিন্দু, সার্পেন্টারির ফাণ্ট অর্দ্ধ ছটাক। এক মাত্রা। এই ঔষধ ৪।৬ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

রোগী দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, এরূপ বৃত্তিতে পারিলেই মাংসের ঝোল এবং ব্রাণ্ডী সেবন করাইতে থাকিবে। জ্বররোগে মদ্য প্রয়োগ করিতে হইলে অনেক টুকু বিজ্ঞতা চাই। ঠিক সময়ে এবং উপযুক্ত পরিমাণে মদ্য ব্যবস্থা করিতে না পারিলে বিস্তর অনিষ্ট ঘটে এবং অনেক রোগী চিকিৎসকের অবিবেচনার নিমিত্ত অকালে প্রাণত্যাগ করে। অতএব জ্বররোগের চিকিৎসার সময়ে সকলেই এই কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখিবেন—

১। নাড়ী ক্ষীণ ও অতিশয় দ্রুতগামিনী হইলে মদ্য প্রয়োগ করিবে এই ঔষধ ছুই এক মাত্রা সেবন করিলে যদ্যপি নাড়ী পূর্বাপেক্ষা স্থির ও সবল বোধ হয়, তবেই বৃত্তিতে হইবে যে, মদ্য প্রয়োগে উপকার হইয়াছে। মদ্য সেবন করাইলে যদ্যপি নাড়ীর বেগ ও বক্রগমন বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে বৃদ্ধি চাই যে, মদ্য সেবনে কোন উপকার হয় নাই; বরং কিছু অনিষ্ট ঘটয়াছে।

কিন্তু নাড়ী চঞ্চল হইলেও মদ্য এককালে স্থগিত রাখা উচিত নহে। পূর্বাপেক্ষা আরও অল্প মাত্রায় কিছু বিলম্বে বিলম্বে সেবন করাইবে। এই প্রণালীতে সূরা প্রয়োগ করিলে, কোন রোগীকে কি পরিমাণে এবং কত বিলম্বে বিলম্বে মদ্য সেবন করান আবশ্যক, তাহা অনায়াসে বৃত্তিতে পারা যায়। যাহারা নিম্নত রোগীর কাছে থাকিয়া বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, সে সকল বিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রায় এত দূর কষ্ট হয় না। মস্তিষ্কের উপসর্গ এবং নাড়ীর গতি দেখিলেই তাহার মদ্যপ্রয়োগের ফলাফল অবিলম্বে বৃত্তিতে পারেন।

মদ্য সেবন করাইলে যদ্যপি পূর্বাপেক্ষা জিহ্বা আরও মলিন হয় ও শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে সূরায় অপকার করিয়াছে বৃত্তিতে হইবে। কিন্তু, যদ্যপি জিহ্বা ক্রমশঃ সরস হইয়া আসে এবং মলিনতা কমিয়া যায়, তবে মদ্য সেবনে শুভ ফল দর্শিয়াছে, ইহা দ্বারা তাহাই বুঝা চাই।

মদ্য ব্যবস্থা করিলে যদি প্রলাপ কমিয়া আসে ও নিদ্রার আবির্ভাব হয়, তবে তাহা হুলক্ষণ। কিন্তু প্রলাপ পূর্বাপেক্ষা অধিক হইলে কিছু কাগের নিমিত্ত সূরা সেবন করাইবে না।

ছুই তিন মাত্রা মদ্য সেবন করাইলে যদি শ্বাস প্রশ্বাস স্বভাবিক হইয়া আসে, তাহা হইলে নির্ভয়ে মদ্য প্রয়োগ করিবে। কিন্তু শ্বাস কৃচ্ছ্র বৃদ্ধি হইলে এই ঔষধ বন্ধ রাখিবে।

আমাদের দেশে সচরাচর জ্বরাদি রোগের অবসন্ন-বস্থায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২ ওঙ্ক হইতে ৬ ওঙ্ক ব্রাণ্ডী কিম্বা ৪ ওঙ্ক হইতে ৮ ওঙ্ক পোট ব্যবস্থা করা যায়। কচিং কোন কোন স্থলে ইহার অধিক পরিমাণেও সেবন করান গিয়াছে। কতিন পীড়ার সময়ে রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলে ঠিক সময়ে সময়ে মদ্য সেবন করান চাই। মদ্য সেবন দ্বারা শরীর সুস্থ ও নিদ্রার আবির্ভাব হইলেও নির্দিষ্ট সময়ে রোগীকে জাগাইয়া সূরা সেবন করাইবে। কারণ ঠিক সময়ে মদ্য সেবন না করাইলে বিষ ঘটবার সম্ভাবনা। রোগী স্থির ভাবে ঘুমাইয়াছে বলিয়া তাহাকে জাগাইতে কুণ্ঠিত হইবে না। কুণ্ঠিত হইলে, হয় ত সেই নিদ্রা হইতে আর তাহাকে জাগিতে হইবে না। কারণ, তাহা হইলে জীবনী শক্তি একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং রোগী সংজ্ঞাহীন হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

মদ্যের সঙ্গে মাংসের ঝোলই উপযুক্ত পথ্য। যতটুকু। যম খাইলে রোগী অনায়াসে পরিপাক করিতে পারিবে, ১ ঘণ্টা অথবা অর্ধ ঘণ্টা অন্তর ততটুকু করিয়া ঝোল সেবন করাইবে। দুগ্ধ এবং পাতলা যবের মণ্ডও সুপথ্য। কিন্তু উদরাগ্নান থাকিলে এই সকল পথ্য ব্যবস্থা করা কর্তব্য নহে। তবে, সামান্য পেট ফাঁফা থাকিলে প্রথম সপ্তাহের পর চুণের জলের সঙ্গে গাধার দুগ্ধ অল্প অল্প ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

এই অরের চস্ত হইতে পরিভ্রাণ পাইলেও অনেক দিন পর্যন্ত রোগীকে বিলক্ষণ সাবধানে রাখিবে। সাবধানে না রাখিলে এই কঠিন পীড়ার পুনর্বার আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। দুর্বল রোগীকে শয্যা হইতে উঠিয়া যাইতে কিম্বা অধিক বসিয়া থাকিতে দিবে না। জরত্যাগ হইলেও দিন কতক কেবল তরল ও লঘুপথ্যের ব্যবস্থা করিবে। কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে, অন্ত্রজরে অন্ত্রমধ্যে ক্ষত হয়। কাজেই, কঠিন দ্রব্য উদরস্থ হইলে অন্ত্রের ভিতরে উত্তেজনা জন্মিতে পারে। অতএব যে যে ক্ষত স্থানে নতুন পরদা পড়ে, সেই সকল স্থানে পুনর্বার ক্ষত হইবার সম্ভাবনা।

এই রোগে হোমিওপ্যাথী ঔষধেও বিলক্ষণ উপকার করে। পীড়ার প্রথমাবস্থাতে ব্যাপ্টিসিয়া (Baptisia Ix dil) দুই এক বিন্দু মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা কহেন যে, ইহাতে জরের বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত, উদরাগ্নান, উদরাময়, অবসন্নতা, ভুষ্ণা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে আর্সেনিক মহৌষধ। এই ঔষধ ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে এবং ইহার মধ্যে মধ্যে কার্কো ডেজিটেবেলিস্ খাইতে দিবে। প্রলাপাদি বর্তমান থাকিলে বেলেডোনা সেবনে উপকার করিতে পারে।

টাইফয়েড জর সংক্রামক। অতএব রোগীর সমস্ত বিষ্ঠা গ্রামের বাহিরে পুতিয়া ফেলা উচিত। পরিধানের বস্ত্র এবং শয্যা দগ্ধ করিতে পারিলে ভাল হয়।

অন্ত্রপ্রদাহ (Enteritis)। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রদাহ দুই প্রকার। এক প্রকার অতি সহজ; তাহাতে বিশেষ যত্নগা নাই, কোন বিপদেরও আশঙ্কা নাই। অনেক সময়ে বিনা চিকিৎসায় ইহার উপশম হয়। আর এক জাতীয় অন্ত্র-প্রদাহ অতিশয় উৎকট। তাহাতে উদরের বেদনায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় এবং রোগীর জীবন রক্ষা করাও

দুর্ঘট হইয়া পড়ে। অন্ত্রপ্রদাহ সকল বয়সেই হইতে পারে, কিন্তু দুগ্ধপোষ্য শিশুদের দাঁত বাহির হইবার সময় অধিক দেখা যায়।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির অন্ত্রপ্রদাহ হইবার পূর্বে প্রায় কম্প হয়। তাহার পর,—জ্বর, পিপাসা, নাভিমণ্ডলের চারিদিকে অত্যন্ত বেদনাবোধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, শূল বেদনা উপস্থিত হইলে রোগী আপনার পেট আপনি হাত দিয়া খামচাটয়া ধরে, তাহাতে কিছু কালের জন্ত শান্তি হয়। কিন্তু অন্ত্রপ্রদাহ হইলে রোগী উদর স্পর্শ করিতে দেয় না। হাত দিয়া অল্প টিপিলে অত্যন্ত কষ্ট হইতে থাকে। পা চড়াইয়া শয়ন করিলে পেটে টানবোধ হয়, তাই রোগী কোলের কাছে হাঁটু শুটাইয়া উদর আচ্ছাদন করিয়া রাখে। জোরে নিশ্বাস ফেলিলেও পেটের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

টাইফয়েড জরের মত অন্ত্রপ্রদাহেও উদরাময় প্রায় সর্বত্র ঘটয়া থাকে। রোগী বারম্বার পাতলা মলত্যাগ করে। মলের বর্ণ কখন হলুদের স্রাব, কখন বা মাটির মত। অন্ত্রের উত্তেজনায় নিম্নস্তম্ভে মধ্যে মধ্যে অতিশয় বমন হয়। রোগীকে পথ্য খাইতে দিলে কিছুই পেটে থাকে না। দুগ্ধ, মাংসের ঝোল প্রভৃতি তরল দ্রব্য উদরস্থ হইলেই উঠিয়া যায়। উল্লীর্ণ পদার্থের সঙ্গে কখন কখন বিষ্ঠা দেখা গিয়াছে। কিন্তু বিষ্ঠা না থাকিলেও সহজে বমনে এত দুর্গন্ধ হয় যে, রোগীয়া কাছে কেহ বসিতে পারে না।

অন্ত্রপ্রদাহে প্রলাপ অতিশয় উৎকট লক্ষণ। অধিক প্রলাপ বর্তমান থাকিলে রোগীর জীবন রক্ষা করা এক প্রকার অসাধ্য হইয়া পড়ে। পীড়ার প্রথমাবস্থায় নাড়ী কঠিন এবং স্থূল থাকে; ক্রমে অত্যন্ত ক্ষীণ ও দ্রুতগামিনী হইয়া আসে, শেষে অঙ্গুলি দিয়া টিপিলে আর কিছুই অনুভব করা যায় না।

শৈশবাবস্থায় অন্ত্রের শ্লেষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহও (Muco-enteritis) দেখিতে পাওয়া যায়। দাঁত উঠিবার সময়ে শিশুদের আগে উদরাময় হয়। তাহার পর ক্রমে আধ্বান, জ্বর প্রভৃতি টাইফয়েড লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগী সর্বদাই অস্থির হইয়া থাকে; যন্ত্রণায় চীৎকার করে; রাতিতে নিদ্রা হয় না; জিহ্বা মলিন হয়; অবশেষে নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুতগামিনী হইয়া পড়ে। অন্ত্রপ্রদাহে রাত্রিকালে জরের অল্প বিশ্রাম হয়।

কিন্তু টাইফয়েড্ জরে প্রাতঃকালে অন্ন বিশ্রাম হইয়া থাকে।

রোগনির্ণয়—টাইফয়েড্ জর, স্বল্পবিরাম জর, অন্ত্র-বৃদ্ধি, অন্ত্রাবরোধ, শূলবেদনা প্রভৃতি পীড়ার সঙ্গে অন্ত্রপ্রদাহরোগের গোল হইতে পারে। দক্ষিণ শ্রোণি-দেশের গড়্ গড়্ শব্দ, রাত্রিতে জরের বৃদ্ধি, শরীরে গোলাপী চিহ্ন প্রভৃতি লক্ষণ না থাকিলে অন্ত্রপ্রদাহ চিনিতে কষ্ট হয় না। স্বল্পবিরাম জরে উদরাময় না থাকিতে পারে। তন্নিম্ন পেটের বেদনা এবং আত্মান থাকিলেও তাহা অন্ত্রপ্রদাহের মত নহে। কোন বিশেষ স্থানে অন্ত্র ঠেলিয়া আসিয়াছে কি না, হাত দিয়া তাহা পরীক্ষা করিলেই এই পীড়াকে অন্ত্রবৃদ্ধি হইতে প্রভেদ করা যায়। অন্ত্রাবরোধ হইলে কোষ্ঠ বদ্ধ হয়, কিন্তু অন্ত্রপ্রদাহের উদরাময় একটি প্রবল লক্ষণ। শূলবেদনা-তেও কোষ্ঠবদ্ধ হয় এবং রোগীর পেট চাপিয়া ধরিণে স্থিতি বোধ করে, কিন্তু অন্ত্রপ্রদাহে পেট টিপিলে অত্যন্ত কষ্ট হয়।

কারণ—অত্যন্ত গরমের পর শরীর শীতল করিলে কিম্বা হিম লাগাইলে অন্ত্রপ্রদাহ হইতে পারে। উষ্ণ ছদ্মাদি খাইয়া তাহার পর শীতল দ্রব্য খাইলেও অন্ত্রপ্রদাহ হয়। ফল, মূল এবং উদ্ভিজ্জাদির বীজ কিম্বা স্বক্ ভোজন করিলে, অস্ত্রে উত্তেজনা জন্মে, সে কারণ প্রদাহ হইতে পারে। উগ্র স্নায়ু সেবন। কৃমি। দ্রাবক কিম্বা শৈকোবিষ উদরস্থ হইলে অস্ত্রে প্রদাহ হয়। শিশুদের দন্তোদগমের সময়ে সচরাচর এই পীড়া ঘটিতে দেখা যায়।

নিদান—প্রদাহ হইলে অন্ত্র রক্তবর্ণ হইয়া উঠে; সেই রক্তবর্ণের সঙ্গে একটু কাল রঙ মিশান, তাহার উপরে অধিক শ্লেষ্মা জমিয়া থাকে। পূর্বে উদরাময় থাকিলে অন্ত্রের স্থানে স্থানে বিস্তার কৃত দেখিতে পাওয়া যায়। টাইফয়েড্ জরের মত অন্ত্রপ্রদাহেরও কৃতস্থানে কখন কখন ছিদ্র হইয়া থাকে। অধিক কাল উদরাময়ে ভুগিলে অন্ত্রের পরদা পুরু হইয়া উঠে।

অস্ত্রে প্রদাহ উপস্থিত হইলে ইহার কৃমিবৎ আকৃ-
শন বদ্ধ হইয়া যায়। [অন্ত্র শব্দে এই আকৃশনের বিব-
রণ দেখ]। অন্ত্রের আকৃশন বদ্ধ হয় বলিয়াই উদরাময় উপস্থিত হইয়া থাকে।

এলোপ্যাথী অপেক্ষা এই রোগে হোমিওপ্যাথী
ঔষধ অধিক প্রশস্ত। রোগী দুর্বল হইয়া পড়িলে এবং

অত্যন্ত বমন ও নাড়ির চারিদিকে বেদনা থাকিলে
আর্সেনিক ১২ ডাঃ এক বিন্দু করিয়া ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর
সেবন করাইবে। উদরাগ্নান, পেট শক্ত, দুর্গন্ধ তরল
মল, মলে রক্ত ও শ্লেষ্মা থাকিলে মার্কিউরিয়ালিস্
প্রয়োগে উপকার দর্শে। পেট অত্যন্ত ফাঁফিয়া উঠিলে
এবং অতিশয় উদরবেদনা থাকিলে কলসিষ ব্যবহারে
উপকার করে।

এলোপ্যাথী—এই মতে চিকিৎসা করিতে হইলে
কদাচ বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে না। কিন্তু আমে-
রিকার ডাক্তার ফিল্ট প্রথমাবস্থায় বিরেচক ঔষধ
প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন। বোধ হয় এ ব্যবস্থা
আমাদের দেশের পক্ষে হিতকর নহে। ডাক্তার
ট্যানারও জোলাপ দিতে নিবেদন করিয়াছেন। অত্যন্ত
কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে উষ্ণজলের পিচ্কারী দিলেই মল
নির্গত হইতে পারে।

এলোপ্যাথীর মতে, অন্ত্রপ্রদাহে আফিম উৎকৃষ্ট
ঔষধ। কিন্তু ৪।৫ মাসের শিশুদিগকে ইহা ব্যবস্থা
করা যাইতে পারে না। পূর্ণবয়স্ক রোগীকে ৩।৭ বিন্দু
আফিমের অরিষ্ট কপূরের জলের সঙ্গে ৩।৪ ঘণ্টা
অন্তর সেবন করাইবে। রোগী একটু স্থির হইলে
অধিক আফিম সেবন করাইবে না। কিন্তু এক কালে
ইহা বন্ধ করিয়াও দিবে না। এস্থলে আর একটা কথা
স্মরণ রাখা চাই। আফিম অতি ভয়ানক বিষ। ইহা
অন্ন অন্ন করিয়া উদরে সঞ্চিত হয়, পরে ইহার বিষ-
ক্রিয়া একেবারে প্রকাশ পাইতে পারে। তজ্জন্ত আফিম
সেবন করাইবার সময়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবে। এই
ঔষধ দুই তিন মাত্রা সেবন করাইলে বদ্যপি বেদনার
উপশম না হয়, তাহা হইলে অন্ন মাত্রায় বিলম্বে বিলম্বে
অহিফেন খাওয়াইবে।

রোগের প্রথমে উদরাময় নিবারণের জন্য সঙ্কোচক
ঔষধ দিবে না। তরুণ প্রদাহ কমিয়া আসিলে কাইনো
১০ বিন্দু অহিফেন অরিষ্ট ৭ বিন্দু এবং গঁদের মণ্ড
অর্দ্ধ ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া এই রূপ দুই মাত্রা
২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেবন করাইবে। পেটের উপরে
তাপিনতৈল মাখাইয়া পোস্তের চোঁড়ীর স্বেদ করিতে
থাকিবে। নাড়ী ক্ষীণ ও বেগবতী হইলে অন্ত্রজরের
মত মদ্য ও মাংসের কোল সেবন করাইয়া রোগীর বল
রক্ষা করা আবশ্যক। শিশুদের স্নৈয়িক ক্রিয়িতে প্রদাহ
হইলে কপূরের জলের সঙ্গে ২।৩ গ্রেণ ক্লোরোট

অব্ পটাশ সেবন করাইলে উপকার দর্শিতে পারে।

দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্র—অন্ত্রের কেবল এই স্থানে প্রদাহ হইলে জীবাশ্মায় তাহা ঠিক বৃদ্ধিতে পারা যায় না। মৃত শরীর কাটিলে তখন উহাতে কতাদি দৃষ্ট হয়।

অন্ত্রের এই স্থান কিঞ্চিৎ বিকৃত হইলে এক প্রকার অজীর্ণ রোগ জন্মে। তাহাকে 'দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্রিক অজীর্ণতা' (Duodenal dyspepsia) কহে। ইহার লক্ষণ অতি সামান্য। ভোজনের পর দক্ষিণ উপপার্শ্ব উপরটিপিলে বেদনা বোধ হয়। না টিপিলেও পাঁজরার নিম্নে শূল-বেদনার মত কেমন এক প্রকার অস্বাভাবিক হইতে থাকে। এই পাঁড়া জন্মিলে কাহারও পাণ্ডুরোগ হয়; কাহারও গা বমি বমি করিতে থাকে এবং ভোজন করিলে সমস্ত ভুক্ত দ্রব্য বমন করিয়া ফেলে। দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্রে কখন কখন ক্ষতও হয়। পরে ঐ ক্ষতস্থানে ছিদ্র হইয়া গেলে রোগীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক কহেন যে, দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্রে ককট রোগও জন্মে। কিন্তু এ প্রকার ঘটনা প্রায় দেখা যায় না। ডাক্তার ট্যানার দ্বাদশাঙ্গুল্যন্ত্রের মধ্যে একটা বড় পিত্তশিলা দেখিয়াছিলেন। ঐ পাথর অন্ত্রের পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়াছিল।

অন্ত্রমাংস (ক্লী) পকমাংস বিশেষ।

অন্ত্রমোড়া। (Helicteres Isora)। এক প্রকার ছোট গাছ। চলিত বাঙ্গালায় ইহাকে আঁতমোড়া কহে। ইহার সংস্কৃত নাম 'আবর্তনী'। আঁতমোড়ার ফল পিপ্পলের চেয়ে কিছু বড়। অন্ত্রের মত ঐ ফলের গায়ে আবর্তন অর্থাৎ পাক দেওয়া আছে, তাই ঐ ফল ও গাছকে সচরাচর আঁতমোড়া বলা যায়। এই গাছ, সিন্ধু ও হিমালয় প্রদেশে, বাঙ্গলাদেশে, দক্ষিণ ভারত-বর্ষে এবং ব্রহ্মদেশেও জন্মে।

আমাদের দেশে স্মৃতিকা ঘরে ছোট শিশুর উদর-বেদনা হইলে জ্বীলোকেরা উহার ফল তৈলের সঙ্গে পাথরের উপর ঘষিয়া সেই তৈল শিশুর পেটে মাখাইয়া দেন। ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ আঁতমোড়ার গুণাদি পরীক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন প্রকার রোগে ইহার কিছুই উপকার দেখিতে পান নাই।

আঁতমোড়ার গাছের ছালে পাট হয়। বেরার হইতে ইহার আঁশ পারিস্ প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছিল। অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারিলে, ইহাতে উত্তম কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে।

অন্ত্রবৃদ্ধি (ক্লী) অন্ত্র প্রবেশজনিত বৃদ্ধিঃ। পেটের নিম্নে অস্ত্র আছে। জোর করিয়া ভারী দ্রব্য তুলিতে গেলে উপরের ডায়েফ্রামের ও অন্ত্রাশ্রু পেশীর চাপে অস্ত্র নিম্নদিকে ও সম্মুখ ভাগে ঠেলিয়া চলিয়া আসে। অস্ত্র আপনাব স্থান ভ্রষ্ট হইয়া অন্ত্র ঠেলিয়া আসিলে, সেই স্থান ফুলিয়া উঠে। ইহাকেই আমরা অন্ত্রবৃদ্ধি বলি।

প্রসবের পর পেটের অভ্যন্তর কাছ নাড়ী কাটিলে নাভির উপর ফুলিয়া উঠে। চলিত কথায় তাহাকে আমরা গোড় বলি। ঐ গোড় অন্ত্রবৃদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই নহে। পেটের অভ্যন্তর নিকটে নাড়ী কাটিলে ভিতরের অস্ত্র সম্মুখ দিকে ঠেলিয়া আসে, তাই নাভির উপর ফুলিয়া উঠে। নাভি হইতে একটু দূরে নাড়ী কাটিলে ঐ দোষ ঘটে না। কুঁচকির উপরে (inguinal) এবং কুঁচকির নিম্নেও (femoral) অস্ত্র ঠেলিয়া আসে; কিন্তু অনেক লোকের অণ্ডকোষের ভিতরেই অস্ত্র নামিয়া আসিতে দেখা যায়।

কোন কোন শিশুর জন্ম কাল হইতে অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ থাকে। কতক অস্ত্র, অণ্ডকোষের ভিতরে নামিয়া আসে, আবার কিঞ্চিৎ কাল পরেই আপনি উঠিয়া যায়। তাহাতে শিশুর কোন যন্ত্রণা হয় না। কিন্তু



যৌবন কালে তাহারা ভারী দ্রব্য তুলিতে গেলে ঐ পাঁড়া বৃদ্ধি হয়। এরূপ দেখা গিয়াছে, কোন কোন ব্যক্তির অণ্ডকোষের ভিতরে পেটের অর্ধেক অস্ত্র নামিয়া থাকে এবং হাত দিয়া অস্ত্র টিপিলেই তাহা

উপরে উঠিয়া যায়। এখানে গর্ভ হইতে জাত অন্ত্রবৃদ্ধির একটা চিত্র দেওয়া গেল। বাহিরের স্থূল কৃষ্ণবর্ণ রেখা কোষের চর্ম। ইহার ভিতরে অস্ত্র নামিয়া আসিয়াছে।

বাহাদের অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ আছে, অণ্ডকোষের ভিতরে অস্ত্র নামিলে তাহাদের যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না। পেটের বেদনায় রোগী ছটফট করিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে বমন হয়। মলত্যাগের মত পুনঃ পুনঃ বেগ আসিতে থাকে, কিন্তু মল নির্গত হয় না।

অন্ত্রবৃদ্ধি হইলে কোন কোন স্থলে অস্ত্রকে স্বস্থানে প্রবেশ করান যায় (reducible)। কোন স্থলে অস্ত্রকে স্বস্থানে প্রবেশ করান যায় না (irreducible)। আবার কোথাও অস্ত্র বন্ধ হইয়া যায় (strangulated), কাজেই রক্ত সঞ্চালন হয় না; তৎক্ষণাত্ অন্ত্রের সেই স্থান পচিতে

থাকে। এই প্রকার অন্ত্ররুদ্বি অতিশয় ভয়ানক। কারণ—পূর্বেই বলা হইয়াছে, জোর করিয়া ভারী দ্রব্য তুলিতে গেলে অন্ত্ররুদ্বি হইতে পারে। তন্নিম্ন, জন্মাবধি শারীরিক গঠনের বিকৃতি, উদরে কোন প্রকার আঘাত এবং পীড়ার নিমিত্ত পেটের দুর্বলতার জন্তও অন্ত্ররুদ্বি হয়। সে সকল লোকের স্বভাবতঃ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, তাঁহারা মলত্যাগের সময়ে অনেক কণ পর্যন্ত জোরে বেগ দিয়া থাকেন। তাঁহাদেরও ক্রমে অন্ত্ররুদ্বি রোগ জন্মিতে পারে। প্রস্রাব বন্ধ হইলে এবং আমাশয় পীড়া থাকিলে অতিরিক্ত বেগের জন্ত অন্ত্ররুদ্বি রোগ জন্মে।

এই পীড়া সকল বয়সে এবং সকল শ্রেণীর লোকেরই হইতে পারে। কিন্তু বাহাদিগকে সর্বদাই অত্যন্ত ভারী দ্রব্য তুলিতে হয়, তেমন ব্যক্তির অন্ত্ররুদ্বি অধিক হইবার সম্ভাবনা। ফ্রান্সের ডাক্তার ম্যালাগ্নে (Malgaigne) কহেন যে, সচরাচর ১৩ জন পুরুষের মধ্যে এবং ৫২ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রায় এক এক জনের অন্ত্ররুদ্বি রোগ দেখা যায়। শৈশবাবস্থায় এবং বাল্যাবস্থায় এ রোগ নিতান্ত অর, —প্রায় ৭৭ জনের মধ্যে এক জনের হইয়া থাকে। কিন্তু ১৩।১৪ বৎসর বয়ঃক্রমের পর কার্যিক পরিশ্রম বাড়িলে তখন অনেকের এই ব্যাধি জন্মিয়া যায়।

সাবধানতা—জন্মাবচ্ছিন্নে কখন অন্ত্ররুদ্বি হইয়া থাকুক বা না থাকুক, জোর করিয়া কখনই কেহ অধিক ভারী দ্রব্য তুলিতে চেষ্টা করিবেন না। স্বভাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধ ধাতু হইলে মলত্যাগের জন্ত দুই ঘণ্টা বসিয়া বেগ দেওয়া অকর্তব্য। সে সকল লোক সুপথ্য দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে চেষ্টা করিবেন। মুগের ও ছোলার ডাউল, হিঞ্চা, বেল, নারিকেল, পেঁপে, দুধ প্রভৃতি দ্রব্য খাইলে আর কিছুই করিতে হয় না। প্রমেহ জন্ত প্রস্রাব বন্ধ হইলে অনর্থক বেগ দিবে না। সমস্ত চিকিৎসকের পরামর্শ লইলে পীড়ার শাস্তি হইতে পারিবে। জন্মকাল হইতে অন্ত্ররুদ্বি থাকিলে আদর করিয়া ছেলেকে বাশী বাজাইতে দিবে না। তেমন শিশুকে কাঁদিতে কিছা চীৎকার করিতে দেওয়াও অনিষ্টকর। অতএব পিতা মাতা সর্বদাই তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

চিকিৎসা—পেটের নিম্নে কুঁচকির কাছে অন্ত্ররুদ্বি হইলে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অন্ন ঠেলিয়া দিলেই অন্ত্র

স্বস্থানে সরিয়া যায়। অণ্ডকোষের ভিতরে অন্ত্র নামিয়া আসিলেই তাহা স্বস্থানে প্রবেশ করান কষ্টকর। রোগীকে চিত্ত করিয়া শোয়াইবে এবং যে দিকে অন্ত্ররুদ্বি হইবে, সেই দিকের পা কোলের কাছে টানিয়া রাখিবে। তাহার পর অণ্ডকোষের ভিতরের অন্ত্র হাত দিয়া উপর দিকে ও সম্মুখে ঠেলিতে থাকিবে। অনেক সময়ে এই সহজ উপায়েই অন্ত্র স্বস্থানে সরিয়া যায়। অন্ত্র পেটের ভিতরে প্রবেশ করিবার সময়ে গড়্ গড়্ ও কঁা করিয়া একটা শব্দ হয়। কিন্তু কোন কোন স্থলে এই সামান্য উপায়ে কিছুই ফল দর্শে না। তখন অস্ত্রাভ্যাসন প্রকার প্রকরণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। রোগীর অণ্ডকোষের উপরে পর্যায়ক্রমে একবার উষ্ণ জলধারা ও আর একবার শীতল জলধারা ঢালিবে। কিছুক্ষণ এই রূপ করিলে অন্ত্র আপনিই সরিয়া যায়। ইহাতেও রোগের শাস্তি না হইলে, রোগীর মস্তক শয্যার উপর কিঞ্চিৎ নীচ করিয়া রাখিবে এবং কটিদেশে বড় বালিস দিয়া পা উচ করিয়া ধরিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা অন্ত্র ভিতর দিকে সরিয়া যাইতে পারে। অন্ত্র স্বস্থানে চলিয়া গেলে পেটে টুন্ নামক চর্ম্মের বন্ধনী লাগাইবে। শুইবার সময়ে টুন্ পরিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু শয্যা হইতে উঠিবার পূর্বে টুন্ পরিবে, নতুবা অন্ত্র নামিয়া আসিবার সম্ভাবনা। অন্ত্র স্থান ভ্রষ্ট হইয়া কোথাও বদ্ধ হইয়া গেলে অন্ত্র চিকিৎসা ভিন্ন রোগীর প্রাণরক্ষা করিবার আর অন্য উপায় নাই।

অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ (Peritonitis)। অন্ত্রাদির উপরে পাতলা স্বেতবর্ণ ঝিল্লিবৎ চর্ম্ম ঢাকা আছে, তাহাকে অন্ত্রবেষ্ট (peritonium) কহে। ঐ চর্ম্মে কখন কখন প্রদাহ হয়।

অন্ত্রবেষ্ট প্রদাহ অতিশয় কঠিন পীড়া। সকল বয়সেই এই রোগ জন্মিতে পারে। কিন্তু প্রসবের পর স্ত্রীলোকদেরই ইহা অধিক হইতে দেখা যায়। তন্নিম্ন পেটে কোন প্রকার আঘাত লাগিলেও এই উৎকট পীড়া হইতে পারে।

পীড়া প্রকাশ হইবার পূর্বে প্রথমে কম্প হয়। কম্পের পর প্রবল জ্বর, পিপাসা, এবং উদরে বেদনা হইয়া থাকে। সর্ব প্রথমে সমস্ত পেটে বেদনা হয় না। রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলে কেবল পেটের স্থানে স্থানে বেদনা দেখাইয়া দেয়। তাহার পর পেট ফাঁকিয়া উঠে, উপরি ভাগ শক্ত হয় এবং সমস্ত পেটে বেদনা

বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। তখন রোগী কিছুতেই উদর স্পর্শ করিতে দেয় না। উদরের উপরে একখানি পাতলা কাপড়ও রাখিতে পারে না। কাশিলে, বমন করিলে কিম্বা মলমূত্র ত্যাগ করিতে হইলে যন্ত্রণায় প্রাণ বাহির হইয়া পড়ে। শ্বাস প্রশ্বাসের সময়ও পেটে টান পড়ে, তজ্জন্ত রোগী অত্যন্ত কাতর হয়। পেটের চর্ম আঙ্গা করিয়া রাখিবার নিমিত্ত রোগী আপনার কোলের কাছে হাঁটু টানিয়া রাখে। মধ্যে মধ্যে হিক্কা ও বমন হয়। নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ ও দ্রুতগামিনী হইয়া আসে। সর্বাঙ্গে চট্‌চটে ঘর্ম নির্গত হয়, অবশেষে রোগী অবসন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

পীড়ার প্রথমাবস্থায় মৃত্যু না হইলে পেরিটোনিয়মের মধ্যে সিরস্ রস সঞ্চয় হইয়া থাকে।

প্রসবের ৪।৫ দিন পরে স্তৃতিকা জরের সঙ্গে অনেক স্ত্রীলোকের পেরিটোনাইটিস্ হয়। প্রসবের পর এই রোগ জন্মিবার বিস্তর কারণ আছে। ফুলের কিয়দংশ গর্ভের ভিতরে ছিঁড়িয়া থাকিলে ক্রমে তাহা পচিতে থাকে, সেই গলিত দ্রব্যের বাষ্প হইতে রক্ত দূষিত হয়। গর্ভের মধ্যে সন্তান মরিয়া গেলেও অস্ত্রবেষ্ট ঝিল্লিতে প্রদাহ জন্মিতে পারে। ইরিসিপেলাসের বিষ হইতেও কখন কখন পেরিটোনাইটিস্ হইবার সম্ভাবনা।

প্রসবের পর স্তৃতিকা জর এবং অস্ত্রবেষ্ট ঝিল্লি প্রভৃতিতে প্রদাহ হইলে গৃহস্থ এবং চিকিৎসক উভয়েই বিলক্ষণ সতর্ক হইবেন। এই রোগ অত্যন্ত সংক্রামক এবং ইহার বিষ কিরূপে কোথায় থাকে, তাহার কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। স্তৃতিকা অরাক্রান্ত স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিয়া চিকিৎসক আপনার নখ কাটিয়াছেন, চুল কামা ইয়া ফেলিয়াছেন, বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া উত্তমরূপে স্নান করিয়াছেন। এত সাবধানতার পরেও তিনি অল্প গর্ভিণীর চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। সেই সকল স্ত্রীলোকেরাও উৎকট স্তৃতিকা জরে আক্রান্ত হইয়াছিল। তজ্জন্ত বাটীর মধ্যে কাহারও স্তৃতিকা জরাদি হইলে সেখানে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের থাকা কর্তব্য নহে। এবং চিকিৎসক কিম্বা আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা স্তৃতিকা জরগ্রস্ত স্ত্রীলোকের কাছে বসিলে মাসাবধি কদাচ কোন অন্তঃস্বার নিকটে বাইবেন না।

চিকিৎসা—পেরিটোনাইটিস্ রোগে কদাচ বিরেচক

ঔষধ সেবন করাইবে না। কিন্তু বৃহদন্ত্রে অধিক মল সঞ্চিত হইয়া থাকিলে উষ্ণ জলের পিচকারি দিবে, তাহাতে অস্ত্রের উত্তেজনা কমিতে পারে। এই রোগে আফিমই উৎকৃষ্ট ঔষধ। অর্দ্ধ গ্রেণ মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর আফিমের সার কপূরের সঙ্গে সেবন করাইবে, এবং পীড়ার প্রথমে দুই এক দিন, কেলোমেল ১ গ্রেণ, কপূর ১ গ্রেণ, সোডা বাইকার্‌ব ৩ গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া একটা পুরিয়া করিবে। এই রূপ পুরিয়া প্রতাহ দুইবার সেবন করাইবে। পেটের উপরে লাগাইবার জন্ত, পোস্টের সার এবং বেলেডোনার সার সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। পরে সেই সার সমস্ত উদরের উপরে লাগাইয়া ধীরে ধীরে উষ্ণ জলের স্বেদ করিবে। শরীর দুর্বল, নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত হইয়া আসিলে পাতলা মাংসের ঝোল এবং অল্প অল্প ত্রাণ্ডী সেবন করাইবে। কিন্তু প্রসবের পর এ অবস্থা ঘটিলে অধিক ত্রাণ্ডী সেবন করান আবশ্যক।

অস্ত্রাবরোধ (Obstruction of the bowels)। অস্ত্রাবরোধ অতি ভয়ানক পীড়া। এই পীড়া ঘটিলে রোগীর জীবন রক্ষা করা দুর্ঘট হয়। অস্ত্রবৃদ্ধি রোগে অস্ত্র বদ্ধ হইয়া গেলে এই পীড়া প্রায় জন্মিয়া থাকে। তজ্জন্ত অস্ত্রাবরোধের কোন প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাইলে অস্ত্রবৃদ্ধি হইয়াছে কি না তাহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক। রোগীর তলপেটে, কুঁচকিতে, উরুদেশে কিম্বা অণ্ডকোষে কোথাও ফুলা দেখা যায় কি না তাহা পরীক্ষা করা উচিত।

অস্ত্রাবরোধে মলসংযুক্ত বমন হইলে তাহার নাম ইলিয়স্ (Ileus)। কেহ কেহ ইহাকে ভলভিউলস্ (Valvulus) এবং ইলিয়াক প্যাশন (Iliac passion) কহেন।

ডাক্তার ব্রিটন, বেনেট্, এবারফ্রি এবং অল্ড্রজ বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন যে, অস্ত্রের কোন স্থানে আক্কেপ হইলে অস্ত্রাবরোধ ঘটিতে পারে। তখন উপরের ভুক্তদ্রব্য কিম্বা মল আর নিম্ন দিকে আসিতে পারে না। স্বভাবতঃ, অস্ত্রের আকৃকন গতি উপর দিক হইতে ক্রমে ক্রমে নিম্ন দিকে চলিয়া আসিতেছে। ঐ আকৃকন গতির চাপে উপরের ভুক্তদ্রব্য ও বিষ্ঠাদি অস্ত্রের নিম্ন দিকে সরিয়া সরিয়া আসে। কিন্তু সামান্য অস্ত্রাবরোধ ঘটিলে ঐ আকৃকন গতি উন্টিরা যায়, অর্থাৎ তখন নিম্ন দিক হইতে উর্দ্ধ দিকে বাইতে থাকে। তাই

অন্ত্রের ভিতরের মলও নিম্ন দিক হইতে উর্দ্ধে উঠিতে থাকে, শেষে মুখ দিয়া নির্গত হইয়া যায়। এ প্রকার অন্ত্রাবরোধে মলঘারে ঔষধের পিচ্কারী দিলে, রোগী মুখে তাহার আশ্বাদ ও গন্ধ বৃদ্ধিতে পারে।

ডাক্তার হাভেন্ ২৫৮ জন রোগীর অন্ত্রাবরোধ দেখিয়া এই পীড়ার কতকগুলি কারণ নিশ্চিত করেন। তাঁহার মীমাংসা, ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে ফিলেডেল্ফিয়ার এক ধানি পত্রে প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন, অন্ত্রের ভিতরের মৈত্রিক ক্লিষ্টে এবং পেণীর পরদাতে কোন কোন পীড়া থাকিলে অন্ত্রাবরোধ ঘটিতে পারে। যথা—

(১) অন্ত্রের ভিতরে কর্কট অর্থাৎ ক্যান্সার রোগ থাকিলে অন্ত্র যুড়িয়া যাইতে পারে।

(২) কর্কট রোগ না থাকিলেও প্রদাহের জন্ত, কিম্বা অন্ত্রে আঘাত লাগিলে অথবা অন্ত্রের মধ্যে দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হইলে অন্ত্রের ছিদ্র বৃদ্ধি পায়।

(৩) কতস্থান শুকাইয়া গেলে অন্ত্রও যুড়িয়া যাইতে পারে।

(৪) অন্ত্রের ভিতরে অন্ত্রের কিয়দংশ প্রবিষ্ট (Intus-susception) হইলেও অন্ত্রের পথ রুদ্ধ হয়।

(৫) বহুপদ (polyp) নামে এক প্রকার কীটাপু আছে। ইহাদের দেহের উপরে সরু সরু শাখার মত বিস্তার অল্প প্রত্যঙ্গ বাহির হয়। মাহুষের অন্ত্র প্রভৃতি শরীরের নানা স্থানে ঐ রূপ বহুপদ উপমাংস গজাইয়া থাকে। অন্ত্রের মধ্যে ঐ বহুপদ উপমাংস থাকিলে তখন অন্ত্রের ভিতরে যদি অন্ত্র প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে অন্ত্রের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।

অন্ত্রের বাহির পৃষ্ঠের সিরস্ আবরণও বিকৃত হইলে অন্ত্রাবরোধ ঘটিতে পারে। যথা,—

(১) অন্ত্র হইতে লসিকা অর্থাৎ লিম্ফ নির্গত হইলে তাহার দ্বারা অন্ত্র যুড়িয়া যাইতে পারে।

(২) অন্ত্রে পাক লাগিয়া শুটাইয়া গেলে কিম্বা অন্ত্র আপনাদের স্থান হইতে সরিয়া গেলে অথবা কোন বক্রদিকে সরিয়া পড়িলে অন্ত্রাবরোধ ঘটে।

(৩) অন্ত্রের বাহিরে আব কিম্বা কোড়া হইলে অন্ত্রাবরোধ হইতে পারে।

(৪) ফুলান্ত্রের মধ্যে কিম্বা মধ্যান্ত্রের মধ্যে অন্ত্রবৃদ্ধি, ইহার আর একটা কারণ।

(৫) বন্ধের নিয়ম্ আবরণে অর্থাৎ ডায়ফ্রামে অন্ত্রবৃদ্ধি।

(৬) ওমেণ্টম্ নামক পাকস্থলীর ও অন্ত্রবেষ্ট পরদার ভিতর অন্ত্রবৃদ্ধি।

(৭) রোধক অন্ত্রবৃদ্ধি।

(৮) অন্ত্রের ভিতরে ফলাদির বীজ, বৃক্ষ কিম্বা অন্ত্র কোন পদার্থ বদ্ধ হইয়া গেলে, পাথরী আটকাইলে অথবা কঠিন মল বদ্ধ হইয়া থাকিলে অন্ত্রাবরোধ হয়।

লক্ষণ—উদরে বেদনা এবং বারম্বার বমনই এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ। অন্ত্রাবরোধ ঘটিলে প্রথমে অল্প অল্প বমন হয়। বমনের সঙ্গে অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য এবং শ্লেষ্মা বাহির হইয়া আসে। কিন্তু দুই তিন দিন পরেই বমনে বিষ্ঠার মত ভূর্ণক হয়; শেষে বিষ্ঠাও নির্গত হইতে থাকে। এই সময়ে মলঘারে এরওঁতৈল কিম্বা অন্ত্র ঔষধের পিচ্কারী দিলে, তাহার আশ্বাদ মুখে জানিতে পারা যায়। কখন কখন সেই ঔষধও মুখের ভিতরে উঠিয়া আসে। তাহার পর পেটে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়; পেট ফাঁকিয়া উঠে; টিপিলে হাতে শব্দ লাগে; ঘন ঘন হিকা হইতে থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের উপার ভাগ অবরুদ্ধ হইলে, ডায়েক্রাম অধিক আকৃষ্ট হয়; তজ্জন্ত হৃদয় হিকার রোগীর প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া তুলে। অন্ত্রের স্বাভাবিক গতি বদ্ধ হইয়া যায় বলিয়া মলনিগত হয় না। রোগীর মন সর্বদাই উদ্বিগ্ন, যন্ত্রণায় কণ কালের নিমিত্তও স্থিতি হয় না, রাত্রিতেও নিদ্রা আসে না। দেহের সন্তাপ কখন অল্প, কখন বা অতিশয় বৃদ্ধি হয়। ক্রমে নাড়ীও ক্ষীণ এবং দ্রুতবেগে চলিতে থাকে। কঠিন অন্ত্রাবরোধে প্রায় এই অবস্থায় রোগীর মৃত্যু হয়।

অন্ত্রাবরোধ হইলে ভিতরের অবরুদ্ধ স্থান একটু ফুলিয়া উঠে। পেটের উপরে হাত দিয়া সাবধানে পরীক্ষা করিলে ঐ ফুলা প্রথম হইতেই স্পষ্ট জানিতে পারা যায়। ফুলার উপরে অঙ্গুলি দিয়া ধীরে ধীরে প্রতিঘাত করিলে, পূর্বের মত ফাঁকা শব্দ হয় না। এই পীড়ার সঙ্গে কঠিন পেরিটোনাইটিস্ও অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক দিন অন্ত্র অবরুদ্ধ হইয়া থাকিলে ক্রমে ক্রমে নাড়ী পচিতে থাকে। কিন্তু অন্ত্রের কিয়দংশ অন্ত্রের ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে অঁত শীঘ্র ও অধিক পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। অন্ত্রের উপর দিকে ছাদশাঙ্কুল্যন্ত্রের কোন স্থানে অবরোধ হইলে প্রথম হইতেই অত্যন্ত বমন হইতে থাকে। অন্ত্রের নিম্ন দিকে অবরোধ হইলে, প্রথম হইতে বমন না ঘটতে পারে।

চিকিৎসা--প্রথমাধিকার অন্ত্রাবরোধ পীড়া ঠিক চিনিয়া উঠা সূচক। অনেক রোগের সঙ্গে ইহার গোল হইতে পারে। তজ্জন্ত কোন কোন চিকিৎসক কহেন যে, প্রথম প্রথম এরও তৈল প্রভৃতি মুহুরিচক ঔষধ প্রয়োগ করিলে ক্ষতি হয় না। কিন্তু অন্ত্রাবরোধ পীড়া নিশ্চিত হইলে আর বিরচক ঔষধ সেবন করাইবে না। এই পরামর্শ কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। রোগ চিনিতে সন্দেহ হইলেও কদাচ বিরচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। এই রোগে বিরচক ঔষধ সেবন করাইলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটে। অনেক সময়ে রোগীর জীবন রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। এরও তৈল এবং উষ্ণ জলের পিচ্কারী দিলে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। অতএব রোগের ঠিক প্রকৃতি বৃত্তিতে সন্দেহ হইলে অধিক পরিমাণে উষ্ণ জলের পিচ্কারী দেওয়াই কষ্টব্য। ইহাতে আর একটা উপকার আছে। উদর জলে পরিপূর্ণ করিয়া বিবেচনা পূর্বক ধীরে ধীরে উপর দিকে চাপ দিতে পারিলে অবরুদ্ধ স্থান খুলিয়া যাইতে পারে। এই প্রক্রিয়া অতি সহজেই সম্পন্ন করা যায়। প্র. মে বড় পিচ্কারীর নল মলদ্বার দিয়া অস্ত্রের অনেক দূর পর্যন্ত প্রবেশ করাইয়া দিবে। তাহার পর মলদ্বারের কাছে নলের চারি দিক কাপড় দ্বারা চাপিয়া ধীরে ধীরে ভিতরে অঙ্গ প্রবেশ করাইবে। উদর জলে পরিপূর্ণ হইলে তখন গুজ্জরদ্বার চাপিয়া পেটের নিম্ন দিক হইতে উপর দিকে মলিয়া দিবে। এ প্রকরণ দ্বারা অবরুদ্ধ স্থান খুলিয়া যাইতে পারে। অনেকে অর্কসের বা এক সের কাঁচা পারা, অথবা ছিটা গুলি পেটে প্রবেশ করাইতে পরামর্শ দেন। তাহারা কহেন যে, পারার কিছা সীসের ভায়ে অবরোধ খুলিতে পারে। অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক তামাকুর পিচ্কারী দিতেও ব্যবস্থা দেন। কিন্তু এই সকল চিকিৎসায় বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

ঔষধের মধ্যে আফিমই শ্রেষ্ঠ। ১গ্রেণ মাত্রায় আফিমের সার ৬।৮ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে রোগী অনেকটা সুস্থির হইতে পারে। বিশেষতঃ আফিম দ্বারা অস্ত্রের ক্রমবৎ গতি কম হয়, তজ্জন্ত পেটের যজ্জগার কিছু শান্তি হইয়া থাকে।

এ রোগে বমন একটা উৎকট লক্ষণ। পাতলা দ্রব্য খাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা উঠিয়া যায়। সে কারণ রোগীকে অধিক পথ্য দেওয়া নিফল। পিপাসা পাইলে পুনঃ পুনঃ

শীতল জলে মুখ ধোত করিলে কষ্টের লাঘব হয়। মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট বরফের খণ্ডও মুখে রাখিতে দিবে। মাংসের সার, যবের মণ্ড প্রভৃতি যৎসামান্য খাওয়াইয়া রোগীকে জীবিত রাখিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু পথ্যাদি পিচ্কারী দ্বারা প্রয়োগ করা উচিত। তাহাতে বমন কিছা আশ্বাস বৃদ্ধি হয় না।

এই পীড়ায় পেট চিরিয়া অস্ত্রের অবরোধ খুলিয়া দিবার বিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে চিকিৎসকেরা প্রায় কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ককট প্রভৃতি রোগে সরলান্ত্র অবরুদ্ধ হইলে অবরোধের উপরে কৃত্রিম মলদ্বার করিয়া দিলে রোগী কিছু দিন জীবিত থাকিতে পারে।

অন্দর (পারসী)। মধ্য। ভিতর। অন্তঃপুর। মধ্য, যথা—
‘এই জমির অন্দরে আরও অনেক জমি আছে’। অর্থাৎ এই জমির মধ্যে ইত্যাদি। অন্তঃপুর যথা—অন্দরমহল।
অন্দামান। দ্বীপপুঞ্জ বিশেষ। [আন্দামান দেখ]।

অন্দিকা (স্ত্রী) অদি বন্ধনে-গু। নাটোক্ত জ্যোষ্ঠভগিনি।
নাটকের অভিনয় কালে যাহাকে জ্যোষ্ঠা ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করা যায়। অস্তিকা। চুল্লী।

অন্দু (স্ত্রী) অদ্যতেহনে অদি বন্ধনে-কু। *। অন্দু-বৃহু-
জঙ্ঘ-কফেলু-কর্কজু-দিধিঃ। উণ। ১। ৯৩। এতে কুপ্রত্য-
য়াস্তা নিপাত্যন্তে। বন্ধন। নিগড়। ভূষণ। অন্দুঃ স্ত্রিয়াং
শ্রাঙ্গিগড়ে প্রভেদে ভূষণস্ত চ। (মে)। সংজ্ঞাবিষয়ে কন্
প্রত্যয় করিলে অন্দুক এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে। *।
সংজ্ঞায়াং কন্। পা ৫। ৩। ৮৭। তাহার পর,—*।
কেহণঃ। পা ৭। ৪। ১৩। ক প্রত্যয় পরে থাকিলে অণ
হ্রস্ব হয়। তজ্জন্ত ‘অন্দুক’ ইহার উকার হ্রস্ব হইয়াছে।

অন্ধ। দৃষ্টির উপশ্রুত। উপসংহার। অদন্ত, চুং পং অকং
সেট। অন্ধয়তি। অন্ধাপয়তি।

অন্ধ (ত্রি) অন্ধ-অচ্। অথবা, অবিদ্যমানং ধ্যানং দর্শন-
মগ্নিন্ আলোকাভাবাৎ ইতি ধ্যাত্তেনংগুপূর্বঃ। চক্ষু-
র্দয়হীন। যে দুইটা চক্ষুতেই দেখিতে পায় না। এক
চক্ষে দেখিতে না পাইলে তাহাকে কাণ কহে। চলিত
কথায় ইহাকে আমরা ‘কাণা’ বলি। দুই চক্ষে দেখিতে
না পাইলে তাহাকে অন্ধ কহে। কিন্তু চলিত বাঙ্গালায়
এই দুই শব্দের অর্থ বিষয়ে কিছুই প্রভেদ করা হয় না।

অন্ধ দুই প্রকার। কোন কোন লোক অন্ধাক্ষ ;
মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিত হওয়া অবধি তাহারা দুই চক্ষেই
দেখিতে পায় না। বৈদ্যেরা বলেন, অন্ধ তিন ধরনের

মধ্যে গর্ভসঞ্চার হইলে কিম্বা গর্ভিণীর সাধ পূরণ না করিলে অন্ধ সন্তান জন্মে। গর্ভের ভিতরে সন্তান কি কারণে অন্ধ হয়, ইউরোপীয় গণ্ডিতগণ এখনও একধার কিছুই নীমাংসা করিতে পারেন নাই।

অন্ত প্রকার অন্ধ জন্মাবধি নয়। ভূমিষ্ঠের পর কোন সময়ে নানা প্রকার রোগে চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। [কিরূপে দর্শনজ্ঞান জন্মে এবং চক্ষুর কোন কোন স্থান নষ্ট হইলে মনুষ্যাদি অন্ধ হয়, তাহার বিবরণ চক্ষু শব্দে দেখ]।

আমাদের শাস্ত্রানুসারে পূর্বজন্মার্জিত পাপের নিমিত্ত মানুষ অন্ধ হয়। জাত্যন্ধ ব্যক্তি বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না।

অজ্ঞানান্দ—অর্থাৎ যাহার জ্ঞান নাই; অজ্ঞতা দ্বারা যে অন্ধ হইয়া আছে। জাত্যন্ধ—যে জন্মাবধি অন্ধ। দিবান্দ—যে দিবাভাগে দেখিতে পায় না, যেমন পেচকাদি। মেঘ, বৃষ এবং সিংহকেও দিবান্দ কহে। রাত্রান্দ—যে রাত্রিতে দেখিতে পায় না, যেমন কপোত প্রভৃতি পক্ষী। অনেক মনুষ্য বিশেষ পীড়ারশতঃ রাত্রিকালে দেখিতে পায় না। মিথুন, কর্কট এবং কস্তুরাশিকেও রাত্রান্দ কহে। বর্ণান্দ—যে সবুজ প্রভৃতি বর্ণ দেখিতে পায় না। [রাত্রান্দ ও বর্ণান্দের বিবরণ চক্ষু শব্দে দেখ]।

অন্ধ শব্দে পরিব্রাজক বিশেষকে বুঝায়, অর্থাৎ যিনি চলিবার সময়ে কেবল পায়ের নিকটের পথ দেখিতে দেখিতে যান, দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না।

অন্ধয়তীতি অন্ধ চুং প্রেরণে-গিচ্-অচ্। অন্ধকার। অজ্ঞান। জল।

মুনি বিশেষ। ইনি নিজে বৈশ্ব এবং ইহার স্ত্রী শূদ্রকন্তা। সরযুকুলে ইহাদের আশ্রম ছিল। এক দিন তাঁহাদের সন্তান কুন্তে জল পূরিতেছেন, অদূরে রাজা দশরথ। তিনি সেই বনে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। জলের শব্দ শুনিয়া মনে করিলেন কোন মন্তহস্তী জলপান করিতেছে। তাই সেই শব্দানুসারে তিনি বাণ-নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতেই ঋষিকুমারের মৃত্যু হইল। পরে অন্ধমুনি তাহার সৎকার করিয়া পুত্র শোকে স্বস্তীক জলস্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

অন্ধক (পুং) অন্ধ-বুল্। দৈত্যবিশেষের নাম। দিতির গর্ভে এবং কশ্যপের ঔরসে ইহার জন্ম হইয়াছিল। এই দৈত্য মহা অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল, তজ্জন্ত মহাদেব তাহাকে বিনষ্ট করেন। (হরিবংশ)।

অন্ধ এব অন্ধকঃ স্বার্থে কন্। বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

মমতার গর্ভে এবং উতথোর ঔরসে তাঁহার জন্ম। তিনি বৃহস্পতির শাপে জাত্যন্ধ হইয়াছিলেন। ইহার অপর নাম দীর্ঘতনা। (মহাভারত আ। পং)। যদুবংশের নৃপতি বিশেষের নামও অন্ধক। ইনি সম্বতের পুত্র। অন্ধকের চারিটা পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের নাম—কুকুর, ভজমান, শুচিকম্বল এবং বর্হিষ। (বিষ্ণু পুং ৪। ১৪।)। দেশবিশেষ। মুনিবিশেষ।

অন্ধকক্ষয়কর (পুং) অন্ধকানাং যাদবানাং ক্ষয়করঃ নাশকরঃ। ৬-তৎ। বিষ্ণু। যিনি যাদবদিগকে নষ্ট করিয়াছেন। অন্ধকন্ত দৈত্যবিশেষস্ত ক্ষয়করঃ। মহাদেব। অন্ধকমৃত্যুজিৎ (পুং) অন্ধকঃ অমৃতবিশেষঃ, মৃত্যুমরণং তো জয়তি অন্ধক মৃত্যু-জি-কিপ্। উপ-সং। মহাদেব। যিনি অন্ধকদৈত্য ও মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। মদ-নান্দকমৃত্যুজিৎ। নৈষধ ৪। ১৭।

অন্ধকরিপু (পুং) অন্ধকন্ত রিপুঃ শত্রুঃ। ৬-তৎ। মহাদেব; যিনি অন্ধক দৈত্যকে নষ্ট করিয়াছিলেন। শেষ কাব্যাদিতে অন্ধকার নাশক চন্দ্র স্বর্যাদিকেও বুঝায়। অন্ধকবর্ত (পুং) অন্ধক ইব বর্ততে বৃত-অচ্। পর্কত বিশেষ।

অন্ধকার (পুং স্ত্রী) অন্ধঃ করোতীতি কৃ-অণ্। উপ-সং। তিমির। তমঃ। আলোকের অভাব। অন্ধকার শব্দের অপভ্রংশে ‘আঁধার’ শব্দ প্রচলিত আছে। অন্ধকারো-হস্ত্রিয়াঃ ধাতুং তমিশ্রং তিমিরং তমঃ। (অমর)। রাজবল্লভ, অন্ধকারের এই কয়েকটা গুণ লিখিয়াছেন—ইহা ভয়, দৃষ্টি এবং তেজের অবরোধক। ইহা তিক্ত। অন্ধকারে সকল ব্যাধি জন্মে।

প্রায় সকল দেশেরই প্রাচীন ইতিহাসে লিখিত আছে যে, সৃষ্টির পূর্বে জগৎ কেবল অন্ধকারে আবৃত ছিল। তাহার পর, স্বর্য চন্দ্র তারা প্রভৃতির সৃষ্টি হইলে জগতে আলোক হইল।

অন্ধকারক (পুং) ক্রৌঞ্চদ্বীপের অন্তর্গত দেশবিশেষ। ইহা প্রাবরক ও মুনি নামক দেশের মধ্যে অবস্থিত। এখানে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ বাস করেন। তাঁহারা সকলেই গৌরবর্ণ।

অন্ধকারময় (ত্রি) অন্ধকার-প্রাচুর্য্যে ময়ট্। অত্যন্ত অন্ধকারযুক্ত।

অন্ধকারি (পুং) অন্ধকন্ত দৈত্যবিশেষস্ত অরিঃ শত্রুঃ। ৬-তৎ। মহাদেব, ইনি অন্ধক নামক দৈত্যকে নষ্ট করিয়াছিলেন। স্নেহে চন্দ্র ও স্বর্যকেও বুঝায়।

অন্ধকামুহুৎ (পুং) অন্ধকস্ত অন্ধহং শব্দঃ। শিব।

অন্ধকূপ (পুং) অন্ধয়তি ইত্যঙ্কঃ স চাসৌ কৃপশ্চতি।

অন্ধকারঘূর্ণ কূপ। অন্ধঃ কৃপো যত্র। ৭-বহুব্রী। নরক বিশেষ। এই নরক অন্ধকারে আবৃত। এই জন্মে যে সকল লোক আত্মস্থতের নিমিত্ত নীচ প্রাণীদিগকে কষ্ট দেয়, তাহারা ঐ নরকে গিয়া ক্রেশ ভোগ করে। অন্ধস্ত দৃষ্ট্যভাবস্ত কূপ ইব। মোহ।

অন্ধকারবিশিষ্ট ঘর। তওয়াখানা। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে স্থানে স্থানে মাটির ভিতরে ঘর আছে। তাহার নাম তওয়াখানা বা অন্ধকূপ। গ্রীষ্মকাল পড়িলে রৌদ্রের তাপ অতিশয় বৃদ্ধি হয়, অগ্নির ফুলিঙ্গের মত বাতাস ও লুচলিতে থাকে। তজ্জন্তু ধনবান্ লোকেরা দিবসে রৌদ্রের সময়ে সেই তওয়াখানার ভিতরে বাস করেন। বরফ ব্যবসারীরাও বরফ ধরিয়া অন্ধকূপের ভিতরে সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহাতে বরফ শীঘ্র গলিয়া যাইতে পারে না।

তাহার পর কলিকাতার অন্ধকূপ বৃত্তান্ত। আর সেই অন্ধকূপের মধ্যে ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের ২১ জুনের রাত্রি। বত দিন চল্লিখ্য আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইবে; আর শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পর গ্রীষ্ম আসিবে, সেই অন্ধকূপ আর সেই কাল রাত্রি ততকাল সকলের মনে জাগিয়া উঠিবে।

কলিকাতার পুরাতন ভূর্গের বারিকের ঠিক দক্ষিণ দিকে একটা ছোট ঘর ছিল। তাহাই এই অন্ধকূপ। এখনও অনেকে ট্যাক্স স্কোয়ারের কোণে সেই অন্ধকূপের স্থান দেখাইয়া দেন। ১৮৩৪ সালে লারেল ম্যাকিন্টস্ কোম্পানি তাহারই নিকটে দোকান করিয়াছিলেন।

অন্ধকূপ ঘরটা ১৮ ফিট দীর্ঘ, ১৮ ফিট প্রশস্ত এবং ১৪ ফিট উচ্চ। তাহাতে কেবল একটা দ্বার ছিল, এবং উপরে বারাণ্ডার কাছে দুইটা ছোট ছোট জানালা ছিল; তাহাও লোহার ডাঙা দিয়া আঁটা। ইংরাজ সেনার মধ্যে কেহ কোন অপরাধ করিলে তাহাদিগকে এই অন্ধকূপে পুরিয়া রাখা হইত। এমন ঘরে বাস করাই বন্দীদের চেয়ে অধিক শাস্তি,—কাজেই অপরাধীর শাসনের নিমিত্ত আর বড় কিছু করিতে হইত না।

১৭৫৬ সালে ২১ জুন সিরাজ-উ-দৌলা আপনায় সেনাপতি মিরজাফর ও সৈন্য সামন্ত লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। কেবল হস্তগত হইল। কিন্তু ইংরাজদের খাজনাতানা লুণ্ঠ করিয়া ৫০,০০০ টাকা বৈ পাইলেন

না। যে জাতি সমুদ্র পার হইয়া এই দূরদেশে বাণিজ্য করিতেছে, তাহাদের তহবিলে পঞ্চাশ হাজার টাকা স্থিত, একথা শুনিতেই অসম্ভব। তজ্জন্তু নবাব, ইংরাজদের তখনকার অধ্যক্ষ হলওয়েল সাহেবকে ডাকাইয়া অনেক ভয় দেখাইলেন, কত ভৎসনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। হলওয়েল সাহেব টাকার কথা কিছুই ব্যক্ত করিলেন না। অগত্যা সিরাজ-উ-দৌলা, মিরজাফরের হস্তে ইংরাজ বন্দিদিগকে সমর্পণ করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তখনকার এক এক জন ইংরাজ বণিকের দৌরাত্ম্য সাত শত সিরাজ-উ-দৌলার চেয়ে অধিক। তাহাদের অত্যাচারে বাঙ্গালা দেশ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। তাই নবাবের সেনাগণ ইংরাজ বন্দিদিগকে শাস্তি দিতে পরামর্শ করিলেন। ১৪৬ জন কয়েদীকে সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকূপের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করা হইল। ফুল্ল কালি করিয়া দেখিলে অন্ধকূপের মধ্যে ১৪৪ হাত স্থান হয়। প্রত্যেক হাতের ভিতরে এক এক জন মানুষ গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি করিয়া দাঁড়াইলেও ছই জনের স্থান হয় না। সিপাহীরা, তবু সেই ঘরের ভিতরে ১৪৬ জন মানুষ পুরিয়া দিল।

ক্ষুদ্র ঘর, দ্বার রুদ্ধ; যে জানালা ছিল, তাহাও না থাকিবার মধ্যে। তাহাতে বাঙ্গালার জৈষ্ঠমাসের রাত্রি; আবার লোকের উপর লোকের ভিড়। যন্ত্রণার বত কিছু আয়োজন, সকল শুলিই এক ঠাই হইয়াছিল।

গৃহের ভিতরে প্রবিষ্ট হইলেই সকলের প্রাণ কণ্ঠার কাছে আসিয়া পড়িল। গ্রীষ্মে সর্কাদ্বেদ দ্রু দ্রু করিয়া ঘণ্ট ছুটিতেছে, দারুণ পিপাসায় বক্ষঃস্থল ফাটিয়া যাইতেছে, বন্দিরা কেবল ঠেলাঠেলি করিয়া ক্ষুদ্র জানালার কাছে বাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বর সন্ধীর্ণ, এক পা অগ্রসর হইবার স্থান নাই। তবু হলওয়েল সাহেব অতি কষ্টে জানালার কাছে আসিলেন। আসিয়া এক জন জমাদারকে বলিলেন,—“ভূমি আমা-দিগকে অল্প ঘরে কয়েদ করিয়া রাখ; আমি তোমাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিতেছি।” জমাদার নবাবের অমুমতি লইতে গেল। হতভাগ্য বন্দিরা আশা-পথ চাহিয়া থাকিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরেই জমাদার ফিরিয়া আসিল, কিন্তু অভীষ্টসিদ্ধি হয় নাই। হলওয়েল সাহেব ছই হাজার টাকা দিতে চাহিলেন। এবার নবাব নিদ্রিত ছিলেন, তাহাকে কেহ জাগাইতে পারিল না।

এখন কয়েদীদের ছঃসহ ক্লেশ। সে ক্লেশ মুখে আসে না, মনে ভাবা যায় না। অন্ধকূপের ভিতর কেবল জল জল শব্দ। সিপাহীরা জলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া জানালা দিয়া তাহা ঘরের ভিতরে ফেলিতে লাগিল। আরও গোল উঠিল, ঠেলাঠেলি আরও বাড়িয়া গেল। কত লোক পদতলে দলিত হইয়া প্রাণ হারাইল। পরদিন প্রাতঃকালে ১৪৬ জন বন্দির মধ্যে কেবল ২৩ জন জীবিত ছিল। এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের নিমিত্ত কেহ কেহ নবাবকে দোষ দেন, কেহ কেহ নবাবকে নিরপরাধ সপ্রমাণ করেন। হলওয়েল সাহেব নিজে যে রূপ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনিও সিরাজ-উ-দৌলাকে দোষী করেন নাই।

অন্ধকরণ (ত্রি) অনন্ধমন্ধঃ কুর্ত্ত্বানেন চ্যার্থে-ক-করণে-থ্যুন্। শোক প্রভৃতি যাহাতে মানুষ অন্ধ হয়। ‘অন্ধ-করণঃ শোকঃ’ (মুদ্র)। *। আচ্য স্তভগ স্থল পলিত নম্মাকপ্রিয়েষু চ্যার্থেচৌ কৃৎঃ করণে থ্যুন্। পা ৩।২। ৫৬। আচ্য, স্তভগ, স্থল, পলিত, নগ, অন্ধ, প্রিয়, এই সাত কৰ্ম উপপদের পর চি (যাহা ছিল না তাহা হওয়া) অর্থে অস্তে চি না থাকিলে কৃ ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে থ্যুন্ প্রত্যয় হয়। চি-অন্ত উপপদ হইলে থ্যুন্ বিহিত হইবে না। থ্যুন্ এবং ল্যুট্ উভয় প্রত্যয়েরই যকার স্থানে অন হয়, অতএব এখানে এই সন্দেহ হইতে পারে যে, এখানে ল্যুট্ বিহিত হইতে পারে কি না। কাশিকার বলেন যে, ল্যুট্ বিহিত হইবে না। কিন্তু ভাষ্যকার বলেন যে, ল্যুট্ বিধান করিবার কোন ক্ষতি নাই। এবং তর্হি প্রতিষেধসামর্থ্যাৎ থ্যুন্তসতি ল্যুডপি ন ভবতি। (কাশিকা)।

অন্ধতমস (ক্লী) অন্ধরতি অন্ধ-পিচ্-অচ্ তাম্যতি অশ্মিন্ ইতি তম-অসচ্ তমস। *। অত্যবি ইত্যাদি। উণ্ ৩। ১১৭। অন্ধক তৎ তমশ্চেতি অজন্ত কৰ্মধা। অথবা, অন্ধশাসৌ তমশ্চেতি কৰ্মধা। যদ্বা, তাম্য-তাম্মিহিতি অধিকরণে অস্। অতিশয় অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার। ধ্বাস্তে গাঢ়ৈহন্ধতমসঃ। (অমর)। অন্ধ-কারযুক্ত নরক বিশেষ। *। অবসমন্ধোভাস্তমসঃ। পা ৫। ৪। ৭৯। অব, সম্, অন্ধ এই তিন শব্দের পরস্থিত তমস্ শব্দের উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়। ‘অন্ধয়তীত্যন্ধঃ পচাদ্যচ্ অন্ধস্তমঃ অন্ধতমসম্। (সিং কো)।

অন্ধতামস (ক্লী) তমএব তামসঃ স্বার্থে প্রজ্ঞাদি। অণ্। অন্ধক তৎ তামসকেতি কৰ্মধা। অতিশয় অন্ধকার।

অন্ধতামিশ্র (ক্লী) তমিশ্রা তমঃ সমূহঃ তমিশ্রৈব তামিশ্রঃ স্বার্থে অণ্। অন্ধক তৎ তামিশ্রকেতি কৰ্মধা। নিবিড় অন্ধকার। (পুং ক্লী) অন্ধঃ অন্ধকারঃ তামিশ্রঃ যত্র। বহুব্রী। নরক বিশেষ। মনুস্ত দ্বিতীয় নরক। যথা—

তামিশ্রমন্ধতামিশ্রং মহারৌরব রৌরবৌ।

নরকঃ কালস্থত্রঞ্চ মহানরকমেবচ। মনু ৪। ৮৮।

তামিশ্র, অন্ধতামিশ্র, মহারৌরব, রৌরব নরক, কালস্থত্র মহানরক ইত্যাদি একবিংশতি নরক আছে।

পঞ্চপ্রকার অজ্ঞানতার অন্তর্গত অজ্ঞান বিশেষ। শরীর নষ্ট হইলে, আত্মা প্রভৃতি কিছুই থাকে না, এরূপ নাস্তিক বুদ্ধি।

অন্ধত্ব (ক্লী) অন্ধত্ব ভাবঃ ভাবার্থে ত্ব। চক্ষুর্হীনত্ব।

অন্ধপূতনা (ক্লী) অন্ধস্ত মুদ্বালস্ত পূতনা তন্নামী রাফ-সীব। ৬-তৎ। বাল গ্রহ বিশেষ।

অন্ধমূষা। ধাতু গলাইবার মুচি।

অন্ধমূষিকা (ক্লী) অন্ধঃ দৃষ্ট্যভাবঃ মুক্ষাতি মুষ ধূল দীর্ঘঃ টাপ্ ইডম্। দেবতাড় বৃক্ষ।

অন্ধস্তবিষ্ণু (ত্রি) অনন্ধোহন্ধোভবতি তু চ্যার্থে থিষ্ণুচ্। যে অন্ধ নহে সে অন্ধ হইতেছে। *। কর্তরি ভুবঃ থিষ্ণুচ্ থুকঞৌ। পা ৩।২। ৫৭। চি প্রত্যয়াণ্ড না হয় এমন আচ্যাদি উপপদ হইলে চির অর্থে কর্তৃবাচ্যে তু ধাতুর উত্তর থিষ্ণুচ্ ও থুকঞ্ প্রত্যয় হয়।

অন্ধস্তাবুক (ত্রি) অনন্ধোহন্ধো ভবতি চ্যার্থে তু থুকঙ। যে অন্ধ নহে, সে অন্ধ হইতেছে। [ইহার স্ত্র অন্ধস্ত-বিষ্ণু শব্দে দেখ]।

অন্ধস্ (ক্লী) অদ্যতে ভক্ষ্যতে-অদ্-উণ-অস্মন-স্ম দন্ত ধশ্চ। অন্ন। ওদন। *। অদেহুস্ ধোচ। উণ্ ৪। ২০৫। অদ্ ধাতুর উত্তর ওদন বাচ্যে অস্মন্ প্রত্যয় হয় এবং তাহার স্থানে স্মাগম ও দ স্থানে ধকারাদেশ হয়।

অথবা, আ-ধ্যা-অস্মন্। আ আভিমুখ্যেন হি ধ্যা-তব্যং সন্বেগান্নঃ প্রীতেঃ শরীর স্থিতেশ্চ তদায়ত্তাৎ। আঙ্ পূর্বাৎ ধ্যায়তেরস্মনি বাহল্যকাং যকারাকারয়ো-লোপঃ, উপসর্গস্ত হ্রস্বৎ হুড়াগমশ্চ ধাতোঃ। (সন্দর্শনামী)।

অন্ন, প্রীতি এবং শরীর রক্ষা করে বলিয়া সকলেরই অভিমুখে অন্নের ধ্যান করা উচিত। এখানে আ-পূর্বক ধ্যা ধাতুর উত্তর অস্মন্ প্রত্যয় হওয়ায় বাহুল্যক নিয়মাত্মসারে ধ্যা ধাতুর যকার এবং অকারের লোপ হইয়াছে, আ এই উপসর্গ হ্রস্ব হইয়াছে এবং ধাতুর স্থানে হুট্ আগম হইয়াছে।

অথবা, অনিতেরসুনি বাহলকাং ধুগাগমঃ। (হন্দ-
স্বামী-দুর্গাচার্য্য)। অন ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয়
বিহিত হইয়াছে এবং তৎপরে ধকারের আগম হইয়াছে।
আমত্রেভিঃ সিঞ্চতামদ্যমক্ষঃ। ঋক্ ২। ৬। ১। ৩। ১।
অন্ধবস্মন্ (পুং) অন্ধম্ অন্ধকারময়ং বস্মন্ পশ্বা যস্মিন্।
যেখানে সূর্যের কিরণ যায় না। বায়ুর সপ্তম স্বরু।
অন্ধাতমদ (ক্রী) অন্ধম্ অন্ধকারং তমঃ অজস্র কর্মধা পৃ০
দীর্ঘঃ। নিবিড় অন্ধকার। [সূত্র অন্ধতমস শব্দে দেখ]।
অন্ধালজী (স্ত্রী) যে ফোড়ার পুঁজ নির্গত হয় না।
অন্ধাহি (পুং স্ত্রী) অন্ধে জলে অন্ধস্ত জলস্ত বা অহিঃ সর্প
ইব। ৭ বা ৬ তৎ। কুঁচে মাচ।
অন্ধিকা (স্ত্রী) অন্ধয়তি অন্ধ প্রেরণেণিচ্ ধুল্ টাপ্ ঈডম্।
দ্যুতক্রিড়া। পাশাখেলা। সর্ষপী। ছল। কৈতব। সিদ্ধ।
মিশ্র। রাত্রি। স্ত্রীবিশেষ। চক্ষুরোগবিশেষ।
অন্ধিকা কৈতবেহপি স্ত্র্যং সর্ষপীসিদ্ধয়োরপি। (হেম)।
অন্ধিকা কৈতবে মিশ্রে সর্ষধ্যামপি কথ্যতে। (বিশ্ব)।
অন্ধিকা দ্যুতভেদে চ রজস্ত্যামপি যোষিতি। (মে)।
অন্ধু (পুং) অন্ উৎ কু ধুগাগমশ্চ। কৃপ। পুং চিহ্ন।
লিঙ্গ। *। অর্জুদৃশি কম্যামি পংশি বাধামৃজি পশিতুগ্
ধুগদীর্ঘ হকারশ্চ। উৎ ১। ২৭। অর্জু-দৃশ-কম-অম
পংশ-বাধ এই সকল ধাতুর উত্তর কু প্রত্যয় হয় এবং
অর্জু স্থানে ঋজ, দৃশ স্থানে পশ, কম ধাতুর উত্তর
তুক্, অম ধাতুর উত্তর ধুক্, পংশ ধাতু দীর্ঘ, বাধ ধাতুর
ধ স্থানে হ হয়।
অন্ধুল (পুং) অন্ধ-উলচ্। শিরীষ বৃক্ষ। শিরীষ ফুল।
শিরীষ ফুল দেখিলে বিরোগী অন্ধ প্রায় হয়, তজ্জাত
ইহার নাম 'অন্ধুল' হইয়াছে।
অন্ধু (পুং) অন্ধ-রন্। বৃষ্পল দেশ। পূর্বে উড়িষ্যা,
তলিঙ্গানা প্রভৃতি দেশকে অন্ধু বলা হইত।
কারাবর স্ত্রীর গর্ভে এবং বৈদেহ পুরুষের ওরস
জাত অন্ত্যজ জাতি বিশেষ। ব্যাধ বিশেষ।
কাণায়ন বংশের শেষ রাজার নাম অশ্বর্মা। শিপ্রক
নামে তাঁহার এক জন ভৃত্য ছিল। সেই ভৃত্য অন্ধু-
জাতীয়। শিপ্রক আপনার প্রভুকে নষ্ট করিয়া অন্ধু
রাজ্য সংস্থাপন করেন। তাহার পর কৃষ্ণ নামে শিপ্র-
কের ভ্রাতা রাজা হইয়াছিলেন। পরে কৃষ্ণের পুত্র
শ্রীশাস্তকর্ণি; তাঁহার পুত্র পূর্ণোৎসঙ্গ, পূর্ণোৎসঙ্গের
পুত্র শাতকর্ণি; শাতকর্ণির পুত্র লঘোদর; লঘো-
দরের পুত্র দিবিলক; দিবিলকের পুত্র মেঘস্বাতি;

মেঘস্বাতির পুত্র পোচুমান বা পোচুমান; পোচুমানের
পুত্র অরিষ্টকর্ণা; অরিষ্টকর্ণার পুত্র হাল; হালের পুত্র
পত্তলক; পত্তলকের পুত্র প্রবিলসেন; প্রবিলসেনের
পুত্র স্নন্দরশাতকর্ণী; স্নন্দরশাতকর্ণীর পুত্র চকোরশাত-
কর্ণী; চকোরের পুত্র শিবস্বাতি; শিবস্বাতির পুত্র
গোমতীপুত্র; তাঁহার পুত্র পুলিমান; পুলিমানের পুত্র
শিবশ্রী শাতকর্ণী; তৎপুত্র শিবস্বরু; শিবস্বরুর পুত্র
যজ্ঞশ্রী; তৎপুত্র বিজয়; বিজয়ের পুত্র চন্দ্রশ্রী; চন্দ্রশ্রীর
পুত্র পুলোমাচি।

বিষ্ণুপুরাণের মতে অন্ধু ভৃত্য নামে ত্রিশজন রাজা
৪৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। বায়ু এবং ভাগবত
পুরাণে লিখিত আছে যে, অন্ধু বংশের রাজারা ৪৫৬
বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। মন্ত্র পুরাণে
লিখিত আছে যে, অন্ধু বংশের ২৯ জন রাজা ৪৬০
বৎসর রাজত্ব করেন। অনেক স্থলেই নৃপতিদের নাম
গণনা করিয়া গেলে সংখ্যা ঠিক হয় না।

মৌর্যবংশ ধ্বংসের পর মগধের নিকট অন্ধু ভৃত্য
নৃপতির কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব
মগধ হইতে অন্ধু বংশের রাজারা তৈলঙ্গে গিয়াছিলেন
কিহা তৈলঙ্গ হইতে তাঁহার মগধে রাজ্যস্থাপন করেন,
ইহা ঠিক নিশ্চিত করিবার উপায় নাই।

অন্ধুনৃপতির বৌদ্ধ ছিলেন। ভারত বর্ষের প্রাচীন
বৌদ্ধ অট্টালিকায় ইহাদিগকে শতকর্ণী বা শতবাহন
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সাক্ষি, অমরাবতী প্রভৃতি
অনেক স্থানের মন্দিরে তাঁহাদের নাম দেখা যায়। অন্ধু-
রাজাদের রাজত্বকালে কণিক এবং নাগার্জুন প্রাহুভূত
হইয়াছিলেন। তাঁহার বৌদ্ধ ধর্মের নানা বিধ নীতি
সঙ্কলন করেন। এই সময়ে বৌদ্ধ সম্মানসীরা চীন,
তিব্বৎ, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি নানা স্থানে গিয়া আপনাদের
ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

চীনপরিব্রাজক হিয়াং সিয়াং অন্ধুরাজ্যের নামো-
ল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এখনকার তেলিঙ্গানাই
সে কালের অন্ধু রাজ্য। তিনি লিখিয়াছেন যে, ইহার
পরিধি ২৫০ কোশ। বোধ হয়, ২০০০ বৎসর অতীত
হইলে অন্ধুনৃপতির প্রাহুভূত হইয়াছিলেন।

অন্ধ (ক্রী) অত্মতে প্রাপ্যতে অন প্রানলেন-ন। *। কৃ বৃ
জু সি জ পনানিষপিভ্যো নিৎ। উৎ ৩। ১০। কৃ, বৃ,
জু, সি, জ, পন, অন, স্বপ এই সকল ধাতুর উত্তর ন
প্রত্যয় হয় এবং তাহা নিৎ হইয়া থাকে। অথবা,

অদ্যতে অ অদ-কৃত নিপাতনাং। পাণিনি একটা হ্রস্ব করিয়াছেন যে, অদো জঙ্ঘল্যপ্তি ক্রিতি। ২।৪। ৩৬।
লাপ্ পরে এবং তকারাদি ক ইং প্রত্যয় পরে থাকিলে
অদ ধাতু স্থানে জঙ্ঘ এই প্রকার আদেশ হইয়া থাকে।
তজ্জন্ত কাশিকাকার সন্দেহ করিয়া লিখিয়াছেন—‘ইহ
কশ্মান ভবতি অন্নম্? অন্নান ইতি নিপাতনাং।’
এখানে অন্ন এ প্রকার রূপসিদ্ধি কেন হইল না?
অন্নান পাণিনির এই যে হ্রস্ব আছে (৪।৪।৮৫),
তাহাতে অন্ন শব্দের নির্দেশ দেখিয়া ইহা অদ ধাতুর
উত্তর ক্ত প্রত্যয় দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। দুর্গা-
চার্য্যও লিখিয়াছেন, ‘অন্তেবা নিষ্ঠাতকারঃ। অন্নান
ইতি নির্দেশাৎ জঙ্ঘদেশাভাবঃ, অদ্যতে অ। পাণিনির
অন্ত হ্রস্বেও অন্ন শব্দের নির্দেশ দেখা যায়। অন্নেন
ব্যঞ্জনম্। ২।১। ৩৪। অদোহননো। ৩।২। ৬৮।

ওদন। সিদ্ধ চাউল। ভাত। যব, গম প্রভৃতি
অপক শস্ত্র। পাক করা মিঠাই প্রভৃতিকেও অন্ন বলা
যায়, যেমন—পকান্ন, মিঠান্ন ইত্যাদি। জল, কারণ
জল বিনা কোন প্রাণী জীবিত থাকিতে পারে না।
(অন্ততে প্রাণ্যতে প্রজাভিঃ। ন হি কদাচিদপি জলেন
বিনা জীবন্তি প্রাণিনঃ। ইতি দুর্গাচার্য্যঃ)।

ঔষধি জাত। পৃথিবী। (পুং) সূর্য্য। মনু প্রভৃতি
প্রাচীনেরা উপভোগ্য স্ত্রী, পশু, স্থাবর জঙ্গমাদিকেও
অন্ন বলিয়াছেন।

অন্ন পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোকের প্রধান খাদ্য।
তাহাদের অন্নগত প্রাণ, অন্ন খাইয়াই তাহারা জীবন
ধারণ করে। ভারতবর্ষ, চীন, কোচীন-চীন, ব্রহ্মদেশ,
শ্রাম, জাপান, মিশর, দক্ষিণ কারোলিনা, জর্জিয়া,
এবং দক্ষিণ আমেরিকার অসংখ্য স্থানে প্রচুর চাউল
জন্মে। কাজেই এই সকল দেশের লোকের ভাতই
প্রধান খাদ্য। কিন্তু শীতপ্রধানদেশের লোকে এক
কালে অন্ন ভোজন করে না, এমন নহে। ১৮৭১ সালে
ভারতবর্ষ হইতে, অন্যান্য ৪৪,৬৮০,০০০ টাকার চাউল
ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল। এবং ১৮৮০ সালে অন্যান্য
৩৭,৫৫১,৯৯০ টাকার চাউলের রপ্তানি হয়। ইহার
মধ্যে মদ্য ও খেতসার প্রস্তুত করিবার চাউল বাদ
দিলেও ভোজনের মিস্ত্রি যথেষ্ট চাউল থাকিতে পারে।
কিন্তু ইংলণ্ডের প্রধান খাদ্য মাংস এবং রুট।
রাসায়নিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন অল্পে নিম্ন
লিখিত কয়েকটা পদার্থ আছে—

রসদ্রব্য	...	শতকরা	১৩.০০
যবক্ষারজান্দ্রব্য	...	"	৭.৪৪
খেতসার	...	"	৭৭.৬৩
তৈলবৎদ্রব্য	...	"	০.৭০
ক্ষারদ্রব্য	...	"	১.২৩

কাজেই অন্ন ভোজন করিলে দেহের মাংসপেশী
অধিক বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু ইহাতে
শরীরের চর্কি বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।
গ্রীষ্ম প্রধান দেশের পক্ষে অন্ন বিলক্ষণ সুপথ্য। পুরা-
তন সৰু চাউলের সুসিদ্ধ ভাত খাইলে উদরাময় নিবা-
রণ হয় এবং ইহাতে যত্নেতৈ কিম্বা অল্পে উত্তেজনা জন্মে
না। তাই চিকিৎসকেরা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন,
ভারতবর্ষের পক্ষে অন্নভোজন বিশেষ উপযোগী।

আমেরিকায় সেন্ট মার্টিন নামক জনৈক সৈনিক
পুরুষের পাকস্থলীর এক পাশ দিয়া গোলা ছুটিয়া গিয়া-
ছিল। সেই আঘাত হইতে তিনি প্রাণে বাঁচিয়াছিলেন,
কিন্তু আহত স্থান কস্মিন্ কালে আর যুড়িয়া যায় নাই;
পাকস্থলীর একপার্শ্বে কতকটা ফাঁক হইয়াছিল।
কোন দ্রব্য ভোজন করিলে পাকস্থলীতে তাহা কি রূপে
এবং কতক্ষণে পরিপাক হয় সেই ফাঁক দিয়া সমস্তই
দেখিতে পাওয়া যাইত। মাহুষে সচরাচর যে সকল
দ্রব্য ভোজন করে, সে সমস্ত কতক্ষণে পরিপাক হয়
ইহা দেখিবার জন্য ডাক্তার বোমেন্ট, সেন্ট মার্টিনের
পাকস্থলীতে বিস্তর পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরীক্ষা
করিয়া তিনি এই রূপ তালিকা করিয়া গিয়াছেন,—

অন্ন	১ ঘণ্টা
আঁত	ঐ "
অণ্ড	১½ "
আপেল	ঐ "
মৃগমাংস	ঐ "
যব	২ "
মৎস্ত	ঐ "
হৃৎ	ঐ "
মেটেলী	ঐ "
পেঙ্গ	২½ "
ভেড়ার শাবক	ঐ "
আলু	ঐ "
শুকরমাংস	ঐ "
গোমাংস	৩½ "

ভেড়ারমাংস ... ঐ ”
মুরগীরমাংস ... ঐ ”

অতএব দেখা যাইতেছে, অন্ন অতি শীঘ্র পরিপাক হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশে অন্ন পরিপাক করিতে এক ঘণ্টার অধিক সময় লাগে।

বিলাতে অন্ন হইতে খেতসার প্রস্তুত হয়। তাঁতীর। এবং ধোবার। সেই খেতসারে বস্ত্রে মাড় দিয়া থাকে।

অন্নের গুণ,—স্নিগ্ধ, বলকর, দ্রবজনক, মূত্রকর এবং ধারক। বৈদ্যশাস্ত্রমতে নূতন অন্ন শ্লেষ্মকর, স্বাদু, শীতল, মাংসবৃদ্ধিকর এবং গুরুপাক। পুরাতন অন্ন—বিরস, রুক্ষ, সূপথ্য এবং আগ্রহ। অতিশয় উষ্ণ অন্ন ভোজন করিলে বল নষ্ট হয়। গুরুপাক চলিত কথায় আমরা ‘কড়কড় ভাত’ বলি। কড়কড় ভাত শীঘ্র পরিপাক হয় না। অতিশয় সিক্ত শরীরের পানিকর এবং অসিক্ত অর্থাৎ শক্তভাত গুরুপাক। বৈদ্যেরা বলেন যে, উষ্ণ অন্ন শীতল জলে দ্ব্যর্থ করিয়া ভোজন করিলে শীতল, লঘু এবং শীঘ্র পরিপাক হয়। পর্যুষিত অর্থাৎ জলে ভিজান বাসী ভাতকে সচরাচর আমরা ‘পাস্ত ভাত’ বলি। পাস্ত ভাত রুক্ষ এবং ত্রিদোষজনক। ভাজা চাউলের অন্ন লঘুপাক ও আগ্রহ। দ্রবান তৃপ্তিজনক, লঘুপাক ও ধারক। ইহাতে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নষ্ট হয়। তরলান্ন খাইলে, বর্ষ ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। ইহা বায়ু ও মলের অহুলাম। এতদ্বারা তৃষ্ণা, পানি, শরীরের দুর্বলতা এবং কুক্ষিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ছুষ্ঠের সঙ্গে অন্ন মিশ্রিত করিয়া খাইলে চক্ষুরোগ, পিত্ত ও রক্তদোষ ও জ্বর নষ্ট হয় এবং বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঘোলের সঙ্গে অন্ন মিশ্রিত করিয়া খাইলে, শ্রম, অর্শ ও অরুচি নষ্ট হয় এবং বিলক্ষণ আহারের তৃপ্তি জন্মে। নানাবিধ পীড়া বশতঃ মূত্রযন্ত্রে উগ্রতা জন্মিলে চিকিৎসকেরা অন্নের মণ্ড ব্যবস্থা করেন। পুরাতন চাউল অর্দ্ধ ছটাক, এক সের জল; একটা আবৃত পাত্রে ২০ মিনিট পর্য্যন্ত ফুটাইয়া বস্তুর মধ্যে মর্দন করিতে করিতে ছাঁকিয়া লইবে। এই মণ্ডে কিঞ্চিৎ শর্করা মিশাইয়া রোগীকে খাইতে দিবে। অরোগে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে ইহার সঙ্গে মাংসের কোল মিশ্রিত করিয়া পথ্য দিলে শরীরে বল বৃদ্ধি হয়। গম, যব প্রভৃতি শস্তের অপেক্ষা অন্নমুটেন অতি অন্ন পরিমাণে আছে, তজ্জন্ত ইহা অধিক অন্তরুৎসিক্ত হয় না। কাজেই রোগীর উদর স্বীত হইয়া থাকিলে, অন্নের মণ্ডে আর

অধিক পেট কাঁকে না। কিন্তু বহুমূত্র রোগীর পক্ষে অন্ন সূপথ্য নহে। বহুমূত্র রোগীর প্রস্রাবের সঙ্গে চিনি নির্গত হয়। এ দিকে অন্নও খেতসার অত্যন্ত অধিক। উদরে পরিপাকের সময় ঐ খেতসার চিনি হইয়া যায়, তজ্জন্ত বহুমূত্র রোগে অন্নভোজন অতিশয় কুপথ্য।

বৈদ্যশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অন্ন অপেক্ষা পিষ্টক অষ্টগুণ পুষ্টিকর; পিষ্টক অপেক্ষা দুগ্ধ অষ্টগুণ পুষ্টিকর; দুগ্ধ অপেক্ষা মাংস অষ্টগুণ পুষ্টিকর; মাংস অপেক্ষা ঘৃত অষ্টগুণ পুষ্টিকর; ঘৃত অপেক্ষা তৈলমর্দনে আটগুণ পুষ্টিবৃদ্ধি হয়। কিন্তু তৈল ভক্ষণ করা কর্তব্য নহে।

অন্ন। (সেন্ট অন্ন)। বেথলেহামের পুষ্কোহিত মথনের কন্যা। জোয়াচিষের সঙ্গে ইহার বিবাহ হইয়াছিল। ইহারই গর্ভে ঈশ খৃষ্টের মাতা মেরীর জন্ম হয়। কথিত আছে যে, ৭১০ খৃঃ অব্দে তাঁহার দেহ পেলেন্টাইন্ হইতে কন্টান্টিনোপলে লইয়া গিয়া সমাহিত করা হয়। কিন্তু ১২১০ খৃঃ অব্দে, লুই দে ব্রাই তাঁহার মস্তক চাট্রেসে গোর দেন। আবার জার্মানীর অন্তর্গত ডুরেনের লোকেরা বলে যে, তাহাদের দেশে অন্নদেবীর মস্তক সমাহিত আছে। এ দিকে আর একটা গল্প আছে যে, উর্ষির গির্জাতেও না কি তাঁহার মস্তক সমাহিত করা হইয়াছিল। রোমান ক্যাথলিকরা, অন্নদেবীর স্মরণার্থে প্রতিবৎসর ২৬শে জুলাই উৎসব করিয়া থাকেন। গ্রিস চর্চদের এই উৎসব ৯ই ডিসেম্বর দিবসে হয়।

অন্নকিউ (স্ত্রী) অন্নস্ত্রী কিত্তং মলম্। অন্নমল।

অন্নকোষ্ঠ (পুং) অন্নস্ত্রী কোষ্ঠঃ। ৬-তং। দাত্ত প্রভৃতি শস্ত্রাধিবার ছোট ভুঁড়, মরাই, ডোল, কুঠী ইত্যাদি। শস্ত্রাদি রাধিবার নিমিত্ত মুত্তিকার ভিতরে ছোট ঘর।

অন্নদ (পুং) অন্নং দদাতি অন্ন দা-ক অন্নদাতা। (স্ত্রী) অন্নদা,—ভগবতীর মূর্ত্তি বিশেষ। অন্নপূর্ণা।

অন্নদামঙ্গল। কবিবর ভারতচন্দ্ররায় গুণাকর বিরচিত গ্রন্থবিশেষ। ইহা মুকুন্দরাম কবিকল্পণ প্রণীত চণ্ডীর অনুকরণে লিখিত হইয়াছে। অন্নদামঙ্গল রচনা করিবার সময়ে, কৃষ্ণচন্দ্র রাজা জনৈক ব্রাহ্মণকে লেখক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। নীলমণি সমাদার নামক জনৈক গায়ক, মধ্যে মধ্যে গানের সুর দিতেন, এবং অন্নদামঙ্গলের পালা কণ্ঠস্থ করিয়া রাজ সভায় গান করিতেন।

অন্নদামঙ্গলের ভিতরে দক্ষযজ্ঞ, শিববিবাহ, কালী-

ধণ্ড, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, বিদ্যাসুন্দর, এবং মানসিংহের যশোহর জয় প্রভৃতি বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তক ১৬৭৪ শকে রচিত হইয়াছিল।

বেদলয়ে ঋষিরসে ব্রহ্ম নিকুপিল।

সেই শকে এই গীত ভারত রচিল।

অন্নদাস (পুং) অন্নেন পালিতো দাসঃ। পেট ভাতা চাকর।

অন্নদোষ (পুং) অন্নেন অন্নভোজন প্রতিগ্রহাদিনা বা জাতোদোষঃ। ৩-তং। অভক্ষ্যায় ভক্ষণজাত পাপ। পতিতাদির অন্ন প্রতিগ্রহে জ্ঞাত পাপ। অখাদ্যভোজন জনিত দোষ। কুপথ্যদ্বারা ধাতু বৈষম্য। ধাতু বিকৃতি। তন্নপাক (পুং) অন্নস্ত পাকঃ। ৬-তং। তণ্ডুলাদি সিদ্ধ করা। ভাত রাঁধা। পাকস্থলী প্রভৃতিতে অন্নের পরিপাক হওয়া।

আমরা সচরাচর যে রূপ অন্ন ভোজন করি, তাহা পাক করা কঠিন নহে। দ্বিগুণ জলের সঙ্গে হাঁড়ীতে চাউল ফুটাইলেই ভাত হয়। হাঁড়ীর সকল স্থানে সমান জল থাকিলে এবং সর্বত্র সমান তাপ লাগিলে সকল ভাত শুলিই এক কালে সুসিদ্ধ হয়। এমন স্থলে হাঁড়ীর একটা ভাঙ টিপিয়া দেখিলেই সমস্ত অন্ন সিদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা বুঝা যায়। কিন্তু হাঁড়ীর কোন দিক উচ্চ হইয়া থাকিলে সকল দিকে সমান জল থাকে না, এবং উনানের এক দিকে জাল লাগিলে হাঁড়ীর সমস্ত অন্ন এক কালে সুসিদ্ধ হয় না। একটা সংস্কৃত শ্লোক আছে,—

স্থালীস্থান্তণ্ডুলা এতে সর্বে বিকৃতিভাগিনঃ।

সমকালান্নসংযোগভাগদ্বাং প্রতিপন্নবৎ।

একটা চাউল সিদ্ধ হইলেই হাঁড়ীর সমস্ত চাউল সিদ্ধ হইয়াছে, ইহাই নিশ্চিত হয়। কারণ সমস্ত চাউলে এক সময় হইতে অগ্নির জাল দেওয়া হইয়া থাকে।

নূতন চাউল অন্ন ক্ষণ ফুটে, তজ্জন্ত নূতন তণ্ডুলে অন্ন রাঁধিতে হইলে অন্ন জল দেওয়া চাই। পুরাতন চাউল অধিকক্ষণ না ফুটিলে অন্ন সুসিদ্ধ হয় না, সে কারণ পুরান চাউলের অন্ন রাঁধিতে হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক জল লাগে। আমরা সচরাচর অন্নপাকের পর ফেন গালিয়া ফেলি। কিন্তু অল্পে মাথ মাথ ফেন রাধিতে হইলে অন্নজল দেওয়া আবশ্যক। চাউলের উপর প্রায় পাঁচ অঙ্গুলি জল রাখিলে অন্ন সুসিদ্ধ হয়

অথচ ফেন গালিয়া ফেলিতে হয় না। কেনের সহিত অন্নভোজন করাই কর্তব্য, তাহাতে দেহের পুষ্টিসাধন হয়।

উদরাময়াদি রোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিমিত্ত ঘৃহ সন্তাপে অন্নপাক করিবে। ইহাকে সচরাচর ‘পোড়ের ভাত’ কহে। গোল করিয়া অন্ন উচ ঘুঁটের পণ সাজাইবে। পরে সেই পণে আঙুন দিয়া তাহার উপরে অন্ধেক জল পূর্ণ রন্ধনের ভাঁড় বসাইবে। জল গরম হইতে থাকিবে, এ দিকে সরু পুরাতন চাউল জলের সঙ্গে পাথরে ঘসিবে। তণ্ডুলের গা কিঞ্চিৎ ক্ষয় হইয়া গেলে তাহা ভাঁড়ে ফেলিয়া ঢাকা দিবে। অনেক ক্ষণ গুমে গুমে ফুটিয়া অন্ন সিদ্ধ হইলে ভাঁড় নামাইয়া রাখিবে। এই রূপ অন্ন বিলক্ষণ লঘু পথ্য।

মোগল প্রভৃতি কোন কোন জাতি নানাবিধ মসলা দিয়া অনেক প্রকার অন্নপাক করেন। সেরূপ অন্ন গুরুপাক, কিন্তু খাইতে বিলক্ষণ মুখপ্রিয়। এখানে এক প্রকার মোগলাই অন্নপাকের প্রাণালী লিখিত হইতেছে।

সরু ও পরিষ্কার পুরাতন আতপ চাউল এক সেয়। উত্তম ঘৃত এক পোয়া। একটা পাথরে চাউল ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া অনেক ক্ষণ পর্যন্ত মর্দন করিবে। মর্দন করা হইলে, কুছুম অন্ধতোলা, লবঙ্গ সিকি তোলা, ছোট এলাচ সিকি তোলা, দারুচিনি সিকি তোলা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নারিকেল কুচি ২ তোলা, পেতা ২ তোলা এবং আদা ২ তোলা একত্র চাউলের সঙ্গে মিশ্রিত করিবে। পরে আবৃত পায়ে পাতলা আঁকিনীর জলে সেই চাউল মুহূর্তসময়ে ফুটাইবে। অন্ন কতক সিদ্ধ হইয়া আসিলে হাঁড়ী নামাইয়া তাহার উপরে ও চারি দিকে অন্নার সাজাইয়া দিবে, তাহা হইলে অন্ন গুমে গুমে ফুটিয়া সুসিদ্ধ হইবে।

আমাদের শাস্ত্রাচুসারে শ্রদ্ধের অন্নপাক করিবার নিমিত্ত সপিওই অধিকারী, অল্প কেহ সে অন্ন পাক করিতে পারেন না।

পাকস্থলীতে কি রূপে অন্ন পরিপাক হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পরিপাক শব্দে এবং কতক বিবরণ অন্ন শব্দে দেখ।

অন্ননালী (oesophagus)। গলার নিম্নে যে পথ দিয়া অন্নাদি ভুক্ত দ্রব্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করে।
অন্নপান (ক্লী) অন্নেন ভক্ষ্যদ্রব্যেন সহ পানং পানীয়ম্।

৩-তং। অন্নের সহিত পানীয় দ্রব্য। অন্নঞ্চ পানঞ্চ
বন্দ। অন্ন প্রভৃতি নানা প্রকার চর্ষা, চোষা, লেহ্য এই
ভক্ষ্য দ্রব্য এবং ছুধু, জল ইত্যাদি পানীয় দ্রব্য। অন্নস্ত
ভক্ষ্যদ্রব্যস্ত পানম্ উপভোগঃ রক্ষণং বা। ভক্ষ্যদ্রব্যের
উপভোগ। ভক্ষ্যদ্রব্যের রক্ষণ।

অন্নপূর্ণা (ক্ৰী) অন্নং পূর্ণং যয়া। বহুব্রী। ভগবতীর মূর্তি
বিশেষ। কালীশ্বরী। এই দেবী কালীতে প্রতিষ্ঠিত
আছেন। শঙ্করাচার্য্যের পূর্বে অর্থাৎ অনান ১৫০০
বৎসর গত হইল কালীতে অন্নপূর্ণা মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে।
[ইহার বিস্তারিত বিবরণ কালীশঙ্ক্রে দেখ]। তাহার
পর এক্ষণে বাঙ্গালার নানা স্থানে বার-ইয়ারী উৎসবে
এবং নবামে লোকে মাতীর অন্নপূর্ণা গড়িয়া পূজা করেন।

অন্নপূর্ণা মূর্তি কেন হইয়াছিল, ইহার ভিতর অধিক
কথা কিছুই নাই। তোমার আমার সামান্য মানুষের
ঘরে উঠিতে বসিতে ছ-সন্ধ্যা বাছা হর, হরগৌরীর মধ্যে
সেই দম্পতী কলহ ঘটয়াছিল, তাই এই অন্নপূর্ণা মূর্তি।

শিব সহজে ভাঙ্গড় ভোলা,—লোকের দ্বারের
ভিখারী। ভিক্ষকের স্মৃতি কখন নাই; হয় ত ভিক্ষা
মিলিল, নয় ত কোন দিন ভিক্ষা মিলিল না, উপবাস
করিয়া থাকিতে হইল। তাই, দিনের মধ্যে অষ্ট প্রহর
গৌরীর সঙ্গে কন্দল হইত। এক দিন শিব ভিক্ষা
করিতে গিয়াছেন, সকল দ্বারে দ্বারে ফিরিলেন,—
ত্রিভুবনে কোথাও ভিক্ষা মিলিল না। এখানে মহামায়া
আপনার মায়া প্রকাশ করিয়া কালীতে অন্নপূর্ণা হইয়া-
ছেন। যাহার নিজের ঘরে অন্ন নাই, তিনি জগতের
লোককে অকাতরে অন্ন বিলাইতেছেন। শেষে শঙ্কর
আসিয়া সেইখানে উপস্থিত। পদ্মাসনে অন্নপূর্ণা; বাম
হাতে অন্ন ব্যঞ্জনাদির থালা, দক্ষিণ হস্তে হাতা; সন্মুখে
পঞ্চবদন মহেশ্বর, অন্নদার কাছে অন্নভিক্ষা লইতেছেন।
সেই বিচিত্র প্রণয়-প্রতিমা এই অন্নপূর্ণা মূর্তি।

অন্নপূর্ণার ধ্যানে লিখিত আছে,—

রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়া-
মঙ্গপ্রদাননিরতাং স্তনভারনদ্রাম্।
নৃত্যান্তমিন্দুসকলাভরণং বিলোকা
হৃষ্টাং ভজ্যে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্।

অন্নপূর্ণা দেবী রক্তবর্ণা, বিচিত্র বসন পরিহিতা;
তাঁহার ললাটে অর্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে; তিনি
সর্বদা অন্নবিতরণ করিতেছেন; তাঁহার শরীর স্তনভারে
নন্দ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি, নৃত্যপরায়ণ এবং চন্দ্র

ধওভূষিত মহাদেবকে শ্রেণিয়া আনন্দিতা হইয়াছেন।
সেই ভবদুঃখ-হারিণী ভগবতীকে ভজনা করি।



চৈত্রমাসের শুক্ল অষ্টমীতে অন্নপূর্ণা পূজার বিধি
আছে। বোধ হয়, রোমকেরা এ দেশে বাণিজ্য করিতে
আসিয়া আমাদের অন্নপূর্ণা পূজার পদ্ধতি শিখিয়া
গিয়াছিলেন। আমাদের অন্নপূর্ণা নামের সঙ্গে লাটিন
'অন্ন-পেরেণা' দেবীর নামের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে।
রোমকদের এই অন্নপেরেণা দেবীও অন্ন বিতরণ
করিতেন। রোমবাসীরা আভেণ্টাইন পর্বতে গেলে
এই দেবী তাঁহাদিগকে অন্ন দিয়াছিলেন। আমা-
দের অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা চৈত্রমাসের শুক্ল অষ্টমীতে
হয়। রোমকদের অন্নপেরেণা দেবীর পূজাও চৈত্র
মাসে হইত। বাবিলনেও অন্ন নামে একটা দেবী ছিলেন।
অন্নপূর্ণেশ্বরী (ক্ৰী) অন্নপূর্ণা চাসৌ ঈশ্বরী চ। কশ্মধা।
ভৈরবী বিশেষ। শিবপত্নী। অন্নপূর্ণা।

অন্নপ্রাশন (ক্ৰী) প্রথমং অশনং প্রাশনম্। 'প্রগত্যা-
রন্তোৎকর্ষ সর্বতোভাব প্রাথম্যাখ্যাত্যুৎপত্তি ব্যব-
হারেণ্'। (পুরুষোত্তমদেব)। অন্নানাং প্রাশনং বিধা-
নেন প্রথম ভক্ষণম্। ৩-তং। ছয় মাসে বা আট মাসে
বিধানপূর্বক বালকের প্রথম অন্নভক্ষণ। দশটা সংস্কারের
অন্তর্গত সংস্কার বিশেষ। যাহাদের যেরূপ কুলাচার
আছে তদনুসারে কেহ ছয় মাসে, কেহ বা আট মাসে
বালকের অন্নপ্রাশন করেন। চলিত ভাষায় ইহাকে
'ছেলের ভাত' বা 'ভাত' বলা যায়।

ষষ্ঠেহন্নপ্রাশনং মাসি চূড়াকার্য্য। যথাকুলম্।

এবমেনঃ সমং যাতি বীজগর্ভসমুভবং। (বাঙ্গবাক্য)।

ছয় মাসে সন্তানের অন্নপ্রাশন করিবে, কুলাচার

ক্রমে চূড়া সংস্কার করিবে, এক্রপ সংস্কার কার্য্য করিলে শুক্র শোণিতজাত পাপ নষ্ট হয়।

পুত্রের যেমন ছয় মাসে ও আট মাসে অন্নপ্রাশনের বিধি করা হইয়াছে, কত্ভারও সেইরূপ পঞ্চম কিম্বা সপ্তম মাসে অন্নপ্রাশনের বিধান আছে। ছয় মাসে বালকের চক্ষু শুদ্ধি হইলে, রিক্তা (চতুর্থী, নবমী, চতুর্দশী) ভিন্ন তিথিতে; শুক্ল পক্ষে; বুধ, রবি, শুক্র, সোম, বৃহস্পতি বারে; এবং অশ্বিনী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, পুনর্বসু, পুষ্যা, মঘা, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অম্বরাধা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী এই সকল নক্ষত্রে অন্নপ্রাশন বিহিত। কৃত্যচিন্তামণির মতে, ষাদশী, সপ্তমী, নন্দা, রিক্তা এবং পাঁচ পূর্ব অন্নপ্রাশনে নিষিদ্ধ এবং নক্ষত্র বেধ অর্থাৎ সপ্ত শলাকা বেধও নিষিদ্ধ।

শাস্ত্রে এই রূপ ব্যবস্থা আছে যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে নাড়ী কাটিবার পূর্বে জাতকর্ম্ম; এগার দিনে নাম করণ ও চারি মাসে নিষ্কৃমণ সংস্কার করা উচিত। কিন্তু এখন এ সকল ক্রিয়ার আর চলন নাই। অন্নপ্রাশনের সময়ে পূর্বাপর ঐ সংস্কার গুলি করা হয়। আবার অনেকের অন্নপ্রাশনও হয় না, ব্রাহ্মণ হইলে যজ্ঞোপবীতের সময়ে ঐ ক্রিয়া গুলি সম্পন্ন করা হয়।

অন্নপ্রাশনা দি শুভ কক্ষের প্রথমে নান্দীশ্রাদ্ধ করা হয়। তাহার পর মহী গন্ধাদি দ্বারা অধিবাস। [অধিবাসের বিবরণ হুগোংসবে দেখ]। বোধ হয়, দেহের দোষ খণ্ডন করা, এবং শরীরকে সুবাসিত ও সুসজ্জিত করাই অধিবাসের উদ্দেশ্য।

অন্নপ্রাশনের সময়ে দাঁত বাহির হইলে জ্বীলোকেরা তাহা অমল্লজ্ঞান করেন। তজ্জন্ত অন্নপ্রাশনের সময়ে ছেলেটী আগে কুকুরের গলায় ফুলের মালা পরাইয়া সেই দোষ খণ্ডন করে। এটা স্বীব্যবহার মাত্র এবং বাঙ্গালার সর্বত্র চলিত নাই।

তাহার পর শিশুকে স্নান করাইয়া উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করা হয়। তখন অন্নদাতা শিশুকে কোলে করিয়া থই, কড়ী, সন্দেশ, লাড়ু, পয়সা প্রভৃতি ছড়াইতে ছড়াইতে কিয়দূর গমন করেন, এ দিকে নানা প্রকার বাদ্য বাজিতে থাকে।

থই ছড়ান হইলে, নানা প্রকার অন্ন, ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন সজ্জিত পাত্রে কান্দে আসনে বসিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক

ছেলের মুখে অন্ন দেওয়া হয়। সন্তানের পিতা ভিন্ন, কোন জাতি, মাতুল অথবা অন্য আত্মীয় ছেলের মুখে অন্ন দেন। তাহার পর আচমন করা হইলে ছেলের সম্মুখে দোয়াত, কলম, পুস্তক প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য সাজাইয়া দেওয়া হয়। লোকের এই রূপ বিশ্বাস যে, সন্তান প্রথমে যাহাতে হাত দেয়, চিরকাল তৎপ্রতি তাহার আসক্তি জন্মিয়া থাকে।

অন্নভুক্ত (ত্রি) অন্নেন ভুক্তঃ সেবকঃ। ৩-তৎ। অন্নং ভুক্তং সেবিতং যেন। বহুব্রী বা। অন্নদ্বারা পালিত দাস।

অন্নভোক্তৃ (ত্রি) অন্ন ভূক্তৃ-তৃচ। যে অন্ন ভোজন করে। সমাজের মধ্যে যে সকল লোক পরস্পরের অন্ন ভোজন করে।

অন্নময় (পুং) অন্নস্ত বিকারঃ অন্ন—বিকারার্থে—ময়ট্। স্থূল শরীর। (ত্রি) অন্ন বিকৃতি মাত্র। প্রাচুর্য্যেণ প্রস্তুতং প্রকৃতং তাদৃশমন্নম্। প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত অন্ন। প্রকৃতমন্নমন্নি। প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত অন্ন আছে এখানে। *। তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্। পা ৫।৪।২১। তাহার প্রচুর প্রস্তুত, বা তাহার প্রচুর প্রস্তুত আছে এখানে, এক্রপ ভাব ও অধিকরণার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়। ভাবে যথা—প্রকৃতমন্নম্ অন্নময়ম্। অধিকরণে যথা—অন্নময়ো যজ্ঞঃ।

অন্নময়কোষ (পুং) অন্নময়স্ত কোষ ইব। ৬-তৎ। স্থূল শরীর।

অন্নমল (ক্লী পুং) অন্নস্ত মলঃ মলং বা। ৬-তৎ। অন্নের নিঃসারিত রস। ফেন। মদ্য। পৌষ্টীমদ। কাঁজি। আমানি। সুরা বৈ মলমন্নানং পাপ্মা চ মলমুচ্যতে। তস্মাদ্ভ্রাক্ষণ-রাজ্যন্তো বৈশ্বশ্চ ন সুরাং পিবেৎ। মহু ১১। ৯৪।

পাণের নাম মল, এবং সুরাও মল; সেই হেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব, এই তিন জাতি সুরাপান করিবে না।

অন্নরস (পুং) অন্নস্ত রসঃ সারাংশঃ স্বাদোবা। ভুক্ত অন্নের সারাংশ। জঠরানল দ্বারা অন্ন পরিপাক হইয়া যে অংশ হৃৎস্রবৎ হয় (chyle)। অন্নের স্বাদ।

অন্নবহনালী (Alimentary canal) গলনলী, পাকস্থলী, অন্ন প্রভৃতি যে স্থানে অন্নাদি ভুক্তদ্রব্য প্রবেশ করিয়া নির্গত হইয়া যায়।

অন্নবিকার (পুং) অন্নস্ত বিকারঃ বিকৃতিঃ। ৬-তৎ। রক্ত প্রভৃতি সপ্তদাতু। রেতঃ। শুক্র।

অন্নাদ (ত্রি) অন্নমস্তি অদ ভক্ত পর্যায়াৎ বাহুলকাৎ-৭।

উপ স০। *। শীলিকামিভক্ষাচারিভ্যো। ৭ঃ পূৰ্ণপদ
প্রকৃতিস্বরূপ বক্রব্যম্। (বাটিক ৩।২। ১। হুত্রে)।
অন্নভোজী। যে অন্ন ভোজন করে। স্ত্রী-টাপ্—অন্নাদা।
পাণিনির স্ত্রী প্রত্যয় প্রকরণে একটি হুত্ৰ আছে যে,—
টিদ্‌টাণঞ ইত্যাদি। ৪।১। ১৫। অর্থাৎ যে সকল
প্রত্যয়াদির টকার ইং হয় তদ্বারা যে সকল শব্দ সিদ্ধ
হইয়া থাকে, কিম্বা যে সকল শব্দ অণ্ প্রত্যয়দ্বারা
সিদ্ধ হয়, তাহাদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ভীপ্ হইয়া থাকে।

বাচস্পতি, ‘অন্নাদ’ শব্দ অণ্ প্রত্যয় দ্বারা সাধিয়া-
ছেন। কাজেই উপরের লিখিত স্ত্রী প্রত্যয়ের হুত্ৰাহু-
সারে অন্নাদ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ‘অন্নাদী’ এই প্রকার রূপ
হইয়া পড়ে। তজ্জন্ত তিনি লিখিয়াছেন, টিং ইত্যাদি
হুত্রে যে অণ্ প্রত্যয় লিখিত হইয়াছে তাহা আদ্যন্ত
অন্তান্ত প্রত্যয়ের সাহচর্য্য হেতু প্রতিপন্ন হইতেছে যে,
উহা তদ্ধিতের অণ্ প্রত্যয়, বাস্তবিক রূপ প্রকরণের
অণ্ প্রত্যয় নহে। ‘টিদ্‌টাণঞিত্যাদি’ পা০ হুত্রে
আদ্যন্তয়োস্তদ্ধিত সাহচর্য্যং তদ্ধিতাণস্তাদেব ভীপ্
অন্ততো ন, তেনাতঃ স্ত্রিয়াং টাপ্। (বাচ০)।

এই সিদ্ধান্ত মর্মে অনেকটুকু গোলাবোধ হইতেছে।
কাশিকাকার উক্ত হুত্ৰের উদাহরণ স্থলে লিখিয়াছেন,—
কৃন্তকারী, নগরকারী, ঔপগবী ইত্যাদি। অতএব দেখা
যাইতেছে, টিং ইত্যাদি হুত্রে কৃৎ এবং তদ্ধিত উভয়েরই
অণ্ প্রত্যয় গৃহীত হইয়াছে। কারণ, কৃন্তকার নগরকার
ইত্যাদি শব্দে কৃৎপ্রকরণের অণ্ বিহিত হইয়াছে;
তদ্ধিতের অণ্, ‘কৃন্ত-কৃ’ এস্থলে বিহিত হওয়া অসম্ভব।
অন্নাদিন্ (ত্রি) অন্নমত্তি ভূত্রে অন্ন অদ গিনি। অন্নভক্ষণ-
শীল। অন্নভোজী।

অন্নাদ্য (স্ত্রী) অন্নরূপম্ আদ্যং ভক্ষ্যম্। রূপক কর্মধা।
অন্নরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য। অন্নই ভক্ষ্য। অন্নম্ আদ্যং যন্ত।
বহুব্রী। অন্নপ্রভৃতি বস্তু।

অন্নায়ুস্ (ত্রি) অন্নমায়ুর্জীবনসাধনং যন্ত। বহুব্রী। অন্ন
খাইয়া যে প্রাণধারণ করে।

অন্নায়ুর্ধ্ (ত্রি) অন্নং বর্দ্ধতেহনেন অন্ন বৃদ্ধ-কিপ্। পূৰ্ণপদ
দীর্ঘঃ। অন্নবর্দ্ধক।

অন্নানশ (স্ত্রী) অন্নস্ত অশনং বিধানেন আদ্য ভক্ষণম্।
অন্নপ্রাশন।

অন্ন (ত্রি) অন-যচ্ ঔণাদিকঃ। ভিন্ন। ইতর। অসদৃশ।
অপর। এক।

অন্ন শব্দের সর্জনাম সংজ্ঞা হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তু

সমাসে সর্জাদির সর্জনাম সংজ্ঞা হয় না। *। বস্তু চ।
পা ১।১। ৩১। বস্তু সমাসে সর্জাদির সর্জনাম সংজ্ঞা
হয় না। *। বিভাবা জসি। পা ১।১। ৩২। জস্ পরে
থাকিলে বিকল্পে হয়। অন্ন শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে হু এবং অন্
বিভক্তিতে ‘অন্নং’ এই প্রকার রূপ হইবে।

অন্যকারক (পুং) অন্যৎ বিকৃতং কবোতি ক্ল-উণ্ ততোঃ
স্বার্থে কন্। বিষ্টামল। যে অন্য প্রকার করে।

অন্যচিত্ত (স্ত্রী) অন্যৎ অন্তথাভূতং চিত্তম্। কর্মধা। বিষয়
আলোচনায় অসমর্থ চিত্ত। অন্যৎ অন্তথাভূতং চিত্তং
যন্ত। ৬-বহুব্রী। অন্তমনস্ক।

অন্যৎ (অব্য) ইহা অরাদি অব্যয় মধ্যে পঠিত হইয়াছে।
অন্য অর্থে প্রযুক্ত হয়।

অন্যৎকারক (ত্রি) অন্যন্ত কারকঃ। ৬-তৎ হৃক্।
যে অন্য কার্য্য করে। *। অবষ্ঠাহতৃতীয়াহুত্ৰাহুত্ৰাহু-
গাশীরাশাস্থিতোৎসুকোতি কারকরাগচ্ছৌ। পা
৬।৩। ৯৯। আশিস্, আশা, আস্থা, আস্থিত, উৎ-
সুক, উতি, কারক, রাগ, এবং ছ প্রত্যয়ান্ত শব্দ
পরে থাকিলে যষ্ঠান্ত ও তৃতীয়াস্ত ভিন্ন অণ্‌বিভক্ত্যন্ত
অন্য শব্দের স্থানে হুগাগম হয়। কিন্তু কারক শব্দ এবং
ছান্ত শব্দ পরে থাকিলে যষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে অন্য শব্দের
স্থানে হুগাগমের নিষেধ নাই। ‘কারকে ক্ষেচ নায়-
মিবেধঃ। অন্যন্ত কারকঃ অন্যৎকারকঃ’। (সি০ কো০)।

অন্যতম (ত্রি) অন্য-ভতমচ্। অনেকের মধ্যে নির্দ্ধারিত
এক বস্তু বা ব্যক্তি।

পাণিনি দুইটি হুত্ৰ করিয়াছেন—কিংবন্তদোনির্দ্ধা-
রণে যস্যোরেকন্ত ভতরচ্। ৫।৩। ৯২। বা বহুনাং জাতি-
পরিপ্রশ্নে ভতমচ্। ৫।৩। ৯৩। দুই বস্তুর মধ্যে একটিকে
নির্দ্ধারিত করিতে হইলে কিম্, যৎ এবং তৎ এই প্রাতি-
পদিকের উত্তর ভতরচ্ প্রত্যয় হয়। এবং অনেকের
মধ্যে একটিকে নির্দ্ধারিত করিতে হইলে জাতি পরি-
প্রশ্নবিষয়ে উহাদের উত্তর ভতমচ্ প্রত্যয় বিকল্পে হইয়া
থাকে। এই দুই হুত্রে অন্য প্রভৃতি সর্জনামের কথা উল্লি-
খিত নাই। তজ্জন্ত কৈয়ট বলেন যে, অন্য শব্দের সর্জনাম
কার্য্য হইতে পারে না। কিন্তু এ আপত্তি গুরুতর বলিয়া
বোধ হয় না। কাশিকাকার ভতরচ্ প্রত্যয় দ্বারা অন্যতর
শব্দ সাধিয়াছেন এবং ইহার সর্জনাম সংজ্ঞাও
করিয়াছেন।

অন্যতরেছ্যস্ (অব্য) অন্যতরস্মিন্নহনি-এছ্যস্। অন্যতর
দিবসে। অন্য দিনে। [অন্য শব্দে হুত্ৰ দেখ]।

অন্ততন্ (অব্য) অন্ত-সপ্তম্যর্থৈ তসিল্। অন্ত হইতে ইত্যাদি। [অন্ততন্ দেখ]।

অন্ততন্ত্য (ত্রি) অন্ততোহন্তয়িন্ শ্বেতরপক্ষে ভবঃ অন্ত-তন্ত্যপ্। শত্রু। সপত্ন। স্বপক্ষ ভিন্ন জাত।

অন্তত্র (অব্য) অন্তশ্বিন্ অন্ত-ত্রল্। অন্ত কালে। অন্ত দেশে। *। সপ্তম্যাত্রল্। পা ৫।৩।১০। ইদমাদি শব্দের উত্তর সপ্তমী স্থানে ত্রল প্রত্যয় হয়। *। ইত-রেভ্যোহপি দৃশ্যতে। পা ৫।৩।১৪। ইদমাদি শব্দ ভিন্ন অন্ত শব্দের এবং পঞ্চমী সপ্তমী ভিন্ন বিভক্তি-তেও তসিল্ ত ত্রল্ প্রভৃতি প্রত্যয় হয়। এই শেষ হুত্রাহুসারে কোথাও অন্ত অর্থ অন্তত্র একরূপ প্রয়োগ দেখা যায়।

অন্তথা (অব্য) অন্ত প্রকারে থাল্। অন্ত প্রকার। *। প্রকার বচনে থাল্। পা ৫।৩।২৩। প্রকারার্থে বর্তমান কিমাদি শব্দের উত্তর স্বার্থে থাল্ প্রত্যয় হয়। নিষ্কারণ। বিতথ। মিথ্যা। অভাব। দৃষ্ট।

অন্তথাকারম্ (অব্য) অন্তথা-গমূল্। যে কার্য যেক্রমে করিতে হয় তাহার অন্তথা। *। অন্তথৈবংকথমিথংসু সিদ্ধাপ্রয়োগশ্চেৎ। পা ৩।৪।২৭। কৃ ধাতুর কোন অর্থ না থাকিলে, অন্তথা, কথং, এবং, ইথং এই চারি অব্যয় শব্দের পরস্থিত কৃ ধাতুর উত্তর গমূল্ প্রত্যয় হয়। কৃ ধাতুর অর্থ থাকিলে অন্তথা কৃদ্বা এই রূপ হইবে।

অন্যথাখ্যাতি (স্ত্রী) অন্যথা অন্যরূপেণ জাতা খ্যাতিঃ জ্ঞানম্। ভ্রমাত্মক জ্ঞান। অপ্রকৃত বস্তুকে প্রকৃত বস্তু বলিয়া বিশ্বাস। যেমন, রজ্জু সর্প নহে; অথচ রজ্জুতে রজ্জু জ্ঞান না হইয়া যে সর্প জ্ঞান হয়, এই মিথ্যাজ্ঞানকে অন্যথাখ্যাতি বলা যায়। শরীর আত্মা নহে। আত্মা এবং শরীর দুই পৃথক পদার্থ। এমন স্থলে যদ্যপি বলা যায়—‘আমি গৌরবর্ণ’। তাহা হইলে ইহাকে ভ্রমাত্মক জ্ঞান অর্থাৎ ‘অন্যথাখ্যাতি’ বলা যাইবে। কারণ, ‘আমি’ একরূপ বলিলে আমার আত্মাকেই বুঝায়। অতএব আত্মা কখন গৌরবর্ণ হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে, আমার শরীরই গৌরবর্ণ।

পুনশ্চ, হ্রদে বহি থাকে না। অতএব ‘হ্রদো বহিমান্’ এমন বিশ্বাস করিলে তাহাকে ভ্রমাত্মক জ্ঞান বলা যায়। সুতরাং একরূপ ভ্রমাত্মক জ্ঞানকে অন্যথাখ্যাতি কহে।

মীমাংসকেরা ভ্রম মানেন না। তাঁহারা এ রূপ জ্ঞানকে ‘অসংসর্গাগ্রহ’ বলেন। তাঁহারা, ‘হ্রদো বহিমান্’

এমন কথা বলিলে, হ্রদ এবং অগ্নি উভয়ই বিদ্যমান আছে, একরূপ স্বীকার করেন। কিন্তু হ্রদে বহি আছে, একরূপ জ্ঞান স্বীকার করেন না। পরন্তু, হ্রদে বহির সংসর্গাভাব জ্ঞান হয় না। তজ্জন্য ইহার নাম অসং-সর্গাগ্রহ।

অন্যথানুপপত্তি (স্ত্রী) অন্যথা অন্যপ্রকারেণ উপপত্তিঃ। মীমাংসক মতে অন্য প্রকারে উপপত্তির অর্থাৎ সিদ্ধান্তের অভাব। যেমন,—‘ঐ ছষ্টপুষ্ট মানুষটি দিবাতে ভোজন করেন না’। মানুষ ভোজন না করিলে কখনই ছষ্টপুষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং ঐ অল্পপত্তি জ্ঞান হইতে, ছষ্টপুষ্ট মানুষটি তবে রাত্রিতে ভোজন করে, ইহাই স্থির হইতেছে।

মীমাংসকেরা ঐ অল্পপত্তি জ্ঞানকে অর্থাপত্তি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। ন্যায়মতে, অর্থাপত্তি অতিরিক্ত প্রমাণ নহে, ইহা কেবল অল্পমান মাত্র। কারণ, ঐ ছষ্টপুষ্ট মানুষটি রাত্রিতে ভোজন করে কি না, তাহা প্রত্যক্ষ কেহ দেখে নাই। কিন্তু ভোজন না করিয়া অনাহারে থাকিলে শরীর শুষ্ক হয়, আবার ভোজন করিলে শরীর ছষ্টপুষ্ট হয়। থাকে। কাজেই তাহার শরীরের পুষ্টিতা দেখিয়া অল্পমান করা যাইতেছে যে, সে রাত্রিতে ভোজন করে।

অন্যথাভাব (পুং) অন্তথা অন্যরূপেণ ভাবঃ। বাহার যে রূপ ভাব, তাহার সেই ভাবের অন্যরূপ হওয়া। ভাবান্তর।

অন্যথাভূত (ত্রি) অন্যথা অন্যপ্রকারেণ ভূতঃ। প্রকা-রান্তর প্রাপ্ত।

অন্যথারূতি (স্ত্রী) অন্যথা অন্যরূপেণ রূতিঃ। অন্যথা-স্থিতি। অন্যপ্রকার হইয়া যাওয়া।

অন্যথাসিদ্ধ (ত্রি) অন্তথা অন্তপ্রকারেণ সিদ্ধম্। ৩ তৎ। যে পদার্থ অন্যপ্রকারে সিদ্ধ হয়। ন্যায়াদির মতে, যে পদার্থ না থাকিলেও কার্যের অন্য প্রকারে সিদ্ধি হয়, তজ্জপ পদার্থকে সেই কার্যের অন্যথা সিদ্ধ কহে। যেমন, কুস্তকার ঘট প্রস্তুত করে। কিন্তু ঘট প্রস্তুত করিবার মাটি গর্দভাদি বহন করিয়া থাকে। কিন্তু গর্দভদ্বারা মাটি বহন না করাইলেও অন্য প্রকারে মাটি আনা যাইতে পারে। তজ্জন্য গর্দভ অন্যথাসিদ্ধ। এই অন্যথাসিদ্ধের ধর্মকে অন্যথাসিদ্ধি কহে।

কোন কার্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত পূর্ববর্তী যে যে পদার্থ নিতান্ত আবশ্যক; অর্থাৎ যে পদার্থ থাকিলে

সেই কার্য সিদ্ধ হয় এবং না থাকিলে তাহা সিদ্ধ হয় না, তজ্জন পদার্থকে কারণ কহে। সেই কারণের একটি বিশেষ ভেদই উক্ত অন্যথাশিক্ষারূপ ধর্ম। সেই ধর্ম বাহ্যতে থাকে তাহাই অন্যথাশিক্ষা। সুতরাং কারণ ভিন্ন সকল পদার্থকেই অন্যথাশিক্ষা বলা যায়।

অন্যথাশিক্ষা পাঁচ প্রকার। ১ম—কারণ বৃত্তি বা কারণতাবচ্ছেদক রূপ ধর্ম। যেমন, দণ্ড দিয়া চাক ঘুরাইলে ঘট নির্মিত হয়, তজ্জন্য দণ্ড ঘটের কারণ হইতে পারে; কিন্তু দণ্ডের যে ধর্ম দণ্ডত্ব, তাহা ঘটের কারণ হইতে পারে না। তজ্জন্য, দণ্ডত্বকে অন্যথাশিক্ষা বলা যায়।

২য়—কারণের গুণ। যেমন, দণ্ডের কাল কি খেত বর্ণ, কিম্বা অন্যপ্রকার গুণ ঘটের কারণ হইতে পারে না। তজ্জন্য কারণের গুণ অন্যথাশিক্ষা।

৩য়—যে পদার্থে কারণত্ব জ্ঞান করিতে হইলে অন্য পদার্থের কারণত্ব জ্ঞান আবশ্যক করে। যেমন, আকাশে ঘটের কারণত্ব জ্ঞান করিতে হইলে শব্দের কারণত্ব জ্ঞান অপেক্ষা করে। সুতরাং আকাশ অন্যথাশিক্ষা।

৪র্থ—বাহ্যতে কারণত্ব জ্ঞান করিতে হইলে কারণের কারণত্ব জ্ঞান অপেক্ষা করে। যেমন, কুস্তকার ঘটকে নিশ্চয় করে। এ স্থলে কুস্তকারকে ঘটের কারণ বলা যায়। কিন্তু কুস্তকারের পিতা না থাকিলে কুস্তকারের জন্ম হইত না। সুতরাং কুস্তকারের পিতা কারণের কারণ। তজ্জন্য ইহাকে অন্যথাশিক্ষা বলা যায়।

৫ম—যে কার্যের নিমিত্ত পূর্বে যে যে পদার্থ নিয়ত আবশ্যক করে, তজ্জন পদার্থ ভিন্ন অন্য পদার্থ। যেমন ঘট নির্মাণ করিতে হইলে মাটি, জল, দণ্ড, চক্র প্রভৃতি দ্রব্য নিত্য আবশ্যক। কিন্তু মাটি বহন করিবার গদ্গদাদি নিত্য আবশ্যক নহে। তজ্জন্য ইহাকে অন্যথাশিক্ষা কহে।

অন্যথাশিক্ষা (স্ত্রী) অত্রথা অত্রপ্রকারেণ সিদ্ধিঃ। ৩-তৎ। অত্রপ্রকারে সিদ্ধি। হেতুর দোষ। হেতুর আভাস বিশেষ।

অন্যদর্শ (পুং) অন্য্যচানৌ অর্থঃ প্রমোজনশ্চেতি। কক্ষধা। ভিন্নার্থ। *। অর্থে বিভাষা। পা ৬। ৩। ১০০। অর্থ শব্দ পরে থাকিলে অন্য শব্দ স্থানে বিকল্পে দুগাগম হয়। অতএব অন্যার্থে এবং অন্তর্দর্শ এই দুই প্রকার রূপসিদ্ধিই হইতে পারে।

অন্যদা (অব্য) অন্তশ্চিন্ কালে দা। অন্ত কালে। *। সর্বেকান্ত কিং যতনঃ কালে দা। পা ৫। ৩। ১৫। কালার্থে সপ্তমাস্ত সর্গ, এক, অন্ত, কিং, যত, তন, এই সকল শব্দের উত্তর স্বার্থে দা প্রত্যয় হয়।

অন্যদাশা (স্ত্রী) অন্তা চানৌ আশা চেতি কর্মধা হ্রস্ব। অন্ত আশা। [হ্রকের স্বত্র অন্তৎকারক শব্দে দেখ]।

অন্যদাশিস্ (স্ত্রী) অন্তা চানৌ আশীশ্চেতি কর্মধা হ্রস্ব।

অন্ত আশীর্বাদ। [হ্রকের স্বত্র অন্তৎকারক শব্দে দেখ]।

অন্যদাস্থা (স্ত্রী) অন্তশ্চিন্ আস্থ। ৭-তৎ। অন্ত আস্থা।

অন্ত বিষয়ে যত্ন। [হ্রকের স্বত্র অন্তৎকারক শব্দে দেখ]।

অন্যদাস্থিত (ত্রি) অন্তমাস্থিতঃ। ২-তৎ হ্রস্ব। অন্তরূপ প্রাপ্ত। [হ্রকের স্বত্র অন্তৎকারক শব্দে দেখ]।

অন্যদীয় (ত্রি) অন্তশ্চেদং গহাং ছ হ্রস্ব। অন্ত সঘর্ষী।

এখানে ছান্ত শব্দ পরে হইয়াছে বলিয়াই যন্তান্ত অন্ত শব্দ স্থানে হ্রকের নিষেধ হয় নাই।

অন্যদুৎসুক (ত্রি) অন্তশ্চিন্ উৎসুকম্। ৭-তৎ হ্রস্ব। অন্ত বিষয়ে উৎসুক। অন্ত বিষয়ে উৎকণ্ঠিত। [অন্তৎকারক শব্দে হ্রকের স্বত্র দেখ]।

অন্যদূতি (স্ত্রী) অন্তা চানৌ উতিশ্চেতি। কর্মধা হ্রস্ব। অন্ত রক্ষা। [অন্যৎকারক শব্দে হ্রকের স্বত্র দেখ]।

অন্যদ্রাগ (পুং) অন্যশ্চিন্ রাগঃ। ৭-তৎ হ্রস্ব। অন্য বিষয়ে অহুরাগ। [অন্যৎকারক শব্দে হ্রকের স্বত্র দেখ]।

অন্যপুষ্ঠ (পুং স্ত্রী) অন্যয়া মাতৃভিন্নয়া পুষ্ঠঃ পালিতঃ। কোকিল। (ত্রি) অন্যভূৎ। অন্যদ্বারা পালিত। *। সর্গ-নাম্নো বৃত্তিমায়ে পুষ্ঠত্বাবঃ (বাষ্ঠিক। পা ২। ১। ৫১। স্বত্রে)। পদের সহিত প্রত্যয়ের যোগ বা সমাস বৃত্তি, তাহাতে সর্গনামের পুষ্ঠত্ব হয়। (স্ত্রী) টাপ্ অন্য পুষ্ঠা। 'অপ্যন্যপুষ্ঠা প্রতিকূলশব্দা'। কুমার ১। ৪৫।

অন্যপূর্ক (পুং) অন্যঃ পূর্কঃ পূর্কো যন্তাঃ সা অন্ত্যন্ত অশাদিঃ অচ্ আকার লোপঃ। অন্যপুনর্কায় বিবাহ কঠা। পুনর্ভূপতি। অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে যে পুনর্কায় বিবাহ করে।

অন্যপূর্কী (স্ত্রী) অন্যোহন্যপূর্কঃ পূর্কো যন্তাঃ। ৬-বহুব্রী। পূর্কপতি মরিলে বা অকর্মণ্য হইলে যে স্ত্রী লোক পুনর্কায় বিবাহ করে।

অন্যভাব (পুং) অন্যবিধোভাবঃ। কর্মধা। প্রকৃত অবস্থার ব্যতিক্রম।

অন্যভূৎ (পুং স্ত্রী) অন্যাঃ মাতাপিতৃভিন্নৈর্ভিন্নয়তে অন্য ভূ-কর্মণি-কিপ্ তুগাগমঃ। কোকিল। (ত্রি) যে অন্যের

যাহা প্রতিপালিত হয়। যথা কর্ণ প্রভৃতি।

অন্যভূত (পুং স্ত্রী) অনৈঃ মাতাপিতৃভিন্নৈ ভূতঃ পৃষ্ঠঃ।

৩-তৎ। কোকিল। (স্ত্রী) অন্যভূতা। (ত্রি) অন্য প্রতিপালিত। যে অন্যের কাছে প্রতিপালিত হয়।

অন্যমনন্ (ত্রি) অন্যস্মিন্ স্ববিষয়াতিরিক্ত বিষয়ে মনো যন্ত। বহুব্রী। বা কবভাবঃ। উৎকণ্ঠিত হইয়া যে অন্য বিষয় চিন্তা করে। যে বৃথা চিন্তা করে। যাহার মন প্রকৃত বিষয়ে নিবিষ্ট নহে।

অন্যমনস্ক (ত্রি) অন্যস্মিন্ স্ববিষয়াতিরিক্ত বিষয়ে, অন্যস্তাঃ ক্রিয়ায়াঃ বা মনশ্চিত্তং যন্ত। বহুব্রী কপ্। চঞ্চল চিত্ত। প্রকৃত বিষয়ে যাহার মন নিবিষ্ট নহে। অন্যমনা। *। শেষাদা। পা ৫। ৭। ১৫৩। যে শব্দের উত্তর অন্য কোন সমাসান্তের বিধান নাই, সেই সকল শব্দের উত্তর বিকল্পে কপ্ প্রত্যয় হয়।

অন্যমাতৃজ (পুং স্ত্রী) অতস্তাঃ স্বভিন্নায়া মাতুর্জায়তে জন-ড। ৫-তৎ। যে অত্ন মাতা হইতে জাত। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। (স্ত্রী) টাপ্ অত্নমাতৃজা। বৈমাত্রেয় ভগিনী। 'সংসৃষ্টো নাত্নমাতৃজঃ'। (দায়ভাগ ধৃত)। কেবল সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় ভ্রাতাই যে ধন পাইবে এ রূপ নহে, কিন্তু অসংসৃষ্ট সহোদরেও ধন পাইবে।

অন্যালিঙ্গ (ত্রি) অতন্ত স্বভিন্নস্ত বিশেষান্তেতি যাবৎ। লিঙ্গমিব লিঙ্গং পুংস্বাদি যন্ত বহুব্রীহৌ বা কবভাবঃ। বিশেষ্যের লিঙ্গ ভাজী শব্দ। যে শব্দের নিজের কোন লিঙ্গ নির্দিষ্ট নাই। (স্ত্রী) কণ্ঠধা—অত্ন চিহ্ন।

অন্যালিঙ্গক (ত্রি) অতন্তেব লিঙ্গং পুংস্বাদি চিহ্নং বা যন্ত। বহুব্রী। বিশেষ্যের লিঙ্গ ভাজী শব্দ। অত্নচিহ্নযুক্ত। [কপের সূত্র অত্নমনস্ক শব্দে দেখ]।

অন্যবাদিন্ (পুং স্ত্রী) অত্নং অন্যথাবদতি অন্য-বদ-ণিনি। উপ স০। হীন প্রতিজ্ঞবাদী। হীন প্রতিজ্ঞ প্রতিবাদী। বিচারস্থলে যাহাদের পক্ষ হীন হইয়াছে।

'অন্যবাদী ক্রিয়াধেয়ী নোপস্থায়ী নিরুত্তর।

আহূতঃ প্রপলায়ী চ হীনঃ পক্ষবিধঃ স্মৃতঃ। (না সং)।

১—যাহারা পূর্বে এক রূপ বলিয়া পরে আর এক রূপ বলে।

২—যাহারা প্রতিপক্ষের সাক্ষ্যাদি ক্রিয়াতে ঘেষ করে।

৩—যাহারা বিচারের সময়ে বিচারালয়ে উপস্থিত না থাকে।

৪—যাহারা বিচারকের প্রক্ষে নিরুত্তর হয়।

৫—রাজ পক্ষের লোক ডাকিলে যাহারা পলায়।

এই পাঁচ প্রকারের নাম হীন পক্ষ।

অন্যবিবদ্ধিত (পুং স্ত্রী) অতৈঃ স্ব মাতাপিতৃভিন্নৈঃ কাংদাদিভিন্নপরৈর্বা বিবদ্ধিতঃ। ৩-তৎ। কোকিল। অন্য বদ্ধিত। যেমন কর্ণাদি। অন্যায় বিবদ্ধিতঃ এরূপ ব্যাপ্তি করিলেও পুষ্পভাব হইয়া অত্ন বিবদ্ধিত এই রূপ হইবে।

অন্যত্রত (ত্রি) অন্যদন্যবিধং শ্রুতিস্মৃত্যোরনমুযায়িত্রতং কৰ্ম্ম নিয়মো বা যন্ত। বহুব্রী। যাহারা শ্রুতি ও স্মৃতির বিরুদ্ধ কাজ করে। অমুরাদি। যথেষ্টাচারী মনুষ্য। অন্যশাখ (পুং) অত্না স্বভিন্না শাখা বেদভাগ বিশেষো যন্ত। বহুব্রী। স্বভিন্নবেদের শাখাধ্যায়ী। যাহার যে শাখা তত্ত্বিন্ন শাখা পাঠক।

অন্যসাধারণ (পুং) অত্নেন সাধারণং সমানন্। ৩-তৎ। অত্নের সমান। (ত্রি) অত্নেন সাধারণং সামান্তং। ৩-তৎ। অনেকের সম্বিশিষ্ট বস্তু। যাহাতে নিজের ও অত্নের সম্ব আছে।

অন্যাদৃক্ষ (পুং) অত্ন ইব পশুতি কর্তরি ক্শ আত্মম্। অত্ন প্রকার। *। দৃশেঃ ক্শচ বক্তব্যঃ। (বার্হিক ৩। ২। ৬০। সূত্রে)। *। আ সর্জনামঃ। পা ৬। ৩। ৯১। দৃশ ধাতুর উত্তর ক্শ প্রত্যয় হয়। দৃশ্, দৃশ এবং বৎ পরে থাকিলে সর্জনাম স্থানে আকার আদেশ হয়। স্ত্রী-অত্নাদৃক্ষী। স্ত্রী-বলিঙ্গও হইবে।

অন্যাদৃশ্ (পুং) অত্ন ইব পশুতি অত্ন-দৃশ-কর্তরি-কিন্। অত্নাদৃশ। অত্ন প্রকার। অন্যের মত। অত্নাদৃক্ অত্নাদৃগ্। অত্নাদৃশো। অত্নাদৃশঃ। (স্ত্রী) অত্নাদৃক্ অত্নাদৃগ্। অত্নাদৃশো। অত্নাদৃশঃ। (স্ত্রী) অত্নাদৃক্ অত্নাদৃগ্। অত্নাদৃশা। অত্নাদৃশি। *। কিন্ প্রত্যয়ন্ত কৃঃ। পা ৮। ২। ৬২। পদের অন্ত বিষয়ে, কিন্ অন্ত শব্দের অন্ত্যাদেশ কবর্গ হয়। অতএব স্ত্র ভ্যাম্ ভিন্ ভ্যস্ স্ত্রপ্ এই সকল বিভক্তি পরেই অন্ত্যাদেশ কবর্গ হইবে। যথা অত্নাদৃক্ অত্নাদৃগ্। অত্নাদৃগ্ভ্যাং। অত্নাদৃগ্ভ্যাঃ। অত্নাদৃক্ষ্। অত্ন বিভক্তি পরে থাকিলে পদান্ত হইবে না বলিয়া কবর্গ ও অন্ত্যাদেশ হইতে পারিবে না, তখন অত্নাদৃশো অন্যাদৃশঃ এই রূপ পদ হইবে।

অন্যাদৃশ (ত্রি) অত্ন ইব পশুতি অত্ন-দৃশ-কর্তরি-কঞ্। অত্নমিব দৃশতে ইদম্ ইতি কন্মণি টক্। (মুদ্র) অত্ন-রূপ। অন্য প্রকার। অন্যের মত। *। তাদাদিবু দৃশো অনালোচনে কঞ্চ। পা ৩। ২। ৬০। তাদাদি উপপদের পর অনালোচন অর্থে দৃশ ধাতুর উত্তর কঞ্ এবং কিন্

প্রত্যয় হয়। জ্ঞী-অন্যাদৃশী।

অন্যায় (পুং) ন্যায়ঃ অভ্রেরঃ কল্পঃ দেশরূপং সমঞ্জসং
বিচারঃ সঙ্গতিঃ ঔচিত্যং প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চপ্রতিপাদক
বাক্যঞ্চ এতেষামভাব ইতি অভাবার্থে নঞ-তৎ।
অনভ্রের। অকল্প। অদেশ রূপ। দেশবিরুদ্ধ ভাব।
অসমঞ্জস। অবিচার। অসঙ্গতি। অমৌচিত্য। পঞ্চাঙ্গ
ন্যায়ের অভাব। (ত্রি) নাস্তি ন্যায়ো যন্ত। বহুব্রী।
অভ্রের শূন্য। কল্পরহিত। দেশের প্রণা রহিত।

অন্যায় (ত্রি) ন্যায়াদনপেতং ন্যায়-যৎ ন ন্যায়াম্।
নঞ-তৎ। ন্যায়যুক্ত নহে। অযুক্ত। অহুচিত।

অন্যার্থ (পুং) অনাশ্চাসৌ অর্থশ্চেতি কণ্ঠধা বা দুগভাবঃ।
ভিন্ন অর্থ। ভিন্ন অভিধেয়। ভিন্ন প্রয়োজন। ভিন্নধন।
ভিন্ন বস্তু। (ত্রি) অন্যার্থঃ অভিধেয়ঃ (বাচ্যঃ)।
প্রয়োজনং বা যন্ত। বহুব্রী। ভিন্ন অর্থের (বাচ্যের)।
বাচক শব্দ। অন্য অর্থ বিশিষ্ট শব্দ। অন্য প্রয়োজনক
কার্য। ‘অর্থোহভিধেয়ো রৈ বস্তু প্রয়োজন নিবৃত্তিযু’।
(অমর)। [হ্রক না হইবার হ্রস্ব অন্যৎকারক দেখে]।

অন্যাশা (স্ত্রী) অন্যাত্ৰ অনায়া বা আশা। ৬-তৎ।
অন্যের আশা। অন্যের বাঞ্ছা। অন্য জ্ঞীর আশা।
[হ্রক না হইবার হ্রস্ব অন্যৎকারক শব্দে এবং পৃথক্যাবের
হ্রস্ব অন্যপৃষ্ট শব্দে দেখে]।

অন্যাশিস্ (স্ত্রী) অন্যাত্ৰ অনায়া বা অনোন অনায়া
বা আশীঃ। অন্যের আশীর্বাদ। অন্য কর্তৃক আশীর্বাদ।
[হ্রক না হইবার হ্রস্ব অন্যৎকারক শব্দে এবং পৃথক্যাবের
হ্রস্ব অন্যপৃষ্ট শব্দে দেখে]।

অন্যাস্থিত (ত্রি) অনোন অনায়া বা আস্থিতঃ। ৩-তৎ।
অন্য কর্তৃক স্থিত। অন্যে বাহাকে রাখিয়াছে।

অনূন (ত্রি) ন নূনং নঞ-তৎ। যাহা নূন নহে। কম
নহে। নিম্নিত নহে। ‘হীন নূনাবনগহো’। (অমর)।

অনূনানধিক (ত্রি) নূনঞ্চ অধিকঞ্চ দ্বয়োঃ সমাহারঃ
নূনানধিকঃ ন নূনানধিকং নঞ-তৎ। নূন ও অধিক নহে।
বেশী কমী নহে, ঠিক সমান।

অনূনানতিরিক্ত (ত্রি) ন অতিরিক্তম্ অনতিরিক্তং
নূনঞ্চ অনতিরিক্তঞ্চ নূনানতিরিক্তং ততো নঞ-তৎ।
যদি অনূনম্ অনতিরিক্তঃ বিশেষণয়োঃ কর্মধা।
নূন ও অধিক নহে। বেশী কমী নহে। সমান সমান।
সমান প্রবরত্বং সংখ্যা সংজ্ঞায়োরনূনানতিরিক্তত্বেন’
(স্মার্ত্ত) সংখ্যা এবং সংজ্ঞার কম ও বেশী না হয় এরূপ
প্রবর বিবাহে নিষিদ্ধ।

অন্যোত্মাক (ত্রি) অন্যোত্মাঃ অন্যশ্চিন্নহনি ভব কন্ সৃষ্টিং।
অন্য দিবসে জাত। *। ইদ্রপদ্য চাপ্রত্যয়ন্ত। পা ৮।
৩। ৪১। প্রত্যয় ভিন্ন ইকার উকার উপধ এরূপ বি-
সর্গের স্থানে মূর্দ্ধন্য বকার হয়।

অন্যোত্মাস্ (অব্য) অন্যশ্চিন্নহনি অন্য-এত্মাস্। অন্য
দিবসে। [অদ্য শব্দে হ্রস্ব দেখে]।

অন্যোচ্চা (স্ত্রী) অনোন উচ্চা। ৩-তৎ। অন্তের বিবাহিত
স্ত্রী। পরকীয় নায়িকা বিশেষ।

অন্যোৎসুক (ত্রি) অচ্চেন উৎসুকঃ। ৩-তৎ দুগভাবঃ।
অন্ত কর্তৃক উৎকণ্ঠিত। [হ্রক না হইবার হ্রস্ব অন্যৎ-
কারক শব্দে দেখে]।

অন্যোতি (স্ত্রী) অন্যাত্ৰ উতিঃ। অন্যের রক্ষা। [হ্রক
না হইবার হ্রস্ব অন্যৎকারক শব্দে দেখে]।

অন্যোদর্ঘ্য (পুং) অন্যাত্মাঃ মাতৃভিন্নায়া উদরে ভবঃ।
উদর-যৎ। এক পিতৃক বিভিন্ন মাতৃক বৈনায়েয় জাত।
যাহাদের পিতা এক কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ মাতা, তাদৃশ
জাত। ‘অন্যোদর্ঘ্যন্ত’। (যাজ্ঞ) বৈনায়েয় জাত।
[পৃথক্যাবের হ্রস্ব অন্যপৃষ্ট শব্দে দেখে]।

অন্যোন্য (ত্রি) অন্য কণ্ঠব্যতিহারে (এক রূপ ক্রিয়া-
করণে) দ্বিত্বং পূর্বপদে সূচ্য। পরস্পর। *। কণ্ঠব্যতি-
হারে সর্কনামো দেবাচ্যে (বাগ্তিক পা ৮। ১। ১২ হ্রস্বে)
এক রূপ ক্রিয়া করণ বৃদ্ধাইতে সর্কনাম শব্দের দ্বিত্ব
হয়, দ্বিত্ব হইলেও সর্কনামের কার্য হয়। ‘অন্যোন্যৈশ্চ-
দন্তং’। (সিং কো)। পরস্পর উদ্দেশে দন্ত। পূর্বপদে
সুখাকাতে অতো এ প্রকার রূপসিদ্ধি হইয়াছে।

অন্যোন্যাধ্যাস্ (পুং) অন্যোহন্যাশ্বিন্ অন্যোহন্যাত্মা-
শ্বন্ত অধ্যাসঃ আরোপঃ। ৬-তৎ। বেদাদিমতসিদ্ধ পরস্পর
অন্যতাদাত্ত্বের আরোপ। যেমন,—অন্তঃকরণে চেতনের
আরোপ এবং চেতনে অন্তঃকরণের আরোপ।

অন্যোন্যাভাব (পুং) অন্যোহন্যাশ্বিন্ অন্যোহন্যাত্মা
ভাবঃ। ৬-তৎ। ভেদ। তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতি-
যোগিতাকাভাবকে ভেদ কহে।

তাদাত্ম্য—ইহা একটা সম্বন্ধবিশেষ। কোন পদার্থ
আপনাতে আপনি বে সম্বন্ধে থাকে, তাহাকে তাদাত্ম্য
সম্বন্ধ কহে। যেমন ঘটে ঘট আছে, পটে পট আছে
ইত্যাদি।

প্রতিযোগিতা—যাহার অভাব তাহাকে প্রতিযোগী
কহে। যেমন ঘটের অভাবের প্রতিযোগী ঘট। পটের
অভাবের প্রতিযোগী পট। ঐ প্রতিযোগীর ধর্মকে

প্রতিযোগিতা কহে। নৈয়ায়িকেরা কোন কার্যবিশেষের সুবিধার নিমিত্ত প্রতিযোগিতা ধর্মকে স্বীকার করিয়া থাকেন।

এক একটা পদার্থে অপর পদার্থ সম্বন্ধ বিশেষে অবস্থিতি করে। এক প্রকার সম্বন্ধে কোন পদার্থ নানা স্থানে থাকিতে পারে না। যেমন,—সংযোগসম্বন্ধে ভূতলে ঘট অবস্থিতি করে। কালে কালিক সম্বন্ধে ঘট অবস্থিতি করে। ঘট, নিজের অব-য়বে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। আর ঘট আপনাতে আপনি তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে।

যে সম্বন্ধে, যে পদার্থ যেখানে না থাকে, সেই সম্বন্ধে সেই পদার্থের অভাব সেখানে থাকে। তজ্জন্য প্রতিযোগিতাতে সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন স্বীকার করিতে হয়।

‘সংযোগেন ঘটো নাস্তি’—এমন কথা বলিলে, ঘটে যে প্রতিযোগিতা আছে, সেই সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়। ‘সমবায়েন ঘটো নাস্তি’—এমন কথা বলিলে সেই প্রতিযোগিতা সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়। তদ্রূপ, ‘ঘটো ন’—ঘট নহে, এমন কথা বলিলে, ঘটের ভেদ-রূপ অভাব বুঝায়। ঐ ভেদের প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়। কদাচ অন্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। এবং অন্য কোন অভাবের প্রতিযোগিতাও তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। যদি ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক তাদাত্ম্য ভিন্ন অন্য সম্বন্ধও হয়, তবে ঘটের ভেদ ঘটে থাকিতে পারে। কারণ অন্য সম্বন্ধে ঘট ঘট থাকে না, সুতরাং তাহার অভাব থাকিতে পারে।

পূর্বোক্ত, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা যে অভাবের হয়, বহুব্রীহি অর্থে ক প্রত্যয়ান্ত ‘প্রতিযোগিতাক’ এই শব্দে সেই অভাবকেই বুঝায়। পরে ‘প্রতিযোগিতাক’ এই ভাগের সহিত ‘অভাব’ এই শব্দের কর্মধারয় সমাস করিলে ‘প্রতিযোগিতাকাভাব’ এই পদ সিদ্ধ হয়।

ভিন্ন শব্দে, ভেদ বাহাতে থাকে তাহাকে বুঝায়। যেমন, ‘ঘট ভিন্ন’—এমন কথা বলিলে, ঘটের ভেদ বাহাতে আছে এমন পদার্থকে বুঝায়। ঘটের ভেদ ঘট থাকে না, তজ্জন্য ঘটকে বুঝায় না,—ঘটের অন্য দণ্ড, চাক প্রভৃতি সকল পদার্থকে বুঝায়।

অন্যোন্য়ান্যশ্রয় (ত্রি) অন্যোন্যাম্ আশ্রয়তি আ-শ্রি-অচ্। তর্ক বিশেষ। একটী দোষ বিশেষ। স্বগ্রহ—সাপেক্ষ গ্রহসাপেক্ষ গ্রহকল্প যদি স্ততে থাকে, তবে অন্যো-

ন্যাস্রয় দোষ হয়। অর্থাৎ স্বজ্ঞান করিতে হইলে যে জ্ঞান অপেক্ষা করে, সেই জ্ঞানের প্রতি যদি পুনরায় স্বজ্ঞান অপেক্ষা করে, তাহা হইলে অন্যোন্য়ান্যশ্রয় দোষ ঘটে। এখানে স্বপদে ঘট পট প্রভৃতি কোন একটা পদার্থ ধরিয়া যদি এমন কথা বলা যায় যে,—‘দণ্ড জনাকে ঘট কহে, ঘটজনাকে দণ্ড কহে’—তাহা হইলে অন্যোন্য়ান্যশ্রয় দোষ ঘটে। কারণ, ঘট জ্ঞান করিতে হইলে দণ্ড জ্ঞান আবশ্যক, আবার দণ্ডের জ্ঞান করিতে হইলে পুনর্বার স্বপদে ঘটের জ্ঞান অপেক্ষা করিতেছে। অথবা, অভাব কি?—ভাব ভিন্ন। অর্থাৎ বাহা ভাব নহে, তাহাকেই অভাব বলা যায়। ভাব কি?—অভাব ভিন্ন। অর্থাৎ অভাব না হইলেই তাহাকে ভাব বলা যায়। এই রূপ, অভাব জানিতে হইলে ভাব জানা চাই, এবং ভাব জানিতে হইলে অভাব জানা চাই। অতএব এ স্থলে অন্যোন্য়ান্যশ্রয় দোষ ঘটিল।

অবক্ষ (ত্রি) অবক্ষ্ ইন্দ্রিয়ম্ অহুগতম্। অতিক্রা-তৎ।

প্রত্যক্ষ। অহুপদ। অহুগত। পশ্চাদ্গামী।

‘অবগম্যমহুগোহুগপদং স্ত্রীমবয়ং’। (অমর)।

(অব্য) অব্যঃ সমীপং অব্যয়ী টচসমাঃ। চক্ষুর নিকট। *। অব্যয়ীভাবে শরৎ প্রভৃতিভ্যঃ। পা ৫। ৪। ১০৭। অব্যয়ীভাব সমাসে শরৎ প্রভৃতি শব্দের উত্তর টচ প্রত্যয় হয়। শরদাদিগণের মধ্যে ‘প্রতিপন্ন সমুত্তো-হক্ষঃ’। (কাশিকা)। তিপ্র পর সম্ অহু এই চারি অব্যয়ের পরস্থিত অক্ষি শব্দের উত্তর টচ প্রত্যয় হয়। এই সকল অব্যয়ের পর পথিন্ শব্দের উত্তরও টচ প্রত্যয় হইয়া থাকে।

অবগ্ভাব (পুং) অনুচোভাবঃ। ৬-তৎ। পশ্চাদ্গন্তৃৎ। পশ্চাদ্গামিষ। পশ্চাদ্গমন।

অস্থচ্ (ত্রি) অস্থ পশ্চাৎ অক্ষতি অনু-অক্ষ-কিন্। অনু-গামী। পশ্চাদ্গামী। *। ঋত্বিদধৃক্শ্রগ্দিগুক্ষিগুযুজ-কৃষ্ণাঙ্ক। পা ৩। ২। ৫৯। ঋত্বিজ্ দধৃষ্ শ্রজ্ দিশ উক্ষিহ্ অকু (অক্ষ) যুজ কৃষ্ণ এই সকল শব্দ কিন্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হয়। *। কিন্ প্রত্যয়স্ত কুঃ। পা ৮। ২। ৬২। কিন্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দের পদান্তে কবর্গ আদেশ হয়। অবক্। অবকো। অবক্ষঃ। (স্ত্রী) ভীপ্ অনুচী। *। (অব্য) অহুমান। অহুপদ। পশ্চাৎ। গণাশচিগিয্যালয়ময়-গচ্ছন্। (কুমার ৭। ৭১)। ভূতগণও শিবের পশ্চাৎ গিরি-রাজের আলয়ে গমন করিয়াছিল। (‘অবক্ অহুপদং অব্যয়মেতৎ’) (মহিলাখ)।

অশ্বন (ত্রি) অশ্ব পশ্চাৎ বাতি গচ্ছতি অশ্ব-বা-ক পৃ.

সাধু। অশ্বগামী। (জী) ভীপ্ অশ্বনী।

অশ্বয় (পুং) অশ্বৈতি জন্ম প্রাপ্তোতি জন পরস্পরয়া অশ্বিন্
অশ্ব-ইণ্ অধিকরণে অচ্। বংশ।

সন্ততিগোত্রজনন কুলান্যভিজনারয়ো।

বংশোহধবারঃ সন্তানঃ। (অমর)

‘তদশ্বয়ে শুদ্ধিমতি’। (রঘু ১।১২)। শুদ্ধসেই বংশে।

আহুকুলা। কার্যে কারণের অশ্বসরণ। অশ্বগতি। কার্য
জনক যে কারণ তাহার কার্যে স্থিতি। ত্যায় মতে, স্বজাত
সম্বন্ধে কারণ কার্যে থাকে, সেই স্থিতির নাম অশ্বয়।
কারণ থাকিলে কার্য থাকে, এই রূপ সম্বন্ধ। যেমন
দণ্ড, চক্র, জল এবং সূত্র থাকিলে ঘট হয়। ‘ঘট
পটৌ।’ ঘট এবং পট। এখানে ঘটে এবং পটে যে সাহিত্য
সম্বন্ধ তাহার নাম অশ্বয়। এবং ‘ঘটনানয়।’ ঘট আন।
‘দাত্রেণ ধান্যং লুনাতি।’ দাত্রদ্বারা ধাতু ছেদন করিতেছে।
এখানে ঘট এবং দ্বিতীয়া বিভক্তিতে, দাত্র ও তৃতীয়া
বিভক্তিতে যে সম্বন্ধ তাহার নাম অশ্বয়। ‘ঘটঃ পটশ্চ।’
ঘট এবং পট এ দুইটা নিরপেক্ষ-পদ, এই ছয়ের যে
সম্বন্ধ তাহার নাম অশ্বয়। ‘পরস্পর নিরপেক্ষাণামেকস্মি-
ন্নশ্বয়ঃ সমুচ্চয়ঃ’। (সিং কো০)। পরস্পর নিরপেক্ষ
পদ সকলের এক পদার্থে যে অশ্বয় তাহার নাম সমুচ্চয়।
ব্যাপ্য থাকিলে ব্যাপক থাকে, এই এক রূপ অশ্বয়।
যেমন ধূম থাকিলে অগ্নি থাকে। অশ্ববৃষ্টি। ‘জন্মা-
দ্যন্ত যতোহশ্বয়াং’। (ভাগবত) ‘যদাশ্বয় শব্দেনাশ্ববৃষ্টিঃ’।
(স্বামী)। কিম্বা অশ্বয় শব্দে অশ্ববৃষ্টি। প্রত্যক্ষ। ‘স্বাং-
সাহসংস্বয়বৎ’। (মহু ৮।৩২)। ‘দ্রব্য স্বামি সমকং’।
(কুল্লুক) স্বামীর সাক্ষাতে অপহরণের নাম সাহস। (ত্রি)
অশ্বগত মাত্র। ‘নিরশ্বয় জনে বনে’। (ভট্ট ৫।৬৬)।
অশ্বগত জন রহিত বনে।

অশ্বয়বোধ (পুং) অশ্বয়ন্ত আকাজ্জাদিনা পরস্পর পদ
সম্বন্ধন্ত বোধো জ্ঞানং যেন। ৩-বহুব্রী। যদা আকাজ্জিত
ভিন্ন ভিন্ন পদে আকাজ্জিত ভিন্ন ভিন্ন পদন্ত অশ্বয়ঃ
সম্বন্ধং বোধয়তি অশ্বয়-বুধ-ণিচ্-অপ্। উপসং। শব্দ জ্ঞান
জন্য শব্দ বোধ রূপ অন্তত্ব বিশেষ। অশ্বয়জ্ঞানক্রিয়া ও
বিশেষ্য বিশেষণাদির যে রূপে অশ্বয় হয় সেই জ্ঞান।

অশ্বয়িন্ (ত্রি) অশ্বয়ঃ সম্বন্ধাদিরন্ত্যন্ত ইনি। শব্দ বোধের
উপযোগী সম্বন্ধ বিশিষ্ট। অশ্বয়যুক্ত। অশ্বয়োহশ্বয়গমনং
সোহন্ত্যন্তীতি ইনি। পশ্চাদগামী। অশ্বয়ো বংশাদিঃ
সোহন্ত্যন্তীতি ইনি। প্রাপ্তক বংশাদি বিশিষ্ট। (জী)

ভীপ্ অশ্বয়িনী। (পুং) অশ্বয়ব্যাপ্তি যুক্ত হেতু।

অশ্বর্থ (ত্রি) অর্থম্ অশ্বগতং। অতিক্রাং তৎ। অর্থযুক্ত।
ব্যাপ্তি বিশিষ্ট শব্দ। ‘অথৈব সোহভূদশ্বর্থঃ’। (রঘু ৪।১২)

অশ্ববসর্গ (পুং) অশ্ব-অব-স্বজ-ঘঞ্। অবসর্গম্ ইচ্ছামু-
রূপানুজ্ঞাম্ অশ্বগতঃ। অতিক্রাং তৎ। যদা অশ্ব অমুরূপম্
অব স্বজ্যতে কার্য্যং ক্রিয়তে অনেন অশ্ব-অব-স্বজ করণে
ঘঞ্। বাহা ইচ্ছা তাহা কর এই রূপ আদেশ। *। অপিঃ
পদার্থ সম্ভাবনাস্ববসর্গ-গর্হা সমুচ্চয়ৈশু। পা ১।৪। ২৬।

পদার্থ সম্ভাবনা অশ্ববসর্গ সমুচ্চয় এই সকল অর্থে
অপি এই অব্যয়ের কর্ম প্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়। ‘অপি
স্তহি। অশ্ববসর্গঃ কামচারামুজ্ঞা’। (সিং কো০)। স্তব
কর, বা বাহা ইচ্ছা তাহা কর, এই রূপ অশ্বজ্ঞা।

অশ্ববায় (পুং) অশ্ববাব্যতে জনিত্বা সম্বধ্যতে অশ্বিন্ অশ্ব-
অব-অয়-অধিকরণে ঘঞ্। অশ্ববেয়তে জনিত্বা সম্বধ্যতে
অশ্বিন্ অশ্ব-অব-ইণ-অধিকরণে অচ্ বা। অশ্ববেতি দেহ-
সম্বন্ধং প্রাপ্তোতি অশ্ব-অব-ইণ-কর্তরি-অচ্ বা। বংশ।
সন্তান।

‘বংশোহধবারঃ সন্তানঃ’। (অমর)।

অশ্বয়ব্যতিরেকিন্ (ত্রি) অশ্বয় ব্যতিরেকৌ বিদ্যোতে
হন্ত ইনি। সাধ্যের সাধক হেতু বিশেষ। যদ্বারা সাধ্যের
নিশ্চয় হয়। যেমন অগ্নিরূপ সাধ্যের ধূম হেতু। সেই
ধূম অগ্নি বিশিষ্ট পর্কতাদিতে অশ্বয়ের (অগ্নিস্থিতি
জ্ঞানের) হেতু। এবং অগ্নির অভাব বিশিষ্ট জল হ্রাদিতে
ব্যতিরেকের (অগ্নির অভাব জ্ঞানের) হেতু।

অশ্বয়ব্যাপ্তি (জী) অশ্বয়েন ব্যাপ্তিঃ ব্যাপনং সর্বনা
স্থিতিঃ। ৩-তৎ। যেখানে ধূম থাকে সেই থানেই অগ্নি
এই রূপ ব্যাপ্তি (স্থিতি) সাধ্যের অভাববিশিষ্ট না
থাকিয়া সাধ্যের অধিকরণে থাকার নামই ব্যাপ্তি। সেই
ব্যাপ্তি যে হেতুতে থাকে। ধূম থাকিলেই সে থানে অগ্নি
থাকে, এই রূপ জ্ঞানের উদাহরণ ত্যায়শাস্ত্রে বিস্তার আছে।
কিন্তু এ উদাহরণ ভ্রমাত্মক। ধূম থাকিলেই সে থানে অগ্নি
থাকিতে পারে না। একটা আধারে ধূম ধরিত্তা রাখিলে
সে থানে অগ্নি থাকিতে পারে না। কিন্তু অগ্নি থাকিলে
সে থানে অগ্নি বা অধিক ধূম অবশ্যই থাকিবে।

অশ্বয়াগত (ত্রি) অশ্বয়াং বংশ পরস্পরাত আগতং। ৫-তৎ।
দায়প্রাপ্তধনাদি। (পুং) অশ্বয়াং বিদেশস্থ বংশাদাগতঃ।
বিদেশস্থ বংশ হইতে আগত কোন জ্ঞাতি।

অশ্ববেক্ষা (জী) অশ্ব-অব-ঈক্ষ অ-টাণ্। অপেক্ষা। অশ্ব-
রোধ। *। শুদ্যোচ্ছ হলঃ। পা ৩।৩। ১০৩। শুদ্ধ বিশিষ্ট

হলন্ত ধাতুর উত্তর অ প্রত্যয় হয় এবং তাহা স্ত্রীলিঙ্গ হইয়া থাকে।

অষ্টক (স্ত্রী) অশ্বস্তি ভূজতে পিতরো যস্যঃ সা অষ্টক।

। * । ইষ্যশিত্যাস্তকন্। উৎ ৩। ১৪৮। ইষ ধাতু ও অশ ধাতুর উত্তর তকন্ প্রত্যয় হয়। অষ্টকাম্ অশ্বগতা অতিক্রাং তৎ। শ্রাদ্ধের কাল বিশেষ। মুখ্য চান্দ্র অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ মাসের তিন, কৃষ্ণাষ্টমীতে তিন অষ্টকা শ্রাদ্ধ হয়। তাহার পর তিন কৃষ্ণ নবমীতে অষ্টকা শ্রাদ্ধের বিধান আছে।

অষ্টমদিশ (অব্য) উভয়তঃ অষ্টমীং দিশম্ অমূলকীকৃত্য। অচ্ সৎ। পশ্চিমোত্তর কোণ। বায়ুকোণ।

উত্তর্য পরাতি মুখোঃ অষ্টমদিশঃ। (সাং খ্যাং গুং)।

উত্তর ও পশ্চিমের মধ্যে অর্থাৎ বায়ুকোণের দিকে মুখ করিয়া। [অষ্টক শব্দে সূত্র দেখ]।

অম্বহ (অব্য) অহি অহি বীপার্ধে অব্যয়ী। অচ্ লং।

দিনে দিনে। প্রত্যহ। * । নপুংসকাদন্যতরস্তাম্। পা ৫।

৪। ১০২। অন্ অস্ত যে ক্লীবলিঙ্গ শব্দ তাহার উত্তর অব্যয়ীভাব সমাসে বিকল্পে টচ্ প্রত্যয় হয়।

অম্বহন্ (অব্য) অহি অহি বীপার্ধে অব্যয়ী। দিনে দিনে। প্রত্যহ। [টচ্ না হইবার সূত্র অম্বহ শব্দে দেখ]।

অম্বাখান (স্ত্রী) অম্ব পশ্চাৎ অম্বাখানম্। অম্ব-আ-খ্যা-লুট্। তাৎপর্য বুঝাইয়া দিবার জন্য পুনর্বার ব্যাখ্যা। ভাল রূপে তাৎপর্য প্রকাশ।

অম্বাচয় (পুং) অম্ব প্রদানস্ত পশ্চাৎ আচীরতে বোধ্যতে উদ্ভিগতে ষা অম্ব আ-চি-কর্মণি অচ্। আম্বাচিক। প্রদান উদ্দেশ্যের অন্তর্গত সামান্য উদ্দেশ্য। অন্যতরস্তাম্ব-ষজিকতেঃ অম্বাচয়ঃ। (সিং কো)।

অম্বাজে (অব্য) অম্ব পশ্চাৎ আসম্যক্ জয়তি জয়যুক্তা ভবন্তি প্রাণিনো যেন। অম্ব আ-জি বিভক্তিপ্রতিরূপকে নিপাতোতে। দুর্বলের বলাধান। বলহীনীর বলপ্রাপ্তি। * । উপাজেঃ অম্বাজে। পা ১। ৪। ৭৩। কৃৎ ধাতু পরে উপাজে ও অম্বাজে এই দুই অব্যয় শব্দের বিকল্পে গতি সংজ্ঞা হয়। উপপদ সমাস হইলে ক্। স্থানে ল্যপ্ হইয়া অম্বাজে কৃত্য এই রূপ পদ হইবে। সমাসের বিকল্পরূপে অম্বাজে কৃত্য এই রূপই থাকিবে।

অম্বাদেশ (পুং) অম্ব-পশ্চাৎ আদেশঃ। অম্ব-আ-দিশ-ঘঞ। অম্বকথন। এক জনের সম্বন্ধে এক কথা বলিয়া অন্য কার্যের নিমিত্ত তৎ সম্বন্ধে আর এক কথা বলা। যেমন, ইনি ব্যাকরণ পড়িয়াছেন, ইহাকে বেদ অধ্যয়ন

করান্। * । ইদমোহম্বাদেশে হশম্বদাত্তত্বতীয়াদৌ। পা ২। ৪। ৩২। অম্বাদেশ বুঝাইলে তৃতীয়াদি বিভক্তি পরে ইদম্ শব্দের উত্তর অম্বদাত্ত অম্ব আদেশ হয়।

অম্বাধান (স্ত্রী) অম্ব আধীয়তে অম্ব-আ-ধা-ভাবে লুট্। হোমের বহিস্থাপনের পরে তাহার উপরে দুই চারিখানি সমিধ্ কাষ্ঠ প্রদান।

অম্বাধি (পুং) অম্ব পশ্চাৎ আধিঃ প্রত্যাৰ্পণং অম্ব-আ-ধা-কি। নিজের নিকটস্থ রক্ষিত ধন অন্যের হাতে দিয়া স্বামীর নিকটে প্রেরণ। গচ্ছিত ধন লোক দ্বারা তাহার স্বামীর নিকটে পাঠান। পশ্চাৎ পীড়া। পশ্চাৎ মনো-বাথা। 'পুংস্তাধির্মানসীবাথা'। (অমর)।

অম্বাধেয় (স্ত্রী) বিবাহস্ত পশ্চাৎ আধেয়ং লক্ষম্। অম্ব-আ-ধা-যৎ এছম্। বিবাহের পরে স্ত্রী ভর্তৃকুল এবং পিতৃ-মাতৃকুল হইতে এবং ভর্তার নিকটে ও পিতামাতার নিকটে যে ধন লাভ করে তাহার নাম অম্বাধেয়।

বিবাহাৎ পরতোযন্তু লক্ষং ভর্তৃকুলাৎ স্ত্রিয়া।

অম্বাধেয়ং ভর্তৃকুলস্ত লক্ষং বন্ধু কুলাস্তথা।

উচ্ছং লক্ষস্ত যৎ কিঞ্চিৎ সংস্কারাৎ প্রীতিতঃ স্ত্রিয়া।

ভর্তুঃ সকাশাৎ পিত্রোর্কা অম্বাধেয়স্ত তদভুগুঃ (কাত্য। ০)

অম্বায়তন (অব্য) আরতনস্ত মধ্যে বিভক্ত্যর্থো অব্যয়ী। যজ্ঞগৃহের মধ্যে। (ত্রি) আরতনম্ অম্বগতম্। অতিক্রাং তৎ। যজ্ঞগৃহের অম্বগত। যজ্ঞগৃহপ্রাপ্ত। 'চৈত্যমায়তনং তুল্যো'। (অমর)।

অম্বায়ত্ত (ত্রি) অম্ব পশ্চাৎ আরতম্ আরতীকৃতং। অম্বগত। 'যজ্ঞে যজ্ঞে অম্বায়ত্তঃ'। (বেদান্তং কং)। 'যজ্ঞে যজ্ঞে অম্বায়ত্তঃ অম্বগত ইত্যর্থঃ'। (স্মৃতি)। প্রতি যজ্ঞে অম্বগত।

অম্বারক্ক (ত্রি) অম্ব পশ্চাদারক্কং। অম্ব-আ-রভ-ক্। কৃত-স্পর্শ। পশ্চাৎ স্পৃষ্ট। পশ্চাৎ লেগে থাকা। যাহা পরে আরম্ভ করা হইয়াছে।

অম্বারভ্য (ত্রি) অম্ব আরভ্যাতে অম্ব-আ-রভ-কর্মণি যৎ। স্পর্শের যোগ্য। এক সঙ্গে আরম্ভের যোগ্য। * । পোররুপধাৎ। পা ৩। ১। ৯৮। অকার উপধ পবর্গান্ত ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়। (অব্য) ল্যপ্ পশ্চাৎ আরম্ভ করিয়া।

অম্বারস্ত (পুং) অম্ব সহ পশ্চাৎ আরস্তঃ স্পর্শ। পশ্চাৎ আরস্তা অম্বারস্ত (ত্রি) অম্ব-আ-রহ-ক্। অধিরূঢ়। যে পরে আরোহণ করিয়াছে।

অম্বারোহণ (স্ত্রী) অম্ব-পশ্চাৎ আরোহণং অম্ব-আ-রহ-ভাবে লুট্। পশ্চাৎ আরোহণ। স্বামীর মৃত্যুর পরে

স্বামীর মৃত শরীরের সহিত চিতা আরোহণ। পশ্চাৎ চিতা আরোহণ।

‘ভর্তারি মৃত্তে ব্রহ্মচর্য্যং তদস্বারোহণম্’। (বিষ্ণু ৩০)

ভর্তা মরিলে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য ব্রত করিবে বা ভর্তার চিতা আরোহণ করিবে।

অস্বারোহিণী (স্ত্রী) অমু-সহ পশ্চাদ্ধা আরোহতি ভর্তৃ-চিতাং অমু-আ-কহ-গিনি ঋগ্নেভ্যোজীপ্ণত্বঞ্চ। যে স্ত্রী ভর্তার মৃত শরীরের সহিত চিতা আরোহণ করে। যে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পরে তাঁহার পাছকানি লইয়া চিতা আরোহণ করে।

তদস্বারোহিণী যশাস্তস্মাৎসা নাশ্বাতিনী। (শ্বতী)

যে হেতু সেই স্ত্রী স্বামীর সহগমন করিতেছে বা পশ্চাদ্গমন করিতেছে, তজ্জন্ত সে আশ্বাতিনী হইবে না।

অস্বাসন (স্ত্রী) অমু-আস-ভাবে লুট্। পশ্চাৎ উপবেশন দ্বারা সেবা। অমুশোচন। শিলাদিগৃহ।

অস্বাসিত (ত্রি) অমু-আস-কর্ম্মণি ক্ত সোপসর্গকত্বাৎ সক্রম্যকং। পশ্চাৎ বসিয়া সেবিত। পশ্চাৎ বসিয়া অগ্রে কৃত। ‘অস্বাসিতমরুক্রত্যা’। (রবৃ ১। ৫৬।) পশ্চাতে উপবিষ্ট অরুক্রতীর সেবিত।

অস্বাহার্য্য (স্ত্রী) অমু-পিণ্ড পিতৃযজ্ঞস্ত পশ্চাৎ, যদ্বা অমু অন্নপ্রাশনাদি শুভ কর্ম্ম লক্ষ্যীকৃত্য অথবা অমু-কর্ম্মণঃ পশ্চাৎ কিঞ্চ অমু মাসি মাসি আত্মিয়তে অমুদীরতে অমু-আ-ক-কর্ম্মণি গ্যৎ। অমাবস্তার শ্রাদ্ধ। সান্নিকরা পিণ্ড পিতৃযজ্ঞের পরে অমাবস্তার শ্রাদ্ধ করেন তজ্জন্ত উহার নাম অস্বাহার্য্য। নিরগ্নিরা মাসে মাসে অমাবস্তার শ্রাদ্ধ করেন তজ্জন্ত উহার নাম অস্বাহার্য্য। অন্নপ্রাশনাদি শুভ কর্ম্ম উপলক্ষে বুদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয়, তজ্জন্ত বুদ্ধি-শ্রাদ্ধের নাম অস্বাহার্য্য। সকল কার্য্যের পশ্চাৎ দক্ষিণা করিতে হয়, তজ্জন্ত দক্ষিণার নাম অস্বাহার্য্য।

বংশাঙ্কং কর্ম্মণামার্দো যাচাস্তে দক্ষিণা ভবেৎ।

* অমাবস্তাং দ্বিতীয়ঃ যদস্বাহার্য্যং বিহুবৃধাঃ। (কাত্য ১০)

যে শ্রাদ্ধ সকল শুভ কার্য্যের আদিতে হয় (বুদ্ধি-শ্রাদ্ধ), সকল কার্য্যের শেষে যে দক্ষিণা করিতে হয় এবং অমাবস্তার দ্বিতীয় যে শ্রাদ্ধ, এই সকলের নাম অস্বাহার্য্য। ‘পিতৃণাং মাসিকং শ্রাদ্ধং অস্বাহার্য্যং বিহুবৃধাঃ’। (মহু ৩। ১২৩।) পিতৃগণের মাসে মাসে কর্তব্য অমাবস্তার শ্রাদ্ধের নামও অস্বাহার্য্য।

অস্বাহার্য্যক (স্ত্রী) অস্বাহার্য্যমেব স্বার্থে কনু। মাসে

মাসে কর্তব্য অমাবস্তার শ্রাদ্ধ।

পিণ্ডাস্বাহার্য্যকং শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্ধাসাহুমানিকং।

(মহু ৩। ১২২।)

পিণ্ড পিতৃযজ্ঞের পরে মাসে মাসে অস্বাহার্য্য শ্রাদ্ধ (অমাবস্তার শ্রাদ্ধ) করিবে।

অস্বাহার্য্যপচন (পুং) অস্বাহার্য্যং তন্নিমিত্তম্ অমু পচাতে অনেন পচ করণে লুট্। দক্ষিণামি। ঋগ্নে বিধানেন স্থাপিত অগ্নি। যে অগ্নিতে অস্বাহার্য্যের অন্ন পাক হয়। অস্বাহিত (স্ত্রী) অমু আহিতং অমু-আ-ধা-কর্ম্মণি ক্ত। কৃত্যবান অগ্নিস্থাপনের পরে বাহাতে ছই চারি গাছি সমিধ প্রক্ষেপ করা হইয়াছে। পশ্চাৎ আরোপিত। গচ্ছিত ধন তাহার স্বামীকে দিতে অমু হস্তে অর্পণ করা। অস্বিচ্ছা (স্ত্রী) অমু-ইব-ভাবে শ তদন্ত স্ত্রীষাং টাপ্-যগভাবো নিপাত্যতে। পশ্চাদিচ্ছা। [অস্বেষণা শব্দে হ্রস্ব দেখ]।

অস্বিত (ত্রি) অমু-ইব-ক্ত। অমুগত। যুক্ত। সম্বন্ধবিশিষ্ট। অস্বয় যুক্ত। কর্ম্মণি ক্ত। অগ্রে গন্ত। অপর কর্তব্য যে অমুগমন তদাপ্রিত। ‘অমাত্যপুত্রৈঃ সবয়োভিরহিতঃ’। (রবৃ ৩। ২৮।) নিজ বয়স্ত অমাত্য পুত্রদের অগ্রগত। [অস্বাসিত দেখ]।

অস্বিষ্ট (ত্রি) অমু-ইব-ক্ত বা অমু-বজ-ক্ত। অস্বেষিত। যাহার অস্বেষণ করা হইয়াছে। পূজিত।

অস্বিতি (ত্রি) অমু-ইব-ক্তিন্। নমস্কার দ্বারা অমুকুলতা প্রাপ্ত।

অস্বীক্ষণ (স্ত্রী) অমু-ঈক্ষণং। পর্য্যালোচনা।

অস্বীক্ষা (স্ত্রী) অমু পশ্চাৎ ঈক্ষা প্রাদি সং অমু ঈক্ষ অ। পর্য্যালোচনা। [অস্বেষণা শব্দে হ্রস্ব দেখ]।

অস্বীত (ত্রি) অমু-ঈ-কর্তরি-ক্ত। অমুগত। অস্বয়প্রাপ্ত।

অস্বীপ (ত্রি) অমুগতা আপো যত্র স্থানাদৌ অচ্ সৎ।

অমু-আপ ঈষৎ। জলামুগত স্থান। দেশ বুঝাইলে অমুপ এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে। [অস্তরীপ এবং অমুপ শব্দে হ্রস্ব দেখ]।

অমূচ (অব্য) ঋচি বিভক্ত্যর্থো অব্যয়ী অচ্ সৎ। ঋকে। [সমাসান্ত অ প্রত্যয়ের হ্রস্ব অমুপ শব্দে দেখ]।

অস্বেষ (পুং) অমু-ইব-ভাবে ঘঞ। অস্বেষণ। অমুলক্ষান।

‘বয়ং তস্মাৎ অস্বেষণাধু কর। হতাঃ’। (শকু) হে মধুকর আমরা তস্মাৎ অস্বেষণে হত প্রায় হইয়াছি।

অস্বেষণ (স্ত্রী) অমু-ইব-ভাবে লুট্। অমুলক্ষান। গবেষণ।

অস্বেষণা (স্ত্রী) অমু-পশ্চাৎ এষণা ইব-বৃচ্-টাপ্। অমু-

যাক্ষ এক শত একটা জলের নাম দিয়াছেন। যথা,—
 ১—অর্ণঃ। ২—ক্ষোদঃ। ৩—ক্ষয়ঃ। ৪—ভঃ। ৫—অন্তঃ।
 ৬—কবক্ষঃ। ৭—সলিলঃ। ৮—বাঃ। ৯—বনঃ। ১০—মৃতঃ।

১১—মধু। ১২—পুরীষ। ১৩—পিঙ্গল। ১৪—কীর।
 ১৫—বিষ। ১৬—রেতঃ। ১৭—কশঃ। ১৮—জন্ম।
 ১৯—বৃক্ক। ২০—বৃস। ২১—তৃগ্যা। ২২—বৃব্র।
 ২৩—সুক্ষেম। ২৪—ধরুণ। ২৫—সিরা। ২৬—অরবিন্দ।
 ২৭—ধন্বন্য। ২৮—জামি। ২৯—আয়ুধ। ৩০—কপঃ।
 ৩১—অহি। ৩২—অকর। ৩৩—শ্রোতঃ। ৩৪—তৃপ্তি।
 ৩৫—রস। ৩৬—উদক। ৩৭—পয়ঃ। ৩৮—সরঃ।
 ৩৯—ভেষজ। ৪০—সহ। ৪১—শবঃ। ৪২—যহঃ।
 ৪৩—ওজঃ। ৪৪—সুখ। ৪৫—ক্ষত্র। ৪৬—আবয়াঃ।
 ৪৭—শুভ। ৪৮—যাহ্ন। ৪৯—ভূত। ৫০—ভুবন।
 ৫১—ভবিষ্যৎ। ৫২—মহৎ। ৫৩—অপ্। ৫৪—ব্যাম।
 ৫৫—যশঃ। ৫৬—মহঃ। ৫৭—সর্গীক। ৫৮—স্বতীক।
 ৫৯—সতীন। ৬০—গহন। ৬১—গভীর। ৬২—গস্তর।
 ৬৩—ঈম্। ৬৪—অন্ন। ৬৫—হবিঃ। ৬৬—সম্মন। ৬৭—সদন।
 ৬৮—ঋত। ৬৯—যোনি। ৭০—ঋতের যোনি। ৭১—সতঃ।
 ৭২—নীর। ৭৩—রয়ি। ৭৪—সং। ৭৫—পূর্ণ। ৭৬—সর্ক।
 ৭৭—অক্ষিত। ৭৮—বর্হিঃ। ৭৯—নাম। ৮০—সর্পিঃ।
 ৮১—অপঃ। ৮২—পবিত্র। ৮৩—অমৃত। ৮৪—ইন্।
 ৮৫—হেম। ৮৬—স্বঃ। ৮৭—সর্গ। ৮৮—শব্দর।
 ৮৯—অধর। ৯০—বহুঃ। ৯১—অযু। ৯২—তোয়।
 ৯৩—তুয়। ৯৪—কুপীট। ৯৫—শুক্র। ৯৬—তেজঃ।
 ৯৭—স্বধা। ৯৮—বারি। ৯৯—জল। ১০০—জলাষ।
 ১০১—ইদম্। (জলের আর একটা নাম ইরা)।

আন্ধার্যের বিষয় এই যে, জলের এক শত একটা নাম
 রহিয়াছে, কিন্তু বেদে অপ্ শব্দেরই ভূরি প্রয়োগ
 দেখা যায়। ঋগ্বেদের মধ্যে ঋষিরা পুনঃ পুনঃ ইজের
 কাছে জলের মিন্তি প্রার্থনা করিয়াছেন। জলকে
 তাঁহারা ইজের প্রসাদ বলিয়া মানিতেন। তাই, ইজ্ঞাৎ
 প্রাপ্তা ইতি আপঃ,—অর্থাৎ ইজের নিকট হইতে প্রাপ্ত
 বলিয়া তাঁহারা জলকে অপ্ বলিতেন। বোধ হয়,
 ইহাই জলের প্রথম নাম, তজ্জন্য বৈদিক ভাষায় অপ্
 শব্দের এত অধিক প্রয়োগ দেখা যায়। ইহার আরও
 একটা কারণ আছে। সৃষ্টির প্রথমে জগৎ জলময় ছিল,
 এ প্রবাদ সকল দেশে এবং সকল জাতির মধ্যেই
 প্রসিদ্ধ। সেই বিশ্বদত্তী অমূল্যের তাঁহারা প্রথমে
 জলকে অপ্ বলিয়া ডাকিতেন।

আর্যেরা নিশ্চিত করিয়া গিয়াছেন যে, সর্ক প্রথমে
 অপ্ অর্থাৎ জলের সৃষ্টি হইয়াছিল। আপো হ বদ্বহতী-
 বিশ্বমারু গর্তঃ দধানা জনয়ন্তীরন্মি। (ঋগ্বেদ ১০।

১২১। ৭। বাজসনেয় স০ ২৭। ২৫। এবং অথর্ববেদ ৪। ২।
 ৬। ৮)। যখন অপ্ এই বিশেষ প্রাবৃত হইয়াছিল, সে
 সময়ে তাহাদের গর্ভাধান হইয়াছিল, এবং তাহারা
 অমিকে প্রসব করিয়াছিল।

যশ্চিদাপো মহিনা পর্যাপশ্রুদক্ষং দধানা জনয়ন্তীরন্মি।
 (ঋগ্বেদ ১০। ১২১। ৮। বাজসনেয় স০ ২৭। ২৬)। যিনি
 আপনার মহিমার দ্বারা অপ্ দেখিতে পাইয়াছিলেন,
 তাহাতে দক্ষতা ছিল এবং তাহারা ইজকে উৎপাদন
 করিয়াছিল।

আপো হ বৈ ইদমগ্রে। (শাণ্ডিল্য ব্রা০ ১১। ১। ৬।
 ১)। প্রথমে এই জগতে কেবল অপ্ ছিল।

আপোহগ্রে বিশ্বমাবন্ গর্তঃ দধানা। (অথর্ববেদ
 ৪। ২। ৬)। প্রথমে অপ্ বিশ্বকে আবৃত করিয়াছিল,
 এবং তাহাতে গর্ভাধান হইয়াছিল।

সোহপোহসৃজত বাচ এব লোকাধাগেবাত সা
 হসৃজত সা ইদং সর্কমাপ্রোদ্ যদিদং কিঞ্চ। যদাপ্রোৎ
 তস্মাদাপঃ যদবৃণৎ তস্মাদ্ভাঃ। (শাণ্ডিল্য ব্রা০ ১। ১। ১২)।

বাক্ রূপলোক হইতে তিনি অপ্ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।
 বাকই তাঁহার। তাহা সৃষ্টি করা হইয়াছিল। তাহা এই
 সমস্ত জগৎ প্রাবৃত করিয়াছিল। ইহা সমস্ত জগৎ
 প্রাবৃত করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম অপ্। ইহা সমস্ত
 জগৎ আবৃত করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম ভাঃ।

ব্রহ্মা প্রথমে অপের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মধু সংহি-
 তাতেও একথা লিখিত আছে। ‘অপ এব সসজ্জাদৌ’।
 (১। ৮)। অন্যান্য জাতিরও এই মত। এখনও বৈজ্ঞানিকেরা
 পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে যে রূপ মীমাংসা করিতেছেন,
 তদ্বারা আর্ধ্যদের মত অনেকটা স্থাপিত হয়। কোন
 কোন সম্প্রদায়ের বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে, প্রথমে
 পৃথিবী তরল ও উষ্ণ ছিল তাহার পর ক্রমে ইহার উপরি-
 ভাগ শক্ত ও শীতল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার অভ্যন্তর
 এখনও শক্ত হয় নাই, পৃষ্ঠের ন্যায় অনেকটা তরল ও
 উষ্ণ আছে। [সৃষ্টি দেখ]।

অপ্ শরীরকে পবিত্র করে, তজ্জন্য বৈদিক ঋষিরা
 অপ্কে পূজা করিতেন। আপো অস্মাদ্বাতরঃ শুক্লমত্।
 (ঋগ্বেদ ১০। ১৭। ১০)। অপ্ মাতার স্বরূপ, তাঁহারা
 আমাদের পবিত্র করেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের
 নবম স্তোত্রে কেবল অপেরই স্তুত করা হইয়াছে। আর
 এক স্থানে লিখিত আছে, কবিরা বিশ্বব্রহ্মের সম্মুখে
 অপ্ সকলের উত্তর মহিমা কীর্তন করুন। (প্রস্থ ব

আপো মহিমানমুত্তমং কার্ধোচাতি সদনে বিবস্বতঃ।
১০। ৭৫। ১)। অন্য একটা ঋকে অপকে ভেষজ
এবং সকল পদার্থের মাতৃস্বরূপ বলা হইয়াছে। (ওমান-
মাপো মাতৃস্বরূপং ধাতুতোকায় তনয়ায় শং যোঃ।
যুং হি ঠা তিষজো মাতৃতমা বিস্বস্ত হাতুর্জগতো
জনিত্রীঃ। ৬। ৫। ৭)।

অপ (অব্য) ন পাতি পা-ক। উপসর্গ বিশেষ। অনাদর।
ভ্রংশ। ত্যাগ। অসাকল্য। বৈরূপ্য। নঞর্থ। অপকৃষ্ট।
বর্জন। বিয়োগ। বিপর্যয়। বিকৃতি। চৌর্ধ্য। নির্দেশ।
হর্ষ। *। অপপরী বর্জনে। পা ১। ৪। ৮৮। বর্জন অর্থে
অপ ও পরি শব্দের কর্ম প্রবচনীয় সংজ্ঞা হয় এবং তাহার
যোগে পঞ্চমী হইয়া থাকে। 'অপ হরেঃ।' অর্থাৎ
হরিকে বর্জন করিয়া।

অপকর্মন্ (ক্লী) অপকৃষ্টং কর্ম। প্রাদি সৎ। দুর্কর্ম। মন্দ
কর্ম। (ত্রি) বহুব্রী। দুর্কর্মশীল। ক্লী-টাপ্-অপকর্ম। *।
ডাবুভাভ্যামন্যতরন্তাম্। পা ৪। ১। ১৩। মন্ অস্ত ও
অন্ অস্ত প্রাপ্তিপদিকের উত্তর ডাপ্ হয়। বহুব্রীহি
সমাসে বিকল্পে ডাপ্ হইয়া থাকে।

অপকর্তৃ (ত্রি) অপ বিপর্যয়ং কৰোতি কৃ-তৃচ্। অনিষ্ট
কারী। ক্লী-ভীপ্-অপকর্ত্রী।

অপকর্ষ (পুং) অপ-কৃষ-ঘঞ্ ভাবে। হীনতা। অপকৃষ্টতা।
নিম্নে আকর্ষণ। ইহার বিপরীত শব্দ উৎকর্ষ।

আকর্ষণ। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কোন ক্রিয়াদি
করা। যেমন, সন্ধ্যার পরে সপিণ্ডীকরণ শ্রদ্ধা করা
উচিত। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ ঐ শ্রদ্ধা বৎসর
শেষ হইবার পূর্বে করিলে, তাহাকে 'অপকর্ষ' সপিণ্ডী-
করণ কহে।

অপকর্ষক (ত্রি) অপকর্ষতি অপ-কৃষ-কর্তরি ধূল্। অপকর্ষ
কারক। অপ-কৃষ-গিচ্ ধূল্। যে অপকর্ষ করায়।

অপকর্ষণ (ত্রি) অপকর্ষতি অপহরতি অপ-কৃষ-নন্দাদি-
কর্তরি ল্য। অপহারক। অপ-কৃষ-ভাবে ল্যট্। অপ-
হরণ। নিম্নে আকর্ষণ। গ্রহণ। দূরীকরণ।

অপকাম (পুং) অপকৃষ্টঃ কামঃ কামনা। প্রাদি সৎ।
মন্দ কামনা। অপগত কামো যন্ত যজ যম্মাষ। প্রাদি
বহুব্রী। যাহার কামনা নষ্ট হইয়াছে। কিম্বা যাহাতে
অথবা যাহা হইতে কাম নষ্ট হইয়াছে। (অব্য) কাম-
স্তাত্যয়ঃ, অব্যয়ী০।

অপকার (পুং) অপ-কৃ-ভাবে ঘঞ্। মন্দকরণ। অনিষ্ট।
হানি। হেব। অপকার শব্দের বিপরীত উপকার।

অপকারিগির্ (ক্লী) অপকারেণ ঘেষেণ ক্রোধেন বা
গীর্ঘ্যতে গৃ-ক্ৰিপ্। অপকারার্থক বাক্য। ভয় দেখাইয়া
ভৎসনা করা। নিন্দা করিয়া ভৎসনা করা।

অপকারিন্ (ত্রি) অপ-কৃ-কর্তরি গিনি। যে অনিষ্ট করে।
ইহার বিপরীত শব্দ উপকারী। ক্লী-অপকারিণী।

অপকৃত (ত্রি) অপ-কৃ-কর্মণি ক্ত। যাহার অনিষ্ট করা
হইয়াছে। ইহার বিপরীত শব্দ উপকৃত।

অপকৃতি (ক্লী) অপ-কৃ-ক্तिन् ভাবে। অপকার। ঘেষ।
অনিষ্ট-চিন্তন।

অপকৃত্য (ক্লী) অপকৃষ্টং কৃত্যম্। প্রাদি সৎ। দুর্কর্ম।
অপ-কৃ-ভাবে ক্যপ্ (ক্লী)। অপ-কৃ-স্ত্রিয়াং ক্যপ্।
অপকৃত্য—অনিষ্ট। অপকার।

অপকৃষ্ট (ত্রি) অপ কৃষ-ক্ত। নীচ। নিকৃষ্ট। হীন। ইহার
বিপরীত শব্দ উৎকৃষ্ট।

নিম্নে আকৃষ্ট। কোন ক্রিয়াদি যে সময়ে করা কর্তব্য,
সেই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কৃত।

অপক্তি (ক্লী) পক্তিঃ পচ-ক্तिन् ভাবে ততো ইভাবার্থে নঞ্
তৎ। পাকের অভাব। *। স্থা গা পা পচো ভাবে।
৩। ৩। ৯৫। এই সকল ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্যে ক্तिन्
প্রত্যয় হয়।

অপক্রম (পুং) অপ-ক্রম-ভাবে ঘঞ্। পলায়ন। অপ-
যান। প্রভ্রাব। উদ্ভ্রাব। সন্ত্রাব। বিদ্রব। ভ্রব। (ত্রি)
অপক্রম্যতে অস্মাৎ অপ-ক্রম-অপাদানে ঘঞ্। অপগতঃ
ক্রমো যস্মাৎ। প্রাদি বহুব্রী। যেখান হইতে ভ্রষ্ট বা নিঃসৃত
হয়। যেখান হইতে পলায়ন করিয়াছে। (পুং) অপগতঃ
ক্রমো। প্রাদি সৎ। ক্রমশূন্য। অকল্প। অবিধি। অশক্তি।
অপরিপাটি। অচলন। (অব্য) ক্রমস্তাত্যয়ঃ। অব্যয়ী।
ক্রমের নাশ। 'অপক্রাম' এ প্রকার রূপও হয়। আর ক্রম
ধাতুর পর ক্ति, ঝলাদি প্রত্যয় থাকিলে বিকল্পে ইট্
হয়। *। ক্রমশ্চ ক্ति। পা ৬। ৪। ১৮।

অপক্রমণ (ক্লী) অপ-ক্রম-ভাবে ল্যট্। পলায়ন।

অপক্রমিন্ (ত্রি) অপ-ক্রম-কর্তরি গিনি। যে পলায়ন
করে।

অপক্রিয়া (ক্লী) অপ-কৃ-ভাবে শ। *। কৃৎঃ শ চ। পা ৩।
৩। ১০০। কৃ ধাতুর উত্তর শ হয়; এবং চকার হেতু ক্যপ্
ও ক্तिন্ প্রত্যয়ও হইয়া থাকে। কৃকর্ম। অপকার।
ঘেষ।

অপকোশ (পুং) অপ-কৃ-ভাবে ঘঞ্। নিন্দা। ভৎসনা।

অপকোশন (ক্ল) অপ-কৃ-ভাবে ল্যট্। নিন্দা।

অপক্ষ (ত্রি) ন পক্ষ, পচ-ক্ষ। *। পচো বঃ। পা ৮।

২। ৫২। পচ ধাতুর পর ক্র প্রত্যয়ের স্থানে ব হয়।

অপরিণত। যাহা পাকা নহে। কাঁচা। অসিদ্ধ।

আম। অশুত।

অপক্ষ (ত্রি) নাস্তি পক্ষো যন্ত। বহুব্রী। পক্ষশূন্ত।

যাহার সহায় কেহই নাই।

অপক্ষপাত (পুং) পক্ষে আশ্রিতে ন পাতঃ অপেক্ষা।

নিরপেক্ষতা। পক্ষপাতের অভাব। সমদৃষ্টি।

অপক্ষপাতিন্ (ত্রি) ন পক্ষপাতিন্ পক্ষ-পত-ণিনি। যে

পক্ষপাতী নহে। সমদর্শী।

অপক্ষেপণ (ক্লী) অপক্ষিপ্যতে অপ-ক্ষিপ-ভাবে লুট্।

অধঃপাতন।

অপগণ্ড (পুং) গণ্ডো বৃক্কো বৈপরীত্যার্থে। প্রাদি স०।

অথবা নঞার্থে অপ। এই শব্দ অপোগণ্ড, পোগণ্ড

এপ্রকারও হইয়া থাকে। মহেশ্বর ইহার এই রূপ ব্যুৎ-

পত্তি করিয়াছেন,—অপকৃষ্টঃ গচ্ছতীতি অপোগণ্ডঃ।

প্ৰবোধদরাদিঃ। পোগণ্ডো বিকলাঙ্গক ইতি রত্নকোষঃ।

পোগণ্ডো বিকলাঙ্গঃ স্তাদিতি হলায়ুষষ্ঠ।

অত্যন্ত শিশু। যে শিশুর হস্তপদ দৃঢ় হয় নাই।

নিতান্ত অজ্ঞান শিশু। বিকলাঙ্গ। অপগণ্ড শব্দের

অপভ্রংশে সচরাচর 'অবোগণ্ড' শব্দ চলিত আছে।

অপগত (ত্রি) অপ-গম-কর্তৃরি ক্র। মৃত। গত। দূরীভূত।

অপযাত। পলায়িত। রহিত।

অপগম (পুং) অপ-গম-ভাবে ঘঞ নোদাত ইতি ন বৃদ্ধিঃ।

প্রস্থান। নাশ। পলায়ন।

অপগমন (ক্লী) অপ-গম-ভাবে লুট্। নাশ। অপসরণ।

প্রস্থান। পলায়ন।

অপগর (পুং) অপ-গৃ নিম্ননে-ভাবে অপ্। নিম্নন।

অপগা (ত্রি) অপগচ্ছতি নিষাদ্যতে অপ-গম-বিট্ পলায়ন

কর্তা। অপযান কর্তা। *। জন-সন-খন-ক্রম-গমো বিট্।

পা ৩। ২। ৬৭। *। বিড্বনোরমুনাসিকস্তাৎ। পা ৬।

৪। ৪১। জনাদি ধাতুর উত্তর বিট্ প্রত্যয় হয়। বিট্

প্রত্যয় হইলে ধাতুর অমুনাসিক স্থানে আকার হয়।

(ক্লী) অপ-গম-ড। জলবাহিনী নদী। আপগা।

অপাং সমূহো আপং তেজ গচ্ছতি। সমূহে অণ্। গমেৰ্ভঃ

অপগেতি হ্রস্বাদিরপি। বিদ্যাদগারমাগরমপগামাপগাম্

ইতি দ্বিরূপকোশঃ। নগাপগা। মাঘ ২। ১০০।

অপগারম্, অপগোরম্ (অব্য) অপ-গুরী উদ্যমনে গমূল।

উদ্যমনে। *। অপগুরো গমূলি। পা ৬। ১। ৫৩। গমূল

গরে থাকিলে অপ পূৰ্ণক উদ্যমনার্থক গুরী ধাতুর

এচ্ স্থানে বিকল্পে আকার আদেশ হয়। অন্তপগারং

যুধ্যন্তে। অন্তপগোরং যুধ্যন্তে।

অপগোহ (পুং) অপ-গৃহ-ঘঞ। গোপন। তিরোধান।

অপগ্রহ (পুং) প্রতিকূল গ্রহ।

অপঘন (পুং) অপহন্যতে শত্রুপ্রভৃতির্ঘনে অপ-হন-করণে

অপ্ নিপাতাতে। অঙ্গ। শরীরের অবয়ব। হস্ত পদ।

। *। অপঘনোহঙ্গম্। পা ৩। ৩। ৮১। অঙ্গ অর্থাৎ

শরীরের অবয়ব বুঝাইলে অপ পূৰ্ণক হন স্থানে নিপাতনে

ঘন আদেশ হইয়া থাকে।

অপঘন শব্দে শরীরের সকল অবয়বকে বুঝায় না।

হস্ত পদকেই বুঝাইয়া থাকে। স চেহ ন সর্গঃ কিন্তু

পাণিঃ পাদশ্চেত্যাহঃ। (সি० কো०)।

অপ অপগতো ঘনো মেঘো যম্মাৎ। প্রাদি বহুব্রী।

শরৎকাল। অপগতো ঘনঃ। (ত্রি) মেঘশূন্য।

অপঘাত (পুং) অপকৃষ্টং হন্যতে অপ-হন-ভাবে ঘঞ।

অপমৃত্যু। অপহনন। রোগাদি ভিন্ন জলে ডুবিয়া,

আগুনে পুড়িয়া, গলায় দড়ী দিয়া ইত্যাদি প্রকারে

মরণ।

অপঘাত মৃত্যু দুই প্রকার—ইচ্ছাধীন ও আকস্মিক।

দৈববিপাক বশতঃ কেহ জলে ডুবিয়া কিম্বা অস্ত্র কোন

প্রকারে মরিলে যথানিয়মে তাহার প্রেতকার্যাদি হইয়া

থাকে। কিন্তু কেহ ইচ্ছাপূৰ্ব্বক বিধপান করিয়া কিম্বা

গলায় দড়ী দিয়া অথবা অস্ত্র কোন প্রকারে প্রাণত্যাগ

করিলে আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে কোন কালে

তাহার সন্মতি নাই। তাহার অগ্নিক্রিয়া, অশৌচগ্রহণ

এবং তর্পণাদি সমস্তই নিষিদ্ধ। আত্মঘাতীর দেহ, গাছের

তলায় কিম্বা কোন তীর্থে স্থানে ফেলিয়া দিতে ব্যবস্থা

আছে। কেহ ওরূপ পাপকারীকে দাহ করিলে, তাঁহাকে

তপ্তকৃচ্ছ্রত করিতে হয়। তাহাতে অশস্ত্র হইলে সে

চারিটা ধেমু কিম্বা তাম্বূল্য লভ্য রৌপ্যাদি উৎসর্গ

করিবে। আত্মঘাতীর অস্ত্র অশ্রুপাত করিতে নাই।

তাহার পুত্রদিগকে নারায়ণ বলি দিতে হয়। নারায়ণ

বলি না দিলে যাবজ্জীবন দেহ অশুদ্ধ থাকে।

অপঘাতক (পুং) অপহন্তি অপ-হন-গুল। বিনাশক।

অপঘাতিন (ত্রি) অপ-হন-কর্তৃরি ণিনি। অপহনন

কর্তা। ক্রী-ভীপ্ অপঘাতিনী।

অপঘৃণ (ত্রি) অপগতা ঘৃণা যন্ত। নির্দয়। নির্লজ্জ।

অপচ (পুং) পকুং ন শক্লোতি পচ-অচ্। পাক করিতে

অশক্ত। *। অচ্কাবশক্তৌ। পা ৬।২। ১৫৭। নঞ-
পূর্বক অশক্ত অর্থে অচ্ ও ক প্রত্যয়ান্ত শব্দ অন্তোদাত্ত
হয়। অন্যত্র, ন পচতীতি পচাদচ্। যে পাক করে না।
পাচক নহে। যেমন, অপচ পরিভ্রাজক।

অপচয় (পুং) অপ-চি-অচ্। কৃতি। অপহরণ। ক্ষয়। ব্যয়।
অপচরিত (স্ত্রী) অপকৃষ্টঃ চরিতম্। প্রাদি সৎ। মল
আচরণ। দুষ্ট চরিত।

অপচারিত (ত্রি) অপ-চার পূজায়াম্-ক্ত। পূজিত। *।
অপচিতশ্চ। পা ৭।২। ৩০। অপ পূর্বক চার ধাতুর
নিষ্ঠা প্রত্যয়ে বিকল্পে নিপাতনে চি ভাব হয়। অর্থাৎ
অপচারিত এবং অপচিত এই উভয় প্রকার রূপসিদ্ধি
হইয়া থাকে। হ্রাদর্হিতে নমস্তিতং নমসিতমপচারিতা-
র্চিপাচিতম্। (অমর)।

অপচার (পুং) অপ-চর-ভাবে ঘঞ। অহিত আচরণ।
স্বার্থের ব্যতিক্রম। কুপথ্য সেবা। অপকার। বিনাশ।
কর্মলোপ দোষ।

অপচারিন্ (ত্রি) অপ-চর-তাচ্ছীল্যাদিষু কর্তরি যিণ্।
যে অহিতাচরণ করে। স্ত্রী-ভীপ্ অপচারিণী, ব্যভিচারিণী।

অপচিকীর্ষা (স্ত্রী) অপ-কৃ-সন্-ভাবে ক্রিয়াম্ অ। অপকার
করিবার ইচ্ছা। *। অ প্রত্যয়াৎ। পা ৩।৩। ১০২।

অপচিকীর্ষ (ত্রি) অপ-কৃ-সন্-উ। অপকার করিবার
ইচ্ছা। *। সনাশংসভিক্ উঃ। পা ৩।২। ১৬৮। সনস্ত
ধাতু এবং আশংস ও ভিক্ ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় হয়।

অপচিৎ (ত্রি) অপ চি-কিপ্। যে অপচয় করে।

অপচিত (ত্রি) অপ-চায়-ক্ত। পূজিত। [অপচারিত শব্দে
ত্ব দ্বেষ]। অপ-চি-ক্ত। কৃতিবিশিষ্ট। ব্যয়িত।

অপচিতি (স্ত্রী) অপ-চায়-ক্তিন্। পূজা। *। তিনি নিত্য-
মিতি বক্রবাম্। (বার্তিক পা ৭।২। ৩০। নৃত্রে)।
কিন্তু প্রত্যয় বিধান করিলে অপ পূর্বক চায় ধাতুর
নিপাতনে নিত্য চি ভাব হয়।

অপ-চি-ক্তিন্। হানি। ব্যয়। নিষ্কৃতি।

অপচী (স্ত্রী) অপকৃষ্টঃ পচাতেহসৌ পচ-কর্মকর্তরি অচ্।
নঞ-তৎগোরাদি ভীপ্। গণ্ডমালার উ'র ত্রণ বিশেষ।

অপচীরমান (ত্রি) অপ-চি-কর্ম কর্তরি শানচ্। অপকীর-
মান। বিনাশশীল। নষ্টপ্রাপ্ত।

অপছায় (পুং) অপগতা ছায়া দেহস্ত প্রভা বা যন্ত হৃষ্যঃ।
প্রাদি বহুব্রী। দেব। উপদেব। এই রূপ জনপ্রবাদ
আছে যে, দেবতার শরীরের ছায়া নাই। সেই প্রবাদ-
ছলারে কবিরাও দেবতাকে ছায়াহীন বলিয়া উল্লেখ

করিয়াছেন। (ত্রি) ছায়াহীন। নিপ্রভ। শরীরের
কাঙ্ক্ষি হীন।

অপচ্যব (পুং) অপ-চ্যঙ্ গমনপতনয়োঃ-ভাবে অপ-
নির্গমন। অপসরণ। অপকরণ।

অপচ্যাত (পুং) অপ-চ্যঙ্ গমনপতনয়োঃ-কর্তরি ক্ত।
করিত। নষ্টপ্রায়।

অপজগু'রাণ (ত্রি) অপ-গৃ-যঙ্-লুক্-তাচ্ছীল্যে চানশ্।
আচ্ছাদনাদি মোচনশীল। *। তাচ্ছীল্যেবয়োবচনশক্তিষু
চানশ্। পা ৩।২। ১২২। তাচ্ছীল্য, যয়োবচন এবং
শক্তি বুঝাইলে ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে চানশ্ প্রত্যয় হয়।
অপকীর্ত্ত (ত্রি) অপকীর্ত্তকং পক্ষাঙ্ককং কৃতম্ চি।
নঞ-তৎ। হৃদয়কৃত। পক্ষীকৃত ভিন্ন আকাশাদি পক্ষভূত।

অপজয় (পুং) অপ-জি-অচ্। পরাজয়।

অপটাস্তর (ত্রি) নাস্তি পটেন আচ্ছাদিতা অন্তরঃ ব্যব-
ধানং যজ্ঞ। নঞ-বহুব্রী। বাহার মধ্যে পটমাত্র ও ব্যব-
ধান নাই। সংস্কৃত। অব্যবহিত। পদাস্তর। সংস্কৃতে
ব্যবহিতমপদাস্তরমিত্যপি। (অমর)। পটাস্তরমিত্যপি
ইতি তট্টীকায়ঃ মহেশ্বরঃ।

অপটী (স্ত্রী) অল্পঃ পটঃ পটী ন পটী। নঞ-তৎ। বস্ত্র-
প্রাবরণ। কানাৎ। তাহু। যবনিকা। পর্দা।

অপটীক (ত্রি) নাস্তি পটী যন্ত কপ্। বহুব্রী। প্রাবরণ-
শূন্য। অপগতা টীকা যন্ত হৃষ্যঃ। টীকাশূন্য পুস্তক।

অপটীক্ষেপ (পুং) অপট্যা যবনিকায়ঃ ক্ষেপঃ। ৬-তৎ।
যবনিকা পাত নহে। নাটকাতিনয়ের সময়ে অঙ্ক বিশেষ
সমাপ্ত হইলে নূতন অভিনেতাদের প্রবেশের পূর্বে
যবনিকা পাত করিতে হয়; কিন্তু সেই যবনিকা না
ফেলিয়া সসঙ্গমে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ।

অপটু (ত্রি) ন পটুর্দক্ষঃ। নঞ-তৎ। ব্যাধিত। রোগী।
কার্যকুশল নহে। পটুতা রহিত।

অপণ্য (ত্রি) ন পণ্যং বিক্রয়ম্ অপ্রাশস্ত্যে। নঞ-তৎ।

পণ-যৎ নিপাতনাৎ পণ্যঃ। *। অবদ্যপণ্যবর্ধ্য গর্হ্য-
পণিতব্যানিরোধেযু। পা ৩।১। ১০১। অবদ্য পণ্য
বর্ধ্য এই সকল শব্দ যথাক্রমে গর্হ্য পণিতব্য এবং
অনিরোধ অর্থ বুঝাইলে যৎ প্রত্যয় দ্বারা নিপাতনে
সিদ্ধ হয়। পণ্য অর্থাৎ বিক্রয়, ব্যবহৃতব্য। নিপাতনে
রূপসিদ্ধি না হইলে গাৎ প্রত্যয় দ্বারা পণ্য এই প্রকার
রূপ হইত। পণ্য শব্দের অর্থ স্তুতি করিবার যোগ্য।
অপণ্য অর্থাৎ যে সকল ব্রব্য অবিক্রয়। জাতি বিশে-
ষকে যে সকল ব্রব্য বিক্রয় করিতে শাস্ত্রে নিষেধ করা

হইয়াছে। যেমন, ব্রাহ্মণেরা লবণ, পকান্ন, মধু, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, জল, গন্ধদ্রব্য, লাক্ষা, রক্তবস্ত্র, গুড়, তৈল প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না।

অপত্যস্রক (পুং) অপগতং তন্ত্রং যত্র কপ্। বায়ুরোগ বিশেষ। ধুট্টিকার।

অপত্যপর্ণ (স্ত্রী) অপগতং তর্ণণং ভোজনাদিকম্ অপ-তপ-ভাবে লুট্। লজ্বন। রোগজন্তু উপবাস। তৃপ্তির অভাব। অপগতং তর্ণণং যন্ত। বহব্রী। তৃপ্তিশূত্র।

অপত্যানক (পুং) অপ-তন-কর্তরি ণ্। বাতরোগ বিশেষ।

অপত্যিকা (স্ত্রী) নাস্তি পতির্ঘৃণাঃ। নঞ-বহব্রী। নকার ভীতাবঃ কপ্ চ। যে স্ত্রীর পতি নাই। [নকার ও ভীপ্-না হইবার কারণ অপত্যী শব্দে দেখ]। *। নদ্য-তশ্চ। পা ৫।৪। ১৫৩। সমাসের উত্তর পদ নদী সংজ্ঞক কিম্বা ঋদন্ত হইলে বহব্রীহি সমাসে তাহার উত্তর কপ্-প্রত্যয় হইবে।

অপত্যী (স্ত্রী) অবিদ্যমানঃ পতির্ঘৃণাঃ। বহব্রী। পতি-হীনা। যে স্ত্রীলোকের স্বামী নাই। *। বিভাষা স-পূর্কন্ত। পা ৪।১। ৩৪। সমস্তপদের শেষে পতি শব্দ থাকিলে তাহার স্ত্রীলিঙ্গে বিকরে নকার আদেশ হয়।

*। ঋদন্তো ভীপ্। [অন্তর্ব্রী দেখ]। তজ্জন্তু অপত্যী এবং অপতি এই দুই প্রকার রূপসিদ্ধি হইতে পারে।

অপত্যীক (পুং) নাস্তি সন্নিধানে, কন্যযোগা, জীবিতা বা পত্নী যন্ত কপ্। যাহার স্ত্রী গৃহে নাই। যাহার স্ত্রী যাগাদি ক্রিয়ায় কিম্বা সন্তানোৎপাদনে অক্ষম। যাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। [কপের হ্রস্ব অপত্যিকা শব্দে দেখ]।

অপত্য (স্ত্রী) অপ-তনোতেঃ পতের্বা-যক্ নিপাত্যতে। তনোতেষ্টলোপঃ। *। অগ্ন্যাদয়শ্চ। উণ্ ৪। ১১১। যদ্বারা বংশলোপ হয় না। পুত্র কন্তা প্রভৃতি সন্তান।

অপত্যাদা (স্ত্রী) অপত্যং সন্তানোৎপাদনহেতুং গর্ভং দদাতি অপত্য-দা-ক টাপ্। গর্ভদাত্রী বৃক্ষ। যাহা সেবন করিলে গর্ভ সঞ্চার হয়। (ত্রি) মস্ত্রাদি দৈবক্রিয়া বাহাতে গর্ভ হয়।

অপত্যাপথ (পুং) অপত্যান্ত গর্ভাৎ তন্নিঃসরণস্ত পস্থাঃ। অচ-সং। যোনি। [অ-প্রত্যয়ের হ্রস্ব অনুপ শব্দে দেখ]।

অপত্যশত্রু (স্ত্রী) অপত্যমেব শত্রুর্ঘৃণাঃ। বহব্রী। কর্কট। কাকড়া। কাকড়ার গর্ভে সন্তান হইলে সেই বাচ্ছারা মাতৃদেহ খাইয়া ফেলে।

অপত্যসাহ (পুং-স্ত্রী) অপত্যৈঃ সন্তানৈঃ সচতে সখ্যাতে

অপত্য-সচ-ণি। অপত্যসমবেত। সন্তানযুক্ত।

অপত্র (পুং) নাস্তি পত্রং পর্ণং পক্ষো বা যন্ত। বাশের কোড়। অকুর। স্থলিতপত্র বৃক্ষ। পক্ষশূত্র পক্ষী।

অপত্রপ (ত্রি) অপগতা এপা লজ্জা যন্ত হৃষঃ। প্রাদি বহব্রী। লজ্জাহীন।

অপত্রপা (স্ত্রী) অপরাৎ অন্ততঃ ত্রপা লজ্জা। অস্ত্র হইতে লজ্জা। অপর হইতে লজ্জা। বহব্রী। স্ত্রীলোক।

অপত্রপিষ্ণু (ত্রি) অপ-ত্রপ তচ্ছীলার্থে কর্তরি ইক্ষুচ্। স্বভাবতঃ লজ্জাশীল। লাজুক। *। অলংকৃণ্-নিরা-

কৃণ্-প্রজনোৎপচোৎপতোন্নদকচ্যপত্রপ বৃত্তবৃদ্ধসহচর ইক্ষুচ্। পা ৩।২। ১৩৬। অলঙ্কৃ, নিরাকৃ, প্রজন, উৎপচ, উৎপত, উন্মদ, রুচ, অপত্রপ, বৃত, বৃধ, সহ, চর এই সকল ধাতুর উত্তর তাচ্ছীল্য অর্থে কর্তৃবাচ্যে ইক্ষুচ্-প্রত্যয় হয়।

অপথ (স্ত্রী) ন পস্থাঃ অপ্ৰাশস্ত্যে। নঞ-তৎ। কুপথ। যোনি। *। পথো বিভাষা। পা ৫।৪। ৭২। নঞের পরস্থিত যে পথিন্ শব্দ, তৎপুরুষ সমাসে তাহার উত্তর বিকরে সমাসান্ত প্রত্যয় বিহিত হয়। ‘অপথাস্থপথং তুল্যে’। (অমর)। *। অপথমপুংসকম্। পা ২।৩। ৩। কৃতসমাসান্ত অপথ শব্দ স্ত্রীবি লিঙ্গ হইয়া থাকে। নাস্তি পস্থাঃ হৃদরমার্গঃ যত্র। বহব্রী অচ-সং নিত্যম্। যে খানে উত্তম পথ নাই। (অব্য) পথোহতাবঃ। অব্যয়ী। পথের অভাব।

অপথিন্ (পুং) ন পস্থাঃ। নঞ-তৎ। বা অপ্ৰত্যয়াস্তা-তাবঃ। কুপথ। এখানে কৃতসমাসান্ত নহে বলিয়া পুং-লিঙ্গই থাকিবে।

অপথ্য (স্ত্রী) ন পথ্যম্। নঞ-তৎ। পথ্য ভিন্ন। অহিত। যে রূপ আহার বিহারাদি করিলে শরীর সুস্থ থাকে এবং তজ্জন্তু পীড়া জন্মে না, তাহাকে অপথ্য কহে। তাহার বিরুদ্ধাচরণের নাম অপথ্য বা কুপথ্য।

সাধারণতঃ, নূতন অন্ন; পুষ্যিষিত অন্ন; শুক মৎস্ত মাংস; দধি; পিঠা; রসুন ও পলাশু; পোলাও; বিকৃত দ্রব্য; অতিভোজন; রাত্রিকালে অধিক ভোজন; দিবা নিদ্রা; অতি মৈথুন; বেগ রোধ; অতিশ্রম; রাত্রি জাগরণ; অগ্নি ও রোদ্রসেবন প্রভৃতি অতিশয় অপথ্য।

অপদ (ত্রি) ন পদ্যাতে জায়তে পদ-কর্ষণি ক্রিপ্। নঞ-তৎ। অজন্ম। যাহা জানিতে পারা যায় না। পাদশূন্ত।

অপদ (স্ত্রী) ন পদম্ অপ্ৰাশস্ত্যে নঞ্। কুংসিত স্থান। সুপ্-তিঙন্ত ভিন্ন। যাহার উত্তর সুপ্-কিম্বা ত্রিঙ-নাই।

অপদান (ক্রী) অপ-দৈপ শোধনে-করণে লুট্।

প্রশংসনীয় কার্য। মহৎ কার্য। অবদান। বৃত্ত-কর্ম। শোধন। ভূতপূর্ব চরিত্র। প্রশস্ত কর্ম। 'বৃত্ত-কর্ম ভূতপূর্বঃ চরিত্রঃ তদবদানং। প্রশস্ত কর্ম বা। অপদানমিত্যপি পাঠঃ। ইতি অমরটীকায়াং মহেশ্বরঃ। অপদান্তর (ত্রি) নাস্তি পদান্তরং ব্যবধানমত্র। নঞ-বহুব্রী। সংযুক্ত। অব্যবহিত। [অপটান্তর শব্দ দেখ]। (ক্রী) অভিন্নপদ।

অপদিশ (অব্য) দিশোর্মধ্যে দিগ্‌ব্রয়োর্মধ্যভাগে ইতি যাবৎ শরদাৎ টচ্। অব্যয়ী। দিক্‌গোণ। বিদিক্। দুই দিকের মধ্যে অর্থাৎ কোণ বায়ু, অগ্নি ইত্যাদি কোণ বা কোণে। দিশাশব্দ শরদাদি গণমধ্যে পঠিত হয় নাই। তজ্জন্ত, দিশয়োর্মধ্যম্ এই রূপ বাক্য করিলে 'অপদিশা' হইল। তাহার পর। *। অব্যয়ীভাবশ্চ। পা ১। ১। ৪১। অব্যয়ী-ভাব সমাসের অব্যয় সংজ্ঞা হয় স্তত্রাং ক্রীবলিজ্। [অব্যয় দেখ]। *। হ্রস্বো নপুংসকে প্রাপ্তিপদিকস্ত। পা ১। ২। ৪৭। নপুংসক লিপ্যর্থে যে সমর্থপদিক প্রাপ্তিপদিক তাহার অন্ত্য অচ্ হ্রস্ব হয়। এই স্তত্রাসূসারে দিশা শব্দের আকার হ্রস্ব হইয়াছে। ক্রীবাব্যয়ং অপদিশং দিশোর্মধ্যে, বিদিক্‌ দ্বিগাম্। (অমর)।

অপদিশ্ঠে (ত্রি) অপ-দিশ-কর্মণি ক্ত। কথিত। প্রযুক্ত। অপদী (ক্রী) নাস্তি পাদৌ যস্তাঃ। নঞ-বহুব্রী। পাদরহিত ক্রী। যে ক্রীর পা নাই। *। কুস্তপদীযু চ। পা ৫। ৪। ১৩৯। কুস্তপদাদিতে নিপাতনে পাদ শব্দের অন্তলোপ হয় এবং ডীপ্ হইয়া থাকে। *। পাদ পৎ। পা ৬। ৪। ১৩০। পাদ শব্দ অন্ত যে অঙ্গ তাহার স্থানে পদ আদেশ হয়।

অপদেশ (পুং) অপ-দিশ-ঘঞ্। স্থান। নিমিত্ত। লক্ষ্য। শঠতা। স্বরূপাচ্ছাদন। উপদেশ। অপকৃষ্ট দেশ।

অপদেশ্য (ত্রি) অপ-দিশ-কর্মণি গ্যৎ। ছল পূর্বক কথা বলা। অপদেশ দিগাৎ যৎ। অমুচিত স্থানে জাত।

অপদ্রব্য (ক্রী) অপকৃষ্টং দ্রব্যম্। প্রাদি সৎ। বাকৃষ্ট-ভাগো লোপঃ। *। প্রাদিভ্যো ধাতুজন্ত বাচ্যো বা চোত্তরপদলোপঃ। (বাস্তিক পা ২। ২। ২৪ সূত্রে)।

অপকৃষ্ট দ্রব্য। মিশ্রণ। ময়লা। কুৎসিত সামগ্রী।

অপঘার (ক্রী) অপকৃষ্টং ঘারম্। প্রাদি বহুব্রী। মন্দঘার। অপধা (ক্রী) অপ নিবেদার্থে-ধা-ভাবে অঙ্। নিরোধ। অপধ্যান (ক্রী) অপকৃষ্টং ধ্যায়েত অপ-ধৈ-ভাবে-লুট্। অনিষ্টচিন্তন। পরের মন্দ ভাবনা করা।

অপধ্বংস (পুং) অপধ্বংস্তুতে অপ-ধ্বন-ভাবে ঘঞ্। নাশ। অপমান। ধিকার। নিন্দা। অপঘাত। ক্ষরণ।

অপধ্বংসজ (পুং-ক্রী) অপধ্বংস-জন-ড। বর্ণসঙ্কর। করণাদি। অপধ্বংসিন্ (ত্রি) অপধ্বংসয়তি অপ-ধ্বজ-গিচ-ণিনি। যে বিনাশ করে। অপ-ধ্বজ-ণিনি। যে নষ্ট হয়। অপধ্বস্ত (ত্রি) অপ-ধ্বজ-ক্ত। পরিত্যক্ত। নিমিত্ত। চূর্ণীকৃত। খিক্কৃত।

অপধাস্ত (ক্রী) অপকৃষ্টং ধ্বাস্তং ধ্বনিতম্ অপ-ধ্বন-ভাবে ক্ত ইডভাব। যে শব্দে কঁাসরের শব্দ আচ্ছাদিত হয়। অপনয় (পুং) অপ-নী-অচ্। দূরীকরণ। খণ্ডন। দৃষ্ট-নীতি। অপকার। স্থানান্তরে লওয়া।

অপনয়ন (ক্রী) অপ-নী-লুট্। খণ্ডন। দূরীকরণ। করণে লুট্। অপকারসাধন। (ত্রি) অপগতং নয়নং যস্ত। বহুব্রী। নয়নহীন।

অপনস (ত্রি) অপগতা নাসিকা যস্ত। প্রাদি বহুব্রী নসা-দেশশ্চ। বাহার নাসিকা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যে নাসিকা হীন হইয়াছে।

*। অঞ্ নাসিকায়ঃ সংজ্ঞায়সম্বন্ধস্থল্যাৎ। পা ৫। ৭। ১১৮। *। উপসর্গাচ্চ। পা ৫। ৪। ১১৯। বহুব্রীহি সমাসের শেষে নাসিকা শব্দ থাকিলে সংজ্ঞাবিষয়ে সমাসান্ত অচ্ প্রত্যয় হয় এবং নাসিকা শব্দের স্থানে নস্ আদেশ হইয়া থাকে। আবার, অসংজ্ঞাবিষয়েও উপসর্গের পর নাসিকা শব্দের বহুব্রীহি সমাস হইলে ঐ রূপ অচ্ প্রত্যয় ও নাসিকাস্থানে নস্ আদেশ হয়। অপনীত (ত্রি) অপ-নী-ক্ত। বহিকৃত। অপসারিত। খণ্ডিত। দূরীকৃত।

অপনুত্তি (ক্রী) অপ-নুদ-ক্তিন্। দূরীকরণ। খণ্ডন।

অপনুদ (ত্রি) অপ-নুদ-ক। দূরীকারক। যে খণ্ডন করে।

অপনোদ (পুং) অপ-নুদ-ভাবে ঘঞ্। খণ্ডন। দূরীকরণ।

অপনোদন (ক্রী) অপ-নুদ-লুট্। দূরীকরণ। খণ্ডন।

অপন্ন (ত্রি) পত-ক্ত নিপাতনাৎ। নঞ-তৎ। অপতিত।

অপপাঠ (পুং) অপ অপকৃষ্টং পঠাতে অসৌ অপ-পঠ-কর্মণি ঘঞ্। যে শব্দের যে রূপে উচ্চারণ করা উচিত তাহার অন্ত্যথাকে অপপাঠ বলে। ভিন্নার্থ-লিপি। ভাবে ঘঞ্। অন্তর্দ পঠন।

অপপাত্র (ক্রী) অপ অপকৃষ্টং পাত্রং ব্যক্তিঃ। প্রাদি সৎ। হেয় ব্যক্তি। নিমিত্ত মনুষ্য। (ত্রি) অপকৃষ্টং পাত্রং ভাজনং যস্ত যেন যম্বা। চণ্ডালাদি। চণ্ডালাদি যে পাত্রে ভোজন করে তাহা অকৃত হইয়া বয়, একত

চঙালাদির নাম অপপাত্র। ‘অপপাত্রাশ কৰ্তব্যঃ’ (মম্ব ১০। ৫১।) ইহাদিগকে জল পাত্রাদি রহিত করিবে।

অপপাত্রিত (ত্রি) অপ অপকৃষ্টঃ পাত্রং ভাজনং দজ্ঞাতমন্ত। অপপাত্র তারকাদিং ইতচ্। যাহারা ভাজন বা পান করিলে যে পাত্র অগুরু হয়। পতিত। উৎকট দোষের জন্ত জ্ঞাতিরা যাহাদের অন্ন জল পরিত্যাগ করিয়াছে। ‘অপপাত্রিতস্ত রিক্ণ পিণ্ডোকদানি নিবৰ্ত্তে’। (আপ-স্তুত)। পাতিত্যাদি দোষযুক্তেরা পিতৃনাথিকারী হয় না এবং তাহারা পিতৃগণের জলপিণ্ডদানও করিতে পারে না।

অপবর্হিস্ (ত্রি) অপ অপগতঃ বর্হির্য়ত। প্রাদি বহব্রী। বর্হিস্ হোম রহিত। যে যাগে বর্হিস্ হোম নাই। যাহাদের বর্হিস্ হোম নাই।

অপভয় (ত্রি) অপগতঃ ভয়ং যন্ত। প্রাদি বহব্রী। যাহার ভয় গত হইয়াছে। ভয়হীন। ভয়শূন্য।

অপভর্তৃ (পুং) অপ অপকৃষ্টো ভর্তা। প্রাদি সৎ। মন্দ ভর্তা। নিকৃষ্ট স্বামী।

অপভী (ত্রি) অপগতা ভী ভয়ং যন্ত। প্রাদি বহব্রী। ভয়শূন্য। আশঙ্কা রহিত। নির্ভয়।

অপভীতি (ত্রি) অপগতা ভীতিভয়ং যন্ত। প্রাদি বহব্রী। নির্ভয়। নির্ভীক। ভয় রহিত।

অপভূতি (স্ত্রী) অপ অপকৃষ্টা ভূতিবিকৃতিঃ। প্রাদি সৎ। অপকৃষ্ট বিভূতি। মন্দ সম্পত্তি।

অপভ্রংশ (পুং) অপ ভ্রংশ-ঘঞ। ক্ষরণ। গলিয়া পড়া। ‘অত্যারুচির্ভবতি মহতামপ্যাপভ্রংশগিষ্ঠা’। (শকু ৪। ৪৫)। অধিক উঠিলে মহৎ ব্যক্তিও পড়িয়া যায়। অপ ভ্রংশতি বা অপভ্রংশতে অপ-ভ্রংশ-কর্তরি অচ্। সাধু শব্দের বৈলক্ষণ্য যুক্ত শব্দ। যেমন মন্ত্র সাধুশব্দ, মাচ ইহার অপভ্রংশ। ‘আতীরাদিগিরঃ কাবোষপভ্রংশগিরঃস্বতাঃ’। (দণ্ডী)। কাবো আতীরাদির কথা অপভ্রংশের মধ্যে পরিগণিত। ভাষা বিশেষ। ‘অপভ্রংশো ভাষাভেদাপ-শব্দয়োঃ পতনেচ’। (হেম)।

অপম (ত্রি) অপকৃষ্ট রূপেণ মীয়তে গণ্যতে অপ-মাক বাৎ। অপকৃষ্ট রূপে জ্ঞাত। নিকৃষ্টজাতি। অপমীয়তে ভূগোলস্ত কার্য বিশেষায় পরিমীয়তে। ভূগোলের উপ-রিষ্ট সূর্য্য গমনের বক্ররেখা। (Ecliptic)।

অপমজ্জা (স্ত্রী) অপমন্ত শব্দরাকৃতি ক্ষেত্রস্ত জ্যা মৌকীব। ভূগোলের ক্রান্তিবৃত্ত নামক জীবা। ভূগোলের বক্ররেখা

বিশেষ। সূর্য্য গমনের কল্পিত রেখা। (ecliptic)। অপমণ্ডল (স্ত্রী) অপ অপক্রান্তঃ মণ্ডলাৎ ভূমণ্ডলাৎ নিরাদি তৎ ক্রান্তিবৃত্ত। ষ্ণোগোলের বলয়াকার রেখা বিশেষ। *। নিরাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যার্থে পঞ্চম্যা। (বার্তিক পা ১। ৪। ৭৯। স্বত্রে)। ক্রান্তাদি অর্থে পঞ্চম্যন্ত সমর্থের সহিত নিরাদির সমাস হয়।

অপমর্দ (পুং) অপ-মৃদ-ঘঞ। বিমর্দন। বিলোড়ন। অপমর্শ (পুং) অপ-মৃশ-ঘঞ। নিম্মা। অপচরণ। স্পর্শ। অপমান (পুং) মত্ততে ভাবে করণে বা ঘঞ। মানঃ। অপ-গতো মানঃ। প্রাদি সৎ। (স্ত্রী) অপমীয়তে যেন অপ-মা-করণে লুট্। অনাদর। হতমান। অবজ্ঞা।

অপমানিত (ত্রি) অপমানং সজ্ঞাতমন্ত। তারকাদিং ইতচ্। যাহার অপমান করা হইয়াছে। অনাদৃত।

অপমার্গ (পুং) মার্গ্যতে অধিষাতে গম্যতে বা যেন মার্গ-করণে ঘঞ। অপকৃষ্টো মার্গঃ পন্থাঃ। প্রাদি সৎ। কুৎসিত পথ।

অপমার্জন (স্ত্রী) অপ-সর্জতোভাবেন মার্জনং অপমুজ ভাবে লুট্ বৃদ্ধিঃ। সংশোধন। অপ অপকৃষ্টস্ত মার্জনং অধোদেশের মার্জন। *। মুজবৃদ্ধিঃ। পা ৭। ২। ১১৪। ধাতু প্রত্যয় পরে থাকিলে মুজ ধাতুর ইকের বৃদ্ধি হয়।

অপমিত (ত্রি) অপ-মা-মাত্মমেও বা ক্ত আ ইত্ম। অব-জ্ঞাত। অনাদৃত। যাহার অপমান করা হইয়াছে। অপরিমিত। অপরিবর্তিত। *। দ্যতি স্তুতি মাস্তামিতি ক্রিতি। পা ৭। ৪। ৪০। ক ইৎ তকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে দ্যো, সো, মা, স্বা এই সকল ধাতুর অন্ত্যদেশ ইকার হয়।

অপমিত্যক (আপমিত্যক) (স্ত্রী) অপমিত্য্য বিনিময়েন আপ্তঃ অপ-মা-ল্যপ্ অপমিত্য্য ততো নিবৃত্তার্থে কক্। নিময়। বিনিময়। পরিবর্ত। কোন দ্রব্য বদল করিয়া যাহা পাওয়া যায়। ণ ৭। *। অপমিত্য্য-বাচিতাত্যাং কক্কনো। পা ৪। ৪। ২১। অপমিত্য্য এবং বাচিত শব্দের উত্তর যপাসংখ্য কক্ এবং কন্ প্রত্যয় হয়।

অপমিত্যোতি লবস্তম্। (ভট্টোজি)। *। ময়তে-রিদন্ততরস্তাম্। পা ৬। ৪। ৭০। ল্যপ্ পরে থাকিলে মেও ধাতুর অন্ত্যদেশ ইকার বিকল্পে হয়।

অপমিত্য-কক্ এই রূপ প্রত্যয় বিধান করিলে ‘আপমিত্যক’ এই প্রকার রূপসিদ্ধি হয়। কিন্তু সকলে আদ্য স্বরের বৃদ্ধি গ্রহণ করেন না। শব্দকল্পক্রেমে ও বাচস্পত্যে ‘অপমিত্যক’ এই প্রকার রূপ গৃহীত

হইয়াছে। হলায়ুধ ইহার ঋণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

‘নিময়াদাপমিত্যকম্’। (অমর)। আপমিত্যকং পরিবর্তো বিনিময় ইতি মেদিনী। নিয়মঃ পরিবর্তঃ স্তাদিত্তি মমুঃ।

অপমুখ (ক্লী) অপ অপকৃষ্টঃ পরাভব হুঃখাংমানং মুখন্। প্রাদি স०। পরাবৃত্ত মুখ। ফিরান মুখ। (ত্রি) প্রাদি বহুব্রী। মান মুখবৃত্ত। পরামুখ।

অপমূর্দ্ধন (ত্রি) অপ অপগতো মূর্দ্ধা মস্তকং যন্ত। প্রাদি বহুব্রী। মস্তকরহিত। কবন্ধ। বাহার মাথা নাই।

অপমৃত্যু (পুং) অপ উদ্বন্ধনাদিনা অপকৃষ্টো মৃত্যু মরণং। গলায় দড়ী দিয়া মরণ। জলে ডুবিয়া মরণ। বিষ খাইয়া মরণ ইত্যাদি পীড়া ভিন্ন অস্বাভাবিক মৃত্যু।

অপমূষিত (ক্লী) অপ-মূষ-কৃত। অস্পষ্ট বাক্য। ‘অপমূষিতং বাক্যং অবিস্পষ্ট মিতার্থঃ’। (সিং কো०)। আস্তার্থে (ত্রি) অপমূষিত কাস্ত। *। মূষস্তিত্তিকায়ং। পা ১। ২। ২০। তিত্তিকা অর্থে মূষ ধাতুর উত্তর ইটের সহিত নিষ্ঠা কিং হয় না।

অপযশস্ (ক্লী) অপ অপকৃষ্টঃ যশঃ। প্রাদি স०। অকীর্তি। (ত্রি) অপগতঃ যশো যন্ত যশাস্বা প্রাদি। বহুব্রী। কীর্তি-শূন্য। যশোহীন। নিন্দিত।

অপযশস্কর (ত্রি) যশঃ করোতি যশস্-ক-হেতৌ-ট ততো অপ ন যশস্করঃ বিরোধে নঞ। অকীর্তির হেতু। নিন্দা-কারী। অধ্যাতিকর;

অপযান (ক্লী) অপ বা ভাবে লুট্। পলায়ন। অপক্রম। ‘অপক্রমোহপযানক’। (অমর)। যায়তে যেন যা-করণে লুট্। অপকৃষ্টঃ যানং বাহনং। প্রাদি স०। হীন বাহন। মন্দ বাহন।

অপর (ক্লী) ন প্রিয়তে পূর্য্যতে বা কন্দাদি সম্যক্ সম্পদ্যতে যেন যশ্বা পূ-পূ বা করণে অপাদানে বা অপ্। *। ঋদোরপ্। পা ৩। ৩। ৫৭। ঋবর্ণাস্ত এবং উবর্ণাস্ত ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় হয়। হস্তীর পশ্চাদ্ ভাগের পা। ‘বন্ধাপরাণি’। (মাঘ)। ৫। ৪৮। ‘অপরঃ পশ্চিমঃ পাদঃ’। গজপ্রকারণে (বৈজয়ন্তী)। কৃষ্ণ পক্ষ। ‘পক্ষৌ পূর্বাপরৌ গুরুক্ষৌ’ (অমর)। ‘পূর্কঃপক্ষো দেবানাং অপরঃপক্ষ পিতৃণাং’। (ঋতি)। গুরুপক্ষ দেবতাদের কৃষ্ণপক্ষ পিতৃলোকের। ‘অপরে ক্রিয়মাণং হি’ (বরাহ)। ‘অপরে কৃষ্ণপক্ষে’। স্মৃতি)। (ত্রি) অধুনা। সম্প্রতি। এক্ষণে। অর্কাচীন। অজ্ঞ।

অপরষ্ণুনার্থে স্তাং পশ্চাদ্গায়ে চ দন্তিনাং।

অর্কাচীনেহপরং গ্রাহঃ’। (বিষ্ণু)।

‘পরাপরাণাং পরমা’। (চড়ী)।

পর এবং অপরের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ। পরদেশবর্তী। পশ্চিমদেশবর্তী। (ক্লী) অপরদিচ্। পরকালবর্তী ভিন্ন। ইতর। ‘এক এককমিত্যন্তে ষাবিত্যন্তে ক্রয়োহপরে চতুহরাম’। এক পণ্ডিত একটা বলেন, অন্ত্রে দুইটা, অন্ত্রে তিনটা অপর কোন পণ্ডিত চারিটা বলেন।

*। পূর্ক ইত্যাদি। পা ১। ১। ৩৪। জন্ম পরে থাকিলে পূর্কাদির সর্কনাম সংজ্ঞা বিকল্পে হয় ব্যবস্থা অর্থে। ‘ষাভিধেয়াপেক্ষোহবধিনিয়মো ব্যবস্থা’। (সিং কো०)। শকার্থের সীমা অবধারণের নাম ব্যবস্থা। জসি যথা অপরে। অপরাঃ। অত্র সমস্ত বিভক্তিতে, সর্কাদীন সর্কানা-নামানি। পা ১। ১। ২৭। সর্কাদির সর্কনাম সংজ্ঞা হয়। এই সূত্র দ্বারা নিত্য সর্কনাম সংজ্ঞা হইবে। কিন্তু ওসি ও ডি বিভক্তিতে অপরস্বাং অপরাং। অপরস্বিন্ অপরে। এই রূপ দুটা দুটা পদ হইবে। *। পূর্কাদিভ্যো নবভ্যো বা। পা ৭। ১। ১৬। পূর্ক আদি নয়টা শব্দের উত্তর ওসি ও ডি স্থানে বিকল্পে স্বাং ও স্মিন্ আদেশ হয়।

উন্নয়চল হইতে দূর দেশের নাম পর ও নিকটের নাম অপর; এবং যে কালের মধ্যে অধিক স্বর্ধ্য ক্রিয়া থাকে, তাহার নাম পর; আর যে সময়ের মধ্যে অল্প ক্রিয়া থাকে তাহাকে অপর কহে। [বিশেষ অপরত্ব শব্দে দেখ]। অপর কালের উদাহরণ যথা—

‘অপরং ভবতোজন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ’। গীতা ৪। ৪।

* পরে তোমার জন্ম এবং পূর্কে স্বর্ঘ্যের জন্ম হইয়াছে। (ত্রি) অল্প দেশে স্থিত রূপ ব্যাপ্য। সামান্য পদার্থের জ্ঞার এক নাম জাতি। জায়মতে সামান্য পদার্থ ছই প্রকার। যথা—পর ও অপর। যে জাতি অত্র জাতি অপেক্ষা অল্পদেশে থাকে, তাহা সেই জাতি অপেক্ষা অপরা হয়। যেমন ঘট পট ইত্যাদি রূপ জাতি দ্রব্যরূপ জাতি অপেক্ষা অল্পদেশে আছে, অর্থাৎ দ্রব্য ঘটপট সকল দ্রব্যেই আছে। কিন্তু ঘট কেবল ঘটে আছে। এজন্ত দ্রব্য অপেক্ষা ঘট অপরা জাতি হইল। এই প্রকার ঐ দ্রব্য জাতিও সবা অপেক্ষা অপরা জাতি; কারণ সবা জাতি দ্রব্য গুণ ও কর্ম এই তিন পদার্থে আছে এবং দ্রব্য কেবল দ্রব্যে আছে।

নিকৃষ্ট। অশ্রেষ্ঠ। যেমন অপরা ঋগ্বেদযজুর্বেদ সামবেদাধর্কবেদ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ ছন্দো জ্যোতিষ-মিতি। এই সমস্ত গুলি অপরা অর্থাৎ অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

কার্য। 'নাস্তি অপৰং কার্যং যন্ত। (ভাষ্য)। সেই কার্য
পরমাত্ম জন্ত নহে, কিন্তু জীবাত্ম জন্ত। শেষ ভাগ। অপ-
রজ্ঞ তৎ অহশ্চ অপরাহঃ। শেষ বেলা। অপরা চাসৌ
রাত্রিষ্চ। অপরাহ্নাঃ। শেষ রাত্রি। একদেশি সঃ।
(পুং)। অপরশাসাবর্দ্ধিষ্চ। পশ্চাৰ্দ্ধ। শেষার্দ্ধ। অপর-
জ্ঞাৰ্দ্ধে পশ্চত্বে বক্তব্যঃ। (বার্তিক। পা ২। ১। ৫৮
সূত্রে)। অর্দ্ধ শব্দ পরে থাকিলে অপর শব্দস্থানে পশ্চ
আদেশ হয়। 'পশ্চাৰ্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ'। (শকু)। পশ্চাৎ। অপর-
দিক্। অপরদিক্ হইতে। অপরদিকে। *। দিক্ছন্দেভ্যঃ
সম্ভূমী পঞ্চমী প্রথমাভ্যো দিগ্দেশ কালেষুত্ভাতিঃ।
পা ৫। ৩। ২৭। দিক্ দেশ এবং কাল বুঝাইতে সম্ভ-
মাস্তু এবং প্রথমাস্তু দিগ্ভাতি শব্দের উত্তর অন্ত্যতি
প্রত্যয় হয়। *। পশ্চাৎ। পা ৫। ৩। ৩২। অন্ত্যতি
প্রত্যয় বিষয়ে অর্থাৎ যে যে স্থানে অন্ত্যতি প্রত্যয়
হইতে পারে, সেই সেই স্থানে অপর শব্দের উত্তর আতি
প্রত্যয় হয় এবং অপর শব্দ স্থানে পশ্চ আদেশ হয়।
পশ্চিম। পশ্চাদ্দেশে বা অপর দেশে জাত। *। অগ্রাদি
পশ্চাড্ভিমন্। (বার্তিক। পা ৪। ৩। ২৩ সূত্রে)। অগ্র
আদিগণের এবং পশ্চাৎ শব্দের উত্তর হওয়া অর্থে
ভিমন্ প্রত্যয় হয়।

অপরক্ত (ত্রি) অপ-রক্ত-ভাবে-ক্ত। অপগতং রক্তং অমু-
রাগো যন্ত। প্রাদি বহুব্রী। বিরক্ত। অমুরাগশূন্য।
কর্তৃবি-ক্ত অপগতং রক্তং শোণিতং যন্ত যস্মাদ্ভা।
রক্তশূন্য। অপগতো-রক্তো-লোহিত বর্ণোপগতং
রক্তং কুঙ্কুমং রক্তচন্দনং নীলীবর্ণযুক্তং বা যস্মাৎ।
প্রাদি বহুব্রী। লোহিত বর্ণশূন্য। কুঙ্কুমশূন্য। রক্ত-
চন্দনহীন। নীলীবর্ণ বিহীন। 'রক্তং ত্ভাৎ কুঙ্কুমে তাত্রে-
প্রাচীমামলকেহসৃজি। অমুরাগিনি নীল্যাতি রঞ্জিতে
লোহিতেহন্তবৎ'। (বিখ)।

অপরজ (পুং) অপরশ্বিন্ পশ্চাৎ কালে জায়তে জন-ড।
৭-তৎ। পরকাল জাত। রক্ত বিশেষ।

অপরজন্ম (ত্রি) অপগতং রজো রেণু ধূলিঃ রক্তং রজো-
গুণো বা যস্মাৎ। প্রাদি বহুব্রী। বা কবভাবঃ। রেণু
শূন্য। ধূলি রহিত। রক্তশূন্য। (জী) বিগত ঋতুকা
জী। রজোগুণাতীত।

অপরজঙ্ক (ত্রি) অপগতং রজো-রেণু-ধূলিঃ রক্তং গুণ-
বিশেষো বা যন্ত যস্মাদ্ভা। প্রাদি বহুব্রী। শেষা-
ধেতি কপ্। রেণু-রহিত। ধূলি শূন্য। রক্তহীন।
রজোগুণবর্জিত। (জী) টাপ্ ঋতু রহিত জী। [কপের

সূত্র অন্ত্যমনস্ব শব্দে দেখ]।

অপরতি (ত্রি) অপগতা রতিঃ রাগো রতং বা যন্ত।
প্রাদি বহুব্রী। অমুরাগ শূন্য। মৈথুন রহিত।
প্রাদি সঃ। বিরতি। বিরাগ। 'রতিঃস্বরজিয়াং রাগে
রতে'। (হেম)।

অপরত্ন (অব্য) অপরশ্বিন্ কালে দেশে বা অপর ত্রন্।
অপরকালে। অপরদেশে। [অন্ত্য শব্দে সূত্র দেখ]।
অপরত্ন (ক্লী) অপরত্ন ভাবঃ অপর ভাবে ত্ব। অপরের
ভাব। অপরের ধর্ম। বৈশেষিক গুণ বিশেষ।

পরত্ব ও অপরত্ব দুই প্রকার—দৈশিক ও কালিক।
দৈশিক পরত্ব দূরত্ব। দৈশিক অপরত্ব নিকটত্ব। কালিক
পরত্ব জ্যোষ্ঠত্ব, অপরত্ব কনিষ্ঠত্ব। দৈশিক পরত্বাপরত্বের
উৎপত্তি অধিক সূর্য্যসংযোগ ব্যবধানজ্ঞান ও অল্প সূর্য্য
সংযোগ ব্যবধান জ্ঞান হইলে হয়। যেমন পাটলিপুত্র
হইতে কাশী অপেক্ষা প্রয়াগ পর অর্থাৎ দূর। এবং
পাটলিপুত্র হইতে কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা প্রয়াগ অপর অর্থাৎ
নিকট। এস্থলে কাশী ও পাটলিপুত্র এ উভয়ের মধ্যে
যত সূর্য্য সংযোগ আছে, পাটলিপুত্র ও প্রয়াগের মধ্যে
তদপেক্ষা অধিক সূর্য্য সংযোগ আছে; এজন্ত পাটলিপুত্র
হইতে কাশী অপেক্ষা প্রয়াগে পরত্ব জ্ঞান হইল এবং
পাটলিপুত্র হইতে কুরুক্ষেত্রে অপেক্ষা প্রয়াগে অপরত্ব
জ্ঞান হইল। কালিক পরত্ব ও অপরত্বের উৎপত্তি অধিক
সূর্য্যক্রিয়া ব্যবহিত উৎপত্তি জ্ঞান ও অল্প সূর্য্যক্রিয়া
ব্যবহিত উৎপত্তি জ্ঞান হইলে হয়। যেমন কনিষ্ঠের
উৎপত্তি কাল মধ্যে যত সূর্য্যক্রিয়া হইয়াছে তদপেক্ষা
জ্যোষ্ঠের উৎপত্তি কাল মধ্যে অধিক সূর্য্যক্রিয়া হইয়াছে,
এই জ্ঞান হইলে জ্যোষ্ঠে পরত্ব জ্ঞান ও কনিষ্ঠে অপরত্ব-
জ্ঞান হয়। দৈশিক পরত্বাপরত্বের উৎপত্তি মূর্ত পদার্থে
হয়। কালিক পরত্বাপরত্বের উৎপত্তি জন্ত পদার্থে হয়।
এ জন্ত উহার সমবায়ি কারণ মূর্ত ও জন্ত। অসমবায়ি
কারণ মূর্তের সহিত পূর্বাদি দিকের সংযোগ ও জন্তের
সহিত কালের সংযোগ, নিমিত্তকারণ পূর্বোক্ত ভূয়স্ব
জ্ঞান। এবং অপেক্ষাবৃদ্ধির নাশ হইলে ঐ পরত্বাপরত্বের
নাশ হয়।

অপরদক্ষিণ (অব্য) অপরা চ দক্ষিণা চ জ্যবায়ী। পূর্ব
পদন্ত পৃষভাবঃ, পরপদন্ত ক্লীবভাবঃ ব্রহ্মঃ। পশ্চিম ও
দক্ষিণের মধ্যস্থিত কোণ। নৈঋত কোণ। *। তিষ্ঠ-
দৃশ্যপ্রভৃতীনি চ। পা ২। ১। ১৭। তিষ্ঠদৃশ্য প্রভৃতি
শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয় এবং ইহাদের অব্যয় সংজ্ঞা

হইয়া থাকে। [পৃথক্যের স্বত্র অতঃপুষ্টি শব্দে দেখ এবং অন্ত্য অচ হ্রস্ব হইবার কারণ অপদিশ শব্দে দেখ]। পাণিনির একটি স্বত্র আছে—। *। দিগ্ভাষ্যান্তরালে। ২। ২। ২৬। অন্তরাল বাচ্যে দিকের নাম বুঝায় এমন শব্দের সঙ্গে স্তব্ধ পদের বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন,— দক্ষিণস্তাশ্চ পূর্বস্তাশ্চ দিশোৰ্যদন্তরালং, দক্ষিণপূর্বাদিক।

কিন্তু অপরদক্ষিণ শব্দ তিষ্ঠদণ্ড প্রভৃতি গণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে, তজ্জন্ত এখানে উক্ত স্ত্রীমুসারে কার্য হয় নাই। উক্ত স্ত্রীমুসারে কার্য হইলে বহুব্রীহি সমাসে অপরদক্ষিণা এই প্রকার রূপ হইত।

৩-য়া অপরদক্ষিণং অপরদক্ষিণেন। ৭-মী অপরদক্ষিণং অপরদক্ষিণে। *। তৃতীয়া সপ্তম্যোর্বহলম্। পা ২। ৪। ৮৪। অকারান্ত অব্যয়ীভাবের উত্তর তৃতীয়া ও সপ্তমী স্থানে বহলম্ভাব হয়। ৫-মী অপরদক্ষিণাং। তদ্বিন্ন সমস্ত বিভক্তিতে অপরদক্ষিণং এই রূপ প্রয়োগ হইবে। *। নাব্যয়ীভাবদতোহম্ভ পঞ্চম্যাঃ। পা ২। ৪। ৮০। অকারান্ত অব্যয়ীভাবের উত্তরস্থ স্তপের (বিভক্তির) লুক হয় না, কিন্তু পঞ্চমী ভিন্ন সকল বিভক্তির স্থানেই অম্ আদেশ হয়।

অপরপক্ষ (পুং) অপরশ্চাসৌ পক্ষশ্চেতি কর্মধা। শেষ-পক্ষ। কৃষ্ণপক্ষ। ‘পক্ষৌ পূর্বাপরৌ গুরুকৃষ্ণৌ’। (অমর)। অপরপক্ষে যদহঃ সম্পদ্যতে অমাবান্ত্রাস্ত্র বিশেষণ’। (নিগম)। কৃষ্ণপক্ষে যে কোন তিথিতেই শ্রাদ্ধ করিতে পারে, অমাবস্ত্রায় শ্রাদ্ধ করিলে বিশেষ ফল হয়। ‘পূর্কঃ পক্ষো দেবানামপরঃ পক্ষঃ পিতৃণাম্’। (ঋতি)। গুরুপক্ষ দেবতাদের, কৃষ্ণপক্ষ পিতৃগণের। ব্রহ্মা প্রথমে গুরুপক্ষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরে তিনি কৃষ্ণপক্ষের সৃষ্টি করেন বলিয়া ইহার নাম অপরপক্ষ হইয়াছে। যথা ব্রহ্মপুরাণে,—

চৈত্রে মাসি জগদ্বৃদ্ধা সসর্জ প্রথমে হহনি।

গুরুপক্ষে সমগ্রস্ত তদা সৃষ্যোদয়ে সতি।

ব্রহ্মা চৈত্র মাসে সৃষ্য উদয় হইলে গুরুপক্ষের প্রতিপদে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পিতৃদেহশুক দানায় নাস্তি পরঃ শ্রেষ্ঠোষম্যং স চাসৌ পক্ষশ্চেতি। মুখ্যচাক্ষ্র ভাত্রেয় কৃষ্ণপক্ষ গোণচাক্ষ্র আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ।

নভস্তাপারপক্ষে শ্রাদ্ধঃ কুর্যাদিনে দিনে।

নৈব নন্দাদিবর্জকস্তাঈব বর্জ্য চতুর্দশী। (কৃষ্ণাজিনি)

ভাত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে প্রতি তিথিতে শ্রাদ্ধ কর্তব্য।

ভাত্রার নন্দাতে (প্রতিপদ, একাদশী ও দ্বিতীতে) এবং চতুর্দশীতেও শ্রাদ্ধ করিবার নিষেধ নাই। অর্থযুক্ত কৃষ্ণপক্ষ। প্রেতপক্ষ। পিতৃপক্ষ। অপরপক্ষের শ্রাদ্ধে কয়েকটি কল্প আছে, এবং উহার প্রতি তিথিতে তর্পণ করিতে হয়।

অপররাত্র (পুং) অপরং রাত্রঃ একদেশি তৎ অচ্ সৎ। রাত্রির শেষ। রাত্রির শেষ ভাগ। ‘অপররাত্রঃ’। (মুখ্যঃ)। *। অহঃ সর্বেক দেশ সংখ্যাত পুণ্যাক্ষ রাত্রঃ। পা ৫। ৭। ৮৭। অহন, সর্ক, একদেশ (পূর্ব, পর, অপর ইত্যাদি রাত্রির এক এক ভাগ) সংখ্যাত, পুণ্য এবং সংখ্যা ও অব্যয়াদি এই সকল শব্দের পরস্থিত রাত্রিশব্দের উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়। *। রাত্রাক্ষাহাঃ পুংসি। পা ২। ৪। ২৯। স্বন্দ ও তৎপুরুষ সমাস স্থিত, রাত্রাস্ত, অহাস্ত এবং অহাস্ত শব্দ সকল পুংলিঙ্গ হয়। অপরব (পুং) অপকৃষ্টোরবঃ অপ-কৃ-অপ্। প্রাদি সৎ। অকীর্তি। অপযশ।

অপরবক্ত (ক্লী) অপরং বক্তাং। বক্ত হইতে ভিন্ন বৃত্ত। এক প্রকার ছন্দ। ছন্দোমঞ্জরীর লিখিত অর্ধসম বৃত্তবিশেষ।

‘অযুজিননরলাগুরুঃ সমেতদপরবক্তৃমিদং নর্জো

জরো। (ছন্দোমঞ্জরী ১। ৪।

যাহার প্রথম ও তৃতীয় পাদে, ননরল গণ থাকিবে তৎপরে একটি অক্ষর গুরু হইবে। সমে অর্থাৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে ন জ জরগণ থাকিলে তাহাকে অপর বক্ত-বৃত্ত কহে।

অপরবৈরাগ্য (ক্লী) বিরাগে ভবং বিরাগ ভবার্থে-যৎ ততোহপরঞ্চ তৎ বৈরাগ্যাক্তি কর্মধা। আর এক বৈরাগ্য। পতঞ্জলি মূনির কথিত বৈরাগ্য বিশেষ।

অপরম্পর (ত্রি) পর কর্মব্যতিহারে (একজাতীয় ক্রিয়া করণে) দ্বিভং পূর্ব পদে স্ত্রঃ কন্ধ্যাদি বিসর্গ সত্বঞ্চ। [অন্তোন্ত শব্দে স্বত্র দেখ]। ততো ন পরম্পরং। নঞ-তৎ। পরম্পর নহে। (ক্লী) অপরশ্চ পরশ্চ ক্রিয়া সাততো সূণ্ণ নিপাত্যতে। ক্রিয়ার অবিচ্ছেদ। সর্কদা ক্রিয়া। (ত্রি) সর্কদা ক্রিয়া বিশিষ্ট। অপরম্পরাঃ সার্থা গচ্ছন্তি। সততমবিচ্ছেদেন গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। এক কাণীনগমন বুঝাইলে স্ট্ হইবে না, তাহাতে অপরপরা গচ্ছন্তি এই রূপ হইবে। *। অপরম্পরাঃ ক্রিয়া সাতত্যো। পা ৬। ১। ১৪৪। ক্রিয়ার অবিচ্ছেদ বুঝাইলে নিপাতনে স্ট্ হয়।

অপরহেমম (ত্রি) অপরহেমন্তে ভবম্ অপর-হেমন্ত ভবার্থে
২৭ তলোপঃ উত্তর পদবৃদ্ধিঃ। হেমন্তের শেষে জাত।
শেষ হেমন্তে জাত। *। অবয়বাদ্ব্যভাঃ। পা ৭।
৩। ১১। অবয়ব বাচী শব্দের এবং পূৰ্ণগদের পরস্থিত
ঋতুবাচী শব্দের আদ্য অচের বৃদ্ধি হয়। *। সৰ্ব্বত্রাণ্ চ
তলোপশ্চ। পা ৪। ৩। ২২। তত্রভব এই অর্থে হেমন্ত
শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয় এবং তদ্যোগে হেমন্ত
শব্দের তকারের লোপ হইয়া থাকে।

অপরা (স্ত্রী) পিপত্তি শুক্রং যথাবৎ পালয়তি পৃ পালনে
কর্তরি অপ্ স্ত্রীদ্বাং টাপ্ পরা। নাস্তি পরা শুক্রপ্রতি-
পালিকা যন্তাঃ। নঞ-বহুব্রী। যাহা অপেক্ষা শুক্রপ্রতি-
পালিকা স্থান আর নাই। জরায়ু। অথবা অপং শুক্রং
রাস্তি গৃহ্ণতি রা-ক টাপ্। যবা পৃ পূর্ত্তৌ ভাবে অপ্
টাপ্ পরা। নাস্তি পরা পূর্ত্তিঃ অবয়বন্ত যন্তাঃ। সন্তানের
অবয়ব পূরণে যে স্থান অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট স্থান নাই।
জরায়ুতেই প্রথমে অবয়বের পূরণ হয়। [বিবরণ
অন্তঃসত্ত্বা শব্দে দেখ]।

‘অর্বাচীনৈঃপরং প্রাহর্জরায়ৌ চাপরামপি’। (বিশ্ব)।

উদয়াচল হইতে অধিক দূরবর্তী পশ্চিম দিক্। নাস্তি
পর্যাপ্তা যন্তাঃ। যাহার অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ নাই।
অপরাগ (পুং) রঞ্জনং রজ্যতেহনেন বা রঞ্জ-ভাবে করণে
বা যঞ-নলোপো বৃদ্ধিঃ কৃত্বঞ্চ। অপ অপগতো রাগঃ।
প্রাদি সন্। বিরাগ। (বাচং)। *। যঞি চ ভাবকর-
ণয়োঃ। পা ৬। ৪। ২৭। ভাব ও করণ বাচ্য বিহিত যঞ-
প্রত্যয় পরে থাকিলে রঞ্জ ধাতুর নকারের লোপ হয়।
অপগতো রাগো যন্ত যন্তায়া। প্রাদি বহুব্রী। লোহি-
তাদি রঙহীন। গান্ধারাদিরাগ রহিত। ক্লেশরহিত। অমু-
রাগশূন্য। মৎসরহীন। ‘রাগঃ স্ত্রান্নোহিতাদিষু। গান্ধা-
রাদৌ ক্লেশাদিকেহহুবাগে মৎসরে নৃপে’। (হেম)।

অপরায়ি (পুং) অপরশ্চ অগ্নিশ্চ দ্বন্দ্ব ২ বন্। গার্হপত্য অগ্নি
এবং দক্ষিণায়ি। অপরন্ত অন্তকালপ্রায়িঃ। ৬-তৎ ১-বন্।
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অগ্নি। অপরন্তা দূরদিশঃ পশ্চিমদিশো বা
অগ্নিঃ। ৬-তৎ ১-বন্। দূরের অগ্নি। পশ্চিম দিকের অগ্নি।
নিকটের অগ্নি (বাচং)।

অপরাক্ষ (স্ত্রী) অপরন্ত রসাদেরঙ্গঃ। ৬-তৎ। গুণীভূত-
বাক্ষ কাব্য বিশেষ। ‘অণুচমপরস্তাক্ষম্’। (কাব্য প্রঃ)
আর একটি রসাদির অক্ষ বোধানে অব্যক্ত না থাকে।
‘অরংসরশনোৎকর্ষী ইত্যাদি’। এই হাতথানি আমার
চক্ষুহার ধরিয়া টানিত। এখানে করুণ রস প্রদান হই-

লেও শৃঙ্গার রসও বেশ ব্যক্তরূপে বুঝা যাইতেছে।
এথানকার শৃঙ্গার রস অপর করুণা রসের অক্ষ
হইয়াছে।

অপরায়ুথ (ত্রি) পরাক্ষ মুখং যন্ত তৎ পরায়ুথং ততো
নঞ-তৎ। অনিবৃত্ত। কর্তব্যবিবরণে বিমুখ নহে। (স্ত্রী)
সাক্ষদ্বাং ভীপি অপরায়ুথী।

অপরচ্ (ত্রি) পরা অক্ষতি নিবর্ত্ততে পরা-অক্ষ-কিন্ ন
লোপে পরচ্। ন পরচ্ নঞ-তৎ। অনিবৃত্ত। অপর-
ায়ুথ। *। ঋষিগিতাদি। পা ৩। ২। ৫৯। ঋষিক্ প্রভৃতি
শব্দের উত্তর কিন্ প্রত্যয় হয়। (স্ত্রী) ভীপ্ পরাচী।

অপরাজিত (পুং) পরা জিত-স্ত ন পরাজিতঃ। নঞ-তৎ।
বিষ্ণু। শিব। ঋষিবিশেষ। (ত্রি) পরাজিত নহে।
‘অপরাজিতোহচ্যতে হরে’। (হেম)।

দুর্ঙ্গা। শেফালিকা। জয়ন্তীযুক। অশনপর্ণী।
বৃক্ষ। হবুষাবৃক্ষ। অশনপর্ণী।

অপরাজিতা (স্ত্রী) ন পরাজিতা। নঞ-তৎ। ন পঠৈঃ
শক্রাভিঃ আ সম্যক্ জিতা। ৩-তৎ। ন পরাজিতং পরা-
জয়ো যন্তাঃ। নঞ-বহুব্রী বা। দুর্গা। ঈশান কোণ। বিজয়
দশমীর দিবসে অপরাজিতা দুর্গার পূজা হয় বলিয়া
বিজয় দশমীর নাম অপরাজিতা।

এক প্রকার ছন্দ। যাহার প্রতি চরণে চৌদ্দটি
অক্ষর থাকে, সেই বৃত্তের নাম অপরাজিতা। ‘ননর-
সলযুগৈঃ স্বরৈরপরাজিতা’। (বৃহৎ রণ)। যে বৃত্তের
প্রথমে ছইটি নগণ পরে ক্রমে রগণ এবং সগণ, তৎপরে
একটি লযু, তৎপরে একটি গুরুস্বর যুক্ত বর্ণ থাকে,
তাহার নাম অপরাজিতা।

বাতক। শীতল। রত্ননিয়া ঘাস। ‘স্ত্রাদ্বাতকঃ শীতলোহ-
পরাজিতাহশনপর্ণায়ি’। (অমর)।

অঃ বিষ্ণুঃ পরাজিতস্তল্যাবর্ণতয়া যয়া। ৩-বহুব্রী।
অপরাজিতা নামক লতা ও তাহার ফুল। জয়ন্তীযুক।
অশনপর্ণী। স্বরফলা। শেফালী। শমীবিশেষ। শম্বিনী।
হবুষা বিশেষ।

সচরাচর যাহাকে আমরা অপরাজিতা লতা ও
অপরাজিতা ফুল বলি (Clitorea Pernetca), তাহার
এই কয়েকটি পর্যায় দেখা যায়,—আক্ষোস্তা। গিরি-
কর্ণী। বিষ্ণুকান্তা। গবাকী। অশ্বথুরী। শেতা। শেত-
ভণ্ডা। গবাদনী। অম্রিকর্ণী। কটভী। দধিপুশ্পিকা।
গর্দভী। সিতপুশ্পী। শেতস্পন্ধা। ভদ্রা। অগুজী।
বিবহরী। নগপর্ষায় কণী। (পক্ষভেদের বহু প্রকার

নাম আছে, তাহার সঙ্গে কর্ণী যোগ করিলে অপরা-
জিতাকে বুঝায়)। অম্বাহাদি খুরী।

অপরাজিতার নীল ও খেতবর্ণ ফুল হয়। ইহার
মধ্যে খেত অপরাজিতাই ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
বৈদ্য শাস্ত্র মতে, ইহা হিম, তিক্ত, চক্ষুর হিতকর ও
ত্রিদোষশমতাকারী। ইহা সেবন করিলে পিত্ত, বিষ-
দোষ, শোথ এবং কঠরোগ নষ্ট হয়।

ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা নানাপ্রকার পীড়ায়
অপরাজিতা প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহার মতে ইহার
মূল অত্যন্ত বিরচক, মূত্রকর ও বমনকারক। বিলাতী
ঔষধ জেলাপ চূর্ণের পরিবর্তে ইহা ব্যবহার করা যাইতে
পারে। উদরী ও শোথ রোগে ইহার পাতার কিছা
মূলের ফাঁট সেবন করিলে মূত্রবৃদ্ধি হয়, স্ততরাং অটরে
শোথ কমিয়া যায়। ডাক্তার এস্জিলি বমন করাইবার
নিমিত্ত ইহা কুপ্ রোগে প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন।
ডাক্তার ওয়াসানসী, বেঙ্গল ডিসপেন্সটরী নামক ঔষধ
গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বমন করাইবার নিমিত্ত অনেক-
স্থলে অপরাজিতা প্রয়োগ করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন
রোগীর বমন অথবা বমনোদ্বগ হয় নাই। ডাক্তার
মুদ্গিন্ সেরিফ বলেন যে, মূত্রাশয়ে উগ্রত্ব জন্মিলে
অপরাজিতার ফাট সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে।

ইউরোপে অপরাজিতার বীজেরই বিশেষ আদর।
ইহার চূর্ণ মুহূবিরচক; স্ততরাং শিশুদিগকেও নিরীক্সে
প্রয়োগ করা যায়। থোস্ পাচড়া প্রভৃতি চর্মরোগে
অপরাজিতার ফাট মাখাইলে উপকার করে।

আমাদের দেশে নানা রূপ পীড়ায় যোগী, সন্ন্যাসী
এবং অন্ত্রালোকে অনেক প্রকার অবধৌত মতের
ঔষধ দিয়া থাকেন। নাসা রোগের পক্ষে অপরাজিতা
একটা বিশেষ হিতকর টোটকা ঔষধ। আশ্বিন মাস
শেষ হইলে ডাক সংক্রান্তির দিন অতি প্রত্যাষে ধাওয়ার
ক্ষেত্রে গিয়া যে ধানের ফুল হইয়াছে তাহার ৯ নয়টী
ছোট ছোট মূল তুলিয়া আনিবে এবং সেই ক্ষেত্র
হইতে এক ঘটা পরিষ্কার জলও আনিবে। পরে সেই মূল
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া ছিঁড়িয়া কিঞ্চিৎ পাকা রসার ভিতরে
পুঁরিয়া রোগীকে খাইতে দিবে। ঔষধ খাওয়া হইলে
রোগী উক্ত ঘটার তিন গণ্ডুষ জল খাইবেন এবং মন্ত-
কের উপর বাকি জল ঢালিয়া দিবেন। রোগী যে
রসার ভিতরে করিয়া ঔষধ সেবন করিবেন, জন্মা-
বচ্ছিন্নে সে রসার আর কখন খাইবেন না। তাহার পর

ঔষধ সেবন করা হইলে, খেত অপরাজিতার পাতার
রস উপরি উপরি তিন দিন নাকে টানিয়া লইবেন।
ইহাতে প্রায় সমস্ত রোগীই নিশ্চিত আরোগ্য লাভ
করেন।

সর্পাঘাতেও অপরাজিতা বিস্তর উপকার করে।
অন্ত্রান্ত্র প্রকরণের সঙ্গে ইহার অন্ধুপোয়া রস সেবন
করাইলে রোগী বমন করিতে থাকে, তাহাতে বিষ নষ্ট
হয়। [সর্পাঘাত দেখ]।

অপরাক্ত (ত্রি) অপ-রাধ-কর্তরি ক্ত। অপরাধী। স্ব কার্যে
অক্ষম। স্থলিত।

অপরাক্তপৃষৎক (পুং) অপরাক্তো লক্ষ্যৎ স্থলিতঃ
পৃষৎকো বাণো যন্ত। ঠিক লক্ষ্য বিধিতে অসমর্থ। বাহার বাণ
লক্ষ্য লাগেনা। যে নিশান করিয়া বাণ মারিতে পারে না।

‘অপরাক্ত পৃষৎকোহসৌ লক্ষ্যাদ্ যশ্চ্যুত সায়কঃ’ (অমর)
অপরাক্ত (ত্রি) অপ-রাধ-ভূত। অপরাধ কর্তা। নিজের
উচিত কার্যে অক্ষম। (স্ত্রী) ঔপ্ অপরাক্তী।

অপরাধ (পুং) অপ-রাধ-ঘঞ্। নিজের উচিত কার্যের
অকরণ। আগম্। দণ্ডযোগ্য কর্ম করা। মন্ত্।
‘আগোহপরাধোমন্ত্’। (অমর)।

চলিত ধর্মশাস্ত্র, নিয়মের, সামাজিক নিয়মের এবং
রাজনিয়মের অন্তর্গত করিলে তাহাকেই আমরা
অপরাধ বলি। কিন্তু ঠিক বুঝিয়া দেখিলে অপরাধ
শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য প্রকাশ করা সুকঠিন। এক
দেশে যে কাজ অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, অন্যত্র সেই
কাজের লোকে নিন্দা করে না, তাহাকে দোষ বলিয়া
ধরে না। পূর্বে আমাদের দেশে সহমরণ, নরবলি
প্রভৃতি অনেক কুপ্রথা চলিত ছিল। তখন লোকে
তাহা সংকর্ম বলিয়া জানিত, কিন্তু এখন সেই সকল
কাজ ভাবিলে আমাদের শরীর শিহরিয়া উঠে। আজ
কালি বালিকারা অল্পবয়সে বিধবা হইলে চিরকাল
বৈধবা যন্ত্রণা ভোগ করে; অশীতিপর বৃদ্ধা নারী একা-
দ্বীপ দিন নির্জল উপবাস করিয়া থাকেন। পীড়ার
কঠ শুকাইলে, হৃদয় ফাটিয়া গেলেও তাহার মুখে এক
গণ্ডুষ জল দিবার উপায় নাই। এই নিষ্ঠুর কাজের
আজি আমরা আদর করি, ইহাকে ভদ্র বংশের অবশ্য
কর্তব্য কর্ম বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। কিন্তু অন্তঃদেশের
লোক আমাদের এই নির্দয় আচরণের কথা শুনিলে
চমকিয়া উঠেন,—আমরাও আবার এক দিন চমকিয়া

উঠিব। অতএব দেশভেদে এবং সমাজভেদে, অপরাধ-কথনই এক রূপ থাকিতে পারে না।

অপরাধয় (ত্রি) অপরাধং যাতি প্রাপ্নোতি অপরাধ-যাক। অপরাধপ্রাপ্ত। অপরাধয় শব্দ ব্রাহ্মণাদি গণ মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। [ইহার ফল ব্রাহ্মণাদি শব্দে দেখ]। অপরাধিন্ (ত্রি) অপ-রাধ-ণিনি। অপরাধ যুক্ত। আগস্ শালী। দণ্ডাই। (স্ত্রী) ভীপ্ অপরাধিনী।

অপরাস্ত (পুং) অপরস্তাঃ পশ্চিমায়া দিশঃ অন্তঃ শেষী-ভূতোদেশঃ। দেশ বিশেষ। ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্ত।

‘অপরাস্ত মহীপালব্যজেন’। (রঘু। ৪। ৫৮)।

পশ্চিম প্রান্তের রাজাদিগের ছিলে।

অপরার্ক (পুং) অপরো ভিন্নোহর্কঃ সূর্য্য ইব উপমিত্তি সঃ। গ্রহবিশেষ। স্মৃতিসংগ্রহ।

অপরার্কি (ক্লী) ন পরার্কিম্। নঞ-তৎ। পরার্কি নহে। পরার্কি সংখ্যা নহে। (পুং) অপরোহর্কিঃ। কক্ষা। অপর খণ্ড। (ক্লী) অপর সমান অংশ।

অপরাবত্তিন্ (ত্রি) পরাবর্ততে পরা-বৃত-ণিনি পরাবর্তী ততো। নঞ-তৎ। পরাবৃত্ত নহে। কার্য্য সমাপ্তি না করিয়া নিবর্ত্ত নহে। (স্ত্রী) ভীপ্ অপরাবত্তিনী।

অপরাক্ষ (পুং) অপরমক্স একদেং সং টচ্ অহাদেশো-গত্বক্। দিবসের শেষ ভাগ। যে ক্রতির মতে দিবা দুই ভাগে বিভক্ত, তন্মতে দিবার শেষভাগ। যে ক্রতির মতে দিবা তিন ভাগে বিভক্ত, তন্মতে দিবার শেষ ভাগ তৃতীয় ভাগ। অমরসিংহের মতেও দিবা ৩ ভাগে বিভক্ত।

‘প্রাক্ষাপরাক্ষমধ্যাক্ষত্রিসঙ্কাম’। (অমর)।

লোকে শেষ বেলাকেই অপরাক্ষ বলিয়া থাকে।

কিন্তু ঋষিরা কার্য্য বিশেষের জন্ত যে তিন তিন মুহূর্ত্তে এক একটা ভাগ নিরূপণ করিয়া দিনকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহার চতুর্থ ভাগের নাম অপরাক্ষ। ঐ অপরাক্ষ শ্রুতি ও স্মৃতি সকল মতেই পিতৃকার্য্যে প্রস্তুত। দিনের পাঁচটা ভাগ। যথা ১ম প্রাতঃকাল। ২য়, সন্ধ্যা। ৩য়, মধ্যাহ্ন। ৪র্থ, অপরাক্ষ। ৫ম, সায়াক্ষ। এই মূখ্য অপরাক্ষের অপ্রাপ্তি হইলে, ঋষিরা আর একটা গোণ অপরাক্ষ স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

অপরাক্ষেতু সংপ্রাপ্তে অভিজিদ্ভোহিণোদয়ে। (স্মৃতি)।

অষ্টম ঘটিকা ও নবম ঘটিকা রূপ অপরাক্ষ প্রাপ্ত হইলে। শ্রুতির মতে ও লোকিকে যদিচ সায়াক্ষ অপরাক্ষের মধ্যে পড়িয়া যায়, কিন্তু তাহা পিতৃকার্য্যের অযোগ্য কাল। ‘রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ক

কক্ষয়’। (স্মৃতি)। সায়াক্ষ তিন মুহূর্ত্ত, তাহার নাম রাক্ষসী। আর তাহা সকল কার্য্যেই নিষিদ্ধ। *। রাজা-হঃসখিভাষ্ট্চ। পা ৫। ৪। ৯১। তৎপুরুষ সমাসে রাজন্ অহন্সখি এই সকল শব্দের উত্তর টচ্ প্রত্যয় হয়। *। অহোহক্সএতেভ্যঃ। পা ৫। ৪। ৮৮। সর্ক একদেশ সংখ্যাত পুণ্য সংখ্যাবাচক ও অবায় শব্দের পরস্থিত অহন্স শব্দ স্থানে সমাসাত্ত পরে অহ আদেশ হয়। [এক-দেশ অপররাক্ষ শব্দে দেখ]। *। অহোহক্সভ্যঃ। পা ৮। ৪। ৭। রকার যুক্ত অকারাক্ষ পূর্বপদের পরস্থিত অহ এই প্রকৃতির নকার মুক্চত্ব হয়। [পুংলিঙ্গের হ্রস্ব অপররাক্ষ শব্দে দেখ]।

অপরাক্ষক (ত্রি) অপরাহ্নে ভবন্ অপরাক্ষ ভবার্থে বৃন্। অপরাহ্নে জাত। শেষ বেলায় জাত। *। পূর্ক্সাহ্না-পরাক্ষাহ্নমূলপ্রদোষাবস্করাহ্নুন্। পা ৪। ১। ২৮। তাহাতে হয় এই অর্থে পূর্ক্সাহ্ন, অপরাহ্ন, আর্দ্রা, মূল, প্রদোষ, অবস্কর এই সকল শব্দের উত্তর বৃন্ প্রত্যয় হয়। অপরাহ্নে ভবং এই অর্থে ঠঞ-ক্রিলে আপরাহ্নিক একরূপ পদও হইবে। ‘পূর্ক্সাহ্নে চাপরাহ্নিকম্’। (স্মৃতি)। অপরাহ্নের কার্য্য পূর্ক্সাহ্নে করিবে।

অপরাক্ষতন (ত্রি) অপরাহ্নে ভবং টুল্-তুট্চ। অপ-রাহ্নে জাত। *। বিভাষা পূর্ক্সাহ্নাপরাহ্নাত্যাম্। পা ৪। ৩। ২৪। পূর্ক্সাহ্ন এবং অপরাহ্ন শব্দের উত্তর বিকল্পে টু ও টুল্ প্রত্যয় হয় এবং তাহাদের স্থানে তুট্-হইয়া থাকে।

অপরিকলিত (ত্রি) ন পরিকলিতম্। নঞ-তৎ। অদৃষ্ট। অশ্রুত।

অপরিক্রম (ত্রি) নাস্তি পরিক্রমো যত্। নঞ-বহুব্রী। উদ্বেগ রহিত। (পুং) ন পরিতঃ ক্রমঃ ক্রমণম্ অভা-বার্থে নঞ-তৎ। সকল দিকে গমনের অভাব। (ত্রি) ন পরিগতং ক্রমন্। নঞ-তৎ। ক্রম পরিগত নহে। অপরিপাটিক। পরিপাটীহীন।

অপরিক্লিষ্ট (ত্রি) পরিক্লিষ্ট-ভাবে ক্ত নাস্তি পরিক্লিষ্টং ক্লেশো যত্। নঞ-বহুব্রী। অনায়াস সাধ্য। বাহ্য করিতে কোন কষ্ট নাই। কঠোর ক্ত নঞ-তৎ। ক্লেশ-শূন্য। বাহার ক্লেশ নাই।

অপরিগত (ত্রি) ন পরিগতম্। নঞ-তৎ। অজ্ঞাত। অপ্রাপ্ত।

অপরিগৃহীত (ত্রি) ন পরিগৃহীতম্। নঞ-তৎ। অস্বী-কৃত। অগৃহীত। অজ্ঞাত। অপ্রাপ্ত।

অপরিগ্রহ (পুং) পরিগ্রহণে পরি-গ্রহ-ভাবে অপ্। নঞ-
তৎ। পরিগ্রহের অভাব। জ্ঞানের অভাব। স্বীকারের
অভাব। পরিগ্রহণে ধর্মকর্মার্থ স্বীকৃতিতে কর্মণি
অপ্ পরিগ্রহঃ স্ত্রী, নাস্তি পরিগ্রহঃ স্ত্রী সংসারীয় দ্রব্যং
বা যন্ত। নঞ্ বহুব্রী। স্ত্রীরহিত। পরিব্রাজক।

‘পতিঃ পশুনাং পরিগ্রহোহভূৎ’। (কুমার ১। ৫৩।)

শিব স্ত্রী শূন্ত হইয়াছেন। পরিচারক হীন। পরি-
গ্রহণে দ্রব্যং স্বস্বদ্বান্দীভূতং ক্রিয়তে যেন পরিগ্রহো
মূল্যং নাস্তি পরিগ্রহো মূল্যং যন্ত। নঞ্ বহুব্রী।
অমূল্য। ‘পরিগ্রহঃ পরিজনে পত্ন্যাং মূল্যে চ সংগ্রহে’।
(হেম)। নাস্তি পরিগ্রহো মূল্যং যন্ত। নিম্নূল। ‘পরি-
গ্রহঃ পরিজনে পত্ন্যাং স্বীকার মূল্যোঃ’। (বিখ)।
পাতঞ্জলোক্ত যম (সংযম)। ‘অহিংসাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য
পরিগ্রহো যমঃ’। (পাত ৩। ২। ৩০) অহিংসা চৌর্ধোর
অভাব, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ (গৃহকর্মের যাবতীয়
দ্রব্যের অগ্রহণ, এই সকল গুলি সংযম। *। গ্রহবৃদ্
নিশ্চি গমশ্চ। পা ৩। ৩। ৫৮। গ্রহ-বৃদ্ নির পূর্ব্বক
চি, গম এই সকল ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় হয়।

অপরিচিত (ত্রি) পরি-চি-ক্ত। নঞ-তৎ। অজ্ঞানিত
ভিন্ন। অনজ্ঞানিত। অজ্ঞাত। পরিচিত ভিন্ন। যাহার
পরিচয় জানা নাই।

অপরিচ্ছদ (ত্রি) নাস্তি পরিচ্ছদো যন্ত। অপ্রাশস্তো
নঞ্-বহুব্রী। অপকৃষ্ট বস্তাদি উপকরণ যুক্ত। মন্দ বস্তাদি
বিশিষ্ট। দরিদ্র।

অপরিচ্ছন্ন (ত্রি) পরি-চ্ছদ-ক্ত পরিচ্ছন্নম্। নঞ-তৎ। অপরি-
চ্ছন্ন মার্জন শুদ্ধাদি রহিত।

অপরিচ্ছিন্ন (ক্লী) পরি-চ্ছিদ-ক্ত। নঞ-তৎ। ইয়ন্তা-
রহিত। সীমাশূন্ত। কুটুহচৈতন্ত্যক ব্রহ্ম। (ত্রি) ইয়ন্তা-
রহিত মাত্র। সীমারহিত সমুদ্র ও আকাশাদি।

অপরিচ্ছেদ (পুং) পরি-চ্ছিদ-ঘঞ্ অভাবার্থে নঞ-তৎ।
পরিচ্ছেদের অভাব। ইয়ন্তার অভাব। (ত্রি) নঞ্
বহুব্রী। ইয়ন্তাশূন্ত।

অপরিজ্ঞান (ক্লী) ন পরিজ্ঞানম্ অভাবে নঞ-তৎ।
তত্ত্ববিবেকের অভাব। তত্ত্বজ্ঞানের অভাব। (ত্রি)
নঞ্ বহুব্রী। তত্ত্বজ্ঞান রহিত। পরমার্থ জ্ঞান শূন্ত।

অপরিণত (ত্রি) পরি-নম-ক্ত। নঞ-তৎ। অপরিপক্ব।
যাহার পরিণাম যেরূপ হওয়া উচিত তাহার অগ্রথা-
ভূত। অগ্রপ্রকারতা প্রাপ্ত। বক্র দন্তপ্রহার শূন্ত হস্তী।
‘ভীর্য়ক্দন্তপ্রহারস্ত গজঃ পরিণতোমতঃ’। (হলানুধ)

অপরিণয় (পুং) পরিণীযতে স্বং মে পতিঃ স্বং মে ভাৰ্য্যা
এবং রূপেণ পরস্পরং পরিগ্রহণে স্ত্রীপুরুষৌ যেন পরি-
নী-করণে অচ। পরিণয়ো বিবাহঃ ন পরিণয়ঃ। নঞ-তৎ।
বিবাহের অভাব।

অপরিণাম (পুং) ন পরিণামঃ অভাবে নঞ-তৎ। পরি-
ণামের অভাব। পরিপক্বতার অভাব। (ত্রি) নঞ্
বহুব্রী। পরিপক্বতাশূন্ত।

অপরিণীত (ত্রি) পরিণীযতে স্ব বিবাহ সংস্কারেণ পরি-
গ্রহণে পরি নী-ক্ত। নঞ-তৎ। বিবাহ সংস্কার হীন।
কৌমারাবস্থায়ুক্ত।

অপরিতোষ (পুং) ন পরিতোষঃ অভাবে নঞ-তৎ।
সন্তোষের অভাব।

অপরিপক্ব (ত্রি) ন পরিপক্বম্। নঞ-তৎ। পরিপক্ব নহে।
পাকা নহে। স্নিসিক্ত নহে। অব্যাপন্ন। কার্য্যাক্ষম।

অপরিমাণ (ক্লী) অভাবে নঞ-তৎ। পরিমাণের অভাব।
ইয়ন্তার অভাব। নঞ্ বহুব্রী। অপরিমিত।

অপরিপ্লান (পুং) ন পরিপ্লায়তি স্ব। পরিপ্লৈ-কর্তৃরি-ক্ত।
নঞ-তৎ। রক্তবর্ণ। আয়লা গাছ। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী।
প্লানিশূন্ত। যাহা প্লান নহে।

অপরিমিত (ত্রি) ন পরিমিতম্। নঞ-তৎ। ইয়ন্তা রহিত।
পরিমাণ শূন্ত।

অপরিমেয় (ত্রি) ন পরিমাতুং শক্যম্। নঞ-তৎ। পরি-
মাণে অশক্য। ইয়ন্তা রহিত।

অপরিবিষ্ট (ত্রি) পরি-বিশ-ক্ত। নঞ-তৎ। বেষ্টন শূন্ত।
অব্যাপ্ত। পরিবিষ্টং পরিবেশনম্ আহারীয় দ্রব্য দানং
ন পরিবিষ্টং পরিবেশনম্। নঞ-তৎ। পরিবেশন শূন্য।
যাহাকে অন্নাদি পরিবেশন করা হয় নাই।

অপরিবৃত্ত (ত্রি) ন পরিবৃত্তম্। নঞ-তৎ। অবেষ্টিত।
অনাচ্ছাদিত। অনাবৃত। যে স্থান চন্দ্রাতপাদি দ্বারা
ঢাকা হয় নাই। বৈদিক মতে অপরিবৃত্ত এই প্রকার
রূপও হইবে। তাহার অর্থ অসংশ্লিষ্ট।

অপরিশেষ (পুং) ন পরিশেষঃ। নঞ-তৎ। পরিশেষা-
ভাব। ইয়ন্তা রাহিত্য। নঞ্ বহুব্রী। ইয়ন্তা শূন্য।

অপরিষ্কার (পুং) ন পরিষ্কারঃ অভাবে নঞ-তৎ।
মার্জনাদি শোধন সংস্কারের অভাব। নঞ্ বহুব্রী।
মার্জনাদি শূন্ত। অপরিচ্ছন্ন।

অপরিষ্টি (স্ত্রী) অপগতা রিষ্টিঃ হিংসা যজ্ঞ। অপ
বৈপরিভ্যো রিষ হিংসায়াঃ ক্তিন্। পূজা। সাত্বিক
পূজাতে কোন হিংসা নাই।

অপরিসমাপ্তি (স্ত্রী) ন পরিসমাপ্তিঃ অভাবে নঞ-তৎ। সমাপ্তির অভাব। ইয়ন্তার অভাব। (ত্রি) নাস্তি পরি-সমাপ্তি র্যন্ত। নঞ-বহুব্রী। পরিসমাপ্তি শূন্ত।

অপরিসর (পুং) পরি-স্ব-অপ-ন পরিসরঃ। নঞ-তৎ। বিস্তারের অভাব। প্রচারের অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। বিস্তার শূন্ত।

অপরিহরণীয় (ত্রি) পরি-হৃত্ব-শক্যং পরি-হ-শক্যার্থে অণীয়ন্ ন পরিহরণীয়ম্। নঞ-তৎ। পরিহারের অশক্য। ত্যাগের অযোগ্য।

অপরিহার্য (ত্রি) পরিহৃত্ব-শক্যং পরি-হ-শক্যার্থে-ণাৎ ন পরিহার্যম্। নঞ-তৎ। পরিহারের অশক্য। ত্যাগের অযোগ্য।

অপরীক্ষিত (ত্রি) পরি-দ্রেক্ষ-ক্ত ন পরীক্ষিতং সম্যাগা-লোচিতম্। নঞ-তৎ। সম্যক্ আলোচিত নহে। যাহার পরীক্ষা করা হয় নাই।

অপরীত (ত্রি) পরি-ইণ-ক্ত ন পরীতম্। নঞ-তৎ। সকল দিকে যাহা ব্যাপ্ত নহে। অপরিগত। অপ্রাপ্ত।

অপরম্ (ত্রি) অপ অপগতা-রুট্-ক্রোধো যন্ত। প্রাদি বহুব্রী। বিগত ক্রোধ। যাহার ক্রোধ নাই।

অপরম্ব (ক্লী) ন পরম্ব নিষ্ঠুরম্। নঞ-তৎ। অনিষ্ঠুর। (ত্রি) নাস্তি পরম্ব-গ্রহিযন্ত। গ্রহি শূন্ত। পর্ক রহিত। গাটহীন। 'নিষ্ঠুরং পরম্বম্' ইতি 'গ্রহিণী পর্ক পর্কণী' ইতিচ। (অমর)। অপ অপগতা রবা ক্রোধো যন্ত। প্রাদি বহুব্রী। বিগত ক্রোধ। ক্রোধ রহিত। গোত্রিয়োরুপসর্জনশ্চ। পা ১। ২। ৪৮।

অপরূপ (ক্লী) অপ উৎকৃষ্টম্ আশ্চর্য্যং বা রূপম্। প্রাদি সন্। আশ্চর্য্য রূপ। সুন্দর রূপ। (ত্রি) অপ উৎকৃষ্টম্ অপকৃষ্টং বা রূপং সৌন্দর্য্যং যন্ত। প্রাদি বহুব্রী। সুন্দর রূপ যুক্ত। সৌন্দর্য্যশালী। কুরূপ। কুংসিত।

অপরেছ্যস্ (অব্য) অপরস্মিন্নহনি এছ্যস্। অপর দিনে। [অচতরেছ্যস্ শব্দে হৃজ্ দেধ]।

অপরোক্ষ (অব্য) অন্ধঃ পরং পরোক্ষং ন পরোক্ষমপ-রোক্ষম্। নঞ-অব্যয়ী। শরদাং অ। নিপাতনাং পর-স্তোকারাদেশঃ। প্রত্যক্ষ। বিষয়েজিয় সন্নিকর্ষোপগ-জ্ঞান। পরব্রহ্ম। পরব্রহ্মের অজ্ঞান রূপ-আবরণ নাই বলিয়া তিনি সর্বদা প্রকাশমান এজন্ত তিনি ইন্দ্রিয়ের নিকটস্থ না হইলেও অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ)। (ত্রি) অপরোক্ষমন্ত্যস্তীতি অর্শাদিৎ অচ্। প্রত্যক্ষের বিষয়।

অপরোক্ষানুভূতি (স্ত্রী) অপরোক্ষা চানৌ অহুভূতিশ্চেতি কর্ম্মধা। প্রত্যক্ষ রূপ জ্ঞান। (পুং) অপরোক্ষা অহু-ভূতি র্যস্মাৎ বহুব্রী। বেদান্তের প্রকরণ বিশেষ।

অপরোধ (পুং) অপ-রুধ-ভাবে ঘঞ্। রুদ্ধ করা। বন্ধ করা।

অপর্ণা (স্ত্রী) নাস্তি পর্ণং গলিতপত্রমপি ব্রতকালে জীবিকা যন্তাঃ। নঞ-বহুব্রী। পার্শ্বভী। দুর্গা। দুর্গা গিরি-রাজ গৃহে জন্ম লইয়া শিবের আরাধন সময়ে গলিতপত্রও ভক্ষণ করেন নাই। সেই জন্ত তাঁহার একটা নাম অপর্ণা হইয়াছে। 'অপর্ণা পার্শ্বভী দুর্গা'। (অমর)।

'বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ'। (কুমার ৫। ২৮।)

এই নিমিত্ত পুরাবিদ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে অপর্ণাও বলিয়া থাকেন।

হরিবংশে লিখিত আছে যে, মেনা পিতৃগণের মানস কন্ঠা। হিমালয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়া-ছিল। পরে হিমালয়ের ঔরসে এবং মেনকার গর্ভে অপর্ণা, একপর্ণা এবং একপাটলা নামে তিনটা কন্ঠা জন্মে। সেই তিন ভগিনী কঠিন তপস্তা আরম্ভ করি-লেন। একপর্ণা, গাছের কেবল একটা করিয়া পাতা খাইতেন, তজ্জন্ত তাঁহার নাম একপর্ণা হইয়াছে। কনিষ্ঠা ভগিনী একপাটলা প্রত্যহ কেবল একটা করিয়া পাতলা ফল ভক্ষণ করিতেন, তাই লোকে তাঁহাকে এক-পাটলা কহে। কিন্তু সর্বজ্যোষ্ঠা অপর্ণা, একটা পত্রমাত্রও ভক্ষণ করিতেন না, সে কারণ তাঁহার অপর্ণা নাম হইয়াছে।

মেনকা কন্ঠার এ প্রকার কঠিন তপস্তা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। জননীর প্রাণে সন্তানের ক্লেশ সহ্য না, তজ্জন্ত তিনি নিকটে আসিয়া বলিলেন—'উমা'—তুমি ওরূপ করিও না। সেই অবধি অপর্ণার নাম উমা হইয়াছে।

মহাদেবের সঙ্গে অপর্ণার বিবাহ হইয়াছিল। অসিতদেবল, একপর্ণার পাণিগ্রহণ করেন। এবং জৈ-গীষবাকে একপাটলা বরণ করিয়াছিলেন।

ন সন্তি পর্ণানি পত্রাণি যন্তাঃ। বহুব্রী। যাহার পত্র নাই। পত্রশূন্ত লতাদি।

অপৰ্ণু (ত্রি) অপ অপগত ঋত্বন্ত। প্রাদি বহুব্রী। যে দেশে বসন্তাদি সকল ঋতু নাই। (স্ত্রী) অপগত ঋতুঃ স্ত্রী কুসুমং যন্তাঃ। প্রাদি বহুব্রী। অপগত রজ্জ্বা স্ত্রী। যে স্ত্রীর আর রক্ত নিঃসরণ হয় না।

।*। অর্ন্তেচ্ছ তুঃ। উণ্ ১।৭১। ধাতুর উত্তর তু
প্রত্যয় হয় এবং তাহা কিং হইয়া থাকে।

‘ঋত্বীকৃষ্মভেদাসি বসস্তাদিহু’। (বিশ্ব)

অপর্য্যাপ্ত (ত্রি) নাস্তি পর্য্যাপ্তো মধ্যাঙ্গা যন্ত। নঞ-
বহুব্রী। অসীম। ইয়ন্তা রহিত।

অপর্য্যাপ্ত (ত্রি) পরি-অপ-কৃত। নঞ-তৎ। অযথেষ্টিত।
অসমর্থ। অসম্পূর্ণ। স্বকার্যে অক্ষম। অপরিচ্ছিন্নম্।
ইয়ন্তা রহিত। ‘অপর্য্যাপ্ত সহস্র ভাষুনা’। (মাঘ ১।২৭)।
অপরিমিত সহস্র কিরণশালী-স্বর্ঘ্য-কর্তৃক।

অপর্য্যাপ্তি (স্ত্রী) ন পর্য্যাপ্তিঃ অভাবে নঞ-তৎ। অপ-
রিচ্ছেদ। অসামর্থ্য। ‘অপর্য্যাপ্ত্যবৃত্তং প্রতি’। (স্থিতি)।
মাসে মাসে শ্রাদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলে দুই মাসে
করিবে। এক জন মারিতে আসিলে তাহার আঘাত
নিবারণ না করা।

‘পর্য্যাপ্তিঃ স্তাৎ পরিত্রাণং হস্তবারণমিত্যপি’। (অমর)

অপর্য্যায় (পুং) ন পর্য্যায়ঃ। নঞ-তৎ। পরিপাটীর
অভাব। অনবসর। অক্রম। ক্রমের অভাব। আহু-
পূর্ব্বীর অভাব। অহুক্রমের অভাব। নঞ-বহুব্রী।
পরিপাট্যাদি শূন্ত। ‘আহুপূর্ব্বী দ্বিযাং বাবুৎ পরিপাটী
অহুক্রমঃ। পর্য্যায়ঃ’। (অমর)।

‘পর্য্যায়োহবসরে ক্রমে’। (অমর)।

অপর্য্যায়িত (ত্রি) ন পর্য্যায়িতম্। নঞ-তৎ। অভিনব।
সদ্যোজাত। বাসী নহে। ‘অপর্য্যায়িতৈর্নিশ্চিদ্ভৈঃ
প্রোক্ষিতৈর্জন্তুবর্জিতৈঃ’। (নরসিং পুং)। সদ্যোজাত
অচ্ছিন্ন জনের দ্বারা ধোত এবং কীট রহিত পুষ্পদ্বারা
পূজা করিবে।

অপর্য্যদণ্ড (পুং) নাস্তি পর্য্য গ্রহি যন্ত। স-দণ্ড ইব উপ-
মিত সৎ। রাম কৃষ্ণ নামক শর। তাহাদের দণ্ডে গাইট
নাই বলিয়া ঐ রূপ নাম হইয়াছে।

অপর্য্যদী (স্ত্রী) ন পর্য্যদী। নঞ-তৎ। পর্য্যভিন্ন। চতুর্দশী,
অষ্টমী, অমাবস্তা, পূর্ণিমা, এই সকল তিথি এবং
সংক্রান্তি পর্য্য এতদ্বিত্ত।

‘চতুর্দশাষ্টমী চৈব অমাবস্তাথ পূর্ণিমা’।

পর্য্যাপ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ। (স্থিতি)।

(ত্রি) নাস্তি পর্য্য গ্রহিঃ গ্রহপ্রকরণং পরি-
চ্ছেদো বা যন্ত। গ্রহি শূন্ত বঙাদি। গাইটহীন লাঠি
প্রভৃতি। পরিচ্ছেদ শূন্ত গ্রন্থাদি। বা কপ্ অপর্কক
পর্য্যহীন।

অপল (স্ত্রী) অপ অপক্রমং লাতি গৃহ্ণাতি (নিবারয়তি)

যেন যস্মিন্ বা অপ-লা করণে অধিকরণে বা ক। পলা-
য়ন নিবারক লাঠি। গোজ। কীলক। লাঠি ধরিলে সৈদিক
দিয়া পলায়ন করা যায় না, গোজে বাধিলেও গোত্র প্রভৃতি
পলাইতে পারে না, এ জন্য লাঠির এবং গোজের
নাম অপল। নাস্তি পলং মাংসং পরিমাণবিশেষো
বা যন্ত। নঞ-বহুব্রী। মাংসহীন। চারি তোলা
অপেক্ষা ন্যূন পরিমাণ।

অপলাপ (পু) অপ মিথ্যাভূতং লপ্যতে অপ-লপ-ভাবে
ঘঞ। স্থিত পদার্থেরও অস্থিত রূপে কথন। নিরুপ।
অস্বীকার করা। অপ-লপ্যতে কুৎসিত ব্যবহার বারণায়
পুত্রাদিঃ অপভাষ্যতে (তিরস্কিয়তে) যেন অপ-লপ-
করণে ঘঞ। মেহ। প্রেম। পিতামাতা মেহ হেতুই
পুত্রাদির নিকট ব্যবহার বারণের জন্য ভৎসনা করেন।
এবং তুই বা রে ইত্যাদি-নিকট সম্বোধনাদি করিয়া
থাকেন।

‘অপলাপস্ত প্রোমাণকব্যয়ঃ’। (হেম)।

অপলাষিকা (স্ত্রী) অপ-লষ ইচ্ছায়াং পর্য্যায়ৈ গুচ্। প্রাদি
সৎ। তৃষ্ণা। অতিলালসা।*। পর্য্যায়াইবোৎপত্তিষু গুচ্
পা ৩।৩। ১১১। পর্য্যায় অর্থাৎ পরিপাটীক্রম; অর্হ অর্থাৎ
যোগ্যতা; ঋণ এবং উৎপত্তি এই সকল অর্থে ধাতুর
উত্তর গুচ্ প্রত্যয় হয়। ‘অপলাষিকা’ এই রূপ দন্ত্য
সকারও হইয়া থাকে।

অপলাষিন্ (ত্রি) অপ অপকর্ষে-লষ-কাঠো ইচ্ছায়াং বা
তাচ্ছীল্যাতিষু কর্তরি বিগুণ্। অল্পচিত্তি বিষয়লালসায়ুক্ত।
কুৎসিতকান্তি যুক্ত। স্ত্রী-ভীপ্-অপলাষিণী।*। অপে
চ লষঃ। পা ৩।২। ১১৪। চাঠো। অপপূর্কক এবং
বি পূর্কক লষ ধাতুর উত্তর যিগুণ্ প্রত্যয় হয়।

অপলারুক (ত্রি) অপ-অপকর্ষে-লষ-তাচ্ছীল্যাতিষু কর্তরি
উকঞ। অল্পচিত্তি ধনতৃষ্ণায়ুক্ত।*। লষ-পত-পদ-স্তা-
ভূ-বৃষ-হন-কম-গম-শূভ্য উকঞ। পা ৩।২। ১৫৪।
এই সকল ধাতুর উত্তর তাচ্ছীল্যাতি অর্থে কর্তৃবাচ্যে
উকঞ প্রত্যয় বিহিত হয়।

অপলুলন (স্ত্রী) ন পলুলনং পবিত্রকরণং পলুল পবিত্র-
করণে অদন্ত চুৎ-লুট্। নঞ-তৎ। স্নানাদি মাঙ্জন-
দ্বারা শোধনাভাব।

অপবৎ (ত্রি) অপঃ কর্ম তদন্ত্যন্ত মতৃপ্ বেদে সলোপঃ
মন্ত বভঞ্চ। কন্মযুক্ত।

অপবন (স্ত্রী) অপকৃষ্টঃ স্নানদ্বাং বনম্। প্রাদি তৎ।
উপবন। কৃত্রিম বন।

অপবরক (পুং) অপব্রিয়তে অপ-বৃ-অপ্ ততঃ সংজ্ঞায়ঃ
বৃন্। অস্তগৃহ। গর্ভাগার। বাসোক্তঃ। শরনাস্পদ।
মাৎসর্যঘর।

অপবরণ (ক্ৰী) অপ-বৃ-ভাবে লুট্। অনাবরণ। আবরণ
দূর করা।

অপবর্গ (পুং) অপবৃজ্যতে কৰ্ম্মবৃত্তঃ ত্যজ্যতেহত্ৰ অপ-
বৃজ-দণ্ড্ কৃষ্ম্। মোক্ষ। অপ-বৃজ-ভাবে ঘঞ্। ত্যাগ।
দান। অপ-বৃজ-সম্প্রদানে ঘঞ্। কৰ্ম্মফল। ফলপ্রাপ্তি।
ক্রিয়ার সাফল্য। ক্রিয়াস্ত। কার্যসমাপ্তি। পূর্ণতা।

পাণিনির একটি বৃত্ত আছে।*। অপবর্গে তৃতীয়া।
২। ৩। ৬। অপবর্গ অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তি বুঝাইলে কাল
এবং অধ্বন্য বাচক শব্দের উত্তর অত্যন্ত সংযোগার্থে
তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

অপবর্জন (ক্ৰী) অপ-বৃজ-লুট্। দান। মোক্ষ। ত্যাগ।

অপবর্জিত (ত্রি) অপ-বৃজ-ক্ত। তাক্ত। দত্ত। পরিহৃত।

অপবর্তক (ত্রি) অপ-বৃত্ গিচ্ ষুল্। (measure) যে রাশি
দ্বারা অল্প দুই বা ততোধিক রাশিকে ভাগ করিলে
কিছুই ভাগাবশিষ্ট থাকে না, তাহাকে ঐ সকল রাশির
অপবর্তক কহে। যথা, ২ অঙ্ক ৬ ও ৮ অঙ্কের অপবর্তক।
কারণ ৬ এবং ৮ অঙ্কে ২ দ্বারা ভাগ করিলে কিছুই
অবশিষ্ট থাকে না।

অপবর্তন (ক্ৰী) অপ-বৃত-গিচ্-লুট্। পরিবর্তন। আন্দো-
লন। সংক্ষেপ। লাঘব। অক্ষশাস্ত্রমতে ভাঙ্গা ভাজক
উভয়েরই তুল্য রূপ কোন অঙ্ক দ্বারা বিভাজন। অপ-
বৃত-লুট্। অপহরণ।

অপবর্তিত (ত্রি) অপ-বৃত-গিচ্-ক্ত। পরিবর্তিত।

অপবর্ত্য (ত্রি) অপ-বৃত-ণ্যৎ। (Multiple) অল্প রাশি
দ্বারা যে রাশিকে বিভক্ত করিলে কিছুই ভাগাবশিষ্ট
থাকে না, তাহাকে সেই রাশির অপবর্ত্য কহে। যেমন
১২ রাশি ৪ অঙ্কের অপবর্ত্য।

অপবাদ (পুং) অপ-বদ-ভাবে ঘঞ্। নিন্দা। অপহৃত্য।
কুৎসিত বাদ। বিবাস। প্রণয়। নিরাসন। মিথ্যা বাক্য।
আদেশ। অপ-বদ-করণে ঘঞ্। বিশেষ বিধি। যেমন,
পাণিনির একটি সাধারণ বিধি করিয়াছেন যে, (পুংসি
সংজ্ঞায়ঃ ঘঃ প্রায়েণ। ৩। ৩। ১১৮) সংজ্ঞা বিধয়ে
পুংলিঙ্গে প্রায় ঘ প্রত্যয় বিহিত হয়। তাহার পর এই
বিশেষ বিধি করিলেন যে, (হলশ্চ। ৩। ৩। ১২১)
হলন্ত ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হয়। এ হলে ঘঞ্
প্রত্যয় বিশেষ বিধি হইল বলিয়া ইহাকে ঘ প্রত্যয়ের

অপবাদ বলা যায়। পুনশ্চ, যদি এমন কথা বলা যায়
যে,—‘কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না’,—তাহা
হইলে ইহাকে সামান্ত বিধি বলা যায়। এই সামান্ত বিধি
দ্বারা জীবহিংসা নিষেধ করা হইতেছে। কিন্তু পুনর্বার
যদি এ কথা বলা যায় যে,—‘যজ্ঞের নিমিত্ত পশুবৎ
শ্রেষ্ঠ’—তাহা হইলে এটি বিশেষ বিধি হইল। এই
বিশেষ বিধি দ্বারা প্রাণীধ্বংসের ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে।
অপবাদেরিবাৎসর্গাঃ। (কুমার ২। ২৭)। বিশেষশাস্ত্র
কর্তৃক সামান্ত শাস্ত্রের জ্ঞায়।

অপ-বদ-করণে ঘঞ্। বেদান্তমতে মিথ্যাত্বত পদা-
র্থের নিবারণার্থ উপদেশ বিশেষ। যদ্বারা বাধা দেওয়া
যায়। বাধক। অপ-বদ-কর্ম্মণি ঘঞ্। কুৎসিত বাক্য।

অবর্ণাক্ষেপনির্বাদপরীবারাপবাদবৎ।

উপক্রোশো জুগুপ্সা চ কুংসা নিন্দা চ গর্হণে।

অপবাদৌ তু নিন্দাজে। (অমর)।

অবর্ণ অর্থাৎ অপ্রশংসা, আক্ষেপ, নির্বাদ, পরিবাদ,
উপক্রোশ, জুগুপ্সা, কুংসা, নিন্দা, গর্হণ, আজ্ঞা এই
সকল শব্দ অপবাদ শব্দের পর্যায়। অপবাদ স্থানে অব-
বাদ শব্দও চলিত আছে।

অপবাদস্ত নিন্দায়ামাজ্ঞা বিশ্রুতোরপি। (মেনিনী)।

অপবাদক (ত্রি) অপ-বদ-গুল্। সামান্ত শাস্ত্র হইতে
বিশেষ শাস্ত্রের ব্যবস্থাপক বিশেষ শাস্ত্র। নিন্দক।
নিরাসক। প্রতিরোধক। অঘশোকার।

অপবাদকর (ত্রি) অপবাদং করোতি অপবাদ-কৃ-ট।
অপবাদকারী। লোকের অপবাদকারী খলব্যক্তি।
[অতৃপ্তিকর শব্দে বৃত্ত দেখ]।

অপবাদিন্ (ত্রি) অপ-বদ-গিনি। অপবাদকর্তা।

অপবারণ (ত্রি) অপ-বৃ-গিচ্-লুট্। ব্যবহারক।
যদ্বারা আড়াল করা যায়। অপ-বৃ-ভাবে লুট্। (ক্ৰী)।
ব্যবধান। আধারে-লুট্। অন্তর্দ্ধি। বস্ত্রাদিতে আচ্ছা-
দন।

অন্তর্ধা ব্যবধা পুংসি বস্ত্রধ্বংসপবারণম্।

আচ্ছাদনে সম্প্রদানমপবারণমিত্যভে। (অমর)।

অপবারিত (ত্রি) অপ-বৃ-গিচ্-কর্ম্মণি ক্ত। আচ্ছাদিত।
যাহাকে আড়াল করান হইয়াছে। ব্যবধাপিত। বর্জিত।
অন্তর্হিত। অপ-বৃ-গিচ্-ভাবে ক্ত (ক্ৰী)। অপ্রকাশ।
অপবারণ।

অপবারিতক (ক্ৰী) অপবারিত-দ্বার্থে কন্। অপ্রকাশ।

অপবারক (পুং) অপ-বৃ-বাহলকাৎ উকঞ্। প্রস্তর।

অপবার্য (অব্য) অপ-বৃ-গিচ্-ল্যাপ্। আচ্ছাদন করিয়া। গোপন করিয়া। নাট্যোক্তিতে,--অন্ত ব্যক্তি যেন শুনিতে না পায়, এরূপ অচ্ছাদন করে গোপন করিয়া। যেমন,— অকল্পতী। অপবার্য সর্হবাম্পম্। (উত্তরচরিত ৪ অং)।

অপবান (পুং) অপসৃত্য বাসঃ। অপসরণ।

অপবাহ (পুং) অপসার্য বাহঃ স্থানান্তরপ্রাপণম্। এক স্থান হইতে অন্ত্র লইয়া যাওয়া। অহুমান। বৃত্তরক্ষা-কর লিখিত এক প্রকার বর্ণ বৃত্ত। তাহার লক্ষণ এই,—
মোনাঃ ষট্ সগগতি যদি নব রস রস শর যতিযুত-
মপবাহাধ্যম্। অর্থাৎ, বাহার প্রথমে একটা মগণ,
তাহার পর ক্রমে ছয়টা মগণ, তাহার পরে সগণ, তাহার
পরে দুইটা গগণ থাকে এবং নবম, পঞ্চদশ, একবিংশ
ও বড় বিংশ অক্ষরে যদি যাতি পড়ে, তবে সেই বৃত্তকে
অপবাহ কহে।

অপবাহন (ক্লী) অপ-বহ-গিচ্-ল্যাপ্। পরদেশ হইতে
কাহাকে স্বদেশে আনয়ন। এক স্থান হইতে অন্ত্র
প্রাপণ।

অপবাহ্য (ত্রি) অপ-বহ-কর্মণি গ্যাৎ। দূর করিবার যোগ্য।
অপ-বহ-গিচ্-ল্যাপ্ (অব্য)। দূরীভূত করাইয়া।

অপবিদ্ব (ত্রি) অপগতো বিদ্যো যম্মাৎ। ৫-বহত্বী।
বিদ্বশূন্ত। বাধারহিত। শতং কৃত্বনামপবিদ্বমাপ সঃ।
রঘু ৩। ৩৮। দিলীপরাজ নিরানবইটা যজ্ঞ নির্কিঁয়ে
সম্পন্ন করিলেন।

অপবিত্র (ত্রি) ন পবিত্রঃ শুদ্ধম্। পবিত্রতাসূন্ত। অশুদ্ধ।
অকৃতশৌচাদি। অশুচি।

অপবিদ্ধ (ত্রি) অপ-বাধ-ক্ত। প্রাক্ষিপ্ত। ত্যক্ত। চূর্ণিত।
প্রত্যাখ্যাত। প্রেরিত। নিরস্ত। ‘অপবিদ্ধগদঃ’। (কুমার
২। ২২)। অর্থাৎ গদা ত্যাগকারী। দ্বাদশ প্রকার পুত্রের
মধ্যে এক প্রকার পুত্র। মাতাপিতা আপনার সন্তানকে
পরিত্যাগ করিলে সেই বালককে যদি পুত্র রূপে গ্রহণ
করা যায়, তবে তাহাকে অপবিদ্ধ কহে।

মাতাপিতৃভ্যামুৎসৃষ্টং তয়োৱন্ততরেণ বা।

যং পুত্রং পরিগৃহীয়াদপবিদ্ধ স উচ্যতে।

(মহুসংহিতা ২। ১৭১)।

অপবিদ্যা (স্ত্রী) প্রাদি তৎ। অপকৃষ্ট বিদ্যা। বৌদ্ধাদির
বিদ্যা। বেদান্তাদির প্রসিদ্ধ অবিদ্যা।

অপবিষা (স্ত্রী) অপগতঃ বিষঃ বস্তাঃ। নির্কিঁবা নামে
এক প্রকার বাস। তৃণ বিশেষ।

অপবিষা, অতিবিষা, নির্কিঁবা প্রভৃতি শব্দে ঠিক

কোন গাছকে বুঝায়, সে বিষয়ে অনেক গোল দেখা
যায়। কোন কোন মতে আতাইশ (Aconitum hetero-
phyllum, Caltha Nirbisia Hamiltonii) গাছেরই
অপবিষা প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে। বনহলুদ (Cur-
cuma aromatica), শঠি (Curcuma Zedoaria),
নিমুখা (Cissampelos Pareira), খেতগোতুবী (Kyl-
lingia monocephala) প্রভৃতি বৃক্ষ অপবিষা প্রভৃতি
নামে প্রসিদ্ধ। রাজনির্ঘণ্টে অপবিষা শব্দের পর্যায়ে
নির্বিষা তৃণ, বিষহা, বিষাপহা, বিষহন্ত্রী, বিষাতাবা,
অবিষা, বিষটৈবিরিণী এই রূপ লিখিত হইয়াছে।

সচরাচর আমরা মৃত্যুর মত এক প্রকার বাসকে
অপবিষা কিংবা নির্বিষা বলিয়া থাকি। মৃত্যুর মূলে
যে রূপ গেঁউড় হয়, নির্বিষার সে রূপ হয় না। রাজ-
নির্ঘণ্টের মতে ইহা কটু ও শীতল। ইহাতে কফ, বাত,
ত্রণ, রক্তদোষ এবং নান্য প্রকার বিষ নষ্ট হইয়া থাকে।

(ত্রি) যে দ্রব্যে সমস্ত বিষ নষ্ট হয়।

অপবৃত্ত (ত্রি) অপ-বৃত-ক্ত। সমাপ্ত। বিপরীত।
উন্টান।

অপবেধ (পুং) অপকৃষ্টঃ বেধঃ। প্রাদি-তৎ। কোন দ্রব্যের
অদৃশ্যস্থানে বেধা। মণি নামক স্থান বেধা।

অপব্যয় (পুং) অপকৃষ্টঃ ব্যয়ঃ। প্রাদি তৎ। দুর্কর্মে অর্থ
ব্যয়। ধনাদির অপরিমিত ব্যয়। (ত্রি) অপগতো ব্যয়ঃ
ক্ষয়ো যন্ত। বহত্বী। বাহার ক্ষয় নাই। অবিনশ্বর।

অপব্যয়মান (ত্রি) অপ-বি-অয়-শানচ্। যে অপশাপ
করে। যে অপব্যয় করে।

অপব্রত (ত্রি) অপগতং ব্রতং নিয়মাদিকং যন্ত। অপগত
কর্ম্ম। নষ্টব্রত। (ক্লী) প্রাদি তৎ। অপকৃষ্ট ব্রত।

অপশঙ্ক (ত্রি) অপগতা শঙ্কা যন্ত। প্রাদি বহত্বী। নির্ভয়।
শঙ্কারহিত। (স্ত্রী) প্রাদি তৎ। মন্দ শঙ্কা।

অপশদ, অপসদ (পুং) অপ-শদ-সদ-বা কর্ত্তরি অচ্। নীচ।
অধম মনুষ্য।

অপশক (পুং) অপ অপকৃষ্টঃ শকঃ। প্রাদি তৎ। ব্যাক-
রগচ্ছ শক। অসংস্কৃত শক। গ্রাম্য ভাষা। আভীরাতি
নীচ জাতির কথা। অপভ্রংশ শক।

অপশব্য (ত্রি) পশবে হিতং পশু-হিতার্থে-যং পশব্যঃ
ন পশবাম্। নঞ-তৎ। পশুবৃদ্ধিবিষাতক। বাহাতে
পশু বৃদ্ধি হয় না।

অপশু (পুং) ন পশুঃ অপ্রাশস্তে নঞ-তৎ। গো অশ্ব
ভিন্ন পশু। নাস্তি পশুর্ভক্ত। নঞ-বহত্বী। পশুহীন।

অপশ্চচ্ (ত্রি) অপগতা শুক্ শোকো যন্ত। প্রাদি বহুব্রী।
অপগত শোক। (পুং) শোকহীন আত্মা।

অপশোক (ত্রি) অপগতঃ শোকো যন্ত। প্রাদি বহুব্রী।
অপগত শোক। শোকহীন। (পুং) শোক শূন্য আত্মা।

অপগতঃ শোকো যেন অপশোক বৃক্।

অপশ্চাৎ (অব্য) ন পশ্চাৎ। পশ্চাৎ নহে। [পশ্চাৎ
শব্দের হ্রস্ব অপর শব্দে দেখ]।

অপশ্চাত্তাপিন্ (ত্রি) ন পশ্চাৎ তপতি পশ্চাৎ-তপ-গিনি।
নঞ-তৎ। যে পশ্চাৎ তাপ করে না। 'অপশ্চাত্তাপিনঃ
কষ্টান্ নরকান্ যান্তি দারুণান্। (স্মৃতি)। যে পাপ
করিয়া পরে সেই জন্ত তাপ না করে, সে ভয়ঙ্কর নরক
সকল প্রাপ্ত হয়।

অপশ্চিম (ত্রি) ন পশ্চিমঃ বিরোধে নঞ-তৎ। অগ্রিম।
পশ্চাতে নহে। [পশ্চিম শব্দের হ্রস্ব অপর শব্দে দেখ]।

অপশ্র্য (ত্রি) পশ্রতীতি দৃশ-শ পশ্র ন পশ্রম্। নঞ-তৎ।
অদর্শক। যে দেখিতে পায় না। লৌকিকে অদর্শী এই
রূপ প্রয়োগই হইবে। *। পাজ্রাখাদেট্ দৃশঃ শঃ। পা
৩। ১। ১৩৭। পা ত্রা খ্রা ধেট্ ও দৃশ ধাতুর উত্তর কর্তৃ-
বাচ্য শ প্রত্যয় হয়। এখানে দৃশ ধাতুর স্থানে পশ্র
আদেশ হইয়াছে।

অপশ্রয় (পুং) অপ-শ্রি-অচ্। উপাশ্রয়। আশ্রয়। স্থান।

অপত্নী (ত্রি) অপগতা ত্নীঃ সৌন্দর্য্যাদির্যন্ত যন্তায়া। প্রাদি
বহুব্রী। শোভা বিহীন। অপত্নীক এই রূপ পদও হইতে
পারে।

অপশ্লিষ্টে (ত্রি) অপগতঃ শ্লিষ্টঃ শ্লেষো যন্তাৎ। অপ-
শ্লিষ-ক্ত। প্রাদি বহুব্রী। শ্লেষ শূন্য। সংসর্গহীন। বিযুক্ত।

অপষ্ট (ক্লী) অপ-ষ্টো-ক পৃং যলোপঃ। অকুশের অগ্র।
অপষ্টম্বকুশ্যাগ্রম্। (হেম)।

অপষ্ঠ (ত্রি) অপক্রম্য তিষ্ঠতি অপ-স্থা-ক অধাৎ বহুম্।
পলায়ন করিয়া স্থিত। কিঞ্চিৎ বাইরা দণ্ডায়মান।

অপষ্ঠু (অব্য) অপ বৈপরীত্যে তিষ্ঠতি অপ-স্থা-উণ্-কু
স্বামাদিষু চেতি বহুম্। প্রতিকূল। বিরূপ। 'অপষ্ঠু
প্রতিকূলং ত্বাৎ'। উৎ কোৎ। *। অপ হ্রঃস্বঃ।
উণ্ ১। ২৫। অপ, হ্রস্ব, স্র ইহাদের পর স্থা ধাতুর উত্তর
কু প্রত্যয় হয়। 'স্বামাদিষু চেতি বহুম্'। অপষ্ঠু প্রতিকূলম্।
(উজ্জলদত্ত)। বিপরীত। নিরবদ্য। নির্দোষ।
শোভন। (পুং) কাল। (অব্য) বাম। প্রতিকূল। অপষ্ঠুঃ
পুংসি কালে চ বামে স্তাদন্তলিঙ্গকঃ। নিরবদ্যে চ শোভ-
নার্থে চ দৃষ্টতে। (মেৎ)।

অপষ্ঠুর, অপষ্ঠুল (ত্রি) অপ-স্থা-কুরচ্ বা লভম্। প্রতি-
কূল। বিপরীত।

অপস্ (ক্লী) আপ্নোতি সমস্তং ব্যাপ্নোতি আপ-অস্ন
ব্রহ্মো বা হৃদভাবঃ। জল। 'আপ্নোজনং হৃপোপিত্তাৎ'।
(উৎ কোৎ)। কর্ম। কর্মবিশিষ্ট। (ত্রি) প্রাপ্ত
। *। আপঃ কর্মাধ্যায়াম্। উণ্ ৪। ২০৭। কর্মাধ্যা
বৃদ্ধাইলে আপ ধাতুর উত্তর অস্ন প্রত্যয় ও ব্রহ্ম বহু এবং
বিকরে নকারের আগম হইয়া থাকে। ইজ্ঞঃ সোমে-
ভিত্তদপো বো অস্ত। ঋক্ ২। ৬। ১৭। ৫।

যাস্ক, অপঃ অর্থৎ কর্মাধ্যায় এই কয়েকটি পর্যায়
করিয়াছেন,—

অপস্, অগ্রস্, দংসস্, বেব, বেপস্, বিষ্টী, ব্রত,
কর্মর, শস্ত্র, ক্রতু, করুণ, করণ, করস্, করন্তী, করিক্রৎ,
চক্রৎ, কর্ণ, কর্তোঃ, কর্তবৈ, কৃদ্বী, ধী, শচী, শমী,
শিমী, শক্তি, শির।

অপসদ (ত্রি) অপকৃষ্ট ইব সীদতি অপ-সদ-অচ্। অধম।
নীচ। 'বিবর্ণঃ পামরো নীচঃ প্রাকৃতত্ব পৃথগ্জনঃ। নিহী-
নোহপসদো জাঘঃ'। (অমর)। (পুং ক্লী) উত্তম বর্ণ
পুরুষ অধমবর্ণ ক্লীজাত বর্ণসম্বন্ধ। মূর্খাভিযুক্তাদি।

অপসম (অব্য) সমায়া অত্যয়ঃ অব্যয়ী। বৎসরাত্যয়ে।
বৎসরের নাশে। *। তিষ্ঠদণ্ড-প্রভৃতীনি চ। পা ২। ১।

১৭। তিষ্ঠদণ্ড প্রভৃতি গণ গুলি নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

অপসর (পুং) অপ-স্র-ভাবে অপ্। অপযান। পলায়ন।
অপসরতাপগচ্ছতি স্বত্বমেনে অপ-স্র-করণে অপ্। দান।
বিক্রয়। অপসরণ। স্থানান্তর গমন। (প্রতিগ্রহ ক্রিয়া-
দৌ। বাচৎ)। অপসর শব্দের ব্রজবুলিতে 'অপছর' এই
রূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

সব ঋষি আবৃত, অপছর নাচত,
কঙ্কণ কিঙ্কিণী নুপুর কলনে। (বিদ্যাপতি)

অপসরণ (ক্লী) অপ-স্র-ভাবে-লুট্। অপযান। পলায়ন।

অপসর্গ (পুং) অপ-স্রজ-ভাবে ষজ্। ত্যাগ। বর্জন।

অপসর্জন (ক্লী) অপ-স্রজ-ভাবে লুট্। ত্যাগ। বর্জন।
দান। মোক্ষ।

অপসর্প (পুং) অপ সর্পতি গুপ্তঃ চরতি অপ-স্রপ্ কর্তরি-
অচ্। গুপ্তচর। হরকরা।

বথার্হবর্ণঃ প্রণিধিরপসর্পচরঃ স্পশঃ। (অমর)।

ভাবে ষজ্। অপসরণ। চলে যাওয়া।

অপসর্পণ (ক্লী) অপ-স্রপ-ভাবে লুট্। অপযান। পলা-
য়ন। পশ্চাৎ গমন।

অপসল (ত্রি) অপ-সল-কর্তরি অচ। অপসব্যতা প্রাপ্ত।
'অপসলানি অপসব্যানি'। (শ্রুত)।

অপসলবি (অব্য) অপ-সল বা- অবি। তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের
মধ্যস্থান। পিতৃতীর্থ। 'তর্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োঃসুতরা অপসলবি
অপসব্যং বা তেন পিতৃভ্যোনিদধাতি'। (গৃহং)।
তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যস্থানের নাম অপসলবি বা অপ-
সব্য, তৎকারাই পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ডাদি দেওয়া উচিত।

অপসব্য (ক্লী) অপক্রান্তঃ সব্যং। নিরা- তৎ। দেহের
দক্ষিণ ভাগ। 'অপসব্যস্ত দক্ষিণম্'। (অমর)। তর্জনী
ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যস্থান রূপ পিতৃতীর্থ। [অপসলবি শব্দে
গৃহ দেখ]। অপগতং ভূমৌ পাতিতয়াং ভগপ্রায়ং সব্যম্।
প্রাদি স-। ভূমিতে পাতিত ভগপ্রায় বামঃ। অপ বৈ-
পরীত্যে স্-ভাবে-যং সব্যং গতিঃ। (ত্রি) বিপরীত।
দক্ষিণ দিকে স্থিত। 'অপসব্যমগৌ কৃদ্বা'। (মহু ৩।
২১৪)। 'দক্ষিণ সংস্থং কৃদ্বা'। (কুহু)। অগৌ করণ
প্রভৃতি কার্যগুলি দক্ষিণ সংস্থ করিয়া।

অপসার (পুং) অপ-স্-গিচ্-অচ্। দূরীকরণ। বহিষ্করণ।
সঞ্চালন। অপনয়ন।

অপসারণ (ক্লী) অপ-স্-গিচ্-ল্যুট্। দূরীকরণ। বহি-
ষ্করণ। চালন। অপনয়ন। বাহির করিয়া দেওয়া।
অপসারিত (ত্রি) অপ-স্-গিচ্-ক্ত। উৎসারিত। দূরী
কৃত। চালিত। বিস্তারিত। যাহাকে বাহির করিয়া
দেওয়া হইয়াছে।

অপসিদ্ধান্ত (পুং) অপক্রান্তঃ সিদ্ধান্তাৎ। নিরা- তৎ।
বৈকল্প সিদ্ধান্তের স্থিরতা আছে তাহার অন্তথা রূপ
দোষ।

'সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্যনিয়মাৎ কথা প্রসঙ্গোহপসিদ্ধান্তঃ'।
(গো-সু-০)।

কোন শাস্ত্রকারের অভ্যুগত (সম্মত) অর্থ স্বীকার
করিয়া সেই নিয়মের উল্লঙ্ঘনকারা যে অন্ত কথার প্রসঙ্গ
করা হয়, তাহার নাম অপসিদ্ধান্ত।

অপসোপান (পুং) অপক্রান্তঃ অতিক্রান্তঃ সোপানম্
আকারেণ। অতিক্রাং তৎ। হস্তিনধ। বহির্দ্বারের
সম্মুখস্থ স্তম্ভিকা স্তূপ।

অপস্কর (পুং) অপ-ক্-অপ্-প্রথাক্ নি- হুট্। অক, যুক,
চক্র ইত্যাদি রথের অবয়ব। ধরণীকোষে, অপস্কর শব্দের
অর্থে গুহঘার এবং বিটাপ লিখিত আছে; কিন্তু তাহা
হইলে পাণিনির সূত্র ব্যর্থ হয়। ০। অপস্করো রথাক্ষম্।
পা ৬। ১। ১৪৯। রথাক্ষ বৃথাইলে অপস্কর শব্দে হুট্

হয়। কিন্তু রথাক্ষ না বৃথাইলে অপস্কর এই প্রকার রূপ
হইবে। স্থলবিশেষে অপস্কর শব্দ ক্লীবলিঙ্গও দেখা যায়।

অপস্মাত (ত্রি) অপকৃষ্টম্ অমঙ্গলার্থত্বাৎ মৃতম্ উদ্ভিষ্ট
স্নাতম্। প্রাদি তৎ। মৃত উদ্দেশে স্নাত। মৃতদেহ দাহ
করিয়া যাহারা স্নান করিয়াছে। বিদেশস্থ জ্ঞাতি মরণ
সংবাদ শ্রবণে স্নান করী। (পুং ক্লী) স্নান সংস্কারের
নিমিত্ত স্থাপিত মৃত। (ক্ষীরস্বামী)।

অপস্মান (ক্লী) অপকৃষ্টঃ স্নানাৎ। নিরা- তৎ। স্নানা-
বশিষ্ট জল। যে কোন পাতস্থিত জলে কেহ স্নান
করিয়াছে।

অপস্পশ (ত্রি) স্পশতে বাধতে পরান্ প্রভূশত্ৰূন পীড়য়-
তীতি বা। প্রভূশত্রু পক্ষীয় যথার্থ বর্ণ মন্ত্রণাং সং-
গৃহীতি বা স্পশ-পচাদ্যচ্ স্পশো গৃঢ়চরঃ সৌহৃদগতো
যস্মাৎ। প্রাদি বহতী। গৃঢ়চর শূত্র। 'যথার্থ বর্ণে মন্ত্রজঃ
স্পশোহরক উচ্যতে'। (হলায়ুধ)। পতন্তে সংগৃহস্তে পস্-
কর্মণি কিপ্ পা- সি শাস্ত্রারম্ভ সমর্থক উদাহরণানি
তানি পুনঃ পশতি সংগৃহীতি পস্পশ্ অচ্। পস্ দস্ত্যাপ্তঃ
তালব্যাস্তোহপ্যন্তি। পস্পশঃ শাস্ত্রারম্ভ সমর্থক উদাহরণ
সংগ্রহঃ নাস্তি সো যত্নাঃ। নঞ-ব বহতী। ক্লী টাপ্।
শাস্ত্রারম্ভ সমর্থক উদাহরণ সংগ্রহ শূত্র শব্দ বিদ্যা।

'শব্দবিদ্যেব নো ভাতি রাজনীতিরপস্পশা' মঘ ২। ১১২।

চরহীন আমাদের রাজনীতি উদাহরণ সংগ্রহ হীন
শব্দ বিদ্যার ত্রাণ প্রকাশমান হইতেছে। 'অবিদ্যামানঃ
পস্পশঃ শাস্ত্রারম্ভ সমর্থক উপোদ্যাত সন্দর্ভগ্রহোযত্নাঃ
স। অপস্পশা শব্দবিদ্যা ব্যাকরণবিদ্যা'। (মল্লি)।
পস্পশা পাতঞ্জলভাষ্যন্তনবাহিকং তৎশূন্তেত্যর্থঃ (বাচ-০)।

অপস্মার (পুং) অপ স্মারয়তি স্মরণমপগময়তি অপ-
স্-গিচ্-পচাদ্যচ্। অপ অপগতঃ স্মারঃ স্মরণং যেন বা।
রোগবিশেষ। মুগীরোগ। মুচ্ছাবিশেষ। যথা—

'স্মৃতিভূতার্থ বিজ্ঞানমপশ পরিবর্জনে।

অপস্মার ইতি প্রোক্তস্ততোহয়ং ব্যাধিরন্তকৃৎ (সুশ্রুত)
অতীত অর্থের বিশিষ্ট জ্ঞানই স্মৃতি এবং অপ শব্দের
অর্থ বর্জন, ইহাতে পূর্বজ্ঞানের বর্জন হয় বলিয়াই ইহার
নাম অপস্মার। এই রোগে মৃত্যু ঘটে।

অপস্মার (Epilepsy) মায়ুমণ্ডলের পুরাতন রোগ।
পীড়া আক্রমণের সময়ে রোগী ভয় পাইয়া অজ্ঞান হইয়া
পড়ে, সেই অজ্ঞানতা অধিকক্ষণ থাকে না। রোগী অজ্ঞান
হইলে কখন কখন মায়ুর আক্ষেপ হয়, কখন বা কিছুই
আক্ষেপ থাকে না। কোন সময়ে শরীরের এক দিকের

স্নায়ুর আক্কেপ হয়, কখন বা দেহের সমস্ত স্নায়ুগুলে আক্কেপ হইতে থাকে। ডাক্তার নাইমিয়ার কহেন যে, এক হাজার লোকের মধ্যে গড়ে ৬ জনের মৃগী রোগ হইতে দেখা যায়। কিন্তু ডাক্তার রেনল্ড্‌স্‌ এ কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, অজ্ঞাত স্নায়বীয় পীড়ার সঙ্গে তুলনা করিলে মৃগী রোগ শতকরা প্রায় ৭ জনের হইতে দেখা যায়।

কারণতত্ত্ব—পিতামাতার মৃগী রোগ থাকিলে সন্তানেরও প্রায় এই রোগ জন্মিতে পারে। পিতা মাতার পূর্ব পুরুষের মধ্যে অজ্ঞ কোন স্নায়বীয় রোগ থাকিলেও সন্তানের মৃগী রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। ডাক্তার ফিল্ট্‌ কহেন যে, মৃগী রোগীর সন্তানদেরও মৃগী রোগ জন্মিতে পারে, তালিকা দেখিয়া এ কথা সপ্রমাণ করা কঠিন।

দ্বীপুরুষের মধ্যে কোন জাতির অধিক মৃগীরোগ হয়, তাহা ঠিক নিশ্চিত হয় নাই। অধিকাংশ লোকের ১০ বৎসর হইতে ১২। ১৩ বৎসর বয়সের সময় যৌবনাবস্থার প্রাক্কালে মৃগী রোগ আরম্ভ হয়। তন্নিম্ন, দুধেদাত পড়িলে পুনর্বার দস্ত বাহির হইবার সময়ও অনেকের অপস্মার হইয়া থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় এ রোগ কচিং আরম্ভ হইতে দেখা যায়।

মস্তিষ্কে আঘাত লাগিলে চর্ম্মের নিম্নে কিম্বা অভ্যন্তরিক যন্ত্রে কোন পদার্থ প্রবেশ করিলে; অথবা টিনিয়া কিম্বা অজ্ঞ কোন প্রকার কৃমি থাকিলে; মস্তকের অপরিমিত গঠন অর্থাৎ মাথার এক দিকের চেয়ে অপর দিকের গঠন বিভিন্ন প্রকার হইলে; মস্তকের ভিতরে অর্ধদ, কীটাদি পরাঙ্গপুষ্টি কিম্বা প্রদাহাদি বিদ্যমান থাকিলে, অথবা ভিতরে অস্থি বৃদ্ধি হইলে মৃগীরোগ জন্মিতে পারে।

অতিশয় বা অস্বাভাবিক রতিক্রিয়া; মুচ্ছারোগ; উন্মাদাদি অজ্ঞ প্রকার স্নায়বীয় পীড়া; স্ক্রোফিউলা; প্রেস্ত্রাবের পীড়া; উপদংশ; হঠাৎ অত্যন্ত ভয়; অত্যন্ত ক্রোধ; অত্যন্ত মানসিক চিন্তা বা মনস্তাপ; সীস ধাতু বা সিমুলকার দ্বারা বিষাক্ততা প্রভৃতি নানা কারণে অপস্মার রোগ জন্মিতে পারে।

পূর্বকালে কোন কোন জাতির এই রূপ বিশ্বাস ছিল যে, দেবতারা রুষ্ট হইলে মানুষকে শাপ দেন; মৃগীরোগ সেই অভিশম্পাতের ফল। ইহুদী, গ্রিক এবং রোমক পণ্ডিতরা অপস্মার রোগকে ‘ভূতে পাওয়া’ বলিয়া মানিতেন।

নিদান তত্ত্ব—অপস্মার রোগের নিদানতত্ত্ব অতি-

শয় কঠিন। মৃত্যুর পর শারীরিক নিৰ্ম্মাণের প্রায় কোন প্রকার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। তজ্জন্ত এখন সকলেই ইহাকে ক্রিয়াবিকার জনিত ব্যাধি বলিয়া স্বীকার করেন। ওয়েল্‌স্‌, বচেট্‌, কল্ডউল, স্কোভার ভ্যাণ্ডার কক্‌ প্রভৃতি চিকিৎসকগণ বলেন যে, মস্তিষ্কের পিটুইটারি বডির, মস্তিষ্কের খেতাংশের এবং মেডিউলা অবলংগেটা প্রভৃতি স্থানের বিকৃতি অজ্ঞ মৃগীরোগ জন্মে। কিন্তু এই সকল স্থানের পরিবর্তন সর্বত্র দেখা যায় না। বাহা হউক, অপস্মারের লক্ষণ দেখিলে কশেরু মজ্জা এবং লম্ব মজ্জা এই পীড়ার প্রকৃত স্থান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

লক্ষণ। পূর্বাবস্থা—অজ্ঞান হইবার আগে রোগী কতকগুলি পূর্ব লক্ষণ জানিতে পারে। এই সকল পূর্ব লক্ষণ সর্বত্র সমান নহে। কাহারও মস্তক বেধনা করিয়া উঠে, কিম্বা হঠাৎ মস্তক ঘুরিতে থাকে। তখন রোগী চারিদিকে নানা প্রকার বর্ণ দেখিতে পায়। আমাদের বৈদ্যশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বায়ুজনিত অপস্মার রোগে রোগী অরুণ ও কৃষ্ণ প্রভৃতি নানা বর্ণের রূপ দেখিতে পায়। ‘পর্যায়রূপ কৃষ্ণানি পশ্চে-জ্রপানি চানিলাৎ’। গৈতিক অপস্মারে রোগী হরিদ্রা ও রক্ত বর্ণ দেখে। ‘পীতাস্থগ্‌ রূপ দর্শনঃ’। শৈল্পিক অপস্মারে রোগী শুক্লবর্ণ রূপ দেখিতে পায়। পশ্চন্‌ শুক্লানি রূপানি শৈল্পিকমুচাতে চিরাৎ। কখন বা সমুদ্রে আগুন জলিতেছে বলিয়া ভ্রম জন্মে। কোন কোন স্থলে মুচ্ছা হইবার পূর্ব রাত্রিতে রোগী পুনঃ পুনঃ অগ্নির স্বপ্ন দেখে। এই রূপ অবস্থা কিঞ্চিৎ কাল থাকিলে তাহার পর কাণের ভিতরে নানা প্রকার শব্দ হয়, রোগী চক্ষে আর স্পষ্ট দেখিতে পায় না। নাসিকায় সকল প্রকার আত্মাণ অত্যন্ত উগ্র বলিয়া বোধ হয়, পুনঃ পুনঃ হাঁচি হইতে থাকে। ক্রমে মুখত্রি বিরূপ হইয়া আসে, কোন দ্রব্য খাইলে হয় ত তাহার ঠিক আশ্বাদ বুঝিতে পারা যায় না। তাহার পর শ্বাস-নলীতে ঘড়্‌ ঘড়্‌ শব্দ হইতে থাকে এবং রোগী সমুদ্রে নানা প্রকার কাল্পনিক দৃশ্য স্পষ্ট দেখিতে পায়।

মুচ্ছা হইবার অল্প বা অধিক কাল পূর্বে এই সমস্ত লক্ষণের মধ্যে কোন না কোনটা অতি অল্প ব্যক্তিরই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু মৃগীরোগের আর একটা প্রধান লক্ষণ আছে। রোগী হতজ্ঞান হইবার অব্যবহিত পূর্বে এই রূপ বোধ করে, যেন কটদেশ হইতে একটা কৃমি

সড় সড় করিয়া পৃষ্ঠবংশ দিয়া মস্তকে উঠিতেছে। কোন কোন ব্যক্তির ধারণা অল্পপ্রকার। তাহারা সম্ভবতঃ বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছে যে, মুচ্ছার পূর্বে কটদেশ হইতে ঠিক যেন শীতল জলের ধারা পৃষ্ঠবংশের উপর দিকে ঠেলিয়া উঠে। কচিং কখন ঐ ধারা অত্যন্ত উষ্ণ বলিয়াও বোধ হয়। এই রূপ পূর্ক লক্ষণ জানিতে পারিলে রোগী সাবধান হইতে পারে, নতুবা জলে কিম্বা অগ্নিতে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

মূচ্ছাবস্থা—মূচ্ছা হইবার পূর্বে রোগী ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। সেই চীৎকার শুনিলে সকলেরই মনে আতঙ্ক জন্মে। তাহার পর মস্তকে, গ্রীবাদেশে ও হস্ত পদে ঘন ঘন আক্ষেপ হইতে থাকে। সচরাচর শরীরের একপার্শ্বেরই অধিক আক্ষেপ হয়। হাতের সমস্ত অঙ্গুলি দৃঢ় ও জড়ীভূত হইয়া যায় এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ওটাঠিয়া হাতের তলে আসিয়া পড়ে। ওষ্ঠ মৃতদেহের মত বিবর্ণ হয়; দাঁতকপাটা লাগে; কখন কখন এই অবস্থায় রোগী, দন্তদ্বারা জিহ্বাদি কাটিয়া ফেলে; মূখ দিয়া ফেন নির্গত হয় এবং দন্ত দ্বারা জিহ্বাদি কাটিয়া ফেলিলে তাহাতে রক্ত মিশ্রিত থাকে। গলনলী প্রভৃতির আক্ষেপ জন্ম অতিশয় শ্বাস-রুদ্ধ জন্মে; চক্ষের তারা ঘুরিয়া বেড়ায়, গ্রীবাদেশের এবং কপালের গীরা উচ হইয়া উঠে; হৃৎস্পন্দনের আবেগ অতিশয় বৃদ্ধি হয়; ফলতঃ সে সময়ে রোগীর অবস্থা দেখিলে, গীত্বেই মৃত্যু ঘটিবে এই রূপ বোধ হইয়া থাকে। এই রূপ অবস্থা প্রায় ২।৩ মিনিট থাকে, তাহার পর রোগী নিদ্রাভিভূত হয়।

মূচ্ছার পর—মূচ্ছার অলক্ষণ পরেই কোন কোন রোগী সুস্থ হইয়া আপনার কার্যাদি করিতে পারে। কেহ কেহ সজ্ঞান হইয়া আবার কিঞ্চিৎ কাল নিদ্রিত থাকে। নিদ্রার সময়ে অনেকের কনীনিকা প্রসারিত হয়, তৎকালে চক্ষুর কাছে প্রদীপ ধরিলে তারা কুঞ্চিত হয় না। ঘুম ভাঙ্গিলে শরীর চর্মল ও মানিবুদ্ধ বোধ হয়, তত্ত্বিন্ন অল্প কোন উপদ্রব দেখা যায় না। কিন্তু কোন কোন রোগী এই অবস্থায় উদ্ভয়ের ভ্রায় প্রলাপ দেবে। মধ্যে মধ্যে নানা রূপ ভ্রম বাকা কহে। উঠিয়া দাঁড়াইলে মাতালের মত তাহার পা টলিতে থাকে। রোগী এরূপ উদ্ভ্রান্ত হইলে তখন আগনাকে কিম্বা অন্য ব্যক্তিকে আঘাত করিতে পারে। কিঞ্চিৎ কাল পরে এ প্রকার অবস্থা দূরীভূত হয় এবং রোগী

সজ্ঞান হইয়া পড়ে। জ্ঞান হইলে পীড়ার কোন বৃত্তান্ত তাহার স্মরণ থাকে না।

প্রকৃত মৃগীরোগ একবার ঘটিলে রোগী নিশ্চিত পুনঃ পুনঃ মুচ্ছিত হয়; কিন্তু কত দিন অন্তর অন্তর মুচ্ছা ঘটতে পারে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। পীড়ার প্রথম প্রকাশের পর দীর্ঘ কাল অন্তর মুচ্ছা হইয়া থাকে। প্রথম মুচ্ছার পাঁচ ছয় মাস, বা পাঁচ ছয় বৎসর, আবার কোন কোন স্থলে ১০।১২ বৎসর পরে দ্বিতীয় বার মুচ্ছা হয়। কিন্তু সচরাচর তরুণাবস্থার বৎসরের মধ্যে প্রায় ২।৩ বার মুচ্ছা হইয়া থাকে। ক্রমে পীড়া কঠিনও গাঢ় হইয়া বসিলে তখন দিবসের মধ্যে ৩।৪ বার মুচ্ছা হইতে পারে। কচিং কোন কোন রোগী বিনা চিকিৎসায় ১৪।১৫ বৎসর সুস্থ থাকিতে পারে, তাহার পর হঠাৎ এক দিন পীড়া পুনর্বার প্রকাশিত হয়।

উপসর্গ—পুনঃ পুনঃ রোগাক্রমণ ঘটিলে ক্ষুধামান্দ্য, বুদ্ধির জড়তা, ভ্রম, এবং আয়ুষ্কর হয়। কদাচিৎ কেহ কেহ উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে।

ভাবিকল—যৌবনাবস্থার পূর্বে নানা প্রকার কুক্রিয়ার নিমিত্ত এই রোগ জন্মিলে, কিম্বা জীজ্ঞাতির জরায়ুর ক্রিয়াবিকার হইতে মৃগীরোগ উপস্থিত হইলে আরোগ্যের আশা থাকে। কিন্তু যৌবনাবস্থার পর পুনঃ পুনঃ রোগাক্রমণ ঘটিলে ইহার প্রতীকারের আশা থাকে না। অনেক স্থলে দেখা যায়, চক্ষু ঘোলা ও ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণ হইলে এবং মুখমণ্ডল কতকটা পাগলের মত দেখাইলে রোগের প্রতীকার হয় না।

রোগনির্ণয়—হিষ্টিরিয়া নামক মুচ্ছারোগে রোগীর কিছু কিছু জ্ঞান থাকে, কিন্তু মৃগীরোগে রোগীর কিছুই জ্ঞান থাকে না। হিষ্টিরিয়া রোগে রোগীর উদরের মধ্য হইতে একটা গুল্ম উপর দিকে যেন ঠেলিয়া উঠে, এই রূপ অনুভব হয়; কিন্তু মৃগীরোগে কীটাদির মত কোন পদার্থ পৃষ্ঠদেশে অনুভব হইয়া থাকে। অতএব এই দুই পীড়াকে সহজেই প্রভেদ করা যায়। মৃগীরোগে রোগী অধিকক্ষণ অজ্ঞান হইয়া থাকে না এবং ইহাতে অত্যন্ত শ্বাস রুদ্ধ হয়; কিন্তু সংজ্ঞাসে রোগী দীর্ঘকাল অজ্ঞান হইয়া থাকে এবং তাৎক্ষণিক শ্বাসরুদ্ধ হয় না। শৈশবাবস্থার ক্ষরের সঙ্গে শিশুদের আক্ষেপ (convulsion) হইয়া থাকে, কিন্তু মৃগীরোগে জর না থাকিলেও মুচ্ছা হয়।

চিকিৎসা—অনেকের বিশ্বাস এই যে, মৃগীরোগে হোমিওপ্যাথী এবং বৈদ্যশাস্ত্র মত চিকিৎসাতেই কিঞ্চিৎ উপকার দর্শে, এলোপ্যাথী চিকিৎসা তাদৃশ ফলপ্রদ নহে। মুচ্ছাঁ হইবার পূর্বে লক্ষণ জানিতে পারিলে রোগীকে উপযুক্ত শযায় শোয়াইয়া দিবে। যাহাতে শ্বাসক্রিয়ার কিম্বা রক্তসঞ্চালনের কোন ব্যাঘাত জন্মে, তেমন প্রতিবন্ধ শীঘ্রই দূর করিয়া ফেলিবে। অজ্ঞানাবস্থার দস্তদ্বারা জিহ্বা কাটিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা। অতএব মুখের ভিতরে জিহ্বা প্রবেশ করাইয়া কসের দাঁতের নিম্নে এক খণ্ড কাক দিয়া রাখিলে আর সে আশঙ্কা থাকে না। তাহার পর রোগীর মস্তক বালিসের উপরে কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া রাখিবে। মুচ্ছাঁর পূর্বে পৃষ্ঠে কুমিসঞ্চার কিম্বা জলধারা অনুভব করিতে পারিলে তাহার উপরি ভাগ বস্ত্রদ্বারা বাধিয়া দিবে এবং নাইট্রাইট অব্ আমাইল (Nitrite of Amyl) নামক ঔষধের বাষ্প আশ্বাস করাইবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা মুচ্ছাঁ ও আক্ষেপের প্রকোপ অনেকটা কমিতে পারে। আক্ষেপের পর রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়িলে তাহাকে উদ্ভাস্ত করিবে না। অত্যাশ্র অনেক প্রকার মুচ্ছাঁরোগে ও আক্ষেপে রোগীর মস্তকে ও মুখে শীতল জল প্রয়োগ করিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। কিন্তু মৃগীরোগে শীতল জল সিঞ্চনে কিছুই ফল হয় না। শৈশবাবস্থার মৃগীরোগই আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। অতএব চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে পীড়ার মূল কারণ নিশ্চিত করা আবশ্যক। অজ্ঞানতা বশতঃ বালকেরা এবং ভদ্রবংশের কোন কোন বালবিধবারা হুঙ্কিয়া করিয়া থাকে। চিকিৎসক সবিশেষ অনুসন্ধান লইয়া তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা পাইবেন। ভয়, হুঙ্কিতা, অস্ত্রে ক্রুদি এবং জরায়ুর ক্রিয়াব্যতিক্রম প্রভৃতি কোন প্রকার কারণ বিদ্যমান থাকিলে প্রথমে তাহার শাস্তি করা আবশ্যক। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা মতে নিম্ন লিখিত ঔষধ গুলি মৃগীরোগে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মুখমণ্ডল ও চক্ষু উজ্জ্বল; কনীনিকা প্রসারিত; আলোক পানে চাহিতে কষ্ট বোধ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ৬-১২ বা অধিক ডাইলিউশন্ বেলোডোনা ভলের সঙ্গে সেবন করাইবে। অত্যন্ত আক্ষেপ এবং মুখ বিবর্ণ হইলে কপ্ৰুম (cuprum) প্রশস্ত।

কর্ণে কন্ কন্ শব্দ; মস্তক ঘূর্ণন; স্নায়বিক দুর্বলতা,

মলবন্ধ; ক্রোধ; মুখশোষ; উদরক্ষীতি প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ৩ ডাইলিউশন্ নক্সভমিকা (nux-vomica) ২ বিন্দ্ মাত্রার পরিষ্কার জলের সঙ্গে প্রত্যহ তিন বার সেবন করিতে দিবে।

শৈশবাবস্থার উদরে বেদনা; অল্প বয়স; এক দিকের গণ্ড পাণ্ডুবর্ণ, অত্র দিকের গণ্ড রক্তবর্ণ প্রভৃতি লক্ষণের পর মৃগীরোগের মুচ্ছাঁ হইলে চেমোমিল্লা (chamomilla) ঔষধে উপকার করে।

নূতন এবং পুরাতন মৃগীরোগে কালী হাইড্রিড (Kali Hydriod) ঔষধ সেবন করাইলে এককালে পীড়া আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। এই ঔষধ ৩ ডাইলিউশন্ প্রয়োগ করিলে বিলক্ষণ ফল দর্শে।

মৃগীরোগ গ্রস্ত ব্যক্তি অধিক মানসিক চিন্তা কিম্বা পরিশ্রম করিবেন না। রাত্রি কালে অল্প ভোজন করা কর্তব্য। অধিক রতি ক্রিয়া নিষিদ্ধ। অল্প ভোজন, সর্দদা আফ্রাদ আমোদ এবং যৎসামান্য পরিশ্রম করিলে শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকে। তামাকু, মদিরা প্রভৃতি সকল প্রকার মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

এলোপ্যাথী—মৃগীরোগ নিবারণের নিমিত্ত এলোপ্যাথী চিকিৎসা মতে নানা প্রকার ঔষধ প্রযুক্ত হয়। নিম্নে তাহার কতকগুলির বিবরণ লিখিত হইতেছে।

১ নাইট্রেট অব্ সিলভার (Nitrate of Silver)—ডাক্তার ফিল্টে মৃগীরোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহার তেজ অতিশয় উগ্র, সে কারণ শূন্যাদরে সেবন করা কর্তব্য নহে। ১ গ্রেণের আটভাগের এক ভাগ, জেন্সিয়ানের সার ২ গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ভোজনের পর সেবন করিবে। ডাক্তার পেরী ক্লোরাইড অব্ সিলভারের (chloride of silver) প্রশংসা করেন। এই সকল রৌপ্য ষটিত ঔষধ অধিক কাল সেবন করিলে দেহ বিবর্ণ হয়। তজ্জন্ত ২।৩ মাস সেবনের পর কিছু দিনের জন্ত ইহা স্থগিত রাখা কর্তব্য।

২ অক্সাইড অব্ জিঙ্ক (Oxide of zinc) — হার্পিন্ প্রভৃতি অনেক সুবিদিত চিকিৎসক এই ঔষধের প্রশংসা করেন। ডাক্তার ব্যাবিংটন্ সল্ফেট অব্ জিঙ্ক অধিক হিতকর বিবেচনা করেন। আবার ডাক্তার বার্গেসের মতে কফেট অব্ জিঙ্ক অধিক উপকারী। কিন্তু আজি কালি ভেলিরিয়ানেট অব্ জিঙ্কের অধিক আদর দেখা যায়। দস্তা ষটিত ঔষধ এই রূপে প্রয়োগ করিবে,—

অকুমাইড্ অব্ জিঙ্ক	২৪ গ্রেণ
এছিমিডিসের সার	২৪ ”
একত্র মিশ্রিত করিয়া ১২টী বটিকা করিবে। প্রত্যহ রাস্ত্রে প্রত্যহ দুইটী বটিকা সেবন করা আবশ্যক।	
ভেলিরিয়েনেট্ অব্ জিঙ্ক	১২ গ্রেণ
সল্ফেট্ অব্ কুইনাইন্	১২ ”
পিল বিয়াই কম্পঃ	২৪ ”
একত্র মিশ্রিত করিয়া ১২টী বড়ী করিবে। প্রত্যহ দুইটী বড়ী সেবন করা আবশ্যক।	
ফক্ফেট্ অব্ জিঙ্ক	১৮ গ্রেণ
পিল বিয়াই কম্পঃ	২৪ ”
একত্র মিশ্রিত করিয়া ১২টী বড়ী। প্রত্যহ দুইটী বটিকা সেবন করিবে।	

৩ তুঁতে।—মৃগীরোগে তুঁতেও একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমাদের দেশের সন্ন্যাসীরা নাটার সারের সঙ্গে এই ঔষধ প্রয়োগ করেন। এলোপ্যাথী চিকিৎসকেরাও ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাক্তার হাপিন্ এমো-নিয়টেড্ কপারের অধিক পক্ষপাতী। তুঁতে ১ গ্রেণ, নাটার সার ১২ গ্রেণ। একত্র মিশ্রিত করিয়া চারিটী বটিকা করিবে। প্রত্যহ ইহার ২ টী বড়ী সেবন করা আবশ্যক।

৪ ডিজিটেলিস্।—আয়লণ্ডে বহুকাল হইতে এই ঔষধ মৃগীরোগে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। ডাক্তার শার্ক্, ক্রাম্পটন্, ক্রমাক্, করিগান্ প্রভৃতি চিকিৎসক-গণ ইহার বিস্তর প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহার ফাণ্টেই নাকি অধিক উপকারী। অধিককাল ডিজিটেলিস্ ব্যবহার করিলে বিষক্রিয়া করিতে পারে, অতএব ইহা সাবধানে প্রয়োগ করিবে।

৫ ব্রোমাইড্ অব্ পটাস্। সার্ চার্লস্ লক্, ডাক্তার রেনল্ডস্, ডাক্তার উইলিয়মস্ প্রভৃতি অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক মৃগীরোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন। ব্রোমাইড অব পটাস্ ৫ গ্রেণ, কলম্বোর ফাণ্ট অর্দ্ধ ছটাক। এক মাত্রা। প্রত্যহ তিন বার সেবন করিবে। এই ঔষধ অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়ে, অতএব ইহা সাবধানে ব্যবহার করিবে।

৬ আইওডিড্ অব্ পটাস্।—মস্তকের অস্থি বৃদ্ধি হইলে কিম্বা পুষ্কন প্রমাহাদি থাকিলে এই ঔষধে উপকার করে। চিরাতার ফাণ্টের সঙ্গে ৩ গ্রেণ মাত্রায়

প্রত্যহ ২।৩ বার সেবন করিবে।

বৈদ্যক—অপস্মার রোগে বৈদ্যেরা কয়েকটা মুষ্টি-যোগ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে, মুচ্ছা-কালে নিম্নলিখিত ধূপ প্রয়োগ করিলে কিছু উপকার করিতে পারে। নকুল, পেচক, বিড়াল, শকুনি, কীট (বিচ্ছু), সর্প ও কাক ইহাদের যথাসম্ভব ঠোট, পক্ষ ও বিঠা দ্বারা ধূপ দিলে আক্ষেপাদির শাস্তি হয় এবং শীঘ্র চৈতন্য হইয়া থাকে।

অণুভূতাবস্থায় ছুঁকের সহিত শতমূলীর রস, তৈলের সহিত রসুনের রস এবং মধুর সহিত ব্রহ্মীশাকের রস সেবন করিলে কোন কোন ব্যক্তি দীর্ঘকাল সুস্থ থাকে।

এই রোগে বৃহৎ ছাগাদি তৈল, মাস তৈল, নারায়ণ তৈল প্রভৃতি পাক তৈল মাখাইবে এবং বৃহৎ ছাগাদি ঘৃত, চতুর্মুখ এবং যে সকল ঔষধে দস্তা, তাম্র ও রৌপ্য আছে তাহাতেই ফল দর্শে। সচরাচর নিম্নলিখিত ঔষধ গুলি প্রযুক্ত হয়।

বৃহৎ পঞ্চগব্য ঘৃত—গব্য ঘৃত ৪ সের প্রথমে মুচ্ছা করিয়া লইবে। তাহার পর, গোময় রস ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের, গব্য হৃৎ ৪ সের, গব্য ছুঁকের দধির মাত ৪ সের, এই সকল দ্রব্য ২।৩ দিন অন্তর অন্তর ক্রমশঃ ঘূতের সহিত পাক করিবে।

কাথার্থ—দশমূল, ত্রিকলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়চি ছাল, ছাতিম ছাল, আপাদের মূল, নাল বৃক্ষ, কটকী, সোঁদাল ফল, ডুমুর ফল, কুড়, ছুরালতা, প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, সিদ্ধ করিয়া শেষ ১৬ সের। এই কাথ ঘূতের সহিত পাক করিবে।

ককার্থ—বামুনহাটী, আকনাদী, ত্রিকটু, তেউড়ী-মূল, হিজল বীজ, গজপিঙ্গলী, অড়হর ফল, মুর্ঝামূল, দস্তীমূল, চিরাভা, চিতামূল, শ্রামালতা, অনন্তমূল, রক্তরোড়া, গন্ধতণ, ময়না ফল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা। ঘূতের সহিত পাক করিবে। পাক শেষ হইলে ঘৃত ছাঁকিয়া মাটির পাत्रে রাখিবে। গব্য ছুঁকের সহিত অর্দ্ধতোলা ঘৃত প্রত্যহ সেবন করিলে অপস্মার রোগ নিবারণ হয়।

চণ্ডভৈরব—পারদ, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক মনঃশিলা, রসাজন, এই সমস্ত দ্রব্য সমানংশে লইয়া একত্র গোমূত্রের সঙ্গে মর্দন করিবে। তাহার পর পুনঃক্ষার দ্বিগুণ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রের অন্নকণ পাক করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা ৫ রতি। হিঙ্গু, লবণ,

কুড়চূর্ণ, ঘৃত ও গোমূত্রের সঙ্গে সেবন করিতে হয়।

এতদ্ভিন্ন, অপস্মার রোগে কুম্ভাণ্ড ঘৃত, পলকবাদ্য তৈল, মহা চৈতস ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করিলে উপকার দর্শিতে পারে।

অলঙ্কার শাস্ত্রেয় ত্রিশ প্রকার ব্যভিচারিতার মধ্যে ব্যভিচারিতা বিশেষকেও অপস্মার কহে।

অপস্মারিন্ (ত্রি) অপস্মারোহন্ত্যন্ত অপস্মার অন্ত্যার্থে

ইনি। অপস্মাররোগযুক্ত। যাহার মৃগীরোগ আছে।

অপস্ম্য (ত্রি) আপ-উণ-অস্মন্ ভূষঃ অপস্ কৰ্ম্ম তস্মিন্ সাধুঃ অপস্ সাধুর্থে যৎ। সাধুকৰ্ম্মকারী।

অপস্ম্য (ত্রি) অপঃ কৰ্ম্ম ইচ্ছতি অপস্-কাচ্-উ। কৰ্ম্মেচ্ছু।

যে কৰ্ম্মের ইচ্ছা করে। *। সূপ আয়ানঃ কাচ্। পা ৩।

১। ৮। ইচ্ছাকর্তার ইচ্ছিত স্রবন্ত কৰ্ম্মের উত্তর ইচ্ছা অর্থে

কাচ্ হয়। *। ক্যাচ্ছন্দসি। পা ৩। ২। ১৭০। বেদ

বিষয়ে কাচ্ কাষ্ কাঙ্ এই সকল প্রত্যয়ান্ত ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় হয়।

অপহ (ত্রি) অপ-হন্ ড। অপঘাত কর্তা। যে হনন

করে। 'শোকাপহঃ'। ক্লেশাপহঃ পুত্রঃ। তমোহপহঃ

স্বর্ঘ্যঃ ইত্যাদি। *। অপে ক্লেশ তনসোঃ। পা ৩। ২।

৫০। অপ পূর্বক ক্লেশ এবং তমস্ কৰ্ম্মোপপদের পয় হন

ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় হয়। (স্ত্রী)—অপহা।

অপহত (ত্রি) অপ-হন-ক্ত। বিনষ্ট। বিনাশিত। (বাচ০)।

অপহতি (স্ত্রী) অপ-হন-ক্তিন্। অপহনন। বিনাশ।

নাশন। (বাচ০)।

অপহন্ (ত্রি) অপ হন-ক্টিপ্। বিনাশক।

অপহর (ত্রি) অপহরতি অপ-হ-কর্তরি অপ্। অপহরণ-

কর্তা। বিনাশ কর্তা।

অপহরণ (ক্ৰী) অপ-হ-ল্যুট্। স্তেয়। চুরী করা।

নিজে ভোগ করিবার ইচ্ছায় অস্ত্রের দ্রব্য গোপন করা।

(নিফেপস্ত্রাপহরণম্। মনু ১১। ৫৮)। অর্থাৎ গচ্ছিত

ধনের অপহরণ।

শূলপানি এবং জীমূতবাহন সাধারণের দ্রব্য গোপন

করাকে অপহরণ বলেন না।

বল পূর্বক গ্রহণ করা। 'রাজ্যাপহরণেন চ'। (চণ্ডী)।

রাজ্যের অপহরণ হেতু।

অপহরণীয় (ত্রি) অপহর্তুর্মহাম্ অপ-হ-অর্হ্যার্থে অনী-

রয়। অপহরণের যোগ্য। যাহা অপহরণ করিলে দোষ

বা দণ্ডের বিধি নাই।

বানস্পত্যং মূলফলং দার্কণ্যার্থঃ তথৈব চ।

ভৃগুঃ গোভ্যো গ্রাসার্থমন্তেয়ং মমূরত্ববীং। মনু ৮। ৩৩৯।

পুষ্প, মূল, ফল, হোমায়ির নিমিত্ত কাষ্ঠ এবং গো-

গ্রাসের নিমিত্ত ঘাস, এই সকল দ্রব্য না চাহিয়া লইলেও

চুরি করা হয় না।

বীকখনস্পতীনাং পুষ্পানি স্ববদাদীত ফলানি

চাপরিবৃতানাম্। (গোতম)।

যে স্থানে বেড়া নাই সে স্থানের লতার ও বৃক্ষের

পুষ্প ও ফল নিজের জ্বায় গ্রহণ করিতে পারে।

ধিগোহধনগঃ ক্ষীণবৃত্তির্বা বিক্ণুঃ স্বে চ মূলকে।

আদানানঃ পরক্ষেত্রাদ্য দণ্ডং দাতুমর্হতি। মনু ৮। ৩৪১।

যাহার হাতে পাথের নাট, একরূপ বিজ্ঞ পথিক

না চাহিয়া পরের ক্ষেত্র হইতে ছইয়াছি ইকুদণ্ড এবং

ছইটি মূল লইলে দণ্ডাৰ্হ হয় না।

পূর্ব কালের এই ব্যবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই জানা

যাইতেছে যে, তখন শাসনের এতটা কঠোরতা ছিল

না। সে কালে মানুষ বিলাসী ছিল না, কিন্তু সামান্য

গ্রাসাচ্ছাদনেই সকলে সন্তুষ্ট থাকিত। এখন পরের

ক্ষেত্রে কেহ ইকু ভাঙ্গিলে বিচারালয়ে তাহার বেড়া-

ঘাত হয়, কিন্তু লক্ষ্মীর কৃপায় প্রাচীন ভারতবাসীরা

এ কঠিন নিয়ম জানিতেন না। তাঁহাদের ক্ষেত্র শস্তা-

দিতে পরিপূর্ণ থাকিত, তাই পথিক প্রভৃতি কিছু গ্রহণ

করিলে ক্ষেত্রস্বামী তাহাতে ক্ষতিবোধ করিতেন না।

অপহর্তু (ত্রি) অপ-হ-তৃচ্। অপহারক। যে অপহরণ করে।

(স্ত্রী) ভীপ্ অপহর্ত্রী।

অপহন্ত (পুং) বহিরপগমনার্থঃ হন্তঃ। প্রাদি স০। গলহন্ত।

অঙ্কচক্র। গলায় হাত। (ত্রি) অপসারণার্থম্ উদ্যতো

হন্তো যন্ত। দন্তগলহন্ত। যাহায় গলায় হাত দিয়া

বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অপহন্তিত (ত্রি) অপহন্তঃ ক্রিয়তে স্ব অপ-হন্ত-ণিচ্-

কৰ্ম্মণি ক্ত। গলহন্ত দ্বারা নিঃসারিত। বাহ্যকে গলায়

হাত দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অপহার (পুং) অপ-হ-ঘঞ্। চোৰ্য্য। অপহরণ। অপ-

নয়ন। হানি। সন্ধান। অপচয়। 'অপহারস্বপচয়ঃ'।

(অনয়)। 'ন সাধারণধনাপহারে স্তেননিস্পত্তিঃ'।

(দায়ভাগ)। সাধারণের ধন অপহরণ করিলে সে চোর

হয় না। 'অপহারপদন্ত সন্ধানোপাভিপ্ৰায়ম্'। (জীমু०)।

এ স্থলে অপহার পদটি সন্ধান অভিপ্রায়ে লিখিত

হইয়াছে।

স্বামী অহুপযোগ। পতির অহুপকারী। 'নাপ-

হারঃ দ্বিরঃ কুৰ্য্যঃ পতিদায়াৎ কথঞ্চন'। (দানধর্ম)।
 জীরা কোন প্রকারেই পতির দায় ধন পতির অহুপ-
 কারে ব্যয় করিতে পারিবে না। 'অপহারশ্চ ধনস্বাম্য-
 হুপযোগে ভবতি'। (জীম্)। ধন স্বামীর উপকারে
 না লাগিলেই তাহা অপহার অর্থাৎ অপহরণ করা হয়।
 অপহারক (ত্রি) অপ হরতি অপ-হ-কর্তৃরি গুল্। চৌর্যা-
 কারী। অপসারণকর্তা। সঙ্গোপক। স্থানান্তরে আক-
 র্ষণকারী। 'জালাপহারকান'। (হিতো)। জালের
 আকর্ষকদিগকে। অপহারক দুই প্রকার। ১ম। অপ্র-
 কাশে অপহারক, যেমন চোর প্রভৃতি। ২য়। প্রকাশে
 অপহারক, যেমন স্বর্ণকার প্রভৃতি।

অপহারিন্ (ত্রি) অপ-হ-ণিনি। অপহর্তা। অপহরণ-
 কর্তা। (স্ত্রী) ভীপ্ অপহারিণী।

অপহাস (পুং) অপ অপ্রয়োজনে হাসঃ অপ-হস-বঞ্।
 অকারণ হাস্য। যে হাসির কোন কারণ নাই।

অপহাসোহ্কারণাৎ কৃতে। (হেম)।

অপহুব (পুং) অপ-হু-অপ্। অপলাপ। কোন বিষয়
 জানিয়া গোপন করা। স্থায়ীবস্তুর অস্থায়ী রূপে কথন।
 অপহুব দুই প্রকার, শব্দগত ও অর্থগত। শব্দগত যথা,—
 কেহ যদি এমন কথা বলে যে, 'সে আমার শত মুদ্রা
 ধারের'। বাদীর এই কথায় প্রতিবাদী যদি এ প্রকার
 উত্তর দেয় যে, 'শত মুদ্রা মিথ্যা'। তাহা হইলে ইহাকে
 শব্দগত অপহুব বলা যাইবে, কারণ এখানে শব্দ দ্বারাই
 প্রকৃত বিষয় গোপন করা হইতেছে।

অর্থগত যথা,—তুমি কি কলিঙ্গদেশে বাস করিতে?
 এই প্রশ্ন শুনিয়া কেহ যদি এমন উত্তর করে যে, 'না
 আমি কখন কলিঙ্গদেশে যাই নাই'। তাহা হইলে ইহাকে
 অর্থগত অপহুব বলা যাইবে, কারণ কলিঙ্গদেশে গমন
 না করিলে তথায় কখন বাস করা সম্ভব হয় না।

। * । অত্যস্তাপহুবে লিডুক্তব্যঃ (বাস্তিক। পা ৩।

২। ১১৪। সূত্রে)। অত্যস্ত অপলাপ অর্থে লিট্ হয়।
 যথা, কসিন্বেষবাংনীঃ? নাহনিকান জগাম্। অপহু-
 যতে বাল পুত্রাদীনাম্ অতিভোজন নিবৃত্তার্থং মিষ্টাদি
 ভ্যাং সমুপ্যতে যেন অপ-হু-করণে অপ্। স্নেহ।
 অপহুবোপলাপে চ স্নেহে চাপহুবোমতঃ। (বিখ)।

অপকৃত (ত্রি) অপকৃতেম্ অপ-কৃ-কর্মণি ক্ত। কৃত-
 পূর্বব বক্ত। যে বস্তুর অপলাপ করা হইয়াছে। বাহার
 বস্তু চুরি করা হইয়াছে। স্থানান্তরে নীত। অপসারিত।
 অপচিত্ত।

অপকৃতি (স্ত্রী) অপ-কৃ-জিন্। অপহর। অপলাপ।
 অর্থাৎকার বিশেষ। যথা, প্রকৃতং প্রতিবিধ্যাত্তপানং
 জ্ঞাদপকৃতিঃ। (সাহি° দ°)। প্রকৃত পদার্থের প্রতি-
 বোধ করিয়া সেই স্থলে তজ্জন অল্প কোন পদার্থ স্থাপ-
 নের নাম অপকৃতি। অপকৃতি অলঙ্কার দুই প্রকার।
 কোন স্থলে আগে প্রকৃত বিষয়ের অপলাপ করিয়া
 তাহার পরে অল্প বিষয়ের আরোপ। কোথাও বা আরো-
 পের পর শেষে অপলাপ করা।

অপলাপের পর আরোপ করা যথা—

নেদং নেভোমণ্ডলমম্বুরাশি, নৈতাশ্চ তারা নবফেনভঙ্কাঃ।
 নায়ং শশী কুণ্ডলিতঃ কণীশ্চো, নাসৌ কলঙ্কঃ শরিতো-
 মুরারিঃ।

এ ত আকাশ নয়—নীলাম্বু রাশি সমুদ্র। এ গুলি
 তারা নয়, কেবল নূতন ফেনরাশি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া
 চড়াইয়া আছে। ওটা চন্দ্র নহে—কণীরাজ কুণ্ডলী
 পাকাইয়া রহিয়াছে। আর উহা কলঙ্ক নহে,—জলশায়ী
 শ্রামবর্ণ মুরারি শয়ন করিয়া আছেন।

এখানে আগে প্রকৃত আকাশকে গোপন করিয়া
 পরে তাহার এক একটা বস্তুর স্থানে অল্প বস্তুর
 আরোপ করা হইয়াছে।

আগে আরোপ করিয়া তাহার পর অপলাপ যথা,—
 এতদ্বিভাতি চরমাচল চূড়চূষি হিণ্ডীরপিগুরুচিশীতমরীচি
 বিষম্।

উজ্জালিতস্ত রজনীং মদনানলস্ত ধূমং দধৎ প্রকটলাঞ্জন-
 কৈতবেন।

এই অস্তাচলচূড়াবলম্বী ফেনসমূহের স্রায় ষ্ঠেত
 কিরণ চন্দ্রমণ্ডল, সুবাক্ত কলঙ্কচ্ছলে রাত্রিতে প্রদীপিত
 মদনানলের ধূম ধারণ করিয়া বিরাজমান হইতেছে।

এখানে প্রথমে প্রকৃত বিষয়ের অপহুব না করিয়া
 পরে কলঙ্কে ধূমের আরোপ করা হইয়াছে।

গোপনীয়ং কমপ্যর্থং দ্যোত্যরিয়া কথঞ্চন।
 যদি স্নেহেণাত্তথা বাহুতথ্যেৎ সাপ্যাপকৃতিঃ। (সাহ° দ°)।

গোপনীয় কোন অর্থ কোন রূপে প্রকাশ করিয়া
 যদি স্নেহের দ্বারা কিম্বা অল্প কোন রূপে তাহার অস্তথা
 করা যায়, তবে তাহাও এক প্রকার অপকৃতি অল-
 ঙ্কার। স্নেহে যথা—

কালে বারিধারাগ্ন্যমপতিতয়া নৈব শব্দ্যতে স্বাত্মম্।
 উৎকর্ষিতাসি তরলে? নহি নহি সখি! পিচ্ছিলঃ পয়াঃ।
 কোন রমণী আপনায় প্রিয় সমীকে বলিলেন—

‘সই, বর্ষাকালে অগতিতাক্রমে (পতি শূন্য ভাবে) থাকা যায় না’। এই কথা শুনিয়া সখী জিজ্ঞাসিলেন, ‘চক্ষুশে। কেন, তুমি কি উৎকর্ষিতা হইয়াছ’? রমণী বলিলেন,—না সখি, তাহা নয়; বলি বর্ষাকালে যুক্তিকা পিছল হয়, তাই পতিত না হইয়া থাকা যায় না’।

এখানে, পতি বিনা থাকা যায় না এই গোপনীয় ভাব যে শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে, আবার সেই শব্দেরই শ্লেষার্থ দ্বারা অত্র ভাব প্রকাশ করা হইল।

শ্লেষশূন্য যথা—

ইহপুরোনিকম্পিতবিগ্রহা মিলিতিকান বনস্পত্তিনা লতা।
স্মরসি কিং সখি! কাস্তরতোৎসবং? নহি ঘনাগমরীতি
রদাহত।।

কোন রমণী আপনাসখীকে কহিলেন,—‘এই বর্ষাকালে সম্মুখবর্ত্তিনী বায়ুকম্পিত কোন লতা না বৃক্ষের সহিত মিলিতেছে’? এই কথা শুনিয়া সহচরী জিজ্ঞাসিলেন, ‘তুমি কি কাস্তরের রতোৎসব (রতি কালের উৎসব) স্মরণ করিতেছ? তাহাতে সেই রমণী উত্তর করিলেন,—না সখি! আমি বর্ষাকালের রীতিই কহিতেছি’।

‘বৃক্ষের সঙ্গে লতা মিলিত হইতেছে’—এতদ্বারা পতিসহবাস সুখ প্রকাশ করিয়া বিরহিণী রমণী পুনর্বার বর্ষাকালের রীতির উল্লেখ করিলেন। স্মরণে প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া অত্র ভাব প্রকাশ করা হইল।

অপহুবান (ত্রি) অপ-কু-শানচ্। চৌর্ধ্য কর্তা। চোর।
চোর। অপনয় কর্তা। সঙ্গোপক। অপলাপ কর্তা।
অপহুবানন্ত। (নৈষধ ১। ৪৯)। অপলাপ কারীর।
।*। অচি শূন্যাত্ত ক্রবাং যোরিষঙ্‌বঙে। পা ৬। ৪।
৭৭। শূ প্রত্যয়ান্ত পদের এবং ইবর্ণান্ত উবর্ণান্ত ধাতুর
এবং ক্র এই প্রকৃতির অঙ্গ স্থানে অজাদি প্রত্যয় পরে
ইরঙ্‌ উবঙ্‌ আদেশ হয়।

অপহুয়মান (ত্রি) অপ-কু-কর্মণি শানচ্‌ যক্‌ চ। অপ-
নীয়মান। যে বস্তুর অপলাপ করা হইয়াছে। স্থানান্তরে
রক্ষিত। অপহৃত। সঙ্গোপিত। [যকের ও মুকের হ্রস্ব
অপভ্রিয়মাণ শব্দে দেখ]।*। অকুৎ সার্বধাতুকরো
দীর্ঘঃ। পা ৭। ৪। ২৫। কৃত্তির এবং সার্বধাতুক ভিন্ন
যকার পরে অঙ্গস্ত অঙ্গ দীর্ঘ হয়।

অপভ্রিয়মাণ (ত্রি) অপ-কু-কর্মণি শানচ্‌ যক্‌ ঙ্‌কারন্ত
রিষদ্‌। চৌর্ধ্য ধন। অপলপ্যমান। সঙ্গুপ্যমান।
যে বস্তুর সঙ্গোপন হইতেছে।*। লটঃ শক্‌শানচাব
প্রথমা সমানান্তিকরণে। পা ৩। ৩। ১২৪। অপ্রথমান্ত

বিশেষণ স্থলে লট্‌ স্থানে শক্‌ ও শানচ্‌ প্রত্যয় হয়।
।*। সার্বধাতুকে যক্‌। পা ৩। ১। ৬৭। কর্ম বাচ্যে
এবং ভাববাচ্যে সার্বধাতুক পরে ধাতুর উত্তর যক্‌ হয়।
।*। রিঙ্‌ শযশিঙ্‌কু। পা ৭। ৪। ২৮। ঙ্‌-যক্‌ আর্জ
ধাতুক যকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে ঙ্‌কারের স্থানে
রিঙ্‌ আদেশ হয়। এখানে হ্রস্ব রিঙের আদেশ হইল
বলিয়া। পা ৭। ৪। ২৫। হ্রস্ব দ্বারা দীর্ঘ হইল না।
।*। আনে যক্‌। পা ৭। ২। ৮২। আন পরে অকারান্ত
অঙ্গস্থানে মকারের আগম হয়।

অপাংক্ষয় (পুং) ক্ষি নিবাস গতোঃ অচ্‌ ক্ষয়ঃ অপাং
জলানাং ক্ষয়ঃ স্থানম্‌। ৬-তৎ‌। অপাং ক্ষয়ো গতিঃ
যশিন্‌। বহুব্রী বা অলুক্‌ স০। নেজ্‌। চক্‌। কেই
কেই ইহাকে পৃথক পদ কহেন।

অপাংজ্যোতিস্‌ (ক্লী) ৬-তৎ‌ অলুক্‌ স০। বিজ্যৎ‌।
কেই কেই ইহা ভিন্ন পদ রূপে গ্রহণ করেন।

অপাংনপাং অপান্নপাং (পুং) ন পাতয়তি পত-গিচ্‌-
কিপ্‌।*। বহুলমন্ত্রাদি সংজ্ঞা ছন্দসোঃ। (বাঙ্গিক
৬। ৪। ৫১।)। ইতি গি-লোপঃ। নঞ্‌-তৎ‌ ততোঃ
৬-তৎ‌। অলুক্‌ স০। মধ্যস্থান দেবতা যজ্ঞের দেবতা
বিশেষ।*। নাগ্‌ নপান্নবেদা নাসত্য নমুচি নকুল
নথ নপুংসক নক্ষত্র নজ্‌ নাকেষু প্রকৃত্য। পা ৬।
৩। ৭৫। নভ্রাট্‌ নপাং ইত্যাদি পদ গুলি প্রকৃতি ভাবাপন্ন
থাকে অর্থাৎ ইহাদের নঞের লোপ হয় না। ‘পাদিস্তি
শত্রস্তঃ’। (সি০ কো০)। অপান্নপান্নধুমতীরপোদাঃ।
ঋক্‌ ৭। ৭। ২৪। ৪।

যাক্‌ বত্রিশটি দেবতার গণ মধ্যে অপাংনপাং গ্রহণ
করিয়াছেন। যথা—

১—বায়ু। ২—বরুণ। ৩—রুদ্র। ৪—ইন্দ্র। ৫—
পর্জন্ত। ৬—বৃহস্পতি। ৭—ত্রক্ষণস্পতি। ৮—ক্ষেত্রস্ত-
পতি। ৯—বাস্তোপতি। ১০—বাচস্পতি। ১১—অপান্ন-
পাং। ১২—যম। ১৩—মিত্র। ১৪—ক। ১৫—সরস্বান্‌।
১৬—বিশ্বকর্মা। ১৭—তাক্ষ। ১৮—মরুত। ১৯—দধিক্র।
২০—সবিতা। ২১—ঋষ্টী। ২২—বাত। ২৩—অগ্নি।
২৪—বেন। ২৫—অম্বনীতি। ২৬—ঋত। ২৭—ইন্দ্র।
২৮—প্রজাপতি। ২৯—অহি। ৩০—অহিবৃহ্য। ৩১—
সুপর্ণ। ৩২—পুরুষবা।

অপাংনপ্ত্রিয় অপান্নপ্ত্রিয় (ত্রি) অপাংনপাং দেবতা-অন্ত
অপান্নপ্ত্‌ দেবতার্থে-য। অপান্নপাং দেবতারপূজক।*।
অপাংনপ্ত্রিয়প্ত্‌ ভ্যাংঘঃ। পা ৪। ২। ২৭। অপান্নপ্ত্‌ এবং

অপাংনপ্তৃ শব্দের উত্তর তাহার এই দেবতা এই অর্থে ব প্রত্যয় হয়। অপাংনপ্তৃ দেবতার পূজক। অপাংনপ্তৃ দেবতাকে দিব্যর নিমিত্ত দ্ব্যত। (অপাংনপ্তৃ শব্দ হইতে নিপাতনে অপাংনপ্তৃ হইয়াছে)।

অপাংনপ্ত্রীয় অপাংনপ্ত্রীয় (ত্রি) অপাংনপ্তৃ দেবতাস্ত অপাংনপ্তৃ-ছ। অপাংনপ্তৃ দেবতার পূজক। অপাংনপ্তৃ দেবতাকে দিব্যর নিমিত্ত দ্ব্যতাদি। *। ছ চ। পা ৩। ২। ২৮। নিপাতসিদ্ধ অপাংনপ্তৃ এবং অপাংনপ্তৃ শব্দের উত্তর এই তাহার দেবতা এই অর্থে ছ প্রত্যয় হয়। এক সূত্রেই ঘ ও ছ এই দুই প্রত্যয় করিলে পাছে বধাসংখ্য বোধ হয় এজন্য পৃথক সূত্র করা হইয়াছে।

অপাংনাথ (পুং) ৬-তৎ অলুক্ সৎ। সমুদ্র। জলপতি। অপাংনিধি (পুং) নিধীয়তে অশ্বিন্-ধা-অধিকরণে কি। অপাং জলানাং নিধিঃ স্থানম্। ৬-তৎ অলুক্ সৎ। সমুদ্র। ‘অপাংনিধিঃ। (মাঘ ৩। ৩৯)। অপাংনিধিঃ সমুদ্রঃ (মল্লি)। অপাং জলানাং নিধিরিব। বিষ্ণু। *। উপ-সর্গে ঘোঃ কিঃ। পা ৩। ৩। ৯২। উপসর্গের পরস্থিত ঘূসংজ্ঞক দা ও ধা ধাতুর উত্তর কি প্রত্যয় হয়।

অপাংপতি (পুং) পাত্তি রক্ষতি পা-উণ্ ডতি পতিঃ অপাং জলানাং পতিঃ। ৬-তৎ অলুক্ সৎ। সমুদ্র। বরুণ। *। পাতের্ডতি। উণ্ ৪। ৫৭। পা ধাতুর উত্তর ডতি প্রত্যয় হয়। ‘ডতৌ পতিরেকঃ প্রভৌ প্রিয়ে। (উণ্-কো০)।

অপাংপাথস্ (ক্লী) অপাং জলানাং পাথঃ সারঃ। ৬-তৎ অলুক্ সৎ। পদদ্বয় মিত্যন্তে। অন্ন। চাউল। (পাণো-ভক্তম্। উজ্জলদত্ত)। *। অন্নে চ। উণ্ ৩। ২০৪। সকল ধাতুর উত্তর অস্থন্ হয় এবং অন্ন বুঝাইলে পা ধাতুর উত্তর থুৎ প্রত্যয় ও হয়।

অপাংপিত্ত (ক্লী) ৬-তৎ বা অলুক্ সৎ। অগ্নি। বা বষ্টী লুকি অপ্পিত্ত। অগ্নি। (উচিরপ্পিত্তম্। অন্নর)।

অপাংপুরীষ (ক্লী) অপাং জলানাং পুরীষঃ মলম্। ৬-তৎ অলুক্ সৎ। শৈবাল। সেওলা। *। শূ পৃ ভ্যাং কিচ্চ। উণ্ ৪। ২৭। শূ ও পৃ ধাতুর উত্তর ঈষন্ প্রত্যয় হয় এবং তাহা কিং হয়। বিষ্ঠাপুরীষঃ। (উণ্-কো০)।

অপাংযোনি (ক্লী) যু-উণ্ নি। যোনিঃ অপাং জলানাং যোনিঃ কারণম্। ৬-তৎ অলুক্ সৎ। সমুদ্র। বহি-শ্রি-ঞ-যুক্রগাহ্যদ্বিরভো নিৎ। উণ্ ৪। ৫১। বহ শ্রি ঞ যু ক্র গৈ হা স্বর এই সকল ধাতুর উত্তর নি প্রত্যয় হয় এবং তাহা নিৎ হইয়া থাকে। ‘যোনিঃ কারণে ভগতোয়য়োঃ’। (হেম)।

অপাংশুলা (ক্লী) পন্শ-উণ্-কু দীর্ঘশ্চ পাংশুঃ রজো-ব্যভিচারদোষশ্চ সোহস্ত্যন্তাঃ সিদ্ধাদিৎ লচ্। টাপ্। নঞ-তৎ। পতিব্রতা। ‘অপাংশুলানাং ধুরি কীর্তনীয়্য। (রঘু ২। ২)। পতিব্রতার অগ্রগণ্য। ‘পাংশুরজো নরি’। (উণ্-কো০)। *। অর্জিৎদৃশিকম্যামি পংশি-বাধা-মুজ্জি পশিতুগধুগদীর্ঘ ইকারশ্চ। উণ্ ১। ২৭। অর্জি চূ-দৃশ কম অম পন্শ্ বাধ এই সকল ধাতুর উত্তর কু প্রত্যয় হয় এবং অর্জ ধাতু স্থানে ঞ্জ, দৃশ ধাতু স্থানে পশ, কম ধাতুর উত্তর তুক্, অম ধাতুর উত্তর ধুক্, পন্শ ধাতুর স্থানে দীর্ঘ এবং বাধ ধাতুর ধস্থানে ইকার হয়।

অপাংসুলা (ক্লী) পন্শ-উণ্-কু দীর্ঘশ্চ পাংসুঃ রজো-ব্যভিচারদোষশ্চ সোহস্ত্যন্তাঃ সিদ্ধাদিৎ লচ্। টাপ্। নঞ-তৎ। পতিব্রতা ক্লী। ‘তালব্য। অপিদস্ত্যশ্চ সধ্বকর পাংসবঃ’। (উজ্জলদত্ত)। [কুপ্রত্যয় এবং দীর্ঘের সূত্র অপাংশুলা শব্দে দেব]। *। সিদ্ধাদিত্যশ্চ। পা ৫। ২। ৯৭। সিদ্ধাদি গণের উত্তর বিকল্পে লচ্ প্রত্যয় হয়। পক্ষে মভূগ্ প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে।

অপাংসদন (ক্লী) অপাং জলানাং সদনং স্থানম্। ৬-তৎ অলুক্ সৎ। আকাশ। স্বর্গ। সূর্য্য। কেহ কেহ অপাং এবং সদন এই রূপ দুইটা বিভিন্ন পদ গ্রহণ করেন।

অপাংসধস্ব (পুং) ৬-তৎ অলুক্ সৎ। আকাশ। কেহ কেহ সমস্ত পদ স্বীকার না করিয়া দুইটা বিভিন্ন পদ গ্রহণ করেন।

অপাংসধিস্ (ক্লী) ৬-তৎ অলুক্ সৎ। শ্রোত্র। কর্ণ। অপাংসমুদ্র (পুং) অপাং জলানাং সমুদ্রঃ স্থানম্। ৬-তৎ অলুক্ সৎ। মন। চিত্ত। মনে যত ইচ্ছা তত জলেরই চিন্তা করা যায় বলিয়া অপাংসমুদ্র শব্দে মনকে বুঝায়।

অপাক (পুং) পচ-ঘঞ পাকঃ ন পাকঃ। নঞ-তৎ। পাকের অভাব। ভুক্তান্নাদির পাকের অভাব। অন্ন প্রভৃতি ঝাইলে যদি পরিপাক না হয়, তবে তাহাকে অপাক কহে। ন বিদ্যতে পাকো যশ্চিন্। অপাকজনক। অজীর্ণতারোগ। (ত্রি) নাস্তি পাকো যন্ত। ৬-বহুব্রী। আম। অসিদ্ধ তণ্ডুলাদি। পাকো মূর্খঃ ভিন্নার্থে নঞ-তৎ। প্রাজ্ঞ। বিদ্বান্। পাক অন্ন, তণ্ডিগ্ন। অনন্ন। অশিশু। অজরা। অনিষ্পত্তি। অসিদ্ধ। অপচন। অক্লেদ। ‘পাকঃ শিশৌ জরা-নিষ্ঠা পচন ক্লেদনেষ্চ’। (বিষ)। মহুষ্যের সাধ্য এবং মানুষের অসাধ্য পাক এই দুই প্রকার। জল ও অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা তণ্ডুলাদি পাক করা মহুষ্যের সাধ্য। মানুষের অসাধ্য পাকও দুই

রূপ। যথা, কাগজকে ফলাদির পাক এক প্রকার এবং
জঠরাগ্নি দ্বারা ভুক্ত অন্নাদির পাক অল্প প্রকার।

অপাকজ (ত্রি) ন পাকাজ্জায়তে জন-ড। নঞ-তৎ।
পাকজ ভিন্ন।

‘অপাকজাত্যশীতঃ স্পর্শস্ত পবনে মতঃ’। (ভাষা. প.)।

বায়ুতে যে স্পর্শগুণ আছে তাহা পাকজ নহে।

অতি উষ্ণ নহে। অতিশীতল নহে।

অপাকরণ (ক্ৰী) অপ-আ-কৃ-ল্যুট্। নিরাকরণ। নিষেধ।

অপাকরিষু (ত্রি) অপ-আ-কৃ-বা. ইযুচ্। দূরীকরণশীল।

অপসারণক্ষম। নিবারণশীল।

অপাকর্তোন্ (অব্য) অপ-আ-কৃ-তুমর্থে তোয়ন্। অপা-

করণের জ্ঞাত। নিরাকরণার্থ। ‘পূরা বৎসানামপাকর্তোঃ’।

। *। ভাবলক্ষণে স্থেণ কৃৎস্বদি চরি হ তমি জনিভ্য-
স্তোয়ন্। পা ৩। ৪। ১৬। ভাবলক্ষণার্থে বর্তমানে স্থা,
ইণ্, কৃৎ, বদি, চরি, হ, তমি, জনি এই সকল ধাতুর
উত্তর বেদবিষয়ে তুমর্থে তোয়ন্ প্রত্যয় হয়।

অপাকর্ষন্ (ক্ৰী) অপ-আ-কৃ-মনিন্। নিরাস। নিরা-
করণ।

অপাকশাক (ক্ৰী) ন পাচ্যতেহসৌ অপাকঃ পাকানহ
ইত্যর্থঃ তথাভূতঃ শাকো যন্ত। আর্দ্রক। আদা।
আদার মূলই পাকের যোগ্য। আদার শাক পাকের
যোগ্য নহে।

অপাকিন্ (ত্রি) পাকোহস্ত্যস্ত পাক ইনি। নঞ-তৎ।
পাকশূন্য। অপাক।

অপাকৃত (ত্রি) অপ-আ-কৃ-ক্ত। নিরাকৃত। দূরীকৃত।

অপাকৃতি (ক্ৰী) অপ-আ-কৃ-ভাবে ক্তিন্। নিরাকরণ।
দূরীকরণ।

অপাকৃত্য (অব্য) অপ-আ-কৃ-ল্যাপ্। নিরাকরণ করিয়া।
শূন্য।

অপাক্রিয়া (ক্ৰী) অপ-আ-কৃ-ভাবে শ টাপ্। অপাকরণ।
অপসারণ।

অপাকৃতাং (অব্য) অধোদিক্ জাত। অপর দিক জাত।
পশ্চিম দিক জাত। [উদক্তাং দেখ]।

অপাক্ষ (ক্ৰী) অপনতম্ অমুপগতম্ অক্ষম্ ইন্দ্রিয়ম্।
অতিক্রা. তৎ। ইন্দ্রিয়ের নিকট জাত। প্রত্যক্ষ। (ত্রি)
প্রত্যক্ষের বিষয়।

অপাঙ্কেয় (ত্রি) সন্তিঃসহ পংক্তিবোজনমহতি অর্হাথে
বক্তৃতো নঞ-তৎ। সাধুগণের সহিত এক পংক্তিতে
ভোজনের অযোগ্য। আশিতোলা স্বর্ণ চোর। পতি-

তাদি। ক্ৰী. ব। নাস্তিক। ভণ্ড জটাদি ধারী। যে বেদ
বা বেদাঙ্গ অধ্যয়ন না করে। যজ্ঞাদি বিষয়ে যোগ্যতা-
হীন। ধূর্ত। শঠ। সঙ্করজাতি। চিকিৎসক। পূজারি
ব্রাহ্মণ। মাংসবিক্রয়ী। লৌহাদি নিষিদ্ধ দ্রব্য বিক্রয়-
কারী প্রভৃতি অনেক রূপ অপাঙ্কেয় মনুসংহিতায়
নির্ণীত আছে।

অপাঙ্কেয় (ত্রি) সাধুভিঃ সহ ভোজনে ন পংক্তির্মহতি।
নঞ-তৎ। অপাঙ্কেয়। সাধুর সহিত এক পংক্তিতে
ভোজনের অযোগ্য।

অপাঙ্গ (পুং) অপাঙ্গতি তির্ঘ্যাক্ চলতি নেত্রঃ যত্র অপ-
অঙ্গ-ঘঞ্। নেত্রের প্রান্ত। চক্ষুর কোণ। অপ অজ্যতে
ললাটাदि শুভ্যতে যেন অপ-অঙ্গ করণে-ঘঞ্। তিলক।
ফোঁটা। (ত্রি) অপ অপগতমঙ্গঃ যন্ত। প্রাদি বহুব্রী।
অঙ্গহীন। (স্ত্রী) অপাঙ্গী। অঙ্গহীনা স্ত্রী। ‘অপা-
ঙ্গোনেত্রাস্ত পুং যোঃ অঙ্গহীনেপি’। (হেম)।

অপাঙ্গক (পুং) অপ অপকৃষ্টমঙ্গঃ যন্ত কপ্। অপমার্গ।
আপাং। [কপের সূত্র অপরজঙ্গ শব্দে দেখ]। (পুং)
স্বার্থে কন্। নেত্রাস্ত। চক্ষুর কোণ। (ত্রি) অঙ্গহীন।

অপাঙ্গদর্শন (ক্ৰী) অপাঙ্গেন নেত্রপ্রাস্তেন দর্শনম্। ৩-৪ৎ।
কটাক্ষ। ঠার দৃষ্টি।

অপাঙ্গনেত্র (ক্ৰী) অপাঙ্গ পর্যাস্তং নেত্রম্। মধ্যপদলোপি
কর্মধা। দীর্ঘনেত্র। (ত্রি) অপাঙ্গ পর্যাস্তং নেত্রঃ যন্ত।
দীর্ঘনেত্রযুক্ত।

অপাচ্ (ত্রি) অপ অঙ্কতি অপ-অঙ্ক ক্ৰিপ্। অপগমনকর্তা।
যে চলিয়া যায়। অপভ্রংশ রূপতয়া অঙ্কতি অঙ্ক-ক্ৰিপ্।
অপ্রকাশার্থ। (স্ত্রী) ভীপ্ অপাচী, দক্ষিণদিক্। পশ্চিম
দিক। (মাধবাচার্য্য)।

অপাচীন (ত্রি) অপাচ্যাং দক্ষিণশ্চাং দিশি অপাচি অপ্র-
কাশে বা ভবং থ। দক্ষিণ দিকে জাত। অপ্রকাশমান।
বিপরীত। বিপর্য্যস্ত। অবাচীন এই প্রকার পাঠও হয়।

অপাচ্য (ত্রি) অপাচি দক্ষিণশ্চাং দিশি ভবম্ অপাচ-
ভবার্থে যৎ। দক্ষিণ দিকে জাত পদার্থ। *। ছাপ্রাগ-
পাণ্ডদক্ প্রতীচো যৎ। পা ৪। ২। ১০১। দিব্ প্রাচ
অপাচ্ উদচ্ প্রত্যাচ্ ইহাদের উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়।

অপাটব (পুং) পটোর্ভাব পটু ভাবে অণ্ পাটবং ন
বিদ্যাতে পাটবং যস্মিন্। নঞ বহুব্রী। রোগ। (ক্ৰী)।
নঞ-তৎ। পটুতার অভাব। (ত্রি) নাস্তি পাটবং যন্ত।
নঞ ৬ বহুব্রী। পটুতা শূন্য।

অপাত্ত (ক্ৰী) অপ-আ-দা-ক্ত। প্রাপ্ত। *। অচ উপ-

সর্গান্তঃ। পা ৭। ৪। ৪৭। তকারাদি কিং পরে থাকিলে
অজন্ত উপসর্গের পরস্থিত যু সংজ্ঞক দা ধাতুর স্থানে
ত আদেশ হয়।

অপাত্ৰ (ক্লী) পাত্তি রক্ষতি পা উণ্ ঙ্গুন্ পাত্ৰম্। নঞ-
তৎ। শ্রাদ্ধাদির অন্ন প্রভৃতি ভোজনের অযোগ্য। দানাদি
কার্যে অক্ষম। অভাজন। বিদ্যা দিহীন। তীরস্বয়ের
মধ্যবর্তী নহে। স্রবাদি ভিন্ন। পত্ৰ ভিন্ন। রাজ-
মস্ত্রি ভিন্ন।

পাত্ৰঞ্চ ভাজনে যোগ্যে পাত্ৰং তীরস্বয়াস্তরে।

পাত্ৰং স্রবাদৌ পর্ণেপি রাজমস্ত্রিণি চেষ্যতে। (বিশ্ব)।

‘অপাত্রে নিহিতা কাচিং’। অযোগ্য পাত্রে অর্পিত
কোন ক্রিয়াই।

। *। দাদিত্যচ্ছন্দসি। উণ্ ৪। ১৬৯। বেদ বিষয়ে
দাদির উত্তর ঙ্গুন্ প্রত্যয় হয়।

‘দাত্ৰ পাত্রে তু ছন্দসি’। (উণ্ কো ০)।

অপাত্ৰীকরণ (ক্লী) পাত্ৰং দানাদিসম্প্রদানম্ অপাত্ৰং
দানাদ্যাং ন অর্হং ক্রিয়তেহেনেন অপাত্ৰ-কৃ-করণে-লুট্
চি ঙ্গুচ্ছক্। নিম্নিত প্রতিক্রিয়া দি জনিত পাপ বিশেষ।
শাস্ত্রোক্ত নয় প্রকার পাপের মধ্যে চতুর্বিধ পাপ। যথা—
যাহাদের ধন গ্রহণ করা। শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, তাহাদের ধন গ্রহণ
জন্ম পাপ। অসহাণিজ্য। শূদ্রের সেবা। মিথ্যাকথন।
নিম্নিত্তেভ্যো ধনাদানং বাণিজ্যং শূদ্রসেবনম্।

অপাত্ৰীকরণং জ্ঞেয়মসত্যাত্ত চ ভাষণম্। যমু ১১। ৭০।

[অঙ্গীকার শব্দে চি বিধানের সূত্র দেখ]।

অপাদ্ (ত্রি) নাস্তি পাদোহস্ত। নঞ বহুব্রী অস্ত্রলোপ সৎ।
পাদশূন্য। বাহার পা নাই।

অপাদান (ক্লী) অপ অপগমনে (চলনে) অবধিষ্মেন
অদীয়েতে গৃহতে (গণাতে) অপ-আ-দা-কর্মণি লুট্।
ব্যাঙ্গরূপসিদ্ধ কারক বিশেষ। ক্রমপায়ে অপাদানম্।
পা ১। ৪। ২৪। যে অবধি হইতে বিভাগাদি হইবে অর্থাৎ
যাহা হইতে চলিত পতিতাদি ব্যতীহবে তাহারই নাম
অপাদান কারক। (অপায় শব্দের অর্থ বিভাগ, বিশ্লেষ
ইত্যাদি এবং ক্রম শব্দের অর্থ অবধি)। *। অপাদানে
পঞ্চমী। পা ২। ৩। ২৮। অপাদান কারকে পঞ্চমী
বিভক্তি হয়।

‘নির্দিষ্ট বিষয়ঃ কিঞ্চিপদান্তবিষয়স্তথা।

অপেক্ষিত ক্রিয়াক্রোতি ত্রিধাপাদানমিষ্যতে। (ভট্টহরি)।

ক্রতসাধ্য ক্রিয়ং যৎ স্তান্নির্দিষ্ট বিষয়স্ত তৎ।

উচ্চ সাধ্য ক্রিয়ং যৎ স্তাদ্ধপাত্তবিষয়স্ত তৎ।

অপেক্ষিত ক্রিয়স্তৎ স্তাৎ যৎ ক্রিয়াশূন্যমেব হি। (রাম)।

প্রস্তাবের মধ্যেই বাহার ক্রিয়া শুনা যায় তাহার
নাম নির্দিষ্ট বিষয় অপাদান। যেমন, ‘বৃক্ষাৎ পর্ণং পততি।
বৃক্ষ হইতে পত্ৰ পড়িতেছে। এখানে পতন ক্রিয়া
বাক্যের মধ্যেই শুনা বাইতেছে। বাহার অশ্রুত ক্রিয়া
অধ্যাহার করিয়া বাক্যের সঙ্গতি করিতে হয় তাহার
নাম উপাত্ত বিষয় অপাদান। যেমন, ‘যনাদিম্যোত্ততে
বিদ্বাৎ’। ‘যনান্নিঃসৃত্য বিদ্বাদ্ভিম্যোত্ততে’। বিদ্বাৎ
মেঘ হইতে বাহির হইয়া নীপ্তি পাইতেছে। এখানে
প্রথম বাক্যে ‘নিঃসৃত্য’ এ পদটি ছিল না, পরবাক্যে
তাহার অধ্যাহার হইল। যাহা ক্রিয়াশূন্য তাহার নাম
অপেক্ষিতক্রিয় অপাদান। যেমন, ‘কুতোভবান্’।
আপনি কোথা হইতে। এই প্রশ্নে আসিতেছেন এ
ক্রিয়া নাই, অথচ তাহার অর্থ অপেক্ষিত রূপে বোধ
হইতেছে। তজ্জন্ত ইহার উত্তর দিতে হইলে, ‘পাটলি-
পুত্রাৎ’। পাটলীপুত্র হইতে। এই রূপ অপেক্ষিত
অর্থাৎ ক্রিয়াশূন্যই প্রয়োগ হইবে।

অপাদান কারকে একাদশ প্রকার অর্থে পঞ্চমী
বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। ১ বাহা হইতে অপায় অর্থাৎ
বিশ্লেষ হয়। যথা—বৃক্ষাৎ পর্ণং পততি। বৃক্ষ হইতে
পত্ৰ পড়িতেছে। ২ বাহা হইতে ভয় হয়। যথা—ব্যস্তাৎ
বিভেতি। ব্যস্ত হইতে ভয় পাইতেছে। ৩ বাহা হইতে
জুগুপ্সা হয়। যথা—পাপাৎ জুগুপ্সতে ধীরঃ। ধীর
ব্যক্তি পাপ হইতে বিরত হইতেছে। ৪ বাহা হইতে
পরাজয় হয়। যথা—সিংহাৎ পরাজয়তে হস্তী। সিংহ
হইতে হস্তী পরাজিত হইতেছে। ৫ বাহা হইতে প্রমাদ
জন্মে। যথা—ধর্ম্মাৎ প্রমাদ্যতি নীচঃ। ধর্ম্ম হইতে নীচ
ব্যক্তির প্রমাদ হইতেছে। ৬ বাহা হইতে আদান হয়।
যথা—ভূপাৎ ধনমাদন্তে বিপ্রঃ। রাজা হইতে বিপ্র
ধন পাইতেছেন। ৭ বাহা হইতে জন্ম হয়। যথা—পিতৃঃ
পুত্রো জায়তে। পিতা হইতে পুত্র জন্ম লইতেছে।
৮ বাহা হইতে পরিভ্রাণ পাওয়া যায়। যথা—বাস্ত্রাৎ
গাং রক্ষতি গোপঃ। গোপাল বাস্ত্র হইতে গোরাকে
রক্ষা করিতেছে। ৯ বাহা হইতে বিরাম হয়। যথা—
জপাৎ বিরমতি বিপ্রঃ। জপ হইতে বিপ্র বিরত হইতে-
ছেন। ১০ বাহা হইতে অন্তর্হিত হয়। যথা—গুরোরস্ত-
র্দ্ধন্তে শিষ্যঃ। গুরু হইতে শিষ্য অন্তর্হিত হইতেছে।
১১ বাহা হইতে বারণ করা হয়। যথা—যবেভ্যো গাং
নিবারয়তি। যব হইতে গোরাকে নিবারণ করা হইতেছে।

অপান (ক্লী) অপানমুতি বিষ্ঠাদি অপসারতি অপ-আ-নী-ড। যদা ন প্রশস্তং পানং যেন ন প্রশস্তং পীয়তে যেন পা-করণে লুট্ বা। যোগীরা মলদ্বার দ্বারা জল আকর্ষণ করিতেন, এ জন্ত উহার নাম অপান। (পুং) অপ অধোগমনেন অনিতি জীবতি প্রাণী যেন অপ-অন-প্রাণেন ঘঞ্। অধোবায়ু। বাতকর্ষ।

‘অপানস্তত্ত্বং প্রোক্তমপানস্তত্ত্ব মারুতে’। (বিষ্ণু)।

অপ-অন-ভাবে ঘঞ্। বহির্গত প্রাণবৃদ্ধির অন্তঃ প্রবেশন। শরীরস্থিত পাঁচ বায়ুর অন্তর্গত বায়ু বিশেষ।

‘প্রাণোহপানঃ সমানশোদান ব্যানৌ চ বায়বঃ

শরীরস্তা ইমে। (অমর)।

অপানন (ক্লী) অপ-অন-ভাবে লুট্। অপাংসন। মুখও নাসিকা দ্বারা নিঃসারিত বায়ুর ভিতরে আকর্ষণ। মলমূত্রাদির অধোনয়ন। (ত্রি) অপগতম্ আননং মুখং যন্ত। প্রাদি বহুব্রী। মুখ রহিত।

অপান্তরতমস্ (পুং) অন্তরে ভবম্ অন্তর ভবার্থে অণ্। আন্তরম্ আন্তরিকম্ অপ অপগতম্ আন্তরম্ আন্তরিকং তমোহজ্ঞান রূপাঙ্ককারো যন্ত। প্রাদি বহুব্রী। বৈদ্যার্থ প্রকাশক দেব সূত বিশেষ।

অপাপ (ত্রি) পাতি রক্ষতি অস্মাদাস্মানং পা উণ্ প। নাস্তি পাপং কলুষং যন্ত। নঞ্ বহুব্রী। পাপহীন। নিম্পাপ। পাপজনক আচার শূন্ত। (অব্য) পাপস্ত-ভাবে অভাবে অব্যয়ী। পাপের অভাব। *। পানী-বিষিত্যঃ পঃ। উণ্ ৩। ২২। পা-নী-বিষ ধাতুর উত্তর প প্রত্যয় হয়। ‘পাপং কলুষং’। (উণ কো०)। অপ অপগতা আপো যস্মাৎ। প্রাদি বহুব্রী। যেখানে জল নাই। জলশূন্ত স্থান। [অপ্রত্যয়ের সূত্র অনুপ শব্দে দেখ]। অপেপ এরূপ পদও হইবে। *। অবর্ণান্তক (বাষ্টিক। পা ৬। ৩ ৯৭। সূত্রে)। অবর্ণান্ত উপসর্গের পরস্থিত অপের অকারের স্থানে বিকল্পে দ্ধিকার হয়।

অপামার্গ (পুং) অপমৃজ্যতেহেনেন ব্যাধ্যাদিঃ অপ-মৃজ-করণে ঘঞ্ কৃৎ উপসর্গো দীর্ঘশ্চ। আপাং গাছ। *। হলশ্চ। পা ৩। ৩। ১২১। হলস্ত ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হয়।

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে,—

কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং দিনোদয়ে।

অবশ্যমেব কর্তব্যং নানং নরকভীকৃতিঃ।

অপামার্গপল্লবক্ ভ্রাময়েচ্ছিরসোপরি।

কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে স্বর্ধ্য উদয়ের

পরে নরক ভীত লোকেরা অবশ্যই স্নান করিবে। এবং মন্তকের উপরে আপাণ্ডের পল্লব ঘুরাইবে।

মন্তকের উপর অপামার্গ পল্লব ঘুরাইবার মন্ত্র এই—

শীতলোক্ষ সমায়ুক্ত সঙ্কটক দলান্বিত।

হর পাপমপামার্গ ভ্রাম্যমাণঃ পুনঃ পুনঃ’।

শীতল এবং উষ্ণ ও গুণযুক্ত কণ্টকায়িত পত্রবিশিষ্ট হে অপামার্গ! মন্তকের উপরে বারংবার ভ্রমণ করিয়া আমার পাপ হরণ কর।

আপাণ্ডের এই কয়েকটি পর্যায় দেখা যায়—শৈথ-রিক। ধামার্গব। ময়ূরক। প্রত্যাক্ষপণী। কীশপণী। কিণ্বিহী। ধরমঞ্জরী। শৈথরেয়। অধামার্গব। কেশপণী। স্থলমঞ্জরী। প্রত্যাক্ষপুণী। ক্ষারমধ্য। অধোঘণ্টা। শিথরী। দুর্গ্রহ। অধ্বশল্য। কাণ্ডীরক। মকটী। চুরতি-গ্রহ। বাশির। পরাক্ষপুণী। কণ্টী। মকটপিল্লনী। কটুমঞ্জরিকা। অঘাট। ক্ষরক। পাণ্ডুকণ্টক। নালুকণ্টক। কুঞ্জ। চলিত কথায় ইহাকে আপাং, চিড়্ চিড়্ বা চড়্-চড়্ কহে।

আপাং (Achyranthes aspera) এক প্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম। প্রায় ২।৩ হাত উচ্চ হয়। লম্বা ডাঁটার চারিদিকে ইহার তীক্ষ্ণ ফলগুলি সাজান থাকে। সেই সমস্ত ফলের অগ্রভাগ গোড়ার দিকে ফিরান। এই গাছ ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈদ্যশাস্ত্রমতে আপাং তিক্ত, কটু এবং উষ্ণ। ইহা ধারক ও বাস্তিকর। ইহার দ্বারা কফ, অর্শ, কণ্ঠ, উদরাময় এবং বিষ নষ্ট হয়। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা এই গাছ বিস্তর পরীক্ষা করিয়া ইহার নানা প্রকার গুণ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহা কটু ও মৃদু বিরচক। উদরী, শোথ, অর্শ, ফোড়া এবং কণ্ঠ প্রভৃতি রোগে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। ইহার ফল ও পাতার রস বাস্তিকর। সেবন করাইলে শৃগাল কুকুর ও সাপের বিষ নষ্ট হয়। ডাক্তার টগার, ফার্মোকো-পিয়া ইণ্ডিকা নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, আপাং সর্পাঘাতে উপকার করিয়া থাকে। এ দেশের সর্প-বৈদ্যেরা, সর্পাঘাতের পরে আপাণ্ডের সমস্ত গাছ মুরীচের সঙ্গে বাটিয়া রোগীর সর্বাঙ্গে মাখাইয়া দেন এবং কাঁচা পাতার অর্দ্ধপোয়া রস খাইতে দিয়া থাকেন। ঐ রস উদরস্থ হইলে কিঞ্চিৎকাল পরেই অত্যন্ত বমন হয়। কাহারও কাহারও ভেদও হইয়া থাকে। একবার সেবন করাইলে যদ্যপি ভেদ বমি না হয়, তবে কিঞ্চিৎ

কাল পরে পুনর্বার অর্দ্ধপোয়া রস সেবন করাইবে। কিন্তু কেবল আপাঙ্গের রস সেবন করাইয়া নিশ্চিত থাকিবে না। ইহার সঙ্গে ক্ষতস্থানের উপরে তিন চারিটা তাগা বাঁধিবে, মস্তকে শীতল জলধারা ঢালিবে এবং কাপড়ের কোড়া পাকাইয়া ক্ষত অঙ্গে জোরে আঘাত করিবে। কেহ কেহ ক্ষতস্থান ছুরী দ্বারা চিরিয়া তথায় আপাঙ্গের প্রলেপ দেন। তাহাতেও না কি ভেদ-বমির উল্লেখ হয়।

মেজর মেডেন কহেন যে, আপাঙ্গের শীষের কাছে ভীমরুল, বোলতা প্রভৃতি বিষাক্ত পতঙ্গ আসিতে পারে না। আসিলে তাহাদের ইন্দ্রিয়স্বস্ত হয়, স্নতরাং আর কামড়াইতে পারে না। ডাক্তার শর্টের মতে, বৃশ্চিক প্রভৃতি কীটের দংশনে আপাং মহৌষধ। আমাদের দেশে কাহাকে বোলতা কিম্বা বৃশ্চিকাদি কামড়াইলে লোকে সেই দষ্টস্থানে আপাং বাটিয়া দেয়।

পাগলা শৃগাল কুকুরাদিতে কামড়াইলে জলাতঙ্ক হইবার পূর্বে আপাঙ মহৌষধ। প্রথমে দংশনের পর ক্ষতস্থান ছুরী দ্বারা উত্তমরূপে চিরিয়া তাহার উপরে কাঁচা আপাঙ্গের প্রলেপ দিবে। ইহার কতকটা দাহিকা শক্তি আছে, কাজেই প্রলেপদিলে ক্ষত স্থানে অনেকটা বিষ নষ্ট হইয়া যায়। তাহার পর পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিকে ৩।৪ দিন অন্তর প্রাতঃকালে অর্দ্ধপোয়া আপাং পাতার রস সেবন করাইবে। তদ্বিত্ত, সপ্তাহ অন্তর আপাং পত্রের ভাবনা দিবে। এই রূপ চিকিৎসায় রাখিয়া আহােরের সঙ্গে রোগীকে যথেষ্ট গব্য ঘৃত খাইতে দেওয়া কর্তব্য। প্রথমাবস্থা হইতে এ প্রকার যত্ন করিলে প্রায় অসাধ্য জলাতঙ্ক ঘটিতে পায় না।

শোথ এবং অর্শরোগের পক্ষে আপাঙ্গের ফাণ্টই অধিক প্রশস্ত। পত্র ও মূল ২ ড্রাম, উষ্ণ জল এক পোয়া। আবৃত পাতে ৩ ঘণ্টা ভিজাইয়া ঐ ফাণ্ট অর্দ্ধ ছটাক মাত্রার প্রত্যহ তিন বার সেবন করাইবে।

পুরাতন ঐকাহিক জরে, জরের পালার দিন প্রত্যুষে হাতে আপাঙ্গের মূল বাঁধিয়া দিলে জর নিবারণ হয়। দেখা যায়, অনেকস্থলে স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া-বিকার জন্তই পালা জর ঘটে। সেই সকল স্থানে এ প্রকার ঔষধে ফল দর্শে।

কণ্ডুরোগ (খস, পাচড়া, চুলকান ইত্যাদি) কাঁচা হলুদের সঙ্গে সমস্ত আপাং গাছ বাটিয়া সর্বাঙ্গে মাখিলে কণ্ডুরোগ নিবারণ হয়। পুরাতন ক্ষতরোগে আপাং

মহৌষধ। সর্ষপ তৈল এক পোয়া, আপাঙ্গের মূল এক ছটাক, মেটে সিদ্ধুর এক কাঞ্চ। প্রথমে ঘূঁটের পোড়ে পিতল বাটীতে তৈল চড়াইবে। মুহু সস্তাপে তৈল নিষ্ফেন হইলে প্রথমে তাহাতে সিদ্ধুর, তাহার পর আপাঙ্গের মূল ছেঁচিয়া নিষ্ফেপ করিবে। মূলগুলি ভাজা ভাজা হইলে তৈল নামাইয়া লইবে। ক্ষতস্থান পরিকার করিয়া তাহাতে প্রত্যহ ৩।৪ বার এই তৈল লাগাইলে শীঘ্র ক্ষত আরোগ্য হয়।

‘পঞ্জাব প্লাণ্ট’ নামক পুস্তকে টুয়ার্ট লিখিয়াছেন যে, প্রমেহ রোগে এবং শিশুদের উদর বেদনায় আপাং সেবন করাইলে উপকার হয়। ডাক্তার উদয় চাঁদ দত্তের মতে, দুষ্ট ক্ষতাদির পক্ষে আপাঙ্গের ক্ষার প্রশস্ত। তিল তৈল এবং আপাঙ্গের ক্ষার একত্র পাক করিয়া কাণে দিলে কর্ণগূল ও কাণ হইতে পুঁজপড়া নিবারণ হয়।

হরিতাল ভস্ম করিবার পূর্বে সম্মাসীরা আপাঙ্গের ক্ষার জলে সপ্তাহকাল হরিতাল ভিজাইয়া রাখেন। তাহাতে শঙ্খবিষের উগ্রতা নষ্ট হয়।

অপামার্গক্ষারতৈল (ক্লী) অপামার্গ ক্ষারজলৈঃ কৃত-কঙ্কেন সাধিতং তিলজং তৈলম্। ৩-তং। চক্রদত্তোক্ত কর্ণ রোগের তৈল বিশেষ।

অপামার্গতৈল (ক্লী) ৬-তং। চক্রদত্তোক্ত কুম্মিষ তৈল। অপায় (পুং) অপ-ইণ-অচ। বিভাগ জনক ক্রিয়া। *। ঋবমপায়েহপাদানাম্। পা ১।৪।২৪। [অর্থ অপা-দান শব্দে দেখ]। ‘অপায়ো বিশেষঃ’। (সিং কোং)। নাশ। অপগম। ‘স্বর্ঘ্যাপায়ে’। (মেঘ উঃ ১৭)। স্বর্ঘ্য অপগত হইলে।

অপায়িন্ (ত্রি) অপায়োহস্তাস্তীতি অপায়-ইনি। অপায় যুক্ত। বিয়োগশীল। নম্বর। বিনাশী। অপ-ইণ-গিনি (বাচঃ)। কিন্তু ‘কৃদ্ভূতঃ কারক বৃত্তিগরীয়সী’ (পাতঞ্জল ভাষ্য)। কৃতের বৃত্তি অপেক্ষা তদ্বিত বৃত্তি শ্রেষ্ঠা। এই ভ্রামাহুসারে গিনি হইতে পারে না। ‘নিতাস্তমর্থিনঃ’। (মাঘ ১। ১৭)। মাঘের এই শ্লোকের টীকায় মল্লিনাথ লিখিয়াছেন,-- অর্থোহভিলাষঃ স এষামস্তীতি মন্তর্থইনিঃ নতু গিনিঃ। কৃদ্ভূতঃ তদ্বিত বৃত্তিগরীয়সীতিভ্রামাহুঃ।

অপার (ত্রি) পরমেব অণ্ পারং নাস্তি পারং যন্ত। নঞ-বহুব্রী। পারশূন্ত। পাররহিত। যাহা দুঃখে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। অতিশয় মর্যাদাশালী। অতলম্পর্শ। যাহার ভিন্ন পার অতিদূরবর্তী। অমুস্তার্থ্য। যাহা উত্তীর্ণ হওয়া যায়

না। পার ভীর কৰ্মসমাপ্তৌ জুহোত্যাতিরদন্তঃ—যঞ্
অচ্ বা ইতি পারম্ অন্তম্ অবিদ্যমানং পারমন্তং যন্ত।
নঞ্ বহব্রী। নন্দাদির প্রথম পার। অবার এই রূপ
শব্দ ব্যবহৃত হয়। নির্ঘণ্টুতে ‘অপারে’ এই রূপ
দ্বিবচনান্ত পদ চক্ৰিশটী দ্যাবাপৃথিবী নামের মধ্যে গৃহীত
হইয়াছে।

যথা—১—স্বধে। ২—পুরধী। ৩—ধিষণে। ৪—
রোদসী। ৫—কোণী। ৬—অন্তসী। ৭—নভসী। ৮—
রজসী। ৯—সদসী। ১০—সদানী। ১১—দ্রুতবন্তী।
১২—বহনে। ১৩—গভীরে। ১৪—গন্তীরে। ১৫—
ওশো। ১৬—চর্ষো। ১৭—পার্শ্বো। ১৮—মহী।
১৯—উর্ধ্বো। ২০—পৃথ্বী। ২১—অদিতী। ২২—অহী।
২৩—দূরে অস্তে। ২৪—অপারে।

অপারে দূরপারে (নিরু. ৬। ১)—ইতি ভাষ্যে।
দূরত্বেন পরাভবং দর্শয়তি পুরাণ দৃষ্ট্যা বা লোকপর্যায়-
তাম্। (ইতি ঋদ্ধস্বামী)।

অপারগ (ত্রি) ন পারং গচ্ছতি পার-গম-ড। যে পার-
দর্শী নহে। অক্ষম। চলিত ভাষায় ‘অপারক’ এই রূপ
কথিত হয়।

অপারা (স্ত্রী) নাস্তি পারং শক্তি সীমা অস্তো বা যন্তাঃ।
নঞ্ বহব্রী। ‘অসীমশক্তি। হুর্গা। ‘ন জায়সে হরি
হরাদিত্তিরপ্যাপারা’। (চণ্ডী)। তুমি অসীমশক্তি এবং
হরি ও হর প্রভৃতিতোমাকে জানিতেছেন না। পৃথিবী।
অপারী (স্ত্রী) ন পারী। নঞ্-তৎ। পুর ভিন্ন। পরাগ
ভিন্ন। পাত্রী ভিন্ন। গাড়ু ভিন্ন। হস্তীর পাদ বন্ধন ভিন্ন।
‘পারীপুরপরাগয়োঃ। পাত্র্যাং কর্ককরিকায়াক পাদ-
বন্ধে চ হস্তিনাম্’। (হেম)।

অপার্ণ (ক্লী) অপ-অর্দ-ক্ অনিট্। অভার্ণ। সমীপা
নিকট। (ত্রি) সমীপবর্তী। নিষ্ঠা প্রত্যয়ে অর্দ ধাতু
অনিট্ করিবার পাণিনি ছইটী সূত্র করিয়াছেন। *।
অর্দে সন্নিবিভাঃ। ৭। ২। ২০। *। অভেচ্চাবিদূর্যো।
৭। ২। ২৫। সং নি বি পূর্ষক এবং অদূর অর্থে অতি
পূর্ষক অর্দ ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা প্রত্যয় করিলে ইট্ হয়
না। স্তত্রাঃ অপ পূর্ষক অর্দ ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা প্রত্যয়
করিলে নিপাতনে অনিট্ করা চাই।

অপার্থ (ত্রি) অপ-অপগতোহর্থোহভিধেয়ো ধনং বস্তু
প্রয়োজনং নিবৃতির্বা যন্ত। প্রাদি বহব্রী। নিরর্থক।
ব্যর্থ। অভিধেয় শূন্ত। ধন হীন। বস্তু রহিত। নিশ্চয়ো-
জন। অনিবৃত্ত। ন পার্থঃ। নঞ্-তৎ। পার্থ নহে।

‘অর্থোহভিধেয়ো বৈবস্তু প্রয়োজননিবৃতিবু’। (অমর)।

অপার্থকরণ (ক্লী) মোকদ্দমার মিথ্যা হেতু বাদ করা।
অপাল (ত্রি) পালয়তি রক্ষতি পাল চু-ণিচ্-অচ্ পালো
রক্ষকো নাস্তি পালো যন্ত। নঞ্ বহব্রী। পালক রহিত।
রক্ষক শূন্ত।

অপালা (স্ত্রী) ব্রহ্মবাদিনী অত্রিকল্পা।

অপালন (পুং) অপ অপকুণ্টেন (হীনেন) অবলম্ব্যতে
অপ-আ-লম্-কম্পি যঞ্। শকটের পশ্চাদ্ভাগ। গাড়ীর
পাছুদিক্।

অপাবর্তন (ক্লী) অপ-আ-বৃত-ল্যুট্। উচ্চ নীচ ভূম্যাদিতে
পতিত হইয়া লুণ্ঠন। উলটী পালটা করা। গড়াগড়ী
দেওয়া। অপাকরণ। নিরাকরণ। নিবারণ। অস্বীকার।
নিষেধ।

অপারুত (ত্রি) অপ অপক্রান্ত আবৃত্যং আবরণাৎ।
নিরা তৎ। যদা অপ নিষেধে আবৃত্যম্। অনাবৃত।
অনাচ্ছাদিত। উদ্ঘাটিত। আবরণ সরান। (পুং)
স্বতন্ত্র। স্বাধীন। আবৃত। পিহিত। আবরণযুক্ত। ‘অপা-
বৃতঃ স্বতন্ত্রে স্তাৎ পিহিতে চাপ্যাপাবৃতঃ’। (বিখ)।

অপারুতি (স্ত্রী) অপ-আ-বৃ-ক্তিন্। আবরণ নিবারণ।
আবরণ সরান।

অপারুত (ত্রি) অপ-আ-বৃত-ক্ত। অন্তরিত। পরাবৃত্ত।
নিবৃত্ত। লুপ্তিত। গড়াগড়ী দেওয়া।

অপারুতি (স্ত্রী) অপ-আ-বৃ-ক্তিন্। উদ্বর্তন। ফিরে
আসা। নিবৃত্তি। লুণ্ঠন। গড়াগড়ি দেওয়া।

অপাশ্রয় (পুং) অপ-আ-শ্রি-অচ্। মধ্য উঠানের আব-
রণ। চম্রাতপাদি। চাঁদোয়া। (ত্রি) অপ অপগত
আশ্রয়ো যন্ত। প্রাদি বহব্রী। আশ্রয় হীন।

অপাঠ (ত্রি) অপ-আ-হা-ক অঘষ্ঠাং যত্। অপাঠিত।
নিরস্ত। পলায়িত।

অপাঠু (পুং) অপ নিষেধে আতিষ্ঠতি গচ্ছতি অপ-আ-হা
উণ্ ডু অঘষ্ঠাং যত্। যে এক স্থানে থাকে না।
কাল। বালক। ‘অপাঠুঃ কাল বালয়োঃ’। (বিখ)।

অপাসক (পুং) অপা সজ্জতি তিষ্ঠতি বাণাশ্চক্ষিন্ অপ-আ
সজ্জ-অধিকরণে যঞ্। তুণ। ইব্রী। যুদ্ধের সময়ে বাণ
রাখিবার পাত্র বিশেষ। উপাসক।

অপানন (ক্লী) অপ অন্ততে অপ অস-ল্যুট্। অপসারণ।
অপক্ষেপণ। দূরীকরণ। বধ।

‘নির্দাসনং সংজ্ঞপনং নির্গ্রহনমপাননম্। ইত্যাদি
বধ’। ইত্যন্তং। (অমর)।

অপাসিত (ত্রি) অপ-অস-গিচ্-ক্ত। অপসারিত। গাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ছেদিত।

অপাস্ত (ত্রি) অপ-আ-স্থ-ক্ত। দূরীভূত। করিত। অপগত। পলায়িত। যে সরিয়া গিয়াছে।

অপাস্ত (ত্রি) অপ-অস-ক্ত। ক্রিষ্ট। নিরস্ত। দূরীকৃত। অপসারিত। ‘অপাস্ত পুংকম্’। (মাঘ ১।৫৫)। পুংক রথ বিহীনকে। খণ্ডিত।

অপাস্ত (অব্য) অপ-অস-লাপ্। ক্লেপ করিয়া। ত্যাগ করিয়া। ‘সুরানপাস্ত’। (মাঘ ১।৪৪)। দেব সকলকে ত্যাগ করিয়া।

অপাহরণ (ক্লী) অপ-আ-হৃ-ল্যাট্। আকর্ষণ। অপ-নোদন।

অপি (অব্য) ন পিবতি অর্থান্ নাশয়তি পা-উণ্-ইন্ আকারলোপশ্চ। প্রপ্ন। শঙ্কা। গর্হা। সমুচ্চয়। যুক্ত পদার্থ। অন্ন পদার্থ। সন্দেহ। কামচারক্রিয়া। সম্ভাবনা। ‘গর্হা সমুচ্চয় প্রশ্নশঙ্কা সম্ভাবনাস্বপি’। (অমর) ‘অপি সম্ভাবনা প্রশ্নশঙ্কা গর্হা সমুচ্চয়ে’।

তথায়ুক্ত পদার্থেবু কামচার ক্রিয়াসু চ। (বিখ)।

।*। সর্গধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭। সকল ধাতুর উত্তর ইন্ প্রত্যয় হয়।

গর্হ অর্থাৎ নিন্দার্থে অপি যথা—অপি সিক্ষেৎ পলাণ্ডম্। ছি! পলাণ্ডুতে জলসেক করে! সমুচ্চয়ার্থে যথা—ক্রিয়ঃ পালর পুত্রমপি। জ্যৈ এবং পুত্রকেও পালন কর। প্রশ্নার্থে যথা—অপি জানাসি কিঞ্চিৎ স্বম্? তুমি কি কিছু জান? শঙ্কার্থে যথা—অপি চোরো ভবেৎ। কি জানি যদি চোর হয়। সম্ভাবনার্থে যথা—অপি স্বাগুঃ জঘেদ্রামঃ। যদি এমন হয় যে, রাম শিবকে জয় করেন।

সম্ভাবনা হই প্রকার। ১ম। শক্য বিষয়ে উদ্যম। ২য়। শক্তির উৎকর্ষ প্রকাশের নিমিত্ত অত্যাক্তি। এই হই প্রকার সম্ভাবনা অর্থেই লিঙ্ হয়।*। সম্ভাবনে-হলমিতি চেৎ সিদ্ধাপ্রয়োগে। পা ৩।৩।১৫৪। যাহা প্রয়োগ সিদ্ধ নহে, তেমন বিষয়ে প্রচুর যোগ্যতা বুঝাইলে ধাতুর উত্তর লিঙ্ প্রত্যয় হয়। যেমন,—অপি পর্ততঃ শিরসা ভিন্দ্যাৎ। মস্তক দ্বারা পর্ততকে ভেদ করিতে পারেই।

ক্রিয়ার সহিত যোগ থাকিলে অপি শব্দের উপসর্গ সংজ্ঞা হয়।*। প্রাদয়ঃ। পা ১।৪।৫৮।*। উপসর্গা ক্রিয়া যোগে। পা ১।৪।৫৯।*। গতিশ্চ। পা ১।

৪।৬০। ক্রিয়ার সহিত যোগ থাকিলে প্রাদির উপসর্গ সংজ্ঞা এবং গতি সংজ্ঞাও হয়। [প্রাদি গণে অপি দেখ]।

কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হইলে অপি শব্দের উপসর্গ সংজ্ঞা হয় না। সেই নিমিত্ত তাহার পরস্থিত ধাতুর সকার মুর্চ্ছিত হয় না।*। অপিঃ পদার্থ সম্ভাবনাস্ববসর্গ-গর্হা সমুচ্চয়েষু। পা ১।৪।২৬। পদার্থ, সম্ভাবনা, অস্ববসর্গ, গর্হা, সমুচ্চয় এই সকল অর্থে অপির কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়। পদার্থে যথা—‘সর্পিষো হপিপ্তাৎ’। অমুপ সর্গদ্বারমঃ সম্ভাবনায়াং লিঙ্। (সি° কো°)। ঘূতের বিন্দু হইতে পারে। এখানে অপি উপসর্গনা হওয়ার স্বত্ব হইল না। আর এখানে সম্ভাবনে লিঙ্ হইয়াছে। এস্থলে অপি শব্দ দ্বারাই বিন্দুরূপ পদার্থের উপস্থিতি হইল বলিয়া ইহা পদার্থের উদাহরণ। এবং বিন্দুর সহিতই সর্পিষ এই পদের অস্বয় থাকায় অবয়ব অবয়বিত্ব রূপ সম্বন্ধে যষ্টি হইয়াছে, কর্ম হয় নাই। সম্ভাবনায় যথা ‘অপি স্তূয়া-বিষ্কুং’। (সি° কো°)। বিষ্কুকেও স্তব করিতে পারে, এখানে বাক্য ও মনের অগোচর বিষ্কুকে স্তব করিতে পারে এই বাক্য দ্বারা শক্তির উৎকর্ষ প্রকাশ হওয়ার অত্যুৎকর্ষে স্তব করিতে পারেই এই রূপ অত্যাক্তি অর্থাৎ অসম্ভব্য অর্থের সম্ভাবনা হইল। ‘সম্ভাবনঃ শক্ত্যুৎকর্ষমাবিচ্ছর্তু-মত্যাক্তিঃ’। (সি° কো°)। অস্ববসর্গে (কামচারামুচ্চয়) যথা—‘অপি স্তুহি। অস্ববসর্গঃ কামচারামুচ্চয়’। (সি° কো°) স্তব কর বা বাহা ইচ্ছা তাহা কর। গর্হায় (নিন্দায়) যথা, ‘দিগদেবদন্তমপি স্তূয়াস্বলম্’। (সি° কো°)। দেবদন্তকে দিক্, যে হেতু সে শূত্রের স্তব করে। সমুচ্চয়ে যথা—‘অপি সিক্ষ অপি স্তুহি’। (সি° কো°)। জলসেক কর স্তবও কর অর্থাৎ উভয়ই কর।

এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, অপি শব্দ নিপাত, তবে অপিঃ পদার্থ ইত্যাদি। ১।৪।২৬ পাণিনি সূত্রে অপিঃ এরূপ স্তবস্ত থাকিবার কারণ কি? যেহেতু, নিপাত অব্যয়ের মধ্যে পরিগণিত হওয়ার বিভক্তির লুকই হইতে পারে। কিন্তু ইহার তাৎপর্য এই, প্রাচীন আচার্য্যেরা মীমাংসা করিয়াছেন, চাদি ও প্রাদি স্বার্থে নিপাত হয় না। এখানে অপি অর্থাৎ অপি শব্দ এই রূপ স্বীয় অর্থ মাত্রকে বুঝাইতেছে বলিয়া ইহা নিপাত নহে। চঃ শব্দ ইত্যাদো নামার্থস্তাভেদ সাকাক্ষশ্চ কারকাদিঃ স্ব পরত্যায়াঃ ন নিপাতঃ কিন্তু নাটমব’। (জগদীশ)। চঃ শব্দ ইত্যাদি স্থলে চকারাদি নামার্থের (শব্দের) অভেদ রূপে আকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট। এখানে চ এই স্বীয়

অর্থের বোধক হওয়ায় নিপাত হইল না।

পাণিনি যুনি অপি শব্দের যোগে আরও কতকগুলি নিয়ম করিয়াছেন। যথা—*। গর্হায়াং লড়পি জাঘোঃ। পা ৩। ৩। ১৪২। নিদ্বার্থে অপি ও জাতু শব্দের যোগে কাল ত্রয়ে লট্ হয়। ‘অপি জায়াস্ত্যজসি জাতু গণিকামাধৎসে, গর্হিতমেতৎ’। (সিং কো০)। তুমি পত্নীকে পরিত্যাগ করিতেছ, বেত্রাকে গ্রহণ করিতেছ, ইহা বড় গর্হিত কার্য।

।*। উতাপোঃ সমার্থয়ো লিঙ্। পা ৩। ৩। ১৫২। তুলা অর্থ উত ও অপি শব্দের যোগে লিঙ্ হয়। ‘উত অপি বা হতাদযং হরিঃ’। হরি—পাপ হননে অতি যোগ্য। এখানে উত ও অপি শব্দের অতিশয়রূপ তুলা অর্থ। ‘উত দণ্ডঃ পতিষ্যতি। অপিধাত্তি দ্বারম্’ (সিং কো০)। ‘দণ্ড পতিত হইবে কি? দ্বার রুদ্ধ করিবে। এখানে উত শব্দের অর্থ প্রশ্ন, অপি অর্থ রোধ দুইয়ের সমান অর্থ না হওয়ায় লিঙ্ হয় নাই। যেখানে অপি শব্দের যোগে বিভক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই স্থলে অপি শব্দের প্রশ্ন প্রভৃতি অর্থ বুঝায়? যথা—‘অপি ক্রিয়ার্থঃ স্মলভং সমিং কুশম্’। (কুমার ৫। ৩৩)। তপস্তার উপযোগী যজ্ঞকাষ্ঠ ও কুশ স্মলভত? ‘অপি স্মরিহিতোহত্র কুলপতিঃ’? (শকু ১। ৫০)। কুলপতি এখানে আছেন কি?

বষ্টি ভাণ্ডরিরলোপমবাপ্যরূপসর্গয়োঃ।

আপশৈবহলস্তানাং যথা বাচা নিশা দিশা। (সিং কো০)

ভাণ্ডরি অব এবং অপি এই দুই উপসর্গের আদিস্থিত অকারের লোপ ইচ্ছা করেন। যথা পিধানং অপিধানং। হলন্ত শব্দের উত্তর আপও ইচ্ছা করেন। যেমন, বাচ্ আপ বাচা। নিশ্ আপ্ নিশা। দিশ্ আপ্ দিশা।

গণ রত্নে অপির আর তিনটি অর্থ লিখিয়াছেন যথা—
আশীর্বাদ। মরণ। ভূষণ।

অপিকক্ষ (অব্য) কক্ষে বিভক্ত্যর্থং অব্যয়ী। কক্ষপ্রদেশে। বাহুমূলে। বগলে। লতায়। কক্ষে (জলের প্রান্তে) শুকবনে। তৃণে।

কক্ষাবীরুধিদোপ্পূলে কক্ষে শুকবনে তৃণে। (হেম)।

অপিকক্ষ্য (ত্রি) অপিকক্ষঃ সন্ধানং যৎ। কক্ষ প্রদেশ দ্বারা সন্ধান যোগ্য প্রবর্গ বিদ্যানামক রহস্ত বিশেষ।

অপিকর্ণ (ক্লী) অপিগতঃ কর্ণম্। অতিক্রা০ ভৎ। সমীপ। নিকট। (ত্রি) সমীপবর্তী। নিকটবর্তী।

অপিগীর্ণ (ত্রি) অপি-গীর্ণ্যভ্যে অপি-গৃ-কর্ম্মণি ক্র-ইর

দীর্ঘস্বঃ তন্ত নত্বঞ্চ। কথিত। বর্ণিত। প্রশংসিত। স্তুত। ‘জলিতেত্যাদি অপিগীর্ণ বর্ণিতাহিষ্টুতেড়িতানি স্তুতা-র্থানি’। (অমর)।*। স্তুত ইচ্ছাতোঃ। পা ৭। ১। ১০০। স্তুদন্ত ধাতুর অঙ্গ স্থানের পর ইৎ (ইর) হয়।*। হলচ। পা ৮। ২। ৭৭। হল পরে থাকিলে রেফান্ত (রান্ত) এবং বাস্ত ধাতুর উপধা ইৎের দীর্ঘ হয়।*। রদাভ্যা-মিষ্ঠাতো নঃ পূর্ষন্ত চ দঃ। পা ৮। ২। ৪২। রেফ এবং দকারের পরস্থিত নির্ধার (ক্র-ক্রবতুর) তকারের স্থানে নকার হয় এবং পূর্ষস্থ দকারের স্থানেও নকার হয়। পরে রেফের পরস্থিত নকার গত্ব হইয়া থাকে।

অপিগু (পুং) অপি-গম-ডু। জ্ঞান। অপিগুণতঃ নঃ।

সত্যং বা যজ্ঞং বা। (নিগম)।

অপিগৃহ (ত্রি) অপিগৃহতে গৃহ বেদে ক্যপ্। প্রতিগ্রহের যোগ্য। যাহা গ্রহণ করা যায়।*। প্রতাপিভ্যাং গ্রহেঃ। পা ৩। ১। ১৮৮।*। ছন্দসীতি বক্তব্যম্ (বাস্তবিক)। বেদ বিষয়ে প্রতি এবং অপি এই দুই উপসর্গের পরস্থিত গ্রহ ধাতুর উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয় হয়।

অপিগ্রাহ (ত্রি) অপি-গৃহতে-অপিগ্রহ লোকে কর্ম্মণি গ্যাৎ। প্রতিগ্রহের যোগ্য। যাহা প্রতিগ্রহ করা যায়।*।*। স্কন্ধলোপ্যাৎ। পা ৩। ১। ১২৪। স্কদন্ত এবং হলন্ত ধাতুর উত্তর গ্যাৎ প্রত্যয় হয়।*। অত উপধায়াঃ। পা ৭। ২। ১১৬। ঞ্ ইৎ এবং গ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে উপধা অকারের বৃদ্ধি হয়।

অপিচ (অব্য) দ্বন্দ্ব০। আরও। কিছু অর্থ আরম্ভ। সাকল্য। অনেকে অপি ও চ এই রূপ পৃথক্ পদ কহেন। অপিচ্ছিল (ত্রি) ন পিচ্ছিলম্। নঞ-তৎ। গাঢ়। অপিচ্ছল। যাহা পিচ্ছল নহে। চলিত ভাষায় পিচ্ছলকে পেচোল কহে।

অপিজ (ত্রি) অপি জলকীড়া বিষয়ে আরতে অপি জন ড। অলুক স০। বেদে অপ শব্দশ্চক্ৰম্। জ্যৈষ্ঠমাস। জ্যৈষ্ঠমাসে লোকে জলকীড়া করিয়া থাকে বলিয়া তাহার ঐ নাম হইয়াছে।

অপিং (স্ত্রী) আপো জলানি ইতো গতা বস্তাঃ। বহব্রী। অপ-ইণ-ক্ৰিপ্-ভূগাগমঃ। বেদে ন জন্। জল রহিতা নদী। (পুং) এতি গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি ইণ্-ক্ৰিপ্-ভূক্ ইৎ, নাস্তি পইৎ যন্ত। নঞ-বহব্রী। ব্যাকরণসম্বত প্রত্যয় বিশেষ।*। ক্রিপ্চ্। পা ৩। ২। ৭৬। অস্ত সকল ধাতুর উত্তরেই ক্রিপ্ প্রত্যয় হয়।

অপিতু (অব্যয়) অপি-তু-বন্দ্যং। যদি অর্থ। কিছু অর্থেই

ইহার অধিক প্রয়োগ দেখা যায়। অনেকে অপি ও তু এই রূপ পৃথক্ পদ বলেন।

অপিত্বি (ক্লী) ভাগিনোহপি ত্বরন্তে ত্বরাং কুর্ন্তন্তি যশ্চে অপি-ত্বর-ড। ভাগ। ধন বিভাগ। লোকে ধন বিভাগের নিমিত্তই নিতান্ত ত্বরা করিয়া থাকে।

অপিহ্বিন্ (ত্রি) অপিত্বং ধনমত্মাতীতি অপিত্ব-ইনি। (ক্লী) ভীপ্ অপিত্বিনী। ভাগ বিশিষ্ট। ভাগ যুক্ত।

অপিধান (ক্লী) অপি-ধা-লুট্। আচ্ছাদন। আবরণ। ঢাকা। ‘অপিধান তিরোধান পিধানচ্ছদনানি চ’। (অমর)। এখানে বিকল্পে অপির অকার লোপ হয় নাই। অকারের লোপ হইলে পিধান এক্রপও হইবে। (ত্রি) অপি-ধা-করণে-লুট্। আচ্ছাদন সাধন বস্ত্র। যাহার দ্বারা ঢাকা যায়।

‘ভুক্তা মৃতাপিধানার্থং পিবেত্তোয়ং স্কৃতং’। (বিং পুং)।

ভোজন করিয়া অমৃত আচ্ছাদনের নিমিত্ত এক একবার জল পান করিবে।

অপিধি (পুং) অপিধীয়তে তৃপ্তিপৰ্য্যাস্তং দীয়তে অপি ধা-কি। তৃপ্তি পর্য্যাস্ত দত্ত। দানের যে বস্তু পাইলে তৃপ্তি হয়। যতক্ষণ তৃপ্তি না হয় ততক্ষণ পর্য্যাস্ত দত্ত। [অপাংনিধি শব্দে সূত্র দেখ]।

অপিনদ্ধ (ত্রি) অপি-নহ-ক্ত। পরিহিত। যাহা পরিধান করা হইয়াছে। অকারের লোপ হইলে ঐ অর্থে পিনদ্ধ এক্রপ প্রয়োগও হইবে। বস্ত্রাচ্ছাদিত সেনা।

‘আমুক্তঃ প্রতিমুক্তশ্চ পিনদ্ধশ্চাপিনদ্ধবৎ’। (অমর)।

অপিপ্রাণ (ত্রি) অপি-প্র-অন-অচ্। সর্ষদা চেষ্টমান। (ক্লী) গোরাং ভীপ্ অপিপ্রাণী। *। অনিভেঃ। পা ৮। ৪। ১১। গৎসের নিমিত্তীভূত উপসর্গের পরস্থিত অন ধাতুর নকার মুর্দ্ধন্ত হয়। এখানে গৎসের নিমিত্তীভূত র যুক্ত উপসর্গ প্র তাহার পরস্থিত অন ধাতুর নকার মুর্দ্ধন্ত হইয়াছে।

অপিব্রত (ত্রি) অপি-সংসৃষ্টং ব্রতং কৰ্ম্ম ভোজনং নিয়-মো বা যেন। বহুতী। জ্ঞাতির অবিভক্ত ধন। যে ধন দ্বারা জ্ঞাতির পরস্পর কার্য্য ভোজন বা নিয়ম করিতে পারে। সংসৃষ্টধন। গোত্রজ। সংসৃষ্ট ভোজন।

অপিশর্কর (অব্য) শর্কর্যা রাজ্জে অপি প্রাত্তর্ভাবঃ প্রাত্ত-র্ভাবে অব্যয়ী বাহুং অচ্ সৎ। শর্করীয় মুখ। প্রদোষ।

অপিশল (পুং) অপি-শ্লি-কৃতং শ্লতে ধর্ম্মপথে নৈব চলতি অপি-শল-পচাদ্যচ্। মুনিবিশেষ। অপিশলন্ত অপর্য্যাপ্ত পূমান্ ইঞ্ আপিশলিঃ। অপিশলির পুত্র।

আপিশলি একজন প্রাচীন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ, তাই বোপদেব কবিকল্পদ্রুম রচনা করিবার প্রথমে লিখিয়া-ছেন। যথা—

‘ইন্দ্রশচন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলীশাকটায়নঃ।

পাণিনমরজেনেন্দ্রাজয়ন্ত্যষ্টাদিশাস্ত্রিকাঃ’।

ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, আপিশলি, শাকটায়ন, পাণিনি, অমর, জৈনেন্দ্র, এই আট জন শাস্ত্রিক জয়যুক্ত হউন। যেহেতু তাঁহাদের মত অবলম্বন করিয়া আমি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছি। এই আপিশলি পাণিনি অপেক্ষাও প্রাচীন ও প্রামাণিক, তাই পাণিনি অষ্টাধ্যায়ে একটা সূত্র করিয়াছেন। *। বা স্থপা্যাপিশলেঃ। পা ৬। ১। ১২। ‘আপিশলি গ্রহণং পূজার্থম্’ (সিং ফৌং)।

অপিহিত (ত্রি) অপি-ধা-ক্ত। আচ্ছাদিত। আবৃত। অকারের লোপ হইলে পিহিত পদও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। [অপি শব্দে কারিকা দেখ]।

অপীচ্য (ত্রি) অপি-চ্যবতে স্তন্যরসং প্রাপ্নোতি অপিচ্য-ড উপসর্গ দীর্ঘশ্চ। অতিস্তন্যর। অপ্যঞ্চতি অপি-অঞ্চ-ঋত্বিগিত্যাদিনা ক্রিন্। অপ্যঙ্ (ভবে ছন্দসি চ। পা ৪। ৪। ১১০)। ইতি যৎ অঞ্চতে নকার লোপে পূর্বদীর্ঘঃ। নির্গত। অন্তর্হিত। শুহ। শুপ্ত। *। অচঃ। পা ৬। ৪। ১৩৮। লুপ্ত নকার অঞ্চ ধাতুর (অচ্) ভাগের অকারের লোপ হয়। *। চৌ। পা ৬। ৩। ১৩৮। লুপ্ত নকার ও লুপ্ত অকার অঞ্চ-ধাতু পরে পূর্বপদের দীর্ঘ হয়।

স্তন্যরসমী এই রূপে সাধিয়াছেন। যথা-অপ-চিনোভেঃ অন্বাদিত্যাং য প্রত্যয় ষ্টিলোপাদি চ নিপাতাতে।

অপ্রকাশ। (ইতি ভট্টভাস্কর মিশ্র)। নাম ত্রুটর-পীচ্যম্। ঋক্ ১। ৬। ৩। ৫।

অপীজু (ত্রি) অপি-জু গতো কিপ্ ঋধাতো রূপসর্গস্ত চ দীর্ঘত্বম্। প্রেরক। *। ভাজ ভাস ধুর্লিহ্যাতোজ্জি পৃ জু গ্রাবস্তবঃ কিপ্। পা ৩। ২। ১৭৭। ভাজ, ভাস, ধুর্লি, হ্যাত, উজ্জ, পৃ, জু এই সকল ধাতুর উত্তর এবং গ্রাব শব্দের পরস্থিত স্ত ধাতুর উত্তর কিপ্ প্রত্যয় হয়। *। জবতেদীর্ঘশ্চ নিপাতাতে। (বাটিক)। জুঃ। জুবো। জুবঃ। ‘জুরাকাশে সরস্বত্যাং পিশাচ্যাং জবনে-হপিচ’। (হেম)।

অপীত (ত্রি) অপ-ইণ-ক্ত। বিলয় প্রাপ্ত। বিলীন। (ক্লী) ভাবে ক্ত। বিলয়। অপ-গয়ন। (পুং) ন পীতঃ। নঞ-তৎ। পীতবর্ণ ভিন্ন। (ত্রি) ন পীতোঃ (বর্ণঃ) বস্ত্র।

পীতবর্ণ ভিন্ন অল্প বর্ণ বিশিষ্ট। (ত্রি) ন পীতম্। নঞ-
তৎ। যাহা পীত নহে। যে বস্ত্র পান করা হয় নাট।
'পীতাবর্ণ নিপীতয়োঃ'। (হেম)। (স্ত্রী) ন পীতা।
নঞ-তৎ। হরিদ্রা ভিন্ন। 'পীতা হরিদ্রা'। (হেম)।
অপীতি (স্ত্রী) অপি-ইণ-ক্তিন্। বিলয়। অপগম। প্রলয়।
অপি ইয়তে গম্যতে যত্র। অপি-ইণ-আধারে ক্তিন্।
সংগ্রাম। ন পীতিঃ। নঞ-তৎ। পান ভিন্ন। ঘোড়া
ভিন্ন। পীতিঃ পানে তুরদে চ'। (বিখ)।

অপীনস (পুং) অপি নিশ্চিতম্ চৈয়তে গম্যতে (ক্ষীয়তে)
নাসিকা। যেন। বহুব্রী। অপি দ্বি দিবাং ক্রিপ্। অপী
নাসিকা অচ্ ননাদেশচ্। পীনসরোগ। পীনস রোগে
নাসিকা খাইয়া যায়। *। অঞ নাসিকায়াম্ সংজ্ঞায়াম্-
সন্ধাত্বাৎ। পা ৫। ৪। ১১৮। সংজ্ঞা বুঝাতে
বহুব্রীহি সমাস স্থিত নাসিকাস্থ শব্দের উত্তর অচ্ প্রত্যয়
হয় এবং স্থল ভিন্ন অল্প শব্দের পরস্থিত নাসিকা শব্দ
স্থানে নম্ আদেশ হইয়া থাকে।

অপীব্য (পুং) অতিমুন্দর। অপীবাদর্শনং শব্দং সর্বলোক-
নমস্কৃতম্। (ভাগবত)। শব্দকল্পদ্রমে ভাগবত হইতে
ঐ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া 'অপীব্য' শব্দ গৃহীত হইয়াছে।
কিন্তু ঐ শব্দ যথার্থ অপীব্য কিম্বা অপীচ্য সে বিষয়ে
বিস্তার সন্দেহ আছে। ভাগবতের পুস্তক বিশেষে
অপীচ্য এই পাঠ দেখা যায়।

অপুংস্ (পুং) ন পুমান্। নঞ-তৎ। নপুংসক। স্ত্রীবা।
। *। পাতেন্দ্রুমহ্ন। উণ্ ৪। ১৭৭। পা ধাতুর উত্তর
ডুমহ্ন প্রত্যয় হয়। ডুমহ্ন প্রত্যয়ের উম্স থাকে।
এখানে প্রত্যয়ের ডকার ইৎ হইয়াছে বলিয়া পা
ধাতুর আকারের লোপ হইল।

'পুমান্ পুংসোহধিকে শুক্রে স্ত্রী ভবতাধিকে স্ত্রিয়াঃ।

সমেহপুমান্ পুংস্ত্রিমৌ বা কীণেন্নে চ বিপর্যায়ঃ।

মহু ৩। ৪২।

সন্তান উৎপাদন সময়ে পুরুষের শুক্র অধিক থাকিলে
পুত্র জন্মে, স্ত্রীর বীৰ্য্য অধিক থাকিলে কন্যা জন্মে, আর
স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়ের বীৰ্য্য যদি সমান হয় তবে স্ত্রীব
বা যমজ সন্তান জন্মে। উভয়ের ক্ষীণ বীৰ্য্য বা অল্প
বীৰ্য্য হইলে গর্ভ হয় না।

অপুংক্ষা (স্ত্রী) নাস্তি পুমান্ যন্তাঃ। নঞ- বহুব্রী। কপ্-
টাপ্। পতি রহিত স্ত্রী। পুরুষ হীন স্ত্রী। 'নাপুংক্ষাসী-
তি মেনতিঃ। (ভট্টি ৫। ৭)। তুমি পতিহীন নও, এই
আমার বিবেচনা হইতেছে। *। উরঃ প্রভৃতিভ্যঃ কপ্।

পা ৫। ৪। ১। বহুব্রীহি সমাসে উরঃ প্রভৃতি শব্দের
উত্তর কপ্ প্রত্যয় হয়। [উরস্ শব্দে উরঃ প্রভৃতির
গণ লেখ]।

তপুক্ষা (স্ত্রী) নাস্তি পুচ্ছঃ অগ্রভাগো যন্তাঃ। শিখরহীন।
শিংগপা বৃক্ষ। (ত্রি) নাস্তি পুচ্ছঃ লান্মলং যন্ত।
পুচ্ছহীন। লান্মল শূন্ত। 'পুচ্ছঃ পাশ্চাত্য ভাগে স্তাৎ
লান্মলে পুচ্ছমিযাতে'। (বিখ)।

অপুচ্ছাকুর। ভেক প্রভৃতি যে সকল জন্তুর পুচ্ছ নাই,
মস্তক ও হাঁ বড়, পাশ্চাত্য পাদের অপেক্ষা সমুখের পা
ক্ষুদ্র, তজ্জন্তু লাফাইতে বিলক্ষণ পটু। (প্রকৃতিবোধ)।
অপুণ্য (স্ত্রী) পুণ্যতি শোধয়তি পুঞ্ উণ যঙ্ক হ্রস্বচ্।
পুণ্যঃ ধর্ম্মঃ 'পুণ্যং ধর্ম্মো যান্ত একঃ'। (উণ কোঃ)। *।
পুঞ্ উণ যঙ্ক হ্রস্বচ্। উণ্ ৫। ১৫। পুঞ্ ধাতুর উত্তর
যৎ প্রত্যয় হয় এবং গৃক ও হ্রস্ব হয়। নপুণ্যঃ বিরোধে
নঞ-তৎ। পাপ। (ত্রি) নাস্তি পুণ্যং যস্মিন্ যন্ত বা।
নঞ- বহুব্রী। পুণ্য রহিত। পুণ্য হীন।

অপুণ্যকৃৎ (ত্রি) অপুণ্যং পাপং করোতি অপুণ্য-কৃ-কিপ্
তৃগাগমঃ। পাপকারী। যে পুণ্য করে না।

অপুত্র (পুং স্ত্রী) পুনাতি জন্মান পিতরং শোধয়তি পুঞ্
উণ্ ট্রন্ পুত্রঃ। 'তনয়ঃ পুত্রঃ'। (উণ কোঃ)। *।
পুবোহ্রস্বচ্। উণ্ ৪। ১৬৪। পু ধাতুর উত্তর ট্রন্ প্রত্যয়
হয় এবং পু ধাতু স্থানে হ্রস্ব আদেশ হয়। নাস্তি পুত্রো
যন্ত। নঞ- বহুব্রী। পুত্রহীন।

অপুত্রোহনেন বিধিনা স্ত্রত্যং কুর্বাতি পুত্রিকাম্।

যদপত্যং ভবেদস্তাং তন্মম স্ত্র্যাং স্বধাকরম্।

(মহু ২। ১২৭।)

পুত্রহীন ব্যক্তি এই বিধানে কন্যাকে পুত্রিকা (স্বাদশ
প্রকার পুত্রের মধ্যে পুত্র বিশেষ) করিবে যে ইহাতে যে
সন্তান জন্মিবে সে আমার যেন শ্রাদ্ধ করে।

(স্ত্রী) টাপ্। অপুত্রা। পুত্র রহিত স্ত্রী। যাহার পুত্র
জন্মে নাই। যাহার পুত্র হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে।

'অপুত্রাশয়নং ভর্তৃঃ পালয়ন্তীওরৌস্থিতা'। (কতায়ন)

অপুত্রা নারী ভর্তার শয়ন প্রতিপালন করিবে এবং
শুণ্ডর বাটীতে থাকিবে।

অপুনর্ (অব্য) ন পুনঃ। নঞ-তৎ। পুনর্কীর ভিন্ন। সঙ্কৎ।

অপুনরারম্ভি (স্ত্রী) ন পুনঃ আৰম্ভিঃ ভবে আগমনং
যন্তাৎ। ৫-বহুব্রী। নির্লগ্নমুক্তি। (ত্রি) পুনর্গমনশূন্ত।

(অব্য) অভাবে অব্যবী। পুনরাবৃতির অভাব।

অপুনর্ভব (পুং) ন পুনর্ভবতি উৎপদ্যতে যন্তাৎ অপুনর্ভ

ভূ-অপাদানে অপ্। মোক্ষ। ন পুনর্ভবতি বেন করণে
অপ্। নঞ-তৎ। পুনর্ভবের অভাবের হেতু তৎজ্ঞান।
(পুং) অভাবার্থে নঞ-তৎ। পুনর্জন্মের অভাব। প্রশ-
মন। নিবারণ। (ত্রি) নাস্তি পুনর্ভবঃ পুনরুৎপত্তি
রহ। নঞ-বহুব্রী। পুনর্জন্ম রহিত। তৎজ্ঞানযুক্ত।
মুক্ত। স্বন্দ পুরাণে লিখিত আছে,—

‘অত্রহাস্তিদিবং যাস্তি যে মৃতান্তেহপুনর্ভবাঃ’।

গঙ্গাতীর হইতে ছই ক্রোশের মধ্যে যাহারা বাস
করে তাহারা স্বর্গে যায়। এবং সেই স্থানে যাহারা
মরিতে পারে তাহাদের আর জন্ম হয় না।
অপুরাণ (ত্রি) ন পুরাণম্। নঞ-তৎ। পুরাতন ভিন্ন।
নূতন।

অপুরোদন্ত (ত্রি) যে সকল প্রাণীর মুখের সম্মুখেও তৎ-
পার্শ্ববর্তী ছেদক দন্ত নাই। যথা, পিপীলিকাভৃক্
ইত্যাদি। (Edentate)।

অপুষ্ট (ত্রি) পুষ-কর্মণি ক্ত ন পুষ্টম্। নঞ-তৎ। অকৃত
পোষণ। যাহাকে পোষণ করা হয় নাই। দুর্বল। ধাত্যাদি
উত্তম রূপ পরিপক্ব না হইলে তাহাকেও অপুষ্ট কহে।
অপুষ্ট শব্দের চলিত কথায় সচরাচর আমরা অপুরুষ্ট
বলিয়া থাকি। ইহা অপরিপুষ্ট শব্দেরও অপভ্রংশ
হইতে পারে।

অপুষ্টতা (স্ত্রী) অপুষ্টতা ভাবঃ ভাবার্থে তল্ টাপ্। অপু-
ষ্টের ধর্ম্ম। কাব্যের অর্থ দোষ বিশেষ। যথা—
‘অপুষ্টভ্রম গ্রামা ব্যাহতাল্লীলকটতাঃ’। (সাহিত্য দ০)।
এই কারিকায় অপুষ্ট শব্দের পরে তা না থাকিলেও অল্লীল
কটতা এই তার সহিত অর্থ হয়ইবে। প্রকৃতির অমুপ-
কারীর নাম অপুষ্টতা। যথা—

‘বিলোকা বিততে যোম্মি বিধুঃ মুঞ্চ কষঃ প্রিয়ে’।

(সাহিত্য দ০)।

হে প্রেয়সি! বিস্তৃত আকাশে চন্দ্রকে দেখিয়া ক্রোধ
পরিভ্যাগ কর। এখানে বিতত (বিস্তৃত) শব্দটা প্রিয়ার
মান ভঙ্গের প্রতি কোনই উপকারী নহে। ইহার অর্থ
ব্যর্থ হইতেছে।

অপুষ্টত্ব (স্ত্রী) অপুষ্টতা ভাবঃ ভাবার্থেত্ব। অপুষ্টের ধর্ম্ম।
কাব্যের অর্থ দোষ বিশেষ। ‘অপুষ্টত্বঃ মুখ্যাহুপকারিত্বঃ’।
(সাহিত্য দ০)। প্রধানের অমুপকারীকে অপুষ্টত্ব দোষ
কহে।

অপুষ্প (পুং) ন সস্তি পুষ্পাণ্যন্ত। নঞ-বহুব্রী। বনস্পতি।
পুষ্প ব্যতিরেকে যাহাদের ফল হয়। যেমন, ডুমুর প্রভৃতি।

‘অপুষ্পাঃ ফলবন্তো যে তে বনস্পত্যঃ স্তৃতাঃ’।

(মহু ১। ৪৭)।

যাহাদের ফল হয় না অথচ ফল হয়, সেই সকল বৃক্ষের
নাম বনস্পতি। (পুং বা অব্য) পুষ্পস্তাভাবঃ অভাবার্থে
নঞ-তৎ অব্যয়ী বা। পুষ্পের অভাব। তৈরপুষ্পাঘন-
স্পতিঃ’। (অমর)।

‘অফলাগ্না অপুষ্পা বাগ্ ভবতীতি’। (নিরুক্ত)।

অপুষ্পফলদ (পুং) অপুষ্পেণ পুষ্পাভাবেনাপি ফলং
দদাতি অপুষ্প-ফল-দা-ক। পুষ্পব্যতিরেকে ফলপ্রদ
বৃক্ষ। যেমন ডুমুরাদি। পনস বৃক্ষ। কাঁটাল গাছ। (ইতি
রাজনির্ঘণ্ট)। (ত্রি) হেতুব্যতিরেকে ফলদান কর্তা।
এ অর্থ ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ নহে, কিন্তু লক্ষণাসিদ্ধ।

অপূজা (স্ত্রী) পূজায়া অভাবঃ অভাবে নঞ-তৎ। পূজার
অভাব। অনাদর। অসম্মান। কুৎসিত পূজা। অবিধানে
অর্চনা।

অপূজিত (ত্রি) ন পূজিতম্। নঞ-তৎ। পূজিত ভিন্ন।
অনাহৃত। অবজ্ঞাত।

অপূত (ত্রি) ন পূতম্। নঞ-তৎ ন পূ-ক্ত বা ইডভাবঃ।
পবিত্রভিন্ন। অশুচি। সংস্কারহীন। ত্রাত্য। [ত্রাত্য
শব্দ দেখ]। *। পুঙ্‌শ্চ। পা ৭। ২। ৫১। পুঙ্‌ ধাতুর
পরস্থিত ক্ত ও ক্তবত্ব স্থানে বিকল্পে ইট্‌ হয়।

অপূপ (পুং) পূত্রে শোধ্যতে পূ বাহুল্যক্য উণ প পূপঃ ন
পূপঃ। নঞ-তৎ। অত্র নঞসাদৃশ্যে। তণ্ডুল বা গোধূমাদিচূর্ণ
নির্ম্মিত পিষ্টক। পুরোডাশ। হবিবিশেষ। ‘পূপোহপূপঃ
পিষ্টকশ্চ’। (অমর)। ‘চন্দ্রাংস্ত নির্ম্মলাঃ পূপাঃ শালি-
তণ্ডুল নির্ম্মিতাঃ’। (ইতি মহেশ্বর)। প্রাচুর্য্যে ময়ট্-
অপূপময়। অপূপায় হিতং হিতার্থে যৎ! অপূপ্য।
ছ অপূপীয়। পিষ্টকের হিতজনক যব ও গোধূমাদিচূর্ণ।
*। বিভাষা হবিরপূপাদিভ্যাঃ। পা ৫। ১। ৪। হবনীর
(হোমের বস্তু) এবং অপূপাদিগণ এই সকলের উত্তর
বিকল্পে যৎ প্রত্যয় হয়। *। প্রাক্ ক্রীতাজ্জঃ। পা ৫।
১। ১। তদ্বারা ক্রীত (তেন ক্রীতম্। পা ৫। ১। ৩৭)।
এই সূত্রের পূর্বে যে সকল অর্থ বিহিত আছে,
সেই সকল অর্থে ছ প্রত্যয় হয়। তৎ পণ্যমস্ত ঠক্। (ত্রি)
আপূপিক। অপূপ বিক্রয় কর্তা। যে পিঠা প্রভৃতি
বিক্রয় করে। *। তদন্ত পণ্যম্। পা ৪। ৪। ৫১। ইহা
তাহার পণ্য (বিক্রয়) এই অর্থে ঠক্ প্রত্যয় হয়।
*। তন্মৈ হিতম্। পা ৫। ১। ৫। তাহার হিতকর এই
অর্থে যৎ প্রত্যয় হয়।

অপূপাদি (পুং) অপূপ ইতি শব্দ: আদিবৃত্ত গণস্ত।
৬-বহুব্রী। পানিগ্ৰাহক ছ ও যং প্রত্যয়ের প্রকৃতিভূত শব্দ
সমূহ। অপূপাদিগণ যথা—

অপূপ। তণ্ডুল। অভূষ। অভোষ। অবোষ।
অভোষ। পৃথুক। ওদন। স্থপ। পূপ। কিন্। প্রদীপ।
মুসল। কটক। কর্ণবেষ্টক। ইর্গল। অর্গল। যূপ। স্থপ।
দীপ। অশ্ব। পত্র। কট। অয়: যূপ। অপূপাদি।

অপূপাষ্টকা (স্ত্রী) অপূপস্ত তদানন্ত অষ্টকা। ৬-তৎ।
আগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পর কৃষ্ণাষ্টমী। ‘অষ্টকা যোদ্ধমাগ্-
হায়ণান্তমিস্রাষ্টমী’। (গোভিঃ)। আগ্রহায়ণী পূর্ণিমার
পর যে কৃষ্ণাষ্টমী তাহার নাম অষ্টকা। ‘পিত্রাদানায়
মূলে স্মারকৈকান্তিঃ এব চ ইত্যাদি আদ্যাপুটৈ: সদা-
কার্ধ্যা’। (বায়ু পুঃ)। পিতৃ উদ্দেশে দানের নিমিত্ত
তিনটা অষ্টকা (অর্থাৎ আগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমার পর
তিনটা কৃষ্ণাষ্টমী) অমাবস্তার ত্রায় গণ্য হয়, আদ্য
অষ্টকার শ্রাদ্ধ অপূপ দিয়া করিবে। অষ্টকাতে বিহিত
শ্রাদ্ধ।

অপূরণী (স্ত্রী) ন পূর্যতে মূলে ত্রিফলকড়াং পূর-কশ্মণি
লুট্ ডীপ্। নঞ-তৎ। শাল্মলী বৃক্ষ। শীমূল গাছ।
শীমূল গাছের গোড়া ঠিক গোল হয় না। ‘পিচ্ছিল
পূরণী মোচা। (অমর)। পূরণী অর্থক প্রত্যয় ভিন্ন। *।
স্ত্রিয়া: পুষ্পদিত্যাং অপূরণী প্রিয়াদিবু। পা ৬। ৩।
৩৪। পূরণ প্রত্যয়াস্ত স্ত্রীলিঙ্গ এবং প্রিয়াদি শব্দ পরে
পাকিলে পুষ্পভাব হয় না। পূরণ প্রত্যয়াস্তা যেমন—
পঙ্কমী, নবমী, ইত্যাদি।

অপূর্ণ (ত্রি) পূর নিচ-ক্ত নিঃ পূর্ণং ন পূর্ণম্। নঞ-
তৎ। উন। সম্পূর্ণ নহে। পূরণভাব। *। বা দাস্ত
শাস্ত্র-পূর্ণ-দন্ত-স্পষ্ট জরজরুঃ। পা ৭। ২। ২৭। এই
মূল শব্দ পিচ্ছিল করিয়া নিষ্ঠা প্রত্যয় দ্বারা নিপাতনে
বিকল্পে সিদ্ধ হয়।

অপূর্ণকাল (ত্রি) ন পূর্ণ: কালো যন্ত। নঞ-বহুব্রী।
বাহার যে কালের মধ্যে পূরণ হওয়া উচিত সেই কাল
সম্পূর্ণ না হওয়া। (পুং) কর্ম-ধা। পূর্ণ কাল নহে।

অপূর্ণ (ত্রি) সুল্লরতয়া কুৎসিততয়া বা নাস্তি পূর্ণং
পূর্ণভূতং যন্ত যন্তাষা। নঞ-বহুব্রী। ন পূর্ণং দৃষ্টং
বা। আশ্চর্য্য। কুৎসিত। আশ্চর্য্যে যথা—‘অপূর্ণো
দৃষ্টতে বহি:’। (উক্তট)। আশ্চর্য্য অগ্নি দেবা বাইতেছে।
‘প্রতি মুহূর্তমপূর্ণা’। (নৈষধ ৫। ৩৭)। প্রতিক্রমে
মনোজ্ঞ। কুৎসিতে যথা—‘অপূর্ণ কর্মচাণ্ডালং’। (উ-

চরিঃ)। কুৎসিত কার্য্য দ্বারা চাণ্ডাল স্বরূপ আমাতে।
অবিসিত। অজ্ঞাত। পূর্ণের অপ্রাপ্ত। ‘অপূর্ণোৎপ্রে-
ক্ষণমুহু:’ (কাত্যো)। পূর্ণের যে বিষয় নিশ্চিত হয় নাই,
পরে তাহার সন্ধান কোন বাক্য দ্বারা নিশ্চিত করিলে
তাহাকে উহু কহে। (ত্রি) নাস্তি পূর্ণ: পূর্ণবর্তী যন্ত।
নঞ-বহুব্রী। হেতু শূন্য। (ত্রি) ন পূর্ণং। নঞ-তৎ।
পূর্ণকালাদি ভিন্ন। দিক্ দেশ এবং কালবাচী পূর্ণ
শব্দ সর্বনাম। তৎপরে নঞ-তৎপুরুষ করিলে অপূর্ণ
শব্দও সর্বনাম হইবে। তাহার ফল জন্ম অপূর্ণের,
ও অপূর্ণত্ব, ওসি অপূর্ণত্বাৎ অপূর্ণাৎ, ওি অপূর্ণ-
ম্বিন্ অপূর্ণে। আম্ অপূর্ণেষাম্। বৃত্তি বিষয়ে পুষ্পভাব
হইবে। [বিবরণ অনন্তরজ শব্দে দেখ]। (পুং) নাস্তি
পূর্ণ: পূর্ণবর্তী যন্ত। পরত্রজ। পরত্রজের পূর্ণবর্তী
আর কেহই নাই। (স্ত্রী) পূর্ণং ন দৃষ্টম্। স্বর্গজনক
ভ্রাতৃদৃষ্ট। নরকজনক ভ্রাতৃদৃষ্ট।

‘শাস্ত্রবোধ পূর্ণং নোপস্থিতমিত্যত্য এবাপূর্ণং’। (হরিদাঃ)

শাস্ত্রবোধের পূর্ণের থাকে না বলিয়া অদৃষ্টের নাম
অপূর্ণ। ধর্ম্ম কার্য্য বা পাপ কার্য্য করিবা মাত্রই তাহার
ফল স্বর্গ বা নরক হয় না। এস্থলে আর্থ্যেরা তত্ত্ব কর্ম্ম
জন্ত ফলের দ্বারস্বরূপ অপূর্ণ (অদৃষ্ট) কল্পনা
করিয়া থাকেন। তাহাদের মতে, তত্ত্ব অপূর্ণ হইতে
যথাকালে তাহাদের ফল ঘটয়া থাকে। স্মৃতি বেত্তারা
কলিকাপূর্ণ এবং পরমাপূর্ণ এই দুই প্রকার অপূর্ণ
কহেন। তাহার স্থল ষোলটা শ্রাদ্ধে ষোলটা কলিকা-
পূর্ণ হওয়ার তাহাতেই একটা পরমাপূর্ণ জন্মে এবং
সেই পরমাপূর্ণই প্রেতত্ব নাশের কারণ হয়। মীমাং-
সকেরা তিনটা অপূর্ণ স্বীকার করেন। যথা—১।
প্রধানাপূর্ণ (পরমাপূর্ণ)। ২। অঙ্গাপূর্ণ। ৩।
কলিকাপূর্ণ।

দর্শপৌর্ণমাস যাগে যে অপূর্ণ জন্মে, তাহার নাম
প্রধানাপূর্ণ (পরমাপূর্ণ)। প্রযাজাদি অঙ্গে যে অপূর্ণ
জন্মে, তাহার নাম অঙ্গাপূর্ণ এবং তদন্তর্গত ক্রিয়া সমূহে
যে অপূর্ণ জন্মে, তাহার নাম কলিকাপূর্ণ। যেমন ত্রীহি
(ধাতু) প্রোক্ষণাদি সংস্কার। কলিকাপূর্ণ, পরমাপূর্ণকে
জন্মাইয়া নাশ পায়। অঙ্গাপূর্ণ পরমাপূর্ণের কলবিশেষ
মাত্র জন্মাইয়া দেয়। দৈবাৎ যদি অঙ্গ কর্ম্ম করা না
হয়, এবং প্রধান কর্ম্ম করা হয়, তবে প্রধানাপূর্ণ অব-
শ্যই জন্মে। কিন্তু ফলগত কিছু অন্নতা হয়, এই মাত্র
বিশেষ। প্রধান কার্য্য করা না হইলে তাহা অঙ্গের

সহিত করিবে, কিন্তু অঙ্গের অহরোধে প্রধান কার্য কখনই করিবে না। অপূর্বেই লিঙের শক্তি অর্থাৎ লিঙের অর্থই অপূর্ব। যথা, 'যজ্ঞত'। ইহার অর্থ যাগ জ্ঞাপূর্বম্। এখানে যজ্ঞ ধাতুর অর্থ যাগ এবং ক্রিতে এই লিঙের অর্থ অপূর্ব। 'নাষ্টম্যাং মাংসমস্মীমাং'। অষ্টমীতে মাংস ভক্ষণ করিবে না ইত্যাদি নিষেধ বিধি স্থলে অষ্টম্যাং মাংস ভোজনাভাব জ্ঞাপূর্বম্। অষ্টমীতে মাংস ভোজনের অভাব জ্ঞাপূর্ব, এই রূপ শব্দ বোধ হইবে। এখানকার অপূর্বে কোন কার্য জ্ঞাহইবে না! বলিয়া ইহার নাম পাণ্ডাপূর্ব।

অপূর্বতা (স্ত্রী) অপূর্বত্ব ভাবঃ ভাবার্থে তল্। প্রমাণান্তরালভ্যাদ্। যাহা প্রমাণান্তরে লাভ করা যায় না, তাহার ধর্মবিশেষ। তাৎপর্যাবধারণের হেতুবিশেষ।

অপূর্বত্ব (স্ত্রী) অপূর্বত্ব ভাবঃ অপূর্ব ভাবার্থে ত্ব। পূর্বে অপ্রাপ্তের ধর্ম। 'নপ্রকৃতাবপূর্বত্বাৎ'। (কাত্যায়ণ)। পূর্বে পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকৃতিতে উহা নাই।

অপূর্বপতি (স্ত্রী) ন পূর্বঃ পতিরন্তাঃ। নঞ বহুব্রী। কুমারী। অবিবাহিতা বালিকা। যে বালিকার বিবাহ হয় নাই। অপূর্বঃ আশ্চর্য্যঃ পতিরন্তাঃ। বহুব্রী। যে জীর জন্মের পতি আছে। ঐ অর্থে কপ করিলে অপূর্বপতিকা এ রূপ প্রয়োগও হইতে পারে।

অপূর্ববাদ (পুং) অপূর্ব বিষয়ে বাদো বাক্যম্। অপূর্ব-বিষয়ক বাক্য। তত্ত্বজ্ঞানেক্ষুর কথা। অপূর্ব বিষয়ে বাদো বাক্যং যস্মিন্। বহুব্রী। গঙ্গেশোপাধ্যায় বিরচিত শব্দচিন্তামণির অন্তর্গত গ্রন্থবিশেষ।

অপূর্ববিধি (পুং) বিধীয়তেহনেন বিধা-করণে কি অপূর্বে প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তে অপূর্বস্ত প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তস্ত বা বিধিঃ বিধায়কং বাক্যম্। ৭ বা ৬-তৎ। 'বিধিত্বা বিধানয়োঃ। বিধিবাক্যে চ। (হেম)। যাহা অন্ত কোন প্রমাণে পাওয়া যায় নাই তাহার প্রাপক বাক্য। লিঙাদি পদ বোধনীয় শব্দ। যথা,—'স্বর্গকামো যজ্ঞত'। যাহার স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা আছে তিনি যাগ করিবেন। (যজ্ঞ ধাতুর উত্তর লিঙের প্রথম পুরুষের এক বচনে 'যজ্ঞত' এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে)। পূর্বে আর কোন বাক্যই স্বর্গের সাধন যজ্ঞের প্রাপ্তি ছিল না, ইহাই তাহার প্রাপক হইল বলিয়া এই বাক্যের নাম অপূর্ববিধি। 'বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তো'। (ভট্ট)। যাহা অন্ত কোন প্রমাণেই পাওয়া যায় নাই, তাহার প্রাপক বাক্যই বিধি। 'বিনিয়োগবিধিরপ্যপূর্ববিধি নিয়মবিধি পরি-

সংখ্যাবিধিভেদাঙ্গিধা'। (গদ্যোৎপাদন)। বিনিয়োগবিধি ও অপূর্ববিধি, নিয়মবিধি, এবং পরিসংখ্যাবিধিভেদে তিন প্রকার। নিয়োগবিধি, উৎপত্তিবিধি প্রভৃতি চারি প্রকার বিধির অন্তর্গত। [উৎপত্তিবিধি প্রভৃতি চারি প্রকার বিধি, বিধি শব্দে দেখ]।

অপূর্ব্য (ত্রি) ন পূর্বম্ অর্হতি বৎ। নঞ-তৎ। পূর্বানহ। পূর্ব কার্যো বা পূর্ব বিষয়ে অযোগ্য।

অপূক্ত (ত্রি) পূচ-ক্ত। নঞ-তৎ। অসম্বন্ধ। অসংযুক্ত।

অপৃথক্ (অব্য) ন পৃথক্ পৃথগিত্যাব্যয়েন সহ নঞ-সমা-সাদব্যয়ত্বম্। সহযোগ। সহিত। 'কিন্তুপৃথগদ্যাত্'। (শূল)। কিন্তু সহিতই দিবে। 'বালুকাভিঃ সহ মৃৎ-

পিণ্ডে ঘটো জায়তে ইত্যাদিবদপৃথক্ সাহিত্যাত্ত্বব গ্রাহত্বাৎ'। (হর্গ)। বালির সহিত মৃত্তিকা ধও ঘট জন্মাইতেছে ইহার জ্ঞায় অপৃথক্ সাহিত্যের গ্রহণ।

অপেক্ষণীয় (ত্রি) অপ-ইক্ষ-কর্মণি অনীয়ার্হ। অপেক্ষার যোগ্য। যাহাকে অপেক্ষা করিতে হয়। অহরোধের যোগ্য। প্রতিপাল্য।

অপেক্ষা (স্ত্রী) অপ-ইক্ষ-ভাবে (শুরোশ হলঃ)। পা ৩। ৩। ১০৩ ইতি অ টাপ্। আকাঙ্ক্ষা। এক পদে আর একটা পদের অর্থ থাকে। সম্বন্ধি ভিন্ন ও কারক ভিন্ন পদের অপেক্ষা থাকিলে, বৃত্তি (পদের সহিত প্রত্যয়ের যোগ ও সমাস) হয় না। যেমন, 'পুত্রম্ ইচ্ছতি'। পুত্র ইচ্ছা করিতেছে। এই বাক্যে 'পুত্রকাম্যতি,' এই পদ হইবে। এ স্থলে 'পুত্র' এই শব্দের উত্তর কাম্যচ্-প্রত্যয় হইতে পারে। কিন্তু 'প্রবীরং পুত্রম্ ইচ্ছতি'। অতি বলবান পুত্র ইচ্ছা করিতেছে। এমন স্থলে পুত্র শব্দের সহিত প্রবীর এই বিশেষণ পদের আকাঙ্ক্ষা (অপেক্ষা) রহিয়াছে বলিয়া 'প্রবীরং পুত্রকাম্যতি' এরূপ পদ হইবে না। সমাসে যথা—'রাজো মাতঙ্গাঃ'। রাজার হাতী সকল। এখানে ষষ্ঠী সমাস হইয়া 'রাজ মাতঙ্গা' এই রূপ পদ হইতে পারে। কিন্তু, ঋকস্ত রাজমাতঙ্গাঃ, এ রূপ সমাস হইবে না। কারণ, বৃত্তির একদেশে যে রাজ পদ তাহার সহিত ঋক এই পদের আকাঙ্ক্ষা (অপেক্ষা) রহিয়াছে। যদি সম্বন্ধি পদের সহিত বা কারক পদের সহিত আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে সমাস হইবে। যথা,—'চৈত্রস্ত দাস-ভাধোরম্'। এই জ্বীলোকটা দাসের ভাধা। এখানে কাহার দাসের ভাধা, এই আকাঙ্ক্ষার বচন সম্বন্ধী চৈত্র পদ থাকিলেও দাসভাধা এই সমাসের ভজ

হইল না। এই রূপ স্থলের নিমিত্তই—‘সাপেক্ষেহপি
নমকত্বাৎ সমাসঃ’। (মল্লিনাথ)। অপেক্ষা থাকিলেও
সম্বন্ধি পদে স্বীকার হেতুই সমাস হইল। এই রূপ কারক
পদের সহিত অপেক্ষা থাকিলেও সমাস হইবে। যথা,—
‘লুনচক্ররথো ময়া’। আমি রথের চক্র ছেদন করি-
য়াছি। এখানে ময়া এই কারক পদের সহিত লুন এই
বস্তুর এক দেশের আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও লুনচক্ররথ
এই সমাসের ভঙ্গ হয় নাই।

জ্ঞায়োক্ত জ্ঞানের স্থিতির এবং উৎপত্তির প্রয়োজ-
কতা। যে জ্ঞান করিতে হইলে বাহার জ্ঞান অপেক্ষা
করে, সেই জ্ঞান সেই জ্ঞানের প্রয়োজক হইবে এবং
বাহার স্থিতি ও উৎপত্তি বাহার স্থিতি ও উৎপত্তিকে
অপেক্ষা করে, সেই স্থিতি ও উৎপত্তি সেই স্থিতি ও
উৎপত্তির প্রয়োজক হয়। যেমন ঘটের জ্ঞান করিতে
হইলে যদি ঘটের জ্ঞান অপেক্ষা করে, তবে ঘটের
জ্ঞানের প্রয়োজক ঘট জ্ঞান হয় এবং ঘটস্থিতি যদি ঘট
স্থিতি ব্যতীত না হয় তবে ঘটস্থিতির প্রয়োজক ঘট
স্থিতি হয়। এবং ঘটের উৎপত্তি যদি ঘটের উৎপত্তিকে
অপেক্ষা করে, তবে ঘটের উৎপত্তির প্রয়োজক ঘটের উৎ-
পত্তি হয়। পরস্পর অপেক্ষা যুক্ত জ্ঞান হইলে তাহাতে
অন্তোন্তোশ্রয় দোষ হয়। [বিবরণ অন্তোন্তোশ্রয় শব্দে
দেখ]। তাহার লক্ষণ যথা, ‘স্বগ্রহ সাপেক্ষ গ্রহসাপেক্ষ
গ্রহকত্বমন্তোন্তোশ্রয়ত্বম্’। এখানে গ্রহ শব্দের অর্থ জ্ঞান
স্বজ্ঞানের অপেক্ষাযুক্ত যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের অপেক্ষাযুক্ত
বদি আবার সেই প্রথম জ্ঞান হয়, তবেই অন্তোন্তোশ্রয়
দোষ ঘটয়া থাকে। শ্রুতি বাক্যে অত্ কোন বাক্যের
অপেক্ষা থাকেনা। ‘অনপেক্ষ প্রবর্তক বাক্যৈশ্চৈব শ্রুতি-
ত্বাৎ’। (স্মার্ত)। অপেক্ষা শ্রুত প্রবর্তক বাক্যই শ্রুতি।
‘অভিধাতুং পদেহত্মশ্রুতিরপেক্ষবণা শ্রুতিঃ’। (ভট্ট)
বলিবার নিমিত্ত অত্ পদে নিরপেক্ষ (অপেক্ষা
শ্রুত) বাক্যই শ্রুতি।

স্পৃহা। যেমন,—‘নিরপেক্ষঃ পরিব্রজ্যেৎ’। (মহু ৬।
৪১)। বিগতস্পৃহ হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে।
‘নিরপেক্ষঃ বিগতস্পৃহঃ’। (কুহু)। অমুরোধ। ‘নিয়-
মাপেক্ষয়া বুনিঃ’। (রঘু ১। ৯৪)। বুনি, নিয়মের অমু-
রোধ হেতু।

অপেক্ষাবুদ্ধি (জী) অপেক্ষা যুক্ত সহ বা বুদ্ধিঃ। ৩-তৎ।
এক একটা করিয়া বহু একের বুদ্ধি। ‘অনৈকৈকবুদ্ধিযা
সাপেক্ষাবুদ্ধিরিধ্যতে’। (ভাষাপ)।

অপেক্ষাবুদ্ধিজ (জি) অপেক্ষাযুক্তায়া বুদ্ধ্যা জায়তে
অপেক্ষাবুদ্ধি-জন-ড। ৫-তৎ। জায়শাস্ত্রোক্ত বিদ্য আদি
পর্যাক্ষ পর্যাস্ত সংখ্যা বিশেষ। দুই হইতে শেষ সংখ্যা
পর্যাস্ত।

অপেক্ষিত (জি) অপ-ঈক্ষ-কর্ম্মণি ক্ত। অপেক্ষাযুক্ত।
আকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট। ‘অপেক্ষিতক্রিয়ক্ষেতি’। (হরি)।

অপেক্ষিতা (জী) অপেক্ষিণো ভাবঃ অপেক্ষিন্-তল্ টাপ্।
অপেক্ষাকারীর ভাব। অর্থিত্ব। ‘প্রয়োজনাপেক্ষিতয়া’।
(কুমা ৩। ১)। ‘প্রয়োজনার্থিৎসেন’। (মল্লি)। প্রয়ো-
জন আকাঙ্ক্ষায়।

অপেক্ষিন্ (জি) অপেক্ষতে অপ-ঈক্ষ-ণিনি। অপেক্ষা-
কারী। অপেক্ষা বিশিষ্ট। আকাঙ্ক্ষা যুক্ত। ‘তৎকৃত্যমু-
গ্রহাপেক্ষী’। (কুমা ২। ৩৯)। সেই তারকাহরের
অমুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। (জী) ভীপ্। অপেক্ষিণী।

অপেক্ষ্য (জি) অপ-ঈক্ষ-ণ্যৎ। অপেক্ষণীয়। (অব্য)
অপ-ঈক্ষ ভাবে ল্যপ্। অপেক্ষা করিয়া। ‘তদানপেক্ষ্য’।
(কুমা ৫। ১৮)। সেই কালে অপেক্ষা না করিয়া।
‘কিমপেক্ষ্য ফলং’। (ভারবি ২। ২১)। কিফল অপেক্ষা
করিয়া।

অপেত (জি) অপ-ইণ-কর্ত্তরি ক্ত। অপগত। অপস্থত।
পলায়িত।

অপেতরাক্ষসী (জী) অপেতঃ অপগতঃ রাক্ষস ইব পাপং
যন্তাঃ যয়া বা। ৫ বা ৩-বহত্ৰী। ভীপ্। তুলসী।
(রাক্ষসিনী)। যদা অপেতঃ অপগতঃ রাক্ষসো বিষ্ণু-
সান্নিধ্যায়া যয়া। প্রাদি বহত্ৰী। তুলসী যেখানে থাকে,
বিষ্ণুও সেই স্থানেই থাকেন। কাজেই, বিষ্ণুর ভয়ে
রাক্ষসগণ তুলসীর নিকট হইতে পলাইয়া যায়।

যদা অপেতা রাক্ষসী দংষ্ট্রা যন্তাঃ। বাহার বড় দাঁত
নাই। ‘রাক্ষসীতি চ দংষ্ট্রায়াং রাক্ষসী রক্ষসঃ জীয়াৎ’।
(বিখ)। অথবা অপেতা রাক্ষসী চণ্ডানাম বৃক্ষ বিশেষঃ।
কর্ম্মধা। অপগতচণ্ডাগাছ। ‘অথ রাক্ষসী। চণ্ডা’। (অমর)।

অপেয় (জি) ন পীয়তে ন-পা-যৎ। নঞ তৎ। পানের
অযোগ্য। বাহা পান করিতে নাই। বাহা পান করা
শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ।

আমাদের শাস্ত্রে অনেক গুলি অপেয় দ্রব্যের উল্লেখ
আছে। সেই সকল দ্রব্য পান করিয়া বিক্রয়াদি করিলে
পাপ জন্মে। মদ্য প্রধান অপেয়। ইহা পান, বিক্রা
দান অথবা গ্রহণ করিলে পাপ হয়। নিষিদ্ধ দ্রব্য গুলির
গুণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই জানা যায় যে,

সেই সকল সামগ্রী পান করিলে পীড়া জন্মে, তাই শাস্ত্রকারেরা পানাদি করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

দুগ্ধের সঙ্গে লবণ মিশ্রিত করিয়া পান কারবে না। দুগ্ধ নষ্ট হইয়া গেলেও পান করা নিষিদ্ধ। গাভির বাছুর হইলে দশ দিন পরে তাহার দুগ্ধ পান করিবে। দশ দিনের পূর্বে গাভি দুগ্ধ অত্যন্ত গুরুপাক থাকে, খাইলে উদরাময়াদি রোগ জন্মে, সে কারণ বিচক্ষণ শাস্ত্রকারেরা তাহা অপেয় বলিয়া ধরিয়াছেন। আধুনিক চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে, দুগ্ধ অধিক কণ পড়িয়া থাকিলে বায়ু সহযোগে তাহাতে নানা প্রকার বিষ মিশ্রিত হয়। সুতরাং নষ্ট দুগ্ধ খাইলে বিষ ভোজন করা হয়। দুগ্ধে লবণ মিশাইলে পিত্তবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুবিজ্ঞ বৈদ্যেরা বলেন, পরিণামে তাহাতে কুষ্ঠাদি রোগ জন্মিতে পারে।

কুকুরের উচ্ছিষ্ট জল পান করিতে নাই। অজ্ঞানতা বশতঃ পান করিলে, শঙ্খপুষ্পী নামক লতার সঙ্গে দুগ্ধ পাক করিয়া তিন দিন তাহা পান করা চাই। স্ত্রীর উচ্ছিষ্ট জল পান করাও নিষিদ্ধ। ইহার ঠিক কারণ কি, বলিতে পারা যায় না।

শূদ্রের উচ্ছিষ্ট জল পান করিতে নাই। পান করিলে কুশম্বলের সঙ্গে দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তিন দিন কেবল তাহাই পান করিয়া থাকিবে, অন্য কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না।

কুকুরে যে পাত্র স্পর্শ করিয়াছে তেমন পাত্রের জল, কিম্বা যে জল শুক, বিষ্ঠা অথবা মূত্রাদিতে দূষিত হইয়াছে তাহা অপেয়। পান করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিতে হয়। তাহার অভাবে এক কাহন বার পণ কর্ত্তী উৎসর্গ করা চাই।

চণ্ডালের কূপে কিম্বা ভাণ্ডে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জল পান করিবে না। কোন কারণে সেই অপেয় জল পান করিলে ব্রাহ্মণের পক্ষে সান্তপন ব্রত প্রশস্ত। ক্ষত্রিয়ের প্রাজাপত্য ব্রত করা উচিত। বৈশ্যের প্রাজাপত্যের অর্দ্ধ। এবং শূদ্রের পক্ষে একপাদ প্রাজাপত্য প্রশস্ত। তাহাতে অশুক হইলে ইহার অনুকল্প ব্যবস্থাও আছে। চণ্ডালে জল স্পর্শ করিলে কিম্বা দুগ্ধাদি পাক করিয়া দিলে তাহাও অপেয়।

এখন আমাদের মনে এই সন্দেহ জন্মিতে পারে যে, চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণাদিতে প্রভেদ কি? ব্রাহ্মণে জল স্পর্শ করিলে তাহা অপেয় হয় না, চণ্ডালের এত কি

অপরোধ যে, তাহার জল স্পর্শ করিলে তাহা অপেয় হইয়া যায়? এ স্থলে অনেকটুকু ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত আছে। পূর্বকালের শাস্ত্রকারেরা অনেক বুঝিয়াই তৎকালেচিত এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সে কালে চণ্ডালাদি নীচ জাতি পথিকদের সর্বস্ব অপহরণ করিবার নিমিত্ত কুপাদিতে বিষ ফেলিয়া রাখিত। তৃষ্ণাতুর পথিকেরা সেই জল পান করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলে দস্যুরা তাহাদের সর্বস্ব হরণ করিয়া পলাইয়া যাইত। এখনও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলাদি প্রদেশে নীচ জাতির নানা প্রকার কৌশলে পথিকদিগকে ধৃত্বা খাওয়াইয়া দেয়। ধৃত্বার বিবে সকলে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে দুষ্টেরা তাহাদের সর্বস্ব লইয়া পলাইয়া যায়। যে সকল নীচ জাতি স্বভাবতঃ এত নির্ভর ও অবিশ্বাসী, তাহাদের হাতের দ্রব্য পানভোজন করা কর্তব্য নহে।

যম বলেন কাঁচা মাংস, ঘৃত, মধু, ফলসমুদয় স্নেহ-বস্ত্র স্নেছাদির ভাণ্ডে থাকিলে তাহা অপেয় হয়। কিন্তু ভাণ্ড হইতে ঢালিয়া লইলে তাহা শুদ্ধ হইয়া থাকে। জাবাল, শাতাতপ ও শঙ্খমূনির মতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের নূতন পাত্রস্থ জল, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, তৈল, ইক্ষুরস, গুড়, ঘোল ও মধু প্রভৃতি দ্রব্য ভক্ষণ করিলে কোন দোষ হয় না।

শাস্ত্রকারেরা বামহস্তে পাত্র ধরিয়া জল পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। লবুহারীতের মতে জল-স্রোতের জল, কূপ হইতে সকলে যে কলসী করিয়া জল তুলে তাহার জল, দ্রোণী প্রভৃতি যে পাত্র দ্বারা ক্ষেত্রে জল সেক করে তাহার জল, তলবার প্রভৃতি অস্ত্রের খাপের মধ্যস্থিত জল অপেয়। যম বলেন, ঐ সকল পাত্রের জল ভূমিতে ঢালিয়া পুনর্বার তাহা পাত্রে তুলিয়া লইলে পান করা যায়, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

অঙ্গীরার মতে, মলমূত্র সংসৃষ্ট কূপের জল পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করা চাই। যদ্যপি তাদৃশ কূপের জলে মলমূত্রের স্বাদ বা গন্ধ না থাকে তথাপি প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। বিষ্ণু বলেন যে, ক্ষুদ্র জলাশয়ে বিষ্ঠাদির সংসর্গ থাকিলে তাহার জল অপেয়। কিন্তু বৃহৎ জলাশয়ের যে দিকে মলমূত্র থাকিবে, সেই দিকেরই জল পান করিবে না। অস্ত্র ঘাটের জল ব্যবহার করিতে দোষ নাই। বিষ্ণু আরও এই রূপ নিয়ম করিয়াছেন যে, কোন কূপে কুকুরাদি পশুগণ প্রাণী মরিলে কিম্বা তাহাতে স্নেহা, রক্ত ও উচ্ছিষ্টাদি ফেলিলে তাহার

জল পান করা অমুচিত। ব্রাহ্মণাদি কোন জাতি তাদৃশ কপের জল পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য। ব্রাহ্মণে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য খাইবেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দুই রাত্রি উপবাস ও পঞ্চগব্য পান করা প্রশস্ত। বৈশ্যজাতি এক দিন উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য খাইবেন। শূদ্রেরা দ্বিবাতে উপবাস করিয়া রাজিতে পঞ্চগব্য খাইলেই শুদ্ধ হইতে পারে। কপের মধ্যে পঞ্চ-নখ পশুর মাংস পচিয়া গেলে আপত্ত্য আরও কিছু কষ্টনিয়ম করিয়াছেন। তিনি বলেন, এ রূপ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের ছয় দিন উপবাস করা চাই। মাহুষের মৃত-দেহে জল দূষিত হইলে তাহাও পান করিবে না। জ্ঞান-পূর্বক পান করিলে বার দিন উপবাস করা আবশ্যক।

গোদোহন পাত্রের জল, মসকের জল, স্বানির জল, দুগ্ধ মিশ্রিত জল, শিল্পীর শিল্প কার্য্য করিতে কোন দ্রব্যে যে জল দেয় তাহা এবং স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধেরা অপ্রত্যক্ষে যে জলে কোন অনন্যবহার করে তাদৃশ জল ব্যবহার করা ঘাইতে পারে।

চন্দ্রভাও দ্বারা উদ্ধৃত জল, কলের দ্বারা উদ্ধৃত জল এবং অগবিত্ত বস্তুর সঙ্গে যে জলের দ্বারা লাগিয়াছে, তাদৃশ জলের পরিমাণ যদি এত অধিক হয় যে, তাহাতে একটি গোবর তৃণা নিবারণ হইতে পারে, তবে অল্প জল না পাইলে আপৎ কালে তাহা ভূমিতে ফেলিয়া পান করা ঘাইতে পারে, তাহাতে দোষ হয় না।

বর্ষাকালে বৃষ্টির জল তিন দিন পরে পান করা যায়। অকালে বৃষ্টির জল দশ দিন পর্য্যন্ত অপেয়। যদি ইহার মধ্যে কেহ পান করে, তবে শাস্ত্রানুসারে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য। বৃষ্টির জল এবং শূদ্রের আনীত জল দ্বারা স্নান, আচমন, দান, দেবপূজা ও পিতৃতর্পণাদি বৈধ কর্ম্ম কিছুই করিবে না। তাদৃশ জল পান করাও নিষিদ্ধ। গঙ্গা, যমুনা, গন্ধকাভা সর-স্বতী প্রভৃতি সমুদ্রগামিনী নদী ও শোণ প্রভৃতি নদ ভিন্ন আর সকল নদীই শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে রজস্বল্য হয়। তজ্জন্ত সেই সকল নদীতে স্নান বা তাহার জল পান করিতে নাই। সমুদ্রের জলও অপেয়।

মহু প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিরা নিয়ম করিয়াছেন যে, ঐশবের পর দশ দিন পর্য্যন্ত গো, মহিষ ও জাগলের দুগ্ধ পান করিতে নাই। তস্ত্রিণ, অশ্ব গর্দভ প্রভৃতি যে সকল পশুর খুর চৈয়া নহে, তাহাদের দুগ্ধ অপেয়। মহিষ ভিন্ন অন্য কোন বস্ত্র পশুর দুগ্ধ পান করা উচিত

নহে। ছাগল ভিন্ন আর যে সকল পশুর কেবল দুইটা করিয়া বাট আছে, তাহাদের দুগ্ধ পান করা অকর্তব্য। বাছুর মরিয়া গেলে কিম্বা গর্ভগ্রহণের নিমিত্ত গাভি বাঁড়ের কাছে থাকিলে তাহার দুগ্ধ পান করিবে না। গোবর প্রভৃতির দুগ্ধ শুদ্ধ, কিন্তু স্তনে ক্ষত থাকিলে অথবা কোন পশুকে মদ্যাদি পান করাইলে তাহাদের দুগ্ধ পান করিতে নাই।

যাহার দুধ বাট হইতে আপনিই ক্ষরিত হয় এবং যে গোবর দুইটা বাছুর, তাহাদের দুগ্ধ অপেয়। মাহু-ষের দুগ্ধও হুঁহিয়া পান করিতে নাই। শূদ্রের মতে, দীর্ঘকাল ঐ সকলের দুধ পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য। শাস্ত্রাতপের মতে, পুনঃ পুনঃ উটের কিম্বা মাহুষের দুধ পান করিলে ব্রাহ্মণাদির পুনর্বার উপ-নয়নের সহিত তপস্কৃত্ত প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

গোতম বলেন, মাটা ভোলা দুধ এবং মাখন গলা-ইলে যে শিঠা পড়ে তাহা, তৈল বাহির করা খইল, অত্যন্ত সার বাহির করা জলের স্রায বোল, ও সারাংশ উদ্ধৃত করিলে অসার মাংস প্রভৃতি কোন দ্রব্যই ব্যবহার করিবে না।

শূলপাণির মতে, কপিল গোবর দুধ পান করিলে সচ্চরিত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত ধাতুবৈষম্যজনক কতকগুলি অপেয় আছে, তাহার অধিকাংশই কুপথ্যের মধ্যে পরি-গণিত। বর্ষাকালের জলে গাঙ্গেয়ত্ব ও সামুদ্রিক এই দুইটা গুণ হয়। তন্মধ্যে গাঙ্গেয়ত্ব জল পান করিতে নিষেধ নাই। সামুদ্রিক জলের চিহ্ন, বিকৃত বর্ণ এবং ক্লেদযুক্ত। সেই জল অপেয়। কীট, মূত্র, বিটা, ডিহ ও শব প্রভৃতির রসে দূষিত, তৃণ ও বৃক্ষের পতিত পত্র দ্বারা দূর্গন্ধ, বোলা ও বিষযুক্ত বর্ষাকালের জলে স্নান করিলে বা তাহা পান করিলে, বাহু এবং আভ্যন্তরিক রোগ জন্মে। যে জল শৈবালাদিতে আচ্ছাদিত এবং বাহাতে চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ বা বাতাস লাগে না, সেই বিরল ও বিবর্ণ জলের নাম ব্যাপন্ন। ব্যাপন্ন জল স্নান ও পান্য-দির পক্ষে নিষিদ্ধ। তাদৃশ জল ব্যবহার করিলে শোণ, পাণুরোগ, চর্ম্মরোগ, অগ্নিরিক, শ্বাসরাস, এতিশ্রায় (পীনস), শূল, গুল্ম, উদরী এবং অন্ত্য অন্ত্য উৎকটরোগ উৎপন্ন হয়। যে নদী পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়, তাহার জল স্বভাবতঃ ভারি, অতএব তাহা ব্যবহার্য্য নহে।

সহপর্কত ও বিক্ষ্যপর্কত হইতে যে সকল নদী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের জল ব্যবহার করিলে কুষ্ঠ রোগ জন্মে। মলয় পর্কতজাত নদীর জল ব্যবহার করিলে উদরের মধ্যে ক্রিমি হয়। মহেন্দ্র পর্কতজাত নদীর জল ব্যবহার করিলে শোথ ও উদরী রোগ হইয়া থাকে। হিমালয়জাত নদীর জল ব্যবহার করিলে হৃদরোগ, মেন, শিরোরোগ, শোথ ও গলগণ্ড হয়। পূর্ব ও পশ্চিম অবস্তীর জল ব্যবহার করিলে খাসকাস জন্মে। পূর্বোক্ত সামুদ্র জল এবং কাঁচা মাংসাদিতে দুর্গন্ধযুক্ত এবং লোনা জল ব্যবহার করিলে অনেক দোষ হয়। চুষ্ট পদার্থ মিশ্রিত জল এবং বন্ধজল অমুপকারী। রোগ বিশেষে শীতল জল অপেক্ষ। যথা—পার্শ্বশূল, পীনস, বাত রোগ, শোথ, জড়তা, কোষ্ঠ রোগ, নবজর, হিকা প্রভৃতি পীড়ায় বৈদ্য মতে শীতল জল নিষিদ্ধ।

অপেলব (ক্লী) ন পেলবম্। নঞ-তৎ। অবিরল। ঘন। 'পেলবং বিরলং তদুঃ'। (অমর)।

অপেশল (পুং) ন পেশলঃ বিরোধে নঞ-তৎ। অদক্ষ। অচতুর। অনিপুণ। অপটু। সুন্দর নহে। কুশল ভিন্ন। রম্য নহে। 'দক্ষেতু চতুরপেশল পটবঃ'। (অমর)। 'পেশলঃ কুশলে রম্যে'। (হেম)।

অপেশী (স্ত্রী) ন পেশী। নঞ-তৎ। পক্ষীর ডিম ভিন্ন। স্বত্রবৎ মাংস ভিন্ন।

'পেশীকোষোদ্বিহীতেহণ্ড'। (অমর)।

অপেহিকটা (স্ত্রী) অপেহি অপগচ্ছ কট ইত্যুচ্যতে যন্তাং ক্রিয়ায়াম্। ময়ুং সৎ। কটের সম্বোধন যুক্ত অপ-গমনের আদেশ বিশিষ্ট ক্রিয়া বিশেষ। রে কট! (দাস) তুই যা, এ রূপ বলিতে হয় যে ক্রিয়াতে সেই ক্রিয়ার নাম অপেহিকটা। এখানে কট শব্দে ভূত্য। যে স্বামীর আজ্ঞামুসারে কার্য্য করে।

'কট ইত্যাদি ক্রিয়াকারক শ্রশানয়োঃ'। (হেম)।

ময়ুরব্যং সমাসে অপেহিবিহীতীয়া। অপেহিপ্রথমা। অপেহিপ্রথমা। অপেহিবাগিহা। অপেহিস্বাগতা। অপোহ-কটা। অপোহকর্দমা প্রভৃতি এই রূপ অনেকগুলি প্রয়োগ আছে। *। ময়ুর্যব্যংসকাস্ত্রয়ঃ। পা ২। ১। ৭২। ময়ুর-ব্যংসক প্রভৃতি পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

অপৈঠর (ক্লী) ন পৈঠরম্। নঞ-তৎ। স্থালীপক সদগন্ধ যুক্ত ব্যঞ্জন নহে। 'উধ্যাস্ত পৈঠরং'। (হেম)।

অপৈতামহক (ত্রি) পিতামহান্নাগতং পিতামহ বৃঞ্ পৈতামহকং ন পৈতামহকম্। নঞ-তৎ। যাহা পিতা-

মহ হইতে আগত নহে। *। বিদ্যাবোনি সম্বন্ধেভ্যো বৃঞ্। পা ৪। ৩। ৭৭। বিদ্যা সম্বন্ধ এবং যোনি সম্বন্ধ বাচক শব্দের উত্তর আগত অর্থে বৃঞ্ প্রত্যয় হয়।

অপৈতুক (ত্রি) পিতুরাগতং পিতৃষ্ঠঞ্ পৈতুকম্। নঞ-তৎ। যাহা পিতা হইতে প্রাপ্ত নহে। যাহা পিতৃ সম্বন্ধীয় নহে। নিজের উপাধিকৃত। *। পিতৃষ্ঠাচ্চ। পা ৪। ৩। ৭৯। আগত অর্থে পিতৃ শব্দের উত্তর যৎ ও ঠঞ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে।

অপৈশুন (ক্লী) পিশতি থলত্বেন স্থচকত্বেন বা আত্মানং দ্যোতয়তি পিশ ভূদাং মুচাদি উণ্ উনন্। *। কুধি-পিশি-মিথিভাঃ কিং। উণ্, তা ৫৫। কুধ পিশ মিথ ধাতুর উত্তর উনন্ প্রত্যয় হয় এবং তাহা কিং হয়। 'পিশুনৌ থল স্থচকৌ'। (অমর)। পিশুনস্ত্র ভাবঃ পিশুন-অণ্ পৈশুনং ন পৈশুনম্ অভাবে নঞ-তৎ। পৈশুন্তের অভাব। থলতার অভাব। স্থচনার অভাব। (ত্রি) নাস্তি পৈশুনং যন্ত। নঞ-বহুব্রী। থলতা শূন্ত। স্থচনা শূন্ত।

অপৈশুন্ত (ক্লী) পিশুনস্ত্র ভাবঃ পিশুন-ভাবেষ্যঞ্ পৈশুন্তং ন পৈশুন্তম্। নঞ-তৎ। পৈশুন্তের অভাব। থলতার অভাব। স্থচনার অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। থলতা শূন্ত। স্থচনা শূন্ত।

অপোগণ্ড (পুং) ন পসি কর্ম্মাক্রমতয়া দ্রব্য স্পর্শেহপি গচ্ছতি। পস্-ভাবে-ক্টিপ্-গম-উণ-ড। নঞ-তৎ। যে কর্ম্মে অক্ষম বশতঃ দ্রব্য স্পর্শও করিতে পারে না। কর্ম্মে অক্ষম। বিকলাঙ্গ। বালক। অতি ভীত। যদ্বা অপসি-কর্ম্মণি-অগণ্ডঃ অবীরঃ। বিকলাঙ্গের ধম্মকাযো অধিকার নাই। যথা—

তীর্থাৎ পশুত্যাগেধেদেবানাং নাত্যাধিকারঃ। (জৈমিনি)

পশ্বাদি পশু এবং যানাদেব চক্ষু, কর্ণ, মুখ, এই তিন অঙ্গ ঋষির জ্ঞায়, অর্থাৎ ঋষিরা যেমন ধ্যানে বসিলে বাহ্য বস্তু দেখেন না; বিষয় কথা শ্রবণ করেন না, এবং কোন বাক্যও বলেন না, কাণা, কালা ও মুকেরাও সেই রূপ বলিয়া তাহাদের এবং দেবতাদের ধর্ম্ম কার্য্যে অধিকার নাই।

'অপোগণ্ডস্ত শিশুকে বিকলাঙ্গত্বভীতীকৃৎ'। (বিশ্ব)

'পুতোহহুৎপন্নশ্রগুণ্ডঃ কপোলো যন্ত'। (মার্ত্ত)

পবিত্র অর্থাৎ দাড়ী রহিত গাল যাহার।

পোগণ্ডঃ বোড়শবর্ষীয় বালকঃ। বাল আযোড়শা-ধর্ষাৎ পোগণ্ডশ্চাপি শব্দ্যতে। (নারদ)। ন পোগণ্ডঃ নঞ-তৎ। বোল বৎসরের অধিক বয়স্ক যুবা। অপো-

জলমিব ভঙ্গিযুক্তঃ গণ্ডঃ চিহ্নঃ যত্র। বহুব্রী। ত্রিবি-
যুক্ত মধ্য দেশ। গণ্ডস্ত বীরে পিঠক চিহ্নয়োঃ'। (হেম)।
যত্র নাস্তি পোগণ্ডঃ অমুৎপন্ন শব্দ কপোলো যস্মাৎ।
বহুব্রী। যে কাল অপেক্ষা আর শব্দ (দাড়ি) রহিত গাল
দেখা যায় না। বালকের ষোল বৎসর অপেক্ষা আর
পবিত্র গণ্ড দেখা যায় না। অতএব পূর্ক কৃত স্মার্ত
ব্যুৎপত্তি এবং এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা পোগণ্ড ও অপোগণ্ড
এ উভয় শব্দেই ষোল বৎসর বয়সকে বুঝাইতেছে।
'অপোগণ্ডস্ত পোগণ্ডঃ'। (হিং কো০)। *। ঞমস্তাড্‌:
উণ্‌ ১। ১১১। ঞম্‌ (ঞ গ ন ঙ ম) অন্ত ধাতুর উত্তর
ড প্রত্যয় হয়।

অপোঢ় (ত্রি) অপ-বহ-ক্ত। নিরন্ত। তাক্‌। *। হোঢ়ঃ।
পা ৮। ২। ৩১। ঞজ্‌ পরে থাকিলে কিম্বা পদান্ত বিষয়ে
হ স্থানে ঢ হয়। *। ঞষন্তথোক্তোচ্চঃ। পা ৮। ২। ৪০।
ধা ধাতু ভিন্ন বসের পরস্থিত ত এবং থ স্থানে ধ হয়।
। *। ঠুনা ঠুঃ। পা ৮। ৪। ৪১। মূর্দ্ধন্ত বকার বা ট
বর্ণের সহিত যোগ থাকিলে দন্ত্য সকারের স্থানে মূর্দ্ধন্ত
বকার এবং তবর্ণের স্থানে টবর্ণ হয়। *। ঢোঢ়ে
লোপঃ। পা ৮। ৩। ১৩। ঢকার পরে থাকিলে ঢকারের
লোপ হয়। *। সহিবহোরোদবর্ণন্ত। পা ৬। ৩।
১১২। ঢকারের লোপ হইলে সহ ও বহ ধাতুর
অকারের স্থানে ওকার হয়। *। বচি স্বপি যজাদীনাম্‌
কিতি। পা ৬। ১। ১৫।

কইং প্রত্যয় পরে থাকিলে বচ স্বপ এবং যজাদি
গণের সম্প্রসারণ হয়। [যজাদিগণে বহ ধাতু
দেখ]। *। আদন্তঃ। পা ৩। ১। ৮৩। অবর্ণের
উত্তর অচ্‌ থাকিলে পূর্ক এবং পরের ঙ্‌গ হইয়া একা-
দেশ হয়।

অপোদক (ত্রি) অপ অপগতম্‌ উদকং জলং যস্মাৎ। প্রাদি
বহুব্রী। বাহার মধ্য হইতে জল বাহির হইয়া গিয়াছে।
বাহার মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে নাই। অপ অপ-
কৃষ্টম্‌ উদকং যস্মাৎ। যদ্বারা জল অপকৃষ্ট হইয়া যায়।
পক্ষ শৈবালাদি।

অপোদিকা (স্ত্রী) অপ অপকৃষ্টম্‌ উদকং যয়া। যদ্বারা
জল অপকৃষ্ট হইয়া যায়। কলমী লতা। কলমী লতা।
অপ অপনদ্ধং (বদ্ধং) রক্তবর্ণহেন অপকৃষ্টং বা ফলেষু
উদকং যস্তাঃ। বাহার ফলে জল বদ্ধ থাকে বা বাহার
ফলে রক্তবর্ণ অপকৃষ্ট জল থাকে। পুতিকা। পুঁই। *।
উত্তর পদস্তেতি বক্তব্যম্‌ (বার্তিক)। পা ৬। ৩। ৫৭।

হত্রে)। সমাসের উত্তরস্থ উদক শব্দের স্থানেও উদ
আদেশ হয়। স্ত্রীস্বাট্টাপ্‌ অপোদা সা এব স্বার্থে কন্‌
অকো হ্রস্বঃ 'স্বার্থ প্রত্যয়ান্ত্রিঙ্গকঃ'। স্বার্থে
কোন প্রত্যয় করিলে পূর্ক শব্দে যে লিঙ্গ থাকে
স্বার্থ প্রত্যয়ান্ত্র শব্দও সেই লিঙ্গ হয়। এই নিয়মামুসারে
অপোদকা এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইল। *। প্রত্যয়
স্বাৎ কাৎ ইত্যাদি। পা ৭। ৩। ৪৪। হ্রস্ব দ্বারা 'অপো-
দিকা'। এই রূপ অকার স্থানে ইকার আদেশ হইবে।
কিন্তু উদীচা আচার্যাদের মতে অভাষিত পুংস্ব স্থানে
ইকার হইবে না। যথা—

। *। অভাষিতপুংস্বাক্ষ। পা ৭। ৩। ৪৮। উদীচ্য
আচার্যাদের মতে অভাষিত পুংস্ব শব্দের আকার স্থানে
বিহিত যে অকার তাহার স্থানে ইকার আদেশ হইবে
না। অতএব, 'অপোদকা' এ প্রকার রূপও থাকিতে
পারে।

অপোনপ্ত্রিয় (ত্রি) অপোনপাৎ দেবতা অস্ত্র অপোন-
পাৎ ঘ নিং। অপোনপাৎ দেবতাকে দিবার যুতাди।
[অপানপ্ত্রিয় শব্দে হ্রস্ব দেখ]।

অপোনপ্ত্রীয় (ত্রি) অপোনপাৎ দেবতা অস্ত্র অপোনপাৎ
ছ নিং। অপোনপাৎ দেবতাকে দিবার যুতাди।
[অপানপ্ত্রিয় শব্দে হ্রস্ব দেখ]। তয়োস্ত্র প্রত্যয়ান্তর
যোগেন রূপমিদং নিপাতাতে।

অপোময় (ত্রি) অপো জলং তদাম্বকং অপন্‌-ময়ট্‌।
জলময়।

অপোহ (পুং) অপ-উহ-বাং ভাবে ক। ত্যাগ। অতদ্বা-
বৃত্তি। তাহার নিষেধ নহে। অপ বৈপরীত্যে উহন্তকঃ
প্রাদি তৎ। অপর তর্ক নিরাসের নিমিত্ত বিপরীত তর্ক।

অপোহনীয় (ত্রি) অপ-উহ-অনীয়র্‌। অন্তের কৃত তর্কের
নিরাস করিয়া তর্কের যোগ্য।

অপোহ্র (ত্রি) অপ-উহ-গত্যাদৌ-কর্মণি-ণাৎ। অপ-গম-
নীয়। ত্যাজ্য। (অব্য) অপ-বহ-লাপ্‌। দূরীভূত
করিয়া।

অপৌরুষ (ত্রি) পুরুষস্ত ভাবঃ কর্ম বা-পুরুষ-অণ্‌ পৌরুষং
তন্মাস্ত্যস্ত। বিক্রম শূত্র। (স্ত্রী) পৌরুষস্ত অভাবঃ
অভাবার্থে নঞ-তৎ। পৌরুষের অভাব। বিক্রমের
অভাব।

অপ্চর (ত্রি) অপ্পু চরতি চর-ট। জলচর জন্তু। *।
চরেটঃ। পা ৩। ২। ১৬। অধিকরণ উপপদের পর চর
ধাতুর উত্তর ট প্রত্যয় হয়। স্ত্রী-অপ্চরী।

অপ্ত (পুং) আপ্রোতি জীবো বৎ আপ-উণ্-তুন্ হ্রস্বশ্চ।
শরীর। স্বল্পরূপ সোম। ‘অপ্তঃ শরীরঃ’। (উণ্ কো०)।
।*। আপ্রোতে হ্রস্বশ্চ। উণ্ ১। ৭৪। আপ-ধাতুর
উত্তর তুন্ প্রত্যয় হয় এবং সেই আপ ধাতুর স্থানে হ্রস্বও
হইয়া থাকে।

অপ্তবু (পুং) অপ্ত জলদান বিষয়ে তুতোষ্ঠি ধাবতি
তুন্ জুহো কিপ্। জলদায়ক ইন্দ্র। জলদায়ক অগ্নি।
অপ্তবু (স্ত্রী) অপ্তুরো ভাবঃ বাহু বেদে যৎ। জল
প্রেরকের ধর্ম। জল প্রেরকত্ব। লৌকিকে ব্যঞ্ আপ্তবু।
অপ্তোর্থ্যাম (পুং) অপ্তোঃ শরীরস্ত যাপকত্বাদ্ যাম ইব
অনুক্ সং। অগ্নিষ্টোমাদ্ যাগ বিশেষ। বিষ্ণুপুরাণে
কথিত আছে যে, অপ্তোর্থ্যাম যাগ ব্রহ্মার উত্তর মুখ
হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। (১।৫।৪৮)।

অপ্ত্য (ত্রি) অপ্তৌ শরীরে ভবঃ যৎ বেদে টিলোপঃ।
অপত্য।

অপ্তস্ব (ত্রি) অপ্তসি কর্মণি তিষ্ঠতি অপ্তস্ব-হা-ক। ৭ তৎ।
কর্মে অধিকৃত। [অপ্তস্ সাধিবার সূত্র অপ্তস্ শব্দে
দেখ]।

অপ্তরাজ (পুং) অপ্তসাঃ কর্মণাং রাজা টজস্ত ৬-তৎ।
বেদে পুং সলোপঃ। কর্মপ্রেরক। যে কার্যে নিয়োগ
করে।

অপ্তবান (পুং) অপ্তসা কর্মণা বানঃ সমগতির্থস্ত। ৩-বহব্রী।
পুং সলোপঃ। ভৃগুবাংশীয় ঋষি-বিশেষ।

অথবা, আপ ব্যাপ্তৌ চানশ্। তাক্ষীলা ইত্যাদি
পা ৩। ২। ১২২। পৃষোদরাদিষ্যৎ ধাতোহ্রস্বডম্।
অথবা অপ্তস্ব-বনিপ্। বাহ। অপ্তস্ শব্দে কর্মকে
বুঝায় সুতরাং অপ্তবান শব্দে কর্মকর্ম বাহকে বুঝাইয়া
থাকে। (নিরুক্ত)।

অপ্তস্ব (স্ত্রী) আপ্রোতি প্রলয় সময়ে সমস্তঃ ব্যাপ্রোতি
আপ-উণ্-অনু-মুট্ হ্রস্বশ্চ। জল। ‘অপ্রোজলং হ-
পোপি স্ত্র্যৎ’। (উণ্ কো०)। কর্ম। অপত্য। রূপ।
(নিরুক্ত)। আপ্রোতি অনেন সর্বান কামান্ পিতা,
আপ্যতে বা মহতা পুণ্যেন। অর্থাৎ পিতা যাহার দ্বারা
সকল কামনা লাভ করেন কিবা মহৎপুণ্যের দ্বারা
বাহাকে লাভ করেন, এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা পুত্রকে বুঝায়।
প্রাপ্তব্য। [অপ্তস্ সাধিবার সূত্র অপ্তস্ শব্দে দেখ]।

অপ্তস্ব (ত্রি) অপ্তস্ব অস্ত্যস্ত অপ্তস্ব-অস্ত্যার্থে-মতুপ্ মস্ত-
বহুং। কর্মযুক্ত। জলযুক্ত। (স্ত্রী) অপ্তস্বতী। কর্মযুক্ত।

(স্ত্রী) অপ্তস্বৎ। (পুং) অপ্তবান্। অপ্তস্বতৌ অপ্তস্বতঃ।

অপ্পতি (পুং) অপাং জলানাং পতিঃ। ৬-তৎ। বহুণ।
সমুদ্র। ‘যাদসাং পতিরপ্পতিঃ’। (অমর)।

অপ্পিত (স্ত্রী) অপাং জলানাং পিতৃমিব। অগ্নি। ‘পুচির-
প্পিতঃ’। (অমর)। চিতাগাছ। (রাজনি)।

অপ্য (ত্রি) অপ্যমিদং তত্র সাধু সংস্কৃতং বা বৎ। জল
দ্বারা সংস্কৃত। জল সম্বন্ধী। আপ্যে প্রাপ্যতে আপ-
কর্মণি গাৎ বেদে হ্রস্বঃ। পাইবার যোগ্য।*। তন্ত্বেদম্।
পা ৪। ৩। ১২০। তাহার এইটী এই অর্থে বৎ প্রত্যয়
হয়।*। তত্রসাধুঃ। পা ৪। ৪। ১৮। তাহাতে সাধু
এই অর্থেও বৎ হয়।

অপ্যয় (পুং) অপি-ইণ-ভাবে-অচ্। অপগমন। চল
যাওয়া। নাশ। বিলয়। অপ্যতি বহির্গচ্ছতি অন্নাৎ
অপাদানে অচ্। পক্ষ পুচ্ছ সন্ধি। যেখান হইতে পক্ষীর
পাখা বা লেজ বাহির হয়।*। এরচ্। পা ৩। ৩। ৬।
ই বর্ণান্ত ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়।

অপ্রকট (ত্রি) ন প্রকটং বিরোধে নঞ-তৎ। প্রকাশিত
ভিন্ন। গুপ্ত। অপ্রকাশিত।

অপ্রকটিত (ত্রি) ন প্রকটিতং বিরোধে নঞ-তৎ।
অপ্রকাশিত। গুপ্ত।

অপ্রকম্প (পুং) প্রকপি চলনে-ভাবে ঘঞ্ প্রকম্পঃ ন
প্রকম্পঃ অভাবে নঞ-তৎ। চলনাভাব। (ত্রি)
নাস্তি প্রকম্পো যন্ত। নঞ-বহব্রী। চলন হীন। কম্প-
শূন্ত।

অপ্রকর্ষ (পুং) প্রকৃষাতে প্র-কৃষ-ভাবে ঘঞ্ প্রকর্ষঃ ন
প্রকর্ষঃ বিরোধে নঞ-তৎ। প্রকর্ষাভাব। প্রেষ্টতার
অভাব। (ত্রি) নঞ-বহব্রী। প্রকর্ষশূন্ত।

অপ্রকাণ্ড (পুং) ন প্রকৃষ্টঃ কাণ্ডঃ স্বক্কো যন্ত। নঞ-
বহব্রী। স্বক্ক শূন্ত ঝিণ্টী প্রভৃতিবৃক্ষ। কাঁটা প্রভৃতি
ফুলের গাছ। যে সকল গাছের গুঁড়ি হয় না। নঞ-
তৎ। স্বক্ক ভিন্ন। অপ্রশস্ত। স্বক্ক ভিন্ন। গাছের মূলের
(শেকোড়ের উপরিভাগ এবং ডালের নিম্ন ভাগ ভিন্ন)।
গুঁড়ি ভিন্ন। ‘প্রকাণ্ডঃ স্বক্ক শত্ৰুয়োঃ। স্বক্ক মূলান্তরে
তরোঃ’। (হেম)। ডাল ভিন্ন। ‘প্রকাণ্ডো বিটপে
শত্ৰু’। (বিষ্ণু)। স্বক্ক। গোছা। গুহ্ম। ‘অপ্রকাণ্ডে
স্বক্ক গুহ্মো’। (অমর)। চলিত কথায় প্রকাণ্ড শব্দে
‘বৃহৎ’ ‘বড়’ ইত্যাদি বুঝায়। যেমন,—প্রকাণ্ড ব্যাপার।
অতএব, অপ্রকাণ্ড শব্দে, যাহা বৃহৎ নহে এই রূপ
বুঝাইতে পারে।

অপ্রকাশ (পুং) ন প্রকাশঃ অভাবে নঞ-তৎ। প্রকা-

শাভাব। গোপন। (ত্রি) নাস্তি প্রকাশো যন্ত। নঞ্ বহুব্রী। প্রকাশ শূন্ত। 'প্রকাশশাপ্রকাশশলোকালোক ঠেবাচলঃ'। (রঘু ১। ৬৮। কোন প্রদেশে প্রকাশ এবং কোন প্রদেশে অপ্রকাশ লোকালোক পর্ত্তের স্তায়। অপ্রকাশ্য (ত্রি) প্র-কাশ-ণিচ্-অর্হার্থে কন্মণি বৎ প্রকাশ্যঃ ন প্রকাশ্যঃ। নঞ্-তৎ। প্রকাশ করিবার অযোগ্য। গোপনীয়। শাস্ত্রকারেরা কতকগুলি বিষয় সর্বদা অপ্রকাশ্য রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। যথা—
'জন্মকং মৈথুনং মন্ত্রো গৃহচ্ছিত্রঞ্চ বধনম্।
আয়ুর্ধন্যাপমানং স্ত্রী ন প্রকাশ্যানি সর্বথা'।

(কাশী খণ্ড)।

জন্ম নক্ষত্র, মৈথুন, মন্ত্রণা, কুলের কলঙ্ক, পর হইতে নিজের বধনা, নিজের কত বৎসর বয়ঃক্রম, নিজের কত ধন, নিজের অপমান ও স্ত্রী এই সকল কাহার কাছে প্রকাশ করিতে নাই।

অপ্রকৃত (ত্রি) ন প্রকৃতং প্রস্তাবিতং যথার্থো বা নঞ্-তৎ। অপ্রস্তাবিত। অপ্রকাস্ত। অযথার্থ। প্রকৃতি: স্বভাবোহস্তান্ত অর্থ আদি-অচ্ ততো নঞ্-তৎ। স্বভাব হীন। 'অপ্রকৃতো ভয়াদিমান'। (স্মার্ত্ত)। অপ্রকৃত অর্থাৎ ভয়াদিযুক্ত।

অপ্রকৃতি (স্ত্রী) ন প্রকৃতিঃ। নঞ্-তৎ। প্রকৃতি ভিন্ন। কার্য ও কারণ ভিন্ন সাংখ্যোক্ত পুরুষ। ব্যাকরণোক্ত প্রকৃতি ভিন্ন প্রত্যয়। মৌমাংসোক্ত প্রকৃতি ভিন্ন বিকৃতি। (ত্রি) প্রকৃতি: স্বভাবঃ সানাত্যন্ত। নঞ্ বহুব্রী প্রকৃতি-শূন্ত। স্বভাবহীন। পাগল প্রভৃতি।

(ত্রি) নাস্তি প্রকৃতি: স্বভাবো যন্ত। নঞ্ বহুব্রী কপ্। অপ্রকৃতিক। প্রকৃতিশূন্ত। স্বভাব রহিত।

অপ্রকৃতিহীন (ত্রি) প্রকৃতো স্বভাবে তিষ্ঠতি প্রকৃতি-হা-ক প্রকৃতিহঃ ন প্রকৃতিহম্। নঞ্-তৎ। রোগ বা ভয়াদিহেতু স্বভাবচ্যুত। 'অপ্রকৃতিহেন পিত্রাদিনা'। (স্মার্ত্ত)। অপ্রকৃতিহ অর্থাৎ উন্মাদাদি পিত্রাদি কর্তৃক।

অপ্রকৃষ্ট (ত্রি) ন প্রকৃষ্টং বিরোধে নঞ্-তৎ। নিকৃষ্ট। অপকর্ষযুক্ত। অধম। কাক।

অপ্রকৃপ্ত (ত্রি) প্র-কৃপ-ক্ত রোলাদেশঃ প্রকৃপ্তঃ ন প্রকৃপ্তঃ নঞ্-তৎ। কপ্ত ভিন্ন। যাহা উচিত তদ্বিন্ন। *। কৃপো রো লঃ। পা ৮। ২। ১৮। কৃপ ধাতুর র স্থানে ল এবং ঞ স্থানে ঞ হয়।

অপ্রকিত (ত্রি) প্র-কি-ভাবে ক্ত দীর্ঘস্বাভাবাম ক্ত ন। নাস্তি প্রকিতং প্রকরো যন্ত। নঞ্ বহুব্রী। কয় রহিত।

কয়ারক ভিন্ন। *। মিষ্টারামণ্যদর্শে। পা ৬। ৪। ৬০। গান্ধ (ভাবকর্ম) ভাব ও কর্মভিন্ন বাচ্যে ক্ত কবচু পরে কি ধাতুর দীর্ঘ হয়।

অপ্রথর (ত্রি) ন প্রথরং বিরোধে নঞ্-তৎ। অতীক্ষ্ম। মৃহু। খং রাতীতি ক থরং, প্রকৃষ্টং থরং প্রথরন্ততো নঞ্ সমাসঃ।

অপ্রপ্ত (ত্রি) ন প্রকৃষ্টো গুণঃ অল্পঃ উপকরণং কার্য্য সামর্থ্যং বা যন্ত। অল্পশূন্যকর্ম। উপকরণ রহিত। কার্য্যে অক্ষম। ব্যাকুল। (পুং) নঞ্-তৎ। প্রকৃষ্ট গুণের অভাব। অল্প, উপকরণাদি ভিন্ন।

অপ্রচেতস্ (ত্রি) ন প্রকৃষ্টঃ চেততি জানাতি ন প্র-চিত উণ্ অস্মন্। অজ্ঞান। নাস্তি প্রকৃষ্টঃ চেতো চিত্তং যন্ত নঞ্ বহুব্রী। অজ্ঞান। প্রকৃষ্ট জ্ঞানশূন্ত। (পুং) ন প্রচেতা: নঞ্-তৎ। বক্ষণ ভিন্ন। *। সর্গ ধাতুভ্যো-হস্মন্। উণ্ ৪। ১৮। সকল ধাতুর উত্তরেই অস্মন্ প্রত্যয় হয়।

অপ্রজ (ত্রি) ন প্রজায়তে ভার্য্যা গর্ভে পুত্ররূপেণ প্র-জন-ড। অজাত। বক্ষ্য। নি:সন্তান। 'ভ্রাতৃগামপ্রজঃ কশ্চিৎ'। ভ্রাতাদের মধ্যে নি:সন্তান কেহ। ন প্রজায়তে আত্মজ রূপেণ প্র-জন-ড। নঞ্-তৎ। পুত্রাদি জননা ভাবেন অজাতে বক্ষ্যো। (বাচ)।

অপ্রজস্বীধন (স্ত্রী) অপ্রজায়া অপত্য রহিতায়া স্ত্রীয়া ধনং। ৬-তৎ। অপ্রজস্বী ইতি তু দ্বিগা: পুষ্পিত্যাди ইতি। পা ৬। ৩। ৩৪। পুষ্পিত্যাব:। সন্তান রহিত স্ত্রীর ধন।

'অপ্রজস্বীধনং ভর্ত্তুর্য্যাদিবু চতুর্ব'পি'। (যাজ্ঞ)।

ব্রাহ্ম্য, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব, প্রাজাপত্য এই পাঁচ বিবাহে বিবাহিত নি:সন্তান স্ত্রীর ধনে ভর্ত্তারই অধিকার।

অপ্রজস্ (পুং স্ত্রী) নাস্তি প্রজাসম্পত্তি: যন্ত যন্তা বা। অসি-জন্তঃ। নঞ্ বহুব্রী। প্রজারহিত। সন্তান রহিত। নি:-সন্তান। 'অপ্রজস্বমাত্রনিমিত্তে'। (জী• মূ•)। নি:-সন্তান নিমিত্তই। *। নিত্যমসিচ্ প্রজামেধমো:। পা ৫। ৪। ১২২। নঞ্ ছহু হু এই তিন অব্যয়ের পরস্থিত প্রজা ও মেধা শব্দের উত্তর নিত্য অসিচ্ প্রত্যয় হয়।

'নঞ্ছ:স্থতাইতোব। অপ্রজা:।'। (সি• কৌ•)।

অপ্রজা (স্ত্রী) প্রকৃষ্টঃ জায়তে প্রজং সন্তানং প্র-জন-ড। নাস্তি প্রজং সন্তানং যন্তা:। নঞ্ বহুব্রী ঠাপ্। অপত্য রহিতা স্ত্রী। নি:সন্তান স্ত্রী। 'অপ্রজারামতীভার্য্যং বাক্যবাতকং যু:।' (যাজ্ঞ)। সন্তান রহিত স্ত্রীলোক

মরিলে তাহার বন্ধুদস্তাদি ধনে ভ্রাতৃগণেরই অধিকার।
অপ্রজাতা (স্ত্রী) প্রকৃষ্টং জাতং (অপত্যং) যন্তাঃ। সা প্রজাতা
ন প্রজাতা কদাপি ন জাতাপত্য। যাহার গর্ভ হয় নাই
তাদৃশ কন্তা। বন্ধ্যা। 'জাতাপত্য প্রজাতাচ'। (অমর)।
অপ্রণীত (ত্রি) প্র-নী-ক্ত প্রণীতং ন প্রণীতং। নঞ-তৎ।
অসম্পন্ন। অকৃত। অকিপ্ত। অপ্রবেশিত। যে অগ্নি
বেদ বিধানে সংস্কৃত নহে। 'প্রণীত উপসম্পন্নে কৃতে
ক্ষিপ্তে প্রবেশিতে। সংস্কৃত্যর্গো'। (হেম)।

অপ্রতর্ক্য (ত্রি) ন প্রতর্কয়িতুং শক্যঃ ন প্রতর্ক-শক্যার্থে
যৎ। নঞ-তৎ। বিশেষ চিহ্নাদি না থাকায় অসুমান
দ্বারা জানিতে অশক্য। যাহা তর্ক দ্বারা জানিতে পারা
যায় না।

অপ্রতা (ত্রি) প্র তায সন্তান পালনয়োঃ ক্লিপ্ যলোপঃ।
নাস্তি প্রতাঃ বিস্তরো যন্তাৎ। ৫-নঞ-বহুব্রী। অতি
বিস্তীর্ণ। *। লোপো ব্যোবলি। পা ৬। ১। ৬৬। বল্
প্রত্যাহারের কোন বর্ণ পরে থাকিলে ব এবং য বর্ণের
লোপ হয়। এই সূত্রানুসারে তায্ ধাতুর যকারের লোপ
হইয়াছে।

অপ্রতি (ত্রি) নাস্তি প্রতি প্রতিনিধিঃ প্রতিদ্বন্দ্বী বা
যন্ত। নঞ-বহুব্রী। অতি উৎকৃষ্ট। অপ্রতিরূপ। অসদৃশ।
অনুপম। নাস্তি প্রতি প্রতিদানং (বিনিময়ো) যন্ত। যাহার
বদল নাই।

'প্রতি প্রতিনিধৌ বীপা লক্ষণায়াং প্রয়োগতঃ।

মাত্রার্থে চাতিমুখে চ প্রতিদানাদিষু প্রতি'। (রিষ)।

অপ্রতিকর (ত্রি) প্রতি সাদৃশ্যে কৃ কর্তরি অচ্ প্রতিকরঃ
ন প্রতিকরং। নঞ-তৎ। অসদৃশকারী। বিপরীতকারী।
বিশস্ত। (জটধর)। (পুং) প্রতি-কৃ-ভাবে অপ্-প্রতি-
করঃ প্রতিক্রোশঃ ন প্রতিকরঃ অভাবে নঞ-তৎ। প্রতি-
ক্লেপাভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। প্রতিক্রোশশূন্ত।

অপ্রতিকর্মন্ (ত্রি) ন বিদ্যাতে প্রতিকর্ম্ প্রতিক্রিয়া
(প্রতিকারঃ) যন্ত। নঞ-বহুব্রী। প্রতিকার করিতে
অশক্য। যাহার প্রতিকার করা যায় না। (ত্রি) নাস্তি
প্রতিকর্ম্ সদৃশ কর্ম্ যন্ত। নঞ-বহুব্রী। অসদৃশ কর্ম্-
কারী। যাহার সদৃশ কর্ম্ কেহ করিতে পারে না।
(স্ত্রী) বা ডাপ্ অপ্রতিকর্মী। অপ্রতিকর্মন্। *।

ডাবুভাত্যামস্তরস্ত্যাম্ পা ৪। ১। ১৩। স্ত্রীলিঙ্গ স্থিত
মনস্ত এবং অনস্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে ডাপ্ হয়।

অপ্রতিকার (পুং) প্রতি-কৃ-যঞ্ উপসর্গস্ত বা দীর্ঘা-
ভাবঃ প্রতিকারঃ ন প্রতিকারঃ অভাবে নঞ-তৎ।

প্রতিকারের অভাব। উপশমের অভাব। (ত্রি) নঞ-
বহুব্রী। প্রতিকার হীন। প্রতিকার করিতে অশক্য।
(অব্য)। 'অভাবে অব্যয়ী। প্রতিকারের অভাব। বিকল্পে
উপসর্গের দীর্ঘ হইলে অপ্রতীকার এরূপ প্রয়োগও এই
সকল অর্থে প্রয়োগ করা যায়।

। *। উপসর্গস্ত ঘঞামহুষো বহুলম্। পা ৬। ৩।
১২২। ঘঞ্ অন্ত শব্দ পরে থাকিলে উপসর্গ দীর্ঘের
বহুলম্ভাব হয়, কিন্তু মহুষা বাচী শব্দ হইলে কখনই দীর্ঘ
হয় না। যথা নিষাদ। 'অমহুষো কিং নিষাদঃ'। (সিংকো)।
অপ্রতিক্রিয় (পুং স্ত্রী) নাস্তি প্রতিক্রিয়া প্রতিকারো
যন্ত। নঞ-বহুব্রী। গোত্রিয়োরূপসর্জনস্যোতি হ্রস্বঃ।
প্রতিকার শূন্ত। প্রতিকার হীন।

অপ্রতিক্রিয়া (স্ত্রী) প্রতিক্রিয়া প্রতিকারঃ ন প্রতিক্রিয়া
অভাবে নঞ-তৎ। প্রতিকার্যভাব। উপশম না
হওয়া। নাস্তি প্রতিক্রিয়া হ্রস্বাঃ। নঞ-বহুব্রী।
হ্রস্বপি স্ত্রীত্বাৎ পুনঃ টাপ্। প্রতিকার শূন্ত। প্রতিকার
করিতে অশক্য।

অপ্রতিগ্রাহ (ত্রি) প্রতি গ্রহীতুং যোগ্যঃ প্রতি গ্রহ-
অর্হার্থে-গ্যৎ প্রতিগ্রাহং ন প্রতিগ্রাহং। নঞ-তৎ।
প্রতিগ্রহের অযোগ্য। যাহা প্রতিগ্রহ করিতে নাই।
যেমন স্বর্ণ প্রভৃতি দ্রব্য। অদৃষ্টের নিমিত্ত ত্যক্তদ্রব্যের)
স্বীকারকে প্রতিগ্রহ বলে।

'প্রতিগ্রহাপ্রতিগ্রাহং ভুক্ত্যচামং বিগর্হিতং'। মহু ১। ১২৫৪

প্রতিগ্রহের অযোগ্য বস্তু প্রতিগ্রহ করিয়া এবং
নিমিত্ত অন্ন ভোজন করিয়া। অপ্রতিগ্রাহ, প্রায়-
শ্চিত্ত বিবেকে অনেক রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা —

অসং শূদ্রের দ্রব্য অপ্রতিগ্রাহ, জ্ঞান পূর্বক তাহা
ছইবার গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি করা
কর্তব্য। অজ্ঞান পূর্বক তাদৃশ দ্রব্য গ্রহণ করিলে অর্দ্ধ
প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। সং শূদ্রাদির স্থলে যাহার
অন্নাদিভোজন করিলে যে প্রায়শ্চিত্ত হয়, প্রতিগ্রহ
করিলেও সেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। পরন্তু
ব্রাহ্মণ আপদগ্রস্ত হইয়া শূদ্রাদির দ্রব্য গ্রহণ করিলে
দোষভাগী হইবেন না।

অসংপ্রতিগ্রহের বস্তু জলে নিক্ষেপ করিবে অথবা
গুরুর নিকটে অনুমতি লইয়া ব্রহ্মচারীকে দিবে। তাহার
পরে যেখানে যে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত আছে, তাহা করিবে।
তীর্থ বা কোন পুণ্য ক্ষেত্রে বা চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণকালে
প্রতিগ্রহ করিতে নাই। নিমিত্ত ব্যক্তির ধন অপ্রতি

গ্রাহ্য। চণ্ডালাদির ধন গ্রহণ করিলে পতিত হইতে হয়।
এতজ্ঞ তাহা প্রতিগ্রাহ্য নহে। রজকের দ্রব্য অপ্রতি-
গ্রাহ্য। তাহা গ্রহণ করিলে এক বৎসর প্রাজাপত্য
ব্রত করিতে হয়। পতিতের বস্ত্র গ্রহণ করিতে নাই।
গ্রহণ করিলে চাক্ষায়ণ করা কর্তব্য।

বাহারা শূকর খায়, যেমন হাড়ি ডোম প্রভৃতি এবং
ব্যাধ, নিষাদ, রজক, বড়ুর, চর্মকার ইহাদের বস্ত্র
অপ্রতিগ্রাহ্য। গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত চাক্ষায়ণ করা
শাস্ত্রসম্মত।

মহুর মতে ইহাদের প্রদত্ত শয্যা, গৃহ, কুশ, চন্দন, পাতা
ফুল, ফল, দধি, দ্রষ্টব্য, মংস্ত, মাংস, দুগ্ধ, এবং শাক ত্যাজ্য
নহে। স্তম্ভ বলেন অভোজ্যার চণ্ডালাদির বাগানের
ফুল, ফল, শাক, তৃণ, কাঠাদি, তড়াগস্থ জল, গোষ্ঠস্থ দুগ্ধ,
গ্রহণ করিলে দোষ হয় না।

কুলটা স্ত্রী, নপুংসক এবং পতিত প্রভৃতি ঐ সকল
দ্রব্য বাটীতে আনিয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করা যায়
না। তদ্বিন্ন অথ পাপী, বাটীতে ঐ সকল দ্রব্য আনিয়া
দিলে গ্রহণ করিতে ক্ষতি নাই।

কাশীখণ্ডের মতে, গন্ধ, পুষ্প, কুশ, শয্যা, শাক,
মাংস, দুগ্ধ, দধি, মণি, মংস্ত, গৃহ, ধান, ফল, মূল,
মধু, জল, কাঠ প্রভৃতি বাটীতে আনিয়া দিলে গ্রহণ
করা যায়।

অপ্রতিঘ (ত্রি) প্রতিহস্তি প্রতি-হন-ড। ইহা নক্ প্রভৃ-
তির আকৃতি বলিয়া এখানে কুৎসার্থে হকার স্থানে
য হইয়াছে। প্রতিঘ শব্দে প্রতিঘাত ও ক্রোধকে
বুঝায়। নাস্তি প্রতিঘোহত। নঞ-বহুব্রী। যাহার
ক্রোধ নাই। প্রতিঘাত শূন্ত। অপ্রতিবন্ধ। অনুবল।
অভিমুখ। প্রতিঘ শব্দে বকার আদেশ কেহ কেহ
পুষ্যদরাদি হেতু করিয়া থাকেন।

অপ্রতিঘন্দ (ত্রি) প্রতিগতং প্রাপ্তং ঘন্দং বিরোধং স্পর্ধাং
বা। অতিক্রাং তৎ। বিরোধ প্রাপ্ত। স্পর্ধায়ুক্ত।
ন প্রতিঘন্দম্। নঞ-তৎ। বিরোধ প্রাপ্ত নহে। স্পর্ধা-
যুক্ত নহে। প্রতিস্পর্ধাশূন্ত। প্রতিগতং ঘন্দং সহচর-
ঘেন যুগলম্। অতিক্রাং তৎ ততো নঞ-সহচর শূন্ত।
সমকক্ষ রহিত।

অপ্রতিঘন্নি (ত্রি) প্রতিঘন্দী বিরোধী স নাস্ত্যত।
নঞ-বহুব্রী। বিরোধী রহিত। প্রতিপক্ষ শূন্ত।

অপ্রতিপক্ষ (ত্রি) নাস্তি প্রতিপক্ষঃ বিপক্ষঃ সদৃশো বা
যন্ত। বিপক্ষহীন। অপ্রতিযোগী। অসদৃশ।

অপ্রতিপত্তি (স্ত্রী) প্রতিপত্তিঃ গৌরবাদিঃ ন প্রতিপত্তিঃ
অভাবে নঞ-তৎ। গৌরবের অভাব। অপ্রাপ্তি।
অপ্রবৃদ্ধি। অপ্রাগলভ্য। বোধের অভাব। নিশ্চয়ের
অভাব। অস্বীকার। অগ্রহণ। পদপ্রাপ্তির অভাব।
ক্ষুণ্ণির অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। গৌরবাদি শূন্ত।
অপ্রতিপদ (ত্রি) প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি জানাতি বা
প্রতি-পদ-ক্টিপ্ প্রতিপদ ন প্রতিপৎ। নঞ-তৎ।
বিকল।

অথবা, প্রতিপদ্যতে পক্ষাৎ পরমেব প্রাপ্যতে
প্রতি-পদ-ক্টিপ্ প্রতিপদ প্রথমতিথিঃ। অথবা, প্রতি-
পদ্যতে বিশেষণ জ্ঞায়তে যয়া প্রতি-পদ-ক্টিপ্ প্রতি-
পদ-বুদ্ধিঃ। ন প্রতিপৎ। নঞ-তৎ। প্রথমতিথি নহে।
অচেতন।

অপ্রতিপন্ন (ত্রি) প্রতিপদ্যতে অ প্রতি-পদ-কর্মণি ক্ত
প্রতিপন্নম্। ন প্রতিপন্নম্। নঞ-তৎ। অজ্ঞাত। অস্বী-
কৃত। অপ্রাপ্ত। অনভিযুক্ত।

অপ্রতিবন্ধ (ত্রি) ন প্রতিবন্ধম্। নঞ-তৎ। অনিরুদ্ধ।
যাহা বন্ধ নহে। উচ্ছ্রাণ।

অপ্রতিবল (ত্রি) নাস্তি প্রতিবলঃ প্রতিপক্ষো যন্ত।
নঞ-বহুব্রী। অত্যন্ত প্রবল। বিপক্ষশূন্ত।

অপ্রতিভ (ত্রি) নাস্তি প্রতিভা নবনবোন্মেষশালিনী
প্রজা যন্ত। অপ্রভাংগম মতি। যাহার উপহিত বুদ্ধি
নাই। প্রতিভাশূন্ত। ক্ষুণ্ণিরহিত। লজ্জিত। অশ্রুত।
অপ্রস্তুত। অপ্রতিভ শব্দের অপভ্রংশে বাঙ্গালার অশিক্ষিত
স্ত্রীলোকেরা এবং সামান্য লোকেরা ‘অপূতিপ্’ কহিয়া
থাকে। যেমন, ‘তিনি অত্যন্ত অপূতিপ্ হইয়াছেন’।
কবির গানেও অপূতিপ্ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।
যথা—‘শ্রাম অপূতিপ্ হয়ে, ছ্যারে দাঁড়য়ে, রাই
ওথা যেওনা’।

অপ্রতিভা (স্ত্রী) নাস্তি প্রতিভা যন্তাঃ। এই শব্দের
সমাসে প্রথমে ‘অপ্রতিভ’ এই প্রকার হ্রস্বান্ত রূপ
হইবে, তাহার পর স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ করিলে ‘অপ্রতিভা’
এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইয়া থাকে। প্রতিভাশূন্ত স্ত্রী।
লজ্জিতা স্ত্রী।

ন প্রতিভা অভাবে নঞ-তৎ। প্রতিভার অভাব।
প্রাগল্ভ্যের অভাব। ক্ষুণ্ণির অভাব। বাদী ও প্রতি-
বাদীর নালিশ উপহিত হইলে বাদী যে দোষারোপ
করে তাহার খণ্ডনের উপায় জানিতে পারিলেও, তবু
না জানি বিচারে কি ঘটে এই রূপ দুশ্চিন্তার অতি-

বাদীর তৎকালীন ক্ষুণ্ণতার অভাব রূপ নিগ্রহ বিশেষ।
অপ্রতিভাষিত (ত্রি) ন প্রতিভাষিতম্। নঞ-তৎ। অপ্র-
গল্ভ। ক্ষুণ্ণি রহিত। অপ্রত্যুৎপন্নমতি। অধৃষ্ট। লজ্জিত।
অপ্রতিম (ত্রি) নাস্তি প্রতিমা সাদৃশ্যং প্রতিচ্ছায়া। প্রতি-
নিধির্বা যন্ত। নঞ-বহুব্রী। অনুপম। অসদৃশ। প্রতি-
নিধি রহিত।

অপ্রতিমা (স্ত্রী) প্রতিমায়াঃ প্রতিকৃতেঃ দন্তবন্ধস্ত গজানু-
কৃতের্বা অভাবঃ। অভাবে নঞ-তৎ। প্রতিমার অভাব।
ছবির অভাব। উপমার অভাব। দন্তবন্ধের অভাব।
হস্তীর সদৃশের অভাব।

অপ্রতিমান (ত্রি) নাস্তি প্রতিমানং প্রতিকৃতির্গন্ত। নঞ-
বহুব্রী। প্রতিকৃতি রহিত। প্রতিনিধি রহিত। প্রতি-
বিশ শূন্য। (স্ত্রী) নঞ-তৎ। নিম্ন ভাগ নহে।

অপ্রতিষদু (ত্রি) নাস্তি প্রতিষদ্বং যত্র। অকৃত্রিম। স্বাভা-
বিক।

অপ্রতিযোগিন্ (ত্রি) নাস্তি প্রতিযোগী সদৃশো যন্ত।
নঞ-বহুব্রী। অনুপম। অসদৃশ।

নঞ-তৎ। অভাবের সম্বন্ধী নহে। যে বস্তুর অভাব
বলা যায়, সেই বস্তু সাদৃশ্য অভাবের প্রতিযোগী। যথা—
‘ঘটের অভাব’—এমন কথা বলিলে ঘটই সেই অভা-
বের প্রতিযোগী হইয়া থাকে। একরূপ স্থলে ঘট ভিন্ন পট
প্রভৃতিকে অপ্রতিযোগী বলা যায়। (প্রতিযোগিপদা-
দন্তঃ। ইতি রাম তর্কবাগীশঃ)।

অপ্রতিরথ (পুং) প্রতিকূলো রথো যন্ত প্রতিরথঃ। নাস্তি
স যন্ত। নঞ-বহুব্রী। প্রতিরোধ শূন্য। যাহার বিপক্ষ
নাই। (স্ত্রী) নাস্তি প্রতিরথো মঙ্গল জননে তুল্যো
যন্ত। যাহার সমান মঙ্গল জনক আর নাই। যাত্রা।
সাম বেদের অবয়ব বিশেষ। মঙ্গল। পুরুবংশের রাজ-
বিশেষ। তিনি রত্নিনাথের পুত্র। (বিষ্ণু পুরাণ)।

অপ্রতিরব (ত্রি) প্রতিকূলো রবঃ প্রতিরবঃ প্রতিবাক্যম্।
স নাস্তি যত্র। নঞ-বহুব্রী। অবিরোধ ভোগ। এই দ্রব্য
আমার, ইহাতে তোমার স্বত্ব নাই, এ প্রকার বিরোধ-
বাক্য যে বিষয়ে থাকে না। মিতাক্ষরা লিখিয়াছেন
যে, বিশবৎসর পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে অপ্রতিরব অর্থাৎ
অবিরোধ ভোগ থাকিলে পূর্ব্ব স্বামীর তাহাতে স্বত্বের
হানি হয়। (অপ্রতিরবং বিংশতি বর্ষোপভোগ নিমিত্তা
হানির্ভবতি।)

এখানে প্রতিরব শব্দ উপসর্গের পর (প্রতি-রূ-
এরূপ নহে) রূ ধাতুর দ্বারা সিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু

প্রতি এই উপসর্গের সঙ্গে রব শব্দের সমাস হইয়াছে।
প্রতি এই প্রকার উপসর্গের পর রূ ধাতু থাকিলে
ঘঞ্ প্রত্যয় দ্বারা ‘প্রতিরাব’ রূপসিদ্ধি হইত।*।
উপসর্গে রবঃ। পা ৩। ৩। ২২। কিন্তু বাসরূপোহজ্ঞীয়াম্।
পা ৩। ১। ৯৪। এই সূত্রানুসারে আ-রূ অপ্ এই
প্রকারে আরব শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে, এখানে ঘঞ্
বিধান হয় নাই।

অপ্রতিরূপ (পুং) নাস্তি প্রতিরূপঃ তুল্যরূপো যন্ত।
নঞ-বহুব্রী। যাহার তুল্য রূপ নাই। অসদৃশ।

অপ্রতিরূপকথা (স্ত্রী) নাস্তি প্রতিরূপা প্রত্যুত্তরীভূতা
কথা যন্তাঃ। নঞ-বহুব্রী। যে কথার উত্তর নাই।

অপ্রতিবীর্ঘ্য (ত্রি) নাস্তি প্রতিরুদ্ধং বীর্ঘ্যং যন্ত। নঞ-
বহুব্রী। যাহার পরাক্রম কেহ রোধ করিতে পারে না।

অপ্রতিশাসন (স্ত্রী) ন প্রতিশাসনম্। নঞ-তৎ। আস্থান
পূর্ব্বক প্রেরণের অভাব। নাস্তি প্রতিশাসনং যেন যত্ন
বা। যিনি ডাকিয়া প্রেরণ করেন নাই। যাহাকে
ডাকিয়া প্রেরণ করা হয় নাই। নাস্তি প্রতি সদৃশ-
শাসনং যন্ত। যাহার সদৃশ শাসন অস্ত্র কাহার নাই।

অপ্রতিশ্রয় (ত্রি) নাস্তি প্রতিশ্রয় আশ্রয়ঃ যন্ত। নঞ-
বহুব্রী। নিরাশ্রয়। নাস্তি প্রতিশ্রয়ঃ সভা যত্র। যেখানে
সভা নাই।

অপ্রতিশ্রব (পুং) ন প্রতিশ্রবঃ অভাবে নঞ-তৎ। অঙ্গী-
কারের অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। অঙ্গীকারহীন।

অপ্রতিশ্রুৎ (স্ত্রী) প্রতিশ্রুতে প্রি-শ্র-ক্ৰিপ্-তুগাগমঃ
প্রতিশ্রুৎ। ন প্রতিশ্রুৎ। অভাবে নঞ-তৎ। প্রতি-
ধ্বনির অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। প্রতিধ্বনিশূন্য।

অপ্রতিশ্রুত (ত্রি) ন প্রতিশ্রুতম্। অঙ্গীকৃত নহে।

অপ্রতিষিদ্ধ (ত্রি) ন প্রতিষিদ্ধম্। নঞ-তৎ। অনিষিদ্ধ।

অপ্রতিস্কৃত (ত্রি) প্রতি-স্কৃ-জ্-আপ্রবণে স্ববর্তেগত্যাধা-
ক্ত। অঘোপদেশস্বাদ্যত্যায়েন বৎস্। অস্ত্রের দ্বারা
অপ্রতিগত। যুদ্ধে অস্ত্রের দ্বারা অপ্রতিহত। অপ্রতি-
স্থলিত। (অত্র পক্ষে স্থলিত শব্দে কৃত ভাবঃ। ইতি
দেবরাজঃ)। অশ্রম্যমপ্রতিস্কৃতঃ। ঋক্ ১। ১। ১৪। ১।

অপ্রতিষ্ঠ (স্ত্রী) নাস্তি প্রতিষ্ঠা স্বভিন্নমন্তঃ ধাম যন্ত।
নঞ-বহুব্রী। অস্ত্র ধাম রহিত স্বীয় ধামে স্থিত ব্রহ্ম।
নাস্তি প্রতিষ্ঠা যন্ত। অপ্রতিষ্ঠিত। অনাশ্রয়। নিষ্ফল।
গৌরবশূন্য। যে যোগের বা ব্রতাদির প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

যাহা চারি অক্ষরের পদ্য নহে। (প্রতিষ্ঠা স্থান মাত্রকে
গৌরবে যোগনিষ্ঠা চতুরক্ষর পদ্যয়োঃ। ইতি বিখ-

প্রকাশ:)। (পুং)। বিষ্ণু। অভাবে নঞ-তৎ। প্রশং-
সার অভাব।

অপ্রতিষ্ঠিত (ত্রি) অনভিষিক্ত। স্থিতি শূন্য। অনি-
ক্ষিপ্ত। (পুং) বিষ্ণু।

অপ্রতিসংখ্যা (ত্রি) ন প্রতীতা সংখ্যা যন্ত গোণে ব্রহ্মঃ।
একএকটা করিয়া যে সকল বস্তুর সংখ্যা বিশেষ রূপে
নিশ্চিত করা যায় না। (স্ত্রী) অপ্রতিসংখ্যা—বিশেষ
বুদ্ধির অভাব।

অপ্রতিসংখ্যানিরোধ (পুং) ন প্রতিসংখ্যায় বুদ্ধ্যানিরোধঃ।
নঞ-তৎ। বৌদ্ধদের কল্পিত অবুদ্ধি দ্বারা ভাবের
বিনাশ।

অপ্রতিহত (ত্রি) ন প্রতিহতম্। নঞ-তৎ। বিনষ্ট নহে।
অনভিভূত। অব্যাহত।

অপ্রতীক (ত্রি) নাস্তি প্রতীকঃ শরীরম্ একদেশো বা
যন্ত। নঞ-বহুব্রী। একদেশ রহিত। সম্পূর্ণ। (স্ত্রী)
নিরবয়ব ব্রহ্ম।

অপ্রতীক্ষ (ত্রি) নাস্তি প্রতীক্ষা যন্ত গোণে ব্রহ্মঃ। নঞ-
বহুব্রী। যে কাহারও অপেক্ষা করে না। (স্ত্রী) অভাবে
নঞ-তৎ। অপ্রতীক্ষা—প্রতীক্ষার অভাব।

অপ্রতীত (ত্রি) প্রতি-ইণ-ক্ত প্রতীতং ন প্রতীতম্।
নঞ-তৎ। অজ্ঞাত। অবিদিত। অপ্রথিত। বিখ্যাত
নহে। ছুট নহে। পলায়িত নহে।

অপ্রতীতত্ত্ব (স্ত্রী) কাব্যের দোষ বিশেষ। সহজ রচনায়
কঠিন সংজ্ঞা ব্যবহার রূপ দোষ। সাধারণ অর্থ সহজে
বুঝা যায় না।

অপ্রতীতি (স্ত্রী) ন প্রতীতিঃ। নঞ-তৎ। অবিবাস।
জ্ঞানের অভাব।

অপ্রতীত্ব (ত্রি) প্রতি-দা-ক্ত প্রতীতম্। এখানে দা স্থানে
ত এবং উপসর্গ দীর্ঘ হইয়াছে। ন প্রতীতম্। নঞ-তৎ।
অপ্রতিদত্ত। প্রতিদত্ত নহে।

। *। উপসর্গান্তঃ। পা ৭। ৪। ৪৭। ক ইৎ তকা-
রাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে অজন্ত উপসর্গের পরস্থিত
যু সংজ্ঞক দা ধাতুর স্থানে তকার হয়। *। দন্তি। পা
৬। ৩। ১২৪। দা ধাতুর স্থানে তকার আদেশ হইলে
তাহার পূর্ব পদের ইক্ অন্ত উপসর্গ দীর্ঘ হয়। এখানে
প্রথম সূত্রানুসারে দা ধাতুর স্থানে তকার আদেশ হই-
য়াছে। পরে ঐ তকারে নিষ্ঠা প্রত্যয়ের তকার যুক্ত
হওয়ায় উহার দ্বিধ হইয়াছে। তাহার পর ঐ আদিষ্ট
তকারের পূর্বে ইগন্ত 'প্রতি' এই উপসর্গ আছে বলিয়া

দ্বিতীয় সূত্রানুসারে উহা দীর্ঘ অর্থাৎ 'প্রতী' এই প্রকার
রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

অপ্রতীপ (ত্রি) ন প্রতীপম্। বিরোধে নঞ-তৎ। অমু-
কূল। [প্রতীপ শব্দ সাধিবার সূত্র অনুপ শব্দে দেখ]।

অপ্রতীপদর্শিনী (স্ত্রী) প্রতীপং প্রতিকূলং পশ্যতি প্রতীপ-
দৃশ-গিনি স্ত্রীত্বাৎ প্রীপ। স্ত্রী। স্ত্রীজাতি সকলই প্রতি-
কূল দেখে বা মনে মনে প্রতিকূল ভাবে। ন প্রতীপ-
দর্শিনী। নঞ-তৎ। প্রতীপদর্শিনী নহে। স্ত্রীর অভাব।

(প্রতীপদর্শিনী বামা বনিতা মহিলা তথা। ইতি অমরঃ)
অপ্রতুল (স্ত্রী) ন প্রতুলম্। প্রকৃষ্ট পরিমাণের অভাব।
নাস্তি প্রকৃষ্টা তুলা যন্ত ধনাদেঃ। নঞ-বহুব্রী। যে
ধনাদির উৎকর্ষ নাই।

অপ্রত্ন (ত্রি) প্র-ভূ দাঞ-দানে-ক্ত। ততো নঞ। এখানে
দা ধাতুর স্থানে তকার আদেশ হইয়াছে। [অপ্রতীত
শব্দে সূত্র দেখ। অপ্রদত্ত। (স্ত্রী) অপ্রত্না। (পিতা
যত্র ছহিতুরপ্রত্নায়া রতঃ সেকম্। ইতি নিরুক্তম্)।
(অপ্রত্না চেৎ সমুদান লভতে মাতৃকং ধনম্। স্মৃতি।
অপ্রত্না অর্থাৎ অবিবাহিতা কন্তা থাকিতে বিবাহিত
কন্তা মাতৃধন পায় না)।

অপ্রত্যক্ষ (অব্য) অক্লেঃ প্রতি অব্যায়ী টচ্ প্রত্যক্ষং ন
প্রত্যক্ষম্। নঞ-অব্য। অতীন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় জ্ঞানের
অভাব। (ত্রি) প্রত্যক্ষমন্ত্যতীতি অর্শাদিত্যাদচ্ প্রত্যক্ষং
প্রত্যক্ষ বিষয়ং ন প্রত্যক্ষম্। নঞ-তৎ। প্রত্যক্ষের বিষয়
নহে। ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত। পরমেশ্বর। [প্রত্যক্ষ
সাধিবার সূত্র অপরোক্ষ শব্দে দেখ]।

অপ্রত্যয় (পুং) ন প্রত্যয়ঃ। নঞ-তৎ। অবিবাস। অন-
ধীন। অশপথ। অজ্ঞান। অহেতু। অশ্রদ্ধা। নঞ-
বহুব্রী। অবিদিত। জ্ঞান শূন্য।

ব্যাকরণোক্ত প্রত্যয় নহে অর্থাৎ প্রকৃতি কিম্বা
প্রাতিপদিক। যথা—পাণিনি—অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ
প্রাতিপদিকম্। ১। ২। ৪৫। অর্থাৎ ধাতু, প্রত্যয় ও
প্রত্যয়ান্ত শব্দ ভিন্ন অর্থবান্ শব্দকে প্রাতিপাদিক কহে।

প্রতীয়তে বিধীয়তে ইতি প্রত্যয়ঃ। ন প্রত্যয়ঃ।
অর্থাৎ অবিধীয়মান। যথা পাণিনি—অগ্নিৎ সর্বগন্ত
চাপ্রত্যয়ঃ। ১। ১। ৬৯। অর্থাৎ অবিধীয়মান যে অগ্নি-
যাহা কোন বিধি দ্বারা করা হয় নাই তৎসমুদয় এবং
যে অক্ষর সকলের উকার ইৎ সংজ্ঞক হয় তাহার।
আপন সর্বগণের গ্রহণ করিয়া থাকে।

অপ্রত্যাখ্যেয় (ত্রি) প্রতি-আ-খ্যা-অর্হাধেৎ বৎ প্রত্যাখ্যেয়ম্

ন প্রত্যাধেয়ম্। নঞ-তৎ। অপরিহার্য। অত্যাজ্য।
অপ্রধান (ক্রী) ন প্রধানম্। নঞ-তৎ। প্রধান নহে।
গৌণ। উপসর্জন। উৎকৃষ্ট নহে। প্রধান কশ্মের অঙ্গ।
প্রকৃতি ভিন্ন। মস্তি ভিন্ন। পরমাত্মা নহে। একত্ব ভিন্ন।
'অপ্রাগ্যং দ্বয়হীনে দ্বৈ অপ্রধানোপসর্জনে'। ইতি
অমর। মতেশ্বর ইহার টাকায় লিখিয়াছেন,—তত্রা-
প্রধানোপসর্জনে দ্বৈ দ্বয়হীনে দ্বয়ং ক্রীপুংসৌ তাভ্যাং
হীনে ক্রীবে ইত্যর্থঃ। অর্থাৎ অপ্রধান এবং উপসর্জন
এই দুই শব্দ ক্রীব লিঙ্গ, ইহার ক্রী কিধা পুংলিঙ্গ হয় না।
অপ্রধ্বা (ত্রি) ন প্রধ্বিভূৎ শক্যং প্র-ধ্ব-শকার্থে ক্যপ্
প্রধ্বাং ন প্রধ্বাম্। নঞ-তৎ। বাহাকে পরাভব করা
যায় না।

অপ্রপন্ন (ত্রি) ন প্রপন্নম্। নঞ-তৎ। অপ্রাপ্ত। অনাগত।
অজ্ঞাত।

অপ্রমত্ত (ত্রি) ন প্রমত্তম্। বিরোধে নঞ-তৎ। সাব-
ধান। অনবধান শূন্য। শাস্ত্রবিহিত কশ্মে অনবধান
রহিত। প্র-মদ-ভাবে ক্ত প্রমত্তং প্রমাদঃ তন্নাস্তি অস্ত।
নঞ-বহুব্রী। বিষ্ণু। (ত্রি) মদ্যাদি দ্বারা মাতাল নহে।

। *। ন ধ্যা থ্যা পূ মূচ্ছি মদ্যম্। পা ৮। ২। ৫০।

এই সকল ধাতুর নিষ্ঠা প্রত্যয় স্থানে নকার হয় না।

অপ্রময় (পুং) প্রমীয়তে প্র-মী-অচ্-প্রময়ঃ বেদে ন
আষ্ম। ততো নঞ-তৎ। অপ্রমেয়।

অপ্রমাণ (ক্রী) ন প্রমাণম্। বিরোধে নঞ-তৎ। প্রমা-
জ্ঞান ভিন্ন ভ্রমাত্মক বাক্য। যে বাক্য বেদ কিম্বা স্মৃতি
প্রভৃতির বিরুদ্ধ। অসম্ভব বাক্য যাহার প্রমাণ নাই,
যেমন—জলে শিলা ভাসিতেছে।

নাস্তি প্রমাণং যন্ত। নঞ-বহুব্রী। প্রমাণ শূন্য।

অপ্রমাদ (পুং) ন প্রমাদঃ। নঞ-তৎ। প্রমাদের অভাব।
অনবধানের অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। ভ্রম শূন্য।
প্রমাদ রহিত।

অপ্রমাদিন্ (ত্রি) প্রমাদাতি প্র-মদ- (শমিত্যাষ্টাভ্যো
ঘিহুণ্। পা ৩। ২। ১৪১) ইতি ঘিহুণ্ ততো নঞ-
তৎ। প্রমাদী নহে।

অপ্রমায়ুক (ত্রি) প্রমিনোতি প্রক্ষিপতি প্র-ডু মিঞ্-প্রক্ষে-
পণে-কৃ-বা-পা ইত্যাদি উণ্ ১। ১) ইতি উণ্-প্রত্যয়ঃ
প্রমায়ুঃ। আক্ষে যুক্ স্বার্থে কন্-প্রমায়ুকঃ। ততো নঞ-
তৎ। দীর্ঘ। হ্রস্ব নহে।

। *। মীনাস্তি মিনোতি দীভাং ল্যপি চ। পা ৬।

১। ৫০। মী হিংসা করা, মি প্রক্ষেপণ করা এবং দী

ক্ষয় হওয়া এই তিন ধাতুর স্থানে আকার-আদেশ হয়
ল্যপ্-প্রত্যয় এবং এচ্-অর্থাৎ ঙণ ও বৃদ্ধি হইতে পারে
এ প্রকার শিৎ ভিন্ন নিমিত্ত পরে থাকিলে।

। *। আতো যুক্ চিণ্ কৃতোঃ। পা ৭। ৩। ৩০। চিণ্
এবং ঞ ইৎ ও ণ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে আকারান্ত
ধাতুর স্থানে যুক্ হয়।

অপ্রমিত (ত্রি) ন প্রমিতম্ প্র-মা-ক্ত। অপরিমিত।
অজ্ঞাত। অমূলক।

অপ্রমীয় (ত্রি) প্র-মা-বাহুলকাৎ শ্চ, যক্-আত দ্বৈতং প্রমী-
য়ম্। ন প্রমীয়ম্। নঞ-তৎ। অপরিমেয়। অপরিচ্ছেদ্য।
'ইহা এই রূপ' এ প্রকার নিশ্চিত করিতে অশক্য।

। *। সার্কধাতুকে যক্। পা ৩। ১। ৬৭। ভাব ও
কশ্ম বাচী সার্কধাতুক পরে থাকিলে ধাতুর উত্তর যক্
হয়। *। যু মা স্থা গা পা ঙ্হাতিসাং হ্রি। পা ৬।
৪। ৬৬। হলাদি ক ইৎ ও ঙ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে
ঘুসংজ্ঞক দা ও ধা ধাতুর এবং মা স্থা গৈ পা হ্রা (জুহো-
ত্যাতির) এবং সো ইহাদের আকার স্থানে ঙ্কার হয়।

অপ্রমূর (ত্রি) প্র-মূহ বৈচিত্তো-ক্ত। (নিষ্ঠায়াং উত্মম্,
ঊত্ম ঢলোপদীর্ঘাঃ, ঢকারন্ত রেফঃ, ততো নঞ্। ইতি
দেবরাজঃ)। অমৃত্। অমুচ্ছিত্।

অপ্রমৃষ্ট (ত্রি) প্র-মৃষ-ক্ত প্রমৃষ্টং ন প্রমৃষ্টম্। নঞ-তৎ।
যাহা সহ হয় না। অক্ষান্ত। প্র-মৃজ-ক্ত প্রমৃষ্টম্। ততো
নঞ-তৎ। অমৃষ্টে। অশুদ্ধ। প্র-মৃশ-ক্ত প্রমৃষ্টম্। নঞ-
তৎ। অজ্ঞাত। অবিবেচিত।

অপ্রমূষ্য (ত্রি) প্র-মৃষ-ক্যপ্-প্রমূষ্যং ন প্রমূষ্যম্। নঞ-তৎ।
যাহার বাধ করা যায় না।

অপ্রমেয় (ত্রি) প্রমাতুং জ্ঞাতুং পরিমাতুং বা যোগাৎ
প্র-মা-যৎ। আত এষং প্রমেয়ং ন প্রমেয়ম্। নঞ-তৎ।
নিশ্চয় জ্ঞানের অবিশয়ীভূত যাহা যথার্থ রূপে স্থির
করা যায় না। অপরিচ্ছেদ্য। (ক্রী) পরব্রহ্ম।

প্র-মি-ক্ষেপে-যৎ প্রমেয়ং। নঞ-তৎ। ক্ষেপণ
করিবার অযোগ্য।

অপ্রযত (ত্রি) প্র-যম-ক্ত প্রযতং ন প্রযতম্। নঞ-তৎ।
অপরিজ্ঞ। (ভবেদপ্রযতো নরঃ। স্মৃতিঃ)।

অপ্রযত্ন (পুং) প্র-যত-নঙ্-প্রযত্নঃ। অভাবে নঞ-তৎ।
প্রকৃষ্ট যত্নের অভাব। নাস্তি প্রযত্নো যন্ত। নঞ-বহুব্রী।
প্রয়াস শূন্য। যত্ন রহিত। *। যজ যচ যত বিচ্ছ প্রচ্ছ
রক্ষা নঙ্। পা ৩। ৩। ৯০। এই সকল ধাতুর উত্তর
নঙ্-প্রত্যয় হয়।

অপ্রাণি (স্ত্রী) ন প্র-যা-অনি। শাপে জীবনাত্যব।
[অজীবনি দেখ]।

অপ্রযুক্ত (ত্রি) প্রযুক্ত্যতে অ প্র-যুক্ত-ক্ত প্রযুক্তম্। নঞ-
তৎ। নিযুক্ত নহে। (অপ্রযুক্ত প্রযুক্তো বা স কর্তা
নাম কারকঃ। রাম তর্কবাগীশঃ)।

অপ্রযুক্ততা। অপ্রযুক্তত্ব (স্ত্রী) অলঙ্কার শাস্ত্রের দোষ
বিশেষ। অলঙ্কার শাস্ত্রে শব্দাদি যে রূপ প্রয়োগ
করিতে প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহার অপ্রসিদ্ধ প্রয়োগ
করিলে এই দোষ হয়। যেমন পদ্ম পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী-
লিঙ্গ এই উভয়ই হয়, কিন্তু কবির উহা পুংলিঙ্গে ব্য-
হার করেন না। ব্যবহার করিলে অশুদ্ধ হয় না, কিন্তু
কবি প্রসিদ্ধির বিরুদ্ধ কাজ করা হয়।

অপ্রযুক্ত (ত্রি) প্র-মিশ্রণে অমিশ্রণে চ ক্ত। নঞ-তৎ।
পৃথক্ রূপে যুক্ত। অপৃথক্ রূপে যুক্ত।

অপ্রযুক্তন্ (ত্রি) প্র-যু-পৃথগ্ ভাবে-কনিপ্ ভূগাংমঃ।
নঞ-তৎ। পৃথগ্ ভূত নহে।

অপ্রয়োগ (পুং) প্র-যুক্ত-ঘঞ প্রয়োগঃ। নঞ-তৎ। প্রয়ো-
গের অভাব। অহুন্তে।

অপ্রলম্ব (স্ত্রী) ন প্রলম্বম্। নঞ-তৎ। অবিলম্ব। শীঘ্র।
(ত্রি) নঞ-বহুব্রী। অবিলম্ব যুক্ত।

অপ্রবর্তিন্ (ত্রি) ন প্রবর্ততে ন প্রবর্তিতুং শীলমন্ত ইতি
বা প্র-বৃত-তাচ্ছীলো নিনি। প্রবর্তিশীল নহে। সন্তত।
বিচ্ছেদ রহিত।

অপ্রবীত (ত্রি) প্র-বী প্রজনাদিসৃ-ক্ত প্রবীতম্। নঞ-
তৎ। অজাত। গর্ভধারণ হেতু য়ে স্ত্রীর সার বিগত হয়
নাই। অকামিকা স্ত্রী। নবীনা স্ত্রী।

অপ্রবেদ (ত্রি) নাস্তি প্রবেদঃ প্রকৃষ্টলাভো যন্ত। দুর্লভ।

অপ্রশস্ত (ত্রি) ন প্রশস্তম্। নঞ-তৎ। অসৎ। অশ্রেষ্ঠ।
অবিহিত।

অপ্রসক্ত (ত্রি) প্র-সক্ত-ক্ত প্রসক্তম্। নঞ-তৎ। মনো-
যোগ রহিত। আগ্রহ বর্জিত। প্রসঙ্গ রহিত।

অপ্রসক্তি (স্ত্রী) প্র-সক্ত-ক্तिन् প্রসক্তিঃ। অভাবে নঞ-
তৎ। প্রসঙ্গের অভাব। নঞ-বহুব্রী। প্রসঙ্গ শূন্য।
আগ্রহ শূন্য। প্রাপ্তিহীন।

অপ্রসঙ্গ (পুং) প্র-সক্ত-ঘঞ প্রসঙ্গঃ। অভাবে নঞ-তৎ।
সম্বন্ধের অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। সম্বন্ধ শূন্য।

অপ্রসন্ন (ত্রি) ন প্রসন্নম্। নঞ-তৎ। আবিলা। স্বচ্ছ
নহে। অতৃপ্ত। ক্ষুণ্টি রহিত।

অপ্রসাদ্য (ত্রি) প্রসাদয়িতুং যোগ্যং প্র-সদ-ণিচ্ যোগ্যার্থে

যৎ প্রসাদ্যম্। নঞ-তৎ। প্রসন্ন করাইবার অযোগ্য।

অপ্রসাহ (পুং) প্রসহ্যতে হিভূয়তে প্র-সহ-কর্মণি ঘঞ-
প্রসাহঃ। নঞ-তৎ। অনিষ্ট করিলেও যে অভিভূত
হয় না।

অপ্রসিদ্ধ (ত্রি) প্র-সিধ-ক্ত প্রসিদ্ধম্। নঞ-তৎ। অনি-
শ্চয়। বিখ্যাত নহে।

অপ্রস্তুত (ত্রি) ন প্রস্তুতম্। নঞ-তৎ। প্রস্তুত শূন্য।
বিস্তার শূন্য। অশিক্ষিত। অবিগত। অর্দ্ধাঙ্গলি ভিন্ন।

অপ্রস্তুত (ত্রি) ন প্রস্তুতম্। নঞ-তৎ। অনিশ্চয়। অপ্র-
ক্রান্ত। আরম্ভ শূন্য। প্রকরণের অপ্রাপ্ত। অপ্রশংসিত।
সচরাচর আমরা বলিয়া থাকি—‘তিনি অপ্রস্তুত হইয়া-
ছেন’ অর্থাৎ তিনি অপ্রতিভ বা অপ্রশংসিত হইয়াছেন।

অলঙ্কার শাস্ত্রে, যাহার বিষয় বলিতে আরম্ভ করা
হয়, তাহাকেই প্রস্তুত কহে। কাজেই, যাহার বিষয়
বলিতে আরম্ভ করা হয় না তাহাকে ‘অপ্রস্তুত’ কহে।
যেমন—সুন্দরীর রূপের পানে চাহিলে চম্পক ফুলের
লজ্জা হয়। এখানে সুন্দরীর রূপের বিষয় বলিতে
আরম্ভ করা হইয়াছে, অতএব রূপকে প্রস্তুত বলা
যায় এবং চম্পকের কথা অপ্রস্তুত।

অপ্রস্তুতপ্রশংসা (স্ত্রী) অপ্রস্তুতস্ত অপ্রাকরণিকস্ত অভি-
ধানেন প্রস্তুতস্ত প্রশংসা আক্ষেপঃ। অপ্রস্তুতেন
প্রস্তুতস্ত প্রশংসা বাজ্ঞনং মধ্যপদলোপী ৬-তৎ। অথবা,
প্রস্তুতবাজ্ঞকম্ অপ্রস্তুতকথনম্। অর্থালঙ্কার বিশেষ।
যাহা প্রস্তুত অর্থাৎ যাহার বিষয় বলিতে আরম্ভ করা
হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত কোন বিষয়ের বর্ণনা
করিলে যদি প্রস্তুতের অর্থাৎ প্রস্তুত আরম্ভ বিষয়ের বর্ণনা
করা হয়, তবে তাহাকে ‘অপ্রস্তুতপ্রশংসা’ অলঙ্কার কহে।

অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার পাঁচ প্রকার। যথা—
১—কার্য্য প্রকাশের অভিপ্রায়ে কারণের বর্ণনা। ২—
কারণ প্রকাশের অভিপ্রায়ে কার্য্যের বর্ণনা। ৩—বিশেষ
বিষয়ের বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে সামান্য বিষয়ের
বর্ণনা। ৪—সামান্য বিষয়ের বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে
বিশেষ বিষয়ের বর্ণনা। ৫—তুল্য বিষয়ের বর্ণনা করি-
বার অভিপ্রায়ে তুল্য বিষয়ের বর্ণনা।

১।—কার্য্য বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে কারণের
বর্ণনা। যথা—

প্রবাসে আছেন সুখে মম প্রাণেশ্বর।

কাকের সমান সেখা কোকিলের স্বর।

পতি প্রবাসে ! গিয়াছেন, তিনি বাটী ফিরিয়া

আসিতেছেন না, এই কার্য বর্ণনা করাই কবির অভি-
প্রেত। কিন্তু সেই প্রকৃত বিষয় ছাড়িয়া, যে দেশে
পতি বাস করিতেছেন তথাকার কোকিলদের কুহস্বর
কাকের ডাকের সঙ্গে তুলনা করিয়া পতি কেন গৃহে
ফিরিয়া আসিতেছেন না, সেই কারণের উল্লেখ করা
হইয়াছে। অর্থাৎ বিরহিনী নারী যেখানে বাস করি-
তেছেন, তথায় কোকিলের রবে সর্বদাই তাঁহাকে
বাকুল করিয়া তুলিতেছে। প্রবাসে যেখানে তাঁহার
পতি আছেন, সেখানকার কোকিলের রব মিষ্ট হইলে
তিনি অবশ্য মুগ্ধ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতেন।

২।—কারণ বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে কার্যের
বর্ণনা। যথা—

হিমকর পেথি, আনত করু আনন,

রহত করণা পথ হেরি।

নয়ন কাজর দেই, লিখই বিধুস্তদ,

তা সঞে কহত হি টেরি।

রাধিকা ক্লম্ব বিরহে মলিন হইয়া বসিয়া আছেন
এমন সময়ে আকাশে তিনি চন্দ্র দেখিতে পাইলেন।
অননি তিনি চন্দ্রের কাজলে রাহ আঁকিয়া ক্রোধে
চন্দ্রের প্রতি কহিতে লাগিলেন।

চন্দ্র দেখিয়া রাধিকার বিরহানল অধিক প্রজ্বলিত
হইয়াছিল। অতএব রাধিকার মনঃকষ্ট বৃদ্ধি হইবার
কারণ বর্ণনা করাই কবির অভিপ্রেত। কিন্তু সেই
প্রকৃত বিষয় ত্যাগ করিয়া রাধিকা চন্দ্রকে ভয় দেখাইবার
নিমিত্ত রাহ আঁকিয়াছিলেন, এই কার্যের বর্ণনা করা
হইয়াছে। অতএব রাহ উল্লিখিত হওয়ায় চন্দ্রই রাধি-
কার অধিক দুঃখের কারণ তাহা ব্যক্ত হইল।

৩।—বিশেষ বিষয়ের বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে
সামান্য বিষয়ের বর্ণনা। যথা—

পাদাহতং যত্থায় মুদানমধিরোহতি।

স্বাস্থ্যদেবাপমানেনপি দেহিনন্তদ্বরং রজঃ।

যে ধূলা পদ দ্বারা মাড়াইলে উড়িয়া মস্তকের উপর
পড়ে, সেই অচেতন ধূলি অপমানিত হইলেও চেতন
এবং সজ্জ হইয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আমাদের অপেক্ষা ধূলি শ্রেষ্ঠ, এই বিশেষ প্রস্তুত
প্রকাশ করা বক্তার অভিপ্রেত। কিন্তু তাহা দেহী
সামান্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই সামান্যাকারে বর্ণনা করা
হইয়াছে।

৪।—সামান্য বর্ণনা করিতে গিয়া বিশেষ বর্ণনা। যথা—

অগ্নয়ং যদি জীবিতাপহা হৃদয়ে কিং নিহিতা ন হস্তি মাম্।
বিষমপ্যমৃতং কচিৎবেদমৃতম্। বিষমীষেরচ্ছমা।

এই মালা যদি প্রাণনাশিনী, তবে আমার হৃদয়ে
থাকিয়া আমাকে নষ্ট করিতেছে না কেন? অতএব
ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোন আধারে বিষও অমৃত হয়,
কোথাও অমৃতও বিষ হইয়া থাকে।

এখানে, কোথাও অহিতকারী বস্তু হিত করিয়া
থাকে এবং কোথাও হিতকর বস্তু অহিত করিয়া থাকে
এই সামান্য প্রস্তুত বিষয় বলিতে গিয়া বিষ এবং অমৃত
এই বিশেষ অপ্রস্তুত কথিত হইয়াছে।

৫।—তুল্য বিষয়ের বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে তুল্যের
বর্ণনা দুই প্রকার। তাহার মধ্যে একটি শ্লেষমূলক এবং
আর একটি সাদৃশ্যমূলক। শ্লেষমূলক প্রয়োগ স্থলে
সমাসোক্তি অলঙ্কারের জায় কোথাও কেবল বিশেষণ
পদের শ্লেষ হইয়া থাকে। অতএব আবার শ্লেষ অলঙ্কারের
জায় বিশেষ্য এবং বিশেষণ এই উভয় পদের শ্লেষও
দেখা যায়। কেবল বিশেষণ পদের শ্লেষে যথা—

সহকারঃ সদামোদো বসন্তশ্রীসমম্বিতঃ।

সমুজ্জলরুচিঃ শ্রীমান্ প্রভূতোৎকলিকাকুলঃ।

এই শ্লোকের দুই প্রকার অর্থ। একটি অর্থ আশ্র
বৃক্ষের পক্ষে অত্র অর্থ নায়কের পক্ষে। আশ্রবৃক্ষের
পক্ষে যথা,—

এই সহকার বৃক্ষ সর্বদাই সৌরভযুক্ত, এবং বসন্ত
কালের পল্লবান্বিতে সুশোভিত। ইহা উজ্জল কান্তিযুক্ত
ও সুশ্রী এবং প্রচুর মুকুলে পরিপূর্ণ।

নায়কের পক্ষে। সদামোদঃ—সর্বদা আহলাদযুক্ত।
বসন্তশ্রীসমম্বিতঃ—বসন্তকালের উপযুক্ত বেশভূষাতে
শোভিত। সমুজ্জলরুচিঃ—শুদ্ধাভিলাষযুক্ত। প্রভূতোৎ-
কলিকাকুলঃ—অতিশয় উৎকণ্ঠিত।

কোন নায়িকা অপ্রস্তুত আশ্রবৃক্ষ উদ্দেশে এই সমস্ত
কথা গুলি বলিল, কিন্তু তাহার সেই সমস্ত কথা
গুলির শ্লেষার্থ দ্বারা প্রস্তুত নায়কের প্রতীতি হইতেছে।
তজ্জন্ম ইহাকে শ্লেষমূলক অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার
বলা যায়।

বিশেষ্য শ্লেষে যথা—

পুংস্বাদপি প্রবিচলেদ্ যদি, যদ্যধোপি

যায়াদ্, যদি প্রণয়নে নমহানপি স্তাৎ।

অভ্যাকরেত্তদপি বিশ্বমিতীদৃশীয়ং

কেনাপি দিক্ প্রকটিতা পুরুষোত্তমেন।

এই শ্লোকের শ্লেষবাক্যে বিষ্ণু এবং রাজা এই উভয়কে বুঝাইতেছে। যথা—

যদি পুরুষভাব হইতেও বিচলিত হন (অর্থাৎ যদ্যপি স্ত্রীলোকের ভাব ধারণ করেন); যদ্যপি অধোগামীও হন (অর্থাৎ যদি পাতালে প্রবেশ করেন); যদি যাক্ষা বিষয়ে মহৎ না হন (অর্থাৎ যদ্যপি ঋক্স হন); তথাপি জগৎ উদ্ধার করেন এই কি এক অনির্বচনীয় নীতি পুরুষোত্তম প্রকাশ করিয়াছেন।

এক পক্ষে এই রূপ ভাব বুঝাইতেছে যে,—ক্ষীরোদ সাগরের কূলে সুধা বিতরণ করিবার সময়ে বিষ্ণু মোহিনী মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন; জলপ্লাবিত জগৎকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তিনি বরাহ রূপে পাতালে গমন করিয়াছিলেন; বলিরাজের অপহৃত রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্ত ত্রিপাদ ভূমি যাক্ষা করিবার সময়ে তিনি বামনমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, অতএব এই সকল বিশেষণ দ্বারা বিশেষ্য বিষ্ণুকে বুঝাইতেছে।

অপর পক্ষে,—রাজা যদি পরাক্রমহীনও হন, বা নীচত্ব অবলম্বন করেন, বা যাক্ষার জন্ত মহিমাশূন্য হন, তথাপি স্বরাজ্য উদ্ধার করেন, এই নীতি পুরুষোত্তম নামে কোন রাজা প্রকাশ করিয়াছেন।

এখানে যে শ্লেষ বাক্য দ্বারা বিশেষ করিয়া অপ্রস্তুত বিষ্ণুকে বুঝাইতেছে, সেই শ্লেষ বাক্য দ্বারা বিশেষ করিয়া প্রস্তুত রাজাকে বুঝাইল। তাই, ইহাকে বিশেষ্য দ্বারা শ্লেষমূলক অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার বলা যায়।

সাদৃশ্যমূলক যথা—

একঃ কপোতপোভঃ শতশঃ শ্ৰেণাঃ ক্ষুধাভিধাবন্তি।

অম্বরমাত্রতিশূন্যঃ হরি হরি শরণং বিধেঃ করুণা।

একটা কপোত শিশু, কিন্তু শত শত শ্ৰেণপক্ষী ক্ষুধায় তাহার প্রতি ধাবিত হইতেছে। আকাশে কোন আবরণ নাই, হয় এখন বিধাতার করুণাই এক মাত্র শরণ।

এখানে নিঃসহায় অপ্রস্তুত কপোত শিশুর প্রতি কথিত এই বাক্য গুলি তৎসদৃশ প্রস্তুত কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি খাটিতেছে।

সাদৃশ্যমূলক অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার বৈধর্ম্যেও হয়। যথা—

ধন্যঃ খলু বনবাস্তাঃ কল্লারস্পর্শশীতলাঃ।

রামমিন্দীবরশ্রামং যে স্পৃশন্ত্যনিবারিতাঃ।

রাম বনবাসে গেলে দশরথ খেদ করিয়া বলিতে

ছেন,—রক্তোৎপলযুক্ত সুগন্ধ জল কর্তৃক শীতল যে সকল বনের বাতাস ইন্দীবরের শ্রায় শ্রামবর্ণ রামকে অনিবার স্পর্শ করিতেছে, তাহারাই ধন্য।

এখানে দশরথ, রামকে আর কোলে করিয়া স্পর্শ-সুখ অনুভব করিতে পারিতেছেন না, ইহাই উল্লেখ করা কবির উদ্দেশ্য। অতএব দশরথের কথা না বলিয়া বনের বাতাস রামকে স্পর্শ করিয়া ধন্য হইতেছে, এই রূপ উল্লিখিত হইল। সূত্রাং এতদ্বারা দশরথরাজাকে অধন্য বলা হইতেছে।

বাক্যার্থের সম্ভব, অসম্ভব এবং ইহাদের উভয়-রূপতা ভেদে সাদৃশ্যমূলক অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার তিন প্রকার। উপরে যে উদাহরণ লিখিত হইয়াছে, তাহা সম্ভব বিষয়ের। অসম্ভবে যথা—

কোকিলো হংঃ ভবান্ কাকঃ সমানকালিমাযোঃ।

অন্তরং কথয়িষ্যন্তি কাকলীকোবিদাঃ পুনঃ।

আমি কোকিল আর আপনি কাক, আমাদের দুই জনেরই শরীর সমান কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু আমাদের মধ্যে কি প্রভেদ আছে, তাহা হৃদয় মধুরাশ্রুত ধ্বনিবিৎ পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন।

এখানে প্রস্তুত কোন ব্যক্তিরই না থাকিলে কাক ও কোকিলের বাক্য কখন সম্ভব হইতে পারে না।

বাক্যের সম্ভব ও অসম্ভব এই উভয়রূপতা যথা—

অন্তশ্চিদ্ভাগি ভূয়াংসি কণ্টকা বহবো বহিঃ।

কথং কমলনালন্ত মাত্বন ভঙ্গুরা গুণাঃ।

যাহার মধ্যে অনেক ছিদ্র আছে, বাহিরে বিস্তর কণ্টক আছে, সেই পদ্মনালের গুণগুলি অর্থাৎ সূতা গুলি ছিঁড়িতে পারা যায় না কেন?

এখানে কবির প্রকৃত বর্ণনার বিষয় এই যে,—যে ব্যক্তির বহু ছিদ্র অর্থাৎ অনেক দোষ আছে, যাহার বহু কণ্টক অর্থাৎ অনেক শত্রু আছে, তাদৃশ মনুষ্যের গুণ অর্থাৎ যশঃ প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রস্তুতের আরোপব্যতিরেকে অপ্রস্তুত কমলনালের ভিতরের সূত্রচ্ছেদনে হেতুর সম্ভব নাই। কণ্টকচ্ছেদনে হেতুর সম্ভব আছে।

অপ্রহত (ত্রি) ন প্রহন্ততে য় হলদিভিঃ প্র-হন-ক্ত।
নঞ-তৎ। অকুণ্ঠ ভূমি। খিলা জমি। পতিত ভূমি।
যাহা মাড়ান হয় নাই। লাঙ্গলাদি দ্বারা যে জমিতে চাস দেওয়া হয় নাই। আচোট জমি। (খিলাপ্রহতে সমে। অমর)। নূতন বস্ত্র বিশেষ। বাচঃ।

বিশ্বকোষ।

অ

অ

অ

অ স্বরবর্ণের আদ্যক্ষর। পাঠশালার বালকেরা চলিত বাক্য-
লায় স্বরবর্ণকে 'সিদ্ধি' বলে। তাহার কারণ এই, প্রাচীন
বৈয়াকরণেরা বর্ণমালার প্রথমেই সমস্ত স্বরবর্ণগুলিকে
লিখিয়াছেন এবং এদেশের প্রথা অনুসারে তাহারা গ্রন্থ-
রস্ত্রে 'সিদ্ধিরস্ত্র' (সিদ্ধি হউক) এই বলিয়া মঙ্গলাচরণ
করিয়াছেন। প্রথমে মঙ্গলাচরণ তাহার পর স্বরবর্ণ;
তজ্জন্য মঙ্গলাচরণের আদিশব্দ 'সিদ্ধি' হইতে স্বরবর্ণের
নাম 'সিদ্ধি' হইয়াছে।

সংস্কৃত ব্যাকরণমতে উচ্চারণভেদে অকার অষ্টাদশ
প্রকার। প্রথম—ব্রহ্ম, দীর্ঘ ও প্লুত। তাহার পর, উদাত্ত
অনুদাত্ত ও স্বরিত। পুনশ্চ, ব্রহ্ম উদাত্ত, ব্রহ্ম অনুদাত্ত ও
ব্রহ্ম স্বরিত। দীর্ঘ উদাত্ত, দীর্ঘ অনুদাত্ত ও দীর্ঘ স্বরিত।
প্লুত উদাত্ত, প্লুত অনুদাত্ত ও প্লুত স্বরিত। পুনর্বার এই
নয় প্রকার উচ্চারণের অমুনাসিক ও অনমুনাসিক ভেদ
আছে। সূত্রানুসারে অকারের উচ্চারণ সর্বসমেত আঠার
প্রকার হইতেছে। শুষ্কর মুখে না শুনিলে সমস্ত উচ্চারণ
ঠিক হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না।

বাক্যলোভাভাষ্য কেবল ব্রহ্ম ও দীর্ঘব্রহ্ম গৃহীত হইয়াছে।
অকারের দীর্ঘ আকার। কোন বর্ণে আকার বৃদ্ধ হইলে
তাহার রূপ এই প্রকার হয় (১)। অ, আ, এই দুটি
কণ্ঠ্যবর্ণ। সংস্কৃতভাষায় এবং সংস্কৃত হইতে বাক্যলা-
ভূতি যে সকল ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমুদায়ের
হল্‌বর্ণ অকারের আশ্রয়ে উচ্চারিত হয়। ষথা,—ক, খ,
ইত্যাদি উচ্চারণ করিলে ক্+অ, খ্+অ, এইরূপ অস্ত্র
অকার আসিতেছে। তাই। *। অক্: সর্বণে দীর্ঘ:। পা
৬। ১। ১০১। সমান স্বর মিলিত হইলে দীর্ঘ হয়, সন্ধির
এই অনুসারে নব+অক্‌র এই দুইশব্দ মিলিত হইয়া
'নবাক্‌র' হয়। কারণ বকারের শেষে অকার এবং অক্‌-

রের আদিতে অকার রহিয়াছে। পঞ্জাবের উত্তরে টাকরী
নামক প্রদেশে টাকরীভাষা প্রচলিত আছে। তাহা সং-
স্কৃতের অপভ্রংশ। কিন্তু সে ভাষায় স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণে
মিলিত করা হয় না। 'কা' লিখিতে হইলে 'কআ' এই-
রূপ লিখিত হয়। কি—কই। ইত্যাদি।

২ এইরূপ মাত্রাহীন হকারের মত যে বর্ণ তাহাকে লুপ্ত
অকার কহে। নবঃ+অক্‌রঃ নবোহক্‌রঃ এইরূপ স্থলে
বকারের পর বিসর্গ ওকার হইল এবং অক্‌রের অকার
লুপ্ত হইয়া গেল। *। অতো যোরপ্লুতাদপ্লুতে। পা ৬।
১। ১১৩। অপ্লুত অকার (ব্রহ্ম দীর্ঘ) পরে থাকিলে,
অপ্লুত অকারের পরস্থিত রূ স্থানে উকার হয়।

বর্ণোচ্চার তত্ত্বে অকারের রূপ এই প্রকার বর্ণিত হই-
য়াছে—দক্ষিণ দিক্ হইতে কুণ্ডলী হইয়া কিঞ্চিৎ কৃষ্ণিত
হইবে; তৎপরে বামভাগ হইতে একটা রেখা আসিয়া
দক্ষিণ দিক্ হইতে উপরে মাত্রার সঙ্গে মিশিয়া যাইবে।
এতদ্বারা বাক্যলা অকারের আকৃতি কথিত হইল।
সূত্রানুসারে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সেবনাগর হইতে বাক্যলা
অক্‌রের রূপ উৎপন্ন হইলে বর্ণোচ্চার তত্ত্ব রচিত হই-
য়াছে। যাহারা বিবেচনা করেন, প্রাচীনকাল হইতে
স্বতন্ত্র বাক্যলা অক্‌র বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সকল
লোকের অমুমান গ্রামাণিক নহে।

হিন্দুরা ভক্তিমান, অগৎময় ঈশ্বরের বিভূতি দেখিতে
পান। তত্ত্বে অকারেও ঈশ্বরকে প্রতিপাদিত হইয়াছে।
ইহাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ও শক্তি বিরাজ করিতেছেন।
ইহার পঞ্চকোণ নির্গুণ ও ত্রিগুণাশ্রয়, সাক্ষাৎ ঈশ্বর-
ময়; তথায় পঞ্চদেবতা ও শক্তিভর্য অধিষ্ঠিত আছেন।

অ (অব্য) অভাব, নিষেধ, অন্ন। নঞ তৎপুরুষ সমাসে
নকারের লোপ হইলে অকার থাকে। *। নদোপো
নঞ:। পা ৬। ৩। ৭৩। নঞ তৎপুরুষ সমাসে শব্দ-

বিশেষে নঞের এই ছয় পকার অর্থ হয়—(হুগাদাস)।

তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যৎ তদন্ততা।

অপ্রাপ্ত্যন্ত্য বিরোধশ্চ নঞার্থাঃ ঘট প্রকীৰ্ত্তিতাঃ।

১। তাহার সাদৃশ্য,—ন ব্রাহ্মণঃ অত্রাহ্মণঃ, ব্রাহ্মণ-সদৃশঃ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণসদৃশ অন্য কোন জাতি, কত্রির কিছা বৈশ্য।

২। তাহার অভাবে,—ন পাপং অপাপং। পাপের অভাব।

৩। অন্য পদার্থের বোধে,—ন দটঃ অঘটঃ। ঘটভিন্ন অন্য কোন পদার্থ, যথা পটাদি।

৪। তাহার অন্তরায়,—অহুদরী, অর্থাৎ অন্তরাদরী। বাহার ছোট পেট।

৫। অপ্রাপ্ত্যন্ত্য,—ন কালঃ অকালঃ। অর্থাৎ অপ্রাপ্ত কাল।

৬। বিরোধে,—ন সুরঃ অসুরঃ। অর্থাৎ সুরবিরোধী। এই রূপ নঞ সমাসে উক্ত ছয় প্রকারের মধ্যে কোন না কোন একটি অর্থসঙ্গতি হয়। অধিক্ষেপে (তিরস্কারে) ক্রিয়াপদ পরে থাকিলে নঞের স্থানে অ হয়। *। নঞো নলোপস্তিঙি ক্ষেপে। অ পচসি যঃ জায। (কাশিকা) সম্বোধনে—অ! অনন্ত আগচ্ছ ভোঃ। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ স্থলে ও, উঃ এবং আঃ প্রচলিত হইয়াছে। ও মূর্খ! তুমি কিছুই জাম না? উঃ! কি মনস্তাপ? আঃ! কষ্টের রাজি পোহায় না। অ অনন্ত, এখানে পূর্বে অকার এবং পরপদের আদিতে অকার আছে; কিন্তু এক স্বরের সঙ্গে সন্ধি হইল না। *। নিপাত একাজনঙ। পা ১। ১। ১৪। আ ভিন্ন অত্র যে নিপাত একাচ্ তাহা প্রগচ্ সংস্রক হইবে (সুতরাং সন্ধি হইবে না)। [প্রগচ্ছশব্দ দেখ]।

অ (পুং) বিষ্ণু [ওঙ্কার দেখ] (জী) জীপ্, জৈ লক্ষ্মী। কুজাপি অকারে ব্রহ্মকে বৃদ্ধায়। যথা—অকার কেবল ব্রহ্ম একাক্ষর কোষে। (অন্নদামঙ্গল)।

তন্মৈ অকারের আরও অনেকগুলি পর্যায় দেখা যায়। যথা—স্ট, ত্রীকর্ষ, মেধ, কীৰ্ত্তি, নিবৃত্তি, ব্রহ্মা, বাসান্যজ, সারস্বত, অহুত, হর, নরকারি, ললাট, একমাত্রিক, কৰ্ণ, ব্রাহ্মণ, বাগীশ, প্রণবান্য।

অ-উ-ম, এই তিন বীজবর্ণে প্রণবের উৎপত্তি। যোগ সাধনের এইখানে একটি গুঢ় সন্ধান আছে। যোগীরা বলেন, মন একাগ্র করিতে হইলে প্রণবাবস্থার একেবারে, সমস্ত ওঙ্কার উচ্চারণ করিবে না। আগে ওঙ্কারের আদ্য-কর কেবল অকার জপ করা চাই। তাহার নিয়ম এই,

—পদ্মাসন বন্ধন পূর্বক উন্নতভাবে বসিয়া মস্তক সম্মুখে বক্র করিবে এবং বক্ষের উপর চিবুক লাগাইবে। পরে, কণ্ঠের নিম্ন হইতে প্লুত অহ্মাস্ত স্বরে অকার উচ্চারণ করিতে থাকিবে। ক্রমে তরঙ্গের ন্যায় বক্র করিয়া অগ্নে অগ্নে সুর উর্দ্ধে তুলিবে এবং প্লুত উদাত্ত স্বরে অকারের উচ্চারণ করিবে। পরিশেষে, ক্রমশঃ আবার সুর নামা-ইয়া প্লুত স্বরিত স্বরে অকার উচ্চারণ করিবে। এই রূপ নীচ সুরের অকার হইতে অগ্নে অগ্নে সুর উপরে তুলিতে গেলেই উকার আপনি আইসে। পরে, উপর হইতে সুর নামাইবার সময় স্বরপতন কালে অহুনাসিক অকার আপনি আসিয়া পড়ে। ইহার সঙ্কেত এইরূপ —

অ আ — (—) আ উ উ ॥ উম্ — — (—)

যাহারা যোগিদের মুখে প্রণবগান শুনিয়াছেন, তাহাদেরই ঐ সুর স্বরস্বরূপ হইবার সম্ভাবনা।

প্রথম প্রথম নির্জন স্থানে উচ্চৈঃস্বরে এই বীজবর্ণ উচ্চারণ করিতে হয়। উত্তমরূপ অভ্যাস হইয়া আসিলে, তখন উন্নতমস্তকে ধীরে ধীরে ঐ মন্ত্র জপ করিবে, যেন জিহ্বা ও ওগাদি নড়ে না। এ প্রকার সাধনের ফল এই—জাপকের মন একাগ্র হয়, তিনি দীর্ঘজীবী হন, তাঁহার অন্তরস্থ বায়ু পিত্ত ও শোণিতও ক্রমশঃ শোধিত হইতে থাকে, এবং সমাধির পূর্বাবস্থার মত সাধক নিজা ভিত্ত হন।)

কতকালের পুরাতন কথা এখানে লিপিলাম বলিয়া হয় ত অনেকে হাসিয়া ফেলিবেন। কিন্তু আর হাসিবার দিন নাই। পূর্বে আমাদের দেখিয়া যাহারা হাসিতেন, এখন তাহারাও মাথার হাত দিয়া ভাবিতে বসিয়াছেন। সংস্কৃতপ্রিয় মোক্ষমূলর সাহেব (Max Muller) লিখিয়াছেন—“ওঙ্কার জপ করিয়া দেখ। প্রথমে ইহা অসার বোধ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। পুনঃ পুনঃ প্রণব উচ্চারণ করিলে ওঙ্কার জপ করা হয়। মনের একাগ্রতাসাধন এবং ব্রহ্মরূপ মহাকেত্রে চিত্ত-সন্নিবেশ করা উহার উদ্দেশ্য। হিন্দুরা যাহাকে মনের একাগ্রতা সাধন বলেন, আমরা তাহার মর্ম্ম জানি না”।

অখণিন্ (ত্রি) ন ঋণ-ইন্ অস্ত্যর্থো। নঞ-তৎ। কোন কোন পুস্তকে এই প্রকার রূপসন্ধি গৃহীত হইয়াছে। যথা—অখণীচাপ্রবাসী চ স কারিচর মোদতে। (মহাভারত বনপর্ক)। নঞ তৎপুরুষ সমাসে স্বর বর্ণ পরে থাকিলে অ স্থানে অন হয়। *। তস্মাদুড়ি। পা ৬। ৩। ৭৪। অকারের হলবগ্রহণ সাধুসম্মত নহে। অকার অর্ধ

স্বরবর্ণ। অর্থাৎ ইহার আদিতে অর্ধেক স্বর এবং অন্তে অর্ধেক ইন্ (অ+র) মিশ্রিত আছে। তদ্বৎ ‘অনুগী’ এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে। কালিদাস এই বিকল্পরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। যথা, তদহমেনান্ অনুগাং করোমি। ঋণশূন্ত। যাহার ধার কর্জ নাই। অঋণী, অঋণিনো, অঋণিনঃ। (স্ত্রী)—অঋণিনী।

কাহারও নিকট অর্থাদি ঋণ নইয়া তাহা পরিশোধ করিলেই মানুষ অনুগী হন। কিন্তু তদ্বৎ ধর্মতঃ মনুষ্যের অন্য তিন প্রকার ঋণ আছে। ঋণং দেবস্যা বাগেন ঋণীণাং দানবর্ষণা। সন্তত্যা পিতৃলোকানাং শোধয়িত্বা পরিত্রাজেৎ। অগ্নিষ্টোমযাগাদি দ্বারা দেব ঋণ, দান দ্বারা ঋষি ঋণ এবং সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃলোকের ঋণ পরিত্রাণ করিয়া ব্রাহ্মণ মোক্ষসাধন পরিত্রাজ্যার মন দিবেন।

অংশ (অনশ্ অদন্ত চূ-প বিভাজনে) অংশয়তি। অংশা-পয়তি। ক্র-অংশিত।

অংশ (পুং) অনশ-অচ্। বিভাগ। ভক্তি। অবয়ব। স্বক। রাশিচক্রের ত্রিংশভাগের একভাগ। অক্ষাংশ।

অংশক (পুং) অংশ-কন্। অংশহরী, জাতি, পুত্র, দায়াদ। *। অংশ হারী। পা ৫। ২। ৬১। অংশশকারি-দেবদেব বিতীয়াসমর্থাকারীতোতগ্নিস্বর্থে কন্ প্রত্যয়ে ভবতি। বিতীয়াসমর্থনে অংশশব্দের পর হারী এই অর্থে কন্ প্রত্যয় হয়।

অংশ-শূল। রাশিচক্রের ত্রিংশভাগ। (স্ত্রী) দিন।

(স্ত্রী) অংশিকা। [রাশিচক্র দেখ]।

অংশভাক্ (ত্রি) অংশ-ভর-নি। উপ-সং। অংশগ্রাহী অংশহারী। *। ভাষা পিঃ। পা ৩। ২। ৬২। উপসর্গ ও উপপদের পর ভজ ধাতুর উত্তর প্রিপ্রত্যয় হয়। অংশ-ভাক্, অংশভাজো, অংশভাজঃ। (স্ত্রী) অংশভাক্, অংশ-ভাজা।

অংশল (ত্রি) অংশ—লচ্। বলবান্। অংশংলাতি গৃহা-ভীতি অংশ-লা-ক। অংশগ্রাহী। *। আতোহুপসর্গে কঃ পা ৩। ২। ৩। আদিত্যাক্তোরুপসর্গাৎকর্কণ্যপদে কঃপ্যাৎ। উপসর্গ না থাকিলে কর্ণোপপদের পর আকা-রান্ত ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় হয়। উপসর্গেতু অণ্।

অংশসর্বন (স্ত্রী) অংশয়োঃ অত্থল্যচ্ছেদয়োঃ রাষ্ট্রোঃ * সমচ্ছেদকরণম্। (বাচস্পত্যদ্বত লীলাবতীর মত)।

অসমরশির সমবিভাগ করণ।

অংশহর (ত্রি) অংশ-হ-অচ্। অংশগ্রাহী। *। হরতের

হুদ্যমেন হচ্। পা ৩। ২। ৯। (উদ্যমন অর্থাৎ উৎ-ক্ষেপন) অহুদ্যমনার্থে কর্ণোপপদের পর হ ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়। অংশ হরতি। উদ্যমনার্থ বুঝাইলে অণ্ হইবে। যথা, ভারহার।

অংশিন্ (ত্রি) অনশ-গিন্ বা অংশ ইন্। ভাগী। অংশ-বিশিষ্ট। অংশযোগ্য। অংশী, অংশিনো, অংশিনঃ। (স্ত্রী) অংশিনী।

অংশ (পুং) অনশ-উ। কিরণ। প্রভা। সূত্রাদির সূক্ষ্মাংশ। সূর্য্য। বেশ। লেশ। বেগ। প্রে, সহস্র, হিম, সুধা প্রভৃ-তির সঙ্গে সর্জন ইহার সমাস হয়। যথা—প্রাংশু, সহ-স্রাংশু, হিমাংশু, সুধাংশু। অপভ্রংশে আংশ, এংশ।

অংশক (স্ত্রী) অংশ-ক। বস্ত্র। শুক্লবস্ত্র। উত্তরীয় বস্ত্র। সূক্ষ্মবস্ত্র। পত্র। তেজপত্র।

অংশধর (পুং) অংশোঃধরঃ, ধৃ-অচ্-৬-তৎ। সূর্য্য। বেগধর। (স্ত্রী) অংশধরী। অংশধর, গঙ্গাধর, ভূধর, ইত্যাদি শব্দ উপপদ সমাস নহে, এ গুলি ৬-তৎ সমাস। গাণিনি সূত্র করিয়াছেন—*। কর্ণণ-ন। পা ৩। ২। ১। উপপদসমাসে কর্ণপদের পর ধাতুর উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়। তৎপরে ভট্টোজ্জীকিত একটি আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান করিয়াছেন—কথংতর্হি গঙ্গাধর-ভূধরাদয়ঃ? কর্ণণঃ শেষত্ববিবক্ষায়াঃ ভবিষ্যন্তি। অর্থাৎ উপপদ সমাসে ধাতুর উত্তর যদি অণ্ প্রত্যয় হয়, তবে গঙ্গাধর ভূধর ইত্যাদি রূপসিদ্ধি (অণ্ প্রত্যয় হইলে গঙ্গাধর, ভূধর হইত) কিপ্রকারে হইল? উত্তর—ঐ শব্দগুলি কর্ণবোধক সম্বন্ধ বিবন্ধাহেতু বস্তীতৎপুরুষ সমাস হইয়াছে। গঙ্গায়াঃ-ধরঃ।

অংশপট (স্ত্রী) অংশভিঃ সূক্ষ্মসূত্রৈঃষটিতঃ পটবস্ত্রং। সূক্ষ্মসূত্রের পটবস্ত্র। সক্ষ রেশমের কাপড়। বস্ত্রদেশে তিন প্রকার রেশমের বস্ত্র প্রচলিত আছে। ১ গরদ, ২ তসর, ৩ মটকা। এই শেষোক্ত কাপড় অতিশয় নিকট, কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী। রেশম ও তসরের সূট ও ছিনা হইতে একপ্রকার মোটা ছিনা রেশম প্রস্তুত হয়। তাহারই ভরণা এবং কাপাস সূত্রের টানাতে মটকা কাপড় নির্মিত হইয়া থাকে। কখন টানা ও ভরণা ছিনা রেশম থাকে। গৃহস্থেরা দেবানন্দার সময় এবং অষ্টগ্রহর পরিবার জন্য মটকাযুতি ব্যবহার করেন। একঝোড়া ভাল মটকার মূল্য ১১। ১২ টাকা।

তসর কাপড়, তসরের ঝটী হইতে প্রস্তুত হয় [তসর শব্দ বেধ]। পটবস্ত্র রেশমের ঝটীর সূতা হইতে

প্রস্তুত হইয়া থাকে। বানকে সূতা তুলিবার সময় দুই তিনটা কোয়া এক এক বারে ঘুরাইলে এবং সেই সঙ্গে যত্নপূর্বক আগাগোড়ার ফেসো বা শোয়া তুলিয়া ফেলিলে উৎকৃষ্ট সূতা হয়। ভিত্তির কোয়াও ভাল হওয়া চাই। যে সময় গুটাপোকাতে গুটাবাধে তৎকালে কিম্বা তাহার পূর্বে বাদন করিলে কিম্বা পূর্বদিক হইতে বায়ু বহিলে গুটা ভাল হয় না। তাহাতে সূতা কাটিলে নিকৃষ্ট রেশম জন্মে, তাহার কাপড়ও নিকৃষ্ট হয়।

উৎকৃষ্ট পটুবস্ত্রের টানা ও ভরণার সূতা সমান সরু হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাঁতীরা প্রায় টানা সরু ও ভরণা মোটা দেয়, সে জন্ত উত্তম কাপড় হয় না। উত্তম বস্ত্রে ২৮০০ সানা থাকে। ৩২০০ সানা দিলে অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র হয়। সচরাচর বাজারে ১৮০০, ১৮০০, ২২০০ ও ২৪০০ সানার বস্ত্র পাওয়া যায়। ২২০০ ও ২৪০০ সানার বস্ত্রই উৎকৃষ্ট বলিয়া বিক্রীত হয়, কিন্তু বাস্তবিক সে কাপড় উৎকৃষ্ট নহে। রেশম ব্যবসায়ীরা বস্ত্রে এপ্রকার কৃত্রিম পারিপাট্য করে যে, সহজে তাহা চিনিতে পারা যায় না। নিতান্ত অধম কাপড়ও উত্তম বলিয়া বোধ হয়। এই কৃত্রিম পারিপাট্যের নাম আহার। তাঁতীর গৃহে কাপড় বোনা হইলে রেশম ব্যবসায়ীরা ঐ সকল বস্ত্র ধোবার বাটীতে থাড়াই করিবার জন্ত দেয়। নূতন রেশম ধোত করার নাম থাড়াই করা। [ইহার বিশেষ প্রণালী থাড়াই শব্দে দেখ]। বস্ত্র ধোত করা হইলে টানা দিতে হয়। এক এক খানি বস্ত্রের দুই অঞ্চলে ছুল ছিল। থাকে। বাহার বাজারে ধোত বস্ত্র ক্রয় করেন, তাহার ঐ ছিল। দেখিতে পান না। রজকেরা ছিলায় খোঁটা মারিয়া রোঙ্গে কাপড় টানিয়া বাধে। তৎপরে, চিনি ও ময়দা জলে গুলিয়া সেই কাপড়ে মাখাইয়া দেয়। ইহাই আহার। আহার মাখাইবার জন্য বুরুশের মত মার্জ্জনী আছে। বস্ত্রে আহার মাখাইয়া ঐ মার্জ্জনী দ্বারা অনেকক্ষণ ঘষিলে দেখিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় এবং রোঙ্গে শুকাইলে সে পারিপাট্য কৃত্রিম বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। রেশমী বস্ত্রের সৌন্দর্য্য কাল্পনিক কি না, তাহা জানিবার উপায় এই—বস্ত্রখানির এক অঞ্চল সাজিমাটার জলে ৪।৫ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হয়, তাহার পর ধোত করিলে সমস্ত মাড় উঠিয়া যায়। তখন কাপড়খানি ভাল কি মন্দ তাহা জানিতে কষ্ট হয় না।

চৈত্রমাসে এক প্রকার ষেতবর্ণ রেশমের গুটী জন্মে।

তাহার সূত্র দেখিতে অতি চমৎকার চিকণ, শুভ্রবর্ণ,—যেন সন্ধ্যাতারার উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য টুকু গুলিয়া পড়িতেছে। সেই সূত্রে যদি ৩২০০ সানার বস্ত্র হয়, তবে তেমন অপূর্ব পরিচ্ছন্ন জগতে আর নাই। স্মৃষ্টিত তসর ও রেশমী বস্ত্রের নাম চেলী। [চেলী দেখ]। উৎকৃষ্ট তসর কাপড়ের মূল্য প্রত্যেক জোড়া ৬।৮ টাকা। উত্তম গরদের জোড়া ১৬।১৮।২০। সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র বাজারে হুলত। বঙ্গদেশের মধ্যে বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি স্থানে রেশম ও রেশমের বস্ত্র প্রস্তুত হয়। [রেশম দেখ]। বাঙ্গালার ভূঁতে রেশম বহিষ্ক ক্রিসী (Bombux croesi) জাতীয় কীট হইতে উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে রেশমের কীট সর্বসমেত ৫৭ সাতান প্রকার দেখা যায়। [তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ গুটী শব্দে দেখ]।

অংশুপতি (পুং) অংশোঃ পতিঃ ৬-তৎ। সূর্য্য।

অংশুমৎ (ত্রি) অংশু-মতৃপ্। কিরণযুক্ত। দ্যুতিমান্। চক্চকে। (স্ত্রী) অংশুমতী।*। তদন্তান্ত্যশ্মিন্তি মতৃপ্। পা ৫।২।৯৪। উহার কিম্বা উহাতে এইটা আছে, এই অর্থে মতৃপ্ (মৎ) প্রত্যয় হয়। অংশুমান্, অংশুমন্তো, অংশুমন্তঃ। ৬-অংশুমব।

অংশুমৎফলা (স্ত্রী) অংশুমানিব রক্তবর্ণং ফলং যস্যঃ। বহতী। কদলীবৃক্ষ।

অংশুমতী (স্ত্রী) প্রভাবিশিষ্টা। সালপর্ণী বৃক্ষ। [সালপাণীগাছ দেখ]।

অংশুমান্ (পুং) সূর্য্য। সূর্য্যাবংশীয় রাজবিশেষ। অসমঞ্জের পৌত্র। [গঙ্গাশব্দে তাহার ইতিবৃত্ত দেখ]।

অংশুমালা (স্ত্রী) অংশোঃ মালা ৬-তৎ। কিরণরাজি।

অংশুমালিন্ (পুং) অংশু-মালা-ইন্ অন্ত্যার্থে। সূর্য্য। দ্বাদশসংখ্যা। অংশুমালী, অংশুমালিনো, অংশুমালিনঃ। (স্ত্রী) অংশুমালিনী।

অংশুল (পুং) অংশু-লা-ক। অংশুলাতীতি। চাপক্যপণ্ডিত। বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তি। মূনি।

অংশুহন্ত (পুং) অংশুহন্ত ইব বস্য, বহতী। সূর্য্য। সূর্য্য, কিরণরূপ হস্তদ্বারা রসাকর্ষণ করেন, তজ্জন্য তাহার নাম অংশুহন্ত হইরাছে।

অংশাদি। এই শব্দগুলি তৎপুরুষ সমাসে অস্তোদাত্ত হয়।

অংশু, জন, রাজন, উষ্ট্র, রোটক, অজির, আত্মী, শ্রবণ, কৃত্তিকা, অর্ধ, পুর। এই গুলি অংশাদি।*। প্রভেদঃ অংশুঃ পুরুষে। পা ৬।২।১৯৩।

অংশ (অন্য আদন্ত চূ-প)। [অংশ দেখ]। কক্ষণি বঃ

অংসা। অংসে স্বন্ধে ভবঃ, বং- অংস্য।

অংস (পুং) স্বন্ধ। অংসৌ স্বন্ধৌ। তৌ স্নায়ুমর্শগী অর্দ্ধাঙ্গুলৌ বৈকল্যকরৌ। তত্র বাহুস্তম্ভঃ। দুইটী স্বন্ধের অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত স্নায়ুবিশিষ্ট স্থানের নাম অংস। উহা আহত হইলে বাহুস্তম্ভ হয়।

অংসকুট (পুং) অংসঃ কুট ইব উন্নতঃ। ককুদ। ষাঁড়ের ঝুঁট। ষাঁড়ের ঝুঁট পুরুষের লক্ষণ। যেমন ছাগলকে পাসী করিলে, অধিক শৃঙ্গবৃদ্ধি ও গায়ে গন্ধ হয় না, তদ্রূপ ষাঁড়ের কোষ কাটিয়া লইলে ঝুঁটবৃদ্ধি হয় না।

অংসত্র (ক্লী) অংস-ত্রৈ ক। অংসঃ স্বন্ধঃ ত্রায়তে। স্বন্ধ রক্ষার কবচবিশেষ। *। আদেচ উপদেশে ইশিতি। পা ৬। ১। ৪৫। এজস্তো যো ধাতুরূপদেশে তস্যাকারাদেশো ভবতি, শিতি তু প্রত্যয়েন ভবতি। উপদেশে যে সকল পাত্ৰ এজস্ত তাহাদের পর আকার আদেশ হয়। কিন্তু প্রত্যয়ের শকার ইং হইলে হয় না। এখানে ত্রৈ ধাতুর ঐকার স্থানে আকার হইলে ত্রা হইল, তাহার পর। *। আতোহুপসর্গে কঃ। পা ৩। ২। ৩। আতো লোপঃ। উপদর্শহীন কর্মোপপদেরপর আকারান্ত ধাতুর উত্তর কপ্রত্যয় হয় এবং আকারের লোপ হইয়া যায়।

অংসকলক (ক্লী) অংসয়োঃ ফলকে ৬ তৎ। স্বন্ধের অস্থি। অংস-ফলকে পৃষ্ঠোপরি পৃষ্ঠবংশজোভয়তঃ স্বন্ধস্বন্ধে। অস্থিমর্শগী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে, তত্র বাহোঃ শূন্যতা শোষণঃ। পৃষ্ঠোপরি মেরুদণ্ডের দুই দিকে স্বন্ধের সন্ধিস্থলে অস্থিময় স্থানের নাম অংসকলক। উহা আহত হইলে বাহুস্তম্ভ ও গুহ হয়।

অংসভার (পুং) অংসে ধৃতঃ ভারঃ। শাক-ভং। অংসেভার অলুক সমাস। কাঁধের বোঝা। *। শাকপার্থিবাদীনাং সিদ্ধয়ে উত্তরপদলোপস্যোপসংখ্যানম্। (কাত্যায়ন)। শাকপ্রিয়ঃ পার্থিবঃ শাকপার্থিবঃ। শাকপার্থিবাদি সমাসে উত্তরপদের লোপ হয়। শাকপ্রিয় পার্থিব, এখানে প্রিয় শব্দের লোপ করিয়া শাকপার্থিব রূপসিদ্ধি হইল।

শাকঃ শক্তিঃ প্রিয়ো মস্য ইতি বহুব্রীহৌ তস্য পার্থিব শব্দেন সহ সমাসে পূর্ক সমস্তপদস্য উত্তরপদস্য প্রিয় ইতি শব্দস্য লোপঃ। শাক শক্তি প্রিয় যাহার তিনি শাক-প্রিয়। এই সমাসের উত্তরপদ প্রিয়শব্দের লোপ হইয়াছে। অতরাং প্রথম যে বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে, তাহারই উত্তর পদ বুঝাইতেছে।

*। অনুত্তরপদে। পা ৬। ৩। ১। কথন কথন সমাস হইলে উত্তরপদপরে বিভক্তির লোপ হয় না।

অংসভারিক, অংসেভারিক। (ত্রি) অংসভারেণ হরতি।

অংসভার+ঠন্। *। ভস্ত্রাদিভ্যঃ ঠন্। পা ৪। ৪। ১৬। ভস্ত্রেত্যেবমাদিভ্যস্তৃতীয়াসমর্থৈভ্যো হরতীত্যেতদ্বিশ্বার্থে ঠন্ প্রত্যয়ো ভবতি। তৃতীয়াসমর্থনে হরণ অর্থাৎ স্থানান্তরিত করা এই অর্থে ভস্ত্রাদি শব্দের উত্তর ঠন্ প্রত্যয় হয়। অংসভার এবং অংসেভার এ দুই শব্দ ভস্ত্রাদি গণ মধ্যে পঠিত। [ভস্ত্রাদি দেখ]।

অংসভারিক—যে স্বন্ধে ভারবহন করে। (ক্লী) ভীষ্ অংসভারিকী। *। যিকোরাদিভ্যঃ। পা ৪। ১। ৪১। সকার ইং হয় এমন প্রত্যয় নিম্পন্ন শব্দের ক্লীলিঙ্গে এবং গোরাদি শব্দের উত্তর ভীষ্ প্রত্যয় হয়।

অংসল (ত্রি) অংস-লচ্ অন্ত্যর্থে। বলবান্। *। বংসাং সাভ্যাং কামবলে। পা ৫। ২। ৯৮। বংস ও অংস শব্দের উত্তর লচ্ প্রত্যয় হয়, বংসাংখ্য কামবান্ এবং বগবান্ অর্থে। স্থল, উপচিতমাংস এই অর্থে অংসশব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় হয় না। মতুপ্ (মৎ) প্রত্যয় করিলে অংস-বতী গোঃ। অংসবান্—দুর্শলঃ। (ইতি কাশিকা)।

অংস্য (ত্রি) অংস-যং, অংসে স্বন্ধে ভবঃ। স্বন্ধভব। কর্মণি-যং। বিভাজ্য।

অংহ (অহি) ভা-আ গতো। লট অংহতে। লিট্ আনংহে। লুঙ্ আংহিষ্টে। আংহিষাতাং রবুব্যাভ্রৌ শরভঙ্গাশ্রমং ততঃ। (ভট্টি)। আংহিষাতাং গতবন্তৌ। সন্ অঞ্জিহিষতে। গিচ্ অঞ্জিহং। ইতি ক্রবাণো মধুরং হিতঞ্চ তমঞ্জিহং মৈথিলযজ্ঞভূমি। যজ্ঞভূমি আঞ্জিহং গমিতবান্। মূলধাতু অহি (অংহ নহে)। এ স্থলে ধাতুর ঐকার ইং হইয়াছে, তজ্জন্য হুম্ আগম হইল। *। ইদিতো হুম্ ধাতোঃ। পা ৭। ১। ৫৮। ইদিত্ জন্য নকারের লোপ হয় না তজ্জন্য কর্মণি অংহতে এই প্রকার রূপ হয়। অহি। চূ-প দীপ্তৌ। অংহয়তি।

অংহতি, অংহতী (ক্লী) অংহ-অতি। দান। ত্যাগ। যোগ। অংহন্ (ক্লী) অম-অহন্। *। অমেহ্ ক্চ। উণ্-পাদ ৪। ২১২। অমতি গচ্ছতি প্রায়শ্চিত্তেন (বাচস্প)। পাপ। অংহঃ, অংহসী, অংহাংসি।

অংহিতি (ক্লী) অহি-ক্জিন্। দান। *। স্রিয়াং ক্জিন্। পা ৩। ৩। ৯৪। ক্লীলিঙ্গে ধাতুর উত্তর ক্জিন্ প্রত্যয় হয়।

অংহ (ত্রি) অহি-কু। পাপী। পাপকারী।

অংহর (ত্রি) অহি-উরচ্। গতিবৃদ্ধ।

অংহ্রি (পুং) অহি-ক্জিন্। পাদ। বৃক্ষমূল। চারি সংখ্যা।

অংহ্রিপ (পুং) অংহ্রি-পা-ক। অংহ্রিণা পাদেন পিণ্ডতি।

উপ-সং। বৃক্ষ। পাদপ। *। আতোহুপসর্গে কঃ। পা ৩। ২। ৩। উপসর্গশূন্য উপপদের পর আকারান্ত ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় হয়। এবং যে সকল ধাতুর সম্প্রসারণ হইয়া থাকে তথায় ড প্রত্যয় হয়। *। কবিধৌ সর্ষত্র প্রসারণিভ্যো ডঃ। (সিদ্ধান্তকৌমুদী)। *। ইগ্যৎ সম্প্রসারণম্। পা ১। ১। ১৫। যণ্ প্রত্যাহারের স্থানে অর্থাৎ য ব র ল স্থানে যে ঠক্ অর্থাৎ যথাক্রমে যে ই উ ঋ ঌ হয়, তাহাকে সম্প্রসারণ কহে। যথা, ধ্যা সম্প্রসারিত হইলে ধী এই প্রকার রূপ হয়।

অংহ্রিভজ (পুং) অংহ্রঃ স্বক্। ৬-তৎ। ঙল্। পায়ের গোড়ালী। *। স্বন্দেচ স্বাক্। উণ্ ৪। ২০৬। ধাদেশঃ। অক্। পাণিনিভূত চতুর্দশ বর্ণপ্রত্যাহারের প্রথম ও বিতীয় বর্ণপ্রত্যাহার। এই প্রত্যাহারের মধ্যে অ ই উ ঋ ঌ (অইউণ্ ঋলৃক্) এই পাঁচটা স্বরবর্ণ গৃহীত হইয়াছে। অক্। পাণিনি-গৃহীত ক্লৎপ্রত্যয়স্থানে জাত প্রত্যয়বিশেষ। যে সকলপ্রত্যয়ের বৃ ইৎ হয়, তাহার স্থানে অক আদেশ হইয়া থাকে। *। যুবোরনাকৌ। পা ৭। ১। ১। প্রত্যয়ের যু স্থানে অন এবং বু স্থানে অক হয়। যথা গুল্, ধুন্, কুন্, বুন্ ইত্যাদি। এই সকল প্রত্যয়ের স্থানে অক হইবে। যেমন—গুল্ কারকঃ। *। গুল্ তূচৌ। পা ৩। ১। ১৩৩। ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে গুল্ ও তূচ্ প্রত্যয় হয়। ধুন্ নর্তকঃ। *। শিল্লিনি ধুন্। পা ৩। ১। ১৪৫। শিল্ল অর্থাৎ ক্রিয়াকোশল বুঝাইলে ধাতুর উত্তর ধুন্ প্রত্যয় হয়। *। নৃতিখনিরঞ্জিত্য এব। নৃতি খনি ও রঞ্জ ধাতুর উত্তর ধুন্ প্রত্যয় হয়। কুন্ রজকঃ নকারের লোপ হয়। *। রঞ্জন্ত শিল্লসংজ্ঞায়োপি কুন্। পতঞ্জলির মতে রজ ধাতুর উত্তর কুন্ প্রত্যয় হইবে। বুন্ সরকঃ। *। প্রসৃষঃ সমভিহারে বুন্। পা ৩। ১। ১৪৯। পটুতা বুঝাইলে প্র সৃ ও লু ধাতুর উত্তর বুন্ প্রত্যয় হয়।

কত্ব-অর্থে অক প্রত্যয় নিম্পন্ন শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয় না। *। তৃজকাভ্যাং কর্তরি। পা ২। ২। ১৫। যথা, অন্নসাপাচকঃ। প্রজ্ঞাপালকঃ ইত্যাদি। এ স্থলে অন্নপাচকঃ, প্রজ্ঞাপালকঃ, এ প্রকার সমাস হইবে না। কিন্তু ক্রীড়া ক্রীড়া জীবিকা বুঝাইলে অক প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয়। *। নিত্যং ক্রীড়াঙ্গীবিবিক্যোঃ। পা ২। ২। ১৭। যথা,—ক্রীড়ায়, উদ্দালকপুষ্পভঞ্জিকা। বারণপুষ্পপ্রচারিকা। জীবিকায়—দন্তলেখকঃ। নথলেখকঃ। অকপ্রত্যয়ান্ত যাজকাদি শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয়। *। যাজ-

কাদিভিচ্। পা ২। ২। ৯। যথা, ব্রাহ্মণযাজকঃ। দেবপূজকঃ। [যাজকাদি দেখ]। 'উদ্দালকপুষ্পভঞ্জিকা' এটা ক্রীড়াবিশেষের সংজ্ঞা। ভজ্ঞনং ভঞ্জিকা। উদ্দালকস্য পুষ্পাণি ভজ্যন্তে যস্যং ক্রীড়ায়াং সা উদ্দালকপুষ্পভঞ্জিকা।

অক প্রত্যয়ান্ত শব্দের জ্ঞীলিঙ্গে আপ্ পরে থাকিলে প্রত্যয়স্থিত ককারের পূর্ববর্তী বর্ণের অকারের স্থানে ই বিধান হইয়া থাকে। কিন্তু স্থপের পর আপ্ বিহিত হইলে হয় না। *। প্রত্যয়হাং কাং পূর্বস্যাত ইদাপ্যস্থপঃ। পা ৭। ৩। ৪৪। যথা—কারক শব্দ অক প্রত্যয়ধারা নিম্পন্ন হইয়াছে। এখানে, কারক+আ (আপ্) এই জ্ঞীপ্রত্যয় প্রয়োগ করিলে কারকা হইল। তাহার পর, ককারের পূর্ববর্তী রকারের অকার ইকার হইল, অতএব কারক ইহার জ্ঞীলিঙ্গে কারিকা হইবে। উপরে, অকার স্থানে ই হইবে—এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, অকার ভিন্ন অন্য স্বর থাকিলে হইবে না। যথা—নোক ইহার জ্ঞীলিঙ্গে নোকা হইল; কিন্তু ককারের পূর্বস্থিত ওকার স্থানে ইকার হইল না। পুনশ্চ, স্থপের পর আপ্ বিহিত হইলে হয় না, এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বহুপরিব্রাজকা নগরী। এ স্থলে, বহুপরিব্রাজিকা হইল না। কারণ, এখানে সর্বপ্রথমে সমাস করিবার সময় স্থপের লুক্ হইয়াছে, তাহার পর জ্ঞী-প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। যথা, বহবঃ পরিব্রাজকাঃ বিদ্যন্তে যস্যং নগর্য্যং সাবহুপরিব্রাজকা নগরী।

। ন যাসয়োঃ। পা ৭। ৩। ৪৫। পাণিনির এই স্থত্রের উপর কাত্যায়ন অনেকগুলি নিষেধবিধির বাস্তবিক করিয়াছেন। যথা,—। পাচকানীনাং ছন্দ-স্থাপসংখ্যানম্। বেদবিষয়ে পাচকাদি শব্দের পর জ্ঞীলিঙ্গে আপ্ হইলে তৎ পূর্ববর্তী ইকার হয় না। পাচকা হিরণ্যবর্ণ শুচি। অন্যত্র পাচিকা। *। আশিষি চোপ-সংখ্যানম্। জীবতাদ্ জীবক, জীবকা। এস্থলে আশীর্বাদ প্রয়োগে ঠকার হইল না। *। উত্তরপদলোপে চোপ-সংখ্যানম্। দেবদন্তিকা, লোপে দেবকা। *। তারকা জ্যোতিষ্যপসংখ্যানম্। তারকা শব্দে দৃষ্টি ও নক্ষত্র বুঝাইলে ইকার হয় না। তারকা। অন্যত্র, তারিকা দাসী। *। বর্তকা শকুনৌ প্রাচাম্পসংখ্যানম্। পক্ষী বুঝাইলে, প্রাচ্য পণ্ডিতদের মতে বর্তকা হইবে। অন্যত্র বর্তিকা। অক। কুটিলগতিঃ। ভা-প। লট্ অকতি। লিট্ আক। লুঙ্ আকীৎ। এই ধাতু ঘটাদিগণের অন্তর্গত। ঘটাদি-

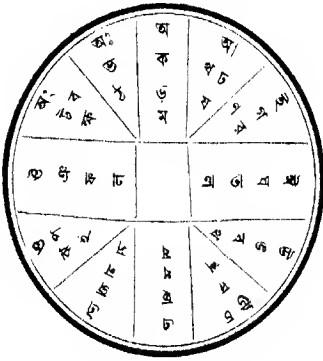
গণের ফল কি এবং কোন কোন ধাতু এই গণের মধ্যে পঠিত হয়, তাহা ষট্‌ধাতুতে দেখ ।

অক (ক্রী) ন-কং স্বধমিতি নঞ-তৎ । দুঃখ । ন কং স্বধং যস্মাৎ বহতী । পাপ ।

অকচ (ত্রি) কেশশূন্য, টাকরোগী, নেড়া । কেতুগ্রহ ।

নাতি কচো দেহস্য ধ্বজো যস্য, রাহোঃ শরীরং শহেতোঃ । কেতুগ্রহ রাহুরশরীর, ইহার মন্তক নাই, সে জন্য ইহাকে অকচ বলে । শ্রীযুক্ততারানাত্তর্কবাচস্পতির মতে—অকার লোকোপপ্ৰবায় চায়তে ইতি অক-চায়-ড । অকড়ম । একটা চক্র । প্রথমে অকড়ম আছে বলিয়া এই চক্রের এ প্রকার নাম হইয়াছে । দীক্ষাকালে এই

অকড়ম চক্র ।



চক্রদ্বারা গুরু, শিষ্যের সিদ্ধি প্রভৃতি গণনা করেন । রত্নবামলে ইহার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । ইষ্টমন্ত্র শিষ্যের পক্ষে শুভফলপ্রদ হইবে কি না তাহাই স্থির করা এই চক্রের উদ্দেশ্য । যদিচ রত্নবামলের মতে ইহা গোপালমন্ত্রে প্রশস্ত, কিন্তু তন্ত্রেও ইহার ব্যবস্থা আছে । গণনা করিবার প্রকর এই,—মনে কর শিষ্যের নাম অমরনাথ এবং বীজমন্ত্র হ্রীং । তাহা হইলে অমরনাথ নামের আদ্যক্ষর অকারের প্রকোষ্ঠ হইতে বামদিকে গণনা করিয়া আসিবে । প্রথম প্রকোষ্ঠে—সিদ্ধ । দ্বিতীয়,—সাধ্য । তৃতীয়,—সুসিদ্ধ । চতুর্থ,—অরি । যতক্ষণ না বীজমন্ত্রের ঘর পাওয়া যাইবে সেপধ্যস্ত ঐ রূপে কোষ্ঠে কোষ্ঠে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ, অরি, যথাক্রমে গণনা করিয়া আসিবে । বীজমন্ত্রের ঘরে সিদ্ধ, সাধ্য, কিস্বা সুসিদ্ধ হইলে মন্ত্রোচ্চার হয় এবং গুরু সেই মন্ত্রে শিষ্যকে দীক্ষা করিতে পারেন । কিন্তু, সুসিদ্ধ মন্ত্রের ফল অধিক, কারণ তদ্বারা সাধক অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারেন । সিদ্ধাদির ফল ভেদন নহে ।

এ প্রকার গণনায় বীজমন্ত্রের ঘরে ‘অরি’ পড়িলে, মন্ত্রোচ্চার হয় না । তাদৃশস্থলে গুরু, শিষ্যের আর একটা নূতন নাম রাখিয়া মন্ত্রোচ্চার করেন । হিন্দু ধর্মের প্রতি ষাহাদের অচলা ভক্তি আছে, সে সকল লোক বালকদের নামকরণকালেই বিশেষ সতর্ক হন । যে নাম রাখিলে গণনায় মন্ত্রোচ্চার হয় না, তাহার সন্তানদের কদাচ তেমন নাম রাখেন না ।

সিদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে শিষ্য অনেক কালে সিদ্ধ হইতে পারেন । সাধ্যমন্ত্র লইলে তিনি জপ ও হোমাদি-দ্বারা সিদ্ধ হন । সুসিদ্ধদ্বারা মন্ত্রগ্রহণমাত্র সিদ্ধ হন ; কিন্তু অরিমন্ত্র সাধককে বিনষ্ট করে ।

ভ্রমক্রমে গুরু কাহাকে অরিমন্ত্র দান করিলে শিষ্য যদি তাহা জানিতে পারেন, তবে সে মন্ত্র ত্যাগ করা আবশ্যিক । মন্ত্রত্যাগের দুইটা প্রকরণ আছে । তন্ত্রকৌমুদীর মতে, বটপত্রে অরিমন্ত্র লিখিয়া তাহা স্রোতোজলে ডাসাইয়া দিলেই মন্ত্র ত্যাগ করা হয় । তন্ত্রমাজের মতে, জ্রোণপরিমিতগোছুড়ে একশত আটবার অরিমন্ত্র জপ করিয়া স্রোতোজলে তাহার কিঞ্চিৎ পান করিবেন । পরে পুনর্বার মন্ত্রোচ্চার পূর্বক বাকি দুই পরিচ্যাগ করিলে মন্ত্রত্যাগ করা হয় ।

অকথহ । দীক্ষাকালে শিষ্যের সিদ্ধাদি গণনা করিবার জন্য এক প্রকার চক্র; অর্থাৎ ইষ্টমন্ত্র শিষ্যের নামের

অকথহ চক্র ।

অ ক থ হ	উ ঔ প	আ খ দ	ঊ চ ফ
ও ড ব	ঋ য় ম	ঔ চ শ	ঐ ঞ য
ঈ ঘ ন	ঋ জ ভ	ই গ ধ	ঐ ছ ব
অঃ ত স	ঐ ঠ ল	অং ণ ষ	এ ট র

সঙ্গে স্মরণন হয় কি না এবং সেই ইষ্টমন্ত্র শিষ্যের পক্ষে কিপ্রকার শুভফলপ্রদ হইবে, এতদ্বারা তাহাই নিশ্চিত হয় । প্রথমে ‘অকথহ’ আছে বলিয়া এই

চক্রের একপ্রকার নাম হইয়াছে। এই চতুরস্র ক্ষেত্রটী প্রথমে চারি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। তৎপরে, ঐ এক একটী প্রকোষ্ঠ আবার চারি চারি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। সুতরাং ইহাতে সর্বসমেত ১৬ কোণটী ঘর আছে। গণনার প্রণালী এই, — মনে কর শিষ্যের নাম আনন্দচন্দ্র এবং বীজ মন্ত্র হ্রীং। তাহা হইলে আনন্দচন্দ্র নামের আদ্যক্ষর আকার হইতে দক্ষিণদিকে হ্রীং মন্ত্রের আদ্যক্ষর হকার পর্য্যন্ত গণনা করিয়া যাইতে হইবে। প্রথম আকার প্রকোষ্ঠে—সিদ্ধ। ২য়,—সাধ্য। ৩য়—সুসিদ্ধ। ৪র্থ,—অরি। এখানে হকার বীজ মন্ত্রের ঘরে অরি পড়িল, সুতরাং মন্ত্রোচ্চার হইল না।

মন্ত্রের ঘরে অরি না পড়িলে পুনর্বার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠগুলি এক একটী করিয়া গণনা করিতে হইবে। যথা,—অকারের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ১ম,—সিদ্ধ-সিদ্ধ। ২য়,—সিদ্ধ-সাধ্য। ৩য়,—সিদ্ধ-সুসিদ্ধ। ৪র্থ,—সিদ্ধ-অরি। তাহার পর, নিম্নের বৃহৎ প্রকোষ্ঠের চারিটী ঘর ঐ রূপে গণনা করিবে। পুনশ্চ, আর একটা বৃহৎ প্রকোষ্ঠের ঘর গণনা করিয়া ক্রমে হকারের প্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত গণনা করিয়া যাইবে। এই চক্রের নিয়ম তন্ত্ররাজে লিখিত আছে। [অকড়মচক্র ও মন্ত্রশব্দ দেখ]।

অকথ্য (ক্লী) ন-কথা-যৎ। ন-কথ্যৈঃ হিতম্। ছবীক্য। নিষ্ফল বাক্য।

অকনিষ্ঠ (পুং) অকে পাপে বেদনিম্নারূপগর্হিতকার্যো নিষ্ঠা অস্যা। বুদ্ধ। বুদ্ধ বৈদিকক্রিয়ার নিম্নবাদ করিতেন, সে জন্য তাঁহাকে গর্হিতকার্যো নিরত বলা হইয়াছে। কনিষ্ঠশূত্র।

অকনিষ্ঠপ (পুং) অকনিষ্ঠান্ বুদ্ধান্ পাতীতি পা-ক। [অং-ত্ৰিপ দেখ]। বৌদ্ধদিগের অধিপতিবিশেষ।

অকম্পন (পুং) রাবণের সেনাপতিবিশেষ।

অকম্পিত (পুং) নাস্তি কম্পিতং বৃদ্ধৈশাঞ্চল্যমস্যা। বৌদ্ধদিগের গণ্যধিপতিবিশেষ। এখানে কম্পিত শব্দ ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয়দ্বারা নিম্পন্ন হইয়াছে, সে কারণ বিশেষ্যের মত। *। নপুংসকে ভাবে ক্তঃ। পা ৩। ৩। ১১৪। ক্লীবত্ববিশিষ্টে ভাববাচ্যে কালসামান্যে ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় হয়। যথা, তব হসিতম্, তব জীবিতম্। একপ্রকার স্থলে হসিতম্ জীবিতম্ বিশেষ্যের মত।

অকরণ (ক্লী) ন-ক-লুট্। করণাভাব। অক্রিয়া।

অকরণি (ক্লী) ন-ক-অণি। শাপ। আক্রোশবিশেষ।

অকরা (ক্লী) অক-রা-ক। অকং ক্লেশং য়াতি হয়তি। ন-

ক-অচ্। আমলকী। (ত্রি) নাস্তি করোহস্যঃ। হস্তশূন্য। মূলা।

অকরুণ (ত্রি) ন-ক-উনন্। *। কুবদারিভ্য উনন্। উণ ৩। ৫৩। নির্দয়, করুণাশূন্য।

অকরুশ (ত্রি) ন-করুশ। কোমল। কার্কশুরহিত।

অকর্ণ (ত্রি) নাস্তি কর্ণঃ যস্য। ক-নন্-কর্ণ। বধির। কর্ণহীন, বুঁচা। ‘অকর্ণ শুনিতে পান’—অকর্ণ ব্রহ্ম। সর্পের কর্ণ নাই, চক্ষু দ্বারা সর্পজাতি শুনিতে পায়, এই রূপ জনপ্রবাদ। তজ্জন্য সর্পের নাম অকর্ণ।

অকর্তন (পুং) বামন। খর্ব্ব। ন উচ্চত্বং ফলং কতিত্বং শীলমস্যা। খর্ব্ব ব্যক্তি উচ্চস্থানের ফল পাড়িতে পারে না, তজ্জন্য অকর্তন এই শব্দে খর্ব্বকে বুঝায় (বাচস্প)।

অকর্তব্য (ত্রি) ন-ক-তব্য। অকরণীয়। অকার্য্য।

অকর্তৃ (ত্রি) ন-ক-তৃচ্। অকারক। অকর্তৃকারক। কর্তৃভিন্ন। ক্রিয়াশূন্য। (ক্লী) অকর্ত্বী।

অকস্মক (ত্রি) নাস্তি কস্ম যস্য। যে ক্রিয়ার কস্ম থাকে না। স হসতি, তিনি হাসিতেছেন। এখানে হাসিতেছেন এটী অকস্মক ক্রিয়াপদ। কারণ ইহার কস্ম নাই। হাস্যকরণ এই ক্রিয়ার ফল ক্রিয়াতেই নিবৃত্ত হইতেছে। অকস্মকের বিপরীত শব্দ সাকস্মক। (ক্লী) অকস্মিক।

অকস্মণ্য (ত্রি) ন-কস্মন্-যৎ। ন-কস্মণা সম্পদ্যতে। অশরীর (ইতি কাশিকা)। *। কস্মবেষাদ্যৎ। পা ৫। ৩। ১০০। তৃতীয়া সম্বন্ধে সম্পাদনবিষয়ে কস্ম ও বেষ শব্দের উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়। বেষ, কৃত্রিম আকার; বেষা, নট। *। তত্র সাধুঃ। পা ৪। ৪। ৯৮। ন-কস্মণি সাধু। কার্য্যাক্রম। কস্ম অযোগ্য।

অকস্মন্ (ক্লী, ত্রি) অকরণীয় কার্য্য। কার্য্যাক্রম। নিষ্কস্মা। (পুং) অকস্মা, অকস্মাণো, অকস্মাণঃ। (ক্লী) অকস্ম, অকস্মণী, অকস্মাণি।

অকস্মাস্থিত (ত্রি) অকস্ম-অস্থিত। চুক্ষুশীল। অযোগ্য।

অকল (ত্রি) নাস্তি কলা হস্যা। অংশশূন্য। নিষ্কল।

অকল, অকলন (ত্রি) নাস্তি কলনং দন্তো যস্য বহত্বী। শঠতাশূন্য। দন্তরহিত। *। কুদধারাকিকলিভ্যঃ কঃ। উণপাদ ৩। ৪০। কলঃ পাপাশয়ে পাপে দন্তে বিট্ কিত্তরোরপি। কলি-ক কল।

অকল্য (ক্লী) নাস্তি কল্যো মানিন্যঃ যস্যঃ। জ্যোৎস্না। মলশূন্য। নদ্যাদি।

অকলিত (ত্রি) ন-কলিতং। কালনিক নহে। অকৃত্রিম। অরচিত। (ক্লী) অকলিতা।

অকল্যা (ত্রি) ন কলা-বৎ। ন কলাহু আরোগ্যেবু সাধুঃ।
নঞ-তৎ। রোগী।

অকল্যাণ (ক্রী) ন-কল্যা-অণ-ঘঞ। অমঙ্গল। অশুভ।

অকবর। আবহুলকত্ জেলালুদ্দিন মক্কাদ পাশিশা-ই-গাজী।

সচরাচর ইহাকে আমরা আকবার বাদশা বলিয়া থাকি।
দিল্লির সম্রাট, হুমায়ূনের পুত্র। ইহার মাতার নাম জুল-
তানা হমিদা বাহুবগম। ১৫৪২ খৃঃ অব্দে ১৫ই অক্টোবর
(মুসলমান রজব মাস, ৯৪০ কসবী) রবিবার অকবরের
জন্ম। ১৫৫৬ খৃঃ অব্দে ১৩ বৎসর নয় মাস বয়ঃক্রমে সিং-
হাসনে অধিরূঢ় হন; ৫১ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬০৭ খৃঃ
অব্দে অনান ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রমে ইহলোক পরিত্যাগ
করেন।

অকবর কে?—এ নাম ভারতবর্ষের হিন্দুমুসলমানের
কাছে আজি নূতন নয়। এখনও অনেক গৃহস্থের ঘরে
অকবরী মোহর রহিয়াছে, হিন্দুরাও পুষ্পচন্দনে সেই
মোহরের পূজা করিতেছেন। মহাপ্রাণ ব্যক্তি জন্ম লইবার
পূর্বে তাঁহার পিতামাতার দিন সহজে যায় না, এ ঘটনা
চারি যুগ চলিয়া আসিতেছে। অকবর গর্ভে, শের খাঁ
আসিয়া দিল্লির সিংহাসন কাড়িয়া লইলেন। ডঃসময়ে
মাহুঘের বন্ধু থাকে না। দরিদ্রের থাকে না, সঙ্গীপা পৃথি-
বীর যিনি অধীশ্বর—সময়দোষে তাঁহারও বন্ধু ছাড়িয়া
যায়। হুমায়ুন এখন রাজ্যভ্রষ্ট; বিপদ কাল বুঝিয়া বন্ধু-
বান্ধবেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন; প্রধান প্রধান
সর্দারেরা বিরোধী হইয়া উঠিলেন। বাকি বৎসামাত্র
লোক, তাঁহারা পাদশাকে ছাড়িলেন না। হুমায়ুন,
পরিবারবর্গ ও এই সমস্ত বিশ্বাসী অমুচর লইয়া সিঙ্ক-
নদের পরপারে অমরকোটে পলায়ন করিলেন। পথ
ফুরায় ত পথের বিপদ ফুরায় না;—চারিদিকে মরুভূমি,
কেবল বালুকারাশি ধুধু করিতেছে। একবিদ্ধ জল নাই,
একটা বৃক্ষের ছায়া নাই, পথ ছরস্ত, পশ্চাতে শত্রুর
সেনাবল। কতলোক সেই পথের মধ্যেই প্রাণ হারাইল।
হুমায়ূনের সঙ্গে যাহারা অমরকোটে পৌঁছিল, তাহারাও
মৃতকল। [হুমায়ুন দেখ]।

সুলতানা হমিদা কঠোরগর্ভা। সিদ্ধপুরুষেরা বলিতে
লাগিলেন,—‘স্বয়ং ঈশ্বর আসিয়া এই নারীর গর্ভে
অবতীর্ণ হইবেন’। ষাওজ মন্ডও নাকি আবুল কজলের
কাছে গল্প করিয়াছিলেন যে, অকবর ঈশ্বরাবতার,
তাঁহার পিতা এ কথা যোগিদের কাছে শুনিয়াছেন।

১৫৪২ খৃঃ অব্দে, ১৫ই অক্টোবর রবিবার,—অকবর এই

শুভদিনে শুভকর্মে অমরকোটে ভূমিষ্ঠ হইলেন। কিন্তু
পুত্রমুখ দেখিয়া হুমায়ুন সুখী হইবেন কি? শত্রুরা এখা-
নেও উপস্থিত। আর পরিত্রাণের কোন উপায় নাই,
অগত্যা তিনি সন্তানকে কেলিয়া অন্ত্র পলায়ন করি-
লেন। পাদশা পলাইলেন, অকবরকে রক্ষা করে কে?
কাজেই তিনি কামরানের হাতে পড়িলেন। কামরান,
হুমায়ূনের সহোদর। বিবরিলোকের সহোদর নাই,
আত্মীয় স্বজন নাই,—জগৎময় কেবল শত্রু। কামরান
মধ্যে মধ্যে অকবরকে নষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতেন।

হুমায়ুন পলাইলেন; কিন্তু কোথায় যাইবেন?—সং-
সারে আর স্থান কৈ? তিনি ভাবিতে ভাবিতে পারস্তা-
ভিমুখে চলিলেন। সে সময়ে তথায় শিয়া ধর্মের অত্যন্ত
প্রাচুর্য্য। পারস্তরাজ টমাস্প হুমায়ুনকে কহিলেন,—
‘আপনি এই ধর্ম গ্রহণ করিলে আমি যথেষ্ট সৈন্ত সামন্ত
দিই; আপনি পুনর্বার স্বীয়রাজ্য উদ্ধার করিতে পারেন।’
সম্রাট এই প্রস্তাবে সন্মত হইলেন। মাহুঘের দিন চির-
কাল সমান যায় না; কখন বৃক্ষের তলা, ভাগ্যে কখন
অট্টালিকা,—বিধাতার হাতের লিপি ইহাই দেখা যায়।
হুমায়ুন পথে পথে ফিরিতেছিলেন, সৌভাগ্যলক্ষী
আবার তাঁহার পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, তিনি স্বপ্ন-
কাল মধ্যে কাবুল, কান্দাহার, গজনী অধিকার করিয়া
বসিলেন। সসৈন্তে কাবুল অবরোধ করিলে, কামরান
অকবরকে দেখাইয়া বলিলেন—‘এই অগ্রিকুণ্ড জলি-
তেছে, যদি তুমি যুদ্ধ করিতে আইস,—দেখিবে এই
আগুনে তোমার সন্তানকে ফেলিয়া দিব।’ হুমায়ুন
তাহাতে ভয় পাইলেন না। তিনি বীরোচিত স্পর্ধাসহ-
কারে যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া আপনার পুত্রকে উদ্ধার
করিলেন।

মাহুঘের অন্তর্গত ফিরিলে, এক রকমে নয়,—সকল দিকেই
সুবিধা হইতে থাকে। হুমায়ূনের পূর্ব্বতন অমুগতবর্গ দিল্লি
হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন,—‘আপনার শত্রুরা আর
জীবিত নাই। এখন অল্প সৈন্য লইয়া দিল্লিতে আসিতে
পারিলে, কষ্ট পাইতে হইবে না,—বিজয়লক্ষী আফ্লাদ
করিয়া কোলে তুলিয়া বসাইবেন।’ হুমায়ুন এই সংবাদ
পাইয়া ভারতবর্ষভিমুখে ছুটিলেন; সঙ্গে কেবল পনর-
হাজার সৈন্য; সেনাপতি,—বীর বৈরাম খাঁ। অকবরের
বয়ঃক্রম তখন তের বৎসর। বীরস্ব বীরের পুত্রকেই সঙ্গে;
অকবর তেরবৎসরের অপোগণ্ড বালক বলিয়া কাবুলে
সুকাইয়া থাকিলেন না। যখন রণভেরী বাজিয়া উঠিল,

ঘোড়ার খুরেরগুতে আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল, অকবরের জয় পুষ্পাণী বীরমদে নাচিতে লাগিল। তিনি অখারো-হণে পিতার সঙ্গে পৈতৃক সিংহাসন উদ্ধার করিতে চলিলেন।

প্রথমে লাহোরে তুমুল সংগ্রাম হইল। সে দিনের জয় কেবল মহাবীর অকবরের পরাক্রমে। তাহার পর হুমায়ুন দিল্লিতে গিয়া শত্রুদিগকে দূরীভূত করিলেন। কিন্তু রাজ্যাভ্যাস করিয়া তিনি অল্পকালমাত্র জীবিত ছিলেন। একদা সন্ধ্যার সময় দৈবরাধনা করিতে করিতে তিনি প্রস্তরময় সিড়ি হইতে পা-পিছলিয়া পড়িয়া গেলেন, তাহাতে মস্তকে দারুণ আঘাত লাগে। কিছু দিন পরে সেই আঘাতেই সম্রাটের মৃত্যু হইল।

১৫৫৬ খৃঃ অব্দে অকবর পাদশাহ হইলেন। তখন তিনি নিতান্ত বালক, সে জন্য হুমায়ুনের প্রিয়মন্ত্রী বৈরাম খাঁ সমস্ত রাজকাৰ্য্য নিজে দেখিতেন। অকবর একাদশ বৎসর রাজত্ব করেন, এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। ওমরাও ও সর্দারগণ সর্বদাই নানাপ্রকার উৎপাত করিত, তজ্জন্য এতবড় ধার্মিক সম্রাটের জীবন প্রায় যুদ্ধবিগ্রহেই গিয়াছে।

রাজ্যাভিষেকের পরেই তিনি পাঠানরাজ সিকন্দরকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। ঐ সময়ে বদকশানের শাসনকর্তা সুলেমান কাবুল আক্রমণ করেন এবং হিমু দিল্লি অধিকার করিয়া লন। শেষে সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধে সুলেমান পরাভূত হইয়া বশতা স্বীকার করিলেন। হিমু ধৃত ও নিহত হন। অকবরের মন্ত্রী বৈরামখাঁও একবার বিদ্রোহী হইয়াছিলেন; কিন্তু সম্রাট পুনর্বার তাঁহার প্রতি অমুগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে বাদশাহার শাসনকর্তা দাউদ বিদ্রোহী হন, সম্রাট তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া সলিমের হস্তে বঙ্গদেশ সমর্পণ করেন। সেনানায়ক মানসিংহ এই সময়ের লোক। তিনি পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করিয়া লন। এইরূপে এক একটী যুদ্ধে সম্রাট অকবর নানাদিকে এক একটা বিশাল প্রদেশ হস্তগত করিয়াছিলেন। পরিশেষে অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। পূর্বে বঙ্গ ও আসাম, দক্ষিণে আন্ধ্রনগর, মধ্যস্থলে রাজপুতানা পশ্চিমে কাবুল ও কান্দাহার।

প্রসিদ্ধ আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে অকবরের সময়টী বেন জীবন্ত তুলিকা দিয়া চিত্র করা হইয়াছে। পণ্ডিত আবুল ফজল ইহার লেখক। ঐ পুস্তকে নাই এমন বিষয় দেখা

যায় না। জটিল রাজনীতি হইতে তাস খেলা ও পাখী পোষা পর্য্যন্ত এই গ্রন্থে আছে। অকবরের প্রকৃতি কেমন, তিনি কিরূপ রাজকাৰ্য্য বুঝিতেন, একাদশ বৎসরের মধ্যে রাজ্যের কতদূর উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় আইন-ই-আকবরীতে রহিয়াছে।

অকবরের দয়া, ক্ষমা ও সমদর্শিতাগুলোর জন্যই লোকের কাছে তাঁহার এত আদর। হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টানকে তিনি সমান ভালবাসিতেন। তিনি ব্রাহ্মণের মুখে বেদ শুনিতেন; খৃষ্টানের কাছে বাইবেলের কথা জানিতেন; কোরাণ—মুসলমানের কাছে। এখানি বেদ, ওখানি কোরাণ, এ ভিন্নভেদ তিনি বুঝিতেন না। ধর্ম মাত্রই তাঁহার আদরের সামগ্রী ছিল। আবার নিজে ভক্তিপূর্ব্বক সূর্য্যার্য্য দিতেন ও সূর্য্যের পূজা করিতেন। তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়া প্রজারা তাঁহাকে দেবতা-তুল্য মানিত, তাহার মাটিতে লুটাইয়া তাঁহার সন্মান করিত। পূর্ব্ব পাদশাহী কৃষকদের নিকট নজর লইতেন, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মজুরদিগকে ধরিয়া যুদ্ধে পাঠাইতেন, পণ্যদ্রব্যের উপর শুদ্ধ আদায় করিতেন। অকবর সিংহাসনে বসিয়াই সে সমস্ত কুপ্রথা উঠাইয়া দিলেন।

অকবরের সর্বসমেত আটটা পত্নী। (১) সুলতানা রকিয়া বেগম প্রথম ও পাটরাণী। ইনি মির্জা হিন্দালের কন্যা। তাঁহার সম্ভানসম্পত্তি হয় নাই; তিনি শাহজাহানকে প্রতিপালন করিতেন। (২) সুলতান সলিমা বেগম। পূর্বে ইনি বৈরাম খাঁর পত্নী ছিলেন। বৈরামের মৃত্যুর পর, অকবর তাঁহাকে বিবাহ করেন। ইহার না কি বেশ কবিত্ব শক্তি ছিল। (৩) রাজা বিহারীলাল মলের কন্যা। তাঁহার ভ্রাতার নাম রাজা ভগবান দাস। (৪) আব্দুলবাসীর পত্নী। (৫) যোধ বাই। ইনি যোধপুরের রাজকন্যা। জাহাঙ্গীর এই রাণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। (৬) বিবি দৌলত শাদ। (৭) আব্দুল্লা খাঁ মোগলের কন্যা। (৮) মিরান মুবারিক শাহর কন্যা।

বিবাহ সম্বন্ধে সম্রাট একবার এইপ্রকার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—‘আমার এমন মন পূর্বে হইলে, হয় ত আমি বিবাহ করিতাম না। কাহাকে বিবাহ করিব? বাহারা আমার বয়োজ্যেষ্ঠা, সে সকল নারীকে ত মাড়-সমান দেখি। বয়সে বাহারা ছোট, সে সকল বালিকা আমার কন্যার মত। আর সমান বয়সের স্ত্রীলোকদিগকে আমি বহু বলিয়া জানি’। বহুবিবাহ কি? মানুষের ইহা কর্তব্য কি না, একথা লইয়াও বিচার উঠে।

কিন্তু কাজিরা ঠিক মীমাংসা করিতে পরিলেন না। তবে নিকার চেয়ে বিবাহ ভাল, তাহাই স্থির হইল। তিনি বালাবিবাহেরও বিরোধী ছিলেন। অল্পবয়সে বিবাহ দিলে সে দম্পতীর সন্তান সন্ততী দুর্বল ও চিরক্লম্ব হয়। তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন।

অকবরের পাঁচটি পুত্র এবং তিনটি কন্যার নামোন্মেষ দেখা যায়। হসন এবং হুসৈন দুইটা যমক সন্তান। জমিয়া কেবল একমাসকালমাত্র ইহারা জীবিত ছিল। তৃতীয় পুত্র সলিম। ইনিই জহাঙ্গীর নামে প্রসিদ্ধ। চতুর্থ, সুলতান মুরাদ। পঞ্চম, সুলতান দানিয়াল। কন্যার মধ্যে জোষ্ঠা শাজাদা খানুম। দ্বিতীয় কন্যা শুকুরিসা বেগম। কনিষ্ঠা, আরাম বাহু বেগম।

অকবরের সময় হিন্দুজাতির বিলক্ষণ প্রভুত্ব ছিল। বিহারীমল, গোপালদাস, মানসিংহ, বীরবর, তোদরমল, রায়সিংহ প্রভৃতি অনেক সুযোগ্য হিন্দু তাঁহার সভাসদ ও প্রধান প্রধান সেনাপতি ছিলেন। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বাহাতে কুটুম্বিতা ও আন্তরিক প্রণয় জন্মে, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল।

জীবহিংসায় অকবর অতিশয় বিরত ছিলেন। তিনি প্রায় নিরামিষদ্রব্য ভোজন করিয়া থাকিতেন এবং গোমাংস অথবা বলিয়া জানিতেন। একবার তিনি মনের অধিক্ষেপে বলিয়াছিলেন—‘কি করিব, আমার শরীর তত বড় নয়। বড় হইলে স্বচ্ছন্দে এই মাংসপিণ্ডদেহ পাতিয়া দিতাম, জগতের জীব সৃষ্টি ভোজন করিত। প্রাণীহিংসা আর দেখিতে পারি না’।

জীবন অনিত্য; দিন চলিয়া গেলে আর চাহিলে মিলে না। অকবর তাই তিলার্দ্ধকাল মিছা কাজে কাটাইতেন না। ঈশ্বরাদনা, সত্যের আদর, সদমুষ্ঠানের উৎসাহ, ইহাই তাঁহার দৈনিক কার্য ছিল। ইতর ভদ্র সকলেই আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিত। তিনি ইন্দ্রজ পাঁচই কখন অভিমानी হন নাই।

সম্রাটের বিদ্যামুরাগও কম ছিল না। পুস্তকাগারের পুস্তকগুলিকে তিনি নানা শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়া রাখাইয়াছিলেন। গদ্য এক ঠাই, পদ্য এক ঠাই, আরবী, পারসী, হিন্দী, গ্রীক, কান্দীরী প্রভৃতি সমস্ত পুস্তক পৃথক পৃথক রাখা হইয়াছিল। পাঠকেরা পড়িতেন, সম্রাট শুনিতেন। পড়া সাক্ষ হইলে পাদশা পাঠকে স্বর্ণ, রৌপ্য পারিতোষিক দিতেন। হিন্দুদের পুস্তকের প্রতি তাঁহার বিশেষ ছিল না। কৃষ্ণ জ্যোতিষ, গন্ধার, মহেশমহানন্দ;

মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থ তিনি পারস্তভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

অকবরের সময়ে চিত্রবিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। সম্রাট স্বয়ং চিত্র করিতে ভাল বাসিতেন, তাই চিত্রকরদের উৎসাহ দিতেন। সপ্তাহে এক দিন করিয়া ছবি দেখিবার দিন নির্দিষ্ট ছিল। সম্রাট ভাল ভাল ছবিগুলি বাছিয়া তাহার চিত্রকরদিগকে পারিতোষিক দিতেন, কাহারও বেতন বৃদ্ধির জন্য অমুমতি করিতেন। ক্রমে প্রায় একশত লোক ইউরোপীয় চিত্রকরদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের মধ্যে হিন্দুই অধিক। হিন্দুদের চিত্রনৈপুণ্যের সঙ্গে জগতে তুলনা মিলে না। কেশী, লাল, মুকন্দ, কেমঙ্কর, মধু, যোগেন, মহেশ, রাম, হরিবংশ, জামা, হিন্দুদের মধ্যে এই সকল ব্যক্তিই অধিক বিখ্যাত। সম্রাটের অমুমতিক্রমে বিস্তর পারস্য পুস্তকে চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছিল। তস্তির কালীন্দরদমন, নলদময়ন্তী, এবং মহাভারত রামায়ণের অঙ্গ স্তম্বর চিত্রপটে সূক্ষ্মজিত করা হয়। বস্ত্রের, সোনারূপার কাজ, মিনাকাজ, জরির কাজ, প্রস্তর ও কাঠের খোদাই কাজ প্রভৃতি অগ্ণান্য শিল্প কার্যেও তিনি সমধিক উৎসাহ দিতেন।

সম্রাট সকল বিষয়ে বিলক্ষণ শিল্পী ছিলেন। তিনি একখানি গাড়ী নির্মাণ করেন, তাহার গঠনকৌশল অতি চমৎকার। গাড়ীতে একখানি ধাতা ছিল; গাড়ী চালাইলে সেই ধাতা আপনি ঘুরিত এবং তাহাতে গোধূমাদি চূর্ণ হইত। একখানি ঐন্দ্রজালিক দর্পণও অকবরের সৃষ্টিকর। দূরে গিয়া কিছা কাছে বসিয়া সেই আরসীর পানে চাহিলে নানা প্রকার অদ্ভুত মূর্তি দেখা যাইত। জল তুলিবার চাকাকল অকবরের আর একটা নূতন সৃষ্টি। সেই চাকা ঘুরাইলে দূর হইতে কিছা গভীর কূপ হইতে জলোথিত হইত। আবার এক দিকে জলের চাকা ঘুরিতেছে অন্য দিকে সেই সঙ্গে আর একখানি ধাতা ঘুরিত। তাহাতে গোধূমাদি চূর্ণ করিবার বিশেষ সুবিধা ছিল। বন্দুক ও কামান পরিষ্কার করিবার জন্য মহারাজ আর একপ্রকার চাকা নির্মাণ করেন। তদ্বারা এককালে বারটা বন্দুক পরিষ্কৃত হইত।

লুপ্তপ্রায় সঙ্গীত শাস্ত্রকে তিনি পুনর্জীবিত করেন। হিন্দু, ইরাণী, তুরানী, কান্দীরি প্রভৃতি সকল জাতি সঙ্গীতবিশারদ স্ত্রী পুরুষ তাঁহার সভায় বিদ্যমান ছিলেন। মিরা তানসেনের নাম জ্ঞানেন না, এমন লোক নাই।

সেই সঙ্গীত-মিকুঞ্জের পিকবর, অকবর সভার গন্ধর্ব্ব বিশেষ ছিলেন। মলবরের বাজবাহাদুর তখনকার অধিতীয় গায়ক। তস্তির আরও বিস্তর গায়ক ও গায়িকা অকবরের সভায় গান করিতেন। উস্তা যুসফ, সুলতান হাশিম, উস্তা মক্কাদ আমিন এবং উস্তা মক্কাদ হুসৈন তানপুরা বাজাইতেন। গোরালিয়রের বীর-মণ্ডলখা স্বরমণ্ডল বাজাইতেন; শিহাব খাঁ এবং পুর্কিন খাঁ বীণ ও শেখ দাওয়ান ধারী করণ বাজাইতেন। উস্তা দোস্ত নাই বাজাইতেন; ঘিচক বাজাইতেন মির সৈদ আলী ও বহরম কুলী। টাস বেগ কুবজ বাজাইতেন, কোয়াসিম রুবা বাজাইতেন এবং উস্তা শা-মক্কাদ সুরা বাজাইতেন। আবুলফজলের ভ্রাতা ফৈজি সম্রাটের সভায় সর্ব্বপ্রধান কবি ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণবেশে কাশীতে সংস্কৃতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন।

অকবরের ধর্ম্মাহুষ্ঠান অনেকটা অসাধারণ। সূর্য্য মেঘ-রাশিহু হইলে, উনবিংশ দিবসে তিনি সৌরাগ্নি আহরণ করাইতেন। তাহার প্রণালী এই,—বেলা দুইপ্রহরের সময় অহুচরেরা রৌদ্রে সূর্য্যকাস্তমণি (আতঙ্গী পাথর) ধরিয়া তুল জালিয়া লইত। সন্ধ্যাসরকাল অগ্ন্যাধানে সেই আশ্বন রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি বিদ্বাসী লোক নিযুক্ত ছিল। সম্রাটের নিমিত্ত রন্ধনাদি সমস্ত কার্য্য সেই অগ্নিতে সম্পন্ন করা হইত। পৌর্ণমাসীতে তিনি জ্যোৎস্নায় চন্দ্রকাস্তমণিধারা সুধাহরণ করাইতেন। সেই সোমোৎস নিম্নত অমৃতকণা নির্ম্মল শিশিরবিন্দুর মত।

রাত্রিকালে তাঁহার ঘরের মধ্যে ৩৬ ছত্রিশটা আলো জলিত। তন্মধ্যে বারটা খেত আলো; বারটা হীপদান রূপার, বারটা সোনার। এক একটা স্তবর্ণ দীপদান ওজনে দশ মনেরও অধিক ছিল। তাহাতে ছয় হাত লম্বা মোমের বাতী লাগান থাকিত। শুক্রপক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া এবং তৃতীয়া পর্য্যন্ত অতিরিক্ত একটা পিল-স্বজ্ঞে আটটা পলিও জালা হইত। চতুর্থীতে সাতটা, বঙ্গীতে ছয়টা। এই রূপে প্রত্যহ এক একটা কমাইয়া দশমীতে কেবল একটা পলিতা প্রজলিত থাকিত। তাহার পর পৌর্ণমাসীর শেষ। আবার কৃষ্ণপ্রতিপদে একটা, দ্বিতীয়ার দুইটা, তৃতীয়ার তিনটা, চতুর্থীতে চারিটা। পঞ্চমীতে আর অতিরিক্ত নহে। বঙ্গীতে একটা অধিক। সপ্তমীতে আর একটা। এই রূপ উপর্য্যপরি

দুই দিন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইত, এক দিন বন্ধ থাকিত। প্রত্যেক পলিতার একসের তৈল ও একসের তুলার বরাদ্দ ছিল।

সম্রাট পক্ষ চন্দন সমান জ্ঞান করিতেন। জগতের কিছুই অপবিজ্ঞ নয়; কুকুর এবং শূকরকেও তিনি অপ-বিজ্ঞ বলিয়া জানিতেন না। তিনি সাধাায়াসারে স্ত্রীলোক-দের জাতিকুল রক্ষা করিতেন, কিন্তু সতীদাহ করিতে কাহাকেও প্রেরণ দিতেন না। অকবর নিজে অন্ন অন্ন মদ্য পান করিতেন এবং তাঁহার সভাসদগণকেও মদ্য পান করিতে বলিতেন। তিনি কাহাকেও দাড়ী রাখিতে দিতেন না। মুসলমানদের স্বচ্ছন্দে প্রথাও রহিত করিয়া দিয়াছিলেন।

অকবর বাদশা দেখিতে অভি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার ছেঁষটী বৎসরের কিছু অধিক বয়ঃক্রম হইয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে বৃদ্ধ বলিয়া বোধ হইত না। কেবল পক্ষ কেশের জন্ত তাঁহাকে বৃদ্ধের মত দেখাইত। গোয়ার পাত্রিরা তাঁহার সভায় আসিয়া দেখেন সম্রাট দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায়



অকবর।

তেজঃপুঞ্জ। তাঁহার মুখমণ্ডলে বুদ্ধি ও অমায়িকতা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। পাত্রিরা আশা করিয়াছিলেন যে, পাদশা খুঁটান হইবেন; কিন্তু তাঁহাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই।

১৬০৬ খৃঃ অব্দে সুলতান দানিয়ালের বিবাহ মহা-সমারোহে সম্পন্ন হয়। অল্প দিন পরেই দানিয়াল সুরাপান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার শোকে অকবর মরমাস্তিক বেদনা পাইয়াছিলেন। একে ত পূর্বে হইতেই তাঁহার শরীর অতিশয় ভগ্ন হইয়াছিল, তাহার পর এই নিদারুণ মনস্তাপ। তিনি দিন দিন জীর্ণ হইয়া ১৬০৭ খৃঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সম্রাটের কবর অদ্যপি আগ্রার নিকট ফতেপুর শিকড়িতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

অসাধারণ ব্যক্তি হইলেই লোকে তাঁহার পক্ষপাতী ও স্তাবক হইয়া পড়ে। কথা প্রসঙ্গে তাঁহার নাম উঠিলে সকলে দশটা গল্প করিয়া দেয়। গল্পের মধ্যে সত্য ঘটনাও থাকে, কাল্পনিক কথাও থাকে। অকবরের ভাগ্যে

তাহাই ঘটয়াছে। তাঁহার জীবনচরিত নানা প্রকার
অদ্ভুত গল্পে পরিপূর্ণ। কেহ কেহ বলেন, পূর্বে জন্মে
তিনি একজন ব্রহ্মচারী ছিলেন,—নাম মুকুন্দরাম।
একদিকে পুণ্যসলিলা ভাগীরথী কণ কল শব্দে বহিয়া
আসিতেছেন, অত্রদিকে কালিন্দীর কাল জল; মুকুন্দরাম
প্রয়াগের সেই যুক্তবেণীর উপর বসিয়া তপস্তা করিতেন।
দিন যায়, দিনের অষ্টলিখন যায় না। মুকুন্দরামের
শিষ্য, গুরুকে ছুড় আনিয়া দিল। ব্রহ্মচারী ছুড় পান
করিয়া দেখেন তাঁহার মুখে গোরুর একগাছি লোম
লাগিয়াছে। গোরুর লোম,—গোমাংসের সমান, হিন্দুর
অখাদ্য। লোম খাইয়া ব্রহ্মচারী যবনহ প্রাপ্ত হইয়াছেন,
এই ভাবিয়া জীবনের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল।
তিনি স্থির করিলেন, যদি যবন হইতে হইল, তবে পর-
জন্মে বাহাতে দিল্লির পাদশা হইতে পারি, তাহার উপায়
করা আবশ্যক। এই ভাবিয়া তিনি একখানি তাম্রফলকে
সকল বৃত্তান্ত লিখিয়া তাহা অলঙ্কারদেবীর সম্মুখে মূর্তি-
কায় পুতিয়া রাখিলেন। তাহার পর অভীষ্টসিদ্ধির জন্ত
মনে মনে কামনা করিয়া প্রয়াগের কামকূপে ঝাঁপ
দিলেন। শিষ্য ভাবিল,—‘আমার দোষে গুরু প্রাণত্যাগ
করিয়াছেন, তবে আমার জীবনেই বা কাজ কি? পর-
জন্মে আমিও যেন ঐ গুরুর সঙ্গে থাকিতে পাই। এই
ভাবিয়া শিষ্যও কামকূপে প্রাণত্যাগ করিল।

কামকূপে যিনি যে কামনা করিয়া প্রাণত্যাগ করেন,
তাঁহার সেই অভীষ্ট পূর্ণ হয়। মুকুন্দরাম পাদশা হইবার
মানস করিয়াছিলেন, তাঁহার কামনা পূর্ণ হইল। তিনি
দিল্লির অকবর পাদশা হইলেন, শিষ্য তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী
আবুলফজল। কথিত আছে, অকবর না কি জাতিশ্রম
ছিলেন। তিনি পাদশা হইয়াই প্রয়াগের অলঙ্কারদেবীর
সম্মুখের মূর্তিকা ধনন করাইলেন। দেখেন, সেই পূর্বে
তাম্রফলক রহিয়াছে। এটা কারনিক গল্প সন্দেহ নাই,
কিন্তু গল্প শুনিলেও আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়।
অকবর হিন্দু মুসলমানকে সমান ভাল বাসিতেন, তাই
এমন গল্প উঠিয়াছে, নতুবা যবনকে ব্রহ্মচারীর মধ্যে
আসন দেওয়া, হিন্দুর প্রাণে কখন সহ হইত না।
হিন্দুরা কখন সোহাগ করিয়া মুসলমান সম্রাটকে,—
‘দিল্লীখরো বা জগন্নাথরো বা’—বলিয়া ডাকিতেন না।

• [অকবরের জীবনের আরও বিশেষ বিবরণ জানিবার
নিমিত্ত, বৈরাম খাঁ, তোদরমল, মানসিংহ, আবুল-
ফজল, কৈর্তী, তানসেন, বীরবর প্রভৃতির জীবনী

বখানানে দেখ]।

অকবর। (আরব্য) শ্রেষ্ঠ। বড়। মহৎ। যথা ‘আল্লাঃ হো
অকবর।’ পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ। এই কথা উচ্চৈশ্বরে বলিয়া
মুহম্মদেরা মসজিদে আজান্ দেন, অর্থাৎ উপাসক
দিগকে নির্দিষ্ট সময়ে নমাজ করিতে আহ্বান করেন।
অকবর। লাহোর ও মুলতানের মধ্যবর্তী একটা পল্লীর
নাম। এখানে একটা অতি প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ
রাশি হইয়া পড়িয়া আছে। সে নগরের এখন আর
কিছুই নাই, কেবল বৃহদাকার টিপি ও বড় বড় ইষ্টক
দেখিতে পাওয়া যায়। আজি কালি এগার ইঞ্চ ইটই
বৃহৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু ঐ নগরের এক একখানি ইট
২০ ইঞ্চ দীর্ঘ, প্রস্থে ১০ ইঞ্চ এবং সাড়েতিন ইঞ্চ পুরু।
সে নগরের কি নাম, কে তথায় রাজা ছিলেন, কতকাল
সেই পুরী বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, এ সকল কথা কেহই
বলিতে পারেন না। ১৮২৩ খৃঃ অব্দে গোলাব সিংহ
বর্তমান অকবর পল্লী স্থাপন করিয়াছেন।

অকবরনগর। ১৭২২ খৃঃ অব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ বাক্সালাকে
১৩ তের চাক্‌লার বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে একটা চাক্-
লার নাম অকবরনগর। ঐ তেরটা চাক্‌লার ছইটী
উড়িষ্যার মধ্যে। তাহাদের নাম—বন্দরবাগেশ্বর ও
হিজলী। পাঁচটা পদ্মার দক্ষিণপশ্চিমে। যথা—সপ্তগ্রাম,
বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, যশোহর এবং ভূষণ। ছয়টা
পদ্মার উত্তরপূর্বে পারে। যথা—অকবরনগর, ঘোড়া-
ঘাট, কড়াইবাড়ী, জহান্নীরনগর, খ্রীহট্ট এবং চট্টগ্রাম।
এই তেরটা চাক্‌লা ১৬৬০ পরগণার বিভক্ত। ঐ সমস্ত
পরগণা হইতে ১,৪২,৮৮,১৬৬ টাকা রাজস্ব আদায়
হইত। চাক্‌লা অকবরনগর সুলতানবনের নিকটবর্তী।

দিনাজপুর জেলার অকবরনগর নামে একটা গ্রাম
আছে। উহা চিরামতী নদীর কূলে অবস্থিত। ঐ পল্লীর
পরপারে ধানখাইল নামক গ্রাম। বর্তমান রাজমহলকেও
পূর্বে অকবরনগর বলা হইত।

অকবরনামা। পাদশা অকবরের সময়ের ইতিহাস পুস্তক।
ইহা শেখ আবুল ফজলের রচিত। অকবরনামা তিন
খণ্ডে সাদ। প্রথম খণ্ডে তৈমুরের বংশবিবরণ, বাব-
রের রাজত্ব, সুরন্যপতিবর্গের ও হুমায়ূনের বৃত্তান্ত
লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয়খণ্ডে অকবরের রাজত্বের
প্রথম ছত্রিশ বৎসরের সমস্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।
তৃতীয়, আইন-ই-অকবরী। অকবরের রাজত্বকালের
যাহা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়, সমস্ত এই খণ্ডে পাওয়া যায়।

অকবরপুর। ২৪ চব্বিশপরগণার অন্তর্গত একটি পরগণার নাম। মালদহেও অকবরপুর নামে একটি পরগণা আছে, তাহার স্থল ক্ষেত্রফল ১৪'০৭ বর্গমাইল। ঐ পরগণায় পঁচিশ ঘর জমিদার আছেন। উহার একদিকে গঙ্গা অন্যদিকে কালিন্দী নদী। তন্ত্রি, কঙ্কর, গোবরা গরৈয়া, ধর্মদৌলা, কঙ্কা ও কাপ নামে কালিন্দীর কয়েকটি শাখা এই পরগণার ভিতর আছে। বর্ষাকালে ঐ সকল নদী প্রাবিত হইয়া উঠে। ইহার প্রধান নগর হায়াতপুর। স্থলতানগঞ্জ, হরিশচন্দ্রপুর, ভেগাল, ভলুক-রাই, কেদারগঞ্জ, দেবীপুর এবং কমলপুর গ্রামে প্রতি সপ্তাহে হাট বসে।

অকবরবন্দর। রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটি স্থানের নাম। ইহা তিস্তানদীর কূলে অবস্থিত। এখানে তামাকু ও পাটের বিলক্ষণ ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

অকবরশাহী। বীরভূম জেলার অন্তর্গত শানকুল বা সুরুলের প্রাচীন নাম। [সুরুল দেখ]।

অকবরাবাদ। মালদহের অন্তর্গত একটি পরগণার নাম। ১৪'৩৮ বর্গমাইল বিস্তার। এই পরগণায় তিন ঘর জমিদার আছেন। এখানকার ভূমি উর্করা, উত্তম শস্যাদি জন্মে; জলবায়ুও স্বাস্থ্যকর।

বর্তমান আগ্রা সহরের নামও অকবরাবাদ। প্রথমে যমুনার পরপারে সহর ছিল, অবশেষে অকবর সম্রাট যমুনার পশ্চিম কূলে এই নূতন নগর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রাচীন আগ্রার নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। [আগ্রা দেখ]।

অকবা (ত্রি) ন কবাতে বর্ণ্যতে। (বৈদিক শব্দ)। যাহা বর্ণনীয় নহে।

অকষ্টবদ্ধ। নাস্তি কষ্টঃ কৃষ্ণমতিঃসংযম্যাং তেন বদ্ধম্ আক্রান্তং। অত্যন্ত কষ্টযুক্ত।

অকস্মাৎ (অব্য) ন কস্মাৎ, অলুক্। কস্মাৎ কিম্ শব্দের পঞ্চমীর এক বচনান্ত রূপ। হঠাৎ, সহসা, আগন্তুক, সপদি। বিনা কারণে। পূর্বলক্ষণ বিনা কোথা হইতে উপস্থিত হইল তাহার স্থিরতা নাই, ইহাই অকস্মাৎ শব্দের প্রকৃত অর্থ।

অকস্মাৎ বিপদ—অর্থাৎ এ বিপদ উপস্থিত হইবে পূর্বে তাহার কোন লক্ষণ কেহই জানিতে পারে নাই। অকা। আসামের উত্তর সীমাবর্ত্তি-পর্বতের অসভ্য জাতি বিশেষ। ইহাদের মুখ গোল ও চেপ্টা, নাক স্থল; চক্ষু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র; গালের অস্থি উচ; দেহ মধ্যমাকার;

দেখিতে অধিক মলিন নয়, অধিক তাম্রবর্ণও নয়। স্ত্রীলোকেরা স্ত্রী নহে; তাহাদের গঠনেরও লাবণ্য নাই। পর্বতের উপর ভরগী নদীর জলোচ্ছ্বাসের উচ্ছ্বাসে এই জাতির বাসস্থান। সেখানকার পথ অত্যন্ত দুর্গম; তরাই হইতে উঠিতে হইলে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হয়। অকাজাতি দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ের নাম হাজারী-কোয়াদ। এই শব্দের অর্থ—হাজার রত্ননশালার খাদক। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের নাম—কুপচোর। কুপচোর শব্দে কার্পাসক্ষেত্রের চোরকে বুঝায়। এই দুই শব্দই আসামীভাষার অপভ্রংশ। পূর্বে ইহারা পর্বতের নিম্নে আসিয়া জনপদের মধ্যে মহা উৎপাত করিত। ব্রহ্মপুত্রনদে নৌকা ও তীর্থযাত্রীদের দ্রব্যসামগ্রী লুটপাট করিয়া বেড়াইত। কৃষকদের ক্ষেত্র হইতে কার্পাস ও শস্যাদি হরণ করিত, তজ্জন্য অকাদের দুই সম্প্রদায়ের প্রেকার নাম হইয়াছে।

অকাদের উত্তরে মিয়ী জাতি। তাহারাও অসভ্য। অকাদের সঙ্গে মিয়ী কন্যার আদান প্রদান চলে। মিয়ীরা কখন পর্বতের নিম্নে আসে না, কেবল অকার্য বিপদে পড়িলেই আশ্রয় স্বজনকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহারা পর্বত হইতে নামিয়া আসে। অকাদের সন্মত ২৩০ ঘর পরিবার, মিয়ীজাতির ৪০০ ঘর।

অসভ্যবস্থায় সকল জাতিই কেবল বাহ্য দৃগতে ঐশ্বর্য শক্তি দেখিতে পায়। সৃষ্টির মধ্যে বাহ্য কিছু অদৃশ্য ও ভয়ঙ্কর, যাহা হঠাৎ বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা,—দেবতা সেই থানে, সেই বানেই ঈশ্বরত্ব বিদ্যমান আছে। প্রাচীন ঋগ্বেদ হইতে আমরা ইহাই দেখিয়া আসিতেছি। অকার্য পর্বতে থাকে। পর্বতের ভয়ঙ্কর,—উচ্চ চূড়া, কল্লোলিনী নদী, বন্যপশুপূর্ণ নিবিড় জঙ্গল, এই গুলিকেই তাহারা দেবতা বলিয়া মানে। ফুৎ, জঙ্গলের ও জলের দেবতা। যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—ফিরন্ ও সিমন্। সত্, ক্ষেত্রের ও গৃহের দেবতা। অকাদের পুরোহিতের নাম দেবরী। দেবরীকে পূজাদি কয়েকটি দৈবক্রিয়া করিতে হয়। এক একটি কুটীরে জঙ্গলাদি দেবমূর্ত্তী স্থাপিত আছে। পুরোহিত সেই সকল দেবতার পূজা করেন। শস্য কাটিলে তিনি দেবতাদিগকে তাহার অগ্রভাগ উৎসর্গ করিয়া দেন। বিবাহের সময় আমাদের হাতে স্ত্রী বাধিতে হয়। অকার্য অসভ্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও এই মঙ্গলাচরণটা প্রচলিত আছে। বিবাহের পূর্বে পুরোহিত গিন্নি বর

কন্যার হাতে স্ত্রীর গ্রন্থী বাঁধিয়া দেন। কাহারও পীড়া হইলে ঔষধের ভরসা কেহ করে না। ওয়ারা মস্ত পড়িয়া রোগীকে ঝাড়াইতে থাকে এবং পুরোহিত কুন্দেবতার কাছে কুকুটাদি বলি দিয়া সন্তানন করেন।

অকাদের গৃহ প্রায় কাষ্ঠ ও প্রস্তরে নিম্নিত, ঘরের মেঝেতে তক্তা বিছান। তাহার প্রায় ধনুঃশর লইয়া সর্বদা ভ্রমণ করে। হস্তি প্রভৃতি বৃহৎ পশু শীকার করিতে হইলে তাহার তীরের কলার কাঠবিষ মাখাইয়া দেয়।

ইহার পর্কতজাত নানা প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তিব্বৎদেশে, ভূতানে, সিকিমে এবং পাহাড়ের নিম্নে বাণিজ্য করিতে আসে। তন্নিম্ন আপনাদের প্রয়োজন মত তাত্র ও কাঁসার পাত্র এবং বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া লয়।

অকারা আসামের নিকটবর্ত্তি-জনপদের ভিতর মধ্যে মধ্যে অতিশয় অত্যাচার করে। ১৮২৮ খৃঃ অব্দে তাহাদের সর্দার টাগীরাজকে ইংরাজেরা গ্রেপ্তার করিয়া গোহাটীর জেলে আবদ্ধ রাখিলেন। এইখানে তিনি জনৈক হিন্দুগুরুকে পাইয়া তাঁহার নিকট হরিভক্তি ও হরিমন্তে দীক্ষিত হন। গুরুকে শিষ্য ভালবাসিতেন; শিষ্য, গুরুকে শ্রদ্ধা করিতেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ অমুরাগ জন্মিল। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে টাগীরাজ আপনার গুরুকে জামিন রাখিয়া মুক্তি পাইলেন। কিন্তু যখন পুনর্বার পর্কতের স্বাধীন বায়ু তাঁহার গায়ে লাগিল, সেই হরিভক্তি ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা আর কিছুই থাকিল না। পূর্বে যে সকল লোক বড়বন্দ করিয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছিল, তিনি প্রথমেই তাহাদিগকে নষ্ট করিলেন। নিকটের ইংরাজদিগের চোঁকি লুট করিয়া লইলেন। ইংরাজদের যে সকল কর্মচারী তাঁহার সম্মুখে পড়িয়াছিল, তন্মধ্যে অনেকেই হত ও আহত হন।

এই সকল অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্ত বৃটিশ সৈন্য প্রেরিত হইল। অকারাজ কোথায় থাকেন, কোন পর্কত হইতে কোন পর্কতে পলাইয়া যান, তাহা নিশ্চিত করা দুর্ঘট হইল। ইংরাজেরা অনেক দিন পর্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিরিলেন, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না। পরিশেষে টাগীরাজ বুদ্ধিলেন, চিরকাল এমন উদ্বিগ্ন থাকার অপেক্ষা মৃত্যু কিছা কারাবাস ভাল। যুদ্ধের উপকরণ নাট যে, ইংরাজের গোলাবৃষ্টির সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিবেন, স্তবরাং তিনি আপনিই আসিয়া ধরা দিলেন। এখন সন্ধির কথা। যেমন রাজা, তাঁহার বার্ষিক তস্কার ব্যবস্থাও

তজ্রপ হইল। ইংরাজেরা বলিলেন,—‘আপনি শাস্ত শিষ্ট হউন, লোকের প্রতি আর উৎপীড়ন করিবেন না, আপনাকে বৎসর বৎসর ৩৬০ টাকা করিয়া পেঙ্গন দেওয়া যাইবে। কিন্তু আপনি কাহারও উপর অত্যাচার করিবেন না, সে জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা চাই।’ টাগীরাজ তাহাতেই সন্মত হইলেন। এখন অঙ্গীকারের নিমিত্ত পবিত্র দ্রব্য আবশ্যক। কুকুট আসিল, ভল্লুক ও ব্যাঘ্রচর্ম আসিল। তোমার আমার কাছে যাহা পবিত্র নয়, অগতে আর কাহারও চক্ষে তাহা পবিত্র হইবে না, এমন কোন কথা নাই। হিন্দুর পবিত্র গো-বিষ্ঠা, অকার পবিত্র হস্তিবিষ্ঠা। শপথের জন্য রাশি রাশি হস্তিবিষ্ঠা আনা হইল। প্রথম সভাপার্শ্বে মুগী বলি। তাহার পর অকারাজ একহাতে ভল্লুকচর্ম অন্য হাতে ব্যাঘ্রচর্ম লইয়া বলিলেন,—‘যা হবার হইয়াছে; এবার সাবধান হইলাম,—আর কখন ইংরাজের বাকা লংঘন করিব না।’ পরিশেষে অঙ্গলি পুরিয়া হস্তীর বিষ্ঠা লইলেন। লইয়া বলিলেন,—‘ইংরাজের সঙ্গে বিরোধ এ জন্মের মত দুরাইল; জীবন থাকিতে আর কখন বিবাদ করিব না।’ শেষে, একবার হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া প্রতিজ্ঞা সমাপ্ত হইল।

অকা এবং মিয়ীদের আকৃতি প্রকৃতি, বেশভূষা, লোক-



লোকতা, আহারব্যবহার, সকলি এক প্রকার। এখানে মিজুমিয়ী-সর্দারের প্রতিমূর্ত্তি দেওয়া হইল। অকা এবং মিয়ীরা কিপ্রকার সভাবেশ-ভূষা পরিয়া থাকে, এই চিত্র পট তাহার প্রমাণ। বিগত ১২৯১ সালের কলিকাতার

প্রদর্শনীতে অনেক অসভ্য জাতির প্রতিমূর্ত্তি দেওয়া হইয়াছিল। প্রতিমূর্ত্তি গড়িবার সময় অকাদের আকৃতিও দিবার কল্পনা হয়। সে জন্য আসাম গভর্ণমেন্টের কর্মচারীরা নমুনা স্বরূপ একজন অকাকে কলিকাতার পাঠাইতে চেষ্টা করেন। এই প্রস্তাবে সমস্ত অকাজাতি একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। প্রতিমূর্ত্তি গড়াইবার জন্য জীবিৎ মানুষকে কলিকাতার বাইতে হইবে, ইহার চেয়ে অসঙ্গত কথা আর কি হইতে পারে? এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্ত অকারা কয়েকজন বৃটিশ

প্রজাকে আপনাদের পর্কতে ধরিয়া লইয়া যায়। সে কারণ ইংরাজদের সঙ্গে একটি সামান্য যুদ্ধ হইরাছিল। অবশেষে অকারা পরাস্ত হইয়া পর্কতের উপরিভাগে পলায়ন করে।

অকারাজের মূর্তি ভাবিলে সে কালের শিবদূত মনে পড়ে। তাঁহার সর্বাঙ্গ উন্নীতে চিত্রিত, কণ্ঠভরা প্রস্তর ও হাড়মালা; মাথায় পাখীর পুচ্ছ; ধড়া করিয়া কাপড় পরা। তিনি পার্শ্বতীয় বনের মধ্যে দিবানিশি বন-ফুলের হার পরিয়া বেড়ান এবং ধনুর্কোণ লইয়া মৃগয়া করেন। ইহাদের তীরে কি বিষ মাখান থাকে, তাহা ঠিক নিশ্চিত হয় নাই। কেহ কেহ অহুমান করেন যে,

—মিঠা বিষ (Aconitum ferox)। কেহ কেহ বলেন, আসামীরা যাহাকে বিখ্ অর্থাৎ বিষ (Coptis Teeta)

বলেন, অকারা তাহাই তীরের ফলাতে মাথায়। ঐ বিষাক্ত অস্ত্রদ্বারা শরীরে আঘাত লাগিলে শীঘ্রই মৃত্যু হয়। কথিত আছে, কাহাকে আঘাত লাগিলে অকারা ক্ষতস্থানে কুড় (Sausseria Lappa) ঘষিয়া প্রলেপ দেয় এবং উহার কাথ সেবন করায়। কুড়ের যথাথ বিষ-নাশক শক্তি আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করা উচিত।

সন্ধির পর দেশে আসিয়া অকারাজ স্বজাতির মধ্যে হরিভক্তি প্রচার করিলেন। এখন প্রায় সমস্ত অকাই বৈষ্ণব হইয়াছে। প্রত্যেক অকাগৃহস্থের বিস্তর গোরু আছে। তাহারা গোমাংস ভোজন করে, কিন্তু গোমাংস ভোজন করে বলিয়া গোরুর দুগ্ধ কখন পবিত্র হইতে পারে না। অকারা কণ্ঠাগত প্রাণ থাকিতে গোদুগ্ধ স্পর্শ করে না। সংসার বিচিত্র স্থান;

কেবল কার্য্য-বৈপরীত্য লইয়াই জগতের ব্যাপার। অকারা গোমাংস খায়, কিন্তু গোদুগ্ধ স্পর্শ করে না। শুনিয়া আমরা পরিহাস করি। আবার আমরা গোদুগ্ধ খাই, কিন্তু গোমাংস স্পর্শ করি না, সে জন্য অরণ্যের সেই প্রাকৃত লোকেরা আমাদের দেখিয়া হাসে।

অকারা শূকর, কুক্কট এবং কপোত পোষে। এই সকল জীবের মাংসই তাহাদের প্রধান খাদ্য। তাহারা প্রায় সকল জন্তাই ভোজন করে। কেবল পাতী ও রাজহাঁস এবং কুকুর প্রভৃতি যে সমস্ত পশুমাংস লচরাচর মাংসের খাদ্য নয়, তাহাই খাইতে নিষিদ্ধ। মৃত্যুর পর ইহার শবদাহ করে না, মৃত্তিকায় পুতিয়া ফেলে। এই অস্ত্যে-ষ্টিক্রিয়ার প্রণালী মিস্রীশঙ্গে দেখ।

অকাখেল। সিদ্ধনদের উত্তরপশ্চিমপারে কোহাটের নিকট

বর্তী আফ্রিদী জাতির মধ্যে একটি পাঠান সম্ভ্রায় বিশেষ। অন্যান্য পাঠানদের মত ইহারাও অতিশয় বীৰ্য্যবান ও দুর্দান্ত। দস্যুবৃত্তি, নবহত্যা এবং যুদ্ধপ্রীতি আত্মরিক কার্য্যই ইহাদের ব্যবসায়। অকাখেলদের মধ্যে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সম্ভ্রায় আছে। যথা,—মারফ-খেল, মরগভ খেল, শের খেল, সন্দল খেল, মুণ্ডা খেল, ইত্যাদি। পূর্বে ইংরাজাধিকারের মধ্যে আসিয়া ইহার সর্কদাই উপদ্রব করিত। তজ্জন্ত ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা ঐ জাতিকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দেন। ইহাতে অকাখেলদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হইতে লাগিল। একদিনের নয়, ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য করিতে না পাইলে চিরকালের ক্ষতি। কাজেই তাহারা ২৬৭০ টাকা অর্থদণ্ড দিয়া হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিবার অহুমতি লইল। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কেবল অর্থ পাইয়া ভুলিয়া যান নাই। অকাখেলদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ইংরাজ অধিকারে আসিয়া অত্যাচার করিবে না, তাহা-দিগকে এক্রপ প্রতিজ্ঞাও করাইয়াছিলেন। সেই অবধি আফ্রিদীজাতির দৌরাষ্ট্র্য অনেকটা কম হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও এককালে দ্বাস্ত হয় নাই।

অকাটমূর্খ। গ্রাম্য ভাষায়, যাহার বুদ্ধির কাট অর্থাৎ ধার বা তীক্ষ্ণতা নাই তাহাকে বুঝায়। নির্দোষ। ‘অকাট দিব্য’ ‘অকাটা দিব্য’ অর্থাৎ এমন দিব্য বা শপথ যাহা কাটাইবার উপায় নাই। যে অঙ্গীকার উল্লঙ্ঘন করা যায় না।

অকাট্য। যাহা খণ্ডন করা যায় না। ‘অকাট্য প্রমাণ’—অর্থাৎ যে প্রমাণের বিরুদ্ধে কোন তর্ক নাই। যে প্রমাণ খণ্ডন করা দুর্ব্বট। এটা গ্রাম্য শব্দ।

অকাণ্ড (ত্রি) ন কাণ্ড অবয়ব নঞ-তৎ। অকাল। অনব-সর। নাস্তি কাণ্ডঃ শরো যন্ত। বহুব্রী। শরশূন্য। নাস্তি কাণ্ডঃ স্বকো যন্ত। যাহার গুড়ী নাই, স্বকশূন্য বৃক্ষ।

অকাপর্কত। অকা নামক পর্কত। পর্ক-তপ্ মত্বর্থে। *

তপ্ পর্কমরুত্যাং বক্তব্যঃ। (কাত্যায়ন)। আছে এই অর্থে পর্ক এবং মরুৎ শব্দের উত্তর তপ্ প্রত্যয় হয়।

পর্কগি ভাগাঃ সস্তি অসত্যি পর্কতঃ। যাহাতে পর্ক অর্থাৎ অনেক বিভাগ আছে তাহাই পর্কত। অকা-গিরি। এই পর্কতকে সচরাচর অকা বলা যায়। এই গিরিমালা আসামের ঠিক উত্তরাংশে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে দরং প্রদেশ, পূর্বে দফলা পর্কত, পশ্চিমে ছোট-নাঙ্গা। অকাপর্কতবাসীরা নিতান্ত অসত্য লোক।

[অকাণ্ড দেখ]।

অকাম (ত্রি) ন কাম-গিড়্-অচ, ন কামরতে । ইচ্ছাশূন্য ।

অকামতন্ (অব্য) ন কাম-তসিন্ । অনিচ্ছা হেতু । * ।

পঞ্চম্যাতসিন্ । পা ৫ । ৩ । ৭ । পঞ্চমী সমর্থনার্থে শব্দের উত্তর তসিন্ প্রত্যয় হয় ।

অকাম (পুং) নাস্তি কামঃ শরীরং যন্ত । বহুব্রী । রাহ ।

দেহশূন্য । * । নিবাসচিতিশরীরোপসমাধানেষানেন্দ্রকঃ ।

পা ৩ । ৩ । ৪১ । নিবাস, চিতি (অগ্নির স্থান) শরীর

এবং উপসমাধান (সমূহ) বুঝাইলে চি ধাতুর উত্তর যঞ্

প্রত্যয় হয় এবং চহ্মানে ককারাদেশ হয় । * । কাম, চিঞ্-

যঞ্ । চীয়েত্‌হ্মিন্নস্থাদিকমিতি । (সিদ্ধান্তকো) । রাহর

শরীর বিখণ্ডিত । ঐ খণ্ডের এক অংশ মস্তক, তাহাই

রাহ; হুতরাং রাহর শরীর নাই । অপর খণ্ড কণ্ঠ হইতে

নিম্ন শরীর, তাহাই কেতু; হুতরাং কেতুর মস্তক নাই ।

তজ্জনা কেতুর নাম—‘অকচ’ ।

অকার (পুং) । * । বর্ণাং কারঃ । (কাতায়ন) । এক

একটা বর্ণের উল্লেখ করিতে হইলে তাহার উত্তর কার

প্রত্যয়ের প্রয়োগ করিতে হয় । যথা, ককার, বকার

ইত্যাদি । কিন্তু ব বর্ণের উল্লেখ করিতে হইলে (ইফ্)

প্রত্যয় বিহিত হয় । * । রাদিকঃ । যথা রেক ।

ন-কারঃ (কু-ভাবে যঞ্) নাস্তি ক্রিয়া বস্য । বহুব্রী ।

কর্মহীন ।

অকারণ (ত্রি) নিশ্চয়োজন । নাস্তি কারণং হেতুরুদ্দেশ্যং

বা বস্য । বহুব্রী । কারণশূন্য ।

অকারণগুণোৎপন্নগুণ (পুং) অকারণাৎ চেত্‌ত্বভাবাদ্‌গুণাৎ

উৎপন্নো জাতো গুণো ধর্ম্ম । ন্যায়মতে, বিজ্ঞানিষ্ঠ বিশেষ

গুণসমূহ । যথা,—বুদ্ধি, জ্ঞপ, হৃৎপ, ইচ্ছা, দেহ, যত্ন,

ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনা, শব্দ ।

অকারিন্ (ত্রি) ন-কৃ-গিন্ । কর্তৃভিন্ন । কার্য্যহীন ।

অকার্পণ্য (ত্রি) নাস্তি কার্পণ্যং বস্ত । বহুব্রী । রূপণতাপ্ত ।

অকার্য্য (ক্রী) ন-কৃ-ণাৎ । নঞ-তৎ । * । গৃহলোপাৎ ।

পা ৩ । ১ । ১২৪ । অকারান্ত এবং হলন্ত ধাতুর উত্তর ণাৎ

প্রত্যয় হয় । অপ্রশস্ত কার্য্য । চক্ষুর্ভ । নাস্তি কার্পণ্যং বস্ত ।

বহুব্রী । কার্য্যহীন (ত্রি) ।

অকাল (পুং) অপ্রাপ্তঃ কালঃ, শাকপাখিবাতি-ভুৎ । অস

ময় । হুর্ভিক । অপ্রশস্তকাল । জ্যোতিষমতে উপনয়ন

বিবাহাদি শুভকর্ম্মের অযোগ্য কাল । অকাল অনেক,

ভুলভ্যে হুল্লুৎল বিবরণগুলি এখানে লিখিত হইতেছে ।

বৃহস্পতি অস্ত্র বাটবার পূর্ব্বে বৃদ্ধয়ে ১৫ দিন কালাণ্ডি

এবং তাহার পরে ৩২ দিন । বৃহস্পতির উদয়ের পর

বালভে ১৫ দিন । বৃহস্পতি এবং সূর্য্যের যোগে ১০ দিন ।

সিংহরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে স্থল এক বৎসর । ইহার

বিশেষ এই, যদি মাঘ মাসের পূর্ণিমাতে মঘানক্ষত্রের

যোগ থাকে তবেই এপ্রকার কালাণ্ডি হইবে, অন্যথা

হইবে না । বৃহস্পতির একরাশিতে স্থিতিকাল সমাপ্ত না

হইতে যদি তিনি পূর্ব্বেরাশিতে গমন করেন, তবে এই

বক্রাতিচারের জন্য ২৮ দিন অণ্ডক । বৃহস্পতি যদি পূর্ব্বে-

রাশিতে একবৎসর ভোগ না করিয়া অস্ত্র রাশিতে গমন

করেন এবং পরেও আর পূর্ব্বেরাশিতে না আসেন, তবে

এই মহাতিচারকে লুপ্তস্বৎসর কহে । লুপ্তস্বৎসরে এক-

বর্ষ অণ্ডক । বৃহস্পতির এক রাশিতে ভোগকাল পূর্ণ না

হইলে যদি পররাশিতে গমন করেন, এবং পরে সেই

পূর্ব্বেরাশিতে ফিরিয়া আসেন, তবে এই অতিচার হেতু

৪৫ দিন অণ্ডক । বৃহস্পতি রাহগ্রস্ত হইলে স্থল একবৎসর

অকাল ।

শুক্রের মহাস্তের পূর্ব্বে বৃদ্ধয়ে ১৫ দিন । তাহার মহাস্তের

পর ৭২ দিন । শুক্রের উদয়ে বালভে ১০ দিন । শুক্রের

পারাবতে ১২ দিন অকাল । তাহার বৃদ্ধয়ে ১০ দিন এবং

বালভে ৩ দিন । ভাঙ্গুলজিত মাসে ক্ষরমাসে এবং মল-

মাসে একমাস অণ্ডক । ভূকম্পাদি অদ্ভুত ঘটনার সপ্তাহ ।

শৌবাতি চতুর্মাসের মধ্যে একদিন চরণাঙ্কিত বর্ষণে

সেই দিন অণ্ডক । দুই দিন সেইরূপ বৃষ্টি হইলে ৩ দিন ।

আর ৩ দিন সেইরূপ বৃষ্টি হইলে বৃষ্টির শেষ দিন হইতে

সপ্তাহ অকাল এবং পূর্ব্বে ২ দিন সমেত ৯ দিন অণ্ডক ।

হরিশয়নে চারিমাস । চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণে কর্ম্মবিশেষে কোথাও

একদিন কোথায় তিন দিন, কোন স্থলে এক সপ্তাহ ।

অকালকুন্ডাণ্ড (পুং) গাছারী কুন্ডাণ্ডাকার একটা মাংস-

পিণ্ড অকালে গ্রাস করিয়াছিলেন । তাহাতে দুর্ব্বো-

ধনাদির জন্ম হয় । সেই সকল সন্তান কুরুকুল বিনাশের

কারণ । তজ্জন্য এখন কেহ সমাজের বা স্বীয় পরিবারের

অনিষ্টকর কার্য্য করিলে তাহাকে অকালকুন্ডাণ্ড বলা

চয় । এটা স্তূঠু-প্রয়োগ নহে ।

অকালজ (ত্রি) অকাল-জন্ম । অকালে জন্মতে ।

অকালজাত । অসমরোৎপন্ন । অপূর্ণকালোদ্ভব । যাহা

অসময়ে জন্মিয়াছে । * । সপ্তম্যাং জনেডঃ । পা ৩ ।

২ । ৯৭ । সপ্তরাত্ত উপপদের পর জন ধাতুর উত্তর ড

প্রত্যয় হয় । যথা—মনসি জন্মতে মনসিজঃ । পক্ষে

জন্মতে পক্ষজঃ ।

অকালজলদৌর । (পুং) অকালে জলদানাং মেঘানাং উদয়ঃ । ৬-তৎ । কৃষ্ণটীকা । অসময়ে মেঘাভ্রমর ।

বালাতপমিবাজানাম্ অকালজলদৌরঃ । রঘু ৪।৬১। প্রাবৃত্ত্যতিরিক্তে কালে জলদৌরঃ । (মল্লিনাথ) । বর্ষাকাল বিনা অর্থাৎ অসময়ে মেঘাভ্রমর ।

অকালমেঘদৌর (পুং) অকালে অসময়ে মেঘানামুদয়ঃ প্রকাশঃ । ৬-তৎ । কৃষ্ণটীকা । অসময়ে মেঘাভ্রমর ।

অকালী, অকালপুরুষ । নহঙ । পঞ্জাবাদি অঞ্চলের মহাবল শিখ সম্প্রদায়বিশেষ । ইহারা ঈশ্বরারাধনার সময় অকাল পুরুষকে ডাকিতে থাকে, তজ্জন্য এই শিখদের নাম অকালী হইয়াছে । পৃথিবীতে এমন দুঃসাহসী ও পরাক্রান্তজাতি অল্পই আছে । গুরুগোবিন্দ এবং মহারাজরাজজিতের সময় অকালীদের প্রতাপে পঞ্চনদপ্রদেশ কম্পিত হইয়াছিল । তাহারা বিপদকে বিপন্ন বলিয়া জানিত না, মৃত্যুকে ভয় করিত না । তাই দেখিয়া গুরুগোবিন্দ ইহাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন । ঐ গুরুই অকালি সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা । দোষের মধ্যে তাহারা নিতান্ত মুগ্ধ ও ধর্ম্মান্ধ এবং সর্বদাই লুঠ করিয়া বেড়াইত । অকালীদের পা হইতে মাথার কেশ পর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত । হাতে দুইটা তোড়াদার বন্দুক, দুইখানি তলবার; মাথায় পাগড়ী; পাগড়ীর ভিতর ফাঁশ ও লৌহচক্র; বক্ষস্থলে কবচ; কটিতে পিস্তল, কিরিচ এবং চক্র ও ফিঙ্গকল । বামভাগের কটিতে বর্ষা; পৃষ্ঠে ঢাল; পদতল হইতে হাঁটুপর্যন্ত লৌহাবরণে মণ্ডিত । কাণে কুণ্ডল, বাহুতে লৌহ বাহু । তাহারা সর্বদাই চিত্রবিচিত্র নীল বস্ত্র পরিয়া থাকিত । ইহাদের প্রধান দেবালয় অমৃতসরে । তত্ত্বিন্ন পঞ্জাবের অন্যান্য স্থানেও অনেক মন্দির আছে । জগতের মধ্যে তামাকুই ইহাদের চক্ষে অপবিত্র । মদ্য ও আফিম অপবিত্র নয়,—শিখজাতি এই দুই মানকদ্রব্য স্থখে সেবন করেন ।

রাজসিংহও অকালীদের ভয় করিয়া চলিতেন । দুই তিনবার তিনি ইহাদের হাতে বিপদগ্রস্তও হইয়াছিলেন । কিন্তু মহারাজের এত বিক্রম কেবল অকালীদের বলে । এই সম্প্রদায়ের আত্মকল্যাণে ইংরাজেরাও একবার কাবুল যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন । বখন শিখদের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ হয়, তখন অকালীরা সোভা-গুন, মহারাজপুর, চিল্লানওয়াল প্রভৃতি স্থানের লড়ায়ে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল ।

অকালীম্ (আরব্য) 'ইকলীম্' শব্দের বহুবচন । দেশ

সমূহ । মুসলমান ভূগোলবেত্তাদিগের মতে পৃথিবীর সিকিভাগ কেবল মধ্যযুর বাসোপযোগী । এই চতুর্থাংশকে তাঁহারা রুব-ই-মদুন্ কহিয়া থাকেন, এবং ইহাকে তাঁহারা সপ্ত 'অকালীম্' অর্থাৎ রাজ্য বা দেশে বিভাগ করিয়াছেন ।

‘মহ নরবেশ নঃ গলীমে বখুস্পন্দ ।

ও দো বাদশা দঃ অকালীমে নগুস্পন্দ ।’

অর্থাৎ দশজন কফীর এক কবলে শয়ন করিতে পারে, কিন্তু দুইজন বাদশার সপ্ত সাম্রাজ্যও সম্প্রাভা হয় না । অকিঞ্চন (ত্রি) নাস্তি কিঞ্চনং কিঞ্চিদপি বস্য । ময়ূরবাংস-কাদি তৎপুং । দরিদ্র । নির্ধন । যাহার কিছুই নাই ।

। * । ময়ূরবাংসকাদয়শ্চ । পা ২ । ১ । ৭২ । ময়ূরবাংস-কাদি কতিপয় শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয় । সে গুলি তৎপুরুষ সমাস । বাংসক শব্দে ধ্বস্ত । ময়ূর বাংসক অর্থাৎ ময়ূরের ন্যায় ধ্বস্ত । অন্যশব্দের সঙ্গে ঐ সকল শব্দের পুনর্বার সমাস হয় না । যথা,—পরমময়ূরবাংসক—এ প্রকার পুনর্বার সমাসবিধিনিষিদ্ধ । (পরমময়ূরবাংসক ইতি সমাসা-স্তুরং ন ভবতীতি জয়াদিতাঃ ।)

অকিঞ্চনতা (স্ত্রী) অকিঞ্চন-তন্ । অকিঞ্চনসা ভাবঃ । দারিদ্র্য । যোগাভ্যাসে সংযত যোগীর অখণ্ডপ্ৰাণশূন্যতা । অকিঞ্চিজ্জ (ত্রি) ন-কিঞ্চং-জ্ঞা-ক । ন কিঞ্চং জানা-তীতি । অজ্ঞ । জ্ঞানশূন্য ।

অকিঞ্চংকর (ত্রি) কিঞ্চং-কু-অচ্ । নিম্প্রয়োজন । অক-ক্ষণ্য । অকিঞ্চংকর সামগ্রী—সামান্যদ্রব্য ।

অকিঞ্চিষ (ত্রি) ন কিঞ্চিষ । কিঞ্চিষশূন্য । পাপশূন্য ।

অকীক । একরূপ প্রস্তর । এ দেশে অনেক রকম পাথর অকীক নামে বিখ্যাত । তাহাদের ইংরাজি নাম কর্নেলিয়ান (carnelian), আগেট্ (agate), ওনিফ (onyx) ইত্যাদি । পালিশ করিলে পাথরগুলি দেখিতে অতি সুন্দর হয় । জলভরা মেঘের মত শ্রামল পাণ্ডুরবর্ণ; তাহাতে একটু শ্বেত, শ্বেতের সঙ্গে অল্প অল্প নীলের আভা মাখান । আবার এই সকল বর্ণের সঙ্গে কতরকম জড়িত ঝাড় লতা কাটা । এত গুণ থাকিলেও এ প্রস্তর বহুমূল্য নয় । ইহাতে ছোট ছোট বাটী, ডিপে, বোতাম, কাগজ-কাটা ছুরী, ছুরীর বাঁট প্রভৃতি অনেক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয় । বঙ্গদেশের মধ্যে রাজমহলে, ছোটনাগপুরে, এবং অন্যান্য পার্শ্বতীর স্থানে ইহা পাওয়া যায় । উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে বাদায়; মধ্যপ্রদেশের মধ্যে জব্বল-পুরে; বোম্বাই অঞ্চলের মধ্যে রিবাকান্ডার, রতনপুরে,

রাজপীপলায় এবং কাষেতে ইহা প্রচুর আছে। ভারতবর্ষের আরও অন্যান্য স্থানে ইহা যথেষ্ট পাওয়া যায়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবাসীরা অকীক পাথরের নানা প্রকার দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া আসিতেছেন। সেকালে গ্রীক এবং রোমকেরা বোম্বাই হইতে এই প্রস্তর-নির্মিত নানাবিধ সামগ্রী কিনিয়া লইয়া যাইতেন। হিন্দুরা এই সামান্য প্রস্তর হইতে এমন উৎকৃষ্ট দ্রব্যনিৰ্ম্মাণ করিতেন যে, কেবল কারিগরির জন্য এক একটা সামগ্রী লক্ষ টাকায় বিক্রীত হইত। রোমক সম্রাট্ নিরো, অকীক পাথরের একটা সামান্য বাটী ৬, ৬১, ৫০০ টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। এখনও অকীক-নির্মিত অনেক প্রকার দ্রব্য প্রতিবৎসর চীন, আরব, কাবুল এবং ইউরোপে প্রেরিত হয়। এক ডজন বোতামের মূল্য ৬ টাকা একখানি কাগজকাটা ছুরীর মূল্য ১১ টাকা।

অকীৰ্ত্তি (স্ত্রী) ন-কৃ-ক্ৰিন্। অযশ। অখ্যাতি। কৃত চুরাদি গণীয়, সংশদনে। এই ধাতুর উপধাতে দীৰ্ঘ ঞ্জকার হইবে, হ্রস্ব নহে। শ্রীযুক্তরাধানাথ তর্কবাচস্পতি, শব্দশাস্ত্র মহানিধিতে এবং বাচস্পাত্যো কীৰ্ত্তিশব্দের ব্যুৎপত্তিতে কৃত এই প্রকার হ্রস্বোপধ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্তগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের মুদ্রবোধ ব্যাকরণে (কৃত কীৰ্ত্তঃ) এই প্রকার হ্রস্বোপধ গৃহীত হইয়াছে। ১৭৫০ শকে কলিকাতার এডুকেশন কমিটীকর্তৃক যে ভট্টিকাব্য প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে জয়মঙ্গল ও ভরতমল্লিকের টীকাতেও হ্রস্বোপধ কৃত ধাতু দৃষ্ট হয়। যথা—অপপ্রথঙ্গুণান্ ভ্রাতুরচিকীৰ্ত্তক বিক্রম্। ভং ১৫। ৭২। কৃত সংশদে ইতি (ভং মং ও জং মং টীকা)।

কিন্তু পাবিনি, ভট্টোজ্জিদ্ভিক্ত, বামন জয়াদিত্য, ক্রমদী-শ্বর, দুর্গাসিংহ, এবং দুর্গাদাস প্রভৃতি সুধীগণ কৃত ধাতু দীৰ্ঘোপধ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধানাথশীলের প্রকাশিত মুদ্রবোধে দীৰ্ঘঞ্জকার রহিয়াছে। সিদ্ধান্ত কোমুদীতে পাবিনির স্বত্র উদ্ধৃত করিয়া এই রূপ লিখিত হইয়াছে—কৃতসংশদনে। *। উপধারান্ত। পা ৭। ১। ১০১। ধাতোৰূপধাতৃতস্য স্তত ইৎস্যাৎ। রপরত্বম্। উপধারাক্ৰেতি দীৰ্ঘঃ। ধাতুর উপধাতৃত দীৰ্ঘ ঞ্জকার হইবে। তাহার স্বর এবং উপধাতে দীৰ্ঘ ঞ্জকার হয়। যথা—কৃতলট্ কীৰ্ত্তয়তি। লুঙ্ অচিকীৰ্ত্তং, অচী-কৃতং। কিন্তু কোন প্রত্যয়াদি প্রয়োগ করিলে দীৰ্ঘোপধ ধাতুও স্থানিবৎ হ্রস্ব হইতে পারে। তপর করণ

দীৰ্ঘপিস্থানিনি হ্রস্ব এবং যথা স্যাৎ ইতি কাশিকা। যথা, অচীকৃতং। অতএব প্রত্যয়াদির প্রয়োগ না হইলে উপনিষ্টমূল ধাতু প্রকৃতাবস্থাতে গ্রহণ করা কর্তব্য।

কীৰ্ত্তি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। *। উত্তিভূতিভূতি সাত্তি হেতিকীৰ্ত্তয়ন্ত। পা ৩। ৩। ৯৭। কীৰ্ত্তয়তে: ক্ৰিন্।

অকীৰ্ত্তিকর (ত্রি) অযশস্কর।

অকৃষ্ট (ত্রি) কার্যদক্ষ। প্রতিভাবৃদ্ধ। প্রতিবন্ধশূন্য।

অকৃতোভয় (ত্রি) ন-কিম্-তসিল্-ভয়। নাস্তি কৃতোপি ভয়ং যস্য। ময়ু-তৎ [অকিঞ্চন দেখ]। নির্ভয়। যাহার কিছুতে ভয় নাই।

অকূপার (পুং) ন-কৃপ-অ-অণ্। ন কৃপং ক্ষমতি। কক্ষপ। ন কুংসিতঃ অন্নঃ পারঃ, ন-কৃ-পৃ-অণ্। (কু-দীৰ্ঘ) যাহার পার অন্ন নহে। মহাপারাবার। সমুদ্র। পর্কৃত। সূর্য্য।

অকূপ্য (স্ত্রী) ন-কৃপ্য, ন-কৃ-তৎ। স্বর্ণ। রূপ্য। ন-শুল-ক্যপ্। *। রাজস্ব স্বর্ণমুদ্রাদ্য রূপ্য কূপ্য কৃষ্টপচ্যা-বাধাঃ। পা ৩। ১। ১১৪। এতে সপ্তক্যবস্থা নিপাতান্তে। গুপেরাদে: কৃষক সংজ্ঞায়াম্। স্ববর্ণরজতভিন্নং ধনং কূপ্যম্। গোপ্যমনাৎ। (ভট্টোজ্জিদ্ভিক্ত)।

রাজস্ব-স্বর্ণ-মুদ্রাদ্য-রূপ্য-কূপ্য-কৃষ্টপচ্যা-অব্যথা, এই শাতটী ক্যপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। গুপ ধাতুর গকার ককার হইয়াছে। স্বর্ণ ও রজত ভিন্ন ধন-বুঝাইলে কূপ্য হইবে, নতুবা গুপ্য হইবে।

অকুমার (ত্রি) ন-কুমার। নকুংসিতঃ অন্মোমারো যস্য। কুমারাবস্থা যাহার অতীত হইয়াছে। যুবা।

অকুল (ত্রি) ন-কুল, নাস্তি কুলং যস্য। ম-কৃ-তৎ। বহুব্রী। অসংখ্য। যাহার কুল নাই।

অকুলন। অনাটন। অভাব।

অকুলি (পুং) অহুরদিগের জটনক পুরোহিতের নাম।

শতপথ ব্রাহ্মণে এই অকুলি শব্দে একটা গল্প আছে।—

মহুর একটা বৃষভ ছিল। তাহার গর্জন শুনিলেই অহুর ও রাক্ষসেরা প্রাণত্যাগ করিত। দৈত্যগুহ্য কিলাত এবং অকুলি দেখিল, তবে ভ আর নিতান্ত নাই। এখন শীত বৃষটাকে বধ করা চাই। এই স্থির করিয়া তাহার। মহুরকে বলিল,—আপনার পূজার্থ আমরা কিছু বলি দিতে ইচ্ছা করি। বহু সম্মত হইলেন। অহুররা সেই বৃষটটা আনিয়া বলি দিল। বৃষভ মরিল, কিন্তু অহুর বংশ বিনাশের কাল গর্জন শুলিল না,—তাহা মহুগণী বনারীরা দেখে প্রবেশ করিল। বনারী কর। কহিলেই অহুরেরা মরিতে লাগিল। পুৰুষার কিলাত ও অকুলি

মনারীকে বলি দিতে চাহিল। মনু তাহাতেও সম্মত হইলেন। কিন্তু সে গর্জন গেল না, এবার তাহা যজ্ঞে ও বজ্রপাত্রে প্রবিষ্ট হইল। শতপথব্রাহ্মণ ১।৪।১৪।

অকূর্চ (পুং) বুদ্ধ। (ত্রি) ন-কূ-চট্ নিপাতনাৎ দীর্ঘঃ।

নাস্তি কূর্চঃ কৈতবো বস্য। অকৈতব। ঋতু। অশশূন্য।

অকুলপাথার (খা) পাথস্ জল। মহাসাগর।

অকৃত (ক্লী) ন-কৃ-কৃত ভাবে। ন প্রশস্তকালে যৎ কৃতং।

অকার্য্য। উপযুক্ত কাল অভীত হইলে অপ্রশস্ত কালে যাহা করা হয়। কালাতীতং তু যৎ কুর্যাৎ অকৃতং তৎ বিনির্দিশেৎ। (শব্দকল্পদ্রুমধৃত স্বতিঃ)। নকৃত। নং-তৎ।

অসম্পন্ন। ‘অকৃতাপরাধ’—যে অপরাধ করা হয় নাই।

অকৃতজ্ঞ (ত্রি) ন-কৃ-জ্ঞা-ক। কৃতজ্ঞ। উপকার পাইয়া যে তাহা অরণ রাখে না।

অকৃতয় (ত্রি) ন-কৃত-হন-ক। কৃতজ্ঞ। উপকার করিলে যে তাহা স্বীকার করে।

প্রলম্ব, শত্রু, কৃতয় ইত্যাদি শব্দগুলি ক প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু জারায়, পতিয়ী, পিত্রয়, বাতয় ইত্যাদি শব্দ ক প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হয় নাই। এ গুলি টক্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে।

।*। লক্ষণে জারাপত্যোষ্টক। পা ৩।২।৫২। লক্ষণ-দ্যোতকে জারায় এবং পতি কর্ণোপপদের পর হন ধাতুর উত্তর টক্ প্রত্যয় হয়। পতিয়, জারায়। পুনশ্চ।*। অমমুয্য-কর্তৃকে চ। পা ৩।২।৫৩। মমুয্য বাচিভিন্ন কর্ণোপ-দের পর (অর্থাৎ বাহাতে মমুয্যকে বুঝায় না) টক্ প্রত্যয় হয়। যথা—পিত্রয়, বাতয়। এস্থলে মমুয্যকে বুঝাইল না। কিন্তু শত্রু, মিত্রয় ইত্যাদি শব্দে মমুয্যকে বুঝায়, তবে এশব্দ গুলি কিরূপে নিষ্পন্ন হইল? ভট্টো-জিদ্দীকিত তদ্বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান করিয়াছেন,—কথং বলভদ্রঃ প্রেলম্ব, শত্রু, কৃতয় ইত্যাদি?—মূলবিভূজাদিষাৎ সিদ্ধম্। প্রেলম্ব, শত্রু, কৃতয় ইত্যাদি শব্দ কিরূপে সিদ্ধ হইয়াছে?—মূলবিভূজাদি শব্দের মত সিদ্ধ হইয়াছে। মূলবিভূজাদির লক্ষণ এই।*। ক প্রকরণে মূলবিভূজাদিভ্য উপসংখ্যা-নম্। (বার্তিক)। মূলবিভূজ, লম্বমুচ, কাকগৃহ, কুম্ভ, মহীধ, কুণ্ড, গিল-ইহার আকৃতিগণ।

অকৃত্ত্ব (পুং) কল্পপ রংগীর যুনি। ইনি পরগুরামের অমুচর। যৎকালে যুধিষ্ঠির লোমশমুনির লগ্নে মহেন্দ্রাচল বর্ষ করেন, সে সময় অকৃত্ত্ব জন্মের উপস্থিত ছিলেন। পরগুরামের কারণে ও যে প্রকারে কজির-

দিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন, ইনি সেই সকল বিবরণ যুধিষ্ঠিরের কাছে বর্ণন করেন। ইহার রচিত একখানি সংহিতা ছিল।

অকৃত্য (পুং) স্বর্ঘ্যকুলোত্তব সংহতাত্মের পুত্র। অকৃত্য।

অকৃতি (স্ত্রী) ন-কৃ-ক্ति।*। কৃৎ শচ। চাৎ ক্ति।

নাস্তি কৃতিঃসংকার্যমন্ত। বাহার কৃত সংকল্প নাই।

অকৃতিষ (ক্লী) ন-কৃ-ক্ति-ষ। অযোগ্যতা। অপটুতা।

অকৃতিন্ (ত্রি) ন-কৃতি-ইন্। ন কৃতমনেন। অযোগ্য।

অকৃতি, অকৃতিনো, অকৃতিনঃ। (স্ত্রী) অকৃতিনী।

অকৃত্য (ক্লী) ন-কৃ-ক্যপ্।*। বিভাষাকৃষোঃ। পা ৩।১।

১২০। কৃ এবং বুধ ধাতুর উত্তর বিকল্পে ক্যপ্ প্রত্যয়

হয়। অকার্য্য। দুর্দর্শ। অমুপযুক্ত সময়ে কার্য্যবিধান।

যথা—অষ্টমীতে একাদশীর উপবাস অকৃত্য।

অকৃত্রিম (ত্রি) ন-কৃ-কৃৎ ক্টি। কার্য্যেণ নিবৃত্তম্ কৃত্রিমম্।

অজন্য। স্বাভাবিক। কাল্পনিক নহে।*। ভিত্তিঃ ক্টিঃ। পা

৩।৩।৮।*। ত্রেমম্নিতাম্। ৪।৪২০। গণ পাঠ কালে

যে সকল ধাতু ডু সংস্থষ্ট থাকে নিষ্পন্ন সমর্থ তাহাদের

উত্তর ক্টি প্রত্যয় হয়। ধাতুর উত্তর ত্রি হইলে নিত্য

মকারের আগম হয়। যথা—ডু পচন্, পাকেণ নিবৃত্তং

পক্টিম্। (বোনা) উপক্রিম। ডুকৃৎ, কৃত্রিম।

অকুপ (ত্রি) নাস্তি রূপা বস্য। নির্দয়।

অকুপণ (ত্রি) কুপণতাপুনা।

অকুটপচ্য (ত্রি) ন-কৃট-পচ-ক্যপ। নকৃ-তৎ। কৃটে পচ্যন্তে

কৃটপচ্যাঃ কর্তৃকর্তরি। শুদ্ধে তু কন্মণি কৃটপাকাঃ।

ততোনক্। স্বয়মেব পচ্যন্ত ইত্যর্থঃ। [অকুপ্য দেখ]।

৭-তৎ। কর্ণাদি বিনা যে শস্য স্বয়ং ক্ষেত্রে জন্মিয়া

পক হয়। নিবার, তৃণাশ্র, উড়ী। অকুটপচ্যাঃ পশুন্তো

ততোদাশরণী লভাঃ। (ভট্ট)।

অকুশাষ। স্বর্ঘ্যবংশের সংহতাত্মরাজার পুত্র। অকৃত্য।

অকৃষ্ণকর্ম্ম (ত্রি) অকৃষ্ণঃ নির্দোষঃ নিশ্চলঃ বা কন্ম বস্য।

নিষাপ। সদাচার। অকৃষ্ণকর্ম্মা, অকৃষ্ণকর্ম্মাগো,

অকৃষ্ণকর্ম্মাণঃ। (স্ত্রী) অকৃষ্ণকর্ম্মা, অকৃষ্ণকর্ম্মে, অকৃষ্ণ-

কর্ম্মাঃ। (ক্লী) অকৃষ্ণকর্ম্ম, অকৃষ্ণকর্ম্মী, অকৃষ্ণকর্ম্মাণি।

অকেতু (পুং) নাস্তি কেতুচ্চিৎ বস্য। অজ্ঞান।

অকৈতব (ত্রি) ন-কিতব-অণ্। কিতব অর্থে বন্ধক। যথা

মহ-কিতবান্ কুশীলবান্ জুরান্ পাণ্ডাংশ সানবান্।

২।২২৫। কিতবান্ দ্যুতাদিসেবিনো নর্তকগায়কান্।

কিতব, কি-ক। কিতেন বাত্তি, কিত-বা-ক। স্বর্ভূতা-

ন্য। সরল। ঋতু। কপটভারহিত।

কোট (পুং) ন-কোট। শুবাক। স্থপারিণী।
 অকোট কেনা, অকট কেনা। (প্রাকৃত) অ-অকোট-
 কেনা। কোট অর্থে হুগ ও প্রতিজ্ঞা বুঝায়। "তিনি
 আপনার কোট লইয়াছেন" — অর্থাৎ যে স্থলে বিপদের
 আশঙ্কানাই এমন স্থানে গিয়াছেন। "তিনি আপনার
 কোট বজায় রাখিবেন" — অর্থাৎ তিনি আপনার
 প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন। কোট কেনা বা কট কেনা
 — অর্থাৎ কোট কে (প্রতিজ্ঞাকে) ক্রয় করিয়া রাখা, হুগ-
 প্রতিজ্ঞা।

দিয়ে পথ দুটী, হাটবে যে মাটি,
 উন্নতী তো সেটী ছোবে না।
 তুমিয়া সে মাটি, দিবে ছড়ান্টি,
 রাধিকার এটী কটকেনা।

(রাহুলসিংহ)।
 'তাহার পীড়া হইয়াছে, তজ্জ্ব তিনি কোট কেলা
 করিয়া আছেন,'—অর্থাৎ তিনি নিয়ম করিয়া আছেন।
 'অটকট কেলা' অর্থাৎ যে দিবসে কোন নিয়ম, প্রকৃষ্টি
 বা প্রতিবন্ধক নাই। বাধাশূন্য।

অকোবিদ (ত্রি) অ-কোবিদ নঞ-তৎ। অগণিত। স্বর্ষ।
 ন-ওকসঃ-কিন-ক। বৈত্তি ইতি বিদঃ। *। ইংপদজ্ঞাপ্তী-
 কিসঃ কঃ। পৃ. ৩৪। ১২৫। যে সকল ধাতুর উপধাতু
 ইক-ধাতুকে এবং জ্ঞা, পৃ-ওক্ ধাতুর উত্তরক প্রত্যয় হয়।
 ওকসো বেলয় হানন্ত বিদাঃ (ওকার লোপঃ পুৰোদরাদি-
 জ্ঞাং পাধুঃ)। অকোবিদাঃ। [মেঘদূতকাব্যে মলিনাথের
 উক্তি দেখ]।

প্রাপ্যবস্তুর উদয়নকথাকোবিদপ্রারব্ধকাম্ । পৃমে ৩১ ।
অর্থবা—কণ্ শব্দাদ্ বিজ্ঞান কোর্বেদন্তং বেত্তি । উপরে
লিখিত হইরাছে—“পূর্বোদয়বিহিংস সাধুঃ ।” ইহার তাৎ-
পর্য্য এই । * । পূর্বোদয়াদীনী বর্ণোপনিষ্টম্ । পর্বা ৩৩ ।
১০২ । পূর্বোদয়প্রকৃতি কতকগুলি শব্দ আছে, সে-
গুলি নিম্নোক্তরূপে লিখ হই । পূর্বাচাৰ্য্যেরা সেই সমস্ত শব্দ
শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন বলিয়া ভৎসনসূচক সাধুসমস্ত । এই
সকল শব্দ নিম্নলিখিত প্রণালীতে নিশান হই—
বর্ণপত্রের বর্ণবিপর্য্যয়ক যৌ চাপরৌবর্ণবিকারনামৌ ।
পাতোত্তরদ্ব্যতিশয়েন যোগন্তছুচ্যাতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্ ।
কোথাও বর্ণগণন, বর্ণবিপর্য্যয়, কোথাও বর্ণবিকার, যৌ-
বর্ণগণ, এবং কোম স্থলে অর্থভিঙ্গনের হেতু থাকুয় বোঝ
করিতে হয় ।

अष्टादश (१८) नक्षत्रों में १८ नक्षत्रों में, विज्ञान

১। ১। মঞঃ শুচিধর কেবল কুশল নিপুণ্যমাম্ । পা ৭।
৩। ৩। শুচি, ইয়র, কেবল, কুশল, নিপুণ এই সকল
শব্দের সঙ্গে মঞস্যাস হইলে ঐকং শিৎ এবং কিৎ
ভুক্তি প্রত্যয় যোগে সূর্য্যপদ্য অচের বিকরে বৃদ্ধি
হয়। ৭থা,—অকৌশল ও আকৌশল এই দুই প্রকারই
রূপসিক্তি হইবে।

অঁকা (স্ত্রী) অঁক ক। 'মাতা'। 'চলিত' ভাবের বিকল্পরূপে
অঁকা শব্দে বৃত্তাকৃৎ বৃত্তাক। বধা—'তিনি অঁকা পাইয়া-
ছেন। এই প্রকার আরও অনেক গ্রাম্য বাদ্যোক্তি
আছে বদার। বৃত্তাক বৃত্তাক। 'তিনি পটল তুলিয়াছেন।'
'তিনি শিক্কা ফুকিয়াছেন।' ইত্যাদি। প্রাচীন অশিষ্টা-
চার বাক্য, 'বৃত্ত' প্রয়োগ নহে।

অষ্ট্রেলিয়ায় জন্ম দেউড়ি। (Sir David Ochterlony)
 দিল্লির রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে হুগলীর
 দিল্লি আক্রমণ করিলে তাহাকে পরাস্ত করেন। তাহার
 পর ১৮১৪ সালে নেপাল যুদ্ধে গোঁরখা সেনাপতি অমর
 সিংহের সঙ্গে সংগ্রামে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া-
 ছিলেন। কলিকাতার গড়ের মাঠে যে যুদ্ধে স্ট্রাটহ
 তাহা ইংরাজই অসমর্থ নিশ্চিত ইহা হইতে।

অক্টোবর (October) খ্রীষ্টান বোম্বের অষ্টম মাস। ইহা ৩১ দিনে শেষ হয়। জাতিদের শেষ ও কার্তিকের প্রথম নইয়া এই মাস চলিয়া থাকে। ইংরাজি নবম মাস।*

অক্ট (ত্রি) অক্-ক্ । * । অক্‌বুবিভ্যঃ ক্ । উৎপা ৩।৮৯ ।
 যুক্ত । পরিমিত । ব্যক্ত । সংকুল । বর্ষ । ইহা প্রায় অল্প
 শব্দের সঙ্গে সমাশে প্রযুক্ত হয় । যথা—তৈলাক্ট—
 তৈল দ্বারা লিপ্ত । রক্তাক্ট—রক্ত মাখান । বিবাক্ট—
 বিষযুক্ত । ব্যাক্ট—প্রকাশিত ।

অকু (কী) অকু-কু। রাতি। বেশে এই শব্দের ভূমি
প্রয়োগ আছে। অনক্তি প্রতিদিনঃ গচ্ছতি ইতি
অকুঃ। (শব্দ-ক্লেশঃ)।

अंक (३) अक्ष-कु. वर्ष।

अक (जि) अङ्क रक् । निर ।

अजहू (जि) नाति कर्तृत्वः सकलानां वा वत् । वज्ररहित,
संकल्परहित ।

অক্রম (ত্রি) অ-ক্রম্ পাদবিক্রমণে-বহু। নাস্তি ক্রমঃ পাদ-
বিক্রমাদির্গত । ক্রমরহিত, ব্যতিক্রম । পাদহীন ।
অকলমে। দৌঃসপন্য ।

अक्याय (वि) न-अक्यायः अक्यायः अक्यायः अक्यायः
क्यायः अक्यायः अक्यायः अक्यायः अक्यायः

১০। ক্রব্যো চ পা ৩।২।৬৯। ক্রব্য উপপদের পর অধাতুর উত্তর বিট প্রত্যয় হয়। যথা—ক্রব্যৎ। তাহা হইলে ক্রব্যাদ শব্দ কি রূপে নিশ্চয় হইল, এই আশঙ্কার ভট্টোজ্জ্বলিত সমাধান করিয়াছেন—কথং তর্হি ক্রব্যাদো হ্রস্ব আশর ইতি? পকমাংস (কৃত্তবিকৃত ইতি কাশিকা) শব্দ উপপদে হ্রস্ব। উপপদস্য ক্রব্যাদেশঃ। পুষ্যোদরাদিত্য সাধু। অর্থাৎ পকমাংস উপপদে অণু প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে। তৎপরে উপপদের স্থানে ক্রব্যাদ আদেশ হইয়া ‘ক্রব্যাদ’ এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইল। তাহার পর নঞ্ তৎপুরুষ সমাসে অক্রব্যাদ এই রূপসিদ্ধি হইয়াছে।

যে মাংস ভোজন করেন না। অমাংসভোজী।

অক্রান্তা (স্ত্রী) ন-ক্রম্-ক্ত। বৃহতী বৃক্ষ। অনাক্রান্ত।

বৃহতী (Solanum indicum) ক্ষুদ্রাকার, উচ্চে ছই তিন হাত হয়। সেধিতে বেগুণ গাছের মত। শাখায় ও পত্রের কাটা আছে। ফল বার্তাকুর মত, কিন্তু ক্ষুদ্র। পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয়। ইহা অন্নর, পিত্ত নাশক। বৈদ্যোরা পাঁচনের সঙ্গে ব্যবহার করেন। সামান্য ঘূসুঘূসে অন্ন, বিশেষতঃ পেটে বড় বড় ক্রমি থাকিলে সিউলিপাতার রস এক ঝিঙ্ক (ইংরাজি ৩ ড্রাম), বৃহতীপত্রের রস অর্দ্ধঝিঙ্ক, এবং ঝিঙ্কচূর্ণ ১০ রতি সেবন করিলে বিলক্ষণ ফল দর্শে। চুইরক্তে অনেকে বৃহতী ফল পাক করিয়া অন্নের সঙ্গে ভোজন করেন; কিন্তু স্পষ্ট কোন উপকার হইতে দেখা যায় না।

অক্রিয়া (স্ত্রী) ন-ক্র-শ। *। কৃষ্ণঃ শ চ। পা ৩।৩।১০০। অপ্রশস্ত কর্ম্ম। অবৈধ ক্রিয়া।

অক্রীড় (পুং) নাস্তি ক্রীড়া-বস্ত। কুরুখামের পুত্র। অক্রীড়ের চারি সন্তান, পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল। তাঁহারা দক্ষিণ ভারতবর্ষে পাণ্ড্য, কোল ও কেরল প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন। (হরিবংশ)।

অক্রুর (পুং ত্রি) যিনি ক্রুর নহেন। গান্ধিনীপুত্র। তাঁহার পিতার নাম শকুন্ত। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য। পুরাণে কথিত আছে, শকুন্ত অতিশয় পুণ্যবান লোক ছিলেন। তিনি যেখানে থাকিতেন, তথায় হুর্ভিক্ষ অকালমৃত্যু রোগ-শোক কিছুই ঘটত না। একবার কাশীরাজের রাজ্যে সতিশয় অনাবৃষ্টি ও হুর্ভিক্ষ ঘটয়াছিল। শকুন্তকে সেখানে আনিবামাত্র সমস্ত অমরজন দূরীভূত হইল। কাশীরাজ তাঁহার কন্যাকে গান্ধিনীকে, শকুন্তের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। পরে অক্রুরের জন্ম হয়। পূর্বে অক্রুর কংসা-

লয়ে থাকিতেন এবং কংসের ধনুর্বক্ষে বৃন্দাবন হইতে কৃষ্ণবলরামকে আনিতে গিয়াছিলেন।

শতধবার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের শত্রুতা উপস্থিত হইলে তিনি স্তমস্তকমণি গোপনে অক্রুরের হস্তে সমর্পণ করেন। শতধবার মৃত্যুর পর অক্রুর সেই রত্ন বস্ত্রের ভিতর লুকাইয়া রাখিতেন। কথিত আছে, স্তমস্তক মণি হইতে নিত্য রাশি রাশি স্বর্ণ উৎপন্ন হইত, গান্ধিনীপুত্র তাহাতে নিত্য যাগযজ্ঞের অহুতান করিতেন। স্তমস্তকের আর এক মহৎগুণ এই, যেখানে ঐ রত্ন থাকিত তথায় হুর্ভিক্ষ অনাবৃষ্টি অকালমৃত্যু প্রভৃতি কোন উপদ্রব ঘটত না। একবার অক্রুরপক্ষীয় ভোজবংশের কতকগুলি লোক সাহসের প্রোণে শক্ররূপে বধ করে। অক্রুর সেই ভয়ে হারকা ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। এদিকে হারকানগরে অনাবৃষ্টি, অকাল মৃত্যু প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইল। সকলে নিশ্চিত করিলেন, অক্রুরের পিতা শকুন্ত যেখানে থাকিতেন তথায় হুর্ভিক্ষাদি কিছুই ঘটত না। অক্রুর সেই পুণ্যস্মার সন্তান। তিনি হারকা পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া এত উপদ্রব ঘটতেছে। সে ভয় অক্রুর পুনর্বার হারকার নীত হইলেন। কিন্তু কৃষ্ণের সে কথা বিশ্বাস হইল না। তিনি স্থির করিলেন যে, অক্রুরের নিকট নিশ্চিত স্তমস্তকমণি আছে। সেই মণির প্রভাবে যেখানে অক্রুর থাকেন তথায় অনাবৃষ্টি হয় না। তজ্জন্ত এক দিন যাদবগণের সমক্ষে কৃষ্ণ অক্রুরকে বলিলেন, শতধবার রাজা তোমার নিকট স্তমস্তক মণি রাখিয়া গিয়াছেন, আমাকে একবার তাহা দেখাও। অক্রুর অস্বীকার করিতে পারিলেন না। বস্ত্রের ভিতর হইতে রত্নটা বাহির করিয়া দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাহা লইলেন না, অক্রুরকেই পরিতে দিলেন। তদবধি অক্রুর নিঃশঙ্কচিত্তে সেই রত্ন পরিয়া থাকিতেন।

অক্রুরেশ্বর (পুং) নর্মদা নদীর উত্তর কুলবর্তী একটা প্রদেশ বিশেষ। ইহার আধুনিক নাম অকনেশ্বর।

অক্রোধ (পুং) ক্রোধবিরহিত। গৃহস্থের দশটা ধর্ম্মের অন্তর্গত ধর্ম্ম। দশটা ধর্ম্ম এই—ধৃতিক্রমামোহরেহং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা। সত্যমক্রোধোদশকং ধর্ম্মলক্ষণম্।

অক্রোধান। কুরুবংশের অবতানুষ্ট্রের পুত্র।

অক্রম (পুং) ন-ক্রমঃ, রক্ত-তৎ। প্রমত্তাব। (ত্রি) প্রম-প্ত,। বহুব্রী।

অকলাঙ, (Lord Auckland)। লর্ড অকলাঙ গভর্নর

জেনারেল হইয়া ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে আসেন।
বশঃ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; সুখ্যাতি সকলের
দিকে চাহিয়া হাসেন না। লর্ড অক্‌ল্যান্ড এদেশে আসি-
লেন, কিন্তু কেমন সময়ের দোষ,—বশ আর সুখ্যাতি
ভাহার কপালে ঘটিল না। এই রবার্টস তখন ছিল;
তখনও কবের ঐ লোলুপ নেত্র এই ভারতের দিকে
পড়িয়া থাকিত। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার মনে এই সন্দেহ
উপস্থিত হইল, যে রবার্টস ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার
উদ্যোগ করিতেছেন। এবং যুদ্ধ বাধিলে পারস্য ও
কাবুলের সেনারা কবের সহায়তা করিবেন। তৎক্ষণাৎ
ইংরাজেরা কাবুল আক্রমণ করিলেন। তখন দোস্ত
মুহম্মদ খাঁ কাবুলের আমির। তিনি বৃটিশ সেনার সঙ্গে
যুদ্ধ করিতে অক্ষম হইয়া পলায়ন করিলেন। ইংরাজেরা
দেখিলেন আশাপূর্ণ হইল, এখন একটা নিজের
লোককে কাবুলের আসনে বসাইতে পারিলে সকল সাধ
মিটে। শাহজা কাবুলের আমির হইলেন। এই বাবজা
আকগানদের মনঃপূত হইল না। তাহার পূর্বে আমিরের
সহায়তার পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহী হইতে লাগিল। অবশেষে
দোস্ত মুহম্মদ আর বিবাদ করিতে না পারিয়া ইংরাজ-
দের শরণাগত হইলেন। কিন্তু তাহার পুত্র অকবর খাঁ
নিরস্ত হইবার লোক নহেন। একবার তিনি কাবুলের
সমস্ত ইংরাজ সৈন্যকে বিনষ্ট করেন। প্রধান সেনা-
নায়ক ম্যাকনটেন সাহেব সেই যুদ্ধে হত হন। তাই
বিলাতের মন্ত্রিসভা দেখিলেন, অকল্যান্ড সাহেব নিতান্ত
অকর্মণ্য, তিনি ভারতবর্ষে থাকিলে কল্যাণ নাই।
অতএব ১৮৪২ সালে লর্ড এলেনবরা এদেশের কার্য-
ভার গ্রহণ করিলেন।

অক্‌ল্যান্ড। (Auckland) ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপবিভাগের
নগর। এখানে কয়েকটা বাজার আছে।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত দ্বীপপুঞ্জের নাম
অক্‌ল্যান্ড। ঐ দ্বীপগুলি নবজিল্যান্ডের দক্ষিণে অবস্থিত।
নবজিল্যান্ডের প্রধান নগরের নামও অক্‌ল্যান্ড।

অক্‌ল্যান্ড (জি) ন-ক্লম্ ক্ত কর্তরি, নক্ল তংপু। ক্লাস্তিরহিত।
অনবসর। মানিগ্ণ্য।

অক্‌ল্যান্ড (জী) নীলীযুক্ত।

অক্‌ল্যান্ড (জি) ন-ক্লম্ ক্ত। ক্লেশরহিত।

অক্‌ল্যান্ডকর্ম (জি) ন-ক্লিট-কর্ম। যিনি অক্লেশে কর্ম
করিতে পারেন। অক্লিটকর্মী, অক্লিটকর্মণী, অক্লিট-
কর্মণঃ। অক্লিটকর্মণঃ।

অক্লেশ (পুং) ন-ক্লেশঃ, নক্ল-তং। ক্লেশভাবঃ। (জি)
ক্লেশশূন্য। বহুব্রী।

অক্ল (অক্) ব্যাধিঃ। সংহতিঃ ভা, ঙ্গা প। লট্ অক্লতি,
অক্লোতি। লট্ অক্লতঃ অক্লোতঃ। লিট্ অক্লতঃ।
অক্লতঃ। অক্লতঃ, অক্লতঃ। লট্ অক্লতঃ, অক্লিটতঃ,
অক্লিটতঃ। অক্লতঃ। অক্লতঃ। অক্লতঃ, অক্লিটতঃ, অক্লিটতঃ।

অক্ল (ক্লী) অক্ল-অচ্। ইতি। উত্, তুচ্। রসাজন। বৃন্দ।

অক্ল (পুং) কক্ষীরের রাজা। ইনি দ্বিতীয় মররাজের পুত্র।

কলির ২৫৮১ বৎসর গত হইলে (৫২৮ শকাব্দের পূর্বে)
তিনি রাজা হইয়া ৬০ বাট বৎসরকাল রাজত্ব করেন।

অক্লরাজ, অক্লবালনামে একটি মনোহর দেবপুত্রী নির্মাণ
করাইরাছিলেন। তাহার পুত্রের নাম গোপানিতা।

অক্ল (পুং) অক্ল-অচ্। অশ-স। ১। অশেদেবনে। উণ্
পাদ ৩। ৬৫। এক কর্ণ পরিমাণ (১৬ মাষা)। পাশা।

রথচক্র। ক্রয় বিক্রয় চিন্তা। বিজীতকী বৃক্ষ, বহেড়া-
গাছ। সর্প। শকট। রুডাক, ইজাক, অপমালা। রাবণ-
পুত্র। ভাতাক। গরুড়। বাবহারশাস্ত্র, বিবাদবিজ্ঞাতত্ত্ব।

গ্রহগণের পরিভ্রমণের পথ, রাশিচক্রের অবয়ব।

অক্লক (জি) অক্ল-কন্। অক্ল ইব কারতি অক্ল-কৈ-ক ইতি
বা। তি নিশবৃক্ষ। যে পাশা খেলে। ব্যাপক।

অক্লকট (পুং) অক্লকট কট ইব। উপনিভসং। চকুর ভাৱ।

অক্লকটক (পুং) অক্লকট কন্ অর্থে। চকুর ভাৱ।

অক্লকীড়া (জী) দ্যুতকীড়া। পাশা খেলা। আমাদের
শাস্ত্রে দ্যুতকীড়ার অত্যন্ত নিবেদন দেখা যায়। মহাসংহি-
তার নবমাধ্যায়ে লিখিত আছে—রাজা আপনার রাজ্য

হইতে দ্যুত ও সমাহার কীড়া নিবারণ করিবেন। এই
দুই কীড়া নৃপতিগণের রাজ্যনাশের কারণ। এই কীড়া-
দ্বয় প্রকাশ্যে চুরি। কাষ্ঠানির্নির্মিত নির্দোষ বলহারা কীড়ার

নাম দ্যুত, এবং কুজুটাদি প্রাণীর দ্বারা লড়াই করাইলে
তাহাকে সমাহার কহে। দ্বারা নিজে এ সকল কীড়া

করে কিবা অন্ত দ্বারা করায় রাজা তাহাদের এবং
ব্রাহ্মণবেশধারী শূত্রের প্রাণবধ করিবেন। (২২১-২২৪)

এখনকার ভূষা খেলার মত পূর্বকার লোক ব্যক্তিরাখিয়া
পাশা খেলিতেন, তৎক্ষণাৎ এত কঠিনওবিধি হইরাছিল।

নলরাজ ও যুধিষ্ঠির পাশা খেলিয়া সর্বস্বাস্ত হইরাছিলেন।

ইমানীন্দন লোকে পাশা খেলিতে বসিলে তাহাদের
আহার নিজে মনে থাকেনা। তাই সচরাচর লোকে

বলিয়া থাকেন—‘পাশা কর্মণাশা।’ কবিকল্পের সময়েও
পাশাখেলার মহা ধুম ছিল।

আজি কালি বয়ে নিত্য, নৃপতি সহিত প্রীত,

পায় ধনপতি সদাগর।

রাজদ্বিবিধ খেলে পাশা, ভ্রুণ সময়ে বাসা,

যাওরা মাজ; পাশরিল বর ॥ চণ্ডী ৭।

ব্রহ্মপুরাণে কথিত আছে, পুরাকালে মহাদেব দ্যুত-ক্রীড়ার প্রথম সৃষ্টি করেন। খেলার সৃষ্টি হইল, এখন একবার খেলিয়া দেখিতে হইবে। কার্তিকমাস, গুরু প্রতিপদ। পণ্ডপতি পাশা লইয়া পার্কতীর সঙ্গেই খেলিতে বসিলেন। ভোলানাথ হারিলেন, ভবানীর জয় হইল। তৎকাল হইতে অন্নপূর্ণার দিন স্নেহে যাইতে লাগিল, কিন্তু ভাঙড় ভোলার আর হুঃখ ঘুচিল না। তদবধি এই বিধি হইয়াছে, দ্যুত প্রতিপদের প্রাতঃকালে অক্ষক্রীড়া করিলে বাহার জয় হইবে, সেই ভাগ্যবান পুরুষের সম্বৎসরকাল স্নেহে কাটিবে; আর যিনি হারিবেন, একবৎসর তাহাকে হুঃখের ভার বহিতে হইবে। [অক্ষক্রীড়ার বিস্তারিত বিবরণ পাশাশব্দে দেখ]।

অক্ষক্রেত্র (ক্ৰী) অক্ষনিমিত্তং ক্রেত্রং। শাক-তৎ। [অংসেভার দেখ]। জ্যোতিষ গণনার অষ্টক্রেত্র। কৃত্তির আকড়।

অক্ষহু (ক্ৰী-ত্রি) অক্ষ-জন-ড। অক্ষাৎ ইজ্রিয়াৎ আরতে। বহু। অক্ষহাত। ইজ্রিয়াত।

অক্ষণিক (ত্রি) ন ক্ষণিকং। ন-ঋ-তৎ। নিশ্চল, স্থির। ‘অক্ষণিক নেত্র’—অর্থাৎ যে চক্ষু পলক পড়িতেছে না, স্থিমিত নেত্র, স্থিরদৃষ্টি। (মরিনাথ)। ‘ক্ষণিক সূপ’—অর্থাৎ যে সূপ অন্নকাল স্থায়ী। ‘অক্ষণিক স্নান’—অর্থাৎ চিরকালের জন্য স্নান।

অক্ষণৎ (ত্রি) অক্ষ-ন-তপু (বৎ)। অত্যর্থ। চক্ষুযুক্ত।

অক্ষত (ক্ৰী) লাভ। (ত্রি) অহিংসিত; ক্ষতশূভ। (পুং) যব। আতপ তণুল। যব এবং তণুলার্থে অক্ষতশব্দ পুংলিঙ্গে বহুবচনান্ত হয়। ক্ৰীবলিঙ্গেও ইহার বহুবচনান্ত রূপের প্রয়োগ আছে। (ক্ৰী) শস্ত। অক্ষতযোনি—যে বাগিক পুরুষ সংসর্গ করে নাই।

অক্ষতা (ক্ৰী) পুরুষ সংসর্গরহিতা ক্ৰী। কর্ণশ্রী, কাকড়াশ্রী [কাকড়াশ্রী দেখ]।

অক্ষদর্শক (ত্রি) অক্ষ-দৃশ-শাস। দ্যুতক্রীড়ার পটু। ব্যবহারজ্ঞা, বিচারক। ধর্ম্যাক্ষ, বিচারপতি। (ক্ৰী) অক্ষদর্শিকা।

অক্ষদৃশ (পুং) অক্ষ-দৃশ-কিপ্। ৩-তৎ। বর্ষাধ্যক্ষ। দ্যুতক্রীড়াকারক। অক্ষদৃশ, অক্ষদৃশী, অক্ষদৃশঃ। (ক্ৰী) অক্ষদৃশা, অক্ষদৃশা।

অক্ষদেবিন্-(ত্রি) অক্ষ-দেব-কিপ্। ২-তৎ কিংবা ৩-তৎ; অষ্টক:

অক্ষান্ বা দীবাতি। দ্যুতক্রীড়া কারক। [অক্ষদৃশ দেখ]।

অক্ষদেবী, অক্ষদেবিনী, অক্ষদেবিনঃ। (ক্ৰী)-অক্ষদেবিনী।

অক্ষদ্যু (পুং) অক্ষ-দিব-কিপ্। পাশা খেলার বে নিপুণ।

অক্ষক্রীড়া রসিক। *। ছোঃ শূভদূনাসিকে চ। পা ৬।

৪। ১২। হকার, ক্রমন্তে তকারাগম হইলে তৎসহ ল ও

উউ আদেশ হয়, যে লকর প্রত্যয়ে অমুনাসিক হইলি

কি ও কঙ ইৎ হয় তদ্বিধয়ে। অষ্টক: অক্ষান্ বা দীবা-

তীতি অক্ষদ্যুঃ। অক্ষদ্যুঃ, অক্ষদ্যাবো, অক্ষদ্যাবঃ। (ক্ৰী)

অক্ষদ্যু। উপরে—অষ্টক: অক্ষান্ বা দীবাতি—এইরূপ

করণ ও কার্যবারা ব্যাপতি সিদ্ধি করা হইল। তাহার

লক্ষণ এই। *। দিবঃ কৃষ্ণ চ। পা ১। ৪। ৪৩। দিব্যাত

পরে থাকিলে সাধকতম কৃষ্ণ ও করণ এই উভয়বিধই

হইয়া থাকে।

অক্ষদ্যুত (ক্ৰী) অষ্টকদ্যুতম্। ৩-তৎ। পাশা খেলা।

অক্ষদ্যুতাদি (পুং) বহুবচনান্ত। *। নিবৃত্তে অক্ষদ্যুত-

দিতাঃ। পা ৪। ৪। ১২। ক্রীড়া সমর্থে নিবৃত্ত এই অর্থে

অক্ষদ্যুত প্রভৃতি কতিপয় শব্দের উত্তর চক্ প্রত্যয় হয়।

অক্ষদ্যুতেন নিবৃত্তম্ অ্যক্ষদ্যুতিকং বৈতম্। অক্ষক্রীড়া

দ্বারা নিবৃত্ত হইয়াছে, যথং বৈত। অক্ষদ্যুত, জামু প্রভৃতি,

জজ্বা প্রভৃতি, পাদমোদন, বটকমোদন, গতাগত, যাভোপ-

যাত, অমুগত, এই গুলি অক্ষদ্যুতদিগগমধ্যে পঠিত।

অক্ষধর (পুং) অক্ষ-ধ-মচ্। ৬-তৎ। অক্ষর রথচক্রধরঃ।

শাখোট-বৃক। বিকুর চক্র। চক্রের কীলক। (ত্রি) চক্র-

ধারকমাত্র। (ক্ৰী) অক্ষধরা।

অক্ষধূ (ত্রি) অক্ষ-ধু-কী-কিপ্। অক্ষধূঃ। ৬-তৎ। রথচক্রের

অগ্রভাগ। পাশার ধুরী। অক্ষধুঃ, অক্ষধুরী, অক্ষধূরঃ।

*। ভ্রাজভাসধূর্ব্যভ্যতোজিপূজুপ্রাবস্বঃ কিপ্। পা ০।

২। ১৭। এই সরল ধাতুর উত্তর তাজিলাদি অর্থে কিপ

প্রত্যয় হয়। *। রাত্রোপঃ। পা ৬। ৪। ২১। কিং কিংবা

ভিৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে বেকবৃক হ ও বকারের যোগ

হয়। *। পূর্বপূরভূঃপ্রায়মানকে। পা ২। ৪। ৭৪। অক্,

পূর, অপ, ধূহ, এবং পথিন্ শব্দ সমস্ত পদের শেষে

থাকিলে অ প্রত্যয় হয়। কিন্তু পাশকবোধক অক্ষদেবের

পর ধূহ থাকিলে হই না। রাত্রো পূঃ রাত্রধূর। অক্ষত

ধুঃ অক্ষধুঃ।

অক্ষধূত (পুং) অক্ষ-ধু-কী- (অর্থঃ ধূহ)-ক। অষ্টক পাশক-

ক্রীড়ার্য-ধূতঃ। ৭-তৎ। দ্যুতক্রীড়ক, দ্বারী, দ্বা-

খেলায় নিপুণ। প্রত্যেক। শংখোট বৃক্ষ।

অক্ষপটল (পুং) অক্ষ-পটল-ক। [অংগ্রিপি দেখ]। বৃষ।

অক্ষ (স্ত্রী) অক্ষ-কনিন্। নেত্র। চক্ষুঃ।

অক্ষপটল, অক্ষিপটল (স্ত্রী) অক্ষ: চক্ষু: পটলমিবা বরণম্।

ছানি। চক্ষুরোগবিশেষ। চক্ষুর স্বচ্ছ দর্পণের স্থায় পুস্ত-
লীর উপর (lenticular crystalline lens.) কিষা
তাহার আবরণের উপর (capsular, capsule) কিষা
এই দুইটিরই উপরে (capsule lenticular) একখানি
আবরণ পড়ে, তাহাতেই দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ হইয়া যায়। এই
আবরণ সিরস্ (serous) রসে পূর্ণ।

ছানি নানা প্রকার। তন্মধ্যে কঠিন ও কোমল ছানি
সচরাচর দেখা যায়। কঠিন ছানি (suffusio dura)
দেখিতে কটাবর্ণ। ইহা বৃক্ষলোকের হইয়া থাকে।
কোমল ছানি (suffusio mollis) কিঞ্চিৎ নীলের
আভাযুক্ত এবং ইহার আকারও অপেক্ষাকৃত বড়। গর্ভ
ভর্তিতেই কোন কোন শিশুর চক্ষে ছানি পড়িয়া থাকে।
মস্তকে ও চক্ষুতে আঘাত লাগিয়া অনেকের ছানিরোগ
জন্মিয়াছে। কোন কোন বালকের চক্ষে শাদা হৃদের মত
ছানি পড়ে। শয়ন করিলে, মস্তক ঘুরাইলে ফিরাইলে,
এ ছানি এদিক্ ওদিক্ চলিয়া বেড়ায়।

ছানির কারণ এক প্রকার নয়। দৈহিক দুর্ব্ব-
লতা; প্রস্রাবের পীড়া; চক্ষু ও মস্তকে আঘাত বাল-
কদের দৃঢ়কারণ; কৌলিক বৈষম্যের অর্থাৎ পিতার
ছানিরোগ থাকিলে পুত্রদেরও প্রায় ছানিরোগ হইয়া
থাকে। ভীত আলোকের প্রতি চাহিলে অনেক স্থলে
ছানি জন্মে। অত্যন্ত স্বপ্নকাজে সর্বদা দৃষ্টি চালনা করি-
লেও ছানিরোগ হয়। ভেককে চিনি, লবণ ও সুরা
কিছুদিন খাইতে দিলে তাহার দুটি চক্ষেই ছানি পড়ে।
ছানির এই কয়েকপ্রকার চিকিৎসা চলিত আছে,—

এলোপ্যাথী—ছানির প্রকৃত চিকিৎসা আজও আবি-
ষ্কৃত হয় নাই। এলোপ্যাথী ডাক্তারেরা সর্বদা সূপথ্যের
বাবস্থা করেন—হৃৎ, ডিম্ব, মাংস, কডলিবার তৈল ও
মার্শ ইত্যাদি। সেবনের ঔষধ—সিরপ্ অব্ কেরি আও-
ডিড্ ১০ বিন্দু মাত্রায় অর্দ্ধছটাক জলের সঙ্গে প্রত্যহ
দুইবার সেবন করিবে। কিষা আওডিড্ অব্ পটাস্ দুই
বতি, ত্রোমাইড্ অব্ পটাস্ দুই রতি, কলম্বোর কাণ্ট
• অর্দ্ধ ছটাক, একত্র মিশ্রিত করিয়া এইরূপ এক এক
মাত্রা প্রত্যহ দুইবার সেবন করিতে হইবে। চক্ষের
ভিতর প্রয়োগ করিবার ক্ষম, কেহ অর্দ্ধ ছটাক গোলাব

জলের সঙ্গে ৫ কি ১০ বিন্দু টিকার আওডিড্ মিশ্রিত
করিয়া প্রত্যহ ১০ বিন্দু ঐ ঔষধ চক্ষের ভিতর প্রয়োগ
করিতে ব্যবস্থা নেন। কেহ কেহ অর্দ্ধছটাক পরিকার
জলের সঙ্গে অর্দ্ধরতি এট্রোপিয়া মিশ্রিত করিয়া তাহার
দুই এক বিন্দু প্রত্যহ কিষা চারি পাঁচ দিন অক্ষর চক্ষের
ভিতর দিতে বলেন। ইহার দ্বারা কণিনিলা অর্থাৎ চক্ষের
তারা প্রসারিত হয়; সে ক্ষম ছানিযুক্ত চক্ষে দেখিতে
পাওয়া যায়। এট্রোপিয়া বিধ, বেলেডোনার বীর্ষ্যে
প্রস্তুত। অতএব ইহা সেবন করা নিষিদ্ধ।

অন্ত্রপ্রয়োগ—যতক্ষণ দুইটি চক্ষের মধ্যে এক চক্ষে
দৃষ্টি থাকিবে, সে পর্যন্ত ছানিতে অন্ত্র প্রয়োগ করিবে
না। কারণ এক চক্ষের ছানি তুলাইতে গিয়া দুইটি
চক্ষুই নষ্ট হইতে পারে। ছানিতে অন্ত্র করাইলে
তাহার ফল নিশ্চিত নহে।

অন্ত্রপ্রয়োগ দুই প্রকার। এক, ছানির নিম্নের পাতলা
চর্মে ছিদ্র করিয়া ছানির রস ভিতরে ডুবাইয়া দেওয়া।
অন্ত্রটি—ছানির আবরণ অন্ত্রদ্বারা উঠাইয়া আনা।
প্রথম উপায়টিতে বিপদ অনেক। ছানির রস ভিতরে
ডুবাইয়া দিলে হরত ভয়ঙ্কর প্রস্রাব উপস্থিত হইতে পারে।
তজ্জন্ত এখনকার কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক সে প্রকার
চিকিৎসা করেন না। আমাদের দেশের মালেরা এই
উপায়টাই জানে, তাহারা ছানির রস চক্ষের ভিতর
ডুবাইতে পারে,—উঠাইয়া আনিতে পারে না। অথচ
সকল মালেই কৃত্রিম একটা পর্দা আনিয়া রোগীকে
ভুলায়। তাহারা অন্ত্রপ্রয়োগের পর গৃহস্থকে সেইটা
দেখাইয়া বলে যে,—ছানি উত্তমধূলিয়া আনা হইয়াছে।
ছানির রস খড়ির মত পরিপক হইলে তবে অন্ত্রপ্রয়োগ
করিবে। একবার অন্ত্রাঘাত করিলে যদি কোন কলো-
দয় না হয়, তবে আরোগ্যের আশা নিশ্চিত হুইল।
কাহারও কাহারও ছানি বিনা চিকিৎসার আপনি
কমিয়া যায়, কিছুদিন পরে আবার বৃদ্ধি হইতে থাকে।

হোমিওপ্যাথী—প্রস্রাবের পর অর্থাৎ চক্ষু উঠিয়া
তাহার পর ছানি পড়িলে বেলেডোনা ১২ ডাইলিউশন,
১ বিন্দু মাত্রায় জলের সঙ্গে প্রত্যহ দুইবার সেবন
করিবে। সল্ফর ৩০ ডাং, ফস্ফারস্ ৩০ ডাং, ক্যালকিউলস্
১২ ডাং, ক্যালকেরিয়া ১২ ডাং, কোমোরম ১২ ডাং,
হুন্ড্রেসিয়া ৬ ডাং, সিলিসিয়া ১২ ডাং, প্রকৃতি ঔষধ
সেবনে উপকার দর্শে।

বৈদ্যক—চক্ষের ভিতর লাগাইবার ক্ষম চক্ষোদ্বায়

বস্তিকা। হরিতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বহেড়ার মজ্জা, শঙ্খনাভি, মনহাল, এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পিষিয়া বাতি প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ প্রস্তরের উপর ইহা ছাগদুগ্ধে ঘষিয়া চক্ষে লাগাইতে হয়।

চক্ষুপ্রভাবত্তি, চন্দ্রনাদ্যাবত্তি, নয়নস্থখাবত্তিতেও কখন কখন উপকার হয়।

অক্ষপরি (অব্য) দ্রাব্যবাহারে পরাক্রম। অক্ষপাশকেন বিপরীতঃ বৃত্তম্। অব্যাবীভাব সং। যাহাতে জয় হইবে তদ্বিপরীত পাশা চালা। *। অক্ষশলাকা সংখ্যাঃ পরিণা। পা ২। ১। ১০। অক্ষ, শলাকা এবং সংখ্যা-বাচক শব্দের সঙ্গে পরিশব্দের সমাস হয়, কিতব ব্যবহারার্থে। অক্ষপরি। শলাকাপরি। একপরি। অক্ষপেদং ন তথা বৃত্তং যথা পূর্বং জয়ে, অক্ষপরি।

অক্ষপাটক (পুং) অক্ষ-পট-গুল্। ৭-তৎ। ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ। অক্ষপাদ (পুং) অক্ষ-পাদ, ৭-তৎ। অক্ষে চক্ষুরি জ্ঞানে বা গমনং যন্ত, বহব্রী। তাক্ষিক। নৈয়ায়িক। গোতমমুনি। জ্ঞানদর্শনপ্রণেতা। অক্ষং দর্শনশক্তিঃ পাদে প্রকাশিতং যস্য। বেদব্যাস, গোতম প্রণীত ন্যায়সূত্রের নিন্দা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি এই প্রতিজ্ঞা করেন,— ‘আমি বেদব্যাসের মুখদর্শন করিব না।’ ইহাতে বেদব্যাস তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিলেন। কিন্তু গোতম যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার অন্যথা হইবে না। তজ্জন্য গোতমের পায়ে দৃষ্টিশক্তি প্রকাশিত হইল, তদ্বারা তিনি বেদব্যাসের মুখ দেখিতে পান।

অক্ষপীড়া (স্ত্রী) অক্ষং পীড়য়তি। অক্ষ-পীড়-অচ্। উপ-সং। বহতিষ্ঠা লতা। ৬-তৎ। চক্ষুর পীড়া। পীড়-অঙ্। পীড়া।

অক্ষকোর্ড, অক্সকোর্ড। (Oxford) এই নগর লণ্ডন হইতে প্রায় ২৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইহার এক দিকে চার্বেল্ অস্ত্র দিকে টেম্‌স নদী ধীরে ধীরে বহিতেছে। অক্সকোর্ড সেই যুক্ত বেলীর উপর। সরস্বতী কমলবন ছাড়িয়া এই নগর বাস করিতেছেন। এখানে বিংশতিটা প্রসিদ্ধ কলেজ আছে। তন্মধ্যে ইউনিভার্সিটি কলেজ, বালিয়াল কলেজ এবং মার্টন কলেজ অতিশয় প্রাচীন। প্রথমটা ৮৭২ খৃঃ অব্দে, দ্বিতীয়টা ১২৬৩, এবং তৃতীয়টা ১২৬৩ সালে স্থাপিত হইয়াছে। তথাকার একটা গির্জার বৃহৎকার ঘণ্টা আছে। তাহার ওজন দুই শত মনেরও অধিক। তথাকার বড়লিয়ান্ পুস্তকা লয় বিশ্ববিখ্যাত। এই পুস্তকাগারে ২২০,০০০ খানি মুদ্রিত পুস্তক এবং ২০,০০০ পাতুলিপি আছে। তদ্ব

টমাস্ বড়লী ইহার প্রতিষ্ঠাতা। চার্বেল নদীর উপর যে সেতু আছে, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর। বিলাতের যে সকল লোক নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন, তন্মধ্যে অনেকেই অক্সকোর্ড কলেজের ছাত্র। তথাকার বিদ্যালয়ে নানা প্রকার ভাষার শিক্ষা দেওয়া হয়। অক্সকোর্ড ও ক্যাম্ব্রিজ্‌ যে রূপ বিদ্যাহুণীলন হয় বোধ করি আর কোথাও সে প্রকার হয় না।

অক্ষম (ত্রি) ন-ক্ষম-অচ্। অশক্ত। নাস্তি ক্রমা যস্য। ক্রমা-শূন্য। (স্ত্রী) অক্ষমা।

অক্ষমা (স্ত্রী) ন-ক্ষম-অঙ্। নঞ্-তৎ। জীবা।

অক্ষমালা (স্ত্রী) অক্ষাণাং মালা। ৬-তৎ। রুদ্রাক্ষের মালা। জপমালা। অকারাদিক্কারান্তবর্ণমালা বশিষ্ঠের পত্নী। বশিষ্ঠের পত্নী অক্ষমালা শূদ্রকন্যা ছিলেন। কিন্তু মহর্ষির সংসর্গে তিনি বিলক্ষণ গুণবতী হইয়া উঠেন। মহুসংহিতায় একটা উদাহরণ আছে,

যাদৃগ্গুণেন তত্রী। স্ত্রীসংযুক্ত্যেত যথাবিধি।

তাদৃগ্গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণৈব নিম্নগা।

অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তা হৃদযযোনিজা।

শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাত্যহীণয়তাম্। ৯। ২২, ২৩।

যেমন নদীর জল সুস্বাদু হইলেও সমুদ্রে পড়িয়া তাহা লবণাক্ত হয়। তজ্জপ স্ত্রীলোকে যেমন পুরুষকে বিবাহ করেন, তাঁহার গুণও তাদৃশ হইয়া থাকে। অক্ষমালা শূদ্রকন্যা, কিন্তু বশিষ্ঠকে বিবাহ করিয়া তিনি পূজনীয়া হইয়াছিলেন, এবং শারঙ্গী মন্দপাল ঋষিকে বিবাহ করিয়া সম্মান লাভ করেন।

বশিষ্ঠের আরও অনেক স্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে অরু দ্রুতী ও উর্জ্জা প্রধান। উর্জ্জা সপ্তবিগণের মাতা। শক্তি প্রভৃতি অন্যান্য সন্তান অপর স্ত্রীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। ভাগবত ৪। ১। ৩২-৩৩। বিষ্ণুপুরাণ ১। ১০। ১৩।

অক্ষয় (পুং) ন-ক্ষি-অচ্। নঞ্-তৎ। নাস্তি ক্রয়ো যস্য।

বহব্রী। ক্ষয়হীন। বিনাশশূন্য। অবায়। কলান্তস্থায়ী।

অক্ষয়স্বর্গভোগ——নিরবচ্ছিন্ন স্বর্গবাস।

অক্ষয়কীর্তি——যে কীর্তির বিনাশ নাই।

অক্ষয় ভাণ্ডার——যে ভাণ্ডারের ধন ব্যয় করিলেও ক্ষয় হয় না।

অক্ষরবট। প্রয়াগ, জুবনেশ্বর প্রভৃতি তীর্থস্থানে এক একটা বটবৃক্ষ রোপিত আছে। প্রবাদ এই, ঐ সকল বটগাছের বৃদ্ধা নাই। কতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, শুধু বৃদ্ধে একটা শাখা ডাকে না, মৌজে

একটা পাতা শুকায় না। ভক্তিপূর্বক ঐ সকল বৃক্ষে
অন্যসকল করিলে অক্ষয়ফল লাভ হয়। প্রয়াগের অক্ষয়
বট এখন কেল্লার ভিতর পড়িয়াছে। বোধ করি ছায়ায়
আছে বলিয়া তাহার বৃদ্ধি নাই, গাছটা নিতান্ত ক্ষুদ্র।
জগন্নাথপুরীতেও অক্ষয় বটের বিবরণ পাওয়া যায়—
সুখস্থ অক্ষয় বট, সুখস্থ সিদ্ধুর ভট,
ধন্ত নীলাচল তপোবন। (মানসিংহ)।

প্রয়াগের অক্ষয়বট অতি প্রাচীন বৃক্ষ। পূর্বে ঐ গাছ
খোলা স্থানে ছিল; ক্রমে চতুর্দিক মৃত্তিকায় ভরাট
হইয়াছে, সুতরাং বৃক্ষটোও নিম্নে পড়িয়াছে। এলাহা-
বাদ দুর্গের ভিতর এলেনবরা বারিকের ঠিক পূর্বে
পুরাতন মন্দির, মন্দিরের পাশে অক্ষয়বট। তাহাতে
রোজ লাগে না, সেখানে বাতাস খেলিতে পায় না,
তাই গাছটির বৃদ্ধি নাই। চীন পরিব্রাজক হিয়াং শাং
ঐ পুরাতন মন্দিরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহার
দক্ষিণে অশোক এবং সমুদ্রগুপ্তের প্রস্তরস্তম্ভ। পূর্বে
অক্ষয়বট বেণীবাটের অনেক দূরে ছিল। ক্রমে বর্ষার
বজ্রায় গঙ্গা যমুনা ইহার নিকটে আসিয়া পড়ে। অক-
বর বাদশার সময় হিন্দুরা এই বৃক্ষের মূল হইতে গঙ্গায়
কাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। এখন আবার কেল্লার
নিম্নে অনেক দূর পর্য্যন্ত বালি পড়িয়া গিয়াছে, বেণী-
বাট আর অক্ষয়বটের নিকটে নাই। তীর্থযাত্রীরা
প্রয়াগে গেলে এই পুণ্যতরু দেখিতে যান। কিন্তু
দশনের পক্ষে তাহাদের অনুবিধা অনেক। মনে
করিলেই কেল্লার ভিতরে কেহ প্রবেশ করিতে পান
না। পাণ্ডুরা অনেক সুরোগ করিয়া যাত্রিদিগকে
লইয়া যান। অক্ষয়বটের চতুর্দিক পাকা করিয়া গাধা,
উপরে ছাদ; গর্ভের মধ্যে বৃক্ষ, সিঁড়ি দিয়া নিম্নে
নামিতে হয়। ভিতরে অন্ধকার, স্পষ্ট দৃষ্টি চলে না। এই
বৃক্ষের পূজা করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়।

পূর্বে গয়াকেও একটা অক্ষয়বট ছিল। পাণ্ডবেরা
বনবাসে গিয়া লোমশমুনির উপদেশানুসারে সেই বৃক্ষ
দর্শন করিয়াছিলেন। [মহাভারত বনপর্বে দেখ]।

অক্ষয়তৃতীয়া (তৃতী) অক্ষয়া তৃতীয়া, কর্ণধা। বৈশাখ
মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া। কথিত আছে, এই দিনে
সত্যযুগের উৎপত্তি হইয়াছিল। যথা—বৈশাখ শুক্ল-
পক্ষাষ্টমীতৃতীয়ায় রবিবারে সত্যযুগোৎপত্তিঃ। এই
দিন তীর্থযাত্রীরা গিয়া করিলে অক্ষয় ফললাভ হয়।

।*। পূঃবৎ কর্ণধার জাতীয় দেশীরেহু। পা ৬। ৩।

৪২। কর্ণধার সময়সে এবং জাতীয় ও দেশীর প্রজ্ঞার
পরে পূর্বনির্দিষ্ট পুণ্যলাভ হয়।

অক্ষয়ললিতা (তৃতী) ভাদ্রমাসের সপ্তম দিবস; এই দিন
ত্রীলোকেরা শিবদুর্গার পূজা করেন।

অক্ষয়া (তৃতী) অক্ষয় তৃতীয়া। সোমবারে অমাবস্যা, রবি
বারে সপ্তমী, এবং মঙ্গলবারে চতুর্থী হইলে তাহার নাম
অক্ষয়া।

অক্ষয়িনী (তৃতী) কশ্মীরের দেবপ্রতিমা বিশেষ। মহারাজ
নরেন্দ্রাদিত্য, ভুবনেশ্বর নামে একটা দেব, ও অক্ষয়িনী
নামে একটা দেবী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

অক্ষয়া (তৃতী) প্রাক্তের শেষ দেয় স্তম্ভমধুযুক্ত জল। ন-
ক্ষি-যং।*। ক্ষয়াজ্যো শস্যার্থে। পা ৩। ১। ৮১।
যাত্নাদেশ নিপাতনার্থমিদম্। শস্যার্থে কি এবং জি
ধাতুর উত্তর যং প্রত্যয়ে নিপাতনে একার স্থানে অয়
আদেশ হয়। ক্ষেতুঃ শস্যঃ ক্ষয়াম্। শস্যার্থ না হইলে
ক্ষেয় এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে। তাহার লক্ষণ এই
।*। অচো যং। পা ৩। ১। ৯৭। অজন্ত ধাতুর উত্তর
যং প্রত্যয় হয়। জি+যং। গুণঃ ক্ষেয়ম্।

অক্ষয়্যাদক (তৃতী) ন-ক্ষয়াম্ অক্ষয়াম্ উদকং যত্র। পিও-
দানের পর মধুতিল মিশ্রিত জল দিয়া শ্রাদ্ধ।

অক্ষর (তৃতী, পুং) ন-ক্ষর-অচ্, নঞ-তৎ। অশ-সরন।*।
অশেঃ সরন। উণ্ পা ৩। ৭০। ব্রহ্ম। গগন। ধর্ম।
তপস্যা। অপমার্গবৃক্ষ, আপাং (Achyranthes aspera)।
মোক্ষ। জল। অক্ষরগীর, অচ্যুত।

অকারাদি বর্ণ। তন্মধ্যে পাঁচ প্রকার অক্ষরের উল্লেখ
আছে,—১ মুদ্রা লিপি; ২ শির লিপি; ৩ লেখনীসম্ভবা
লিপি; ৪ শুণ্ডিকা; ৫ কুণ্ডাকর। মুদ্রালিপি, অর্থাৎ
অক্ষরীয় টাকা প্রভৃতিতে ছাপ। শিরলিপি—অর্থাৎ
চিত্রকাণ্ড ইত্যাদি। লেখনীসম্ভবা লিপি,—কলমদ্বারা
যাহা লিখিত হয়। শুণ্ডিকা, তণ্ডুলাদির শুঁড়াদ্বারা যাহা
লিখিত হয় অর্থাৎ আলিপনা ইত্যাদি। কুণ্ডাকর,-
বৃণকীট কাঠে নানা প্রকার রেখা কাটরা থাকে।
কদাচিত তাহার কোন কোনটা অক্ষরের মত দেখায়।
[বর্ণ দেখ]।

অক্ষরচণ, অক্ষরচূড় (পুং) অক্ষর-চণপ্, অক্ষর-চূড়প্।
লেখক। লিপিকর।*। তেন বিত্তশূড়প্চণপো।
পা ৫। ২। ২৬। ইহার দ্বারা বিত্ত অর্থাৎ ধাত বা
প্রতিষ্ঠা এই অর্থে শব্দের উত্তর চূড়প্ ও চণপ্ প্রত্যয়
হয়। যথা—অক্ষরেন বিত্তঃ অক্ষরচণ অক্ষরচূড়। বিদ্যার

বিভক্ত: বিদ্যাচণ: বিদ্যাচূড়:। কেষ্টেবিভক্ত: কেশচণ: কেশ-
চূড়:। অক্ষরচণ ইহার গকার বিকল্পে দন্ত্যহয়। কিন্তু
জুগাদাসের মতে ইহা মুদ্রিত হইবে। চণো মুদ্রিতবান্ ইতি।
অক্ষরচ্ছন্দস্ (ক্লী) অক্ষরেণ বর্ণসংখ্যায়া এবিভক্তং ছন্দঃ।
বর্ণবৃত্ত। যে ছন্দ অক্ষর সংখ্যা দ্বারা রচিত হয়। যথা
অমৃত্যুভ্ অষ্টাক্ষরে। পয়ার চতুর্দশ অক্ষরে।
অক্ষরজননী (স্ত্রী) অক্ষরাণাং জননী। লেখনী।
অক্ষরজীবক, অক্ষরজীবিক (পুং) অক্ষরেণ লিপিকর্মণা
জীবতি। লেখক। কায়স্থ। জীব-ইন্-কন্-স্বার্থে।
অক্ষরজীবিন্ (ত্রি) অক্ষর-জীব-গিন্। লেখক। লিখিয়া
যে জীবিকা নির্বাহ করে।
অক্ষরতুলিকা (স্ত্রী) অক্ষরাণাং তুলিকা। লেখনী।
অক্ষরন্যাস (পুং) ৬-তৎ। লিখন। লিপি।
অক্ষরমুখ (পুং) ৬-তৎ। শিষ্য। ছাত্র।
অক্ষরশস্ (অব্য) অক্ষরম্ অক্ষরমিতি বিদ্যায়াম্ শস্।
প্রতি অক্ষর। *। সংখ্যাকবচনাচ্চ বীপ্যায়াম্। পা ৫।
৪। ৪৩। সংখ্যাবাচী এবং একবচন শব্দের উত্তর
বীপ্যার্থে কর্মকারকেশস্ প্রত্যয় হয়। অক্ষরশঃ। অক্ষরম্
অক্ষরং লিখতি পৃচ্ছতি পশ্চতি বা।
অক্ষরসংস্থান (ক্লী) ৬-তৎ। লিপি। লিখন।
অক্ষরেখা (স্ত্রী) নিরক্ষ রেখার উত্তর দক্ষিণে সমদূরবর্তী
কতকগুলি রেখা। এগুলি গোলকের পূর্বপশ্চিমে
মণ্ডলাকারে চিত্রিত থাকে। (Lines of Latitude.)
অক্ষবৎ (ত্রি) অক্ষ-মতুপ্। পাশক ক্রীড়া, পাশাখেলা।
অক্ষবতী (স্ত্রী) অক্ষ-মতুপ্ মস্য বতম্। দ্যুত ক্রীড়া।
অক্ষবাট (পুং) অক্ষাণাং বাটঃ বাসস্থানম্। পাশার
আধার। মল্লভূমি। অক্ষস্য রথচক্রস্য ক্ষুদ্রবাটঃ ইতিবা।
অক্ষবিদ্ (ত্রি) অক্ষ-বিদ-কিপ্। অক্ষং বেত্তি। পাশক-
ক্রীড়ায় নিপুণ। ব্যবহার শাস্ত্রে পণ্ডিত। অক্ষবিৎ,
অক্ষবিদো, অক্ষবিদঃ।
অক্ষবিদ্যা (স্ত্রী) পাশা খেলার কৌশল। ব্যবহারশাস্ত্র।
অক্ষবৃত্ত (ক্লী) অক্ষং রাশিচক্রপং বৃত্তম্। পাশা খেলিবার
ঘর। রাশিচক্রের গোলাকার ক্ষেত্র। (Parallels
of Latitude) নিরক্ষরেখার সমান্তরাল এবং নিরক্ষ-
রেখা হইতে ক্রমান্বয়ে দশ দশ অংশ (degree) দ্বারা
কতিপয় বৃত্ত। অক্ষে পাশকক্রীড়ায়াং বৃত্তঃ ব্যাপ্তঃ।
৭-তৎ। পাশা খেলার নিয়ুক্ত।
অক্ষশৌণ্ড (পুং) অক্ষেণু পাশকক্রীড়ায়াং শৌণ্ডঃ কুশলঃ।
৭-তৎ। পাশক ক্রীড়ায় পটু।

অক্ষস্, অক্ষস্, আয়ু। তাতারের একটা নদী। ভারতবর্ষ
ও পারস্যের মধ্যস্থিত বেলুর পর্বতে ইহার উৎপত্তি।
বুখারার উত্তর পশ্চিম কোণ দিয়া আরাল হ্রদের দক্ষি-
ণাংশে গিয়া মিশিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৬০০ ক্রোশ।
অক্ষহ্রদ (ক্লী) অক্ষত জপমালায়া: হ্রদম্। ৬-তৎ। জপ-
মালার হ্রদ। জপমালা।
অক্ষাংশ (পুং) পরস্পর স্থানের দূরতা এবং নগর ও নদ-
নদী পর্বতাদির ঠিক স্থান নির্দিষ্ট করিবার জন্ত বিবৃ-
থার উত্তর দক্ষিণ ও পূর্বপশ্চিম গোলোককে ৩৬০
ভাগে বিভক্ত করা হয়। ইহার এক একটা ভাগের নাম
অক্ষাংশ।
অক্ষাগ্রকীলক (ক্লী) অক্ষত চক্রত কীলকম্। ৬-তৎ।
চাকা বদ্ধ রাখিবার কীলক, থিল, গোজা।
অক্ষানহ (ক্লী) অক্ষে রথচক্রে আনহতে বধাতে। আ-
নহ-কিপ্। চক্র বদ্ধ রাখিবার কঠ। অক্ষানহ্ অক্ষা-
নং, অক্ষানহো, অক্ষানহঃ। *। নহো ধঃ। পা ৮। ২।
৩৪। ঋণ প্রত্যাহারের প্রত্যয় পরে থাকিলে এবং
পদান্তে 'নহ' ইহার হকার স্থানে ধকার হয়। অক্ষানহ্
তাহার পর ধ স্থান ৭ ও দ হইল।
অক্ষান্তি (স্ত্রী) ন ক্ষম-ক্ন্তিন্। নঞ-তৎ। দ্রব্য।
অক্ষারলবণ (ত্রি) ন-ক্ষারলবণং, নঞ-তৎ। সৈন্ধব, সামু-
দ্রিক লবণ। ক্ষারলবণভিন্ন। হবিষ্য দ্রব্য, যথা—জুহু
যুত আতপতপুল ইত্যাদি।
অক্ষাবপন (ক্লী) অক্ষ-আ-বপ-ল্যুট্। পাশা খেলিবার
আধার।
অক্ষাবলী (স্ত্রী) অক্ষাণাং রুদ্রাক্ষাণাং আবলী শ্রেণি।
৬-তৎ। জপমালা।
অক্ষাবাপ (ত্রি) অক্ষ-আ-বপ্-অণ্। অক্ষান্ আবপতি ক্রিপ-
তীতি। উপ-তৎ। দ্যুতকারক।
অক্ষদ্বয় (ক্লী) অক্ষবিদ্যা রহস্য। পাশাখেলার কৌশল।
ঋতপর্ণো নলসখো যোহক্ষবিদ্যামিয়ারলাৎ।
দ্ব্যাক্ষ দ্বয়জ্ঞাত্যৈ। ভাগ-৯। ৯। ১৩।
অক্ষি (ক্লী) অশ-ক্সি। অল্পতে বিষয়ানিতি। লোচন,
চক্ষুঃ, নেত্র, দর্শনেত্রিয়। সমাসে অক্ষি শব্দ অজন্ত হইয়া
'অক্ষ' এই প্রকার হয়। যথা অবরীভাব। *। প্রতি-
পরসমজ্ঞতোহক্ষঃ। প্রতি, পর, সম অহু এই কয় অব্য-
য়ের পরে অক্ষি শব্দ অজন্ত হয়। প্রতি+অক্ষি প্রত্যাক্ষম্।
পরোক্ষ, সমক্ষ, অবক্ষ। বহুব্রীহি সমাসে। *। বহুব্রীহৌ
সন্ধ্যাক্ষোঃ স্বাক্ষাৎষচ্। পা ৫। ৪। ১১৩। বহুব্রীহি

সমাসে স্বাক্ষর বাহাইলে সন্ধি ও অক্ষি শব্দের উত্তর বচ্
প্রত্যয় হয়। যথা, বিশালে অক্ষিণী যন্ত বিশালাক্ষঃ।
কমলাক্ষঃ। স্বাক্ষরশব্দের অর্থ এই—

স্বাক্ষর ভাদ্রবৎ মূর্ত্তং প্রাণিস্থমবিকারজং।

দৃষ্টং তত্রাতৎস্বমপি তদ্বস্তাদৃশি চ স্থিতং।

বাহা অদ্রবঃ; মূর্ত্তিমান্; কোন প্রাণীর শরীরস্থ; বাহা
বিকৃত দ্রব্য হইতে জন্মে নাই; বাহা পূর্বে প্রাণীর দেহে
ছিল; বাহা প্রাণীর মত দেখিতে, তাহার নাম স্বাক্ষর।

কেশ, চক্ষু ইত্যাদি অদ্রব মূর্ত্ত পদার্থ প্রাণীর দেহে
থাকে, অতএব স্বাক্ষর। পথে কেশ পতিত আছে; এ
অবস্থায় আর প্রাণীর দেহে নাই, কিন্তু পূর্বে ছিল।
অতএব পথে পতিত কেশ স্বাক্ষর। প্রতিমা প্রাণীর মত
দেখিতে, অথচ প্রাণী নয়; প্রতিমার অঙ্গগুলিও স্বাক্ষর।
সুকেসী সুকেশা রথ্যা। অপ্রাণিস্থ্যপি প্রাণিনি দৃষ্টব্যং।
সুস্তনী সুস্তনা প্রতিমা প্রাণিবৎ প্রাণিসদৃশে স্থিতব্যং।
স্বাদ না বুঝাইলে বহুব্রীহি সমাসে অক্ষিষক অজ্ঞত হইবে
না। যথা—স্থলাক্ষিরিকুঃ।

তৎপুরুষ সমাসে। *। অক্সোহদর্শনাৎ। পা ৫।৪।

৭৬। অক্ষি শব্দে চক্ষু না বুঝাইলে তাহার উত্তর অচ্
হইবে। গবাক্ষঃ। কবরাক্ষম্। অশ্বাদীনাম্ মুখপ্রচ্ছাদনার্থং
বহচ্ছিত্রং কবরাক্ষং তেনাপি হি দৃশ্যতে। গবামক্ষীব
গবাক্ষঃ। অশ্বাদির মুখে বহু ছিত্রযুক্ত যে আচ্ছাদন
(জালতী) দেওয়া যায়, তাহাকে কবরাক্ষ কহে। এবং
তজ্জাতে গোকুর চক্ষুর মত ছিত্র কাটিয়া বাহা ঘরের
প্রাচীরে দেওয়া যায়, তাহাকে গবাক্ষ কহে। [ইহার
বৃত্তান্ত গবাক্ষ শব্দে দেখ]। ‘গবাং কিরণানাং অক্ষীব,’
কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। *। উপমিতং ব্যাখ্যা-
দিভিরিতি সমাসঃ। (কাত্য) পুরুষক্ষীব পুরুষাক্ষম্।
গবাং জলানামক্ষীব গবাক্ষম্ পদ্য। ১মী—অক্ষি, অক্ষিণী,
অক্ষীণি। ৩য়ী—অক্ষা। ৪র্থী—অক্সে। ৭মী—অক্সি,
অক্সিণি। অক্সি, অক্সি, সন্ধি শব্দ এই রূপ।

অক্সিক, অক্সীক (পুং) অক্ষার চক্রার হিতম্, অক্ষ-ঠন্।
রজনযুক্ত। আতইচ গাছ। [আতইচ দেখ]।

অক্সিকটক (স্ত্রী) অক্সঃ চক্ষুরূপ ইব। অক্সি-কট-কন্।
চক্ষুর তারা। অক্সিগোলক।

অক্সিগত (ত্রি) অক্সিনি গতঃ। নয়নগোচর। স্থণাল্পদ।
শব্দ। দেখ। পূর্বকারিয়ার চক্রে বাহা ব্যাখ্যা দেয়।

অক্সিজেন, অক্সিজেন (Oxygen.) অক্সজান্।

সাম্প্রতিক চিহ্ন (Symbol) ... অ (O)

রাসায়নিক শব্দ (Atomic weight) অ ১৬.৯৬
মolecular শব্দ (Molecular weight) ... অ ৩২.০২
বায়ুর সঙ্গে তুলনার আপেক্ষিক গুরুত্ব ... ১.১০৫৭
অক্সিজেন বর্ণহীন। ইহার গন্ধাশ্বাদ কিছুই নাই;
ইহাকে চক্ষেও দেখিতে পাওয়া যায় না। অল্পত গলিত
অক্সিজেনপূর্ণ বোতলের মধ্যে নিষ্কাশন করিলে প্রজলিত
হইয়া উঠে। একখণ্ড কৃষ্ণরস এই বাষ্পের ভিতর
কেলিয়া দিলে অমনি উজ্জ্বল আলোক হয়। ইহাতে
তড়িত বেগ প্রয়োগ করিলে ইহার গুরুত্ব ও ভেদঃ
বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অক্সিজেন প্রাণিমাত্রেরই জীবনস্বরূপ। প্রাণীরা
নিশ্বাসের সঙ্গে যে বায়ু গ্রহণ করে, এই অক্সিজেন
তাহার মূল্যধান। অক্সিজেনের সহায়তায় জিন্ন অগ্নি-
প্রজলিত হয় না; স্ততরাং বেধানে অক্সিজেন নাই তথায়
প্রাণপ্রাণীপও নির্মাণ হইয়া যায়। আবার যদি কেবল
অক্সিজেনের ভিতর কাঠ কিবা বাতী প্রজলিত করা
যায়, তবে সে কাঠ কি বাতী সত্তর পুড়িয়া নির্মাণ হয়।
তদ্রূপ কেবল অক্সিজেন সেবন করিলে দেহের সজ্জাপ
এত বৃদ্ধি হয় যে, শীঘ্রই জীবের প্রাণবায়ু পুড়িয়া তস্থ
হইয়া যায়। তজ্জন্ত আমরা যে বায়ু নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ
করি তাহা বিশুদ্ধ অক্সিজেন নয়, তাহাতে ব্যবহারজান্
(Nitrogen) মিশ্রিত আছে। বায়ুতে শতকরা ২০
ভাগ অক্সিজেন এবং ৭৭ ভাগ নাইট্রোজেন বায়ু।
অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন মিলিত হইয়া জল হয়।
অক্সিজেনের দাহিকাশক্তি নিবারণ করা নাইট্রো-
জেনের একটি প্রধান কাজ। প্রাণিমাত্রেরই অক্সিজেন
বায়ু নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করিয়া প্রাণস্বাসের সঙ্গে কার্বন
বায়ু পরিত্যাগ করে। বৃক্ষাদি সেই কার্বন গ্রহণ করিয়া
অক্সিজেন বায়ু ত্যাগ করিয়া থাকে।

অক্সিজেন প্রাণিশরীরের মার্কণীয়স্বরূপ। জীবের
দেহে নিরন্তর নানা প্রকার দ্রবিত পদার্থ জন্মিতেছে।
নিশ্বাসদ্বারা অক্সিজেন কুসুমের ভিতর প্রবেশ করে,
তাহাতে সমস্ত দোষ পরিতৃপ্ত হইয়া যায়। কোন কারণ
বশতঃ বায়ুতে এই বাষ্পের ভাগ কম হইলে নানাবিধ
পীড়া জন্মে। একটি ক্ষুদ্র বয়ে অধিক শোক বসিয়া
থাকিলে, সেখানে অক্সিজেনের হ্রাস হইয়া থাকে, স্ততরাং
সেই সকল শোকের দোগোৎপত্তি হয়। একটি আলো
জালিয়া ঢাকা দিলে তৎপাকার অক্সিজেন কমিয়া আসে,
তজ্জন্ত আলোক নির্মাণ হইয়া যায়।

সর্গাৎ ফুলফীব কুশোন্নাবাঃ । পা ৮ । ২ । ৫৫ ।
উপসর্গ না থাকিলে ক প্রত্যয়ান্ত ফুল, ফীব, কুশ এবং
উন্নাৎ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয় । (কীবাদির ক প্রত্যয়ের তকারের
লোপ হয় এবং ইডাগম হয় না । উপসর্গ থাকিলে প্র-
কীব+ক প্রকীবিতঃ ।

অহুয়ত । শোভাঞ্জন বৃক্ষ, সজিনা গাছ ।

অকু (ক্রী) অক-উ । শীত ।

অকুধা (ত্রি) ন-কুধ-যৎ । অসিমান্যকর দ্রব্য । কুধা-
হারক দ্রব্য ।

অক্কেত্র (ক্রী) অপ্রশস্তং ক্কেত্রং, নঞ-তৎ । অহুর্কর ভূমি ।
অযোগ্য পাত্র । অমেধাঃ । অযোগ্য শিবা ।

অক্কেত্রবিদ্ (ত্রি) ন-ক্কেত্র-বিদ্-কিপ্ । তত্ত্বজ্ঞানশূন্য ।
যে অবস্থা বা পাত্র বৃত্তিতে অক্ষর । অক্কেত্রবিৎ,
অক্কেত্রবিনো, অক্কেত্রবিদঃ ।

অক্কেত্রিন্ (পুং) ন-ক্কেত্র-ইন্ । নঞ-তৎ । ক্কেত্রস্বামিশূন্য ।
অক্কেত্রী, অক্কেত্রিপো, অক্কেত্রিণঃ ।

অক্কেট, অক্কেটক (পুং) অক-ওট, অক্কেট-কন্ স্বার্থে ।
অক্ষত বিভীতকত ইব উটাঃ পর্ণানি অন্ত । পীলু বৃক্ষ,
অথ্রেট । (*Juglans regia*. Walnut.)

অক্কেড (পুং) অক্ : বিভীতক ইব ওডতি অক-উড-অচ্ ।
পার্শ্বীয় পীলুবৃক্ষ । অক-উড কন্ অক্কেডক ।

অক্কেভ (পুং) ন-কুভ-যৎ, নঞ-তৎ । হস্তিবন্ধনস্তম্ভ ।
নাস্তি ক্কেভঃ বস্ত, বহত্রী । (ত্রি) ক্কেভশূন্য ।

অক্কেভাকবচ (ক্রী) কৰ্ণধা । তত্রাক্ত কবচ বিশেষ ।

অক্কেহিণী । (অক্কেহিনী) অক-উহিণী । উহ ইন্
উহিণী । * । অক্কাহিণ্যাং বৃদ্ধিবৃত্তাবা । (বাস্তিক)
অক্ষ শব্দের পর উহিণী থাকিলে শব্দের বৃদ্ধি হয় ।
অক্কাধাৎ রথারীনাং উহঃ সমূহঃ, ৬-তৎ । রথ, গজ,
অশ্ব, পদাতি প্রভৃতি বিশেষ সংখ্যাবৃদ্ধ সেনাবল ।
যথা রথ ২১,৮৭০+হস্তী ২১,৮৭০+অশ্ব ৬৫,৬১০+
পদাতি ১০২,৩৫০—২১৮,৭০০ ।

অক্ক (ত্রি) অশ-ক্ক । অল্পমূলে ব্যাপ্রোত্তীতি । ব্যাপক ।
অখণ্ড । কাল ।

অখট (পুং) ন-খট অচ্ । নঞ-তৎ । পিরালবৃক্ষ । পিরাল-
গাছ, পিরাসাল । (*Buchanania latifolia*.)

অখটী (ত্রী) ন-খট-অসহ্যবহারঃ । অখটী । খটী হুটী ।

অখড়ওয়ার (হিন্দি) কুর্জিকান্তির একটি প্রেণী ।

অখড়জাত (আরবী) ইহার প্রকৃত উচ্চারণ ইখড়জাত ;

কিন্তু বাঙ্গালার,—অখড়জাত, অখড়জাত—এই রূপ
উচ্চারিত হয় । খিরাব-অর্থাৎ রাজস্ব হইতে উৎপন্ন ।
রাজস্বের বে অংশ, কর্ত্তাচারীদের বেতনের নিমিত্ত
নির্দিষ্ট থাকে । জমিদারী সরকারি খরচ ।

অখণ্ড (ত্রি) ন-খড়ি-যৎ, সম্পূর্ণ । বাহা খণ্ডিত নয় ।
অখণ্ডন (পুং) ন-খড়ি লুট্ । কাল । পরমায়ু । (ত্রি)
পূর্ণ । খণ্ডরহিত ।

অখণ্ডিত (ত্রি) ন-খড়ি-ক্ত । সম্পূর্ণ । বাহা ছিন্ন নহে ।

অখণ্ডিতত্ব (পুং) অখণ্ডিত-ত্ব । বহত্রী । অখণ্ডিতঃ নির-
বচ্ছিন্নকলপুশাদি-প্রত্যব ঋতুঃ সময়ঃ বজ্র । যে স্থলে নির-
চ্ছিন্ন সময়ের কল পুশাদি উৎপন্ন হয় । সফলবৃক্ষাদি ।

অখতিজ্ (হিন্দি অষ্টাদশ) বৈশাখ মাসের অষ্টাদশ দিবস ।
কৃষকেরা রবিবারের সময় বণিকদের নিকট য়ে ঋণ-লয়,
তাহা এই দিনে পরিশোধ করে । এই শুভদিনে তাহার
কৃষিকার্য্যের অন্ত্রাদি নির্মাণ করিতে দেয়, কিকিৎ ভূমি
কর্ষণ কবির। রাখে এবং ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করায় ।
এ দিন বীজবপন নিষিদ্ধ ।

অখবার (আরবী) খবর শব্দের বহুবচন । সংবাদ, সংবাদ
পত্র । মুসলমানদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের রাজ্যের
আপন আপন রাজকার্য্যের যে সকল বিবরণ অন্ত্রাত্ত
রাজাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইতেন ।

অখবারনবিস্ (আরবী) সংবাদ লেখক । সংবাদদাতা ।
মুসলমান সম্রাটের সময় সংবাদ লিখিয়া পাঠাইবার কর্ত্ত-
চরী ছিলেন । তাহার। স্ব স্ব নির্দিষ্টস্থানের সংবাদ বাদ-
শাহের নিকট লিখিয়া পাঠাইতেন । বাঙ্গালার শোভা-
সিংহ বিদ্রোহী হইলে মুর্শিদাবাদের নবাব ভয়ে বাদশা-
হকে সংবাদ দেন নাই । কিন্তু তখনকার অখবারনবিস্
গোপনে দিল্লিতে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন ।

অখা । সাগরের খাড়ী । সাগর জলের তিন দিকে ভূমিও এক
দিক খোলা থাকিলে তাহাকে অখা কহে । (Gulf.)
অখাড়া (হিন্দি) যে স্থানে সর্পনাঃ ৫ । ৭ জন বা ততোধিক
লোকে একত্র থাকে । মট । বাঙ্গালা আখড়া শব্দ অখা-
ড়ার অপভ্রংশ ।

অখাত (পুং) ন-খন-ক্ত, নঞ-তৎ * । জনসম্মখনাসম্বন্ধ-
লোঃ পা ৬ । ৪ । ৪২ । বাগা খনন করা নহে, দেহখণ্ডিত ।
(ত্রি) খাতশূন্য ।

অখাদা (ত্রি) ন-খাদ-পাৎ, নঞ-তৎ । অক্কা । বাহা
খাইতে নাই । যথা, গোমাংসাদি ব্রাহ্মণের অখাদা ।

অখিত্র (ত্রি) ন-খিত্র-যৎ, নঞ-তৎ । খেদশূন্য ।

অধির (ত্রি) ন-খিল-ক ভাবে, নঞ-তৎ। ক্লেবশূন্ত।

অধিল (ত্রি) ন-খিল-ক, নঞ-তৎ। সমস্ত, সমগ্র। নাস্তি

খিলং অবশিষ্টং যন্ত্য। শেবশূন্ত।

অশেটিক (পুং) ন খিট-ষিকন্। বৃক্ষমাত্র।

অখ্যাত (ত্রি) ন-খ্যাত, নঞ-তৎ। *। ন খ্যাখ্যাপ্মুর্ছি-

মদাম্। পা ৮। ২। ৫৭। খ্যা খ্যা প্মুর্ছি মদ এই সকল

ধাতুর পর নিষ্ঠার তকারের স্থানে নকার হইবে না।

অপ্রসিদ্ধ, অখ্যাতিবিশিষ্ট, অপ্রতিষ্ঠিত।

অখ্যাতি (স্ত্রী) ন খ্যা-ক্तिन्। নিন্দা, অপবণঃ।

অগ (অগি) গতি ভা-পুং। লট্ অগতি। লিট্ আনত্।

লুঙ আদীৎ। লুট্ অগন, অগনা। অহন অহঃ। গিচ্

অগয়তি, অগাপয়তি।

অগ যক্রগতি ভা-প। [ঘটাদি দেখ] লট্ অগতি। লিট্

আগ। লুঙ আগীৎ। গিচ্ অগয়তি।

অগ (পুং) ন গচ্ছতীতি ন-গম-ড। নঞ-তৎ। *। নগোহ

প্রাণিঘন্যতরস্তাম্। পা ৬। ৩। ৭৭। অপ্রাণী বুঝাইলে

নঞের স্থানে বিকল্পে অকার হইবে, নগ অগ। কিন্তু

প্রাণী বুঝাইলে নঞের স্থানে নিত্য অকার হইবে। যথা

অগো বৃষলঃ শীতেন।

বৃক্ষ। পর্কত। বাহা চলিতে পারে না। সূর্য। অর্গ।

অগচ্ছ (পুং) ন-গম-শ। বৃক্ষ।

অগজ (স্ত্রী) অগ-জম-ড। পর্কতাৎ জায়তে। পর্কতজাত

বৃক্ষ। শিলাজত্। (ত্রি) বাহা পর্কতে জন্মে।

অগড়ম্-বগড়ম্ (গ্রাম্য) গোলমাণ। নিফল গড়।

অগধ্য (ত্রি) ন-গণ-ঘৎ-শকার্থে, নঞ-তৎ। অসংখ্য,

বাহা গণনা করা যায় না। ন-গণ-ঘৎ, অর্হে। গণনার

অবোধ্য, অকিঞ্চিকর। নগধ্য এই প্রকার রূপসিদ্ধিও

হয়। *। ধনগণং লভা। পা ৪। ৪। ৮৪। ধন এবং গণ

লাভ করিয়া এই অর্থে দ্বিতীয়া সমর্থে ঘৎ প্রত্যয় হয়।

অগতি (স্ত্রী) ন-গম-ক্तिन्, নঞ-তৎ। উপাত্তাব, অহ-

পার। অসম্পত্তি। অগতিক-অগতি-কন্ স্বার্থে। নাস্তি

গতির্গয়া বহতী। উপায় শূন্য। বাহ্য কোন গতি নাই।

বৃক্ষ। পর্কত।

অগদ (পুং) নাস্তি গদঃ রোগঃ বহতঃ, ৫-বহতী। ঔষধ,

বাহা হইতে রোগ থাকে না। নাস্তি গদঃ রোগঃ বহ্য

বহতী। বাহ্য রোগ নাই, সুস্থ, নীরোগ। ন-গদ

ব্যক্তায়াঃ বাচি অচ্, নঞ-তৎ। (ত্রি) অকথক, যে কথা

কহে না।

অগদ। নীরোগে কণ্ঠাদি-প (ভট্টোষি)। কোন কোন

পুস্তকে ইহা কণ্ঠাদির মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। *।

কণ্ঠাদিভ্যো যক্। পা ৩। ১। ২৭। অগদ্যতি।

অগদকার (পুং) অগদং করোতীতি কৃ-অণ্ মুয়াগমঃ।

উপ-স। বৈদ্য।

অগন্ (হিন্দী) অগির অপভ্রংশ শব্দ।

অগম (পুং) ন গচ্ছতি গম-অচ্, নঞ-তৎ। বৃক্ষ। পর্কত।

অগম্য (ত্রি) ন-গম-ঘৎ অর্হে, নঞ-তৎ। অগন্তব্য। গম-

নের অযোগ্য। যে স্থলে গতিরিধির উপায় নাই।

‘মানুষের অগম্য বন,’ অর্থাৎ যে বনে মানুষ প্রবেশ

করিতে অক্ষম।

অগম্য স্ত্রী—যে স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ।

অগম্ (পারস্য) বদ্যপি। যদি।

অগম্ সদ্ সাল গবর আতশ কিরোজদ্।

চু এক দম অন্দর। উক্তদ, বিসোজদ্।

অগ্নিহোত্রীরা একাদিক্রমে শতবৎসর অগ্নির পূজা

করিলেও, কথেক যদি অগ্নিতে পতিত হন তবে তাঁহার

শরীর পুড়িয়া যায়।

হিন্দীতে অগ্নিশব্দের ভূরি প্রয়োগ আছে। অগ্ন্

ভুন্ চলো তো মৈ ভি জায়ুলা। যদি তুমি যাও তবে

আমি বাইব।

অগরওয়াল (হিন্দী) পশ্চিমাঙ্গ প্রদেশের বহিক সম্প্রদায়

বিশেষ। ইহাদের আদিম নিবাস অগ্রবণ বা আগ্রা।

বোধ করি তজ্জন্ত এই সম্প্রদায়ের নাম অগরওয়াল

হইয়াছে। অগরওয়াল বণিকদের অনেকেই জৈন

মতাবলম্বী এবং প্রায় সকলেই ধনবান।

অগরী (?) নাস্তি গরঃ বিঘং যন্ত্যৎ। (স্ত্রী) ন-গর-তীব।

গরী, দেবতাড় বৃক্ষ। (ত্রি) মূষিকবিবহারী।

অগরীরা। ঠকদিগের বংশ। ইহারা দাক্ষিণাত্য হইতে দূরী-

ভূত হইলে কিছুকাল আগ্রার সন্নিকটে বাস করে।

বাক্সালার সচরাচর ইহাদিগকে ‘হা-ঘরে’ বলা যায়।

এই জাতির স্ত্রীলোকদের গলার কাচের ও পুতির মালা,

হিন্দুস্থানীর মত তাহার। বাগরা পরিয়া থাকে এবং

সর্বত্র ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। বঙ্গদেশে ইহারা কৃত্রিম

টাকা আনিয়া লোকের সঙ্গে প্রতারণা করে।

অগর (স্ত্রী) অ-গৃ-উ, নঞ-তৎ। (Aquilaria Agallocha;

aloe or Eagle-wood.) অগর চন্দন। অগর বা অগর

চন্দন দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ শিলায় ঘলিলে সুন্দর গীতবর্ণ

হয়। অগর কাষ্ঠ এক প্রকার নয়। গ্রীষ্ম, দাক্ষিণাত্য,

আসাম প্রভৃতি অনেক স্থানে নানা প্রকার বৃক্ষ আছে।

এ সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ ভগ্নস্থি এবং দেখিতে অগ্নুর মত।
বাহ্যেরে প্রকৃত অগ্নুর নির্বাচন করা কঠিন। ইহার
বৃক্ষ বৃহদাকার। উৎকৃষ্ট অগ্নুর সিলেটের (শ্রীহট্টের)
পার্বত্যের প্রদেশে করে। জীর্ণ বৃক্ষ হইতে গুণগুলোর
মত এক প্রকার নির্বাস নির্গত হয়। সতেজ গাছে
তরুণ আটা পাওয়া যায় না। গুণগুল দৃঢ় করিলে যে
প্রকার সঙ্গন্ধ বাহির হয়, অগ্নুর নির্বাসেও ঠিক সেই
রূপ সৌরভ আছে। ধূপদানে গোড়াইলে অন্তঃকরণ
প্রফুল্ল হইয়া উঠে। পূর্বকালে আরব, পারস্ত ও
গ্রিসাদি দেশে এখানকার অগ্নুর কাষ্ঠ ও অগ্নুর নির্বাস
বড় আদরের সামগ্রী ছিল। ভারতবর্ষে দেবর্চনার
সময় চন্দনের সঙ্গে অগ্নুর কাষ্ঠ ও অগ্নুর রস অনেকই
ব্যবহার করেন। তন্ত্রি, পূর্বকালের লোকেরা আতর
গোলাপ ল্যাভেণ্ডার চিনিতেন না। তখন জননীরা
বালাক বাগিকার লম্বাট অগ্নুর অলকাবণী দিয়া
লাজাইতেন। বাসরসজ্জার অতিসারিকা কামিনীরা
অগ্নুর দিয়া মুখের বেশবিন্যাস করিতেন।

কোচীন-চীন দেশে অগ্নুর বৃক্ষ হইতে এক প্রকার
ফুল কাগজ প্রস্তুত হয়। কাষ্ঠ হইতে চন্দন তৈলের মত
ভগ্নস্থি তৈল বাহির করা যায়। রেহরোগে ও উদরা-
গ্নানে ঐ তৈল মহোপকারী। কাষ্ঠের কাণ্ড অরুরোগে
প্রয়োগ করিলে পিপাসা ও হিষ্কা নিবারণ হয়। মাথা-
ব্যথা ও পক্ষাঘাত পীড়ার ঐ কাণ্ড সেবন করিলে কিয়ৎ
পরিমাণে উপকার দর্শে। বৈদ্যকগ্রন্থে অগ্নুর এই
কয়েকটা গুণ লিখিত হইরাছে—তিক্ত, উষ্ণ, কটু।
সেপনে ক্ষুদ্র। এতদ্বাধা কক্ষ, বায়ু, বাস্তি, মুখরোগ
ত্রণ এবং কর্ণ ও চক্ষের পীড়া প্রশমিত হয়। অগ্নুর
নির্বাসের গুণ কাষ্ঠের তুল্য। ঐ নির্বাস হইতে এক
প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয়। তদ্বারা চুষ্ট্রগ্রণ, গ্রহিবাত,
চুষ্ট্ররক্ত প্রভৃতি রোগ উপশমিত হইয়া থাকে। ত্রু-
চারীরা বলেন সংপথ্যঙ্গী হইয়া ঐ ঔষধ এক বৎসর
সেবন করিলে শরীরে কোন প্রকার ক্ষত জন্মে না।
[উহার বিবরণ গুণগুল শব্দে দেখ]।

এই কয়েক জাতীয় বৃক্ষের কাষ্ঠে অগ্নুর মত গন্ধ
আছে। আকুইলারিয়া ওকটী (Aquilaria ovata)।
• এক্সিকেকেরিয়া আগেলোচা (Excoecaria agallo-
cha)। আলোক্সিলোন আগেলোচা (Aloexylon
agallocha)।

অগ্নিহিত (বি) ন পরিষ্কৃত, বহু-কুংসারায়-ক পরিষ্কৃত ন-ক

উৎ। অনিহিত। প্রাণ-নিহিত।

অগ্নি (পুং) অগ্ন-অস্মৃতি। বিদ্যাধারসমন্যাতীতি।
বাহুল্যকং অস্মৃতি। উৎ ৪। ১৭৮। শব্দকামিনীং নিশা-
ত্যাতে। এ হলে অগ্নি এই দুই শব্দের ঠিক হুঁ-
ত্বসারে সন্ধি হইলে অগ্নি হইবে। কিন্তু কাভ্যায়ন বাস্তবিক
করিয়াছেন। *। শব্দকামিনী পুররূপং বাচ্যমা—শব্দকামি
কর্তৃকগুলি শব্দ আছে তাহাদের পররূপ একাদেশ হয়
এবং ঐ পররূপ টি স্থানে হয়। শব্দ-অহু শব্দ। এ হলে
শব্দ হইল না। কর্ক অহু-কর্কহু। মনস-জিবা মনীবা।
লাঙ্গল-জিবা লাঙ্গলীবা। কুল-অটা কুলটা। হল-জিবা
হলীবা। পত-অঙ্গলি পতঙ্গলি। সীম-অন্ত সীমন্ত। সার-
অঙ্গ সারঙ্গ। [শব্দ শব্দে ইহার বিশেষ বিবরণ দেখ]।

বকবৃক্ষ। অগন্ত্যমুনি। অগন্ত্যের পুত্র। দক্ষিণদিক।
[অগন্ত্য দেখ]। *। আগন্ত্যকোণ্ডিত্যোরগতিজুড়িনচ্।
পা ২। ৪। ৭০। অগন্ত্য এবং কোণ্ডিত্য শব্দের অপভ্র-
থক অণু এবং যজ্ঞ প্রত্যয় লুক্ক হয়। স্তুতরাং অগতি
এবং কুণ্ডিন এই প্রকার রূপের আদেশ হইয়া থাকে।

অগ্নিহিত (পুং) অগ্নিহিত্রিঃ ক্রঃ বৃক্ষঃ। শাক-তৎ।
[অংসভার শব্দে হুত্রে দেখ]। বকবৃক্ষ। ক্রগতো-কু।
ক্রবত্বাঙ্গমিতি ক্রবৃক্ষঃ শাখা চ (উজ্জলমত)। শাকটায়ন
হুত্রে করিয়াছেন। *। হরিমিত্তরোক্ষঃ। উৎ পাদ ১।
৩৪। তৎপরে উজ্জলমত ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,
—ক্রগতো অস্মাৎ হরিমিত্তরোক্ষপদয়োঃ কুঃ স চ ডিং।
হরিভিজ্জরতে হরিক্রবৃক্ষঃ। মিত্ত্রবতি মিত্ত্রঃ সমুদ্রঃ।
শতে চ। উৎ ১। ৩৫। শতধা ভ্রবতি শতক্রঃ। বাহুল্যকং
কেবলাবপি। ক্রবত্বাঙ্গমিতি ক্রবৃক্ষঃ শাখা চ।

হরি এবং মিত্ত উপপদের পর ক্র ধাতুর উত্তর কু
প্রত্যয় হয়। বধা,—হরিক্রবৃক্ষ। মিত্ত্র সমুদ্র। শত
শব্দের পরেও ক্র ধাতুর উত্তর কু প্রত্যয় হয়। বধা,—
শতক্র। বাহুল্যক নিরমায়সারে, কোন উপপদ না
থাকিলেও কেবল ক্র ধাতুর উত্তর কু হয়। বধা ক্র কু
ক্র, বাহা উর্জগামী হইয়া উঠিতেছে, অর্থাৎ বৃক্ষশাখা।

‘বাহুল্যক’ ইহার অর্থ এই—বহুল অর্থানু লাভীতি,

কচিং প্রবৃতিঃ কচিৎপ্রবৃতিঃ।

কচিৎপ্রবৃতিঃ কচিৎপ্রবৃতিঃ।

বিধেবিধানং বধা সমীক্ষা।

চাতুর্বিধং বাহুল্যকং বধিঃ।

কুতাপি বিশেষ হুত্রে বান্ধা না থাকিলেও কোন
কোন প্রত্যয়াদি বান্ধা হইয়া কোষাদি মিহিত হয়

থাকিলেও তাহার বিধান হয় না, কোন কোন প্রত্য-
য়াদির বিধান বিকল্পে হয়। আবার কোথাও উক্ত তিন
প্রকার ভিন্ন অন্য কোন রূপে প্রত্যয়াদি প্রযুক্ত হয়। এই
চারি প্রকার বিধির নাম বাহলক। [বাহলক দেখ]।

অগস্ত্য (পুং) অগ-স্ত্য-ক। অগং বিজ্ঞাচলং স্ত্যায়তি।

অগস্ত্যমুনি। বকরুক। অগস্ত্যের পুত্র—আগস্ত্য। *।

ঋষ্যককরুক্ষিকুরুভাশ্চ। পা ৪। ১। ১১৪। বশিষ্ঠাদি
প্রসিদ্ধ ঋষিদের নামের উদ্ভব এবং অন্ধক, বৃক্ষি ও কুরু
শব্দের উদ্ভব অপত্যার্থে অণু প্রত্যয় হয়। বাচস্পতি
লিখিয়াছেন—‘বৃক্ষা• যঞ্’। ‘আগস্ত্যস্তদপত্যে।’ এটা
পাণিনি বিরুদ্ধ প্রসঙ্গ করা হইয়াছে। অগস্ত্যশব্দ ব্রহ্মাদি
গণের অন্তর্গত নহে। উহার উদ্ভব অণু হইবে, যঞ্ নহে।
‘অগস্ত্যশব্দাধ্যায়’ ইতি জ্ঞানাদিত্যঃ।

অগস্ত্য নক্ষত্র দক্ষিণ দিকে উদিত হয় বলিয়া
দক্ষিণদিকের নাম আগস্ত্য দিক্।

কৌবেরদিগ্ভাগমপান্তমার্গ—

মাগস্ত্যমুয়াংগুরিবাবতীর্ণঃ। মাঘ। ৩। ১।

সংসারে আদর শুণেরই অধিক। লোকে বংশ-
মর্যাদা আগে দেখেন, কিন্তু কে?—কেবল সংকুলের
ত ততটা গৌরব দেখি না। সদগুণের উপর কুলমর্যাদা
থাকে—ভালই; না থাকে, ক্ষতি নাই। মুক্তার জন্ম
ঝিঝুকে। ঝিঝুকে জন্ম বলিয়া মুক্তার আদর নাই।
মৃগালের পক্ষে উৎপত্তি, ডাঁটার কাঁটা; তাই বলিয়া
প্রফুটিত পদ্মপুষ্পে কাহারও অবস্থ দেখি না। অগস্ত্য
মহাত্মজা, মহাতপা,—জন্ম তাঁহার কুন্তে। ঋগ্বেদে
কথিত আছে যে, যজ্ঞস্থলে উর্কীকে দেখিয়া মিত্র ও
বরুণের রেতঃখলন হয়। সেই গুত্র যজ্ঞীয় কুন্তে পড়িয়া-
ছিল। তাহাতেই বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের উৎপত্তি। ‘সত্রেহ
জাতাবিবিধা নমোভিঃ কুন্তে রেতঃ সিবিচতুঃ সমানঃ।
ততোহ মান উদিয়ায় মধ্যাত্তো জাতমৃষিমাহর্ষশিষ্ঠম্।
(৭। ৩০। ১০)।

এস্থলে অগস্ত্যের নাম মান লিখিত হইয়াছে।
সায়ণাচার্য ঋগ্বেদের উক্ত মণ্ডলের ও যজুর্বেদের একাদশ
ঋকের ব্যাখ্যায় বৃহৎ সংহিতা হইতে কয়েকটা শ্লোক
উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই মহর্ষি কি কারণে প্রথমে মান
নামে প্রসিদ্ধ হন, তাহার কারণ ঐ শ্লোকে নির্দিষ্ট আছে।

তরোরাদিত্যোঃ সত্রে দৃষ্টাঙ্গরসমুর্কশীঃ।

রেতঃশব্দে তৎকুন্তে ভ্রূপতবাসতীবরে।

তেনৈব তু মুহূর্ত্তেন বীৰ্য্যবন্তো ভ্রূপবিনৌ।

অগস্ত্যচ বশিষ্ঠচ তত্রীণী সযত্বতুঃ।

বহধা পতিতঃ রেতঃ কলসে চ জলে স্থলে।

স্থলে বশিষ্ঠস্ত মুনিঃ সযত্ববর্ষিসত্তমঃ।

কুন্তে যগস্ত্যঃ সযত্বো জলে মংস্তো মহাহ্যতিঃ।

উদিয়ায় ততো ইগস্ত্যঃ শম্যামাত্তো মহাতপাঃ।

মানেন সন্মিতো যম্মান্তম্মা মাশ্ব ইহোচ্যতে।

যধা কুন্তাদুর্বিজাতঃ কুন্তেনাপিহি মীষতে।

কুন্ত ইত্যভিধানঞ্চ পরিমাণস্ত লক্ষ্যতে।

অর্থাৎ—মিত্র ও বরুণ দেবতা আদিত্যযজ্ঞে উর্ক-
শীকে দেখিলে বাসতীবর নামক যজ্ঞীয় কুন্তে তাঁহাদের
রেতঃখলন হয়। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ
নামে দুই বীৰ্য্যবন্ত ভ্রূপস্বী উৎপন্ন হইলেন। সেই রেতঃ
কলসে ও জলে স্থলে বহধা হইয়া পতিত হইয়াছিল।
স্থলে ঋষিসত্তম বশিষ্ঠ জন্ম লইলেন; কুন্তে অগস্ত্য এবং
জলে দ্ব্যতিমান্ মংস্ত। মহাতপা অগস্ত্যের আকার
লাজলের জোয়ালের ভায় হইয়াছিল। এই আকার
পরিমিত, সে জন্ত তিনি মাশ্ব নামে প্রসিদ্ধ হন। অথবা
কুন্ত একটা পরিমাণের নাম (কুন্ত ১। ১৪ সের, দ্রোণাতাঃ
শূর্পকুন্তো চ চতুঃষষ্টিশরাবকঃ)। অগস্ত্য কুন্তে জন্মিয়া-
ছিলেন, অতএব কুন্ত দ্বারা তাঁহার পরিমাণ হইতেছে
(তজ্জন্ত তিনি মান নামে প্রথিত)।

বিষ্ণুপুরাণে এবং ভাগবতে মিত্রাবরুণ হইতে বশি-
ষ্ঠের পুনর্জন্মের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সেখানে
অগস্ত্যমুনির জন্মগ্রহণের নাম প্রসঙ্গও নাই। ইক্ষাকুতময়
নিমি, সহস্র বৎসরব্যাপী একটা যজ্ঞ আরম্ভ করেন।
সেই যজ্ঞে হোতা হইবার জন্ত তিনি বশিষ্ঠকে বরণ
করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় ইন্দ্র ও পঞ্চশতবর্ষব্যাপী
এক মহাযজ্ঞে বশিষ্ঠকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া
তিনি নিমিরাজের যজ্ঞে আসিতে পারিলেন না। সুতরাং
নিমি গৌতমকে লইয়া যজ্ঞারম্ভ করিলেন। ইন্দ্রের
যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে, বশিষ্ঠ আসিয়া দেখেন যে, গৌতম
মুনি তাঁহার শিষ্যের যজ্ঞে ত্রুতী হইয়াছেন। এই অপ-
মানে মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন
—‘ত্বি দেহহীন হও।’ নিমিও ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন
—‘গুরুরও দেহের পতন হউক।’ এই শাপের জন্ত
বশিষ্ঠতেজ মিত্রাবরুণের তেজে প্রবিষ্ট হইল। তাহার
পর, উর্কশীদর্শনে মিত্রাবরুণের রেতঃপাত হইলে বশিষ্ঠ
অন্ত দেহ প্রাপ্ত হইলেন। (বিষ্ণুপুরাণ ৩। ৫। ১)।

অগস্ত্যমুনির প্রথম নাম মান; পরে বিদ্যাগিরির

দর্পচূর্ণ করিয়া তিনি অগস্তি নাম প্রাপ্ত হন। এখন দেখিতেছি, উপরের প্রমাণানুসারে এই মহর্ষি মিত্রা-বরুণের পুত্র। মিত্র ও বরুণ ইহঁদের দেবতা। কিন্তু বংশরক্ষা না হইলে দেবতাদেরও সঙ্গতি হয় না, তাহাই আশ্চর্যের বিষয়। ভগবান্ অগস্ত্য দারপরিগ্রহ করিবেন না, এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন, একটি গর্তের মধ্যে তাঁহার পিতৃপুরুষেরা অধোমুখে সুলিতেছেন। মহর্ষি ব্যস্ত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—‘বংশ! আমরা তোমার পিতৃলোক; তুমি বংশরক্ষা করিলে আমাদের সঙ্গতি হয়।’ [মহাভারত বন-৯৬ অং.]।

তবে বিবাহ করা আবশ্যক হইল। কিন্তু বিবাহ করিতে হইলে মনের মত কস্তারত্ন চাই। সংসারে স্ত্রম্বর অনেক সামগ্রী আছে, কিন্তু দশটী স্ত্রম্বর দশ ঠাই ছড়ান। তাই মহর্ষি স্থস্থিরচিত্তে চক্ৰ মুদ্রিয়া জগতের যত সৌন্দর্য বাচিতে বসিলেন। মনে মনে গাছের চাপা ফুল পাড়িলেন, কস্তার গায়ের রঙ ফলাইবেন। জলের পদ্মফুল তুলিলেন, মুখ গড়িবেন; আর আকাশ হইতে পূর্ণিমার চাঁদ আনিলেন,—হাসির সঙ্গে মিশাইয়া নিবেন। বাচিতে বাচিতে ঋষির হৃদয়ে শুধুই রূপসাগর উথলিয়া উঠিল। সেই সময় বিদর্ভরাজ পুত্রকামনায় তপস্তা করিতেছিলেন। জীৱন্ত নির্মাণ করা হইল; অগস্ত্য সেই কস্তাটী মহারাজকে অর্পণ করিলেন। ইনিই মহ-সির স্ত্রী, পরে লোপামুদ্রা নামে প্রসিদ্ধ হন। লোপা-মুদ্রার গর্ভে দৃঢ়স্থ্য নামে একটি সন্তান জন্ম লইয়াছিল। সেই তেজস্বী পুত্র বাল্যাবস্থা হইতে ইন্দ্রন আহরণ করিতেন বলিয়া অতঃপর তাঁহার নাম ইন্দ্রবাহু হয়।

ইদানান্তরমাক্ষে ইন্দ্রবাহুস্তোভবং।

[মহাভারত বনপর্ব ৯৯ অং ২৩—২৭ শ্লোক দেখ]।

এই স্থানে মহা গোল। তাহার শৈলী করিবার কোন উপায় দেখি না। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সূতীক-মুনি, রামচন্দ্রকে অগস্ত্যপ্রশ্নের পথ দেখাইতেছেন—(দক্ষিণে মহাঋত্বীমানগস্ত্য ব্রাহ্মপ্রশ্নঃ। ১১।৩৭।) তুমি ঐদিক দিয়া বাইবে, ঠিক ঐদিকে। দক্ষিণদিকে আর চারি বোজন পথ। চারি বোজন পথ গেলেই অগস্ত্য-ব্রাহ্মার মহা স্ত্রীমান্ আশ্রম দেখিতে পাইবে।

অগস্ত্যের ভাই কে, বাঙ্গালীকি তাহা বলিয়া দিলেন না। কিন্তু ঋষিভক্ত টীকার লিখিত হইয়াছে, তাঁহার নাম—ইন্দ্রবাহু। বধা—(তজাগস্ত্য ব্রাহ্মপ্রশ্নে ইন্দ্রবা-

হেতি অন্ত নাম। অগস্ত্যঃ প্রাগ্ভূতব্রাহ্মণেরেবভবত। মন্যাত্ দৃঢ়ব্রাহ্মণ ইন্দ্রবাহুভূমিরিতি ভাগবতং তু দেবরাজহস্তোৎপত্তিরিতি জ্ঞানেনৈত্যোকে।

অগস্ত্যমুনির আশ্রমও এক স্থানে ছিল না। সূতীক-মুনি রামকে যে প্রকার পথ বলিয়া দিলেন, তদনুসারে দণ্ডকারণ্যে তাঁহার আশ্রম। দণ্ডকারণ্য গোলাবরীর উত্তর কূলে, আধুনিক বেরারের পূর্ব উত্তর সীমা। মহাভারতের মতে অগস্ত্যপ্রশ্ন গরার নিকটে ছিল। [বনপর্ব ৯৭-৯৯ অধ্যায় দেখ]।

এই মুনির অসাধারণ তপোবল। তিনি দেবতাদের অহুরোধে সাগর শোষণ করেন; ইষল ও বাতাপি অহুরকে নষ্ট করিয়া ফেলেন। বিদ্যাচল, সূর্য্যপথ রোধ করিবার জন্ত সংকল্প করিয়াছিল, তিনি সেই পর্ব্বতের দর্পচূর্ণ করেন। রাম দণ্ডকারণ্যে তাঁহার আশ্রমে উপ-স্থিত হইলে মহর্ষি তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্ম, ব্রহ্মানন্দ শর, অক্ষয় তুণীর ও খড়্গ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এত প্রতাপ থাকিলেও অগস্ত্য মুনি নহবরাজার শিবিকা বহিয়া বেড়াইতেন। এক দিন মহারাজ শিবিকা চড়িয়া বাইতেছেন, হঠাৎ তাঁহার পা মহর্ষির গায়ে লাগিল। সেই অপরাধে অগস্ত্য নহবরাজকে সর্প করিয়া দিলেন। [মহাভারত বনপর্ব দেখ]।

বিদ্যাগিরির দর্পহরণের পর অগস্ত্য মুনি দক্ষিণাত্যে গিয়া অবস্থিতি করেন। জাবীড়াদি অকলের লোকেরা তাঁহার নিকট নানা প্রকার বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অসুমান করেন, অগস্ত্য তিব্বত দেশের লোক। এই মহর্ষি এখন নক্ষত্র রূপে আকাশের দক্ষিণদিকে অবস্থিতি করিতেছেন।

অগস্ত্যগীতা (স্ত্রী) অগস্ত্যেন গীতা বিদ্যা। গৈ-স্ত্র গীতা।

।*। সূর্য্যাস্তাগাপাজহাতিসং ইলি। পা ৬।৪।৬৬। দা, ধা, মা, স্বা, গা, হা (জহাতি,) সো এই সকল ধাতুর উত্তর ক ও ঙ ইং হয় এমন প্রত্যয় থাকিলে ঐকা-র দেশ হইবে। শাস্তি পর্ব্বের লিখিত অর্গস্ত্যোক্ত বিদ্যা।

অগস্ত্যচার (পুং) অগস্ত্য চারঃ। অগস্ত্য নক্ষত্রের স্তম্ভা-শুভফলসূচক দক্ষিণদিকে গতি। অগস্ত্যনক্ষত্রের উদয়।

অগস্ত্যসংহিতা (স্ত্রী) অগস্ত্যেন লিখিতা সংহিতা। সন্ম-সমাক্ হিতঃ মঙ্গলঃ প্রতিপাদ্যং বক্তব্যং। সন্ম বা-স্তা*। দধাভেহিঃ। পা ৭।৪।৪২। ভকারাদি ক ইং প্রত্যয় পরে থাকিলে বা ভাতুর স্থানে হি আদেশ হয়। অগস্ত্য-মুনি রচিত শাস্ত্রবিশেষ।

অগস্ত্যানর (পুং) নক্ষত্ররূপেণ দক্ষিণত্যাং দিশি অগস্ত্যস্ত
উদয়ঃ । দক্ষিণদিকে অগস্ত্যানক্ষত্রের (Canopus) উদয়।
সৌর ভাদ্র মাসের সপ্তদশ দিবসে অগস্ত্যের উদয় হয়।
ভাদ্রমাসের তিন দিন থাকিতে ব্রাহ্মণেরা অগস্ত্যানক্ষত্রকে
ও তাঁহার পত্নী লোপামুদ্রাকে এই বলিয়া অর্ঘ্য দেন।
প্রথমে শব্দের ভিতর জল, যেত পুষ্প, আতপ তণ্ডুল দিয়া
দক্ষিণমুখে মন্ত্রপাঠ করিবে—

কাশপুষ্পপ্রতীকাশ অগ্নিমানুসম্ভব।

মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্রকুন্তবোনে নমোহম্বতে।

অর্ঘ্যদানান্তরে—

আতাপির্জকিতো যেন বাতাপিচ মহানুরঃ।

সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেহগস্ত্যঃ প্রসীদতু।

লোপামুদ্রাকে অর্ঘ্যদানের মন্ত্র—

লোপামুদ্রে মহাভাগে রাজপুত্রি পতিব্রতে।

গৃহপার্ব্যঃ মরাদন্তঃ মিত্রাবরুণিবল্লভে।

অগাধ (ত্রি) নাস্তি গাধন্তলম্পর্শো বস্ত। গাধ প্রতিষ্ঠারঃ
বঞ। অতিগভীর। অতলম্পর্শ। অগাধ জল—গভীর জল,
হ্রদ—অগাধঃ জলমস্রিন্। অগাধবুদ্ধি—গভীরবুদ্ধি।

ধর্মাস্থানং বিজয়মগাধবুদ্ধিঃ

সুধাসীনো বাক্যমবাচ রাজা। ভারত ৩। ৪। ১।

হলশূন্ত। লোভশূন্ত। লিপাশূন্ত। (ক্লী) ছিদ্ৰ।

অগাধপল। আনক বস্ত।

অগার (ক্লী) অগম্ ন গচ্ছন্তমুচ্ছতি প্রাপ্নোতি অগ-থ অণ্।
(বাচঃ)। গহ, আগার।

অগাসী (হিন্দী ও ঠগ্) পাগড়ী। ঠগেরা চীলের ডাককেও
অগাসী বলে। তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস যে, রাত্রি-
কালে চীলের ডাক অত্যন্ত অমঙ্গলকর।

অগির (পুং) ন গৃক, নঞ-তৎ। *। ইগুপথজ্ঞাপ্তিকিরঃ কঃ।
পা ৩। ১। ১৩৫। বাহুলকাৎ গীর্ঘাত ইতি গিরঃ। যে
সকল ধাতুর উপধায় ইক থাকে এবং জ্ঞা প্রী ও কৃ ধাতুর
উত্তর ক প্রত্যয় হয়। বাহুলক হেতু গৃ ধাতুর উত্তরও
ক প্রত্যয় হইবে। [বাহুলক ও অগস্তি দেখ]। স্বর্গ,
অগ্নি, সূর্য, রাবল।

অগিরৌকস্ (পুং) অগিরঃ স্বর্গঃ ওকঃ বাসস্থানং বস্ত।
বেবতা। স্বর্গ বাহার বাসস্থান। অগিরৌকাঃ, অগিরৌ-
কণৌ, অগিরৌকসঃ। উচ্চ-অগ্নন্ ওকস্। গিরৌকসঃ,
অগিরৌকসঃ, ইত্যোবমরদাবণ্যমুনি প্রভ্যরে উপানরো
বহুলমিতি কৃষ্ণং ব্রহ্মবাস্। (বাসন)।

অণ্ড (পুং) নাস্তি গোঃ কিরণঃ বস্ত। রাহগ্রহ। কিরণশূন্ত।

*। গোত্রিয়োরুপসর্জনস্ত। পা ১। ২। ৪৮। সমাসের অন্তে
উপসর্জনীভূত প্রথমা নির্দিষ্ট গোশব্দ ও বিহিত টাবাদি
দ্বী প্রত্যয় হ্রস্ব হয়। গোশব্দে প্রভা। (ত্রি) অণ্ড—প্রভা
নাই বাহার। গোশূন্ত। বহুব্রীহি সমাসে গোশব্দ অন্তে
রহিয়াছে তজ্জন্ত হ্রস্ব হইল। চিত্রশব্দে—চিত্রা গোঃ বস্ত।
অণ্ডণ (পুং) শূণ্ড বিরোধী, নঞ-তৎ। দোষ। (ত্রি)
নাস্তি শূণ্ডঃ বস্ত। শূণ্ডরহিত, নিশূণ্ড।

অণ্ডক (ক্লী) নাস্তি গুরুঃ প্রধানো বহ্মাৎ, গুরুগৌরবাৎ।
গৃণাতীতি গৃ-উ গুরুঃ। *। কুর্যোকুত। উদ্ ১। ২৪।
অণ্ডকচন্দন। কালাগুরু। [অণ্ডক দেখ]। শিশুগাছ।
(ত্রি) গুরুশূন্ত, গৌরবশূন্ত। গুরুবর্ণ বাতীত অস্ত বর্ণ,
অর্থাৎ লঘুবর্ণ। যে বর্ণ অমৃষার, বিসর্গ কিম্বা দীর্ঘ স্বর-
যুক্ত নহে; অথবা সংযুক্ত বর্ণের পূর্বে নয়।

প্রথমমণ্ডক বটকং বিদ্যাতে যত্র কাস্তে!

তদমু চ দশমকেন্দ্রকরঃ স্বাদিশাভ্যঃ।

ধরগিরতুরকৈর্যত্র কাস্তে বিরামঃ

সুকবিজনমনোজ্ঞা মালিনী সা প্রসিদ্ধা।

অণ্ডক কাঠের এই কয়েকটা পর্যায়—১ বংশিক, ২
রাজার্হ, ৩ লোহ, ৪ কুমিজ, ৫ জোজক, ৬ শূঙ্গ, ৭ কুম্ভ,
- লোহাখা, ৮ লঘু, ১০ পীতক, ১১ বর্ণপ্রসাদন, ১২
অনার্যক, ১৩ অসার, ১৪ কুমিন্দ্র, ১৫ কাঠক।

অণ্ডক শিংলপা (ক্লী) শিংলপা বৃক্ষ। শিশু গাছ। (Dal-
bergia Sisoo & latifolia) শিশুগাছ হিমালয়ের উপত্য-
কায় আপনি জন্মে। এখন শিশুকাঠের আদর বাড়িয়াছে।
বাক্সালার, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এবং পঞ্জাবের যে দিকে
চাহিবে সেই দিকেই শিশুগাছ, প্রশস্ত রাজপথের দুই-
ধারে শিশুগাছ বন হইয়া উঠিতেছে। বৃক্ষগুলি বড়
হইলে প্রায় ১২০ হাত উচ্চ হয়। রাস্তার দুইধারে
রোপিত থাকার গ্রীষ্মকালে পথিকেরা রৌত্রের তাপে
কষ্ট পায় না। রাজবস্ত্রে বৃক্ষ রোপণ করা আজ নূতন
হইতেছে না, মুসলমান সম্রাটেরাও পথিকদের বাতা-
রাতের সুবিধার জন্য পথের দুইধারে বড় বড় বৃক্ষ পুতিয়া
সাজাইতেন। অতি প্রাচীন কালেও এ প্রথা ভারতবর্ষে
প্রচলিত ছিল। বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করা এদেশের ধর্ম কন্দের
মধ্যে গণ্য। দিল্লীপ ও হুদকিলা বসিষ্ঠাশ্রমে কাইতেছেন,
বাইতে বাইতে পথের দুইধারে যে সকল গাছ দেখি-
তেছেন, উপহিত প্রভাদের কাছে সেই-সকল বৃক্ষের নাম
জানিয়া কাইতেছেন—নান্দধেরানি পুন্ড্রী বভ্রাভাঃ
মার্মশাখিনাদ্। রহু।

শিগুকাঠ কটাবর্ণ ও দীর্ঘকালস্থায়ী। নেপালী সাল কাঠ, এ দেশের সকল কাঠ অপেক্ষা কঠিন ও স্থায়ী, সন্দেহ নাই। শিগু ততটা নয়, কিন্তু অস্ত্রাস্ত্র গুণে সাল অপেক্ষা শিগু শ্রেষ্ঠ। ইহার কাঠে নৌকা, গাড়ী, কৃষিকার্যের অর, কেদারা, টেবেল, আলমারী, খাট, সিদ্ধক, বাস্ত্র প্রভৃতি অনেক প্রকার দ্রব্য ও গৃহসজ্জার আনুবাস প্রস্তুত হয়। কাবুল যুদ্ধের সময়ে সেখানে নানা প্রকার ভাল ভাল দেশী বিলাতি কাঠের গাড়ী লইয়া বাওয়া হইয়াছিল। আফগানস্থানের বহুর ভূমিতে সকল প্রকার গাড়ী চূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু শিগুকাঠের শকটের একখানি চাকাও ভাঙ্গে নাই। তাই, দিন দিন এই গাছের এত আদর বাড়িতেছে। এদেশের পতিত ভূমিতে শিগুবৃক্ষ রোপন করিয়া দিলে ভূস্বামীর ও প্রজার আর বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। ইহা সরস ও নীরস এই উভয়বিধ মৃত্তিকায় সমান তেজ করে। অগুরুশিংশপা বৃক্ষ দুই প্রকার: এক জাতির নাম শিগু (Dalbergia Sisoo) অপর জাতির নাম শিগম্ (Dalbergia latifolia)। প্রথমটির পাতা লম্বা ও সরু। দ্বিতীয় জাতির পাতা কিঞ্চিৎ গোলা ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ইংলণ্ডে শিগুকাঠের বিলক্ষণ আদর। দক্ষিণাভ্যন্তরে উৎকৃষ্ট শিগুকাঠ সেখানে ৬ টাকা করিয়া মণ বিক্রীত হয়।

অগুটগন্ধ (ক্লী) ন গুটো গন্ধো বস্ত্র। হিঙ্গু। হিং। [হিঙ্গু দেখ]। (ত্রি) অগুহ সৌরভ, বাহার গন্ধ লুকান থাকে না। গুহ-স্ত গুচ।

অগৃহীত (ত্রি) ন গৃহীতঃ, ছান্দসহ্যং হস্ত ভঃ। অগৃহীত। এটা বৈদিক শব্দ।

অগ্রহা (স্ত্রী) ন-গ্রহ-কাপ্ ক্রমণি। অশ্বৈরীণী। অশ্বতন্ত্রা। *। পদাশ্বৈরিবাহ্যাপক্ষ্যো চ। পা ৩। ১। ১১২। পদ, অশ্বৈরী, বাহ্য। পক্ষাশ্রিত এই সকল অর্থে গ্রহধাতুর উত্তর কাপ্ প্রত্যয় হয়। বাস্তবদেবগৃহাঃ। তৎপক্ষাশ্রিতা ইত্যর্থঃ। অগৃহাঃ বীতকামত্বাদেবগৃহ্যামনিমিত্তাঃ। ভট্টি ৬। ৬১।

অগৈয়া (হিলী আগ্ অর্থ্যাং অগ্নি শব্দ হইতে উৎপন্ন) ধাত্বের এক প্রকার ব্যাধি। শস্যে অগৈয়া লাগিলে বোধ হয় যেন অগ্নিতে সমস্ত ক্ষেত্র পুড়িয়া গিয়াছে।

অগোচর (ত্রি) ন গাবঃ ইজ্রিয়পি চরন্তি অগ্নিন্ গো-চর-য। ইজ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ বিবরণ। অজ্ঞাত। *। গোচরসংঘ-বহুব্রজব্যাঙ্গাপননিরমাস্ত। পা ৩। ৩। ১১২। এই সকল শব্দগুলি য প্রত্যয় দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ হয়। গাবচরন্তি অগ্নিরিত্তি গোচরঃ।

গোচরশব্দ যে ইজ্রিয়ের সঙ্গে প্রযুক্ত হই, তদ্বারা সেই ইজ্রিয়ের বোধ্য বুঝার। যথা—দৃষ্টগোচর, অর্থাৎ দর্শনেজ্রিয়ের বোধ্য। কর্ণগোচর, অর্থাৎ শ্রবণেজ্রিয়ের বোধ্য। জ্ঞানগোচর—জ্ঞানেজ্রিয়ের বোধ্য। আমার অগোচরে—আমার অজ্ঞাতে।

অগৌকস্ (পুং) অগঃ পর্কতঃ ওকঃ স্থানং বস্ত্র। শরভ, সিংহ, শ্রেষ্ঠমৃগ, পক্ষী। (ত্রি) পর্কতবাসী। অগৌকাঃ, অগৌকসো, অগৌকসঃ। [অগিরৌকস্ শব্দে স্ত্রী দেখ]। অগ্নিমরুৎ (পুং) অগ্নিশ মরুচ্চ। মৃ-উতি মরুৎ। *। মৃগো-রুতি। উণ ১। ২৪। দ্বিবাচনাস্ত, বহু। ইহার এক হবিঃ পান করেন। অগ্নি ও মরুৎ দেবতা। এই শব্দ বৈদিক প্রয়োগে সাধু। [অগ্নি মারুতি শব্দে স্ত্রী দেখ]

অগ্নাবিকৃ (পুং) বিং ঘং আনঙ্ অগ্নিশ বিকৃশ্চ। বিব-কৃ বিকৃ। *। বিবেঃ কিক। উণ ৩। ৩৯। এক আহুতিভোক্তা দেবদ্বয়। [অগ্নিমারুতি শব্দে স্ত্রী দেখ]।

অগ্রায়ী (স্ত্রী) অগ্নি-ঐও-ভীষ্ [অগ্নি শব্দ দেখ]। অগ্নির ভাৰ্য্যা, বাহা। ত্রোতায়ুগ। অথামারী বাহাচ হস্তভূক-প্রিয়া। ইত্যমরঃ।

অগ্নি (পুং) অগ্ন-নি। *। অদেহলোপচ। উণ পাদ ৪। ৫০। অদতি উর্দ্ধং গচ্ছতীতি। অনল, বহি, পাবক, হতাশন। অগ্নিদেবতা। পরম পুরুষের মুখে ইহার জন্ম। ঋক ১০। ২০। ১। মতান্তরে ধর্মের ঔরসে বহু-ভাৰ্য্যার গর্ভে অগ্নির জন্ম। কোন স্থলে দেখা যায় ইনি কল্পপ ও অদিতির পুত্র। অগ্নি মূলকার, লঙ্ঘনর, রক্তবর্ণ; ইহার



কেশশৃঙ্গ লু ও চক্ষু পিঙ্গল-বর্ণ, হাতে শক্তি ও অক্ষমূত্র, বাহন জাগ। পুরাণে ইহার আরও অস্ত্রাস্ত্র প্রকার স্তম্ভির বর্ণনা আছে। কোথাও তাঁহার তিন পা, সাত

হাত, দুই মুখ এবং বালার্কের ন্যায় বর্ণ। ইনি স্কন্ধ পূর্ককোণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অগ্নিদের এক চতুর্থাংশেরও অধিক স্নোকে কেবল অগ্নির স্তব করা হইয়াছে। প্রাচীনকালে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই অগ্নিদেবের পূজা হইত। এক্ষণে ভারতবর্ষের হিন্দু ও পার্সীরাই কেবল ইহার অর্চনা করেন। পারস্য দেশে অগ্নিপূজা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। বাহা অগ্নির স্ত্রী। পুরাতন রোমকোরা ইহাকে ভেষ্টা (Vesta) নামে পূজা করিতেন, কিন্তু মন্দিরে ইহার কোন প্রতিমূর্তি রাখিতেন

না, কেন না—

"No image Vesta's semblance can express,
Fire is too subtle to admit of dress."

(Ovid)

কোন প্রতিমূর্তিই ভেঁটার রূপ প্রকাশ করিতে পারে না। অগ্নি অতি তেজঃপূর্ণ, ইহাকে আবার কে বেশভূষায় পরিশোভিত করিতে পারে ?)

পাবক, পবমান এবং শুচি ইহাঁর পুত্র । তৈত্তিরীয় সংহিতায় উক্ত আছে, প্রজাপতি অগ্নির সৃষ্টি করিয়া দেবতাদিগকে বিশ্রাম ভূমি স্বরূপ দান করেন ।

এই করেকটা অগ্নির নামের পর্যায়—১ বৈশ্বানর । ২ বহ্নি । ৩ বীতিহোজ । ৪ ধনঞ্জয় । ৫ কুপীটযোনি । ৬ জলন । ৭ জাতবেদর্শ । ৮ তনুনপাৎ । ৯ তনুনপা । ১০ বর্হিঃশুয়ন । ১১ বর্হিস্ । ১২ শুয়ন । ১৩ কৃষ্ণবর্জন্ । ১৪ শোচিকেশ । ১৫ উবর্ধ । ১৬ আশ্রয়াশ । ১৭ বৃহভ্রাহু । ১৮ কৃশাহু । ১৯ পাবক । ২০ অনল । ২১ রোহিতাশ । ২২ বায়ুসখা । ২৩ বায়ুসখ । ২৪ শিখাবৎ । ২৫ শিখিন্ । ২৬ আগুগুণি । ২৭ হিরণ্যরেতস্ । ২৮ হস্তভূক্ । ২৯ হব্যভূক্ । ৩০ দহন । ৩১ হব্যবাহন । ৩২ সপ্তার্জিস্ । ৩৩ দয়নস্ । ৩৪ দয়নস্ । ৩৫ শুক্র । ৩৬ চিত্রভ্রাহু । ৩৭ বিভাবহু । ৩৮ শুচি । ৩৯ অপ্পিত্ত । ৪০ বুধাকশি । ৪১ জুহুবা । ৪২ কশিল । ৪৩ পিজল । ৪৪ অরপি । ৪৫ অগির । ৪৬ পাচন । ৪৭ বিশ্বঙ্গস্ । ৪৮ ছাগবাহন । ৪৯ কৃষ্ণার্জিস্ । ৫০ জুহবার । ৫১ উদর্জিস্ । ৫২ ভাস্কর । ৫৩ বহু । ৫৪ শুয় । ৫৫ হিম্য-
রাতি । ৫৬ তমোহুৎ । ৫৭ অশিখা । ৫৮ সপ্তজিহ্ব । ৫৯ অশপারিক । ৬০ সর্বদেবমুখ । ৬১ অগ্নি ।

কর্মবিশেষে অগ্নির পৃথক পৃথক নাম নির্দিষ্ট আছে । নবগৃহে প্রবেশাদি কর্মে ১ পাবক । গর্ভাধানে ২ মারুত । পুংসবনে ৩ চন্দ্রমস্ । শুক্রাকর্মে ৪ শোভন । সীমস্তে ৫ মঙ্গল । জাতকর্মে ৬ প্রগলভ । নামকরণে ৭ পার্থিব । অন্নপ্রাশনে ৮ শুচি । চূড়াকরণে ৯ সত্য । ব্রতে ১০ সমুত্তব । গোদান সংস্কারে ১১ সূর্য্য । সমাবর্তনে ১২ অগ্নি । সায়িকের বেদের সমাপন ক্রিয়ার ১৩ বৈশ্বানর । বিবাহে ১৪ বোজক । বিবাহের পর চতুর্থা হোমে ১৫ শিখী । ধৃতি হোমানিতে ১৬ অগ্নি । প্রারশিত্যাক্রম সহ-
ব্যান্ধিতহোমে ১৭ বিধু । বুধোৎসর্গ গৃহপ্রতিষ্ঠাদি কর্মে ১৮ সাহস । লক্ষ্যহোমে ১৯ বহ্নি । কোটিহোমে ২০ হতা-
শন । পূর্ণাহুতিতে ২১ বৃদ্ধ । শাস্তিকর্মে ২২ বরদ । পৌষ্টিকে ২৩ বলাদ । অভিজারে ২৪ ক্রোধ । বশীকরণে ২৫

শমন । বরদানে ২৬ অভিদূষক । কোটে ২৭ ঋত । অমৃতভক্ষণে ২৮ কুব্যাদ ।

সংস্কৃত অগ্নি এবং ল্যাটিন ইগ্নিস্ (Ignis) এই উভয় শব্দে বিলক্ষণ সাদৃশ্য রহিয়াছে । গ্রিসদেশে প্রাচীন কালের একটা গল্প আছে যে, প্রমিথিয়স্ নামে জনৈক ব্যক্তি বিলক্ষণ জ্ঞানী হইয়া উদ্ভিষ্টাছিলেন । তিনি মৃত্তিকার পুতুল নির্মাণ করিতেন । তাহার পর স্বর্গ হইতে অগ্নি আনিয়া তদ্বারা সেই সকল মাটির পুতুলের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন । আর্থোরা অরপি মথিয়া অগ্ন্যুৎপাদন করিতেন, অতএব সংস্কৃত প্রমথ শব্দের সঙ্গে গ্রিক প্রমিথিয়স্ শব্দের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে । বোধ হয় প্রাচীন গ্রিস্ ও ইতালীর লোকেরা আর্থাদের নিকট অগ্ন্যুৎপাদন কৌশল ও অগ্নির নাম শিক্ষা করিয়াছিলেন ।

আদিম অবস্থায় মানুষ অগ্ন্যুৎপাদন করিতে জানিতেন না । অগ্নি কি, বিদ্যা ও দাবানল দেখিয়া মনুষ্যের প্রথম স্বে জ্ঞান জন্মে । আলভারো ডি সাভেডারা (Alvaro de Saavadata) নামক স্পেন দেশীয় জনৈক পরিব্রাজক লিখিয়াছেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থিত লোস জার্ডিন (Los Jardines) দ্বীপের লোকেরা পূর্বে অগ্নি কখন দেখে নাই । সমুদ্রের কূলে জাহাজ ভিড়িলে দ্বীপবাসীরা আসিয়া জাহাজীদের কাছে প্রথম আগুন দেখিল । বিদ্যা ও স্বর্ঘ্যের মত কি সব তেজঃপূর্ণ, দপ্ দপ্ করিতেছে, উপর দিয়া ধূম উড়িতেছে । চক্ষের উপর এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া সকলে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল । একবার মাগিলান্ তাহাদের কুটারে আগুন লাগাইয়া দেয় । কুটার ধূম করিয়া পুড়িতে লাগিল । দ্বীপবাসীরা স্থির করিল যে, নূতন রকম কোন একটা ভয়ঙ্কর বস্তু পশু আসিয়া তাহাদের ঘর দ্বার ধাইয়া ফেলিতেছে ।

মানুষের বধন চক্ষু ফুটে নাই, জ্ঞানের উন্মেষ হয় নাই; তেমন অবস্থায় চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যা ও অগ্নিকে ঈশ্বর জ্ঞান করাই সম্ভব । সে সময় মানুষের প্রজ্ঞা ছিল না, ভক্তি ছিল না, থাকিবার মধ্যে কেবল ভয় ও ক্ষুধা-বোধ ছিল । বনের সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা প্রাণের ভয়ে ভূত, বাঘ ও নরনদীর পূজা করে । পরকাল কি, ঈশ্বরভক্তি কাহাকে বলে, এ সকল তাহারা জানে না । ঋগ্বেদের পত্রের পর পত্র খুনিয়া বাণ; মণ্ডলের পর মণ্ডল, যজ্ঞের পর যজ্ঞ পাঠ কর,

দেখিবে ঋষিরা কেবল শক্রের এবং অন্নাতাবেই
বাকুল। তাঁহারা কেবল শক্র হাত হইতে পরিত্রাণ
 পাইবার জন্য এবং অন্নাতাবের তত্ত্ব ইন্দ্র, বরুণ ও অগ্নিব
 পূজা করিতেছেন। তাঁহার পর ঈশ্বর বুদ্ধি আসিল,
 পরকালের প্রতি মানুষের ভয় জন্মিল। অগ্নি হইতে
 লোকের অনেক উপকার হয়, তাই সকলে ভক্তিপূর্বক
 অগ্নির পূজা করিতে লাগিলেন। হিন্দু, পারস্য, কাল্
 ডিয়া, মিসর, টহনী, গ্রিক, রোমক, চীন প্রভৃতি সকল
 জাতির শাস্ত্রেই দেখা যায় যে, তাঁহাদের দেবমন্দিরে
 রাত্রিদিন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকিত। দেবালয়ে অগ্নি
 জালিয়া রাখিবার ব্যবস্থা বাইবেলেও দৃষ্ট হয়। (Levi-
 cus IV, 13)। এক্ষণে কোন কোন খৃষ্টান সম্প্রদায়
 প্রকারান্তরে অগ্নিপূজা করেন। কিন্তু কোন জাতির
 মধ্যেই পূর্বের মত অগ্নিপূজার ঘটা নাই। [অগ্নির
 রাসায়নিক তত্ত্ব ও অগ্ন্যুৎপাদন কোশল,—অগ্নিশিখা,
 অগ্নিমহ, অগ্নিস্তম্ভ ও তাপ শব্দে দেখ]।

স্ত্রী—অগ্নাশী। *। বৃষাকপ্যাগ্নিকুসিতকুসীদানামুদাতঃ।
 পা ৪। ১। ৩৭। বৃষাকপী, অগ্নি, কুসিত এবং কুসীদ
 শব্দের উত্তর উদাত্ত ঐক্যরাদেশ হয় এবং স্ত্রীলিঙ্গে ভীপ্
 চইয়া থাকে।

শিশুমার নক্ষত্রের পুচ্ছস্থিত নক্ষত্রের নাম অগ্নি।
 অগ্নিক (পুং) অগ্নি-কৈ-ক। অগ্নিবৎ কায়তি প্রকাশতে।
 ঈশ্রগোপ নামে রক্তবর্ণ কীট।

অগ্নিকণ (পুং) অগ্নে: কণ: ৬-তৎ। অগ্নির ক্ষুদ্রিক।

অগ্নিকর্ষন (স্ত্রী) অগ্নৌ কৰ্ম, ৭-তৎ। হোম। অগ্নিকার্য্য।

কু-মনিন্ ক্রিয়তে ইতি কৰ্ম্ম। *। সর্ষপাতুভ্যো মনিন্।

অগ্নিকলা (স্ত্রী) অগ্নে: কলা:। অগ্নির দশ প্রকার অবস্থাব।

ধৃত্যর্জিরদ্ধা জলিনী জলিনী বিক্ষুদ্রিক্রিনী।

সুত্রী: সুরূপা কপিলা হব্যাকবাবহেইপি।

বানীনাং দশবর্ণানাং কলাধর্ম্মপ্রদা অমু:।

অগ্নিকারিকা (স্ত্রী) অগ্নিং কৰোতি। অগ্নি-কৃ-ধূল্।

অগ্নিচরনের জন্য ঋক্। অগ্নিকার্য্য, হোম ও আধানাদি।

ক্ষুধাবৃদ্ধিকর ঔষধ।

অগ্নিকার্য্য (স্ত্রী) অগ্নেরদ্রো বা কার্য্যম্। হবির্দান।

অগ্নিজালন।

অগ্নিকাঠ (স্ত্রী) অগ্নে: উদ্দীপনং কাঠম্। শাকং-তৎ।

[অংগভার দেখ]। অগ্নিকাঠ।

অগ্নিকুণ্ড (পুং) অগ্নে: কুণ্ড ইব, রক্তবর্ণব্যাং। জলং

তৃণশৃঙ্খল। অগ্নিকুণ্ড।

অগ্নিকুণ্ড (স্ত্রী) অগ্নৌ অগ্নেৰ্য্য হোমার্থং কুণ্ডম্। অগ্ন্যা-
 ধানের স্থান, হোম করিবার কুণ্ড। কুড়ি কুণ্ডঃ।।
 কান্দিভা: কিং। উণ্ ১। ১১২। কবর্গাসিত্যো ড:
 কিং ভাৎ।

অগ্নিকুমার (পুং) অগ্নে: কুমার:। ৬-তৎ। কাণ্ডিকের। কম-
 আরন্ কুমার। *। কমে: কিচ্ছোপধায়া:। উণ্ ৩।
 ১০৮। কমধাতুর উত্তর আরন্ প্রত্যয় হয় এবং উপধাতে
 উকারাদেশ হইয়া থাকে। [কাণ্ডিকের শব্দ দেখ]।

অগ্নিকুমার রস। অর, গ্রহণী ও অগ্নিমাল্যের ঔষধ। পারা,
 গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, সোহাগার ঔষি, লৌহকুশ, বন-
 যবানী, আফিম, প্রত্যেক তুল্যাংশ। সর্কসমষ্টির সমান
 ওজনের জারিত অত্র। চিতার রসে এক প্রেইরকাল মর্দন
 করিয়া মরীচের মত বটা করিবে। অমুপান, অবস্থাতেই
 কপূরের জল, জীরা, জামের ছালের রস, লীতল জল।
 অগ্নিকুল। রাজবংশ বিশেষ। রাজওয়ার্ডের অর্কুদ (আবু)
 পর্ত্তে মুনিঋষির আশ্রম ছিল। কথিত আছে, দৈত্যরা
 তাঁহাদের প্রতি উৎপাত করিত। তাঁহাদের বজ্রকুণ্ডে
 অগ্নি রক্ত মাংস ছুড়িয়া ফেলিত, সেবজ্র বজ্রের অভ্যন্ত
 বিদ্যুৎ বাটত। এই উপজব্দ পূর করিবার নিমিত্ত ঋষিরা
 অগ্নিকুণ্ড জালিয়া শিবের আরাধনা করিলেন। স্মৃতরাং
 বৈদিক কার্য্য রক্ষা করিবার জন্য বজ্রকুণ্ড হইতে ক্রমা-
 য়ে পৃথীষাভ, শুঙ্গ, পুরোমার এবং চতুরঙ্গ এই চারিজন
 মহাবীর জন্ম লইয়া দৈত্যদিগকে বিনষ্ট করিলেন।
 [রাজস্থানে অগ্নিকুলের বিস্তীর্ণ বিবরণ দেখ]।

অগ্নিকৈতু (পুং) অগ্নে: কেতুরিব। চার-তু কেতু:। *। চার:
 কিং। উণ্ ১। ৭৩। চার ধাতুর উত্তর তু বিহিত হইবে
 এবং চার স্থানে কি আদেশ হইবে। উদ্গামী অগ্নির
 পিথা। উদ্গামী ধূম।

অগ্নিকোণ (পুং) অগ্নে: অগ্নিদেবাধিষ্ঠিত: কোণ:। পূর্ব-
 দক্ষিণ কোণ। ঐ কোণের দিকপাল অগ্নি।

অগ্নিক্রিয়া (স্ত্রী) অগ্নৌ ক্রিয়া কৃ-শ। *। কৃঞ: ৭চ। পা
 ৩। ৩। ১০০। অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া। বিধিপূর্বক অগ্নিতে যুত-
 দেহদহ করা। তত্তায়াশুক্রিয়া: কৃষা প্রত্যুহাতে পুনর্দানম্।
 ভট্টি। ৬। ৪৩। অগ্ন্যশুক্রিয়া: দাহয়দকদানক কৃষা।

অগ্নিকীড়া (স্ত্রী) আগুনখেলা, ফুলখেলা। বাজিপোড়ানো,
 নানা বর্ণের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা।

ফুলখেলা—চৈত্রমাসে পাণ্ডবের সমর যুদ্ধাসীর শেষ
 দিন রাত্রিতে নানা স্থান হইতে কাঠ আহরণ করিয়া
 প্রজ্জ্বলিত করে। পরে অগ্নি অগ্নারের উপর তাহারা

ছুটাছুটি করে এবং ঐ অঙ্গার চারিদিকে ছড়াইতে থাকে। এই অগ্নিক্রীড়ার নাম ফুল খেলা। গাজনের সময় বাঙ্গালার প্রায় সর্বত্রই এই উৎসব হইয়া থাকে, কিন্তু সকল স্থানে ইহার আঁক সমান নয়। গভর্নমেন্ট কর্তৃক চড়কপূজা রহিত হওয়ায়, অনেক গ্রামে আর এখন ফুল খেলার ঘটনা নাই।

বাজি—অন্নপ্রাশন, যজ্ঞোপবীত, বিবাহ, দোল, রাসযাত্রা প্রভৃতি উৎসবে অনেককাল হইতে বাঙ্গালায় বাজি পোড়ানোর প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে বিবাহ দোল এবং রাসযাত্রাতে ইহার ঘটনা কিছু বেশী রকম। নিম্নলিখিত বাজিগুলি অধিক প্রচলিত আছে।

রংমশাল—গন্ধক শতকরা ২২ ভাগ, সোরা ৭০, হরিতাল ৫৯, অরহর কয়লা ২৯; এই কয়েক দ্রব্য প্রথমে পৃথক পৃথক লইয়া উত্তম রূপ চূর্ণ করিবে, তাহার পর সাবধানে একত্র মিশ্রিত করিয়া কাগজের লম্বা চোঙ্গার ভিতর পুরিবে। রাত্রিতে ইহার একমুখে অগ্নি লাগাইলে উত্তম শ্বেতবর্ণ আলো হয়।

তুব্‌ড়ী—সোরা শতকরা ৫৪ ভাগ, গন্ধক ৬৯, পারা ৩, মুদ্রাশঙ্খ ১, হরিতাল ১৬, কয়লা ৩; প্রথমে পারা ও গন্ধক একত্র মিশ্রিত করিবে। তৎপরে হরিতাল এবং মুদ্রাশঙ্খ একত্র মাড়িয়া লইবে। অবশেষে সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ করিবে। মর্দন করা হইলে তাহাতে ১৬ ভাগ লৌহ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাটির তুব্‌ড়ীর ভিতর এই চূর্ণ পুরিয়া অঙ্গার রাত্রিতে অগ্নি দিলে উত্তম ফুল উঠিতে থাকে। তুব্‌ড়ীর বারুদ অধিক মাড়িবে না কিবা তুব্‌ড়ীর ভিতর অধিক ঠাসিয়া পুরিবে না।

হরিত্রাবর্ণ আলো—সোরা শতকরা ২৭ ভাগ, গন্ধক ২৭, লবণ ১২, বন্দুকের বারুদ ২৭, একত্র মিশ্রিত করিবে।

নীলবর্ণ আলো—ক্লোরেট্‌ অব্‌ পটাস্‌ শতকরা ৭৫ ভাগ, গন্ধক ৮, জাঙ্গাল ১৭; ক্লোরেট্‌ অব্‌ পটাস্‌ ও গন্ধক পৃথক পিষিয়া সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে। মিশ্রিত করিয়া আর মাড়িবে না।

রক্তবর্ণ আলো—ক্লোরেট্‌ অব্‌ পটাস্‌ শতকরা ৪৬ ভাগ, গন্ধক ১৬, তাম্রচূর্ণ ২৩, কয়লা ১৫; গন্ধক ও ক্লোরেট্‌ অব্‌ পটাস্‌ পৃথক চূর্ণ করিয়া সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে। মিশ্রিত করিয়া আর মাড়িবে না।

বাদলা—সোরা শতকরা ৫০ ভাগ, গন্ধক ১২,

কয়লা ৭, লৌহ চূর্ণ ৩১; এই কয়েকদ্রব্য পূর্বোক্ত মত চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে।

সবুজ আলো—নাইট্রেট্‌ অব্‌ ব্যারাইটা শতকরা ৬১ ভাগ, গন্ধক ২০, ক্লোরেট্‌ অব্‌ পটাস্‌ ১৫, তাম্রচূর্ণ ৪; গন্ধক ও ক্লোরেট্‌ অব্‌ পটাস্‌ পৃথক পিষিয়া সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে। কারণ, ক্লোরেট্‌ অব্‌ পটাস্‌ ও গন্ধক একত্র মাড়িলে চট্‌ পট্‌ শব্দ হইয়া ভয়ঙ্কর ও প্রজ্জ্বলিত হইবে। মিশ্রিত করিয়া আর মাড়িবে না।

লাল আলো—ক্লোরেট্‌ অব্‌ পটাস্‌ শতকরা ২ ভাগ, নাইট্রেট্‌ অব্‌ ট্রুনিয়া ৬৫, গন্ধক ২১, কয়লা ৫ ভাগ। গন্ধক ও ক্লোরেট্‌ অব্‌ পটাস্‌ পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া সমস্ত চূর্ণের সঙ্গে মিশ্রিত করিবে। মিশ্রিত করিয়া আর মাড়িবে না। ইহার রক্তবর্ণের তুল্য ঘোর আলো নহে।

তারাবাজি—প্রথমে তারা প্রস্তুত করিতে হয়। উপরে নানা প্রকার বর্ণের আলোকের কথা লিখিত হইল। যে বর্ণের তারা করিতে ইচ্ছা হইবে, সেই বর্ণের বারুদ অন্ন জলে গুলিয়া ছোট ছোট গোলাকার বর্তুল নির্মাণ করিবে। পরে সেই বাটুলে বন্দুকের বারুদ মাখাইয়া শুক করিবে। এই গুলিকে তারা কহে।

তারার খোল—দুই পক্ষ তলদা বাঁশের এক দিকের গাঁইট রাখিবে, অত্র দিকের গাঁইট কাটিয়া ফেলিবে। পরে ঐ চোঙ্গার গায়ে উত্তমরূপে পাট জড়াইবে। পাট না জড়াইলে চুঙ্গী ফাটিয়া যায়। পরে সেই চুঙ্গীর খোলের ভিতর প্রথমে বাদলা বারুদ অন্ন অন্ন গাদিয়া দেড় ইঞ্চি পূর্ণ করিবে, তাহার উপর অত্যন্ন পরিমাণ বন্দুকের বারুদ দিবে। তাহার পর নলের ছিদ্রপ্রমাণ একটা তারা দিবে। আবার তাহার উপর বাদলা বারুদ ও বন্দুকের বারুদ এবং তারা সাজাইবে। এইরূপ পর্যায়ক্রমে যত গুলি তারা দিবে, বাজি পোড়াইবার সমস্ত তত গুলি তারা উপরে উঠিবে। বারুদ অধিক ঠাসিবে না; অধিক ঠাসিলে চুঙ্গী ফাটিয়া যাইবে।

হাউই—সোরা শতকরা ৭০ ভাগ, গন্ধক ৫, অঙ্গার ২৫, উত্তম রূপ চূর্ণ করিয়া অনেককণ একত্র মর্দন করিবে। এক এক পক্ষ সর্ব বাঁশের চুঙ্গীর মধ্যস্থল করাত দিয়া কাটিবে। উহার এক দিকে গাঁইট থাকা আবশ্যক। পরে ঐ নলের উপরি ভাগ অন্ন অন্ন ছুলিয়া ফেলিবে। কিঞ্চিৎ শুক হইলে নলের উপর কাই দিয়া কাগজ আঁটিবে। সেই কাগজের উপর পাট জড়াইবে। কাটা চুঙ্গী কদাচ লইবে না। পরে গাঁইটের

মধ্যস্থল তুর্ণন দ্বারা ছিন্ন করিয়া খোলের ভিতর উক্ত বাক্স পূরিবে। বাক্স গালা হইলে ধনী কাঠের সঙ্গে ঐ চোকা জড়াইয়া বাধিবে। হাউই বাজি কুটিয়া অনেক সময় বিপদ ঘটনাছে। অতএব বাজিতে আগুন দিবার সময় সতর্ক থাকি উচিত।

বোম—বন্ধকের বাক্স নারিকেল খোলে, কিম্বা তালের আঁটির ভিতর অথবা কাগজের ভিতর রাখিয়া তাহার উপর দড়ী জড়াইবে। ঐ খোলের সঙ্গে একটা সরু বাঁশের নল সংলগ্ন করিয়া রাখা চাই। অগ্নি দিবার সময় ঐ নলের মূখে আগুন দিতে হয়। নারিকেলের খোলে কিম্বা তালের আঁটির ভিতর বাক্স পূরিলে ভয়ঙ্কর শব্দ হয়, কিন্তু তাহাতে বিপদ অনেক। বোম কুটিবার সময় খোলার কুজ কুজ শব্দ মিকটবর্তী লোকের গায়ে লাগিতে পারে।

অগ্নিগড় (গ্রাম্য) প্রজলিত অগ্নিচিহ্ন গড়। কাহাকেও সর্পে দংশন করিলে কিম্বা ভূত প্রেত দৈত্যদানায় দৃষ্টি দিলে ওঝারা আসিয়া অগ্নিগড় করেন। অগ্নিগড় করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক তাঁহারা রোগীকে ঝাড়াইতে থাকেন। অগ্নিগড় করা ওঝাদের একটা উচ্চ অপের বিদ্যা। তত্ত্ব মন্ত্র ঝাড়া ফুকা অনেকেই জানেন, কিন্তু রোগীকে বেঠন করিয়া অগ্নিগড় করা, এবিদ্যা সকলের ক্ষমতায় ঘটে না।

ওঝা কাছা ও মন্তকের শিখা খুলিয়া রোগীর চতুর্দিকে কুলকাঠের ও তালপত্রের অগ্নি প্রজলিত করেন, তৎপরে করতালি দিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন।

দৈত্য ঝাড়ু মানা ঝাড়ু, ঝাড়ু বাও বা।

ব্রহ্মার উদরে বেটা ভস্ম হয়ে যা।

ছাড়লাম সরিষা বাণ ছোটো বার আগে।

ব্রহ্মার আজ্ঞায় বাণ শীগগির লাগুগে।

এই বলিয়া একমুষ্টি খেত সর্ষপ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। যে মন্তক্রে ডাকিনী যোগিনী মাহুকের বুক বসিয়া ক্ষয়ের শোণিত শুষিয়া থাইত, ধূলা পড়া, সরিষাবাণ এবং অগ্নিগড় সেই সকল যুগের অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র ছিল। কালে ডাকিনী যোগিনীর বিষমস্ত ভাঙ্গিয়া থাইতেছে, সর্ষপবাণের ও ভীক বার ক্রমে ক্ষয় হইয়া আসিতেছে।

অগ্নিগর্ভ (পুং) অগ্নিঃ ইব জারকঃ গর্ভঃ বস্ত। অগ্নিজারক বৃক্ষ। অগ্নিগর্ভে অস্ত। স্বর্গ্যাকাস্তমপি, আতনী পাথর। স্বর্গ্যকিরণে আতনী পাথর ধরিয়া তাহার নিম্নে একখানি টীকা, অক্ষর কিম্বা সোলা রাখিলে, কিঞ্চিৎ কাল পরেই তাহা অগ্নি উঠে।

(স্ত্রী) অগ্নিঃ গর্ভে অস্তাঃ। অগ্নিগর্ভা, শবীলতা।

শাই বাবলা গাছ। (শবীলগর্ভ ও শবীলতা দেখ)।

অগ্নিগর্ভা (স্ত্রী) মহাজ্যোতিষমতীলতা। শবীলতা।

অগ্নিগৃহ (স্ত্রী) অগ্নিকাৰ্যার্থঃ গৃহম্। শাকং-ভং। হোমের নিমিত্ত গৃহ। ৬-ভং। অগ্নির গৃহ। [অংসতার দেখ]।

। *। গেহে কঃ। পা ৩। ১। ১৪৪। গৃহাতি ধাত্মিক-

মিতি গৃহম্। ঘর বুঝাইলে এই ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক প্রত্যয় হয়। যে ধাত্বাদি গ্রহণ করে অর্থাৎ ঘর।

গৃহ শব্দ অর্জুনাদি মধ্যে পঠিত। [অর্জু দেখ]। অর্জু-

নাদি শব্দ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীবলিঙ্গ হইয়া থাকে। তদন্ত

গৃহশব্দ ও পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীবলিঙ্গ। কিন্তু পুংলিঙ্গে ইহা

নিত্য বহুবচনান্ত। *। অর্জুনাঃ পুংসি চ। পা ২। ৪। ৩১।

অগ্নিগ্রহ (পুং) অগ্নিপ্রতিপাদকঃ গ্রহঃ। শাকং-ভং।

অগ্নিদ্বারা হোমাদি ক্রিয়া প্রতিপাদক শব্দ।

অগ্নিঘৃত (স্ত্রী) অগ্ন্যুদ্দীপনং ঘৃতং। শাকং-ভং। ঘৃত-

ঘৃতম্। *। অগ্নিঘৃষিত্যঃ ক্তঃ। উণ ৩। ৮২। অগ্নি ঘৃ-

এবং সি ধাতুর উত্তর ক্ত হয়। স্নানাহিকার ঘৃত।

পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, চই, গজপিপুল, বনবানী,

হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, কারষর, হবুয়া, প্রত্যেক ৮ তোলা।

দধি, কাজি, ও শুক্ল ঘৃতে সমান ভাগ। আর্জক রস ও

ঘৃত প্রত্যেক দুই সের। একত্র পাক করিবে। এই

ঘৃত মন্দ্যামি রোগে কিঞ্চিৎ উপকার করে।

অগ্নিচরন (পুং) অগ্নি-চি লুট্ করণে। অগ্নিচীরিতে

আধীযতে অনেন, ৬-ভং। অগ্ন্যাধান মন্ত্র। অগ্ন্যাধান

(স্ত্রী)। ভাবে লুট।

অগ্নিচিং (ত্রি) অগ্নি-চি-কিপ্ ভূত্বার্থে। অগ্নিং চিতবান্।

। *। অগ্নৌ চঃ। পা ৩। ২। ১১। অগ্নি এই কশ্যোপ-

পদের পর চি ধাতুর উত্তর কিপ্ প্রত্যয় হয়। অগ্নি-

হোত্রী; মন্ত্র পাঠ পূর্বক বিনিবলি স্থাপন করেন। (স্ত্রী)

অগ্নি-চি কিপ্ ভাবে। অগ্ন্যাধান। অগ্নিচিং, অগ্নিচিতৌ,

অগ্নিচিতঃ। (স্ত্রী) অগ্নিচিং, অগ্নিচিভী, অগ্নিচিভি।

অগ্নিচিত্যা (স্ত্রী) অগ্নি-চি-ক্যপ্। অগ্নেচরনম্। অগ্নিচরন।

অগ্ন্যাধান। *। চিত্যাগ্নিচিত্যো চ। পা ৩। ১। ১৩২।

চিত্যাশব্দে ২রিতিত্যা শব্দ নিপাত্যতে। ভাবে বকার

প্রত্যয়ন্তক্ চ। (কাশিকা)। চিত্যা ও অগ্নিচিত্যা এই

শব্দ দুটা চি ধাতুর উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে

সিদ্ধ হইয়াছে। নিপাতনে সিদ্ধ না হইলে চেরম্, অগ্নি-

চেরম্ এই প্রকার রূপ হইত।

কুণ্ডপাথকভাং কতিদগ্নিচিত্যাবতাং ভবা। ভতি

৬। ৬৭। চিত্ত্যগ্নিচিহ্নে চেতি নিপাতোতে অগ্নিচরন-
ময়িত্ত্যা ভাবে কাণ্ডক। (অগ্নিচরন)।

অগ্নিচিহ্ন (ত্রি) অগ্নিচিহ্ন-মত্প, মহানেবা। অগ্নিচরনশীল
বস্ত্র। অগ্নিচিহ্নান, অগ্নিচিহ্নস্তো, অগ্নিচিহ্নস্তঃ। (ত্রী)
অগ্নিচিহ্নতী।

অগ্নি (পুং) অগ্নে কুধোদীপনার জারতে। অগ্নি-জন্-ড।
৪ তৎ। অগ্নিজারবৃক্ষ। অগ্নে: অনলাং জারতে, ৫-তৎ।
কাণ্ডিকের। (ক্রী) স্বর্ণ। [কাণ্ডিকের দেখ]।

অগ্নিজন্ম (পুং) অগ্নেরনলাং জন্ম অন্ত। বহুব্রী। কাণ্ডি-
কের। (ক্রী) স্বর্ণ। অগ্নিজন্মা, অগ্নিজন্মানো, অগ্নি-
জন্মানঃ। (ক্রী) অগ্নিজন্ম, অগ্নিজন্মী, অগ্নিজন্মানি।

অগ্নিজার (পুং) অগ্নি-জ-শিচ্-অচ্, অগ্নিরিব ভূক্ৰব্যং
জারয়তি। অগ্নিজারবৃক্ষ। অগ্নিজাল, —রস্থানে লকার এ
রূপও হয়। এই দ্রব্য ঔষধে লাগে; ইহার শুণ, কটু ও
উষ্ণ; সেবন করিলে কফ, বায়ু, উদরবেদনা এবং শীত
নষ্ট হয়; কিন্তু ইহাতে পিত্তবৃদ্ধি করে।

অগ্নিজাল (পুং) অগ্নিজার বৃক্ষ। [অগ্নিজার দেখ]।

অগ্নিজিহ্ব (ত্রি) অগ্নি: জিহ্বা ইব যন্ত। অগ্নিমুখ দেবতা।
দেবোদ্দেশে অগ্নিতে দ্রুতানি প্রেক্ষিত হয়। দেবতার
অগ্নিরূপ জিহ্বা দ্বারা সেই হোমযজ্ঞ পান করেন।
তজ্জন্ত দেবতাকে 'অগ্নিজিহ্ব' বলা যায়। বরাহ মূর্তি
ধারী বিষ্ণু। (ত্রী) অগ্নিজিহ্বা।

অগ্নিজিহ্বা (ত্রী) লাক্ষণী বৃক্ষ। বিষ্ণুলাক্ষণী। অগ্নির সপ্ত-
শিখা। বর্ণা—১ করালী, ২ মিনী, ৩ খেতা, ৪ লোহিতা
৫ নীললোলিতা, ৬ হ্রবর্ণা, ৭ পদ্মরাগা।

অগ্নিজালা (ত্রী) অগ্নে: জালা ইব শিখা অন্তাঃ। জল-
পিন্নলী। অগ্নিশিখা। অগ্নিজালা, অগ্নিজালে, অগ্নিজালাঃ।

অগ্নিতপ্ (ত্রি) অগ্নি-তপ-কিপ্, অগ্নিনা তপ্যতে। অগ্নি-
হোত্রী। অগ্নিতপ্ অগ্নিতব্, অগ্নিতপো, অগ্নিতপঃ।
অগ্নিতব্ভ্যাম্ ইত্যাদি।

অগ্নিতপস্ (ত্রি) অগ্নি-তপ-অন্তন্। অগ্নিপরিবেষ্টনেন
তপ্যতে। চতুর্দিকে অগ্নিপ্রজলিত করিয়া এবং সূর্যের
সিক্কে মুখ রাখিয়া যিনি তপস্তা করেন। অগ্নিতপাঃ,
অগ্নিতপসো, অগ্নিতপসঃ।

অগ্নিতুতি (ত্রী) অগ্নিহোত্রী যুধে বস্তাঃ। তুতি-ইন্। *।
সর্বদাত্ত্ব ইন্। উণ্ ৪। ১১৭। অগ্নিমান্যরোগের
ঔষধ বিশেষ।

পারা, বিব, গন্ধক, বসবানী, জিকলা, সাচিয়ার,
সোয়া, দ্বিতাম্বল, বৈষ্ণববধ, কীক, মচল, অরণ, বিভ্রক,

করকচ লবণ, শোহাগার খই। প্রত্যেক সমানাম্।
সর্বসমভাগ বিষমুষ্টি। সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া গোড়া
নেবুর রসে মর্দন করিবে। মরীচপ্রমাণ এক একটা
বড়ি জলের সঙ্গে সেব্য। ইহাতে অগ্নিমান্য বিনষ্ট হয়।
অগ্নিতেজস্ (ত্রি) অগ্নেতেজ ইব তেজোবন্ত, বহুব্রী।
অগ্নিসদৃশ তেজস্বান্। অগ্নির মত তেজ বিশিষ্ট। (ক্রী)
অগ্নির তেজঃ। ৬ তৎ। অগ্নিতেজাঃ, অগ্নিতেজসো,
অগ্নিতেজসঃ। (ক্রী) অগ্নিতেজঃ, অগ্নিতেজসী, অগ্নি-
তেজাংসি।

অগ্নিত্রয় (ক্রী) অগ্নেত্র্যবয়বম্, ত্রি-অরচ্। ৬-তৎ। গার্হ-
পত্য; আহবনী ও দক্ষিণায়ি। এইরূপ কথিত আছে,
চন্দ্রবংশীর পুত্ররবা রাজা উর্কশীর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন প্রণয়
লাভ করিবার জন্য অগ্নিকে তিন ভাগ করিয়া যাগ
করেন। তৎকাল হইতে অগ্নিত্রয়ের সৃষ্টি হয়। একো
হ্মিরাদাবভবৎ, ত্রৈলেন ত্রয় মনন্তরে ত্রেতা প্রবর্তিতা।
বিষ্ণুপুরাণ ৪। ৬। ৪১। (ত্রী) ত্রীন্ অগ্নিত্রয়ী। *।
দ্বিত্রিত্যং তত্ত্বায়জা। পা ৫। ২। ৪৩। এই হয় তাহার
অবয়ব, এই রূপ বস্তুার্থসমর্থ সংখ্যাবাচি শব্দের উত্তর
তয়প্ স্থানে বিকল্পে অরচ্ আদেশ হয়। ত্রয়ঃ অবয়বাঃ
অন্ত ত্রি-তয়প্ ত্রিতয়ম্ কিংবা ত্রি-অরচ্ ত্রয়ম্।

অগ্নিদ (ত্রি) অগ্নি-দা-ক। অগ্নিঃ দদাতি। গৃহ দত্ত
করিবার জন্য যে অগ্নি দেয়; শত্রু।

অগ্নিদধ (ত্রি) অগ্নিনা দধঃ দহ-ক্ত। ৩-তৎ। শাস্ত্রবিধান
দ্বারা সংস্কৃত অগ্নিদ্বারা দধ। অগ্নিদ্বারা দধকরা বস্ত্র,
আগুনে পোড়া। [অগ্নিদধত্বং দেখ]।

অগ্নিদমনী (ত্রী) অগ্নি-দম-শিচ্-ল্যুট্, ত্রী-ডীপ্। কুপ
বিশেষ। (*Premna integrifolia*)। গণিয়ারী। কুজ
কণ্টারিকা। [গণিয়ারী দেখ]। বহু দমনী, বহুকণ্টকা,
বহুকণ্টারিকা, গুচ্ছফলা, কুজফলা, কুজদ্রুক্ষা,
মর্তোজ্জমাতা, দমনী। এই বৃক্ষ কটু, উষ্ণ ও দ্রব।
ইহা সেবনে বাত, কফ, শ্বশ্ব এবং গ্রীহা নষ্ট হয়। কুশা-
বৃদ্ধি ও আহারে রুচি হইতে থাকে। কুজ-ফলগুচ্ছ
যুক্ত কাটা গাছ।

অগ্নিদত্তব্রণ। অগ্নিতে পুড়িয়া যে কত জন্মে। অগ্নিতে
কিছা উত্তপ্ত জল, হৃৎ অথবা অন্ত তরল পদার্থে দেহের
কোন স্থান পুড়িয়া গেলে অধিকাংশ স্থলে প্রাণবিয়োগ
হয়। হৃৎপদ অগ্নে দেহের মধ্যস্থল ও মস্তক হৃৎ
হইলে মস্তক বিপন্ন। কোন স্থান দহ হইলে অধম
সে স্থানে কোথা পড়ে, আর সন্ধ্যাপ্ রাখিলে কেবল

উপরের চূর্ণ রক্তবর্ণ হয়। অত্যন্ত পুড়িলে কেবল তৎ-
কথায় গলিয়া যায়। তাহার পর উৎকটস্থলে দুর্বলতা,
আভ্যন্তরিক বয়ে রক্তাধিক্য ও প্রবাহ হয়; মস্তিষ্ক,
হৃৎস্পন্দ এবং অন্ত্র বিকৃত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায়
প্রায় প্রথম দিন হইতে পঞ্চম দিবস পর্যন্ত মৃত্যুর
আশঙ্কা থাকে। যদি এই অভিনব বিকারাবস্থায় মৃত্যু
না হয়, তবে গলিত রক্ত হইলে উত্তর কালে দুর্বলতার
অল্প মৃত্যু ঘটবার সম্ভাবনা।

চিকিৎসা হোমিওপ্যাথী—আলা নিবারণের জন্য
দগ্ধস্থানে কদাচ কাঁচি, ‘শীতল জল পড়া,’ পুঁইশাকের
রস ইত্যাদি প্রয়োগ করিবে না। তাহাতে আরও উৎ-
কট উপসর্গ ঘটে। দগ্ধস্থান সর্বতোভাবে আবৃত
রাখাই জীবন রক্ষার প্রধান উপায়। প্রথমে দগ্ধস্থানের
উপর এক খানি লিট, ফেলানেল কিম্বা অল্প কোন
কোমল বস্ত্র বিছাইয়া দিবে। ঐ বস্ত্র সাত আট দিন
একাদিক্রমে তদবস্থায় রাখিবে, একবারও ধুইবে না।
বস্ত্রের উপরে মধ্যে মধ্যে নিয়মিত তৈল প্রয়োগ
করিবে,—কার্বলিক এসিড্ অর্ধছটাক, বাদাম তৈল
কিম্বা নারিকেলতৈল দেড়পোয়া, একত্র মিশ্রিত করিয়া
লইবে। অথবা—চূর্ণের পরিষ্কার জল অর্ধছটাক,
বাদাম কিম্বা নারিকেলতৈল দেড় পোয়া, একত্র মিশ্রিত
করিয়া লইবে। ভিতরের বস্ত্র উক্ত তৈলদ্বারা আর্দ্র
করিয়া উহার উপর কোমল তুল বিছাইয়া দিবে।
কেহ কেহ—অটিকা টেরেন্স, ক্যামেরাইডিস্, ক্রিসোসোট
জলের সঙ্গে রক্তস্থানে প্রয়োগ করেন। স্থল কথা এই,
রক্তস্থানে বাহাতে বায়ু না লাগে অগ্রেই এমন উপায়
অবলম্বন করিতে হইবে।

সেনে করিবার জন্য অরসে ও প্রদাহাবস্থায় একো-
নাট্ট দিবে। দগ্ধস্থানে পড়া রক্ত হইয়া পড়িলে আর্সে-
নিক্ ও কার্বো ডেজিটেবেলিস্ সেবনে উপকার দর্শে।

এলোপ্যাথী—বাহ্যপ্রয়োগের জন্য উপরে যে ঔষধ
লিখিত হইয়াছে, তাহাই প্রয়োগ করিবে। সেবনের
কাজ, নাড়ী স্পন্দ ও অত্যন্ত বেগবতী হইলে সুবা ব্যক্তিকে
অর্ধছটাক হইতে দুইড্রাম পর্যন্ত ত্রাতী জলের সঙ্গে ব্যবস্থা
করিবে। নিজাতার ও অত্যন্ত অস্থিরতা উপস্থিত হইলে
সিকি গ্রেণ মাজার মর্কিয়া ব্যবস্থা করিলে বস্ত্রদ্বারা
অনেকটা লাভ হয়। কিন্তু ঐ ঔষধ অধিক মাত্রায়
ব্যবহার হইবে না। পল রক্ত উপস্থিত হইলে রক্তস্থানে বোরা-
সিক্ অক্স, কার্বলিক এসিড্, টাইমল্ ইত্যাদি লাগা-

ইবে। সেবনের জন্য সুইনাইন ১ গ্রেন, ডাং লাই ট্রিক্
এসিড ১০ বিগ্, সিকোনাক্স কাথ ১ ওঁল, একত্র মিশ্রিত
করিয়া এক মাত্রা। এইরূপ প্রত্যহ তিন মাত্রা ঔষধ
সেবন করাইবে। পোর্ট ২ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম পর্যন্ত
জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া মধ্যে মধ্যে খাইয়ে দিবে।
রোগীর বল রক্ষা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। এ প্রকার
চর্খটনা ঘটিলে প্রথম হইতেই উপযুক্ত চিকিৎসকের
দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

বৈদ্যক—দগ্ধস্থানে মধু মাখাইয়া তাহার উপরিভাগে
ববের চূর্ণ ছড়াইয়া দিলে আলা নিবারণ হয়। চারি
সের জলে এক পোয়া জীরা সিদ্ধ করিয়া এক সের
ধাকিতে নামাইবে। সেই কাথ ছাঁকিয়া এক সের শুভেদ
সঙ্গে পাক করিবে। নির্জল হইলে দগ্ধস্থানে ঐ শুভেদ
প্রলেপ দিলে বিলক্ষণ উপকার হয়। [কিছুনকটেল
ও পাটলী তৈল দেখ]। হকিমরা ডিম্বের খেতলালা
দগ্ধস্থানে মাখাইতে ব্যবস্থা দেন।

যরকরণ করিতে হইলে অগ্নি লইয়াই অষ্টগ্রহের
কাজ। পাকের জন্য অগ্নি; কোম জ্বাউ উষ্ণ করিতে
হইলে অগ্নি; রাত্রিতে আলোকের জন্য অগ্নি; বাহারা
ভারাকু ও চুরটাদি সেবন করেন, সে সকল লোক ত
নিবারাত্র মুখে ও অগ্নিতে এক হইয়া আছেন। তত্ত্ব
দরিদ্র লোকের গাভবস্ত্র নাই। তাহাদের—‘ভাঙ্ক ভাঙ্ক
কুশাঙ্ক শীতের নিবারণ’—হিমের প্রকোপ বৃদ্ধি হইলেই
সকলে আগুন পোহাইতে বসে। আগুন লইয়া অষ্টগ্রহের
এত কাজ,—তাই মধ্যে মধ্যে গৃহস্থের বাড়ীতে অতিশয়
শোচনীয় ঘটনা ঘটয়া পড়ে। অপোগণ্ড শিশুদের বস্ত্রে
আগুন লাগিয়া তাহাদের শরীর পুড়িয়া যায়। এ প্রকার
চর্খটনার সময় বিশেষ সতর্কতা ও প্রত্যাংগমনতিব্ধি চাই।
শিশুদের কাপড়ে আগুন লাগিলে অনেক জনক জননী
ব্যস্ত হইয়া তাহা খুলিতে বান, ইত্যাকসরে ছেলের
শরীর পুড়িয়া যায়। বিপদকালে উপস্থিত বুদ্ধি নিতান্ত
আবশ্যক। কাপড়ে আগুন লাগিলে কণকালের মধ্যে
ইহা ভাবিয়া লইতে হইবে যে, বস্ত্র শীত খোলা বাইবে
কি না। যদি বুঝেন যে, খুলিতে বিলম্ব হইবে, তাহা
হইলে বাগকের সর্বদা শতরং কিম্বা অল্প কোম মোটা
কাপড় দিয়া জড়াইয়া ফেলিবেন। বাতাস বন্ধ হইলে
মুহূর্ত মধ্যে অগ্নি নির্বাপন হইয়া বাইবে। নিতান্ত মোটা
কাপড় না থাকিলে বাদকটীকে বাড়ীর উপর পড়ানু
দেওয়াইবে, ইহারেও শরীর অগ্নি নির্বাপন হইয়া যায়।

গৃহে অগ্নি লাগিলে যদ্যপি অত্যন্ত ধোঁয়া হয়, তাহা হইলে সে ঘরের মধ্যে উচ্চ হইয়া থাক। কর্তব্য নয়।
মুক্তিকার উপর শুড়ি দিয়া সে স্থান হইতে বাহির হইবে।
অগ্নিদাতৃ (ত্রি) অগ্নি-দা-তৃচ্। অস্তোষ্টির সময় যিনি
বিধানানুসারে মুখাঘ্নি করেন। পুত্র, জ্ঞাতি, আত্মীয়স্বজন
ইত্যাদি। শাজাহানসারে যিনি প্রেতপিতৃদিবার অধিকারী,
তিনিই অগ্নিদাতা। তদভাবে আত্মীয়স্বজন সকলেই অগ্নি
সমর্পণ করিতে পারেন। অগ্নিদাতা, অগ্নিদাতারো, অগ্নি-
দাতারঃ। (স্ত্রী) অগ্নিদাত্রী।

অগ্নিদীপন (ত্রি) অগ্নি-দীপ-গিচ্-ল্যুট্, অগ্নিং জঠরানলং
দীপয়তীতি। অগ্নিবদ্ধক। যে ঐষধে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়।

অগ্নিদীপ্তা (স্ত্রী) অগ্নির্জঠরানলোদীপ্তাঃ সেবনেন বস্তাঃ।
জ্যোতিয়তীলতা। অগ্নিদীপ্তা যয়া, অগ্ন্যদীপক বস্ত।

অগ্নিদূত (পুং) অগ্নিদূত ইব যজ্ঞঃ। যজ্ঞঃ। অগ্নি, দেবতাদির
নিকট হবিঃ বহন করেন, তজ্জন্তু ইনি যজ্ঞের দূত। অগ্নিং
দূতং বৃণীমহে। (ঋগ্বেদ)। অগ্নি দূতস্বরূপ হইয়াছেন
যে কার্যে অর্থাৎ যাগাদিতে। হু-তন্ দূতঃ। *। হু-ত-
ত্যাংদীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩। ২০। হু ও তন্ ধাতুর উত্তর তন্
প্রত্যয় হয় এবং উপধার স্বর দীর্ঘ হয়।

অগ্নিদেবা (স্ত্রী) অগ্নির্দেবোহস্তাঃ। কৃত্তিকা নক্ষত্র।
[কৃত্তিকাশব্দ দেখ]। অগ্নিদেবা, অগ্নিদেবে, অগ্নিদেবাঃ।

অগ্নিধ্ব (পুং) অগ্নি-ধা-কিপ্। যথাবিধানেন অগ্নিং দধাতি।
৩-তৎ। অগ্ন্যাধানকর্তা। অগ্নিঃ, অগ্নিদো, অগ্নিধঃ।

অগ্নিধান (স্ত্রী) অগ্নি-ধা-ল্যুট্, বহত্ৰী। অগ্নিহোত্রগৃহ।

অগ্নিনক্ষত্র (স্ত্রী) অগ্নেঃ নক্ষত্রম্, ৬-তৎ। কৃত্তিকা নক্ষত্র।

অগ্নিনয়ন (পুং) অগ্নি-নী-ল্যুট্ভাবে, ৬-তৎ। অগ্নিসংস্থার।
বহত্ৰী। দেবতা। রক্তনেত্র। (স্ত্রী) ৬-তৎ। অগ্নির
নেত্র, অগ্নির চক্ষুঃ। বহত্ৰীহো স্ত্রী-অগ্নিনয়না।

অগ্নিনির্ধাস (পুং) অগ্নের্দীপকো নির্ধাসোহস্ত। অগ্নিজার
বৃক্ষ। নিম্-বস্-বঞ্-নির্ধাস।

অগ্নিনির্ধাপণ (স্ত্রী) অগ্নি-নিম্-বা-গিচ্-ল্যুট্। আগুন নিবা-
ইয়া দেওয়া, আগুন নিবান। [অগ্নিস্তম্ভ দেখ]।

অগ্নিনেত্র (পুং) অগ্নিনেত্রো হুতহবিঃ প্রাপয়িতা বস্ত। অচ্-
সমাসে বহত্ৰী। দেবতা। (স্ত্রী) অগ্নেন্নয়নম্, ৬-তৎ।
অগ্নির চক্ষুঃ।

অগ্নিপদ (স্ত্রী) অগ্নেঃ পদম্। ৬-তৎ। অগ্ন্যাধানের স্থান।
অগ্নিবোধক শব্দ।

অগ্নিপারিক্রমা (স্ত্রী) অগ্নি-পরি-কৃ-শ ভাবে, কৃৎস্ শ চ।
[অক্রিয়া দেখ]। ৬-তৎ। অগ্নিপারিক্রম্য, হোমাদি ক্রিয়া।

অগ্নিপর্কত (পুং) অগ্নিসাধকঃ পর্কতঃ। আগ্নের গিরি।
পর্কি-অতচ্ পর্কতঃ। *। ভূমৃদৃশিযজ্ঞপর্কিপচ্যামিতমিন-
মিহর্যোভ্যোহতচ্। উণ্ ৩। ১১০। এই দশটী ধাতুর
উত্তর অতচ্ প্রত্যয় হয়। [অকাপর্কতও দেখ]।

অগ্নিপরীক্ষা (স্ত্রী) অগ্নৌ পরীক্ষা, ৭-তৎ। অগ্নিতে স্ত্রীলো-
কের দোষাদোষের পরীক্ষা। অগ্নিতে স্বর্ণাদি ধাতুর
বিষুদ্ধাবিশুদ্ধতার পরীক্ষা। বিষুদ্ধ সোনা হাপরের
আগুনে রাখিলে বিবর্ণ হয় না। কিন্তু ভেল সোনা
বিবর্ণ হইয়া যায়। ইহাই স্বর্ণরোপ্যাদির অগ্নিতে পরীক্ষা।
স্ত্রীলোক সতী কি ব্যভিচারিণী, পূর্বে সে পরীক্ষাও
অগ্নিতে হইত, এখনও কোম কোন ইতর জাতির মধ্যে
[বেদে ও বাজিকর দেখ] এ প্রথা প্রচলিত আছে।
সীতা জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ভিতর বসিয়া রামের কাছে
নিজ পতিপরায়ণতার পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এখন অগ্নির
মধ্যে বসিয়া পরীক্ষা দেওয়ার দিন কুরাইয়াছে। আজি
কালি কেবল ইতর জাতির মধ্যে অগ্নি পরীক্ষা আছে,
কিন্তু সে অস্ত্র রক্ষম। স্ত্রীলোকের প্রতি সন্দেহ হইলে,
বাটীর কর্তা লাঙ্গলের লৌহ ফাল অগ্নির তাপে রক্তবর্ণ
করিয়া তাহা জিহ্বাভাষা চাক্ষুতে বলেন। সাধী স্ত্রী
হইলে তাহার মুখ পুড়িয়া যায় না। কিন্তু অসতী স্ত্রী
চাক্ষুতে পেলেই তাহার মুখ পুড়িয়া যায়। গৃহস্থানী আর
তাহাকে গ্রহণ করেন না, সুতরাং সেই অভাগিনীনারীকে
যাবজ্জীবন কলঙ্কের পন্থা মাথায় করিয়া কাল কাটা-
ইতে হয়। পূর্বে ভারতবর্ষে এবং ইউরোপেও তত্ত্বরদের
দোষাদোষ অগ্নিবারা পরীক্ষিত হইত। রাজসভায়
চোরকে ধরিয়া আনা হইলে সে ব্যক্তি বথার্থ অপরাধী
কি না, রাজারা অগ্নিতে তাহার পরীক্ষা করিতেন।
ইংরাজেরা এ দেশে আসিবার পূর্বে হিন্দুপতিগণ এই
রূপ বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। সে দিন পর্যন্ত দাক্ষি-
ণাত্যে এই রীতি প্রচলিত ছিল, সম্প্রতি রহিত হইয়াছে।

অগ্নিপূজ (পুং) অগ্নেঃ অগ্ন্যাধানস্থানস্ত পূজঃ ইব। ৬-তৎ।
যজ্ঞস্থলে আহিতাগ্নিস্থানের পশ্চাত্তাগ।

অগ্নিপুৰাণ (স্ত্রী) অগ্নিনা প্রোক্তং পুরাণম্। অষ্টাদশ
পুরাণের অন্তর্গত অষ্টম পুরাণ। অগ্নি বশিষ্ঠের নিকট
জ্ঞানকর ব্রহ্মা বর্ণন করিয়াছিলেন, সেই বিবরণ
লইয়া অগ্নিপুৰাণ। ইহার শ্লোক সংখ্যা ১০,০০৬। ইহার
মধ্যে বিষ্ণু অবতার। অগ্ন্যং সৃষ্টি, বিষ্ণুপূজা, অগ্নিপূজা,
মুদ্রাদির বিবরণ, নীলা, অভিষেক, সপ্তপল্লব, কুশ-
সার্কন, পরিজ্ঞানোপণ, দেবালয় প্রতিষ্ঠা, শালগ্রামপূজা,

নানা প্রকার মূর্তির লক্ষণ; বিনায়ক পূজা; নীকার বিধি; দেবপ্রতিষ্ঠা; ত্রিকাণ্ড নিরূপণ; গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থের বৃত্তান্ত; ঘটকর্ম; মন্ত্র, যন্ত্র ও ওষধির বিবরণ; কুজিকার পূজা; বোচাভাস; হোম; মনস্তন্ত্র; ত্র্যম্বক; শ্রাদ্ধ; গ্রহ যজ্ঞ; বৈদিক ও স্মার্তকর্ম; প্রায়শ্চিত্ত; তিথিত্রয়; বার, নক্ষত্র ও মাসিকত্রয়; নীপদান; নববাহ্যর্চন; নরকের বিবরণ; দানধর্ম; নাড়ীচক্র; সন্ধ্যাপদ্ধতি; গায়ত্রীর অর্থ; লিঙ্গস্তোত্র; রাজ্যাভিষেকমন্ত্র; রাজধর্ম; স্বপ্ন; শকুন; যুদ্ধনীক্ষা; নীতিশাস্ত্র; রত্ননিরূপণ; ধর্মবিদ্যা; ব্যবহার-বিধি; দেবাস্ত্রের যুদ্ধ; আয়ুর্বেদ; হস্তিচিকিৎসা ও শাস্তি; গোচিকিৎসা; নানাবিধ পূজা ও শাস্তি; ছন্দ ও সাহিত্যবিদ্যা; একাধাদি বিচার; স্বর্গবর্গ; প্রলয়; যোগশাস্ত্র ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয় এই পুরাণে গ্রথিত হইয়াছে।

অগ্নিপুরাণের শ্লোক সংখ্যা গণনা করিলে দশ হাজারের অধিক হয় না। কিন্তু পুস্তক বিশেষে লিখিত আছে যে, ইহার শ্লোক-সংখ্যা সাড়ে চৌদ্দ হাজার। বোধ করি কোন কোন পুস্তকে শ্লোক সংখ্যা ঐরূপ হইতে পারে। অগ্নিপ্রণয়ন (ক্লী) অগ্নি-প্র-নী-লুট্ ভাবে, ৬-তৎ। যথা বিধি মন্ত্রপাঠ পূর্বক অগ্নিসংস্কার বিশেষ।

অগ্নিপ্রকলন (ক্লী) অগ্নে: প্রকলনম্। ৬-তৎ। শ্রোত স্মার্ত হোমকার্য্যপরিচয়। প্রকল্যতে গম্যতে অস্মাদিতি প্রকলন-লুন্ নিপাতনে সিদ্ধম্। *। ভীমাদয়োহপাদানে। পা ৩।৪।৭৭। শ্রোতস্মার্তাদগ্নিসাধ্যকর্ম্মত্যাগ:। (নীলকণ্ঠ) [মহাভারত ১।৮৪।২৬ শ্লোক দেখ]।

অগ্নিপ্রস্তুত (পুং) অগ্নি প্র-স্তু অচ্। ৬-তৎ। অগ্ন্যুৎপাদক প্রস্তুত। চক্ৰমকীর পাথর। পূর্বে বঙ্গদেশে চক্ৰমকীর ভূরি চলন ছিল। তখন বিলাতি দে-সলাই প্রস্তুত হয় নাই; প্রস্তুত হইলেও অনেক দিন এদেশে আসে নাই। আগুন করিতে হইলে বাঙ্গালীরা চক্ৰমকী ঠুকিতেন। একটা কাঠের বাক্সে, সরাতে, মাংসাতে কিম্বা বাশের চোঙ্গা অথবা খুঁড়িতে একখানি ঘোড়াধুরে পাথর, একমুখ দ্বন্দ্ব তিন চারি খানি সোলা, একখানি পাইন দেওয়া ইস্পাত এবং অঙ্গার বা নারিকেলের অথবা খড়ের মুটা থাকিত। বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী এবং মধ্যমার মধ্যে প্রস্তুত, তাহার নিম্নে সোলাখানি ধরিতে হয়। সোলার দ্বন্দ্ব মুখ ঠিক প্রস্তুতের কাছে থাকে। তাহার পর হস্তিগ হস্তে ইস্পাত লইয়া প্রস্তুতের আঘাত করিলে অগ্নির ফুলিহ উঠিয়া সোলাতে পতিত হয়।

ফুলিহ পড়িলেই তাড়াতাড়ি ফুৎকার দিতে দিতে তাহাতে অঙ্গার কিম্বা মুটা দেওয়া চাই। প্রস্তুতভাবে ইষ্টকের স্বাম্যতেও আগুন উঠে। কাঠসোলা অপেক্ষা ফুলসোলারই অধিক আদর। বর্ষাকালে শীতল বাতাস লাগিলে সোলা নরম হইয়া উঠে। তখন আগুন তুলিবার সময় হাই দিয়া সোলাকে ঈষৎকু করা চাই। কোন কোন স্থলে সোলার অভাবে লোকে বাশের চোঙ্গার ভিতর তুল পুরিয়া তাহাতে আগুন তুলে। চক্ৰমকীর ইস্পাত কিঞ্চিৎ রক্ত, অন্ন প্রশস্ত ও পাতলা। তাহার এক পার্শ্বে পাইন দেওয়া। পাইন না দিলে শীঘ্র আগুন উঠে না।

তোড়াদার বস্তুকে ঘোড়াধুরে পাথর লাগানো থাকে। এই প্রস্তুত হইতে উৎকৃষ্ট কাচ এবং কৃত্রিম হীরকাদি প্রস্তুত হয়। হোমিওপ্যাথী ডাক্তারেরা বিশুদ্ধ চক্ৰমকীর পাথর (Silica, Flint) ঔষধার্থ প্রয়োগ করেন। পুরাতন অস্থিরোগে (Rickets; caries and exfoliation of bone; Tabes Dorsalis); মৈয়িক গ্রন্থির পীড়ার; যক্ষ্মা; ফোটক এবং অন্ত্রান্ত্র পুষ্টিকৃত রোগে; পচা দস্ত পীড়ার, ও আঙ্গুল হাড়ার ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। হোমিওপ্যাথী ডাক্তারেরা কহেন যে, আঙ্গুল হাড়ার এমন চমৎকার ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। এবং ফোটকাদি পাকাইতে মনে করিলে সিলিকা সেবনে শীঘ্র পরিপক হয়, আবার যে স্থলে অধিক পুষ্টি বৃদ্ধি হইতেছে, ইহাতে অচিরে পুষ্টি কমিয়া আসে। তত্ত্বিত পুষ্টিজনিত জীর্ণজরে, কর্ণমূল ফুলিয়া রস জমিলে এবং উপদংশ ও গণ্ডমালা রোগে এই প্রস্তুত মহৌষধ মধ্যে গণ্য।

এই জাতীয় পাথর অনেক প্রকার। [প্রস্তুত দেখ]। সিলিকনে কেবল একটা অক্সাইড আছে—চ অহ। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৬৪২। এই পাথর অল্পজানের সঙ্গে কঠিন হইয়া মাটির অন্ন নীচেই থাকে। চক্ৰমকীর পাথর, সমুদ্রের বালি, বেলে পাথর, ঘুটিন, অকীক প্রভৃতি প্রস্তুতের ইহা একটা প্রধান উপাদান। [কাচ শব্দে সিলিকার বিস্তারিত বিবরণ দেখ]।

অগ্নিবাহু। অগ্নিরিব তেলবস্ত্রো বাহু বস্ত্র। অথবা অগ্নি রাগেরাজ্য বাহী হস্তে বিদ্যাতে বস্ত্র। জটনক-সংলগ্ন। কাম্যার গর্ভে এবং প্রিয়ত্রয়ের ঔরসে ইহার জন্ম। ইনি দায়পরিগ্রহ করেন নাই, জীবনাবধি কেবল তপস্বী করিয়াছিলেন।

উৎকল দেশে অস্ত্র একজন অগ্নিবাহুর নামে কথিত।

পাওয়া যায়। তিনি উৎকলবাসিনের সঙ্গে বৃদ্ধ করিয়া জগন্নাথদেবের প্রতিমূর্তি চুরি করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ইহাকে রক্তবাহু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অগ্নেবাহুরিব। ৬-তং। ধুম। অজ্জিদ্দশিকম্যমিংশি-
বাধাম্জিপশি তুগধুগ্ দীর্ঘহকারশ্চ। উণ্ ১। ২৭। অজ্জি
দশি কমি অমি পংশি বাধ এই সকল ধাতুর প্রথম দুইটার
স্থানে অজ্জি ও পশি আদেশ হয়, তাহার পর দুইটার উত্তর
তুক ও ধূকের আগম হয়, পংশির উপধা দীর্ঘ হয় বাধ
ধাতুর ধ্বনানে হ হয়। এবং ঐ সমস্ত ধাতুর উত্তর উ
প্রত্যয় হইয়া থাকে।

অগ্নিভ (ক্লী) অগ্নি-ভা-ক, অগ্নিরিব ভাতি। স্বর্ণ। অগ্নি-
বর্ণ বস্ত্র। ভং নক্ষত্রং অগ্নেভং। ৬-তং। কৃত্তিকা নক্ষত্র।

অগ্নিভূ (পুং) অগ্নি-ভূ-ক্ৰিপ্, অগ্নেরনলাৎ ভবতীতি।

অগ্নিপুত্র, কাটিকের। (ত্রি) অগ্নি হইতে উৎপন্ন, অগ্নি-
সন্তব। (ক্লী) অগ্নিভূ, স্বর্ণ। জল। অগ্নিভূঃ, অগ্নিভুবো,

অগ্নিভুবঃ। (ক্লী) অগ্নিভূ, অগ্নিভূনী, অগ্নিভূনি।

৪র্থী—অগ্নিভূবে অগ্নিভূনে। ৭মী—অগ্নিভূবো অগ্নিভূনি।

অগ্নিভূতি (পুং) অগ্নি-ভূ-জিন্, অগ্নেরিব ভূতিরৈষ্যং

বস্ত্র। বৌদ্ধবিশেষ। (ক্লী) অগ্নির ভূতি। অগ্নিবীর্ঘ্য।

(ত্রি) বচনী, অগ্নিসন্তব বস্ত্র। অগ্নিভূতিঃ, অগ্নিভূতী,

অগ্নিভূতয়ঃ।

অগ্নিভ্রাজস্ (ত্রি) অগ্নি-ভ্রাজ-অশ্বনৃ, অগ্নিরিব ভ্রাজতে

দীপ্যতে। অগ্নিতুলা দীপ্তিযুক্ত। বিদ্যাৎ। অগ্নিভ্রাজাঃ,

অগ্নিভ্রাজসৌ, অগ্নিভ্রাজঃ।

অগ্নিমণি (পুং) অগ্নেক্ষুৎপাদকো মণিঃ প্রস্তুতঃ। শাক-তং।

স্বর্য়াকান্তমণি, আতনী, চক্ৰকীর পাথর।

অগ্নিমৎ (পুং) অগ্নি-মতুপ্। সায়িক ব্রাহ্মণ, অহিতায়িক।

অগ্নিমথ্ (পুং) অগ্নি-মহ-ক্ৰিপ্ ন লোপঃ। অগ্নিঃ মথুতি।

যাজ্ঞিক, সায়িক ব্রাহ্মণ। বাহারা অরশিষ্য বর্ষণদ্বারা

অগ্ন্যুৎপাদন করেন। অগ্নিমৎ, অগ্নিমথো, অগ্নিমথঃ।

অগ্নির্মথ্যতে হনেন মহ-ক্ৰিপ্ করণে। অগ্নিসাধন মন্ত্র,

অরগি কাঠ।

পূর্বকালে সায়িক ব্রাহ্মণেরা কোথাও যাইতে হইলে

সঙ্গে অরগি কাঠ লইয়া যাইতেন। অগ্নির প্রয়োজন

হইলে সেই ছইখানি কাঠ একত্র বলপূর্বক বর্ষণ করি-

তেন তাহাতে অগ্ন্যুৎপন্ন হইত। তাহার অরগি

কেলিয়া কুত্রাপি যাইতেন না।

এতদ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, তৎকালে

অগ্ন্যুৎপাদনের অস্ত্র কোন সহজ উপায় ছিল না। এখনও

বনের অসভ্য জাতিরা কাঠবর্ষণ দ্বারা অগ্ন্যুৎপাদন
করে। প্রথমে তাহার দুইখণ্ড কঠিন কাঠ একত্র বর্ষণ
করিতে থাকে। তাহাতে তাপ জমিলে তদাধো একখানি
ক্ষুদ্র ছিন্নবস্ত্র দিয়া পুনর্বার বর্ষণ করে। কিঞ্চিৎ পরেই
সেই ছিন্নবস্ত্র খানি জলিয়া উঠে।

বৎসর বৎসর দাবানলে বনদগ্ধ হয়, তাহার উৎ-
পত্তিও এইরূপে। বৃক্ষের শুষ্ক শাখা অস্ত্র শাখার উপর
পড়িয়া গ্রীষ্মকালের ঝড়ে নড়িতে থাকে। সেই বর্ষণে
আগুন জন্মে। একবার আগুন উঠিলে প্রথমে বৃক্ষের
শাখা, তাহার পর বৃক্ষ, ক্রমে সমস্ত বন হঃহঃ শব্দে
পুড়িতে থাকে। শুনিতে পাওয়া যায়, পর্বতের গগিয়ায়ী
প্রভৃতি কতকগুলি বৃক্ষে শীঘ্রই অগ্নির উৎপত্তি হয়।
ঋষিরা শমিবৃক্ষের সঙ্গে জাত অশ্বখ কাঠের অরগি প্রস্তুত
করিতেন। ছাঁচুলী দ্বারা আমরা যে প্রকারে দধি মছন
করি, ঋষিরা সেই প্রণালীতে অরগিমছন দ্বারা অগ্নি
করিতেন।

পূর্বকালোপেকা এখন অগ্নিমছন অর্থাৎ অগ্ন্যুৎপাদন
করিবার অনেক সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। চক-
মকীর কথা সকলেই জ্ঞাত আছেন। বেত্র বর্ষণ
করিয়াও সহজে অগ্নি করা যায়। চীন ও দিল্লীপুর
অঞ্চলের বেত (যাহাতে কেদেরা ও মোড়া প্রস্তুত
হয়) দুই ভাগে চিরিয়া রৌদ্রে উত্তমরূপ শুষ্ক
করিবে। পরে সেই বেতের চেরাদিক্ একত্র বর্ষণ
করিলে শীঘ্র অগ্নি উৎপন্ন হয়। বিলাতী দে-সলাইয়ের
মুখে ত বিদ্যাতের আগে অগ্নি উঠে। [ইহার উপাদান
ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী দে-সলাই শব্দে দেখ]।

অগ্নিমহ (পুং) গণিকারীবৃক্ষ। অগ্নির্মথ্যতে হনেন।

অগ্নি-মহ-করণে ঘঞ্। অগ্নিসাধন মন্ত্র, অগ্ন্যুৎপাদক

কাঠ। গগিয়ায়ী কাঠ বর্ষণ করিলে শীঘ্র অগ্নি হয়।

অগ্নিমান্দ্য (ক্লী) ৬-তং। (Dyspepsia) অজীর্ণরোগ।

ক্ষুধামান্দ্য। পরিপাকশক্তির হ্রাস। অগ্নিমান্দ্য রোগ

সহজ নয়, ইহাতে অনেক প্রকার উপসর্গ ঘটে। প্রথমে

আহারে অরুচি, কোষ্ঠবদ্ধ, কোথাও পুনঃ পুনঃ অন্ন

অন্ন মলনির্গত হয়, উদরাধ্বান, শরীর দুর্বল; মধ্যে মধ্যে

উদরার উঠে, 'গা বমি বমি' করে; কাহারও অন্ন ও

পিত্তমিশ্রিত বমন হয়; অস্তঃকরণে ক্ষুধি থাকে না, চিত্ত

মলিন ও বিরল, বক্ষঃস্থলে জাশা, আহারের পর উদরে

ভাঁর বোধ। এই সকল লক্ষণের পর ক্রমে দিল্লীজাব,

চন্দ্রকান্ত কামিনিক হৃদিকা, কৃৎসন প্রভৃতি উপসর্গ

আসিয়া পড়ে। এই প্রকারে শরীর ক্লিষ্ট ও দুর্বল হইয়া পড়িলে যথার্থ যে সকল উপদর্শ ঘটে নাই, রোগী মনে মনে তেমন রোগেরও স্মৃতি করিরা নয়। অল্প কোন ব্যক্তির ব্যাধির পর শুনিলে, অজীর্ণ রোগী মনে মনে বিশ্বাস করে যে, তাহারও সেই ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে।

কারণতত্ত্ব—প্রত্যহ গুরুপাক দ্রব্য ভোজন; শারীরিক পরিশ্রমের অভাব; অতিশয় মানসিক চিন্তা; তামাকু, আকিম, গাজা, মদ্য প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন; দৃষ্টিভ্রম ও মনস্তাপ; এইগুলি অগ্নিমান্দ্য রোগের প্রধান কারণ। তন্নিম্ন বহুৎরোগ, জ্বর, হৃদ্রোগ প্রভৃতি অল্প কোন পীড়া থাকিলেও অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা—প্রথমে পীড়ার মূল কারণ দূরীভূত করা আবশ্যক। যাহারা সর্বদা একস্থানে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকেন, কিছু মাত্র দৈহিক পরিশ্রম করেন না, তাঁহাদের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যায়াম করা উচিত। ভ্রমলোকের পক্ষে, প্রত্যহ মুদগর-ভাঁজা, প্রাতঃকালে ও বৈকালে নির্মূল বায়ুতে ভ্রমণ,—এই দুই নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে অল্প কোন ঔষধ চাই না। যাহারা অমিতভোজী, সে সকল ব্যক্তি আহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। প্রতি দিন বথাকালে সংপথ্য খাইবেন, ক্ষুধাবোধনা হইলে আহার করিবেন না। মনস্তাপের জন্য অগ্নিমান্দ্য ঘটিলে, চিন্তা প্রকল্প রাখিতে যত্নবান হইবেন।

হোমিওপ্যাথী—উদরে ভারবোধ ও বেদনা, উল্কার, বৃকজালা, উদরান্ধান থাকিলে নক্সভমিকা (কুচিলার আরক) প্রত্যহ তিনবার সেবন করিবে। অর্শরোগের কোন পূর্বলক্ষণ জানিতে পারিলে, প্রাতে নক্সভমিকা ও সন্ধাতে সলফর (গন্ধকের আরক) সেবন করা কর্তব্য।

পুনঃ পুনঃ বিরেচন হইলে কিম্বা গুরুতর ভোজনের পর অজীর্ণ ঘটিলে, পলসেটিল সেবনে উপকার দর্শে।

কোষ্ঠবদ্ধ, মলক বেদনা, খিট্‌খিটে স্বভাব হইলে ট্রাইওনিয়া মহৌষধ।

আহারে অরুচি ও খাদ্য দ্রব্য মুখে বিশ্বাস লাগিলে পুরাতন অগ্নিমান্দ্য রোগে এন্টি মনিয়ম জুডম, সলফর, হেপার সল্ফিউরিস্ ব্যবস্থা করিবে। তন্নিম্ন শরীর দুর্বল হইলে, চারনা, কলকরিক্ অর, কলকরস ও কেরম্ (লৌহ) সেবন করা উচিত। অজীর্ণের জন্য হিকা উঠিলে নক্সভমিকা, কেলসিডিনম, আর্সেনিক্ খাইবে।

এমোপ্যাথী—অগ্নিমান্দ্যরোগে পেপসিন্ মহৌষধ।

ভোজনের অব্যবহিত পূর্বেই ৩ রকি পেপসিন্ পোসাই সেবন করিবে। ভোজনের পর সিকি গ্রেণ ইপিক্যাক চূর্ণ, কুইনাইন ১ গ্রেণ, এবং জেন্সিরাডের সার ২ গ্রেণ একত্র একটা বটী করিয়া সেবন করিলেও বিশেষ উপকার দর্শে। উদরাময় থাকিলে টিস্ নাইটেট্ অব্ বিন্-মথ্ ৫ গ্রেণ, শুঠ চূর্ণ ২ গ্রেণ, পেপসিন্ ২ গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া একটা পুরিয়া করিবে। এই ঔষধ প্রত্যহ দুইবার সেবন করিলে উদরাময়ের শাস্তি হইতে পারে।

বৈদ্যক—অগ্নিগুণ চূর্ণ, অগ্নিকুহারস, অগ্নিগুহরস, অগ্নিমুখলবণ, অগ্নিমুখলৌহ, অজীর্ণবলকালানল, শখ-বটী প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োজ্য। ঐ সকল ঔষধের উপকরণ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী তত্ত্ব শব্দে দেখ।

হকিমী—ইউনানী মতে, জোয়ারীশ্ ই-সফদানে মূর্গ অগ্নিমান্দ্যরোগের মহৌষধ। ইহা মূর্গার পেপসিন্ অর্থাৎ মূর্গার পাকস্থলীর রৈমিক ঝিল্লি হইতে প্রস্তুত। এই ঔষধ প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক তোলা মাত্রার সেবন করিতে হয়। হকিমেরা অগ্নিমান্দ্য আরক সতরও ব্যবস্থা করেন। সচরাচর নিরলিখিত ঔষধও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শুঠ অর্দ্ধ পোরা, গোল মরীচ ৩ তোলা, পিপুল ১ তোলা, ছোট এলাচ ১ তোলা, নিসেদল অর্দ্ধ তোলা, তুথুমকিত আমলা ১ গন্ধক অর্দ্ধ তোলা; চারি প্রকার লবণ, যথা—সৈন্ধব, খাড়ী, বিট, এবং করকচ সর্বসমেত অর্দ্ধ পোরা। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পিষিয়া কাগজি বা পাতি নেবুর রসে ভিজা-ইয়া ছোট কুলের আঁটির মত বদ্ধি প্রস্তুত করিবে। রোজে শুদ্ধ হইলে ইহার এক একটা মুখে রাখিয়া চুষিতে হয়। ইহার অল্লাবাদ জন্য এটি অগ্নিমান্দ্য রোগীর বেশ রুচিকর হইয়া থাকে।

অগ্নিমান্দ্যরোগী সর্বদা এই করেকটি নিয়ম প্রতিপালন করিবেন। দিবা নিদ্রা; আহারের পর পরিশ্রম, পরিশ্রমের পরেই আহার; রাত্রি জাগরণ; মাদক দ্রব্য সেবন; মন্দদ্রব্য ভোজন এককালে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। অগ্নিমান্দ্য (পুং) অগ্নি মল্লক তরোরপত্যং পুমান্। *। বাহ্যাসিদ্ধান্ত। পা ৪। ১। ১৬। ইঞপ্রত্যঃ। বাহ প্রভৃতি শব্দের উত্তর অপত্যার্থে ইঞ প্রত্যয় হয়। যথা—বাহো-রপত্যং বহ-ইঞ। বাহবিঃ [বাহ্যসিঃ]। *। দেবতা যশ্বে চ। পা ৬। ৩। ২৬। *। ইহুদৌ। পা ৬। ৩। ২৬। দেবতাবাচি যশ্বে পূর্বপদে আমত্ (অ) আদেশ হয়, কিন্তু অগ্নিশব্দের উত্তর ইকারবহী থাকে।

এই পুত্রোহসারে 'আগ্নীমারুতি' এই প্রকার রূপ সিদ্ধি হইবে। এস্থলে 'অগ্নিমারুতি' এটা বেদের গৃহীত রূপ, পুৰোহিতাদির নিয়মাহুসারে পূৰ্ণ পদ ব্রহ্ম এবং ইকারের লোপ হইয়াছে।

অগস্ত্যমুনি। অগস্ত্য অগ্নীমারুতের ঔরসে যজ্ঞীর কুন্তে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। [অগস্ত্য দেখ]।

অগ্নিমিত্র (পুং) শুকবংশীয় দ্বিতীয় নৃপতি। ইনি মগধের অধীশ্বর ছিলেন। মৌর্যবংশীয় শেষ রাজা বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্র তাঁহার স্বামীকে নষ্ট করিয়া আপনি রাজা হইলেন। অগ্নিমিত্র পুষ্পমিত্রের সন্তান। অগ্নিমিত্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র স্ত্রোজ্যোষ্ঠ মগধের রাজা হইয়াছিলেন। ভাগবত ১২। ১

অগ্নিমুখ (পুং) অগ্নিমুখমিব যন্ত। দেবতা। দেবতার। অগ্নিরূপ মুখদ্বারা হব্য পান করেন। ক্ষুধা বৃদ্ধির ভজ্ঞ অগ্নিমুখ ঔষধ বিশেষ (ক্লী)। হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, শুঠ ৪ ভাগ, জোয়ান ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, চিতা ৭ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া দধির সঙ্গে সেবন করিলে অজীর্ণ ও বায়ুপিত্ত নষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ। ভেলা, ভল্লাতক। চিতা। 'অগ্নিমুখো বিজে দেবে ভল্লাতে চিত্রকে কচিং।' (ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ)।

অগ্নিমুখচূর্ণ (বৃহৎ) ইহার উপকরণ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী এই—সোরা, সাচিকার, চিতামূল, পাঠামূল, করঞ্জমূল, পঞ্চলবণ, ছোট এলাচ, তেজপত্র, বামুনহাটী, বিড়ঙ্গ, হিং, কুড়, শঠা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, মূতা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলা, জীরা, আমরুল, গজপিপ্ললী, কৃষ্ণজীরা, অন্নবেতস, তিস্তিড়ী, যবানী, দেবদারু, হরীতকী, আতাইচ, অনন্তমূল হব্বা, সোঁদালফলের শাঁস, তিলনালের ফার, পলাশফার, গোমুত্রসিক্ত মণ্ডুর। এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগ লইয়া চূর্ণ করিবে। তাহার পর তিন দিবস টাণানেবুর রসে, তিন দিবস কাঁজিতে, তিন দিবস আদার রসে ভাবনা দিয়া শুকাইবে। মাত্রা ২ তোলা। ঘৃত ও অন্নের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় ও অজীর্ণ রোগ থাকে না।

অগ্নিমুখমণ্ডুর। শোথরোগের ঔষধ। শোধিত মণ্ডুর ২৬ তোলা, ইহার আটগুণ গোমুত্রের সঙ্গে পাক করিবে। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, দেবদারু, মূতা, ত্রিকটু, ত্রিকলা, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক ৮ তোলা। একেপ

দিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ তোলা। ঘৃত এবং মধুর সঙ্গে মাড়িয়া তক্রের সহিত সেবন করিবে। ইহা শোথরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অগ্নিমুখরস। অগ্নিমান্দ্যরোগের ঔষধ। মরীচ, মূতা, বচ, কুড়। প্রত্যেক একতোলা, বিব এক তোলা। আদার রসে মাড়িয়া মৃগ প্রমাণ এক একটা বটাকা প্রস্তুত করিবে। ইহা অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য রোগে সেব্য।

অগ্নিমুখলবণ। (ক্লী) অগ্নিমান্দ্য রোগের ঔষধ বিশেষ। চিতামূল, ত্রিকলা, দম্বীমূল, তেউড়ীমূল, কুড়। প্রত্যেক সমান অংশ। সর্বসমষ্টির সমান সৈন্ধব লবণ। একত্র সিজের আটায় ভাবনা দিয়া সিজের ডালের ভিতর পুরিবে। তাহার উপর পক্ষের অন্ন লেপ দিয়া অগ্নিতে দধি করিয়া চূর্ণ করিবে। চূর্ণের মাত্রা ৫ রতি। ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধি ও বৃক্ক, প্রীহা, শুন্ড, অর্শ, পার্শ্বশূল প্রভৃতি নষ্ট হয়।

অগ্নিমুখলৌহ। অর্শরোগের ঔষধ। প্রথমে ১২২ তোলা ঘৃত উক করিয়া লইবে। তাহার পর, বিচুটার মূলের রসে শোধিত লৌহ ভঙ্গ ২৬ তোলা সেই ঘৃতে নিঃক্ষেপ করিবে। তৎপরে, তেউড়ী, চিতা, নিসিন্দা, সিজ, মুণ্ডুরী, ভুই আমলা,—প্রত্যেক ৪৮ তোলা জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। এই কাথ এবং ১২২ তোলা চিনি ঐ ঘৃতে দিবে। ঘনীভূত হইলে, বিড়ঙ্গ ও ত্রিকটু চূর্ণ প্রত্যেক ২৪ তোলা ত্রিকলা চূর্ণ ৪০ তোলা এবং শিলাজতু ৮ তোলা দিবে। শীতল হইলে মধু ১২২ তোলা। মাত্রা ৪ মাষা। ইহা অগ্নিমান্দ্য, শোথ, প্রীহা ও অর্শের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অগ্নিমুখী (ক্লী) অগ্নিরিব মুখমগ্রঃ যন্তাঃ। ভল্লাতকবৃক্ষ। ভেলাগাছ। [ভল্লাতকদেখ]। লাক্ষিকা বৃক্ষ। অগ্নিরিব মুখঃ যন্তাঃ। গায়ত্রী।

অগ্নিরক্ষণ (ক্লী) অগ্নি-রক্ষ-লুট। আগুন রক্ষা করিবার মন্ত্র। সে কালে রাক্ষসেরা আসিয়া ঋষিদের যজ্ঞকুণ্ড নিবাইয়া দিত। তজ্জন্ত তাঁহার। মন্ত্রপাঠপূর্বক এই অত্যাচারনিবারণ করিতেন। অগ্নিহোজ। অগ্নিহোজগৃহ। ভাবে লুট। অগ্ন্যধান।

অগ্নিরজস্ (পুং) অগ্নি-রজস্-অহ্ন নলোপঃ অগ্নিরিব রজ্যতে দীপ্যতে। রক্তবর্ণ, ইন্দ্রগোপ নামে কী। (ক্লী) ৬-ভং। অর্শ, রক্তবর্ণ। (পুং) অগ্নিরজাঃ, অগ্নিরজসৌ, অগ্নিরজলঃ। (ক্লী) অগ্নিরজঃ, অগ্নিরজনী, অগ্নিরজানি। অগ্নিরহস্ত (ত্রি) অগ্নিরহস্ত রহস্ত তত্তোপাসনাদিগৃহ-তদ্রহ্মং বহু। বহুতী। অগ্নির হস্ত পূজাপদ্ধতি বাহ্যতে

নির্দিষ্ট আছে।

অগ্নিরূপ (স্ত্রী) অগ্নি-রূপ-ক। মাংসাদিনীত্বক, অগ্নিবর্ণবৎ নূতন অঙ্গুর। ঐ বৃক্ষের অঙ্গুর অগ্নির স্তার রক্তবর্ণ হয় বলিয়া উহার নাম অগ্নিরূপ। অগ্নিরিব রোহতি।

অগ্নিরূপ (ত্রি) অগ্নিরিব রূপং বর্ণো যন্ত। বাহার অগ্নিতুল্য বর্ণ। অগ্নি সদৃশ মাত্র। অগ্নিরিব রূপ্যতে অসৌ। অগ্নির বর্ণ বা মূর্তি, ৬-তং।

অগ্নিরেতস্ (স্ত্রী) অগ্নেঃ রেতঃ। ৬-তং। স্তবর্ণ। অগ্নির-গুহ। [কাকন ও কাষ্ঠিকের শব্দ দেখ]

অগ্নিলোক (পুং) অগ্নেঃ লোকঃ। ৬-তং। সূমেরু পর্বত-শৃঙ্গের নিম্নে জনপদ বিশেষ। অগ্নিধিষ্ঠিতে মেরুশৃঙ্গাধঃস্থে ভুবনভেদে। (বাচঃ)। কালীধণ্ডে বর্ণিত আছে যে, এই অগ্নিলোকের স্থান অন্তরীক্ষে। তজ্জন্তু অসুমান হয়, এটা কাল্পনিক পুরী। কিম্বা, ইয়ত সূমেরু পর্বতের নিম্নে কোন উপত্যকায় পূর্বে অগ্নি-পূজকদের বাসস্থান ছিল। সেই জনপদকে সকলে অগ্নিলোক বলিত।

অগ্নিবৎ (ত্রি) অগ্নি-মতৃপ্। বৈদিক প্রয়োগে মস্থানে ব। সায়িক ব্রাহ্মণ। অগ্নিতুল্য। লৌকিকে ‘অগ্নিমৎ’ এই প্রকার রূপ হইবে। (স্ত্রী) অগ্নিবতী।

অগ্নিবধু (স্ত্রী) অগ্নেবধুঃ। ৬-তং। স্বাহা, দক্ষকন্তা। [স্বাহা দেখ]। অগ্নিবধুঃ, অগ্নিবধৌ, অগ্নিবধঃ। ৩য়-অগ্নিবধা। ৪র্থ-অগ্নিবধৈ। ৫মী-অগ্নিবধাঃ। ৭মী-অগ্নিবধাম্। অগ্নিবর্চন্ (ত্রি) অগ্নেবর্চ ইব বর্চো দীপ্তিরন্ত। বহত্বী। অগ্নিতুল্য দীপ্তিমান্। (স্ত্রী) অগ্নির তেজঃ। ৬-তং। (পুং) অগ্নিবর্চাঃ, অগ্নিবর্চসৌ, অগ্নিবর্চসঃ।

অগ্নিবর্ণ (ত্রি) অগ্নেবর্ণ ইব বর্ণো রূপং যন্ত। অগ্নিতুল্য রক্তবর্ণ। (পুং) সূর্য্যবংশের রাজবিশেষ। তিনি সূর্যমর্শন নৃপতির পুত্র। বৃদ্ধ নৃপতি সন্তানকে রাজ্যভার দিয়া নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন। কিন্তু অগ্নিবর্ণের রাজ্য বলিয়া মনে নাই, তিনি দিব্যরাজ অস্তঃপুরেই কাটাইতে লাগিলেন। প্রজারা সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তাঁহার দর্শন পাইত না। এইরূপে নিরত ইন্দ্রিয়পরবশতার জন্ত তিনি উৎকট বন্ধরোগগ্রস্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিলেন। রত্নবংশ ১৯ সর্গ।

অগ্নিবর্জক (ত্রি) অগ্নি-বৃধ-গিচ্-জাল্। অগ্নেঃ বর্জকঃ। সূর্য্যাবধিকারক ঔষধ। পণ্ডা আহার।

অগ্নিবর্জন (স্ত্রী) অগ্নিবর্জকির দ্রব্য। জীরক।

অগ্নিবরত (পুং) ৬-তং। সালবৃক্ষ। রাম। (ত্রি) অগ্নিপ্রিয়।

অগ্নিবাহু (পুং) অগ্নি-বাহু-ক। *। বাহুবলপ্রয়োগে

প্রতিবেদ্যঃ। (কাভ্যায়ন)। দেবতাবাচিবশে পূর্বপদে আনঙ আদেশ হয়, কিন্তু অগ্নির পর বাহু লক্ষ থাকিলে আনঙ হইবে না। অগ্নি এবং বাহু দেবতা।

অগ্নিবাসস্ (স্ত্রী) অগ্নিরিব শুক্লং বাসো বস্ত্রম্। বস-অভূন্। বাসন্ বস্ত্র। অগ্নিতুল্য শুক্লবস্ত্র। অগ্নিবাসাঃ, অগ্নিবাসসী, অগ্নিবাসাসি। অগ্নিরিব বাসো বস্ত্র (ত্রি) অগ্নিতুল্য বস্ত্র পরিধারী। *। বসুপুং। উণ্ ৪। ২১৭। অগ্নিবাহ (পুং) অগ্নি-বহ-গিচ্-অণ্, অগ্নিঃ বাহরতি। ছাগ। ধূম। অগ্নিবাহক দ্রব্য (ত্রি)।

অগ্নিবাহন (স্ত্রী) ৬-তং। ছাগ। অগ্নির রথ। অগ্নির রথ চারিটা ছাগলে টানিয়া থাকে।

অগ্নিবিদ্ (পুং) অগ্নি-বিন্ বা বিদ-কিপ্। সায়িক ব্রাহ্মণ। অগ্নিরহস্ত বেত্তা। অগ্নিবিৎ, অগ্নিবিদৌ, অগ্নিবিদঃ।

অগ্নিবিদু (পুং) ৬-তং। ক্ষুণ্ণিক। অগ্নিকণা। বিদ্বি-উ বিদু। *। চাৎ বিদ্বি অবয়বে। উণ্ ১। ১০। অবয়ব বুঝাইলে বিদ্বি ধাতুর উত্তর উ-হয়। বিদু শব্দে বেদন-শীলও বুঝায়। তাহার সূত্র এই—*। বিদু-রিচ্চুঃ। পা ৩। ২। ১২৬। তাজীলাদি অর্থে বিদ্বি ধাতুর হ্রস্ব এবং ইষধাতুর হ্রস্বের আগম হয়। পরে উ প্রত্যয় দ্বারা বিদু ও ইচ্চুশব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অগ্নিবীজ (স্ত্রী) ৬-তং। স্বর্ণ। অগ্নিগুহে জাতস্বাৎ।

অগ্নিবীর্ঘ্য (স্ত্রী) স্বর্ণ। ৬-তং। অগ্নির পরাক্রম। বহত্বী। (ত্রি) অগ্নিতুল্য বলশালী।

অগ্নিবেশ (পুং) মহর্ষি আত্মেরের শিষ্য। ইনি পাঞ্চাল রাজ্যে থাকিতেন এবং আয়ুর্কর্ম রচনা করিয়াছিলেন।

অগ্নিবেশন্ (পুং) অগ্নিঃ বেশনি গৃহে যন্ত। জটেনক মূনি। ইহার নামে একটা গোত্র প্রবর্তিত হইয়াছে। বিরাগিশটী-গোত্রের অন্তর্গত গোত্র বিশেষ। [গোত্র দেখ]।

অগ্নিবেশ্ত। ধর্মবিদ্যাশিষ্যর অগ্নির পুত্রবিশেষ। দ্রোণাচার্য্য ইহার নিকট ধর্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়া অমৃত লাভ করিয়াছিলেন। (মহাভারত আদিপর্ব)।

অগ্নিশরণ (স্ত্রী) ৬-তং। অগ্ন্যধানগৃহ। অগ্নিহোত্রগৃহ। ভগ্নেতৃত্যু, অগ্নিশরণঃ প্রবিবেশ নিবেদিতুম্। রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, ১২ অং। ৫ শ্লোক।

অগ্নিশর্প (ত্রি) অগ্নি-শৃ-মনিন্ অগ্নিরিব শৃশাতি শরা-তবন্তি। *। সর্পবাক্তব্যো মনিন্। উণ্ ৪। ১৪৪। অতি-ক্রোধী। (পুং) ঋষিবেশবের নাম। কের অতিশয় কোপাধিত হইলে এই রূপ বলা যায়,—‘তিনি যেন অগ্নিশর্প হইয়া উঠিলেন।’ অগ্নিশর্পী, অগ্নিশর্পণী,

অগ্নিশিখা: । অগ্নিশিখাংগোহপত্যাংপুমান্ অগ্নিশিখি: । [বাহ্যাদিভ্যশ্চ-অগ্নিমাৰুতি দেখ] । অগ্নিশিখন্ শব্দ নড়াদি গণের মধ্যেও পঠিত হইয়াছে। স্তত্রাং অগ্নিশিখাং গোত্রো জাত: অগ্নিশিখায়গ: । * । নড়াদিভ্য: কক্ । পা ৪ । ১ । ৯৯ । গোত্রাপত্যে নড় প্রভৃতি শব্দের উত্তর কক্ প্রত্যয় হয় ।

অগ্নিশালা (স্ত্রী) অগ্নীনঃ শালা গৃহম্ । অগ্ন্যাধানের স্থান । অগ্নিশালা এই প্রকার রূপও হইয়া থাকে ।

অগ্নিশিখ (পুং, স্ত্রী) অগ্নিরিব অগ্নিরিব বা শিখা যন্ত । বাণ । স্বর্ণ । কুহুমবৃক্ষ, কুহুম । লাক্ষ্মীরক্ষ । বিবলাক্ষ্মী । অগ্নিশিখাশব্দদ্বিষ্টঃ কুহুমবৃক্ষমহপিচ । লাক্ষ্মিক্যাখ্যো-বর্ষো চ বিশলায়াঞ্চ যোষিতি । (মেদিনী) ।

অগ্নিশিখা (স্ত্রী) অগ্নে:শিখা । অগ্নিজালা । অগ্নে: শিখিব শিখা যন্ত । লাক্ষ্মীরক্ষ (পুং) । বিবলাক্ষ্মী । আগুনের শীষ । কলিনী, শক্রপুঙ্গী । অনস্তা । [বিশল্যা দেখ] ।

অগ্নিশিখা কি বৃষ্টিতে হইলে, প্রথমে কাঠ প্রভৃতি দাহ পদার্থ কি প্রকারে দগ্ধ হয় তাহা জানা আবশ্যক । অক্সিজেন্ শব্দে অগ্নজ্ঞানের বৃত্তান্ত লেখা হইয়াছে । আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে যে বায়ু গ্রহণ করি তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ অক্সিজেন্ । জগতের অনেক বস্তুর সঙ্গে সহজে অগ্নজ্ঞান্ মিশিয়া যায় । তাই, অগ্নজ্ঞান্ ও অন্তান্ত পদার্থ সংযোগে সর্বদাই নূতন নূতন যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে । অক্সিজেন্, অগ্ন পদার্থে মিশিতে গেলে তাপোৎপন্ন হয়, তাহাকেই আমরা দগ্ধ হওয়া বা পোড়া বলি । পদার্থ সমুদয় এক প্রকারে দগ্ধ হয় না । কোন বস্তু পচিয়া পচিয়া পুড়িতে থাকে আবার কোন বস্তু অগ্নিবৎ হইয়া, পুড়িতে থাকে । কোন দ্রব্যে অগ্নে অগ্নে অক্সিজেন্ মিশিলে তাহাকে ‘পচিয়া’ বাওয়া বলে । কাষ্ঠাদিতে তদপেক্ষা আরও কিছু শীঘ্র শীঘ্র অক্সিজেন্ মিশিলে, সচরাচর আমরা বলিয়া থাকি যে, কাঠ গুমে গুমে পুড়িতেছে । তাহার চেয়ে আরও শীঘ্র শীঘ্র মিশিলে ধূং ধূং করিয়া কাঠ জগিতে থাকে । বাক্রমে আগুন লাগিলে অক্সিজেন্ মিশিতে কিছুই বিলম্ব হয় না, তাই নিমেষমধ্যে দগ্ধ করিয়া জলিয়া উঠে । অগ্নতাপে অনেক পদার্থের সঙ্গে অক্সিজেন্ সহজে মিশিতে পারেনা,—যথা, লৌহ । লৌহার মরিচা ধরিলে, লৌহ ‘পচিতেছে’ বা ‘পুড়িতেছে’ এ কথা বলিতে পারা যায় । কারণ, লৌহের সঙ্গে অগ্নজ্ঞান্ মিশিলে ‘লৌহজনা’ (Oxide of iron) উৎপন্ন হয়, তাহাকেই

মরিচা ধরা কহে ।

অগ্নস্ত আগুনের হাপোরে একখানি লৌহও ফেলিয়া রাখিলে তপ্ত ও সিন্দূরবর্ণ হয়, বাহির করিয়া আনিলে আবার শীতল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়ে,—তাহার ভার কমে না, এমন স্থলে লৌহ অগ্নিবৎ হয়, কিন্তু পুড়িয়া যায় না । লৌহকে কাঠের মত পোড়াইতে হইলে অধিক তাপ চাই । কারণ, লৌহের সঙ্গে অগ্নজ্ঞান্ সহজে মিশিতে পারে না । কিন্তু অনেক দ্রব্যের সঙ্গে অক্সিজেন্ সহজে মিশিত হয় । যথা,—অঙ্গার ও জলজ্ঞান্ (Carbon and Hydrogen) । কাঠ, পাথুরিয়া কয়লা, তৈল, চর্বি, ঘৃত, প্রভৃতি দ্রব্যে অঙ্গার অথবা জলজ্ঞান্ অধিক আছে । তজ্জন্ত আগুনের প্রয়োজন হইলে এই সকল দ্রব্য আমরা অধিক ব্যবহার করি । কলিকাতা শহরে যে গ্যাসের আলো জলে, তাহা পাথুরিয়া কয়লা হইতে প্রস্তুত । অঙ্গার ও জলজ্ঞান্ মিশ্রিত বাষ্পকেই আমরা গ্যাস্ বলিয়া থাকি । ঐ গ্যাসের মধ্যে অলিফাএন্ট (Olefiant gas) নামে এক প্রকার বাষ্প আছে, তাহার আলো অত্যন্ত প্রখর । জলজ্ঞান্ পুড়িবার সময় অগ্নিশিখার উপর একটা পাত্র ঢাকা দিলে তাহাতে ঘামের মত বিন্দু বিন্দু জল জমে ।

কাঠে ও পাথুরিয়া কয়লায় অঙ্গারের ভাগ অধিক.

— কাঠে শতকরা ৪৫ হইতে ৫২ অংশ, পাথুরিয়া কয়লায় ৭৪ হইতে ৯৪ অংশ । কাঠদগ্ধ কয়লা এবং পাথুরিয়া কয়লা প্রায় এক প্রকার পদার্থ । কাঠ অগ্ন পোড়াইয়া তাহাতে মাটি ঢাকা দিলে যে রকম কয়লা প্রস্তুত হয়, পাথুরিয়া কয়লার উৎপত্তি প্রায় তজ্জপ । কত যুগ যুগান্তর হইল বড় বড় জঙ্গল মাটি ঢাকা পড়িয়াছে, ঢাকা পড়িয়া অক্সিজেনের প্রভাবে ক্রমে পাথরের মত কয়লা হইয়া গিয়াছে । [পাথুরিয়া কয়লা দেখ] । কাঠের কয়লা ও পাথুরিয়া কয়লা বিগুণ অঙ্গার (Carbon) নহে । কাষ্ঠাদি পুড়িয়া যে ছাই পড়ে, তাহা ক্ষার প্রভৃতি পার্থিব পদার্থ । তাপ লাগিলে কাঠের বিগুণ অঙ্গারের ভাগ অগ্নজ্ঞান্ সহযোগে অঙ্গারক বাষ্প (Carbon dioxide or 'Carbonic acid gas') হইয়া উড়িয়া যায় । অতএব দেখা বাইতেছে, জল পুড়িয়া জলীয় বাষ্প (Steam) এবং অঙ্গার পুড়িয়া অঙ্গারক বাষ্পের উৎপত্তি হয় । জলীয় বাষ্প শীতল হইয়া মেঘ ও জল হইতে থাকে । অঙ্গারক বাষ্পকে, বৃক্ষাদি নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করিয়া ক্ষার বাহিরা হয় এবং অগ্নজ্ঞান্ ত্যাগ করে । এই অঙ্গারে বৃক্ষাদি পুষ্ট হইয়া থাকে । পরে অজ্ঞাত পদার্থের

সঙ্গে মিশিয়া উহা কাঠ ও পত্রে পরিণত হয়। আবার ঐ কাঠ ও পত্র পুনর্বার পড়িলে বা পুড়িলে তাহাতে অঙ্গারক বাষ্প জন্মে। সেই অঙ্গারক বাষ্প হইতে পুনর্বার কাঠের উৎপত্তি হয়। জগতের এইটী বড় আশ্চর্য্য কৌশল। সূর্যের আলো পাইলে বৃক্ষাদি, বায়ুর অঙ্গার বাছিয়া লইয়া অঙ্গজ্ঞানের ভাগ পরিত্যাগ করিতে পারে। অঙ্গারক বাষ্প গ্রহণ করিবার সময় বৃক্ষের সূর্য্য কিরণের কিরণশ উত্তাপ ও আলোক সঞ্চয় করিয়া রাখে। তাহাদের শরীরে ইহা পরিপাক হইয়া যায় না। কালে যখন আবার সেই কাঠে অঙ্গজ্ঞান মিশিবার সময় আইসে, তখন এই সূর্য্য কিরণ টুকু বাহির করিয়া দিতে হয়। তাই আগুন জালিলে উত্তাপ ও আলো হয়। কত যুগ যুগান্তরের সূর্য্য কিরণ রাণীগঞ্জের মাটির নীচে পোতা আছে, আজ তাহাই আমরা বাহির করিয়া অঙ্গাদি রন্ধন করিতেছি। অঙ্গারাদি পুড়িবার সময় নূতন বিমিশ্র বাষ্প উদ্ভব হইয়া যখন উপরে উঠিতে থাকে, তখন ঐ উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া এই বাষ্প জ্যোতিষ্ক মূর্ত্তি ধারণ করে। ইহাই অগ্নিশিখা।

শিখার ভিতরটী অগ্নিময় নয়, তাহা হইলে অধিক উত্তাপ হইত, কিন্তু প্রচুর আলো হইত না। অঙ্গজ্ঞান ও অঙ্গজ্ঞান পুড়িলে যে শিখা (Oxyhydrogen flame) উৎপত্তি হয়, তাহার তাপ এত উগ্র যে কাঠের স্তায় লোহকে ভস্ম করিয়া দিতে পারে, কিন্তু তাহার আলো নিতান্ত অল্প, দিনের বেলা দেখিতে পাওয়া যায় না। অগ্নিশিখার রূপ এই প্রকার—(১) অন্তর্দেশ, ইহার ভিতর অঙ্গার বাষ্পাদি দাহ্য পদার্থ থাকে, কিন্তু প্রজ্বলিত ভাবে নয়। একটী কাচের নলের এক মুখ ইহার ভিতর দিলে অপর মুখ দিয়া বাষ্প নির্গত হইতে থাকে, এই বাষ্পে আগুন দিলেই প্রজ্বলিত হয়, ইহাতেই বেশ বৃদ্ধিতে পারা যায় যে, ঐ স্থানের বাষ্প পুড়িতেছে না। এই অন্তর্দেশে অঙ্গজ্ঞান ভাগ করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না, সেই জন্য এখানে অঙ্গারকণা প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ অপ্রজ্বলিত ভাবে অবস্থিতি করে। (২) মধ্যদেশ। এখানে বায়ুর অঙ্গজ্ঞান অধিক পরিমাণে বাইতে পারে, সে জন্য উহা অঙ্গারের সঙ্গে মিশিয়া জলিতে থাকে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে নয়। অনেক অঙ্গার কণা কঠিন অবস্থাতে রহিয়া যায়, উত্তাপে তাহারাই শুষ্ক উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিয়া আলোক প্রদান করে। শিখার এই ভাগই জ্যোতিষ্ক, অপর ভাগে আলো

নাই। (৩) বহির্ভাগ। এখানে অঙ্গজ্ঞানের অভাব নাই, সে জন্য উহা দাহ্য বাষ্পের সঙ্গে মিশিয়া উত্তাপে পুড়িতে থাকে। অঙ্গার কণা সমুদয় যেমন এখানে আসিয়া পড়ে, অমনি জলিয়া অঙ্গারক বাষ্প হইয়া যায়, জ্যোতিষ্ক হইবার অবকাশ পায় না, তাই শিখার বহির্ভাগ হইতে আলো হয় না। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অগ্নিশিখার সমুদয় অংশ যদি এক কালে পুড়িতে থাকে তাহা হইলে আলো হয় না। [আলোক শব্দে অপরাপর বৃত্তান্ত দেখ]।



এখানে দীপশিখার একটী চিত্র দেওয়া গেল। ইহার মধ্যস্থল কৃষ্ণবর্ণ। ঐ স্থানে বাষ্প আসিয়া জমিভেঁচে। ঐ বাষ্পে তাপ নাই। এবং উহা দহ্য হইতেছে না। কাচের নলের ভিতর দিয়া একখানি কাগজ দীপশিখার ঠিক মধ্যস্থলে প্রবেশ করাইলে পুড়িয়া যায় না। এখানে ঐ কৃষ্ণবর্ণ বাষ্পের মধ্যে বক্র

কাচ নলের এক মুখ প্রবেশ করানো হইয়াছে। ঐ নলের অন্ত মুখ দিয়া অদহ্য বাষ্প বাহির হইতেছে।

অগ্নিশিখা (স্ত্রী) ৬-ত২। যথাবিধি হোমকার্য্য। ঞ্-সন্-অ শুক্রবা। সন্ প্রত্যয় করিলে ধাতু অন্ত্য হয়। *। সম্ভাঙোঃ। পা ৬। ১। ৯। সন্ প্রত্যয়ান্ত ও বঙ প্রত্যয়ান্ত ধাতুর প্রথম একাচ্ ভাগের দ্বিগু হয়। কিন্তু প্রথম ভাগের আদিতে যদি অচ্ থাকে তবে দ্বিতীয় একাচ্ ভাগের দ্বিগু হইবে।

এই সূত্রানুসারে প্রথমে 'শুক্রব' এই প্রকার রূপ হইল। তাহার পর,—*। অ প্রত্যয়াৎ। পা ৩। ৩। ১০২। প্রত্যয়ান্ত ধাতুর উত্তর অ প্রত্যয় হয়। অ প্রত্যয় নিম্নর শব্দগুলি দ্বীলিঙ্গ।

অগ্নিশিখার (পুং) অগ্নিবিব শেখরবগ্রং বস্ত্র। কুসুম বৃক্ষ। কুসুমবৃক্ষ। জাদনীবৃক্ষ। (ত্রি) অগ্নিতুলা অগ্নিশিখা। অগ্নিটুং (পুং) অগ্নি-স্ত-কিপ্। অগ্নিঃতুংভতে বজ্র। *। অগ্নেঃ স্তংস্তোমসোনাঃ। পা ৮। ৩। ৮২। অগ্নিশিখার পর স্তং, স্তোম এবং সোম শব্দের সকার বহু হয়। বহা—অগ্নিটুং, অগ্নিটোমঃ, অগ্নিটোমোঃ। একাধিসংখ্য বজ্রবিশেষঃ। অগ্নিটুং, অগ্নিটুজো, অগ্নিটুভাঃ। অগ্নিটুভ্ (পুং) অগ্নি-ভ-কিপ্। বজ্র বিশেষঃ অগ্নিটু

অগ্নিষ্টোতা, অগ্নিষ্টোভঃ। নকুলার গর্ভজাত প্রজাপতি
বৈরাগ্যের পুত্র।

অগ্নিষ্টোম (পুং) অগ্নি-স্তোম অগ্নেস্তোমস্ততিসাননম।
যাগ বিশেষ। অগ্নিষ্টোম বজ্র এক দিনে সমাপ্ত হয়, কিন্তু
অগ্নিষ্টোম যাগে পাঁচ দিন লাগে। কোন গৃহস্থের পিতা
পিতামহ কিম্বা প্রপিতামহ যদি অগ্নিষ্টোম যাগ না
করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার শত্রুতঃ ছত্রাক্ষণ। বসন্ত-
কালে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহাতে সোম-
রস পান ও পশুবধের ব্যবস্থা আছে।

অগ্নিষ্টোমসাম (ক্লী) অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের শেষে বিহিত সাম-
গান বিশেষ।

অগ্নিষ্ঠ (পুং) অগ্নৌ তিষ্ঠতীতি অগ্নি-স্থাক। যাহা অগ্নির
উপর থাকে, উর্জ্জনপাত্র। লোহার খোলা। কড়া
ইত্যাদি। এই প্রভৃতি ভাদ্রিয়ার লৌহপাত্র।

অগ্নিসংস্কার (পুং) ৭-৩-৩২। বিধিপূর্বক অগ্নিহারা
সংস্কার। শবদাহ। অগ্নি-সং-কৃ ষঞ্ ভাবে। *। ভাবে
পা ৩। ৩। ১৮। সম্পূর্ণ্যপেভ্যঃ করোতো ভূষণে। পা ৬।
১। ১৩৭। ভূষণার্থে সম্, পরি, উপ পূর্বক কৃ ধাতুর ককা-
রের পূর্বে হ্রট্ হয়। সম্পূর্ণ্য কচিসভূষণেপি হ্রডিযাতে।
ভূষণ না বুঝাইলেও সম্ পূর্বক কৃ ধাতুর পূর্বে কখন
কখন হ্রট্ আগম হয়। (কাশিকা)

পুনশ্চ কাত্যায়ন। *। সম্পূর্ণ্যানাং সো বক্তব্যঃ।
সম্, পূম্ এবং কান্ এই সকল শব্দের পর বিসর্গ স্থানে
নিত্য সকার হয়। পানিনি যে রীতিতে সন্ধিস্বত্বের নিয়ম
করিয়াছেন, সেই মতে সংস্কার শব্দের সন্ধি করিলে
অনেক গুলি রূপ হইত। যথা—(ক) সমঃ হ্রটি। পা ৮।
৩। ৫। হ্রট্ আগম পরে থাকিলে সম্ শব্দের ম স্থানে ক
হইবে। (খ) অজ্ঞানাসিকঃ পূর্বস্ত তু বা। পা ৮। ৩।
২। ক ইহার পূর্ববর্ণ বিকল্পে অজ্ঞানাসিক হইবে। (গ)
অজ্ঞানাসিকাৎ পরোহস্থস্বারঃ। পা ৮। ৩। ৪। বিকল্প
বিধিতে ক ইহার পূর্ববর্ণ অজ্ঞানাসিক না হইলে ঐ
বর্ণের পর অস্থস্বার হইবে। (ঘ) থরবসানরোবিসর্জনীয়ঃ।
পা ৮। ৩। ১৫। থর প্রত্যাহারের বর্ণ কিম্বা বর্ণের অভাব
হইলে পদান্ত রেফের স্থানে বিসর্গ হয়। এই সকল স্ত্রা-
হুসারে সন্ধি করিতে গেলে এই কয়েকটা রূপ হয়—

সম্+স্কার। সম্+স্কার। সঁ+স্কার।

সং+স্কার। সঁ+স্কার। সঃ+স্কার।

কিন্তু কাত্যায়নের উক্ত বার্তিক দ্বারা অন্ত্যস্ত বিধি নির্বিঘ্ন
হইতেছে। নিবেদের পর কেবল হ্রট্ প্রকার রূপসিদ্ধি

হইতে পারে। যথা—সংস্কার বা সঁস্কার।

অগ্নিসংস্কার (ত্রি) অগ্নি-সং-কাশ-অচ্। অগ্নিভূল্য বর্ণ,
অগ্নিভূল্য দীপ্তিমান্। অগ্নিভূল্য পরাক্রমশালী।

অগ্নিসন্ধীপন (ক্লী) অগ্নেঃসন্ধীপনং। যে ঔষধ সেবন দ্বারা
জঠরানল বৃদ্ধি হয়। ক্ষুধা বৃদ্ধিকর ঔষধ।

অগ্নিসন্ধীপনরস। ক্ষুধামান্দ্যরোগের ঔষধ। পিপুল, পিপুল
মূল, চই, চিতামূল, শুঠ, মরিচ, পঞ্চলবণ, সোরা,
সাচিকার, সোহাগা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যবানী, বচ,
মউরী, হিং, জায়ফল, কুড়, জয়িত্রী, শুড়ম্বক, তেজপত্র,
এলাচ, তেঁতুল ছাল ভষ্ম, আপাঙ্গ ভষ্ম, বিষ, পারদ,
গন্ধক, লৌহ, অত্র, বঙ্গ, লবঙ্গ, হরীতকী। প্রত্যেক
১ এক ভাগ, অন্নবেতস ২ হ্রই ভাগ, শঙ্খ ভষ্ম ৪ চারি
ভাগ। একত্র করিয়া পঞ্চকোলে, চিতামূল এবং
আপাঙ্গের কাথে ও অন্নলোণীর রসে ৩ দিন বার, এবং
নেবুর রসে ২১ একশবার ভাবনা দিয়া কুলের মত বটা
প্রস্তুত করিবে। অনুপান, অবস্থা ভেদে মউরীর জল,
আমরুল রস, কপূরের জল। ইহাতে অজীর্ণ ও ক্ষুধা-
মান্দ্যরোগ নষ্ট হয়।

অগ্নিস্তম্ভ (পুং) অগ্নি সম্ভ-অচ্। অরণ্য কুহুম্ব। ৫-৩৭।

বর্ণ, (ক্লী)। অগ্নি হইতে উৎপন্ন বস্ত (ত্রি)।

অগ্নিসহায় (পুং) অগ্নি-সহ-অয়-অচ্, অগ্নিনা সহ অন্নতে,
৩-৩২। বায়ু, ধূম, বনকপোত।

অগ্নিসাক্ষিক (ত্রি) অগ্নিঃ সাক্ষী যত্র সাক্ষিন্-কন্। যে কার্য
অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া সম্পন্ন করা হয়।

অগ্নিসাৎ। অগ্নীভূত, যাহা সমস্ত অগ্নি হইয়া গিয়াছে বা
যাইতেছে। *। বিভাষা সাতিকাত্ম্যে। পা ৫। ৪।

৫২। অভূততত্ত্বাবে এই অর্থে যে স্থলে চি হয়, তথায়
বিকল্পে সাতি প্রত্যয়ও হইয়া থাকে। [অঙ্গীকার দেখ]।

অগ্নিসার (ক্লী) অগ্নৌ সারো যন্ত। বহুব্রী। রসাজন। স্ব-
ষঞ্সারঃ, ৬-৩৭। অগ্নির সার। *। স্ব স্থিরে। পা ৩। ৩।
১৭। *। ব্যাধিমৎস্তবলেচ্চৈতি বাচ্যম্। (কাত্যায়ন)।
হির অর্থে স্ব ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ষঞ্ প্রত্যয় হয়।
ব্যাধি মৎস্ত এবং রল অর্থেও স্ব ধাতুর উত্তর রঞ্ হইয়া
থাকে। সারো বলে দৃঢ়াংশেচ।

অগ্নিস্তম্ভ (পুং) ৬-৩৭। অগ্নির দাহিকাশক্তি নিবারণক মত্ত
বিশেষ। ঔষধ। বেলের আটা এবং জৌক একত্র বাটিয়া
হস্তে লেপন করিলে অন্ন আশুনে হাত লদ্ধ হয় না। বচ,
মরীচ, কুড়, সুণ্ডী এবং নাগরমুখা চর্চন করিয়া মুখে
আঙুল রাখিলে মুখ লদ্ধ হয় না। প্রথমে কপূর কিম্বা

আকরকড়া চিটাইয়া কসে রাখিবে। তাহার পর হাকী কার্ঠের অঙ্গার মুখে রাখিলে জিহ্বাদি পুড়িয়া যায় না।

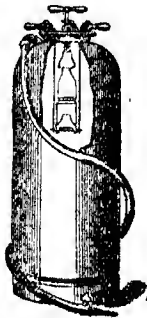
পারা অর্ধ ছটাক, কপূর এককোঁচা, আর্সেনিক বোল এক ছটাক, এই তিনটা দ্রব্য উত্তমরূপে একত্র পেষণ করিবে। পরে সেই দ্রব্য হস্তে মাখাইয়া গলিত সীনার মুচিতে অঙ্গুলি ডুবাইলে হাত পুড়িয়া যায় না। একগাছি সূতা আগে লবণের সঙ্গে উত্তমরূপে মাজিয়া শুষ্ক করিতে হয়। শুকাইলে তাহার একদিকে কোন একটা হাকী দ্রব্য রাখিয়া অগ্নি দিলে সূতটী পুড়িয়া যায়, কিন্তু সূতের ভাঙ্গে সেই হাকী দ্রব্য ঝুলিতে থাকে।

কোন কোন যোগী হস্তের উপর অস্থখ পত্র বিছাইয়া হোম করেন। অলস্ত অঙ্গার হু হু করিয়া পুড়িতে থাকে, ঘূতের আহতি দিলে দপ্ করিয়া জলিয়া উঠে, কিন্তু হাত পুড়িয়া যায় না। এই প্রক্রিয়ার গুঢ় কোশল কি, তাহা ঠিক প্রকাশ নাই। অগ্নিস্তম্ভের যে কয়েকটা কোশল প্রকাশিত আছে, তাহাতে প্রাণের অধিরতেন্দ্র সহ হয় না।

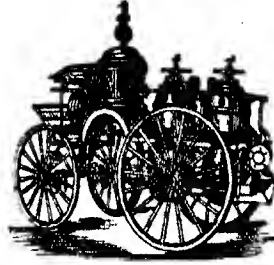
আফিম, ফটুকিরি, সখর লবণ, কতিরাগদ, কুকুটের ডিম্বের খোঁসা ও পারদ, সিকার সঙ্গে একত্র পিষিয়া হস্তে মাখাইবে। তাহার উপর অস্থখ পত্র বিছাইয়া হোম করিলে হাতে আগুনের তাপ লাগে না। কেহ কেহ বলেন সোনাবেদের মস্তিষ্ক হস্তে মাখাইয়া হোম করিলে হাত পুড়িয়া যায় না।

যের আগুন লাগিলে নিবাইবার জন্য তিন প্রকার কল প্রচলিত আছে। (১) হাত দিয়া চাণানো যায় এ রূপ দমকল; (২) বাষ্পযন্ত্র সংযুক্ত দমকল; (৩) বাসায়নিক যন্ত্র। প্রথম ও দ্বিতীয় কলের বিবরণ [‘দমকল’ ও বাষ্পযন্ত্রে দেখ]। তৃতীয় কলটা সহজ ও হুলস্ত।

যে সকল হাটে বাজারে সর্বদা আগুন লাগে তথায় এই কল রাখিলে অনেক উপকার দর্শে। রাসায়নিক কল দুই প্রকার, ছোট ও বড়। ছোট কল একজন মানুষে লইয়া বাইতে পারে; বড় কল চাকার উপর থাকে; ঘোড়া, গরু বা মানুষে টানিয়া লইয়া যায়। যে প্রণালীতে সোডা ওয়াটার প্রস্তুত হয়, ইহার কোশল সেই রূপ। খাত্ নির্মিত কলসীর স্থায় একটা পায়ে সোডা (Bicarbonate of Soda) মিশ্রিত জল এবং তন্মধ্যে এক বোতল গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric acid) থাকে। বোতলের মুখ বন্ধ।



আগুন নিবাইবার সময় বোতলের ছিপি ঝুলিয়া দিলে গন্ধক দ্রাবক ও সোডা সংযোগে অঙ্গার বাষ্প উদ্ভব হয়, তাহাতে জল উথলিয়া উঠে। কাজেই, উচ্ছলিত



জল নির্গত হইবার অল্প পথ না পাইয়া কলসের মুখে যে রবারের নল লাগান আছে, সেই পথে প্রায় ২০ বিংশ হাত উচ্চ হইয়া ঠিক

ফোয়ারার মত সতেজে বাহিরে গিয়া পড়ে। তখন যে দিকে নলের মুখ ফিরাইয়া ধরিবে, সেই দিকে জল স্রোতঃ পড়িতে থাকিবে। ছোট কলে অধিক জল ধরে না, সে জল অধিক জল আবশ্যক হইলে বড় কল চাই। বড় কলে দুইটা বৃহদাকার জালা থাকে। একটা জালার জল না ফুরাইতেই অপরটাকে জলাদি দিয়া কার্যোপযোগী করিতে পারা যায়।

অগ্নিস্তম্ভ, অগ্নিহোত্র (পুং) অগ্নিতঃ আন্তঃ, গ্রহণঃ যেষাং অগ্নি-আ-না-স্ত। বহং। মরীচিপুত্র, পিতৃগণ বিশেষ। অগ্নিহং (পুং) অগ্নি হ-ক্টিপ্। ৬-তৎ। অগ্নিহোত্রী।

অগ্নিহোত্র (স্ত্রী) অগ্নি-হ-ত্র, অয়রে হয়তে অত্র। ৪-তৎ।

বজ্র বিশেষ। এক মাসে এই বজ্র উদ্যাপন করা যায়। আবার যাবজ্জীবনও ইহার অনুষ্ঠান হইতে পারে। যাবজ্জীবন এই যাগ করিতে হইলে প্রাতঃ প্রাতঃকালে ও সায়াংকালে হোম করা আবশ্যক। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের স্থূল স্থূল প্রকরণ এই,—কালী, অন্ধ, বধির এবং পঙ্গুর পক্ষে এ যাগ নিষিদ্ধ। বিবাহের পর ব্রাহ্মণেরা বসন্তকালে, ক্ষত্রিয়জাতি গ্রীষ্মকালে এবং বৈশ্যজাতি শরৎকালে বিহিত মন্ত্রদ্বারা অগ্নিস্থাপন করিবেন। তাহার পর হোম। হোমের উপকরণ ছদ্ম, দধি, যবগু, ঘৃত, অন্ন, তণ্ডুল; সোমরস, মাংস, তৈল, মাষকলায়। কলিযুগে সোমরস পাওয়া যায় না; সোমলতা কি, তাহাও কেহ জানেন না। সে জন্ত স্থূলভ দ্রব্য দ্বারা ই যোগাছুষ্ঠান হইয়া থাকে। প্রথম দিন যে দ্রব্য লইয়া যজ্ঞের সংকল্প করিয়া বসিবে, জীবনাবধি সেই দ্রব্য দ্বারা ই হোম করা বিহিত। অমাবস্তার রাত্রিতে বজ্রমান নিজে যবগু দিয়া হোম করিবেন। অল্প দিনে, ঋত্বিক স্রব কল্পে কিবা বজ্রমানদ্বারা করান, তাহাতে প্রত্যাবার নাই। এই রূপে শত হোম সমাপ্ত হইলে প্রাতে সূর্যোদয়ের পর এবং সন্ধ্যাকালে অগ্নিদেব-

তার হোম করিবে। অগ্ন্যাধানের পর প্রথম পূর্ণিমাতে দর্শপৌর্ণমাসবাণ আরম্ভ করা আবশ্যিক। তাহার মধ্যে পৌর্ণমাসীতে তিনটা এবং অমাবস্যাতে তিনটা, দর্শপৌর্ণমাসের এই ছয় যজ্ঞ। এ গুলির অমুষ্ঠানও বাবজীবন করিতে হয়।

শাতপথব্রাহ্মণে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের এইরূপ ফল কথিত হইয়াছে—লোকান্তরে অগ্নিহোত্র যাজ্ঞিকেরা প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ভোজন করেন; দর্শপূর্ণমাস যাজ্ঞীরা পক্ষান্তে; চতুর্মাস্যযাজ্ঞীরা চারি মাসান্তর; পশুবদ্ধযাজ্ঞীরা ছয় মাস অন্তর; সোমযাজ্ঞীরা সপ্তমসরে; অগ্নিচিৎরা শতবর্ষান্তর আপন ইচ্ছামত ভোজন করেন। এই সকল যাজ্ঞিকরা এক প্রকার অমরত্ব লাভ করিয়া থাকেন। অগ্নিহোত্রোহগ্নিহবিষোঃ। (মেদিনী)।

অগ্নিহোত্রহবনী (জী) ৬-তং। অগ্নিহোত্রহবিঃ হুয়তেহনয়্য। করণে লুট্। অগ্নিহোত্রের হব্য গ্রহণের ঋক্‌মন্ত্র বিশেষ। অগ্নিহোত্রহং (পুং) অগ্নিহোত্র-হৃ-কিপ্‌ভূতে। ৬-তং। কৃত্যগ্নিহোত্র। অগ্নিহং,—অগ্নিহতো,—অগ্নিহতঃ।

অগ্নিহোত্রিন্ (পুং) অগ্নিহোত্র-ইন্। সামিক ব্রাহ্মণ। অগ্নিহোত্রী, অগ্নিহোত্রিণী, অগ্নিহোত্রিণঃ। এক্ষণে প্রকৃত অগ্নিহোত্রী আর নাই। উত্তরগণশিমাঞ্চল এবং মিথিলাদি স্থান হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ে অগ্নিহোত্রের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। ইহারা যজ্ঞাগ্নি রক্ষা করেন না; কিন্তু যে অগ্নিতে মৃতব্যক্তির অস্ত্রোষ্টি সম্পন্ন হয়, তাঁহারা দশ দিন পর্যন্ত সেই চিতানল রক্ষা করেন। দশম দিবসে আশানে গিয়া বিধিপূর্বক চিতায় কুশ ও পিও দিয়া তাহার পর অগ্নি নিবাইয়া দেন। বোম্বাইয়ের পার্সীরা অগ্নির পূজা করেন। অনেকে বিশ্বাস এই যে, তাঁহারা পুরাতন আর্যবংশের শাখা প্রশাখা [পার্সী শব্দ দেখ]।

অগ্নীধ (পুং) অগ্নি-ইন্ধ কিপ্‌ভাবে। ৬-তং। অগ্নির উদ্দীপন। কর্ত্তরিকিপ্‌, অগ্ন্যাধানকর্ত্তা। অগ্নীৎ, অগ্নীধো, অগ্নীধঃ। অগ্নীধু (পুং) অগ্নি-ধৃ-ক, দীর্ঘঃ। অগ্নিম্‌ দধাতি। ঋষিক্‌ বিশেষ। যিনি যজ্ঞীয় অগ্নি রক্ষা করেন। *। অগ্নীধঃ শরণে রণ্‌ ভঙ্ (কাত্যায়ন)। শরণ অর্থাৎ গৃহ বুঝাইলে অগ্নিধ শব্দের উত্তর রণ্‌ হয়। ঐ নিম্ন শব্দ পদ নহে, তাহা ভ সংজ্ঞক। অগ্নিমিহ্নে অগ্নিং, তত্ত্বস্থানমাগ্নীধুম্‌। তাৎপর্য্যং সোহপি অগ্নীধুঃ। (ভট্টোজি)। (জী) আগ্নীধু। ত্রিষত্‌স্ত রাজার গুহ। তিনি আপনার অংশে অগ্নীধ

পাইয়া তথাকার রাজা হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ ২। ১। ১২। ভাগবতে ইহার নাম আগ্নীধু লিখিত হইয়াছে। অগ্নীধা (জী) অগ্নিকার্য্য। যুতাহতির পর অগ্নিজ্ঞান। অগ্নীজ (পুং) অগ্নিশ্চ ইজ্‌শ্চ দ্বন্দ্ব। দ্বিবচনান্ত। অগ্নি ও ইজ্‌ নামে দেবতাদ্বয়। ইহারা এক হবিঃ পান করেন। অগ্নীজ্ঞন (ত্রি) অগ্নি-ইন্ধ-লুট্‌, অগ্নিঃ ইধ্যতে হনেন। ৬-তং। মন্ত্রবিশেষ। ভাবে লুট্‌ (জী) অগ্নিকার্য্য।

অগ্নীয় (ত্রি) অগ্নি-ছ। অগ্নির নিকটস্থ স্থান। অগ্নীবরণ (পুং) অগ্নিশ্চ বরণশ্চ, দ্বন্দ্ব। দ্বিবচনান্ত। ইহারা একত্র এক হবিঃ পান করেন। *। ঈদগ্নেঃ সোমবরণয়োঃ। পা ৬। ৩। ২৭। অগ্নি শব্দের পর বরণ কিম্বা সোমশব্দের সমাস হইলে পূর্বপদে ঈকার আদেশ হয়। অগ্নীবোম (পুং) অগ্নিশ্চ সোমশ্চ, দ্বন্দ্ব। দ্বিবচনান্ত। এই দেবতাদ্বয় এক হবিঃ পান করেন। [অগ্নীবরণ দেখ]। অগ্নীবোমপ্রণয়নী (জী) ৬-তং। অগ্নীবোম সংস্কারের ঋক্‌পাত্র। অগ্নি ও সোমে সংস্কার ভাবে লুট্‌।

অগ্নীবোমীয় (ত্রি) অগ্নীবোম-ছ। অগ্নীবোমার্থ পশাদির কপালপাত্রে সংস্কৃত হবিঃবিশেষ। অগ্নীষ্টক, অগ্নি-ইষ্টক—(Fire-brick) এক প্রকার ইষ্টক। কারখানার যে খানে সর্বদা আগুন জলে, ইহা সেই স্থানের বিশেষ উপযোগী। অগ্ন্যাত ইটের মত ইহা দিবারাত্র আগুনে পুড়িয়া শীতল হয় না। তজ্জন্মই ইহার এত আদর ও মূল্য। অগ্নি ইটের মত সকল প্রকার মাটিতেই ইহা প্রস্তুত হয় না। যে মৃত্তিকায় শতকরা সিলিকা (silica) ৭০ ভাগ, আলুমিনা (alumina) ৩৭ ভাগ, ম্যাগনেসিয়া (magnesia) ২ ভাগ, পটাশ (potass) ১ ভাগ—জল ১২ ভাগ আছে, তাহাতেই ইহা প্রস্তুত হয়। এই সকল দ্রব্য কয়লার খাদের নিকটেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলিকাতার বর্ণ এও কোম্পানি রাণীগঞ্জের নিকট কারখানায় এই ইট প্রস্তুত করেন। ১০০ ইটের মূল্য ১ টাকা।

অগ্ন্যত্র (জী) অগ্ন্যাৎপাদকমন্ত্রম্‌, শাক-তং। আগ্নের অন্ত্র। কামান, বন্দুক, পূর্বকালের অগ্নিবাণ।

অগ্ন্যত্র কি, এখন সে কথাই কিছুই ঠিক বলা যায় না। বায়ু অন্ত্র, বরণ্যত্র, সর্পবাণ, গরুড়বাণ এই রূপ অনেক অস্ত্রের বৃত্তান্ত মহাভারত ও রামায়ণে লেখা আছে। কেহ কেহ বলেন, এ সকলিই মিথ্যা,—কবির কল্পনা। ঐ আর কিছুই নয়। তাহা হইতে পারে, কিন্তু আগাগোড়া সকলিই কল্পনা নহে। সেকালে

আর্যেরা বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনেক জটিল বিষয় বুঝিয়া-
ছিলেন; তাই বোধ হয়, এখনকার ডাইনোসাউরের
মত কোন রকম দাহ পদার্থ দিয়া তাঁহারা একটা ভয়-
ঙ্কর অস্ত্র নির্মাণ করিয়া থাকিবেন। সে দিন পর্য্যন্ত
হিন্দু, গ্রিক এবং মুসলমানেরা যুদ্ধক্ষেত্রে সর্প, বৃশ্চিক
এবং আগুন ব্যবহার করিতেন, ইতিহাসে তাহার
প্রমাণ পাওয়া যায়। মুহম্মদ সুবক্তাগীনের ইতিবৃত্ত
'কিতাব ই-রামীনী' নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে,
পূর্বকালে শত্রুদের মধ্যে সর্প ও বৃশ্চিক ফেলিয়া দিয়া
যুদ্ধ করা হইত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে ভীষ্মাশ্বিন
আপন পক্ষের শিবির রক্ষা করিবার জন্ত সেনাদের
হাতে সর্প, বৃশ্চিক, বালি ও তৈল দিয়া রাখিয়াছিলেন।
তারিখ-ই-আলফী পুস্তকেও লিখিত আছে যে, মুহম্ম-
দের মৃত্যুর সাত বৎসর পরে, ওমরের রাজত্বকালে,
নাসিবিন্ নগর আক্রমণের সময় শত্রুদের মধ্যে কাল
কাল বিছা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রায় ত্রিশবৎসর
হইল পূর্ববঙ্গাঙ্গার চৌরেণা বাত্রিদের নৌকায় সাপ
ও আগুন ফেলিয়া দিত। যাত্রিরা শশব্যস্ত হইলে তাহা-
দের সর্বস্ব লুটিয়া লইত। তাই বোধ হইতেছে, সর্প অগ্নি
প্রভৃতি ভয়ানক দ্রব্য দূর হইতে শত্রুর মধ্যে ছুড়িয়া ফেলি-
বার কোন রকম কৌশল আর্যেরা জ্ঞাত ছিলেন। কেহ
কেহ বলেন, অগ্নি কামান কিম্বা বন্দুক হইবে। রাজ-
পুতানার লোকে বন্দুককে অগ্নিবাণ কহে। বিলাতে রিভল্-
ভারের সৃষ্টি হইবার পূর্বে রাজপুতানার লোকেরা রিভল্-
ভারগড়িতে জানিত, তাহারও প্রমাণ আছে। গত ১৭৯৯-
রের (১৮৮৪ খৃ অন্ধের) কলিকাতার মেলায় রাজওয়াড়া
হইতে একটা চারিনলা বন্দুক আসে। সেই রিভলভার
বন্দুকটা চারিশতবৎসরেরও অধিক পুরাতন। তাই কোন
কোন লোকের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষে বন্দুক কামান ও
গোলাগুলি বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এ অসু-
মান কত দূর সত্য জানি না। কিন্তু প্রাচীন আর্যেরা
তীরের ফলায় অগ্নি ও এখনকার ডাইনোসাউরের মত
কোন ভয়ানক দাহ পদার্থ ব্যবহার করিতেন তাহার
প্রমাণ পাওয়া যায়।

ন কুটেরাযুধৈর্হস্তাং বৃধ্যমানো রণে রিপুন।

ন কর্ণভিন্নাপি দিগ্ধনান্নিগ্জলিতভতেজসৈঃ।

মহাসংহিতা ৭। ৯০।

রাজা কখন কুটায় দ্বারা যুদ্ধ করিবেন না, কর্ণজ
দিয়াও যুদ্ধ করিবেন না, কিম্বা যে বাণের ফলা বিধাক্ত

বা বাহাতে অগ্নি প্রজ্জলিত থাকে, তেমন অস্ত্র দিয়া
শত্রুকে আঘাত করিবেন না।

মহুর এই বচন দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে, অগ্নি
কেবল কবিদের কল্পনা নহে। কল্পনা হইলে মহু তাহার
জন্ত কখন একটা নিবেদন বিধি করিতেন না। অগ্নি
সকলের প্রতি নিক্ষেপ করিতে নাই। রাক্ষস প্রভৃতি
যাহারা প্রবল শত্রু, আর্যেরা তাহাদিগকেই অগ্নিবাণ
মারিতেন। তবে যুদ্ধের সময় ক্রোধ সঞ্চার করিতে না
পারিয়া কোন কোন বীর মাহুকেও অগ্নিবাণ মারিয়া-
ছেন, মহাভারত তাহার প্রমাণস্থল।

প্রথম প্রথম, মাহুবে অগ্নিদ্বারা আপনাকে রক্ষা
করিতে ও শত্রুকে নষ্ট করিতে চেষ্টা পাঠিতেন। কেহ
গ্রাম কিম্বা দুর্গ আক্রমণ করিলে আততায়ীদের মাথায়
পাথর ও আগুন ফেলিয়া দেওয়া হইত। ১৩৯৯ খৃ অন্ধে
তৈমুর শাহ দিল্লি আক্রমণ করেন। তিনি ভারতবর্ষীয়
গজযুগে ভয় দেখাইবার জন্ত উটের পুটে তুণরাশি
জালিয়া শত্রুদের দিকে তাড়াইয়া দিলেন। সেই
আগুন দেখিয়া সমস্ত হাতি ছুটিয়া পলাইল।

আর্যেরা প্রথমে তীরের ফলায় ধূন, তৈল, ঘৃত,
পাট, তুল প্রভৃতি দ্রব্য জড়াইয়া রাখিতেন। শত্রুকে বাণ
মারিবার সময় তাহা জালিয়া নিক্ষেপ করিতেন। ক্রমে
ক্রমে বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে লাগিল। তাঁহারা
আরও উৎকট উৎকট ব্রহ্মাস্ত্রের আবিষ্কার করিলেন।
আরাকান, ব্রহ্মদেশ, চীন, সিংহনদের নিকটবর্ত্তি স্থান
এবং পারস্যদেশে মাটির ভিতর দাহ পদার্থ মিলে।
(Naphtha and other bitumenous substances)।
এই পদার্থে এক্ষণে কেরোসীন তেল প্রস্তুত হয়।
আর্যেরা ঐ জাপথা প্রভৃতি দ্রব্যের সঙ্গে ধূনা,
গন্ধক, সোরা ও অন্যান্য দাহ পদার্থ মিশাইয়া কোন
প্রকার অস্ত্র নির্মাণ করিয়া থাকিবেন। তাহার তেজ
এখনকার ডাইনোসাউর অপেক্ষা কোন অংশে নূন
নহে, ইহাই অসুমান হইতেছে। মূর্খের হাতে পড়িলে
এই অস্ত্রদ্বারা এক দিনে ত্রিগুণ উড়িয়া যাউতে পারে,
তাই বিজ্ঞলোকেরা যেসে ব্যক্তিকে অগ্নিাস্ত্রের গুণ সন্ধান
বলিয়া দিতেন না। নিতান্ত প্রিয় শিষ্য হইলে গুরুদ্বারা
তাঁহাদিগকে ছই একটা বাণ দিতেন। আর্যেরা এত
সাবধান ছিলেন, তথাপি প্রাচীন গ্রিকরা ভারতবর্ষ
হইতে কি প্রকারে অগ্নিাস্ত্রের কৌশল শিখিয়া লইয়া-
ছিলেন। গ্রিসে এই রূপ প্রবাদ আছে যে, ক্যালেনে-

কন্ নামক জনৈক ব্যক্তি ঐ অস্ত্র আবিষ্কার করেন।
বোধ করি, তিনি ভারতবর্ষের ‘কল্যাণাক’ নামে কোন
ব্রাহ্মণ হইবেন। ৬৭৩ সালে রুম (Constantinople)
নগর অবরুদ্ধ হইলে, নগরবাসীরা কেবল এই অব্যর্থ
অগ্ন্যস্ত্রের প্রভাবে শত্রুদের হাত হইতে নিস্তার পাইয়া
ছিলেন। ইতিবৃত্ত-লেখক গিবন্ সাহেব ঐ মহাশক্তিকে
গ্রিসদেশের অগ্নি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্বে
মুসলমানেরা অগ্ন্যস্ত্রের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন না, তাহার
রোমকদিগের নিকট উহার নির্মাণ কৌশল শিখিয়া
লন। যৎকালে জেরুজ্জাম লইয়া খৃষ্টান মুসলমানের
মধ্যে ভুমূল সমর হয় (Crusades), তাহাতে অগ্নি-
বাণে বিস্তর লোক হত হইয়াছিল। স্তর দে জৈন্ভিল
(Sir de Joinville) নামক জনৈক ফরাসিস্ স্বচক্ষে
ঐ যুদ্ধ দেখিয়া অগ্নিবাণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—
“La manière du feu grégois estoit tele que il
venoit bien devant aussi gros comme un ton-
nel de verjus, et la queue du feu qui parto-
it de li, estoit bien aussi grant comme un grant
glaive. Il faisoit tele noise au venir, que il
sembloit que ce feust la foudre du ciel; il sem-
bloit un dragon qui volast par l’air. Tant get-
oit grant clarté que l’on véoit parmi l’ost com-
me se il feust jour, pour la grant foison du feu
qui getoit la grant clarté.” স্তর ওয়ালটার স্কট
(Sir Walter Scott) তাহার উপাখ্যান পুস্তকে (Wa-
verly Novels.) ইহার এই রূপ সংক্ষেপে অনুবাদ করি-
য়াছেন,—“It came flying through the air, like
a winged dragon, about the thickness of a
hogshead, with the report of thunder and the
speed of lightning, and the darkness of night was
dispelled by this horrible illumination.” অর্থাৎ
ঐ অগ্ন্যস্ত্র পক্ষবান্ অজাগরের স্তায় আকাশে উড়িয়া
আসিতে লাগিল। তাহা মদের পিপার মত স্থূল,
বিজ্ঞানের মত বেগবান্ এবং তাহার শব্দ বজ্রতুল্য।
ঐ ভয়ানক জ্যোতিঃপুঞ্জ অস্ত্রে রাত্রির অন্ধকার পর্য্যন্ত
দূর হইয়া গেল।

স্রে.গাচার্ঘ্য হত হইলে অশ্বখামা নারায়ণাস্ত্রের সৃষ্টি
করিয়াছিলেন। সেই দিব্যবাণের প্রভাব ঠিক ঐ রকম।

প্রাচ্যশক্ত্রে ততো দ্বৌশিরস্ত্রং নারায়ণং তথা।

অভিসন্ধায় পাণ্ডুনাং পঞ্চালামাঞ্চ বাহিনীম্। ১৫

প্রাচুর্যাসংসৃত্তো বাণাদীপ্তাগ্রাঃ খে সহস্রশঃ।

পাণ্ডবান্ কপরিষ্যস্তো দীপ্তাস্যাঃ পদ্মগা ইব। ১৬

তাহার পর দ্রোণপুত্র পাণ্ডবদের এবং পঞ্চালের
সৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণাস্ত্রের সৃষ্টি করিলেন।
সেই বাণ পাণ্ডবদিগকে ক্ষয় করিবার জন্য অলস্তমুখ
বৃহৎ সর্পের স্তায় আকাশে সহস্র সহস্র তেজঃপুঞ্জ বাণের
সৃষ্টি করিল।

অশ্বখামার অগ্ন্যস্ত্র এবং জৈন্ভিল বর্ণিত গ্রিকায়িতে
অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তাই
বোধ হয়, নিশ্চিত সে কালে কোন প্রকার ভয়ানক
অগ্নিবাণ প্রচলিত ছিল।

অগ্নিবাণ সম্বন্ধে অনুমান দ্বারা যতটুকু সিদ্ধান্ত করা
যাইতে পারে, তাহা ফুরাইল। এখন প্রমাণ। সংস্কৃত
শব্দে শ্লোক সাজাইয়া কোন কথা লিখিতে পারিলে
যদি তাহা প্রামাণিক হয়, তবে আর্ঘ্যদের হাতগড়া
কামান বন্দুকের বেশ ভাল প্রমাণ আছে। গুরুনীতি
পড়িলে জানা যায়—

নালিকঃ দ্বিবিধং জেয়ঃ বৃহৎ ক্ষুদ্রবিভেদতঃ। ১১৫

তির্ঘ্যগূর্জচ্ছিত্রমূলং নালং পঞ্চবিতস্তিকম্।

মূলগ্রায়োলক্ষ্যভেদিতিলবিন্দুযুতঃ সন। ১১৬

যন্ত্রাঘাতাঘিকৃদ্ গ্রাবচূর্ণধ্বজ্জগমূলকম্।

* * * *

সুবর্জিলবণাৎ পঞ্চপলানি গন্ধকাৎ পলম্।

অস্তধুমবিপকার্কসু হৃদ্যাকারতঃ পলম্। ২০১

শুদ্ধাৎসংগ্রাহ সংচূর্ণ্য সমীল্য প্রপুটেদ্রসৈঃ।

সু হর্কাণাং রসোনস্ত্র শোষয়েদাতপেন চ।

পিষ্ট্য শর্করবচ্চৈতদগ্নিচূর্ণং ভবেৎ থলু। ২০২।

ছোট এবং বড় এই আকার ভেদে নালিক দুই
প্রকার। ছোট নালিকের ছিত্র বক্র ও উপর দিকে এবং
তাহা আড়াই হাত লম্বা। তাহার আগায় ও গোড়ায়
নিশান করিবার ক্ষুদ্র মাছী আছে। যন্ত্রের আঘাত করিলে
যেন আগুন উঠে, সে ক্ষুদ্র প্রস্তর চূর্ণ পড়িবার রজনীর
ধর আছে। * * * *

সোরা ৪০ তোলা; গন্ধক ৮ তোলা। গুমে গুমে
পোড়ানো আকন্দ সিঁজারি খাঁটি কয়লা ৮ তোলা। এই
সকল দ্রব্য পৃথক পৃথক মাড়িয়া পরে একত্র মিশাইবে।
তাহার পর আকন্দের আটায় ও রসুনের রসে ভাবনা
দিবে। শেষে অল্প রৌদ্রে শুকাইয়া চিনির মত চূর্ণ করিয়া

নইবে। ইহাই অগ্নিচূর্ণ। [শুক্রনীতি পুস্তকের চতুর্থ-
ধ্যায়ের সপ্তম প্রকরণে আরও অস্ত্রাভ্যাস বিবরণ দেখ]।

তবেই বন্দুক ও রাফদ পাওয়া গেল। কিন্তু মহাভার-
তের নালিকাত্ত বোধ হয় বন্দুক নহে, সেটা নলের
ভিতরে করিয়া ছুড়িয়া মারিবার তীর কিবা বর্শার মত
অস্ত্র কোন অস্ত্র।

কুরাঃকুরপ্রনালিকাবৎসদস্ত্রাহিসকরঃ।

দ্রোণ পর্বে ৩০। ১৭।

নালিকা নলিকয়া কেপ্যাঃ। (নীলকণ্ঠ)।

কুর, কুরপ্র, নালিক, বৎসদস্ত্র, অহিসকি ইত্যাদি।
নালিকা দ্বারা যাহা ছুড়িতে হয়, তাহাই নালিক। অস্ত্রাভ্যাস
ফলকান্তের সাহচর্য্য হেতু নালিকও একটা ফলকান্ত,
ইহাই অনুমান হয়। [মহাভারত দ্রোণপর্বে, ৩০ অধ্যায়ে
মূল ও টীকা দেখ]।

অগ্ন্যাগার (ক্লী) অগ্নিনিমিত্তং আগারম্, ৬-তৎ। বজ্রীয়
অগ্ন্যাধার কুণ্ড। অগ্নিহোত্রের গৃহ।

অগ্ন্যাধান (ক্লী) অগ্নি-ভূধাঞ লুট্। ৬-তৎ। বেদমন্ত্রধারা
অগ্নিসংস্থাপন। বহুব্রী। অগ্নিহোত্র যাগ।

অগ্ন্যাধের (পুং) অগ্নিঃ আধীয়তে যেন। সাগ্নিক, অগ্নি-
হোত্রী। বহুব্রী। ধা-বৎ ধেরঃ। *। ঈদ্যতি। ৬। ৪।
৬৫। যতি পরে আত ঈৎস্তাৎ। যৎ প্রত্যয় পরে
থাকিলে আকারান্ত ধাতু ঈকারান্ত হয়, তাহার পর
শব্দ হইয়া থাকে।

অগ্ন্যালয় (পুং) অগ্নেরালয়ঃ। ৬-তৎ। বজ্রীয় অগ্ন্যাধার
কুণ্ড। অগ্নিহোত্রের গৃহ।

অগ্ন্যাহিত (পুং) অগ্নি-আ-ধা-ক্ত কৰ্ম্মণি, আহিতঃ স্থাপিতঃ
অগ্নিঃ হোমায়িঃ যেন। সাগ্নিক বিজ। *। বাহবহিতা-
গ্নাদিষু। পা ২। ২। ৩৭। আহিতাগ্নাদিষু নিষ্ঠান্তঃ
পূৰ্ব্বং বা প্রবোজ্যম্। আহিতাগ্নি প্রভৃতি শব্দে সমস্ত
পদের পূৰ্ব্বে নিষ্ঠা প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিকল্পে বসিবে।
এখানে আহিত শব্দটা নিষ্ঠা প্রত্যয় (ক্ত) দ্বারা নিপন্ন
হইয়াছে। এই শব্দ বিকল্পে সমস্ত পদের প্রথমে বসিবে।
যথা,—আহিতাগ্নি অগ্ন্যাহিত। আহিতাগ্নি, জাতপুত্র,
জাতবস্ত্র, জাতশুক্র, তৈলপীত, ঘৃতপীত, মদ্যপীত,
উচ্চতর্ঘ, গত্যর্ঘ। ইহার আকৃতি গণ্য।

অধ্যাপাত (পুং) অগ্নি-উৎ-পাত-মঞ। অগ্নিনা কৃত
উৎপাতঃ। বোহি অগ্নিবিকারঃ। ধুমকেতু, উৎপাতাদি
আকাশে উৎপন্ন। এই উৎপাত পক্ষবিধ। যথা—ধিক্য,
ঈকা, অশনি, বিহ্বল এবং তার।। অধ্যাপাত জগতের

অতিশয় অমঙ্গলের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত।

অধ্যাকার (পুং) অরগিলঃস্বর্ষণেন অগ্নেরকারঃ উৎপাদ-
নম্। ৬-তৎ। অরগি মছন দ্বারা অধ্যাখাপন।

অধ্যাপস্থান (ক্লী) অগ্নি-উপ-স্থ-ণিচ-লুট্। ৬-তৎ। অগ্নির
উপাসনা মন্ত্র। অগ্নিরূপস্থায়ীতে অনেন। তারে লুট্।
অগ্নির উপসনা।

অগ্র (ক্লী) অগ্র-দৃক্ নলোপঃ। উপরিভাগ, আগা।
শিখর। অস্ত্রভাগ। *। ঋত্রেজ্রাগ্রবজ্রবিপ্রকূত্রকূত্রকুরধর-
ভদ্রোগ্রভেরভেলগুক্রগুরুগৌরবনুরামালাঃ। উৎপাদ
২। ২৮। অঙ্গেরনলোপঃ। পুরোভাগ। অবলম্বন। সমূহ।
(ত্রি) শ্রেষ্ঠ, উত্তম, প্রধান, প্রথম। পলগরিমাণ।
অগ্রং পুরস্তাহুপরি পরিমাণে পলন্ত চ। আলম্বনে সমূহে
চ প্রান্তে চ স্তারপুংসকম্। অধিকে চ প্রধানেন চ প্রণমে
চাভিধেয়বৎ। (মেদিনী)।

অগ্রগণ্য—প্রধান, বাহাকে প্রথমে গণনা করা যায়।

অগ্রগামী—যিনি পুরোভাগে, প্রথমে বাইতেছেন।

কেশাগ্র—কেশের অস্ত্রভাগ।

বৃকাগ্র—বৃকের উর্দ্ধভাগ।

সূচাগ্র—সূচির শেষভাগ।

একাগ্রচিত্ত—একটা বিষয় অবলম্বন করিয়া 'তাহাতে
নিবিষ্টচিত্ত'।

শৈলাগ্রে—পর্বতের চূড়া।

পূজার অগ্রভাগ—পূজার প্রথম বা উৎকৃষ্টাংশ।

মুখাগ্র } সমস্ত শাস্ত্র তিনি মুখাগ্র করিয়াছেন;
তুণ্ডাগ্র } অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্র তিনি একরূপ অভ্যাস
করিয়াছেন যে, অনায়াসে তাহা আবৃত্তি
করিতে পারেন—কিঞ্চিৎ কালও ভাষিতে
হয় না।

সমগ্র শাস্ত্র—সমস্ত শাস্ত্র।

অগ্রশব্দের অপভ্রংশ, আগ ও আগা। তিনি আগে
আগেবাইতেছেন। গাছের আগা। 'আগের হাঁড়ী'—
দেবতার উদ্দেশ্যে যে হাঁড়ীতে পূজার অগ্রভাগ রাখা হয়।
অগ্র। যশোহরের অন্তর্গত স্মরনবনের একটি পল্লীর নাম।
এই স্থানে বিস্তার পুরাতন অষ্টালিকার ভগ্নাবশেষ
পড়িয়া আছে। পূর্বে স্মরনবনের অনেক স্থানে ধনি-
লোকের বাস ছিল। তাহার। নানা প্রকার ব্যবসায়
বাণিজ্য করিতেন। কিন্তু মগ ও পর্তুগিজ বণিকের
কিরীড়ার অত্যাচারে ক্রমে এই সকল জনপদ বোকাপুত
হইয়া গিয়াছে।

গঙ্গার গর্ভে চড়া পড়িয়া প্রথম যে দ্বীপ উৎপন্ন হয়, তাহাই এখনকার অগ্রদ্বীপ । অগ্রদ্বীপের প্রায় তিন ক্রোশ উত্তর পশ্চিম কোণে আর একটা চড়া পড়ে। সেই চড়া এখন নবদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ । অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ ঠাকুরের উৎসব উপলক্ষে প্রতিবৎসর বারদীর্ঘ পূর্বে রথ একাদশীতে একটা বৃহৎ মেলা হয় । ঐ মেলা নত দিন থাকে । শুভপলক্ষে আর ২৫, ৩০

লোকের সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে বাউল, দরবেশ এবং অন্তান্ত সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবই অধিক। এই মেলায় বৎসর বৎসর বিস্তর টাকার প্রব্য কেনা বেচা হয়। অগ্রদীপ নদীয়া জেলার অন্তর্গত।

গোপীনাথের ইতিহাস অনেকটা অদ্ভুত। সত্যের সঙ্গে কতক কতক অদ্ভুত ঘটনা মিশান না থাকিলে দেবতার প্রতি সামান্ত লোকের ভক্তি জন্মে না। কথিত আছে, অগ্রদীপের ভট্টনৈক গোয়ালার সন্তান হয় নাই। তজ্জন্ত সে নিয়ত দেবতাদের নিকট পুত্র কামনা করিত। এক দিন সে ঘুমাইয়া আছে। ঘুমাইতে ঘুমাইতে সপ্ন দেখিল, কে যেন শিয়রে বসিয়া বলিতেছে,—‘কল্যা তুমি জ্ঞান করিতে গিয়া গঙ্গাজলে একখানি পাথর দেখিতে পাইবে। তাহাতে কৃষ্ণমূর্তি নির্মাণ করাইয়া যদি সেই বিগ্রহ স্থাপন কর, তবে আমিই তোমার পুত্র হইব’। ঘুম ভাঙ্গিল। গোয়ালা চাহিয়া দেখে, যাত্রি নাই—প্রভাত। প্রভাতের স্বপ্ন প্রায় মিথ্যা হয় না। বিশেষতঃ, গোপজাতির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আজি এ নতন রূপা নয়। একবার তিনি গোকূলে নন্দ-বোষের পুত্র হইয়াছিলেন, আবার যদি অগ্রদীপের গোপকে পিতা বলিবার সাধ হইয়া থাকে, তবে ত আশালভায় ফুল ধরিয়াছে, হাতে হাতে কল মিলিবে। এই ভাবিয়া সে স্নানের ঘাটে চলিল। গিয়া দেখে গঙ্গাজলে একখানি পাথর ভাসিয়া আসিতেছে। উজ্জল নীলবর্ণ, যেন দলিত অঙ্গন মাথানো,—প্রস্তর ধানির রূপ বা কি! সেই ইন্দ্রনীল মণি দিয়া কৃষ্ণমূর্তি গড়ানো হইল। ইহাই এখনকার গোপীনাথ। বোম্বাইকুর বিগ্রহ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার মৃত্যু তিথি বারুগীর পূর্বে কৃষ্ণ একাদশী। এখন বোম্বাইকুর নাই, তাঁহার সন্তান গোপীনাথজীউ আছেন। সন্তানের কর্তব্য পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করা,—গোপীনাথের সে কর্তব্য কর্ষে ক্রটি নাই। মৃত্যু তিথির দিন পূজকগণ মাটিতে কুশ বিছাইয়া বিগ্রহের হাতে পিণ্ড তুলিয়া দেন। দ্বার বন্ধ করিয়া কিস্কিৎকাল পরে খুলিলে সেই পিণ্ড নাকি কুশের উপর পড়িয়া থাকে, ইহা অনেকে দেখিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন বোম্বাইকুর গোয়ালার নহেন, জাতিতে কার্ব্ব। তিনি চৈতন্তের জনৈক শিষ্য। এক দিন আহাঙ্ক চৈতন্ত যুগওক্তি চাহিলেন। বোম্বাইকুর ক্রিয়া করিয়া একটা হরীতকী আনিলেন। আনিয়া

সেমিন প্রভুকে আধখানি দিলেন, বাকি আধখানি পরদিনের জন্ত রাখিলেন। চৈতন্ত দেখিলেন, বোম্বাইকুরের এখনও গন্ধ স্পৃহা যায় নাই, সে কারণ তিনি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বাটা কিরিয়া রাইতে বলেন। বোম্বাইকুর কানিতে কানিতে বলিলেন,—‘আমি তোমাকে পুত্রের চেয়ে অধিক ভালবাসি। বাটাতে তোমাকে না দেবিয়া কিরূপে বাঁচিব? চৈতন্ত কহিলেন,—‘তুমি কৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার প্রতি বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিও, তাহা হইলে তোমার মনস্তাপ দূর হইবে’। সেই উপদেশানুসারে অগ্রদীপে এই গোপীনাথ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বোম্বাইকুরের প্রকৃত নাম বাজুদেব, নিবাস অগ্রদীপের নিকট কানীপুর বিষ্ণুলাগ্রামে।

গোপীনাথের প্রতিমূর্তি উর্দ্ধে প্রায় দেড়হাত হইবে। ইহার গঠন অতি পরিপাটি। নবদীপের রাজারা এই বিগ্রহের সেবার জন্ত বিস্তর ভূমি দান করিয়াছেন, এবং দোলোৎসবে তাঁহার বিস্তর ঘটা করিতেন। কথিত আছে, রাজা নবকৃষ্ণ নাকি গোপীনাথকে একবার কলিকাতার আনিয়াছিলেন। কলিকাতার আনিয়া তিনি গোপীনাথের মত ঠিক আর একটা মূর্তি নির্মাণ করাইলেন। এখানে কৃষ্ণচন্দ্র রাজা ঠাকুরের শোকে অত্যন্ত কাতর, অয়জল সকলি ত্যাগ করিলেন। তখন গোপীনাথ স্বপ্নযোগে এই প্রত্যাদেশ করিলেন,—‘তুমি কলিকাতায় চল, আমি রাজা নবকৃষ্ণের গৃহে আছি’। কৃষ্ণচন্দ্র রাজা ঠাকুর কিরিয়া দিবার জন্ত নবকৃষ্ণ বাহাদুরকে অনেক সাধাসাধনা করিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ কহিলেন,—‘বেশ, আমার দেবালয়ে তবে চলুন। গোপীনাথ থাকেন, আপনি চিনিয়া লইয়া যাউন। তাহাতে আমার আপত্তি নাই’। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেবালয়ে গিয়া দেখেন, গোপীনাথ আছেন; কিন্তু দুইটা মূর্তি। দুইটা এক, বেশভূষায় আকারপ্রকারে কোন প্রভেদ নাই। তিনি বিষম সমস্ত্রায় পড়িলেন। অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোন্ গোপীনাথ তাঁহার, চিনিতে পারিলেন না। পরে রাত্রিতে গোপীনাথ দেব এই স্বপ্ন দিলেন,—‘হু-রাজ! তুমি ভাবিবে না। যে মূর্তিটার কপালে স্বর্ষ দেখিবে, তাহাই তোমার বিগ্রহ’। প্রাতঃকালে কৃষ্ণচন্দ্র রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরকে বলিলেন,—‘আমি আমার গোপীনাথকে আনি চিনিয়া লইব, তখন’। এই করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র রাজা দেবালয়ে গিয়া দেখেন, একটা প্রতিমার কপালে বিন্দু বিন্দু স্বর্ষে যেন অলকাবর্ণী দিয়া সাজানো

রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া প্রেমভরে কৃষ্ণচন্দ্রের চক্ষু ফুটিয়া জল পড়িতে লাগিল। ‘হাঁ, এই আমার তিনি, ইনিই আমার সেই গোপীনাথ’—এই বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বিগ্রহটীকে কোলে করিয়া লইলেন।

কেহ কেহ বলেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গোপীনাথের অস্ত্র গভর্ণর জেনারেলের কাছে নালিশ করিয়াছিলেন। তিনিই ঠাকুর ফিরিয়া দিবার নিমিত্ত রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরকে অহুরোধ করেন। পূর্বে অগ্রবীপ পাটুলির জমিদারদের সম্পত্তি ছিল। পরে একবারে পাঁচ ছয় জন যাত্রী সেখানকার মেলায় হত হয়। মুর্শিদাবাদের নবাব তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তথাকার জমিদারকে শাস্তি দিতে সংকল্প করেন। সেই ভয়ে সকল জমিদারের মোক্তার বলিল যে,—‘অগ্রবীপ আমার প্রভুর নহে।’ কৃষ্ণনগরের মোক্তার সুযোগ দেখিয়া কহিলেন,—‘ধর্ম্মা-বতার, ঐ সম্পত্তি আমার প্রভুর। মেলায় যে প্রকার লোক সমাগম হয়, তাহাতে আরও অনিষ্ট ঘটবার কথা। কিন্তু আমার প্রভুর বিশেষ সতর্কতার অস্ত্র তাহা ঘটিতে পায় না।’ নবাব এই কথা শুনিয়া দোষ ক্রমা করিলেন। অগ্রবীপ অবদে কৃষ্ণনগরের সম্পত্তি হইল।

অগ্রনখ (পুং) অগ্রোনখঃ, কন্দুখা। নখাগ্র।

অগ্রনাসিকা (স্ত্রী) অগ্রা নাসিকা, কন্দুখা। নাসিকার অগ্রভাগ।

অগ্রন্থিক (পুং) নাস্তি গ্রন্থিঃ। বহুব্রী। কোপীনাথারী জৈনসম্প্রদায় বিশেষ। আত্মতত্ত্বজ্ঞ। সংসারপাশ হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন।

অগ্রপর্নী (স্ত্রী) অগ্রে পর্নং যন্তাঃ। আলকুশী। *। ধাপৃ-ব-স্ত্রজ্যতিভ্যো নঃ। উণ্ডা। ৬। পূন পর্ন।

অগ্রপূজা (স্ত্রী) কন্দুখা। প্রথমপূজা।

অগ্রভাগ (পুং) অগ্র ভজ-বঞ। শ্রাব্যের ও পূজাদিতে প্রথম দেয় ভাগ। শেষভাগ-যথা, শিখাগ্রভাগ।

অগ্রভূক (ত্রি) অগ্র-ভূক-কিপ্। দেবতা পিতৃপুরুষাদিকে না দিয়া যে অগ্রে ভোজন করে। পেটুক। উদরিক। অগ্রভূক, অগ্রভূজো, অগ্রভূজঃ।

অগ্রভূ (পুং) অগ্র-ভূ-কিপ্, ৭ তৎ। জ্যেষ্ঠভাতা। ব্রাহ্মণ।

অগ্রমহিবী (স্ত্রী) কন্দুখা। প্রধান স্ত্রী।

অগ্রমাংস (স্ত্রী) কন্দুখা। কদম্বের মধ্যস্থিত পক্ষ্যাকার মাংস।

হুহুহু, হুহু। অগ্রমাংস রোগশব্দে উদরের উর্দ্ধভাগস্থ মাংস বুদ্ধিকে বুঝায়। গ্রীষ্ম যকৃৎ প্রভৃতি রোগের সঙ্গে বুকের নিম্ন অস্থি বৃদ্ধি হইলে তাহাকে অগ্রমাংস কড়াকহে।

অগ্রমুখ (স্ত্রী) অগ্রং মুখম্, কন্দুখা। মুখাগ্র।

অগ্ররণ (স্ত্রী) অগ্র-অরন। গম্ভ্য অলোপশ্চ শব্দাদি। অগ্র-হারণ মাস। এই মাসে সার্বিক ব্রাহ্মণদের নবশস্ত্র বজ্র কর্তব্য। বঙ্গদেশে নিরম্মি ব্রাহ্মণেরা নবান্ন করেন।

অগ্ররান, অগ্ররাণ (স্ত্রী) অগ্র-বা-ল্যুট্। অগ্রে যানং যন্ত। পুরোগামী সৈন্ত। জনৈক ঋষির নাম। ইনি যাক্শের পূর্বে বেদব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

অগ্রযায়িন্ (ত্রি) অগ্র-বা-গিনি, ৭-তৎ। পুরোগামী। অগ্রযায়ী, অগ্রযায়িনো, অগ্রযায়িনঃ।

অগ্রযোধিন্ (পুং) অগ্র-বৃ-গিনি, ৭-তৎ। যিনি সৈন্তের সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ করেন।

অগ্রলোহিতা (স্ত্রী) বহুব্রী। যাহার উপরিভাগ লোহিত বর্ণ। চিল্লীশাক।

অগ্রবণ (স্ত্রী) বনস্ত বৃন্দাবনস্তাগ্রম্ ইতি। আগ্রার পূর্বতন নাম। [আগরা দেখ]।

অগ্রবীজ (পুং) অগ্রং শাখাং বীজরূপমুৎপাদকং যন্ত। কলম হইতে যে বৃক্ষ জন্মে। যথা কুরট, গোলাপ, মল্লিকা ইত্যাদি বৃক্ষ। যাহার শাখা পুতিলে গাছ হয়।

অগ্রসঙ্কানী (স্ত্রী) অগ্র-সন্-ধা-ল্যুট্। স্ত্রী ভীপ্। যমপঞ্জিকা। প্রাণিগণের প্রাক্তনের শুভাশুভ অগ্রে লিখিত থাকে, তৎকাল যমপঞ্জিকার নাম অগ্রসঙ্কানী।

অগ্রসঙ্ক্যা (স্ত্রী) সঙ্ক্যায়াঃ অগ্রং অথবা অগ্রা সঙ্ক্যা। সঙ্ক্যার পূর্বকাল। প্রাতঃসঙ্ক্যা।

অগ্রসর (ত্রি) অগ্র-সৃ-ট। অগ্রং অগ্রেণ অগ্রে বা-সরতীতি। [অগ্রতঃসর দেখ]। অগ্রগামী।

অগ্রসারা (স্ত্রী) অগ্রং শীর্ষভাগমাত্রং সারোহস্তাঃ। কলশস্ত্র শিখা। মঞ্জরী। যাহার আগাই সারমাত্র। আগড়া।

অগ্রহ (পুং) ন-গ্রহঃ দ্বারপরিগ্রহঃ। ন-ঞ-তৎ। যিনি বিবাহ করেন নাই। সন্ন্যাসী। বানপ্রস্থ।

অগ্রহর (ত্রি, পুং) অগ্র-হৃ-অচ্। অগ্রদেব বস্ত্র। অগ্রভাগ-হারী। [অংশহর দেখ]।

অগ্রহস্ত (পুং) অগ্রশাসৌ হস্তশ্চেতি। কন্দুখা, গুণগুণি-নোরভেদাৎ। হস্তের অগ্রভাগ।

অগ্রহায়ণ (পুং) হায়নস্ত বৎসরস্ত প্রথম মাসঃ। মার্গশীর্ষ মাস। পূর্বে অগ্রহায়ণমাসে বৎসর আরম্ভ হইত এবং কার্তিক মাসে বৎসর শেষ হইত, তৎকাল মার্গশীর্ষ মাসের নাম অগ্রহায়ণ হইয়াছে। অমরাদি প্রাচীন কোষে একথা স্পষ্ট নির্দিষ্ট আছে।

অগ্র-হা-ল্যুট-হারন। *। হস্ত ত্রীহিকালকোঃ। পা ৩।

১। ১৪৮। জহাতি উদকমিতি হায়নো ব্রীহিঃ। জহাতি ভাবানিতি হায়নো বর্ষম্। ব্রীহি এবং কাল অর্থ বুঝাইলে হা ধাতুর উত্তর (ওহাক্ত্যাগে ওহাঙ্ গতো) গুটি প্রত্যয় হয়। (ব্রী) অগ্রহারণী, টিহাং।

পূর্বে অগ্রহারণ মাস হইতে কেন বৎসর গণনা করা হইত তাহার কারণ আছে। বোধ করি সে কারণ অমূলক নহে। সাধারণ লোক চন্দ্র সূর্য্যের গতি দেখিয়া বৎসর গণনা করিতে পারিত না। চন্দ্রসূর্য্যের গতি দেখিয়া বৎসর গণনা করা একটু কঠিন কাণ্ড। তজ্জন্ত তাহারা স্বভাবের সামান্য লক্ষণ দেখিয়া মোটামুটি বৎসর নির্ণয় করিত। 'অগ্রহারণ'—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্রীহি যে সময়ে (অগ্রঃ শ্রেষ্ঠঃ হায়নঃ ব্রীহিঃ অগ্নিন্ কালে)। সামান্য লোক ব্রীহির উৎপত্তি দেখিয়া বৎসর গণিত, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এখনকার মত তখনও দরিদ্র লোকে বণিকদের কাছে ধানের বাড়ী খাইত। কোন্ সময়ে মহাজনেরা ঋণ দিতেছেন এবং কেমন সময়ে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, মাস সন তারিখ বলিলে অজ্ঞলোকেরা তাহার কিছু অর্থ বুঝিতে পারিত না। তজ্জন্ত স্বভাবের এক একটা স্পষ্ট লক্ষণ দেখাইয়া বণিকেরা তাহাদিগকে সময় বুঝাইয়া দিতেন। পাণিনির নয়কটী সূত্রে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা,— দেয়মুণে। ৪। ৩। ৪৭। যে সময়ে কিম্বা যে সময় হইতে দেয় ঋণ। এই সূত্রের অনুবৃত্তি করিয়া পরে কয়েকটী সূত্র লিখিত হইয়াছে। এখানে তাহার দুইটী উদ্ধৃত করা গেল। কলাপ্যখবববুসাদবু। ৪। ৩। ৪৮। এবং,— গ্রীষ্মাবরসাদবু। ৪। ৩। ৪৯।

যস্মিন্ কালে ময়ুরাঃ কলাপিনো ভবন্তি স উপচার্য্যঃ কলাপী, তত্র দেয়মুণং কলাপকম্। যস্মিন্ কালে হস্তাঃ ফলন্তি তত্র দেয়মুণমস্থকম্। যস্মিন্ বববুসমুৎপন্নাতো তত্র দেয়ং যববুসকম্। গ্রীষ্মে দেয়মুণং গ্রৈয়কম্। (ভট্টোজি)।

যে সময়ে ময়ুরেরা উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে দেয় ঋণের নাম কলাপক। অস্থক গাছে বখন ফল ধরে তখনকার দেয় ঋণের নাম অস্থক। বখন যবের শীষ বাহির হইতে থাকে, তখনকার দেয় ঋণের নাম বববুসক। গ্রীষ্মকালে দেয় ঋণের নাম গ্রৈয়ক। বর্ষার প্রথমে দেয় ঋণের নাম আবরসমক।

কালবাচি কলাপীলকের ব্যাখ্যার মতান্তর আছে। আমলক সিরি দুই প্রকার ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতেন। (১)

বখন ময়ুর উৎপন্ন হয়—বর্ষাকাল। (২) বখন ময়ুরে পুচ্ছ মেলিতে আরম্ভ করে—বর্ষাকাল। (পণ্ডিত মহাশয় লাল শাস্ত্রীর মুখে শ্রুত।)

স্বভাবের এক একটা সহজ লক্ষণের সঙ্গে দেয় ঋণের এমন সম্পর্ক থাকিবার প্রয়োজন কি? খাতকেরা কোন্ সময়ে ঋণ লইতেছে এবং কত দিন পরে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, মাস ও সন তারিখ ধরিয়া তাহাদের সময় নিশ্চিত করিবার ক্রমতা থাকিলে, এ প্রকার মোটামুটি হিসাব কখনই প্রচলিত হইত না।

অগ্রহারণেষ্টী (ব্রী) অগ্রহারণে বিহিতা ইষ্টীঃ। নবমস্তের যাগ বিশেষ।

অগ্রহারণ (পুং) অগ্র-হ-বঞ কৰ্ম্মণি, অগ্র-হ অণ্। ব্রাহ্মণকে দিবার অল্প ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্তাদির অগ্রভাগ। স্নাতককে দেয় শস্তাদি। অগ্রহারক।

অগ্রাকি (ক্লী) অগ্রঞ্চ তদাকিচ, কৰ্ম্ম-খা। অপাক। চন্দ্রর অগ্রভাগ।

অগ্রাগীক (ক্লী) অগ্রঞ্চ তদনীকক, কৰ্ম্ম-খা নিপাতনেণ বম্। অগ্রগামিসৈন্ত।

অগ্রায়ণীয় (ক্লী) অগ্রং শ্রেষ্ঠম্ অয়নং জ্ঞানং তত্র সাধু হ। বৌদ্ধাগমসিদ্ধে, প্রবাদভেদে। 'উৎপাদপূর্ব্বমগ্রায়ণীয় মথ বীৰ্য্যতা প্রবাদঃ ত্রাৎ' (ইতি বাচাস্পতিধৃতো হেমচন্দ্রঃ)।

অগ্রাবলোহিত (ক্লী) অগ্রম্ আবাদিতং যন্ত। প্রাক বা পূর্ব্বার অগ্রভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক উচ্ছিষ্ট করা অন্নাদি।

অগ্রাসন (ক্লী) অগ্রম্ আসনম্। ব্রাহ্মণের উপবেশনার্থ প্রথম আসন।

অগ্রাহ (ত্রি) ন-গ্রহ-ণ্যৎ। নঞ-তৎ। ঋলোণ্যৎ। পা ৩।

১। ১২৪। ঋবর্ণান্ত ও হলন্ত ধাতুর উত্তর ণ্যৎ প্রত্যয় হয়। অগ্রহণীয়। গ্রহণের অযোগ্য।

অগ্রাহবীৰ্য্য (ত্রি) অগ্রাহম্ জীবন্ গ্রাহ্যং বীৰ্য্যং যন্ত। জীবন্ গ্রাহ বীৰ্য্য, বাহার অন্ন বল, বাহার অন্ন তেজঃ। অগ্রাহ-বীৰ্য্যঃ পূর্ব্বাহ্নে মধ্যাহ্নে স্পর্শতঃ সূতঃ। (রামায়ণ)। (ক্লী) অন্নভেদ।

অগ্রিম (পুং) অগ্র-ভিমচ্। অগ্র ভবঃ। কোষ্ঠ ভ্রাতা। উত্তম। শ্রেষ্ঠ। প্রধান। *। অগ্রাদিপশ্যাজিমচ্। অগ্রঃ আদি এবং পশ্চ শব্দের উত্তর ভিমচ্ প্রত্যয় হয়।

অগ্রির (পুং) অগ্র-ব। অগ্রে ভবঃ। অগ্রক। কোষ্ঠ ভ্রাতা। উত্তম। শ্রেষ্ঠ।

অগ্রীর (পুং) অগ্র-হ অগ্রে ভবঃ। কোষ্ঠভ্রাতা। শ্রেষ্ঠ, (ত্রি)।

অগ্নি, অগ্নি (স্ত্রী) অগ্নি-জু, নলোপ উত্ত্ব। অগ্নি। নদী।

অগ্নেগ (ত্রি) অগ্নি-গম-ড, অলুক-সং। অগ্নিগামী।

অগ্নেগা (ত্রি) অগ্নি-গম-বিট, অলুক-সং। অগ্নিগামী।

।*। জনসনখনক্রমগমো বিট। পা ৪।২।৬৭। উপসর্গ ও উপপদের পর বেদবিষয়ে উক্ত ধাতু সমস্তের উত্তর বিটপ্রত্যয় হয়। বিট প্রত্যয়ের অন্তে আকার হয়।
বিভ্বনোরিত্যাত্ম।

অগ্নেগু (ত্রি) অগ্নি-গম-কি উত্ত্ব।*। গমঃ কৌ। পা ৬।৪।

৪০। উত্ত্বচ গমানীনা মিতিবলব্যাম্। (বাঙিক)। গম ধাতুর উত্তর কি প্রত্যয় হইলে অমুনাসিক লোপ হইবে এবং উত্ত্ব আগম হইবে। অগ্নেগুঃ। উগাদির স্থানান্তরে ডু প্রত্যয় দ্বারাও এই শব্দ সিদ্ধ হয়। যথা-ভ্রমেশ ডু। চাদ-গমঃ। ২ পাদ ৬৮। অগ্নিগামী। অগ্নেগুঃ, অগ্নেগুবো, অগ্নেগুবঃ।

অগ্নেদিধিষু, অগ্নেদিধিষু (পুং)।*। অন্দুদুজ্জুককেলু-কর্ককুদিধিষু। এতে কুপ্রত্যয়ান্তা নিপাতান্তে। দিধিঃ ধৈর্য্যঃ ক্রতি ভ্যজতীতি। দিধিষু, উগাদি স্থত ১ পা। ৯৩।

দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রীর পতি। পুনর্ভু। (স্ত্রী) অবিবাহিতা স্ত্রী ভগিনী থাকিতে অগ্নে বিবাহিতা কনিষ্ঠা ভগিনী।

অগ্নোদিধিষুপতি (পুং) ৬-তৎ। দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রীর স্বামী। বিধবা নারীকে যে পুরুষ বিবাহ করে।

হিন্দুশাস্ত্রে দিধিষুপতি অতিশয় দৃষ্টিগত বস্তু। তাঁহার দেবাদি ক্রিয়া হইতে বর্জনীয়। যথা পরাশর—

উপপতেঃ সূতো যশ যশৈব দিধিষুপতিঃ।

পরপূর্ণাপতিজাতাঃ বর্জ্যাঃ সর্বে প্রযত্নতঃ।

অগ্নেপা (ত্রি) অগ্নে পাঠীতি পা-কিপ্। অগ্নিপালক।

অগ্নেপু (ত্রি) অগ্নে-পু-কিপ্। অগ্নে পবিত্র কারক।

অগ্নেবণ (স্ত্রী) বনস্ত অগ্নং, রাজদস্তাদি অলুক-স। বনের অগ্নভাগ। [রাজদাস্তাদি দেখ]।

অগ্নেসর (ত্রি) অগ্নে-স্থ-ট, অলুক-স। অগ্নিগামী।

অগ্নেসরিক (ত্রি) অগ্নে-সর-ঠন্। অগ্নিগামী।

অগ্নোপহরণী (ত্রি) অগ্নি-উপ-জ-অনীয়ত্ব।*। তব্যস্ত-ব্যানীয়ত্বঃ। ৩।১।৯৬। প্রথম দানীর দ্রব্য।

অগ্না (ত্রি) অগ্নেভবঃ অগ্নি বৎ। স্ত্রী প্রত্যয়। প্রেষ্ঠ।

উত্তম। প্রধান। ইব অর্থাৎ প্রতিরূপিত বা তত্ত্বল্যার্থেও অগ্নি শব্দের উত্তর বৎ প্রত্যয় হয়।*। শাখাদিত্যো যৎ। পা ৫।৩।১০৩। শাখা প্রভৃতি কতিপয় শব্দের উত্তর ইবার্থে বৎ প্রত্যয় হয়। অগ্নি শব্দ শাখাদি গণ

মধ্যে পঠিত। [শাখাদি শব্দ দেখ]। অগ্নেব অগ্নাঃ।

অঘ। অদন্তঃ চূ-প। পাপকরণম্। অঘরতি। অচ্-অঘম্।

অঘ (অঘি) ভা-আ সকং সেট্ গতো, আক্ষেপে, নিশা-রাম্। লট্ অজ্যতে। লিট্ আনজ্যে। লুঙ্ আজিষ্টে।

অঘ (স্ত্রী) অঘ-অচ। পাপ। ছঃখ। ব্যমন। অদন্ত ব্যসনে প্রোক্তমঘং পাতকহঃখয়োঃ, (বিষয়প্রকাশ)।

অঘক্লং (ত্রি) অঘ-ক্ল-ক্লিপ্। পাপাচারী।

অঘন (ত্রি) নঞ-তৎ। পাতলা। ঘন নহে।

অঘনাশন (ত্রি) অঘ-নশ গিচ-লুট্। পাপনাশক জপ-দানাদি।

অঘভোজিন্ (ত্রি) অঘ-ভুজ-গিনি। ৬-তৎ। দেবব্রাহ্মণাদির উদ্দেশে ভিন্ন আপনার জন্তু যে পাক করে।

অঘমর্ষণ (স্ত্রী) অঘ-মৃষ-লুট্ ৬-তৎ। পাপনাশন। অঘ-মেধ যজ্ঞের অবতৃপ্ত স্নানমন্ত্র। বৈদিক সন্ধ্যান্তর্গত জল-প্রক্ষেপ রূপ পাপ নাশক ক্রিয়া বিশেষ। তাত্ত্বিক সন্ধ্যা-তেও জাপক বড়দণ্ডাস করিয়া তাহার পর বাম হস্তে জল গ্রহণ করেন। তাহার উপর দক্ষিণ হস্ত ঢাকা থাকে। তৎপরে মন্ত্রপূত করিয়া সাধক মনে মনে এই ভাবেন যে, দেহের সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া আসিয়া হস্তস্থিত জলকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়াছে। তখন তিনি সমুদ্রের বজ্র-পাষণে সেই পাপ ভল নিক্ষেপ করেন।

(পুং) ত্রয়োদশ কুশিকদের মধ্যে ষষ্ঠ ঋষি। যথা—
বিশ্বামিত্রশ্চ গাধেয়ো দেবরাজস্তথা বলঃ।

তথা বিদ্বান্ মধুচ্ছন্দা ঋষবশ্চাষমর্ষণঃ। [কুশিক দেখ]।

অঘমার (ত্রি) অঘ-মৃ-গিচ্-অণ্, উপ-তৎ। পাপনাশক, দেবাদি।

অঘরদ্ (ত্রি) অঘ-রদ্-কিপ্। পাপনাশন মন্ত্র।

অঘর্ষ (পুং) নঞ-তৎ। শীতকাল। সস্তাপ শূন্য কাল।

অঘল (ত্রি) অঘ-লা-ক, অঘং, পাপং লাভীতি। পাপ-নাশক।

অঘবৎ (ত্রি) অঘ-মতৃপ্। পাপী। অঘবান্, অঘবন্তো, অঘবন্তঃ।

অঘবিষ (পুং) বিবং অঘমেব বস্ত্র। সর্প।

অঘশংস (পুং) অঘ-শংস-অণ্, অঘং শংসতি, উপ-তৎ।

অঘ-শংস-অচ্ ৬-তৎ। অনিষ্টকারী। পাপকর্ম।

অঘশংসিন্ (ত্রি) অঘ-শংস-গিনি। ৬-তৎ। ব্যসনশূচক।

অঘায়ু (ত্রি) অঘ-বা-উ। অঘ-ক্যচ্-উ। পাপাচরণ ইচ্ছা-শীল। পাপকারী। হিংসামিরিত।

অঘায়ুদ্ (ত্রি) অঘং পাপাচরণং আদুর্ভব। পাপাচারী।

অবারিন্ (ত্রি) অব-ধ-গিনি অবমুক্তীতি । বাসনশীল ।

অবারী, অবারিণী, অবারিণঃ । (ত্রী) অবারিণী ।

অবাসুর (পুং) কর্ণ ধা । অবা নামে অসুর বিশেষ । এই দানব, পুতনা ও বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য কংস অবাসুরকে বৃদ্ধাবনে পাঠাইয়াছিলেন । পূর্বে কৃষ্ণ পুতনা এবং বকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্তুও অবাসুরের মনে মনে সাতিশয় আক্রোশ ছিল । বৃদ্ধাবনের গোষ্ঠে গোপবালকেরা গোষ্ঠ চরাইতেছে, অবাসুর সেই খানে আসিয়া বৃহৎ অজাগরের মত মুখ মেলিয়া থাকিল । কৃষ্ণ নির্ভয়ে তাহার মুখের ভিতর প্রবেশ করিলেন । দানবের খাসরোধ হওয়ায় ব্রহ্মতাসু ফাটিয়া গেল । (ভাগবত ১০ স্ক ১২ অধ্যায়) ।

অবাহ (পুং) অবস্ত আহঃ, অচসমাস । অশোচ দিন ।

অবোর (পুং) ন-বোরঃ । ভয়ানক নহে । মহাদেব ।

অবোরপহী, অবোরী । ইহার শৈব সম্প্রদায় বিশেষ ।

ইহাদের আদিস্থান বরপুত্র অঞ্চলে (আধুনিক বরদা) ।

ভক্তির কাতিওয়ার, কেরারী এবং অন্তান্ত স্থানেও বিস্তর অবোরী ছিল । এখন রাজওয়াড়ের অন্তর্গত আবুপর্কতে অবোরপহী শৈব দেখা যায় । ইহার নিতান্ত অপরিষ্কার নিয়ুগ ও বিকাররহিত । মদ্য, মাংস, এমন কি নিত্যের মলমূত্র পর্যন্ত খাইয়া থাকে । কি কাঁচা, কি পক্ক, কি দুর্গন্ধ অথবা, লোকে বাহা দিবে অবোরীরা অন্নান মুখে তাহাই ভক্ষণ করে । কারণ, নির্জিকার হওয়া ইহাদের ধর্ম্মনীতির প্রধান স্ত্র । কোথাও শবদাহ হইলে অবোরপহীরা মন্দের সঙ্গে সেই মহুষ্য মাংস তুলিয়া ভোজন করে । ইহাদের মাথায় বড় বড় চুল, কাহারও মস্তকে জটা । কেশ রক্ষ, অবিশৃঙ্খল । মুখ-ভরা দাড়ী গোঁপ । কোপীন ও বহির্বাস পরা । মুখ পরিষ্কার করে না । মদ্যপান করিবার জন্য ইহাদের সঙ্গে কপাল পাত্র অর্থাৎ মাহুঘের মাথার খুলী থাকে । অন্তান্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে যেমন মালা কি অন্তান্ত বিশেষ পরিচ্ছদ থাকে, অবোরীদের তজ্জপ কিছুই নাই । ইহাদের নিকট ধর্ম্মকথা শুনিতে চাহিলে কিছুই বলে না । বরদারাজ্যে অবোরেম্বর নামে ইহাদের একটা মঠ ছিল । অবোরপহী সেই খানে বাস করিতেন । এক্ষণে এই সম্প্রদায় ক্রমশঃ নিমূল হইয়া আসিতেছে । কুচিং কখন অবোরপহী যোগিনিগকে ইতস্ততঃ ব্রহ্ম করিতে দেখা যায় ।

অবোরপহীর মত নতুন নহে । অতি প্রাচীন কালেও

এই সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় । মার্কোপলো, মিনী, আরিষ্টটল প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিতগণ ইহাদের বিষয় কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন । পারস্ত দেশেও বহুকাল পূর্বে এই প্রকার এক সম্প্রদায়ের সাধক বাস করিত । সে কারণ অনুমান হইতেছে, অবোরী শৈব দেশবিদেশে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল । কখন কখন বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে অবোরী গ্রীলোক দলবদ্ধ হইয়া আসে । তাহাদের মাথার জটা, গলায় নানা বিধ প্রস্তর ও ফটিকের মালা; ঘাগরা পরা; কাহারও হাতে ত্রিশূল । তাহারা জনপদের মধ্যে মহা উপদ্রব করে ।

অবোর (ত্রী) ভাজ্যমাসের কৃষ্ণচতুর্দশী । শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, এই চতুর্দশীতে শিবের আরাধনা করিলে শিবলোক লাভ হয় ।

ভাজ্যমাসিতে পক্ষে অবোরীখ্যা চতুর্দশী ।

তত্ত্বামারাধীতঃ স্বাগ্নয়েজিবপুং এবং ।

অবোধ (পুং) নাস্তি ঘোবোহত্ । বর্ণোচ্চারণার্থে প্রযত্ন-বিশেষ, যথা—পাণিনি সূত্র, তুল্যাত্তপ্রবৃত্তং সর্বণম্ । ১ । ১ । ১ । তাবাদির সমান স্থান হইতে এবং সমান আভ্যন্তর প্রযত্ন হইতে যে সকল বর্ণ উচ্চারিত হইবে, তাহা-দিগকে সর্বণ সংজ্ঞা দেওয়া যাইবে ।

তাহার পর কথিত হইতেছে—প্রযত্নো বিধা । প্রযত্ন চুই পকার আভ্যন্তর ও বাহ । পুনশ্চ আভ্যন্তর প্রযত্ন পাঁচ প্রকার, ১ স্পষ্ট, ২ দ্বিবৎস্পষ্ট, ৩ ত্রিবিস্তৃত, ৪ বিবৃত, এবং ৫ সংবৃত ।

বাহ্যপ্রযত্ন একাদশ প্রকার । যথা—১ বিবার, ২ সংবার, ৩ স্বাস, ৪ নাদ, ৫ ঘোব, ৬ অবোধ, ৭ অল্পপ্রাণ, ৮ মহাপ্রাণ, ৯ উদাস্ত, ১০ অহুদাস্ত, এবং ১১ স্বরিত । তৎপরে—

ধ্বাং যমাঃ ধয়ঃ + ক - পৌ বিসর্গঃ শর এব চ ।

এতে স্বাসানুপ্রদানা অবোধাশ্চ বিবৃণুতে ।

তত্র বর্ণাণাং প্রথমবিভীয়াঃ ধয়ন্তথা, তেবামেব যমাঃ জিহ্বামূলীয়োপস্থানীয়ো, বিসর্গঃ শব্দান্তেভ্যোযাং বিবার স্বাসোহঘোষচ ।

বর্ণের প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ণগুলি ধয় (কথ, চহ, চট, তথ, পক) । জিহ্বামূলীয়, উপস্থানীয়, বিসর্গ এবং শব্দ, এইগুলি যম । এই সমস্ত বর্ণ বিবার, স্বাস এবং অবোধ । জিহ্বামূলীয় ও উপস্থানীয় একলি অর্ধবিবর্গ । এই সকল উচ্চারণ কাহারও মুখে না জনিলে ত্রিক

বোধগম্য হইতে পারে না।

অয়া (পুং) হনৃ + যচ্। *। অয়াদরশ্চ। বগন্তা নিপাত্যন্তে।

হর্ষেযক্ অভাগমঃ উপধালোপশ্চ। উণ ৪। ১১১।

অয়াঃ—প্রজাপতিঃ।

অয়া—মাহেরী। জীগবী।

অজের (জি) ন জাতুং অর্হঃ। হৃগ্গন্ধি এব্য। (ক্লী) মদিরা।

অঙ্ক (পুং ক্লী) অঙ্ক-অচ্। চিহ্ন; যথা—পদ্মাক্ষ। মৃগাক্ষ।

নাট্যাদির পরিচ্ছেদ। ক্রোড়। সমীপ; যথা—অঙ্ককাগত-
সম্ভবতিঃ। রঘু ২। ৩৮। ‘অঙ্কঃ সমীপ উৎসঙ্গে চিহ্নে

স্থানাপরাধয়োঃ’ ইতি কেশবঃ। স্থান; অপরাধ; পর্কত;
বুদ্ধভূষণ; দেহ। *। পরেচ দ্ব্যর্থকঃ। পা ৮। ২। ২২।

পরি উপসর্গের পর য শব্দ এবং অঙ্কশব্দ থাকিলে রেক্-
স্থানে বিকল্পে লকার হয়। পরি-অঙ্ক পর্য্যাক্ষ, পল্যাক্ষ।

অঙ্ক শব্দের অপভ্রংশে—আঁক। ‘তিনি আঁক কসিতে-
ছেন।’ চিত্র কন্নাও বুঝায়, যথা,—‘আঁকিছু অলঙ্ক দিয়া
চরণরাজীব।’

এক হইতে নব সংখ্যা। যথা ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সকল সভ্য জাতিই মূল রূঢ়
সংখ্যা গুলি এক হইতে নয় পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন।
শুভ্র একটা স্বতন্ত্র অঙ্ক, কিন্তু সংখ্যা নহে। এক একটা
শুভ্রের আশ্রয়ে সকলেই এক দুই প্রভৃতি অঙ্কের দশগুণ
করিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। এই প্রথা সর্বত্র কেন প্রচ-
লিত হইল, তাহার ঠিক কারণ বৃষ্টিতে পারা যায় না।
ইয়ুরোপীয় গণিতেরা অনুমান করেন যে, মাছুষ অসভ্য-
বস্থায় গণিতে জানিত না, তজ্জন্ত তাহারা হাতের
অঙ্গুলিতে দ্রব্যাদির সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া রাখিত। দুই
হাতে দশটা অঙ্গুলি, তাহার একটা দিয়া গণনা করিলে
অবশিষ্ট নয়টা থাকে। এই নয়টা অঙ্গুলি পূর্বকালের
লোকের সংখ্যা রাখিবার উপায় ছিল, তাই রূঢ় অঙ্কের
সংখ্যা কেবল নয়টা হইয়াছে। তাহারা কহেন, এই কারণে
নয়টা রূঢ় অঙ্কের নাম ‘ডিজিট্’ অর্থাৎ অঙ্গুলি।

হাতের অঙ্গুলি দ্বারা গণনা করিত পারেন অঙ্গুলি
দ্বারা সংখ্যা করিত না, তাহার কারণ কি? অঙ্গুলিই
প্রাচীনকালের লোকদের সংখ্যা রাখিবার প্রধান উপায়
হইলে, অবশ্যই তাহারা অধিক সংখ্যা ঠিক করিবার সময়
হস্তপদের অঙ্গুলি গ্রহণ করিত। তাহা হইলে অঙ্কের
সংখ্যাও নয়ের অধিক হইয়া পড়িত। সে অল্প বোধ
হইতেছে, রূঢ় অঙ্ক এক হইতে নয় পর্য্যন্ত হইবার অল্প
কোন কারণ আছে।

আমেরিকার অসভ্য জাতির পাঁচের অধিক গণিতে
পারে না। অধিক সংখ্যা বুঝাইতে হইলে তাহারা
গাছের পাতা দেখাইয়া দেয়। অশিক্ষিত কাকিদেরও
বুদ্ধিত্ব এই প্রকার। তাহারাও অধিক সংখ্যা বুঝাই-
বার জন্য মকুতুমির একমুঠি বালি তুলিয়া দেখায়।
আমাদের দেশের অঙ্কলোকেরা, দড়ীতে এম্বী দিয়া,
প্রাচীরে চূণের কোঁটা লাগাইয়া এবং বাশের কক্ষীতে
আঁক কাটিয়া সংখ্যা ঠিক করিয়া রাখে। সাঁওতালেরা
ছদ্মছদ্মতাদি বিক্রয় করিতে আসিবার সময় সঙ্গে এক
গাছি দড়ী ও একটা চোঙ্গা আনে। এক এক চোঙ্গা
রুতাদি মাপিয়া দিয়া তাহারা দড়ীতে এক একটা গাঁট
বাধে। ঐ দড়ীই তাহাদের হিসাবের খাতাপত্র। বান্ধা-
লার ইতর লোকেরা গৃহস্থের বাটীতে দ্রব্যসামগ্রী
যোগান দেয়। তাহারা লিখিতে পড়িতে জানেন না,
সন তারিখ বুঝে না। প্রতি দিন পাঁচিলের গারে একটা
করিয়া চূণের টোপা দেয়, সে সকল অঙ্ক লোকের
তাহাই জমাখরচের হিসাব। এদেশের সামান্য লোকেরা
দোকান হইতে কোনদ্রব্য ধারে কিনিতে গেলে এক গাছি
আঁকবাড়ী লইয়া যায়। একটা কক্ষীর মধ্যস্থলে চিহ্নিয়া
তাহার আধখানি দোকানী আপনার নিকট রাখে, অল্প
আধখানি খাতকের কাছে থাকে। ধারে দ্রব্যাদি বিক্রয়
করিবার সময় দু-খানি কক্ষী মিলিত করিয়া দোকানী
তাহার উপর একটা আঁক কাটিয়া দেয়। বোধহইতেছে,
এইরূপ আঁক কাটা প্রথা বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে
প্রচলিত আছে এবং এই আঁক কাটা হইতে সংস্কৃত অঙ্ক
শব্দের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

এখন দেখা আবশ্যক, প্রথম গণিত শাস্ত্রের উৎপত্তি
কোন দেশে হইয়াছিল এবং রূঢ় অঙ্কগুলির সংখ্যা নয়
পর্য্যন্ত হইল কেন? ‘আবু জাফর মুহম্মদ বেন মুসা আল-
খারিমি’ গণিত পুস্তক, ভারতবর্ষের গণিতশাস্ত্রের অনু-
বাদ। আরবেরা স্পষ্টই স্বীকার করেন যে, ব্রাহ্মণেরা
উহার মূল পুস্তকের লেখক। খৃষ্ট সপ্তম শতাব্দীতে
অনুবাদ বোগদাদ নগরে প্রথম প্রকাশিত হয়। কিছু
দিন পরে উহা ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল।
(Max Muller's Chips from a German Workshop.)
খুইপিক্ অনুমান করেন যে, দুইটা প্রশস্ত উপায় দ্বারা
গণিতশাস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে আরব প্রভৃতি দেশে আসিয়া
থাকিবে। খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে বাণিজ্যের সুবিধার জন্য
মিশরের বণিকেরা ভারতবর্ষ হইতে অঙ্কবিদ্যা আনেন-

জাঙ্গিয়া নগরীতে আনিয়াছিলেন। ভক্তি, প্রাটিনস, নিউয়ারিনো প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উজ্জয়িনীর বণিকদের কাছে অঙ্কশাস্ত্র শিখিয়াছিলেন। পরিশেষে মিশরবাসীদের নিকট ইহুদী ও রোমকেরা গণিত বিদ্যা শিক্ষা করেন। এতদ্বারা বৃদ্ধিতে পারা যাইতেছে, ভারতবর্ষেই প্রথমে অঙ্কশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল।

পূর্বকালের ব্রাহ্মণেরা অঙ্কবিদ্যার গুরু। আরবী, মিশরী, ইহুদী এবং রোমকেরা সেই গুরুর শিষ্য। আমাদের বিশ্বাস, এদেশে প্রথম প্রথম ১, ২, ৩, ইত্যাদি সাক্ষেতিক চিহ্নদ্বারা অঙ্কপাত করা হইত না। তখন বর্ণমালার ক, খ প্রভৃতি কোন বিশেষ বিশেষ বর্ণদ্বারা সংখ্যা লিখিত হইত। এই অমুমান সত্য কি না, তাহা নিশ্চিত করিতে পারিলে, রূঢ় অঙ্ক নয়টী হইল কেন তাহাও নিশ্চিত করা যাইবে।

ইহুদী এবং রোমকেরা ব্রাহ্মণদের শিষ্য, তাঁহারা আৰ্য্যজাতির কাছে গণিতশাস্ত্র শিখিয়াছিলেন। শিষ্যের কাজ দেখিলে, গুরু তাঁহাকে কি প্রকার পাঠ দিয়া ছিলেন তাহা বৃদ্ধিতে পারা যায়। প্রাচীন ইহুদীরা বর্ণমালার প্রথম নয়টী বর্ণ (অর্থাৎ আলফ্, বেত্, গিমেল্, দালেথ্, হে, ভাউ, জৈন, চেত্ এবং টেত্) দ্বারা এক হইতে নয় সংখ্যা পর্য্যন্ত লিখিতেন। তাহার পরবর্তী আর নয়টী বর্ণদ্বারা তাঁহারা দশ হইতে নব্বই পর্য্যন্ত লিখিতেন। বর্ণমালার শেষ চারিটী বর্ণদ্বারা যথাক্রমে এক শত হইতে চারিশত পর্য্যন্ত লিখিত হইত। গ্রিক্সাও ইহুদীদের মত অল্ফা, বেটা প্রভৃতি বর্ণমালার বর্ণদ্বারা ১, ২ ইত্যাদি অঙ্ক লিখিতেন। গ্রিক ভাষার দশ, \varnothing (D) অর্থাৎ ডেকা বা দশের আদ্যক্ষর দিয়া লিখিত হইত। রোমকেরা এক লিখিতে হইলে (I) এক দাড়ীর মত একটা আঁক কাটিতেন। দুই লিখিতে হইলে (II) দুই দাড়ী ইত্যাদি। দশ লিখিতে হইলে তাঁহারা (X) চেরার মত একটা চিহ্ন করিতেন। ঐরূপ দুইটী চেরা দ্বারা বিশ (২০), তিনটী চেরা দ্বারা ত্রিশ ইত্যাদি অঙ্ক লিখিত হইত। ([) এই রূপ তিনটী রেখা দ্বারা (১০০) লিখিত হইত; (M) অথবা (CI) চিহ্ন সহস্র সংখ্যার বোধক।

উপরে লিখিত প্রমাণদ্বারা বৃদ্ধিতে পারা গেল, প্রাচীন ইহুদী, গ্রিক এবং রোমকেরা ১, ২, ৩ ইত্যাদি সাক্ষেতিক চিহ্নদ্বারা অঙ্কপাত করিতেন না এবং তাঁহাদের সংখ্যা লিখিবার অঙ্ক কেবল নয়টীমাত্র নহে।

তাঁহারা বড় বড় রাশি লিখিবার সময় বর্ণমালার অনেকগুলি বর্ণের প্রয়োগ করিতেন।

ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল জাতির অঙ্কবিদ্যার গুরু, তবে সে কালের ব্রাহ্মণেরা কি করিতেন? এদেশে ভাল ইতিহাস নাই, তজ্জন্ম কোন কঠিন বিষয়ের মীমাংসা করা দুর্ব্বট হইয়া পড়ে। কিন্তু পুরাতন আচার ব্যবহার এখনও বাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তাহাতেই আমাদের এ উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে। বোধ হইতেছে, পূর্বে ব্রাহ্মণেরাও বর্ণমালার অঙ্কবিশেষ দ্বারা ১, ২ ইত্যাদি অঙ্কগুলি লিখিতেন। কারণ, পঞ্জাবের উত্তরে টাকরী ভাষায় অদ্যাপি এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যা বোধক শব্দের আদ্যক্ষর দ্বারা (এ, ষি, ত্রি ইত্যাদি) ১, ২, ৩ প্রভৃতি অঙ্কগুলি লিখিত হয়। (Cunningham)। ঐ স্থানের লোকেরা আজও প্রাচীন পদ্ধতি ত্যাগ করে নাই, ইহাই অমুমান হইতেছে। এক্ষণে তাহারা যে প্রথা অনুসারে অঙ্কপাত করিতেছে, তাহা আৰ্য্যজাতির পুরাতন প্রথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সংস্কৃত ভাষার সংখ্যা গুলির নাম বিবেচনা করিয়া দেখিলে বৃদ্ধিতে পারা যায় যে, আৰ্য্যেরা গণিত বিদ্যা ভালরূপ শিখিলে দশমিক অঙ্কপাতপদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছিল। রূঢ়সংখ্যা নয়পর্য্যন্ত গইয়া তাহার পর কেবল এক একটা শূন্যের আশ্রয়ে উত্তরোত্তর দশগুণ করিয়া সংখ্যাবৃদ্ধি করা, এ মূঢ় লোকের অন্ধ বুদ্ধিতে ঘটে নাই। কারণ অঙ্কপাতের মধ্যে সঙ্কলন, ব্যবকলন ও গুণের নিয়ম রহিয়াছে। পঞ্চদশ বলিলে, দশ এবং পঞ্চ (১০+৫) বুঝাইতেছে, স্তত্রং সঙ্কলন দ্বারা এই রাশি লিখিত হইল। একোনবিংশতি বলিলে, (২০+১) বিংশতির এক কম বুঝাইতেছে। স্তত্রং ইহাতে ব্যবকলন রহিয়াছে। ত্রিংশৎবলিলে (১০×৩) তিন গুণ দশ বুঝাইতেছে, অত্রএব এখানে গুণের নিয়ম রহিয়াছে। ঋগ্বেদ সংসারের সকল পুস্তকের চেয়ে প্রাচীন। সেই ঋগ্বেদে লিখিত আছে,—

ঋমেতাঙ্কনরাজো বিদশা বহুনা অশ্রবসোপজগ্মঃ।

যষ্টিং সহস্রা নবতিং নবশ্রতোগি চক্রেণ রথ্যা হৃষদা-
বৃগ্কা। ১। ১০। ৫০। ১।

হে ইন্দ্র! আগনি লোকবিস্তৃত সহস্ররহিত হইয়া অশ্রবা রাজকর্জুক আক্রান্ত বিংশতি সংখ্যক (বিদশ) জনপদাধিপতি এবং তাহাদের ষাট হাজার নিরানব্বই সংখ্যক (৬০০০০+১০+১) অশ্রুচরণকে পঞ্চমাশক

অঙ্কদ্বারা বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

এখানে বিদশ (২ × ১০) এই গুণক্রিয়া রহিয়াছে, এবং ষষ্টিসহস্র + নবতি + নব ইহাতে সঙ্কলনের নিয়ম গৃহীত হইয়াছে। কাজেই স্বীকার করিতে হইল যে, দশমিকপদ্ধতির সৃষ্টি করিবার পূর্বে আর্যেরা তেরিজ, জমাথরচ এবং পূরণ করা বুঝিতেন।

ইহুদী, রোমক, গ্রীক এবং আর্যেরা বর্ণমালার বর্ণদ্বারা এক, দুই প্রভৃতি অঙ্ক লিখিতেন, তাহা প্রতিপন্ন করা হইল। কিন্তু এ নিয়মে অল্পবিধা অনেক। একটা বড় রাশি লিখিতে হইলে এক সঙ্গে অনেক গুলি বর্ণয়োজনা করিতে হয়। বোধ করি তাই আর্যেরা ভাবিলেন যে, যেমন কতকগুলি বর্ণের পরস্পর যোজনা দ্বারা সকল প্রকার শব্দ লিখিতে পারা যায়, তদ্রূপ এমন কোন উপায় উদ্ভাবিত করা আবশ্যক যদ্বারা সকল রাশিও লেখা যাইতে পারে। এই চিন্তা করিয়া তাঁহারা অ এই প্রভৃতি নয়টা হ্রস্বস্বর দেখিয়া ১, ২ প্রভৃতি নয়টা ক্রুড় অঙ্কের কল্পনা করেন; এবং অহ্রস্বর দৃষ্টে তাঁহারা (০) শূন্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। বর্তমান ১, ২ ইত্যাদি অঙ্কের সাঙ্কেতিক চিহ্ন অ এই প্রভৃতি স্বরের কিছা এক দুই ইত্যাদি শব্দের আদ্যাক্ষরের অপভ্রংশ, সন্দেহ নাই। অঙ্কতত্ত্ব (ক্ৰী) অঙ্কপ্রতিপাদকং তত্ত্বম্। অঙ্কশাস্ত্র। পাটীগণিতাদি। তন-ধ্বনু তত্ত্বম্।

অঙ্কতি (পুং) অঙ্ক-অতি। *। অঙ্কঃ কো বা। উণ্ পাদ ৪। ৬১। অঙ্ক ধাতুর উত্তর অতি প্রত্যয় বিধান করিলে বিকল্পে চ স্থানে ক হইয়া অঙ্কতি ও অঙ্কতি এই দুই প্রকার রূপসিদ্ধি হয়। অঙ্কতিঃ অঙ্কতিবাতঃ, উজ্জলদন্ত। ব্রহ্মা, অগ্নি, বায়ু, অগ্নিহোত্রী। (ত্রি) চলিষ্ণু। জী-অঙ্কতী। অঙ্কতিঃ পুংস্তমিহোত্রিব্রহ্মবহিষ্ণু, মে। অঙ্কধারণ (ক্ৰী) অঙ্ক-ধ-ণিচ্-লুট্ ভাবে। চিহ্নধারণ। অঙ্কন (ক্ৰী) অঙ্ক-লুট্ ভাবে। চিহ্নকরণ। করণে লুট্। যদ্বারা চিহ্ন করা যায়।

অঙ্কপাত (পুং) অঙ্ক-পত-ঘঞ, ৬-তৎ। অঙ্ক রাখা।

এক হইতে নয় পর্যন্ত নয়টা মূল অঙ্কের এবং শূন্যের আনুকূল্যে গুণ ও যোগ দ্বারা যে রাশি লিখিত হয়, তাহাকে অঙ্কপাত কহে। অঙ্কবিজ্ঞান, রাশিনিখন।

অঙ্কের দক্ষিণ পার্শ্বে যতগুলি শূন্য দিবে, মূল অঙ্কের তত দশগুণ সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। যথা, ১ একটা একক অঙ্ক, ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটা (০) শূন্য রাখিলে দশ হইবে। অর্থাৎ একের দশগুণ সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। দুই

অঙ্কের পার্শ্বে একটা (০) শূন্য দিলে দুই অঙ্কের দশগুণ সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। যথা ২০ বিংশতি হইল। অর্থাৎ (২) অঙ্কের দশগুণ। এইরূপ, ৩০ ত্রিংশৎ, ৪০ চত্বারিংশৎ, ৫০ পঞ্চাশৎ, ৬০ ষষ্টি, ৭০ সপ্ততি, ৮০ অশীতি, ৯০ নবতি, ১০০ শত ইত্যাদি। এইরূপ লিখিত অঙ্ককে রাশি কহে।

একং দশং শতঞ্চৈব সহস্রমযুতস্তথা।

লক্ষঞ্চ নিযুতঞ্চৈব কোটিরর্কদমেব চ।

বৃন্দঃ খর্যো নিখর্যশ্চ শত্ৰুপদ্যৌ চ সাগরঃ।

অস্ত্যং মধ্যং পরাঙ্কঞ্চ দশবৃদ্ধ্যা যথোত্তরম্।

একটা রাশিতে যত অঙ্ক যোগ করিবে, পূর্ব রাশির উপর তত সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। যথা, ১০ + ১ = ১১ এখানে দশ রাশিতে (১) এক অঙ্ক যোগ করা হইল, অতএব দশের উপর এক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া একাদশ হইল। এইরূপ ১০ + ২ = দ্বাদশ। ১০ + ৯ = ১৯ একো-নবিংশতি; অর্থাৎ বিংশতির এক সংখ্যা কম। ২০ + ২ = দ্বাবিংশতি। ৩০ + ৯ = উনচত্বারিংশৎ।

এক	অঙ্কে	১০ একক।
দুই	"	১০ দশ।
তিন	"	১০০ শত।
চারি	"	১০০০ সহস্র।
পাঁচ	"	১০০০০ অযুত।
ছয়	"	১০০০০০ লক্ষ।
সাত	"	১০০০০০০ নিযুত।
আট	"	১০০০০০০০ কোটি।
নয়	"	১০০ ০০০০০ অর্কদ।
দশ	"	১০০০০০০০০ বৃন্দ।
একাদশ	"	১০০০০০০০০০ খর্য।
দ্বাদশ	"	১০০০০০০০০০০ নিখর্য।
ত্রয়োদশ	"	১০০০০০০০০০০ শত্ৰু।
চতুর্দশ	"	১০০০০০০০০০০০ পদ্য।
পঞ্চদশ	"	১০০০০০০০০০০০০ জলধি।
ষোড়শ	"	১০০০০০০০০০০০০০ অস্ত্য।
সপ্তদশ	"	১০০০০০০০০০০০০০০ মধ্য।
অষ্টাদশ	"	১০০০০০০০০০০০০০০০ পরাঙ্ক।

রাশি বৃহত্তম হইলে প্রথমে দক্ষিণ দিকের তিনটা অঙ্কের পর একটা চিহ্ন দিয়া তৎপরে দুই দুইটীর পর এক একটা চিহ্ন দিলে গণনা করিবার সুবিধা হয়। ৩,২৭,৫১,৭২,৯৪,৩৭,৮১,২৪,৭৮০। সমস্ত রাশি বামভাগ হইতে গণনা করিয়া আসিবে। যথা।

পূর্ণাং ৩, ২, ৭, ৫, ১, ৭, ২, ৯, ৪, ৩, ৭, ৮, ১, ২, ৪, ৭, ০০
তিন পরাক্ষ, দুই মধ্য, সাত অন্ত্য, পাঁচ জলধি, এক পদ্য,
সাত শব্দ, দুই নিধর্ক, নয় থর্ক, চারি বৃন্দ, তিন অর্কুদ,
সাত কোটি, আট নিযুত, এক লক্ষ, দুই অযুত, চারি
সহস্র, সাত শত, আশী।

গণনা দ্বারা রাশির সংখ্যা নিশ্চিত করিতে হইলে
দক্ষিণ ভাগ হইতে গণিয়া যাইবে। দক্ষিণ ভাগের
প্রথম অঙ্ক এককের স্থানে, দ্বিতীয় অঙ্ক দশকের স্থানে,
তৃতীয় অঙ্ক শতকের স্থানে ইত্যাদি।

১, ২, ৩ ইত্যাদিকে পূর্ণ অঙ্ক কহে। *ভগ্নাঙ্ক বা
ভগ্নাংশ লিখিবার অন্ত সঙ্কেত আছে। ৪ চারি একটি
পূর্ণ অঙ্ক। চারিকে দুই সমান অংশে বিভক্ত করিলে
এক এক অংশে দুই হয়। কিন্তু ১ অঙ্কে দুই সমান
অংশে বিভাগ করা যায় না। সে জন্য ঐ সমান বিভাগ
দেখাইবার সঙ্কেত আছে। যথা, ২ ইহার দ্বারা এই
বুঝিতে হইবে যে, কোন একটি সমস্ত পদার্থকে দুই
সমান অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং সেই দুই
অংশের এক অংশ গ্রহণ করা হইয়াছে। এই রূপ ৪
লিখিত থাকিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, কোন সমস্ত
পদার্থকে সমান চারি অংশে বিভাগ করিয়া তাহার
তিন অংশ গ্রহণ করা হইয়াছে। এ প্রকার অঙ্কপাতকে
ভগ্নাংশ কহে। [ভগ্নাংশ দেখ]।

আর এক প্রকার ভগ্ন অঙ্ক আছে, তাহার নাম
দশমিক ভগ্নাংশ। পূর্বে বলা হইয়াছে, কোন অঙ্কের
দক্ষিণ ভাগে এক একটি শূন্য দিলে প্রত্যেক শূন্যে দশ-
গুণ সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। দশমিক ভগ্নাংশ ঠিক তাহার বিপ-
রীত। কোন অঙ্কের বাম ভাগে এক একটি শূন্য দিলে
প্রত্যেক শূন্যে দশগুণ সংখ্যা কমিয়া আসে। যথা—১,
এক একটি সংখ্যা, ০১ ইহাতে এক সংখ্যার দশগুণ কম
বুঝায়। ০০১ ইহাতে এক সংখ্যার ১০০ গুণ কম বুঝায়।
এরূপ ঘটবার গুণ তাৎপর্য এই—

দেখা যাইতেছে—১ এক সংখ্যাকে একস্থান বামে সর-
াইলে ১০ দশ হয়। দুই স্থান বামে সরাইলে ১০০ এক
শত হয়। এখানে প্রত্যেক বারে দশগুণ সংখ্যা বৃদ্ধি
হইতেছে। পূর্বকার একস্থান দক্ষিণে সরাইলে ০১০ দশ
হইয়া পড়ে। দুই স্থান দক্ষিণে সরাইলে ০০১ এক হইয়া
পড়ে। অর্থাৎ প্রত্যেক বারে দশগুণ কমিতেছে।

অতএব এতদ্বারা এই নিশ্চিত হইল, কোন অঙ্কে যত
স্থান দক্ষিণ দিকে সরাইবে তত দশগুণ সংখ্যা কমিয়া
আসিবে। অঙ্কের বামে শূন্য দিলে তাহাকে দক্ষিণ দিকে
স্থানান্তরিত করা বুঝায়। কিন্তু অঙ্কের বামে একটি
শূন্য স্থানে একটি বিন্দু প্রয়োগ করা হয়। যথা—২ এই
রূপ লিখিলে ২ দুইয়ের বামে একটি শূন্য আছে, তাহাই
বুঝাইবে। অর্থাৎ দুই অঙ্কের দশগুণ কম। [দশমীক
ও ভগ্নাংশ দেখ]।

এই প্রকার অঙ্কপাতকে পাটীগণিতের অঙ্ক বা রাশি
কহে। বীজগণিতের অঙ্ক বর্ণমালার বর্ণদ্বারা লিখিত
হয়। তাহার সংখ্যা অনির্দিষ্ট। যথা ক, খ, গ ইত্যাদি
বর্ণকে ১২ প্রভৃতি অঙ্কের তুল্য করনা করা হয়। ক, খ
বর্ণ কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নহে। ২ক বলিলে ক স্থানে
যে কোন অঙ্ক বসাইতে পারা যায়। [সঙ্কলন ও ব্যব-
কলন দেখ]।

অঙ্কপাদব্রত (ক্রী) ব্রতবিশেষ।

অঙ্কপালি (ক্রী) অঙ্কেন পালয়তীতি অঙ্ক-পালি-ই। ক্রী
ডীপ্ বা অঙ্কপালী। ধাত্রী, ধাইমা। কোটি। আলিঙ্গন।
বেদিক নামে গন্ধদ্রব্য। অঙ্কপালী পরীরন্তে স্ত্রাৎ কোট্যা-
মুপমাতরি, হে।

অঙ্কপালিকা (ক্রী) আলিঙ্গন।

অঙ্কপাশ (পুং) অঙ্কের সংস্থাপন বিশেষ। অঙ্কবন্ধন।

অঙ্কপূরণ (ক্রী) অঙ্কের গুণ করা। ইংরাজিতে গুণের চিহ্ন
× এই রূপ। ৫×৩ এই প্রকার দুই অঙ্কের মধ্যে উক্ত
চিহ্ন থাকিলে গুণ করা বুঝাইবে। [গুণ দেখ]।

অঙ্কবন্ধ (পুং) ৬-তং। ফোড়বন্ধ।

অঙ্কলোভা (পুং) অঙ্ক-লোভ গাং। চিহ্নোড় বৃন্দ।

অঙ্কলোপ (পুং) ৬-তং। অঙ্কের বিরোগ সাধন। বাকি
কাটা।

অঙ্কস্ (ক্রী) অঙ্কি-অনু। *। অধ্যঞ্জিয়ুক্তিজিত্যঃকৃচ্।
উণ ৫। ২১৫। এভ্যোহনু কবর্ণশ্চাত্তাদেশঃ। চিহ্ন,
শরীর।

অঙ্কস (ক্রী) অঙ্কস্-অচ্ অন্ত্যার্থে। চিহ্নযুক্ত।

অঙ্কাক্ষ (ক্রী) ‘অঙ্কে মধ্যে অঙ্কাঃ শতপত্রাদিচিহ্নানি বস্ত।

আপো বৈ অঙ্কাকাঃ ছন্দঃ’ জল।

অঙ্কিত (ত্রি) অঙ্ক-কৃত। চিহ্নিত।

অঙ্কিন্ (ত্রি) অঙ্ক-ইনি অঙ্কে ক্রোড়ে বিন্যস্তে বাস্যকালে।
মুদ্র, যে সকল বাস্য বস্ত্র কোলে রাখিয়া বাসাইতে হয়।
অঙ্ক-ইনি অন্ত্যার্থে। ক্রোড়বিশিষ্ট। অঙ্কী, অঙ্কিনী,

অঙ্কিনঃ ।

অঙ্কিনী (স্ত্রী) অঙ্ক-ইনি স্ত্রীস্বাং ভীপ্ অঙ্কান্নাং চিহ্নানাং সমূহঃ । * । খলাদিভ্য ইনির্কৃতব্যঃ । (কাত্যায়ন) ।
খলাদি শব্দের উত্তর সমূহার্থে ইনি প্রত্যয় বিহিত হয় ।
যথা,—খলিনী, ডাকিনী, কুটুধিনী, ত্রিমিণী, অঙ্কিনী, গবিনী, রথিনী, কুণ্ডলিনী ।

অঙ্কসমূহ । অঙ্ক-ইনি অন্ত্যর্থে ভীপ্, অঙ্কবিশিষ্টা ।

অঙ্কুর (পুং) অঙ্ক-উরচ্ । মন্দিবাশিমখিচতিচঙ্কঙ্কিভ্য উরচ্ । উপাদি ১ । ৩৮ । অঙ্কুর শব্দ খজুরাদিগণ মধ্যে পঠিত, তজ্জন্ত দীর্ঘ উকারও হয় । বীজ হইতে উৎপন্ন নূতন উদ্ভিদ, চলিত ভাষায় ‘কল’ কহে । জল । রক্ত । লোম । অঙ্কুরের অপভ্রংশে—আঁকুর, আঁকুড় । ‘তাঁহার ঘায়ে আঁকুড় পাতিয়াছে’ অর্থাৎ তাঁহার ঘায়ে নূতন মাংস গজাইতেছে । ‘পির আঁকুরী টুটল পিরীতি-মূল, কৈছন ফুটব ততি ফুল রে ।’ (চণ্ডীদাস) । অঙ্কুরো রুধিরে লোম্মি পালীয়েভিনবোভিদি, মে ।

জীলোক যেমন প্রথম অন্তঃসত্ত্বা হইলে তখন গর্ভের ভিতর সন্তানের কোন অবয়ব আকৃতি থাকে না, কেবল শোণিতগুক্রময় কতকটা লালের মত পদার্থ একত্রিত হইয়া থাকে । ক্রমে পরিপক হইলে সেই শোণিতগুক্র হইতেই আবার হাত, পা, চোখ, মুখ, নাক, কান, সকলি জন্মে । অঙ্কুরও ঠিক সেই রকম । যত দিন বীজের ভিতর থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহাতে গাছের কোন স্পষ্ট অবয়ব দেখা যায় না । অথচ, তাহাতে শিকড়, গুঁড়ী, শাখা, পল্লব, পাতা ও ফলফুল সকলি আছে । মাটিতে বীজ পুতিলে কল বাহির হয়, পাতা গজায়, ক্রমে তাহাতে গাছ হইয়া উঠে । পাখীর ডিমও ঠিক এই প্রকার । ডিমের হরিদ্রাবর্ণ কুসুম টুকুই ছানা । ‘তা’ দিতে দিতে ডিম পুষ্ট হইয়া উঠিলে সেই হলুদের মত শাঁস হইতে শাবক জন্মে । কিন্তু পাখীর ডিম পাড়িলে পর যদি সদ্যঃ সদ্যঃ তাহা ভাজিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে কেবল লালের মত শাঁস বাহির হইয়া পড়ে । তাহাতে না আছে ডানা, না আছে ঠোঁট, না আছে পা—পাখীর মত দেখিতে কিছুই নাই । অতএব মানুষের গর্ভের শোণিতগুক্রময় জগ, ডিমের হরিদ্রাবর্ণ শাঁস এবং বীজের অঙ্কুর এ তিনটি এক রকম পদার্থ ।

ভিজানো ছোলার উপরের খোসা ভুলিয়া ফেলিলে ডাল বাহির হইয়া পড়ে । সেই ডাল একটা নয়, আধখানি আধখানি করিয়া দুইটা এক সঙ্গে যোড়া লাগানো ।

নখ দিয়া সাবধানে চিরিলে এক দিকের যোড় খুলিয়া যায়, অল্প দিকে সরু স্তার মত একটা ক্ষুদ্র মা’জের ডাল দুখানি লাগিয়া থাকে, না টানিলে ছিঁড়িয়া আসে না । বৃক্ষাদির জীবন এই মা’জের ভিতরে রহিয়াছে । উদ্ভিদ শাস্ত্রের পণ্ডিতেরা ঐ মা’জ এবং শাঁস দুইখানিকে অঙ্কুর কহেন ।

বীজের উপরিভাগ যে আবরক দ্বকে ঢাকা থাকে, বাঙ্গালার তাহার এক প্রকার নাম নয় । মালা, খোলা, বাকড়া, খোসা, ছাল, এই প্রকার অনেক নাম আছে । নারিকেলের ছোবড়ার নিম্নের আবরকের নাম মালা । আত্মের কপির আবরণকে বাকড়া কহে । বাদামের উপরের অাবরণের নাম খোলা ইত্যাদি । ইংরাজি উদ্ভিদ শাস্ত্রে উহাকে ইণ্টেগিউমেন্ট (integument) কহে ।

অঙ্কুরের শাঁস দুইখানির নাম কুঁড়ীপাত (Cotyledons) । মাটি ফুড়িয়া গাছ একটু বড় হইয়া উঠিলেই কুঁড়ীপাত খসিয়া যায় । সকল গাছের কুঁড়ীপাতের সংখ্যা সমান নয় । কোন কোন গাছের অঙ্কুরে একটা কুঁড়ীপাত থাকে, সে সকল বৃক্ষকে এক পর্ণিক, (monocotyledon) কহে । যেমন নারিকেল, তাল ইত্যাদি । অনেক উদ্ভিদের অঙ্কুরে দুইটা কুঁড়ীপাত থাকে । তাহাদিগকে দ্বিপর্ণিক (dicotyledon) কহে । যেমন লাউ, কুমড়া ইত্যাদি । আবার কোন কোন গাছের এই বীজপত্র চারি পাঁচটির চেয়েও অধিক । মা’জের সরু দিকে শিকড় জন্মে এবং মোটা দিকে গাছের গুঁড়ী ও লতা গুলুদির ডাঁটা হয় । বীজ হইতে অঙ্কুর একটু ফুটিয়া উঠিলে তাহাকে ‘কল’ বাহির হওয়া বা ‘বীজমুকানো’ কহে । বীজের কি প্রকারে অঙ্কুর জন্মে এবং গাছের জীবন কোথা হইতে আসে এ সকল কথার মীমাংসা বীজগর্ভাধান (fertilization) শব্দে দেখ ।

বৃক্ষাদির জীবন অঙ্কুরের মধ্যেই আছে । উপযুক্ত স্থানে প্রয়োজনমত তাপ ও জল বায়ু এবং আলো লাগিলে অঙ্কুরের জীবন অল্প অল্প তেজ করিতে থাকে । তেজ করিলেই কল ফুটিতে আরম্ভ হয় । অঙ্কুর ফুটাইবার জন্য বিধাতা কেমন কৌশল করিয়া রাখিয়াছেন । প্রথমে মাটির রসে ভিজিয়া খোসা কোমল হইয়া আসে, এ দিকে ভিতরের শাঁসও একটু ফুলিয়া উঠে; তখন সহজেই খোসা কাটিয়া যায় এবং কল বাহির হইয়া পড়ে । আগে অঙ্কুর হইতে শিকড় গজাইয়া মাটি ভেদ করিয়া নীচের দিকে যায়, তাহার পর ডাঁটা ও কুঁড়ীপাত

বাহিরে ঠেকিয়া আসে। ইহাকেই আমরা অঙ্কুরোৎপত্তি বলি।

বীজ হইতে বহুদিন না গাহ জন্মে, সে পর্য্যন্ত অঙ্কুরের জীবন কি প্রকারে রক্ষা পায় এবং কত দিনে বীজ পুরাতন হইয়া নষ্ট হয়, তাহা হইতে আর চারা বাহির হয় না,—বান্দালার কৃষকদের এ সকল



কথা জানিয়া রাখা চাই। ডিমের এখানে নূতন অঙ্কুরের উপর খোসা আছে বলিয়া ভিতরের শাঁস শীঘ্র নষ্ট হয় না, পিঙ্গলিকা প্রভৃতি কীটেও মনে করিলে খাইতে পারে না। বীজের উপর খোসা আছে, তাই ভিতরের শাঁস সহসা নষ্ট হয় না, তাহা শীঘ্র পোকাতোও কাটিতে পারে না। কোন কোন বীজে খোসা নাই। তাহাদের শাঁস রক্ষার জন্য বিধাতা

অল্প উপায় করিয়া দিয়াছেন। [বীজ দেখ]।

বীজ শুকাইয়া রাখিলে তাহার ভিতর অঙ্কুর গজায় না। সে অবস্থায় গাছের জীবন ঠিক জড়ের মত হইয়া থাকে (dormant state)। ধান প্রভৃতি কতক গুলি শত এক বৎসরেই পুরাতন হইয়া যায়। চারা হইলেও সে আওয়ালি তেজ করে না। দুই শত বৎসরের পুরাতন গম খাওয়া বাইতে পারে, কিন্তু সাত বৎসরের অধিক পুরাণ হইলে সে গমে পাক হয় না। সোঁদাল প্রভৃতি যে সকল পাছ ফলের সোঁটা হয় (leguminous plants), বাট বৎসর পরেও তাহাদের বীজে অঙ্কুর জন্মে। রাই একশত চল্লিশ বৎসর ভুবিয়া রাখিলেও নষ্ট হয় না, কেজে বুনিয়া দিলে তাহাতে বেশ সতেজ চারা উৎপন্ন হয়। তিন শত বৎসরের পুরাণ জমার (maize) হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে পারে। ষণ্ড খুঁটের জন্মে দুই তিন শত বৎসর পরে রোমনগ্নে যে সকল সমাজ দেওয়া হইয়াছিল তন্মধ্যে করেক প্রকার বীজ পাওয়া যায়। কত যুগ বহিয়া গিয়াছে তবু সে বীজ নষ্ট হয় নাই, যোগ্য করিলে পর তাহাতে অঙ্কুর গজাইয়াছিল। তবেই হইল, উদ্ভিদের বীজ কত দিনে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইতে আর গাছ হয় না, এ কথা ভালরূপ নিশ্চিত হয় নাই। অনেকের বিকাশ, পুরাতন বীজের গাছে গজানি

কর হয়, কিন্তু তাহার আরে পূর্বে কল ধরে।

তরুণ অঙ্কুরের আশ্রয় করিবার উপায় ঠিক জড়ের মত। গর্ভে বধক সম্ভব থাকে, তদনুসারে সে একটা জড়বৎ মাংসপিণ্ড বৈ আর কিছুই নহে। তাহার পর গর্ভের মধ্যে ইচ্ছাকৃত ভাবে নাই যে, টানিলে কুখা নিবারণ হইবে। তবে সে খায় কি? সকলেই জামেন, প্রসবের পর ফুল পড়ে (placenta), প্রসবের পর ছেলের নাড়ী কাটিতে হয়। ঐ ফুল এবং নাড়ীই ছেলের জীবন রক্ষা করিবার প্রধান উপায়। যেমন নালা কাটিয়া পুকুরগীর জল অস্ত্র লইয়া বাওয়া যায়, ফুল এবং নাড়ীর কাজও ঠিক সেই প্রকার। প্রসূতির দেহের সব নাড়ী দিয়া সম্ভাবনের শরীরে আসে, তাহাতেই সে জটপুষ্ট হয়। তজ্জন্ত প্রসবের পর শিশুর দেহ বিবর্ণ ও নীরক্ত বোধ হইলে, ফুলের নিকট হইতে নাড়ী ছুঁয়া ছেলের নাড়ির দিকে টানিয়া আনিলে সেই নীরক্ত শরীর আবার রক্তে প্রসূত হইয়া উঠে। এই উপায় দ্বারা স্বতিকাগৃহে অনেক মৃত্যু শিশুর জীবন বাঁচিয়া গিয়াছে।

ভূমিষ্ঠের পর জননী আপনার শিশুসন্তানকে অনেক দিন পর্য্যন্ত স্তন পান করাইয়া প্রতিপালন করেন। কিন্তু অঙ্কুরের জননী কোথায় এবং বীজের ভিতর তাহা কি খাইয়া বাঁচিয়া থাকে ও বড় হয়? যে গাছের বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি, সেই বৃক্ষ অঙ্কুরের মাতা। যত দিন সবল হইয়া মূল ও পত্র দ্বারা আপনার আহার লইতে না পারে, ততদিনের জন্য বৃক্ষ তাহার আহারের সম্ভান করিয়া দেয়। নূতন অঙ্কুর সতেজ হইয়া উঠিতে পারিবে বলিয়া কোন কোন বীজের খোসার নিম্নেই ডিমের খেতলালার মত শাঁস আছে (endosperm)। আবার কোন কোন বীজে সে রূপ নাই। তেমন হলে বীজপত্রই অঙ্কুরকে আহার বোগার। অঙ্কুর যে পদার্থ শোষণ করিয়া জটপুষ্ট হয় তাহার নাম খেতসার (starch)। কিন্তু শুধু জলের সঙ্গে খেতসার গলিয়া দ্রব হয় না। আবার বেশ পাতলা না হইলেও তাহা অঙ্কুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। তজ্জন্ত বিধাতা খেতসার তরল করিবার অল্প উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। তাপদ্বারা বায়ুর অরজন খেতসারের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। মিশ্রিত হইলে অঙ্কুর ১২ ডাগ এবং অরজন ৩২ ডাগ (কার্বনিক-এন্ড-হাইড্রজিন্, অক্সিজেন-এন্ড-কার্বনের পরমাণুর সংখ্যা ১২ এবং অক্সিজেন-বের পরমাণুর সংখ্যা ১৬×২) বাহির হইয়া যায়।

এই অবস্থার খেতসার সর্করা (sugar) ও গর্মে (dextrine) পরিণত হইয়া জলের সঙ্গে দ্রব হয়। এই রস অঙ্কুরের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাতেই গাছ বড় ও সতেজ হইতে থাকে। আমরা আপনাদিগের আহারের নিমিত্ত যেমন বৎসকে বঞ্চিত করিয়া তাহার মাতৃদুগ্ধ ছুইয়া লই, সেই রূপ বৃক্ষ শিশুর মাতৃ প্রদত্ত খাদ্য সামগ্রিও অপহরণ করি। তবে প্রভেদ এই যে, দুগ্ধ খাইতে হইলে কেবল বাছুরকে বঞ্চিত করিয়া তাহার আহার টুকু লই, বীজ খাইতে হইলে কেবল যে বৃক্ষ শিশুর আহার অপহরণ করি তাহা নয়, এক একটা বীজ মধ্যস্থিত এক একটা জীবেরও প্রাণ নষ্ট করি। চাউল, গম প্রভৃতি শস্যের খেতসারই আমাদের শরীর পরিপোষণ করে।

বিলাতী উইলো (willow) প্রভৃতি গাছের বীজ ছুই তিন ঘণ্টার মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। গোলাপের বীজ অঙ্কুরিত হইতে অনেক সময় লাগে; ছুই বৎসরে হয় কি না সন্দেহ। কোন কোন গাছের বীজ তলায় খসিয়া পড়িবার পূর্বেই তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হয়। গম প্রভৃতি কোন কোন শস্য পাকিলে পর যদি কিছু দিন তাহাতে অধিক রোদ ও বৃষ্টি লাগে, তবে বীজ গাছে থাকিতেই তাহাতে অঙ্কুর গজায়। কোন কোন স্থলে কাঁটাল বীজও গাছের উপর অঙ্কুরিত হয়। নদীর ধারে এবং সমুদ্রকূলে ভড় নামক বৃক্ষে (mangrove) নিবিড় জঙ্গল হইয়া থাকে। সমুদ্রের তটে সর্বদাই জল উখলিয়া আসিতেছে, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আছাড় দিয়া পড়িতেছে। সেখানে বিঘ্ন অনেক। গাছ হইতে পরিপক্ব বীজ খসিয়া পড়িলে জলে ভাসিয়া বাইতে পারে, বালি ও পলিতে পুতিয়া বাইতে পারে। সে জন্ত, বিধাতার কেমন ইচ্ছা, ফল পাকিলেও গাছ হইতে খসিয়া পড়ে না। বৃক্ষের উপরেই বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হয়। ক্রমে বটবৃক্ষের স্তরীর মত সেই অঙ্কুর হইতে মূল নামিয়া মাটিতে পুতিয়া বসে। তখন বীজটা বোটা হইতে খসিয়া যায়। স্তরীং এ স্থলে অগ্ন্যস্ত্র জীবের স্তায় বৃক্ষ আপনার শিশু সন্তানকে কিছু দিনের জন্ত কোলে করিয়া প্রতিপালন করে। পরমেশ্বরের এ নিয়ম না থাকিলে এত দিন ভড় গাছ নিশ্চল হইয়া বাইত।

পূর্বে বলা হইয়াছে, অঙ্কুর গজাইবার জন্ত তাপ চাই; প্রয়োজন মত জল বায়ু এবং আলোও চাই। এখন এই চারিটির কথা স্বতন্ত্র করিয়া লেখা বাইতেছে।

তাপ—অনেক গাছের বীজ ৭৮ ডিগ্রি হইতে ৯০

ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপে অঙ্কুরিত হয়। ইহার চেয়ে তাপ অধিক কিম্বা কম হইলে অনেক গাছেরই বীজ হইতে ভাল রূপ অঙ্কুর গজায় না। এই জন্ত, অতিশয় শীতপ্রধান ও অতিশয় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বৃক্ষাদি নিতান্ত অল্প; বাহা আছে, সে সকল গাছেরও বেশ তেজ নাই। যত (৩২) ডিগ্রি তাপে জল জমিয়া বরফ হয়, তাহা অপেক্ষা কম তাপে প্রায় কোন বীজেই অঙ্কুর বাহির হয় না। বড় বড় বৃক্ষও শীতকালে ভাল আহার পায় না, হিমের প্রভাবে বায়ুতে সন্তাপ থাকে না, কাজেই যথেষ্ট পোষণভাবে সকল গাছ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। পরে বসন্তকাল আসিলে সেবনস্বথের মত একটু একটু উষ্ণ, তাহার সঙ্গে কেমন একটু মাধুর্য্যমাধানো বাতাস বহিতে থাকে। বৃক্ষেরা অনশনের পর আবার যেন পথ্য খাইতে বসে। অমনি এগাছে আজ নূতন পাতা, ও গাছে নূতন কুড়ী, সে গাছে ফুলের ধোলো—জগৎময় শুধু নূতন সাজের ঘটা পড়িয়া যায়। তবেই দেখা যাইতেছে, গাছেরা যেন ভেক ও সর্পাদির মত,—শীতকালে খায় না, ঘুমাইয়া থাকে। বসন্ত আসে, অমনি তাহাদের ঘুম ভাঙ্গে, আবার খাইতে আরম্ভ করে। যে দেশে আটমাস শীত, তথায় বৃক্ষাদির আটমাস উপবাস। সম্পূর্ণ না হউক, অনেকটা উপবাস বটে। বাল্যকাল চারি মাস শীত, এখানকার বৃক্ষাদি চারি মাস কাল ভাল করিয়া খাইতে পায় না। তাই দেখা যাইতেছে, অঙ্কুর গজাইতে ও উদ্ভিদের জীবন রক্ষা করিতে আপ বিশেষ আবশ্যক। শীত প্রধান দেশে যে সমুদয় জন্ম গ্রীষ্ম ও বর্ষার উৎপন্ন হয়, এ দেশে শীতকালে ঐ সকল জন্মের কেবল চাস মাত্র হয়। যথা, গোল আলু, মটরকলাই ইত্যাদি। হিমালয় প্রদেশে আলু বর্ষাকালে হয়, আমাদের দেশে শীতকালে।

জল—জলে ডিজিলে বীজের খোসা কোমল হয়, তাই নূতন অঙ্কুর তাহা ভেদ করিয়া উঠিতে পারে। অনেক বীজের খোলা অত্যন্ত কঠিন। ভালরূপ না ডিজিলে কোমল হয় না, স্তরীং অঙ্কুরের মুখও ঠেলিয়া উঠিতে পারে না। তাহাদের পক্ষে প্রচুর জলসেক নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু অঙ্কুর গজাইবার জন্ত কোন বীজে কত জল চাই, তাহা বলা যায় না। কোন কোন গাছের বীজ আপনার ওজনের চেয়েও অধিক জল শুষিয়া লয়। শৈবাল, পদ্ম, কুমুদ, পান্না প্রভৃতি অনেক লতা জলের মধ্যেই জন্মে। বীজ অধিক দিন জলে ডিজিলে পচিয়া যায়, আর

তাহাতে গাছ হয় না। পঙ্কিল পুকুরে পদ্মলতা বন হইয়া থাকে। বীজ করিয়া পড়িলে জলে পচিয়া বাইবার সম্ভাবনা। তজ্জন্ত চাকীর ভিতর থাকিতে থাকিতে তাহাতে পাতা ও ডাঁটার মা'জ গজার। বীজ খসিয়া পড়িলে কোনটা পাতার ভিতর গিয়া মূল ছাড়িতে থাকে, কোনটা অন্ন জলে ডুবিয়া সেইখান হইতে অঙ্কুর মেলিয়া দেয়। চাকীর ভিতর বীজ থাকিতে থাকিতে তাহা অঙ্কুরিত না হইলে, সমস্ত ফল জলে পচিয়া যাইতে।

বায়ু—পূর্বেই বলা গিয়াছে, বায়ুর অন্নজান যেত-সায়ের সঙ্গে মিশিলে তাহা হইতে সর্করা ও গঁদ উৎপন্ন হয়। ইহাতেই তরুণ অঙ্কুর কঠিন ও সতেজ হয় এবং দিন দিন বাড়িতে থাকে। জন্তরা যেমন নিখাসের সঙ্গে অন্ন-জান না লইলে কখন বাঁচিতে পারে না, উদ্ভিদের জীবনও ঠিক তজ্জপ। অন্নজান না পাইলে কোন বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। কোন কোন বীজ আপন ওজনের শত ভাগের এক ভাগ অন্নজান পাইলে অঙ্কুরিত হয়। গম, রাই প্রভৃতি শস্যের অল্প নিয়ম। ইহাদের ওজনের দশ ভাগের এক ভাগ অন্নজান চাই তবে অঙ্কুর বাহির হয়। যে সকল জললতা ও গুল্মাদির বীজ জলেই করিয়া পড়ে, তাহার মৎস্তের মত জলের ভিতর ডুবিয়া প্রয়োজনানু-রূপ অন্নজান গ্রহণ করে।

আলোক—আলো না পাইলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না, এ কথাই সকলে মত দেন না। কেহ কেহ বলেন, আলো লাগিলে মৃত্তিকার তাপের ও রসের কতকটা তারতম্য হয়, তাই অঙ্কুরোৎপত্তির জন্ত আলোক আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। আলো লাগিলে বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু অনেক উদ্ভিদের বীজ আলো এবং অন্ধকারে সমান তেজে অঙ্কুরিত হয়। কোন কোন বীজে আলো লাগিলে অঙ্কুর বাহির হয় না; তজ্জন্ত বীজ রোপণ করিয়া তাহার উপর মাটি ঢাকা দিতে হয়। কিন্তু অন্ধকারে রাখিলেও তাহাতে অঙ্কুর গজার।

অঙ্কুরক (পুং) অঙ্ক-বুরচ্-ক। পশুপক্ষীর বাসস্থান। বাসা। অঙ্কুরিত (ত্রি) অঙ্কুর-ইতচ্। অঙ্কুর: সজাতঃ অস্ত। জাতা-দ্বয়। *। তদন্ত সজাতং তারকাদিত্য ইতচ্। পা ৫। ২ ৩৬। এই দ্রব্য ইহার জন্মিয়াছে, এই অর্থে তারকাদি শব্দের উত্তর ইতচ্ প্রত্যয় হয়। যথা—তারকা: সজাতা অস্ত তারকিক্তরতঃ। অঙ্কুর: সজাতোইত্যা: অঙ্ক-রিতা ভূমিঃ।

অঙ্কুশ (পুং ক্রী) অঙ্ক-উশচ্। হস্তী চালাইবার বন্ধা

লৌহাত্ম বিশেষ। ডাকশ। নিরঙ্কুশ শব্দে বাহার মন্তকে কেহ অঙ্কুশাঘাত করিতেছে না। অর্থাৎ স্বাধীন, প্রতি-বদ্ধশূন্য। যথা—ভট্টোজির্দীক্ষিত—কথংতর্হি অগং প্রত্যো-রপ্রভবিকুটৈবকবমিতি?—নিরঙ্কুশা: কবর:। *। সানসিব-গসিপর্ণসিতপুলাঙ্কুশচবালেবলপবলধিক্যশল্যা:। উণ্ পাদ ৪। ১০৭। অকি লক্ষণে উশচ্ অঙ্কুশ:। অঙ্কুশশব্দ অর্দ্ধার্জ-গণমধ্যে পঠিত; ইহা পুংলিঙ্গ ও ক্রীবলিঙ্গ উভয়ই হয়। অঙ্কুশগ্রহ (পুং) অঙ্কুশ-গ্রহ-অচ্। নিবাসী। মাহত। অঙ্কুশধারী। *। শক্তিলাঙ্গলাঙ্কুশতোমরবটবটবটাদৃগ্ভব্ গ্রহেরূপসংখ্যানম্। (বার্তিক)। এই সকল শব্দে প-পদের পর অহাদ্যমন্ অর্থে গ্রহধাতুর উত্তর অচ্ হয়। অঙ্কুশগুর্ধর (পুং) অঙ্কুশেন দ্ধঃখেন ধ্রুংতে দ্ধ-ধ-বল্। কিন্তু হস্তী। দুর্দান্ত হস্তী। *। জয়দু:স্ব কৃষ্ণাকৃষ্ণার্থেবু-খল্। পা ৩। ৩। ১২৬।

অঙ্কুশধারিন্ (পুং) অঙ্কুশ-ধারি-গিনি। অঙ্কুশধারয়তি। যে অঙ্কুশ ধারণ করে, হস্তিপালক।

অঙ্কুশমুদ্রা (স্ত্রী) অঙ্কুশাকার মুদ্রা। মধ্যমা অঙ্গুলিকে সরল করিয়া মধ্য পর্কের মূল হইতে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণিষ্ঠ করিয়া যে আকৃতি হয় তাহাকে অঙ্কুশমুদ্রা কহে।

এই মুদ্রাটি পূজারির সময় তীর্থ আবহন (জলগুচ্ছ) করিতে আবশ্যক হয়। তীর্থ আবাহনের মন্ত্র এই—গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নন্দদে সিদ্ধ কাবেরি জলেহস্মিন্ সরস্বিঃ কুরু।

অঙ্কুলী (স্ত্রী) অঙ্কুশো হস্ত্যাভা: অচ্ পৌরী-আদি। অঙ্কুশ-চিন্তগতি দমন করিবার তত্ত্বজ্ঞান রূপ উপায়। জৈন-দিগের দেবী বিশেষ।

অঙ্কুর (পুং) অঙ্ক-উরচ্। ধঙ্কুরাদিষাং দীর্ঘোহপি। বীজোৎপন্ন বৃক্ষাদির কোরক। [অঙ্কুর দেখ]

অঙ্কুব (পুং) অঙ্ক-উবচ্। ধঙ্কুরাদিষাং দীর্ঘো বা। ডাকশ। অঙ্কোট, অঙ্কোট, অঙ্কোল (পুং) অঙ্ক-ওট-ওট-ওল। পীত-

সার। স্নগন্ধিপুশ। আকোটগাছ। রক্তকলা। অঙ্কোলক-স্বার্থে ক। (Alangium decapitalum) বাঘ আঁচড়া, বাঘ আঁচড়া গাছ। এই গাছ অধিক বড় হয় না। হিমালয় পর্বতের নিকটবর্তী স্থানে, গজার দ্বারে, অথোধ্যায়, বঙ্গদেশে এবং মধ্য ভারতবর্ষে বিস্তৃত জন্মে। ইহার শিকড়ের ছাল কৃষ্ণ ও বিরেচক। ২৫ রক্তি মাত্রায় সেবন করাইলে বমন হয়। ২। ৩ রক্তি মাত্রায় সেবন করাইলে পা রক্তি বহি করে; কিন্তু এ প্রকার বনদোষেণ বাটিলে বাতুল পুরাতন অবস্থায়

হইয়া যায়। কবিরাজেরা বলেন, ইহা কুষ্ঠরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তার মুদিন শারিক (Dr. Moodeen Shariff) এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। [তাহার প্রণীত Supplement to the Pharmacopoeia Indica দেখ।] সম্যাসীরাও চালুগুণা প্রভৃতি কয়েকটা ঔষধের সঙ্গে বাঘ আঁচড়ার মূলের ছাল ব্যবস্থা করেন। গীড়ার প্রথমে সেই ঔষধ ব্যবহার করিলে শরীরে প্রায় আর কত হয় না। [কুষ্ঠ দেখ।]

অকোলিকা (জী) অঙ্গ-উল-ক-আপু। বল-অচ্ নিপাত-নাং সম্প্রসারণে উলঃ। আলিঙ্গন।

অকোলসার (পুং) ৬-তৎ। অকোল বৃক্ষের সার। বিব বিশেষ।

অকোলিকা (জী) পুং-মাধু। আকোট গাছ। অকোটবৃক্ষ। অঙ্গ (পুং) অঙ্গ-যৎ। তত্র সাধুঃ। পা ৪। ৪। ৯৮ যে সকল বায়বীয় ক্রোড়ে রাখিয়া বাজানো যায়। মুদঙ্গ। বামা। অঙ্গ। চিহ্নযুক্ত করণে অঙ্গ চূরাদি উক্ত-পং সঙ্গত্বক সেট। অঙ্গরতি, অঙ্গরতে। অঙ্গাপরতি, অঙ্গাপরতে।

অঙ্গ (জী) অ-ঙ্গ-অচ্। শরীর। মন। অংশ। অবয়ব। অঙ্গাদিলগ্ন। অঙ্গদেশ। অঙ্গপ্রধান। উপায়। অঙ্গং গাত্রাতি কোণায় প্রত্যেকের প্রধানকে। অঙ্গা দেশবিশেষে সুরঙ্গ সম্বোধনেঃ ব্যঙ্গম্, বি। প্রায়তামঙ্গবামপীতি মাঘঃ।

অঙ্গ-মন, চিত্ত। অঙ্গ-মনসিজ, কাম। পুনঃ।

অস্ত্রাঙ্গ শব্দের সঙ্গে অঙ্গ শব্দের সমাস হইলে তত্তৎ শব্দের অবয়ব অংশ প্রভৃতি অর্থ বুঝায়। যথা—সর্বাঙ্গ, সকল অবয়ব। অপাঙ্গ, চক্ষুর প্রান্তে দৃষ্টি। বেদাঙ্গ, বেদের ছয় বিভাগ; যথা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, মিত্রক; হনঃ, ও জ্যোতিষ। সপাঙ্গ রাজ্য—স্বামী, অমাত্য, সূত্রং, কোষ, রাষ্ট্র, বল এবং দুর্গ।

চতুরঙ্গ সৈন্ত-অশ্ব, রথ, গজ, পদাতি।

চতুরঙ্গ ক্রীড়া-শতরঞ্জ বা দাবা খেলা—

জ্যোতিষের অঙ্গ—

অঙ্গ-শরীর। অঙ্গত বৈদ্যকগ্রন্থে অঙ্গ ও উপাঙ্গের বিবরণ এইরূপ কথিত আছে—মস্তক প্রধান অঙ্গ। তাহার উপাঙ্গ কুণ্ডল, ও তাহার অন্তর্গত জটা, ললাট, ভ্রূঙ্গুল, নেত্রমণ্ডল, চক্ষুর দুই তাম্রা, কৃষ্ণকর্ণ অঙ্গিগোলক, দৃষ্টিবয়, ষেড়তাগ, বস্ত্রবয়, চক্ষুর পাতা, অপাঙ্গ, শঙ্খবয়, কর্ণ, কর্ণকুহর, কর্ণের পাজি, কপোল, লালিমা, ওষ্ঠ, ফকণি, বৃধ; তালু, হস্ত, কন্ঠ, মাড়ী (সন্ধাষেট)। জিহ্বা, চিবুক, ও গলদেশ। দ্বিতীয় অঙ্গ শ্রীবা। তৃতীয় অঙ্গ বাহুবঙ্গ।

বাহুর উপাঙ্গ—বাহুর উপরে হৃদয়, নিম্নে প্রাণ্ড, তাহার নিম্নে ককোশি, তন্নিম্নে প্রকোষ্ঠ, মণিবন্ধ, হস্তভল, হস্তবন্ধ, হস্তের নখ অঙ্গুলি, ও নখ।

চতুর্থাঙ্গ বক্ষঃস্থল। বক্ষের উপাঙ্গ—স্তনদ্বয়, ইহা স্ত্রীপুরুষ ভেদে বিভিন্ন। হৃদয় পদগুলোর স্তায় অধোমুখ হইয়া আছে। ইহা আগ্রতাবস্থায় বিকসিত ও নিম্নস্তাবস্থায় মুদিত থাকে। কক্ষবন্ধ, কক্ষের সন্ধিবন্ধ, ও বক্ষগণ-বন্ধ (কুঁচকী)। পঞ্চমাঙ্গ উদর। বষ্ঠাক পার্শ্ববন্ধ, এবং পৃষ্ঠ বংশ ও সমস্ত পৃষ্ঠ সপ্তমাঙ্গ। বাম ভাগে হৃদয়ের নিম্নে ম্রীহা। হৃদয়ের নিম্নে বাম ভাগে কুন্দুসু। হৃদয়ের নিম্নে দক্ষিণ ভাগে যকুৎ। ইহাই পিত্তের স্থান, রক্তে ইহার জন্ম। হৃদয়ের নিম্নে দক্ষিণ ভাগে ক্রোম আছে। ইহাই জলবাহিনীর মূল এবং তৃণানিবারণক। ঐ ক্রোম তিলক বাত ও রক্ত হইতে জন্মে। বায়ুযুক্ত রক্ত হইতে কালীরক উৎপন্ন হয়। মেদ ও শোণিতের সার হইতে বৃক্কগুলোর উৎপত্তি। কথিত আছে, বৃক্কদ্বয় অষ্টরস্বমেদের পুষ্টিকর। পুরুষের অঙ্গ সাড়ে তিন ব্যাম এবং স্ত্রীলোকের অঙ্গ তিন ব্যাম। তাহার পর উত্তর, কটি, ত্রিক, বস্তি, উরু-গুলোর সন্ধিবন্ধ। তৎপরে কস্তুরাদির মূল। উরুঃ ও ক্র, মুত্র এবং স্ত্রীলোকদের গর্ভধারণের সাধক। তাহার পর শঙ্খনাভির আকার স্ত্রীলোকদের যোনি। উহার তিনটা আবর্ত আছে। গর্ভশয্যা তৃতীয়াবর্তে স্থিত। কক্ষ, রক্ত, মাংস এবং মেদ হইতে কোষবন্ধের উৎপত্তি। উহা পুরুষের বীর্ষবাহী শিয়ার আধার। শুক্রের পরিমাণ চারি অঙ্গুলি। উহা শঙ্খাবর্ততুল্য তিনটা বলি বিশিষ্ট। প্রথমে প্রবাহিণী নাড়ী। তাহার পরিমাণ দেড় অঙ্গুলি। তাহার পর উৎসর্জনী। উহারও পরিমাণ দেড় অঙ্গুলি। তৎপরে সঙ্করঙ্গী। তাহার পরিমাণ এক অঙ্গুলি মাত্র। মল নির্গত হইবার জন্ত এই পথের স্রুতি হইয়াছে।

তৎপরে নিতম্ব। নিতম্বের নিম্নে সন্ধিথিনী অষ্টমাঙ্গ। সন্ধিথিনীর উপাঙ্গ—জাহ্নু, পিজিকা, জল্মা, শুক্ল, পদদ্বয়, পদের অঙ্গুলি এবং নখ।

একগণে ইউরোপীয় পণ্ডিত গণ দেহের ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা নিশ্চিত করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে ক্রিয়ের শরীর প্রকরণে অনেক ভুল বাহির হয়। অঙ্গের বিশেষ বিশেষ বিবরণ তত্তৎ নামে দেখ। তত্তির নিম্ন-লিখিত শব্দকেও অনেক কথা লিখিত হইবে।

অস্থি (bone); অলিঙ্গিহা (আল্গিহ, avula); জিহ্বা (tongue); কুন্দুসু (lungs); হস্তপিত্ত

(heart); মূত্রাশয় (bladder); বৃক্ক (kidneys);
অন্ত্র (intestines); পাকশয় (stomach); শ্বাসনালী
(larynx and trachea); অন্ননালী (oesophagus);
গলগ্রন্থি (tonsils); মস্তিষ্ক (brain); পেদী (ten-
dons); স্প্লিন (spleen); যকৃৎ (liver); রসপ্রণালী
(thoracic duct); মূত্র প্রণালী (urethra); কশেরু-
মজ্জা (spinal marrow); জননেন্দ্রিয়; জরায়ু।

অঙ্গ (ক্লী) জ্যোতিষমতে,—লগ্ন। কালপুরুষের দেহের
দ্বাদশ রশিরূপ দ্বাদশ বিভাগ। যথা। ১। মস্তক—মেঘ।
২। মুখ—বৃষ। ৩। বক্ষঃ—মিথুন। ৪। হৃদয়—কর্কট।
৫। উদর—সিংহ। ৬। কট—কন্তা। ৭। বস্তি—তুলা।
৮। পুংস্ত—বৃশ্চিক। ৯। উরু—ধনুঃ। ১০। জাহ্নু—মকর।
১১। জঘা—কুম্ভ। ১২। পাদদ্বয়—মীন।

অঙ্গ। মহেশ্বরের মতে এই শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত। যথা,—
অঙ্গা দেশবিশেষে। বলিরাজের পুত্র। তিনি আপনার
অংশে অঙ্গদেশ পাইয়াছিলেন, তজ্জন্ত ইহা অঙ্গ-
নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। (মহাভারত)। কুন্তীপুত্র কর্ণের
রাজ্য। অস্ত্র পরীক্ষার সময় অর্জুন ধর্মবিদ্যায় বিশেষ
নিপুণতা প্রকাশ করেন। তাহাতে দ্রুতরাষ্ট্রপুত্রদের মনে
সাতিশয় দ্বৈষ। জন্মিল। পূর্বে কর্ণবীরকে কেহ ভালরূপ
চিনিতেন না, তিনি রক্তভূমিতে আত্মত্যাগ করিতে
লাগিলেন। অর্জুনের সঙ্গে একবার যুদ্ধ করিবেন, ইহাই
তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু কর্ণবীর রাজা নহেন, তজ্জন্ত অর্জুন
তাঁহার সঙ্গে অস্ত্র ধরিতে অসম্মত হইলেন। তাই ছ্যো-
ধন হুতপুত্রকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। অঙ্গদেশ
মগধের (বেহার) নিকটবর্তী বৈদ্যনাথাদি স্থান। মহা-
ভারতের সভাপর্বে লিখিত আছে যে, পূর্বে মগধে
গৌতমের আশ্রম ছিল। অঙ্গ বঙ্গাদির নৃপতিগণ তাঁহার
আশ্রমে গিয়া আনন্দিত হইতেন। (২১ অধ্যায়)।
আবার ত্রিংশৎ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে, ভীমসেন
জরাসন্ধপুত্র সহস্রবের নিকট কর লইয়া অঙ্গদেশাধিপতি
কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে
পারা যাইতেছে, অঙ্গদেশ বর্তমান বেহারের নিকটে ছিল।
শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে লিখিত আছে,—বৈদ্যনাথ সমারভ্য
ভুবনেশান্তগং শিবো। তাবদ্ব্যক্তিধো দেশো যাত্রায়াং
ন হি দ্রুযতে। বৈদ্যনাথ হইতে আরম্ভ হইয়া বর্তমান
পূর্বী জেলার অন্তর্গত ভুবনেশ্বর পর্যন্ত অঙ্গদেশ। অঙ্গ-
দেশে গমন করিলে কোম দোষ নাই।

অঙ্গদেশে গমন করিলে কোম দোষ নাই। তত্রে

এমন কথা বলিবার ভাৎসর্ঘ্য এই, বৃত্তিতে লিখিত
আছে,—

অঙ্গবক্ষকলিকেন্দ্র সৌরাস্ট্রমগধে চ।

তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাস্ট্র এবং মগধে তীর্থযাত্রা উপ-
লব্ধ ভিন্ন গমন করিলে প্রারম্ভিত করা চাই।

কাত্যায়নের একটা বার্তিকের ব্যাখ্যায়হলে ভট্টো-
জিনীকিতের উদাহরণেও এই ভাব ব্যক্ত হইতেছে।
যথা,—অত্যন্তাপহবে লিডবক্তব্যঃ। অত্যন্ত অর্থাৎ
ব্যাপ্তিকে অপলাপ করিলে লিট হয়। এই বার্তিকের
উদাহরণে ভট্টোজিনীকিত লিখিয়াছেন,—কলিঙ্গ-
বাংনীঃ? নাহং কলিঙ্গান্ জগাম। তুমি কলিঙ্গদেশে
কিছুকাল বাস করিয়াছিলে না কি? না, আমি কলিঙ্গ-
দেশে যাই নাই। অনান পাঁচশত বৎসর পূর্বে জরাসন্ধ্যও
উক্ত বার্তিকের উদাহরণহলে ঠিক ঐ রূপ উদাহরণ
লিখিয়া গিয়াছেন। কলিঙ্গেন্দ্র স্থিতোহসি? নাহং কলিঙ্গং
জগাম।

তীর্থযাত্রা ভিন্ন অঙ্গদেশে আসিলে কেন প্রারম্ভিত
করিতে হইত তাহার ঠিক কারণ বলা যায় না। কেহ
কেহ অহুমান করেন যে, এ দেশে রুক্মসার ও কুশাদি
যজ্ঞীয় দ্রব্য নাই, তজ্জন্ত অঙ্গদেশ অপবিত্র। এই অহু-
মান প্রামাণিক নহে। কারণ, রামায়ণে লিখিত আছে,
দশরথ রাজার মিত্র রোমপাঙ্গ অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন
এবং তাঁহার জামাতা শ্বশ্যশ্রুশ্রুনি সেই রাজবাটিতে
বাস করিতেন। অঙ্গদেশ চিরকাল অপবিত্র থাকিলে
ঋষিরা কখনই এদেশে বাস করিতেন না। অঙ্গদেশের
রাজধানীর নাম চম্পা। কনিংহাম সাহেবের মতে চম্পা
ভাগলপুরের প্রাচীন নাম। [চম্পা দেখ]।

স্বর্ধাবংশীয় উদ্ধরাজার ঔরসে এবং আর্যের গর্ভে
অঙ্গ নামে এক সন্তান জন্মে। অঙ্গের স্ত্রীর নাম সুনীতা।
পুত্রের নাম বেণ।

অঙ্গ (ক্লী) পানিনিগৃহীত সংজ্ঞাবিশেষ। *। বস্মাৎ প্রত্যয়
বিধিত্বাদি প্রত্যয়ে হ্রস্ব। পা ১। ৪। ১৩। বস্মাৎ প্রত্যয়ো
বিধীকৃত্তে ধাতোবা প্রাতিপদিকায়া তদাদি শব্দরূপং
প্রত্যয়ে পরতো হ্রস্বসংজ্ঞা ভবতি। যেখানু কিবা
প্রাতিপদিকের উক্তর যে প্রত্যয় বিধান করা যায়, সেই
প্রত্যয়-বাহার পরে থাকে, ঐ প্রকৃতি পূর্বক সমুদায়কে
অঙ্গ কহে। যেমন, রাস শব্দ একটা প্রকৃতি, ইহার পর
যেন হ্রস্বপ্রত্যয় বিধান করা যায়। এখানে হ্রস্বপ্রত্যয়

পরে থাকিলে ব্যাপদেশিব্যতাবে রাম শব্দের অঙ্গ সংজ্ঞা হইল। অঙ্গ সংজ্ঞা করিবার কল এই,— *। এঙ্‌হুং-সম্বন্ধে:। পা ৬। ১। ৬২। এঙ্‌হুং বা হুংস্বান্ত অঙ্গের পর সম্বোধনের যে হল্ তাহার লোপ হয়। রাম এটা হুংস্বান্ত শব্দ। ইহার পর সম্বন্ধির হল্ বর্ণ স্থ থাকিলে সকারের লোপ হইবে। যথা,—রাম+হু, সম্বোধনে,—হে রাম। অঙ্গকর্ম্ম (ক্লী) অঙ্গস্ত কর্ম্ম, ৬-তৎ। অঙ্গসেবা। হস্তপদাদি মর্দন। শরীর টিপিয়া দেওয়া। দেহে তৈল ও সুগন্ধাদি লেপন। অঙ্গকর্ম্ম, অঙ্গকর্ম্মণী, অঙ্গকর্ম্মাণি। সম্বো অঙ্গ-কর্ম্মন।

অঙ্গগ্রহ (পুং) অঙ্গস্ত গ্রহঃ রোগহেতোর্বেদনা। ৬-তৎ। শরীরের বেদনা। গ্রন্থির চর্কণবৎ বেদনা।

অঙ্গগ্রহ স্বরং একটা মূল পীড়া নয়, ইহা অস্ত্র ব্যাধির উপসর্গ মাত্র। নানা প্রকার কারণে অঙ্গগ্রহ ঘটে। যৌবনকাল পর্য্যন্ত বাঁহারা নিত্য ব্যায়াম করেন, প্রৌঢ়-বস্থায় সেই অভ্যাস পরিত্যাগ করিলে অঙ্গবেদনা উপস্থিত হয়। গ্রন্থিবাতি, কটিদেশের লম্বগো বাত, পুরাতন উপদংশ রোগ প্রভৃতি সঞ্চিত পীড়া থাকিলে মধ্যমধ্যে অঙ্গবেদনা করে। রাত্রিকালের বায়ু কিম্বা পূর্নদিকের বাতাস লাগিলে গ্রন্থির চর্কণবৎ বেদনা আরও বৃদ্ধি হয়। ক্রমশঃ শরীরে সামান্য একটু অনিয়ম হইলেই হস্ত পদের গাঁইটে ব্যথা করিতে থাকে। ম্যালেরিয়া জরে অঙ্গগ্রহ একটা প্রধান লক্ষণ। জর আসিবার পূর্বে সর্দঙ্গ সিড় সিড় করিয়া শীত বোধ হয়, সেই সময়ে পায়ের ডিমে এবং কটিতে চর্কণবৎ বেদনা করে। স্নায়ুশূল রোগে (Neuralgia) কোন স্থান ক্ষীত হয় না, কিন্তু হস্তপদ-দ্বিতে ঘেন স্থিতি বিধিতে থাকে।

চিকিৎসা—চর্ম্মিশ বৎসরের অধিক বয়স্কেরে যদিও সঞ্চিত বাতরোগ জন্মে এবং তজ্জন্ত অঙ্গবেদনা করে, তবে ধ্বস্তুরি আসিলেও তাহার প্রতীকার করিতে পারেন না। এ অবস্থায় অন্ন অন্ন আকিম সেবন করা কর্তব্য। ইহাতে রোগের প্রতীকার হয় না, বরং অতিরিক্ত একটা নূতন উপসর্গ ঘটে,—সকলেই ক্রমে আকিম-থোর হইয়া পড়েন। কিন্তু এ দোষ থাকিলেও, সঞ্চিত বাতরোগে অহিফেণ সেবন করিলে দেহ অনেকটা স্বচ্ছন্দ থাকে। বাঁহারা নিত্যস্ত অলস, সে সকল লোক গ্রীতে ও সন্ধ্যাকালে নির্মূল বাতাসে ভ্রমণ করিবেন। দিবা নিদ্রা, দধি ও রাত্রিতে অন্নভোজন প্রভৃতির পরিত্যাগ করা উচিত। হিন্দুদের মধ্যে একাদশীর উপবাস করা

প্রথা আছে। বাত প্রভৃতি কয়েকটা পীড়ার একাদশীতে উপবাস করিলে দেহে মূতন জীবনের সঞ্চার হয়।

হোমিওপ্যাথী—শরীরের এক দিকের স্নায়ুতে মধ্যমধ্যে অত্যন্ত চর্কণবৎ বেদনা হইলে আর্সেনিক (Arsenic)। চূর্ণল ব্যক্তির স্নায়ুশূল জন্মিলে ফসফরাস (Phosphorus)। রাত্রিজাগরণ, শীতল বায়ুসেবন, হৃদিস্তা প্রভৃতি কারণে মস্তকাদি বেদনা করিলে একোনাইট (Aconite)। মেলেরিয়া জনিত অঙ্গগ্রহে চায়না সেবা।

এলোপ্যাথী—যুবা ও বৃদ্ধ ব্যক্তির কটি ও হস্তপদের গ্রন্থিতে সঞ্চিত বেদনা থাকিলে ক্যাজুপ্ট তৈল মর্দন করিলে অনেকটা উপকার করে। সেবনের জন্ত দুই বিন্দু একোনাইটের অরিষ্ট জলের সঙ্গে প্রত্যাহ দুইবার ব্যবহা করা যায়। উরুপাতিত গন্ধক তুণ্ডের সঙ্গে খাইলে পীড়ার কতকটা শান্তি হয়। চর্ম্মের নীচে মর্কিয়ার পিচ্কারী দিলে ফল দর্শে। এই চিকিৎসা বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা করানো চাই।

বৈদ্যক—মাধিবার জন্ত কুঞ্জপ্রসারণী তৈল। সেবনের জন্ত গুগ্গল। [গুগ্গল দেখ]। শিরঃশূল, বাত, উপদংশ, স্নায়ুশূল, কটিশূল, গ্রন্থিবাতি প্রভৃতি শব্দে অঙ্গগ্রহ রোগের বিশেষ বিবরণ দেখ।

অঙ্গজ (পুং) অঙ্গাৎ জায়তে, অঙ্গ-জন-ড। উপ-সং। *। পঞ্চম্যামজাতো। পা ৩। ২। ৯৮। জাতিশব্দ ব্যতীত পঞ্চম্যন্ত উপপদের পর জন্ম ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় হয়। যথা, অদৃষ্টাৎ জায়তে অদৃষ্টজঃ। কিন্তু জাতিশব্দ থাকিলে হইবে না। যথা,—হস্তিনো জাতঃ। অশ্বাৎ জাতঃ। এখানে হস্তিন, অশ্বজ এ প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে না, কারণ হস্তী ও অশ্ব জন্তর মধ্যে জাতিবিশেষ।

পুত্র, আশ্বজ। (ক্লী) অঙ্গজা,—কন্তা। অঙ্গে বাহা জন্মে, এ প্রকার অর্থ বুঝাইলে ত্রিবিধ। (ক্লী) লোম, শোণিত। (পুং) রোগ। যথা অঙ্গশব্দে মলকেও বুঝায়, অতএব (পুং) অঙ্গজ—কাম, কন্দর্প, মনসিজ। অঙ্গে মনসি জায়তে। *। সপ্তম্যং জনেভঃ। পা ৩। ২। ৯৭। অঙ্গজং কথিত্বেন্ননককেশপুত্রমদেহু না (পুং), মে। অঙ্গজর (পুং) অঙ্গম্ অঙ্গম্ অধিকৃত্য অরঃ স্তপ্ণবেতি সত্যকঃ। যক্ষা, ক্ষয়কাররোগ। [ইহার মিনান ও ঔষধ কাসরোগ শব্দে দেখ]।

অঙ্গস (ক্লী) অগ্নি-লুট্। ইদিত্তো হুন্। অঙ্গ্যতে গম্যতে ইতি অঙ্গনং। পুত্রোদরাদিহাং পয়মপি। চক্ষু, উঠান। বাহ্যাকার কোম কোন স্থানে অঙ্গ শব্দের অপভ্রংশে

‘উঠান’ ও ‘আগুনে’ এইরূপ শব্দ প্রচলিত আছে। অঙ্গনা-
লুট করণে, বান। যে বহন করে।

অঙ্গতি (পুং) অগি-গতো অঙ্গতীতি কৰ্ত্তরি অতি। অগি-
হোত্র। অঙ্গ্যতে গম্যতে কৰ্ম্মণি অতি। ত্রকা, অগি,
বিষ্ণু। অঙ্গতি যাতি জ্বনেন করণে অতি। বাহন, বান।
(স্ত্রী) ভীপ্-অঙ্গতী, অঙ্গতি বা।

অঙ্গদ (স্ত্রী) অঙ্গ-দৈব্ শোভনে-ক। অঙ্গং দায়তি শোভ-
য়তি। কেয়ুর, তাড়, বাজু। অঙ্গদঃ কপিভেদে মা কেয়ুরে
তু মপুংসকম্। অঙ্গদা বামাদিগদন্তি হস্তিভ্রামপি বোঝিতি,
ম্মে। অঙ্গদ অর্থাৎ তাড় এই অলঙ্কারের চলন এখন প্রায়
উঠিয়া গিয়াছে। বীরভূম, মানভূম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া
প্রভৃতি জেলায় আজি পর্যন্ত বালকেরা ইহা পরিয়া
থাকে। তাড় প্রায় রোপানিশ্চিত। ইহাতে কিছুই
কারিগরি বা শোভাসৌন্দর্য্য নাই। এক অঙ্গুলি বা দেড়
অঙ্গুলি বিস্তৃত পাতলা রোপ্য পাতের দুই ধারে দুইটা
সরু খাঁজ কাটা। তাহাই বালার মত গোল করিয়া
বাহুর উপর পরিতে হয়। তিন তোলা হইতে ছয় তোলা
রোপ্যে এক ঘোড়া তাড় প্রস্তুত হইতে পারে। স্বর্ণকারের
মজুরী ৥০ আট আনা কিম্বা ৮০ বার আনা।

অঙ্গদ (পুং) বালিনামক কপিরাজের পুত্র। ইহার মাতার
নাম তারা। রামচন্দ্র বালিরাজকে বধ করিলে স্ত্রীকী
কিঙ্কিয়ার রাজা হইয়াছিল এবং অঙ্গদ বোবরাজ্যে
অভিষিক্ত হয়। পরে সীতা উদ্ধারের সময় অঙ্গাঙ্গ বান-
রের সঙ্গে অঙ্গদও গঙ্গায় গিয়া বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ
করিয়াছিল।

অঙ্গদা (স্ত্রী) অঙ্গদ-আপ্। দক্ষিণদিক্ হস্তীর ভাষ্যা।

অঙ্গন (স্ত্রী) অগি-লুট্। ইদিতো মুম্। চত্বরভূমি, অজির,
প্রাঙ্গণ, উঠান। বান। গমন। অঙ্গনং প্রাঙ্গণে বান-
ংপাঙ্গনা তু নিত্যধিনী, (হেমচন্দ্র)।

অঙ্গনা (স্ত্রী) কল্যাণম্ অঙ্গমন্তি অস্তাঃ। *। লোমাদি
পামাদিপিচ্ছাদিত্যঃ শনৈলচঃ। পা ৫।২।১০০। *।
অঙ্গাং কল্যাণে। (কাভ্যায়ন। লোমাদি শব্দের উত্তর
মত্বর্থে প্রত্যয় হয়, পামাদির উত্তর ন প্রত্যয় এবং
পিচ্ছাদির উত্তর ইলচ্ প্রত্যয় হয়। কল্যাণ অর্থাৎ শোভন
অর্থ বুঝাইলে অঙ্গ শব্দের উত্তর ন প্রত্যয় হয়। অঙ্গ-ন,
অঙ্গন। (স্ত্রী)। *। অঙ্গাদ্যতটীপ্। পা ৪।১।৪। অঙ্গাদি
এবং অকারান্ত শব্দের উত্তর জীলিঙ্গে টাপ্ (আ) প্রত্যয়
বিহিত হয়। কোন কোন শব্দ অঙ্গাদিগণ মধ্যে পঠিত,
তাহা অঙ্গাদি শব্দে দেখে।

সুন্দরাদী জী, সুপ্রী কামিনী, রূপবতী বালিকা।
সংস্কৃতভৌম নামক উত্তরদিগ্ হস্তীর জী। বৃহ-কৰ্কট-কন্তা
বৃশ্চিক-মকর-মীন এই ত্রয় রাশি।

অঙ্গনাগ্রি (পুং) অঙ্গনারাঃ গ্রিঃ। ৬-তৎ। জীণাতীতি
জী-ক গ্রিঃ। অশোক বৃক্ষ। অশোক কুলের শুদ্ধ দিয়া
অঙ্গনারা কেশরচনা করিতেন, তজ্জন্ত উহা জীলোকের
গ্রি বৃক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অথবা, সাংসারিক
ও মানসিক শোক না ঘটে এই কামনার জীলোকেরা
অশোক পুষ্প দিয়া অশোক বস্ত্রের ব্রত করেন, সে
কারণেও উহা অঙ্গনাদের গ্রি বৃক্ষ হইতে পারে।

(ত্রি) জীলোকের গ্রি ব্রত মাঙ্গ। অঙ্গনা গ্রিরা
বস্ত্র, বহুজী। জীলোকের গ্রি বৃক্ষ। এই রূপ কবি
প্রসিদ্ধি আছে যে, অঙ্গনারা পদাঘাত করিলে অশোক
বৃক্ষ কুহ্মিত হয়। ‘পাদাঘাতাদশোকং বিকমতি।’
(মাহিত্য দর্পণ)।

অঙ্গদনির্ব্বাহ। অঙ্গদন্ত কেয়ুরন্ত নির্ব্বাহঃ শেখর ইব। নির-
বা-ডু-বহ-ক নির্ব্বাহঃ শেখরঃ। ৬-তৎ। তাড়ের টাঁদ,
কেয়ুরের চুড়া।

অঙ্গস্তাস (পুং) অঙ্গেষু অঙ্গত্বিহেতোরঙ্গেষু হস্তাদিবু
মন্ত্রবিশেষস্ত জ্ঞাসঃ। তদ্ব্যক্ত মন্ত্রোক্তারণ পূর্ব্বক
হস্তদ্বারা হস্তাদি স্পর্শ করা। বথা—ওম্ জ্ঞাং হস্তদ্বারা
নমঃ। ওম্ জ্ঞীং শিরসে দ্বাঃ। ওম্ ক্রুং শিখাটের ববট্।
ওম্ ক্রৈঃ কবচার হঃ। ওম্ ক্রৌং নেত্রদ্বারা বোঁবট্।
ওম্ ক্রঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং কট্।

অঙ্গপালি (পুং) অঙ্গ-পাল-ই। আলিঙ্গন। অঙ্গং পাল্যতে
সংযুক্ত্যতে অনেন।

অঙ্গপালিকা (স্ত্রী) অঙ্গ-পাল-বুল। অঙ্গং পালয়তি বা সা
আপ্ অঙ্গপালিকা। দেহপালনকর্ত্রী, ধাইমা, ধাত্রী। (পুং)
অঙ্গপালক।

অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত (স্ত্রী) ৬-তৎ। পঞ্চদশা ভক্ত পাপকরের
ক্রিয়া। দানবিশেষ।

অঙ্গতু (পুং) অঙ্গাদ্ ভবতীতি তু-কিপ্। পুত্র। কাম। (ত্রি)
অঙ্গজাত। অঙ্গতুঃ, অঙ্গতুবো, অঙ্গতুবঃ। (স্ত্রী) অঙ্গতু,
অঙ্গতুনী, অঙ্গতুনি। ৪র্থী-অঙ্গতুনে অঙ্গতুবো। ৫মী-অঙ্গ-
তুনঃ অঙ্গতুবঃ। ৭মী-অঙ্গতুবি, অঙ্গতুনি।

অঙ্গমন্ত্র [অঙ্গস্তাস দেখ] ৭ (পুং) হস্তাদিবু বহিবু হানেবু
জ্ঞাসস্ত মন্ত্রঃ। ৭-তৎ। অঙ্গস্তাসের তদ্ব্যক্ত মন্ত্র বিশেষ।

অঙ্গমর্দ (পুং) অঙ্গ-মৃদ-অচ্। অঙ্গং মৃদনাভীতি। অঙ্গ-
মর্দনকারক কৃত্য। যে কৃত্য হস্তদ্বারা অঙ্গ টপিয়া

দেয়। সংবাহক। অঙ্গমর্দক। অঙ্গমর্দী।

অঙ্গমর্দক (পুং) অঙ্গ-মৃদ-পুল্ অঙ্গং মৃদনাভীতি। যে তৃত্য
অঙ্গ টিপিয়া দেয়। (ত্রি) অঙ্গমর্দনকারক।

অঙ্গমর্দিন (পুং) অঙ্গ-মৃদ-গিনি, অঙ্গমর্দক। (ত্রি) অঙ্গ-
মর্দনকারক। অঙ্গমর্দী, অঙ্গমর্দিনী, অঙ্গমর্দিনঃ। (স্ত্রী)
ঊপ্ অঙ্গমর্দিনী।

অঙ্গযজ্ঞ (পুং) কর্ণধা। অপ্রধান যজ্ঞ, গ্রহযাগাদি। যজ্ঞ-নঙ্
যজ্ঞঃ। *। যজ্ঞযাচয়তবিজ্ঞপ্রচ্ছরকো নঙ্। পা ৩। ৩।
৯০। যজ্ঞ-নঙ্ যজ্ঞঃ। যাচ-নঙ্ যজ্ঞা। যত-নঙ্ যজ্ঞঃ।
বিহ-নঙ্ বিহঃ। প্রচ্ছ-নঙ্ প্রচ্ছঃ। রক্ষ-নঙ্ রক্ষঃ।

অঙ্গরক্ত (পুং) অঙ্গেন রক্তঃ ৩-তৎ। অঙ্গদ্বারা রক্তবর্ণ
প্রকাশ পাইতেছে। এই লক্ষণ হেতু তৃতীয় ব্যবস্থিত
হইল। *। ইথুক্তলক্ষণে। পা ২। ৩। ২১। রক্ত-জ্ঞ। বৃক
বিশেষ। কাম্পিাদেশজাতরক্তবর্ণ চূর্ণ বিশেষ। শুঙা-
রোচনী। পিকাক, রোচনী, লঘুপত্রক, কাম্পিক্য, কর্কশ,
চন্দ্র। (ত্রি) রক্তাঙ্গ।

অঙ্গরক্ষণী (স্ত্রী) অঙ্গ-রক্ষ-লুট্ করণে। অঙ্গরক্ষণ। স্ত্রীস্বাৎ
ঊপ্ অঙ্গং রক্ষাতে হনয়। অঙ্গরূপ। অঙ্গরকার কবচ,
সাঁজোয়া; আংরাধা। জামিকা, জানগ্রায়া, আয়সী।

অঙ্গরাগ (পুং) অঙ্গ-রঞ্জ-যঞ্ করণে রঞ্জাতেহেনেনতি।
। *। যঞ্ চ ভাবকরণয়োঃ। পা ৬। ৪। ২৭। যঞ্
প্রত্যয় পরে থাকিলে ভাববাচ্যে ও করণবাচ্যে রঞ্জ
ধাতুর উপধারনকারের লোপ হয়। ভাব ও করণবাচ্যে
না হইলে রঙ্গ হইবে,—রঞ্জন্তি তন্নিমিত্তি রঙ্গঃ। *।
চঞোঃ কু ষিগ্যাভ্যোঃ। পা ৭। ৩। ৫২। প্রত্যয়ের য ইৎ
হইলে এবং গ্যাৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর চ ও জ
স্থানে কবর্ণ হয়। য ইৎ যথা,—পচ্-যঞ্ পাক। তাজ্
যঞ্ ত্যাগ। গ্যাৎ প্রত্যয় যথা,—পচ্-গ্যাৎ পাক্য। কাত্যা-
য়ণ, পাণিনির এই স্বত্রের উপর একটা বার্তিক করিয়া-
ছেন,—। *। নিষ্ঠায়ামনিট্ ইতি বক্তব্যম্। নিষ্ঠা
প্রত্যয়ে যে সকল ধাতুর উত্তর ইট্ বিধান হয় না, তাহা-
দের চ ও জ স্থানে কবর্ণ হয়।

গায়ে লেপন করিবার চন্দ্রনাদি সুগন্ধ দ্রব্য। অঙ্গরূপ-
রাগঃ ভাবে যঞ্। অঙ্গের বিলেপন, গাত্ররঞ্জন।

অঙ্গরাজ (পুং) রাজ্-কিন্। অঙ্গদেশের রাজতে। ৭-তৎ।

অঙ্গরাট অঙ্গরাড্, অঙ্গরাজী, অঙ্গরাজঃ। অঙ্গরাট্
অঙ্গরাট্। অঙ্গদেশের রাজা, কর্ণ। [অঙ্গরাজ্য দেখ]।

অঙ্গরহ (স্ত্রী) অঙ্গে রোহতি রহ বীজহানি-কিপ্। লোম।

অঙ্গরূপ (পুং) ৬-তৎ। অঙ্গ-লিপ্-মঞ্ করণে। অঙ্গরাগরূপ।

অঙ্গরোডা, অঙ্গরোডা (পুং) অঙ্গ-লুড-পাৎ। চিকিৎসক
তৃণ। চৌচড়া ঘাস।

অঙ্গব (স্ত্রী) অঙ্গ-বা-ক্। অঙ্গে স্বশরীরমধ্যে ক্রান্তি। শুক
কল। যে ফল অত্যন্ত শুক হইয়া সঙ্কুচিত হইয়াছে।
চোপ্পা কল। যথা শুক বেদান।

অঙ্গবিকল (ত্রি) ৩-তৎ। অঙ্গেন বিকলঃ। অঙ্গবিকলতা-
যুক্ত। শরীর বিকৃত।

অঙ্গবিকৃতি (স্ত্রী) অঙ্গস্ত বিকৃতিঃ। ৬-তৎ। বি-কৃ-জিন্।
অঙ্গের বিকার। (পুং) অঙ্গচালনাদি। অঙ্গস্ত বিকৃতির্ধ-
স্মাৎ, বহত্ৰী। মৃগীরোগ, অপস্মাররোগ। বাহাতে দেহ
বিকৃত হয়।

অঙ্গবিক্রোশ (পুং) অঙ্গস্ত বিক্রেপঃ। ৬-তৎ। অঙ্গচালন,
অঙ্গহার। অঙ্গস্ত বিক্রেপশ্চালনং যন্নি, বহত্ৰী। অঙ্গ-
চালন দ্বারা নৃত্য।

অঙ্গবিদ্যা (স্ত্রী) অঙ্গমাসিত্য বিদ্যা, সুপূহবেতি সমাসঃ।
অঙ্গরূপা বিদ্যা, কর্ণধা। বিদ্যন্ত্যনয়া বিদ্যা বিদ্ ক্যপ্
। *। সংজ্ঞায়াং সমজ-নিষদ-নিপত-মন-বিদ-বুঞ্-শীড়-
ভৃঞিগঃ (ভৃঞ্-ইণ্)। পা ৩। ৩। ৯৯। এই কয়েকটা
ধাতুর উত্তর সংজ্ঞাবিষয়ে স্ত্রীলিঙ্গে ভাববাচ্যে ক্যপ্
প্রত্যয় বিহিত হয়।

অঙ্গবিদ্যা শব্দে তিন প্রকার অর্থ বোধ হয়। প্রথম,
অঙ্গ অর্থাৎ শরীরকে আশ্রয় করিয়া যে বিদ্যা লিখিত
বা কথিত হয়। শরীর বিজ্ঞান, দেহতত্ত্ব। দ্বিতীয়, ব্যাক-
রণাদি বিদ্যা, [অঙ্গলক্ষ দেখ]। তৃতীয়, হস্তপদমুখাদি
অঙ্গের ভাবভঙ্গী দেখিয়া যে বিদ্যার দ্বারা শুভাশুভ
নিশ্চিত করা যায়। [সামুদ্রিক গণনা ও হুমান চরিত্র
শব্দে ইহার বিশেষ বিবরণ দেখ]।

অঙ্গবিধি (পুং) অঙ্গস্ত বিধিঃ। মধ্যপদলোপী কর্ণধা। কোন
অহুষ্ঠের কার্যের অঙ্গীকৃত অপ্রধান বিধি।

অঙ্গবৈকৃত (স্ত্রী) অঙ্গস্ত বৈকৃতম্। ৬-তৎ। শরীরের বিকার।

অঙ্গচেটয়া বৈকৃতং মনসো বিকৃতভাবো জ্ঞানতে যন্নি-
নৃতৎ, বহত্ৰী। আকার, স্বরূপের ভাবপরিচায়ক মুখভঙ্গী।
ইন্দ্রিয়। বিকৃতস্ত ভাবঃ বৈকৃতম্ বিকৃত-অণ্।

অঙ্গবৈগুণ্য (স্ত্রী) অঙ্গস্ত বৈগুণ্যম্। ৬-তৎ। বিগুণস্ত ভাবো
বৈগুণ্যম্। কোন কার্যের অঙ্গহীনতা। কোন কার্যের
অঙ্গাধারিত। অঙ্গহানি।

অঙ্গভুক্তি (স্ত্রী) অঙ্গস্ত ভুক্তিঃ শুধ-জিন্। ৬-তৎ। ভুক্তিক।

জলাদি দ্বারা দেহের সংস্কার সাধন। শরীর পোষণ।
অঙ্গ (স্ত্রী) অঙ্গ-অহুন্। *। অঙ্গাঙ্গীমুখিত্ত্বাভ্যঃ কৃচ্।

উপ পাদ ৪। ২১৫। এতৌহিন্ কবর্গশাস্তাদেশঃ।
(উচ্চলদন্ত)। অন্ত অন্ত যুক্ত ও ভুক্ত ধাতুর উত্তর
অনু প্রত্যয় হয় এবং অন্তে কবর্গাদেশ হইয়া থাকে।
পক্ষী। অঙ্গঃ, অঙ্গসী, অঙ্গাংসি।

অঙ্গসংস্কার (পুং) সংস্কার শব্দ কর্তৃবাচ্যে, ভাববাচ্যে ও
করণবাচ্যে সিদ্ধ হয়। অতএব ইহার অর্থ তিন প্রকার
স্থলে তিন রূপ হইবে। অঙ্গঃ সংস্করোত্তীতি (কর্তৃ)
সম-কৃ-অণ্ সূট্। [অঙ্গিসংস্কার শব্দের সূত্র দেখে]।
(ত্রি) দেহসংস্কারক। (স্ত্রী) অঙ্গসংস্কারিকা। সংস্কৃত্যে
ইতি ভাবে সম-কৃ-ঘঞ্। অঙ্গস্ত সংস্কারঃ। শরীরের
বিলেপনাদি। অঙ্গঃ সংস্কৃত্যে অনেনেতি করণে সম-
কৃ ঘঞ্। যদ্বারা শরীরের সংস্কার করা হয়, যথা তৈল,
বেসন, গোধুমচূর্ণ ইত্যাদি।

অঙ্গসংস্কিয়া (স্ত্রী) অঙ্গস্ত সংস্কিয়া ৬-তৎ। সম-কৃ-শ।
দেহসংস্কার। [অঙ্গিয়া শব্দে সূত্র দেখে]।

অঙ্গস্পর্শ (পুং) অঙ্গস্ত স্পর্শঃ ৬-তৎ। স্পৃ-ঘঞ্ স্পর্শঃ উপ-
তাপঃ। স্পর্শ শব্দে উপতাপ বুঝাইলে ঘঞ্ প্রত্যয় দ্বারা
সিদ্ধ হয়। *। পদরজ্জবিশম্পৃশো ঘঞ্। পা ৩। ৩। ১৬।
স্পৃশ উপতাপ ইতি বক্তব্যম্। (কাত্যায়ন)। ততো-
হন্য পচাদ্যচ ভবতি। অঙ্গস্ত অচ প্রত্যয় হইবে।

জন্ম মৃত্যুর পর অণুটি শরীর স্পর্শ করা।

জাতে পুত্রে পিতৃঃস্নানঃ সচেলন্ধ বিধীয়তে।

মাতা শুদ্ধদশাহেন স্নানান্তু স্পর্শনংপিতৃঃ। ইতি সম্বর্তঃ।
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর চতুর্থ দিবসে দ্বিজাতিরা মৃতব্যক্তির
অঙ্গসংস্পর্শ করিবেন, তাহার পর হইতে অণুটিব্যক্তির
অঙ্গস্পর্শ করা যায়। যথা বাচস্পতিধৃত দক্ষবচন—

চতুর্থেহহনি কর্তব্যমঙ্গিসংস্পর্শনং দ্বিজৈঃ।

ততঃ সঙ্ঘনানুর্ধ্বমঙ্গস্পর্শো বিধীয়তে।

অঙ্গহার (পুং) অঙ্গ-হ-ঘঞ্ অধিকরণে। ৬-তৎ। নৃত্য।
অঙ্গ-হ-ভাবে ঘঞ্। অঙ্গুলি ও হস্তপদাদির নানা প্রকার
ভাবভঙ্গী করণ। অঙ্গের হরণ করা।

অঙ্গহানি (স্ত্রী) অঙ্গস্ত হানিঃ ৬-তৎ। হা-কিন্ হানি।

। *। স্নানাজ্যাহাভ্যো নিঃ। (কাত্যায়ন)। স্নান জ্যা
এবং হা ধাতুর উত্তর বিহিত ক্রিদ্ প্রত্যয়ের স্থানে
নি হয়। প্রধান কার্যের অঙ্গহীনতা। কার্যের ত্রুটি।

অঙ্গহারি (পুং) অঙ্গ-হ-ণি। নৃত্য করিবার যোগ্য রক্তভূমি।

অঙ্গহীন (ত্রি) অঙ্গেন হীনম্ ৩-তৎ। (ও হাক্) হা-ক্ত
হীনঃ। *। ওড়িত্ত। পা ৮। ২। ৪৫। গণপাঠে যে
শব্দ ধাতু ওকার সংস্কৃষ্ট থাকে, তাহাদের উত্তর নির্ভার

ওকার স্থানে ওকার হয়। গণপাঠে হা ধাতু—ওহাক্
ভ্যাগে—এইরূপ লিখিত আছে।

অঙ্গহানিঃ ব্যবহার ত্রুটি।

অঙ্গাঙ্গিভাব (পুং) অঙ্গস্ত অঙ্গিমন্ত ভাবঃ। ৬-তৎ। গৌণ
ও মুখ্য ভাব।

অঙ্গাধিপ (পুং) অঙ্গস্ত অঙ্গদেশস্ত অধিপঃ অধিপতিঃ, ৬-
তৎ। কর্ণ। লগ্নাধিপ। যথা,—মেঘ ও বৃত্তিক লগ্নের অধিপ
মঙ্গল। বুধ ও তুলা লগ্নের অধিপ শুক্র। মিথুন ও কন্যা
লগ্নের অধিপ বুধ। কর্কট লগ্নের অধিপ চন্দ্র। বহু ও
মীন লগ্নের অধিপ বৃহস্পতি। মকর ও কুম্ভ লগ্নের
অধিপ শনি।

অঙ্গাধীশ (পুং) অঙ্গস্ত দেশভেদস্ত অধীশঃ, ৬-তৎ। অধিকঃ
ঈশঃ অধীশঃ। মগধের নিকটবর্তী অঙ্গদেশের রাজা,
কুড়ীর পুত্র কর্ণ। [অঙ্গাধিপ দেখে]। জন্মকালের গ্রহ-
নক্ষত্রাদি সংযুক্ত লগ্নের অধিপতি।

অঙ্গাধীশ্বর (পুং) অঙ্গস্ত অঙ্গদেশস্ত অধীশ্বরঃ, ৬-তৎ।
অধিকঃ ঈশ্বরঃ অধীশ্বরঃ। কর্ণ। সজ্ঞানের জন্মকালিক
লগ্নাধিপতি।

অঙ্গামীনাগ। আঙ্গামের দক্ষিণে নাগাপর্কতের অঙ্গভা
জাতির সম্প্রদায় বিশেষ। নাগাপর্কতের পূর্বে ঐরাবতী
নদী, পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র; উত্তরে লক্ষীমপুর, শিবসাগর
এবং নওগাঁ; দক্ষিণে মণিপুর। ‘অঙ্গামীনাগ’—এই
নামের অর্থ কি? কেহ কেহ বলেন, বাদালা ‘জ্যাংটা’
কিষ্ণা হিন্দুস্থানী ‘নেত্রা’ অর্থাৎ বিবস্ত্র এই রূপ কোন
একটা শব্দ হইতে নাগা নামের উৎপত্তি হইয়াছে।
ভুল,—এ অসম্মানের কোনটা সত্য নয়। অর্জুন নাগকন্যা
উলূপীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সে এই দেশে। সেই
সময়ে তিনি মণিপুরে চিত্রাঙ্গদারও পাণিগ্রহণ করেন,
তাহাও এইখানে। মহাভারতোক্ত নাগবংশই এখনকার
এই নাগাজাতি। অর্জুন উলূপীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
—‘সুভগে! তুমি কে? কাহার কন্যা? আর এ কোন্
দেশে আমাকে আনিবে?’ উলূপী বলিলেন,—ঐরাবত
কুলজাতঃ কোরব্যো নামপন্নঃ। ততশ্চিহ্নহিতা রাজ
মল্লপী নাম পন্নী। আরিপর্ক ২১৪। ১৮। আমার পিতার
নাম নাগরাজ কোরব্য। ঐরাবত বংশে তাহার জন্ম।
আমি সেই নাগরাজের কন্যা, আমার নাম উলূপী।

এখনকার নাগারা ঐরাবতী নদীর নিকটবর্তী পর্কতে
বাস করে। পূর্বে ইহারাই ঐরাবতের বংশধর বলিয়া
আপনাদের পরিচয় দিত, বলেই নাই। কিন্তু বাহুব

সর্পনাথে প্রসিদ্ধ হইল কেন, এক ধার অর্থ আমাদের বুদ্ধিতে আসে না। অঙ্গামীনাগারা বলে, পৃথিবী আগে বড় স্তূরের স্থান ছিল। তখন এত লোক ছিল না, পরস্পর এত বিবাদ বিবাদ ঘটত না। একটা দেবতা, এক জন মানুষ, তাহার পত্নী, আর একটা বাঘ, এই চারিজন একত্র বাস করিত। কালক্রমে সেই দম্পতীর দুইটা সন্তান জন্মে। তাহারাও ভাই ভাইয়ে বেশ স্নেহমমতা করিত। মানুষ চিরকাল বাচেনা; দিন ফুরাইল জীলোকটা মরিয়া গেল। মৃত দেহ দেখিয়া বাঘের আত্মাদ আর ধরে না, সে ছদয়ের উপর গিয়া শোণিত থাইতে বসিল। জগতে হিংসা ছিল না, আজি হইতে হিংসা আসিল। আজি হইতে স্তূরের সংসার ভাঙ্গিয়া গেল। পরে দুই ভাইয়েরও বিবাদ করিয়া এক জন চক্ষুবনের দিকে চলিয়া গেলেন, আর এক জন চেনু জঙ্গলের দিকে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সন্তানেরা এখনও গৌরবর্ণ আছে, কিন্তু কনিষ্ঠের পুত্রেরা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর একটা গল্প। গল্প একটু অদ্ভুত কথা দিয়া সাজানো না থাকিলে ভাল লাগে না। তাই, সে গল্পটাও চিত্র করা। নাগারা বলে, একবার একটা ভেলা জল দিয়া ভাসিতে ভাসিতে পর্বতের নিম্নে নদীতে আসিয়া লাগিল। ভেলায় কেবল একটা শাদা কুকুর আর এক জন রূপবতী বালিকা,—অন্ত আরোহী কেহ ছিল না। এখনকার গৌরবর্ণ নাগারা তাহাদেরই সন্তানসন্ততি। স্থূল কথা, নাগাদের পূর্ব ইতিহাস কিছুই নাই, তাই এত গল্পের ঘট। [নাগা দেখ]।

অধিক দিনের কথা নয়, প্রায় তিন শত বৎসর হইল, জৈন্তপুরের মহারাজের সহোদর তাহার ভাইবীকে লইয়া দিমাপুরে পলাইয়া যায়। তখন দিমাপুর কাচারের রাজধানী। রাজা সেই দুটকে আশ্রয় দিয়া রাখিলেন। দুই দিন যায়, পাঁচ দিন যায়, এইরূপে কটের এক এক দিন এক এক বৎসর হইয়া আসিতেছে আর বাইতেছে। পাপের মনে স্মৃতি নাই; তখনি ভয়, তখনি ভরসা; তখনি আবার সহস্র বিহার জালায় পুড়িতেছে। দুট, মনে যে শঙ্কা করিয়াছিল শেষে তাহাই ঘটিল। জৈন্তরাজের সেনাগণ তাহাকে ধরিতে আসিল। তজ্জন্ত সে গুনকীর ভাইবীকে লইয়া নিকটবর্তি পর্বতের উপর গিয়া লুকাইল। কাচারের লোকেরা বলে, অঙ্গামী নাগারা তাহাদেরই সন্তানসন্ততি।

নাগাপর্বত ন্যূনাতিক বার হাজার ফিট উচ্চ।

অধিক গ্রীষ্ম নাই, অধিক শীতও নাই। তজ্জন্ত সেখানকার বড় স্তূরের জল বায়ু। পীড়ার গল্প এপ্রদেশ হইতে গিয়া থাকিবে, কিন্তু সেখানে পীড়া নাই—লোকে স্বাস্থ্যের চিরস্বচ্ছন্দতা ভোগ করে। ভূমি শস্তে ভরা; লক্ষ্মীদেবী যেন বার মাস এক ঠাই বসিয়া হাসিতেছেন। নানা জাতীয় ধান, মটর, ভুট্টা, গম, কুনী, লক্ষা, আলু, রসুন, পিয়াজ, আনা, লাউ, কুমুড়া প্রভৃতি দ্রব্য গুলি সেখানকার প্রধান ফসল।

নাগারা পর্বতের উচ্চ প্রদেশে ঘর বাঁধিয়া বাস করে। এক স্থানের লোকে অল্প স্থানের লোকের সঙ্গে সহসা মিশিতে চায় না, তাই ইহাদের মধ্যে সম্প্রদায় অনেক। তন্মধ্যে বলে, বুদ্ধিতে এবং সভ্যতায় অঙ্গামীরাই শ্রেষ্ঠ। ইহাদের মধ্যেও আবার দুইটা শ্রেণী আছে, পশ্চিম অঙ্গামী ও পূর্ব অঙ্গামী। পাহাড়ী লোক প্রায় ধর্ম হয়, কিন্তু অঙ্গামীদের শরীরের গঠন বেশ পরিমিত। গায়ের রঙ ঠিক দুধে আলতার মত না হউক, কিন্তু কুৎসিত নয়। মাটো মাটো পরিষ্কার বর্ণে শ্রী আছে। জীলোকেরা রূপবতী। মুখে সর্সদাই একটু হাসি লাগিয়া আছে। তবে বনের মহিলাই ত,—তেমন বসন ভূষণ নাই, দেহের তত পারিপাট্যও নাই; স্ত্রী আর কত হইবে? যা হউক, ভবু তাহারা যত্নে স্নানরী নয়। বিশেষতঃ জী-অঙ্গের যাচা প্রধান সৌন্দর্য—পতিপরায়ণতা—অঙ্গামী-রমণীকূলে তাহার গর্ভ সকল জাতির চেয়ে বেশী। নাগাজাতি বিলক্ষণ সাহসী, রণনিপুণ, সচরিত্র এবং সত্যবাদী। দোষের মধ্যে, তাহারা পরস্পর সর্সদাই বিবাদ করে। বিবাদের সময় কাহারও অব্যাহতি নাই। শত্রুরা বালক, বৃদ্ধ ও জীলোকদিগকেও নষ্ট করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তির সঙ্গে অশ্রয় ঘটিলে চিরকাল তাহা মনে করিয়া রাখে। সুবিধা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার উচিত শাস্তি দেয়। নাগাদের ধারণা যে, শত্রু মারিতে পারিলে ইহকালে পৌরুষ ও পরকালে সন্নাতি হয়। তাই কথায় কথায় তাহারা অস্ত্র চুকাইয়া বসে। সমস্ত নাগাজাতির লোক সংখ্যা ৩০০,০০০ তিনলক্ষেরও অধিক হইবে। তন্মধ্যে অঙ্গামীদের সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার। ইহাদের ৪৬ খানি গ্রাম আছে।

অঙ্গামীদের এক একটা গৃহস্থের বাড়ী এক একটা কেল্লার মত। পর্বতের গায়ে, যেখানে পথ অপ্রশস্ত, দুই ধারে পাহাড়, কেবল এক জন লোক কোন রকমে কটে স্তূটে বাইতে পারে, ইহাদের ঘর সেই দুর্গম গিরিসঙ্ঘটে।

মানুষের জীবন পদ্মপাতার জল, নাগাদের জীবন তাহার চেরেও অধিক—অষ্টপ্রহর পরস্পর এত বিবাদ। কথার কথার বিবাদ; বুক চিরিয়া রক্ত বাহির করিতে না পারিলে রাগ পড়ে না—বিবাদের সময় তাহাদের এত জেদ। তাই গৃহস্থের ঘর বাড়ী দুর্গম স্থানে কেন্নার মত না করিলে চলে না। ঘরগুলি এদেশের মোচালা কুড়ের মত, কাঠে ও বাঁশে নির্মিত। দুই দিকের চাল ও পশ্চাত্তাগ গড়েন। পাছে ঝড়ে উড়াইয়া দেয়, সে জন্য ছাঁচ প্রায় মাটিতে ঠেকিয়া থাকে। সম্মুখের চাল মেজে হইতে অনান বিশ হাত উচ্চ, পশ্চাতের চাল আট দশ হাত। মেজে চল্লিশ হাত দীর্ঘ এবং বিশ হাত প্রশস্ত। একটু সম্পন্ন ব্যক্তির চালের চালুর উপর কাঠের অনেক রকম কারিগরি করা, দরিদ্র লোকের সে সব গৃহসজ্জা নাই। এক একটা কুটারের ভিতর দুই তিনটা প্রকোষ্ঠ থাকে। সম্মুখের ধোপে শস্তাদি রাখিবার জন্য বাঁশের বড় বড় ডোল। মাঝের কুঠুরীতে আঙুন জাগাইবার কুণ্ড। কুণ্ডের চতুর্দিকে তক্তা বিছানো। তাহাই গৃহস্থের বসিবার শয্যা ও শুইবার খাট। পশ্চাতের কুঠুরীতে পচাই মদের গান্না। আর কিছু না হউক, ঘর গৃহস্থালী করিতে সকলের মদের সরঞ্জাম আগে চাই। নাগাদের মধ্যে অনেকে আফিম ও তামাক খায়, কিন্তু অঙ্গামীদের ভক্তি কেবল পচাই মদে। ইহারা বাঁশের বা শিঙের বাটাতে পচাই ঢালিয়া বেণার নলে তাহা টানিয়া পান করে। কেহ কেহ বাঁশের কি কাঠের চামচে করিয়া খাইতে ভাল বাসে। সকাল নাই সন্ধ্যা নাই, অঙ্গামীরা একটু না একটু মদের ঝোঁকে সর্বদাই ভোর হইয়া থাকে। বোধ হয়, তাহাদের এতটা অন্তর্বিচ্ছেদ কেবল এই মদ্যপানের জন্য।

কুটারের চারিদিক উচ্চ পাথরের পাঁচিলে ঘেরা। কাহারও কাহারও বাটার চতুর্দিকে প্রাচীর নাই, বড় বড় বাঁশের ধাঁধার বেড়া। পাঁচিলের ও ঘরের কপাট গাছের গুঁড়ী হইতে খুদিয়া বাহির করা, তাহাই ঘরে লাগানো থাকে। কপাটের এবং বেড়ার ও প্রাচীরের গারে ছিদ্র কাটা। শত্রু আসিলে গৃহস্থরা তাহার ভিতর দিয়া গুলি মারে। প্রাচীরের বাহিরে দুই তিন হাত গভীর গর্ত। সেই গর্তে বাঁশের কিষা বেতের তীক্ষ্ণ গোঁজা পোতা। তাহার পর গৃহস্থরা সেই গর্তে অন্ন বাটা কিষা পাতার চাকরা দিয়া রাখে। শত্রুরা হঠাৎ আসিলে গর্তের ভিতরে গিয়া পড়ে, অন্ন দশ বাট্টা গোঁজা

পায়ে বিধিয়া যায়।

প্রাচীরের ভিতরে গোক, বাছুর, ছাগল, শূকর, কুকুর, দুর্গা প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষী থাকে। প্রত্যেক গ্রামে অঙ্গামীদের প্রায় সাত আট রকম জাতি আছে। তাহারা কেহ কাহারও সংস্রবে থাকে না। এক একটা জাতির এক একটা স্বতন্ত্র পাড়া। পাড়ার চারিদিক উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা। কোথাও গভীর খাই, তাহার ভিতর দিয়া যাওয়া আসা করিবার পথ।

নাগাদের মধ্যে কোন কোন জাতি কাপড় পরে না, ভূষণ চিনে না। স্বভাবের কাজের উপর আজও কেহ হস্তক্ষেপ করিতে শিখে নাই—বিধাতা যেমন গড়িয়াছেন, এখনও তাহারা সেই রূপ বিবস্ত্র আছে। অঙ্গামীরা কাপড় পরে, নিজে কাপড় বুনেন। ইহাদের প্রধান পরিচ্ছদ কতকটা ধড়ার মত। বহরে এক হাত, লম্বে আড়াই হাত, ছোট কাপড় ধড়া করিয়া পরে।



সামান্ত অঙ্গার অঙ্গামী।

পরিবার। নাচ গাহনা কি লড়াই ঝগড়া এ বেশে হয় না। নৃত্য গীত ও যুদ্ধের সজ্জা অস্ত্র প্রকার। গাঢ় নীলবর্ণ চাদরের দুই আঁচলে ঝালরদার হাসিয়া, তাহার দুই ধারে লাল ও হরিত্রা পা'ড়—সেই চাদর পিঠের উপর দিয়া বুকে বাঁধা থাকে—ইহাই অঙ্গামীদের যুদ্ধের ও নাচের সাজ। জীলোকদেরও কাপড় দুই খানি। গারের উপর প্রথমে একটা ছোট জামা কাঁকাল পর্যন্ত খুলিয়া থাকে। তাহার পর একখানি চাদর কাঁধের উপরে বেড় দিয়া কোমরে লাগানো। শীত পড়িলে তাহারা ইহার উপর আর এক খানি চাদর গারে দেয়।

অঙ্গামী পুরুষদের মাথার বড় বড় চুল; কেবল সম্মুখে ছোট, তাহাই সঁধা করিয়া আঁচড়ানো। অনেকে আবার সঁধা কাটে না, চুলের ঝালি জর উপর খুলাইয়া রাখে। বড় চুলে হুঁকা বাঁধা। হুঁকাতে বেড় দিয়া ঝোলো ঝোলো ফুটন্তকপাল জড়ানো। পুখা পার্কান আসিলে তাহার উপর পাখীর পাখক লাগাইয়া

দেয়। পুচ্ছের শাদা পাখা, শাদার উপর কাল রঙের আঁজি দেওয়া,—তাহাই অঙ্গামীদের অধিক প্রিয়। মনে ধরিলে তাহারা একটি পালক আট আনা দিয়া ক্রয় করে। কিন্তু পোষাকের রুচি সকলের সমান নয়। কেহ কেহ কেবল বাড়রী কাটিয়া ফুর ফুরে চুল উড়াইয়া দেয়, মাথায় কোন রকম বেশভূষা পরে না। কেহ বা ভালুকের লোমে মালা করিয়া মাথায় জড়াইয়া রাখে।

কানের ভূষণও অনেক। তাহার মধ্যে 'কর্ণফুলটাই' সকলে অধিক ভাল বাসে। এই ফুল বেশ একটু কারিগরি আছে। প্রথমে লাল পশমের ছোট থোবা; থোবার চারি পাশে ছোট চামরের মত ছাগ লোমের ঝালর। মধ্যস্থলে সবুজ পোকার পালক, পরকোণার মত লাগানো। ঝালকের ধারে ধারে শাদা বীজ মুক্তার মত মাজানো থাকে। ফুলের বোটা কানের পশ্চাতে বন-শুকরের দাঁতে আঁটিয়া দেওয়া। দাঁতের গোড়ায় নানা বর্ণের বেত দিয়া কাজ করা। অনেকে কঁাসার মাকড়ী, কাপাসের গোছা এবং পাখীর পালকও কানে পরিয়া থাকে। কণ্ঠভূষণের মধ্যে হাড়ের মালা; অকীক, কাচ, পাঁথ এবং কড়ীর মালাই অধিক চলিত। বাহতে হাতীর দাঁতের পদক কিম্বা বেতের তাড়। হাঁটুর নিম্নে বিচিত্র বেতের মল।

অবিবাহিতা বালিকারা চুল রাখে না, সমস্ত মাথা পরিষ্কার করিয়া কামায়। বিবাহের পর তাহারা চুল ঝাথিয়া দেয়; একটু বড় হইলে তাহাতে খোঁপা বাঁধে। জ্রীলোকদের গলার অলঙ্কার প্রায় পুরুষদের মত। কুমারীরা কানে শাঁথের পাশা পরে। বিবাহিতা জ্রীলোকদের কানে মাকড়ী এবং বাহতে কঁাসার অলঙ্কার।

অঙ্গামীদের নিজের অস্ত্র কেবল দা ও বর্শা। ইদানীং তাহারা অনেকগুলি বন্দুক পাইয়াছে। কাহার হাতে বন্দুক কি পিস্তল দেখিলে তাহা লইবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করে। সহজে না পাইলে চুরি করিবার উপায় দেখে। যখন ইহারা রণসজ্জায় দল বাঁধিয়া বাহির হয়, সে সময়ের দৃশ্য অতিশয় ভয়ঙ্কর। সর্বদা অস্ত্রশস্ত্রে ও নানা প্রকার বেশভূষায় সুসজ্জিত; তাহারা ঘন ঘন গম্ভীর চীংকার করে। তখন চারিদিক শিহরিয়া উঠে, পর্বত হুলিতে থাকে; বহুমতি বুঝিতে পারেন যে, বুকের উপর দিয়া বীর পুরুষ হাঁটিতেছে।

ইহাদের বর্শা মন্দ নয়। নিকটে কাছাকেও আঘাত করিলে প্রায় নিশ্চল হয় না। বর্শায় কলা প্রায় এক

হাত হইতে দেড় হাত লম্বা, তিন চারি অঙ্গুলি প্রশস্ত। তিন চারি হাত লম্বা হকার মাথায় সেই কলা লাগানো থাকে। হকার উপরে বিচিত্র লোম জড়ানো এবং তাহার অস্ত্র ডগায় লোহার সরু ফল আঁটা। নাগারা ভুলিয়াও কখন বজ্রভাবে বর্শা ঠেসাইয়া রাখে না। বেরূপেই রাখ, হকাটা সোজা থাকা চাই। ইহাদের ঢালের কাঠাম তক্তা ও বাঁশে নির্মিত, তাহার উপর হাতীর কিম্বা বাঘের চর্খ দিয়া ঢাকা। ঢালের উপরের ছই কোণে বেতের শিং বাহির করা, সেই শৃঙ্গের অগ্রভাগ চুলের গোছা দিয়া সুসজ্জিত। ঢালের নিম্নভাগ সরু। ছই পাশে এবং মধ্যস্থলে শাদা, কাল, নীল এবং রক্তবর্ণ পশম ও পালক। নাগাদের ক্রমিকার্থের অস্ত্র দা, কুঠার এবং কোদাল; ইহাতেই তাহারা সকল কাজ সম্পন্ন করিতে পারে। অঙ্গামীদের কোন দ্রব্যো বিতৃষ্ণা নাই। জগতে যাহা কিছু নড়িয়া বেড়াইতে জানে, নাগারা তাহাই বেশ রুচিপূর্বক ভোজন করে। কুকুরের মাংস যেমন সুখাদ্য তেমনি সংপথ্য। সিদ্ধ করিয়া খাইলে শরীরে কোন ব্যাধি থাকে না। কিন্তু যে জাতি এত নির্ম্মিকার, তাহাদের মুখে ছন্দ কেন রুচে না, বলিতে পারি না। ছন্দের বাটী মুখের কাছে ধরিলে তাহারা ওয়াক ভুলিয়া সারা হয়।

অঙ্গামীরা কখন এক জ্রীর বর্তমানে অস্ত্র কাগাকেও বিবাহ করিতে পারে না। কিন্তু জ্রী মনে করিলে স্বামীকে ছাড়িতে পারে, স্বামীরও ইচ্ছা হইলে পত্নীকে ত্যাগ করে। তখন কাহারও আর পুনর্বিবাহ করিতে আপত্তি থাকে না। ইহাদের বিবাহ বরকস্তার ইচ্ছাতেই হয়। উভয়ের মন মিলিয়া গেলে বাটার কর্তারা আপত্তি করেন না। তবে, আবশ্যক হইলে তাহার সংপরামর্শ দিতে পারেন। বিবাহে ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকলাপে উদর পুরিয়া মদ্য মাংস ভোজন ভিন্ন অস্ত্র খটা কিছুই নাই।

পিতার মৃত্যুর পর পুত্রের পৈতৃক বিষয় সমান অংশ করিয়া লয়। বাড়ীটী কেবল কনিষ্ঠ পুত্রের থাকে, তাহাতে অস্ত্র ছেলেদের সম্ব নাই। বাটার বিধবা জ্রীলোকেরা দাবজীবন খাইতে পরিতে পায়, কিন্তু নিজের বস্ত্রালঙ্কার ভিন্ন অস্ত্র কোন সম্পত্তির অংশ পায় না। জ্রীপুরুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিলে পরিত্যক্ত জ্রী সমস্ত বিষয়ের তিন ভাগের এক ভাগ অংশ পায়। ত্যক্ত জ্রীর অপোগণ্ড সন্তান থাকিলে কিছুকাল সে মায়ের কাছে থাকে, বড় হইলে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসে।

গ্রামের নিকটেই অঙ্গামীদের পোরহান। ইহারা মৃতদেহের সঙ্গে অস্ত্র, কাপড়, মদ, মূর্গা, এবং খাদ্যদ্রব্য পুতিয়া তাহার উপর সমাজ বানাইয়া দেয়। সমাধির চারিদিক পাথর দিয়া গাঁথা, তাহার মধ্যে একখানি প্রস্তরে মৃতব্যক্তির মূর্তি খুদিয়া রাখে। শব পোতা হইলে সকলে গোরের উপর কতকগুলি পাতা বিছাইয়া তাহাতে মদ ঢালিয়া দেয়। অঙ্গামীরা ত মাংসপিপাচ, কিন্তু ইহাদের যতটুকু ধর্মবুদ্ধি আছে, তাহাতে অখাদ্য ভোজন ও জীবহিংসাকে মহাপাপ বলিয়া জানে। তাহাদের বিশ্বাস এই, ভাল লোকেরা মৃত্যুর পর আকাশে গিয়া নক্ষত্র হয়। কিন্তু মাংস খাইলে সাতবার প্রেতবোনিতে জন্মিয়া তাহার পর সে মোমাছী হইয়া যায়। অকা, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতির মত পর্বতের মধ্যে ইহাদেরও অনেক দেবতা আছে। নদীতে, জঙ্গলে, গিরিগুহায় এবং পর্বতে এক একটা স্বতন্ত্র দেবতা সর্বদাই বিরাজ করিতেছেন। নাগারা প্রাণের ভয়ে ঐ সকল দেবতার পূজা করে, ফলতঃ মনের ভক্তি কিম্বা শ্রদ্ধা নাই। কোন কাজ করিতে হইলে আগে ইহারা তাহার শুভাশুভ ফল গণিয়া দেখে। না গণিয়া কিছুতে হাত দিলে মূঢ়তা প্রকাশ পায়। ইহারা মূর্থ কি না, তাই আমাদের মত খড়ী পাতিয়া গণনা করে না; ফলের ফলের নাম করিতেও বলে না। শুভাশুভ ফল গণিয়া দেখিবার সময় দা দিয়া একটা কাটা ছোট ছোট করিয়া কাটিতে থাকে। উপরের কাটা মুখ যদি উন্টিয়া পড়ে, তবে বড় কুলক্ষণ। ভবিষ্যৎ গণিবার আরও ভাল প্রক্রিয়া আছে। একটা মূর্গার গলা টিপিয়া ধরিলে যদি সে বাম পায়ের উপর দক্ষিণ পা দিয়া মরে, তবে সেটা বেশ কুলক্ষণ। যুদ্ধে যাইবার সময় সন্মুখ দিয়া হরিণ ছুটিয়া গেলে সে সংগ্রামে হারিতে হয়। কিন্তু পশ্চাৎ দিক দিয়া যদি বাঘ চলিয়া যায়, তবে দেবতার আসিয়া অস্ত্র ধরিলেও সে যুদ্ধে হটাইতে পারেন না। অনেক বনের পাখীও আছে, তাহাদের কোনটার ডাক ভাল, কোনটার ডাক মন্দ। বাম দিক দিয়া ডাকিয়া গেলে শুভ হয়, দক্ষিণ দিকে ডাকিলে অশুভ।



অঙ্গামীদের রাজা নাই। তাহারা সকলেই স্ব স্ব

প্রধান। তবে তাহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে এক জন করিয়া নামে সর্দার আছে, এই পর্য্যন্ত। সেই সর্দারকে পিউমা বলে। তিনি সন্তোষ, যুদ্ধে ছই একবার বীরত্ব দেখাইয়াছেন, এবং তাহার ভূমি ও গোত্র বাহুর অনেক আছে, তিনিই সর্দারের যোগ্য ব্যক্তি। বিস্ময় ঘটিলে তিনিই উত্তর পক্ষের মধ্যস্থ হন। কিন্তু বিবাদ মিটাইবার সময় যদি ছই দিকের মন রাখিতে পারেন, তবেই তাহার কথা লোকে মানে। অস্ত্রধা, অর্ধী প্রভৃতি আপনানাই গায়ের জোরে বিবাদ নিশ্চয় করে। স্ত্রের বিষয় এই, অঙ্গামীদের এক এক সস্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে অস্ত্র শ্রেণীর নাগারা কোন পক্ষ অবলম্বন করে না। যুদ্ধের সময় তাহারা প্রায় নিরপেক্ষ থাকে। এই গুণ না থাকিলে নাগাজাতি এতদিন নিমূল হইয়া যাইত।

নাগারা ইংরাজদের সঙ্গে অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছে। ১৮৩১ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন জেনকিন্স, পেয়ার্টন এবং গর্ডন, নাগাদের সঙ্গে আসাম ও মণিপুরে যাঁহাতে ব্যবসা চলে তাহার পথ খোলসা করিতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে কামান, বন্দুক এবং অনেক লোকজন ছিল। কিন্তু অঙ্গামীরা স্বাধীনতার বরপুত্র; অপরিচিত লোক না বলিয়া কতকটা চতুরঙ্গ সেনাবলে তাহাদের অধিকার দিয়া যাইবে, এ অপরাধ কখনই সহ্য হইতে পারে না। রাগে আগুন ছুটিল। কত নাগা ইংরাজদের ধরিয়া মারিল, কত নাগা ইংরাজদের মারিতে গিয়া গুলিবৃষ্টিতে উড়িয়া গেল। তাহার পর আঠার-শ-গলাশ সাল। পঞ্চাশ সাল আসিল না কাল আসিল। সমগুতিজে ইংরাজদের একটা আঙড়া ছিল। নাগারা পুনঃ পুনঃ সেই খানে আসিয়া উৎপাত করিত, শেষে তথাকার জমাদার ভোগটাদকে মারিয়া ফেলে। এই অপরাধের উচিত দণ্ড দিতে ইংরাজেরা



আবার ছুটিয়া আসিলেন। যুদ্ধ হইল, নাগারা হটিয়া গেল। এখন অঙ্গামীদের দৌরাঙ্গা অনেকটা কমিয়াছে। [নাগা দেখ]

এই চিত্রখানি চোগু নামক স্থানের জৈনক বর্জিত ব্যক্তির। ইহার নাম ঈশবং ভজম্। ইনি রণবেশে রহিয়াছেন। ঐন্দ্রিয়াজন্য প্রসাদে ইহার মুখ সম্পত্তির অস্তরসাই। তাই রাজা

দের যেখানে বাহা ভাল লাগিয়াছে, মন ভরিয়া সেখানে তাহাই পরিয়াছেন। মুখ যুড়িয়া অলকা কাটা; ভালু-
কের লোম, কড়ী, পাশক ও বেতের নানা রকম সাজ—
জগতের ভূষণ আর বাকি
নাই। এমন কলপমূর্তি না
হইলে ফেমীর বা মন
ভুলিবে কেন ? ফেমী
শৈশবের পত্নী। ইনি বাস্ত-
বিক একটা সুশ্রী স্ত্রীলোক।
ফেমীর কটিতে কেবল
একখানি ধড়া পরা; শরী-



রের আর কোথাও বস্ত্র নাই। বড়ার উপর সামান্য রকম
কড়ীর অলঙ্কার। হাতে বেতের বালা ও বাজু, গলায়
পাথরের মালা। নাগাদের পুরুষেরাই অধিক ভূষণপ্রিয়;
স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার পরিতে ততটা ভাল বাসে না।

অজ্ঞান (পুং স্ত্রী) অজ-আরন্। *। অজিঅমিমন্ডিত্য আরন্।
উৎপাদ ৩। ১৩৪। অজ মদ এবং মন্দ ধাতুর পর আরন্
প্রত্যয় হয়। কাঠাদি কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইলে অগ্নিনির্ভাণের
পর যে কৃষ্টবর্ণ পদার্থ অবশিষ্ট থাকে; আভার, কয়লা।
(পুং) মঙ্গলগ্রহ। (স্ত্রী) রক্তবর্ণ। (জি) রক্তবর্ণবিশিষ্ট।
অগ্যতে চিহ্নং ক্রিয়তে অনেন ইতি অজ্ঞানম্। অজ্ঞান
দ্বারা এখনও অনেকে চিহ্ন রাখিয়া থাকেন। পূর্বেও
অজ্ঞান দ্বারা চিহ্ন করা হইত। কুমার সম্ভবে তাহার
প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

বমোহপি বিলিখনু ভূমিং দণ্ডেনাস্তমিতত্বিবা।

কুরুতেহগ্নিন্নমোহেহপি নির্ভাণালাতলাঘবন্।

২। ২৩।

অজ্ঞান (Carbon)। সাঙ্কেতিক চিহ্ন “অজ” (C); সাংযো-
গিক গুরুত্ব ১১.৯৫। পৃথিবীতে আমরা যে সমস্ত বস্তু
দেখিতে পাই, তাহার কতকগুলি রূঢ় পদার্থ, আর কতক
গুলি যৌগিক। যে বস্তু নিজেই একটা স্বতন্ত্র পদার্থ,
তাইতিন স্বতন্ত্র যোগে উৎপন্ন হয় নাই, তাহা রূঢ় পদার্থ।
যে বস্তু দুই তিন পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে,
তাহা যৌগিক পদার্থ। সোনা, রূপা, লোহা, গন্ধক,
অন্নজান, জলজান প্রভৃতি দ্রব্য রূঢ় পদার্থ; জল যৌগিক
পদার্থ, কারণ ইহা অন্নজান ও জলজানের যোগে উৎপন্ন
হয়। মনে করিলেই আমরা এই দুই পদার্থকে পৃথক করিয়া
দিতে পারি, আবার এই দুই পদার্থ যোগ করিয়া জল
প্রস্তুত করিতে পারি। অজ্ঞান একটা রূঢ় পদার্থ।

কাঠ পোড়াইয়া যে করলা প্রস্তুত হয়, সাধারণ
ভাষার ভাষাকে আমরা অজ্ঞান বলি। কিন্তু রাসায়নিক
বিদ্যা মতে করলা বিগুহ অজ্ঞান (carbon) নয়। বিগুহ
অজ্ঞানের গুণ এই যে, ইহাতে উত্তাপ লাগিলে অন্নজা-
নের সহিত মিশিয়া বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, অবশিষ্ট
কিছুই পড়িয়া থাকে না। কিন্তু করলা পোড়াইলে
ছাই পড়িয়া থাকে। চূণ, ক্ষার প্রভৃতি পার্থিব পদার্থে
ছাই হয়। সে জন্ত করলার অজ্ঞান ছাড়া অপরাপর বস্তুও
মিশ্রিত আছে। পুড়িলে অজ্ঞান টুকু অন্নজানের সহিত
মিশিয়া অজ্ঞানক বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, অপরাপর
বস্তু ছাই হইয়া পড়িয়া থাকে। মোটামুটি ধরিতে গেলে
করলাকে (charcoal) অজ্ঞান বলিতে পারা যায়।

প্রদীপের উপর সরি ঢাকা দিলে যে তুলা পড়ে, কয়-
লার চেয়ে তাহা বিগুহ অজ্ঞান। স্বাভাবিক অবস্থায় বিগুহ
অজ্ঞান দুই প্রকার—হীরা ও কৃষ্ণদীপ। অতএব অজ্ঞানের
রূপ এক প্রকার নয়। তুলা অতি কোমল পদার্থ, তাহাও
অজ্ঞান, আবার বস্ত্র তুলা হীরকও অজ্ঞান। কৃষ্ণবর্ণ কদা-
কার কয়লাও অজ্ঞান, আবার প্রভাশালী মহামূল্য হীরক-
ও অজ্ঞান। হীরক, কৃষ্ণদীপ ও কয়লা, অজ্ঞানের এই
তিনটি রূপের সংক্ষেপ বিবরণ পশ্চাতে লিখিত হইতেছে।

হীরক (diamond)—১৭৫৬ খৃঃ অব্দে ল্যাভোজিসও,
অন্নজানে হীরা পোড়াইয়া দেখেন যে, ইহা বিগুহ
অজ্ঞান বৈ আর কিছুই নহে। হীরার আপেক্ষিক গুরুত্ব
৩.৫ হইতে ৩.৫। মাটির ভিতর বেলে পাথরের খনিতে
ইহা জন্মে। স্বাভাবিক অবস্থায় ইহার চারিদিকে বিস্তর
কোণ, দেখিতে ঠিক অ্যামিতির ক্ষেত্রের মত। বস্ত্রতুলা
এমন কঠিন পদার্থ অগতে আর দ্বিতীয় নাই। আকর
হইতে তুলিয়া হীরাকে কাটিতে হয়। কাটিলে ইহার
উজ্জল দীপ্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে। গোলকুণ্ডা, বোণিও
এবং ব্রেজিল প্রদেশের হীরাই প্রসিদ্ধ। আফ্রিকার দক্ষিণ
কেপ প্রদেশেও অনেক হীরা পাওয়া যায়। হীরা অমূল্য
রত্ন। তাহার মধ্যে পরিষ্কার জলের মত যে হীরা নির্মল,
তাহারাই আদর অধিক। হীরা দিয়া কাচ পাথর কাটিতে
হয় এবং বৈদ্যেরা হীরাতন্ত্রে ঔষধ প্রস্তুত করেন। অজ
কোন দ্রব্যের সঙ্গে না মিশাইয়া শুধু হীরাতে যদি প্রথর
তাপ দেওয়া যায়, তবে ফুলিয়া ঠিক কোক করলার মত
হয়। তাই সকলে অহুমান করেন, ধনিজ দ্রব্যে অধিক
তাপ লাগিলে হীরা জন্মে না। [হীরক দেখ]।

দ্বিতীয় অজ্ঞান,—কৃষ্ণদীপ (Plumbago or Gra-

phite)। এই ধর্মজ পদার্থ লবণ, সাইবিরিয়ার ও ককশাও প্রদেশের বরোডেল নামক স্থানে প্রচুর পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে সীসের মত, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ। কাগজে টানিলে কাল দাগ পড়ে। সে জন্য ইহাতে ভাল পেন্সিল প্রস্তুত হয়। লৌহাদিও ইহাতে বেশ পরিকৃত হইয়া থাকে। কৃষ্ণমীস নিরেট বটকোণ শলাকাকারে খনির মধ্যে থাকে। [সীস দেখ]। ইহার আণবিক গুরুত্ব ২১৫ হইতে ২৩৫। গন্ধক দ্রাবক ও ক্লোরট অক্সিড পটাসের সঙ্গে জাল দিলে ইহার মরলা কাটিয়া আসে। তাহাতে প্রথমে তাপ লাগাইলে পাত্রে খাঁটি সীস জমিতে থাকে। চাপ দিলে তাহাই ধাতুর মত জমাট বাঁধিয়া যায়।

তৃতীয়, অজ্ঞান—ওজি ও জাতব। কাঠ ও জন্তর অগ্নি পোড়াইলে কয়লা হয়। মাটির ভিতর পাথুরিয়া কয়লা পাওয়া যায়। প্রদীপের উপর ঢাকা দিলে ভুস পড়ে। এই সমস্ত গুলিকে কার্বন। কাঠের কয়লা জলের উপর ফেলিয়া দিলে ভাসিয়া বেড়ায়। তদৃষ্টে সহসা বোধ হয়, ইহা জলের চেয়ে হাল্কা। কিন্তু বাস্তবিক হাল্কা নয়। কয়লার গায়ে হুস হুস ছিট আছে, তাহাতে বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। জল অপেক্ষা বাতাস লঘু। লঘু বস্তুর বাস্তবিক ধর্ম এই যে, তাহা উপরে ভাসিতে থাকে, আর ভারী বস্তু ডুবিয়া যায়। পরিপূর্ণ নিখাস লইয়া জলে ডুবিলে শরীর উপরে ভাসিয়া উঠে। হুচির গোড়ায় একটি ছোট ছিট আছে তাই হুচি জলের উপর ভাসানো যায়। তজ্জপ, কয়লার গায়েও ছিট আছে বলিয়া উহা জলের উপর ভাসিতে থাকে। কিন্তু হুসচূর্ণ করিয়া ফেলিলে সমস্ত ছিট ভাঙ্গিয়া যায়, তখন কয়লা জলের উপর আর ভাসে না।

অজ্ঞানের গায়ে সুরু সুরু ছিট আছে বলিয়া ইহা স্নানস্থলের অনেক কাজে লাগে। মেঘ ও বৃষের অগ্নির অজ্ঞান দিয়া চিনি লবণ প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য পরিকৃত করা হয়। এক এক খানি অজ্ঞান বত বড়, উহাতে ঠিক তাহার ১০ গুণ আরতনের এমোনিয়া বাষ্প এবং ৯ গুণ আরতনের অক্সিজেন শোষিত হয়। তজ্জন্ত পীড়িত ব্যক্তির ঘরে কিম্বা চূর্ণক স্থানে বুলাইয়া রাখিলে বায়ুর ঘোষ নষ্ট হইয়া থাকে।

কাঠ দগ্ধ করিলে পাথুরীয়া কয়লা হয় না। ইহার উৎপত্তি অন্য প্রকারে। কত যুগ যুগান্তর হইল বড় বড় বনজলদের উপর মাটা ঢাকা পড়িয়াছিল। ক্রমে রসে ভিজিয়া, তাপে সিদ্ধ হইয়া সেই সকল বৃক্ষ আজি পাথু-

রীয়া করলা হইয়াছে। [পাথুরীয়ার নামে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেখ]।

অজ্ঞানের গুণ এই যে, বথেষ্ট অক্সিজেন পাইলে পুড়িবার সময় ইহা ঠিক আপনাতর আরতনের বিগুণ অক্সিজেনে মিশিতে থাকে। অর্থাৎ অজ্ঞানের একটি পরমাণু, অক্সিজেনের ঠিক দুইটা পরমাণুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়। অধিক অক্সিজেন পাইলেও কদাচ তাহার সঙ্গে মিশিয়া যায় না। অজ্ঞান এবং অক্সিজেন একত্র মিশ্রিত হইলে দুই প্রকার বৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। তাহার একটার নাম অজ্ঞানক বাষ্প (carbon monoxide or carbonic oxide gas) এবং অপরটার নাম অজ্ঞানাস (carbon dioxide or carbonic acid)। অজ্ঞান পুড়িবার সময় অক্সিজেনের কম বেগীতে এই দুই রকম বৌগিক পদার্থ জন্মে। অজ্ঞানের নিজের পরিমাণের সমান অক্সিজেন মিশিলে অজ্ঞানক বাষ্প উৎপন্ন হয়। আবার যদি তাহার ঠিক বিগুণ অক্সিজেনে মিশিতে পার, তবে অজ্ঞানাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। তজ্জন্ত, অজ্ঞানক বাষ্পের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ১ সমান-অজ্ঞান+১ সমান অক্সিজেন বা 'অক.অ' (C.O.) এবং অজ্ঞানাসের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ১ একভাগ অজ্ঞান+২ দুইভাগ অক্সিজেন বা 'অক.অ_২' (C.O_২)।

পাথুরীয়া কয়লার উনানে আগুন জালিলে নীচে দিয়া বায়ু প্রবেশ করে। বায়ুতে প্রচুর অক্সিজেন আছে; সুতরাং অজ্ঞানের সঙ্গে বথেষ্ট অক্সিজেন মিশিতে পারে। ইহাতেই অজ্ঞানাস বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহার পর, ঐ বাষ্প অগ্নির ভিতর দিয়া উপরে উঠিতে যায়। আগুনের ভিতরে ভালরূপ বাতাস খেলিতে পারে না, তাই বথেষ্ট অক্সিজেন নাই। নিম্নের অজ্ঞানক বাষ্প উপরে উঠিলে অগ্নির ভিতরের অজ্ঞান সেই বাষ্পের অল্প অল্প অক্সিজেন লইতে থাকে। তাহাতেই অজ্ঞানক বাষ্প উৎপন্ন হয়। আগুনের ভিতরে যে নীলবর্ণ শিখা দেখা যায়, তাহাই অজ্ঞানক বাষ্পের শিখা। অকশেবে, অজ্ঞানক বাষ্প আগুনের উপরে উঠিলে তাহার চারিদিকে বাতাস লাগে, সুতরাং তখন আর অক্সিজেনের অভাব থাকে না। সেই অজ্ঞানক বাষ্প পুনর্বার অজ্ঞানাস হইয়া উড়িয়া যায়।

রাসায়নিক পণ্ডিতেরা কোন বিষয়ের পরীক্ষার জন্য অক্সালিক অম্ল (oxalic acid) এবং গন্ধক দ্রাবক দিয়া অজ্ঞানক বাষ্প প্রস্তুত করেন। কিন্তু অপেক্ষে, অজ্ঞানাস বাষ্পের অভাব নাই। বায়ুর ২৫.০০ হইতে ২৬.০০ হইতে পীড়িত তাপের এক ভাগ অজ্ঞানাস। পণ্ডিতেরা বিকৃত করিয়া

ছেন, পৃথিবীর সমুদয় বায়ুতে ৮১,০০,০০,০০,০০,০০ মণ অঙ্গারাম আছে। শুধু, কাঠ কয়লা প্রভৃতি পুড়িলেই অঙ্গারাম জন্মে না। সকল জন্তুর প্রেবাসের সঙ্গে এবং লোমকূপ দিয়া অষ্টপ্রহর ইহা বাহির হইয়া আসিতেছে। উদ্ভিদেও এই বাষ্প নিঃসারের সঙ্গে গ্রহণ করে। তাহাই ক্রমে কাঠ ও পাতার পরিণত হয়। সকল রকম বাষ্পের চেয়ে অঙ্গারাম বাষ্প অধিক ভারী। ইহার ভিতর আগুন জলে না। অঙ্গারাম বাষ্পের শিশির ভিতর জলন্ত পলিতা ফেলিয়া দিলে তখনি নিবিয়া যায়। তাই, কয়লার খনিতে আগুন লাগিলে তাহা নিবাইবার এমন সহজ উপায় আর নাই। খনির চারি দিকের পথ বন্ধ করিয়া তাহার ভিতর অঙ্গারাম প্রবেশ করাইলে তৎক্ষণাৎ আগুন নিবিয়া যায়। যেখানে আগুন জলে না, প্রাণ-শিখাও সেখানে জলিতে পারে না। অনেক দিনের পুরাতন কূপে অঙ্গারাম জন্মে। তাই সে প্রকার কূপে মানুষ নামিলে তখনি মরিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে এই রূপ দুর্ঘটনার গল্প প্রায় সকলেই শুনিতে পান। সম্ভ্রতি চুচুড়ায় তিন চারি জন লোক একটা পুরাতন ইদারার ভিতর নামিয়া প্রাণ হারাইয়াছে। পুরাণ পাতকুয়া ঝালাইতে হইলে কিবা তাহার ভিতর ঘটা বাটা পড়িলে সহসা লোক নামাইবে না। প্রথমে লাঠনের ভিতর বাতী জালিয়া তাহা কূপের ভিতর ঝুলাইয়া দিবে। জলের নিকট পর্য্যন্ত গেলেও যদ্যপি আলো জলিতে থাকে, তাহা হইলে বিপদের ভয় নাই। কিন্তু যদি হঠাৎ আলো নিবিয়া যায়, তবে সে কূপে মানুষ নামিলে মৃত্যু নিশ্চিত।

একটা ছোট ঘরে অধিক লোক একত্র হইলে বসিলে নানা প্রকার পীড়া জন্মে। চাই কি, সহসা মৃত্যুও ঘটতে পারে। কলিকাতার অন্ধকূপের দুর্ঘটনার কথা আজি কালি সকলেই পড়িয়াছেন। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দ ২১শে জুন, রাত্রিকাল। ঘরের ছাদ মাঠ বাট নদীর তট সকলি নীরব, নিস্তব্ধ। কোথাও বাতাস নাই—গাছের পাতাটীও নড়িতেছে না। পাতাল পর্য্যন্ত ফাটিয়া যাইতেছে, গ্রীষ্মে প্রাণ বাহির হইতেছে। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার কর্মচারীরা ১৪৬ জন লোক একটা চোর কুঠারীতে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। পর দিন প্রাতে তন্মধ্যে কেবল ২৩ জন ব্যক্তি জীবিত ছিল। তাহাদেরও অনেকে শেষে অরোগে প্রাণত্যাগ করে। আমাদের দেশের লোক আত্ম-হত্যা করিতে হইলে গলায় দড়ী দেয়, আকিস খায়—

তাহাতে কত কষ্ট। পারিস নগরের লোক পশুত; তাই তাঁহারা আমাদের চেয়ে বেশ ভাল করিয়া মরিতে জানেন। আত্মহত্যা করিবার সাধ হইলে তাঁহারা ঘরের ভিতর কয়লা জালিয়া শুইয়া থাকেন। লোক জানালা বন্ধ, বাতাস খেলিতে পারনা,—কাজেই অঙ্গারামের বিবে শীত মৃত্যু ঘটে। তজ্জপ মৃত্যুতে একটুও কষ্ট নাই। কয়েক বৎসর হইল আমোদপুর ষ্টেশনের জনৈক খালাসী আপনার দ্বীপুত্র লইয়া একটা ছোট ঘরে শয়ন করে। শীত-কাল,—আংটায় গন্গন করিয়া কয়লা পুড়িতেছে, দ্বার বন্ধ। কিঞ্চিৎ কাল পরে তাহার একজন আত্মীয় ব্যক্তি আসিয়া দেখে, সকলেই মরিয়া গিয়াছে। ১৮৭২ সালে সিমলা পাহাড়েও ঠিক এই প্রকার একটা দুর্ঘটনা হইয়া ছিল। নেপিয়র সাহেব কয়েক জন কুলি লইয়া উপর পর্বতে বেড়াইতে যান। রাত্রিকাল, অত্যন্ত শীত; মহি-ষের শিং কাঁপিয়া উঠিতেছে। কুলিরা আপনাদের তাবুর মধ্যে গর্ত কাটিয়া তাহাতে কয়লা জালিল। গর্তের চারি-ধারে লোক, গায়ে গায়ে লোক; সকলে একত্র কাছা কাছি শুইয়া আছে। রাত্রিতে বরফ পড়িয়া তাবুর চতু-র্দ্বার ঢাকিয়া ফেলিল, বাতাস খেলিবার কোথাও একটু পথ থাকিল না। সেজন্ত অলন্ত কয়লার অঙ্গারাম বিবে প্রায় সমস্ত কুলির মৃত্যু ঘটে; কেবল দ্বারের নিকটবর্তী দুইজন ব্যক্তি অনেক কষ্টে বাঁচিয়াছিল। বিলাতে আজি কালি অঙ্গারাম দ্বারা কুকুর মারা হইতেছে। মানুষ দয়ার সাগর। লাঠীর বাড়ীতে জীবহিংসা করিলে যেন অনেকটা কষ্ট হয়। কাজ পড়িলে হিংসা কর ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহাতে মহুব্যয় দেখান চাই। তজ্জন্ত কুকুর মারিতে হইলে তাহাদিগকে অঙ্গারাম পূর্ণ একটা ঘরের ভিতর বদ্ধ করা হয়। বদ্ধ করিলে প্রথমে তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে, শেষে কিঞ্চিৎ পরে মরিয়া যায়। এদেশে শীত কালে অনেকেই মালসায় আগুন সাজাইয়া রাখেন। স্মৃতিকাগৃহেও গুল ও কাঠ পোড়ানো হয়। কিন্তু ইহাতে পদে পদে বিষ ঘটিবার সম্ভাবনা। শয়নগৃহে কমলা নেবু, আত্ম প্রভৃতি পাকা ফল এবং অধিক কুল রাখাও অসুচিত। এই সকল দ্রব্য হইতেও অঙ্গারাম বাহির হয়, অতএব পীড়া বা হঠাৎ মৃত্যু ঘটতে পারে।

আগ্নের পর্বতের নিকটবর্তী ভূগর্ভ হইতে অঙ্গারাম নির্গত হয়। যবদ্বীপে উপাস নামে একটা উপত্যকা আছে। সেখানে দিবারাত্র মাটির ভিতর হইতে অঙ্গারাম উঠিতেছে। সেই তীক্ষ্ণ বিষের প্রভাব তাহার

নিকটে তৃণাণ্ড গজায় না। তাহার বার হাত উপর দিয়া পাখী উড়িয়া গেলে তখন মরিয়া যায়। অনেকে ঐ স্থানে কুকুর কেলিয়া দিয়া দেখিয়াছেন ১৪ পলের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়।

অঙ্গারান্ন খাস যন্ত্রের পক্ষে বিধবৎ, কিন্তু অঠরাগ্নির পক্ষে অমৃততুল্য। ইহাতে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হয়। তাই লোকে সোড়া ওয়াটার, লেমনেড্ প্রভৃতি বাষ্প-জল খাইয়া থাকেন। [সোড়া ওয়াটার দেখ]।

অঙ্গার ও জলজানের যোগে অনেকগুলি যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে জলা বাষ্প (marsh gas) প্রধান। এই বাষ্প কয়লার খনিতে ও অন্ত্রাশ্র স্থানে জন্মে। খনির ভিতর অন্ধকার, আলো না থাকিলে কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু যেখানে এই রূপ জলা বাষ্প জন্মিয়াছে সেখানে জলন্ত মশাল লইয়া গেলে দপ্ করিয়া অলিয়া উঠে, তাহাতে সময়ে সময়ে অনেক বিপদ ঘটে। তাই ডেভী সাহেব তারবেষ্টিত এক প্রকার লাঠন নির্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। খাল, বিল এবং পুরাতন পুকুরিগীর ধারে ও পচা মাটির ভিতর জলা বাষ্প জন্মে। ভিতরে ঐ জলা বাষ্প ফুটিয়া উঠে, উপরে তাহার স্পষ্ট ব্দব্দ চিহ্ন দেখা যায়। পাথুরিয়া কয়লা হইতে যে গ্যাস্ প্রস্তুত হয়, তাহাও অঙ্গার ও জলজান মিশ্রিত। এক ভাগ অঙ্গার এবং দুই ভাগ জলজান, মিশ্রিত করিয়া যে গ্যাস (olefant gas) প্রস্তুত করা হয়, তাহার আলো দিনের মত পরিষ্কার।

ঔষধেও অঙ্গার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাঠ অথবা মেঘ কিম্বা বৃষের অস্থি আবৃত পায়ে রাখিয়া অন্ন অন্ন জাল দিবে। কিয়ৎকণ পরে তাহাতে কয়লা প্রস্তুত হয়। সেই কয়লা জলমিশ্র লবণজাবকে (diluted muriatic acid) ভিজাইয়া রাখিবে। ইহাতে অঙ্গারের সমস্ত অপ-
রিকার দ্রব্য গলিয়া যায়। তাহার পর, পরিস্কৃত জলে সেই কয়লা ধুইয়া লইলে ব্যবহার যোগ্য হয়। কাঠাঙ্গারের চেয়ে অস্থ্যঙ্গারের উপকার অধিক। এলোপ্যাথী ডাক্তারদের মতে ইহাতে বায়ু ও অন্ন নষ্ট হয়। ইহার মাত্রা ১০ রতি হইতে ৩০ রতি পর্য্যন্ত। রক্তামাশ্র রোগে অল্প পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইলে ১৥ রতি মাত্রার প্রত্যহ তিন চারিবার কয়লা সেবন করাইলে এবং শল্যধারে পিচকারী দিলে বিশেষ উপকার করে। অজীর্ণরোগে, উদরাগ্নান থাকিলে এবং ভোজনের পর অন্ন হইলে

অনেকেই অঙ্গার খাইতে যেন। কতস্থান পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইলে নিয়মিত প্রলেপটা বিলম্ব উপযোগী। কাঠের কয়লা অর্দ্ধ ছটাক, পাউরুটি দুই ছটাক, তিসির খোল দেড় ছটাক, পরিকার গরম জল আড়াই পোয়া। এই সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া কতস্থানের উপর প্রলেপ দিবে।

কাঠবিষ, আকিম, কুচিলা প্রভৃতি বিষ খাইলে অঙ্গার সেবনদ্বারা সে বিষ নষ্ট হয়। চিকিৎসার পূর্বে, কি পরিমাণে ঐ সকল বিষ উদরস্থ হইয়াছে, তাহা জানিবার চেষ্টা করিবে। কারণ, অনেক পরীক্ষাদ্বারা স্থির হইয়াছে যে, বিষের দশগুণ কয়লা খাইলে তবে তাহার তেজোহানি হয়। কয়লা সেবনের পর উদর পুরিয়া গরম জল পান করিতে দিবে।

বাহাদের মুখে দুর্গন্ধ হয়, সর্ষপ তৈলের সঙ্গে জুপারির কয়লা মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ তাহাতে দস্ত মাখিলে অল্প দিনেই মুখ পরিস্কৃত ও পদ্মগন্ধযুক্ত হইয়া উঠে।

কাঠাঙ্গার হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার অমৃত তুল্য। পুরাতন অতিসার রোগে মলে পচাগন্ধ হইলে অঙ্গার মহৌষধি। অর রোগে ও ওলাউঠার হস্তপদাদি শীতল হইলে এবং নাড়ী দুর্বল হইয়া পড়িলে অঙ্গার সেবন করিলে শরীর গরম ও নাড়ী সবল হইয়া উঠে। পুরাণ কালের পীড়ার প্লেগা সহজে না উঠিলে, বুকজালা এবং উদরাগ্নান থাকিলে অঙ্গার কিম্বা অঙ্গারের আরক খাইলে উপকার হয়। সৈঁকো বিষ খাইয়া প্রাণ সংশয় হইলে অনেক স্থলে অঙ্গার সেবনে উপকার হইয়াছে।

অঙ্গারক (পুং) অঙ্গার-কন্ স্বার্থে। মঙ্গল গ্রহ। মঙ্গলগ্রহের সঞ্চারাদি যাবতীয় বিবরণ [মঙ্গল শব্দে দেখ]। (পুং স্ত্রী) অঙ্গার। (স্ত্রী) তৈল বিশেষ।

অঙ্গারকতৈল। পুরাতন জরে এই তৈল মাখিলে বিশেষ উপকার করে। তিল তৈল ৪ সের, কাঁজি ১৬ সের। কক-
জব্য—হরিজ্ঞা, দারুহরিজ্ঞা, মূর্খামূল, লাঙ্গা, যজ্ঞিষ্ঠা, রাখাল সসার মূল, বৃহতী, সৈন্ধব লবণ, কুড়, রাঙ্গা, জটামাংসী, শতমূলী। প্রত্যেক ৬৥ তোলা। প্রথমে তৈল মুছাঁ করিয়া লইবে। [মুছাঁ দেখ]। তাহার পর ঐ তৈল কাঁজির সঙ্গে পাক করিবে। শেষে কক দ্রব্য দিয়া সিদ্ধ করিবে। পাকান্তে গন্ধদ্রব্য দিয়া হাঁকিয়া লইবে। [গন্ধদ্রব্য ও তৈলপাক দেখ]।

অঙ্গারকারিন্ (ত্রি) অঙ্গারঃ করোতীতি কৃ-ণিনি। যাহার বিক্রমার্ধ কাঠের অঙ্গার প্রস্তুত করে। নাড়ুই। অঙ্গার-

কারী, অঙ্গারকারিণী, অঙ্গারকারিণঃ। (স্ত্রী) অঙ্গার-কারিণী।

বাঙ্গালার বনাঞ্চলের লোকেরা জঙ্গলের বড় বড় বৃক্ষ কাটা হইলে তাহাদের মূল তুলিয়া দগ্ধ করে। পরে সেই অঙ্গার বিক্রয়ার্থ বিশ পঁচিশ কোশ দূর পর্য্যন্ত পাঠা ইয়া দেয়। কন্দকার এবং স্বর্ণকারেরা হাপর আলিবার জন্ত ঐ অঙ্গার ক্রয় করে। যেখানে কাঠের এ প্রকার সুবিধা নাই, সে স্থলে ইতর লোকেরা বাঁশের গোড়া তুলিয়া অঙ্গার প্রস্তুত করে। টীকা এবং গুলের জন্তও যথেষ্ট অঙ্গার বিক্রীত হয়। সালপত্র, পলাশপত্র এবং পচাপাতা মাতেই উত্তম টীকা ও গুল প্রস্তুত হয়। উদ্ভাব্যে কাঠের অঙ্গার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অরহর, ধক্ষী এবং বেগুন কাঠের অঙ্গারে বারুদ প্রস্তুত হয়। তামাকু খাইবার জন্ত টীকাই অধিক চলিত। কাপড় ইন্ধি করিবার জন্ত রজকেরা গুল ব্যবহার করে।

অঙ্গারকমণি (পুং) অঙ্গারকন্ত প্রিয়ঃ মণিঃ। শাক-তং। প্রবাল। প্রবাল রক্তবর্ণ, তজ্জন্ত মঙ্গলগ্রহের প্রিয়। মঙ্গলের ক্রীতাসাধনের নিমিত্ত তাহাকে প্রবাল উৎসর্গ করিবার ব্যবস্থা আছে। যথা,—

মাণিক্যং বিশুণ্ণে সূর্য্যে বৈদূর্য্যং শশলাঙ্কনে।

প্রবালং ভূমিপুত্রোচ পদ্মরাগং শশাঙ্কজে।

অঙ্গারকুষ্ঠক (পুং) অঙ্গার-কুষ্ঠ-কন্। হিতাবলী নামক ঔষধবিশেষ। [অসূত্রে সূত্র দেখ]।

অঙ্গারধানিক (পুং) অঙ্গার-ধা-ল্যুট, স্বার্থে কন্। অঙ্গার রাখিবার আধার, আংটা।

অঙ্গারধানী (স্ত্রী) অঙ্গারানি ধীরস্তে অস্ত্রাম্। ধা-অধিকরণে ল্যুট, স্ত্রীস্বাং ভীপ্। অঙ্গার রাখিবার আধার, আংটা।

অঙ্গারপরিপাচিত (স্ত্রী) অঙ্গার-পরি-পচ্-ণিচ-ক্ত। অলমলা-রেন পাচিত। অলস্ত আঙনে দগ্ধ করা মাংস, কাবাব।

অঙ্গারপর্ণ (পুং) অঙ্গারবস্তাস্থরং হৃৎস্পর্শ পর্ণং বাহনং রথোযন্ত সোহঙ্গারপর্ণঃ। (নীলকণ্ঠ) অলস্ত অঙ্গারের স্ত্রায় দীপ্তিমান ও হৃৎস্পর্শ হইয়াছে পর্ণ অর্থাৎ বাহন বাহর, তিনি অঙ্গার পর্ণ।

ইহার অপর নাম চিত্ররথ। তিনি যে বনে বাস করিতেন জাহারও নাম অঙ্গারপর্ণ। ঐ বন গঙ্গা ও রাকী নদীর কূলে অবস্থিত। চিত্ররথের প্রধাম মহিষীর নাম কুন্তীনদী। গন্ধর্বরাজ সন্ধ্যাকালে রমণীগণকে লইয়া গঙ্গা ও রাকীনদীতে স্নানক্রীড়া করিতেন। একদিন সন্ধ্যাকালে পাণ্ডবগণ কুন্তীর সঙ্গে সেই পথে রাইতে-

হিলেন, তদর্শনে চিত্ররথ ফুটু হইয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অর্জুন সেই ভৎসনাবাক্য সহিতে না পারিয়া আদেশ অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। কিন্তু কুন্তীনদী আসিয়া পাণ্ডবদের শরণাপন্ন হইল, সে জন্ত অর্জুন গন্ধর্বের প্রাণ নষ্ট করিলেন না। এই দিন হইতে চিত্ররথের সঙ্গে পাণ্ডবদের মিত্রতা হয়। গন্ধর্বরাজ অর্জুনকে দিব্য ঘোটক এবং চাক্ষুষী বিদ্যা প্রদান করিলেন।

[মহাভারত, আদিপর্ক-চিত্ররথপর্ক ১৭০ অধ্যায় দেখ]

অঙ্গারপর্ণ (স্ত্রী) অঙ্গারমিব রক্তবর্ণং পর্ণং যন্ত। চিত্ররথ নামক গন্ধর্বের বন।

অঙ্গারপাত্রী (স্ত্রী) অঙ্গারস্ত পাত্রী, ৬-তং। অঙ্গার রাখিবার আধার, আংটা।

অঙ্গারপুপ (পুং) অঙ্গারমিব রক্তবর্ণং পুপং যন্ত, বহুব্রী। ইন্দ্রদীপক, জিহ্বাপুতি গাছ।

অঙ্গারমঞ্জী (স্ত্রী) অঙ্গারা রক্তবর্ণা মঞ্জী মঞ্জরী যন্তাঃ। বহুব্রী। করম্ভা গাছ। করম্ভবিশেষ।

অঙ্গারমঞ্জরী (স্ত্রী) অঙ্গারা রক্তবর্ণা মঞ্জরী যন্তাঃ। বহুব্রী। করম্ভা।

অঙ্গারবল্লরী (স্ত্রী) করম্ভবিশেষ। ভার্গী। গুঞ্জা।

অঙ্গারবল্লিকা (স্ত্রী) অঙ্গারা রক্তবর্ণা বল্লী স্বার্থে কন্। কর্ণধা। কুঁচের লতা, গুঞ্জলতা। করম্ভা বৃক্ষ।

অঙ্গারবল্লী (স্ত্রী) অঙ্গারা রক্তবর্ণা বল্লী, কর্ণধা। কুঁচলতা, গুঞ্জলতা। করম্ভা গাছ।

অঙ্গারবেণু (পুং) অঙ্গারবর্ণঃ বেণুঃ। রক্তবর্ণবীশ। অঙ্গারবেণু শব্দ অশুশক্তিকাদি গণ মধ্যে পঠিত। ইহার ফল এই যে, তদ্বিত্তের ঐ গণ এবং ক ইৎ প্রত্যয় পরে হইলে ঐ সকল শব্দের উত্তরপদস্থ আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয়। *। অশুশক্তিকাদী-নাঞ্চ। পা ৭। ৩। ২০। যথা—অঙ্গারবেণুর্নাম কচ্ছিত্তস্তা-লতাম্ (অঙ্গারবৈণবঃ) (অঙ্গারবেণু—অণ্)। এস্থলে তদ্বিত্ত প্রত্যয়ের প্রকার ইৎ হইয়াছে, তজ্জন্ত অঙ্গারের আদিস্বর অকার এবং বেণুর আদিস্বর একার এই উভয়ের বৃদ্ধি হইল। [অশুশক্তিকাদি শব্দ দেখ]।

অঙ্গারশকটী (স্ত্রী) শকটী অঙ্গারার্থে ভীপ্। শকটিকা। অঙ্গারস্ত শকটী ৬-তং। (পুং স্ত্রী) অঙ্গার শকটী। অঙ্গার রাখিবার ক্ষুদ্র আধার; আংটা, ধূনাটী।

অঙ্গারাবল্লেখপণ (স্ত্রী) অঙ্গার-অব-ল্লেখ-করণে ল্যুট, অঙ্গারম্ অবল্লেখ্যতে অনেনেতি। স্বদ্বারা অঙ্গার ছড়িয়া ফেলা যায়। নিক্ষেপ করিবার পাত্র। অঙ্গারস্ত অবল্লেখপ-

গম, ৬-তৎ। ভাবে লুট্। অঙ্গারকেপণ।

অঙ্গারি (স্ত্রী) অঙ্গারী-কন্ পুৰোদরানিছাৎ কলোপঃ।

অঙ্গার রাধিবার আধার। আঙটা।

অঙ্গারিকা (স্ত্রী) অঙ্গার-ঈন্, স্ত্রীছাৎ টাপ্। আঙন রাধিবার আংটা। ইক্ষুকাণ্ড।

অঙ্গারিণী (স্ত্রী) অঙ্গার-ইন্, স্ত্রীছাৎ ডীপ্। আঙন রাধিবার আংটা।

অঙ্গারিত (স্ত্রী) অঙ্গার ইতচ্। *। তদন্ত সঙ্গাতং তারকা-দিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬। ইহার তাহা সঙ্গাত এই অর্থে তারকাদিশব্দের উত্তর ইতচ্ (ইত থাকে) প্রত্যয় হয়। অঙ্গারমিব রক্তবর্ণঃ সঙ্গাতমন্ত। পলাশ কলিকা, পলাশফুলের কুড়ী। (ত্রি) দধু প্রাশ কাঠ। [তারকাদি দেখ]।

অঙ্গারীয় (ত্রি) অঙ্গার প্রকৃতিরূপার্থে ছ। অঙ্গারেভ্য এতানি। দধু কাঠ।

অঙ্গিকা (স্ত্রী) অঙ্গ-ইন্-কন্ স্বার্থে স্ত্রীছাৎ টাপ্। অঙ্গমা-বৃণোতি। কঙ্ক, আংরাখা, কাঁচুলী।

অঙ্গিন্ (ত্রি) অঙ্গ-ইন্ অন্ত্যার্থে। শরীরী, অঙ্গবিশিষ্ট।

অঙ্গিরস্ (পুং) অগ্নি গতো-অস্-ইরুট্। অঙ্গিরাঃ, অঙ্গিরসো, অঙ্গিরসঃ। ইনি ব্রহ্মার দ্বিতীয় পুত্র। ইহার ভাৰ্য্যার নাম শুভা। বৃহস্পতি অঙ্গিরার পুত্র এবং ভানুমতী তাঁহার প্রথম কন্যা। দ্বিতীয় কন্যা রাগা। তৃতীয় কন্যা সিনি-বালী। চতুর্থ—অৰিষতী। পঞ্চম—হবিষতী। ষষ্ঠ—পুণ্ড্রজিকা; ইহার অপর নাম কুহ। *। অঙ্গিরাঃ। উৎ ৪।২৩৫। অঙ্গিরসঃ। ইরুডাগরশ্চ।

মহাভারতে কথিত আছে যে, মহর্ষি অঙ্গিরা একবার কঠোর তপস্তা আরম্ভ করিলেন। তপোবলে তাঁহার শরীরের প্রভাৱ জগৎ ঢাকিয়া ফেলিল। সেই সময়ে অগ্নিও তপস্তা করিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন,—‘তপস্তার থাকাতে আমার তেজ নষ্ট হইয়াছে, বোধ করি ব্রহ্মা সে কারণে অস্ত্র অগ্নির সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন।’ তাহার পর হস্তাশন দেখিতে পাইলেন, অঙ্গিরা অগ্নিসমূহ হইয়া জগতে তাপ দিতেছেন। তখন অঙ্গিরা অগ্নিকে দেখিয়া বলিলেন,—‘আপনি শীঘ্র অগ্নি হইয়া নিজের অধিকার গ্রহণ করুন। আমি আপনার পুত্র হইব।’ এই প্রার্থনামুসারে অগ্নি আপনার অধিকার লইলেন এবং ‘অঙ্গিরা বৃহস্পতি নামে অগ্নির পুত্র হইলেন।’

[বনপর্জ ২১৬, ২১৭, ২১৮ অধ্যায়]

অজিরবৎ (পুং) অঙ্গিরস্-মভূপ্ (বৎ)। অঙ্গিরা অগ্নিঃ

সহায়সেন বিদ্যাতে অস্ত। বায়ু।

অঙ্গীকার (পুং) অঙ্গ-টি-ক্-বৎ। *। কৃত্তিবোগে সম্পদ্য-কর্তরি চিঃ। পা ৫।৪।৫০। অকৃত্ততত্ত্বাৰ ইতি বক্তব্যম্। (কাত্যায়ন)। অকৃত্ত তত্ত্বাৰ ইহার অর্থ এই, স্বভাবতঃ যে ভাব নাই, তাহার সেই ভাব হওয়া। যেমন, কোন বস্তু গুরু নহে, তাহা গুরু হওয়া। সম্পদ্যকর্তরি—একধার অর্থ এই, সম্ উপসর্গপূর্বক যে পদ ধাতু তাহার যে কর্তা সেই কর্তার যে প্রাতিপদিক বর্তমান থাকে। কৃত্তি ইত্যাদি সূত্রের অর্থ এই,—যে ভাব নাই সেই ভাব হওয়া এই অর্থে কৃত্তি এবং অস্ ধাতুর যোগে প্রাতিপদিকের পর চি হয়। যেমন, অগুরুঃ গুরুঃ সম্পদ্যাতে, তং কৰোতি গুরী কৰোতি। বাহা গুরু নর, তাহা গুরু হইতেছে। চি বিহিত হইলে অবর্ণান্ত অঙ্গের পরে ঙ্কার আদেশ হয়। *। অস্ত চৌ। পা ৭।৪।৩২।

কাঠ ভগ্ন নহে; কাঠ ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, এ প্রকার স্থলে চি বিধান হইবে না। যে ভাব নাই সেই ভাব হওয়া চাই। বাহা কাঠ নর, তাহা কাঠ হইতেছে। বাহা ভগ্ন নর, তাহা ভগ্ন হইতেছে। এইরূপ শব্দ ৩ অর্থের সঙ্গে সমান সম্বন্ধ থাকিলে চি বিহিত হইবে।

স্বীকার, প্রতিজ্ঞা, গ্রহণ।

অঙ্গীকৃত (ত্রি) অঙ্গ-কৃ-ক্। স্বীকৃত। [অঙ্গীকার শব্দ দেখ]।

অঙ্গু (পুং) অগ্নি-উন্। ইদিতো হুম্। হস্ত।

অঙ্গুরি, অঙ্গুরী (স্ত্রী) অঙ্গ-উলি। *। বাঙ্গুললঘুসমুল্লীনাং রা লো রত্নমাপ্যতে। উৎ ১।২২। বাঙ্গুল লঘু অঙ্গুল ও অঙ্গুলি এই সকল শব্দের লকার স্থানে বিকল্পে রেফ হয়। আঙ্গুল, অঙ্গুলি।

আঙ্গুটী স্বর্ণ, রৌপ্য ও পিত্তল কানার নির্মিত। ধনিলোকেরা সোনার আঙুটীর উপর হীরা প্রভৃতি বহুমূল্য পাথর বসাইয়া তাহা পরিধান করেন। অনামিকা অঙ্গুলিতেই সকলে এই অলঙ্কার পরেন; কিন্তু বাহাদের ঐখ্যা অনেক, সে সকল লোকের চুই হাতেরই কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলিতে বোড়া বোড়া আঙুটী। ইন্তর লোকেরা কুটী পাথর ও কাচ বসানো আঙুটী হাতের ও পারের অঙ্গুলিতে পরিয়া থাকে। বাতশিরার শীড়া হইলে অনেকে অষ্ট ধাতুর অঙ্গুরীয় ধারণ করে। অনেকের বিশ্বাস যে, পারের হুড়া আঙুলে লোহার কি অস্ত্র কোন ধাতুর আঙুটী পরিলে জলদোষের শীড়া হয় না। পূর্বকালের বুদ্ধিবিরা কুশের অঙ্গুরীয় পরিয়া থাকিতেন। তাই অনাধমি দৈবক্রিয়ার সময় হাতে কুশের আঙুটী

পরিতে হয়। না পরিলে জল শুদ্ধ হয় না। ব্রাহ্মণ্যের আটখাতুর আঙুটি পরিয়া থাকেন। অঙ্গুরীয় ধারণের ব্যবস্থা এই,—তর্জনী রোপ্যসংযুক্ত হেমযুক্ত অনামিকা। (স্মৃতিঃ)। তর্জনী অঙ্গুলিতে রূপার আঙুটি পরিবে এবং অনামিকাতে সোনার আঙুটি। বিগুহ পারার আঙুটিও নাকি রূপ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকার করে। [ইহা প্রস্তুত করিবার কৌশল পাদদ শব্দে দেখ]।

এ দেশে অনেক দিন হইতে আঙুটি পরিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। হস্তিনাপুরে জ্রোণাচার্য্য কূপের ভিতর আপনার আঙুটি ফেলিয়া দিয়া ঈষিকা দ্বারা তাহা উপরে তুলিয়াছিলেন। বীটীক মুদ্রিকাঈষ হহমেতদপিহয়ং। মহাভারত ১। ১৩১। ২৪। মুদ্রিকা অঙ্গুরীয়কম্। মোহর আঙুটি। এখনকার সিল আঙুটির মত বান্দীকির সময়ে নামাক্তি আঙুটি পরিবার প্রথা চলিত হইয়াছিল। যথা,—

বানরোহং মহাভাগে দূতো রামস্ত ধীমতঃ।

রামনামাক্তিৎ চেনং পশু দেব্যঙ্গুরীয়কং।

রামায়ণ ৫। ৩৬। ২।

মহাভাগে! আমি ধীমান্ রামের দূত। এই দেখুন তাঁহার নামাক্তি আঙুটি। শকুন্তলাতেও সিল আঙুটির প্রমাণ আছে—নামমুদ্রাকরণমুবাচ্য পরম্পরমবলোকয়তঃ। আঙুটিতে রাজার নাম দেখিয়া সখীরা পরম্পরের মুখ চাওহাচাহি করিতে লাগিলেন। বিবাহের সময়ে আমাদের মধ্যে যেমন বরকন্ডার মাল্য-পরিবর্তনের প্রথা চলিত আছে, ইংরাজেরা তজ্জপ হাতের আঙুটি পরিবর্তন করেন। তাঁহাদের মতে, স্বামী আপনার হাতের আঙুটি খুলিয়া স্ত্রীর হাতে পরাইয়া দিলে তাঁহাকে প্রাণ সমর্পণ করা হয়। আর এক কথা,—অনামিকা অঙ্গুলির সঙ্গে নাড়ীতে নাড়ীতে হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কাজেই, অনামিকা অঙ্গুলিতে আঙুটি পরাইয়া দিলে হৃদয়ের সঙ্গে গাঢ় প্রেম আঁটীয়া যায়। ইংরাজেরা এ শিক্ষা ইহুদিদের কাছে পাইয়াছেন। অঙ্গুরীয় (স্রী) অঙ্গুরি-হ, অঙ্গুরো ভবম্। আঙ্গুটি, অঙ্গুলির ভূষণ। *। জিহ্বামূলান্ধুলেহঃ। পা ৪। ৩। ৬২। সপ্তম্যন্ত জিহ্বামূল এবং অঙ্গুলি শব্দের উত্তর 'তদ্রভব' এই অর্থে ছ প্রত্যয় হয়।

অঙ্গুরীয়ক (পুং স্রী) অঙ্গুরীয়-কন্ স্বার্থে। অঙ্গুলির ভূষণ, আঙুটি। শনিগ্রহ দেখিতে অতি হৃদয়। অঙ্গুরীয়কের

ছায় তিনটি সূদৃশ বেড় ইহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। অঙ্গুল (পুং) অঙ্গ-উল। হস্তপদের শাখা, আঙুল। বাৎ-ভ্রায়ন মুনি। অঙ্গতি গচ্ছতি গ্রহণায় ইতি।

অঙ্গুল। উড়িয়া গড়জাত প্রদেশের একটি ছোট রাজ্যের নাম। এ স্থান পূর্বে কন্দ নামক অসভ্য জাতির অধিকার ভুক্ত ছিল। ইংরাজেরা যে রূপ বাণিজ্য করিতে আসিয়া ভারত অধিকার করিয়াছেন, জনৈক হিন্দু সেই রূপ অঙ্গুলে ব্যবসা করিতে গিয়া আনো নামক কন্দরাজের নিকট হইতে এই রাজ্য কাড়িয়া লন। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার বংশধরেরা অঙ্গুলে রাজত্ব করেন। ঐ সময়ের রাজা ইংরাজদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে চেষ্টা করেন। সেই অপরাধে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া অঙ্গুল ইংরাজ অধিকার ভুক্ত করিয়া লন। অঙ্গুলের লোক সংখ্যা প্রায় আশী হাজার; অধিকাংশই হিন্দু। এই রাজ্যের এক পার্শ্ব দিয়া ব্রাহ্মণী-নদী প্রবাহিত হইয়াছে।

অঙ্গুলি (স্ত্রী) অঙ্গ-উলি। আঙুল। হাতিগুঁড়া, গজকর্ণিকা বৃক্ষ, গজগুণ্ডাগ্র। এই শব্দ পুংলিঙ্গও হয়। *। অঙ্গেরুলি। উণ্ ৪। ২। অঙ্গ ধাতুর উত্তর উলি প্রত্যয় হয়।

এক এক অঙ্গুলির পরিমাণ ৮ যব। ২৪ অঙ্গুলিতে হাত হয়।

সংখ্যাবাচক এবং অব্যয়াদি শব্দের উত্তর অঙ্গুলি শব্দ থাকিলে তৎপুরুষ সমাসে অচ্ প্রত্যয় হয়। যথা,—
যে অঙ্গুলী প্রমাণমস্ত দ্ব্যঙ্গুলং দারু। এই কাঠখানি দুই অঙ্গুলি পরিমিত। নির্গতমঙ্গুলিভ্যো নিরঙ্গুলম্। অঙ্গুলি হইতে নির্গত। *। তৎপুরুষস্তাঙ্গুলেঃ সংখ্যাব্যয়াদেঃ। পা ৫। ৪। ৮৬। *। অঙ্গুলেদর্শকণি। পা ৫। ৪। ১১৪। দারু অর্থাৎ কাঠী বুঝাইলে বহুব্রীহিসমাসে অঙ্গুলি শব্দের উত্তর যচ্ (অ) প্রত্যয় হয়। পঞ্চাঙ্গুলয়ো বস্ত তৎপঞ্চাঙ্গুলং দারু। ধান ছড়াইবার কাঠী। বহুব্রীহি সমাস না হইলে, কেবল কাঠীর পরিমাণ বুঝাইলে, উপরে যে সূত্র লেখা হইয়াছে তাহার মতে তৎপুরুষ সমাসে অচ্ প্রত্যয় হইবে। যথা,—যে অঙ্গুলী প্রমাণমস্তাঃ দ্ব্যঙ্গুলা যষ্টিঃ। কাঠী না বুঝাইলে যচ্ এবং তৎপুরুষ না হইলে অচ্ ইহার কোন প্রত্যয় বিহিত হইবে না। যেমন, পঞ্চাঙ্গুলিহস্তঃ।

জপাদির সংখ্যা রাখিবার জন্য বৈদিক ও তান্ত্রিক মতে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গুলিতে কয় বিভাগ করিবার ব্যবস্থা আছে। বৈদিক মন্ত্র জপ করিবার সময় দক্ষিণ হস্তের অনামিকায় মধ্য পর্কে বৃদ্ধাস্ত্র দিয়া প্রথমে জপ আরম্ভ

করিবে। তাহার পর কনিষ্ঠার মূল হইতে সকল অঙ্গুলির উপরের পর্ক দিয়া তর্জ্জনীর মূল পর্যন্ত জপ করিয়া যাইবে। এতদ্বারা দশবার জপ করা হয়। সনৎকুমার সংহিতায় ইহার প্রমাণ এই,—

অনামা মধ্যমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ।

তর্জ্জনী মূলপর্যন্তং দশপর্কসু সংজপেৎ।

একশত আটবার জপ করিতে হইলে পূর্বোক্ত নিয়মামুসারে দশ দশবার করিয়া প্রথমে একশত জপ সমাধা করিবে। তাহার পর অনামিকার মূল হইতে সকল অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া তর্জ্জনীর মধ্যপর্ক পর্যন্ত আট সংখ্যা গণনা করিবে। ইহাতে একশত আটবার জপ করা হয়। প্রমাণ যথা—অনামা মূলমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ। তর্জ্জনী মধ্য পর্যন্তমষ্টপর্কসু সংজপেৎ।

তাত্ত্বিক জপের নিয়ম এই অনামিকার মধ্যপর্কে সংখ্যা আরম্ভ করিবে। পরে তাহার মূল, কনিষ্ঠার মূল হইতে সমস্ত পর্ক, অনামিকার অগ্রভাগ এবং মধ্যমার উপরের পর্ক হইতে নিয়ে আসিয়া তর্জ্জনীর মূল জপ সমাপ্ত করিবে। ইহাতে দশবার জপ করা হয়। তর্জ্জনীর অগ্র ও মধ্য পর্কে কদাচ সংখ্যা রাখিবে না, তাহাতে পাপ জন্মে। প্রমাণ যথা,—অনামিকাত্রয়ং পর্ক কনিষ্ঠাপি ত্রিপর্কিকা। মধ্যমায়াশ্চ ত্রিতয়ং তর্জ্জনীমূলপর্কপি। তর্জ্জন্তগ্রে তথা মধ্যে যো জপেৎ স তু পাপকৃৎ।

একশত আটবার জপ করিতে হইলে, প্রথমে পূর্বোক্ত নিয়মামুসারে একশতবার জপ সমাপ্ত করিবে। তাহার পর অনামিকার মূল হইতে কনিষ্ঠার সমস্ত পর্ক এবং অনামিকার ও মধ্যমার অগ্রভাগ দিয়া মধ্যমার মূল সংখ্যা শেষ করিবে। ইহাতে আটবার জপ করা হয়। প্রমাণ যথা,—অনামামূলমারভ্য প্রাদক্ষিণ্য ক্রমেণ চ। মধ্যমামূল পর্যন্তং জপেদষ্টপর্কসু।

আমাদের ধর্মশাস্ত্রে কথায় কথায় সকল কাজের ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্রকারেরা উপদেশ দিয়াছেন,—ইটের গুঁড়া, তিল, ও পাথর দিয়া এবং অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ ভিন্ন অঙ্গ অঙ্গুলি দ্বারা দাঁত মাজিবে না।

ইটকা বোষ্ট্রি পাষাণৈরিতরাঙ্গুলিভিস্তথা।

ত্যক্ত। হানামিকাসুষ্ঠৌ বর্জয়েদন্তধাবনম্।

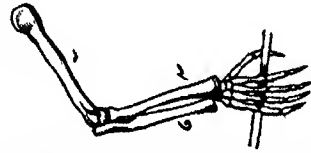
• অনামিকাসুষ্ঠৌ ত্যক্ত। ইতরাঙ্গুলিভিস্তথাবনং বর্জয়েদিতিস্মর্তাঃ।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা লজ্জাকরে অধোমুখী হইলে প্রায় অঙ্গুলি দিয়া মাটি খুঁটিতে থাকেন। বাঙ্গালী

স্ট্রীচরিত্রের এ একটি প্রধান চিহ্ন হইয়াছে। বৈদ্যেরা কহেন, রোগীর নিকট হইতে দূত আসিয়া যদ্যপি চিকিৎসকের সম্মুখে কথা কহিতে কহিতে অঙ্গুলি দ্বারা মাটি খুঁটিতে থাকেন, তবে সে রোগীর পীড়া প্রায় উৎকট হইয়া উঠে।

আঙুল হস্তপদের শাখা বা অগ্রভাগ। মাহুয়ের দুই হাতে পাঁচ পাঁচ করিয়া দশ আঙুল, পায়েও পাঁচ পাঁচ করিয়া দশ আঙুল। হাতে আঙুল আছে বলিয়া আমরা ইচ্ছা করিলে কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারি; গাছ হইতে একটি একটি করিয়া ফল তুলি; মাটি হইতে সিকি, হু-আনি, তিল, সরিষা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য খুঁটিয়া লইতে পারি। আঙুল না থাকিলে অনেক বিষয়ে আমরা অকর্মণ্য হইয়া পড়িতাম।

পায়ের অঙ্গুলি দ্বারা এ সকল কাজ হয় না। ভাল করিয়া দাঁড়াইবার জন্ত, স্বচ্ছন্দে বেড়াইবার জন্ত, বিধাতা আমাদের পায়ের আঙুল দিয়াছেন। পায়ের আঙুল না থাকিলে হাঁটবার সময় আমরা টলিয়া পড়িতাম।

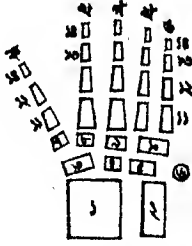


১, কীধ হইতে কহুই পর্যন্ত উপর বাহুর অস্থি (হিউমারাস)।

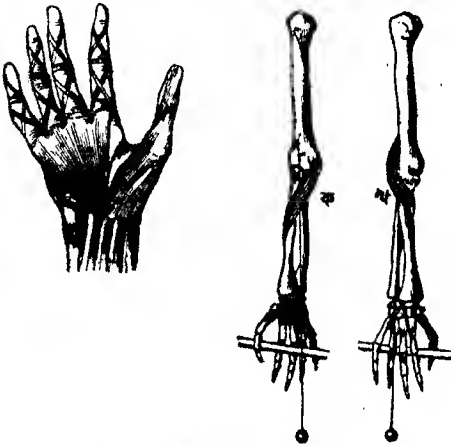
২, কহুই হইতে কজা পর্যন্ত নিম্ন বাহুর বুড়ো আঙ্গুলের দিকের হাড় (রেডিয়াস); ৩, এ কোড়ে আঙ্গুলের দিকের হাড় (অল্‌না)। এই দুই অস্থির অগ্রভাগে উর্দ্ধবিবক অর্থাৎ উপর কবজার হাড় (কার্প্যাল বোল)। তাহার পর নিম্ন বিবক অর্থাৎ নীচের কবজার হাড় (মেটেকার্প্যাল বোল)। তৎপরে অঙ্গুলির পর্কের অস্থি (ফ্যাল্যাঞ্জেস)।

অস্থি, মাংস, পেশী, স্নায়ু, শিরা ও নাড়ীতে অঙ্গুলি গঠিত। এক এক পায়ের ও হাতের অঙ্গুলিতে চৌদ্দ থানি হাড় আছে। হাতের অঙ্গুলিতে যথা—কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা এবং তর্জ্জনী, ইহাদের প্রত্যেকে তিন থানি অস্থি। বুড়ো আঙুলে দুই থানি। আঙুলের এক এক থানি অস্থিকে আমরা পর্ক বলি। ইহার চলিত নাম ‘পাব’। আঙুলের হাড়গুলি পরস্পর পেশীযুক্ত গাঁথা আছে। অস্থির বোড়ের ভিতর বাতান প্রবেশ করিলে সেধানকার হাড় সরিয়া যায়। পেশীই শরীরের বল, মাংসপেশী দিয়া আমাদের আঙুল ও কজা আঁটা আছে,

তাই আমরা হাতে এত বল পাই। আঙুলে এমন কতকগুলি মাংস পেশী আছে, যদ্বারা উহা ফিরাইতে ঘুরাইতে পারা যায়। তাহার বিবরণ হস্ত শব্দে দেখ।



১, নিম্ন বাহুর বৃড়ো আঙ্গুলের দিকের অস্থির শেখভাগ। ২, ঐ কোড়ে আঙ্গুলের দিকের অস্থির শেখভাগ। ৩, অস্থুরি অর্থাৎ নোকার মত কৃষ্ণ অস্থি (স্ফাইড)। ৪, অর্ধচন্দ্রাকার অস্থি (সেমিলুনার)। ৫, কলকাস্থি (কিউনিকরম) অর্থাৎ দেখিতে প্রায় তীরের কলার মত। ৬, চণকাস্থি (পিসিকরম) অর্থাৎ ছোলা বা মটরের মত দেখিতে গোল ও ক্ষুদ্র। ৭, বিষম চতুর্ভুজাস্থি (ট্রাপিজিয়ম) অর্থাৎ ইহার চারিটা পাশের কোনটা সমান্তরাল নহে। ৮, অর্ধসম চতুর্ভুজাস্থি (ট্রাপিজড)। ৯, বৃহদস্থি (মায়াম্)। ১০, বক্রাস্থি (অলিফরম) অর্থাৎ বড়িলীর স্থায় বক্র। ১১, ১১, নীচের কঙ্কাল অস্থি শ্রেণী (মেটেকার্পাল বোন্স)। ১২, ১২, আঙ্গুলের পর্বের প্রথম শ্রেণীর অস্থি। ১৩, ঐ দ্বিতীয় শ্রেণী। ১৪, ঐ তৃতীয় শ্রেণী। ক, বৃদ্ধাঙ্গুল। খ, তর্জনী। গ, মধ্যমা। ঘ, অনামিকা। ঙ, কনিষ্ঠা।



আমরা বৃড়ো আঙুলের দিকে হাত ঘুরাইয়া অঙ্গুলি প্রভৃতি উবুড় করিতে পারি; এবং কোড়ে আঙুলের দিকে হাত ঘুরাইয়া অঙ্গুলি প্রভৃতি চিত করিতে পারি। কোড়ে আঙুলের দিকে হাত ফিরাইবার সময় অধিক জোর পাওয়া যায়, তাই আমরা যখনই বল দিয়া পেছ ঘুরাইতে পারি। বৃড়ো আঙুলের দিকে হাত ঘুরাইতে ততটা বল পাওয়া যায় না। কঙ্করের কাছে স্থিতিস্থাপক মাংসপেশী আছে, যথা ক এবং খ। ঐ পেশী দ্বারা হাত চিত ও উবুড় করা যায়। কহুবা ভিন্ন

অঙ্গ কোন অঙ্গ এ রূপে হাত ফিরাইতে ঘুরাইতে পারে না। বানরেরা কতকটা পারে, কিন্তু মানুষের মত নয়। গো ঘেহ প্রভৃতি অত্যন্ত অঙ্গুর পায়ে এই হাঁলের গড়ন ঠিক মানুষের কনুইয়ের মত, কিন্তু তাহাদের পা বক্রাবতঃ উবুড় হইয়া আছে, ইচ্ছা করিলে চিত করিতে পারে না।

আমরা ইচ্ছা করিলেই আঙ্গুল বাক করিতে পারি, জড় করিতে পারি এবং সমস্ত অঙ্গুলি গুটাইয়া হাত মুটা করিতে পারি। এ সকল কাৰ্য্য মাংসপেশীর দ্বারা সাধিত হয়।

হাতের উপরে তিনটি স্থিতিস্থাপক মাংসপেশী আছে। তাহার একটি বাহু হইতে বৃদ্ধাঙ্গুলের দিকে আসিয়াছে (রেডিয়াল্, ক্লেক্‌স)। দ্বিতীয়টি কনিষ্ঠ অঙ্গুলির দিকে আসিয়াছে (অল্‌নার ক্লেক্‌স)। তৃতীয়টি তলহাতের দিকে আসিয়াছে। এই সকল মাংসপেশী দ্বারা আমরা হাতের কনুই ও কব্জা হড়াইতে ও গুটাইতে পারি। উপরের বড় বড় মাংসপেশীর শাখা প্রশাখা অঙ্গুলিতে আসিয়াছে, তদ্বারা অঙ্গুলিও হড়াইতে ও গুটাইতে পারা যায়। [অঙ্গুলির পেশী শিরা ও নাড়ী প্রভৃতির চিত্র হস্ত শব্দে দেখ]। ক চিত্রিত হৃদযথানিতে অঙ্গুলির পেশী স্বয়ং আবরণে ঢাকা রহিয়াছে (শিদ্ অব্‌ ক্লেক্‌বর টেণ্ডনস্)।

অঙ্গুলিতে অনেকগুলি নাড়ী আছে। হাতের প্রধান রক্তবহা নাড়ী (Brachial) বাহুর মধ্যস্থল দিয়া আসিয়া কনুইয়ের নিম্নে দুইটা বড় বড় শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। তাহার একটি শাখা (Radial artery) হাতের উপর দিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলের দিকে চলিয়া গিয়াছে। পীড়ার সময় মণিবন্ধে এই নাড়ী আমরা পরীক্ষা করি। আর একটি শাখা (Ulnar artery) হাতের নীচে দিয়া কনিষ্ঠা অঙ্গুলির দিকে আসিয়াছে। বৃদ্ধাঙ্গুলের ও কনিষ্ঠা আঙ্গুলের গোড়া দিয়া এই দুইটা ধমনী অর্ধ চন্দ্রাকারে (Palmar arch) গোল হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে বৃড়ো আঙ্গুলের দিকের নাড়ীটা মাংস ভেদী, হাতের তলে পেশীর অনেক নীচে ডুবিয়া আছে। কোড়ে আঙ্গুলের দিকের নাড়ী হাতের তলে ভাসে। ভাসে হইয়া আছে, মাংসের অধিক ভিতর দিয়া যায় নাই। এই দুইটা ধমনীর গোল বেড় হইতে সৰু সৰু শাখা নাড়ী বাহির হইয়া অঙ্গুলির দিকে চলিয়া আসিয়াছে। হাতের উপর পৃষ্ঠেও এই দুইটা বড় ধমনীর শাখা অঙ্গুলির দিকে চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক আঙুলের দুই পাশে নাড়ী আছে, তাই অঙ্গ প্রয়োগের সময় দুই পাশে বাঁচাইয়া ফোটকাহি কাটিতে হয়।

অঙ্গুলির শিরাও (Veins) অনেক। হাতের প্রধান শিরা দুইটা। একটি বাহুর উপর দিয়া ভাসে ভাসে

হইয়া আসিয়াছে। আর একটা শিরা বাহর নীচে দিয়া আসিয়াছে; এইটা অত্যন্ত গভীর। এই দুই প্রধান শিরার শাখা প্রশাখা অঙ্গুলিতে জড়িত হইয়া আছে। [অঙ্গুলি দ্বারা কি প্রকারে স্পর্শজ্ঞান জন্মে তাহা দ্বায় শব্দে দেখ]।

আঙ্গুলের অগ্রভাগে নখ। নখ অস্থি হইতে গজার না, ইহার উৎপত্তি চর্মে। নখের মূলে সজ্জ্ব মোমের স্তার এক প্রকার মাংস আছে, সেই মাংস হইতে ইহা বাড়িতে থাকে। নখ শিঙের স্তায় পদার্থ; ইহার প্রধান উপাদান অন্ধার ও গন্ধক।

অঙ্গুলির পীড়ার মধ্যে আঙ্গুল হাড়াই সচরাচর ঘটিয়া থাকে। অঙ্গুলির অগ্রভাগ ফুলিয়া উঠে, দপ্ দপ্ বেদনা করে। এই যন্ত্রণায় রোগী তিলান্বিত কাল অস্থির থাকিতে পারে না। রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। আঙ্গুল-হাড়ার রোগ নিত্য সহজ নয়। প্রথম হইতে ভাঙ্গরূপ চিকিৎসা না হইলে ভিতরের অস্থি পর্যন্ত পচিয়া বাহির হয় এবং চিরকালের মত অঙ্গুলি ছোট ও বিকৃত হইয়া যায়।

চিকিৎসা—পীড়ার একটু সূত্রপাত দেখিলে কদাচ কালক্ষয় করিবে না। প্রথমাবস্থা হইতেই ভালরূপ চিকিৎসা করানো কর্তব্য। এদেশে আঙ্গুলহাড়ার অনেক প্রকার মুষ্টিযোগ আছে। সিমুলের কচি ডালের কাঠ বাহির করিয়া সেই ধোলের ভিতর আঙ্গুল পুরিয়া রাখিলে উপকার করে। বজ্রডুমুরের আটা, মোচরস, সজিনার আটা, কাল কচুর আটা প্রভৃতি অনেক প্রকার দ্রব্য অনেকে ব্যবহা করেন। স্থূল কথা, প্রদাহ অতিরিক্ত হইলে তাহাতে নিশ্চিত পূর জন্মে, কোন ঔষধে তাহা নিবারণ করা যায় না। তখন অস্ত্র প্রয়োগই এক মাত্র উপায়।

হোমিওপ্যাথী—পীড়ার প্রথমই গরম জ্বলে লবণ গুলিয়া তাহাতে পুনঃ পুনঃ হাত ডুবাইয়া রাখিবে। সেবনের জন্ত চক্করীর পাথরের আরক (Silicea) মহৌষধ। ইহার ১২ ডাই• তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবে। ইহাতে উপকার না হইলে বেদনাস্থানে পুনঃ পুনঃ জ্বলসেক এবং মসিনা ও দ্রুতমিশ্রিত পুলাটিন্ দিবে। পূরসঞ্চিত না হইলেও আঙ্গুলের মাথা অধিক ফুলিয়া উঠিলে বেদনাস্থল চিরিয়া দেওয়া কর্তব্য। অস্ত্র করিবার সময় বিশেষ সতর্ক হইবে। অঙ্গুলির দুই পার্শ্বে নাড়ী আছে, অতএব এই সকল নাড়ী বাচাইয়া পর্কের

মধ্যস্থলে চিরিয়া দিবে, এবং কদাচ পর্কের বোড়ের উপর অস্ত্রাবাত করিবে না। অস্ত্র করা হইলে প্রত্যহ দুই তিনবার মসিনার পুলাটিন্ দিবে এবং সেবনের জন্ত সিলিকা ব্যবহা করিবে।

এলোপ্যাথী—অঙ্গুলিতে প্রয়োগ করিবার জন্ত উপরে যে প্রকার ব্যবহা লিখিত হইল তদনুসারে কার্য করিবে। আঙ্গুলে পচা ক্ষত হইলে ভিতর হইতে পচা হাড় বাহির করিয়া ফেলিবে। পরে প্রতিদিন এক ভাগ কার্বলিক এসিড এবং ১৬ ভাগ গরম জল একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থান ধোত করিবে এবং বোরাসিক মলম লাগাইবে। লোহ (টিংকার ট্রিন্ ও বিন্দু, অর্কটোক জল), কডলিভর তৈল, কুইনাইন, বার্ক ও এমোনিয়া এই সকল দ্রব্য সেবন করিবে।

সাংসারিক কাজকর্ম করিতে অঙ্গুলিই প্রধান ইঞ্জির। তাই সচরাচর আঙ্গুল কাটিয়া যায়; ধারে, বাতায়, ঢেঁকীতে ও কলে আঙ্গুল ছেঁচিয়া ও ফুটিয়া যায়। কাটা আঙ্গুল দিয়া অত্যন্ত রক্ত পড়িলে তৎক্ষণাৎ ভিজা-কাপড় দিয়া অঙ্গুলিটা আঁটিয়া বাধিবে এবং হাত উচ করিয়া থাকিবে। ক্ষতস্থানে আপনি কাইলিন্ জমিয়া রক্ত বন্ধ করিয়া দেয়। অতএব প্রথমে কাটাস্থানে জল ঢালিবে না; জল ঢালিলে রক্ত জমিতে পার না। কাল কালকান্দে ও আমটেওর পাতা রক্ত বন্ধ করিবার উৎকৃষ্ট ঔষধ। কালকান্দে কিংবা আমটেওর পাতা ছকার জলে বাটিয়া কাটাস্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। ফটকিরি, লোহের আরক, বরক প্রভৃতি দ্রব্য কাটাস্থানে দিয়া আঁটিয়া বাধিলে রক্ত বন্ধ হয়। হুর্দা ঘাস চিবাইয়া দিলেও এই ফল নর্শে। আঙ্গুলের মোটা নাড়ী কাটিয়া গেলে কখন কখন এই সকল উপায়ে রক্ত বন্ধ করা যায় না। তদ্রূপ স্থলে একটা লোহার দ্রব্য আঙুলে অল্প পোড়াইয়া কাটাস্থানে ছেঁকা দিবে। তাহাতে অবিলম্বে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

কোন প্রকারে আঙ্গুল ছেঁচিয়া গেলে সূচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করানো উচিত। কারণ ভিতরের অস্থি চূর্ণ হইলে অঙ্গুলির তির্যংশ কাটিয়া ফেলিতে হয়। না কাটিলে ক্রমশঃ ঐ স্থান পচিতে থাকে এবং অবশেষে প্রাণ সংশয় হইতে পারে। অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বায়মণ্ডলে জড়িত, তদ্ব্যতীত আঘাত লাগিলে কখন কখন দল্লভকার রোগ উপস্থিত হয়। অঙ্গুলিতে অধিক আঘাত না লাগিলে তেমন ভয়ের বিষয় নহে। পীড়ন জলে কাপড় ভিজাইয়া

আঙ্গুল বাধিয়া রাখিবে। কিম্বা ৩০ রতি সীস্ সর্করা (প্রমাই এসিড), এক ড্রাম আফিমের অরিষ্ট এবং অর্ধসের শীতল জল একত্র মিশ্রিত করিয়া ঐ ঔষধ দ্রবত্ব হানে প্রয়োগ করিবে। গৈদা ফুলের পাতার রস কিম্বা ছোমিওপ্যাথী মতের ক্যাসেগিউলা জলের সঙ্গে আহত স্থানে প্রয়োগ করিলে অনেক উপকার দর্শে।

অঙ্গুলিগ (ত্রি) অঙ্গুলি-গম্-ড। অঙ্গুলিভিঃ গচ্ছতীতি। যে জন্তু অঙ্গুলির উপর ভর দিয়া চলে।

অঙ্গুলিতোরণ (ক্লী) অঙ্গুলেঃ তোরণমিব কৃতম্। লগাটের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দনের তিলক।

অঙ্গুলিত্র (ক্লী) অঙ্গুলি-ত্রৈ-ক, ৬-তৎ। চামাটী, দস্তানা, অঙ্গুলির আবরণ। দর্জিরা অনামিকা অঙ্গুলির মাথায় চামের কিম্বা পিতলের দস্তানা দিয়া বস্ত্রাদি সেলাই করে। ঐ চামাটী না থাকিলে হুচি দিয়া অঙ্গুলির মাথা পুনঃ পুনঃ বিধিতে থাকে।

অঙ্গুলিত্রাণ (ক্লী) অঙ্গুলি-ত্রৈ-জ্ঞ। চামাটী। *। সংযোগ-দেহাতো ধাতোঋণতঃ। পা ৮। ২। ৪৩। যদি যণ্ প্রত্যাহারের (ব ব র ল) কোন বর্ণ দ্বারা যুক্তাক্ষর ধাতু আকারান্ত হয়, তবে নির্ধা প্রত্যয়ের ত স্থানে ন হইবে। ত্রৈ ধাতুজ্ঞা এই রূপ আকারান্ত হইল [অংসত্র শব্দে স্বত্র দেখ]। ইহার আদিতে ত্র ইহাতে সংযুক্তাক্ষর এবং যণ্ প্রত্যাহারের র রহিয়াছে, তজ্জন্ত ত্রা-জ্ঞ ত্রাণ নির্ধারন হইল। এই রূপ স্ত্রা-জ্ঞ স্ত্র্যান। স্ত্রা-জ্ঞ স্ত্রান সিদ্ধ হইয়াছে।

অঙ্গুলিমূত্রা (ক্লী) অঙ্গুলি-মূদ্-রা-ক। ৬-তৎ। নামাক্তিত আঙুটী; অঙ্কিত ভূষণ।

অঙ্গুলিমোটন (ক্লী) অঙ্গুল্যোঃ মোটনং মর্দনং বজ্র, বহত্রী। তুড়ী, আঙ্গুল মটকান, অঙ্গুলি মর্দন শব্দ।

অঙ্গুলিবদ্ধা (ক্লী) অঙ্গুলৌ সঙ্গঃ যজ্ঞঃ; বহত্রী। অঙ্গুলিতে লেপন করিবার যবের মণ্ড। ঘাউ। *। সমাসেহঙ্গুলেঃ সঙ্গঃ। পা ৮। ৩। ৮০। অঙ্গুলি শব্দের পর সঙ্গ এই শব্দের সমাস হইলে সকার মুর্দ্ধন্ত হয়।

অঙ্গুলিসংজ্ঞা (ক্লী) অঙ্গুল্যা সংজ্ঞা সংকেতজ্ঞাপনম্। অঙ্গুলির দ্বারা ইঙ্গিত; অঙ্গুলি সংকেত, ইশারা।

অঙ্গুলিসন্দেশ (পুং) অঙ্গুলি-সম্-শি-ঘঞ্ ভাবে। অঙ্গুলি-ধনি দ্বারা ভাব প্রকাশ। অঙ্গুলির শব্দে সংজ্ঞাদান। তুড়ি দিয়া সংবাদ জ্ঞাপন।

অঙ্গুলিসম্বৃত (ত্রি) অঙ্গুল্যাং সম্বৃতঃ অঙ্গুলি-সম্-ভৃ-ক্ত। ৭-তৎ। নথ। অঙ্গুলিতে জাত।

অঙ্গুলিস্ফোটন (ক্লী) অঙ্গুল্যোঃ স্ফোটনং বজ্র, বহত্রী।

তুড়ি; আঙ্গুল মটকান। আঙ্গুল স্ফোটন। আবশ্যক না হইলেও হাতের স্বস্তির নিমিত্ত অনেকে আঙ্গুল মটকাইয়া থাকেন। কুন্দলে জীলোকেরা কাহাকেও অভিসম্পাত করিবার সময় আঙ্গুল মটকাইয়া গালি দেয়।

অঙ্গুলী (ক্লী) অঙ্গুলি-ভীপ্। আঙ্গুল।

অঙ্গুলীগঙ্ক (ক্লী) অঙ্গুলীনাং গঙ্ককম্ গঙ্কসংখ্যা। *। সংখ্যায়ঃ সজ্ঞাসম্বন্ধাধ্যয়নেষু। পা ৫। ১। ৫৮। সংজ্ঞার্থে (স্বার্থে বা সংখ্যাবাচক শব্দের পরিমাণ অর্থে) সজ্ঞ স্বত্র এবং অধ্যয়ন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর কন্ প্রত্যয় হয়। পাঁচটা আঙ্গুল; অঙ্গুষ্ঠ তর্জনী মধ্যমা অনামিকা এবং কনিষ্ঠা এই পাঁচটা হস্তাঙ্গুলি।

অঙ্গুলীয় (ক্লী) অঙ্গুলি-ছ। [অঙ্গুরীয় দেখ]। আঙুটী।

অঙ্গুলীসম্বৃত (ত্রি) ৭-তৎ। নথ। অঙ্গুলিজাত।

অঙ্গুল্যাঙ্গি। অঙ্গুলি প্রভৃতি কতিপয় শব্দ আছে, প্রতি-নিধিরূপ বা তত্ত্বল্য (ইবার্থে) এই অর্থে সেই সকল শব্দের উত্তর ঠক্ প্রত্যয় হয়। *। অঙ্গুল্যাঙ্গিভ্য ঠক্। পা ৫। ৩। ১০৮। অঙ্গুল্যাঙ্গিভ্য ইবার্থে ঠক্ প্রত্যয়ে ভবতি। নিম্নলিখিত শব্দগুলি অঙ্গুল্যাঙ্গি গণ্যমো পঠিত,—অঙ্গুলী, ভরজ, বক্র, বস্ত্র, মণ্ডর, মণ্ডল, শঙ্কল, কপি, উদশিৎ, গোণী উরস্, শিখা, কুলিশ। পুস্তকান্তরে—হরি, মুনি, রুহ, থল এই কয়েকটা শব্দও গৃহীত হইয়াছে।

অঙ্গুলি-ঠক্ আঙ্গুলিকঃ। তরুজ-ঠক্ তারুজিকঃ। বাচস্পত্যের এইস্থানে কেমন যেন একটা গোলের মত বোধ হয়। বোধ করি তর্কবাচস্পতি মহাশয় অনবধানতা প্রযুক্ত অঙ্গুল্যাঙ্গি এই শব্দের ব্যাখ্যাস্থলে অল্প প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—‘পাণিনিয়াক্তে ইবার্থে বিহিত কন্ প্রত্যয় নিমিত্তে শব্দগণসমূহে।, + + অঙ্গুলীয় + কন্ অঙ্গুলীয়কমিত্যাঙ্গিঃ।

অঙ্গুলী এই শব্দের উত্তর কন্ প্রত্যয় বিধান করিলে অঙ্গুলীয়ক এ প্রকার রূপসিদ্ধি হওয়া দুর্ঘট। অঙ্গুলীয় শব্দের উত্তর কন্ বিধান করিলে অঙ্গুলীয়ক হইতে পারে। কিন্তু পাণিনি অঙ্গুলীয়াঙ্গি বলিয়া স্বত্র করেন নাই। তিনি ‘অঙ্গুলি’ প্রভৃতি শব্দের উত্তর ঠক্ প্রত্যয় করিতে ব্যবস্থা দিতেছেন। প্রথমে ইবে প্রতিকৃতো। ৫। ৩। ৯৬। এই স্বত্রে ইবার্থে কন্ প্রত্যয়ের ব্যবস্থা করিয়া তাহার পর অঙ্গুলি প্রভৃতি শব্দের উত্তর ঠক্ প্রত্যয়ের বিশেষ নিয়ম দিয়াছেন।

অঙ্গুষ্ঠ (পুং) অঙ্গৌ পাণৌ তিষ্ঠতীতি অঙ্গু-স্থ-ক। ৬-তৎ।

৭মী বা। বুদ্ধাঙ্গুলি, বড় আঙ্গুল। ‘সে অঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া, সে বড় আঙ্গুল দেখাইয়া গেল।’—অর্থাৎ সে কাকি দিয়া গেল। *। অষ্টাঙ্গগোভূমিসব্যাপ্তিকুশেপকুণ্ড-কল্পমঞ্জুপুঞ্জপরমেবর্হির্নিব্যায়িত্যঃ। পা ৮। ৩। ৯৭। এই সকল শব্দের পর হু শব্দের সকার মূর্দ্ধন্ত আদেশ হয়। যথা অষষ্ঠ, আষষ্ঠ, গোষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ, সর্বোষ্ঠ, অপষ্ঠ, দ্বিষ্ঠ, ত্রিষ্ঠ, কুষ্ঠ, শ্বেকুষ্ঠ, শঙ্কুষ্ঠ, অঙ্গুষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠ, পুঞ্জিষ্ঠ, পরমেষ্ঠ, বর্হিষ্ঠ, দ্বিবিষ্ঠ, অগ্নিষ্ঠ। *। স্থান্বিন্স্থগামিতি বক্তব্য। স্থা, ণিন্, স্থ ইহাদের সকার মূর্দ্ধন্ত হয়। যথা,—সর্বোষ্ঠা, পরমেষ্ঠী, সর্বোষ্ঠ। অঙ্গু হু ইতি কপ্রত্য-য়াস্তত্ভাহু করণং বচ্যর্থ প্রথমা (ভট্টোজিদীকিত)।

অঙ্গুষ্ঠমাত্র (ত্রি) অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র চ পরিমাণার্থে। অঙ্গুষ্ঠের বৃহৎ পর্বের পরিমিত, বড়। আঙ্গুলের বড় গাঁইটের সমান।

অঙ্গু (পুং) অগি গতো-উবন্। নকুল। বাণ।

অঙ্গুরী। (কনোজী অঙ্গুরী)। ইনি সপ্তদশ শতাব্দির জনৈক মহাবল পরাক্রান্ত বোমবেটিয়া ছিলেন। পরে মহারাষ্ট্র দেশের সেনানায়ক হইয়া স্ববর্ণভূর্গে শাসন কর্তা হন। কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকে পরের চাকুরী করিতে হয় নাই। তিনি গীতাই স্বাধীন হইয়া মহারাষ্ট্র-দের সমস্ত রণতরী অধিকার করিয়া লইলেন এবং দাক্ষিণাত্যে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিলেন। ঈংরাজ, ফরাসিস্ এবং দিনামারাও ইহঁার প্রতাপে শশ-বাস্ত হইয়াছিলেন। অঙ্গুরী ঐ সকল বিদেশীয় জাতির জাহাজ লুণ্ঠ করিয়া লইতেন। কনোজী অঙ্গুরীর উত্তরাধিকারীর নাম তুলজী অঙ্গুরী। ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে বোম্বাই গভর্ণমেন্ট ইহঁার কাছেও পরাস্ত হইয়াছিলেন। পরে জেমস সাহেব স্ববর্ণভূর্গ অধিকার করিয়া লন।

অজ্জতি, অংহতি, অজ্জতি। একটা কৌতুকের বিষয় এই, ব্রহ্মাবর্তের কোন কোন কৃতবিদ্য পণ্ডিত হন ধাতুর স্থানে এই তিন প্রকার রূপের আদেশ করেন। শাক-টারন স্ত্র করিয়াছেন। *। হস্তেরং চ। উণ ৪। ৬২। হন ধাতুর স্থানে অংহ আদেশ হয় এবং তৎপরে অতি প্রত্যয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মাবর্তের কতিপয় পণ্ডিত ঐ হকার স্থানে বিকল্পে ধকারাদেশ করেন এবং অংহতি ইহার সন্ধিতে বিকল্পে অজ্জতি করেন।

যাহা হউক, ব্রহ্মাবর্তের পণ্ডিতদিগের মত এক কালে অমূলক নহে। বরঞ্চ সংস্কৃত এবং প্রাকৃত শব্দের পরস্পর যে প্রকার সম্বন্ধ দেখাইরাছেন, তাহাতে অংহতি, অজ্জতি এবং অজ্জতি এই তিন প্রকার রূপসিদ্ধি

হওয়া অসম্ভব নহে। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত শব্দ আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, হ য এবং ভ এই তিন বর্ণের পরস্পর নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে। বৈরা-করণেরাও স্থল বিশেষে হ স্থানে ব ও ভকারের আদেশ করিয়া থাকেন। যথা—দিক্+হস্তী দিগ্+হস্তী। হন্ লিট্ জঘান। অপ+হরণন্ অজ্জরণন্।

সংস্কৃত—গভীর প্রাকৃত বাক্যাদি ইত্যাদি গহিরা।

” আভীর ” আহীর।

” শোভন ” সোহন।

” জন্মলাভ ” জন্মলাহ।

” ভবতু ” হোহু।

” সৌভাগ্য ” সোহগ্গ।

এই রূপ অনেক শব্দে ভ স্থানে হকার হয়।

” স্নাঘা ” সলাহ।

” জঘন ” জহণ।

” মেঘ ” মেহ।

” দীর্ঘায়ুঃ ” দীহাউ।

” রথুকুল ” রহউল।

এই রূপ অনেক শব্দে য স্থানে হকার হয়।

” সিংহ ” সিংঘ।

এই রূপ অঙ্গুস্থারের পর হ থাকিলে য হয়।

” জিহ্বা ” জিত।

এই রূপ হ স্থানে ভকার হয়। অতএব অক্ষরের উচ্চারণ প্রকৃতি ঠিক বুঝিয়া দেখিলে অংহতি প্রকৃতি তিনটা রূপসিদ্ধি হুঁচট নহে।

অজ্জস্ (স্ত্রী) অবি গতো-অজ্জন্। পাপ। অজ্জঃ, অজ্জসী, অজ্জাংসি।

অজ্জারি (পুং) অজ্জস্+অ-ইন্। পুর্বোদরাদিস্থাংসাধু। ৬-৩৭। দীপ্তিশীল।

অজ্জি (পুং) অবি গতো-ইন্। পাদ, বৃক্ষমূল।

অজ্জি অংহি (পুং) অবি গতো-ক্রিন্ করণে। পাদ, বৃক্ষ-মূল। ছন্দের চতুর্থ ভাগ। *। বঙ্ক্যাদয়শ্চ। উণ ৪। ৬৬। অংহিরঙ্+ক্রিণ্ চরণঃ ইতি উজ্জলদন্তঃ। অংহিঃ পাদক্রমমূলয়োঃ। (হেমচন্দ্র)।

অজ্জিগ (পুং) অজ্জি+না পিবতীতি অজ্জি-পা-ক। পাদপ, বৃক্ষ, লতা।

অজ্জিপণী, অজ্জিপণিকা (স্ত্রী) চাকুলে বৃক্ষ।

অজ্জিবরিকা, অজ্জিবরী (স্ত্রী) চাকুলে বৃক্ষ।

অচ্। অবিস্পষ্টকথা, গতি। ভা-ট। সেট। জুরাম্ বা

বেট। লট্ অচতি অচতে। লুঙ্ আচীং আচিষ্ট।
 আশিষিঅচ্যাং অচিষীষ্ট। ক্ত অক্ত। ক্তা অচিষ্য অক্তা।
 অচ্ (অঙ্, অচ্, অচি। গতৌ অব্যক্তশব্দ পূজা) ডা-প।
 সক্রম্যক সেট। লট্ অক্ৰতি। লিট্ আনক্। লট্ অক্ৰি-
 ব্যতি। আশিষি, অক্ৰ্যাং। অঙ্গতো অচ্যাং। লুঙ্
 অক্ৰীং। কন্মণি, অচ্যাতে। সন্ অক্ৰিচিষতি। গিচ্ অক্ৰ-
 যতি। ক্ত অক্ৰিত। ক্তা অক্ৰিষ্য। অচ্ চ-প। অক্ৰয়তি।
 অচ্। বৈয়াকরণেরা সমস্ত স্বরবর্ণের অচ্ সংজ্ঞা করিয়াছেন।
 তাহার কারণ এই—অ ই উ ণ্। ঋ লৃ ক্। এ ও ঙ্। ঐ
 ও চ্ এই চারিটি প্রত্যাহারের মধ্যে সমস্ত স্বরবর্ণ গৃহীত
 হইয়াছে। এই চারিটি প্রত্যাহারের মধ্যগত ণ্ ক্ এবং
 ঙ্ ইং হর। আদি বর্ণ অ এবং অন্ত্যবর্ণ চ্ এই বর্ণদ্বয়ে
 অচ্ সংজ্ঞা হইয়াছে। কিন্তু কার্যকালে ইহার চকার
 ইং যায়। এই সংজ্ঞা দ্বারা অকার সমেত চ্কারের
 মধ্যগত সমস্ত স্বরবর্ণকে বুঝাইতেছে। তজ্জন্ত অচ্ সন্ধি
 বলিলে স্বরসন্ধি বুঝায়।

পানিনি গৃহীত ক্রদন্ত প্রভৃতিতে অচ্ প্রত্যয়ও
 আছে। অচ্ প্রত্যয়ের চ্ ইং হয়, অ থাকে।

অ ই উ ঋ ৯ এ ও ঐ ঔ এই কয়েকটি বর্ণ অচ্।
 বাকি ক থ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণ হল্। সংস্কৃত ভাষায়
 অচ্ বর্ণ এবং হল্ বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ গৃহীত হইয়াছে। অল্প
 ভাষায় সে রূপ হয় নাই—সমস্ত বর্ণই এক সঙ্গে লিখিত
 আছে। এখন সন্দেহ এই, মানুষে আগে কোন্ বর্ণের
 সৃষ্টি করিয়াছিল—অচ্ না হল্ বর্ণের? প্রথম শুনি-
 তেই এই প্রশ্ন কিছু কঠিন বোধ হয়; কিন্তু একটু
 ভাবিয়া দেখিলে এই পুরাতন কথার অনেকটা মর্ম
 বুঝিতে পারা যায়। প্রথম প্রথম মানুষ লিখিতে জানিত
 না, কথা কহিতে পারিত; তাহাও আবার দীর্ঘচ্ছন্দে
 নয়। দুইটি বর্ণ এক সঙ্গে যোড়া দিতে পারিলে তাহাই
 যথেষ্ট হইত। দুইটি অক্ষরে এক একটা কথা, তাহারও
 আবার শেষ বর্ণটা হলন্ত। অসভ্য আণ্ডামানবাসীরা
 ইহার প্রমাণ। তাহারা কোন রকমে কতক কতক মনের
 ভাব ব্যক্ত করিতে পারে, কিন্তু অধিক কথা কহিতে
 পারে না।

মানুষ আগে কথা কহিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু
 দূরের লোকের সঙ্গে কথোপকথন চলে না—পত্র লেখা
 চাই। পত্র লিখিতে হইলেই অক্ষরাদি আবশ্যক। যখন
 অক্ষরের সৃষ্টি হয় নাই, তখন লোকে কি প্রকারে পত্র
 লিখিত? ফিনিশিয়ান লোকেরা, কাহাকে মনের কথা

বলিয়া পাঠাইতে হইলে গাছের পাতায় কি বাকলে
 এক এক খানি চিত্র আঁকিয়া পাঠাইতেন। গোকুল বুঝা-
 ইতে হইলে একটা গোকুলের মূর্তি চিত্র করিয়া পাঠাইতেন।
 দর্শনশক্তি বুঝাইতে হইলে একটা চক্ষু আঁকিয়া দিতেন।
 প্রাচীন ফিনিশিয়াবাসিদের পত্র লিখিবার এই রূপ
 সন্দেহ ছিল। ক্রমে আরও সংক্ষেপে পত্র লিখিবার
 জন্ত সমস্ত গোকুল না আঁকিয়া কেবল তাহার মাথা বা
 শিং লিখিয়া পাঠাইতেন। তাহার পর, আরও সুবিধা
 খুঁজিতে খুঁজিতে অক্ষরের সৃষ্টি হইল। অনেকে অল্পমান
 করেন, বর্তমান এক একটা অক্ষরের নাম এক একটা
 বস্তুর নাম হইতে হইয়াছে। হিব্রু ভাষার প্রথম অক্ষরের
 নাম আলেফ্। আলেফ্ শব্দে ঝাঁড়কে বুঝায়। আর
 একটা অক্ষরের নাম গিমেল্, তাহাতে উটকে বুঝায়।
 আর একটা অক্ষরের নাম মেম্। মেম্ শব্দে জল।
 ফিনিশিয়াবাসী ও ইহুদীরা () () চেষ্টার মত চিত্র
 আঁকিয়া জল বুঝাইতেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া
 যাহারা অল্পমান করেন যে, এক একটা বস্তুর নাম হইতে
 বর্ণমালার অক্ষরগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে, বোধ করি
 তাঁহাদের কথা মিথ্যা নয়।

রঞ্জেন্স এবং টেলর্ সাহেবের মত এই যে, ফিনিশি-
 য়ার লোকেরাই প্রথমে লিখিবার কৌশল বাহির করেন।
 তাঁহাদের দেখিয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতির লিখিতে
 শিখিয়াছেন। যোর ভ্রম। সে কালে সকল প্রাচীন-
 জাতিই ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। আরব
 এবং মিশরবাসীরা ব্রাহ্মণদের কাছে গণিতশাস্ত্র
 শিখিয়াছিলেন, লিখিবার কৌশলও এই হিন্দুদের দেশ
 হইতে বিদেশে গিয়া পড়িয়াছিল, আরবেরা তাহা
 স্বীকার করিতেন।

তবে ভারতবর্ষেও প্রথম প্রথম ছবি দিয়া পত্র লিখি-
 বার প্রথা চলিত ছিল না কি? —ছিল বৈ কি। না
 থাকিলে ফিনিশিয়াবাসীরা এবিদ্যা শিখিলেন কোথা?
 এদেশ হইতে এখন দিন দিন উঠিয়া যাইতেছে, তাই যা
 বল, নতুবা পুরাতন রীতি বাহির করিয়া দিবার অনেক
 প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্বকালের লোকে কি প্রণালীতে
 পত্র লেখালিখি করিতেন, বরফচির পত্রকৌমুদীতে
 তাহার অনেক নিম্ন নিদ্রিষ্ট করা আছে। পত্রের উপরে
 অঙ্কুরের মত একটা রেখা টানিবে। অঙ্কুরের ভিতর
 একটা বিন্দু দিবে। রাজাকে পত্র লিখিতে হইলে পত্রের
 উর্দ্ধে কুসুম কতুরী দিয়া একটা চন্দ্রমণ্ডল আঁকিবে।

পণ্ডিত ও গুরুজন প্রভৃতির পত্রে চন্দ্রনের চিহ্ন দেওয়া অবশ্যক। স্বামীর পত্রে স্ত্রী সিন্ধুরের ফোঁটা দিবেন। স্বামী, পত্নীকে পত্র লিখিতে হইলে আলতা দিয়া রঙ করিবেন। আবার শত্রুর কাছে পত্র পাঠাইতে হইলে তাহাতে রক্তের চিহ্ন দেওয়া চাই।

এ কিছু দিন পূর্বের সংবাদ। যখন বরকচি জীবিত ছিলেন, তাহার কিছু আগে হইতে এই সকল নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু আরও পূর্বে লোকে কি করিতেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। তবে ঐ সকল চিহ্ন কাটিবার প্রথা দেখিয়া স্পষ্ট অসুমান হইতেছে যে, হিন্দুরা যখন লিখিতে জানিতেন না, সে সময়ে কেবল চিত্র আঁকিয়া দূরের লোককে মনের কথা বলিয়া পাঠাইতেন। হিন্দুদের অভ্যাস এই,—একবার কোন রীতি চলিত হইলে চিরকাল তাহা মানিতে হইবে, না মানিলে প্রত্যাবরণ হয়। তাই, অজ্ঞতাবশতঃ কোন কালে লোকে চিত্র আঁকিয়া পত্র লিখিত, সে দিন পর্যন্ত আমরা সেই পুরাতন নিয়ম মানিয়া আসিতেছিলাম,—এখনও বিবাহের পত্রে, কিছু না হউক, তবু সিন্ধুরের ফোঁটাটা দেওয়া চাই।

আর এক কথা। নাগা সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতির লিখিতে জানেন না, পড়িতে পারে না। দূরের লোককে মনের কথা বলিয়া পাঠাইবার জন্য তাহাদের এক একটা সঙ্কেত আছে। সাঁওতালেরা বিপদে পড়িলে গ্রামে গ্রামে সংবাদ দিবার নিমিত্ত সাল গাছের একটা ডাল পাঠাইয়া দেয়। এই সঙ্কেত পাইলেই সমস্ত লোক ধর্ম্মবাণ লইয়া ছুটিতে থাকে। শত্রুদিগকে ভয় দেখাইতে হইলে নাগারা একখানি পোড়া কাঠ, লক্ষা এবং অস্ত্র পাঠাইয়া দেয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শত্রুদের গ্রাম পোড়াকাঠের মত দগ্ধ করা হইবে এবং তাহারা অস্ত্রাঘাতে কাল লক্ষার মত জর জর হইতে থাকিবে। এখন যেমন ভারতবর্ষের অজ্ঞ জাতির মধ্যে সংবাদাদি পাঠাইবার এক একটা সঙ্কেত চলিত আছে, আদিম অবস্থার আধারা যখন অজ্ঞ ছিলেন সে সময়ে তাহাদের মধ্যে সংবাদ পাঠাইবার কোন প্রকার সঙ্কেত ছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

প্রথম প্রথম অনেক দেশের লোক পশুপালন করিত। কাজেই ছাগ মেঘ ও গোবৎসাদিগকে চরাইবার জন্য দিবারাত্র তাহাদিগকে মাঠে, বনে, নদীকূলে এবং পর্ব্বতের উপর বেড়াইতে হইত। সন্ধ্যার কোন ভায়াটী

উদিত হয়, কোন নক্ষত্রটী রাজি হইবে প্রহরের, ভোর হইলে কোন নক্ষত্রটী কোথায় থাকে, পর্ব্বতের উপর হইতে তাহারা আকাশে গ্রহনক্ষত্রাদির এই সকল গতিবিধি বেশ দেখিতে পাইত। তাই সকল দেশেই জ্যোতিষের মন্ত্রগুরু পশুর রাখালেরা। কান্দিয়া দেশেও প্রথমে গোপালেরা জ্যোতিষের মন্ত্র বুঝিয়াছিল। তাহা যদি হইল তবে রাশি প্রভৃতির নাম সেই সকল পশুপালকেরাই দিয়াছিল, একথা স্বীকার করিতে হইবে। তখন গোরুর রাখালেরা সামান্ত লোক ছিল; রাশি প্রভৃতির ভাল দেখিয়া নাম রাখা তাহাদের বুদ্ধিতে ঘটিতে পারে না। তজ্জন্ত যে সকল দ্রব্য তাহারা অষ্টপ্রহর দেখিত, হাতে করিয়া বেড়াইত, খাইত,—তাহাই দেখিয়া রাশি প্রভৃতির নাম রাখিল। মেঘ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধর্ম্ম, মকর, কুম্ভ, মীন। বারটা রাশির নাম এই। সত্য কিছু কোন রাশি ভেড়াও নয় বাঁড়াও নয়। কোন রাশি সিংহের মত কেশব ফুলাইয়াও নাই। আকাশের স্থানে স্থানে বতকগুলি তারা কাছাকাছি যেন মিলিত হইয়া আছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিলে তাহাদিগকে এক একটা বস্তুর আকারের মত বোধ হয়। কেহ সেই সকল নক্ষত্রপুঞ্জকে ভালুকের সঙ্গে তুলনা করেন,—যিনি ঘেবস্ত ভাল রকম চেনেন, তিনি তাহার সঙ্গে তুলনা করেন। সেকালের রাখালেরা যে সকল বস্ত্র ভাল চিনিত, তাহাই দেখিয়া রাশিদের নাম রাখিয়াছিল। কিন্তু জ্যোতিষের মেঘ প্রভৃতির ঠিক চিত্র আঁকা থাকে না। ভাল দেখাইবে বলিয়া কেহ যদি রাশিদের নামা-মুসারে অবিকল ছবি চিত্র করিয়া দেন, সে সত্য কথ্য। কিন্তু অবিকল চিত্র দিবার প্রথা নাই। রাশির আকৃতির এক এক প্রকার সঙ্কেত আছে। [রাশি দেখ]। ইহুদীরা যেমন জল বুঝাইতে হইলে টেউ চিত্র করিয়া দেখাইত—এবং জ্যোতিষের কুম্ভ রাশির স্থলে তাহারা টেউ আঁকিয়া রাখিত, এদেশেও রাশির সঙ্কেত কেবল মেঘবৃষাদির সংক্ষিপ্ত আকার বৈ আর কিছুই নয়। পূর্বে তাহাদের যে প্রকার চিত্র ছিল, এখন তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, তাই আমরা চিনিতে পারি না। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিলে অনেকটা বিশ্বাস জন্মে যে, লিখিবার কৌশল আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে এদেশের লোকেও চিত্র পাঠাইয়া দূরের লোকের কাছে মনের ভাব প্রকাশ করিতেন। পরে সুবিধার নিমিত্ত এক একটা বস্তুর আদ্যাকর হইতে বর্ণমালার বর্ণের স্থিতি হইয়াছে।

অচ্ বর্ণ এবং হন্ বর্ণের সৃষ্টি এককালেই হইয়াছিল, তাহাতে অগ্র পশ্চাৎ নাই। কিন্তু প্রথমে এতগুলি বর্ণ ছিল না। মানুষের গলার সুর যত পরিষ্কার হইয়া আসিতে লাগিল, বিগত রাগরাগিনী ও তান লয় সুরে সকলে গান করিতে শিখিলেন, নানা প্রকার বর্ণেরও তত সৃষ্টি হইতে লাগিল। অচের মধ্যে প্রথমে আকার মাত্র ছিল। কারণ এই উচ্চারণ সহজ ও স্বাভাবিক। সম্পূর্ণরূপে মুখ মেলিয়া শব্দ করিলেই আকার উচ্চারিত হয়। পরে ক্রমশঃ ‘হাঁ’ ছোট করিয়া আনিলে অকার, ইকার, উকার প্রভৃতি অল্প স্বরবর্ণগুলি বাহির হইতে থাকে। আবার মুখের কোন স্থান স্পর্শ করিলে হন্ বর্ণ উচ্চারিত হয়। বর্ণের উচ্চারণ স্থান এবং প্রযুক্ত তাহার প্রমাণ। উচ্চারণস্থান যথা—অ আ আ ও ক খ গ ঘ ঙ হ এবং বিসর্গ ইহাদের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ, (অ ক হ বিসর্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ)। ই ঈ ঐ ও চ ছ জ ঝ ঞ ষ এবং শ ইহাদের উচ্চারণস্থান তালু (ইচুয়ানাং তালু)। ঋ ঌ ঍ ও ট ঠ ড ঢ ণ র ষ ইহাদের উচ্চারণস্থান মূর্ধা (ঋঌরবাণাং মূর্ধা)। ৯ ১০ ত থ দ ধ ন ল স ইহাদের উচ্চারণস্থান দন্ত (লুতুলসানাং দন্তাঃ)। উ উ উ ও প ফ ব ভ ম এবং উপস্থানীয় অর্থাৎ — প — ক ইহাদের উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ (উপস্থানীয়ানামোষ্ঠী)। ঙ ঞ ণ ন ম ইহাদের উচ্চারণ স্থান স্ব শ বর্ণ ভিন্ন নাসিকা হইতেও হয় (ঞমঙণনানাং নাসিকা চ)। এ ঐ ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও তালু (এঐতোঃ কণ্ঠতালু)। ও ও ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ওষ্ঠ (ওদোতোঃ কণ্ঠোষ্ঠম্)। বকারের উচ্চারণস্থান দন্ত এবং ওষ্ঠ (বকারস্ত দন্তোষ্ঠম্)। জিহ্বামূলীয় অর্থাৎ — ক — খ ইহাদের উচ্চারণ স্থান জিহ্বার মূল (জিহ্বামূলীয়স্ত জিহ্বামূলম্) অহুস্বরের উচ্চারণ স্থান নাসিকা (নাসিকাহুস্বারস্ত)।

তাহার পর প্রযজাদি নানা প্রকার সুরেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা,—প্রযজ দুই প্রকার। আভ্যন্তর অর্থাৎ মুখের, এবং বাহ্য অর্থাৎ মুখের বাহিরে বা কণ্ঠা-দির। আভ্যন্তর প্রযজ পাঁচ প্রকার। যথা,—স্পৃষ্ট, ঈষৎস্পৃষ্ট, ঈষদ্বিবৃত, বিবৃত এবং সংবৃত। যে বর্ণ উচ্চারণ করিতে জিহ্বার স্থানকে স্পর্শ করে না, তাহাকে স্পৃষ্ট প্রযজ কহে। স্পর্শ বর্ণের স্পৃষ্ট প্রযজ হইয়া থাকে। ঈষৎস্পৃষ্ট অর্থাৎ ক্লিষ্ট স্পৃষ্ট, অন্তস্থ বর্ণের এই প্রযজ হইয়া থাকে। উদ্ব বর্ণের ঈষদ্বিবৃত প্রযজ হয়। অচ্ অর্থাৎ স্বর বর্ণের বিবৃত প্রযজ হয়। যে বর্ণ উচ্চারণ

করিতে জিহ্বার স্থানকে স্পর্শ করে না, তাহাকে বিবৃত প্রযজ কহে। প্রায়োগে অর্থাৎ বলিতে কহিতে গেলে হৃদ্র অকারের সংবৃত প্রযজ বলা যায়। কিন্তু প্রক্ৰিয়া দশার অর্থাৎ কোন বিধির দ্বারা যেখানে অকার করা যায়, তখন ইহার বিবৃত প্রযজ কহে। এরূপ না করিলে অকারের সর্ব্ব সংজ্ঞা আর কোন প্রকারে ঘটতে পারে না। এই সকল ভেদ ধরিয়া গণনা করিলে বাহ্য প্রযজ এগার প্রকার হয়। যথা,—১ বিবার, ২ সংবার, ৩ খাস, ৪ নাদ, ৫ ঘোষ, ৬ অঘোষ, ৭ অল্পপ্রাণ, ৮ মহা-প্রাণ, ৯ উদাত্ত, ১০ অহুদাত্ত, ১১ স্বরিণ্ড। খন্ প্রত্যা-হারের মধ্যে যত বর্ণ আছে (খ ক ছ ঠ থ চ ট ত ক প শ ষ স) তাহাদিগের বিবার, খাস এবং অঘোষ প্রযজ হইয়া থাকে। হন্ প্রত্যাহারের মধ্যে যত বর্ণ আছে (হ য ব র ল ঞ ম ঙ ণ ন ঋ ঌ ঍ ষ চ ধ জ ব গ ড দ) তাহাদের সংবার, নাদ এবং ঘোষ প্রযজ হয়। বর্ণ মালার প্রত্যেক বর্ণের প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম বর্ণ (ক চ ট ত প, গ জ ড দ ব, ঙ ঞ ণ ন ম) এবং যন্ প্রত্যাহারের ভিতর যত বর্ণ আছে (য র ল ব) ইহাদের অল্পপ্রাণ প্রযজ কহে। প্রত্যেক বর্ণের দ্বিতীয় ও চতুর্থ অক্ষর মহাপ্রাণ প্রযজ। [অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ প্রযজের ফল রস ও অহুপ্রাস শব্দে দেখ]। ককার হইতে মকার পর্য্যন্ত যাবতীয় বর্ণকে স্পর্শ বর্ণ কহে। যন্ প্রত্যা-হারের বর্ণকে অন্তস্থ কহে। কারণ বর্ণমালার স্পর্শ ও উদ্ববর্ণের মধ্যে উহাদের স্থান দেওয়া হইয়াছে। শল্ প্রত্যাহারের ভিতর যত বর্ণ আছে (শ ব স হ) উহা-দিগকে উদ্ব বর্ণ কহে। অচ্ প্রত্যাহারের বর্ণকে স্বর বলা যায়। — ক — খ, এই রূপ ককার ধকারের পূর্ব্ব অর্দ্ধ বিসর্গের চিহ্নকে জিহ্বামূলীয় কহে। — প — ফ, এই রূপ পকার ফকারের পূর্ব্ব যে অর্দ্ধ বিসর্গের চিহ্ন ইহাকে উপস্থানীয় বলা যায়।

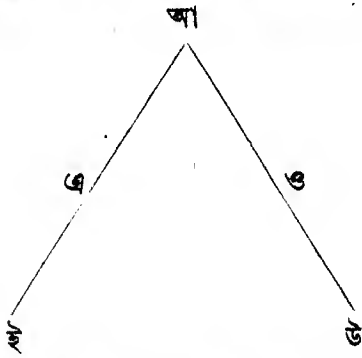
বিগত সুরে বেদ গান করিতে হইলে এই সকল স্বরভেদ নিত্য আবশ্যক। ইহাতে স্পষ্ট জানা যাই-তেছে, সঙ্গীত বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে নানা প্রকার উচ্চারণের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ সহজে বুঝিতে পারা যাইবে বলিয়া কোথাও এক একটা অক্ষর বা শব্দের উপর এক এক প্রকার চিহ্ন দেওয়া হয়, কোথাও বা তজ্জন্ত এক একটা বর্ণের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

প্রথম প্রথম অচ্ বর্ণের মধ্যে এক মাত্র আকার ছিল, তাহার পর আকার হইতে অন্যান্য স্বরের উৎপত্তি

হইয়াছে। কার্যাকারণ ভাব বিচার করিয়া দেখিলে এ কথা ঠিক বুঝিতে পারা যায়। বৃক্ষাদি মাটি হইতে জন্মে বলিয়া কাঠ পতিলে মাটি হয়। মাটি হইতে না জন্মিলে কাঠ পতিলে মাটি হইত না। বর্ণমালার বর্ণগুলিরও এই প্রকার নিয়ম দেখা যায়। ন এবং ম এই দুই বর্ণের স্থানে অল্পস্বর হয় এবং অল্পস্বরের স্থানেও ন ও ম হইয়া থাকে। র এবং স স্থানে বিসর্গ হয় এবং বিসর্গ স্থানেও র ও স হইয়া থাকে। অতএব ন ও মকারের সঙ্গে অল্পস্বরের এবং রেক ও সকারের সঙ্গে বিসর্গের বনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিতে হইবে। তদ্রূপ আকারের সঙ্গেও ইকার এবং উকারের সম্বন্ধ আছে দেখা যায়। অনেক সংস্কৃত শব্দের অকারান্ত বর্ণ বাঙ্গালায় ও প্রাকৃত ভাষার আকারান্ত, ইকারান্ত এবং উকারান্ত হয়। যথা,—অঙ্ক—অঁক। চর্ম—চাম। গর্দভ—গাধা। এই রূপ অনেক স্থলে অকারস্থানে আকার হয়। সজ্ঞান—সিয়ানা। ভণ—ভিয়াণ। সন্ধি—সিঁধ। পশ্চাৎ—পিছন। এই রূপ অনেক স্থলে অকার স্থানে ইকার হয়। পুরুরিণী—পূরু। বৎস—বাতুর। কর্কটিক—কাকুড়। পর্কটী—পাকুড়। ধুস্তর—ধুতুরা। দ্বিগ্রহর—দুপুর। ব্রাহ্মণ—বামুন। হরিদ্রা—হরুদ। বন্ধ—বুক। অস্ত্রাঃ—উপসে। এখানে অকার স্থানে উকার হইয়াছে। ওষধ—অম্বুধ। এখানে ওকার স্থানে অকার হইয়াছে। বধু—বৌ। মধু—মৌ। জতু—জৌ। এখানে অকার স্থানে ওকার হইয়াছে। আর্ঘ্য—অজ্জ। এখানে আকার স্থানে অকার হইয়াছে। এই রূপ শব্দ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট জানা যায়, কেবল কঠোর স্বরবৈষম্য দ্বারা এক আকার হইতে ইউ এ ও ও প্রকৃতি স্বরবর্ণগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। যেমন নানা প্রকার স্তব্ব বাজাইতে হইলে বাদ্য যন্ত্রে অনেকগুলি ঠাত বা তার খাটাইয়া তাহার নানা স্থান বিবেচনানুসারে টিপিতে হয়; তবে নানা রকম স্তরের রেস বাহির হইতে থাকে। তদ্রূপ নানা প্রকার স্তব ও শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে অনেক প্রকার বর্ণ আবশ্যক। কাজেই সঙ্গীতবিদ্যা ও তাহার উন্নতির সঙ্গে নানাবিধ বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। স্বরবর্ণ হইতেই স্তব উঠিতে থাকে, হৃৎ স্বরের স্তব নাই। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার একগুলি স্বরবর্ণ রহিয়াছে, তবু আমরা একগুণে দুইটী স্বরবর্ণের অভাব অনুভব করিতেছি। একটী অকার-উকার এবং ওকারের মধ্যবর্তী, আর একটী অকার ও ইকারের

মধ্যবর্তী। 'রেড়ীর খ'ল। 'স'ল মাছ'। 'আমের খ'ল'। এখানে খল কিবা খোল, খোল এরূপ কোনটী লিখিলে ঠিক উচ্চারণ হয় না। কিন্তু বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে স্বরবর্ণের অভাবে ঐ উচ্চারণ হইতেছে না সেটী অ উ এবং ওকারের মধ্যবর্তী কোন প্রকার একটী নূতন উচ্চারণের স্বর বর্ণ। পুনশ্চ ডা'ল, চা'ল, চা'র, পা'ল ইত্যাদি শব্দ ডাইল, চাইল এপ্রকারে লিখিলে ঠিক উচ্চারণ হয় না; অথচ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, অকার ও ইকারের মধ্যবর্তী কোন প্রকার একটী নূতন স্বরবর্ণ চাই; তাহা হইলে ঐ সকল শব্দ ঠিক লিখিতে পারা যায়। এইরূপ মুখের স্বরবৈষম্য ঘটিলে এক একটী বর্ণের অভাব বুঝিতে পারা যায়। অভাব জানিতে পারিলেই তাহা পূরণ করিবার জন্য নূতন বর্ণের সৃষ্টি করিতে হয়।

ফিনিশিয়া ভাষার আলেক্‌ডালু হইতে উচ্চারিত হয়, তাহা হৃৎ বর্ণের মত। কিন্তু গ্রিক ভাষার আল্‌ফা বিপুল স্বরবর্ণ। স্বরবর্ণের মধ্যে প্রথমে আকারের সৃষ্টিই সকল দেশে হইরাছিল। সম্পূর্ণ রূপে মুখ মেলিয়া ভিতরের ভাষাদি স্থানের স্পর্শ ভিন্ন যে বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাহাই (আ) আকার। জিহ্বা অথবা ওষ্ঠ দ্বারা বায়ুপথ বন্ধ সঙ্কচিত করিবে তত অভ্যন্তর স্বরবর্ণ উচ্চারিত হইবে। ওকার উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার নিম্নস্থান তুলিয়া আলজিব ও জিহ্বার মধ্যবর্তী স্থান কাঁক করিয়া দিতে হয়। আবার ইকার উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার অগ্রভাগ উচ্চ করিয়া জিহ্বার ও তালুর মধ্যবর্তী স্থান কাঁক করিয়া দিতে হয়। স্থল কথা 'এই, কঠ' হইতে ওষ্ঠ পর্যন্ত সমস্ত বায়ুপথ উত্তম রূপে শুলিয়া দিলে আকার উচ্চারিত হয়। স্তবরাং স্পর্শাদি প্রতিবন্ধ ভিন্ন যে বর্ণ উচ্চারণ করা যায় তাহাই অচ্ না স্বর বর্ণ। আর কোন শব্দেই এমিকে ওমিকে কিরাইলে ঘুরাইলে এবং ভিতরে আর বা অধিক প্রতিবন্ধ ঘটিলে হৃৎ বর্ণ উচ্চারিত হয়। তাই আকারের মত বিপুল স্বর একটীও নাই। কারণ ইকার উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বা উত্তীর্ণ প্রায় তালুকে স্পর্শ করে। উকার উচ্চারণ করিবার সময় ওষ্ঠ অনেকটী বন্ধ করা চাই। ভজন্ত আকার-আদিব্র। বাকি অচ্ বর্ণগুলি আকারের রূপান্তর মাত্র। একটী বিশুর দুইটিকে দুইটী দেখা টানিলে আকারের রূপান্তর স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যথা—



একদিকে আকার হইতে ক্রমশঃ মুখ সঙ্কুচিত করিয়া আসিলে প্রথমে একার, তাহার পর ইকার উচ্চারিত হয়। ইকারের পর তাৎসাদি স্পর্শ না করিয়া অল্প স্বরবর্ণ আর উচ্চারণ করা যায় না।

অপর দিকে প্রথমে ওকার তাহার পর উকার উচ্চারিত হয়। উকারের পর অল্প স্বরবর্ণ আর উচ্চারণ করা যায় না।

তজ্জন্ত শব্দশাস্ত্রের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুদ্ধিতে পারা যায় যে, প্রথমে আকার ভিন্ন অল্প স্বরবর্ণ ছিল না। আকার হইতে ইকারাদি আর কয়েকটা স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে।

আরবী ও পারসী ভাষা একথার আর একটি প্রমাণস্থল। আজি পর্যন্ত ঐ দুই প্রাচীন ভাষায় ব্রহ্ম ইকার, ওহ্রস্ উকার একমাত্র আলেক দ্বারা লিখিত হয়, তজ্জন্ত বিভিন্ন স্বরবর্ণ নাই। আলেক্ জের=ই। আলেক্ পেশ=উ। আলেক্‌র উপর যে সাক্ষাতিক চিহ্নগুলি দিয়া ই উ লিখিত হয়, তাহাকে জের এবং পেশ কহে। অতএব এখন স্পষ্টই বুদ্ধিতে পারা গেল, সকল ভাষাতেই প্রথম অচ্ বর্ণ আকার স্বভাবতই গৃহীত হইয়াছিল। তাহার পর অজ্ঞাত স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে।

অচকিত (ত্রি) চকুর নিমেষশূন্য, স্থির। অতীত। অতৃপ্ত।
অচক্স (ত্রি) নাস্তি চক্ষুঃ, বহুব্রী। নেত্রহীন, মন্‌নেত্র।
নঞ-তৎ, চক্স ভিন্ন অস্ত্র চিহ্ন। (পুং) অচক্সঃ, অচক্সবো, অচক্সবঃ। (স্ত্রী) অচক্সা, অচক্সবী, অচক্সবী।

অচণ্ডী (স্ত্রী) ন চণ্ডী কোপনা। শাস্ত্র গাই। অকরা।
অকোপনা। অশীলা স্ত্রী।

অচতুর (ত্রি) ন সন্তি চতুরি বস্ত, বহুব্রী। [অকি-ক্রবো পক্ষে অত্র দেখে]। যাহার চতুঃ সংখ্যা নাই। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্ণ বাহার নাই। (ত্রি.) অপটু। এই

শব্দটা অচ্ সমাসে বহুব্রী।

অচপল (ত্রি) ন-চপলঃ। নঞ-তৎ। স্থির। নাস্তি চপলো যন্মাৎ, বহুব্রী। অত্যন্ত চঞ্চল। সাধারণ ভাষার এই রূপ হিন্দি ভ্রজবুলিতে সর্বদা ইহার ব্যবহার আছে।
অচর (ত্রি) ন চর-অচ, নঞ-তৎ। স্থির, চলনশূন্য। জ্যোতিষের মতে, মেঘ কর্কট তুলা মকর এইগুলি চর লগ্ন। এতদ্ব্যতীত অন্ত লগ্ন অর্থাৎ বুধ সিংহ বৃশ্চিক কুম্ভ এইগুলি স্থির বা অচর লগ্ন।

অচরম (ত্রি.) ন চরমঃ, নঞ-তৎ। শেষ নহে অর্থাৎ মধ্য।
অচরম বয়ঃ অর্থাৎ কৌমারাবস্থা।

অচল (পুং) ন চলঃ, নঞ-তৎ। পর্কত। বৃক্ষ। খোঁটা।
অচলা বহুধায়াঃ স্ত্রীচলঃ শৈলকীলয়োঃ। (মেদিনী)।
অচলকত্তা (স্ত্রী) অচলস্ত্র হিমালয়স্ত্র কত্তা, ৬-তৎ। পার্কতী।
দক্ষবজ্রে দেহ ত্যাগ করিয়া ইনি মেনকার গর্ভে এবং হিমালয়ের গুহ্যে জন্মগ্রহণ করেন।

অচলকীলা (স্ত্রী) অচলাঃ কীলা ইব যন্তাঃ। পৃথিবী।
অচলজা (স্ত্রী) অচল-জন-ড, ৫-তৎ। অচলাৎ জায়তে।
পর্কতজাতা, পার্কতী। পর্কতজাতা লতাদি।

অচলদ্বিব্ (পুং) অচলা স্থিরা দ্বিট্ কাস্তিযুক্ত, বহুব্রী।
কোকিল। স্থির কাস্তিযুক্ত। অচলদ্বিট্, অচলদ্বিবো, অচলদ্বিবঃ। কর্মধা, স্থির কাস্তি।

অচলদ্বিব্ (পুং) অচলেভ্যঃ পর্কতেভ্যঃ দ্বিট্ অচল-দ্বিব-কিপ্। ৪-তৎ। ইন্দ্র। ইন্দ্র পর্কতদের পক্ষচ্ছেদন করিয়া ছিলেন। অচলদ্বিট্, অচলদ্বিবো, অচলদ্বিবঃ।

অচলদ্বিতি (স্ত্রী) ছন্দ বিশেষ। 'দ্বিগুণিত বহুলযুতিরচল-বুতিরহ'। অর্থাৎ এই ছন্দ বোলবর্ণে (২×৮ দ্বিগুণিত-বহু) গ্রথিত এবং সকল বর্ণগুলিই লঘু। যথা—কই সই নবজলধর চিকণ বরণ ?

অচলনারী (স্ত্রী) অচলস্ত্র হিমালয়স্ত্র নারী; ৬-তৎ।
মেনকা, হিমালয়ের স্ত্রী। আমি অচলনারী, চলিতে নারিহে, পারি না যে দেখে আসি। (রামবহু)

অচলপতি (পুং) অচলানাং পতি, ৬-তৎ। গিরিরাজ, হিমালয়। *। পাতেভতি। উৎ ৪। ৫৭। পতিঃ।

অচলভাত্ (পুং) বোদ্ধ বিশেষ। ইনি শেষ জৈনাচার্যের একাদশ শিষ্যের অন্তর্গত এক জন শিষ্য।

অচলরাজ (পুং) অচলানাং রাজা, অচ্ সমাসে বহুব্রী।
হিমালয়। *। রাজাঃ সম্বিভাট্। পা ৫। ৪। ৯১।

রাজন্, অহন্ এবং সম্বি এই সকল শব্দ যে অচ্ পুঙ্কব সমাসের দ্বারা থাকে, তাহার অল্প অবদ্ব্য-উচ্ প্রত্যয়

হয়। যথা—পরমরাজঃ। উত্তমাহঃ। কৃষ্ণসখঃ।

অচলা (স্ত্রী) পৃথিবী। যেনকা, হিমালয়ের ভাৰ্যা। স্থিরা, গতিশক্তি বিহীন।

আমি সহজে অবলা, তার মা অচলা,
তব্ব করতে পারি না। (রাম বহু)।

অচাপল (স্ত্রী) ম-চাপলঃ। স্থির, চপলতাশূন্য। (ত্রি) নাস্তি চাপলাং যন্ত, বহুব্রী।

অচাপলা (স্ত্রী) ন-তৎ। স্থিরতা। নাস্তি চাপলাং যন্ত, বহুব্রী (ত্রি) চাপলাশূন্য।

অচি। আরবী ওয়াসী শব্দের অপভ্রংশ। কৰ্ম্মাধাক্ষ। যাহারা নাবালগের বিষয়ের ভারগ্রহণ করিয়া কার্যাদির তত্ত্বাবধান করেন, এখন বাঙ্গালায় তাঁহাদিগকেই প্রায় অচি বলা যায়।

অচিক্ৰণ (ত্রি) ন চিক্ৰণঃ। খস্ খসে, ক্রক্, অপরিষ্কার। *। চিতেঃ কণঃ কশ্চ। উৎ ৭। ১৭৫। বাহুলকাদ-গুণঃ। চিক্ৰণং মসৃণং স্নিগ্ধম্।

অচিত্ত (ত্রি) নাস্তি চিত্তং যন্ত, বহুব্রী। চেতনাশূন্য।

অচিন্তনীয় (ত্রি) ন-চিন্ত-অনীয়র্ শক্যার্থে। যাহা চিন্তা করা যায় না। চিন্তার অগম্য। ব্রহ্ম।

অচিস্তিত (ত্রি) ন চিস্তিতঃ। অতর্কিত।

অচির (স্ত্রী) ন চিরম্। অল্পকালস্থায়ী। শীঘ্র।

অচিরত্বি (স্ত্রী) অচিরা অল্পকালস্থায়িনী ত্বিট্ প্রভা যন্তাঃ।

কণপ্রভা, বিদ্যাৎ। অচিরত্বিট্, অচিরত্বিবো, অচিরত্বিষঃ।

অচিরহ্রাতি (স্ত্রী) অচিরা অল্পকালস্থায়িনী হ্রাতিঃ প্রভা যন্তাঃ। বিদ্যাৎ। অল্পকালস্থায়িনী হ্রাতি, কৰ্ম্মধা।

অচিরহ্রাতিঃ, অচিরহ্রাতী, অচীরহ্রাতয়ঃ।

অচিরপ্রভা (স্ত্রী) অচিরা কণকালস্থায়িনী প্রভা যন্তাঃ, বহুব্রী। কণপ্রভা, বিদ্যাৎ। অচিরপ্রভা অচিরপ্রভে, অচিরপ্রভাঃ। (ত্রি) অচিরদীপ্তি।

অচিরভাস্ (স্ত্রী) অচিরা অল্পকালস্থায়িনী ভাঃ যন্তাঃ। প্রভাঃ বিদ্যাৎ। কৰ্ম্মধা, অল্পকালস্থায়িনী প্রভা। অচিরভাঃ, অচিরভাসো, অচিরভাসঃ।

অচিররোচিস্ (স্ত্রী) অচিরং রোচিঃ দীপ্তিৰ্ভাঃ। বিদ্যাৎ। কৰ্ম্মধা, অল্পকালস্থায়িনী রোচিঃ। অচিররোচিঃ, অচির-রোচিবো, অচিররোচিষঃ।

অচিরত্ব (অব্য) অল্পকালে। অচিরাৎ। শীঘ্র।

অচিরাৎ (স্ত্রী) অচিরাঃ কণস্থায়িনঃ অংশবো যন্তাঃ। বহুব্রী। বিদ্যাৎ। কৰ্ম্মধা, কণস্থায়ী কিরণঃ।

অচিরাৎ (অব্য) অচিরশব্দের গকম্যরূপ। শীঘ্র, অবিলম্বে।

অচিরাভা (স্ত্রী) অচিরা আভা যন্তাঃ। বিদ্যাৎ।

অচিরায় (অব্য) অচিরশব্দের চতুর্থ্যন্ত রূপ। শীঘ্র।

অচিরেণ (অব্য) অচিরশব্দের তৃতীয়ান্ত রূপ। শীঘ্র।

অচিলা, অহিলা। (গ্রাম্যশব্দ)। ছল; উপলক্ষ্য। 'তিনি বেড়াইবার অচিলা করিয়া সমস্ত দেখিতেছিলেন' অর্থাৎ তিনি বেড়াইবার ছল করিয়া।

অচিবল। কশ্মীরের একটা বৃহৎ জলোৎস। ইহা অচি-গান পল্লির অত্যন্ত সঙ্গিকটে। পূর্বে এইখানে পেসাদার নর্তকীদের বাস ছিল।

অচিচ্চ (ত্রি) অচ গতো-ইচ্চুচ্। গমনশীল।

অচীন—সুমিত্রা দ্বীপের উত্তর অংশে একটা প্রতাপশালী স্বাধীন রাজ্য। এই দ্বীপের সমস্ত রাজ্যগুলিই প্রায় একে একে ওলন্দাজদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। অচীন রাজ্য অদ্যাপি স্বাধীন আছে; কিন্তু আর যে অধিককাল স্বাধীন থাকিবে, সে সম্ভাবনা অল্প। ওলন্দাজেরা ঐ রাজ্য অধিকার করিবার জন্য সম্প্রতি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

মুসলমান ইকব্বর মুলার রাজত্বকালে (১৬০৭-১৬৩৭) এই রাজ্য অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। নয়াদ্বীপ, মাল-বের অন্তর্গত জোহর, পাহাড, কোমা এবং পেরাক রাজ্য অধি তাঁহার বশতা স্বীকার করিয়াছিল। এই রাজ্য আরতনে প্রায় ১৬,৪০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩,২৮,০০০। এই দেশে প্রচুর পরিমাণে চাউল ও মরিচ উৎপন্ন হয়। পূর্বকালে রেশমের খুব কারবার ছিল, কিন্তু এই ব্যবসার অবস্থা এখন মিতান্ত্র অবনত।

অচীন বাণিজ্যের একটা সুবিখ্যাত বন্দর। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে ওলন্দাজেরা প্রথম এখানে বাণিজ্যার্থ আসেন। ইংরাজ বণিক ১৬০২ খৃঃ অব্দে এখানে প্রথম পদাৰ্পণ করেন। ফরাসীরাও এখানে ব্যবসার চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু পাছে স্বার্থের ক্ষতি হয়, এই আশঙ্কায় দেশীয় বণিকগণ মধ্যে মধ্যে গোলাযোগ করিত। এজন্য কোন জাতিই বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। এখানে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ উৎপন্ন হয়।

অচীনবাসীরা মালব জাতি অপেক্ষা দীর্ঘ ও সুদীর্ঘ। অচীন নগর এই রাজ্যের রাজধানী। একটা ক্ষুদ্র নদীর উপর সমুদ্র হইতে প্রায় বেড় কোশ দূরে অবস্থিত। ব্যামুরা নামে এখানে একটা আরের গিরি আছে। এই পর্বত প্রায় ৬০০০ ফিট উচ্চ। ১৭০০ খৃঃ অব্দে অচীনরাজ্যের বারগুন নাই জীবুদি

হইয়াছিল। কথিত আছে, রাজার সর্বদাই ২০০ হস্তী থাকিত। এখনও এই দেশে বিস্তর হস্তী আছে; কিন্তু হাতিপোষা প্রথা আর প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

অচীনের প্রথম স্বাধীন রাজার রাজত্বকাল অবধিই পৰ্তুগিজদের সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ হয়। এবং মলক্কাদ্বীপের পতনের সঙ্গে (১৬৪১) যে পর্যন্ত না পৰ্তুগালের প্রতাপ হ্রাস হইয়াছিল, সে পর্যন্ত এই বিবাদ মিটে নাই। অচীনাদিগণ অল্পাংশ দশ বার মলক্কাদ্বীপ অধিকার করিবার জন্য যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করেন। ১৬১৫ খৃঃ অব্দে তাৎকালিক রাজা ইক্ষ্মর মুদা ৫০০ রণতরী ও ৬০,০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে ১০০ খানি জাহাজ এত বৃহৎ ছিল যে, সে সময়ে ইউরোপেও ততবড় জাহাজ কোন রাজার ছিল না। অচীনের ক্রমশঃ ধনী ও প্রতাপশালী ছিলেন ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

১৬৪১ খৃঃ অব্দে ইক্ষ্মর মুদার মৃত্যুর পরক্রমাবধি তিন জন জীলোক রাজ্যশাসন করেন। ১৬৯৯ খৃঃ অব্দে একদল আরব একজন স্বজাতিকের রাজা করে। ইহার পর অচীনের অবনতি দৃষ্ট হয়।

১৮১৬ খৃঃ অব্দে ববদ্বীপ হলণ্ডকে প্রত্যর্পণ করা হইলে ইংলণ্ডীয় গভর্ণমেন্ট অচীনে আপনাদের প্রভুত্ব অক্ষয় রাখিতে চেষ্টা করেন। ১৮১৯ খৃঃ অব্দের সন্ধিতে এই নিয়ম করা হয় যে, কোন জাতিই অচীনে বাস করিতে পাইবে না। ১৮২৪ খৃঃ অব্দে বধন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট হলণ্ডের সহিত কতকগুলি অধিকারের বিনিময় করেন, সেই সময়ে সুমাত্রার ইংলণ্ডের যে সকল অধিকার ছিল তাহা হলণ্ডকে প্রদান করেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে হলণ্ডের সৈন্তদল অচীন নগর আক্রমণ করে। ওলন্দাজেরা তাহাতে সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া ও তাহাদের বিস্তর ক্ষতি হয়। কিন্তু ওলন্দাজেরা একবারে ত্যাগ সাহা না হইয়া অল্প দিন পরে পুনর্বার যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে অচীন নগর হস্তগত করিয়া লন। অচেতন (জি) নাস্তি চেতনা বস্ত। চেতনামূল্য, জ্ঞান-মূল্য। যে সকল পদার্থ ইচ্ছামত কোথাও বাইতে পারে না। দেখিতে ও শুনিতে পায় না, স্বপ্ন রূপে অসুভব করে না, তাহাদিগকে অচেতন কহে। যথা, বৃক্ষ পৰ্ব্বত ইত্যাদি। মনুষ্য পীড়াদি বস্তুঃ জ্ঞানমূল্য হইয়া পড়িলে, বধন ইচ্ছামত কথা কহে না, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর দেয় না, শুদবহার বহুব্যকে

অচেতন বলা যায়। [মূর্ছা, সন্ন্যাস, অর, মস্তিষ্ক প্রদাহ, ক্রমি প্রভৃতি শব্দে ইহার বিশেষ বিবরণ দেখ]।

অচেতন্ (জি) ন চিত্ত-অহ্ন। *। সর্বদাত্তোহহ্ন। উৎ ৪। ১৮৮। নঞ-তৎ। চেতনামূল্য। নাস্তি চেতঃ জ্ঞানমন্ত, বহুব্রী। অচেতাঃ, অচেতসৌ, অচেতসঃ।

অচেতান (জি) ন চিত্ত-শানচ, নঞ-তৎ। চেতনামূল্য।

অচেনা (গ্রাম্য) চেনা নহে, অপরিচিত। ইহা অচিহ্নিত শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়।

অচেষ্ট (জি) নাস্তি চেষ্টা বস্ত, বহুব্রী। নিশ্চেষ্টে, চেষ্টা-রহিত, জ্ঞানমূল্য।

অচেষ্টতা (জী) অচেষ্ট-তান্। নিশ্চেষ্টতা, চেষ্টারাহিত্য।

অচৈতন্ত (জি) নাস্তি চৈতন্তঃ বস্ত। জ্ঞানমূল্য, চেতনামূল্য।

অচোট। (গ্রাম্য)। বাহাতে চোট লাগে নাই, বাহাতে

অজ্ঞাঘাত করা হয় নাই। ‘অচোট ভূমি’—অর্থাৎ যে ভূমিতে কখন কর্ষণ করা হয় নাই। সচরাচর এই শব্দকে ‘আচোট’ বলা যায়। যথা—‘মিছে আচোট ভূঁয়ে বীজ ছড়িয়ে কাল গোয়ালে ফলের আশে।’

অচ্ছ (অব্য) ন ছ্যতি দৃষ্টিম্ ছো-ক। অভিযুখে। সমুখে।

অচ্ছ (জি) ন ছ্যতি ছো-ক। স্বচ্ছ, নির্মল। এই শব্দ হইতে হিন্দী ও চলিত বাঙ্গলা ‘আচ্ছা’ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা,—‘তিনি আচ্ছা করিয়াছেন।’ অমুজ্ঞা—‘ভূমি এই কর্ষ কর।’—উত্তর—‘আচ্ছা।’ এইরূপ উত্তম ও হাঁ স্থানে বাঙ্গলায় আচ্ছা শব্দ প্রযুক্ত হয়।

অচ্ছ (পুং) ক্ষটিক। ভালুক।

অচ্ছত্র (জি) নাস্তি ছত্রং রাজ্যশাসনং যত্র। যে স্থলে রাজ ছত্র নাই, অরাজক। হসি-রক্ ছত্র। [অচ্ছিত্র শব্দে যত্র দেখ]। ছত্র শব্দের অপভ্রংশে—ছাতা, ছাতী।

অচ্ছন্দন্ (জি) নাস্তি ছন্দঃ বেনো বস্ত। অস্থপনীত বালক, বেদাধ্যয়নমূল্য। নাস্তি ছন্দঃ পরিমিতমাত্রাকরাদিবাক্যানি বয়। অর্থাৎ পদ্য নহে, পদ্য। অভিপ্রায়মূল্য। অচ্ছন্দাঃ, অচ্ছন্দসৌ, অচ্ছন্দসঃ, অচ্ছন্দসী, অচ্ছন্দাঃসি (স্ত্রী)। চমি-অহ্ন হন্দন্। *। চন্দোরাদেচ হন্। উৎ ৪। ২১৮। চমি বাতুর উত্তর অহ্ন প্রত্যয় হয় এবং চ স্থানে হকার আদেশ হইয়া থাকে। হকশব্দের অপভ্রংশে হান্দ, হাঁদ।

অচ্ছত্ন, অচ্ছোত্ন (পুং) অচ্ছন্ অভিযুখ্যে তদ্রুচি হস্তি। অচ্ছ-ত্ন-অচ্ছ। ভলুক। ভালুক।

অচ্ছা (জী) অ বিক্। অং বিক্ ছ্যতি। বিকুর আচ্ছা-মন নির্মল। ন ছ্যতি দৃষ্টিম্ ছো-ক। এখানে সজ্ঞের ন

স্থানে অহইল। তৎপরে হুহ স্বরবর্ণের পর ছ রহিয়াছে তজ্জন্ম ছ হইরাছে। *। ছে চ। পা ৬। ১। ৭০। ছকার পরে থাকিলে হুহ স্বরের পর তুগাগম হয়। অ+হ= অৎ+হ (তুক অর্থাৎ তকারের আগম হইল) অচ্ঃ, ত স্থানে চ হইল। অতঃপর, জ্ঞানিলে অচ্ছা এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইয়াছে।

অচ্ছা (হিন্দী) ভাল। 'বহৎ অচ্ছা' ইত্যাদি। এই শব্দ বাঙ্গালার আমরা আচ্ছা বলিয়া উচ্চারণ করি।

অচ্ছাবাক (পুং) অচ্ছ-বচ-বঞ, অচ্ছঃ নির্গলং বসীতি।

সোমবাগে হোতার সহকারী ঋত্বিক।

অচ্ছাবাকসামন্ (স্ত্রী) অচ্ছা বাকেন গেষ্য সাম। সোম-বাগে হোতার সহকারী ঋত্বিক কর্তৃক গেষ্য সামবেদ।

ইহার অপর একটি নাম উৎসাহীয়া।

অচ্ছাবাকীর (স্ত্রী) অচ্ছাবাক্ত ঋত্বিক ভেদস্ত কর্ম ভাবো বা। অচ্ছাবাক নামক কোন ঋত্বিকের কর্মাদি।

অচ্ছিত্র (ত্রি) নাস্তি ছিত্রম্। খলনং অঙ্গহীনতা। রক্ষুং বা যত্র, বহত্ৰী। রক্ষু শূত্র। দোবশূত্র। অঙ্গহীনতা রহিত। ত্রাস্তি রহিত। *। ছিত্র-রক্ষু ছিত্রম্। ক্ষারি-তক্ষি-বক্ষি-শকি-ক্ষপি-ক্ষুদি-স্থপি-ভূপি-দূপি-বন্দ্যাদি-শিতি-বৃত্যজি-নী-পদি-মদি-মুদি-বিদি-ছিদি-ভিদি-মন্দি-চন্দি-দহি-দসি-মন্তি-বসি-বাশি-ঈষ্-হসি-সিঘি-শুভিত্যো রক্ষু। উপ। ২। ১০। এই কয়েকটি ষাতুর উত্তর রক্ষু প্রত্যয়।

শ্রাক্ষ যাগাদি ক্রিয়ার পর এই রূপ উচ্চারণ করিতে হয়—যচ্ছিত্রং পূজনে মম তৎসৰ্ম্মমচ্ছিত্রমন্ত অর্থাৎ পূজাদি ক্রিয়ায় যদি কিছু ত্রুটি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে দোষ বেন দূরীভূত হয়। [ছ হইবার হ্রস্ব অচ্ছা শব্দে দেখ]। ছিত্র শব্দের অপভ্রংশ—ছাঁদা।

অচ্ছিত্রাবধারণ (স্ত্রী) অচ্ছিত্র-অব-ধ-ধিচ্-লুট্। যাগাদি-ক্রিয়াসম্পন্নতয়া 'অচ্ছিত্রমন্ত' ইত্যাবধারণবাক্যম্। যাগাদি-দিয় অচ্ছিত্রাবধারণ বাক্য, কার্যের নিষ্পত্তি।

অচ্ছির (ত্রি) ন-ছিত্-ক কর্ণগি, নঞ-তৎ। ছির নহে, ছেদনভিন্ন, লমগ্র। ছির শব্দের অপভ্রংশ—'ছেঁড়া' 'ছিঁড়িয়া ফেলিল শিব মহীতলে জটা'।

অচ্ছির অর্থাৎ যাহা ছেঁড়া নহে, 'আস্ত'। ছিদ-ক ভাবে স্ত্রী, ছিরং। নাস্তি ছিরং ছিত্রং যত্র। বহত্ৰী। যাহা ছির নহে। *। রত্নভাষ্যমিষ্টান্তো নঃ পূর্বত চ দঃ। পা ৮। ২। ৪২। রেক ও দকারের পর নিষ্ঠাপ্রত্যয়ে হ্রস্ব স্থানে ন হর

এবং দকার ও নকার হইয়া যায়।

অচ্ছিরপত্র (পুং) ন ছিরানি ঋত্বিকানি পূজাপি যত্র।

বহত্ৰী। শাখোটে বৃক্ষ। যাহার পত্রের বোটার দিকে কাটা নহে। (স্ত্রী) কর্ণবা, ছির পত্র নহে।

অচ্ছোদা (ত্রি) ন ছেদনুর্হতি ছির অর্থে কর্ণগি বাচো যৎ। যাহা ছেদন করা যায় না।

অচ্ছৌদিক (ত্রি) ন ছেদ-ঊক্। ন ছেদং নিত্যমর্হতি। *। ছেদাদিত্যো নিত্যম্। পা ৫। ১। ৬৪। ছেদ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ আছে, তাহাদের উত্তর বিত্তীয়াসমর্থে নিত্য অর্থে বধাবিহিত তদ্ধিত প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। ছেদন করিবার যোগ্য নহে।

অচ্ছোদ (স্ত্রী) অচ্ছম্ নির্গলম্ উদকং জলং যন্ত। কৈলাস পর্বতের একটি সরোবরের নাম। কাদম্বরীতে এই সরোবরের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

অচ্ছোদ অচ্ছ-উদক, এখানে উদকস্থানে উদ আদেশ হইয়াছে। *। উদকস্তোদঃ সংজ্ঞারাম্। পা ৬। ৩। ৫৭। সংজ্ঞারাম্ উত্তরপদস্ত উদকশব্দস্ত উদাদেশো তবতীতি বক্তব্যম্। (কাত্যায়ন)। উত্তর পদ পরে থাকিলে পূর্বপদ যে উদক শব্দ সংজ্ঞাবিষয়ে তাহার স্থানে উদ আদেশ হয়। পুনশ্চ, উদক শব্দ পরে থাকিলেও সংজ্ঞা-বিষয়ে উদক স্থানে উদ আদেশ হয়। যথা, লোহিত-উদক লোহিতোদ অর্থাৎ লোহিত সমুদ্র। নীল-উদক নীলোদ, নীল সমুদ্র। ক্ষীর-উদক ক্ষীরোদ, ক্ষীর সমুদ্র।

(স্ত্রী) অচ্ছোদা, নদীবিশেষের নাম।

অচ্ছোদা (অব্য) অচ্ছ-বদ-কাপ। অচ্ছ বদতীতি। অভি-মুখে কহিয়া। *। অচ্ছ গত্যর্থবদেহু। পা ১। ৪। ৬৯। গত্যাথে ও বদ ষাতুর সহিত 'অচ্ছ' এই অব্যয়ের সমাস হয়। অভিযুগং গদ্যা উক্ত। বৈত্যাঃ। (ভট্টোজি)।

অচ্যুত (পুং) ন চ্যুতঃ ন চ্যবতে ন চ্যাবিষ্যতে বা। ম-চ্যু-ক্ত কালসামান্তে। নঞ-তৎ। যাহার কখন ক্ষয় হয় নাই, এখন হইতেছে না, কোন কালেও হইবে না,—অর্থাৎ সনাতন ব্রহ্ম। ঈশ্বর। বৃক্ষ। বিষ্ণু।

(ত্রি) ছির, অলষ্ট, করণশূত্র। (পুং), যাদশ সর্গ-বৃক্ত কাব্য বিশেষ। অচ্যুতো যাদশসর্গে কেশবালষ্টকো-রপি, হেং।

অচ্যুত প্রভুর আট সন্ধান। তাঁহাদের মধ্যে অচ্যুত গোখামী সকলের কনিষ্ঠ। তিনি অতিশয় বুদ্ধতত্ত্ব ও সদাচারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অল্প পুত্রগণি বেন কুলের কাগি হইয়া উঠিয়াছিল। তাই, অচ্যুত প্রভু একবার মনের খেদে বলিয়াছিলেন—

অচ্যুতের সেই বড় সেই বোহর যায়।

আর সব পুত্র মোর হোক ছারধার। চৈতন্তচরিতামৃত।
অচ্যুতাগ্রজ (পুং) অচ্যুতস্ত কৃষ্ণস্ত অগ্রজঃ। ৬-তৎ। বলরাম।
ইজ্ঞ। বহুব্রহ্মের ঔরসে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-
কালে বলদেব অগ্রে প্রসূত হইয়াছিলেন, এই অজ্ঞাই তিনি
অচ্যুতাগ্রজ নাম পাইলেন। কৃষ্ণের ঔরসে অদ্বিতীয়
গর্ভে ইজ্ঞ অগ্রে জন্মগ্রহণ করেন, পরে ভগবান্ প্রসূত
হন, এই অজ্ঞ উপপদ নামে বিখ্যাত হইলেন।

অচ্যুতাজ্ঞ (পুং) অচ্যুতস্ত অজ্ঞাং জায়তে জন-ড।
[অজ দেখ]। কৃষ্ণের পুত্র, কামদেব।

অচ্যুতাজ্ঞ (পুং) অচ্যুতস্ত আশ্বনঃ জায়তে জন-ড।
[অজ দেখ]। কৃষ্ণের পুত্র, কামদেব। কৃষ্ণের ঔরসে
কৃষ্ণিণীর গর্ভে জাত।

অচ্যুতামুজা (স্ত্রী) অচ্যুতস্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত অমুজা। ভগবতী।
শ্রীকৃষ্ণের জন্মের দিন ভগবতী সন্মালয়ে জন্ম লইয়া-
ছিলেন, তজ্জন্ত তাঁহাকে অচ্যুতামুজা বলা যায়।

অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভূজা।

অভয়া অপরাজিতা অচ্যুত-অমুজা ॥ ভারতচন্দ্র।

অচ্যুতাবাস (পুং) অচ্যুতেন উবাতে অজ, আ-বস-ঘঞ
অধিকরণে বহুব্রী। অশ্বখবৃক্ষ।

অচ্যুতি (স্ত্রী) ন চ্যু-জিন্। নঞ-তৎ। করণাত্মক। (ত্রি)
বহুব্রী—নাতি চ্যুতিশৃণু। বিচ্যুতিশৃণু।

অজ। ক্লেপণ, গতি। ভা-প, সক० সেট্। লট্ অজতি। লিট্
বিবায়। এখানে অজ ধাতুর স্থানে বী আদেশ হইল।
। *। অজের্ব্যঘঞপোঃ। পা ২। ৪। ৫৬। যঞ এবং অপ্
তির আর্জিধাতুক প্রত্যয় পরে থাকিলে অজ ধাতুর স্থানে
বী আদেশ হয়। লুট্ বেতা, অজিতা। লুট্ বেব্যতি,
অজিয্যতি। আশিবি, বীয়াৎ। লুঙ্ অটবীৎ, আজীৎ।
সন্ বিবীষতি। যঙ্ বেবীয়তে। কন্দিগি বীয়তে। তুচ্
বেতা, অজিতা। ক্ প্রবীতঃ।

অজ। দীপ্তি। (অজি, ইমিত)। চু-উ, অকং সেট্। লট্
অজরতি অজরতে। লুঙ্ আজিজং আজিজত। লিট্
অজরামাস, অজরাম্ভূব, অজরাম্ভকার; অজরাম্ভকে।

অজ (পুং) ন জায়তে, ন-জন্-ড। নঞ-তৎ। *। অস্ত্র-
বশি দৃষ্টতে। ৩। ২। ১০১। পানিনি প্রথমে সূত্র করি-
রাছেন,—। *। সপ্তম্যাং জনেডঃ। ৩। ২। ১৭। সপ্ত-
ম্যস্ত উপপদের পর জন ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় বিহিত
হয়। তাহার পর ব্যবস্থা করিয়াছেন,—। *। পঞ্চম্যা-
মজাতো। ৩। ২। ১৮। জাতি ভিন্ন পঞ্চম্যস্ত অজ্ঞাত
শব্দের উত্তর ড বিধান হয়। তাহার পর সূত্রে লিখি-

রাছেন—। *। উপসর্গে চ সংজ্ঞাম্। পা ৩। ২। ১১।
সংজ্ঞা বিবরে উপসর্গের পর ধাতুর উত্তর ড হয়।
অতঃপর নিয়ম করিয়াছেন,—। *। অনৌ কন্দিগি। পা
৩। ২। ১০০। কর্শোপপদের পর অম্ পূর্বাৎ জন্ ধাতুর
উত্তর ড প্রত্যয় হয়। শেষে লিখিয়াছেন—‘অযোষপি
দৃষ্টতে’—অর্থাৎ জন্ ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় সম্বন্ধে যে
কয়েকটা স্থল লিখিত হইল তন্নিম্ন অজ্ঞাত স্থানেও ইহা
বিহিত হয়। বধা,—

(১) সপ্তম্যস্ত উপপদের পর জন ধাতুর উত্তর ড বিহিত
হয়, প্রথমে এই রূপ সূত্র করা হইয়াছে; কিন্তু সপ্তম্যস্ত
উপপদ ভিন্ন অজ্ঞাতও ড বিধান হয়। যেমন, ন জায়তে
ইত্যজঃ। দ্বিজাতাঃ দ্বিজাঃ।

(২) জাতিভিন্ন পঞ্চম্যস্ত অজ্ঞ উপপদের পর ড বিহিত
হয়, বিতীয় সূত্রে এই রূপ লিখিত হইয়াছে; কিন্তু
জাতিবাচি শব্দের পবেও ড বিধান হয়। যেমন,—
ব্রাহ্মণাং জায়তে ইতি ব্রাহ্মণজঃ ধর্মঃ। ক্ষত্রিয়াং জায়তে
ইতি ক্ষত্রিয়জং যুদ্ধম্।

(৩) উপসর্গ উপপদের পর সংজ্ঞাবিষয়ে ড প্রত্যয় হয়,
এই রূপ লিখিত হইয়াছে; কিন্তু সংজ্ঞাভিন্ন অজ্ঞাতও ড
বিহিত হইয়া থাকে। যেমন,—অভিজাঃ। পরিজাঃ।

(৪) কর্শোপপদের পর অম্ পূর্ক জন্ ধাতুর উত্তর
ড প্রত্যয় হয়, এই রূপ লিখিত হইয়াছে। কর্শোপপদ
না থাকিলেও অম্ উপসর্গের পর ড বিধান হয়। যেমন,—
অমুজাতঃ ইতি অমুজঃ।

(৫) সংজ্ঞা বুঝাইলে উপসর্গের পর জন্ ধাতুর উত্তর
ড বিহিত হয়, এই রূপ লিখিত হইয়াছে; কিন্তু সংজ্ঞা
অর্থাৎ উপাধি (সমুদয়োপাধিঃ সংজ্ঞা) না বুঝাইলে
এবং কর্শোপপদ না থাকিলেও জন্ ভিন্ন অজ্ঞ ধাতুর
উত্তরও ড বিধান হয়। যেমন,—পরিতঃ খাতা পরিখা।
আখা ইত্যাদি।

অজ অর্থাৎ বাহার জন্ম নাই, জন্মর। জীব। ব্রহ্মা।
বিষ্ণু। শিব। চন্দ্র। কামদেব। অযোধ্যার সূর্য্যাবলীর
রাজবিশেষ। ইনি রঘুর পুত্র এবং রামচন্দ্রের পিতামহ।
তাঁহার জীর নাম ইন্দুমতি। তাঁহার গর্ভে দশরথ জন্ম-
গ্রহণ করেন।

অবিবিশেষ। ছাগ। মেঘ। মাকিক ধাতু। (স্ত্রী),
অজা, সম্বরজন্তুমোণ্ডগাখিকা প্রকৃতি। ছাগস্ত্রী।
ঔষধি বিশেষ।

। *। অজায়াত ইপা। পা ৪। ২। ৪। অজায়াত ইপা এবং

অকারান্ত শব্দের উত্তর ত্রীণিক্ টাপ্ হয়। অজা, এড়কা, চটকা, অখা, মুখিকা, বালা, হোড়া, পাকা, বংসা, মন্টা, বিলাতা, পূর্বাণহরণা, অপরাপহারণা, কোকিলা, সংফলা, ভঙ্গফলা, অজিনফলা, শগফলা, পিণ্ডফলা, ত্রিফলা, সংপুষ্পা, প্রাকপুষ্পা, কাণ্ডপুষ্পা, প্রান্তপুষ্পা, শতপুষ্পা, একপুষ্পা, কুঞ্জা, উষ্ণিহা, দেব-বিশা, হলন্তা, জোষ্ঠা, কনিষ্ঠা, মধ্যমা, অনুলা। এইগুলি আকৃতিগণ।

অজ অর্থাৎ ছাগল চতুষ্পদ জন্তু। ইহার সর্কাদ লোমে আবৃত। কোন কোন জাতির গায়ে সরু, কোমল এবং রেশমের স্তায় চিকণ পশম হয়, কোন কোন জাতির লোম চুলের স্তায় মোটা। ছাগলের দুইটা শৃঙ্গ, লাসুল ছোট; রোমহু করিবার সময় ভুক্তদ্রব্য মুখে উগারিয়া লয়, তখন 'হড়াং' করিয়া সামান্ত একটা শব্দ হয়। ছাগলের বত্রিশটা দাঁত। তন্মধ্যে নিম্ন পাটীতে ২০ বিশ এবং উপর পাটীতে ১২ বার। নিম্ন পাটীর ২০ বিশটা দাঁতের মধ্যে দুই কসের ১২ বারটা দাঁত দিয়া খাদ্যদ্রব্য চর্ষণ করে এবং সম্মুখের ৮ আটটা দিয়া ভূণাদি ছিড়িয়া লয়। উপর পাটীর দুই কসে কেবল খাদ্যদ্রব্য চর্ষণ করিবার জন্ত ১২ বারটা দাঁত আছে। ভূমিষ্ঠ হইলে পর ছাগল শিশুর কেবল ছয়টা কসের দাঁত থাকে। সম্মুখের দাঁতগুলি একুশ দিনের মধ্যেই বাহির হইয়া পড়ে। এক বৎসর কিছা পনের মাসের পর সম্মুখের দুইটা দুধে দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়; তাহার পর নূতন দাঁত বাহির হয়। দুই বৎসর কিছা ত্রিশ মাস বয়ঃক্রমে আর দুইটা সম্মুখের দাঁত পড়িয়া যায়, সাড়ে তিন বৎসরের ভিতর আর দুটা দাঁত ভাঙ্গে; বাকি দুটা সাড়ে চারি বৎসরের মধ্যে পড়িয়া যায়। অতএব পাঁচ বৎসর পর্যন্ত দাঁত দেখিয়া ছাগলের বয়ঃক্রম নিশ্চিত হইতে পারে। ডাক পুরুষের মতে ছাগল তের বৎসর পর্যন্ত বাঁচে।—নরা গজা বিশেষ শয়। তার অর্ধেক ঘোড়া বয় ॥ বাইশ বলদা তের ছাগলা। গুণে গৈথে বরা পাগলা ॥

ছাগলের বয়ঃক্রম সাত মাস হইলে সন্তানোৎপাদনের শক্তি জন্মে। অজার বয়স এক বৎসর হইলে গর্ভধারণের কাল উপস্থিত হয়। কিন্তু উভয়ের বয়ঃক্রম আর একটু পরিপক হইলে শাবকগুলি বেশ দৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। ছয় মাস গর্ভের পর ছাগলের সন্তান হয় এবং সচরাচর দুইটি কচিং তিন চারিটা বাচ্চা হইয়া থাকে। ছাগলের দুইটা বৈ স্তন নর, তন্মধ্যে এক

কালে অধিক সন্তান হইলে তাহার দুধের অভাবে সবল হইতে পার না। দুইটার অধিক সন্তান হইলে অনেক স্থলে তাহার দুই একটা বাচ্চা মরিয়া যায়। ছাগল দুধ সহজে পরিপাক হয়, সে কারণে রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে ইহা বেশ সুপথ্য। বিশেষতঃ কাসরোগীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত হিতকর। বৈদ্যক গ্রন্থের মতে ছাগল দুধ মধুর, শীতল ও ধারক। ইহা পান করিলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং রক্তপিত্ত ও ক্ষয়কাস নষ্ট হইয়া থাকে। ছাগলে কটু ও তিক্ত দ্রব্য খাদ্য, অন্ন জল পান করে এবং সর্কাদা ঘুরিয়া বেড়ায়, তন্মধ্যে ইহাদের দুধ সেবনে সকল দোষ নষ্ট হয়। প্রসবের দশদিন পরে ছাগলের দুধ পান করিবার ব্যবস্থা আছে। যথা—

অজা গাবোমহিবাশ্চ ব্রাহ্মণী চ প্রমুতিকা।

শুক্যন্তি দিবসৈরেব দশভিন্দ্রায় সংশয়ঃ। স্মৃতিঃ।

অনেক অজার গলায় স্তনের মত মাংসপিণ্ড গজার। সেই স্তন নিরর্থক, তাহাতে দুধ হয় না। তাই নীতি-শাস্ত্রকারেরা একটা উপমা দিয়া নিশ্চয় পুরুষের এইরূপ নিন্দা করেন—

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং যন্তেকোহপি ন বিদ্যাতে।

অজাগলস্তনস্তেব তস্ত জন্ম নিরর্থকম্ ॥

ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ভুগের মধ্যে বাহার একটাও নাই, সে ব্যক্তির জন্ম ছাগলের গলায় স্তনের মত নিরর্থক।

ছাগলের খুরের অগ্রভাগ সরু ও তীক্ষ্ণ, তন্মধ্যে একটু অবিধা পাইলে উচ্চ প্রাচীরে এবং দুর্গম পর্বতের উপর উঠিতে পারে। দৈবাৎ কখন উচ্চ স্থান হইতে পান সরিয়া পড়িয়া গেলে ইহার ভূমির বিকে মাথা পাতিয়া দেয়; কাজেই সমস্ত ভার শৃঙ্গের উপর পড়ে, তাই শরীরে অধিক আঘাত লাগে না। কোন কোন ইতর জাতি, লোকের দ্বারে দ্বারে ছাগল ও বানর নাচাইয়া বেড়ায়। ছাগলের খুরের অগ্রভাগ সরু বলিয়া তাহার চারি পা একত্রে জড় করিয়া দিয়া সামান্ত ব্যক্তির উপর বড় একটা পাঠাকে দাঁড় করাইতে পারে। হিমালয় প্রদেশের লোকেরা তিব্বৎ দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করে। পথ দুর্গম। পর্বতের গায়ে সজীর্ণ স্থান দিয়া কখন উঠিতে হয়, কখন নামিতে হয়। সেখানে অজ কোন পণ্ড বাতায়াক করিতে পারে না। তাই ভোটিয়াসীরা ছাগলের পৃষ্ঠে পদাভ্রব্য বোঝাই করিয়া অনায়াসে সেই দুর্গম পথ দিয়া গমনাগমন করে।

ছাগলেরা প্রায় সকল প্রকার উদ্ভিদ খাইয়া থাকে। ইহাদের অখাদ্য কিছুই দেখা যায় না। কাঁটাগাছ খাই-তেও ইহাদের কোন কষ্ট নাই। কিন্তু নবীন মঞ্জরী এবং নূতন তুণেই কিছু অধিক রুচি। ইহারা প্রায় জল খায় না। ইহাদের শরীরেও জল লাগিলে অতিশয় কষ্ট বোধ করে, তাই বুটির সময় ঘরের বাহিরে যায় না। গায়ে অধিক জল লাগিলে কখন কখন গুটী নামে এক প্রকার রোগ জন্মে। গুটী রোগ জন্মিলে সর্ষাদের লোম ঝরিয়া যায়। গৃহপালিত ছাগল অনেকটা নিরীহ; কিন্তু বড় বড় 'বোকা পাঠা' অতিশয় উপদ্রব করে। ক্রীলোক এবং বালক বালিকা দেখিলে তাহাদিগকে 'চুস' মারিয়া ফেলিয়া দেয়। হাতে খাদ্যাদ্রব্য থাকিলে কাড়িয়া খায়। ভেড়ার সঙ্গে লড়াই লাগিলে ছাগল প্রায় জয়ী হয়। তবে দোষের মধ্যে এই, চুস মারিবার সময় ভেড়া মাথা হেট করিয়া ছুটিয়া আসে; কিন্তু ছাগল মাথা তুলিয়া চুস মারে, তাই সাবধান হইতে না পারিলে ভেড়ার চুস ছাগলের বৃকে কিবা পেটে আসিয়া লাগে। ছাগলেরা খেলিবার সময় পরস্পর মারামারি করে। সন্মুখের ছুটী পা তুলিয়া, বাড় ও মাথা একটু বক্র করিয়া একপ ভাব দেখায়, যেন সেই চুস ব্রহ্মাণ্ড কাটিয়া ছুইখানা হইবে। কিন্তু এতটা আড়ম্বর মাত্র সার, আঘাত করিবার সময় উভয়ে কেবল শৃঙ্গে শৃঙ্গে অঙ্গ ঠেকাঠেকি করে। তাই উদ্ভট কবির। বলেন,—অজানুর্ভুৎ ঋষিপ্রাক্তে প্রভাতে মেঘভবরে। দম্পত্যোঃ কলহেচৈব বহবারন্তে লঘুক্ৰিয়া।

বড় বড় ছাগল ও খাসীর শৃঙ্গের ভিতর এক প্রকার কীট জন্মে। ছাগলের অস্ত্রে ও পিষ্টকোষে এক রকম শিলা উৎপন্ন হয়। সেই শিলা নাকি অত্যন্ত বিষম, তাই পূর্বকালের লোকেরা ঔষধার্থ নানা রোগে ব্যবহার করিতেন। এ দেশে ছাগলের চর্মে ঢোলক, তবলা, বাসা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ছাওয়া হইয়া থাকে; তন্নিম্ন অস্ত্র কোন কাজে বড় একটা ব্যবহৃত হয় না। ইতর লোকের। সদ্যঃ কাটা ছাগলের চর্ম দ্বন্দ্ব করিয়া খাইয়া থাকে। সামান্ত ছাগলের লোমে চিঙ্গকরের। তুলী প্রস্তুত করে। ছাগলেরা উচ্চস্থানে শুইতে ভাল বাসে। তাই প্রায় ভগ্ন প্রাচীরের উপর শুইয়া থাকে। অনেকে এইটা কুলঙ্গণ বলিয়া জান করেন। তাহার। বলেন, ছাগল কাহারও লক্ষ্যক্রী দেখিতে পারে না। গৃহস্থের বাটা ভাঙ্গিয়া খাউক, তাহার উপর শুইয়া স্থখে নিদ্রা ঘাইতে পাইবে, ইহাই তাহাদের আশা।

ছাগলের বিষ্ঠা পচাইয়া রাখিলে বাগানের ও শস্তক্ষেত্রের ক্ষয় উত্তম সার হয়। ইহা গোবরের চেয়ে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। কিন্তু কৃষকদের মতে ছাগল-নাদীর চেয়ে ভেড়ার নাদীর আরও অধিক তেজ। বৈদ্যের। কোন কোন রোগের মূটীবোগে ছাগল-নাদী ব্যবহা করেন। স্কেটকানি শীত্ৰ না থাকিলে ছাগল নাদী উষ্ণ করিয়া বেদনা স্থানে প্রলেপ দিতে হয়। পার্শ্বশূল ছাগল নাদী, হিং, আদা, আতপ চাউল এবং অখগন্ধার ছাল একত্র বাটিয়া গরম করিবে। অঙ্গ ফুটিয়া উঠিলে এই ঔষধ বেদনাস্থলে লাগাইলে পীড়ার উপশম হয়। পক্ষাঘাত রোগে ছাগলের নাদী জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে অবশ্য মর্দন করিলে কিছু কিছু উপকার করে। কৃত্রিম স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার অস্ত্র ঘোড়ার ও ছাগলের বিষ্ঠা দিয়া পায়া ফুটাইতে হয়। [স্বর্ণ দেখ]। রজকের। ছাগলের ও ভেড়ার নাদী দিয়া কাপড় সিদ্ধ করে। তাহাতে অনেকটা ময়লা কাটিয়া যায়। ঐকাহিক জর হইলে অঙ্গ লোকের। শনিবার কিবা মঙ্গলবারের শেষ রাত্রিতে ছাগলের মড়ী চুরি করিয়া তে-মাজা পথে তাহার উপর মূত্র ত্যাগ করে। কাহার মতে, ছাগলের খোঁটা তুলিয়া সেই গর্ভে মূত্রত্যাগ করিলে ভৌতিক জরের উপশম হয়।

বৌবনকাল উপস্থিত হইলে পাঠার গায়ে অভ্যস্ত বোটকা গন্ধ হয়। অনেকে অগ্ৰহাম করেন যে, খটাসের জ্ঞার ছাগলের কোষ ঐ বোটকা গন্ধের প্রধান স্থান। বৈদ্যদের মতে, বোটকা গন্ধযুক্ত পাঠা সর্ষাদ। কাহে রাখিলে কাসরোগের শাস্তি হয়। খাসী কিবা পাঠার গায়ে বোটকা গন্ধ হয় না। অস্ত্রান্ত সকল প্রাণীর মধ্যে ছাগলই অধিক নপুংসক হয়। অযোগ্য যিলন ইহার প্রধান কারণ। যেখানে এই দোষ নাই, তেমন স্থলে অধিক নপুংসক জন্মে না। নপুংসক ছাগমাংস ঔষধে লাগে। হংসের মত ছাগলকেও সহজে অজ্ঞান করা যায়। ইহাকে চিঙ্গ করিয়া শোয়াইয়া তাহার চক্ষের কাছে একটী কাঠী নাড়িলে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, আর উঠিয়া পলায় না। ছাগলকেও এক পাশে কাত করিয়া শোয়াইয়া তাহার চক্ষে ঢাকা দিলে আর উঠিয়া যায় না।

পূর্বকাল হইতে ভারতবর্ষে সকলেই বিশেষ আদর পূর্বক অজমাংস ভোজন করিয়া থাকেন। পুরোহিতকে রম্যমানের। অজপর্কোদন দান করিলে স্বর্ঘ্যভাক্ত করিতেন। এখন যেমন গুরে বন্ধুবাংসের। আসিলে আমরা বড়

রুই কাতলা মাছ ধরাই, পাঁঠা কাটি এবং নানাবিধ স্নানাদির আয়োজন করি, পূর্বকালের ঋষি তপস্বী এবং ব্রাহ্মণেরা কাহারও গৃহে আসিলে গৃহস্থ তৎক্ষণাৎ একটা বাছুর অথবা বড় একটা বাঁড় কিম্বা ছাগল কাটিয়া অভ্যাগত ব্যক্তিকে ভোজন করাইতেন। উত্তর চরিত্রের চতুর্থক্ষে লিখিত আছে—

সমাংসো মধুপর্ক ইত্যাম্নায়ং বহু
মন্তমানাঃ শ্রোত্রিয়ায়াভ্যাগতায়
বৎসতরীং মহোক্ষং বা মহাজং বা
নির্বপন্তি গৃহমেধিন ইতি হি
ধর্মহৃত্তকারাঃ সমামনন্তি।

স্নাতকদের অভ্যর্থনার নিমিত্ত সমাংস মধুপর্ক দেওয়া কর্তব্য, ইহা বেদবিধি সম্মত। গৃহস্থ ব্যক্তিরা, বাছুর কাটিয়া, কিম্বা বাঁড় অথবা ছাগল মারিয়া বাটাতে অভ্যাগত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবেন। ধর্মশাস্ত্রকারেরা এই বিধির আদর করেন [মধুপর্ক শব্দে ইহার বিশেষ বিবরণ দেখ]।

ডাকপুরুষ অজ মাংস ভোজনের এই নিয়ম করিয়াছেন।—অজা জালী, বড়। মেঘ। দৈবের আগ, ঘোলের শেষ। মাছের মা, শাগের ছা। ডাক বলে এই দেখে যা।

সচরাচর আমরা অজমাংস এই কয় প্রকারে রন্ধন করিয়া খাই,—১ সামান্ত কোল, ২ কালিয়া, ৩ কোরমা, ৪ পোলাও, ৫ কাবাব, ৬ ভাজা, ৭ বড়া।

এখন ছাগ, মেঘ এবং মহিম এই তিন জন্তুই দেবতার কাছে বলি দেওয়া হয়। অজ জন্তু আর বড় কাটা হয় না। তবে, কচিং কোন কোন স্থানে মূর্গা, কপোত এবং শূকর বলিও দেওয়া হয়। কিন্তু ছাগ বলিই আধিক চলিত। যে ছাগলের শিং গজাইয়াছে ও শরীরের কুত্রাপি ক্ষত নাই এবং পূর্বে যাহাকে শূগালাদি পশুতে কখন দংশন করে নাই, তাহাই বলির যোগ্য। ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে—

অজানাং মহিষাণাঞ্চ মেঘাণাঞ্চ তথাবিধাৎ।
গ্রীষ্মেৎ বিধিবদ্মূর্গাং মাংসশোণিততর্পণৈঃ ॥
হুগীয়াদর্শনং পুণ্যং দর্শনাদতিবন্দনং।
বন্দনাং স্পর্শনং শ্রেষ্ঠং স্পর্শনাদতিপূজনং ॥
পূজন্যং নগনং শ্রেষ্ঠং নগনাতর্পণং সূতং।
তর্পণান্নাসদানন্ত মহিষাজনিপাতনং ॥

ছাগলের, মহিষের এবং মেঘের শোণিতমাংস দিয়া হুগীকে বিধিপূর্বক তুষ্ট করিবে। হুগীকে দর্শন করিলেই

পুণ্য হয়। কিন্তু দর্শন অপেক্ষা বন্দনাদিবারা আরও অধিক পুণ্য জন্মে। আবার বন্দনাদি অপেক্ষা হুগীকে স্পর্শ করিলে ফল অধিক। স্পর্শের চেয়ে পূজার অধিক পুণ্য। আবার পূজার চেয়ে দেবীকে দান করাইলে আরও ফললাভ হয়। দান করানো অপেক্ষা তর্পণ আরও শ্রেষ্ঠ। আবার যে পূজার মাংস দানের জন্ত মহিষ ও ছাগল বলি দেওয়া হয়, তাহার ফল আরও অধিক।

কিন্তু দেবীর রুচি ছাগমাংসেই অধিক—‘অজন্ত দশবর্ষাণি রুধিরেণ স্তুতর্পিতা।’ ছাগরজ্ঞ দিয়া দেবীর তর্পণ করিলে তিনি দশবৎসর গ্রীত থাকেন। এই কুসংস্কারের বশে পুণ্য লাভের আশায় অনেক হিন্দু হাততালি দিয়া নাচিতে নাচিতে জীবহিংসা করেন, তাহাতে কিছুমাত্র মনঃ কষ্ট হয় না। পাঁঠা কাটিবার সময় যদি দুই চোট লাগে কিম্বা কাটা মুণ্ড দৈবাৎ ডাকিয়া উঠে তবে সমূহ বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা।

দুই চোটে পাঁঠা কাটা হইলে তাহাকে ‘বেঁড়ে পড়া’ বলে। পাঁঠা বেঁড়ে পড়িলে পূজার অঙ্গহীন হইয়াছে, তজ্জন্তু দেবতা বলি গ্রহণ করেন নাই, ইহাই সকলের বিশ্বাস। পাঁঠা বেঁড়ে পড়িলে পাছে গৃহস্থের কোন বিষ ঘটবে, সে কারণ সেই বেঁড়ে পাঁঠার মাংস দিয়া হোম করিতে হয়। হোম করিলে সকল দোষের শাস্তি হইয়া থাকে। [বলি দেখ]।

অজ জাতি সাধারণতঃ নয় প্রকার। যথা—১ বজ্র ছাগল, ২ সামান্ত গৃহপালিত ছাগল, ৩ মাষ্টার ছাগল, ৪ সিরিয়ার ছাগল, ৫ আন্দোরার ছাগল, ৬ কদমীরের ছাগল, ৭ নিউবিয়ার ছাগল, ৮ নেপালের ছাগল, এবং ৯ গোয়েনার ছাগল।

বজ্র ছাগল, মধ্য আসিয়ার হিমালয় ও ককেনস্ পর্বত প্রদেশে বাস করে। এ জাতীয় ছাগলের খাড় ছোট,



শিং বড় এবং পশ্চাৎ দিকে বক্র। সর্বাঙ্গ ধূসরবর্ণ সোদে আবৃত; সমস্ত পিঠের ডাঁড়ার উপর একটা কাল

আলি; লাজুল কুঁড়; পেট এবং দাড়ী কটা বর্ণ।

সামান্ত গৃহপালিত ছাগল আমাদের দেশেই প্রকার দেখা যায়। প্রথম,—নানা বর্ণের বর্ষাকার ছাগল। দ্বিতীয়,—রাস ছাগল। বঙ্গদেশাবাসি বর্ষাকার

ছাগল সচরাচর কাল, শাদা এবং পাটকিলে বর্ণ। তন্মধ্যে কাল বর্ণেরই অধিক। ইহাদের কান ছোট, গায়ের লোম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র; অধিক হৃদ্ব হয় না, কিন্তু মাংস কোমল ও সুস্বাদু। বাঙ্গালা দেশে রাম ছাগল অধিক নাই। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষতঃ রাজ-পুতানা এবং বৃন্দেলখণ্ডের গড়েরীয়া জাতিই ইহা অধিক পুষিয়া থাকে। রামছাগল দীর্ঘাকার; কান লম্বা, গলার কাছে ঝুলিতে থাকে। তাহাদের অধিকাংশই শাদা; তবে পাটকিলে ও কাল বর্ণের রামছাগলও দেখা যায়। ইহারা এক একটা সামান্য গোন্ধের সমান হৃদ্ব দেয়। গড়েরীয়া সেই হৃদ্ব দ্বত প্রস্তুত করে। পশ্চিমের অনেক মিঠাম ছাগলের ঘূতে পাক করা। রামছাগলের মাংস কঠিন, খাইতেও ভাল নহে।



মাণ্টার ছাগলের কান লম্বা, গলার কাছে ঝুলিতে থাকে। ইহাদের লোম শ্বেতবর্ণ, মাথায় শিং নাই।

সিরিয়ার ছাগল। এই জাতীয় ছাগল এক্ষণে পৃথিবীর অনেক স্থানে দেখা যায়। তবে, মিসরদেশে, ভারতসমুদ্রের উপকূলে এবং মাদাগাস্কার দ্বীপেই অধিক। ইহাদের লোম এবং কান অত্যন্ত লম্বা।

আন্দোরার ছাগল। অনেকের বিশ্বাস যে, আন্দোরার এবং কশ্মীরের ছাগলে কোন প্রভেদ নাই—



ইহারা এক জাতীয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। ইহাদের শৃঙ্গ বাড়ের দিকে বক্র; মুখ ভেড়ার মত; গায়ে বড় বড় লোম। উপরের লোম সরু, কোমল এবং চিকণ; তাহাতেই পশম হয়। নীচের লোম ক্ষুদ্র এবং চুলের মত কঠিন। বসন্ত কালের আরম্ভে ছাগলের গা হইতে লোম তুলিয়া লইতে হয়। যথাকালে না লইলে আপনি ঝরিয়া যায়। খাদীর লোমই সর্বোৎকৃষ্ট, তাহার

নীচে পাঠার। পাঠার পশম তাদৃশ ভাল হয় না। এক একটা ছাগলের গায়ে প্রায় সের সের পশম জন্মে। আন্দোরার হইতে প্রতি বৎসর ২৫,০০০ মণ পশমের আমদানী হয়; তাহার মূল্য ন্যূনাধিক ২০,০০,০০০ টাকা। তুরস্কের রাজধানী কন্সটান্টিনোপল হইতেও বিস্তর ছাগল প্রতি বৎসর কেপ্ কলনীতে প্রেরিত হইয়া থাকে। এক একটা ভাল ছাগলের মূল্য প্রায় ২,৫০০ টাকা। তবে সামান্য রকমের ছাগলগুলি পাঁচ ছয় শত টাকার বিক্রীত হয়।

কশ্মীরের ছাগল। ইহাদের অধিকাংশই হিমালয়ের উত্তর দিকের তিব্বৎ প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত। কশ্মীরী ছাগলের মুখ ছোট ও সরু; কান বড় এবং অল্প খোলা; শিং লম্বা ও সোজা; কচিং বক্র হইয়া একটার উপর আর একটা গিয়া পড়ে। সর্বাঙ্গ বড় বড় লোমে আবৃত। উপরের লোম চুলের মত কঠিন; নিম্নের লোম কোমল এবং পশমের স্থায় চিকণ। শরৎকাল হইতে পশমী লোম গজাইতে আরম্ভ হয়; বসন্তকালের প্রথম পর্ণান্তও অল্প অল্প বাড়িতে থাকে; কিন্তু এই সময়ে পশম কাটিয়া লওয়া আবশ্যিক। না লইলে, আপনি ঝরিয়া যায়। কশ্মীরের এক একটা ছাগলের গায়ে প্রায় অর্ধসের উৎকৃষ্ট পশম জন্মে। তিব্বৎ দেশের ছাগলের লোম সর্বোৎকৃষ্ট। তাহাতেই কশ্মীরের ভাল ভাল সাপ প্রস্তুত হয়। কশ্মীরের মহারাজ তিব্বতের ছাগলোম একচেটিয়া করিয়াছেন, অল্প কেহ তাহা কিনিতে পারে না। তিব্বতের সমস্ত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেরাই ছাগল পুষিয়া থাকে। লাধক, পোথক, গেরা প্রভৃতি স্থানে বিস্তর ছাগল আছে। [সাল ও পশম দেখ]।

নিউবিয়ার ছাগল। আফ্রিকার নিউবিয়া, উত্তর মিসর এবং আবিসিনিয়া প্রদেশে এই ছাগল বিস্তর দেখা যায়। ইহাদের পা লম্বা এবং গায়ের লোম ক্ষুদ্র।

নেপালী ও গিনি দেশের ছাগল বিশেষ প্রসিদ্ধ নহে।

অজ (পুং) বুদ্ধিবিশিষ্ট শরীরস্থ জীব (জীবাত্মা)। বেদান্তের মতে বুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষই জীব এবং জীই প্রকৃতি। বেদান্তবাদীরা বলেন, পরব্রহ্ম হইতে জীব পৃথক নহে। জগতে জীব এক; তাহাদের বুদ্ধিরূপ নাম ভিন্ন ভিন্ন বটে, কিন্তু নাম ভেদ থাকিলেও তাহারা পৃথক নহে। যেমন আকাশ এক; অথচ সেই আকাশ ঘটেও আছে এবং গটেও আছে; কিন্তু বটে ও গটে আছে বলিয়া আকাশকে অনেক বলা যায় না। তদ্রূপ উপাধিভেদ

থাকিলেও সমস্ত জীব এক ব্রহ্ম বৈ আর কিছুই নহে।
✓ বেদান্তিকেরা বলেন—সর্বঃ খণ্ডিতঃ ব্রহ্ম। এই সমস্তজগৎ কেবল ব্রহ্মময়। জগতের সমস্ত প্রাণী ব্রহ্ম, জগতে ব্রহ্ম বৈ আর কিছুই নাই। তাই বেদান্তবাদীরা মনুষ্যকেও বলেন—তত্ত্বমসি। তুমিই সেই ব্রহ্ম।)

নিরীক্ষারঃ সাংখ্যাঃ—সাংখ্যবাদীরা ঈশ্বর মানেন না, কাজেই তাঁহাদের চক্ষে বেদান্তের মত ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। সাংখ্য মতাবলম্বীরা বলেন,—জগতে অনেক জীব রহিয়াছে। কিন্তু জগতে কেবল একটি জীব, এই রূপ যদি স্বীকার করা যায়, তবে একের জন্ম ও মরণে এবং সৃষ্টি ও হুঃখে অপরের জন্মমৃত্যু এবং সৃষ্টি হুঃখ ঘটে না কেন? এতএব জীবের বহুত্ব স্বীকার করা অসম্ভব নহে।

নৈয়ায়িকরা কহেন, জ্ঞানাদি বৃত্তিগুলি জীবের ধর্ম। জীব অনেক; তাহার। নিত্য ও ব্যাপক। কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব জীবনিগেরই ধর্ম। জীব ব্যাপক হইলেও (তাঁহাদের অদৃষ্টলব্ধ শরীরে?) সংযোগবিশেষকে জন্ম এবং বিয়োগবিশেষকে মৃত্যু বলা যায়। নতুবা জীবের প্রকৃত জন্ম বা মৃত্যু নাই। এই রূপ বৃত্তি দ্বারা নৈয়ায়িকরা জীবাত্মার অজস্র প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন।

অজক (পুং) অজ-কৈ-ক। পুরুষবা বংশের সপ্তম নৃপতি। এই বংশে বিশ্বামিত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অজকর্ণ (পুং) অজস্র কর্ণ ইব পর্ণং যন্ত। ছাগলের কাণের মত যে গাছের পাতা, সালবৃক্ষ। আসন গাছ। ছাগস্র কর্ণঃ ছাগলের কর্ণ, ৬-তং। স্বার্থে কন্ অজকর্ণক।

অজকব, অজকাব (পুং-স্ত্রী) অজো বিষ্ণুঃ কো ব্রহ্মা তৌ বাতি ত্রিপুরাসুরবধদ্বারানেন বা-ক করণে, ৬-তং। (বাচং)। শিবধর্মঃ। ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়া মহা-দেব এই ধর্মক দ্বারা ব্রহ্মা-বিষ্ণুকে তুষ্ট করিয়াছিলেন, তাই উহার নাম অজকব হইয়াছে। অজকঃ বাতি। বাবুইবৃক্ষ। [বাবুই দেখ]।

অজকা (স্ত্রী) অজস্র বিকারঃ অবয়বঃ গলন্তনঃ বিকারার্থে কন্, ছাগগলস্থিত স্তনাকার মাংসপিণ্ড। ছাগ-লের বিষ্ঠা।

অজকাজাত (পুং) অজকেব জাতঃ, ৫ তং। রোগবিশেষ। রক্তবর্ণ এবং ছাগলনাদির মত বর্ণ। জালিরোগ শব্দে ইহার বিশেষ বিবরণ দেখ।

অজকাব (পুং-স্ত্রী) বজ্রীয় পাত্র। রোগবিশেষ। অথবা অজকো বিষ্ণুব্রহ্মণৌ অবতি অচ্। শিবধর্মঃ।

অজকীর (ক্ল) অজারঃ কীরম্। ৬-তং। পুষ্প ভাবঃ। ছাগলের চুড়। এখানে অজা কীর না হইয়া অজকীর এই রূপ অজা শব্দের পুষ্পং ভাব হইয়াছে। *। ভাষ্যপোঃ সংজ্ঞা ছন্দসোর্বহলম্। পা ৬। ৩। ৬৩। ভ্যন্তভাবন্তত চ সংজ্ঞা ছন্দসোর্বহলং ব্রহ্মো ভবতি। ভীপ্ এবং আপ প্রত্যয় নিম্পন্ন অনেক ক্রীড়িত শব্দ সংজ্ঞা ও বেদবিষয়ে পুং-লিঙ্গের মত হইয়া যায়। অজা শব্দ আপ্ অন্ত, তজ্জন্ত সমাস ইহা পুষ্প হইয়া অজ হইয়াছে।

এই হুত্বানুসারে কালিদাস শব্দের কালীর দীর্ঘ ঈকার হ্রস্ব হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন মুদ্রবোধব্যব-সায়ীরা বলেন যে, কালী ও দেবী শব্দের উত্তর দাস শব্দের সমাস হইলে কালী ও দেবী শব্দের দীর্ঘ ঈকার হ্রস্ব হয়। এটা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম।

উপরের লিখিত হুত্বানুসারে—রেবতিপুত্র, রোহিণি-পুত্র, ভরণিপুত্র প্রভৃতি স্থলে দীর্ঘ ঈকার হ্রস্ব হইয়াছে। অজগ (স্ত্রী) অজং বিষ্ণুং গচ্ছতি শরৎশেন (বাচং) অজ-গম-ড। শিবধর্মঃ। অজেন ব্রহ্মণা গীয়তে গম্যতে বা কন্দপি গৈ-ক, গম ড বা। পুং অগ্নি। বিষ্ণু।

অজগন্ধা (স্ত্রী) অজস্র গন্ধ ইব গন্ধো হস্তাঃ। বন-জোয়ান। অজমোদা।

অজগন্ধিকা (স্ত্রী) অজস্র গন্ধ ইব গন্ধো হস্তাঃ। ছাগলের গন্ধের স্থায় যাহার গন্ধ। বর্বরীশাক। বাবুইগাছ।

অজগন্ধিনী (স্ত্রী) অজ-গন্ধ-ইন্ ভীপ্। অজস্র মেবস্ত গন্ধঃ সধ্বজঃ একদেশঃ, অর্থাৎ শৃঙ্গঃ, স কলরূপেণ অস্তা অস্তি। অজশৃঙ্গীবৃক্ষ। গাড়রশিলাগাছ।

অজগর (পুং) অজ গৃ অচ্। অজং ছাগং গিরতি গিলতি। যে ছাগ ভক্ষণ করে। বৃহৎ সর্প।

অজগর শব্দে সচরাচর আমরা বৃহদাকার সর্পকে বুঝিয়া থাকি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অজগর বৃহদাকার পাহাড়ী বোড়া সাপ (Python and Boa Constrictor)। আসিয়ায় ও আফ্রিকার যে অজগর জাতি দেখা যায়, প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে পাইথন কহেন। ভারতবর্ষে পাইথন রেটিকিউলেটস্ (Python reticulatus) জাতীয় অজগরই সর্বাধিক। বৃহৎ। আমেরিকার অজগর বোড়ার নাম বোয়া কন-ট্রিক্টর (Boa constrictor)। ইহার। ছাগল, ভেড়া, হরিণ, মহিষ, বাঘ এবং হস্তী পর্যন্ত ধরিত। ধাইয়া ফেলে। অজ প্রভৃতি বড় বড় অজ ধার বলিয়া এই জাতীয় পাহাড়ী বোড়া সাপের নাম অজগর হইয়াছে। বৌদ্ধ, কেউলী

প্রভৃতি সর্পকে অজগর বলিতে পারা যায় না। সচরাচর পাহাড়ী বোড়া সাপ ১০। ১৫ হাত দীর্ঘ হয়; ৮০ হাত দীর্ঘ বোড়া সাপও অনেকে দেখিয়াছেন। একবার একটা বৃহদাকার বোড়া সাপ আফ্রিকায় অনেকগুলি সৈন্যকে গিলিয়া ফেলিয়াছিল। রোমকেরা সেই সাপ



মারিয়া তাহার চর্ম রোম রাজ্যে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। আবুল ফজল বৈহকী তাহার ভারীখ-ই-নাসিরী নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, গজনির সুলতান মাস্কুদ সোমনাথ জয় করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার সময় পথে একটা বৃহদাকার অজগর বধ করেন। সেই সাপের চর্ম গজনী নগরে সিংহদ্বারে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। চর্মখানি ৬০ হাত দীর্ঘ, প্রস্থে ৩ হাত। বৈহকী লিখিয়াছেন—‘এই বৃহৎ সাপের গন্ড যদি কেহ বিশ্বাস না করেন, তিনি গজনীতে গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া আনুন।’ বৈহকী মাস্কুদের সমকালিক লোক।

পাহাড়ী বোড়া সাপ ক্ষুধার্ত হইলে হ্রদ, নদ ও নিরবস্থার ধারে গাছের উপর ল্যাজ লাগাইয়া ঝুলিতে থাকে। ইহাদের মলদ্বারের কাছে বড়িশীর মত বক্র হাড় আছে, তাই গাছের ডালে সেই হাড় লাগাইয়া অনায়াসে ঝুলিতে পারে। কোন জন্তু জল খাইতে আসিলে অমনি তাহার উপর লাফ দিয়া পড়ে। একবার ধরিতে পারিলে ছুঁকির বনের হাতীও পাহাড়ী বোড়ার মুখ ছাড়াইয়া পলাইতে পারে না। না পারিবার কারণ এই, ইহাদের দুই পাটা দাঁত মুখের ভিতর দিকে ঝিকানো। কাজেই, গিলিবার সময় পশাদির শরীর সহজে উদরস্থ হইতে পারে, কিন্তু বাহিরের দিকে টানিলে দাঁতে বন্ধ হইয়া যায়। অনেকে দেখিয়াছেন, কোন জন্তুকে একবার কামড়াইয়া ধরিলে সাপটা নিজে মনে করিলেও সহজে শিকার ছাড়িয়া দিতে পারে না।

ইহাদের মাড়ীর গড়ন বড় আশ্চর্য। অস্ত্রাস্ত্র জন্তুর মাড়ী বোড়া, মনে করিলে কেবল দুই কস মেলিয়া দুখ বিস্তীর্ণ করিতে পারে। পাহাড়ী বোড়ার মাড়ীর

হাড় ঘোড়া নয়; এক একটা হাড় পৃথক পৃথক সাজানো, তাই অনায়াসে সকল দিকেই খেলিয়া বেড়ায়। ইহার মনে করিলে পাশের দিকেও হাঁ বড় করিতে পারে, উপর দিকেও হাঁ বড় করিতে পারে। আবার ইচ্ছা করিলে এক দিকের চোয়াল না নাড়িয়া অনায়াসে অস্ত্রদিকের চোয়াল নাড়িয়া শিকার গিলিতে থাকে। ইহাদের উপর পাটাতে দুই সারি দাঁত এবং নিম্ন পাটাতে কেবল এক সারি। ইহার শিকারের উপর পড়িয়া পলকের মধ্যে তাহাকে লাঙ্গুল দিয়া জড়াইয়া ধরে। পরে মুখের লালায় তাহার সর্কাজ ভিজাইয়া দেয়। ইহাতে জন্তুর শরীর হড় হড়ে পিছল হইয়া আসে, স্ততরাং গিলিবার বেশ সুবিধা হয়। কেহ কেহ বলেন, শিকার উদরস্থ হইলে ইহার আপনার শরীরে পাক দিয়া মোচড় দিতে থাকে, অমনি বড় বড় পণ্ডর হাড়ও মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। কখন কখন শিকার ধরিয়াই নিমেষ মধ্যে তাহার সর্কাজ জড়াইয়া ধরে। অমনি সমস্ত হাড় চূর্ণ হইয়া যায়। সে কারণেও গো মহিষাদি বড় বড় পণ্ড মুখ ছাড়াইয়া পলাইতে পারে না। আহারের পর অনেক দিন পর্যন্ত ইহার নড়িতে চড়িতে পারে না, নির্জীব জড় পদার্থের মত একস্থানে পড়িয়া ঘুমাইতে থাকে। এই অবস্থায় সহজেই ইহাদিগকে মারিতে পারা যায়।

বড় বড় জন্তু গিলিবার সময় বুক চাপ লাগিয়া পাছে খাঁস রোধ হয়, তজ্জন্তু বিধাতা ইহাদের খাঁসযন্ত্র আশ্চর্য্য কৌশলে নির্মাণ করিয়াছেন। ইহাদের ফুস্ফুসে দুইটা কোষ আছে। একটা ছোট, আর একটা বড়। বড় কোষটার প্রান্তভাগে বায়ু থাকিবার একটা আধার আছে। বড় বড় পশাদি গিলিবার সময় সেই আধারস্থিত বায়ু দ্বারা রক্ত পরিকৃত হয়। ইহাদের চক্ষু ক্ষুদ্র, সর্কাজ কৃষ্ণ ও হরিদ্রাবর্ণে চিত্রিত। পাহাড়ী বোড়া এবং অস্ত্রাস্ত্র সকল উরগের মলমূত্র একপথ দিয়া নির্গত হয়। ইহাদের বিষ্ঠা ঠিক চূণের মত। পাহাড়ী বোড়ার পেটে অত্যন্ত কৃমি জন্মে, তাহাতে অনেক সাপ মরিয়া যায়। আমাদের দেশে হিমালয় পর্বতে এবং দক্ষিণ দেশে এই জাতীয় বোড়া বিস্তর আছে। প্রায় বিশ বৎসর হইল, বীরভূম জেলার অন্তর্গত গহুটার রেশমের কুঠীর সম্মুখে একটা বৃহদাকার পাহাড়ী বোড়া নদীর জলে ভাসিয়া আসে। রাখালেরা সেইখানে গোক বাহুর ও ছাগল ভেড়া চরাইতেছিল। সাপটা কেশবন হইতে বাহির হইয়া একটা ভেড়া গিলিয়া ফেলে। কুঠীর অধ্যক্ষ

হেনরী রেট সাহেব এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে গুলি করিয়া বধ করেন। হিমালয় পর্বতে ময়াল নামক এক প্রকার বোড়া আছে। ইহার। সচরাচর ১০। ১২ হাত দীর্ঘ হয়, কিন্তু তালগাছের চেয়েও মোটা। পাহাড়ী লোকে ঐ সাপ ধরিয়া গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী নাচাইয়া বেড়ায়। নাচাইবার সময় সাপের মুখ হইতে লাজুল পর্যন্ত এক একটা বেতের বেতী পরাইয়া দেয় এবং মোটা যষ্টির দ্বারা আঘাত করে। তখন সর্পটা ক্রোধে ফুলিয়া উঠে। চারিদিকে চারিজন সাপুড়ে দাঁড়াইয়া থাকে। তাহাদের মাথায় কাঠের চুপী, চুপীর উপর লোহার বড় বড় গোঁজা লাগান। সাপটা ক্রোধে মাহুকের চেয়েও উত্তর হইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া সাপুড়ের মাথায় দংশন করিতে যায়। ইহাই ময়াল সাপের নাচ।

অজগব (ক্লী-পুং) অজগং বিষ্ণুং বাতি অজগ-বা-ক। পিনাক। অজকব, অজকাব, অজীকব, অজগাব, এই রূপও হয়। শিবধর্মু।

অজগাব (পুং-ক্লী) অজগ-অব-অণ্। অজগং বিষ্ণুং অবতি রক্ষতি। উপপদ সং। হরধর্মু।

অজঘৃণ (ত্রি) ন জঘৃণঃ অধমঃ। নঞ-তৎ। অনধম। শ্রেষ্ঠ। জঘনমিব, জঘণঃ। জঘন-যৎ। জঘনশব্দ শাখাদি গণমধ্যে পঠিত। [শাখাদি দেখ]।

অজজীবিক (ত্রি) অজস্বাঃ ক্রয়বিক্রয়াদিনা জীবিকা জীবনোপায়ো যন্ত। বহুব্রী। ছাগ মেঘাদির ব্যবসায়ী।

অজট। (স্ত্রী) নাস্তি জটা জটাকারং মূলং বস্তাঃ। বহুব্রী। ভূঁই আমলা গাছ। ইহার অপর নাম অজড়া।

অজড়া (স্ত্রী) অজড় গিচ্ অচ্। অজড়য়তি স্পর্শমাত্রেন অঙ্গমর্দনার্থং সঞ্চালয়তি। উপপদসং। কপিকচ্ছু। আল-কুশীগাছ। জড়ভিন্ন। (ত্রি)।

অজথ্যা (স্ত্রী) অজ থ্যন্। *। অজাবিত্যাং থ্যন্। পা ৫।

১। ৮। তাহার হিত এই অর্থে অজ ও অবি শব্দের উত্তর থ্যন্ প্রত্যয় হয়। বাচস্পতি লিখিয়াছেন যে, সমূহার্থে অজ শব্দের উত্তর থ্যন্ প্রত্যয় হইয়াছে। কিন্তু বৃত্তিকারদের সে মত নহে। যথা—অজ অবি ইত্যোতান্ত্যাং থ্যন্ প্রত্যয়ো ভবতি তদৈ হিতমিত্যোতান্তিম্বিধয়ে। (কাশিকা)। যুধি, জুঁইফুল; স্বর্ণযুধিকা।

অজদগী (স্ত্রী) অজ-দণ্ড গৌরাদিহাং ডীন্ অজন্ত ব্রহ্মণে * দণ্ডোহস্তাঃ। বহুব্রী। ব্রহ্মদগীবৃক্ষ। বায়ুনহাট। এই বৃক্ষের কাঠের দ্বারা ব্রহ্মণের দণ্ড নির্মাণ করেন এজন্ত উহার নাম ব্রহ্মদগী হইয়াছে।

অজদেবতা (পুং) অজাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মধ্যপদলোপিকর্ম্মধ। ছাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অঘি।

অজননি (স্ত্রী) ন জন আক্রোশে অনি। নঞ-তৎ। জন্মভাব। যথা অজননিরন্ত তন্ত।

অজন্মন্ (পুং) ন জন্-মনিন্। নাস্তি জন্ম যন্ত যজ বা, বহুব্রী। জন্মরহিত। মোক্ষ।

অজন্ত (ত্রি) জন্-গিচ্-যৎ। ন জায়তে নঞ-তৎ। শুভা-শুভ সূচক ভূকম্পাদি উৎপাত বিশেষ। অজন্মণীয়া।

অজপ (পুং) ন জপ-অচ্। অঙ্গষ্টং জপতি। নিম্নার্থে নঞ। কুপাঠক, যে ভাল পাঠ করিতে পারে না। অজপাতি পা-ক। ৬-তৎ। যে ছাগ রক্ষা করে। ছাগপালক।

অজপকোদন (পুং ক্লী) পুরোহিতকে যজমান কর্তৃক ছাগদান। অথর্ববেদে অজদানের এই রূপ কল কথিত আছে।

অজদান করিলে, যজমান তৃতীয় আকাশের, তৃতীয় স্বর্গের তৃতীয় পৃষ্ঠার স্থান পান। (২। ৫। ১০)।

এক পতি থাকিতে স্ত্রীলোকেরা যদি অজ পতি গ্রহণ করেন, তবে অজপকোদন দান করিলে তাহাদের মধ্যে আর বিচ্ছেদ ঘটে না। (১। ৫। ২৭)।

অজপতি (পুং) অজ-পা-ডতি। ৬-তৎ। ছাগশ্রেষ্ঠ। মেঘরাশির অধিপতি। মঙ্গলগ্রহ।

অজপথ (পুং) অজন্ত পস্থাঃ। ৬-তৎ। অজেন ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পস্থাঃ। ৩-তৎ। ছাগলের পদ দ্বারা যে পথ হয়। প্রজাপতি যে পথ সৃষ্টি করিয়াছেন। আকাশস্থিত পথের আকার সেতু, ছায়াপথ, যমনালা।

অজপথ্য (ত্রি) অজ-পথ ইবার্থে যৎ অজপথ ইব। দেবপথ। সঙ্গীর্ণ পথ। গগন সেতুতুল্য।

অজপদ (পুং) [অজপাদ দেখ]।

অজপা (স্ত্রী) যজ্ঞেন বিনা জপ্যা ন জপ কর্ম্মণি অচ্।

হংস মন্ত্র। স্বাভাবিক স্বাস প্রস্থাস। আনরা প্রত্যাহ যে নিশ্বাস গ্রহণ করি ও প্রস্থাস ত্যাগ করি তাহার কিয়দংশ

দেবতার-ভোগ করেন। বিশ্বাসার্শে লিখিত আছে—

অযুতে যে সহস্রৈকং বটশতানি দিবানিশোঃ।

ভবন্তি হংসজপ্যানি নিশ্বাসোচ্ছাসনামতঃ।

বটশতানি গণেশজ বটসহস্রং প্রজাপতেঃ।

গদাপাণেঃ বটসহস্রং বটসহস্রং জিলোচনে।

সহস্রং স্ত্রীদাম্বনজ সহস্রং গুরুবরে।

পরমাত্মনি সহস্রং স্ত্রীদাম্বনং সংখ্যা নিবেদয়েৎ।

রাত্রি দিনের মধ্যে মাহুকের নিশ্বাস প্রস্থাসের সংখ্যা ২১,৬০০ বার। ইহার নাম হংসজপ। এই জপের মধ্যে

৬০০ গণেশের, ৬০০০ প্রজাপতির, বিষ্ণুর ৬০০০, শিবের ৬০০০, নিজের ১০০০, গুরুদেবের ১০০০, এবং পরমাচার ১০০০।

নিখাস প্রাশাসে এক একটা দেবতার অধিকার আছে, এ কথার তাৎপর্য কি আমরা বুঝিতে পারি না। উপরে ঋশাস প্রাশাসের যে প্রকার সংখ্যা লিখিত হইল, আধুনিক মতের সঙ্গে তাহার বিশেষ অনৈক্য নাই। কোএটেনে-টের মতে শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে প্রতি মিনিটে তাহার ঋশাস প্রাশাসের সংখ্যা ৪৪, পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমে ২৬। এইরূপ বয়ঃক্রম, শীতগ্রীষ্ম এবং খাদ্য সামগ্রীর প্রভাবে ঋশাস প্রাশাসের সংখ্যা কম বেশী হইয়া থাকে। হুহু যুবা ব্যক্তির ঋশাস প্রাশাসের সংখ্যা গড়ে প্রতি মিনিটে ২০ বার ধরিলে সমস্ত দিবা রাত্রে ২৮,৮০০ বার হয়। আমাদের শাস্ত্র-কারেরা ২১,৬০০ সংখ্যা গণনা করিয়াছেন, অতএব এই উভয়ের মধ্যে অধিক প্রভেদ নাই।

হং অর্থাৎ নিখাস তুলিয়া লইতে অধিক সময় লাগে না। স অর্থাৎ নিখাস ফেলিতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। পুরুষের পক্ষে এই দুই ক্রিয়ার অনুপাত যথা ১০:১২। শিশু এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে যথা ১০:১৪। [প্রাণায়াম ও নিখাস দেখ]।

অজপাদ (পুং) অজন্ত পাদ ইব পাদো যন্ত। বহুব্রী। রুদ্রবিশেষ। রুদ্রদেবতা। পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র।

অজপাল (ত্রি) অজান্ ছাগান্ পালয়তীতি অজ-পা-গিচ্-অণ্। পা ধাতুর উত্তর গিচ্ বিধান করিলে লকারের আগম হয়, তাই ব্যুৎপত্তিস্থলে পালয়তি এই রূপ লিখিত হইয়াছে। *। পাতেণী লুপ্তকব্যঃ। (কাত্যায়ন)। অজ-চৌরাদিক পল পালনার্থে-গিচ্-অণ্, এই প্রকারেও রূপসিদ্ধি হইতে পারে।

যে ছাগল গোষে, যে ছাগল পালন করে; রাখাল।

ভাষার ছাগলের পাল, ছাগল সমূহ এ প্রকার অর্থও হয়।

অজবহু (পুং) অজঃ ছাগলঃ বৃদ্ধিবিষয়ে বহুঃ সহচরঃ ইব যন্ত। ছাগলের মত বাহার বৃদ্ধি স্থল। মূৰ্খ।

অজভক্ষ (পুং) অজ-ভক্ষ-বঞ্ কন্মণি, অজৈঃ ভক্ষ্যতে অসৌ, ৬-তৎ। বর্ষরীত্বক, বাবুই পাছ। ছাগলেরা না কি বাবুই পাতা খাইতে বেশ ভালবাসে, তাই ইহার নাম অজভক্ষ হইয়াছে।

অজমার, অজমারক (পুং) অজ-মৃ-গিচ্-অণ্ অজান্ মার-য়তি। উপ-তৎ। কসাই, যে ছাগল কাটিয়া তাহার মাংস বিক্রয় করে; মাংসবিক্রয়ী। অজমার শব্দ কুক

আদি গণ মধ্যে পঠিত। *। কুর্কাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।

১। ১৫১ কুরু প্রভৃতি শব্দের উত্তর অপত্যো ণ্য প্রত্যয় হয়। আজমার্যঃ।

অজমীঢ় (পুং) অজমীঢ়োযজ্ঞে সিক্তো যজ্ঞ। দেশবিশেষ, রাজা যুধিষ্ঠির। আজমীর। [আজমীর ও পৃথ্বীরাজ দেখ]।

অজমুখ (পুং) অজন্ত ছাগলন্ত মুখমিব মুখং যন্ত। দক্ষ প্রজাপতি; সতীর পিতা, শিবের স্বগুরু। দক্ষ, নারদের কথায় তুলিয়া শিবকে কতাদান করিলেন, কিন্তু কটু-বিতাটা বেশ সমানে সমানে হইল না। দক্ষ মহারাজ চক্রবর্তী; কত বিভব, কত সুখেৰ্ব্বা! জামাই তাহার শম্মান-বাসী ভান্ড ডোলানাথ!—ছাই মাখে, সিদ্ধি ধায়। দেবতাদের সভা হইলে জামাইয়ের জালায় দক্ষরাজকে সেখানে মাথা হেট করিয়া থাকিতে হয়। শেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি শিবের অপমান করিবার জন্য এক বজ্র আরম্ভ করিলেন। ত্রিভুবনে নিমন্ত্রণের পত্র গেল। বাকি থাকিলেন কেবল প্রাণের নন্দিনী সতী; আর সতীর সম্পর্কে বাহার সঙ্গে সম্পর্ক—নিমন্ত্রণের পত্র পাইতে সে শিবও বাকি থাকিলেন। কিন্তু বাপ ঘরে ঘটা, নিমন্ত্রণ না হইলেও মেয়ের মন বুঝে না। সতী, বিনা আস্থানেই পিত্রালয়ে বজ্র দেখিতে আসিলেন। দক্ষ সতীকে দেখিয়া মুখে বাহা আসিল, তাহাই বলিয়া সভার মধ্যে শিবের নিন্দা করিলেন। শিবপ্রেমতিথারিণী সতীর প্রাণে সে কটুবাক্য যেন শেলের সমান বিধিল। তিনি এই বলিয়া প্রাণ-তাগ করিলেন,—‘তুমি পিতা; আমি কন্তা হইয়া আর কি বলিব? কিন্তু যে মুখে শিবের নিন্দা করিলে, দেখিবে ঐ মুখ ছাগলের মত হইবে।’ বলিতে বলিতে সতীতে আর সতী নাই, তিনি সকলের সম্মুখে বজ্রস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন।

কৈলাসে সংবাদ আসিল। ত্রিশূলীর কোপে ত্রৈলোক্য কম্পিত। পাতালে নাগ, শূন্তে বক্ষরক,—জগৎ টলিয়া উঠিল। শিব, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি মহাবীরদিগকে লইয়া দক্ষালয়ে গেলেন; পাগল বে মুখে মহাদেবের নিন্দা করিয়াছিল, সেই পাগ মুখ ছিড়িয়া ফেলিলেন। অবশেষে প্রহৃতি আসিয়া জামাইয়ের কাছে অনেক স্তবস্তুতি করেন। তাই, দক্ষরাজ পুনর্বার প্রাণ কিরিয়া পাইলেন, কিন্তু জন্মের মত তাঁহাকে ছাগলের মুণ্ড পরিয়া থাকিতে হইল।

নন্দী বলে ভব নিন্দা করিয়াছে পাগ।

ছাগমুণ্ড হইবে সজীর আছে শাপ। তারতচত্র।

অনেকে অহমান করেন, হরিবারের নিকটে কখন
এবং হর-কি-পৈড়ী এই সকল স্থান লইয়া দক্ষরাজের
রাজধানী ছিল।

অজমোদা (স্ত্রী) অজ-মোদি-অণ, অজান্ মোদয়তীতি।

অজমোদা, বনজবানী, বনজোয়ান। খরাস্তা, বস্ত-
মোদা, বক্টি, মোদা, গন্ধদলা, হস্তিকারবী, গন্ধপত্রিকা,
মায়ুরী, শিখিমোদা, মোদাচা, বহির্দীপিকা, ত্র্যকোণী,
বিশালী, হরগন্ধা, উগ্রগন্ধিকা, মোদিনী, কলমুখা
বিশল্যা। বৈদ্যশাস্ত্র মতে, অজমোদা—কটু, উষ্ণ, ক্লক
ও রুচিকর। ইহাতে কফ, বায়ু, শূল, আশ্মান, অক্ষতি
এবং ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি দোষ নষ্ট হয়। ইউরোপীয় চিকিৎ-
সকেরা পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন, অজমোদা, হিঙ্গা, বমন
ও মূত্রাশয় প্রভৃতিতে বেদনা থাকিলে বিশেষ উপকার
করে। বৈদ্য শাস্ত্রে অজমোদা, জোয়ান, বন জোয়ান,
পারস্ত জোয়ান ও খুরাসানী জোয়ান, এই কয় জাতীয়
জোয়ান লইয়া কিছু গোল দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক
স্থলে অজমোদা অর্থে জোয়ান, বন জোয়ান প্রভৃতি সকল
প্রকার জোয়ানকে বুঝায়। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। অজ-
মোদা, জোয়ান ও বন জোয়ান এই তিনটি এক শ্রেণীর
উদ্ভিদ (Umbelliferae)। ইহার মধ্যে আবার অজমোদা
ও জোয়ান এক জাতীয় (Carum) ও বন জোয়ান অল্প
জাতীয় (Seseli)। ইউরোপীয় উদ্ভিদ শাস্ত্রে অজমোদার
নাম Carum Roxburghianum, Benth. জোয়ানের
নাম Carum copticum, Benth. জীরাও এই জাতীয়,
ইহার নাম Carum Carui, Linn. বন জোয়ানের
নাম Seseli indicum, W.&A. পারস্ত জোয়ান কোন
স্বতন্ত্র প্রকাহ নহ, পারস্ত দেশ হইতে আমদানি হয়
বলিয়াই ইহার পারস্ত জোয়ান নাম হইয়াছে। কিন্তু
খুরাসানী জোয়ান একবারে স্বতন্ত্র পদার্থ। ইহা বার্তাকু,
ব্যাকুফ, কটিকারী শ্রেণীভুক্ত বৃক্ষের বীজ (Solana-
ceae) উদ্ভিদ শাস্ত্রে ইহার নাম Hyoscyamus niger,
Linn. ডাক্তারী পুস্তকে ইহার পাতাকে হাইরোসি-
রামস বলে।

অজমোদিকা (স্ত্রী) যবানী।

অজন্ত (পুং) ন সন্তি জন্তা নন্তা অন্ত। বহুব্রী। তেজ,
ব্যাং। হৃদ্য। (জি) দন্তশূল, যাহার দাঁত নাই।

অজাতদন্ত, শিশু।

অজয় (পুং) ন-জি-অচ্। নঞ-তৎ। অরাজ্য। অজেন

ছাগলেন বাতীতি বা-ক। অস্মি।

বীরভূম জেলার অজয় নামে একটা বৃহৎ নদ আছে।
হাজারীবাগ জেলার ইহার উৎপত্তি। তাহার পর সাঁওতাল
পরগনা দিয়া একটু দক্ষিণে; দক্ষিণদিক্ হইতে একটু
পূর্বে বহিতে বহিতে বীরভূম এবং বর্ধমানের ভিতর
দিয়া ভেদিয়াগ্রামে প্রবেশ করিয়াছে। শেষে ভেদিয়া
হইতে পূর্বমুখে আসিয়া কাঁটোরার নিকটে ভাগীরথীর
সঙ্গে মিশিয়াছে। এই নদীর উত্তরকূলে সেই প্রসিদ্ধ
কেজবিরগ্রাম (কেঁহুলী)। এইখানে অন্নদেবের কালশশী
শ্রীরাধিকার পায়ে ধরিয়াছিলেন; পারে ধরিয়া ছল
ছল চক্ষে সাধিয়াছিলেন,—প্রিয়ে চাক্ষুণীদে মুখ মরি
মানমনিনাদম্।

গ্রীষ্মকালে অজয়নদে জল থাকে না। কেবল বালি;
ছাপাথের মত ধপ্ ধপ্ করিতেছে, চিক্ চিক্ করি-
তেছে। বালির উপর এক এক স্থানে সরু স্রোত, বক্র-
গতিতে বুম্ বুম্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। বর্ষাকাল
আসিলে হ্রস্ব উথলিয়া উঠে, গ্রাণ ভূমি সমস্ত ডুবিয়া
যায়। তজ্জন্ত স্থানে স্থানে উচ্চ বাধ দেওয়া হইয়াছে।
অজয়া (স্ত্রী) নাস্তি জয়ো মাদকত্বেন অস্তাঃ। বিজয়া।
ভাদ্র, সিদ্ধি।

অজয়া (জি) ন জি-যৎ শকার্থে। নঞ-তৎ। [অক্ষয়া
শব্দে হ্রস্ব দেখ।] হৃজয়। জয়ের আবস্তক, শত্রু।

অজর (জি) নাস্তি জরাংস্ত। পীড়াশূল, বার্কাকশূল।
দেবতা। ন জীর্ঘ্যতি ন জু-অচ্। পরব্রহ্ম, (জি)।

অজরা (জি) নাস্তি জরা অস্তাঃ। যুতকুমারী। যুতকুমারী
গাছ শুষ্ক হয় না, তজ্জন্ত ইহার নাম অজরা হইয়াছে।
গৃহগোথিকা, টিক্টিকী। জীর্ণমঞ্জীলতা।

অজর্য (স্ত্রী) ন জু-বৎ, সঙ্গমনে কর্তরি নিপাত্যতে। ন
জীর্ঘ্যতীত্যজর্যাম্। সঙ্গত। অনপার। মৈত্রী, সৌহার্দ।
। *। অজর্যং সঙ্গতম্। পা ৩। ১। ১০৫। সঙ্গত বিশেষ্য
হইলে জু ধাতুর উত্তর কর্ভবাচ্যে নিপাতনে বৎ প্রত্যয়
হয়। সঙ্গত বিশেষ্য-না হইলে বৎ প্রত্যয় বিহিত হইবে
না। বধা জু-ভৃচ্ জরিত্। জরিতা কথলঃ। মেহো মৈত্রী-
শ্রীতিরত্ব্যসত্যজনসঙ্গতম্। (হলাদ্রু)।

ভেন সঙ্গতমার্থোণ রামাজর্যং কুক ক্রতম্। ভ্রুটি
৬। ৫৩। জরমদল ইহার অর্থে অনপার সিধিয়াছেন।
কিন্তু ভরতমরিক এই মোকের ব্যাখ্যায় অজর্যশব্দে মৈত্রী
এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং জরমদলকে একটু হোব
দিয়াছেন। অজর্যং মৈত্রীং কুক। জীর্ঘ্যং সঙ্গতঃ জময়

ক্রমেণ উচিতম্। সঙ্গতপদস্ত সখ্যবাচিহ্নে স্বার্থ্যং তথা-
র্থস্বার্থেয়র্থাং স্তাৎ। কেচিৎসু স্বগ্রীবেণ সহ সঙ্গতং সখ্যং
কুরু। কীদৃশং অজর্থ্যম্ অনপায়ম্ ইতি।

অজলঘন (ক্লী) অজ লঘ-লুট্, অজ ইব লঘ্যতে গৃহ্যতে।
প্রোতোজন। রসাজন, সূর্য্য।

অজলোমন (পুং) অজস্ত লোম ইব লোম যন্ত। বহুব্রী।
শুকশিম। যাহার গায়ে ছাগলের মত লোম আছে।
শ্যামাশিবা, গোশিবা। শিখী, কেশী, মহাহস্তা, অগ্রপর্ণী।
অজলোমা, অজলোমানো, অজলোমানঃ। ওয়া অজ-
লোমা। ওমী অজলোমি অজলোমনি।

অজবদ্ (পুং) ন জবদ্, জু-অমুন্। বেগশূন্ত।

অজবন্তি (পুং) অজস্ত বন্তিরিব বন্তির্যন্ত। ঋষিবেশেষ।
অজবন্তি শব্দ গৃষ্ঠাদি গণমধ্যে পঠিত। *। গৃষ্ঠাদিভ্যশ্চ।
পা ৪।১।১০৬। গৃষ্ঠাদি শব্দের উত্তর অপত্যার্থে
ঢঞ প্রত্যয় হয়। গৃষ্ঠি, জুষ্টি, হলি, বলি, বিশ্রি, কুষ্টি,
অজবন্তি, মিজয়, কলি, অলি, দৃষ্টি। এইগুলি গৃষ্ঠাদি
মধ্যে গণিত। অজবন্তেরপত্যং পুমান্ আজবন্তের।
শুভ্রাদিগণ মধ্যেও অজবন্তি শব্দ গৃহীত হইয়াছে। *।
শুভ্রাদিভ্যশ্চ (ঢক্ স্তাৎ)। পা ৪।১।১২৩। শুভ্রাদি
শব্দের উত্তর ঢক্ প্রত্যয় হয়। আজবন্তেরঃ। যক্ষাদি
গণেও অজবন্তি পঠিত হইয়াছে। *। যক্ষাদিভ্যো গোত্রে।
পা ২।৪।৬৩। গোত্র বুঝাইলে যক্ষাদি শব্দের পর
ক্রীলিঙ্গ ভিন্ন অস্ত্র লিঙ্গে বহুবচনে তদ্ধিত প্রত্যয় লুপ্ত
হয়। অজবন্তয়ঃ।

অজবাহ (পুং) অজং বাহয়তি যদেদম্, অজ-বহ-ঘঞ
অধিকরণে। দেশবিশেষ। অজবাহশব্দ কচ্ছাদি গণমধ্যে
পঠিত। *। কচ্ছাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৩। দেশো-
বাচিভ্যোহ্ণ। কচ্ছাদি শব্দের উত্তর ঙ্গ্ প্রত্যয় হয়।
অজবাহ-অপ্ আজবাহঃ।

অজবীথী (স্ত্রী) অজা অজাতা নিত্যকালব্যাপিনী ইতি
বা বীথি নক্ষত্রাণাং শ্রেণী। কর্মধা। অজেন ব্রহ্মণা
নির্মিতা বীথী পদম্ ইতি বাচস্পত্যম্। ছারাপথ, যম-
নালা। আকাশের উত্তর দক্ষিণ ব্যাপিনী নক্ষত্রমালা।

অজশব্দী (স্ত্রী) অজস্ত মেঘস্ত শব্দমিব ফলং বস্তাঃ। বহুব্রী।
মেঘশব্দী, গাড়ল শিলা। ফলবিশেষ। মেড়াশব্দী।
বিষাণী, বিষাগিকা, চক্রশ্রেণী অজগন্ধিনী, মোকী,
নেত্রোষধি, আবর্তিনী, বস্তিকা, সর্পংষ্টিকা, চক্ষুয়া,
তিল্লুখা, পুত্রশব্দী, কর্ণিকা। ইহার শুণ্—কটু, তিক্ত।
ইহাতে কক, অর্শ, শূল, শোথ, শ্বাস, হৃদ্রোগ, বিব-

রোগ, কাস, কুষ্ঠ, প্রভৃতি পীড়া নষ্ট হয়।

অজশ্বন্দ (ক্লী) অজস্ত তুন্দমিব তুন্দমন্ত। *। কান্তীরাজ-
স্তন্দে নগরে। পা ৪।১।১৫৫। 'নগরের নাম বুঝাইলে
কান্তীর এবং অজশ্বন্দ এই শব্দে নিপাতনে স্রুট্ আগম
হয়। দ্বৈবস্তীরমন্ত ইতি কান্তীরম্। নগর না বুঝাইলে
কান্তীর এবং অজতুন্দ এই প্রকার রূপ হইবে।

একটী নগর বিশেষের নাম।

অজস্র (ক্লী) ন জস্র মোক্ষণে—র তাজ্জীল্যাদৌ কর্তরি।
। *। নমিকম্পিয়াজস কমহিংসদীপো রঃ। পা ৩।২।
১৬৭। নম, কম্প, স্মি, অজস্ (নঞ পূর্ব্বক জস), কম,
হিঙ্গ, এবং দীপ ধাতুর উত্তর তাজ্জীল্যাদি অর্থে কর্তৃবাচ্যে
র প্রত্যয় হয়।

সস্তত, চীরকালস্থায়ী, নিরবচ্ছিন্ন।

অজহৎস্বার্থা (স্ত্রী) ন ওহাক্ ত্যাগে-শত্ অজহৎ। ন
জহতি স্বার্থো যাম্। নিজের অর্থ যাহাকে পরিত্যাগ
করে না। অলঙ্কারশাস্ত্রের লক্ষণা নামে শব্দের বৃত্তি
বা শক্তিবেশেষ। ইহার অপর নাম উপাদান লক্ষণা।
মন্মটভট্ট ইহার এই লক্ষণ করিয়াছেন—

স্বসিদ্ধয়ে পরাপেক্ষঃ,

পরার্থে স্ব সমর্পণম্।

উপাদানং লক্ষণঞ্চ

তু্যক্তা শুদ্ধেব সা দ্বিধা।

অন্বয়সিদ্ধির নিমিত্ত অন্তকে আশ্রয় করিয়া যে শব্দ
পরের অর্থে অর্থ সমর্পণ করে। তাহাই উপাদান লক্ষণ।
ইহাকে মুখ্য লক্ষণা কহে। উপাদান লক্ষণা দুই প্রকার
রূঢ়িমূল ও প্রয়োজনমূল। যথা—‘ষেতোধাবতি’। যেত-
বর্ণ দৌড়িতেছে। যেতবর্ণ কখন দৌড়িতে পারে না।
সুতরাং এখানে যেতবর্ণের প্রকৃত অর্থ থাকিতেছে না,
তাই ক্রিয়ার সঙ্গেও ঠিক অন্বয় হইতেছে না। এখানে
যেতবর্ণে লক্ষণা দ্বারা শুভ্র পঞ্চাদি বুঝিতে হইবে।
(রূঢ়িমূল)। ‘কুস্তাঃ প্রবিশন্তি’। অস্ত্র সকল প্রবেশ
করিতেছে। অস্ত্রাঙ্ক অস্ত্রশস্ত্র ভূষিত পুরুষেরা প্রবেশ
করিতেছে, ইহাই একধার তাৎপর্য।

অজহরিক (পুং) হা (ওহাক্ ত্যাগে) শত্ ন জহৎ লিঙ্গং
যন্, বহুব্রী। যে শব্দ, ভিন্ন লিঙ্গ বিশেষ্যের বিশেষণ রূপে
প্রযুক্ত হইলেও আপনায় লিঙ্গ পরিত্যাগ করে না।
যথা, বেদঃ শ্রুতির্বী প্রমাণম্। বেদ কিছা শ্রুতিই প্রমাণ।
এখানে বেদ পুংলিঙ্গ শব্দ এবং শ্রুতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ; প্রমাণ
স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, কিন্তু বেদ ও শ্রুতি শব্দের বিশেষণ রূপে

প্রযুক্ত হইয়াও আপনার লিঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই। অর্থাৎ বেদ শব্দের বিশেষণ স্বরূপ বলিয়া ইহা পুংলিঙ্গ হয় নাই এবং ঐতি শব্দের বিশেষণ স্বরূপ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গও হয় নাই।

অজহা (স্ত্রী) হা-ক ন জহাতি শূকান, নঞ তৎ। আলুকুশী। অজা (স্ত্রী) সাংখ্যমতসিদ্ধ প্রধান পর্যায়স্ব, সমান অবস্থা বিশিষ্ট সম্বন্ধসমূহের গুণত্রয়। ‘অজামেকাং লোহিত গুরুত্ববর্ণাঃ সুরূপাঃ বহ্নীঃ প্রজাঃ সূক্ষমানামিতি।’ অর্থাৎ—লোহিত, গুরু ও কুরুত্ববর্ণ সমান রূপ বহু প্রজাকে যে প্রকৃতি সৃষ্টি করেন, অল্প পুরুষ অর্থাৎ জীব তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। সেই প্রকৃতি সহাদি গুণাহু-সারে যেতাদি রূপযুক্ত বহু প্রজা সৃষ্টি করেন বলিয়া সাংখ্যবাদীরা তাঁহাকে নানা বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অজাগর (পুং) জাগৃ-অচ্ ইতি জাগরঃ, ন জাগর যস্মাৎ, বচত্বী। ভৃঙ্গরাজ, ভীমরাজ। ভীমরাজ দেবন করিলে নিদ্রা হয় না। ন জাগর ইতি অজাগরঃ (ত্রি)।

অজাতাত (স্ত্রী) অজেন ছাগেন আতাতম্, ওতৎ। প্রায়-শ্চিত্তবিশেষ। কাশ্যপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, রজস্বলা স্ত্রীলোক যদি চণ্ডাল বা খপাককে স্পর্শ করে, তবে স্বত্ব তিন দিন গত করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস এবং পঞ্চ-গব্যে গুচ্ছ হইয়া পরে ছাগল দ্বারা আপনাত্ম শরীর ধোঁকাইবে।

চাণ্ডালেন খপাকেন সংস্পৃষ্টাচেজ্জস্বলা।

তাস্তাহানি ব্যতিক্রম্য প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।

ত্রিরাত্রমুপবাসঃস্তাৎ পঞ্চগব্যেন গুচ্ছ্যতি।

তাং নিশাক্ত ব্যতিক্রম্য অজাতাতাক্ত কারয়েৎ।

স্পর্শবিষয়ে বৃহস্পতি একটা অতিরিক্ত বিধি করিয়াছেন। যথা—

তীর্থে বিবাহে যাত্রায়াং সংগ্রামে দেশবিপ্লবে।

নগরগ্রামদাহেচ স্পৃষ্টা স্পৃষ্টী নহব্যতি।

তীর্থগমনে, বিবাহের সময়, দেবতামির পূজা করিতে গেলে, যুদ্ধকালে, দেশে বিপ্লব ঘটিলে, কিম্বা নগর গ্রামাদিতে অগ্নি লাগিলে অস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে দোষ হয় না।

অজাজি, অজাজী (স্ত্রী) জীরক, জীরা। কাকোহুঘরিকা বৃক্ষ, পেয়ারা গাছ। অজ্ ক্লেপণে-অচ্ ইতি আজঃ। অজেন ছাগেন বীরতে গচ্ছোৎকটবাৎ ত্যজ্যতে অজ-আজ-ইন্, ওতৎ।

অজাজীব (পুং) অজন্ত জরবিক্রমাদিনা। আত্মীবন্তি ইতি অজ-আ-জীব-অচ্। ওতৎ। ছাগমেবাদির ব্যবহারী।

অজাতকহুন্ (পুং) ন জাতঃ কহুন্ অংসকুটম্ অজ, বহত্বী। বে বৃষের খুঁটে জন্মে নাই, বৎস, অনবয়স্ক গবাদির বৎস, বাছুর। *। কহুন্স্তাবহায়াং লোপঃ। পা ৫। ৪। ১৪৬। অবস্থা অর্থাৎ বস্তুধর্ম বা বয়ঃ প্রভৃতি বিষয়ে বহত্বীহি সমাসে সমাসাত্ম যে কহুন্ শব্দের অন্ত অকারের লোপ হয়।

অজাতদন্ত (ত্রি) ন জাতো দন্তো অজ হ্র বা। বহত্বী। যে শিশুর দন্ত গজার নাই। শিশুরের প্রায় ছয় মাসে দন্ত গজায়। প্রধান দাঁত না উঠিলে অজাতদন্ত শিশুকে আদোতা বলা যায়।

অজাতপক্ষ (ত্রি) ন জাতৌ পক্ষৌ অজ। পক্ষিশাবক, যে ছানার ডানা বাহির হয় নাই, যে ছানা উড়িতে পারে না।

অজাতশত্রু (পুং) ন জাতঃ শত্রুর্ন্থ অথবা জাতস্ত জীব-মাত্রস্ত ন শত্রুঃ। ইনি কাশীর রাজা। লোকে ইহাকে জনক বলিয়া সম্বোধন করিত। বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে অজাতশত্রুর প্রগাঢ় বৃত্তপত্তি ছিল। কৌবিতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদে এবং শাতপথ ব্রাহ্মণে ইহার ধর্মজ্ঞানের বিষয় কথিত হইয়াছে। মহারাজের বেদাদিতে এমন বৃত্তপত্তি জন্মিয়াছিল যে, তিনি কত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণ-দিগকে ধর্মশাস্ত্রে উপদেশ দিতে পারিতেন। একবার মহর্ষি গার্গ্য কাশীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া মহারাজকে বলিলেন—‘আমি আপনাকে ব্রহ্ম-জ্ঞান সন্ধানে কিছু উপদেশ দিব।’ রাজা কহিলেন,—‘বেশ আপনি আমাকে উপদেশ করুন, আমি সহস্র ধেনু পুরস্কার দিব।’ কিন্তু গার্গ্য রাজাকে অধিক উপদেশ দিতে সমর্থ হইলেন না। বরং তিনি নিজে ব্রাহ্মণ হইয়া অজাতশত্রুর কাছে ব্রহ্মজ্ঞান সন্ধানে উপদেশ পাইবার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

অজাতশত্রু নামে মগধের জনৈক রাজা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রেণিক বা বিধিসার। শ্রেণিক, রাজগৃহ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। [রাজগৃহ বোধঃ]। অজাতশত্রু বুদ্ধদেব শাক্যসিংহের সামকালিক লোক। বুদ্ধদেবের নির্ধাণ প্রাপ্তির পর তাঁহার অস্থি ও চিত্রাভাসাদি তিনি রাজগৃহে একটা বৃহৎ স্তম্ভের প্রাচীরে রাখিয়াছিলেন। ২৪১১ অবসর গত হইলে অজাতশত্রুর মৃত্যু হইয়াছে। [বুদ্ধ বোধঃ]। রাজা বৃহদ্রথের অনেক

স্থলে অজ্ঞাতশব্দ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

অজ্ঞাতি (স্ত্রী) ন জন-কিন্, নঞ-তৎ। অজ্ঞাপত্তি।

জ্ঞাতিভিন্ন অস্ত্র কিছু। বহুব্রী-ত্রি, জ্ঞাতিশূচ। নিত্য।

অজ্ঞাতৌষলি (পুং) তুৰলস্ত অপত্যঃ পুমান্ ইতি
তৌষলিঃ। অজ্ঞাপজীবী চাসৌ তৌষলিষ্ঠ ইতি।
মধ্যপদ লোপি কৰ্ম্মধারয় সমাসঃ। (ইতি স্থপন্ন ব্যাক-
রণস্ত টাকায়াম্)। ছাগমাংসোপজীবী তুৰল মুনির
সন্তান। *। ন তৌষলিভাঃ। পা ২। ৪। ৬১। তৌষলি
প্রভৃতি কতিপয় শব্দের পর যুব প্রত্যয়ের লোপ হয়
না। তুৰলঃ ততইঞি ফক্। তৌষলিঃ পিতা। তৌষলা-
য়নঃ পুত্রঃ।

অজ্ঞানী (স্ত্রী) অজ্ঞৈঃ ছাগৈঃ অক্লেশেন অন্যতে অসৌ,
অজ-অদ-নাট্ কৰ্ম্মণি, ৬-তৎ। তুরালভা, বিচিতি, বিচুটী।

অজ্ঞানি (পুং) অজ ইতি শব্দ আদৌ যেবাং, বহুব্রী।
অজ প্রভৃতি। অজ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ আছে তাহা-
দের উত্তর জ্ঞানিলে টাপ্ হয়; জীপ্ নিষিদ্ধ। [অজ দেখ]।

অজানি (পুং) নাস্তি জায়া যন্ত, বহুব্রী। জায়াশূচ, যাহার
স্ত্রী নাই। *। জায়ায়া নিঙ্। পা ৫। ৪। ১৩৪। *।
লোপো ব্যোৰ্কলি। পা ৬। ১। ৬৬। বহুব্রীহি সমাসে
জায়া শব্দের অন্তে নিঙ্ (নি) আদেশ হয়। এবং বল্
প্রত্যাহারের বর্ণ (যকার ভিন্ন হল্ বর্ণ) পরে থাকিলে
বকার ও যকারের লোপ হয়। পরে সমস্ত শব্দের
পুংবস্তাব হইয়া থাকে।

অজ্ঞানিক (ত্রি) অজবিক্রমাদিনা আনো জীবনম্ অস্তি
অস্ত্র অজ্ঞান-ঠন্। ছাগব্যবসায়ী।

অজ্ঞানের (পুং) অজ্ঞেহপি বিক্লেপে হপি আনয়ঃ প্রাপ-
নীয়ঃ যেন, অজ-আ-নী-যৎ কৰ্ম্মণি। ৩ তৎ। উত্তমষোড়।

অজ্ঞাতা বা অজ্ঞাতা। নৰ্ম্মদা ও তাপতী নদীর নিকটবর্তী
খাদেশের অন্তর্গত পর্বত। এই পর্বতে বৌদ্ধদিগের
চৈত্য ও বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের অনেকগুলি বিহার বা মঠ
আছে। তজ্জন্তই অজ্ঞাতা এত প্রসিদ্ধ।

খাদেশ (Khândesh) এ নামের ব্যুৎপত্তি এক
রকম নয়। যাহাকে যেমন জ্ঞান লাগিয়াছে তিনিই
এ দেশের নাম সম্বন্ধে আপনার মন হইতে ছই একটা
কথা বলিয়া গিয়াছেন। আবুল ফজলের বিশ্বাস এই
যে, গুজরের প্রথম আফগান, মালিক নসিরকে খা
উপাধি দিয়াছিলেন। সেই হইতে এ স্থানের নাম খা-
দেশ হইয়াছে। কিন্তু এ কথা প্রামাণিক নয়। কারণ,
আফগানের পূর্বেও এ স্থান খাদেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

কেহ কেহ বলেন, খাদেশ খাণ্ডব শব্দের অপভ্রংশ। এই
খানেই অর্জুন খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়াছিলেন। [বোম্বাই
বিভাগের গেজেটিয়ার ১২ খণ্ড দেখ]। এ অসুমানও
ঠিক নয়। পাণ্ডবেরা খাণ্ডবপ্রস্থের জঙ্গল উঠাইয়া দিয়া
সেই খানে ইন্দ্রপ্রস্থ নগর নির্মাণ করেন। ইন্দ্রপ্রস্থ
এখনকার দিল্লির নিকট। অতএব দিল্লির নিকটবর্তী
স্থান কখন খাদেশ হইতে পারে না।

যাহা হউক, খাদেশ অতি প্রাচীনকাল হইতেই
একটা প্রসিদ্ধ স্থান। তুরগমল এবং অশিরোগড় গিরি-
চূর্ণ এই খানে। অশিরোগড়ে আজি পর্যন্ত অশ্বখমার
পূজা হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর অশ্বখমা এই খানে
আসিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। আবার এ
কথাও অনেকে বলেন যে, এই তুরগমল মহাভারতের
যুবনাথ রাজার রাজধানী।

অজ্ঞাতপর্বত এই খাদেশের মধ্যে; ইহার অপর
নাম ইক্সারি। অজ্ঞাতার বৌদ্ধবিহার এবং চৈত্যগুলি
জগদ্বিখ্যাত। ঐ চৈত্যগুলি ফর্দাপুর হইতে সাড়ে তিন
ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম এবং পাচোরা রেল-ওয়ে স্টেশন
হইতে সত্তর ক্রোশ দক্ষিণ পূর্বে। হিন্দু কারিকরদের
হাতের বহুকালের খোদাই কাজ এবং চিত্রকোশল
ভারতবর্ষের অনেক স্থানে আজও বিদ্যমান রহিয়াছে।
কটক, ভুবনেশ্বর, ইলোরা এবং অজ্ঞাতার শোভা আজও
নূতন, আজও সে সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায় নাই।

ফর্দাপুর দিয়া বাইতে হইলে অজ্ঞাতার গিরি চৈত্যের
পথ ভাঙুর অধিত্যকার দক্ষিণ দিকে অর্ধক্রোশ দূরে
পড়িয়া থাকে। তাহার পর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে আর
একটা ছোট অধিত্যকা। এই অধিত্যকার ভিতর দিয়া
ভাঙুর নদের ধারে ধারে বাইতে হয়। প্রায় এক ক্রোশ
পথ গিয়া ভাঙুর নদ একেবারে ঠিক পশ্চিম দিকে
বাকিয়া গিয়াছে। এইখানে দাঁড়াইলে অজ্ঞাতার গিরি-
চৈত্য দেখা যায়। পাহাড়গুলি ছোট ছোট, অনুমান
২৫০ ফিট উচ্চ। ইহার এক দিক কাটিয়া নানা প্রকার
গড়নের থাম ও খিলান বাহির করা হইয়াছে। একটু
দূর হইতে সেখানকার মন্দির এবং বিহারগুলি পানে
চাহিলে আর চক্ষু ফিরাইতে পারা যায় না,—ইচ্ছা করে,
শুধুই দেখিতে থাকি। জগতে তেমন সৌন্দর্য্য কোথাও
নাই। যাহা আছে সে কেবল অজ্ঞাতার; আর স্বভাবের
মধ্যে শরতের সন্ধ্যামেখ।

অজ্ঞাতায় সর্বসমেত ঊনত্রিশটা অট্টালিকা। তন্মধ্যে

পাঁচটা চৈত্য অর্থাৎ দেবমন্দির এবং চব্বিশটা বিহার বা সন্ন্যাসীদের মঠ। এখন ইহার সকলগুলির উপর উঠিতে পারা যায় না। চারিটা চৈত্যে এবং তেইশটা বিহারের উপর উঠিতে ক্লেশ নাই। বাকি ছইটি অতি-শয় দুর্গম। মন্দিরগুলি উচ্চে এবং প্রস্থে সমান এবং প্রস্থের ঠিক দ্বিগুণ লম্বা। ছাদ উচ্চ ও খিলান করা; কোন কোন ছাদের গায়ে কাঠের বরগা বসানো। যে সকল ঘরে কাঠের বরগা নাই, তাহাদের ছাদের পাথর ঠিক বরগার মত কাটিয়া বাহির করা। পুরাতন মন্দিরগুলির থাম আটপলা, তাহার গায়ে ও মাথায় কোন প্রকার নক্সা কাটা নাই। কিন্তু আধুনিক স্তম্ভ-গুলির নিম্নে বেদী এবং তাহাদের গায়ে ও কাণ্ডে নানা রকম ঝাড়বুটী ও চিত্র দিয়া সাজান। মন্দিরের সম্মুখে প্রাচীর। প্রাচীরের ভিতর একটি মন্দিরের কাছে উঠান আর একটীর কাছে নাট্যশালা।

অজস্রার বৌদ্ধাশ্রম কত দিন নির্মিত হইয়াছে, তাহা ঠিক বলা যায় না। পাথরের উপর যে সকল বৃত্তান্ত খোদিত ছিল, তাহা পুঁচিয়া গিয়াছে,—আর পড়িতে পারা যায় না। কেহ কেহ অহুমান করেন, যিশুখ্রিস্টের জন্মের ২০০ বৎসর পূর্বে বশিষ্ঠপুত্র অজস্রার দেবালয় জনৈক গৃহস্থকে দান করিয়াছিলেন। এই বশিষ্ঠপুত্র কে, সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। বাহা হউক, অজস্রার চৈত্যগুলির চিত্র দেখিলে পূর্বকালের বেশভূষার এবং আচার ব্যবহারের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্রের মধ্যে অনেক গুলিই দেবমূর্তি। স্থানে স্থানে বাজসভা। সভার মধ্যস্থলে নৃপতি বসিয়া আছেন, চারিদিকে সভাসদ। রাজার মূর্তি পরিষ্কার কাঞ্চনবর্ণ; চক্ষু দুটা ছোট, ওষ্ঠপুরু, কান বড়; দাড়ী নাই, মুখে কেবল পাতলা পাতলা গোঁপ আছে; মাথার চুল একত্র গোছাইয়া দক্ষিণদিকে চুড়া বাধা। অলঙ্কারের মধ্যে গলায় মুক্তার কিম্বা সোনার পাঁচনলী, কণ্ঠমালা; বাহুর উপর তাড়, হাতে বালা, গায়ে জামা নাই। কোন স্থলে বীরপুরুষদের গায়ে জামা আছে। কেহ হাতীর উপর চড়িয়া; হাতে ধনুর্বাণ ও বর্শা,—সশস্ত্রে যুগয়া করিতে যাইতেছেন, যুগয়ায় গিয়া বনের ভিতর দুর্জয় বাঘ মারিয়াছেন। পুরাতন চিত্রে বীরপুরুষদের হাতে নানা প্রকার অস্ত্র দেখা যায়, কিন্তু কুত্রাপি বন্দুক নাই। সে কালের অস্ত্র বন্দুক হইলে, কোন বীরের হাতে কি আমরা বন্দুক দেখিতে পাইতাম না?

অজস্রার আর এক দিকে যাও,—আরও অনেক চিত্র। চিত্রের গায়ে আরও অনেক ইতিহাস লেখা। নৃপতির। অন্তঃপুরে রাজমহিষীদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন; কাছে সহচরী। সহচরীরা গোরাকী,—বসিয়া যেন আপনাদের রূপের গরিমা দেখাইতেছেন। দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহারা যেন এ ভারতের নর—সকলেই যবনকন্তা, পারস্ত কিম্বা ইউরোপ হইতে আসিয়াছেন। পূর্বকাল হইতেই এ দেশের নৃপতিরা পারস্তাদি দেশ হইতে স্ত্রী যবনকন্তা আনিয়া আপনাদের সহচরী করিতেন। হুম্মায়ুন রাজা অহুমানিনী নদীর কূলে কণ্ঠ-মুনির আশ্রমে যুগয়া করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে যবনকন্তা ছিল, শকুন্তলা নাটকে তাহার উল্লেখ দেখা যায়,—এসো বাণাসগহখাহিং জবনীহিং বণপুপ্ফমালা-ধারিণীহিং পরিব্রুদো ইদো একর আজছদি পিঅবঅস্সো। বিদুষক বলিতেছে—ঐ যে ধনুর্হস্তা বনমালাধারিণী যবনকন্তায় পরিবৃত্ত হইয়া প্রিয় বয়স্ক আমার এই দিকে আসিতেছেন।

চিত্রের কোন নৃপতি ও রাজসভাসদগণ প্রজাদের আবেদন শুনিতেন, কেহ বণিকদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। কোন স্থলে নৌকা ও জাহাজ। কেহ নৌকায় উঠিতেছেন, কেহ নৌকা করিয়া বেড়াইতেছেন। আমরা ঋগ্বেদে সমুদ্র পোতের কথা দেখিতে পাই; তাহার অনেক পরেও সেই সমুদ্র পোত। এখন হইতে ছই সহস্র বৎসর পূর্বেও এ দেশের বণিকরা সমুদ্রপথে দেশদেশান্তরে বাণিজ্য করিতে যাইতেন, তাহারও প্রমাণ পাইতেছি। ছই সহস্র বৎসর পূর্বে হিন্দুদের বিদেশযাত্রা নিষিদ্ধ হয় নাই, চিত্র দেখিয়া তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

বাহারা ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাস উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন, সে সকল লোক আগে ইলোরা, অজস্রা ও ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন চিত্রগুলি পড়িয়া আসুন। পুস্তকের চেয়ে ঐ সকল চিত্রগুলি পূর্বকথার অনেকটা পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে।

অজস্রা (স্ত্রী) অজস্র অন্নমিব অন্ন অন্নাকারবতী কোঠর-মঞ্জরী যন্তাঃ। নীলবর্ণ বোনা, নীলবুলা, নীল পুলা, অতি লোমশা।

অজাপক (স্ত্রী) অজকীরাদিনা আপকং যন্তম্। কাস-রোগের যন্তমিশেষ। আ-পচ্-কাসঃ। পচো যঃ। পা ৮। ২। ৪২। পচ্-যাতুর উত্তর মিঠা প্রত্যয়ে উভার

স্থানে ব আদেশ হয়।

অজি (ত্রি) অজ গতো-ক্ষেপনেচ-ইন্। গতিশীল। পত্ন্যাম-
জ্যতি, পদ্যজি। ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ভীপ।

অজিত (ত্রি) ন জি-ক্ত, নজ-তৎ। পরাজিতভিন্ন, জিত-
ভিন্ন। (পুং) বিজু। শিব। বুদ্ধ। অজিতো না হরৌ
ত্রিবু। অনিজিতে চ, মেদিনী।

অজিতগড়, অজয়গড়। বুলেলখণ্ডের অন্তর্গত একটি গিরি-
ছপের নাম। কালিঞ্জর পর্বত হইতে আট ক্রোশ, বাদা
হইতে সাড়ে তেইশ ক্রোশ এবং প্রয়াগ হইতে ৬৫ পয়-
ষটি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অজয়গড় রাজ্যের বিস্তার
৩৪০ বর্গ মাইল; ইহাতে ৬০৮ খানি গ্রাম আছে; সর্ব-
সমেত লোক সংখ্যা প্রায় ৪৬,০০০। রাজার বাৎসরিক
আয় অন্যান ১,৭৫,০০ টাকা, তন্মধ্যে বৎসর বৎসর
গভর্নমেন্টকে ৭,০১৩৭/ টাকা রাজস্ব লাগে। নব সহরে
অজয়গড় রাজার রাজধানী। এখানে ম্যালেরিয়া জরের
অতিশয় প্রাদুর্ভাব।

এই গিরিছপের উপত্যকার অনেক রকমের প্রস্তর
মুষ্টি চারিদিকে ছড়াছড়ি যাইতেছে। মন্দির ভাঙ্গা, বড়
বড় থাম, থামের গোঁড়া ও কার্গিস, দেবমূর্তি—দেখিলে
বোধ হয় যেন কোন কালে এখানে জৈন দেবালয় ছিল।
উপত্যকার উঠিতে বড় বড় দালান, তাহাতে ৫।৬ হাত
উঁচু মোটা মোটা থাম লাগান। থামের গারে বিচিত্র
লতা পাতা কাটা। কার্গিসের উপর ত্রীলোকের মূর্তি;
ওঠ পুরু, শরীর ছটপুট—একদৃষ্টে শুধুই নীচে পানে
চাহিয়া আছে। মুখ তুলিয়া চাও, অমনি চারি চক্রে
এক হইবে। এখন ঐ সকল দেবালয়ে আর মানুষ নাই,
কেবল বানর আর বৃহৎ বৃহৎ সূর্য বাস করিতেছে।

১৮৪৭ খৃঃ অব্দে লেফটেন্যান্ট রামসে অজয়গড়
দেখিতে গিয়াছিলেন। অজয়গড় দেখিতে অনেকটা
কালিঞ্জরের মত। পাহাড়ের উপর উঠিবার পথে পূর্বে
সাতটা দ্বার ছিল। রামসে যখন দেখিতে যান সে সময়ে
চারিটা কটক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তিনটার অবস্থা অপেক্ষা-
কৃত ভাল। দ্বারের বাম পার্শ্বে দুইটা ঘোড়া কুণ্ড, তাহার
নাম গঙ্গা-বমুনা। পূর্বে তীর্থ যাত্রীরা ঐ কুণ্ডের জলে
স্নানস্নান করিত। কালিঞ্জর পর্বতেও ঠিক তদ্রূপ কুণ্ড
আছে। কুণ্ডের উপর পাহাড়ের গায়ে সংলগ্ন ভাবায়
কি লেখা ছিল। তাহার কতক পুঁচিয়া গিয়াছে, কতক
পুঁতে নাই; কিন্তু বেশ স্পষ্ট পড়িতে পারা যায় না।
পর্বতের চড়াইয়ের উপর স্থানে স্থানে গণেশমূর্তি,

কোথাও হুম্মান, কোথাও নন্দী। প্রধান দরজার
কিঞ্চিৎ ভিতরে বড় দিঘী। দিঘীর কিয়দংশ অধিকার
এবং কিয়দংশ পাহাড় কাটির খনন করা। এই দিঘীর
কিঞ্চিদূরে একটা পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ।
অট্টালিকার ভগ্নদ্বারে সারি সারি পারখনাথের মূর্তি।
কেহ বলিয়া কেহ দাঁড়াইয়া আছে। অট্টালিকার ভিতর
নেমনাথের তিনটা বড় বড় মূর্তি। পুতুলগুলি বিবস্ত্র,
ছই হাতে পদ্ম, বৃকে রত্ন ধুক ধুক; মাথার চুল কুঞ্চিত
এবং চোট করিয়া কাটা। অট্টালিকার কিছু দূরে একটা
বৃহৎ পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর ধারে অনেকগুলি লিঙ্গ ও
যোনি মূর্তি, একটা গণেশ এবং আর একটা পঞ্চানন
লিঙ্গ। পুষ্করিণীর দক্ষিণে পঞ্চমূর্তি লিঙ্গ, মহাদেব ও
পার্বতী এবং নন্দীর মূর্তি।

অজয়গড় জয়নগর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। জয়নগরের
রাজা ছত্রসাল আপনার রাজ্য বিভাগ করিলে অজয়গড়
জগৎরাজের অংশে পড়িল। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে পেশোবা
ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের হাতে বুলেলখণ্ডের কিয়দংশ সমর্পণ
করেন। তৎকাল কর্ণেল মেসেনবাক্, জমান খাঁ এবং
আগার্সন অনেক সৈন্ত লইয়া অজয়গড় অধিকার করিতে
যান। ইংরাজদের সৈন্ত দেবগ্রাম পর্বতের নিম্নে উপ-
স্থিত হইলে, লক্ষ্মণাও নামক জনৈক ব্যক্তি হঠাৎ
সৈন্তকে আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। ইংরাজ-
দের অনেক বন্দুক কাড়িয়া লইয়াছিল। সেই যুদ্ধে
ইংরাজদের বিস্তর সৈন্ত হত ও আহত হয়। মহা মহা
বীরেরাও শত্রুর সম্মুখে স্থির থাকিতে না পারিয়া চতু-
দিকে ছুটিয়া পলাইল। শেষে মেসেনবাক্ আসিয়া শত্রু-
দের নিকট হইতে বন্দুকগুলি পুনরায় কাড়িয়া লইলেন।
এবং লক্ষ্মণ দাও ১৮,০০০ টাকা দিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন।
এখন অজয়গড়ের রাজা ইংরাজদিগকে কর দিতেছেন।

অজিতপুর, অজয়পুর। এই প্রাচীন নগরের আধুনিক নাম
বুদ্ধপুর। ইহা কলিঙ্গ নদীরকূলে অবস্থিত। ইহার উত্তর
দিকে একটা পুরাতন নগরের অনেক নিব্বশ্বক দেখা যায়।
প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েনসিয়াং এই স্থানের একটা
অদ্বুত গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, জনৈক
রাজা অজয়পুরে একটা গন্ধহস্তী ধরিয়ছিলেন। বুদ্ধদেব
পূর্বকালে ঐ হস্তীর গুঁরসে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বে
অজয়পুরে মার্ত্তণ্ডপুষ্করিণী নামে একটা সরোবর ছিল।
অনেকের বিশ্বাস, এখন সেই পুষ্করিণীকেই লোকে
বুদ্ধকুণ্ড বলিয়া থাকেন। প্রতিবৎসর বুদ্ধকুণ্ডে অনেক

লোকসমারোহ হয়। যাত্রীরা স্নানের পর সারি সারি বসিয়া গয়ার নিকটবর্তী সমস্ত ভীৰ্হস্থানের নাম করিতে থাকেন।

অজিতাপীড় (পুং) নাস্তি পীড়া জয়াদিহু বাধা যন্ত স অপীড়ঃ। অজিতশাসো অপীড়শ্চতি, কৰ্মণা। কশ্মীরের জনৈক রাজা। ইহার পিতার নাম ত্রিভুবনাপীড়, মাতার নাম জয়াদেবী। জয়াদেবী অক্ষরনগরের কল্পপালের কন্যা। তাঁহার তুল্য সুন্দরী রমণী সে সময়ে কেহই ছিলেন না। তাই ললিতাপীড়। তাঁহাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। ত্রিভুবনাপীড় আবার এই রূপবতী কামিনীকে কাড়িয়া লইয়া যান। ললিতাপীড়ের ঔরসে জয়াদেবীর গর্ভে বৃহস্পতি নামে একটা পুত্র জন্মিয়াছিল। বৃহস্পতি শৈশবাবস্থায় কশ্মীরের রাজা হইয়াছিলেন, তজ্জন্ত পদ্ম, উৎপল, কল্যাণ, মম্ব এবং ধর্ম নামক তাঁহার পাঁচজন মাতুল কর্তৃত্ব করিতে গিয়া সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করিতেন। রাজা ক্রমে বড় হইলেন, চারিদিকে তাঁহার চক্ষু পড়িতে লাগিল, কাজেই মাতুলেরা দেখিলেন আর লাভের প্রত্যাশা নাই। তজ্জন্ত সেই ছুরাঘাতা মারণবিদ্যার দ্বারা ভাগিনেয়ের প্রাণ নষ্ট করিল।

এখন কে রাজা হইবে, চর্ম্মতির ভাবিতে লাগিল। পাঁচ জনের পাঁচ মত। শেষে উৎপল, অজিতাপীড়কেই রাজা করিলেন। কিছু কাল পরে উৎপলের সঙ্গে মম্বের ঘোর বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে বিতস্তা নদী মৃত্যুদেহে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। শেষে যশোবর্ম্ম নামক মম্বের পুত্র অজিতাপীড়কে রাজ্যচ্যুত করেন।

অজিন (স্ত্রী) অজ-ইনচ্। *। অজেরজ চ। উণ ২। ৪৮। বীভাববানার্থম্। বীযতে ক্ষিপ্যতে রজ আদি অনেন ইতি। চর্ম্ম, যুগচর্ম্ম। (ত্রি) জিন ভিন্ন অস্ত্র কেহ।

অজিনপত্রা, অজিনপত্রিকা, অজিনপত্নী (স্ত্রী) অজিনং চর্ম্ম তজ্জপে পত্রে পক্ষো যন্তাঃ সা (ইতি) অমরটীকায়াঃ মহেশ্বরঃ। বহুব্রী। চাম্‌চিকা। যাহার পক্ষ চর্ম্মের মত। অজিনকলা (স্ত্রী) অজিনমিব চর্ম্মবিকারস্তাং তস্তা ইব কলং যন্তাঃ। টেপারী, ভস্তাকার ফল।

অজির (স্ত্রী) অজ-কিরচ্। *। অজিরশিশিরশিখিলহির-ক্ষিরস্থবিরধিরাঃ। উণ ১। ৫০। অজেবীভাবাভাঃ। উট্যান, চম্বর। (ত্রি) শীত্ৰগামী। অজিরং প্রোদনে বাতে বিষয়ে দর্হরে তনৌ। স্ত্রী চণ্ড্যম্, (মেদিনী)।

অজিরাতি। অজির আদৌ যেহাং। *। মতৌ বহুচোহন-

জিরাদীনাম্। পা ৬। ৩। ১১৯। বহু অচ শব্দের পর মতুপ্ প্রত্যয় থাকিলে সংজ্ঞা বিষয়ে মতুপের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়। কিন্তু অজির প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ আছে, তাহাদের স্বর দীর্ঘ হয় না। অজির, বদির, পুলিন, হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক। এইগুলি অজিরাতি মধ্যে পড়িত। অমর, পুষ্কর ইত্যাদি শব্দ অজিরাতি গণের অন্তর্গত নহে। তজ্জন্ত অমরাবতী, পুষ্করাবতী এই প্রকার রূপ হইবে। কিন্তু অজিরাতি শব্দের—অজির-বতী, খদিরবতী—এই প্রকার রূপ হইবে।

অজিঙ্গ (ত্রি) ন জিঙ্গাঃ কুটিলঃ, মঞ তৎ। ঞ্জ, সরল, অবক্র। *। জহাতে সম্বদালোপচ। উণ ১। ১৩৮। হা ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় হয় এবং সন্ প্রক্রিয়ার দ্বারা অকার স্থানে ইকার হইয়া থাকে। এবং আকারের লোপ হয়। হা-মন্ জিঙ্গাঃ কুটিলমন্দয়োঃ। (উজ্জলদত্তঃ)।

অজিঙ্গ (পুং) অজিঙ্গং সরলং গচ্ছতি অজিঙ্গ-গন্-ড। বাণ, আন্তগ, খগ। সরলগামী।

অজিহব (পুং) নাস্তি জিহ্বা যন্ত। বহুব্রী। ডেক, বাঙ। জিহ্বাশূন্ত। *। শেবমহবজিহ্বাগ্রীবাপুমীবাঃ। উণ ১। ১৫২। শেব যা লিহ গৃ আপ এই সকল ধাতুর উত্তর বন্ প্রত্যয় হয়। লিহস্তি অনয়া জিহ্বা। লকারস্ত জঃ শুণ্ডাভাশ্চ। অজীকব (পুং-স্ত্রী) অজী-ক-বা-ক। অজ্যা শর ক্ষেপণেন কং ব্রহ্মাণং বাতি প্রীণাতি। (বাচঃ)। হরধম্।

অজীগর্ভ (পুং) অজ্যৈ গমনায় গর্তমন্ত। সর্গ।

অজীগর্ভ (পুং) হরিশ্চন্দ্র নামক জনৈক ব্যক্তি নিঃসন্তান ছিলেন। সে কারণ তিনি বরুণদেবের কাছে এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, দেবপ্রদানে যদি তাঁহার সন্তান জন্মে, তবে প্রথম পুত্রটী তিনি বরুণের কাছে বলি দিবেন। হরিশ্চন্দ্রের সন্তান হইল, তাহার নাম রোহিত রাখিলেন। পূর্ব হইতে প্রতিজ্ঞা ছিল, তাই বরুণ সন্তানটী চাহিলেন। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র এখন পুত্রের মায়ার ঠেকিয়াছেন, তাই তিনি সন্তানকে বলি দিতে পারিলেন না। রোহিত বড় হইয়া বনে গম্ব করিলেন। কিন্তু বরুণের রাগ ক্ষান্ত হইল না; তিনি হরিশ্চন্দ্রকে জরাজীর্ণ করিয়া রাখিলেন। দেবতার ক্রোধ থাকা ভাল নয়, এই বুঝিয়া রোহিত এক শত খেঁচু দিয়া অজীগর্ভ নামে কোন এক ব্যক্তির কাছে তাঁহার পুত্র গুনশেককে ক্রয় করিয়া লন। গুনশেককে যুগকাঠে বাঁধা হইয়াছে, কেবল খড়্গাবৃত করিলেই হয়, এমন সময় বিধাবিজ্ঞেয় পরামর্শে তিনি বরুণ দেবতার দ্বার করিয়া হুকি পাই

লেন। (আত্মেয় ব্রাহ্মণ)।

অজীর্ণ (ক্রী) ন জন্মুক্ত ভাবে। অপাক, বায়ুগণ্ড, অন্ত-
বর্মি, পলতাশয়। এই রোগের বিবরণ অগ্নিমান্দ্য,
উদরাময়, অতিসার এবং আমাশয় শব্দে দেখ। কর্ত্তরি
ক্, বৃদ্ধ।

অজীব (ত্রি) নাস্তি জীবো জীবনং যন্ত। মৃত। অবসন্ন।
জীব অর্থাৎ প্রাণী ভিন্ন অস্ত কিছু।

অজীবনি (ক্রী) ন জীব-অনি। শাপ, অকরণি, জীবনা-
ভাব। *। আক্রোশে নঞ্যনিঃ। পা ৩। ৩। ১১২।
আক্রোশে (শপনে) নঞ উপপদে ধাতুর উত্তর অনি
প্রত্যয় হয়। অনি নিষ্পন্ন শব্দ জীবনিজ হইয়া থাকে।
অজীবনিস্তে শঠ ভূয়াৎ। (ভট্টোজ্জিহ্বিকিত)। রে শঠ।
তুই অন্নায়ুঃ হ।

অজুগপ্ত (ত্রি) ন গুপ নিদ্রায়াম্-সন্-ক্। অনিন্দিত।

অজুর (ত্রি) অজ-কুরচ্। বেগশীল। বলবান।

অজ্যেয় (ত্রি) ন জি-যৎ। অজেতব্য, অজয়নীয়, জয়ের
অযোগ্য।

অজৈকপাদ (পুং) অজন্ত ছাগন্ত পাদ ইব একপাদো
যন্ত। রুদ্রবিশেষ। পূর্বভাজপাদ নক্ষত্র। বীরভদ্র। শঙ্কু।
অজ্জকা (ক্রী) অজ্জয়তি যা সা অজ্জি-উক্, পৃ° রকারন্ত
জন্ম। নাট্যোক্ত বেষণ। নাট্যাদন্ত্র প্রয়োগে নাস্তী-
তার্থঃ। (মহেশ্বর)।

অজ্জ্বটা (ক্রী) অজ্জতি দোষং কিপতি অজ্-কিপ্, ঝটতি
সংহন্ততে অজ্-ঝট অচ্। এখানে কুজ্ব কিয়া অজ ধাতু
স্থানে বী আদেশ হয় নাই। ভূঁই আমলা। ঝটা, অমলা,
ভালী, শিবা, ভূম্যামলকী। [ভূঁই আমলা দেখ]।

অজ্জ্বল (ক্রী) অজ্জতি কিপ্ অক্, হলতি বিলিখতি হল-
অচ্। কর্ণধা°। প্ৰযোদরাদি হেতু এখানে কুজ্ব হইলনা।
ঢাল। ফলক।

অজ্ঞ (ত্রি) ন জানাতি জ্ঞা-ক। মূর্খ, জ্ঞানশূন্য। সহজ
বিষয় ভিন্ন কঠিন তত্ত্বে যাহার বোধ প্রবিষ্ট হয় না।
সচরাচর যে লিখিতে পড়িতে জানে না, সমাজের মধ্যে
ভাল রূপ কথাবার্তা করিতে পারে না, কোন বিষয়ের
সিদ্ধান্ত করিতে যে অক্ষম, তাহাকেই আমরা অজ্ঞ
বলি। শ্রাদ্ধজ্ঞো জড়মূর্খয়োঃ। (মেদিনী)।

অজ্ঞাত (ত্রি) ন জ্ঞা-স্ত। অপরিচিত। জ্ঞানের অবিষয়ী-
ভূত পদার্থ।

অজ্ঞান (ত্রি) নাস্তি জ্ঞানং যন্ত। বাহ্যর জ্ঞান নাই।
(ক্রী) ন জ্ঞানম্। জ্ঞানাতাব। বিবক্ষ্য জ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগ-

বত মতে, সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা পাঁচ প্রকার অজ্ঞানের কল্পনা
করেন। যথা,—ভূমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র এবং
অন্ধতামিস্র। বেদান্তমতে, সং ও অসং ইহা বুঝিবার
জন্ত যে ত্রিগুণাত্মক ভাব রূপ জ্ঞান, তাহার বিরোধীকে
অজ্ঞান বলা যায়।

অজম্ (ত্রি) অজতি গচ্ছতি স্বর্গং দানেন অনয়া, অজ-
মনিন্ করণে। এখানে অজ ধাতু স্থানে বী আদেশ হয়
নাই। গাভি, গাই।

অজতি (পুং-ক্রী) অনচ্-অতি। *। অঞ্ঃ কো বা। উণ্
৪। ৬১। অজতিঃ অজতির্বাঃ। অজ ধাতুর উত্তর অতি
প্রত্যয় হয় এবং চকার স্থানে বিকল্পে ক হয়। বায়ু,
বাতাস। (ত্রি) গতিশীল।

অঞ্চল (পুং) অঞ্চ-অলচ্। প্রান্তভাগ, আঁচল। কাপড়ের
যে প্রান্তে দশী ও পা'ড়ের অধিক সৌন্দর্য থাকে তাহাকে
আঁচল বা আঁচলা বলা যায়। এ দেশের জ্রীলোকদের
বস্ত্রেরই আঁচল থাকে। পুরুষদের বস্ত্রের প্রান্তভাগ
আছে, কিন্তু তাহার নাম আঁচলা নয়। জ্রীলোকেরা
অঞ্চল লুটাইতে লুটাইতে চলিয়া গেলে বৃদ্ধা গৃহিণীরা
তাহা বড় কুলক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করেন। লোকের এই
রূপ বিশ্বাস, ভূতপ্রেরাদি কাপড়ের আঁচল ধরিয়া
শরীরে প্রবেশ করে।

অঞ্চলের অপভ্রংশে আঁচল ও আঁচলা। প্রতিমা
সাজাইবার সময় একখানি প্রশস্ত ডাকের অলঙ্কার ঠাকু-
রের বৃকের উপর দিয়া বুলাইয়া দেওয়া হয়, তাহার
নাম আঁচলা। নূতন কাপড় পরিবার সময় বাঙ্গালার
অনেক স্থানের জ্রীলোকেরা আঁচলের একপাশ হরিজ্রা
দিয়া ছোপাইয়া লন এবং অঞ্চলের এক গাচি সূতা
খুলিয়া তাহার এক এক খণ্ড ছিঁড়িয়া কাঁটা, ঘোঁচা, চোর
ও অগ্নি প্রভৃতিকে সমর্পণ করেন। ইহার তাৎপর্য এই
যে, কাঁটা প্রভৃতি সমস্ত শত্রুকে বস্ত্রের অংশ দেওয়া
হইল, অতএব আর কেহ অনিষ্ট করিবে না। যখন ভাগ
পাইল, তখন কাঁটাতেই বা ছিঁড়িবে কেন? আগুনেই বা
পুড়িবে কেন? কোন কথা মনে করিয়া রাখিবার জন্ত
জ্রীলোকেরা আঁচলের এক কোণে গাঁইট দিয়া রাখেন।
বালকদের মাথায় কাপড়ের অঞ্চল লাগিলে অকল্যাণ
হয়। তজ্জন্ত হঠাৎ কোন শিশুর মস্তকে অঞ্চল লাগিলে
একবার তাহা মাটিতে ঠেকাইলে আর কোন দোষ থাকে
না। বিবাহের সময় কস্তার অঞ্চলে ও পাত্রেয় চাদরে
একজ গাঁইট ছড়া রাখিয়া দেওয়া হয়।

অঞ্জন (ত্রি) অনচ্-ক্। পূজিত, আকৃষিত। *। অঞ্চে:
পূজায়াম্। পা ৭।২।৫৩। পূজা অর্থ বুঝাইলে অঞ্
ধাতুর উত্তর ইট্ হয়। কিন্তু গতি বুঝাইলে ইট্ হয় না।
যথা—অঞ্ পূজায়াম্-ক্ত অঞ্চিতঃ। অঞ্ গতো-ক্ত অক্তঃ।
অঞ্চিত্র (স্ত্রী) অঞ্চিত্রে কুটিলে ক্রবৌ যন্তাঃ। সুন্দর
ক্রযুক্ত নারী।

অঞ্জন (ক্লী) অজ্ঞাতে হনেন, অনুজ-লুট্ করণে। কজ্জল।
রসজ্ঞান। মসী। সৌবীর, কুণকল। ভাবে লুট্।
মিস্ত্রীকরণ; লেপন; মালিশ। ব্রক্ষণ। গমন। ব্যাক্তী-
করণ। অঞ্জনের অপভ্রংশে অঁজন। এ দেশে অনেক
প্রকার অঞ্জন প্রচলিত আছে। প্রস্থতির সচরাচর
শিশুদের চক্ষে যে অঞ্জন দেন তাহা সামান্য প্রণালীতে
প্রস্তুত হয়। কাজলনাতায় অন্ন তৈল মাখাইয়া প্রদী-
পের গীষে ধরিলে কালি পড়ে। সেই কালি অঙ্গুলি
দিয়া মাড়িয়া লইলে অঞ্জন হয়। শিশুদের চক্ষু হইতে
জল পড়িলে কিম্বা রাত্রিতে চক্ষু ঘোড়া লাগিয়া
থাকিলে চারি প্রকার অঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে।
মাকড়শার চাঁদ ভস্ম করিয়া কাজলনাতায় উত্তমরূপ
চূর্ণ করিয়া লইবে। পরে তাহাতে অন্ন তৈল দিয়া
প্রদীপের শিখায় ধরিতে হয়। কিঞ্চিৎ ভূসা পড়িলে
অঙ্গুলি দ্বারা মর্দন করিয়া লইবে। এই অঞ্জন শিশুদের
চক্ষে দিলে জলপড়া নিবারণ হইয়া থাকে। রসুনের
কোয়া কিম্বা দোক্তা তামাক অন্ন দধি করিয়া তাহাতেও
ঐ প্রকারে কজ্জল প্রস্তুত করা যায়। পালিতামাদার
গাছের ছালে অন্ন তৈল মাখাইয়া প্রদীপের শিখায়
ধরিলে অন্ন ভূসা পড়ে। সেই ভূসা অঙ্গুলি দ্বারা মর্দন
করিয়া লইলে উত্তম কজ্জল প্রস্তুত হয়।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সুস্মার কজ্জল সকলে ব্যবহার
করেন। বাঙ্গালাদেশে প্রস্থতির অঞ্জন দিয়া শিশুদের
চক্ষু সাজাইয়া দেন; তন্ত্ৰিগ্ন অন্তকেহ সাধ করিয়া কজ্জল
পরেন না। কিন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রায় সকলেই
অঞ্জন ধারণ করেন। অঞ্জন পরাইবার জন্ত এলাহাবাদ,
দিল্লি প্রভৃতি বড় বড় সহরে পেসাদার লোকও আছে।
নাপিতের ভাঁড়ের মত তাহাদের নিকট এক একটা
ঝুলি থাকে। ঝুলির ভিতর সুস্মার কোটা, দুইটা
সীসের সরু শলা, দুইটা সীসের মোটা পাত, কিঞ্চিৎ
আতর, একখানি চিরুণী ও একখানি আরসী থাকে।
প্রান্তঃকাল হইলে ঐ পেসাদারেরা ঝুলি লইয়া ধনবান
লোকের বাড়ী কজ্জল পরাইতে যায়। প্রঃমে সীসের

সরু শলা দুইটা এক এক বার চক্ষুর ভিতর পর্য্যন্ত বুলা-
ইয়া আনে। সীসধাতু সহজে শীতল, কাজেই সাবধানে
চক্ষুর ভিতর বুলাইলে বেশ স্বস্তিবোধ হয়। তাহার
পর চিরুণী দ্বারা মাথার চুলগুলি আঁচড়াইয়া চক্ষে সুস্মা
পরাইয়া দেয়। কজ্জল পরানো হইলে দুইটা মোটা
পাত কিঞ্চিৎ কাল চক্ষের উপর ধরিয়া থাকে। শেষে
গোফে আতর মাখাইয়া আরসীতে মুখ দেখিতে দেয়।
এই সকল পেসাদার লোক প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট দুই
একটা করিয়া পয়সা পায়। বোধ করি মুসলমান সম্রা-
টের রাজত্বকাল হইতে এই ব্যবসার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

বৈদ্যশাস্ত্রে অঞ্জন ধারণের বিশেষ উপকার লিখিত
হইয়াছে—

নেত্রমঞ্জনসংযোগাৎ ভবতামলতারকং।

দৃষ্টিনিরাকুলা ভাতি নির্মলশজ্জমা যথা।

নেত্রে অঞ্জন ধারণ করিলে চক্ষের তারা পরিষ্কার
এবং নির্মল চক্ষের জায় দৃষ্টি নিরাকুল হইয়া আসে।

অরোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িলে বৈদ্যেরা চক্ষে
অঞ্জন লাগাইতে ব্যবস্থা দেন।—

শিরীষবীজ গোমূত্র কৃষ্ণামরিচসৈন্ধবৈঃ।

অঞ্জনং ত্রাৎ প্রবোধায় সরসোন শিলাবটৈঃ।

শিরীষবীজ, গোমূত্র, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, রসুন,
মনঃশিলা এবং বচ একত্র পেষণ করিয়া চক্ষে অঞ্জন
দিলে রোগীর চৈতন্ত হয়। চক্ষু উঠিলে (ophthalmia)
তাত্রপাঙ্গে যত দিয়া তাহাতে জল ঢালিতে ঢালিতে
মর্দন করিলে এক প্রকার অঞ্জন প্রস্তুত হয়। এই অঞ্জন
চক্ষে দিলে অন্ন অন্ন জালা করে, কিন্তু পীড়ার অনেকটা
উপশম হয়।

অলঙ্কারে ব্যঞ্জনাবৃতি। শব্দ ও লক্ষ্য ভিন্ন অর্থবোধক
শব্দশক্তি বিশেষ। কাব্যপ্রকাশে অঞ্জন বা অঞ্জনা বৃতির
এই রূপ লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে।

অনেকার্থন্ত শব্দন্ত বাচকস্তে নিয়ন্তিতে।

সংযোগাদৈরবাচ্যার্থদীকৃৎপৃতি রঞ্জনম্।

শ্লোকাদির মধ্যে অনেক অর্থবোধক শব্দ থাকে, সংযোগ
বিপ্রযোগাদি দ্বারা তাহাদের বাচ্যার্থ নির্ণীত হওয়ার
পরে যে ব্যাপার দ্বারা অব্যচ্য অর্থের বোধ হয়, তাহাকে
অঞ্জন বা অঞ্জনা বৃতি কহে।

ভদ্রাঙ্কনোত্তরধিরোহতনোর্জিশাল-

বংশোরতে: কৃতশিলীমুখসংগ্রহঃ।

যত্নানুপন্ন তগতে: পরবারগত

দানাদ্ব্যসেকসুভগঃ সততং করোহভূৎ ।

উত্তমস্বভাব, রিপুদলের অনির্জিত, মহৎশোভাব, বাণধারী, উপদ্রবহীন শক্রনিবারক যে রাজার হস্ত সর্বদা দানজলসেক দ্বারা স্নান হইয়াছে ।

এখানে রাজার প্রকরণ হেতু প্রথমে রাজ রূপের অর্থ বোধ হইল। আবার ঐ সকল শব্দের শক্তি সহকারে হস্তরূপ অর্থ বোধও হইতেছে। যথা—

ভদ্রাখ্য জাতীয়, বড় বাঁশ গাছের মত উচ্চ, অতএব দুরারোহ পৃষ্ঠ, ভ্রমরদল পরিবেষ্টিত, গভীর গতি যে হস্তিশ্রেষ্ঠের শুণ্ড সর্বদা মদজলসেক দ্বারা শোভিত হইয়াছে ।

এই ব্যঞ্জনাবৃত্তি, কাব্যের ব্যঙ্গার্থবোধক শক্তি। এই শক্তি দ্বারা তাৎপর্যার্থের বোধ হয়। যে সকল শব্দ দ্বারা শ্লোকাদি রচিত হয়, প্রথমে তাহাদের অর্থ দ্বারা এক প্রকার ভাব ঘটাইয়া তাহার পর আবার যদি ভিন্ন অর্থ দ্বারা অন্য ভাব ঘটাইতে পারা যায়, তবে শব্দের এই শক্তিকে অঙ্গনা বৃত্তি বলে।

অজকুলে জন্মলাভ হয়েছে যাহার ।

জনক তনয়া বিয়ে শোভা পায় তার ।

অর্থাৎ, প্রধান অজবংশে যে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ জনক রাজার কন্যা সীতাকে বিবাহ করিতে পারেন ।

পুনশ্চ,—অজ অর্থাৎ ছাগলের বংশে যাহার জন্ম হইয়াছে, সেই জনক অর্থ পিতার কন্যা আপনার ভগিনীকে বিবাহ করিতে পারে ।

এই ক্ষেত্রে সহজে ব্যঞ্জনাবৃত্তি বুঝিতে পারা যাইবে।

হিন্দীতে অর্জুন গাছকে অঙ্গন পেড় বলে। [অর্জুন দেখ] ।

অঙ্গন (পুং) পশ্চিমদিগ্ হন্তী । জ্যোষ্টি, জ্যেষ্ঠী ।

অঙ্গনকেশী (স্ত্রী) অঙ্গনমিব কৃষ্ণবর্ণঃ কেশো যস্তাঃ । বহুব্রী । নখী নামক এক প্রকার গন্ধ দ্রব্য, ইহা চুলে লাগাইলে চুল অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ হয় । অমরের টীকাকার মহেশ্বর বলেন, এই দ্রব্য দেখিতে বহেড়ার পাতার মত । ইহার অপর নাম—হহু, হট্টবিলাসিনী, ধমনী, ননী, শুক্তি, শম্ব, ধুর ।

অঙ্গনশলাকা (স্ত্রী) অঙ্গনলেপনার্থঃ শলাকা; মধ্যপদলোপী কর্ণধা । চক্ষু অঙ্গন লাগাইবার শলাকা । ইহা প্রায় সীস ধাতুতে নির্মিত হয় । গুণসূত্রির মতে মোটা ও বড়, কিন্তু হুই মুখই সক্ষ ।

অঙ্গনা (স্ত্রী) অঙ্গন-আপ্ । বানরী বিশেষ, হহুমানের মাতা । অঙ্গনা, হরিশ্রেষ্ঠ কেশরীর পত্নী । হহুমান কেশরীর ক্ষেত্রজপুত্র । নদীবিশেষ । কৃষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত বারুইহাট দক্ষিণে এবং ঝোঁগাছিয়া ও হাঁসখালীর উত্তরে এই নদী আছে । নদীটা ক্ষুদ্র, ইহাতে বারমাস জল থাকে না । দিগ্‌হস্তিনী ।

অঙ্গনাগিরি (পুং) অঙ্গন বর্ণো গিরিঃ পর্বতঃ । এখানে অঙ্গন শব্দের পর গিরি শব্দের সমাস হওয়ায় অঙ্গন শব্দের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হইয়াছে । * । বনগির্যোঃ সংজ্ঞায়াং কোটরকিংগুলকাদীনাম্ । পা ৬ । ৩ । ১১৭ । কোটর প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ আছে তাহাদের উত্তর বন শব্দের সমাস হইলে, এবং কিংগুলকাদি ফতকগুলি শব্দ আছে তাহাদের উত্তর গিরি শব্দের সমাস হইলে, কোটরাদি ও কিংগুলকাদি শব্দের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হয় । কোটর, মিশ্রক, সিধক, পুরগ, শরিক—এই গুলি কোটরাদি মধ্যে পঠিত । কিংগুলক, শাব, মড, অঙ্গন, ভঙ্গন, লোহিত, কুকুট—এই গুলি কিংগুলকাদি গণ মধ্যে পঠিত ।

অঙ্গনাগিরি অর্থাৎ নীল পর্বত ।

অঙ্গনাদ্রি (পুং) অঙ্গনমিব কৃষ্ণবর্ণঃ অদ্রিঃ । নীলপর্বত ।

অঙ্গনাদিকা (স্ত্রী) অঙ্গনাদিকা কৃষ্ণবর্ণহাং, ৫-তৎ ।

অঙ্গনিকা, আজনাই, এক প্রকার গিরিগিটী, হলিনী, হলাহল ।

অঙ্গনাবতী (পুং) অঙ্গন-মতৃপ্ মকারস্ত বঃ । অঙ্গনঃ বিদ্যতে অন্তাঃ অধিককৃষ্ণবর্ণহাং । ঈশানকোণেব দিগ-হস্তিনী, স্প্রেতীক নামক হস্তীর ভাৰ্য্যা । কালঙ্গনী বৃক্ষ । [অঙ্গনা এই রূপ দীর্ঘ হইবার সূত্র অঙ্গির শব্দে দেখ] ।

অঙ্গনিকা (স্ত্রী) অঙ্গন-ঠন্ । আজনাই । ক্ষুদ্রমূষিকা । প্রেতীক দিগ্‌হস্তীর স্ত্রী ।

অঙ্গনী (স্ত্রী) অন্ত-কর্ম্মণি লুট্, ঙীপ্ । অজ্যতে চন্দন-কুসুমাদিভিরসৌ । কুসুমাদি অমূলিষ্ঠ নারী, লেপ্যনারী । কটুকা বৃক্ষ । কালাঙ্গনী বৃক্ষ ।

অঞ্জলি (পুং) অঞ্জ-অলিচ্ । * । অঞ্জেরলিচ্ । উণ ৪ । ২ ।

হস্তসম্পূট, হাত ঘোড় করা, আজলা । কুড়ব পরিমাণ, এক কুড় পরিমাণ । অঞ্জলিস্ত কুড়বে করসম্পূটে, হেম ০ ।

অঞ্জলিকা (স্ত্রী) অঞ্জলিরিব কাযতি প্রকাশতে কৈ-ক টাপ্ । বালমূষিকা । অঞ্জলিকা ।

অঞ্জলিকারিকা (স্ত্রী) লঙ্কালুপতা লঙ্কাবতীলতা । পুত্র লিকা ।

। * । বিক্রিয়ামঞ্জলঃ । পা ৫।৪।১০২। টচ্ বা
স্তাৎ বিগৌ । তক্তিত অৰ্থে তক্তিতের প্রত্যয় লুর্ধ্ব না
হইলে, দ্বিগু সমাসে দ্বি এবং ত্রি পর অঞ্জলি শব্দের
উত্তর বিকল্পে টচ্ প্রত্যয় হয় । যথা—যৌ অঞ্জলী দ্ব্যঞ্জলঃ
কিবা দ্ব্যঞ্জলি । তক্তিতার্থে এই রূপ হইবে,—দ্ব্যভ্যাম্
অঞ্জলিভ্যাং ক্রীতঃ দ্ব্যঞ্জলিঃ অর্থাৎ দুই আঁজলা পরিমাণ
করিয়া যাহা ক্রয় করা হইয়াছিল ।

অঞ্জস্ (ক্রী) অনজ্ পঠৌ মিশ্রেন চ—অহুন্ । অনক্তি
গচ্ছতি মিশ্রয়তি বা অনেন । বেগ । বল । উচিত্তা ।
পাণিনির একটা যুক্ত আছে—। * । ওজঃসহোহন্তস্তম-
সতৃতীয়ায়াঃ । ৬। ৩। ৩। উত্তরপদ পরে থাকিলে ওজস্,
সহস্, অজস্, তমস্ এই সকল শব্দের পর তৃতীয়া বিভ-
ক্তির লোপ হয় না । কাত্যায়ন এই যুক্তে একটা বার্তিক
করিয়াছেন,—। * । অজস উপসংখ্যানম্ । উত্তর শব্দ
পরে থাকিলে অজস্ শব্দের পরস্থিত তৃতীয়া বিভক্তির
লোপ হয় না । যথা, অজসাকৃতম্ ।

অজস (ত্রি) অনজ-অসচ্ । সরল, অজ্, অবক্র ।

অজসা (অব্য) ক্রত, শীত্র । যথার্থ । প্রকৃত । অজসা শব্দ
আখ্যাতস্তত্বত্বার্থরোরপি, (মেদিনী) । নাঞ্জসা নিগ-
দিত্ব বিভক্তিভিঃ । মাঘ ১৪।২৩। * অথবা অজসা
ইতি তৃতীয়ান্তপ্রতিরূপকমব্যারং তদ্ব্যর্থঃ । (মল্লিনাথ) ।
অজি (পুং) অনজ-করণে ইন্ অজ্ঞাতে অনেন । প্রেবণিক ।
প্রেবক । তিলক ।

অজিষ্ট (পুং) অনজ-ইষ্টচ্ । * । অজেরিষ্টচ্ । উণ ৪।২।
অজ ধাতুর পর ইষ্টচ্ প্রত্যয় হয় । হৃদ্য, ভাহু । কোন
কোন বৈয়াকরণ অনজ ধাতুর উত্তর ইষ্টচ্ প্রত্যয় বিধান
করিতে ব্যবস্থা দেন ।

অজী (স্ত্রী) অজি-বিকল্পে ভীপ্ । পেষণযন্ত্র । মঙ্গল ।

অঞ্জীর (পুং-স্ত্রী) অনজ-ইরন্ । পেয়ারা । ইহার অপভ্রংশ
—আঁজীর । মঞ্জুল । কাকত্বয়িক ফল । বৈদ্যমতে,
পেয়ারা শীতল, স্বাদু ও শুষ্ক । ইহা খাইলে বায়ু, পিত্ত,
রক্তদোষ, ক্রিমি, শূল, জ্বপীড়া, কফ, মুখের বিষাদ
প্রভৃতি নষ্ট হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া থাকে । আনরা
পেয়ারাকে অঞ্জীর বা আঁজীর বলিয়া থাকি ; কিন্তু বাস্ত-
বিক তাহা নহে । অঞ্জীর (*Ficus carica*) ভূমুরের
মত এক প্রকার ফল । কাবুল প্রভৃতি দেশ হইতে
ইহার আমদানি হয় । পঞ্জাব এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও
অঞ্জীর জন্মে । ইহা—শীতল ও মৃদুবিরেচক । কৃত্যবতঃ
দাহাদেব কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে, আঁজীর ভাঙ্গাদের পক্ষে

হিতকর । ইংরাজিতে ইহাকে কিগ্‌স্ (Fig) বলে ।
অট । গড়ো, ভা, প; সকং সেট্ । লট্ অটতি । লিট্ আট ।
লুট্ আটীৎ । সন্ অটটিবতি । বঙ্ অটাত্যতে । গিচ্
আটয়তি । লুট্ পর্যটনম্ ।

অট (অটি) ইদিত্ । ভা, আ ; সকং সেট্ । আন্টিভে ।

অটন (স্ত্রী) অট-লুট্ ভাবে । গমন, ভ্রমণ ।

অটনি, অটনী (স্ত্রী) অট-অনি; পক্ষে ভীপ্ । ধম্বকের অগ্র-
ভাগ, ধম্বকের-হুল । ধম্বকের বে স্থানে গুণ অর্থাৎ ছিলে
বাধিতে হয় ।

অটরুব, অটরুয (পুং) অটে গমনকালে অরুবঃ হৃদ্য ইব
দুশ্রুতে শুভ্রবর্ণদ্বাৎ । অট-অরুব শব্দাদি । বাসক বৃক্ষ,
বাসক গাছ ।

অটবি, অটবী (স্ত্রী) অটন্তি ব্রজন্তি বাক্যকে যজ, অট-অবি;
পক্ষে ভীপ্ । বন ।

অটা (স্ত্রী) অট-অজ্ । ভ্রমণ, পর্যটন ।

অটাতা (স্ত্রী) অট-যজ্ ভাবে-অ; স্ত্রীভ্যাং টাপ্ । পরিভ্রমণ,
পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ, মিথ্যা ভ্রমণ, অতিশয় ভ্রমণ ।

অট্ । অতিক্রমে, হিংসারাম্ । ভা, আ ; সকং সেট্ । লট্
অটতে । লিট্ আনটে । লুট্ আটটিষ্টে । সন্ অটটিষ্টবতে
লোপাধেতু অটটিষ্টবতে । অট্ । অনাদরে । চ, প; সকং
সেট্ । লট্ অটয়তি ।

অট্ (পুং) অট্-আধারে বজ্, অটয়তি ন আভ্রিয়তে
অভ্যৎ যজ । পটুবজ্, ক্ষৌম । প্রাসাদ, হর্ম্য; প্রাসাদের
উপরিস্থিত গৃহ; প্রাচীরের উপরিস্থিত সৈন্তগৃহ । উচ্চ ।
হট্ । অতিশয় । শুষ্ক । ভক্ত । অন্ন । অট্বে ভক্তে চতুকে
না ক্ষৌমেহত্যর্থঃ গৃহান্তরে, (মেদিনী) ।

অট্ট (অব্য) অট্ট অনাদরে, অট্-অট্ ; শব্দাদি । [অগত
দেখ] । এখানে অট্ট শব্দ গুণবাচী । তাহার উত্তর
(অট্ট প্রকারে) এই অর্থে দ্বিগু বিধান হইয়াছে । * ।
প্রকারে গুণবচনস্ত । পা ৮।১।১২ । সাদৃশ্য ব্রূহিলে
গুণবচন শব্দের দ্বিগু হয় এবং সেই সমস্ত রূপের কর্ম-
ধারণবৎ কার্য হইয়া থাকে এবং পূর্বপদের পুংভাব
হয় । যথা—পটুপটু । অত্যাচ্চ ।

অট্টন (স্ত্রী) অট্-করণে লুট্, অট্টাতে অনাভ্রিয়তে রিপ্-
রনেন । চক্রফলকান্ত, চাকার ছায় ফলকান্ত । টালি ।
(স্ত্রী); ভাবে লুট্ । অনাদর ।

অট্টহলী (স্ত্রী) অট্ প্রথানা হলী, শাকং-হল । প্রাসাদ-
বিশেষ । দেশবিশেষ । অট্টহলী শব্দ ব্রূহাদি গণমধ্যে
পঠিত ।

অট্টহাস (পুং) অট্ট-হস্ স্বাৎ, অট্টেন অতিশয়েন হাসঃ ৩
তৎ। উচ্চহাস। সাট্টহাসঃ মুহম্ হঃ। (চণ্ডী)। সাট্টহাসঃ
মহাহাসসহিতঃ বথাস্তাস্তথা। (গোপালচক্রবর্তী)।
বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দেবতার পীঠস্থান বিশেষ।
অট্টহাসক (পুং) অট্টহাস ইব কঃ প্রকাশো দীপ্তিবন্ত।
কঃ প্রকাশে প্রকীর্ণিত ইত্যেকাক্ষরকোষঃ। কুন্দবৃক্ষ,
কুন্দকুলের গাছ।

অট্টহাসিন্ (পুং) অট্টম্ উট্টৈঃ হসতি হস-গিনি। শিব।
অট্টাট্ট (পুং) অট্ট-অট্ট, এখানে অকারের লোপ হয়
নাই। অত্যাচ্ছ। সর্কোৎকর্ষ। অনাদরাধিকা।
অট্টালক (পুং) অট্ট ইব প্রাসাদ ইব অলতি পর্য্যাপ্তো
ভবতি। অল-অচ্ স্বার্থে কন্। প্রাসাদোপরিস্থ গৃহ।
অট্টালিকা (স্ত্রী) অট্টালিক-টাপ্। প্রাসাদ, রাজগৃহ, ইষ্ট-
কাদি নির্মিত গৃহ।

অট্টালিকাকার (পুং) অট্টালিকাং করোতি রচয়তি কৃ-অণ্।
উপং স। রাজ মিস্ত্রি, যে অট্টালিকাদি নির্মাণ করে।
স্থপতি, থেকর। শূদ্রীর গর্ভে এবং চিত্রকরের গুণসে এই
জাতির জন্ম। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে লিখিত আছে যে,
বেশ্য। কিস্বা শূদ্রীর গর্ভে এবং চিত্রকরের গুণসে অট্টা-
লিকাকারদের জন্ম। এই জার মোব হেতু তাহারা
পতিত।—

কুলটায়াক শূদ্রায়াং চিত্রকারস্ত বীৰ্য্যতঃ।

বভূবাট্টালিকাকারঃ পতিতো জারদোষতঃ।

এখন বাঙ্গালা দেশে মুসলমান, বাগ্দী, হাড়ী, ডোম,
কৈবর্ত প্রভৃতি অনেক জাতি অট্টালিকা নির্মাণ করে।
অট্টা (স্ত্রী) অট্ট-ণ্যৎ স্ত্রীত্বাৎ টাপ্। পরিভ্রমণ, পর্য্যটন।
অঠ। গর্তী, ভা, পর; সকং সেট্। লট্ অঠতি।
অঠ (অঠি) ইদিৎ। ভা, আং; সকং সেট্। লট্ অঠতে।
লিট্ আনঠে। লুঙ্ আঠিষ্ট। সন্ অণ্ঠিঠিষতে।
অড। উদ্যমে। ভা, পর, সকং সেট্। লট্ অডতি। লিট্
আড। লুঙ্ আডীৎ।

অড ব্যাপ্তো। স্বা, প; অকং সেট্। লট্ অড্ণোতি। লুঙ্
আডীৎ। (বৈদিক)।

অড্ড। অভিযোগ, নির্বাহ। ভা, প; সকং সেট্। লট্
অড্ডতি। লিট্ আনড্ড। লুঙ্ আড্ডীৎ। গিচ্ আড্ডিড্ডৎ।
সন্ অডিড্ডিষতি। কিপ্ অট্। অড্ড ধাতুস্থলে—সন্
অডিড্ডিষতি। লুঙ্ আড্ডিড্ডৎ। কিপ্ অৎ।

অণ। পাণিনিগৃহীত প্রত্যয় বিশেষ। অণের ৭ ইৎ যায়,
অ থাকে। যথা, কর্মণ্যন্। কুন্তক-অণ্ কুন্তকার।

অণ্। পাণিনিগৃহীত চতুর্দশ বর্ণপ্রত্যাহারের মধ্যে একটি
প্রত্যাহারের নাম। যথা, ইতি মাহেশ্বর্যাণি সূত্র্যাণি
অণাদি সংজ্ঞার্থানি। কথিত আছে, পাণিনি মুনি অতি-
শয় স্থূলবুদ্ধি ছিলেন। উপবর্ষের কাছে বিদ্যা, শিখি-
বার সময় তিনি শাস্ত্রার্থ ভাল রূপে বুদ্ধিতে পারিতেন
না। তাই মনের খেদে তিনি মহাদেবের আরাধনা
করিতে লাগিলেন। মহেশ্বর পাণিনির প্রতি তুষ্ট হইয়া
তাঁকে আরম্ভ করিলেন। নৃত্যের পর তিনি চৌদবার
ডমক বাজাইয়া চতুর্দশ সূত্রের উপদেশ দেন,—

নৃত্যাবসানে নটরাজরাজো ননাদ চক্কাং নবগন্ধবারান্।

উক্কর্তুকামঃ সনকাদিসিন্ধানেতদ্বিমর্শে শিবহৃদ্রজালম্।

অণাদি সূত্র হইতে একচল্লিশটা সংজ্ঞা পাণিনির
অষ্টাধ্যায়ীতে প্রযুক্ত হইয়াছে।

একস্মান্ ঙ্জগবটী দ্বাত্যাং বস্ত্রিত্য এব কণমাঃ স্মাঃ।

জ্যেয়ো চর্যৌ চতুর্ভোঃ রঃ পঞ্চভ্যাঃ শলৌ ষড়্ভ্যাঃ।

(কাশিকা)।

যথা,—অণ্ এঙ্ যঞ্ ছব্ অট্। ৫। ঋব্ ভব্। ২। অক্
ইক্ উক্। ৩। অণ্ ইণ্ যণ্। ৩। অম্ যম্ ঙম্। ৩।
অচ্ ইচ্ এচ্ ঐচ্। ৪। যর্ ময়্ ঋয়্ ঋয়্। ৪। যর্ ঋয়্
ধর্ চর্ শর্। ৫। অশ্ হশ্ বশ্ ঋশ্ ঙশ্ বশ্। ৬। অল্
হল্ বল্ রল্ ঋল্ শল্। ৬।

অণ। শকে। ভা, প; অকং সেট্। লট্ অণতি। লিট্

আণ। লুঙ্ আণীৎ। সন্ অণিণিষতি। গিচ্ আণয়তি।

অণ্। জীবনে। দিবা, আ; অকং সেট্। লট্ অণ্যতে।

লিট্ আণে। লুঙ্ আণিষ্ট। সন্ অণিণিষতে।

অণ, অণক (ত্রি) অণ-অচ, অণতি যথেক্চম্ নদতি। অধম।

কুৎসিত। অণ-ক কুৎসায়াং অণকঃ। *। পাপাণকে

কুৎসিতৈঃ। পা ২। ১। ৫৪। কুৎসিংবাচী পাপ এবং

অণক এই সুবস্ত্র পদের সঙ্গে সমাস হইলে পূর্বে নিপাত

হয়। অর্থাৎ নিপাতনে এই দুই শব্দ সমাসের পূর্বে

বসিবে। যথা—পাপকুলান। অণককুলান। ইহা তৎ-

পুরুষ সমাস হইয়া থাকে। নিপাত না হইলে কুলানগক

এই রূপ অণক শব্দ পরে বসিত।

অণব্য (স্ত্রী) অণু-বৎ, অনোঃ স্মৃশস্তোৎপাদকং ক্ষেত্রম্।

অণুধাতোৎপাদক ক্ষেত্র, সুনাতুমি; যাহাতে কেবল

ভাঁটুই জন্মে। আগবীন।

অণি (পুং-স্ত্রী) অণ-ইন্ অণতি নদতি। *রথচক্রাংস্থিত-

কীলক। অশ্রি, আর। সূত্রাদির অগ্রভাগ। সীমা।

অণী ও অণি এ প্রকারও রূপ হয়। অণিরাদি বদকাগ্র-

কীলাশ্রীসীমহু হরো: । (মেদিনী) ।

অণিমন্ (পুং) অণোৰ্ভাবঃ অণু-ইমনিচ্ । অমুহ্ম । হুম্ম
পরিমাণ । হুম্মতা । অষ্টপ্রকার ঐশ্বৰ্য্যের মধ্যে ঐশ্বৰ্য্য
বিশেষ । অষ্টবিধ ঐশ্বৰ্য্য যথা—

অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা ।

ঐশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা ॥

অণিমা, অণিমানো, অণিমানঃ ।

অণিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন অণু ইঠন্ । অতিশয় হুম্ম ।

অণীমাণ্ডব্য (পুং) অণী শূলাগ্রঃ তছ্যাক্তো মাণ্ডব্যঃ ।

(ইতি মহাভারত টীকায়াং নীলকণ্ঠঃ) । মুনিবিশেষ ।
বিহুরের জন্মবৃত্তান্তে লিখিত আছে যে, মাণ্ডব্য নামে
জন্মকৈ মুনি একটা বৃক্ষতলে তপস্তা করিতে ছিলেন ।
এক দিন কয়েক জন চোর অপহৃত দ্রব্য লইয়া তাঁহার
আশ্রমের ভিতরে লুকাইয়া থাকিল । নগরের গ্রহরিগণ
সন্ধান করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া দেখিতে
পাইল যে, চোরেরা কুটারের মধ্যে লুকাইয়া আছে ।
রককেরা, অপহৃত ধন, চোর এবং মুনিকেও তদ্বর
ভাবিয়া রাজসভায় লইয়া গেল । পুরাতন কালের কথা,
তখন স্ত্রায়পরায়ণতা ও ধর্মভয় অধিক ছিল, মানুষকে
চোর বলিলেই সে চোর হইত,—তবে মিছামিছি
বিচারে আর কাজ কি? চোর আসিল, অমনি শূলে
চড়াইবার আজ্ঞা হইয়া গেল । রাজার সন্নিচারে মাণ্ডব্য
চোরের সঙ্গে চোর হইয়া শূলের উপর বলিলেন । চোর
মরিল, মাণ্ডব্যের কঠিন প্রাণ বাহির হইল না । শেষে রাজা
অনেক অমুনর বিনয়দ্বারা মুনিকে তুষ্ট করিয়া শূল খস-
াইতে গেলেন,—শূল খসে না; মুনির শরীরে বন্ধ হইয়া
গিয়াছে । কাজেই আর ত উপায় নাই; শরীরের
ভিতরে যাহা প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহা থাকিল, বাহিরের
অংশটুকু কাটিয়া দিলেন । যিনি তপস্তা বৈ আর কিছু
জানেন না, তাঁহার কপালে এমন বিপদ কেন? ইহা জানি-
বার জন্য এক দিন ধর্মরাজকে মাণ্ডব্যমুনি সকল কথা
জিজ্ঞাসা করিলেন । ধর্মরাজ বলিলেন,—তুমি বালক-
কালে পতঙ্গের শরীরে তৃণ পুরিয়া দিয়াছিলে, তাই
তোমার এমন শাস্তি হইয়াছে । মাণ্ডব্য ক্রুদ্ধ হইয়া
বলিলেন,—‘তখন আমি অজ্ঞান শিশু ছিলাম । তুমি
অল্প অপরাধে আমার গুরুদণ্ড করিয়াছ, অতএব তুমি
শূত্রযোনিতে দিয়া জন্ম গ্রহণ কর । আজ হইতে আমি
এই নিয়ম করিতেছি যে, চতুর্দশ বৎসর বয়সক্রমে না
হইলে বালকদের পাপ জন্মিবে না’ । এই শাপে ধর্ম-

রাজ বিহুর-রূপে শূত্রযোনিতে জন্ম লইয়াছিলেন ।

অণীয়ন্ (ত্রি) অতিশয়েন অণু-ইয়ন্ । অতিহুম্ম, অণুতর ।
(স্ত্রী) অণীয়ঃ, অণীয়সী, অণীয়াংসি, । (পুং) অণীয়ান্,
অণীয়াংসো, অণীয়াংসঃ । (স্ত্রী) অণীয়সী ।

অণু (ত্রি) অণ-উণ্ । * । অণশ্চ । উণ্ ১ । ৮ । লবলেশ-
কণাগবঃ । (ইতি উজ্জলদত্তঃ) । হুম্ম । হুম্ম । লেশ ।
কণা । লব । (পুং) ধাত্ত, চীনা, কাউনী, শ্রামা । প্রিয়ঙ্গু ।
ধাত্ত বুকাইলে উ প্রত্যয় হয় এবং নিং হইয়া থাকে ।
নিং হইলে আদ্যাদান্ত হয় । * । ধাত্তে নিং । উণ্ ১ ।
৯ । ধাত্তে বাচ্যে ২ণ উ প্রত্যয় জ্ঞাৎ । স চ নিং । নিস্তা-
দাত্তাদান্তঃ । প্রিয়ঙ্গবশ্চাণবশ্চ মে । ব্রীহিভেদ স্বণু পুমান্ ।
(ইতি উজ্জলদত্তঃ) । (স্ত্রী) অণী । অণুগ্রীহিবিশেষে
জ্ঞাৎ পুংস অশ্মেহতিধেয়বৎ । (মেদিনী) ।

সকল বস্তুকেই হুম্ম হুম্ম অংশে বিভাগ করা যায় ।
সেই হুম্ম অংশের নাম অণু । যে হুম্ম অংশকে কোন
প্রকারে আর বিভাগ করা যায় না, তাহার নাম পর-
মাণু । আমাদের দেশের নৈয়ামিকেরা বলেন যে, পর-
মাণু নিত্য, ঈশ্বর তাহার সৃষ্টি করেন নাই । কুন্তকার
বেমন মৃত্তিকা দিয়া ষট্ নিষ্কাণ করে, ঈশ্বর তদ্রূপ
পরমাণু দিয়া জগতের অসুত ব্যাপার সৃষ্টি করিয়াছেন ।
এই মত বেদান্তের বিরুদ্ধ । উপনিষদে কথিত আছে,—
ইদম্ বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ । আসীদেকমেবাষিষ্ঠী-
য়ন্ । এই জগৎ সৃষ্টির অগ্রে আর কিছুই ছিল না,
তখন একমাত্র অবিভীয়া পরব্রহ্ম ছিলেন । অতএব
যিনি ঈশ্বরকে সর্বস্রষ্টা ও সর্বনিয়ন্তা বলিতে চাহেন,
তাঁহার মতে পরমাণু নিত্য হইতে পারে না । চার্লস
ও বৌদ্ধমতাবলম্বীরাও পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন ।
কিন্তু বৈদান্তিকেরা ঠিক পরমাণু মানেন না । জ্ঞানরূপ
কোন পদার্থ আছে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস । পাণ্ডপত-
দর্শন-শাস্ত্রবেত্তারা বলেন যে, পরমাণু নিত্য নহে ।
মহেশ্বর সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন । পরমাণুকে নিত্য ও
অজন্ম বলিয়া মানিলে ঈশ্বরের কর্তৃত্বদোষ দেওয়া হয় ।

এখন কথা এই, সত্যই কি পরমাণু আছে? বহু-
কাল হইতে ইহার অনেক বিচার হইয়া আসিতেছে,
কিন্তু সন্দেহ মিটিতেছে না । সকল বস্তুকেই বিভাগ
করা যায় । বিভাগ করিতে করিতে যখন এক একটা
অংশ এমন হুম্ম হইয়া পড়ে যে, কিছুতে আর তাহাকে
ভাগ করা যায় না, তাহা হইলে সেই হুম্ম হুম্ম অংশকে
পরমাণু কহে । পরমাণুতত্ত্বাবাদীরা স্বীকার করেন,

সকল বস্তুই এমন স্বল্প কণা আছে যে, কোনক্রমে আর তাহাকে বিভাগ করা যায় না। কিন্তু এটা অল্প সম্প্রদায়ের বিপরীত মত। তাঁহারা বলেন, স্বল্প স্বল্প বস্তু দেখিবার ক্ষমতা উপযুক্ত বস্তু থাকিলে এবং কাটিবার বা বিভাগ করিবার অল্প হইলে জগতে এমন স্বল্প বস্তু নাই যাহাকে ভাগ করা হুঃসাধ্য হইয়া উঠে। অতি স্বল্প পরমাণুকেও চিরকাল ধরিয়া অসংখ্য অসংখ্য ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সুতরাং পরমাণু নাই। এক গ্রাস জলে একটু চিনি ফেলিয়া দাও, সমস্ত জল মিষ্ট হইবে। সমস্ত জলে চিনির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা মিশিয়া যায়, তাই জল মিষ্ট হইয়া উঠে। এ স্থলে চিনি অত্যন্ত স্বল্প স্বল্প অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে। আবার সেই গ্রাসের জল বড় এক কলনী জলে মিশাইলে, সমস্ত জলে চিনি গুলিয়া যায়। তাহার পর সমুদ্র প্রমাণ জলে সেই এক কলনী জল ঢালিয়া দিলে সমস্ত সমুদ্রের জলে চিনির পান্য মিশ্রিত হইতে পারে, অতুমান দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয়। তাই কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন,—সকল দ্রব্যকেই যত ইচ্ছা তত স্বল্প স্বল্প অংশে বিভাগ করা যাইতে পারে, এ বিভাগের শেষ নাই। তজ্জন্ত পদার্থের

● কোন অংশকে পরমাণু বলা বিবেচনা সঙ্গত হয় না।

কিন্তু পরমাণুতত্ত্ববাদীরা এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, কোন বস্তুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ করিলে শেষে এমন স্বল্পাংশ আসিয়া পড়ে যে, আর তাহাকে বিভাগ করা যায় না। এখনকার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেরই এই মত। নানা রূপ বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা এ সম্বন্ধে তাহারা অনেক প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত প্রমাণ হইতে যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাকে পরমাণুতত্ত্ব কহে (Atomic theory)। কিন্তু এই নূতন শাস্ত্রের মূল পরমাণু নয়, অণুই (molecule) ইহার প্রধান সাধন। অণুতে ও পরমাণুতে প্রভেদ এই,—অণুকে স্বল্প স্বল্প অংশে ভাগ করা যায়, পরমাণুকে ভাগ করা যায় না। কোন বস্তুকে অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিলে অণু হইয়া পড়ে, কিন্তু পরমাণু হয় না। বায়ুর এক একটা কণিকা অণু, কিন্তু পরমাণু নয়। যখন দুই বস্তুর সংযোগে একটা যৌগিক বস্তু উৎপন্ন হয়, তখন এক বস্তুর অণু অপর বস্তুর অণুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়, কিন্তু পরমাণুর সঙ্গে আর একটা পরমাণুর সংযোগ হয় না। কোন কোন পদার্থের অণুই স্বয়ং

একটা পরমাণু। আবার কোন কোন বস্তুর অণু দুই অথবা অধিক সংখ্যক পরমাণুর সমষ্টি। পারা, দস্তা প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থকে বিভাগ করিলে তাহার স্বল্পতম অণু এক একটা পরমাণু। জলজান, অম্লজান, গন্ধক প্রভৃতির অণু দুইটা পরমাণুর সমষ্টি। সেকো বিধের এক একটা অণুতে চারিটা করিয়া পরমাণু থাকে। যেমন এক চুবড়ী ফুল অনেকগুলি ফুলের সমষ্টি, তজ্জপ জগতের সমুদয় পদার্থই অনেকগুলি অণুর সমষ্টি। যেমন এক একটা ফুলে একটা কিছা অধিক পাপড়ী থাকিতে পারে, সেই রূপ প্রত্যেক অণুতে একটা কিছা অধিক পরমাণু থাকে। অনেকগুলি ফুল একত্র জড় করিলে এক চুবড়ী ফুল হয়। আবার চুবড়ীর ফুল ছড়াইয়া ফেলিলে এক একটা ফুল পৃথক হইয়া পড়ে, কিন্তু পাপড়ী গুলি পৃথক হইয়া যায় না। তজ্জপ রূঢ় কিছা যৌগিক পদার্থকে বিযোগ করিলে তাহাদের স্বল্পতম অংশ এক একটা অণুতে বিভক্ত হইয়া পড়িবে, কিন্তু পরমাণু হইয়া যাইবে না। অণু ও পরমাণুতে এই ভেদ।

অনেক স্থলে অণু যে দুই তিনিটি পরমাণুর সমষ্টি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির রাসায়নিক যোগাযোগ দেখিয়া তাহা স্থির করিয়াছেন। অম্লজানের প্রত্যেক অণুতে দুইটা করিয়া পরমাণু আছে। অণু দেখা যায় না; কিন্তু রাসায়নিকেরা ভাঙিৎযন্ত্রদ্বারা জলকে বিযোগ করিয়া দেখিয়াছেন, জল রূঢ় পদার্থ নহে। একটা অম্লজানের অণু, দুইটা জলজানের অণুতে মিশিলে জল হয়। জলের এক একটা অণুতে আধখানি অম্লজানের অণু আর একটা জলজানের অণু থাকে। যদি দুইটা পাত্র লওয়া যায়—একটা পাত্র আর একটির চেয়ে ঠিক দ্বিগুণ বড়। তাহার বড় পাত্রটা জলজানের অণুতে এবং ছোট পাত্রটা অম্লজানের অণুতে পরিপূর্ণ। মনে কর একটাতে একশত জলজানের অণু আর একটাতে পঞ্চাশটা অম্লজানের অণু থাকিল। তাহার পর, জলজান ও অম্লজান একত্র মিলাইয়া তাহাতে ভাঙিৎ বেগ দিলে বস্তুকে বস্তু শব্দ হইয়া উঠে। যদি পাত্রটা শক্ত হয়, তাহা হইলে ভাঙিবে না; নতুবা চূর্ণ হইয়া যাইবে। ঐ রূপ শব্দ হইয়া দুই প্রকার অণু মিশ্রিত হইয়া গেলে একশতটা জলকণার উৎপত্তি হয়। পরমাণুকে ভাগ করা যায় না। অতএব অণু, পরমাণু হইলে পঞ্চাশটা অম্লজানের অণু এবং একশত জলজানের অণুর যোগে একশত জলকণার উৎপত্তি কিছুতে হইত না। কাজেই সপ্রমাণ হইতেছে যে, এক

একটি অল্পজানের অণুতে এক ঘোড়া করিয়া পরমাণু, তাহার এক একটি পরমাণু এক একটি জলজানের অণুর সঙ্গে মিলিত হইয়া যায়। এখানে উদাহরণ স্বরূপ কেবল একশত পঞ্চাশটি অণুর কথা উল্লিখিত হইল। নচেৎ অণু এত হ্রস্ব যে, কোটি কোটি একত্র মিশিলে শুধু চক্ষে দেখা যায় না। পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন ৬০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০

গুলি জলজানের অণু ওজনে কেবল এক রতি মাত্র। এখনকার অতি উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে, একটি বস্তুর সহজ আকারের চেয়ে আট হাজার গুণ বড় দেখায়। যদি এমন একটি বস্তু কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন যে, তাহা চক্ষে দিয়া দেখিলে কোন বস্তুর সহজ আকারের চেয়ে ৬৪,০০০ চৌষটি হাজার গুণ বড় দেখায়, তাহা হইলে জলের এক একটি অণু দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা।

অণু এত হ্রস্ব বটে, কিন্তু ঠিক লোহার মত কঠিন। একটা শিশির অর্ধেক জলে পূর্ণ করিয়া, থালি অর্ধেক হইতে বায়ু চুষন করিয়া কাক বন্ধ করিলে, শিশির ভিতর জল বৈ আর কিছুই থাকিতে পায় না। তাহার পর সজোরে শিশি নাড়িলে ঠিক ছিটে গুলির মত কন্ম কন্ম করিয়া বাজিতে থাকে। বায়ু থাকিলে এরূপ শব্দ হয় না।

বাপের, তরল দ্রব্যের কিছা কঠিন পদার্থের অণু একত্র ঘোড়া থাকে না। তাহারা পরস্পর পৃথক হইয়া থাকে। তবে কঠিন পদার্থের অণু অনেকটা কাছাকাছি হইয়া আছে। কিন্তু এক একটি অণুর মধ্যবর্তী স্থান থালি, সেখানে আকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই। বাষ্প ও তরল পদার্থের অণু সর্বদাই চলিয়া বেড়াইতেছে। তাই ঘরের ভিতর কোন গন্ধ দ্রব্য আনিলে অমনি সমস্ত ঘর আমোদিত করিয়া ফেলে। এক জালা জলে একটু কপূর ফেলিয়া দিলে সমস্ত জল সুবাসিত হয়। বাষ্পের অণু পাতলা, পরস্পর বড় ঠেকাঠেকি হয় না, তাই ইহারা সোজা পথে চলিতে পারে। কিন্তু যখন অণুতে অণুতে ঠেকাঠেকি হয় তৎক্ষণাৎ তাহারা পৃথক হইয়া পড়ে। পৃথক হইয়া পুনর্বার আপনাদের সোজা পথে চলিতে থাকে। তরল পদার্থের অণু ঘন, সর্বদাই গায়ে গায়ে লাগে, লাগিলেই পৃথক হইয়া পড়ে। এই রূপ সর্বদাই ঠেকাঠেকি হইয়া পৃথক হইতেছে বলিয়া তাহাদের গতি বন্ধ হইয়া পড়ে। কঠিন পদার্থের অণু এক প্রকার স্থির আছে। ইহারা পরস্পর এত কাছাকাছি থাকে যে, চলিয়া বেড়াইবার স্থান নাই।

বাস্পীয় অণু পরস্পরের গায়ে পড়িলে একত্র যুড়িয়া যায় না, সংঘর্ষ লাগিলে পর পুনর্বার নিজ নিজ পথে চলিতে থাকে, এ বিষয়ের বেশ প্রমাণ আছে। অঙ্গারাম পূর্ণ বোতলের ছিপি খুলিয়া দিলে বাষ্প বাহির হইয়া সমস্ত ঘরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। আবার বোতলের মুখে কৃষ্ণসীসের পাত ঢাকা দেওয়া থাকিলে, যেমন কাপড়ের ছিদ্ৰ দিয়া জল নির্গত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণসীসের পাতের ভিতর দিয়া বাষ্প বাহির হইতে থাকে। বোতলের ভিতর কেবল অঙ্গারাম না রাখিয়া যদ্যপি জলজান ও অল্পজান এই দুই প্রকার বাষ্পও রাখা যায়, তাহা হইলে যে বাষ্প অধিক লঘু তাহাই আগে বাহির হইয়া আসে। জলজান, অঙ্গারামের চেয়ে লঘু, হৃদয়াং জলজান আগে বাহির হইয়া পড়ে, তাহার পর অঙ্গারাম নির্গত হয়। কৃষ্ণসীসের পাত দিয়া একটি আধারকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার নিম্নভাগে কেবল বিশুদ্ধ জলজান রাখিলে, সেই বাষ্প কৃষ্ণসীসের ভিতর দিয়া শীত্রই উপরে আসিয়া পড়ে। জলজানের কোন কোন অণু পরস্পর সংঘর্ষ দ্বারা যুড়িয়া গেলে, সেই সংযুক্ত অণু অবশ্যই অসংযুক্ত অণু অপেক্ষা ভারি হইত। ভারি বলিয়া সংযুক্ত অণু কখনই আগে বোতলের উপর উঠিতে পারিত না। আবার বোতলের দুই অংশের অণুকে যদ্যপি কৃষ্ণসীসের পাত দ্বারা ছাঁকিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে উপরের অণু লঘু বলিয়া প্রথমে বাহির হইয়া আসিবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটে না। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, উপরের অণু বাহির হইতে যেমন সময় লাগে, নীচের অণুও ঠিক ততটুকু সময়ের মধ্যে বাহির হইয়া আসে। তাই নিশ্চিত হইল, অণু আদৌ পরস্পর সংযুক্ত নয়,—তাহারা পৃথক পৃথক হইয়া থাকে। এক এক দ্রব্যের প্রত্যেক অণুর আকার, অবয়ব ও ভার ঠিক এক প্রকার। কিন্তু এক রকম পদার্থের অণু অন্ত কোন রকম পদার্থের অণুর সদৃশ নয়। ইহার তাৎপর্য্য এই, জল একটি পদার্থ। নির্মল হইলে, যে প্রকার জল হউক না কেন, সকল জলেরই অণু এক রকম। পুষ্করিণীর জল হউক, কি সমুদ্রের জল হউক, জন্তুর রক্তের জলভাগ কিছা পাছের রসের জলীয়াংশ হউক, পরিষ্কার করিয়া লইলে সকল জলের অণু সমান। কিন্তু জলের অণু লবণের অণুর তুল্য নহে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর অণু বিভিন্ন প্রকার হইলেও তাহাদের আকারে কোন প্রভেদ নাই। কারণ একটি আধার

যতগুলি জলজ্ঞানের অণু ধরে সেই আধারে ঠিক ততগুলি অম্লজ্ঞানের অণু থাকিতে পারে। এখানে অণুর ভারের তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু সংখ্যায় কম বেশী হয় না। ইহার প্রমাণ এই,—কোন আধারের ভিতর বাষ্প রাখিলে, অণুর স্বাভাবিক গতি দ্বারা সেই আধারের গায়ে সর্বদা আঘাত লাগিতে থাকে। পাত্রের গায়ে অণু গিয়া ঠেকিলেই সংঘর্ষ দ্বারা ফিরিয়া আসে। এই রূপ আঘাতকে চাপ কহে (pressure.)। একসের বাষ্পপূর্ণ আধারের ভিতর যদি আর এক সের অপর কোন বাষ্প পূরিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে অণুর চাপ দ্বিগুণ হইয়া উঠে। অর্থাৎ বাষ্প, স্বাব্যবতঃ যতটা স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহার চেয়ে স্থান কমাইয়া দিলে অণুর গতি বৃদ্ধি হয়। সুতরাং পাত্রের গায়ে ঘন ঘন আঘাত লাগিতে থাকে। একটা আধারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অণুও ঠাসাঠাসি করিয়া পূরিলে আঘাত ও প্রতিঘাতের বেগ বৃদ্ধি হয়। এই আঘাত ও প্রতিঘাতের বেগ দেখিয়া কোন পাত্রে কত গুলি অণু আছে, তাহা নিশ্চিত করা যায়।

উত্তাপের কম বেশী হইলে অণুর গতির তারতম্য হয়। উত্তাপ কম হইলে অণুর গতি কম হইয়া পড়ে। উত্তাপ অধিক হইলে অণুর বেগ বৃদ্ধি হয়। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, শীতকালের বায়ুতে যে রূপ তাপ থাকে (৬০ ডিগ্রি ফারেনহিট), তাহাতে বায়ুর অণু এক মিনিটে দশ ক্রোশ করিয়া ভ্রমণ করে। অর্থাৎ সচরাচর রেলগাড়ী যে রূপ বেগে ছুটিয়া থাকে, অণুর বেগ তদপেক্ষা ষাটগুণ অধিক।

এক একটা অণু আপন আপন গুরুত্বানুসারে অল্প অণুর সঙ্গে মিলিত হয়। কৃত্রাপি এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না। আটভাগ অম্লজান ও একভাগ জলজান মিশিলে জল হয়। এই ভাগের হিসাব ওজন ধরিয়া লইতে হয়, কোন পাত্রের মাপ ধরিয়া লইলে ঠিক হয় না। আট বোতল অম্লজান এবং এক বোতল জলজান মিশাইলে জল হইবে না। কারণ, এখানে মাপের হিসাব ধরা হইল। কিন্তু আটসের অম্লজান এবং এক সের জলজান মিশাইলে জল হইবে। কারণ, এখানে ওজনের হিসাব ধরা হইতেছে। এরূপ ঘটবার তাৎপর্য্য এই,—পূর্বে বলা হইয়াছে, কোন পাত্র করিয়া বাষ্পাদি রাখিলে তাহার অণুর সংখ্যায় কম বেশী হয় না। একটা বোতলে যদি দুই শত অম্লজানের অণু ধরে, তবে সেই বোতলে দুই শত জলজ্ঞানের অণু ধরিবে। আর পূর্বেই

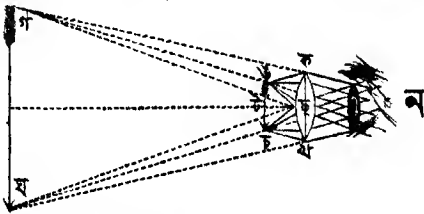
বলা হইয়াছে গণনা হিসাবে ধরিলে, দুইটা জলজ্ঞানের অণু একটা অম্লজ্ঞানের অণুর সহিত মিলিয়া জল হয়। কিন্তু পরমাণুতত্ত্বে যৌগিক পদার্থে অণুর যোগাযোগ ভারের হিসাবেও দৃঢ় হইয়া থাকে। [এই সকল বৃত্তান্ত রসায়ন বিদ্যার অন্তর্গত। অতএব রসায়ন ও পরমাণু শব্দে অণুর অজ্ঞাত বিবরণ দেখ]।

অণু (ত্রি) সঙ্গীত শাস্ত্রের মাত্রা বিশেষ। অণুমাত্রা (X) এই রূপ ডম্বর চিহ্নের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। বৈয়াকরণেরা অকারাদি এক একটা লঘুবর্ণ উচ্চারণের কালকে এক মাত্রা কাল কহিয়া থাকেন। ‘একমাত্রা ভবেদ্ধৃশ্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্ত প্লুতো জ্যেয়ো ব্যঞ্জনধ্বজ্জমাত্রকম্।’ একমাত্র বর্ণগুলি হ্রস্ব, দ্বিমাত্র বর্ণগুলি দীর্ঘ, ত্রিমাত্র বর্ণ প্লুত এবং ব্যঞ্জন বর্ণগুলি অর্দ্ধমাত্রক। বৈদ্যেরা অল্প প্রকারে মাত্রা নির্দিষ্ট করিয়াছেন। তাহাদের মতে, চক্ষুর স্বাভাবিক নিমেষই মাত্রা নিশ্চিত করিবার সহজ উপায়। তত্র হ্রস্বাক্ষরোচ্চারণমাত্রোহক্ষি-নিমেষ ইতি শূদ্রতম্। হ্রস্ববর্ণ উচ্চারণকরিতে যতটুকু সময় লাগে তাহাই চক্ষুর একটা নিমেষ। এক এক নিমেষ একমাত্র কাল। সঙ্গীত শাস্ত্রকারদের মতে, পাঁচটা লঘুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে তাহাই একমাত্র কাল। ‘পঞ্চলঘুকরোচ্চারণকালো মাত্রা সমীরিতা।’ মাত্রা সম্বন্ধে এই রূপ অনেক মতভেদ আছে। যাহা হউক, গায়ক এবং বাদ্যকরেরা আপনাদের ইচ্ছানুসারে মাত্রার কালকে কম বেশী করিতে পারেন। ফল কথা এই, গীতাদির সময়ে সর্বত্র কালের সমান ব্যবধান থাকিলে কোন দোষ হয় না। সঙ্গীত শাস্ত্রে—অর্দ্ধ, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত এবং অণু—এই পাঁচ প্রকার মাত্রার ব্যবহার আছে। একমাত্র কালের দ্বিগুণকে দ্বিমাত্র বা দীর্ঘমাত্রা কাল, ত্রিগুণ বা তদতিরিক্তকে ত্রিমাত্র বা প্লুতমাত্রাকাল, অর্দ্ধকে অর্দ্ধমাত্রাকাল এবং চতুর্থাংশকে অণুমাত্রাকাল কহে। এই পাঁচ প্রকার কাল বুঝাইবার জন্য পাঁচ প্রকার সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে। যথা—(।) এক বা হ্রস্ব মাত্রার এই রূপ চিহ্ন। (।।) দুই বা দীর্ঘ মাত্রা। (।।।) প্লুত মাত্রা। (৬) অর্দ্ধমাত্রা। (x) অণু। গানের সুর লিখিয়া দেখাইতে হইলে, এই চিহ্নগুলি সুরের উপরে বসাইতে হয়।

অণুক (ত্রি) অণুপ্রকার অণু-কন্। চতুর। নিপুণ। অন্ন। ত্তোক। চীনাধান। অণুকো পিপুনান্নয়োঃ (মেসিনী)। অণু (ক্লী) অণোভাবঃ। স্বল্পত্ব। অণুগরিমাণা।

অণুধর্ম (পং) অণুঃ সূক্ষ্মো হৃজ্জো যো ধর্মঃ । হৃবোধ ধর্মঃ ।
অণুভা (ক্রী) অণী সূক্ষ্মা ভা নীধিব্যভাঃ । বহতী । বিদ্যুৎ ।
অণুমাত্র (জি) অণুঃ পরিমাণমন্ত অণু-মাত্রচ্ । অল্পপরিমাণ ।
অণুরেবতী (ক্রী) অণুঃ সূক্ষ্মা বেরতী তারা ইব । দস্তিবুক ।
অণুবীক্ষণ (ক্রী) অণুঃ সূক্ষ্মো বীক্ষ্যতে দৃশ্যতে অনেন,
অণু-বি ঙ্গে-লুট্ করণে । কাচ নির্মিত এক প্রকার
যন্ত্র । ইহা দ্বারা দেখিলে নিকটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু বড়
দেখায় । (ক্রী), ভাবে লুট্ । অল্পদর্শন ।

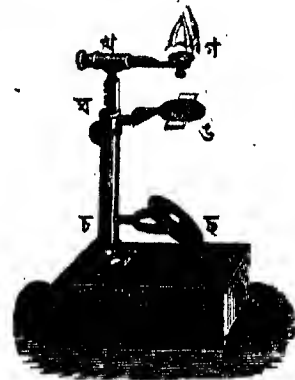
জগতে অনেক অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তু আছে । চক্ষে
কোন বস্তু না দিলে সেই সকল ক্ষুদ্র বস্তু কিছুই দেখা
যায় না । যে যন্ত্রদ্বারা নিকটের অত্যন্ত ছোট ছোট বস্তু
বড় দেখায় তাহার নাম অণুবীক্ষণ । দুই খানি সরাসরি মুখে
মুখে একত্র লাগাইলে যে প্রকার বাদামী আকার হয়,
অণুবীক্ষণের কাচখানি দেখিতে ঠিক সেই রকম । ঐ
কাচখানিই অণুবীক্ষণ কলের প্রধান যন্ত্র । ইংরাজিতে
এই রকম আকারের কাচকে ডবল কনভেক্স লেন্স
(double convex lens) কহে । এই রূপ একখানি
কাচ সূর্য্যের দিকে ঠিক সোজা করিয়া ধরিলে তাহার
ভিতর দিয়া সূর্য্যকিরণ বক্রভাবে বাহির হয় । বাহির
হইয়া একত্র মিলিয়া যায় । কাচের কিছু দূরে একখানি
কাগজ রাখিলে তাহার উপর অতিশয় উজ্জ্বল একটা
বিন্দু পড়ে । ঐ বিন্দুটিকে কাচখণ্ডের প্রধান অক্ষপ্রদেশ
(principal focus) কহে । এক দিকে ঐ বিন্দু আর
এক দিকে বাদামী কাচ, তাহার মধ্যস্থলে একটা ছোট



দ্রব্য রাখিয়া পরে কাচখানির ভিতর দিয়া দেখিলে ঐ
ছোট বস্তু বেশ বড় দেখায় । মনে কর, চ ও একটা দ্রব্য,
ক থ বাদামী আকারের কাচ । ট বিন্দু প্রধান অক্ষপ্রদেশ
(principal focus) । চ ও দ্রব্যটিকে ট বিন্দু এবং ক থ
কাচের মধ্যে কোন স্থানে রাখা চাই । তাহা হইলে চ
এবং থ হইতে আলোকরশ্মি কাচের ভিতর দিয়া বক্র-
ভাবে প্রবেশ করিবে । প্রবেশ করিয়া ন দিকে বাহির
হইবে । [আলোক রশ্মি বক্র হইবার কারণ আলোক
শব্দে দেখ] । এখন (ন) হইতে চ ও দিকে চাহিলে

কাচের বে দিক দিয়া আলোক প্রবেশ করিয়াছে ঠিক
সেই সেই স্থান দেখা যাইবে । কারণ কোন বস্তু হইতে
আলোকরশ্মি বাহির হইয়া চক্ষে লাগিবার পূর্বে যতই
কেন বক্র হইয়া আসুক না, কিন্তু আলোক যে দিক দিয়া
আসিয়া চক্ষে পড়ে ঠিক সেই দিক দিয়া সকল দ্রব্য দেখা
যায় । [ইহার বৃত্তান্ত আলোক শব্দে দেখ] । ছ যদি
কাচ খণ্ডের মধ্যবিন্দু (optical centre) হয়, তাহা
হইলে ছ ও এরং ছ চ যোগ করিয়া বাড়াইয়া দিলে,
এবং ন ক আর ন খ রেখাও বাড়াইয়া দিলে যেখানে
সমস্ত রেখাগুলি পরস্পর মিলিবে, সেইখানে চ ও দ্রব্য-
টিকে দেখা যাইবে । আর চ ও দ্রব্যটিকে গ থ মস্ত বড়
দেখাইবে । কাচ খানির গঠন ও শুণামুসারে আলোক-
রশ্মি অধিক বা কম বক্র হয় । যত অধিক বক্র হইবে
ন কোণ তত বড় হইয়া আসিবে এবং দ্রব্যটিকেও তত
অধিক বড় দেখাইবে । চ ও, ট বিন্দুর যত নিকটে
থাকিবে, গ থ ততই বড় হইবে । কিন্তু তাহাতে দূরে
দেখাইবে । অধিক দূরে গিয়া পড়িলে কোন দ্রব্য ভাণ
দেখা যায় না । যে আশ্চর্য্য যন্ত্রদ্বারা নির্মল জলে এবং
বায়ুর মধ্যে কোটি কোটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রাণী দেখা যায়
এবং যদ্বারা স্থষ্টির অনেক অদৃশ্য বিষয় আবিষ্কৃত হই-
য়াছে, তাহা এক থ ও কাচ ভিন্ন আর কিছুই নহে ।

দুই প্রকার অণুবীক্ষণ নির্মিত হইয়াছে । তাহার
মধ্যে একটার আকার ও নির্মাণকৌশল অতিশয় সহজ ।



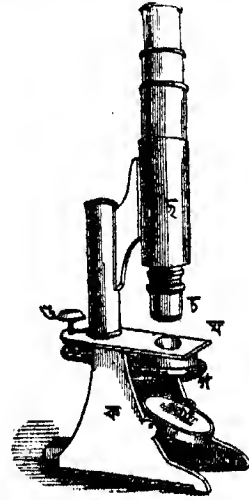
তাই উহাকে সামান্ত অণুবীক্ষণ (Simple micro-
scope) কহে । ক থ একটা লৌহ বা কাষ্ঠ দণ্ড সোজা
ভাবে দাঁড় করানো আছে । ইহার থ গ একটা বাহ ইচ্ছা-
ক্রমে উঠানো ও নামানো যায় । গ প্রান্তে পূর্ণকণিত
যত একখানি বাদামী আকারের কাচ বসানো আছে ।
ইহার ভিতর দিয়া দেখা যাইতে পারে । ইহাকে অক্ষি-
বীক্ষণ

(eye piece) কহে। য ও আর একটা বাহ। ইহার ও প্রান্তে খাঁক কাটা। ঐ খাঁজের ভিতর ছুইখানি কাচ বসানো যাইতে পারে। যে দ্রব্যকে দেখিতে হইবে তাহা ঐ কাচ ছুইখানির মধ্যে রাখিতে হয়। খ গ অবশ্যক মত উচ্চ বা নীচ করিয়া অক্ষিদর্পণ দ্বারা দেখিলে ঐ দ্রব্য অনেক বড় বা ক্ষুদ্র দেখায়। যে দ্রব্য দেখিতে হইবে তাহার উপর যথেষ্ট আলো না পড়িলে ভাল দেখা যায় না। তজ্জন্ত দ্রব্যটির উপর যাহাতে যথেষ্ট আলো পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করা আছে। চ ছ বাহুর ছ প্রান্তে একখানি কোর-কাটা কাচ (Concave mirror) বসানো আছে। এই দর্পণখানি একরূপ ভাবে বসানো যে, তাহাকে ইচ্ছামত ঘুরানো যায়। ঐ কাচ খানি যে ভাবে রাখিলে পরীক্ষা করিবার দ্রব্যের উপর যথেষ্ট আলো গিয়া পড়িতে পারে, কাচখানি প্রথমে সেই রূপে বসাইয়া লইবে। তাহা হইলে আলো প্রতিফলিত হইয়া পরীক্ষার দ্রব্যের উপর পড়িবে। [দর্পণ দেখ]। তখন সেই আলোকে বস্তুটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাইবে। চকুর অতিশয় নিকটে কিম্বা দূরে কোন বস্তু রাখিলে ভাল দেখা যায় না, এ কথা সকলেই জানেন। চকু হইতে ১০। ১২ ইঞ্চি দূরে কোন দ্রব্য রাখিলে বেশ দেখা যায়। কিন্তু সকলের দৃষ্টিশক্তি সমান নয়, তজ্জন্ত চকুর অবস্থা বুঝিয়া ঐ দূরত্ব কম বেশী করিয়া লইতে হয়। অর্থাৎ ক গ সরাইয়া কোথাও ও দিকে লইয়া যাওয়া চাই, কোথাও উপর দিকে তুলিয়া আনা চাই। সাধারণতঃ, গ এবং ও এত দূরে রাখা আবশ্যক, যেন দ্রব্যটির বর্জিত প্রতিবিম্ব চকু হইতে ১০। ১২ ইঞ্চি দূরে গিয়া পড়ে।

সামান্য অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে কোন বস্তু যত বড় ও যে রূপ স্পষ্ট দেখায়, তদপেক্ষা আরও স্পষ্ট ও বড় দেখাইবার জন্ত বৃহদণুবীক্ষণের (compound microscope) সৃষ্টি হইয়াছে। সামান্য অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে কেন দ্রব্যাদি বড় দেখায়, ইহা বুঝিলে বৃহদণুবীক্ষণের কোশল অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে। সামান্য অণুবীক্ষণে কেবল একখানি কাচ আছে। বৃহদণুবীক্ষণে দুইখানি কাচ থাকে। যে কাচখানি চকুর নিকটে থাকে এবং যাহার উপর চকু রাখিয়া দেখিতে হয় তাহাকে অক্ষিদর্পণ (eye piece) কহে। অক্ষিদর্পণ এবং যে বস্তু দেখিতে হইবে এই উভয়ের মধ্যে আর একখানি কাচ থাকে। তাহার নাম আধার মুকুর (object glass)।

ঐ আধার মুকুর (object glass) এবং তাহার প্রধান অক্ষপ্রদেশের (principal focus) মধ্যে দেখিবার বস্তুটা রাখিতে হয়। রাখিলে ঐ বস্তুর একটা বড় উল্টা ছায়া কাচখানির অপর দিকে পড়ে। পরে অপর কাচখানি দিয়া দেখিলে ঐ প্রতিকৃতি বড় এবং চকুর অত্যন্ত নিকটে দেখায়। শেষোক্ত প্রক্রিয়া ঠিক সামান্য অণুবীক্ষণের মত। প্রভেদ এই, সামান্য অণুবীক্ষণ দ্বারা একেবারে পরীক্ষা করিবার বস্তুটা দেখা যায়। আব বৃহদণুবীক্ষণে বস্তুটির বর্জিত আকৃতি দৃষ্ট হয়। তজ্জন্ত, সামান্য অণুবীক্ষণ অপেক্ষা বৃহদণুবীক্ষণে সকল বস্তু অত্যন্ত বড় এবং চকুর নিকটে দেখায়। কিন্তু অল্প ব্যবস্থা না করিলে আকৃতিটা উল্টা দেখাইতে থাকে। তাই অণুবীক্ষণের নলের ভিতর কতকগুলি ছোট ছোট কাচ সাজান আছে। উল্টা প্রতিবিম্ব ঐ সকল কাচের ভিতর দিয়া আসাতে পুনর্বার তাহা উল্টিয়া যায়, কাজেই অবশেষে সোজা হইয়া পড়ে।

সামান্য অণুবীক্ষণের গড়ন অতি সহজ। কিন্তু বৃহদণুবীক্ষণের ভিতর অনেক কারিগরি ও কোশল আছে।



এই চিত্রখানিই তাহার প্রমাণ। ছ নলটা তিনটা পিতলের নল দিয়া গড়া। উহার উপরের দুইটা নল ইচ্ছামত সরাইয়া নীচে দিকে প্রবেশ করানো যায়। নিম্নের নল, ইহার পশ্চাত্তাগে একটা লৌহদণ্ডে লাগান আছে। ঐ লৌহদণ্ডের ভিতর আর একটা লৌহদণ্ড আছে; একটা পেঁচ দ্বারা এই লৌহদণ্ডকে ইচ্ছামুসারে উঠাইতে ও নামাইতে পারা যায়। এই লৌহদণ্ডকে উঠাইলে ও নামাইলে সমস্ত যন্ত্রটা উঠিতে ও নামিতে থাকে। লৌহদণ্ড যে স্থান হইতে উঠিয়াছে ঠিক সেইখান হইতে

একটি প্রশস্ত বাহু ও নিম্ন দিয়া ব দিকে চলিয়া আসিয়াছে। যে বস্তু দেখিতে হইবে তাহা ঐ বাহুর উপর দুইখানি কাচের মধ্যে রাখিতে হয়। অর্থাৎ পিতলের নলের চ চিহ্নিত সরু মুখের নিম্নে, উপরের লিখিত বাহুর ব চিহ্নিত প্রান্তে। ঐ বাহুর ব চিহ্নিত প্রান্তে একখানি কাচ বসানো আছে। উহাই আধার মুকুর (object glass)। পিতলের নলের উপরিভাগে যে কাচখানি আছে, তাহার নাম অক্ষিদর্পণ (eye glass)। ব চিহ্নিত স্থানে দুইখানি কাচের মধ্যে পরীক্ষার দ্রব্যটি রাখিয়া তাহাকে আধারমুকুরের (object glass) ঠিক নিম্নে আনিতে হয়। তাহা হইলে ঐ বস্তুর একটা বড় প্রতিকৃতি নলের ভিতরে পড়ে। তখন নলের উপর মুখ দিয়া দেখিলে ঐ প্রতিকৃতি অত্যন্ত বড় দেখায়। দ্রব্যটিতে আবশ্যক মত আলো পড়িবে বলিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আছে। বাহুর যে স্থানে পরীক্ষার দ্রব্যটি রাখা হয় তাহার নিম্নে একটা ছিদ্র আছে। ব চিহ্নিত দর্পণ হইতে ঐ ছিদ্র দিয়া আলোক পড়ে। দর্পণখানি যন্ত্রের সঙ্গে এমন ভাবে লাগানো আছে যে, প্রয়োজনানুসারে উহাকে সকল দিকেই বসানো যায়। তন্নিম্ন আবশ্যকমত আলোকের কমবেশীও করা যাইতে পারে। বাহুর ব চিহ্নিত প্রান্তের নিম্নে গ চিহ্নিত একটা গোলাকার ধাতুখণ্ড আছে। ইহাতে ছোট বড় চারিটা ছিদ্র কাটা। দর্পণের আলো ঐ ছিদ্র দিয়া পরীক্ষার দ্রব্যের উপর পড়ে। অধিক আলোক আবশ্যক হইলে বড় ছিদ্র দিয়া আলো লইয়া যাইতে হয়; অল্প আলোক আবশ্যক হইলে ছোট ছিদ্র দিয়া আলো লইয়া যাইতে হয়।

অণুবীক্ষণ ঠিক করা হইলে দ্রব্যটি দেখাও একটু কঠিন। যন্ত্রটি এমন করিয়া বসানো চাই এবং আধার মুকুরটি (object glass) পরীক্ষার দ্রব্যের এতটুকু দূরে রাখা আবশ্যক যে, ঐ আধার-মুকুরের ভিতর দিয়া দ্রব্যটির যে প্রতিবিম্ব আসিবে, তাহা যেন পিতলের নলগুলির ভিতরেই পড়ে। এ ভিন্ন আরও কিছু ব্যবস্থা আছে। দ্রব্যের ছায়াটি অক্ষিদর্পণ (eye piece) ও প্রধান অক্ষপ্রদেশের (principal focus) মধ্যে এবং অক্ষপ্রদেশ হইতে যতদূরে থাকিলে বেশ স্পষ্ট ও বড় দেখাইবে তাহাও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা চাই। সাধারণতঃ, প্রতিকৃতিটি অক্ষিদর্পণ হইতে ১০। ১২ ইঞ্চি দূরে পড়িলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তবে সকলের

চক্ষুর তেজ সমান নয়, তাই এই দূরতার কমবেশীও হইয়া থাকে। এই সমস্ত ঠিক করিয়া লইবার জন্ত প্রথমে উপরের দুটা পিতলের নল নীচের নলের মধ্য দিয়া উঠাইয়া কিম্বা নামাইয়া আধারমুকুরকে দ্রব্যটির এমন দূরে রাখিতে হইবে যে, তাহার প্রতিকৃতিটা কতক পরিমাণে যেন স্পষ্ট দেখা যায়। পরে পশ্চাত্তাগের লোহনলের দ্বারা সমস্ত যন্ত্রটি এ দিক ও দিক ঘুরাইতে ফিরাইতে যখন দ্রব্যটি বেশ স্পষ্ট ও বড় দেখাইবে, তখন বুঝিতে পারা যাইবে যে, অণুবীক্ষণ ঠিক বসানো হইয়াছে। তাহার পর যেন আবশ্যকমত আলো পড়ে তজ্জন্ত ব চিহ্নিত দর্পণ ঠিক করিয়া বসানো চাই। প্রচুর সূর্য্যের আলো না থাকিলে প্রদীপ জালিয়া লইবে। প্রদীপটি কেমন স্থানে রাখিলে দর্পণে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়া সেই প্রতিবিম্ব পরীক্ষার দ্রব্যের উপর পড়িতে পারে, তাহা দেখিয়া লওয়া চাই। এই সমস্তগুলি সুব্যবস্থা মত করিয়া লইবার জন্ত বিশেষ কোন নিয়ম নাই। একবার অণুবীক্ষণের পরীক্ষা দেখিলে সকলেই অন্যরাসে যন্ত্রটি সাজাইয়া লইতে পারেন।

এক একটা অণুবীক্ষণে অনেকগুলি অক্ষিদর্পণ (eye piece) এবং আধারমুকুর থাকে। এই সকল কাচের গুণে দ্রব্যটি অধিক বা কম বড় দেখায়। কাজেই প্রয়োজনানুসারে যখন যেমন অক্ষিদর্পণ ও আধারমুকুর লাগাইবে, দ্রব্যটিও তাদৃশ বড় কিম্বা ছোট দেখাইবে। অণুবীক্ষণ অনেক রকমের আছে, কিন্তু গঠনের প্রণালী সকল গুলিরই এক প্রকার।

দ্বিনালিক নামে (binocular microscope) আর এক প্রকার অণুবীক্ষণ আছে। উপরে যে অণুবীক্ষণের কথা বলা হইল, তাহাতে তিনটা পিতলের নল উপরি উপরি সাজানো থাকে। দ্বিনালিক অণুবীক্ষণে ঐ রূপ আর তিনটা নল আছে। ইহার অক্ষিদর্পণ ভিন্ন ভিন্ন, কাজেই দুইটা কাচ দিয়া দুইচক্ষে দেখা যায়। তাহার পর আধারমুকুর এক। অক্ষিদর্পণ দ্বারা দুইটা প্রতিকৃতি পড়ে। কিন্তু ঠিক এক কালে ও এক ভাবে দেখিতে হয়, তাই দুইটা প্রতিকৃতি বলিয়া জানিতে পারা যায় না। এই যন্ত্র দ্বারা বস্তুটির সকল দিক বেশ পরিষ্কার রূপে দেখা যায়।

অণুবীক্ষণ (পং) অণু: বৃন্দো বীক্ষি: দ্রব্যম্। কর্মধা।। অক্ষ: দ্রব্য, চীনা ধান, কাউনী, শ্রামা।

অণুপ্রোক্ত (ক্লী) অণু: বৃন্দশব্দ: প্রকৃতে: প্রদেশেনতি।

(Microphone) মাইক্রোফোন নামক এক প্রকার ময়, ইহা দ্বারা অতি সূক্ষ্ম স্বর শব্দ অনায়াসে শুনিতে পাওয়া যায়। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে অধ্যাপক হিউজ এই যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্র এমন চমৎকার যে, একটা ক্ষুদ্র মাছী চলিয়া বেড়াইলে, দুই তিন কোশ দূর হইতে তাহার পাদবিক্ষেপ শব্দ অনায়াসে বেশ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। উইলো গাছের কয়লাই এই যন্ত্রের প্রধান উপাদান।

অণু (কী) অম গত্যাদি-ড অমন্তি সম্প্রয়োগং বাস্তি অনেন। * । ক্রমস্তত্ত্বঃ। উণ ১। ১১১। এম্ প্রত্যাহারের (এ ম ঙ ণ ন) কোন বর্ণ ধাতুর অন্তে থাকিলে তাহার উত্তর ড প্রত্যয় বিহিত হয়।

ডিম, ডিম। কোষ। পেশি। মুক। বীৰ্য। ভৃগ্নাতি। অণুঃ খগাদিকোষে স্থান মুখে বীৰ্যোহপি চ কচিৎ, (ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ)। অণুশব্দের অপভ্রংশে এণ্ড। জীব উৎপত্তির প্রথমাবস্থায় মনুষ্য, গো, পশুপক্ষী, মৎস্ত, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রাণীরই জীজাতির গর্ভে ডিম জন্মে। তাহার মধ্যে মনুষ্য, গোক প্রভৃতি কোন কোন জন্তুর গর্ভের ভিতরেই ডিম পরিপক্ব হইয়া থাকে; পরে জরায়ুতে সন্তান জন্মে। কোন কোন জন্তুর গর্ভের ভিতর সন্তান হয় না। পক্ষী, মৎস্ত প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু ডিম পাড়ে। শেষে ভূমিষ্ঠের পর সেই ডিম পরিপক্ব হইলে বাচ্চা বাহির হয়। প্রাণীতত্ত্বজ্ঞেরা দেখিয়াছেন যে, জগতে মনুষ্য হইতে কীট পতঙ্গ প্রভৃতি করিয়া যত প্রকার জন্তু আছে, তাহাদের সকলের উৎপত্তির নিয়ম সমান নয়। আমাদের শাস্ত্রকারেরা চারি প্রকার উৎপত্তির কথা লিখিয়াছেন। যথা,—১ জরায়ুজ যেমন মনুষ্য, গো, মহিষ প্রভৃতি। ২ অণুজ, যেমন পক্ষী, মৎস্ত ইত্যাদি। ৩ স্বেদজ, যেমন ক্রিমি ইত্যাদি। ৪ উদ্ভিদ, বৃক্ষ লতা প্রভৃতি। তাঁহারা সবুজ প্রাণীকে ৮৪ চৌরাশি লক্ষ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই চৌরাশি লক্ষ বোনির মধ্যে ৪ চারি লক্ষ মনুষ্য, ২০ ভেইশ লক্ষ চতুশর্প জন্তু, ১০ লক্ষ লক্ষ পক্ষী, ১২ এগার লক্ষ কীট, ২৭ সাতাইশ লক্ষ হুলচর এবং ২ নব লক্ষ জলচর। শাস্ত্রকারদের লিখিত চারি শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণী গেল উদ্ভিদের, বাকি তিন শ্রেণী জন্তুগণের। ইউরোপেরও প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা জন্তুদিগের তিন প্রকার উৎপত্তির নিয়ম নিশ্চিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ব্যবস্থা অল্প রকম। বহুকাণের অনুসন্ধানের পর তাঁহারা

এই রূপ নিশ্চিত করিয়াছেন যে, কোন কোন প্রাণীর শরীর কাটরা দুই খানি করিয়া ফেলিলে তাহার এক এক খণ্ড হইতে পূর্বের মত এক একটা জন্তু উৎপন্ন হয়



পুনরুৎপাদন সেই এক একটা জন্তুকে দুই খণ্ড করিলে আবার তাহার এক এক খণ্ড হইতে ঠিক তদ্রূপ জন্তু উদ্ভূত হইয়া থাকে। এই রূপ একটা জন্তুকে যত বার দু-খণ্ড করিয়া কাটিলে, তাহার প্রত্যেক খণ্ডে এক একটা প্রাণী উৎপন্ন হইবে। ইহাকে বাবচ্ছেদ (fission) দ্বারা জীবোৎপত্তি কহে। জলে অনেক প্রকার কীট থাকে, তাহাদের উৎপত্তি এই রকম। গলিত মৎস্ত মাংস খাইলে পেটে ফিতার মত এক প্রকার ক্রিমি জন্মে। প্রথমে উহাদের শরীরের স্থানে স্থানে গাইট হয়, ক্রমে ঐ গাইট খসিয়া গেলে তাহা হইতে স্বতন্ত্র এক একটা ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্ষাকাল আসিলে পল্লী-গ্রামের পচা ডোবায় পেটো ভোঁকের মত এক প্রকার কীট জন্মে। কিছু দিন পরে তাহার পুচ্ছের দিকে আর একটা কীট উৎপন্ন হয়। সে কাতরুজ (De Quatrefores) নামক অনেক প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত, সিলিস (Syllis) নামে এক প্রকার কীটের শরীর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ইহার দেহ ছিঁড়িয়া আরও নূতন নূতন কীট উৎপন্ন হইবার সময় তাহার পুচ্ছের দিকে আঙুলীর মত কতকগুলি গাইট দেখা দেয়, এবং প্রথম গাইটের উপরে একটা খাঁজ পড়ে। অন্নদিনের মধ্যে



এখানে ১, ২, ৩, ৪, ৫ এই ছয়টি খাঁজ পড়িয়া যায়।

জন্তুর কীট উৎপন্ন হইতেছে।

ঐ প্রস্থিতে মাথা ও চক্ষু বাহির হয়। এই রূপ সবুজ

দাঁড়াইলে তখন বেশ স্পষ্ট চিনিতে পারা যায় যে, লাক্স-
লের দিকে আর একটি নতুন কীট জন্মিয়াছে। পুরাতন
কীটটা আগনার ইচ্ছাছসারে এক দিকে চলিতে থাকে।
নতুন কীট সে দিকে যাইতে চায় না; সে অল্প
দিকে নড়িয়া বেড়ায়। কিন্তু এ অবস্থাতেও দুইটা কীটের
দুটা বিভিন্ন পাকবর হইতে দেখা যায় না। পুরাতন
কীটটা যাহা ভোজন করে তাহাতেই নতুন কীটের শরীর
পোষণ হয়। এই সময়ে কোন কোন স্থলে নতুন কীটের
গর্ভে অণু জন্মে; কোথাও আবার শুক্রকোষ উৎপন্ন
হইয়া থাকে। তাহার পর দুইটা কীট পৃথক হইয়া পড়ে।
ক্রমে অণু ও শুক্রকোষ বড় হইলে বাচ্চাদের গর্ভ কাটিয়া
যায়। তখন জন্মের উপর ভাসিতে ভাসিতে ঐ অণু
এবং শুক্রকোষ একত্র মিশিয়া যায় এবং তাহাতে পুন-
র্কার নতুন কীট জন্মে।

বরেন্দ্ৰ সাহেব একটি কীটের শরীর দুই খণ্ড করিয়া
দেখিয়াছিলেন, তাহার মস্তকের দিকের অর্দ্ধাংশের
কাটামুখে শীঘ্রই ল্যাজ গজাইল, এবং পূচ্ছের দিকের
অপর অর্দ্ধাংশের কাটামুখে মস্তক বাহির হইল। এই
রূপে তিনি একটি কীট কাটিয়া ২৬ ছাব্বিশ খণ্ড করিয়া-
ছিলেন; তাহার প্রত্যেক খণ্ডে এক একটি নতুন কীট
উৎপন্ন হইয়াছিল।

জীবোৎপত্তির দ্বিতীয় নিম্নম পরাক্রোডেন (gem-
mation)। নদীর ও সমুদ্রের জলে অনেক প্রকার কীট
আছে, বাচ্চা হইবার সময় তাহাদের শরীরের এক স্থানে
ব্রণের মত একটু ফুলিয়া উঠে। ক্রমে ব্রণটা বড় হইতে
থাকে এবং দিন দিন উহার আকার অবয়ব ঠিক পুরা-
তন কীটটার মত হইয়া আসে। অবশেষে তাহার শরীর
হইতে খসিয়া যায়। ইহাকেই পরাক্রোডেন (gemma-
tion) দ্বারা জীবোৎপত্তি কহে। পুরুভূজ নামে এক
প্রকার জলকীট আছে, তাহারাই এই রূপে উৎপন্ন হয়।
এই কীট জলের ধারে কাঠে ও পাথরে লাগিয়া থাকে;
নিকটে অল্প কোন ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ আসিলে তাহাদি-
গকে ধরিয়া ধার। সন্তান জন্মিবার পূর্বে ইহাদের
শরীরের এক স্থানে ক্ষুদ্র একটা ব্রণের মত ফুলিয়া উঠে।
ক্রমে সেই ব্রণ হইতে আর একটি পুরুভূজ উৎপন্ন হয়।
অবশেষে পুরাতন পুরুভূজের শরীর হইতে খসিয়া যায়।
অনেক স্থলে বাচ্চাটা না খসিয়া পড়িতেই তাহার শরী-
রের উপর আর একটি বাচ্চা বাহির হয়। এই রূপে
পুরুভূজেরা এক সলে চারি পাঁচ পুরুব পর্যন্ত থাকিতে

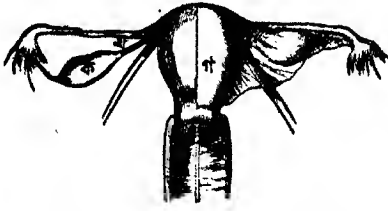
পারে। এখানে একটি পুরুভূজের চিত্র দেওয়া গেল।
ইহার শরীরে ক এবং খ দুটি পুরুভূজ উৎপন্ন হইতেছে।



এই দুই প্রেণী ভিন্ন বাকি অজান্তে জন্মের জীবনের
সূত্রপাত অণুর তিতরে হয়। যে সকল প্রাণী ভিন্ন
পাড়ে এবং ভিন্ন কুটিলে বাহাদের জন্ম হয়, তাহা-
দিগকেই আমরা অণুজ বলিয়া থাকি। কিন্তু বুঝিয়া
দেখিলে এ সিদ্ধান্ত সর্বতোভাবে ঠিক নয়। মনুষ্য,
গো মেঘ প্রভৃতিরও অণু উৎপত্তি; কাজেই ইহা-
দিগকেও অণুজ বলা অসঙ্গত নহে। জী পুং-জননেত্রিদের
সংযোগ ভিন্ন এই প্রেণীর জীবের উৎপত্তি হয় না।
তাহার মধ্যে কোন কোন জাতীর জন্ম জী পুরুব পৃথক
মহে; বিধাতা তাহাদের এক শরীরেই এই দুই প্রকার
ইঞ্জির গড়িয়া দিয়াছেন। আবার কোন কোন জাতির
জী পুরুব, বিধাতা পৃথক করিয়া গড়িয়াছেন।

পুরুবের সংসর্গ ভিন্ন অনেক প্রাণীর সন্তান জন্মে
না। কিন্তু অণুর উৎপত্তি সে সঙ্কম নয়। বিদ্যা পুরুবের
সংসর্গেই ভিন্ন জন্মিয়া থাকে। কি মনুষ্য, পৌ, মেঘ,
মহিব প্রভৃতি বড় বড় জীব; কি পক্ষী ও মৎস্য—সকল
প্রাণীর পক্ষেই এই নিয়ম। সন্তান উৎপত্তির জন্ত জী
জাতির শরীরে প্রধান চারিটা স্থান আছে। ১ অণ্ডাধার
(overies); ২ অণ্ডপ্রাণী (Fallopian tube or
oviduct); ৩ জরায়ু (uterus); ৪ যোনি (vagina)।
মনুষ্য এবং হস্তী, গোক, মহিব, প্রভৃতি বড় বড়
জন্মের জীজাতির অণ্ডাধার দুইটি। পক্ষীজাতির পুরুব
বাম ভাগে কেবল একটি মাত্র অণ্ডাধার। অণ্ডাধার,
ভলপেটের দুই পার্বে কুঁকীর উপরে আছে। ইহার
গড়ন পদ্মকলির মত,—মধ্যস্থল বোটা এবং দুই মুখ
সক। দুইদিকে দুই অণ্ডাধার, অণ্ডাধারের মধ্যস্থল
বাক হইতে সরাসরি পর্যন্ত যে সরাসরি অণ্ডাধারের মধ্যস্থল

অণুপ্রণালী। জরায়ুর নিয়ে যোনিমার্গ। অণুপ্রণালী



ক—জরায়ু। খ—যোনিমার্গ। গ—অণুপ্রণালী।

প্রায় চারি ইঞ্চ দীর্ঘ। বাহ্যদের সন্তান হয় নাই, তেমন স্ত্রীলোকের জরায়ু তিন ইঞ্চ দীর্ঘ; উপর দিকে দুই ইঞ্চ প্রশস্ত এবং মুখের কাছে অর্ধ ইঞ্চ মাত্র। ছোট ছোট বিন্দু বিন্দু কোষ, সকল বয়সেই অণুপ্রণালীর ভিতরে সংলগ্ন হইয়া থাকে। শৈশবাবস্থা হইতে প্রৌঢ়াবস্থা পর্যন্ত সকল অবস্থাতেই ঐ কোষ বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। ক্রমে ক্রমে বড় ও পরিপক্ব হইলে ঐ কোষ অণুপ্রণালীর উপরে উঠিয়া আসে। ঐ কোষের মধ্যে লালাবৎ পদার্থ থাকে। মাহুষের ডিমও অতিশয় ক্ষুদ্র। অণু ক্রমশঃ বড় হইয়া আসিলে ভিতরের কুসুমাদি বাড়িতে থাকে এবং উপরের আবরণ-চর্ম পাতলা হইয়া আসে, কাজেই শেষে ফাটিয়া যায়। ফাটিয়া গেলে ঐ কুসুমাদি অণুপ্রণালীর উপর দিয়া অণুপ্রণালীতে আসিয়া পড়ে। অণুপ্রণালী হইতে অণু পৃথক হইয়া অণুপ্রণালীতে আসিলে স্ত্রীলোকদের ঋতুর কাল উপস্থিত হয়; পশুপক্ষীর সেই সময়ে শরীরে সন্তাপ জন্মে বলিয়া তাহারা বাতাইয়া উঠে। এই অবস্থায় পুরুষ সংসর্গ ঘটিলে অণুর ভিতর জীবের সঞ্চার হয়। পুরুষ-সদৃশ না ঘটিলে ডিম শুকাইয়া যায়। অনেকে দেখিয়াছেন, গৃহপালিত হাঁসের ও পায়রার বাওয়া ডিম হয়, সেই ডিমে বাচ্চা জন্মে না। বাওয়া ডিম আর কিছুই নয়,—পক্ষীর সংসর্গ ভিন্ন পক্ষীর যে ডিম পাড়ে, তাহাই বাওয়া ডিম।

মাচের গর্ভের ভিতরে ডিমে জীব সঞ্চার হয় না। মংসী ডিম পাড়িলে সেইখানে মংস গিয়া গুরুত্বাপ করিতে থাকে। সেই গুরু ডিমে লাগিলে তাহাতে পোনা জন্মে। কেবল তিমি ও কোন কোন জাতীয় হাঙ্গরের গর্ভের ভিতরেই ডিম হইতে পোনা বাহির হয়, ইহারা অল্প মাচের মত অণু প্রসব করে না।

সকল প্রকার অণুজ জন্তুদিগের ডিমের সংখ্যা সমান নয়। শামুক এক একবারে ন্যূনাধিক ৫০ পঞ্চাশটি

করিয়া ডিম পাড়ে। উই পোকা প্রতিদিন অন্যান ৮০,০০০ আশি হাজার ডিম পাড়িয়া থাকে। ইহারা একাদিক্রমে দুই বৎসর অণু প্রসব করে; কাজেই এক একটা পোকের প্রায় ৫০,০০০,০০০ সন্তান জন্মে। কচ্ছপের এক একবারে ৫০ হইতে অন্যান ১৫০ ডিম হয়। সচরাচর পক্ষী জাতির একবারে দুইটা হইতে চারিটা পর্যন্ত অণু হয়। হাঁসেরা ডিম পাড়িতে আরম্ভ করিলে একাদিক্রমে প্রায় ১৫। ১৬ দিন অণু প্রসব করে। অনেক ক্ষুদ্র জাতীয় পক্ষীর একেবারে আঠারটা ডিম হয়। উষ্ট্রক পক্ষীর ডিম সকলের চেয়ে বড়,—সচরাচর প্রায় এক ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে। উহার খোলা অভ্যন্তর কঠিন। আফ্রিকার অসভ্য জাতিরা উহাতে জল-পাত্র করে। সাধারণতঃ পক্ষীরা বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের মধ্যে দুইবার ডিম পাড়ে। কেবল পায়রা, পাতী হাঁস, চড়া প্রভৃতি কোন কোন পক্ষী এই নিয়মের বহির্ভূত।

পক্ষীর অণু চারিটা দ্রব্য আছে। যথা— ১ খোলা, ২ ক্লিবিং চর্ম, ৩ খেতলালা, ৪ কুসুম।

(১) উপরের খোলার রাসায়নিক উপাদান শতকরা এই—

কার্বনেট অব্ লাইম্	৮৯.৬
ফস্ফেট অব্ লাইম্ ও ম্যাগ্নেসিয়া	৫.৭
গন্ধক ও জাতব পদার্থ	৪.৭

(২) খোলার অন্তর্বেষ্ট ক্লিবিং চর্মের রাসায়নিক উপাদান শতকরা এই—

অল্পার	৫০.৬
জলজান	৬.৬
যবক্ষারজান	১৬.৮
গন্ধক ও অল্পজান	২৬.০

এক একটা হংসডিম্বের ওজন প্রায় ৫০০ রতি। তাহার মধ্যে খোলা ৫০ রতি। খেতলালা ৩০.৫ রতি, এবং কুসুম ১৪.৫ রতি। সচরাচর কাঁচা ডিম্ব ওজনে প্রায় এক ছটাক; সিদ্ধ করিলে উহার কতকটা ভার কমিয়া যায়। ডিম্বের কুসুম খেতলালার সঙ্গে দুইটা রক্তের মত পদার্থ-বান্ধা থাকে। খেতলালার শতকরা এই কয়েকটা পদার্থ আছে—

জল	৮৪.৮
আলবিউমেন	১২.০
মেদ, ট্রিনি ইত্যাদি	২.০
পাথিব দ্রব্য	১.২

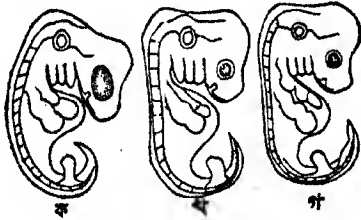
পাথিব দ্রব্য এই কয়েক পদার্থ মিশ্রিত যথা—ফস্ফেট,

চূণ, পটাশ, সোডা, ম্যাগনেশিয়া এবং সোহ।

ডিমের কুহ্ম আরও তেজস্কর। উহাতে এই করে-
কটা দ্রব্য আছে—

জল	১১'৫
কেজিন ও আলবিউমেন	১৫'০
তৈল ও মেদ	৩০'০
লিগনেন্ট ইত্যাদি	২'১
পাখির পদার্থ	১'৪

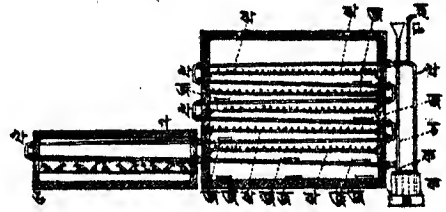
ডিমের ভিতরের হরিদ্রাবর্ণ কুহ্মই বাচ্চা, উহা খেত-
লালা খাইয়া প্রাণধারণ করে এবং দৃষ্ট পুষ্ট হয়। গর্ভের
ভিতরে মাহুষের ও গো মেঘ শৃগাল কুকুর প্রভৃ-
তির সন্তান এবং পাখীর ডিমের বাচ্চা যখন বড় হইতে
থাকে, তখন এক সময়ে তাহাদের এরকম আকৃতি হয়
যে, কোনটা মাহুষের সন্তান, কোনটা পশুর, আর কোনটা
পাখীর বাচ্চা, তাহা সহজে চিনিতে পারা যায় না।
এখানে তিমখানি চিত্র দেওয়া গেল। ইহার একটা
মাহুষের, একটা কুকুরের আর একটা মূর্গার। তিনটীর
আকৃতিতে পরস্পর এত সাদৃশ্য রহিয়াছে যে, ইহাদের
মধ্যে প্রভেদ বুঝিয়া উঠা কঠিন। মৃত মহাত্মা ডাবিন
সাহেব এই রূপ অনেক প্রত্যক্ষ কারণ দেখাইয়া স্থির
করিয়াছিলেন যে, ক্রমোন্নতি দ্বারা ছোট জীব হইতে
বড় জীব উৎপন্ন হইতেছে এবং বানর হইতে মাহুষের
উৎপত্তি হইয়াছে।



ক—পাখী। খ—কুকুর। গ—মাহুষ।

প্রাণী ও উদ্ভিদের মত ডিমেরও নিখাস প্রকাশ
আছে। নিখাসের সঙ্গে উহার অন্তর্জান লয় এবং প্রখাসের
সঙ্গে জল ও অক্সিজেন ত্যাগ করে। ডিমের খোলার হৃদয়
হৃদয় ছিদ্র আছে; সেই ছিদ্র দ্বারা খাস প্রকাশ ক্রিয়া
সম্পন্ন হয়। ডিমকে অধিক দিন রাখিতে হইলে এই
খাসক্রিয়া বন্ধ করা আবশ্যক। বন্ধ করিলে আর উহা
পচিয়া যায় না, ডিমে ঘোলা পড়ে না। খোলার ছিদ্র
গুলি বন্ধ করিয়া দিলে আর খাস প্রকাশ বহিতে পার না।

তরল চর্বি কিম্বা মোমের ভিতর ডিম ফুটাইলে খোলার
ছিদ্র বন্ধ হইয়া যায়। কাজেই ডিম রক্ষা করিবার
উপায় নিত্য সহজ। খোলার উপর কলি চূণ মাখা-
ইলেও এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। বিলাতে বৎসর বৎসর প্রায়
হুই কোটি টাকার মূল্যের ডিম আমদানি হইয়া থাকে।
আহার ভিন্ন সেখানে ইহা অনেক প্রকার শিল্প কাজে
লাগে। আমাদের দেশে ডিম বড় একটা অধিক শিল্প
কাজে লাগে না, ইহাতে কেবল কোন কোন রঙ
ফলানো ও পাখির কাজ হয়।



পাখীরা তা না দিলেও কাননিক তাপ দিয়া ডিম
ফুটানো যায়। ডিম ফুটাইবার বস্তু নিত্য সহজ। (ক)
বাষ্পাধার। ইংরাজিতে উহাকে বরলার (boiler) কহে।
হাড়ীতে সরাসরি ঢাকা দিয়া আগুনের তাপ দিলে হাড়ীর
ভিতর ধুঁয়া জন্মে। ঐ বাষ্পাধারও ঠিক সেই রকম।
প্রথমে জলে আগুনের তাপ দিতে হয়। তাপ লাগিলে
ঐ জল বাষ্প হইতে থাকে। তাহার পর সেই বাষ্প
(খ) নল দিয়া উপরে উঠে। (খ) নলটি ঘরের চারি-
দিক বেড়িয়া পরে গ, ও একটা স্বতন্ত্র ছোট ঘর দিয়া
পুনর্বার বাষ্পাধারের (boiler) সঙ্গে মিশিয়াছে। (খ)
নলের ভিতরে বাষ্প গিয়া ডিম ফুটাইবার আধার গরম
করিয়া তুলে। (চ) নলের দ্বারা বাষ্পাধারে জল ঢালিয়া
দিতে হয়। (ছ) নলের দ্বারা বায়ু নির্গত হইয়া যায়।
বাতাস বাহির করিয়া দিবার তাৎপর্য এই, নলে বায়ু
থাকিলে প্রয়োজনানুসারে বাষ্প বাতাসে পরিণত হইতে পারে
না। জ জ ছোট ছোট পাত্র। ঐ গুলিতে জল থাকে।
এই জল দ্বারা ডিম্বাধারের গরম বাতাসকে আবদ্ধ
মত আর্দ্র ও সিদ্ধ করিয়া রাখে। ক ক পাত্র ডিমগুলি
(খ) নলের নিয়ে সারি সারি সাজাইতে হয়। পাখীর
তলপেট হইতে ডিমে যে তাপ লাগে তাহার পরিমাণ
১০০ ডিগ্রি কেলভিন। (খ) নল হইতেও যে তাপ তাপ
লাগিলে ডিম ফুটিয়া থাকে তাহারও পরিমাণ ১০০
ডিগ্রি। এই রূপ কাননিক তাপ দিলে হাড়ী ও হুঁই
প্রভৃতির ডিম বিশ দিনে ফুটিয়া যায়। অতএব প্রত্যক্ষ

১০০ এক শত ডিম ফুটাইতে আবশ্যক হইলে প্রথম দিন ১০০ টা অণ্ড সারি সারি সাজাইয়া দিবে। আহারের ক্ষিতর বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুগুলি (০০০০০) দেখা যাইতেছে, ঐ বিন্দু অণ্ডের চিত্র। দ্বিতীয় দিবসে, প্রথম দিনের ডিমগুলি নীচের থাকে সরাইয়া উপরে আবার ১০০ ডিম সাজাইবে। এই রূপে প্রতি দিন, পূর্বকার ডিমগুলিকে ক্রমান্বয়ে নীচের থাকে সরাইয়া আনিবে এবং উপরে নূতন ডিম সাজাইয়া দিবে। এই রূপে প্রত্যহ ১০০ একশত করিয়া ডিম সাজাইয়া গেলে একশত দিন হইতে ডিম ফুটিতে আরম্ভ হয় এবং নিত্য একশত করিয়া বাচ্চা জন্মে। ডিম ফুটিলে তিন চারি দিন বাচ্চাগুলিকে গ ঘ ও বরে রাখা আবশ্যক। ঐ বরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ দিলে তাহাই বাচ্চার নিক্ত খুঁটিয়া যায়। তিন চারি দিন পরে বাচ্চাগুলিকে বাহির করিয়া ধাড়ী সুগাঁর কাছে ছাড়িয়া দিবে। পরের সন্তানের যত্ন লইতে ও লালন পালন করিতে সুগাঁর ও ভিত্তিরের মত উত্তম ঠাই আর দেখা যায় না।

পাখীর ডিম স্বস্বাচ্ছন্দ্য ও পুষ্টিকর। অধিক পরিচয়, মানসিক চিন্তা, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি স্থলে ডিম খাইলে বিলম্ব ফল লক্ষ্যে। আমাদের দেশে হিন্দুরা হাঁসের ও কচ্ছপের ডিম খান। মুসলমানেরা সুগাঁর ডিম খাইয়া থাকেন। ইতর জাতিরা অচ্ছাত্র পক্ষীরও ডিম খায়। সিঁহ, ভাড়া এবং ডিমের ডালনা বা কালিয়া সকলে খাইয়া থাকেন। কিন্তু শরীর অধিক দুর্বল হইলে কাঁচা ডিম খাওয়া কর্তব্য। এক পোরা খাঁটা দুধ, একটা নূতন ডিমের কুস্থম এবং কিঞ্চিৎ চিনি একত্র মিশাইয়া প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিবে। ‘কাঁচা’ নাম ওমিরা বাহাদুর খাইতে দুগা বোধ হইবে, তাহার সমুখে ইহা প্রস্তুত করা দেখিবেন না। ভাড়া ডিম খাইতে ইচ্ছা হইলে কলাচ শক্ত করিয়া ফেলিবে না, তাহাতে আঁইসটিয়া গুল করিবে ও খাইতে বিশ্বাস হয়। একটা মাটির পাত্রে কিঞ্চিৎ বৃত্ত দিয়া পাত্ৰটি দুহু তাপে চড়াইবে। বৃত্ত দিকের হইলে তাহাতে একটা ডিম ভাজিয়া সমস্ত কুস্থম ও লালন সাবধানে ঢালিয়া দিবে। অন্ন শক্ত হইলে তাহাতে গোলমরিচ চূর্ণ ও ধূসরামাছ লবণ দিয়া নামাইয়া লইবে। ইহা দেখিতে ঠিক মাগিপোরার মত হয়। ইউরোপীয়েরা যে ডিম ভাজিয়া খান তাহা এই রূপে প্রস্তুত হয়। ডিম ভাজিয়া তাহার গাছা ও করিয়া ভাগ পৃথক পৃথক করিয়া কাটা দিয়া খেয়াইতে হয়। পরে

দুই ভাগকে একত্রিত করিয়া তাহাতে পোয়া, লবণ, লবণ দিয়া সুগন্ধ ঘূতের উপর ঢালিয়া দিলে তাহা ফুলিয়া উঠে। এক পিঠ উত্তম রূপে ভাজা হইলে উটাইয়া দিয়া নামাইয়া লইবে। এক রূপ ডিম ভাজাকে ওমেলেট্ (omellete) বলে।

অনেক প্রকার পীড়ার ডিম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অরবিকারে প্রস্রাব বন্ধ হইলে আমাদের কবিরাজেরা কাল সুগাঁর ডিম মেটেসিন্দ্রের সঙ্গে মিশাইয়া নাতির উপর প্রলেপ দেন। কোন স্থান পুড়িলে সম্যঃ সম্যঃ সেই স্থানে ডিমের কুস্থম মাখাইয়া দিলে উপকার করে। অধিক ক্ষারপ্রবণ ঠাইলে উদরের ভিতর বিব্রজিয়া করে। প্রথমে বমন করাইয়া রোগীকে অণ্ডের লাল ভূতের সঙ্গে খাইতে দিবে। অসময়ে এই উপার করিতে পারিলে পাকস্থলীর বৈজ্ঞানিক বিরুদ্ধিত আর প্রদাহ জন্মিতে পার না। হৃদয় অরবিকার রোগের অবসরোবস্থার নাড়ী ক্ষীণ, ক্ষণবিলম্ব ও চাপা হইলে হৃদয় সঙ্গে অণ্ড মিশাইয়া সেবন করাইলে রোগী সবল হইয়া উঠে এবং নাড়ী সুস্থির ও বলবতী হয়। ডাক্তার ট্যানার অণ্ড মিশ্রণের এই রূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন,—তিনটা নূতন ডিমের কুস্থম ও লালনা অর্দ্ধ পোয়া পরিষ্কার জলে মিশ্রিত করিবে। পরে তাহাতে অর্দ্ধ পোয়া ভাল ব্রাণ্ডী এবং কিঞ্চিৎ চিনি ও জায়ফলচূর্ণ মিশাইয়া লইবে। এই ঔষধ এক কাঞ্চা মাত্রার চার ঘণ্টা অন্তর রোগীকে সেবন করাইবে।

অণ্ড অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য। খাইয়া পরিপাক করিতে পারিলে শরীরে অস্থিরের মত বল হয়। ইহার সমস্ত সারপদার্থটুকু দেহের বিধানোপাদানে পরিণত হইলে এত বলবৃদ্ধি হয় যে, আধসের লিঙ্গ ডিমে ১৬,৪০০ মণ খোকা এক হাত উচ্চে উঠাইবার তেজ জন্মে। কিন্তু আমরা যে সকল সামগ্রী আহার করি তাহার সমস্ত তেজ কাজে লাগে না। তাহার কতক পরিপাক হয়, কতক পরিপাক হয় না। আবার যতটা পরিপাক হয়, তাহারও অধিকাংশ দৈহিক বিধানোপাদানের জন্য পরিপোষণ করিতে ব্যয় হইয়া যায়। শুধু ৫,২৮০ মণ খোকা ভুলিতে যে তেজ আবশ্যক, আধসের লিঙ্গ ডিম খাইলে ততটুকু তেজ জন্মে। আধসের ডিমের কেত-লালার ৩,৬৬৪ মণ খোকা এক হাত উচ্চে উঠাইবার তেজ আছে। কিন্তু সচরাচর ১,৩২৮ মণ খোকা ভুলিবার তেজ পাওয়া যায়। আধসের কুস্থম ১০,২৮৫ মণ খোকা এক হাত উচ্চে উঠাইবার তেজ আছে। কিন্তু

৭,৬৫০ মণ রোকা তুলিবার তেজ পাওয়া যায়। আধ-সের চাউলে ৪৩,৪২০ মণ বোকা এক হাত উচ্চে উঠাইবার তেজ জমিতে পারে। কিন্তু কেবল ৮,৬২৫ মণ বোকা উঠাইবার তেজ জন্মে। [আহার শব্দে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেখ]।

বুঝিয়া দেখিলে অণুই প্রায় সমস্ত জীবিত পদার্থের উৎপত্তির প্রথমাবস্থা। গাছের বীজও এক প্রকার অণু ভিন্ন আর কিছুই নহে। অণুর কুসুমই জীব, বীজের অল্প তরুণ উদ্ভিদের জীবন। অণুর কুসুম খেতলালা খাইয়া প্রাণধারণ করে ও ফল পুষ্ট হয়। অল্প তরুণ বীজের শাঁস খাইয়া জীবন ধারণ করে ও বড় হইয়া উঠে। অতএব অণু ও বীজে অধিক প্রভেদ নাই। [অল্প দেখ]। শাক্তকারেরা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির প্রথমাবস্থাতেও একটা অণোৎপত্তির করণা করেন। মহু-সংহিতায় লিখিত আছে,—

সোহভিধায় শরীরাং স্বাং সিন্ধুক্ৰিবিধা প্রজাং।

অণ এব সমস্কাদৌ তান্ন বীজমবাস্থজং ১।১।৮।

তদণ্ডমভবৈকমং সহস্রাণ্ড সমপ্রভং।

তসিন্ অজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সৰ্গলোকপিতামহঃ ১।১।৯।

সেই পরমাত্মা আপনার শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় চিন্তা করিয়া প্রথমে জলের সৃষ্টি করিলেন এবং সেই জলে শক্তি রূপ বীজ অর্পণ করিলেন। ঐ বীজ স্বর্ণের ভার বিপুল এবং সহস্রাণ্ড দিবাকরের ভায় প্রভায়ুক্ত একটা অণু হইল। তাহা হইতে সৰ্গলোক পিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন।

সাঁওতালেরা বলে, পূর্বে এই জগৎ জল রাশিতে ডুবিয়া ছিল। সেই সময়ে একটা হংস ও হংসী জলের উপর পদ্মদলে বাস করিত। হংসী গর্ভবতী হইলে সাঁওতালদের দেবতা মারংবুরো সেই পক্ষীদ্বয়কে শরবণে লইয়া গেলেন। হংসী তথায় অণু প্রসব করে। সেই অণু হইতে দুই জন মহুঘোর উৎপত্তি হয়। তাহার মধ্যে এক জন পুরুষ ও অল্প জন স্ত্রী। [সাঁওতাল দেখ]।

বাজীকরেরা ডিম দিয়া অনেক প্রকার কোঁতুক দেখাইয়া থাকে। এখানে তাহার কয়েকটা প্রকরণ লিখিত হইতেছে—

১ ডিমমুরাপো।—এক ভাগ লবণার (muriatic acid) এবং ছয় ভাগ জল দিয়া একটা কাচপাত্রে তিন অংশ পূর্ণ করিবে। তাহাতে একটা হংসের ডিম কেনিয়া দিবে। প্রথমে ডিমটা হইতে বাষ্প বাহির হইয়া যায়,

তাহার পর উহা ঘুরিতে থাকে। ডিমের ভিতর কিরিকং একখানি পাতলা চর্ক আছে, লবণপ্রাচীরের ডেবে ঐ চর্ক ছিঁড়িয়া যায়। প্রথম খেতলালা ও কুসুম অল্প অল্প সিক্ত হয়, কাজেই ডিমের সিরে কুসুম কুসুম বৃহৎ বৃহৎ জন্মে। সেই বৃহৎদের অল্প অণুটীর নীচে বাকী হয়, তাই উহা উপরে ভাসিয়া ঘুরিতে থাকে।

২ বাচ্চার গায়ে চিত্র করা।—সমভাগ নিম্নাদল, ভেলা ও সিকা খলে উত্তম রূপ মাড়িলে এক প্রকার কালি প্রস্তুত হয়। সে কালি দিয়া শাদা পায়রার অণুর উপর চিত্র করিয়া রাখিবে। যথাকালে ডিম ফুটিলে ঠিক সেই রূপ চিত্র বাচ্চার গায়ে প্রকাশিত হয়।

৩ কাচের উপর অণুবসানো।—সমান ভূমিতে একখানি কাচ ভাল করিয়া বসাইবে, যেন কোন দিক উচ্চ নীচ না থাকে। তাহার পর একটা লম্বা প্রস্তুত ডিম অনেকক্ষণ পর্যন্ত হাতে করিয়া জোরে নাড়িতে থাকিবে। নাড়িতে নাড়িতে ডিমের কুসুম ও খেতলালা একত্র মিশ্রিত হইয়া যায়। তাহার পর ডিমের মোটা দিক উপরে রাখিয়া সরু মুখ কাচের উপরে বসাইলে অণুটা সোজা হইয়া থাকে। এতদ্বিধা বোতলে ক্ষান্ত ডিম প্রবেশ করানো প্রভৃতি নানা রূপ কোঁতুক আছে।

১০। কুঁটুটাদীনাংগাদিষু পুথত্বাবো বক্তব্যঃ। (কাভ্যারন)। কুঁটুটা প্রভৃতি শব্দের উত্তর অণু প্রভৃতি শব্দের সমাস হইলে পূর্বপদের পুংবৎ ভাব হয়। যথা,—কুঁটুটা অণু, কুঁটুটাণ্ডম্। যুগ্মাঃ কীরম্, যুগ্মকীরম্। কাক্যাঃ শাবঃ, কাকশাবঃ।

অণক (পুং) অণ-কন্ স্বার্থে। অণকোব।

অণকটাহ (স্ত্রী) অণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডং কটাহমিব। ব্রহ্মাণ্ড। কৰ্মভূমি জগৎ।

অণকোটরপুলী, অণকোটরপুলী (স্ত্রী) অণুযিব কোটরে পুষ্পং যতঃ। অজারীক, নীলরান্না। নীলবুলা।

অণকোশ, অণকোব (পুং) অণ্ডত মুকত কোর ইব। মুক। বৃণ। অণ,পেল। বীজপেনিকা। লীমা। কল।

অণক (পুং) অণ্ডাং আরতে অণ্ড-অন্-ত। যথা ডিম হইতে জন্মে (Oviparous)। ব্রহ্মা। পক্ষী। সর্প। মৎস ইত্যাদি।

অণজা (স্ত্রী) যুগ্নাভি। কন্তরী।

অণত্ব, অণত্ব (ত্রি) অণ্ডত্ব-কিপ্। অণ্ড-ক-কিপ্। অণ্ডাং ভবতীতি। অণ্ডাং হুরতে। [অণ্ডী শব্দে বহু সের]। ব্রহ্মা। পক্ষী। সর্প। মৎস ইত্যাদি। যথা অণ্ড হইতে জন্ম প্রদান করে।

অণ্ডাধার (পুং) অণ্ডানি ত্রিযন্তে অসিন্ অণ্ড-ধ-ঘঞ।
জীলোকের গর্ভের দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণ্ড থাকিবার
আধার (ovaries) [ইহার বিবরণ অণ্ড শব্দে দেখ]।

অণ্ডাধারে অর্কুদ অর্থাৎ আব হইয়া থাকে। এই
পীড়া উপস্থিত হইলে ক্রমে উদর বড়; পেটে ও বৃক্কে
শির দেখা দেয়; স্তন্যগল ভারী, কৃষ্ণবর্ণ ও হৃৎপূর্ণ
হইয়া আসে,—ফলতঃ গর্ভের যতগুলি লক্ষণ একে একে
দেখা দিতে থাকে। অনেক স্থলে প্রবীণ চিকিৎসকও
রোগিণীকে দেখিয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন না।
কোথাও অর্কুদ রোগকে গর্ভাবস্থা বলিয়া ভুল হয়;
কোন স্থানে গর্ভাবস্থাকে অর্কুদ রোগ বলিয়া ভ্রম জন্মে।

অণ্ডাধারের অর্কুদ তিন প্রকার। ১ মাংসার্কুদ,
২ কর্কটার্কুদ এবং ৩ কোবার্কুদ। কোবার্কুদই অধি-
কাংশ জীলোকের ঘটে। পীড়ার প্রথমাবস্থায় রোগিণীর
কোন কষ্ট হয় না। ক্রমে মলদ্বারে ও মূত্রাশয়ে ভারবোধ;
কখন কখন জন্মায় বেদনা, পৃষ্ঠে কামড়াইতে থাকে;
মাসিক রজঃ কোথাও বন্ধ হইয়া যায়। কোথাও অনিয়-
মিত সময়ে এক এক বার প্রকাশ পাইতে থাকে। পীড়া
আরও উৎকট হইলে কোষ্ঠবন্ধ, অজীর্ণতা এবং সাধারণ
দৌর্বল্যের লক্ষণ দেখা দেয়।

ঔষধ সেবন দ্বারা এই পীড়ার প্রায় কোন উপকার
হয় না। অনেকে আণ্ডিড অব্ পট্যাশ ও বিরেচক
ঔষধ সেবন করাইয়া থাকেন, কিন্তু এ সকল প্রক্রিয়া
প্রায় নিষ্ফল হয়। অর্কুদ কাটিয়া বাহির করাই আরো-
গ্যের এক মাত্র উপায়। কিন্তু মাংসার্কুদে ও কর্কটা-
র্কুদে অস্ত্রপ্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। বিজ্ঞ চিকিৎসকের
হাতে চিকিৎসার ভার অর্পণ করিবে। অস্ত্রপ্রয়োগ
করিলে সৰল জীলোকেরা আরোগ্যলাভ করে, কিন্তু
হৃৎসল ব্যক্তির প্রায় মৃত্যু ঘটে।

অণ্ডালু (পুং) অণ্ডমস্তি অন্ত অণ্ড-আলুচ্। ডিম্ববিশিষ্ট মৎস্ত।

অণ্ডীর (পুং) অণ্ড-ঈরন্ অণ্ড পুমবদ্যবঃ অন্ত্যাতীতি। সমর্থা
বলবান্ ব্যক্তি।

অং (অব্য) অত-কিপ্। আশ্চর্য্য। শীঘ্র।

অকারের পর ত থাকিলে অকার বুঝাইবে। এইরূপ
যে স্বর বর্ণের পর তকার থাকিবে, তদ্বারা তাহার
পূর্ববর্তী স্বরকে বুঝিতে হইবে। হ্রস্ব স্বরের পর তকার
থাকিলে হ্রস্ব স্বর বুঝিতে হইবে। দীর্ঘ স্বরের পর তকার
থাকিলে তদ্বারা দীর্ঘ স্বর বুঝিতে হইবে। যথা—অং—
অকার। আং—আকার। ইং—ইকার। ঈং—ঈকার

ইত্যাদি। *। তপরন্তৎকালন্ত। পা ১।১। ৭০। ত
যাহার পরে থাকিবে, তাহাতে তৎকালের সংজ্ঞা হইবে
অর্থাৎ তকারের অব্যবহিত পূর্বে হ্রস্ব স্বর থাকিলে হ্রস্ব-
স্বর বুঝাইবে এবং দীর্ঘ স্বর থাকিলে দীর্ঘ স্বর বুঝাইবে।

অৎক (পুং) অত-কন্ অততি গচ্ছতি। *। ইণ্ডীকাপাশ-
ল্যতিমচিভ্যঃ কন্। উণ ৩। ৪৩। এই সকল ধাতুর উত্তর
কন্ প্রত্যয় হয়। পথিক। শরীরের অবয়ব। অৎকঃ
পথিকঃ শরীরাবয়বশ্চ। (ইতি উচ্ছলদত্তঃ)।

অত। বন্ধনে। ইদিং। ভা প; সন্। সেট্। লট্ অততি।
বেদের স্থানে স্থানে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

অত। ভ্রমণে প্রাপণে চ। ভা, প; সন্। সেট্। লট্ অততি।
লিট্ আত। লুঙ্ আতীৎ।

অতএব (অব্য) ইদম্-তসিন্ এব। অস্মাং এব। এই
কারণে, এইজন্ত। অতঃ অর্থাৎ ইহা হইতে এব নিশ্চিত।
এব স্থানে বাক্যলাগ্য 'ই' প্রযুক্ত হয়। যেমন, এই হেতুই।
অতট (পুং) নাস্তি তটং বস্ত, তট্যাতে ভরস্বেণ আহন্ততে
যং ইতি তটম্। আড়লী, যেখানে তট বা তীর নাই।
পর্ষতের উচ্ছদান। প্রপাত। ভূমির অধোভাগ।

অতথোচিত (ত্রি) ন তথারূপমুচিতং। অত্থায়া।

অতদুগ্ধ (পুং) অর্থালঙ্কার বিশেষ। কাব্য প্রকাশে ইহার
এইরূপ লক্ষণ লিখিত আছে,—তদ্রূপানুসূয়ারশ্চেষদন্ত
তৎ স্তম্ভতদুগ্ধঃ। তাহার সদৃশ বর্ণ বা গুণ হইবার
কারণ বিদ্যমান থাকিলেও যেখানে তাহা না ঘটে,
তাহাকেই অতদুগ্ধ কহে। যথা,—

গাজমধু সিতমধু যামুনং কঙ্কলাভমুভয়জ মজ্জতঃ।

রাজহংস! তব সৈব শুভ্রতাচীর্যতে ন চ ন চাপচীর্যতে।

গজার জল স্বেতবর্ণ আর যমুনার জল কাল। হে রাজহংস!
তুমি এই দুই জলেই স্নান করিতেছ, তাহাতে তোমার
বর্ণ কৈ আর ত শাদাও হইতেছে না কিম্বা কালও
হইয়া যাইতেছে না?

এখানে হংসের স্বাভাবিক বর্ণই থাকিল, বর্ণান্তর
উৎপন্ন হইল না, তাই বিষমালঙ্কার হইতে প্রভেদ
থাকিল। অন্তথা বিষমালঙ্কার হইত।

অতদুগ্ধসম্বন্ধজ্ঞান (পুং) ন তন্ত গুণীভূতন্ত সম্যক্ জ্ঞানং
বজ্র। বহুব্রীহি সমাস বিশেষ। মুদ্রবোধের টীকার হুগ্গানাস
লিখিয়াছেন,—তদুগ্ধসম্বন্ধজ্ঞানোই তদুগ্ধসম্বন্ধজ্ঞানশ্চ।
বজ্র সমস্তমানপার্থঃ সমাসবাচ্যে বর্ততে স তদুগ্ধসম্বি-
জ্ঞানঃ। যথা জিলোচনঃ শিবঃ। তদন্তোইতদুগ্ধসম্বি-
জ্ঞানঃ। যথা হতকংসঃ কৃষ্ণ ইতি। অর্থাৎ বহুব্রীহি সমাস

করিলে সমস্তমান, পদার্থ বেধানে সমাসবাচ্যে থাকে, তাহাকে তদ্গুণসম্বন্ধান বলা যায়। যেমন,—ত্রীণি লোচ-
নানি বস্ত স ত্রিলোচনঃ শিবঃ। এখানে সমাসবাচ্যে তিনটী
লোচন রহিয়াছে বলিয়া ইহার নাম তদ্গুণসম্বন্ধান।
আবার হতঃ কংসঃ যেন হতকংসঃ কৃষ্ণঃ। এখানে সমস্ত-
মান পদার্থ হত ও কংস উহা সমাসবাচ্যে কৃষ্ণে নাই,
তজ্জন্ত ইহার নাম অতদ্গুণসম্বন্ধান।

অতন্ত্র (ত্রি) ন তন্ত্রঃ কারণং তদধীনা বিবক্ষা বা যন্ত।
বহুব্রী। কারণশূন্ত, বিবক্ষারহিত। যথা,—তত্ত্বাদিত
উদাস্তমর্দ্ধহৃদম্। পা ১।২।৩২। এই শূত্রের বৃত্তিতে
তট্টোজীকীকৃত লিখিয়াছেন, হৃদগ্রহণমতন্ত্রম্। অবি-
বক্ষিতম্। গ্রহকারের বলিবার ইচ্ছার অবিষয়ীভূত।
অতন্ত্র (ত্রি) নাস্তি তন্ত্রা নিত্ৰা আনন্তং বা যন্ত। নিত্ৰা
রহিত, নিরাশ্রয়।

অতজিত (ত্রি) ন তজ্জা জাতা অস্ত, তারকাদিহাং ইতচ্।
অনলস, অজ্ঞাতনিত্ৰ। [অকুরিত দেখ]। (ত্ৰী) অত-
জিতা। অতজিতা সা স্বয়মেব বৃক্ষকান্ ঘটন্তন প্রৈ-
বগৈর্ধাবর্ধকং। কুমার ৫।১৪। সেই দেবী আলস্ত শূত্র
হইয়া ঘটরূপ স্তনদ্বারা জলধারা চালিয়া সেই ছোট
ছোট গাছগুলিকে পরিবর্ধিত করিয়াছিলেন।

অতপ্ততমু, অতপ্ততন্ (ত্রি) ন তপ্তা ত্রতাদিনা তমুরস্ত।
তপ-কৃত তপ্তঃ। তন্-তত্ত্বতে কৰ্ম্মপাশোহনয়া তমুঃ শরীরম্।
[অতিথদন শব্দে শূত্র দেখ]।

ত্রতাদি দ্বারা বাহার শরীর তাপযুক্ত হয় না। তপ্ত
মূত্রাদ্বারা যাহা চিহ্নিত নহে। ন তপ্তা তপ্তমূত্রয়া তমুরস্ত।
অতর্ক (পুং ত্রি) তর্ক্যতেহেনেন তর্কঃ হেতুঃ অধ্যাহারশ্চ স
নাস্তি যন্ত। বহুব্রী। অহেতুক। শুকতর্কপর। তর্কশূন্ত।
অধ্যাহারতর্ক উহ ইত্যমঃ।

অতর্কিত (ত্রি) ন তর্ক-কৃত। হেতুব্যাপার রহিত। হঠাৎ।
অবিবেচিত, অনাক্ষোণিত। অননুমিত।

অতল (ত্ৰী) অস্ত ভূখণ্ডস্তলম্ পৃষোদরাদিহাং ইদমোহ-
তম্। সপ্তপাতালের মধ্যে এই পৃথিবীর নিম্নে প্রথম
পাতালখণ্ড। সপ্তপাতালের নাম এই,—অতল, বিতল,
সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল। এই সপ্ত-
পাতাল ক্রমাধারে একটার পরে আর একটা নিম্নে নিম্নে
অবস্থিত করিতেছে। মেদিনী প্রভৃতি অভিধানে নাগ-
লোককেই পাতাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—
পাতালঃ নাগলোকে শ্রাদ্ধ বিবরে বড়বানলে। আজি
কালি অনেকে অসুমান করেন যে, আমেরিকা দেশকে

আমাদের শাস্ত্রকারেরা পাতাল বলিয়া উল্লেখ করিয়া-
ছেন। অমরকোশের মতে নাগলোকই রসাতল।

নাস্তি তলঃ যন্ত। বাহার তলা নাই। অত্যন্ত গভীর
(ত্রি)। নাস্তি তলঃ প্রতীক্টা যন্ত। অপ্রতিষ্ঠ, অধ্যাত (ত্রি)।
অতলস্পর্শ (ত্রি) ন তলস্ত অধোভাগস্ত স্পর্শো যন্ত। বহুব্রী।
অগাধ, অতিগভীর।

অতলস্পৃশ্ (ত্রি) ন তলে স্পৃশ্যতে স্পৃশ-কর্ম্মণি ক্রিন্। *।
স্পৃশোহুদকে ক্রিন্। পা ৩।২।৫৮। উদক ভিন্ন
স্ববস্ত উপপদের পর স্পৃশ ধাতুর উত্তর ক্রিন্ প্রত্যয় হয়।
অতলস্পর্শ। আত্মা, আত্মাগ, অত্মাধ, অগাধ। অতলস্পৃশ্
অতলস্পৃগ, অতলস্পৃশো, অতলস্পৃশঃ। *। ক্রিন্ প্রত্যয়স্ত
কুঃ। পা ৮।২।৬২। যে শব্দ ক্রিন্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ
হইয়া থাকে, পদান্ত বিষয়ে তাহার অন্ত বর্ণস্থানে
কবর্গ আদেশ হয়।

অতস্ (অব্য) ইদম্-তসিল্। এই জন্ত, এই হেতু। এটা
ইদম্ শব্দের পঞ্চম্যর্থ প্রযুক্ত হয়। অতো ভবেৎ কারণা-
পদেশনির্দেশোরণি। পঞ্চম্যর্থ, (বিশ্বপ্রকাশঃ)।

অতস (পুং) অত গতো-অসচ্ অততি গচ্ছতি। *।
অভাবি চমি তমি নমিরভিলভিনভিতপিপতিপনিপনি-
মহিভ্যোহিসচ্। উপ ৩।১১৭। অত, অব, চম, তম, নম,
রভ, লভ, নভ, তপ, পত, পন, পণ, মহ,—এই তেরটা
ধাতুর উত্তর অসচ্ প্রত্যয় হয়। অততীত্যাসঃ বায়ুরাশ্বা
চ। (ইতি উজ্জলদন্তঃ)।

বায়ু। আশ্বা। বরুণনির্মিত বস্ত্র। অস্ত্র। অতসঃ
ক্ষৌমঃ প্রহরণং বায়ুশ্চেতি ধাতুযুক্তো। (মাধবঃ)।

অতসী (ত্ৰী) অতস-ভীর্। অতস শব্দ গৌরাদিগণ মধ্যে
পঠিত হইয়াছে, তজ্জন্ত ত্রীলিঙ্গে ভীর্ হইল। [গৌরাদি
দেখ]। তিসী, মসিনা। চণকা, উমা, ক্ষৌমী, রত্নপত্নী,
সুবর্জলা, পিচ্ছল, দেবী, মদগন্ধা, মদোৎকটা, ক্ষুমা,
হৈমবতী, সুনীলা, নীলগুপ্তিকা। বৈদ্যক গ্রন্থে ইহার এই
রূপ গুণ লিখিত হইয়াছে—উষ্ণ, তিক্ত, বাতর, প্লৈয়-
পিত্ত বৃদ্ধিকর। ইহার তৈলের গুণ—মধুর, পিচ্ছল, সন্-
গন্ধ, কষায়। ইহাতে বায়ু, ও কাস নষ্ট হয়। শ্বাহ, উষ্ণ,
ঔষধর, পাকে কষ্ট। [অজান্ত বিবরণ মসিনা শব্দে দেখ]।

তিসী শব্দ অতসী শব্দের অপভ্রংশ। হিন্দী—অতসী।

অতসী শব্দে শব্দবৃদ্ধকেও বুঝায়। শব্দের এবং
তিসীর শব্দে যে বস্ত্র নির্মিত হয়, তাহার নাম ক্ষৌম।

অতসী-কুসুম ভাষা সরি সর্কোতুক।

লভ বতি চকি বোড়া অমনি চাহুক।

কবিবর ভারতচন্দ্র রায়, স্মৃতির বর্ধমান যাত্রাকালে ‘অতসী-কুসুম শ্রামা’—এই রূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া ছেন। বিদ্যাসুন্দরের টীকাকারেরা বলেন যে, এ স্থলে কবির আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ পাইতেছে। কারণ, স্মৃতির কালীভক্ত ছিলেন; কিন্তু যাত্রাকালে দুর্গানাম স্মরণ করা চাই। অতএব ‘অতসী-কুসুম শ্রামা’ বলাতে হরিদ্রাবর্ণ শ্রামা অর্থাৎ দুর্গাকে বুঝাইতেছে, কাজেই স্মৃতির যাত্রাকালে উভয়দিক রক্ষা করিয়াছেন।

এই ব্যাখ্যা আমাদের তত ভাল লাগে না। অতসী-কুসুম শ্রামা অর্থাৎ অতসী ফুলের মত হরিদ্রাবর্ণ কালী বলিলে যেন ‘সোনার পাথর বাটীর’ মত কথাটা বলা হয়। আমাদের বিবেচনায়,—অতসী-কুসুম শ্রামা—এই বাক্যে মসিনাফুলের মত স্নিগ্ধ শ্রামবর্ণ কালী এই রূপ বুঝাইতেছে। যথা মাঘ—তত্ত্বাতসী-স্নন-সমানভাসঃ। ৩। ১৭। মল্লিনাথ ইহার টীকা করিয়াছেন,—অতসী-স্ননে কুমা-কুসুমে সমানভাসঃ তুল্যকাস্তেঃ স্নিগ্ধ-শ্রামস্ত ইত্যর্থঃ। ত্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা স্থলে কবি, অতসী অর্থাৎ মসিনা ফুলের তুল্য স্নিগ্ধ শ্রামবর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন। অতসী-কুসুম শ্রামা—এ স্থলেও স্নিগ্ধ শ্রামমূর্ত্তি বলিলে অর্থ অধিক সঙ্গত হয়। অতসী-কুসুম কিবা অতসী পুষ্প বলিলে হরিদ্রাবর্ণ বুঝাইবার স্থল আছে, কিন্তু তাহাতে বিরোধও অনেক। দুর্গার ধ্যানে উক্ত আছে—অতসীপুষ্পবর্ণাভাঃ সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং। এখানে দুর্গার রূপ শব্দপুষ্পের মত হরিদ্রাবর্ণ এ রূপ বলা বাইতে পারে। কিন্তু দুর্গার ধ্যানের এই স্থানে পাঠান্তর আছে। পুস্তক বিশেষে দেখা যায়—‘তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভাঃ সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং’ এই রূপ ‘অতসীপুষ্প’ স্থানে ‘তপ্তকাঞ্চন’ এই শব্দ আছে। আবার কোম কোম ব্যক্তির মত এই যে,—‘অতসীপুষ্পবর্ণাভাঃ’—এটা নীলদুর্গার ধ্যানের বাক্য। জাহানাবাদ প্রভৃতি বাঙ্গালার স্থান বিশেষে এই রূপ রীতি আছে, বোল বৎসর বয়ঃক্রমে কোন বালিকা গর্ভবতী হইলে সেখানকার লোক বোড়ঙ্গী নীলদুর্গার পূজা করেন। এই নীলদুর্গার ধ্যানে ‘অতসীপুষ্পসঙ্কাশাম্’ বা ‘অতসীপুষ্পবর্ণাভাম্’ এই রূপ শব্দ আছে।

অতসী শব্দে শব্দকে বুঝায় কি না, সে বিষয়েও অনেক বিরোধ। এই বিরোধের স্বরূপান্তর অমরকোশের টীকাকারদের হইতে ঘটয়াছে। অমরে লিখিত আছে—অতসী স্নানম্। স্নান—এস্থলে কোন কোন টীকাকার

কেবল মসিনা ব্যাখ্যা করেন, কেহ কেহ মসিনা ও শব্দ এই উভয় প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

অতসী শব্দে বাঙ্গালার আতুসী নামক এক প্রকার হরিদ্রাবর্ণ ফুলকে বুঝায়। ইহা দেখিতে ঠিক শব্দ ফুলের মত। সংস্কৃত অভিধানকারেরা অতসী শব্দে ঐ ফুল গ্রহণ করেন নাই। যে ফুলকে সচরাচর আমরা ‘অতসী’ বলিয়া থাকি, তাহার প্রকৃত ভাষা নাম বিলবনবন। উদ্ভিদশাস্ত্রবেত্তারা উহাকে ক্রোটালেগেরিয়া সেরিসিয়া (*Crotalaria sericea*) বলেন। ঐ জাতীয় আর এক প্রকার গাছ আছে, সচরাচর তাহাকে আমরা ‘বন-আতুসী’ বলি (*Crotalaria retusa*)। অনেক অসু-সন্ধানও আতুসীফুলের (বিলবনবনের) সংস্কৃত নাম খুঁজিয়া পাইলাম না। তাই অসুমান হয়, উহা আমাদের এ দেশীয় গাছ নহে। শব্দ যে জাতীয় উদ্ভিদ, দুই প্রকার আতুসীও সেই জাতীয়। শব্দের নাম ক্রোটালেগেরিয়া জুনসীয়া (*Crotalaria juncea*)।

অতারী। পঞ্জাবের একটা প্রাচীন নগরের নাম। সিকন্দর শা (Alexander) দিগ্বিজয় করিতে আসিয়া এই নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। এখন নগরের চিহ্ন নাই, স্থানে স্থানে কেবল বড় বড় ইট পড়িয়া আছে। সে ইটের গড়ন এখনকার মত নয়; হাজার বৎসরের ভিতর তেমন ইট দিয়া কেহ গৃহনির্মাণ করেন নাই। তজ্জন্ত বোধ হয় অতারী অনেক দিনের সহর। নগরের চতুর্দিকে পরিধা কাটা; কেন্দ্রের ভিতরে বড় বড় অট্টালিকা ছিল;—সব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অতারী কেন্দ্রের এখনও যে ভগ্নাবশেষ আছে তাহা ১২০০ হাত দীর্ঘ, ৮০০ হাত প্রশস্ত এবং ১২ হাত উচ্চ। কেন্দ্রের মধ্যস্থলে ৩২ হাত উচ্চ একটা মন্দির। আলেকজান্ডারের সময়ে এই নগর মাল্লীরাজাদের অধিকারে ছিল। মাল্লীরাজেরা কে, কতকাল তাঁহারা সেখানে রাজত্ব করিতেছিলেন, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না। গ্রীশের ইতিহাস লেখকেরা বলেন যে, সিকন্দর, ঐ স্থান আক্রমণ করিলে সৈন্তগণ সেই মহাবীরের অস্ত্র-বৃষ্টির সম্মুখে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া সমস্ত ঘর ভলিতে আগুন লাগাইয়া দিল। বড় বড় অট্টালিকা ধূ ধূ শব্দে জলিতে লাগিল, নগরবাসীরা তাহাতেই প্রাণত্যাগ করিল। অতারী মূলতানের সরিকটে, তুলুধ হটতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। আলেকজান্ডার যে নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহার নাম কি, কেহই বলিতে

পারেন না। উক্ত ভগ্ন কেল্লার নিকটে অতারী নামে একটা পল্লী আছে। এই পল্লী অতারীওয়াল শিবদের প্রতিষ্ঠিত। ইহার নাম হইতে ভগ্ন কেল্লাটিকে লোকে অতারী বলিয়া থাকে।

অভাবক (পারসী শব্দ)। শির্কক। পারস্তের রাজবংশ বিশেষ। এই বংশের রাজারা ১১৪৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১২৬৪ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। শেখ সাদী এই বংশের জনৈক রাজার নামে তাঁহার জগদ্বিখ্যাত গুলিস্তান পুস্তক উৎসর্গ করেন।

অতি (অব্য) অত-ই। প্রশংসা। অধিক। প্রকর্ষ। লজ্জন। অতিশয়। ক্রান্ত। পূজন। অসম্ভাবনা, অসম্প্রতি। অতিশব্দঃ প্রশংসার্যং প্রকর্ষে লজ্জনে ইপি চ। নিতান্তাসম্প্রতিক্ষেপবাচকোহপ্যেব দর্শিতঃ। (মেদিনী)। দুর্গাদাস মুক্তবোধের টীকায় অতিশব্দের এই রূপ অর্থ করিয়াছেন,—অতিশয় ক্রান্তিপূজনাসম্ভাবনেষু। অতি-শব্দ, বাইশটা প্রাদি উপসর্গের অন্তর্গত একটা উপসর্গ। কিন্তু অতিক্রম অর্থ বুঝাইলে অতি শব্দের উপসর্গ সংজ্ঞা হয় না। অতিক্রমঃ ফলোদয়েপি কার্যাপ্রবৃত্তিঃ। যথা অতিসিক্তিশালীন। এখানে অতি শব্দ উপসর্গ হয় নাই বলিয়া, সিক্তি ইহার সকার মূর্ধন্ত হয় নাই। কিন্তু এমন স্থলেও অতি শব্দকে অব্যয় বলা যায়।

উপরে লিখিত নানা প্রকার অর্থে অতি শব্দের সঙ্গে সমাস হয়। যথা—

অসম্প্রতি—নিজ্ঞা সম্প্রতি ন বুজ্যতে, অতিনিজ্ঞম্।

অতিশয়—অতিশয়েন রাজা, অতিরাজা।

। *। অত্যাদরঃ ক্রান্তাদৌ দ্বিতীয়য়া। (কাত্যায়ন)। ক্রান্ত প্রকৃতি অর্থে দ্বিতীয়ান্ত পদের সঙ্গে অতি প্রভৃতি অব্যয়ের সমাস হয়। অতিক্রান্তো মাল্যম্, অতিমালঃ।

অতিকথ (ত্রি) অতিক্রান্তঃ কথাম্। কথনের অমোগ্য, অপ্রচ্ছন্ন, নষ্ট। নষ্টধর্ম।

অতিকথা (স্ত্রী) অত্যাৎকটা কথ্য। ব্যর্থ বাক্য, অত্যাৎকট রণন।

অতিকন্দক (পুং) অতিরিক্তঃ কন্দো যন্ত। হস্তি কন্দবৃক্ষ।

অতিকর্ষণ (ত্রি) অত্যন্তং কর্ষতি কৃৎ-লুট্। অত্যন্ত তাপ-দায়ক। অত্যন্ত আকর্ষক।

অতিকল (ত্রি) অতিক্রান্তঃ কশাম্ কশাঘাতমুরজ্য খেচ্ছা-হুসারেণ প্রবৃত্ত্বাৎ। হুট্ অষ। বে বোড়াকে চাবুক মারিয়াও দমন করা যায় না।

অতিকার (ত্রি) অত্যাৎকটঃ কারো যন্ত। বিকটাকার

দেহ, বাহার প্রকাণ্ড শরীর। রাবণের পুত্র। ধনুমানিনী নিশাচরীর গর্ভে তাহার জন্ম। অতিকার বিকৃতকৃৎ হিঙ্গ, তজ্জন্ত রামের সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই। সে লক্ষণের হাতে হত হয়।

অতিকূষ (ত্রি) অতি-কূল রাশিকরণে-ব কিং। অতিশয় লোমযুক্ত।

অতিকৃচ্ছ (স্ত্রী) অতিক্রান্তঃ কৃচ্ছঃ প্রোজাপত্যঃ তদধিক-কষ্টসাধ্যাৎ। অত্যাতি-তৎপুরুষ। স্বাদশ রাজ সাধ্য কঠিন প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ।

অতিকৃত (ত্রি) মর্যাদাতিক্রমেণ কৃতম্। অত্যা-তৎ। মর্যাদাতিক্রম দ্বারা কৃত পদার্থ।

অতিকৃতি (স্ত্রী) মর্যাদাতিক্রমেণ কৃতিঃ, অতি-কৃ-ক্ৰিন্। অত্যা-তৎ। মর্যাদাতিক্রমদ্বারা করণ। পঞ্চবিংশতি অক্ষর যুক্ত ছন্দোবিশেষ। ২৫ অতিকৃত্তো। ৩৩৫৫৪৪৩২। ক্রৌঞ্চপদা—তমো স্তো নননা নৃগাবিষ্-শরবহুনিবি-রতিরিহ ভবেৎ। (বৃহত্সম্বাক্ষঃ)।

অতিকেশর (পুং) অতিরিক্তানি কেশরাণি যন্ত। বহুব্রী। কুজবৃক্ষ।

অতিক্রম (পুং) অতি-ক্রম-যঞ্। নোদাস্তোপদেশভেতি, ন বৃদ্ধিঃ। অত্যা-তৎ। ক্রমোলম্বন, অতিপাত, উপাত্যর, পর্যায়। পর্যায়োহতিক্রমতঃস্মরতিপাত উপাত্যরঃ। (ইত্যমরঃ)। অতি-ক্রমু পাদবিক্ষেপে-লুট্ ভাবে। অতি-ক্রমণ (স্ত্রী)। অতি-ক্রম-ক্, অতিক্রান্ত, (ত্রি)। অতি-ক্রম-ক্ৰিন্, অতিক্রান্তিঃ, (স্ত্রী)। অতি-ক্রম-গৃল্, অতিক্রামক, (ত্রি) অতিক্রমকর্তা।

অতিক্রুৎ (পুং) অতি-ক্রুৎ-ক্। প্রাদি সমাসঃ। তত্রোক্ত মন্ত বিশেষ। ঐ মন্ত আটাইশ কিম্বা একত্রিশ অক্ষরে গ্রথিত। (ত্রি)। অতিশয় কোপাধিত। *। কৃগতি-প্রোদরঃ। পা ২। ২। ১৮। কৃ শব্দ এবং গতিসংজ্ঞক শব্দ (প্র আদি উপসর্গ ক্রিয়াযোগে, উরী আদি, টি ও ডাচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্রিয়াযোগে গতিসংজ্ঞক হয়) এবং প্র আদি শব্দের সমর্থের সঙ্গে অর্থাৎ বাহাতে একাধ ভাব বুঝাইতে পারে এমন শব্দের সঙ্গে নিত্য সমাস হয়। অতিক্রুর (পুং) অতিশয়েন ক্রুরো বক্রঃ। প্রোদ্রি-স-। ক্রুরো বক্র। বক্রগতিযুক্ত বদল এবং শনিগ্রহ। তত্রোক্ত ত্রিশ অথবা তেত্রিশ অক্ষর সম্বলিত মন্ত। (ত্রি) অত্যন্ত কুটিল। অত্যন্ত কঠিন।

অতিগত (পুং) অতিরিক্তঃ গতাঃ। অত্যাতি-স-। সাভাইশটী যোগেব মধ্যমঃ ক্রী যোগঃ। বহু-সমাসঃ। (ত্রি)।

অতিরিক্তো গণ্যেযত। বহত্ৰী। গলগণ্ডমোগযুক্ত। বড়গণ্ড
যুক্ত। অতিগণ্ড যোগভেদে বৃহদগণ্ডে তু বাচ্যবৎ, মে।

অতিগণ্ডযোগে ক্রয়গ্রহণ করিলে পুরুষ, বৈদলিন্দক,
ধূর্ত, কৃত্র, গলরোগযুক্ত, লোমবস্ত্র এবং দীর্ঘাকার হয়।

অতিগন্ধ (পুং) অতিশয়িতো গন্ধো বস্ত্র। প্রাদি বহত্ৰী।

চম্পকবৃক্ষ, চাঁপা গাছ। ভূততৃণ। মুলাগর বৃক্ষ। গন্ধক।

(ত্রি) অতিশয় গন্ধযুক্ত।

অতিগন্ধাসু (পুং) অতিগন্ধ-আনুচ্ মত্বার্থে। পূজ্যদাতৃত্ব।

অতিগর্কিত (ত্রি) অত্যন্তঃ গর্কিতঃ। অত্যন্ত অহঙ্কৃত।

অতিশয় গর্বযুক্ত, সমুদ্রজ।

অতিগব (ত্রি) অতিক্রান্তঃ গাং বৃদ্ধা। অতি-গো-টচ্। *

গোরতন্ত্রিতলুকি। পা ৫। ৪। ৯২। তন্ত্রিত অর্থের তন্ত্রিত

প্রত্যয়ের যদি লুক্ না হয় তবে তৎপুরুষ সমাসে
গো শব্দ পরে থাকিলে তাহার উত্তর টচ্ প্রত্যয় হয়।

অত্যন্ত মূর্খ। অতিক্রান্তো গাং বাচম্ ইন্দ্রিয়ম্ বা।

ব্যাধ্যাতীত। ইন্দ্রিয়ের অগোচর।

অতিগহ্বর (ত্রি) অতিক্রান্তো গহ্বরঃ দুর্কোদধেয়ম
প্রবেশাযোগ্যত্বাৎ। দুর্বোধঃ; অতিগহন, যাহার ভিতর
সহজে প্রবেশ করা যায় না।

অতিগুণ (পুং) অতিশয়িতো গুণঃ। অতিশয় বিনয়াদি

গুণ। অতিক্রান্তো গুণং (ত্রি)। গুণহীন। অত্যাং ১০।

অতিশয়িতো গুণো বস্ত্র, প্রাদি বহত্ৰী। (ত্রি) উত্তমগুণ
যুক্ত। সদগুণাধিত।

অতিগুরু (পুং) অতিশয়িতো গুরুঃ। অত্যন্ত পূজনীয়
ব্যক্তি; পিতা, মাতা, ও আচার্য্য। (ত্রি)। অত্যন্ত
ভারি দ্রব্য। ত্রী—ঙীপ্ বা অতি গুর্বা।

অতিগুহা (ত্রী) অতিক্রান্তো গুহাং পত্রস্ত মধ্যে ব্যবচ্ছেদ-
ত্বাৎ। গুপ্তিগণী বিশেষ, ছোট চাকুলিয়া।

অতিগ্রহ (ত্রি) অতিক্রান্তো গ্রহম্ জ্ঞানম্। অতি-গ্রহ-
অপ্। *। গ্রহবৃদ্ধিশক্তিগমক। পা ৩। ৩। ৫৮। এই সকল

ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় হয়। অতিশয় দুর্বোধ। অতি-
শয়িতো গ্রহো স্ব স্ব বিষয়স্ত জ্ঞানং যোবাং। বিষয় গ্রাহক

ইন্দ্রিয়াদি। অতিশয়িতো গ্রহো জ্ঞানম্ (পুং) সম্যক্
জ্ঞান। উত্তম জ্ঞান।

অতিগ্রাহ (পুং) অতিশয়িতো গ্রাহঃ। অতি-গ্রহ-বজ্ করণে।

পান পাত্র। জ্যোতিষ্টোমযোগে তিনটি অতিগ্রাহ পাত্রে
অগ্নি, ইন্দ্র এবং সূর্য্যকে পূজা দেওয়া হয়। তদ্ বদ্

এমান্ অত্যগুরুতঃ উত্তমদিগ্রাহা ন্যমঃ। (শান্তিপথ
ব্রাহ্মণ)। অতিশয়িতোগ্রাহঃ। অতি-গ্রহ-কর্তৃনি প। বৃহৎ

হাসর। *। বিভাষা গ্রহঃ। পা ৩। ১। ১৪০। গ্রহ ধাতুর
উত্তর বিকরে ণ এবং অচ্ প্রত্যয় হয়। গ্রহ-ণ গ্রাহ—জল-
জন্ম, হাসর। গ্রহ-অচ্ গ্রহ—জ্যোতিষের স্রবি প্রভৃতি
নবগ্রহ।

অতিগ্রী (ত্রী) অতিশয়েন হস্তি দুঃখং হন-টচ্। [অকৃতদ্র-
শব্দে হৃজ দেখ]। স্ত্রের অবস্থা বিশেষ।

অতিচরা (ত্রী) অতিক্রম্য স্বহানং কলাশয়ং চরতি।

অতি-চর-অচ্। পদ্মচারিণী বৃক্ষ। স্থলপদ্মিনী। (ত্রি)

অতিক্রমকারী। অব্যাহতিচরা পদ্মা চারটা পদ্মা-
রিণী। (ইত্যমরঃ)।

অতিচার (পুং) স্বভোগকালমতিক্রম্য উল্লভ্য চারঃ রাশ-
স্তরগমনং। কুজ প্রভৃতি পঞ্চগ্রহের স্ব স্ব ভোগকাল

সমাপ্ত না হইতে অস্ত্র রাশিতে গমন। ঐ সকল গ্রহ যে
রাশি ভোগ করিতেছে, তাহার ভোগকাল শেষ না

হইতেই যদি পূর্ক রাশিতে গমন করে, তবে তাহাকে
বক্রাতিচার কহে। আবার পর রাশিতে গমন করিলে

তাহাকে অতিচার কহে। অতিচার কিবা বক্রাতিচারের
পর বৃহস্পতি পুনর্কর পূর্করাশিতে ফিরিয়া না আসিলে,

তাহাকে মহাতিচার কহে। [অকাল দেখ]। অতিক্রম
করিয়া গমন।

অতিচারিন্ (ত্রি) অতি-চর-বিহুণ্। যে গ্রহ ভোগকাল

সমাপ্ত না হইতে অস্ত্র রাশিতে গমন করে। যে অতিক্রম
করিয়া বা অতিশয় গমন করে। সম্প্রচারিতো বিহুণ্

স্যাৎ তাচ্ছীক্যাদিবু। [পা ৩। ২। ১৪২। দেখ]।

অতিচ্ছত্র (পুং) অতিক্রান্তচ্ছত্রম্ তৎসাদৃশ্তেন। ভূত

তৃণ। জলতৃণ বিশেষ। বক্রবর্ণ কুলেখাড়া। কাটছাতি।

ছাতিয়া। ভূঁইছাতি। পোয়ালছাতি। তালমাখনা।

(Hygrophila spinosa)। [কুলেখাড়া দেখ]। ছত্রা

হতিচ্ছত্র পাল্লের মালাতৃণকভূতৃণে। (ইত্যমরঃ)।

অতিচ্ছত্রক (পুং) অতিচ্ছত্র-স্বার্থে কন্। ছত্রবৃক্ষ, ছাতা-

রিয়া বিব। ইহার মূলে ও গায়ে বচের বড় আল রস।

বতাস্তরে সুল্ফা গাছ।

অতিচ্ছত্রা (ত্রী) অতিচ্ছত্র-টীপ্। মোরী। শতপুষ্পা

দ্রিতচ্ছত্রাতিচ্ছত্রা মধুরা মিসিঃ। অম্বাকপুষ্পী, কারবী

(ইত্যমরঃ)। [মোরী দেখ]।

অতিচ্ছন্দস্ (ত্রী) অতিক্রান্তচ্ছন্দঃ। হ্রস্বোবেদোহতি-

প্রায়শ্চ তমতিক্রান্তঃ। বৈদ্যক কর্তৃহীন। অতিক্রান্ত

অতিপ্রায়। বৃদ্ধাহারীর্ণবিদ্যাস. বিশেষ। [অচ্ছন্দস্

শব্দে হৃজ দেখ]।

অতিজগতী (জী) অতিক্রান্ত জগতীং । হ্রস্বাবিশেষ ।
তেরটা অক্ষর বিশিষ্ট হ্রস্বাবিশেষের নাম । ১৩। যথাতি-
জগত্যাং (৮১৯২ পিঙ্গল) । তুরগরসযতির্নৌজতোগঃ
কমা ১, দ্রৌজ্ঞৌগজিনশয়তিঃ প্রহর্ষিণীরং ২ ইত্যাদি ।
(বৃন্তরস্বাকরঃ) । (জি) যে জগৎকে অর্থাৎ সংসারকে
অতিক্রম করে (পুং স্ত্রী । হ্রস্ব) । * । হ্যতিগমি-
জুহোতীনাং যে চ । (কাতায়ন) । গম-কিপ্ গচ্ছতীতি
জগৎ । জী-ভীপ্ জগতী । শাকটায়নের মতে গমেজ-
গাদেশঃ (বর্তমানে শত্বৎ) ইতি জগৎ (পুং-স্ত্রী) ।

অতিজব (জি) অতিশয়িতো জবো বেগো যন্ত । বহব্রী ।
অত্যন্ত বেগবান্, অতিশয় দ্রুতগামী । জজ্বাল । জজ্বিল ।
অতিশয়িতো জবঃ । প্রাদি-তৎ । অতিবেগ ।

অতিজাগর (পুং) অতিশয়িতো জাগরো নিদ্রারাহিত্যং
যন্ত । বহব্রী । নীলবর্ণ বক পক্ষী, কাল বক । (জি) যে
অত্যন্ত জাগিয়া থাকে । জাগরা সম্প্রতি ন ব্রূজ্যতে
অতিজাগরম্ (অব্য) জাগরণের অযোগ্য সময় । * ।
জাগরণেরকারো বা । (কাতায়ন) । পক্ষে শঃ । জাগ
ধাতুর উত্তর অকার হয় পক্ষে শ হয় । জাগরা জাগর্যা ।

নীলবকে সচরাচর 'কোয়াবক' বলা যায় । ইহা
দেখিতে প্রায় ছোট কোঁচবকের মত । পালক সম্পূর্ণ
নীল নহে, কিঞ্চিৎ নীলের আভাযুক্ত । ইহারারাত্রি-
কালে ডাকিতে ডাকিতে চরিয়া বেড়ায়, তজ্জন্ত ইহাদের
নাম—অতিজাগর । রাত্রিকালে অল্প শীতের পর ঘুস-
ঘুসে জর আসিলে, কেহ কেহ এই বকের নথ গলায়
বাধিতে বলেন ।

অতিভীন (স্ত্রী) অতিক্রান্ত ভীনং প্রচণ্ড গমনং । অত্যা-
তৎপু । পক্ষীদের প্রচণ্ড গমন, পক্ষীদের অতি দীর্ঘ
গমন । নভোগমন ভীঙ্-ক্ত ভীনং । * । ওদিতন্ড । পা ৮ ।
২ । ৪৫ । গণ পাঠকালে যে সকল ধাতু ওকার সংশ্লিষ্ট
থাকে, তাহাদের উত্তর নির্ধারণ তর্কার স্থানে নকার হয় ।
ওদিতন্ডে ভীঙঃ পাঠসামর্থ্যাদেট্ । (ভট্টোজি) । ও ভীঙঃ
নভোগন্তৌ ইতি কাব্যকামধেয়ঃ ।

অতিভরাম্ অতিভরাম্ (অব্য) অতি-ভরম্, অতি-ভরপ্ ।
অত্যন্ত । নিভরাম্ ।

অতিভার (জি) অতিশয়িতভারঃ । মুস্তাধির অতিশয়
গুরু । অতিশয় উচ্চর (পুং) । (জি) উচ্চরযুক্ত ।
অতিশয় বিস্তৃত মুস্তা বিশিষ্ট ।

অতিভীক (জি) অতিশয়েন ভীকস্তীত্রসো যন্ত । বহব্রী ।
সজ্জিনা । মরিচাদি । (জি) অতিশয় ভীবা । ভীক-রম্

ভীক । * । ভীকৈর্ভীক্য উৎ ৩ । ১৮ । ভীক ধাতুর উত্তর
মন্ প্রত্যয় হয় এবং ইকার দীর্ঘ হইয়া থাকে ।

অতিভীত্রা (জী) অতিশয়েন ভীত্রা ভীক্কা । গওক্কা ।

অতিথি (পুং) অততি গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি অন্ত-ইথিন্ । * ।
অতেরিথিন্ । উৎ ৪ । ২ । জী-ভীপ্ অতিথী । চলিত বাংলা-
লার অতিথ্ বলা যায় । আগন্তুক, আবেশিক, গৃহাগত,
অভ্যাগত । ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত কিবা ভোজ্যাদির
অন্ত বিনা আহ্বানে যে গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হয় ।
শাস্ত্রকারেরা অতিথির এই রূপ লক্ষণ করিয়াছেন—
যন্ত ন জায়তে নাম ন চ গোত্রঃ ন চ স্থিতিঃ ।

অকস্মাৎ গৃহমায়াতি সোহতিথিঃ প্রোচ্যতে বৃধৈঃ ।

যাঁহার নাম, কি গোত্র কিবা বাসস্থান কেহ জানেন
না, যিনি অকস্মাৎ গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন, পণ্ডি-
তেরা তাঁহাকেই অতিথি বলেন । হিন্দুদের মতে অতিথি
সেবার পরম ফল । মূর্খই হউক আর শত্রুই হউক,
বাটীতে অতিথি আসিলে বয়স্করূপে তাঁহার সেবা
শ্রদ্ধা করিবে । গৃহে অতিথি আসিলে কোন কারণে
তাঁহাকে বঞ্চিত করিবে না । শাস্ত্রকারেরা বলেন—

অতিথিযন্ত ভয়াশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে

স তন্মৈ হৃদ্যং দম্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ।

অতিথি নিরাশ হইয়া কাহারও বাটী হইতে কিরিয়া
গেলে, সে অতিথি আপনার পাশ দিয়া গৃহস্থের পুণ্য
লইয়া চলিয়া যায় ।

সূর্য্যবংশীর কুশরাজের অতিথি নামে এক পুত্র
ছিলেন ।

অতিথিপরিচর্যা (জী) অতিথিঃ পরিচর্যা, ৬-তৎ ।

অতিথি সেবা । * । পরিচর্যাপরিসর্ব্যাযুগরাট্যাট্যামা-
পসংখ্যানম্ । (কাতায়ন) । এই সকল শব্দ জাবে শ
প্রত্যয় দ্বারা নিম্নরূপ হয় এবং নিপাতনে বকার বিধান
হইয়া থাকে । যথা—পরি-চর-বক-শ পরিচর্যা পূজা ।
পরি-স্ব-বক-শ পরিসর্ব্যা পরিসরণং, এখানে শব্দগুণ
হইয়াছে । যুগ-গিচ-বক-শ যুগরা । এখানে গিচের লোপ
হইয়াছে । (যুগ অর্থেবণে চুরাদাবদন্তঃ অতো লোপা-
ভাবো হপি শে যকি নিলোপঃ) । ইতি অটোত্তো সে
বকি ট্যশব্দ দ্বিঃ পূর্বভাগে বকারনিবৃত্তিরিচ্চ
অট্যাট্যা । (ভট্টোজি) ।

অতিথিপূজা (জী) অতিথিঃ পূজা, ৬-তৎ । অতিথিসেবা ।

। * । চিতিপূজিকথিকৃষিকর্ষক । পা ৩ । ১ । ১০৫ । এই
সকল ধাতুর উত্তর অণ্ড প্রত্যয় হয় । পূজি-শব্দ পূজা ।

অতিদান (ক্লী) অতিশয়িতং দানম্। প্রাদি স০। বহুদান, অপরিমিত দান। অতিদানে বলির্কৃৎ: অতিমানে চ কোরবাঃ। অতিক্রমে হতা সীতা সর্বমত্যস্তগহিতম্। অতিদিষ্ট (ত্রি) অতি-দিশ-কৃত। অতিদেশ বিশিষ্ট। যেখানে অল্প ধর্মের আরোপ করা হইয়াছে। যথা—‘অমায়াং পিতৃভ্যো দদ্যাৎ।’ অমাবস্যার পিতৃলোকের শ্রদ্ধ করিবে। প্রকৃতিবৎ বিকৃতি: কর্তব্য। বিকৃতিকার্য প্রকৃতির ন্যায় করিবে। এখানে অমাবস্তা ভিন্ন অল্প শ্রদ্ধগুলি অতিদিষ্ট হইল।

অতিদীপ্য (পুং) অতিশয়েন দীপ্যতে অতি-দীপ-ঘৎ কর্তরি। রক্তচিত্রক, লালচিতা, রাঙচিতা। [চিতা দেখ]। অতিদেব (পুং) অতিক্রান্তো দেবান্। অতিক্রা-তৎ। রক্ত। সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ।

অতিদেশ (পুং) অতিমিশ্রিত অর্গো অনেন বা ইতি কর্মণি করণে বা অতি-দিশ-ঘঞ। স্ববিষয়মতিক্রম্য উল্লঙ্ঘ্য অল্পত্র দেশ: উপদেশ:। অতিক্রা-তৎ। অল্প ধর্মের অল্পত্র আরোপ।

অল্পত্রৈব প্রণীতায়: কুংস্রায় ধর্মসংহতে:।

অল্পত্র কার্যত: প্রাপ্তিরতিদেশ: স উচ্যতে।

এক স্থানের প্রণীত ধর্মের কার্যদ্বারা অল্পত্র প্রাপ্তি হইলে, তাহাকে অতিদেশ বলা যায়। যেমন—‘অক্ষ-যোদকদানন্ত অর্ধ্যাদানবদিধ্যতে।’ শ্রাদ্ধে পিওদানের পর স্নাত মধু ও তিলযুক্ত যে জল দিতে হয়, তাহার নাম অক্ষযোদকদান। যেমন করিয়া অর্ধ্যাদান করিতে হয়, সেই রূপে অক্ষযোদকদানও করিবে। অর্থাৎ পার্শ্ব শ্রাদ্ধে পিতাদি ষট্পুরুষকে যেমন ছয়টি অর্ধ্য পৃথক পৃথক করিয়া দিতে হয়, অক্ষযোদকও তক্রপ পৃথক পৃথক করিয়া দেওয়া চাই। পার্শ্ব শ্রাদ্ধে অন্নদান প্রভৃতি কতকগুলি কার্য পৃথক পৃথক রূপে না করিয়া একপাত্র (এক খোলায়) ও এক বাকেই উৎসর্গ করার বিধি আছে, এই হেতু অর্ধ্যাদানের স্থায় অক্ষযোদক-দানের পৃথক দান রূপ ধর্মের অতিদেশ ঘটিল। পুনশ্চ, ‘মাতামহানামপোবং শ্রাদ্ধং কুর্যাদ্বিচক্ষণ:।’ বিচক্ষণ ব্যক্তি মাতামহাদির শ্রাদ্ধ পিতাদি শ্রাদ্ধের স্থায় করিবেন। এখানে মাতামহাদির শ্রাদ্ধ পিতাদিশ্রাদ্ধের সদৃশ বিহিত হইল বলিয়া এটীও আতিদেশিক কার্য। তত্ত্বরত্নাকর, কর্তা বলেন,—যে শ্রাদ্ধ দ্বারা পূর্বোক্ত রূপ ধর্মের অতিদেশ দেওয়া যায়, তাহার নামও অতিদেশ। যথা, ‘প্রকৃত্যং কর্মণো যদ্বাস্তং সমানেবু কর্মসু।’ ধর্মোহতিমিশ্রিত্তে যেন

সোহতিদেশ ইতি স্মৃত:। ‘প্রকৃতিবিকৃতি: কর্তব্য।’ বিকৃতিকার্যটি প্রকৃতির স্থায় করিতে হয়। অমাবস্তা শ্রাদ্ধ প্রকৃতি তত্ত্ব সন্মত শ্রাদ্ধই বিকৃতি। এখানে প্রকৃতিবৎ এই শ্রাদ্ধটী দ্বারা অল্পত্র তাহার ধর্ম অতিদিষ্ট হইল বলিয়া ঐ শ্রাদ্ধটীই অতিদেশ।

অতিদেশ পাঁচ প্রকার। ১ শাস্ত্রাতিদেশ। ২ কার্য্যাতি-
দেশ। ৩ নিমিত্তাতিদেশ। ৪ সংজ্ঞাতিদেশ। ৫ রূপা-
তিদেশ। সংস্কৃত ভাষায় ইব কিম্বা বৎ এই রূপ সাদৃশ্য বাচক শব্দ দ্বারা অতিদেশনির্গত হয়। বৈদিক কর্মের স্থায় ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে এবং লৌকিক ব্যবহারেও অতি-
দেশ আছে। পূর্বোক্ত শাস্ত্র গুলি শাস্ত্রাতিদেশ। তৎ-
প্রতিপাদ্য কার্য গুলি বৈদিক কার্য্যাতিদেশ।

ব্যাকরণ শাস্ত্রে,—‘ইগদিক’ এটী রূপাতিদেশ। কর্মবৎ কর্মণা তুল্যক্রিয়:। পা ৩। ১। ৮৭। এবং ‘পুষ্-
দিত্যাদি’ কার্য্যাতিদেশ। ‘গিহৎ’ এটী নিমিত্তাতিদেশ। ব্যপদেশিবদ্ভাব ইত্যাদি সংজ্ঞাতিদেশ। লৌকিক, গোর
স্থায় গবয় জাতি,—এটী রূপাতিদেশ। অতএব সকল
উপমা স্থলেই প্রায় অতিদেশ বাক্য ঘটয়া থাকে। বৈদ্য-
করণেরা—‘আতিদেশিকমনিত্যম্’,—অতিদেশ লক্ষ কার্য
অনিত্য এই গ্রন্থানুসারে কোন কোন স্থলে বাধ দেখা-
ইয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ—ইগদিক: এই বলিয়া ইক
ধাতুর কার্য সর্বত্র ইগ ধাতুর স্থায় হওয়া উচিত। কিন্তু,
স সীতমোরাদবয়োরধীয়ন্। ভট্টি ৩। ১৮। এই শ্লোকে
ঐ গ্রন্থানুসারে শত্ৰুপরে ইক ধাতুস্থানে য আদেশ হয়
নাই, তাহা হইলে অর্ধ্য এই প্রকার রূপ হইত। কিন্তু,
শত্ৰুপরে ইগ ধাতুস্থানে য হইয়া থাকে। যথা,—উদ্যাদা-
দিত্যসঙ্কাসম্ ইত্যাদি।

অতিধ্বন্ (পুং) অত্যাৎকৃষ্টঃ ধ্বংসস্ত। প্রাদি বহুব্রী। *।
ধ্বংস। পা ৫। ৪। ১৩২। অন্তে ধ্বং: শব্দ থাকিলে
বহুব্রীহি সমাসে তাহার উত্তর অনঙ্ আদেশ হয়। উত্তম
ধ্বংসের যোজ্য। অতিক্রান্তঃ ধ্বংসঃ তন্মাম মরুৎ। (ত্রি)
মরুতুল অতিক্রমকারী। অতিধ্বা, অতিধ্বানো, অতি-
ধ্বানঃ। ধনি-উ, ধ্বতে হস্ততে হনেনেতি ধ্বং: শব্দ-
বিশেষ:। *। ভৃগুপীতুচরিতংসরিতনি ধনিমি মস্জিভ্য
উঃ। উণ ১। ৭।

অতিধৃতি (ক্লী) অতিক্রান্তা ধৃতিম্। অতিক্রা-তৎ। উনিশ
অক্ষর যুক্ত ছন্দোবিশেষ ১৯। অধাতিধৃতৌ। ৫২৪২৮৮।
সূর্য্যাবৈমসকৃত্তা সত্তরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতং। ১
ইত্যাদি (বৃত্তরত্নাকর:)। ধৃতিছন্দে আঠারটি অক্ষর;

অতিধৃতিচ্ছন্দে তাহার চেয়ে একটি অক্ষর অধিক। (ত্রি)
ধৈর্য্য অতিক্রমকারী। অধৈর্য্য। অসম্ভৱ।

অতিনিহারিন্ (ত্রি) অতিশয়েন নিহরতি সমাকর্ষতি
অবশ্যং মনঃ। অতিনিহারী অত্যন্ত সমাকর্ষী (ইতি মহে-
শ্বরঃ)। অত্যন্ত সুগন্ধ, মনোহর গন্ধ, আমোদ, সমাকর্ষী।
অতিনিদ্রম্ (অব্য) নিদ্রা সশ্রুতি ন যুক্ত্যতে। অব্যয়ীভাব।
নিদ্রার অযোগ্য কাল। অতিক্রান্তঃ নিদ্রাম্ (ত্রি)
নিদ্রাতিক্রমকারী। নিদ্রারহিত। অতিশয়িতা নিদ্রা
(স্ত্রী) দীর্ঘনিদ্রা। অতিশয়িতা নিদ্রা অশ্রু (ত্রি)
দীর্ঘনিদ্রা যুক্ত।

অতিমু (ক্লী) অতিনৌ (পুং-স্ত্রী) অতিক্রান্তঃ নাবঃ।
অতিক্রাণ-তৎ। অতীতা নৌর্গেণ। অতিক্রাণ-বহত্ৰী।
অতীত নৌক। নৌকাতে উত্তীর্ণ কিম্বা নৌকা ব্যতি-
বেকে ভেলাদ্বারা অথবা সস্তরগদ্বারা পারগামী। ক্লীব-
লিঙ্গে অতিমু এই প্রকার রূপ হইবে এবং পুংলিঙ্গে ও
ক্লীলিঙ্গে অতিনৌ এই প্রকার রূপ হইবে। [অতিরি-
শব্দে হ্রস্ব হইবার সূত্র দেখ]।

অতিপতন (ক্লী) অতিক্রম্য পতনম্। অতিক্রাণ-তৎ।
অতায়। অতিক্রমণ।

অতিপত্তি (স্ত্রী) অতিক্রম্য পত্তিঃ পতনম্। অতিক্রাণ-তৎ।
অতি-পত-ক্তিন। অতিক্রম। অতিপতন অতি-পদ-ক্তিন্।
অনিম্পত্তি ১*। যথা—লিঙ্ নিমিত্তে লৃঙ্ ক্রিয়াতি-
পত্তৌ। পা ৩। ৩। ১৩৯। হেতু হেতুমত্বাবাদি লিঙ্
নিমিত্তঃ তত্র ভবিষ্যত্বার্থে লৃঙ্ জ্ঞাৎ ক্রিয়ায়ানি-
ম্পত্তৌ গম্যমানায়াম্। লিঙ্ প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত
অর্থাৎ কার্য্যাকরণভাব বিদ্যমান থাকিলে ক্রিয়ার অতি
পত্তি অর্থাৎ অনিম্পত্তি বুঝাইলে ভবিষ্যৎ অর্থে লৃঙ্
বিহিত হয়।

অতিপত্র (পুং) অতিশয়িতঃ বৃহৎ পত্রমশ্রু। প্রাদি বহত্ৰী।
হস্তিকন্দবৃক্ষ। শাকবৃক্ষ।

অতিপথ (পুং) পথানমতিক্রান্তঃ। অতিক্রাণ-তৎ। অতি-
পথিন্-অচ। [অক্ষধূর্ শব্দে সূত্র দেখ]। অতীত পথ।
অতিপথিন্ (পুং) অতিশয়িতঃ শোভনঃ পথঃ। প্রাদি-
সমাসঃ। সংপথ, সুন্দরপথ। অতিপথ্যঃ সুপাশ্চ সংপথ-
শাচ্চিতে হৃষ্মনি। (ইতি অমরঃ)। পত-ইনি পথিন্।*।
পতস্বচ। উণ ৪। ১২। পত ধাতুর তকার স্থানে ধ আদেশ
হয় এবং তাহার উত্তর ইনি প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে।
।*। পথঃ সংখ্যাব্যাদেশঃ। (কাত্যায়ন)। সংখ্যা এবং
ব্যবহারের পর কৃতসূমাসান্ত পথশব্দ ক্লীবলিঙ্গ হয়। যেমন—

ত্রিপথম্। বিপথম্। কিস্ত, সুপথ্যঃ। অতিপথ্যঃ। এতলে
ক্লীবলিঙ্গ হইবে না। কৃত সমাসান্তনির্দেশাদেহ।
(ভট্টোজি)। অতি পথ্যঃ, অতি পথ্যনো, অতি পথ্যানঃ।

অতিপদ (ত্রি) অতিক্রান্তঃ পদং চরণম্। অতিক্রাণ-তৎ।
বর্ষবৃত্তাহুসারী ছন্দের চরণ অতিক্রান্ত।

অতিপদ্র (ত্রি) অতি-পদ-ক্ত। অতিক্রান্ত।
অতিপরোক্ষ (ত্রি) অতিক্রান্তঃ পরোক্ষম্। প্রত্যক্ষ,
চাক্ষুষ বিষয়।

অতিপাত (পুং) অতি-পত-বঞ্। অতিক্রম। উপাত্যয়।
পর্যায়। অকর্তব্যো আত্মা। কর্তব্যো অনাত্মা। ক্ষতি, হানি।

অতিপাতক (ক্লী) অতিক্রান্তমতিবিগর্হিতত্বাৎ অত্নৎ
পাতকম্। অতিক্রাণ-তৎ। নর প্রকার পাপের মধ্যে
তিনটি গুরুতর পাতক। যথা পুরুষের পক্ষে,—মাতৃ-
গমন, কন্তাগমন এবং পুত্রবধূগমন। স্ত্রীলোকের পক্ষে,—
পুত্রগমন, পিতৃগমন, স্বশুরগমন। শূলপাণি স্বকৃত প্রায়-
শ্চিত্ত বিবেকে লিখিয়াছেন,—অতিপাতক, মহাপাতক
অপেক্ষাও গুরুতর পাপ। তাহার কারণ এই, ঐ সকল
গুরুতর পাপ করিয়া বাহারা প্রায়শ্চিত্ত করে না, সেই
অতিপাতকীরা পর্যায়ক্রমে এক কল নরক ভোগ করে।
মহাপাতকীরা ও অল্পপাতকীরা এক মন্বন্তরকাল এবং
উপপাতকীরা চারি যুগ নরক ভোগ করে। এই কয়েকটি
পাপের মধ্যে অতিপাতকের বিষয় প্রথমে উল্লিখিত
হইয়াছে এবং ইহার ফলভোগও দীর্ঘকাল করিতে হয়,
তজ্জন্ত ইহা সকল পাপের মধ্যে গুরুতর। বিষ্ণু বলেন,
জ্ঞানকৃতই হউক আর অজ্ঞানতা বশতঃই হউক, একবার
হউক আর অনেকবার হউক, ঐ পাপ করিলে তৎক্ষণাৎ
অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা মরণ ভিন্ন অশ্রু কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই।
প্রায়শ্চিত্ত বিবেকের টীকাকার গোবিন্দানন্দ লিখিয়া-
ছেন, 'ন হস্তা নিষ্কৃতিস্তেবাং।' মরণ ভিন্ন তাহাদের
আর অশ্রু নিষ্কৃতি নাই। এতদ্বারা এই অতিপদ হই-
তেছে যে, মরণ ভিন্ন অশ্রু বিধি, বধা মরণ বৈকল্পিক
চতুর্বিংশতি বার্ষিক ব্রতচরণেও সে পাপ ক্ষয় হয় না।
পূর্বজন্মকৃত অতিপাতক জন্ত এক্ষণে গলং কূট রোগ
হয়। তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পলায়িত। তাহাতে অস-
মর্থ্য হইলে ৩০ কাহন কড়ী কিম্বা সেই মূল্যের স্বর্ণ বা
রৌপ্য উৎসর্গ করিবে। তদ্বারা অতিপাপ হইতে মুক্তি-
লাভ হয়।

অতিপ্রাণে (অব্য) অতিপ্রাণ শব্দের লগ্ন্যন্ত রূপ। অতি-
প্র-গৈ-ক। অত্যন্ত প্রাণঃকালে, স্বর্ঘ্যোদয়কালে। নাতি-

প্রণে নাতিসায়ং ন সায়ন্তাতরাশিতঃ। ময়ু। ৪। ৬২।
অতিশয়েন প্রণীয়তে বেদোহ্মিন্কাণে। পূৰ্ব্বেকালে
ব্রাহ্মণেরা শেবরাজিতে বেদপাঠ করিতেন। যথা ময়ু—
নাবিশ্পষ্টমধীয়াত ন শূদ্রজনসন্নিধৌ।

ন নিশান্তে পরিপ্রান্তো ব্রহ্মাধীত্য পুনঃ স্বপেৎ। ৪। ৯৯।
অম্পষ্ট রূপে বেদ পড়িবে না, শূদ্রের কাছেও বেদপাঠ
করিবে না, রাজ্যিশেষে বেদপাঠ করিয়া প্রান্ত হইলে
আর ঘুমাইবে না।

অতিপ্রমাণ (ত্রি) অতিশয়িতং প্রমাণং যন্ত। প্রাদি
বহুব্রী। অধিক প্রমাণ যুক্ত। অতিশয়িতং প্রমাণং।
প্রাদি তৎ। (ক্ৰী) অত্যন্ত প্রমাণ। অতিক্রান্তঃ প্রমাণং।
অত্যা তৎ। প্রমাণশূন্ত। প্রমাণাতিক্রান্ত।

অতিপ্রবুদ্ধ (ত্রি) অতিশয়েন প্রবুদ্ধম্। অত্যন্ত বুদ্ধি যুক্ত।
অত্যন্ত বুদ্ধ। বৃদ্ধ-বুদ্ধঃ। (ক্ৰী)। প্রমাণাতিক্রান্ত বুদ্ধ।
অতিপ্রব্র (পুং) অতিক্রম্য মর্যাদাং প্রব্রঃ। মর্যাদা অতি-
ক্রম করিয়া প্রব্র। প্রচ্ছ-নঙ্ প্রব্রঃ। যজ-যাচ-যত-বিচ্ছ-
প্রচ্ছ-রক্ষো নঙ্। পা ৩। ৩। ১০।

অতিপ্রসক্তি (স্ত্রী) অতি-প্র-সন্জ-ক্তিন্। অত্যন্ত আসক্তি।
অলক্ষ্যে লক্ষণ গমন।

অতিপ্রসঙ্গ (পুং) অতি-প্র-সন্জ-যঞ্। যে পদার্থে অতি-
প্রসক্তি জন্মে। অত্যন্ত প্রসক্তি। (ত্রি) প্রসঙ্গ অতি-
ক্রম বিশিষ্ট। অলক্ষ্যে লক্ষণ গমন। পুনঃ পুনঃ উক্তি।
অতিপ্রসিদ্ধ (ত্রি) অতি-প্র-সিদ্ধ-ক্ত। অত্যন্ত বিখ্যাত।
সুভূমিত। প্রকাশ। আতপ।

অতিপ্রৌঢ়া (স্ত্রী) অতিশয়িতা প্রৌঢ়া। অত্যন্ত বুদ্ধিযুক্তা।
প্রাকর্ষণে উৎকৃষ্টত্ব প্রৌঢ়ঃ। বহুব্রী। যে বালিকার
বিবাহযোগ্যকাল উপস্থিত হইয়াছে; যে বালিকার
দশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্র-
মতে, বালিকার অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রম হইলে তাহাকে গোঁরী
বলা যায়, নববর্ষ বয়ঃক্রম হইলে তাহার নাম রোহিণী,
দশবৎসর বয়ঃক্রম হইলে তাহার নাম কন্তকা। দশবৎ-
সরের উর্দ্ধ হইলে তাহাকে রত্নম্বলা কহে। অতএব দশম-
বর্ষ অতীত হইলে অতিপ্রৌঢ়াবস্থা বলা যায়। *।
প্রাদুহোচোচোবৈষোহু। (কাত্যায়ন)। প্র এই উপ-
সর্গের পর উহ উচ্চ উচ্চি এষ কিম্বা এষা শব্দ থাকিলে
উহ প্রভৃতির আদ্য স্বরের বুদ্ধি ও একাদেশ হয়। প্র-উচ্চ
প্রৌঢ়। এই বার্তিক বিধি না থাকিলে প্রৌঢ় হইত।

অতিবল (ত্রি) অতিশয়িতং বলমন্ত। প্রবল। অতিশয়
বলবান্। (স্ত্রী) অতিবলা। অতিশয়িতং বলং যন্তাঃ।

পঞ্চমাস্ত বহুব্রীহি। বেড়েল, পীতবর্ণ লতাবিশেষ।
পিটারগী। বলিকা। বল্যা। বিকঙ্কতা। বাদ্যপুশিকা।
ঘণ্টা। পীতা। পীতপুষ্পা। ভূরিচলা। ব্যাগদিকা।
ইহার গুণাদি [বেড়েলা শব্দে দেখ]।

অতিবলা বিদ্যাবিশেষ। বিখ্যামিত্র, রামচন্দ্রকে এই
মন্ত্র শিখাইয়াছিলেন। রামায়ণে লিখিত আছে যে,
বিখ্যামিত্র ঋষি রামলক্ষ্মণকে আপনার আশ্রমে লইয়া
যাইতেছেন। বাইতে বাইতে সরযুকুলে গিয়া উপস্থিত
হইলেন। সেইখানে তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন, ‘বৎস !
আমি তোমাকে বলা এবং অতিবলা নামে দুটি বিদ্যা
দিব, তুমি আচমন করিয়া আইস। বলা ও অতিবলা
বিদ্যার অসাধারণ গুণ। ইহা গ্রহণ করিলে তোমার
কিছুতেই শ্রম হইবে না, ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগিবে না;
রৌদ্রের তাপেও তুমি মলিন হইয়া পড়িবে না। ইহার
পর তুমি প্রমত্তই থাক কি নিদ্রিতই থাক, রাক্ষসেরা
কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। পৃথিবীতে বলবীৰ্য্যে
কেহই তোমার সদৃশ হইবে না। এই জিলোকের মধ্যে
সৌভাগ্যে, দাক্ষিণ্যে, জ্ঞানে এবং প্রত্যন্তর দানে তুমি
অদ্বিতীয় হইবে। এই দুই বিদ্যা সকল জ্ঞানের জননী
স্বরূপ। পথে ইহা পাঠ করিলে কোন বিপদের ভয়
থাকে না। তেজস্বিনী এই বিদ্যা দুটি পিতামহ ব্রহ্মার
কন্ডা।’ রামচন্দ্র, বিখ্যামিত্রের মুখে বলা ও অতিবলা
বিদ্যার এই রূপ গুণ শুনিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন।

অতিবাল (স্ত্রী) অতিক্রান্তা বালং বাল্যাবস্থাম্। অতিক্রা-
তং। দুই বর্ষ বয়সের বাছুর। (ত্রি) অত্যন্ত বাল্যাবস্থা।
অতিব্রহ্মচর্য্য (পুং) অতিক্রান্তো ব্রহ্মচর্য্যম্। ব্রহ্মচর্য্য-
ত্যাগী; যিনি দ্বারপরিগ্রহ করিয়াছেন। বৃহি বৃদ্ধো
মনি-ব্রহ্মা। *। যুংহেরে হিচ্চ। উণ্ ৪। ১৪৫। নকারভা-
কারঃ। রত্নম্। ব্রহ্ম তত্ত্বস্তপো বেদো ব্রহ্মা বিশ্রঃ প্রজ্ঞা-
পতিঃ। (ইতি উচ্ছলদন্তঃ)।

অতিভার (পুং) অত্যন্তো ভারঃ। প্রাদি সৎ। অতিশয়
ভার, অত্যন্ত গৌরব। অত্যন্ত বেগ। অতিশয়।
অতিভারগ (পুং) অতিভারের বেগেন অতিভার বহনেনাপি
বা গচ্ছতি, অতিভার-গম-ড। ওতং। ধর, অস্থতর,
খেসর, খচর।

অতিভী (স্ত্রী) অতি-ভী-কিপ্, অতিশয়েন বিভেতি যন্তাঃ
হর্শনাৎ। ৫-বহুব্রী। বজ্রাঘি। বিদ্যুৎ দেখিলে লোকের
অত্যন্ত ভয় জন্মে।

অতিভূমি (স্ত্রী) অতিশয়িতা ভূমিঃ। প্রাদি সৎ। আধিক্য।

অত্যন্ত মর্যাদা। অতিক্রম্য ভূমি (অব্য) মর্যাদাতি-
ক্রম। (ত্রি) মর্যাদাতিক্রান্ত। ভূ-মি-কিং। *। ভূবঃ
কিং। উণ্ ৪। ৪৫। ভবন্তি ভূতান্ত্রিম্নিতি ভূমিঃ।
অতিভোজন (ক্লী) অতি-ভুজ-লুট্ ভাবে। অত্যন্ত ভোজন।
আহারের সময় উদরের অর্ধেক খাদ্য দ্রবর্ণে পূর্ণ করিবে,
এক অংশ জলে, বাকি এক অংশ বায়ুর গতিবিধির জ্ঞাত
শূণ্য রাখিবে। ইহার অতিরিক্ত ভোজন হইলেই তাহাকে
অতিভোজন বলা যায়। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে অতিভোজন
সকল রোগের কারণ।
অতিমঙ্গল্য (পুং) অতিমঙ্গল-বৎ, অতিমঙ্গল্য হিতম্।
প্রাদি বহুব্রী। বিধবৃক্ষ, বেলগাছ। (ত্রি) অতিশয় মঙ্গল
জনক।
অতিমর্যাদ (অব্য) মর্যাদাতিক্রম। *। অব্যগ্রীভাবশ্চ। পা
১। ১। ৪১। অব্যগ্রীভাব সমাসের অব্যয় সংজ্ঞা হইয়া
থাকে। তজ্জাত অতিমর্যাদ অব্যয় হইয়াছে। অতিক্রান্তং
মর্যাদাম্। অতিক্রাং তৎ (ত্রি) মর্যাদাতিক্রমকারী।
নির্মর্যাদ। (ক্লী)। অতিশয়।
অতিমাত্র (ত্রি) অতিক্রান্তং মাত্রাং স্বল্প পরিমাণম্। অতি-
শয়। (ত্রি) বৃহৎ প্রমাণ। অতিশয়িতা মাত্রা প্রমাণ-
মন্ত। প্রাদি বহুব্রী। অতিশয়।
অতিমাত্রশস্ (অব্য) অতিমাত্র-শস্। অতিপ্রমাণ কারক
বৃত্তিবীজার্থে। [অক্ষরশস্ শব্দে স্বত্র দেখ]।
অতিমান (পুং) অতিশয়িতো মানঃ। অত্যন্ত মান, অমু-
চিত অভিমান। অতিক্রান্তং মানং প্রমাণম্। অতিক্রা-
তৎ। (ত্রি) প্রমাণাধিক।
অতিমাহুয (ত্রি) অতিক্রান্তং মহুযাধর্ম্যঃ। মাহুযের অযোগ্য
অর্থাৎ দিব্য কর্ম গুণ কমতা রূপাদি।
অতিমিত্র (ক্লী) অত্যন্ত পরমঃ মিত্রম্। অত্যন্ত সুহৃদ।
অতিমুক্ত (ত্রি) অতি-মুচ্-কর্তরি ক্ত, অতিক্রান্তং মুক্তাং
শুভ্রবর্ণভাং। মাধবীলতা। অতিমুক্তঃ পুণ্ড্রকঃ স্তাদ্
বাসন্তী মাধবী লতা। (ইত্যমরঃ)। (পুং) তিনিশ
বৃক্ষ। অতিশয়েন মুক্তঃ নির্বাণং প্রাপ্তঃ (ত্রি)। প্রাপ্ত-
নির্বাণ। নিষ্ফল। নিঃসঙ্গ।
অতিমুক্তক (ত্রি) অতিমুক্ত-স্বার্থে কন্। অতিশয়মুক্ত।
নির্বাণপ্রাপ্ত। অতিশয়েন মুক্তঃ বন্ধনরাহিত্যং বস্ত্র (পুং)।
তিনিশ বৃক্ষ, তিন্দুক বৃক্ষ। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। তালগাছ।
অতিমুক্তি (ক্লী) অত্যন্ত মুক্তিঃ প্রাদি সৎ। কৈবল্য।
মুচ্-কিন্ মুক্তি- সংসার বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি।
অতিমৃত্যু (পুং) অতিক্রান্তো মৃত্যুঃ। অতিক্রাং তৎ। দোক।

। *। ভূজিমুত্তাং যুক্ত্যাকৌ। উণ্ ৩। ২১। ভূজ ধাতুর
উত্তর যুক্ত, এবং মৃধাতুর উত্তর ত্যাক্ বিহিত হয়। মৃ-ত্যা-
মৃত্যু। অতিশয়িতো মৃত্যুঃ। প্রাদি সৎ। অধিক মৃত্যু।
অতিমৈথুন (ক্লী) অত্যন্ত মৈথুনম্। অত্যন্ত ক্রীসংসর্গ।
ইহা আয়ুঃকরের প্রধান কারণ এবং এই দোষে প্রায়
সর্বত্র যক্ষ্মরোগ উপস্থিত হয়। মিথুনস্ত ভাবঃ মৈথুনম্।
। *। কুধি-পিশি-মিথিভ্যঃ কিং। উণ্ ৩। ৫৫। এই সকল
ধাতুর উত্তর উনন্ প্রত্যয় হয় এবং কিং হইয়া থাকে।
মিথ-উনন্ কিং মিথুনম্।
অতিমোদা (ক্লী) অতিশয়িতো মোদঃ গন্ধঃ যন্তাঃ বহুব্রী।
নবমল্লিকা। (ত্রি) অত্যন্ত গন্ধযুক্ত।
অতিরক্ত (ত্রি) অত্যন্তঃ রক্তঃ রক্তবর্ণঃ অমুরক্তো বা
অতিলোহিতবর্ণঃ। অমুরক্ত।
অতিরথ (পুং) অতিক্রান্তো রথঃ রথিনম্। মহা যোদ্ধা,
অসংখ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সক্ষম।
অতিরস (ক্লী) অতিশয়িতো রসো যন্তাঃ। বহুব্রী। রাস্য।
মূর্খালতা। (মূর্খামূল নহে)। রাস্য আত্মাদি বৃক্ষে জন্মে,
তুলিয়া রাখিলে অনেক দিন জীবিত থাকে। মূর্খামূল
অল্প রসম, দেখিতে ছোট কোদার মত।
অতিরাজ (ত্রি) অতিক্রান্তং রাজানম্ টচ্। *। রাজাহঃ
সমিভ্যষ্টচ্। পা ৫। ৪। ৯১। রাজন্, অহন্, সমি এই
সকল শব্দ প্রাপ্তিপদিকের উত্তর থাকিলে সমাসান্তে টচ্
প্রত্যয় হয়। অতিক্রান্ত নৃপতি। (ক্লী) অতিরাজী।
কিন্তু পূজা অর্থাৎ প্রশংসা বুঝাইলে টচ্ প্রত্যয় হয়
না। *। ন পূজনাৎ। পা ৫। ৪। ৬৯। *। পূজায়াং স্থিতি-
গ্রহণং কর্তব্যম্। (কাত্যায়ন)। অর্থাৎ পূজার্থে (প্রশংসার্থে)
সু এবং অতি শব্দের সহিত সমাস হইলে উত্তরণদে
রাজন্ অহন্ প্রভৃতি শব্দের উত্তর সমাসান্ত প্রত্যয় হয়
না। পূজা স্থলে সু কিম্বা অতিশব্দের গ্রহণ করা কর্তব্য।
যথা—অতিশয়িতঃ পূজিতঃ রাজা। অতিরাজন্। পূজা-
নৃপতি। (ক্লী) অতিরাজী।
অতিরাত্র (পুং) অতিক্রান্তো রাত্রিম্ অচ্। তৎপুং-অচ্। *।
অহঃসরৈকদেশে সংখ্যাত পুণ্যাচ্চ রাত্রোঃ। পা ৫। ৪।
৮৭। অহন্, সর্ক, একদেশ অর্থাৎ অবয়ব বা একভাগ,
সংখ্যাত (যাহার সংখ্যা করা যাইতেছে), পুণ্য এই
সকল শব্দের পর রাত্রি শব্দের সমাস হইলে অস্তে অচ্
প্রত্যয় বিহিত হয়। স্বরে চ এই সমুচ্চর বোধক অব্যয়
রহিয়াছে, এতদ্বারা পূর্বস্বত্রের সংখ্যাবাচক শব্দ এবং
অব্যয়কেও বুঝাইতেছে।

একরাত্র সাধ্য যাগ বিশেষ। বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে যে, অতিরাত্র যাগ ত্রাকার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। যথা—

সামানি জগতীচ্ছন্দঃ স্তোমঃ সপ্তদশং তথা।

বৈরূপমতিরাত্রঞ্চ পশ্চিমাদম্ভজন্ মুখাৎ। ১। ৫। ৫৪।

সামবেদ, জগতীচ্ছন্দ, সপ্তদশ স্তোম নামক সামগান, বৈরূপ নামক সামগান ও অতিরাত্র যাগ ত্রাকার পশ্চিম মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

অতিরি (ক্লী) অতিক্রান্তঃ রায়ঃ। ধনাতিক্রান্ত কুলাদি। এখানে ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া অতিরৈ শব্দ স্থানে অতিরি হইয়াছে। *। এচ ইগ্জস্বাদেশে। পা ১। ১। ৪৮। এচ্ ইহার হ্রস্বাদেশ করিতে হইলে ইচ্ হয়, অর্থাৎ এ ঐ স্থানে ই হয় এবং ও ঔ স্থানে উ হয়। অতিরি, অতিরিণী, অতিরীণি। ৩ রা-অতিরিণা, বিকল্পে পুংবস্তাব হইবে না। কিন্তু যুদ্ধবোধে নিষেধ নাই।

অতিরিক্ত (ত্রি) অতি-রিচ্-ক্ত। অধিক। অতিশয়িত। শ্রেষ্ঠ। শূন্য। ভিন্ন। অতি-রিচ্-ভাবে ক্ত। (ক্লী) আধিক্য, অতিশয়। অতিরুক্ষ (ত্রি) অতিশয়িতঃ রুক্ষঃ। প্রাদি সৎ। অত্যন্ত রুক্ষ। ব্লেহশূন্য।

অতিরুচ্ (পুং) অতি-রুচ্-কিপ্। জ্বর উরুদেশ। জাহ্নদেশ। (ত্রি) অতিশয় কাস্তি যুক্ত। (ক্লী) অতিশয় কাস্তি। অতিরুক্ষ, অতিরুচৌ, অতিরুচঃ।

অতিরূপ (পুং) অতিক্রান্তো রূপম্। রূপহীন, দৈশ্বর। গুহাদিগুণহীন যথা বায়ু প্রভৃতি (ত্রি)। অতিশয়িতঃ রূপম্, প্রাদি-সৎ। (ক্লী) অল্পরূপ।

অতিরেক (পুং) অতি-রিচ্-বঞ্। অতিশয়। ভেদ। প্রোধাত্ত। আধিক্য।

অতিরোগ (পুং) অতি-রুজ্-বঞ্। প্রাদি সৎ। ক্ষয়রোগ। প্রাদি বহুব্রী। (ত্রি) অত্যন্ত রোগযুক্ত।

অতিরোধান (ক্লী) ন তিরস্-ধা-লুট্। তিরোধান নহে, প্রকাশ, ব্যবধানাভাব। ন তিরস্-ধা-ক্ত। অতিরোহিত (ত্রি)। প্রকাশিত।

অতিরোমশ, অতিরোমশ (পুং) অতি-রোমশ্-অস্ত্যর্থশ্। বস্ত্র ছাগল। বৃহৎ বানর। (ত্রি) অত্যন্ত লোমযুক্ত। (ক্লী) অতিরোমশা—নীলবৃহা।

অতিরজ্ঞন (ক্লী) অতি-লজ্জ-লুট্। অতিক্রম।

অতিবক্ত (ত্রি) অতি-বচ্-তৃচ্। বাবহৃক্ত, বাচয়ুক্তি দক্ষ। বাচাল, বহুবক্তা। অতিবক্তা, অতিবক্তারো, অতিবক্তারঃ। (ক্লী) অতিবক্তী।

অতিবক্ত (পুং) অতিশয়িতো বক্তঃ। প্রাদি-সৎ। সূর্য্য সপ্তম এবং অষ্টম গৃহে অবস্থিতি করিলে পূর্নগতির বিপরীতে পশ্চাদগামী মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনি এই পাঁচ গ্রহ। (ত্রি) অত্যন্ত কুটিল।

অতিবয়স্ (ত্রি) অতিক্রান্তঃ বয়ঃ অবস্থাং পক্ষিণং বা। বৃদ্ধ। পক্ষী অতিক্রমকারী।

অতিবর্ণাশ্রমিন্ (ং) অতিক্রান্তো বর্ণাশ্রমিনম্। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ভিন্ন। ত্রুক্ষচর্যাাদি আশ্রমভিন্ন অন্ত্রাশ্রমী। পরমাত্মজ্ঞানী।

অতিবর্তন (ক্লী) অতি-বৃত-লুট্। অতিরেক। অতিক্রান্তং। (ত্রি) অতীত জীবনোপায়। কষ্টরি লুট্। দণ্ড-বাহ যান, সারথি প্রভৃতি।

অতিবর্তিন্ (ত্রি) অতি-বৃত-ণিনি অতীত্য বর্ততে। অগ্র-গামী। অতিশয়।

অতিবর্তুল (পুং) অতিশয়িতো বর্তুলঃ। প্রাদি সৎ। বাটুল কড়াই। (ত্রি) অতিশয় বর্তুল।

অতিবাদ (পুং) অতি-বদ-ঘঞ্। পরুষ বাক্য, নিষ্ঠুর বাক্য। অত্যাক্তি। অপ্রিয় বাক্য।

অতিবাদিন্ (ত্রি) অতি-বদ-ণিনি সর্বানতিক্রম্য বদ-তীতি। সকলের উপর যে কথা কহে, সকলের মত খণ্ডন করিয়া যে স্বমত সমর্থন করিতে পারে।

অতিবাহ (পুং) অতি-বহ-ঘঞ্ অতীত্য দেহং দেহান্তরে বাহঃ গমনম্। ৭-তৎ। অতিযাপন। সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট জীবাত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি।

অতিবাহক (পুং) অতি বহঃ গুল্ অতীতৌনং দেহং বাহ-য়তি দেহান্তরং প্রোপয়তি। দৈশ্বর নির্যোজিত অর্চি আদি অভিমানী দেব বিশেষ। অতি-বহ-ণিচ্-গুল্। অতিযাপক।

অতিবাহিক (ত্রি) অতিবাহ-ঠন্। অতিবাহ যোগ্য। সূক্ষ্ম শরীর। [অতিবাহ মেধ]।

অতিবাহিত (ত্রি) অতি-বহ-ণিচ্-ক্ত। যাপিত, অতিক্রমিত।

অতিবাহ্য (ত্রি) অতি-বহ-ঘৎ গ্যহা। অতিরোহের যোগ্য কাশ।

অতিবিকট (পুং) অতিশয়েন বিকটঃ। হুট্ হস্তী। (ত্রি) অতিভয়ঙ্কর।

অতিবিষা (ক্লী) অতিক্রান্তা বিষঃ। অত্যা-সৎ। আতইচ, আতইব গাছ। [আতইচ্ মেধ]।

অতিবিশুদ্ধনবোচা (ক্লী) অতিশয়েন বিশুদ্ধা দায়কন্যা

প্রশ্রয়প্রাপ্তা নবোঢ়া নারিকা। স্বীয়াস্তর্গত মধ্য নারিকা বিশেষ। সামান্যতঃ নবোঢ়া চারি প্রকার, স্বকীরা নবোঢ়া, পরকীরা নবোঢ়া, সামান্য নবোঢ়া এবং বিস্ক নবোঢ়া। ‘নারিকাতিশয় প্রশ্রয় যুক্তা’—নারকের অতিশয় প্রশ্রয় যুক্তা নারিকাকে বিস্ক নবোঢ়া বলা যায়।

অতিবৃত্ত (ত্রি) অতি-বৃত্ত-কর্তৃ-কৃত, অতিক্রম্য বর্ততে।

অতিক্রান্ত, অতিশয়িত উদ্ভূত।

অতিবৃষ্টি (স্ত্রী) অতি-বৃষ্টি-কৃত। অত্যন্ত বর্ষণ, অতিশয় বৃষ্টি। শস্য হানির ছয়টা ঈতি অর্থাৎ উৎপাতের মধ্যে অতিবৃষ্টি একটা ঈতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ছয়টা ঈতি এই—

অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মুখিকাঃ খগাঃ।

প্রত্যাসন্নাস্ত রাজানঃ বড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ।

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পতঙ্গ (পতঙ্গপাল), ইন্দ্র, পাখী এবং সসৈন্ত নৃপতির আগমন এই ছয়টা ঈতি অর্থাৎ কৃষিকার্যের ব্যাঘাত।

অতি প্রাচীন কাল হইতে এ পর্যন্ত যতদূর ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা দেখিলে বোধ হয়, আমাদের দেশে অতিবৃষ্টির চেয়ে অনাবৃষ্টিই কৃষি কাজের অধিক প্রতিবন্ধ। উপরি উপরি দুই বৎসরও স্মরণীয় হইতে দেখা যায় না। ঋতুভেদের অনেক মত্রে ঋষিরা জল প্রার্থনা করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টির কথা লিখিত আছে—

ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনন্তসি।

মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সংভবিষ্যাম্যোনিজা।

পুনর্বার শতবর্ষব্যাপিনী অনাবৃষ্টির জন্য পৃথিবী ক্ষয়শূন্য হইলে মুনিগণের স্তবে আমি অবোনিসন্তুত হইয়া প্রাচুর্য্য হইব।

অতিবৃষ্টি হইলে বাঙ্গালীরা বর্ষণ নিবারণের জন্য নানাপ্রকার উপায় করিয়া থাকেন। আজি কালি ইংরাজি পড়িয়া লোকের মত ও বিশ্বাস ফিরিয়া গিয়াছে। কাজেই পূর্বকার আচার ব্যবহারও অনেক উঠিয়া যাইতেছে। অতিবৃষ্টি হইলে সে কালের বাঙ্গালীরা গ্রামের শিবকে দান করাইতেন না, প্রতিদিন কেবল পুষ্পবিষপণ্ডে পূজা করিয়া আসিতেন। যে গ্রামের সঙ্গে পুর আছে (যেমন কালীপুর) তৎসঙ্গে ১০৮ একশত আট গ্রামের নাম আলতা দিয়া ভালপণ্ডে দেখা হইত। পরে, যে ব্যক্তি জননীর একমাত্র সন্তান, তিনি পিতৃলের বাটীর

মধ্যে সেই নাম ও একটা জবাফুল রাখিয়া এক ভূবে পুষ্পবিগীর জলের ভিতর পুতিয়া আসিতেন। অল্প লোকের বিশ্বাস, এই প্রক্রিয়া করিলে তিন দিনে অরশ্ত বৃষ্টি বন্ধ হয়। [অনাবৃষ্টি দেখ]।

অতিবেগিত (ত্রি) অতিবেগঃ জাতোহন্ত, তারকানিহাং ইতচ্ [অঙ্কুরিত দেখ]। জাতাতিবেগ।

অতিবেধ (পুং) অত্যন্তো বেধঃ সম্পর্কঃ। একাদশীর সহিত দশমীর সম্পর্ক বিশেষ।

অতিবেল (ত্রি) অতিক্রান্তঃ বেলাং মর্যাদাং কুলং বা।

অতিক্রাং তৎ। অধিক। অসীম। মর্যাদাতিক্রান্ত। (অব্যয়ীভাব) বেলাতিক্রম।

অতিবোঢ় (ত্রি) অতি-বহ-ভূচ্। অতিবহন কর্তা, প্রাপক।

অতিবাধন (স্ত্রী) অতি-বাধ-গিচ্-ল্যুট্, ঘটাদিহাং হ্রস্ব। [ঘটাদি দেখ]। অত্যন্তপীড়ন।

অতিব্যয় (ত্রি) অতিশয়িতো ব্যয়ঃ। প্রাদি সৎ। অপরিমিত ব্যয়। শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, উপার্জিত ধনের অর্ধেক ভরণপোষণের ও নিত্য নৈমিত্তিক কার্যের নিমিত্ত ব্যয় করিবে। এক সিকিতে পুণ্য সঞ্চয় করিবে। বাকি এক সিকি অংশ দ্বারা মূলধন বৃদ্ধি করিবে। এই নিয়মের অতিরিক্ত ব্যয় করিলেই তাহাকে অতিব্যয় বলা যায়।

অতিব্যাপ্তি (স্ত্রী) অতিশয়েন লক্ষ্যমলক্ষ্যক্যাবিশিষ্য ব্যাপ্তিঃ।

অতিশয় ব্যাপন। অধিক ব্যাপ্তি। অলক্ষ্যে লক্ষণ গমন।

‘অলক্ষ্যে লক্ষণগমনমতিব্যাপ্তিঃ।’ লক্ষ্য পদার্থে

লক্ষণ যাইয়া অলক্ষ্য পদার্থেও লক্ষণ যাওয়ারকে অতিব্যাপ্তি কহে। ইহার তাৎপর্য্য এই—একটা বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া যদি তাহার লক্ষণাদি নির্দেশ করা যায়, আবার সেই লক্ষণ যদি এমন বস্তুতে পাটে যাহাকে পূর্বে লক্ষ্য করিয়া সেই লক্ষণ নির্দিষ্ট হয় নাই, তবে ইহাকেই অতিব্যাপ্তি বলা যাইতে পারে। যেমন, ‘শাখাপল্লববৎ বৃক্ষশ্চম্।’ যাহা শাখা ও পল্লব বিশিষ্ট তাহাই বৃক্ষ। এখানে বৃক্ষকেই লক্ষ্য করিয়া এই লক্ষণ করা হইয়াছে যে, ডালপালা থাকিলে তাহাকে গাছ বলা যাইবে। কিন্তু এই লক্ষণ লতারও প্রতি পাটিতেছে, অথচ লক্ষণ করিবার সময় লতাকে লক্ষ্য করা হয় নাই। সুতরাং ইহাকে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বলা যায়।

অতিশকরী (স্ত্রী) অতিক্রান্তা শকরীঃ তদ্রাসকবৃত্তং। একা-ক্ষরাবিক্যাং। পনের অক্ষর বিশিষ্ট বৃত্তবিশেষ। ১৫

অতিশকর্য্যাম্ (৩২৭৬৮)।

অতিশক্তি (স্ত্রী) অতিশয়িতা শক্তিঃ। প্রাদি-সৎ। অত্যন্ত

সামর্থ্য। অতিশয়িতা শক্তিবলং যন্ত, বলব্রী। (ত্রি)
অত্যন্ত বলবান্। অতিক্রান্তঃ শক্তিম্ অতিক্রাণ-তং।
(ত্রি) সামর্থ্য অতিক্রমকারী। অব্যয়ীভাব-সামর্থ্যা-
তিক্রম (অব্য)।

অতিশক্তি (স্ত্রী) অতিশক্তি-তাল্। বিক্রম শীলের ধর্ম।
মহাবলহ।

অতিশক্তিভাজ্ (পুং) অতিশক্তি-ভজ্-ণি। অতিশয় শক্তি-
বিশিষ্ট। ক্ষমতাবান্। [অংশভাজ্ দেখ]।

অতিশয় (পুং) অতি-শীড়-অচ। আধিক্য। অতিরেক।
এই প্রকার রূপসিদ্ধিতে অতিশয় শব্দ বিশেষ্য হয়।
যেমন, বেগাতিশয়। বিশেষণস্থলে এই প্রকারে রূপ-
সিদ্ধি হইবে, যেমন অতিশয় সাধু—অতিশয়—অস্ত্যর্থে
অচ্। অধিক, সাতিশয়। অতিক্রান্তঃ শয়ং হন্তম্,
অতিক্রাণ-তং। হস্তাতিক্রমকারক। অতিক্রম্য শক্তিম
(অব্য) শক্ত্যতিক্রম।

ভর। অতিবেল। ভূশ। অত্যর্থ। অতিমাত্র। উদ্গাঢ়।
নির্ভর। তীব্র। একান্ত। নিতান্ত। গাঢ়। বাঢ়। দঢ়।
অতিমর্যাদ। উৎকর্ষ। বলবৎ। সূচু। কিম্বত। সূ।
অতীব। অতি। দ্বার। ব্যাপার। সমধিক। অতিরিক্ত।
অতিশয়ন (স্ত্রী) অতি শীড়-ভাবে ল্যুট্। অতিরেক, অতি-
শয়। (ত্রি) অতিশয়যুক্ত।

অতিশয়োক্তি (স্ত্রী) অতিশয়েন উক্তির্নির্দেশো হস্মিন্
বর্ণনে। অলঙ্কার বিশেষ।

সাহিত্য দর্পণ-প্রণেতা অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের
এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—

সিদ্ধেহেহ্যবসায়ত্যাতিশয়োক্তির্নির্গদ্যতে। প্রকৃত
বিষয়ের অপ্রাধান্য করিয়া তাহার উদ্দেশে অপ্রকৃত
বিষয় নিশ্চলভাবে স্থাপন করিলে তাহাকে অতিশয়োক্তি
কহে। যথা, মুখং দ্বিতীয়শ্চন্দ্রঃ। মুখখানি দ্বিতীয় চাঁদ।
এখানে প্রকৃত বিষয়—মুখ। মুখকে চন্দ্র বলিয়া উল্লেখ
করা হইয়াছে। কাজেই এমন স্থলে একটীর প্রাধান্য
এবং অপরটীর অপ্রাধান্য প্রতিপন্ন হইতেছে।

অধঃকরণ অর্থাৎ অপ্রাধান্য এবং নিগরণ সম্বন্ধে
আলঙ্কারিকেরা একটা কারিকা করিয়াছেন। যথা—
বিষয়স্তাহুপাদানেহপ্যুপাদানেহপি সুরয়ঃ।

অধঃকরণমাত্রেণ নিগীর্ণত্বং প্রচক্ষতে ॥

প্রকৃত বিষয়ের নির্দেশ করা হউক বা না হউক,
অধঃকরণ অর্থাৎ অপ্রাধান্য বুঝাইলেই সেই বিষয়ের
নিগরণ করা হয়।

অতিশয়োক্তি অলঙ্কার পাঁচ প্রকার—১। তুইটী
বস্তুর মধ্যে ভেদ থাকিলেও সেখানে অভেদকল্পনা।
২। অভেদ বিষয়ের মধ্যে ভেদ কল্পনা। ৩। সম্বন্ধ
থাকিলেও সেখানে অসম্বন্ধ কল্পনা। ৪। অসম্বন্ধে সম্বন্ধ
কল্পনা। ৫। কার্য ও হেতুর পৌরুষাণ্ডোর অভাব
অর্থাৎ বিপর্যয়।

ভেদেহ্যভেদঃ সম্বন্ধেহসম্বন্ধস্তদ্বিপর্যয়ো।

পৌরুষাণ্ডোভ্যাত্যঃ কার্যাহেতোঃ সা পঞ্চধা ততঃ।

১। ভেদে অভেদ—কথমুপরি কলাপিনঃ কলাপো

বিলসতি তন্ততলেহষ্টমীন্দুখণ্ডম্।

কুবলয়যুগলং ততোবিলোলং

তিলকুসুমং তদধঃ প্রবালমম্মাং ॥

কি আশ্চর্য! উপরে ময়ূরের পুচ্ছ শোভা পাই-
তেছে (কেশ); তাহার নিম্নে অষ্টমীর-চন্দ্র (লগাট);
তাহার পর দুটী চঞ্চল কমল (চক্ষু); তাহার নিম্নে
তিল ফুল (নাসিকা); তাহার নিম্নে প্রবাল (ওষ্ঠ)।
এখানে কেশাদির সঙ্গে ময়ূর পুচ্ছ প্রভৃতির সম্পূর্ণ
ভেদ থাকিলেও অভেদ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

২। অভেদে ভেদ—অত্বেদেবাস্ত্রাণ্যমন্ত্রাঃ সৌরভ সম্পদঃ।
তন্ত্রাঃ পদ্মপাশাশ্রম্যাঃ সরসত্বমলৌকিকম্।

সেই পদ্মপাশাশ্রমী কামিনীর যেরূপ দেহের লাবণ্য
তেমন আর কাহারও নাই। সেই সৌন্দর্য ও মাধুর্য
সকলি অলৌকিক।

জগতে যে রূপ লাবণ্যাদি দেখা যায় এখানে তাহা
হইতে কোন বিভিন্নতা না থাকিলেও ভিন্নরূপে কল্পিত
হইয়াছে।

৩। সম্বন্ধে অসম্বন্ধ—অন্তাঃ সর্গবিধৌ প্রজাপতিরভূচ্চন্দ্রো
হু কান্তিপ্রদঃ? শৃঙ্গারৈরকসঃ স্বয়ং হু মদনো? মাসো
হু পুষ্পাকরঃ? বেদান্ত্যাসজডঃ কথং হু বিষয়ব্যান্ধত
কৌতূহলো নির্দ্ব্যতুং প্রভবেৎ মনোহরমিদং রূপং
পুরাণোমুনিঃ?

সৌন্দর্য্যদাতা চন্দ্র কি এই স্ত্রীরত্নের সৃষ্টিকর্তা? না,
শৃঙ্গাররসের একমাত্র আধার স্বয়ং কন্দর্প ইহাকে নির্দ্ব্যয়
করিয়াছেন? অথবা পুষ্পের আকর চৈত্র্যরাস এই
কল্পাকে গড়িয়াছেন? কেন না, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং ব্রহ্মা
গাঢ় বেদান্ত্যাসে যে প্রকার জড় বুদ্ধি এবং বিষয় হইতে
নিবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি যে আবার বিষয় ব্যাপারে
কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এমন মনোহর রূপ গড়িতে পারি-
বেন, তাহা ও সম্ভবপর নহে।

এখানে প্রকাশ্যেই প্রকৃত নির্দোষকর্তা হইলেও অপরের নির্দোষ কর্তৃত্ব কল্পনা করা হইয়াছে।

৪। অসম্বন্ধে সম্বন্ধ—যদি জ্ঞানগুণে সজ্জমিন্দোরিন্দীবরষয়ম্।
তদোপমীরতে তত্ত্বাবদনং চাকুলোচনং।

যদি চক্ষুসমূলে দুইটা নীলপদ্ম বসানো যায়, তবে সেই কামিনীর মনোহর নেত্রদ্বয়-শোভিত মুখের সঙ্গে তুলনা হইতে পারে।

চক্রে কখন পদ্ম থাকিতে পারে না, কিন্তু এখানে তাহাই কল্পিত হইয়াছে।

শরদিন্দু হয় যদি কলঙ্কবিহীন।

সেমুখ তুলনা তবে হয় এক দিন ॥

কার্য ও কারণের পৌরোপাখ্যের অভাব। প্রথমে কারণ বিদ্যমান থাকে, তাহার পর কার্যের উৎপত্তি হয়, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু ইহার বিপর্যয় ঘটিলে অর্থাৎ যেখানে প্রথমে কার্য নির্দিষ্ট হয় এবং পরে তাহার কারণ উল্লিখিত হইয়া থাকে, সেই ধানেই কার্য ও কারণের অত্যাধা করা হয়। তন্নিরূপ কার্য ও কারণ উভয়ই ঠিক এককালে উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ বুঝাইলেও কখন কখন অতিশয়োক্তি হইয়া থাকে।

১।—প্রাগেব হরিণাক্ষীণাং চিত্তমুৎকলিকাকুলং।

পশ্চাদ্ভক্তি বকুলরসালমুকুলপ্রিয়ঃ।

প্রথমেই মৃগনয়না রমণীদের চিত্ত আকুল হইয়া উঠিল, পরে বকুল ও আশ্রয়ের মুকুল প্রকাশিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

বকুলাদির পুষ্পসৌন্দর্য্য দেখিয়াই কামিনীদের মন চঞ্চল হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এখানে, অগ্রে তাহাদের মনের ব্যাকুলতার কথা বলিয়া তাহার পর পুষ্প-সৌন্দর্য্যের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। স্বতরাং এতদ্বারা কর্য ও কারণের বিপরীত ভাব ঘটাইয়াছে।

২।—সময়েব সমাক্রান্তঃ স্বয়ং বিরদগামিনা।

তেন সিংহাসনং পিত্রাং মণ্ডলঞ্চ মহীক্ষিতাম্।

সেই হস্তীর তুল্য মন্দগামী রথু পৈতৃক সিংহাসন এবং বিপক্ষ রাজমণ্ডলকে এককালেই আক্রমণ করিয়া-ছিলেন।

প্রথমে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া পরে শত্রুদিগকে জয় করাই সম্ভব; কিন্তু এখানে উভয় কার্যই এক সময়ে উল্লিখিত হইয়াছে।

অতিশয়োক্তি স্থলে ইব, বাঙ্গালার যেন, যথা ইত্যাদি থাকিলে তাহাকে উৎপ্রেক্ষালঙ্কার বলে।

অতিশায়ন (ক্রী) অতি-শীঘ্র-ভাবে দ্রুত, নিপাতনাদীর্ঘঃ।

আধিক্য, প্রকর্ষ। পাণিনির শূত্রে এবং একটা প্রাচীন কারিকার অতিশায়নে শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—

। *। অতিশায়নে তমবিত্তনো। পা ৫। ৩। ৫৫। অতি-শয়নমতিশায়নং, প্রকর্ষঃ। নিপাতনাদীর্ঘঃ। (ইতি কাশিকা)। অতিশয়বিশিষ্ট অর্থে বর্তমান প্রাতিপদিকের উত্তর স্বার্থে তমপ্ এবং ইতন্ প্রত্যয় হয়। যেমন, সুকুমারতম। গরিষ্ঠ ইত্যাদি।

ভূমিনন্দাপ্রশংসাসু নিত্যযোগেহতিশায়নে।

সংসর্গেহতিবিবক্ষায়াঃ ভবন্তি মতুবাদয়ঃ।

ভূমন্ অর্থাৎ (বাছল্যে), নিন্দায়, প্রশংসায়, নিত্যযোগে, অতিশায়নে, সংসর্গে, অতি (ইহা আছে এই বলিতে হইলে) শব্দের উত্তর মতুপ্ আদি প্রত্যয় বিহিত হয়। যথা—ভূমি অর্থাৎ বহুত্ব, গাবঃ সন্ত্যস্ত—গোমান্। নিন্দায়াং—পাপী। প্রশংসায়াং—রূপবান্। নিত্যযোগে—কীরিণো বৃক্ষাঃ। অতিশায়নে—উদরবতী কস্তা। সং-সর্গে—দণ্ডী পাশ্বঃ।

অতিশায়িন্ (ত্রি) অতি-শী-গিনি। যাহা অধিক হয়।

অতিশেষ (পুং) অতি-শিষ-কর্মণি যঞ্ অতিশিষ্যতে।
স্বরাবশিষ্ট।

অতিশোভন (ত্রি) অতি-শুভ-ল্য। অত্যন্ত শোভাযুক্ত। শ্রেষ্ঠ।

অতিশ্ব (ত্রি) অতিক্রান্তঃ স্থানং টচ্। টঙ্কত্ব তৎপুরুষঃ।

। *। অতে শুনঃ। পা ৫। ৪। ৯৬। অতি শব্দের পর স্বন্ শব্দ থাকিলে তৎপুরুষ সমাসে তাহার উত্তর টচ্ প্রত্যয় হয়।

বরাহ। বেগবান। সেবক। ক্রী-ভীপ্ অতিশী, সেবা। অতিনীচ।

অতিশ্বন্ (পুং) অতিশয়িতঃ স্বল্পরঃ স্বা। এখানে পূজার্থে টচ্ হইল না। [অতিরাজন্ শব্দ দেখ]। উত্তম কুকুর।

অতিশা, অতিশানো, অতিশানঃ। ২ রা-বহু অতিশুনঃ।
৩ রা অতি শুনা।

অতিষ্ঠা (ক্রী) অতি-স্থ-ক্ৰিপ্ সর্কানতীত্য তিষ্ঠতীতি।
সকলের অতীত।

অতিসম্মান (ক্রী) অতিক্রান্তঃ সম্মানঃ। সম্মান বর্জিত।
বঞ্চনা।

অতিসন্ধ্যা (ক্রী) অতিশয়েন সন্ধ্যা প্রাদি লুৎ। অতিশয়
সন্ধ্যাকাল ঠিক সন্ধ্যাবেলা।

অতিসর (ত্রি) অতি-স-অচ্ বত পতিসতীত্য পরতি
গচ্ছতি। অতিচারী। অগ্রসর।

অতিসর্গ (পুং) অতি-স্ব-ঘঞ্। দান। উৎসর্গ। সৃষ্টি অতিক্রমকারী। অতিস্বজ্ঞাতে যথেষ্ট কৰ্ম জিততে হনেন। কামাচারানুজ্ঞা। নিত্য মুক্ত।

প্রৈবতিসর্গ প্রাপ্তকালেবৃ কৃত্যশ্চ। ৩। ৩। ১৬৩
প্রৈব বিধি এবং অতিসর্গ কামাচারানুজ্ঞা এই অর্থে ধাতুর উত্তর কৃত্যসংজ্ঞক প্রত্যয়ও বিহিত হয়। সূত্রে চকার থাকায় এমন স্থলে লোট প্রত্যয়ও বিহিত হইবে ইহাই বুঝাইতেছে।

অতিসর্জন (ক্লী) অতি-স্বজ-লুট্। বিসর্জন। দান। ত্যাগ। নিয়োগ। বধ। বিপ্রলম্ব। অতিশয় দান।

অতিসর্ক (ত্রি) অতিক্রান্তঃ সর্কান্। সকলের অতীত।

অতিসান্তপন (ক্লী) অতিক্রান্তঃ সান্তপনম্ অধিকদিন-সাদাশ্চাৎ। অত্যাদি-তৎ। মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে, জ্ঞানপূর্বক জাতিভ্রংশ কর পাপ করিলে সান্তপন ব্রত করিবে, কিন্তু অনিচ্ছাক্রমে ঐ পাপ করিলে প্রাজাপত্য ব্রত করিবে। যথা—

জাতিভ্রংশকরং কৰ্ম কৃত্বাত্ততমমিচ্ছয়া।

চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্ৰং প্রাজাপত্যমনিচ্ছয়া। ১১। ১২৫।

বিকুসংহিতার মতে, প্রথম দিন গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত এবং কুশোদক খাইয়া থাকিবে। দ্বিতীয় দিনে উপবাস করিবে। ইহাকেই সান্ত-পন কহে। এই ব্রতটী ত্র্যাহাভ্যস্ত হইলেই তাহাকে অতিসান্তপন কহে।

অতিসাম্য (ক্লী) অত্যন্তঃ সাম্যঃ অধুনা অন্তাঃ। বহুব্রী মধুষষ্টিলতা। (ক্লী) প্রাদি সৎ। অত্যন্ত সাদৃশ্য।

অতিসায়ম্ (অব্য) অতিশয়িতং সায়ং। অত্যন্ত সায়ং-কাল।

অতিসার, অতীসার (পুং) রুধিরাদিকম্ অতিশয়েন সারয়তীতি অতি-স্ব-ঘঞ্ অন্তর্ভাবিতার্থোহত্র সরতিঃ।

। *। ব্যাধিমৎস্তবলেচ্চ চেতি বাচ্যম্। (কাভ্যায়ন)।

ব্যাধি, মৎস্ত এবং বল এই সকল অর্থে স্ব ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হয়। অতিসার শব্দের ইকার বিকল্পে দীর্ঘ হয়। উপসর্গস্ত বঞ্চিত দীর্ঘঃ। ঘঞ্ প্রত্যয়াস্ত শব্দ পরে থাকিলে উপসর্গের স্বর বিকল্পে দীর্ঘ হয়। যেমন, প্র-স-দ-ঘঞ্ প্রাসাদ, প্রাসাদ। পরি-স্ব-ঘঞ্ পরিহার, পরীহার। সরতি অতীব ইত্যতিসারঃ। (ইতিবৈদ্যকম্)।

রোগবিশেষ। উদরায়ম্ রোগ। অতিসার রোগ সাধারণতঃ দুই প্রকার। এক শ্লেষ্মাতিসার (diarrhoea) আর একটী রক্তাতিসার (dysentery)। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসাদি এই রূপে—

কুপথ্য কিম্বা গুরুপাক দ্রব্য অধিক খাইলে অনেকে তাহা পরিপাক করিতে পারেন না। বিশেষতঃ বাহা-দের কার্যিক পরিশ্রম নাই, অষ্টপ্রহর কেবল একস্থানে বসিয়া লেখা পড়ার চর্চ্চা করিতে হয়, কিম্বা বাহার। স্বভাবতঃ অলস,—হু-পা হাঁটিতে কষ্ট বোধ করেন, তাঁহাদের পক্ষে গুরুপাক দ্রব্য নিষিদ্ধ।

কুপথ্য ও গুরুপাক দ্রব্য কি কি এবং অতিভোজন কাহারে বলে, এ সকল কথার ঠিক উত্তর নাই। কেন না, এক জনের পক্ষে বাহা কুপথ্য ও গুরুপাক এবং যতটুকু খাইলে পীড়া জন্মে, আর একজন ব্যক্তি সেই সকল দ্রব্য দশগুণ খাইয়া স্বচ্ছন্দে পরিপাক করেন। আবার শীতকালে যে দ্রব্য অনায়াসে জীর্ণ হইয়া যায়, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে তাহা খাইলে পীড়া হয়। তবেই হইল, দৈহিক স্বভাব এবং অভ্যাস ও শীতগ্রীষ্মের কন-বেশী বুঝিয়া সুপথ্য ও কুপথ্য বিচার করিয়া লইতে হইবে। সচরাচর পিষ্টক, লুচি, মিঠাই প্রভৃতি মিষ্টান্ন, পোলাও প্রভৃতি যে দ্রব্যে অধিক স্বত ও মসলা থাকে, এই গুলিকে গুরুপাক বলা যায়। তন্নিম্ন যে সকল দ্রব্যে অগ্নিক খোসা কিম্বা আঁশ ও বীজ আছে, তাহাই কুপথ্য। পিয়াজ এবং রসুনও সুপথ্য নহে। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই দুটা পদার্থকে আগ্নেয় বোধ করেন। এ দেশে অত্যন্ত গ্রীষ্ম, পিয়াজ রসুন এখানকার সুপথ্য হইতে পারে না। মনুসংহিতায় লিখিত আছে,—ঋষিরা মনুসন্তান ভূগুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সত্যযুগে মনু-ষোর পরমায়ু চারিশত বৎসর, তবে বেদপারগ ব্রাহ্মণদের অকাল মৃত্যু ঘটতেছে কেন? ভূগু, তাহার উত্তরে খাদ্যদোষই মৃত্যুর প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করিলেন। [অভক্ষ্য দেখ]। এবং তাহাতে পিয়াজ ও রসুনের দোষ দেখাইয়াছেন। উপরের লিখিত কুপথ্য ভিন্ন আরও অনেক অনিষ্টকর দ্রব্য প্রায় সকলেই খাইয়া থাকেন। তন্মধ্যে বাজারের মিষ্টান্ন প্রধান। সচরাচর ময়ুরার দোকানে যে সকল খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা বিধের সঙ্গে সমান। মোদকেরা সন্তাদরে ঘৃত ক্রয় করে। সন্তা ঘৃতের মধ্যে নাই, জগতে এমন দ্রব্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কৌচড়ার তেল, খাসীর ও গোবর চর্চ্চা, এরও তৈল—জার কত বলিষ? ঘৃতে বাহা মিশ্ খায়, তাহাই আছে। এইরূপ ঘৃতে মিষ্টান্ন পাক করা হয়। তাহার পর কোন দ্রব্য রিক্ত না হইলে, ময়ুরার। সেই পুরাতন দ্রব্য আবার নূতন মিষ্টানের

সঙ্গে মিশাইয়া দেয়। কাজেই দোকানের মিষ্টান্ন বিধের লাড়ু ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ সকল দ্রব্য ভোজন করিলে উদরাময় প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ উপস্থিত হয়। পচা মৎস্য মাংস অত্যন্ত কুপথ্য। কখন কখন মৎস্তের ভিতর এক প্রকার ক্ষুদ্র পোক জন্মে। তেমন রুগ্ন মাচ খাইলেও উৎকট পীড়া হয়।

কি সুস্থ শরীরে কি পীড়িতাবস্থায়, রাত্রিকালে কখন অধিক ভোজন করিবে না এবং ভোজনের পর অধিক কণ জাগিয়া থাকিবে না। আহারান্তে বিশ্রাম করা কর্তব্য। বিশ্রাম না করিলে প্রায় ক্ষুধামান্য এবং অজীর্ণরোগ উপস্থিত হয়। অল্পে ছোট কিছা বড় ক্রমি থাকিলেও মধ্যে মধ্যে অতিসার হইতে পারে।

ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটা অতিসারের কারণ বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। অপরিষ্কার জল পান করিলে উদরাময় রোগ জন্মে। বর্ষাকালে পল্লীগ্রামের পুষ্করিণী জলে পরিপূর্ণ হয়। মোহানা দিয়া জল আসিবার সময় মলমূত্র ও অশ্রুত নানাপ্রকার দ্রব্য পুকুরে আসিয়া পড়ে এবং ধারের তৃণ লতাদিও ডুবিয়া যায়। পরে ঐ সকল দ্রব্য পচিতে থাকে, কাজেই বর্ষাকালের জল অপরিষ্কৃতাবস্থায় পান করিলে অর উদরাময় প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়া জন্মে। [জল দেখ]।

শীত গ্রীষ্মাদির সময় অসাবধান থাকিলে উদরাময় হয়। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে দিনে রোজ লাগাইলে এবং রাত্রিতে শীতল বাতাসে শুইলে উদরাময় জন্মিতে পারে। হঠাৎ স্বপ্ন বন্ধ করিলে অতিসার জন্মে। শীত বাহির হইবার সময় শিশুদের উদরাময় হয়। [দস্তোদগম শব্দে তাহার বিবরণ দেখ]।

আহারের দোষে উদরাময় ঘটিলে প্রায় রাত্রিকালেই পীড়া উদ্ভিত হইয়া থাকে। প্রথমে নিদ্রা হয় না, কিছা নিদ্রা আসিলেও শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার পর সমস্ত উদর শক্ত এবং অল্প ক্ষীত হইয়া উঠে। তল পেট কামড়াইতে থাকে এবং উপর পেটে ভারবোধ হয়। এই অবস্থায় কিছু কণ থাকিয়া রোগী বমন করিতে আরম্ভ করে। বমনের সঙ্গে ক্ষুদ্র দ্রব্য, লালা, পিত্ত ও অল্প জল উঠিয়া যায়। পরে পুনঃ পুনঃ মল ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। অবশেষে স্লেষ্মা সংযুক্ত মল নির্গত হইতে থাকে। রুগ্ন শরীর বা দুর্বল ব্যক্তি হইলে এই সামান্য উপসর্গ হইতেই কঠিন অতিসার রোগ জন্মিতে পারে। নিকটে

ওলাউঠার প্রাচুর্য থাকিলে এ অবস্থায় অনেকের বিব্রটিকা রোগ জন্মিয়া যায়।

পিত্তাতিসার (Bilious diarrhoea)।—এই প্রকার অতিসার গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এবং অলসব্যক্তিরই অধিক হইয়া থাকে। বাহারা অতিরিক্ত মদ্য পান করেন কিছা অধিক মাংস খান, আমাদের দেশে সেই সকল লোকের এই জাতীয় উদরাময় জন্মিবার অধিক সম্ভাবনা। তাহার কারণ এই, মাংস খাইলে রক্তে অধিক জলজান এবং অঙ্গার জন্মে। শীতপ্রধান দেশে কুসুমু দিয়া ঐ সকল বাষ্প বাহির হইয়া যায়। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে এবং অলস ব্যক্তিদের কুসুমুদের কাজ অনেক কম, তাই জল-জান এবং অঙ্গার প্রাচুর্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে বাহির হইতে পারে না। সুতরাং ঐ চুই বাষ্পদ্বারা পিত্তবৃদ্ধি হয়। পিত্তবৃদ্ধি হইলেই যকৃতের পৈত্তিক রক্তাধিক্য জন্মে এবং অঙ্গের ভিতরেও অধিক পরিমাণে পিত্ত আসিয়া পড়ে। এই অবস্থায় কখন কখন যকৃতের মধ্যে কোড়া হয়। অতএব সামান্য উদরাময় হইলেও কখন নিশ্চিন্ত থাকিবে না।

পিত্তাতিসারের পুনঃপুনঃ অল্প অল্প পাতলা হরিদ্রাবর্ণ মল নির্গত হয়; পেটে শূলের মত বেদনা করিতে থাকে। মল নির্গত হইবার পূর্বে পেট মোচড়াইয়া উঠে। মেলেরিয়া প্রধান দেশে এই রূপ উদরাময়ের সঙ্গে উৎকট বদ্বিয়ার অর (Remittent fever) উপস্থিত হয়। তখন, পীড়াটা উদরাময় কিছা অর ইহা ঠিক চিনিয়া লইতে বিজ্ঞ চিকিৎসকেরও মাথা খুরিয়া পড়ে। খ্যাতনামা ডাক্তার শুভিৎ, অর সংযুক্ত রক্তাতিসার এবং উদরাময় রোগের ঠিক প্রকৃতি বুঝিতে গিয়া অনেক বার হারি মানিয়াছিলেন, ইহা তিনি নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। [Reynold's System of Medicine দেখ]।

প্রদাহ জনিত অতিসার ও মেদোতিসার।—প্রদাহ জনিত অতিসার দুইপ্রকার,—তরুণ ও পুরাতন। তরুণ প্রদাহ জনিত অতিসার (Acute inflammatory diarrhoea) অতিশয় উৎকট পীড়া। অঙ্গের স্নৈয়িক ক্রিয়তে প্রদাহ জন্ম এই পীড়া জন্মে। প্রদাহে লক্ষিত মল নির্গত হইয়া যায়, তাহার পর অধর জরীর মত স্লেষ্মা এবং গলিত মাংসের মত পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। কখন সবুজ, কখন সাদাভায়ে অল্প অল্প রক্তের ছিটা বিস্তৃত থাকে। পেটের বেদনা রুগ্ন হইয়া উঠে,

যেন ছুরী দিয়ে কেহ অন্ন কাটিতেছে, এই রূপ বোধ হয়। রোগী উদরে হাত দিতে দেয় না, হাঁটু কোলের কাছে টানিয়া পেটের পেশী আঁচা করিয়া রাখে। ইহার সঙ্গে অন্ন, আহারে অনিচ্ছা, জিহ্বা মলিন, নিদ্রাভাব, পিপাসা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ ঘটে। অসাধ্যস্থলে ক্রমে মলে অত্যন্ত পচা গন্ধ হয়, মলদ্বার ফাঁক হইয়া পড়ে, কাহারও মুখে ক্ষত হইয়া থাকে, তাহার পর নিত্য হুর্দ্বল হইয়া রোগী প্রাণত্যাগ করে।

পুরাতন! প্রদাহ জনিত অতিসার রোগে রোগী কখন অল্প পরিমাণে পুনঃপুনঃ মলত্যাগ করিতে থাকে। কখন বা অধিক পরিমাণে অনেক বিলম্বে মল ত্যাগ হয়। প্রথম প্রথম মল পিত্তমিশ্রিত থাকে, ক্রমে শ্বেতবর্ণ ও জলবৎ হইয়া আসে। কখন কখন ফেনাযুক্ত, কখন ক্রুদ্ধবর্ণ। কোন দ্রব্য উদরস্থ হইলে অমনি মলত্যাগের বেগ বৃদ্ধি হয়। পরিশেষে বৈকালে অল্প অল্প অন্ন হইতে থাকে; শরীর রুক্ষ, উদরে বেদনা, প্রস্রাবের স্বল্পতা, নাড়ী ক্ষীণ ও বেগবতী, অরুচি, হস্তপদের অন্তভাগ শীতল। পরিণামে শোথ উপস্থিত হয়। এই সকল কঠিন লক্ষণ উপস্থিত হইলে প্রায় সকল রোগীই প্রাণত্যাগ করে।

মেদোতিসার (Fatty diarrhæa)। এই প্রকার উদরাময় রোগের লক্ষণ প্রায় তরুণ প্রদাহ জনিত উদরাময়ের মত। প্রথমে উদরে বেদনা হয়, তাহার পর সঞ্চিত মল নির্গত হইয়া যায়। তাহার পর চর্বী ও তৈলের মত পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। রোগীকে একেবারে তৈলাক্ত দ্রব্য না খাইতে দিলেও মলের অবস্থা পরিবর্তিত হয় না। অনেকের এই রূপ বিশ্বাস যে, ক্রোম এবং প্যাংক্রিয়াসের বিকৃতির জন্ত এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

আর এক প্রকার অতিসার আছে, তাহাকে সচরাচর আমরা সঞ্চিত গ্রহণী বলি। সঞ্চিত গ্রহণী হইলে অনেককেই স্বভাবতঃ হুর্দ্বল এবং উদ্যমবিহীন হইয়া পড়েন। যে কাজে অধিক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় আবশ্যক, তেমন কাজ তাঁহারা করিতে পারেন না। অনেকেরই অল্প কারণে ভয় ও মনঃকষ্ট উপস্থিত হয় এবং স্বভাব খিটখিটে হইয়া পড়ে। কিন্তু এ প্রকার লক্ষণাদি থাকিলেও তাঁহারা বিষয়কর্ম নির্বাহ করেন। সঞ্চিত গ্রহণী রোগে উদরাময় সকল সময়ে থাকে না। রোগী বিশেষ বিবেচনা করিয়া আহারাদি করেন। মধ্যে মধ্যে উদরাময় আসিয়া পড়ে। তখন কোন কোন রোগী

১০। ১৫ দিন কেহ বা দুই তিন মাস কষ্ট ভোগ করিয়া পুনরুদারোগ্য লাভ করেন। সঞ্চিত গ্রহণীর লক্ষণ সর্বত্র সমান নয়। পীড়ার সময় কোন কোন ব্যক্তি কিছু না খাইলে ভাল থাকেন, কিন্তু সামান্য খাদ্যদ্রব্য উদরস্থ হইলে অমনি পেটে বেদনা এবং মলত্যাগের বেগ বৃদ্ধি হয়। আবার কোন কোন রোগীর লক্ষণ ঠিক ইহার বিপরীত। খালিপেটে থাকিলেই পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মল নির্গত হইতে থাকে, কিঞ্চিৎ আহার করিলেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়। এই রোগে মলের অবস্থাও সকল সময়ে এক রকম দেখা যায় না। কখন আম মিশ্রিত, কখন অল্প রক্ত মিশ্রিত; কখন পিত্ত সংযুক্ত জলের মত পাতলা মল নির্গত হয়।

বৈদ্যক গ্রন্থের মতে অতিসার ছয় প্রকার। এই ছয় শ্রেণীর মধ্যেও আবার প্রকার ভেদ আছে। প্রধানতঃ আমাতিসার, বাতাতিসার, পিত্তাতিসার, শ্লেষ্মাতিসার, বাতশ্লেষ্মাতিসার, প্রবাহিকা। তন্নিম্ন কুমি ও শোকাদি দ্বারা আগন্তুক অতিসারও জন্মে। আমা দের বৈদ্যাশাস্ত্রে অতিসার রোগের যে প্রকার লক্ষণ, নিদান, রোগোৎপত্তির কারণ, ভাবিফল এবং ঔষধাদির বিষয় লিখিত আছে, তাহা সকল প্রকার চিকিৎসার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

অতিসার রোগের এই গুলি অসাধ্য লক্ষণ,—শরীরের বর্ণ সীসের মত মেটে মেটে ক্রুদ্ধবর্ণ; মলের বর্ণ কখন পাকাজামের রসের মত, কখন রক্ত ও আম সংযুক্ত, কখন অল্প সবুজবর্ণ, কখন ঘৃত তৈল ও চর্বি মত। তৃষ্ণা, দাহ, অরুচি, পার্শ্বশূল; মলদ্বারে ক্ষত; মুচ্ছা, প্রলাপ ও অসাড়ে মলত্যাগ। নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত, হস্ত পদ শীতল; শোথ। অগ্নিমান্দ্য এবং মাংসহীনতা। অগ্নিমান্দ্য এবং দেহের মাংসহীনতা এত দুরূহ লক্ষণ যে, অস্ত্রাস্ত্র উপসর্গ না থাকিলেও এই দুইটা সঙ্কেত দেখিলেই রোগের ফলাফল ঠিক বুঝিতে পারা যায়। বৈদ্য, ডাক্তার এবং হাকিমেরাও একথা স্পষ্ট স্বীকার করেন। আমা দের চিকিৎসা শাস্ত্রে লিখিত আছে—

অতিসারী রাজরোগী গ্রহণীরোগবানপি।

মাংসান্ধিবলহীনো যো হুর্দ্বলঃ শুভ্র জীবনম্।

চিকিৎসা হোমিওপ্যাথী—কুপথ্য ভোজন করিয়া উদরাময় হইলে পল্‌শেটলা, এণ্টিমনিয়ুড, ইপিক্যাক এবং কুচিলার আরক উত্তম ঔষধ। অপরিহার্য জল পান করিলে কিংবা অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস জন্ত উদরা-

ময় হইলে আর্সেনিক প্রয়োগ করিবে। গ্রীষ্মকালের রৌদ্রের কারণে অতিসার হইলে কপূর, একোনাইট, ডল্‌কামারা, 'চায়না, ফক্ষারিক অম্ল প্রভৃতি ঔষধে উপকার দর্শে। বৃদ্ধবয়সের উদরাময়ে ফক্ষারিক অম্ল, এস্টিমনি ক্রুড এবং যবক্ষার অম্ল বিশেষ উপযোগী। সঞ্চিত উদরাময়ে আর্সেনিক, সল্‌ফার, চায়না, ফক্ষারিস, ফেরস্ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

বৈদ্যক—অতিসার রোগে হোমিওপ্যাথী এবং বৈদ্যের চিকিৎসাই অধিক প্রশস্ত। এলোপ্যাথী চিকিৎসা তত ভাল নহে। আবার হোমিওপ্যাথী ও বৈদ্যক চিকিৎসার ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে বৈদ্যক চিকিৎসাকে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। কিন্তু চিকিৎসার জ্ঞান সঠিক ও প্রকৃত ঔষধ চাই। কঠিন অতিসারের চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে আম ও পকের লক্ষণ স্থির করা আবশ্যিক। আম ও পকের লক্ষণ নিশ্চিত না করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলে অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কারণ আম অতিসারে লজ্জন করানো কর্তব্য। এবং পকাতিসারে ধারক ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত। কাজেই যেখানে আম অতিসার হইয়াছে, সেস্থলে ধারক ঔষধ দিলে এবং পকাতিসারে লজ্জন করাইলে পীড়া বৃদ্ধি হইতে পারে।

এই দুই প্রকার অতিসারের লক্ষণ স্থির করিবার উপায় নিত্য সহজ। বৈদ্যেরা বলেন,—আমাতিসারের বিষ্ঠা জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায় আর পকাতিসারের পুরীষ ভাসিতে থাকে। কিন্তু এই নিয়ম সকল স্থানে খাটে না। পকাতিসারের পুরীষও অধিক তরল, অত্যন্ত সংঘাত, এবং শীতল ও কফদূষিত হইলে ডুবিয়া যাইতে পারে। কফাতিসারে, শ্লেষ্মার গুরুত্ব জ্ঞান বিষ্ঠা ডুবিয়া যায়। আমাতিসারে পেটের ভিত্তর গড় গড় শব্দ হয়, এক একবারে অল্প মল নির্গত হইতে থাকে এবং বিষ্ঠায় অত্যন্ত জ্বল্ক হয়।

আমাতিসারে প্রথমে ধারক ঔষধ দিবে না। রোগী সবল এবং উদর মলে পরিপূর্ণ থাকিলে লজ্জন করাইবে, এবং হরীতকী অর্দ্ধতোলা ও পিপ্পল সিকিতোলা বাটিয়া জৈষ উষ্ণ করিয়া সেবন করাইবে। এতদ্বারা বন্ধমল ও আম নির্গত হইয়া যায়। তাহার পর, ধাত্তপঞ্চক ও ধাত্ত চতুষ্ক ব্যবস্থা করিবে।

ধনে, শুঁঠ, মুতা, বালা, বেলগুঁঠ, সমস্ত মিলিত ২ তোলা, অর্দ্ধ সের জলের সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ

পোয়া থাকিতে নামাইবে। পরে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবে। ইহার নাম ধাত্তপঞ্চক। পৈত্তিকাতিসারে শুঁঠ ত্যাগ করিয়া বাকি চারিটা দ্রব্যে পাচন প্রস্তুত করিবে। তাহার নাম ধাত্ত চতুষ্ক। ইহাতে পেটের কামড়ানি ও বন্ধ আম নষ্ট হয়।

জোয়ান, লবঙ্গ, মুতা, গুল্‌ফা প্রত্যেক ১ তোলা, অর্দ্ধসের জলে অল্প সিদ্ধ করিয়া মধ্যে মধ্যে সেই জল পান করিতে দিলে উদরের বেদনা ও আম নষ্ট হয়।

চিকিৎসার প্রথমাবস্থাতেই পেটে কুঁমি আছে কিনা; তাহা নিশ্চিত করা কর্তব্য। কেন না, অস্ত্রে কুঁমি থাকিলে অগ্রে তাহার প্রতীকার করা চাই। কুঁমি নির্গত না হইলে অমৃতভক্ষণেও আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই। সর্বত্র কুঁমির লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পায় না। কিন্তু অনেক স্থলেই এই কয়েকটি উপসর্গ প্রায় বিদ্যমান থাকে। মলদ্বার শুড় শুড় করে, মুখে লোণা জল উঠে ও জ্বল্ক হয়, নাক চুলকায়, রাত্রিতে স্ননিদ্রা হয় না, ঘুমের ঘোরে রোগী দাঁত কিড় মিড় করে। এই সকল লক্ষণ বর্তমান থাকিলে অস্ত্রে কুঁমি থাকিবার সম্ভাবনা। বিড়ঙ্গ, পলাশপাপুড়া, আনারসের পাতার রস এবং ইন্দ্রযব কুঁমির উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার কোন একটি ঔষধ সেবন করাইলে পেটের কুঁমি নির্গত হইতে পারে।

উদরের বন্ধমল ও দুগ্ধরস নির্গত হইয়া গেলে এবং শরীর শুষ্ক ও দুর্বল হইয়া আসিলে অল্প অল্প লঘুপঞ্চা এবং ধারক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। এই অবস্থায় রোগীকে নিম্নলিখিত কোন একটি চূর্ণ সেবন করানো যাইতে পারে—

নাগরাদি চূর্ণ—শুঁঠ, আতাইচ, মুতা, ধাইফুল, রসাজন, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব (কুড়চির ফল), পাঠা, বেলগুঁঠ, কটকী, এ সমস্ত দ্রব্য সমভাগে ওজন করিয়া উত্তম রূপে চূর্ণ করিবে। অল্পপান চৈলেনি জল ও মধু। ইহা দ্বারা গ্রহণী, মলে রক্তের ছিটা, পিত্ত দোষ প্রভৃতি নষ্ট হয়।

বৃহৎ গজাধর চূর্ণ—বেলগুঁঠ, শিঙ্গেড়া পত্র, দাড়িম পত্র, মুতা, আতাইচ, সালগাছের স্বেত আটা, ধাইফুল, মরিচ, পিপ্পল, শুঁঠ, দারুহরিদ্রা, চিরাতা, স্নিমছাল, জামছাল, রসাজন, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বরাক্রান্তা, বালা, মোচরস, সিকিগজ, ভুদরাজ, এই সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ সমানান্ধ এবং সমস্ত চূর্ণ সমস্তের সমান কুড়চি-মূলের ছাল চূর্ণ। মাত্রা ১ মাষা। অল্পপান চৈলেনি জল ও মধু

কিছা অন্নের মণ্ড। গ্রহণীর সঙ্গে জ্বর, মলের নানা প্রকার বর্ণ, পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার করে।

জীরকাদি চূর্ণ—জীরা, সোহাগার খই, মুতা, আক-
নাদি, বেলগুটি, ধনে, বালা, গুলফা, দাড়িমফলেবু ছাল,
কুড়চি মলের ছাল, বরাক্রান্ত, ধাইফুল, ত্রিকটু, দারু-
চিনি, তেজপাত, এলাইচ, মোচরস, ইন্দ্রযব, অভ্র,
গন্ধক, পারদ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমানাত্ম। সমস্ত চূর্ণের
সমান জায়ফল। সমস্ত দ্রব্য একত্র উত্তম রূপে চূর্ণ
করিবে। অহুপান মধু। ইহা সেবন করিলে উৎকট
গ্রহণী রোগ নিবারণ হয়।

গ্রহণী মিহির তৈল—তিল তৈল ৪ সের। প্রথমে
যথাবিধি মুচ্ছা করিয়া লইবে। কক দ্রব্য,—ধনে, ধাইফুল,
লোধকাঠ, বরাক্রান্ত, আতাইচ, হরীতকী, বেণারমূল,
মুতা, বালা, মোচরস, রসোত (দারুহরিদ্রার সার),
বেলগুটি, নীলোৎপল, তেজপত্র, নাগেশ্বর, পদ্মকেশর,
গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, শ্রামালতা, পদ্মকাঠ, কটকী, তগর-
পাহুকা, জটামাংসী, দারুচিনি, কেণ্ডুরিয়া, পুনর্নবা,
আমছাল, জামছাল, কদমছাল, কুড়িছাল, জোয়ান,
জীরা, প্রত্যেক দুই তোলা। কাথার্থ কুড়িছাল ১২
সের, জল ৬৪ সের, সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে
নামাইবে। মুচ্ছিত তৈলে প্রথমে কুড়ির কাথ খাওয়া-
ইবে। সাতদিন পরে পুনর্নবার দধির মাত খাওয়াইবে।
সপ্তাহ পরে ৪ সের জলের সঙ্গে কক দ্রব্য সিদ্ধ করিবে।
নির্জল হইলে নামাইয়া লইবে। এই তৈল অনেকে
অনেক প্রণালীতে প্রস্তুত করেন। ইহা সর্সাদে মর্দন
করিলে কঠিন গ্রহণীতেও বিলক্ষণ উপকার করে।

প্রাণেশ্বর রস—গন্ধক, অভ্র, পারদ, প্রত্যেক ৪
মাষ। সর্জিকার, সোহাগার খই, সোরা, পঞ্চলবণ,
ত্রিফলা, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল,
বমানী, হিঙ্গু, বিড়ঙ্গ, গুলফা প্রত্যেক এক মাষ।
সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া ১ মাষ পরিমিত বটা
প্রস্তুত করিবে। অহুপান মধু ও পানের রস। ঔষধ
সেবনের পর উষ্ণ জল পান করিবে। অত্যন্ত কঠিন
অরাসিসার, ত্রিদোষজ গ্রহণী প্রভৃতি উপসর্গে ইহা
বিলক্ষণ ফলপ্রসূ।

কামেশ্বর মোদক—অভ্র, কটফল, কুড়, অম্বগন্ধা,
গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমিকুয়াণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর,
কুলেখাড়া বীজ, কদলীমূল, শতমূলী, বমানী, মাস-

কলাই, তিল, ধনে, শর্ষা, গোরক্ষচাকুলে, গন্ধমাত্রা,
ময়নাকল, জায়ফল, সৈন্ধব, বামুনহাটী, কাকড়াশূলী,
ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, দারুচিনি, তেজপত্র,
এলাইচ, নাগেশ্বর, পুনর্নবা, গজপিপ্পলী, ড্রাক্সা, শিমূল
মূল, বালা, আলকুশী বীজ, প্রত্যেক ১ তোলা। সর্ব
সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি লইবে। সমস্ত দ্রব্য জল দিয়া পাক
করিবে। মোদক বাধা যায় এই রূপে ঘন হইয়া
আসিলে নামাইয়া রাখিবে। শীতল হইলে দ্বিত ও মধু
দিয়া মোদক বাধিবে।

জীরকাদি মোদক, মেথীমোদক, অগ্নিকুমার মোদক,
অগ্নিকুমার রস, গ্রহণী কপাট রস, গ্রহণী গজেন্দ্র বটিকা,
বৈদ্যনাথ বটিকা, কনক প্রভাবটী প্রভৃতি ঔষধ অভিসার
প্রভৃতি রোগে বিলক্ষণ উপকার করে।

এলোপ্যাথী চিকিৎসা—গুরুতর আহারের পর
উদরাময় উপস্থিত হইলে ১৫ কিছা ২০ গ্রেণ ইপিক্যাক
চূর্ণ ঈষৎ উষ্ণ জলের সঙ্গে সেবন করিতে দিলে ইহাতেই
পীড়ার শান্তি হইতে পারে। কিন্তু দুর্বল ব্যক্তিকে
বমন করানো উচিত নহে। বমনের পর পেটে সঞ্চিত
মল থাকিলে মুহূবিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিলে ফল
দর্শে। এরও তৈল এক কাঞ্চা এবং আফিঙের অরিষ্ট
সাত বিন্দু কিঞ্চিৎ আদার রসের সঙ্গে একত্র মিশ্রিত
করিয়া সেবন করাইলে উদরবেদনা, অশ্রুভার বোধ
প্রভৃতি কষ্ট নিবারণ হয়। কিন্তু নিকটে ওলাউঠার
প্রাচুর্য থাকিলে কিছা রোগী দুর্বল হইলে বিরেচক
ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্তব্য নহে।

অত্র পরিস্কার হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা
করিবে—

রেণ্ডচিনির আরক	১০ বিন্দু
সোডি বাইকার্ব	২০ গ্রেণ
পিপারমেন্টের জল	অর্দ্ধ ছটাক

একত্র মিশ্রিত করিয়া ৩।৪ ঘণ্টা অমস্তর সেবন
করিবে। উদরে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে উক্ত ঔষধের
প্রত্যেক মাত্রার সঙ্গে ৪ বিন্দু আফিঙের অরিষ্ট
মিশাইয়া দিবে। শিশুদের পক্ষে আফিঙ নিষিদ্ধ।
পেট অত্যন্ত কামড়াইলে সমস্ত উদরে তর্পিন তৈলের
সঙ্গে উষ্ণ জলের সেদ করিবে। পুনঃ পুনঃ জলবৎ
অধিক মল নির্গত হইলে ধারক ঔষধ সেবন করানো
আবশ্যক।

খদিরের অরিষ্ট ... ২০ বিন্দু

কাইনোর অরিষ্ট	২০	...
সুগন্ধ খড়ীচূর্ণ	১০	রতি
গঁদের মণ্ড	এক	কাঞ্চা
পিপারমেন্টের জল	এক	কাঞ্চা

একত্র মিশ্রিত করিয়া এই রূপ এক এক মাত্রা ঔষধ ৬ ঘণ্টা অনন্তর সেবন করিবে। সন্ধ্যার পর ৭ বিন্দু আফিঙের অরিষ্ট সেবন করাইলে ধারক ও স্ননিদ্রা হইতে পারে। তন্নিম্ন ১ গ্রেণ আফিঙ, ২০ গ্রেণ সাবান একত্র উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া ৪ টা বটা প্রস্তুত করিবে। ইহার একটা বটা মলদ্বারে প্রবেশ করাইলে উদরের বেগ নিবারণ হইতে পারে। রোগী দুর্বল হইয়া আসিলে অল্প মাত্রায় পুরাতন পোর্ট প্রত্যাহ তিন চারিবার খাইতে দিবে। তন্নিম্ন মাংসের খোল, একভাগ চূণের জলের সঙ্গে নয় ভাগ ছাগ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। প্রথম হইতে পেটে হুঃসহ বেদনা এবং মাটির মত মল নির্গত হইলে পারদ ব্যবহার করা উচিত।

হাইডার্ক কম ক্রিটা	১	রতি
বিসমথ	৩	রতি
ইপিক্যাক্	১	রতি
সুগন্ধ খড়ী	১০	রতি

একত্র মিশ্রিত করিয়া একটা পুরিয়া প্রস্তুত করিবে। রাত্রিকালে এই রূপ দুইটা পুরিয়া সেবন করাইবে। পীড়া পুরাতনাবস্থায় দাঁড়াইলে অল্প অল্প অহুস্তেজক লৌহ ঘটত ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

আফিঙের অরিষ্ট	৭	বিন্দু
ফেরম্ টার্টেটাম্	৩	গ্রেণ
দারুচিনির জল	অর্দ্ধ	ছটাক

একত্র মিশ্রিত করিয়া এই রূপ এক এক মাত্রা ঔষধ প্রত্যাহ ৩ বার সেবন করিতে দিবে। জীর্ণ উদরাময় রোগে আমাদের দেশের বেল একটা মহৌষধ বলিয়া গণ্য। বেলের ভিতর প্রচুর আটা জন্মিলে, তাহা বীজ সমেত চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া ছায়ায় শুকাইবে। ৮ ভাগ বেল এবং এক ভাগ গুঁঠ একত্র জলে সিদ্ধ করিয়া উত্তম রূপ বাঁটিয়া লইবে। পরে সেই মণ্ড কাপড়ে ছাঁকিয়া অল্প থেজুরে শুড়ের সঙ্গে রোগীকে খাইতে দিবে। তন্নিম্ন টাটকা বেল পোড়াইয়া খেজুরে শুড়ের সঙ্গে সেবন করাইলে উপকার হয়।

রক্তাতিসার বা রক্তামাশর—পূর্বকালে এই পীড়া

পৃথিবীর সর্বত্রই অধিক বিদ্যমান ছিল। এখনও বনবাসী অসভ্য লোকেরা এই ব্যাধিতে অত্যন্ত কষ্ট পায়। তাহারা অর কি অজ কোন রোগ ততটা জানে না, কিন্তু রক্তামাশরকে সকলেই ভয় করে। গড়ে হিসাব করিলে দেখিলে, প্রায় ১০০ জনের মধ্যে ৮০ জন অসভ্য লোক রক্তামাশরে প্রাণত্যাগ করে। তাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে গণিত ও শুদ্ধ মংস্ত মাংস ভোজন এবং অপরিমিত সুরাপান এই রোগের প্রধান কারণ। এক জাতীয় পর্বতবাসী লোক আছে তাহারা শীতকালে বানর, হরিণ প্রভৃতি বন্য পশু মারিয়া তাহাদের মাংস শুদ্ধ করিয়া রাখে। বৃষ্টির সময় মৃগয়া করা কষ্টকর হয়, তাই অত্যন্ত বর্ষা পড়িলে তাহারা কুটীরে বসিয়া সেই শুদ্ধ মাংস দ্বন্দ্ব করিয়া পচাই মদের সঙ্গে খায়। আবার কোন কোন বনে বর্ষার সময় চারিদিক ডুবিয়া যায়। হরিণ ও শশক উচ্চ ভূমির উপর গিয়া আশ্রয় লয়। অসভ্যেরা সেই সময়ে তাহাদিগকে অনায়াসে বধ করে। বর্ষাকালে আকাশ প্রায় মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, কাজেই মাংস শুকাইবার সুবিধা হয় না। সুতরাং বনবাসীরা অধিক শিকার পাইলে কতক মাংসে হলুদ ও লবণ মাখাইয়া অল্প দ্বন্দ্ব করিয়া রাখে। এই রূপ কুখাদ্য ভোজনের জন্তই তাহাদের রক্তামাশর রোগ এত প্রবল। ইউরোপের লোকেরা ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথমে এখানকার জলবায়ুর প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি রাখেন না। বিলাতে যে পরিমাণে মাংসাদি ভোজন করেন, এখানেও সেই রূপ অপরিমিত আহার করিতে যান, কাজেই শেষে উৎকট আমাশয় প্রভৃতি রোগ জন্মে। [Madras Hygiene দেখ]। রক্তাতিসারের অন্ত্যস্ত কারণ অনেকটা স্নেহা অতিসারের মত। ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ এই রূপ অনুমান করেন যে, দুর্গন্ধ স্থান হইতে কিম্বা অজ কোন কারণে এক প্রকার বিষ জন্মে। সেই বিষ মনুষ্য শরীরে প্রবেশিত হয়। পরে ঐ বিষ বৃহৎ অস্ত্রের মৈত্রিক খিল্লির গ্রহি দিয়া শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, তজ্জন্ত রক্তামাশর রোগ জন্মে।

বাঙ্গালা দেশের বেখানে মেলেরিয়া জরের অন্ত্যস্ত প্রাচুর্য, রক্তামাশর রোগ সেই থানে অধিক বাটয়া থাকে। প্রথমে অল্প অল্প শীত বোধ হয়; কোথাও প্রবল কম্পও হইতে পারে। আহারের পর পীড়ার হৃদযাত হইলে অনেক স্থলেই রোগী বমন করিয়া কেলে। এই অবস্থায় জিহ্বা শুষ্ক, মধ্যস্থল খেঁতবর্ণ লেপযুক্ত এবং

চারিধার রক্তবর্ণ। কোন কোন স্থলে রোগীর কম্প কিম্বা জ্বরবোধ হয় না। তাহার পর উদরের ভিতর কামড়াইতে থাকে এবং মধ্যে মধ্যে সমস্ত পেট মোচড়াইয়া উঠে। মলদ্বারে অল্প জ্বালা ও বেগ বোধ হয়। রোগী মলত্যাগ করিতে যায়, অধিক মল নির্গত হয় না। পেটে বেদনা ও বেগ ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন গন্ধমাদন বাহির হইবে। কিন্তু বস্তুকর্তৃক অনেকস্থলে কিছুই মলনিঃসরণ হয় না। অনেক ক্ষণ বেগের পর কিঞ্চিৎ আম ও রক্ত নির্গত হইয়া আসে। রোগী তখন আপনাকে কিছু স্থস্থ বোধ করে। কিন্তু ক্ষণকালের মধ্যেই আবার বেগ বৃদ্ধি হয় ও পেট বেদনা করিতে থাকে। কোথাও বিরচনের সঙ্গে প্রথম প্রথম মল মিশ্রিত থাকে। তাহার পর কখন অল্প মল থাকে, কখন মলের স্পর্শমাত্রও থাকে না, কেবল শ্লেষ্মা ও রক্ত নির্গত হয়। কোথাও কাটা পাঠার মত কেবল টাটকা রক্ত বাহির হইয়া আসে। প্রবল পীড়ায়, সর্কাদ উষ্ণ, নাড়ী বেগবতী; মুখমণ্ডল মলিন ও অত্যন্ত মানিবৃত্ত। সরলাস্ত্রে অত্যন্ত প্রদাহ হইলে রোগী প্রস্রাব করিতে পারে না, অনেক কষ্টে কেবল দুই এক বিন্দু মূত্র নির্গত হয়। এই অবস্থায় রোগের শাস্তি না হইলে ক্রমে দিবা রাত্রির মধ্যে ৫০।৬০ বার মল নির্গত হইতে থাকে। রোগী একবার মলত্যাগ করিতে বসিলে সেখান হইতে উঠিতে চায় না। উদরের বেদনা এবং অতিশয় যেষের জন্ত সর্সদাই ব্যাকুল হইয়া থাকে। পরে উদর অল্প বা অধিক ফীত হয়, সরলাস্ত্রে ক্ষত জন্মে; সে কারণ উদর হইতে গলিত পদার্থও বাহির হইয়া আসে। ক্রমে নাড়ী ক্ষীণ, মুখে ক্ষত, হস্তপদাদি শীতল, সর্কাদে পচা হৃগন্ধ, প্রলাপ প্রভৃতি উপসর্গের পর রোগীর মৃত্যু হয়। কোন কোন স্থলে অন্তঃকাল পর্যন্ত জ্ঞানের কিছুই বৈলক্ষণ্য হয় না। এমন দেখা গিয়াছে, সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ হইয়াছে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া আসিয়াছে, কেবল জীবাত্মা বাহির হইলেই হয়, তখনও রোগী সজ্ঞানে কথা কহিতে থাকে, বাক্যের কিছুমাত্র জড়তা হয় না। তাই প্রবাদ আছে যে, ইষ্ট-দেবতার নাম করিতে করিতে সজ্ঞানে মৃত্যু হইবে বলিয়া পূর্বকালের ঋষিরা অতিসার রোগ কামনা করিয়া লইয়াছিলেন।

এখন একটি বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। রক্তমাশয়কে সামান্য ব্যাধি বলিয়া আমাদের দেশের অনেকেই প্রথমে নিশ্চিত থাকেন। পীড়া উৎকট হইয়া না পীড়াইলে

টোটকা ঔষধই প্রায় অনেকের ভরসা। বাঙ্গালায় অনেক প্রকার অবধৌত মতের ঔষধ এবং টোটকা ঔষধ সেবন করিলে নানা প্রকার কঠিন রোগ নিবারণ হয়, তাহা অনেকেই জানেন। কিন্তু তথাপি অজ্ঞ-লোকের হাতে প্রাণ সমর্পণ করা কর্তব্য নয়। বিশেষতঃ, রক্তমাশয় উপস্থিত হইলে যত্নের কোন না কোন একটা পীড়া ঘটবার সম্ভাবনা। তজ্জন্ত প্রথম হইতেই সূচিকিংসকের হস্তে চিকিৎসার ভার অর্পণ করিবে।

চিকিৎসা—অবধৌত ও টোটকা মতের—সামান্য প্রকার রক্তাতিসার অনেক সহজ উপায়ে নিবারণ হয়। বুড়ীগোপানের পাতা থুথুর সঙ্গে দুই হাতের তলে অনেক ক্ষণ মর্দন করিলে তিন ঘণ্টার ভিতরে সামান্য রক্তমাশয়ের বেগ ও রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। আয়্যাপানের পাতার রস সেবন করিলে সহজ রক্তমাশয় নিবারণ হয়। কলিকাতার দক্ষিণে বোড়ালের রক্তমাশয়ের ঔষধ অনেকেই জ্ঞাত আছেন। শুঁঠ, জোয়ান, জীরে, জায়ফল, কাঁচড়াঘাসের মূল এবং কুড়িচ্ছালের ক্কাথই রক্তাতিসারের প্রধান ঔষধ। অল্প মসলাগুলি কোনই কাজের নহে। তবে, কুড়িচির ছাল কষায় ও কটু। কোন আঠেয় মসলার সঙ্গে সেবন না করিলে পেট কষিয়া ধরিতে পারে, তাই শুঁঠ প্রভৃতি মসলাগুলি উহার সঙ্গে মিশ্রিত করা আবশ্যক। জোয়ান ১৩। রতি, জীর ৬। রতি, শুঁঠ ৩। রতি, জায়ফল ১।০ রতি, কাঁচড়া ঘাসের মূল ১। রতি। ইহাতে একটা পুরিয়া করিবে। পরে দেড় সের কুড়িচির ছাল এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ সের থাকিতে নামাইবে। প্রত্যহ প্রাতে অর্দ্ধ পোয়া ক্কাথে একটা পুরিয়া বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া সেবন করিবে। এই রূপে চারি দিনে চারিটা পুরিয়া সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনের পর যে রূপ পথ্যাদির নিয়ম আছে, তাহা বিবেচনা সঙ্গত নহে।

হোমিওপ্যাথী—প্রথমাবস্থায় জ্বর থাকিলে একো-নাইট ১২ ডাইলিউশান একবিন্দু মাত্রায় অর্দ্ধছটাক জলের সঙ্গে ১ ঘণ্টা অনন্তর সেবন করাইবে। অনেকস্থলে এই ঔষধেই পীড়া এককালে নিবারণ হইতে পারে। রক্তমিশ্রিত আম কিম্বা কেবল রক্ত নির্গত হইলে এবং অত্যন্ত বেগ ও মূত্রক্কট প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে কেরোসিন্জ পারদ ৩ ডাইলিউশান ১ বিন্দু মাত্রায় ২।৩ ঘণ্টা অনন্তর সেবন করাইবে। ইহাতে পীড়াই

বহুগা নিবারণ হয়। পেটের নিম্নভাগ ক্ষীত ও টিপিলে উদরে অত্যন্ত কষ্টবোধ থাকিলে মূলকরের আরক প্রয়োগ করা আবশ্যিক। বমন কিম্বা বমনোৎসেগ থাকিলে ইপিক্যাক ব্যবস্থা করিবে। শরীর দুর্বল, হস্তপদ শীতল এবং অত্যন্ত অস্থিরতা থাকিলে আর্সেনিক সেবনে বিশেষ ফল দর্শে। যেখানে মেলেরিয়ার প্রভাব অতিশয় প্রবল, তেমন স্থানে রোগীকে মধ্যে মধ্যে চায়না সেবন করাইবে।

এলোপ্যাথী—রোগী সবল এবং উদরে সঞ্চিত মল থাকিলে প্রথমে, এরণ্ড তৈল ৪। ৬ ড্রাম, আকিঙের অরিষ্ট ৭ বিন্দু, পিপারমেন্টের জল ৪ ড্রাম এবং আদাররস এক কাঞ্চা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে ৩০ বিন্দু ক্লোরোডাইন ব্যবস্থা করিবে। ১৫ মিনিট পরে এককালে ২০। ২৫ গ্রেণ ইপিক্যাক সেবন করাইবে। ইপিক্যাক সেবনের পর অন্ততঃ তিন ঘণ্টা পর্যন্ত রোগীকে কিছুই খাইতে দিবে না, সুস্থিরভাবে শয়ন করাইয়া রাখিবে। এই রূপ সাবধান হইলে প্রায় বমন হয় না। এক মাত্রা উদরে থাকিলে ৬ ঘণ্টা পরে পুনর্বার ১০। ১৫ গ্রেণ মাত্রায় আর একবার উহা সেবন করাইবে। এই মহৌষধ সেবনে এক দিনেই উৎকট রক্তামাশর রোগের শাস্তি হইতে পারে। ইপিক্যাক সেবনে অত্যন্ত বমন হয়, তজ্জন্ত বিশেষ সাবধানতা আবশ্যিক।

পেটের বেদনা নিবারণের জন্ত তার্গিন তৈলের সঙ্গে উষ্ণ জলের স্বেদ দেওয়া উচিত। তৃষ্ণা নিবারণের জন্ত খণ্ড খণ্ড বরফ রোগীর মুখে রাখিতে দিবে। পথোর মধ্যে মাংসের ঝোল, চূণের জলের সঙ্গে ছাগ হৃৎ, অন্নর মণ্ড, খই মণ্ড প্রভৃতি লঘু দ্রব্য ব্যবস্থা করা বাইতে পারে। রোগী উত্তম রূপ সুস্থ না হইলে কোন কঠিন দ্রব্য খাইতে দিবে না। তরুণ রক্তাতিসার রোগে বৈদ্যমতের চিকিৎসা অপেক্ষা হোমিওপ্যাথী ও এলোপ্যাথী চিকিৎসার অধিক ফল দর্শে। কিন্তু পুরাতন রক্তাতিসার রোগে বৈদ্যের চিকিৎসা শ্রেষ্ঠ। অতিসারের প্রায়শ্চিত্ত শাতাভপীয় কক্ষবিপাকে—মহাপাতকলং চিহ্নং সপ্তজন্ম-সু লাভতে। উপপাতকলং পঞ্চ ত্রীণি পাপ সমুত্তবং। ইত্যাদি।

কুষ্ঠক রাজযক্ষ্মা চ প্রমেহো গ্রহণী তথা।

মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীকাশা অতিসারভগন্দরৌ।

হৃষ্টব্রণং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতোহক্ষিপাননং।

ইত্যোবমাদয়ো রোগা মহাপাপোত্তবাঃ স্মৃতাঃ। ইত্যাদি। এবং মহাপাপে ভবেৎ সর্গং তদর্কজ্ঞপাতকে। দদ্যাৎ পাপেষু বর্টাংশং জ্ঞাত্বা ব্যাধিবলাবলং। সর্গং পরাকরূপং।

শাতাভপীয় কক্ষবিপাকে লিখিত আছে যে, মহাপাতক জনিত চিহ্ন স্বল্প কুষ্ঠাদি রোগ মাহুকের সাত জন্ম পর্যন্ত হইয়া থাকে। উপপাতকের চিহ্ন, যথা জলোদরাদি পঞ্চ জন্ম পর্যন্ত জন্মে এবং সামান্ত পাপ জনিত চিহ্ন দণ্ডাবতানকাদি তিন জন্ম পর্যন্ত হইয়া থাকে।

কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ্রা, অশ্মরী, জরযুক্ত কাশ, অতিসার, ভগন্দর, হৃষ্টব্রণ, গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত, চক্ষুর নাশ ইত্যাদি রোগ মহা পাপোত্তব।

মহাপাপে সকল অর্থাৎ পরাক্রম প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আছে। পরাক্রম করিতে অসমর্থ হইলে—‘পরাক্রমপঞ্চদশঃ’—পরাক্রমের অমুকুলে পাঁচটা ধেনু দেয়, এই বচনানুসারে পাঁচটা গোরু উৎসর্গ করিয়া দান করিবে। অথবা পাঁচটা গোরুর মূল্য পনের কাহন কড়ী কিম্বা সেই মূল্যে যতটুকু সোনা বা রূপা পাওয়া যায়, তাহা উৎসর্গ করিয়া দান করিবে। [পরাক্রমের পরাক্রম এবং ধেনু-পক্ষে ধেনুর মূল্য দেখ]।

এই রূপে প্রায়শ্চিত্তের পত্রিকা লিখিবে—

অতিসার রোগসংহতিপাপক্ষয়ার ত্রতাদ্যশকৌ ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়াদিনা বা যৎকিঞ্চিং দক্ষিণক পঞ্চদশ কার্ষাপণী দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি বিদুযাম্প-রামর্শঃ।

প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিয়ম—অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে নাই। তত্তির যে তিথিতে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহার পূর্বদিনে রোগী মন্ত্রকাদি মুণ্ডন করিয়া সায়ংকালে কেবল কিঞ্চিৎ স্নাত খাইয়া থাকিবে। পর দিবসে বথা নিয়মে নিত্য ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিবে। তাহার পর, উপরে যে পত্রিকা খানি কথিত হইয়াছে, তাহা তালপত্রাদিতে লিখিয়া কড়ী কিম্বা স্বর্ণাদি যাহা উৎসর্গ করিতে হইবে, তাহার উপরে রাখিয়া দিবে। এই রূপ আয়োজনের পর উৎসর্গের মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। বথা,—অদ্য ইত্যাদি (মাস, পক্ষ ও তিথির নাম করিবে) অমুকগোত্রঃ ত্রীক্ষমুকদেবপুত্রঃ। অতিসাররোগ সংহতি পাপক্ষর কামোহর্জিতাং ইমাঃ পঞ্চদশকার্ষাপণীঃ তদুদ্যমলক্ষ্মিনং সুবর্ণং রৌপ্যং বা বিকুর্ষেবভং বথাসমুদ্রং গোত্রনায়ে

ব্রাহ্মণ্যায়ং বদে। অবশেষে দক্ষিণাদির পর পার্শ্ব লোক করিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে একটা ভোজ্য টুংসর্গ করা আবশ্যক।

এই প্রায়শ্চিত্ত বিধি সঞ্চিত গ্রহণী বা অতিসারের পক্ষে খাটিবে। অন্নকাল স্থায়ী ওলাউঠা কিবা সামান্য উদরাময়ের জন্য নহে।

অতিসারিকিন্ (ত্রি) অতিসারোহন্ত্যতি অতিসার-ইনি কৃচ্ চ। *। বাতাতিসারাত্যাং কৃচ্ চ। পা ৫।২। ১৩৯। রোগ বুঝাইলে বাত এবং অতিসার শব্দের উত্তর অন্ত্যার্থে ইনি প্রত্যয় হইয়া থাকে এবং কৃচ্ আগম হয়। রোগ না বুঝাইলে কৃচ্ (ক) হয় না।

অতিসার রোগ গ্রস্ত। উদরাময় রোগী।

অতিসারিন্ (পুং) অন্তর্ভাবিত্যর্থোহত্র সরতিঃ। অতি-শয়েন সাররতি রক্তাদিকন্ অতি-স্ব-গিনি। অতিসার-রোগ। উদরাময়।

অতিস্বজ্য (ত্রি) অতি-স্বজ-ক্যপ্। *। স্বপুপধাকারূপিচূতেঃ। পা ৩।১।১১০। কৃপ্ এবং চূত্ ভিন্ন যে সকল ধাতুর উপধাতে স্বকার আছে তাহাদের উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয় বিহিত হয়। ত্যাক্য। সর্জনীয়। ত্যাগ করিবার যোগ্য।

অতিস্বষ্ট (ত্রি) অতি-স্বজ-ক্ত। দত্ত। প্রেরিত্।

অতিসৌরভ (পুং) অতিশয়িতং সৌরভমন্ত। প্রাদি বহুব্রী। সুগন্ধি আত্ম। (ত্রি) সলাদ্ব্যুক্ত দ্রব্য মাত্র (ক্লী) অত্যন্ত সুরতি গন্ধ।

অতিসৌহিত্য (ক্লী) অতিশয়িতং সৌহিত্যম্। অত্যন্ত ভূষিত।

অতিস্ততি (স্ত্রী) অতি-স্ত-কিন্। পূজার্থে অতি শব্দ উপসর্গ হয় না তজ্জন্ত ইহার পর কোন শব্দের আদিতে সকার থাকিলে তাহা মূর্দ্ধন্ত হয় না। তাই এখানে স্ততির সকার মূর্দ্ধন্ত হয় না। *। কর্ণপ্রবচনীয়াশ্রুতিষেধঃ। (কাত্যায়ন)। কর্ণপ্রবচনীয় স্থলে কুগতি প্রাদি তৎপুরুষসমাস নিষিদ্ধ এবং অতি প্রভৃতির পর স্ববিধানও নিষিদ্ধ। অবিস্যমান গুণের কীৰ্ত্তন।

অতিস্ত্রি (পুং) স্ত্রিয়মতিক্রান্তঃ। অত্যাং তৎ। যে ব্যক্তি আপনার স্ত্রীকে অতিক্রম করিয়াছে। স্ত্রীত্যাগী। পর-স্ত্রীতে আসক্ত। ১ মা—অতিস্ত্রিঃ। অতিস্ত্রিয়ৌ।

গুণ নাভাবোবহুভুক্তিঃ পরস্বাংপুংসি বাধ্যতে।

ক্লীবে হুনা চ স্ত্রীশব্দের ভিত্ত্যবধাৰ্য্যতাম্।

*। অসি চ। পা ৭।৩।১০৯। অস্ প্রত্যয় পরে থাকিলে হ্রস্বস্ত অঙ্কের গুণ হয়। অতিস্ত্রি-কন্ অতি-

স্ত্রয়ঃ। *। হ্রস্বস্ত গুণঃ। পা ৭।৩। ১০৮। সর্বোধনে হ্রস্বস্ত অঙ্কের গুণ হয়। হে অতিস্ত্রে। ২ যা—অতিস্ত্রিয়ন্ অতিস্ত্রিয়ং, অমের রূপ। অতিস্ত্রিয়ঃ অতিস্ত্রীম্ শব্দে রূপ। *। আঙো নান্ত্রিয়াম্। পা ৭।৩। ১২০। যি সংজ্ঞক শব্দের (সধি শব্দ ভিন্ন আর বত ইকারান্ত শব্দ এবং উকারান্ত শব্দের ও সমাসে পতি শব্দের নাম বি। শেষো দ্ব্যধি। পা ১।৪।৭। পতিঃ সমাস এব। পা ১।৪।৮।) পর আঙ্ (টা) প্রত্যয় থাকিলে তাহার স্থানে না আদেশ হয়। ৩ যা—অতিস্ত্রি-টা অতিস্ত্রিণা। *। ঘেতিতি। ৭।৩। ১১১। ও ইং হয় এমন হ্রস্ প্রত্যয় পরে থাকিলে যি সংজ্ঞক শব্দের গুণ হয়। ৪ যী—অতিস্ত্রি-ও অতিস্ত্রয়ে। ৫ মী—অতিস্ত্রেঃ। ৬ স্ত্রী—অতিস্ত্রেঃ, অতি-স্ত্রিয়োঃ। অতিস্ত্রীণাম্। *। হ্রস্বনদ্যাপো হুট। ৭।১। ৫৪। হ্রস্বস্ত, নদ্যস্ত (উকারান্ত এবং উকারান্ত যে সকল নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ তাহাদিগকে নদীসংজ্ঞক কহে) এবং আবস্ত অঙ্কের পর আমের স্থানে হুট আগম হয়। ৭ মী—অতিস্ত্রি-ঙি অতিস্ত্রৌ। *। অচ্ ঘেঃ। ৭।৩। ১১৯। ইকারান্ত কিবা উকারান্ত শব্দের পরে ঙি থাকিলে তাহার স্থানে ঐ হয় এবং যি সংজ্ঞক শব্দের অন্তবর্ণ স্থানে অকার আদেশ হইয়া থাকে।

ওষ্ঠ্যোকারে চ নিত্যং শ্রাদম্ শব্দান্ত বিভাষয়া।

ইয়াদেশোহিচি নাহন্তত্র স্ত্রিয়াঃ পুংস্ত্যপসর্জনে।

ওন্ এবং ঐ প্রত্যয় পরে থাকিলে পুংলিঙ্গস্থিত গোণ স্ত্রীশব্দের স্থানে নিত্য ইয়ঙ (ইয়) আদেশ হয়, আবার অন্ এবং শন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে বিকরে ইয় হয়, তন্নিয় অন্ত কোন অচ্ পরে হয় না।

(ক্লীব)। ১ মা—অতিস্ত্রি। *। ইকোহিচি বিভক্তৌ।

৭।১। ৭০। অজাদি বিতক্তি পরে থাকিলে ইগন্ত ক্লীব-লিঙ্গ শব্দের স্থানে হ্রস্ আগম হয়। অতিস্ত্রিণী। অতিস্ত্রীণি। ৩ যা—অতিস্ত্রিণা। ৪ যী—অতিস্ত্রিণে ইত্যাদি। ও প্রভৃতি প্রত্যয় পরে থাকিলে পক্ষে পুংবৎ ভাব হইয়া অতিস্ত্রয়ে এই রূপ পদও হইবে।

(স্ত্রী)—স্ত্রীলিঙ্গের রূপ প্রায় পুংলিঙ্গের বস্ত। ভেদের

নম্যে ২ যা বহু—অতিস্ত্রীঃ। ৩ যা—অতিস্ত্রিয়া।

৪ যী—অতিস্ত্রিণৈ অতিস্ত্রয়ে। ৫ মী—অতিস্ত্রিয়াঃ

অতিস্ত্রেঃ। ৭ মী অতিস্ত্রিয়াং অতিস্ত্রৌ। ইত্যাদি সতী-

সংজ্ঞার বিকল্পে রূপগুলি ঠিক পুংলিঙ্গের বস্ত।

অতিস্ত্রী (স্ত্রী) অতিশয়িতা স্ত্রীশব্দী। প্রাদি সৎ। অতি-শয় স্ত্রীশব্দী।

অতিব্রীক (পুং) অতিশয়িতা হৃদয়ী জী যন্ত । প্রাদি ব্রহ্মী । যাহার অতিশয় হৃদয়ী জী আছে । *। নদ্যতন্ত । পা ৫।৪।১৫০। নদী সংজ্ঞক শব্দ এবং প্রকারান্ত শব্দ পরে থাকিলে ব্রহ্মীহি সমানে তাহাদের উত্তর কপ্ প্রত্যয় হয় ।

*। কেহণঃ । পা ৭।৪।১০। ক প্রত্যয় পরে থাকিলে শব্দের অন্তর্স্থিত আকার ঈকার এবং উ কার হয় হয় । এই সূত্রানুসারে, অতিব্রী-কপ্ অতিব্রীক, এই প্রকার জী শব্দের ঈকার হয় হইবার বিধি ছিল । কিন্তু অত্র সূত্রদ্বারা হ্রস্ব নিষিদ্ধ হইতেছে । যথা—
*। ন কপি । পা ৭।৪।১১। কপ্ প্রত্যয় পরে আকা-
রাদি হ্রস্ব হয় না । তজ্জন্ত অতিব্রীক শব্দের জীর ঈকার হ্রস্ব হয় নাই ।

অতিস্পর্শ (ত্রি) অতিক্রান্তং স্পর্শং বর্ণোচ্চারণপ্রযুক্ত-ভেদঃ দানং বা । ক হতে ম পর্যন্ত পঁচিশটিকে স্পর্শবর্ণ কহে (কাদম্বো মাবসানাঃ), এই বর্ণ গুলির অতিক্রান্ত বর্ণ অর্থাৎ য ব র ল এবং স্বর বর্ণ । তন্মধ্যে য ব র ল ঈৎ স্পষ্ট বর্ণ এবং স্বরবর্ণ গুলি অস্পষ্ট বর্ণ । পূর্বেক্ত অন্তঃস্বর্ণ গুলির জিহ্বার সহিত অন্ন স্পর্শ হয় বলিয়া উহাদের নাম ঈৎ স্পষ্ট । পরোক্ত স্বরবর্ণ গুলির সহিত জিহ্বার স্পর্শ হয় না বলিয়া উহারা অস্পষ্ট । ঐ উত্তর বিধ বর্ণের জিহ্বার সহিত সম্পূর্ণ স্পর্শ নাই বলিয়া উহাদের নাম অতিস্পর্শ হইয়াছে । [অচ্ দেখ] । দানতীন, কৃপণ, অধম । অতিশয়িতঃ স্পর্শঃ, প্রাদি সঃ ।
(পুং) অত্যন্ত স্পর্শ ।

অতিশির (ত্রি) অতিশয়িতং শিরম্ । প্রাদি সঃ । অতি-
শায়-কিরচ্ । *। হান্কারোষ্টিলোপঃ । উণ্ ১।৫০।
হা এবং শ্কার ধাতুর টির লোপ হয় এবং কিরচ্ প্রত্যয়
বিহিত হইয়া থাকে । শিরং প্রভূতম্ ইতি উজ্জলদন্তঃ ।
অত্যন্ত ক্ষুধিলাণী । অতিবুদ্ধ । ফেট ।

অতিহসিত (স্ত্রী) অতিশয়িতং হসিতম্ অতি-হস-ক্ত ।
প্রাদি সঃ । অতিশয় হাস্য, উচ্চ হাস্য । অতি-হস-বঞ্
অতিহাস্য (পুং) বশবহাস্য ।

অতিহস্তি । নামধাতুঃ । অতি হস্তিন্ বা হস্ত-গি হস্তিনা-
তিক্রামন্তি হস্তোমিরন্ততি বা অতিহস্তরতি । ক্রিঃ
কল্যাণেঃ । কল্যাণির উত্তর অর্থ-বিশেষে ক্রি (গি)
হয় । হস্তিবারা অতিক্রমকারী । হস্তর্য বিক্রেপকারী ।
অতীত (ত্রি) অতি-ইদং গতৌ-ক্তঃ । গত । কৃত । অতি-
ক্রান্ত । নদীত শাস্ত্রমতে দান বিশেষ । কৃত কাল ।

যথা—বর্তমান ধ্বংস প্রতিযোগিতমতীতত্বম্ । বর্তমান
ধ্বংস প্রতিযোগীকে অতীত কাল বলা যায় । অতীত
কালে এই করেকটা প্রয়োগ আছে—লঙলুঙোরতীতত্বম্ ।
লিট্‌কসোর্কত্বঃ পরোক্তত্বম্ অতীতত্বক্ । লুঙোহতীতত্বঃ
ক্রিয়াটিক্রমত্বঃ । কৃতশিট্‌বৎগ্যাৎ ক্রিয়ানিস্পত্তিঃ ক্রিয়া-
তিক্রমঃ । কৃত্তবহোরতীতত্বম্ । (ইতি সারমঞ্জরী) ।
লঙ্ এবং লুঙ্ বিভক্তি অতীত কালে বিহিত হয় । বক্তার
পরোক্ত অতীত কালে লিট্ ও কন্ প্রত্যয় বিহিত
হইয়া থাকে । অতীত কালে এবং ক্রিয়ার অতিক্রম
বুঝাইলে লুঙ্ বিভক্তির প্রয়োগ হয় । কোন বৈশিষ্ট্য
হেতু ক্রিয়ার অনিস্পত্তিকে ক্রিয়াতিক্রম কহে । ক্ত এবং
ক্তবতু প্রত্যয় অতীত কালে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।
পাণিনি লকারাদির এই রূপ নিয়ম করিয়াছেন—

*। অনদ্যতনে লঙ্ । পা ৩।২।১১১।

অনদ্যতন ভূত অর্থে ধাতুর উত্তর লঙ্ প্রত্যয় বিহিত
হয় । দেবদন্তোহন্নমপচৎ । দেবদন্ত অন্ন পাক করিয়া-
ছিলেন । এতদ্বারা বুঝাইতেছে যে, পাকক্রিয়া সমাপ্ত
হইয়া গিয়াছে ।

*। লুঙ্ । পা ৩।২।১১০। ভূতার্থে ষাতোন্‌লুঙ্ ত্যাৎ ।
ভূত অর্থে অর্থাৎ সামান্যভূত কাল বা অনদ্যতন ভূত
অর্থে ধাতুর উত্তর লুঙ্ হয় । দেবদন্তঃ কটমকারীৎ ।
দেবদন্ত মাতুর প্রস্তুত করিয়াছেন ।

*। পরোক্তে লিট্ । পা ৩।২।১১৫।

অনদ্যতন ভূতকালে পরোক্ত বিবরে অর্থাৎ বে ব্যাপার
বক্তার দৃষ্টিগোচর হয় নাই কিবা, হওয়া সম্ভব নহে,
তাহা প্রকাশ করিতে হইলে ধাতুর উত্তর লিট্ প্রত্যয়
হয় । রামো বনং অগাম । যেমন, রাম বনে গিয়াছিলেন ।

*। কন্ । পা ৩।২।১০৭। ভূতসামান্তে হ্রস্বসি
লিট্ । সামান্য ভূত অর্থে বৈদ্যবিবরে লিট্ ও ভাহার
হানে কন্ প্রত্যয় বিহিত হয় । লৌকিক ভাবাতেও ইহার
প্রয়োগ আছে ।—

স পাটলায়াঃ পবি তদ্বিবাসম্

ধর্মধরঃ কেশরিণঃ দদর্শ । রঘু ২।২২।

সেই ধর্মধর পাটলবর্ণ শাড়ির উপরস্থিত সিংহকে
দেখিতে পাইলেন ।

এখানে ‘তদ্বিবাসম্’ শব্দ কন্ প্রত্যয় দ্বারা নিপ্পন্ন
হইয়াছে । হ্রস্ব-কন্ । কন্ প্রত্যয়ের ক এবং উ ঈ
হয়, বদ্ থাকে, এবং লিটের লঙ্ ধাতু অজান্ত হয় ।
অত্র এবং, তদ্বি-বদ্ তদ্বিবদ্ । তাহার বিপরীত এক-

বচনে তদ্বিবাংসম্ এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইয়াছে।
*। নিষ্ঠা। পা ৩।২। ১০২। ভূভার্থবৃত্তেধাতোনিষ্ঠা
ভাৎ। ভূত অর্থ বুঝাইলে ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা প্রত্যয়
বিহিত হয়। রাবণেন হতা সীতা। রাবণ সীতাকে
হরণ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর্বিষং কৃতবান্। বিষ্ণু এই
বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

*। লট্‌স্মে। পা ৩।২। ১১৮।

অ শব্দ যোগে ভূত অর্থে ধাতুর উত্তর লট্‌ প্রত্যয় হয়।
যজতি অ যুধিষ্ঠিরঃ। যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

অতীন্দ্র (পুং) অতিক্রান্ত ইন্দ্রঃ শক্ত্য। অতিক্রাং-তৎ।
বিষ্ণু। অতিক্রান্তমিন্দ্রম্ (ত্রি)। ইন্দ্রকে অতি-
ক্রমকারী।

অতীন্দ্রিয় (ত্রি) অতিক্রান্তমিন্দ্রিয়ঃ তদ্বিষয়বহিত্বাৎ।
অতিক্রাং-তৎ। অপ্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। বাহা
মন, চক্ষু, কর্ণ ও হস্তের অগ্রাহ্য; পরব্রহ্ম। পরব্রহ্মকে
মনন করা যায় না, তিনি জ্ঞানের অগোচর। তাঁহাকে
চক্ষেও দেখা যায় না, তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত।
নির্লিপকলাধ্য জ্ঞান।

অতীব (অব্য) অতিশয়। প্রাদি সৎ। অতিশয়
অবধারিত।

অতীষ (পুং) অতিশয়েন ইষ্যতে ইতি অতি-ইষ-ক। জনৈক
বান্দালী পরিত্রাজক। ইনি তদ্রশ্যে বিলক্ষণ দক্ষ
ছিলেন এবং চিরকাল দেশ দেশান্তরে ধর্ম প্রচার করিয়া
বেড়াইতেন। ১০৪২ ধৃঃ অশ্বে তিনি তিব্বৎ দেশে গিয়া
তান্ত্রিক মন্ত প্রচার করিতে লাগিলেন। তিব্বৎবাসীরা
বহুকাল হইতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, কিন্তু তাঁহারা কেহই
অতীষের বিরোধী হন নাই, বরং বৃত্তন প্রভৃতি অনেক
অপণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। অতীষ
তিব্বতে গিয়া বিস্তর পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং তিব্বৎ-
ভাষায় অনেক পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

অতীসার (পুং) অতি-স্ব-ঘঞ্। [অতীসার দেখ]।

অতুল (পুং) নাস্তি তুলা তুলনা অন্ত। তিলবৃক্ষ। (ত্রি)।
তুলনা রহিত।

অতুল্য (ত্রি) ন তুল্যম্। অসদৃশ। অসমান। অসুপম। *।
নৌ-বয়ো-ধর্ম-বিষ-মূল-মূল-সীতা-তুলাভ্য—সদা-তুলা-
প্রাপ্য-বধ্য-নাম্য-সম-সমিত-সম্মিতেষু। পা ৪।৪। ১১।
নৌ প্রভৃতি শব্দের উত্তর বধাক্রমে সাদৃশ্য প্রভৃতি অর্থে
বধা সম্ভব তদ্বিত প্রত্যয় বিহিত হয়। তুলয়া সম্মিতং
তুলা-বৎ তুল্যম্।

অতুষ (ত্রি) নাস্তি তুষোহস্ত। যে খানে তুষ নাই। যে
শস্ত্রাধির খোশা তুলিয়া ফেলা হইয়াছে।

অতুষ্টিকর (ত্রি) ন তুষ্টিকং করোতীতি ন-তুষ্ট-ক-ট আত্ম-
কূল্যার্থে। *। কৃণো হেতুতাজ্জীল্যামুলোম্যেযু। পা
৩।২। ২০। হেতু, তাজ্জীল্য এবং আমুলোম্য অর্থে
ক ধাতুর উত্তর ট প্রত্যয় হয়। হেতু—ঐকান্তিক কারণ।
তাজ্জীল্য—তৎসম্ভাবতা। আমুলোম্য—অনুকূলতা।

অসন্তোষকর। অপ্রীতিকর। অল্পচিকর।

মুযান্তি যে চোপপতিঃ জীজিতানাঞ্চ সর্গশঃ।

অনির্দশঞ্চ প্রোতান্নমতুষ্টিকরমেব চ। ময়ু ৪।২১৭।

জী উপপতি করিলে যে সহ্য করে, যে ব্যক্তি জীর
বুদ্ধিতে সকল কাজ করিয়া থাকে, তাহাদের অন্ন, এবং
দশদিন গত না হইলে অশৌচের অন্ন ও যে অন্ন খাইতে
কচি হয় না তাহা কখন ভোজন করিবে না।

অতুহিনরশ্মি (পুং) ন তুহিনো ন শীতল উষ্ণো রশ্মিঃ
কিরণোহস্ত। বাহার কিরণ শীতল নহে। সূর্য্য। অতুহিনঃ
ন তুহিনো ন শীতল উষ্ণো রশ্মিঃ কিরণঃ। কশ্মধাৎ।
উষ্ণ কিরণ। *। বেপিতুহোহুর্শ্বশ্চ। উৎ ২। ৫২। টুবেপ
এবং তুহির্ ধাতুর উত্তর ইনন্ প্রত্যয় হয় এবং ধাতু হুশ্ব
হইয়া থাকে। তুহি-ইনন্ তুহিনঃ হিমম্।

অতুজি (পুং) ন তুজ-কি দ্বিত্বদীর্ঘে। রূপণ। দাতা
নহে।

অতুর্জ (ত্রি) ন তুরী-জ। অহিংসিত। (বৈদিক)

অতুণাদ (ত্রি) ন তুণং শম্পাদিকমতীতি তুণ-অদ-অণ্।
নঞ উপপদ। যে তুণ খায় না। হৃদ্রপোষ্য কইলে বাছুর।

অতুদিল (পুং) তুদ্ (উতুদিল্ হিংসারাম্)—কিলচ্। ন
তুদ্যতে বধ্যতে। নঞ-তৎ। পর্ত্ত। বধ করিবার
যোগ্য নহে।

অতুষ্টি (জী) ন তুষ্টিঃ সন্তোষঃ। অভাবার্থে নঞ-তৎ।

অসন্তোষ। তুষ্টির অভাব। নাস্তি তুষ্টিবন্ত (ত্রি)।

বহত্বী। অসন্তুষ্ট ব্যক্তি। বাহার তুষ্টি নাই। লোলুপ।

অতেজস্ (জী) ন তেজঃ। বিরোধার্থে নঞ-তৎ। তেজের
বিরোধী অর্থাৎ বিপরীত কোন দ্রব্য বধা, ছায়া, হিম
অন্ধকার ইত্যাদি। নাস্তি তেজোহস্ত। বহত্বী। এখানে
কপ্ প্রত্যয় দ্বারা অতেজস্ব এই প্রকার রূপও হয়।

অতেশ কেন্দ। এখানি পারস্ত কবিদিগের জীবনী। ইম্পা-
হান নিবাসী হাকী লটিক আলী বেগ এই পুস্তকের
লেখক। গ্রন্থখানি ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে সম্পাদিত হইয়াছিল।
'অতেশ কেন্দ' ইহার প্রকৃত অর্থ—আগ্নের মন্দির।

অন্তবে (অব্য) অদ-তবেৎ তুমর্থে। খাইবার জন্ত।
ভোজনের নিমিত্ত। (বৈদিক)।

অন্তা (স্ত্রী) অততি সততং সধ্বাতি অত তচ্। মাতা।
স্ত্রীজাতির শাওড়ী। ক অন্তিকা। যা জ্যেষ্ঠা ভগিনী
স। অন্তিকা। অন্তা মাতা সৈব অন্তিকা। (ইতি অমর
টীকায়াং মহেশ্বরঃ)।

অন্তি (স্ত্রী) অতাতে সধ্বাতে অত-ক্তিন্। মাতা। নাটোক্ত
জ্যেষ্ঠ ভগিনী।

অন্ত (পু) অদ-তচ্। অন্তা চরাচর গ্রহণাদিতি। পরমেশ্বর।
(ত্রি) ভক্ষক। স্ত্রী-ভীপ্ অন্তী।

অন্ত (পুং) অততি সততমাকাশে ভ্রমতি অন্ত-ন। আদিত্য।
। *। ধাপূবন্তজাতিভ্যো নঃ। উণ্ ৩। ৬। ধা, পূ, বস,
অজ, অত এই সকল ধাতুর উত্তর ন প্রত্যয় বিহিত হয়।
অন্ত আদিত্যঃ (ইতি উজ্জলদত্তঃ)। অততি জয়পরা-
জয়ো অত্র। (স্ত্রী) বৃদ্ধ। (ইতি বাচঃ)।

অন্তু (পুং) অততি সততং গচ্ছতি অত-ন্তু পক্ষে নৃ বা।
স্ব্য। বায়ু। (ত্রি) গমনশীল। পথিক।

অন্তা (পুং) অততি শীঘ্রং গচ্ছতি অত-কর্তরি যৎ। দ্রুত-
গামী অশ্ব। (এটা বৈদিক শব্দ)।

অত্যাগিষ্টোম (পুং) অতিক্রান্তোহগিষ্টোমং। অতিক্রা-
তং। যজ্ঞবিশেষ। অগ্নিষ্টোম অপেক্ষা অত্যাগিষ্টোম
বাগের ফল অধিক। [অগ্নিষ্টোম শব্দে সূত্র দেখ]।

অত্যাশুশ (পুং) অতিক্রান্তোহশুশং অশুশাঘাতম্। যে হস্তী
অশুশাঘাত অগ্রাহ্য করিয়া বদৃচ্ছ ছুটিয়া বেড়ায়।
দৃঢ়াস্ত হস্তী।

অত্যাশুল (ত্রি) অতিক্রান্তম্ অশুলিং তৎপরিমাণম্।
অতিক্রা অচ্ তৎ। অশুলি পরিমাণের অধিক।

অত্যাধ্ব (ত্রি) অতিক্রান্তম্ অধ্বানম্। ক্রান্তাদি অচ্ সঃ।
অতিক্রান্ত পথ। পথ অতিক্রমকারী। *। উপ-
সগাদধ্বনঃ। ৫। ৪। ৮৫। উপসর্গের পর অধ্বন্ শব্দের
সমাস হইলে তাহার উত্তর অচ্ প্রত্যয় বিহিত হয় এবং
টির লোপ হইয়া থাকে। প্রশংসার্থ বুঝাইলে অচ্ হইবে
না এবং তেমন স্থলে পুংলিঙ্গ হইবে। অত্যাধ্বন্—সুপ-
ধ্বন্, স্বন্দর পথ।

অত্যন্ত (স্ত্রী) অতিক্রান্তম্ অন্তঃ সীমানম্। অতিক্রাঃ তৎ।
অতিশয়। (ত্রি) অতিরিক্ত—সকল পরিচ্ছেদ অতিক্রান্ত।
অব্যবহীতাবে অব্যয়—অতিক্রম। পরিচ্ছেদাতিক্রম,
নাশাতিক্রম।

অত্যন্তকোপন (ত্রি) অত্যন্তঃ ভূশং কুপ্যতি অতি-কুপ-

ন্য। অতিক্রোধী। অত্যন্ত কোপাধিত। প্রচণ্ড।

অত্যন্তগামিন্ (ত্রি) অত্যন্তম্ অতিশয়ং গচ্ছতি গম-
কর্তরিণিনি। অতিশয় গমনশীল। অত্যন্তিক।

অত্যন্ততিক (ত্রি) অত্যন্তং তে কতে গচ্ছতি অত্যন্ত-তিক-
ক। অতিশয়গামী।

অত্যন্তনিবৃত্তি (স্ত্রী) অতিক্রান্তা অন্তং নাশং অত্যন্তা,
স। চাসৌ নিবৃত্তিশ্চেতি অতিক্রাং তৎ গর্ভ কর্ণধাঃ।
স্ত্রিরাঃ পুংদিত্যাদি পা ৬। ৩। ৬৪। এই সূত্রদ্বারা
অত্যন্তা শব্দ পুংসং হইয়াছে। মোক্ষাবস্থা। যে অব-
স্থায় হৃৎখবোধ থাকে না।

‘যন্তাভাবঃ স এব প্রতিযোগী’।

যে বস্তুর অভাব সেই বস্তুটাই সেই অভাবের প্রতিযোগী।
যেমন, ‘ঘটের অভাব’ এমন কথা বলিলে ঘটটাও সেই
অভাবের প্রতিযোগী হয়। প্রকৃত স্থলে যে নিবৃত্তি
থাকিলে স্বপ্রতিযোগিজাতীয় অজ্ঞ কোন বস্তুরই পুন-
র্বার উৎপত্তি হয় না, তাহাই অত্যন্তনিবৃত্তি। ‘অথ
ত্রিবিধ হৃৎখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থ’ ইতি। (সাংখ্য
সূত্রং)। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক
এই তিন প্রকার হৃৎখের নিবৃত্তিই পুরুষের অত্যন্ত
প্রয়োজন। আর সেই হৃৎখের নিবৃত্তিই মোক্ষাবস্থাতে
ঘটিয়া থাকে। কারণ, মোক্ষাবস্থায় বিবেক দ্বারা মায়ার
নিবৃত্তি হইলে তাহার কার্য্য হৃৎখাদির সমুলোচ্ছেদ কাজে
কাজেই ঘটিয়া পড়ে। তজ্জন্ত সে সময়ে পুনর্বার হৃৎখোৎ-
পত্তি হয় না বলিয়া হৃৎখের অত্যন্তনিবৃত্তি হইয়া থাকে।

অত্যন্তসংযোগ (পুং) অত্যন্তেন সাকল্যেন সংযোগঃ
সধ্বকঃ। অস্তমবসানমতিক্রান্তঃ সংযোগো বা। (বাচঃ)।
নিরবচ্ছিন্ন সধ্বক। ব্যাপ্তি। *। কালাধ্বনোরত্যন্ত-
সংযোগে। পা ২। ৩। ৫। অত্যন্তসংযোগ অর্থাৎ
ব্যাপ্তি বুঝাইলে কালবাচক এবং অধ্ববাচক শব্দের
উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, মাসমধীতে। ক্রোশাং
কুটীলা নদী।

অত্যন্তসুকুমার (পুং) কর্ণধাঃ। বৃক্ষ বিশেষ, কাউনী গাছ।

অত্যন্তাভাব (পুং) অতিক্রান্তঃ অন্তং নাশং সীমানং বা
অত, স্তঃ, সচাসৌ অভাবশ্চেতি অতিক্রাঃ তৎ গর্ভ কর্ণধাঃ।

নিত্যস্বে সতি তাবান্য-সধ্বানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা-
কাভাবত্বম্ অত্যন্তাভাবত্বম্।

(১) উত্তরকালানবস্থায়িনি প্রাগভাবে পূর্বকালান-
বস্থায়িনি ধ্বংসে চ অতিব্যাপ্তিবারণায়—‘নিত্যস্বে সতি’
ইতি। নিত্যস্বকাত্ম সর্বকালস্থায়িত্বম্।

(২) অস্ত্রোক্তাভাবে অতিব্যাপ্তি-বারণায় তাদাত্ম্য সঙ্কলনবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকল্পমিতি বিশেষণম্।

(৩) ঘটাদিরূপ প্রতিযোগিসম্বন্ধকালে তদনধিকরণ-দেশে চ 'অত্র ঘটো নাস্তি' ইত্যাদি ব্যবহারোপপত্তয়ে অস্ত্রোক্তাভাব আবশ্যকঃ।

(৪) তন্তু ধ্বংসপ্রাগভাবো তু প্রতিযোগিসম্বন্ধকালে প্রতিযোগ্যনধিকরণ দেশে চ ন বর্ত্তেতে। কিন্তু প্রতিযোগিনঃ পূর্বকালে প্রাগভাবঃ উত্তরকালে তু ধ্বংস-স্তিষ্ঠতি।

(৫) অস্ত্রোক্তাভাবেন তু তাদৃশব্যবহারউপপাদ-য়িতুং ন শক্যতে। যস্মাৎ ঘটসম্বন্ধকালে ঘটাদিভেদবতি ঘটাদ্যধিকরণে অত্র ঘটোনাস্তিতি ব্যবহার আপদ্যোত। অস্ত্রোক্তাভাবস্ত ঘটাদ্যধিকরণ দেশে বর্ত্ততে।

নিত্যকাল স্থায়ী ও যাহাতে তাদাত্ম্য সঙ্কলনবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা নাই, কিন্তু অত্র সঙ্কলনবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা আছে, এমন যে অভাব তাহার নাম অস্ত্রোক্তাভাব। প্রতিযোগিতা এবং অবচ্ছিন্নত্ব কাহাকে বলে, সে কথা পরে লেখা যাইতেছে।

নৈয়ায়িকদের মতে অভাব অনেকগুলি। তাঁহারা প্রথমে সংসর্গাভাব ও অস্ত্রোক্তাভাব এই দুই প্রকার ভেদ করিয়া তাহার পর সংসর্গাভাবকে তিনরূপ বিভাগ করিয়াছেন। যথা—১ প্রাগভাব, ২ ধ্বংসভাব, ৩ অস্ত্রোক্তাভাব। কোন বস্তু জন্মাইবার পূর্বে যে অভাব থাকে তাহাকে প্রাগভাব কহে। বস্তুর নাশ হইলে যে অভাব হয়, তাহাকে ধ্বংসভাব কহে। কোন বস্তুতে সেই বস্তুর যে নিজ সঙ্কলন তাহাকে তাদাত্ম্য সঙ্কলন কহে। যেমন পণ্ডিতে পণ্ডি তাদাত্ম্য সঙ্কলন থাকে। মনুষ্যে মনুষ্য তাদাত্ম্য সঙ্কলন থাকে। যে বস্তুর অভাব, সেই বস্তুকেই প্রতিযোগী কহে। যেমন যে স্থলে ঘটের অভাব আছে, সে স্থলে ঘটই সেই অভাবের প্রতিযোগী। এবং প্রতিযোগিতা তাহার ধর্ম্ম। যে সঙ্কলন বস্তু না থাকে, সেই সঙ্কলনের সহিত প্রতিযোগিতারূপ ধর্ম্মকে অবচ্ছিন্নত্বরূপ সঙ্কলন স্বীকার করা যায়। অভাবে প্রতিযোগিতা নিরূপকত্ব সঙ্কলন থাকে।

নৈয়ায়িকেরা 'অস্ত্রোক্ত-অভাব' শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য্য অর্থাৎ বুঝাইবার নিমিত্ত উহাতে 'নিত্য', 'তাদাত্ম্য-সঙ্কলনরহিত' এবং 'প্রতিযোগী' এই কয়েকটি বিশেষণ দিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাহাকে অস্ত্রোক্ত অভাব বলা যাইবে সে অভাব কি রূপ?—সে অভাব নিত্য। আর

কি রূপ?—সে অভাবে তাদাত্ম্য সঙ্কলনবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা নাই। এই কয়েকটি বিশেষণ না থাকিলে অনেক গোল উপস্থিত হইত। যথা, অস্ত্রোক্ত অভাবকে নিত্য না বলিলে ইহার লক্ষণে প্রাগভাবের ও ধ্বংসভাবের লক্ষণের সঙ্গে গোল হইয়া পড়িত। তাদাত্ম্যসঙ্কলনবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা রূপসঙ্কলন রহিত না বলিলে অস্ত্রোক্তাভাবের সঙ্গে গোল হইত।

এখন এই আপত্তি করা যাইতে পারে যে, অস্ত্রোক্তাভাব না মানিলে কতি কি? নৈয়ায়িকেরা বলেন,—এই স্থানে ঘট নাই—এই রূপ বাক্য স্থির রাখিবার জন্য অস্ত্রোক্তাভাব আবশ্যক।

এক স্থানে একটি ঘট থাকিলে যে থানে তাহা নাই, তথায় সেই ঘটের প্রাগভাব কিম্বা ধ্বংসও নাই। কাজেই সেখানে অস্ত্রোক্তাভাব স্বীকার করিতে হয়।

অত্যন্তিক (ত্রি) অত্যন্তম্ অতিশয়ং গচ্ছতীতি অত্যন্ত-ঠন্। অতিশয়ভ্রমণকারী। অতিশয়িতম্ অস্তিকং নিকটং (ক্লী)। প্রাদি-সং। অত্যন্ত নিকট। (ত্রি) নিকটস্থ। অতিক্রান্তম্ অস্তিকং নিকটং (ক্লী)। অতিক্রা-তৎ। অতিক্রান্ত সামীপ্য, দূর। অতিক্রান্তমস্তিকং যেন। বহু-। (ত্রি) দূরবর্তী।

অত্যন্তীন (ত্রি) অত্যন্তস্তাত্ম্যঃ অত্যন্তম্ অভ্যয়ে অব্যয়ী-। অত্যন্তং গামী অত্যন্ত-খ। অত্যন্ত গমনশীল। *। অব্যয়পারাত্যন্ত্যমুকামং গামী। পা ৫।২।১১। অব্যয়পার, অত্যন্ত, এবং অমুকাম এই সকল শব্দের উত্তর দ্বিতীয়াসমর্থং গামী এই অর্থে থ প্রত্যয় হয়। অত্যন্ত (পুং ক্লী) অত্যন্তমতিশয়িতোহন্নরসৌম্যস্ত ফলান্দো। বহুব্রী। তেতুল গাছ। (ত্রি) অত্যন্ত অন্ন-রস বিশিষ্ট। (ক্লী) অত্যন্তা—টাবালেবু।

অত্যন্তপর্ণী (ক্লী) অত্যন্তানি পর্ণানি পত্রানি যন্তাঃ। বহুব্রী। টাবালেবুর গাছ, বনবীজপুর। [টাবালেবু দেখ]।

অত্যন্ত (পুং) অতি-ইণ-অচ্। *। এরচ্। পা ৩।৩।২৬। ইবর্ণাস্ত ধাতুর উত্তর ভাবে কৰ্ত্তৃভিন্ন কারকে সংজ্ঞা-বিষয়ে অচ্ প্রত্যয় হয়।

অতিক্রম। অভাব। বিনাশ। দোষ। ক্লচ্। দণ্ড।

অতিক্রম করিয়া গমন। কার্য্যের অবশ্য ভাবাভাব।

অতিক্রা (ক্লী) অতিক্রান্তমর্থম্ অমুকপদ্যরূপং। অতিক্রা-তৎ। অতিশয়। (ত্রি) শাতিশয়। অত্যন্তে (অব্য)—অর্থাভাব।

অত্যন্ত (ত্রি) অতিশয়িতমম্। প্রাদি তৎ। যৎকিঞ্চিৎ।

অতিশয়। নিতান্ত অল্প।

অত্যাশন (ক্লী) অতিশয়িতমশনং ভোজনম্। প্রাদি-তৎ।

অধিক ভোজন, অতিভোজন।

অত্যাষ্টি (ক্লী) অতিক্রান্তা অষ্টং বোড়শাকরপাদিকান্বৃতিম্।

অতিক্রা-তৎ। সতর অক্ষরবিশিষ্ট চন্দ্রোবিশেষ। অষ্ট-বৃত্তিতে ষোল অক্ষর আছে, অত্যাষ্টি বৃত্তিতে তাহার চেয়ে এক অক্ষর বেশী। ১৭ অথাত্যেষ্টী। ১৩১০৭২। রসৈকরদ্রেষ্টিয়া ধমনসভলাগঃ শিখরিণী। ১ ইত্যাদি (বৃত্তরত্নাকর)

অত্যাকার (পুং) অতিশয়েন আকারঃ অতি-আ-কৃ-ঘঞ। তিরস্কার। ন্যাকার। অতিশয়িত আকারঃ শরীরম্। প্রাদি-তৎ। (পুং) প্রকাণ্ড শরীর। অতি-শয়িত আকারঃ শরীরং যন্ত (ত্রি)। বহুব্রী। দীর্ঘাকার, বৃহৎ কলেবর বিশিষ্ট।

অত্যাগ (পুং) ন ত্যাগঃ ত্যজ-ঘঞ। অভাবার্থে নঞ-তৎ। ত্যাগাভাব, রাখা।

অত্যাগিন্ (ত্রি) ন ত্যজ-ঘিণ্। [পা ৩।২।১৪২। হ্রদ্র দেখ]। কৰ্মের ফলাকাজ্ঞা না করিয়া যে কৰ্ম্মাচ্যুতান করে। ত্যাগি ভিন্ন।

অত্যাচার (পুং) নিয়মাতিক্রান্ত আচারঃ। প্রাদি সৎ। আচার উল্লঙ্ঘন। অসঙ্গত আচরণ। অত্যাচার। যথেষ্ট-চরণ। অতিক্রমে অব্যায়ীভাবে (অব্য) আচারাতিক্রম।

অত্যাচার্য (ত্রি) ন ত্যজ-অর্হেণ্যৎ ন কৃষ্ম। *। ত্যজি-পূজ্যোশ্চ। (ইতি কাশিকা)। *। ত্যজেরূপসংখ্যানম্। (ইতি পতঞ্জলিঃ)। একার ইং প্রত্যয় পরে থাকিলে জ স্থানে গ হয়, কিন্তু ত্যজ ও পূজ ধাতুর হয় না।

অত্যুক্তব্য। অত্যাভ্যাস। ত্যাগ করিবার অযোগ্য।

বাহ্য ত্যাগ করা যায় না।

অত্যাধান (ত্রি) অতিক্রান্তম্ আধানম্। অতিক্রা-তৎ।

আধান অতিক্রান্ত। অতিশয়িতমাধানম্ প্রাদি সৎ। অত্যন্ত আধান।

অত্যাধান (ক্লী) অতি-আ-ধা-লুট্ অতিশয়িতমাধানম্। উপরে স্থাপন। অতিক্রমণ। সম্বন্ধনাত্ম। অত্যায়ে অব্যায়ী। (অব্য) অগ্ন্যাধান অতিক্রম। জ্যেষ্ঠমতিক্রম্য আধানং। অতিক্রা-তৎ। (ক্লী)। জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া অগ্ন্যাধান। জ্যেষ্ঠের অগ্ন্যাধান না হইতে কনিষ্ঠের অগ্ন্যাধান। এ প্রকার ব্যবহার অত্যন্ত শাস্ত্র গর্হিত।

অগ্রজ্যোহস্ত যদানয়িরধিকাধ্যোহুজঃ কথম্।

অগ্রজ্যোহুতঃ কুর্যাদয়িহোত্রঃ যথাবিধি।

অত্যায়া (পুং) অতি-ইণ-ণ। অতিক্রম। অতিক্রান্তঃ আয়ং (ত্রি)। অতিক্রা-তৎ। লাভ অতিক্রান্ত। অতি-শয়িত আয়ঃ (পুং)। প্রাদি সৎ। অত্যন্ত লাভ।

।*। ঞ্জা হ হৃদ্যাধাক্রসংস্রুতীণবসাবহ্লিহল্লিষসশ্চ।

পা ৩।১।১৪১। ঞ্জো, আকারান্ত ধাতু, ব্যধ, আক্র, সংক্র, অতীণ, অবসা, অবহ, লিহ, ল্লিষ ও ষস এই সকল ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ণ প্রত্যয় বিহিত হয়।

অত্যায়া (ক্লী) অতি-আ-যা-কু। যজ্ঞীয় পাত্র বিশেষ।

অত্যায়াট্টি (ক্লী) অতি-আ-কৃহ-ক্টিন্। অতিশয় আরোহণ। অতিশয় বিখ্যাত। ‘অত্যায়াট্টিভবতি মহতামপ্যপত্রং শ হেতুঃ’। (শকু)।

অত্যালা (পুং) অতি-আ-অল্-অচ্ অতিশয়েন অলতি অচিরেণ সমস্তাং পর্যাপ্নোতি। রক্তচিত্রক, রাঙাচিতা।

অত্যাশা (ক্লী) অতিশয়িতা আশা। প্রাদি সৎ। অতিশয় আশা। অত্যন্ত স্পৃহা। ধনাদির যে লালসা পূরণ করা যায় না। অতিক্রা-তৎ। (ত্রি)। আশা অতিক্রান্ত।

অত্যাশ্রম (ত্রি) অতিক্রান্তং সর্ক্যাশ্রমান্। অতিক্রা-তৎ। সকল আশ্রমত্যাগী, সন্ন্যাসী। অতিশয়িতঃ শ্রেষ্ঠ আশ্রমঃ। প্রাদি সৎ। উৎকৃষ্ট আশ্রম। সন্ন্যাস।

অত্যাহারিন্ (ত্রি) অতি-আ-হ-গিনি কর্তরি। অতিভোজী।

যে অপরিমিত আহার করে। ডাকপুরুষের একটা বচন আছে যে,—‘আতে তেতো দাঁতে মুন। পেটের পুরিবে তিন কোণ’। পেটের তিন কোণ অর্থাৎ তিন ভাগ। খাদ্যদ্রব্যে পরিপূরণ করিবে। যে তাহার অতিরিক্ত ভোজন করে তাহাকেই অত্যাহারী বলা যায়।

অত্যাহিত (ক্লী) অতি-আ-ধা-ক্ত আধারে অতিশয়েন আধীয়তে তন্নিবারণার্থং মনঃ প্রযুক্ত্যাতে হস্মিগ্নিতি। অতিশয় ভয়। মহাতীতি। জীবানপেক্ষী কৰ্ম্ম। জীব-নাশারহিত সাহসিককৰ্ম্ম।

অত্যাক্তি (ক্লী) অতি-বচ-ক্ত বা ক্টিন্ অতিশয়েন উক্তিঃ। অসম্ভব উক্তি। অত্যায়া কথা। অতিশয় উক্তি। আরো-পিত কথন।

অত্যাুক্তা, অত্যাুক্তা (ক্লী) অতিক্রান্তা উক্তাম্ একাক্ষর-পাদিকাম্ বৃত্তিম্। অতিক্রা-তৎ। দুই অক্ষর গ্রথিত চন্দ্রো বিশেষ। উক্ত শব্দে সাম বিশেষকে বুঝায়, তাহাকে অতিক্রমকারী; এই অর্থে (ত্রি)। ২। অত্যা-ক্তায়াং। ৪। গোত্রী ১। (বৃত্তরত্নাকর)।

অত্যাচ্ছিত (ত্রি) অতিশয়িতম্ অচ্ছিতম্ উন্নতম্। অত্যন্ত উন্নত।

অত্যাংকট (ত্রি) অতিশয়েন উৎকটম্। অতিশয় উগ্র।
অতুমশা, অতুমসা (অব্য) হিংসাদ্যোতক অব্যয়। গণ-
পাঠে উর্ধ্বাদিগণের মধ্যে এই শব্দ গৃহীত হইয়াছে।
কিন্তু কাশিকা ও গণরত্নে ইহা গৃহীত হয় নাই।

অত্যা (পুং) অতিশয়েন উহতে শব্দায়তে অতি-উহ
বিতর্কে অর্চ। কালকণ্ঠ, দাত্যাহ পক্ষী, ডাকপাখী।
অতিশয়িত উহন্তর্কঃ (পুং)। প্রাদি স০। অতিশয়
বিতর্ক। উহং তর্কমতিক্রম্য অব্যয়ীভাব। (অব্য)
তর্কাত্তাব, তর্ক অতিক্রম।

অত্যা (স্ত্রী) অতি-উহ অচ্ স্ত্রীত্যাং টাপ্। নীলিকা, নীল
গাছ। শেফালিকা।

অত্র (অব্য) অস্মিন্ এতস্মিন্ বা ইদম্ এতদ্ বা সপ্তম্যাক্তল্
। *। সপ্তম্যাক্তল্। পা ৫। ৩। ১০। কিম্ আদি সপ্তম্যাক্ত
শব্দের উত্তর ত্রল প্রত্যয় হয়। অস্মিন্, এতস্মিন্।
এখানে। কে? ভবানত্র? আপনি এখানে কে? অত্র
দেশে। এই দেশে। ন ত্রায়তে কমপি ন ত্রৈ-ক কর্তরি।
অত্ৰকে রক্ষা করিবার অযোগ্য ক্ষত্রিয়।

অত্রপ (ত্রি) নাস্তি ত্রপা লজ্জা যন্ত ন ত্রপূষ-অঙ। *।
ষিদ্ধিদাদিভ্যোহঙ। পা ৩। ৩। ১০৪। গণপাঠে যে
সকল ধাতুর অল্পবন্ধে ব থাকে তাহাদের উত্তর এবং
ভিদাদি ধাতুর উত্তর অঙ প্রত্যয় হয়। অঙ প্রত্যয়
নিষ্পন্ন শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হইয়া থাকে।

নির্লজ্জ। লজ্জারহিত। যাহার লজ্জা নাই।

অত্রভবং (ত্রি) অস্মিন্মিত্যর্থো অত্র প্রথমার্থে ত্রল্। কন্দুধা০।
পূজ্য। শ্লাঘ্য। গাছ। নাটকে ইহার ভূরি প্রয়োগ
দেখা যায়। এবমত্রভবন্তঃ, ‘অস্তি তত্রভবান্’
ইত্যাদি। *। ইতরাভ্যোহপি দৃশ্যন্তে। পা ৫। ৩। ১৪।
পঞ্চম্যাক্ত এবং সপ্তম্যাক্ত ভিন্ন অত্র বিভক্ত্যাক্ত শব্দের
পরেও তসিলাদি প্রত্যয় বিহিত হইতে দেখা যায়।
সূত্রে ‘দৃশ’ এই শব্দ গ্রহণ করিবার তাৎপর্য এই যে,
এই রূপ স্থলে কেবল ভবদাদি শব্দের বোলে হইয়া
থাকে। (দৃশি গ্রহণং প্রায়িকবিধার্থং, তেন ভবদাদিভি
যোগে এতৈবতদ্বিধানম্ ইতি কাশিকা)।

অত্রস্ত (ত্রি) ন ত্রস্তং ত্রস্ক-ক্। ভয়রহিত। বাস্তবতা
রহিত।

অত্রাস (পুং) ন ত্রাসঃ। অত্রাবার্থে নঞ-তৎ। ভয়ের
অভাব। নাস্তি ত্রাসোবস্ত। নঞার্থে বহুব্রী। (ত্রি)
যাহার ভয় নাই। নির্ভর।

। অত্রি (পুং) অদ্ ত্রিপ্ (ত্ৰিন?) অস্তি অথে: সহায়তয়া শব্দজ্ ন

ভক্ষয়তি। *। অদেস্ত্রিনিশ্চ। উণ ৪। ৬৮। চকারাং
ত্রিবিপি? অদ ধাতুর উত্তর ত্রিনি ও ত্রিপ্ (পূর্বসূত্রের
অমুবৃত্ত) প্রত্যয় হয়। অদ-ত্রিনি অত্রী ভক্ষকঃ। অত্রী।
অত্রিণো। অত্রিণঃ। অদ্ ত্রিপ্ অত্রিঃ মুনিবিশেষঃ।
অত্রিঃ। অত্রী। অত্রয়ঃ। (ভট্টোজি)।

এই উগাদি সূত্রটীতে কিছু বিরোধ ও পাঠান্তর
আছে। উজ্জলদত্ত বলেন যে, ‘অদেস্ত্রিন্’ এই প্রকার
পাঠ হইবে। গোবর্দ্ধনাচাৰ্য্যও বলেন যে, ‘অদেস্ত্রিন্’
এই প্রকার পাঠ হইবে। কিন্তু ভট্টোজিদীক্ষিত ইহাতে
আপত্তি করেন। তিনি বলেন, নিং করিলে অত্রিন্ শব্দ
আদ্যোদাত্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু বেদে উহার অন্তো-
দাত্তেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—উজ্জলদত্ত
অদেস্ত্রিন্ ইতি পঠিত্বা অত্রিরিত্যুদাহার। তন্ম। ত্রিপৈব
সিদ্ধে প্রত্যয়াস্তগে বৈয়থ্যাৎ। গোবর্দ্ধনস্ত অদেস্ত্রি-
নিচ্ছেতি পঠিত্বা নিদিতি বচনাম্ভারস্ত নেনংসংজ্ঞা।
অত্রী। অত্রিণো। অত্রিণ ইত্যাহ। তদপি ন। আত্ম-
দাত্তাপত্তেঃ। নচেষ্টাপত্তিঃ। অহীত্যাত্রিণং পিণিম্।
দূরে বায়ে অস্তিবাংকে চিদত্রিণঃ। অগ্নে হংসিত্যাত্রিণ-
মিত্যাদাবন্তোদাত্তস্ত নির্পিবাদত্বাৎ। দশায়াদীরতো
তু অদেস্ত্রিনিচ্ছেতি পঠিত্বা চকারাত্রিবিভূক্তম্। তদপি
ন। (ইতি শব্দরত্ন)।

মাধবাচার্য্য এবং কৈয়ট ইহারাও উভয়ে অদেস্ত্রি-
নিশ্চ এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।

অত্রি, সপ্তমীর মধ্যে এক জন ঋষি। যথা—মরীচি-
রত্নাদিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ। ব্রহ্মণোমানসাঃ
পুত্রা বশিষ্ঠশ্চেতি সপ্ত তে। কথিত আছে, ইনি নাকি
ব্রহ্মার চক্ষু হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। কদমমুনির
কন্যা অননুয়া ইহার ভাৰ্যা। দত্ত, তুর্কাসা এবং চন্দ্র
অত্রির পুত্র। অত্রিমুনি অনেকগুলি বেদমন্ত্র রচনা
করিয়াছিলেন।

মহুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে,
সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বার দেহকে ত্রুখণ্ড করিয়া তাহার অঙ্গাংশে
একজন পুরুষ ও অপর অঙ্গাংশে একজন নারী সৃষ্টি
করিয়াছিলেন। সেই বিরাট পুরুষ বহুকাল তপস্বী করিয়া
মহুকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অতঃপর মহু হইতে দশ
জন প্রজাগতি উৎপন্ন হন। অত্রি, ইহাদের মধ্যে
একজন প্রজাপতি। যথা—

মরীচিমত্ৰ্যাদিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।

প্রচেতসং বশিষ্ঠঃ ভৃগুং নারদমেব চ। ১। ৩৫।

কিন্তু মহাভারতের শাস্তিপর্বে এবং অন্ত্যস্ত্রীতে
লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা প্রথমে সপ্তবিংশকে সৃষ্টি
করেন। অত্রি তাঁহাদের মধ্যে একজন ঋষি। ঋগ্বেদে
কথিত আছে যে, অত্রি পঞ্চজাতিদের ঋষি ছিলেন।
যথা—ঋষিং নরাবংশঃ পঞ্চজন্তুমবীসাদত্রিং মুঞ্চথো
গণেন। (১। ১১৭। ৩।)। এই পঞ্চজাতির লোক
কাহার, সে কথা ঠিক বলা যায় না। তবে, ঋগ্বেদের
আর একটা মন্ত্র দেখিয়া এই অনুমান হয় যে, পঞ্চজাতি
শব্দে যজু, তুর্কশ, দ্রহ্য, অমু এবং পুরু এই পাঁচ বংশের
লোকদিগকে বুঝাইতেছে। যথা—বদিত্রাগ্নী যজু তুর্ব-
শেষ যদ্রহ্যযজু পুরুষ স্তঃ। (১। ১০৮। ৮।)। হে
ইন্দ্র ও অগ্নি! যদি তোমরা যজুদের, তুর্কশদের, দ্রহ্য-
দের এবং পুরুদের মধ্যে থাক ইত্যাদি। অনুমান হয়,
অত্রিঋষি এই পাঁচ বংশের পৌরহিত্য করিতেন, তজ্জন্তু
তাঁহাকে পঞ্চজাতির ঋষি বলা হইয়াছে।

অত্রিজাত (পুং) অত্রেনেত্র্যং জাতঃ জন-ক্। ৫-তৎ।
চন্দ্র। চন্দ্র, মহর্ষি অত্রির চক্ষু হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।
[হরিবংশ দেখ]।

অত্রিদৃগ্জ (পুং) অত্রৈর্দৃশৌ নেত্র্যং জায়তে জন-ড।
চন্দ্র। অত্রিনেত্রজ, অত্রেনেত্র্যং জায়তে। অত্রিনেত্র-
প্রসূত, অত্রেনেত্র্যং প্রসূয়তে প্র-সূ-ক্। অত্রিনেত্রভূ,
অত্রেনেত্র্যং ভবতি ভূ-কিপ্। চন্দ্র।

অত্রিভারদ্বাজিকা (স্ত্রী) অত্রিভারদ্বাজবংশয়োঃ মৈথুনম্।
অত্রিভারদ্বাজ-বুন্। *। দ্বন্দ্বাবুন্ বৈরমৈথুনিকয়োঃ।
পা ৪। ৩। ১২৫। বৈর এবং মৈথুন বুঝাইলে দ্বন্দ্বসমাসে
সমস্তপদের উত্তর বুন্-প্রত্যয় হয়। বৈর এবং মৈথুন
অর্থে বুন্-প্রত্যয় নিম্নস্ব শব্দ স্বভাবতঃ স্ত্রীলিঙ্গ।

অত্রি এবং ভরদ্বাজবংশজাত স্ত্রীপুরুষের মিলন।

অত্রিভারদ্বাজী বিবাহ।

অত্রিসংহিতা (স্ত্রী) অত্রিণা প্রণীতা সংহিতা স্মৃতিঃ।
অত্রি ঋষি প্রণীত সংহিতা বিশেষ। ইহাতে বর্ণাশ্রম
আচারাদি বোধক ধর্মশাস্ত্র সঙ্কলিত হইয়াছে।

অংসরুক (পুং) নাস্তি ংসরুরিব সৃষ্টিবন্ধনস্থানং যত।
খণ্ডের মত যাহার বাট নাই, যজ্ঞীর পাত্র বিশেষ।
চমস। হাতা। [অতপ্ততলু শব্দে ংসরু শব্দের সৃজ
দেখ]।

অথ, অথো (অব্য) অর্থ চুৎ অনন্ত-ড প্ৰবোধরাদিহ্মাৎ
রলোপঃ। অনন্তর। আরম্ভ। প্রারম্ভ। কাংক্ষ্য। অধি
কার। সংশয়। পক্ষান্তর, বিকল্প। সমুচ্চয়। মঙ্গল।

মঙ্গলানন্তরারম্ভপ্রারম্ভকাংক্ষ্যমৈথো অথ। (ইতামরঃ)।

অনন্তর—যিকুমাণেনাহুতঃ পার্থনাথ দিবসুরম্।
তাহার পর (ইন্দ্রসংশোধনপ্রবোধনান্তর) যজ্ঞাভিলাষী
যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিমন্ত্রিত মুরারি ইত্যাদি। স্নানং কৃদ্ভা-
হথ ভূজীত। স্নান করিয়া অনন্তর ভোজন কর।

আরম্ভ—অথ লিঙ্গানুশাসনম্ লিখ্যতে। লিঙ্গানুশাসন
লিখিতে আরম্ভ করা যাইতেছে।

কোন প্রস্তাবের প্রথমে এইরূপ লিখিত থাকিলে
সেই বিষয়ের আরম্ভ হইতেছে, ইহাই বুঝায়। অথ
সন্ধিঃ, অথ সমাসঃ, ইত্যাদি। এস্থলে অধিকার করিয়াও
বুঝাইতেছে। অথ ‘সন্ধিঃ’ অর্থাৎ সন্ধিকে অধিকার
করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।

প্রশ্ন—অথ কিমিদং তাবৎ ?

এ সকল আবার কি? অথ বক্তৃৎ সমর্থোহসি ?

তুমি বলিতে পারিবে কি ?

সংশয়—শন্মানিত্যঃ, অথানিত্যঃ ?

শব্দ নিত্য, না অনিত্য ?

কাংক্ষ্য—অথ ধাতুন্ ক্রমঃ। সমস্ত ধাতুর বিষয়
বলিব।

পক্ষান্তর—অথ চেত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।

আর যদি তুমি এই ধর্ম যুদ্ধ না কর ইত্যাদি।

সমুচ্চয়—ভীমোহথার্জুনঃ।

ভীম এবং অর্জুন।

মঙ্গলে—অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। মঙ্গলাচরণপূর্বক
ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্ন।

অথকিম্ (অব্য) এটা স্বীকারহৃৎক শব্দ। হাঁ, তাই বটে।

ঠিক বটে। ঠিক বুঝা গিয়াছে। যেমন, রাজা—পরম্পরা-
দ্বয়ত এবং সর্বথা অপ্সরঃ সমুদ্রবৈষা। পরের ব্যাপারটা
বুঝাই গিয়াছে, ইনি অপ্সরার গর্ভে জন্মিয়াছেন।
অনুস্মা—অহইং (অথকিঃ) হাঁ হাঁ তাই বটে, আপনি
সব বুঝিতে পারিয়াছেন।

অথর্বণ (পুং) অথর্ব। মুনিবিশেষতত্ত্বজ্ঞানবিদ্যাভ্যাস্ত।

অথর্বন-অচ্ প্ৰবোধরাদিহ্মাৎ ন টেলোপঃ। শিব। যিনি

অথর্বমুনি প্রোক্ত বিদ্যা জ্ঞাত আছেন।

অথর্বপি (পুং) অথর্ব। তত্ত্বজ্ঞানাদ্যাদৌ কৃশলঃ। অথর্বন-
ইস্। অথর্ববেদজ ব্রাহ্মণ। পুণ্যোহিত।

অর্থবন (পুং) অর্থ-থ-বনিপ্ শব্দঃ। অর্থর্বনামক ঋষি
বিশেষ। সূক্ত উপনিষদের আরম্ভে লিখিত আছে যে,
অর্থর্ব ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন।—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সৰ্বভূবে বিশ্বস্ত কৰ্ত্তা ভুবনস্ত
গোপ্তা ।

স ব্রহ্মবিদ্যাং সৰ্ববিদ্যাং প্রতিষ্ঠামথৰ্কার জ্যেষ্ঠপুত্রায়
প্রোহ । ১

অথৰ্কণে বাং প্রবদেত ব্রহ্মা অথৰ্কা তাং পুরোবা-
চাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্ ।

স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রোহ ভারদ্বাজোহঙ্গিরসে
পরাবরাম্ । ২

দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ।

তিনি এই বিশ্বের কৰ্ত্তা এবং জগতের রক্ষক । তিনি
আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র অথৰ্ককে সকল বিদ্যার মূলস্বরূপ
ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেন । ব্রহ্মা, অথৰ্ককে বাহা
শিখাইয়াছিলেন, অথৰ্ক আবার সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরার
কাছে প্রকাশ করেন । অঙ্গির আবার ভারদ্বাজ বংশোদ্ভব
সত্যবাহকে তাহা বলেন । সত্যবাহ সেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা
অঙ্গিরসকে শিখাইয়াছিলেন ।

ঋগ্বেদ প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তক দেখিয়া এইরূপ
প্রতীতি জন্মে যে, অথৰ্কা প্রথমে অগ্নির সৃষ্টি করিয়া-
ছিলেন এবং আৰ্য্যদের মধ্যে তিনি সৰ্ব্বাগ্রে বজ্রাদি
ক্রিয়া প্রবর্তিত করেন ।

অগ্নিৰ্জাতো অথৰ্কণা বিদ্বিখানি কাব্য । ভুবদূতো
বিবস্বতো । ঋগ্বেদ ১০ । ২১ । ৫ । অথৰ্কা অগ্নি উৎপাদন
করেন । সেই অগ্নি সকল বিদ্যা জানিতেন । তিনি
বিবস্বতের দূত হইয়াছিলেন ।

অথৰ্কা দ্বা প্রথমে নিরমহুদগে । (বাজসনৈয়সংহিতা) ।
হে অগ্নি! অথৰ্কা তোমাকে প্রথম উৎপাদন করিয়াছেন ।

শাস্ত্রপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, দধ্যাক নামে
জৈনক ঋষি অথৰ্কীর পুত্র ছিলেন । তমু দ্বা দধ্যাকৃবিঃ
পুত্র ইধে অথৰ্কণঃ । অথৰ্কীর পুত্র দধ্যাক ঋষি তোমাকে
(অগ্নিকে) প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন ।

অথৰ্কবেদে অথৰ্কা এবং বরুণ সৰ্ব্বদ্বৈ একটা উপা-
খ্যান আছে । বরুণ, অথৰ্ককে একটা বিচিত্র নিত্য-
বৎসা খেজু দিয়াছিলেন । (পুশ্বিঃ খেজুং বরুণেন দত্তা-
নথৰ্কণে অজুখাং নিত্যবৎসাম্) । কিছু দিন পরে বরুণ সেই
খেজু আবার কাড়িয়া লইবার জন্য বস্ত্র করেন । [অথৰ্ক-
বেদ ৭ । ১০৪ দেখ] । উপাখ্যানটীর শেষে অথৰ্কা
বরুণকে কহিলেন, — ‘আমরা পরস্পর বন্ধু
এবং এক বংশে জন্ম লইয়াছি ।’ এই উপাখ্যানটা
দেখিয়া কেহ কেহ অস্বাভাবিক বলেন যে, বিশিষ্ট ও অথৰ্ক

ঋষি একই ব্যক্তি এবং বরুণ ও বিশ্বামিত্র এ দুই জন
পৃথক ব্যক্তি নহেন । এমন অস্বাভাবিক করিবার কারণ
এই, মহাতারকের ও রামায়ণের একটা গল্পে লিখিত
আছে যে, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে বলপূৰ্ব্বক লইতে
আসিয়াছিলেন । তজ্জন্ত মহাবিরোধ উপস্থিত হয় ।
তত্ত্বিন্ন কুল বিবরণ দেখিলেও উভয়ে এক বংশোদ্ভব
হইয়া পড়েন । বাহা হউক উভয় উপাখ্যানে সাদৃশ্য
আছে বলিয়া অথৰ্কা ও বশিষ্ঠ এক ব্যক্তি হইতে
পারেন না । এ কথা কোন বিশিষ্ট প্রমাণও নাই ।

অথৰ্কবেদ (পুঃ) । কৰ্ম্মধা ০ । চতুর্থবেদ । মার্কণ্ডেয় পুরাণে
লিখিত আছে যে, অথৰ্কবেদ ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে
উৎপন্ন হইয়াছিল । ইহা ভ্রমর ও অজ্ঞনের ত্রায় কৃষ্ণবর্ণ ।
এই বেদ ঘোরাঘোরস্বরূপ এবং শাস্তি ও আভিচারি-
কাদি প্রক্রিয়ায় পরিপূর্ণ ।

অথৰ্কবেদের প্রকৃত নাম ‘অথৰ্কাজিরস’ । এই
অথৰ্কাজিরস শব্দ সংক্ষেপে উল্লেখ করিবার জন্য লোকে
উহাকে ‘অথৰ্কবেদ’ কহে । অথৰ্কশব্দের অর্থ কি, এখন
তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক । ঋগ্বেদে
অথৰ্কশব্দের অনেকবার প্রয়োগ আছে । ঐ সকল
স্থলের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য, অথৰ্কশব্দের অর্থ প্রায়
ঋষি লিখিয়াছেন । হগ্গসাহেব বলেন, অথৰ্কশব্দের অর্থ,
জেন্দ আবেস্তা অনুসারে—‘অগ্নি-পুরোহিত’ । অথৰ্ক-
বেদেও অনেক স্থলে অথৰ্কশব্দের উল্লেখ আছে ।
তাহার এক স্থানে দেখা যায়, — ‘অজীজনে হি বরুণ
স্বধাবন্ অথৰ্কণঃ পিতরং দেববজ্জুং’ । হে স্বধাবন্
বরুণ! দেববজ্জু পিতা অথৰ্ককে তুমি জন্ম দিয়াছ ।
এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অথৰ্ক কোন ঋষি
বিশেষের নাম । অথৰ্ক শব্দেও প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে
যে, অথৰ্ক নামক জৈনক ঋষি আদিপুরুষ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ
সন্তান ছিলেন । অঙ্গিরাসও এক জন প্রধান ঋষি ।
ঋগ্গাদি সকল বেদেই অঙ্গিরস নামের উল্লেখ আছে ।
বোধ হয় অথৰ্ক এবং অঙ্গির ঋষির বংশধরেরাই,
অথৰ্কাজিরস সংহিতা অর্থাৎ অথৰ্কবেদ সংকলন করিয়া-
ছেন । কোন কোন ব্যক্তির মতে, ভৃগু বংশীয়েরা এই
বেদের অনেক মন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন ।

নিম্নে অথৰ্কবেদের ১৯ কাণ্ডের ২০ ও ২৪ সূক্ত
উদ্ধৃত করা হইল । উহা পাঠ করিলে জানিতে পারা
যায় যে, পূৰ্বে অথৰ্ক ও অঙ্গির বংশীয়দের অনেক মন্ত্র
ছিল, সেই সকল মন্ত্র একত্র সংকলনে অথৰ্কবেদের

উৎপত্তি হইয়াছে। তাহার মধ্যে অথর্বগণেরা যে প্রাণা-
নীতে মন্ত্র সাজাইতেন বেদে তাহাই আছে। কেবল
আদিত্যগণের মন্ত্র বোণ করিয়া দিবার নিমিত্ত স্থানে
স্থানে অল্প প্রাণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

আথর্বগণানাং চতুর্ধ চেষ্টাঃ স্বাহা। ১। পঞ্চর্চেষ্টাঃ
স্বাহা। ২। ষড়্চেষ্টাঃ স্বাহা। ৩। সপ্তর্চেষ্টাঃ স্বাহা। ৪।
অষ্টর্চেষ্টাঃ স্বাহা। ৫। নবর্চেষ্টাঃ স্বাহা। ৬। দশর্চেষ্টাঃ
স্বাহা। ৭। একাদশর্চেষ্টাঃ স্বাহা। ৮। দ্বাদশর্চেষ্টাঃ
স্বাহা। ৯। ত্রয়োদশর্চেষ্টাঃ স্বাহা। ১০। চতুর্দশর্চেষ্টাঃ
স্বাহা। ১১। পঞ্চদশর্চেষ্টাঃ স্বাহা। ১২। ষোড়শর্চেষ্টাঃ
স্বাহা। ১৩। সপ্তদশর্চেষ্টাঃ স্বাহা। ১৪। অষ্টাদশর্চেষ্টাঃ
স্বাহা। ১৫। একোনিবংশতিঃ স্বাহা। ১৬। বিংশতিঃ
স্বাহা। ১৭। মহৎকাণ্ডয় স্বাহা। ১৮। তুচেতাঃ স্বাহা।
১৯। একর্চেষ্টাঃ স্বাহা। ২০। কুদ্রেভ্যঃ স্বাহা। ২১। এক-
দ্বুচেতাঃ স্বাহা। ২২। রোহিতেভ্যঃ স্বাহা। ২৩।
স্বর্ঘ্যাত্যাং স্বাহা। ২৪। ত্রাত্যাভ্যাং স্বাহা। ২৫। প্রজা-
পত্যাভ্যাং স্বাহা। ২৬। বিবাসত্বে স্বাহা। ২৭। মঙ্গলি-
কেভ্যঃ স্বাহা। ২৮। ব্রহ্মণে স্বাহা। ২৯।

অথর্ববেদেও দেখা যায় ১ ম কাণ্ডের প্রায় সকল
মন্ত্রই চারিটীকে গ্রথিত। ২য় কাণ্ডের প্রায় সকল
মন্ত্রই পাঁচটি কে গ্রথিত। সুতরাং অথর্ববংশীয়গণের
মন্ত্র লইয়াই অথর্ববেদ। (২২ মন্ত্র)

আদিত্যসানামাদ্যৈঃ পঞ্চাহুবাটকঃ স্বাহা। ১। ষষ্ঠায়
স্বাহা। ২। সপ্তমাস্তিমাভ্যাং স্বাহা। ৩। নীলনখেভ্যঃ
স্বাহা। ৪। হরিতেভ্যঃ স্বাহা। ৫। কুদ্রেভ্যঃ স্বাহা। ৬।
পর্যায়িকেষ্টাঃ স্বাহা। ৭। প্রথমেভ্যঃ শম্বেভ্যঃ স্বাহা।
৮। দ্বিতীয়েভ্যঃ শম্বেভ্যঃ স্বাহা। ৯। তৃতীয়েভ্যঃ শম্বেভ্যঃ
স্বাহা। ১০। উপোত্তমেভ্যঃ স্বাহা। ১১। উত্তমেভ্যঃ
স্বাহা। ১২। উত্তরেভ্যঃ স্বাহা। ১৩। ঋষিভ্যঃ স্বাহা।
১৪। শিষিভ্যঃ স্বাহা। ১৫। গণেভ্যঃ স্বাহা। ১৬। মহা-
গণেভ্যঃ স্বাহা। ১৭। সর্কেভ্যঃ হসিরোভ্যো বিদগণেভ্যঃ
স্বাহা। ১৮। পৃথক্সহস্রাভ্যাং স্বাহা। ব্রহ্মণে স্বাহা। ১৯।

পূর্বকাল হইতে ব্রাহ্মণেরা ঋক্, যজু ও সাম বেদই
তত্ত্বপূর্বক পাঠ করিতেন এবং বেদ তিনখানি বলিয়াই
প্রসিদ্ধি ছিল। তৎকাল বেদের আর একটি নাম জরী হই-
য়াছে। মন্ত্র প্রকৃতি প্রাচীন গ্রন্থ অমূল্যমান করিয়া
দেখিলে ঋগাদি তিনখানি বেদেরই আদর দেখা যায়।—

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্ত অয়ং ব্রহ্ম সনাতনং।

মুদোহ বজ্রসিদ্ধার্থমুগ্ধং যজুঃ শাৰলক্ষণম্। রহু ১। ২০।

বাগাদির সিদ্ধির অস্ত্র তিনি, অগ্নি হইতে ঋগেদ,
বায়ু হইতে যজুর্বেদ এবং স্বর্ঘ্য হইতে সাম বেদ উদ্ভূত
করিলেন।

ত্রয়ী বৈ বিদ্যা ঋকো যজুঃবি সামানি। (শাতপথ
ব্রাহ্মণ ৪। ৬। ৭। ১।) ঋক্, যজু এবং সাম এই তিনটি
বিদ্যা। প্রজাপতির্লোকান্ অভ্যাতপৎ। তেষাং তপা-
মানানাং রসান্ প্রাবৃহদগ্নিঃ পৃথিব্যাঃ বায়ুমন্তরীক্ষান্
আদিত্যং দিবঃ। স এতাস্তিশ্রো দেবতা অভ্যাতপৎ।
তাসাং তপ্যমানানাং রসাং প্রাবৃহদগ্নেচ্চো বায়ুর্জুংবি
সাম আদিত্যং। স এতান্ জরীং বিশ্রামভ্যাতপৎ।
তন্তাতপ্যমানায়া রসান্ প্রাবৃহদ্ ভূরিভ্যাগভ্যো ভুবরিতি
যজুর্ভ্যঃ স্বরিতি সামভ্যঃ। (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৪। ১৭। ১।)

প্রজাপতি ত্রিলোক উত্তপ্ত করিলেন। সেই তপ্যমান
ত্রিলোক হইতে তিনি সার ভাগ বাহির করিয়া আনি-
লেন। পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরীক্ষ হইতে বায়ু এবং
ছালোক হইতে আদিত্য উদ্ভূত করা হইল। পরে
তিনি এই তিনটি দেবতাতে আবার তাপ লাগাইলেন।
এই তিনটি দেবতা উত্তপ্ত হইলে তাহাদের সারাংশ
উদ্ভূত করা হইল। অগ্নি হইতে ঋগেদ, বায়ু হইতে
যজুর্বেদ এবং আদিত্য হইতে সাম বেদ উপলব্ধ হইল।
প্রজাপতি এই তিনটি বিদ্যাতে পুনর্বার তাপ দিলেন।
ঐ বেদত্রয় উত্তপ্ত হইলে ঋক্ হইতে ভূর্, যজু হইতে
ভুবঃ এবং সাম বেদ হইতে স্বর্ উৎপন্ন হইল।

এই রূপ অমূল্যমান করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা
যায়, আগে ঋক্, যজু ও সাম বেদ ব্রাহ্মণেরা অধ্যয়ন
করিতেন।

মহুহুদন সরস্বতী লিখিয়াছেন,—স চ প্রয়োগত্রয়েণ
যজ্ঞনির্কাহার্থম্ ঋগ্ যজুঃ সামবেদেন তিল্লঃ। + + +
অথর্ববেদস্ত বজ্রাহুপযুক্তঃ শাস্তিপৌষ্টিকান্তিচারাদি কৰ্ম
প্রতিপাদকর্ষেন অত্যন্তবিলক্ষণ এব।

যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত বেদকে ঋক্,
যজু, ও সাম এই তিন প্রকার বিভাগ করা হইয়াছে।
+ + কিন্তু অথর্ববেদ বাগাদির অমূল্যযুক্ত। ইহাতে
কেবল শাস্তি পৌষ্টিক ও অতিচারাদির প্রকরণ আছে।
ইহাও একখানি অমূল্য বেদশাস্ত্র।

অনেকে অমূল্যমান করেন যে, অথর্ববেদ এটা রেজু-
দিগের বেদ। ব্রাহ্মণেরা এ বেদের কখনই আদর করি-
তেন না। এ কুল সিদ্ধান্ত। বাস্তবিক ইহা রেজুদিগের
বেদ নহে,—ইহা ব্রাহ্মবেদ। একজন দেখা চাই,—ব্রাহ্ম

বলিতে কি বুঝায়। মনু ব্রাহ্ম সঙ্ঘে এই রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—

আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্ত সাবিজী নাতিবর্ততে।

আষাৎবিংশাৎ ক্ষত্রব্রাহ্মোচতুর্বিংশতেবিশঃ।

অত উর্দ্ধং ত্রয়োহপ্যেতে বথাকালমসংস্কৃতাঃ।

সাবিজীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্য বিগর্হিতাঃ।

২। ৩৮-৩৯।

পূর্ভ হইতে ষোল বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের যজ্ঞোপবীতের কাল অতীত হয় না। ক্ষত্রিয়দের বাইশ বৎসর এবং বৈশ্যদের চব্বিশ বৎসর পর্যন্ত যজ্ঞোপবীতের সময় থাকে। এই সময় অতীত হইলে সেই সাবিজী-পতিত অসংস্কৃত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা ব্রাত্য নামে অভিহিত হয়। তাহার আখ্যাদের নিম্নদ্বীয়।

বোধ হয়, ব্রাত্য শব্দ—ব্রাত (অর্থাৎ সমূহ বা সামান্য লোক) শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মনু, গায়ত্রীহীন ব্রাহ্মণকে ব্রাত্য বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অথর্ববেদে ব্রাত্যের বড়ই প্রশংসা আছে। সমস্ত ১৫ পঞ্চদশ কাণ্ডটা ব্রাত্যের প্রশংসায় পরিপূর্ণ। ঐ কাণ্ডে এই রূপ লিখিত আছে,—যে পৃথিবীর সকল পুণ্য লোক প্রাপ্ত হয়, তাহার গৃহে ব্রাত্য অতিথি হইয়া এক রাত্রি বাস করেন। যে অন্তরীক্ষের সকল পুণ্য লোক প্রাপ্ত হয়, তাহার গৃহে ব্রাত্য অতিথি হইয়া দুই রাত্রি বাস করেন। যে দ্যুলোকের সকল পুণ্য লোক প্রাপ্ত হয়, তাহার গৃহে ব্রাত্য অতিথি হইয়া তিন রাত্রি বাস করেন। যে পুণ্যের পুণ্য (সর্ক্যাপেক্ষা পুণ্য) লোক লাভ করে, তাহার গৃহে ব্রাত্য চারি রাত্রি বাস করেন। যে অপরিমিত সকল পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়, তাহার গৃহে ব্রাত্য অপরিমিত রাত্রি বাস করেন। ১৫। ১০। ১-৫।

তদ্ব্যন্তৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্য একাং রাত্রিমতিথির্গৃহে
বসতি।

যে পৃথিব্যাং পুণ্যা লোকান্তানৈব তেনাবরুদ্ধে। ১

তদ্ব্যন্তৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো দ্বিতীয়াং রাত্রিমতিথির্গৃহে
বসতি।

যে অন্তরিক্ষে পুণ্যা লোকান্তানৈব তেনাবরুদ্ধে। ২
ইত্যাদি ইত্যাদি।

অগ্নি, আদিত্য, পবমান, অপ, পশু ও প্রজা
ব্রাত্যের এই সপ্ত প্রাণ। তন্ত ব্রাত্যস্ত ১। সপ্তপ্রাণাঃ
সপ্তাপানাঃ সপ্তব্যানাঃ ২। ১। ১। ১। ১। ১। ১।
নামায়াং সো অগ্নিঃ ৩। ১। ১। ১। ১। ১। ১।

নামাসৌ স আদিত্যঃ ৪। ১। ১। ১। ১। ১। ১।
ভ্যাতো নামাসৌ স চক্ষমাঃ ৫। ১। ১। ১। ১। ১। ১।
বিভূর্নামায়াং স পবমানঃ ৬। ১। ১। ১। ১। ১। ১।
যোনির্নাম তা ইমা আপঃ ৭। ১। ১। ১। ১। ১। ১।
প্রিয়ো নাম তা ইমে পশবঃ ৮। ১। ১। ১। ১। ১। ১।
হপরিমিতো নাম তা ইমাঃ প্রজাঃ ৯। ১। ১। ১। ১। ১। ১।

এই ত গেল ব্রাত্যের পরিচয়। তাহার পর আর
এক কথা আছে। অথর্ববেদের মন্ত্র কখন কোন যজ্ঞে
লাগিত কি না, তাহা নিশ্চিত করা কঠিন। কিন্তু অথর্ব-
বেদের শাখা প্রশাখার বিধানামুসারে বাগাদি হইত
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দশরথের পুত্রেষ্ট্রি বাগ
অথর্ববেদের শির্ষক বিধান মত অমুষ্ঠিত হইয়াছিল,
রামায়ণে সে কথা লিখিত আছে। অথর্ববেদীরা বলেন
যে, এ খানি ব্রহ্মবেদ। যজ্ঞ করিতে হইলে চারি জন
প্রধান ঋত্বিক ও বার জন সহকারী আবশ্যক। প্রধান
ঋত্বিকদের মধ্যে যিনি সামবেদ উচ্চারণ করেন, তাহার
নাম উদগাতা। যিনি যজুর্বেদ পাঠ করেন, তাহার নাম
হোতা। যিনি ঋগ্বেদ পাঠ করেন, তাহার নাম অধ্বর্য্য।
আর যিনি সকলের উপর কর্তৃত্ব করেন, তাহার নাম
ব্রহ্মা। ব্রহ্মার স্বতন্ত্র বেদ নাই, কিন্তু তাহাকে সকল
বেদ জানা চাই। অথর্ববেদীরা বলেন যে, যজ্ঞস্থলে
ব্রহ্মনামক ঋত্বিকের বেদের নাম অথর্ববেদ।

পূর্বে অথর্ববেদের বহুসংখ্যক শাখা ছিল। এখন
তাহার মধ্যে কেবল শৌনকশাখা বিদ্যমান আছে। এই
বেদ নয় ভাগে বিভক্ত। যথা—গোপল্লাদ, শৌনকীয়,
দামোদ, তোত্তায়ন, জায়ল, ব্রহ্মপালাশ, কুনথ, দেব-
দর্শী এবং চারণবিদ্যা। চরণব্যূহে লিখিত আছে,—

ষাদশানাং সহস্রাণি মন্ত্রাণাং ত্রিশতানি চ।

গোপথং ব্রাহ্মণং বেদেহথর্বণে শতপাঠকং।

অথর্ববেদে ১২,০০০ বার হাজার তিন শত মন্ত্র,
গোপথ ব্রাহ্মণ এবং শতপাঠক আছে।

আমরা সমস্ত বেদখানির মন্ত্রাদি সাবধানে গণিয়া
নিম্নে তাহাদের তালিকা দিতেছি—

১	কাণ্ডে ৩৫	মন্ত্র	৬	অমুবাচ	২	প্রপাঠ	১	১৫৩
২	৩৬	১	৬	১৪	১	২৭		
৩	৩১	১	৬	১৬	১	২০১		
৪	৪০	১	৮	১৯	১	৩২৪		
৫	৩০	১	৬	১২	১	৩৭৬		
৬	১৪২	১	১০	১৫	১	৪৫৪		

৭	,,	১১৮	,,	১০	,,	১১৭	,,	১	২৮৬
৮	,,	১০	,,	১৫	,,	১২১	,,	১	২৫৯
৯	,,	১০	,,	১৫	,,	১২১	,,	১	৩০২
১০	,,	১০	,,	১৫	,,	১২৩	,,	১	৩৫০
১১	,,	১০	,,	১৫	,,	১২৫	,,	১	৩১৩
১২	,,	৫	,,	১৫	,,	১২৭	,,	১	৩০৪
১৩	,,	৪	,,	১৪	,,	১২৮	,,	১	১৮৮
১৪	,,	২	,,	১২	,,	১২১	,,	১	১৫৯
১৫	,,	১৮	,,	১২	,,	১৩০	,,	১	১৪১
১৬	,,	৯	,,	১২	,,	১৩১	,,	১	৯৩
১৭	,,	১	,,	১১	,,	১৩২	,,	১	৩০
১৮	,,	৪	,,	১৪	,,	১৩৪	,,	১	২৮৩
১৯	,,	৭২	,,	১৭	,,	১	,,	১	৪৫৬
২০	,,	১৪৩	,,	১৯	,,	১	,,	১	৯৪১

অতএব দেখা যাইতেছে, এখন সমস্ত অথর্ববেদের মন্ত্র ৫৮৩০ টির অধিক নহে। ঐ সকল মন্ত্র গদ্যপদ্যে রচিত। তন্মধ্যে পদ্যই অধিক।

বিষ্ণুপুরাণে অথর্ববেদের এই বিবরণ টুকু পাওয়া যায়—

অথর্বর্ণাণামথো বক্ষ্যে সংহিতানাং সমুচ্চয়ম্।

অথর্ববেদং স মুনিঃ স্তমস্তরমিতজ্যোতিঃ। ৯।

শিষ্যমধ্যাপয়ামাস কবন্ধং সৌহপি তদব্ধিধা।

কৃষ্ণা তু দেবদর্শায় তথা পথ্যায় দত্তবান্। ১০।

দেবদর্শন্ত শিষ্যাস্ত মৌকো ব্রহ্মবলিস্তথা।

শৌক্যায়নিঃ পিপ্ললাদন্তথাস্তৌ মুনিসত্তম। ১১।

পথ্যস্তাপি ত্রয়ঃ শিষ্যাঃ কৃষ্ণা বৈদ্বিজ সংহিতাঃ।

জাজলিঃ কুমুদাদিশ্চ তৃতীয়ঃ শৌনকো বিজঃ। ১২।

তাহার পর অথর্ববেদের সমস্ত বিবরণ বলিতেছি।

অপরিমিত দীপ্তিমান স্তমস্তমুনি আপনার শিষ্য কবন্ধকে অথর্ববেদ শিখাইয়াছিলেন। কবন্ধ আবার ঐ বেদকে দুইভাগ করিয়া দেবদর্শ এবং পথ্য নামক দুইজনকে দিয়াছিলেন। মৌক্য, ব্রহ্মবলি, শৌক্যায়নি এবং পিপ্ললাদ এই চারিজন দেবদর্শের শিষ্য হন। পথ্যের তিন জন শিষ্য—জাজলি, কুমুদ এবং শৌনক।

অথর্ববেদের মধ্যে অনুন ৫২ বায়ান্থানি উপনিষৎ দেখিতে পাওয়া যায়। যজুর্ক, প্রশ্ন, ব্রহ্মবিদ্যা, কুরিকা, চুলিকা, অথর্বশিরস (২ থানি), গর্ভ, মহা, ব্রহ্ম, আগ্নেয়হোত্র, মাথুকা (৪ থানি), নীলরক্ত, নামবিন্দু, ব্রহ্মবিন্দু, অমৃতবিন্দু, ধ্যামবিন্দু, তেজোবিন্দু,

যোগশিকা, যোগতন্ত্র, সন্ন্যাস, আকর্শনীয়, কণ্ঠশ্রুতি, পিণ্ড, আত্মা, নৃসিংহতাপনীয় (৫ থানি), উত্তরতাপনীয়, কণ্ঠবল্লী (২ থানি), কেনেবিত, নারায়ণ, বৃহন্নারায়ণ (২ থানি), সর্কোপনিষৎসার, হংস, পরমহংস, আনন্দবল্লী, ভৃগুবল্লী, গরুড়, কুলায়িকরক্ত, রামতাপনীয় (২ থানি), কৈবল্য, জাবাল এবং আশ্রম।

অথর্ববেদ কত দিন রচিত হইয়াছে, এখন এই সমস্তার ব্যাখ্যা চাই। রামায়ণে লিখিত আছে—

ইষ্টং তেহং করিষ্যামি পুত্রীয়াং পুত্রকারণাং।

অথর্বশিরসি প্রোক্তৈর্মন্ত্রৈঃ সিদ্ধাং বিধানতঃ।

বালকাণ্ড ১৫। ২।

আমি আপনার পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত অথর্ববেদের মন্ত্র দ্বারা বিধানানুসারে যজ্ঞ করিব।

এই শ্লোক দেখিয়া স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, রামায়ণের পূর্বে অথর্ববেদ সংকলিত হইয়াছে। ঐ বেদখানির ১৯ উনবিংশ কাণ্ডের ৭ সপ্তম সূক্তে লিখিত আছে যে, উহার সঙ্কলন কালে কৃত্তিকা নক্ষত্র রাশিচক্রের প্রথমে ছিল এবং অশ্লেষার শেষে কিবা মঘানক্ষত্রের প্রথমাংশে ক্রান্তি পড়িয়াছিল। এই নির্দেশ দ্বারা অথর্ববেদের সঙ্কলন কাল উত্তমরূপে নিশ্চিত করা যায়। ত্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রী জ্যোতিষ সূত্রের সহায়তায় এই রূপ গণনা করিয়াছেন।

চিত্রাণি সাকং দিবি রোচনানি সরীসৃষাণি ভুবনে
জ্বানি।

অষ্টাবিংশং স্তমতিমিছমানো অহানি গীর্তিঃ সপর্ষামি
নাকম্। ১

সুহবংমে কৃত্তিকা রোহিণীচাস্ত ভদ্রং যুগশিরঃশমাদ্রা।

পুনর্কস্ব স্নাতা চাক্র পুৰ্ব্বো ভাহুরাশ্লেষা অয়নং
মঘা মে। ২

পুণ্যং পূর্বাফল্গুস্তৌ চাক্র হস্তশিভা শিবা স্বাতিঃ
স্বধো মে অস্ত।

রাধো বিশাথে সুহবাহুরাধা জ্যেষ্ঠা স্নানকত্র মরিষ্টং
মূলম্। ৩

অয়ং পূর্বরাসস্তাংমে অবাচা উর্জংযে হ্যন্তর আ
বহত্।

অভিজিমে রাসতাং পুণ্যমেব প্রবণঃ শ্রবিষ্ঠাঃ সূর্য্যতাং
স্বপুষ্টিম্। ৪

আ মে মহহততিবহরীর আ মে মঘা প্রোষ্টপলা
স্বশর্ম।

আ। রেবতী চাষ্যুজ্জো ভগং ম আ মে রয়িং ভরণ্য

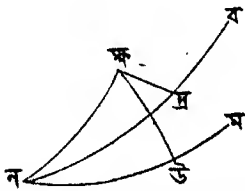
আ বহন্ত। ৫

অথর্ববেদ ১৯ কাণ্ড। ৭ সূক্ত।

অয়ন গতি বিষুবরেখা হইতে প্রতিবৎসর ৫০ বিকলা করিয়া সরিতে থাকে। মঘার মধ্যস্থিত একটি বৃহৎ তারার আন্তের স্থান হইতে রাশিচক্রের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত ৯ অংশ। কৃত্তিকার আরম্ভ স্থান হইতে মঘা পর্য্যন্ত সাতটা নক্ষত্র আছে। প্রত্যেক নক্ষত্রের স্থান পরিমাণ ১৩ অংশ ২০ কলা। কাজেই কৃত্তিকা নক্ষত্র যে সময়ে রাশিচক্রের প্রথমে ছিল তখন মঘার মধ্যস্থিত তারাতীর দ্রাঘিমা ৭×১৩ অংশ ২০ কলা + ৯ অংশ = ১২০ অংশ ২০ কলা ছিল।

১৮৭৮ খৃঃ অব্দের নটিক্যাল পঞ্জিকায় মঘার মধ্যস্থিত তারার স্থিতি এই রূপ নির্দিষ্ট হইয়াছিল—
দক্ষিণে উদয় $১০^{\circ} ১' ৫২.৪''$ (কাল)
উত্তরে অস্ত $১২^{\circ} ৩৩' ৪৬''$

এখন দ্রাঘিমা স্থির করিতে হইলে, রাশিচক্রের ব্যাসের বক্রতা স্থির করা আবশ্যক। ১-জাহুয়ারি ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে উহা $২৩^{\circ} ২৭' ১৮''$.৫০ নির্ধারিত হয়।



এই চিত্রখানিতে (ন ম) নাড়ীমণ্ডল। (ন ব) রাশিচক্রের ব্যাস। (ক) একটি নক্ষত্র। (ন উ) দক্ষিণ উদয়=উ। (ক উ) অস্ত=অ। (ন দ্রা) দ্রাঘিমা=দ্রা। (দ্রা ন উ) কোণ=বক্রতা=ক্র। (ক ন উ) কোণ=ক। তাহা হইলে এখানে বৃত্তাংশের সমকোণ দুইটা (ক ন উ) এবং (ক ন দ্রা), এই রূপ উপলব্ধি হইতেছে, যথা—কট ক=সিন্ উ কট অ ... (১)। কস্ ক=টান্ উ, কট(ন ক) ... (২)। এবং টান্ দ্রা=কস্ (ক ন দ্রা) টান্ নক্র=কস্ (ক-ক্র) টান্ উ সেক্ ক ... (৩)।

উপরের দক্ষিণ উদয় কালকে ($১০^{\circ} ১' ৫২.৪''$) পনের দিয়া গুণ করিলে $১৫০^{\circ} ২৮'$ বৃত্তাংশ হয়।

$$\text{লগ্ সিন্ } ১৫০^{\circ} ২৮' = ৯.৬৯২৭৮৫$$

$$\text{কট } ১২^{\circ} ৩৩.৮' = ১০.৬৫২০৫০$$

$$\text{কট } ২৪^{\circ} ১৯.৪৬' = ১০.৩৪৪৮৩৫$$

$$\text{লগ্ টান্ } ২৫০^{\circ} ২৮' = ৯.৭৫৩২৩১$$

$$\text{সেক্ } ২৪^{\circ} ১৯.৪৬' = ১০.৩৪০৭৬$$

$$\text{কস্ } ০^{\circ} ৫২.১৬' = ৯.৯৯৯৯৫০$$

$$\text{টান্ } ১৪৮^{\circ} ৮' = ৯.৭৯৩৫৫৭$$

$$\text{তজ্জক্ ক} = ২৪^{\circ} ১৯.৪৬'$$

$$\text{ক্র} = ২৩^{\circ} ২৭.৩'$$

$$\text{ক-ক্র} = ০^{\circ} ৫২.১৬'$$

$$\text{এবং দ্রা} = ১৪৮^{\circ} ৮'$$

কাজেই ১ জাহুয়ারি ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে মঘার মধ্যস্থিত তারার দ্রাঘিমা $১৪৮^{\circ} ৮'$ নিশ্চিত হইল এবং যে সময়ে রাশিচক্রের প্রথমে কৃত্তিকা নক্ষত্র ছিল, তখন উহার পরিমাণ $১০২^{\circ} ২০'$ ছিল। তাহা হইলে তৎকাল হইতে ১৮৭৭ সাল পর্য্যন্ত অয়ন গতি $৪৫^{\circ} ৪৮'$ সরিয়াছে। বিষুবরেখা হইতে অয়ন গতি সম্মুখ দিকে প্রতিবৎসর $৫০'$ সরিয়া থাকে অর্থাৎ ৭২ বৎসরে ১ এক অংশ মাত্র। সুতরাং পশ্চাৎ দিকে ইহার গতি স্থির করিতে গেলে $৭২ \times ৪৫.৮' = ৩২৯৭.৬$ বৎসর হয়। অতএব ঐ সংকলন কাল $৩২৯৮ - ১৮৭৭ = ১৪২১$ খৃঃ পূঃ হইয়া পড়ে। কিন্তু সম্মুখ গতি প্রতিবৎসর $০''.০০০২$ এই পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে উহা $৫০''.২৫৯২$ বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দু জ্যোতির্বেত্তারা অন্যান্য $৭৮''.৬$ এই পরিমাণ ধরিয়া থাকেন। তাহা হইলে ঐ সঙ্কলনের সময় $৩৩৯৩ - ১৮৭৭ = ১৫১৬$ খৃঃ পূর্ব হইয়া পড়ে। অর্থাৎ আজি হইতে গণনা করিলে প্রায় ৩৪০০ তিন হাজার চারি শত বৎসর পূর্ব অথর্ববেদ সঙ্কলিত হইয়াছিল। (Theosophist, September 1881. Vol 2. No. 12 দেখ)।

এই গণনাটা সহজ প্রণালীতে দেখাউবার একটা উপায় আছে, কিন্তু তাহাতে হিসাব ততটা সূক্ষ্ম হয় না। পৃথিবীর মধ্যরেখা এবং ভূচক্রের মধ্যরেখা সম-সূত্রপাতে যে থানে মিলিত হইয়াছে সেই স্থানের নাম ক্রান্তিপাত। ঐ ক্রান্তিপাতের উত্তর দক্ষিণ লম্ব যে একটা রেখা কল্পনা করা যায়, তাহার নাম বিষুবরেখা। সূর্য্য, যে গতিদ্বারা বিষুবরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে গমন করেন তাহাকে অয়ন গতি কহে। ৭২ বৎসরে ১ এক অংশ অয়ন গতি সরিয়া থাকে। অয়নাংশ শূন্য হইলে সেই দিবস দিন ও রাত্রি সমান হইয়া থাকে এবং সেই দিন ক্রান্তিপাত হয়। পূর্বে ৩০ চৈত্র ক্রান্তিপাত হইত। অথর্ববেদ সঙ্কলনকালে ঐ সংক্রান্তির সময় রাশিচক্রের

প্রথমে কৃত্তিকা নক্ষত্র ছিল। এখন ১০ চৈত্র রাত্রিদিন সমান হয় এবং রাশিচক্রের প্রথমে অশ্বিনী আছে। দুইটা পূর্ণ নক্ষত্র এবং আর একটার এক পাদ লইয়া এক একটা রাশি হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক নক্ষত্রের পরিমাণ ১৩ অংশ ২০ কলা। এখন উপরের হিসাবে একটা সন্দেহ আছে। সে সন্দেহ এই,—যদ্যপি কৃত্তিকার প্রথম হইতে গণনা আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে সাড়ে তিনটা নক্ষত্র পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যেক নক্ষত্রের পরিমাণ ১৩ অংশ ২০ কলা হইলে পূরণ দ্বারা সাড়ে তিন নক্ষত্রে ৪৬ অংশ ৪০ কলা হয়। তাহার পর এই ত্রৈরাশিক অঙ্ক কষিতে হইবে যে, ৭২ বৎসরে অয়ন গতি যদি ১ এক অংশ করিয়া সরিতে থাকে তাহা হইলে ৪৬ অংশ ৪০ কলা কত বৎসরে সরিবে।

অতএব, ১: ৪৬-৪০ :: ৭২ : ক

উত্তর ৩৩৬০ বৎসর।

দ্বিতীয় কথা এই, যদ্যপি কৃত্তিকা নক্ষত্রের শেষ হইতে গণনা করা যায়, তাহা হইলে অয়নাংশ সাড়ে চারি নক্ষত্র সরিয়া আসিয়াছে। সাড়ে চারিটা নক্ষত্রের পরিমাণ ৬০ অংশ। অতএব উপরের মত ত্রৈরাশিক কষিলে ৪৩২০ বৎসর হয়। অতএব প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর অতীত হইল অথর্ববেদ সঙ্কলিত হইয়াছে। উপরের জ্যোতিষ ও ত্রিকোণ-মিত্রির গণনায় ৩৩৬০ বৎসর হইয়াছিল। এখানে সহজ উপায় দ্বারা গণনায় ৩৩৬০ বৎসর হইতেছে। অতএব ৩৩ বৎসরের প্রভেদ হইল। আর কৃত্তিকার শেষ হইতে সহজ উপায় দ্বারা গণনা করাতে ৪৩২০ বৎসর হইয়াছে। প্রথম উপায় দ্বারা এটা গণনা করিলে প্রায় ৪৩৫৫ বৎসর হইবে।

অথর্ববেদ ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের পরে সংকলিত হইয়াছে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে অগস্ত্য ঋষির কুমি ঝাড়াইবার মন্ত্র আছে। অথর্ববেদেও এইরূপ একটা মন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। অগস্ত্য ব্রহ্মাণ্য সংপিনয়াহং কুমিম্। (অথর্ববেদ রোধের এডিশন ২ কাণ্ড, ৬ অম্বুবাক, ৩২ সূ. ৩ ঋক্।)। আমি অগস্ত্য ঋষির মন্ত্রদ্বারা কুমি সকল সম্পিষ্ট করিতেছি। এই মন্ত্রটা ঋগ্বেদ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তদ্বির, অথর্ববেদে ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের নাম দেখা যায়। কিন্তু ঐ তিনখানি বেদের কোথাও অথর্ববেদের নাম নাই।

ঋচং সাম যজামহে যাত্যাম্ কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বতে

এতে সদসি রাজতো যজ্ঞং দেবেবু যজ্ঞতঃ। ১

ঋচং সাম যজামহে হবিরোজো যজুর্কলং।

এব মা তন্মাম্মা হিংসীং বেদঃ পৃষ্টঃ শচীপতে। ২

অথর্ববেদ ৭ কাণ্ড ৫৪।

আমরা ঋক্ ও সামবেদকে উপাসনা করি, ইহাদের দ্বারা লোকে যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন করে। যিনি দেবগণের নিমিত্ত যজ্ঞ করেন, তাঁহার সভায় ইঁহারা শোভা পান। যে ঋক্ ও সামের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহার হবি এবং ওজ আর যজুঃ (যজুর্কল) বল। অতএব হে যজ্ঞপতি! এই বেদ পৃষ্ট হইয়া আমার হিংসা করিবেন। এ স্থলে ঋক্, যজুঃ ও সাম শব্দের বেদ বলিয়া উল্লেখ থাকায় স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ঐ তিনখানি বেদ সঙ্কলনের পর অথর্ববেদ সঙ্কলিত হইয়াছে।

রোধ ও ছইটনী সাহেবের মুদ্রিত পুস্তকে অথর্ববেদের প্রথম মন্ত্র এই—

যে ত্রিষপ্তাঃ পরিযন্তি বিধা রূপাণি বিদ্রতঃ।

বাচস্পতির্বলা তেবাং তবো অদ্য দধাতু মে ॥ ১

কিন্তু ব্রাহ্মণসর্বস্বপ্রণেতা হলায়ুধ নিজ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে,—অথর্ববেদাদি মন্ত্রস্ত দধ্যাঙগধর্গ ঋষিরাপোদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শাস্তিকরণে বিনিয়োগঃ।

মন্তো যথা—শমো দেবীরভিষ্টয় আপোভবন্ত পীতরে। শংবোরভিষবন্তনঃ ॥ ১।

অর্থাৎ তাঁহার মতে এই খান হইতে অথর্ব বেদ আরম্ভ হইয়াছে এবং এইটা প্রথম মন্ত্র। রোধ সাহেবের মুদ্রিত পুস্তকে ঐটা বঠ স্তব্ধের প্রথম মন্ত্র। ফল কথা, কোন কোন প্রাচীন পুস্তকে ‘যে ত্রিষপ্তা’ এই মন্ত্র হইতে অথর্ববেদ আরম্ভ হইয়াছে, আবার কোন কোন পুস্তকে—‘শমো দেবীরভিষ্টয়ে’ এখান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সায়ণাচার্য্য অথর্ববেদের টাকা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা এখন বড় আর পাওয়া যায় না। অথর্ববেদের প্রথম হইতে সপ্তম কাণ্ড পর্য্যন্ত স্তব্ধের ঋক্ সংখ্যা অনুসারে সাজানো হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথম কাণ্ডের প্রতি স্তব্ধে ৪ চারিটা করিয়া ঋক্ আছে। দ্বিতীয় কাণ্ডের প্রতি স্তব্ধে ৫ পাঁচটা করিয়া ঋক্ আছে। তৃতীয় কাণ্ডের প্রতি স্তব্ধে ৬ ছয়টা করিয়া ঋক্। চতুর্থ কাণ্ডের প্রতি স্তব্ধে ৭ সাতটা করিয়া ঋক্। পঞ্চম কাণ্ডের প্রতি স্তব্ধে ৮ আটটা হইতে ১৮ আঠারটা পর্য্যন্ত ঋক্ আছে। ষষ্ঠ কাণ্ডের প্রতি স্তব্ধে ৩ তিনটা করিয়া ঋক্ আছে। সপ্তম কাণ্ডের প্রতি স্তব্ধে ১ একটা করিয়া ঋক্ আছে।

অষ্টম কাণ্ড হইতে অষ্টাদশ কাণ্ড পর্যন্ত অনেক বড় বড় স্কন্ধ আছে। ত্রয়োদশ কাণ্ডে রোহিত নামক দেবতার বিবরণ। তিনিই নাকি সকলের সৃষ্টি কর্তা। তাঁহার পত্নীর নাম রোহিণী। চতুর্দশ কাণ্ডে বিবাহের কথা। পঞ্চদশ কাণ্ডে ব্রাহ্মের বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ কাণ্ডে বিবিধ বিষয় সঙ্কলিত হইয়াছে। বিংশ কাণ্ডের অধিকাংশ স্থলে ইন্দ্রদেবের স্তুতি দেখা যায়। ঐ স্তুতিগুলি প্রায় সমস্তই ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অথর্কবেদের অন্যান্য ছয় ভাগের এক ভাগ ঋগ্বেদের মন্ত্র, আবার সেই সকল মন্ত্র প্রথম ও দশম মণ্ডলেরই অধিক। অথর্কবেদেও পুরুষ স্কন্ধ আছে, কিন্তু ঋগ্বেদের পুরুষ স্কন্ধের সঙ্গে তাহার পাঠের অনেক প্রভেদ।

অথর্কবেদের একখানি প্রাতিশাখ্য মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে অস্ত্রান্ত সকল কাণ্ডের ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই, উনবিংশ কাণ্ডের একটা বৈ উদাহরণ নাই এবং বিংশ কাণ্ডের আদৌ একটাও উদাহরণ দেওয়া হয় নাই। তাই, কেহ কেহ অমুমান করেন যে, প্রাতিশাখ্যখানি লেখা হইবার পরে আধুনিক উনবিংশ ও বিংশ কাণ্ড অথর্কবেদের সঙ্গে যুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রায় সমস্ত ছন্দই অথর্কবেদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। ইহার চতুর্থকাণ্ডের ২১ একুশ স্কন্ধে, অজিরা, অগস্তি, জমদগ্নি, অত্রি, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, শ্রাবস্ত, বধ্যাশ্ব, পুরুমীঢ়, বিমদ, সপ্তবজ্রি, ভরষাজ, গবিষ্ঠির, বিশ্বামিত্র, কুৎস, কক্ষিবান্, কণ্, ত্রিশোক, কাব্য, উশনা, গোতম ও মুদগ এই সকল ঋষির নাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ঋগ্বেদের ঋষি। অথর্কবেদ ভিন্ন আর কতকগুলি মন্ত্র আছে, তাহার নাম অথর্কগণ। কিন্তু সেই অথর্কগণগুলি অথর্কবেদ হইতে বিভিন্ন কি না, তাহা ঠিক বলা যায় না। পূর্বে বলা হইয়াছে, সম্ভ্রুতি অথর্কবেদের কেবল শৌনক শাখা পাওয়া যায়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, পৈঙ্গলাদ শাখাও নষ্ট হয় নাই। অথর্কবেদের সঙ্কলন-কালে ব্রাহ্মণদের অতিশয় প্রতিপত্তি ছিল। নিম্নলিখিত মন্ত্র তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ, অথর্কবেদে ৫ কাণ্ডে ১৭ স্কন্ধে, উত যৎপত্যো দশ ত্রিযাঃ পূর্বে অত্রাক্ষণাঃ।
ব্রাক্ষা চেবন্তমগ্রহীৎ স এব পতিরেকধা। ৮।
ব্রাক্ষণ এব পতিন রাজন্তো ৩ ন বৈশ্বঃ।
তৎস্বর্ঘ্যঃ প্রত্নবরেনতি পঞ্চভ্যো মানবেভ্যঃ। ৯॥

আবার অস্ত্র দেখা যায়, (৫ কাণ্ড। ১৮ সূ।)

ন ব্রাক্ষণো হিংসিতব্যোহগ্নিঃ প্রিয়তনোরিব।

সোমো হস্ত দায়াদ ইন্দ্রো অস্ত্রাভিশক্তিপাঃ। ৬।

যে সহস্র মরাজ্জানাসন্দশশতো উত।

তে ব্রাক্ষণস্ত গাং জঙ্কু। বৈতহব্যঃ পরাভবন্। ১০।

গৌরেব তান্হস্তমানা বৈতহব্য। অবাতিরং।

যে কেসর প্রাবক্ষ্যাস্তরমাজামপেচিরন্। ১১।

ঋগ্বেদে ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতাদের স্তুতি ও অর্চনা আছে। কিন্তু অথর্কবেদে কাল, কাম, যম, মৃত্যু, দেব, দানব প্রভৃতি সকলেরই স্তব করা হইয়াছে। জগতে যাহা আছে তাহার স্তব; জগতে যাহা নাই, কেবল মনে মনে নূতন গড়িয়া লইতে হয় তাহারও স্তব।

নমো দেববধেভ্যো নমো রাজবধেভ্যঃ।

অথো যে বিজ্ঞানঃ বধান্তেভ্যো মৃত্যো নমোহিস্ততে।

নমস্তে অধিবাক্য পরাবাক্য তে নমঃ।

স্বমতৌ মৃত্যোতেনমো দুশ্মতৌ ত ইদং নমঃ।

নমস্তে যাতুধানেভ্যো নমস্তে ভেষজ্জৈভ্যঃ।

নমস্তে মৃত্যো মূলেভ্যো ব্রাক্ষণেভ্য ইদং নমঃ।

অথর্কবেদ ৬। ১৩। ১-৩।

ঋগ্বেদের ঋষিরা কোথাও যাতুধান, দুশ্মতি প্রভৃতিকে নমস্কার করেন নাই। অথর্কবেদে রোগাদি ঝাড়াইবার মন্ত্র অধিক দেখা যায়। অস্ত্র বেদে এত নাই। স্বামীকে বশীভূত করিবার মন্ত্র, বিষ ঝাড়াইবার মন্ত্র, শত্রুবধের মন্ত্র, বক্ষ্যানারীর সম্ভানোৎপত্তির মন্ত্র,—এ সকলিই আছে। তখনকার যে সকল ব্রাহ্মণেরা ঋগ্বেদের পৌরোহিত্য করিতেন, তাঁহাদিগকে অথর্কবেদখানি ভাল করিয়া পড়িতে হইত। রঘুবংশে কালিদাস বশিষ্ঠকে ‘অথর্কনিধি’ এই বিশেষণ দিয়া তাঁহার গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন। ‘অথাথর্কনিধেস্তস্ত বিজিতারিপুং পুরঃ।’ বশিষ্ঠ ঋষির মন্ত্রবল কেমন, তাহাও উত্তম রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ‘স্তব মন্ত্রকৃতো মন্ত্রৈঃ দূরাংশমিতা-রিভিঃ।’

কোন ব্যক্তি মৃতকল্প হইলে তাঁহার মন্ত্র পড়িয়া সেইরোগীকে ঝাড়াইতেন। নমুনাস্বরূপ এখানে কয়েকটা মন্ত্র লিখিত হইতেছে। কাহারও কঠিন রোগ হইলে ঋষিরা এই বলিয়া ঝাড়াইতেন—

আবতস্ত আবতঃ পরাবতস্ত আবতঃ। ইটৈব ভব, মা হু গা, মা পূর্নানহুগাঃ পিতৃনহুধামি তে

বহ্ন্যভিচরকঃ পুরুষঃ স্রো যদরণোজনঃ ।

উন্মোচনপ্রমোচনে উভে বাচা বদামি তে ॥ ২ ॥

যদহুজ্রোহিথ শেপিবৈ ত্রিযৈ পুংসে অচিন্ত্য ।

উন্মো ॥ ৩ ॥

যদেনসো মাতৃকতাছেবে পিতৃকতাচ্চ যং ।

উন্মোচনপ্রমোচনে উভে বাচা বদামি তে ॥ ৪ ॥

যন্তে মাতা যন্তে পিতা জামির্ভাতা চ সজ্জতঃ ।

প্রত্যকসেবস্ব ভেষজং জরদষ্টং কৃণোমি ত্বা ॥ ৫ ॥

ইহৈধি পুরুষ সর্ক্বেণ মনসা সহ ।

দূতো বমস্ত মাযুগা অধিজীব পুরা ইহি । ৬ ।

অমুহুতঃ পুনরেহি বিদ্বাহুদয়নং পথঃ ।

আরোহণমাক্রমণং জীবতো জীবতোহয়নম্ ॥ ৭ ॥

মা বিভেন মরিয্যসি জরদষ্টং কৃণোমি ত্বা ।

নিরবোচমহং যক্ষ্মমঙ্গভ্যো অঙ্গজরং তব ॥ ৮ ॥

ইত্যাদি ইত্যাদি ৫ কাণ্ড । ৩০ সূক্ত ।

তোমার নিকট হইতে, তোমার নিকট হইতে ; তোমার দূর হইতে, তোমার নিকট হইতে (আমি তোমাকে ডাকিতেছি) । এই থানে থাক । যেও না, তোমার পূর্বপিতৃপুরুষদের কাছে যেও না । আমি তোমাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিতেছি । তোমার আত্মীয় ব্যক্তি কিছা অন্তে যদি কোন অভিচার করিয়া থাকে, আমি মন্ত্র পড়িয়া তাহা কাটাইয়া দিতেছি । যদি তুমি না বুঝিতে পারিয়া কোন স্ত্রীলোককে কিছা পুরুষকে কষ্ট অথবা শাপ দিয়া থাক, আমি তাহা মোচন করিয়া দিতেছি । যদি তোমার পিতা মাতার পাপে এই পীড়া হইয়া থাকে, আমি মন্ত্র পড়িয়া তাহা কাড়াইতেছি । তোমার পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী যে ঔষধ দিতেছেন, তাহা সেবন কর । আমি তোমাকে দীর্ঘজীবী করিতেছি । হে পুরুষ ! তোমার সমস্ত মনের সহিত এইখানে থাক । ছই জন যমদূতের সঙ্গে যেও না । এই জীবিত মনুষ্যদের পুরীতে থাক । জীবিতদের পথের উদয়ন, আরোহণ, অবতরণ প্রভৃতি মনে করিয়া তোমাকে ডাকিলে পর ফিরিয়া আইস । ভয় নাই, তুমি মরিবে না ; আমি তোমাকে দীর্ঘজীবী করিয়া দিতেছি । যক্ষ্মরোগে তোমার শরীর ক্ষয় হইতেছিল, আমি তাহা কাড়াইতেছি ।

মৃত্যুর প্রতি, — অথর্ববেদ ৮ কাণ্ড । ১ সূক্ত —

অস্তকায় মৃত্যবে নমঃ প্রাণা অপানা ইহ তে

রমস্তাম্ ।

ইহায়মস্ত পুরুষঃ সহাস্থনা স্বর্ধ্যস্ত ভাগে অমৃতস্ত

লোকে ॥ ১ ॥

অস্তক মৃত্যুকে নমস্কার । তোমার প্রাণ এবং অপান বায়ু এইখানে থাকুক । এই স্বর্ধ্যপুত্র এবং অমৃতলোকে আত্মার সঙ্গে এই পুরুষ থাকুক ।

সভাসমিতির প্রতি । ৭ কাণ্ড । ১২ সূক্ত ।

সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাং প্রজ্ঞাপতেহুহিতরৌ সখি-
দানে ।

যেনা সঙ্গছা উপ মা স শিক্ষাক্রাক বদানি পিতরঃ
সঙ্গতেষু ॥ ১ ।

বিন্ম তে সভে নাম নরিষ্টা নাম বা অসি ।

যে তে কে চ সভাসদন্তে মে সঙ্গ সবাচসঃ ॥ ২ ॥

এসামহং সমাদীনানাং বর্জো বিজ্ঞানমাদদে ।

অস্তাঃ সর্ক্বেণাঃ সংসদো মামিস্ত্র ভগিনং কৃণু । ৩ ।

বধো মনঃ পরাগতং বদন্ধমিহ বেহ বা ।

তদ্ব আবর্তয়ামসি ময়ি বো রমতাং মনঃ ॥ ৪ ॥

সভা এবং সমিতি প্রজ্ঞাপতির দুইটা কন্ডা । তাঁহারা আমাদের রক্ষা করুন । বাহাদের সঙ্গে আমার মিলন হয়, তাঁহারা আমার কাছে আসুন । হে পিতৃগণ ! সেই লোক সমাগয়ের মধ্যে আমি যেন সংকথা বলি । হে সভে ! আমরা তোমার নাম জানি ; তোমার নাম সদা-লাপ । সভাসদেরা আমার সঙ্গে কথা কহিতে থাকুন । এখানে বাহারা বসিয়া আছেন, তাঁহাদের আমি তেজঃ ও জ্ঞান গ্রহণ করি । হে ইন্দ্র ! এই সভার সকলের চেয়ে আমাকে প্রসিক্ত কর । যদি তোমার মন অস্ত্র কোথায় গিয়া পড়িয়া থাকে, কিছা তাহা এখানেই বদ্ধ হইয়া থাকুক বা অন্ত্র থাকুক, তাহা ফিরিয়া আসুক, এবং আমাতে রমণ করিতে থাকুক ।

পুরুষ সূক্ত—অথর্ববেদ ১১ কাণ্ড । ৬ সূক্ত ।—

সহস্রবাহুঃ পুরুষঃ সহস্রাকঃ সহস্রপাং ।

স ভূমিং বিশ্বতো বৃহাত্যতির্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১ ॥

ত্রিভিঃ পশ্চির্দ্যামরোহং পাদস্তোহভবং পুনঃ ।

তথা ব্যাক্রামবিশ্বঙুশনানশনে অমু ॥ ২ ॥

তাবস্তো অস্ত মহিমানস্ততো জ্যায়াম্শচ পুরুষঃ ।

পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতংদিবি । ৩ ।

পুরুষ এবদেং সর্ক্বে যদুতং যচ্চ ভাব্যম্ ।

উতামৃতমুত্তেখরো যদন্তেনাভবং সহ ॥ ৪ ॥

বৎপুরুষং ব্যাদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্ ।

মুখং কিমস্ত কিং বাহু কিমুপাদা উচ্যোতে । ৫ ।

ব্রাহ্মণোহস্ত মুখমাসীদাহু রাজস্তোহভবৎ ।
 মধ্যঃ তদস্ত যদৈশ্বঃ পত্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ৬ ॥
 চক্রেমা মনসো জাতশক্কেঃ সূর্য্যো অজায়ত ।
 মুখাদিক্শচাশিচ প্রাণাহাযুরজায়ত ॥ ৭ ॥
 নাভ্যা আসীদন্তরিকঃ শীর্ষোদ্যোঃ সমবর্তত ।
 পত্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাতথা লোকী অকল্পয়ন্ ॥ ৮ ॥
 বিরাদগ্রে সমভবদ্বিরাজো অধিপুরুষঃ ।
 স জাতো অতারিচ্যত পশ্চাভূমিমথোপুরঃ ॥ ৯ ॥
 যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতষতঃ ।
 বসন্তো অস্ত্রাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ১০ ॥
 তং যজ্ঞং প্রাবৃষা প্রৌক্ষন্পুরুষং জাতমগ্রঃ ।
 তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা বসবশ্চ যে ॥ ১১ ॥
 তস্মাদখা অজায়ন্ত যে চ কে চোভয়াদতঃ ।
 গাবো হ জজিরে তস্মাত্স্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ ১২ ॥
 তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহতঃ ঋচঃ সামানি জজিরে ।
 ছন্দাংসি জজিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ১৩ ॥
 তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহতঃ সংভূতং পৃথদাজ্যম্ ।
 পশুংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারগ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ১৪ ॥
 সপ্তাস্তাসনপরিধয়জিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃত্যঃ ।
 দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধন্পুরুষং পশুন্ ॥ ১৫ ॥
 মূর্ষো দেবস্ত বৃহতো অংশবঃ সপ্ত সপ্ততীঃ ।
 রাজ্ঞঃ সোমস্তাজায়ন্ত জাতস্ত পুরুষাদধি ॥ ১৬ ॥
 এই স্কন্ধটা ঋগ্বেদ হইতে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে ।
 ঋগ্বেদের পাঠের সঙ্গে মিলাইলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে
 পারা যাইবে । (ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ৯০) । তবে,
 পাঠের অনেক প্রভেদ আছে, সন্দেহ নাই ।
 সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।
 স ভূমিঃ বিশ্বতো বৃদ্ধাত্যতিষ্ঠদশাস্ত্রলম্ ॥ ১ ॥
 পুরুষএবেদং সর্ব্বং যদুতং যচ্চ ভবাম্ ।
 উতামৃ তদ্বস্তোনো যদেন্নোতিরোহতি ॥ ২ ॥
 এতাবানস্ত মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ ।
 পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি ॥ ৩ ॥
 ত্রিপাদুর্দ্ধ উদৈংপুরুষঃ পাদোহস্তোহভবৎ পুনঃ ।
 ততো বিশ্বব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪ ॥
 তস্মাদ্বিরালজায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ ।
 স জাতো অতারিচ্যত পশ্চাভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫ ॥
 যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতষতঃ ।
 বসন্তো অস্ত্রাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ৬ ॥
 তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্পুরুষং জাতমগ্রতঃ ।

তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা বসবশ্চ যে ॥ ৭ ॥
 তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহতঃ সংভূতং পৃথদাজ্যম্ ।
 পশুংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারগ্যানগ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৮ ॥
 তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহতঃ ঋচঃ সামানি জজিরে ।
 ছন্দাংসি জজিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৯ ॥
 তস্মাদখা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ ।
 গাবো হ জজিরে তস্মাত্স্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ ১০ ॥
 যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্ ।
 মুখং কিমস্ত কো বাহু কা উরুপাদ উচ্যেতে ॥ ১১ ॥
 ব্রাহ্মণোহস্ত মুখমাসীদাহু রাজস্তঃ কৃত্যঃ ।
 উরু তদস্ত যদৈশ্বঃ পত্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১২ ॥
 চক্রেমা মনসো জাতশক্কেঃ সূর্য্যো অজায়ত ।
 মুখাদিক্শচাশিচ প্রাণাহাযুরজায়ত ॥ ১৩ ॥
 নাভ্যা আসীদন্তরিকঃ শীর্ষোদ্যোঃ সমবর্তত ।
 পত্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাতথা লোকী অকল্পয়ন্ ॥ ১৪ ॥
 সপ্তাস্তাসনপরিধয়জিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃত্যঃ ।
 দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধন্পুরুষং পশুন্ ॥ ১৫ ॥
 যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মনি প্রথমাত্মাসন্ ।
 তে হ নাকং মহিমানঃ সঞ্চত যত্র পূর্বে সাধ্যাসন্তি
 দেবাঃ ॥ ১৬ ॥
 পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু এবং সহস্র পদ ।
 তিনি সকল দিক হইতে এই ভূমি ব্যাপিয়া দশাঙ্গুল
 স্থান যুড়িয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন । ১ । যাহা কিছু
 উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা কিছু উৎপন্ন হইবে, পুরুষ নিজেই
 সেই সমস্ত । তিনি অমৃতত্বের ঈশ্বর, তিনি অন্ন
 হইতে পরিপুষ্ট হন । ২ । এত তাঁহার মহিমা ! তাহা
 হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ । জগতের যাবতীর প্রাণী তাঁহার
 একপাদাংশ (সিকি ভাগ) এবং ত্র্যালোকের অমৃত তাঁহার
 ত্রিপাদাংশ (তিন সিকি) । ৩ । ত্রিপাদ লইয়া পুরুষ
 উর্দ্ধে উঠিয়া থাকেন । পুনঃ, তাঁহার একপাদ মর্ত্যে
 (ইহ) থাকে । তাহা হইলে তিনি কি সজীব কি নিস্রীক
 সকল বস্তুতেই ব্যাপ্ত হইয়া আছেন । ৪ । তাঁহা হইতে
 বিরাল জন্ম লইলেন এবং বিরাজ হইতে পুরুষ উৎপন্ন
 হইলেন । তিনি জন্ম লইয়া পশ্চাদ্ ভূমিতে এবং অগ্র-
 বর্তীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন । ৫ । দেবতার। যখন
 পুরুষের দ্বারা যজ্ঞ করিলেন, তখন বসন্ত ঋতু হইয়া-
 ছিল ; গ্রীষ্ম যজ্ঞকাষ্ঠ, শরৎ হবিঃ হইয়াছিল । ৬ । সেই
 যজ্ঞে অগ্রজাত পুরুষকে কুশের উপর বলি দিয়াছিলেন ।
 তাঁহার সঙ্গে দেবতার। সাধ্য এবং ঋষিদিগকে বলি

দিয়াছিলেন। ৭। সেই সর্কজন অনুষ্ঠিত যজ্ঞ হইতে সদধি দ্রুত এবং দ্রুত উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি শূন্তের জন্ত এবং বস্ত্র ও গ্রাম্য পণ্ডর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৮। সেই সর্কজন অনুষ্ঠিত যজ্ঞ হইতে ঋক্, সাম ছন্দঃ উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা হইতে যজুঃ উৎপন্ন হইয়াছিল। (এখানে ঋক্, সাম, যজুঃ তিন ধানি বেদের নাম নহে)। ৯। তাহা হইতে অশ্ব উৎপন্ন হইয়াছিল এবং যে সকল জন্তর দুই পাটী দাঁত। তাহা হইতে গোরু জন্ম লইয়াছিল; তাহা হইতে ছাগ মেঘ উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ১ ॥ যখন তাঁহারা সেই পুরুষকে বিভাগ করিলেন, তখন কত ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন? তাঁহার মুখ কি? বাহুগল কি? কাহাকে উরুদ্বয় ও পা বলা যাইবে? ১১। ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ ছিলেন; রাজত্ব তাঁহার বাহু হইয়াছিলেন। বৈশ্ব তাঁহার উরু, শূদ্র তাঁহার পা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ১২। তাঁহার মন হইতে চন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছিল, চক্ষু হইতে সূর্য্য জন্ম লইয়াছিল, মুখ হইতে ইন্দ্র এবং অগ্নি, প্রাণ (প্রাণ বায়ু) হইতে বায়ু উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৩। নাভি হইতে অন্তরীক্ষ, মস্তক হইতে ছালোক উৎপন্ন হইয়াছিল। পাদদ্বয় হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্, এই রূপে তাঁহারা জগতের সৃষ্টি করিলেন। ১৪। দেবতার। যখন বলি দিবার নিমিত্ত পুরুষকে পণ্ডস্বরূপ করিয়া বাঁধিয়া ছিলেন, তাঁহার জন্ত অগ্নিকে বেটন করিয়া সাতধানি সমিৎ রাখা হইয়াছিল এবং একুশ ধানি সমিৎ দিয়া যজ্ঞ করা হইয়াছিল। ১৫। দেবতার। যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞের যাজন করিয়াছিলেন। প্রথমে সেই সকলি ধর্ম ছিল। ঐ মহিমাম্বিতের। স্বর্গে গমন করিলেন, তথায় পূর্কতন সাধারণ এবং দেবতার। আছেন। ১৬।

এখানে ঋগ্বেদের স্তব্ধটির অবিকল অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। [পুরুষ এবং ত্রিপাদ শব্দের বিবরণ তত্ত্ব শব্দে দেখ]।

বেদ সঙ্কলন কালে লাজলাদির পূজা করা হইত।

যথা,—নীতে বন্দ্যমহে স্বর্বাচী স্তব্ধগে ভব।

যথা নঃ স্মননা অসৌ যথানঃ সফলা ভুবঃ।

অথর্কবেদ ৩। ১৭। ৮।

হে স্তব্ধগে লাজলের রেখা! তুমি অধিষ্ঠান কর।

আমরা তোমার বন্দনা করি। যে হেতু তুমি যেন প্রসন্ন হও এবং বসুমতীকে সফলা করিয়া দাও।

ইন্দ্রঃ নীতাঃ নি গৃহাতু তাং পূষাভিরক্কতু।

সা নঃ পরম্বতী হৃহামুজ্জরায়ুতরাং সমাম্।

অথর্কবেদ ৩। ১৭। ৮।

ইন্দ্র লাজলের রেখা গ্রহণ করুন, পুষা তাঁহাকে রক্ষা করুন; তিনি পরম্বতী হইয়া বৎসর বৎসর আমাদিগকে শত্রু দিউন।

বায়ুপুরাণে অথর্কবেদের প্রাধাত্য প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বহুব্চো হস্তি বৈ রাষ্ট্রমধ্বযুর্নাশরয়েৎ সূতম্।

ছন্দোগো ধনঃ নাশয়েৎ তন্মাদাথর্কগো গুরুঃ।

বহুব্চ (ঋগ্বেদের পুরোহিত) রাজ্য নষ্ট করেন; অধ্বযু (যজুর্বেদের পুরোহিত) সন্তান নষ্ট করেন; ছন্দোগ (সামবেদের পুরোহিত) ধন নষ্ট করেন; তজ্জন্ত আথর্কগই সকলের শ্রেষ্ঠ।

অথর্ক। স্বজতে যোরমহুতং শময়েৎ তথা।

অথর্ক। রক্ষতে যজ্ঞঃ যজ্ঞস্ত পতিরঙ্গিরাঃ।

দিব্যাস্তরিক্ ভোমানাসুংপাতানামনেকধা।

শময়িতা ব্রহ্মবেদজন্তস্বাদ দক্ষিণাতো ভৃগুঃ।

ব্রহ্মা শময়েদাধ্বযুর্ন ছন্দোগো ন বহুব্চঃ।

রক্ষাংসি রক্ষতি ব্রহ্মা ব্রহ্মা তন্মাদাথর্কবিৎ।

অথর্কবেদী পুরোহিত উৎপাতের সৃষ্টি করেন এবং উপজবের শাস্তিও করেন। অথর্কবেদী পুরোহিত যজ্ঞ রক্ষা করেন; অঙ্গিরা যজ্ঞের পতি। ব্রহ্মবেদজ (অথর্কবেদজ) ব্যক্তি ছালোকের, অন্তরীক্ষের এবং পৃথিবীর নানা প্রকার উৎপাতের শাস্তি করেন। তজ্জন্ত ভৃগুকে দক্ষিণদিকে রাখা আবশ্যক। ব্রহ্মাই (অথর্কবেদী) অনিষ্টের শাস্তি করিতে পারেন, অধ্বযু, ছন্দোগ কিবা বহুব্চরা পারেন না। ব্রহ্মা রাক্ষসদের হইতে রক্ষা করিতে পারেন, তজ্জন্ত অথর্কবেদজ ব্যক্তিই ব্রহ্মা।

বৈদিক সময়ে হিন্দুদের কি রূপ সমাজ বন্ধন ছিল; কি রূপ ধর্মনীতি ও পরকালে বিশ্বাস; আচারব্যবহার লোকলৌকতা, পরিধেয় বস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র, কৃষিকর্ম, আমোদ প্রমোদ, গৃহপালিত পশু, বাণিজ্য, নৌকা করিয়া বিদেশ যাত্রা প্রভৃতি ব্যবহার বিবরণ বেদ শব্দে বিস্তারিত রূপে লিখিত হইবে। তত্ত্ব, ঋক্, যজুঃ ও সাম শব্দও দেখ।

অথর্কশিখা (স্ত্রী) অথর্কগঃ অথর্কবেদজ শিখা শির ইব। ৬-তৎ। অথর্কশিখা নামক অথর্কবেদের অন্তর্গত উপনিষৎ বিশেষ। এই উপনিষদে ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত

হইয়াছে বলিয়া ইহাকে অথর্কবেদের শিখা স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

অথর্কশিরস (ক্ৰী) অথর্কণঃ শিরো মন্তকমিব। অথর্ক-বেদের অন্তর্গত অথর্কশিরঃ বা অথর্কশিরস নামক ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক উপনিষদ বিশেষ।

অথর্কাজিরস (পুং) অথর্কো চাক্ষিরাস্চ অচ্ নিপাতনাং সাধুঃ। অথর্কো ও অক্ষিরস ঋষি। অথর্কো ও অক্ষিরস যে সাম দেখিয়াছেন। অথর্কবেদকেও অথর্কাজিরস কহে। যথা,—যদ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদো অথর্কাজি-রসশ্চতুর্বিধম্ মন্ত্রজাতম্। চারি প্রকার মন্ত্র; যেমন ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্কাজিরস।

অথর্কাদিপ (পুং) অথর্কণঃ বেদস্তাদিপঃ। ৬-তৎ। বৃধ। 'সামবেদাদিপো ভোমঃ শশিজোহথর্কবেদরাট্' মঙ্গল সামবেদের অধিপতি এবং অথর্কবেদের অধিপতি চক্রে পুত্র বৃধ।

অথর্কো (ক্ৰী) ন থর্ক-অচ্ পৃষোদরাদিস্বং উলোপঃ। গৌরাদিস্বং ভীষ্। যে হিংসা করে না। (বৈদিক)। অথবা (অব্য) পক্ষান্তরে। এ যদি না হয় তবে উহা হইবে। অথো (অব্য) [অথ দেখ]।

অদ। ভক্ষণে অদাং পং সকং অনিট্। লট্ অত্তি। লোট্ হি অত্তি। লিঙ্ অদ্যাৎ। লঙ্ আদৎ। লিট্ জঘাস। *। লিট্যন্ততত্ত্বাম্। পা ২। ৪। ৪০। লিট্ পরে থাকিলে অদ ধাতুর স্থানে বিকল্পে ঘস্ (ঘসল্) আদেশ হয়। জকতুঃ। জকুঃ। পক্ষান্তরে—আদ। আদতুঃ। আতুঃ। লুঙ্ অঘসৎ। কশ্মণি অদ্যাতে। সন্ জিঘৎসতি। গিচ্ আদয়তি। জাচ্ জগধা। ক্ত জঙ্ঘ, অন্ন।

অদ। বন্ধনে ভাং পং সকং সেট্ ইদিত্। অদতি। অদীৎ। অদংষ্ট্র (পুং) ন সন্তি দংষ্ট্রা দন্তা যন্ত। বিঘ দন্তহীন সর্প। (ত্রি) দন্তহীন। দংশ-ষ্ট্রন্ দংষ্ট্রা। *। তিতুত্রতথসিস্রস-কসেবু চ। পা ৭। ২। ১। ১ কিন্ ক্চিচ্ (তি), ২ তুন্ (তু), ৩ ষ্ট্রন্ (ত্র), ৪ তন্ (ত) ৫ ক্থন্ (থ), ৬ ক্চি (সি), ৭ স্চ (স্র), ৮ কসরন্ (সর), ৯ কন্ (ক), ১০ স। এই দশটা প্রত্যয় পরে থাকিলে তাহার স্থানে ইট্ আগম হয় না।

অদক্ষিণ (ত্রি) দক্ষিণোহুহুলঃ কুশলশ্চ। ন দক্ষিণং বিরোধার্থে নঞ-তৎ। অহুহুল নহে, কার্যকুশল নহে। বামদিক, বামাক্ষ। নাস্তি দক্ষিণা ক্রিয়াসমাপ্তৌ যজ্ঞ। যে যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় দক্ষিণা হয় নাই।

অদধ্ (ত্রি) ন দধ-ক্ত বিধিগুর্লক্ষ্যমিহা ন দধৎ সংস্কৃতম্।

শাস্ত্রবিধানানুসারে বাহার অধিসংস্কার করা হয় নাই। (ত্রি) দধ নহে, দধভিন্ন।

অদণ্ড (ত্রি) দণ্ডঃ শাস্তিং নার্তিতি ন-দণ্ড-বৎ। দণ্ডের অযোগ্য। বাহাকে দণ্ড দেওয়া যায় না।

অদত্ত (ত্রি) ন দা-ক্ত। নঞ-তৎ। যৎপূনরত্নায়ৈন দত্তং তদদত্তম্। অত্নায় করিয়া বাহা দেওয়া যায়। অত্নায় দান। শাস্ত্রকারেরা ষোড়শ প্রকার দানকে অদত্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যথা,—১ ভয়প্রযুক্ত দান। ২ ক্রোধ বশতঃ দান। ৩ শোকের সময় দান। ৪ উৎকোচ (ঘৃস)। ৫ পরিহাস করিয়া দান। ৬ একজন কোন দ্রব্য অত্নাকে দিল, অত্ন ব্যক্তি আবার সেই দ্রব্য তাহাকে দিল, এই ব্যত্যাংস দান। ৭ ছলপূর্বক দান। ৮ বালক কর্তৃক দান। ষোল বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে কাহারও পৈতৃক ধনে অধিকার জন্মে না। অতএব ষোলবৎসরের চেয়ে যে বালকের বয়স অল্প, তাহার দান সিদ্ধ নহে। ৯ মূঢ়-ব্যক্তি কর্তৃক দান। ১০ যে ব্যক্তি স্বাধীন নয়, তাহার দান অসিদ্ধ। ১১ পীড়িত ব্যক্তির দান। ১২ মাদক দ্রব্য সেবনে মত্ত ব্যক্তির দান। ১৩ বাতিকাদি রোগে উন্মত্ত ব্যক্তির দান। ১৪ প্রতিশোধ পাইবার ইচ্ছায় যে দান করা যায় তাহা অসিদ্ধ। ১৫ যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ নহে অথচ সে যদি বলে আমি বেদজ্ঞ তাহাকে দান করিলে সে দানকে অদত্ত বলা যায়। ১৬ যাগাদির নিমিত্ত ধন লইয়া তাহা দ্যুতাদি ক্রিয়ায় সমর্পণ করিলে, তাহাকে অদত্ত কহে। যে ব্যক্তি এই প্রকার অবৈধ দান করে কিম্বা যে কোন লোক সেই অবৈধ দান গ্রহণ করে শাস্ত্রকারেরা তাহাদের দণ্ডবিধান করিতে অধুমতি দিয়াছেন।

গুরুতাদত্তং যো লোভাদ্ যশ্চাদেয়ং প্রযচ্ছতি।

অদেয় দায়কো দণ্ডাত্তাদত্তপ্রতীক্ক। (মিতাক্ষরা)।

যে অত্নায় দান করে আর লোভপরতন্ত্র হইয়া যে সেই অত্নায় দান গ্রহণ করে, সেই অদেয় দানকর্তা এবং সেই দানের গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি দণ্ডনীয় হয়।

অদত্তা (ক্ৰী) অবিবাহিতা। যে কন্তাকে দান করা হয় নাই।

অদত্তাদায়িন্ (ত্রি) অদত্ত-আ-দা-য়িনি অদত্তমাদত্তে।

। ৬ তৎ। অদত্ত সম্পত্তির গ্রাহক। চোর।

অদত্ত (ত্রি) অদ-অত্নন্ বাহুল্যে। অদনীয, খাদ্য।

অদ্যাক্ষ (ত্রি) অমুমগ্ধীতি (ভট্টোজি) অদন্-অকু-কিপ্ = অদন্-অচ্। *। বিষগ্ধবরোশ্চ টেরজ্যাক্ষভৌ ব প্রত্যয়ে।

পা ৬।৩।২২। ব প্রত্যয়ান্ত অঙ্ক ধাতু পরে থাকিলে, বিঘট্, দেব এবং সর্গনামের (পূর্বস্থলে আছে) টির স্থানে অজি আদেশ হয়। অতএব, অজি-অচ্ এইরূপ হইল। তাহার পর ষণ্ হইয়া সন্ধিতে—অদ্র্যাক্—এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইল। পরে,

।*। অদ্র্যাক্-সেইদৃষ্টি দো মঃ। পা ৮।২।৮০।

অদ্র্যাক্-প্ৰথমে পৃথগ্-মুখ্যং-কেচিচ্ছক্তি লভবৎ। কেচিদন্ত সদেশস্ত নেত্যেকোহসেহি দৃষ্টতে।

অসাস্ত (অর্থৎ বাহার অন্তে সকার নাই) এরূপ অদ্র্যাক্ শব্দের দকারের পরে হ্রস্ব উকার বা দীর্ঘ উকার হয় এবং দকারের স্থানে মকার হইয়া থাকে। আস্তর-তমোর নিমিত্ত হ্রস্ব ও ব্যঞ্জন বর্ণের স্থানে হ্রস্ব উকার এবং দীর্ঘবর্ণ স্থানে দীর্ঘ উকার হয়।

।*। স্থানে হ্রস্বতমঃ। পা ১।১।৫০। অন্তর-তম শব্দের অর্থ এই, যে স্থানে কোন আদেশ প্রাপ্ত হইবে, তেমন স্থলে বাহার সঙ্গে অত্যন্ত নিকট সাদৃশ্য তাহারই আদেশ হইবে।

।*। অলোহস্তান্ত। পা ১।১।৫২। ষষ্ঠ্যন্তস্থানে যে আদেশ নির্দিষ্ট হয়, তাহা অন্ত্যবর্ণস্থানে হইয়া থাকে। কিন্তু অন্ত্যবর্ণের বাধ থাকিলে তাহার সমীপ-বর্তী বর্ণের স্থানে সেই আদেশ বিহিত হয়। বাহার এই পরিভাষা স্বীকার করেন না এবং সকারের প্রতিবেদ করেন, তাঁহাদের মতে আদিষ্ট অজি শব্দের দকারের স্থানেও মু আদেশ হইবে অর্থাৎ দুইটি দকারের স্থানে মু হইবে। যেমন (কৃপো য়ো লঃ। চন্দ্রীক্ পাত্রে) এখানে ঞ স্থানে লকার হইয়াছে, তদ্রূপ তাঁহার ইহার অঙ্ক-করণ করিয়া উভয়ত্র মকার বিধান করেন। অতএব, ১ মা—অমুময়ঙ্। অমুময়ঙ্কো। অমুময়ঙ্কঃ। ২ রা—অমুময়ঙ্কম্। অমুময়ঙ্কো। অমুময়ঙ্কঃ। ৩ রা—অমুময়ঙ্কৈচ। অমুময়ঙ্ক্যাম্ ইত্যাদি।

আবার বাহার ঐ পরিভাষা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে অন্ত্যবর্ণের সমীপবর্তী আদিষ্ট অজি শব্দের দকারের স্থানে মু হইবে। অতএব, ১ মা—অদ্র্যাক্। অদ্র্যাক্। অদ্র্যাক্।

আবার অদ্র্যাক্ শব্দের অন্ত্যবর্ণ সকারের নিষেধ হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ একবারেই মু আদেশ স্বীকার করেন না। অতএব তাঁহাদের মতে,—অদ্র্যাক্। অদ্র্যাক্। এ প্রকার রূপ হইবে। (ত্রী) অদ্র্যাক্ অঙ্ক ধাতুর অর্থ পূজা ও গতি। পূজার্থ বৃক্ হইলে নকা-

রের লোপ হয় না। অতঃপর প্রথমে শব্দটি অদ্র্যাক্ এই রূপ হইয়া থাকে, তাহার প্রথমার এক বচনে অদ্র্যাক্ হইবে। গতি বৃক্ হইলে নকারের লোপ হয়। অতঃপর প্রথমে শব্দটি অদ্র্যাক্ এই রূপ হইবে এবং ১ মার ১ বচনে অদ্র্যাক্ হইয়া যাইবে। গত্যাৎ (ত্রী) অদ্র্যাক্। যে তাহাকে প্রাপ্ত হইতেছে।

অদ্র্যাক্ (ত্রী) অদ্র্যাক্-লুট্ তাবে। শুক্লং। ভোজ্যম্। কল্পণি লুট্। শুক্লং জব্য।

অদ্র্যাক্ (পুং) ন সন্তি দন্তা অস্ত। অদ্র্যাক্—অদ্র্যাক্—কপ্। পূষাক্রপ আদিভ্যা বিশেষ। পূষার অদ্র্যাক্ নাম হইবার কারণ এই, যে সময়ে দক্ষরাজ সতীর কাছে মহাদেবের নিন্দা করেন, পূষা তখন দাঁত বাহির করিয়া মনের আফ্লাদে হাসিতেছিলেন। তাই বজ্রনাশের সময়ে শিবদত্ত বীরভদ্র তাঁহার সেই মাধের হাসির দাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দিলেন। বধা ভাগবত—

পুষ্কোহপাতদন্তান্ কলিঙ্গস্ত বধা বলঃ।

শপ্যামানে গরিমণি বো হৃদসদর্শনলভঃ। ৪।৫।১৯।

অনিরুদ্ধের বিবাহকালে বলরাম যেমন কলিঙ্গরাজ দন্তবজ্রের দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন; শিবনিন্দা শুনিয়া পূষাও দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়াছিলেন বলিয়া শিবদত্ত সেইরূপে তাঁহার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল।

শ্রীধর স্বামী পূষাশব্দের এইরূপ টীকা করিয়াছেন—তথাপি পূষা পিষ্টভাগে। হৃদস্তকো হিতং দেবা অন্তব-মিতি বিহিতস্ত পোষণস্ত বিদৈবত্যাভাবাৎ তত্র তন্ত দন্তাঃ সন্তীতি বক্তব্যং তাত্।

(ত্রি) দন্তহীন, অজাতদন্ত। অং অন্তে বস্ত, বহত্বী। অকারান্ত শব্দ যেমন অদ্র্যাক্ চুরাদি।

অদ্র্যাক্ (ত্রি) ন দন্তস্ত ক্র। অহিংসিত। (বৈদিক)।

অদ্র্যাক্ (পুং) অদ্র্যাক্-অহিংসনেন আযাতি আ-যা-কু।

।৩-তৎ। অহিংসায়ুক্ত। (বৈদিক)।

অদ্র্যাক্ (ত্রি) ন দন্ত্যন্তে দন্ত-অচ্ (বাহুলকাৎ ক বাচৎ)।

হিংসার অযোগ্য। (বৈদিক)।

অদ্র্যাক্ (ত্রি) ন দন্ত-রক। প্রচুর। বহ।

অদ্র্যাক্ (পুং) ন দন্তঃ অভাবার্থে নুৎ ৩ৎ। দন্তের অভাব। নাস্তি দন্তো বস্ত (ত্রি)। বহত্বী। দন্তরহিত।

অদ্র্যাক্ (ত্রি) ন দন্ত্যন্তে হৃগৌ। অদ্র্যাক্, বাহা দমন করা যায় না। যে বাহুরে তিন বাহুরের অধিক বরস হয় নাই। অদ্র্যাক্-নিমিত্ত অদ্র্যাক্ বাহুর মট হইলে তাহার বরসী প্রাপ্যত্বের

পাদ প্রারম্ভিত করিবে। এ স্থলে কেহ কেহ তত্তৎ
স্বামিক গোবধের পাদ প্রারম্ভিত করেন। পাদচাপ্রাপ্তকে
দেবো বৎসে স্বামিভূতকিতে। (স্বতিঃ)। অপ্রাপ্তকে
অপ্রাপ্তদম্যাবহে জিহ্বারণ পর্যন্তমিতি যাবৎ। (স্বার্থঃ)।
কেহ কেহ বলেন যে, উক্তবচনে বৎস শব্দ আছে বলিয়া
হুই বৎসর পর্যন্ত অদম্য-অবস্থা ধরিতে হইবে এবং ঐ
হুই বৎসরের মধ্যেই প্রোজাপত্যের পাদপ্রারম্ভিত কর্তব্য।
এ সম্বন্ধে তাঁহারা এই বচনটী দেখাইয়া থাকেন—

বর্ষমাজাতু বালা শ্রাদ্ধতিবালা দিবাসিকী।

অতঃপরন্ত সাগোঃ শ্রাদ্ধকণী দন্তজয়ানি।

এক বৎসরের বাছুরকে বালা কহে। হুই বৎসরের
বাছুরকে অতিবালা বলা যায়। তৎপরে তরুণী অবস্থায়
দন্ত জন্মাইলে তাহাকে গোরু বলা যায়।

অদর্শন (ক্লী) ন দর্শনম্ দৃশ লুট্। নঞ-তৎ। দর্শনাভাব।
লোপ। *। অদর্শনং লোপঃ। পা ১। ১। ৬০। যে বর্ণ বিদ্যা-
মান থাকে তাহার অদর্শন হইলে তাহাকে লোপ বলা
যায়। নাস্তি দর্শনং বস্ত (ত্রি)। বহুব্রী। দৃষ্ট শূন্ত। দর্শ-
নের অবিষয়ীভূত।

অদল (পুং) ন দলঃ। হিজল বৃক্ষ। (ত্রি) পত্রশূন্ত
বৃক্ষ। যে সকল গাছের পাতা নাই। শ্রাদ্ধাসিদ্ধ
প্রভৃতি। (ক্লী) অদলা—স্বতকুমারী। (ত্রি) খণ্ড ভিন্ন।

অদম্ (ত্রি—সর্কনাম) ন দম্-কিপ্ ন দন্ততে নির্দেশায়
উৎকিপ্যতে হুজুর্গিহ্ব। অপূরোবর্জিতাৎ। (বাচ০)।
সেই। যে বস্ত সন্মুখের নহে তাহা নির্দেশ করিবার
জন্ত এই সর্কনাম প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যে বস্ত বক্তার
সন্মুখবর্তী নহে অর্থাৎ বক্তা বাহা অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া
দেখাইতে পারেন না, তেমন স্থলে এই সর্কনামের
প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ইদমন্ত সন্নিবৃত্তঃ সমীপবর্তীচৈতদোকপম্।

অদমন্ত বিশ্রুতঃ তদিতি পরোক্ষে বিজানীরাৎ।

নিকটের বস্ত বুঝাইতে হইলে এতদ্ এই সর্কনামের
মত ইদম্ সর্কনামের প্রয়োগ হয়। আর দর্শনাভীত
বস্ত বুঝাইতে হইলে তদ্ সর্কনামের মত অদম্ শব্দের
প্রয়োগ হয়।

অরং বৃক্ষঃ। এই গাছটী। একথা বলিলে এই
বুঝাইবে যে, বৃক্ষটী বক্তার নিকটেই রহিয়াছে, তিনি
অঙ্গুলি দিয়া তাহা দেখাইতে পারিতেছেন। আবার,
যদি বলা যায়, অসৌ বৃক্ষঃ। সেই গাছটী। তাহা হইলে
বুঝাইবে যে, বৃক্ষটী বক্তার সন্মুখে নাই। এখানে ইদম্

শব্দের স্থানে এতদ্, আর অদম্ শব্দের স্থানে তদ্
প্রয়োগ করিলে ঠিক ঐ রূপ অর্থ থাকে। যেমন, অরং
বৃক্ষঃ, বা এষ বৃক্ষঃ। এই গাছ। অসৌ বৃক্ষঃ, বা স বৃক্ষঃ।
সেই গাছ। কিন্তু অদম্ শব্দে পুরোবর্তী বস্তকেও
বুঝায়। যেমন—‘অমুং পুরঃ পশুসি দেবদাক্ষম্’।
রঘু ২। ৩৬। ঐ যে সন্মুখবর্তী দেবদাক্ষ গাছটী দেখি-
তেছ। কোন বস্ত সন্মুখে থাকিলেও যদি অত্যন্ত দূর-
বর্তী বলিয়া কষ্টে দেখিতে হয়, তাহা হইলেও সেখানে
অদম্ শব্দ প্রযুক্ত হয়। বাঙ্গালার ‘সেই’ সর্কনামটী
সংস্কৃত সংস্কৃত অসৌ শব্দের অপভ্রংশ। হিন্দী ও ব্রজ-
বুলীতে ‘সেই’ সর্কনামের স্থানে ‘সো’ ব্যবহৃত হয়—

মাধব! সো অব গুল্লরী বালা,

অবিরত নয়নে, বারি বরু বর করে

যেন ঘন শাওণ মালা। (বিদ্যাপতি)।

*। অদোহুপদেশে। পা ১। ৪। ৭০। অহুপদেশে
অদম্ শব্দের গতি সংজ্ঞা হয়। পরার্থ প্রয়োগের নাম
উপদেশ। অদঃকৃত্য। অদঃকৃতম্ ইত্যাদি।

অদাত্ (ত্রি) ন দা-তৃচ নঞ-তৎ। রূপণ। যে দাতা নহে।

(ক্লী) ভীপ্-অদাত্রী।

অদান (ক্লী) ন দানম্ অভাবার্থে নঞ-তৎ। দানাত্বে।

নাস্তি দানং ত্যাগোমদজলং বা যন্ত। (ত্রি) দানশূন্ত।

(পুং) মদজলশূন্ত হস্তী।

অদান্ত (ত্রি) ন দান্তং দম্-গিচ্-ক্ত কর্শনি। অবিনীত।

বাহার ইন্দ্রিয় দমন হয় নাই। *। বা দান্তশাস্ত পূর্ণ-

দন্তস্পষ্টকরজপ্তাঃ। পা ৭। ২। ২৭। দম, শম, পুরী

দম্, স্পশ্, ছদ্, জপ্, এই সকল ধাতুর উত্তর গিচ্ হয়

এবং বিকল্পে ইট্ বিধান হয় আর দান্ত্যদি নিপাতনে

সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অদাত্য (ত্রি) ন দন্ত-গ্যৎ। নঞ-তৎ। অহিংস্র। (বৈদিক)।

অদায় (ত্রি) নাস্তি দায়ো বস্ত। যে দায়ান পৈতৃক বিষয়ের

অংশ পাইবার যোগ্য নহে। পতিত জ্ঞাতি প্রভৃতি।

অদারাদ (ত্রি) ন দারাদঃ। দায়ঃ বিভজনীয়ধনমাহত

ইতি দায় আ-দা-ক। অথবা দায়মভীতি দায়-অদ-অণ্

উপ-স০। অসপিণ্ড। পতিত জ্ঞাতি। যে পিতৃাদি ধনের

অধিকারী নহে। সপিণ্ডভিন্ন। যথা মানব ধর্মশাস্ত্রে,

পুত্রান্ স্বামশ্ বানাহ নৃণাং স্বায়ত্ত্বো বা মহঃ।

তেষাং বট্ বহুদারাদাঃ বড়দারাদারাদাঃ। ৯। ১৫৮

ওরসঃ ক্ষেত্রজট্টব দন্তঃ কৃত্রিম এব চ।

পুত্রোৎপত্তোহপবিস্তদারাদা বাহবাচ ইহ। ৯। ১৫৯

কানীনশ্চ মহোচ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবন্তা

স্বয়মন্তশ্চ শৌর্যশ্চ বড়দারাদবান্ধবাঃ । ৯ । ১৬০

স্বয়মন্ত মনু মনুষ্যের যে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে ছয় প্রকার পুত্র পিতাদি ধনের অধিকারী হয় এবং পিতার ছাত্র সপিওসমানোদকের পিওদান ও তর্পণাদি করিতে পারে। বাকি ছয় প্রকার পুত্র পৈতৃক ধনের অধিকারী হয় না, কিন্তু সপিওসমানোদকের শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিতে পারে। ঔরস, ক্ষেত্রজ দত্তক, কৃত্রিম, গৃহোৎপন্ন এবং অপবিত্র এই ছয় প্রকার পুত্র পৈতৃক ধনের ও পিওদানেরও অধিকারী। কানীন, মহোচ্চ, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়মন্ত এবং শৌর্য এই ছয় প্রকার পুত্র পিতৃধনের অধিকারী হয় না কিন্তু বান্ধব বটে অর্থাৎ পিওদি দান করিতে পারে। [পুত্র শব্দে গৃহোৎপন্ন প্রভৃতির বিবরণ দেখ]।

অদায়িক (ত্রি) ন দায়মর্হতি দায়-ঠক্। নঞ-তৎ। দায়াদশূচ।

অদাহ (ত্রি) ন দহ্যমর্হ্যঃ দহ-অর্হে গ্যৎ। নঞ-তৎ। যে মৃত ব্যক্তি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অযোগ্য; যাহাকে দাহ করিতে নাই। শাস্ত্রকারেরা এই করেক ব্যক্তির মৃত দেহ দাহ করিতে নিবেদ্য করিয়াছেন,—

যে সকল পশুর শিং, দাঁত কিবা নখ আছে (যেমন গাধার, সিংহ, ব্যাঘ্র এবং ভল্লুক) সর্প বিধ, অগ্নি, ক্রীলোক, জল এই সকলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে কহিতে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তবে সে মৃত দেহ দাহ করিবে না। মৃত্যু হইক বলিয়া যদি কেহ সাপকে রাগাইয়া দেয় কিবা বিদ্ভ্রাত্তে পুড়িয়া মরে, তবে শাস্ত্রানুসারে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নাই। চুরি করার অপরাধে যদ্যপি রাজা কাহারও প্রাণদণ্ড করেন, অথবা পবের স্ত্রীতে আসক্ত দেখিয়া যদ্যপি তাহার স্বামী সেই ভ্রূচাচারের প্রাণবধ করে, তাহা হইলে তেমন সব ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষিদ্ধ। উৎকৃষ্ট বর্ণের কোন ব্যক্তি নীচ চণ্ডালদিগের সঙ্গে কলহ করিয়া বিনষ্ট হইলে তাহাকে দাহ করা শাস্ত্রসম্মত নহে। যে পাকও ব্যক্তি কাহাকেও যদি বিধি ঔষধ খাওয়ায়, কিবা ঘরে আগুন দেয় অথবা কোন লোককে বিষ দিয়া মারে, তবে তাহার মৃতদেহ অদাহ। রাগের বশে কেহ যদি বিষ খাইয়া, আগুনে কিবা জলে, ঝাঁপ দিয়া অথবা কোন অস্ত্রাঘাতে বা উষ্মকনে প্রাণত্যাগ করে, কিবা নিধরে বা পর্বত অথবা বৃক্ষ হইতে পড়িয়া মরে; সে মরাধমের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে নাই। চর্মশাহকা নির্দাহ

প্রভৃতি কুশিক্ষার বাহারা জীবিকা নির্বাহ করে কিবা বাহারা বধ্যভূমির অধিকারী জমাদ প্রভৃতি, বাহাদের মৃত্যে ভগ্নদেহের মত চিহ্ন হয়; বাহারা নপুংসক কিবা স্ত্রীবপ্রায় এবং ব্রাহ্মণকে দণ্ড করার জন্য বাহারা রাজা কর্তৃক নিহত হয় এবং মহাপাতকীরা পতিত। পতিত ব্যক্তি মরিলে শাস্ত্রে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা নাই। তাহার আত্মীয় স্বজনকে চক্ষের জলও ফেলিতে নাই। যদি কেহ ভ্রমবশতঃ তেমন ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিবা শ্রাদ্ধাদি করে, তাহা হইলে দুইটা তপ্তকুঙ্ক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হওয়া চাই।

অদি মগ। (আদি মগ? অদি মগ?) ভূদধা। চট্টগ্রামের পূর্বতের অসভ্য লোক। চট্টগ্রামের পূর্বতে অনেক প্রকার অসভ্য লোক বাস করে। ইতিহাস নাই, তাই ঐ সকল লোক কোন দেশ হইতে আসিয়াছে, কত দিন তাহার ঐ সকল পাহাড়ে ঘর বাধিয়া বাস করিতেছে, তাহা ঠিক বলা যায় না। বিয়দধা একজাতির নাম। এখনকার চুকমারা এই জাতির অন্তর্গত। কেহ কেহ অমুমান করেন, খিরদধা ও চুকমাদের আদিম-বাস আরাকানে ছিল। খিরদ বা খিরড শব্দের অর্থ—নদী। ধ বা ধা অথবা টা শব্দে পুত্রকে বুঝায়। কাজেই, বাহারা নদীকূলে ঘর বাধিয়া থাকিত, সেই নদীপুত্রেরা এখনকার খিরদধা জাতি। ইহাদের কথা প্রাচীন আরাকানী, আচার ব্যবহার অনেকটা বৌদ্ধদের মত। [খিরদধা দেখ] কিন্তু আদি মগ বা ভূদধা কাহার? ভূদ বা ভূড শব্দের অর্থ পর্বত। তাই অমুমান হয়, পূর্বে যে জাতিরা কেবল পূর্বতে বাস করিত, তাহাদিগকেই লোকে এখন ভূদধা বলে। কিন্তু অদি শব্দের অর্থ কি? বিশেষ অমুসন্ধান করিয়াও একথার কিছুই ঠিক করা গেল না। অনেক দিনের পুরাণ এসিয়াটিক রিসার্চ ও এসিয়াটিক জর্নাল খুঁজিলাম, তাহাতে এ নাম নাই। কর্ণাল ডাণ্টন সাহেবের পুস্তকে এ নাম নাই। কাণ্ডেন লিয়ন সাহেব ভূদধা নামের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অদি মগ—তাঁহার পুস্তকেও এ নাম নাই। তাই বুঝা গেল, এ নাম ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। পাহাড়ীরা নিজে আগনাদের কথা কিছুই জানে না। কে কোন জাতি, কে কোন সম্প্রদায়ের লোক, এ সকল গোলের কথা তাহারা বুঝে না। পল্লিচরের মধ্যে তাহাদের বসবাসের নামটা বলিতে পারে। ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, খিরদধা,

চুকমা, তুঙ্গা, বুসাই, কুকী প্রভৃতি নাম উহাদের নিজের দেওয়া নহে। বাঙ্গালী, ব্রহ্মদেশবাসী, চীনবাসী প্রভৃতি লোকেরাই অসভ্য পাহাড়ীদের এক একটা নাম দিয়া থাকিবেন। ‘অদিমগ’ এই শব্দ আদি মগ কিম্বা অদিমগ শব্দের অপভ্রংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুঙ্গা (অর্থাৎ পর্বতপুত্র) এই শব্দটা দেখিয়া প্রকৃত কথাটা অদিমগ বলিয়া বোধ হইতেছে।

তুঙ্গাদের পূর্ব ইতিহাস কিছুই ঠিক হয় নাই। কাহারও মতে, ইহাদের পূর্বপুরুষেরা ব্রহ্মদেশের লোক। সেখানে চুরি করিত, লুণ্ঠ পাট করিয়া খাইত, শেষে রাজার ভয়ে ভারতবর্ষে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, ইহারা ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী, — অস্ত্র দেশ হইতে এখানে আসে নাই। কিন্তু ব্রহ্মদেশ হইতে দস্যুরা আসিয়া ভারতবর্ষে আশ্রয় লইত, একখান দুই একটা আধুনিক প্রমাণ পাওয়া যায়। করণওয়ালিসের সময়ে ব্রহ্মরাজ চট্টগ্রামের সর্দারের কাছে একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে দস্যুদের কথা লেখা ছিল। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে আরাকানের রাজাও চট্টগ্রামের সর্দারকে একখানি পত্র লেখেন, তাহাতেও দস্যুদের বিষয় উল্লিখিত আছে। পত্র দুইখানি পড়িলে তখনকার অনেক কথা জানা যায়, তাই এখানে তাহাদের মর্ম লিখিয়া দেওয়া হইল।

ব্রহ্মরাজ ভূর্বমার পত্র। রাজার আজ্ঞার আরাধনায় সর্দার ঐ পত্র চট্টগ্রামে পাঠাইয়া দেন।

‘আমি মহারাজচক্রবর্তী। একশত একখানি গ্রাম আমার শাসনে আছে। লোকে আমাকে রাজচ্ছত্রধারী বলিয়া ডাকে। আমি হৃদয়বলুপ্ত; সেনার চক্রাতপ সর্বদাই আমার পথার উপরে শোভা পাইতেছে। অসংখ্য অসংখ্য রাজা আমার পূজা করিয়া থাকেন। আমার রাজ্যে সোনা, রূপা এবং কত শত রত্ন জন্মে। আমার কাছে বস্ত্রের মত অস্ত্র শস্ত্র আছে, শত্রুরা তাহা দেখিলেই আমার শরণাগত হয়। যে সকল সৈন্ত সামন্ত আমার কাছে আছে, তাহাদিগকে কোন কথাই বলিতে হয় না। এই রাজসংসারে হাভী ঘোড়ার সংখ্যা নাই। আমার সভায় দশ জন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং একশত চারি জন পুরোহিত আছেন। তাহাদের পরামর্শ লইয়া আমি রাজ্য শাসন করি। বরং বিজ্ঞানের বেগ কিরিত্ত্ব আমার আঁজা করে না। আমার প্রজারা ধার্মিক ও স্ত্রাপরায়ণ। হৃদয় ক্রি, তাহা জানে না। আমি

হৃদয়ের সমান, অন্ধকারেও আমার জ্ঞানের আলোক পড়িতেছে। লোকের দুঃখভিসন্ধি আমি সহজে বুঝিতে পারি।

দয়া এবং স্ত্রাপরায়ণতাই রাজার ধর্ম। এই রাজ্যে চোর এবং অসত ব্যক্তির উচিত শাস্তি পাইতেছে। এখন আমার নাম শুনিলে হুট লোকের প্রাণ কাঁপিয়া উঠে।

আমি দুই হাজার নদী এবং অসংখ্য নালার মধ্যে যেন সাগরের মত হইয়া আছি। চল্লিশটা পর্বতের মধ্যে আমি স্মরণ সমান। ইহাদের মত একশত এক জন রাজার উপর আমার আধিপত্য বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। তত্তির, প্রতাহ দশ হাজার রাজা আমার সভায় যাতায়াত করিয়া থাকেন। এ রাজ্যের কথা কি বলিব? — জগতে এমন ঠাই আর কোথাও মিলিবে না। অমরাবতীর স্ত্রায় আমার রাজসভা; অমূল্য মণি-মাণিক্যে ভূষিত, — ত্রিসংসারে এমন আদর কিছু নাই। দেবতাদের স্ত্রায় আমার সকল কাজগুলি পবিত্র। আরাকানের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে আমি ঘোষণা দেওয়াইয়াছি, যেন চট্টগ্রামে এই পত্রখানি নির্কিয়ে পৌঁছে। ঐ দেশ পূর্বে মোঙ্গল রাজার অধিকারে ছিল। সেই রাজা চট্টগ্রামে প্রজাপত্তন করিয়া তাহাদের দ্বারা আবাদ করাইয়াছিলেন। সেখানে মোঙ্গল রাজ এবং অমরপুরের রাজা দুমার প্রতিষ্ঠিত ২৪০০টা দেবালয় এবং ২৫টা সরোবর আছে। মোঙ্গলদের আসিবার পূর্বে চট্টগ্রাম অস্ত্র রাজাদের অধিকারে ছিল। লোকে তাহাদিগকে ছত্রধর বলিত। তাহারা দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং অনেক পুরোহিত নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রজাদের মধ্যে যাহার যেমন ধর্ম ছিল, সেই পুরোহিতেরা তাহাদের তদনুরূপ বাজনাদি ক্রিয়া করাইতেন। কিন্তু শ্রীতুমা চুকমা রাজা হইবার পূর্বে, রতনপুর, দুর্গাবতী, আরাকান, দুর্গাপতি, রামশক্তি, চরনোণ, মহাদাইন, মল্ল প্রভৃতি স্থানে কোন স্মৃৎশ্রী ছিল না। শ্রীতুমা রাজা হইলে পর, তাহার শাসনকালে প্রজারা স্মৃৎ হইয়া উঠিল। সে সময়ের ধার্মিক লোকেরা তাহাকে বিশেষ অঙ্গুগ্রহ করিত। বিশেষতঃ, বুদ্ধ তাহার সভায় অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। রাজা ধর্মোপদেশ পাইবার জন্য তাহার কাছে এক জন সঙ্ঘগচ্ছাছিলেন, তাই তজ্জারি রাজার ধর্মোপদেশী হন।

তখন পুণ্যবলে আকাশ হইতে সোনা, রূপা এবং

রত্ন পড়িতে লাগিল। রাজা সেই সকল অমূল্য রত্ন মাটিতে পুতিয়া রাখিয়া তজ্জ্বারিকে তাহার অধ্যক্ষ করিলেন। এই গুরুত্ব অট্টালিকাও স্বর্ণ রৌপ্যে মণ্ডিত ছিল। প্রজারা প্রতিদিন সেখানে গিয়া দেবার্জনা করিয়া আসিত। দেবালয়ে রাজিদিন অসংখ্য দাসদাসী ছিল, কাজেই অতিথি আসিলে তাহাদের পরিচর্য্যার কোন ক্রটি হইত না। নৃপতি সর্বদাই পাঁচখানি ধর্ম-গ্রন্থ পড়িতেন। শাস্ত্রে যে কাজ করিতে নিষেধ আছে, নৃপতি কখন তেমন কর্মে হাত দিতেন না। হাঁস, শূকর, পায়রা, ছাগল এবং মূর্গীর মাংস অভক্ষ্য। পুরোহিতেরা তাহা স্পর্শও করিতেন না। হুঃশীলতা, চৌর্য্য, পরদার এবং প্রবঞ্চনা রাজ্য হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল।

আমার চরিত্র এবং ধর্মনীতি ঠিক সেই রাজার মত। কিন্তু আরাকান রাজ্য যখন আমার হাতে আসে নাই, সে সময়ে তথাকার লোক যেন সাপের মত ছিল,—সর্বদাই কেবল বিবাদ বিসম্বাদ করিত। মগধ, মৈনবঙ্গ, দ্বারাবতী, চগদাগ, ও রক্ষবতী প্রভৃতি দেশের লোক মানুষ খাইত এবং সকলেই অতিশয় হুঁষ্ট ও নিষ্ঠুর ছিল, কেহ কাহারে বিশ্বাস করিত না। তৎকালে বুদ্ধদত্ত, তাহার আর একটা নাম শ্রীবৎ ঠাকুর, আরাকানে আসিলেন। কি মনুষ্য, কি বনের পশু, সকলকেই তিনি ধর্মজ্ঞান দিয়াছিলেন, তাই পাঁচ হাজার বৎসর রাজ্যে কোন বিশৃঙ্খলা ছিল না।

আমার শাসননীতি ঠিক সেই রকম। আর এখানকার কোন স্থানের মাটিতে বেশ এক প্রকার স্নগন্ধ তৈল হয়। আমার ক্ষমতাও সেই রূপ অজ্ঞাত রাজার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। জাম্ফবু নামে আমার প্রধান পুরোহিত আর আর ধর্মবাজকদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, ১৫ প্রমো (পোঁষ ৭) ১১৪৮ সালে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কি শ্রীবৎ ঠাকুরের মতে চলেন? বাস্তবিক আমি শ্রীবৎ ঠাকুরের মতামতসারেই চলিয়া আসিতেছি। বিশেষতঃ, আমি রাজ্যের ভিতর অনেক দেবালয় নির্মাণ করাইয়াছি এবং শ্রীতুমা চুক্‌মার আইনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দয়াদাক্ষিণ্য সহকারে প্রজাপালন করি।

আরাকান রাজ্য চট্টগ্রামের সন্নিকটে। বাণিজ্যের নিবৃত্ত ইংরেজেরা আমার সঙ্গে বদি সন্ধি করিতে চাহেন, তাহা হইলে সকল বিষয়েই একতা ও দ্বন্দ্বতা

থাকা আবশ্যক। তাই আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, চট্টগ্রামের বণিকেরা এখানে আসিয়া মুক্তা, হাতির দাঁত এবং মোম ক্রয় করিতে পারিবে এবং এখানকার লোকেও চট্টগ্রামে জব্যাদি ক্রয় করিতে বাইবে। কিন্তু চট্টগ্রামের মগেরা ধর্মভর, ধর্ম জ্ঞান সকলি ছাড়িয়াছে। তজ্জন্ত তাহাদের চরিত্র সংশোধন করা আবশ্যক। আমি ত্রিশ জন লোকের সঙ্গে চারিটা হাতির দাঁত পাঠাই। ঐ সকল লোক এই পত্রের প্রত্যুত্তর লইয়া আসিবে।’

১৭৮৭ খৃঃ অব্দের ২৩ জুন আরাকানের রাজা, চট্টগ্রামের সর্দারকে এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন। ফিউতী নামে জনৈক দম্ভা আরাকান হইতে পলাইয়া চট্টগ্রামে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। রাজা, সেই দম্ভাকে ধরিয়া দিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন।

উপরের পত্রখানিতে অনেক কথা রহিয়াছে। তখনকার ইতিহাস একটু পাওয়া গেল; তখনকার আচার ব্যবহার অনেকটা বুঝা গেল। রাজা নিজমুখে আশ্রমগোরব গাইয়াছেন, সে কথা ছাড়িয়া দিই। কিন্তু ছত্রে ছত্রে তিনি রাজাদের যে গুণগুণি বলিয়াছেন, তেমন কথা অসম্ভব কি অশিক্ষিত লোকের মুখে আসে না, তাহা অবশ্য স্বীকার করিব। রাজা নিজে বৌদ্ধ ছিলেন, তবু তাহার অজ্ঞ ধর্মের প্রতি অনাস্থা ছিল না। আগে মগেরা মানুষ খাইত। আর, এই ‘কেরোসিন তেল’ তখনও ছিল। তাহার পর চট্টগ্রামের পাহাড়ী কুৎসা জাতি, বোধ হয় আরাকানেরই অসভ্য লোক। ইহারা, লুসাই, কুকী, প্রভৃতি অজ্ঞাত জাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, এখন তাই তাহাদের আদি ধরিতে পারা যায় না।

ত্রিপুরার মুন্সঙ্গ, কুমী বা কিউমী, মুন্সঙ্গ, খেইঙ্গ, বুকী, পাখস, লুসাই বা কুকী, সিঙ্গু বা লংখের প্রভৃতি জাতির সঙ্গে ভূজখাদের অনেক সাদৃশ্য [ঐঐশব্দ দেখ]। কেহ কেহ এমনও অনুমান করেন যে, কতকগুলি পাহাড়ী পূর্বে আদিবৃদ্ধের সেবক ছিল বলিয়া লোকে তাহাদিগকে আদি মগ বলিত। এখন ক্রমে তাহার অজ্ঞ জাতির সঙ্গে মিশিয়া বাইতেছে।

ভূজখারা স্ত্রী নর। গায়ের রঙ যেটে যেটে, তাহাতে একটু তাম্রবর্ণ মিশানো। শরীরের গড়নও ভাল নয়। নাকটা খাঁড়া, মধ্যস্থলের ডাঁটা নাই বলিলেই চলে। অঙ্গে রূপ ত বের না, অঞ্চল তাহারই

আবার শ্রম। কত ? জীলোকেরা রাত্রি দিন কেবল আপনাদের ক্লেশের গরিমাতেই ভারী হইয়া থাকে। পর্কতের উচ্চ দুয়ারোহ স্থানে ইহাদের ঘর। পাহাড়ে উঠিতে বিশেষ অভ্যাস না থাকিলে তেমন স্থানে কেহই সহজে বাইতে পারে না। পুরুষেরা প্রায় সকলেই বিবস্ত্র। কাপড় পরা—সে কেবল ইচ্ছার কাজ। কখন মন হইল ত একবার একখানি কোপীন পরিল। মন হইল না,—তাহাতেই সূখী। স্বভাব যেমন গড়িয়াছেন তেমনই বিবস্ত্র হইয়া থাকিল। কিন্তু জীলোকদের গায়ে একটা করিয়া জামা থাকে। জামাটা ছোট; তাহাতে হাঁটু পর্য্যন্তও ঢাকা পড়ে না। সম্মান জন্মিলে পর তাহারা বন্ধঃস্থল খুলিয়া স্তন বাহির করিয়া রাখে। ইহারা ততটা অলঙ্কারপ্রিয় নহে, তবু ছোট ছোট কড়ী, পাথর প্রভৃতি অযত্নস্বলত ভূষণ দিয়া অঙ্গের সাজ করে। তুঙ্গখাদের যাবতীয় গৃহবন্দের ভার জীলোকের হাতে। তুঙ্গখারা একটীর অধিক বিবাহ করে না। অসভ্য হউক, পাহাড়ে বিবস্ত্র হইয়া থাকুক—সে কথা ধরি না; কিন্তু প্রেম হৃদয়ের একটা হাকী সামগ্রী নয়, মনে মনে, গাঢ় রূপে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া থাকিতে হয়, সে সূখের দাম্পত্যভাব তাহারা বেশ বুঝে। পতি পত্নীর, পত্নী—পতির; এক জনের বাঁচনে দুজনে বাঁচে, একমরণে দুজনে মরে, এই পবিত্র ভালবাসাটুকু তাহারা বেশ জানে। তেমন পশুর মত হৃদয়ে এমন স্বর্গীয় সুখ কোথা হইতে আসে ? আসিবার অনেক কথা আছে। তাহাদের প্রেম সামান্য গাঁইট-ছড়া বাঁধা হইতে হয় না; সে সাত পাকের বন্ধন নয়। তুঙ্গখা-কজ্ঞাদের গর্ভাষ্টমে বিবাহ নাই, তাহারা অনেক দিন আইবড় থাকে। পনের ষোল বৎসর বয়ঃক্রম হয়; তখন সেই কুৎসিত অঙ্গেই যৌবনোচিত কেমন একটু লাবণ্য-প্রভা ফুটিয়া উঠে। এই বয়সে আমাদের সভ্যসমাজের অভাগিনী বালিকারা দৈবাৎ যে কাজ করিলে কুলকালী পাড়িয়া জন্মের মত কলঙ্কের পসরা মাথার করেন, তুঙ্গখা হউক আর সুকর্ণ হউক,—তুঙ্গখাদের উত্তরকালের এত দাম্পত্যসুখ সেই কাজ হইতে। যৌবন দেখা দিলেই বালিকারা যুবাপুরুষের সঙ্গে থাকে; বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। ফুল ফুলে, মালাগাখে; আপনি পরে, সঙ্গের বজুর গলায় পরাইয়া দেয়। যে কথা বলিয়াছি, তত, সূখের প্রেম-সঙ্গার এখান। একবার দেখি, দুবার দেখি, চক্ষু ভরিয়া সারাদিন দেখি; আবার বাহ্যরে

ভালবাসি, তাহাকে অন্তরে বাহিরে আগ্রহ স্বপ্নে দেখিতে পাই। সারাবেলা বাহার সঙ্গে থাকি, আমি জানি সে কেমন, সে জানে আমি কেমন; আমি তারে চাই, সে আমার চায়, এমন করিয়া মনের সঙ্গে মন যোড়া দিবার ঘটক উভয়ের মন। পিতা মাতার কথার হাতে হাত যোড়া দিলে সে মন টুকু মিলে না।

তুঙ্গখারা হউক না কেন বনবাসী, কিন্তু আমাদের সমাজে যে প্রথা নাই তাহারই যে নিন্দা করিতে হইবে, এ কথা অর্থ কিছু বুঝি না। জগহত্যা, যথার্থ ব্যাভিচার বনবাসীদের ঘরে নাই। প্রথম, আর জীবিকার জন্ত পুরুষ-সাক্ষাৎ, এ দুটা কথা ভেদ তাহারা বেশ বুঝিয়াছে। আমাদের সভ্যদেশের ভিতর জীবিকা লাভের জন্ত দূর্শ্রিত্রা বালিকারা বাস করিতে ঠাই পায়, এ কথা শুনিলে তাহাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়, অন্তরাখ্যা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠে।

তুঙ্গখাদের বিবাহে ধর্ম্মাযুষ্ঠানের সঙ্গে কিছুই বাধা বাধি নাই। পাত্র কন্তার মন হইলেই বিবাহ হয়। বিবাহের পর জীলোকেরা জগতে পতি বৈ আর কিছুই জানে না। তখন পাত্তিত্ব্য কেমন, ভালবাসা কাহারে বলে, সতী সাবিজীকেও একবার আসিয়া জানিয়া বাইতে হয়। বিবাহিতা বালিকারা পরপুরুষের সঙ্গে থাকে না; উপপতি উপপত্নী—এ সকল কথা তাহাদের নরকের চেয়েও অধিক ঘৃণা। দৈবাৎ কেহ পর-জীকে আক্রমণ করিলে তখন তাহার প্রাণদণ্ড করা হয়। এই জাতির মধ্যে এমন সূখের দাম্পত্যভাব থাকিলেও তাহারা কেনা দাসীর মত স্বামীর কাছে বাঁধা থাকে না। জীলোকেরা স্বামীর কাছে কষ্ট পাইলে আপনাদের পতিকে ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু পতি পত্নীকে ত্যাগ করিতে হইলে, কিবা পত্নী আপনার স্বামীকে ছাড়িতে হইলে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তির কাছে অর্ধদণ্ড দিতে হয়। অর্ধদণ্ড না দিলে দম্পতির মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয় না।

চট্টগ্রামাদির অনেক অসভ্য পাহাড়ীদের মধ্যে দাসত্ব প্রথা চলিত আছে। কাহারও খণ করা আবশ্যক হইলে সে আপনার একটা সম্মান কিবা পরিবারের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে মহাজনের কাছে বাঁধা রাখে। খাতককে স্তম্ভ লাগে না, সেই বন্ধকী মহুষ্যের কারিক পরিশ্রমই স্তম্ভের তুল্য গণ্য হয়। খণ পরিশোধ করিলে বন্ধকী ব্যক্তি আপনার বাটীতে কিরিয়া আসে। কোন

লোকের আত্মীয় স্বজন না থাকিলেও সে আপনাকে আপনি বাঁধা দিতে পারে। মহাজনেরা এই সকল দাস দাসীকে অত্যন্ত ভাল বাসেন। আপনার পুত্র কন্তা পরিবারদিগকে যে প্রকারে লালনপালন করিতে হয়, তাঁহারা বন্ধকী দাস দাসীকে ঠিক সেই রূপ দেখে মমতা করেন। আমরা বলি ক্রীতদাস, তাহার মহাজনের ঘরে আপনাকে বেচিয়া রাখিরাছে। সেটা আমাদের বুঝিবার ভুল। তেমন দাসদাসীর সুখ দেখিলে সকলেরই জন্ম জন্ম দাস হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। প্রভু, দাসদাসীকে পুত্র কন্তা বলিয়া জানেন, দাসদাসীও প্রভুকে পিতার মত পূজনীয় বলিয়া ভাবে। এই রূপ, এক এক গৃহস্থে পুরুষাত্মকমে কত দাসদাসী থাকিতেছে। দাসের গুরসে দাসীর গর্ভে পুত্র কন্তা জন্মাইতেছে। গৃহস্থের মধ্যে কোন দাসের কন্তার বিবাহের কাল উপস্থিত হইলে, প্রভু নিজে বস্ত্র করিয়া বিবাহ দেন। বিবাহের সমস্ত ব্যয় প্রভু নিজেই করিয়া থাকেন। ঘরে অবিবাহিতা যুবতী দাসী থাকিলে পাহাড়ীদের মধ্যে এমন কুলদ্বার কেহই নাই যে, তাহার সতীত্ব নষ্ট করিবে। কিন্তু প্রভুর স্ত্রী মরিয়া গেলে, যদি ছুজনের মন মিলে, তবে তিনি কোন দাসীকে বিবাহ করিতে পারেন। তখন কালি যে দাসী ছিল, আজ তিনি গৃহলক্ষ্মী,—প্রভুর অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী হইয়া সুখে সংসারধর্ম করিতে থাকেন। কোন মহাজন নির্ধন হইয়া পড়িলে তিনি আপনার দাসদাসীকে অল্প ব্যক্তির কাছে বেচিতে পারেন। মানুষ বন্ধক রাখার প্রথা খিয়দখা জাতির মধ্যেই অধিক। [খিয়দখা দেখ]। তুঙ্গখাদের মধ্যে এ রূপ মানুষ বাঁধা রাখার প্রথা কদাচিত্ত গুনিতে পাওয়া যায়। অনেকে এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, যুদ্ধের পর পরাজিত জাতির যে সকল স্ত্রীপুরুষকে ইহারা ধরিয়া আনে, তাহাদিগকেই বাটীর দাসদাসী করিয়া রাখে, কিন্তু ঋণ লইয়া ইহারা মানুষ বন্ধক রাখে না। লিউইন সাহেবও আপনার পুস্তকে এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু আরও একটা গল্প আছে, সত্য কি লোকের মন গড়া, সে কথা বলিতে পারি না। পূর্বে অসভ্য পাহাড়ীরা নাকি গ্রামের মধ্যে আসিয়া লোকের ছেলে চুরি করিত। ছেলের মাংস, জালী পাঁটার চেয়েও ভোমল। বাহারা খায়, সে সকল নর-শিশাচ রাক্ষসের মুখে ভালও লাগিতে পারে।

পাহাড়ীরা নাকি ছেলে লইয়া গিয়া কাহারও মাংস খাইত কাহাকেও দাস করিয়া রাখিত। পূর্বকালের আরাকান প্রভৃতি স্থানের অসভ্য লোকেরা মানুষ খাইত, ব্রহ্মদেশের রাজা যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে সে কথা অনেকটা আভাস পাওয়া গিয়াছে। আরও একটা প্রমাণ আছে। আরাকান প্রভৃতি পাহাড়ী লোকেরা দ্বান করিবার সময় মাথা তিজার না। মাথা তিজাইলে নিবিড় লম্বা লম্বা চুল শুকাইতে রুড়ই কষ্ট হয়, তাই কেবল গা ডুবাইয়া তাহার জল হইতে উঠিয়া আসে। আরও এক ভয়,—তিজা মাথার নাকি অত্যন্ত উকুণ জন্মে। একটা গল্প আছে যে, আগে খিয়দখা, তুঙ্গখা প্রভৃতি পাহাড়ীদের মাথার উকুণ ছিল না। তাহার পর হঠাৎ এক দিন আরাকানের রাজার মাথা অত্যন্ত চুলকাইতে লাগিল। রাণী চুলগুলি তুলিয়া বাছিয়া বাছিয়া দেখেন যে, মাথার ভিতর এক রকম কাল কাল কীট হইয়াছে। চক্ষে দেখিবে কি?—তেমন পোকাকার নামও কেহ কখন শুনে নাই। পোকাগুলি বাছিয়া স্বর্ণপিঞ্জরের ভিতর রাখা হইল; পিঞ্জরাটা রাজবাটীর সিংহদরজায় কুলিতে লাগিল। কত লোক দেখিতে আসে, কত লোক দেখিয়া গুনিয়া চলিয়া যায়। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত লোকের ভিড় ঘুচে না। যে আসে, সেই গালে হাত দিয়া ভাবে,—ব্রহ্মার সৃষ্টির ভিতর এ আবার কি! রাজা নগরে নগরে ঘোষণা দেওয়াইলেন। ঘোষণায় বলা থাকিল,—যিনি পোকাকার নাম ও উৎপত্তি ঠিক করিয়া দিতে পারিবেন, আর বেশী কথা কি?—তাঁহাকে রাজকন্ডার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া যাইবে। দৈবজ্ঞ ও পুরোহিতেরা পাজি পুখী খুলিয়া বসিলেন; কত গণিলেন, অল্পপাত করিলেন, পোকাকার নাম ঠিক হইল না। দেশ-দেশান্তর হইতে কত লোক আসিল, পোকাকার নাম বলিতে পারিল না। শেষে একটা রাক্ষস মানুষের রূপ ধরিয়া রাজসভায় আসিল। সেই গণনা করিয়া বলিল যে,—‘এই পোকাকার নাম উকুণ। আবজল ধী নামক একজন বাকালী সওদাগরের চুল হইতে রাজার মাথার আসিয়াছে’। তখন সেই সওদাগরকে ধরিয়া আনা হইল। চাকরেরা তাহার চুল খুলিয়া দেখে, সকল কথা সত্য, একটী মিথ্যা নয়,—আবজল ধীর মাথা তথা কেবলি উকুণ। অপর্যাপ্ত সপ্রমাণ হইল, এখন উচিত শাস্তি দেওয়া চাই; সে অল্প তৎক্ষণাত্ত গর্তের ভিতর বদ্ধ বদ্ধ পোষণ ও কেউটিয়া

সাপ রাখিয়া তাহাতে আবহুলখাকে কেলিয়া দিয়া তাহার প্রাণবধ করা হইল।

রাজা জানিতেন না যে, তাহার সভার রাক্ষস আসিয়াছে; তিনি আদর করিয়া তাহাকে কত সস্ত্র-দান করিলেন। রাক্ষস দেখিল, অষ্টপ্রহর মাছুষের কাছে থাকিতে হয়; যে দিকে বসি যে দিকে দাঁড়াই কেবল মাছুষের গন্ধ ভর ভর করিতেছে। লোভ ক দিন সম্বরণ করা যায়? কি জানি কোন দিন কাহাকে খাইয়া ফেলিব; অতএব এমন স্থান হইতে বিদায় লওয়াই ভাল। এই ভাবিয়া সে শ্বশুরের কাছে বিদায় চাহিল। রাজা অনেক দাস দাসী সঙ্গে দিয়া কত ও জামাইকে বিদায় করিলেন। পথের মধ্যে গিয়া মনুষ্য মাংস খাইবার জন্ত রাক্ষসটা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সঙ্গে রাজকন্যা রহিয়াছে, সে কিছুই জানে না। পাছে মাছুষ খাওয়া দেখিলে ভয় পায়, তাই এক স্থানে ছাউনী করিয়া সে স্ত্রীকে বলিল,—‘তুমি এই শিবিরে থাক, আমি দুই এক জন অমুচর সঙ্গে লইয়া মৃগয়া করিয়া আসি’। রাক্ষস এই রূপে প্রতাহ-শীকার করিতে গিয়া অরণ্যের ভিতর সন্দের অমুচর দিগকে মারিয়া খাইত। রাজকন্যা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিত যে,—‘বহু পশুতে তাহা-দিগকে মারিয়া ফেলিয়াছে।’ রাক্ষস, দুই একটা করিয়া ক্রমে সকলকেই খাইতে লাগিল,—শেষে বাকি এক জন ভৃত্য। তাহাকেও সঙ্গে লইয়া মৃগয়া করিতে গেল। রাজকন্যা গোপনে সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিলেন। কিন্তু দৈবের অমুগ্রহে তিনি নিজ প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। [See captain P. H. Lewin's Wild Races of S. E. India.]

এই গল্পটাতেও বেশ জানা যাইতেছে যে, পূর্বে আয়াকান প্রভৃতি স্থানের অসভ্য লোকেরা মাছুষ খাইত।

তুঙ্গখাদের প্রত্যেক গ্রামে এক এক জন করিয়া সর্দার আছে। রাজার মান সন্ত্রম অধিক কিছুই নাই; প্রজারা তাঁহাকে কেবল এক বুড়ী শত্রু ও এক কলসী পচাই মদ দেয়,—ইহাই তাহার রাজত্ব। আরও একটা মানের কাজ আছে। যুদ্ধ হইলে সর্দারকে লুঠের অংশ বেশী করিয়া দিতে হয়। প্রজাদের ইচ্ছা হইলে তাহারা এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গিয়া বাস করিতে পারে। তাই সর্দারেরা লোকের কাছে আদর পাইবার নিমিত্ত

সকলকেই ভাল বাসেন এবং স্নেহে রাখিবার জন্ত চেষ্টা করেন। যিনি মহাবীর এবং অসমসাহসী; শত্রু আসিলে যুদ্ধ করিতে গিয়া হটিয়া আসেন না; বিবাদ মিটাইবার সময় পক্ষপাত করেন না, তিনিই সর্দারের যোগ্য পাত্র। তুঙ্গখারা তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া মানেন।

তুঙ্গখাদের পাহাড়ে অধিক পীড়া দি নাই; সেখানে সচরাচর আশি নব্বই বৎসরের বৃদ্ধ লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কদাচিত্ সংক্রামক ওলাউঠা বসন্ত উপস্থিত হয়, কিন্তু সেটা নীচের বান্দালীদের দোষে। বান্দালীদের মধ্যে সংক্রামক রোগ হইলেও পাহাড়ীরা তাহাদের কাছে দ্রব্যাসামগ্রী লইতে আসে, কাজেই পাহাড়ের উপরেও শেষে ওলাউঠা বসন্ত ঘটয়া পড়ে। পাহাড়ীরা আরবার (চন্দ্রাবে) মালা করিয়া গলায় পরে। তাহাদের বিশ্বাস, ঐ মালা পরিলে শরীরে কোন প্রকার রোগ থাকে না। দৈবাৎ পীড়া হইলে ইহাদের অস্ত্র ঔষধ কিছুই নাই; যে কোন রোগ হোক না তাহারা পাহাড়ী বোড়ার পিত্ত ও বিষ্ঠা খায়। কিন্তু ঠিক কথা বুঝিয়া দেখিলে, রোগ শোকগুলা কেবল বনদেবতাদের কোপেই ঘটে। তাহাদের একটু তুষ্ট করিয়া রাখিতে পারিলে অমঙ্গলের ভয় থাকে না। তাই, পরিবারের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে পাহাড়ীরা আগে বনদেবতার পূজা করে। কিন্তু মহামারী নিবারণের ঘটা আরও বেশী রকম। ইহার জীপুরুষ, বালক বালিকা সকলে মিলিয়া নৃত্যগীত করে। সদ্যঃ সদ্যঃ কাপাসের সূতা কাঁটিয়া তাহাতে গ্রাম বেড়িয়া গম্ভী দেওয়া হয়। পল্লীবাসীরা দেবতার কাছে মূর্গা, শূকর প্রভৃতি নানাপ্রকার পশু বলি দিয়া তাহাদের রক্ত সেই সূতার লাগাইতে থাকে। গৃহিণীরা ঘর দ্বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ধারে ধারে নবীন পল্লব পত্রের রচনা ঝুলাইয়া দেয়। এই সময়ে এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে কেহ যাইতে পায় না। দৈবাৎ বলপূর্বক কেহ গ্রামে প্রবেশ করিতে আসিলে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তুঙ্গখারা এই নিয়মকে ধাক্কা কহে। তিন দিনের পর ধাক্কা ভাঙ্গিয়া যায়।

তুঙ্গখারা অসভ্য, সে কথা মানি। তাহারা লেখা পড়া জানে না, তাহাও সত্য। কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালন করিতে জগতে এমন জাতি আর দ্বিতীয় নাই। একবার যাঁহা মুখে আনিবে, ত্রুকাও রসাতলে গেলেও তাহার অজ্ঞতা হইবে না। সত্য করিবার সময়ে তাহারা শত্রু

কাপাস, না, জল প্রভৃতি দ্রব্য ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করে,—
ইহাদের পক্ষজল তুলসী পত্র নাই। নিত্য বাহা চাই,
বাহা না হইলে প্রাণ ঝাচে না, সেই সকল দ্রব্যই হাতে
লইয়া ইহার। সত্য করে।

তুঙ্গথারা আকিও, গুলি, গাঁজা, ভাদ্র খায় না।
নেদার মধ্যে তাহার। মদ খাইতে ভাল বাসে। মদ্য-
পানট। তাহার। নিত্যাত্যাসের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে।
একপাত্র সুধা পেটে না পড়িলে, তাহার। অন্ন জলে
রুচি হয় না। তাহার পর পূজাপার্কণ বিবাহ প্রভৃতি
যত রকম ঘট। আছে, সে সকল ত কেবল মদেরই
কাজ। ইহার। তিন প্রকার মদ খায়। এক প্রকার
মদের নাম খুঁড়, ইহা চাউলের পচাই মদ, কিন্তু খাইতে
নাকি বেশ মিষ্ট। 'সীপা' আর এক রকম পচাই মদ,
ইহা বিগাঁদানা হইতে প্রস্তুত হয়। তৃতীয় প্রকার মদের
নাম আরক; ইহা চাউল হইতে চোলাই করা।

অদিতি (স্ত্রী) দে। অবধওনে-ক্ৰিচ ন দীয়েতে খণ্ডাতে
বৃহস্পত্যে। ১। ন দিতিঃ অদিতিঃ, বিরোধার্থে নঞ-তৎ।
দিতি, দৈত্যদের মাতা। অদিতি,—যে দৈত্যদের মাতা
নহে। ২। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদিতে কথিত
আছে যে, অদিতি দক্ষের কন্যা; মহর্ষি কশ্যপের সঙ্গে
তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। নিরুক্তের সঙ্গে যে নিবটু
আছে তাহাতে অদিতি শব্দের এই কয়েকটা পর্য্যায়
দেওয়া হইয়াছে, ১ পৃথ্বী। ২ বাচ। ৩ গো। ৪ দ্যাবা-
পৃথিবী (ছালোক এবং পৃথিবী)। [নিবটু ১। ১।—
২। ১১।—৩। ৩০। দেখ]। নিরুক্তে অদিতিকে দেব-
মাতা ও স্ত্রীলোকের মধ্যে 'প্রথমাগামিনী' বলা হই-
য়াছে। [নিরুক্ত ৪। ৩২। ৩ ১১। ২২। দেখ]। ঋগ্বেদে
দেবতাদের জন্ম বিবরণে অদিতির বিষয় এই রূপ
দৃষ্ট হয় ১০ মণ্ডল। ৭২। ১—২।

দেবানাং হু বরং জাতা প্রবোচাম বিপশ্চয়া।

উক্থেবু শস্ত্রমানেবু যঃ পশ্যাত্ত্বরে যুগে। ১।

ব্রহ্মণস্পতিয়েতা সংকর্মা ইবাহমং।

দেবানাং পূর্বেযুগেইসতঃ সদজায়ত। ২।

দেবানাং যুগে প্রথমেইসতঃ সদজায়ত।

তদাশা অবজায়ন্ত তত্ব্তানপদস্পরি। ৩।

ভৃজ্ঞ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ন্ত।

অকিতের্কো অজায়ত দক্ষাদিতি পরি। ৪।

অদিতির্হাজনিষ্ট দক্ষ বা হুহিতা তব।

তাং দেবা অবজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ। ৫।

যদেবা অমঃ সলিলে স্নানংক্কা অতিষ্ঠত।

অত্রা বো নৃত্যতামিষ ভীত্রো রেধুরপায়ত। ৬।

যদেবা যতমো যথা ভুবনাজপিত্বত।

অত্রা সমুদ্রা আগুন্মমা সূর্য্যমভতর্জন। ৭।

অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতের্বে জাতাজ্জম্পরি।

দেবী উপপ্রৈংসপ্তভিঃ পরা মার্ত্তাওমাত্তং। ৮।

সপ্তভিঃ পুত্রৈরদিতিক্রপ পৈংপূর্য্যং যুগং।

প্রজাটৈ যুতাবে স্বপ্নমর্ম্মস্তওমাত্তং। ৯।

আমরা সংকীর্তন করিয়া দেবতাদের জন্ম বৃত্তান্ত
বলিতেছি। আমাদের এই উক্থগায়কদের মধ্যে যে
কেহহউক উত্তর যুগে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই-
বেন। ১। ব্রহ্মণস্পতি, কশ্যপারের মত এই সমস্ত
হুকিয়া (কামারের ঘাতা হুকায় মত) নির্মাণ করি-
লেন। দেবতাদের পূর্ব যুগে অসং (বাহা ছিল না)
হইতে সংসকল (বাহার অস্তিত্ব আছে) উৎপন্ন হইল। ২।
দেবতাদের প্রথম যুগে অসং হইতে সংসকল উৎপন্ন
হইল। তাহার পর উত্তানপদ হইতে দিক্ সকল উৎপন্ন
হইল। ৩। উত্তানপদ হইতে পৃথিবী জন্মাইল, পৃথিবী
হইতে দিক্ (আশা) সকল জন্মাইল। অদিতি হইতে
দক্ষ জন্মাইলেন, আবার দক্ষ হইতে অদিতি জন্মাই-
লেন। ৪। অতএব হে দক্ষ! যে অদিতি জন্ম লইয়াছিলেন
তিনি তোমার কন্যা। তাহা হইতে ভদ্র, অমৃতবন্ধু
দেবতারা জন্ম গ্রহণ করেন। ৫। যখন ঐ সকল জলের
উপর ভূমি দেবতাদিগকে আশ্রয়িত করিয়াছিলে, তখন
নর্ভকীদের মত তোমার নিকট হইতে তীব্র ধূলী উড়িয়া-
ছিল। ৬। যখন দেবতারা যতিনের মত ভুবন পরিপূর্ণ
করিতেছিলেন, তখন ভূমি সমুদ্রের তিতর হইতে গুপ্ত
স্বর্গ্যকে উদ্ধার করিয়াছিলে। ৭। অদিতির বে আটটা
সন্তান জন্মিয়াছিল তাহার মধ্যে তিনি সাতটা পুত্রকে
লইয়া দেবতাদের কাছে গিয়াছিলেন, আর মার্ত্তণ্ডকে
ফেলিয়া গিয়াছিলেন। ৮। পূর্ব যুগে অদিতি সাতটা
পুত্র লইয়া গিয়াছিলেন, প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত এবং যুতায়
নিমিত্ত তিনি পুনর্বার মার্ত্তণ্ডকে প্রসব করিয়াছিলেন। ৯।

চতুর্থ ঋকে বলা হইয়াছে যে, 'অদিতি হইতে দক্ষ
জন্ম লইয়াছেন আবার দক্ষ হইতে অদিতি জন্মগ্রহণ
করিয়াছেন।' এ প্রকার ঘটনা একেবারে অসম্ভব
বলিয়া বোধ হয়। তজ্জন্ত বাহু নিরুক্তে সিদ্ধিলাভে—

আদিত্যো দক্ষ ইত্যাহরাদিত্যমণ্ডে চ ভদ্রঃ।

অদিতির্দাকারী অদিতের্কোহজায়ত দক্ষাদিতিঃ

পরি ইতি চ তৎ কথয়ুগপদ্যত । সমান জন্মানৌ তাতা-
মিতি । অপি বা দেবধর্মেণ ইতরেতর জন্মানৌ তাতা-
মিতরেতরপ্রকৃতি । (নিরুক্ত ১১।২০) ।

১ দক্ষকে আদিত্য অর্থাৎ অদিতির পুত্র বলা হইয়াছে
এবং আদিত্যদের মধ্যেও তাঁহার স্তুতি করা হয় । এবং
অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিয়াছেন, আর দক্ষ হইতে অদিতি
জন্মিয়াছেন এই ঋক্ অতুসারে অদিতিকে দাক্ষায়ণী
অর্থাৎ দক্ষের কন্যা বলা হইয়াছে । তাহা কি রূপে
সম্ভবপর হইতে পারে ? তাঁহাদের সমান জন্ম হইতে
পারে । কিম্বা দেবধর্মীতুসারে তাঁহারা উভয়ে পরস্পর
হইতে জন্মিয়া থাকিবেন এবং পরস্পরের প্রকৃতি পাইয়া
থাকিবেন ।

২ ৫।৬২।৮। ঋকে অদিতি এবং দিতি শব্দের এক
স্থানে প্রয়োগ আছে । (চক্ষাঙ্কে অদিতিং দিতিঞ্চ) ।
সায়ণাচার্য ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—অদিতি
অর্থাৎ অখণ্ডনীয় রূপ সমস্ত ভূমি এবং দিতি অর্থাৎ
খণ্ডরূপ প্রজাদি । (অদিতিমখণ্ডনীয়াং ভূমিং । দিতিং
খণ্ডিতাং প্রজাদিকাম্) । ১।৮২।১০। ঋকের ভাব্যে
লিখিয়াছেন—অদিতি অখণ্ডনীয়া পৃথিবী কিম্বা দেব-
মাতা । (অদিতিরদীনা অখণ্ডনীয়া বা পৃথিবী দেব-
মাতা বা) । বাক্ লিখিয়াছেন যে, অদিতি শব্দে অদীনা
দেবমাতাকে বুঝায় । (অদিতিরদীনা দেবমাতা ।
নিরুক্ত ৪।২২) ।

মহাভারতে রামায়ণে বিষ্ণুপুরাণে ভাগবতপুরাণে
কথিত হইয়াছে যে, বিষ্ণু বামন অবতারের সময়ে
কল্পপের ঔরসে এবং অদিতির গর্ভে জন্ম লইয়াছিলেন ।
কিন্তু বাঙ্গলদেশ সংহিতায় লিখিত হইয়াছে, যে অদিতি
বিষ্ণুর স্ত্রী ছিলেন—অদিতৌ বিষ্ণুপত্নৌ চক্ৰঃ (২৯।
৬০) । তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও অদিতিকে বিষ্ণুর পত্নী
বলা হইয়াছে । [৭।৫।১৪।দেখ] । অতএব এই
সকল বিরোধ ভঞ্জন করা এক প্রকার দুর্ঘট ব্যাপার
সন্দেহ নাই ।

বোধ হয় অদিতি শব্দ একটি রূপক প্রয়োগমাত্র,
ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে । প্রথমে ঋষিরা
উহা আকাশ বা অন্তরীক্ষের স্থানে প্রয়োগ করিতেন,
তাহার পর ক্রমে অদিতি শব্দে দেবী বা ঋষিপত্নী
বুঝাইতে লাগিল । ঋগ্বেদে দেখা যায়—বিয়া হি বো
নমস্তানি বন্দ্য । নামানি দেবা উত বক্তরানি যঃ । যে
হু জাতা অদিতেরতাপ্পরি যে পৃথিব্যাক্তে ম ইহ জ্ঞাতা

হবৎ । (১০।৬৩।২) । হে দেবগণ ! তোমাদের
নামকে নমস্কার করি, বন্দনা করি, পূজা করি ।
তোমরা অদিতি হইতে জন্ম লইয়াছ, অণু হইতে জন্ম-
রাছ, পৃথিবী হইতে জন্মিয়াছ, তোমরা আমার আবা-
হন শ্রবণ কর ।

অনেক স্থানে দেবতাদিগকে দিব্য, পার্শ্ব এবং
অণ্য বলা হইয়াছে । (শং নো দিব্যাঃ পার্শ্বাঃ শং
নো অণ্যাঃ । ঋগ্বেদ ৭।৩৫।১১) । এখানে দিব্য,
পার্শ্ব এবং অণ্য শব্দে ইহাই বুঝাইতেছে যে, তাঁহারা
দ্যুলোকে, পৃথিবীতে এবং অণু অর্থাৎ অন্তরীক্ষে জন্ম
লইয়াছেন । অণু শব্দে জনকে বুঝায়, কিন্তু সায়ণাচার্য
অণ্য শব্দের ব্যাখ্যা হুলে অন্তরীক্ষ অর্থ করিয়াছেন
(অণু অন্তরীক্ষে ভবাঃ) । এই রূপ অনেক গুলি
ঋগ্বেদে এবং অথর্ববেদের স্থানে স্থানে লিখিত আছে,
দেবতারা দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবী হইতে জন্ম
লইয়াছেন । এখন দেখা যাইতেছে যে,—‘তোমরা
অদিতি হইতে, অণু হইতে এবং পৃথিবী হইতে জন্ম
লইয়াছ’—এমন কথা বলিলে, দেবতাদের তিনটি
জন্ম স্থানের কথাই উল্লিখিত হইতেছে । অতএব
অদিতি শব্দ লইয়া যে সন্দেহ করা যাইতেছে তাহাতে
আকাশ ভিন্ন আর কিছু বুঝাইতে পারে না ।

ঋষিরা প্রথমে অদিতি শব্দ দ্যুলোকের স্থানে
প্রয়োগ করিতেন, আর একটি ঋগ্বেদে তাহার স্পষ্ট
প্রমাণ রহিয়াছে—

যেত্যো মাতা মধুমং পিষতে পরঃ পীযুষঃ দ্যৌর্-
দিতিরদ্রিবর্হাঃ ।

উক্খণ্ড্যানুব্বভরানুৎস্পসস্তা আনিত্যা অনুমদা
স্বস্তরে । ১০।৬৩।৩।

যে আদিত্যদের মাতা ‘দ্যৌঃ অদিতিঃ’, তিনি উচ্চে
আকাশে থাকিয়া মধুর পীযুষ দান করিতেছেন । সেই
সকল আদিত্য আমাদের সংকীর্ণনে উৎসাহাঘিত হই-
য়াছেন । তাঁহারা বলদায়ক, উগ্র,—আমাদের সুখ
বৃদ্ধি করিবার জন্ত আননিত হইয়াছেন ।

এখানে ‘দ্যৌঃ অদিতিঃ’ বলাতে স্পষ্টই বুঝিতে
পারা গেল যে, প্রথমে অদিতি শব্দে অন্তরীক্ষকে বুঝা-
ইত । কালক্রমে উহার রূপক অর্থ সকলে পরিত্যাগ
করিছেন, তখন অদিতি শব্দে দেবতা বা ঋষিপত্নীকে
বুঝাইতে লাগিল ।

পুরাণে অদিতির বিবরণ বাহা কিছু লিখিত হইয়াছে,

তদুসারে তিনি দক্ষের কন্ডা। কন্ডাপের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। সমস্ত দেবগণ অদিতির পুত্র। সমুদ্র মন্থনের সময়ে অমূল্য রত্নকুণ্ডল পাওয়া গিয়াছিল। ইন্দ্র সেই কুণ্ডল লইয়া অদিতিকে দিয়াছিলেন।

অদ-ইতি অতি প্রাণিজাতম্। মৃত্যু। দিতি শব্দে (খণ্ডকে বুঝায়। অতএব অদিতি অর্থাৎ অখণ্ড। পুনর্কল্প নক্ষত্র।

অদিতিক (পুং) অদিতেন্জায়তে জন-ড। ৫-তৎ। দেবগণ। অদিতির পুত্র।

অদিতিনন্দন (পুং) অদিতেন্দননঃ নন্দ-ন্য। ৬-তৎ। দেবগণ। অদিতির পুত্র।

অদীন (ত্রি) ন দীনং দী-ক্ত। নঞ-তৎ। অকাতর। অচ্যুত। পুরুষবার বংশোদ্ভব অদীন নামে এক জন রাজা ছিলেন। তিনি সহদেবের পুত্র। অদীনের সন্তানের নাম জয়সেন। বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে ৯ অধ্যায়ে যথা—
হর্ষবর্দ্ধনমৃতঃ সহদেবঃ, তস্মাদদীনঃ, তত্ত জয়সেনঃ।
অদীননগর (ক্লী) পঞ্জাবের মধ্যে অদীননগর নামে একটি মনোহর পুরী ছিল। গ্রীষ্মকাল আসিলে মহারাজ রঞ্জিং সিংহ এই নগরে আসিয়া বাস করিতেন। তখন এখানকার উদ্যানের এমন শোভা ছিল যে, ইন্দ্রদেব



অদীননগর।

তাহা দেখিলে নন্দনকাননের সুখ ভুলিয়া যাইতেন। বাগানের মধ্যস্থল দিয়া প্রশস্ত খাল চলিয়া গিয়াছে। ধারে ধারে কেয়ারী করা সবুজ পুষ্পবন,—নিথর কাল জলে তাহাদের ছায়া পড়িয়া শোভার উপর আরও বেশী শোভা ধরিয়াছে। উদ্যানের স্থানে স্থানে অপূর্ণ অট্টালিকা। বাগানের পাশে সিপাহীদের পেরেড করিবার ময়দান। সেই পেরেড ভূমি এবং বাগানের ফটকের মধ্যস্থলে সোনার হলকরা সালের ভাণ্ড বসানো থাকিত। রাত্রিকালে মহারাজ সেই ভাণ্ডর ভিতর শুইয়া ঘুমাইতেন।

১৮৬৬ সালে লর্ড অক্কাণ্ড, ম্যাকনটেন, অসবরন

প্রভৃতি অনেকগুলি সন্ত্রাস্ত ইংরাজকে মহারাজ রঞ্জিং সিংহের নিকট প্রেরণ করেন। শাস্ত্রজ্ঞকে কাহুলের সিংহাসনে বসাইবার জন্যই তাঁহার পঞ্জাবি পতির সঙ্গে একটা দৃঢ় সন্ধি করিতে আসিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত ইংরাজ দূত এই অদীননগরে আসিয়া মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সময়ে এখানে আর একটা প্রসিদ্ধ ঘটনা উপস্থিত হয়। হরিদাস সাধু নামে জনৈক সমাধিসিদ্ধ যোগীকে পূর্বে রঞ্জিং সিংহ মাটির ভিতর পুতিয়া রাখিয়া তাঁহার যোগবল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তৎকালে ডাক্তার ম্যাকগ্রেগর প্রভৃতি অনেক ইংরাজ সেখানে উপস্থিত থাকেন। রঞ্জিং সিংহ এই যোগীকে আদর করিয়া লাহোরে রাখিয়াছিলেন।

অনেক দিন হইল, মেকনটেন সাহেব পুকের একবার হরিদাসের যোগবলের পরীক্ষা লইয়াছিলেন। লোকে গল্প করিয়া বেড়ায়, সন্ন্যাসী খাস বন্ধ করিয়া অনাহারে মাটির ভিতর থাকিতে পারেন। স্বচক্ষে না দেখিলে, কথটা কি রকম ঠিক বলা যায় না। এই ভাবিয়া তিনি যোগীকে একটা সিঁচুকের ভিতর পুঁরিয়া তের দিন পর্যন্ত তাঁহার ঘরের কড়ীকাঠে ঝুলাইয়া রাখিলেন। তের দিন পরে সিঁচুক খুলিয়া দেখেন, সন্ন্যাসীর নিশ্বাস নাই, হৃৎস্পন্দন নাই, জড়বৎ মৃতদেহের স্তায় হইয়া আছেন। কিছুক্ষণ পরে সেই শরীরে জীবন সঞ্চার হইল। 'But another officer (Mcnaughten..... Assistant to the Agent to the Governor General in Rajputana) put his abstinence to the test at Puskar by suspending him for thirteen days, shut up in a wooden chest.' (See Lieute-Baileau's Tour to Rajwar.) অজ্ঞাত সাহেবেরা পূর্বে হইতে হরিদাসের অনেক গল্প শুনিয়াছিলেন। কিন্তু কাজটা কেমন অসম্ভব বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস হইত না। এখন সকলে পঞ্জাবে আসিয়াছেন; এক ব্যাঘ্র যদি পৃথক কল হইয়া যায়, তবে তাহার চেয়ে আর সুখের কথা কি আছে? এই ভাবিয়া সন্ন্যাসীকে অনাহার জন্ত তাঁহার মহারাজকে অহরোধ করিলেন। হরিদাস তখন অমৃতসরে। মহারাজের সংবাদ পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অদীননগরে যাত্রা করিলেন। ৬ই জুন সন্ন্যাসী পৌঁছিলেন, সাহেবদের আশ্রয় উৎসাহিত। তাঁহার যোগীর কাছে গিয়া দেখেন, তিনি একটা প্রস্তর নির্মিত অট্টালিকার পালকের উপর বসিয়া আছেন। ঘরের বেজে গালাচা হুঁচি ও বকমলে

মোড়া। খাটের উপর রেসমের শয্যা। হরিদাসের সম্মুখে দুইটা পানপাত্র এবং একখানি গ্রন্থ। বামভাগে, একটা জল পাত্র, দুইটা বুলী এবং একখানি গেরুয়া বস্ত্র। মেজের উপর আর একখানি পুস্তক এবং রণজিৎ সিংহের দত্ত কাশ্মীরী সাল। পালকের একপার্শ্বে জটনৈক শিখ, যোগীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তালবৃন্তদ্বারা ধীরে



ধীরে বাতাস করিতেছে। পূর্বে সমাধি-অবস্থা হইতে উঠিলে মহারাজ সন্ন্যাসীকে যে সকল অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়াছিলেন, আজি তিনি সেই কনকহার ও রত্ন-কুণ্ডল পরিয়া আছেন। সাহেবেয়া সে খানে গিয়া সাধুর সঙ্গে অনেক কথাবার্তার পর একবার তাঁহার যোগবল পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী এবার চাতুরী করিলেন, সাহেবদিগকে যোগবল দেখাইলেন না। [হরিদাস সাধু দেখে]।

অদৃষ্ট (ত্রি) ন দৃষ্টম্ নঞ-তৎ। দূরদৃষ্টসাধনতরুপ দোষ রহিত। দৃষ্ট নহে। দৃষ্ট দেখে]।

অদূর (ক্ৰী) ন দূরং নঞ-তৎ। দূর নহে, সামীপ্য। (ত্রি) দূরবর্তী।

অদূষিত (ত্রি) ন দূষিতম্ নঞ-তৎ। যাহা দূষিত নহে। দোষের অযোগ্য দ্রব্যাদি। ছব-গিচ্-ক্ত দূষিত। *। দোষো গো। পা ৬। ৪। ৯০। পি পরে থাকিলে ভ্রম ধাতুর উপধার স্থলে দীর্ঘ উকার হয়।

অদৃশ (ত্রি) নাস্তি দৃক্ দৃষ্টিবন্ত দৃশ-কিপ্। অন্ধ, যাহার চক্ষু নাই। ন পশুতীতি দৃশ-কর্তরি কিপ্ নঞ-তৎ (ত্রি) অদর্শক। যে দেখে না।

অদৃশ্য (ত্রি) ন দৃশ্যম্ নঞ-তৎ। দৃশ্য তির্য। যাহা দৃষ্টি-শক্তির অগোচর। পরমেশ্বর।

অদৃষ্ট (ক্ৰী) ন দৃষ্টম্ দৃশ-ক্ত নঞ-তৎ। পুণ্যাপুণ্যরূপ ভাগ্য। জ্ঞানাত্মীয় সংস্কার। কপালে কি আছে

তাহা কেহ দেখিতে পার না, ভজ্ঞস্ত ভাগ্যকে অদৃষ্ট বলি যায়। সংসারে আমরা যে সুখ দুঃখ ভোগ করি, লোকে বলেন তাহা আমাদের পূর্বজন্মার্জিত পাপপুণ্যের ফলাফল। যাহার স্মৃতিবল আছে সে সুখে থাকে। যে চুক্ষর করিয়াছে, ইহ কালে তাহাকে কষ্ট পাইতে হয়। অদৃষ্ট মানিলে অনেক বিরোধ ঘটে। না মানিলে অনেক বিষয়ের অভিসন্ধি বৃদ্ধিতে পায় যায় না। তাই-কেহ কেহ অদৃষ্ট মানেন, কেহ কেহ অদৃষ্ট মানেন না। অদৃষ্ট মানিলে এই দোষ হয় যে, কপালে যাহা আছে তাহাই ঘটবে তবে আমরা নিষ্কর্য হই না কেন? সাংসারিক কাজ করিয়া ফল কি? আবার, যখন প্রথম স্মৃতি হইয়াছিল, সে সময়ে পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল কাহারও ছিল না। তবে তেমন অবস্থায় লোকে সুখ দুঃখের ভাগী হইল কেন? এ কথা উত্তর নাই। আবার যদি অদৃষ্ট না মানি, তবে সংসারে কেহ সুখে আছে কেহ দুঃখ ভোগ করিতেছে, ইহার কারণ কি?—এ সমস্তারও ব্যাখ্যা করা কঠিন। তাই লোকে কর্মবাদী হন। কি বটে, জৈনজ্ঞানেন; আমরা ইহার উত্তর দিতে পারি না। তবে দেখিতে পাই, অতি প্রাচীন কাল হইতে সকল দেশের লোকেই অদৃষ্ট মানিতেছেন। কি সংস্কৃত পুস্তক কি আরবী পারসী,—অদৃষ্টের কথা সকল শাস্ত্রেই আছে। আমাদের স্মৃতি নিয়তি মানিতেন না। তাঁহার এত দূর বিশ্বাস যে, যাহারা নিয়তি মানে, সে সকল লোকও ভণ্ড। কেন না, কপালে যাহা আছে তাহা অবশ্যই ঘটবে এমন বিশ্বাস করিয়া কৈ কেহ ত সাপের মুখে পড়িতে যায় না? বলি, মন্ত্র, যাগযজ্ঞের বিধানও সকলে করে। যদি অদৃষ্টের লিখন ঘূচিবে না, তবে এ সকল কাজে ফল কি?

ন দৃষ্টম্ (ত্রি) অকৃতদর্শন, অবীক্ষিত। যাহা দেখা হয় নাই।

অদৃষ্টপূর্ব (ত্রি) ন পূর্বং দৃষ্টম্। সুপূর্বপেতি সমাসাৎ পরনিপাতঃ। *। সহ সূপা। পা ২। ১। ৪। এক সুবস্তুর সঙ্গে আর একটা সুবস্তুর সমাস বিকল্পে হয়। (সুপ সূপা সহ বা সমস্ততে। ইতি বরদরাজঃ)। পূর্বে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

অদৃষ্টবিজয়। বালালাভাধার এক খানি কাব্য বিশেষের নাম। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

অদৃষ্ট (ক্ৰী) ন দৃষ্টঃ বিরোধার্থে নঞ-তৎ। দর্শনাত্মক।

ক্রুর দৃষ্টি। কোপদৃষ্টি। নাস্তি দৃষ্টিবস্ত্ত বহব্রী। (ত্রি) দৃষ্টিশূন্ত। বাহার চক্ষু নাই।

অদেব (ত্রি) ন দেবম্ দ্বা-যৎ। নঞ-তৎ। দানের অযোগ্য। অদেবত্র (ত্রি) ন দেবান্ ত্রায়তে প্রীণাতি অনেন ত্রৈ-ক করণে। দেবতার অসন্তোষকর দ্রব্যাদি।

অদেবমাতৃক (পুং) ন দেবমাতৃকঃ। নঞ-তৎ। দেবমাতৃক তিস্র দেশ। নদীমাতৃক দেশ। যে দেশে শস্তাদি নদীর জলে প্রতিপালিত হয়।

অদেবয়ু (ত্রি) ন দেবং বাতি প্রাপ্নোতি দেব-যা-কু। দেব-তাকে অপ্রাপক। (বৈদিক শব্দ)। দেবয়ু শব্দ মৃগয়ু গণমধ্যে পঠিত। [মৃগয়ু দেখ]। দেবয়ুঃ ধার্মিকঃ (ইতি উজ্জলদত্তঃ)। অতএব অদেবয়ু—অধার্মিক।

অদেশ (পুং) ন দেশঃ। নঞ-তৎ। মন্দদেশ, অযোগ্য স্থান। স্নেহদেশ। অদেশে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দৈবক্রিয়া করিতে নাই। নাদেশে তর্পণং কুর্য্যাৎ ন সন্ধ্যাং নাপি পূজনমিতি। (স্মৃতিঃ)।

অদৈব (ক্লী) ন দৈবং বৈষদেবিকশ্রাদ্ধম্ অভাবার্থে নঞ-তৎ। বৈষদেবিক শ্রাদ্ধভিন্ন অথ শ্রাদ্ধ। নিত্য-শ্রাদ্ধ। নাস্তি দৈবং বৈষদেবিকশ্রাদ্ধমত্র, বহব্রী। (ত্রি) বৈষদেবিক শ্রাদ্ধশূন্ত। দৈব শব্দে ভাগ্যকে বুঝায়, অতএব অদৈব—ভূভাগ্য যুক্ত।

অদোষ (পুং) ন দোষঃ অভাবার্থে নঞ-তৎ। ছরদৃষ্ট সাধন দোষের অভাব। নাস্তি দোষো যন্ত যত্র বা বহব্রী। (ত্রি) দোষশূন্ত।

অদগ (পুং) অদ্যাতে দেবৈঃ অদ-গন্ কর্মণি। *। গন্ গম্যদ্যোঃ। উণ্ ১। ১২০। গম এবং অদ ধাতুর উত্তর গন্ প্রত্যয় হয়। পুরোডাশ। (উজ্জলদত্ত)। হোমের উপযুক্ত কঠিন বস্ত্ত চক্ৰ প্রভৃতি। হোমং যৎকঠিনং দ্রব্যং পুরোডাশঃ স উচ্যতে।

অদ্বা (অব্য) অভ্যতে অং তং সন্ততং গমনং জ্ঞানং বা দধাতি। (বাচ)। অং-ধা-কিপ্। বাধার্থ্য। সাক্ষাৎ-কার। ক্ষুট। অবধারণ। অতিশয়। অজ্ঞসা। তত্ব।

অদ্বুত (ক্লী) অদ্-ভূ-ভূতচ্। *। অদি ভূবো ভূতচ্। উণ্ ৫। ১। ডিক্ভাৎ টিলোপঃ। অদ্ এই উপপদের পর ভূ ধাতুর উত্তর ভূতচ্ প্রত্যয় হয়। ডকার ইৎ হইয়াছে বলিয়া ভূ ধাতুর টি যে ডকার তাহার লোপ হইয়াছে।

আশ্চর্য্য। আশ্চর্য্যক্। আলঙ্কারিকদের সম্মত নব রসের অন্তর্গত একটা রস বিশেষ। এই রসাত্মক কবিতা পাঠ করিলে পাঠকের বিস্ময় উপস্থিত হয়। আলঙ্কারিকেরা

বলেন যে, ইহার স্থায়িত্বাব বিস্ময়। দেবতা গন্ধর্ব্ব, পীতবর্ণ, আলম্বন লোকাভীত বস্ত্ত, উদীপন সেই জ্বলের মহিমা। স্তম্ভ শ্বের রোমাঞ্চ গলাদম্বর বিভ্রম নেত্রবিকাশ প্রভৃতি ইহার অঙ্গুভাব। বিতর্ক আবেগ সম্রাস্তি ইহার ব্যভিচারিভাব।

একি লো একি লো, একি কি দেখিলো,

এ চাহে উহার পানে।

দেব কি মানব,

নাগ কি মানব,

কেমনে এল এখানে? (ভারতচন্দ্র)

শাস্ত্রকারদের মতে সংসারে শুভাশুভ বস্তুবার পূর্বে অনেক নিমিত্ত উপস্থিত হয়। তাহার মধ্যে কতকগুলি স্থূলক্ষণ আর কতকগুলি সূক্ষ্মক্ষণ। ঋষিরা ঐ নিমিত্ত-কেও অদ্বুত বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বকাল হইতে এই সকল লক্ষণ স্তুলিকে চিনিমিত্ত বলা হয়। সূর্য্যমণ্ডলে কলঙ্কের চিহ্ন। এখনকার ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও ইহাকে সূক্ষ্মক্ষণ বলেন। তাঁহাদের মতে, সূর্য্যে কলঙ্কের কালী পড়িলে অনাবৃষ্টি ও ভূকম্প হয়। দক্ষিণদিকে ধূমকেতুর উদয়। বক্র মঙ্গলগ্রহে কৃত্তিকানক্ষত্রের ঘোর দর্শন। উদ্ধাপাত। শীত গ্রীষ্মাদির বিপরীত ভাব অর্থাৎ শীতকালে গ্রীষ্মবোধ এবং গ্রীষ্মকালে শীতবোধ। যে সকল সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহার হীনাঙ্গ কিম্বা বিকৃতান্ন অথবা অধিকান্ন। হেমন্তকালে কোকিল ডাকিতে থাকে, সন্ধ্যাকালে কুঙ্কট ডাকিয়া উঠে। সূর্য্য উঠিলে শৃগালেরা পূর্ব্বদিক পানে চাহিয়া চীৎকার করে। পেঁচা, পায়রা, কাকপাখী, চিল, বাজবউরী প্রভৃতি পক্ষীর উড়িয়া ঘরের উপরে বসে। গৃধ্র, কাক, শৃগাল প্রভৃতি জন্তুরা আশান হইতে হাড় ও মাংস আনিয়া গ্রামের ভিতরে ফেলে। জ্যোতী প্রভৃতি জন্তু অঙ্গের স্থান বিশেষে পড়িলে বা উঠিলে শুভাশুভ ঘটে।

অদ্বুতব্রাহ্মণ (পুং) ছানোগ ব্রাহ্মণের একটা বিভাগের নাম। এই সংকলনকে প্রৌঢ়ব্রাহ্মণ বা পঞ্চবিংশব্রাহ্মণও কহে। কেহ কেহ অমুমান করেন যে, বড়বিংশব্রাহ্মণ এবং অদ্বুত ব্রাহ্মণ নিতান্ত আধুনিক।

অদ্বুতবন (পুং) অদ্বুতঃ বনঃ শব্দোক্ত। বহব্রী। মহা-দেব। কর্ম্মধা। আশ্চর্য্যশব্দ। অদ্বুতঃ বনো নানো-বস্ত্ত বহব্রী। (ত্রি) আশ্চর্য্য শব্দবান্। বাহার আশ্চর্য্য শব্দ আছে।

অদ্বনি (পুং) সর্দান্ অভীতি অদ-নি দুইট। *। অদে দুইট। উণ্ ২। ১০৪। অদ ধাতুর উত্তর নি প্রত্যয়

(পূর্বস্বত্ব) হয় এবং মুট্ (মু) আগম হইয়া থাকে।
অয়ি (উজ্জলদন্ত)।

অদ্র (ত্রি) অদ-কর্তরি স্বরচ্। উক্ষণশীল। উক্ষক।
অদ্য (অব্য)। ইদমোহশ্ ভাবো দ্যচ প্রত্যয়োহহনি।
অশ্লিহহনি, অদ্য। (ইতি বামনঃ)। ইদম্ শব্দের
সপ্তমার্থে নিপাত। আজি। এই দিন। বর্তমান
দিন। *। সদ্যঃ পরংপরার্থেষমঃ পরেদ্যব্যাপ্যপূর্বে-
দ্যারন্তোজ্ঞাতবের্যারিতরেহারপরে দ্যারধরে দ্যাকুভয়েদ্য-
কুন্তরেদ্যঃ। পা ৫। ৩। ২২। সদ্যঃ, পরং, পরারি,
ঐষম, পরেদ্যবি, অদ্য, পূর্বেদ্যঃ, অন্তেদ্যঃ, অন্ততরেদ্যঃ,
ইতরেদ্যঃ, অপরেদ্যঃ, অধরেদ্যঃ, উভয়েদ্যঃ, উত্তরেদ্যঃ,
এই কয়েকটা শব্দ কালবোধক, সপ্তমার্থে নিপাতনে
সিদ্ধ হয়।

অদ্যতন (ত্রি) অদ্য ভবঃ অদ্য-ট্য তুড়াগমচ্। অদ্যভব।
(পুং) কাল বিশেষ। মহাভাষ্যের এবং কাতজ্ঞের মতে,
পূর্বরাত্রির শেষ চারি দণ্ড হইতে পর রাত্রির দেড়
প্রহর পর্যন্ত; কিম্বা পূর্ব রাত্রির শেষ অর্দ্ধ হইতে
পর রাত্রির প্রথমার্দ্ধ পর্যন্তকে অদ্যতন বলা যায়।
ভর্ষহরি এবং ক্রমদীপ্তের মতে, পূর্বরাত্রির শেষ প্রহর
হইতে পররাত্রির প্রথমপ্রহর পর্যন্ত অদ্যতন কাল। (জ্ঞী)
অদ্যতনী। অদ্যতনে হতীতে মাত্রে হ্যততনী। অদ্যভাবো-
হ্যতনঃ। আভাষ্যাদুখানাদাভাষ্যচ্চ সংবেশনাদহঃ।
উভয়তো হর্দ্ররাত্রং বা লোকতঃ সিদ্ধম্। (দুর্গাসিংহ)।
*। সায়ংচিরং প্রাহেপ্রংগেহব্যয়েভ্যট্ট্যলৌ তুট্ চ। পা
৪। ৩। ২০। সায়ং প্রভৃতি শব্দের উত্তর ট্য ও টাল্
প্রত্যয় হয় এবং তাহাদের স্থানে তকারের আগম
হইয়া থাকে।

অদ্যস্ব (ক্লী) অদ্য-স্ব অদ্য তদ্ব্তেভ্যঃ। বর্তমানস্ব।
অদ্যস্বীন (ক্লী) অদ্য-স্ব-স্ব টিলোপঃ অদ্য স্বো বা ভব-
তীতি। মরণ। (ক্রমদীপ্ত)। আজি বা কালি ইহা
বটাবে অর্থাৎ ইহার ভাবে মৃত্যুকে বুঝাইতেছে।

অদ্যস্বীনা (জ্ঞী) অদ্য-স্ব-স্ব টিলোপঃ অদ্য স্বো বা স্বতে
প্রসবিষ্যতে বা। কঠোর গর্ভা, আসন্নপ্রসবা। (ক্রমদীপ্ত)।
যাহা আজি কালি প্রসব করিবে এই রূপ হইয়া আছে।

*। অদ্যস্বীনাবট্টকে। পা ৫। ২। ১৩। আসন্ন
বুঝাইলে অদ্যস্বীনা শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। অদ্য
স্বো বা বিজায়তে। + আসন্ন প্রসবেত্যর্থঃ।
কেচিত্তু বিজায়ত ইতি নানুভবন্তয়ন্তি। অদ্যস্বীনঃ মরণম্
আসন্নমিত্যর্থঃ। (ভট্টোক্তি)। পূর্বস্বত্বে ‘বিজায়তে’

এই রূপ আছে। এই স্বত্বে ঐ বিজায়তে ক্রিয়াপদের
অনুবৃত্তি গ্রহণ করিয়া কেহ কেহ এই ব্যাক্য করেন যে,
অদ্য কিম্বা কালি জন্মাইবে এই অর্থে অদ্যস্বীনা শব্দের
রূপ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। কেহ কেহ ঐ অনুবৃত্তি গ্রহণ
করেন না। তাঁহাদের মতে অদ্যস্বীন শব্দ (পুং ক্লী)
আসন্ন অর্থাৎ আসন্নমৃত্যু অর্থে প্রযুক্ত হয়।

অদ্যাবধি (ক্লী) অদ্য অবধিঃ সীমা যন্ত। বহুব্রী। (ত্রি
বিঃ)। আজি পর্যন্ত। আজি লাগাইত।

অদ্রব (পুং) ন দ্রবঃ অভাবার্থে নঞ-তৎ। দ্রবের অভাব।
নাস্তি দ্রবো যত্র যন্ত বা। বহুব্রী। (ত্রি) দ্রবশ্চ।

অদ্রব্য (ক্লী) ন দ্রবাম্ অপ্রাশস্তো নঞ-তৎ। অপ্রাশস্ত
দ্রব্য। অযোগ্য পাত্র। *। দ্রোশ্চ। পা ৪। ৩। ১৬১।
ক্রবৃক্ষন্তন্ত বিকারে হব্যবো বা দ্রবাম্। ক্র-যৎ। ক্র
শব্দে বৃক্ষ, তাহার বিকার বা অবয়ব এই অর্থে ক্র শব্দের
উত্তর যৎ প্রত্যয় দ্বারা দ্রব্য এই রূপসিদ্ধি হয়।

অদ্রি (পুং) অদ্র ক্রিন্। *। অদিশদিভূগুভিতাঃ ক্রিন্।
উণ্ ৪। ৬১। অন, শদ, ভূ, শুভ এই সকল ধাতুর
উত্তর ক্রিন্ প্রত্যয় হয়। পর্যন্ত। প্রস্তর। বৃক্ষ। স্বর্ঘ্য।
মেঘ। পরিমাণ বিশেষ। (৭ বা ৮ সংখ্যা)।
[ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত পর্যন্ত শব্দে দেখ]।

অদ্রিকর্ণী (জ্ঞী) অদ্রিঃ অদ্রিনামিকা গিরিবালমূষিকা
তন্ত্রাঃ কর্ণঃ কণ্ঠতুল্যং পুষ্পান্তঃ স্থং পত্রং যন্তাঃ। (বাচঃ)।
গোঁরাদিহাং ভীষ্। অপরাঞ্জিতা। অপরাঞ্জিতা ফুলের
ভিতরের পত্র অদ্রি অর্থাৎ বালমূষিকার কাণের মত
দেখিতে, তাই উহার নাম অদ্রিকর্ণী হইয়াছে।

অদ্রিকীলা (জ্ঞী) অদ্রয়ঃ কুলাচলাঃ পর্যতাঃ কীলাঃ শব্দব
ইব যন্তাঃ। বহুব্রী। ভূমি। পৃথিবী। অদ্রেঃ স্রমেরো
কীল ইব বা। (পুং) বিকুন্তপর্যন্ত।

অদ্রিজ (ক্লী) অদ্রৌ পর্যতে জায়তে জন-ড। শিলাজতু।
গন্ধদ্রব্য বিশেষ। গেরিমাটী। (ত্রি) পর্যন্তজাত দ্রব্য-
মাত্র। (জ্ঞী) অদ্রিজা—গিরিরাজকণ্ঠা। দুর্গা। সৈংহলী-
বৃক্ষ, (ইতি রাজনির্ব্যট)। (পুং) পর্যন্তজাত দাবানল।
স্বর্ঘ্যজাত হংস। রূপ। আত্মা।

অদ্রিতনয়া (জ্ঞী) অদ্রেত্তনয়া ৬-তৎ। পার্শ্বতী।

অদ্রিহিষ্ (পুং) অদ্রিভাঃ দ্বেষ্টি দ্বিষ-কিপ্। (সংসৃষ্টি
ইত্যাদি পা ৩। ২। ৬১)। ইদ্র।

অদ্রিহুহ (পুং) অদ্রিভিগ্রাবভিহুহঃ অভিযুহঃ। ৩-তৎ।
সোম। (বৈদিক)।

অদ্রিজোণি (জ্ঞী) অদ্রেদ্রোণিরিব। পর্যন্ত সম্ভব নদী।

অদ্রিপতি (পুং) অদ্রীণাং পতিঃ ৬-তৎ। হিমালয়।
অদ্রিবর্হস্ (ত্রি) অদ্রেবর্হ ইব বর্হোহস্ত। অতিসার,
অতিকঠিন।

অদ্রিবৃদ্ধ (পুং) অদ্রেবৃদ্ধ ইব বৃদ্ধোহস্ত। অতি কঠিন।
অদ্রিভিদ্ (পুং) অদ্রিঃ ভিনন্তি ভিদ্-ক্‌পি। ৬-তৎ। ইন্দ্র।
অদ্রিভূ (পুং-স্ত্রী) অদ্রৌ ভবতীতি ভূ-ক্‌পি। ৭-তৎ।
অপরাজিতা লতা। আমুকর্গলতা। পার্বতী। (ত্রি)
অদ্রিজাত।

অদ্রিমাতৃ (পুং) অদ্রির্মেষন্তজ্ঞলং মিমীতে মা-তৃচ্। মেঘ-
জল নিম্মাতা।

অদ্রিরাজ (পুং) অদ্রীণাং রাজা ট্‌চ স০। হিমালয়। অদ্রি-
রাজ্—অদ্রি-রাজ-ক্‌পি অদ্রিবৃ রাজতে। হিমালয়।

অদ্রিবৃত (পুং) অদ্রিভিঃ গ্রাবতিঃ স্ততঃ অভিবৃতঃ বহ্নম্।
৩-তৎ। সোম।

অদ্রিসংহত (পুং) অদ্রিভিঃ গ্রাবতিঃ সংহতঃ অভিবৃতঃ।
৩ তৎ। সোম। অদ্রিরিব সংহতঃ কঠিনঃ (ত্রি) অতি
কঠিন।

অদ্রিসার (পুং) অদ্রেঃ সার ইব। লৌহ। অদ্রেরিব
সারোহস্ত (বহুব্রী। ত্রি)। অতিকঠিন।

অদ্রিসারময় (ত্রি) অদ্রিসারায়ক। অত্যন্ত কঠিন।

অদ্রীশ (পুং) অদ্রীণাং ঈশঃ প্রধানঃ। ৬-তৎ। হিমালয়
অদ্রেয়ীশঃ পতিঃ। শিব।

অদ্রহ্মন্ (ত্রি) ন দ্রহ্ কনিপ্‌ নঞ-তৎ। অদ্রোহকারক।
অদ্রোঘ (ত্রি) দ্রহ্-বঞ ঘৃহ্ম। নাস্তি দ্রোঘো যন্ত।
দ্রোহরহিত। ন দ্রোঘঃ অভাবার্থে নঞ-তৎ। (পুং)
দ্রোহের অভাব।

অদ্রোঘাবিত (ত্রি) অদ্রোঘঃ অবিতো রক্ষিত যেন।
অদ্রোহরক্ষক।

অদ্রোহ (পুং) ন দ্রোহঃ অভাবার্থে নঞ-তৎ। দ্রোহের
অভাব।

অদ্বয় (স্ত্রী) ন দ্বয়ম্। দুইয়ের অভাব। নাস্তি দ্বয়ং দ্বিত্বং
তজ্জ্ঞানং বা যন্ত। অভেদ। ব্রহ্মজ্ঞ। (পুং) বুদ্ধ।
। *। দ্বিত্বভ্যাং তদ্ব্যয়জ্ঞ। পা ৫। ২। ৪০। দ্বি এবং
ত্রিশব্দের উত্তর পূর্ক বিহিত তয় স্থানে বিকল্পে অয়চ্
আদেশ হয়। দ্বৌ অবয়বৌ অস্ত দ্বি-অয়চ্ দ্বয়ম্।

অদ্বয়বাদিন্ (পুং) অদ্বয়-বদ-গিনি। সর্বং খণ্ডিদং ব্রহ্ম
ইতি বদতি। বৈদান্তিক, অদ্বৈতবাদী। সকল বস্তুই
বাহ্যার্থরহিত জ্ঞানায়ক এই মতবাদী। বুদ্ধ।

অদ্বয়স্ (ত্রি) ন দ্বি-অসিচ্। নাস্তি দ্বয়ং যন্ত। দ্বয়রহিত।

। *। নিত্যমসিচ্ প্রজামেধরোঃ ৫। ৪। ১২২। প্রজা
এবং মেধা শব্দের উত্তর নঞ হ্রস্ব ইহাদেশের সহিত
বহুব্রীহি সমাসে নিত্য অসিচ্ প্রত্যয় বিহিত হয়।
এখানে নিত্যশব্দের উল্লেখ থাকায় অন্তর্ভুক্ত হয় ইহাই
বুঝাইতেছে। 'নিত্যগ্রহণাদন্ত্যপি ভবতীতি স্চ্যতে'।
(ইতি বামনঃ)।

অদ্বয়ানন্দ (পুং) অদ্বয়াৎ ব্রহ্মজ্ঞানাত্‌ লক্ষঃ আনন্দঃ। ব্রহ্ম-
নন্দ। ব্রহ্মজ্ঞানোদিত আনন্দ। বহুব্রী (ত্রি) ব্রহ্মানন্দ-
বিশিষ্ট।

অদ্বয়ধাবিন্ (ত্রি) অদ্বয়-বিনি অন্ত্যার্থে হ্রস্বসি দীর্ঘঃ।
দেবপিতৃযানরূপ মার্গদ্বয় রহিত।

অদ্বয়বাদিন্ (পুং) অদ্বয়-বদ-গিনি। বুদ্ধ। (ত্রি) এক-
ব্রহ্মবাদী।

অদ্বয় (ত্রি) ন দ্বয়ং দ্বিপ্রকারো হস্তান্ত বাহলকাৎ উ।
বহুব্রী। দ্বিপ্রকার কপটতাশূন্ত, মনে ও বাহিরে এক-
ভাব যুক্ত।

অদ্বার (স্ত্রী) ন দ্বারম্ নিম্মার্থে নঞ-তৎ। শুণ্ডদ্বার,
প্রবেশের অযোগ্যদ্বার। নাস্তি দ্বারমন্ত বহুব্রী। (ত্রি)
দ্বারশূন্ত। দুস্ত্রবেশ। অতুপায়।

অদ্বারেন চ নাভীয়দগ্রামং বা বৈশ্ব বাবৃতম্।

রাজৌ চ বৃক্ষমূলানি দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ।

মহু ৪। ৭০।

প্রাচীরাদিবেষ্টিত গ্রামে কিম্বা গৃহে প্রাচীর উল্লেখন
করিয়া প্রবেশ করিবে না। রাজ্যিকালে বৃক্ষের মূলে
বাস দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে।

কুন্‌ কভট্ট এই রূপ টীকা করিয়াছেন—প্রাচীরাদ্যা-
বৃতং গ্রামং গৃহঞ্চ, দ্বারব্যতিরিক্ত প্রদেশেন প্রাকারাদি
লঙ্ঘনং কৃৎস্না ন বিশেষং।

অদ্বিতীয় (ত্রি) দ্বিধা ইতং ভেদং গতম্ দ্বীতং তস্ত ভাবঃ
দ্বৈতং তদ্রূপিত্বং যন্ত (বহুব্রী। বাচঃ)। পরমাত্মা।
স্বজাতির দ্বিতীয় রহিত, কেবল। অতুলা। *। দ্বৈতীয়ঃ।
পা ৫। ২। ৫৯। পূরণার্থে দ্বি শব্দের উত্তর তীয় প্রত্যয়
হয়। দ্বয়োঃ পূরণো দ্বিতীয়ঃ।

অদ্বিবেণ্যা (ত্রি) ন দ্বৈষ্টং শীঘ্রমন্ত, দ্বি-এগ্যন্‌ কিচ্।
নঞ-তৎ। প্রিয়রূপ, প্রিয়রস। অদ্বৈবারস।

অদ্বৈব (পুং) ন দ্বৈবঃ অভাবার্থে নঞ-তৎ। দ্বৈবাত্ম্য।
নাস্তি দ্বৈবোহস্ত বহুব্রী। (ত্রি) দ্বৈবশূন্ত। দ্বৈবরহিত।

অদ্বৈবস্ (ত্রি) ন দ্বি-অহ্রস্ব নঞ-তৎ। অদ্বৈবঃ দ্বৈবহীন।
অদ্বৈত (স্ত্রী) দ্বিধা ইতং বীতং তস্ত ভাবঃ দ্বৈতঃ ভেদঃ।

ন বৈতম্ অভাবার্থে নঞ-তৎ। অতএব। নাস্তি বৈতম্
ভেদো বজ্জ বহুব্রী। (ত্রি) ভেদরহিত। দ্বিতীয়রহিত।
এক। ব্রহ্ম।

অষ্টম প্রভু নামে জনৈক গৌরাজ ভক্ত ব্যক্তি
ছিলেন। শান্তিপুরে তাঁহার নিবাস। তিনি বারেন্দ্র কুলে
জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টম প্রভু দ্বার পরিগ্রহ করিয়া-
ছিলেন, তাঁহার ঔরসে আট সন্তান জন্মে। ইনি প্রথম
হইতেই বিলক্ষণ কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, ভাগবতাদি পুস্তক
পড়িতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। গৌরাজ জন্মাইবার
পূর্বে তিনি সর্বদাই বলিতেন—নবদ্বীপে বিনি জন্ম-
গ্রহণ করিবেন (অর্থাৎ গৌরাজ) আমি তাঁহার অনুচর
হইব। পরে গৌরাজ যখন সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন,
সেই সময়ে অষ্টম প্রভুও সংসার পরিত্যাগ করিয়া
তাঁহার অনুচর হইলেন। শান্তিপুরে অষ্টমের প্রতিষ্ঠিত
একটা কৃষ্ণমূর্তি আছে, তাহার নাম মদনগোপাল।
অদ্যাপি মদনগোপালের রাসে বিলক্ষণ জাঁক হইয়া
থাকে।

বৈষ্ণবদের মতে প্রভু তিন জন। শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ
প্রভু, শ্রীশ্রী অষ্টম প্রভু এবং শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু।
গৌরাজ এবং অষ্টম একপ্রাণ এক আত্মা ছিলেন।
সংসারাত্মম ত্যাগ করিলে নিমাই সর্বদাই অষ্টম
প্রভুকে সাধুচূড়ামণি বলিয়া তাঁহার আদর করিতেন।

গৌরাজ ১৪০৭ শকে জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টম
প্রভু তাঁহার চেয়েও বয়োজ্যেষ্ঠ। অতএব ইঁহাকে যদি
৩০ বৎসরের বড় বলা যায়, তাহা হইলে ১৩৭৭ শকে
অষ্টমের জন্ম হইয়াছিল বলিতে হইবে। বৈষ্ণবদিগের
পর্য্যায় দেখিয়া নিশ্চিত হয়, তিনি মাঘ মাসের শুক্ল
সপ্তমীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মুসল-
মান রাজাদের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য, হিন্দুদেরও আচার
ব্যবহার যবনের মত হইয়া গিয়াছিল। অষ্টম প্রভুর
আট সন্তানের মধ্যে সাত জন যথেষ্টাচারী ছিলেন,
ক্লেবল অচ্যুত পরম বৈষ্ণব, তিনি বিস্মৃতি ভিন্ন আর
কিছু জানিতেন না। তাই অষ্টম প্রভু তাঁহাকে অত্যন্ত
ভাল বাসিতেন।

অষ্টম, গৌরাজ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ যখন কৃষ্ণপ্রেম
সুখ চারিদিকে বিলাইয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই সময়ে
খড়্গদেহের নিত্যানন্দ প্রভুও গিরী তাঁহাদের দলে মিশি-
লেন। প্রভু তিন জনের স্মৃতির পর নবদ্বীপের বৈষ্ণবেরা
তাঁহাদের তিন জনের দ্বারায় তিরটা মূর্তি স্থাপন

করিলেন। অদ্যাপি পালাক্রমে সেই সকল মূর্তির সেবা
হইয়া থাকে। শান্তিপুুরের উড়োগোস্থানী ভিন্ন আর
সকল গোস্থানীরা প্রায় অষ্টম প্রভুর সন্তান। এই
বংশে অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

অষ্টমবাদিন্ (ত্রি) অষ্টমতঃ অভেদং বলতীতি বদ-ণিনি।
ব্রহ্মবাদী। একাত্মবাদী।

অষ্টমতসিদ্ধি (পুং) অষ্টমতস্ত বিদ্যন্ত ব্রহ্মভেদস্ত সিদ্ধির্ভজ।
অষ্টমতসিদ্ধি নামক বেদান্ত প্রকরণ বিশেষ। (জ্ঞী)
অষ্টমত বিষয়ে সিদ্ধি।

অধ (অব্য) অথ। অনন্তর। (বৈদিক)।

অধঃকরণ (ক্ৰী) অপ্রাধাত্য করা। ন্যূন করণ।

অধঃকায় (পুং) অধঃ অধরঃ কায়স্ত। একদেশিসমাসঃ।

নাভির অধঃ প্রদেশ।

অধঃকায় (পুং) ন্যূন করা। তিরস্কার। অধরীকরণ।

অধঃক্লিপ্ত (ত্রি) অধোমুখেন ক্লিপ্তম্ ক্লিপ্ত-ক্। শাক-তৎ।

অধোমুখ করিয়া রক্ষিত বস্তু। নিম্নে ত্যক্ত বস্তু।

অধঃপুল্পী (জ্ঞী) অধোমুখং পুষ্পং যন্তাঃ। বহুব্রী। অনন্ত-

মূল। গোজিহবা। ক্ষেঠাহনী। চোরকাটা। ভাঁটুই।

অবাকপুল্পী। মজ্জল্যা। অমরপুল্পিকা।

অধঃশয্যা, অধঃশয্যা (জ্ঞী) অধোবর্তিনী ভূমৌ নিহিতা

শয্যা বা সঙ্ঘম্। খট্টাদি বর্জিত শয্যা। ভূমিশয্যা।

অধন (ত্রি) নাস্তি ধনঃ যন্ত। বহুব্রী। ধনহীন। দরিদ্র।

অধম (ত্রি) অব-অম-বস্ত ধঃ। *। অবদ্যাবমাধমাবরেফাঃ

কুংসিতে। উণ-৫। ৫৪। কুংসিতার্থে অবদ্য, অবম,

অধম, অব, রেফ এই শব্দগুলি নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

অবতেরমঃ বস্ত পক্ষে ধঃ। অবধাতুর উত্তর অম প্রত্যয়

হয়, তাহাতে অবম রূপসিদ্ধি হয়। আবার পক্ষে ব স্থানে

ধ হয়, তাহাতে অধম রূপসিদ্ধি হইয়া থাকে। কুংসিত

হীন, ন্যূন। নিম্নিত। অপকৃষ্ট। (পুং) উপপতি বিশেষ।

তাহার লক্ষণ—ভয়, দয়া এবং লজ্জাশূন্য। কামজ্ঞীড়া

সম্বন্ধে কর্তব্যাকর্তব্য বিবেকরহিত। (রসমঞ্জরী)।

অধমভূতক (পুং) কর্মধা-। নীচদাস। অধমভূত।

দৌবারিক, দরোয়ান, ভারবাহক ইত্যাদি।

অধমর্ণ (ত্রি) অধম-ঋণং। ঋণমবশ্যদেয়ং তৎ অধমঃ

শোধ্যং বস্ত। বহুব্রী। ঋণ শোধক। ঋণী। ঋতক।

অধমর্ণিক (ত্রি) অধমর্ণ-ঠন্ অধমমুণম্ অবশ্যদেয়ম্ অন্ত্যস্ত।

ঋতক। ঋণী। জ্ঞী-ভীপ্ অধমর্ণিকী।

অধমা (জ্ঞী) স্বীয়দির অন্তর্গত নাদিকাবিশেষ। অধমা

নাদিকারা অকারণে পতির উপর কোপ করে, তজ্জন্ম

তাহাদের আর একটি নাম চণ্ডী। ইহার হিতকর শ্রিতমের প্রতি অহিত করিয়া থাকে। ইহাদের সমস্ত কাজই অপকৃত। (ইতি রসমঞ্জরী)।

হিত কৈলে অহিত করয়ে বেই জন।

অধমা তাহার নাম বলে কবিগণ ॥ (ভারতচন্দ্র)।

অধমাক্ষ (ক্লী) অধমং নিকৃষ্টম্ অঙ্গম্ কর্মধা०। চরণ।

পা, শরীরের নিম্নভাগ বলিয়া ইহাকে অধম বলা যায়।

অধমাক্ষি (ক্লী) অধমম্ অধমম্। কর্মধা०। নাভির অধোভাগ। নাভি হইতে দেহের নিম্নভাগ।

অধর (পুং) ন দ্বিত্বতে ধৃৎ ধারণে-অপ্। নঞ তৎ।

। *। ঋদোরপ্। পা ৩। ৩। ৯৩। ঠোট, ওষ্ঠ। কবির প্রবাল ও বিষ অর্থাৎ পাকা তেলাকুচা ফলের সঙ্গে অধরের তুলনা করেন।

অধর বিধুর, খাইতে মধুর,

চকল খজন আঁধি। (ভারতচন্দ্র)।

কাহারও মতে অধর শব্দে উপরটোকে বুঝায়, কাহারও মতে নামোঠোটকে বুঝায়। বস্তুতঃ, অধর বলিলে, উপরের ও নিম্নের উভয় টোটকেই বুঝাইয়া থাকে। অমরের টাকায় মহেশ্বরও লিখিয়াছেন যে, যাহারা বলেন, অধর শব্দে নিম্নওষ্ঠকে বুঝায়, তাহাদের কথা যুক্তিসঙ্গত নহে। যথা—কেচিৎপরিবর্ত্যোষ্ঠঃ অধো-বর্ত্যধর ইতি মন্তন্তে তদযুক্তম্। কিন্তু কামশাস্ত্রে অন্তরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—

স্তম্ভোৰ্গণ্ডয়োষ্ঠৈব ওষ্ঠৈচৈব তপাধরে।

দন্তাবাতঃ প্রকর্তব্যঃ কামিনীনাং সুধাবহঃ।

পুরুষের রক্তবর্ণ অধর স্থলক্ষণ। এবং স্ত্রীলোকের পাটলবর্ণ পাতলা ও মধুরেখা যুক্ত অধর ভাল। স্থল কৃষ্ণবর্ণ অধর ভাল নহে।

পাণিপাদতলৌ রক্তৌ নেত্রান্তরনথানি চ।

তালুকোহধর জিহ্বা চ সপ্তরক্তঃ প্রশস্ততঃ।

পাটলাবস্তূলঃ স্নিগ্ধরেখাভূষিতমধ্যভূঃ।

সীমন্তিনীনাং মধুরোজাঃ চৈব প্রিয়ো ভবেৎ।

শ্রামঃ স্থলোহধরোষ্ঠঃ স্ত্র্যং বৈদব্যকলহপ্রদঃ। (সামুঃ)

(পুং ক্লী) মদন আলর, রতিগৃহ, যোনি। হীনবাদী।

অধর শব্দ সর্কনাম গণমধ্যে পঠিত হইয়াছে। কিন্তু জন্ম পরে থাকিলে ইহার বিকল্পে সর্কনাম সংজ্ঞা হয়। *। পূর্বপরাবরদক্ষিণোত্তরাগাধরাণি ব্যবস্থায়াম-সংজ্ঞায়াম্। ১। ১। ৩৪।

পূর্ব অর্থাৎ পূর্বাধিক বা পূর্বাধিকবর্তী। পর—

পরদিক্ বা পরদিগ্‌বর্তী। অধর—পশ্চাদ্‌দিক্ বা পশ্চাদ্‌দিগ্‌বর্তী। দক্ষিণ—দক্ষিণদিক্ বা দক্ষিণদিগ্‌বর্তী। উত্তর—উত্তরদিক্ বা উত্তরদিগ্‌বর্তী। অপর—অন্ত্ৰদিক্ বা অন্ত্রদিগ্‌বর্তী। অধর—নীচে বা নিম্ন। এই কয়েকটা শব্দ দিগ্‌দেশ এবং কালার্থে প্রযুক্ত হয়।

পূর্বে একটি সূত্র করা হইয়াছে যে,—সর্কাদীনী সর্কনামানি। ১। ১। ২৭।—সর্কাদি গণের শব্দগুলির সর্কনাম সংজ্ঞা হইবে। এখন তাই আবার কথিত হইতেছে যে, পূর্কাদি এই যে সাতটা শব্দ সর্কাদি-গণের মধ্যে ইহাদের পাঠ হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাদের সর্কনাম সংজ্ঞা হয়, কিন্তু জন্ম পরে থাকিলে ব্যবস্থা অর্থে সর্কনাম সংজ্ঞা বিকল্পে হয়। যেমন—অধরে, অধরাঃ। সংজ্ঞা ভিন্ন এমন কথা বলিবার স্থল এই—উত্তরাঃ কুরবঃ। উত্তর কুরুদেশের সংজ্ঞা হইল বলিয়া সর্কনাম হইল না। কিন্তু সর্কনাম সংজ্ঞা হইলে—‘উত্তরে’—এই প্রকার রূপসিদ্ধিও হইত। পুনশ্চ, ব্যবস্থা অর্থে এমন কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে—দক্ষিণা গাথকাঃ। উত্তম গায়ক। অর্থাৎ তাহা হইলে ভিন্নার্থ ঘটয়া পড়ে। স্বাভিধোয়াপেক্ষাবিনিয়মো ব্যবস্থা। শব্দের অর্থ লভ্যা অপেক্ষিত যে সামান্য অবধি তাহার নিশ্চয়কে ব্যবস্থা কহে।

অধরতস্ (অব্য) অধর-তসি। প্রথমাপক্‌মীসপ্তম্যর্থ-বৃত্তৌ। অধোভাগ। অধস্তাৎ।

অধরস্তাৎ (অব্য) অধর-অস্তাতি পুৰোদরাদিহাৎ চক্ষুসি সাধুঃ। [অধরস্তাৎ শব্দে সূত্র দেখ]। অধরতঃ। অধোভাগ।

অধরমধু (ক্লী) অধরস্ত মধু ইব আস্বাদাতিশয়াৎ। অধর-রস। অধরামৃত। বক্তাসব।

তোমার অধরমধু খাইবার আশে।

ছই পাশে অলিগণ ঝাঁকে ঝাঁকে আসে।

অধরস্তাৎ (অব্য) অধর-সপ্তম্যাদ্যর্থো অস্তাতি। *। অস্তাতি-চ। পা ৫। ৩। ৪০। অস্তাতি প্রত্যয় পরে থাকিলে পূর্কাদি শব্দের যথা সংখ্যা পুরাদি আদেশ হয়। [অধস্ দেখ]। অধরতঃ।

। *। দিক্ শব্দভাঃ সপ্তমীপক্‌মীপ্রথমাত্যোহিগ্‌দেশ-কালেবস্তাতিঃ। পা ৫। ৩। ২৭। দিগ্‌বাচক শব্দের পর দিগ্‌দেশ কালবাচ্যে সপ্তমী পক্‌মী এবং প্রথমার স্থানে অস্তাতি প্রত্যয় হয়।

অধরস্মাৎ (অব্য) অধরাৎ অধস্তাৎ।

অধরা (স্ত্রী) দক্ষিণদিক্। অধোদিক্। নীচা।

অধরাচ্ (ত্রি) অধরাং দক্ষিণাং দিশমঞ্চতীতি অঙ্-কিপ্।
দক্ষিণদিগগামী। (স্ত্রী) অধরাচী।

অধরাচীন (ত্রি) অধরাচি ভবঃ অধরাচ্-থ। অধঃ প্রদেশে
যাহা জন্মে।

অধরাচ্য (ত্রি) অধরাচ্যঃ ভবঃ যৎ। দক্ষিণদিগ্ ভব।
অধোদিকে যাহা জন্মে।

অধরাং (অব্য) অধর-অস্ত্রাতেরার্থে আতি।*। উত্তরাধর-
দক্ষিণাদাতিঃ। ৫। ৩। ৩৪। অস্ত্রাতি অর্থে উত্তর,
অধর এবং দক্ষিণশব্দের উত্তর আতি প্রত্যয় হয়।
-অধরতঃ। অধরেন। অধস্তাং।

অধরামৃত (স্ত্রী) অধরন্তু অমৃতমিব। অধরমুখা। সিঞ্চাঙ্গ
নম্বদধরামৃতপূরকেণ হাসাবলোককলগীতজ্জঙ্ঘয়াগ্নিঃ।
ভাগবত ১০। ২২। ৩২।

হে কৃষ্ণ! তোমার সহাস্তদৃষ্টি এবং মধুর সঙ্গীতে
আমাদের মন্থথাগ্নি জলিয়া উঠিয়াছে, তুমি অধরামৃত
দিয়া তাহা নির্বাণ কর।

অধরীণ (ত্রি) অধরে ভবঃ অধর-থ। অধরে ভব। ষিক্-
কৃত। (ইতি-জটধরঃ)।

অধরেন (অব্য) অধরশ্চিন্দ্র দেশে, দিশি বা অধর-এনপ্।
।*। এনবস্ত্রতরস্তামদ্রে হপঞ্চম্যাঃ। পা ৫। ৩। ৩৫।
পূর্বসূত্রে কথিত হইয়াছে যে, উত্তরাদি শব্দের উত্তর
অস্ত্রাতি অর্থে আতি প্রত্যয় হয়। এখন কথিত হইতেছে
যে, ঐ সকল শব্দের উত্তর পক্ষে এনপ্ প্রত্যয়ও বিহিত
হইয়া থাকে। পঞ্চমীতে হয় না। [অধরস্তাং দেখ]।

নিকটে নিম্ন দেশাদি। সম্বন্ধে দক্ষিণদিক্।

অধরেছ্যাস্ (অব্য) অধরশ্চিন্দ্রহনি। [অধ্য শব্দে হ্রজ
দেখ]। অধর দিবস। পরদিন।

অধরোত্তর (স্ত্রী) অধরশ্চ উত্তরশ্চ সমাৎ বস্তু। নানাধিক্য
যুক্ত, নিরোত্তর।

অধর্ম (পুং) ত্রিষত্বেহেনেন ধৃৎ-মনিন্। বিরোধার্থে
নঞ-স্তৎ। ঋতি স্মৃতি বিরুদ্ধ আচার। পাপ। ভাগবতে
কথিত হইয়াছে যে, অধর্ম পরব্রহ্মের পৃষ্ঠদেশ হইতে
উৎপন্ন হইয়াছে। আদি পুরাণে অধর্মের উৎপত্তির কথা
এইরূপ লিখিত আছে—

প্রজানামন্নকামানাম্ অছোত্তপরিভক্ষণাং।

অধর্মন্তজ সজ্জাতঃ সর্কভূতবিনাশকঃ।

তস্তাপি নির্ধর্তির্ভার্য্য নৈখর্তা যেন রাক্ষসাঃ।

ঘোরাভ্যাত্তরঃ পুত্রাঃ পাপকর্ম্মরতাঃ সমা।

ভরো মহাভয়শ্চৈব মৃত্যুভূতাস্তকৃতধা।

ন তস্ত ভার্য্যাপুত্রো বা কচ্চিদন্ত্যাক্তকো হি সঃ।

২৬১৭ শ্লোক।

লোকে অন্নকামনার পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ
করিলে তাহা হইতে সর্কভূতবিনাশক অধর্মের উৎপত্তি
হইল। তাহার ভার্য্যার নাম নির্ধর্তি। তাই নির্ধর্তির
পুত্র বলিয়া রাক্ষসদিগকে নৈখর্ত বলা হয়। তাহার
তিনটি পুত্র অতিশয় ভয়ঙ্কর, তাহারা সর্কদাই পাপ-
কর্ম্মে রত। তাহারা ভয়, মহাভয় এবং প্রাণিগণের
বিনাশকারী মৃত্যু। মৃত্যুর ভার্য্য্য কিছা পুত্র নাই,
যে হেতু সে সর্কাস্তকারী।

আমাদের শাস্ত্রকারেরা পুনর্জন্ম মানিতেন। এখন
কেহ পুনর্জন্ম মানেন, কেহ কেহ মানেন না। মমু
প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণের মত এই যে, শাস্ত্রে যেমন
লিখিত আছে তদনুরূপ ধর্ম্মাচরণ না করিলে অর্থাৎ
অধর্ম্মাচরণ করিলে মমুখ্য জন্মান্তরে অধমযোনি প্রাপ্ত
হয়। কি কি অধর্ম্ম করিলে কোন কোন যোনিতে
জন্ম হয়, শাস্ত্রে তাহা নির্দিষ্ট আছে।

ঋশুক ধরোত্ত্বিগাং গোহজাবিমুগপক্ষিগাং।

চণ্ডাল পুন্ড্রানাঞ্চ ব্রহ্মহা যোনিমুচ্ছতি। ৫৫

কুমিকীটপতঙ্গানাং বিড়্ভূজাঐব পক্ষিগাং।

হিংস্রাণাঐব সন্তানাং সুরাপো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ। ৫৬

লুতাহিশরটানাঞ্চ তিরশাং চাষুচারিগাং।

হিংস্রাণাঞ্চ পিশাচানাং শ্বেনো বিপ্রঃ সহশঃ। ৫৭

তৃণশুলতানাঞ্চ ক্রব্যাদাং দংষ্ট্রিণামপি।

ক্রুরকর্ম্মকৃত্যৈব শতশো গুরুতন্নগঃ। ৫৮

হিংস্রা ভবন্তি ক্রব্যাদাঃ কুমরোহভক্ষ্যভক্ষিগাঃ।

পরস্পরাদিনস্তেনাঃ প্রোতাহন্ত্যস্ত্রীনিবেবিগাঃ। ৫৯

সংযোগং পতিতৈর্গত্বা পরশ্চৈব চ যোষিতং।

অপহৃতং চ বিপ্রং ভবতি ব্রহ্মরাক্ষসঃ। ৬০

মণিমুক্তাপ্রবালানি হস্তা লোভেন মানবঃ।

বিবিধানি চ রত্নানি জায়তে হেমকর্ষুঃ। ৬১

ধাত্তং হস্তা ভবত্যাথঃ কান্তঃ হংসো জলং প্রবঃ।

মধু দংশঃ পরঃ কাকো রসং স্বা নকুলো দ্ব্যতং। ৬২

মাংসং গৃহ্যে বপাং মদগুস্তৈলং তৈলপকঃ খগঃ।

চীরীবাকস্ত লবণং বলাকা শকুর্নিধিঃ। ৬৩

কৌবেয়ং তিভিরিহঁতা কোমঃ হস্তা তু দহ্রঃ।

কার্পাসতাস্তরং ক্রৌঞ্চো গোধা গাং বাগুস্তদোক্তং। ৬৪

ছক্কুরিঃ শুভান্ গন্ধান্ পত্রশাকস্ত বহিগাঃ।

স্বাধিঃ কৃত্যসং বিবিধমকৃত্যসম্ভ শল্যকঃ। ৬৫
 বকো ভবতি হৃদাধিঃ গৃহকারী ছাপকরং।
 রক্তানি কৃতা বাসাংসি জারতে জীবজীবকঃ। ৬৬
 বকো মৃগেভ্যং ব্যাঘ্রোহং ফলমূলক মর্কটঃ।
 জীমূক্ষতোককো বারি বানাহ্যষ্টঃ পশুনজঃ। ৬৭
 মহুসংহিতা ১২ অধ্যায়।

ব্রহ্মহত্যার জন্তু মহাপাতকীরা প্রথমে শত শত
 বৎসর নরকভোগ করে। নরকভোগের পর এই রূপ
 জন্মের কথা লিখিত হইয়াছে—

ব্রহ্মহত্যাকারীরা কুকুর, শূকর, গাধা, উট, গোরু,
 ছাগল, ভেড়া, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল এবং নিষাদ হইতে
 শূদ্রাজাত পুরুষ ইহাদের যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।
 (পাপশেষের কম বেশী বৃদ্ধি ক্রমে সকল যোনিতেই
 জন্ম হইতে পারে)। ৫৫। ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে,
 কুমি কীট পতঙ্গ বিড়াভক্ষক পক্ষী এবং (ব্যাঘ্রাদি)
 হিংস্রক প্রাণীর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৫৬। ব্রাহ্মণ
 চোর হইলে (কুম্বকভট্টের মতে সূর্য চুরি করিলে)
 মাকড়শা, সর্প, কুকলাস, জলচরপক্ষী, কুম্ভীরাদি এবং
 পিশাচাদির যোনিতে সহস্রবার জন্মগ্রহণ করে। ৫৭।
 গুরুপত্নীতে গমন করিলে, তৃণ গুদ্রালতা কাঁচা মাংসভোজী
 পশুপক্ষী, দন্তশালী সিংহাদি এবং ত্রুরকশলীল ব্যাঘ্রা-
 দির যোনিতে শতবার জন্ম হয়। ৫৮। যাহারা জীব
 হিংসা করে, তাহারা কাঁচা মাংসভোজী জন্তু হয়। যাহারা
 অভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করে, তাহারা কুমি যোনিতে জন্ম
 গ্রহণ করে। চোরেরা (কুম্বকভট্টের মতে মহাপাতকি-
 ব্যতিরিক্ত চোরেরা) পরম্পরের মাংস ভক্ষক হইয়া
 জন্মগ্রহণ করে। চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতির জীগমন
 করিলে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। (প্রেতাত্ম্য প্রাণি
 বিশেষ। কুম্বকভট্ট)। ৫৯। পতিত ব্যক্তির সংসর্গে
 থাকিলে, পরজী গমন করিলে এবং ব্রাহ্মণের ধন (সূর্য
 ভিন্ন) অপহরণ করিলে ব্রহ্মরাক্ষস হয়। ৬০। যে
 লকল মহুয়া লোভবশতঃ মণি, মুক্তা, প্রবাল এবং
 রত্ন অপহরণ করে, তাহারা সূর্যকার হয়। (কেহ
 কেহ বলেন হেমকার পক্ষিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে)।
 ৬১। ধান চুরি করিলে ইঁহুর হয়। কাঁসা চুরি করিলে
 হাঁস হয়। জল চুরি করিলে গুব নামক পক্ষী হয়। মধু
 চুরি করিলে ডাঁশ হয়। হুঁহু চুরি করিলে কাক হয়।
 তৈলাদি রস চুরি করিলে কুকুর হয়। ঘৃত চুরি করিলে
 বেজি হয়। ৬২। মাংস চুরি করিলে গুঁহ হয়। চর্কি

চুরি করিলে পানকৌড়ি হয়। তৈল চুরি করিলে
 আরশোলা হয়। লবণ চুরি করিলে চীরাবাক নামক
 কীট হয়। দধি চুরি করিলে ক্ষুদ্র বক পক্ষী হয়। ৬৩।
 কোবেয় বস্ত্র চুরি করিলে তিত্তির পাখী হয়। কৌম
 বস্ত্র হরণ করিলে ভেক হয়। কার্পাস বস্ত্র চুরি করিলে
 কৌচবক হয়। গোরু চুরি করিলে গোধা হয়। গুড়
 চুরি করিলে বাহুড় হয়। ৬৪। সুগন্ধি দ্রব্য চুরি করিলে
 ছুঁচো হয়। পত্রশাকাদি হরণ করিলে মধুর হয়।
 সিন্দূর হরণ করিলে সজারু হয়। অগকার হরণ করিলে
 শল্যক হয়। ৬৫। আগুন চুরি করিলে বক হয়। গৃহের
 উপকরণ দ্রব্য যেমন কুলা উদ্ভূল মুখল ইত্যাদি হরণ
 করিলে মুক্তিকাদিধারা গৃহনির্মাণকারী পক্ষবান কীট
 হয়। রক্ত বস্ত্র চুরি করিলে চকোর পাখী হয়। ৬৬।
 মৃগ হস্তী চুরি করিলে নেকড়ে বাঘ হয়। ঘোড়া হরণ
 করিলে ব্যাঘ্র হয়। ফলমূল চুরি করিলে মর্কট হয়।
 জী চুরি করিলে ভামুক হয়। জল চুরি করিলে চাতক
 পাখী হয়। যান হরণ করিলে উট হয়। অস্ত্রাজ পশু
 হরণ করিলে ছাগল হয়। ৬৭।

দেখা বাইতেছে, যে যে জন্তু যে যে দ্রব্য খাইয়া
 প্রাণধারণ করে, অনেকস্থলে তজ্জগ দ্রব্য হরণ করিলে
 মানুষ সেই প্রকার কোন একটা জন্তুর যোনিতে জন্মগ্রহণ
 করে। ঋষিরা পাপের ফলভোগের নিমিত্ত এই নিয়ম
 ধরিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনেক স্থলে আবার এ
 নিয়ম নাই। শরীরের বর্ণ, বাসস্থান, স্বভাব, গানেরগত
 প্রভৃতির প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হই-
 য়াছে। যেমন, ধাতু চুরি করিলে ইঁহুর হয়। ইঁহুরেরা
 ধাতু আহরণ করিয়া প্রাণধারণ করে। মাংস চুরি
 করিলে গুঁহ হয়। তৈল চুরি করিলে তেলাপোকা হয়।
 অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে কুমি হয় ইত্যাদি স্থলে ঋষিরা
 প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভাত
 চুরি করিলে সজারু হয়। কাঁসা হরণ করিলে হাঁস হয়।
 কার্পাস বস্ত্র হরণ করিলে বক হয়। বোধ করি এ সকল
 স্থলে চুরি করা দ্রব্যের বর্ণের সঙ্গে জন্তুর গায়ের বর্ণের
 সাদৃশ্য দেখিয়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ধান
 চুরি করিলে উঁহুর হয়। অর্থাৎ মানুষ শকট হরণ করিলে
 বলিরা জন্মান্তরে তাহাকে বোকা বহিরা বেড়াইতে
 হইবে, তাই তাহার পক্ষে উঁহুর জন্ম বিহিত হইল। কোন
 কোন স্থলে আবার কিছুই মর্গ বুদ্ধিতে পারা যায় না।
 যেমন, চর্কি চুরি করিলে পানকৌড়ি হয়। সেকালে

আশুন ও জল মাহুঘের দুর্লভ সামগ্রী ছিল। কত কষ্টে অরুণি ঘষিলে আশুন উঠিত। কাজেই অগ্নি জ্বলন্ত দ্রব্য নহে। বোধ হয়, তখন এত জলাশয়ও ছিল না। তাই জলও অতি দুর্লভ সামগ্রী ছিল। তজ্জন্তই আশুন ও জল লইলে তাহা চুরির মধ্যে গণ্য হইত। চুরি করা হইলেই তাহাকে পাপ বলা যায়। কিন্তু এখন জল ও আশুন কাহারও নিকট চাহিয়া লইতে হয়, চাহিয়া না লইলে চুরি করা হয়, এমন ধারণা কাহারও নাই।

এখন সভ্যদেশ মাঝেই নীতিশাস্ত্রের বেশ অহুশীলন হইতেছে। ধর্ম কাহারে বলে এবং কি কাজ করিলে অধ্যক্ষ হয়, এ কথা কাহাকে বলিয়া বুঝাইতে হয় না। কূট তর্ক ছাড়িয়া দিলে সকলেই মনে মনে ধর্মীয় বুদ্ধিতে পারেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তির মনই সদাশূন্য; বেদ বল, বাইবেল বল, কোরাণ বল,—মনই সব। কিন্তু কূট তর্ক তুলিলে বড় গোলে পড়িতে হয়। তখন ধর্মার্থের স্বল্প তত্ত্বটুকু বুঝিয়া উঠা কঠিন। ঋষিয়ার নিরস্তিবাদীরা (Nihilists) বলে, হিতাহিত জ্ঞান, ধর্মার্থ, ভাল মন্দ সকলই শিক্ষার ফল। বাস্তবিক কিছুই নাই। বালককাল হইতে যাহাকে যেমন শিখাইবে, যেমন বুঝাইবে; সে সেই রূপ বুঝিবে, সেই রূপ শিখিবে, তাহার মনে সেই রূপ একটা দৃঢ় সংস্কার হইয়া থাকিবে। সেই সংস্কার একদেশের লোকের চক্ষে হয় ত ভাল লাগিবে, অল্প দেশের লোক তাহা দেখিয়া হয় ত শিহরিয়া উঠিবে। কাজেই কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ তাহা ঠিক হয় না।

Conscience is a mere matter of education. A Christian living in Europe, who has murdered anybody with cunning and premeditation, usually experiences a certain kind of remorse. But a Red Indian, who is every bit as much a man of flesh and blood, rejoices when he is able to surprise and slay a defenceless enemy. His conscience in no wise suffers from the act, for he has been taught from earliest youth that the more scalps he possesses, the better he will be received in the happy hunting grounds of the great Manitou. (See Nineteenth Century No. 35. January 1880.)

হিতাহিত জ্ঞান শিক্ষার ফল বৈ আর কিছুই নয়।

ইউরোপের কোন খুষ্ট-ধর্মাবলম্বী ভাবিয়া চিন্তিয়া ছলে কাহারও প্রাণ নষ্ট করিলে, অহুতাপে তাঁহার মন পুড়িতে থাকে। কিন্তু আমেরিকার গৌরবর্ণ ইণ্ডিয়ানদের ঠিক এই রক্তমাংসের শরীর, তথাপি নিরাশ্রয় শত্রুকে মারিতে পারিলে তাহাদের আহ্লাদ ধরে না। তাদৃশ নিষ্ঠুর কার্যে তাহাদের কিছুই পরিতাপ হয় না। না হইবার কারণ এই, শৈশবাবস্থা হইতে তাহারা শিক্ষা পাইয়া আসে যে, যে ব্যক্তি মাহুঘ মারিয়া অধিক মুণ্ড জড় করিতে পারে, মণিটো উপদেবতার মৃগয়া ক্ষেত্রে সেই অধিক আদর পায়।

ঋষিয়ার নিরস্তিবাদীদের এ কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, মাহুঘ চিরকাল যেমন শিক্ষা পায়, মনের ভিতর সেই রূপ একটা ধারণা হইয়া থাকে। এই পৃথিবীতে প্রবল ব্যক্তির কেবল অত্যাচার ও অত্যাচার করিতেছে, তাই লোকের দুঃখ বৈ কিছুতে স্মৃথ নাই। দুঃখ ঘটিলে প্রবল লোকের আলায় তাহার প্রতিকার হয় না। তাই মাহুঘে ধর্ম ধর্ম করিয়া একটা কাল্পনিক উপায় দ্বারা মনকে প্রবোধ দেয়। এই রূপ কূট তর্ক তুলিয়া নিরস্তিবাদীরা ধর্মার্থ স্বীকার করে না।

অধর্মচারিন্ (ত্রি) ধর্মঃ চরতি অন্তর্ভুক্তি চর-গিনি। ন ধর্মচারী ৬-তৎ। পাপাচারী। যে ধর্মের অহুষ্ঠান করেন। অধর্মময় (ত্রি) অধর্মঃ প্রকৃতঃ, প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্। *। তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্। পা ৫। ৪। ২১। প্রকৃত উপাধিক অর্থে বর্তমানে স্বার্থ শব্দের উত্তর ময়ট্ প্রত্যয় হয়। প্রাচুর্য্যেণ প্রস্তুতম্ প্রকৃতম্। প্রচুর রূপে প্রস্তুতকে প্রকৃত কহে।

পাপময়। প্রচুর পাপযুক্ত। পাপপূর্ণ। জী-অধর্মময়ী। ময়ট্ প্রত্যয়ে টকার ইৎ হইয়াছে। টকার ইৎ হইলে জীলিঙ্গে ভীপ্ (জি) হয়।

অধর্মাত্মন (ত্রি) অধর্ম প্রধানঃ আত্মা যন্ত। অত্যন্ত অধর্মচারী। মহা পাপিষ্ঠ।

অধর্মিন্ (ত্রি) অধর্ম-অন্ত্যার্থে ইনি। অধাশ্মিক। অধর্মাত্মা। পাপাচারী।

অধর্মিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়নে অধর্মী ইষ্টন্ ভবাদ্ টলোপঃ।

*। অতিশয়নে তমবিষ্ঠনো। পা ৫। ৩। ৫৫। অতিশয়নবিশিষ্ট অর্থে বর্তমানে প্রাতিপদিকের উত্তর স্বার্থে তমপ্ ও ইষ্টন্ প্রত্যয় হয়। অতিশয়ন শব্দের অর্থ প্রকর্ষ।

অতিশয় পাপযুক্ত। অতিশয় অধর্মশীল।

অধর্ম্য (ত্রি) ন ধর্ম্য হিতম্ যৎ। পাপাচারক।

অধবা (স্ত্রী) ন বিদ্যমানো ধবঃ পতিৰ্যজাঃ। বহুব্রী।
বিধবা স্ত্রী। মৃতভর্তৃকা।

অধশ্চর (পুং) অধঃ অধোভাগে ধনিয়া চরতি গৃহং
প্রবিশতি চরু-অচ। সিঁদেল চোর। অধোগামী।

অধশ্চোর (পুং) অধঃ অধোভাগে ধনিয়া চোরয়তি চোর
এব স্বার্থে অণ্। সিঁদেল চোর। যে ঘরের ভিত কাটিয়া
চুরি করে।

পূর্বে ভারতবর্ষে সকল বিদ্যারই বেশ উন্নতি হইয়া-
ছিল। লোকে বলে—‘চোর বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না
পড়ে ধরা।’ তখন এ দেশে চোর বিদ্যারও বেশ উন্নতি
হইয়াছিল। চোরেরা অনেক হিসাব পত্র করিয়া বৈজ্ঞা-
নিক উপায় দ্বারা গৃহস্থের ঘরে সিঁধ কাটিতে বসিত।
মৃচ্ছকটিক একখানি অতি প্রাচীন নাটক। ইহাতে সিঁধ
কাটিবার আশ্চর্য্য কৌশল লিখিত হইয়াছে। শরিলক
এক জন বিপুল ব্রাহ্মণসন্তান। কিছু সন্নিহিত নামে
বেঞ্জার প্রতি তাহার মন পড়িয়াছিল, কাজেই ধন চাই।
তজ্জন্ম সে দরিদ্র চারুদত্তের ঘরে সিঁধ কাটিতে গেল।
গিয়া প্রথমে সিঁধদ্বারা বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিল।
তাহার পর ভাবিতেছে—

বৃক্ষবাটিকা-পরিসরে সন্ধিং কৃষা প্রবিষ্টোহ্মি মধ্য-
মকং তাবৎ; ইদানীং চতুঃশালকমপি দৃশ্যামি। তৎ
কস্মিন্দুশে সন্ধিমুৎপাদয়ামি?

দেশঃ কোমুজলাবসেক শিগিলো যস্মিন শব্দো ভবে-
ত্তিত্তীনাঞ্চ ন দর্শনান্তরগতঃ সন্ধিঃ করালো ভবেৎ,
ক্ষারক্ষীগতয়া চ লোষ্টককৃশং জীর্ণং ক হৃদ্যাং ভবেৎ,
কস্মিন্ স্ত্রীজন দর্শনঞ্চ ন ভবেৎ স্তাদর্শসিদ্ধিঞ্চ মে।

ভিত্তিং পরামুশু নিত্যাদিধ্যদর্শনোদকসেচনেন দৃষ্টি-
ভয়ং ভূমিঃ, ক্ষারক্ষীণা, মৃষিকোৎকরশ্চেহ, হস্তসিদ্ধো-
হ্মমর্থঃ। প্রথমমেতৎ স্বন্দপুত্রাণাং সিদ্ধিলক্ষণম্। অত্র
কর্ম্মপ্রারম্ভে কীদৃশমিদানীং সন্ধিমুৎপাদয়ামি। ইহ খলু
ভগবতা কনকশক্তিনা চতুর্নিধঃ সন্ধ্যাপায়ো দর্শিতঃ।
তদ্যথা,—পকেষ্টকানামাকর্ষণম্, আয়েষ্টকানাচ্ছেদনং,
পিণ্ডময়ানাং সেচনং, কাঠময়ানাং পাটনযিতি; তদত্র
পকেষ্টকে ইষ্টিকাকর্ষণং তত্র—

পদ্মব্যাকাশং, ভাস্করং, বালচন্দ্রং,
বাসীবিকীর্ণং, স্তম্ভিকং, পূর্ণকুণ্ডং,
তৎকস্মিন্ দেশে দর্শয়াম্যাম্বশিন্নং,
সৃষ্টা যোয়ং বহিঃস্থয়ং বাস্তি পোরাঃ।
তদত্র পকেষ্টকে পূর্ণকুণ্ডং এব শৌরভে। তসুৎ

পাদয়ামি। নমো-স্বরদার-কুমারকার্ত্তিকেশ্বর, নমঃ
কনকশক্তয়ে, ব্রহ্মণ্যায় দেবায় দেবব্রতায়, নমো ভাস্কর-
নলিনে, নমো যোগাচার্য্যায়, যজ্ঞাহং প্রথমঃ শিষ্যঃ।
তেন চ যোগরোচনা মে দৃষ্টা।

অনরা হি সমালকং ন মাং ব্রহ্মস্মি রক্ষিণঃ।

শত্ৰুঞ্চ পতিতং গাজে কৃষ্ণং নোৎপাদয়িষ্যতি।

তথা করোতি। ধিক্ কষ্টম্? প্রমাণহৃতং মে বিশ্ব-
তম্? আং, ইদং যজ্ঞোপবীতং প্রমাণহৃতং ভবিষ্যতি।
যজ্ঞোপবীতং হি নাম ব্রাহ্মণস্ত মহত্বপকরণদ্রব্যম্। বিশ্বে-
ষতোহ্মম্বিধস্ত কৃতং?

এতেন মাণয়তি ভিত্তিমু কৰ্ম্মমার্গ—

মৈতেন মোচয়তি ভূষণসম্প্রয়োগান্,

উদঘাটকো ভবতি মনুদ্রে কপাটে,

দষ্টস্ত কীটভূজগৈঃ পরিবেষ্টনঞ্চ।

মাণয়িত্বা কর্ম্ম সমারোভে। তথা কৃষাবলোক্য চ।

এক লোষ্টাবশেষোহয়ং সন্ধিঃ। ধিক্ কষ্টম্! অহিনা
দষ্টোহ্মি। (যজ্ঞোপবীতেনাসুলিং বদ্ধা বিষবেগং
নাটয়তি)। চিকিৎসাং কৃষা স্বহোহ্মি। পুনঃ কর্ম্ম
কৃষা দৃষ্টা চ। অয়ে অলতি প্রদীপঃ! পুনঃ কর্ম্ম কৃষা—
সমাগ্নোহয়ং সন্ধিঃ। ভবতু, প্রবিশামি। অথবা ন
তাবৎ প্রবিশামি, প্রতিপুরুষং প্রবেশয়ামি। তথা
কৃষা,—অয়ে ন কচিৎ। নমঃ কার্ত্তিকেশ্বর। প্রবিশু
দৃষ্টা চ। অয়ে পুরুষবয়ং স্তপ্তং। ভবতু, আত্মরক্ষার্থং
দারমুখ্যাটয়ামি। কথং জীর্ণতাং গৃহস্ত বিরোতি কপাটঃ।
তৎ তাবৎ সলিলমমেষয়ামি। ক মু খলু সলিলং গৃহিত্বা
ক্ষিপন্ সশঙ্কং। মা তাবৎ ভূমৌ পতৎ শব্দমুৎপাদয়েৎ।
ভবতু এবং তাবৎ। পৃঠেন প্রতীক্য কপাটমুদঘাট্য,—
ভবতু এবং তাবৎ। ইদানীং পরীক্ষে, কিং লক্ষ্যস্তপ্তমৃত
পরমার্থস্তুপ্তমিদং দ্বয়ং। জ্ঞাসয়িত্বা পরীক্য চ। অয়ে
পরমার্থস্তুপ্তেনানেন ভবিতব্যম্। তথাহি—

নিখাসোহস্ত ন শক্তিঃ, অবিশদঃ স্নানান্তরং বর্জতে।

দৃষ্টির্গাঢ়-নির্মীলিতা, ন বিকলা-নাতান্তরঞ্চঞ্চলা,

গাজং স্তপ্তশরীরসন্ধিশিথিলং, শব্যাপ্রমাণাধিকং,

দীপকপি ন মর্ষয়েদভিমুখং স্ত্রাক্ষ্যাহুণং বধি।

আমি বাগানে সিঁধ কাটিয়া মাথের মহলে প্রবেশ
করিয়াছি। এখন ঘরে সিঁধ কাটিতে হইবে। কিন্তু
ঘরের কোন্ স্থানটার সিঁধ কাটা যায়? যেউপরে যে
স্থানে সর্বদা জলের বাটা লাগিয়া যায়। আদ্য বইবা
গিয়াছে, সেখানে সিঁধ কাটিলে শল হইবে না। অতঃ

ভিত সম্মুখে না পড়িলে গর্তও বেশ বড় হইবে। দেউলের কোন্ স্থানটায় লোণা ধরাতে ভিত জীর্ণ ও ক্ষয় হইয়া গিয়াছে? আর কোন্ স্থানে সিঁধ কাটিলে জীলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না, অথচ আমারও কার্য্য-সিদ্ধি হইবে।

দেউলে হাত বুলাইয়া বলিল,—এই যে এই জাগাটায় প্রতিদিন রৌদ্ররশ্মি লাগে তাই এ স্থানটা নষ্ট হইয়াছে, এ স্থানটা লোণা লাগিয়া ক্ষয়িয়া গিয়াছে। এ স্থানটায় ইঁচুরে গর্ত করিয়াছে। যা হোক, কাজ কলিয়াছে তাহাতে ভুল নাই। চোরদের কার্য্যসিদ্ধির এইটাই প্রথম লক্ষণ। এখন কাজ আরম্ভ করিয়া দিই, কিন্তু গর্তটা কি প্রকার কাটা যায়? ভগবান্ কনকশক্তি চারি প্রকার সিঁধগর্তের উপায় বলিয়াছেন। পাকা ইটের ঘর হইলে ইট খুলিয়া বাহির করিতে হয়; কাঁচা ইটের গাঁথনী হইলে ইট কাটিয়া বাহির করা চাই; চাবড়া মাটির দেউল হইলে তাহাতে জলসেঁচিয়া দিবে; ক'ঠের ঘর হইলে বিদারণ করিবে। এটী পাকা ইটের ঘর, অতএব ইট খুলিয়া বাহির করা চাই।

কিন্তু সিঁধ গর্তও ত অনেক রকম আছে। পদ্মের মত, ভাস্করের মত, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, দীর্ঘাকার, স্বস্তিকের মত ও পূর্ণকুন্তের মত। এখন আমি কোন্ খানে আপনার গুণপনা দেখাইব যে, কালি সহরের লোকেরা দেখিয়া বিস্ময়াগ্ন হইবে? এই পাকা ইটের ঘরে পূর্ণ কুন্তাকার গর্তই বেশ শোভা পাইবে। অতএব সেই রকম গর্তই কাটি।

বরদাতা কুমার কার্তিকেয়কে নমস্কার। কনকশক্তিকে নমস্কার। ব্রহ্মণ্যদেব দেবব্রতকে নমস্কার, ভাস্করনন্দিকে নমস্কার, যোগাচার্য্যকে নমস্কার। আমি তাহার প্রথম শিষ্য। তিনি তুষ্ঠ হইয়া আমাকে যোগ-রোচনা দিয়াছেন। ইহা গারে মাথিলে নগররক্ষকেরা আমাকে দেখিতে পাইবে না এবং গারে অস্ত্র মারিলে আঘাত লাগিবে না। এই কথা বলিয়া শর্কিলক গারে যোগরোচনা মাথিল। মাথিয়া বলিল,—এই যা! সিঁধ গর্ত স্থাপিবার দড়ীটা বে ভুলিয়া আসিয়াছি। তাহার পর কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিল, তা হউক,—আমার এই যজ্ঞোপবীত দিয়া মাপ করিলেই হইবে। ব্রাহ্মণের পৈতৃটা ভারী দয়াকরী জিনিষ। বিশেষতঃ আমার মত ব্রাহ্মণের ইহা অনেক কাজে লাগে। ইহা দ্বারা সিঁধ গর্তের মাপ করা যায়; ইহাডে অলঙ্কার খুলিয়া

লওয়া যায়, দ্বার দৃঢ়বদ্ধ থাকিলে ইহা দ্বারা কপাট খুলিতে পারা যায়, এবং সাপে কি বিছার কামড়াইলে ইহাতে তাগা বাঁধা যায়।

তাহার পর সিঁধের স্থান মাপিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। গর্ত পানে চাহিয়া বলিল, আর একখানা ইট বাকি আছে, তাহা হইলেই সিঁধ ফুটিয়া যায়। উঃ একি হইল, সাপে কামড়াইল যে? পরে যজ্ঞোপবীত দ্বারা অঙ্গুলি বাঁধিল, কিন্তু জালায় শরীর পুড়িতে লাগিল। তাহার পর চিকিৎসার দ্বারা সুস্থ হইয়া সিঁধ ফুটাইল। দেখে ভিতরে প্রদীপ জলিতেছে। শেষে গর্ত প্রশস্ত করিয়া ভাবিল, এই বার তবে প্রবেশ করি। না, একেবারে প্রবেশ করিয়া কাজ নাই, প্রথমে একটা মুরদ (প্রতিপুরুষ) প্রবেশ করাইয়া দেখি। কৈ কেহ নাই। কার্তিকেয়কে নমস্কার। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, দুই জন পুরুষ ঘুমাইতেছে। তা হউক, আগে আত্মরক্ষার নিমিত্ত দ্বারটা খুলিয়া রাখি। দ্বার জীর্ণ হইয়াছে, কপাটে শব্দ হইতেছে, একটু জল কোথা পাই খুঁজিয়া দেখি। জল লইয়া সাবধানে কপাটে ছিটাইয়া দিল। পাছে মাটিতে পড়িলে শব্দ হয়, তাই পিঠের ঠেস দিয়া কপাট খুলিল। যাহা হউক, এখন এ দুই জনে যথার্থ ঘুমাইতেছে কি না দেখা চাই। অনন্তর ভয় দেখাইয়া বুঝিল তাহার। যথার্থই ঘুমাইতেছে। ইহাদের নিশ্বাস পড়া দেখিয়া বোধ হয় না যে, ইহার। ভয় পাইয়াছে। কেন না, বেশ স্পষ্ট ও বিলম্বে বিলম্বে নিশ্বাস পড়িতেছে। চক্ষু গাঢ়রূপ মুদ্রিত হইয়া আছে এবং তারাও চঞ্চল বলিয়া বোধ হয় না। দেহের সন্ধিস্থান শিথিল হইয়া গিয়াছে; শয্যা ছাড়িয়া হাত পা মেলিয়া পড়িয়া আছে। সত্য সত্য না ঘুমাইলে চক্ষে কখন প্রদীপের আলো সঙ্ক হইত না।

মৃচ্ছকটিক অতি প্রাচীন পুস্তক। শর্কিলকের কথা শুনিয়া জানা যাইতেছে, পূর্বকালে এদেশের চোরের। আপনাদের ব্যবসায় বেশ ভাল রূপ বৃদ্ধি। একটা গ্রাম্য গল্প প্রচলিত আছে যে, আকাশ হইতে বাজ পড়ে। সেই বাজ কলা গাছে কিবা সার গাণ্ডিতে পড়িলে আর উঠিয়া যাইতে পারে না, বিধিয়া থাকে। সিঁধেল চোরের। তাহারই লোহে সিঁধকাটা প্রস্তুত করাইয়া থাকে। এই গল্পের উৎপত্তি কি রূপে হইল তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। কার্মারের লোকানের পাশে একটা করিয়া জানালা থাকে। কথিত আছে,

সিঁদেল চোরেরা নাকি সেই জানালার ভিতর দিয়া রাজিকালে লৌহ ও বাণির পরসী ফেলিয়া রাখে। কামার সঙ্কেতে বুঝিতে পারে যে, কোন চোরের সিঁদ কাটার প্রয়োজন হইয়াছে। সে গোপনে একটা সিঁদ-কাটা গড়িয়া সেই জানালার রাখিয়া দেয়। সিঁদেল চোর রাত্রিতে আসিয়া আপনার অস্ত্রটী লইয়া যায়। তাই একটা চলিত কথা আছে,—‘চোরে কামারে দেখা নাই কাজ হইল কাঁকে কাঁকে’। [ইহার অস্ত্রান্ত বিবরণ সিঁদশব্দে দেখ]।

অধশ্শিরস্ (ক্লী) অধঃ অধোবর্তি শিরঃ মন্তকং বস্ত্র। অবাঙমন্তক।

অধন (অব্য) অধর অসি। *। পূর্বাধরাবরণামসি পুর-ধবশ্চেষাম্। পা ৫। ৩। ৩৯। অস্ত্রাতি অর্থে পূর্ক, অধর এবং অবর শব্দের উত্তর অসি প্রত্যয় বিহিত হয়। আর পূর্বাধি শব্দের স্থানে যথাক্রমে পূর্, অধ ও অব্ আদেশ হইয়া থাকে। পাতাল। তল। নীচ। অধোভাগ, যোনি।

অধস্তন (ত্রি) অধোভবঃ অধম-তু্য তুট্ চ। [অদ্যতন শব্দে সূত্র দেখ]। অধোভাব। নিম্নগত।

অধস্তম্য, অধস্তর্য (অব্য) অতিশয়েন অধঃ তমপ্ তরপ্ আমু। *। কিমেত্তিওব্যবদাদ্যদ্রব্যপ্রকর্ষে। পা ৫। ৪। ১১। কিম্, একরাস্ত, তিঙস্ত এবং অব্যয় পরে অতিশয় অর্থে যে ঘ সংজ্ঞক প্রত্যয় হইয়া থাকে সেই ঘ প্রত্যয়ান্ত শব্দের পর আমু প্রত্যয় হয়। কিন্তু সেই অতি-শয় কোন দ্রব্য বিষয়ে হইলে অর্থাৎ গুণ কিম্বা ক্রিয়া ভিন্ন অস্ত্র বিষয়ে হইলে উক্ত আমু প্রত্যয় হইবে না। তরপ্ এবং তমপ্ প্রত্যয়কে ঘ সংজ্ঞা কহে। (তরপ্-তমপো ঘঃ। পা ১। ১। ২২।)।

অত্যস্ত অধোভাগ। অত্যস্ত নীচে। দ্রব্য বুঝাইলে আমু প্রত্যয় হইবে না, যেমন—অধস্তর দেশ।

অধস্তাৎ (অব্য) অধর-অস্ত্রাতি অধ্ আদেশঃ। [অধম্ শব্দে সূত্র দেখ]। আধোভাগ। পশ্চাভাগ। রতিগৃহ।

অধম্পাদ (ক্লী) অধোবৃত্তি পদম্। নিম্নপদ।

অধামার্গব (পুং) ন দীযতে অধাঃ তাদৃশং মার্গং বাতীতি বা-ক। ধমার্গব বৃক্ষ। অপমার্গ বৃক্ষ। আপাঙ্ গাছ।

অধাশ্মিক (ত্রি) ধর্মং চরতি আসেবতে ঠক্ ইতি ধাশ্মিক-স্ততো বিরোধার্থে নঞ-তৎ। *। ধর্মং চরতি। পা ৪। ৪। ৪১। ধর্মশব্দের পর ষিটীয়াসমর্থে সেবা এই অর্থে ঠক্ প্রত্যয় হয়। *। অধর্মাচ্চেতি বক্তব্যম্। (কীত্যা-রস)। অধর্মশব্দের উত্তরও ঠক্ প্রত্যয় হয়। অধর্ম-

ঠক্ আধাশ্মিক। অধর্মী। অধর্মাচ্ছ। পাপী। আধাশ্মিক। অধি (অব্য) ন ধা-কি। অধিকার। ঐশ্বর্য। স্বয়। উপরিভাগ। ঈশ্বর। অধিক। ইহা প্রোদি-উপসর্গের মধ্যে একটা উপসর্গ। *। অধিরীশ্বরে। ১। ৪। ১৭। স্বয়ামি সম্বন্ধে অধি এই অব্যয়ের কর্ণপ্রবচনীর সংজ্ঞা হইয়া থাকে। *। অস্ত্রাদধিকং বস্ত্র চেধরবচনং তত্র সপ্তমী। পা ২। ৩। ১৯। বাহার চেয়ে অধিক এবং বাহার স্বয়ামি স্বয়াম কর্ণপ্রবচনীর যুক্তে সেখানে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন, অধি ব্রহ্মদত্তে পঞ্চালাঃ। *। বিভাষা কৃষ্ণি। পা ১। ৪। ১৮। ঈশ্বরার্থে কৃ ধাতুর সঙ্গে অধি এই অব্যয়ের বিকল্পে কর্ণপ্রবচনীর সংজ্ঞা হয়। ‘অধিঃ অধ্যয়নৈশ্বর্যবশিষ্টম্বরপাধিকেন্’। (ইতি গণ্যরত্নম্)।

অধি (পুং) আধীযতে হুঃধমনেন। আধি। মনঃপীড়া। অধিক (ত্রি) অধ্যাক্রুত এব স্বার্থে কন্ উত্তরপদলোপচ। অতিরিক্ত। প্রধান। অসাধারণ। অনেক। কাব্য-শাস্ত্রের অর্থালঙ্কার বিশেষ।

মহতোর্ম্মহীরাংসাধাপ্রিতাশ্রয়য়োঃ ক্রমাৎ।

আশ্রয়াশ্রয়িণৌ স্নাতাঃ তহুঃস্বৈপাধ্যিকস্ত তৎ।

আশ্রিতমাধেয়ম্, আশ্রয়স্তাদাধারঃ, তয়োর্মহতোরপি বিষয়ে তদপেক্ষা তন্ অগ্যাশ্রয়াশ্রয়িণৌ প্রস্তুত বস্ত্র-প্রকর্ষবিবক্ষয়া যথাক্রমে যৎ অধিকতরতাং ব্রজতঃ।

আধার এবং আধেয়কে প্রথমে বড় বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাহার পর ছোট আধেয় বা ছোট আধারকে তদপেক্ষা মহত্তর বলিয়া বর্ণনা করা যায়, তাহা হইলেই অধিক অলঙ্কার হয়।

যুগান্তকাল প্রতিসংস্কৃত্যনো জগন্তি বস্তাঃ

সবিকশমাসত।

তনৌ মমুস্তত্র ন কৈটভবিবস্তপোখনাত্যাগম

সম্ভবা নুদঃ। মাঘ। ১। ২৩।

প্রলয়কালে যিনি আপনাতো জীব সকলকে সংহত করিয়া লইয়াছিলেন, সেই কৈটভার জীকৃকের বে শরীরে সমস্ত জগৎ বিলীন হইয়াও স্থান ছিল, তৎপোখন নারদের আগমন জনিত আনন্দ সে শরীরে আর ধরিল না।

এখানে জীকৃকের শরীর আধার। এখনে সেই আধারকে এত বড় করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সমস্ত জগৎ তাহাতে লীন হইয়াছিল। পরে নারদের আগমন জনিত আনন্দ আধেয়। সেই আধেয়কে

আবার এত বড় করিয়া বলা হইল যে, যে শরীরে জগতের স্থান হইয়াছিল সে শরীরে আনন্দ ধরিল না, তাহা একেবারে উথলিয়া উঠিল।

যুগান্ত ইত্যাদি মাতের শ্লোকটি কাব্যপ্রকাশের অধিক অলঙ্কারের উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কিন্তু মাতের টীকায় মলিনাথ উহাকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ‘কবিপ্রোঢ়ো-ক্তিসিদ্ধান্তিশয়েন স্বতঃ সিদ্ধান্তভেদেনাধ্যাবসিদ্ধান্তি-শয়োক্তিঃ সা চ সুদামন্তঃ সম্বন্ধোক্ত্যা সম্বন্ধরূপা।’ এই শ্লোকটি উভয় অলঙ্কারেই বেশ খাটিতেছে।

অহো বিশালং ভূপাল ! ভুবনত্রিতয়োদরম্।

মাতি মাতুমশক্যোহপি যশোরশির্ষদজ্র তে।

হে মহারাজ ! আপনার যশোরশি অপরিমিত হইলেও ত্রিভুবনের উদর এত বৃহৎ যে, উহাতে তাহার পরিমাণ করা যাইতেছে।

এখানে যশোরশি আধেয়। প্রথমে ইহাকে এত বড় করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, ইহার পরিমাণ করা যায় না। পরে ত্রিভুবন আধেয়। ইহাকে আবার এত বড় করিয়া বর্ণনা করা হইল যে, সেই অসীম যশোরশিকে ইহা ধারণ করিতে পারে।

ভ্রামরমতে,—হেতু-উদাহরণ অধিক। অধিক হেতু আদি কথন।

অধিকতর (ত্রি) অধিক-তরপ্। দুইয়ের মধ্যে একটি বেশী অধিক। উৎকৃষ্ট, অত্যন্ত উৎকৃষ্ট।

অধিকতম (ত্রি) অধিক-তমপ্। অনেকের মধ্যে একটি বেশী অধিক। অত্যন্ত উৎকৃষ্ট।

অধিকন্তু (অব্য) অধিকং তু। আরও।

অধিকমান (পুং) কর্মধা०। [মলমাস দেখ]।

অধিকরণ (ক্রী) অধি-কৃ-লুট। আধার, ব্যাকরণমতে—

১। *। আধারোহধিকরণম্। পা ১। ৪। ৪৫। কর্তা এবং কর্মের ক্রিয়ার যে আধার তাহাকে অধিকরণ কারক কহে। যেমন, কটে আস্তে। তিনি মাছেরে বসিয়া আছেন। এখানে তিনি কর্তা। এই কর্তার বসারূপ যে ক্রিয়া তাহার আধার ‘কট’। তজ্জন্ত কট অধিকরণ কারক হইয়াছে। পুনশ্চ, স্থালাং পচতি। স্থালীতে পাক করিতেছে। এখানে অন্নাদির পাক ক্রিয়ার আধার স্থালী। তজ্জন্ত স্থালী অধিকরণ কারক হইয়াছে।

ঔপপ্লৈবিকো বৈষয়িকো হিভ্যাপকশ্চেত্যাধারক্রিয়া (ভট্টোজিদীকৃতঃ)। আধার তিন প্রকার—১ ঔপ-

প্লৈবিক। ২—বৈষয়িক। ৩—অভিব্যাপক। কোন অবয়বে সংযোগ থাকিলে তাহাকে ঔপপ্লৈবিক আধার কহে। যেমন, কটে আস্তে। তিনি মাছেরে বসিয়া আছেন। যাহাতে কোন বিষয়ের বোধ হয় তাহাকে বৈষয়িক আধার কহে। যেমন, মোক্ষে ইচ্ছাস্তি। মোক্ষে তাঁহার ইচ্ছা আছে। অর্থাৎ মোক্ষে তাঁহার ইচ্ছার বিষয়। যেখানে আধারে আধেয় বস্তু সম্পূর্ণ রূপে ব্যাপ্ত হয়, তাহাকে অভিব্যাপক কহে। যেমন, হৃৎকে মাধুর্যমস্তু। হৃৎকে মাধুর্য আছে। এখানে মাধুর্য ঔপ সমস্ত হৃৎকেই ব্যাপ্ত হইয়া আছে। বোপদেবের মতে আধার চতুর্বিধ। সামীপ্যাপ্লৈববিষয়ৈব্যাপ্ত্যাধার-শ্চতুর্বিধঃ। সামীপ্য। আপ্লৈব। বিষয়। ব্যাপ্তি। সামীপ্য অর্থাৎ সমীপের ভাব। গঙ্গারায় ঘোষঃ। গঙ্গার সমীপে অর্থাৎ লক্ষণবারা তীরে যে ঘোষ বাস করে। আপ্লৈব অর্থাৎ একদেশ সম্বন্ধ। কাননে বসতি। বনে বাস করে অর্থাৎ বনের একদেশে। ধনে স্পৃহা। অর্থাৎ ধনবিষয়ে স্পৃহা। সকলে স্থিতঃ। অর্থাৎ সকল জগৎ ব্যাপিয়া যিনি আছেন।

১। *। সপ্তম্যধিকরণে। পা ২। ৩। ৩৬। অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়।

ছায় মতে বিষয়াদি পঞ্চাঙ্গের বিবেচনাত্মক শাস্ত্র।

বিষয়োবিশয়শ্চেব পূর্বপক্ষস্তথোত্তরম্।

নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রে হধিকরণং স্মৃতম্।

বিষয়, বিষয়, পূর্বপক্ষ, উত্তর এবং নির্ণয় এই পঞ্চাঙ্গকে অধিকরণ কহে। ১ বিষয়—অর্থাৎ বিচারের যোগ্য বাক্য। ২ বিষয়—ইহার এই অর্থ কিবা ও রূপ নহে, এই সংশয়কে বিষয় কহে। ৩—প্রকৃত অর্থের বিরোধী তর্ককে পূর্বপক্ষ কহে। ৪—কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে হইলে তাহার অঙ্গকূলে যে সকল তর্ক করা যায়, তাহার নাম উত্তর। ৫ নির্ণয়—মহাবাক্যার্থের তাৎপর্য নিশ্চয়কে নির্ণয় কহে। ‘এবং ক্রমেণ বিবেচন-মত্ৰাধিক্রিয়তে’ ইত্যধিকরণম্। (ইতি তিথ্যাদিতত্ত্ব)। উক্ত পঞ্চাঙ্গের বিচার আছে বলিয়া ঐ বিষয়াদিবিবেচন শাস্ত্রের নাম অধিকরণ হইয়াছে।

অধিক্রিয়তে হধীবিচারোহগ্নিম্নেনেনতি বা অধি-করণম্। বেদবিচারাত্মক গ্রন্থমীমাংসা বিশেষ। ইহা দুই প্রকার। কর্মমীমাংসা এবং ব্রহ্মমীমাংসা। জৈমিনি প্রণীত কর্মমীমাংসাই কর্মকাণ্ডের বেদবিচার গ্রন্থ। ইহাকে পূর্বমীমাংসা কহে। আর, বেদব্যাস প্রণীত

ব্রহ্মমীমাংসা ব্রহ্মকাণ্ড বেদবিচারগ্রন্থ। ইহাকে উত্তর মীমাংসা কহে।

অধিকরণতা (ক্রী) অধিকরণ-তন্। ভ্রায় মতে—প্রতীতি সাক্ষিক ধর্মবিশেষ। যথা—ঘটৎ ভূতলে ইত্যাদিতে ভূতলে ঘটের অধিকরণতা বুঝাইতেছে। অধিকরণমিতি প্রতীতি সাক্ষিকো ধর্মবিশেষঃ। (ভীমাচার্য্যঃ)।

অধিকরণবিচাল (পুং) অধিকরণস্থ বিচালঃ অস্তথা-করণম্ বি-চল-ঘঞ। ৬ তৎ। জবোর অবহাস্তর করা। সংখ্যাস্তর করা। একটি রাশিকে অনেক ভাগ করা কিম্বা অনেক রাশিকে এক ভাগ করা। একটি রাশিকে পঞ্চ-ভাগ করা হইল, কিম্বা পঞ্চ ভাগকে এক ভাগ করা হইল, ইহাকে অধিকরণের সংখ্যাবিচাল কহে। *। অধিকরণবিচালে চ। পা ৫। ৩। ৪৩। ইহার পূর্ষ হৃত্রে কথিত হইয়াছে—*। সংখ্যায়া বিধার্থে ধা। পা ৫। ৩। ৪২। সংখ্যাবাচী প্রাপ্তিপদিকের উত্তর বিধা অর্থাৎ প্রকার বুঝাইলে বর্তমানে স্বার্থে ধা প্রত্যয় হয়। (ইহা সকল ক্রিয়াবিসয়েই গৃহীত হইয়া থাকে)। যেমন, একধা, দ্বিধা, চতুর্ধা ইত্যাদি। তাহার পর কথিত হই-তেছে যে,—অধিকরণ অর্থাৎ দ্রব্য তাহার বিচাল অর্থাৎ সংখ্যাস্তর করা এই অর্থেও সংখ্যার উত্তর ধা প্রত্যয় হয়। যথা কাশিকা—অধিকরণং দ্রব্যং, তস্ত বিচালঃ সংখ্যাস্তরাপাদনম্। একং রাশিং পঞ্চধা কুরু। অষ্টধা কুরু। অনেকমেকধা কুরু।

অধিকরণসিদ্ধান্ত (পুং) ভ্রায় মতে—যাহার সিদ্ধিতে অস্ত প্রকরণের সিদ্ধি হয়। যন্তার্থস্ত সিদ্ধৌ ভ্রায়মানায়া-দেবান্তস্ত প্রকরণস্ত প্রস্তুতস্ত সিদ্ধির্ভবতি সঃ। (গো-বুং ১। ১। ৩০।)।

অধিকরণিক (পুং) অধিকরণ-ঠন্ অধিকরণম্ ধর্মাদি-করণম্ আশ্রয়তয়া অস্তি অস্ত। বিচার করিবার নিমিত্ত ধর্মাদিকরণ মণ্ডপে নিযুক্ত প্রাণ্ড বিবাক। বিচারপতি। অধিকর্ম, অধিকর্মন্ (অব্য) কর্মণি বিভক্ত্যর্থো অব্যায়ী-বা অচ্ সমাস। কর্মাদিকৃত। অধিকং কর্ম প্রাদি সৎ। অধিক কর্ম। বহুব্রী (ত্রি) অধিক কর্মগুণত।

অধিককর্মকর (ত্রি) অধিকং কর্ম তৎ করোতীতি কৃ-আহুলোম্যাদৌ ট। [অতুপ্তিকর শব্দে ইহার হৃত্র দেখ]। দাস বিশেষ। সেবক বিশেষ। গুপ্তক বিশেষ।

অধিককর্মকৃত (ত্রি) অধিকং কর্ম অধিকর্ম তৎ কৃতং যেন, নিহাত্তস্ত পরনিপাতঃ। দাস বিশেষ। গুপ্তক বিশেষ।

অধিকর্ষিক (পুং) অধিকৃত্য হট্ কণ্ঠে হ্রস্ব-অধিকর্ষ-

ঠন্। হাটের অধ্যক্ষ। হাটের দারগা। *। অধিকর্ষ-শিত্ত্বলংকর্ম্মালংপুরুষাধ্যস্তরপদাৎখঃ। ৫। ৪। ৭। অধিকর্ষ, আশিতক, অলংকর্ম্ম, অলংপুরুষ এই সকল শব্দের পর এবং উত্তর পদে অধি থাকিলেও স্বার্থে ধ প্রত্যয় হয়। স্বার্থে অস্তান্ত প্রত্যয়ও বিহিত হইতে পারে।

অধিকার (ক্রী) অধিকোহঙ্গাৎ। বোদ্ধাদের হৃদয়ে দৃঢ় রূপে কবচ বাধিবার জন্ত পট্টিকাদি। কোমর বন্ধ। অধিকমঙ্গং যন্ত বহুব্রী। (ত্রি) অধিক অঙ্গযুক্ত। বিংশতি অতিরিক্ত অঙ্গল্যাঙ্গি অঙ্গযুক্ত।

অধিকার (পুং) অধি-কৃ-ঘঞ। অধিকার এই প্রকার দীর্ঘ ঙ্কারও হয়। [তাহার হৃত্র অতিসার শব্দে দেখ]। স্বামিত্ব। আধিপত্য। নিয়োগ অর্থাৎ কর্তব্য কর্ম্ম। আরম্ভ। অমুষ্ঠান। স্বীকার। দখল করা। প্রকরণ। পদ। রাজাদের ছত্রাদি ধারণ। ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ অমু-বৃত্তির সম্বন্ধ।

কশিচৎ কাস্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ। মেঘ। আপনার নিয়োগ হইতে প্রমত্ত হইয়া ইত্যাদি। এখানে অধিকার শব্দে নিয়োগ বুঝাইতেছে। (স্বাধিকারঃ অনিয়োগাৎ ইতি মল্লিনাথঃ)। ব্যাকরণের অমুবৃত্তির সম্বন্ধ এই রূপ,—পাগিনি ৪ চতুর্থ অধ্যায়ের ৪ চতুর্থ পাদের ৭৫ পঁচাত্তর হৃত্রে এই নিয়ম করিলেন—প্রাগ্-বিতাদ্যৎ। (প্রাক্ হিতাৎ ঘৎ)। অর্থাৎ ৫ পঞ্চম অধ্যা-য়ের ১ প্রথম পাদের ৫ পঞ্চম হৃত্রে লিখিত হইয়াছে যে, তন্মৈ হিতম্। তাই এখানে কথিত হইল যে, এই হৃত্র হইতে অর্থাৎ ৪। ৪। ৭৫। হইতে তন্মৈ হিতম্ এই হৃত্রের পূর্ষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৫। ১। ৪। সংখ্যক হৃত্র পর্য্যন্ত ঘৎ প্রত্যয়ের অধিকার থাকিবে। স্থল কথা এই, ৪। ৪। ৭৫। হইতে ৫। ১। ৪। পর্য্যন্ত ঘৎ প্রত্যয়ের অমুবৃত্তি চলিয়া আসিবে।

ভ্রায় মতে—প্রবর্তমান পুরুষনিষ্ঠতা হইতে জ্ঞায়-মান সংপ্রবৃত্তির হেতু। ধর্ম্মবিশিষ্টদ্বারা কৃতকর্ম্মের ফল-জনকত্ব। প্রারম্ভ, (শাস্ত্রিক ও বৈদান্তিকমতে)। ব্যবস্থাপন, (কাব্যজ্ঞানের মতে)।

অধিকারবিধি (পুং) অধিকারে কলসাম্যে বিধির্বিধানম্; (বাচ০)। মীমাংসাকোক্ত বিধিবিশেষ। যে যেমন কর্ম্ম করে সেই কর্ম্ম হইতে কিরূপ ফল হয় উদ্ভাঙ্গ্যক বিধি। অধিকারিতা (ক্রী) অধিকারিণঃ ভ্রায় কৃ-ঘঞ। তত্ত-ভাবতত্তলৌ। পা ৫। ১। ১১৮। তাহার ভ্রায় এই অর্থে

ষষ্ঠ্যন্তের পর হু এবং তল্ প্রত্যয় হয়। প্রকৃতিজন্তুবোধে প্রকারো ভাবঃ। প্রকৃতি অর্থাৎ ঘট পটাদি শব্দ হইতে ঘড়া প্রভৃতির যে বোধ হয়, তাহা হইতে বিশেষণরূপ ঘটজ্ঞ আদি যে ধর্ম প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তাহাকেই ভাব বলা যায়। *। তলন্তঃ। পা লি० ১৬। ভাবাদি অর্থে বিহিত তল্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

অধিকারিহু। স্বামিহু।

অধিকারিন্ (ত্রি) অধি-কৃ-গিনি। স্বামী। স্বস্ববান্। বাহার অধিকার আছে। অধ্যক্ষ। পুরুষ। বেদান্ত-শাস্ত্রবেত্তা। মূর্ত্যাদির বেশকর্তা। বাঙ্গালাদেশে এক শ্রেণী ব্রাহ্মণের ও বৈষ্ণবের ‘অধিকারী’ এই উপাধি আছে। অধিকারী ব্রাহ্মণেরা সকলেই বিষ্ণুমত্রে দীক্ষিত। তাঁহারা অনেক নবশাখ ও নীচ জাতির গুরু। ইহাদের মাথায় বড় বড় শিখার গোছা, সর্সাদে গোপীমূর্ত্তিকার অলকা তিলক ও রাধাকৃষ্ণনামের ছাপ। কণ্ঠভরা মোটা মোটা তুলসীর মালা। হাতে হরি নামের সুলা। ইহারা নীচজাতিদের গুরু বলিয়া সদব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের বাটীতে ভোজনাদি করেন না। কিন্তু এনিয়ম বাঙ্গালার সর্সাদে প্রচলিত নাই। কোন কোন স্থানে বিগুজ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা অধিকারীদের ঘরে বিবাহাদিও করিয়া থাকেন।

অধিকার্বচন (ক্লী) স্তুতিনিন্দাপ্রযুক্তম্ অধারোপিতার্থ-বচনম্ অধিকার্বচনম্। স্তুতি কিম্বা নিন্দাদ্বারা আরোপিত বস্তুধর্মের চেয়েও অতিরিক্ত গুণ বচন। প্রশংসারোপিত বাক্য। নিন্দারোপিত বাক্য। যেমন, নিন্দা অর্থে—বাতছেদ্য ভূগ। এখানে দুর্জলতা প্রযুক্ত নিন্দা বুঝাইতেছে। প্রশংসা অর্থে—কাকপেয়া নদী। এখানে নদী জলপূর্ণ আছে বলিয়া প্রশংসা বুঝাইতেছে। *। কৃত্যের অধিকার্বচনে। পা ২। ১। ৩৩। কর্তৃকরণ বিষয়ের যে তৃতীয়া তদন্ত যে স্তবস্ত, কৃত্য প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে অধিকার্বচনে তাহার তৎপুরুষ সমাস হইয়া থাকে।

অধিকাম (পুং) অধিকঃ কামঃ। অত্যন্ত অভিলাষ। অধিকঃ কামো যন্ত বহুব্রী। (ত্রি) যে অত্যন্ত কাম-যুক্ত। কামকে অধিকার করিয়া, এই অর্থে (অব্য)। কামে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাব। ‘বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাব’ ইহার তাৎপর্য এই, যেমন হরো; এখানে হরি শব্দে সপ্তমী বিভক্তি রহিয়াছে। ইহার অর্থ হরিকে। আবার ‘অধিহরি’ এই প্রকার রূপ করিলে

ঠিক ঐ সপ্তমী বিভক্তির মত অর্থ হইবে, অর্থাৎ ‘অধিহরি’ বলিলে ‘হরিতে’ এই প্রকারও অর্থ হয়। বিভক্ত্যর্থাদিবু বর্তমানমব্যয়ঃ স্তবস্তেন সহ সমস্ততে। সো অব্যয়ীভাবঃ। বিভক্তো ভাবঃ। হরো ইত্যধিহরি। সপ্তম্যর্থস্তৈবাত্র দ্যোতকোহধিঃ। হরি ঙি অধি ইত্য-লৌকিকং বিগ্রহবাক্যম্। (ইতি ভট্টোজ্জিদীক্ষিতঃ)।

অধিকৃচ্ছ (পুং) অধিকং কৃচ্ছঃ কষ্টঃ সাধনতয়া ২ স্ত্যস্ত। এক মাস সাধ্য অধিকৃচ্ছ নামক ব্রত বিশেষ। প্রাদি স०। (ক্লী) অধিককষ্ট। (ত্রি) অধিককষ্টযুক্ত।

অধিকৃত (পুং) অধি-কৃ-ক্ত। অধ্যক্ষ। অধিকারী। আয় ব্যয়াদির অবক্ষেপক। (ত্রি) নিযুক্ত। উদ্ভিষ্ট। বাহা অধিকার করা হইয়াছে।

অধিকৃতি (স্ত্রী) অধি-কৃ-ক্তিন্। অধিকার।

অধিক্রম (পুং) অধি-ক্রম-ঘঞ্ ভাবে, মাস্তাৎ ন বৃদ্ধিঃ। আক্রমণ। আরোহণ। *। নোদাত্তোপদেশস্ত মাস্তস্তা-নাচমেঃ। পা ৭। ৩। ৩৪। আঙ পূর্ল চম ধাতু ভিন্ন উপদেশ অবস্থায় উদাত্ত যে মকারান্ত অঙ্গ, ক্রুৎ ও চিণ্ বিষয়ে ঞ্জিৎ গিৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে তাহাদের উপধার স্বরের বৃদ্ধি হয় না।

অধিক্ষিৎ (ত্রি) অধি-ক্ষি-ক্ষিপ্ কর্তরি পিত্বাৎ তুক্। ক্ষরকারী। ভাবে কিপ্, ক্ষয়।

অধিক্ষিপ্ত (ত্রি) অধি-ক্ষিপ-ক্ত। তিরস্কৃত। নিন্দিত। স্থাপিত। প্রেরিত। কৃত্যধিক্ষেপ।

অধিক্ষেপ (পুং) অধি-ক্ষিপ-ভাবে ঘঞ্। তিরস্কার। নিন্দা। স্থাপন। প্রেরণ।

অধিগত (ত্রি) অধি-গম-কর্মণি ক্ত। স্বীকৃত। প্রাপ্ত।

অধিগম (পুং) অধি-গম-ঘঞ্ ন দীর্ঘঃ। [অধিক্রম দেখ]। জ্ঞান। প্রাপ্তি। স্বীকার। লাভ। উপার্জন। ব্যাখ্যানাদি-রূপ উপদেশ জনিত জ্ঞান। ব্যাখ্যানাদিরূপোপদেশ-জনিতঃ জ্ঞানম্। (সর্লং দং স०)।

অধিগব (অব্য) গবি বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী० বেদে অচ্ (বাচ०)। গবি এই অর্থে। [অধিকাম শব্দে দেখ]।

অধিগুণ (পুং) অধিকঃ গুণঃ। প্রাদি স०। অতিশয়িত বিনয়াদি গুণ। অধিকে গুণো যন্ত বহুব্রী। (ত্রি) অধিক গুণযুক্ত। গুণ অধিকার করিয়া (অব্য)। অধিকৃণো গুণো যজ। অ্যধিকৃঢ় ধনুক, গুণ চড়ান ধনুক। গুণে এই অর্থে বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী०।

অধিজিহ্ব (পু) অধিকা জিহ্বা, বস্ত। যিজিহ্ব সর্লং। স্যাপের জিহ্বা চেহা, তাই সর্লকে যিজিহ্ব বা অধিজিহ্ব।

কহে। সর্পের বিজিহ্ব হইবার বৃত্তান্ত মহাভারতে এই রূপ লিখিত হইয়াছে। (আদি প০। ৩৪ অ)।

সাগর মহন হইল। সাগর হইতে উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, সোম, অমৃত প্রভৃতি কত সামগ্রী উঠিল। একদিন কক্ষ ও বিনতা দুই স্বপত্নী ভগিনী বসিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন। পারিজাতের গল্প, মাণিকের গল্প, কথায় কথায় উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়ার গল্প উঠিল। বিনতা বলিলেন,—‘আমার বোধ হয় ঘোড়াটার পুচ্ছ শাদা।’ কক্ষ বলিলেন,—‘না ভগিনী। আমার বোধ হইতেছে ঘোড়াটার লেজ কাল। তা বেশ, এস এবিষয়ে আমরা একটা পণ করি। যে হারিবে, তাহাকেই জন্মের মত দাসী হইয়া থাকিতে হইবে।’ উচ্চৈঃশ্রবা বাস্তবিক স্বৈতবর্ণ অশ্ব। কক্ষ দেখিলেন, হারি হইলে স্বপত্নীর কাছে দাসী হইয়া থাকিতে হইবে। অতএব একটা ছল করা চাই। এই স্থির করিয়া তিনি আপনার সন্তান সর্পদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—‘বৎস! কালি তোমরা উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়ার লাঙ্গুলে জড়াইয়া কাল লোমের মত হইয়া থাকিবে। না থাকিলে আমি স্বপত্নীর কাছে হারিয়া যাইব, জন্মের মত আমাকে দাসী হইয়া থাকিতে হইবে।’ সর্পেরা তাহাই করিল। কাজেই বিনতা হারিলেন, কক্ষের জয় হইল। একদিন বিনতার পুত্র গরুড় সর্পদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে, কি হইলে তোমরা আমার জননীকে দাসী হইতে মুক্তি দিতে পার। সর্পেরা বলিল,—‘ভূমি অমৃত আনিয়া দাও। অমৃত পাইলেই আমরা তুষ্ট হইব এবং তোমার জননী দাসী হইতে মুক্তি পাইবেন।’ গরুড় এই কথা শুনিয়া মহাকষ্টে অমৃতকুন্ত আনিয়া কুশের উপর রাখিয়া দিল। রাখিয়া সর্পদিগকে বলিল—‘তবে আমার জননী দাসী হইতে মুক্তি পাইলেন। এই অমৃত থাকিল, তোমরা স্নানাস্থিক করিয়া ইহা পান কর। সাপেরা স্নান করিতে গেল, স্রবোগ বুকিয়া দেবরাজ ইন্দ্র চুপে চুপে সেই অমৃতভাণ্ড চুরি করিলেন। সর্পেরা আসিয়া দেখে, অমৃত নাই,—কে চুরি করিয়া লইয়াছে। কাজেই তাহারা মনের দুঃখে সেই কুশ চাটিতে লাগিল। কুশের তীক্ষ্ণ ধারে সর্পদের জিহ্বা চিরিয়া যার, তদবধি তাহাদের নাম—‘বিজিহ্ব’ হইল।

অধিজিহ্বিকা (জী) অধি জিহ্বেব ইবার্থে কন্। উপ-জিহ্বা। অলঙ্কিত।

অধিজ্য (জী) জয় গুণমণিকৃত, অধ্যাক্ষা জ্যা বজ

বা। মৌর্য জ্যা শিঞ্জিনী গুণ ইত্যমরঃ। আরোগিত গুণক ধনুঃ। যে ধনুকে গুণ চড়ান আছে। হিলা পরানো ধনুক।

কৃষ্ণসারে দদচ্চক্ষুঃসি চাধিজ্যাক্ষ্মকে।

মৃগাহুসারিণঃ সাক্ষাৎ পশ্চামীব পিনাকিনম্। (শকুন্তলা)

কৃষ্ণসার মৃগের প্রতি ও জ্যাক্ষ্ম ধনুর্দারী আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঠিক মৃগাহুসারী পিনাকীর মত বোধ হইতেছে।

অধিজ্যোতিম্ (অব্য) সূর্য্যতারকাদিজ্যোতিষ অধিকার করিয়া।

অধিত্যকা (জী) অধি-ত্যকন্। পর্ব্বতের উপরিভাগের ভূমি। *। উপাধিত্যাং ত্যাক্ষাসন্নাক্ষতয়োঃ। পা ৫। ২। ৩৪। উপ এবং অধি ইহাদের পর বথাসংখ্য আসন্ন ও আকৃত ভূমি এই অর্থ বুঝাইলে বর্তমানে স্বার্থে ত্যকন্ প্রত্যয় হয় পর্ব্বতভাসন্নমূপতাকা, তন্ত্বেবারুত-মধিত্যকা। পর্ব্বতের নিকটবর্তী ভূমির নাম উপত্যকা, তাহার উপরের ভূমির নাম অধিত্যকা (Table land)।

অধিত্যকায়ামিব ধাতুময়াম্

লোপ্ৰক্রমং সাহুমতঃ প্রফুল্লম্। রথু ২। ২৯।

পর্ব্বতের ধাতুময়ী অধিত্যকায় প্রফুল্ল লোপ্ৰক্রমের মত (দেখিতে পাইলেন)।

অধিদত্ত (পুং) অধ্যাক্ষা দত্তম্। অত্যা-তৎ। দাতার উপর দাত, গজদাত। অধিকো দন্তো যন্ত বহতী। (জি) গজদাতযুক্ত।

অধিদেব (পুং) অধিকৃতো দেবো যেন। প্রাদি বহতী। পরমেশ্বর, সকল দেবতার অধিপ। অধিদেব শব্দ অমু-শতিকাদি গণ মধ্যে পঠিত, তজ্জন্ত ইহার উত্তর ঠাঞ প্রত্যয় বিধান করিলে উভয়পদের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয়। বথা, অধিদেবঃ ভবঃ আধিদৈবিকম্। *। অমু-শতিকাদীনাম্। পা ৭। ৩। ২০। [অমুশতিক দেখ]

অধিদেবতা (জী) অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শাক ০ তৎ।

*। দেবান্তল্। পা ৫। ৪। ২৭। দেব শব্দের উত্তর স্বার্থে তল্ প্রত্যয় হয়। দেব এব ইতি দেব-তল্ দেবতা। অধি-ষ্ঠাত্রী দেবতা। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এক একটা স্থানে কিবা এক একটা বস্তুতে এক একটা দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন। তাহার তত্ত্ব স্থানের কিবা বস্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যেমন, ‘জলদেবতা’ বলিলে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বুঝায়। ‘বনদেবতা’ বলিলে বনাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বুঝায়। সপ্তর্ষী অমৃতকুন্ত

পরব্রহ্ম। তিনি সর্বত্র অধিষ্ঠিত আছেন, অথচ সকল বস্তু হইতে পৃথক্, তাঁহাকে কেহই জানে না।

আমাদের এক একটা ইন্দ্রিয়ের এক একটা অধি-
ষ্ঠাত্রী দেবতা করিত হইয়াছে। যেমন,—কর্ণের দিক্,
শ্রবকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহবার বরুণ, নাসিকার
অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বাগিঙ্গিয়ের অগ্নি, হস্তের ইন্দ্র, পায়ের
উপেন্দ্র, পিত্তের মিত্র, উপহ্বের প্রজাপতি, মনের চন্দ্র।

অধিদৈবত (ক্লী) অধিষ্ঠাতৃ দৈবতম্। প্রাদি সৎ। অধি-
ষ্ঠাত্রী দেবতা। অন্তর্গামী পুরুষ। দৈবতে এই রূপ
বিভক্ত্যর্থ্যে অব্যয়ীভাব। দৈবতকে অধিকার করিয়া
এই অর্থ্যে (অব্য)।

অধিনাথ (পুং) অধিকঃ নাথঃ। প্রাদি সৎ। অধীশ্বর।

অধিনায় (পুং) অধিনী-ঘঞ্ অধিনীযতে বায়ুনাসৌ ইতি।
গন্ধ। দৌরভ।

অধিপ (পুং) অধি-পা-ক অধিপাতীতি। *। আতশ্চোপ-
সর্গেকঃ। পা ৩। ২। ৩। রাজা। প্রভু। অধিকারী। দৈশ্বর।

অধিপতি (পুং) অধিকঃ পতিঃ। প্রাদি সৎ। প্রভু।
দৈশ্বর। স্বামী।

অধিপা (ত্রি) অধিপাতীতি অধি-পা কিপ্। অধীশ্বর।
অধিপতি। অধিপালক।

অধিপুরুষ, অধিপুরুষ (পুং) অধিকঃ উত্তমঃ পুরুষঃ।
প্রাদি সৎ। পরমেশ্বর। শ্রেষ্ঠপুরুষ। বিশ্বাত্মার গুরসে
এবং শতরূপার গর্ভে স্বায়ম্ভুব মনুর জন্ম হইয়াছিল।
তাঁহাকেই লোকে অধিপুরুষ বলিত।

ততঃ কালেন মহতা তত্ত্বাঃ পুত্রোহভবন্ মনুঃ। ৪৪

স্বায়ম্ভুব ইতি খ্যাতঃ স বিরাড়িতি নঃ শ্রুতম্।

তদ্রূপগুণসাম্যাদধিপুরুষ উচ্যতে। ৪৫

মৎস্রপুরাণ চতুর্থ অধ্যায়।

অনন্তর বহুকাল পরে, মনু নামে তাঁহার একটা পুত্র
জন্মিয়াছিল। তিনি স্বায়ম্ভুব নামে খ্যাত। আমরা
এই রূপ শুনিয়াছি, তিনিই বিরাট্। তাঁহাদের সঙ্গে
রূপগুণের সাদৃশ্য থাকায় তাঁহাকে অধিপুরুষ বলা হয়।

ঋগ্বেদের এবং অথর্ববেদের পুরুষস্বক্কে অধিপুরুষ
শব্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহাতে একটু প্রভেদ
দেখা যায়। ঐ দুই স্থলেই অধি এই অব্যয়ের সঙ্গে
পুরুষ শব্দের সমাস করা হয় নাই। যথা—

তস্মাবিরাল জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।

ঋগ্বেদ ১০। ৯০। ৪।

তাঁহা হইতে বিরাল জন্মিয়াছিলেন এবং বিরাজ
হইতে পুরুষ জন্মিয়াছিলেন।

বিরাড়গ্রে সমভবদ্বিরাজো অধি পুরুষঃ।

অথর্ববেদ ১৯। ৬। ৯।

প্রথমে বিরাট্ জন্মিয়াছিলেন, বিরাজ হইতে পুরুষ
জন্ম লইয়াছিলেন।

আমরা বৈদিক মতই গ্রহণ করি অথবা পৌরাণিক
মতই গ্রহণ করি এই পুরুষ হইতে সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে।
অধিপ্রজ (ত্রি) অধিকা প্রজা যন্ত যন্মি বা। বহুব্রী।
অধিক প্রজায়ুক্ত। অধিকা প্রজা (ক্লী)। প্রাদি সৎ।
অনেক প্রজা।

অধিভূ (পুং) অধি-ভূ-কিপ্ অধিভবতীতি স্বাম্যর্থ্যেহত্রাধিঃ।
রাজা। প্রভু। স্বামী।

অধিভূত (অব্য) ভূতে এই রূপ বিভক্ত্যর্থ্যে অব্যয়ীভাব।
ভূত অর্থাৎ প্রাণিগণকে অধিকার করিয়া এই অর্থ্যে
(অব্য)। অধিভূত শব্দ অমুশতিকাদি গণ মধ্যে পঠিত,
তজ্জন্ত ভবার্থ্যে ঠঞ্ প্রত্যয় বিধান করিলে উভয় পদের
আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হইবে। আধিভৌতিক।

অধিভোজন (ক্লী) অধিকম্ অতিরিক্তং ভোজনম্। প্রাদি
সৎ। অত্যন্ত ভোজন। অধিকং ভোজনং ধনং মূল্যং বা
যন্ত (ত্রি)। বহুব্রী। অধিকমূল্য লভ্য বস্তু। ভোজন
শব্দে ধন এই প্রয়োগ বেদে দেখিতে পাওয়া যায়।

দশাশ্বান দশ কোশান দশ বস্তাদিভোজনা।

দশোহিরণ্যপিণ্ডান্ দিবোদাসাদানানিষং।

ঋগ্বেদ ৬। ৪৭। ২৩।

অধিভোজনা অধিকং ধনং মূল্যং ঘোষামিত্যাদি
ভাষ্যম্।

অধিমম্ব (পুং) অধিকং মণ্যতে হনেন অধি-মম্ব-করণে-
ঘঞ্। অরণিকার্ঠের মম্বনাবয়ব বিশেষ।

অধিমাংস (ক্লী) অধিকং মাংসমত্র। বোগ বিশেষ।
অগ্রমাংস। দন্তরোগ বিশেষ। [অধিমাংসক দেখ]।

অধিমাংসক (পুং) অধিকং মাংসমত্র কপ্। বহুব্রী।
দন্তরোগ বিশেষ। [দন্তশব্দে লক্ষণ ও ঔষধাদি দেখ]।

অধিমাত্র (ত্রি) অধিকা মাত্রা যন্ত। অধিক প্রমাণ।

অধিমাংস (পুং) অধিকো রবিসংক্রান্তিধ্বমধ্যবর্ত্তিচন্দ্রমাংসঃ,
রবিসংক্রান্তিশূভরূপপ্রতিপদাদিদর্শাস্ত্রমাত্রমাংসঃ। প্রাদি
সৎ। মলমাংস। অসংক্রান্তমাংস। অধিকমাংস। মলিশূচ।
[মলমাংস দেখ]।

অধিমিত্র (ক্লী) অধিকং মিত্রম্। প্রাদি সৎ। গ্রহসংগের

পরস্পর মিলন বিশেষ। জ্যোতিষের মতে, চন্দ্র মঙ্গল এবং বৃহস্পতি সূর্যের মিত্র। সূর্য্য ও বৃধ চন্দ্রের, সূর্য্য চন্দ্র ও বৃহস্পতি মঙ্গলের, রবি ও শুক্র বৃধের মিত্র। রবি চন্দ্র ও মঙ্গল বৃহস্পতির মিত্র। বৃধ ও শনি শুক্রের মিত্র। বৃধ ও শুক্র শনির মিত্র।

শুক্র ও শনি সূর্য্যের শত্রু। চন্দ্রের কেহ শত্রু নাই। মঙ্গলের বৃধ। বৃধের চন্দ্র। বৃহস্পতির বৃধ এবং শুক্র। শুক্রের রবি ও চন্দ্র। শনির রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল। মিত্র এবং অরি ভিন্ন অবশিষ্ট গ্রহগুলিকে সম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন রবির মিত্র চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি। রবির শত্রু শুক্র ও শনি। রবির সম বৃধ।

গ্রহদিগের তাৎকালিক মিত্র নিরূপণ করিবার নিয়ম এই,—যে গ্রহের চতুর্থ, দশম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, একাদশ এই সকল স্থানে যে সকল গ্রহ থাকিবে, তাহারা সেই সেই গ্রহের তাৎকালিক মিত্র বলিয়া কথিত হইবে। ঐ সকল স্থান ভিন্ন অন্ত স্থানে গ্রহ থাকিলে তাহা তাৎকালিক শত্রু হইবে।

যে গ্রহ সে গ্রহের স্বাভাবিক মিত্র, সম ও শত্রু হইয়া থাকে, তাহা তাৎকালিক অধিমিত্র, মিত্র ও সম হয়।

অধিযজ্ঞ (পুং) অধিকৃতো যজ্ঞো যস্মাৎ। প্রাদি বহুব্রী। পরমেশ্বর। যজ্ঞে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী। যজ্ঞকে অধিকার করিয়া এই অর্থে (অব্য)। অধিকঃ অধিকাস-যাগঃ। প্রাদি সৎ। (পুং) অধিকাস যাগ। যে যাগের অনেক অঙ্গ।

অধিযোগ (পুং) অধিকো যোগঃ। প্রাদি সৎ। জ্যোতিষ মতে যাজিক শুভ যোগ।

অধিযোগ (পুং) অধি-যুধ-অচ্ অধিকোয় যুধ্যতি। মহা যোদ্ধা। যোধে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাব।

অধিরথ (পুং) অধ্যাক্রুতঃ রথম্। অত্যা সৎ। অতিরথ। মহারথ। কর্ণের পিতা। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয়, কিন্তু সারথির কাজ করিতেন।

অধিরাজ্ (পুং) অধিরাজত ইতি অধি-রাজ কিপ্। সম্রাট্। নৃপ। অধিক শোভাস্থিত রাজা (ত্রি)।

অধিরাজ (পুং) অধিকো রাজা। ট্‌ সৎ। অধীশ্বর। সম্রাট্।

অধিরাজ্য (স্ত্রী) অধিকঃ রাজ্যম্। প্রাদি সৎ। সাম্রাজ্য।

অধিরাজ্যভাক্ (পুং) অধি রাজ্য-ভজ-শি। অধিরাট্। অত্যন্তান্ পৃথিবীপাক্ষান্ পৃথিব্যামধিরাজ্যভাক্। (মহা-ভারত)।

অধিরাষ্ট্র (স্ত্রী) অধিকৃতঃ রাষ্ট্রমজ্ঞ। প্রাদি বহুব্রী। রাজ্য। রাষ্ট্রে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী। রাষ্ট্রকে অধিকার করিয়া (রাষ্ট্রমধিকৃত্য) এই অর্থে অব্য।

অধিরুক্ (ত্রি) অধিগতঃ রুক্সম্ আভরণং বেন। প্রাদি বহুব্রী। আভরণ প্রাপ্ত। যিনি আভরণ পাইয়াছেন। অধিকঃ রুক্সঃ সুবর্ণাভরণম্। প্রাদি সৎ। অধিক সুবর্ণা-ভরণ। অধস্তা যোবধা মহী প্রতীচি-বশমধ্যাং। অধি-রুক্সা বি নীয়তে। ঋগ্বেদ ৮। ৪৬। ৩৩।

অধিরুচ (ত্রি) অধি-রুহ-কর্তরি ক্ত। বে উপরে আরোহণ করিয়াছে। অত্যন্ত বৃদ্ধিবৃদ্ধ।

অধিরোপিত (ত্রি) অধি-রুহ-গিচ্-কন্দশি ক্ত পৃক্। অতি-শয় আরোপিত। *। কহঃ গোহৃহভরণম্। পা ৭। ৩। ৪৩। গিচ্ পরে থাকিলে রুহ এই অঙ্গের উত্তর বিক্রেমে পকারের আদেশ হয়।

অধিরোহ (পুং) অধি-রুহ-বৎ। উপরে আরোহণ।

অধিরোহণ (স্ত্রী) অধি-রুহ-ভাবে ল্যুট্। উপরে আরো-হণ। সোপান। পৈঠা (পা-উঠা)। আরোহণং স্ত্রাৎ সোপানমিত্যমরঃ।

অধিরোহণী (স্ত্রী) আকৃহতে অনয়া অধি-রুহ-করণে ল্যুট্। সিড়ি। মহী। নিশ্চেষণিষ্মধিরোহণী ইত্যমরঃ। অনরকোশে অধিরোহণী এই রূপ পাঠ গৃহীত হইয়াছে।

অধিলোক (অব্য) লোকে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী।

অধিবক্ (ত্রি) অধি-বচ্-ভৃচ্। পক্ষপাত করিয়া যে কথা বলে। এক পক্ষ চাহিয়া যে কথা কহে। (স্ত্রী) অধিবক্তা।

অধিবচন (স্ত্রী) অধি-বচ্-ল্যুট্। পক্ষপাতযুক্ত কথা। নাম। সংজ্ঞা।

অধিবস্ত্র (ত্রি) অধ্যাবৃতং বস্ত্রং বেন। প্রাদি বহুব্রী। যাহার দেহের উপরে বস্ত্র নিহিত।

অধিবাক (পুং) অধি-বচ্-বৎ। পক্ষপাতযুক্ত বাক্য।

অধিবাস (পুং) অধি-বস-নিবাসে বৎ। নিবাস। অধি-বাস স্থরভীকরণে ভাবে বৎ। পৌরভ। অধিবাসয়তি দেবতা অনেক ইতি অধি-বস-গিচ্ করণে বৎ। গন্ধ-মাল্যাদি দ্বারা সংস্কার। দেবতাদের পূজার পূর্বে দিবসে বা কোন যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অধিবাস নামক এক প্রকার সংস্কার করা হয়। এ দেশে একটা তাজপাড়ে, কাঠের বারকোবে কিছা অল্প কোন আধারে মুন্ডিতা, গন্ধ, শিলা, ধাতু, দুর্লা, পুষ্প, ফল, দধি, দুগ্ধ, বস্তিক, (আগ), সিন্দূর, শঙ্খ, কঙ্কাল, রোচনা, বেতসর্বপ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, চামর, সর্প, বীল, কলসপাত্র এই

বাইশটি দ্রব্য একত্র সংগ্রহ করিতে হয়। প্রশস্ত পাত্রের উপর অস্ত্রাঙ্ক দ্রব্যগুলি থাকে। দুর্গোৎসবাদি কোন কোন ক্রিয়ায় অধিবাস সংস্কার পূজার পূর্কদিনে হয়। অন্নপ্রাশন, যজ্ঞোপবীত, বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়ায় ঐ সকল সংস্কারের দিনেই অধিবাস হইয়া থাকে। সাম-বেদীয় অধিবাসের দ্রব্য বাইশটি মাত্র। কিন্তু যজুর্বেদের অধিবাসের দ্রব্য একুশটি। পূজার উপলক্ষে অধিবাস করিতে হইলে মন্ত্রপাঠপূর্বক এক একটা দ্রব্য লইয়া তাহা দেবতার কপালে স্পর্শ করাইতে হয়। পরে যুক্তিকায় স্পর্শ করাইয়া পুনর্যার, প্রশস্তপাত্রে রাখা চাই। এই রূপে এক একটা করিয়া সমস্ত দ্রব্যগুলি একবার দেবতার কপালে ও তাহার পর যুক্তিকায় ঠেকাইবে। অন্নপ্রাশনাদি অস্ত্র কোন শুভকর্ম হইলে, যাহার সংস্কার হইবে তাহারই কপালে অধিবাসের দ্রব্য ঠেকাইতে হয়। হল বিশেষে এবং কুলপরম্পরা প্রথা বিশেষে অন্ন-প্রাশনাদি শুভ কর্মের পূর্কদিনে অধিবাস হয়। ছেলের একটি উপকথা আছে,—ঘৃষ মলো ঘৃষ মলো শাকপাতাড়ী খেয়ে। আজ ঘৃষর অধিবাস কাল ঘৃষর বিয়ে। ইত্যাদি।

[ইহার অস্ত্রাঙ্ক যাবতীয় বিবরণ অন্নপ্রাশন ও দুর্গোৎসব শব্দে দেখ]।

অধিবাসন (ক্লী) অধিবাসয়তি স্থাপয়তি দেবতা অনেন অধি-বস-গিচ্-লুট্। অধিবাস। গন্ধমালাদিদ্বারা সংস্কার করণ। দেবপূজাদির পূর্কদিনের অমুষ্ঠান বিশেষ। [অন্নপ্রাশন ও দুর্গোৎসব দেখ]।

অধিবাসিত (ত্রি) অধি-বাস সুরভীকরণে-কর্মণি ক্ত। সুরভীকৃত। গন্ধমালাদিদ্বারা কৃতসংস্কার। অধি-বাস নিবাসে-কর্মণি ক্ত। দেবাদির কৃত্যধিবাসন।

অধিবাহন (ক্লী) অধি-বহ-গিচ্-লুট্। বাহয়তি অনে-নেতি। উপরে চড়ান। বাহন। বাহনে এই রূপ বিভক্ত্যর্থ অবাযী। বাহন অর্থাৎ যানাদিকে অধি-কার করিয়া এই অর্থে অবা।

অধিবিকর্তন (ক্লী) অধি-বি-কৃত ছেদনে-লুট্। অত্যন্ত ছেদন।

অধিবিদ্যা (অব্য) বিদ্যাতে এই রূপ বিভক্ত্যর্থ অবাযী। বিদ্যাকে অধিকার করিয়া এই অর্থে অবা।

অধিবিদ্যা (ক্লী) অধি-বিদ-ক্ত কর্মণি।

অনেক গুলি গণে এবং অনেক অর্থে বিদ্য ধাতু গৃহীত হইয়াছে। কোন গণের বিদ্য ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা

প্রত্যয় বিধান করিলে কি প্রকার রূপ হইবে তদ্বিষয়ে ভাষ্যের একটি প্রাচীন কারিকা আছে। যথা—

বেত্তেত্ত বিদিতো নিষ্ঠা বিদ্যতেবিদ্য ইষ্যতে।

বিত্তেবিদ্যন্ত বিদ্যন্ত বিত্তো ভোগেষু বিদ্যন্তেঃ।

অদাদি গণীয় জ্ঞান বা বোধার্থে বিদ্য ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা প্রত্যয় করিলে ‘বিদিত’ এই প্রকার রূপ হইবে। দিবাদি গণীয় বিদ্যমানতা বা সভা অর্থে বিদ্য ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় বিধান করিলে ‘বিদ্য’ এই প্রকার রূপ হইবে। রুধাদি গণীয় বিচারণ বা মীমাংসা অর্থে বিদ্য ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা প্রত্যয় করিলে ‘বিদ্য’ ও ‘বিত্ত’ এই দুই প্রকার রূপ হইবে। তুদাদি গণীয় লাভ বা প্রাপ্তি অর্থে বিদ্য ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে ভোগ বিষয়ে, ‘বিত্ত’ এই প্রকার রূপ হইবে।

এতদ্ভিন্ন পাণিনির দুইটি সূত্র আছে। *। হৃদবি-দোন্দজাড্রাহীভ্যোহতত্তরজাম্। ৮। ২। ৫৬। হৃদ, বিদ, উন্দ, জা, ড্রা, হ্রী, এই সকল ধাতুর উত্তর নিষ্ঠার তকারের স্থানে বিকল্পে নকারও হয়। এখানে বিচার-ণার্থে রুধাদি গণীয় বিদ্য ধাতু গৃহীত হইয়াছে। বিদ্য বিচারণ ইত্যাক্ত বিদেদ্রিহ গ্রহণমিষ্যতে। (কাশিকা)। *। বিত্তো ভোগ প্রত্যয়য়োঃ। পা ৮। ২। ৫৮।

ভোগ এবং প্রত্যয় (প্রতীত। প্রতীয়ত ইতি প্রত্যয়ঃ) বুঝাইলে বিত্ত শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। কিন্তু ভোগ বা প্রত্যয় না বুঝাইলে বিদ্য এই প্রকার রূপ হইবে।

অধ্যাত্ম। প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী। কাহারও অধিক স্ত্রী থাকিলে যাহাকে প্রথমে বিবাহ করা হইয়াছে সেই অধিবিব্রা। কৃতানেকবিবাহিত পুংসো বা প্রথমোক্তা স্ত্রী। (ইতি মহেশ্বরঃ)। পূর্ককালে এই প্রথা ছিল যে, প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকিতে কেহ যদি পুনর্যার বিবাহ করিতেন তবে পূর্কপত্নীর ভরণপোষণার্থ উপযুক্ত ধন দিতে হইত। সেই ধনের নাম অধিবেদনিক। অধি-বিদ্যস্ত্রীয়ে দৈরমাধিবেদনিকং সমম্। (যাজ্ঞবল্ক্যঃ)।

অধিবেত্ত (পুং) অধি-বিদ-ভূচ্। একবার বিবাহের পর যে পুনর্যার বিবাহ করে।

অধিবেদ (পুং) অধি-বিদ-ভাবে ঘঞ। একবার বিবাহের পর পুনর্যার বিবাহ করা। বেদে এই রূপ বিভক্ত্যর্থ অবাযী। বেদকে অধিকার করিয়া এই রূপ অর্থে অবা।

অধিবেদন (ক্লী) অধি-বিদ-ভাবে লুট্। একবার বিবাহের পর পুনর্যার বিবাহ করা।

* আমাদের শাস্ত্রে অধিবেদন অর্থাৎ বিতীয়বার

বিবাহের এই কয়েকটা স্থল নির্দিষ্ট করা হইরাছে—

মদ্যপানসাপ্রবৃত্তা চ প্রতিকলা চ যা ভবেৎ।

ব্যাধিতা বাধিবেদন্যা হিংস্রার্থপ্রী চ সর্বথা। ৮০।

বন্ধাষ্টমেহবিবেদ্যাক্ষে দশমে তু মৃতপ্রজা।

একাদশে জীজননী সদ্যঃপ্রিয়বাদিনী। ৮১।

যা রোগিণী স্নাতু হিতা সম্পন্ন চৈব শীলতঃ।

সামুজ্জাপ্যাবিবেদন্যা নাবমজ্জা চ কহিচিৎ। ৮২।

অধিবিদ্যা তু যা নারী নির্গচ্ছেক্ষিতা গহাৎ।

সা সদাঃ সন্নিরোদ্ধব্যা ত্যাজ্যা বা কুল সন্নিধৌ। ৮৩।

মহুসংহিতা ৯ অধ্যায়।

জী মদ্যপান করিলে, কলাচারী হইলে, স্বামীর প্রতি-
কলাচরণ করিলে, রুগ্ন, হিংস্রপরায়ণা এবং অর্থনাশ
কারিণী হইলে স্বামী অধিবেদন অর্থাৎ দ্বিতীয়বার
বিবাহ করিবেন। ৮০। প্রথম ঋতুর পর আটবৎসরের
মধ্যে সন্তান না জন্মিলে সে জী বন্ধা স্বরূপ, তাহা
হইলে স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারেন। যাহার
পুত্র হইয়া বাচে না, সেই মৃতবৎসা জী থাকিতেও
পুনর্বার বিবাহ করিবেন। কিম্বা যে জী কেবল কন্যা
প্রসব করে, এগার বৎসরের পর স্বামী পুনর্বার বিবাহ
করিবেন। ৮১। যে জী রোগিণী কিন্তু পতির অমুকুলা
ও সুশীলা, তাহার অমুমতি লইয়া স্বামী বিবাহ করি-
বেন, কদাচ তাহার অবমাননা করিবেন না। ৮২।
অধিবিদ্যা জী ক্রোধ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া
গেলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ রুদ্ধ করিবে পরে তাহার
পিতার কাছে রাখিয়া আসিবে। ৮৩।

অধিবেদনীয় (ত্রি) অধি-বিদ-অনীয়ন্। একবার বিবা-
হের পর পুনর্বার বিবাহ করিবার যোগ্য।

অধিবেদ্য (ত্রি) অধি-বিদ-কর্মণি যৎ। একবার বিবা-
হের পর পুনর্বার বিবাহ করিবার যোগ্য।

অধিশ্রপণ (ক্লী) অধি-শ্রা-পাকে-গচ্-লুট্। পান।

অধিশ্রয় (পুং) অধি-শ্রীঞপাকে অচ্। পাক।

অধিশ্রয়ণ (ক্লী) অধি-শ্রীঞপাকে-লুট্। উনানের উপরে
স্থাপন। পাকার্থ চুম্বীর উপর স্থাপন।

অধিশ্রয়ণী (ক্লী) অধিশ্রীয়েতে পচাতেহ্য অধি-শ্রীঞ-
অধিকরণে লুট্ ততো জীপ্। উনান। চুম্বী।

অধিশ্রয়ণীয় (ত্রি) অধিশ্রয়ণার পাকার হিতম্ হ। পাক
করিবার পাত্র। অধি-শ্রীঞপাক-কর্মণি অনীয়ন্। পাক
করিবার যোগ্য প্রভা-।

অধিশ্রিতবৈ (অব্য) অধি-শ্রীঞ-কৃত্যার্থে তবৈ। পাচ-

নীয় *। কৃত্যার্থে তবৈ-কেনকৃত্যধনঃ। পা ৩। ৪। ১০।
কৃত্যার্থে (ভাবে কর্মে) বেদ বিষয়ে ধাতুর উত্তর
তবৈ, কেন, কেক্ত এবং অন্ত প্রত্যয় বিহিত হয়।

অধিশ্রিত (ত্রি) অধি-শ্রি-ক্ত। আশ্রিত। প্রাপ্ত।

অধিশ্রী (ত্রি) অধিকা-শ্রীর্ভক্ত। বহুব্রী। অতিশয় শোভা-
যিত। অধিক সম্পত্তিশালী। অধিকা শ্রী (শ্রী)। প্রাদি
সং। অত্যন্ত শ্রী।

অধিষবণ (ক্লী) অধিষূরতে সোমোহত্র অধি-যু-আধারে
লুট্। সোমভিষবের চন্দ্রমর পাত্র। সোম দোহনের
চন্দ্রপাত্র। সোমরসাদিপানের পাত্র। অংগুৎ চুহন্তো
অধাসতে গবীতাধিষবণচন্দ্রগঃ। ইতি নিরুক্ত ১। ২। ১।
ভাবে লুট্। অভিষব।

অধিষবণ্য (ত্রি) যুজ্ অভিষবে লুট্ ইতি অধিষবণং
ততো যৎ *। ভবে ছন্দসি। পা ৪। ৪। ১১০। সপ্তমী
সমর্থে ভব এই অর্থে বেদ বিষয়ে প্রাতিপদিকের উত্তর
যৎ প্রত্যয় হয় *। উপসর্গাৎ সুনোতি ইত্যাদি
পা ৮। ৩। ৬৫। ইতি বহুন্। সোমভিষবের ফলক।
সোম বাগের পাত্র।

যত্র ষাবিষ জঘনাদিষবণ্য কৃত। ঋক্। ১। ১৮। ২।

যাহাতে জঘনহরের জায় অভিষবণ ফলক বিস্তীর্ণ
করা হইয়াছিল। অধিষবণ্য উভে অভিষবণ ফলকে
ইতি সায়নঃ।

অধিষ্ঠাতৃ (ত্রি) অধি-স্থাতৃচ্ বহুন্। অধ্যক্ষ। নিয়ন্তা।
নিয়মিত কার্য্য হইতেছে কি না তাহার তত্ত্বাবধায়ক।
অধিদেবতা। (ক্লী) অধিষ্ঠাত্রী।

অধিষ্ঠান (ক্লী) অধি-স্থাতৃ-লুট্ বহুন্। স্থিতি। অবস্থান।
নগর। আশ্রয়। নিয়ন্তৃচ্। চক্র। প্রভাব।

অধিষ্ঠিত (ত্রি) অধি-স্থাতৃ-কর্মণি ক্ত। অধ্যুষিত। স্থিত।

অধিহরি (অব্য) হরৌ (হরিতে এই বিভক্ত্যার্থে)
অব্যয়ীং। হরিকে অধিকার করিয়া এই অর্থে অব্যং।

অধীকার (পুং) অধি-কৃ-ঘজ্। [অধিকার শব্দে ইহার
অর্থ দেথ এবং অতিসার শব্দে দীর্ঘ হইবার সূত্র দেথ]।

অধীত (ক্লী) অধি-ইঙ-ভাবে ক্ত। অধ্যয়ন। কর্মণি ক্ত।
অভ্যস্ত। কৃত্যধ্যয়ন। পঠিত।

অধীতি (ক্লী) অধি-ইঙ-ভিন্। অধ্যয়ন। শব্দ।

অধীতিন্ (ত্রি) অধীতমেনে অধীত-ইনি। অধ্যয়নবিপ্লিষ্ট।
কৃত্যধ্যয়ন। বাহার পাঠ করা হইয়াছে। হ্যজ্, দে
হ্যজের পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে। অধীত শব্দ ইহার
মধ্যে পঠিত। *। ইতিভিত্ত্যৎ। পা ৪। ২। ১০। ইতি-

মিত্যঃ প্রাতিপদিকভ্যো হ্রস্বেনত্যশ্বির্থে ইনিঃ
প্রত্যায়ো ভবতি। অনেন এই অর্থে ইষ্টাদি প্রাতিপদি-
কের উত্তর ইনি প্রত্যয় হয়। [ইষ্টাদি দেখ]।

অধীন (ত্রি) অধিগতমিনঃ প্রভৃৎ। অত্যাং সৎ। আরত।
বশতাপন্ন। বাধ্য। আশ্রিত। *। তদধীন বচনে।
পা ৫। ৪। ৫৪। স্বামিবাচি প্রাতিপাদিকের পর দ্বিতীয়ত্বা
এই অভিধেয় কৃৎ সম্পদ্ব্যোগে সান্তি প্রত্যয় হয়।
তদধীন শব্দেও নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

অধীর (ত্রি) ন ধীরম্ ধৈর্য্যাস্বিতম্। নঞ-তৎ। অস্থির।
চঞ্চল। কাতর। ব্যাকুল।

অধীরা (স্ত্রী) বিজ্ঞাৎ। মানের অবস্থার মধ্য ও প্রগলভা
নায়িকা বিশেষ। অধীরা নায়িকা, জ্যোষ্ঠা ও কনিষ্ঠা
ভেদে দুই প্রকার। ইহারা মানের সময় নায়কের প্রতি
অব্যক্ত কোপ প্রকাশ করে এবং পরুষবাক্য প্রয়োগ,
তর্জন গর্জন ও তাড়না করিয়া থাকে।

যদ্যপি অধীরা হয়্যা, গালি দিলা কটু কয়্যা,
তবু থাকিলাম সয়্যা, না সয়্যা কি করিব ?
তুমি প্রাণ তুমি ধন, তোমা বিনা অস্ত্র জন,
যদি জানে মোর মন, পরীক্ষা আচরিব।
কষ্ট হলে কটু কও, তুষ্ট হলে কোলে লও,
আমা বিনা কারো নও এই গুণে তরিব।
ছল ছুতা মিছা সাঁচা, না জানি বিস্তর পাঁচা,
প্রাণেশ্বর প্রাণ বাঁচা নহে আজি মরিব।

বিনা দোষে দাও গালি, মাথে কলঙ্কের ঢালি,
মুখে ঘেন চুণ কালী কিসে মুখ চাহিব।

হয়েছি তোমার প্রভু, কত দোষ পাই তবু,
গালি নাহি দেহ কভু কত গালি খাইব।

কবি ভারতচন্দ্র রায় ইহার প্রথমটি জ্যোষ্ঠা এবং
দ্বিতীয়টি কনিষ্ঠা নায়িকার উদাহরণ করিয়াছেন।

অধীবাস (পুং) অধি-বস আচ্ছাদনে ঘঞ্। আবরক।
মহাকঙ্কক। উপরি সর্কতঃ স্হাধ্যভেহ্রসেনেতাধীবাসো
মহাকঙ্ককঃ। (কাত্য।)।

অধীশ (ত্রি) অধিক ঈশঃ। প্রাদি সৎ। অধিপতি।
সার্বভৌম। প্রভু। মহারাজ চক্রবর্তী।

অধীশ্বর (ত্রি) অধিক ঈশ্বরঃ। প্রাদি সৎ। রাজা।
প্রভু। অধিপতি। সার্বভৌম।

অধীষ্ট (স্ত্রী) অধি ইব ভাবে ক্ত। সংকার পূর্বক
নিয়োগ। সংকার পূর্বক ব্যাপার। *। বিবিনিময়-
মন্ত্রণাধীষ্টমন্ত্রপ্রার্থনেন্ লিঙ্। পা ৩। ৩। ১৬১।

পাণিনির এই সূত্রে ত্র্যটোজিনীকৃত অধীষ্ট শব্দের অর্থ
সংকার পূর্বক ব্যাপার এই রূপ লিখিয়াছেন। আদর
পূর্বক প্রেরণা। যেমন, গুরুকে কেহ শিষ্টাচার পূর্বক
বলিতেছেন—পুত্রমধ্যাপরেৎ ভবান্। মহাশয় আমার
ছেলেটাকে পড়ান্। কৰ্ম্মণি ক্ত। সংকার পূর্বক
নিয়োজিত (ত্রি)।

অধূত, অধৃত (ত্রি) ধুঞ্ কল্পনে কৰ্ম্মণি ক্ত। ন ধূতং
নঞ-তৎ। অকল্পিত।

অধুনা (অব্য) ইদম্ ধুনা ইদমোহশ্ভাবো ধুনা চ প্রত্যয়ঃ।
এই শব্দটি নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। ইদানীং। আজি
কালি। এ কাণে।

অধুনাতন (ত্রি) অধুনা ট্যল্ তুট্ চ। [অদ্যতন শব্দে
সূত্র দেখ]। এখনকার। ইদানীং ভব। ইদানীন্তন।
এতৎকালীন।

অধুর (ত্রি) নাস্তি ধুঃ ভারো যশ্চ। অচ্ বহুব্রী। ভারশূল।
অধুমক (পুং) নাস্তি ধুমো যজ্ঞ কপ্। বহুব্রী। ধুমশূল।

অধৃত (পুং) ন ধৃতঃ। যিনি সকলই ধারণ করিতেছেন,
কিন্তু তাঁহাকে কেহ ধারণ করে না অর্থাৎ পরমেশ্বর।
বিষ্ণু। বিষ্ণুর সহস্র নাম মধ্যে অধৃত শব্দ পঠিত হইয়াছে।
ন ধৃতম্ (ত্রি)। অকৃতধারণ বস্ত। যাহা ধারণ করা
হয় না।

অধৃতি (স্ত্রী) ন ধৃৎ-ক্ৰিন্। অতাবার্থে নঞ-তৎ। ধৈর্য্য-
ভাব। ধারণাভাব।

অধুষ্ট (ত্রি) ঞ্জি ধুষা প্রাগলভ্যে-ক্ত। লজ্জাশীল। *। ধুযি-
শদী বৈবাত্যে। পা ৭। ২। ১৯। বৈবাত্য অর্থাৎ
অবিনয় অর্থ বুঝাইলে ধুষ ও শ্শ্ব ধাতুর উত্তর ইট্ বিধান
হয় না। ধুষ অভিভবে-ক্ত ধুষম্। ততো নঞ-তৎ।
অনভিভূত। অহিংসিত।

অধুষ্য (ত্রি) ন ধুষ্যম্। নঞ-তৎ। অনভিভবনীয়।
অধর্ষণীয়। যাহাকে পরাভব করা যায় না। অপ্রগলভ।
লজ্জাশীল।

অধেনু (স্ত্রী) ন ধেনুঃ। নঞ-তৎ। দোহনশূল পাই।
ধে পাই দোহা হয় না। (বৈদিক)। *। খেট্ ইচ্চ।
উণ ৩। ৩৪। খেট্ পানে এই ধাতুর উত্তর হ্র হয় এবং
ইকার আদেশ হইয়া থাকে। ধরতি তামিতি ধেনুঃ।

অধৈর্য্য (ত্রি) নাস্তি ধৈর্য্যং বস্ত। বহুব্রী। ধৈর্য্যশূল।
ন ধৈর্য্যম্ নঞ-তৎ অতাবার্থে। ধৈর্য্যের অভাব।

অধো অক্ষ (ত্রি) অক্ষত অবত্যাৎ। বোহবিধরে অধানে

অকারের লোপ হয় নাই। নিয়ে ব্যাপক। *। অনু-
দান্তে চ কৃৎপরে। পা ৬। ১। ১২০। অনুদান্ত অকারের
পরে কবর্ণ কিংবা ধকার থাকিলে বজ্রকিরিয়ে এঙ্ (এ,
ও) প্রকৃতিবৎ থাকে অর্থাৎ সন্ধি হয় না।

অধোহিংসুক (ক্লী) অধরন্ অংসুকন্ অধর-প্রথমার্থে অসি
অধরন্ত অধাদেশঃ। পরিধান বস্ত্র।

অধোহিঙ্ক (ক্লী) অধন্ অকন্ যত্র। অসি বহত্ৰী। হবি-
র্ধান অক্কে অধোগার্গ। যে রথে দ্যুত থাকে তাহার
নিয়মপথ।

অধোহিঙ্ক (পুং) অক্ষাৎ ইন্দ্রিয়াং জারতে জন-ড।
৫-তৎ। অক্ষজং প্রত্যক্ষজ্ঞানং তদধরঃ হীনং যন্ত। বহত্ৰী।
অধর-প্রথমার্থে অসি অধাদেশঃ। ইন্দ্রিয়ের অযোগ্য।
যাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না অর্থাৎ বিষ্ণু। অধঃকৃতঃ
তিরস্কৃতঃ ইন্দ্রিয়জ্ঞানং যেন। বহত্ৰী। জিতেন্দ্রিয়।

ভেনাবজত যজ্ঞেশং ভগবন্তমধোক্ষম্।

উর্কশীলোকময়িচ্ছন্ সর্ষদেবময়ং হরিম্।

ভাগবতপুরাণ ৯। ১৪। ৩৬।

উর্কশী বোথানে থাকেন সেই লোক কামনা করিয়া
তদ্বারা সর্ষদেবময়, যজ্ঞেশ্বর, জিতেন্দ্রিয় ভগবান্ হরির
তিনি যজ্ঞ করিতে লাগিলেন।

অধোগতি (স্ত্রী) অধরস্মিন্ নরকাদৌ গতিঃ। মলগতি।
নরক গমন। নিয়মিত গমন। অধোহস্তাৎ গতির্থন্ত।
অধোদিগ্গামী।

অধোগামিন্ (ত্রি) অধরস্মিন্ গচ্ছতীতি গম-গিনি।
নরকগামী। অধোদিগ্গামী।

অধোঘণ্টা (স্ত্রী) অধস্তাৎ আরভ্য ঘণ্টেব। অগামার্গ।
আপাঙ্। আপাঙ্কে শীঘ্রের নীচে হইতে ঘণ্টার মত ফল
ধরিয়া আসে, তাই ইহাকে অধোঘণ্টা কহে।

অধোজানু (ক্লী) আনুনোহস্তাৎ। জাহুর নিয়ভাগ।

অধোজিহ্বিকা (স্ত্রী) অধন্ জিহ্বা অন্নার্থে কন্।
কর্ণধা।। অল্জিত। তালুন্মূলের ক্ষুদ্র জিহ্বা। (uvula)।

অধোদার (ক্লী) অধরঃ দারু। অধর প্রথমার্থে অসি
অধাদেশঃ। [অধন্ শব্দে হ্রস্ব দেখ]। কর্ণধা।।
গোবরাট। চৌকাঠের নিম্নে যে কাঠ থাকে।

অধোদিশ্ (স্ত্রী) অধরা দিশ্। দক্ষিণ দিক্।

অধোদৃষ্টি (ত্রি) অধরস্মিন্ দৃষ্টবন্ত। যোগাভ্যাসের সময়
যিনি কেবল নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্ট সংঘোজিত করিয়া
রাখেন। [যোগ দেখ]। (স্ত্রী) নিরদৃষ্টি। (ত্রি) নির-
দৃষ্টক।

অধোহৃদন্। অধন্ অধস্তাৎ সামীপ্যে হৃদঃ। সমীপে অধঃ-
প্রদেশ। নবানুধোহধোহৃদতঃ পরোধরান্। মাঘ ১।
৪। ময়িনাথ ইহার জীকার লিখিয়াছেন—অধোহৃদঃ
সমীপাধঃ প্রদেশে।—দ্বিতীয়াক্ষেপিতান্তেব ততোহস্ত-
ত্রাপি দৃষ্টতে। (সিং কো)। হিরক অধন্ প্রকৃতি
শব্দযোগে দ্বিতীয়া হয়। যেমন অধোহধো লোকম্।
মাঘের উক্ত শ্লোকেও তাই পয়োধরান্ পদটী
দ্বিতীয়াস্ত হইয়াছে।

অধোপাত (পুং) অধন্-পত-ঘঞ। অধোগতি। ‘তুমি
অধোপাতে যাও’ অর্থাৎ তোমার মলগতি হউক। চলিত
কথায় এখানে বিসর্গস্থানে ওকার করা যায়। বস্তুতঃ
অধঃপাত এই রূপ হইবে।

অধোপহাস (পুং) অধোভাগন্ত মদনালয়ন্ত উপহাসঃ।
এটা বৈদিক শব্দ বলিয়া সন্ধি হইয়াছে, নচেৎ লৌকিকে
‘অধ উপহাস’ বিসর্গের লোপের পর এই প্রকার রূপ
হইয়া থাকিত। স্ত্রীলোকের অধোভাগের ঘোনির
উপহাস।

অধোভক্ত (ক্লী) অধরং ভক্তং যস্মাৎ অধরং পকং ভক্তময়ং
যেন বা। ৫। ৩ বহত্ৰী। অন্ন ভোজনের পর যে অন্ন
পান করা হয়।

অধোভাগ (পুং) অধরো ভাগঃ। কর্ণধা।। নিয়ভাগ।
স্ত্রীলোকের মদনালয়।

অধোভুবন (ক্লী) অধরং ভুবনম্ লোকঃ। কর্ণধা।। পাতাল।
এই পৃথিবীর নীচের ভুবন। [ভূগোল শব্দ দেখ]।

অধোমর্ষ (ক্লী) অধরং মর্ষ। কর্ণধা।। শুষ্কহার।

অধোমুখ (ত্রি) অধোহবনতঃ মুখং যন্ত। বহত্ৰী। লজ্জা-
দিতে যাহার মাথা হেট হইয়াছে। যে অপ্রতিভ হই-
য়াছে। অধোবদন। অনন্তমূল লতা। জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত
কতগুলি নক্ষত্রের নাম অধোমুখ। বথা, মূলা অশ্বেষা
কৃত্তিকা বিশাখা ভরণী মঘা। তুমি ধনন এবং বিদ্যা-
রস্তু বিষয়ে এই কয়েকটা নক্ষত্র প্রশস্ত। (স্ত্রী) অধো-
মুখী বা অধোমুখা—গোজিহ্বা লতা। অনন্তমূল।

অধোরাম (পুং) অধোভাগে রম্যাক্তে বেন স রামঃ কৃত্যঃ।
অধোভাগে গুরুবর্ণ।

অধোলোক (পুং) কর্ণধা।। পাতাল। অধোভুবন।

অধোবদনা (স্ত্রী) মুদ্রাবিশেষঃ।

অধোবর্জন্ (ত্রি) অধোগামি বর্জঃ জ্যোতিষতঃ। অধো-
যাহার জ্যোতি নিরসেপশ্যামী।

অধোবাহু (পুং) অধোবাহী বাহুঃ। কর্ণধা।।

বায়ু মেহের অধোভাগ দিয়া নিগত হয়। বাতকর্ম।
কুতেহধোবাধুগমনে জন্তুগে জপমুৎসুজ্ঞে।

অধোবিণী—(Herpestis Monneiria)। ব্রাহ্মী। জল-
নিম্ন। ইহার হিন্দি নাম খেতচাম্ণী। খাল, বিল, নদী
ও পুষ্করিণীর ধারে ভিজা মাটিতে এই ক্ষুদ্র শাক জন্মে।
ইহার পাতা ছোট ছোট, গাছের অবয়ব অনেকটা
বড় ছুনীর মত, রস তিক্ত। কাসরোগে ও স্বরভেদে
এ দেশের বৈদ্যরা এই শাকের বিশেষ আদর করেন।
এম্বিলি বলেন, কোষ্ঠবদ্ধের পর প্রস্রাব বন্ধ হইলে
ব্রাহ্মীর রস খাওয়াইলে বিলক্ষণ উপকার করে। রক্তবর্গ
কহেন যে, পেটোলিয়মের সঙ্গে ব্রাহ্মীর রস মিশ্রিত
করিয়া গ্রন্থিবাভের উপর মর্দন করিলে ফুলা ও বেদনা
থাকে না। কিন্তু কর্মেকোপিয়ার সে মত নহে। অস্ত্রাত্ত
ডাক্তারদের বিশ্বাস এই যে, বাতরোগে বেদনাস্থলে
পালিস করিলে বস্তুটুকু উপকার হয়, সে কেবল পেটো-
লিয়মের গুণে, ব্রাহ্মীর রসে কিছুই ফল হয় না। [ইহার
অস্ত্রাত্ত বিবরণ ব্রাহ্মী শব্দে দেখ]।

অধোবিস্ত্র। (Nadir) গগনমণ্ডলের যে স্থান আমাদের
পদতলের ঠিক নিম্নে অবস্থিত।

অধ্যক্ষ (ত্রি) অধিগতোহকম্ অত্যা০ তৎ। অধিগতঃ
সর্ববিষয়ে দত্তমক্ষি যেন। অত্যা০ বহুব্রী। যিনি সকল
বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন। কর্মের প্রধান সম্পাদক। প্রধান
কর্মকর্তা। অধি-অক্ষ-অচ্। ব্যাপক। অধিগতম্ অক্ষম্
ইন্দ্রিয়ম্। অত্যা০ তৎ। প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ইন্দ্রিয়গোচর।
(পুং) কীরিক। বৃক্ষ। জায়মতে—প্রত্যক্ষ। প্রত্যয়বিবরণ।

অধ্যক্ষর (অব্য) অক্ষরে এই রূপ বিভক্ত্যর্থো অব্যয়ী০।
অক্ষরকে অধিকার করিয়া।

অধ্যক্ষি (অব্য) অক্ষৌ (অয়িতে বা অধির সমীপে) এই
রূপ বিভক্ত্যর্থো অব্যয়ী০। অধির সমীপে। (স্ত্রী) বিবাহ-
কালে অধিসমীপে স্ত্রীকে যে ধন দান করা হয়। স্ত্রীধন।

অধ্যচ্ (ত্রি) অধি-অচ্ পতৌ-কিপ্। অধিগামী। অধিগত।

অধ্যাণ্ডা (স্ত্রী) অধিকম্ অণ্ডমিব ফলং যন্তাঃ। বহুব্রী।
ভুঁই আমলা। কপিকঙ্ক। আলুস্বী।

অধ্যাধিক্ষেপ (পুং) অধিকোহধিক্ষেপঃ। প্রাদি স০।
মাতান্ত নিক্ষেপ। অতিশয় তিরস্কার।

অধ্যাধীন (ত্রি) অত্যন্ত পরাধীন। হালের গর্তমাত্র সমান।

অধ্যায় (পুং) অধি-ইচ্ ভাবে অচ্। অধ্যায়ন। অধি-ইচ্-
অচ্। অরণ।

অধ্যায়ন (স্ত্রী) অধি-ইচ্-ল্যট্। পঠন। শুক বলেন

উপদেশ করেন তদনুসারে তাহার উচ্চারণ।
অধ্যাক্ষ (ত্রি) অধ্যাক্ষকম্ অর্জং যস্মিন্। সার্ব। অর্জ-
বিশিষ্ট। দেড়। *। অধ্যাক্ষপূর্ষদ্বিগোলুংসংজ্ঞায়াম্।
পা ৫। ১। ২৮। যে প্রাতিপদিকের পূর্বে অধ্যাক্ষ শব্দ
থাকে তাহার পরে এবং দ্বিগুসমাসের পরে সংজ্ঞাবিষয়ে
অর্হ এই অর্থের তদ্ধিত প্রত্যয়ের লুক হইয়া থাকে।
যেমন, অধ্যাক্ষকংসম্। দ্বিকংসম্। অর্হ অর্থ ঠক্, টঠন্,
মৎ, কন্, ডবুন্, অণ্ প্রভৃতি প্রত্যয় বিহিত হয়।
এখানে তদ্ধিত প্রত্যয়ের লুক না হইলে,—অধ্যাক্ষকংস
টঠন্ অধ্যাক্ষকংসিক। দ্বিকংস-টঠন্ দ্বিকংসিক। এই
প্রকার রূপ হইত। *। বিভাষা কার্যাপণসহস্রাত্যায়াম্।
পা ৫। ১। ২৯। কার্যাপণ ক্রিয়া সহস্র প্রাতিপদিকের
পূর্বে অধ্যাক্ষ শব্দ থাকিলে ক্রিয়া কার্যাপণ বা সহস্র
শব্দের সঙ্গে দ্বিগু সমাস হইলে, তদ্ধিত প্রত্যয়ের
বিকল্পে লুক হয়।

অধ্যাবসায় (পুং) অবি-অব-সো যঞ। উৎসাহ। অবি-
শ্রান্ত উদ্যোগ। অবিচ্ছিন্ন উৎসাহ। কর্মে একান্ত
উদ্যম। এই রূপ করিলে তাহার ফল নিশ্চিত এই রূপ
হইবে, এই প্রকার নিশ্চয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন এটা
আত্মধর্ম। সাংখ্যবাদীদের মতে এটা বুদ্ধির ধর্ম।

অধ্যাবসায়িত (ত্রি) অধ্যাবসায়ো জাতোহস্ত তারকাদি-
হ্মাৎ ইতচ্ প্রত্যয়ঃ। [অজুরিত শব্দে সূত্র দেখ]।
জাতাধ্যাবসায়। যাহাতে অধ্যাবসায় জন্মিয়াছে।

অধ্যাবসায়িন্ (ত্রি) অধি-অব-সো-গিনি। উৎসাহাবিত।
উদ্যমশীল। নিশ্চয়কারী।

অধ্যাবহনন (স্ত্রী) অধি-উপরি—অবহননম্। চাউল কাঁড়া।
একবার খাত্তাদি কাঁড়িয়া তুষণ্ড করিয়া পুনর্বার কাঁড়া।

অধ্যাশন (স্ত্রী) অধিকম্ অশনম্। অতিভোজন। অজীর্ণে
অধিক ভোজন। 'সাজীর্ণে ভূজ্যতে যতু তদধ্যাশনমুচ্যতে'।

অধ্যাস্ত (ত্রি) অধি-অস্-কর্মণি ক্ত। কৃত্যধ্যাস। আরো-
পিত। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান আরোপিত।

অধ্যাস্ত (অব্য) আদ্যানং দেহমিন্দ্রিয়াদিকং ক্ষেত্রজং
ব্রহ্ম বা কবিকৃত্য। উজ্জ্বল্যায়ীং। *। অনশ্চ। পা ৫। ৪।

১০৮। অনশ্চ অব্যয়ীভাবের উক্তর সমাসান্ত বিবরে
টচ্ প্রত্যয় হয়। বাহা দেহ, ইন্দ্রিয়, আত্মা বা পর-
ব্রহ্মকে অধিকার করিয়া বস্তু। পরমাত্ম বিবরণ। আত্ম
সম্পর্কীয়। চিত্তবিবরণ। অধ্যাস্ত শব্দ অমুশক্তিকারিণং
বধেণ পঠিত, তদন্তর ভাবের টচ্ প্রত্যয় করিলে 'আম্যা-
স্তিক' এই রূপ উক্তর পদের আত্ম বধের বস্তু হইত।

अध्याहार्य (३) अथवा अथवा अथवा अथवा

[অধ্যারোপ শব্দে সূত্র দেখ]। ধাতাদির বপন। অতি-
শর আরোপণ।

অধ্যাবাপ (পুং) অধি-আ-বপ-ঘঞ। শস্ত বোনা। শস্ত
বপন। আধারে ঘঞ। শস্ত বুনবার ক্ষেত্র।

অধ্যাবাহনিক (ক্লী) অধি-আ-বহ-ণিচ্-লুট্ অধ্যাবাহনং
পিতৃগৃহাৎ ভর্তৃগৃহাগমনং তৎকালে লঙ্ম্ অনাৎ লঙ্কার্থে
ঠন্। জীধন বিশেষ।

বৎ পুনর্লভতে নারী নীরমানা হি পৈতৃকাৎ।

অধ্যাবাহনিকং নাম তৎজীধনমুদাহৃতম্। (দা ভা)

পিতৃগৃহ হইতে লইয়া আসিবার সময় জীলোকেরা
পুনর্বার বেধন পার তাহাকেই অধ্যাবাহনিক কহে।
কত্থা সম্প্রদান কালে একবার ধন দেওয়া হয় বলিয়া
'পুনর্বার' শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে।

অধ্যাস (পুং) অধি-অস-ক্ষেপে-ঘঞ। আরোপ। মিথ্যা
জ্ঞান। এক বস্তুতে অন্ত বস্তুর আরোপ। শঙ্করাচার্য্য
বলেন, পূর্বে কোন বস্তু দেখিলে মনের ভিতর তাহার
রূপাদির একটা সঙ্কল্প হইয়া থাকে। পরে সেই বস্তুর
মত আর একটা বস্তু দেখিলে রূপাদির বিষয়ে কিঞ্চিৎ
সাদৃশ্য জন্ম তাহাকে সেই পূর্ব বস্তু বলিয়া জ্ঞান জন্মে।
যেমন, কোন ব্যক্তি যদি পূর্বে সর্প দেখিয়া থাকে
তবে সাপের অবয়ব সম্বন্ধে তাহার মনে একটা
ধারণা হইয়া থাকে। পরে হঠাৎ রজ্জু দেখিলে সেই
সাপের আকার তাহার মনে পড়ে, তখন, রজ্জুকে
সর্প বলিয়া বোধ হয়। এই মিথ্যাজ্ঞানকে অধ্যাস কহে।

অধ্যাসন (ক্লী) অধি-আস বাসে উপবেশনে বা-লুট্।
নিবাস। অধিষ্ঠান। অধিরোহণ। উপবেশন। আসনে
অধি এই বিত্তক্ত্যর্থো অব্যয়ী।

অধ্যাসিত (ত্রি) অধি-আস ভাবে ক্। *। ন পুংসকে
ভাবে ক্। পা ৩। ৩। ১। ৪। ব্যাক্রমণ। অধিষ্ঠিত।

ধেবা তদধ্যাসিতকাতরাক্ষ্য

মিথীকামাণঃ স্তবরাং দরালুঃ। রঘু ২। ৫২।

গাভীতী (সিংহের) আক্রমণে কাতর চক্ষু (রাজার
পানে) চাহিতে লাগিল, (কাজেই) অভ্যস্ত দরালু
হইয়া।

আধারস্ত কর্ণসংজ্ঞায়াং কর্ণণি ক্। বাসস্থান ভূমি।

অধ্যাসীন (ত্রি) অধি-আস-শানচ্। *। কেশাসঃ। পা ৭।
২। ৮৩। আস ধাতুর উত্তর আন (শানচ্) প্রত্যয়ের
আকার স্থানে দীর্ঘ কেশার আদেশ হইয়া থাকে।

উপরিষ্ট। যে বলিয়া আছে। ক্লী-অধ্যাসীনাং।

অধ্যাহরণ (ক্লী) অধি-আ-হ-লুট্। অধ্যাহার। তর্ককরা।

অধ্যাহার (পুং) অধ্যাহ্রিত্যে বোধবিকাশায় অহুসকীর্ত্যে
অধি-আ-হ-ভাবে ঘঞ। উহ করা। তর্ক। অসম্পূর্ণ বাক্যের
পূরণার্থ পদান্তর যোজনা। অন্ত শব্দ দ্বারা অস্পষ্ট বিষয়
স্পষ্ট করা। কোন বিষয়ের আকাজ্ঞা থাকিলে সেই
আকাজ্ঞা পূরণার্থ অহুসকান। অশ্রুতপদানামহুসকানম্।
(দি ৪)। যথা ঘটমানয়েতাক্তে ভ্রমিতি পদস্তাধ্যাহারঃ।
অধ্যাহারো বিবিধঃ। শব্দাধ্যাহারঃ। অর্থ্যাধ্যাহারঃ।
অশ্রুত পদের অহুসকান করা যেমন,—'ঘট আন' এমন
কথা বলিলে এখানে 'তুমি' এই পদের অধ্যাহার হই-
তেছে। অধ্যাহার দুই প্রকার,—শব্দাধ্যাহার ও অর্থ্যা-
ধ্যাহার।

অধ্যাহার্য্য (ত্রি) অধি-আ-হ-ণাৎ। উহ। অহুসক্কেয়।

অধ্যুষিত (ত্রি) অধি-বস-আধারস্ত কর্ণসংজ্ঞায়াং কর্ণণি
ক্। বকারস্ত সম্প্রসারণম্। অধিষ্ঠিত। উপবিষ্ট। যে
খানে বাস বা উপবেশন করা যায়। *। বসতি ক্ষুধো-
রিট্। পা ৭। ২। ৫২। বস্ ও ক্ষুধ্ ধাতুর উত্তর জ্ঞা ও
ক্ত এবং ক্তবত্ প্রত্যয় বিহিত হইলে তাহার স্থানে নিত্য
ইট্ (ই) আগম হয়। *। শাসিবসিঘসীনাঞ্চ। পা ৮।
৩। ৬০। ইণ্ (ই উ) এবং কবর্গের উত্তর শাস, বস এবং
বস ধাতুর সকার মূর্দ্ধন্ত হয়।

*। উপাষধ্যাঙ্ বসঃ। পা ১। ৪। ৪৮। উপ, অহু,
অধি এবং আঙ্ ইহার পর বস ধাতু থাকিলে যে আধা-
রাধিকরণ কারক হয়, তাহার কর্ণ সংজ্ঞা হইয়া থাকে।
যেমন অধিবসতি বৈকুণ্ঠঃ হরিঃ। হরি বৈকুণ্ঠে বাস
করিতেছেন। এখানে বৈকুণ্ঠ শব্দের কর্ণ সংজ্ঞা হইয়াছে,
কিন্তু বাস্তবিক ইহার অর্থ 'বৈকুণ্ঠে' এই রূপ অধিকরণই
হইবে।

অধ্যুষ্ট (ত্রি) অধ্যারুত্ উষ্ট্রম্। অত্যাং সৎ। উষ্ট্রযুক্ত
রথ। উষ্ট্রবাহ প্রেমা। উটের গাড়ী।

অধ্যূঢ় (ত্রি) অধি-উপরি-বহ-ক্ত। অধিক বৃদ্ধি যুক্ত।
সমৃদ্ধ। উপরে অবলম্বিত। (স্ত্রী) অধ্যূঢ়া—অধিবিয়া
স্ত্রী। একবার বিবাহের উপর পুনর্বার বিবাহ করিলে
সেই প্রথম বিবাহিতা স্ত্রীকে অধ্যূঢ়া কহে।

অধ্যূয়ী (স্ত্রী) অধিকন্ উধঃ তনো যতাঃ। অধি-উধস্-
অনঙ্। হৃৎবতী মাই। বে গাড়ীর বড় বড় বাট। *।
উধলোহনঙ্। পা ৫। ৪। ১৩১। উধঃ শব্দান্ত বহুব্রীহি
সমাসে সমাসান্ত বিধরে অমঙ্ আদেশ হয়। অধ্যো-
য্যাসেসীন্। পা ৫। ১। ২৬। অধ্যোয্যাস্তক শব্দ এবং

অব্যয় শব্দ আদিত্যে থাকিলে বহুব্রীহি সমাসে উৎস শব্দের পর জীলিঙ্গে ভীপ্ প্রত্যয় হয়। উৎসো-
হনতি জীগ্রহণং কর্তব্যম্। উৎস শব্দের উত্তর অনঙ
প্রত্যয় বিহিত হইলে জীলিঙ্গ গ্রহণ করাই কর্তব্য।
বেমন, কুণ্ডোদ্রী কুণ্ডমিব উৎসোহতাঃ। ঘটোদ্রী ইত্যাদি।
কিন্তু মহোদ্রাঃ পৰ্জন্তঃ। ঘটোদ্রো দৈহিকম্। এমন হলে
হইবে না।

অধ্যবৃন্ (ত্রি) অধি-বৃ-ক্তৃ। অধিষ্ঠিত। *। ভাষায়াঃ
সদবসজ্জবঃ। পা ৩। ২। ১০৮। সদ, বস এবং ঞ্ ধাতুর
পর ঞ্চৌকিক ভাবার লিটের স্থানে বিকল্পে ক্‌য় আদেশ
হয়। কাহারও মতে নিত্য ক্‌য় হয় এবং বিকল্পে লিট
হইয়া থাকে। যে অধিবাস করিয়াছে।

অধ্যোতব্য (ত্রি) অধি-ইঙ-কর্মণি ভব্য। পাঠ্য। পাঠ
করিবার ঘোণা।

অধ্যোতৃ (ত্রি) অধি-ইঙ-তৃ। অধ্যয়ন কর্তা। পাঠক।
অধ্যোয়ণ (ক্লী) অধি-ইব-প্রেরণে গিচ্-লুট্। বিনয় পূর্বক
জিজ্ঞাসা। প্রার্থনা। সংকার পূর্বক প্রেরণ। যুচ্
করিলে জী-টাপ্ অধ্যোষণা—অধিক প্রার্থনা।

অগ্রি (ত্রি) অগ্রতম্। বেদে অগ্রত শব্দের অগ্রি ভাব হয়।
অথবা ন-ধু-কি। অগ্রত। ন-ধু-ব-ভ্রি। অগ্র্য।

অগ্রিষ্ঠ (ত্রি) অধিকৃতো ঘোষণিন্ মজ্জ। বহুব্রী।
অধিকৃতশব্দ অগ্রিভাবঃ, গোশব্দশচ পশুমাভ্যো-
পলককঃ। (ইতি নিরুক্তম্)। এখানে অধিকৃত
শব্দের অগ্রি এই প্রকার রূপ হইয়াছে এবং গো শব্দে
পশুমাভ্যকেই বুঝাইতেছে। অথবা—অগ্রাধৃতশব্দ
অগ্রিভাবঃ। গমনং গোঃ। (নিরুক্ত)। কিম্বা অগ্রত
শব্দের অগ্রিভাব হইয়াছে। এবং গো শব্দে গমন
বুঝাইতেছে।

অগ্রি ও ইন্দ্রদেবতা। (অগ্নিরিক্রান্ত অগ্রিষ্ঠশব্দেন
উচ্যতে। ইতি দেবরাজঃ) অগ্রতগমন, অগ্রতিহতগতি।
(অগ্রতগমনঃ সর্বত্র অগ্রতিহতগতিরিত্যর্থঃ। ইতি
দেবরাজঃ)। অধিকৃত পশুবিধি মন্ত্র। অগ্রতগমনো
হ্ণাবিতি। অগ্রি। ন কশিচ্ গমনধারণিতাতি। ইন্দ্রঃ।

অগ্রিক (ত্রি) অগ্রতঃ জনরতি জন-অন্তর্ভূতগ্যার্থে ড।
অগ্রতজনক। অগ্র্যজনক।

অগ্রয় (ত্রি) ন গ্রহম্। নঞ-তৎ। অনিচ্ছিত। চকল।

অগ্রব (পুং) বিকৃত রক্তজনিত অরক্তক শোথরোগ
বিপেদ। [শোধে শোধ]।

অগ্রব (পুং) অগ্রবানং গচ্ছতীতি গম-ভ। *। অগ্রা-

ভ্যাক্ষান্দ্রপারসর্কানন্তে ডঃ। পা ৩। ২। ৪৮। অগ্র,
অভ্যাক্ষ, অক্ষন্, দ্র, পার, সর্ক, অনন্ত এই সকল
কর্মোপপদের পর গম ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় বিহিত
হয়। প্রত্যয়ের ডকার ইং হইলে টার লোপ হয়।

পথিক। উষ্ট্র। হৃষ্য। খেসর, খচর। (জী)
অগ্রগা—গজা। (ত্রি) পথে গমনশীল।

অগ্রগং (ত্রি) অগ্রবানং গচ্ছতি গম-কিপ্। পথিক।

অগ্রগভোগ্য (পুং) অগ্রগেন অতিসৌলভ্যাং ভোগ্যঃ।
৩-তৎ। আমড়া। আভ্রাতক বৃক্ষ। আমড়া অতি স্থলভ,
পথের লোকে ছিঁড়িয়া খাইলেও কেহ কিছু বলে না,
তাই ইহার নাম অগ্রগভোগ্য হইয়াছে। আমড়া
স্থলভ বলিয়া বহুকাল হইতে এদেশে একটা-পাখা
প্রচলিত আছে। যথা—

বেথানে সেথানে যাই, তোমারে দেখিতে পাই
পাক্ষাত্তে মেখে ধাই, খেজুরের বড় তাই
আঁটা আর চামড়া, আ আরে আমড়া।

অগ্রজা (জী) অগ্রনি জায়তে জন-ড। ৭-তৎ। সোনা-
গাছ। স্বর্ণপুষ্পী বৃক্ষ। [সোনা দেখ]।

অগ্রনু (পুং) অদ-কনিপ্। দকারন্ত ধকারঃ। *। অর্ধে
চ। উণ্ ৪। ১১৫। অদনং স্বতিগচ্ছতাং পক্ষ্যাদীনাং
বিষমস্থানাভাবাৎ। বহা,—অধিগত্যর্থঃ কশিকাক্ষঃ,
বাহুলকাৎ পূর্বেণ বনিপ্। গচ্ছত্যগ্নিন্ দেবতার
ইত্যক্ষা। (দেবরাজঃ)। আকাশে বিষম স্থান নাই,
অতএব স্বচ্ছলগামী পক্ষী প্রকৃতির সুখে ভ্রমণ হয়।
অথবা, অধিগত্যর্থ ধাতুর উত্তর বনিপ্ প্রত্যয় দ্বারা
অগ্রনু শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। দেবতার বাহাতে গমন
করেন। ‘অতের্ধ’ ইতি ভোক্তৃদ্রব্যম্। অত সাতত্যা-
গমনে। সততঃ গচ্ছত্য হৃদ্যানর ইত্যক্ষা। অত
ধাতুর অর্থ সর্কদা গমন। ইহার তকারের স্থানে ধকার
আদেশ হইয়াছে, পরে বনিপ্ প্রত্যয় দ্বারা অগ্রনু
শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে।

পথ। অন্তরিক; আকাশ। অধিক দূরারোহণ।

কাল। অবস্থান। হিংস্র। শত্রু। ক্ষয়। অবরন।

অগ্রনীন (ত্রি) অগ্রবান্ অগ্রবানী অগ্রনু-ধ। *। অগ্র-
নোবৎথো। পা ৫। ২। ১৬। দ্বিতীয়া সমর্থে অগ্রবানী
এই অর্থে অগ্রনু শব্দের উত্তর বৎ ও ঞ্ প্রত্যয় হয়।

পথিক। যে পথে প্রচুর বা কুশলে গমন করে।

অগ্রনু (ত্রি) অগ্রবান্ অগ্রবানী অগ্রনু-ধ। (অগ্রবানী
দেখ)। পথিক। যে পথে প্রচুর বা কুশলে গমন করে।

অক্ষরপতি (ত্রি) ৭ বা ৬-তৎ। মার্গপালক। (পুং) সূর্য।
অক্ষর (পুং) ধ্ব-হিংসাকর্ষ-ধ্ব ক্ষরতি ধ্বরঃ। *। পুংসি
সংজ্ঞারায়ঃ যঃ প্রায়েণ। পা ৩। ৩। ১১৮। পুংলিঙ্গে
সংজ্ঞা বিষয়ে প্রায় ধাতুর উত্তর যঃ প্রত্যয় বিহিত হয়।
ন বিদ্যাতে ধ্বরো হিংসা যশ্মিন্। নঞ বহুব্রী।

যজ্ঞ। হিংসারহিত অর্থাৎ বিশ্ব রহিত যজ্ঞ। অন্তরিক।
অষ্টবস্তুর মধ্যে একটি বস্তুর নাম। কুটিলতাশূন্য।

মিকুলে অক্ষর শব্দের অনেক প্রকার ব্যুৎপত্তি
করা হইয়াছে। ধ্বরতি ধ্বর্ষ্যতীতি হিংসার্থেবু পঠিতো।
তৎপ্রতিবেদ্যঃ অক্ষরঃ অহিংস ইত্যর্থঃ। অথবা যষ্ঠার্থে
বহুব্রীহি। অবিদ্যামানোহক্ষরো যজ্ঞ সোহক্ষরঃ রক্ষো-
ভিরহিংসিতঃ। অক্ষানং মার্গং রাত্তি দদাত্তি শ্বশ্বিন্
গচ্ছতাং পক্ষাদীনাম্। যদ্বা। অক্ষা মার্গো বিদ্যাতেহশ্মিন্
মেঘাদীনাম্। রো মন্তব্যঃ।

অর্থাৎ হিংসার্থে ধ্ব ধাতু হইতে প্রথমে ধ্বরশব্দ
নিপন্ন হইল। তাহার পর নঞ সমাসে অহিংসার্থে অক্ষর
শব্দের রূপসিদ্ধি হইল। কিম্বা যষ্ঠার্থে বহুব্রীহি। যাহার
অক্ষর নাই। গমনশীল পক্ষীদিগকে যাহা পথ
দেয়। অথবা, এই ধানে মেঘদের পথ আছে এই অর্থে
আছে এই রূপ অর্থ বুঝাইতে অক্ষর শব্দের উত্তর র
প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদের ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য্য অক্ষর শব্দে হিংসা
অর্থাৎ বিশ্ব রহিত যজ্ঞ এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

অগ্নে বং যজ্ঞমক্ষরং বিষতঃ পরিভূমসি।

ন ইন্দ্রেবেবু গচ্ছতি। ১। ১। ২। ৪।

হে অগ্নি! তুমি বিশ্বের চারিদিক হইতে যে হিংসা-
শূন্য যজ্ঞ পাইতেছ, তাহা অবশ্যই দেবতাদের কাছে
বাইতেছে। কীদৃশং যজ্ঞঃ?—অক্ষরং—হিংসারহিতম্।
নহি অগ্নিনা সর্বতঃ পালিতং যজ্ঞং রাক্ষসাদরো হিংসিতুং
প্রভবন্তি। + + ন বিদ্যাতেহক্ষরোহন্তেতি বহুব্রীহৌ
ইত্যাদি। (ইতি সায়নঃ)। কি প্রকার যজ্ঞ?—অক্ষর
অর্থাৎ হিংসারহিত যজ্ঞ। সকল সিকে অগ্নি দ্বারা
পালিত যজ্ঞ নষ্ট করিবার নিমিত্ত রাক্ষসেরা সমর্থ হইত
না। + + ইহার অক্ষর নাই এই বহুব্রীহিতে ইত্যাদি।

রাক্ষসমক্ষরাণাং গোপামৃতস্ত দীদ্রিবিং।

বর্ধমানং য়ে নমে। ১। ১। ২। ৮।

তুমি হিংসারহিত যজ্ঞের দীপ্যমান রক্ষক, অবশ্যই
কর্মকলের দোষিত, আপনাদের গৃহে বর্ধিত হইতেছ।

অক্ষরাণাং—রাক্ষসকৃতহিংসারহিতানাং যজ্ঞানাং। (ইতি

সায়নঃ)। অক্ষর সমূহের অর্থাৎ রাক্ষসকৃত হিংসারহিত
যজ্ঞ সমূহের।

ত্রিবিণোদা ত্রিবিণসো গ্রাবহন্তাসো অক্ষরে।

যজ্ঞেবু দেবমীলতে। ১। ৪। ১৫। ৭।

হিংসারহিত যজ্ঞে ধনার্ণী, প্রস্তরহন্ত (ঋষিক্রা)।
(সোমরস বাহির করিবার জন্য পাথর দিয়া লতা ছেঁচিতে
হইত) ধনদাতা দেবতাকে স্তব করিতেছেন। অক্ষরে
—ন বিদ্যাতে ধ্বরো হিংসা যশ্মিন্। (ইতি সায়নঃ)।
যাহাতে ধ্বর অর্থাৎ হিংসা নাই, তাহাই অক্ষর।

অধ্বরকর্মণু (ক্লী) অধ্বর এব কর্ম। বজ্ররূপ কর্ম।

অধ্বরমীমাংসা (ক্লী) অধ্বরন্ত যজ্ঞন্ত কর্তব্যতাজ্ঞানায়
মীমাংসা বিচারঃ। জৈমিনি প্রোক্ত ধর্মমীমাংসাখ্য
শাস্ত্র বিশেষ।

তধ্বরথ (পুং) অধ্বরং রথোযন্ত। বহুব্রী। পথের বিষয়ে
অভিজ্ঞ দূত। অধ্বনি গমনোপযুক্তো রথঃ। পথগমনোপ-
যুক্ত রথ। পরিধাতিক। এখানে ‘পথ গমনোপযুক্ত
রথ’ এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই,—রথ অনেক
প্রকার আছে। যেমন, ১—ছেলেদের খেলা করিবার
রথ। ২—দেবতাদিগকে চড়াইয়া টানিবার রথ। ৩—
দ্রব্যাদি বহন করিবার রথ। ৪—পথে গমনোপযুক্ত
রথ। ৫—গদ্যীরথ। অধ্বরথ শব্দে পথে গমনোপযুক্ত
রথকে বুঝায়।

অধ্বর্যু অধ্বরয়ু (পুং) অধ্বরং যুক্ততীতি অধ্বর-যুক্ত-ডু।
এই শব্দ উগাদির মৃগয় শব্দের আকৃতিগণ মধ্যেও
পাঠ্য। অতএব অধ্বরং যাতিতি অধ্বর-যা-কু। ঋগ্-
যয়ে ইহার রূপ সিদ্ধি এই প্রকারে হয়,—অধ্বর-ক্যচ
উ। *। কব্যধ্বরপুতনভর্জি লোপঃ। পা ৭। ৪। ৩৯।
ক্যচ পুরে থাকিলে ঋগ্‌যয়ে কবি, অধ্বর, পুতন এই
সকল অঙ্গের লোপ হয়। তাহার পর—*। ক্যচ্ছকসি।
পা ৩। ২। ১৭০। ক্যচ, ক্যঙ্ এবং ক্যব্ এই সকল
প্রত্যয়ান্ত ধাতুর পর বেদবিষয়ে তাজ্জীল্যাদি অর্থে
কর্তৃবাচ্যে উ প্রত্যয় বিহিত হয়।

যাক্, হর্গাচার্য্য, সায়নাচার্য্য প্রভৃতি সুদীর্ঘ অধ্বর্যু
শব্দের অনেক প্রকার ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। অধ্বর্যু-
রধ্বরয়ুঃ অধ্বরং যুক্ত্যধ্বরন্ত নেতাধ্বরং কামরত ইতি
বাপি। (ইতি বাঙ্কঃ)। ‘অধ্বর্যুঃ অধ্বরয়ুঃ’ এবমপি
স্বপুঙ্ক ইতি। পুনরপ্যাহ,—‘অধ্বরং যুক্ত্যধ্বরন্ত নেতা’
প্রাপ্যিতেত্যর্থঃ। + +। অথবা অধ্বরং কামরতে
কর্তৃমু ইতি অধ্বর্যুঃ। + +। অধ্বরবীজে যঃ লোহ-

ধ্বৰ্য্য:। (ইতি চুৰ্গাচাৰ্য্য:। অধ্বৰং যুনক্তি অধ্বরস্ত
নেতেতি। সায়নাচাৰ্য্য:। যিনি যজ্ঞের যোজনা করেন
অর্থাৎ যিনি যজ্ঞের নেতা অথবা যিনি যজ্ঞের কামনা
করেন, তিনিই অধ্বৰ্য্য। অধ্বৰ্য্য অধ্বরু এই দুই প্রকার
শব্দই হয়। বাঁহার দ্বারা ঋক্ বহন করা হয়। যিনি
যজ্ঞের যোজনা করেন অর্থাৎ যজ্ঞের নেতা বা যজ্ঞকে
পাওয়াইয়া দেন। অথবা যজ্ঞ করিতে যিনি কামনা
করেন তাঁহাকে অধ্বৰ্য্য কহে। যিনি অধ্বর অর্থাৎ
যজ্ঞের বিষয় আশ্রয় করেন। যিনি যজ্ঞের যোজনা
করেন অর্থাৎ যজ্ঞের নেতা।

অধ্বৰ্য্য শব্দের এই কয়েকটি অর্থ বুঝায়—যাজক।
যজুর্বেদবিৎ। ঋজিগ্ বিশেষ। যিনি যজুর্বেদের মন্ত্রাঙ্ক-
সারে যজ্ঞ করেন। অধ্বৰ্য্যাক্ষাত্তাহোতারো যজুঃসামর্থিদঃ
ক্রমাদিত্যমরঃ। হরিবংশে লিখিত আছে—

ব্রাহ্মণং পরমং বক্তৃদ্রুণাতারঞ্চ সামগম্।

হোতারমথ-চাধ্বৰ্য্যং বাহভ্যামস্বজং প্রভুঃ।

প্রভু তাঁহার মুখ হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিয়া-
ছিলেন। তাঁহার উদ্গাতা, উচ্চৈঃস্বরে সামগান
করিতেন। তাঁহার বাহ হইতে হোতা এবং অধ্বৰ্য্য
সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এটা বড় গোলার কথা। প্রভু ব্রাহ্মণদিগকে মুখ
হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারাই সামবেদের গায়ক।
আবার বাঁহার অধ্বৰ্য্য অর্থাৎ যজুর্বেদের পুরোহিত,
প্রভু তাঁহাদিগকে আপনার বাহ হইতে সৃষ্টি করিয়া-
ছিলেন। এ কথা বলিলে, ব্রাহ্মণ এবং যজুর্বেদের
পুরোহিত দুই পৃথক্ শ্রেণীর লোক হইয়া পড়িতেছেন।
বাঁহার ব্রাহ্মণ, তাঁহারাই অধ্বৰ্য্য বা যজুর্বেদের পুরো-
হিত নহে। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে,
ব্রাহ্মণ ভিন্ন অজ্ঞ জাতি যজুর্বেদের পুরোহিত
ছিলেন। ঋগ্বেদের এবং অথর্ববেদের পুরুষ সৃজ
দেখা যায় যে, পুরুষের বাহ হইতে রাজজন্দের উৎপত্তি
হইরাছিল। এখানে লিখিত হইতেছে যে, প্রভু আপ-
নার বাহ হইতে অধ্বৰ্য্যদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।
ইহাতে এই সন্দেহ হয়, রাজজ্ঞ এবং অধ্বৰ্য্য এক শ্রেণীর
লোক। নিরুক্তে লিখিত আছে—

তিস্র এব দেবভা ইতি নৈরুক্তা:। অগ্নি: পৃথিবী-
স্থানো,—বায়ুরী ইজো বা হস্তরিকস্থান:। সূর্য্যো
স্থানো:। তাসাং মহাজাগ্যায় এতৈকানাং অগ্নি: বহুনি
নামহোয়ানি ভবন্তি। অগ্নি বা কর্তৃপৃথক্ভাবে বধা—

হোতাধ্বৰ্য্যত্র ক্রা উদ্গাতা ইত্যপি একস্ত শভা:। অগ্নি
বা পৃথগেব স্ত্য:। পৃথগ্ হি স্ত্যো ভবন্তি তথা—ইন্দি-
ধানানি ইত্যাদি। ৭। ৫।

নৈরুক্তদের মতে দেবতা তিনটা। পৃথিবীতে অগ্নি,
অন্তরীক্ষে বায়ু বা ইজ, দ্যুলোকে সূর্য্য। তাঁহাদের
মাহাত্ম্যসারে এক এক দেবতার অনেক নাম হইয়া
থাকে। অথবা যেমন পৃথক্ পৃথক্ ঋক্ষ হইতে হোতা,
অধ্বৰ্য্য, ব্রহ্মা উদ্গাতা এই রূপ অনেক নাম হয়, তদ্রূপ
এক দেবতার অনেক নাম হইয়া থাকে। কিম্বা
তাঁহার সকলেই পৃথক্। কারণ, তাঁহাদের সকলের স্বতন্ত্র
নাম রহিয়াছে এবং সকলে পৃথক্ তত্ত্বানী হন।

নিরুক্তের এই ব্যাখ্যা দেখিলে বোধ হয় যে,
ব্রহ্মা, অধ্বৰ্য্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম শুনি কেবল
কার্যভেদে হইয়াছিল। ঋষিরা যে সকল বেদমন্ত্র রচনা
করিতেন তাহার এক একটা নাম দেওয়া হইত।
যেমন,—ঋচ, উক্থ, স্তোম, অর্ক, বাচ, বাচস, ব্রহ্ম,
গীষ, মত্ত, সৃজ, ধী, মতি, নীথ, নিবিদ্ ইত্যাদি। তাই
বোধ হয়, বাঁহার ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের গান বিশেষ
রচনা করিতেন কিম্বা সেই স্তোত্র গান করিতেন,
তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা হইত। সায়নের বেদভাষ্যে
ইহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি ‘অব্রাহ্মণ’
শব্দের ব্যাখ্যায় ‘স্তোত্রহীন’ বলিয়া লিখিয়াছেন।
আরও দেখা যায়, ঋগ্বেদের ভিতর অনুচ্ আর অব্রাহ্মণ
এ দুটা শব্দ এক প্রকার অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

অধ্বৰ্য্যাক্রতু (পুং) অধ্বৰ্য্যবেদে বস্ত কতোর্ধিধানং সো
ধ্বৰ্য্যাক্রতু:। যজুর্বেদে বিহিত যজ্ঞ:। *। অধ্বৰ্য্যাক্রতুরন-
পুংসকম্। পা ২। ৪। ৪। অধ্বৰ্য্যবেদে যে যজ্ঞ বিহিত
হইয়াছে তদ্ব্যচিন নপুংসক লিঙ্গের বস্তু সমাস একবচন
হয়।

অধ্বৰ্য্যল্য (পুং) অধ্বৰ্য্যনি পথি শল্যমিষ আচরতীতি
ততোহচ্। অপ্যামার্গ। আপাঙ্ গাহ। অপ্যামার্গে দেখ।
অধ্বৰ্য্যন (ত্রি) ধ্বনস-মনিন্ কিচ্। ততো নঞ্ বহুত্বী।
ধ্বংসরহিত।

অধ্বাতি (পুং) অধ্বানমততি অত-ই। ৬-তৎ। পণিক।
অধ্বান্তশাব (পুং) অধ্বান্ত শাব্দীশাব্য: শাব্দ
ইব। শোনাৎ কৃৎ।

অধ্বায়ন (স্ত্রী) অধ্বনি অরনং গতি:। বাজা।
অন। জীবনে, অধাং, পং, ককং দেই। নই অজিতি।
*। রহাদিত্য: সার্বভৌমক:। পা ৪। ২। ১০৪। কক

প্রভৃতি পাঁচটা ধাতুতে সার্বধাতুক অবস্থায় বলাদি
প্রত্যয় পরে থাকিলে ইড্ বিধান হয়। রুদ্, স্বপ্, শস্,
অন, অক্ষ এই পাঁচটা ধাতু রুদাদি মধ্যে গণিত।
অনিতঃ, অনন্তি। লঙ্ আনৎ আনীৎ। লিট্ আন।
লুঙ্ আনীৎ। সন্ অনিনিষতি। গিচ্ আনয়তি।
এপরা পূর্বক—বাসত্যাগে। প্রাণিতি। পরানিতি।
।*। অনিতেঃ। পা ৮। ৪। ১৯। গৃহ বিধানের উপ-
সর্গস্থ নিমিত্ত বিদ্যমান থাকিলে তাহার উত্তর অন
ধাতুর নকার মূর্দ্ধন্ত হয়। প্রাণিৎ।*। উভৌ সাত্যা-
সন্ত। ৮। ৪। ২১। অনধাতু অভ্যন্ত হইলে উপসর্গে
গৃহ বিধানের নিমিত্ত বিদ্যমান থাকিলে তাহার ছইটী
নকারই মূর্দ্ধন্ত হইবে। ঐ রূপ নিমিত্ত বর্তমান থাকিলে
পদান্তে অন ধাতুর নকার মূর্দ্ধন্ত হয়।*। অন্তঃ।
পা ৮। ৪। ২০। যেমন,—হে প্রাণ্। হে পরাণ্।
অপ অপগতঃ অনঃ অপানঃ। উদ্ উর্দ্ধগতঃ-অনঃ
উদানঃ। প্র প্রাণ্গতঃ-অনঃ প্রাণঃ। অনঃ ধাতুর অর্থ
গতিও বুঝায়। যথা—‘অত্র মাতৃগাছনিতি’ ইতি নিগমঃ।
অনিত্যগতিকর্ম্ম—(ইতি মাতৃবঃ)। [নিবট্টু দেখ]।
অন (অর্ণ)। জীবনে। দিঃ আঃ, অকঃ সেট্। লট্
অজতে।

অন (পুং) অন্-অচ্ বাহুঃ। প্রাণন। প্রাণোহপানো
ব্যান উদানঃ সমানোহন ইত্যোতৎ সর্বং প্রাণ ইতি। আ-
নী-ড বাহুঃ পুং আঙো ব্রহ্মঃ। (বাচঃ)। আনয়ন।
অনংশ (ত্রি) নাস্তি অংশো দারপ্রধাধিকারোহন্ত। যে
পৈতৃক বিষয়ের অংশ পাইতে পারে না। স্ত্রীব, পতিত,
জন্মাক, কুষ্ঠাদিরূপ অতিকিৎস্ত রোগাক্রান্ত ইহারা
পৈতৃক ধনের অধিকারী হয় না। মনু অনংশের এই
নিয়ম করিয়াছেন,—

অনংশৌ স্ত্রীবপতিভৌ জাত্যক্ষবধিরৌ তথা।

উদ্ব্যত জড়যুকাশ্চ যে চ কেচিদিরিরিজিয়াঃ। ১৯। ২০। ১।

স্ত্রীব, পতিত, জন্মাক, জন্মবধির, উদ্ব্যত, বোবা,
এবং বিকলেজির ইজিরহীন ব্যক্তি পৈতৃকধনের অধি-
কারী হয় না।

নাস্তি অংশোহিববো যন্ত। পরমেশ্বর। নিরা-
কার। আকাশাদি।

অনংগমংফলা (স্ত্রী) ন অংগমংফলং বভাঃ। কলী,
কলাগাছ।

অনক (পুং) অপক। কুংসিত। অকুশ।

অনক্ষ (ত্রি) ন অক্ষোতি-ব্যাক্রোডি-বিষয় ইজিরেণ

অক-কিপ্। নঞ-তৎ। অক্ষ। বাহার চক্ষু নাই।
অনক্ষ (ত্রি) নাস্তি অক্ষম্ ইজিরং চক্ষুঃ বা যন্ত। বহুব্রী।
চক্ষু প্রভৃতি ইজিরশূন্ত। চক্ষুশূন্ত।

অনক্ষর (স্ত্রী) অপ্ৰশস্তানি অক্ষরাণি অত্র। বহুব্রী।
কুংসিত বাক্য। নিন্দা। গালি। নাস্তি অক্ষরং বর্ণজ্ঞানং
যন্ত। (ত্রি)। মূৰ্খ, বর্ণজ্ঞানহীন।

অনক্ষি (পুং) অপ্ৰশস্তম্ অক্ষি। নঞ-তৎ। মল চক্ষু।
অপ্ৰশস্তং কুংসিতম্ অক্ষি যন্ত। যচ্ সং। অনক—
মলচক্ষুযুক্ত।

অনগার (ত্রি) নাস্তি অগারং যন্ত। বহুব্রী। বাহার গৃহ
নাই। পরিত্রাজক।

অনগ্র (ত্রি) ন নগ্রম্। বিবস্ত্র নহে। বস্ত্র পরিহিত।

অনগ্রি (পুং) নাস্তি অগ্রিঃ শ্রোতঃ শ্রোতৌ বা হন্ত।
শ্রোতশ্রোতকর্ম্মহীন। অগ্রিশূন্ত। প্রব্রজিত। নঞ-তৎ।
অগ্রিভিন্ন। দাহকার্য্য রহিত।

অনগ্রিত্রা (স্ত্রী) ন অগ্রিৎ জায়তে রকতি। যে অগ্রি রক্ষা
করে না। পাপী।

অনগ্রিদক্ষ (ত্রি) ন অগ্রিনা দক্ষম্। শাসনে অগ্রিসংস্কার-
শূন্ত। ভ্রাতৃ স্বপ্নদেব পিতৃবিশেষ। বাহা অগ্রিতে দক্ষ নহে।

অনঘ (ত্রি) নাস্তি অঘং যন্ত। দুঃখহীন। পাপশূন্ত।
নির্ম্মল। পবিত্র। মনোভ্র।

অনঙ্গ (স্ত্রী) নাস্তি অঙ্গম্ আকারঃ যন্ত। আকাশ।
মন। (পুং) কন্দর্প। কামদেব। (ত্রি) অঙ্গশূন্ত,
বাহার দেহ নাই।

মদনের অঙ্গহীন হইবার কারণ এই রূপ কথিত
আছে,—তারকাহুরের ভয়ে স্বর্গ মর্ত্য কম্পিত হইল।
বজ্রপাণি ইন্দ্রও তাহার সম্মুখে বাইতে পারেন না।
তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ পরামর্শ করিয়া দেখিলেন যে,
মহাদেবের ঔরসে দেবসেনানী কার্তিকের জন্ম হইলে
তিনিই তারকাহুরকে শাস্তি দিতে পারিবেন। কিন্তু
সে সময়ে মহাদেব দক্ষালয়ে সতীকে হারাইয়া হিমালয়ে
কঠোর তপস্তা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার যোগ
ভাঙ্গিতে না পারিলে কার্তিকের জন্ম হয় না। তৎকালে
ইন্দ্র কন্দর্পকে ডাকিয়া মহাদেবের যোগভঙ্গ করিতে
পঠাইয়া দিলেন। মদন হিমালয়ে গিয়া দেখেন,
ত্রিলোচন দেববান্ধব বনের ভিতর বাঘহাল বিছাইয়া
বিবিড় তপস্তা আরম্ভ করিয়াছেন। কন্দর্প হাটীতে
একটী জাহ্ন পাতিয়া কুলংকৃতে আকর্ণ উহার দিয়া বাঘ
দিক্শেপ করিলেন। সেই কুলবাণের আঘাতে শিব

শিহরিয়া সক্রোধে চাহিয়া দেখেন। তাহাতেই কন্দর্প ভস্মীভূত হইয়া বান্। তজ্জন্ত মদনের নাম—অনঙ্গ, অতলু, অদেহ, অশরীর ইত্যাদি হইরাছে।

কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায়।

দেখুক বে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজার। ভারতচন্দ্র।

কাম প্রাণীদিগের মনের একটা বৃত্তি। ইহা কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না, অথচ ইহার ফল সকলেই অমৃতভব করিয়া থাকে, তজ্জন্তই প্রথমে কন্দর্পের নাম অনঙ্গ দেওয়া হইরাছিল। তাহার পর মহাদেবের কোপানলে মদন ভস্মীভূত হইলে তাঁহার অনঙ্গ নাম হইল। এই ঘটনার কবিদের আরও একটু চমৎকার কৌশল আছে। পার্শ্বতীর সঙ্গে শব্বরের মিলন হইবে, কিন্তু সে মিলন পবিত্র, উভয়ের মনে মনে গাঢ় অমুরাগের জন্ত। শিবের শক্তি পার্শ্বতী, পার্শ্বতীর পরমপতি শিব,—হুজনে হুজনের অর্দ্ধাঙ্গ। সে মিলনে কন্দর্পের প্রভাব নাই, মদন তাড়নার ব্যথিত হইয়া তাঁহারা পরস্পরের অমুরাগী হন নাই। তাই কবি কৌশল করিয়া আগে মদনকে পোড়াইয়া ভস্ম করিলেন। হুজনের মন হইতে কন্দর্পভাব দূর হইল, তখন পবিত্র প্রেমভরে উভয়ে উভয়ের অমুরাগী হইলেন।

(ক্লী) ন অঙ্গম্ উপকরণং। নঞ-তৎ। অঙ্গভির অমুপকরণ। (ত্রি) নঞ বহুব্রী। অঙ্গশূন্ত (ক্লী) অনঙ্গ-কন্ অনঙ্গক। চিত্ত। মন।

অনঙ্গক্লীড়া (ক্লী) অনঙ্গেন ক্লীড়া। কামহেতুক ক্লীড়া। বোল অঙ্গরের ছন্দোক্ষিপণ। অষ্টাবর্ষে পা দ্ব্যভ্যস্তা যন্তাঃ সানঙ্গক্লীড়োক্তা। (বৃত্তরত্নাকর)। যে কবিতার অর্ধে অর্থাৎ যে রোঁকাধে দ্বিগুণিত আটটি অঙ্গর অর্থাৎ বোলটি অঙ্গর গুরু থাকে তাহাকে অনঙ্গক্লীড়া বৃত্ত কহে।

ছন্দোমঞ্জরী প্রকৃতি ছন্দোগ্রহে ইহার নাম বিহা-মালা। তাহার লক্ষণ বিহ্যামালা শব্দে দেখ।

অনঙ্গভীম (পুং) ইনি উড়িষ্যার রাজা ছিলেন। খৃঃ ১১৭৪ সালে তিনি রাজপরে অভিষিক্ত হন। পুরীতে এখন জগন্নাথের যে মন্দির রহিয়াছে, উহা মহারাজ অনঙ্গভীম হেব নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই রাজার অধিকার অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইরাছিল। উত্তরে আর্মাবের এই ভাগীরথীর কূল, দক্ষিণে গোদাবরী, পশ্চিমে পোনথরের জঙ্গল, পূর্বে সমুদ্রতট,—এই বহু-বিস্তীর্ণ রাজ্যে তিনি স্বতন্ত্র একাধিপত্য করিতেন।

রাজ্যে যে আদর হইত, তাহার এক তৃতীয়াংশ তিনি নিজের ব্যয়ের জন্য রাখিতেন। বাকি রাজস্বে পুরো-হিতদের ও সৈন্তের ব্যয় নির্বাহ হইত। এই রূপ প্রবাদ আছে যে, রাজ্যের উন্নতির নিমিত্ত অনঙ্গভীম অনেক-গুলি সংকার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ৬০ বাটী দেব-মন্দির এবং ১০ দশটী বড় নদীর উপর সেতু নির্মাণ করাইয়া দেন। ৪০ চরিশটী কূপ কাটাইয়াছিলেন; নদীরদ্বারে ১৫২ একশত বারানটী ঘাট বাধাইয়া দিয়া-ছিলেন; ৪৫০ সাড়ে চারিশত গ্রাম বসাইয়া তাহাতে ব্রাহ্মোত্তর ভূমি দিয়া অনেক ব্রাহ্মণকে বাস করাইয়া-ছিলেন। ক্ষেত্রে জল সঁচিবার সুবিধার নিমিত্ত ১০,০০,০০০ দশ লক্ষ পুকুরিগী খনন করাইয়াছিলেন। অনঙ্গভীম এমন ধার্মিক নৃপতি ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি জনৈক ব্রাহ্মণের প্রাণ নষ্ট করিয়াছিলেন। এই মহাপাতকের প্রারম্ভিক্তের নিমিত্ত তিনি কঠোর তপস্তা আরম্ভ করিলেন। শেষে জগন্নাথদেব, পুরীতে গিয়া এই মন্দির নির্মাণ করাইবার জন্ত তাঁহাকে আদেশ করেন। কারিকরেরা ক্রমাগত চৌদ্দ বৎসর পরিশ্রম করিয়া ১১৯৮ খৃঃ অব্দে বর্তমান মন্দির সমাপ্ত করে।

অনঙ্গলেখ (পুং) লিখাতে বসিন্ স লেখঃ পত্রিকা।

অনঙ্গ বাজকো লেখঃ। কামবাজকপত্র।

অনঙ্গশেখর (পুং) অনঙ্গে কামবিষয়ে শেখরঃ শিরো-মালামিব তদ্বদ্বক্শ্যৎ। ছন্দোবিশেষ। ক্রমে লঘুগুরু-বিশিষ্ট দণ্ডকছন্দোবিশেষ। লঘুগুরুনিজেচ্ছরা বদানিবে-শ্রুতে তদেবদণ্ডকোভবতানঙ্গশেখরঃ। (ছন্দোমঞ্জরী)। নিজ ইচ্ছায় ক্রমে লঘু ও গুরুবর্ণ অর্থাৎ প্রথমে একটা লঘু তাহার পর একটা গুরুবর্ণ নিবেশ করিলে দণ্ডক-মধ্যে তাহাই অনঙ্গশেখর। ইহার প্রতিচরণে ২৮ আট-শটী অঙ্গর থাকে।

অনঙ্গা-নমঙ্গা (ক্লী) নদীবিশেষ। (মহাভা-ভীপ০)।

অনঙ্গাসুহৃৎ (পুং) অনঙ্গস্ত অসুহৃৎ ৬-৭। মহাদেব।

অনঙ্গ (ত্রি) ন অঙ্গম্ নির্মলম্। নঞ-তৎ। কলুব। আবিল। অনির্মল।

অনঙ্গন (ক্লী) ন অজাতে লিপ্যতে অনঙ্গ-কর্ণনি স্মৃট্। নঞ-তৎ। আকাশ। নিঃশব্দ। পরব্রহ্ম। (ত্রি) নঞ বহুব্রী। কঙ্গনশূন্ত। দোষ রহিত।

অনটন, অনটিন (প্রাচ্য) মচকাকর চলিত কথায় এইরূপ বলা যায় যে, 'তাঁহাকে ইহা তাঁটিনে না' অর্থাৎ

কুলাইবে না। অনটন অর্থাৎ যাহাতে আঁটে না বা
কুলায় না। অকুলান। অভাব। অপ্ৰতুল।

অনভুজিহ্বা (জী) অনভুহোজিহ্বেব। গোজিহ্বা, অনন্ত-
মূল। ইহার পাতা গোকুর জিহ্বার মত।

অনভুহ (পুং) অনঃ শকটং বহতীতি নিপাতনাৎ। এঁড়ে। বুঝ।

। * । চতুরনভুহোরামুদাতঃ। পা ৭। ১। ৯৮। সর্ক-

নামস্থান পরে থাকিলে চতুর্ এবং অনভুহ্ শব্দের স্থানে
উদাত্ত আম্ আগম হয়। * । সাবনভুহঃ। পা ৭। ১।

৮২। সু পরে থাকিলে অনভুহ্ শব্দের স্থানে ভূম্ আগম হয়।

। * । সুডনপুংসকত। পা ১। ১। ৪৩। সু ও জস্। অম্

ওট্ এই পাঁচ বচনের নাম সূত্র প্রত্যাহার। নপুংসক-
লিঙ্গ ভিন্ন এই পাঁচ বচনের 'সর্কনামস্থান' সংজ্ঞা
করা হইয়াছে।

১ মা অনভূন। অনভূহৌ। অনভূহাঃ। * ।

সম্বো হে অনভূন। * । অম্ সম্বুদ্ধৌ। পা ৭। ১। ৯৯।

সম্বুদ্ধি পরে থাকিলে অনভূহ্ শব্দের স্থানে অম্ আগম হয়।

৩ যা—অনভূহা। অনভূত্য়াম্। অনভূতিঃ। * । বহুস্রং-

স্রবৎস্বনভূহাঃ দঃ। পা ৮। ২। ৭২। সকারান্ত বহু প্রত্য-

য়াস্ত এবং স্রংস্র ধ্বংস্র ও অনভূহ্ শব্দের পদান্তবিষয়ে

দকার আদেশ হয়। জী-ভীপ্ অনভূহী, অনভূহী। গাই।

অনপু (পুং) ন অণুঃ। স্থল ধাতু। মোটা ধান। (ত্রি)

স্থল, অণুভিন্ন। (জী) অনণী।

অনতিক্রম (পুং) ন অতিক্রমঃ। নঞ্ তৎ। অতিক্রম

না করা।

অনতিক্রমণীয় (ত্রি) নঞ্ তৎ। যাহা লঙ্ঘন করা যায় না।

অনতিদ্রুত (ত্রি) সর্কানতিক্রম্য ন ভবতি অতি-দ্রুতত্।

পুং সাধুঃ। যথার্থভূত।

অনতিপ্রম্ভা (ত্রি) ন অতিপ্রম্ভমর্হতি যৎ। অতিপ্রম্ভের

অযোগ্য বস্তু।

অনতিরিক্ত (ত্রি) ন অতিরিক্তম্। নঞ্ তৎ। অনধিক।

ভায়মতে, —আপনার অন্যান্যবৃত্তি। প্রেমের।

অনতিরিলম্বিতা (জী) অভাবার্থে নঞ্ তৎ। অতি-

বিলম্বিতাব্য। বাগ্গুণবিশেষ। হেমচন্দ্রের অভিধান

চিন্তামণিতে এই কয়েকটা বাগ্গুণ লিখিত হইয়াছে—

সংস্কারবন্ধনোদ্বাধ্যমুপচারপরীততা।

মেঘনির্ঘোষগাভীর্ঘ্যং প্রতিনাদবিধারিতা।

দক্ষিণস্বমুণীতরাগম্ভব মহার্থতা।

অব্যাহতং শিষ্টং সংস্কারানামসম্ভবঃ।

নিরাকৃত্যন্তোত্তরং হৃদয়মিত্যহপি চ।

মিথঃ সাকাক্ষতা প্রস্তাবৌচিত্যং তদ্বনিষ্ঠতা।

অপ্রকীর্ণপ্রস্থতত্বমসংস্কারাণ্যনিষ্ঠিততা।

আভিজাত্যনতিসিদ্ধমধুরত্বং প্রশস্ততা।

অমর্ষবোধিতৌদার্যং ধর্মার্থপ্রতিবন্ধতা।

কারকাদ্যবিপর্যায়ো বিব্রমাদিবিযুক্ততা।

চিত্রকল্পমদ্রুতত্বং তথানতিবিলম্বিতা।

অনেক জাতিবৈচিত্র্যমারোপিতবিশেষতা।

স্বপ্রধানতা বর্ণপদব্যাক্যবিবিক্ততা।

অব্যুখিতিরথেনিহং পঞ্চত্রিংশচ্চ বাগ্গুণাঃ।

বাগ্গুণসংস্করসম্মেত ৩৫ পর্য্যত্রিংশট। ১ সংস্কারবন্ধম্—

ব্যাক্যের ব্যাকরণসিদ্ধ কৃত্তকিত্ত সমাসাদি সংস্কার

গুণ অর্থাৎ ব্যাকরণশক্তি। ২ ওদার্যম্—ব্যাক্যের উদা-

রতা, মহত্ব বা উৎকর্ষগুণ। ৩ উপচারপরীততা—

যথাযোগ্যশব্দের বা অর্থের সমাবেশগুণ বা লাক্ষণিক

অর্থ শূন্ততা। ৪ মেঘনির্ঘোষ গাভীর্ঘ্যং—মেঘনির্ঘোষের

ভায় শব্দগুলির গাভীর্ঘ্যগুণ অর্থাৎ গাঢ় শব্দের প্র-

য়োগ। ৫ প্রতিনাদবিধারিতা—উচ্চারণকালে শব্দের

প্রতিধ্বনিজনকগুণ। ৬ দক্ষিণস্বম্—সরলতা বা প্রসাদ-

গুণ। ৭ উপনীতরাগত্বম্—স্বাভাৱিতা বা পড়িতে অসু-

রাগজন্ম এমন গুণ। ৮ মহার্থতা—অর্থ গৌরব রূপ

গুণ। ৯ অব্যাহতত্বম্—যাহা ধ্বংস করা যায় না এমন

গুণ। ১০ শিষ্টত্বম্—শিষ্টপ্রয়োগ গুণ (গ্রাম্যাদিদোষ

পরিপূর্ণতা)। ১১ সংস্কারানামসম্ভবঃ—যাহাতে সংস্কার

জন্মিতে না পারে এ প্রকার গুণ। ১২ নিরাকৃত্যন্তোত্ত-

রত্বম্—যদ্বারা অন্তের অতিকূল উত্তর খণ্ডিত হইতে

পারে এমন গুণ। ১৩ হৃদয়মিত্য—যদ্বারা ভাব সহজে

হৃৎগত হয়, তজ্জগ গুণ। ১৪ মিথঃ সাকাক্ষতা—যাহাতে

ব্যাক্যের পরস্পর সাকাক্ষ্য বা সম্বন্ধ থাকে এমন গুণ।

১৫ প্রস্তাবৌচিত্যম্—যাহাতে প্রস্তাবাত্মক ব্যাক্য

প্রযুক্ত হয়, এ প্রকার গুণ। ১৬ তদ্বনিষ্ঠতা—ব্যাক্যের

সারগর্ভতা বা ঘট্যর্থ গুণ। ১৭ অপ্রকীর্ণপ্রস্থতত্বম্—

স্বচ্ছন্দ্য রূপে অর্থাৎ অমিশ্রিত রূপে বিস্তৃতি।

১৮ অসংস্কার্য—স্বাধ্যশূন্ততা। ১৯ অনিষ্ঠিততা—নিদা-

শূন্ততা। ২০ আভিজাত্যম্—পাণ্ডিত্যগুণ প্রকাশ-

কতা। ২১ অতিসিদ্ধমধুরত্বম্—অতিশয় কোমল ও

সাদৃশ্যগুণ। ২২ প্রশস্ততা—প্রশস্ত্য শব্দ ও উৎকৃষ্ট

ভাবাদির প্রয়োগগুণ। ২৩ অমর্ষবোধিতৌদার্যম্—

অর্থের ইত্যৎ প্রচ্ছন্নভাবে অথচ সরলতা গুণ। ২৪ বর্ষার্থ-

প্রতিবন্ধতা—বর্ষার্থবৃত্ত গুণ। ২৫ কারকাদ্যবিপর্যায়ঃ—

কারকারি—পরস্পর ঠিক অর্থ থাকে একপাশ গুণ। ২৬ বিভ্রমাদিবিযুক্ততা—ভ্রমশূন্যতা। ২৭ চিত্রকল্প—পদ্মাদি চিত্ররচনায়ুক্ত গুণ বা চমৎকারকারিত্ব। ২৮ অমৃতত্ব—কৌতুকোৎপাদক গুণ। ২৯ অনতিবিলম্বিতা—অধিক বিলম্বে অর্থবোধ না হওয়া গুণ। ৩০ অনেকজাতিবৈচিত্র্য—নানা প্রকার অর্থের বা অলঙ্কারের বা ছন্দের বিচিত্রতা। ৩১ আরোপিতবিশেষতা—এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ধর্মের আরোপ গুণ। ৩২ সত্ত্বপ্রধানতা—সত্ত্বগুণের প্রাধান্য প্রকাশিত। ৩৩ বর্ণপদবাক্য-বিবিক্ততা—বর্ণে বর্ণে, পদে পদে এবং বাক্যে বাক্যে পরস্পর ভেদের জন্ত বিচ্ছেদরক্ষা। ৩৪ অব্যুথিত্য—বিরোধ রাহিত্য। ৩৫ অথেন্দ্রিয়—খেন্দ্রিয়শূন্য অর্থাৎ কষ্টে অর্থ না হওয়া।

পুস্তকবিশেষে কয়েকটা বাগ্গুণের পাঠান্তর আছে। যথা—শিষ্টত্ব ইহার স্থানে শ্লিষ্টত্ব অর্থাৎ শ্লেষগুণ। অমর্শ্ববোধিতোদার্যম্ স্থানে অমর্শ্ববেধিতোদার্যম্ অর্থাৎ কষ্টশূন্যতা।

অনজ্ঞা (অব্য) ন অজ্ঞ। অনিশ্চিত। অযথার্থ। তত্ত্ব-স্বকাজসাধয়মিত্যমরঃ। (জি) নহ-জ্ঞ নঞ তৎ। অপরিবদ্ধ।

অনজ্ঞাপুরুষ (পুং) ন অজ্ঞ স্বকার্যে নিশ্চয়ো যন্ত তাদৃশঃ পুরুষঃ। যে ব্যক্তি দেবপিতৃ কার্যে বিমুখ।

অনদ্য (পুং) ন অদ্যঃ ভক্ষ্যঃ অপ্রাশস্তো নঞ তৎ। গৌরসর্ষপ। (জি) অভক্ষ্য।

অনদ্যতন (পুং) নঞ তৎ। অদ্যতন ভিন্ন, ভূত ও ভবিষ্যৎ কাল। [অদ্যতন দেখ]।

অনধিকার (পুং) নঞ তৎ। অধিকারের অভাব, সম্বাভাব। বহুব্রী যাহার অধিকার নাই। অধিকার শূন্য।

অনধিকারচর্চা (স্ত্রী) ৬-তৎ। যাহার যে বিষয়ে অধিকার নাই তাহার সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ।

অনধিকারপ্রবেশ (Criminal trespass-)।

ইংরাজি ১৮৬০ সালের ৪৫ আইনের (যাহাকে পেনালকোড্ কহে) ৪৪১ ধারা। কোন ব্যক্তি অপরাধ করিবার ইচ্ছায় অস্ত্রের বাটীতে কিবা অন্য কোন অধিকারের ভিতর প্রবেশ করিলে, অনধিকার প্রবেশ হয়। কিন্তু কোন অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে প্রবেশ না করিলে এই অপরাধ হয় না। তজ্জন্ত এই ধারার নাম—‘অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ’। যদিও ‘অপরাধ

ভাবে’ এ কথাই কোন অর্থ নাই; কিন্তু উহার ইংরাজি শব্দ ‘ক্রিমিনাল্’ দেখিয়া ইহার ঠিক তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইতেছে।

কোন সম্পত্তির মধ্যে বিশেষ কোন নিয়ম প্রচলিত থাকিলে কোন ব্যক্তি যদি তাহা লঙ্ঘন করিয়া সেই সম্পত্তির ভিতর প্রবেশ করে, তাহা হইলে এমন স্থলে ছুরভিসন্ধি না থাকিলেও অনধিকার প্রবেশের অপরাধ হইবে। যেমন কলের গাড়ীর রাস্তা বেড়া দিয়া ঘেরা আছে। পাছে ইট, পাথর, লোহা কাঠ চুরি যায়, সে জন্ত পথে বেড়া দেওয়া হয় নাই। লোক বাতায়াত করিলে গাড়ী ছুটাছুটি করিবার সময় অনেকের প্রাণ নষ্ট হইতে পারে, তাই রেলওয়ের পথ ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে। পাছে কেহ বেড়া ভিসিয়া বাতায়াত করে, তজ্জন্ত রেল-ওয়ে কোম্পানির নিষেধবিধি আছে। কাজেই কোন ব্যক্তি যদি ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া রাস্তার উপর দিয়া গতিবিধি করেন, তবে তিনি অনধিকার প্রবেশ দোষে অপরাধী হইবেন।

মাহুষের গৃহে, ভাষুতে, নৌকাদিতে অর্থাৎ যে কোন স্থানে মনুষ্য বাস করে এবং যেখানে মনুষ্যের কোন প্রকার সম্পত্তি থাকে, তেমন স্থলে ছুরভিসন্ধি সাধনের জন্ত প্রবেশ করিলে অনধিকার প্রবেশ নিমিত্ত অপরাধ হইয়া থাকে। অনধিকার প্রবেশের অপরাধ বিবেচনা করিয়া তিন মাস পর্যন্ত কয়েদ কিবা ৫০০ পাঁচ শত টাকা জরিমানা অথবা এই উভয় দণ্ড হইতে পারে।

অনধিকারিন্ (জি) নঞ তৎ। অধিকারী ভিন্ন। উত্তরাধিকার করিবার অযোগ্য।

অনধিকৃত (জি) নঞ তৎ। যাহার অধিকার করা হয় নাই।

অনধিগত (জি) নঞ তৎ। অজ্ঞাত। অপ্রাপ্ত।

অনধিষ্ঠিত (জি) অনবস্থিত। অনাবিভূত।

অনধীন (জি) স্বাধীন। পরবশ নহে।

অনধ্যক্ষ (জি) অপ্রত্যক্ষ। অধ্যক্ষভিন্ন। বহুব্রী-অধ্যক্ষ-শূন্য।

অনধ্যায় (পুং) ন অধ্যায়ঃ অধ্যয়নমভ্যাসার্থে নঞ তৎ। অধ্যয়নাত্যব। ন অধীরতাহেন্দ্ৰি কালে অধিকরণে দণ্ড। অধ্যয়নের নিষিদ্ধ কাল। যে সময়ে অধ্যয়ন করিতে নাই। মহাসংহিতায় এই কয়েকটা অনধ্যায়ের কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে—

রূপপ্রবেশে নিলে রাজ্যে দিবা পাণ্ডবসমূহনে ।
 এতৌ বর্ষাধনধারাব্যধারজাঃ প্রচক্রেতে । ১০২ ।
 বিদ্যাংস্তমিতবর্ষেণ মহোদানাম সংগ্ৰবে ।
 আকালিকমনধ্যায়মেতেষু মহুরত্রবীৎ । ১০৩ ।
 এতান্ধক্যাদিতান্ বিদ্যাং যদা প্রাহুর্কৃত্যমিহু ।
 তদা বিদ্যানধনধায়ননৃতৌ চান্দ্রদর্শনে । ১০৪ ।
 নির্ধাতে ভূমিচলনে জ্যোতির্বাঞ্ছোপসর্জনে ।
 এতানাকালিকান্ বিদ্যানধনধারানৃতাবপি । ১০৫ ।
 প্রাহুর্কৃত্যেভ্যমিহু কু বিদ্যাংস্তমিতনিষনে ।
 সজ্যোতিঃ শ্রাদ্ধনধ্যায়ঃ শেষে রাজ্যে বথা দিবা । ১০৬ ।
 নিত্যানধ্যায় এব শ্রাদ্ধ গ্রামেষু নগরেষু চ ।
 ধর্মনিপুণ্যকামানাং পুতিগন্ধে চ সর্কদা । ১০৭ ।
 অস্তরিত শবে গ্রামে যুবলন্ত চ সন্নিধৌ ।
 অনধ্যায়ো রুদ্র্যমানো সমবাসে জনন্ত চ । ১০৮ ।
 উদকে মধ্যরাজ্যে চ বিণমুজন্ত বিসর্জনে ।
 উচ্ছিষ্টঃ শ্রাদ্ধকুচ্চৈব মনসাপি ন চিন্তয়েৎ । ১০৯ ।
 প্রতিগৃহ্ম দ্বিজো বিধানেকোদ্বিষ্টস্ত কৈতনং ।
 ত্রাহং ন কীর্তয়েৎ ব্রহ্ম রাজ্যো রাহোচ্চ হৃতকে । ১১০ ।
 বাবদেকাহুদিষ্টস্ত গন্ধো লেপশ্চ তিষ্ঠতি ।
 বিপ্রস্ত বিদ্বদো দেহে তাবদ ব্রহ্ম ন কীর্তয়েৎ । ১১১ ।
 শয়ানঃ প্রৌঢ়পাশ্চ কুচ্চ চৈবাবশকথিকাম্ ।
 নাধীরীতামিষং জজ্ঞা স্ততকামাদ্যমেব চ । ১১২ ।
 দীর্ঘাং বাণশাখ্যে চ সন্ধরোরব চোভয়োঃ ।
 অমাবান্তাচতুর্দশোঃ পৌর্ণমাসষ্টকাত্ম চ । ১১৩ ।
 অমাবান্তা শুক্লং হস্তি শিব্যং হস্তি চতুর্দশী ।
 ব্রহ্মাষ্টকপৌর্ণমাস্তৌ তস্মাত্তাঃ পরিবর্জয়েৎ । ১১৪ ।
 পাণ্ডববর্ষে দিশাংদাহে গোমাহুবিকতে তথা ।
 স্ববরোষ্ট্রে চ ব্রবতি পংক্তৌ চ ন পঠেদ্বিজঃ । ১১৫ ।
 নাধীরীত অশানান্তে গ্রামান্তে গো ব্রজেহপি বা ।
 বসিষা মৈথুনং বাসঃ শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্ম চ । ১১৬ ।
 প্রাণী বা বহি বাপ্রাণী বৎকিকিচ্ছাদ্বিকং ভবেৎ ।
 তদানন্ত্যাপ্যনধ্যায়ঃ পাণ্যাত্তোবিষিকঃ স্ততঃ । ১১৭ ।
 চৌরৈরুপপ্লুতে গ্রামে সংগ্রমে চায়িকারিতে ।
 আকালিকমনধ্যায়ঃ বিদ্যাং সর্কাত্তেহু চ । ১১৮ ।
 উপাকর্ষণি চৌবর্গে দ্বিজাজং কেপণং স্ততম্ ।
 অষ্টকাত্তবহোরাজস্বয়জ্ঞায় চ রাজিহু । ১১৯ ।
 নাধীরীতাবমাজ্ঞো ন ব্রহ্ম ন চ হস্তিনম্ ।
 মন্যাস্ত ন সয়ং নোষ্ট্রং সেরিকো ন যানসিঃ । ১২০ ।
 ন দিহ্যে ন কলয়ে ন বেদ্যায় ন সয়ং ।

ন ভুক্তমাত্রে নাজীর্ণে ন বসিষা ন শ্রুতকে । ১২১ ।
 বহুসংহিতা ৪র্থ অধ্যায় ।
 বর্ষাকালের রাজ্যে প্রবল বায়ু বহিলে যদি তাহা
 শুনিতে পাওয়া যায় এবং দিবসে ধূলা উড়াইয়া বাতাস
 বহিলে তৎকালে অনধ্যায় হয় । ১০২ । বিদ্যাং এবং মেঘ
 গর্জনের সঙ্গে বর্ষা হইলে বা উৎপাত হইলে (বেসময়ে
 এই সকল উৎপাত আরম্ভ হয় পরদিন সেই সময় পর্য্যন্ত)
 অধ্যয়ন করিতে নাই, ইহা মনু কহিয়াছেন । ১০৩ ।
 হোমায়ি প্রজ্জলিত করিবার সময়ে (প্রাতে ও সন্ধ্যাতে)
 বিদ্যাদাদি (এককালে ?) হইলে, অকালে মেঘদর্শনে
 অনধ্যায় হয় । ১০৪ । অস্তরিক্ষে উৎপাতধ্বনি শুনিলে,
 ভূমিকম্পে ও চন্দ্রসূর্য্যাদির উপসর্গে আকালিক অনধ্যায়
 হয় । ১০৫ । হোমায়ি প্রজ্জলিত করার পর বিদ্যাং ও
 মেঘগর্জন হইলে সজ্যোতি অনধ্যায় হয়, অর্থাৎ দিনে
 হইলে দিবাভাগে অনধ্যায় এবং রাজ্যকালে হইলে
 রাজ্যে অনধ্যায় হয় । ১০৬ । বাহারা অতিশয় ধর্মের
 প্রার্থী, তাঁহারা গ্রামে, নগরে ও পুতিগন্ধি স্থানে নিত্য
 অনধ্যায় জানিবেন । ১০৭ । বে গ্রাম হইতে মৃতদেহ
 বাহির করা হয় নাই সেখানে, অধর্মিকের সন্নিধানে,
 রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলে এবং বহু লোকের জনতা
 হইলে অনধ্যায় হয় । ১০৮ । জলের মধ্যে, মধ্যরাজ্যে,
 মলমূত্র ত্যাগের সময়ে, উচ্ছিষ্টমুখে, শ্রাদ্ধ ভোজনের
 পর অহোরাত্রের মধ্যে মনেও বেদচিন্তা করিবে না ।
 ১০৯ । বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ একোদ্বিষ্টপ্রাঙ্কে নিমন্ত্রণ গ্রহণ
 করিলে এবং রাজার সন্ধান অগ্নিলে কিবা চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণ
 হইলে তিন দিন অনধ্যায় হয় । ১১০ । একোদ্বিষ্টপ্রাঙ্কে
 ভোজনের পর যে পর্য্যন্ত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের গারে কুঙ্ক-
 মাদির গন্ধ ও অলেপ থাকিবে সে পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন
 করিবে না । ১১১ । শয়ন করিয়া, আসনে পা রাখিয়া,
 এক উরুর উপর অন্য উরু রাখিয়া, আমির বাইরা, জন্ম-
 মরণাশৌচের অন্ন ভোজন করিয়া বেশপাঠ করিবে না ।
 ১১২ । প্রাতঃ সন্ধ্যা বা সায়ং সন্ধ্যার সময়ে কুঙ্কমটিকা
 বা মেঘগর্জন হইলে এবং অমাবস্তা, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা
 অষ্টমী তিথিতে বেদাধ্যয়ন নিকিৎ । ১১৩ । অমাবস্তা
 শুক্লক্রে মষ্ট করে, চতুর্দশী শিব্যক্রে মষ্ট করে, অষ্টমী ও
 পূর্ণিমা বেদকে কুলাইয়া দেয়, তদন্ত এই সকল তিথিতে
 অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পরিভ্রাণ করিবে । ১১৪ । ধূলা
 বর্ষণ হইলে, নিগূঢ় হইলে, যুদ্ধে রক্তের পতন ও
 উঃ থাকিলে কিবা ইচ্ছা নষ্ট থাকিলে বিদ্যাভিযা বেদ-

পাঠ করিবেন না। ১১৫। অশানে, গ্রামান্তে, গোষ্ঠে, জীসংসর্গের সময় বে কাপড় পরা থাকে, সেই কাপড় পরিয়া এবং শ্রাদ্ধের দ্রব্য গ্রহণ করিয়া (শ্রাদ্ধের পকাম ভোজন করিয়া ?) বেদপাঠ করিবে না। ১১৬। শ্রাদ্ধের দ্রব্য কোন প্রাণীই হউক কি অপ্রাণীই হউক, তাহা হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিলে অনধ্যায় হয়; কারণ হস্তই ব্রাহ্মণের মুখস্বরূপ। ১১৭। চোরকর্তৃক গ্রামে উৎপাত ঘটিলে, গৃহদাহাদিতে ভয় পাইলে, এবং কোন অদ্রুত ঘটনা ঘটিলে আকালিক অনধ্যায় হয়। ১১৮। উপাকর্ষ ও উৎসর্গ কর্ত্তে দ্বিরাত্র অনধ্যায়, অষ্টকাতে (কৃষ্ণাষ্টমীতে) এবং ঋতুর অন্তদিনে অহোরাত্র অনধ্যায়। ১১৯। ঘোড়া, বৃক্ক, হাতী, নোকা, গাধা, উট, গাভী প্রভৃতি চড়িয়া এবং উষর দেশে থাকিয়া বেদপাঠ করিবে না। ১২০। বকাবকি কিম্বা মারামারি হইলে, সৈন্তদের কাছে, যুদ্ধক্ষেত্রে, ভোজনের পরেই কিম্বা অজীর্ণে অথবা বমন করিলে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। ১২১।

উপরের লিখিত অনেকগুলি স্থলে আখ্যোয়া কেন যে, অধ্যয়ন নিষেধ করিয়াছিলেন, আমরা তাহার কিছুই কারণ বুঝিতে পারি না।

অনন (ক্লী) অন-ভাবে লুট্। জীবন। গতি।

অননুগত (ত্রি) ন অনুগতম্। নঞ-তৎ। অধীন নহে। অনুগত ভিন্ন। তুল্যাকার প্রতীতি যোজকধর্মের নাম অনুগত।

অননুগম (পুং) ন অনুগমঃ অভাবার্থে নঞ-তৎ। অনুগমের অভাব। জারমতে তুল্যাকার প্রতীতি যোজক ধর্মের সমালোচনকে অনুগম কহে।

অনন্ত (পুং) নাস্তি অন্তো গুণানঃ যন্ত। বিজ্ঞু। শেবনাগ। মেঘ। বলরাম। নাস্তি অন্তঃ পরিচ্ছেদো যন্ত।

(ক্লী) পরব্রহ্ম। আকাশ। (পুং) বহুবিভারযুক্ত সিদ্ধবার বৃক্ক। (ত্রি) অবধিশূন্ত। (পুং) জিন বিশেষ।

অনন্তচতুর্দশী (ক্লী) অনন্তত্ব বিকোয়ারাধনার্থং চতুর্দশী। ভাদ্রমাসের শুক্লচতুর্দশী। [অনন্তত্রয় দেখ]।

অনন্তজিৎ (পুং) অনন্তানি ভূতানি জিতবান্ জি-কিপ্ হ্রস্বত পিভিকৃতি ভূক্। নরকভূতের জয়কারী বাহুদেব।

অনন্তান্ চিত্ত বোবান্ অরতি। (পুং) ২৪ চক্ষিণ জন জিনের অন্তর্গত চতুর্দশ জিন।

অনন্ততীর্থকৃৎ (পুং) অনন্তানি অনেকানি তীর্থানি পার্শ্বাণি কয়োতীতি কৃ-কিপ্। যিনি অনেক পা

প্রণয়ন করিয়াছেন, অনন্তজিৎ। জিনবিশেষ। (ত্রি) অনেকতীর্থ গমনকারী।

অনন্ততৃতীয়া (ক্লী) অনন্তা তৃতীয়া। ভাদ্র, অগ্রহায়ণ এবং বৈশাখ মাসের শুক্ল তৃতীয়া।

অনন্তদৃষ্টি (পুং) অনন্তা অনেকা দৃষ্টয়ো নেত্রাণি যন্ত। ইন্দ্র। পরমেশ্বর।

অনন্তদেব (পুং) তনন্তো দেব ইব। শেবনাগ। অনন্তে শেবনাগে দীবাতি দিব-অচ্। শেব সর্পশারী নারায়ণ।

অনন্তদেব (পুং) কন্দীরের জটনৈক রাজার নাম। ইনি ২৫০ শকে (১০২৮ খৃঃ অব্দে) রাজা হইয়া ৩৫ পরত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। অনন্তদেবের পিতার নাম সংগ্রামরাজ বা ক্রমাপতি। মাতার নাম শ্রীলেখা। স্বর্গামতীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। [রাজ-তরঙ্গিনী দেখ]।

অনন্তমূল (পুং) অনন্তং সূরীর্ষং মূলমন্ত। লতারিশেষ। সারিবা। (Hemidesmus indicus)। আঙ্গুরিপিয়া-ডেনী জাতীয় হেমিডেসম্ ইণ্ডিকম্ নামক লতা। ইহার পাতা সরু সরু, মধ্যস্থলে শাখা রেখা আছে। শ্রামালতার সঙ্গে অনন্তমূলের সম্পূর্ণ ভ্রম হইতে পারে। ব্যবসায়ীরা প্রায় অনন্তমূল বলিয়া শ্রামালতা বিক্রয় করিয়া থাকে। অনন্তমূলের শিকড় অল্পকৃষ্ণবর্ণ। উপরের পাতলা ছাল তুলিয়া কেিলে পীতবর্ণ দেখায়। ভাঙ্গিলে জ্বরের মত স্বেতবর্ণ আটা বাহির হয়। ইহার গন্ধ প্রায় মুতা ও ছারপোকাকার মত, একটু তিক্তা-স্বাদ। ঔষধের নিমিত্ত ইহার মূলই ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালার সরস ভূমিকায় এবং পর্গারের উপর এই লতা প্রচুর জন্মে।

অনন্তমূল—ধাতুপরিবর্তক। ইহা সেবন করিলে বল, ক্ষুধা, ঘর্ম ও মুত্রবৃদ্ধি হয়। বৈদ্যেরা মহামেদের পরিবর্তে অনন্তমূল ব্যবহার করেন। বিলাতী সালসার পরিবর্তে অনেক চিকিৎসক অনন্তমূল ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাক্তার ওসমানসী বলেন যে, ইহার গুণ সার্বা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। পুরাতন উপদংশ, কুষ্ঠ, প্রদর এবং রক্তবিকার মাত্রেই অনন্তমূল মহোপকারী। ধাহারা বহুকাল হইতে পুরাতন উপদংশ রোগে কষ্ট পাইতেছেন, তাহাদের গর্ভে অনন্তমূলের পাতল বা সারিবারিকসার বিশেষ হিতকর। উক্ত মহোদয় এই রূপে প্রস্তত করিতে হয়। অনন্তমূল—১, সালসাল—১০, ভোগচিনি—১০, অদ্রীষরীতকী—১০, অশ্বগন্ধা—১০,

সেসেক্রাস—১, মিজারিএন—১, কাবাবচিনি—২ রতি, কালপিনফুল—২ রতি, ইসবগুল—৩ রতি, তোকমারী—২ রতি, তোকবলানু—২ রতি, আশগদ—২ রতি, বিহিদানা—৩ রতি, রেউচিনি—১, গোয়াকম—১, সালমবিছরি—৩ রতি, জোয়ান—৩ রতি, মোরী—৩ রতি, আফ্রান—১ রতি, বংশলোচন—২ রতি, পয়াকটি—৩ রতি, খেতচন্দন—৩ রতি, লবঙ্গ—১, ছোট-এলাচ—২ রতি, দারুচিনি—৩ রতি, তেজপত্র—৩ রতি, সৈদমুসলী—৩ রতি, জেলাফা—২ রতি, গোলাপফুল—১, জৈয়ত্রী—৩ রতি, বড়এলাচ—১, ধনে—১, তেজ-বল—১, হরীতকী—১, গোকুরবীজ—১, তিথুর—১, এই সমস্ত দ্রব্য প্রথমে উত্তমরূপে কুটিয়া লইবে, পরে অর্দ্ধ-সের জলের সঙ্গে আবৃত মাটির পাত্রে মৃদুসস্তাপে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহার অর্দ্ধেক প্রাতে ও বাকি অর্দ্ধেক সন্ধ্যাতে সেবন করিবে। শিশুদের মাত্রা এক তিষুক পরিমিত। এই ঔষধ একে-বারে অধিক দিনের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইলে সমস্ত মসলাগুলি উপযুক্ত মাত্রায় ওজন করিয়া লইয়া প্রথমে কাথ প্রস্তুত করিবে। পরে প্রত্যেক একপোয়া কাথে অর্দ্ধ ছটাক কোতরাগুড় ও অর্দ্ধছটাক স্পিরিট মিশাইয়া রাখিবে।

এই ঔষধ সেবন করিবার সময় রোগী ৩।৪ দিন অন্তর উষ্ণ জলে স্নান করিবেন। মাংস, লুচি, রুটী, স্বতপক্কদ্রব্য, ছোলার ও মুগের দাউল, প্রভৃতি সুপথ্য খাইবেন। অন্ন নিষিদ্ধ, কিন্তু আত্র খাইতে বাধা নাই। রোজ, রাত্রি জাগরণ ও স্ত্রীসংসর্গ অতিশয় নিষিদ্ধ। ইহাতে রক্ত উত্তম রূপে পরিষ্কৃত হয় এবং কন্দর্পের জ্বাশ্রয় রূপ হইয়া থাকে। যাহারা অনর্থক বিলাসী সাল্লা সেবন করিয়া রাশি রাশি অর্থ নষ্ট করিয়াছেন, কোন কল পান নাই, তাহারা ইহা ব্যবহার করিয়া বিশেষ কল পাইবেন। অনেক ছুঃসাধ্য রোগীতে এই ঔষধের পরীক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু যাহারা বোধোচিত নিয়ম পালন করিবেন না, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

অনন্তর (জি) নাস্তি অন্তরং ব্যবধানং যজ্ঞ। ব্যবধান-রহিত। অনবকাশ। পশ্চাৎ। অবলম্বন। নক্তং, ব্যব-ধানভিন্ন, । ১। অন্তরং বহির্যোগপাশংখ্যানযোঃ। পা ১। ১। ৩৬। পূর ভিন্ন বহিঃ হিহ পদার্থ বুঝাইলে এবং পরিধান বস্ত্র বুঝাইলে অন্তর শব্দের সর্কনাম সংজ্ঞা হয়। এ হলে অন্তর শব্দ নাই, কিন্তু অনন্তর

শব্দ আছে, তাহারও সর্কনাম সংজ্ঞা হইবে। [কারিকা অনন্তরজ শব্দে দেখ]। অব্যবধান দুই রূপ, দেশে ও কালে। দেশে যথা,—

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্তাশ্চপঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।

এবত্রক্ষিদেশোবৈত্রক্যাবর্তাদনন্তরঃ ॥ মমু। ২। ১২।

ত্রক্যাবর্তের পরে কুরুক্ষেত্র, মৎস্ত, পঞ্চাল এবং শূরসেনক এই সকল ত্রক্ষিদেশ। [এই মমুবচনে মৎস্তা ইত্যাদি যে বহুবচন আছে তাহার কারণ অবস্থি শব্দে দেখ]।

অরস্বনন্তরস্তদ্যাদপি রাজা ভবিষ্যতি।

মহাভারত। ১। ১১৫। ৩১।

এ তাহার পরবর্তী রাজা হইবে।

কালে ব্যবধান যথা,—

সর্গশেষপ্রণয়নাধিষ্টধোনেরনন্তরং।

পুরা তনাঃ পুরাবিস্তির্ধাতার ইতি কীর্তিতাঃ।

কুমা। ৬। ১।

ত্রকার পরে শেষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া পুরা-বিদ্যাসাদি ঠাহাদিগকে পুরাতন ধাতা কহিয়াছেন।

অথাতোধর্মজিজ্ঞাসা বেদাধ্যায়াদনন্তরম্। (স্মৃতি)।

বেদাধ্যয়নের পরে ধর্ম জিজ্ঞাসা। এই সকল স্থলে উত্তরকালে অব্যবধান দর্শিত হইল। কোথাও পূর্ক-কালেও অব্যবধান দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা,—

অনন্তরোদীরিত লক্ষভাজৌ-পাদৌযদীয়াবুপ-

জাতযস্তাঃ।

ছন্দোমঞ্জরীতে প্রথমে ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার লক্ষণ করিয়া কবি পরে লিখিয়াছেন, যাহার পাদদ্বয় পূর্কোক্ত লক্ষণবয়ের লক্ষণাক্রান্ত হইবে তাহার নাম উপজাতি বৃত্ত। ইহা হইতে স্পষ্টই পূর্ককালে অব্যবধান জানা যাইতেছে। অনন্তর শব্দকে কেহ কেহ স্ত্রীবলিঙ্গ কহেন। কিন্তু তাহা ভুল।

অনন্তরজ (পুং) অনন্তরস্তা অনন্তরবর্ণায়াঃ স্ত্রিয়াঃ জ্ঞাত্রে জন-ড। [অজ. শব্দে স্ত্র জে দেখ]। ৫-তৎ। সর্কনামো বৃত্তিমায়ে পুষ্ট্যাব ইতি ভাষ্যং। বৃত্তিমায়েই সর্কনামের পুষ্ট্যাব হইয়া থাকে। “পদানাং প্রত্যয়ের্বোপঃ সমাস-শ্চেতিবৃত্তরঃ।” পদের উত্তর যেখানে প্রত্যয়ের বোণ হয়, তাহাকে এবং সমাসকে বৃত্তিবলে। অতএব এহলে সমাস হইয়াছে বলিয়া অনন্তর। এই পদের পুষ্ট্যাব হইল। অনন্তর শব্দ সর্কনামের পদ মধ্যে গৃহীত হয় নাই—কিন্তু অন্তর শব্দই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ইহার সর্কনাম সংজ্ঞা হইবার কোন বাধা হইতে পারে না।

বেহেতু নঞ্ তৎপুরুষ সমাস পক্ষে সর্কনামতা হইয়াই থাকে।

নঞ্ সমাসে চাপরন্ত প্রাধান্যং সর্কনামতা।

আরোপিত্বং নঞ্ দ্যোতাং নহসোহপ্যতিসর্কবৎ ॥

(ভর্তৃহরিঃ)।

নঞ্ সমাস করিলে ও অপর পদের অর্থাৎ সর্কনাম পদের প্রাধান্য হেতু সর্কনামতাই থাকে। কারণ নঞ্ দ্বারা কেবল আরোপণের প্রকাশ হয়। অতএব অস শব্দ অতিসর্ক শব্দের স্তায় নহে।

ক্রমোঢ়া জীজাতপুত্র। (স্ত্রী) ক্রমোঢ়াজীজাত কস্তা। জ্যেষ্ঠভ্রাতা বা কনিষ্ঠভ্রাতা। (বাচ০)। নাস্তি অন্তরং যস্তাঃ এই রূপ বহুব্রী পক্ষে অন্তর শব্দের সর্কনামতা থাকিবে না। *। ন বহুব্রীহৌ। পা ১। ১। ২৯। বহুব্রীহি সমাসে সর্কাদির সর্কনাম সংজ্ঞা হইবে না। অতএব সেস্থলে পুষস্তাবও হইতে পারে না। সেই জন্ত দায়ভাগস্থত বোধায়ন সূত্রে, অনন্তরা পুত্র এই স্থলে পুষস্তাব হয় নাই। যথা বোধায়নঃ, সর্বণাপুত্রানন্তরা-পুত্রয়োৱনন্তরাপুত্রশ্চেদগুণবান্ জ্যেষ্ঠভাগং গৃহীয়াৎ গুণবান্ হি সর্কেষাং ভর্ত্তা ভবতি।

সর্বণাজীজাত পুত্র ও অনন্তরবর্ণাজীজাত পুত্রের মধ্যে অনন্তরবর্ণাজীজাত পুত্র যদি গুণবান্ হয়, তবে সে জ্যেষ্ঠের তুলা ভাগ পাইবে। কারণ গুণবান্ই সকলকে ভরণ (প্রতিপালন) করিয়া থাকেন।

(ত্রি) অনন্তরং জায়তে জন-ড। উপসং। অনন্তর-জাত। পশ্চাৎজাত।

‘তমত্রবীর্জির্জলতোৱদাতোহলায়ুধোহনন্তরজঃপ্রীতঃ।

প্রীতোহস্মি দিষ্ট্যা হি পিতৃশানঃ পৃথবিমুক্তাসহ-

কৌৱবাইশ্রোঃ।

জলহীন মেঘ বর্ণ (সুভবর্ণ) বলরাম যুধিষ্ঠিরাদিকে চিনিতে পারিয়া কনিষ্ঠ কৃষ্ণকে কহিলেন, ভাগ্যক্রমে পিসী কুন্ডীদেবী কৃষ্ণকুলশ্রেষ্ঠ পুত্রগণের সহিত জতুগৃহ দ্বাহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে আমি অতিশয় আনন্দিত হইলাম।

পূর্বকালে চারি বর্ণের কস্তা বিবাহ করা প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ কস্তার বৈশ্ব এবং শূদ্র এই তিন জাতির কস্তাই বিবাহ করিতে পারিতেন। ব্রাহ্মণ বধি এখানে ব্রাহ্মণ কস্তা, তৎপরে কস্তির কস্তা, তৎপরে বৈশ্ব কস্তা, তৎপরে শূদ্র কস্তা বিবাহ করিতেন। অর্থাৎ বর্ণানুসারে কস্তা না করিতেন, তবে

সেই সকল জীকে ক্রমোঢ়া বলা হইত। কস্তিরাদিও ঐরূপ ক্রমবিশেষে ব ব নীচের বর্ণের কস্তাকে বিবাহ করিতে পারিতেন।

অনন্তরয় (পুং) অন্তর্মধ্যে অয়ঃ গমনম্ ইণ্ অচ্। অন্তরয় অর্থাৎ ব্যবধান। ন অন্তরয়ঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। আড়াল নাই অর্থাৎ লক্ষণাঙ্গার অপরিভাগ। অদূরী-করণ ইত্যাদি অর্থ বুঝাইতেছে। অথবা, অন্তরয়ন্তি দূরীকরোতীতি অন্তর-কৃত্যার্থে নি ভাবে অচ্। অন্তরয়ঃ দূরীকরণম্ ততোহভাবার্থে নঞ্-তৎ।

অনন্তরায় (ত্রি) নাস্তি অন্তরায়ঃ প্রতিবন্ধকো যন্ত। বহুব্রী। নিশ্চিতিবন্ধক। নির্নিয়ম।

অনন্তরাশি (পুং) অনন্তত আকাশরূপশূন্তত রাশিঃ। ৬-তৎ। বীজগণিতের শূন্ত ভাগহরণাদির নিমিত্ত কোন কল্পিত রাশি। অনন্তরাশিঃ। কর্শ্বা০। যে রাশির শেষ নাই। অনির্দিষ্ট রাশি। অনিশ্চিত রাশি। (indeterminate quantity)।

$$\begin{array}{r} .6) .010 \quad (.016 \\ \underline{80} \\ 20 \\ \underline{16} \\ 4 \end{array}$$

এখানে ভাগ কলে ৬ অনন্ত রাশি। কিছুতেই ইহার শেষ হইবে না।

$$\begin{array}{l} (x+1) \frac{k}{k + \frac{k}{x}} \quad \left(\frac{k}{x} - \frac{k}{x^2} + \frac{k}{x^3} \right) \\ \underline{- \frac{k}{x}} \\ - \frac{k}{x} - \frac{k}{x^2} \\ \underline{+ \frac{k}{x^2}} \\ + \frac{k}{x^2} + \frac{k}{x^3} \\ \underline{- \frac{k}{x^3}} \quad \text{ইত্যাদি} \end{array}$$

এখানে ভাগকল অনন্তরাশি।

অনন্তরূপ (পুং) অনন্তানি অসংখ্যানি রূপাণি যন্ত। বহুব্রী।

পরসেধর। বিহু। [অনন্তরূপ-সেধর]।

অনন্তর্গতিন্ (পুং) অন্তর্গতো অন্তর্য্য। অন্তর্গত ইতি।

ন অন্তর্গতী নঞ-তৎ। অন্তর্গতরহিতঃ। পবিত্রের কুশ।
শীঘ্র ফেলা পবিত্র করিবার কুশ। অন্তর্গতগিং সাগ্রং
কৌশং দ্বিগলমেবচ। (ছন্দোগপরিশিষ্ট)। শীঘ্র ফেলা
আগাওক দুইগাছি কুশমর পবিত্র করিবে।

অনন্তবিজয় (পুং) অনন্তান্ অশেষ জনান্ বিজয়তে
উপসং অনন্তানাং বিজয়ো যেন বা। যুধিষ্ঠিরের শত্ব।
যুদ্ধ সময়ে যে শত্বের ধ্বনি করিলে প্রতিপক্ষীয় বোদ্ধ-
গণ পরাজিত হইত।

অনন্তবীৰ্য্য (পুং) অনন্তঃ অসীমং বীৰ্য্যং যন্ত। বহুব্রী।
জৈনবিশেষ। বিষ্ণু। (ত্রি) অসীমশক্তিশালী।

অনন্তব্রত (স্ত্রী) অনন্তশ্চ বিষ্ণোব্রতং উপাসনার্থং নিয়মঃ।
ভাদ্রমাসের শুক্লচতুর্দশীতে রুদ্রব্য স্বনামখ্যাত ব্রত।
ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে—“অনন্তব্রতমেতন্নি
সর্গপাপ-হরণং শুভং। সর্গকামপ্রদং নৃণাং জীর্ণাঙ্কৈব
যুধিষ্ঠিরঃ। তথা শুক্লচতুর্দশাং মাসি ভাদ্রপদে তথা।
তত্ত্বানুষ্ঠান-মাত্রেণ সর্গং পাপং প্রণশ্যতি ॥ রুদ্রাদর্ভ-
মরানন্তঃ বারিধাতাং নিবেশ্য চ। পূজরেদগন্ধপুষ্পাদ্যা-
নৈবেদ্যৈঃ—কিঁবিধৈরপি ॥ চতুর্দশ ফলৈঃ—মূলৈর্ভল-
জৈরপি ভক্তিতঃ। যবগোধূমশালীনাং চূর্ণেনৈকত-
মন্তচ ॥ কুছাপূষ্পসম্মে দদ্যাদেকং ঘৃতাদিতম্।
স্বরমেকস্ত ভুঞ্জীত করে বন্ধা স্ত্রডোরকং ॥ চতুর্দশ
গ্রহিযুক্তং কুছুমেন বিলেপিতম্। স্ত্রবিত্তন্তং বিষ্ণু নাম
প্রতিগ্রহি সমর্চিতম্। চতুর্দশ গ্রহিময়ং স্ত্রং কার্পাস-
মেবচ ॥” সকল পাপের হরণকারী শুভ এই অনন্তব্রত
পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই অভিলাষ প্রদান করিয়া থাকে।
ইহার দ্বারা জী পুরুষ উভয়েই এই ব্রত করিতে পারেন
ই হা জানা যাইতেছে। কিন্তু এ দেশে প্রার জীলোকে-
রাই এই ব্রত করেন। ভাদ্রমাসের শুক্লচতুর্দশীতে
সেই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সকল পাপ নষ্ট
হয়। কুশনির্মিত অনন্ত প্রস্তত করিয়া ঘণ্টের উপরে
রাখিবে। পরে ভক্তিভাবে গন্ধ ও পুষ্পাদি এবং
নানাবিধ নৈবেদ্য, চতুর্দশ ফল এবং জলজাত
কেতুসাদি মূল দ্বারা সেই অনন্তের পূজা করিবে। পরে
যব কিংবা গম অথবা চাউলের শুঁড়ার দ্বারা ঘৃত-
পক দুইখানি বড়া প্রস্তুত করিবে। তাহার একখানি
অনন্তদেবকে নিবেদন করিয়া দিবে, আর একখানি
নিজে খাইবে। খাইবার পূর্বে কার্পাসের স্ত্রবার এক-
গাছি জোর কুছু বা হরিজা বাহু ছোঁয়াইয়া লইবে।
পরে বিষ্ণু নাম ব্রহ্মপূর্বক ঘোঁসলী খাইয়া দিবা

পুরুষ দক্ষিণ বাহতে তাগার মত ধারণ করিবে এবং
স্ত্রীলোকেরা সেই রূপে বাম বাহতে ধারণ করিবে।

বিষ্ণু পূজার ও ডোর বাঁধিবার মন্ত্র বক্তাকরে এই
রূপ লিখিত আছে—

অনন্তপংসার মহাসমুদ্রে মগান্ সমভ্যুক্ষর বাহুদেব।

অনন্তরূপে বিনিষোজস্ব অনন্তরূপায় নমোনমন্তে ॥

হে বাহুদেব! অকূল সংসাররূপ মহাসমুদ্রে আমার
মগ হইয়াছি। আমাদিগকে উদ্ধার কর। এবং তোমার
অনন্ত রূপে নিযুক্ত কর, (অর্থাৎ মুক্ত কর)। অনন্তরূপ
তোমাকে নমস্কার করি।

পাপোহং পাপকর্ম্মহং পাপত্মা পাপসম্ভব।
ত্ৰাহিমাং পুণ্ডরীকাক সর্গপাপ হরোভব। অন্য মে
সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ স্ত্রজীবিতং যন্তবাভিষুগাক্ষাণ্ডে
মমুর্দ্ধা ভ্রমরায়তে।

হে পুণ্ডরীকাক! আমি সর্গদা পাপকর্ম্ম করিয়া
থাকি এবং পাপবুদ্ধি এবং পাপের নিমিত্তই কেবল আমার
জন্ম হইয়াছে। তজ্জন্ত আমি নিতান্ত পাপী। আমাকে
রক্ষা কর এবং আমার সকল পাপ হরণ কর। আজ
আমার জন্ম সফল, জীবনও ধন্ত। যেহেতু তোমার
পাদপদ্মের কাছে আমার মন্তক ভ্রমরের মত ঘুরিয়া
বেড়াইতেছে। এই মন্ত্র দুইটী বলিয়া অনন্তকে নমস্কার
করিবে। পরে অনন্তব্রতের কথা শুনিবে।

এ দেশে জনপ্রবাদ আছে যে, অনন্তব্রতের ডোর
ধরিয়া শীত নামিতে থাকে অর্থাৎ এই দিন হইতে
শীতের আরম্ভ হয়। সাপেরাও এই দিন হইতে নাকি
মুদ লইতে আরম্ভ করে।

অনন্তশক্তি (পুং) অনন্তা অপরিচ্ছিন্না শক্তিরন্ত। বহুব্রী।

বিষ্ণু। (স্ত্রী) কর্ম্মধা। অপরিমিত বল।

অনন্তশীর্ষা (স্ত্রী) অনন্তানি বহুনি শীর্ষাণি যন্তাঃ। বহুব্রী।

বাস্কির পত্নী। (পুং) বাস্কিকি। ‘ঋগ্বেদ সামবেদ ও

অথর্ববেদের কথিত পুরুষ। ‘সহস্র শীর্ষাঃ পুরুষ’ ইত্যাদি।

হলাযুধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—সহস্রশীর্ষাঃ সহস্রশকো-

হসংখ্যাতবচনঃ স্তেন অসংখ্যাতশিরাঃ। এ স্থলে সহস্র

শব্দে অসংখ্য বুঝাইতেছে। অতএব ‘সহস্রশীর্ষাঃ’

দ্বারা অসংখ্য মস্তকবিশিষ্ট বুঝাইয়া থাকে।

অনন্তজী (পুং) অনন্তা অপরিমিতা-স্ত্রীঃ পরাশক্তিরন্ত।

বহুব্রী। পরমেশ্বর। অনন্তজীঃ শোভা, ত্রিবর্ষ সম্পৎ,

বেশ রক্তা বা রক্ত। বিষ্ণু। ‘লক্ষী দয়বতী বাজী

ত্রিবর্ষ সম্প্রতিষ্ঠিত শোভায়াঃ। উপকরণ বেশ-

রচনাবিধাৎ ত্রিগুণিত প্রাপ্তি। (ইতি ব্যাভিঃ)। ত্রিশদে
লক্ষী, সরস্বতী, ধাত্রী, জিবর্গ (ধর্ম অর্থ কাম) সম্পৎ,
(ধন) বিভূতি, শোভা উপকরণ, বেশরচনাবিধান
বুঝার। (স্ত্রী) কর্মধা-অপরিমিত শোভা। অপরিমিত
সম্পত্তি।

অনন্তা (স্ত্রী) নাস্তি অন্তঃ সীমা যন্তাঃ। বহুব্রী। বিশল্যা
ওষধি। অনন্তমূল। পার্শ্বতী। পৃথিবী। চুরালভা।
দূর্কা। হরীতকী। আমলকী। গুড়ুচী। অগ্নিসম্বন্ধ।
অগ্নিশিখাবন্ধ। শ্রামলতা। পিপ্পল। নীল ও খেত-
দূর্কা। যবাস।

অনন্তানন্দ (পুং) অনন্তে বিকো আনন্দো যন্ত। রামা-
নন্দের বার জন শিষ্যের মধ্যে এক জন শিষ্য। ভক্ত-
মালায় এই বার জন শিষ্যের নাম লিখিত আছে—
১ রঘুনাথ। ২ অনন্তানন্দ। ৩ কুবের। ৪ সুখাসুর।
৫ জীব। ৬ পদ্মাবৎ। ৭ পীপা। ৮ ভবানন্দ। ৯ কুইদাস।
১০ বন্ত। ১১ সেন। ১২ সুরসুর।

অনন্তা (স্ত্রী) অনন্তভেদং যৎ। হিরণ্যগর্ভপদ। ব্রহ্মপদ।
অনন্দ (ত্রি) ন নন্দয়তি নন্দ-গিচ অচ। নঞ-তৎ। আনন্দ-
জনক নহে। যাহার আনন্দ করে না।

অনন্ত (স্ত্রী) ন অনন্তং নঞ-তৎ। অভোজনীয়। যাহা
ভোজন করা যায় না। (পুং) নাস্তি অনন্তং যন্ত। বহুব্রী।
নিরন্ত। অরহীন।

অনন্ত (ত্রি) ন অনন্তং নঞ-তৎ। অন্তভিন্ন। ‘অনন্ত
নারী কমলীরম্ভং’ (কুমারসম্ভব) যে ক্রোড় অন্ত
নারীরা কামনাও করিতে পারে না। নাস্তি অন্তো-
যন্ত। যাহার অন্ত কেহ নাই। উদাসীন। অনধীন।

অনন্তগতিক (ত্রি) নাস্তি অন্তা গতিরন্ত-কপ্। অন্ত
উপায় রহিত। ইহাই এক মাত্র আশ্রয়।

অনন্তজ (পুং) নাস্তি অন্তদ্বন্দ্ব্যাৎ সর্ববত্নাং তদাত্মকত্বাৎ
অনন্তোবিষ্ণুঃ তদ্ব্যং জায়তে-জন-ড, ৫-তৎ। অথবা,
ন অনন্তদ্বন্দ্ব্যৎ স্বয়মেব বরোধর্ষণে মনসি জায়তে। কাম-
দেব। কুম্ভমেধুরনন্তজ ইত্যমরঃ।

অনন্তদেব (পুং) নাস্তি অন্তদ্বন্দ্ব্যাৎ সর্ববত্নাং তদাত্ম-
কত্বাৎ তাদৃশোদেবঃ। পরমেশ্বর। বিষ্ণু।

অনন্তপুর্নিকা অনন্তপূর্ণা (স্ত্রী) ন অন্তঃ পূর্ণো যন্তাঃ।
বহুব্রী। অন্তের অভূক্ত স্ত্রী। যে স্ত্রীকে পূর্বে আর কেহ
কোষ করে নাই। যে কন্যাকে পূর্বে অন্ত কেহ বিবাহ
করে নাই।

অবিগ্ন ক্রমচ্ছবো লক্ষণ্যঃ ত্রিগুণবৎ

অনন্তপুর্নিকাং কাস্তায়সপিণ্ডাঃ ববীরসীম।

বাক্যবদ্য সংহিতা ১। ৫২।

ব্রহ্মচর্যের পর, স্তন্যলক্ষণ, অবিবাহিতা, মনোজ্ঞা,
অসপিণ্ডা, বয়ঃকনিষ্ঠা স্ত্রীকে বিবাহ করিবে।

অনন্তভাজ (ত্রি) ন অন্তঃ অন্তাং বা ভজতে-ভজ-ণি-উপস।

। *। ভজোণিঃ। পা ৩। ২। ৬। সুবস্ত এবং উপসর্গ
উপপদ থাকিলে ভজ ধাতুর উত্তর ণি প্রত্যয় হয়।
পুষ্টাব [হ্রজ অনন্তর শব্দে দেখ]। অন্ত পুরুষকে বা
অন্ত স্ত্রীকে যে সেবা না করে।

অনন্তভাজঃপতিমাপুহীতিসাতথ্যমেবাভিহিতা ভবেন।

নহীশ্বরব্যাক্তয়ঃ কদাচিৎ পুরুষস্তি লোকে বিপরীতমর্থম্॥

কুমারসম্ভব। ৩। ৬৩।

যে আর অন্ত কোন স্ত্রীকে ভজনা না করে, এমন
পতি লাভ কর। শিবের এই বর পরে যথার্থই হইয়া-
ছিল, যে যেতু দেশেরেব উক্তি কখনই বিপরীত অর্থ ধারণ
করে না অর্থাৎ ভজনের বাক্য কখনই নিফল হয় না।

অনন্তবৃত্তি (ত্রি) ন অন্তা বিভিন্না বৃত্তিঃ মনোবৃত্তিযন্ত।
বহুব্রী। এক রূপ মনোযুক্ত। যাহার মন অন্তদিকে যায়
না। নাস্তি অন্তা বৃত্তিঃ জীবনোপারেঃ যন্ত। একমাত্র
জীবনোপায় বিশিষ্ট। যাহার আর কোন জীবিকার
উপায় নাই।

অনন্তসাধারণ (ত্রি) ন অন্তস্ত অন্তধর্মন্ত সারারণঃ সদৃশঃ।
৬-তৎ। অন্তধর্মের সদৃশ। যে ধর্মের সমান ধর্ম নাই।
অন্তের পক্ষে যে গুণাদি সচরাচর দেখিতে পাওয়া
যায় না। যথা,—‘অনন্তসাধারণরূপ’ অর্থাৎ যে রূপ
সচরাচর লোকের হয় না।

অনন্তর (ত্রি) নাস্তি অন্তরঃ পরস্পর সম্বন্ধো যন্ত। বহুব্রী।
অন্তরশূন্ত। শব্দের পরস্পর অর্থ বুঝাইবার সম্বন্ধশূন্ত।

(পুং) অর্থালঙ্কার বিশেষ। তাহার লক্ষণ, ‘উপমা-
নোপমেয়স্বনৈকত্বৈবত্বনয়নঃ’। (সাহিত্যদর্পণ) যেখানে
একটা বস্তুকেই একবাক্যে উপমান ও উপমেয়রূপে
নির্দেশ করা হয়, তাহাকেই অনন্তর অলঙ্কার কহে।
তাহার উদাহরণ—

রাজীবয়িব রাজীবঃ জলঃ জলমিবাভনি।

চন্দ্রশব্দইবাতন্ত্রঃ শরৎসমুদয়োদ্যমে ॥

শরৎ ঋতু আসিবার পূর্বে পদ্ম পুষ্পের জ্বার, জল
জলের জ্বার এবং চন্দ্র চন্দ্রের জ্বার ইহা হইল।

এখানে পদ্ম, জল ও চন্দ্রকে যথাক্রমে পদ্মাদির
জ্বার বলা হইয়াছে, তজ্জন্ত ইহা অনন্তর অলঙ্কার।

অনয় অলঙ্কারে এক অর্থের বিভিন্ন শব্দ থাকিলে অলঙ্কারের কোন কতি হয় না। যেমন, পদ্ম কমলের মত; চক্রে সুধাংশুর মত ইত্যাদি। কিন্তু এক প্রকার শব্দ থাকিলে লাটামুপ্রাস হয়, তাহাই শুনিতে বেশ মিষ্ট হইয়া থাকে।

অনয়রে চ শব্দক্যামোচিত্যাদামুযজিকং।

অশ্বিঃস্তলাটামুপ্রাসে সাক্ষাদেব প্রযোজকং ॥

উচিত বলিয়া অনয় অলঙ্কারেও এক শব্দ প্রয়োগ করিলে ভাল হয়, কলতঃ তাহা আমুযজিক (অপ্রধান)। কিন্তু এই লাটামুপ্রাসে এক শব্দ সাক্ষাৎ প্রযোজক অর্থাৎ লাটামুপ্রাসে এক শব্দ না থাকিলেই নয়।

অনপ (ত্রি) ন সন্তি আধিকোন আপোষয়। অজন্ত বহুব্রী। যেখানে অল্প জল থাকে। পম্বলাদি।

অনপকর্ম্মনু (স্ত্রী) ন অপকর্ম্ম অপাকরণং (নিরাকরণং) অভাবার্থে নঞ-তৎ। অপাত্রে সংপাত্ত বুদ্ধিতে দ্রব্যদান করিয়া, কিম্বা ক্রোধাদিদ্বারা নিজ বস্তু দান করিয়া পুনর্কীয় সেই বস্তুর গ্রহণ। স্বণের অপকর্ম্ম স্বণের অপরি-শোধ। অনিরাকরণ। অপ্রত্যাখ্যানকরণ। অনিলিত কর্ম্ম। অনপক্রিয়া (স্ত্রী)। অনিরাকরণ। ত্যাগ না করা। স্বণ পরিশোধ না করা।

অনপচ্যুত (ত্রি) ন অপ-চ্যু-ভাবে ক্ত। নাস্তি অপচ্যুতঃ বিনাশোযন্ত। নঞ-বহুব্রী। বিনাশ রহিত।

অনপত্য (ত্রি) নাস্তি অপত্যং সন্তানং যন্ত। বহুব্রী। অপত্যরহিত। সন্তানরহিত। অপ পূর্কীয় তনোতে: (অপ-তন-বক্তৃ), নঞ-পূর্কীয় পততের্বা (পত-বক্তৃ পতা-স্ততো নঞ-তৎ) ইতি বক্তৃ প্রত্যয়ান্তো নিপাতাতে। *। অগ্নাদয়শ্চ। উৎ ৪। ১১১।

অনেন জাতেন সত্য পিতরো নরকে ন পতন্তীতি অপত্যাম্। অপত্যানাং পুত্রাণাম্ অহিতানি। (মাধব)। অপত্যাহিত। পতনকারণ।

অনপত্রপ (ত্রি) নাস্তি অপত্রপা অস্ত্রহেতুকা লজ্জা যন্ত। বহুব্রী। অস্ত্রহেতুক লজ্জাহীন।

অনপত্রংশ (পুং) ন অপত্রংশঃ। নঞ-তৎ। অপত্রংশ ভিন্ন। করণরহিত। বাহা গলিয়া পড়ে না। ব্যাকরণ নিষ্পাদ্য সাহুশব্দ।

অনপাকর্ম্মনু (স্ত্রী) ন অপাকর্ম্ম অপাকরণং (নিরাকরণং)। নঞ-তৎ। অনিরাকরণ। স্বণাদির পরিশোধ না করা।

অনপারিন (ত্রি) ন অপৈতি অপগচ্ছতি অপ-ইণ-গিনি। নঞ-তৎ। নিষ্কল। স্থির। অবিদ্যাকী।

অনপারিহ (ত্রি) অপারিহনং অপারিহ অপ-আ-হৃত-ভাবে

কিপ্ন নাস্তি অপারিহ পুনরাবৃত্তিযন্ত। নঞ-বহুব্রী। পুন-রাস্তিযন্ত। যে পুনর্কীয় আসে না।

অনপিহিত (ত্রি) ন অপিহিতং আবরণং অপিধা-ভাবে ক্ত। তদ্যাস্তি যন্ত। আবরণশূন্ত।

অনপেক্ষ (ত্রি) ন অপেক্ষতে অমুরুগচ্ছি অচ্। নঞ-তৎ। অপেক্ষাশূন্ত। অমুরোধ রহিত।

অনপেত (ত্রি) ন অপেতং বহির্গতম্ অপগতং বা। নঞ-তৎ। অবহির্গত। অপেত ভিন্ন। অহুগত।

অনপ্ত (ত্রি) ন আপ্তম্। বেদে পুং হ্রস্বঃ। অপ্রাপ্ত।

অনপ্স (ত্রি) নাস্তি অপ্স রূপং যন্ত। নঞ-বহুব্রী। রূপ-হীন। কর্ম্মহীন। *। আপঃ কর্ম্মাধ্যায়াম্। উৎ ৪।

২০৭। কর্ম্মাধ্যায়ায়ঃ হ্রস্বো হ্রুট্চ বা। কর্ম্মাধ্যা-বৃথা-ইলে আপ ধাতু হ্রস্ব হয় ও অহুন্ প্রত্যয় বিহিত হইয়া

থাকে এবং বিকল্পে হ্রুট্ হয়। আপ্লোতীতি অথঃ—কর্ম্ম, অপত্য, রূপ, আশ্রয়। 'জন্তয়া তা অনপ্সঃ' (ঋগ্বেদ)। অনপ্সঃ অরূপা। (চূর্ণাচার্য্য)।

অনফা (পুং) যোগ বিশেষ।

অনভিজ্ঞ (ত্রি) ন অভিজানাতি অভিজ্ঞা-ক। অজ্ঞ। জ্ঞানশূন্ত। মূর্খ।

অনভিধেয় (ত্রি) ন অভিধেয়ম্। অবাচ্য।

অনভিভব (পুং) ন অভিভব অভাবার্থে নঞ-তৎ। অভিভবের অভাব। পরাজয়ের অভাব।

অনভিভবনীয় (ত্রি) ন অভিভবনীয়ঃ। নঞ-তৎ। অপ-রাজেয়। যাহাকে পরাজয় করা যায় না।

অনভিভূত (ত্রি) ন অভিভূতঃ। নঞ-তৎ। অপরাভূত। যে পরাজিত নহে।

অনভিমত (ত্রি) ন অভিমতঃ। অসম্মত। বিরত।

অনভিল্লাতবর্ণ (ত্রি) ন অভিল্লাত-তনু ন অভিল্লাতঃ ক্ষীণঃ বর্ণো যন্ত। নঞ-বহুব্রী। হীণ্যমান। প্রকাশমান।

অনভিলাষ (পুং) ন অভিলাষঃ অভাবে নঞ-তৎ। অভিলাষের অভাব। বাহার অভাব। (ত্রি) নাস্তি অভিলাষো যন্ত। নঞ-বহুব্রী। অভিলাষশূন্ত।

অনভিব্যক্ত (ত্রি) ন অভিব্যক্তং প্রকাশিতং। নঞ-তৎ। অপরিষ্কৃত। অব্যক্ত।

অনভিশস্ত (ত্রি) ন অভিশস্ত-ক্ত। নঞ-তৎ। অনি-লিত। অপরিবাদশস্ত। প্রশস্ত। নিরুক্তে অনভিশস্ত শব্দের দশটা পর্য্যায় লিখিত হইয়াছে—১ অশ্রেয়া।

২ অনেমা। ৩ অনেনা। ৪ অনবদ্য। ৫ অনভিশস্তা।

৬ উক্ধ্য। ৭ হুদীষ। ৮ পাক। ৯ বাস। ১০ বয়ন।

অনভিশস্ত্য (ত্রি) ন অভিশস্তিঃ নিস্কারহতি অনভি-
শস্তাঃ । নঞ-তৎ । অনিন্দনীয় । প্রশস্ত ।

অনভিনংহিত (ত্রি) ন অভিসংহিতম্ । নঞ-তৎ । কোন
কলের উদ্দেশে অভিসন্ধি করিয়া বাহ্য করা হয় না ।

পিতৃমমত্রে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ স্বধাভূজঃ কাম্য-
কলাভিসন্ধৌ ।

প্রদানসঙ্গাঃ সকলেশ্পিতানাম্ বিমুক্তিদায়েহনভি-
সংহিতেষু ॥ [রু চি] ।

স্বর্ণে মূর্ত্তিমান্ হইয়া যাহারা পুত্রাদিরূপত আত্মাদির
দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকেন, আর সেই পুত্রাদি যদি
কোন ফল (নিজধন পুত্রাদি) বাঞ্ছা করে, তাহা যাহারা
প্রদান করেন এবং যাহারা কোন ফল বাঞ্ছা না করে,
তাহাদিগকে যাহারা মুক্তিপ্রদান করেন, সেই সকল
পিতৃলোককে নমস্কার করি ।

অনভিহিত (ত্রি) অভি-ধা-ক্ত । ন অভিহিতং নঞ-তৎ ।
অমুক্ত । অকথিত । প্রত্যয়াদিধারা উক্তার্থভিন্ন । * ।
অনভিহিতে । পা ২।৩।১ । অমুক্ত কর্ণে দ্বিতীয়া
বিভক্তি হয় ।

অনভীষ্ট (ত্রি) অভি-ইষ-ক্ত । ন অভিষ্টং । নঞ-তৎ ।
অভীষ্ট ভিন্ন । অবাহিত । অনিষ্টকর ।

অনভ্যাবৃতি (জী) ন অভ্যাবৃতিঃ অভ্যাসঃ অভাবার্থে
নঞ-তৎ । অভ্যাসের অভাব । নাস্তি অভ্যাবৃতিঃ পুন-
রাগমনং বস্ত । পুনরাগমন রহিত ।

অনভ্যাসমিত্য (ত্রি) ন অভ্যাসে নিকটে ইত্যং গম্যম্
ইণ-কশ্মণিক্যপ্ । * । এতিস্ত-শাস্বদৃষ্ণঃ ক্যপ্ ।
পা ৩।১।১০৯ । ইণ্, ঙ্, শাস্, বৃ, দৃ, জৃষ এই সকল
ধাতুর উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয় বিহিত হয় । এখানে ক্যপ্
সামান্য বাচ্যাদিতে গৃহীত হইয়াছে । বাহার নিকটে
বাইতে নাই ।

অনমিত্র (ত্রি) নাস্তি অমিত্রঃ শত্রুশত্রু । নঞ-বহব্রী ।
শত্রুশত্রু । বাহার শত্রু নাই । (পুং) বৃথিষ্টির । নৃপ-
বিশেষ । ‘অসপক্কাহরং ব্রাহ্মণোহনমিত্রো রাজেতি’ ।
(নিক্কতের উদ্ধৃত নিগম) । অনমিত্র, বৃকির পৌত্র ।
বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ইনি অমিত্রের পুত্র । ভাগ-
বতের মতে, ইনি বৃথাশিতের সন্তান ।

অনমীব (ত্রি) ন বিদ্যাতে অনীবো রোগো বস্ত । নঞ-
বহব্রী । রোগহীন ।

অনন্তর (পুং) নাস্তি অনন্তরং কচ্ছ সহিত বস্ত বস্ত । নঞ-
বহব্রী । বৈক বিশেষ । (ত্রি) বস্ত্রশূত্ৰ । ল্যাট্যে ।

অনয় (পুং) নয়তি চালয়তি বাসনং দৈবলৌকিক বিধ-
য়ান্ বা নীকম্ নয়ঃ । নয়ঃ ত্র্যয়ৈগম্যদ্বি । নীতি-
হ্যাতভেদয়োঃ । (হেমচন্দ্র) । নয় শব্দে নৈগম্য, নীতিও
পাশাখেল্যাবিশেষকে বুঝায় । তত্ত্বিন্ন জ্ঞাযা এবং নেতা-
কেও বুঝাইয়া থাকে ।

ন নয়ঃ বিরোধার্থে নঞ-তৎ । নিগমের বিরুদ্ধ ।
অণ্ডভ দৈব ঘটনা । ন অপ্রশস্তঃ নয়ো নীতিঃ । মন্
নীতি, দুর্নয় । অভাবার্থে নঞ,—নয়ের অর্থৎ নীতির
অভাব ; সন্ধি, বিগ্রহ, বান, সংস্থা, আসন এবং বৈধী-
ভাব এই বাড়ুণ্য প্রয়োগের অভাব । আণদ্ ।
বিরোধার্থে নঞ,—প্রচলিত প্রথার বিপরীত পাশা-
খেলা । ভৃগুড়ী । দক্ষিণদিক হইতে বড়ে চালিয়া আনা ।
ব্যসনাত্তণ্ডভং দৈবং বিপদিত্যনয়াজয়ঃ । (ইত্যমরঃ) ।
১ বাসন,—হ্যাদিক্রীড়া । ২ অণ্ডভ,—দৈবঘটনা ।
৩ বিপদ্—বিপত্তি ।

অনরগ্য (পুং) অনং জীবনপর্য্যন্তং রণে সাধুঃ ।
স্বর্ঘ্যবংশের জনৈক রাজার নাম । বিষ্ণুপুরাণে
লিখিত আছে, ইনি সমুত্তের পুত্র । রাবণ দিগ্বিজয়
করিতে গিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন । তখন অন-
রগ্য তথাকার রাজা । রাবণ কহিলেন,—‘রাজন্ ! হর
তুমি আমার শরণাগত হও, কিম্বা এস, আমি তোমার
সঙ্গে যুদ্ধ করিব ।’ অনরগ্য রাবণের সঙ্গে মনযুদ্ধ আরম্ভ
করিলেন । কিন্তু শেষে তিনি অভিভূত হইয়া বলিলেন,
‘আমি প্রাণপণ করিয়া তোমার সঙ্গে সংগ্রাম করিতাম,
কিন্তু আমার সে ইচ্ছা হইতেছে না । আমি তোমাকে
এই অভিসম্পাত দিলাম, আমার বংশে রাম নামে
মহাবলপরাক্রান্ত নৃপতি অন্নিবেন । তাঁহার হাতেই
তোমার প্রাণনষ্ট হইবে । (রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ১৯ অঃ) ।

অনর্কচতুর্দশী (জী) কার্ত্তিকমাসের (শুক্ল ১) চতুর্দশী ।
এই দিন নাকি হুম্মানের জন্মতিথি । অনেক রামভক্ত
ব্যক্তি এ দিনে হুম্মান করিয়া থাকেন এবং কাপীভেদ
একটা মেলা হয় ।

অনর্কভ্যুদিত (পুং) ন অর্কঃ সূর্য্যঃ অকৃত্যদিতো বসিন্
কালে । নঞ-বহব্রী । সূর্য্যোদয়ের পূর্বকাল । যে কালে
সূর্য্য উদয় হয় নাই । অরুণোদর কাল ।

অনর্কভ্যুদিতে কালে মাষেকচতুর্দশী ।

সত্যরব্যোমকালে তু তভাঃ দানং মহাকলম্ ।

মাঘমাসের শুক্লচতুর্দশীতে সূর্য্যোদয় হইবার পূর্বে
আকাশে নক্ষত্র থাকিতে থাকিতে দান করিলে মহাকল ।

‘অনর্কাভ্যাদিত’ এই শব্দ সাধিতে কেহ কেহ ঈষদর্থে নঞ করিয়া থাকেন। তর্কবাচস্পতি মঞ্জশরও বাচস্পত্য অভিধানে ঐ প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। যথা—‘ন ঈষৎ, অর্কোহভ্যাদিতো যস্মিন’। অর্থাৎ যে সময়ে অন্ন অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়াছে। এই রূপ ব্যুৎপত্তি ও অর্থের পর বাচস্পত্য অভিধানে উক্ত শ্লোকের আধধানি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যথা—‘অনর্কাভ্যাদিতে কালে মাঘে কৃষ্ণচতুর্দশী’ ইতি যমঃ। ‘মাঘে মাসি রটন্ত্যাপঃ কিঞ্চিদভ্যাদিতে রবৌ’ ইত্যনেনৈকবাক্যাত্মাং নঞ ঈষদর্থতা’। অর্থাৎ ‘অনর্কাভ্যাদিতে’ এবং ‘বিঞ্চিদভ্যাদিতে রবৌ’ এই দুই স্থলের এক বাক্যতা হেতু নঞের ঈষদর্থতা বুঝাইতেছে।

বাচস্পতি মহাশয়ের সিদ্ধান্ত কতদূর সঙ্গত বলা যায় না। কিন্তু স্মার্তভট্টাচার্য্য তিথ্যাদিতে যে এ মতের নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—বস্তু উদয়বেলায়াং সূর্য্যোদয়বেলায়াম্ অনর্কাভ্যাদিত ইতি ঈষদর্থে নঞ ইতি ব্যাখ্যানং তৎ সমুদ্রকরভাষাযুক্ত ‘সতারব্যোমকালে’ ইতি ঈদানবলোকনেনেতি।’

উদয়বেলা অর্থাৎ সূর্য্যোদয়বেলা অনর্কাভ্যাদিত, এখানে ঈষদর্থে নঞ এই প্রকার ব্যাখ্যা যাহারা করিয়া থাকেন, সে সকল লোক সমুদ্রকরভাষাযুক্ত—‘সতারব্যোমকালে’—শ্লোকের এই অর্কে অংশ দেখেন নাই। অনর্গল (ত্রি) নাস্তি অর্গলং প্রতিবন্ধকং যন্ত। নঞ-বহুব্রী। অপ্রতিবন্ধক। ব্যাঘাতশূন্য। অবিরত।

তারার তারার বলি সদা হয়ে তারার হারা।

নয়ন বুগলে গলে অনর্গল ধারা।

অনর্ঘ (ত্রি) নাস্তি অর্ঘ্যে মূল্যং যন্ত। নঞ-বহুব্রী। অমূল্য। যাহার মূল্য হয় না।

অনর্ঘরাঘব (ক্লী) রাঘবচরিত বিষয়ে মুরারিমিশ্র বিরচিত নাটক বিশেষ।

অনর্ঘশীল (পুং) অনর্ঘ্যঃ অমূল্যঃ শীলঃ স্বভাবো যন্ত। বহুব্রী। অমূল্যস্বভাবশালী। যাহার উৎকৃষ্ট স্বভাব।

সমুদ্রগ্নে বীতহিরণ্যরথ্যং পাত্রে নিধার্য্যামনর্ঘশীলঃ।

ক্রতপ্রকাশঃ বশনা প্রকাশঃ প্রত্যাঙ্কগামাতিথিমাতিথেষঃ ॥ রঘু। ৫। ২।

অমূল্যস্বভাব বোধবিধাত্ত এবং অভিধিকূল সেই রম্যরাজ, যজ্ঞে সকলি দিয়াছেন বলিয়া গৃহে স্বর্ণ পাত্র না থাকায়, হৃদিকার পাত্র অর্ঘ সাভাইয়া বোধবিধাত্ত অভিধি সেই কোমল মনিক অঞ্জে গিরা

লইয়া আসিতে গেলেন। ‘মূল্যে পূজাবিধাবর্গ ইতি শীলঃ স্বভাবে সমুদ্রে ইতি চাম্র শাখো ইতি মলিনাথঃ। অনর্ঘ্য (ত্রি) ন অর্ঘ্যঃ পূজ্যো যন্ত যশাচ্চ। নঞ-বহুব্রী। অল্প পূজ্যশূন্য। অত্যন্ত পূজনীয়। যাহার চেয়ে পূজনীয় নাই। *। পাদার্থাত্ম্যাক্ষ। পা ৫। ৪। ২৫। পাদ এবং অর্থ শব্দের উত্তর চতুর্থী সমর্থ তদার্থে যৎ প্রত্যয় হয়।

অনর্ঘ (পুং) ন অর্থঃ প্রয়োজনং বিরোধার্থে নঞ-তৎ। অনিষ্ট। অনিষ্টহেতুক অধর্ম্ম। (পুং) নাস্তি অর্থো যন্ত। বহুব্রী। অভীষ্টরহিত। বিয়ু। (ত্রি) নাস্তি অর্থঃ অভিধেয়ঃ প্রয়োজনং বা যন্ত। বাচ্যশূন্য। প্রয়োজন রহিত। অর্থোহদ্বিরটৈ বস্তু প্রয়োজননিবৃত্তিষু ইত্যমরঃ।

অনর্ঘক (ক্লী) নাস্তি অর্থ অভিধেয়ো যন্ত অপ্ৰাপ্তো কপ্-অস্ত-নঞ-বহুব্রী। সমুদায় অর্থশূন্য। প্রলাপ। অসম্বন্ধ বাক্য। (ত্রি) ব্যর্থ বাক্য। নাস্তি অর্থঃ প্রয়োজনং যন্ত। নঞ-বহুব্রী। যাহার কোন প্রয়োজন নাই। অনর্ঘলুপ্ত (ত্রি) ন (দৃষ্টেন) অর্থেন লুপ্তম্। নঞ-তৎ। দৃষ্ট অর্থলুপ্ত নহে। যাহার অর্থ স্পষ্টই জানা যায়। অনর্থান্তর (ক্লী) অতো-অর্থঃ অর্থান্তরং। ময়ূরবংসকাদি-প্রযুক্ত অন্তর শব্দ পরে গিয়াছে। (যেমন অতো রাজা রাজান্তরং। সিংকো०)। [ময়ূর বংসক দেখ]। ন অর্থান্তরং। নঞ-তৎ। অল্প অর্থ নহে।

অনর্ব (ত্রি) অর্ক্-অচ্-অর্কঃ গতিঃ শৈথিল্যং স নাস্তি যন্ত। নঞ-বহুব্রী। অশিথিল।

অনর্বন (ত্রি) ঋ-বনিপ্ অর্কা তুরঙ্গহর্ষোঃ। ততো নঞ। অগর্হ। *। ঋমদিপদ্যস্তিপূশকিতো বনিপ্।

উণ্ ৪। ১১২। *। অবদ্যাবমাদমার্করেফাঃ কুংসিতে।

উণ্ ৫। ৫৪। অর্ন্তেকর্ন। পাণিনিও হৃদ্য করিয়াছেন। *।

অন্তোভোহপি দৃষ্টন্তে। পা ৩। ২। ৭৫ আকারান্ত

না হইলেও অন্ত্যাত্ম ধাতুর উত্তর মনিপ্, কনিপ্ এবং

বনিপ্ প্রত্যয় হয়। বিচ্ প্রত্যয়ও হইয়া থাকে।

অপ্রত্যাতঃ (অপ্রতি-অভঃ) অপ্রতিগতোহস্ত্যস্মিন্।

অনন্তাপ্রিত। বতন্ত্র। (দেবরাজ) অনর্বাণঃ যুভং মন-

ক্রিষুন্। ঋক্ ২। ৫। ১২। ১। অর্ক্-হিংসার্য্যঃ কনিপ্।

ব্রাহ্মণ্যঃ (ব্রাহ্মপুত্রঃ শত্রুঃ) ততো ন অর্বা নঞ-তৎ।

শত্রুভিন্ন। ব্রাহ্মপুত্রাদি নিজ পিতৃযোগ্য অংশ গ্রহণ

করে, তাই তাহার শত্রু বলিয়া কথিত হয়।

গচ্ছতি অজ্ঞানং প্রাপবতি অজ্ঞানপারিত্তি বা

ইতি অর্বা অজ্ঞানঃ (জিক্ত) *। অর্কপদ্যাবনঞঃ।

পা ৩। ৪। ১২৭। বনি পদ্যে হৃৎ এবং পূর্বে নঞ

না থাকে, তবে অর্ঘ্য এই অঙ্গ হানে তু আদেশ হয়। অর্ঘ্য ইহার শত্ৰুত্ব হইয়া থাকে। বধা—অর্ঘ্যভো, অর্ঘ্যভঃ। অর্ঘ্যভদ্র, অর্ঘ্যভৌ, অর্ঘ্যভঃ। ইত্যাদি। সু থাকিলে,—অর্ঘ্য। পূর্বে নঞ থাকিলে,—অনর্ঘ্য, অনর্ঘ্যগো, অনর্ঘ্যগঃ। এখানে শত্ৰুত্ব হইবে না।

অনর্ঘ্য (ত্রি) অনসা শকটেন বিশতি প্রাপ্তোতিশ-
কিপ্। ৩-তৎ। ১। যোহুশি। পা ৮। ২। ৬৯। সুপ্
পরে না থাকিলে অহ্ন শব্দের নকারের স্থানে রেফ
আদেশ হয় *। অহ্নানীনাং পত্যাদিবু বা রেফঃ।
অহ্ন প্রভৃতি শব্দের পরে পতি প্রভৃতি শব্দ থাকিলে
অহ্ন আদি শব্দের স্থানে যিকরে রেফ আদেশ হয়।
এই সূত্রানুসারে অনস্ শব্দের নকারের স্থানে রেফ
হইরাছে।

বে শকটবারা কাঠ আনিতে বনে বার। গন্তব্য-
স্থলে গমন করিতে অসমর্থ।

অনর্ঘ্য (ত্রি) অর্ঘ্যশব্দোহ্নীলবাচী। রাতে: তিন্
ইতি রাতির্নাম্। অহ্নীলবিষয়া রাতির্দানং যত্ সো
হর্শরাতি: পাপুকদানন্ত্বিপরীতোহনর্ঘ্যরাতি:। (ইতি
দেবরাজ)। অপাপকদান। অনর্ঘ্যরাতিং বহুদামুপস্থি।
অক্ ৬। ৭। ৩। ৪। নঞবহুব্রী। যিনি পাপিষ্ঠ ভিন্ন অস্ত
ব্যক্তিতে দান করেন। সংপায়ে দাতা।

অনর্হ (পুং) ন অর্হ: যোগ্যঃ। নঞ-তৎ। অযোগ্য।
যোগ্যতাহীন। ক্রতাহীন। যোগ্যের অভাব।

অনল (পুং) নান্তি অলং পর্যাপ্তি: পরিচ্ছেদো বস্তৃত্বশ্চের
তাৎ। নঞ-বহুব্রী। বহি। অগ্নি। নানল: অভাবার্থে
নঞ-তৎ। নলাভাব। নলরাজ্যের অভাব।

(স্ত্রী) অঘরী, নলাভাব। (পুং) শরীরস্থ পিত্তধাতু।
অট বহুমধ্যে পঞ্চম বহু। কৃত্তিকানক্ষত্র। শুক্রবৃগনল-
বাভোপাভাপোধ্যাপিকোজে। (জ্যোতি:)। মঙ্গলবারে,
রোহিণী সুরশিরা কৃত্তিকা স্বাতি উত্তরভাদ্রপদ এ২৫
রেবতী এই কয় নক্ষত্রের যোগ হইলে নক্ষত্রাস্ত্র যোগ
হয়। চিতা। ভেলা। অন-কলচ্। বাট্ বৎসর
ষম্যে পঞ্চাশৎ সংখ্যাত বৎসর। পিতৃদেব বিশেষ।
অনান্ প্রোক্তান্ নান্তি অনলঃ জীব। বিষ্ণু। নল পক্ষে
বকে বা স নলকি অক্। পঞ্চপুত্র। পরবেশর। অলপর্ষ্যাপ্তী
অহ্ন ন অবলক্-তৎ। অপর্ষ্যাপ্ত।

অনলগীপন (ত্রি) অনস্ শকটেন বিশতি প্রাপ্তোতিশ-
কিপ্। ৩-তৎ। ১। যোহুশি। পা ৮। ২। ৬৯। সুপ্
পরে না থাকিলে অহ্ন শব্দের নকারের স্থানে রেফ
আদেশ হয় *। অহ্নানীনাং পত্যাদিবু বা রেফঃ।
অহ্ন প্রভৃতি শব্দের পরে পতি প্রভৃতি শব্দ থাকিলে
অহ্ন আদি শব্দের স্থানে যিকরে রেফ আদেশ হয়।
এই সূত্রানুসারে অনস্ শব্দের নকারের স্থানে রেফ
হইরাছে।

অনলপ্রভা (স্ত্রী) অনলন্ত প্রভেব প্রভা যত। বহুব্রী।
জ্যোতির্মতীপভা।

অনলপ্রিয়া (স্ত্রী) অনলন্ত প্রিয়া। ৬-তৎ। স্বাহানামক
নক্ষত্র। অগ্নির পত্নী। বিসর্গ। ষিঠ স্বাহানলপ্রিয়া
(ইতি বর্ণাভিধানং)। 'ষিঠ: স্বাহা ঠকারেন লিখিতা-
বিশ্বকৃচ্যতে। তত্ৰবিষ্ণু তেন বিসর্গ: সচ শক্তিরপ:। তেন
ষিঠশব্দেনাগ্নিশক্তি: স্বাহেতি দ্বাববতট:।'। ষিঠ ও
স্বাহা এ এক পর্যায় শব্দ। ঠকার দ্বিধিতে বিষ্ণু মত।
তাহার বিষ্ণু হইলে অর্ঘ্য সেই বিষ্ণু দুইটা লিখিলেই
বিসর্গ হয়। সেই বিসর্গ শক্তিরূপ। উক্ত ষিঠ শব্দে
অগ্নিশক্তি স্বাহা। (ইতি দ্বাববতট)।

অনলবার অনলবার। অমলংবারমতি বৃ গিচ্ অচ্। শুভ-
রাটের একটি প্রাচীন নগরের নাম। এখন ইহা বীরবর-
পট্টন নামে প্রসিদ্ধ। সুসলমান কিরিত্তাতে ইহাকে নহর-
বাল বলিয়া উল্লিখিত হইরাছে। ৭৪৯ খৃ: অব্দে বংশরাজ
এই নগর সংস্থাপন করেন। বংশরাজের পিতার নাম
বংশরাজ; ইনি সৌরাষ্ট্রের রাজা ছিলেন। তাঁহার
মাতার নাম সুলক্ষণা। কথিত আছে যে, সৌর নৃপতি-
গণ অতিশয় দুর্বৃত্ত ছিলেন। সমুদ্র দিয়া বাণিজ্যপোত
যাতায়াত করিলে তাঁহারা সেই সকল নৌকা লুট করিয়া
লইতেন। তজ্জন্ত সমুদ্র উপলিয়া উঠিয়া দেবদার নামক
তাঁহাদের রাজধানী গ্রাস করিয়া কেলিল। সেই জল-
প্রাবনে নগরের সমস্ত লোক প্রাণত্যাগ করে। তখন
বংশরাজের পত্নী সুলক্ষণা পূর্ণগর্ভা। তিনি অতি
কষ্টে নিকটবর্তী একটি অরণ্যের মধ্যে পলায়ন করেন।
সেইখানে বংশরাজের জন্ম হয়। শৈশবে সুরাচার্য্য
নামক জৈনক জৈন শিশুটিকে রক্ষা করিয়াছিলেন,
তজ্জন্ত তিনি জৈনধর্ম অবলম্বন করেন। তাহার পর
কিছু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বংশরাজ অমলবার নগর স্থাপন
করেন। বোধ হয়, কুমারপাল চরিতে এই নগরেরই
নাম উল্লিখিত হইরাছে। ১০৬৪ শকে হানুদ, বরত
সেনকে এখানকার রাজা করিয়াছিলেন।

অনলশিলা। (Aerolites, Fireballs, Shooting stars.)
আকাশ হইতে কখন কখন অগ্নির প্রভের খণ্ড পড়ে,
তাহাই অনলশিলা। এই অগ্নিবুটী উপাশব্দ হইতে
যিতিত। দিনের বেলায় এই রূপ অগ্নিবুটী হইবার
পূর্বে প্রথমে আকাশের একস্থানে নিবিড় কাল মেঘে
আচ্ছন্ন হয়। তাহার পর তরতর বস্ত্রপাতের মত শব্দ
হইয়া উঠে। যদিকালে এই আকাশ উপত্য বস্তুকে দেখে

আগুন আলো দেখিতে পাওয়া যায়। শূন্য প্রদর্শিত গোলায় মত পাথর ছুটিতে থাকে। পরে সেই প্রস্তর ফাটরা যায়, তাহাতেই ভয়ঙ্কর শব্দ হইয়া পড়ে। দিনের বেলায় অনলশিলা পড়িবার পূর্বে আকাশে যে কাল মেঘ হয়, বাস্তবিক তাহা মেঘ নয়। অগ্নিশিলা হইতে ধোঁয়া উড়িতে থাকে, তাহাই মেঘের মত দেখায়। রাজিকাল হইলে ঐ আগুনের আলো দেখিতে পাওয়া যায়। অল্প আগুন হইলে সূর্য্য কিরণে তাহা প্রকাশিত হয় না। কিন্তু যে বার অধিক অগ্নিবৃষ্টি হয়, সেবার নভোমণ্ডল এমন জলিয়া উঠে যে, প্রখর সূর্য্যকিরণে তাহার তেজ ঢাকিতে পারে না।

প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে অগ্নিবৃষ্টির উল্লেখ দেখা যায়। ইহা অতিশয় অমঙ্গলের লক্ষণ। পূর্বকালে অস্ত্রাশ্র দেশের লোকেও অগ্নিবৃষ্টি মানিতেন। কিন্তু এই অভূত কাণ্ড সর্বত্র ঘটে না, সকল সময়েও দেখা যায় না। তাই দিন কতক লোকে ইহা অবিশ্বাস করিতেন। কিন্তু এখন অনেকের চাক্ষু্য প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে যে, বাস্তবিকই আকাশ হইতে অগ্নিশিলা পড়িয়া থাকে। লিবি বলেন যে, ৬৫৪ খৃঃ পূর্বে রোমনগরের নিকটবর্তী আলবান পর্বতে অনলশিলা পড়িয়াছিল। ৪৬৭ খৃঃ পূর্বে ইগম্পোটেমিতে একটা বৃহদাকার প্রস্তর আকাশ হইতে পড়িয়াছিল। প্লুটর্ক এবং প্লিনি ইহার বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। পারিসান্স ক্রনিকলেও এই প্রস্তরের কথা উল্লিখিত আছে। ১৪৯২ খৃঃ অব্দে আলসেসের অন্তর্গত এনসিস্‌হেম গ্রামে একটা বৃহৎ প্রস্তর আকাশ হইতে পড়ে। উহা ওজনে নাকি তিন মণ লম্বা সের হইয়াছিল। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ২৬ এপ্রেল মর্মন্দির অন্তর্গত লা-আমিতে ভয়ঙ্কর অগ্নিময় শিলাবৃষ্টি হইয়া যায়, তাহা অনেকেই দেখিয়াছিলেন। ফরাসিস্‌ গভর্নমেন্ট, বিখ্যাত তত্ত্ববিৎপণ্ডিত মোসিও বিওস্কে (M. Biot) এ বিষয়ের তথ্য লইবার নিমিত্ত পাঠাইয়া ছিলেন। তিনি লা-আমিতে গিয়া প্রত্যক্ষরূপে সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করেন। পরে তাহার সমস্ত প্রকাশিত হইলে, অগ্নিময় পাথর বৃষ্টি সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ থাকিল না। আর সাড়ে তিন ক্রোশ দূরত্বের মধ্যে অনুমান হইতিন হাজার পাথর পড়িয়াছিল। তাহার মধ্যে বড় বড় পাথরগুলির ওজন সাড়ে তিন সেরের কম নহে।

বাক্সপাড়ের কত আকাশ হইতে আগুন এক প্রকার

অগ্নিবৃষ্টি হয়। এই সকল অগ্নিশিলা আর অত্যন্ত ক্ষুদ্র। হবোন্ট দেখিয়াছেন, ইহারের ওজন পনের রতি হইতে সাড়ে তিন সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে



উত্তর আমেরিকায় ৯ নং ঘটনার মধ্যে ন্যূনাধিক ২৪০,০০০ অগ্নিময় ক্ষুদ্র পাথর বৃষ্টি হইয়াছিল। নবহাবেনের অধ্যাপক অমস্‌তেল্‌ ইহার বিষয় বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। হবোন্ট প্রভৃতি কোন কোন তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন যে, এ প্রকার নক্ষত্রপাত অনেক স্থলে সাময়িক ঘটনার মত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন বৎসরের এক একটা নির্দিষ্ট দিনে প্রায় এই উৎপাত ঘটয়া থাকে। হবোন্ট স্থির করিয়াছেন, ২২ হইতে ২৫ এপ্রেল, ১৭ই জুলাই; ১০ আগষ্ট; ১২ হইতে ১৪ নবেম্বর; ২৭ হইতে ২৯ নবেম্বর; ৬ হইতে ১২ই ডিসেম্বর; এই রূপ উৎপাত ঘটবার সম্ভাবনা।

আকাশ হইতে বর্ষাধী অগ্নিশিলায় বৃষ্টি হয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অগ্নিশিলাগুলি কি? কেহ কেহ অজ্ঞান করেন, এখানকার আগ্নেয় পর্বত হইতে প্রস্তর খণ্ড উপর দিকে ছুটিয়া যায়। ছুটিয়া গিয়া কিছুকাল পৃথিবীর সঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। তাহার পর আবার এই পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। অল্প পক্ষের মত আর এক রকম। তাহার বলেন, যে সকল উপাদানে অগ্নিশিলা হয় সেই সকল উপাদান আকাশে বাষ্পরূপে অবস্থিতি করে। পরে কোন কারণবশত তাহারা জমাট বাধিয়া নীচে পড়িয়া যায়। এখন এই দুই মতের একটীরও আদর নাই। আর এক পক্ষের মোক এই নিদ্রান্ত করেন যে, চন্দ্রের আগ্নেয় গিরি হইতে পাথর ছুটিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। কিন্তু এখন উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিকদের মত হইয়াছে। তাহার চন্দ্রলোক বেশ শীত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা যে সকল আগ্নেয় গিরি আছে, অল্প সে সকল গুলিই নির্দীপ হইয়া গিয়াছে, কোনকালেই আর

অনবদ্যপাত হইয়া থাকিবে। আলি কালি অনেক এইরূপ
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে অসংখ্য
পৃথক পৃথক পদার্থ আছে। তাহাদের মধ্যে নিরেট ও
বাল্পবৎ পদার্থও থাকিতে পারে। ঐ সকল দ্রব্য ক্রমা-
গত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার পর কোন
কারণবশতঃ তাহারা প্রজলিত হইয়া পৃথিবীতে পড়ে।

সম্প্রতি গত ২৭ নবেম্বর (১৮৮৫ খৃঃ অব্দ) কলি-
কাতার ও সহরের চারি দিকে অসংখ্য নক্ষত্রপাত
হইয়াছিল। কক্ষ পক্ষের বটী তিথি, চারি দিক অন্ধ-
কারে আচ্ছন্ন। এমন সময়ে আকাশে কানোনের মত
হড় হড়, গুড় গুড় শব্দ হইতে লাগিল। তাহার পর
ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া উকা পড়িতে আরম্ভ হইল। হাজা-
রের উপর হাজার, এক এক বারেই লাথের উপর
লাথ,—কোনটী বা দেখিব, কোন্ দিকে বা চাহিব;
অনন্ত আকাশে অসংখ্য অসংখ্য নক্ষত্র ছুটিতেছে। ঐ
নক্ষত্রপাত দেখিয়া টিওলসাহেব লিখিয়াছেন, আকাশে
অনেক ছোট ছোট গ্রহ আছে। তাহারাও পৃথিবীর
মত সূর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কাজেই সূর্যের
আকর্ষণও তাহাদিগকে জোরে টানিতেছে। অতএব
ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে তাহারা সূর্যমণ্ডলের উপর
আছাড়িয়া পড়ে। সূর্য নিজে তেজঃপূজ ধূমরাশি।
আবার নিয়ত ঐ সকল গ্রহাদির সংঘর্ষে উহার আলো
ও সম্ভাব উত্তম রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তাহারা পৃথি-
বীর কাছে আসিলে বাষ্প সংঘর্ষে জলিয়া উঠে। ইহা
কেই আমরা নক্ষত্রপাত বলি। [উদ্ধা দেখ]।

অনলি (পুং) অনিতি-অন-অচ্ অনঃ অলিঃ ভ্রমরোযজ।
শাক• বহরী। বকপুশ্পরুক। বকফুলের গাছ। বকফুলে
অত্যন্ত মধু থাকে। তাহা খাইয়া ভ্রমরেরা প্রাণধারণ
করে বলিয়া ইহার নাম অনলি।

অনল্ল (ত্রি) ন অনল্ নঞ-তৎ। প্রচুর। অধিক।

অনবকাশ (পুং) অভাবার্থে নঞ-তৎ। অবকাশের
অভাব। (ত্রি) নঞ-বহরী। অবকাশশূন্য।

অনবদ্য (ত্রি) ন অবদ্য-গৈ কৰ্ম্মণি-ক্ত। অনিশ্চিত।

অনবদ্য (ত্রি) নান্তি অবদ্যঃ প্রতিবন্ধো বক্ত। নঞ-
বহরী। প্রতিবন্ধশূন্য। নঞ-তৎ। বৃষ্টি-প্রতিবন্ধাভাব। বৃষ্টি
হওয়ার প্রতিবন্ধক না থাকে। *। অবে প্রহো বর্ষ-
প্রতিবন্ধে। পা ৩। ৩। ৫২। অব উপপদ্য পরে হ
যাকুর উত্তর বর্ষপ্রতিবন্ধ এই অর্থে নিম্নোক্ত নঞ-
প্রত্যয় হয়। অবদ্য, অবদ্য।

অনবদ্য (ত্রি) ন অবদ্য নিম্নাৎ। নঞ-তৎ। নিম্না
ভিন্ন। প্রপত্ত। দোষশূন্য। উষ্ট। *। অবদ্যপদ্যার্থ্য
গর্হ্যপণিতব্যানিরোধেব। পা ৩। ৩। ১০১। অবদ্য,
পদ্য, বর্ধ্য এই সকল শব্দের উত্তর বধাক্রমে গর্হ্য, পণি-
তব্য এবং অনিরোধ অর্থে বৎ প্রত্যয়দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ
হয়। নঞ-পূরক বদ-বৎ অবদ্য। শাকটারন ইহার
জন্ত একটি উপানির সৃষ্টি করিয়াছেন। [অনবদ্যেৎ]।

অনবধান (ক্রী) ন অবদীরতে মনঃ সংযুজ্যতে কর্তব্য
কৰ্ম্মণি অনেন অব-বা-করণে-সুট অভাবার্থে নঞ-তৎ।
অবধানের অভাব। মনঃ সংযোগবিশেষের অভাব।
প্রমাদ। (ত্রি) নঞ-বহরী। প্রমাদবিশিষ্ট।

অনবধানতা (ক্রী) নান্তি অবদ্যমৎ বক্ত-তত্ত্বভাবঃ।
প্রমাদ। অজ্ঞানতা।

অনবপৃগ্ণ (ত্রি) ন অব-পৃচ্ সম্পর্কে ক্ত ছান্দসদ্ব্যৎ
ইড়ান্যভাবঃ। নঞ-তৎ। অসম্পৃক্ত। অবৃক্ত। অসংলগ্ন।

অনবব্রব (পুং) ক্রঞ-অপ্। ক্ষদোরপ্। পা ৩। ৩। ৫৭।
সাক্ষ্যাত্মকত্বাৎ ন বচ্যাদেশঃ। ক্রবঃ বচনম্। ততো—
প্রাদিত্যো ধাতুজন্ত। (বাস্তিক) ১। ৪। ৭২। ততো
নঞ-ইতি অনবব্রবঃ। অপ্রতিহত শাসন। (দেবরাজ)।
বিজ্ঞেবন্ধদ্বিগ্ন ইবানবব্রবঃ। অক্ ৮। ৩। ১২। ৫।
অপবাদরহিত।

অনবজ্র (ত্রি) ন অবজ্রশতে বা• ড। অবজ্রশশূন্য।
অপতিত। ভ্রংশ নহে।

অনবম (ত্রি) ন অবমঃ। ন্যূনতাহীন। শ্রেষ্ঠ। অনন্তিক।

অব-রক্ষণাদিহু। অবেষ্ট বা ন প্রত্যয়ঃ। অথবা,
অবতেরমঃ বক্ত পক্ষে ধঃ। উণ ৫। ৫৪। [অনবদ্য
দেখ]। অবম শব্দে অস্তিক বুঝায়। অনবম শব্দে
অনন্তিক। যাক, অবম শব্দের এগারটী পর্যায় করিয়া-
ছেন। যথা—১ তড়িৎ। ২ আসাৎ। ৩ অধরম্।
৪ তুর্যশ। ৫ অন্তমীক। ৬ আকে। ৭ উপাকে।
৮ অরীকে। ৯ অন্তমানাম্। ১০ অবমে। ১১ উপমে।

অনবর (ত্রি) ন অবরম্। নঞ-তৎ। অবর ভিন্ন। শ্রেষ্ঠ।
অজবজ্ঞ। অসত্য নহে।

অনবরজ (ত্রি) অবরম-ভাবে ক্ত অবরতঃ বিরমঃ।
ভ্রান্তি বক্ত। নঞ-বহরী। নিরজর। বিশুদ্ধ।

অনবরাদ্য (ত্রি) অবরাস্ত্ অর্কে কৰ্ম্মণে বৎ। অবরাদ্যঃ।
ন অবরাদ্যম্। (ইতি মহেশ্বরঃ)। নঞ-তৎ। উৎকৃষ্ট।
শ্রেষ্ঠ। শীর্ষভাগ। যে অর্থে ভাগে মজক থাকে।
পরীক্ষার যোগ্য। কীর্ত্তি অর্থাৎ প্রসুখপ্রবন্ধক

উদ্যোগঃ। সুখাধারবরণ্যস্ প্রবর্তনবরাধ্যকঃ।
(অমর)। প্রদান, প্রমুখ, প্রবেক, অনুত্তম, উত্তম,
সুখা, বর্ষা, বরণ্য।
অনবলয় (ত্রি) নাস্তি অবলয়ো যত্র বা যস্ত। নঞ-বহুব্রী।
অবলয়নহীন। নিরাশ্রয়।
অনবলোভন (ক্লী) ন অব-লুপাতে যেন অব-লুপ-লুট
পৃ-পত্ভঃ। গর্তসংহার বিশেষ।
অনবল্ (ত্রি) অব রক্ষণ-গতি-প্রীতি-তৃপ্ত্যবগম-প্রবেশ-
শ্রবণ-স্বাম্য-সামর্থ্য-বাচন-ক্রিয়েরচ্ছা-দীপ্ত্যাব্যাপ্ত্যালিঙ্গন
হিংসা-দান-ভাগ-বুদ্ধিযু। অব-অনু-অম্। (নিরুক্ত)।
(ক্লী) ন অবল্ অভাবার্থে নঞ-তৎ। অল্পের অভাব।
(ত্রি) নাস্তি অবঃ অম্ যস্ত। বহুব্রী। অল্পহীন।
পথ্যাপনরহিত।
অনবল (ত্রি) অব রক্ষণাদিযু [অনবল্ দেখ]-অসচ্।
অবলো রাজ্য তামুশ্চ (ইতি উজ্জলদন্ত)। *।
অত্যবি ইত্যাদিত্যোহসচ্। উপ্ ৩। ১১৭। নাস্তি
অবলো বজ্র। অরাজক। সূর্য্যশূন্ত। অবল শব্দে অরানিও
বুঝায়। নাস্তি অবলো অম্ যস্ত। পথ্যাপনরহিত।
অনবলয় (ত্রি) নাস্তি অবলয়ো যস্ত। নঞ-বহুব্রী।
অবকাশশূন্ত। নঞ-তৎ। অবকাশের অভাব।
অনবসিত (ত্রি) ন অবসিতং সমাপ্তঃ নিশ্চিতঃ বা।
নঞ-তৎ। অনিশ্চিত। অসমাপ্ত।
অনবহর (ত্রি) অবকীৰ্য্যতে ইতি অব-কৃ-অপ্ অবহরঃ
অম্ যস্ত। *। কদোরপ্। পা ৩। ৩। ৫৭। ঋবর্ণাত
এবং উবর্ণাত ধাতুর উত্তর অপ্ হয়। *। বর্চকে
অবহরঃ। পা ৩। ১। ১৪৮। বর্চক অর্থাৎ কুংসিং বর্চ
বা অরমল বুঝাইলে অবহর শব্দে নিপাতনে স্তুট
আগম হয়। বর্চক না বুঝাইলে অবহর এই প্রকার রূপ
সিদ্ধি হইবে।
নাস্তি অবহরো বস্ত যত্র বা। নঞ-বহুব্রী। মলহীন।
মলশূন্ত বেশ। নির্গন্ধ শোধিতঃ সূটঃ নিঃশোধঃ মল-
অবহরঃ (অমরঃ)।
অনবহা (ক্লী) ন অব-হা-অহ্। অবস্থিতিঃ। নঞ-তৎ।
*। আত্মোপসর্গে। পা ৩। ৩। ১৬। উপসর্গ উপ-
গদের পর আকারান্ত ধাতু থাকিলে, তাহার উত্তর অহ্
প্রত্যয় হয়। অহ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্লীলিঙ্গ। এখানে অহ্
প্রত্যয়ের কাছক একটা স্তুট আছে। *। হাস্যাপাটো-
ভাবে। পা ৩। ৩। ১৫। ভিন্ ভাবঃ। অত্রোই-পববিঃ।
অহ্, হা, পা এবং পহ্ ধাতুর উত্তর ভিন্ প্রত্যয় হয়।

ইহা অহ্ প্রত্যয়ের অপবানার্থের কাছক হইতেছে।
অতএব অব পূর্ব্ণ হা ধাতুর উত্তর অহ্ প্রত্যয় হইতে
পারিত না। কিন্তু কেবল অর্থাভার ব্যতিরেকে বলিয়া
অহ্ বিহিত হইয়াছে। (কথমবস্থা সংহতিঃ? বাব-
হ্যামিতি জ্ঞাপকাং। সিং কো-*)। অবস্থিতির
অভাব। তর্কের দোষ বিশেষ। যে বিষয় স্থির করিতে
হইবে, তাহাতে কল্পিত বিষয় আনিয়া তর্ক করা।
(ত্রি) নাস্তি অবহা বস্ত। অবস্থিতিশূন্ত। চঞ্চল।
অনবস্থান (ক্লী) ন অব-হা-লুট। নঞ-তৎ। অবস্থিতির
অভাব। (ত্রি) নাস্তি অবস্থানং বস্ত। নঞ-বহুব্রী।
চঞ্চল। অস্থির।
অনবস্থিত (ত্রি) ন অবস্থিতম্। নঞ-তৎ। চঞ্চল।
অস্থির। ব্যতিচার দোষযুক্ত। যে থাকিতে অকম।
(ক্লী) অনবস্থিতা—ব্যতিচারিণী।
অনবস্থিতি (ক্লী) ন অস্থিতি অভাবার্থে নঞ-তৎ। অব-
স্থিতির অভাব। না থাকা।
অনবস্থর (ত্রি) ন অব-স্থ-কোটিলো-অপ্। নঞ-তৎ।
অকুটিল। সরল।
অনবাপ্ত (ত্রি) ন অবাপ্তম্। নঞ-তৎ। অপ্রাপ্ত।
অনবার, অনবয় (ত্রি) অনবরব শব্দ অনবায়তাবঃ।
(দেবরাজ)। নঞ-বহুব্রী। নিরবয়ব। নিরাকার।
অনবেক্ষক (ত্রি) ন অবেক্ষকম্। নঞ-তৎ। পর্যালোচনা
হীন। সৎ ও অসৎ এ বিবেচনা রহিত।
অনবেক্ষা (ক্লী) ন অবেক্ষা অপেক্ষা। নঞ-তৎ। অপেক্ষা-
ভাব। অপেক্ষা না করা।
অনশন (ক্লী) ন-অশ-লুট। নঞ-তৎ। ভোজনের
অভাব। উপবাস। ভোজন নিবৃত্তি রূপ ব্রত বিশেষ।
দিবারাত্রিতে কোন বস্ত না খাওয়া। অনশনব্রত এক
দিন, দুই দিন, তিন দিন, সাত দিন, নয় দিন, এবং
মাস ব্যাপক আছে। আর প্রাপ্তপরিভ্যাগ ইচ্ছায় প্রাপ-
পরিভ্যাগ পর্যন্তও অনশনব্রত আছে।
অনশনং মাসমেকম্ মহাপাতকমশনম্।
মেহনামুদিকং পাশং কৃতেনাসেন তিষ্ঠতি (জাবাল)
যে ব্রতে প্রকৃত এক মাস উপবাস করে, সেই ব্রতে
মহাপাতক নষ্ট হয়। যেহেতু সেনত্র করিলে ইচ্ছাধীন
ও পরকামের কোন পাশ থাকে না। *। প্রাপ্তানশনে
যতো ইতি বিধিঃ। আরম্ভ শব্দে অনাহারে প্রাপ্ত্যাগ
করাকে বুঝায়।
মাসমেকমবশ্যং পাতকমশনমিতিঃ।

চুক্তিক্রমে সমস্যাটিকে পীড়িত বা ভেদিত।

স্বয়ং দেহবিনাশ কালে প্রাপ্ত মহামতিঃ।

অত্রাঙ্গণং বা স্বর্গাদি মহাকল জিগীষা।

প্রবিশেষজ্ঞানংদীপ্তং কুর্য়াদনশনং তথা।

এতেষামধিকারোহস্তি নাত্তেবাং সর্বজন্ম।

নরাণামপ্যন্যথা সর্ববর্ণেষু সর্বদা। (পুরাণ বচনঃ)

যে কলি মহাপাতকগ্রস্ত হইবে, কিংবা অসাধা-
রোগে পীড়িত হইবে, মহামতি সেই ব্যক্তি স্বয়ং বিনা-
শের কাল প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মলোক বা স্বর্গাদি মহাকল
কামনা করিয়া প্রজলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে কিংবা
অনশন ব্রত অবলম্বন করিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য
এবং শূদ্র এই চারি বর্ণের পুরুষ ও স্ত্রীরই তাহাতে অধি-
কার আছে। অন্ত জন্মের অধিকার নাই। (ত্রি) নাস্তি
অশনং যন্ত নঞ বহুব্রী। ভোজনগ্ৰস্ত।

একবারে নির্জল উপবাস করিয়া থাকিলে কত
দিনে মৃত্যু হয়, তাহা ভাল স্থির হয় নাই। সালিখার
শ্রাগচরণ বাবু কানীতে গিয়া অনশনের ব্রত করিয়া-
ছিলেন। আঠার দিনের পর তাহার মৃত্যু হয়। কিন্তু
শুশ্রূষা শরীরে উপবাস করিলে বার দিন হইতে এক মাস
কাল পর্যন্ত মানুষ জীবিত থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার
স্বভাবতঃ অধিক ভোজন করেন, অধিক কায়িক পরি-
শ্রম করেন, নিরন্তর মন্যমান্য থাইয়া থাকেন, তাহাদের
পক্ষে এ নিয়ম পাটে না। সে সকল লোক কুখ্য সহিতে
পারেন না, অন্ন উপবাস করিলেই অবসন্ন হইয়া পড়েন।
চিতোর দুর্গ জয় করিবার সময় বিলাতী গোরা এবং
আমাদের দেশীয় সিপাহী ছিল। হঠাৎ খাদ্য দ্রব্যের
অভিশয় অনটন হইয়া পড়িল, কুখ্য জঠরাগ্নি ধু-
করিয়া অলিভেছে, পোয়ারা জগৎ অন্ধকার দেখিতে
লাগিল। কিন্তু আমাদের দেশীয় সিপাহীরা সে প্রকার
কাতর হয় নাই। ২২ সামান্য চাউল ছিল, তাহাতে
অন্ন রাখিয়া সিপাহীরা নিজে কেন খাইত এবং পোয়া-
দিগকে সমস্ত অন্নগুলি দিত। তবু তাহার কুখ্য আগার
কোন কাজ করিতে পারে নাই। কিন্তু সিপাহীরা কেবল
কেবল খোরে কুখ লংগ্রাম করিয়াছিল।

তাহারা দিয়ারিগোষ্ঠী ও একাহারী, প্রতিদিন
বসামিরকে প্রাণারাম করত, সে সকল লোকের
অনশনে শীত বৃষ্টি হয় না। এ প্রকার যোগসিদ্ধাসী
আছেন, তাহারা নিম্নোক্ত কেবল অর্ধ সের কুখ খাইয়া
বিক্রিশ্রমে এক মাস নোড়ী অনশন, তাহার পরে দুই

বাস। তাই লোকে তাঁহাকে হুন্দী গোঁসাই কহে।
ইনি নবীন দুর্কাসাস বাটরা ভাইই থাইয়া প্রাণধারণ
করেন। কল কথা প্রাণারাম দ্বারা যোগনিদ্রার আবি-
র্ভাব হয়। তখন কক্ষপ ও সর্পাধির শীতনিদ্রার মত
যোগে থাকিয়া ঘুমাইতে পারিলে কুখার উল্লেখ হয়
না। হরিদাস সাধু খাল ও আহার বন্ধ করিয়া কল মাস
মাত্র ভিতর ছিলেন। তাহা দেখিয়া ডাক্তার ম্যাক-
গ্রেগর বলিয়াছিলেন যে, এ দেশের লোক সহজে উপ-
বাস ও প্রাণারাম করে বলিয়া এ প্রকার অদ্ভুত কাজ
সমর্থ হয়। বাহা হউক এই সকল সিদ্ধপুরুষ কত দিন
অনাহারে থাকিলে তাহাদের মৃত্যু হয়, এ কথা ঠিক
বলা যায় না।

স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে মধ্যে মধ্যে দুই এক দিন অনশন
করা নিতান্ত আবশ্যক। ইহাতে উদরের সমস্ত অস্বা-
স্ত্যবোর এবং সঞ্চিত হুট রসের পরিপাক হইয়া যায়।
শরীর শুষ্ক, হাকী ও প্রসন্ন হইয়া উঠে। শারীরিক
সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই অধিক বা অল্প কালের জন্য কিছু কিছু
বিশ্রাম আছে। রাজিতে নিদ্রা বাইবার সময় হুট পদ
সুস্থির ভাবে থাকে। শ্বাস প্রথালের বিশ্রাম আছে।
ক্ষণকাল হৃদয়ের স্পন্দন না থাকিলে আমরা জীবিত
থাকিতে পারি না। কিন্তু তাহারও কিছু কিছু বিশ্রাম
আছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে পাক-
বস্ত্রকেও কিছু কিছু বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক। আমাদের
দেশে একাদশীর উপবাস করা প্রচলিত আছে। অতএব
মাসের মধ্যে দুই দিন অনশনে থাকিলে দেহের বিলক্ষণ
স্বচ্ছন্দতা লাভ হয়। দেখা যায়, জীলোকেরা বিধবা
হইলে একাদশীর উপবাস করেন এবং একাহারে থাকেন।
তখন তাহাদের শরীর পূর্ণাঙ্গেরা বেশ হুটপুট ও ক্রান্তি-
যুক্ত হইয়া উঠে।

হুটিকে কিংবা আহার্যভাবে অনশন অল্প কয়েক অবসর
হইয়া পড়িলে উক্ত বরের ভিতর তাহাকে নরম বিহা-
নার শোয়াইবে। দীর্ঘকাল অনশন করিলে রক্তসঞ্চা-
লনবদ্ধ এবং শ্বাসরোধকারী শোকের মৃত্যু ঘটে।
অতএব প্রথমে শীতল ত্রব্য কদাচ খাইতে দিবে না।
এবং পরে শীতল বাতাস লাগাইতে দিবে না।
তাহাতে একেবারে আশ্রয়দাতা হঠাৎ মৃত্যু ঘটিতে
পারে। প্রথমে অলের সঙ্গে অন্ন অন্ন ভোজি, মাংসের
কোল এবং হুট খাইতে দিবে। অত্যন্ত উষ্ণতা কখন
কখনো শ্বাস প্রথাল দিবে এবং বস্ত্রবশে তাহাকে

লাগাইবে। আমাদের হিন্দু ঘরে বৃদ্ধা জীলোকেরা একাদশী প্রভৃতিতে অনশনে থাকিয়া পারপার দিন প্রথমে চিনির পানী প্রভৃতি শীতল দ্রব্য খাইতে বসেন। কিন্তু তাহা নিতান্ত অনিষ্টকর। উপবাসের পর প্রথমে শীতল দ্রব্য খাইলে হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে।

অর প্রভৃতি তরুণ রোগে আমাদের দেশের কবিরাজেরা রোগীকে অনশনে রাখেন। জার্মানী দেশের ডাক্তারেরাও রোগসঙ্গে অধিক পথ্যের ব্যবস্থা করেন না। এ প্রথা দোষের নহে। দেখা যায়, কুকুরাদি সকল নীচ জন্তাই একটু শারীরিক অল্প বৃষ্টিতে পারিলে চুপ করিয়া এক স্থানে গুইয়া থাকে, কিছুই খায় না। পীড়ার অবস্থায় জিহবা মলিন, মুখ বিরস, শুক ও ক্ষুধামান্য হয়। এই সকল বাহিরের লক্ষণ দেখিয়া জানা যায়, ভিতরের পাকঘন্ত্রের ক্রিয়াও ভাল চলিতেছে না। সুতরাং পীড়িতাবস্থায় অধিক পথ্যের ব্যবস্থা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু ডাক্তার গ্রেভস এ মতের বিরোধী ছিলেন। এদেশে তরুণ জরে এক একটা রোগী কেবল সিদ্ধ জল ও বাতাসা খাইয়া চল্লিশ দিন উপবাসে থাকে, ইহা সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।

অনশ্বর (ত্রি) ন নশ্বরঃ। নঞ-তৎ। নশ্বর ভিন্ন। স্থায়ী। অনস্ (ক্লী) অনিতি গচ্ছতি অন-অনু। শকট। দ্বাদশনশা রথেন। অনসা শকটেন সহ। (নিকট)। অনঃ সান্তম্ অনঃ ক্লীবঃ জলে শোকে মাতৃস্তননয়োর পীতি রভসকোশঃ। সকারান্ত অনস্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ইহাতে জল, শোক, মাতা এবং রথকে বুঝায়।

।*। অনোন্মায়স্ পরসাং জাতিসংজ্ঞায়াঃ। পা ৫।৪।

৯৪। তৎপুরুষমাসে সমস্ত পদের শেষে অনস্, অনশ্ন, অয়স্ ও সরস্ শব্দ থাকিলে জাতিও সংজ্ঞা বিষয়ে সমাসান্ত টচ্ প্রত্যয় হয়। যেমন, উপানস—ইহাতে জাতি বুঝাইতেছে। মহানস—ইহাতে সংজ্ঞা বুঝাইতেছে।

অনস্ শব্দ পরস্মিণ্যং মধ্যে পঠিত হইয়াছে, তজ্জন্ত অব্যয়ীভাবে সমাসেও ইহার উত্তর টচ্ প্রত্যয় হয়।*

অব্যয়ীভাবে পরংপ্রভৃতিভ্যঃ। পা ৫।৪।১০৭। বধা,—উপানসম্। [পরস্মিণ্যং গণ পরং শব্দে দেখ]।

অনশ্বর (ত্রি) নাশি অশ্বা-পরগুণে-দোষারোপো বস্ত। বহুব্রী। পরের গুণে দোষারোপশূভ্যঃ। বিনি পরের গুণে দোষারোপ না করেন।

অনশ্বরক (ত্রি) ন অশ্বরকম্। নঞ-তৎ। অশ্বরশূভ। পরগুণে দোষারোপশূভ্যঃ। পরের অশব্দার্থক নহে।

‘অশ্বকারানুজবে’। অশ্বরকঃ—পর্যাপবাদক্লিঃ। (নিকট)। অনশ্বরী (ক্লী) অশ্ব-কণ্ঠাদিহাং বক-অ। গুণেষপি দোষারোপঃ অশ্বরী। কণ্ঠাদি বগন্তাদিকারঃ। (মহেশ্বরঃ) ন অশ্বরী অভাবার্থে নঞ-তৎ। অশ্বরীশূভ।*। কণ্ঠাদিভ্যো-বক্। পা ৩।১।২৭। কণ্ঠাদি ধাতুর উত্তর স্বার্থে যক্ প্রত্যয় হয়। ‘ধাতুর উত্তর’ ইহা একথা বলার তাৎপর্য এই, প্রাপ্তিপদিকের উত্তর হইবে না। যেহেতু কণ্ঠাদি ধাতু ছই প্রকার, ধাতু ও প্রাপ্তিপদিক। [কণ্ঠাদি শব্দ দেখ]।

নগুণান্ গুণিনোহস্তি স্তোতি মনগুণানপি।

ন হসেচ্ছান্ত দোষাংশ্চানশ্বরী প্রকীর্তিতা ॥ (স্তুতি) গুণিব্যক্তির গুণ নষ্ট না করা মন্দগুণেরও প্রশংসা করা। অতের দোষে উপহাস না করা এ সকল গুলিই অনশ্বরী।

একমেবতু শূদ্রস্ত প্রভুঃ কন্ম সমাদিশৎ।

এতেষামেব বর্ণানাং গুণশ্চা মনশ্বরীয়া ॥ মহা।১।৯১।

নিন্দা না করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের সেবা করাই শূত্রের এক মাত্র কন্ম, ইহা ব্রহ্ম আদেশ করিয়াছেন।

শকুন্তলার সহচরী। অত্রিমূনির পত্নী।

অনশ্বর (ত্রি) ন অশ্ব উপত্যাপে কণ্ঠাদিঃ বক্ উ। নঞ-তৎ। অশ্বরীশূভ।

অনন্তমিত (ত্রি) ন অন্তম্ ইতং গতম্। অলুক্-সং। যে অন্ত যায় নাই। যে অদৃশ্য হয় নাই।

অনশ্ব (পুং) অনেন জীবনোচিতৈতচ্ছমাশ্রয়ে তিষ্ঠতি নতু শরীরাবয়বেন ইতি অন-শ্বা-ক। যাহার অস্তিত্ব মাত্র আছে, কিন্তু শরীর নাই। অথবা নাস্তি অহি অবয়বো যন্ত। বাহ্য বহুব্রীহৌ স্বাদাদিতি বহু। নিরবয়ব। সাংখ্য প্রসিদ্ধ প্রধান। ঈশ্বর মায়া।

নাস্তি অহি বস্ত (ত্রি)। অস্থিশূভ। যাহার গায়ে হাড় নাই।*। অসিসন্ধিত্যাং ক্ধিন্। উৎ ৩।১৫৪। অস্ ও সঙ্ ধাতুর উত্তর ক্ধিন প্রত্যয় হয়। অস-ক্ধিন্ অহি।

অনসুৎ (ত্রি) অনঃ শকটমন্ত্যত মতুপ্ বস্ত বঃ সান্তম্ পরমঃ। শকটবৃত্ত।*। তদন্ত্যত্মিন্নিতি মতুপ্। পা ৫।২।৯৪। ইহার বা ইহাতে তাহা আছে এই অর্থে প্রথমান্ত পদের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় হয়। সাহচর্যার্থে সন্তোষার্থে বসামিতিভ্যঃ। পা ৬।২।২। বসামি ভিন্ন মৎপাতি ও অপর্যাপ্ত ও পরস্মিণ্যং প্রত্যয় পরস্মিণ্যং

শব্দের উত্তর মতুস্থানে ব হয়। এখানে অনন্ শব্দ
অবর্ণ উপধ রহিয়াছে, একত্ব মতুস্থানে ব হইয়াছে।
ববাদির উত্তর মতু স্থানে ব হয় না। বধা—ববমান্।

অনহকার (পুং) ন অহকারঃ অভাবার্থে নঞ-তৎ।
অহকারের অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। অহকার-
শূন্ত।

অনহকারিন্ (ত্রি) অহম্ ইতি গর্কং করোতি অহং-কু-
মিনি। ন অহকারী নঞ-তৎ। গর্বশূন্ত।

অনহকৃত (ত্রি) অহমিতি কৃতম্ অহকারঃ ভাবে ক্র।
নাস্তি অহকৃতম্ অহকারে। যন্ত। অহকারশূন্ত।

অনহকৃতি (স্ত্রী) অহমিতি গর্বং ক্রিয়তে ভাবে ক্রিন্
অহকৃতিঃ। ন অহকৃতিঃ নঞ-তৎ। অহকারের অভাব।
(ত্রি) নঞ-বহুব্রী। অহকারশূন্ত।

অনহংবাদিন্ (ত্রি) অহমিতি গর্বণ বদতি বদ-মিনি।
ন অহংবাদী। গর্বরহিত।

অনাকার (ত্রি) নাস্তি আকারো যন্ত। নঞ-বহুব্রী।
অবয়বহীন। নিরাকার। আকাশাদি। পরমেশ্বর।

অনাকাল (পুং) অসম্যক্—শস্তাদিসম্পন্নঃ কালঃ আকালঃ।
ন আকালঃ। নঞ-তৎ। শস্তাদি সম্পন্ন ভিন্ন কাল।
শস্তাহীন কাল। ভূতিকা কাল।

অনাকুল (ত্রি) ন আকুলম্। নঞ-তৎ। অব্যাগ্র।
স্থির। অসঙ্গীর্ণ বাক্য। সাকাক্ষবাক্য। একাগ্র।

অনাকৃত (স্ত্রী) না ইতানেন কৃতং নাকৃতং নিরাকৃতম্।
ন নাকৃতম্। নঞ-তৎ। অনিবারিত। ন অসম্যক্
কৃতম্। যাহা সূক্ষ্মরূপে করা হয় নাই। ‘আকৃতম্’—
নিষ্ঠান্তকৃতশব্দস্তত্র পাঠ্যং সঙ্গতেররমপি নিপাত-
সমাহার রূপো নিপাতিতঃ কৃতশব্দস্ত বিভক্তি প্রতি-
রূপকত্বাৎ নিপাতত্বমিত্যাহঃ। (নিকৃত)।

অনাকৃত (স্ত্রী) ন আঃ সত্তাপেন ক্রোধেন বা কৃতম্।
নঞ-তৎ। অসত্তাপকৃত। অক্রোধকৃত। আঃ সত্তাপ-
ক্রোধরোরিতি হেমচন্দ্রঃ। আ শব্দে অর্কাক্ এবং উপ-
শাও বুঝায়। (নিকৃত)।

অনাক্রান্তা (স্ত্রী) ন আ-ক্রম-ত। অনাক্রান্তা আক্রমিতু-
মযোগ্যা সর্বতঃ কণ্টকারিত্বাৎ। কণ্টকারিত্বক। (ত্রি)
আক্রান্তি ভিন্ন।

অনাক্রান্ত (স্ত্রী) ন আক্রান্তিতম্ অপকৃতম্। নঞ-তৎ।
অনপকৃত। বাহ্যতে কোন অপকার হয় নাই।

অনাগ (ত্রি) ন আগত্যং গচ্ছতি স্বর্গমনেন নাগম্। অগম্য
ন সাগং নঞ-তৎ। সাগবিহক।

অনাগত (ত্রি) ন আগতম্। নঞ-তৎ। ভবিষ্যৎকালের
হুত্তি। আগতভিন্ন। অপ্রাপ্ত।

অনাগতবিধাতৃ (ত্রি) ন আগতস্ত ভবিষ্যতঃ অনিষ্টত
বিধাতা প্রতিবিধান কর্তা। নঞ-তৎ। আগামী
হুঃখের যিনি নিবারণ করেন।

অনাগতবাধা (স্ত্রী) ন আগত। উপস্থিত। বাধা পীড়া।
অনুপস্থিত পীড়া। ভবিষ্যৎ হুঃখঃ। (ত্রি) ন আগত।
বাধা যন্ত। নঞ-বহুব্রী। উপস্থিত পীড়াশূন্ত। পীড়া-
বাধাব্যাধাতৃধর্মিত্যমরঃ।

অনাগতাবাধ (পুং) ন আগতঃ আবধঃ পীড়া হুঃখং বা।
নঞ-তৎ। দেহের ভবিষ্যৎ হুঃখঃ।

অনাগতার্ভবা (স্ত্রী) ঋতৌ ভবম্ অণ্ আর্ভবম্ স্ত্রীপুণ-
বিকাশনম্। অনাগতম্ অপ্রাপ্তম্ আর্ভবং রজো বস্তাঃ।
যে স্ত্রীলোকের স্ত্রীধর্ম হয় নাই। যাহার রজঃ প্রকাশ
পায় নাই। গোবী তু নগ্নিকাঃ অনাগতার্ভবা। (ইত্যমরঃ)।

অনাগন্ধিত (ত্রি) ন আগন্ধিতম্ আত্মাতম্। অনাগন্ধিত।
যাহার আত্মাণ লওয়া হয় নাই।

অনাগম (পুং) নাস্তি আগমঃ স্বহেতুঃ ক্রমাদির্ভেদ।
স্বহেতুক্রমাদিশূন্ত। ক্রমপত্র বা কণ্ডলারহিত।

সন্তোগোদৃশ্যতে যত্র ন দৃশ্যেতাগমঃ কচিৎ।
আগমঃ কারণং তত্র ন সন্তোগ ইতি স্থিতিঃ।

মহু ৮। ২০০।

কোন সম্পত্তিতে কাহারও যদি ভোগ দেখা যায়,
ক্রম বা প্রতিগ্রহণাদির আগম (কণ্ডা) না থাকে,
তবে সেস্থলে ভোগ প্রমাণ হইবে না, আগমই প্রমাণ
হইবে।

অনাগম্ (ত্রি) নাস্তি আগোহপরাধঃ পাপং বা যন্ত।
(পাপাপরাধয়োরাগঃ। ইত্যমরঃ)। অকৃতাপরাধ।
নিরপরাধ। পাপশূন্ত।

আর্ভবানার বঃ শব্দঃ, ন প্রহর্ষনগসি। (শব্দঃ)।

আপনাদের অস্ত্র বিপদগ্রস্তকে রক্ষা করিবার
নিমিত্ত। নিরপরাধকে প্রহার করিবার নিমিত্ত
নহে।

অনাচার (পুং) অপ্রাশস্তোহভাবে বা নঞ-তৎ। কলা-
চার। অন্তঃকার। আচারের অভাব। অনাচার দুই
প্রকার—১ যে সকল কর্ম করিতে বর্ধশাস্ত্রে উপদেশ
যেওরা আছে তাহা না করা। ২-পারে যে কর্ম
করিতে ব্যবস্থা আছে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা।
অন্যাক্ত (ত্রি) ন আকৃতম্। আনেন অধিকারিত্বাৎ।

অনাথ (হিন্দী)। ভরকারী। বেগাভী।

অনাটন (গ্রাম্য)। অপ্রতুল। [অনটন লেখ]।

অনাড়ী আনাড়ী। (গ্রাম্য)। যাহার নাড়ীজ্ঞান নাই।

এই শব্দ সচরাচর আমরা ‘আনাড়ী’ এই রূপ উচ্চারণ করি। যে বৈদ্য নাড়ীর অবস্থা ভাল বুঝে না, এই অর্থ হইতে সকল বিষয়েই যে কাজে অগটু, সেই স্থলে ‘আনাড়ী’ শব্দ প্রযুক্ত হয়। ‘সে আনাড়ী লেখক,’ অর্থাৎ লিখিতে অগটু। ‘সে আনাড়ী লোক,’ অর্থাৎ তাহার নিজ কাজে পটুতা নাই।

অনাতিপ (পুং) অভাবার্থে নঞ-তৎ। আতপের অভাব। রৌদ্রের অভাব। ছায়া। ত্রি-বহুব্রী—অতপশূভ।

অনাভূর (ত্রি) ন আভূরম্। নঞ-তৎ। নীরোগ। আভূর ভিন্ন। সুস্থ।

অনাভুক (ত্রি) নাস্তি আভা স্থিরো যত্র কপ্। আভা নাই একরূপ মত। কণিকবিজ্ঞান মত। স্থিরাভ্যুশুভ জগৎ।

অনাভুজ (ত্রি) আভ্যনং যথাস্বরূপং ন জানাতি জ্ঞা-ক। যে আভ্যস্বরূপ জানে না। যে আভ্যচেট্য জানে না। আভ্যপরি বিবেচনাশূন্য।

অনাভ্যন (পুং) ন আভ্য অপ্রাপ্ত্য ভেদার্থে চ নঞ-তৎ। আভ্য ভিন্ন। অশক্ত আভ্য দেহাদি।

অনাভ্যনীন (ত্রি) আভ্যন-থ। আভ্যনে হিত আভ্যনীনঃ। ন আভ্যনীনম্। নঞ-তৎ। নিজের অহিত। আপনার অনিষ্টজনক। *। আভ্যনবিশ্বজনভোগোত্তর পদাৎ থঃ। পা ৯। ১। ৯। আভ্যন, বিশ্বজন এবং কোন শব্দের উত্তরপদে ভোগ শব্দ থাকিলে তাহার পরে হিত (তটম্ হিতম্) এই অর্থে থ প্রত্যয় বিহিত হয়। থ প্রত্যয় করিলে আভ্যন ইহার নকারের লোপ হয় না। ১। ৭। আভ্যানোনো থে। পা ৬। ৪। ১৬৯। আভ্যন এবং অভ্যন শব্দের উত্তর থ প্রত্যয় বিহিত হইলে প্রকৃতিভাব থাকিয়া বাম (অর্থাৎ অস্তের নকারের লোপ হয় না)।

অনাভ্যবৎ (ত্রি) ন আভ্য অন্তঃকরণ বশ্বেন অস্তি অতঃপূর্ব্ব বঃ। নঞ-তৎ। অজিতেন্দ্রিয়।

অনাভ্য (ক্ৰী) আভ্যন ইবম্ আভ্যন-রং আভ্য শরীরঃ। ন আভ্যন। নঞ-তৎ। অসরীর। *। তত্ত্বম্। পা ৪। ৩। ১২। ইহা উহার হয় এই অর্থে ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনাক্রমে কথিত প্রত্যয় বিহিত হয়।

অনাথ (ত্রি) নাস্তি নাথঃ প্রভূতঃ। প্রভূতীন। তাহার

প্রভূ নাই। চলিত ভাষার আমরা কি পুংলিঙ্গে কি ক্রীলিঙ্গে ‘অনাথ’ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। এবং তাহা এই রূপ অর্থে ব্যবহার করি যে, তাহার বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন কেহই নাই। যেমন,—‘তিনি অনাথার মত পড়িয়া আছেন’। চলিত বাঙ্গালার, ‘দীন হীন’ অর্থেও অনাথ শব্দ প্রযুক্ত হয়। ‘আহা! এই অনাথটিকে একটু আশ্রয় দাও’। বাঙ্গালা পদ্যে ‘অনাথিনী’ এই রূপ শব্দের ব্যবহার আছে। কিন্তু ইহা ব্যাকরণ দুষ্ট।

শব্দের মারিতে বাণ, লইলে ইন্দ্রের পান,

রত্নেরে করিলে অনাথিনী। (কবিকঙ্কণ)

অনাথশ্রম (পুং) অনাথ ব্যক্তিদিগের থাকিবার স্থান। (Orphan Asylum)।

অনাধর (পুং) বিরোধে অভাবার্থে বা নঞ-তৎ। অবজা। অমর্যাদা। তিরস্কার। পরিভব।

অনাদি (পুং) আদিঃ কারণম্ পূর্ব্বকালো বা স নাস্তি যত্র। ত্রক। পরমেশ্বর। আদি রহিত। উৎপত্তিশূন্য। নাস্তি আদিঃ প্রাথমিকো যন্মাৎ। যাহার পূর্ব্ব আর কেহ ছিলেন না, হিরণ্যগর্ত ত্রক। (ত্রি) আদিশূন্য। (ক্ৰী) অনাদিশব্দার্থে কন্। অনাদিক—আদিরহিত। আদি অনাদিক, নাথ কুপারসি, ভবতারণ ভার হো-হারা। (বিদ্যাপতি)

অনাদিমৎ (ত্রি) আদিমৎ কার্যঃ তত্ত্বম্। কার্য ভিন্ন।

অনাদিষ্ট (ত্রি) ন আদিষ্টঃ সবিশেষমুপদিষ্টম্। বিশেষ-রূপে বাহ্য কথিত হয় নাই।

অনাদৃত (ক্ৰী) আদৃতম্ আদরঃ নপুংসকে ভাবে ক্ত ইতি ক্ত প্রত্যয়ঃ। ততোহভাবার্থে নঞ-তৎ। অনাদর। অবজা। কন্দলি ক্ত। (ত্রি) অবজাত। তিরস্কৃত।

অনাদেশ (ক্ৰী) ন আদেশম্। দর্শনশাস্ত্রে যে বস্তু গ্রহণ করিতে নিষেধ আছে। অপ্রতিগ্রাহ্য বস্তু।

অনাদেশ (পুং) ন আদেশঃ অভাবে নঞ-তৎ। উপ-দেশের অভাব।

অনাদ্য (ত্রি) ন আদ্যঃ তন্ময়ঃ। অভব্য। শাস্ত্রে বাহ্য খাইতে নিষেধ আছে। আদ্যশূন্য। অনাদি।

অনাধার (ত্রি) নাস্তি আধারো যত্র। আধারশূন্য। ভ্রামরভে,—নিত্যব্রহ্ম।

অনাধ্ব (ত্রি) আধ্ব-কিপ্। নঞ-তৎ। অনতিভূত।

অনাধ্বষ্ট (ত্রি) ন আধ্বষ্টম্। অপরিস্কৃত।

অনার্য (জি) আ-বৃ-কর্ষণ কাপ্ ন আ-বৃ-কর্ষণ নঞ-
তৎ। অনতিভবনী।

অনার্য (জি) অহুদাতীতি অহু-দা-ক অহুদাতো
নঞ-তৎ। পুর্বোদরাদিহাৎ দীর্ঘঃ। বাহার সমান দাতা
আর নাই। অতুল্যমানশীল।

অনাপি (জি) আপ্যতে আপ্-কর্ষণি ইণ্ আপিঃ আপ্তঃ,
বহুচ। নাস্তি আপিঃ যন্ত। নঞ-বহুব্রী। আপ্তশূভ।
অবহু। বাহার আপ্ত বহু নাই।

অনাপ্ত (জি) নঞ-তৎ। অপ্ৰাপ্ত। বহু ভিন্ন। বার্থ
নিষ্ঠর ভিন্ন।

অনাভয়িন্ (জি) আবিত্তেতি আ-ভী-ইনি ততো নঞ-
তৎ। সম্যগ্ভীত ভিন্ন। ভীত নহে।

অনাভু (জি) আভিযুখেন ভবতীতি আভুঃ স্তোতা।
নঞ-তৎ। স্তোতা নহে। অভিযুখে অপ্ৰাপ্ত।

অনামন্ (স্রী) অনন জীবনম্ অমরতি ক্রজতি অম-গিচ্-
কনিন্। অর্শোরোগ। নাস্তি নাম অস্ত। (জি) বাহার
নাম নাই। (পুং) মলমাস। অনামিকা অঙ্গুলি।

অনাময় (পুং) অম-বঞ্ আমং তাপং যাতি অনেন
যা-ক, আময়ো রোগঃ। অতাবে নঞ-তৎ।
আরোগ্য। নীরোগবস্থা। (জি) রোগশূভ।

অনাময়িষু (জি) অম-গিচ্-ইহুচ্ বাহলকাৎ। নঞ-তৎ।
যাহার ব্যাধা হয় না। ব্যথক ভিন্ন।

অনামা অনামিকা (স্রী) নাস্তি অদৃষ্টতর্জ্ঞাদিবৎ
বিশেষ নাম বস্তাঃ। মনস্তাৎ ডাপ্ অনামা। স্বার্থে
কন্ অনামিকা জীহাৎ। মধ্যমা ও কনিষ্ঠার মধ্যের
অঙ্গুলি। শিব নাস্তি এই অঙ্গুলি দ্বারা ব্রহ্মার মস্তক-
চ্ছেদন করিয়াছিলেন। তাই অনামিকা অঙ্গুলি অগ-
বিত্ত হইয়া গিয়াছে। স্ততরাং বজ্রাদি কাজের সময়
কুশের আঙুলি পরিয়া ঐ অঙ্গুলিকে শুদ্ধ করিয়া লইতে
হয়। মহেশ্বর অমরকোশের টীকায় লিখিয়াছেন—
'ন নাম গ্রহণং যোগ্যং বস্তাঃ। ব্রহ্মগোহনরা শিরশ্চে-
বনাৎ। অতএবাতাং পবিত্রীকরিতং'। ঐ অঙ্গুলির
নাম গ্রহণকরা যোগ্য নহে। কারণ উহার দ্বারা ব্রহ্মার
মস্তকচ্ছেদন করা হইয়াছিল। তজ্জন্ত উহাকে পবিত্র
করিয়া লইতে হয়।

অনার্য (জি) ন আ-বৃ-কর্ষণি হিনতি আ-বৃ-কর্ষণ নঞ-
তৎ। হিংসক রহিত।

অনার্য (জি) ন আ-বৃ-কর্ষণি অনাদীন। অবশ।

অনার্য (স্রী) ন আ-বৃ-কর্ষণি অনাদীন। একান্ত।

অনার্য (পুং) আ-বৃ-কর্ষণি আ-বৃ-কর্ষণি ন আ-বৃ-কর্ষণি
বার্ধে নঞ-তৎ। অক্লেশ। কষ্টের বা প্রবলের অভাব।
নাস্তি আর্যসঃ প্রবলঃ বজ্র। ক্লেশশূভ।

অনার্যসকৃত (স্রী) অনার্যসেন ক্রোশং বিনৈব কৃতম্।
নঞ-তৎ। কথারবিশেষ। কাণ্ড। 'কুরুবাস্তেভ্যাদিনা-
হনার্যসে নিপাতিতম্। মাধবন্ত মবনীতভাৱাৎ প্রাগব-
দ্বাপন্নং ত্রবাং কাণ্ডম্ ইতি বেদভাষ্যে আহ'।
(ইতি অমরটীকারাং মহেশ্বরঃ)।

অনার্য (স্রী) আ-বৃ-কর্ষণি আ-বৃ-কর্ষণি ন আ-বৃ-কর্ষণি
নঞ-তৎ। আ-বৃ-কর্ষণি আ-বৃ-কর্ষণি নঞ-তৎ। আ-বৃ-কর্ষণি
অকালমৃত্যু ঘটে। অতিভোজন, অতিমৈথুন ইত্যাদি।
ভগবান্ আত্রেয়, আ-বৃ-কর্ষণি অকালমৃত্যু সৰ্ব্বদে অগ্নি-
বেশকে বলিয়াছিলেন—অর্যতামগ্নিবেশ। বধা বানসমা-
যুক্তোহকঃ প্রকৃত্যেবাকগুণৈঃ সমেতঃ ত্রাৎ। স চ সৰ্ব-
গুণোপপন্নো বাহমানো বধাকালং, স্বপ্রমাণ-করাদেব
অবসানং গচ্ছৎ। তথাহুঃ শরীরাপগত্যং বলবতঃ প্রকৃত্য
বধাবহুপটীরমানং স্বপ্রমাণ-করাদেব অবসানং গচ্ছ-
তীতি, স মৃত্যুঃ কালে। তথা চ স এবাকোহ তিভার-
দ্বিতীত্বাৎ, বিবমপদানপদাচ্চ, অকচক্রত্বাৎ, বাহ-
বাহকদোবাৎ, আশিমোক্ষাৎ, অজুপাভাৎ, পর্দ্যসনাচ্চ
অন্তরাব্যাসনমাপন্যতে। তথাহুঃ অযথাবলমারম্ভাৎ,
অযথাগ্ৰাস্যব্যবহারাৎ, বিবমাত্মব্যবহারাৎ, অতিমৈথুনাৎ,
উদীর্ণবেগবিধারনাৎ, বিবমশরীরভ্রাসাৎ, অতিব্রাতাৎ,
অসংসংস্রাৎ, ভূতবিষবায়ুগুণপাতাৎ, আহারপ্রতী-
কারবর্জনাৎ, অন্তরাব্যাপন্যতে। স মৃত্যুরকালে।

অগ্নিবেশ। শুন। যেমন গাড়ীর চাকা স্বভাবতঃ
ভাল হইলে এবং নিরমিত রূপে চালাইলে অগ্নে অগ্নে
কইয়া গিয়া ক্রমে অনেক দিনে নষ্ট হইয়া যায়। পর-
মাণুও ঠিক সেই প্রকার। অহু এবং বলবান্ ব্যক্তির
শরীরকে যথানিয়মে খাটাইলে ক্রমে ক্রমে অনেক দিনে
তাহার ক্ষয় হইয়া আসে। ইহাকেই কাল মৃত্যু কহে।
আবার গাড়ীর উপর অধিক ভার বোকাই করিলে,
উচ্চ নীচ পথে চালাইলে, চাকা ভাঙ্গিয়া গেলে, বাহ-
বাহকের দোষ ঘটিলে, চাকার বিল ভাঙ্গিয়া গেলে,
কিবা চাকার তৈলাদি না দিলে, কিবা অধিক পথ
চালাইলে নিরমিতকালের পূর্বেই নষ্ট হইয়া যায়।
পরমাণুও সেই রকম। বলের অতিরিক্ত কাজ করিলে,
অথবা আতনের তাপ লাগাইলে, অস্ত্রের ভোজন
করিলে, অধিক বৈদ্যে, দ্রব্যাদির বেশব্যয় করিলে,

কষ্টসাধ্য ব্যায়ামাদি করিলে, শরীরে আঘাত লাগিলে, অসৎ সংশ্রমে, ভৃত ও বিষম বায়ু এবং অগ্নির উপঘাতে এবং আহারের প্রতীকার বর্জন করিলে, নিয়মিত কালের পূর্বেই মৃত্যু ঘটে। তাহাকে অকালমৃত্যু কহে। অনারত (ক্লী) আ-রম্-ক্ত আরতং বিরতিঃ অত্যন্তভাবে নঞ-তৎ। সতত। অবিরত। অনবরত। (ত্রি) বহুব্রী অনবরতমুক্ত।

অনারভ্য (অব্য) আ রভ-ল্যপ্ ন আরভ্য। অধিকার না করিয়া। নঞ-তৎ। (ত্রি) আরভ্য নহে।

অনারভ্যাদীত (ত্রি) ন আরভ্য কিঞ্চিদ্ অধীতম্। বৈদিক কার্যে বেদের কোন্ কোন্ মন্ত্র কোন্ কর্ণে বিনিয়োগ হয়, তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু অনেক স্থলে আবার বিনিয়োগের উল্লেখও নাই। সে স্থলে মন্ত্রের অনারভ্য অর্থাৎ কিঞ্চিদ্ অনধিকৃত্য অধীত কহে। অনারভ্য (পুং) ন আরভ্যঃ অভাবার্থে নঞ-তৎ। আর-ভ্যের অভাব। অমুষ্ঠানের অভাব।

অনারোগ্য (ক্লী) ন আরোগ্যম্। নঞ-তৎ। আরোগ্যের অভাব। নাস্তি আরোগ্যং যন্মাৎ। ৫-বহুব্রী। যাহাতে দেহ সুস্থ থাকে না। পীড়াদায়ক।

অনার্জব (পুং) ঋজোর্ভাবঃ আর্জবং সরলতা স্বাচ্ছন্দ্যং বা। ন আর্জবম্ অভাবার্থে নঞ-তৎ। সরলতার অভাব। স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব। অভাবার্থে অব্যয়ী। নাস্তি আর্জবং যন্ত (ত্রি)। কুটিল। নাস্তি আর্জবং স্বাচ্ছন্দ্যং যত্র। ৭-বহুব্রী। রোগ।

অনার্জব (ত্রি) ঋতুঃ জীকৃষ্ণমং তন্ত ভাবঃ ঋতু-অণ্। নঞ-তৎ। অমুৎপন্ন রক্তঃ। যথাকালে অপ্রকাশিত রক্তঃ। রক্তোবদ্ধ। ঋতুর অভাব। (স্বী) নাস্তি আর্জবং যন্তাঃ। নঞ-বহুব্রী। যে জীলোকের ঋতু হয় নাই। ঋতুরন্তু প্রাপ্তঃ, ঋতু-অণ্। নঞ-তৎ। বসন্তাদিরূপ ঋতুতে অমুৎপন্ন পুষ্পাদি। *। ঋজোরণ্। পা ৫। ১। ১০৫।

অনার্জব (Amenorrhœa) পীড়া তিন প্রকার। ১ম—এককালে ঋতুর অভাব। ২য়—ভিতরে রক্তঃ নিঃসৃত হয়, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ পায় না। ৩য়—একবার ঋতু হয়, কিন্তু পরে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। জীলোকের যৌবন কাল আসিলে জরায়ু হইতে রক্তো-নিঃসরণ হইতে আরম্ভ হয়। ইহাকেই আমরা ঋতু বলি। এই ঋতু প্রত্যেক চাক্ষুরাসে অর্থাৎ ২৮। ২৯। দিন অন্তর প্রকাশ পায়। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ভেরবৎসর বয়ঃক্রম হইতে বোলবৎসর বয়স পর্যন্ত

স্বাভাবিক ঋতুর কাল। কিন্তু সচরাচর প্রায় চৌদ্দ পনের বৎসর বয়সেই ঋতু হইয়া থাকে। আবার কাহারও কাহারও ৯। ১০। বৎসরেও রক্তঃ প্রকাশ হইতে দেখা যায়। শীতপ্রধান দেশে কিছু বিলম্বে ঋতু প্রকাশিত হয়। কিন্তু তবু চৌদ্দ বৎসর হইতে বোলবৎসরের ভিতরেই অনেকের রক্তঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এ দেশে অতি অল্প বালিকারই দশ বার বৎসরে রক্তঃ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। কচিং কাহারও ২০। ২২ বৎসরেও ঋতু হইয়া থাকে। কিন্তু অনেকের জন্ম-বচ্ছিন্নে ঋতু হয় না।

এমন অবস্থায়, জন্মাবধি জননেন্দ্রিয়ের কোন কোন দোষ থাকিতে পারে। হয় ত একেবারে অণ্ডাধার নাই। কাহারও অণ্ডাধার দুটি নিত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং গ্রাফিয়ান ভেসিকিলের (Graafian vesicles) চিহ্ন মাত্রও থাকে না। আবার অনেক জীলোকের অণ্ডাধার ও গ্রাফিয়ান ভেসিকিল থাকে, কিন্তু জরায়ু নিত্যন্ত ক্ষুদ্র কিম্বা ইহা এককালে না থাকিতেও পারে।

দ্বিতীয় প্রকার অনার্জব রোগে ভিতরে রক্তো নির্গত হয়, কিন্তু জরায়ুর মুখ বন্ধ থাকে বলিয়া বাহিরে আসিতে পারে না। এরূপ অবস্থা ঘটিলে ঠিক অন্তঃ-সম্ভার মত জরায়ু বড় হইতে থাকে। তখন যথার্থ গর্ভাবস্থা কিম্বা পীড়ার লক্ষণ উদয় বড় হইতেছে, ইহা মীমাংসা করা কঠিন। কারণ দ্রুত থাকিলে গর্ভা-বস্থাতেও জরায়ুর মুখ যুড়িয়া বন্ধ হইতে পারে। যদি যথার্থই ভিতরে রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে, তবে উহা বাহির করা আবশ্যক। জরায়ুর মুখ সামান্য পাতলা চর্মে বন্ধ হইয়া গেলে বিচৌরী কিম্বা সাউও শলাকা-দ্বারা বিধিরা অক্লেশে রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু জরায়ুর মুখ কঠিন চর্মে বন্ধ হইয়া গেলে ট্রৌকারদ্বারা বিধিরা রক্ত বাহির করিয়া দিবে। তাহার পর বুঝী কিম্বা স্পঞ্জটেস্ট ব্যবহার করিলে আর জরায়ুর মুখ বুজিয়া যাইবে না।

তৃতীয় প্রকার অনার্জব রোগই অধিক দেখা যায়। যৌবন কাল প্রকাশ পাইলে প্রথমে একবার ঋতু হয়। তাহার পর আর রক্তঃ দেখা দেয় না। কাহারও কাহারও দুই তিন মাস কিম্বা বৎসরিয়ের দুই তিন বৎসর পর্যন্ত ঠিক মাসে মাসে ঋতু হয়, পরে হঠাৎ রক্তো বন্ধ হইয়া যায়। অত্যন্ত বনশ্যাপ, রাহুতে আঘাত, কামরোগ, দ্রবলতা, অতিশয় শীতল জ্বা বায়ুদ্বারা প্রকৃতি অনেক

প্রকার কারণে এই উপসর্গ ঘটে। বৃক্কের (kidneys) পীড়া থাকিলেও রক্তোরোধ ঘটতে পারে।

অনার্য রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে ইহার ঠিক কারণ নিশ্চিত করা আবশ্যক। কারণ দূর করিতে না পারিলে পীড়ার শান্তি হইবার আশা নাই। যদিও অসংখ্য জননেদ্রিয়ের কোন দোষ থাকে, তবে একেবারে রোগের শান্তি করা মানুষের কাজ নহে। কিন্তু সে প্রকার অবস্থার জীলোকদের ঘে সকল যন্ত্রণা হয়, তাহা নিবারণ করা যাইতে পারে। ডাক্তার ট্যানার একটা জীলোকের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পৰ্য্যন্ত একবারও ঋতু হয় নাই। মধ্যে মধ্যে রক্তোনিঃসরণের উদ্বেগ হইত, কিন্তু রক্ত বাহির হইত না। এই উদ্বেগের সময় তলপেটে অত্যন্ত ভার বোধ ও অসহ্য যন্ত্রণা হইত। নিত্রাকর ঔষধ খাওয়াইলে বেদনার উপশম হইত না, রাজির মধ্যে একবার কাকনিদ্রাও আসিত না। অনার্যবের নিমিত্ত এ প্রকার যন্ত্রণা হইলে বস্তিদেশের দুই পাশে গরম জলের স্বেদ করিবে এবং অণুধারের উপরে জৌক ধরাইবে। গরম জলে টব পরিপূর্ণ করিয়া রোগিণীকে মধ্যে মধ্যে তাহাতে বসিতে দিবে। খাইবার ঔষধের মধ্যে আফিম কিম্বা মরফিয়াই শ্রেষ্ঠ। কপূরের সঙ্গে সিকি গ্রেণ মাত্রায় পরিষ্কৃত আফিমের সার শুইবার সময়ে খাইতে দিবে।

জননেদ্রিয়ের গড়নের দোষ না থাকিলে রোগের প্রতীকার হইতে পারে। রোগিণী সবল থাকিলে মধ্যে মধ্যে গরম জলে বসাইবে। তত্ত্বিত পিত্তনিঃসারক এবং বিরোচক ঔষধই শ্রেষ্ঠ। সোনাখুখী, গাছোজ, পডো-ফিলিন্, টারাকেকম্, মুসকর প্রভৃতি ঔষধ সেবন করা ইলে বিশেষ ফল দর্শে। হীরাব ১ রতি, পিল্ এলো এট্ মার ১১০ রতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া একটা বড়ী করিবে। এই বড়ী প্রত্যহ তিনটা সেবন করিতে দিবে। ফেরি রিড্যাক্টাই ১৫ রতি, পিল্ এলো এট্ মার ১৮ রতি, কুচিলার সার ২ রতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া ১২ বড়ী করিবে। এই রূপ তিনটা বড়ী প্রত্যহ সেবন করাইবে। চিকিৎসার সময় রোগিণী বাহ্যে সবল থাকে, এ প্রকার পুষ্টিকর ও বলাধান দ্রব্য রাখিতে দিবে। অনার্য রোগের সঙ্গে ক্ষয়কাল প্রভৃতি অন্ত কোন পীড়া বর্তমান থাকিলে, তাহার প্রতীকার করিতে চেষ্টা পাইবে।

অনার্য (জি) ন আৰ্য্য। নঞ-তৎ। আৰ্য্য নহে' অসংকুল জাত'। অপ্রধান। অসামু। অতঃ। অসচ্-রিদ্র। অনার্য্য শব্দে, প্রাকৃত ভাষায় 'অণজ্জ' এইরূপ ব্যবহৃত হয়।

তহবি তেন রজ্জা সউল্লাএ অণজ্জং আচরিম্।

তথাপি তেন রাজ্জা শকুন্তলার্ম অনার্য্যম্ আচরিম্।
তথাপি সেই রাজ্জা শকুন্তলার প্রতি অসামু ব্যবহার করিয়াছেন। নাস্তি আৰ্য্যো বজ্জ। ৭-বহুব্রী। যে দেশে আৰ্য্যের বাস নাই।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের অতীতকাল করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে, পূর্বে আৰ্য্যদের বাসস্থান ভারতবর্ষে ছিল না। তাঁহারা বেলুচস্থানের নিকটবর্তী আইরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করিতেন। তৎকাল তাঁহাদের নাম আৰ্য্য হইয়াছিল। পরে তাঁহারা পশ্চিম পার হইয়া আৰ্য্যাবর্তে বাস করিলেন। তাই আৰ্য্যাবর্ত ভিন্ন অল্প স্থানকে অনার্য্য দেশ কহে। এবং আৰ্য্যজাতি ভিন্ন শক, শবর, পারদ, প্রভৃতি সমস্ত নীচ জাতির নাম অনার্য্য। মহাসংহিতায় লিখিত আছে—

আসমুদ্রাতু বৈ পূর্বাদাসমুদ্রাতু পশ্চিমাং।

তয়োরেবাত্তং গিৰ্য্যোরাৰ্য্যাবর্তং বিহুৰ্ধাঃ। ২।২২।

পূর্বে পূর্বসমুদ্র, পশ্চিমে পশ্চিমসমুদ্র, দক্ষিণে বিজ্যাগিরি এবং উত্তরে হিমালয়; ইহার মধ্যবর্তী স্থানকে পণ্ডিতেরা আৰ্য্যাবর্ত কহেন।

কুহুকটট, আৰ্য্যাবর্তের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন,—আৰ্য্য অজাবর্তন্তে পুনঃ পুনরুতবর্তীত্যাৰ্য্যাবর্তঃ। আৰ্য্যোরা এই স্থানে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হন, তৎকাল এখানকার নাম আৰ্য্যাবর্ত। অমরসিংহ লিখিয়াছেন,—আৰ্য্যাবর্তঃ পুণ্যভূমির্মধ্যং বিজ্যাহিমালয়োঃ। নিরুক্তের একস্থানে আৰ্য্যজনপদের বিষয় উল্লিখিত আছে।

শবতির্গতিকর্মা কছোজেষেব ভাবতে। কছোজঃ কছলভোজাঃ কমনীয়ভোজা বা কছলঃ কমনীয়ো ভবতি বিকারমস্তাৰ্য্যো ভাবন্তে শব ইতি।

কছোজদেশে (স্বেচ্ছদেশে) 'শবতি' এই গত্যর্থ ধাতুর প্রকৃতিব্যং ব্যবহার হইয়া থাকে। (তাহার উদাহরণ, যেমন) কছোজা কছলভোজা কমনীয়ভোজা বা কছল কমনীয়া। আৰ্য্যজনপদে ইহার বিকারকে কথিত হয় (যেমন) শব (অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ)।

যাহ, এই আৰ্য্যশব্দে আৰ্য্যাবর্তকে নির্দেশ করিয়া ছিলেন কি না, তাহা বলা যায় না। যাহা হউক,

পূর্বে আর্থোরা খেখানে বাস করিতেন, তন্নির স্থানকে অন্যোচ দেশ বলা হইত। [ইহার বিস্তারিত বিবরণ আর্থো শব্দে দেখ]।

অন্যোচ (ক্ৰী) অন্যোচ-কন্। আর্থো ন বসতি বজ্র তজ্জাৰ্য্যবজ্জিতে দেশান্তরে ভবঃ। অগুরু কাঠ। অগুরু গাছ, শিলেট এবং আরা কান প্রভৃতি অঞ্চলে জন্মে। মহুসহিতার আর্থোবর্ন্তের যে প্রকার সীমা ধরিতা দেওয়া হইরাছে। [অন্যোচ দেখ]। তাহা দেখিয়া বিচার করিলে ক্রীহট্ট আর্থোবর্ন্তের ভিতরে আসিয়া পড়ে। অতএব, ইহারদ্বারা আরা কান প্রভৃতি স্থানকে অন্যোচ দেশ বুঝাইতেছে এবং সেখানে যে অগুরু কাঠ জন্মে তাহাই অন্যোচ।

অন্যোচজ (ক্ৰী) অন্যোচদেশে জায়তে জন-ড। অন্যোচ-দেশ জাত অগুরু কাঠ। (ত্রি) অন্যোচদেশজাত জব্য। অন্যোচ্যতিক্ত (পুং) অন্যোচদেশে জাততিক্তঃ। চিরাতা। দার্জিলিং (দুর্জয়লিং) প্রভৃতি হিমালয়ের নানা স্থানে চিরাতা গাছ বন হইয়া পজাইয়া থাকে। লেপ্চা প্রভৃতি পার্বত্যের জাতিকে অন্যোচ বলা হইত, সেজন্য তাহাদের দেশের নাম অন্যোচদেশ। সেই অন্যোচদেশের তিক্ত গাছ। চিরাতার আর একটি নাম 'কিরাত তিক্ত' অর্থাৎ পর্বতের অন্যোচ কিরাতজাতির দেশে যে তিক্ত গাছ জন্মে। 'অন্যোচের প্রিয় তিক্ত গাছ'—এপ্রকার অর্থ সঙ্গত কি না, বলা যায় না। [চিরাতা দেখ]।

অন্যো (ত্রি) ঋষিসেবিতব্যং ঋষিবেদে: তত্ত্বোক্ত আৰ্যত-
তিয়ে। অষ্টবৈদিক। বেদে অব্যবহৃত। *। সম্বন্ধে শাকল-
ভেদভাবনার্থে। পা ১।১।১৬। সম্বোধনের নিমিত্ত যে
ওকার, অন্যো প্রয়োগে শাকল আচার্য্যের মতে তাহার
প্রগুহ সংজ্ঞা হয় ইতি পরে। এ স্থলে অন্যোশব্দে
কাশিকাকার অষ্টবৈদিক অর্থ লিখিয়াছেন। 'ইতিশব্দে-
ইনার্থে অষ্টবৈদিকে পরতঃ'। *। অগিঞোরনার্য্যোত্ত-
ল্পপোত্তময়ো: ব্যজ্ গোত্রো। পা ৪।১।৭৮। গোত্রো
বিহিত অণু ইঞ্ প্রত্যয়ান্ত শুক্লপোত্তমপ্রাতিপদিকের
উত্তর অষ্টবৈদিক প্রয়োগে জীলিঙ্গে ব্যজ্ আদেশ হয়।
ঋষিণা কৃষ্টম্ অণু ইতি আৰ্যম্। ন আৰ্যম্। নঞ-তৎ। যে
মন্ত ঋষিদের কৃষ্ট নহে। যে নাম ঋষিদের অমৃষ্ট।

অন্যোচ (ত্রি) নান্তি আশ্রয়ে ইবলঘনং বস্ত। অবলঘন-
শূন্ত। অন্যোচ।

অন্যোচিত (ত্রি) ন আনোচিতম্। অবিবেচিত। বাহার
আলোচনা করা হয় নাই।

অন্যোচিত (ত্রি) ন আনোচিতম্। অন্যোচিত।
অবিবেচিত।

অন্যোচ (ত্রি) ন আনোচম্। পরিহার। বৃদ্ধ। মলিনতা-
শূন্ত। কলুষহারিত। অসমিদ্ধ। কথং ন সা মঙ্গির-
মাবিলামপি। নৈবধ ১।৩। টীকাকার এ স্থলে লিখিয়া-
ছেন, আবিলাং কলুষামপি। আবিলা শব্দে সচরাচর
আমরা অপরিহার ও দুর্গন্ধ বিষ্টানিকে বুঝিয়া থাকি।
'এ স্থানটা অত্যন্ত আবিলা' অর্থাৎ এখানে বিষ্টানি
পড়িয়া আছে।

অন্যোচ (ত্রি) ন আনোচম্। বিদ্ধ নহে। বাধিত নহে।

অন্যোচ (ত্রি) ন আনোচম্। অমনোযোগী।

অন্যোচ (ত্রি) ন আনোচম্। অত্যন্তম্। যে একবার ফিরিয়া
গিয়া পুনর্বার আসে নাই। প্রথম আগত।

অন্যোচ (ক্ৰী) ন আনোচি: পুনর্গমনম্। অভ্যাসের
অভাব। পুনর্বার আগমনের অভাব।

অন্যোচ (ক্ৰী) ন আনোচি: সমাগবৃষ্টি:। বৃষ্টির অভাব।
শুকা। ইহা শতহানির একটি প্রধান কারণ। ছয়টি
ঋতুর মধ্যে একটি ইতি। [অন্তিবৃষ্টি দেখ]।

পূর্বে হিন্দুরা অন্যোচ হইলে, যেসকল গ্রামের
নামের আদ্যাক্ষরকে আছে, সেই রূপ ১০৮ গ্রামের
নাম ভালপাতায় আলতা দিয়া লিখিতেন। যেমন,
কাশী, কলিকাতা ইত্যাদি। কিন্তু যে গ্রামের শেষে
'পুর' কথা গ্রামশব্দ আছে (যেমন কুতবপুর, নবগ্রাম
ইত্যাদি) তেমন নাম লিখিতেন না। পরে সেই ভাল-
পত্র একটি বাটীর ভিতর পুরিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিলে
সে কালে নাকি নিশ্চিত বৃষ্টি হইত। তন্নির অন্যোচ
নিবারণের নিমিত্ত দৈবক্রিয়াও অনেক ছিল। ব্রাহ্ম-
ণেরা গ্রামের শিবকে জলে ডুবাইয়া রাখিতেন, হোম
ও বাগবজ্ঞও করিতেন। আদিশুর যে কয়েক বার বজ্র-
ছুতান করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি বজ্র নাকি
অন্যোচ নিবারণের জন্য করা হইয়াছিল। কয়েক
বৎসর গত হইল উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এবং পঞ্জাবে
অতিশয় অন্যোচ হইয়াছিল। পঞ্জাবের ব্রাহ্মণেরা,—

ভূরন্ত শতবারিক্যামন্যোচ্যামনন্তসি।

মুনিভি: সংভতা ভূনৌ সংভবিষ্যাম্যামোনিজা।

চণ্ডীর এই শ্লোক লিখিয়া বাণেশ্বর ভগবৎপতাকা
উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

পূর্বাশ্বিনা এবং ভাদ্রমাসে বরষা আসে কখন হইয়া
গিয়াছে। ইউরোপীয়েরা বলেন যে, ক্রমে এদেশের

কল্প পরিষ্কার হইয়া রাইতেছে। তাহাই অনুষ্ঠানের প্রধান কারণ। বড় বড় গাছ না থাকিলে ভাল রূপ হুটি হয় না।

অনাশক (পুং) নশ-শূ-নাশকঃ। ন নাশকঃ। নঞ-তৎ। অববা, ন আ সম্যক্ অশ-বঞ্ আশঃ অশনম্ কপ্ নঞ-বহতী। অনশর। কলকামনাশুত্।

অনাশকায়ম (স্ত্রী) ন নশতি অনাশক আত্মা তত্তায়নঃ প্রাপ্ত্যপারঃ। আত্মজ্ঞানসাধন ব্রহ্মচর্য্য বিশেষ।

অনাশস্ত (ত্রি) ন আশস্তম্। জ্ঞত নহে। অনাশাষিত।

অনাশিন্ (ত্রি) ন নশতি নশ-শিনি, কৰ্ম্মকলমমূতে অশ-শিনি ইতি বা। অবিনশর আত্মা। পরমেশ্বর।

অনাশু (ত্রি) নশ-উণ্, অশ ব্যাপ্তৌ-উণ্ বা। নঞ-তৎ।

বিনাশরহিত। অব্যাপ্ত। ন আশুঃ শীঘ্রঃ। বিলম্ব।

কিপ্রভিন্ন। *। কুবাপাতিমিশ্রসিদ্ধাধাপূত্যা উণ্।

উণ্ ১। ১। অশ ব্যাপ্তৌ উণ্। 'অশ ইদং কিপ্রগামী'।

(ইতি স্বন্দ্বামিভাষ্যম্)। আশু ইতি শু ইতি চ

কিপ্রনামনী ভবতঃ। (নিরুক্ত)। 'সমাশুমাশবে তর'।

ঋক্ ১। ১। ৮। ২। ইহার ভাষ্যে স্বন্দ্বামী লিখিয়া-

ছেন—'আশুমিতি কিপ্রনামৈতৎ'।

অনাশ্রমিন্ (ত্রি) ন আশ্রমী। নঞ-তৎ। গৃহাশ্রমশূত্।

অনাশ্রয় (ত্রি) নাশ্তি আশ্রয়ো যন্ত। আশ্রয়শূত্।

অশরণ। বাহার আশ্রয় নাই।

অনাশ্বস্ (ত্রি) নঞ-পূর্বাৎ অশ্বাতেঃ কনুরিডভাবচ্

নিপাতাতে। ভোগশূত্। *। উপেরিবাননাশ্বানন্-

চানচ্। পা ৩। ২। ১০২। উপপূর্কক ইণ্ ধাতুর উত্তর

বৈদিক ও লৌকিকভাষায় ভূতকালমাঝে বিকল্পে লিট্

হয় এবং তাহার স্থানে নিত্য কনু আদেশ হইয়া থাকে

ও ইট্ আগম হয়। নঞ-পূর্কক অশ্ব ধাতুর উত্তর কনু

প্রত্যয় হয় এবং ইট্ হয় না। অশ্বপূর্কক বচ ধাতুর

উত্তর কর্তৃবাচ্যে কানচ্ প্রত্যয় হয়। এই সকল প্রত্যয়

যায় যথাক্রমে উপেরিবান্, অনাশ্বান্ এবং অনুচান

শব্দ নিপাতনে নিষ্ক হইয়া থাকে।

অনাশ্বাস (পুং) অত্যাধাৰ্বে নঞ-তৎ। বিবাসের অভাব।

আহারি অভাব।

অনাস্ (ত্রি) আত্মতে নিরাশ্রিতে জীবনযতনে আ-অস-

কেপ-কিন্, আঃ স্বয়ং আত্মিতং সাধনম্ভেনাশ্। আত-

বহিত অর্থাৎ লক্ষ্যসাধনার বাহারা কথা কহিতে পারে

না। অনাসোকনু-রহিত। ঋক্ ৪। ২২। ১০। অনাসঃ

আত্মবহিষ্যাদি কথার পরিত্যাগ। (মাকর)। কেবল কেবল

অনুমান করেন যে, এই অনাস্ শব্দে যেরূপ আত্মিকে বুঝাইতেছে। আত্মোক্ত্যঃ যেরূপ আত্মিকের কথা বুঝিতে পারিতেন না, তদ্বৎ তাহানিকে অনাস্ বসিতেন।

আলেকজান্দারের মতে যে সকল মহাবীর ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা নাসিকাপুস্ত্র বায়ুবেগে গর লিখিয়া গিয়াছেন। এ দেশের অনাথ্য আত্মিরা প্রায় ধাঁদা। তাই অনেকে অনুমান করেন, বেদের অনাস্ শব্দে নাসিকাহীন (অ-নাগা) অর্থাৎ ধাঁদা অনাথ্য-আত্মিকে বুঝাইতেছে।

অনাসন্ন (ত্রি) ন আসন্নম্। অবসিহিত। দূরত্ব।

অনাসিক (ত্রি) নাতি নাসিকাহত। ধাঁদা। বাহার বিকৃত নাক। বাহার নাক ডাকিয়া গিয়াছে।

অনাস্থা (ত্রি) নাতি আস্থা বস্ত্র। আদররহিত। অত-

বার্থে নঞ-তৎ। অনাসর। [অনাবস্থা শব্দে সূত্র দেখ]।

অনাস্থান (ত্রি) আস্থীরতে হসিন্ আ-স্থা-আধারে সূত্।

আস্থানোভূপ্রদেশঃ। ন আস্থানঃ। নঞ-তৎ। ভূপ্র-

দেশ নহে। আস্থান শব্দে সত্যকেও বুঝায়। অনাস্থান—

সত্যর অবোগ্যস্থান। সদরবাটী, বৈঠকখানা ও দলি-

জকে বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে আস্থানা কহে। আস্থানা

শব্দ আস্থানের অপভ্রংশ।

অনাস্রাব (ত্রি) আ-ক্রণ অস্রাবঃ। [অত্যায় শব্দে

সূত্র দেখ]। নাতি অস্রাবঃ ক্রেশৌ বস্ত্র বজ্ বা।

ক্লেশরহিত। অস্রোপণ্ [অনস্রব শব্দে সূত্র দেখ] এই

সূত্রানুসারে অপ্ প্রত্যয়ও বিহিত হইতে পারে।

তাহাতে অনাস্রব এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে।

অনাহ (পুং) নহ-বঞ্। নঞ-তৎ। গ্রহণীরোগবিশেষ।

অনাহত (স্ত্রী) আ-হন-ভাবেক্ত আহতঃ হেদোভোগো বা।

নাতি আহতঃ বজ্। নঞ-বহতী। নূতন কাপড়। যে

কাপড় কেহ পরে নাই কিবা ধোত করে নাই। নূতন

কোরা কাপড়। অনাহতঃ নিশ্রবানি তদ্বৎক মবাহরম্।

(অমরঃ)। কাত্যায়নের মতে—ঈবদ্ধোতং নবং ত্ত্বং

সদশং বয়্যায়িতম্। আহতং তদ্বিকারীয়াটিকবে পৈজে চ

করুণি শ্লিষ্ম, চিকণ, ধোত, নূতন, শাখা, হিলাবুক যে

কাপড় কেহ পরে নাই, তাহাকে আহত বস্ত্র কহে।

উহা দৈব ও পিতৃ কর্ত্তে প্রাপ্ত। ন আহতম্। নঞ-তৎ।

আহত কাপড়ের যে গুণ কথিত হইল তদ্বিঃ। অহাহারোক্ত

অবুৎসগা নাড়ীর সংঘটিত স্বপ্নের গহ। এই গহের ভারতী

দল। বটকরনিরূপণে লিখিত আছে—

ততোহর্থে যদি পক্ষঃ সূক্ষ্মত্বাৎ বহুকাপড়ঃ

কামৈঃ পিতৃকৈকমপদং সিদ্ধুরাগাক্রিভেঃ।

নারানাহতলংককঃ সুরতকং বাহাতিরিক্তপ্রদং

বাহ্যোহতলমজ ধুমলুশং বটকোণশোভিতম।

তাহার উর্ধ্বে (নাভির উপরে) হৃদয়ের মধ্যে

বহুকপুষের দ্বার উজলকান্তিকৃত, ককারাদি ঠকার

পর্ধ্যন্ত বারটাবর্ণ শোভিত, সিদ্ধুরের মত রক্তবর্ণ ও

মূললিত পদ্ম আছে। তাহার নাম অনাহত। ইহা

করতরুর মত বাহ্যতিরিক্ত ফল প্রদান করে। ঐ পদ্ম

বায়ুমণ্ডল, ধূম্রবর্ণ এবং বটকোণবিশিষ্ট।

তদ্বধ্যে পবনাকরক মধুরং ধূমাবলীধূসরং

ধ্যারেণ পাণিচতুষ্টয়েন লসিতং কৃষ্ণাধিকৃতং পরম্।

তদ্বধ্যে ককৃগানিধানবয়মং হংসাতমশীশাভিঃ

পাণিভ্যামভরং বরক বিদধনোকজরাগামপি।

তাহার মধ্যে বংশীকম্বরূপ, মাধুর্যবিশিষ্ট, ধূমসমূহের

দ্বার ধূসরবর্ণ, চতুর্ভুজ, কৃষ্ণসারবাহন, অতিশ্রেষ্ঠ,

ককৃগাময়, নিম্নলং হংসের দ্বার গুরুবর্ণ, দীপ নামক

মহাদেব, বিনি হস্তদ্বারা ত্রিলোককে অভর ও বরদান

করিতেছেন, তাঁহাকে আমি ধ্যান করি।

(ত্রি) অগুণিত। অনাঘাত। বাহাতে আঘাত লাগেনাই।

অনাহার (পুং) ন আহারঃ অভাবার্থে নঞ-তৎ। ভোজ-

নাস্তাব। অনশন। উপবাস।

অনাহার্য (ত্রি) আহার্যঃ কৃত্রিমং আহরণীয়ক। নঞ-

তৎ। স্বাভাবিক। অকৃত্রিম। আহরণীয় নহে।

অনাহিতাশি (পুং) ন আহিতঃ অগ্নির্নে। বিধিপূরক

বিনি অগ্ন্যধান করেন নাই। নিরগ্নি ব্রাহ্মণ।

অনাহুত, (ত্রি) ন আহুতম্। অনিমন্ত্রিত। অকৃতাহ্বান।

[হ্রস্ব ও দীর্ঘ হয়। শব্দকরক্রম]।

অনিক্রেত (পুং) নান্তি নিক্রেতো নির্দিষ্টবাসস্থানং যন্ত।

পরিভ্রাজক। বাহার নিয়মিত বাসস্থান নাই।

অনিক্রু (স্ত্রী) ন ইক্ৰুঃ সাদৃশ্যে নঞ-তৎ। ইক্কুর মত,

মটী বাস।

অনিগীর্ণ (ত্রি) ন নিগীর্ণম্। অপলাপ না করা। অপ্র-

কাশিত। অধঃকৃত করে। [নিগীর্ণ দেখ]।

অনিদ্রা (স্ত্রী) অভাবার্থে নঞ-তৎ। ইহার অভাব।

অনদ্রিভাব। * ইদ্রা। পা ৩। ৩। ১০১। ইবের্তাবেশঃ।

বসন্তাক্ষ নিপাত্যভে। ইব ধাতুর উত্তর শ প্রত্যয় হয়।

বক্ হ্রস্বা। এবং ইদ্রা শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

অনিদ্রু (ত্রি) ইদ্রুতীতি ইদ্রু-ই নিপাত্যভি দত্তকঃ।

ইদ্রুতবো নঞ-। অতিদ্রুতবিশিষ্ট। অসদ্রুতবো *। বিশু-

রিদ্ধঃ। পা ৩। ২। ১০২। তাদ্রিগ্যাদি অর্থে কিং ধাতু

স্থানে বিশ ও ইব ধাতু স্থানে নিপাতনে ইদ্র আদেশ

হয়, পরে উ প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে।

অনিতভা (স্ত্রী) অথেষোক্ত একটী নদীবিশেষের নাম।

বোধ হয়, ইহা পঞ্জাবের কোন একটী নদী হইবে। কিন্তু

ইহার বর্তমান নাম কি, তাহা বলা যায় না।

মা বো রসানিতভা কৃত্তা কুম্মা বঃ সিদ্ধিরীরমৎ।

মা বঃ পরিষ্ঠাৎ সরযুঃ পুরীষিগায়ে ইংসুরনন্ত বঃ।

অথেন ২। ৩৩। ১।

হে সরযু! রসা, অনিতভা, কৃত্তা, কুম্ম কিবা সিদ্ধ

ইহারা যেন তোমার গতিরোধ না করে। অলম্বী সরযু

যেন তোমাকে বাধা না দেয়। তোমার আনন্দ আমা-

দের কাছে উপস্থিত হউক।

অনিত্য (ত্রি) নিয়তং এবং নিত্যম্। ন নিত্যম্। নঞ-

তৎ। *। অব্যয়তাপ্। পা ৪। ২। ১০৪। অব্যয়ের

উত্তর ত্যপ্ প্রত্যয় বিহিত হয়।

অবেহকতসিদ্বেত্যত্যববিধির্বো ইব্যায়ংস্বতঃ।

নিনির্ভায়াং এবংগত্যোশ্চ প্রবেশো নিয়মে তথা।

অমা, ইহ, ক, তসি, ত্র; এবং অর্থে নি, এবং গতি

প্রবেশ নিয়ম অর্থে নিস্ ইহাদের উত্তর ত্যপ্ হয়।

*। ত্যব্বেক্রবে। এবং বুঝাইলে নি ইহার উত্তর

ত্যপ্ প্রত্যয় হয়।

অনিশ্চিত। নশ্বর। ক্ষণ। অস্থায়ী। বিকর।

অনিদ্রা (স্ত্রী) অভাবার্থে নঞ-তৎ। নিদ্রানাস্তাব। জাগরণ।

নান্তি নিদ্রা যন্ত (ত্রি)। নিদ্রারহিত। *। নিদ্রেন-

লোপশ্চ। উপ্ ২। ১৭। নিদ্রা ধাতুর নকারের লোপ হয়

এবং রক্ প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে। নিদ্র-রক্

নিদ্রা-স্ত্রীষাদ্যপ্।

অনিদ্রা (Insomnia) নানা প্রকার রোগের পূর্ব-

লক্ষণ। উন্মাদরোগ হইবার পূর্বে রোগী রিজে কিবা

তাহার আত্মীয়স্বজন প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারেন না।

কিন্তু বাস্তবিক মানুষ হঠাৎ পাগল হয় না। পমগল

হইবার তিন চারি মাস আগে হইতে রোগী হস্তিকালে

জাগিয়া থাকে। ঘুমাইতে গেলে স্বপ্ন দেখে, অমন

স্বপ্নের ভিতর ভয় ভয় করিয়া উঠে। এই কঠোর ক্ষণ

ধুম পাইলে রোগী ইচ্ছা করিয়া ঘুমাইতে পারেন না।

তাহার কিছু দিন পরে উন্মাদ রোগ প্রকাশ পায়।

অংশিভের পীড়া, অস্বীকৃত্য, ককৃগামের বিকৃতি, ককৃ

পাত্তরোগ, অতিশয় মানসিক চিন্তা, শব্দভয়, পানীয়

অসহ্য প্রকৃতি অসহ্য কারণে নিতান্তই যত্নে

মায়ের না বুঝাইয়া কত দিন বাঁচিতে পারে, ইহা নিশ্চিত করা কঠিন। ইতিহাসের মধ্যে কেবল একটা ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে চীন দেশের এক ব্যক্তি আপনাদেবীর প্রাণনষ্ট করিয়াছিল। বিচারে অপরাধীর প্রাণবধের আজ্ঞা হইল। বোধ হয় আসামীটা বড়ই নিষ্ঠুরভাবে তাহার জীবে খুন করিয়া থাকিবে, তাই বিচারপতি কিছু নতন রকম করিয়া তাহাকে মারিতে অহুমতি দিলেন। তিন জন প্রহরী নিযুক্ত থাকিল। হুকুম হইল, আসামীকে একেবারে ঘুমাইতে দিবে না। যত দিন না তাহার প্রাণ বাহির হয়, ক্রমাগত তাহাকে জাগাইয়া রাখিবে। হাকিমের হুকুম—দেশে সবাই ঘুমায়, কাছে সবাই ঘুমায়, কেবল পালা করিয়া এক এক জন প্রহরী ঘুমায় না, আর হতভাগ্য অপরাধী নিজে ঘুমাইতে পার না। হাই তুলিয়া, ঢুলিয়া পড়িয়া, মাটিতে লুটাইয়া সাত আট দিন কাটিয়া গেল। মায়ের প্রাণ বড় কঠিন, কঠোর কাছে আসিয়াও বাহির হইল না, শেষ আঠার দিন আসিল। অপরাধী, প্রহরীদের পায়ে পড়িল, কাদিতে কাদিতে কতই বলিল,—‘তোমরা আমার গলা কাটিয়া ফেল, গুলি কর, জলে ডুবাইয়া ধর, নাক মুখ টিপিয়া মার, জীর যে শাস্তিতে ভাল রকম যত্নও আছে, তাহাই কর,—কিন্তু এ রকম হইতে আমাকে অব্যাহতি দাও।’ পর দিন আসামীর মৃত্যু হইল। (Tanner)। ওনিরাছি চীনেমা নাকি অচরাচর অপরাধীদেরকে এই রূপ দণ্ড দিয়া থাকে।

অনিদ্রার প্রতিকার করিতে হইলে প্রথমে রোগের কারণ দূর করা চাই। বাহ্যিক স্বভাবতঃ অলস, কিছুই পরিশ্রম করেন না, সে সকল লোকের কার্যিক শ্রম করা আবশ্যিক। পল্লীর ও সকালে নির্মল বাতাসে বেড়াইলে রক্তচাপের শরীর বেশ সুস্থ থাকে। ইহাতে কৃষক ও মজুরের জরিয়্য হয়। বকরের ও হাত-নিড়ের পীড়া থাকিলে উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা তাহার শান্তি করিবে। [বকর ও হুংপিও দেখ]। কৌলিক উদ্ভাদ রোগের কারণ বর্জনান থাকিলে কিংবা উদ্ভাদ রোগের কোন পূর্ণমাত্রা বৃদ্ধিতে পারিলে রোগের প্রতি বিশেষ বর পওয়া আবশ্যিক। [উদ্ভাদ দেখ]।

এখানে সার্বজনীন নিদ্রার কারণের সাধারণ উপায় নির্দেশ করা হইল। কিন্তু না হইলে অনেক আশঙ্কা,

যদিও, রোগের প্রকৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু সে প্রকার চিকিৎসা ভাল নহে। বিশেষ উৎকট অবস্থার ব্যতীলে ঔষধ অপ্রয়োজন করিবে না। প্রথমে কেবল জরিয়্যে পীড়ার উপশম করিতে চেষ্টা পাইবে। প্রত্যয়ে কিংবা ব্যায়ামের পর সুস্থ ও কাঁচা ভিন্ন ঔষধ পঞ্চ। ইহাতে শরীর শিথল ও মায়ের বস্তুনিষ্ঠ। ইহাতে কৃদামান্য বা অজীর্ণ হইবে কিংবা গোট কাঁপিবে, কদাচ এমন জ্বাখাইবে না। উদ্ভাদ রোগ এক অজীর্ণ হইলে নিদ্রা হওয়া কঠিন। রাত্রিতে অলস আহাৰ করিবে, কিন্তু অধিক রাত্রিতে জোজন করিবে না। শুইবার পূর্বে কিংবা গরমজলে পা ডুবাইয়া থাকিবে এবং গরমজলে গামোচা-ভিজাইয়া সর্কাদ মুচিয়া কেলিবে। পরে দক্ষিণ পার্শ্বে শুইয়া, জিহ্বা এবং ওষ্ঠ বেন না মড়ে এ রূপ স্থির ভাবে এক মনে গুপ্ত করিবে কিংবা ১, ২ ইত্যাদি গণিতে থাকিবে। ৪৫০ সাত্বে চারিশত বার গুপ্ত কিংবা গণনার পর আর পাড় নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে।

কক্ষীরদেশে শিশুদিগকে ঘুম পাড়াইবার একটা বেশ সহজ উপায় চলিত আছে। রাত্রিকালে ছেলের ঘুম না আসিলে অনিন্দী তাহাদের মাথার জলের ধারা দিতে থাকেন। আর ছই বড়োকাণ জল ঢালিলে ছেলেরা চুপ করিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

ডাক্তার ব্রেড, মায়ের ঘুম পাড়াইবার একটা সহজ উপায় বলিয়া দিয়াছেন। রাত্রিতে জল খুঁ না হইলে কিংবা একেবারে অনিদ্রা ব্যতীলে রোগীকে নিম্নের ঘরে পরিষ্কার বিছানায় শোয়াইবে। পরে তাহার জর মধ্যস্থলে ১০। ১২ ইঞ্চি দূরে কোন একটা উদ্ভাদ জ্বাখ দিবে। ঐ ঔষধকে জ্বাখ পানে চাহিতে চাহিতে ক্রমে শরীর যেন অবশ হইয়া আসে এবং আগনি চুপ হইতে হইয়া যায়। কিন্তু এ রূপ প্রক্রিয়া অধিকরণ করিলে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা, এ জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসক জির অজ্ঞ কাহারও ইহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। ডাক্তার ব্রেড একতরির আরও অনেক উপায় করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখা গিয়াছে, উদ্ভাদ রোগ কিংবা শারীরিক বিশেষ কোন বস্তু না থাকিলে এই সামান্য উপায়েই হুনিয়া যায়। অনিদ্রিত (জি) ন নিদ্রিতম্। নিদ্রিত নহে। আগনিতে অনিদ্রিত (জি) ন নিদ্রিতম্। অগণিত। নিদ্রিত নহে। অনিদ্র (জি) নাতি ইজ বালেয়া বড়। যে ইজের মানে জ। যে ইজের মত করে না। ১। ক্রমের ইত্যাদি। ২। ২। ইতি-স্ব ইত্য।

১. এই কথার অর্থ এই যে কলিকাতা পক্ষ দেখা যায়।
২. এই কলিকাতা পক্ষ, কলিকাতা নিমিত্ত করিতে গেলে
অনেক কলিকাতা অনিমিত্ত পক্ষে। সে কালের রাজস,
৩. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৪. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৫. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৬. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৭. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৮. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৯. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
১০. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,

১১. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
১২. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
১৩. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
১৪. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
১৫. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
১৬. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
১৭. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
১৮. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
১৯. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
২০. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,

২১. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
২২. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
২৩. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
২৪. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
২৫. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
২৬. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
২৭. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
২৮. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
২৯. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৩০. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,

৩১. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৩২. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৩৩. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৩৪. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৩৫. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৩৬. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৩৭. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৩৮. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৩৯. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৪০. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,

৪১. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৪২. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৪৩. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৪৪. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৪৫. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৪৬. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৪৭. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৪৮. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৪৯. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৫০. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,

৫১. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৫২. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৫৩. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৫৪. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৫৫. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৫৬. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৫৭. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৫৮. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৫৯. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,
৬০. রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস, রাজস,

অনিমিত্ত। চক্রে পক্ষনশূন্য। অর্থাৎ মূর্ত্তক। অর্থাৎ
উচ্চারণ থাকার মত। তাই বিধি প্রকৃতি ভাষার
অপভ্রংশে মূর্ত্তক থাকার স্থানে ব লিখিত হয় ও 'ব'র
স্থানেও মূর্ত্তক থাকার লিখিত হয়। যেমন, বর্গ (বর্গ),
ভাষা (ভাষা) ইত্যাদি।

অনিমিত্ত নরনে, নাই সুখ নিয়মিতে
তিরপিত না হোর নরান। (বিদ্যাপতি)

অনিমিত্ত (জি) নাস্তি নিমিত্ত কারণং বস্ত বস্ত বা।

অকারণ। নিমিত্তশূন্য। অভাবার্থে নঞ-তৎ। কারণজ্ঞাব।

অনিমিত্ত (জি) নিমিত্ত-কিন্তু নাস্তি বস্ত। পক্ষনশূন্য
দৃষ্টি। যেবতা। মৎস্ত।

অনিমিত্ত (পুং) নিমিত্ত-ক নিমিত্তঃ। নাস্তি নিমিত্তো
বস্ত। বহুব্রী। মৎস্ত। দেবতা। সুরমংস্তাবনিমিত্তো।

(অমর)। মহাকাল। বিষ্ণু। দেবতাদের চক্ষে পলক
পড়ে না, নৈবধে সমরসীতার স্বরস্বর ফলে কবি তাহা
বর্ণন করিয়াছেন। 'স্বল্পকালপরিমাণ'। (জি) চক্রে
পক্ষনশূন্য। অনিমিত্ত শব্দ, হিন্দী ও ব্রজবুলীতে 'অনি-
মিত্ত' এই রূপ লিখিত ও উচ্চারিত হয়।

অনিমেব (পুং) নিমিত্ত-যৎ নিমেবঃ। নাস্তি নিমেবশব্দঃ
পক্ষনঃ মত। মৎস্ত। দেবতা। (জি) চক্রে নিমেবশূন্য।

অনিমেবাচার্য্য (পুং) অনিমেবাচার্য্যঃ সুরাণ্য আচার্য্যঃ
শব্দঃ। ৬-তৎ। বৃহস্পতি।

অনিয়ত (জি) ন নিয়তম্। অনিত্য। অস্থায়ী। বাহার
এক রূপ ক্রম বা নিয়ম নাই। অনিয়ন্ত্রিত।

অনিয়ন্ত্রিত (জি) ন নিয়ন্ত্রিতম্। অপরিচালিত। উচ্চ-
খল। অনিয়ত। অনিবারিত।

অনিয়ম (পুং) ন নিয়মঃ অভাবার্থে নঞ-তৎ। নিয়মের
অভাব। বিশৃঙ্খলতা।

অনিয়া (স্ত্রী) ইধ-রন্-ভগাভাবো নিশাত্যতে। ১। অল্পে
ইত্যাদি রন্-। উৎ-২। ২৭। ইয়া শব্দে যয়া, জল এবং
অল্পকে বুঝায়। নাস্তি ইয়া অল্পং বস্তঃ। অতিবৃষ্টি
প্রকৃতি শব্দের বিরুদ্ধে ইতি। নাস্তি ইয়া অল্পম্ অস্ত
অস্মিন্ বা। দারিত্র্য। অল্পবিত্ত। ন ইতিবৃত্ত শব্দ্যতে
ইত-ক শৃৎকারাদিভ্য ইয়া। (রাচ)। নঞ-তৎ।
পরিভাষার অর্থোপায়।

অনিরাকরণ (স্ত্রী) অভাবার্থে নঞ-তৎ। নিরাকরণের
অভাব। হৃদীকরণ না করা।

অনিরাকৃত (জি) ন নিরাকৃতম্। অনিরাকৃত। অস্বীকৃত।
অনিরাকৃত। ইতি শব্দ্যকরণে নিরাকরণের পক্ষাভাব।

বয়োঃ তরিরত্নং নির্বচনম্ ব নিরুদ্ধঃ । নঃ-তৎ ।

বিলম্বকাল নির্বচনম্ । অনির্দেহ ।

অনিরুদ্ধ (পু) ন কেনাপি যুদ্ধে নিরুদ্ধঃ নিরুদ্ধ-ক ।
নঃ-তৎ । শ্রীকৃষ্ণের পোত্র । প্রহ্লাদের ঔরসে এবং
কুম্ভীতনয়ার গর্ভে তাঁহার জন্ম । তিনি মহাবল পরাক্রান্ত
যোদ্ধা ছিলেন । সংগ্রামে তাঁহাকে কেহই আঁটিতে পারিত
না । শ্রীকৃষ্ণ, তোড়কটের রাজা কুম্ভীর পৌত্রীর সঙ্গে
আপনার পোত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ দিয়াছিলেন । অনি-
রুদ্ধের পুত্রের নাম বহু ।

বাণরাজের উবা নামে একটি রূপবতী কন্যা ছিল ।
অনিরুদ্ধ তাহাকেও গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন ।
এই বিবাহের ঘটনাটা অতি অকৃত । এক দিন কৈলাস
শিখরে শিবের সঙ্গে পার্বতী জীড়া করিতেছেন । উবা
তাহা দেখিয়া স্বামিসহবাসের নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন ।
পার্বতী তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,—
'বাহা ! হৃঃখিত হইও না, তুমিও শীঘ্র স্বামী লাভ
করিবে । বৈশাখমাসের শুক্লাদশমীতে বাহাকে স্বপ্নে
দেখিবে তিনিই তোমার পতি হইবেন ।'

বৈশাখ মাস, শুক্লপক্ষ । স্বাদশীর জ্যোৎস্না-মাধান
অগস্তের গারে চাঁদের আলো গলিয়া পড়িতেছে । উবা
ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখিয়া উঠিলেন,—'নাথ !
কি করিলে ? আমাকে কেলিয়া কোথা গেলে ?' কাছে
চিহ্নলেখা নথী শুইয়া ছিল । রাজকন্ডার প্রলাপবাক্য
শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'প্রিয় সখি ! তুমি কাহার
সঙ্গে কথা কহিলে ? তুমি কি স্বপ্ন দেখিয়াছ ?' উবা
অধোমুখী হইয়া থাকিলেন, লজ্জার কিছুই বলিতে
পারিলেন না । কিন্তু জীলোককে ছুটা মনের কথা
মিলেই মন পাওয়া যায় । চিহ্নলেখা কৌশল করিয়া
সমস্ত কথা বাহির করিয়া গইলেন । তাহার পর তিনি
উষাকে কহিলেন,—'প্রিয় সখি ! চিন্তা কি ? পার্বতী
বাহা বলিয়াছেন কখনই তাহার অত্থা হইবে না ।
আমি চিহ্নগটে দেখতা, পঙ্কজ, দৈত্য, মনুষ্য প্রভৃতির
প্রতিবৃষ্টি আঁকিয়া দেখাই । কে তোমার পতি বলিয়া
কাত, আমি তাঁহাকে আনিয়া দিব ।' এই বলিয়া
চিহ্নলেখা হবি আঁকিয়া রাজকন্ডার কাছে ধরিলেন ।
প্রথমে অকুলি দিয়া দেবগণকে দেখাইতে লাগিলেন,
—'দেখ, দেখি, ইহাদের মধ্যে কি তোমার প্রাণনাথ
আছেন ?' উবা সখি-নাড়িলেন,—না, বলি কল চুরি
করিয়াছেন, দেবতাদের মধ্যে তিনি নাই । সৈন্তের

মধ্যে ? উবা লজ্জিতা হইয়া আবার মাথা নাড়িলেন—
না, সে খানেও নাই । পঙ্কজের মধ্যেও নাই । চিহ্ন-
লেখা তখন একটী একটী করিয়া রাজাদিগকে দেখাইতে
লাগিলেন । বহুকালের প্রতিবৃষ্টি পড়িল, উবা অমনি-
য়েন লজ্জার সঙ্কচিত হইয়া পড়িলেন । চাহিতে বন্দি,
রাম কৃষ্ণ ও প্রহ্লাদকে দেখিয়া সে দিকে মুখ কিরাইতে
পারেন না । চিহ্নলেখা বুঝিতে পারিয়া অনিরুদ্ধের
উপর আশ্রয় দিয়া বলিলেন,—'দেখ দেখি সই ! এ মুখ
কি তোমার চেনা চেনা লাগে ?' উবা অমনি মনের
আবেগে লজ্জা ভুলিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'হ্যাঁ সখি,
হ্যাঁ ! এই আমার তিনি, ইনিই আমার সেই স্বপ্নের
সখা মনোচোরা নিধি !' তাহার পর চিহ্নলেখা গোপনে
অস্তঃপুরের ভিতর অনিরুদ্ধকে আনিয়া দিলেন ।

অনিরুদ্ধ, উবার সঙ্গে অস্তঃপুরে বাস করিতেছেন
এই সংবাদ বাণরাজার কাণে উঠিল । তিনি মহা ক্রুদ্ধ
হইয়া কৃষ্ণপোত্রকে নাগপাশে বদ্ধ করিলেন । এ দিকে
স্বাক্ষর অনিরুদ্ধকে না দেখিয়া বাদবগণ অতিশয়
ব্যাকুল হইয়াছেন । পরে দেবর্ষি নারদ আসিয়া সকল
বিপদের কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন । তখন কৃষ্ণ,
বলরাম ও প্রহ্লাদ বাণপুত্রীতে আসিয়া উপস্থিত হই-
লেন । বাণরাজের সহস্র বাহু, তাহাতে আবার তিনি
মৃত্যুঞ্জয় শিবের বরপুত্র । কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি বাণ-
পুত্রীতে উপস্থিত হইলে মহাদেব, কার্তিক ও প্রমথগণকে
লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন । এই সময়ে কৃষ্ণের
সঙ্গে শিবের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল এবং মহাদেব
বাদবগণকে অতিক্রান্ত করিবার নিমিত্ত শিবজয়ের
স্বষ্টি করিয়াছিলেন । পরিশেষে কৃষ্ণ বাণরাজের সমস্ত
বাহু, চক্র স্বারা ছেদন করেন, কিন্তু শিবের অমুরোখে
তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিলেন না । তাহার পর কৃষ্ণের
লাভ করিয়া বাদবগণ অনিরুদ্ধ ও নববধু উবাকে লইয়া
স্বাক্ষর গেলেন ।

ন কেনাপি প্রাকৃত্যবেধু নিরুদ্ধাতে । বারবের
সর্ব্বপণ প্রহ্লাদ অনিরুদ্ধ এই চতুর্ভূজ পরমেশ্বরের অনি-
রুদ্ধ নামক অংশ । ইনিই আদিবাহু । মহাতারতের বোদ্ধ-
ধর্মপর্জাদ্যারে লিখিত আছে যে, এই আদিবাহু হইতে
অগস্তের স্বষ্টি হইয়াছে ।

কমলোদয়সমুদয়বাহুলাভ্যাসকঃ ।

সৌন্দর্য্যক ইতিপ্রোক্তকবিতাশাস্ত্র প্রকরণে ।

(ত্রি) বাহা রুদ্ধ নহে। বাহা আটক করা নহে।
অনিবারিত। (পুং) দূত। চর। অনিরুদ্ধ উষানথে
চরে চানর্গলৈহন্তবৎ। (বিষপ্রকাশ)।

অনিরুদ্ধপথ (ক্লী) ন নিরুদ্ধঃ পস্থা যত্র। নঞ বচনী।
আকাশ। আকাশে পথ রোধ করিবার কিছুই নাই,
তাই উহার নাম অনিরুদ্ধপথ। (ত্রি) যে পথ রুদ্ধ নহে।
অনিরুদ্ধভাবিনী (স্ত্রী) অনিরুদ্ধস্ত ভাবিনী পত্নী। ৬-তৎ।
অনিরুদ্ধের স্ত্রী। বাণরাজের উষা নামক কন্যা। [উষা-
হরণের বিবরণ অনিরুদ্ধ শব্দে দেখ]।

অনির্জাত (ত্রি) ন নির্জাতং নিশ্চিতং প্রাপ্তং বা।
অপ্রাপ্ত। অনিশ্চিত।

অনির্গম (পুং) নির্-নী-অচ-নির্গমঃ অভ্যর্থার্থে নঞ-তৎ।
অনিশ্চয়। অবধারণের অভাব।

অনির্দিশ (ত্রি) ন নির্গতানি দশদিনানি যন্ত। ডচ্ অন্ত
বহুব্রী। *। বহুব্রীহৌ সংখ্যে উজবহগণাৎ। পা ৫।
৪। ৭৩। বহুগণ ভিন্ন সংখ্যায় বিষয়ে বহুব্রীহি
সমাসে ডচ্ প্রত্যয় হয়। *। ডচ্ প্রকরণে সংখ্যায়-
স্তংপুরুষস্তোপসংখ্যানং কর্তব্যং নিত্বিশাদ্যর্থম্। (বার্তিক)
নিত্বিশ প্রভৃতির নিমিত্ত সংখ্যাবাচি শব্দের পর তৎপুরুষ
সমাসে ডচ্ প্রত্যয় হয়।

যাহার দশ দিন গত হয় নাই। যেমন, ব্রাহ্মণের
অশৌচ দশ দিন থাকে; সে স্থলে অশৌচ গত না
হইলে এরূপ বলা যায়—‘অনির্দশ অন্ন’ অর্থাৎ অশৌ-
চের অন্ন।

অনির্দেশ্য (ত্রি) ন নির্দেশ্যম্। ইদং তদিত্তি নির্দেশ্যঃ
যম শক্যতে পরস্মৈ, অয়ং বেদ্যত্বাৎ। নির্-দিশ-ণ্যৎ
ন নির্দেশ্যম্। নির্দিশেষ। যাহার বিশেষ করা যায় না।
নির্গুণ পরমাত্মা। বিশেষ গুণাদি দ্বারা যাহার বিষয়
কিছুই নির্দেশ করা যায় না।

অনির্দারিত (ত্রি) ন নির্দারিতম্। অনিশ্চিত। বাহা
অবধারণিত করা হয় নাই।

অনির্দাল (ত্রি) ন নির্দালম্। মলিন। অপরিষ্কৃত। (ক্লী)
—নঞ-তৎ। নির্দালভাব।

অনির্মাল্য (স্ত্রী) নির্-মল্-ণ্যৎ স্ত্রীষাৎ নির্মাল্যা। ন
নির্মাল্যা নঞ-তৎ। পূজা নামক ওষধি বিশেষ। পূজাদির
অবশিষ্ট নহে।

অনির্লোড়িত (ত্রি) ন নিলোড়িতম্ আলোচিতম্। অনা-
লোচিত। অববেচিত। ‘অনির্লোড়িতকার্ষ্যস্ত বাগ্-
জালং বাগ্বিনোবুধা’ (মাঘ ২। ২৭।)। নালোকিতং

কার্যং যেন তস্ত কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। (মল্লিনাথ)।
অনির্লচনীয় (পুং) নির্লজ্জম্ অযোগ্যঃ। পরমাত্মা।
(ক্লী) অজ্ঞান। জগৎ। (ত্রি) বাহা প্রকাশ করিয়া
বলা যায় না। বাক্যের অগম্য।

অনির্লচনীয়সর্কসু (ক্লী) মহাকবি ত্রীহর্ষ রচিত খণ্ডনখণ্ড-
খাদ্য নামক পুস্তকের অপর নাম।

অনির্লুপ্তি (স্ত্রী) ন নিলুপ্তিঃ স্বচ্ছন্দতা অভাবার্থে নঞ-
তৎ। স্বচ্ছন্দতার অভাব। দরিদ্রতা।

অনির্লেক্ষ (পুং) ন নিলেক্ষঃ। নঞ-তৎ। অসন্তোষ।
বৈরাগ্যের অভাব। মোহের অভাব।

অনিল (পুং) অন ইলচ্। বায়ু। [ইহার বিস্তারিত বিব-
রণ বায়ু শব্দে দেখ]। বস্তুবিশেষ। অনলো বস্তুবাতয়োঃ।
(মেদিনী)। চন্দ্রবংশের নৃপতি বিশেষ। ইনি তৎসুর
পুত্র। দ্রুপ্যস্তাদি ইহার চারিজন সন্তান হইয়াছিল।
এই দ্রুপ্যস্ত ভরতের পিতা এবং শকুন্তলা নাটকের
নায়ক। তৎসোরানিলঃ, ততো দ্রুপ্যস্তাদ্যাশ্চদ্বারঃ পুত্রা
বভূবুঃ। দ্রুপ্যস্তাচ্চক্রবর্তী ভরতোহভবৎ। বিষ্ণুপুরাণ
৪। ১৯। ২।

অনিলস্ক (পুং) অনিলং বাতরোগং হস্তি হন-টক্।
*। সংজ্ঞায়াং কন্। পা ৪। ৩। ১৪৭। সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম
বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর কন্ প্রত্যয় হয়। তত
ইতি কন্ প্রত্যয়ঃ। বহেড়া বা বয়ড়াবৃক্ষ। বহেড়াগাছ।
বহেড়াফলে কুপিত বায়ু নষ্ট হয়। *। অমমুষ্য কর্তৃকে
চ। পা ৩। ২। ৫৩। অমমুষ্য বিষয়ে কর্তৃবাচ্যে বর্ত্ত-
মানে কর্ম্মোপপদের পর ধাতুর উত্তর টক্ প্রত্যয় হয়।
যেমন—পিত্তম্ ঘৃত। শ্লেষ্মম্ মধু ইত্যাদি। কিন্তু মাংস
কর্ত্তা বুঝাইলে ক ও অণ্ প্রত্যয় হইবে। [অকৃতম্
ও আখুঘাত শব্দে ইহার বিবরণ দেখ]।

অনিলসখ (পুং) অনিলস্ত বারোঃ সখা। টজস্ত ৬-তৎ।
অগ্নি। অতিরাজ শব্দে স্ত্রু দেখ]। বাতাস লাগিলে
আগুন অত্যন্ত তেজ করিয়া উঠে, তাই অগ্নিকে অনি-
লের অর্থাৎ বায়ুর সখা বলা যায়।

অনিলাস্তক (পুং) অন্তঃ করোতীতি অন্ত-শিচ-গুল
অস্তকঃ। অনিলস্ত বায়ুরোগ অন্তকোনাশকঃ। জীয়া
পুতিবৃক্ষ। পানময়ীচ গাছ। (ত্রি) বায়ুনাশক দ্রব্য।
ইন্দ্রদী বৃক্ষ। (রাজনির্ঘণ্ট)।

অনিলাময় (পুং) অনিলেন হৃষ্টবায়ুনা উদ্ভাবিত আময়ঃ
পীড়া। শাকতৎ। বায়ুরোগ। হৃষ্ট বায়ু কর্তৃক যে রোগ
জন্মে। বাতর্যাধি।

অনিবর্তিন্ (ত্রি) ন নিবর্ততে নিবৃত-গিনি। নঞ-তৎ।
 কার্যের শেষ না করিয়া যে কাস্ত হয় না। (পুং)
 অসীমশক্তিপ্রযুক্ত যে কোন কার্যে নিরস্ত হয় না।
 পরমেশ্বর। বিষ্ণু।

অনিবিশমান (ত্রি) ন নিবিশমানং নি-বিশ-শান্চ।
 নিবেশরূপ স্থিতিশূন্ত। সর্বদা গমনকারী। যে একস্থানে
 থাকে না। পরিভ্রাজক।

অনিশ (ত্রি) নিশায়াঃ জনানাং চেষ্টাবিনাশ হেতুতয়া—
 লক্ষণয়া—নিশা চেষ্টাবিনাশঃ সা নাস্তি যন্ত যস্মিন্ বা।
 নঞ-বহুব্রী। অবিরত। নিরন্তর। সর্বদা ভয়জনক
 বস্তু। রাজি বর্জিত।

অনিশম্ (অব্য) নিত্য। নিত্যদা। সদা। অজস্র। সন্তত।
 ভট্টোজ্জ্বলিত, মনোরমায় ‘অনিশম্’ এই শব্দ স্বরাদি-
 গণ মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহার এই রূপ অর্থ
 লিখিয়াছেন,—‘অনিশং নিত্যং নিত্যদা সদা অজস্রং
 সন্ততমেতে সান্তত্যে’। ইহা কালের ব্যাপ্তি অর্থে
 অনিশ শব্দের বিত্তীয়ান্ত রূপ অব্যয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে।

অনিশ্শস্ত (ত্রি) নিশ্-শনস্-ক্ত নিশ্শস্তম্ অপ্ৰশস্তম্।
 ন নিশ্শস্তম্। নঞ-তৎ। প্রশস্ত। অনিন্দিত। সূখী।

অনিষ্ট (ত্রি) ইষ-ক্ত। ন ইষ্টম্ বিরোধে নঞ-তৎ। অপ-
 কার। ছুঃখ। বিবাদ। পাপ। অনভিলষিত।

অনিষ্টাদিষ্টলাভেহপি নগতির্জায়তে শুভা।

যত্রান্তেবিসংসর্গোহমৃতং তদপি মৃতাবে ॥ (হিত০)

অনিষ্টকর বস্তুর সহিত ইষ্টকর বস্তুও যদি পাওয়া
 যায় তাহাতে শুভ হয় না। যে হেতু অমৃতে একটু বিষ
 থাকিলে তাহাও মৃত্যুর কারণ হয়। যজ্ঞ-ক্ত ইষ্টঃ। ন
 ইষ্টঃ। নঞ-তৎ। যে দেবের যাগ করা হয় নাই। (স্ত্রী)
 অনিষ্টা—নাগবলা গাছ। (রাজনির্ঘণ্ট)।

অনিষ্টিন্ (ত্রি) ইষ্টম্ অনেন যজ্ঞ-ভাবে ক্ত ততো হস্ত্যার্থে
 ইনি। ন ইষ্টী। নঞ-তৎ। যে যাগ করে নাই।

অনিয়গত (ত্রি) নি-ন্না শৌচ-কর্ত্তরি ক্ত ন নিষাতম্।
 অকুশল। অনভিষ্ট। অকৃতী। *। নিননীদভ্যাং ন্নাতে:
 কোশলে। পা ৮। ৩। ৮৯। নিও নদী শব্দের পর ন্না
 ধাতুর কুশল অর্থে সকার মৃদ্বন্ত হইবে।

অনিপ্পত্র (ত্রি) ন নিঃসৃতং পত্রং পক্ষোহত্র। নঞ-বহুব্রী।
 অথগুশর। যে বাণের পক্ষাতের পালক ছিঁড়িয়া যায়
 নাই, তদ্বারা আঘাতাদি।

অনীক (পুং) অনিচ্ছাভিমুখ্যং গচ্ছতীতি অন-ঈকন্
 কিচ্চ। *। অনিচ্ছাভিমুখ্যং কিচ্চ। উণ ৪। ১৭। অন্

এবং ছদ্মধাতুর উত্তর ঈকন্ প্রত্যয় বিহিত হয় এবং কিং
 হইয়া থাকে।

সেনা। ‘ধ্বজিনী বাহিনী সেনা পুতনা হনিকিনী
 চমুঃ। বরুথিনী বলং সৈন্তং চক্রং চানীকমস্ত্রিয়াম্’।
 (অমরঃ)। পুংসি অনীকঃ। অস্ত্রতে আভিমুখ্যমভ্যাগ-
 মাতে যত্র। যুদ্ধ। কলহ। অস্ত্রিয়াঃ সমরানীকরণাঃ কলহ-
 বিগ্রহো। (অমরঃ)। মুখ। সেনামুখ। (ইতি মাধবঃ)।
 অর্দ্ধচাঁ গণমধ্যে অনীক শব্দ পঠিত হইয়াছে। যুদ্ধার্থে
 ইহা উভয় লিঙ্গ।

রথবাজি পত্তিকরিণীসমাকুলং

তদনীকযোঃ সমগতঃ দ্বয়স্মিণঃ। মাঘ। ১৩। ১৭।

রথ, অশ্ব, পত্তি এবং হস্তিনী পরিপূর্ণ সেই দুই
 সৈন্তদল পরস্পর মিলিত হইয়া ছিল। [পত্তির লক্ষণ
 অনীকিনী শব্দে দেখ]।

অনীকস্থ (ত্রি) অনীকে যুদ্ধে তিষ্ঠতি স্থা-ক। যুদ্ধেগত-
 সৈন্ত। রাজরক্ষিবর্গ। হস্তিশিক্ষায় বিচক্ষণ। চিহ্ন।
 জয়চাক। যোদ্ধাদের মর্দলক অর্থাৎ মাদোল। ‘অনীকস্থো
 রণপতে হস্তিশিক্ষাবিচক্ষণে। রাজরক্ষিণি চিহ্নে চ
 বীরমর্দলকেহপি চ। (মেদিনী)।

অনীকিনী (স্ত্রী) অনীকানাং সেনানাং সমূহঃ। অনীক-
 ইনি। *। থলাদিভ্যো ইনির্বক্তব্যঃ। তাহার সমূহ এই
 অর্থ বুঝাইলে থলাদি শব্দের উত্তর ইনি প্রত্যয় হয়।
 (আকৃতিগণ)। হস্তী প্রভৃতির সংখ্যাবিশেষ যুক্ত সেনা।
 অমরকোশে সেনানংখ্যা এই রূপ লেখা আছে,—

একেভৈকরথা ত্রাশ্বা পত্তিঃ পঞ্চপদাতিকা।

পত্ত্যস্কেদ্বিগুণৈঃ সর্দৈঃ ক্রমাদাখ্যা যথোত্তরম্।

সেনামুখং গুণগণো বাহিনী পুতনা চমুঃ।

অনীকিনী দশানীককোহিণ্যাথ সম্পদি।

একটা হস্তী থাকিলে একেভা কহে। এক রথে এক-
 রথা। তিনটা ঘোড়ায়,—ত্রাশ্বা। পাঁচজন পদাতিকে,—
 পঞ্চপদাতিকা। এই সকলের সমষ্টিতে পত্তি হয়। মতা-
 স্তরে, একোথো গজটেকো নরাঃ পঞ্চপদাতয়ঃ।
 ত্রয়শ্চ তুরগান্তজ্ঞৈঃ পত্তিরিত্যভিধীয়তে। অর্থাৎ, এক-
 থানি রথ, একটা হস্তী, পাঁচজন পদাতিক মানুষ এবং
 তিনটা ঘোড়া থাকিলে পত্তি কহে।

উপরে পত্তির যে অবয়ব লেখা হইয়াছে, উত্তর
 উত্তর তাহা তিন গুণ করিয়া বৃদ্ধি করিলে যথা ক্রমে
 সেনামুখ, গুণ, গণ, বাহিনী, পুতনা, চমু, অনীকিনী,
 দশানীকিনী, অকোহিণী হয়। অতএব, এক অনীকিনী

সেনার—২১৮৭ ইঙ্গী, ২১৮৭ রথ, ৬৫৬১ ঘোড়া এবং
১০৯৫ পদাতিক থাকে।

অনীচিদশিন্ (পুং) বুদ্ধবিশেষ। (শব্দকল্পদ্রুম)।

অনীতি (স্ত্রী) বিরোধার্থে নঞ-তৎ। হুর্নীতি। অত্যাচার।

অনীশ (পুং) নাস্তি ঈশঃ প্রভুঃ অধিকারী বা যন্ত।
নঞ-বহুব্রী। বিষ্ণু; কারণ, বিষ্ণুর কেহ নিয়ন্তা নাই,
তিনিই সকলের নিয়ন্তা। (ত্রি) প্রভু শূন্ত। নঞ-তৎ
ঈশ্বর ভিন্ন। যে অধিকারী নহে।

উর্কঃ পিতৃশ মাতৃশ সমেতা ভ্রাতরঃ সমম্।

ভজেরন্ পৈতৃকং রিকৃৎমনীশান্তে হি জীবতোঃ ॥

মমু। ৯। ১০৪।

পিতা ও মাতার মৃত্যুর পরে ভ্রাতৃগণ মিলিয়া
পিতার ধন বিভাগ করিয়া লইবেন। পিতা ও মাতা
জীবিত থাকিতে বিভাগ করিতে পারিবেন না। কারণ
সেসময়ে তাঁহারা ধনের অধিকারী হইতে পারেন না।
অস্বতন্ত্র। ঈশ-অ ঈশা। *। ওরোচ্চ হলঃ। পা ৩। ৩।
১০৩। গুরুবান্ হলস্ত ধাতুর উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে অ প্রত্যয়
হয়। অনীশা—দীনতা।

অনীশ্বর (স্ত্রী) নাস্তি ঈশ্বরস্ত কর্তৃত্বং যত্র। জগৎ। অনে-
কের বিশ্বাস যে, এই জগৎ সৃষ্টি করিতে ঈশ্বরের কিছু
মাত্র কর্তৃত্ব নাই, ইহা আপনিই হইয়াছে। নাস্তি
ঈশ্বরবুদ্ধিবন্ত। নঞ-বহুব্রী। নাস্তিক। যে ঈশ্বরের
অস্তিত্ব মানে না। *। হেঁশভাসপিসকসে। বরচ্ পা ৩।
২। ১৭৫। ঈশ-বরচ্ ইশ্বর।

অনীহ (ত্রি) নাস্তি ঈহা চেষ্টা যন্ত। নঞ-বহুব্রী।
বাহ্যর চেষ্টা নাই। প্ৰহাশূন্ত। ঈহ-অ ঈহা। [অনীশের
মধ্যে অনীশা শব্দে সূত্র দেখ]।

অমু (অব্য) অনিতীতি অন-উ বাহুল্যক্যং। প্রাদি উপ-
সর্গের অন্তর্গত একটা উপসর্গ। ইহা কোন শব্দের বা
ধাতুর পূর্বে বসিলে কোথাও ভিন্নার্থ ঘটে, কোথাও
ভিন্নার্থ ঘটে না। সচরাচর অমু শব্দের এই কয়েকটা
অর্থ হয়—লক্ষণ, ইখজুতাত্খান (এই প্রকার জাত
ধর্ম), ভাগ (অংশ), বীপ্পা, সন্নিধি (সামীপ্য),
সাদৃশ্য বা যোগ্যতা, আয়াম (ব্যাপ্তি, দৈর্ঘ্য), হীন,
পশ্চাৎ, সহ। 'অমু লক্ষণবীপ্পেখজুতাত্খানেনু সন্নিধৌ।
সাদৃশ্যায়ামহীনেমু পশ্চাদর্থ সহার্থয়োরিতি'। হৈমঃ।
লক্ষণ—শাকল্যস্ত সংহিতামমু প্রাবর্ষম্। শাকল্য মূনির
সংহিতাপাঠের পর বর্ষণ। এখানে সংহিতাপাঠ হেতু
বর্ষণ উপলব্ধিত হইতেছে। *। অমূলকণে। পা ১। ৪।

৮৪। অমু শব্দে লক্ষণ বুঝাইলে কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়।
ইখজুতাত্খান—সাদৃশ্যবদন্তো মাতরমমু। দেবদত্ত মাতার
প্রতি সাধু। অর্থাৎ দেবদত্ত মাতার প্রতি সাধুরূপ
ধর্মবিশিষ্ট।

ভাগ—যদত্র মানমু ত্রাৎ। আমার পক্ষে যেমন হইল।
হরিগমু লক্ষ্মীঃ। লক্ষ্মী হরির ভাগে পড়িয়াছিলেন।

বীপ্পা—অমুদিন, অমুকণ। অর্থাৎ দিনে দিনে। কণে
কণে। বা প্রতিদিন, প্রতিফল। বৃকং বৃকমমু সিদ্ধতি।
গাছে গাছে ফল সঁচিতেছে। *। লক্ষণেখজুতাত্খানভাগ-
বীপ্পাস্থ প্রতিপর্ধ্যনবঃ। পা ১। ৪। ৯০। লক্ষণ, উখজু-
তাত্খান, ভাগ এবং বীপ্পা বুঝাইলে প্রতি, পরি এবং
অমু শব্দের কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়।

সন্নিধি সমীপ—'অমুমালিনীতীরমাশ্রমো দৃশ্যতে।' (শকুং)। অমুমালিনীতীরম্—মালিন্যা মদ্যাস্তীরস্ত
সমীপে। মালিনী নদীর তীরের সমীপে।

সদৃশ যোগ্য—অমুরূপম্। রূপস্ত যোগ্যঃ সদৃশং বা।
আয়াম—চক্ষুরমণ্ডলমমুপ্রবিশতি সূর্য্যারশিঃ। চক্ষুরমণ্ডল
ব্যাপিয়া সূর্য্যাকিরণ অমুপ্রবেশ করিতেছে। অমুযমুনং
মথুরা। যমুনা আয়ামেন মথুরা আয়ামো লক্ষ্যতে।
যমুনার বিস্তারের সঙ্গে মথুরা বিস্তীর্ণ হইয়া আছে। *।
যন্ত চায়ামঃ। পা ২। ১। ১৬। বাহার দ্বার বিস্তার
প্রতিপন্ন হয়, সেই লক্ষণ ভূত অমু এই অব্যয়ের সঙ্গে
বিকল্পে অব্যয়ীভাব সমাস হইয়া থাকে।

হীন—অমুজুনং যোদ্ধারঃ। এই সকল যোদ্ধারা অর্জুন
হইতে হীন। *। হীনে। পা ১। ৪। ৮৬। অমু শব্দের
হীন এই অর্থ বুঝাইলে কর্ম প্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়।

পশ্চাৎ—অমুপদ। অর্থাৎ পদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ। 'ছায়েব
তাং ভূপতিরবগচ্ছৎ' (রঘু)। রাজা ছায়ার মত
তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়াছিলেন। 'মুহুরূপততি
শ্রদ্ধনে।' (শকুং)। মুহুরূহঃ পশ্চাৎ পতিত রথে। *।
সহ—পর্যন্তমববসিতা সেনা। পর্যন্তেন সহ সম্বন্ধেত্যর্থঃ।
পর্যন্তের সঙ্গে সেনা সকল মিলিত হইয়াছে। *। তৃতী-
য়ার্থে। পা ১। ৪। ৮৫। তৃতীয়ার্থ বুঝাইলে অমু এই
শব্দের কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

সেবার্থে—অবাসিতমরুদ্রত্যা। (রঘু)। অরুদ্রত্যা বাহার
পশ্চাতে বসিয়া সেবা করিতেছেন, তাঁহাকে।

। *। অমুর্ষংসময়া। পা ২। ১। ১৫। অমু বাহার
সমীপবর্তী সেই লক্ষণভূতের সঙ্গে বিকল্পে অব্যয়ীভাব
সমাস হয়। অমুবনমশনির্গতঃ। বনস্ত সমীপং গত

ইত্যর্থ। *। উপাধ্যাযুবসঃ। পা ১।৪।৪৮। [ইহার ব্যাখ্যা অধি শব্দে দেখ]।

যযাতীর অনু নামে এক সন্তান ছিলেন। এই অনু হইতে স্নেহজ্ঞাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। (মহাভারত, আদি পঃ)। ঋগ্বেদে অনুদিগের বংশের উল্লেখ আছে—
যদিহ্রাণী যজুর্ভূতর্কশেষু যজ্ঞত্বাযমু পুরুষ স্থঃ।

১।১০৮।৮।

হে ইহ্রাণী! যদি তোমরা যজ্ঞদের, তুর্কশদের, ঋগ্ভ্য-
দের, অনুদের এবং পুরুষদের মধ্যে থাক।

অনুক* (ত্রি) অনুকাময়তে অনু-কন্। *। অনুকা-
ভিকাতীকঃ কমিতা। পা ৫।২।৭৪। যে কামনা করে
এই রূপ কর্তা বুঝাইলে অনু এবং অভি এই দুই শব্দের
উত্তর কন্ প্রত্যয় হয়। অভীক শব্দে এই রূপ নিপাতনে
দীর্ঘ ঙ্কারও হইয়া থাকে।

কামুক। কমিতা। কামী। ‘কামুকে কমিতা ইয়ুঃ।’
(অমরঃ)। ‘অনুকা প্রার্থয়াক্ষক্রে প্রিয়াকর্তুং প্রিয়ঘদা।’
(ভটি ৪।১৯)। প্রিয়ভামিণী সেই কামুকা,—‘আমাকে
প্রিয়া কর’—এই বলিয়া প্রার্থনা করিল। অনুকা—
অভিলাষুকা। (জয়মঙ্গল)।

ব্রজবুলীতে অনেক শব্দের পর ‘হ’ কিংবা ‘হ্’ ব্যব-
হৃত হয়। যেমন, তবহ্, সবহ বা সবহ্। এই রূপ, অনু-
কহ বা অনুকহ্ শব্দও চলিত আছে। ইহার অর্থ প্রার্থী
বা অনুকূল হইয়া কহিতেছে।

আনন্দ বাত, উঠায়ত পুন পুন,

পুছত রজনী বিলাস।

গহন মদন দ্বখ, সবহ্ মিটায়ল,

অনুকহ গোবিন্দ দাস।

অনুকনখলম্ (অব্য) কনখলস্ত অদ্রেঃ সমীপে। *। অনু-
র্থৎ সময়া। পা ২।১।১৫। অনু যাহার সমীপবাচী
সেই লক্ষণভূতের সঙ্গে বিকল্পে অব্যয়ীভাব সমাস হয়।

কনখল পর্বতের নিকটে। কনখলের আধুনিক
নাম কঞ্চল। ইহা হরিদ্বারের অতি নিকটে আজও
আছে। লোকে বলিয়া থাকে যে, কঞ্চল এবং হরকি
পৈড়ী এই সকল স্থানে দক্ষরাজের রাজধানী ছিল।
মেঘদূতে লিখিত আছে—

তন্মালচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজ্যাবতীর্ণাম্।

জঙ্ঘাঃ কচ্ছাং সগরভুতনয়স্বর্গসোপানপংক্তিযম্।

পূর্বমেঘ ৫১। -

সেখান হইতে কনখলের নিকটবর্তী হিমালয় হইতে

অবতীর্ণা সগরভুতনয়দের উদ্ধারকারিণী জঙ্ঘাকচ্ছা
গঙ্গার কাছে যাইবে।

হরিবংশেও এই কনখল স্থানের নামোল্লেখ দেখা
যায়—‘গঙ্গাদ্বারং কনখলং সোমোদৈব স্বত্র সংস্থিতঃ।’
গঙ্গাদ্বার কনখল বেখানে চত্ৰ অবস্থিত করেন।

অনুকন্ (অব্য) অনুকাময়তে অনু-কম-কিপ্। কাশি-
কাকার চাদি অব্যয়ের মধ্যে অনুকম্ শব্দ গ্রহণ করিয়া-
ছেন। ইহা সংস্কৃত ভাষায় হু এই অব্যয়ের মত বিতর্কে
প্রযুক্ত হয়। যেমন, এবনমুকং মন্তসে? এমন মনে কর
নাকি? বাচস্পতি লিখিয়াছেন যে, মনোরমায় চাদিগণ
মধ্যে অনুকম্ শব্দ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সকল মনো-
রমায় ইহা দেখা যায় না। মনোরমার পুস্তকবিশেষে
চাদি মধ্যে অনুকম্ শব্দ আছে কি বলিতে পারি না।
অনুকম্পক (ত্রি) অনুকম্পতে দয়তে অনু-কম্প-ধূল্।
যিনি দয়া করেন।

অনুকম্পন (ত্রি) অনু-কম্প-যুচ্। দয়াশীল। *। চলন-
শব্দার্থাদকম্পকাদ্ যুচ্। পা ৩।২।১৪৮। অকম্পক চলন
অর্থের ও শব্দ অর্থের ধাতুর উত্তর তাল্ছীল্যাদি অর্থে কর্তৃ-
বাচ্যে যুচ্ প্রত্যয় হয়। ভাবে-ল্যুট্ (ক্লী)। দয়া। রূপা।
অনুকম্পা (ক্লী) অনু-কম্প-অ। [অনীশ মধ্যে অনীশা
শব্দে সূত্র দেখ]। দয়া। রূপা। হুংথে অত্কে কাঁপিতে
দেখিলে দয়াবান্ ব্যক্তির দয়াতে নিজের কম্প হয়,
এ জন্ত দয়ার নাম অনুকম্পা হইয়াছে। (ত্রি) কিঞ্চিং
চলন। অল্প কম্পন।

অনুকম্পা (ত্রি) অনুকম্পমর্হতি অনু-কম্প-ণ্যৎ। স্তবায়ুক্ত।
বেগবান্। অনুকম্পতে-অর্হার্থে ণৎ। (ত্রি) দয়ার যোগ্য।
মনুকরণ (ক্লী) অনু সাদৃশ্যে ক্-ল্যুট্। সদৃশীকরণ। অনু-
ক্রিয়তে অনেন ইতি করণে-ল্যুট্। যদ্বারা সদৃশী করণ করা
যায়। যথা ঋনৎ পটৎ ইত্যাদি অব্যক্তানুকরণ শব্দ। *।
অব্যক্তানুকরণশ্রুত চৈতৌ। পা ৬।১।১৮। অব্যক্ত
অর্থাৎ অপরিষ্কৃত শব্দানুকরণের শেষে যে অং থাকে,
তাহার পর ইতি শব্দ থাকিলে পূর্বপরের স্থানে একাদেশ
হয়। অর্থাৎ টির লোপ হয় এবং সন্ধি হইয়া যায়।
যেমন, পটৎ-ইতি পটিতি। ঋটৎ-ইতি ঋটিতি। অব্যক্তা-
নুকরণ না হইলে টির লোপ হইবে না। যেমন, জগৎ-
ইতি জগদিতি।

একটির মত আর একটা করা। সদৃশীকরণ। ব্যাক-
রণ মতে, অনুকরণ দুই প্রকার। যথা, শব্দানুকরণ ও
অর্থানুকরণ। বেখানে অর্থরহিত কোন শব্দের অনুকরণ

অর্থ্যৎ নকল করা হয়, তাহাকে শব্দানুকরণ কহে। আর অর্থবিশিষ্ট অনুকরণকে অর্থানুকরণ কহে।

অনুকর্ষ (পুং) অনুকৃত্বাতে রথতলেন সন্ধ্যাতে অমু-কৃষ-
ষ। রথের তলা। রথের নিম্নে যে কাঠ চাকার সঙ্গে
বন্ধ থাকে। অমু-কৃষ-ঘঞ্। আকর্ষণ। অমরকোশের
টীকায় রায়মুকুট এবং মহেশ্বর লিখিয়াছেন যে, ‘অমু-
কর্ষণ’ এই রূপ নকারান্ত শব্দও প্রচলিত আছে।
‘অমুকর্ষেতি নাস্তোহিপায়ম্’।

অনুকর্ষণ (ক্ৰী) অমু-কৃষ-ভাবে লুট্। আকর্ষণ। পূর্ব-
বাক্যে কিছু উক্ত থাকিলে স্পষ্ট অম্বয়ের নিমিত্ত পর-
বাক্যে কোন পদাদির আকর্ষণ।

অনুকল্প (পুং) কল্পাতে বিধীয়তে রূপ-গিচ্-ঘঞ্ কল্পো
বিধিঃ। যঃ প্রথমঃ কল্পঃ আদ্যো বিধিঃ স মুখ্যঃ স্ত্রাৎ।
ততো মুখ্যাদধমো গোণঃ অনুকল্পঃ স্ত্রাৎ। প্রাদি সৎ।
প্রধান বিধি নহে। প্রধান বিধির চেয়ে অধম বিধি।
মুখ্য বিধির অভাব বিধি। গোণ বিধি। প্রতিনিধি।
যেমন,—ত্ৰীহিভির্ভজ্ঞেত। ত্ৰীহি দিয়া যাগ করিবে।
এইটী প্রধান বিধি হইল। কিন্তু ত্ৰীহি না পাইলে
তাহার অভাবে উড়ীধান দেওয়া চলে। ত্ৰীহাভাবে।
নীবাটৈর্যজ্ঞেত। এইটী প্রধান বিধির অপেক্ষা নিকৃষ্ট।
‘মুখ্যঃ স্ত্রাৎ প্রথমঃ কল্পোহনুকল্পস্ততোহধমঃ’। (অমর)।

অনুগতঃ কল্পঃ বেদাদ্বিশেষম্। অতিক্রাৎ-তৎ।

কল্পানুগত গ্রন্থ। কল্পশাস্ত্র প্রতিপাদক গ্রন্থ।*।
রূপো রো লঃ। পা ৮। ২। ১৮। রূপ ধাতুর রস্থানে
লকার আদেশ হয়।

অনুকাম (পুং) অনু যোগঃ সদৃশো বা কামঃ। প্রাদি
সৎ। যোগ্য অভিলাষ। যে কামনা করা যাইতে
পারে। যথা এবং সদৃশ অর্থে অনুকাম শব্দ অব্যয়ীভাব
সমাসও হয়। যেমন—কামস্ত সদৃশং যোগ্যং বা অনু-
কামম্। অর্থাৎ কামনার সদৃশ বা যোগ্য। কামমনতি-
ক্রম্য—অনুকামম্। কামনাকে অতিক্রম না করিয়া
অর্থাৎ যথাকাম। অনুকাময়তে অনু-কাম-অচ্ (ত্রি)।
অতিকামক।

অনুকামীন (ত্রি) অনুকামম্ বথেষ্টং গচ্ছতীতি তচ্ছীলঃ
থ। [অত্যন্তীন শব্দে স্ত্রাৎ দেখ]। যথেষ্ট গমনশীল।
বথেষ্টাচারী। কামকাম্যানুকামিনঃ। (অমর)।

অনুকারণ (পুং) অমু-কৃ-ঘঞ্। অনুকরণ। সদৃশীকরণ।
কনৎ পটৎ ইত্যাদি অব্যক্ত শব্দের অনুকরণ করা।
‘অনুহারোহনুকারণঃ স্ত্রাৎ। (অমর)। যথা, ধনধনেতি

নৃপুরধ্বনেরনুকারণঃ। ব্যস্তগ্যানুকারণ ইতি মুদ্রবোধম্।

অনুকারিন্ (ত্রি) অনুকরোতি অমু-কৃ-ণিনি। যে অনু-
করণ করে। সদৃশ। অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমল-
বিক্রিপানুকারণো বাহু’। (শকুং)। ওষ্ঠ নবপল্লবের
মত রক্তবর্ণ এবং বাহুগল কোমল শাখার সদৃশ।
(ত্ৰী) ভীপ্ অনুকারিণী।

অনুকারণ্য (ত্রি) অনুক্রিয়তে অমু-কৃ-ণ্যৎ। অনুকরণীয়।
যাহার অনুকরণ করা যাইতে পারে। পশ্চাৎ কর্তব্য।
অনুকাল (অব্য) কালস্ত যোগ্যম্ যথার্থে অব্যয়ীং।
কালের যোগ্য। চিরকাল।

অনুকীর্তন (ক্ৰী) অমু-কৃত্ গিচ্-লুট্। বলা। পশ্চাৎ
বলা। অনুবাদ। [অকীর্তি শব্দে কৃত ধাতুর স্থানে কীর্ত
আদেশ হইবার স্ত্রাৎ দেখ]। ‘তিনি তাঁহার গুণানুকীর্তন
করেন।’ অর্থাৎ, তিনি তাঁহার গুণানুবাদ করেন বা
গুণ গাহিয়া থাকেন।

অনুকূল (ত্রি) মজ্জমানস্ত কূলমিব অনুগতঃ সহায়তয়া
সমীপাগতঃ। অতিক্রাৎ-তৎ। কেহ জলে ডুবিয়া গেলে
নিকটে প্রাপ্ত কূল যেমন হয়, সহায়তা হেতু তাদৃশ যিনি
হন। সহায়। দক্ষিণ। যিনি কাহারও পক্ষ অবলম্বন
করেন। যিনি আশ্রয় দেন।

কূলমাবরণং স্নেহেনানুকূল ইতি যাবৎ অনুগতস্তম্।
অত্যাৎ সৎ। (ইতি বাচৎ)।

(পুং) অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে—নায়কবিশেষ। যে
পতি এক জ্ঞাতে অমুরক্ত। ‘অনুকূল একনিরতঃ।’
(সাহিত্য দর্পণ। ৩। ৭৩)। একস্তামেব নায়িকামা-
মাসক্তোহনুকূলনায়কঃ। ‘একে অমুরাগ বার সেই অনু-
কূল।’ (ভারতচন্দ্র)।

অলঙ্কারবিশেষ। ‘অনুকূলঃ প্রাতিকূল্যমনুকূলানুবন্ধি-
চেন।’ (সাহিত্যদর্পণ। ১০। ৭১৩)। যেখানে অনিষ্টা-
চরণ হইতে ইষ্ট লাভ হয়, তাহার নাম অনুকূল অলঙ্কার।

অপরাধ করিয়াছি, ছজুরে হাজির আছি,

ভূজপাশে বান্ধি কর দণ্ড। (ভারতচন্দ্র)।

পাশাদি দিয়া গলা বন্ধন করা একটা দণ্ড। কিন্তু
ভূজপাশ দিয়া বাঁধিলে কথার কথা একটা দণ্ড হয়
বটে, কিন্তু নায়কের সেই অনিষ্টে ইষ্টসিদ্ধি হয়।

(পুং) সকলের আশ্রয়প্ৰদায়ক। (ত্ৰী) অনুকূল—
দস্তী গাছ। [দস্তী দেখ]।

অনুকূলতা (ত্ৰী) অনুকূল-তল্ সহায়তা।

অনুকৃতি (ত্ৰী) অনু-কৃ-জিন্। অনুকরণ। সদৃশীকরণ।

অনুক্ৰষ্ট (ত্রি) অনু ক্ৰ-ক্ৰ। আক্ৰষ্ট। যাহার আকর্ষণ করা হইয়াছে। অনুবৃত্ত। যেমন, ব্যাকরণের পূর্বসূত্রে কোন প্রত্যয়ের উল্লেখ করিয়া পরসূত্রে তাহার আর উল্লেখ না থাকিলে তেমন স্থলে, পূর্বপ্রত্যয় পরসূত্রে অনুক্ৰষ্ট হয় অর্থাৎ তাহার অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। ‘চানুক্ৰষ্টং নোত্তরত্র’ চকার দ্বারা কোন প্রত্যয় অনুক্ৰষ্ট হইলে তাহার অনুবৃত্তি আর পরের সূত্রে যায় না।
 অনুকৃত্ত (ত্রি) ন উক্তম্। অনভিহিত। অকথিত। যাহা বলা হয় নাই। ব্যাকরণ মতে, তিঙ্কৃত্ত কৃত্ত এবং সমাস এই সকল দ্বারা প্রায় উক্ত অর্থাৎ কথিত হয়। তিঙ্ক দ্বারা, হরিঃ সেব্যতে। হরি সেবিত হইতেছেন (হরিকে সেবা করিতেছে)। কৃত্ত দ্বারা, চৈত্র্যেণ গতঃ। চৈত্র্য নামে কোন ব্যক্তি যে গ্রামে গমন করিয়াছে। তদ্বিত দ্বারা, শতেন ক্রীতঃ ষৎ শতঃ। শতবস্ত দ্বারা ক্রয় করা দ্রব্য। এখানে ক্রীত অর্থে ষৎ হওয়ার তাই উক্ত হইয়া শত হইয়াছে। সমাস দ্বারা—আক্ৰটো বানরো ষৎ আক্ৰট বানরোবৃক্ষঃ। বানর যে বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে। এখানে সমাস দ্বারা বৃক্ষ উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল দ্বারা উক্ত না হইলে ‘গ্রামং গচ্ছতি’ গ্রামে গমন করিতেছে। ‘গ্রামং গতঃ’ গ্রামে গমন করিয়াছে। ‘বেদমধীতে’ বেদ অধ্যয়ন করিতেছে। এই রূপ লিখিত হইত।
 *। কন্মণি দ্বিতীয়া। পা ২। ৩। ২। অনুক্ৰে কন্মণি দ্বিতীয়া শ্রাণু। অনুক্ৰ কন্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। ‘অনুক্ৰসমুচ্চয়শ্চাধঃ’ (স্মার্ত)। এখানে চকারের অর্থ অনুক্ৰ সমুচ্চয় অপ্রেয়িত।

মধুশ্চ তে মন্থথ! সাহচর্যাদসাবলুতোহপিসহায়এব।
 (কুমার) ৩। ২১।

হে মন্থথ! বসন্ত তোমার সহকারীই আছেন। অতএব ঐ বসন্তকে আমি প্রেরণ না করিলেও তিনি তোমার সহায়ই থাকিবেন।

অনুক্ৰ (ত্রি) নাস্তি উক্খং স্তোত্রং যশ্চ। নঞ বহুব্রী। স্তোত্রশূন্য। *। পাতুহৃদিবচিরিচিসিচিভ্যহক্। উণ্ ২। ৭। পা, তু, তুদ, বচ, রিচ, সিচ এই সকল ধাতুর উত্তর থক্ প্রত্যয় হয়। বচ-থক্ সম্প্রসারণক্ উক্খম্। সাম ভেদ। স্ততি।

অনুক্খ্য (ত্রি) উক্খ যৎ। *। ছন্দসি চ। পা ৫। ১। ৬৭। প্রাতিপদিক মাত্রেয়ই উত্তর ছন্দোবিষয়ে তাহার যোগ্য হয় (তদহঁতি) এই অর্থে যৎ প্রত্যয় হয়। ন উক্খমহঁতি। নঞ-তৎ। স্ততির অযোগ্য। প্রশস্ত নহে।

অনুক্ৰম (পুং) অনুগতঃ ক্রমঃ। অতিক্রাং তৎ। অনু-গত ক্রম। ক্রমের উল্লভন নহে। অনুপূর্বী। যাহার পর যাহা পাঠাদি করিতে হয়, তাহার নিয়ম। ক্রমগন-তিক্রম্য অর্থাৎ ক্রম অতিক্রম না করিয়া বা যথা ক্রম এই অর্থে অব্যয়ী (অব্য)। ক্রমের অনতিক্রম।

অনুক্ৰমণিকা অনুক্রমণী (স্ত্রী) অনুক্রমাতে যথোত্তরং পরিপাঠ্যা আরভাতে ইনয়া অনু ক্রম-করণে লুট্। স্ত্রীদ্বাং ডীপ্ স্বার্থে কন্ হ্রস্বঃ। (বাচস্পত্যভিধান)। অনুক্রমণ ডীপ্। গ্রন্থ বিশেষের অনুপূর্ব পাঠাদি জ্ঞাপক পরিচ্ছেদ বা প্রাতিশাখ্য। গ্রন্থারম্ভে ভূমিকা বা উপক্রমণিকা। বেদের অনেকগুলি অনুক্রমণিকা আছে। অনুক্রমণিকা একপ্রকার সূচীপত্র। ইহাতে প্রত্যেক সামের প্রথম শব্দ, সামের সংখ্যা, ঋষিদের নাম, দেবতার নাম ও ছন্দের নাম উল্লিখিত আছে। ঋগ্বেদের অনুক্রমণী কাত্যায়নের বিরচিত। সামবেদের অনুক্রমণীর নাম—‘সর্কানুক্ৰমণী’ বা সর্কানুক্ৰম। (সর্ক-জ্যেষ্ঠার্থ বর্ণনায় সর্কানুক্ৰমণীশব্দং নিক্রবন্তি বিপশ্চিতঃ)।

কাত্যায়নের অনুক্রমণিকার টীকাকার ষড়্গুরুশিষ্য, বেদার্থদীপিকায় লিখিয়াছেন যে, কাত্যায়নের পূর্বে একখানি অনুক্রমণী ছিল। তাহাতে বেদমন্ত্রের ঋষিদের নাম, ছন্দ, দেবতাদের নাম, অনুবাক, ঋগ্বেদের প্রাচীন সূক্ত এবং সামের বিবরণ পাওয়া যাইত। (আর্কানুক্ৰমণীতাদ্যা ছান্দসী দৈবতী তথা। অনু-বাকানুক্ৰমণী স্ত্রীানুক্ৰমণী তথা)। ষড়্গুরুশিষ্যের মতে এই অনুক্রমণী গ্রন্থ শৌনকের লিখিত। শৌনকের অনুক্রমণীর মধ্যে এখন কেবল অনুবাকানুক্ৰমণী পাওয়া যায়। ইহা পদ্যগ্রন্থ। কাত্যায়নের অনুক্রমণী, সূত্রের মত সংক্ষেপে গদ্যে রচিত হইয়াছে। কিন্তু ষড়্গুরুশিষ্য এবং সায়নাচার্যের সময়ে, অর্থাৎ চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্বে প্রায় সকল অনুক্রমণীগুলিই বিদ্যমান ছিল। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, ষড়্গুরুশিষ্য, শৌনক রচিত দেবানুক্ৰমণী হইতে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। সায়নাচার্যও আপনার বেদভাষ্যের মধ্যে শৌনকের আর্কানুক্ৰমণীর ও বৃহদেবতানুক্ৰমণী হইতে অনেক স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের সর্কসমেন সাতখানি অনুক্রমণীর নামো-ল্লেখ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে পাঁচ খানি শৌনকের রচিত, এক খানি কাত্যায়নের, আর এক খানি কাহার লিখিত তাহা নিশ্চিত করিতে পারা যায় না। বৃহ-

দেবতা অনুক্রমণী খানি যদ্যপি যথার্থই শৌনকের রচিত হয় এবং ঐ গ্রন্থে পরবর্তী লেখকেরা যদি নূতন নূতন বিষয় সম্মিলিত করিয়া না থাকেন, তবে শৌনক যাক্ষের পরে জন্ম লইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, বৃহদেবতার ভিতরে আশ্বলায়ন, ঐতরেয়ক, কোষীতকী, ভান্নবি ব্রাহ্মণ, নিদানগ্রন্থ, শাকল, বাঙ্গল, ময়ুক, শ্বেতকেতু, গালব, গার্গ্য রথীতর, রাথস্তরী, শাকটায়ন, শাণ্ডিল্য, রোমকায়ন, স্বাবীর, শাকপুনি, ঔর্ণভাব, যাক্ষ প্রভৃতি অনেক নাম পাওয়া যায়। তাই বোধ হইতেছে, বৃহদেবতা যাক্ষের পরে লিখিত হইয়াছে।

যজুর্বেদের তিন খানি অনুক্রমণী আছে। যথা,—
আত্রেয়ী শাখার এক খানি, চারায়ণীয় শাখার একখানি এবং আর একখানি মাধ্যম্নিন শাখার। আত্রেয়ী অনুক্রমণীতে লিখিত আছে যে, বৈশম্পায়ন ঐ অনুক্রমণী যাক্ষকে দেন। যাক্ষের কাছে তিনিও পাইয়াছিলেন। তিস্তির নিকটে উক্ষ, এবং উক্ষের নিকটে হইতে আত্রেয় উহা পাইয়া পদ রচনা করেন।

সামবেদের অনুক্রমণী দুই প্রকার। তন্মধ্যে একটীর নাম—নৈগেয়ানামৃক্ষার্ষম্। আর এক প্রকারের নাম নৈগেয়ানামৃক্ষদেবতম্। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, শেষোক্ত অনুক্রমণী অধিক দিনের রচিত নহে।

অথর্ববেদের কেবল এক খানি মাত্র অনুক্রমণী পাওয়া যায়, ইহার নাম বৃহৎসর্গানুক্রমণী। ইহা ভিন্ন পূর্বের অথর্ববেদের আর অনুক্রমণী ছিল কি না, তাহার স্থিরতা নাই। বৃহৎসর্গানুক্রমণী দশপটলে সমাপ্ত। অথর্ববেদগ্রন্থিতার যাবতীয় বিষয়ের তালিকা ইহাতে অতিস্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে।

অনুক্ৰী (পুং) অনুক্রিয়তে অহ-কৃ-উণ-ঈ-কিচ্। (বাচ०) সদ্যঙ্গ নামক যজ্ঞ।

অনুক্ৰোশ (পুং) অনুক্রোশতি অনেন অনুক্রুশ আহ্বানে রোদনে চ ঘঞ্। করুণা। কৃপাদ্রাহুকম্পাতাদনুক্ৰোশঃ। (অমর)। (ত্রি) অনুগতং ক্রোশম্। গতি স०। যে এক ক্রোশ পথ গিয়াছে।

অনুক্ৰণ (অব্য) বীজায়াঃ অব্যয়ী०। প্রতিক্রণ। অনবরত। (ত্রি) অনুগতং ক্রণম্। গতি স०। বাহা চিরকাল থাকে। নিরন্তর স্থিতি।

অনুক্ৰণ শব্দের ব্রজবুলীতে ‘অনুধন’ এইরূপ লিখিত হইয়া থাকে।

অনুধন মাধব মাধব সোঙরিতে

সুন্দরী ভেলি মাধাই। (বিদ্যাপতি)।

অনুক্ৰণ মাধব মাধব এই স্মরণ করিতে করিতে সুন্দরী নিজে যেন মাধব হইয়া গেলেন।

হিন্দীতে ‘কৃ’ স্থানে ছ এইরূপ উচ্চারণ করা হয়। যেমন, বৃচ্ছ (বৃক্ষ)। অনুচ্ছন (অনুক্ৰণ)। প্রাকৃত ভাষার ‘কৃ’ স্থানে ‘ক্খ’ লিখিত হয়। যেমন,—কেশর-কৃক্খঅ (কেশরবৃক্ষ)। উপভোগকৃক্খমো (উপভোগ ক্রমঃ)। পেক্খদি (প্রেক্ষতে) ইত্যাদি।

অনুগ (ত্রি) অনু পশ্চাদ্ গচ্ছতি অনু-গম-ড। পশ্চাদ্ গামী। সহচর। সেবক। অঘগবক্ষামনুগোহনুগদং ক্লীবমব্যয়ম্। (অমর)।

অনুগচ্ছ (অব্য) গচ্ছায়াং বিভক্ত্যর্থোব্যয়ী०। গচ্ছাতে। গচ্ছার সমীপে।

অনুগত (ত্রি) অনু-গম-ক্ত। পশ্চাদ্ গত। আশ্রিত। যথাক্রমে গত। সংগৃহীত। অখিল। বিশেষ। অধীন।

অনুগতি (স্ত্রী) অনু-গম-ক্तिन्। অনুগমন। পশ্চাদ্গমন।

অনুগম (পুং) অনু-গম-অপ্। [অনুগ্রহ শব্দে সূত্র দেখ]।

পশ্চাদ্গমন। যথাক্রমে গমন করা। উপসর্পণ। স্থায়-মতে—সামান্য ধর্ম্মদ্বারা বিশেষ রূপ সকলের সংগ্রহ।

অনুগত প্রবৃত্তি। যথা, সর্গেবাং ঘটানামনুগমো ঘটনম্। সামান্য একটা ধর্ম্ম ‘ঘটন’ বলিলে নীল পীত প্রভৃতি সকল ঘটকে বুঝায়। নররূপ একটা ধর্ম্ম নির্দেশ করিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, যবন প্রভৃতি সকল জাতি মনুষ্যকে বুঝায়।

অনুগমন (ক্লী) অনু-পশ্চাদ্-গম ভাবে লুট্। পশ্চাদ্-গমন। সহগমন। [অনুসৃত দেখ]।

অনুগব (ক্লী) গোঃসদৃশ আয়ামঃ অনুগু ততো নিপাতনে অচ্। *। অনুগবমায়ামে। পা ৫। ৪। ৮৩। অনুগব-মিত্যচ্ প্রত্যয়ান্তং নিপাত্যতে আয়ামে হিভিধেয়ে। (কাশিকা)। আয়াম অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বুঝাইলে অনুগু শব্দের উত্তর অচ্-প্রত্যয় হয় এবং অনুগব শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়া থাকে। গোব্রহ্ম যতটুকু আয়তন তত বড় গাড়ী। গোপরিমিত শকট।

অনুগবীন (ত্রি) গোঃ পশ্চাদ্ অনুগু পর্য্যাপ্তং গচ্ছতি-খ।

*। অনুগবং গামীতি। পা ৫। ২। ১৫। অনুগু

শব্দের উত্তর অতিশয় গমনশীল এই অর্থে খ প্রত্যয়

হয়। গোব্রহ্ম পশ্চাদ্গামী। গোপাল। রাখাল। গয়লা।

অনুগাদিন্ (ত্রি) অনুগদতি অনু-গদ-গিনি। অনুবাদক।

যে অনুবাদ করে। যে পঃঃ বলে। (জী) ভীপ্। অহু-
বাদিনী। অহুগাদিন্ অর্থে ঠক্ অহুগাদিক। অহুবাদক
। *। অহুগাদিন্ ঠক্ চ। পা ৫। ৪। ১৩। অহুগাদিন্
শব্দের উত্তর ঠক্ প্রত্যয় হয়।

অনুগামিন্ (ত্রি) অহু-গচ্ছতি অহু-গম-ণিনি। পশ্চাদ্-
গামী। সহচর। (জী) ভীপ্ পশ্চাদ্গামিনী।

অনুগুণ (ত্রি) অহু-গুণোণো যন্ত। অহুকুল। সহায়।
অহুগত। অহুরূপ। অহুরূপ গুণ। উপকরণ। (ত্রি)
সদৃশগুণবৃত্ত। অহুগতং গুণং তদ্বীহ্রঃ বা। গুণাহুরক্ত।
(জী) তদ্বীহ্রক্ণবীণ। গুণে ইতি বিভক্ত্যর্থং অব্যয়ী।
গুণমনতিক্রম্য অব্যয়ী। গুণের অনতিক্রম না
করিয়া। অহুগুণ শব্দ বসস্তাদিগণ মধ্যে পণ্ডিত হই-
য়াছে। তজ্জন্ত—অহুগুণ জানে বা অহুগুণ বিষয়ক
গ্রহ পাঠ করিয়াছে এই অর্থে অহুগুণ-ঠক্ অহুগুণিক
এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে। যিনি অহুগুণবোধক গ্রহ
অধ্যয়ন করেন। যিনি অহুগুণ জানেন। *। বসস্তা-
দিভাঠক্। ৪। ২। ৬৩। তাহা জানেন বা তাহা অধ্য-
য়ন করিতেছেন এই অর্থে বসস্তাদি শব্দের উত্তর ঠক্
প্রত্যয় হয়।

অনুগুপ্ত (ত্রি) অহু-গুপ রক্ণে-ক্ত। আচ্ছাদিত। আব-
রণ যুক্ত।

অনুগ্রহীত (ত্রি) অহু-গ্রহ-ক্ত। অহুগ্রহযুক্ত। অহুগ্রহের
পাত্র। যাহাকে দয়া করা হইয়াছে। পশ্চাৎ রকিত। *।
গ্রহি-জ্যা-বয়ি-ব্যধি-বষ্টি-বিচতিবৃশ্চতিপৃচ্ছতি-ভৃজ্জীনাং
ভিত্তিচ। পা ৬। ১। ১৬। গ্রহ উপদানে, জ্যা বয়ো-
হানি, বেঞ্ বজ্রনির্মাণ, বাধ তাড়নে, বশ কান্তি, বাচ
প্রত্যারণা, ওব্রশ্ ছেদন, গচ্ছ জিজ্ঞাসা এবং ভ্রমজ
পাক করা, এই সকল ধাতুর উত্তর ও ও ক ইং হয়
এরূপ প্রত্যয় থাকিলে সম্প্রসারণ হয়। *। গ্রহোহলিটি
দীর্ঘঃ। পা ৭। ২। ৩৭। লিট্ ভিন্ন প্রত্যয় পরে থাকিলে
গ্রহ ধাতুর উত্তর বিহিত ইট্ দীর্ঘ হয়। অহু-গ্রহ-ক্ত,
এখানে গ্রহ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় রহিয়াছে। ক্ত
প্রত্যয়ের ক ইং হয়, তজ্জন্ত প্রথম হ্রস্বস্বারে গ্র
ইহার সম্প্রসারণে গৃ হইল। *এবং বিতীর হ্রস্বস্বারে
হকারে ইটের ইকার দীর্ঘ হইল।

অনুগ্র (ত্রি) ন উগ্রঃ। উগ্র নহে। পাঠ স্বভাব। অসমর্থ।
অহুদ্রুত। অহুদ্রুগ্ণ। *। ঋজুস্ব ইত্যাদি। উণ্ ২। ২৮।

উচ সমাবারে-রন্ চন্ড গ উগ্রঃ।

অনুগ্রহ (পুং) অহু-গ্রহ-অপ্। হুঃ ধ্রু করিবার ইচ্ছা।

অনিষ্ট নিবারণ করিয়া ইষ্ট সাধন। প্রসাদ। প্রসন্নতা।
আহুকল্য।

‘বিরূপোন্নতনিঃস্বানামকুংসাপূর্বকং হি বৎ।

পূরণং দানমানাত্যামহুগ্রহউদাকৃতঃ।

(রামতর্কবাগীশ)।

কুরুপ, উন্নত এবং নির্জন ব্যক্তিদিগকে নিল্লা না
করিয়া যে প্রতিপালন করা তাহার নাম অনুগ্রহ। দরিদ্রা-
দির প্রতিপালন। (ত্রি) গ্রহোগ্রহণং স্বর্গাদিগ্রহো বা
তমহুগতম্। গতি সঃ। চন্ড ও স্বর্গ গ্রহণের অহুগত।
স্বর্গাদি নব গ্রহের অহুগত। *। গ্রহবৃশ্চিগমশ্চ। পা
৩। ৩। ৫৮। এই সকল ধাতুর উত্তর অপ্ হয়। অপ্,
বঞ্ প্রত্যয়ের অপবাদ। নক্ষত্রাদি আকাশের গ্রহ
বৃদ্ধাইলে, গ্রহ ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় হইবে। এবং
জলচর জন্ত বৃদ্ধাইলে গ্রহ ধাতুর উত্তর গ প্রত্যয় দ্বারা
গ্রাহ এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে। *। বিভাঃগ্রহঃ।
পা ৩। ১। ১৪৩। গো বা। পক্ষে২৮।

অনুগ্রাহ্য (ত্রি) অহু-গ্রহ-ণ্যৎ। অহুগ্রহের যোগ্য।

অনুচর (ত্রি) অহুচরতীতি-অহু-চরট্-অচ্। সহচর।
পশ্চাদ্গামী। দাস। (ত্রি) অহুগতং চরং দূতম্। গতি
সঃ। দূতাহুগ। দূতের পশ্চাৎগামী। অধিকরণকারকে
সুবস্ত উপপদের পর, এবং ভিক্ষা, সেনা ও আদায় এই
সকল উপপদের পর চর ধাতুর উত্তর ট প্রত্যয় হয়। *।
চরেট্ঃ। পা ৩। ২। ১৬। *। ভিক্ষাসেনাদায়েষু। পা
৩। ২। ১৭। অতএব অহু, সহ প্রভৃতি উপসর্গের পর
চর ধাতু থাকিলে ট প্রত্যয় বিহিত হইবে না। এখন
এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, টিদ্ ইত্যাদি। ৪। ১। ১৫।
পাণিনির হ্রস্বস্বস্বারে টকার ইং হইলে তাহার জীলিঙ্গে
ভীপ্ হয়, এই বিধি আছে। তবে অহু-চর, সহ-চর ইহাদের
উত্তর ট প্রত্যয় না হইলে কিরূপে অনুচরী সহচরী এ
প্রকার জীলিঙ্গের রূপ হয়। তাহার কারণ এই, বৈম্য-
করণেরা চরট্, নবট্ প্রভৃতি ধাতু উপদেশ স্থলে টকার
সংস্কৃষ্ট করিয়া লেখেন, তাই জীলিঙ্গে ভীপ্ হইয়া থাকে।
‘কথং প্রেক্ষ্য স্থিতাঃ সহচরীমিতি? পচাদিব্ চর-
ভিত্তি পাঠ্যঃ।’ (ভট্টোজ্জিহীকিত)।

অনুচরক (ত্রি) অহু-চরতি অহু-চর ধূল। অহুগামী।
পশ্চাদ্গামী। সেবক। তন্ত ধর্মঃ অণ্ (ত্রি) আহু-
চারিক। সেবকের ধর্ম। সেবকের কার্য।

অনুচিত (ত্রি) ন উচিতম্। নঞ্-তৎ। অপরিচিত।
অযুক্ত। অকর্তব্য। *। রচিবচিহ্নচিহ্নীভ্যঃ কিতত্।

উৎ. ৪। ১৮৫। কচ, বচ্ কূচ এবং কুট্ ধাতুর উত্তর
কিতচ্ প্রত্যয় হয়। বচ্-কিতচ্ উচিত।

অনুচিন্তন (ক্ৰী) অহু-চিন্তি-নুট্। অহুশ্রয়ণ। পশ্চাৎ
শ্রয়ণ। সৰ্বদাচিন্তা।

অনুচিন্তা (ক্ৰী) অহু-চিন্তি-অঙ্। সতত চিন্তা। সৰ্বদা
চিন্তা। *। চিন্তিপূজিকথিকৃষিচর্চশ্চ। পা ৩। ৩। ১০৫।

চিন্তি পূজি কথি কৃষি চুরাশি গণীয় এই চারিটা ধাতু
এবং চর্চ ধাতুর উত্তর অঙ্ প্রত্যয় হয়। অঙ্স্ত শব্দ
জ্ঞীলিজ। এই অঙ্ প্রত্যয় যুচের বাধক।

অনুচ্চ (ত্রি) ন উচ্চম্। নঞ-তৎ। নিম্ন। নীচ।

অনুচ্ছিষ্ট (ত্রি) উদ্-শিষ-ক্ত। নঞ-তৎ। উচ্ছিষ্ট নহে।
ভোজননের পর যাঁহা অবশিষ্ট থাকে তাহার নাম উচ্ছিষ্ট।

অনুজ (ত্রি) অহু পশ্চাৎ জায়তে জন-ড। পশ্চাৎ
জাত। সহোদর ভ্রাতা। (ক্ৰী) কনিষ্ঠা ভগিনী।

অনুজন্ম (পুং) অহু পশ্চাৎ জন্ম যন্ত। বহুব্রী। কনিষ্ঠ
সহোদর। (ক্ৰী) অহুজন্মা—কনিষ্ঠা ভগিনী। (ক্ৰী)
পশ্চাৎ জাত।

অনুজাত (ত্রি) অহু-জন-ক্ত। পশ্চাৎ জাত। যে পরে
জন্মিয়াছে।

ভ্রাতৃত্ববাহুজাতাহং ভুজ্জু ভক্তমিদং শুভম্।

শ্রীতয়ে যমরাজন্ত যমুনায় বিশেষতঃ ॥

হে ভাই! আমি তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী। এই যে
শুভ অন্ন প্রদান করিলাম, ইহা তুমি যমরাজের
বিশেষতঃ যমুনার শ্রীতির নিমিত্ত ভোজন কর।

ভ্রাতৃত্বীয়ার দিবসে কনিষ্ঠা ভগিনী এই মন্ত্র বলিয়া
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অন্ন দেন। পুত্র, পিতার পশ্চাৎ জন্মায়
বলিয়া পুত্রকেও অহুজাত বলা যায়।

অসৌ কুমারস্তমজোহুজাত

জিবিষ্টপন্তেব পতিং জয়ন্তঃ। রঘু ৬। ৭৮।

স্বর্গের পতি ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্তের ছায় অজ নামক
সেই কুমার, রঘুর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

‘তজ্জাতোহপি তদহুজ্যোভবতি জন্ত জনকয়োৱানন্ত-
র্য্যাত্’। (মল্লিকনাথ)। জনক এবং জন্ত এ দুইয়ের মধ্যে
সময়ের অগ্র পশ্চাৎ রহিয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তি ইহাতে
কেহ জন্ম লইলে তাহাকে অহুজ বলা যায়।

*। গত্যর্থাকর্ষক শ্লিষ-শীঙ্হাস-বসজনকহজীর্ঘ্যতিভ্যশ্চ।

পা ৩। ৪। ৭২। গত্যর্থ ধাতু ও অকর্ষক ধাতু এবং শ্লিষ
শীঙ্হা, আস, বস, জন, কহ, জু, এই সকল ধাতুর উত্তর কর্-
বাচ্যে এবং কর্ষ ও ভাব বাচ্যেও ক্ প্রত্যয় হয়।

জন ধাতুর পূর্বে উপসর্গ আছে বলিয়া উহা সাক্ষরক
হইয়াছে। যথা বৃত্তিকার—‘শ্লিষাদয়ঃ সোপসর্গাঃ সাক্ষরকা
ভবন্তি তদর্থমেবামুপাদানম্’।

(ক্ৰী) স্নগন্ধি দ্রব্য বিশেষ। প্রাপ্তৌরীক নামক
স্নগন্ধি দ্রব্য। (ক্ৰী) অহুজা কনিষ্ঠা ভগিনী। ভ্রাতৃমাণা-
লতা।

অনুজাবর (ত্রি) অহুজাদ্ অপি অবরঃ অশ্রেষ্ঠঃ। ৫-তৎ।
অত্যন্ত নিকৃষ্ট। অহুজ কনিষ্ঠ, তাহারও অধম। (পুং)
অহুজায়া বরঃ বোঢ়া ৬-তৎ। কনিষ্ঠা ভগিনীর বর
(পতি)। বরোজানাত্ বোঢ়ারাবিতি বিশ্বঃ।

অনুজীবিন্ (ত্রি) অহু-জীবিতুনাশ্রয়িতুং শীল যন্ত অহু-
জীব-ণিনি। সেবক। আশ্রিত।

অনুজীব্য (ত্রি) অহুজীব্যাতে অহু-জীব-ণ্যৎ। সেব্য।
আশ্রয়ণীয়। আশ্রয়ের যোগ্য। যাহার শরণাপন্ন
হওয়া যায়।

অমুজা (ক্ৰী) অহু-জা-অঙ্। অহুমতি। আদেশ। যেমন
শ্রাদ্ধমহকরিষো? কুরুষ। আমি কি শ্রাদ্ধ করিব?
হাঁ কর, এই রূপ আদেশ করা।

অনুজাত (ত্রি) অহু-জা-ক্ত। কৃতাহুজ। যাহাকে অহু-
মতি করা হইয়াছে।

জ্যেষ্ঠোভ্রাতা যদা তিষ্ঠেদাধ্যানং নৈবকারয়েৎ।

অহুজাতস্ত কুরীত শঙ্কস্ত বচনং যথা ॥ (উশনা)।

যত দিন জ্যেষ্ঠভ্রাতার অধ্যাধান না হইবে, সে পর্য্যন্ত
কনিষ্ঠভ্রাতা অধ্যাধান করিবে না। কিন্তু যদি জ্যেষ্ঠ
অহুমতি করেন, তবে করিতে পারিবে। ইহা শঙ্ক মুনি
কহিয়াছেন।

অনুজ্যেষ্ঠ (ত্রি) অহুগতং জ্যেষ্ঠম্। প্রাদি সৎ। জ্যেষ্ঠের
অহুগত। (অব্য) জ্যেষ্ঠের অহুরূপ। জ্যেষ্ঠমনতিক্রম্য
অব্যয়ীৎ। জ্যেষ্ঠের অনতিক্রম।

অনুতর (ক্ৰী) অহুতীর্ঘ্যাতে অনেন অহু-তৃ-করণে-অপ্।
নদীপারের নিমিত্ত দাতব্য শুক। পারের মূল্য।

অনুতর্ষ (ক্ৰী) অহুত্ব্যাতে অনেন ইদং বা করণে কর্ম্মণি
বা ঘঞ্। মদ্যপানের পাত্র। মদ থাটবার পাত্র। মদ্য।
ভাবে ঘঞ্। মদ্যপান অভিলাষ। পানেন্দ্ৰা। তৃষণা।

অনুতাপ (পুং) অহু-তপ-ঘঞ্। দৃকর্ষ করিয়া পশ্চাৎ
তাহার নিমিত্ত হুঃখ করা। পাপ কর্ম্মের নিমিত্ত সন্তাপ
করা সকল প্রাণশক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

অনুতিল (ত্রি) অহুগতং তিভ্যঃ। গতি সৎ। তিলাহু-
গত। তিলের ক্ষেত্র। তিলে এই রূপ বিকল্পার্থে

অব্যয়ী*। ভক্ততবঃপরিমুখাদিবাংঞ। (ত্রি) আস্থ-
তিল্য। তিল হইতে বাহা জন্মে।

অনুতুলন (ক্ৰী) তুলনামুৎপত্তি। তৃণাদ্যাগ্রং তুলনামু-
ঘটয়তি। (বাচ০)। অস্থ-তুল অস্থকোষণে-পিচ্-ভাবে
নাট। তুল দ্বারা তৃণাদির অগ্রভাগ ঘাঁটিয়া দেখা।

অনুৎক (ত্রি) ন উৎকম্ নঞ-তৎ। উৎকষ্ঠিত নহে।
স্বহ। অস্থৎস্থক। অনুস্মনা। *। উৎক উন্মনাঃ। পা ৫।

২। ৮। উন্মনা এই অর্থে উৎ এই শব্দের পর স্বার্থে
কন প্রত্যয় দ্বারা নিপাতনে উৎক শব্দ সিন্ধু হয়।

অনুৎকর্ষ (পুং) ন উৎকর্ষঃ অভাবার্থে নঞ-তৎ। উৎ-
কর্ষাভাব। শ্রেষ্ঠতার অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী—
উৎকর্ষণশ্চ।

অনুত (ত্রি) ন-উনী-ক্ত। *। মূদবিদোন্মত্তাভ্রাহ্মীভ্যো-
হততরস্তাম্। পা ৮। ২। ৫৬। মূদ, বিদ, উন্ম (উনী),
ত্রৈ, ভ্রা, হ্রী, এই কয়েকটা ধাতুর উত্তর ক্ত ও ক্তবতুর
তস্থানে বিকল্পে ন হয়। *। স্বীদিভ্যো নিষ্ঠায়াম্। পা ৭।
২। ১৪। ষি ও ঞ্দিং ধাতুর উত্তর ক্ত ও ক্তবতুর স্থানে
ইণ হয় না। অক্লিগ্ন। ক্লৈদরহিত। মূদ-ক্ত। নঞ-তৎ।
অনুত। অপ্রেরিত।

অনুত্তম (ত্রি) নাস্তি উত্তমং যস্মাৎ। ৫-বহুব্রী। অতি-
উৎকৃষ্ট। যাহার চেয়ে উত্তম নাই।

সর্বদ্রব্যোবু বিদ্যোবদ্রব্যমাহরহুত্তমং।

অহাধ্যাত্মানবর্ষত্বাদক্ষয়শ্চ সর্বদা। (হিতোপদেশ)।

বিদ্যা কেহ হরণ করিতে পারে না এবং সেই বিদ্যা
অমূল্য ধন। তাহার ক্ষয়ও নাই। অতএব সেই বিদ্যাকে
সকল দ্রব্যের মধ্যে প্রধান রূপে গণ্য করিতে
হইবে।

অনুত্তর (ত্রি) নাস্তি উত্তরঃ পরতরো যস্মাৎ। নঞ-
বহুব্রী। অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। ৬-বহুব্রী। যাহার উত্তর নাই।

(ক্ৰী) নঞ-তৎ। উত্তরদিগ্ নহে। তদ্বিরোধী দক্ষিণ-
দিগ্। (ত্রি) উত্তম নহে—অপকৃষ্ট। (ত্রি) ন উত্তরতি
চলতি উদ্-তু-অচ্। নঞ-তৎ। স্থির।

অনুত্তান (ত্রি) ন উত্তানং বিরোধে নঞ-তৎ। উত্তান
নহে। অবনত। অবতান। অবাঙ্মুখ। অধোমুখ।

অনুত্তরঙ্গ (ত্রি) উদগতস্তরঙ্গো বীচিচাঞ্চল্যং বা যস্মাৎ।
প্রাদি বহুব্রী ততঃ নঞ-তৎ। অনুদগত তরঙ্গ। যাহার
চেউ উদ্ধদিকে উঠে নাই। চঞ্চল নহে।

অনুৎপত্তি (ক্ৰী) ন উৎপত্তিঃ অভাবার্থে নঞ-তৎ।
উৎপত্তির অভাব।

অনুৎপত্তিক (ত্রি) নাস্তি উৎপত্তিঃ যন্ত। নঞ-বহুব্রী
কপ্। উৎপত্তিশূন্য। জন্মরহিত।

অনুৎপন্ন (ত্রি) ন উৎপন্নম্। নঞ-তৎ। উৎপন্ন নহে।
অজ্ঞ। বাহা উৎপন্ন হয় নাই।

অনুৎপাদ (পুং) ন উৎপাদঃ উৎপত্তিঃ অভাবার্থে
নঞ-তৎ। উৎপত্তির অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী।
উৎপত্তিশূন্য।

অনুৎসাদ (পুং) ন উৎসাদ অবসাদনম্ অভাবার্থে
নঞ-তৎ। অবসাদাভাব। উচ্ছেদাভাব। (ত্রি) নঞ-
বহুব্রী। উচ্ছেদশূন্য।

অনুৎসাহ (পুং) ন উৎসাহঃ অভাবার্থে নঞ-তৎ।
উৎসাহের অভাব। (ত্রি) নঞ-বহুব্রী। উৎসাহশূন্য।

অনুৎসিক্ত (ত্রি) ন উৎসিক্তঃ গর্ষিতম্। অগর্ষিত।
গর্ষণশূন্য। উদ্ধত নহে।

অনুৎসুক (ত্রি) ন উৎসুকম্। নঞ-তৎ। উৎসুকভিন্ন।
উৎকণ্ঠাশূন্য। অহুরক্ত নহে। ব্যগ্র নহে।

অনুৎসূত্র (ত্রি) উৎক্রান্তঃ সূত্রম্। অতিক্রাৎ তৎ। ততঃ।
নঞ-তৎ। সূত্রের অনুরূপ। সূত্রবৃত্ত।

অনুদ (ত্রি) ন মূদতি মূদ ক। নঞ-তৎ। প্রেরক
নহে। অস্থ তুল্য দদতি অস্থ-দা-ক। তুল্য রূপ দাতা।

অনুদক (ত্রি) নাস্তি উদকং জলং যত্র। নঞ-বহুব্রী।
জলশূন্য মরুদেশ। অল্পার্থে নঞ-তৎ। অল্পজলস্থায়ী পর্ব-
লাদি। উদকদান বিশেষ রহিত শ্রাদ্ধবিশেষ।

অনুদগ্র (ক্ৰী) ন উদগতঃ গর্ষণে উর্দ্ধে বৃণিতম্ অগ্রং
মন্তকং যন্ত। নঞ-বহুব্রী। মূহ। অতীক্ৰ। যাহার
অগ্রভাগ উন্নত নহে। (ত্রি) নাস্তি উদগ্ৰো যস্মাৎ।
অতৃপ্ত। অতি উৎকট। অতি উদ্ধত। উচ্চপ্রাংশু-
তোদগ্ৰোচ্ছিতাস্তব্ধে (ইতি অমর)। উদগ্ৰদশনাং শুভিঃ।

(মাঘ ২। ২১)। উন্নত দন্তকিরণধারা।

অনুদর (ত্রি) ন অন্নং উদরং যন্ত। অল্পার্থে নঞ-বহুব্রী।
অন্নোদরশালী। কুশোদর। (ক্ৰী) অনুদরা। এখানে
অনুদর শব্দের জীলিঙ্গে কেবল অনুদরা হইল। বিকল্পে
অনুদরী হইল না। তাহার কারণ এই—

। *। নাসিকোদরোষ্ঠ জন্বাদন্তকর্ণশৃঙ্গাচ্। পা ৪। ১।

৫৫। নাসিকা, উদর, ওষ্ঠ, জন্বা, দন্ত, কর্ণ, শৃঙ্গ,
এসকল শব্দের উত্তর জীলিঙ্গে বিকল্পে জীব্ হয়। কুশো-
দরী, কুশোদরা। কিন্তু নিম্নলিখিত সূত্রদ্বারা অনুদরী

এপ্রকার রূপসন্ধির নিষেধ হইতেছে। *। সহ নঞ-
বিদ্যমান পূর্বাচ্। পা ৪। ১। ৫৭। সহ, নঞ, এবং

বিদ্যমান শব্দ পূর্বে থাকিলে জীলিঙ্গে সাক্ষ বাচক শব্দের উত্তর জীব্ হয় না। অমুদয় শব্দের পূর্বে নঞ্ আছে, তজ্জন্ত এই লক্ষণদ্বারা জীব্ প্রত্যয় বিহিত হইল না।
।*। উদি দৃগাতেরলচৌ পূর্বেগদাস্ত্যলোপশ্চ। উণ্ ৫
। ১৯। উৎ পূর্বে দৃ ধাতুর উত্তর অন্ ও অচ্ হয় এবং পূর্বে পদের অস্ত্যবর্ণের লোপ হয়। উদ্-দৃ-অন্ বা অচ্। উদয়।

অনুদর্শন (ক্রী) অমু-দৃশ-লুট্। অমুচিস্তন। অমুস্বরণ।
পশ্চাৎ বা সর্সদা চিস্তা করা। পশ্চাদর্শন।

অনুদাত্ত (পুং) উদ্ উর্কম্ আতঃ উচাৰ্য্যস্বেন গৃহীতঃ অচ্ উদাত্তঃ। ন উদাত্তঃ বিরোধে নঞ্-তৎ। উদাত্ত-স্বর নহে। স্বর উদাত্ত অমুদাত্ত এবং স্বরিত এই তিন প্রকার।*। উচ্চৈকদাত্তঃ। পা ১। ২। ২৯।
।*। নীচৈকদাত্তঃ। পা ১। ২। ৩১। মুখের ভিতর তালু প্রভৃতি স্থানের উর্দ্ধভাগ হইতে যে সকল স্বরের উচ্চারণ হয়, তাহারা উদাত্ত। মুখের ভিতর তালু প্রভৃতি স্থানের নিম্নভাগ হইতে যে সকল স্বর উচ্চারিত হয়, তাহারা অমুদাত্ত। যে শব্দের উচ্চারণে উদাত্ত এবং অমুদাত্ত এই উভয় ধর্ম মিলিত থাকে, তাহাকে স্বরিত কহে।*। তজ্জাদিত উদাত্তমর্দ্ধস্বম্। পা ১। ২। ৩২। যাহার আদিতে অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত এবং অন্তে অর্দ্ধমাত্রা অমুদাত্ত, তাহার নাম স্বরিত। উদাত্তা-দিসংজ্ঞা স্বরবর্ণেরই হইয়া থাকে। যথা,—

উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ স্বরাঙ্গরঃ।

দীর্ঘোত্তরঃ প্লুতশ্চেতি কালতো নিয়মম্বচি।

(শিক্ষাশাস্ত্র)।

উদাত্ত অমুদাত্ত এবং স্বরিত এই তিন প্রকার স্বর। কাল বশতঃ (উ কালের উচ্চারণ সময় বৃদ্ধিয়া) অচ্ বর্ণের দীর্ঘ ব্রহ্ম এবং প্লুত্ এই তিন প্রকার নাম হয়।
অনুদার (ক্রি) ন উদ্-আ-রা-ক। অদাতা। দাতানহে। অমহৎ। অসরল। অদক্ষিণ। (পুং) নাস্তি উদারো যম্মাৎ। নঞ্-বহত্বী। অতিদাতা। অতিমহৎ। অতিসরল। অতিশয় বাহ্যাপ্রক। অমুগতো দারান্। অতিক্রাং স। জীর অমুগত।

অনুদিত (পুং) উদ্-ইণ-ক্ত ন ঈবৎ উদিতঃ (সূর্য্যঃ) যস্মিন্ কালে ঈবদ্বর্ধে নঞ্ বহত্বী। অরুণোদয় কাল। যে সময়ে পূর্বেদিকে ঈবৎ সূর্য্যকিরণ প্রকাশ পায় অথচ ছই চারট নক্ষত্রও দেখা যায়, তাদৃশ কাল। 'উদিতে জ্বহোতি অমুদিতে জ্বহোতি' (জুতি)। উদয়কালে

হোম করিবে এবং অমুদয় কালে হোম করিবে। 'উদিতাহুদিত হোমবৎ'। (স্মার্ত)। উদয়কালে এবং অমুদয় কালে হোমের জ্ঞান। (ক্রি) নঞ্-তৎ। উদিত নহে। (ক্রি) বদ-ক্ত। নঞ্-তৎ। অকথিত।

অনুদিন (অব্য) বীপ্সার্থে অব্যায়ী। প্রতিদিন। প্রত্যাহ। অনুদিবস (অব্য) বীপ্সার্থে অব্যায়ী। প্রতিদিন। প্রত্যাহ। অনুদৃষ্টি (ক্রী) অমুগত দৃষ্টি অমুকল বা দৃষ্টিঃ। অতিক্রাং তৎ। অমুগত দৃষ্টি। অমুকল দৃষ্টি। ৬-বহত্বী। অমুগত বা অমুকল দৃষ্টি বিশিষ্ট। অমুদৃষ্টি শব্দ কল্যাণাদি ও শুভ্রাদি গণ মধ্যে পঠিত হইয়াছে।* (পুং) অমুদৃষ্টি জিয়া অপত্যম্। আহুদৃষ্টিনেয়।*। কল্যাণাদীনামিনঙ্ চ। পা ৪। ১। ১২৬। কল্যাণাদি শব্দের উত্তর অপত্য অর্থে ঠক্ প্রত্যয় হয় এবং সেই ঠক্ সন্নিযোগে ইনঙ্, আদেশ হইয়া থাকে।*। শুভ্রাদিত্যশ্চ। পা ৪। ১। ১২৩। শুভ্রাদি শব্দের উত্তর অপত্য অর্থে ঠক্ হয়। আহুদৃষ্টেয়। (ক্রী) আহুদৃষ্টেয়ী।

অনুদেশ (পুং) অমু পশ্চাদ্ অমুদিশ্রুতে অমু-দিশ্-ঘঞ্। পশ্চাদ্ উচ্চারণ। উপদেশ। অমুদিশ্রুতে কন্মণি-ঘঞ্। উপদেশ। যাহাকে উপদেশ দেওয়া হয়।*। যথাসংখ্য-মহুদেশঃ সমানাম্। পা ১। ৩। ১০। সংখ্যাশব্দে ক্রমো-লক্ষ্যতে। যথাসংখ্যঃ যথাক্রমমহুদেশো ভবতি। অমু-দিশ্রুত ইত্যমুদেশঃ। পশ্চাচ্ছাৰ্য্যত ইত্যর্থঃ। বৃত্তিকার) অনুদেশ (পুং) ন উদ্দেশঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। উদ্দেশের অভাব। যাহার কোন অমুদান পাওয়া যায় না। অনুক্রত (ক্রি) ন উক্রতৎ বিরোধার্থে নঞ্-তৎ। উক্রত নহে। বিনয়যুক্ত।

অনুক্ররণ (ক্রী) ন উক্ররণম্ অভাবার্থে নঞ্-তৎ। উক্রা-রের অভাব।

অনুক্রার (পুং) উদ্-ধৃ-ঘঞ্ ন-উক্রারঃ। নঞ্-তৎ। উক্রারের অভাব। (ক্রি) নাস্তি উক্রারঃ জ্যেষ্ঠাদিলভ্যাংশো যজ্র। নঞ্-বহত্বী। বিংশোক্রারাদি রহিত ত্রাতৃবিভাগ।

অনুদ্রুত (ক্রি) ন উক্রতম্। নঞ্-তৎ। যাহার উক্রার করা হয় নাই। যাহা তোলা হয় তাই। ন আলোড়না-দিনা কেনাপি প্রকারেণ সারাংশোখাপিতং বম্মাৎ। নঞ্-বহত্বী। মহনাদি দ্বারা যাহার সারাংশ তুলিয়া লওয়া হয় নাই। 'পরোহমুদ্রুত সারক হবিষ্যন্নং প্রচক্ৰতে' (শ্বতি)। যাহার সার তোলা হয় নাই এরূপ হুঙ্ক হবিষ্যানের মধ্যে গণ্য। [হবিষ্যন্নং দেখ]।

অনুদ্যত (ক্রী) অমু-দ্য-ক্ত। পুনর্বার পাশক্রীড়া। এক-

বার পাশাখেলার পরে পুনর্বার পাশাখেলা। অনুন্নয়ত
পর্ক মহাভারতের সভাপর্কের অন্তর্গত পর্ক বিশেষ।
অনুতোগ (পুং) ন উদ্-বৃজ-ভাবে ঘঞ্ অভাবে নঞ্-তৎ।
উদ্যোগের অভাব। নঞ্ বহত্বী। উদ্যোগরহিত।
অনুক্রত (ত্রি) অনু-ক্র-ক্ত। অনুগত। কর্তৃবাচ্যে ক্ত
করিলে পশাদ্গত বুঝায়, কিন্তু কর্মবাচ্যে ক্ত করিলে
অগ্রেগত বুঝায়। বর্ণা—

অনুক্রতঃ সংঘতি যেন কেবলম্

বলন্ত শত্রুঃ প্রশংসং শীঘ্রতাম্। (মাঘ) ১। ৫২।

ইন্দ্র যুদ্ধে যাইয়া রাবণের আগে আগে পলাইয়া
আসাতেই ঘোড়ার শীঘ্রগমনের প্রশংসা করিয়াছিলেন।
(ক্লী) মাত্রার চতুর্থ কাল বিশিষ্ট তাল বিশেষ।

টানা লেখা। ললিতবিস্তরের ১০ দশম অধ্যায়ে
লিখিত আছে,—বুদ্ধিসত্ত্ব একটু বড় হইলে তাঁহাকে
পাঠশালায় (লিপিশালা) লিখিতে দেওয়া হইল।
কপিলবস্তুরে বিশ্বামিত্র নামে একজন গুরুমহাশয়
(দারকাচার্য্য) ছিলেন। বুদ্ধ তাঁহারই পাঠশালায়
গিয়া উরগসারচন্দ্রনময় লিপিকলকের উপর লিখিতে
বসিলেন। তাহার পর তিনি গুরুমহাশয়কে জিজ্ঞাসা
করিলেন,—‘আপনি আমাকে কি লেখাইবেন? অঙ্গ-
দেশের অক্ষর? না বস্ত্রের? না মগধের? না অনুন্নয়ত?
(এই রূপ চৌষাট প্রকার অক্ষরের বিষয় লিখিত
আছে)। বোধ হয়, অনুন্নয়ত শব্দে টানা লেখাকেই বলা
হইয়াছে।

অনুন্নয় (পুং) ন উদ্-বহ ভাবে ঘঞ্। নঞ্-তৎ। বিবাহের
অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহত্বী। বিবাহশূন্য।

অনুদ্বিগ্ন (ত্রি) ন-উদ্-বিজ-ক্ত বিরোধে নঞ্-তৎ। উদ্বিগ্ন-
ভিন্ন। অব্যাকুল। চিন্তিত নহে। উদ্বিগ্নবৃত্ত নহে।

অনুদ্বিগ্ন (পুং) উদ্-বিজ-ঘঞ্ ন উদ্বিগ্নঃ অভাবার্থে নঞ্-
তৎ। উদ্বিগ্নের অভাব। (ত্রি) নঞ্-বহত্বী। উদ্বিগ্নশূন্য।

অনুদ্বিগ্ন (ক্লী) অনু-পশ্চাৎ ধাব-লুট্। পশ্চাদ্গমন।
তবনিশ্চয়ের চেষ্টা। অনুদ্বিগ্নান।

অনুদ্বিগ্ন (ক্লী) অনু-দ্বিগ্ন-অঙ্। শুভাহুচিন্তন। মঙ্গল চিন্তা
করা। অনুদ্বিগ্ন। আসক্ত।

অনুদ্বিগ্ন (ক্লী) অনু-দ্বিগ্ন-লুট্। সর্কদা চিন্তা। পশ্চাৎ চিন্তা।

অনুদ্বিগ্ন (ত্রি) অনু-দ্বিগ্ন-কর্মণি-ঘৎ। পশ্চাৎ চিন্তা।
অনুদ্বিগ্ন।

অনুন্নয় (পুং) অনু-নী অহ্। বিনয়। প্রণিপাত। প্রার্থনা।
সাম্বনা।

অনুনাদ (পুং) অনু-নদ-ঘঞ্। অনুরূপো নাদঃ। প্রাদিসং।

প্রতিধ্বনি। প্রতিশব্দ। অনুরূপ শব্দ। পশ্চাৎ শব্দ।

অনুনাদিন্ (ত্রি) অনু-সদৃশঃ নদতি শব্দায়তে অনু-নদ-
বিনি। প্রতিরূপ শব্দ কারক। যে তদনুরূপ শব্দ করে।

অনুনায়িকা (ক্লী) নায়িকাং অনুগতা অনুপশ্চাৎ নয়তি
বা। দাসী।

অনুনাশ (পুং) অনু-নশ-ঘঞ্। পশ্চাৎ মরণ। অনু-
পশ্চাৎ ন আশা আকাজ্জা বস্যাৎ বস্ত বা। নঞ্ বহত্বী।
যাহা হইতে পরে আর আশা নাই। যে পশ্চাৎ আশা
না করে।

অনুনাসিক (ত্রি) নাসিকাং অনুগতয়েন উচ্চারিতম্।
অতিক্রাৎ তৎ। মুখের সহিত নাসিকাতে উচ্চার্য্যমাণ
বর্ণ। যেমন, ঞ্গনঙম। *। মুখনাসিকাবচনোহনুনাসিকম্।
পা ১। ১। ৮। মুখসহিত নাসিকায়োচ্চার্য্যমাণোহনু-
নাসিক সজ্জঃস্তাৎ। (সিৎ কোৎ)। মুখের সহিত নাসি-
কায় উচ্চার্য্যমাণবর্ণের অনুনাসিক সংজ্ঞা হয়।

অনুনীত (ত্রি) অনু-নী-ক্ত। বিনয়প্রাপ্ত। যাহাকে বিনয়
করা হইয়াছে। পশ্চাদ্গত্বীত।

অনুনেয় (ত্রি) অনু-নী-কর্মণি অর্হার্থে বা ঘৎ। অনু-
নেয়ের যোগ্য। যাহাকে বিনয় করিতে পারা যায়।

অনুপকার (পুং) উপকৃ-ঘঞ্ ন উপকার অভাবার্থে
নঞ্-তৎ। উপকারের অভাব।

অনুপকারিন্ (ত্রি) ন উপকারী বিরোধে নঞ্-তৎ।
অপকারী। (ক্লী) অনুপকারিণী।

অনুপকৃত (পুং) উপ-কৃ-কর্মণি-ক্ত। ন উপকীয়তে
কামঃ। নঞ্-তৎ। যে বাঞ্ছা বা বাহ্য কীর্ণ হয় নাই।

এখানে কর্মবাচ্যে ক্ত বিহিত হইয়াছে, তাই কি ধাতুর
ইকার হ্রস্ব রহিয়াছে। তজ্জন্ত, ক্ত স্থানে ন হয় নাই—

(ভাব কর্মণোস্ত ক্তিতঃ কামোমরা) (সিং কোৎ)।
ভাব এবং কর্মবাচ্যে ক্তিত এইরূপ সিদ্ধ হইবে।

অনুপকীয় (ত্রি) উপ-কৃ-কর্তরি ক্ত ন উপকীয়ম্।
নঞ্-তৎ। বাহ্য কীর্ণ হয় নাই। *। নিষ্ঠারামধ্যমার্থে।
পা ৬। ৪। ৬০। অণ্যৎ অর্থৎ কৃত্য অর্থে ভাব এবং
কর্মবাচ্য ভিন্ন অন্তত্ব, নিষ্ঠা প্রত্যয় পরে থাকিলে ক্তি
ধাতুর ইকার দীর্ঘ হয়। ক্রিয়াদীর্ঘাৎ। পা ৮। ২। ৪৬। দীর্ঘ
কী এই প্রকৃতির পরস্থিত ক্ত ও ক্তবতুর ত স্থানে ন হয়।

অনুপাঠিত (ক্লী) অনু-পঠ-ভাবে ক্ত। গুরু যে প্রকার পাঠ
যেন সেই রূপ পাঠ করা। শিক্ষকের উপদেশানুসারে
পাঠ করা।

অনুপঠিতিন্ (ত্রি) অনুপঠিতমনেন ইষ্টাদিহ্মাদ্ ইনি।

[অধীতিন্ দেখ]। যে পাঠ করিয়াছে।

অনুপতন (ত্রি) অনু-পত যচ্। অনুপতনশীল। *। জুচং-

ক্রম্যদক্রম্যস্গুধিজলগুচলবপতপদঃ। পা ৩। ২। ১৫০।
জু—গতি ও বেগার্থ সৌত্র ধাতু। চংক্রম্য—যন্তু ক্রম
ধাতু। দক্রম্য—যন্তু দ্রম ধাতু। আর স্ব, গুধি, জল,
গুচ, লঘ, পত, পদ, এই সকল ধাতুর উত্তর, কর্তৃ-
বাচ্যে তচ্ছীলানি অর্থে যচ্ প্রত্যয় হয়। অনু-পত-
ভাবে লুটি। অনুকূল পতন। অনুরূপ পতন।

অনুপতি (অব্য) পত্যাঃ সামীপ্যাম্ অব্যায়ী০। পতির সমীপ।

তনুপথ (পুং) অনুকূলঃ পথঃ। এখানে অনুপথিন্
শব্দের উত্তর সমাসান্ত অ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে।
[অক্ষধূব্ শব্দে হ্রস্ব দেখ]। অনুকূল পথ। শুভ পথ।

অনুপদ (ক্ৰী) অনুপদ্যতে প্রতিদিনং লভাতে অনু-পদ-
ক্ষিপ্। প্রতিদিনলভা। যাহা প্রত্যাহ পাওয়া যায়।

অনুপদ (ক্ৰী) অনুকূপং যোগাং পদম্। প্রা০ স০। অনু-
কূল পদ। যোগ্যস্থান। (অব্য) বীপ্গার্থে অব্যায়ী০।
। *। অব্যায়ীভাবশ্চ। পা ১। ১। ৪১। অব্যায়ীভাব
সমাসস্ত পদশুলিও অব্যয় হয়। পদে পদে। প্রতিপদে।
পদস্ত পশ্চ্যাং অব্যায়ী০। পশ্চাদ্ গমন। পাছু পাছু।
পদমনতিক্রম্য অব্যায়ী০। পদ অতিক্রম না করিয়া।
ঠিক পায়ে পায়ে।

পদং শব্দে চ বাক্যে চ ব্যবসায়াপদেশয়োঃ।

পাদতচ্ছিয়োঃ স্থানত্রাণয়োরক্ষবস্তনোঃ।

(বিধ)।

অনুপদিক (ত্রি) অনুপদম্ অস্তি অন্ত-ঠন্। পশ্চাদ্গত।

অনুপদিন (ত্রি) পদস্ত পশ্চাদনুপদং ভগ্নেষ্টা-ইনি। *।

অনুপদ্যেষ্টা। পা ৫। ২। ১০। অযেষ্টা অর্থে অনুপদ
শব্দের উত্তর ইনি হয়। অদেষ্টা। যে অধেষণ করে।

অনুপদিষ্ট (ত্রি) ন উপদিষ্টম্। নঞ-তৎ। যে বিষয়ের
উপদেশ করা হয় নাই।

অনুপদীনা (ক্ৰী) অনু আয়ামে সাদৃশ্বে বা অনুপদং
বদ্ধা-থ। *। অনুপদসর্কান্নায়ানয়ং বদ্ধাভক্ষয়তিনেয়েষু।
পা ৫। ২। ৯। অনুপদ, সর্কান্ন এবং অয়ানয় এই সকল
শব্দের উত্তর, দ্বিতীয়া সমর্থ যথাক্রমে বদ্ধা, ভক্ষণকরা
ও নেয় অর্থে থ প্রত্যয় হয়।

ঠিক পায়ের প্রমাণানুরূপ পাছকা। যত বড় পা,

ঠিক তত বড় পাছকা। মোজা। অনুপদীনা—উপানয়।

(সিং কো০)।

অনুপধি (ত্রি) নাস্তি উপধিশ্চলং যত্র। যাহাতে চল নাই।
কপটশৃঙ্গ। নঞ-তৎ। সরলভাব। কপটোহস্ত্রীব্যাজ-
দন্তোপধয়শ্চয়কৈতবে। (অমর)।

অনুপনীত (পুং) ন উপনীতঃ। নঞ-তৎ। যাহার উপ-
নয়ন হয় নাই। যাহার যজ্ঞোপবীত দেওয়া হয় নাই।
(ত্রি) যাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে। আনীত নহে।

অনুপত্নাস (পুং) ন উপত্নাসঃ। নঞ-তৎ। উপত্নাস
নহে। গল্প নহে। কথনাভাব। (ত্রি) নাস্তি উপত্নাসঃ
আরম্ভো যত্র। বাক্যের আরম্ভশৃঙ্গ।

অনুপপত্তি (ক্ৰী) উপ-পদ-ক্ৰিন্ ন উপপত্তিঃ। নঞ-তৎ।
অসম্পত্তি। অনুপপত্তি। অসিদ্ধি। অযুক্তি।

অনুপপন্ন (ত্রি) ন উপপন্নম্। অযুক্ত। অসিদ্ধ।

অনুপবোধ (ত্রি) নাস্তি উপবোধ প্রতিবন্ধো যত্র। বাধা-
শৃঙ্গ। যেখানে প্রতিবন্ধ নাই।

অনুপম (ত্রি) নাস্তি উপমা যত্র। অত্যাংকুষ্ঠ। যাহার
উপমা নাই।

অনুপমেয় (ত্রি) কেনাপি ন উপমীয়তে হসৌ উপ-মা-
কর্মণি যৎ। নঞ-তৎ। অস্তের সঙ্গে যাহার তুলনা হয় না।

অনুপযুক্ত (ত্রি) ন উপযুক্তম্ উচিতং ভুক্তং বা। অযোগ্য।
অননুপূর্ণ। অনুচিত। অভুক্ত।

অনুপযোগ (পুং) ন উপযোগঃ আনুকূল্যং ভোজনং বা।
আনুকূল্যের অভাব। ভোজনের অভাব। নাস্তি উপ-
যোগো যন্ত। বহরী। ভোজনশৃঙ্গ। আনুকূল্যশৃঙ্গ।

অনুপরত (ত্রি) উপ-রম্-ক্ত ন উপরতঃ নিবৃত্তঃ। নঞ-
তৎ। অনিবৃত্ত।

অনুপরতি (ক্ৰী) উপ-রম্-ক্ৰিন্ ন উপরতিঃ বিষয়রাগঃ
অভাবার্থে নঞ-তৎ। বিষয় রাগের অভাব।

অনুপলক্ষিত (ত্রি) ন উপলক্ষিতম্ সবিশেষমবগতম্।
বিশেষরূপে না জানা। অবিবেচিত।

অনুপলক্ষি (ক্ৰী) ন উপলক্ষিঃ অভাবে নঞ-তৎ। লাভের
অভাব। প্রত্যক্ষের অভাব। অপ্রাপ্তি।

অনুপবীত (পুং) ন উপবীতঃ। যাহার উপনয়ন সংস্কার
হয় নাই। যাহার যজ্ঞোপবীত হয় নাই।

অনুপশম (পুং) ন উপশমঃ শাস্তিঃ অভাবার্থে নঞ-তৎ।
শাস্তির অভাব।

অনুপসংহারিন্ (ত্রি) উপসংহারকর্তা নহে। স্তায়মতে,
ছষ্ট হেতু বিশেষ।

অনুপসেচন (ত্রি) নাস্তি উপসেচনং ব্যঞ্জনং যত্র। মধ্যাদি
ব্যঞ্জনশৃঙ্গ অমর।

অনুপস্থিত (ত্রি) উপ-কৃ-প্রতিষদ্বাদ্যর্থবু-কৃত্ব স্ট। উপ-
কৃত্তম্ ন উপস্থিতম্। নঞ-তৎ। বিরূত নহে। পাকাদি
সংস্কার করা নহে।

।*। উপাৎপ্রতিষদ্ব বৈকৃতবাধ্যাহারেযু। পা
৬।১।১৩৯। প্রতিষদ্ব, বৈকৃত, এবং বাচ্যের অধ্যা-
হার এই সকল অর্থে উপ পূর্বক কৃধাতুর পূর্বে স্ট
আগম হয়।

অনুপস্থান (ক্লী) ন উপস্থানম্ অভাবার্থে নঞ-তৎ।
উপস্থানের অভাব। নঞ-বহুব্রী। উপস্থানশূন্য। উপা-
সনা রহিত। উপস্থিতিশূন্য।

অনুপস্থাপ্য (ত্রি) উপ-স্থ-পিচ্ যৎ ন উপস্থাপ্যম্। অপ্র-
রণীয়। যাহা রাখাইবার যোগ্য নহে।

অনুপস্থিতি (ক্লী) উপ-স্থ-ক্তি ন উপস্থিতিঃ। নঞ-তৎ।
উপস্থিতির অভাব। না থাকা। স্থিতির অভাব।

অনুপহত (ত্রি) ন উপহতম্। আঘাতশূন্য। (ক্লী) নূতন
বস্ত্র, যাহা কেহ পরিধান করে নাই।

অনুপাকৃত (ত্রি) উপ-আ-কৃত-ক্ ন উপাকৃতম্। সংস্কার
পূর্বক বেদগ্রহণ রহিত। সংস্কার পূর্বক পণ্ডহনন রহিত।

অনুপাত (পুং) রাশিষ্মমধ্যে অবয়বসম্বন্ধানুগতঃ পাতঃ।
পাটীগণিত ও বীজগণিতোক্ত অঙ্ক বিশেষ (Ratio)।
একটা রাশির সঙ্গে আর একটা রাশির গুণনীয় অবয়ব
বিষয়ে যে সম্বন্ধ থাকে, তাহার নাম অনুপাত। প্রথম
রাশিটী দ্বিতীয় রাশির কত গুণ, বা কত ভাগের কত
ভাগ অনুপাত দ্বারা তাহাই জানা যায়।

যেমন ১২ রাশিকে ৩ অঙ্কের সঙ্গে তুলনা করিতে
গেলে দেখা যায় যে, ১২ রাশির ভিতর চারিগুণ ৩
আছে। অতএব ১২ এবং ৩ এই দুই অঙ্কের অনুপাত
জানিতে হইলে ১২ কে ৩ দিয়া ভাগ করিতে হয়।
১২÷৩=৪।

অনুপাতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন, বিসর্গের (:) নত
দুইটা বিন্দু। সেই বিন্দু দুইটা রাশির মধ্যে রাখিতে
হয়। যেমন, ১২ : ৪। এখানে প্রথম রাশিটার নাম
আদিম রাশি (antecedent)। দ্বিতীয় রাশির নাম
অস্তিম-রাশি (consequent)। যে হেতু, ৩ : ৫ = ৩÷৫,
তাহা হইলে ৩ : ৫ = $\frac{৩}{৫}$ । অর্থাৎ কোন অনুপাতকে
সামান্য ভগ্নাংশের আকারে রাখা যাইতে পারে।
কাজেই কোন অনুপাতের উভয় রাশি একটা বিশেষ
অঙ্কদ্বারা গুণ কিম্বা ভাগ করিলে পূর্ব অনুপাতের
কিছুই কমবেশী হয় না।

ক : খ = $\frac{ক}{খ} = \frac{কল}{খল}$ (ভগ্নাংশ দেখ)। অতএব
ক : খ = কল : খল।

অনুপাতের উভয় রাশি সমান হইলে তাহাকে
সামান্যপাত (Ratio of equality) কহে। সামান্য-
পাতে উভয় রাশির মান ১ হয়। উভয় রাশি অসমান
হইলে তাহাকে বৈষম্যানুপাত (Ratio of inequality)
কহে। এমন স্থলের মান ১ কের চেয়ে কম অথবা
বেশী হইতে পারে। প্রথম রাশি পরের রাশির চেয়ে
গুরু হইলে তাহাকে গুরু বৈষম্যানুপাত বলা যায়
(Ratio of greater inequality)। এক্ষণ স্থলের মান
১ কের বেশী হইয়া থাকে। যেমন, ৫ : ৩ = $\frac{৫}{৩} = ১\frac{২}{৩}$ ।
প্রথম রাশি, পরের রাশির চেয়ে কম হইলে তাহার
নাম লঘু বৈষম্যানুপাত। ইহার মান ১ কের চেয়ে
অল্প। যেমন ৩ : ৫ = $\frac{৩}{৫}$ ।

দুই অনুপাতের মধ্যে কোনটা গুরু এবং কোনটা
লঘু ইহা জানিতে হইলে তাহাদিগকে সামান্য ভগ্নাংশে
পরিণত করিবে। ৫ : ৬ এবং ৭ : ৯ ইহাদের মধ্যে
কোনটা গুরু?

$\frac{৫}{৬}$ $\frac{৭}{৯}$; $\frac{৫}{৬}$ $\frac{৭}{৯}$; অতএব ৫ : ৬ এই অনুপাত, ৭ : ৯
অনুপাতের চেয়ে গুরু হইল।

সামান্যপাতের উভয় রাশিতে কোন অঙ্ক যোগ
করিলে কিম্বা উভয় রাশি হইতে কোন অঙ্ক বাকি
কাটিয়া লইলে অনুপাতের মানের কিছুই পরিবর্তন
হয় না। যেমন, ৫ : ৫ = ৯ : ৯; ৫+২ : ৫+২ =
৭+২ : ৭+২।

বৈষম্যানুপাতের উভয় রাশিতে কোন রাশি যোগ
করিলে গুরু বৈষম্যানুপাতের মানের হ্রাস হয় এবং
লঘু বৈষম্যানুপাতের মানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন,
৭ : ৪ একটা বৈষম্যানুপাত। এখানে উভয় রাশিতে
১ যোগ করিলে ৮ : ৫ হয়। অতএব পূর্ব অনুপাতের
সঙ্গে তুলনা কর, $\frac{৭}{৪}$ $\frac{৮}{৫}$; $\frac{৭}{৪}$ $\frac{৮}{৫}$, এখানে মান কমিয়া
গিয়াছে। আবার উভয় রাশি হইতে ১ বিয়োগ কর।
তাহা হইলে, ৬ : ৩ এই রূপ হয়। পুনরায় তুলনা
করিয়া দেখ। $\frac{৬}{৩}$ $\frac{৮}{৫}$; অর্থাৎ মান বৃদ্ধি হইয়াছে।

দুইটা অনুপাত সমান হইলে তাহাকে সমানুপাত
(proportion) বলা যায়। যেমন, যদি $\frac{ক}{খ} = \frac{গ}{ঘ}$;

তাহা হইলে $k : x :: g : b$ । সমানুপাতের মধ্যে চারিটা বিদ্যু দিয়া সাম্য দেখান হয়। এই রূপ চারিটা রাশিতে সমানুপাত হইলে উভয়পাশের রাশি দুইটির গুণ ফল, মধ্যস্থলের রাশি দুইটির গুণ ফলের সঙ্গে সমান হয়। $k : x :: g : b$; যে হেতু $\frac{k}{x} = \frac{g}{b}$; অতএব উভয় রাশিকে x ব দ্বারা গুণ করিলে $kx = g x$ ।

যদি দুইটা রাশির গুণফল আর দুইটা রাশির গুণফলের সঙ্গে সমান হয়, তাহা হইলে ঐ চারিটা রাশির মধ্যে সমানুপাত আছে। তন্মধ্যে একটি গুণফলের গুণনীয় ও গুণক সমানুপাতের দুই পাশের দুইটা রাশি হইবে এবং আর একটি গুণফলের গুণনীয় গুণক মধ্যস্থলের দুইটা রাশি হইবে। যেমন, $k x = g x$ তাহা হইলে x ব দ্বারা উভয় রাশিকে ভাগ করিলে, $\frac{k}{x} = \frac{g}{x}$ হয়, অর্থাৎ, $k : x :: g : x$ ।

যদি, $k : x :: g : b$, এবং $g : b :: c : d$, তাহা হইলে, $k : x :: c : d$, হইবে। (জ্যামিতি ৫ ম অধ্যায় ১১ প্র)। কারণ, $\frac{k}{x} = \frac{g}{b}$, এবং $\frac{g}{b} = \frac{c}{d}$; তজ্জন্ত, $\frac{k}{x} = \frac{c}{d}$; অথবা, $k : x :: c : d$ ।

সমানুপাতের রাশি চারিটা উল্টাইয়া ফেলিলেও সমানুপাত হয়। (জ্যামিতি ৫ ম অধ্যায় ৭ প্র)।

যদি, $k : x :: g : b$ হয়, তাহা হইলে $x : k :: b : g$ হইবে। কারণ, $\frac{k}{x} = \frac{g}{b}$; তাহা হইলে, $1 + \frac{k}{x} = 1 + \frac{g}{b}$; অর্থাৎ, $\frac{x+k}{x} = \frac{b+g}{b}$; তবেই, $x : k :: b : g$ হইল।

সমানুপাতের চারিটা রাশিকে যথাক্রমে পরিবর্তন করিয়া লইলেও সমানুপাত হয়। (জ্যামিতি ৫ অধ্যায় ১৬ প্রতিক্র)।

যদি, $k : x :: g : b$ হয়, তাহা হইলে, $k : g :: x : b$ হইবে। কারণ, $\frac{k}{x} = \frac{g}{b}$ । এখন উভয় রাশিকে $\frac{b}{g}$ দ্বারা গুণ করিলে, $\frac{k}{g} = \frac{x}{b}$ হয়। অতএব $k : g :: x : b$ হইল।

সমানুপাতের চারিটা রাশির মধ্যে, প্রথম ও দ্বিতীয় রাশি যোগ করিলে, সেই সমষ্টির মান সম্বন্ধ দ্বিতীয় রাশির সঙ্গে ঠিক সেই রূপ থাকিবে, যেমন তৃতীয় ও

চতুর্থ রাশির সমষ্টির মান সম্বন্ধ চতুর্থ রাশির সঙ্গে থাকিবে। (জ্যামিতি ৫ অধ্যায় ১৮ প্রতিক্র)।

যদি, $k : x :: g : b$ হয়, তাহা হইলে $k + x : x :: g + b : b$ । কারণ, $\frac{k}{x} = \frac{g}{b}$; অতএব, $\frac{k}{x} + 1 = \frac{g}{b} + 1$; অথবা, $\frac{k+x}{x} = \frac{g+b}{b}$; অর্থাৎ, $k+x : x :: g+b : b$ ।

ঐ রূপ বিয়োগে উভয় রাশির সমানুপাত থাকে। (জ্যামিতি ৫ অধ্যায় ১৭ প্রতিক্র)।

সমানুপাতের চারিটা রাশির মধ্যে, প্রথম ও দ্বিতীয় রাশির সমষ্টির সম্বন্ধ, প্রথম ও দ্বিতীয় রাশির বিয়োগের সঙ্গে ঠিক সেই রূপ হইবে, যেমন তৃতীয় ও চতুর্থ রাশির সমষ্টির সম্বন্ধ তাহাদের বিয়োগের সঙ্গে থাকিবে।

যদি, $k : x :: g : b$ হয়, তাহা হইলে $k + x : k - x :: g + b : g - b$ । কারণ, পূর্বে দেখান হইয়াছে যে, $\frac{k+x}{x} = \frac{g+b}{b}$; এবং $\frac{k-x}{x} = \frac{g-b}{b}$; অতএব, $\frac{k+x}{k-x} = \frac{g+b}{g-b}$; অর্থাৎ $\frac{k+x}{k-x} = \frac{g+b}{g-b}$; তাহা হইলে, $k+x : k-x :: g+b : g-b$ ।

এই সূত্রানুসারে অনেক জটিল ও দীর্ঘ সমীকরণ অঙ্ককে সরল ও লঘু করা যায়। যথা—

$$\frac{g+k+(2gk+k^2)}{g+k-(2gk+k^2)} = \frac{x^2}{x^2-1}; \text{ ক বাহির কর।}$$

$$\frac{g+k}{g+k-(2gk+k^2)} = \frac{x^2+1}{x^2-1}, \text{ সমীকরণটি একেবারে এ}$$

$$\text{রূপ লঘু হইয়া গেল।}$$

সমানুপাত দ্বারা ত্রৈরাশিক ও বহুরাশিক অঙ্ক কসিতে পারা যায়।

যদি প্রত্যহ ৬ ঘণ্টা কাজ করিয়া ৯ জন লোকে ১০ দিনে ৩০ বিঘা ভূমির চাষ করিতে পারে, তবে ৪০ বিঘার চাষ করিতে কত লোক লাগিবে?

এখানে উভয় পক্ষেই সময়ের তারতম্য হইতেছে না, অতএব সময় পরিত্যাগ করিলে এই রূপ সমানুপাত দাঁড়াইতেছে।

$$৩০ \text{ বিঘা} : ৪০ \text{ বিঘা} :: ৯ : \frac{৪০ \times ৯}{৩০} = ১২ \text{ জন।}$$

১০ টা কামান, ৫ মিনিটের মধ্যে পর্যায় ক্রমে ৩ বার গোলা মারিয়া যদি ২৭০ জন সৈন্ত দেড় ঘণ্টার মধ্যে বধ করিতে পারে, তবে ৬ মিনিটে পর্যায় ক্রমে ৫ বার গোলা মারিতে পারিলে কত কামানে এক ঘণ্টায় ৫০০ সৈন্ত নষ্ট হইবে?

মনে কর, অ = কামানের সংখ্যা ;

এখানে রাশির এই রূপ পরিবর্তন হইতেছে,—

বধ্য সৈন্ত অধিক হইলে কামানও অধিক চাই—(বাকির পরিবর্তন হইবে না), অল্প সময়ের মধ্যে বধ করিতে হইলে কামান অধিক চাই—(বাকির পরিবর্তন হইবে না), এক মিনিটের মধ্যে গোলা মারা বারে কম হইয়া আসিলে কামান অধিক চাই—(বাকির পরিবর্তন হইবে না) ;

এখন সমস্ত রাশির পরিবর্তন হইলে,

$$\frac{\text{কামানের সংখ্যা} \propto \text{সৈন্ত সংখ্যা} \times \frac{1}{\text{সময়}}}{1}$$

১ মিনিটে আওয়াজের সংখ্যা

$$\text{অতএব, } 270 \times \frac{1}{\frac{1}{2}} \times \frac{1}{\frac{1}{4}} : 500 \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{\frac{1}{6}} ::$$

$$100 : \text{অ} = 200$$

স্থানবিশেষসম্বন্ধে সদৃশঃ পাতঃ পতনম্। নাড়ী-মণ্ডল বা বিষুব রেখা (Equator) হইতে পৃথিবীর কোন এক স্থানের দূরত্ব। ঐ স্থান নিরক্ষরেখার উত্তরে হইলে উত্তর নিরক্ষান্তর, আর দক্ষিণে হইলে তাহাকে দক্ষিণ নিরক্ষান্তর কহে।

পশ্চাৎ পতন। অহুগতঃ পাতঃ। রাক্ষসগ্রহবিশেষ। (অব্য)। অহু-পত-গিচ-গমূল্। পশ্চাৎপাত করিয়া। *। দ্বিতীয়ায়াক্ষ। পা ৩। ৪। ৫৩। ত্বরা বুঝাইলে দ্বিতীয়ান্ত উপপদের পর ধাতুর উত্তর গমূল্ হয়। *। অমৈবাব্যয়েন। পা ২। *। ২০। অব্যয়ের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয়, তাহা অমের সঙ্গেই হইবে, অস্তের সঙ্গে হইবে না। ‘লতাহুপাতং কুহুমাত্যগ্ৰহাৎ। (ভট্ট ২। ১১)। রাম লতা টানিয়া পুষ্পগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনুপাতক (ক্লী) পাতয়তি নরকং প্রেরয়তি পত-গিচ-বুল্। পাতকম্ অহু ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক সদৃশঃ পাতকম্। প্রাদি.সং। মহাপাতকং সদৃশঃ পাপবিশেষ। অহুপাতক ৩৫ পর্য্যন্ত প্রকার।

১।—নীচজাতি হইয়া আপনাকে উচ্চজাতি বলিয়া পরিচয় দেওয়া (১)। যে দোষ প্রকাশ করিলে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, রাজার নিকট তেমন দোষ বলা (২)। গুরু জনের মিথ্যা দোষ রটনা করা (৩)। এ তিনটি ব্রহ্মহত্যার সমান।

২।—বেদভাষ্য কিম্বা বেদ পড়িয়া তাহা ভুলিয়া যাওয়া (১)। বেদের নিন্দা করা (২)। কুটিল কথা বলিয়া ফেরে ঘোরের সাক্ষী দেওয়া (৩)। (ইহা দুই প্রকার। এক, কোন বিষয় জানিয়া তাহা গোপন রাখা। আর এক প্রকার, সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা বলা)। বন্ধুর প্রাণ নষ্ট করা (৪)। বিষ্ঠাপিজাত দ্রব্য ভোজন করা (৫)। অথাদ্য দ্রব্য ভোজন করা (৬)। এই ছয় প্রকার অনুপাতক সুরাপানের সমান।

৩।—গচ্ছিত ধন ফাকি দিয়া লওয়া (১)। মানুষ চুরি করা (২)। ঘোড়া চুরি করা (৩)। রূপা চুরি করা (৪)। ভূমি চুরি করা (৫)। হীরা চুরি করা (৬)। মণি চুরি করা (৭)। এই সাত প্রকার অনুপাতক সুর্য্য হরণ করার সমান।

৪।—সহোদরা ভগিনীগমন (১)। কুমারীগমন (২)। নীচ জাতির স্ত্রীগমন (৩)। বন্ধুর স্ত্রীগমন (৪)। গুরুস-জাত পুত্রভিন্ন অল্প পুত্রের স্ত্রীগমন (৫)। পুত্রের অস-বর্ণা স্ত্রীগমন (৬)।

৫।—মাসী গমন (১)। পিসী গমন (২)। স্বাণ্ডী গমন (৩)। মাসী গমন (৪)। পুরোহিতের স্ত্রীগমন (৫)। ভগিনী গমন (৬)। আচার্য্যের স্ত্রীগমন (৭)। শরণা-গতা স্ত্রীগমন (৮)। রাণী গমন (৯)। যিনি গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছেন এমন স্ত্রীগমন (১০)। শ্রোত্রীয় স্ত্রী-গমন (১১)। সাক্ষী স্ত্রীগমন (১২)। উচ্চবর্ণের স্ত্রীর কাছে নীচ বর্ণের পুরুষের গমন (১৩)। এই তের ও পূর্বের ছয়, এই উনিশ প্রকার অনুপাতক গুরুগত্বী হরণের তুল্য। (মহাসংহিতার ১১ অধ্যায়ে ৫৬ শ্লোকা-দিতে অনুপাতকের বিবরণ দেখ)। [অনুপাতকের প্রায়শ্চিত্ত মহাপাতক শব্দে দেখ]।

অনুপাতকিন্ (ত্রি) অনুপাতকমন্ত্যন্ত ইনি। অনুপাতক-গ্রন্ত। যে অনুপাতক করিয়াছে।

অনুপাতিন্ (ত্রি) অনুপাততি অনুগচ্ছতি অনুপত-ণিনি। অনুগামী। পশ্চাৎগামী। অনুপাতয়তি বৃক্ষাৎ ফলা-দিকম্। অনুগত-গিচ-ণিনি যে বৃক্ষ হইতে ফলাদি পড়ে।

অনুপান (ক্রী) অহু ভেষজেন সহ পশ্চাদ্বা পীয়তে পা-
কশ্চণি লুট্। ঔষধের সঙ্গে মিশাইয়া যাহা পান করা
যায়। যেমন, ‘অনুপান’ আদ্যর সব ও মধু। ঔষধ
সেবনের পর যাহা পান করা যায়। পীয়তে যতঃ পানম্।
পানং পীঠৌ চ রক্ষণে। (বিষ্ণু)। পানস্ত জলস্ত সগীপে
অব্যয়ী। জলের নিকটে।

বৈদ্যের ঔষধ সেবন করিতে হইলে অনুপানের প্রতি
বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক। অনুপান ভেদে এক এক
ঔষধের নানা প্রকার গুণ হইয়া থাকে। ‘অনুপান-
বিশেষণে করেতি বিবিধান্ গুণান্।’ (বৈদ্যক)।
অনুপারিত্ত (ত্রি) ন উপারিত্তম্। পরারিত্ত নহে। যে ফিরিয়া
আসে নাই। নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী।

অনুপুংপ (পুং) অনুগতঃ পুংপঃ তদ্বিক। শম্। অতিঃ তৎ।
শরবৃক্ষ। থাকড়াগাছ।

অনুপূর্ক (ত্রি) অনুগতং পূর্কং পরিপাঠীঃ। অতি সঃ।
ঠিক ক্রমামুসার। ঠিক ক্রমামুসারী। পর পর। গোড়া
হইতে ঠিক পরে পরে শেষ পর্য্যন্ত। অনুপূর্ক-শম্।
অনুপূর্কশঃ—ঠিক ক্রমামুসারে। (ক্রী) অনুপূর্কী।

অনুপৃষ্ঠা (ত্রি) অহু পশ্চাৎ পৃষ্ঠং বধ্যতে যৎ। পৃষ্ঠের
উপর বাঁধা পাশাদি।

অনুপেত (ত্রি) ন উপেতম্। উপনয়নের নিমিত্ত গুরু
নিকটে গত নহে। উপনয়নের নিমিত্ত যে গুরুর নিকটে
যায় নাই।

অনুপ্ত (ত্রি) ন উপ্তম্ বপ-ক্ত। যাহা বোনা হয় নাই।

অনুপ্রদান (ক্রী) অহু প্রদীয়তে অহু-প্র-দা-করণে লুট্।
বর্ণোৎপাদনের নিমিত্ত বাহ্যপ্রবৃত্ত বিশেষ। ‘এতে ঋশা-
মুপ্রদানা অঘোষাশ্চ বিবৃণুতে।’ (ভট্টোজি)।

অনুপ্রবচন (ক্রী) অহুরূপং প্রবচনম্ উচ্চারণম্। গুরু যে
রূপ উচ্চারণ করিয়া শিক্ষা দেন, ঠিক সেই রূপ উচ্চারণ
করা। (ত্রি) গুরুর উপদেশামুরূপ অধ্যয়নযুক্ত।
। * । অহুপ্রবচনাদিভ্যশ্চ। পা ৫।১।১১১। ইহা
তাহার প্রয়োজন এই অর্থে অহুপ্রবচনাদি শব্দের উত্তর
ছ প্রত্যয় বিহিত হয়। অহুপ্রবচনং প্রয়োজনমন্ত, অহু-
প্রবচনীয়ম্। অহুপ্রবচন, উত্থাপন, প্রবেশন, অহুপ্রবে-
শন, উপস্থাপন, সম্বেশন, অহুবেশন, অহুবচন, অহু-
বাদন, অহুবাসন, আরম্ভণ, আরোহণ, প্রোহণ, অঘা-
রোহণ। এই শব্দগুলি অহুপ্রবচনাদি।

অনুপ্রবেশ (পুং) অহুরূপঃ প্রবেশঃ। সূর্য্যের বধ্যরূপ
কিরণের চক্রমণ্ডলে প্রবেশ। অহুরূপ প্রবেশ। প্রতি-

বিষপতন। (Reflection)। প্রতিকলিত হওয়া।

‘অহুপ্রবেশাদিব বালচক্রমাঃ’। (রঘুবংশ ৩। ২২)।

অনুপ্রাস (পুং) প্রান্ততে প্রকৃষ্টমাক্ষিপ্যতে প্রাসঃ। অহু
সদৃশঃ প্রাসঃ বর্ণবিস্তারঃ। প্রাদি সঃ। এক বাক্যের
ভিতর কাছাকাছি সমান বর্ণের বিস্তার থাকিলে অহু-
প্রাসালঙ্কার হয় (Alliteration)। মণ্ডটভট্ট, অহুপ্রাসের
এই লক্ষণ করিয়াছেন,—

বর্ণসাম্যমহুপ্রাসঃ। (কাব্যপ্রকাশ)।

স্বরবৈসাদৃশ্যেইপি বঞ্জন সদৃশত্বং বর্ণসাম্যম্।

রসস্বাহুগতঃ প্রকৃষ্টো হ্যাসোহহুপ্রাসঃ। (কাব্য প্রঃ)

বর্ণের সমতাকে অহুপ্রাস কহে। স্বরের সমতা না
থাকিলেও যদি কেবল ব্যঞ্জন বর্ণেরই সমতা থাকে, তাহা
হইলেই সমান বর্ণ বলা যায়। বাক্যের রসাদি জনক
বর্ণবিস্তারের নাম অহুপ্রাস।

অহুপ্রাস কাব্যের একটা অলঙ্কার। এই অলঙ্কার
ভাব লইয়া নহে, ইহা বর্ণ ও শব্দ লইয়া। কাজেই অহু-
প্রাস, রচনার উপরের শোভা, ইহাতে ভিতরের ততটা
গুণ নাই। যে সময়ে মাহুষের সহৃদয়তা অক্ষুর পাকে,
তখন কবির অহুপ্রাস খুঁজিয়া বেড়ান না, অহুপ্রাস
তাঁহাদিগকে ভাল ও লাগে না। তাঁহারা হৃদয়ের চিত্র
আঁকিয়া লোককে সুখী করেন। সে জন্ত বাঙ্গালার
আদি কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং মুকুন্দরামের কবি-
তার ভিতর অহুপ্রাসের ছড়াছড়ি নাই। কালিদাসের
শকুন্তলা সরল কথায় লেখা। শকুন্তলা তপস্বিকথা,
বনের ভিতর থাকেন। তিনি পটুবস্ত্রের উপর মণিমুক্তা
দিয়া, ‘ঝল্ মল্ করিতে করিতে ছুয়াস্তের সঙ্গে দেখা
করেন নাই।

সমাজ নিস্তেজ হইলে মাহুষের সহৃদয়তা কমিয়া
আসে, তখন কবিদের দৃষ্টি শব্দের দিকেই পড়ে। ঈশ্বর
গুপ্ত গদ্য লিখিতে বসিয়াও, ‘হুলিছে,’ ‘ফুলিছে,’
‘জলিছে,’ এই রূপ এক ছত্রের ভিতর দুই লক্ষ অহুপ্রাস
ব্যবহার করিতেন। বাণভট্টের সময় লোকের তাদৃশ
সহৃদয়তা ছিল না, তজ্জন্ত তিনি কাদম্বরীর আগাগোড়ায়
কেবল অহুপ্রাস ছড়াইয়াছেন, সে কারণ কাদম্বরী
পড়িতে অতিশয় বিরক্তি জন্মে। টোলের অধ্যাপকেরাও
অহুপ্রাস বা যমক বড় ভাল বাসেন। ‘নয়নে নয়নে,’
‘পলাশ পলাশ’ এই রূপ ছটা ঘোড়াগাধা কথা শুনিতে
পাইলে তাঁহাদের চকু ফুটিয়া জল পড়ে।

সকল কাজেরই বাড়াবাড়ি দোষ। পরিমিত কাক

করিতে পারিলে শুণ হইয়া দাঁড়ায়। অমুপ্রাস কি এবং তাহাতে রচনা কতটুকু মিষ্ট হয়, এখন তাহাই দেখা চাই।

ততোহরুণপরিভ্রম্যমন্দীকৃতবপুঃ শশী।

দ্ব্যে কামপরিষ্কামকামিনীগুণ পাণ্ডুতাম্।

(পরে চক্ষু, সূর্য্যকিরণে প্রভাহীন হইয়া, কাম-চিন্তায় ক্ষীণ কামিনীদিগের গণ্ডের মত পাণ্ডুবর্ণ হইলেন)।

উপরের শ্লোকে ‘স্তন’ এবং ‘মন্দ’ এই দুই শব্দে নকার ও দকার ব্যঞ্জনবর্ণের দুইবার আবৃত্তি হইতেছে। এবং কাম ও ক্ষাম, এবং গুণ ও পাণ্ডু এসকল শব্দে ম ও ন এবং ড বর্ণ দুইবার করিয়া বসিয়াছে, তজ্জন্ত ইহাকে অমুপ্রাস বলা যায়।

তবে কি মরিত রণে শূলী শম্ভুসম

ভাই কুম্ভকর্ণ মম ?—

এখানে ‘শূলী’, ‘শম্ভু’, এবং ‘মম’ এই তিনটী শ, শ, স বাঙ্গালায় এক প্রকার উচ্চারিত হয়, সুতরাং এ তিনটী এক রকম বর্ণ এবং এখানে কাছাকাছিও বসিয়াছে, তজ্জন্ত ইহাকে অমুপ্রাস বলা যায়। আবার ‘শম্ভু’ ও ‘কুম্ভ’ এই দুই শব্দের ‘স্ত’ এক প্রকার যুক্তবর্ণ। ‘শম্ভু’ ‘ভাই’ ও ‘কুম্ভ’ এ তিনটী শব্দে ‘ভ’ এক প্রকার বর্ণ। পুনশ্চ, ‘মম’ ও ‘মম’ এই দুই শব্দে মকার দুই বার বসিয়াছে। এই রূপে দুই তিনটী এক প্রকার বর্ণ কাছে কাছে বসিলে তাহাকে অমুপ্রাস কহে।

ব্যঞ্জনবর্ণের অমুপ্রাসই মিষ্ট, স্বরবর্ণের অমুপ্রাস ততটা মিষ্ট লাগে না।

অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভূজা।

অভয়া অপরাজিতা অচ্যুত-অমুজা।

এখানে অকার বর্ণের অমুপ্রাস হইয়াছে। অকার স্বরবর্ণ, তাই ব্যঞ্জন অমুপ্রাসের মত ইহা শুনিতে তেমন মিষ্ট হয় নাই।

এক প্রকার ব্যঞ্জনবর্ণে যদি অ, আ, ই, উ প্রভৃতি নানা রূপ স্বরবর্ণ যুক্ত থাকে, তাহাতে অমুপ্রাসের কোন ক্ষতি হয় না।

অয়মেতি মন্দং মন্দং কাবেরীবারিপাবনঃ পবনঃ।

এখানে বেরী ও বারি এই দুই শব্দে ভিন্ন ভিন্ন স্বরবর্ণ রহিয়াছে। অর্থাৎ, বেরীর ব একর সংযুক্ত এবং বারির ব অকার সংযুক্ত। এরূপ বিভিন্ন স্বর থাকার অমুপ্রাসের কোন ক্ষতি হয় নাই। পুনশ্চ, পাবন এবং পবন এই দুই শব্দেও একটীর পবর্ণ

আকার আর একটীর আকার নাই। তথাপি বেশ সুশ্রাব্য অমুপ্রাস হইয়াছে।

এই রূপ কবিতার স্থানে স্থানে সম্ভবমত দুই একটি অমুপ্রাস থাকিলে তাহাই শুনিতে মিষ্ট হয়; কিন্তু অধিক অমুপ্রাসের আড়ম্বর করিলে পদলালিত্য থাকে না, বরং তাদৃশ রচনা পড়িতে কষ্ট লাগে।

অমুপ্রাস দিয়া কবিতা সাজাইবার সময় কাবোর রস বুঝিয়া অন্নপ্রাণ ও দীর্ঘপ্রাণ বর্ণ দিয়া কবিতা রচনা করা চাই। আদি, করুণা ও শাস্তিরস অন্নপ্রাণ বর্ণ দিয়া রচনা করিবে। এবং বীভৎস, হাস্য, রোদ্ভ, বীর, ভয় ও অদ্ভুতরস দীর্ঘপ্রাণ বর্ণ দিয়া রচিবে। বর্ণের প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম বর্ণ এবং য র ল, এই গুলি অন্নপ্রাণ। বর্ণের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং শ ব স হ এই গুলি মহাপ্রাণ। আদি প্রভৃতি রসে ন এবং ম সংযুক্ত বর্ণ প্রশস্ত, কিন্তু টবর্ণের সংযুক্ত বর্ণ প্রশস্ত নহে। বীভৎস প্রভৃতি রসে অমুনাসিক ভিন্ন অল্প সংযুক্ত বর্ণ এবং টবর্ণের সংযুক্ত বর্ণই প্রশস্ত। কিন্তু রচনার সময় বাছিয়া বাছিয়া কেবল অন্নপ্রাণ বা দীর্ঘপ্রাণ বর্ণের প্রয়োগ প্রায় ঘটয়া উঠে না। সর্বত্রই দুই প্রকার বর্ণ মিশ্রিত থাকে। তবে, আদি করুণা ও শাস্তিরসে অন্নপ্রাণ বর্ণের সংখ্যা অধিক এবং বীর প্রভৃতি রসে দীর্ঘপ্রাণ বচল পরিমাণে থাকে।

গিরিবর! আর আমি পারি না হে

প্রবোধ দিতে উমারে।

উমা, কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান,

নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।

অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদিত শশী,

বলে ও মা ধরে দে উহারে।

আমি যদি বলি তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়,

ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।

এই কবিতাগুলিতে অন্নপ্রাণ বর্ণই অধিক, তজ্জন্ত মেনকার বাৎসল্য ভাবে যে করুণারস রহিয়াছে, তাহা উত্তম প্রকাশিত হইয়াছে।

ধো ধো ধো ধো নাগারা গড় গড় গড় গড়

চৌঘড়ী ঘোরঘর্ষে,

ভোঁ ভোঁ ভোরঙ্গ শঙ্কৈর্ঘন ঘন ঘন বাজে চ মন্দীরনাট্যে।

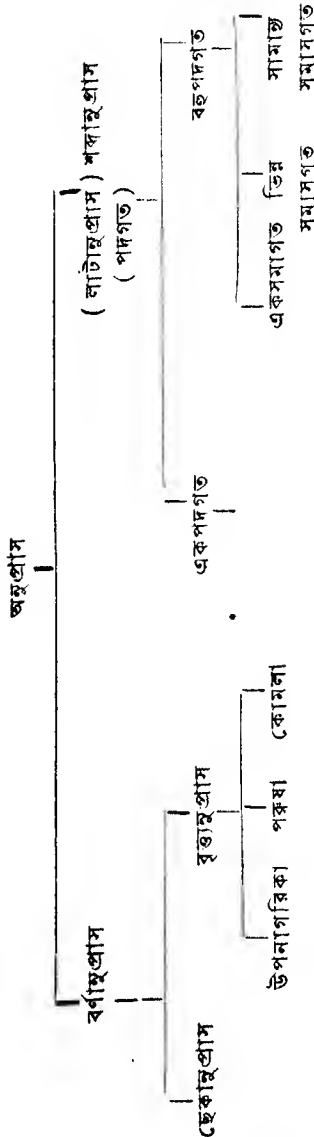
ভেরী তুরী দামামা দগড় দড়মশাশক নিস্তম্বে দেবৈ-

দৈত্যোহসৌ ঘোরদৈত্যোঃ প্রবিশতি মহিষঃ •

সার্কভোমো বভূব।

এই কবিতার ভিতর দীর্ঘপ্রাণ বর্ণের সংখ্যাই অধিক। ইহাতে অন্তপ্রাণ বর্ণ তত নাই, সে কারণ বীর-রস বেশ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

আলঙ্কারিকেরা অনুপ্রাসকে অনেকগুলি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। কোন্ কোন্ শ্রেণীর অনুপ্রাস কোন্ অনুপ্রাসের অন্তর্গত নিম্নে তাহার স্পষ্ট তালিকা দেওয়া যাইতেছে।



অনুপ্রাসকে প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা হই-
 * রাহে। যথা, বর্ণানুপ্রাস ও শব্দানুপ্রাস। বাক্যের
 ভিতর কাছাকাছি এক প্রকার বর্ণ থাকিলে তাহাকে

বর্ণানুপ্রাস কহে। এবং এক প্রকার শব্দ নিকটে নিকটে
 থাকিলে তাহার নাম শব্দানুপ্রাস বা লাটানুপ্রাস।

গিরিশ গৃহিণী গৌরী গোপবধুবেশ।

কবিতা কাঞ্চন কাস্তি প্রথম বয়েস।

এখানে পয়ারের প্রথম অঙ্কে গ এই বর্ণের অনুপ্রাস
 হইয়াছে। দ্বিতীয় চরণে ক এই বর্ণের অনুপ্রাস হইয়াছে।
 এটা বর্ণানুপ্রাসের উদাহরণ।

বকী বলে বকা বকা, বকা বলে বকী।

এই রূপে বকা বকী করে বকাবকি।

এটা শব্দানুপ্রাসের উদাহরণ। এখানে ভিন্নার্থবোধক
 'বকা' এবং 'বকী' এই দুই শব্দদ্বারা অনুপ্রাস হইয়াছে।

বর্ণানুপ্রাস আবার প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত।
 যথা,—ছেকানুপ্রাস ও বৃত্তানুপ্রাস। (ছেকবৃত্তিগতো
 দ্বিধা। কাব্য প্র০)।

সোহনেকন্ত সন্তঃ পূর্কঃ। (কাব্য প্র০)।

অনেকন্ত (অর্থঃ) ব্যঞ্জনন্ত, সন্তদেববারং সাদৃশ্যং
 ছেকানুপ্রাসঃ।

বাক্যের ভিতর ব্যঞ্জন বর্ণের একবার সাদৃশ্য
 থাকিলে তাহাকে ছেকানুপ্রাস কহে।

অঞ্জন গঞ্জন বারি অতি নিরমল।

এখানে ঞ এবং জ এই ব্যঞ্জন বর্ণের একবার সাদৃশ্য
 আছে বলিয়া ইহা ছেকানুপ্রাস।

একস্তাপ্যসক্লং পরঃ। (কাব্য প্র০)।

একস্ত, অপিশব্দানেকস্ত ব্যঞ্জনন্ত দ্বির্বহুত্বো বা
 সাদৃশ্যঃ বৃত্তানুপ্রাসঃ।

একটি অথবা অনেক ব্যঞ্জন বর্ণের, দুই বা ততো-
 দিক বার, সাদৃশ্য থাকিলে তাহাকে বৃত্তানুপ্রাস কহে।

বৃত্তানুপ্রাস তিন প্রকার। যথা,—উপনাগরিকা,
 পঙ্কবা এবং কোমলা।

মাধুর্যা ব্যঞ্জকৈবর্গৈরুপনাগরিকোচ্যতে।

ওজঃ প্রকাশটেকন্তৈস্ত পঙ্কবা।

কোমলা পটৈঃ। (কাব্য প্র০)।

অনুপ্রাসের বর্ণে মাধুর্য্য গুণ থাকিলে তাহার নাম
 উপনাগরিকা। ওজোশব্দ প্রকাশক বর্ণদ্বারা কবিতা
 রচনা করিলে তাহাকে পঙ্কবা কহে। এবং অপর অনু-
 প্রাসের নাম কোমলা।

অন্তপ্রাণ বর্ণে রচিত শ্লোক, কোমল ও মাধুর্য্যগুণ-
 বিশিষ্ট হয়। তাহার মধ্যে, ঐ বর্ণগুলি একটু দূরে দূরে
 থাকিলে উপনাগরিকা হয় এবং কাছাকাছি বসিলে

কোমলা হইয়া থাকে। পরুষা, দীর্ঘপ্রাণ বর্ণে রচিত।
বামনাদির মতে এই তিনটা অমুপ্রাসের নাম যথা-
ক্রমে বৈদর্ভী, গোড়ী ও পাকালী।

শাক্ত লাটামুপ্রাসো ভেদে তাৎপর্যমাত্রতঃ।

(কাব্য প্র০)।

শব্দগত অমুপ্রাসকে লাটামুপ্রাস কহে। শব্দ এবং
অর্থের অভেদ থাকিলেও কেবল তাৎপর্য ভেদে এই
অমুপ্রাস হয়। কেহ কেহ ইহাকে পদামুপ্রাস কহেন।

পদগত অমুপ্রাস দুই ভাগে বিভক্ত। যথা,—এক-
পদগত ও বহুপদগত।

পদানাং সং।—পদস্তাপি। (কাব্য প্র০)।

পদগত লাটামুপ্রাস একপদের সাম্যেও হয় এবং
বহুপদের সাম্যে হইয়া থাকে।

সুধার সুধার তাহে অবিরত করে।

(একপদগত)।

সৈ লো। শৈলধর বিচ্ছেদজালা সৈ লো কেমনে।

(বহুপদগত)।

বদনং বরবর্ণিতান্ত্রাঃ সত্যং সুধাকরঃ।

সুধাকরঃ ক হু পুনঃ কলঙ্কবিকলো ভবেৎ ?

সেই সুন্দরীর মুখখানি সুধাকরই বটে। তাই বা
কিসে? কলঙ্কে যে সুধাকর কুৎসিত হইয়া গিয়াছে
তাহা সে মুখের কোথায় লাগে?

এখানে দুইটা সুধাকর শব্দের সাম্য হইয়াছে।
তাহাদের অর্থের কোন প্রভেদ নাই, কেবল তাৎপর্য
মাত্র ভেদে লাটামুপ্রাস হইয়াছে।

যন্ত ন সবিন্দে দয়িতা, দবদহনস্তহিনদীধিতিস্তন্ত।

যন্ত চ সবিন্দে দয়িতা, দবদহনস্তহিনদীধিতিস্তন্ত।

(বহুপদগত)

বাহার কাছে দয়িতা (স্ত্রী) না থাকে, তাহার পক্ষে
চন্দ্রও অগ্নির ছায় বোধ হয়। আর বাহার কাছে
দয়িতা থাকে, তাহার পক্ষে অগ্নিও চন্দ্রের মত বোধ
হয়।

এখানে শ্লোকের উত্তর অর্কেই ‘দবদহন’ শব্দে
অগ্নি এবং ‘তুহিনদীধিতি’ শব্দে চন্দ্রে বুঝাইতেছে,
ইহাদের অর্থের কিছুই ভেদ নাই। কেবল পূর্নাক্ষরের
তুহিনদীধিতি শব্দে দবদহনের বিধান এবং পরাক্ষরে
দবদহন শব্দে তুহিনদীধিতির বিধান রহিয়াছে, তাই
এই তাৎপর্য মাত্র ভেদে লাটামুপ্রাস হইয়াছে।

সেই পদগত অমুপ্রাস সমাসেও হইয়া থাকে। তাহাই

আবার এক সমাসে ভিন্ন সমাসে কিম্বা সমাসে বা অস-
মাসে প্রাতিপদিকের সান্য থাকিলেই হয়।

সিতকরকরকচিত্রবিভা বিভাকরাকার ধরনিধর কীর্তিঃ।

পৌরুষকমলা কমলা সাপি তবৈবান্তি নাক্তন্ত।

হে বিভাকরাকার (হৃদ্যতুল্য)! হে ধরনিধর
(পৃথিবীপালক)! তোমারই কীর্তি চন্দ্রকিরণের ছায়
নির্মল, অস্ত্রের নহে। এবং সেই প্রসিদ্ধ কমলাও
(লক্ষ্মী) তোমার পৌরুষরূপ কমলে (পদ্মে) অধিষ্ঠান
করিয়াছেন, অস্ত্রের নহে।

তদেব পঞ্চদামতঃ। (কাব্য প্র০)

তজ্জন্ত পদামুপ্রাস পাঁচ প্রকার। অসমাসে এক এক
পদের এবং অনেক পদের সাম্য এই রূপ দুই প্রকার।
এবং সমাসে তিন প্রকার। এইগুলি মিলিয়া সর্বসমেত
পাঁচ প্রকার।

অনুপ্লব (পুং) অহু-প্লু-অপ্। অহু পশ্চাৎ প্রবতে আজ্ঞা-
পালনপরতয়া সখ্যতয়া বা শীঘ্রং গচ্ছতি। অহুচর। দাস।
সহায়। অহুপ্লবঃ সহায়শ্চাহুচরোহভিচরঃ। (অমর)।

অনুবন্ধ (পুং) অনুবধ্যতে অনেন অনু-বন্ধ ঘঞ্। যে প্রধা-
নের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায় বা প্রধানের সঙ্গে যায়, অর্থাৎ
বালক। অপ্রধান। ব্যাকরণের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির
নিমিত্ত কল্পিত বর্ণ, ঐ বর্ণ কার্যকালে ‘ইৎ’ হইয়া থাকে।
যেমন, ‘ওহাক্’ এখানে হা ধাতুর পূর্বে ও রহিয়াছে।
ঐ ওকার হা ধাতুর অনুবন্ধ, কার্যকালে উহা থাকে না,
কেবল হা ধাতুই গ্রহণ করিতে হয়। কোন বিশেষ
সঙ্কেত বুঝাইবার নিমিত্ত এই রূপ অনুবন্ধের আবশ্যক।
যেমন, ওদিতশ্চ। পা ৮। ২। ৪৫। পাণিনি হ্রস্ব করি-
য়াছেন যে, ধাতুর ওকার অনুবন্ধ থাকিলে নিষ্ঠার
তকার স্থানে নকার হইবে। ওহাক্, এই হা ধাতুর
ওকার অনুবন্ধ রহিয়াছে, তাই প্র-হা-ক্ত=প্রহীপ হইল।
পাণিনি আবার হ্রস্ব করিয়াছেন, ত্বিতোহৎ। ৩। ৩।
৮৯। ধাতুর টু অনুবন্ধ থাকিলে তাহার উত্তর অথুচ
প্রত্যয় হইবে। ধাতুপাঠে টুবেপ এইরূপ লিখিত আছে,
অতএব বেপ ধাতুর উত্তর অথুচ প্রত্যয় হইবে।
বাস্তবিক হ্রস্বে লিখিত আছে, ‘হৃদ্যোদীর্ঘশ্চ।’ হু এবং
ও ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় বিহিত হইলে উহাদের উকার
দীর্ঘ হইয়া যাইবে এবং নিষ্ঠার তকার স্থানে নকার
হইবে। যেমন, দুন গুন। এখানে হ্রস্বের ভিতর হু
ধাতুর উদ্দেশ্য দেখিয়া ভট্টোজ্জিহীকিত লিখিয়াছেন,—
‘টুহ উপতাপ ইত্যন্ত ন গৃহতে সাহুবন্ধবাৎ। বৃহত্তরা

হুতয়েতি মাষ: । উপতাপার্থ টুহ গ্রহণ করা হয় নাই, কারণ টুহ ধাতুতে টু অমুবন্ধ রহিয়াছে। বিশেষতঃ, মাষে হুত শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে (হুতয়া জী০ হুতা, ইহার ৩ মা। মাষ ৬। ৫৯)। অতএব এখানে হু ধাতুর পূর্বে টু অমুবন্ধ রহিয়াছে। ইহার ফল এই হইল যে, জ্বাদি গণীয় হু ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় বিধান করিলে এক প্রকার রূপ হইবে এবং টুহ এই স্বাদি গণীয় ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় বিধান করিলে অল্প প্রকার রূপ হইবে।

অমু-বন্ধ-ভাবে ঘঞ্। বন্ধন। অমুযুতি। আরম্ভ। উপক্রম। পূর্ব লক্ষণ। অবিচ্ছেদ। ভেদ। অমুরোধ। আরোপ। অমুবধ্যতে কর্মণি ঘঞ্। জ্ঞত। অনিত্য। পশ্চাত্তাবী শুভাশুভ। লেশ। অমুবধ্যতি কর্তরি অচ্। জনক। প্রকৃতি। বৈদ্যমতে বাতাদি দোষের অপ্রাধান্য। বেদান্ত মতে অধিকারিবিষয় সম্বন্ধের প্রয়োজন।

দোষোৎপাদেহমুবন্ধঃ স্তাৎ প্রকৃত্যাদিভিনশ্বরে।

মুখ্যাহুয্যারিনি শিশৌ প্রকৃতস্তাহুবর্তনে। (অমর)

অর্থাৎ—১ দোষোৎপত্তি। ২—প্রকৃত্যাদিভিনশ্বর, প্রকৃতিপ্রত্যয়ের আগমাদিতে ইক্ যণ্ স্রুট্ ইত্যাদি মধ্যে যেনশ্বর অর্থাৎ ইৎসংজ্ঞক অদর্শনশীল বর্ণ। যে মুখ্য পিতা প্রভৃতির অমুয্যারী অর্থাৎ শিশু। এ স্থলে ক্ষীরস্বামী, মুখ্যাহুয্যারী এবং শিশু এই দুইটা পৃথক শব্দ ধরিয়াছেন। প্রকৃতস্ত প্রকৃতস্ত অমুবর্তনম্,—প্রস্ত-তের অমুবর্তন। অমরটীকা সারস্বতরীতে ঐ কয়েকটা শব্দের এই রূপ প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—

দোষোৎপাদ—অমুবন্ধং বুদ্ধান্ত দণ্ডো বিধীয়তাম্।

তাহার দোষ বুঝিয়া দণ্ড বিধান করা হইক।

ভিনশ্বর—ওট্ টকারাহুবন্ধে লোপঃ। ওট্ এখানে অমুবন্ধ টকারের লোপ হয়।

শিশু—বালকাহুবন্ধেন যাত্রাভঙ্গো মা ভুৎ। বালক পশ্চাতে থাকিলে যাত্রাভঙ্গ হয় না।

প্রস্ততের অমুবন্ধ—ভোকু মমুবন্ধঃ কৃতঃ। ভোজন করিতে অমুরোধ করা হইয়াছিল।

অনুবন্ধিন্ (ত্রি) অমুবধ্যতি অমু-বন্ধ-গিনি। অমুগত। সহচর। অমুবন্ধবিশিষ্ট। অবিচ্ছিন্ন। অমুরোধী। ব্যাপক। অমুদত্তী।

অমুবন্ধী (জী) অমুবধ্যতে হুতিষাসেন ব্যাগ্রিরতে হনয়া অমু-বন্ধ-ঘঞ্ গোঁরাতিদ্বাৎ ভীব্। হিকা রোগ। তৃষ্ণা। অমুবন্ধী তু হিকায়াং তৃষ্ণারামপি যোষিত্তি। (মেদিনী) অমুবন্ধ্য (ত্রি) অমু পশ্চাৎ বধার্ধঃ বধ্যতে ক্ধ্যতে যৎ

অমু-বন্ধ-কর্মণি গ্যাৎ। বধ করিবার নিমিত্ত পশু প্রভৃতি। অনুবোধ (পুং) অমু-বধ-গিচ্-ঘঞ্। পূর্বে যে চন্দনাদি লেপন করা হইয়াছিল তাহার গন্ধ উদ্দীপন করিবার নিমিত্ত পুনর্বার মর্দন করা। প্রবোধনম্ অমুবোধঃ স্বয়ং। গতগন্ধস্ত পুনর্গন্ধব্যক্তিকরণে। যথা কস্তরিকাদেমদ্যা-দিনা। (মহেশ্বর)। পরে বোধ করান।

অমুত্রাঙ্গণ (ক্লী) ত্রাঙ্গণং বেদস্ত মন্ত্রেতরভাগ বিশেষঃ। ত্রাঙ্গণ সদৃশো হয়ঃ গ্রহোহমুত্রাঙ্গণম্। ত্রাঙ্গণ সদৃশ গ্রহঃ*। অমুত্রাঙ্গণাদিনিঃ। পা ৪। ২। ৬২। অমু-ত্রাঙ্গণ গ্রহ্ তিনি পড়িতেছেন বা জানেন এই অর্থে ইনি প্রত্যয় হয়। অমুত্রাঙ্গণী। অমুত্রাঙ্গণ যিনি পড়েন বা জানেন। জ্ঞী-ভীপ্ অমুত্রাঙ্গণিনী।

বেদের ত্রাঙ্গণ পরিশিষ্ট লইয়া কোন গোল নাই। কিন্তু অমুত্রাঙ্গণ কোন্ গুলি? বোধ হয় সামবেদের পরিশিষ্ট এবং যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি রচিত গ্রন্থের নাম অমুত্রাঙ্গণ। সামবেদের নিদান সূত্রে অমুত্রাঙ্গণিনাঃ শব্দের উল্লেখ আছে। আর পাণিনির একটা সূত্র দেখিয়া যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি আধুনিক মুনি রচিত ত্রাঙ্গণ পুস্তকে অমুত্রাঙ্গণ বলা অসঙ্গত হয় না। পুরাণ প্রোক্তেষু ত্রাঙ্গণকল্পে। পা ৪। ৩। ১০৫। পুরাণ মুনিগণ উক্ত ত্রাঙ্গণ এবং কল্পের উত্তর তাদৃশ ত্রাঙ্গণ এবং তাদৃশ কল্প বুঝাইলে গিনি প্রত্যয় হয়। যেমন, ভাল্লবিনঃ। পৈঙ্গী কল্পঃ ইত্যাদি। কিন্তু যাজ্ঞ-বল্ক্য শব্দের উত্তর গিনি প্রত্যয় হইবে না। এখানে অণ্ প্রত্যয় বিহিত হইবে। যেমন, যাজ্ঞবল্ক্যানি ত্রাঙ্গণানি। যাজ্ঞবল্ক্য উক্ত ত্রাঙ্গণ বুঝাইলে কেন গিনি প্রত্যয় হইবে না, পতঞ্জলি তাহার সমাধান করিয়া দিয়াছেন। পুরাণ-প্রোক্তেষু ত্রাঙ্গণকল্পে যাজ্ঞবল্ক্যাদিত্যঃ প্রতিবেদন্তল্য-কালদ্বাৎ। (বার্তিক)। পুরাণপ্রোক্তেষু ইত্যত্র যাজ্ঞ-বল্ক্যাদিত্যঃ প্রতিবেদো বক্তব্যঃ। যাজ্ঞবল্ক্যানি ত্রাঙ্গণানি। লোলভানীতি। কিং কারণম্? তুল্যকালদ্বাৎ। এতাস্তুপি তুল্যকালানীতি। (ভাষ্য)। যাজ্ঞবল্ক্য অধিক দিনের লোক-নহেন, অর্থাৎ তিনি পাণিনির সময়ে প্রাহুত হইয়াছিলেন, তজ্জন্ত তাঁহাকে পুরাতন মুনি বলা যায় না, সে কারণ গিনি প্রত্যয় হইবে না। ইহার দ্বারা অমু-মান হইতেছে, যাজ্ঞবল্ক্যাদি আধুনিক মুনিদের রচিত ত্রাঙ্গণ সদৃশ গ্রন্থের নাম অমুত্রাঙ্গণ।

অমুভব (পুং) অমু-ভূ-অণ্। জ্ঞান। উপলব্ধি। বোধ। স্মৃতি জিন্ন যে জ্ঞান জন্মে।

অনুভাব (পুং) অনুভাবয়তি উবোধয়তি অনেন অহু-ভূ-
ণিচ্-ব্ধ্। প্রভাব। সামর্থ্য। তেজঃ। নিশ্চয়। মহিমা।
সম্ভেদ। কর্তরি অচ্-অলকার শাস্ত্রোক্ত স্থায়ী রসবিশে-
ষের প্রকাশক। রত্যাদি জনক কটাক্ষ ক্রভঙ্গি প্রভৃতি।
অনুভাবঃ প্রভাবে স্তামিচ্চয়ে ভাববোধকে। (মেদিনী)।
বিভাবা অনুভাবাশ্চ কথ্যস্তে ব্যভিচারিণঃ।

বাক্যঃ স তৈব বিভাবায়ৈঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ স্তবঃ।

(কাব্য প্র০)।

স্থায়ী রত্যাদিকো ভাবো জনিতঃ অনুভাবৈঃ কটাক্ষ-
ভুজাক্ষেপপ্রভৃতিভিঃ কার্থৈঃ প্রতীতিযোগ্যঃ কৃতঃ।
(কাব্য প্র০)। চক্ষুর ঠার, হাতকাড়াকাড়ি ইত্যাদি
অনুভাবকার্য দ্বারা স্থায়ী রত্যাদি ভাব, বাহ্য জন্মিয়াছে।
অনুভাবক (ত্রি) অনুভাবয়তি বোধয়তি অহু-ভূ-ণিচ্-ধ্বল্।
যাহার দ্বারা বৃত্তিতে পারা যায়। অহুবোধক।
অনুভাবিন্ (ত্রি) অহু-ভূ-ণিনি। যে সাক্ষাৎ করে। যে
পরে জন্ম গ্রহণ করে। কনিষ্ঠ।
অনুভাবণ (ক্ৰী) অহুক্লে কথ্য বলা। সঙ্গে কথ্য বলা।
অনুভূ (ত্রি) অহু-ভূ-ক্ণি। অহুভব রূপ জ্ঞান বিশেষ।
অনুভূত (ত্রি) অহু-ভূ-কর্মণি ক্ত। অহুভব দ্বারা জ্ঞাত।
অবগত। উপলব্ধ। কর্তরি ক্ত (ত্রি)। যে পরে জন্মে।
পশ্চাৎ জ্ঞাত।

অনুভূতাদ্যবিস্মৃতি (স্ত্রী) অনুভূতাদীনাম্ স্মৃতাদীনাম্
অবিস্মৃতির্ভাব্যং। ভাবনাশ্য সংস্কার। সংস্কার।

অনুভূতি (স্ত্রী) অহু-ভূ-ক্ণিন্। অহুভব। জ্ঞান। উপ-
লব্ধি। অহুভূতি চারিপ্রকার। যথা,—প্রত্যক্ষ, অহু-
মিতি, উপমিতি এবং শব্দবোধ।

অনুভূতিপ্রকাশ (পুং) মাধবাচার্য্য প্রণীত উপনিষৎ
তাৎপর্য্যবোধক প্রকরণবিশেষ।

অনুমত (ত্রি) অহু-মন্-ক্ত। স্বীকৃত। অহুমোদিত।
অহুজ্ঞাত। সম্মত।

অনুমতকর্মকারিন্ (ত্রি) অচী বা অছী, যিনি লিখিত
পত্রাদিস্বারে অন্তের কার্য্য করেন।

অনুমতি (স্ত্রী) অহু-মন্-ক্ণিন্। সম্মতি। অহুজ্ঞা। যে
পূর্ণিমাতে এক কলাহীন চন্দ্রের উদয় হয়। চতুর্দশীযুক্ত
পূর্ণিমা। অথানুমতিক্রমে নুপূর্ণিমা অহুজ্ঞায়োরপি। (মেদিনী)
অনুমন্তু (ত্রি) অহু-মন্-ত্চ্। অছী। তার পাইয়া যে অস্ত
ব্যক্তির কার্য্য নির্বাহ করে।

অনুমত্ৰণ (ক্ৰী) অহু মত্ৰণং মত্ৰণাঠঃ। মত্ৰোচ্চারণ পূর্বক
সংস্কার বিশেষ।

অনুমরণ (ক্ৰী) অহু সহ পশ্চাৎ মরণং বৃ-শৃাট্। পতির
মৃতদেহের সঙ্গে কিম্বা পতির মৃত্যুর পর তাঁহার পাছ-
কাদি লইয়া জলস্ত চিতায় স্ত্রীলোকের মৃত্যু। পতির
মৃতদেহের সঙ্গে এক চিতায় স্ত্রীলোকের। পুড়িয়া
মরিলে সচরাচর তাহাকে সহগমন বা সহমরণ কহে।
পতি বিদেশে মরিলে কিম্বা মৃতদেহ পাওয়া না গেলে
তাঁহার পাছকাদি লইয়া স্ত্রীলোক নিজে পুড়িয়া মরিলে
তাহার নাম অনুগমন বা অনুমরণ। কিন্তু অনেক স্থলে
আবার অনুমরণ ও সহমরণ শব্দের প্রভেদ নাই। অহু-
মরণ বলিলেও পতির দেহের সঙ্গে পুড়িয়া মরা বুঝায়।
কিন্তু সহমরণ বলিলে পশ্চাৎ মরণ বুঝাইতে পারে না।
তৃতীয়ে হুহি উদক্যায় মৃততন্তরিরি বৈ দ্বিজাঃ।

তত্ত্বানুগমনার্থায় স্থাপয়েদেকরাত্রাক্রম্।

স্ত্রীলোকের রজস্বলার তৃতীয় দিবসে তাহার স্বামীর
মৃত্যু হইলে সেই স্ত্রী পতির অনুগমন করিতে পারিবে
বলিয়া একরাত্র মৃতদেহ রাখিয়া দিবে।

এখানে অনুগমন শব্দে সহমরণ বুঝাইতেছে।

দেশান্তরমৃতে পতৌ সাক্ষী তৎপাছকাহরম্।

নিধায়োরসি সংস্কৃতা অবিশেষে জাতবেদসম্।

(ব্রহ্মপুরাণ)।

দেশান্তরে পতির মৃত্যু হইলে সাক্ষী স্ত্রী তাঁহার
পাছকাহর বৃকে করিয়া, শুচি হইয়া অগ্নি প্রবেশ করিবে।

কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে এই বিধি নিষিদ্ধ। যথা স্মৃতি,—
পৃথক্চিতিং সমাক্ষহ ন বিপ্রা গন্তমহতি।

মহাভারতে লিখিত আছে,—

ভজানুমরণং কালে যঃ কুরুন্তি তথাবিধাঃ।

কামাৎ ক্রোধাৎ ভয়ান্মোহাৎ সর্কাসাঃ পূতা ভবন্তি তাঃ।

স্বামীর সহমরণকালে কামনাবশতঃ হউক, ক্রোধে,
ভয়ে কিম্বা মোহে হউক, যে পতির সহিত মরিবে,
তাহারা সকলেই পবিত্র হইবে।

অতি প্রাচীন কালে পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই
অনুমরণের প্রথা চলিত ছিল। স্বামীর মৃত্যু হইলে
তাঁহার স্ত্রী কোন না কোন প্রকারে পতির সঙ্গে
প্রাণত্যাগ করিতেন। প্রাচীন গ্রীক এবং শক জাতির
মধ্যে এই কুপ্রথা চলিত ছিল, ডাইওডোরসের পুস্তকে
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রপারিসায়ান্ লিখিয়াছেন
যে, সে কালের রোমকেরা পতির মৃত্যুর পর তাঁহার
স্ত্রীকে পোড়াইয়া মারিতেন। পূর্বে উক্তর ইউরোপেও
সহমরণের চলন ছিল। একটা গল্প আছে, তৎকাল

লোকে সেকালে ওদিন দেবতার পূজা করিত। এক দিন ওদিনের পুত্র বালদারের, মাধার হঠাৎ গাছের একটা ছোট ডাল লাগে। বিধাতার কেমন নিরীক্ষ!—সেই ক্ষুদ্র শাখার আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ওদিন স্বর্গ হইতে আসিয়া, যমদূতদ্বিগকে পুত্র কিরিয়া দিতে অমরোদ্ধ করিলেন। যমদূতেরা বলিল—‘বালদারের নিমিত্ত যদি সমস্ত জীব জন্তু কাঁদে, তাহা হইলে সে প্রাণ পাইবে’। কাজেই তাঁহার শোকে সকলেই কাঁদিল, বনের পশুপক্ষীও কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু লোকী নামে একটা বুদ্ধা জীলোকের চক্ষু দিয়া এক ফোটাও জল পড়িল না। স্ততরাং বালদার আর বাচিয়া উঠিলেন না। ওদিনের পুত্রবধু, মৃত পতির সঙ্গে পুড়িয়া মরিলেন।

শক জাতির মধ্যে এই প্রথা ছিল, রাজার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পাটরাণী, মদ্যবাহিনী, পাচিকা, সহিস, চাকর ও ঘোড়া মারিয়া মৃতদেহের সঙ্গে গোর দেওয়া হইত। ইহার তাৎপর্য্য এই, রাজা সংসার ছাড়িয়া চলিলেন, এই ভবসমুদ্র পারে তাঁহাকে কত দূর যাইতে হইবে, কত দূর গেলে তবে তিনি লোকান্তর পাইবেন, অতএব সঙ্গের সাথী চাই। সে জন্ত প্রিয়তমা পাটরাণী এবং দাস দাসী সঙ্গে করিয়া লইতেন। এই নিষ্ঠুর প্রথা আজ পর্য্যন্ত কান্ট্রী জাতির মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। গ্রিস দেশের হিরোদোটস্ নামক ইতিবেত্তা লিখিয়াছেন যে, থেস্-বাসী কোন পুরুষের মৃত্যু হইলে বন্ধুবান্ধবেরা আগে তাহাকে গোর দিত। গোর দিয়া মৃতব্যক্তির যে অধিক ভালবাসা জী, তাহাকে সেই গোরের উপর কাটিয়া ফেলিত। গেটীরা এবং পসেনিয়ার লোকেরাও বিধবা জীলোককে এই রূপে মৃতপতির কাছে বলি দিত। (Max Muller)।

পূর্বে চীনদেশে অমৃতমরণের চলন কিছু অধিক ছিল। সম্রাটের মৃত্যুর পর, দাস দাসী এবং ছ-চারি জন ভালবাসা লোকও তাঁহার সঙ্গে গিয়া মরিত। না মরিলে লোকগঞ্জনায কেহ কাণ পাতিতে পারিত না। চীনদেশের ইতিহাসে লেখা আছে, ১৬৬২ খৃঃ অব্দে সম্রাট চুংকের মৃত্যু হয়। রাজকিশ, তাই সে দিন দাসদাসীরা চূপ করিয়া থাকিল। প্রভাত হইল। চীনের আর কোন্ দিকে চাহিবে?—চারি দিকে মৃত্যু, ঘেন একমরণে অগৎ মরিয়াছে। সম্রাটকে যে

ভাল বাসিত সেই আত্মহত্যা করিতেছে। চীনবাসীদের বিশ্বাস এই, প্রভুর সঙ্গে মরিতে পারিলে জন্মান্তরে আবার সেই প্রভুকে পাওয়া যায়।

চীনদেশের জীলোকেরা, পতির অমৃতগমন করিতে হইলে গলায় রজ্জু দিয়া মরিতেন। মরিবার পূর্বে যে ঘটা হইত তাহা বিবাহের চেয়েও অধিক। জীলোকটা মনের মত বসনভূষণ পরিয়া তাঞ্জামে আসিয়া বসিতেন। অমৃতচরেরা সেই তাঞ্জাম কাঁধে করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইত। জীবনের মাসা ভুলিয়া, জন্মের মত সংসার সুখে বিসর্জন দিয়া পতির নিমিত্ত যে মরিতে চলিল, সে লুকাইয়া মরিবে কেন? যত্নে বাঁহাকে জুদয়ে রাখি; জুদয়ে রাখিয়া দুজনে দুজনকে দেখি; তাঁহার মরণে মরিব, অবলা নারীচরিত্রের এ বীরঘটক পুরুষে দাঁড়াইয়া দেখুক, কুলবালিকারা আসিয়া পতিপরায়ণতা শিক্ষা করুক।

অমৃতমরণের দিন সেখানে লোক ধরিত না। দুটা আশীর্বাদী চাউল, একখণ্ড রজ্জু, এই সকল পাইবার জন্ত লোকের উপর লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইত। অমৃতমরণের আয়োজন অধিক নয়। প্রশস্ত স্থানে উচ্চ মাচা বাঁধা, তাহার উপরে কাল চানোয়া খাটানো। মাচার দুই পাশে দুইটা খুঁটা পোতা। খুঁটার উপর বাঁশের পাইড়। তাহাতেই গলায় দিবার রেশমের রজ্জু লাগানো থাকিত। জীলোকটা তাঞ্জামে চড়িয়া মাচার কাছে উপস্থিত হইতেন। সেখানে নানাবিধ সুখাদ্য থরে থরে সাজান থাকিত। সেই গুলি ভোজনের পর মাচার উপর হইতে আশীর্বাদী চাউল চারি দিকে ছড়াইয়া দিতেন। সেই চাউল পাইবার নিমিত্ত ভিড়ের ভিতর মহা গোল পড়িয়া যাইত। এই সকল গেল পূর্নামুষ্ঠান। তাহার পর পতিব্রতা নারী নিজের হাতে গলায় রজ্জু দিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। মৃত্যুর পরে সেই রজ্জু খণ্ড খণ্ড করিয়া উপস্থিত লোকদ্বিগকে বিতরণ করা হইত। (See—All the year Round. ইহার লেখক জনৈক সম্রাট ইউরোপীয়। তিনি এই রূপ একটা ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন)।

যবদ্বীপের নিকটে বলি ও লঙ্ঘক দ্বীপে এখনও হিন্দু ধর্মের কতক কতক আভাস আছে। হিন্দুধর্মের প্রধান প্রধান অস্থিপঞ্জরের মধ্যে সম্রাণ একটা বড় অঙ্গ। বলি এবং লঙ্ঘক দ্বীপ হইতে এ প্রথা আজ পর্য্যন্ত উঠিয়া যায় নাই। সেখানকার বর্জিত লোকের মৃত্যু

হইলে বিধবা জীলোকেরা পতির অলস চিতায় পুড়িয়া মরেন। কিন্তু ধর্মের চক্ষেও ছোটবড় ভেদ দেখানো চাই, হিন্দুশাস্ত্রের এইটাই নাকি চমৎকার মাহাত্ম্য, তাই সাধারণ লোকের অমৃতমরণের ব্যবস্থাটা অল্প রকম। সামান্য ঘরের জীলোকেরা বিধবা হইলে আগে তাহা-দিগকে ছুরীর গোঁচা মারিয়া বধ করিতে হয়, পরে তাহাদের মৃতদেহের সংকার হইয়া থাকে। এই রূপ একটি সহমরণের সময় জনৈক ইউরোপীয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঈড়াইয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখেন। ঘটনাটা এই,—অম্পনম নগরে একজন দরিদ্র লোকের মৃত্যু হয়। তাহার তিন জী। তন্মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠা অমৃতমরণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। তাহার পিতা, মাতা, শ্বশুর শ্বশুড়ী সকলেই অনেক বুঝাইলেন, অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও কথা মানিলেন না। চিরকাল মনের আগুনে গুমে গুমে পোড়ার চেয়ে, একেবারে প্রাণত্যাগ করা ভাল। সতী অমৃতমরণের আয়োজন করিলেন। স্বামি-বিয়োগের পরদিন স্নানাদি করিয়া তিনি উত্তম বস্ত্রা-লঙ্কার পরিলেন। আত্মীয় স্বজন দেখা করিতে আসিল, তিনি সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। শেষে পূর্বাঙ্ক দেবানন্দ্য কাটিয়া গেল। অপরাহ্ন চারিটার সময় তাহার স্বামীর মৃতদেহ বাহির করা হইল। পুরো-হিতেরা মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। অপরাপর লৌকে মৃতদেহকে স্নান করাইয়া তাহার উপর ফুল ছড়াইয়া দিল। তখন পুরবাসিনীরা সতীকে বাহিরে আনিলেন। আর সে সাজ নাই, সে বসনভূষণ নাই। তাহার অঙ্গে কেবল একখানি শাদা ধূতি, চুলে ফুলের গোছা। সতী স্বামীর সম্মুখে দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া স্থিরগন্তীরচিত্তে ইষ্ট-দেবতার নাম জপ করিলেন। পুরকামিনীরা অগ্রসর হইয়া তাহার হাতে এক একটি ফুলের তোড়া দিল। সতী অভিবাদন করিয়া সেই তোড়া আবার সকলকে ফিরিয়া দিলেন। তাহার পুর সতী আর একবার ইষ্ট-দেবতার নাম লইয়া স্বামীর মস্তক, বক্ষঃস্থল, নাভি, জাহ্নু এবং পদতল আশ্রাণ করিলেন। পূর্বাঙ্কুষ্ঠান ফুরাইল। শেষে সতীর ভাই তাহার নিকটে আসিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন,—‘ভগিনি! তবে সত্যই কি পতির অমৃতগমন করিবে?’ জীলোকটি বলিলেন—‘হাঁ’। তাহার ভ্রাতা তখন একখানি ছুরী লইয়া কহিলেন,—‘দেখ আমি তবে তোমার প্রাণ বধ করি,

তাহাতে আমার কোন অপরাধ নাই।’ এই বলিয়া তাহার ভগিনীর বক্ষঃস্থলে অল্প অজ্ঞাঘাত করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। শেষে আর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া জীলোকটাকে ছুরীরদ্বারা একেবারে মারিয়া ফেলিলেন। দম্পতীর মৃত্যুর কিছু দিন পরে তাহাদের অন্তঃকরণে ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

কিন্তু ভারতবর্ষে জীহত্যা করিবার প্রণালী অল্প রকম ছিল। ছোট হউক বড় হউক, এ দেশের লোকে সতীকে পতির চিতানলে, জীবিত থাকিতে থাকিতেই পতঙ্গের মত পোড়াইয়া মারিতেন। এই দাক্ষিণ নির্ম্মুর আচার কত দিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল, তাহা বলা যায় না। কিন্তু বৈদিক সময়ে সহমরণ ছিল না, বেদই তাহার জীবন্ত প্রমাণ। লর্ড বেণ্টিঙ্ক এবং রামমোহন রায় যখন সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত যত্ন করিয়াছিলেন, সে সময়ে এদেশের ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ীরা অনেক আপত্তি করেন; সহমরণের অমূল্যে স্মৃতি ও পুরাণাদি হইতে প্রমাণ দেখান, বেদ হইতেও প্রমাণ তুলিয়াছিলেন। কিন্তু সে মিথ্যা কথা। বেদে সহমরণের প্রমাণ নাই, ময়ুও অমৃতমরণের ব্যবস্থা দেন নাই। তখন হিন্দুরা কেবল জেদ করিয়া কতগুলি মিথ্যা আপত্তি দেখাইয়াছিলেন। তাহারা ভাবিলেন,—এই পবিত্র মাটি হইতে যদি জীহত্যা করা রহিত হয়, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্ম উঠিয়া যাইতে আর বাকি থাকিল কি? ধর্ম্মতত্ত্বের পাতা খসিল, শাখা ভাঙ্গিল, জীবন শুকাইয়া গেল। কাজেই যবনের রাজ্যে যবন হইয়া থাকা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। মনে মনে এই সকল বুঝিয়া তখনকার হিন্দুরা বেদমন্ত্রের মনগড়া অর্থ দিয়া আপত্তি দেখাইয়া-ছিলেন। [ইমা নারীর ইত্যাদি শব্দস্বরের অর্থ অমৃতমৃত্যু শব্দে দেখ]।

কিন্তু মহাভারতের সময় সহমরণ চলিত হইয়াছিল। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর মাদ্রী তাহার অমৃতগমন করেন। রাজ-তরঙ্গিণীর মতে, কলির ৬৫০ বৎসর গত হইলে কুরু-পাণ্ডবেরা ভূতলে প্রাচুর্ভূত হইয়াছিলেন।

শতেন্দু ষট্শু সাক্ষেন্দু ত্র্যধিকেন্দু চ ভূতলে।

কলেগতেবু বর্ষাণামভবনু কুরুপাণ্ডবাঃ।

এখন কলির গতাকা ৪৯৮৬, অতএব ৪৩৩৩ বৎসর গত হইল পাণ্ডবেরা জীবিত ছিলেন। তাহার পাঁচ সাত শত বৎসর পূর্বে যদি সহমরণ চলিত হইয়া থাকে, তবে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর ধরিয়া এ দেশে এই কুপ্রথা

চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু পুরাণাদিতে দেখা যায়, সেকালে সকল বিধবা স্ত্রী পতির সঙ্গে পুড়িয়া মরিতেন না। কেহ ব্রহ্মচারিণী হইতেন, কেহ গৃহে থাকিতেন, কেহ পুনর্বিবাহও করিতেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর কুন্তী, পতির অহুগমন করিলেন না। জ্যোৎস্নার মৃত্যু হইলে কৃপাও পতির অহুগমন করেন নাই। ভাগবতে লেখা আছে, অশ্বথামা নামে কৃপার বীরপুত্র জন্মিয়াছিল, সে কারণ তাহাকে পতির অহুগমন করিতে হয় নাই। 'তত্ত্বাত্মনোহর্ধ্বং পত্ন্যাস্তে নাঋগাদীরহঃ কৃপী।' ১।৭।৪৩।

বঙ্গালা দেশে এ নিয়মের চলন ছিল না। এখানে পুত্রবতীরাও মৃতপতির সঙ্গে পুড়িয়া মরিতেন। কিন্তু পঞ্জাব অঞ্চলে পুত্রবতীর পক্ষে সহমরণ নিষিদ্ধ ছিল। * * It is a characteristic trait, that only those women devote themselves to that dismal ceremony whose fate had decreed them not to be mothers. Honigberger.)

পূর্বকালের চেয়ে ইদানীং সহমরণ কিছু অধিক প্রচলিত হইয়াছিল। স্ত্রীলোকদের ইচ্ছা না থাকিলেও জ্ঞাতিবন্ধু আত্মীয় স্বজনরা তাঁহাদিগকে জোর করিয়া পোড়াইয়া মারিতেন। অকবরের সেনাপতি জয়মল সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী পতির সঙ্গে পুড়িয়া মরিতে অসম্মত হন। জয়মলের পুত্র উদয় সিংহ জোর করিয়া জননীকে পোড়াইবার চেষ্টা করেন। বাদশা এই সংবাদ পাইয়া উদয়সিংহকে কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন। সম্রাট এই রূপ কঠিন আইনও করিয়াছিলেন যে, কোন স্ত্রীলোক আপন ইচ্ছায় অমৃতমৃত্যু না হইলে, কেহ তাঁহার উপর জোর করিতে পারিবে না। (আইন-ই-অকবরী দেখ)। কিন্তু হিন্দুরা সর্বত্র এই আইন মানিয়া চলিতেন না। উলানিবাসী মুক্তারাম নামক জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার তেরজন স্ত্রী পুড়িয়া মরে। চিতার আগুন ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে, এমন সময়ে আর দুই জন স্ত্রী উপস্থিত হইল। তাহাদের এক জন চিতার আগুনে পড়িবে, তজ্জন্ত সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদিগকে অর্ঘ্য দিবার মন্ত্র পাঠ করিতেছে, ইতি মধ্যে হঠাৎ তাহার প্রাণে কেমন ভয় হইল। কাজেই সে শ্মশান হইতে পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মুক্তারামের পুত্র বিমাতাকে ধরিয়া আগুনেকেলিয়া দিলেন। অপর স্ত্রীলোকটী ভিত্তিনীকে ধরিতে গেল, মুক্তারামের

পুত্র তাহাকেও চিতার আগুনে ঠেলিয়া দিলেন। সে সময়ের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত রামনাথ এই নিষ্ঠুর কাজ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ১৮২৮ খৃঃ অব্দের ১৫ মার্চ জেমস পেগস্ নামক জনৈক ইংরাজ এক খানি পুস্তক প্রচার করেন। উহার নাম,—'ব্রিটিশ জাতির নিকট সতীর ক্রন্দন' (The Sati's cry to Britain)। ক্যানী পার্কাস নামে জনৈক ইউরোপীয় মহিলারও একখানি পুস্তক আছে। পূর্বদেশে (ভারত-বর্ষে) চব্বিশ বৎসর ভ্রমণের পর সেই পুস্তকখানি লিখিত হয়। ইহার নাম—Wanderings of a Pilgrim in search of the Picturesque, during four and twenty years in the East with Revelation of life in the Zenana. এই দুইখানি পুস্তকেই সহমরণের গল্প আছে। তাহা পড়িলে শরীর শিহরিয়া উঠে। সহমরণের নিমিত্ত হিন্দুরা স্ত্রীলোকের উপর কি পর্য্যন্ত অত্যাচার করিত, তাহা ঐ দুইখানি পুস্তকে স্পষ্ট করিয়া লেখা হইয়াছে।

সেকালে মহুষ্যের মন ও বিশ্বাস এবং সমাজের অবস্থা এ প্রকার ছিল না। পতিবিয়েগের পর কাহারও স্ত্রী সহমৃত্যু না হইলে কলঙ্কে দেশ ভরিয়া যাইত। পাঁচ জন লোক এক ঠাই হইলে নানা প্রকার দুর্নাম রটাইত। কাজেই চিরকাল কলঙ্কের ডালী মাথায় করিয়া থাকার চেয়ে স্ত্রীহত্যা ভাল। লোকগণের ভয়ে হিন্দুরা অনেক-কেই জোর করিয়া পোড়াইয়া মারিতেন। তাহার পর বিষয়ের লোভ। হয় ত কোন স্ত্রীলোক একটা বোর জ্ঞাতিশত্রু,—সম্পত্তির এক অংশ বুকে করিয়া চারি যুগ বসিয়া থাকিবেন। বিধবার প্রাণ বড় কঠিন। একসম্বা নিরামিষ ভোজন, মাসের মধ্যে দুই দিন নির্জল উপবাস, তাহাতেও শরীর শুকায় না, সহজে মৃত্যু হয় না। অতএব এত জালা যন্ত্রণার চেয়ে বিষবৃক্ষের মূল পূর্কাক্ষেই উঠাইয়া ফেলা ভাল। এই ভাবিয়া অনেক জ্ঞাতি, আপনার খুড়ী ভেঠাই প্রভৃতি বিষয়ের অংশভাগিনীকে জোর করিয়া পোড়াইয়া মারিতেন। কিন্তু এ সকল কাজ লুকান ছিল না। লোকমুখে গভর্নমেন্ট সকল কথাই শুনিতে পাইতেন। তাই ১৮০৫ সাল হইতে পুলিশ একটু কড়াকড় হইল। বিধবা স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছা-পূর্বক সম্মত না হইলে কর্তৃপক্ষের সহমরণের অমৃতমতি দিতেন না। হিন্দুরাও ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা উপায় বাহির করিলেন। সহমরণে যাইতে কেহ ইতস্তত করি-

বেন, এমন বৃষ্টিতে পারিলে তাঁহার আত্মীয় স্বজনরা লুকাইয়া একটু সিকি ধাওয়াইতেন। কিছুক্ষণ পরে ভাঙে মন একটু ভোর হইয়া আসিলে, তখন তাঁহার অসুখমতি চাহিতেন, জীলোকটাও নেনসার কোঁকে বাহা হয় একটা বলিয়া দিত।

পূর্বে বৎসর বৎসর কত হিন্দু মহিলা পতির চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছেন, তাহার ঠিক নাই। জহাঙ্গীরের সময় জয়পুরের মহারাজ মানসিংহের ১৫০০, জীর মধ্যে ৬০ জন সহমৃতা হন। মারওয়ারের রাজা অজিত সিংহের মৃত্যুর পর চৌহানী রাণী, দেৱাওয়ানের রাণী, তুরর রাণী, চাওড়া রাণী, শেখাবতীর রাণী এবং ৫৮ জন দাসী পুড়িয়া মরে। দাক্ষিণাত্য এবং মহারাষ্ট্র দেশেও সহমরণের বিলক্ষণ ধুম ছিল। কথিত আছে যে, রামেশ্বরের নিকট মাদুরার নায়কের মৃত্যু হইলে তাঁহার সঙ্গে ১১,০০০ এগার হাজার স্ত্রী এক চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছিল। ১৮৪০ সালে মহারাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার সঙ্গে সংসার চাঁদের কন্যা কুলন, জয়পুরের পদ্ম সিংহের কন্যা হিন্দরী, জয়সিংহের কন্যা রাজকুলবর এবং বসন্ত অলি এই চারিজন রাণী এবং সাতজন দাসী প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিল। কর্ণাল হেনরি ষ্টিনবাচ (Col. Henry Steinbach) এবং ডাক্তার হনিগবার্জার (John Martin Honigberger) সেই সহমরণের সময় শাশানে উপস্থিত ছিলেন। লাহোরের হজারী-বাগে মহারাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। মৃত্যুর পর দিন প্রধান প্রধান সর্দার এবং অমুচরেরা অগুণ্ড ও চন্দন কাঠ দিয়া চিতা সাজাইলেন। চিতা সাজাইয়া তাহার উপর ধূনা, গুণ্ডুল, ঘৃত ও কাপাস বীজ ছড়াইয়া দিলেন। এখানে কেল্লার ভিতর মহারাজের মৃতদেহ নৌকার মত একটা দোলার উপর ঢাকা আছে। দোলার চারিদিকে স্তব্ধজড়িত কিষ্কাব ও কাম্বীরী সালের পতাকা উড়িতেছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সকল আয়োজন হইল। সংসারচাঁদের কন্যা মহারাজের প্রিয় মহিষী। তিনি ঘোমটা খুলিয়া দীনবেশে তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে মৃতপতির দিকে চলিলেন। দুই পাশে, সমুখে পশ্চাতে প্রায় এক শত লোক বিরিয়া চলিল। তাঁহার এক পাশে জটনৈক ব্যক্তি একটা বাজ হাতে করিয়া বাইতেছে, রাণী তাহা হইতে মুটা মুটা মণিমুকা লইয়া দীন মরিজদিগকে দান করিতেছেন। সমুখে আর এক

জন লোক এক খানি আরঙ্গী ধরিয়া পাছু হাটিয়া আসিতেছে। রাণী অগ্রসর হইতেছেন আর এক এক বার সেই দর্পণে আপনার মুখ দেখিতেছেন,—নিকটে ভীষণ মৃত্যু, অতুল ঐশ্বর্যোখরী হইয়া তিনি সাধ করিয়া আঙনে বাঁপ দিতে বাইতেছেন, তাহাতে মুখচক্ষে কালিমা পড়ে নাই, ভয়ে মূর্তির বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, ইহাই দর্পণে মুখ দেখিবার কারণ।

মরালমন্তরগমনে হাঁটিতে হাঁটিতে গত্যুঃ রাজার কাছে উপস্থিত। বাহকেরা তখন শব কাঁধে লইয়া চলিল, রাণীদের তাজাম পশাৎ পশাৎ বাইতে লাগিল। সাত জন দাসী পদব্রজে ধীরে ধীরে চলিল। চিতার কাছে আসিয়া বিধিপূর্বক প্রেতপিণ্ডাদি দেওয়া হইলে সর্দারেরা চিতার উপরে শব শোয়াইলেন। রাণীরা মই দিয়া চিতার উপরে উঠিয়া রাজার মস্তকের কাছে শুইলেন, দাসীরা পায়ের কাছে শুইয়া থাকিল। শেষে সকলকে শরমুঞ্জসর মাদুর ঢাকা দিয়া চিতার চারি কোণে অগ্নি সমর্পণ করা হইল। এই চিতা দুই দিন ক্রমাগত জলিয়াছিল।

সেকালের পুলিশ বিজ্ঞাপনী হইতে জানা যায় যে, ১৮১৭ খৃঃ অব্দে বাদশা বিভাগের মধ্যে ৭০৬ জন জীলোক অসুখমৃতা হইয়াছিল। ১৮১৮ সালে ৮০৯ জন। ১৮২৩ সালে সর্বসমেত ৫৭৫ জন সতী পতির সঙ্গে পুড়িয়া মরে, তাহার মধ্যে ২৩৪ ব্রাহ্মণজাতি, ৩৫ জন ক্ষত্রিয়জাতি, ১৪ জন বৈষ্ণবজাতি, ২২২ শূদ্রজাতি। এই ৫৭৫ জনের মধ্যে ১০৯ জন বৃদ্ধা। তাঁহাদের বয়ঃক্রম ষাটবৎসরের অধিক হইয়াছিল। ২২৬ জনের বয়স, ষাটবৎসরের কম এবং চল্লিশের উপর। ২০৮ জনের বয়স বিশবৎসর হইতে চল্লিশ পর্য্যন্ত হইয়া থাকিবে। বাকি ৩২ জন নিতান্ত বালিকা।

ভারতবর্ষের চারি দিকে সহমরণের মহা জাঁক। হতভাগ্য হিন্দু মহিলাদের চক্ষের জল মুচাইবার কেহই নাই। সতীদাহ ইংরাজদের মত বিরুদ্ধ। কিন্তু মত বিরুদ্ধ হইলেও পাছে সাক্ষি ভঙ্গ হয়, সে জন্ত গভর্ণমেন্ট হিন্দুদের ধর্মের উপর কথা কহিতে পারিতেন না। জোন্স সাহেব একবার সহমরণের বিরুদ্ধে দু-একটা কি কথা বলিয়াছিলেন, সেই অপরাধে তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে সতীদাহ বন্ধ করিবার জন্ত একবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু হিন্দু ধর্ম দ্বার দ্বার হইল দেবীরা হিন্দুরা একে-

বার্ণের বুক দিয়া পড়িলেন, তাই সেবার কিছু ঘটনা উঠিল না।

এই সময়ে রামমোহন রায় বাঙ্গালা দেশে মহা-
হুল্লুলা করিয়া তুলিয়াছিলেন। লোকের কুসংস্কার দূর
করাই সেই নীতিবীরের জীবনের ব্রত ছিল। ১৮১৭
এবং ১৯ খৃঃ অব্দে তিনি সহমরণের বিরুদ্ধে দুই
খানি পুস্তক প্রচার করেন। ১৮২৭ সালেও তিনি
আর এক খানি পুস্তক লেখেন। তখন লর্ড উইলিয়াম
বেট্টের ভারতবর্ষের গভর্ণরজেনারেল। তিনি বেশ
সদাশয় ও লোকহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। যে কোন
প্রকারে হউক সতীদাহ উঠাইতে হইবে, এটা তাঁহার
প্রধান সঙ্কল্প হইয়াছিল। এদিকে মহাত্মা দ্বারকানাথ
ঠাকুর, রামমোহন রায় এবং তেলিনীপাড়ানিবাসী অন্নদা-
প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইলেন।
কালরাত্রি পোহাইল, ভারতের সৌভাগ্যলক্ষ্মী বিধ-
বাদের পানে কিরিয়া চাহিলেন,—১৮২৯ খৃঃ অব্দের
৪ ঠা ডিসেম্বর সহমরণপ্রথা রহিত হইয়া গেল। এই
সংবাদ পাইয়া কলিকাতার ধর্মসভার মাধ্যমে বক্তৃ-
তাদ্বারা পড়িল। সভায় বিলাতে আগিল করিলেন,
কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল হইল না। [অনুমরণাদির
মন্ত্র ও প্রকরণ প্রভৃতির বিবরণ অনুমৃত্য শব্দে দেখ]।

অনুমা (স্ত্রী) অনু-মা-অঙ্। ব্যাপ্য হেতুদ্বারা ব্যাপক
বস্তুর জ্ঞান নিশ্চয়। যুক্তি। অনুমতি। অনুমান।

অনুমাতৃ (ত্রি) অনুমাত বা অনুমিতীতে বা অনুমায়তে
অনু-মা-তৃচ্। যে অনুমান করে।

অনুমান (স্ত্রী) অনু-মা-ভাবে লুট্। ব্যাপ্য জ্ঞানের দ্বারা
ব্যাপক বস্তুর নিশ্চয় করা। যেমন, ধূম দেখিলে অগ্নি
আছে এই রূপ নিশ্চয় করা যায়। এস্থলে ধূমে আমা-
দের ব্যাপ্য জ্ঞান আছে, কারণ সর্বত্র দেখা যায় যে,
আগুন যেখানে আছে ধোঁয়াও সেখানে থাকে। সেই
পূর্ব সংস্কার স্মরণ করিয়া আগুন না দেখিতে পাইলেও
যদি কেবল ধোঁয়া দেখা যায়, তাহা হইলে আমরা
নিশ্চিত করি যে, ঐ স্থানে আগুন আছে।

সত্য ও মিথ্যা বিচার করিবার উপায় দুই প্রকার।

এক, প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা। দ্বিতীয় অনুমান দ্বারা।
অনুমান বলে দুইটা কাজ লিখ হয়। প্রথম,—কোন
বিষয় নিজে বুঝিতে পারা যায়। দ্বিতীয়—কোন বিষয়
অপরকে বুঝাইতে পারা যায়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অনু-
মানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাকে আমরা

প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলি তাহা সর্বত্র ঠিক নহে। কারণ,
আমরা সকল বস্তু ঠিক দেখিতে পাই না। যাহা কিছু
আমরা দেখিতে পাই, সে কেবল কতকগুলি বিশেষ
গুণের সমষ্টিমাত্র। যেমন, কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ,
গাঢ়তা, দৃঢ়তা, বর্ণ ইত্যাদি কিছুই আমরা ঠিক দেখিতে
পাই না।

কতকগুলি গুণের সমষ্টি দেখিয়া আমরা এক একটি
বস্তুর এক একটি বিশেষ নাম দিয়াছি। মাটির
গোড়ান পাত্র, তাহার ভিতর জল থাকে ইত্যাদি
কতকগুলি গুণ দেখিয়া আমরা একটা বস্তুর ‘ঘট’ এই
নাম দিয়াছি। পূর্বে একবার ঘট দেখা থাকিলে পরে
ঐ রূপ গুণবিশিষ্ট বস্তু দেখিলে আবার সেই ঘট মনে
পড়ে। এমন স্থলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিতরেও অনুমান
আসিয়া পড়িতেছে।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ঠিক অর্থ পূর্বজ্ঞান বা অভিজ্ঞতার
দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে। তজ্জন্ম নৈয়ায়িকেরা প্রত্যক্ষ
জ্ঞানের এই ব্যাখ্যা করেন যে,—যাহা স্বতঃসিদ্ধ, যাহার
অস্তিত্ব বিষয়ে আর প্রশ্নের আবশ্যকতা নাই, তাহাই
প্রত্যক্ষ জ্ঞান। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের উপর যে বলসংযোগ
করিলে আবার নূতন জ্ঞান জন্মে, তাহাই অনুমান।
যেমন, যেখানে ধূম আছে সেইখানেই অগ্নি থাকে।

অনুমানচিন্তামণি (পুং) ভ্রামশাস্ত্রের অনুমান তত্ত্ববোধক
প্রকরণ বিশেষ। ইহা গণেশ উপাধ্যায়ের রচিত। এই
পুস্তকের প্রথমে অনুমানের স্বরূপাদি নিরূপণ করিবার
বিষয় লিখিত আছে। পরে, অনুমানের স্বরূপাদির
কারণ ব্যাপ্তিনিরূপণ; ব্যাপ্তি বুঝিবার উপায় নিরূপণ;
ব্যাপ্তি বুঝিবার অনুকূলে তর্ক; তাহার পর ব্যাপ্তিজ্ঞান
দ্বারা সিদ্ধ সামান্য লক্ষণ নিরূপণ; হেতুর পরিতোষজ্ঞানের
জ্ঞান উপাধিনিরূপণ; অনুমানের অঙ্গপক্ষতানিরূপণ ও
পরের নিমিত্ত অনুমানের পক্ষ অবয়বভাষ্যের সাধ্যতা
নিরূপণ; তিন প্রকার হেতুর নিরূপণ; হেতুর দোষ
নিরূপণ; ইহার প্রথমে সামান্য হেতুর আভাস নিরূপণ;
পরে ব্যভিচারযুক্ত, সাধারণ, অসাধারণ, অনুরূপসংহারী
এবং অসিদ্ধ হেতু নিরূপণ। তাহার বাধের নিরূপণ
প্রভৃতি বিষয়গুলি ঐ প্রকরণে লিখিত হইয়াছে।

অনুমানদীপ্তি (স্ত্রী) এখানি অনুমান চিন্তামণির ব্যাখ্যা
পুস্তক। রঘুনাথ শিরোমণি ইহার প্রণেতা।

অনুমানোক্তি (স্ত্রী) তর্ক। উহ।

অনুমার্গ (অব্য) মার্গমনতিক্রম্য অব্যয়ী। মার্গকে অতি-

ক্রম না করিয়া, মার্গানুক্রম, যথামার্গ এই রূপ ব্যাখ্যার্থে অব্যয়ী। অমৃত পশ্চাৎ মার্গান্ত পশ্চাৎ অব্যয়ী। পণের পশ্চাৎ। মার্গে অর্থাৎ পথে এই রূপ বিভক্ত্যর্থ অব্যয়ী। অনুমান (অব্য) মাষে এইরূপ বিভক্ত্যর্থ অব্যয়ী। মাস-কলায়ে, পরিমাণবিশেষে। মূর্ত্ত্যন্তো মাষে মানে ত্রীহস্তরে ইতি কোষঃ।

অনুমান (অব্য) মাসে মাসে বীক্ষার্থে অব্যয়ী। প্রতিমাসে। অনুমিত (জি) অমৃত-মা-ক্ত। হেতু দ্বারা নিশ্চিত। যাহা অনুমান করা হইয়াছে।

অনুমিত (জী) অমৃত-মা-ক্तिन्। ব্যাপ্য হেতুদ্বারা ব্যাপক বস্তুর নিশ্চয় করা। [অনুমান দেখ]।

অনুমিত্ৱা (জী) অমৃত-মা বা মি বা মী সন্-ভাবে অ। অনুমান করিবার ইচ্ছা। ক্ষেপণের ইচ্ছা। ধনের ইচ্ছা। *। সনি মীমাংসুভলভশকপতপদমচ ইন্। পা ৭। ৪। ৫৪। অনিট্ সন্ পরে থাকিলে, মি, মী, মা, দা, ধা, রভ, লভ, শক, পত, পদ এই সকল অঙ্গের অচ্-তানে ইন্ আদেশ হয়। *। সং শ্রাদ্ধধাতুকে। পা ৭। ৪। ৪৯। সকারান্ত অঙ্গের সকারাদি আধ্ধধাতুক প্রত্যয় পরে থাকিলে স স্থানে তকার আদেশ হয়। অমৃগিস্-সন্ অ অমৃগিস্। ত হইল।

অনুমৃত (ত্রি) অমৃত-মৃ-কর্ত্তরি ক্ত অমৃত পশ্চাৎ-মৃতঃ। পুত্রাদির শোকে পশ্চাৎ মৃত। এই স্থলে বাচস্পত্যভি-ধানে, ‘অমৃত-মৃ-কর্ম্মণি ক্ত’ এই রূপ কর্ম্মণি বাচ্যে ক্ত বিধান করিয়া তাহার প্রমাণ স্বরূপ, ‘ভবতা নানু-মৃতাপি লভ্যতে’। রঘু ৮। ৮৫। রঘুবংশের এই অংশ-টুকু উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কিন্তু, বাস্তবিক অমৃত-পূর্ব্বক মৃ ধাতু কখনই সাকর্ম্মক হয় না, কাজেই কর্ম্মণি বাচ্যে ক্ত প্রত্যয়ও বিহিত হইতে পারে না। পুনর্বার অমৃতমরণশব্দেও বাচস্পত্যে লেখা আছে,— ‘অমৃতপূর্ব্বকমরণস্ত মরণসদৃশমরণার্থকত্বেন সাকর্ম্মকমৃ’। অতএব ‘ভবতা নানুমৃতাপি লভ্যতে’ ইতি রবৌ কর্ম্মণি ক্ত প্রয়োগঃ’। অমৃতপূর্ব্বক মরণের সদৃশ মরণ এই অর্থে মৃ ধাতু সাকর্ম্মক হইয়াছে, তাই রঘুর ‘নানুমৃত’ ইত্যাদি কর্ম্মবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হইয়াছে। কিন্তু রঘুবংশের যে ‘অমৃত’ শব্দ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, উহা অমৃতপূর্ব্বক মৃ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হয় নাই। ঐ শব্দটা ‘অমৃত’ শব্দের তৃতীয়ান্তরূপ এবং অমৃত-মৃ-কিপ্ এই রূপে ‘অমৃত’ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যথা মল্লিনাথ,— ‘অমৃত্রিতে ইতি অমৃতঃ। কিপ্।’

অমৃততা (জী) অমৃত পশ্চাৎ-মৃতঃ ত্রীহাৎ অমৃততা। যে ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুর পরে তাহার পাত্ৰকান্দি লইয়া জলন্ত চিতার প্রাণত্যাগ করে। যে স্বামীর মৃত দেহের সঙ্গে এক চিতায় পুড়িয়া মরে।

বেদের সময়ে অমৃতমরণ কিম্বা সহমরণ প্রথা চলিত ছিল না। কাহারও মৃত্যু হইলে এখনকার জৈনদের ও শিবানী-দের মত আর্থোরা হাসিতেন, সকলে কত নৃত্য গীত-করিয়া বেড়াইতেন। (প্রাক্ষে অগায় নৃত্তে হস্য। ১০। ১৮। ৩। ২০) তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, তদ্বারা পর-মাণুঃ বৃদ্ধি হয়। অষ্টোষ্ট্রি ক্রিয়ার সময়ে অশ্বিনে চিতা সাজাইয়া তাহার উপর শব রাখা হইত। মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্নী তাহার পাশে চিতার উপর শুইতেন, চিতার চারিদিকে পুত্রবতী সধবা ত্রী-লোকেরা চক্ষে ঘৃত দিয়া এবং উত্তম বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। তাহাদের চক্ষু দিয়া এক বিন্দু জল পড়িত না, তুলিয়াও কেহ একবার শোক করিতেন না। কিছুক্ষণ পরে, সধবা রমণীদিগকে বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। এদিকে ঋত্বিক্, বিধবা নারীকে চিতা হইতে উঠিতে বলিতেন, উঠিলে তাহাকে পুনর্বার বিবাহ করিতে আদেশ করিতেন। তখন দেবর কিম্বা মৃতব্যক্তির শিষ্য অথবা বাটীর কোন পুরাতন চাকর আসিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া তুলিয়া লইতেন। পরে শবদাহ হইত।

বঙ্গদেশে কোন কালে বেদের চলন ছিল না। পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা বেদের কিছুই মর্ম্ম বুঝিতেন না। তজ্জন্ত সময়ে সময়ে তাহাদের বিস্তর ভ্রম হইয়া গিয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য সহমরণের মন্ত্রের ভিতর দুইটা ঋত্বিক্ তুলিয়াছেন। ঐ দুইটা মন্ত্রের একটার শেষে ‘যোনিমগ্রে’ এই পাঠ আছে। ইহাই প্রকৃত পাঠ। হস্তলিখিত এবং মুদ্রিত পুস্তকেও ঐ পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে। সায়না-চার্য্যও, ‘যোনিমগ্রে’ এই পাঠ ধরিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, ‘যোনিমগ্রে’ এই রূপ ভুল পাঠ লইয়া মহাগোলে পড়িয়াছিলেন। বাহা হউক, ‘যোনিমগ্রে’ এ প্রকার ভুল পাঠ স্বীকার করিলেও সহমরণের কথা প্রমাণ করা যায় না, এবং পরের মন্ত্রের সঙ্গে পূর্ব্ব মন্ত্রের কোন সন্ধ থাকে না। তন্নিম্ন, ‘যোনিমগ্রে’ এই মন্ত্রেই মহাগোল পড়িয়া যায়। সায়নের ভাষ্য সমেত নিম্নে ঐ ঋত্বিক্ দুইটা উদ্ধৃত করা যাইতেছে এবং তাহাদের স্পষ্ট ব্যাখ্যাও লেখা হইতেছে।